Bible. Bengali

THE

HOLY BIBLE,

IN BENGALI.

ধর্ম্মপুস্তক

অর্থাৎ

পুরাতন ও নূতন নিয়ম

সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ।

TRANSLATED OUT OF THE ORIGINAL TONGUES

By the Calcutta Baptist Missionaries, with Bengali Assistants.

CALCUTTA:
PUBLISHED BY THE AUXILIARY TO THE B. & F. BIBLE SOCIETY,
23, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA.
1902.

Demy. 8vo.] *[Bourgeois.*

Digitized by Google

BS315
B3
1902

CALCUTTA:

PRINTED (WITH ALTERATIONS) AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

10th Edition.] [7,000.

Gift
S. Das

Digitized by Google

নির্ঘণ্ট।

পুরাতন নিয়ম।

পুস্তকের নাম।	অধ্যায়-সংখ্যা।	পৃষ্ঠা।	পুস্তকের নাম।	অধ্যায়-সংখ্যা।	পৃষ্ঠা।
আদিপুস্তক	৫০	১	উপদেশক	১২	৬০৫
যাত্রাপুস্তক	৪০	৫১	পরমগীত	৮	৬১২
লেবীয় পুস্তক	২৭	৯৩	যিশায়াহ	৬৬	৬১৮
গণনাপুস্তক	৩৬	১১২	যিরমিয়	৫২	৬৬৯
দ্বিতীয় বিবরণ	৩৪	১৬০	বিলাপ	৫	৭২৬
যিহোশূয়	২৪	২০০	যিহিষ্কেল	৪৮	৭৩৩
বিচারকর্ত্তৃবিবরণ	২১	২১৫	দানিয়েল	১২	৭৮৩
রূৎ	৪	২৫১	হোশেয়	১৪	৭৯৯
১ শমূয়েল	৩১	২৫৫	যোয়েল	৩	৮০৭
২ শমূয়েল	২৪	২৮৯	আমোষ	৯	৮১০
১ রাজাবলি	২২	৩১৮	ওবদিয়	১	৮১৬
২ রাজাবলি	২৫	৩৫	যোনাহ	৪	৮১৭
১ বংশাবলি	২৯	৩৮২	মীখা	৭	৮১৯
২ বংশাবলি	৩৬	৪০৯	নহূম	৩	৮২৩
ইষ্রা	১০	৪৪৫	হবক্কূক	৩	৮২৫
নহিমিয়	১৩	৪৫৪	সফনিয়	৩	৮২৭
ইষ্টের	১০	৪৬৯	হগয়	২	৮৩০
ইয়োব	৪২	৪৭৬	সখরিয়	১৪	৮৩১
গীতসংহিতা	১৫০	৫০৫	মালাখি	৪	৮৪০
হিতোপদেশ	৩১	৫৮২			

নূতন নিয়ম।

মথি	২৮	১	১ তীমথিয়	৬	২১৫
মার্ক	১৬	৩৪	২ তীমথিয়	৪	২১৮
লূক	২৪	৫৬	তীত	৩	২২১
যোহন	২১	৯২	ফিলীমন	১	২২৩
প্রেরিতদের কার্য্য	২৮	১২০	ইব্রীয়	১৩	২২৪
রোমীয়	১৬	১৫৬	যাকোব	৫	২৩৪
১ করিন্থীয়	১৬	১৭১	১ পিতর	৫	২৩৮
২ করিন্থীয়	১৩	১৮৪	২ পিতর	৩	২৪২
গালাতীয়	৬	১৯৪	১ যোহন	৫	২৪৪
ইফিষীয়	৬	১৯৯	২ যোহন	১	২৪৮
ফিলিপীয়	৪	২০৩	৩ যোহন	১	২৪৯
কলসীয়	৪	২০৭	যিহূদা	১	২৪৯
১ থিষলনীকীয়	৫	২১০	প্রকাশিত বাক্য	২২	২৫০
২ থিষলনীকীয়	৩	২১৩			

272357

Digitized by Google

আদিপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত প্রথম পুস্তক।

জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ।

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর
সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল,
এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের
২ আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।
৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে
৪ দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখি-
লেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক্
৫ করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস, ও
অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও
প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।
৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান
৭ হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক্ করুক। ঈশ্বর
এইরূপে বিতান উৎপন্ন করিয়া বিতানের ঊর্দ্ধ-
স্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক্
৮ করিলেন; তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর
বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর
সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।
৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ
সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক, ও স্থল
১০ সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন
ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি, ও জলরাশির নাম
সমুদ্র রাখিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে,
তাহা উত্তম।
১১ পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ, সবীজ ওষধি
ও বীজসম্বলিত স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলোৎপাদক
ফলবৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে
১২ সেইরূপ হইল; ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী
বীজোৎপাদক ওষধি ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজ-
সম্বলিত ফলোৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল; আর
১৩ ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা
ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।
১৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে
বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যো-
তির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য
১৫ এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক; এবং
পৃথিবীতে আলো দিবার জন্য দীপের ন্যায় আ-
কাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ
১৬ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে
এক মহাজ্যোতিঃ, ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে
তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহৎ
১৭ জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। আর
পৃথিবীতে দীপ্তিদানার্থে, এবং দিবস ও রাত্রির
১৮ উপরে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে, এবং আলো ও অন্ধকার
বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃসমূহকে আকাশ-
মণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন; এবং ঈশ্বর
১৯ দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও
প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।
২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম
প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির ঊর্দ্ধে
আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান
২১ হউক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের, ও যে
নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে,
সে সকলের এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করি-
লেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।
২২ আর ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহি-
লেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া সমুদ্রের
জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের
২৩ বাহুল্য হউক। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে
পঞ্চম দিবস হইল।
২৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয়
প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য
পশু, সরীসৃপ ও বনপশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে
২৫ সেইরূপ হইল। এইরূপে ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি
অনুযায়ী বনপশু, ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য
পশু, ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরী-
সৃপ নির্ম্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন
যে, সে সকল উত্তম।
২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতি-
মূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ
করি; তাহারা সমুদ্রচর মৎস্যদের, খেচর পক্ষী-
দের, ও পশুগণের এবং সমস্ত পৃথিবীর ও ভূমিতে
গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব

Digitized by Google

২৭ করিবে। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনু-
ষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই
তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া
২৮ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহা-
দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন,
তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে
পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণ,
খেচর পক্ষিগণ এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয়
জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।
২৯ ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত
ভূতলে স্থিত যাবতীয় সবীজ ওষধি ও যাবতীয়
সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা
৩০ তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচর যাবতীয়
পশু ও খেচর যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমন-
শীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ
হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ
৩১ হইল। পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সক-
লের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন যে, সকলই
অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে
ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং
তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।
২ পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য
হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপ-
নার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।
৩ আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ
করিয়া পবিত্র করিলেন, যেহেতুক সেই দিনে
ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে
বিশ্রাম করিলেন।

প্রথম নরনারীর বিবরণ।

৪ সৃষ্টিকালে যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও
আকাশমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশ-
৫ মণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই। সেই সময়ে
পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিজ্জ হইত না, আর
ক্ষেত্রের কোন ওষধি উৎপন্ন হইত না, কেননা
সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষান নাই, আর
৬ ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। আর
পৃথিবী হইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে
৭ জলসিক্ত করিল। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তি-
কার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ
করিলেন, এবং তাহার নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণ-
বায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব
৮ প্রাণী হইল। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর এদনে;
পূর্ব্বদিকে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে
৯ আপনার নির্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর
সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও
সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ, এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে
জীবনবৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করি-
১০ লেন। আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন
হইতে এক নদী নির্গত হইল, উহা তথা হইতে
১১ বিভিন্ন হইয়া চতুর্ম্মুখ হইল। প্রথম নদীর
নাম পীশোন; ইহা স্বর্ণোৎপাদক সমস্ত হবীলা
১২ দেশ বেষ্টন করে। ঐ দেশের স্বর্ণ উত্তম, এবং
সেই স্থানে গুগ্‌গুলু ও গোমেদকমণি জন্মে।
১৩ দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন; ইহা সমস্ত কূশ
১৪ দেশ বেষ্টন করে। তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল;
ইহা অশূরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়।
চতুর্থ নদী ফরাৎ।
১৫ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ
উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন।
১৬ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা
দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল
১৭ স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসৎ জ্ঞান-
দায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না,
কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন
মরিবেই মরিবে।
১৮ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের
একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার
১৯ অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি। সদাপ্রভু ঈশ্বর
মৃত্তিকা হইতে সকল বনপশু ও সকল খেচর পক্ষী
নির্ম্মাণ করিলে পর আদম তাহাদের কি কি নাম
রাখিবেন, তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার
নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব
প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল।
২০ আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর ও খেচর পক্ষীর
ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মনু-
ষ্যের জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারিণী পাওয়া
২১ গেল না। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর
নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর
তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা
২২ সেই স্থান পূরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আ-
দম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ
করিয়া তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।
২৩ তখন আদম কহিলেন, এ বার [হইয়াছে]; ইনি
আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস। ইঁহার
নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত
২৪ হইয়াছেন। এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা
মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত
২৫ হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে। ঐ সময়ে
আদম ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন;
আর তাঁহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।

মানবজাতির পতন।

৩ সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্ম্মিত ভূচর প্রাণীদের
মধ্যে সর্প সর্ব্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ

Digitized by Google

নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক কহিয়াছেন,
তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও
২ না? তাহাতে নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা
এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি;
৩ কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে,
তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা
তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলে
৪ মরিবে। তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে
৫ মরিবে না; কেননা ঈশ্বর জানেন, যে দিনে
তোমরা তাহা খাইবে, সেই দিনে তোমাদের
চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ
৬ হইয়া সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারী যখন
দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও নয়নের লোভ-
জনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়,
তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন;
পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন, এবং
৭ তিনিও ভোজন করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের
উভয়ের চক্ষু প্রসন্ন হইল, এবং তাঁহারা আপনা-
দের উলঙ্গতা বুঝিতে পারিলেন, ও ডুমুরবৃক্ষের
পত্র সিলাইয়া ঘাগরা প্রস্তুত করিয়া লইলেন।
৮ পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে
পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন
করিতেছিলেন; তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদা-
প্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের
৯ মধ্যে লুকাইলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম-
১০ কে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি
কহিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া
উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভীত হইলাম, তাই আপনাকে
১১ লুকাইয়াছি। তিনি কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ,
ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন
করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি
১২ তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আ-
দম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে
স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল,
১৩ তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে
কহিলেন, তুমি এ কি করিলে? নারী কহিলেন,
সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি।
১৪ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি
এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশু-
গণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত;
তুমি বুকে হাঁটিবে, এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন
১৫ করিবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং
তোমার বংশে ও তাহার বংশে, পরস্পর শত্রুতা
জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং
তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।
১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার
গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে
সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার
বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব
১৭ করিবে। অনন্তর তিনি আদমকে কহিলেন, যে
বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ
করিয়াছিলাম, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া
তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার
নিমিত্তে ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন
১৮ ক্লেশে উহা ভোগ করিবে। আর উহাতে তো-
মার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং
১৯ তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত
মুখে আহার করিয়া শেষে মৃত্তিকায় প্রতিগমন
করিবে; তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ;
কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।
২০ পরে আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা [জীবিত]
রাখিলেন, কেননা তিনি জীবিত সকলের মাতা
২১ হইলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁহার
স্ত্রীর নিমিত্তে চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহা-
দিগকে পরাইলেন।
২২ অনন্তর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য
সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একের
মত হইল; এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া
জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্ত-
২৩ জীবী হয়। এই নিমিত্তে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁ-
হাকে এদনের উদ্যান হইতে দূর করিলেন, এবং
তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম
২৪ করিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে তিনি
মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের
পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্ব-
দিকে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ
রাখিলেন।

কয়িন ও হেবলের বিবরণ।

৪ পরে আদম আপন স্ত্রী হবার পরিচয়
লইলে তিনি গর্ভবতী হইয়া কয়িনকে [লাভ]
প্রসব করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর সহকারে আমার
২ নরলাভ হইল। পরে তিনি হেবল নামে তাহার
সহোদরকে প্রসব করিলেন; হেবল মেষপালক
৩ ছিলেন, ও কয়িন ভূমিকর্ষক ছিল। অপর কালানু-
ক্রমে কয়িন উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির
৪ ফল উৎসর্গ করিল। আর হেবলও আপন পালের
প্রথমজাত কএকটী পশু ও তাহাদের মেদ উৎ-
সর্গ করিলেন। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাঁহার
৫ উপহার গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু কয়িনকে ও তাহার
উপহার গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্ত কয়িন
৬ অতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণবদন হইল। তাহাতে সদা-
প্রভু কয়িনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিলে?
৭ কেন বিষণ্ণবদন হইলে? যদি সদাচরণ কর,
তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না
কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে।

Digitized by Google

তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি
৮ তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। অপর কয়িন আ-
পন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল;
পরে তাঁহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা
হেবলের বিপক্ষে উঠিয়া তাঁহাকে বধ করিল।
৯ অনন্তর সদাপ্রভু কয়িনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
তোমার ভ্রাতা হেবল কোথায়? সে উত্তর করিল,
আমি জানি না; আমার ভ্রাতার রক্ষক কি আমি?
১০ তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিলে?
তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার কাছে
১১ ক্রন্দন করিতেছে। অতএব যে ভূমি তোমার
হস্ত হইতে তোমার ভ্রাতার রক্ত গ্রহণার্থে আপন
মুখ খুলিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি শাপগ্রস্ত
১২ হইলে। ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও তাহা আ-
পন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে
না; তুমি পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী
১৩ হইবে। তাহাতে কয়িন সদাপ্রভুকে কহিল,
১৪ আমার অপরাধের ভার অসহ্য। দেখ, অদ্য
তুমি ভূতল হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিলে,
আর তোমার দৃষ্টি হইতে আমি লুক্কায়িত
হইব; আমি পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণ-
কারী হইব, আর আমাকে যে পাইবে, সেই
১৫ বধ করিবে। তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে কহি-
লেন, এই জন্য কয়িনকে যে বধ করিবে, সে সাত
গুণ প্রতিফল পাইবে। অনন্তর সদাপ্রভু কয়িনের
নিমিত্ত এক চিহ্ন রাখিলেন, পাছে কেহ তাহাকে
পাইলে বধ করে।
১৬ পরে কয়িন সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান
করিয়া এদনের পূর্ব্বদিকে নোদ দেশে বাস
১৭ করিল। আর কয়িন আপন স্ত্রীর পরিচয় লইলে
সে গর্ব্ভবতী হইয়া হনোককে প্রসব করিল।
আর কয়িন এক নগর পত্তন করিয়া আপন
পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হনোক রাখিল।
১৮ হনোকের পুত্র ঈরদ, ঈরদের পুত্র মহূয়ায়েল,
মহূয়ায়েলের পুত্র মথূশায়েল, ও মথূশায়েলের
১৯ পুত্র লেমক। লেমক দুই স্ত্রী গ্রহণ করিল, এক
২০ স্ত্রীর নাম আদা ও অন্যার নাম সিল্লা। আদার
গর্ব্ভে যাবল জন্মিল, সে তাম্বুবাসী পশুপালক-
২১ দের আদিপুরুষ ছিল। তাহার সহোদরের নাম
যূবল; সে বীণা ও বংশীধারী সকলের আদি-
২২ পুরুষ ছিল। আর সিল্লার গর্ব্ভে তূবল-কয়িন
জন্মিল, সে পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার অস্ত্র
গঠন করিত; তূবল কয়িনের সহোদরার নাম
২৩ নয়মা। আর লেমক আপন স্ত্রীদ্বয়কে কহিল,
হে আদে, হে সিল্লে, তোমরা আমার কথা শুন,
হে লেমকের ভার্য্যাদ্বয়, আমার বাক্যে কর্ণ-
পাত কর;
আমি আঘাতের পরিশোধে পুরুষকে,
প্রহারের পরিশোধে যুবাকে বধ করিয়াছি।
২৪ যদি কয়িনের বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়,
লেমকের বধের প্রতিফল সাতাত্তর গুণ হইবে।
২৫ অনন্তর আদম পুনর্ব্বার আপন ভার্য্যার
পরিচয় লইলে তিনি পুত্র প্রসব করিয়া তাহার
নাম শেথ [বিনিময়] রাখিলেন। কেননা [তিনি
কহিলেন,] কয়িন কর্ত্তৃক হত হেবলের বিনি-
ময়ে ঈশ্বর আমাকে আর এক সন্তান দিলেন।
২৬ পরে শেথেরও পুত্র জন্মিলে তিনি তাহার নাম
ইনোশ রাখিলেন; তৎকালে লোকেরা সদা-
প্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

আদম-বংশের বিবরণ।

৫ আদমের বৃত্তান্ত এই। যে দিন ঈশ্বর মনু-
ষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের
২ সাদৃশ্যেই তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিলেন; পুরুষ
ও স্ত্রী করিয়া তাঁহাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এবং
সেই সৃষ্টিদিনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া
৩ আদম, এই নাম দিলেন। পরে আদম এক শত
ত্রিশ বৎসর বয়সে আপনার সাদৃশ্যে ও প্রতি-
মূর্ত্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শেথ রাখি-
৪ লেন। শেথের জন্ম দিলে পর আদম আট শত
বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম
৫ দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ আদমের নয় শত ত্রিশ বৎসর
বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।
৬ শেথ এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে ইনোশের
৭ জন্ম দিলেন। ইনোশের জন্ম দিলে পর শেথ
আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্র-
৮ কন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ শেথের নয় শত
বার বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।
৯ ইনোশ নব্বই বৎসর বয়সে কৈননের জন্ম
১০ দিলেন। কৈননের জন্ম দিলে পর ইনোশ আট
শত পনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্র-
১১ কন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ইনোশের নয়
শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।
১২ কৈনন সত্তর বৎসর বয়সে মহললেলের জন্ম
১৩ দিলেন। মহললেলের জন্ম দিলে পর কৈনন
আট শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও
১৪ পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ কৈননের নয়
শত দশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।
১৫ মহললেল পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে যেরদের জন্ম
১৬ দিলেন। যেরদের জন্ম দিলে পর মহললেল আট
শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার
১৭ জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ মহললেলের আট শত
পঁচানব্বই বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু
হইল।
১৮ যেরদ এক শত বাষট্টি বৎসর বয়সে হনোকের
১৯ জন্ম দিলেন। হনোকের জন্ম দিলে পর যেরদ

Digitized by Google

আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্র-
২০ কন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ যেরদের নয় শত
বাবট্টি বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।
২১ হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথূশেলহের
২২ জন্ম দিলেন। মথূশেলহের জন্ম দিলে পর
হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন
করিলেন, এবং আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।
২৩ সর্ব্বশুদ্ধ হনোক তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর জীবৎ
২৪ থাকিলেন। হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন
করিতেন। পরে তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন, কেননা
ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।
২৫ মথূশেলহ এক শত সাতাশী বৎসর বয়সে
২৬ লেমকের জন্ম দিলেন। লেমকের জন্ম দিলে পর
মথূশেলহ সাত শত বিরাশী বৎসর জীবৎ থাকিয়া
২৭ আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ মথূ-
শেলহের নয় শত উনসত্তর বৎসর বয়স হইলে
তাঁহার মৃত্যু হইল।
২৮ লেমক এক শত বিরাশী বৎসর বয়সে পুত্রের
২৯ জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ [বিশ্রাম] রাখি-
লেন; কেননা তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু কর্ত্তৃক
অভিশপ্ত ভূমি হইতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের
ক্লেশ জন্মে, তদ্বিষয়ে এ আমাদিগকে সান্ত্বনা
৩০ করিবে। নোহের জন্ম দিলে পর লেমক পাঁচ শত
পঁচানব্বই বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্র
৩১ কন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ লেমকের সাত শত
সাতাত্তর বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।
৩২ পরে নোহ পাঁচ শত বৎসর বয়সে শেম, হাম
ও যেফতের জন্ম দিলেন।

নোহ ও জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত।

৬ এইরূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক কন্যা
২ জন্মিল, তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যা-
গণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে
৩ তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। তাহাতে সদা-
প্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে
নিত্য অধিষ্ঠান করিবেন না, তাহাদের বিপথ-
গমনে তাহারা মাংসমাত্র; অতএব তাহাদের
৪ সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে। তৎকালে
পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্ব-
রের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাদের কাছে গমন
করিলে তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই
প্রাক্কালীন প্রসিদ্ধ বীর।
৫ আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের
দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার
৬ সকল কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। অতএব
সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্ম্মাণ প্রযুক্ত অনু-
৭ তাপ করিয়া মনঃপীড়া পাইলেন। আর সদা-
প্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি,
তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব, এবং মনু-
ষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ জীব ও খেচর পক্ষী-
দিগকেও লোপ করিব, কেননা তাহাদের নির্ম্মাণ
৮ প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে। কিন্তু নোহ
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন।
৯ নোহের বৃত্তান্ত এই। নোহ তাৎকালিক লোক-
দের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, এবং
১০ ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। নোহ
শেম, হাম, ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন।
১১ তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট এবং
১২ দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সে ভ্রষ্ট হইয়াছে,
কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছে।
১৩ তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে
সকল প্রাণীর অন্তিমকাল উপস্থিত, কেননা তাহা-
দের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে।
আর দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে
১৪ বিনষ্ট করিব। তুমি গোফর কাষ্ঠ দ্বারা এক
জাহাজ নির্ম্মাণ কর; সেই জাহাজের মধ্যে
কুঠরী নির্ম্মাণ করিবে, ও তাহার ভিতরে ও বা-
১৫ হিরে ধূনা দিয়া লেপন করিবে। এই প্রকারে
তাহা নির্ম্মাণ করিবে। জাহাজ দীর্ঘে তিন শত
হস্ত, প্রস্থে পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতাতে ত্রিশ হস্ত
১৬ হইবে। এবং তাহার ছাদের এক হাত নীচে
বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, ও জাহাজের
পার্শ্বে দ্বার রাখিবে; তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও
১৭ তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ করিবে। আর দেখ, আকা-
শের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে,
সকলকে নষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপরে
জলপ্লাবন আনিব, পৃথিবীস্থ সকলে প্রাণত্যাগ
১৮ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার
নিয়ম স্থির করিব; তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী
ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে
১৯ প্রবেশ করিবে। এবং মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীব-
জন্তুর স্ত্রীপুরুষ যোড়া যোড়া লইয়া তাহাদের
প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত সেই জাহাজে
২০ প্রবেশ করাইবে; সর্ব্বপ্রকার পক্ষী ও সর্ব্বপ্রকার
পশু ও সর্ব্বপ্রকার ভূচর সরীসৃপ যোড়া যোড়া
প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে।
২১ আর তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি সর্ব্ব-
প্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে
২২ সঞ্চয় করিবে। তাহাতে নোহ সেইরূপ করিলেন,
ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম্ম করিলেন।

৭ আর সদাপ্রভু নোহকে কহিলেন, তুমি
সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা
এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে
২ তোমাকেই ধার্ম্মিক দেখিতেছি। তুমি শুচি

Digitized by Google

পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত
যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক
৩ জাতির এক এক যোড়া, এবং খেচর পক্ষী-
দিগেরও স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত
সাত যোড়া, সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদের বংশরক্ষার্থে
৪ আপনার সঙ্গে রাখ। কেননা সপ্তাহমাত্রের পর
আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি বৃষ্টি বর্ষাইয়া
আমার নির্ম্মিত যাবতীয় প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে
৫ উচ্ছিন্ন করিব। তখন নোহ সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
৬ সারে সকল কর্ম্ম করিলেন। নোহের ছয় শত
বৎসর বয়সে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।
৭ জলপ্লাবনের অপেক্ষাতে নোহ ও তাঁহার
পুত্রগণ এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ জাহাজে
৮ প্রবেশ করিলেন। নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে শুচি অশুচি পশুর, এবং পক্ষী ও ভূমিতে
৯ গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রীপুরুষ যোড়া
যোড়া জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল।
১০ পরে সেই সপ্তাহ গত হইলে পৃথিবীতে জল-
১১ প্লাবন হইতে লাগিল। নোহের বয়সের ছয়
শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহা-
জলধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গগনস্থ
১২ দ্বার সকল মুক্ত হইল। তাহাতে পৃথিবীতে
১৩ চল্লিশ দিবারাত্রি মহাবৃষ্টি হইল। সেই দিন
নোহ, এবং শেম, হাম ও যেফৎ নামে নোহের
পুত্রগণ, এবং তাঁহাদের সহিত নোহের স্ত্রী ও তিন
১৪ পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিলেন। আর তাঁহা-
দের সহিত সর্ব্বজাতীয় বন্য পশু, সর্ব্বজাতীয়
গ্রাম্য পশু, সর্ব্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ জীব ও
১৫ সর্ব্বজাতীয় খেচর পক্ষী, প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব্ব-
প্রকার জীবজন্তু যোড়া যোড়া জাহাজে নোহের
১৬ নিকটে প্রবেশ করিল। ফলতঃ তাঁহার প্রতি ঈশ্ব-
রের আজ্ঞানুসারে সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ
প্রবেশ করিল। পরে সদাপ্রভু তাঁহার পশ্চাৎ
দ্বার বন্ধ করিলেন।
১৭ অনন্তর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জল-
প্লাবন হইল, তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইয়া জাহাজ
১৮ ভাসাইলে তাহা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিল। পরে
জল প্রবল হইয়া পৃথিবীতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইল,
১৯ এবং জাহাজ জলের উপরে ভাসিয়া গেল। আর
পৃথিবীতে জল অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে আকাশ-
মণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল।
২০ তাহার উপরে পনের হাত জল উঠিয়া প্রবল
২১ হইল, পর্ব্বত সকল মগ্ন হইল। তাহাতে ভূচর
যাবতীয় প্রাণী—পক্ষী, গ্রাম্য ও বন্য পশু—
ভূমিতে গমনশীল জীব সকল এবং মনুষ্য সকল
২২ মরিল। স্থলচর যত প্রাণীর নাসিকাতে প্রাণ-
২৩ বায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলে মরিল। এইরূপে
ভূমণ্ডলনিবাসী সমস্ত প্রাণী—মনুষ্য, পশু,
সরীসৃপ জীব ও আকাশীয় পক্ষী সকল—উচ্ছিন্ন
হইল, পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ
ও তাঁহার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণীরা বাঁচিলেন।
২৪ আর জল পৃথিবীর উপরে এক শত পঞ্চাশ দিন
পর্য্যন্ত প্রবল থাকিল।

৮ আর ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাঁহার
সঙ্গী পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীকে স্মরণ করিয়া
পৃথিবীতে বায়ু বহাইলেন, তাহাতে জল থামিল।
২ আর জলধির উনুই ও গগনস্থ দ্বার সকল বন্ধ
৩ এবং আকাশের মহাবৃষ্টি নিবৃত্ত হইল। আর জল
ক্রমশঃ ভূমির উপর হইতে সরিয়া গিয়া এক শত
৪ পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল। তাহাতে সপ্তম
মাসের সপ্তদশ দিনে অরারটের পর্ব্বতের উপরে
৫ জাহাজ লাগিয়া রহিল। পরে দশম মাস পর্য্যন্ত
জল ক্রমশঃ সরিয়া অল্পতর হইল; ঐ দশম
মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ দৃশ্য হইল।
৬ তৎপরে চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপ-
নার নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটা
৭ দাঁড়কাক ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে সে উড়িয়া
ভূমির উপরিস্থ জল শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ
৮ গতায়াত করিল। অনন্তর ভূমির উপরে জল
হ্রাস পাইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য
তিনি আপনার নিকট হইতে একটী কপোত ছা-
৯ ড়িয়া দিলেন। তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলাচ্ছা-
দিত থাকাতে কপোতটী পদার্পণের স্থান পাইল
না, তাই জাহাজে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আ-
সিল; তখন তিনি হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে
ধরিয়া জাহাজের ভিতরে আপনার নিকটে
রাখিলেন।
১০ পরে তিনি আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া
জাহাজ হইতে সেই কপোত পুনর্ব্বার ছাড়িয়া
১১ দিলেন, এবং কপোতটী সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিকটে
ফিরিয়া আসিল; আর দেখ, তাহার চঞ্চুতে
জিতবৃক্ষের একটী নবীন পত্র ছিল, ইহাতে নোহ
বুঝিলেন, ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে।
১২ পরে তিনি আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া সেই
কপোত ছাড়িয়া দিলেন, তখন সে তাঁহার নিকটে
১৩ আর ফিরিয়া আসিল না। [নোহের বয়সের]
ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে
পৃথিবীর উপরে জল শুষ্ক হইল; তাহাতে নোহ
জাহাজের ছাদ খুলিয়া অবলোকন করিলেন, আর
১৪ দেখ, ভূতল নির্জ্জল। পরে দ্বিতীয় মাসের সাতা-
ইশ দিনে ভূমি শুষ্ক হইল।

নোহের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম।

১৫ পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি আপনার
১৬ স্ত্রী, পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জা-
১৭ হাজ হইতে নির্গত হও। আর তোমার সঙ্গী

Digitized by Google

পশু, পক্ষী, ও ভূচর সরীসৃপ প্রভৃতি মাংসবিশিষ্ট
যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে
বাহিরে আন; তাহারা পৃথিবীকে প্রাণিময়
করুক,এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক।
১৮ তখন নোহ আপনার পুত্রগণ এবং আপনার
স্ত্রী ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া নির্গত হই-
১৯ লেন। আর স্ব স্ব জাতি অনুসারে প্রত্যেক পশু,
সরীসৃপ জীব ও পক্ষী, সমস্ত ভূচর প্রাণী জাহাজ
হইতে নির্গত হইল।
২০ অনন্তর নোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি
নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার শুচি পশুর ও
সর্ব্বপ্রকার শুচি পক্ষীর মধ্যে কতকগুলি লইয়া
২১ বেদির উপরে হোম করিলেন। তাহাতে সদা-
প্রভু তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মনে মনে
কহিলেন, আমি মনুষ্যের জন্য ভূমিকে আর
অভিশাপ দিব না, কারণ বাল্যকালাবধি মনুষ্যের
মনস্কল্পনা দুষ্ট; যেমন করিলাম, তেমন আর
কখনও সকল প্রাণীকে সংহার করিব না।
২২ যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের
ও শস্য ছেদনের সময়, এবং শীত ও উত্তাপ, এবং
গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই
সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

৯ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাঁহার পুত্রগণকে
এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত
২ ও বহুবংশ হইয়া পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। পৃথি-
বীর যাবতীয় পশু, খেচর যাবতীয় পক্ষী, ভূচর
জীব ও সমুদ্রের মৎস্য সকলেই তোমাদের হইতে
ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইবে, সে সকল তোমাদেরই
৩ হস্তে সমর্পিত। প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমা-
দের খাদ্য হইবে; আমি হরিৎ ওষধির ন্যায়
৪ সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু সপ্রাণ
৫ অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। এবং
তোমাদের রক্ত পাতিত হইলে আমি তোমাদের
প্রাণের পক্ষে তাহার পরিশোধ অবশ্য লইব;
সকল পশুর নিকটে তাহার পরিশোধ লইব,
এবং মনুষ্যের ভ্রাতা মনুষ্যের নিকটে আমি মনু-
৬ ষ্যের প্রাণের পরিশোধ লইব। যে কেহ মনুষ্যের
রক্তপাত করিবে, মনুষ্যকর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত
করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে
৭ মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমরা প্রজাবন্ত
ও বহুবংশ হও, পৃথিবীকে প্রাণিময় কর, ও
তন্মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু হও।
৮ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাঁহার সঙ্গী পুত্র-
৯ গণকে কহিলেন, দেখ, তোমাদের সহিত, তোমা-
১০ দের ভাবী বংশের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী
যাবতীয় প্রাণীর সহিত, পক্ষী এবং গ্রাম্য ও
বন্য পশু, পৃথিবীস্থ যত প্রাণী জাহাজ হইতে
নির্গত হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমি আমার
১১ নিয়ম স্থির করি। আমি তোমাদের সহিত আমার
নিয়ম স্থির করি; জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণী
আর উচ্ছিন্ন হইবে না; এবং পৃথিবীর বিনাশার্থ
১২ জলপ্লাবন আর হইবে না। ঈশ্বর আরও কহি-
লেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের
সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত চিরস্থায়ী পুরুষ-
পরম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার
১৩ চিহ্ন এই। আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি,
তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন
১৪ হইবে। যখন আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার
১৫ করিব, তখন সেই ধনু মেঘে দৃষ্ট হইবে; তাহাতে
তোমাদের সহিত ও মাংসময় সমস্ত প্রাণীর সহিত
আমার যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ
হইবে, এবং সকল প্রাণীর বিনাশার্থ জলপ্লাবন
১৬ আর হইবে না। আর মেঘধনুক হইলে আমি
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে মাংসময়
যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত
ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ী নিয়ম, তাহা আমি স্মরণ
১৭ করিব। ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত
প্রাণীর সহিত আমার স্থাপিত নিয়মের এই চিহ্ন
হইবে।

নোহের তিন পুত্রের বিষয়।

১৮ নোহের যে পুত্রেরা জাহাজ হইতে বহির্গত
হইলেন, তাঁহাদের নাম শেম, হাম ও যেফৎ;
১৯ সেই হাম কনানের পিতা। এই তিন জন নো-
হের পুত্র; ইহাঁদেরই বংশ সমস্ত পৃথিবীতে
২০ ব্যাপ্ত হইল। পরে নোহ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত
২১ হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। আর তিনি দ্রাক্ষা-
রস পান করিয়া মত্ত হইলেন, এবং তাম্বুর
২২ মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। তখন কনানের
পিতা হাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া
বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল।
২৩ তাহাতে শেম ও যেফৎ বস্ত্র লইয়া আপনাদের
স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা
আচ্ছাদন করিলেন; পশ্চাদ্দিকে মুখ থাকাতে
২৪ তাঁহারা পিতার উলঙ্গতা দেখিলেন না। পরে
নোহ দ্রাক্ষারসের নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া
আপনার প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত
২৫ হইলেন। আর তিনি কহিলেন,
কনান অভিশপ্ত হউক,
সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে।
২৬ তিনি আরও কহিলেন,
শেমের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য;
কনান তাহার দাস হউক।
২৭ ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করুন;
সে শেমের তাম্বুতে বাস করুক,
আর কনান তাহার দাস হউক।

Digitized by Google

২৮ জলপ্লাবনের পরে নোহ তিন শত পঞ্চাশ
২৯ বৎসর জীবৎ থাকিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ নোহের নয়
শত পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

নোহের বংশের বিবরণ।

১০ নোহের পুত্র শেম, হাম ও যেফতের বৃত্তান্ত
এই। জলপ্লাবনের পরে তাঁহাদের সন্তান
২ সন্ততি জন্মিল। গোমর, মাগোগ, মাদয়, যবন,
তূবল, মেশক ও তীরস, ইহারা যেফতের সন্তান।
৩ অস্কিনস, রীফৎ ও তোগর্ম্ম, ইহারা গোমরের
৪ সন্তান। ইলীশা, তর্শীশ, কিত্তীম ও দোদানীম,
৫ ইহারা যবনের সন্তান। এই সকল হইতে
জাতিগণের দ্বীপনিবাসীরা আপন আপন দেশে
স্ব স্ব ভাষানুসারে ব্যাপ্ত হইয়া আপন আপন
জাতির নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইল।
৬ আর কূশ, মিসর, পূট ও কনান, ইহারা
৭ হামের সন্তান। সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও সপ্ত-
কা, ইহারা কূশের সন্তান। শিবা ও দদান, ইহারা
৮ রয়মার সন্তান। নিম্রোদ কূশের পুত্র; তিনি
৯ পৃথিবীতে পরাক্রমী হইতে লাগিলেন। তিনি
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইলেন;
তজ্জন্য লোকে বলে, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরা-
১০ ক্রান্ত ব্যাধ নিম্রোদের তুল্য। শিনিয়র দেশে
বাবিল, এরক, অক্কদ ও কল্নী, এই সকল নগর
১১ তাঁহার রাজ্যের প্রথম অংশ ছিল। সেই
দেশ হইতে তিনি অশূরে গিয়া নীনবী, রহো-
১২ বোৎপুরী, কেলহ, এবং নীনবী ও কেলহের
মধ্যস্থিত রেষণ পত্তন করিলেন; উহা মহানগর।
১৩ আর লূদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুহীয়, পথ্রো-
১৪ ষীয়, পলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্লূহীয়, এবং
১৫ কপ্তোরীয়, এই সকলে মিসরের সন্তান। এবং
কনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন, তাহার পর হেৎ,
১৬ যিবূষীয়, ইমোরীয়, গির্গাশীয়, হিব্বীয়, অর্কীয়,
১৭ সীনীয়, অর্বদীয়, সমারীয় ও হমাতীয়। পরে
১৮ কনানীয়দের গোষ্ঠী সকল বিস্তারিত হইল।
১৯ সীদোন হইতে গরারের দিকে ঘসা পর্য্যন্ত, এবং
সদোম, ঘমোরা, অদ্মা ও সবোয়ীমের দিকে
২০ লেশা পর্য্যন্ত কনানীয়দের সীমা ছিল। আপন
আপন গোষ্ঠী, ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারে এই
সকলে হামের সন্তান।
২১ যে শেম এবরের সকল সন্তানের আদিপুরুষ
অথচ যেফতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারও সন্তান সন্ততি
২২ ছিল। শেমের এই সকল সন্তান, এলম, অশূর,
২৩ অর্ফক্ষদ, লূদ ও অরাম। অরামের সন্তান ঊষ,
২৪ হূল, গেথর ও মশ। আর অর্ফক্ষদের সন্তান
২৫ শেলহ, ও শেলহের সন্তান এবর। এবরের দুই
পুত্র; এক জনের নাম পেলগ [বিভাগ], কেননা
তাঁহার সময়ে পৃথিবী বিভক্ত হইল; তাঁহার
২৬ ভ্রাতার নাম যক্তন। আর যক্তনের পুত্র অল্-
২৭ মোদদ, শেলফ, হৎসর্মাবৎ, যেরহ, হদোরাম,
২৮ ঊষল, দিক্ল, ওবল, অবীমায়েল, শিবা, ওফীর,
২৯ হবীলা ও যোবব; এই সকলে যক্তনের সন্তান।
৩০ মেষা অবধি পূর্ব্বদিকের সফার পর্ব্বত পর্য্যন্ত
৩১ তাহাদের বসতি ছিল। আপন আপন গোষ্ঠী,
ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারে এই সকলে শেমের
৩২ সন্তান। আপন আপন বংশাবলি ও জাতি অনু-
সারে ইহারা নোহের সন্তানদের গোষ্ঠী; এবং
জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানা
জাতি পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।

বাবিলে ভাষা-ভেদ।

১১ সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ উচ্চা-
রণ ছিল। পরে লোকেরা পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ
করিতে করিতে শিনিয়র দেশে এক সমস্থলী পাইয়া
৩ সে স্থানে বসতি করিয়া পরস্পর কহিল, আইস,
আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি;
তাহাতে ইষ্টক তাহাদের প্রস্তর ও মেটিয়া তৈল
৪ চূণ হইল। পরে তাহারা কহিল, আইস, আমরা
আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগনস্পর্শী
এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম
বিখ্যাত করি, তাহাতে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন
৫ হইব না। পরে মনুষ্যসন্তানেরা যে নগর ও
উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদা-
৬ প্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদাপ্রভু কহি-
লেন, দেখ, তাহারা সকলে এক জাতি ও এক
ভাষাবাদী; এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার
পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে
৭ নিবারিত হইবে না। আইস, আমরা নীচে
গিয়া, তাহারা যেন এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে
না পারে, এই জন্য সেই স্থানে তাহাদের ভাষার
৮ ভেদ জন্মাই। আর সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত
ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন, এবং
৯ তাহারা নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। এই
কারণ সেই নগরের নাম বাবিল [ভেদ] থাকিল;
কেননা সেই স্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর
ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে
সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন
করিয়াছিলেন।

শেম-বংশের বিবরণ।

১০ শেমের বৃত্তান্ত এই। শেম এক শত বৎসর
বয়সে, জলপ্লাবনের দুই বৎসর পরে, অর্ফক্ষদের
১১ জন্ম দিলেন। অর্ফক্ষদের জন্ম দিলে পর শেম
পাঁচ শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার
১২ জন্ম দিলেন। অর্ফক্ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে
১৩ শেলহের জন্ম দিলেন। শেলহের জন্ম দিলে পর

Digitized by Google

অর্ফক্ষদ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া
১৪ আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। শেলহ ত্রিশ
১৫ বৎসর বয়সে এবরের জন্ম দিলেন।. এবরের জন্ম
দিলে পর শেলহ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ
১৬ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। এবর
চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পেলগের জন্ম দিলেন।
১৭ পেলগের জন্ম দিলে পর এবর চারি শত ত্রিশ
বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম
১৮ দিলেন। ·পেলগ ত্রিশ বৎসর বয়সে রিয়ূর জন্ম
১৯ দিলেন। রিয়ূর জন্ম দিলে পর পেলগ দুই শত
নয় বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার
২০ জন্ম দিলেন। রিয়ূ বত্রিশ বৎসর বয়সে সরূগের
২১ জন্ম দিলেন। সরূগের জন্ম দিলে পর রিয়ূ
দুই শত সপ্ত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও
২২ পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। সরূগ ত্রিশ বৎসর
২৩ বয়সে নাহোরের জন্ম দিলেন। নাহোরের জন্ম
দিলে পর সরূগ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া
২৪ আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। নাহোর ঊনত্রিশ
২৫ বৎসর বয়সে তেরহের জন্ম দিলেন। তেরহের
জন্ম দিলে পর নাহোর এক শত ঊনিশ বৎসর
জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।
২৬ তেরহ সত্তর বৎসর বয়সে অব্রাম, নাহোর ও
হারণের জন্ম দিলেন।

২৭ তেরহের বৃত্তান্ত এই। তেরহ অব্রাম, নাহোর
ও হারণের জন্ম দিলেন। আর হারণ লোটের জন্ম
২৮ দিলেন; কিন্তু হারণ আপন পিতা তেরহের
সাক্ষাতে আপন জন্মস্থান কল্‌দীয় দেশের ঊরে
২৯ প্রাণত্যাগ করিলেন। অব্রাম ও নাহোর উভ-
য়েই বিবাহ করিলেন; অব্রামের স্ত্রীর নাম সারী,
ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা। এই স্ত্রী হারণের
৩০ কন্যা; হারণ মিল্কার ও যিস্কার পিতা। সারী
বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁহার সন্তান হইল না।

৩১ আর তেরহ অব্রাম পুত্রকে ও হারণের পুত্র
লোট নামক পৌত্রকে এবং অব্রামের ভার্য্যা সারী
নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইলেন; তাঁহারা এক
সঙ্গে কনান দেশে যাইবার নিমিত্তে কল্‌দীয়
দেশের ঊর হইতে যাত্রা করিলেন; আর হারণ
নগর পর্য্যন্ত গিয়া তথায় বসতি করিলেন।
৩২ পরে তেরহের দুই শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে
ঐ হারণে তাঁহার মৃত্যু হইল।

অব্রামের বিবরণ।

১২ সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন
দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরি-
ত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই,
২ সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহা-
জাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি
৩ আশীর্ব্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে
আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ
করিব; যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তা-
হাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ড-
লের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

৪ পরে অব্রাম সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে
যাত্রা করিলেন; এবং লোটও তাঁহার সঙ্গে
গেলেন। হারণ হইতে প্রস্থান কালে অব্রামের
৫ পঁচাত্তর বৎসর বয়স ছিল। এইরূপে অব্রাম
আপন ভার্য্যা সারীকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে এবং
হারণে আপনাদের উপার্জ্জিত ধন ও আপনাদের
লব্ধ প্রাণিগণকে লইয়া কনান দেশে গমনার্থে
যাত্রা করিলেন।

৬ কনান দেশে উপস্থিত হইলে পর অব্রাম দেশ
দিয়া যাইতে যাইতে শিখিম স্থানের নিকটস্থ মো-
রির উদ্যানে উত্তরিলেন; তৎকালে কনানীয়েরা
৭ সেই দেশে বাস করিত। পরে সদাপ্রভু অব্রাম-
কে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে
এই দেশ দিব; আর অব্রাম সেই স্থানে আপ-
নার নিকটে দর্শনদাতা সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক
৮ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। পরে তিনি ঐ স্থান
ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিকে
আপনার তাম্বু স্থাপন করিলেন; তাহার পশ্চিমে
বৈথেল ও পূর্ব্বদিকে অয় ছিল; তিনি সে স্থানে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি করিলেন, ও
সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন।
৯ তাহার পরে অব্রাম ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে গমন
করিলেন।

১০ অনন্তর দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, তখন অব্রাম
মিসরে প্রবাস করিতে যাত্রা করিলেন; কেননা
১১ [কনান] দেশে ভারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। আর
অব্রাম যখন মিসরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন,
তখন নিজ পত্নী সারীকে কহিলেন, দেখ, আমি
১২ জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; এ কারণ মিস্রী-
য়েরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন তুমি আমার
ভার্য্যা বলিয়া আমাকে বধ করিবে, আর তো-
১৩ মাকে জীবিত রাখিবে। অতএব বিনয় করি, তুমি
আমার ভগিনী, এই কথা কহিও; তাহাতে তো-
মার অনুরোধে আমার মঙ্গল হইবে, ও তোমা-
হেতু আমার প্রাণ বাঁচিবে।

১৪ পরে অব্রাম মিসরে প্রবেশ করিলে মিস্রীয়েরা
১৫ ঐ স্ত্রীকে পরমসুন্দরী দেখিল। আর ফরৌণের
অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে দেখিয়া ফরৌণের সাক্ষাতে
তাঁহার প্রশংসা করিলেন; তাহাতে সেই স্ত্রী
১৬ ফরৌণের বাটীতে নীত হইলেন। আর তাঁ-
হার অনুরোধে তিনি অব্রামকে আদর করিলেন;
তাহাতে অব্রাম মেষ, গোরু, গর্দ্দভ এবং দাস দাসী,
১৭ গর্দ্দভী ও উষ্ট্র পাইলেন। কিন্তু অব্রামের ভার্য্যা

Digitized by Google

সারীর জন্য সদাপ্রভু ফরৌণ ও তাঁহার পরিবারের
১৮ উপরে ভারী ভারী উৎপাত ঘটাইলেন। অত-
এব ফরৌণ অব্রামকে ডাকিয়া কহিলেন, আপনি
আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? উনি
আপনার ভার্য্যা, এ কথা আমাকে কেন বলেন
১৯ নাই? উহাঁকে আপনার ভগিনী কেন বলিলেন?
আমি ত উহাঁকে বিবাহ করিতে লইয়াছিলাম।
এখন আপনার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যাউন।
২০ তখন ফরৌণ লোকদিগকে তাঁহার বিষয়ে আজ্ঞা
দিলেন, আর তাহারা সর্ব্বস্বের সহিত তাঁহাকে
ও তাঁহার স্ত্রীকে বিদায় করিল।

অব্রাম ও লোটের বিবরণ।

১৩ অনন্তর অব্রাম ও তাঁহার স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তি
লইয়া লোটের সঙ্গে মিসর হইতে [কনান
২ দেশের] দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। অব্রাম
পশুতে ও স্বর্ণ রৌপ্যে অতিশয় ধনবান্ ছিলেন।
৩ পরে তিনি পূর্ব্বযাত্রা অনুসারে দক্ষিণ হইতে বৈ-
থেলের দিকে যাইতে যাইতে বৈথেলের ও অয়ের
মধ্যবর্ত্তী যে স্থানে পূর্ব্বে তাঁহার তাম্বু স্থাপিত
৪ ছিল, সেই স্থানে আপনার পূর্ব্বনির্ম্মিত যজ্ঞ-
বেদির নিকটে উপস্থিত হইলেন; তথায় অব্রাম
৫ সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন। আর
অব্রামের সহচর যে লোট, তাঁহারও অনেক অনেক
৬ মেষ ও গো এবং তাম্বু ছিল। অতএব সেই
দেশে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, কেমনা
তাঁহাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে তাঁহারা একত্র
৭ বাস করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ অব্রা-
মের পশুপালকদের ও লোটের পশুপালকদের
পরস্পর বিবাদ হইত; আর তৎকালে সেই দেশে
৮ কনানীয়েরা ও পরিষীয়েরা বসতি করিত। অত-
এব অব্রাম লোটকে কহিলেন, বিনয় করি, তো-
মাতে ও আমাতে, এবং তোমার পশুপালকগণে ও
আমার পশুপালকগণে বিবাদ না হউক; কেননা
৯ আমরা পরস্পর জ্ঞাতি। তোমার সম্মুখে কি
সমস্ত দেশ নাই? বিনয় করি, আমা হইতে পৃথক্
হও; হয়, তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই;
নয়, তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই।
১০ তখন লোট চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, যর্দ্দনের
সমস্ত অঞ্চল সোয়র পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্যানের
ন্যায় সর্ব্বত্র সজল ও মিসর দেশের সদৃশ; কেননা
তৎকালে সদোম ও ঘমোরা সদাপ্রভুকর্ত্তৃক বিনষ্ট
১১ হয় নাই। অতএব লোট আপনার নিমিত্তে
যর্দ্দনের সমস্ত অঞ্চল মনোনীত করিয়া পূর্ব্বদিকে
প্রস্থান করিলেন; এইরূপে তাঁহারা পরস্পর পৃথক্
১২ হইলেন। অব্রাম কনান দেশে থাকিলেন, এবং
লোট সেই অঞ্চলস্থিত নগরসমূহের মধ্যে থা-
কিয়া সদোমের নিকট পর্য্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিতে
১৩ লাগিলেন। সদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও
সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অতি পাপিষ্ঠ ছিল।
১৪ অব্রাম হইতে লোট পৃথক্ হইলে পর সদা-
প্রভু অব্রামকে কহিলেন, এই যে স্থানে তুমি
আছ, এই স্থান হইতে চক্ষু তুলিয়া উত্তর দক্ষিণে
১৫ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। কেননা এই যে
সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি
তোমাকে ও যুগানুক্রমে তোমার বংশকে দিব।
১৬ এবং পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি
করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গণিতে পারে,
১৭ তবে তোমার বংশও গণিত হইবে। উঠ, এই
দেশের দীর্ঘ প্রস্থে পর্য্যটন কর, কেননা আমি
১৮ তোমাকেই ইহা দিব। তখন অব্রাম তাম্বু তুলিয়া
হিব্রোণের নিকটবর্ত্তী মম্রির উদ্যানে গিয়া বাস
করিলেন, এবং সেখানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক
যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন।

লোটের বন্দিত্ব ও পুনরুদ্ধার।

১৪ শিনিয়রের অম্রাফল রাজা, ইল্লাসরের অরি-
য়োক রাজা, এলমের কদর্লায়োমর রাজা এবং
২ গোয়ীমের তিদিয়ল রাজার সময়ে, সদোমের
রাজা বিরা, ঘমোরার রাজা বির্শা, অদ্মার
রাজা শিনাব, সবোয়িমের রাজা শিমেবর ও
বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজার সহিত ঐ রাজ-
৩ গণ যুদ্ধ করিলেন। ইহাঁরা সকলে সিদ্দীম তল-
ভূমিতে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হইয়াছিলেন।
৪ ইহাঁরা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কদর্লায়োমরের
দাসত্বে থাকিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে বিদ্রোহী হন।
৫ পরে চতুর্দ্দশ বৎসরে কদর্লায়োমর ও তাঁহার
সহায় রাজগণ আসিয়া অস্তরোৎ-কর্ণয়িমে রফা-
য়ীয়দিগকে, হমে সুষীয়দিগকে, শাবি-কিরিয়া-
৬ থয়িমে এমীয়দিগকে ও প্রান্তরের পার্শ্বস্থ এল-
পারণ পর্য্যন্ত সেয়ীর পর্ব্বতে তথাকার হোরীয়-
৭ দিগকে জয় করিলেন। পরে তথা হইতে ফিরিয়া
ঐন-মিষ্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়া অমালেকীয়-
দের সমস্ত দেশকে এবং হৎসসোন-তামর নিবাসী
৮ ইমোরীয়দিগকে পরাজয় করিলেন। অতএব
সদোমের রাজা, ঘমোরার রাজা, অদ্মার রাজা,
সবোয়িমের রাজা ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের
৯ রাজা বাহির হইয়া এলমের কদর্লায়োমর রাজার,
গোয়ীমের তিদিয়ল রাজার, শিনিয়রের অম্রাফল
রাজার ও ইল্লাসরের অরিয়োক রাজার সহিত
[সর্ব্বশুদ্ধ] পাঁচ জন রাজা চারি জন রাজার
সহিত যুদ্ধ করণার্থে সিদ্দীম তলভূমিতে ব্যূহ-
১০ রচনা করিলেন। ঐ সিদ্দীম তলভূমিতে মেটিয়া
তৈলের অনেক খাত ছিল; আর সদোম ও
ঘমোরার রাজগণ পলায়ন করিলেন ও তাহার
মধ্যে পতিত হইলেন, এবং অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে

Digitized by Google

১১ পলায়ন করিলেন। আর শত্রুরা সদোম ও ঘমো-
রার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া প্রস্থান
১২ করিলেন। বিশেষতঃ অব্রামের ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে
ও তাঁহার সম্পত্তি লইয়া গেলেন, কেননা তিনি
সদোমে বাস করিতেছিলেন।
১৩ তখন এক জন পলাতক ইব্রীয় অব্রামকে
সমাচার দিল; ঐ সময়ে তিনি ইষ্কোল ও আনে-
রের ভ্রাতা ইমোরীয় মম্রির উদ্যানে বাস করিতে-
ছিলেন, এবং তাঁহারা অব্রামের সহায় ছিলেন।
১৪ অব্রাম যখন শুনিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি ধৃত
হইয়াছেন, তখন তিনি আপন গৃহজাত তিন
শত অষ্টাদশ জন অভ্যস্ত দাসকে সত্বর প্রস্তুত
করিয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া
১৫ দান পর্য্যন্ত গেলেন। পরে রাত্রিকালে আপন
দাসদিগকে দুই দল করিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ
পূর্ব্বক দম্মেশকের উত্তরে স্থিত হোবা পর্য্যন্ত
১৬ তাড়াইয়া দিলেন। এবং সকল সম্পত্তি, আর
আপন জ্ঞাতি লোট ও তাঁহার সম্পত্তি এবং স্ত্রী ও
প্রজা সকলকে ফিরাইয়া আনিলেন।
১৭ অব্রাম কদর্লায়োমরকে ও তাঁহার সঙ্গী
রাজগণকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর,
সদোমের রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
শাবী তলভূমিতে অর্থাৎ রাজার তলভূমিতে গমন
১৮ করিলেন। এবং শালেমের রাজা মল্কীষেদক
রুটী ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া আনিলেন; তিনি
১৯ পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক। তিনি অব্রামকে এই
আশীর্ব্বাদ করিলেন, অব্রাম স্বর্গমর্ত্ত্যের অধি-
কারী পরাৎপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপাত্র হউক।
২০ আর পরাৎপর ঈশ্বর ধন্য হউন, তিনি তো-
মার বিপক্ষগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলেন!
তখন [অব্রাম] সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাঁহাকে
২১ দিলেন। অনন্তর সদোমের রাজা অব্রামকে
কহিলেন, মনুষ্য সকল আমাকে দিউন, সম্পত্তি
২২ আপনার জন্য লউন। তাহাতে অব্রাম সদো-
মের রাজাকে উত্তর করিলেন, আমি স্বর্গমর্ত্ত্যের
অধিকারী পরাৎপর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে হস্ত
২৩ উঠাইয়া কহিতেছি, আমি আপনকার কিছুই
লইব না, এক গাছি সূতা কি পাদুকার বন্ধনীও
লইব না; পাছে আপনি বলেন, আমি অব্রামকে
২৪ ধনবান্ করিয়াছি। কেবল [আমার] যুবগণ যাহা
খাইয়াছে তাহা লইব, এবং আমার যে সহায়গণ
সঙ্গে গিয়াছিলেন, আনের, ইষ্কোল ও মম্রি, তাঁ-
হারা আপন আপন প্রাপ্তব্য অংশ গ্রহণ করুন।

অব্রামের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম স্থাপন।

১৫ ঐ ঘটনার পরে দর্শনযোগে সদাপ্রভুর
বাক্য অব্রামের নিকটে উপস্থিত হইল,
যথা, অব্রাম, ভয় করিও না, আমিই তোমার
২ ঢাল, ও তোমার মহাপুরস্কার। অব্রাম কহি-
লেন, হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি আমাকে কি
দিবে? আমি ত নিঃসন্তান হইয়া প্রয়াণ করি-
তেছি, এবং এই দম্মেশকীয় ইলীয়েষর আমার
৩ গৃহের ধনাধিকারী। ফলতঃ অব্রাম কহিলেন,
দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলে না, এবং দেখ,
আমার গৃহজাত লোক আমার উত্তরাধিকারী
৪ হইবে। তখন তাঁহার কাছে সদাপ্রভুর বাক্য
উপস্থিত হইল, যথা, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধি-
কারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে,
৫ সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে। পরে তিনি
তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে
দৃষ্টি করিয়া যদি তারা গণিতে পার, তবে গণিয়া
বল। অনন্তর তিনি তাঁহাকে কহিলেন, এইরূপ
৬ তোমার বংশ হইবে। তখন তিনি সদাপ্রভুতে
বিশ্বাস করিলেন, আর তিনি তাঁহার পক্ষে তাহা
৭ ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন। পরে তাঁহাকে
কহিলেন, যিনি তোমার অধিকারার্থে এই দেশ
দিবার জন্য কল্দীয় দেশের ঊর হইতে তোমাকে
বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু আমি।
৮ তখন তিনি কহিলেন, হে প্রভো সদাপ্রভো, আমি
যে ইহার অধিকারী হইব, তাহা কিসে জানিব?
৯ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তিন বৎসরের এক
গাভী, তিন বৎসরের এক ছাগী, তিন বৎসরের
এক মেষ এবং এক ঘুঘু ও এক কপোতশাবক
১০ আমার নিকটে আন। তাহাতে তিনি ঐ সকল
তাঁহার নিকটে আনিয়া দুই দুই খণ্ড করিলেন, এবং
এক এক খণ্ডের অগ্রে অন্য অন্য খণ্ড রাখিলেন, কিন্তু
১১ পক্ষিগণকে দ্বিখণ্ড করিলেন না। পরে হিংস্র
পক্ষিগণ সেই মৃত পশুদের উপরে পড়িলে অব্রাম
১২ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে সূর্য্যের
অস্তগমন সময়ে অব্রাম ঘোর নিদ্রাগত হইলেন।
আর দেখ, তিনি ত্রাসে ও অন্ধকারে মগ্ন হইলেন।
১৩ তখন তিনি অব্রামকে কহিলেন, নিশ্চয় জা-
নিও, তোমার সন্তানগণ চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত
পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং লোকে তাহা-
১৪ দিগকে দাস্যকর্ম্ম করাইয়া দুঃখ দিবে, কিন্তু
তাহারা যে জাতির দাস হইবে, আমিই তাহার
বিচার করিব; পরে তাহারা যথেষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্ত
১৫ হইয়া নির্গত হইবে। আর তুমি কুশলে আপন
পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে যাইবে, ও শুভ বৃদ্ধাবস্থায়
১৬ কবর প্রাপ্ত হইবে। আর [তোমার বংশের]
চতুর্থ পুরুষ এই দেশে প্রত্যাগমন করিবে; কেননা
ইমোরীয়দের অপরাধ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।
১৭ পরে সূর্য্য অস্তগত ও অন্ধকার হইলে দেখ,
ধূমযুক্ত চুলা ও অগ্নিময় উল্কা ঐ দুই খণ্ডশ্রেণীর
১৮ মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সদাপ্রভু
অব্রামের সহিত নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া কহিলেন,

Digitized by Google

আমি মিস্রীয় নদী অবধি ফরাৎ নামক মহানদী
১৯ পর্য্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম ; কে-
২০ নীয়, কনিষীয়, কদ্মোনীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়,
২১ রফায়ীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, গির্গাশীয় ও
যিবূষীয় লোকদের দেশ দিলাম।

ইশ্মায়েলের জন্ম।

১৬ অব্রামের ভার্য্যা সারী নিঃসন্তানা ছিলেন,
এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিস্রীয়া
২ দাসী ছিল। তাহাতে সারী অব্রামকে কহিলেন,
দেখ, সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন ;
বিনয় করি, তুমি আমার এই দাসীর কাছে
গমন কর ; কি জানি, ইহাদ্বারা আমি পুত্রবতী
হইতে পারিব। তখন অব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত
৩ হইলেন। এইরূপে কনান দেশে অব্রাম দশ
বৎসর বাস করিলে পর অব্রামের ভার্য্যা সারী
আপন দাসী মিস্রীয়া হাগারকে লইয়া আপন
স্বামী অব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন।
৪ পরে অব্রাম হাগারের কাছে গমন করিলে
সে গর্ব্ভবতী হইল ; এবং আপনার গর্ব্ভ হইয়াছে,
দেখিয়া নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল।
৫ তাহাতে সারী অব্রামকে কহিলেন, আমার প্রতি
কৃত এই অন্যায় তোমাতেই ফলুক ; আমি আপ-
নার দাসীকে তোমার ক্রোড়ে দিয়াছিলাম ; সে
আপনাকে গর্ব্ভবতী দেখিয়া আমাকে তুচ্ছজ্ঞান
করিতেছে ; সদাপ্রভুই তোমার ও আমার বিচার
৬ করুন! তাহাতে অব্রাম সারীকে কহিলেন,
দেখ, তোমার দাসী তোমারই হাতে ; তোমার
যাহা ভাল বোধ হয়, তাহার প্রতি তাহাই
কর। তাহাতে সারী হাগারকে দুঃখ দিলে সে
৭ তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। পরে
সদাপ্রভুর দূত প্রান্তরের মধ্যে এক জলের উনুই-
য়ের নিকটে, শূরের পথে যে উনুই আছে, তাহার
৮ নিকটে তাহাকে পাইয়া কহিলেন, হে সারীর
দাসি হাগার, তুমি কোথা হইতে আসিলে?
এবং কোথায় যাইবে? তাহাতে সে কহিল, আমি
আপন কর্ত্রী সারীর নিকট হইতে পলাইতেছি।
৯ তখন সদাপ্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি
আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া নম্র ভাবে
১০ তাহার হস্তের বশীভূতা হও। সদাপ্রভুর দূত
তাহাকে আরও বলিলেন, আমি তোমার বংশের
এমন বৃদ্ধি করিব যে, বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য
১১ হইবে। সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও কহি-
লেন, দেখ, তোমার গর্ব্ভ হইয়াছে ; তুমি পুত্র
প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইশ্মায়েল [ঈশ্বর
শুনেন] রাখিবে, কেননা সদাপ্রভু তোমার দুঃখ
১২ শ্রবণ করিলেন। আর সে বনগর্দ্দভস্বরূপ মনুষ্য
হইবে ; তাহার হস্ত সকলের প্রতিকূল ও সকলের
হস্ত তাহার প্রতিকূল হইবে ; সে নিজ সকল
১৩ ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে। অপর হাগার
আপনার সহিত আলাপকারী সদাপ্রভুর এই
নাম রাখিল, তুমি সন্দর্শক ঈশ্বর ; কেননা সে
কহিল, আমি এই স্থানে কি সন্দর্শকের অনু-
১৪ দর্শনও করিয়াছি? এই কারণ সেই কূপের
নাম বের-লহয়-রোয়ী [জীবৎ সন্দর্শকের কূপ]
হইল ; দেখ, তাহা কাদেশ ও বেরদের মধ্যে
১৫ রহিয়াছে। পরে হাগার অব্রামের নিমিত্তে পুত্র
প্রসব করিল ; আর অব্রাম হাগারের গর্ব্ভজাত
আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখিলেন।
১৬ অব্রামের ছিয়াশী বৎসর বয়সে হাগার অব্রা-
মের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।

ত্বক্ছেদের নিয়ম স্থাপন।

১৭ অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদা-
প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন ও কহিলেন,
আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে
২ গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও। আমিও তোমার
সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, ও তোমার অতিশয়
৩ বৃদ্ধি করিব। তখন অব্রাম উবুড় হইয়া পড়িলে
ঈশ্বর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন,
৪ দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির
করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবে।
৫ তোমার নাম অব্রাম [মহাপিতা] আর থাকিবে না,
কিন্তু তোমার নাম অব্রাহাম [বহুলোকের পিতা]
হইবে ; কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদি-
৬ পিতা করিলাম। আমি তোমার অত্যন্ত বংশ-
বৃদ্ধি করিব, এবং তোমা হইতে বহুজাতি জন্মাইব ;
৭ আর রাজারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইবে। আমি
তোমার সহিত ও তোমার ভাবী বংশ-পরম্পরার
সহিত যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহা চির-
কালের নিয়ম হইবে ; ফলতঃ আমি তোমার
ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব।
৮ আর তুমি এখন এই যে কনান দেশে প্রবাস
করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তো-
মার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব, আর
৯ আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। ঈশ্বর অব্রাহামকে
আরও কহিলেন, তুমিও আমার নিয়ম পালন
করিবে ; তুমি ও তোমার ভাবী বংশ পুরুষানুক্রমে
১০ তাহা পালন করিবে। তোমাদের সহিত ও
তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম
তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের
১১ প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্ছেদ হইবে। তোমরা
আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবে ; তাহাই
তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে।
১২ পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের
আট দিন বয়সে ত্বক্ছেদ হইবে, এবং যাহারা

Digitized by Google

তোমার বংশ নয়, এমন পরজাতীয়দের মধ্যে
তোমাদের গৃহে জাত কিম্বা মূল্য দ্বারা ক্রীত লো-
১৩ কেরও ত্বক্ছেদ হইবে। তোমার গৃহজাত কিম্বা
মূল্য দ্বারা ক্রীত লোকের ত্বক্ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য ;
তাহাতে তোমাদের মাংসে বিদ্যমান আমার
১৪ নিয়ম চিরকালের নিয়ম হইবে। কিন্তু যাহার
লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না হইবে, এমন অচ্ছিন্নত্বক্
পুরুষ আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে ;
সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে।

১৫ অনন্তর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি
আপন ভার্য্যা সারীকে আর সারী বলিয়া
ডাকিও না ; তাহার নাম সারা [রাণী] হইল।
১৬ আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহা
হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব ; আমি তাহাকে
আশীর্ব্বাদ করিব, তাহাতে সে নানা জাতির
[আদিমাতা] হইবে, এবং তাহা হইতে নানাদেশীয়
১৭ রাজগণ উৎপন্ন হইবে। তখন অব্রাহাম উবুড়
হইয়া পড়িয়া হাসিলেন, মনে মনে কহিলেন,
শতবর্ষবয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হইবে ? নব্বই
১৮ বৎসর বয়স্কা সারা কি প্রসব করিবে ? অনন্তর
অব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন, ইশ্মায়েল তোমার
১৯ গোচরে বাঁচিয়া থাকুক। তখন ঈশ্বর কহিলেন,
তোমার ভার্য্যা সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে
পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্-
হাক [হাস্য] রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত
আমার নিয়ম স্থির করিব, তাহা তাহার ভাবী
২০ বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। আর
ইশ্মায়েল বিষয়ক তোমার প্রার্থনাও শুনিলাম ;
দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, এবং
তাহাকে বহুপ্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশ-
বৃদ্ধি করিব ; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন
হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।
২১ কিন্তু আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা
তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই
ইস্হাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির করিব।
২২ এইরূপ কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর অব্রা-
হামের নিকট হইতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন।

২৩ অনন্তর অব্রাহাম আপন পুত্র ইশ্মায়েলকে
ও আপন গৃহজাত ও মূল্যে ক্রীত সকল লোককে,
অব্রাহামের গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে,
লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তদ্দিনেই সকলের
২৪ লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিলেন। লিঙ্গাগ্রের ত্বক্-
ছেদন কালে অব্রাহামের নিরানব্বই বৎসর বয়স
২৫ ছিল। আর লিঙ্গাগ্রের ত্বক্ছেদন কালে তাঁহার
২৬ পুত্র ইশ্মায়েলের তের বৎসর বয়স ছিল। সেই
দিনে অব্রাহাম ও তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েল, উভয়ের
২৭ ত্বক্ছেদ হইল। এবং তাঁহার গৃহজাত কিম্বা
পরজাতীয়দের নিকটে মূল্য দ্বারা ক্রীত তাঁহার
গৃহের সকল পুরুষেরও লিঙ্গাগ্রের ত্বক্ছেদ সেই
সময়ে হইল।

অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা। সদোমের জন্য অব্রাহামের প্রার্থনা।

১৮ অনন্তর সদাপ্রভু মম্রির উদ্যানে তাঁহাকে
দর্শন দিলেন। তিনি দিনের উত্তাপ সময়ে
২ তাম্বুগৃহের দ্বারে বসিয়াছিলেন ; আর চক্ষু
তুলিয়া দেখিলেন, তিন পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়-
মান ; দেখিবামাত্র তাম্বুদ্বার হইতে তাঁহাদের
প্রত্যুদ্গমন করিতে দৌড়িয়া গিয়া ভূমিতে প্রণি-
৩ পাত করিয়া কহিলেন, হে প্রভো, বিনয় করি,
যদি আমি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র
হইয়া থাকি, তবে আপনকার এই দাসের নিকট
৪ হইতে অগ্রসর হইবেন না। বিনয় করি, কিঞ্চিৎ
জল আনাইয়া দিই, আপনারা পাদপ্রক্ষালন
৫ করিয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। এবং কিছু
খাদ্য আনিয়া দিই, তাহাদ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত
করুন, পরে পথে অগ্রসর হইবেন ; কেননা
ইহারই নিমিত্তে আপন দাসের নিকটে আগমন
করিলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা
৬ বলিলে, তাহাই কর। তাহাতে অব্রাহাম ত্বরা
করিয়া তাম্বুগৃহে সারার নিকটে গিয়া কহিলেন,
শীঘ্র তিন মান উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া পিষ্টক
৭ প্রস্তুত কর। পরে অব্রাহাম ত্বরায় বাথানে
গিয়া উৎকৃষ্ট কোমল এক গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে
৮ দিলে সে তাহা শীঘ্র রন্ধন করিল। তখন তিনি
দধি, দুগ্ধ ও পক্ব গোবৎস লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে
দিলেন, এবং তাঁহাদের নিকটে বৃক্ষতলে দাঁড়াই-
৯ লেন, ও তাঁহারা ভোজন করিলেন। আর তাঁ-
হারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা
কোথায় ? তিনি কহিলেন, দেখুন, তিনি তাম্বুতে
১০ আছেন। তাহাতে তাঁহাদের এক ব্যক্তি কহি-
লেন, এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হইলে আমি অ-
বশ্য ফিরিয়া আসিব ; দেখ, তৎকালে তোমার স্ত্রী
সারার এক পুত্র হইবে। এই কথা সারা
তাম্বুদ্বারে তাঁহার পশ্চাৎ থাকিয়া শুনিলেন।
১১ সেই সময়ে অব্রাহাম ও সারা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক
ছিলেন, এবং সারার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়াছিল।
১২ অতএব সারা মনে মনে হাসিয়া কহিলেন,
আমার এই শীর্ণাবস্থার পরে কি এমন আনন্দ
১৩ হইবে ? আমার প্রভুও ত বৃদ্ধ। তখন সদা-
প্রভু অব্রাহামকে কহিলেন, এই বৃদ্ধাবস্থায়
আমার প্রসব হওয়া কি সম্ভব, ইহা ভাবিয়া সারা
১৪ কেন হাসিল ? কোন কর্ম্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য ?
আগামী বৎসরের এই ঋতুতে আমি ফিরিয়া
১৫ আসিব, আর সারার পুত্র হইবে। তাহাতে সারা
মিথ্যা করিয়া কহিলেন, আমি হাসি নাই ;

Digitized by Google

কেননা তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি
কহিলেন, অবশ্য হাসিয়াছিলে।
১৬ পরে সেই ব্যক্তিরা তথা হইতে উঠিয়া সদো-
মের দিকে দৃষ্টি করিলেন, আর অব্রাহাম তাঁহা-
দিগকে বিদায় দিতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে
১৭ চলিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমি
যাহা করিব, তাহা কি অব্রাহাম হইতে লুকাইব?
১৮ অব্রাহাম হইতে মহতী ও বলবতী এক জাতি
উৎপন্ন হইবে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় জাতি তাহা-
১৯ তেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। কেননা আমি তা-
হাকে জানিয়াছি, যেন সে আপন ভাবী সন্তান-
গণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে, এবং
তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ করিতে
করিতে সদাপ্রভুর পথে চলে; এইরূপে সদা-
প্রভু যেন অব্রাহামের বিষয়ে প্রতিজ্ঞাত আপনার
২০ বাক্য সফল করেন। অনন্তর সদাপ্রভু কহিলেন,
সদোমের ও ঘমোরার ক্রন্দন আত্যন্তিক, এবং
২১ তাহাদের পাপ অতিশয় ভারী; আমি নীচে
দেখিতে গিয়া, আমার নিকটে আগত ক্রন্দনা-
নুসারে তাহারা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে কি না,
তাহা জানিব।
২২ পরে সেই ব্যক্তিরা তথা হইতে ফিরিয়া সদো-
মের দিকে গমন করিলেন; কিন্তু অব্রাহাম
তখনও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিলেন।
২৩ পরে অব্রাহাম নিকটে গিয়া কহিলেন, আপনি
কি দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবেন?
২৪ সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক
পাওয়া যায়, তবে আপনি কি তন্মধ্যবর্ত্তী পঞ্চাশ
জন ধার্ম্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি দয়া
২৫ না করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবেন? দুষ্টের সহিত
ধার্ম্মিকের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম্ম আপনা
হইতে দূরে থাকুক; ধার্ম্মিককে দুষ্টের সমান
করা আপনা হইতে দূরে থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর
বিচারকর্ত্তা কি ন্যায়বিচার করিবেন না?
২৬ সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যদি সদোম নগরের
মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখি, তবে তাহাদের
অনুরোধে সেই সমস্ত স্থানের প্রতি দয়া করিব।
২৭ অব্রাহাম প্রত্যুত্তর করিলেন, দেখুন, ধূলি ও
ভস্মমাত্র যে আমি, আমি প্রভুর সঙ্গে কথা কহিতে
২৮ প্রবৃত্ত হইয়াছি। কি জানি, পঞ্চাশ জন ধার্ম্মি-
কের পাঁচ জন ন্যূন হইবে; সেই পাঁচ জনের
অভাব প্রযুক্ত আপনি কি সমস্ত নগর বিনষ্ট
করিবেন? তিনি কহিলেন, সেই স্থানে পঁয়তাল্লিশ
২৯ জন পাইলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব না। তিনি
তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, সে স্থানে যদি চল্লিশ
জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, সেই চল্লিশ
৩০ জনের অনুরোধে তাহা করিব না। আবার তিনি
কহিলেন, প্রভু বিরক্ত হইবেন না, তবে আরও
কহি; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া যায়? তিনি
কহিলেন, সেখানে ত্রিশ জন পাইলে তাহা করিব
৩১ না। তিনি কহিলেন, দেখুন, প্রভুর কাছে আমি
সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার কহি, যদি সেখানে
বিংশতি জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, সেই
বিংশতি জনের অনুরোধে তাহা বিনষ্ট করিব না।
৩২ তিনি কহিলেন, প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি
কেবল আর এক বার কহি; যদি সেখানে দশ জন
পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, সেই দশ জনের
৩৩ অনুরোধে তাহা বিনষ্ট করিব না। তখন সদাপ্রভু
অব্রাহামের সহিত কথোপকথন সমাপন করিয়া
প্রস্থান করিলেন, এবং অব্রাহামও স্বস্থানে প্রত্যা-
গমন করিলেন।

সদোম ও ঘমোরার বিনাশ।
লোটের শেষগতি।

১৯ পরে সন্ধ্যাকালে ঐ দুই স্বর্গদূত সদোমে
প্রবেশ করিলেন। তখন লোট সদোমের
দ্বারে উপবিষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া
তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে উঠিলেন, এবং
২ ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে
আমার প্রভুরা, দেখুন, বিনয় করি, আপনাদের
এই দাসের গৃহে পদার্পণ করিয়া রাত্রি বাস করুন
ও পাদপ্রক্ষালন করুন; পরে প্রত্যূষে উঠিয়া
যথাযাত্রায় অগ্রসর হইবেন। তাহাতে তাঁহারা কহি-
লেন, না, আমরা চকেই রাত্রি যাপন করিব।
৩ কিন্তু লোট অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাঁ-
হারা তাঁহার সঙ্গে গেলেন, ও তাঁহার বাটীতে প্র-
বেশ করিলেন; তাহাতে তিনি তাঁহাদের জন্য ভোজ
প্রস্তুত করিলেন, ও তাড়ীশূন্য রুটী পাক করিলেন,
৪ আর তাঁহারা ভোজন করিলেন। পরে তাঁহাদের
শয়নের পূর্ব্বে ঐ নগরের পুরুষেরা, অর্থাৎ সদো-
মের আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক, চতুর্দ্দিক্ হইতে আ-
৫ সিয়া তাঁহার ঘর ঘেরিল, এবং লোটকে ডাকিয়া ক-
হিল, অদ্য রাত্রিতে যে ব্যক্তিদ্বয় তোমার বাটীতে
প্রবেশ করিল, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে
বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন, আমরা
৬ তাহাদের পরিচয় লইব। তখন লোট গৃহদ্বারের
বাহিরে তাহাদের নিকটে আসিয়া আপনার
৭ পশ্চাৎ কবাট বন্ধ করিয়া কহিলেন, ভাই সকল,
৮ বিনয় করি, এমন কুব্যবহার করিও না। দেখ,
পুরুষের পরিচয় অপ্রাপ্তা আমার দুই কন্যা
আছে, তাহাদিগকে তোমাদের নিকটে আনি,
তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা কর, কিন্তু
সেই ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা
এই নিমিত্তে তাঁহারা আমার গৃহের ছায়া আশ্রয়
৯ করিলেন। তখন তাহারা কহিল, সরিয়া যা।
আরও কহিল, এ একাকী প্রবাস করিতে আসিয়া

Digitized by Google

আমাদের বিচারকর্ত্তা হইল; এখন তাহাদের
অপেক্ষা তোর প্রতি আরও কুব্যবহার করিব।
ইহা বলিয়া তাহারা লোটের উপরে ভারী চড়াউ
১০ হইয়া কবাট ভাঙ্গিতে গেল। তখন সেই দুই
ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপ-
নাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করি-
১১ লেন, এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ও মহান্
সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন; তা-
হাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে খুঁজিতে পরিশ্রান্ত
১২ হইল। পরে ঐ ব্যক্তিদ্বয় লোটকে কহিলেন, এই
স্থানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার
জামাতা ও পুত্র কন্যা যত লোক এই নগরে
আছে, সে সকলকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও।
১৩ কেননা আমরা এই স্থান উচ্ছিন্ন করিব; কারণ
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এই লোকদের বিপরীতে মহা-
ক্রন্দন উঠিয়াছে, তাই সদাপ্রভু ইহা উচ্ছিন্ন
১৪ করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তখন লোট
বাহিরে গিয়া, যাহারা তাঁহার কন্যাদিগকে
বিবাহ করিয়াছিল, আপনার সেই জামাতা-
দিগকে কহিলেন, উঠ, এ স্থান হইতে বাহির হও,
কেননা সদাপ্রভু এই নগর উচ্ছিন্ন করিবেন;
কিন্তু তাঁহার জামাতারা তাঁহাকে উপহাসকারী
বলিয়া জ্ঞান করিল।
১৫ অপর প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে
সত্বর করিয়া কহিলেন, উঠ, তোমার স্ত্রীকে ও
এই যে দুই কন্যা এখানে আছে, ইহাদিগকে
লইয়া যাও, পাছে নগরের অপরাধে বিনষ্ট হও।
১৬ কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তাহাতে
তাঁহার প্রতি সদাপ্রভুর স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিদ্বয়
তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হস্ত ধরিয়া
১৭ নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন। এইরূপে
তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তি
লোটকে কহিলেন, প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন কর,
পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিও না; এই সমস্ত অঞ্চলের
মধ্যেও দাঁড়াইয়া থাকিও না; পর্ব্বতে পলায়ন
১৮ কর, পাছে বিনষ্ট হও। তাহাতে লোট তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, হে আমার প্রভো, এমন না
১৯ হউক। দেখুন, আপনি এখন এই দাসের প্রতি
অনুগ্রহ করিয়া মহাদয়া প্রযুক্ত আমার প্রাণ
রক্ষা করিলেন; কিন্তু আমি পর্ব্বতে পলায়ন
করিতে পারি না; কি জানি, সেই বিপদ আসিয়া
২০ পড়িলে আমিও মরিব। দেখুন, পলায়ন করিতে
ঐ নগর নিকটবর্ত্তী, উহা ক্ষুদ্র; ওখানে পলাই-
বার অনুমতি দিউন, তাহাতে আমার প্রাণ বাঁ-
২১ চিবে; উহা কি ক্ষুদ্র নয়? তাহাতে তিনি
কহিলেন, ভাল, আমি এ বিষয়েও তোমার প্রতি
অনুগ্রহ করিয়া, ঐ যে নগরের কথা কহিলে, উহা
২২ উৎপাটন করিব না। শীঘ্র ঐ স্থানে পলায়ন
কর, কেননা তুমি ঐ স্থানে না পঁহুছিলে আমি
কিছু করিতে পারি না। এই হেতু সেই স্থানের
২৩ নাম সোয়র [ক্ষুদ্র] হইল। দেশের উপরে সূর্য্য
উদিত হইলে লোট সোয়রে প্রবেশ করিতেছিলেন,
২৪ এমন সময়ে সদাপ্রভু আপনার নিকট হইতে,
গগন হইতে, সদোমের ও ঘমোরার উপরে গন্ধক ও
২৫ অগ্নি বর্ষাইয়া সেই সমুদয় নগর, সমস্ত অঞ্চল,
নগরনিবাসী সকল লোক ও সেই ভূমিতে জাত
২৬ সমস্ত বস্তু উৎপাটন করিলেন। আর লোটের
স্ত্রী পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইল।
২৭ পরে অব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বে যে স্থানে
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তথায়
২৮ গমন করিয়া সদোম ও ঘমোরার প্রতি ও সেই
অঞ্চলের সমস্ত ভূমির প্রতি অবলোকন করিয়া
দেখিলেন, ভাটীর ধূমের ন্যায় সেই দেশের
২৯ ধূম উঠিতেছে। এইরূপে সেই অঞ্চলে স্থিত সমস্ত
নগরের বিনাশ কালে ঈশ্বর অব্রাহামকে স্মরণ
করিয়া, যে যে নগরে লোট বাস করিতেন, সেই
সেই নগরের উৎপাটনকালে উৎপাটনের মধ্য
হইতে লোটকে প্রেরণ করিলেন।
৩০ অনন্তর সোয়রে বাস করিতে ভীত হইয়া লোট
ও তাঁহার দুই কন্যা সোয়র হইতে পর্ব্বতে উঠিয়া
গিয়া তথায় থাকিলেন; তিনি ও তাঁহার দুই
৩১ কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিলেন। পরে তাঁহার
জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা
বৃদ্ধ, এবং জগৎসংসারের ব্যবহারানুসারে আমা-
দিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ
৩২ নাই। আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান
করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, তাহাতে
৩৩ পিতার বংশ রক্ষা করিব। অতএব তাহারা
সেই রাত্রিতে আপনাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস
পান করাইল, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার
সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও
৩৪ উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। আর
পরদিন সেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ,
গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়া-
ছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে
দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাঁহার
সহিত শয়ন কর, তাহাতে পিতার বংশ রক্ষা
৩৫ করিব। অতএব তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে
দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে তাঁহার কনিষ্ঠা
কন্যা উঠিয়া তাঁহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু
তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাই-
৩৬ লেন না। এইরূপে লোটের দুই কন্যাই আপনা-
৩৭ দের পিতা হইতে গর্ত্তবতী হইল। পরে জ্যেষ্ঠা
কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব
রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয়দের আদি-
৩৮ পিতা। আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া

Digitized by Google

তাহার নাম বিন-অম্মি রাখিল, সে এখনকার
অম্মোন-সন্তানদের আদিপিতা।

অব্রাহাম আবার ভার্য্যা অস্বীকার করেন।

২০ আর অব্রাহাম তথা হইতে দক্ষিণ দেশে
যাত্রা করিয়া কাদেশ ও শূরের মধ্যস্থানে
২ থাকিলেন, ও গরারে প্রবাস করিলেন। আর
অব্রাহাম আপন ভার্য্যা সারার বিষয়ে কহিলেন, এ
আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবীমেলক
৩ লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু
রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে
আসিয়া কহিলেন, দেখ, ঐ যে স্ত্রীকে গ্রহণ করি-
য়াছ, তাহার জন্য তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা তাহার
৪ স্বামী আছে। তখন অবীমেলক তাঁহাতে উপ-
গত হন নাই; অতএব তিনি কহিলেন, হে প্রভো,
যে জাতি নির্দ্দোষ, তাহাকেও কি আপনি নিহনন
৫ করিবেন? এ আমার ভগিনী, এই কথা কি সেই
ব্যক্তি আমাকে কহেন নাই? এবং এ আমার
ভ্রাতা, এমন কথা কি সেই স্ত্রীও কহেন নাই? আমি
যাহা করিয়াছি, তাহা অন্তঃকরণের সরলতায় ও
৬ হস্তের নির্দ্দোষতায় করিয়াছি। তখন ঈশ্বর স্বপ্ন-
যোগে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অন্তঃকরণের
সরলতায় এ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমিও জ্ঞাত
হওয়াতে আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে তোমাকে
বারণ করিলাম; এই জন্য তাহাকে স্পর্শ করিতে
৭ দিলাম না। অতএব এখন সেই ব্যক্তির ভার্য্যা
তাহাকে ফিরাইয়া দেও, কেননা সে ভাববাদী; সে
তোমার জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁ-
চিবে; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরাইয়া না দেও, তবে
জানিও, তুমি ও তোমার সকলেই নিশ্চয় মরিবে।
৮ পরে অবীমেলক প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সকল
দাসকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদের কর্ণগো-
চরে কহিলেন; তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল।
৯ পরে অবীমেলক অব্রাহামকে ডাকাইয়া কহিলেন,
আপনি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন?
আমি আপনার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে, আ-
পনি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমন মহাপাপ-
গ্রস্ত করিলেন? আপনি আমার প্রতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম
১০ করিলেন। অবীমেলক অব্রাহামকে আরও কহি-
১১ লেন, কি দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলেন? তখন
অব্রাহাম কহিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, এই
অঞ্চলে ঈশ্বরের প্রতি ভয়মাত্র নাই, অতএব ইহারা
১২ আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ করিবে। আর
সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে, কেননা সে
আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, পরে আ-
১৩ মার ভার্য্যা হইল। যখন ঈশ্বর আমাকে
পৈতৃক বাটী হইতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তখন
আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমার প্রতি তো-
মার এই দয়া করিতে হইবে, আমরা যে যে স্থানে
যাইব, সেই সেই স্থানে তুমি ভ্রাতা বলিয়া আ-
১৪ মার পরিচয় দিও। তখন অবীমেলক মেষ,
গোরু ও দাস দাসী আনাইয়া অব্রাহামকে দান
করিলেন, এবং তাঁহার ভার্য্যা সারাকেও ফিরাইয়া
১৫ দিলেন। অবীমেলক কহিলেন, দেখুন, আমার
দেশ আপনকার সমক্ষে আছে; আপনকার যথা
১৬ ইচ্ছা, বসতি করুন। আর তিনি সারাকে কহি-
লেন, দেখুন, আমি আপনার ভ্রাতাকে সহস্র খান
রৌপ্য দিলাম; আপনার সম্পর্কীয় প্রভৃতি সকলের
নিকটে তাহা আপনার চক্ষুর আবরণস্বরূপ;
১৭ ইহাতে আপনকার বিচার নিষ্পত্তি হইল। পরে
অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর
অবীমেলককে ও তাঁহার ভার্য্যাকে ও তাঁহার দাসী-
গণকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে তাহারা প্রসব
১৮ করিল। কেননা অব্রাহামের ভার্য্যা সারার নিমিত্ত
সদাপ্রভু অবীমেলকের গৃহে সমস্ত গর্ভ রোধ
করিয়াছিলেন।

ইস্‌হাকের জন্ম। ইশ্মায়েল দূরীকৃত।

২১ পরে সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে
সারার তত্ত্বাবধান করিলেন; আর সদাপ্রভু
যাহা বলিয়াছিলেন, সারার নিমিত্ত তাহা সাধন
২ করিলেন। তাহাতে সারা গর্ভবতী হইয়া ঈশ্বরোক্ত
ঋতুতে বৃদ্ধ অব্রাহামের নিমিত্ত পুত্র প্রসব
৩ করিলেন। তখন অব্রাহাম সারার গর্ভজাত নিজ
৪ পুত্রের নাম ইস্‌হাক রাখিলেন। পরে ঐ পুত্র
ইস্‌হাকের আট দিন বয়স হইলে অব্রাহাম ঈশ্ব-
রের আজ্ঞানুসারে তাহার ত্বক্‌ছেদ করিলেন।
৫ অব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র
৬ ইস্‌হাকের জন্ম হয়। আর সারা কহিলেন, ঈশ্বর
আমাকে হাস্য করাইলেন; যে কেহ ইহা শুনিবে,
৭ সে আমার বিষয়ে হাস্য করিবে। তিনি আরও
কহিলেন, সারা বালকদিগকে স্তন পান করাইবে,
এমন কথা অব্রাহামকে কে বলিতে পারিত?
কেননা আমি এখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার
নিমিত্ত পুত্র প্রসব করিলাম।
৮ পরে বালকটী বড় হইয়া স্তন পান ত্যাগ ক-
রিল; এবং যে দিন ইস্‌হাক স্তন পান ত্যাগ করিল,
সেই দিন অব্রাহাম মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন।
৯ আর মিস্রীয়া হাগার অব্রাহামের নিমিত্ত যে
পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে পরিহাস
১০ করিতে দেখিলেন। তাহাতে তিনি অব্রাহামকে
কহিলেন, তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর ক-
রিয়া দেও; কেননা আমার পুত্র ইস্‌হাকের সহিত
১১ ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না। এই
কথা শুনিয়া অব্রাহাম আপন পুত্রের জন্য অতি
১২ অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ঈশ্বর অব্রাহামকে

Digitized by Google

কহিলেন, ঐ বালকের জন্য ও তোমার ঐ দাসীর
জন্য অসন্তুষ্ট হইও না ; সারা তোমাকে যাহা
কহিতেছে, তাহার সেই বাক্যে সম্মত হও ; কে-
ননা ইস্‌হাকেই তোমার বংশ তোমার বলিয়া
১৩ বিখ্যাত হইবে। আর ঐ দাসীপুত্র তোমার
সন্তান, এই জন্য আমি তাহা হইতেও এক জাতি
১৪ উৎপন্ন করিব। অতএব অব্রাহাম প্রত্যূষে
উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাগারের
স্কন্ধে দিয়া বালকটী সমর্পণ করিয়া তাহাকে
বিদায় করিলেন। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া বের-
১৫ শেবা প্রান্তরে ঘূরিয়া বেড়াইল। পরে কুপার
জল শেষ হইলে সে এক ঝোপের নীচে বালক-
১৬ টীকে রাখিয়া আপনি তাহার সম্মুখ হইতে
এক তীর দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল,
বালকটীর মৃত্যু আমি দেখিব না। অতএব সে
তাহার সম্মুখ হইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে
১৭ রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালক-
টীর রব শুনিলেন ; তাহাতে ঈশ্বরের দূত আকাশ
হইতে ডাকিয়া হাগারকে কহিলেন, হাগার, তো-
মার কি হইল ? ভয় করিও না, বালকটী যেখানে,
১৮ ঈশ্বর তথা হইতে উহার রব শুনিলেন। তুমি
উঠিয়া বালকটীকে তুলিয়া হস্তে ধর ; বস্তুতঃ
আমি উহা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব।
১৯ তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলেন, তা-
হাতে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইয়া তথায়
গিয়া কুপাতে জল পূরিয়া বালকটীকে পান করা-
২০ ইল। পরে ঈশ্বর বালকটীর সঙ্গে থাকিলেন, আর
সে বড় হইল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল।
২১ পারণ নামক প্রান্তরে তাহার বসতি ছিল। পরে
তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ
হইতে এক কন্যা আনিল।

২২ ঐ সময়ে অবীমেলক এবং ফীখোল নামে তাঁ-
হার সেনাপতি অব্রাহামকে কহিলেন, আপনি যে
কিছু করেন, সে সকলেতেই ঈশ্বর আপনার সহায়
২৩ আছেন। অতএব আপনি এখন এই স্থানে ঈশ্ব-
রের দিব্য করিয়া আমাকে বলুন যে, আমার প্রতি
ও আমার পুত্র পৌত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা
করিবেন না ; এবং আমি আপনার প্রতি যেরূপ দয়া
করিয়াছি, আপনিও আমার প্রতি ও আপন-
কার প্রবাসস্থান এই দেশের প্রতি তদ্রূপ দয়া
২৪ করিবেন। তাহাতে অব্রাহাম কহিলেন, দিব্য
২৫ করিব। কিন্তু অবীমেলকের দাসগণ এক সজল
কূপ বলে অধিকার করিয়াছিল, এই জন্য অব্রা-
২৬ হাম অবীমেলককে অনুযোগ করিলেন। তা-
হাতে অবীমেলক কহিলেন, এই কর্ম্ম কে করি-
য়াছে, তাহা আমি জানি না ; আপনিও আমাকে
জানান নাই, এবং আমিও কেবল অদ্য এ কথা
২৭ শুনিলাম। পরে অব্রাহাম মেষ ও গোরু লইয়া
অবীমেলককে দিলেন, এবং উভয়ে এক নিয়ম
২৮ স্থির করিলেন। তৎকালে অব্রাহাম পাল হইতে
২৯ সাতটা মেষবৎসা পৃথক্ করিয়া রাখিলে অবী-
মেলক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি
অভিপ্রায়ে এই সাত মেষবৎসা পৃথক্ করিয়া রাখি-
৩০ লেন ? অব্রাহাম কহিলেন, আমি যে এই কূপ
খনন করিয়াছি, তাহার প্রমাণার্থে আমা হইতে
এই সাত মেষবৎসা আপনাকে গ্রহণ করিতে
৩১ হইবে। অতএব সেই স্থানের নাম বের-শেবা
[দিব্যের কূপ] হইল, কেননা সেই স্থানে তাঁ-
৩২ হারা উভয়ে দিব্য করিলেন। এইরূপে তাঁহারা
বের-শেবাতে নিয়ম স্থির করিলে পর অবীমেলক
ও ফীখোল নামে তাঁহার সেনাপতি উঠিয়া
পলেষ্টীয়দের দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

৩৩ পরে অব্রাহাম বের-শেবার নিকটে ঝাউ গাছ
রোপণ করিয়া সেই স্থানে অনাদি অনন্ত ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন।
৩৪ আর অব্রাহাম পলেষ্টীয়দের দেশে অনেক দিন
প্রবাস করিলেন।

অব্রাহামের মহাপরীক্ষা।

২২ এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের
পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহি-
লেন, হে অব্রাহাম ; তাহাতে তিনি উত্তর করি-
২ লেন, দেখুন, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন,
তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় প্রিয় পুত্র
ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং
তথাকার বিশেষ যে এক পর্ব্বতের কথা আমি
তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে
৩ বলিদান কর। তাহাতে অব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া
গর্দ্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও আপন পুত্র
ইস্‌হাককে সঙ্গে লইলেন, হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ
কাটিলেন, আর উঠিয়া ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের
৪ দিকে গমন করিলেন। পরে তৃতীয় দিবসে
অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে সেই স্থান দেখি-
৫ লেন। তখন অব্রাহাম ঐ দাসদিগকে কহিলেন,
তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত থাক ; আমি ও
যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়া প্রণিপাত করি,
৬ পশ্চাৎ তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। তখন
অব্রাহাম যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্‌হাকের
স্কন্ধে দিলেন, এবং নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়্গ লই-
৭ লেন ; পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেলেন। আর
ইস্‌হাক আপন পিতা অব্রাহামকে কহিলেন,
হে আমার পিতঃ। তিনি কহিলেন, হে বৎস,
দেখ, এই আমি। তখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন, এই
দেখুন, অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের নিমিত্তে মেষ-
৮ শাবক কোথায় ? তাহাতে অব্রাহাম কহিলেন,
হে বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমার্থ মেষশাবক

যোগাইবেন। পরে উভয়ে একত্র চলিয়া
গেলেন।
৯ ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে অব্রা-
হাম সেখানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া কাষ্ঠ সাজা-
ইলেন, পরে আপন পুত্র ইস্‌হাককে বান্ধিয়া বেদির
১০ কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। পরে অব্রাহাম হস্ত
বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ
১১ গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে আকাশ হইতে
সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে
অব্রাহাম, হে অব্রাহাম। তাহাতে তিনি কহিলেন,
১২ দেখুন, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন,
যুবকের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিও না, উহার
প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝি-
লাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে আপনার
১৩ অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নহ। তখন অব্রা-
হাম চক্ষু তুলিয়া আপনার পশ্চাদ্দিকে ঝোপে
বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষ দেখিলেন ; তাহাতে অব্রাহাম
গিয়া সেই মেষকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে
১৪ হোমার্থে বলিদান করিলেন। আর অব্রাহাম
সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি [সদাপ্রভু যো-
গাইবেন] রাখিলেন। এই জন্য অদ্যাপি লোকে
বলে, সদাপ্রভুর পর্ব্বতে যোগান হইবে।
১৫ পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ
১৬ হইতে অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন, সদা-
প্রভু কহিতেছেন, তুমি এরূপ কর্ম্ম করিলে; আ-
মাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত
হইলে না, এই হেতু আমি আপনারই দিব্য
১৭ করিয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমাকে
আশীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশের তারাগণের ও
সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশ-
বৃদ্ধি করিব ; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার
১৮ অধিকার করিবে। আর তোমার বংশে পৃথি-
বীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে ; কারণ
১৯ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ। পরে
অব্রাহাম সেই দাসদের নিকটে ফিরিয়া গেলেন,
আর সকলে উঠিয়া একত্র বের-শেবাতে
গেলেন ; এবং অব্রাহাম বের-শেবাতে বসতি
করিলেন।
২০ ঐ ঘটনার পরে অব্রাহামের নিকটে এই
সমাচার আসিল, দেখুন, আপনকার ভ্রাতা
নাহোরের জন্য মিল্‌কাও পুত্রগণকে প্রসব করি-
২১ য়াছেন ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊষ ও তাহার ভ্রাতা
২২ বূষ ও অরামের পিতা কমূয়েল, এবং কেষদ, হসো,
২৩ পিল্‌দশ, যিদ্‌লফ ও বথূয়েল। বথূয়েলের কন্যা
রিবিকা। অব্রাহামের ভ্রাতা নাহোরের জন্য
২৪ মিল্‌কা এই আট জনকে প্রসব করেন। আর
রূমা নামে তাঁহার উপপত্নী টেবহ, গহম, তহশ
এবং মাখা, এই সকলকে প্রসব করিল।

সারার মৃত্যু ও সমাধি।

২৩ সারার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতা-
ইশ বৎসর ছিল ; সারার আয়ু এত বৎ-
২ সর পরিমিত। পরে সারা কনানদেশস্থ কিরিয়-
থর্ব্বে অর্থাৎ হিব্রোণে মরিলেন। তাহাতে অব্রাহাম
সারার নিমিত্তে শোক ও রোদন করিতে গে-
৩ লেন। পরে অব্রাহাম আপন [স্ত্রীর] মৃত দেহের
নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া হেতের সন্তানদিগকে
৪ কহিলেন, আমি আপনাদের মধ্যে বিদেশী ও
প্রবাসী ; আপনাদের মধ্যে আমাকে কবরস্থানের
অধিকার দিউন ; আমি আপনার দৃষ্টিগোচর
হইতে আমার [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবর দিই।
৫ তখন হেতের সন্তানেরা অব্রাহামকে উত্তর করি-
৬ লেন, হে প্রভো, আমাদের কথা শুনুন ; আপনি
আমাদের মধ্যে ঈশ্বরনিযুক্ত রাজাস্বরূপ ; আপন
কার [ভার্য্যার] মৃত দেহ আমাদের কবরস্থানের
মধ্যে উত্তম কবরে রাখুন, আপনকার [সম্প-
র্কীয়] মৃত দেহ কবর দিবার জন্য আমাদের কেহ
৭ নিজ কবর অস্বীকার করিবে না। তখন অব্রাহাম
উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ হেতের
৮ সন্তানগণের কাছে প্রণিপাত করিলেন, ও
সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, আমার দৃষ্টি হইতে
আমার [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবরে রাখিতে যদি
আপনাদের সম্মতি হয়, তবে আমার কথা শুনুন।
আপনারা আমার জন্য সোহরের পুত্র ইফ্রোণের
৯ কাছে নিবেদন করুন ; তাঁহার ক্ষেত্রের অন্তে
মক্‌পেলা গুহা আছে ; আপনাদের মধ্যে আমার
কবরস্থানের অধিকারার্থে তিনি আমাকে তাহাই
দিউন ; তাহার মূল্য যতই হউক, লইয়া দিউন।
১০ তখন ইফ্রোণ হেতের সন্তানদের মধ্যে উপবিষ্ট
ছিলেন ; অতএব হেতের যত সন্তান তাঁহার
নগরদ্বারে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদের কর্ণগোচরে
সেই হেত্তীয় ইফ্রোণ অব্রাহামকে উত্তর করিলেন,
১১ হে আমার প্রভো, তাহা হইবে না ; আপনি
আমার কথা শুনুন, আমি সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তী
গুহা আপনাকে দান করিলাম ; আমি নিজ
জাতির সন্তানদের সাক্ষাতেই আপনাকে তাহা
দিলাম, আপনকার [সম্পর্কীয়] মৃত দেহ কবর
১২ দিউন। তাহাতে অব্রাহাম তদ্দেশীয় লোকদের
১৩ সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন, ও তদ্দেশীয় সকলের
কর্ণগোচরে ইফ্রোণকে কহিলেন, আমার বাক্য
যদি আপনকার গ্রাহ্য হয়, তবে নিবেদন করি,
আমি সেই ক্ষেত্রের মূল্য দিই, আপনি আমার
নিকটে তাহা গ্রহণ করুন, পরে আমি সে স্থানে
১৪ আমার [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবর দিব। তাহাতে
১৫ ইফ্রোণ অব্রাহামকে উত্তর করিলেন, হে আমার
প্রভো, আমার কথা শুনুন, সেই ভূমির মূল্য চারি

Digitized by Google

শত শেকল রৌপ্যমাত্র; ইহাতে আপনকার ও
আমার কি আইসে যায়? অতএব আপনি নিজ
১৬ [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবর দিউন। তখন অব্রাহাম
ইফ্রোণের বাক্যে অবধান করিয়া হেতের সন্তান-
দের কর্ণগোচরে ইফ্রোণকর্ত্তৃক উক্ত সংখ্যানুসারে
বণিকদের মধ্যে চলিত চারি শত শেকল রৌপ্য
তৌল করিয়া ইফ্রোণকে দিলেন।
১৭ অতএব মম্রির সম্মুখে মক্‌পেলায় ইফ্রোণের
যে ক্ষেত্র ছিল, সেই ক্ষেত্র, তন্মধ্যবর্ত্তী গুহা ও
সেই ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল, তাহার চতুঃসীমান্তর্গত
১৮ বৃক্ষসমূহ, এই সকলেতে হেতের সন্তানদের
সাক্ষাতে, তাঁহার নগরদ্বারে প্রবেশকারী সকলের
সাক্ষাতে, অব্রাহামের স্বত্বাধিকার স্থির করা
১৯ গেল। পরে অব্রাহাম কনানদেশস্থ মম্রির সম্মুখে
মক্‌পেলা ক্ষেত্রে স্থিত গুহাতে আপন ভার্য্যা
২০ সারার কবর দিলেন। সেই স্থান হিব্রোণ। এই-
রূপে কবরস্থানের অধিকারার্থে সেই ক্ষেত্রে ও
তন্মধ্যস্থিত গুহাতে অব্রাহামের অধিকার হেতের
সন্তানগণকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইল।

ইস্‌হাকের বিবাহ।

২৪ তৎকালে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিলেন;
এবং সদাপ্রভু অব্রাহামকে সর্ব্ব বিষয়ে
২ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তখন তিনি আপন
গৃহের সর্ব্বাধ্যক্ষ বৃদ্ধ দাসকে কহিলেন, বিনয় করি,
৩ তুমি আমার জঙ্ঘার নীচে হস্ত দেও। আমি
তোমাকে স্বর্গ মর্ত্ত্যের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে এই
দিব্য করাই, যে কনানীয় লোকদের মধ্যে আমি
বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে
৪ তাহাদের কোন কন্যা গ্রহণ করিবে না, কিন্তু
আমার দেশে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া
আমার পুত্র ইস্‌হাকের জন্য কন্যা আনিবে।
৫ তখন সেই দাস তাঁহাকে কহিলেন, কি জানি
আমার সহিত এই দেশে আসিতে কোন কন্যা
সম্মত হইবে না; আপনি যে দেশ ছাড়িয়া
আসিয়াছেন, আপনার পুত্রকে কি আবার সেই
৬ দেশে লইয়া যাইব? তখন অব্রাহাম তাঁহাকে
কহিলেন, সাবধান, কোন ক্রমে আমার পুত্রকে
৭ আবার সেখানে লইয়া যাইও না। স্বর্গের
ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আমাকে পৈতৃক বাটী ও
জন্মদেশের মধ্য হইতে আনিয়াছেন, আমার
সহিত আলাপ করিয়াছেন, এবং এমত দিব্য
করিয়াছেন যে, আমি তোমার বংশকে এই দেশ
দিব, তিনি তোমার অগ্রে আপন দূত পাঠাই-
বেন; তাহাতে তুমি আমার পুত্রের বিবাহের
জন্য তথা হইতে এক কন্যা আনিতে পারিবে।
৮ যদি কোন কন্যা তোমার সহিত আসিতে সম্মত
না হয়, তবে তুমি আমার এই দিব্য হইতে
মুক্ত হইবে; কিন্তু কোন ক্রমে আমার পুত্রকে
৯ আবার সে দেশে লইয়া যাইও না। তাহাতে
সেই দাস আপন প্রভু অব্রাহামের জঙ্ঘার নীচে
হস্ত দিয়া তদ্বিষয়ে দিব্য করিলেন।
১০ পরে সেই দাস আপন প্রভুর উষ্ট্রদের
মধ্য হইতে দশটা উষ্ট্র ও আপন প্রভুর সর্ব্ববিধ
উত্তম দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রস্থান করিয়া অরাম-নহর-
য়িম দেশে নাহোরের নগরে যাত্রা করিলেন।
১১ আর সন্ধ্যাকালে যে সময়ে যুবতীগণ জল
তুলিতে বাহির হয়, তৎকালে তিনি নগরের
বাহিরে সজল কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে বসা-
১২ ইয়া রাখিলেন, এবং কহিলেন, হে আমার কর্ত্তা
অব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভো, বিনয় করি, [আমার
যাহা বাঞ্ছিত তাহা] অদ্য আমার সম্মুখে উপস্থিত
কর, আমার প্রভু অব্রাহামের প্রতি দয়া কর।
১৩ দেখ, আমি এই সজল কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া
আছি, এবং এই নগরবাসীদের কন্যাগণ জল
১৪ তুলিতে বাহিরে আসিতেছে; অতএব যে কন্যাকে
আমি বলিব, তোমার কলশ নামাইয়া আমাকে
জল পান করাও, সে যদি বলে, পান কর, তোমার
উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব, তবে তোমার দাস
ইস্‌হাকের জন্য তোমার নিরূপিত কন্যা সেই
হউক; ইহাতে আমি জানিব যে, তুমি আমার
প্রভুর প্রতি দয়া করিলে।
১৫ তিনি এই কথা কহিতে না কহিতে অব্রাহা-
মের নাহোর নামক ভ্রাতার স্ত্রী মিল্কার পুত্র যে
বথূয়েল, তাঁহার কন্যা রিবিকা কলশ স্কন্ধে করিয়া
১৬ বাহিরে আসিলেন। সেই কন্যা পরম সুন্দরী
এবং অবিবাহিতা ও পুরুষের পরিচয় অপ্রাপ্তা
ছিলেন। তিনি কূপে নামিয়া কলশ পূরিয়া উঠিয়া
১৭ আসিতেছেন, এমন সময়ে সেই দাস দৌড়িয়া
তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, বিনয় করি,
আপনার কলশ হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান
১৮ করিতে দিউন। তিনি কহিলেন, মহাশয়, পান
করুন; ইহা বলিয়া তিনি শীঘ্র কলশ হাতের
উপরে নামাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন।
১৯ আর তাঁহাকে পান করাইবার পর কহিলেন,
যাবৎ আপনকার উষ্ট্র সকলের পান সমাপ্ত না
হয়, তাবৎ আমি উহাদের জন্যও জল তুলিব।
২০ পরে তিনি শীঘ্র নিপানে কলশের জল ঢালিয়া
পুনশ্চ জল তুলিতে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া
তাঁহার উষ্ট্র সকলের নিমিত্ত জল তুলিলেন।
২১ তাহাতে সেই পুরুষ তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া
নীরব থাকিয়া, সদাপ্রভু তাঁহার যাত্রা সফল
২২ করেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। উষ্ট্র
সকল জল পান করিলে পর সেই পুরুষ তাঁহার
জন্য অর্দ্ধ তোলা পরিমিত সুবর্ণের নথ, এবং
দশ তোলা পরিমিত সুবর্ণের দুই হস্তের বালা

Digitized by Google

২৩ লইয়া কহিলেন, নিবেদন করি, আপনি কাহার
কন্যা, আমাকে বলুন, আপনার পিতার বাটীতে
২৪ কি আমাদের রাত্রি যাপনার্থ স্থান আছে ? তিনি
উত্তর করিলেন, নাহোর হইতে মিল্কার গর্ব্ভজাত
২৫ পুত্র যে বথূয়েল, আমি তাঁহার কন্যা। তিনি
আরও কহিলেন, পোয়াল ও কলাই আমাদের
কাছে যথেষ্ট আছে, এবং রাত্রিবাসার্থ স্থানও
২৬ আছে। তখন সে ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া সদা-
২৭ প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, আমার
কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হউন, তিনি
আমার কর্ত্তার সহিত নিজ দয়া ও সত্য ব্যবহার
নিবৃত্ত করেন নাই ; সদাপ্রভু আমাকেও পথ-
ঘটনাতে আমার কর্ত্তার জ্ঞাতির বাটীতে
আনিলেন।
২৮ পরে সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন
মাতার গৃহের লোকদিগকে ঐ কথা জানাইলেন।
২৯ আর রিবিকার লাবন নামে এক ভ্রাতা ছিলেন;
সেই লাবন ঐ মনুষ্যের অন্বেষণে বাহিরে কূপের
৩০ নিকটে দৌড়িয়া গেলেন। নথ ও ভগিনীর
হস্তে বালা দেখিয়া, এবং "সেই ব্যক্তি আ-
মাকে এই এই কথা কহিলেন," আপন ভগিনী
রিবিকার মুখে ইহা শুনিয়া, তিনি সেই পুরুষের
নিকটে গেলেন, দেখিলেন, তিনি কূপের সমীপে
উষ্ট্রদের সহিত দণ্ডায়মান আছেন, পরে কহিলেন,
৩১ হে সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র, আইসুন, কেন
বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন ? আমি ত ঘর এবং
৩২ উষ্ট্রদের জন্যও স্থান প্রস্তুত করিয়াছি। তাহাতে
ঐ ব্যক্তি বাটীতে প্রবেশ করিয়া উষ্ট্রদের সজ্জা
খুলিলে তিনি উষ্ট্রদিগকে পোয়াল ও কলাই
দিলেন, এবং তাঁহার ও তৎসঙ্গী লোকদের পা
৩৩ ধুইবার জল দিলেন। পরে তাঁহার সম্মুখে
আহারীয় দ্রব্য স্থাপন করিলেন, কিন্তু তিনি কহি-
লেন, বক্তব্য কথা না বলিয়া আমি আহার করিব
না। লাবন কহিলেন, বলুন।
৩৪ তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি অব্রা-
৩৫ হামের দাস ; সদাপ্রভু আমার কর্ত্তাকে বিল-
ক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বড়
মানুষ হইয়াছেন, এবং [সদাপ্রভু] তাঁহাকে মেষ
ও গবাদি পাল এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং দাস ও
৩৬ দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ দিয়াছেন। এবং
আমার প্রভুর পত্নী সারা বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার
জন্য এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাকেই
৩৭ তিনি আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াছেন। আর আমার
প্রভু আমাকে এই দিব্য করাইয়া কহিলেন, আমি
যাহাদের দেশে বাস করিতেছি, তুমি আমার
পুত্রের বিবাহার্থে সেই কনানীয়দের কোন
৩৮ কন্যাকে লইও না ; কিন্তু আমার পিতৃকুলের
ও আমার গোষ্ঠীর নিকটে গিয়া তথা হইতে
৩৯ আমার পুত্রের জন্য কন্যা আনিও। তখন আমি
প্রভুকে কহিলাম, কি জানি, কোন কন্যা আমার
৪০ সঙ্গে আসিবে না। তাহাতে তিনি কহিলেন,
আমি যাঁহার সাক্ষাতে গমনাগমন করি, সেই
সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে আপন দূত পাঠাইয়া
তোমার যাত্রা সফল করিবেন ; তাহাতে তুমি
আমার গোষ্ঠী ও আমার পিতৃকুল হইতে আমার
৪১ পুত্রের জন্য কন্যা আনিবে। তাহা করিলে
এই দিব্য হইতে মুক্ত হইবে ; আমার গোষ্ঠীর
নিকটে গেলে যদ্যপি তাহারা [কন্যা] না দেয়,
৪২ তথাপি তুমি এই দিব্য হইতে মুক্ত হইবে। অত-
এব অদ্য আমি যখন ঐ কূপের নিকটে উপস্থিত
হইলাম, তখন এই প্রার্থনা করিলাম, হে আমার
কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি যদি
৪৩ আমার কৃত এই যাত্রা সফল কর, তবে দেখ,
আমি এই সজল কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি ;
অতএব জল তুলিবার নিমিত্তে আগত যে কন্যাকে
আমি কহিব, আপনার কলশ হইতে আমাকে
৪৪ কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দিউন, তিনি যদি বলেন,
তুমিও পান কর, এবং তোমার উষ্ট্রদের জন্যও
আমি জল তুলিয়া দিব ; তবে সদাপ্রভু কর্ত্তৃক
আমার কর্ত্তার পুত্রের জন্য নিরূপিত কন্যা তিনিই
৪৫ হউন। এই কথা আমি মনে মনে কহিতে-
ছিলাম, ইতিমধ্যে রিবিকা কলশ স্কন্ধে করিয়া
বাহিরে গেলেন ; পরে তিনি কূপে নামিয়া জল
তুলিলে আমি কহিলাম, বিনয় করি, আমাকে
৪৬ জল পান করাউন। তাহাতে তিনি শীঘ্র স্কন্ধ
হইতে কলশ নামাইয়া কহিলেন, পান করুন,
আমি আপনার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব।
তখন আমি পান করিলাম ; পরে তিনি উষ্ট্রগণ-
৪৭ কেও পান করাইলেন। পরে আমি তাঁহাকে
জিজ্ঞাসিলাম, আপনি কাহার কন্যা ? তিনি উত্তর
করিলেন, নাহোর হইতে মিল্কার গর্ব্ভে জাত
বথূয়েলের কন্যা। তখন আমি তাঁহার নাসিকাতে
৪৮ নথ ও হস্তদ্বয়ে বালা পরাইলাম। আর মস্তক
নমন করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত
করিলাম, এবং যিনি আমার কর্ত্তার পুত্রের জন্য
তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা গ্রহণার্থে আমাকে প্রকৃত পথে
আনিলেন, আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সেই
৪৯ সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলাম। অতএব আপ-
নারা যদি এখন আমার প্রভুর সহিত দয়া ও
সত্য ব্যবহার করিতে সম্মত হন, তাহা বলুন ;
আর যদি না হন, তাহাও বলুন ; তাহাতে আমি
দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিতে পারিব।
৫০ তখন লাবন ও বথূয়েল উত্তর করিলেন, সদা-
প্রভু হইতে এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল
৫১ মন্দ কিছুই বলিতে পারি না। ঐ দেখুন, রিবিকা
আপনকার সম্মুখে আছে ; উঁহাকে লইয়া প্রস্থান

Digitized by Google

করুন ; সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ঐ [কন্যা] আপন
৫২ কার প্রভুর পুত্রের ভার্য্যা হউক। তাঁহাদের
কথা শুনিবামাত্র অব্রাহামের দাস সদাপ্রভুর
৫৩ উদ্দেশে ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন। পরে সেই
দাস রূপার ও সুবর্ণের আভরণ ও বস্ত্র বাহির
করিয়া রিবিকাকে দিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতাকে
৫৪ ও মাতাকে বহুমূল্য দ্রব্য দিলেন। পরে তিনি
ও তাঁহার সঙ্গিগণ ভোজন পান করিয়া তথায়
রাত্রিবাস করিলেন ; পরে তাঁহারা প্রাতঃকালে
উঠিলে তিনি কহিলেন, আমার প্রভুর নিকটে
৫৫ যাইতে আমাকে বিদায় করুন। তাহাতে [রিবি-
কার] ভ্রাতা ও মাতা কহিলেন, কন্যাটী আমাদের
নিকটে কিছু দিন থাকুক, ন্যূনকল্পে দশ দিন
৫৬ থাকুক, পরে যাইবে। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমাকে বিলম্ব করাইবেন না, কেননা
সদাপ্রভু আমার যাত্রা সফল করিলেন ; আ-
মাকে বিদায় করুন ; আমি নিজ কর্ত্তার নিকটে
৫৭ যাই। তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, আমরা
কন্যাকে ডাকিয়া তাহাকে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা
৫৮ করি। পরে তাঁহারা রিবিকাকে ডাকিয়া কহি-
লেন, তুমি কি এই ব্যক্তির সহিত যাইবে ?
৫৯ তিনি কহিলেন, যাইব। তখন তাঁহারা আপনা-
দের ভগিনী রিবিকাকে ও তাঁহার ধাত্রীকে এবং
অব্রাহামের দাসকে ও তাঁহার লোকদিগকে বিদায়
৬০ করিলেন। আর রিবিকাকে এই আশীর্ব্বাদ করি-
লেন, তুমি আমাদের ভগিনী, সহস্র সহস্র
অযুতের জননী হও ; তোমার বংশ আপন বৈরি-
৬১ গণের পুরদ্বার অধিকার করুক। পরে রিবিকা
ও তাঁহার দাসীগণ উঠিয়া উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক
সেই মনুষ্যের পশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে
সেই দাস রিবিকাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।
৬২ আর ইস্‌হাক বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে
গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কেননা তিনি
৬৩ দক্ষিণ দেশে বাস করিতেছিলেন। ইস্‌হাক সন্ধ্যা-
কালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, পরে
৬৪ চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, উষ্ট্র আসিতেছে। আর
রিবিকা চক্ষু তুলিয়া ইস্‌হাককে দেখিলেন, পরে
৬৫ উষ্ট্র হইতে নামিয়া সেই দাসকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের
মধ্য দিয়া আসিতেছেন, ঐ পুরুষ কে ? দাস কহি-
লেন, উনি আমার প্রভু। অতএব রিবিকা আবরক
৬৬ লইয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিলেন। পরে
সেই দাস ইস্‌হাককে আপনার কৃত কর্ম্মের সমস্ত
৬৭ বিবরণ কহিলেন। তখন ইস্‌হাক রিবিকাকে
গ্রহণ করিয়া সারা মাতার তাম্বুতে লইয়া গিয়া
তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রেম
করিলেন। তাহাতে ইস্‌হাক মাতৃবিয়োগের শোক
হইতে সান্ত্বনা পাইলেন।

অব্রাহামের পুনর্ব্বিবাহ ও মৃত্যু।

২৫ আর অব্রাহাম কটূরা নাম্নী আর এক
স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। তিনি তাঁহার
জন্য সিম্রণ, যক্‌ষন, মদান, মিদিয়ন, যিশ্‌বক ও
৩ শূহ, এই সকলকে প্রসব করিলেন। যক্‌ষন
হইতে শিবা ও দদান জন্মে। অশূরীয়, লটূশীয়
৪ ও লিয়ুম্মীয় লোকেরা দদানের সন্তান। এবং
মিদিয়নের সন্তান ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ ও
৫ ইল্‌দায়া ; এই সকল কটূরার সন্তান। আর
অব্রাহাম ইস্‌হাককে আপনার সর্ব্বস্ব দিলেন।
৬ কিন্তু আপন উপপত্নীদের সন্তানদিগকে অব্রা-
হাম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া আপনার জীবদ্দশাতেই
ইস্‌হাকের নিকট হইতে তাহাদিগকে পূর্ব্বদিকে
পূর্ব্বদেশে অবস্থিতি করিতে প্রেরণ করিলেন।
৭ অব্রাহামের আয়ুর পরিমাণ এক শত পঁচা-
ত্তর বৎসর ; তিনি এত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত
৮ ছিলেন। পরে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ
বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের
৯ নিকটে সংগৃহীত হইলেন। আর তাঁহার পুত্র
ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহ-
রের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মক্‌পেলা গুহাতে
১০ তাঁহার কবর দিলেন। অব্রাহাম হেতের সন্তানদের
কাছে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই স্থানে
অব্রাহামের ও তাঁহার ভার্য্যা সারার কবর দেওয়া
১১ হয়। অব্রাহামের মৃত্যু হইলে পর ঈশ্বর তাঁহার
পুত্র ইস্‌হাককে আশীর্ব্বাদ করিলেন ; এবং ইস্‌হাক
বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে বসতি করিলেন।
১২ অব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েলের বৃত্তান্ত এই।
সারার দাসী মিস্রীয়া হাগার অব্রাহামের জন্য
১৩ তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিল। আপন আপন নাম
ও গোষ্ঠী অনুসারে ইশ্মায়েলের সন্তানদের নাম
এই। ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়োৎ, পরে
১৪ কেদর, অদ্‌বেল, মিব্‌সম, মিশম, দূমা, মসা,
১৫ হদদ, তেমা, যিটূর, নাফীশ ও কেদমা। এই
১৬ সকল ইশ্মায়েলের সন্তান ; তাঁহাদের নামানু-
সারে তাঁহাদের গ্রাম ও তাম্বুপল্লী ছিল ; এবং
তাঁহারা আপন আপন জাতি অনুসারে দ্বাদশ
১৭ অধ্যক্ষ ছিলেন। ইশ্মায়েলের আয়ুর পরিমাণ
এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল ; পরে তিনি
প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে
১৮ সংগৃহীত হইলেন। অপর তাঁহার সন্তানগণ
হবীলা ও মিসরের পূর্ব্বস্থিত শূর অবধি অশূরি-
য়ার দিকে বসতি করিল ; এইরূপে তিনি নিজ
সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতিস্থান পাইলেন।

ইস্‌হাকের বৃত্তান্ত।

১৯ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাকের বৃত্তান্ত এই।
২০ অব্রাহাম ইস্‌হাকের জন্ম দিয়াছিলেন। চল্লিশ

Digitized by Google

বৎসর বয়ঃক্রমে ইস্‌হাক অরামীয় বথুয়েলের
কন্যা, অরামীয় লাবনের ভগিনী রিবিকাকে
পদ্দন-অরাম হইতে আনাইয়া বিবাহ করেন।
২১ ইস্‌হাকের সেই ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াতে তিনি
তাঁহার নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি-
লেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনা শুনি-
লেন, তাঁহার স্ত্রী রিবিকা গর্ব্ভবতী হইলেন।
২২ পরে তাঁহার গর্ব্ভমধ্যে শিশুরা জড়াজড়ি করিল,
তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার এমন কেন
হইল ? এরূপ কি হইয়া থাকে ? আর তিনি সদা-
২৩ প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। তখন
সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন,

তোমার জঠরে দুই জাতি আছে,
ও তোমার উদর হইতে দুই বংশ বিভিন্ন
হইবে ;
এক বংশ অন্য বংশ অপেক্ষা বলবান্ হইবে,
ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে।

২৪ পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইল, আর দেখ,
২৫ তাঁহার গর্ব্ভে যমজপুত্র। যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল,
সে রক্তবর্ণ এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের
সদৃশ ছিল। তাহার নাম এষৌ [লোমশ] রাখা
২৬ গেল। পরে তাহার অনুজ ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার
হস্ত এষৌর পাদমূল ধরিয়াছিল। তাহার নাম
যাকোব [পাদগ্রাহী] হইল। ইস্‌হাকের ষষ্টি
বৎসর বয়সে এই যমজপুত্র হইল।
২৭ পরে সেই বালকেরা বড় হইলে এষৌ মৃগ-
য়াতে নিপুণ ও ক্ষেত্রবিহারী হইলেন। কিন্তু
যাকোব শান্ত মনুষ্য, তিনি তাম্বুগৃহে বাস করি-
২৮ তেন। ইস্‌হাক এষৌকে ভাল বাসিতেন, কেননা
তাঁহার মুখে মৃগমাংস ভাল লাগিত ; কিন্তু রিবিকা
২৯ যাকোবকে ভাল বাসিতেন। [এক দিন] যাকোব
দাইল পাক করিয়াছেন, এমন সময়ে এষৌ ক্লান্ত
হইয়া ক্ষেত্র হইতে আসিয়া যাকোবকে কহিলেন,
৩০ আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা, ঐ
রাঙ্গা দ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর। এই জন্য
তাঁহার নাম ইদোম [রাঙ্গা] বিখ্যাত হইল।
৩১ তখন যাকোব কহিলেন, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠা-
৩২ ধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর। এষৌ উত্তর
করিলেন, দেখ, আমি মরিতে উদ্যত, জ্যেষ্ঠাধিকারে
৩৩ আমার কি লাভ ? যাকোব কহিলেন, তুমি
অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। তাহাতে তিনি
তাঁহার কাছে দিব্য করিলেন। এইরূপে তিনি
আপন জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রয়
৩৪ করিলেন। তখন যাকোব এষৌকে রুটী ও মসুরের
রান্ধা দাইল দিলেন ; তাহাতে তিনি ভোজন
পান করিলেন, পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।
এইরূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার হেয়জ্ঞান
করিলেন।

২৬ পূর্ব্বে অব্রাহামের সময়ে যেরূপ দুর্ভিক্ষ
হইয়াছিল, সেই দেশে আবার সেইরূপ
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইস্‌হাক গরারে পলেষ্টীয়-
২ দের রাজা অবীমেলকের কাছে গেলেন। তখন
সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি
মিসরদেশে নামিয়া যাইও না, আমি তোমাকে
৩ যে দেশের কথা বলিব, তথায় থাক। তুমি এই
দেশে প্রবাস কর ; আমি তোমার সহবর্ত্তী হইয়া
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, কেননা আমি
তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিব,
এবং তোমার পিতা অব্রাহামের নিকটে যে দিব্য
৪ করিয়াছিলাম, তাহা সফল করিব। আমি আকা-
শের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব,
তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার
বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
৫ হইবে। কারণ অব্রাহাম আমার বাক্য মানিয়া
আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধি ও
আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে।
৬ পরে ইস্‌হাক গরারে বাস করিলেন। তা-
৭ হাতে সে স্থানের লোকেরা তাঁহার ভার্য্যার পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, উনি আমার
ভগিনী। কারণ তিনি ভীত হইয়া মনে মনে
কহিলেন, উনি আমার ভার্য্যা, ইহা বলিলে,
কি জানি, এই স্থানের লোকেরা রিবিকার নিমিত্ত
আমাকে বধ করিবে, কেননা তিনি পরম সুন্দরী।
৮ কিন্তু সে স্থানে বহুকাল বাস করিলে পর
কোন সময়ে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলক বাতা-
য়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ইস্‌হাককে আপন
ভার্য্যা রিবিকার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিলেন।
৯ অতএব অবীমেলক ইস্‌হাককে ডাকাইয়া কহি-
লেন, দেখুন, ঐ স্ত্রী অবশ্য আপনার ভার্য্যা ; তবে
আপনি ভগিনী বলিয়া তাঁহার পরিচয় কেন
দিয়াছিলেন ? তখন ইস্‌হাক উত্তর করিলেন,
আমি ভাবিয়াছিলাম, কি জানি তাঁহার জন্য আ-
১০ মার মৃত্যু হইবে। তাহাতে অবীমেলক কহি-
লেন, আপনি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার
করিলেন ? কোন লোক আপনার ভার্য্যার সহিত
অনায়াসে শয়ন করিতে পারিত ; তাহা হইলে
১১ আপনি আমাদিগকে দোষগ্রস্ত করিতেন। পরে
অবীমেলক সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন,
যে কেহ ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা উঁহার স্ত্রীকে স্পর্শ
করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।
১২ অনন্তর ইস্‌হাক সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া
সেই বৎসর শত গুণ লভ্য করিলেন, এবং সদাপ্রভু
১৩ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর তিনি বর্দ্ধিষ্ণু
হইলেন, এবং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অতি
১৪ মহান্ হইলেন ; আর তাঁহার মেষধন ও গোধন
এবং অনেক দাস দাসী হইল, তাহাতে পলেষ্টী-

Digitized by Google

১৫ য়েরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। এবং
তাঁহার পিতা অব্রাহামের সময়ে তাঁহার দাসগণ
যে যে কূপ খুঁড়িয়াছিল, পলেষ্টীয়েরা সে সকল
বুজাইয়া ফেলিল ও ধূলিতে পরিপূর্ণ করিল।
১৬ পরে অবীমেলক ইস্‌হাককে কহিলেন, আপনি
আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা আ-
পনি আমাদের হইতে অতি বলবান্ হইয়াছেন।
১৭ পরে ইস্‌হাক তথা হইতে যাত্রা করিয়া গরারের
উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস
১৮ করিলেন। এবং তাঁহার পিতা অব্রাহামের সময়ে
খনিত যে যে জলের কূপ অব্রাহামের মৃত্যুর পরে
পলেষ্টীয়েরা বুজাইয়াছিল, সেই সকল ইস্‌হাক
আবার খুঁড়িলেন, এবং তাঁহার পিতা সেগুলির যে
যে নাম রাখিয়াছিলেন, সেই সেই নাম পুন-
১৯ র্ব্বার রাখিলেন। অপর সেই উপত্যকাতে ইস্-
হাকের দাসগণ খুঁড়িয়া জলের উনুইবিশিষ্ট এক
২০ কূপ পাইল। তাহাতে গরার দেশীয় পশুপাল-
কেরা ইস্‌হাকের পশুপালকদের সহিত বিবাদ
করিয়া কহিল, এই জল আমাদের; অতএব
ইস্‌হাক সেই কূপের নাম এষক [বিবাদ] রাখি-
লেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহার সহিত বিবাদ
২১ করিয়াছিল। পরে তাঁহার দাসগণ আর এক
কূপ খনন করিলে তাহারা তন্নিমিত্তও বিবাদ
করিল; তাহাতে তিনি সেটীর নাম সিট্‌না
২২ [বিপক্ষতা] রাখিলেন। তিনি তথা হইতে প্রস্থান
করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিলেন, সেটীর
নিমিত্তে তাহারা বিবাদ না করাতে তিনি সেটীর
নাম রহোবোৎ [প্রশস্ত স্থান] রাখিয়া কহিলেন,
এখন সদাপ্রভু আমাদিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন,
২৩ আমরা দেশে বর্দ্ধিষ্ণু হইব। অনন্তর তিনি তথা
২৪ হইতে বের-শেবাতে উঠিয়া গেলেন। সেই রা-
ত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,
আমি তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর, ভয়
করিও না, কেননা আমি আপন দাস অব্রাহামের
অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমাকে আশী-
২৫ র্ব্বাদ করিব ও তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব। পরে
ইস্‌হাক সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সদা-
প্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন, আর সেই
স্থানে তিনি তাম্বু স্থাপন করিলেন; ও তাঁহার
দাসগণ তথায় এক কূপ খুঁড়িল।
২৬ অনন্তর অবীমেলক অহুষৎ নামক আপন
মিত্রকে ও ফীখোল নামক সেনাপতিকে সঙ্গে
লইয়া গরার হইতে ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করি-
২৭ লেন। তখন ইস্‌হাক তাঁহাদিগকে কহিলেন,
আপনারা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া আপনাদের
মধ্য হইতে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন,
এখন আমার কাছে কি নিমিত্তে আসিলেন?
২৮ তাঁহারা উত্তর করিলেন, সদাপ্রভু আপনার
সহবর্ত্তী, ইহা আমরা স্পষ্ট দেখিলাম, এই
জন্য কহিলাম, আমাদের সহিত আপনার এক
শপথ হউক, ও আমাদের সহিত আপনার এক
২৯ নিয়ম হউক। আমরা যেমন আপনাকে স্পর্শ
করি নাই, ও আপনার মঙ্গল ব্যতিরেকে কিছুই
করি নাই, বরং আপনাকে শান্তিতে বিদায় করি-
য়াছি, তদ্রূপ আপনিও আমাদের উপর হিংসা
করিবেন না; আপনিই এখন সদাপ্রভুর আশী-
৩০ র্ব্বাদের পাত্র। তখন ইস্‌হাক তাঁহাদের নিমিত্তে
ভোজ প্রস্তুত করিলে তাঁহারা ভোজন পান করি-
৩১ লেন। পরে তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর
দিব্য করিলেন; তখন ইস্‌হাক তাঁহাদিগকে
বিদায় করিলে তাঁহারা কুশলে তাঁহার নিকট
হইতে প্রস্থান করিলেন।
৩২ সেই দিনে ইস্‌হাকের দাসগণ আসিয়া আপ-
নাদের খনিত কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়া তাঁ-
৩৩ হাকে কহিল, জল পাইয়াছি। অতএব তিনি
তাহার নাম শিবিয়া রাখিলেন, আর অদ্যাবধি
সেই স্থানের নগর বের-শেবা নামে বিখ্যাত
আছে।
৩৪ অনন্তর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিত্তীয়
বেরির যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিত্তীয়
এলোনের বাসমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করি-
৩৫ লেন। ইহারা ইস্‌হাকের ও রিবিকার মনের
দুঃখদায়িকা হইল।

যাকোব ছলপূর্ব্বক পিতার আশীর্ব্বাদ লন।

২৭ পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ নিস্তেজ
হওয়া প্রযুক্ত আর দেখিতে পাইতেন না;
তখন তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডাকিয়া
কহিলেন, হে আমার পুত্র। তিনি উত্তর করিলেন,
২ দেখুন, এই আমি। তখন ইস্‌হাক কহিলেন,
দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্ দিন আমার
৩ মৃত্যু হয়, জানি না। এখন বিনয় করি, তোমার
শস্ত্র, তোমার তূণ ও ধনুক লইয়া প্রান্তরে যাও,
৪ আমার জন্য মৃগ ধরিয়া আন। আর আমি যেরূপ
ভাল বাসি, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া
আমার নিকটে আন, আমি ভোজন করিব;
আমার বাঞ্ছা এই, যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার
প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
৫ এষৌ পুত্রের সহিত ইস্‌হাকের এই কথোপ-
কথন রিবিকা শুনিয়াছিলেন। অতএব এষৌ মৃগ
ধরিয়া আনিবার কারণ ক্ষেত্রে গমন করিলে পর
৬ রিবিকা আপন পুত্র যাকোবকে কহিলেন, দেখ,
তোমার ভ্রাতা এষৌর সহিত তোমার পিতার
কথোপকথন আমি শুনিয়াছি; তিনি তাহাকে
৭ কহিলেন, তুমি আমার নিমিত্তে মৃগ ধরিয়া
আনিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি

Digitized by Google

ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
৮ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। অতএব, হে আ-
মার পুত্র, এখন আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা
৯ করি, আমার সেই কথা শুন। তুমি খোঁয়াড়ে
গিয়া তথা হইতে উত্তম দুইটী ছাগবৎস আন,
তোমার পিতা যেরূপ ভাল বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু
১০ খাদ্য আমি রন্ধন করিয়া দিই; পরে তুমি আ-
পন পিতার নিকটে তাহা লইয়া গিয়া তাঁহাকে
ভোজন করাইবে; আমার বাঞ্ছা এই, যেন
তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকেই আশীর্ব্বাদ করেন।
১১ তখন যাকোব আপন মাতা রিবিকাকে কহি-
লেন, দেখুন, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু
১২ আমি নির্লোম; কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ
করিবেন, আর আমি তাঁহার দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক
বলিয়া গণ্য হইব; তাহা হইলে আমি আমার
প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ বর্ত্তাইব।
১৩ কিন্তু তাঁহার মাতা কহিলেন, হে বৎস, সেই
অভিশাপ আমাতেই বর্ত্তুক, কেবল আমার কথা
মান, [ছাগবৎস] লইয়া আইস।
১৪ পরে যাকোব গিয়া তাহা লইয়া মাতার
নিকটে আসিলে তাঁহার পিতা যেরূপ ভাল বাসি-
তেন, মাতা সেইরূপ সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করিলেন।
১৫ আর ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর
যে যে মনোহর বস্ত্র ছিল, রিবিকা তাহা লইয়া
কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে পরিধান করাইলেন।
১৬ আর ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম্ম লইয়া তাঁহার
হস্তে ও গলদেশের নির্লোম স্থানে জড়াইয়া
১৭ দিলেন। আর তিনি যে সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী পাক
করিয়াছিলেন, তাহা আপন পুত্র যাকোবের
হস্তে দিলেন।
১৮ পরে তিনি আপন পিতার নিকটে গিয়া
কহিলেন, হে পিতঃ। তিনি উত্তর করিলেন, দেখ,
১৯ এই আমি; বৎস, তুমি কে? যাকোব আপন
পিতাকে কহিলেন, আমি আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র
এষৌ; আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, তাহা করিলাম। বিনয় করি, আপনি
উঠিয়া বসিয়া আমার মৃগমাংস ভোজন করুন,
যেন আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
২০ তাহাতে ইস্‌হাক আপন পুত্রকে কহিলেন, বৎস,
কেমন করিয়া এত শীঘ্র উহা পাইলে? তিনি
কহিলেন, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার
২১ সম্মুখে ইহা উপস্থিত করিলেন। ইস্‌হাক যা-
কোবকে আরও কহিলেন, বৎস, নিকটে আইস;
আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া বুঝি, তুমি নিশ্চয়
২২ আমার পুত্র এষৌ কি না। তখন যাকোব আপন
পিতা ইস্‌হাকের নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে
স্পর্শ করিয়া কহিলেন, স্বর ত যাকোবের স্বর,
২৩ হস্ত এষৌর হস্ত। এইরূপে তিনি তাঁহাকে
চিনিতে পারিলেন না, কারণ এষৌ ভ্রাতার হস্তের
ন্যায় তাঁহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অতএব তিনি
২৪ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কহিলেন,
তুমি কি নিশ্চয়ই আমার পুত্র এষৌ? তিনি
২৫ কহিলেন, হাঁ। তখন ইস্‌হাক কহিলেন, পরিবেষণ
কর; আমি পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন
করি, তাহাতে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করিবে। তখন তিনি পরিবেষণ করিলে ইস্‌হাক
ভোজন করিলেন, এবং দ্রাক্ষারস আনিয়া দিলে
২৬ তাহাও পান করিলেন। পরে তাঁহার পিতা ইস্-
হাক কহিলেন, বৎস, বিনয় করি, নিকটে আসিয়া
২৭ আমাকে চুম্বন কর। তখন তিনি নিকটে গিয়া
চুম্বন করিলে ইস্‌হাক তাঁহার বস্ত্রের গন্ধ পাইয়া
তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,

দেখ, আমার পুত্রের সুগন্ধ
সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের সুগন্ধের
ন্যায়।
২৮ ঈশ্বর আকাশের শিশিরে
ও ভূমির পীনতাতে উৎপন্ন [ফল],
প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস তোমাকে দিউন।
২৯ নানা জাতি তোমার দাস হউক,
নানা বংশ তোমার কাছে প্রণিপাত করুক;
তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্ত্তা হও,
তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত
করুক।
যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত
হউক;
যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশী-
র্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক।

৩০ এইরূপে ইস্‌হাকের যাকোবকে আশীর্ব্বাদ
করা সাঙ্গ হইলে পর যাকোব আপন পিতা
ইস্‌হাকের সম্মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র তাঁ-
হার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়া হইতে [ঘরে] আসিলেন।
৩১ তিনিও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার
নিকটে আনিয়া কহিলেন, পিতঃ, আপনি উঠিয়া
পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করুন, যেন
আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
৩২ তখন তাঁহার পিতা ইস্‌হাক কহিলেন, তুমি
কে? তিনি কহিলেন, আমি আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র
৩৩ এষৌ। তখন ইস্‌হাক মহাকম্পনে অতিশয়
কম্পিত হইয়া কহিলেন, তবে সে কে যে মৃগয়া
করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিয়াছিল?
আমি তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তাহা ভোজন
করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, আর সেই
৩৪ আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে। পিতার এই কথা শুনি-
বামাত্র এষৌ সাতিশয় ব্যাকুলচিত্তে মহাচীৎকার
শব্দ করিতে লাগিলেন, এবং আপন পিতাকে
কহিলেন, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন।

Digitized by Google

৩৫ ইস্‌হাক কহিলেন, তোমার ভ্রাতা ছলভাবে আ-
৩৬ সিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ হরণ করিয়াছে। এষৌ
কহিলেন, তাহার নাম কি যাকোব [বঞ্চক] নয় ?
বাস্তবিক সে দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করি-
য়াছে ; সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করিয়াছে,
এবং দেখ, এখন আমার আশীর্ব্বাদও হরণ করি-
য়াছে। তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, আপনি কি আ-
৩৭ মার জন্য কিছুই আশীর্ব্বাদ রাখেন নাই ? তখন
ইস্‌হাক উত্তর করিয়া এষৌকে কহিলেন, দেখ,
আমি তাহাকে তোমার কর্ত্তা করিয়াছি, এবং তাহার
জ্ঞাতি সকলকে তাহারই দাস করিয়াছি, এবং
তাহাকে সবল করণার্থ শস্য ও দ্রাক্ষারস দিয়াছি ;
বৎস, এখন তোমার জন্য আর কি করিতে পারি ?
৩৮ তাহাতে এষৌ পুনর্ব্বার আপন পিতাকে কহি-
লেন, হে পিতঃ, আপনকার কি কেবল ঐ একটী
আশীর্ব্বাদ ছিল ? হে পিতঃ, আমাকেও আশী-
র্ব্বাদ করুন। ইহা কহিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে রোদন
৩৯ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পিতা ইস্‌হাক
উত্তর করিয়া কহিলেন,

দেখ, তোমার বসতি ভূমির পীনতাবিহীন হইবে,
উপরিস্থ আকাশের শিশিরবিহীন হইবে।
৪০ তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার দাস হইবে ;
কিন্তু যখন তুমি আস্ফালন করিবে,
আপন গ্রীবা হইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবে।

যাকোব হারণে যান।

৪১ এইরূপে যাকোব আপন পিতা হইতে
আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন, এই জন্য এষৌ যাকো-
বের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিলেন। আর এষৌ
মনে মনে কহিলেন, আমার পিতৃশোকের কাল
প্রায় উপস্থিত, তৎপরে যাকোব ভ্রাতাকে বধ
৪২ করিব। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এরূপ কথা
রিবিকার কর্ণগোচর হইলে তিনি লোক পাঠাইয়া
কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে ডাকাইলেন, কহিলেন,
দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিবার
৪৩ আশাতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে। অতএব,
হে বৎস, আমার কথা শুন। উঠ, হারণে আমার
৪৪ ভ্রাতা লাবনের নিকটে পলাইয়া যাও ; এবং
সেখানে কিছু কাল থাক, যে পর্য্যন্ত তোমার
৪৫ ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়। পরে তোমার প্রতি
ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, এবং তুমি তাহার
প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা সে ভুলিয়া গেলে
আমি লোক পাঠাইয়া তথা হইতে তোমাকে
আনাইব ; এক দিনে তোমাদের দুই জনকেই
৪৬ কেন হারাইব ? অনন্তর রিবিকা ইস্‌হাককে
কহিলেন, এই হিত্তীয়দের কন্যাদের বিষয়ে আ-
মার প্রাণে ঘৃণা হইতেছে ; যদি যাকোবও ইহা-
দের মত কোন হিত্তীয় কন্যাকে, এতদ্দেশীয় কন্যা-
দের মধ্যে কোন কন্যাকে, বিবাহ করে, তবে
প্রাণধারণে আমার কি লাভ ?

২৮ তখন ইস্‌হাক যাকোবকে ডাকিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিলেন, এবং এই আজ্ঞা দিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কনান দেশীয় কোন
২ কন্যাকে বিবাহ করিও না। উঠ, পদ্দন-অরামে
আপন মাতামহ বথূয়েলের বাটীতে গিয়া সে
স্থানে আপন মাতুল লাবনের কোন কন্যাকে
৩ বিবাহ কর। আর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তো-
মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জাতিসমাজ করণার্থে
৪ ফলবন্ত ও বহুপ্রজ করুন। এবং অব্রাহামের
আশীর্ব্বাদ তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার
বংশকে দিউন ; তোমার প্রবাসস্থান এই যে
দেশ ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়াছেন, অধিকারার্থে
৫ ইহা তোমাকে দিউন। পরে ইস্‌হাক যাকো-
বকে বিদায় করিলে তিনি পদ্দন-অরামে অরা-
মীয় বথূয়েলের পুত্র লাবনের নিকট যাত্রা করি-
লেন ; সেই ব্যক্তি যাকোবের ও এষৌর মাতা
রিবিকার ভ্রাতা।

৬ এষৌ যখন দেখিলেন, ইস্‌হাক যাকোবকে
আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহার্থ কন্যা গ্রহণ জন্য
পদ্দন-অরামে বিদায় করিয়াছেন, এবং আশী-
র্ব্বাদের সময়ে কনানীয় কোন কন্যাকে বিবাহ
৭ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং যাকোব মাতা-
পিতার আজ্ঞা মানিয়া পদ্দন-অরামে যাত্রা করি-
৮ য়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, কনানীয়
কন্যারা তাঁহার পিতা ইস্‌হাকের অসন্তোষপাত্রী ;
৯ অতএব দুই স্ত্রী থাকিলেও এষৌ ইশ্মায়েলের
নিকটে গিয়া অব্রাহামের পৌত্রী ইশ্মায়েলের
পুত্রী, নবায়োতের ভগিনী, মহলৎ নাম্নী কন্যাকে
বিবাহ করিলেন।

১০ আর যাকোব বের-শেবা হইতে নির্গত হইয়া
১১ হারণের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং কোন
এক স্থানে পঁহুছিলে সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে তথায়
রাত্রি যাপন করিলেন। আর তিনি তথাকার প্রস্তর
লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইবার
১২ জন্য শয়ন করিলেন। আর তিনি স্বপ্নে এক
সোপান দেখিলেন, তাহার মূল পৃথিবীতে ও মস্তক
গগনস্পর্শী, আর দেখ, তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ
১৩ উঠিতেছেন ও নামিতেছেন। আর দেখ, সদা-
প্রভু তদুপরি দণ্ডায়মান হইলেন, কহিলেন, আমি
তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের
ঈশ্বর সদাপ্রভু ; এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিয়া
আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে
১৪ দিব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায়
[অসংখ্য] হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব্ব, উত্তর
ও দক্ষিণ চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইবে, এবং তোমাতে
ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী

Digitized by Google

১৫ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। আর দেখ, আমি
তোমার সঙ্গে থাকিব, যে যে স্থানে তুমি যা-
ইবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করিব, ও
পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; কেননা আমি তো-
মাকে যাহা যাহা কহিলাম, তাহা যাবৎ সফল না
১৬ করি, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না। পরে
নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকোব কহিলেন, অবশ্য এই
স্থানে সদাপ্রভু আছেন, আর আমি তাহা জ্ঞাত
১৭ ছিলাম না। তিনি ভীত হইয়া আরও কহিলেন,
এ কেমন ভয়ানক স্থান! এ নিতান্তই ঈশ্বরের
গৃহ, এবং স্বর্গের দ্বার।
১৮ পরে যাকোব প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্ত
যে প্রস্তর রাখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া স্তম্ভ-
রূপে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিয়া
১৯ দিলেন। আর সেই স্থানের নাম বৈথেল [ঈশ্ব-
রের গৃহ] রাখিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ নগরের নাম
২০ লূস ছিল। আর যাকোব মানত করিয়া এই
প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকিয়া
আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং
২১ আহারার্থ খাদ্য ও পরিধানার্থ বস্ত্র দেন, আর
আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে
২২ পাই, তবে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হইবেন, এবং
এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি,
ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে; আর তুমি আমাকে যে
কিছু দিবে, তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে
অবশ্য দিব।

যাকোবের বিবাহ ও পরিবারের বর্ণনা।

২৯ পরে যাকোব চরণ তুলিয়া পূর্ব্বদিকস্থ
বংশীয়দের দেশে গমন করিলেন। তথায় দেখি-
লেন, মাঠের মধ্যে এক কূপ আছে, তাহার নিকটে
মেষের তিন পাল শয়ন করিয়া রহিয়াছে; কারণ
লোকে মেষপাল সকলকে সেই কূপের জল পান
করায়; সেই কূপের মুখে এক খান বৃহৎ প্রস্তরা-
৩ চ্ছাদন থাকে। সেই স্থানে পাল সকল একত্র
হইলে লোকে কূপের মুখ হইতে প্রস্তরখান
সরাইয়া মেষগণকে জল পান করায়, পরে পুন-
র্ব্বার উচিত মতে কূপের মুখে সেই প্রস্তর দেয়।
৪ অপর যাকোব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, ভাই
সকল, তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তাহারা
৫ কহিল, আমরা হারণনিবাসী লোক। তখন তিনি
জিজ্ঞাসা করিলেন, নাহোরের পৌত্র লাবনকে
৬ চিন কি না? তাহারা কহিল, চিনি। তিনি জিজ্ঞা-
সিলেন, তাঁহার মঙ্গল ত? তাহারা কহিল,
মঙ্গল; ঐ দেখ, তাঁহার কন্যা রাহেল মেষপাল
৭ লইয়া আসিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন, দেখ,
এখনও অনেক বেলা আছে; মেষাদি পাল একত্র
করণের সময় হয় নাই; তোমরা মেষগণকে জল
পান করাইয়া পুনর্ব্বার চরাইতে লইয়া যাও।
৮ কিন্তু তাহারা কহিল, তাহা আমরা করিতে পারি
না; পাল সকল একত্র হইবার অপেক্ষা করিতে
হয়; পরে কূপের মুখ হইতে প্রস্তরখান সরান
যায়; তখন আমরা মেষদিগকে জল পান করাই।
৯ যাকোব তাহাদের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা
কহিতেছেন, ইতোমধ্যে রাহেল আপন পিতার
পশুপাল লইয়া উপস্থিত হইলেন, কেননা তিনি
১০ মেষপালিকা ছিলেন। তখন যাকোব আপন
মাতুল লাবনের কন্যা রাহেলকে ও মাতুলের পশু-
পালকে দেখিবামাত্র নিকটে গিয়া কূপের মুখ
হইতে প্রস্তরখান সরাইয়া লাবন মাতুলের পশু-
১১ পালকে জল পান করাইলেন। পরে যাকোব
রাহেলকে চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে
১২ লাগিলেন। আর আপনি যে তাঁহার পিতার
কুটুম্ব ও রিবিকার পুত্র, যাকোব রাহেলকে এই পরি-
চয় দিলে রাহেল দৌড়িয়া গিয়া আপন পিতাকে
১৩ সংবাদ দিলেন। তাহাতে লাবন আপন ভাগিনেয়
যাকোবের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে দৌড়িয়া গেলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও
চুম্বন করিলেন, ও আপন বাটীতে লইয়া গেলেন;
পরে তিনি লাবনকে উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত
১৪ করিলেন। তাহাতে লাবন কহিলেন, তুমি নিতা-
ন্তই আমার অস্থি ও আমার মাংস। পরে যা-
কোব তাঁহার গৃহে এক মাস কাল বাস
করিলেন।
১৫ অনন্তর লাবন যাকোবকে কহিলেন, তুমি
কুটুম্ব বলিয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম্ম
১৬ করিবে? বল দেখি, কি বেতন লইবে? লাব-
নের দুই কন্যা ছিলেন; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া
১৭ ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল। লেয়া মৃদুলোচনা,
১৮ কিন্তু রাহেল রূপবতী ও সুন্দরী ছিলেন। আর
যাকোব রাহেলকে প্রেম করিতেন, এই জন্য তিনি
উত্তর করিলেন, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের
জন্য আমি সাত বৎসর আপনার দাস্যকর্ম্ম
১৯ করিব। লাবন কহিলেন, অন্য পাত্রকে দান করা
অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে, অতএব
২০ আমার নিকটে থাক। এইরূপে যাকোব রাহে-
লের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করিলেন;
রাহেলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক
বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন বোধ হইল।
২১ পরে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমার
নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভার্য্যা
আমাকে দিউন, আমি তাহার কাছে গমন করিব।
২২ তাহাতে লাবন ঐ স্থানের সকল লোককে একত্র
২৩ করিয়া ভোজ প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা-
কালে তিনি আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাঁহার
নিকটে আনিয়া দিলেন, আর যাকোব তাঁহার

Digitized by Google

২৪ কাছে গমন করিলেন। আর লাবন সিল্পা নাম্নী
আপন দাসীকে আপন কন্যা লেয়ার দাসী
২৫ বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। কিন্তু প্রভাত হইলে
তিনি যে লেয়া, ইহা দেখিয়া যাকোব লাব-
নকে কহিলেন, আপনি আমার সহিত এ কি ব্যব-
হার করিলেন? আমি কি রাহেলের জন্য আপ-
নার দাস্যকর্ম্ম করি নাই? তবে কেন আমাকে
২৬ প্রবঞ্চনা করিলেন? তখন লাবন কহিলেন,
জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই
২৭ স্থানে অকর্ত্তব্য। তুমি ইহার সপ্তাহ পূর্ণ কর;
পরে যদি আরও সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম্ম
স্বীকার কর, তবে আমরা উঁহাকেও তোমাকে
২৮ দান করিব। তাহাতে যাকোব সেই প্রকার করি-
লেন, তাঁহার সপ্তাহ পূর্ণ করিলেন; পরে লাবন
তাঁহার সহিত আপন কন্যা রাহেলের বিবাহ
২৯ দিলেন। আর লাবন বিল্হা নাম্নী আপন দা-
সীকে রাহেলের দাসী বলিয়া তাঁহাকে দিলেন।
৩০ তখন তিনি রাহেলের কাছেও গমন করিলেন;
এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক প্রেম
করিলেন। এবং আর সাত বৎসর লাবনের
নিকটে দাস্যকর্ম্ম করিলেন।
৩১ পরে সদাপ্রভু লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখিয়া
তাঁহাকে গর্ব্ভধারণের শক্তি দিলেন, কিন্তু রাহেল
৩২ বন্ধ্যা হইলেন। আর লেয়া গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র
প্রসব করিলেন, ও তাহার নাম রুবেণ [পুত্রকে দেখ]
রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু আমার
দুঃখ দেখিয়াছেন; এখন আমার স্বামী আমাকে
৩৩ ভাল বাসিবেন। অপর তিনি পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী
হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, আমি যে
অবজ্ঞাতা, ইহা শ্রবণ করিয়া সদাপ্রভু আমাকে
এই পুত্রও দিলেন; পরে তাহার নাম শিমিয়োন
৩৪ [শ্রবণ] রাখিলেন। আবার তিনি গর্ব্ভবতী হইয়া
পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, এবার আমার স্বামী
আমাতে আসক্ত হইবেন, কেননা আমি তাঁহার
তিন পুত্র প্রসব করিয়াছি; অতএব তাহার নাম
৩৫ লেবি [আসক্ত] রাখা গেল। পরে পুনর্ব্বার তাঁ-
হার গর্ব্ভ হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিয়া কহি-
লেন, এবার আমি সদাপ্রভুর স্তব গান করি;
অতএব তিনি তাহার নাম যিহূদা [সদাপ্রভুর স্তব]
রাখিলেন। তৎপরে তাঁহার গর্ব্ভনিবৃত্তি হইল।

৩০ রাহেল যখন দেখিলেন, তাঁহা হইতে যাকো-
বের সন্তান জন্মে নাই, তখন তিনি ভগিনীর
প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া যাকোবকে কহিলেন, আমাকে
২ সন্তান দেও, নতুবা আমি মরিব। তাহাতে
রাহেলের প্রতি যাকোবের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল;
তিনি কহিলেন, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি?
তিনিই তোমাকে গর্ব্ভফল দিতে অস্বীকার করিয়া-
৩ ছেন। তখন রাহেল কহিলেন, তবে ঐ দেখ,
আমার দাসী বিল্হা আছে, উহার কাছে গমন
কর; যেন ও পুত্র প্রসব করিয়া আমার কোলে দেয়,
৪ এবং উহার দ্বারা আমিও পুত্রবতী হই। ইহা
বলিয়া তিনি তাঁহার সহিত আপন দাসী বিল্হার
বিবাহ দিলেন। তখন যাকোব তাহার কাছে গমন
৫ করিলেন, আর বিল্হা গর্ব্ভবতী হইয়া যাকোবের
৬ জন্য পুত্র প্রসব করিল। তখন রাহেল কহিলেন,
ঈশ্বর আমার বিচার করিলেন, এবং আমার রবও
শুনিয়া আমাকে পুত্র দিলেন; অতএব তিনি তাহার
৭ নাম দান [বিচার] রাখিলেন। অনন্তর রাহেলের
বিল্হা দাসী পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া যাকোবের
৮ জন্য দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। তখন রাহেল
কহিলেন, আমি ভগিনীর সহিত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মল্ল-
যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলাম। অতএব তিনি তাহার
৯ নাম নপ্তালি [মল্লযুদ্ধ] রাখিলেন। অনন্তর লেয়া
আপনার গর্ব্ভনিবৃত্তি বুঝিয়া আপনার সিল্পা
নামে দাসীকে লইয়া যাকোবের সহিত বিবাহ
১০ দিলেন। তাহাতে লেয়ার দাসী সিল্পা যাকো-
১১ বের জন্য এক পুত্র প্রসব করিল। তখন লেয়া
কহিলেন, শুভগতি হইল; অতএব তাহার নাম গাদ
১২ [শুভ] রাখিলেন। পরে লেয়ার দাসী সিল্পা
যাকোবের জন্য দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল।
১৩ তাহাতে লেয়া কহিলেন, আমি আশীর্ব্বিশিষ্টা,
যুবতীগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে; অতএব
তিনি তাহার নাম আশের [আশিষ] রাখিলেন।
১৪ অপর গোম কাটার সময়ে রুবেণ বাহিরে
গিয়া ক্ষেত্রে দূদাফল পাইয়া আপন মাতা
লেয়াকে আনিয়া দিল; তাহাতে রাহেল লেয়াকে
কহিলেন, তোমার পুত্রের কতকগুলি দূদাফল আ-
১৫ মাকে দেও। তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি আ-
মার স্বামীকে হরণ করিয়াছ, এ কি ক্ষুদ্র বিষয়?
আমার পুত্রের দূদাফলও কি হরণ করিবে? তখন
রাহেল কহিলেন, তবে তোমার পুত্রের দূদাফলের
পরিবর্ত্তে তিনি অদ্য রাত্রিতে তোমার সহিত
১৬ শয়ন করিবেন। পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্র হইতে
যাকোবের আগমন সময়ে লেয়া তাঁহার প্রত্যুদ্-
গমন করিতে বাহিরে গিয়া কহিলেন, আমার
কাছে আসিতে হইবে, কেননা আমি আপন
পুত্রের দূদাফল দিয়া তোমাকে ভাড়া করিয়াছি;
অতএব সেই রাত্রিতে তিনি তাঁহার সহিত শয়ন
১৭ করিলেন। তাহাতে ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা শ্রবণ
করাতে তিনি গর্ব্ভবতী হইয়া যাকোবের জন্য পঞ্চম
১৮ পুত্র প্রসব করিলেন। তখন লেয়া কহিলেন,
আমি স্বামীকে আপন দাসী দিয়াছিলাম, তাহার
বেতন ঈশ্বর আমাকে দিলেন; অতএব তিনি
তাহার নাম ইষাখর [বেতন] রাখিলেন।
১৯ অনন্তর লেয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া
২০ যাকোবের জন্য ষষ্ঠ পুত্র প্রসব করিলেন। তখন

Digitized by Google

লেয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুক
দিলেন, এখন আমার স্বামী আমার সহিত বাস
করিবেন, কেননা আমি তাঁহার জন্য ছয় পুত্র
প্রসব করিয়াছি; অতএব তিনি তাহার নাম সব্-
২১ লূন [বাস] রাখিলেন। অনন্তর তাঁহার এক কন্যা
জন্মিলে তিনি তাহার নাম দীণা রাখিলেন।
২২ অনন্তর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিয়া তাঁহার
প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে গর্ভধারণের শক্তি
২৩ দিলেন। তখন তাঁহার গর্ভ হইলে তিনি পুত্র
প্রসব করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার অপযশ
২৪ হরণ করিয়াছেন। পরে তিনি তাহার নাম যো-
ষেফ [বৃদ্ধি] রাখিলেন, কহিলেন, সদাপ্রভু আ-
মাকে আরও এক পুত্র দিউন।
২৫ অপর রাহেলের গর্ভে যোষেফ জন্মিলে পর
যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমাকে বিদায় করুন,
২৬ আমি নিজ দেশে স্বস্থানে প্রস্থান করি; আর
আমি যাহাদের জন্য আপনকার দাস্যকর্ম্ম করি-
য়াছি, আমার সেই স্ত্রীগণ ও সন্তানগণকে আমার
হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে দিউন; কেননা আমি
যেরূপ পরিশ্রমে আপনকার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি,
২৭ তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। তখন লাবন
তাঁহাকে কহিলেন, বিনয় করি, তুমি এখন আমার
প্রতি অনুগ্রহ কর, কেননা আমি অনুভবে জানি-
লাম, তোমার অনুরোধে সদাপ্রভু আমাকে
২৮ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি আরও কহিলেন,
তোমার বেতন স্থির করিয়া আমাকে বল, আমি
২৯ দিব। তখন যাকোব তাঁহাকে কহিলেন, আমি
যেরূপ আপনকার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, এবং
আমার নিকটে আপনকার যেরূপ পশুধন হই-
৩০ য়াছে, তাহা আপনি জানেন। কেননা আমার
আগমনের পূর্ব্বে আপনকার অল্প সম্পত্তি ছিল,
এখন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে; আমার যত্নে
সদাপ্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন;
কিন্তু আমি নিজ পরিবারের জন্য কবে সঞ্চয়
৩১ করিব? তাহাতে [লাবন] কহিলেন, আমি
তোমাকে কি দিব? যাকোব কহিলেন, আপনি
আমাকে আর কিছুই না দিয়া যদি আমার জন্য
এক কর্ম্ম করেন, তবে আমি আপনকার পশু-
৩২ দিগকে পুনর্ব্বার চরাইব ও পালন করিব। অদ্য
আমি আপনকার সমস্ত পশুপালের মধ্য দিয়া
গমন করিব; আমি মেষদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত
ও চিত্রাঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণ সকল এবং ছাগদের মধ্যে
চিত্রাঙ্গ ও বিন্দুচিহ্নিত সকলকে পৃথক্ করি;
৩৩ [সেই গুলি] আমার বেতন হইবে। ইহার পরে
যখন আপনকার সাক্ষাতে আমার বেতন উপ-
স্থিত হইবে, তখন আমার ধার্ম্মিকতার এক প্রমাণ
হইবে, ফলতঃ ছাগদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত কি
চিত্রাঙ্গ ভিন্ন ও মেষদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন যাহণ
থাকিবে, তাহা আমার চৌর্য্যরূপে গণ্য হইবে।
৩৪ তখন লাবন কহিলেন, ভাল, তোমার বাক্যানু-
৩৫ সারেই হউক। পরে তিনি সেই দিন রেখাঙ্কিত
ও চিত্রাঙ্গ ছাগ সকল এবং বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ,
যাহাতে যাহাতে কিঞ্চিৎ শুক্ল বর্ণ ছিল, এমত
ছাগী সকল এবং কৃষ্ণবর্ণ মেষ সকল পৃথক্ করিয়া
৩৬ আপন পুত্রদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং
আপনার ও যাকোবের মধ্যে তিন দিনের পথ
ব্যবধান রাখিলেন। আর যাকোব লাবনের অব-
শিষ্ট পশুপাল চরাইতে লাগিলেন।
৩৭ অপর যাকোব লিব্নী, লূস ও আর্মোণ
বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া
৩৮ কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করিলেন। পরে যে
স্থানে পশুপাল জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে
পালের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ ত্বক্শূন্য
রেখাবিশিষ্ট শাখা সকল রাখিতে লাগিলেন;
তাহাতে জল পান করিবার সময়ে তাহারা গর্ভ
৩৯ ধারণ করিত। আর সেই শাখার নিকটে
তাহাদের গর্ভধারণ প্রযুক্ত রেখাঙ্কিত ও বিন্দু-
৪০ চিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ বৎস জন্মিত। পরে যাকোব
সেই বৎস সকল পৃথক্ করিতেন, এবং লাবনের
রেখাঙ্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ মেষের প্রতি মেষীদের দৃষ্টি
রাখিতেন; এইরূপে তিনি লাবনের পালের সহিত
না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক্ করিতেন।
৪১ আর বলবান্ পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ভধা-
রণ করে, এই জন্য নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে
৪২ ঐ শাখা রাখিতেন; কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে
রাখিতেন না। তাহাতে দুর্ব্বল পশুগণ লাবনের
৪৩ ও বলবান্ পশুগণ যাকোবের হইত। অতএব
যাকোব অতি বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন, এবং তাঁহার পশু ও
দাস দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ যথেষ্ট হইল।

হারণ হইতে যাকোবের পলায়ন।

৩১ অপর তিনি লাবনের পুত্রদের এই কথা
শুনিতে পাইলেন, যাকোব আমাদের
পিতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের পিতার
ধন হইতে তাহার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইয়াছে।
২ আর লাবন তাঁহার প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায়
নহেন, ইহাও যাকোব তাঁহার মুখ দেখিয়াই
৩ বুঝিলেন। আর সদাপ্রভু যাকোবকে কহিলেন,
তুমি আপন পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে
ফিরিয়া যাও, আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব।
৪ অতএব যাকোব লোক পাঠাইয়া মাঠে পশু-
দের নিকটে রাহেল ও লেয়াকে ডাকাইয়া কহি-
৫ লেন, আমি তোমাদের পিতার মুখ দেখিয়া
বুঝিলাম, আমার প্রতি তিনি পূর্ব্বকার মত নহেন,
কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহবর্ত্তী রহিয়া-
৬ ছেন। আর তোমরা আপনারা জান, আমি

Digitized by Google

যথাশক্তি তোমাদের পিতার দাস্যকর্ম্ম করি-
৭ য়াছি। তথাপি তোমাদের পিতা আমাকে
প্রবঞ্চনা করিয়া দশ বার আমার বেতন অন্যথা
করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে আমার ক্ষতি
৮ করিতে দেন নাই। কেননা বিন্দুচিহ্নিত পশু-
গণ তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, এই কথা যখন
তিনি কহিতেন, তখন সমস্ত পাল বিন্দুচিহ্নিত
শাবক প্রসব করিত; এবং রেখাঙ্কিত পশু সকল
তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, ইহা যখন কহিতেন,
তখন মেষাদি সকল রেখাঙ্কিত শাবক প্রসব
৯ করিত। এইরূপে ঈশ্বর তোমাদের পিতার পশুধন
১০ লইয়া আমাকে দিয়াছেন। পশুদের গর্ব্ভধারণ-
কালে আমি স্বপ্নে স্বচক্ষে দেখিলাম, পালের
মধ্যে স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে,
সকলই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র।
১১ তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে বলিলেন, হে
যাকোব; আর আমি কহিলাম, দেখুন, এই
১২ আমি। তিনি কহিলেন, ঐ চাহিয়া দেখ, স্ত্রী-
পশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলই
রেখাঙ্কিত, চিত্রাঙ্গ ও চিত্রবিচিত্র; কেননা, লাবন
তোমার প্রতি যাহা যাহা করে, তাহা সকলই
১৩ আমি দেখিলাম। যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভি-
ষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই
বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠ, এই দেশ
ত্যাগ করিয়া আপন জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও।
১৪ তাহাতে রাহেল ও লেয়া উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, পিতার বাটীতে আমাদের কি আর
১৫ কিছু অংশ ও অধিকার আছে? আমরা কি তাঁহার
কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নহি? তিনি ত
আমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন, এবং আমাদের
১৬ রৌপ্য আপনি ভোগ করিয়াছেন। ঈশ্বর আমা-
দের পিতা হইতে যে সকল ধন হরণ করিয়াছেন,
সে সকলই আমাদের ও আমাদের সন্তানদের।
অতএব ঈশ্বর তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছেন,
তুমি তাহাই কর।
১৭ তখন যাকোব উঠিয়া আপন সন্তানগণ ও
১৮ স্ত্রীদিগকে উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া আপনার
উপার্জ্জিত পশ্বাদি সকল ধন অর্থাৎ পদ্দন-
অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া-
ছিলেন, তাহা লইয়া কনান দেশে আপন পিতা
১৯ ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করিলেন। তৎকালে
লাবন মেষলোম ছেদন করিতে গিয়াছিলেন;
তখন রাহেল আপন পিতার ঠাকুরগুলাকে হরণ
২০ করিলেন। আর যাকোব আপন পলায়নের কোন
সংবাদ না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করি-
২১ লেন। তিনি আপনার সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন
করিলেন, এবং উঠিয়া [ফরাৎ] নদী পার হইয়া
গিলিয়দ পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিলেন।

২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন যাকোবের পলায়-
২৩ নের সংবাদ পাইলেন, এবং আপন কুটুম্বদিগকে
সঙ্গে লইয়া সাত দিনের পথ তাঁহার পশ্চাৎ
ধাবমান হইলেন, ও গিলিয়দ পর্ব্বতে তাঁহার
২৪ সঙ্গ ধরিলেন। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে
অরামীয় লাবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই
বলিও না।
২৫ লাবন যখন যাকোবের সঙ্গ ধরিলেন, তখন
যাকোবের তাম্বু পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত ছিল;
তাহাতে লাবনও কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ পর্ব্ব-
২৬ তের উপরে তাম্বু স্থাপন করিলেন। পরে লাবন
যাকোবকে কহিলেন, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলে?
আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন
খড়্গাধৃত বন্দিগণের ন্যায় লইয়া আসিলে?
২৭ তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কেন গোপনে
পলাইলে? কেন আমাকে সংবাদ দিলে না?
দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদ ও গান এবং তব-
লের ও বীণার বাদ্য পুরঃসর বিদায় করিতাম।
২৮ তুমি আমার পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও
আমাকে দিলে না; এ অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম
২৯ করিলে। তোমাদের হিংসা করিতে আমার
হস্ত সমর্থ; কিন্তু গত রাত্রিতে তোমাদের পৈতৃক
ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে
৩০ ভাল মন্দ কিছুই বলিও না। আর পিত্রালয়ে
যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ম্লানবদন হওয়াতে তুমি
যাত্রা করিলে; সে যাহা হউক, কিন্তু আমার
৩১ দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলে? তাহাতে
যাকোব লাবনকে উত্তর করিলেন, আমি ভীত
হইয়াছিলাম; কারণ ভাবিয়াছিলাম, পাছে
আপনি আমা হইতে আপন কন্যাগণকে বলে
৩২ কাড়িয়া লন। কিন্তু আপনি যাহার কাছে আপ-
নার দেবতাদিগকে পাইবেন, সে বাঁচিবে না।
আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বেষণ করিয়া
আমার কাছে আপনার যাহা পান, তাহা লউন।
কেননা যাকোব জানিতেন না যে, রাহেল সেগুলা
৩৩ চুরি করিয়াছেন। তখন লাবন যাকোবের
তাম্বুগৃহে ও লেয়ার তাম্বুগৃহে ও দুই দাসীর তাম্বু-
গৃহে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাই-
লেন না। পরে তিনি লেয়ার তাম্বু হইতে রাহে-
৩৪ লের তাম্বুগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাহেল
সেই ঠাকুরগুলাকে লইয়া উষ্ট্রের গদীর ভিতরে
রাখিয়া তাহাদের উপরে বসিয়াছিলেন; তাহাতে
লাবন তাঁহার তাম্বুর সকল স্থান হাঁতড়াইলেও
৩৫ তাহাদিগকে পাইলেন না। তখন রাহেল পিতাকে
কহিলেন, প্রভো, আপনকার সাক্ষাতে আমি
উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে বিরক্ত হইবেন
না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি। এইরূপে

Digitized by Google

তিনি অন্বেষণ করিলেও সেই ঠাকুরগুলাকে
পাইলেন না।
৩৬ তখন যাকোব ক্রুদ্ধ হইয়া লাবনের সহিত
বিবাদ করিতে লাগিলেন। যাকোব লাবনকে
কহিলেন, আমার অধর্ম্ম কি, ও আমার পাপ
কি যে, তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ
৩৭ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিলে? তুমি আমার
সকল সামগ্রী হাঁতড়াইয়া তোমার বাটীর কোন্
দ্রব্য পাইলে? আমার ও তোমার এই কুটম্বদের
সাক্ষাতে তাহা রাখ, ইহাঁরা উভয় পক্ষের বিচার
৩৮ করুন। এই বিংশতি বৎসর আমি তোমার
নিকটে আছি; তোমার মেষীদের কি ছাগীদের
গর্ত্তপাত হয় নাই, এবং আমি তোমার পালের
৩৯ মেষ খাই নাই; বিদীর্ণ মেষও তোমার নিকটে
আনিতাম না; সে ক্ষতি আপনি স্বীকার করি-
তাম; দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহা চুরি হইত,
৪০ তাহার পরিবর্ত্ত তুমি আমা হইতে লইতে। আমি
দিবাতে উত্তাপের ও রাত্রিতে শীতের গ্রাসে
পতিত হইতাম; নিদ্রা আমার চক্ষু হইতে দূরে
৪১ পলায়ন করিত। এই বিংশতি বৎসর আমি
তোমার বাটীতে রহিয়াছি; তোমার দুই কন্যার
জন্য চৌদ্দ বৎসর, ও তোমার পশুদের জন্য
ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করিয়াছি; ইহার মধ্যে
তুমি দশ বার আমার বেতন অন্যথা করিয়াছ।
৪২ আমার পৈতৃক ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর ও
ইস্‌হাকের ভয়স্থান যদি আমার পক্ষ না হইতেন,
তবে অবশ্য এখন তুমি আমাকে রিক্তহস্তে
বিদায় করিতে। ঈশ্বর আমার দুঃখ ও হস্তের
পরিশ্রম দেখিয়াছেন, এই জন্য গত রাত্রিতে
তোমাকে ধম্‌কাইলেন।
৪৩ তখন লাবন উত্তর করিয়া যাকোবকে কহি-
লেন, এই কন্যাগণ আমারই কন্যা, এই বাল-
কেরা আমারই বালক, এবং এই পশুপাল আমারই
পশুপাল; যাহা যাহা দেখিতেছ, এ সকলই আ-
মার। অতএব আমার এই কন্যাদিগকে ও ইহা-
দের প্রসূত এই বালকদিগকে আমি এখন কি
৪৪ করিব? আইস, তোমাতে ও আমাতে নিয়ম
স্থির করি, তাহা তোমার ও আমার সাক্ষী থা-
৪৫ কিবে। তখন যাকোব এক প্রস্তর লইয়া স্তম্ভ-
৪৬ রূপে স্থাপন করিলেন। আর যাকোব আপন
কুটুম্বদিগকে কহিলেন, আপনারাও প্রস্তর সংগ্রহ
করুন। তাহাতে তাঁহারা প্রস্তর আনিয়া এক রাশি
করিলে সকলে সেই স্থানে ঐ রাশির নিকটে
৪৭ ভোজন করিলেন। আর লাবন তাহার নাম
যিগর-সাহদূথা [সাক্ষীর রাশি] রাখিলেন, কিন্তু
যাকোব তাহার নাম গল-এদ [সাক্ষীর রাশি]
৪৮ রাখিলেন। তখন লাবন কহিলেন, এই রাশি
অদ্য তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিল। এই
৪৯ জন্য তাহার নাম গিলিয়দ এবং মিস্পা [প্রহরি-
স্থান] রাখা গেল; কেননা তিনি কহিলেন, আ-
মরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে সদাপ্রভু আমার ও
৫০ তোমার প্রহরী থাকিবেন। তুমি যদি আমার
কন্যাদিগকে দুঃখ দেও, কিম্বা আমার কন্যা
ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে কোন
মনুষ্য আমাদের নিকটে থাকিবে না বটে, কিন্তু
দেখ, ঈশ্বর আমার ও তোমার সাক্ষী হইবেন।
৫১ লাবন যাকোবকে আরও কহিলেন, এই রাশি
দেখ, এবং এই স্তম্ভ দেখ, আমার ও তোমার
মধ্যবর্ত্তী [সীমা] বলিয়া আমি ইহা স্থাপন করি-
৫২ লাম। হিংসাভাবে আমিও এই রাশি পার
হইয়া তোমার নিকটে যাইব না, এবং তুমিও এই
রাশি ও এই স্তম্ভ পার হইয়া আমার নিকটে
আসিবে না, ইহার সাক্ষী এই রাশি ও ইহার
৫৩ সাক্ষী এই স্তম্ভ; অব্রাহামের ঈশ্বর, নাহোরের
ঈশ্বর ও তাঁহাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে
বিচার করিবেন। তখন যাকোব আপন পিতা
৫৪ ইস্‌হাকের ভয়স্থানের দিব্য করিলেন। পরে
যাকোব সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার
করিতে আপন কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন,
তাহাতে তাঁহারা ভোজন করিয়া পর্ব্বতে রাত্রি
৫৫ যাপন করিলেন। পরে লাবন প্রত্যূষে উঠিয়া
আপন পুত্র কন্যাগণকে চুম্বনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ
করিলেন। এইরূপে লাবন স্বস্থানে ফিরিয়া
গেলেন।

যাকোবের প্রার্থনা ও এষৌর সহিত পুনর্ম্মিলন।

৩২ আর যাকোব আপন পথে অগ্রসর হইলে
ঈশ্বরের দূতগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ
২ করিলেন। তখন যাকোব তাঁহাদিগকে দেখিয়া
কহিলেন, ইহাঁরা ঈশ্বরের শিবির, অতএব সেই
স্থানের নাম মহনয়িম [শিবিরদ্বয়] রাখিলেন।
৩ তাহার পর যাকোব আপনার অগ্রে সেয়ীর
দেশের ইদোম অঞ্চলে এষৌ ভ্রাতার নিকটে
৪ দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে
এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা আমার প্রভু
এষৌকে কহিবে, আপনকার দাস যাকোব আপ-
নাকে জানাইলেন, আমি লাবনের কাছে প্রবাস
করিতেছিলাম; এ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছি।
৫ আমার গোরু, গর্দ্দভ, মেষপাল ও দাস দাসী
আছে, তাই আমি প্রভুর অনুগ্রহদৃষ্টি পাইবার
জন্য আপনাকে সংবাদ পাঠাইলাম।
৬ পরে দূতগণ যাকোবের নিকটে প্রত্যাগমন
করিয়া কহিলেন, আমরা আপনার ভ্রাতা এষৌর
কাছে গিয়াছিলাম; আর তিনি চারি শত লোক
সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

Digitized by Google

৭ আসিতেছেন। তাহাতে যাকোব অতিশয় ভীত
ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং সঙ্গী লোকদিগকে ও
গোমেষাদির সমস্ত পাল ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত
৮ করিয়া দুই শিবির করিলেন, কহিলেন, এষৌ
আসিয়া যদ্যপি এক শিবির প্রহার করেন, তথাপি
অন্য শিবির অবশিষ্ট থাকিয়া রক্ষা পাইবে।
৯ তখন যাকোব কহিলেন, হে আমার পিতা অব্রা-
হামের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইস্‌হাকের ঈশ্বর,
তুমি সদাপ্রভু আপনি আমাকে বলিয়াছিলে,
তোমার দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে প্রত্যাগমন কর,
তাহাতে আমি তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার
১০ করিব। তুমি এই দাসের প্রতি যে সমস্ত দয়া
ও যে সমস্ত সত্যাচরণ করিয়াছ, আমি তাহার
অযোগ্য ক্ষুদ্র লোক; কেননা আমি নিজ যষ্টি-
মাত্র লইয়া এই যর্দ্দন পার হইয়াছিলাম, এখন
১১ দুই শিবির হইয়াছি। বিনয় করি, আমার
ভ্রাতা এষৌর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর,
কেননা আমি তাহা হইতে ভীত আছি, পাছে সে
আসিয়া আমাকে ও মাতা শুদ্ধ বালকগণকে
১২ বধ করে। তুমিই ত বলিয়াছ, আমি অবশ্য
তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিব, এবং
সমুদ্রতীরস্থ যে বালি বাহুল্য প্রযুক্ত গণনা করা
যায় না, তাহার ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।
১৩ অপর যাকোব সেই স্থানে রাত্রি যাপন
করিয়া আপনার হস্তগত পশুগণ হইতে কতক
কতক লইয়া এষৌ ভ্রাতার জন্য এই উপঢৌকন
১৪ প্রস্তুত করিলেন; দুই শত ছাগী ও বিংশতি ছাগ,
১৫ দুই শত মেষী ও বিংশতি মেষ, সবৎসা দুগ্ধবতী
ত্রিশ উষ্ট্রী, চল্লিশ গাভী ও দশ বৃষ, এবং বিংশতি
গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভ।
১৬ পরে তিনি আপনার এক এক দাসের হস্তে এক
এক পাল সমর্পণ করিয়া দাসদিগকে এই আজ্ঞা
দিলেন, তোমরা আমার অগ্রে অগ্রে যাও, এবং
মধ্যে মধ্যে স্থান রাখিয়া প্রত্যেক পাল পৃথক্
১৭ কর। পরে তিনি প্রথম দাসকে এই আজ্ঞা
দিলেন, আমার ভ্রাতা এষৌর সহিত তোমার সাক্ষাৎ
হইলে তিনি যখন জিজ্ঞাসিবেন, তুমি কাহার দাস?
কোথায় যাইতেছ? আর তোমার অগ্রস্থিত এই
১৮ সমস্ত কাহার? তখন তুমি উত্তর করিবে, এই
সকল আপনকার দাস যাকোবের; তিনি উপ-
ঢৌকনরূপে এই সকল আমার প্রভু এষৌর জন্য
প্রেরণ করিলেন; ঐ দেখুন, তিনিও আমাদের
১৯ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। পরে তিনি
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের পশ্চাদ্গামী দাস
সকলকেও আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এষৌর সহিত
সাক্ষাৎ হইলে তোমরা এই এই প্রকার কথা
২০ কহিও। আরও বলিও, দেখুন, আপনকার
দাস যাকোবও আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছেন।
কেননা তিনি মনে মনে কহিলেন, আমি অগ্রে
উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া পশ্চাৎ
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে তিনি আমার
২১ প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারেন। অত-
এব তাঁহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য গেল, কিন্তু
আপনি সেই রাত্রিতে শিবির মধ্যে থাকিলেন।
২২ পরে তিনি রাত্রিতে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী,
দুই দাসী ও একাদশ পুত্রকে তরণস্থানে যব্বোক
২৩ নদী পার করিতে সঙ্গে লইলেন। এবং তাঁহা-
দিগকে নদী পার করাইয়া আপনার সমস্ত দ্রব্য
পারে পাঠাইয়া দিলেন।
২৪ তখন যাকোব তথায় একাকী রহিলেন, এবং
এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ
২৫ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারি-
লেন না, দেখিয়া তিনি যাকোবের উরুফলকে
আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ
করাতে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হইল।
২৬ পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা
প্রভাত হইল। তখন যাকোব কহিলেন, আপনি
আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছা-
২৭ ড়িব না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম
২৮ কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি
কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর বিখ্যাত হইবে
না, কিন্তু ইস্রায়েল [ঈশ্বর-জয়ী] নামে বিখ্যাত
হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত
২৯ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। তখন যাকোব জিজ্ঞাসা
করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনকার নাম
কি? বলুন। তিনি কহিলেন, কি জন্য আমার
নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে
৩০ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন যাকোব সেই স্থানের
নাম পনূয়েল [ঈশ্বরের মুখ] রাখিলেন; কেননা
তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি
হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।
৩১ পরে তিনি পনূয়েল পার হইলে সূর্য্যোদয়
৩২ হইল। আর তিনি উরুতে খঞ্জ রহিলেন। এই
কারণ ইস্রায়েলের সন্তানেরা অদ্যাপি উরুফল-
কের উপরিস্থ উরুসন্ধির শিরা ভোজন করে না,
কেননা তিনি যাকোবের উরুফলক অর্থাৎ উরু-
সন্ধির শিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন।

৩৩ পরে যাকোব চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া চারি
শত লোকের সহিত এষৌকে আসিতে
দেখিলেন; তাহাতে তিনি বালকদিগকে বিভাগ
করিয়া লেয়াকে, রাহেলকে ও দুই দাসীকে সমর্পণ
২ করিলেন। ফলতঃ অগ্রে দুই দাসী ও তাহাদের
সন্তানদিগকে, তৎপশ্চাতে লেয়া ও তাঁহার সন্তান-
দিগকে, শেষে রাহেল ও যোষেফকে রাখিলেন।
৩ পরে আপনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার
ভূমিতে প্রণিপাত করিতে করিতে আপন ভ্রাতার

Digitized by Google

৪ নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন এষৌ যাকো-
বের প্রত্যুদ্গমন করিতে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার
গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন, এবং উভ-
৫ য়েই রোদন করিলেন। পরে এষৌ চক্ষু তুলিয়া
স্ত্রীগণকে ও বালকগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,
ইহারা তোমার কে? তিনি কহিলেন, ঈশ্বর অনু-
গ্রহ করিয়া আপনকার দাসকে এই সকল সন্তান
৬ দিয়াছেন। তখন দাসীরা ও তাহাদের সন্তান-
৭ গণ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিল। পরে
লেয়া ও তাঁহার সন্তানগণও নিকটে আসিয়া
প্রণিপাত করিলেন; শেষে যোষেফ ও রাহেল
৮ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিলেন। পরে এষৌ
জিজ্ঞাসিলেন, আমি যে সকল সমারোহের সহিত
মিলিলাম, সে সমস্ত কিসের নিমিত্ত? তিনি
৯ কহিলেন, প্রভুর অনুগ্রহ পাইবার জন্য। তখন
এষৌ কহিলেন, ভাই, আমার যথেষ্ট আছে, তো-
১০ মার যাহা তাহা তোমার থাকুক। যাকোব কহি-
লেন, তাহা নয়, বিনয় করি, যদি আমি আপনকার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমার হস্ত
হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করুন; কেননা আমি
ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায় আপনকার মুখ দর্শন
করিলাম, আপনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।
১১ অতএব বিনয় করি, আপনকার জন্য যে উপ-
ঢৌকন আনীত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করুন; কে-
ননা ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং
আমার সকলই আছে। এইরূপ সাধ্যসাধনা
১২ করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে এষৌ
কহিলেন, আইস, আমরা যাই; আমি তোমার
১৩ অগ্রে অগ্রে গমন করি। তাহাতে তিনি কহিলেন,
আমার প্রভু জানেন, এই বালকগণ কোমল, এবং
দুগ্ধবতী মেষী ও গাভী আমার সঙ্গে আছে; এক
দিন মাত্র বেগে চালাইলে সকল পালই মরিবে।
১৪ অতএব নিবেদন করি, হে আমার প্রভো,
আপনি আপন দাসের অগ্রে গমন করুন; আর
আমি যাবৎ সেয়ীরে আমার প্রভুর নিকটে উপ-
স্থিত না হই, তাবৎ আমার অগ্রবর্ত্তী পশুগণের
গমনশক্তি অনুসারে এবং এই বালকগণের গমন-
১৫ শক্তি অনুসারে ধীরে ধীরে চালাই। এষৌ
কহিলেন, তবে আমার সঙ্গী কতক লোক তোমার
নিকটে রাখিয়া যাই। তিনি কহিলেন, তাহাতেই
বা প্রয়োজন কি? আমার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ
হইলেই হইল।
১৬ অনন্তর এষৌ সেই দিনে আপনার গন্তব্য
১৭ সেয়ীরের পথে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু
যাকোব সুক্কোতে গমন করিয়া আপনার জন্য গৃহ
ও পশুদের জন্য কএকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন;
এই জন্য সেই স্থান সুক্কোৎ [কুটীর] নামে
বিখ্যাত আছে।

যাকোবের শিখিমে বাস।

১৮ পরে যাকোব পদ্দন-অরাম হইতে প্রত্যা-
গমন কালে কুশলে কনান দেশস্থ শিখিমের নগরে
উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে তাম্বু স্থাপন
১৯ করিলেন। পরে শিখিমের পিতা যে হমোর,
তাহার সন্তানদিগকে রূপার এক শত কসীতা
[নামে মুদ্রা] দিয়া তিনি আপন তাম্বু স্থাপনের
২০ ভূমিখণ্ড ক্রয় করিলেন, এবং তথায় এক যজ্ঞ-
বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম এল-ইলোহে-
ইস্রায়েল [ঈশ্বর ইস্রায়েলের ঈশ্বর] রাখিলেন।

৩৪ অপর লেয়াতে জাতা দীণা নাম্নী যাকো-
বের কন্যা সেই দেশের কন্যাদের সহিত
২ সাক্ষাৎ করিতে বহির্গমন করিল। তাহাতে
হিব্বীয় হমোর নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম
তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে হরণ
করিয়া তাহার সহিত শয়ন করত তাহাকে ভ্রষ্ট
৩ করিল। এবং যাকোবের কন্যা দীণাতে তাহার
প্রাণ অনুরক্ত হওয়াতে সে সেই যুবতীর সহিত
৪ প্রেম ও মিষ্টালাপ করিল। পরে শিখিম আ-
পন পিতা হমোরকে কহিল, তুমি আমার সহিত
বিবাহ দিবার জন্য এই কন্যাকে গ্রহণ কর।
৫ অনন্তর যাকোব শুনিলেন, সে তাঁহার কন্যা
দীণাকে ভ্রষ্ট করিয়াছে; ঐ সময়ে তাঁহার
পুত্রগণ মাঠে পশুপালের সঙ্গে ছিল; অতএব
যাকোব তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত মৌনী থাকি-
৬ লেন। অপর শিখিমের পিতা হমোর যাকো-
৭ বের সহিত কথোপকথন করিতে গেল। যাকো-
বের পুত্রগণও ঐ সংবাদ পাইয়া মাঠ হইতে
আসিয়াছিল; তাহারা মনস্তাপিত ও অতি
ক্রোধান্বিত হইয়াছিল, কেননা যাকোবের কন্যার
সহিত শয়ন করাতে শিখিম ইস্রায়েলের মধ্যে
মূঢ়তার ক্রিয়া ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিল।
৮ তখন হমোর তাহাদের সহিত কথোপ-
কথন করিয়া কহিল, তোমাদের সেই কন্যাতে
আমার পুত্র শিখিমের প্রাণ আসক্ত হইয়াছে;
অতএব নিবেদন করি, আমার পুত্রের সহিত
৯ তাহার বিবাহ দেও; এবং আমাদের সহিত
কুটুম্বতা কর; তোমাদের কন্যাগণ আমাদিগকে
দান কর, এবং আমাদের কন্যাদিগকে তোমরাও
১০ গ্রহণ কর। আর আমাদের সহিত বাস কর;
এই দেশ তোমাদের সম্মুখে আছে, তোমরা এখানে
বসতি ও বাণিজ্য কর, এখানে অধিকার গ্রহণ কর।
১১ আর শিখিম দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে
কহিল, আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহদৃষ্টি হউক;
১২ তাহাতে যাহা কহিবে, তাহাই দিব। যৌতুক
ও দান যত অধিক চাহিবে, তোমাদের বাক্যানু-
সারে তাহাই দিব; কোন মতে আমার সহিত

Digitized by Google

১৩ ঐ কন্যার বিবাহ দেও। কিন্তু সে তাহাদের
দীণা ভগিনীকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল বলিয়া যাকো-
বের পুত্রগণ ছলভাবেই কথাবার্ত্তা কহিয়া শিখিম-
কে ও তাহার পিতা হমোরকে উত্তর দিল;
১৪ তাহারা তাহাদিগকে কহিল, অচ্ছিন্নত্বক্ লোক-
কে যে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম্ম আমরা
করিতে পারি না; কেননা তাহাতে আমাদের
১৫ দুর্নাম হইবে। কেবল এক কর্ম্ম করিলে আমরা
সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক
১৬ পুরুষ যদি ছিন্নত্বক্ হও, তবে আমরা তোমা-
দিগকে আপনাদের কন্যাগণ দিব, এবং তোমাদের
কন্যাগণকে গ্রহণ করিব, ও তোমাদের সহিত বাস
১৭ করিয়া এক জাতি হইব। কিন্তু যদি ত্বক্‌ছেদের
বিষয়ে আমাদের কথা না শুন, তবে আমরা
আপনাদের ঐ কন্যাকে লইয়া চলিয়া যাইব।
১৮ তখন তাহাদের এই কথায় হমোর ও তাহার
১৯ পুত্র শিখিম সন্তুষ্ট হইল। আর সেই যুবা অবি-
লম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা সে যাকোবের
কন্যাতে প্রীত হইয়াছিল; আর সে আপন
পিতৃকুলে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তও ছিল।
২০ পরে হমোর ও তাহার পুত্র শিখিম আপন
নগরের দ্বারে আসিয়া নগরনিবাসীদের সহিত
২১ কথোপকথন করিয়া কহিল, সেই লোকেরা
আমাদের সহিত নির্ব্বিরোধ; অতএব আইস,
আমরা তাহাদিগকে এই দেশে বাস ও বাণিজ্য
করিতে দিই; কেননা দেখ, তাহাদের সম্মুখে
দেশটী সুপ্রশস্ত; আমরা তাহাদের কন্যাগণকে
গ্রহণ করিব, ও আমাদের কন্যাগণ তাহাদিগকে
২২ দিব। কিন্তু তাহাদের এই এক পণ আছে,
আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তাহাদের মত
ছিন্নত্বক্ হয়, তবে তাহারা আমাদের সহিত বাস
২৩ করিয়া এক জাতি হইতে সম্মত আছে। আর
তাহাদের ধন, সম্পত্তি ও পশু সকল কি
আমাদের হইবে না? আমরা তাহাদের কথা
স্বীকার করিলেই তাহারা আমাদের সহিত বাস
২৪ করিবে। তখন হমোরের ও তাহার পুত্র
শিখিমের কথায় তাহার নগরের দ্বার দিয়া
বহির্গমনকারী লোক সকল সম্মত হইল, তাহাতে
তাহার নগরদ্বার দিয়া বহির্গমনকারী সকল পুরু-
ষেরই ত্বক্‌ছেদ করা হইল।
২৫ অপর তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে
দীণার সহোদর শিমিয়োন ও লেবি, যাকোবের
এই দুই পুত্র আপন আপন খড়্গ গ্রহণ করিয়া
নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করত সকল পুরুষকে বধ
২৬ করিল। এবং হমোর ও তাহার পুত্র শিখিমকে
খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের বাটী হইতে
২৭ দীণাকে লইয়া গেল। তাহারা তাহাদের ভগি-
নীকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল, এই জন্য যাকোবের
পুত্রগণ হত লোকদের নিকটে আসিয়া নগর লুট
২৮ করিল। তাহারা তাহাদের মেষ, গোরু ও
গর্দ্দভ সকল, এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্য
২৯ হরণ করিল। আর তাহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে
বন্দি করিয়া তাহাদের সমস্ত ধন ও গৃহের সর্ব্বস্ব
৩০ লুট করিল। তখন যাকোব শিমিয়োন ও
লেবিকে কহিলেন, তোমরা এতদ্দেশনিবাসী কনা-
নীয় ও পরিষীয়দের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ
করিয়া ব্যাকুল করিলে; আমার লোক অল্প,
তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া আমাকে
আঘাত করিবে; তাহাতে আমি সপরিবারে
৩১ বিনষ্ট হইব। তাহারা উত্তর করিল, যেমন
বেশ্যার সহিত, তেমনি আমাদের ভগিনীর সহিত
ব্যবহার করা কি তাহার কর্ত্তব্য?

যাকোবের বৈথেলে গমন।

রাহেলের মৃত্যু।

৩৫ অনন্তর ঈশ্বর যাকোবকে কহিলেন, তুমি
উঠিয়া বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর;
এবং তোমার ভ্রাতা এষৌর সম্মুখ হইতে তোমার
পলায়নকালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়া-
ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি
২ নির্ম্মাণ কর। তাহাতে যাকোব আপন পরিজন
ও সঙ্গী লোক সকলকে কহিলেন, তোমাদের কাছে
যে সকল ইতর দেবতা আছে, তাহাদিগকে দূর
৩ কর, এবং শুচি হইয়া অন্য বস্ত্র পর। আর
আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই; যে ঈশ্বর
আমার সঙ্কটের দিনে আমাকে প্রার্থনার উত্তর
দিয়াছিলেন, এবং আমার গমনপথে সঙ্গী
ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক
৪ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি। তাহাতে তাহারা
আপনাদের হস্তগত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল
লইয়া যাকোবকে দিল, এবং তিনি ঐ সকল লইয়া
শিখিমের নিকটবর্ত্তী এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া
৫ রাখিলেন। পরে তাঁহারা [তথা হইতে] যাত্রা
করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক্‌স্থিত নগরসমূহে ঈশ্বর
হইতে ত্রাস উপস্থিত হওয়াতে তথাকার লোকেরা
যাকোবের পুত্রদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
হইল না।
৬ পরে যাকোব ও তাঁহার সঙ্গিসমূহ কনান
দেশস্থ লূসে অর্থাৎ বৈথেলে উপস্থিত হইলেন।
৭ তথায় তিনি এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই
স্থানের নাম এল-বৈথেল [বৈথেলের ঈশ্বর]
রাখিলেন; কারণ ভ্রাতার সম্মুখ হইতে তাঁহার
পলায়ন কালে ঈশ্বর সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন
৮ দিয়াছিলেন। অপর রিবিকার দবোরা নাম্নী
ধাত্রীর মৃত্যু হইলে বৈথেলের অধঃস্থিত অলোন

Digitized by Google

বৎসর বয়ঃক্রমে ইস্হাক অরামীয় বথূয়েলের
কন্যা, অরামীয় লাবনের ভগিনী রিবিকাকে
পদ্দন-অরাম হইতে আনাইয়া বিবাহ করেন।
২১ ইস্হাকের সেই ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াতে তিনি
তাঁহার নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি-
লেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনা শুনি-
লেন, তাঁহার স্ত্রী রিবিকা গর্ভবতী হইলেন।
২২ পরে তাঁহার গর্ভমধ্যে শিশুরা জড়াজড়ি করিল,
তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার এমন কেন
হইল? এরূপ কি হইয়া থাকে? আর তিনি সদা-
২৩ প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। তখন
সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন,

তোমার জঠরে দুই জাতি আছে,
ও তোমার উদর হইতে দুই বংশ বিভিন্ন
হইবে;
এক বংশ অন্য বংশ অপেক্ষা বলবান্ হইবে,
ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে।

২৪ পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইল, আর দেখ,
২৫ তাঁহার গর্ভে যমজপুত্র। যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল,
সে রক্তবর্ণ এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের
সদৃশ ছিল। তাহার নাম এষৌ [লোমশ] রাখা
২৬ গেল। পরে তাহার অনুজ ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার
হস্ত এষৌর পাদমূল ধরিয়াছিল। তাহার নাম
যাকোব [পাদগ্রাহী] হইল। ইস্হাকের ষষ্টি
বৎসর বয়সে এই যমজপুত্র হইল।

২৭ পরে সেই বালকেরা বড় হইলে এষৌ মৃগ-
য়াতে নিপুণ ও ক্ষেত্রবিহারী হইলেন। কিন্তু
যাকোব শান্ত মনুষ্য, তিনি তাম্বুগৃহে বাস করি-
২৮ তেন। ইস্হাক এষৌকে ভাল বাসিতেন, কেননা
তাঁহার মুখে মৃগমাংস ভাল লাগিত; কিন্তু রিবিকা
২৯ যাকোবকে ভাল বাসিতেন। [এক দিন] যাকোব
দাইল পাক করিয়াছেন, এমন সময়ে এষৌ ক্লান্ত
হইয়া ক্ষেত্র হইতে আসিয়া যাকোবকে কহিলেন,
৩০ আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা, ঐ
রাঙ্গা দ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর। এই জন্য
তাঁহার নাম ইদোম [রাঙ্গা] বিখ্যাত হইল।
৩১ তখন যাকোব কহিলেন, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠা-
৩২ ধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর। এষৌ উত্তর
করিলেন, দেখ, আমি মরিতে উদ্যত, জ্যেষ্ঠাধিকারে
৩৩ আমার কি লাভ? যাকোব কহিলেন, তুমি
অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। তাহাতে তিনি
তাঁহার কাছে দিব্য করিলেন। এইরূপে তিনি
আপন জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রয়
৩৪ করিলেন। তখন যাকোব এষৌকে রুটী ও মসূরের
রান্ধা দাইল দিলেন; তাহাতে তিনি ভোজন
পান করিলেন, পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।
এইরূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার হেয়জ্ঞান
করিলেন।

২৬ পূর্ব্বে অব্রাহামের সময়ে যেরূপ দুর্ভিক্ষ
হইয়াছিল, সেই দেশে আবার সেইরূপ
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইস্হাক গরারে পলেষ্টীয়-
২ দের রাজা অবীমেলকের কাছে গেলেন। তখন
সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি
মিসরদেশে নামিয়া যাইও না, আমি তোমাকে
৩ যে দেশের কথা বলিব, তথায় থাক। তুমি এই
দেশে প্রবাস কর; আমি তোমার সহবর্ত্তী হইয়া
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, কেননা আমি
তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিব,
এবং তোমার পিতা অব্রাহামের নিকটে যে দিব্য
৪ করিয়াছিলাম, তাহা সফল করিব। আমি আকা-
শের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব,
তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার
বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
৫ হইবে। কারণ অব্রাহাম আমার বাক্য মানিয়া
আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধি ও
আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে।
৬ পরে ইস্হাক গরারে বাস করিলেন। তা-
৭ হাতে সে স্থানের লোকেরা তাঁহার ভার্য্যার পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, উনি আমার
ভগিনী। কারণ তিনি ভীত হইয়া মনে মনে
কহিলেন, উনি আমার ভার্য্যা, ইহা বলিলে,
কি জানি, এই স্থানের লোকেরা রিবিকার নিমিত্ত
আমাকে বধ করিবে, কেননা তিনি পরম সুন্দরী।
৮ কিন্তু সে স্থানে বহুকাল বাস করিলে পর
কোন সময়ে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলক বাতা-
য়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ইস্হাককে আপন
ভার্য্যা রিবিকার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিলেন।
৯ অতএব অবীমেলক ইস্হাককে ডাকাইয়া কহি-
লেন, দেখুন, ঐ স্ত্রী অবশ্য আপনার ভার্য্যা; তবে
আপনি ভগিনী বলিয়া তাঁহার পরিচয় কেন
দিয়াছিলেন? তখন ইস্হাক উত্তর করিলেন,
আমি ভাবিয়াছিলাম, কি জানি তাঁহার জন্য আ-
১০ মার মৃত্যু হইবে। তাহাতে অবীমেলক কহি-
লেন, আপনি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার
করিলেন? কোন লোক আপনার ভার্য্যার সহিত
অনায়াসে শয়ন করিতে পারিত; তাহা হইলে
১১ আপনি আমাদিগকে দোষগ্রস্ত করিতেন। পরে
অবীমেলক সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন,
যে কেহ ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা উহাঁর স্ত্রীকে স্পর্শ
করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।
১২ অনন্তর ইস্হাক সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া
সেই বৎসর শত গুণ লভ্য করিলেন, এবং সদাপ্রভু
১৩ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর তিনি বর্দ্ধিষ্ণু
হইলেন, এবং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অতি
১৪ মহান্ হইলেন; আর তাঁহার মেষধন ও গোধন
এবং অনেক দাস দাসী হইল, তাহাতে পলেষ্টী-

Digitized by Google

১৫ য়েরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। এবং
তাঁহার পিতা অব্রাহামের সময়ে তাঁহার দাসগণ
যে যে কূপ খুঁড়িয়াছিল, পলেষ্টীয়েরা সে সকল
বুজাইয়া ফেলিল ও ধূলিতে পরিপূর্ণ করিল।
১৬ পরে অবীমেলক ইস্‌হাককে কহিলেন, আপনি
আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা আ-
পনি আমাদের হইতে অতি বলবান্‌ হইয়াছেন।
১৭ পরে ইস্‌হাক তথা হইতে যাত্রা করিয়া গরারের
উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস
১৮ করিলেন। এবং তাঁহার পিতা অব্রাহামের সময়ে
খনিত যে যে জলের কূপ অব্রাহামের মৃত্যুর পরে
পলেষ্টীয়েরা বুজাইয়াছিল, সেই সকল ইস্‌হাক
আবার খুঁড়িলেন, এবং তাঁহার পিতা সেগুলির যে
যে নাম রাখিয়াছিলেন, সেই সেই নাম পুন-
১৯ র্ব্বার রাখিলেন। অপর সেই উপত্যকাতে ইস্‌-
হাকের দাসগণ খুঁড়িয়া জলের উনুইবিশিষ্ট এক
২০ কূপ পাইল। তাহাতে গরার দেশীয় পশুপাল-
কেরা ইস্‌হাকের পশুপালকদের সহিত বিবাদ
করিয়া কহিল, এই জল আমাদের; অতএব
ইস্‌হাক সেই কূপের নাম এষক [বিবাদ] রাখি-
লেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহার সহিত বিবাদ
২১ করিয়াছিল। পরে তাঁহার দাসগণ আর এক
কূপ খনন করিলে তাহারা তন্নিমিত্তও বিবাদ
করিল; তাহাতে তিনি সেটীর নাম সিট্না
২২ [বিপক্ষতা] রাখিলেন। তিনি তথা হইতে প্রস্থান
করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিলেন, সেটীর
নিমিত্তে তাহারা বিবাদ না করাতে তিনি সেটীর
নাম রহোবোৎ [প্রশস্ত স্থান] রাখিয়া কহিলেন,
এখন সদাপ্রভু আমাদিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন,
২৩ আমরা দেশে বর্দ্ধিষ্ণু হইব। অনন্তর তিনি তথা
২৪ হইতে বের-শেবাতে উঠিয়া গেলেন। সেই রা-
ত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,
আমি তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর, ভয়
করিও না, কেননা আমি আপন দাস অব্রাহামের
অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমাকে আশী-
২৫ র্ব্বাদ করিব ও তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব। পরে
ইস্‌হাক সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সদা-
প্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন, আর সেই
স্থানে তিনি তাম্বু স্থাপন করিলেন; ও তাঁহার
দাসগণ তথায় এক কূপ খুঁড়িল।
২৬ অনন্তর অবীমেলক অহুষৎ নামক আপন
মিত্রকে ও ফীখোল নামক সেনাপতিকে সঙ্গে
লইয়া গরার হইতে ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করি-
২৭ লেন। তখন ইস্‌হাক তাঁহাদিগকে কহিলেন,
আপনারা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া আপনাদের
মধ্য হইতে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন,
এখন আমার কাছে কি নিমিত্তে আসিলেন?
২৮ তাঁহারা উত্তর করিলেন, সদাপ্রভু আপনার
সহবর্ত্তী, ইহা আমরা স্পষ্ট দেখিলাম, এই
জন্য কহিলাম; আমাদের সহিত আপনার এক
শপথ হউক, ও আমাদের সহিত আপনার এক
২৯ নিয়ম হউক। আমরা যেমন আপনাকে স্পর্শ
করি নাই, ও আপনার মঙ্গল ব্যতিরেকে কিছুই
করি নাই, বরং আপনাকে শান্তিতে বিদায় করি-
য়াছি, তদ্রূপ আপনিও আমাদের উপর হিংসা
করিবেন না; আপনিই এখন সদাপ্রভুর আশী-
৩০ র্ব্বাদের পাত্র। তখন ইস্‌হাক তাঁহাদের নিমিত্তে
ভোজ প্রস্তুত করিলে তাঁহারা ভোজন পান করি-
৩১ লেন। পরে তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর
দিব্য করিলেন; তখন ইস্‌হাক তাঁহাদিগকে
বিদায় করিলে তাঁহারা কুশলে তাঁহার নিকট
হইতে প্রস্থান করিলেন।
৩২ সেই দিনে ইস্‌হাকের দাসগণ আসিয়া আপ-
নাদের খনিত কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়া তাঁ-
৩৩ হাকে কহিল, জল পাইয়াছি। অতএব তিনি
তাহার নাম শিবিয়া রাখিলেন, আর অদ্যাবধি
সেই স্থানের নগর বের-শেবা নামে বিখ্যাত
আছে।
৩৪ অনন্তর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিত্তীয়
বেরির যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিত্তীয়
এলোনের বাসমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করি-
৩৫ লেন। ইহারা ইস্‌হাকের ও রিবিকার মনের
দুঃখদায়িকা হইল।

যাকোব ছলপূর্ব্বক পিতার আশীর্ব্বাদ লন।

২৭ পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ নিস্তেজ
হওয়া প্রযুক্ত আর দেখিতে পাইতেন না;
তখন তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডাকিয়া
কহিলেন, হে আমার পুত্র। তিনি উত্তর করিলেন,
২ দেখুন, এই আমি। তখন ইস্‌হাক কহিলেন,
দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্‌ দিন আমার
৩ মৃত্যু হয়, জানি না। এখন বিনয় করি, তোমার
শস্ত্র, তোমার তূণ ও ধনুক লইয়া প্রান্তরে যাও,
৪ আমার জন্য মৃগ ধরিয়া আন। আর আমি যেরূপ
ভাল বাসি, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া
আমার নিকটে আন, আমি ভোজন করিব;
আমার বাঞ্ছা এই, যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার
প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
৫ এষৌ পুত্রের সহিত ইস্‌হাকের এই কথোপ-
কথন রিবিকা শুনিয়াছিলেন। অতএব এষৌ মৃগ
ধরিয়া আনিবার কারণ ক্ষেত্রে গমন করিলে পর
৬ রিবিকা আপন পুত্র যাকোবকে কহিলেন, দেখ,
তোমার ভ্রাতা এষৌর সহিত তোমার পিতার
কথোপকথন আমি শুনিয়াছি; তিনি তাহাকে
৭ কহিলেন, তুমি আমার নিমিত্তে মৃগ ধরিয়া
আনিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি

Digitized by Google

ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
৮ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। অতএব, হে আ-
মার পুত্র, এখন আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা
৯ করি, আমার সেই কথা শুন। তুমি খোঁয়াড়ে
গিয়া তথা হইতে উত্তম দুইটী ছাগবৎস আন,
তোমার পিতা যেরূপ ভাল বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু
১০ খাদ্য আমি রন্ধন করিয়া দিই; পরে তুমি আ-
পন পিতার নিকটে তাহা লইয়া গিয়া তাঁহাকে
ভোজন করাইবে; আমার বাঞ্ছা এই, যেন
তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকেই আশীর্ব্বাদ করেন।
১১ তখন যাকোব আপন মাতা রিবিকাকে কহি-
লেন, দেখুন, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু
১২ আমি নির্লোম; কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ
করিবেন, আর আমি তাঁহার দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক
বলিয়া গণ্য হইব; তাহা হইলে আমি আমার
প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ বর্ত্তাইব।
১৩ কিন্তু তাঁহার মাতা কহিলেন, হে বৎস, সেই
অভিশাপ আমাতেই বর্ত্তুক, কেবল আমার কথা
মান, [ছাগবৎস] লইয়া আইস।
১৪ পরে যাকোব গিয়া তাহা লইয়া মাতার
নিকটে আসিলে তাঁহার পিতা যেরূপ ভাল বাসি-
তেন, মাতা সেইরূপ সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করিলেন।
১৫ আর ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর
যে যে মনোহর বস্ত্র ছিল, রিবিকা তাহা লইয়া
কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে পরিধান করাইলেন।
১৬ আর ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম্ম লইয়া তাঁহার
হস্তে ও গলদেশের নির্লোম স্থানে জড়াইয়া
১৭ দিলেন। আর তিনি যে সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী পাক
করিয়াছিলেন, তাহা আপন পুত্র যাকোবের
হস্তে দিলেন।
১৮ পরে তিনি আপন পিতার নিকটে গিয়া
কহিলেন, হে পিতঃ। তিনি উত্তর করিলেন, দেখ,
১৯ এই আমি; বৎস, তুমি কে? যাকোব আপন
পিতাকে কহিলেন, আমি আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র
এষৌ; আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, তাহা করিলাম। বিনয় করি, আপনি
উঠিয়া বসিয়া আমার মৃগমাংস ভোজন করুন,
যেন আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
২০ তাহাতে ইস্হাক আপন পুত্রকে কহিলেন, বৎস,
কেমন করিয়া এত শীঘ্র উহা পাইলে? তিনি
কহিলেন, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার
২১ সম্মুখে ইহা উপস্থিত করিলেন। ইস্হাক যা-
কোবকে আরও কহিলেন, বৎস, নিকটে আইস;
আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া বুঝি, তুমি নিশ্চয়
২২ আমার পুত্র এষৌ কি না। তখন যাকোব আপন
পিতা ইস্হাকের নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে
স্পর্শ করিয়া কহিলেন, স্বর ত যাকোবের স্বর,
২৩ কিন্তু হস্ত এষৌর হস্ত। এইরূপে তিনি তাঁহাকে
চিনিতে পারিলেন না, কারণ এষৌ ভ্রাতার হস্তের
ন্যায় তাঁহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অতএব তিনি
২৪ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কহিলেন,
তুমি কি নিশ্চয়ই আমার পুত্র এষৌ? তিনি
২৫ কহিলেন, হাঁ। তখন ইস্হাক কহিলেন, পরিবেষণ
কর; আমি পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন
করি, তাহাতে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করিবে। তখন তিনি পরিবেষণ করিলে ইস্হাক
ভোজন করিলেন, এবং দ্রাক্ষারস আনিয়া দিলে
২৬ তাহাও পান করিলেন। পরে তাঁহার পিতা ইস্-
হাক কহিলেন, বৎস, বিনয় করি, নিকটে আসিয়া
২৭ আমাকে চুম্বন কর। তখন তিনি নিকটে গিয়া
চুম্বন করিলে ইস্হাক তাঁহার বস্ত্রের গন্ধ পাইয়া
তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,

দেখ, আমার পুত্রের সুগন্ধ
সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের সুগন্ধের
ন্যায়।
২৮ ঈশ্বর আকাশের শিশিরে
ও ভূমির পীনতাতে উৎপন্ন [ফল],
প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস তোমাকে দিউন।
২৯ নানা জাতি তোমার দাস হউক,
নানা বংশ তোমার কাছে প্রণিপাত করুক;
তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্ত্তা হও,
তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত
করুক।
যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত
হউক;
যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশী-
র্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক।

৩০ এইরূপে ইস্হাকের যাকোবকে আশীর্ব্বাদ
করা সাঙ্গ হইলে পর যাকোব আপন পিতা
ইস্হাকের সম্মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র তাঁ-
হার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়া হইতে [ঘরে] আসিলেন।
৩১ তিনিও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার
নিকটে আনিয়া কহিলেন, পিতঃ, আপনি উঠিয়া
পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করুন, যেন
আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
৩২ তখন তাঁহার পিতা ইস্হাক কহিলেন, তুমি
কে? তিনি কহিলেন, আমি আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র
৩৩ এষৌ। তখন ইস্হাক মহাকম্পনে অতিশয়
কম্পিত হইয়া কহিলেন, তবে সে কে যে মৃগয়া
করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিয়াছিল?
আমি তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তাহা ভোজন
করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, আর সেই
৩৪ আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে। পিতার এই কথা শুনি-
বামাত্র এষৌ সাতিশয় ব্যাকুলচিত্তে মহাচীৎকার
শব্দ করিতে লাগিলেন, এবং আপন পিতাকে
কহিলেন, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন।

Digitized by Google

৩৫ ইস্‌হাক কহিলেন, তোমার ভ্রাতা ছলভাবে আ-
৩৬ সিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ হরণ করিয়াছে। এষৌ
কহিলেন, তাহার নাম কি যাকোব [বঞ্চক] নয়?
বাস্তবিক সে দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করি-
য়াছে; সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করিয়াছে,
এবং দেখ, এখন আমার আশীর্ব্বাদও হরণ করি-
য়াছে। তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, আপনি কি আ-
৩৭ মার জন্য কিছুই আশীর্ব্বাদ রাখেন নাই? তখন
ইস্‌হাক উত্তর করিয়া এষৌকে কহিলেন, দেখ,
আমি তাহাকে তোমার কর্ত্তা করিয়াছি, এবং তাহার
জ্ঞাতি সকলকে তাহারই দাস করিয়াছি, এবং
তাহাকে সবল করণার্থ শস্য ও দ্রাক্ষারস দিয়াছি;
বৎস, এখন তোমার জন্য আর কি করিতে পারি?
৩৮ তাহাতে এষৌ পুনর্ব্বার আপন পিতাকে কহি-
লেন, হে পিতঃ, আপনকার কি কেবল ঐ একটী
আশীর্ব্বাদ ছিল? হে পিতঃ, আমাকেও আশী-
র্ব্বাদ করুন। ইহা কহিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে রোদন
৩৯ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পিতা ইস্‌হাক
উত্তর করিয়া কহিলেন,

দেখ, তোমার বসতি ভূমির পীনতাবিহীন হইবে,
উপরিস্থ আকাশের শিশিরবিহীন হইবে।
৪০ তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার দাস হইবে;
কিন্তু যখন তুমি আস্ফালন করিবে,
আপন গ্রীবা হইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবে।

যাকোব হারণে যান।

৪১ এইরূপে যাকোব আপন পিতা হইতে
আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন, এই জন্য এষৌ যাকো-
বের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিলেন। আর এষৌ
মনে মনে কহিলেন, আমার পিতৃশোকের কাল
প্রায় উপস্থিত, তৎপরে যাকোব ভ্রাতাকে বধ
৪২ করিব। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এরূপ কথা
রিবিকার কর্ণগোচর হইলে তিনি লোক পাঠাইয়া
কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে ডাকাইলেন, কহিলেন,
দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিবার
৪৩ আশাতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে। অতএব,
হে বৎস, আমার কথা শুন। উঠ, হারণে আমার
৪৪ ভ্রাতা লাবনের নিকটে পলাইয়া যাও; এবং
সেখানে কিছু কাল থাক, যে পর্য্যন্ত তোমার
৪৫ ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়। পরে তোমার প্রতি
ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, এবং তুমি তাহার
প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা সে ভুলিয়া গেলে
আমি লোক পাঠাইয়া তথা হইতে তোমাকে
আনাইব; এক দিনে তোমাদের দুই জনকেই
৪৬ কেন হারাইব? অনন্তর রিবিকা ইস্‌হাককে
কহিলেন, এই হিত্তীয়দের কন্যাদের বিষয়ে আ-
মার প্রাণে ঘৃণা হইতেছে; যদি যাকোবও ইহা-
দের মত কোন হিত্তীয় কন্যাকে, এতদ্দেশীয় কন্যা-
দের মধ্যে কোন কন্যাকে, বিবাহ করে, তবে
প্রাণধারণে আমার কি লাভ?

২৮ তখন ইস্‌হাক যাকোবকে ডাকিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিলেন, এবং এই আজ্ঞা দিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কনান দেশীয় কোন
২ কন্যাকে বিবাহ করিও না। উঠ, পদ্দন-অরামে
আপন মাতামহ বথূয়েলের বাটীতে গিয়া সে
স্থানে আপন মাতুল লাবনের কোন কন্যাকে
৩ বিবাহ কর। আর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তো-
মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জাতিসমাজ করণার্থে
৪ ফলবন্ত ও বহুপ্রজ করুন। এবং অব্রাহামের
আশীর্ব্বাদ তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার
বংশকে দিউন; তোমার প্রবাসস্থান এই যে
দেশ ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়াছেন, অধিকারার্থে
৫ ইহা তোমাকে দিউন। পরে ইস্‌হাক যাকো-
বকে বিদায় করিলে তিনি পদ্দন-অরামে অরা-
মীয় বথূয়েলের পুত্র লাবনের নিকট যাত্রা করি-
লেন; সেই ব্যক্তি যাকোবের ও এষৌর মাতা
রিবিকার ভ্রাতা।

৬ এষৌ যখন দেখিলেন, ইস্‌হাক যাকোবকে
আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহার্থ কন্যা গ্রহণ জন্য
পদ্দন-অরামে বিদায় করিয়াছেন, এবং আশী-
র্ব্বাদের সময়ে কনানীয় কোন কন্যাকে বিবাহ
৭ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং যাকোব মাতা-
পিতার আজ্ঞা মানিয়া পদ্দন-অরামে যাত্রা করি-
৮ য়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, কনানীয়
কন্যারা তাঁহার পিতা ইস্‌হাকের অসন্তোষপাত্রী;
৯ অতএব দুই স্ত্রী থাকিলেও এষৌ ইশ্মায়েলের
নিকটে গিয়া অব্রাহামের পৌত্রী ইশ্মায়েলের
পুত্রী, নবায়োতের ভগিনী, মহলৎ নাম্নী কন্যাকে
বিবাহ করিলেন।

১০ আর যাকোব বের-শেবা হইতে নির্গত হইয়া
১১ হারণের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং কোন
এক স্থানে পঁহুছিলে সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে তথায়
রাত্রি যাপন করিলেন। আর তিনি তথাকার প্রস্তর
লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইবার
১২ জন্য শয়ন করিলেন। আর তিনি স্বপ্নে এক
সোপান দেখিলেন, তাহার মূল পৃথিবীতে ও মস্তক
গগনস্পর্শী, আর দেখ, তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ
১৩ উঠিতেছেন ও নামিতেছেন। আর দেখ, সদা-
প্রভু তদুপরি দণ্ডায়মান হইলেন, কহিলেন, আমি
তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের
ঈশ্বর সদাপ্রভু; এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিয়া
আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে
১৪ দিব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায়
[অসংখ্য] হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব্ব, উত্তর
ও দক্ষিণ চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইবে, এবং তোমাতে
ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী

Digitized by Google

লেয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুক
দিলেন, এখন আমার স্বামী আমার সহিত বাস
করিবেন, কেননা আমি তাঁহার জন্য ছয় পুত্র
প্রসব করিয়াছি ; অতএব তিনি তাহার নাম সবূ-
২১ লূন [বাস] রাখিলেন। অনন্তর তাঁহার এক কন্যা
জন্মিলে তিনি তাহার নাম দীণা রাখিলেন।
২২ অনন্তর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিয়া তাঁহার
প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে গর্ব্ভধারণের শক্তি
২৩ দিলেন। তখন তাঁহার গর্ব্ভ হইলে তিনি পুত্র
প্রসব করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার অপযশ
২৪ হরণ করিয়াছেন। পরে তিনি তাহার নাম যো-
ষেফ [বৃদ্ধি] রাখিলেন, কহিলেন, সদাপ্রভু আ-
মাকে আরও এক পুত্র দিউন।
২৫ অপর রাহেলের গর্ব্ভে যোষেফ জন্মিলে পর
যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমাকে বিদায় করুন;
২৬ আমি নিজ দেশে স্বস্থানে প্রস্থান করি ; আর
আমি যাহাদের জন্য আপনকার দাস্যকর্ম্ম করি-
য়াছি, আমার সেই স্ত্রীগণ ও সন্তানগণকে আমার
হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে দিউন ; কেননা আমি
যেরূপ পরিশ্রমে আপনকার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি,
২৭ তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। তখন লাবন
তাঁহাকে কহিলেন, বিনয় করি, তুমি এখন আমার
প্রতি অনুগ্রহ কর, কেননা আমি অনুভবে জানি-
লাম, তোমার অনুরোধে সদাপ্রভু আমাকে
২৮ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি আরও কহিলেন,
তোমার বেতন স্থির করিয়া আমাকে বল, আমি
২৯ দিব। তখন যাকোব তাঁহাকে কহিলেন, আমি
যেরূপ আপনকার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, এবং
আমার নিকটে আপনকার যেরূপ পশুধন হই-
৩০ য়াছে, তাহা আপনি জানেন। কেননা আমার
আগমনের পূর্ব্বে আপনকার অল্প সম্পত্তি ছিল,
এখন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে ; আমার যত্নে
সদাপ্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ;
কিন্তু আমি নিজ পরিবারের জন্য কবে সঞ্চয়
৩১ করিব ? তাহাতে [লাবন] কহিলেন, আমি
তোমাকে কি দিব ? যাকোব কহিলেন, আপনি
আমাকে আর কিছুই না দিয়া যদি আমার জন্য
এক কর্ম্ম করেন, তবে আমি আপনকার পশু-
৩২ দিগকে পুনর্ব্বার চরাইব ও পালন করিব। অদ্য
আমি আপনকার সমস্ত পশুপালের মধ্য দিয়া
গমন করিব ; আমি মেষদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত
ও চিত্রাঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণ সকল এবং ছাগদের মধ্যে
চিত্রাঙ্গ ও বিন্দুচিহ্নিত সকলকে পৃথক্ করি ;
৩৩ [সেই গুলি] আমার বেতন হইবে। ইহার পরে
যখন আপনকার সাক্ষাতে আমার বেতন উপ-
স্থিত হইবে, তখন আমার ধার্ম্মিকতার এক প্রমাণ
হইবে, ফলতঃ ছাগদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত কি
চিত্রাঙ্গ ভিন্ন ও মেষদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন যাহা
থাকিবে, তাহা আমার চৌর্য্যরূপে গণ্য হইবে।
৩৪ তখন লাবন কহিলেন, ভাল, তোমার বাক্যানু-
৩৫ সারেই হউক। পরে তিনি সেই দিন রেখাঙ্কিত
ও চিত্রাঙ্গ ছাগ সকল এবং বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ,
যাহাতে যাহাতে কিঞ্চিৎ শুক্ল বর্ণ ছিল, এমত
ছাগী সকল এবং কৃষ্ণবর্ণ মেষ সকল পৃথক্ করিয়া
৩৬ আপন পুত্রদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং
আপনার ও যাকোবের মধ্যে তিন দিনের পথ
ব্যবধান রাখিলেন। আর যাকোব লাবনের অব-
শিষ্ট পশুপাল চরাইতে লাগিলেন।
৩৭ অপর যাকোব লিব্নী, লূস ও আর্ম্মোণ
বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া
৩৮ কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করিলেন। পরে যে
স্থানে পশুপাল জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে
পালের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ ত্বক্‌শূন্য
রেখাবিশিষ্ট শাখা সকল রাখিতে লাগিলেন ;
তাহাতে জল পান করিবার সময়ে তাহারা গর্ব্ভ
৩৯ ধারণ করিত। আর সেই শাখার নিকটে
তাহাদের গর্ব্ভধারণ প্রযুক্ত রেখাঙ্কিত ও বিন্দু-
৪০ চিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ বৎস জন্মিত। পরে যাকোব
সেই বৎস সকল পৃথক্ করিতেন, এবং লাবনের
রেখাঙ্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ মেষের প্রতি মেষীদের দৃষ্টি
রাখিতেন ; এইরূপে তিনি লাবনের পালের সহিত
না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক্ করিতেন।
৪১ আর বলবান্ পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ব্ভধা-
রণ করে, এই জন্য নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে
৪২ ঐ শাখা রাখিতেন ; কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে
রাখিতেন না। তাহাতে দুর্ব্বল পশুগণ লাবনের
৪৩ ও বলবান্ পশুগণ যাকোবের হইত। অতএব
যাকোব অতি বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন, এবং তাঁহার পশু ও
দাস দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ যথেষ্ট হইল।

হারণ হইতে যাকোবের পলায়ন।

৩১ অপর তিনি লাবনের পুত্রদের এই কথা
শুনিতে পাইলেন, যাকোব আমাদের
পিতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের পিতার
ধন হইতে তাহার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইয়াছে।
২ আর লাবন তাঁহার প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায়
নহেন, ইহাও যাকোব তাঁহার মুখ দেখিয়াই
৩ বুঝিলেন। আর সদাপ্রভু যাকোবকে কহিলেন,
তুমি আপন পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে
ফিরিয়া যাও, আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব।
৪ অতএব যাকোব লোক পাঠাইয়া মাঠে পশু-
দের নিকটে রাহেল ও লেয়াকে ডাকাইয়া কহি-
৫ লেন, আমি তোমাদের পিতার মুখ দেখিয়া
বুঝিলাম, আমার প্রতি তিনি পূর্ব্বকার মত নহেন,
কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহবর্ত্তী রহিয়া-
৬ ছেন। আর তোমরা আপনারা জান, আমি

Digitized by Google

যথাশক্তি তোমাদের পিতার দাস্যকর্ম্ম করি-
৭ য়াছি। তথাপি তোমাদের পিতা আমাকে
প্রবঞ্চনা করিয়া দশ বার আমার বেতন অন্যথা
করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে আমার ক্ষতি
৮ করিতে দেন নাই। কেননা বিন্দুচিহ্নিত পশু-
গণ তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, এই কথা যখন
তিনি কহিতেন, তখন সমস্ত পাল বিন্দুচিহ্নিত
শাবক প্রসব করিত; এবং রেখাঙ্কিত পশু সকল
তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, ইহা যখন কহিতেন,
তখন মেষাদি সকল রেখাঙ্কিত শাবক প্রসব
৯ করিত। এইরূপে ঈশ্বর তোমাদের পিতার পশুধন
১০ লইয়া আমাকে দিয়াছেন। পশুদের গর্ব্ভধারণ-
কালে আমি স্বপ্নে স্বচক্ষে দেখিলাম, পালের
মধ্যে স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে,
সকলই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র।
১১ তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে বলিলেন, হে
যাকোব; আর আমি কহিলাম, দেখুন, এই
১২ আমি। তিনি কহিলেন, ঐ চাহিয়া দেখ, স্ত্রী-
পশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলই
রেখাঙ্কিত, চিত্রাঙ্গ ও চিত্রবিচিত্র; কেননা, লাবন
তোমার প্রতি যাহা যাহা করে, তাহা সকলই
১৩ আমি দেখিলাম। যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভি-
ষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই
বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠ, এই দেশ
ত্যাগ করিয়া আপন জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও।
১৪ তাহাতে রাহেল ও লেয়া উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, পিতার বাটীতে আমাদের কি আর
১৫ কিছু অংশ ও অধিকার আছে? আমরা কি তাঁহার
কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নহি? তিনি ত
আমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন, এবং আমাদের
১৬ রৌপ্য আপনি ভোগ করিয়াছেন। ঈশ্বর আমা-
দের পিতা হইতে যে সকল ধন হরণ করিয়াছেন,
সে সকলই আমাদের ও আমাদের সন্তানদের।
অতএব ঈশ্বর তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছেন,
তুমি তাহাই কর।
১৭ তখন যাকোব উঠিয়া আপন সন্তানগণ ও
১৮ স্ত্রীদিগকে উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া আপনার
উপার্জ্জিত পশ্বাদি সকল ধন অর্থাৎ পদ্দন-
অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া-
ছিলেন, তাহা লইয়া কনান দেশে আপন পিতা
১৯ ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করিলেন। তৎকালে
লাবন মেষলোম ছেদন করিতে গিয়াছিলেন;
তখন রাহেল আপন পিতার ঠাকুরগুলাকে হরণ
২০ করিলেন। আর যাকোব আপন পলায়নের কোন
সংবাদ না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করি-
২১ লেন। তিনি আপনার সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন
করিলেন, এবং উঠিয়া [ফরাৎ] নদী পার হইয়া
গিলিয়দ পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিলেন।
২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন যাকোবের পলায়-
২৩ নের সংবাদ পাইলেন, এবং আপন কুটুম্বদিগকে
সঙ্গে লইয়া সাত দিনের পথ তাঁহার পশ্চাৎ
ধাবমান হইলেন, ও গিলিয়দ পর্ব্বতে তাঁহার
২৪ সঙ্গ ধরিলেন। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে
অরামীয় লাবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই
বলিও না।
২৫ লাবন যখন যাকোবের সঙ্গ ধরিলেন, তখন
যাকোবের তাম্বু পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত ছিল;
তাহাতে লাবনও কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ পর্ব্ব-
২৬ তের উপরে তাম্বু স্থাপন করিলেন। পরে লাবন
যাকোবকে কহিলেন, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলে?
আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন
খড়্গাধৃত বন্দিগণের ন্যায় লইয়া আসিলে?
২৭ তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কেন গোপনে
পলাইলে? কেন আমাকে সংবাদ দিলে না?
দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদ ও গান এবং তব-
লের ও বীণার বাদ্য পুরঃসর বিদায় করিতাম।
২৮ তুমি আমার পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও
আমাকে দিলে না; এ অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম
২৯ করিলে। তোমাদের হিংসা করিতে আমার
হস্ত সমর্থ; কিন্তু গত রাত্রিতে তোমাদের পৈতৃক
ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে
৩০ ভাল মন্দ কিছুই বলিও না। আর পিত্রালয়ে
যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ম্লানবদন হওয়াতে তুমি
যাত্রা করিলে; সে যাহা হউক, কিন্তু আমার
৩১ দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলে? তাহাতে
যাকোব লাবনকে উত্তর করিলেন, আমি ভীত
হইয়াছিলাম; কারণ ভাবিয়াছিলাম, পাছে
আপনি আমা হইতে আপন কন্যাগণকে বলে
৩২ কাড়িয়া লন। কিন্তু আপনি যাহার কাছে আপ-
নার দেবতাদিগকে পাইবেন, সে বাঁচিবে না।
আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বেষণ করিয়া
আমার কাছে আপনার যাহা পান, তাহা লউন।
কেননা যাকোব জানিতেন না যে, রাহেল সেগুলা
৩৩ চুরি করিয়াছেন। তখন লাবন যাকোবের
তাম্বুগৃহে ও লেয়ার তাম্বুগৃহে ও দুই দাসীর তাম্বু-
গৃহে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাই-
লেন না। পরে তিনি লেয়ার তাম্বু হইতে রাহে-
৩৪ লের তাম্বুগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাহেল
সেই ঠাকুরগুলাকে লইয়া উষ্ট্রের গদীর ভিতরে
রাখিয়া তাহাদের উপরে বসিয়াছিলেন; তাহাতে
লাবন তাঁহার তাম্বুর সকল স্থান হাঁতড়াইলেও
৩৫ তাহাদিগকে পাইলেন না। তখন রাহেল পিতাকে
কহিলেন, প্রভো, আপনকার সাক্ষাতে আমি
উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে বিরক্ত হইবেন
না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি। এইরূপে

Digitized by Google

তিনি অন্বেষণ করিলেও সেই ঠাকুরগুলাকে
পাইলেন না।
৩৬ তখন যাকোব ক্রুদ্ধ হইয়া লাবনের সহিত
বিবাদ করিতে লাগিলেন। যাকোব লাবনকে
কহিলেন, আমার অধর্ম্ম কি, ও আমার পাপ
কি যে, তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ
৩৭ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিলে? তুমি আমার
সকল সামগ্রী হাঁতড়াইয়া তোমার বাটীর কোন্
দ্রব্য পাইলে? আমার ও তোমার এই কুটুম্বদের
সাক্ষাতে তাহা রাখ, ইহাঁরা উভয় পক্ষের বিচার
৩৮ করুন। এই বিংশতি বৎসর আমি তোমার
নিকটে আছি; তোমার মেষীদের কি ছাগীদের
গর্ব্ভপাত হয় নাই, এবং আমি তোমার পালের
৩৯ মেষ খাই নাই; বিদীর্ণ মেষও তোমার নিকটে
আনিতাম না; সে ক্ষতি আপনি স্বীকার করি-
তাম; দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহা চুরি হইত,
৪০ তাহার পরিবর্ত্ত তুমি আমা হইতে লইতে। আমি
দিবাতে উত্তাপের ও রাত্রিতে শীতের গ্রাসে
পতিত হইতাম; নিদ্রা আমার চক্ষু হইতে দূরে
৪১ পলায়ন করিত। এই বিংশতি বৎসর আমি
তোমার বাটীতে রহিয়াছি; তোমার দুই কন্যার
জন্য চৌদ্দ বৎসর, ও তোমার পশুদের জন্য
ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করিয়াছি; ইহার মধ্যে
তুমি দশ বার আমার বেতন অন্যথা করিয়াছ।
৪২ আমার পৈতৃক ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর ও
ইস্‌হাকের ভয়স্থান যদি আমার পক্ষ না হইতেন,
তবে অবশ্য এখন তুমি আমাকে রিক্তহস্তে
বিদায় করিতে। ঈশ্বর আমার দুঃখ ও হস্তের
পরিশ্রম দেখিয়াছেন, এই জন্য গত রাত্রিতে
তোমাকে ধম্‌কাইলেন।
৪৩ তখন লাবন উত্তর করিয়া যাকোবকে কহি-
লেন, এই কন্যাগণ আমারই কন্যা, এই বাল-
কেরা আমারই বালক, এবং এই পশুপাল আমারই
পশুপাল; যাহা যাহা দেখিতেছ, এ সকলই আ-
মার। অতএব আমার এই কন্যাদিগকে ও ইহা-
দের প্রসূত এই বালকদিগকে আমি এখন কি
৪৪ করিব? আইস, তোমাতে ও আমাতে নিয়ম
স্থির করি, তাহা তোমার ও আমার সাক্ষী থা-
৪৫ কিবে। তখন যাকোব এক প্রস্তর লইয়া স্তম্ভ-
৪৬ রূপে স্থাপন করিলেন। আর যাকোব আপন
কুটুম্বদিগকে কহিলেন, আপনারাও প্রস্তর সংগ্রহ
করুন। তাহাতে তাঁহারা প্রস্তর আনিয়া এক রাশি
করিলে সকলে সেই স্থানে ঐ রাশির নিকটে
৪৭ ভোজন করিলেন। আর লাবন তাহার নাম
যিগর-সাহদূথা [সাক্ষীর রাশি] রাখিলেন, কিন্তু
যাকোব তাহার নাম গল-এদ [সাক্ষীর রাশি]
৪৮ রাখিলেন। তখন লাবন কহিলেন, এই রাশি
অদ্য তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিল। এই
৪৯ জন্য তাহার নাম গিলিয়দ এবং মিস্পা [প্রহরি-
স্থান] রাখা গেল; কেননা তিনি কহিলেন, আ-
মরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে সদাপ্রভু আমার ও
৫০ তোমার প্রহরী থাকিবেন। তুমি যদি আমার
কন্যাদিগকে দুঃখ দেও, কিম্বা আমার কন্যা
ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে কোন
মনুষ্য আমাদের নিকটে থাকিবে না বটে, কিন্তু
দেখ, ঈশ্বর আমার ও তোমার সাক্ষী হইবেন।
৫১ লাবন যাকোবকে আরও কহিলেন, এই রাশি
দেখ, এবং এই স্তম্ভ দেখ, আমার ও তোমার
মধ্যবর্ত্তী [সীমা] বলিয়া আমি ইহা স্থাপন করি-
৫২ লাম। হিংসাভাবে আমিও এই রাশি পার
হইয়া তোমার নিকটে যাইব না, এবং তুমিও এই
রাশি ও এই স্তম্ভ পার হইয়া আমার নিকটে
আসিবে না, ইহার সাক্ষী এই রাশি ও ইহার
৫৩ সাক্ষী এই স্তম্ভ; অব্রাহামের ঈশ্বর, নাহোরের
ঈশ্বর ও তাঁহাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে
বিচার করিবেন। তখন যাকোব আপন পিতা
৫৪ ইস্‌হাকের ভয়স্থানের দিব্য করিলেন। পরে
যাকোব সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার
করিতে আপন কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন,
তাহাতে তাঁহারা ভোজন করিয়া পর্ব্বতে রাত্রি
৫৫ যাপন করিলেন। পরে লাবন প্রত্যূষে উঠিয়া
আপন পুত্র কন্যাগণকে চুম্বনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ
করিলেন। এইরূপে লাবন স্বস্থানে ফিরিয়া
গেলেন।

যাকোবের প্রার্থনা ও এষৌর সহিত পুনর্ম্মিলন।

৩২ আর যাকোব আপন পথে অগ্রসর হইলে
ঈশ্বরের দূতগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ
২ করিলেন। তখন যাকোব তাঁহাদিগকে দেখিয়া
কহিলেন, ইহাঁরা ঈশ্বরের শিবির, অতএব সেই
স্থানের নাম মহনয়িম [শিবিরদ্বয়] রাখিলেন।
৩ তাহার পর যাকোব আপনার অগ্রে সেয়ীর
দেশের ইদোম অঞ্চলে এষৌ ভ্রাতার নিকটে
৪ দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে
এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা আমার প্রভু
এষৌকে কহিবে, আপনকার দাস যাকোব আপ-
নাকে জানাইলেন, আমি লাবনের কাছে প্রবাস
করিতেছিলাম; এ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছি।
৫ আমার গোরু, গর্দ্দভ, মেষপাল ও দাস দাসী
আছে, তাই আমি প্রভুর অনুগ্রহদৃষ্টি পাইবার
জন্য আপনাকে সংবাদ পাঠাইলাম।
৬ পরে দূতগণ যাকোবের নিকটে প্রত্যাগমন
করিয়া কহিলেন, আমরা আপনার ভ্রাতা এষৌর
কাছে গিয়াছিলাম; আর তিনি চারি শত লোক
সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

Digitized by Google

৭ আসিতেছেন। তাহাতে যাকোব অতিশয় ভীত
ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং সঙ্গী লোকদিগকে ও
গোমেষাদির সমস্ত পাল ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত
৮ করিয়া দুই শিবির করিলেন, কহিলেন, এষৌ
আসিয়া যদ্যপি এক শিবির প্রহার করেন, তথাপি
অন্য শিবির অবশিষ্ট থাকিয়া রক্ষা পাইবে।
৯ তখন যাকোব কহিলেন, হে আমার পিতা অব্রা-
হামের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইস্হাকের ঈশ্বর,
তুমি সদাপ্রভু আপনি আমাকে বলিয়াছিলে,
তোমার দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে প্রত্যাগমন কর,
তাহাতে আমি তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার
১০ করিব। তুমি এই দাসের প্রতি যে সমস্ত দয়া
ও যে সমস্ত সত্যাচরণ করিয়াছ, আমি তাহার
অযোগ্য ক্ষুদ্র লোক; কেননা আমি নিজ যষ্টি-
মাত্র লইয়া এই যর্দ্দন পার হইয়াছিলাম, এখন
১১ দুই শিবির হইয়াছি। বিনয় করি, আমার
ভ্রাতা এষৌর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর,
কেননা আমি তাহা হইতে ভীত আছি, পাছে সে
আসিয়া আমাকে ও মাতা শুদ্ধ বালকগণকে
১২ বধ করে। তুমিই ত বলিয়াছ, আমি অবশ্য
তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিব, এবং
সমুদ্রতীরস্থ যে বালি বাহুল্য প্রযুক্ত গণনা করা
যায় না, তাহার ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।
১৩ অপর যাকোব সেই স্থানে রাত্রি যাপন
করিয়া আপনার হস্তগত পশুগণ হইতে কতক
কতক লইয়া এষৌ ভ্রাতার জন্য এই উপঢৌকন
১৪ প্রস্তুত করিলেন; দুই শত ছাগী ও বিংশতি ছাগ,
১৫ দুই শত মেষী ও বিংশতি মেষ, সবৎসা দুগ্ধবতী
ত্রিশ উষ্ট্রী, চল্লিশ গাভী ও দশ বৃষ, এবং বিংশতি
গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভ।
১৬ পরে তিনি আপনার এক এক দাসের হস্তে এক
এক পাল সমর্পণ করিয়া দাসদিগকে এই আজ্ঞা
দিলেন, তোমরা আমার অগ্রে অগ্রে যাও, এবং
মধ্যে মধ্যে স্থান রাখিয়া প্রত্যেক পাল পৃথক্
১৭ কর। পরে তিনি প্রথম দাসকে এই আজ্ঞা
দিলেন, আমার ভ্রাতা এষৌর সহিত তোমার সাক্ষাৎ
হইলে তিনি যখন জিজ্ঞাসিবেন, তুমি কাহার দাস?
কোথায় যাইতেছ? আর তোমার অগ্রস্থিত এই
১৮ সমস্ত কাহার? তখন তুমি উত্তর করিবে, এই
সকল আপনকার দাস যাকোবের; তিনি উপ-
ঢৌকনরূপে এই সকল আমার প্রভু এষৌর জন্য
প্রেরণ করিলেন; ঐ দেখুন, তিনিও আমাদের
১৯ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। পরে তিনি
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের পশ্চাদ্গামী দাস
সকলকেও আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এষৌর সহিত
সাক্ষাৎ হইলে তোমরা এই এই প্রকার কথা
২০ কহিও। আরও বলিও, দেখুন, আপনকার
দাস যাকোবও আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছেন।
কেননা তিনি মনে মনে কহিলেন, আমি অগ্রে
উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া পশ্চাৎ
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে তিনি আমার
২১ প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারেন। অত-
এব তাঁহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য গেল, কিন্তু
আপনি সেই রাত্রিতে শিবির মধ্যে থাকিলেন।
২২ পরে তিনি রাত্রিতে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী,
দুই দাসী ও একাদশ পুত্রকে তরণস্থানে যব্বোক
২৩ নদী পার করিতে সঙ্গে লইলেন। এবং তাঁহা-
দিগকে নদী পার করাইয়া আপনার সমস্ত দ্রব্য
পারে পাঠাইয়া দিলেন।
২৪ তখন যাকোব তথায় একাকী রহিলেন, এবং
এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ
২৫ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারি-
লেন না, দেখিয়া তিনি যাকোবের ঊরুফলকে
আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ
করাতে যাকোবের ঊরুফলক স্থানচ্যুত হইল।
২৬ পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা
প্রভাত হইল। তখন যাকোব কহিলেন, আপনি
আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছা-
২৭ ড়িব না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম
২৮ কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি
কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর বিখ্যাত হইবে
না, কিন্তু ইস্রায়েল [ঈশ্বর-জয়ী] নামে বিখ্যাত
হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত
২৯ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। তখন যাকোব জিজ্ঞাসা
করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনকার নাম
কি? বলুন। তিনি কহিলেন, কি জন্য আমার
নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে
৩০ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন যাকোব সেই স্থানের
নাম পনূয়েল [ঈশ্বরের মুখ] রাখিলেন; কেননা
তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি
হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।
৩১ পরে তিনি পনূয়েল পার হইলে সূর্য্যোদয়
৩২ হইল। আর তিনি ঊরুতে খঞ্জ রহিলেন। এই
কারণ ইস্রায়েলের সন্তানেরা অদ্যাপি ঊরুফল-
কের উপরিস্থ ঊরুসন্ধির শিরা ভোজন করে না,
কেননা তিনি যাকোবের ঊরুফলক অর্থাৎ ঊরু-
সন্ধির শিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন।

৩৩ পরে যাকোব চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া চারি
শত লোকের সহিত এষৌকে আসিতে
দেখিলেন; তাহাতে তিনি বালকদিগকে বিভাগ
করিয়া লেয়াকে, রাহেলকে ও দুই দাসীকে সমর্পণ
২ করিলেন। ফলতঃ অগ্রে দুই দাসী ও তাহাদের
সন্তানদিগকে, তৎপশ্চাতে লেয়া ও তাঁহার সন্তান-
দিগকে, শেষে রাহেল ও যোষেফকে রাখিলেন।
৩ পরে আপনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার
ভূমিতে প্রণিপাত করিতে করিতে আপন ভ্রাতার

Digitized by Google

৪ নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন এষৌ যাকো-
বের প্রত্যুদ্গমন করিতে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার
গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন, এবং উভ-
৫ য়েই রোদন করিলেন। পরে এষৌ চক্ষু তুলিয়া
স্ত্রীগণকে ও বালকগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,
ইহারা তোমার কে? তিনি কহিলেন, ঈশ্বর অনু-
গ্রহ করিয়া আপনকার দাসকে এই সকল সন্তান
৬ দিয়াছেন। তখন দাসীরা ও তাহাদের সন্তান-
৭ গণ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিল। পরে
লেয়া ও তাঁহার সন্তানগণও নিকটে আসিয়া
প্রণিপাত করিলেন; শেষে যোষেফ ও রাহেল
৮ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিলেন। পরে এষৌ
জিজ্ঞাসিলেন, আমি যে সকল সমারোহের সহিত
মিলিলাম, সে সমস্ত কিসের নিমিত্ত? তিনি
৯ কহিলেন, প্রভুর অনুগ্রহ পাইবার জন্য। তখন
এষৌ কহিলেন, ভাই, আমার যথেষ্ট আছে, তো-
১০ মার যাহা তাহা তোমার থাকুক। যাকোব কহি-
লেন, তাহা নয়, বিনয় করি, যদি আমি আপনকার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমার হস্ত
হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করুন; কেননা আমি
ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায় আপনকার মুখ দর্শন
করিলাম, আপনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।
১১ অতএব বিনয় করি, আপনকার জন্য যে উপ-
ঢৌকন আনীত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করুন; কে-
ননা ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং
আমার সকলই আছে। এইরূপ সাধ্যসাধনা
১২ করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে এষৌ
কহিলেন, আইস, আমরা যাই; আমি তোমার
১৩ অগ্রে অগ্রে গমন করি। তাহাতে তিনি কহিলেন,
আমার প্রভু জানেন, এই বালকগণ কোমল, এবং
দুগ্ধবতী মেষী ও গাভী আমার সঙ্গে আছে; এক
দিন মাত্র বেগে চালাইলে সকল পালই মরিবে।
১৪ অতএব নিবেদন করি, হে আমার প্রভো,
আপনি আপন দাসের অগ্রে গমন করুন; আর
আমি যাবৎ সেয়ীরে আমার প্রভুর নিকটে উপ-
স্থিত না হই, তাবৎ আমার অগ্রবর্ত্তী পশুগণের
গমনশক্তি অনুসারে এবং এই বালকগণের গমন-
১৫ শক্তি অনুসারে ধীরে ধীরে চালাই। এষৌ
কহিলেন, তবে আমার সঙ্গী কতক লোক তোমার
নিকটে রাখিয়া যাই। তিনি কহিলেন, তাহাতেই
বা প্রয়োজন কি? আমার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ
হইলেই হইল।
১৬ অনন্তর এষৌ সেই দিনে আপনার গন্তব্য
১৭ সেয়ীরের পথে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু
যাকোব সুক্কোতে গমন করিয়া আপনার জন্য গৃহ
ও পশুদের জন্য কএকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন;
এই জন্য সেই স্থান সুক্কোৎ [কুটীর] নামে
বিখ্যাত আছে।

যাকোবের শিখিমে বাস।

১৮ পরে যাকোব পদ্দন-অরাম হইতে প্রত্যা-
গমন কালে কুশলে কনান দেশস্থ শিখিমের নগরে
উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে তাম্বু স্থাপন
১৯ করিলেন। পরে শিখিমের পিতা যে হমোর,
তাহার সন্তানদিগকে রূপার এক শত কসীতা
[নামে মুদ্রা] দিয়া তিনি আপন তাম্বু স্থাপনের
২০ ভূমিখণ্ড ক্রয় করিলেন, এবং তথায় এক যজ্ঞ-
বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম এল-ইলোহে-
ইস্রায়েল [ঈশ্বর ইস্রায়েলের ঈশ্বর] রাখিলেন।

৩৪ অপর লেয়াতে জাতা দীণা নাম্নী যাকো-
বের কন্যা সেই দেশের কন্যাদের সহিত
২ সাক্ষাৎ করিতে বহির্গমন করিল। তাহাতে
হিব্বীয় হমোর নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম
তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে হরণ
করিয়া তাহার সহিত শয়ন করত তাহাকে ভ্রষ্ট
৩ করিল। এবং যাকোবের কন্যা দীণাতে তাহার
প্রাণ অনুরক্ত হওয়াতে সে সেই যুবতীর সহিত
৪ প্রেম ও মিষ্টালাপ করিল। পরে শিখিম আ-
পন পিতা হমোরকে কহিল, তুমি আমার সহিত
বিবাহ দিবার জন্য এই কন্যাকে গ্রহণ কর।
৫ অনন্তর যাকোব শুনিলেন, সে তাঁহার কন্যা
দীণাকে ভ্রষ্ট করিয়াছে; ঐ সময়ে তাঁহার
পুত্রগণ মাঠে পশুপালের সঙ্গে ছিল; অতএব
যাকোব তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত মৌনী থাকি-
৬ লেন। অপর শিখিমের পিতা হমোর যাকো-
৭ বের সহিত কথোপকথন করিতে গেল। যাকো-
বের পুত্রগণও ঐ সংবাদ পাইয়া মাঠ হইতে
আসিয়াছিল; তাহারা মনস্তাপিত ও অতি
ক্রোধান্বিত হইয়াছিল, কেননা যাকোবের কন্যার
সহিত শয়ন করাতে শিখিম ইস্রায়েলের মধ্যে
মূঢ়তার ক্রিয়া ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিল।
৮ তখন হমোর তাহাদের সহিত কথোপ-
কথন করিয়া কহিল, তোমাদের সেই কন্যাতে
আমার পুত্র শিখিমের প্রাণ আসক্ত হইয়াছে;
অতএব নিবেদন করি, আমার পুত্রের সহিত
৯ তাহার বিবাহ দেও; এবং আমাদের সহিত
কুটুম্বিতা কর; তোমাদের কন্যাগণ আমাদিগকে
দান কর, এবং আমাদের কন্যাদিগকে তোমরাও
১০ গ্রহণ কর। আর আমাদের সহিত বাস কর;
এই দেশ তোমাদের সম্মুখে আছে, তোমরা এখানে
বসতি ও বাণিজ্য কর, এখানে অধিকার গ্রহণ কর।
১১ আর শিখিম দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে
কহিল, আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহদৃষ্টি হউক;
১২ তাহাতে যাহা কহিবে, তাহাই দিব। যৌতুক
ও দান যত অধিক চাহিবে, তোমাদের বাক্যানু-
সারে তাহাই দিব; কোন মতে আমার সহিত

Digitized by Google

১৩ ঐ কন্যার বিবাহ দেও। কিন্তু সে তাহাদের
দীণা ভগিনীকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল বলিয়া যাকো-
বের পুত্রগণ ছলভাবেই কথাবার্ত্তা কহিয়া শিখিম-
কে ও তাহার পিতা হমোরকে উত্তর দিল;
১৪ তাহারা তাহাদিগকে কহিল, অচ্ছিন্নত্বক্ লোক-
কে যে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম্ম আমরা
করিতে পারি না; কেননা তাহাতে আমাদের
১৫ দুর্নাম হইবে। কেবল এক কর্ম্ম করিলে আমরা
সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক
১৬ পুরুষ যদি ছিন্নত্বক্ হও, তবে আমরা তোমা-
দিগকে আপনাদের কন্যাগণ দিব, এবং তোমাদের
কন্যাগণকে গ্রহণ করিব, ও তোমাদের সহিত বাস
১৭ করিয়া এক জাতি হইব। কিন্তু যদি ত্বক্ছেদের
বিষয়ে আমাদের কথা না শুন, তবে আমরা
আপনাদের ঐ কন্যাকে লইয়া চলিয়া যাইব।
১৮ তখন তাহাদের এই কথায় হমোর ও তাহার
১৯ পুত্র শিখিম সন্তুষ্ট হইল। আর সেই যুবা অবি-
লম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা সে যাকোবের
কন্যাতে প্রীত হইয়াছিল; আর সে আপন
পিতৃকুলে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তও ছিল।
২০ পরে হমোর ও তাহার পুত্র শিখিম আপন
নগরের দ্বারে আসিয়া নগরনিবাসীদের সহিত
২১ কথোপকথন করিয়া কহিল, সেই লোকেরা
আমাদের সহিত নির্ব্বিরোধ; অতএব আইস,
আমরা তাহাদিগকে এই দেশে বাস ও বাণিজ্য
করিতে দিই; কেননা দেখ, তাহাদের সম্মুখে
দেশটী সুপ্রশস্ত; আমরা তাহাদের কন্যাগণকে
গ্রহণ করিব, ও আমাদের কন্যাগণ তাহাদিগকে
২২ দিব। কিন্তু তাহাদের এই এক পণ আছে,
আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তাহাদের মত
ছিন্নত্বক্ হয়, তবে তাহারা আমাদের সহিত বাস
২৩ করিয়া এক জাতি হইতে সম্মত আছে। আর
তাহাদের ধন, সম্পত্তি ও পশু সকল কি
আমাদের হইবে না? আমরা তাহাদের কথা
স্বীকার করিলেই তাহারা আমাদের সহিত বাস
২৪ করিবে। তখন হমোরের ও তাহার পুত্র
শিখিমের কথায় তাহার নগরের দ্বার দিয়া
বহির্গমনকারী লোক সকল সম্মত হইল, তাহাতে
তাহার নগরদ্বার দিয়া বহির্গমনকারী সকল পুরু-
ষেরই ত্বক্ছেদ করা হইল।
২৫ অপর তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে
দীণার সহোদর শিমিয়োন ও লেবি, যাকোবের
এই দুই পুত্র আপন আপন খড়্গ গ্রহণ করিয়া
নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করত সকল পুরুষকে বধ
২৬ করিল। এবং হমোর ও তাহার পুত্র শিখিমকে
খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের বাটী হইতে
২৭ দীণাকে লইয়া গেল। তাহারা তাহাদের ভগি-
নীকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল, এই জন্য যাকোবের
পুত্রগণ হত লোকদের নিকটে আসিয়া নগর লুট
২৮ করিল। তাহারা তাহাদের মেষ, গোরু ও
গর্দ্দভ সকল, এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্য
২৯ হরণ করিল। আর তাহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে
বন্দি করিয়া তাহাদের সমস্ত ধন ও গৃহের সর্ব্বস্ব
৩০ লুট করিল। তখন যাকোব শিমিয়োন ও
লেবিকে কহিলেন, তোমরা এতদ্দেশনিবাসী কনা-
নীয় ও পরিষীয়দের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ
করিয়া ব্যাকুল করিলে; আমার লোক অল্প,
তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া আমাকে
আঘাত করিবে; তাহাতে আমি সপরিবারে
৩১ বিনষ্ট হইব। তাহারা উত্তর করিল, যেমন
বেশ্যার সহিত, তেমনি আমাদের ভগিনীর সহিত
ব্যবহার করা কি তাহার কর্ত্তব্য?

যাকোবের বৈথেলে গমন।

রাহেলের মৃত্যু।

৩৫ অনন্তর ঈশ্বর যাকোবকে কহিলেন, তুমি
উঠিয়া বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর;
এবং তোমার ভ্রাতা এষৌর সম্মুখ হইতে তোমার
পলায়নকালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়া-
ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি
২ নির্ম্মাণ কর। তাহাতে যাকোব আপন পরিজন
ও সঙ্গী লোক সকলকে কহিলেন, তোমাদের কাছে
যে সকল ইতর দেবতা আছে, তাহাদিগকে দূর
৩ কর, এবং শুচি হইয়া অন্য বস্ত্র পর। আর
আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই; যে ঈশ্বর
আমার সঙ্কটের দিনে আমাকে প্রার্থনার উত্তর
দিয়াছিলেন, এবং আমার গমনপথে সঙ্গী
ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক
৪ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি। তাহাতে তাহারা
আপনাদের হস্তগত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল
লইয়া যাকোবকে দিল, এবং তিনি ঐ সকল লইয়া
শিখিমের নিকটবর্ত্তী এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া
৫ রাখিলেন। পরে তাঁহারা [তথা হইতে] যাত্রা
করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক্স্থিত নগরসমূহে ঈশ্বর
হইতে ত্রাস উপস্থিত হওয়াতে তথাকার লোকেরা
যাকোবের পুত্রদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
হইল না।
৬ পরে যাকোব ও তাঁহার সঙ্গিসমূহ কনান
দেশস্থ লূসে অর্থাৎ বৈথেলে উপস্থিত হইলেন।
৭ তথায় তিনি এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই
স্থানের নাম এল-বৈথেল [বৈথেলের ঈশ্বর]
রাখিলেন; কারণ ভ্রাতার সম্মুখ হইতে তাঁহার
পলায়ন কালে ঈশ্বর সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন
৮ দিয়াছিলেন। অপর রিবিকার দবোরা নাম্নী
ধাত্রীর মৃত্যু হইলে বৈথেলের অধঃস্থিত অলোন

Digitized by Google

বৃক্ষের তলে তাহার কবর হইল, এবং সেই স্থানের
নাম অলোন-বাখূৎ [রোদন-বৃক্ষ] হইল।
৯ পদ্দন-অরাম হইতে যাকোব প্রত্যাগমন করিলে
ঈশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ
১০ করিলেন। ফলতঃ ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, তো-
মার নাম যাকোব, লোকে তোমাকে কিন্তু আর
যাকোব বলিবে না; তোমার নাম ইস্রায়েল
হইবে; আর তিনি তাঁহার নাম ইস্রায়েল
১১ রাখিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আরও কহিলেন,
আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি প্রজাবান্ ও
বহুবংশ হও; তোমা হইতে এক জাতি, এমন
কি, জাতিসমাজ উৎপন্ন হইবে, আর তোমার
১২ কটি হইতে রাজগণ উৎপন্ন হইবে। আর আমি
অব্রাহামকে ও ইস্‌হাককে যে দেশ দান করিয়াছি,
সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে
১৩ দিব। সেই স্থানে তাঁহার সহিত এইরূপ কথোপ-
কথন করিয়া ঈশ্বর তাঁহার নিকট হইতে ঊর্দ্ধগমন
১৪ করিলেন। আর যাকোব সেই কথোপকথন-স্থানে
এক স্তম্ভ, প্রস্তরের স্তম্ভ, স্থাপন করিয়া তাহার
উপরে পানীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন ও তৈল
১৫ ঢালিলেন। এবং যাকোব ঈশ্বরের সহিত সেই
কথোপকথন-স্থানের নাম বৈথেল রাখিলেন।
১৬ অনন্তর তাঁহারা বৈথেল হইতে প্রস্থান করি-
লেন, আর ইফ্রাথায় উপস্থিত হইবার অল্প পথ
অবশিষ্ট থাকিতে রাহেলের প্রসববেদনা হইল;
১৭ আর তাঁহার প্রসব করিতে বড় কষ্ট হইল। এবং
প্রসবব্যথা কঠিন হইলে ধাত্রী তাঁহাকে কহিল,
ভয় করিও না, এবারও তোমার পুত্রসন্তান
১৮ হইবে। তথাপি তিনি মরিলেন, এবং প্রাণ-
বিয়োগ সময়ে পুত্রের নাম বিনোনী [আমার
কষ্টের পুত্র] রাখিলেন, কিন্তু তাহার পিতা
তাহার নাম বিন্যামীন [দক্ষিণ হস্তের পুত্র] রাখি-
১৯ লেন। এইরূপে রাহেলের মৃত্যু হইল, এবং
ইফ্রাথা অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথের পার্শ্বে তাঁহার
২০ কবর হইল। পরে যাকোব তাঁহার কবরের উপরে
এক স্তম্ভ স্থাপন করিলেন, রাহেলের সেই কবর-
স্তম্ভ অদ্যাপি আছে।
২১ পরে ইস্রায়েল তথা হইতে প্রস্থান করিয়া
মিগ্‌দল-এদর পশ্চাৎ ফেলিয়া তাহার নিকটে
২২ তাম্বু স্থাপন করিলেন। সেই দেশে ইস্রায়েলের
অবস্থিতি কালে রূবেণ গিয়া আপন পিতার
বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং
ইস্রায়েল তাহা শুনিতে পাইলেন।
২৩ যাকোবের দ্বাদশ পুত্র; তাহাদের মধ্যে
যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রূবেণ, সে এবং শিমি-
য়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর ও সবূলূন, ইহারা
২৪ লেয়ার সন্তান; এবং যোষেফ ও বিন্যামীন
২৫ রাহেলের সন্তান; এবং দান ও নপ্তালি রাহে-
২৬ লের দাসী বিল্‌হার সন্তান; এবং গাদ ও
আশের লেয়ার দাসী সিল্পার সন্তান। যাকো-
বের এই সকল পুত্র পদ্দন-অরামে জন্মিয়াছিল।

ইস্‌হাকের মৃত্যু। এষৌর বংশাবলি।

২৭ পরে কিরিয়ৎঅর্ব্ব অর্থাৎ হিব্রোণের নিকটবর্ত্তী
মম্রি নামক যে স্থানে অব্রাহাম ও ইস্‌হাক প্রবাস
করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাকোব আপন পিতা
ইস্‌হাকের নিকটে উপস্থিত হইলেন।
২৮ ইস্‌হাকের আয়ুর পরিমাণ এক শত আশী
২৯ বৎসর ছিল। পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া
প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে
সংগৃহীত হইলেন; এবং তাঁহার পুত্র এষৌ ও
যাকোব তাঁহার কবর দিলেন।
৩৬ এষৌর বৃত্তান্ত এই। তাঁহার অন্যতর নাম
ইদোম। এষৌ কনানীয়দের দুই কন্যাকে,
অর্থাৎ হিত্তীয় এলোনের কন্যা আদাকে, ও
হিব্বীয় সিবিয়োনের দৌহিত্রী অনার কন্যা
৩ অহলীবামাকে, তদ্ভিন্ন নবায়োতের ভগিনীকে,
অর্থাৎ ইশ্মায়েলের বাসমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ
৪ করিলেন। আর এষৌর জন্য আদা ইলীফসকে,
৫ ও বাসমৎ রূয়েলকে প্রসব করে। এবং অহলী-
বামা যিয়ূশ, যালম ও কোরহকে প্রসব করে;
এষৌর এই সকল পুত্র কনানদেশে জন্মে।
৬ পরে এষৌ আপন ভার্য্যাগণ, পুত্র কন্যাগণ ও
গৃহস্থিত অন্য সকল প্রাণীকে, এবং আপন পশ্বাদি
সমস্ত ধন ও কনানদেশে উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি
লইয়া যাকোব ভ্রাতার সম্মুখ হইতে [অন্য]
৭ দেশে প্রস্থান করিলেন। কেননা তাঁহাদের প্রচুর
ঐশ্বর্য্য থাকাতে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না,
এবং পশুধন প্রযুক্ত তাঁহাদের সেই প্রবাস দেশে
৮ স্থান কুলাইল না। এইরূপে এষৌ সেয়ীর পর্ব্বতে
বাস করিলেন; এষৌর অন্যতর নাম ইদোম।
৯ সেয়ীর পর্ব্বতস্থ ইদোমীয়দের পূর্ব্বপুরুষ
১০ এষৌর বৃত্তান্ত এই। এষৌর সন্তানদের নাম এই
এই। এষৌর আদা নাম্নী স্ত্রীর পুত্র ইলীফস, ও
১১ বাসমৎ নাম্নী স্ত্রীর পুত্র রূয়েল। আর ইলীফসের
১২ পুত্র তৈমন, ওমার, সফো, গয়িতম ও কনস। আর
এষৌর পুত্র ইলীফসের তিম্না নাম্নী এক উপপত্নী
ছিল, সে ইলীফসের জন্য অমালেককে প্রসব
করিল। এই সকলে এষৌর আদা পত্নীর সন্তান।
১৩ আর রূয়েলের পুত্র নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা;
১৪ ইহারা এষৌর ভার্য্যা বাসমতের সন্তান। আর
সিবিয়োনের দৌহিত্রী অনার কন্যা যে অহলী-
বামা এষৌর ভার্য্যা ছিল, তাহার সন্তান যিয়ূশ,
যালম ও কোরহ।
১৫ এষৌর সন্তানদের দলপতিগণ এই। এষৌর
জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ইলীফস, তাহার পুত্র দলপতি

Digitized by Google

তৈমন, দলপতি ওমার, দলপতি সফো, দলপতি
১৬ কনস, দলপতি কোরহ, দলপতি গয়িতম ও দল-
পতি অমালেক ; ইদোম দেশের ইলীফস বংশীয়
১৭ এই দলপতিগণ আদার সন্তান। এষৌর পুত্র
রুয়েলের সন্তান দলপতি নহৎ, দলপতি সেরহ,
দলপতি শম্ম ও দলপতি মিসা ; ইদোম দেশের
রুয়েল বংশীয় এই দলপতিগণ এষৌর ভার্য্যা
১৮ বাসমতের সন্তান। আর এষৌর ভার্য্যা অহলী-
বামার সন্তান দলপতি যিয়ূশ, দলপতি যালম ও
দলপতি কোরহ ; অনার কন্যা যে অহলীবামা
এষৌর ভার্য্যা ছিল, এই দলপতিরা তাহার
১৯ সন্তান। ইহারা এষৌর অর্থাৎ ইদোমের সন্তান,
ও ইহাঁরা তাহাদের দলপতি।

২০ তদ্দেশনিবাসী হোরীয় সেয়ীরের সন্তান লো-
২১ টন, শোবল, সিবিয়োন, অনা, দিশোন, এৎসর
ও দীশন ; সেয়ীরের এই পুত্রগণ ইদোম দেশের
২২ হোরীয় বংশোদ্ভব দলপতি ছিলেন। লোটনের
পুত্র হোরি ও হেমম, এবং তিম্না লোটনের
২৩ ভগিনী ছিল। আর শোবলের পুত্র অল্‌বন,
২৪ মানহৎ, এবল, শফো ও ওনম। আর সিবিয়োনের
পুত্র অয়া ও অনা ; এই অনা আপন পিতা
সিবিয়োনের গর্দ্দভ চরাইবার সময়ে প্রান্তরে
২৫ উষ্ণজলের উন্মুই আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ
২৬ অনার পুত্র দিশোন ও কন্যা অহলীবামা। আর
দিশোনের পুত্র হিম্‌দন, ইশ্‌বন, যিত্রণ ও
২৭ করাণ। আর এৎসরের পুত্র বিল্‌হন, সাবন ও
২৮ যাকন। আর দীশনের পুত্র ঊষ ও অরাণ।
২৯ হোরীয় বংশোদ্ভব দলপতিগণ এই ; দলপতি
লোটন, দলপতি শোবল, দলপতি সিবিয়োন,
৩০ দলপতি অনা, দলপতি দিশোন, দলপতি এৎসর
ও দলপতি দীশন। ইহাঁরা সেয়ীর দেশের হো-
রীয় বংশোদ্ভব দলপতি ছিলেন।

৩১ ইস্রায়েলের সন্তানদের উপরে কোন রাজা
রাজত্ব করিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা ইদোম দেশের
৩২ রাজা ছিলেন। বিয়োরের বেলা নামে পুত্র
ইদোম দেশে রাজত্ব করিলেন, তাঁহার রাজ-
৩৩ ধানীর নাম দিন্‌হাবা। আর বেলা মরিলে পর
তাঁহার পদে বস্রা নিবাসী সেরহের পুত্র যোবব
৩৪ রাজত্ব করিলেন। আর যোবব মরিলে পর তৈমন
দেশীয় হূশম তাঁহার পদে রাজত্ব করিলেন।
৩৫ আর হূশম মরিলে পর বদদের পুত্র যে হদদ
মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়নকে জয় করিয়াছিলেন,
তিনি তাঁহার পদে রাজত্ব করিলেন ; তাঁহার
৩৬ রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। আর হদদ মরিলে
পর মস্রেকা নিবাসী সম্ল তাঁহার পদে রাজত্ব
৩৭ করিলেন। আর সম্ল মরিলে পর [ফরাৎ] নদীর
নিকটবর্ত্তী রহোবোৎ নিবাসী শৌল তাঁহার পদে
৩৮ রাজত্ব করিলেন। আর শৌল মরিলে পর অক্‌-
বোরের পুত্র বাল্‌হানন তাঁহার পদে রাজত্ব
৩৯ করিলেন। আর অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌হানন
মরিলে পর হদর তাঁহার পদে রাজত্ব করিলেন ;
তাঁহার রাজধানীর নাম পায়ু, ও ভার্য্যার নাম
মহেটবেল, সে মট্রেদের কন্যা ও মেষাহবের
দৌহিত্রী।

৪০ গোষ্ঠী, স্থান ও নাম ভেদে এষৌ হইতে উৎপন্ন
যে যে দলপতি ছিলেন, তাঁহাদের নাম। দলপতি
৪১ তিম্ন, দলপতি অল্‌বা, দলপতি যিথেৎ, দলপতি
অহলীবামা, দলপতি এলা, দলপতি পীনোন,
৪২ দলপতি কনস, দলপতি তৈমন, দলপতি মিব্‌সর,
৪৩ দলপতি মগ্দীয়েল ও দলপতি ঈরম। ইহাঁরা
আপন আপন অধিকারদেশে, আপন আপন
বসতিস্থান ভেদে ইদোমের দলপতি ছিলেন।
ইদোমীয়দের আদিপুরুষ এষৌর বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

যোষেফের বিবরণ।

৩৭ তৎকালে যাকোব আপন পিতার প্রবাস-
স্থান কনান দেশে বাস করিতেছিলেন।
২ যাকোবের বৃত্তান্ত এই। যোষেফ সতের বৎসর
বয়সে আপন ভ্রাতৃগণের সহিত পশুপাল চরাইতে
লাগিলেন ; তিনি বাল্যকালে আপন পিতৃভার্য্যা
বিল্‌হার ও সিল্পার পুত্রগণের সহচর ছিলেন,
এবং তাহাদের কুব্যবহারের বার্ত্তা পিতার নিকটে
৩ আনিতেন। যোষেফ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার
সন্তান, এই জন্য ইস্রায়েল সকল পুত্র অপেক্ষা
তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহাকে
আপাদহস্তাবরক একখান অঙ্গরক্ষক বস্ত্র প্রস্তুত
৪ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা তাঁহার সকল
ভ্রাতা অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসেন, ইহা
দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত,
তাঁহার সঙ্গে প্রণয়ভাবে কথা কহিতে পারিত না।
৫ পরে যোষেফ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতা-
দিগকে তাহা কহিলেন ; ইহাতে তাহারা তাঁহাকে
৬ আরও অধিক ঘৃণা করিল। তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা
৭ নিবেদন করি, শুন। দেখ, আমরা ক্ষেত্রে আটি
বাঁধিতেছিলাম, আর দেখ, আমার আটি উঠিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল, এবং দেখ, তোমাদের আটি
সকল আমার আটিকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া তাহার
৮ কাছে প্রণিপাত করিল। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ
তাঁহাকে কহিল, তুই কি বাস্তবিক আমাদের
রাজা হইবি ? আমাদের উপরে বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব
করিবি ? পরে তাহারা তাঁহার সকল স্বপ্ন ও
বাক্য প্রযুক্ত তাঁহাকে আরও ঘৃণা করিল।
৯ পরে তিনি আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণকে
তাহার বৃত্তান্ত কহিলেন। তিনি বলিলেন, দেখ,
আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম ; দেখ, সূর্য্য,

Digitized by Google

চন্দ্র ও একাদশ, নক্ষত্র আমার কাছে প্রণিপাত
১০ করিল। তিনি আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে ইহার
বৃত্তান্ত কহিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে
ধমকাইয়া কহিলেন, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলে?
আমি, তোমার মাতা ও তোমার ভ্রাতৃগণ আমরা
কি বাস্তবিক তোমার কাছে ভূমিতে প্রণিপাত
১১ করিতে আসিব? আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার
প্রতি ঈর্ষা করিল, কিন্তু তাঁহার পিতা সেই কথা
মনে রাখিলেন।
১২ একদা তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল চরা-
১৩ ইতে শিখিমে গিয়াছিল। তখন ইস্রায়েল
যোষেফকে কহিলেন, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে
পশুপাল চরায় না? আইস, আমি তাহাদের
কাছে তোমাকে পাঠাই। তিনি কহিলেন, দেখুন,
১৪ এই আমি। তখন ইস্রায়েল তাঁহাকে কহিলেন,
তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণের কুশল ও পশু-
পালের কুশল জানিয়া আমাকে সংবাদ আনিয়া
দেও। এইরূপে তিনি হিব্রোণের তলভূমি হইতে
যোষেফকে পাঠাইলে তিনি শিখিমে উপস্থিত
১৫ হইলেন। তখন এক জন লোক তাঁহাকে প্রান্তরে
ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের
১৬ অন্বেষণ করিতেছ? তিনি কহিলেন, আমার ভ্রাতৃ-
গণের অন্বেষণ করিতেছি; অনুগ্রহ করিয়া আ-
মাকে বল, তাঁহারা কোথায় পশুপাল চরাইতে-
১৭ ছেন। সে ব্যক্তি কহিল, তাহারা এ স্থান হইতে
চলিয়া গিয়াছে, কেননা 'চল, দোথনে যাই,'
তাহাদের এই কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব
যোষেফ আপন ভ্রাতাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া
১৮ দোথনে তাহাদের উদ্দেশ পাইলেন। তাহারা
দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল, এবং তিনি
নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বধ করি-
১৯ বার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা পরস্পর
কহিল, ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসিতেছেন;
২০ এখন আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন
গর্ত্তে ফেলিয়া দিই; পরে বলিব, কোন হিংস্র
জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; তাহাতে
২১ দেখিব, উহার স্বপ্নের কি হয়। ইহা শুনিয়া
রূবেণ তাহাদের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করত
কহিল, না, আমরা উহাকে প্রাণে মারিব না।
২২ আর রূবেণ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত
করিও না, বরং উহাকে প্রান্তরের এই গর্ত্তমধ্যে
ফেলিয়া দেও, কিন্তু উহার উপরে হস্ত তুলিও
না। এইরূপে রূবেণ তাহাদের হস্ত হইতে
তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া
পাঠাইবার চেষ্টা করিল।
২৩ পরে যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে আ-
সিলে তাহারা তাঁহার গাত্র হইতে সেই বস্ত্র,
সেই আপাদহস্তাবরক বস্ত্রখানি, খুলিয়া লইল।
২৪ আর তাঁহাকে ধরিয়া গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দিল;
২৫ সেই গর্ত্ত শূন্য, তাহাতে জল ছিল না। পরে
তাহারা আহার করিতে বসিল; আর চাহিয়া
দেখিল, গিলিয়দ হইতে এক দল ইশ্মায়েলীয়
ব্যবসায়ী লোক আসিতেছে; তাহারা উষ্ট্র-
বাহনে সুগন্ধি দ্রব্য, গুগ্গুলু ও গন্ধরস লইয়া
২৬ মিসরদেশে যাইতেছিল। তখন যিহূদা আপন
ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমাদের ভ্রাতাকে বধ করিয়া
তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ?
২৭ আইস, আমরা ঐ ইশ্মায়েলীয়দের কাছে তাহাকে
বিক্রয় করি, আপনারা তাহার উপরে হাত
তুলিব না; কেননা সে আমাদের ভ্রাতা ও আমা-
দের মাংস। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ সম্মত
২৮ হইল। পরে সেই মিদিয়নীয় বণিকেরা নিকটে
আসিলে তাহারা যোষেফকে গর্ত্ত হইতে টানিয়া
তুলিল; এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রায় সেই ইশ্মা-
য়েলীয়দের কাছে যোষেফকে বিক্রয় করিল; আর
তাহারা যোষেফকে মিসর দেশে লইয়া গেল।
২৯ পরে রূবেণ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া গেল, ও
যোষেফ গর্ত্তে নাই, দেখিয়া নিজ বস্ত্র চিরিল।
৩০ আর ভ্রাতাদের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,
৩১ যুবকটী নাই, এখন আমি কোথায় যাই? পরে
তাহারা যোষেফের বস্ত্র লইয়া একটা ছাগ মা-
৩২ রিয়া তাহার রক্তে তাহা ডুবাইল। পরে লোক
পাঠাইয়া সেই আপাদহস্তাবরক বস্ত্র পিতার
নিকটে উপস্থিত করিয়া কহিল, আমরা এই মাত্র
পাইলাম, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, ইহা তোমার
৩৩ পুত্রের অঙ্গরক্ষিণী কি না? তিনি চিনিতে পারিয়া
কহিলেন, এ ত আমার পুত্রের আঙরাখাই বটে;
কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে,
৩৪ যোষেফ অবশ্য খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। তখন যাকোব
আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট পরিধান করিয়া
পুত্রের জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিলেন।
৩৫ আর তাঁহার সমস্ত পুত্র কন্যা উঠিয়া তাঁহাকে
সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেও তিনি প্রবোধ না
মানিয়া কহিলেন, আমি শোক করিতে করিতে
পুত্রের নিকটে পাতালে নামিব। এইরূপে তাঁহার
৩৬ পিতা তাঁহার জন্য রোদন করিলেন। ইতিমধ্যে ঐ
মিদিয়নীয়েরা মিসরে ফরৌণের পোটীফর নামক
ভৃত্যের, অর্থাৎ রক্ষক-সেনাধিপতির নিকটে
যোষেফকে বিক্রয় করিল।

যিহূদার বিবরণ।

৩৮ ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের নিকট
হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক অদুল্লমীয় হীরা নামে
২ এক মনুষ্যের নিকটে গেল। সে স্থানে শূয় নামে
এক কনানীয় পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া যিহূদা
তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার কাছে গমন করিল।

Digitized by Google

৩ পরে সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল, ও
৪ তাহার নাম এর রাখিল। পরে পুনর্ব্বার তাহার
গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম
৫ ওনন রাখিল। পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে
পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল;
৬ ইহার জন্মকালে যিহূদা কষীবে ছিল। পরে
যিহূদা তামর নাম্নী কোন কন্যাকে আনিয়া আ-
৭ পন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের বিবাহ দিল। কিন্তু যিহূ-
দার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট
হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে বিনষ্ট করিলেন।
৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন
ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তাহার প্রতি
দেবরের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য
৯ বংশ উৎপন্ন কর। কিন্তু ঐ বংশ আপনার হইবে
না, ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃভার্য্যার কাছে গমন
করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে
১০ ভূমিতে রেতঃপাত করিল। তাহার সেই কর্ম্মে
সদাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেও বিনষ্ট করি-
১১ লেন। তখন যিহূদা তামর নাম্নী পুত্রবধূকে
কহিল, যে পর্য্যন্ত আমার পুত্র শেলা বড় না
হয়, তাবৎ তুমি আপন পিত্রালয়ে গিয়া বিধ-
বাই থাক। কেননা সে ভাবিল, পাছে ভ্রাতাদের
ন্যায় সেও মরে। অতএব তামর পিত্রালয়ে
গিয়া বাস করিল।
১২ পরে বহুদিবস গত হইলে শূয়ের কন্যা যিহূ-
দার ভার্য্যা মরিল, পরে যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত
হইয়া অদুল্লমীয় হীরা নামক বন্ধুর সহিত তিম্নায়
আপন মেষলোমচ্ছেদকদের নিকটে চলিল।
১৩ তখন কেহ তামরকে বলিল, দেখ, তোমার শ্বশুর
আপন মেষগণের লোম কাটিতে তিম্নায় যাই-
১৪ তেছেন। তাহাতে সে বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া
একখান আবরক বস্ত্র পরিধান করত আপনাকে
আচ্ছাদন করিয়া তিম্নার পথের পার্শ্বস্থিত
ঐনমের প্রবেশস্থানে বসিয়া রহিল; কারণ সে
দেখিল, শেলা বড় হইলেও তাহার সহিত তাহার
১৫ বিবাহ হইল না। তখন যিহূদা তাহাকে দেখিয়া
বেশ্যা মনে করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন
১৬ করিয়াছিল। অতএব সে পথের পার্শ্বে তাহার
নিকটে গিয়া পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে
কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি।
তামর কহিল, আমার কাছে আসিবার কারণ
১৭ আমাকে কি দিবে? সে কহিল, পাল হইতে
একটী ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর কহিল,
যাবৎ তাহা না পাঠাও, তাবৎ আমার কাছে কি
১৮ কিছু বন্ধক রাখিবে? সে কহিল, কি বন্ধক রা-
খিব? তামর কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র
ও হস্তের যষ্টি। তখন সে তাহাকে সেইগুলি
দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে
১৯ তাহা হইতে গর্ব্ভবতী হইল। অনন্তর তামর উঠিয়া
চলিয়া গেল, এবং সেই আবরক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া
২০ আপনার বৈধব্য বস্ত্র পরিধান করিল। পরে
যিহূদা ঐ স্ত্রী হইতে বন্ধক দ্রব্য লইতে আপন
অদুল্লমীয় বন্ধু দ্বারা ছাগবৎসটী পাঠাইয়া দিল,
২১ কিন্তু সে তাহাকে পাইল না। অতএব সে তথা-
কার লোকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐনমে পথের পার্শ্বে
যে বেশ্যা ছিল, সে কোথায়? তাহারা কহিল,
২২ এ স্থানে কোন বেশ্যা আইসে নাই। পরে সে
যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি
তাহাকে পাইলাম না, এবং তথাকার লোকেরাও
বলিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা আইসে নাই।
২৩ তখন যিহূদা কহিল, তাহার কাছে যাহা আছে,
সে তাহা রাখুক, নতুবা আমরা তুচ্ছনীয় হইব।
দেখ, আমি ছাগবৎসটী পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু
তুমি তাহাকে পাইলে না।
২৪ আর প্রায় তিন মাস পরে কেহ যিহূদাকে
কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হই-
য়াছে, এবং দেখ, ব্যভিচারক্রমে তাহার গর্ব্ভ
হইয়াছে। তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে
২৫ আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ কর। পরে বাহিরে আনীত
হইবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল,
যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষ হইতে আমার
গর্ব্ভ হইয়াছে। আরও কহিল, এই মোহর, সূত্র
২৬ ও যষ্টি কাহার? চিনিয়া দেখ। তখন যিহূদা চিনিয়া
কহিল, সে আমা হইতেও অধিক ধর্ম্মিষ্ঠা, কেননা
আমি তাহাকে আপন পুত্র শেলাকে দিই নাই।
আর যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না।
২৭ অপর তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইল,
২৮ আর দেখ, তাহার উদরে যমজ সন্তান। তাহার
প্রসবকালে এক বালক হস্ত বাহির করিল;
তাহাতে ধাত্রী তাহার সেই হস্তে রক্তবর্ণ সূত্র
২৯ বাঁধিয়া কহিল, এই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু
সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে তাহার ভ্রাতা
ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি
প্রকারে আপনার জন্য ভেদ করিয়া আসিলে?
৩০ অতএব তাহার নাম পেরস [ভেদ] হইল। পরে
হস্তে রক্তবর্ণ সূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে
তাহার নাম সেরহ হইল।

যোষেফের দাসত্ব।

৩৯ যোষেফ মিসরদেশে আনীত হইলে পর,
যে ইশ্মায়েলীয়েরা তাঁহাকে তথায় লইয়া
গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে ফরৌণের ভৃত্য
রক্ষক-সেনাধিপতি মিস্রীয় পোটীফর তাঁহাকে ক্রয়
২ করিলেন। আর সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী
ছিলেন, এবং তিনি সফলকর্ম্মা হইলেন, ও আপন
৩ মিস্রীয় প্রভুর গৃহে রহিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু

Digitized by Google

তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন, এবং তিনি যে কিছু
করেন, সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে তাহা সফল করি-
৪ তেছেন, ইহা তাঁহার প্রভু দেখিলেন। অতএব
যোষেফ তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হইলেন, ও
তাঁহার পরিচারক হইলেন, এবং তিনি যোষেফকে
আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার হস্তে আপ-
৫ নার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। যে অবধি তিনি
যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ
করিলেন, সে অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনু-
রোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশী-
র্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার
সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ
৬ বর্ত্তিল। অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার
সর্ব্বস্বের ভার দিলেন, আপনি নিজ আহারীয়
দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না।
যোষেফ রূপে ও সৌন্দর্য্যে মনোহর ছিলেন।
৭ উক্ত ঘটনার পর তাঁহার প্রভুর ভার্য্যা যোষেফের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমার
৮ সহিত শয়ন কর। কিন্তু তিনি অস্বীকার করত
আপন প্রভুর ভার্য্যাকে কহিলেন, দেখুন, এই
বাটীতে আমার হস্তে কি কি আছে, আমার প্রভু
তাহা জানেন না; আমারই হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ
৯ করিয়াছেন; এই বাটীতে আমা অপেক্ষা বড়
কেহই নাই; তিনি সমুদয়ের মধ্যে কেবল
আপনাকেই আমার অধীনা করেন নাই, কারণ
আপনি তাঁহার ভার্য্যা। অতএব আমি কিরূপে
এই মহা দুষ্কর্ম্ম করিতে, ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ
১০ করিতে পারি? তথাপি সে স্ত্রী দিন দিন যোষে-
ফকে [তদ্রূপ] কথা কহিত, কিন্তু তিনি তাহার
সহিত শয়ন করিতে কিম্বা সঙ্গে থাকিতে তাহার
১১ বাক্যে সম্মত হইতেন না। পরে এক দিন যো-
ষেফ নিজ কার্য্য করিতে গৃহের অভ্যন্তরে গেলে,
বাটীর লোকদের মধ্যে অন্য কেহ তথায় না
১২ থাকাতে সে স্ত্রী যোষেফের বস্ত্র ধরিয়া বলিল,
আমার সহিত শয়ন কর; কিন্তু যোষেফ তাহার
হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া
১৩ গেলেন। তখন যোষেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া
১৪ বাহিরে পলাইলেন দেখিয়া, সে স্ত্রী নিজ ঘরের
লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, তিনি আমা-
দের সহিত ঠাট্টা করিতে এক জন ইব্রীয় পুরুষকে
আনিয়াছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিবার
জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি
১৫ চীৎকার করিয়া ডাকিলাম; আমার চীৎকার
শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া
১৬ বাহিরে পলায়ন করিল। পরে সে স্ত্রী ঐ বস্ত্র
আপনার নিকটে রাখিয়া তাঁহার কর্ত্তার গৃহা-
১৭ গমনের অপেক্ষায় রহিল; পরে সেই বাক্যানু-
সারে তাঁহাকেও কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে
আমাদের কাছে আনিয়াছ, সে আমার সহিত
১৮ ঠাট্টা করিতে নিকটে আসিয়াছিল; পরে আমি
চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে আমার নিকটে এই
বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।

যোষেফের কারাবাস।

১৯ তাঁহার প্রভু যখন আপন ভার্য্যার কথা অর্থাৎ
"তোমার দাস আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার
করিয়াছে," এই কথা শুনিলেন, তখন ক্রোধে
২০ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অতএব যোষেফের
প্রভু তাঁহাকে লইয়া রাজবন্দিগণের বাসস্থান
কারাগারে রাখিলেন; তাহাতে তিনি সেই কারা-
২১ গারে থাকিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু যোষেফের সহ-
বর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া
তাঁহাকে কারারক্ষকের অনুগ্রহপাত্র করিলেন।
২২ তাহাতে সেই কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দীর
ভার যোষেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং
তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম্ম যোষেফের
২৩ আজ্ঞানুসারে চলিতে লাগিল। কারারক্ষক তাঁহার
হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না,
কেননা সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী হইয়া তাঁহার
কৃত সকল কর্ম্ম সফল করিতেন।

৪০ ঐ সকল ঘটনার পরে মিস্রীয় রাজার
পানপাত্রবাহক ও মোদক আপনাদের প্রভু
২ মিস্রীয় রাজার বিরুদ্ধে পাপ করিলেন। তাহাতে
ফরৌণ আপনার সেই দুই ভৃত্যের প্রতি, ঐ
প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের প্রতি,
৩ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া
রক্ষক-সেনাধিপতির বাটীতে স্থিত কারাগারে,
যোষেফ যে স্থানে বদ্ধ ছিলেন, সেই স্থানে
৪ রাখিলেন। তাহাতে রক্ষক-সেনাধিপতি তাঁহা-
দের নিকটে যোষেফকে নিযুক্ত করিলে তিনি
তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে
তাঁহারা কিছু দিন কারাগারে রহিলেন।
৫ পরে মিস্রীয় রাজার ঐ কারাবদ্ধ পানপাত্রবাহক
ও মোদক দুই জনে এক রাত্রিতে দুই প্রকার
৬ অর্থবিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিলেন। তাহাতে যো-
ষেফ প্রত্যূষে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া তাঁহা-
৭ দিগকে বিষণ্ণ দেখিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে
ফরৌণের ঐ যে দুই ভৃত্য তাঁহার প্রভুর বাটীতে
কারাবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন, অদ্য আপনাদের মুখ বিষণ্ণ কেন?
৮ তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি,
কিন্তু অর্থকারক কেহ নাই। যোষেফ তাঁহাদিগকে
কহিলেন, অর্থ করিবার শক্তি কি ঈশ্বর হইতে
হয় না? বিনয় করি, আপনাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত
আমাকে বলুন।
৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে আপন

Digitized by Google

স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানাইলেন, তাঁহাকে কহিলেন,
আমি স্বপ্নে সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম।
১০ সেই দ্রাক্ষালতার তিন শাখা ছিল; পরে তাহা
পল্লবিত হইলে তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে
১১ স্তবকে তাহার ফল হইয়া পক্ক হইল। তখন
আমার হস্তে ফরৌণের পানপাত্র থাকাতে আমি
সেই দ্রাক্ষাফল লইয়া ফরৌণের পাত্রে নিঙ্ড়া-
১২ ইয়া ফরৌণের হস্তে সেই পাত্র দিলাম। যোষেফ
তাঁহাকে কহিলেন, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন
১৩ শাখায় তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে
ফরৌণ আপনকার মস্তক উঠাইয়া আপনাকে
পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিবেন; তাহাতে আপনি
পূর্ব্বরীতি অনুসারে পানপাত্রবাহক হইয়া পুন-
১৪ র্ব্বার ফরৌণের হস্তে পানপাত্র দিবেন। কিন্তু
যখন আপনকার মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে
স্মরণ করিবেন, এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া
ফরৌণের কাছে আমার কথা কহিয়া আমাকে
১৫ এই গৃহ হইতে উদ্ধার করিবেন। কেননা ইব্রীয়-
দের দেশ হইতে আমাকে নিতান্তই চুরি করিয়া
আনা হইয়াছে; আর এ স্থানেও আমি কিছুই
করি নাই, তথাপি এই কারাকূপে বদ্ধ হইয়াছি।
১৬ তিনি শুভ অর্থ করিয়াছেন দেখিয়া প্রধান
মোদক যোষেফকে কহিলেন, আমিও স্বপ্ন দেখি-
য়াছি; আমার মস্তকের উপরে শুক্ল পিষ্টকের
১৭ তিনটী ডালী ছিল। তাহার উপরের ডালীতে
ফরৌণের ভোজনার্থ নানা প্রকার পক্বান্ন ছিল;
তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থ
১৮ ডালী হইতে তাহা লইয়া খাইল। যোষেফ উত্তর
করিলেন, ইহার অর্থ এই, সেই তিন ডালীতে
১৯ তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফরৌণ
আপনকার দেহ হইতে মস্তক উঠাইয়া আপনাকে
বৃক্ষে টাঙ্গন করিবেন, এবং পক্ষিগণ আসিয়া
দেহ হইতে আপনকার মাংস ভক্ষণ করিবে।
২০ অপর তৃতীয় দিনে ফরৌণের জন্মদিন হওয়াতে
তিনি আপনার সকল দাসের জন্য ভোজ প্রস্তুত
করিলেন, এবং আপনার সকল দাসের মধ্যে
প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের মস্তক
২১ উঠাইলেন। যোষেফের অর্থকথন অনুসারে
তিনি প্রধান পানপাত্রবাহককে তাঁহার নিজ পদে
পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে তিনি ফরৌ-
২২ ণের হস্তে পানপাত্র দিতে লাগিলেন। কিন্তু
২৩ রাজা প্রধান মোদককে ফাঁশি দিলেন। তথাপি
প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে মনে রাখিলেন
না, ভুলিয়া গেলেন।

যোষেফের উন্নতি ও বিবাহ।

৪১ অনন্তর দুই বৎসরান্তে ফরৌণ এই স্বপ্ন
দেখিলেন। তিনি নদীকূলে দাঁড়াইয়া আ-
২ ছেন, এমন সময়ে নদী হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট
সুন্দর গাভী উঠিয়া খাগড়া বনে চরিতে লাগিল।
৩ সেগুলির পরে, দেখ, আর সাতটা কৃশ ও কুৎ-
সিত গাভী নদী হইতে উঠিয়া নদীর তীরে ঐ
৪ গাভীদের নিকটে দাঁড়াইল। পরে সেই কৃশ
কুৎসিত গাভীরা ঐ সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর
গাভীকে খাইয়া ফেলিল। তখন ফরৌণের নিদ্রা-
৫ ভঙ্গ হইল। তাহার পরে তিনি নিদ্রিত হইয়া
দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিলেন; এক বোঁটাতে
৬ সাতটী স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। সেগুলির
পরে, দেখ, পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত অন্য সাতটী
৭ ক্ষীণ শীষ উঠিল। আর এই সাত ক্ষীণ শীষ ঐ
সাতটী স্থূলাকার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল। পরে
ফরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, আর দেখ, উহা
স্বপ্নমাত্র।
৮ পরে প্রাতঃকালে তাঁহার মন অস্থির হইল;
অতএব তিনি লোক পাঠাইয়া মিসরদেশের মন্ত্র-
বেত্তা ও জ্ঞানী সকলকে ডাকাইলেন; কিন্তু
ফরৌণ তাঁহাদের কাছে সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলে
তাঁহাদের মধ্যে কেহই ফরৌণকে তাহার অর্থ
বলিতে পারিলেন না।
৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক ফরৌণকে নিবে-
দন করিলেন, অদ্য আমার পাপ মনে পড়ি-
১০ তেছে। ফরৌণ আপন দুই দাসের প্রতি, আমার
ও প্রধান মোদকের প্রতি, ক্রোধান্বিত হইয়া
আমাদিগকে রক্ষক-সেনাধিপতির বাটীতে কারা-
১১ বদ্ধ করিয়াছিলেন। আর সে এবং আমি এক
রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; এবং দুই জনের
১২ স্বপ্নের দুই প্রকার অর্থ হইল। তখন সে স্থানে
রক্ষক-সেনাধিপতির দাস এক জন ইব্রীয় যুবক
আমাদের সহিত ছিল; তাহাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত
কহিলে সে আমাদিগকে তাহার অর্থ কহিল;
১৩ উভয়েরই স্বপ্নের অর্থ কহিল। তাহাতে সে
আমাদিগকে যেরূপ অর্থ কহিয়াছিল, তদ্রূপই
ঘটিল; ফলতঃ [মহারাজ] আমাকে পূর্ব্বপদে
নিযুক্ত করিলেন, ও তাহাকে ফাঁশি দিলেন।
১৪ তখন ফরৌণ যোষেফকে ডাকিয়া পাঠাইলে
লোকেরা কারাকূপ হইতে তাঁহাকে শীঘ্র আনিল।
পরে তিনি ক্ষৌরী হইয়া অন্য বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক
১৫ ফরৌণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন
ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, আমি এক স্বপ্ন
দেখিয়াছি, তাহার অর্থ করিতে পারে, এমন
কেহ নাই। কিন্তু তোমার বিষয়ে আমি শুনি-
য়াছি যে, তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিয়া
১৬ থাক। যোষেফ ফরৌণকে উত্তর করিলেন, তাহা
আমার অসাধ্য, ঈশ্বরই ফরৌণকে মঙ্গলযুক্ত
১৭ উত্তর দিবেন। তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন,
আমি স্বপ্নে নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম।

Digitized by Google

১৮ আর দেখ, নদী হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর
গাভী উঠিয়া খাগড়া বনে চরিতে লাগিল।
১৯ সেগুলির পরে দেখ, কৃশ ও অতিশয় কুৎসিত ও
শুষ্কাঙ্গ অন্য সাতটা গাভী উঠিল; আমি সমস্ত
মিসরদেশে তাদৃশ কুৎসিত গাভী কখনও দেখি
২০ নাই। আর এই কৃশ কুৎসিত গাভীরা সেই
পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাতটা গাভীকে খাইয়া ফেলিল।
২১ কিন্তু তাহারা ইহাদের উদরস্থ হইলে পর, উদ-
রস্থ যে হইয়াছে, এমন বোধ হইল না, কেননা
ইহারা পূর্ব্বকার ন্যায় কুৎসিতই রহিল। তখন
২২ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে আমি পুনর্ব্বার
এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ, এক বোঁটায় স্থূলাকার
২৩ উত্তম সাতটী শীষ উঠিল। সেগুলির পরে ম্লান,
ক্ষীণ ও পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত সাতটী শীষ
২৪ উঠিল। আর এই ক্ষীণ সাতটী শীষ সেই উত্তম
সাতটী শীষকে গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি
মন্ত্রবেত্তাদিগকে কহিলাম, কিন্তু কেহই ইহার
অর্থ আমাকে বলিতে পারিল না।
২৫ তখন যোষেফ ফরৌণকে উত্তর করিলেন,
ফরৌণের স্বপ্ন এক; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত
আছেন, তাহাই ফরৌণকে জ্ঞাত করিয়াছেন।
২৬ ঐ সাত উত্তম গাভী সাত বৎসর, এবং ঐ সাত
২৭ উত্তম শীষও সাত বৎসর; স্বপ্ন এক। আর
তাহার পশ্চাৎ যে সাত কৃশ ও কুৎসিত গাভী
উঠিল, তাহারাও সাত বৎসর; এবং পূর্ব্বীয়
বায়ুতে শোষিত যে সাত কৃশ শীষ, তাহা দুর্ভি-
২৮ ক্ষের সাত বৎসর হইবে। আমি ফরৌণকে
ইহাই বলিলাম, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আ-
২৯ ছেন, তাহা ফরৌণকে দেখাইয়াছেন। দেখুন,
সমস্ত মিসরদেশে সাত বৎসর অতিশয় শস্য-
৩০ বাহুল্য হইবে। তৎপশ্চাৎ সাত বৎসর এমন
দুর্ভিক্ষ হইবে যে, মিসরদেশে সমস্ত শস্যবাহু-
ল্যের বিস্মৃতি হইবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষে দেশ
৩১ নষ্ট হইবে। আর সেই পশ্চাদ্বর্ত্তী দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত
দেশে [পূর্ব্বকার] শস্যবাহুল্যের অনুভব হইবে
না; কারণ তাহা অতীব কষ্টকর হইবে।
৩২ আর ফরৌণের নিকটে দুই বার স্বপ্ন প্রদর্শনের
ভাব এই; ঈশ্বর ইহা স্থির করিয়াছেন, এবং
৩৩ ঈশ্বর ইহা শীঘ্র ঘটাইবেন। অতএব এখন ফরৌণ
এক জন ধীমান্ ও জ্ঞানবান্ পুরুষের চেষ্টা
করিয়া তাঁহাকে মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত
৩৪ করুন। আর ফরৌণ এই কর্ম্ম করুন; দেশে
অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সাত বৎসর শস্য-
বাহুল্য হইবে, সেই সময়ে মিসরদেশ হইতে
৩৫ শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। তাঁহারা সেই
আগামী শুভ বৎসরনিচয়ের শস্য সংগ্রহ করুন,
ফরৌণের অধীনে নগরে নগরে খাদ্যের জন্য
৩৬ সঞ্চয় করুন, ও রক্ষা করুন। এইরূপে মিসরদেশে
ভাবী দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরের নিমিত্ত সেই ভক্ষ্য
দেশের জন্য সঞ্চিত থাকিবে, তাহাতে দুর্ভিক্ষে
দেশ উচ্ছিন্ন হইবে না।
৩৭ তখন ফরৌণের ও তাঁহার সকল দাসের দৃষ্টিতে
৩৮ এই কথা উত্তম বোধ হইল। তাহাতে ফরৌণ
আপন দাসদিগকে কহিলেন, ইহাঁর তুল্য পুরুষ,
যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমন
৩৯ আর কাহাকে পাইব? তখন ফরৌণ যোষেফকে
কহিলেন, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত
করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য ধীমান্ ও
৪০ জ্ঞানবান্ কেহই নাই। তুমিই আমার বাটীর
অধ্যক্ষ হও; আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য
শিরোধার্য্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি
৪১ তোমা হইতে বড় থাকিব। ফরৌণ যোষেফকে
আরও কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত
৪২ মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম। পরে
ফরৌণ হস্ত হইতে নিজ অঙ্গুরীয় খুলিয়া যোষে-
ফের হস্তে দিলেন, তাঁহাকে কার্পাসের শুভ্র বসন
পরিধান করাইলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠদেশে
৪৩ সুবর্ণহার দিলেন। আর তাঁহাকে আপনার
দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইলেন, এবং লোকেরা
তাঁহার অগ্রে অগ্রে অব্রেক অব্রেক [হাঁটু পাত,
হাঁটু পাত] বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপে
তিনি সমস্ত মিসরদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত
৪৪ হইলেন। পরে ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন,
আমি ফরৌণ, তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সমস্ত
মিসরদেশে কোন লোক হাত পা নাড়িতে পা-
৪৫ রিবে না। আর ফরৌণ যোষেফের নাম সাফনৎ-
পানেহ রাখিলেন। এবং তাঁহার সহিত ওন
নগরনিবাসী পোটীফেরঃ নামক যাজকের আসনৎ
নাম্নী কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে যোষেফ সমু-
দয় মিসরদেশে গমনাগমন করিতে লাগিলেন।
৪৬ যোষেফ ত্রিশ বৎসর বয়সে মিসর-রাজ ফরৌ-
ণের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; পরে
যোষেফ ফরৌণের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া
৪৭ মিসরদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেন। আর সেই
শস্যবাহুল্যের সপ্ত বৎসর ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত
৪৮ শস্য জন্মিল। মিসরদেশে উপস্থিত সেই সপ্ত
বৎসরে সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রতি-
নগরে সঞ্চয় করিলেন; যে নগরের চতুঃসীমায়
যে শস্য হইল, সেই নগরে তাহা সঞ্চয় করি-
৪৯ লেন। এইরূপে যোষেফ সমুদ্রের বালুকার ন্যায়
এমন প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিলেন যে, তাহা
মাপিতে নিবৃত্ত হইলেন, কেননা তাহা অপরি-
মেয় ছিল।
৫০ দুর্ভিক্ষবৎসরের পূর্ব্বে যোষেফের দুই পুত্র
জন্মিল; ওন নগরনিবাসী পোটীফেরঃ যাজকের
আসনৎ নাম্নী কন্যা তাহাদিগকে প্রসব করি-

Digitized by Google

৫১ লেন। আর যোষেফ তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম
মনঃশি [বিস্মৃতি] রাখিলেন, কেননা তিনি কহি-
লেন, ঈশ্বর আমার সমস্ত ক্লেশের ও আমার
৫২ সমস্ত পিতৃকুলের বিস্মৃতি জন্মাইয়াছেন। পরে
দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম [ফলবান্] রাখি-
লেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমার দুঃখভোগের
দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান্ করিয়াছেন।
৫৩ পরে মিসরদেশে উপস্থিত শস্যবাহুল্যের সাত
৫৪ বৎসর শেষ হইল, এবং যোষেফের বাক্যানুসারে
দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর আরম্ভ হইল। অন্য সকল
দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু সমস্ত মিসরদেশে
৫৫ ভক্ষ্য ছিল। পরে সমস্ত মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ
হইলে প্রজারা ফরৌণের নিকটে ভক্ষ্যের জন্য
ক্রন্দন করিল, তাহাতে ফরৌণ মিস্রীয়দের
সকলকে কহিলেন, তোমরা যোষেফের নিকটে
যাও; তিনি তোমাদিগকে যাহা বলিবেন, তাহাই
৫৬ করিও। তখন সমস্ত দেশেই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল;
আর যোষেফ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া
মিস্রীয়দের কাছে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন:
আর মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়া উঠিল।
৫৭ এবং সর্ব্বদেশীয় লোকে মিসরদেশে যোষেফের
নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আসিল, কেননা সর্ব্ব
দেশেই দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছিল।

যোষেফের ভ্রাতৃগণের মিসরযাত্রা।

৪২ আর মিসরদেশে শস্য আছে দেখিয়া
যাকোব আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, তো-
মরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতেছ কেন?
২ তিনি আরও কহিলেন, দেখ, আমি শুনিলাম,
মিসরে শস্য আছে, তোমরা তথায় যাও, আমা-
দের জন্য শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে
৩ আমরা বাঁচিব, মরিব না। পরে যোষেফের দশ
জন ভ্রাতা শস্য ক্রয় করিতে মিসরে নামিয়া
৪ গেল। কিন্তু যাকোব যোষেফের সহোদর বিন্যা-
মীনকে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পাঠাইলেন না; কেননা
তিনি কহিলেন, পাছে ইহার বিপদ ঘটে।
৫ তখন তথায় আগমনকারীদের মধ্যে ইস্রা-
য়েলের পুত্রগণও শস্যক্রয়ার্থে আগমন করিল,
৬ কেননা কনান দেশেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তৎ-
কালে যোষেফ ঐ দেশের অধ্যক্ষ হওয়াতে দেশীয়
লোক সকলের নিকটে শস্য বিক্রয় করিতে-
ছিলেন; অতএব যোষেফের ভ্রাতৃগণ আসিয়া
তাঁহার কাছে ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিল।
৭ তখন যোষেফ আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া
চিনিলেন, কিন্তু তাহাদের কাছে অপরিচিতের
ন্যায় ব্যবহার করিয়া কর্কশ বাক্যে কহিলেন,
তোরা কোথা হইতে আসিয়াছিস্? তাহারা
কহিল, কনান দেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে
৮ আসিয়াছি। ফলতঃ যোষেফ আপন ভ্রাতা-
দিগকে চিনিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে
পারিল না।
৯ আর যোষেফ তাহাদের বিষয়ে যে যে স্বপ্ন
দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল; এবং
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোরা চর, দেশের
১০ ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিস্। তাহারা
কহিল, না, প্রভো, আপনকার এই দাসেরা খাদ্য
১১ দ্রব্য কিনিতে আসিয়াছে; আমরা সকলে এক
পিতার সন্তান; আমরা বিশ্বাস্য, আপনকার
১২ এই দাসেরা চর নহে। তখন তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, না, না, তোরা দেশের ছিদ্র দেখিতে
১৩ আসিয়াছিস্। তাহারা কহিল, আপনকার এই
দাসেরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কনান দেশনিবাসী এক
জনের পুত্র; দেখুন, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
অদ্যাপি পিতার কাছে আছে, এবং এক জন
১৪ নাই। তখন যোষেফ তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি তোদিগকে যে চরের কথা কহিলাম,
১৫ তোরা তাহাই। ইহাদ্বারা তোদের পরীক্ষা করা
যাইবে; আমি ফরৌণের প্রাণের দিব্য করিয়া
কহিতেছি, তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ স্থানে না
আসিলে তোরা এ স্থান হইতে বাহির হইতে
১৬ পারিবি না। তোদের এক জনকে পাঠাইয়া
তোদের ভ্রাতাকে আন্, তোরা বদ্ধ থাক্; এই-
রূপে তোদের কথার পরীক্ষা হইলে তোরা সত্য-
বাদী কি না, তাহা জানা যাইবে; নতুবা আমি
ফরৌণের প্রাণের দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোরা
১৭ অবশ্যই চর। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তিন
দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিলেন।
১৮ পরে তৃতীয় দিনে যোষেফ তাহাদিগকে কহি-
লেন, এই কর্ম্ম কর, তাহাতে বাঁচিবে; আমি
১৯ ঈশ্বরকে ভয় করি। তোমরা যদি বিশ্বাস্য হও,
তবে তোমাদের এক ভ্রাতা তোমাদের এই কারা-
গারে বদ্ধ থাকুক; তোমরা আপন আপন গৃহের
২০ দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য লইয়া যাও; পরে তোমা-
দের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন; এই-
রূপে তোমাদের কথা সপ্রমাণ হইলে তোমরা
মরিবে না। তাহাতে তাহারা তাহাই করিল।
২১ আর তাহারা পরস্পর কহিল, নিশ্চয়ই আমরা
আপনাদের ভ্রাতার বিষয়ে অপরাধী, কেননা সে
আমাদের কাছে বিনতি করিলে আমরা তাহার
প্রাণের কষ্ট দেখিয়াও তাহা শুনি নাই; এই
জন্য আমাদের উপরে এই সঙ্কট উপস্থিত হইল।
২২ তখন রূবেণ উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল,
আমি না তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, বালকটীর
বিরুদ্ধে পাপ করিও না? কিন্তু তোমরা তাহা শুন
নাই; দেখ, এখন তাহার রক্তেরও নিকাশ
২৩ লওয়া যাইতেছে। কিন্তু যোষেফ যে তাহাদের

Digitized by Google

এই কথোপকথন বুঝিলেন, ইহা তাহারা জানিতে
পারিল না, কেননা দ্বিভাষীদ্বারা উভয় পক্ষের
২৪ মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তখন তিনি তাহা-
দের নিকট হইতে গিয়া রোদন করিলেন; পরে
পুনশ্চ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন
করিয়া তাহাদের মধ্যে শিমিয়োনকে ধরিয়া
তাহাদের সাক্ষাতেই বন্ধন করিলেন।
২৫ পরে যোষেফ তাহাদের সকল ছালায় শস্য
ভরিতে, প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরাইয়া
দিতে ও তাহাদিগকে পাথেয় দ্রব্য দিতে আজ্ঞা
দিলেন; আর তাহাদের জন্য তদ্রূপ করা গেল।
২৬ পরে তাহারা আপন আপন গর্দ্দভের উপরে
শস্য চাপাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।
২৭ কিন্তু উত্তরণ স্থানে যখন এক জন আপন গর্দ্দভ-
কে আহার দিতে ছালা খুলিল, তখন আপনার
টাকা দেখিল, কেননা ছালার মুখেই টাকা ছিল।
২৮ তাহাতে সে ভ্রাতাদিগকে কহিল, আমার টাকা
ফিরিয়াছে; এই দেখ, আমার ছালাতে আছে।
তাহাতে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল, ও সকলে
ত্রাসযুক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, ঈশ্বর আমাদের
প্রতি এ কি করিলেন?
২৯ পরে তাহারা কনান দেশে আপনাদের পিতা
যাকোবের নিকটে উপস্থিত হইলে, আপনাদের
প্রতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত তাঁহাকে
৩০ জ্ঞাত করিল, কহিল, যে ব্যক্তি সেই দেশের
অধ্যক্ষ, তিনি আমাদিগকে দেশ অনুসন্ধানকারী
৩১ চর মনে করিয়া কর্কশ কথা কহিলেন। তাহাতে
আমরা তাঁহাকে কহিলাম, আমরা বিশ্বাস্য, চর
৩২ নহি; আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলেই এক পিতার
সন্তান; কিন্তু এক জন নাই, এবং কনিষ্ঠ অদ্যাপি
৩৩ কনান দেশে পিতার কাছে আছে। তখন সে
দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিলেন, ইহাতেই জা-
নিতে পারিব যে তোমরা বিশ্বাস্য; তোমাদের
এক জন ভ্রাতাকে আমার নিকটে রাখিয়া তোমা-
দের গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য লইয়া যাও।
৩৪ পরে তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে
আনিও, তাহাতে বুঝিতে পারিব যে তোমরা
বিশ্বাস্য, চর নহ; আর আমি তোমাদের ভ্রাতা-
কে তোমাদের কাছে দিব, এবং তোমরা দেশে
বাণিজ্য করিতে পারিবে।
৩৫ পরে তাহারা ছালা হইতে শস্য ঢালিলে
প্রত্যেক জন আপন আপন ছালায় আপন
আপন টাকার গ্রন্থি পাইল। তখন সেই সকল
টাকার গ্রন্থি দেখিয়া তাহারা ও তাহাদের পিতা
৩৬ ভীত হইলেন। তাহাতে তাহাদের পিতা যাকোব
কহিলেন, তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিয়াছ;
যোষেফ নাই, শিমিয়োন নাই, আবার বিন্যা-
মীনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ; এই সকলই
৩৭ আমার প্রতিকূল। তাহাতে রূবেণ আপন পিতাকে
কহিল, আমি যদি তোমার নিকটে তাহাকে না
আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে বধ করিও;
আমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ কর; আমি তোমার
৩৮ কাছে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিব। তখন
তিনি কহিলেন, আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে
যাইবে না, কেননা তাহার সহোদর মরিয়াছে,
সে একা জীবৎ আছে; তোমরা যে পথে যাইবে,
তাহাতে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে
শোকে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে অব-
রোহণ করাইবে।

যোষেফের ভ্রাতৃগণ দ্বিতীয় বার মিসরে যায়। যোষেফ আত্ম-পরিচয় দেন।

৪৩ তখনও দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল।
আর তাহারা মিসর হইতে যে শস্য আনিয়া-
ছিল, সে সমস্ত ভক্ষিত হইলে তাহাদের পিতা
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পুনর্ব্বার গিয়া
৩ আমাদের জন্য কিছু খাদ্য ক্রয় কর। তাহাতে
যিহূদা তাঁহাকে কহিল, সেই ব্যক্তি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের ভ্রাতা
তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আমার
৪ মুখ দর্শন করিতে পাইবে না। যদি তুমি আমা-
দের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতাকে পাঠাও, তবে আ-
মরা যাইয়া তোমার জন্য ভক্ষ্য কিনিয়া আনিব।
৫ কিন্তু যদি না পাঠাও, তবে যাইব না; কেননা
সে ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের
ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আ-
৬ মার মুখ দর্শন করিতে পাইবে না। তাহাতে
ইস্রায়েল কহিলেন, আমার সহিত এমন কুব্যব-
হার কেন করিয়াছ? ঐ ব্যক্তিকে কেন বলিয়াছ
৭ যে, তোমাদের আর এক ভ্রাতা আছে? তাহারা
কহিল, তিনি আমাদের বিষয়ে ও আমাদের
বংশের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন,
বলিলেন, তোমাদের পিতা কি এখনও জীবিত
আছেন? তোমাদের কি আরও ভ্রাতা আছে?
তাহাতে আমরা সেই কথা অনুসারে উত্তর
করিয়াছিলাম। আমরা কি প্রকারে জানিব যে,
তিনি কহিবেন, তোমাদের ভ্রাতাকে এখানে
৮ আন? যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েলকে আরও
কহিল, বালকটিকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও;
আমরা উঠিয়া প্রস্থান করি, তাহাতে বাঁচিব;
তুমি ও আমাদের বালকেরা ও আমরা কেহ মরিব
৯ না। আমিই তাহার প্রতিভূ হইলাম, আমারই
হস্ত হইতে তাহাকে লইও, আমি যদি তাহাকে
আনিয়া তোমার সম্মুখে না রাখি, তবে আমি
যাবজ্জীবন তোমার নিকটে অপরাধী থাকিব।
১০ এত বিলম্ব না করিলে আমরা ইহার মধ্যে

Digitized by Google

১১ দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিতে পারিতাম। তখন
তাহাদের পিতা ইস্রায়েল তাহাদিগকে কহিলেন,
যদি তাই হয়, তবে এক কর্ম্ম কর; তোমরা
আপন আপন পাত্রে এই দেশের কীর্ত্তিত দ্রব্য,
গুগ্গুলু, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য, গন্ধরস, পেস্তা ও
বাদাম কিছু কিছু লইয়া গিয়া সেই ব্যক্তিকে
১২ উপঢৌকন দেও। আর আপন আপন হস্তে দ্বিগুণ
টাকা লও, এবং তোমাদের ছালার মুখে যে টাকা
ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও হস্তে করিয়া পুনরায়
লইয়া যাও; কি জানি বা ভ্রান্তি হইয়াছিল।
১৩ আর আপনাদের ভ্রাতাকে লও, উঠ, পুনর্ব্বার
১৪ সেই ব্যক্তির নিকটে যাও। সর্ব্বশক্তিমান্
ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই ব্যক্তির কাছে করুণার
পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের অন্য ভ্রাতাকে
ও বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দেন; কিন্তু যদি আমাকে
পুত্রহীন হইতে হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।
১৫ তখন তাহারা সেই উপঢৌকন দ্রব্য, দ্বিগুণ
টাকা ও বিন্যামীনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল,
এবং মিসরে গিয়া যোষেফের সম্মুখে দাঁড়াইল।
১৬ তখন যোষেফ তাহাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে
দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিলেন, এই মনুষ্য-
দিগকে বাটির মধ্যে লইয়া যাও, আর পশু
মারিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কর; কেননা ইহারা
মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে আহার করিবে।
১৭ তাহাতে সেই ব্যক্তি যোষেফের আজ্ঞানুরূপ
কর্ম্ম করিল, তাহাদিগকে যোষেফের বাটীতে
১৮ লইয়া গেল। কিন্তু যোষেফের বাটীতে নীত
হওয়াতে তাহারা ভীত হইয়া পরস্পর কহিল,
পূর্ব্বে আমাদের ছালাতে যে টাকা ফিরিয়া
গিয়াছিল, তাহারই জন্য ইনি আমাদিগকে
এখানে আনিতেছেন; এখন আমাদের উপরে
পড়িয়া আক্রমণ করিবেন ও আমাদের গর্দ্দভ
লইয়া আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিবেন।
১৯ অতএব তাহারা যোষেফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে
গিয়া বাটির প্রবেশস্থানে তাহার সঙ্গে কথোপ-
২০ কথন করিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে
২১ ভক্ষ্য কিনিতে আসিয়াছিলাম; পরে উত্তরণ
স্থানে গিয়া আপন আপন ছালা খুলিলাম, দেখি-
লাম, প্রত্যেক জনের ছালার মুখে তাহার টাকা
আছে, যথাতৌল আমাদের টাকা আছে; তাহা
২২ আমরা হস্তে করিয়া পুনরায় আনিয়াছি; এবং
ভক্ষ্য কিনিবার নিমিত্তে আরও টাকা আনিয়াছি;
কিন্তু আমাদের সেই টাকা আমাদের ছালায়
২৩ কে রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। তাহা-
তে সেই ব্যক্তি কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক,
ভয় করিও না; তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের
পৈতৃক ঈশ্বর তোমাদের ছালায় তোমাদিগকে
গুপ্ত ধন দিয়াছেন; আমি তোমাদের টাকা
পাইয়াছি। পরে সে শিমিয়োনকে তাহাদের
২৪ নিকটে আনিল, এবং তাহাদিগকে যোষেফের
বাটির ভিতরে লইয়া গিয়া পা ধুইবার জল দিল,
এবং তাহাদের গর্দ্দভদিগকে আহার দিল।
২৫ অপর মধ্যাহ্নে যোষেফ আসিবেন বলিয়া
তাহারা উপঢৌকন সাজাইল, কেননা এখানে
আমাদিগকে আহার করিতে হইবে, এই কথা
২৬ তাহারা শুনিয়াছিল। পরে যোষেফ গৃহে আ-
সিলে তাহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন গৃহমধ্যে
তাঁহার কাছে আনিল, ও তাঁহার সাক্ষাতে ভূমিতে
২৭ প্রণিপাত করিল। তখন তিনি মঙ্গল জিজ্ঞাসা
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের যে বৃদ্ধ
পিতার কথা বলিয়াছিলে, তাঁহার মঙ্গল ত?
২৮ তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? তাহারা
কহিল, মঙ্গল; আপনকার দাস আমাদের পিতা
এখনও জীবিত আছেন। পরে তাহারা মস্তক
২৯ নমন পূর্ব্বক প্রণিপাত করিল। তখন যোষেফ চক্ষু
তুলিয়া আপন সহোদর বিন্যামীনকে দেখিয়া
কহিলেন, তোমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা
আমাকে বলিয়াছিলে, সে কি এই? অপর তিনি
কহিলেন, হে বৎস, ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ
৩০ করুন। তখন যোষেফ ত্বরা করিলেন, কেননা
তাঁহার সহোদরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে-
ছিল, তাই তিনি রোদন করিবার স্থান অন্বেষণ
করিলেন, আর আপন কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া
৩১ সেখানে রোদন করিলেন। পরে তিনি মুখ ধুইয়া
বাহিরে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ষ্য
৩২ পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে
[ভৃত্যগণ] তাঁহার জন্য ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের
জন্য এবং তাঁহার সঙ্গে ভোজনকারী মিস্রীয়দের
জন্য পৃথক্ পৃথক্ পরিবেষণ করিল, কেননা
ইব্রীয়দের সহিত মিস্রীয়েরা আহার ব্যবহার
করে না; কারণ তাহা মিস্রীয়দের ঘৃণিত কর্ম্ম।
৩৩ আর যোষেফের সম্মুখে তাহাদের জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের
স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে বসিল; তাহাতে
৩৪ তাহারা পরস্পর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। আর
তিনি আপনার সম্মুখ হইতে ভক্ষ্যের অংশ
তুলিয়া তাহাদিগকে পরিবেষণ করাইলেন; কিন্তু
সকলের অংশ হইতে বিন্যামীনের অংশ পঞ্চগুণ
অধিক ছিল; পরে তাহারা পান করিয়া তাঁহার
সহিত আমোদ করিল।

৪৪ অনন্তর যোষেফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা
করিলেন, এই লোকদের ছালায় যত শস্য
ধরে, ভরিয়া দেও, এবং প্রতিজনের টাকা তাহার
২ ছালার মুখে রাখ। আর কনিষ্ঠের ছালার মুখে
তাহার শস্যক্রয়ের টাকার সহিত আমার বাটি
অর্থাৎ রূপার বাটি রাখ। তাহাতে সে যোষেফের
৩ উক্ত বাক্যানুসারে করিল। অপর প্রভাত হইবা-

Digitized by Google

মাত্র তাহারা গর্দ্দভদিগের সহিত বিদায় পাইল।
৪ তাহারা নগর হইতে বহির্গত হইয়া বিস্তর দূরে
যাইতে না যাইতে যোষেফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে
কহিলেন, উঠ, ঐ মনুষ্যদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া
গিয়া তাহাদের সঙ্গ ধরিয়া বল, তোমরা উপ-
৫ কারের পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিলে? আমার
প্রভু যাহাতে পান করেন ও যদ্দ্বারা গণনা করেন,
এ কি সেই বাটি নয়? এই কর্ম্মদ্বারা তোমরা
দোষ করিয়াছ।
৬ পরে সে তাহাদিগের লাগাইল পাইয়া ঐ
রূপ কথা কহিল, তাহাতে তাহারা উত্তর করিল,
৭ আমার প্রভু কেন এমন কথা বলেন? আপনকার
৮ দাসদের এমন কর্ম্ম করা দূরে থাকুক। দেখুন,
আমরা আপন আপন ছালার মুখে যে টাকা
পাইয়াছিলাম, তাহা কনানদেশ হইতে পুনর্ব্বার
আপনকার কাছে আনিয়াছি; তবে আমরা
কোন মতে কি আপনকার প্রভুর গৃহ হইতে
৯ রৌপ্য কি স্বর্ণ চুরি করিব? আপনকার দাসদের
মধ্যে যাহার নিকটে তাহা পাওয়া যায়, সে
১০ মরুক, এবং আমরাও প্রভুর দাস হইব। তাহাতে
সে কহিল, ভাল, এক্ষণে তোমাদের কথানুসারেই
হউক; যাহার কাছে তাহা পাওয়া যাইবে, সে
আমার দাস হইবে, কিন্তু অন্যেরা নির্দ্দোষ
১১ হইবে। তখন তাহারা শীঘ্র করিয়া আপনাদের
ছালা সকল ভূমিতে নামাইয়া প্রত্যেকে আপন
১২ আপন ছালা খুলিল। তাহাতে সে জ্যেষ্ঠ অবধি
আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত খুঁজিল; আর
বিন্যামীনের ছালায় সেই বাটি পাওয়া গেল।
১৩ তখন তাহারা আপন আপন বস্ত্র চিরিয়া
আপন আপন গর্দ্দভে ছালা চাপাইয়া নগরে
ফিরিয়া গেল।
১৪ পরে যিহূদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ যোষেফের
বাটীতে প্রবেশ করিল; তিনি তখনও তথায়
ছিলেন; আর তাহারা তাঁহার অগ্রে ভূতলে
১৫ পড়িল। তখন যোষেফ তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা এ কেমন কার্য্য করিলে? আমার মত
পুরুষ অবশ্য গণনা করিতে পারে, ইহা কি তো-
১৬ মরা জান না? যিহূদা কহিল, আমরা প্রভুর
নিকটে কি উত্তর দিব? কি কথা কহিব? কিসেই
বা আপনাদের নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিব?
ঈশ্বর আপনকার দাসদের অপরাধ প্রকাশ করি-
য়াছেন; দেখুন, আমরা ও যাহার কাছে বাটি
পাওয়া গিয়াছে, সকলেই প্রভুর দাস হইলাম।
১৭ যোষেফ কহিলেন, এমন কর্ম্ম আমা হইতে দূরে
থাকুক; যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে,
সেই আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে
র নিকটে প্রস্থান কর।
ন যিহূদা নিকটে গিয়া কহিল, হে প্রভো,
আপনকার দাসকে প্রভুর কর্ণগোচরে কিছু নিবে-
দন করিতে অনুমতি হউক; এই দাসের প্রতি
আপনকার ক্রোধ প্রজ্বলিত না হউক, কারণ
১৯ আপনি ফরৌণের তুল্য। প্রভু এই দাসদিগকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাদের পিতা কি
২০ ভ্রাতা আছে? আমরা প্রভুকে উত্তর করিয়া-
ছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন, এবং
তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ পুত্র আছে; তাহার
সহোদর মরিয়াছে; সেই মাত্র তাহার মাতার
অবশিষ্ট পুত্র; এবং তাহার পিতা তাহাকে স্নেহ
২১ করেন। পরে আপনি এই দাসদিগকে বলিয়া-
ছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাহাকে আন,
২২ আমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিব। তখন আমরা
প্রভুকে বলিয়াছিলাম, সেই যুবক পিতাকে ছা-
ড়িয়া আসিতে পারিবে না, সে পিতাকে ছা-
২৩ ড়িয়া আসিলে পিতা মরিবেন। তাহাতে আপনি
এই দাসদিগকে বলিয়াছিলেন, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা
তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আর আ-
২৪ মার মুখ দর্শন করিতে পাইবে না। পরে আমরা
আপনকার দাস আমার পিতার নিকটে উপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে প্রভুর সেই সকল কথা কহিলাম।
২৫ পরে আমাদের পিতা কহিলেন, তোমরা পুনর্ব্বার
গিয়া আমাদের জন্য কিছু ভক্ষ্য ক্রয় কর।
২৬ তাহাতে আমরা কহিলাম, যাইতে পারিব না;
যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে
যাই; কেননা কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে না থাকিলে
আমরা সেই ব্যক্তির মুখদর্শনও পাইতে পারিব
২৭ না। তাহাতে আপনকার দাস আমার পিতা
কহিলেন, তোমরা জান, আমার সেই ভার্য্যা
২৮ হইতে দুইটী মাত্র সন্তান জন্মে। তাহাদের মধ্যে
এক জন আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিল,
আর আমি কহিলাম, সে নিশ্চয় খণ্ড খণ্ড হই-
য়াছে, এবং সেই অবধি আমি তাহাকে আর
২৯ দেখিতে পাই নাই। এখন আমার নিকট হইতে
ইহাকেও লইয়া গেলে যদি ইহার কোন বিপদ
ঘটে, তবে তোমরা শোকে এই পাকা চুলে আ-
৩০ মাকে পাতালে অবরোহণ করাইবে। অতএব
আপনকার দাস যে আমার পিতা, আমি তাঁহার
কাছে উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই
৩১ যুবক না থাকে, তবে যুবকটী নাই, ইহা দেখিলে
তিনি মরিবেন, কেননা ইহার প্রাণে তাঁহার প্রাণ
বাঁধা আছে; তাহাতে আপনকার এই দাসেরা
শোকে পাকা চুলে আপনকার দাস সেই আমা-
দের পিতাকে পাতালে অবরোহণ করাইবে।
৩২ অধিকন্তু আপনকার দাস আমি পিতার নিকটে
এই যুবকটীর প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, আমি যদি
তাহাকে তোমার নিকটে না আনি, তবে যাব-
৩৩ জ্জীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকিব। অতএব

Digitized by Google

নিবেদন করি, প্রভুর নিকটে এই যুবকটীর
পরিবর্ত্তে আপনকার দাস আমি আপনকার দাস
হইয়া থাকি, কিন্তু এই যুবককে আপনি ভ্রাতা-
৩৪ দের সহিত বিদায় করুন। কেননা এই যুবকটী
আমার সহিত না থাকিলে আমি কি প্রকারে
পিতার নিকটে যাইতে পারি? গেলে পিতার
যে আপদ ঘটিবে, তাহাই বা কি প্রকারে
দেখিতে পারি?

৪৫ তখন যোষেফ আপনার নিকটে দণ্ডায়-
মান লোকদের সাক্ষাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে
পারিলেন না; তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আ-
মার সম্মুখ হইতে প্রত্যেক মনুষ্যকে বাহির
কর। তাহাতে কেহ তাঁহার কাছে দাঁড়াইল না,
আর তখনই যোষেফ ভ্রাতাদের কাছে আপনার
২ পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিলেন; মিস্রীয়েরা ও ফরৌণের গৃহ-
৩ স্থিত লোকেরাও তাহা শুনিতে পাইল। পরে
যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমি
যোষেফ; আমার পিতা কি এখনও জীবিত আ-
ছেন? ইহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার সাক্ষাতে
৪ বিহ্বল হইল, উত্তর করিতে পারিল না। পরে
যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বিনয় করি,
আমার নিকটে আইস। তাহারা নিকটে গেল।
তিনি কহিলেন, আমি যোষেফ, তোমাদের ভ্রাতা,
যাহাকে তোমরা মিসরগামীদের কাছে বিক্রয়
৫ করিয়াছিলে। কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে
বিক্রয় করিয়াছ, ইহার জন্য এখন মনস্তাপিত
কি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণরক্ষার্থেই
ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন।
৬ দেখ, দুই বৎসরাবধি দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে;
আরও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাস কি শস্যচ্ছেদন
৭ হইবে না। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের
বংশরক্ষা করিতে ও মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমা-
দিগকে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে
৮ পাঠাইয়াছেন। অতএব তোমরা আমাকে এই
স্থানে পাঠাইয়াছ তাহা নয়, ঈশ্বর পাঠাইয়া-
ছেন, এবং আমাকে ফরৌণের পিতৃস্থানীয়, তাঁহার
সমস্ত বাটীর প্রভু ও সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তা
৯ করিয়াছেন। তোমরা শীঘ্র করিয়া আমার
পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বল, তোমার
পুত্র যোষেফ এইরূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে
সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তা করিয়াছেন; তুমি আ-
মার নিকটে চলিয়া আইস, বিলম্ব করিও না।
১০ তুমি পুত্র পৌত্রাদির ও গোমেষাদি সর্ব্বস্বের
সহিত গোশন প্রদেশে বাস করিবে; তুমি আ-
১১ মার নিকটবর্ত্তী থাকিবে। সে স্থানে আমি
তোমাকে প্রতিপালন করিব, কেননা আর পাঁচ
বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে; পাছে তোমার ও তো-
মার কুলের ও তোমার সকল লোকের দৈন্যদশা
১২ ঘটে। আর দেখ, আমি নিজ মুখে তোমাদের
সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, ইহা তোমরা ও
আমার সহোদর বিন্যামীন চাক্ষুষ দেখিতেছ।
১৩ অতএব এই মিসরদেশে আমার প্রতাপ প্রভৃতি
যাহা যাহা দেখিতেছ, সে সকল আমার পিতাকে
জ্ঞাত করিবে, এবং তাঁহাকে শীঘ্র এই স্থানে
১৪ আনিবে। পরে যোষেফ আপন সহোদর বিন্যা-
মীনের গলা ধরিয়া রোদন করিলেন, এবং বিন্যা-
১৫ মীনও তাঁহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। আর
যোষেফ অন্য সকল ভ্রাতাকেও চুম্বন করিলেন,
ও তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করিলেন; তা-
হার পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে লাগিল।

১৬ আর যোষেফের ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, এই
জনরব ফরৌণের বাটীতে ব্যাপ্ত হইলে ফরৌণ ও
১৭ তাঁহার দাসগণ সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। আর
ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতৃ-
গণকে বল, তোমরা এই কর্ম্ম কর; তোমাদের
পশুগণের পৃষ্ঠে শস্য চাপাইয়া কনানদেশে গমন
১৮ কর, এবং তোমাদের পিতাকে ও আপন আপন
পরিবারকে আমার নিকটে লইয়া আইস; আমি
তোমাদিগকে মিসরদেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য দিব,
আর তোমরা দেশের সারাংশ ভোগ করিবে।
১৯ এখন আমার আজ্ঞা এই, তোমরা এই কর্ম্ম কর,
তোমরা আপন আপন বালক ও স্ত্রীলোকদের
নিমিত্তে মিসর হইতে শকট লইয়া গিয়া তাহা-
দিগকে ও আপনাদের পিতাকে লইয়া আইস।
২০ আপন আপন দ্রব্য সামগ্রীর মমতা করিও না,
কেননা সমুদয় মিসরদেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য
তোমাদের।

২১ তাহাতে ইস্রায়েলের পুত্রগণ তাহাই করিল;
এবং যোষেফ ফরৌণের আজ্ঞানুসারে তাহা-
দিগকে শকট দিলেন, এবং পাথেয় দ্রব্যও
২২ দিলেন; তিনি প্রত্যেক জনকে এক এক যোড়া
বস্ত্র দিলেন, কিন্তু বিন্যামীনকে তিন শত রৌপ্য-
২৩ মুদ্রা ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিলেন। আর পিতার
জন্য দশ গর্দ্দভে চাপাইয়া মিসরের উৎকৃষ্ট দ্রব্য
এবং পিতার পাথেয়ের জন্য দশ গর্দ্দভীতে চাপা-
ইয়া শস্য ও রুটী প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠাই-
২৪ লেন। এইরূপে তিনি আপন ভ্রাতাদিগকে বিদায়
করিলেন, আর প্রস্থানকালে তাহাদিগকে কহি-
লেন, পথে বিবাদ করিও না।

২৫ অনন্তর তাহারা মিসর হইতে যাত্রা করিয়া
কনানদেশে আপন পিতা যাকোবের নিকটে
২৬ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, যোষেফ এখনও
জীবিত আছে, এবং সমস্ত মিসরদেশে সে কর্ত্তৃত্ব
করিতেছে। তথাপি তাঁহার হৃদয় জড়বৎ থাকিল,

Digitized by Google

চন্দ্র ও একাদশ, নক্ষত্র আমার কাছে প্রণিপাত
১০ করিল। তিনি আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে ইহার
বৃত্তান্ত কহিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে
ধমকাইয়া কহিলেন, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলে?
আমি, তোমার মাতা ও তোমার ভ্রাতৃগণ আমরা
কি বাস্তবিক তোমার কাছে ভূমিতে প্রণিপাত
১১ করিতে আসিব ? আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার
প্রতি ঈর্ষা করিল, কিন্তু তাঁহার পিতা সেই কথা
মনে রাখিলেন।
১২ একদা তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল চরা-
১৩ ইতে শিখিমে গিয়াছিল। তখন ইস্রায়েল
যোষেফকে কহিলেন, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে
পশুপাল চরায় না ? আইস, আমি তাহাদের
কাছে তোমাকে পাঠাই। তিনি কহিলেন, দেখুন,
১৪ এই আমি। তখন ইস্রায়েল তাঁহাকে কহিলেন,
তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণের কুশল ও পশু-
পালের কুশল জানিয়া আমাকে সংবাদ আনিয়া
দেও। এইরূপে তিনি হিব্রোণের তলভূমি হইতে
যোষেফকে পাঠাইলে তিনি শিখিমে উপস্থিত
১৫ হইলেন। তখন এক জন লোক তাঁহাকে প্রান্তরে
ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের
১৬ অন্বেষণ করিতেছ ? তিনি কহিলেন, আমার ভ্রাতৃ-
গণের অন্বেষণ করিতেছি ; অনুগ্রহ করিয়া আ-
মাকে বল, তাঁহারা কোথায় পশুপাল চরাইতে-
১৭ ছেন। সে ব্যক্তি কহিল, তাহারা এ স্থান হইতে
চলিয়া গিয়াছে, কেননা 'চল, দোথনে যাই,'
তাহাদের এই কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব
যোষেফ আপন ভ্রাতাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া
১৮ দোথনে তাহাদের উদ্দেশ পাইলেন। তাহারা
দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল, এবং তিনি
নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বধ করি-
১৯ বার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা পরস্পর
কহিল, ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসিতেছেন ;
২০ এখন আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন
গর্ত্তে ফেলিয়া দিই ; পরে বলিব, কোন হিংস্র
জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে ; তাহাতে
২১ দেখিব, উহার স্বপ্নের কি হয়। ইহা শুনিয়া
রূবেণ তাহাদের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করত
কহিল, না, আমরা উহাকে প্রাণে মারিব না।
২২ আর রূবেণ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত
করিও না, বরং উহাকে প্রান্তরের এই গর্ত্তমধ্যে
ফেলিয়া দেও, কিন্তু উহার উপরে হস্ত তুলিও
না। এইরূপে রূবেণ তাহাদের হস্ত হইতে
তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া
পাঠাইবার চেষ্টা করিল।
২৩ পরে যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে আ-
সিলে তাহারা তাঁহার গাত্র হইতে সেই বস্ত্র,
সেই আপাদহস্তাবরক বস্ত্রখানি, খুলিয়া লইল।
২৪ আর তাঁহাকে ধরিয়া গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দিল ;
২৫ সেই গর্ত্ত শূন্য, তাহাতে জল ছিল না। পরে
তাহারা আহার করিতে বসিল ; আর চাহিয়া
দেখিল, গিলিয়দ হইতে এক দল ইশ্মায়েলীয়
ব্যবসায়ী লোক আসিতেছে ; তাহারা উষ্ট্র-
বাহনে সুগন্ধি দ্রব্য, গুগ্গুলু ও গন্ধরস লইয়া
২৬ মিসরদেশে যাইতেছিল। তখন যিহূদা আপন
ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমাদের ভ্রাতাকে বধ করিয়া
তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ ?
২৭ আইস, আমরা ঐ ইশ্মায়েলীয়দের কাছে তাহাকে
বিক্রয় করি, আপনারা তাহার উপরে হাত
তুলিব না ; কেননা সে আমাদের ভ্রাতা ও আমা-
দের মাংস। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ সম্মত
২৮ হইল। পরে সেই মিদিয়নীয় বণিকেরা নিকটে
আসিলে তাহারা যোষেফকে গর্ত্ত হইতে টানিয়া
তুলিল ; এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রায় সেই ইশ্মা-
য়েলীয়দের কাছে যোষেফকে বিক্রয় করিল ; আর
তাহারা যোষেফকে মিসর দেশে লইয়া গেল।
২৯ পরে রূবেণ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া গেল, ও
যোষেফ গর্ত্তে নাই, দেখিয়া নিজ বস্ত্র চিরিল।
৩০ আর ভ্রাতাদের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,
৩১ যুবকটী নাই, এখন আমি কোথায় যাই ? পরে
তাহারা যোষেফের বস্ত্র লইয়া একটা ছাগ মা-
৩২ রিয়া তাহার রক্তে তাহা ডুবাইল। পরে লোক
পাঠাইয়া সেই আপাদহস্তাবরক বস্ত্র পিতার
নিকটে উপস্থিত করিয়া কহিল, আমরা এই মাত্র
পাইলাম, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, ইহা তোমার
৩৩ পুত্রের অঙ্গরক্ষিণী কি না ? তিনি চিনিতে পারিয়া
কহিলেন, এ ত আমার পুত্রের আঙ্রাখাই বটে ;
কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে,
৩৪ যোষেফ অবশ্য খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। তখন যাকোব
আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট পরিধান করিয়া
পুত্রের জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিলেন।
৩৫ আর তাঁহার সমস্ত পুত্র কন্যা উঠিয়া তাঁহাকে
সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেও তিনি প্রবোধ না
মানিয়া কহিলেন, আমি শোক করিতে করিতে
পুত্রের নিকটে পাতালে নামিব। এইরূপে তাঁহার
৩৬ পিতা তাঁহার জন্য রোদন করিলেন। ইতিমধ্যে ঐ
মিদিয়নীয়েরা মিসরে ফরৌণের পোটীফর নামক
ভৃত্যের, অর্থাৎ রক্ষক-সেনাধিপতির নিকটে
যোষেফকে বিক্রয় করিল।

যিহূদার বিবরণ।

৩৮ ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের নিকট
হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক অদুল্লমীয় হীরা নামে
২ এক মনুষ্যের নিকটে গেল। সে স্থানে শূয় নামে
এক কনানীয় পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া যিহূদা
তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার কাছে গমন করিল।

Digitized by Google

৩ পরে সে গর্ত্তবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল, ও
৪ তাহার নাম এর রাখিল। পরে পুনর্ব্বার তাহার
গর্ত্ত হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম
৫ ওনন রাখিল। পুনর্ব্বার তাহার গর্ত্ত হইলে সে
পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল;
৬ ইহার জন্মকালে যিহূদা কষীবে ছিল। পরে
যিহূদা তামর নাম্নী কোন কন্যাকে আনিয়া আ-
৭ পন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের বিবাহ দিল। কিন্তু যিহূ-
দার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট
হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে বিনষ্ট করিলেন।
৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন
ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তাহার প্রতি
দেবরের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য
৯ বংশ উৎপন্ন কর। কিন্তু ঐ বংশ আপনার হইবে
না, ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃভার্য্যার কাছে গমন
করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে
১০ ভূমিতে রেতঃপাত করিল। তাহার সেই কর্ম্মে
সদাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেও বিনষ্ট করি-
১১ লেন। তখন যিহূদা তামর নাম্নী পুত্রবধূকে
কহিল, যে পর্য্যন্ত আমার পুত্র শেলা বড় না
হয়, তাবৎ তুমি আপন পিত্রালয়ে গিয়া বিধ-
বাই থাক। কেননা সে ভাবিল, পাছে ভ্রাতাদের
ন্যায় সেও মরে। অতএব তামর পিত্রালয়ে
গিয়া বাস করিল।
১২ পরে বহুদিবস গত হইলে শূয়ের কন্যা যিহূ-
দার ভার্য্যা মরিল, পরে যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত
হইয়া অদুল্লমীয় হীরা নামক বন্ধুর সহিত তিম্নায়
আপন মেষলোমচ্ছেদকদের নিকটে চলিল।
১৩ তখন কেহ তামরকে বলিল, দেখ, তোমার শ্বশুর
আপন মেষগণের লোম কাটিতে তিম্নায় যাই-
১৪ তেছেন। তাহাতে সে বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া
একখান আবরক বস্ত্র পরিধান করত আপনাকে
আচ্ছাদন করিয়া তিম্নার পথের পার্শ্বস্থিত
ঐনমের প্রবেশস্থানে বসিয়া রহিল; কারণ সে
দেখিল, শেলা বড় হইলেও তাহার সহিত তাহার
১৫ বিবাহ হইল না। তখন যিহূদা তাহাকে দেখিয়া
বেশ্যা মনে করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন
১৬ করিয়াছিল। অতএব সে পথের পার্শ্বে তাহার
নিকটে গিয়া পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে
কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি।
তামর কহিল, আমার কাছে আসিবার কারণ
১৭ আমাকে কি দিবে? সে কহিল, পাল হইতে
একটী ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর কহিল,
যাবৎ তাহা না পাঠাও, তাবৎ আমার কাছে কি
১৮ কিছু বন্ধক রাখিবে? সে কহিল, কি বন্ধক রা-
খিব? তামর কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র
ও হস্তের যষ্টি। তখন সে তাহাকে সেইগুলি
দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে
১৯ তাহা হইতে গর্ত্তবতী হইল। অনন্তর তামর উঠিয়া
চলিয়া গেল, এবং সেই আবরক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া
২০ আপনার বৈধব্য বস্ত্র পরিধান করিল। পরে
যিহূদা ঐ স্ত্রী হইতে বন্ধক দ্রব্য লইতে আপন
অদুল্লমীয় বন্ধু দ্বারা ছাগবৎসটী পাঠাইয়া দিল,
২১ কিন্তু সে তাহাকে পাইল না। অতএব সে তথা-
কার লোকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐনমে পথের পার্শ্বে
যে বেশ্যা ছিল, সে কোথায়? তাহারা কহিল,
২২ এ স্থানে কোন বেশ্যা আইসে নাই। পরে সে
যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি
তাহাকে পাইলাম না, এবং তথাকার লোকেরাও
বলিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা আইসে নাই।
২৩ তখন যিহূদা কহিল, তাহার কাছে যাহা আছে,
সে তাহা রাখুক, নতুবা আমরা তুচ্ছনীয় হইব।
দেখ, আমি ছাগবৎসটী পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু
তুমি তাহাকে পাইলে না।
২৪ আর প্রায় তিন মাস পরে কেহ যিহূদাকে
কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হই-
য়াছে, এবং দেখ, ব্যভিচারক্রমে তাহার গর্ত্ত
হইয়াছে। তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে
২৫ আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ কর। পরে বাহিরে আনীত
হইবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল,
যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষ হইতে আমার
গর্ত্ত হইয়াছে। আরও কহিল, এই মোহর, সূত্র
২৬ ও যষ্টি কাহার? চিনিয়া দেখ। তখন যিহূদা চিনিয়া
কহিল, সে আমা হইতেও অধিক ধর্ম্মিষ্ঠা, কেননা
আমি তাহাকে আপন পুত্র শেলাকে দিই নাই।
আর যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না।
২৭ অপর তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইল,
২৮ আর দেখ, তাহার উদরে যমজ সন্তান। তাহার
প্রসবকালে এক বালক হস্ত বাহির করিল;
তাহাতে ধাত্রী তাহার সেই হস্তে রক্তবর্ণ সূত্র
২৯ বাঁধিয়া কহিল, এই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু
সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে তাহার ভ্রাতা
ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি
প্রকারে আপনার জন্য ভেদ করিয়া আসিলে?
৩০ অতএব তাহার নাম পেরস [ভেদ] হইল। পরে
হস্তে রক্তবর্ণ সূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে
তাহার নাম সেরহ হইল।

যোষেফের দাসত্ব।

৩৯ যোষেফ মিসরদেশে আনীত হইলে পর,
যে ইশ্মায়েলীয়েরা তাঁহাকে তথায় লইয়া
গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে ফরৌণের ভৃত্য
রক্ষক-সেনাধিপতি মিস্রীয় পোটীফর তাঁহাকে ক্রয়
২ করিলেন। আর সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী
ছিলেন, এবং তিনি সকলকর্ম্মা হইলেন, ও আপন
৩ মিস্রীয় প্রভুর গৃহে রহিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু

Digitized by Google

তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন, এবং তিনি যে কিছু
করেন, সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে তাহা সফল করি-
৪ তেছেন, ইহা তাঁহার প্রভু দেখিলেন। অতএব
যোষেফ তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হইলেন, ও
তাঁহার পরিচারক হইলেন, এবং তিনি যোষেফকে
আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার হস্তে আপ-
৫ নার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। যে অবধি তিনি
যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ
করিলেন, সে অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনু-
রোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশী-
র্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার
সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ
৬ বর্ত্তিল। অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার
সর্ব্বস্বের ভার দিলেন, আপনি নিজ আহারীয়
দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না।
যোষেফ রূপে ও সৌন্দর্য্যে মনোহর ছিলেন।
৭ উক্ত ঘটনার পর তাঁহার প্রভুর ভার্য্যা যোষেফের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমার
৮ সহিত শয়ন কর। কিন্তু তিনি অস্বীকার করত
আপন প্রভুর ভার্য্যাকে কহিলেন, দেখুন, এই
বাটীতে আমার হস্তে কি কি আছে, আমার প্রভু
তাহা জানেন না; আমারই হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ
৯ করিয়াছেন; এই বাটীতে আমা অপেক্ষা বড়
কেহই নাই; তিনি সমুদয়ের মধ্যে কেবল
আপনাকেই আমার অধীনা করেন নাই, কারণ
আপনি তাঁহার ভার্য্যা। অতএব আমি কিরূপে
এই মহা দুষ্কর্ম্ম করিতে, ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ
১০ করিতে পারি? তথাপি সে স্ত্রী দিন দিন যোষে-
ফকে [তদ্রূপ] কথা কহিত, কিন্তু তিনি তাহার
সহিত শয়ন করিতে কিম্বা সঙ্গে থাকিতে তাহার
১১ বাক্যে সম্মত হইতেন না। পরে এক দিন যো-
ষেফ নিজ কার্য্য করিতে গৃহের অভ্যন্তরে গেলে,
বাটীর লোকদের মধ্যে অন্য কেহ তথায় না
১২ থাকাতে সে স্ত্রী যোষেফের বস্ত্র ধরিয়া বলিল,
আমার সহিত শয়ন কর; কিন্তু যোষেফ তাহার
হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া
১৩ গেলেন। তখন যোষেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া
১৪ বাহিরে পলাইলেন দেখিয়া, সে স্ত্রী নিজ ঘরের
লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, তিনি আমা-
দের সহিত ঠাট্টা করিতে এক জন ইব্রীয় পুরুষকে
আনিয়াছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিবার
জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি
১৫ চীৎকার করিয়া ডাকিলাম; আমার চীৎকার
শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া
১৬ বাহিরে পলায়ন করিল। পরে সে স্ত্রী ঐ বস্ত্র
আপনার নিকটে রাখিয়া তাঁহার কর্ত্তার গৃহা-
১৭ গমনের অপেক্ষায় রহিল; পরে সেই বাক্যানু-
সারে তাঁহাকেও কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে
আমাদের কাছে আনিয়াছ, সে আমার সহিত
১৮ ঠাট্টা করিতে নিকটে আসিয়াছিল; পরে আমি
চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে আমার নিকটে এই
বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।

যোষেফের কারাবাস।

১৯ তাঁহার প্রভু যখন আপন ভার্য্যার কথা অর্থাৎ
"তোমার দাস আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার
করিয়াছে," এই কথা শুনিলেন, তখন ক্রোধে
২০ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অতএব যোষেফের
প্রভু তাঁহাকে লইয়া রাজবন্দিগণের বাসস্থান
কারাগারে রাখিলেন; তাহাতে তিনি সেই কারা-
২১ গারে থাকিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু যোষেফের সহ-
বর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া
তাঁহাকে কারারক্ষকের অনুগ্রহপাত্র করিলেন।
২২ তাহাতে সেই কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দীর
ভার যোষেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং
তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম্ম যোষেফের
২৩ আজ্ঞানুসারে চলিতে লাগিল। কারারক্ষক তাঁহার
হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না,
কেননা সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী হইয়া তাঁহার
কৃত সকল কর্ম্ম সফল করিতেন।

৪০ ঐ সকল ঘটনার পরে মিস্রীয় রাজার
পানপাত্রবাহক ও মোদক আপনাদের প্রভু
২ মিস্রীয় রাজার বিরুদ্ধে পাপ করিলেন। তাহাতে
ফরৌণ আপনার সেই দুই ভৃত্যের প্রতি, ঐ
প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের প্রতি,
৩ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া
রক্ষক-সেনাধিপতির বাটীতে স্থিত কারাগারে,
যোষেফ যে স্থানে বদ্ধ ছিলেন, সেই স্থানে
৪ রাখিলেন। তাহাতে রক্ষক-সেনাধিপতি তাঁহা-
দের নিকটে যোষেফকে নিযুক্ত করিলে তিনি
তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে
তাঁহারা কিছু দিন কারাগারে রহিলেন।
৫ পরে মিস্রীয় রাজার ঐ কারাবদ্ধ পানপাত্রবাহক
ও মোদক দুই জনে এক রাত্রিতে দুই প্রকার
৬ অর্থবিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিলেন। তাহাতে যো-
ষেফ প্রত্যূষে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া তাঁহা-
৭ দিগকে বিষণ্ণ দেখিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে
ফরৌণের ঐ যে দুই ভৃত্য তাঁহার প্রভুর বাটীতে
কারাবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন, অদ্য আপনাদের মুখ বিষণ্ণ কেন?
৮ তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি,
কিন্তু অর্থকারক কেহ নাই। যোষেফ তাঁহাদিগকে
কহিলেন, অর্থ করিবার শক্তি কি ঈশ্বর হইতে
হয় না? বিনয় করি, আপনাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত
আমাকে বলুন।
৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে আপন

Digitized by Google

স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানাইলেন, তাঁহাকে কহিলেন,
আমি স্বপ্নে সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম।
১০ সেই দ্রাক্ষালতার তিন শাখা ছিল; পরে তাহা
পল্লবিত হইলে তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে
১১ স্তবকে তাহার ফল হইয়া পক্ব হইল। তখন
আমার হস্তে ফরৌণের পানপাত্র থাকাতে আমি
সেই দ্রাক্ষাফল লইয়া ফরৌণের পাত্রে নিঙড়া-
১২ ইয়া ফরৌণের হস্তে সেই পাত্র দিলাম। যোষেফ
তাঁহাকে কহিলেন, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন
১৩ শাখায় তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে
ফরৌণ আপনকার মস্তক উঠাইয়া আপনাকে
পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিবেন; তাহাতে আপনি
পূর্ব্বরীতি অনুসারে পানপাত্রবাহক হইয়া পুন-
১৪ র্ব্বার ফরৌণের হস্তে পানপাত্র দিবেন। কিন্তু
যখন আপনকার মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে
স্মরণ করিবেন, এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া
ফরৌণের কাছে আমার কথা কহিয়া আমাকে
১৫ এই গৃহ হইতে উদ্ধার করিবেন। কেননা ইব্রীয়-
দের দেশ হইতে আমাকে নিতান্তই চুরি করিয়া
আনা হইয়াছে; আর এ স্থানেও আমি কিছুই
করি নাই, তথাপি এই কারাকূপে বদ্ধ হইয়াছি।
১৬ তিনি শুভ অর্থ করিয়াছেন দেখিয়া প্রধান
মোদক যোষেফকে কহিলেন, আমিও স্বপ্ন দেখি-
য়াছি; আমার মস্তকের উপরে শুক্ল পিষ্টকের
১৭ তিনটী ডালী ছিল। তাহার উপরের ডালীতে
ফরৌণের ভোজনার্থ নানা প্রকার পক্কান্ন ছিল;
তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থ
১৮ ডালী হইতে তাহা লইয়া খাইল। যোষেফ উত্তর
করিলেন, ইহার অর্থ এই, সেই তিন ডালীতে
১৯ তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফরৌণ
আপনকার দেহ হইতে মস্তক উঠাইয়া আপনাকে
বৃক্ষে টাঙ্গন করিবেন, এবং পক্ষিগণ আসিয়া
দেহ হইতে আপনকার মাংস ভক্ষণ করিবে।
২০ অপর তৃতীয় দিনে ফরৌণের জন্মদিন হওয়াতে
তিনি আপনার সকল দাসের জন্য ভোজ প্রস্তুত
করিলেন, এবং আপনার সকল দাসের মধ্যে
প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের মস্তক
২১ উঠাইলেন। যোষেফের অর্থকথন অনুসারে
তিনি প্রধান পানপাত্রবাহককে তাঁহার নিজ পদে
পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে তিনি ফরৌ-
২২ ণের হস্তে পানপাত্র দিতে লাগিলেন। কিন্তু
২৩ রাজা প্রধান মোদককে ফাঁশি দিলেন। তথাপি
প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে মনে রাখিলেন
না, ভুলিয়া গেলেন।

যোষেফের উন্নতি ও বিবাহ।

৪১ অনন্তর দুই বৎসরান্তে ফরৌণ এই স্বপ্ন
দেখিলেন। তিনি নদীকূলে দাঁড়াইয়া আ-
২ ছেন, এমন সময়ে নদী হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট
সুন্দর গাভী উঠিয়া খাগড়া বনে চরিতে লাগিল।
৩ সেগুলির পরে, দেখ, আর সাতটা কৃশ ও কুৎ-
সিত গাভী নদী হইতে উঠিয়া নদীর তীরে ঐ
৪ গাভীদের নিকটে দাঁড়াইল। পরে সেই কৃশ
কুৎসিত গাভীরা ঐ সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর
গাভীকে খাইয়া ফেলিল। তখন ফরৌণের নিদ্রা-
৫ ভঙ্গ হইল। তাহার পরে তিনি নিদ্রিত হইয়া
দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিলেন; এক বোঁটাতে
৬ সাতটী স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। সেগুলির
পরে, দেখ, পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত অন্য সাতটী
৭ ক্ষীণ শীষ উঠিল। আর এই সাত ক্ষীণ শীষ ঐ
সাতটী স্থূলাকার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল। পরে
ফরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, আর দেখ, উহা
স্বপ্নমাত্র।
৮ পরে প্রাতঃকালে তাঁহার মন অস্থির হইল;
অতএব তিনি লোক পাঠাইয়া মিসরদেশের মন্ত্র-
বেত্তা ও জ্ঞানী সকলকে ডাকাইলেন; কিন্তু
ফরৌণ তাঁহাদের কাছে সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলে
তাঁহাদের মধ্যে কেহই ফরৌণকে তাহার অর্থ
বলিতে পারিলেন না।
৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক ফরৌণকে নিবে-
দন করিলেন, অদ্য আমার পাপ মনে পড়ি-
১০ তেছে। ফরৌণ আপন দুই দাসের প্রতি, আমার
ও প্রধান মোদকের প্রতি, ক্রোধান্বিত হইয়া
আমাদিগকে রক্ষক-সেনাধিপতির বাটীতে কারা-
১১ বদ্ধ করিয়াছিলেন। আর সে এবং আমি এক
রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; এবং দুই জনের
১২ স্বপ্নের দুই প্রকার অর্থ হইল। তখন সে স্থানে
রক্ষক-সেনাধিপতির দাস এক জন ইব্রীয় যুবক
আমাদের সহিত ছিল; তাহাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত
কহিলে সে আমাদিগকে তাহার অর্থ কহিল;
১৩ উভয়েরই স্বপ্নের অর্থ কহিল। তাহাতে সে
আমাদিগকে যেরূপ অর্থ কহিয়াছিল, তদ্রূপই
ঘটিল; ফলতঃ [মহারাজ] আমাকে পূর্ব্বপদে
নিযুক্ত করিলেন, ও তাহাকে ফাঁশি দিলেন।
১৪ তখন ফরৌণ যোষেফকে ডাকিয়া পাঠাইলে
লোকেরা কারাকূপ হইতে তাঁহাকে শীঘ্র আনিল।
পরে তিনি ক্ষৌরী হইয়া অন্য বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক
১৫ ফরৌণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন
ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, আমি এক স্বপ্ন
দেখিয়াছি, তাহার অর্থ করিতে পারে, এমন
কেহ নাই। কিন্তু তোমার বিষয়ে আমি শুনি-
য়াছি যে, তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিয়া
১৬ থাক। যোষেফ ফরৌণকে উত্তর করিলেন, তাহা
আমার অসাধ্য, ঈশ্বরই ফরৌণকে মঙ্গলযুক্ত
১৭ উত্তর দিবেন। তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন,
আমি স্বপ্নে নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম।

Digitized by Google

১৮ আর দেখ, নদী হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর
গাভী উঠিয়া খাগড়া বনে চরিতে লাগিল।
১৯ সেগুলির পরে দেখ, কৃশ ও অতিশয় কুৎসিত ও
শুষ্কাঙ্গ অন্য সাতটা গাভী উঠিল; আমি সমস্ত
মিসরদেশে তাদৃশ কুৎসিত গাভী কখনও দেখি
২০ নাই। আর এই কৃশ কুৎসিত গাভীরা সেই
পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাতটা গাভীকে খাইয়া ফেলিল।
২১ কিন্তু তাহারা ইহাদের উদরস্থ হইলে পর, উদ-
রস্থ যে হইয়াছে, এমন বোধ হইল না, কেননা
ইহারা পূর্ব্বকার ন্যায় কুৎসিতই রহিল। তখন
২২ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে আমি পুনর্ব্বার
এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ, এক বোঁটায় স্থূলাকার
২৩ উত্তম সাতটী শীষ উঠিল। সেগুলির পরে ম্লান,
ক্ষীণ ও পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত সাতটী শীষ
২৪ উঠিল। আর এই ক্ষীণ সাতটী শীষ সেই উত্তম
সাতটী শীষকে গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি
মন্ত্রবেত্তাদিগকে কহিলাম, কিন্তু কেহই ইহার
অর্থ আমাকে বলিতে পারিল না।
২৫ তখন যোষেফ ফরৌণকে উত্তর করিলেন,
ফরৌণের স্বপ্ন এক; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত
আছেন, তাহাই ফরৌণকে জ্ঞাত করিয়াছেন।
২৬ ঐ সাত উত্তম গাভী সাত বৎসর, এবং ঐ সাত
২৭ উত্তম শীষও সাত বৎসর; স্বপ্ন এক। আর
তাহার পশ্চাৎ যে সাত কৃশ ও কুৎসিত গাভী
উঠিল, তাহারাও সাত বৎসর; এবং পূর্ব্বীয়
বায়ুতে শোষিত যে সাত কৃশ শীষ, তাহা দুর্ভি-
২৮ ক্ষের সাত বৎসর হইবে। আমি ফরৌণকে
ইহাই বলিলাম, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আ-
২৯ ছেন, তাহা ফরৌণকে দেখাইয়াছেন। দেখুন,
সমস্ত মিসরদেশে সাত বৎসর অতিশয় শস্য-
৩০ বাহুল্য হইবে। তৎপশ্চাৎ সাত বৎসর এমন
দুর্ভিক্ষ হইবে যে, মিসরদেশে সমস্ত শস্যবাহু-
ল্যের বিস্মৃতি হইবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষে দেশ
৩১ নষ্ট হইবে। আর সেই পশ্চাদ্বর্ত্তী দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত
দেশে [পূর্ব্বকার] শস্যবাহুল্যের অনুভব হইবে
না; কারণ তাহা অতীব কষ্টকর হইবে।
৩২ আর ফরৌণের নিকটে দুই বার স্বপ্ন প্রদর্শনের
ভাব এই; ঈশ্বর ইহা স্থির করিয়াছেন, এবং
৩৩ ঈশ্বর ইহা শীঘ্র ঘটাইবেন। অতএব এখন ফরৌণ
এক জন ধীমান্ ও জ্ঞানবান্ পুরুষের চেষ্টা
করিয়া তাঁহাকে মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত
৩৪ করুন। আর ফরৌণ এই কর্ম্ম করুন; দেশে
অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সাত বৎসর শস্য-
বাহুল্য হইবে, সেই সময়ে মিসরদেশ হইতে
৩৫ শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। তাঁহারা সেই
আগামী শুভ বৎসরনিচয়ের শস্য সংগ্রহ করুন,
ফরৌণের অধীনে নগরে নগরে খাদ্যের জন্য
৩৬ সঞ্চয় করুন, ও রক্ষা করুন। এইরূপে মিসরদেশে
ভাবী দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরের নিমিত্ত সেই ভক্ষ্য
দেশের জন্য সঞ্চিত থাকিবে, তাহাতে দুর্ভিক্ষে
দেশ উচ্ছিন্ন হইবে না।
৩৭ তখন ফরৌণের ও তাঁহার সকল দাসের দৃষ্টিতে
৩৮ এই কথা উত্তম বোধ হইল। তাহাতে ফরৌণ
আপন দাসদিগকে কহিলেন, ইহাঁর তুল্য পুরুষ,
যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমন
৩৯ আর কাহাকে পাইব? তখন ফরৌণ যোষেফকে
কহিলেন, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত
করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য ধীমান্ ও
৪০ জ্ঞানবান্ কেহই নাই। তুমিই আমার বাটীর
অধ্যক্ষ হও; আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য
শিরোধার্য্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি
৪১ তোমা হইতে বড় থাকিব। ফরৌণ যোষেফকে
আরও কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত
৪২ মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম। পরে
ফরৌণ হস্ত হইতে নিজ অঙ্গুরীয় খুলিয়া যোষে-
ফের হস্তে দিলেন, তাঁহাকে কার্পাসের শুভ্র বসন
পরিধান করাইলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠদেশে
৪৩ সুবর্ণহার দিলেন। আর তাঁহাকে আপনার
দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইলেন, এবং লোকেরা
তাঁহার অগ্রে অগ্রে অব্রেক অব্রেক [হাঁটু পাত,
হাঁটু পাত] বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপে
তিনি সমস্ত মিসরদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত
৪৪ হইলেন। পরে ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন,
আমি ফরৌণ, তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সমস্ত
মিসরদেশে কোন লোক হাত পা নাড়িতে পা-
৪৫ রিবে না। আর ফরৌণ যোষেফের নাম সাফনৎ-
পানেহ রাখিলেন। এবং তাঁহার সহিত ওন
নগরনিবাসী পোটীফেরঃ নামক যাজকের আসনৎ
নাম্নী কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে যোষেফ সমু-
দয় মিসরদেশে গমনাগমন করিতে লাগিলেন।
৪৬ যোষেফ ত্রিশ বৎসর বয়সে মিসর-রাজ ফরৌ-
ণের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; পরে
যোষেফ ফরৌণের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া
৪৭ মিসরদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেন। আর সেই
শস্যবাহুল্যের সপ্ত বৎসর ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত
৪৮ শস্য জন্মিল। মিসরদেশে উপস্থিত সেই সপ্ত
বৎসরে সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রতি-
নগরে সঞ্চয় করিলেন; যে নগরের চতুঃসীমায়
যে শস্য হইল, সেই নগরে তাহা সঞ্চয় করি-
৪৯ লেন। এইরূপে যোষেফ সমুদ্রের বালুকার ন্যায়
এমন প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিলেন যে, তাহা
মাপিতে নিবৃত্ত হইলেন, কেননা তাহা অপরি-
মেয় ছিল।
৫০ দুর্ভিক্ষবৎসরের পূর্ব্বে যোষেফের দুই পুত্র
জন্মিল; ওন নগরনিবাসী পোটীফেরঃ যাজকের
আসনৎ নাম্নী কন্যা তাহাদিগকে প্রসব করি-

Digitized by Google

৫১ লেন। আর যোষেফ তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম
মনঃশি [বিস্মৃতি] রাখিলেন, কেননা তিনি কহি-
লেন, ঈশ্বর আমার সমস্ত ক্লেশের ও আমার
৫২ সমস্ত পিতৃকুলের বিস্মৃতি জন্মাইয়াছেন। পরে
দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম [ফলবান্] রাখি-
লেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমার দুঃখভোগের
দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান্ করিয়াছেন।
৫৩ পরে মিসরদেশে উপস্থিত শস্যবাহুল্যের সাত
৫৪ বৎসর শেষ হইল, এবং যোষেফের বাক্যানুসারে
দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর আরম্ভ হইল। অন্য সকল
দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু সমস্ত মিসরদেশে
৫৫ ভক্ষ্য ছিল। পরে সমস্ত মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ
হইলে প্রজারা ফরৌণের নিকটে ভক্ষ্যের জন্য
ক্রন্দন করিল, তাহাতে ফরৌণ মিস্রীয়দের
সকলকে কহিলেন, তোমরা যোষেফের নিকটে
যাও; তিনি তোমাদিগকে যাহা বলিবেন, তাহাই
৫৬ করিও। তখন সমস্ত দেশেই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল;
আর যোষেফ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া
মিস্রীয়দের কাছে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন:
আর মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়া উঠিল।
৫৭ এবং সর্ব্বদেশীয় লোকে মিসরদেশে যোষেফের
নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আসিল, কেননা সর্ব্ব
দেশেই দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছিল।

যোষেফের ভ্রাতৃগণের মিসরযাত্রা।

৪২ আর মিসরদেশে শস্য আছে দেখিয়া
যাকোব আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, তো-
মরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতেছ কেন?
২ তিনি আরও কহিলেন, দেখ, আমি শুনিলাম,
মিসরে শস্য আছে, তোমরা তথায় যাও, আমা-
দের জন্য শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে
৩ আমরা বাঁচিব, মরিব না। পরে যোষেফের দশ
জন ভ্রাতা শস্য ক্রয় করিতে মিসরে নামিয়া
৪ গেল। কিন্তু যাকোব যোষেফের সহোদর বিন্যা-
মীনকে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পাঠাইলেন না; কেননা
তিনি কহিলেন, পাছে ইহার বিপদ ঘটে।
৫ তখন তথায় আগমনকারীদের মধ্যে ইস্রা-
য়েলের পুত্রগণও শস্যক্রয়ার্থে আগমন করিল,
৬ কেননা কনান দেশেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তৎ-
কালে যোষেফ ঐ দেশের অধ্যক্ষ হওয়াতে দেশীয়
লোক সকলের নিকটে শস্য বিক্রয় করিতে-
ছিলেন; অতএব যোষেফের ভ্রাতৃগণ আসিয়া
তাঁহার কাছে ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিল।
৭ তখন যোষেফ আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া
চিনিলেন, কিন্তু তাহাদের কাছে অপরিচিতের
ন্যায় ব্যবহার করিয়া কর্কশ বাক্যে কহিলেন,
তোরা কোথা হইতে আসিয়াছিস্? তাহারা
কহিল, কনান দেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে
৮ আসিয়াছি। ফলতঃ যোষেফ আপন ভ্রাতা-
দিগকে চিনিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে
পারিল না।
৯ আর যোষেফ তাহাদের বিষয়ে যে যে স্বপ্ন
দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল; এবং
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোরা চর, দেশের
১০ ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিস্। তাহারা
কহিল, না, প্রভো, আপনকার এই দাসেরা খাদ্য
১১ দ্রব্য কিনিতে আসিয়াছে; আমরা সকলে এক
পিতার সন্তান; আমরা বিশ্বাস্য, আপনকার
১২ এই দাসেরা চর নহে। তখন তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, না, না, তোরা দেশের ছিদ্র দেখিতে
১৩ আসিয়াছিস্। তাহারা কহিল, আপনকার এই
দাসেরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কনান দেশনিবাসী এক
জনের পুত্র; দেখুন, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
অদ্যাপি পিতার কাছে আছে, এবং এক জন
১৪ নাই। তখন যোষেফ তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি তোদিগকে যে চরের কথা কহিলাম,
১৫ তোরা তাহাই। ইহাদ্বারা তোদের পরীক্ষা করা
যাইবে; আমি ফরৌণের প্রাণের দিব্য করিয়া
কহিতেছি, তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ স্থানে না
আসিলে তোরা এ স্থান হইতে বাহির হইতে
১৬ পারিবি না। তোদের এক জনকে পাঠাইয়া
তোদের ভ্রাতাকে আন্, তোরা বদ্ধ থাক্; এই-
রূপে তোদের কথার পরীক্ষা হইলে তোরা সত্য-
বাদী কি না, তাহা জানা যাইবে; নতুবা আমি
ফরৌণের প্রাণের দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোরা
১৭ অবশ্যই চর। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তিন
দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিলেন।
১৮ পরে তৃতীয় দিনে যোষেফ তাহাদিগকে কহি-
লেন, এই কর্ম্ম কর, তাহাতে বাঁচিবে; আমি
১৯ ঈশ্বরকে ভয় করি। তোমরা যদি বিশ্বাস্য হও,
তবে তোমাদের এক ভ্রাতা তোমাদের এই কারা-
গারে বদ্ধ থাকুক; তোমরা আপন আপন গৃহের
২০ দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য লইয়া যাও; পরে তোমা-
দের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন; এই-
রূপে তোমাদের কথা সপ্রমাণ হইলে তোমরা
মরিবে না। তাহাতে তাহারা তাহাই করিল।
২১ আর তাহারা পরস্পর কহিল, নিশ্চয়ই আমরা
আপনাদের ভ্রাতার বিষয়ে অপরাধী, কেননা সে
আমাদের কাছে বিনতি করিলে আমরা তাহার
প্রাণের কষ্ট দেখিয়াও তাহা শুনি নাই; এই
জন্য আমাদের উপরে এই সঙ্কট উপস্থিত হইল।
২২ তখন রূবেণ উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল,
আমি না তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, বালকটীর
বিরুদ্ধে পাপ করিও না? কিন্তু তোমরা তাহা শুন
নাই; দেখ, এখন তাহার রক্তেরও নিকাশ
২৩ লওয়া যাইতেছে। কিন্তু যোষেফ যে তাহাদের

Digitized by Google

এই কথোপকথন বুঝিলেন, ইহা তাহারা জানিতে
পারিল না, কেননা দ্বিভাষীদ্বারা উভয় পক্ষের
২৪ মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তখন তিনি তাহা-
দের নিকট হইতে গিয়া রোদন করিলেন; পরে
পুনশ্চ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন
করিয়া তাহাদের মধ্যে শিমিয়োনকে ধরিয়া
তাহাদের সাক্ষাতেই বন্ধন করিলেন।
২৫ পরে যোষেফ তাহাদের সকল ছালায় শস্য
ভরিতে, প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরাইয়া
দিতে ও তাহাদিগকে পাথেয় দ্রব্য দিতে আজ্ঞা
দিলেন; আর তাহাদের জন্য তদ্রূপ করা গেল।
২৬ পরে তাহারা আপন আপন গর্দ্দভের উপরে
শস্য চাপাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।
২৭ কিন্তু উত্তরণ স্থানে যখন এক জন আপন গর্দ্দভ-
কে আহার দিতে ছালা খুলিল, তখন আপনার
টাকা দেখিল, কেননা ছালার মুখেই টাকা ছিল।
২৮ তাহাতে সে ভ্রাতাদিগকে কহিল, আমার টাকা
ফিরিয়াছে; এই দেখ, আমার ছালাতে আছে।
তাহাতে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল, ও সকলে
ত্রাসযুক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, ঈশ্বর আমাদের
প্রতি এ কি করিলেন?
২৯ পরে তাহারা কনান দেশে আপনাদের পিতা
যাকোবের নিকটে উপস্থিত হইলে, আপনাদের
প্রতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত তাঁহাকে
৩০ জ্ঞাত করিল, কহিল, যে ব্যক্তি সেই দেশের
অধ্যক্ষ, তিনি আমাদিগকে দেশ অনুসন্ধানকারী
৩১ চর মনে করিয়া কর্কশ কথা কহিলেন। তাহাতে
আমরা তাঁহাকে কহিলাম, আমরা বিশ্বাস্য, চর
৩২ নহি; আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলেই এক পিতার
সন্তান; কিন্তু এক জন নাই, এবং কনিষ্ঠ অদ্যাপি
৩৩ কনান দেশে পিতার কাছে আছে। তখন সে
দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিলেন, ইহাতেই জা-
নিতে পারিব যে তোমরা বিশ্বাস্য; তোমাদের
এক জন ভ্রাতাকে আমার নিকটে রাখিয়া তোমা-
দের গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য লইয়া যাও।
৩৪ পরে তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে
আনিও, তাহাতে বুঝিতে পারিব যে তোমরা
বিশ্বাস্য, চর নহ; আর আমি তোমাদের ভ্রাতা-
কে তোমাদের কাছে দিব, এবং তোমরা দেশে
বাণিজ্য করিতে পারিবে।
৩৫ পরে তাহারা ছালা হইতে শস্য ঢালিলে
প্রত্যেক জন আপন আপন ছালায় আপন
আপন টাকার গ্রন্থি পাইল। তখন সেই সকল
টাকার গ্রন্থি দেখিয়া তাহারা ও তাহাদের পিতা
৩৬ ভীত হইলেন। তাহাতে তাহাদের পিতা যাকোব
কহিলেন, তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিয়াছ;
যোষেফ নাই, শিমিয়োন নাই, আবার বিন্যা-
মীনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ; এই সকলই
৩৭ আমার প্রতিকূল। তাহাতে রূবেণ আপন পিতাকে
কহিল, আমি যদি তোমার নিকটে তাহাকে না
আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে বধ করিও;
আমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ কর; আমি তোমার
৩৮ কাছে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিব। তখন
তিনি কহিলেন, আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে
যাইবে না, কেননা তাহার সহোদর মরিয়াছে,
সে একা জীবৎ আছে; তোমরা যে পথে যাইবে,
তাহাতে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে
শোকে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে অব-
রোহণ করাইবে।

যোষেফের ভ্রাতৃগণ দ্বিতীয় বার মিসরে যায়। যোষেফ আত্ম-পরিচয় দেন।

৪৩ তখনও দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল।
আর তাহারা মিসর হইতে যে শস্য আনিয়া-
ছিল, সে সমস্ত ভক্ষিত হইলে তাহাদের পিতা
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পুনর্ব্বার গিয়া
৩ আমাদের জন্য কিছু খাদ্য ক্রয় কর। তাহাতে
যিহূদা তাঁহাকে কহিল, সেই ব্যক্তি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের ভ্রাতা
তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আমার
৪ মুখ দর্শন করিতে পাইবে না। যদি তুমি আমা-
দের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতাকে পাঠাও, তবে আ-
মরা যাইয়া তোমার জন্য ভক্ষ্য কিনিয়া আনিব।
৫ কিন্তু যদি না পাঠাও, তবে যাইব না; কেননা
সে ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের
ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আ-
৬ মার মুখ দর্শন করিতে পাইবে না। তাহাতে
ইস্রায়েল কহিলেন, আমার সহিত এমন কুব্যব-
হার কেন করিয়াছ? ঐ ব্যক্তিকে কেন বলিয়াছ
৭ যে, তোমাদের আর এক ভ্রাতা আছে? তাহারা
কহিল, তিনি আমাদের বিষয়ে ও আমাদের
বংশের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন,
বলিলেন, তোমাদের পিতা কি এখনও জীবিত
আছেন? তোমাদের কি আরও ভ্রাতা আছে?
তাহাতে আমরা সেই কথা অনুসারে উত্তর
করিয়াছিলাম। আমরা কি প্রকারে জানিব যে,
তিনি কহিবেন, তোমাদের ভ্রাতাকে এখানে
৮ আন? যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েলকে আরও
কহিল, বালকটিকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও;
আমরা উঠিয়া প্রস্থান করি, তাহাতে বাঁচিব;
তুমি ও আমাদের বালকেরা ও আমরা কেহ মরিব
৯ না। আমিই তাহার প্রতিভূ হইলাম, আমারই
হস্ত হইতে তাহাকে লইও, আমি যদি তাহাকে
আনিয়া তোমার সম্মুখে না রাখি, তবে আমি
যাবজ্জীবন তোমার নিকটে অপরাধী থাকিব।
১০ এত বিলম্ব না করিলে আমরা ইহার মধ্যে

Digitized by Google

১১ দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিতে পারিতাম। তখন
তাহাদের পিতা ইস্রায়েল তাহাদিগকে কহিলেন,
যদি তাই হয়, তবে এক কর্ম্ম কর; তোমরা
আপন আপন পাত্রে এই দেশের কীর্ত্তিত দ্রব্য,
গুগ্গুলু, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য, গন্ধরস, পেস্তা ও
বাদাম কিছু কিছু লইয়া গিয়া সেই ব্যক্তিকে
১২ উপঢৌকন দেও। আর আপন আপন হস্তে দ্বিগুণ
টাকা লও, এবং তোমাদের ছালার মুখে যে টাকা
ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও হস্তে করিয়া পুনরায়
লইয়া যাও; কি জানি বা ভ্রান্তি হইয়াছিল।
১৩ আর আপনাদের ভ্রাতাকে লও, উঠ, পুনর্ব্বার
১৪ সেই ব্যক্তির নিকটে যাও। সর্ব্বশক্তিমান্
ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই ব্যক্তির কাছে করুণার
পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের অন্য ভ্রাতাকে
ও বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দেন; কিন্তু যদি আমাকে
পুত্রহীন হইতে হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।
১৫ তখন তাহারা সেই উপঢৌকন দ্রব্য, দ্বিগুণ
টাকা ও বিন্যামীনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল,
এবং মিসরে গিয়া যোষেফের সম্মুখে দাঁড়াইল।
১৬ তখন যোষেফ তাহাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে
দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিলেন, এই মনুষ্য-
দিগকে বাটীর মধ্যে লইয়া যাও, আর পশু
মারিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কর; কেননা ইহারা
মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে আহার করিবে।
১৭ তাহাতে সেই ব্যক্তি যোষেফের আজ্ঞানুরূপ
কর্ম্ম করিল, তাহাদিগকে যোষেফের বাটীতে
১৮ লইয়া গেল। কিন্তু যোষেফের বাটীতে নীত
হওয়াতে তাহারা ভীত হইয়া পরস্পর কহিল,
পূর্ব্বে আমাদের ছালাতে যে টাকা ফিরিয়া
গিয়াছিল, তাহারই জন্য ইনি আমাদিগকে
এখানে আনিতেছেন; এখন আমাদের উপরে
পড়িয়া আক্রমণ করিবেন ও আমাদের গর্দ্দভ
লইয়া আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিবেন।
১৯ অতএব তাহারা যোষেফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে
গিয়া বাটীর প্রবেশস্থানে তাহার সঙ্গে কথোপ-
২০ কথন করিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে
২১ ভক্ষ্য কিনিতে আসিযাছিলাম; পরে উত্তরণ
স্থানে গিয়া আপন আপন ছালা খুলিলাম, দেখি-
লাম, প্রত্যেক জনের ছালার মুখে তাহার টাকা
আছে, যথাতৌল আমাদের টাকা আছে; তাহা
২২ আমরা হস্তে করিয়া পুনরায আনিয়াছি; এবং
ভক্ষ্য কিনিবার নিমিত্তে আরও টাকা আনিয়াছি;
কিন্তু আমাদের সেই টাকা আমাদের ছালায়
২৩ কে রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। তাহা-
তে সেই ব্যক্তি কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক,
ভয় করিও না; তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের
পৈতৃক ঈশ্বর তোমাদের ছালায় তোমাদিগকে
গুপ্ত ধন দিয়াছেন; আমি তোমাদের টাকা
পাইয়াছি। পরে সে শিমিয়োনকে তাহাদের
২৪ নিকটে আনিল, এবং তাহাদিগকে যোষেফের
বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া পা ধুইবার জল দিল,
এবং তাহাদের গর্দ্দভদিগকে আহার দিল।
২৫ অপর মধ্যাহ্নে যোষেফ আসিবেন বলিয়া
তাহারা উপঢৌকন সাজাইল, কেননা এখানে
আমাদিগকে আহার করিতে হইবে, এই কথা
২৬ তাহারা শুনিয়াছিল। পরে যোষেফ গৃহে আ-
সিলে তাহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন গৃহমধ্যে
তাঁহার কাছে আনিল, ও তাঁহার সাক্ষাতে ভূমিতে
২৭ প্রণিপাত করিল। তখন তিনি মঙ্গল জিজ্ঞাসা
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের যে বৃদ্ধ
পিতার কথা বলিয়াছিলে, তাঁহার মঙ্গল ত?
২৮ তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? তাহারা
কহিল, মঙ্গল; আপনকার দাস আমাদের পিতা
এখনও জীবিত আছেন। পরে তাহারা মস্তক
২৯ নমন পূর্ব্বক প্রণিপাত করিল। তখন যোষেফ চক্ষু
তুলিয়া আপন সহোদর বিন্যামীনকে দেখিয়া
কহিলেন, তোমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথ
আমাকে বলিয়াছিলে, সে কি এই? অপর তিনি
কহিলেন, হে বৎস, ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ
৩০ করুন। তখন যোষেফ ত্বরা করিলেন, কেননা
তাঁহার সহোদরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে-
ছিল, তাই তিনি রোদন করিবার স্থান অন্বেষণ
করিলেন, আর আপন কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া
৩১ সেখানে রোদন করিলেন। পরে তিনি মুখ ধুইয়া
বাহিরে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ষ্য
৩২ পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে
[ভৃত্যগণ] তাঁহার জন্য ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের
জন্য এবং তাঁহার সঙ্গে ভোজনকারী মিস্রীয়দের
জন্য পৃথক্ পৃথক্ পরিবেষণ করিল, কেননা
ইব্রীয়দের সহিত মিস্রীয়েরা আহার ব্যবহার
করে না; কারণ তাহা মিস্রীয়দের ঘৃণিত কর্ম্ম।
৩৩ আর যোষেফের সম্মুখে তাহাদের জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের
স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে বসিল; তাহাতে
৩৪ তাহারা পরস্পর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। আর
তিনি আপনার সম্মুখ হইতে ভক্ষ্যের অংশ
তুলিয়া তাহাদিগকে পরিবেষণ করাইলেন; কিন্তু
সকলের অংশ হইতে বিন্যামীনের অংশ পঞ্চগুণ
অধিক ছিল; পরে তাহারা পান করিয়া তাঁহার
সহিত আমোদ করিল।

৪৪ অনন্তর যোষেফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা
করিলেন, এই লোকদের ছালায় যত শস্য
ধরে, ভরিয়া দেও, এবং প্রতিজনের টাকা তাহার
২ ছালার মুখে রাখ। আর কনিষ্ঠের ছালার মুখে
তাহার শস্যক্রয়ের টাকার সহিত আমার বাটি
অর্থাৎ রূপার বাটি রাখ। তাহাতে সে যোষেফের
৩ উক্ত বাক্যানুসারে করিল। অপর প্রভাত হইবা-

Digitized by Google

মাত্র তাহারা গর্দ্দভদিগের সহিত বিদায় পাইল।
৪ তাহারা নগর হইতে বহির্গত হইয়া বিস্তর দূরে
যাইতে না যাইতে যোষেফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে
কহিলেন, উঠ, ঐ মনুষ্যদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া
গিয়া তাহাদের সঙ্গ ধরিয়া বল, তোমরা উপ-
৫ কারের পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিলে? আমার
প্রভু যাহাতে পান করেন ও যদ্দ্বারা গণনা করেন,
এ কি সেই বাটি নয়? এই কর্ম্মদ্বারা তোমরা
দোষ করিয়াছ।
৬ পরে সে তাহাদিগের লাগাইল পাইয়া ঐ
রূপ কথা কহিল, তাহাতে তাহারা উত্তর করিল,
৭ আমার প্রভু কেন এমন কথা বলেন? আপনকার
৮ দাসদের এমন কর্ম্ম করা দূরে থাকুক। দেখুন,
আমরা আপন আপন ছালার মুখে যে টাকা
পাইয়াছিলাম, তাহা কনানদেশ হইতে পুনর্ব্বার
আপনকার কাছে আনিয়াছি; তবে আমরা
কোন মতে কি আপনকার প্রভুর গৃহ হইতে
৯ রৌপ্য কি স্বর্ণ চুরি করিব? আপনকার দাসদের
মধ্যে যাহার নিকটে তাহা পাওয়া যায়, সে
১০ মরুক, এবং আমরাও প্রভুর দাস হইব। তাহাতে
সে কহিল, ভাল, এক্ষণে তোমাদের কথানুসারেই
হউক; যাহার কাছে তাহা পাওয়া যাইবে, সে
আমার দাস হইবে, কিন্তু অন্যেরা নির্দ্দোষ
১১ হইবে। তখন তাহারা শীঘ্র করিয়া আপনাদের
ছালা সকল ভূমিতে নামাইয়া প্রত্যেকে আপন
১২ আপন ছালা খুলিল। তাহাতে সে জ্যেষ্ঠ অবধি
আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত খুঁজিল; আর
বিন্যামীনের ছালায় সেই বাটি পাওয়া গেল।
১৩ তখন তাহারা আপন আপন বস্ত্র চিরিয়া
আপন আপন গর্দ্দভে ছালা চাপাইয়া নগরে
ফিরিয়া গেল।
১৪ পরে যিহূদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ যোষেফের
বাটীতে প্রবেশ করিল; তিনি তখনও তথায়
ছিলেন; আর তাহারা তাঁহার অগ্রে ভূতলে
১৫ পড়িল। তখন যোষেফ তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা এ কেমন কার্য্য করিলে? আমার মত
পুরুষ অবশ্য গণনা করিতে পারে, ইহা কি তো-
১৬ মরা জান না? যিহূদা কহিল, আমরা প্রভুর
নিকটে কি উত্তর দিব? কি কথা কহিব? কিসেই
বা আপনাদের নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিব?
ঈশ্বর আপনকার দাসদের অপরাধ প্রকাশ করি-
য়াছেন; দেখুন, আমরা ও যাহার কাছে বাটি
পাওয়া গিয়াছে, সকলেই প্রভুর দাস হইলাম।
১৭ যোষেফ কহিলেন, এমন কর্ম্ম আমা হইতে দূরে
থাকুক; যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে,
সেই আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে
পিতার নিকটে প্রস্থান কর।
১৮ তখন যিহূদা নিকটে গিয়া কহিল, হে প্রভো,
আপনকার দাসকে প্রভুর কর্ণগোচরে কিছু নিবে-
দন করিতে অনুমতি হউক; এই দাসের প্রতি
আপনকার ক্রোধ প্রজ্বলিত না হউক, কারণ
১৯ আপনি ফরৌণের তুল্য। প্রভু এই দাসদিগকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাদের পিতা কি
২০ ভ্রাতা আছে? আমরা প্রভুকে উত্তর করিয়া-
ছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন, এবং
তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ পুত্র আছে; তাহার
সহোদর মরিয়াছে; সেই মাত্র তাহার মাতার
অবশিষ্ট পুত্র; এবং তাহার পিতা তাহাকে স্নেহ
২১ করেন। পরে আপনি এই দাসদিগকে বলিয়া-
ছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাহাকে আন,
২২ আমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিব। তখন আমরা
প্রভুকে বলিয়াছিলাম, সেই যুবক পিতাকে ছা-
ড়িয়া আসিতে পারিবে না, সে পিতাকে ছা-
২৩ ড়িয়া আসিলে পিতা মরিবেন। তাহাতে আপনি
এই দাসদিগকে বলিয়াছিলেন, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা
তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আর আ-
২৪ মার মুখ দর্শন করিতে পাইবে না। পরে আমরা
আপনকার দাস আমার পিতার নিকটে উপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে প্রভুর সেই সকল কথা কহিলাম।
২৫ পরে আমাদের পিতা কহিলেন, তোমরা পুনর্ব্বার
গিয়া আমাদের জন্য কিছু ভক্ষ্য ক্রয় কর।
২৬ তাহাতে আমরা কহিলাম, যাইতে পারিব না;
যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে
যাই; কেননা কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে না থাকিলে
আমরা সেই ব্যক্তির মুখদর্শনও পাইতে পারিব
২৭ না। তাহাতে আপনকার দাস আমার পিতা
কহিলেন, তোমরা জান, আমার সেই ভার্য্যা
২৮ হইতে দুইটী মাত্র সন্তান জন্মে। তাহাদের মধ্যে
এক জন আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিল,
আর আমি কহিলাম, সে নিশ্চয় খণ্ড খণ্ড হই-
য়াছে, এবং সেই অবধি আমি তাহাকে আর
২৯ দেখিতে পাই নাই। এখন আমার নিকট হইতে
ইহাকেও লইয়া গেলে যদি ইহার কোন বিপদ
ঘটে, তবে তোমরা শোকে এই পাকা চুলে আ-
৩০ মাকে পাতালে অবরোহণ করাইবে। অতএব
আপনকার দাস যে আমার পিতা, আমি তাঁহার
কাছে উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই
৩১ যুবক না থাকে, তবে যুবকটী নাই, ইহা দেখিলে
তিনি মরিবেন, কেননা ইহার প্রাণে তাঁহার প্রাণ
বাঁধা আছে; তাহাতে আপনকার এই দাসেরা
শোকে পাকা চুলে আপনকার দাস সেই আমা-
দের পিতাকে পাতালে অবরোহণ করাইবে।
৩২ অধিকন্তু আপনকার দাস আমি পিতার নিকটে
এই যুবকটীর প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, আমি যদি
তাহাকে তোমার নিকটে না আনি, তবে যাব-
৩৩ জ্জীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকিব। অতএব

Digitized by Google

নিবেদন করি, প্রভুর নিকটে এই যুবকটীর
পরিবর্ত্তে আপনকার দাস আমি আপনকার দাস
হইয়া থাকি, কিন্তু এই যুবককে আপনি ভ্রাতা-
৩৪ দের সহিত বিদায় করুন। কেননা এই যুবকটী
আমার সহিত না থাকিলে আমি কি প্রকারে
পিতার নিকটে যাইতে পারি? গেলে পিতার
যে আপদ ঘটিবে, তাহাই বা কি প্রকারে
দেখিতে পারি?

৪৫ তখন যোষেফ আপনার নিকটে দণ্ডায়-
মান লোকদের সাক্ষাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে
পারিলেন না; তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আ-
মার সম্মুখ হইতে প্রত্যেক মনুষ্যকে বাহির
কর। তাহাতে কেহ তাঁহার কাছে দাঁড়াইল না,
আর তখনই যোষেফ ভ্রাতাদের কাছে আপনার
২ পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিলেন; মিস্রীয়েরা ও ফরৌণের গৃহ-
৩ স্থিত লোকেরাও তাহা শুনিতে পাইল। পরে
যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমি
যোষেফ; আমার পিতা কি এখনও জীবিত আ-
ছেন? ইহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার সাক্ষাতে
৪ বিহ্বল হইল, উত্তর করিতে পারিল না। পরে
যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বিনয় করি,
আমার নিকটে আইস। তাহারা নিকটে গেল।
তিনি কহিলেন, আমি যোষেফ, তোমাদের ভ্রাতা,
যাহাকে তোমরা মিসরগামীদের কাছে বিক্রয়
৫ করিয়াছিলে। কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে
বিক্রয় করিয়াছ, ইহার জন্য এখন মনস্তাপিত
কি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণরক্ষার্থেই
ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন।
৬ দেখ, দুই বৎসরাবধি দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে;
আরও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাস কি শস্যচ্ছেদন
৭ হইবে না। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের
বংশরক্ষা করিতে ও মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমা-
দিগকে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে
৮ পাঠাইয়াছেন। অতএব তোমরা আমাকে এই
স্থানে পাঠাইয়াছ তাহা নয়, ঈশ্বর পাঠাইয়া-
ছেন, এবং আমাকে ফরৌণের পিতৃস্থানীয়, তাঁহার
সমস্ত বাটীর প্রভু ও সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তা
৯ করিয়াছেন। তোমরা শীঘ্র করিয়া আমার
পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বল, তোমার
পুত্র যোষেফ এইরূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে
সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তা করিয়াছেন; তুমি আ-
মার নিকটে চলিয়া আইস, বিলম্ব করিও না।
১০ তুমি পুত্র পৌত্রাদির ও গোমেষাদি সর্ব্বস্বের
সহিত গোশন প্রদেশে বাস করিবে; তুমি আ-
১১ মার নিকটবর্ত্তী থাকিবে। সে স্থানে আমি
তোমাকে প্রতিপালন করিব, কেননা আর পাঁচ
বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে; পাছে তোমার ও তো-
মার কুলের ও তোমার সকল লোকের দৈন্যদশা
১২ ঘটে। আর দেখ, আমি নিজ মুখে তোমাদের
সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, ইহা তোমরা ও
আমার সহোদর বিন্যামীন চাক্ষুষ দেখিতেছ।
১৩ অতএব এই মিসরদেশে আমার প্রতাপ প্রভৃতি
যাহা যাহা দেখিতেছ, সে সকল আমার পিতাকে
জ্ঞাত করিবে, এবং তাঁহাকে শীঘ্র এই স্থানে
১৪ আনিবে। পরে যোষেফ আপন সহোদর বিন্যা-
মীনের গলা ধরিয়া রোদন করিলেন, এবং বিন্যা-
১৫ মীনও তাঁহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। আর
যোষেফ অন্য সকল ভ্রাতাকেও চুম্বন করিলেন,
ও তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করিলেন; তা-
হার পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে লাগিল।

১৬ আর যোষেফের ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, এই
জনরব ফরৌণের বাটীতে ব্যাপ্ত হইলে ফরৌণ ও
১৭ তাঁহার দাসগণ সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। আর
ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতৃ-
গণকে বল, তোমরা এই কর্ম্ম কর; তোমাদের
পশুগণের পৃষ্ঠে শস্য চাপাইয়া কনানদেশে গমন
১৮ কর, এবং তোমাদের পিতাকে ও আপন আপন
পরিবারকে আমার নিকটে লইয়া আইস; আমি
তোমাদিগকে মিসরদেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য দিব,
আর তোমরা দেশের সারাংশ ভোগ করিবে।
১৯ এখন আমার আজ্ঞা এই, তোমরা এই কর্ম্ম কর,
তোমরা আপন আপন বালক ও স্ত্রীলোকদের
নিমিত্তে মিসর হইতে শকট লইয়া গিয়া তাহা-
দিগকে ও আপনাদের পিতাকে লইয়া আইস।
২০ আপন আপন দ্রব্য সামগ্রীর মমতা করিও না,
কেননা সমুদয় মিসরদেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য
তোমাদের।

২১ তাহাতে ইস্রায়েলের পুত্রগণ তাহাই করিল;
এবং যোষেফ ফরৌণের আজ্ঞানুসারে তাহা-
দিগকে শকট দিলেন, এবং পাথেয় দ্রব্যও
২২ দিলেন; তিনি প্রত্যেক জনকে এক এক যোড়া
বস্ত্র দিলেন, কিন্তু বিন্যামীনকে তিন শত রৌপ্য-
২৩ মুদ্রা ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিলেন। আর পিতার
জন্য দশ গর্দ্দভে চাপাইয়া মিসরের উৎকৃষ্ট দ্রব্য
এবং পিতার পাথেয়ের জন্য দশ গর্দ্দভীতে চাপা-
ইয়া শস্য ও রুটী প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠাই-
২৪ লেন। এইরূপে তিনি আপন ভ্রাতাদিগকে বিদায়
করিলেন, আর প্রস্থানকালে তাহাদিগকে কহি-
লেন, পথে বিবাদ করিও না।

২৫ অনন্তর তাহারা মিসর হইতে যাত্রা করিয়া
কনানদেশে আপন পিতা যাকোবের নিকটে
২৬ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, যোষেফ এখনও
জীবিত আছে, এবং সমস্ত মিসরদেশে সে কর্তৃত্ব
করিতেছে। তথাপি তাঁহার হৃদয় জড়বৎ থাকিল,

Digitized by Google

কারণ তাহাদের বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল
২৭ না। কিন্তু যোষেফ তাহাদিগকে যে যে কথা
বলিয়াছিলেন, সে সকল যখন তাহারা তাঁহাকে
বলিল, এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে
যোষেফ যে যে শকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও
যখন তিনি দেখিলেন, তখন তাহাদের পিতা
২৮ যাকোবের আত্মা পুনর্জ্জীবিত হইল। আর ইস্রা-
য়েল কহিলেন, আমার পুত্র যোষেফ এখনও
জীবিত আছে, এই যথেষ্ট ; আমি গিয়া মরিবার
পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব।

যাকোব সবংশে মিসরে যান।

৪৬ পরে ইস্রায়েল আপনার সর্ব্বস্বের সহিত
যাত্রা করিয়া বের-শেবাতে আসিলেন, এবং
তথায় আপন পিতা ইস্‌হাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে
২ বলিদান করিলেন। পরে ঈশ্বর রাত্রিতে ইস্রা-
য়েলকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে যাকোব, হে
যাকোব। তিনি উত্তর করিলেন, দেখ, এই
৩ আমি। তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর,
তোমার পিতার ঈশ্বর ; তুমি মিসরে যাইতে
ভয় করিও না, কেননা আমি সেই স্থানে তোমাকে
৪ বৃহৎ জাতি করিব। আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে
যাইব ; এবং আমিই তথা হইতে তোমাকে
প্রত্যাগমনও করাইব, আর যোষেফ তোমার চক্ষে
হস্তার্পণ করিবে।
৫ পরে যাকোব বের-শেবা হইতে যাত্রা করি-
লেন। ইস্রায়েলের পুত্রগণ আপনাদের পিতা
যাকোবকে এবং আপন আপন বালক ও স্ত্রীলোক-
দিগকে তাহাদের বহনার্থে ফরৌণের প্রেরিত
৬ শকটে লইয়া গেল। পরে তাঁহারা, যাকোব ও
তাঁহার সমস্ত বংশ, আপনাদের পশুগণ ও কনান-
দেশে উপার্জ্জিত সকল সম্পত্তি লইয়া মিসর-
৭ দেশে পঁহুছিলেন। এইরূপে যাকোব আপন
পুত্র পৌত্র পুত্রী পৌত্রী প্রভৃতি সমস্ত বংশকে
মিসরে লইয়া গেলেন।
৮ মিসরে আগত ইস্রায়েলের সন্তানদের, যা-
কোব ও তাঁহার সন্তানদের, নাম। যাকোবের
৯ জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণ। রূবেণের পুত্র হনোক, পল্লূ,
১০ হিষ্রোণ ও কর্ম্মি। শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল,
যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর ও তাহার কনানীয়া
১১ স্ত্রীজাত পুত্র শৌল। লেবির পুত্র গের্শোন,
১২ কহাৎ ও মরারি। যিহূদার পুত্র এর, ওনন,
শেলা, পেরস ও সেরহ। কিন্তু এর ও ওনন
কনানদেশে মরিয়াছিল। এবং পেরসের পুত্র
১৩ হিষ্রোণ ও হামূল। ইষাখরের পুত্র তোলয়,
১৪ পূয়, যোব ও শিম্রোণ। আর সবূলূনের পুত্র
১৫ সেরদ, এলোন ও যহলেল। ইহারা এবং দীণা
কন্যা পদ্দন-অরামে যাকোব হইতে জাত লেয়ার
সন্তান। ইহারা পুত্র কন্যাতে তেত্রিশ প্রাণী ছিল।
১৬ আর গাদের পুত্র সিফোন, হগি, শূনী,
১৭ ইষবোণ, এরি, অরোদী ও অরেলী। আশেরের
পুত্র যিম্না, যিশ্‌বা, যিশ্‌বি, বরিয় ও তাহাদের
ভগিনী সেরহ। বরিয়ের পুত্র হেবর ও মল্কী-
১৮ য়েল। ইহারা সেই সিল্পার সন্তান, যাহাকে
লাবন আপন কন্যা লেয়াকে দিয়াছিলেন ; সে
যাকোবের জন্য ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিল।
ইহারা ষোল প্রাণী।
১৯ আর যাকোবের ভার্য্যা রাহেলের পুত্র যো-
২০ ষেফ ও বিন্যামীন। যোষেফের পুত্র মনঃশি ও
ইফ্রয়িম মিসরদেশে জন্মিয়াছিল ; ওন নগরের
পোটীফেরঃ যাজকের আসনৎ নাম্নী কন্যা তাঁহার
২১ জন্য তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। বিন্যা-
মীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্‌বেল, গেরা, নামন,
২২ এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম, ও অর্দ। এই
চৌদ্দ প্রাণী যাকোব হইতে জাত রাহেলের
সন্তান।
২৩ আর দানের পুত্র হূশীম। নপ্তালির পুত্র
২৪ যহসিয়েল, গূনি, যেৎসর ও শিল্লেম। ইহারা
২৫ সেই বিল্‌হার সন্তান, যাহাকে লাবন আপন
কন্যা রাহেলকে দিয়াছিলেন। সে যাকোবের
জন্য ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিল ; ইহারা
সর্ব্বশুদ্ধ সপ্ত প্রাণী।
২৬ যাকোবের কটি হইতে উৎপন্ন যে প্রাণিগণ
তাঁহার সঙ্গে মিসরে উপস্থিত হইল, যাকোবের
পুত্রবধূরা ছাড়া তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ ছেষট্টি প্রাণী
২৭ ছিল। মিসরে যোষেফের যে পুত্র জন্মিয়াছিল,
তাহারা দুই প্রাণী। মিসরে আগত যাকোবের
কুলে সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর প্রাণী ছিল।
২৮ পরে আপনার অগ্রে গোশন প্রদেশের পথ
দেখাইবার নিমিত্তে যাকোব আপনার অগ্রে
যিহূদাকে যোষেফের নিকটে পাঠাইলেন ; অন-
২৯ ন্তর তাহারা গোশন প্রদেশে পঁহুছিলে যোষেফ
আপন রথ সাজাইয়া গোশনে আপন পিতা
ইস্রায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন ;
পরে তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া অনেক
৩০ ক্ষণ রোদন করিলেন। তখন ইস্রায়েল যোষেফ-
কে কহিলেন, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব, কেননা তোমার
মুখ দেখিতে পাইলাম, তুমি এখনও জীবিত
৩১ আছ। পরে যোষেফ আপন ভ্রাতাদিগকে ও
পিতার পরিজনকে কহিলেন, আমি গিয়া ফরৌণ-
কে সমাচার দিয়া কহিব, আমার ভ্রাতৃগণ ও
পিতার সমস্ত পরিজন কনান দেশ হইতে আমার
৩২ নিকটে আসিয়াছেন ; তাঁহারা পশুপালক ও
পশুব্যবসায়ী, এ কারণ আপনাদের গোমেষাদি
৩৩ পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব আনিয়াছেন। তাহাতে

Digitized by Google

ফরৌণ তোমাদিগকে ডাকিয়া যখন জিজ্ঞাসা
৩৪ করিবেন, তোমাদের ব্যবসায় কি ? তখন তোমরা
কহিবে, আপনকার এই দাসগণ পিতৃপুরুষানু-
ক্রমে বাল্যাবধি অদ্য পর্য্যন্ত পশুব্যবসায়ী ;
তাহাতে তোমরা গোশন প্রদেশে বাস করিতে
পাইবে ; কেননা পশুপালক মাত্রেই মিস্রীয়দের
ঘৃণাস্পদ।

৪৭ পরে যোষেফ গিয়া ফরৌণকে সমাচার
দিয়া কহিলেন, আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ
আপন আপন গোমেষাদির পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব
কনান দেশ হইতে লইয়া আসিয়াছেন ; দেখুন,
২ তাঁহারা গোশন প্রদেশে আছেন। আর তিনি
আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে পাঁচ জনকে লইয়া
৩ ফরৌণের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন। তাহাতে
ফরৌণ যোষেফের ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, তোমাদের ব্যবসায় কি ? তাহারা ফরৌণ-
কে কহিল, আপনকার এই দাসগণ পিতৃপুরুষানু-
৪ ক্রমে পশুপালক। তাহারা ফরৌণকে আরও
কহিল, আমরা এই দেশে প্রবাস করিতে আসি-
য়াছি, কেননা কনান দেশে অতি ভারী দুর্ভিক্ষ
হইয়াছে, এই জন্য আপনকার এই দাসদের
পশুপালের চরাণী হয় না ; অতএব নিবেদন
করি, আপনকার এই দাসদিগকে গোশন প্রদেশে
৫ বাস করিতে দিউন। তাহাতে ফরৌণ যোষেফকে
কহিলেন, তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার কাছে
৬ আসিয়াছে ; দেখ, মিসরদেশ তোমার সম্মুখে
আছে ; দেশের উত্তম স্থানে আপন পিতা ও
ভ্রাতৃগণকে বাস করাও ; তাহারা গোশন প্রদেশে
বাস করুক ; এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে
যাহাকে দক্ষ লোক বোধ হয়, তাহাদিগকে আমার
৭ পশুপালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত কর। পরে যো-
ষেফ আপন পিতা যাকোবকে আনাইয়া ফরৌণের
সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন ; তাহাতে যাকোব
৮ ফরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন ফরৌণ
যাকোবকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনকার কত বৎসর
৯ বয়স হইয়াছে ? যাকোব ফরৌণকে কহিলেন,
আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বৎসর হই-
য়াছে ; আমার আয়ুর দিন অল্প ও কষ্টকর হই-
য়াছে, এবং আমার পিতৃপুরুষদের প্রবাসকালের
১০ আয়ুর তুল্য হয় নাই। পরে যাকোব ফরৌণকে
আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদায়
১১ হইলেন। তখন যোষেফ ফরৌণের আজ্ঞানু-
সারে মিসরদেশের উত্তম অঞ্চলে, রামিষেষ
প্রদেশে, অধিকার দিয়া আপন পিতাকে ও
১২ ভ্রাতৃগণকে বসতি করাইলেন। আর যোষেফ
আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সমস্ত পিতৃ-
কুলকে প্রত্যেকের পরিবারানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য
দিয়া প্রতিপালন করিলেন।

যোষেফের মিসর দেশ শাসন।

১৩ তৎকালে সমগ্র দেশে খাদ্য বস্তুর অভাব
হইল, অতি ভারী দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে মিসর
দেশ ও কনানদেশ দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত অবসন্ন হইয়া
১৪ পড়িল। আর মিসরদেশে ও কনানদেশে যত
রৌপ্য ছিল, লোকে তাহা দিয়া শস্য ক্রয়
করাতে যোষেফ সেই সমস্ত রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া
১৫ ফরৌণের ভাণ্ডারে আনিলেন। মিসরদেশে ও
কনানদেশে রৌপ্য ব্যয় হইলে মিস্রীয়েরা সকলে
যোষেফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে
খাদ্য দ্রব্য দিউন, আমাদের রৌপ্য শেষ হইল
বলিয়া আমরা কি আপনকার সম্মুখে মরিব ?
১৬ তাহাতে যোষেফ কহিলেন, তোমাদের পশু
দেও ; যদি রৌপ্য শেষ হইয়া থাকে, তবে
তোমাদের পশুর পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে ভক্ষ্য
১৭ দিব। তখন তাহারা যোষেফের কাছে আপন
আপন পশু আনিলে যোষেফ অশ্ব, মেষপাল,
গোপাল ও গর্দ্দভদিগকে পরিবর্ত্তে লইয়া তাহা-
দিগকে ভক্ষ্য দিতে লাগিলেন ; এইরূপে যোষেফ
তাহাদের সমস্ত পশু লইয়া সেই বৎসর ভক্ষ্য
দিয়া তাহাদের চালাইয়া দিলেন।
১৮ আর সেই বৎসর অতীত হইলে দ্বিতীয়
বৎসরে তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল,
আমরা প্রভু হইতে কিছু গোপন করিব না ;
আমাদের সমস্ত রৌপ্য শেষ হইয়াছে, এবং
পশুধনও প্রভুরই হইয়াছে ; এখন প্রভুর সা-
ক্ষাতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, কেবল আমা-
১৯ দের শরীর ও ভূমি রহিয়াছে। কিন্তু আমরা
আপন আপন ভূমির সহিত আপনকার চক্ষু-
র্গোচরে কেন বিনষ্ট হইব ? আপনি বরং ভক্ষ্য
দিয়া আমাদিগকে ও আমাদের ভূমি সকল ক্রয়
করিয়া লউন ; আমরা আপন আপন ভূমির
সহিত ফরৌণের দাস হইব ; আর আমাদিগকে
বীজ দিউন, তাহাতে বাঁচিব ; নতুবা আমরা
মারা পড়িব, এবং ভূমিও নষ্ট হইবে।
২০ তখন যোষেফ মিসরদেশের সমস্ত ভূমি ফরৌণের
নিমিত্তে ক্রয় করিলেন, কেননা দুর্ভিক্ষ তাহাদের
অসহ্য হওয়াতে মিস্রীয়েরা প্রত্যেকে আপন
আপন ভূমি বিক্রয় করিল। অতএব ভূমি ফরৌ-
২১ ণের হইল। তাহাতে তিনি মিসরের এক সীমা
অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নগরে
২২ নগরে প্রবাস করাইলেন। তিনি কেবল যাজক-
দের ভূমি ক্রয় করিলেন না, কারণ ফরৌণ
যাজকদিগকে বৃত্তি দিতেন, অতএব ফরৌণের দত্ত
বৃত্তি ভোগ করিত বলিয়া তাহারা আপন আপন
ভূমি বিক্রয় করিল না।
২৩ পরে যোষেফ প্রজাগণকে কহিলেন, দেখ,

Digitized by Google

২৩ ধনুর্দ্ধরেরা তাহাকে কঠোর ক্লেশ দিয়াছিল,
বাণাঘাতে তাহাকে উৎপীড়ন করিয়াছিল ;
২৪ কিন্তু তাহার ধনুক দৃঢ় থাকিল,
তাহার বাহু ও হস্তদ্বয় বলবান্ রহিল,
যাকোবের একবীরের হস্তদ্বারা,
যিনি ইস্রায়েলের পালক ও শৈল, তাঁহার দ্বারা,
২৫ তোমার পিতার ঈশ্বরের দ্বারা, তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন,
সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারা, তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
উপরিস্থ আকাশ হইতে নিঃসৃত আশীর্ব্বাদে,
অধোবিস্তীর্ণ জলধি হইতে নিঃসৃত আশীর্ব্বাদে,
স্তন ও গর্ভ হইতে নিঃসৃত আশীর্ব্বাদে।
২৬ আমার পিতৃপুরুষদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা
তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ উৎকৃষ্ট।
তাহা চিরন্তন পর্ব্বতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিবে ;
তাহা বর্ত্তিবে যোষেফের মস্তকে,
ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্কৃতের মস্তক-তালুতে।
২৭ বিন্যামীন বিদারক নেকড়িয়ার তুল্য ;
প্রাতঃকালে সে মৃগ ভক্ষণ করিবে,
সন্ধ্যাকালে সে শিকার বণ্টন করিবে।
২৮ ইহারা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ ; ইহাদের পিতা আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে এই কথা কহিয়া ইহাদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যাকোবের ও যোষেফের মৃত্যু।

২৯ পরে যাকোব তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়া
কহিলেন, আমি আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত
৩০ হইতে উদ্যত। হেতীয় ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত
গুহাতে আমার পিতৃপুরুষদের নিকটে আমার
কবর দিও; সেই গুহা কনানদেশে মম্রির সম্মুখস্থ
মক্পেলা ক্ষেত্রে স্থিত ; অব্রাহাম হেতীয় ইফ্রো-
ণের কাছে তাহা কবরস্থানের অধিকারার্থে কিনি-
৩১ য়াছিলেন। সেই স্থানে অব্রাহামের ও তাঁহার
ভার্য্যা সারার কবর হইয়াছে, সেই স্থানে ইস্-
হাকের ও তাঁহার ভার্য্যা রিবিকার কবর হইয়াছে,
এবং সেই স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়াছি ;
৩২ সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থ গুহা হেতের সন্তানদের
৩৩ কাছে ক্রীত হইয়াছে। এইরূপে আপন পুত্রদিগকে
আজ্ঞা দান সমাপ্ত করিলে পর যাকোব শয্যাতে
চরণদ্বয় একত্র করত প্রাণত্যাগ করিয়া আপন
লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন।
৫০ তখন যোষেফ আপন পিতার মুখে মুখ
দিয়া রোদন করিলেন, ও তাঁহাকে চুম্বন
২ করিলেন। আর যোষেফ আপন পিতার দেহ
পূতিঘ্ন দ্রব্যে অক্ত করিতে আপন দাস চিকিৎ-
সকগণকে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে চিকিৎসকেরা
৩ ইস্রায়েলের দেহ পূতিঘ্ন দ্রব্যযুক্ত করিল। তা-
হারা সেই কার্য্যে চল্লিশ দিন যাপন করিল,
কেননা সেই অক্তীকরণ কর্ম্মে চল্লিশ দিবস লা-
গিত ; পরন্তু মিস্রীয়েরা তাঁহার নিমিত্তে সত্তর
৪ দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। সেই শোকের দিন
অতীত হইলে যোষেফ ফরৌণের পরিজনকে
কহিলেন, যদি আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ
থাকে, তবে ফরৌণের কর্ণগোচরে এই কথা বলুন,
৫ আমার পিতা আমাকে দিব্য করাইয়া বলিয়া-
ছেন, দেখ, আমি মরিতেছি, কনানদেশে আ-
মার জন্য যে কবর খনন করিয়াছি, তাহাতে তুমি
আমাকে রাখিও। অতএব বিনয় করি, আমাকে
যাইতে দিউন ; আমি পিতাকে কবর দিয়া পুন-
৬ র্ব্বার আসিব। ফরৌণ কহিলেন, যাও, তোমার
পিতা তোমাকে যে দিব্য করাইয়াছেন, তুমি
তদনুসারে তাঁহার কবর দেও।
৭ তখন যোষেফ আপন পিতার কবর দিতে
যাত্রা করিলেন ; আর ফরৌণের দাস গৃহাধ্যক্ষ-
৮ গণ ও মিসর দেশের অধ্যক্ষগণ এবং যোষেফের
সকল পরিবার, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাঁহার পিতৃ-
কুল তাঁহার সঙ্গে গমন করিল ; গোশন প্রদেশে
কেবল তাহাদের বালকগণ, মেষপাল ও গোপাল
৯ থাকিল। তাঁহার সহিত রথ ও অশ্বারূঢ়গণ গমন
১০ করিল ; অতি ভারী সমারোহ হইল। পরে
তাঁহারা যর্দ্দনের পারস্থ আটদের খামারে উপ-
স্থিত হইলে তথায় মহাবিলাপ করিয়া রোদন
করিলেন ; যোষেফ সেই স্থানে পিতার উদ্দেশে
১১ সাত দিন শোক করিলেন। আটদের খামারে
তাঁহাদের তাদৃশ শোক দেখিয়া সেই দেশনিবাসী
কনানীয়েরা কহিল, মিস্রীয়দের এ অতি দারুণ
শোক ; এই নিমিত্ত যর্দ্দনপারস্থ সেই স্থান
আবেল-মিসর [মিস্রীয়দের শোক] নামে আখ্যাত
১২ হইল। যাকোব আপন পুত্রগণকে যেরূপ আজ্ঞা
দিয়াছিলেন, তাঁহারা তদনুসারে তাঁহার সৎকার
১৩ করিলেন। ফলতঃ তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে কনান-
দেশে লইয়া গেলেন, এবং হেতীয় ইফ্রোণের কাছে
কবর-স্থানের অধিকারার্থে অব্রাহামের ক্রীত
মম্রির সম্মুখস্থ যে ক্ষেত্র, সেই মক্পেলা ক্ষেত্রের
১৪ মধ্যবর্ত্তী গুহাতে তাঁহার কবর দিলেন। পিতার
কবর হইলে পর যোষেফ, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, এবং
যত লোক তাঁহার পিতার কবর দিতে তাঁহার সঙ্গে
গিয়াছিল, সকলে মিসরে প্রত্যাগমন করিলেন।
১৫ আর পিতা মরিয়াছেন, দেখিয়া যোষেফের
ভ্রাতৃগণ কহিল, হয় ত যোষেফ আমাদিগকে ঘৃণা
করিবে, আর আমরা তাহার যে সকল অপকার
করিয়াছি, তাহার প্রতিফল আমাদিগকে দিবে।

Digitized by Google

১৬ অতএব তাহারা যোষেফের নিকটে এই কথা
বলিয়া পাঠাইল, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে
১৭ এই আদেশ দিয়াছিলেন, তোমরা এই কথা
বলিও, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার অপকার করি-
য়াছে, কিন্তু তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সেই
অধর্ম্ম ও পাপ ক্ষমা কর। অতএব এখন আমরা
বিনয় করি, তোমার পিতার ঈশ্বরের এই দাস-
দের অধর্ম্ম ক্ষমা কর। তাহাদের এই কথায়
১৮ যোষেফ রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার
ভ্রাতৃগণ আপনারা গিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত
করিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার দাস।
১৯ তখন যোষেফ তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও
২০ না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? তোমরা
আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে
বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করি-
লেন; ফলতঃ এখন যেরূপ দেখিতেছ, এইরূপে
অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার অভি-
২১ প্রায় ছিল। তোমরা এখন ভীত হইও না,
আমিই তোমাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে
প্রতিপালন করিব। এইরূপে তিনি তাহা-
দিগকে সান্ত্বনা করিলেন, ও চিত্ত-প্রবোধক কথা
কহিলেন।
২২ পরে যোষেফ ও তাঁহার পিতৃকুল মিসরে বাস
করিতে লাগিলেন; এবং যোষেফ এক শত দশ
২৩ বৎসর জীবিত থাকিলেন। তিনি ইফ্রয়িমের
পৌত্র পর্য্যন্ত দেখিলেন; মনঃশির মাখীর নামক
পুত্রের শিশুসন্তানেরাও যোষেফের ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ
২৪ হইল। পরে যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণকে কহি-
লেন, আমি মরিতেছি, কিন্তু ঈশ্বর অবশ্য
তোমাদের তত্ত্বাবধান করিয়া অব্রাহামের, ইস্-
হাকের ও যাকোবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য
করিয়াছেন, তোমাদিগকে এই দেশ হইতে সেই
২৫ দেশে লইয়া যাইবেন। অধিকন্তু যোষেফ ইস্রা-
য়েলের সন্তানগণকে এই দিব্য করাইলেন, কহি-
লেন, ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধান করিবেন,
তৎকালে তোমরা এ স্থান হইতে আমার অস্থি
২৬ লইয়া যাইবে। আর যোষেফ এক শত দশ
বৎসর বয়সে মরিলেন; তাহাতে লোকেরা
তাঁহার দেহ পূতিঘ্ন দ্রব্যে অক্ষয় করিয়া মিসর-
দেশে এক শবাধারের মধ্যে রাখিল।

যাত্রাপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত দ্বিতীয় পুস্তক।

ইস্রায়েলীয়দের বৃদ্ধি ও দৌরাত্ম্যভোগ।

১ ইস্রায়েলের পুত্রগণ, যাহারা সপরিবারে
যাকোবের সহিত মিসরদেশে আসিয়াছিল,
২ তাহাদের নাম এই এই;—রূবেণ, শিমিয়োন,
৩ লেবি ও যিহূদা, ইষাখর, সবূলূন ও বিন্যামীন,
৪ দান ও নপ্তালি, গাদ ও আশের। যাকোবের
৫ কটি হইতে উৎপন্ন প্রাণী সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর জন
৬ ছিল; আর যোষেফ মিসরেই ছিলেন। পরে
যোষেফ, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাৎকালিক সমস্ত
৭ লোক মরিলেন। তথাপি ইস্রায়েল-সন্তানেরা
বর্দ্ধিষ্ণু, বহুপ্রজ ও বহুগোষ্ঠীক হইয়া উঠিল, ও
অতিশয় প্রবল হইল, এবং তাহাদের দ্বারা দেশ
পরিপূর্ণ হইল।
৮ পরে মিসরে এক নূতন রাজা উৎপন্ন হই-
৯ লেন, তিনি যোষেফকে জানিতেন না। তিনি
আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমাদের
অপেক্ষা ইস্রায়েল-সন্তানদের জাতি বহুসংখ্যক ও
১০ বলবান্; আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবে-
চনা পূর্ব্বক ব্যবহার করি, পাছে তাহারা আরও
বৃদ্ধি পায়, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও
শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে,
১১ এবং এ দেশ হইতে প্রস্থান করে। পরে তাহারা
ভার বহন দ্বারা উহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য

Digitized by Google

উহাদের উপরে কার্য্যশাসকদিগকে নিযুক্ত
করিল। পরে উহারা ফরৌণের নিমিত্ত ভাণ্ডা-
১২ রের নগর, পিথোম ও রামিষেষ গাঁথিল। কিন্তু
উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই
বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল ; অতএব
ইস্রায়েল-সন্তানদের বিষয়ে তাহারা অতিশয়
১৩ উদ্বিগ্ন হইল। আর মিস্রীয়েরা নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক
১৪ ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম্ম করাইল ; তা-
হারা কর্দ্দম ও ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কর্ম্ম প্রভৃতি
কঠিন দাস্যকর্ম্ম দ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে
লাগিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম্ম
করাইত, সে সমস্ত নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক করাইত।
১৫ পরে মিসরের রাজা শিফ্রা নামে ও পূয়া নামে
১৬ ইব্রীয়া ধাত্রীদ্বয়কে এই কথা কহিলেন, যে
সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকার্য্য
করিবে, ও তাহাদিগকে প্রসবস্থলে দেখিবে, যদি
পুত্রসন্তান হয়, তাহাকে বধ করিবে ; আর যদি
১৭ কন্যা হয়, তাহাকে জীবিত রাখিবে। কিন্তু ঐ
ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয় করিত, সুতরাং মিসর-রাজের
আজ্ঞানুসারে না করিয়া পুত্রসন্তানদিগকে জীবিত
১৮ রাখিত। অতএব মিসরের রাজা সেই ধাত্রী-
দিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, এ কর্ম্ম কেন করি-
য়াছ ? পুত্রসন্তানগণকে কেন জীবিত রাখিয়াছ ?
১৯ তাহাতে ধাত্রীরা ফরৌণকে উত্তর করিল, ইব্রীয়
স্ত্রীলোকেরা মিস্রীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় নহে ;
তাহারা বলবতী, তাহাদের কাছে ধাত্রী যাইবার
২০ পূর্ব্বেই তাহারা প্রসব হয়। অতএব ঈশ্বর ঐ
ধাত্রীদের মঙ্গল করিলেন ; এবং লোকেরা বৃদ্ধি
২১ পাইয়া অতিশয় বলবান্ হইল। সেই ধাত্রীরা
ঈশ্বরকে ভয় করিত বলিয়া তিনি তাহাদের বংশ-
বৃদ্ধি করিলেন।
২২ পরে ফরৌণ আপনার সকল প্রজাকে এই
আজ্ঞা দিলেন, তোমরা নবজাত প্রত্যেক পুত্র-
সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু প্রত্যেক
কন্যাকে জীবিত রাখিবে।

মোশির বিবরণ।

২ অনন্তর লেবির কুলের এক পুরুষ যাইয়া
এক লেবীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে সেই
স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন,
এবং তাহাকে সুশ্রী দেখিয়া তিন মাস গোপনে
৩ রাখিলেন। পরে আর গোপন করিতে না পারাতে
তিনি এক নলের পেটরা লইয়া মেটিয়া তৈল ও
আলকাতারা লেপন করিয়া তাহার মধ্যে বালক-
টীকে রাখিলেন, ও নদীতীরস্থ নলবনে তাহা
৪ স্থাপন করিলেন। আর তাহার কি দশা ঘটে,
তাহা দেখিবার জন্য তাহার ভগিনী দূরে দাঁড়া-
ইয়া রহিল।
৫ পরে ফরৌণের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আসি-
লেন, এবং তাঁহার সহচরীগণ নদীতীরে বেড়া-
ইতেছিল ; আর তিনি নলবনের মধ্যে ঐ পেটরা
দেখিয়া আপন দাসীকে তাহা আনিতে পাঠাই-
৬ লেন। পরে পেটরা খুলিয়া শিশুটীকে দেখি-
লেন ; আর দেখ, বালকটী ক্রন্দন করিতেছিল।
তাহাতে তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন,
৭ এটী ইব্রীয়দের বালক। তখন তাহার ভগিনী
ফরৌণের কন্যাকে কহিল, আমি গিয়া কি আপন-
কার নিমিত্ত এই বালককে দুগ্ধ দিবার জন্য
স্তন্যদাত্রী একটী ইব্রীয় স্ত্রীলোককে আপনকার
৮ নিকটে ডাকিয়া আনিব ? ফরৌণের কন্যা
কহিলেন, যাও। তখন সেই বালিকা যাইয়া
৯ বালকের মাতাকে ডাকিয়া আনিল। ফরৌণের
কন্যা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই বালকটীকে
লইয়া আমার নিমিত্ত দুগ্ধ পান করাও ; আমি
তোমাকে বেতন দিব। তাহাতে সেই স্ত্রী বালক-
১০ টীকে লইয়া দুগ্ধ পান করাইলেন। পরে
বালকটী বড় হইলে তিনি তাহাকে লইয়া ফরৌ-
ণের কন্যাকে দিলেন ; তাহাতে সেই বালক
তাঁহারই পুত্র হইল ; আর তিনি তাহার নাম
মোশি [আকর্ষিত] রাখিলেন, কেননা তিনি
কহিলেন, আমি তাহাকে জল হইতে আকর্ষণ
করিয়াছি।
১১ কালক্রমে মোশি বড় হইলে পর এক দিন
আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগের ভার
বহন দেখিলেন ; আর দেখিলেন, এক জন মিস্রীয়
এক জন ইব্রীয়কে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক
১২ জনকে, মারিতেছে। তখন তিনি এদিক ওদিক
চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ
মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালুকামধ্যে পুতিয়া রাখি-
১৩ লেন। পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন,
আর দেখ, দুই জন ইব্রীয় পরস্পর বিবাদ করি-
তেছে ; তিনি দোষী ব্যক্তিকে কহিলেন, তোমার
১৪ ভাইকে কেন মারিতেছ ? সে কহিল, তোরে
অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে
নিযুক্ত করিয়াছে ? তুই যেমন সেই মিস্রীয়কে
বধ করিয়াছিস্, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে
চাহিস্ ? তাহাতে মোশি ভীত হইয়া কহিলেন,
কথাটা অবশ্যই প্রকাশ হইয়াছে।
১৫ পরে ফরৌণ ঐ কথা শুনিয়া মোশিকে বধ
করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মোশি ফরৌণের
সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং মিদিয়ন
দেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে বসি-
১৬ লেন। মিদিয়নীয় যাজকের সাতটী কন্যা ছিল ;
তাহারা সেই স্থানে আসিয়া পিতার মেষপালকে
জল পান করাইবার জন্য জল তুলিয়া নিপানগুলি
১৭ পরিপূর্ণ করিল। তখন মেষপালকেরা আসিয়া

Digitized by Google

তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু মোশি উঠিয়া
তাহাদের সাহায্য করিলেন, ও তাহাদের মেষ-
১৮ পালকে জল পান করাইলেন। পরে তাহারা
আপনাদের পিতা রূয়েলের কাছে গেলে তিনি
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য তোমরা কি
১৯ প্রকারে এত শীঘ্র আসিলে? তাহারা কহিল,
এক জন মিস্রীয় আমাদিগকে মেষপালকদের হস্ত
হইতে উদ্ধার করিলেন, এবং আমাদের নিমিত্তে
যথেষ্ট জল তুলিয়া মেষপালকে জল পান করাই-
২০ লেন। তখন তিনি আপন কন্যাদিগকে কহি-
লেন, সে লোকটী কোথায়? তোমরা তাঁহাকে
কেন ছাড়িয়া আসিলে? তাঁহাকে ডাক; তিনি
২১ আহার করুন। পরে মোশি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বাস
করিতে সম্মত হইলেন, আর তিনি মোশির সহিত
২২ আপন কন্যা সিপ্পোরার বিবাহ দিলেন। পরে
ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিলেন, আর মোশি তাহার
নাম গের্শোম [তত্রপ্রবাসী] রাখিলেন, কেননা
তিনি কহিলেন, আমি বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি।

মোশির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ।

২৩ অনেক দিন পরে মিস্রীয় রাজার মৃত্যু হইল,
এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ দাস্যকর্ম্ম প্রযুক্ত কাত-
রোক্তি ও ক্রন্দন করিলে দাস্যকর্ম্ম জন্য তাহা-
২৪ দের আর্ত্তনাদ ঈশ্বরের নিকটে উঠিল। আর
ঈশ্বর তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনিয়া অব্রাহামের,
ইস্‌হাকের ও যাকোবের সহিত কৃত আপনার
২৫ নিয়ম স্মরণ করিলেন; এবং ঈশ্বর ইস্রায়েল-
সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; আর ঈশ্বর
তাহাদের তত্ত্ব লইলেন।

৩ মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রো নামক মিদিয়-
নীয় যাজকের মেষপাল চরাইতেন। একদা
তিনি প্রান্তরের পশ্চাদ্ভাগে মেষপাল লইয়া গিয়া
হোরেব নামে ঈশ্বরীয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন।
২ আর ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখাতে সদাপ্রভুর
দূত তাঁহাকে দর্শন দিলেন; তখন তিনি দৃষ্টিপাত
করিয়া দেখিলেন, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে,
৩ তথাপি ঝোপ বিনষ্ট হইতেছে না। অতএব মোশি
কহিলেন, আমি এক পার্শ্বে যাইয়া এই মহাশ্চর্য্য
ব্যাপার দেখিব, ঝোপ কেন দগ্ধ হয় না, তাহা
৪ জ্ঞাত হইব। কিন্তু সদাপ্রভু যখন দেখিলেন যে,
তিনি দেখিবার জন্য এক পার্শ্বে যাইতেছেন,
তখন ঝোপের মধ্য হইতে ঈশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া
কহিলেন, মোশি, মোশি। তিনি কহিলেন, দেখুন,
৫ এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, এ স্থানের
নিকটবর্ত্তী হইও না, তোমার পদ হইতে পাদুকা
খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া
৬ আছ, উহা পবিত্র ভূমি। তিনি আরও কহিলেন,
আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর,
ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তাহাতে
মোশি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হওয়াতে
আপন মুখ আচ্ছাদন করিলেন।
৭ পরে সদাপ্রভু কহিলেন, আমি মিসরস্থ আপন
প্রজাদের দুঃখ দেখিয়াছি, এবং কার্য্যশাসকদের
সমক্ষে তাহাদের ক্রন্দনও শুনিয়াছি; আমি
৮ তাহাদের যন্ত্রণা জ্ঞাত আছি। অতএব মিস্রীয়-
দের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে এবং
সেই দেশ হইতে উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশে, অর্থাৎ
কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও
যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধমধু-
প্রবাহী দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে নামিয়া
৯ আসিয়াছি। এখন দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানগণের
ক্রন্দন আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, এবং মিস্রী-
য়েরা তাহাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করে, তাহা
১০ আমি দেখিয়াছি। অতএব এখন আইস, আমি
তোমাকে ফরৌণের নিকটে প্রেরণ করি, তুমি
মিসর হইতে আমার প্রজা ইস্রায়েল-সন্তান-
দিগকে বাহির করিবে।
১১ তাহাতে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, আমি
কে, যে ফরৌণের নিকটে যাই, ও মিসর হইতে
১২ ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বাহির করি? তখন
তিনি কহিলেন, আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব;
এবং আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তাহার
এই অভিজ্ঞান জানিবে; তুমি মিসর হইতে
লোকসমূহকে বাহির করিয়া আনিলে পর তোমরা
১৩ এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। পরে
মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন
ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে যাইয়া কহিব, তোমা-
দের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা
জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহা-
১৪ দিগকে কি বলিব? ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন,
আমি যে আছি সেই আছি; আরও কহিলেন,
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি"
তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
১৫ ঈশ্বর মোশিকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-
সন্তানদিগকে এই কথা বলিও, তোমাদের পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের
ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর যিহোবাঃ [সদাপ্রভু]
তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন;
আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী, এবং এতদ্দ্বারা
১৬ আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয় হইব। তুমি যাইয়া
ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র করিয়া এই কথা
বল, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের,
ইস্‌হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে
দর্শন দিয়া কহিলেন, সত্যই, আমি তোমাদিগের
তত্ত্ব, এবং মিসরে তোমাদের প্রতি যাহা করা

Digitized by Google

১৭ হইতেছে, তাহার তত্ত্ব লইয়াছি। আর আমি
বলিলাম, আমি মিসরের দুঃখ হইতে তোমাদিগকে
উদ্ধার করিয়া কনানীয়দের, হিত্তীয়দের, ইমো-
রীয়দের, পরিষীয়দের, হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের
দেশে, দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে, লইয়া যাইব।
১৮ তাহারা তোমার রবে অবধান করিবে; তখন
তুমি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ মিসরের রাজার
নিকটে যাইয়া তাহাকে কহিবে, ইব্রীয়দের ঈশ্বর
সদাপ্রভু আমাদিগকে দেখা দিয়াছেন; অতএব
বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ
১৯ প্রান্তরে যাইবার অনুমতি দিউন। কিন্তু আমি
জানি, মিসরের রাজা তোমাদিগকে যাইতে দিবে
২০ না, বাহুবল দেখাইলেও দিবে না। পরন্তু আমি
আপন হস্ত বিস্তার করিয়া দেশের মধ্যে সাধিতব্য
আমার সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা মিসরকে আ-
ঘাত করিব, তৎপরে সে তোমাদিগকে যাইতে
২১ দিবে। আর আমি মিস্রীয়দের সাক্ষাতে এই
লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে
তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবে না;
২২ কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী
কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালঙ্কার
ও স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র যাচ্ঞা করিবে; এবং
তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের
গাত্রে পরাইবে, এইরূপে তোমরা মিস্রীয়দের
দ্রব্য হরণ করিবে।

৪ পরে মোশি উত্তর করিলেন, দেখুন, তা-
হারা আমাকে বিশ্বাস করিবে না, ও আমার
বাক্যে মনোযোগ করিবে না, বলিবে, সদাপ্রভু
২ তোমাকে দর্শন দেন নাই। তখন সদাপ্রভু
তাঁহাকে কহিলেন, তোমার হস্তে ও কি? তিনি
৩ বলিলেন, যষ্টি। তখন তিনি কহিলেন, উহা
ভূমিতে ফেল। পরে তিনি ভূমিতে ফেলিলে তাহা
সর্প হইল; আর মোশি তাহার সম্মুখ হইতে
৪ পলায়ন করিলেন। তখন সদাপ্রভু মোশিকে
কহিলেন, 'হস্ত বিস্তার করিয়া উহার লেজ ধর।'
তাহাতে তিনি হস্ত বিস্তার করিয়া ধরিলে উহা
৫ তাঁহার হস্তে যষ্টি হইল। 'ইহাতে তাহারা প্রত্যয়
করিবে যে, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদা-
প্রভু, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও
যাকোবের ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছেন।'
৬ পরে সদাপ্রভু তাঁহাকে আরও কহিলেন,
তুমি আপন হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তাহাতে তিনি
বক্ষঃস্থলে হস্ত দিলেন; পরে আবার বাহির
করিলে দেখ, তাঁহার হস্ত হিমবর্ণ কুষ্ঠযুক্ত হই-
৭ য়াছে। পরে তিনি কহিলেন, 'তোমার হস্ত
পুনর্ব্বার বক্ষঃস্থলে দেও।' তাহাতে তিনি পুন-
র্ব্বার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিলেন, পরে বক্ষঃস্থল হইতে
হস্ত বাহির করিলে দেখ, তাহা পুনর্ব্বার প্রকৃত
৮ মাংস হইল। 'তাহারা যদি তোমাকে বিশ্বাস
না করে, এবং ঐ প্রথম অভিজ্ঞানেও মনোযোগ
না করে, তবে দ্বিতীয় অভিজ্ঞানে বিশ্বাস করিবে।
৯ আর এই দুই অভিজ্ঞানেও যদি বিশ্বাস না করে,
ও তোমার বাক্যে মনোযোগ না করে, তবে তুমি
নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ঢালিও;
তাহাতে তুমি নদী হইতে যে জল তুলিবে, তাহা
শুষ্ক ভূমিতে রক্ত হইয়া যাইবে।'
১০ পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, হে আমার
প্রভো, ইহার পূর্ব্বে কিম্বা আপন দাসের সহিত
আপনকার আলাপ করিবার পরেও আমি বাক্পটু
১১ নহি, কিন্তু আমি জড়মুখ ও জড়জিহ্ব। তাহাতে
সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ কে
নির্ম্মাণ করিয়াছে? আর বোবা, বধির, মুক্ত-
চক্ষু বা অন্ধকে কে নির্ম্মাণ করে? আমি সদাপ্রভু
১২ কি করি না? অতএব তুমি যাও; আমি তোমার
মুখের সহবর্ত্তী হইয়া বক্তব্য কথা তোমাকে
১৩ জানাইব। তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভো,
বিনয় করি, যাহার হাতে পাঠাইতে চান, পাঠা-
১৪ উন। তাহাতে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইল; তিনি কহিলেন, লেবীয় হারোণ
কি তোমার ভ্রাতা নহে? আমি জানি, সে সুবক্তা;
আর দেখ, সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিতেছে; তোমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইবে।
১৫ তুমি তাহাকে কহিবে, ও তাহার মুখে বাক্য
দিবে; এবং আমি তোমার মুখের ও তাহার মুখের
সহবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমাদিগকে জানা-
১৬ ইব। তোমার পরিবর্ত্তে সে লোকদের কাছে বক্তা
হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে, এবং
১৭ তুমি তাহার ঈশ্বরস্বরূপ হইবে। আর তুমি এই
যষ্টি হস্তে করিবে, ইহা দ্বারাই তোমাকে সেই
অভিজ্ঞানকার্য্য করিতে হইবে।

মোশি মিসর দেশে ফিরিয়া গিয়া ফরৌণকে ঈশ্বরের কথা জানান।

১৮ পরে মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রোর নিকটে
ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, আমি বিনয় করি,
মিসরে স্থিত আমার ভ্রাতৃগণের নিকটে ফিরিয়া
যাইতে, এবং তাহারা অদ্যাবধি জীবিত আছে
কি না, তাহা দেখিতে আমাকে বিদায় দিউন।
১৯ যিথ্রো মোশিকে কহিলেন, কুশলে যাও। আর
সদাপ্রভু মিদিয়নে মোশিকে বলিয়াছিলেন, তুমি
মিসরে ফিরিয়া যাও; কেননা যে লোকেরা তো-
মার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল, তাহারা সকলে
২০ মরিয়া গিয়াছে। তখন মোশি আপন স্ত্রী ও
পুত্রদিগকে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া মিসর
দেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং মোশি আপন হস্তে

Digitized by Google

২১ ঈশ্বরের সেই যষ্টি লইলেন। আর সদাপ্রভু
মোশিকে কহিলেন, তুমি যখন মিসরে ফিরিয়া
যাও, দেখিও, আমি তোমার হস্তে যে সকল অদ্ভুত
কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছি, ফরৌণের সাক্ষাতে সে
সকল করিও; কিন্তু আমি তাহার হৃদয় কঠিন
করিব, তাহাতে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে
২২ না। আর তুমি ফরৌণকে বলিবে, সদাপ্রভু
কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার জ্যেষ্ঠ
২৩ পুত্র। আর আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার
আরাধনা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া
দেও; কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড়িতে অসম্মত, সে
জন্য দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার জ্যেষ্ঠ
পুত্রকে, বধ করিব।
২৪ পরে পথে উত্তরণীয় গৃহে সদাপ্রভু তাঁহার
কাছে গিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন।
২৫ তখন সিপ্পোরা একখানি তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া
আপন পুত্রের ত্বক্‌ছেদ করিয়া তাঁহার চরণের
নিকটে তাহা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, আমার
২৬ পক্ষে তুমি রক্তের বর। আর ঈশ্বর তাঁহাকে
ছাড়িয়া দিলেন; তখন ত্বক্‌ছেদ সম্বন্ধে সে স্ত্রী
কহিল, তুমি রক্তের বর।
২৭ আর সদাপ্রভু হারোণকে বলিয়াছিলেন,
তুমি মোশির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে
যাও। তাহাতে তিনি ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাঁহার
২৮ কাছে গিয়া চুম্বন করিলেন। তখন মোশি
আপন প্রেরণকর্ত্তা সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও
তাঁহার আজ্ঞাপিত সমস্ত অভিজ্ঞানের বিষয়
হারোণকে জ্ঞাত করিলেন।
২৯ পরে মোশি ও হারোণ যাইয়া ইস্রায়েল-
৩০ সন্তানদের প্রাচীনবর্গকে একত্র করিলেন। অন-
ন্তর হারোণ মোশির প্রতি সদাপ্রভুর কথিত
বাক্য সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন, এবং
তিনি লোকদের দৃষ্টিতে সেই সকল অভিজ্ঞান-
৩১ কার্য্য করিলেন। তাহাতে লোকেরা প্রত্যয়
করিল; এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদিগের
তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, ও তাহাদের দুঃখ দেখিয়া-
ছেন, ইহা শুনিয়া তাহারা মস্তক নমনপূর্ব্বক
প্রণিপাত করিল।

৫ পরে মোশি ও হারোণ গিয়া ফরৌণকে
কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন,
প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করণার্থে আমার
২ প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। তাহাতে ফরৌণ
কহিলেন, সদাপ্রভু কে যে, আমি তাঁহার কথা
শুনিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব? আমি সদা-
প্রভুকে জানি না, ইস্রায়েলকেও ছাড়িয়া দিব
৩ না। তাঁহারা কহিলেন, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমা-
দিগকে দর্শন দিয়াছেন; অতএব আমরা বিনয়
করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ
করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে
যাইতে দিউন, পাছে তিনি মহামারী কি খড়্গ
৪ দ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করেন। তাহাতে
মিসরের রাজা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মোশি
ও হারোণ, তোমরা লোকদিগকে কেন তাহাদের
কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর? তোমাদের ভার বহন
৫ কর্ম্মে যাও। ফরৌণ আরও কহিলেন, দেখ, দেশের
লোক এখন অনেক, আর তোমরা তাহাদিগকে
ভার বহন হইতে নিবৃত্ত করিতেছ।
৬ আর ফরৌণ সেই দিনে লোকদের কার্য্যশাসক
৭ ও অধ্যক্ষগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা
ইষ্টকাদি নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বের মত এই লোকদিগকে
পলাল আর দিও না; তাহারা যাইয়া আপনারা
৮ আপনাদের পলাল সংগ্রহ করুক। কিন্তু পূর্ব্বে
তাহাদের যত ইষ্টক নির্ম্মাণের ভার ছিল, এখনও
সেই ভার দেও; তাহার কিছুই ন্যূন করিও না;
কেননা তাহারা অলস, এই জন্য ক্রন্দন করত
কহিতেছে, আমরা আপনাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে
৯ যজ্ঞ করিতে যাইব। ইহারা কার্য্যভারে ভারা-
ক্রান্ত হউক ও তাহাতেই ব্যস্ত থাকুক, মিথ্যা
কথায় অবধান না করুক।
১০ আর লোকদের কার্য্যশাসকেরা ও অধ্যক্ষেরা
বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে কহিল, ফরৌণ এই
কথা কহেন, আমি তোমাদিগকে পলাল দিব
১১ না। আপনারা যে স্থানে পাও, সেই স্থানে
গিয়া পলাল সংগ্রহ কর; কিন্তু তোমাদের কার্য্য
১২ কিছুই ন্যূন হইবে না। তাহাতে লোকেরা
পলালের চেষ্টাতে নাড়া সংগ্রহ করিতে সমস্ত
১৩ মিসরদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তথাপি কার্য্য-
শাসকেরা ত্বরা করাইয়া কহিল, পলাল পাইলে
যেমন করিতে, তদ্রূপ এখনও নিরূপিত দৈবসিক
১৪ কর্ম্ম প্রতিদিন সম্পূর্ণ কর। আর ফরৌণের কার্য্য-
শাসকেরা ইস্রায়েল বংশীয় যে কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে
রাখিয়াছিল, তাহারাও প্রহারিত হইল, আর
এই বলা হইল, তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্টক
গঠন বিষয়ে নিরূপিত কর্ম্ম আজকাল কেন সম্পূর্ণ
১৫ কর না? তাহাতে ইস্রায়েল বংশীয় সেই অধ্য-
ক্ষেরা আসিয়া ফরৌণের নিকটে ক্রন্দন করিয়া
কহিল, আপনকার দাসদের সহিত আপনি এমন
১৬ ব্যবহার কেন করিতেছেন? লোকেরা আপনকার
দাসদিগকে পলাল দেয় না, তথাপি বলে, ইষ্টক
নির্ম্মাণ কর; আর দেখুন, আপনকার এই দা-
সেরা প্রহারিত হয়, কিন্তু আপনকারই লোকদের
১৭ দোষ। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা অলস,
তোমরা অলস, এই জন্য কহিতেছ, আমরা
১৮ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে যাইব। এখন
যাও, কর্ম্ম কর, তোমাদিগকে পলাল দেওয়া
যাইবে না, তথাপি ইষ্টকের সম্পূর্ণ সংখ্যা দিতে

Digitized by Google

১৯ হইবে। তাহাতে, তোমাদের দৈবসিক নিরূপিত
ইষ্টকের কিছু ন্যূন করিতে পাইবে না, এই কথাতে
ইস্রায়েল বংশীয় অধ্যক্ষেরা দেখিল, আপনারা
বিপাকে পড়িয়াছে।
২০ পরে ফরৌণের নিকট হইতে নির্গমনকালে
তাহারা তাহাদের অপেক্ষাতে দণ্ডায়মান মোশির
২১ ও হারোণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাদিগকে কহিল,
সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার
করুন, কেননা তোমরা ফরৌণের ও তাঁহার দাস-
গণের সাক্ষাতে আমাদিগকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া
আমাদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে খড়্গ
২২ দিয়াছ। পরে মোশি সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া
গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভো, তুমি এই
লোকদিগের অমঙ্গল কেন করিলে? এবং আ-
২৩ মাকে কেন পাঠাইলে? কেননা যদবধি আমি
তোমার নামে কথা কহিতে ফরৌণের কাছে উপ-
স্থিত হইয়াছি, তদবধি তিনি এই লোকদিগের
অমঙ্গল করিতেছেন, এবং তুমি আপন প্রজাদের
উদ্ধার কিছুই কর নাই।

৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি
ফরৌণের প্রতি যাহা করিব, তাহা তুমি
এখন দেখিবে; কেননা বাহুবল প্রকাশিত হইলে
সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, এবং বাহুবল
প্রকাশিত হইলে আপন দেশ হইতে তাহাদিগকে
দূর করিবে।
২ ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরও
৩ কহিলেন, আমি যিহোবাঃ [সদাপ্রভু]; আমি
অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে 'এল-
শদ্দয়' [সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর] বলিয়া দর্শন
দিতাম, আমার যিহোবা নাম লইয়া তাহা-
৪ দিগকে আমার পরিচয় দিতাম না। পরন্তু আমি
তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম,
আমি তাহাদিগকে কনানদেশ দিব, অর্থাৎ যাহার
মধ্যে তাহারা প্রবাস করিত, তাহাদের সেই
৫ প্রবাসদেশ দিব। অধিকন্তু মিস্রীয়দের দ্বারা
দাসত্বে নিযুক্ত ইস্রায়েল-সন্তানদের কাতরোক্তি
শুনিয়া আমার সেই নিয়ম স্মরণ করিলাম।
৬ অতএব ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বল, আমি সদা-
প্রভু, আমি তোমাদিগকে মিস্রীয়দের ভারের
নীচে হইতে বাহির করিয়া আনিব, ও তাহাদের
দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিব, এবং প্রসারিত বাহু
ও মহৎ শাসন দ্বারা তোমাদিগকে মুক্ত করিব।
৭ আমি তোমাদিগকে আপন প্রজারূপে গ্রাহ্য করিয়া
তোমাদের ঈশ্বর হইব; তাহাতে মিস্রীয়দের
ভারের নীচে হইতে তোমাদিগকে বাহিরে আন-
য়নকারী আমি সদাপ্রভু যে তোমাদের ঈশ্বর,
৮ তাহা জ্ঞাত হইবে। আর আমি অব্রাহামকে,
ইস্‌হাককে ও যাকোবকে যে দেশ দিতে দিব্য
করিয়াছি, সেই দেশে তোমাদিগকে লইয়া গিয়া
তোমাদের অধিকারার্থে তাহা দিব; আমিই
৯ সদাপ্রভু। পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে
তদনুসারে কহিলেন বটে, কিন্তু তাহারা মনের
অধৈর্য্য ও কঠিন দাস্যকর্ম্ম হেতু মোশির বাক্যে
মনোযোগ করিল না।
১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যাইয়া
১১ মিসরের রাজা ফরৌণকে বল, যেন সে আপন
দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া
১২ দেয়। তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
কহিলেন, দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানেরা আমার বাক্যে
মনোযোগ করিল না; তবে ফরৌণ কি প্রকারে
১৩ শুনিবেন? আমি ত অচ্ছিন্নত্বগোষ্ঠ। এইরূপে
সদাপ্রভু মোশির ও হারোণের সহিত আলাপ
করিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসরদেশ
হইতে নিস্তার করণার্থে ইস্রায়েল-সন্তানদিগের
নিকটে এবং মিসরের রাজা ফরৌণের নিকটে
বক্তব্য কথা তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।

মোশির পূর্ব্বপুরুষাবলি।

১৪ এই সকল লোক আপন আপন পিতৃকুলের
পতি ছিলেন। ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের
সন্তান হনোক, পল্লূ, হিষ্রোণ ও কর্ম্মি; ইহারা
রূবেণের গোষ্ঠী।
১৫ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল, যামীন, ওহদ,
যাখীন, সোহর ও কনানীয়া স্ত্রীর পুত্র শৌল;
ইহারা শিমিয়োনের গোষ্ঠী।
১৬ বংশাবলি অনুসারে লেবির পুত্রদের নাম
গের্শোন, কহাৎ ও মরারি; লেবির আয়ু এক
১৭ শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। আর আপন
আপন গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনের সন্তান লিব্‌নি
১৮ ও শিমিয়ি। কহাতের সন্তান অম্রম, যিষ্‌হর,
হিব্রোণ ও উষীয়েল; কহাতের আয়ু এক শত
১৯ তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। মরারির সন্তান মহলি
ও মূশি; ইহারা বংশাবলি অনুসারে লেবির
২০ গোষ্ঠী। আর অম্রম আপন পিসী যোকেবদকে
বিবাহ করিলেন, তিনি তাঁহাহইতে হারোণকে
ও মোশিকে প্রসব করিলেন। অম্রমের আয়ু এক
২১ শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। যিষ্‌হরের
২২ সন্তান কোরহ, নেফগ ও সিখ্রি। আর উষীয়েলের
২৩ সন্তান মীশায়েল, ইলীষাফন ও সিথ্রি। আর
হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা নহশোনের ভগিনী
ইলীশেবাকে বিবাহ করিলেন, আর সে স্ত্রী
তাঁহা হইতে নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথা-
২৪ মরকে প্রসব করিলেন। আর কোরহের সন্তান
অসীর, ইলকানা ও অবীয়াসফ; ইহারা কোর-
২৫ হের গোষ্ঠী। আর হারোণের পুত্র ইলিয়াসর
পূটীয়েলের এক কন্যাকে বিবাহ করিলে তিনি

Digitized by Google

তাঁহা হইতে পীনহসকে প্রসব করিলেন ; ইহাঁরা
লেবীয়দের গোষ্ঠী-ভেদানুসারে তাহাদের পিতৃ-
২৬ কুলপতি ছিলেন। এই যে হারোণ ও মোশি,
ইহাঁদিগকেই সদাপ্রভু কহিলেন, তোমরা ইস্রা-
য়েল-সন্তানদিগকে সৈন্যশ্রেণীক্রমে মিসরদেশ
২৭ হইতে বাহির কর। ইহাঁরাই মিসর হইতে
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে নিস্তার করণার্থে মিসরের
ফরৌণ রাজার সহিত আলাপ করিলেন। ইহাঁরা
সেই মোশি ও হারোণ।

মিসরের উপর প্রথম আঘাত।

২৮ মিসরদেশে মোশির সহিত সদাপ্রভুর আলাপ
২৯ করণ সময়ে সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন,
আমি তোমাকে যাহা যাহা কহি, সে সকলই
৩০ তুমি মিসরের রাজা ফরৌণকে বলিও। আর
মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিয়াছিলেন, দেখ,
আমি অচ্ছিন্নত্বগোষ্ঠ, ফরৌণ কি প্রকারে আমার
কথা শুনিবেন ?

৭ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ,
আমি ফরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বরস্বরূপ
করিয়া নিযুক্ত করিলাম, আর তোমার ভ্রাতা
২ হারোণ তোমার ভাববাদী হইবে। আমি তো-
মাকে যাহা যাহা আদেশ করি, সে সকলই তুমি
কহিবে ; এবং তোমার ভ্রাতা হারোণ ফরৌণকে
তাহা কহিবে, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে দেশ-
৩ হইতে ছাড়িয়া দিতে বলিবে। কিন্তু আমি
ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব, এবং মিসরদেশে
আমার অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ বহুসংখ্যক
৪ করিব। তথাপি ফরৌণ তোমাদের কথায় মনো-
যোগ করিবে না ; অতএব আমি মিসরদেশে হস্তা-
র্পণ করিয়া মহাশাসন দ্বারা মিসর হইতে আপন
সৈন্যসামন্ত, আপন প্রজা ইস্রায়েল-সন্তান-
৫ গণকে বাহির করিব। আমি মিসরের উপরে
আপন হস্ত বিস্তার করিয়া মিস্রীয়দের মধ্য হইতে
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বাহির করিয়া আনিলে,
৬ উহারা জানিবে, আমিই সদাপ্রভু। পরে মোশি
ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করি-
৭ লেন। ফরৌণের সহিত আলাপ করিবার সময়ে
মোশির অশীতি ও হারোণের তিরাশী বৎসর বয়স
হইয়াছিল।

৮ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
৯ ফরৌণ যখন তোমাদিগকে কহে, তোমরা আপ-
নাদের কোন অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও, তখন হারোণ-
কে বলিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌণের
সম্মুখে নিক্ষেপ কর ; তাহাতে তাহা সর্প হইবে।
১০ তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে গিয়া
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন ; হারোণ
ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের সম্মুখে আপন
যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে তাহা সর্প হইল।
১১ তখন ফরৌণও বিদ্বান্‌দিগকে ও গুণিগণকে ডাকি-
লেন ; তাহাতে তাহারা অর্থাৎ মিস্রীয় মন্ত্র-
বেত্তারাও আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিল।
১২ ফলতঃ তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন যষ্টি
নিক্ষেপ করিলে সে সকলই সর্প হইল, কিন্তু
হারোণের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস
১৩ করিল। তাহাতে সদাপ্রভু যেমন বলিয়াছিলেন,
তদনুসারে ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, তিনি
তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন না।

১৪ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ফরৌ-
ণের হৃদয় ভারী হইয়াছে ; সে লোকদিগকে
১৫ ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করে। তুমি প্রাতঃ-
কালে ফরৌণের নিকটে যাও ; দেখ, সে জলের
দিকে যাইবে ; তুমি তাহার অপেক্ষাতে নদীতীরে
দাঁড়াইও ; এবং যে যষ্টি সর্প হইয়া গিয়াছিল,
১৬ তাহাও হস্তে গ্রহণ করিও। আর ফরৌণকে
বলিও, ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে দিয়া
তোমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি আমার প্রজা-
দিগকে প্রান্তরে আমার আরাধনা করণার্থে ছা-
ড়িয়া দেও ; কিন্তু দেখ, তুমি এ পর্য্যন্ত মনো-
১৭ যোগ কর নাই। সদাপ্রভু এইরূপ কহিতেছেন,
আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তুমি এতদ্দ্বারা জ্ঞাত
হইবে ; দেখ, আমি আপন হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা
নদীর জলে প্রহার করিব, তাহাতে তাহা রক্ত
১৮ হইয়া যাইবে ; আর নদীতে যে সকল মৎস্য
আছে, তাহারা মরিবে, এবং নদীতে দুর্গন্ধ
হইবে ; তাহাতে নদীর জল পান করিতে মিস্রীয়-
দের ঘৃণা জন্মিবে।

১৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে
এই কথা বল, তুমি আপন যষ্টি লইয়া মিসর-
দেশীয় জলের উপরে, দেশের নদী, খাল, বিল
ও অন্যান্য জলাশয় সকলের উপরে আপন হস্ত
বিস্তার কর ; তাহাতে সে সকল জল রক্ত হইবে,
এবং মিসরদেশের সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময়
২০ পাত্রেও রক্ত হইবে। তখন মোশি ও হারোণ
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেইরূপ করিলেন,
তিনি যষ্টি তুলিয়া ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের
সম্মুখে নদীর জলে প্রহার করিলেন ; তাহাতে
২১ নদীর সমস্ত জল রক্ত হইল। আর নদীর মৎস্য
সকল মরিল, ও নদীতে দুর্গন্ধ হইল ; তাহাতে
মিস্রীয়েরা নদীর জল পান করিতে পারিল না,
২২ এবং মিসরদেশের সর্ব্বত্র রক্ত হইল। কিন্তু
মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ
করিল ; তাহাতে সদাপ্রভুর বচনানুসারে ফরৌ-
ণের হৃদয় কঠিন হইল, এবং তিনি তাঁহাদের
২৩ কথায় মনোযোগ করিলেন না। পরে ফরৌণ
আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন, ইহাতেও মনো-

Digitized by Google

২৪ যোগ করিলেন না। কিন্তু মিস্রীয় লোক সকল
নদীর জল পান করিতে না পারাতে পানীয়
জলের চেষ্টায় নদীর আশে পাশে চারি দিকে
খনন করিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আঘাত।

৮ নদীতে সদাপ্রভুর আঘাত করিবার পর
সাত দিন গত হইল। পরে সদাপ্রভু মো-
শিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে যাইয়া
তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার
আরাধনা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া
২ দেও। যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে
দেখ, আমি ভেক দ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে
৩ আঘাত করিব। নদী ভেকে পরিপূর্ণ হইবে ; সে
সকল ভেক উঠিয়া তোমার গৃহে, শয়নাগারে ও
শয্যায়, এবং তোমার দাসগণের গৃহে, তোমার
প্রজাদের মধ্যে, তোমার তুন্দুরে ও তোমার
আটা ছানিবার কাঠুয়াতে প্রবেশ করিবে ;
৪ তাহাতে তোমার, তোমার প্রজাদের ও দাস-
৫ গণের অঙ্গে ভেক উঠিবে। পরে সদাপ্রভু মো-
শিকে কহিলেন, হারোণকে বল, তুমি নদী, খাল
ও বিল সকলের উপরে যষ্টিধারী হস্ত বিস্তার
৬ করিয়া মিসরদেশের উপরে ভেক আনাও। তা-
হাতে হারোণ মিসরে সকল জলের উপরে আপন
হস্ত বিস্তার করিলে ভেকেরা উঠিয়া মিসরদেশে
৭ ব্যাপিল। কিন্তু মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের
মায়াবলে সেইরূপ করিয়া মিসরদেশের উপরে
ভেক আনিল।
৮ পরে ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া
কহিলেন, সদাপ্রভুর কাছে বিনতি কর, যেন
তিনি আমা হইতে ও আমার প্রজাদিগের হইতে
এই সকল ভেক দূর করিয়া দেন, তাহাতে আমি
লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব, যেন তাহারা সদা-
৯ প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে পারে। তখন
মোশি ফরৌণকে কহিলেন, আমার উপরে দর্প
করুন ; ভেক সকল যেন আপনা হইতে ও আপ-
নার গৃহ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নদীতে
থাকে, আপনকার ও আপনকার দাসগণের ও
প্রজা সকলের নিমিত্তে কোন্ সময়ের জন্য এমন
১০ বিনতি করিব ? তিনি কহিলেন, কল্যকার জন্য।
তখন মোশি কহিলেন, আপনার বাক্যানুসারেই
হউক, যেন আপনি জানিতে পারেন যে, আমা-
১১ দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য কেহ নাই ; ভেকেরা
আপনা হইতে ও আপনকার গৃহ, দাস ও প্রজা
সকল হইতে দূর হইয়া কেবল নদীতেই থাকিবে।
১২ পরে মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকট হইতে
বাহিরে গেলেন, এবং মোশি ফরৌণের বিরুদ্ধে
উৎপাদিত ভেকদিগের বিষয়ে সদাপ্রভুর কাছে
১৩ ক্রন্দন করিলেন। আর সদাপ্রভু মোশির বাক্যানু-
সারে করিলেন, তাহাতে গৃহে, প্রাঙ্গণে ও ক্ষেত্রে
১৪ সকল ভেক মরিল। তখন লোকেরা সে সকল
একত্র করিয়া ঢিবি করিলে দেশে দুর্গন্ধ হইল।
১৫ কিন্তু ফরৌণ বিপদের নিবৃত্তি দেখিয়া সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে আপন হৃদয় ভারী করিলেন, তাঁহা-
দের বাক্যে মনোযোগ করিলেন না।
১৬ তাহাতে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণ-
কে বল, তুমি আপন যষ্টি বিস্তার করিয়া
ভূমির ধূলিতে প্রহার কর, তাহাতে সমুদয়
১৭ মিসরদেশে পিশু হইবে। তখন তাঁহারা সেই-
রূপ করিলেন ; ফলতঃ হারোণ আপন যষ্টিধারী
হস্ত বিস্তার করিয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার করিলেন,
তাহাতে মনুষ্যে ও পশুতে পিশু হইল, এবং
মিসরদেশের সর্ব্বত্র ভূমির সকল ধূলি পিশু হইয়া
১৮ গেল। তখন মন্ত্রবেত্তারা আপনাদের মায়াবলে
তদ্রূপ করিয়া পিশু উৎপন্ন করিতে যত্ন করিল
১৯ বটে, কিন্তু পারিল না। আর মনুষ্যে ও পশুতে
পিশু হওয়ায় মন্ত্রবেত্তারা ফরৌণকে কহিল, এ
ঈশ্বরের অঙ্গুলি তথাপি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল; তিনি তাঁহাদের
কথায় মনোযোগ করিলেন না।
২০ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
প্রত্যূষে উঠিয়া গিয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াও ;
দেখ, সে জলের কাছে আসিবে ; তুমি তাহাকে
এই কথা কহ, সদাপ্রভু কহেন, আমার আরাধনা
করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও।
২১ যদি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া না দেও,
তবে দেখ, আমি তোমাতে, তোমার দাসগণে,
প্রজাদিগেতে ও গৃহে এমন দংশকের ঝাঁক প্রেরণ
করিব যে, মিস্রীয়দের গৃহ ও বাসভূমি দংশকে
২২ পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু আমি সেই দিন আমার
প্রজাদের নিবাসস্থান গোশন প্রদেশ ভিন্ন
করিব ; সে স্থানে দংশক হইবে না ; যেন তুমি
জানিতে পার যে, পৃথিবীর মধ্যে আমিই সদা-
২৩ প্রভু। আমি আপন প্রজাদের ও তোমার প্রজা-
দের মধ্যে প্রভেদ করিব ; কল্য এই অভিজ্ঞান
২৪ হইবে। পরে সদাপ্রভু সেইরূপ করিলেন,
তাহাতে ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের গৃহে
দংশকের বৃহৎ ঝাঁক উপস্থিত হইল ; মিসর
দেশের সর্ব্বত্র দংশকের উৎপাত হইল।
২৫ তখন ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া
কহিলেন, তোমরা যাইয়া দেশের মধ্যে তোমা-
২৬ দের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ কর। তাহাতে মোশি
কহিলেন, তাহা করা আমাদের বিধি নয়,
কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
মিস্রীয়দের ঘৃণাজনক বলিদান করিতে হইবে,
কিন্তু মিস্রীয়দের সাক্ষাতে তাহাদের ঘৃণাজনক

Digitized by Google

বলিদান করিলে তাহারা কি আমাদিগকে
২৭ প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে না? আমরা তিন দিনের
পথ প্রান্তরে যাইয়া, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
যে আজ্ঞা দিবেন, তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশে
২৮ যজ্ঞ করিব। ফরৌণ কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা প্রান্তরে গিয়া
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ কর; কিন্তু
বহুদূর যাইও না; তোমরা আমার জন্য বিনতি
২৯ কর। তখন মোশি কহিলেন, দেখুন, আমি
আপনকার নিকট হইতে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে
বিনতি করিব, তাহাতে ফরৌণের, তাঁহার দাস-
গণের ও তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে কল্য
সকল দংশকের ঝাঁক দূরে যাইবে; কিন্তু সদা-
প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করণার্থে লোকদিগকে ছা-
ড়িয়া দিবার বিষয়ে ফরৌণ পুনর্ব্বার প্রবঞ্চনা না
৩০ করুন। পরে মোশি ফরৌণের নিকট হইতে
বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন।
৩১ তাহাতে সদাপ্রভু মোশির প্রার্থনানুসারে ফরৌণ,
তাঁহার দাসগণ ও প্রজা সকল হইতে দংশকের
সমস্ত ঝাঁক দূর করিলেন; একটীও অবশিষ্ট
৩২ রহিল না। সে বারেও ফরৌণ আপন হৃদয় ভারী
করিলেন, লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আঘাত।

৯ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ফরৌণের নিকটে গিয়া তাহাকে বল, ইব্রীয়-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার
আরাধনা করণার্থে তুমি আমার প্রজাদিগকে
২ ছাড়িয়া দেও। যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে
৩ অসম্মত হইয়া এখনও বাধা দেও, তবে দেখ,
ক্ষেত্রস্থ তোমার পশুধনের উপর, অশ্বদের, গর্দ্দভ-
দের, উষ্ট্রদের, গোপালের ও মেষপালের উপর
সদাপ্রভুর হস্ত রহিয়াছে; ভারী মহামারী হইবে।
৪ কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের পশুতে ও মিস্রী-
য়দের পশুতে প্রভেদ করিবেন; তাহাতে ইস্রা-
৫ য়েল-সন্তানদের কোন পশু মরিবে না। আর
সদাপ্রভু সময় নিরূপণ করত কহিলেন, কল্য
৬ সদাপ্রভু দেশে এই কর্ম্ম করিবেন। পর দিন
সদাপ্রভু তাহাই করিলেন, তাহাতে মিস্রীয়দের
সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানদের
৭ পশুদের মধ্যে একটাও মরিল না। তখন ফরৌণ
লোক পাঠাইল, আর দেখ, ইস্রায়েলের একটা
পশুও মরে নাই; তথাপি ফরৌণের হৃদয়
ভারী হইল, এবং তিনি লোকদিগকে ছাড়িয়া
দিলেন না।
৮ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া ভাটীর ভস্ম লও,
পরে মোশি ফরৌণের সাক্ষাতে তাহা আকাশের
৯ দিকে ছড়াইয়া দিউক। তাহা সমস্ত মিসরদেশ-
ব্যাপী সূক্ষ্ম ধূলি হইয়া মিসরদেশের সর্ব্বত্র
মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক জন্মা-
১০ ইবে। তখন তাঁহারা ভাটীর ভস্ম লইয়া ফরৌ-
ণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং মোশি আকাশের
দিকে তাহা ছড়াইয়া দিলেন, তাহাতে মনুষ্যদের
ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল।
১১ সেই স্ফোটক প্রযুক্ত মন্ত্রবেত্তারা মোশির সম্মুখে
দাঁড়াইতে পারিল না, কারণ মন্ত্রবেত্তা প্রভৃতি
১২ সমস্ত মিস্রীয়ের গাত্রে স্ফোটক জন্মিল। তথাপি
সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন; তিনি
মোশির প্রতি সদাপ্রভুর কথিত বাক্যানুসারে
তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন না।
১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
প্রত্যূষে উঠিয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তা-
হাকে এই কথা বল, ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভু
কহেন, আমার আরাধনা করণার্থে আমার প্রজা-
১৪ দিগকে ছাড়িয়া দেও; নতুবা এই বার আমি
তোমার প্রাণের বিরুদ্ধে এবং তোমার দাসগণের
ও প্রজাদের মধ্যে আমার সর্ব্বপ্রকার আঘাত
প্রেরণ করিব; তাহাতে তুমি জানিতে পারিবে,
সমস্ত পৃথিবীতে আমার তুল্য কেহই নাই।
১৫ কেননা এত দিন আমি আপন হস্ত বিস্তার
করিয়া মহামারী দ্বারা তোমাকে ও তোমার প্রজা-
দিগকে হনন করিতে পারিতাম; তাহা করিলে
১৬ তুমি পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হইতে। কিন্তু
সত্যই তোমাকে আমার প্রভাব দেখাইব ও
সমস্ত পৃথিবীতে নিজ নাম কীর্ত্তিত করিব
১৭ বলিয়াই তোমাকে স্থাপন করিয়াছি। এখনও
তুমি আমার প্রজাগণের উপর অভিমান করিয়া
১৮ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত আছ। দেখ,
মিসরের পত্তনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাদৃশ কখন
হয় নাই, এমন অতিশয় ভারী শিলাবৃষ্টি আমি
১৯ কল্য এই সময়ে বর্ষাইব। অতএব তুমি এখন
লোক পাঠাইয়া ক্ষেত্রে তোমার পশু প্রভৃতি
যাহা যাহা আছে, সে সকল ত্বরায় আনাও;
যে মনুষ্য ও পশু গৃহমধ্যে আনীত না হইয়া
ক্ষেত্রে থাকিবে, তাহাদের উপরে শিলাবৃষ্টি
২০ হইবে, তাহারা মরিবে। তখন ফরৌণের দাস-
গণের মধ্যে যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে ভীত
হইল, সে শীঘ্র আপন দাস ও পশুদিগকে গৃহ-
২১ মধ্যে আনিল। কিন্তু যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে
মনোযোগ করিল না, সে আপন দাস ও পশু-
দিগকে ক্ষেত্রে থাকিতে দিল।
২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
আকাশের দিকে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে
মিসরদেশের সর্ব্বত্র শিলাবৃষ্টি হইবে, মিসর-
দেশের মনুষ্য, পশু ও ক্ষেত্রস্থ সমস্ত ওষধির

Digitized by Google

২৩ উপরে তাহা হইবে। পরে মোশি আপন যষ্টি
আকাশের দিকে বিস্তার করিলে সদাপ্রভু মেঘ-
গর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি বর্ষাইলেন, এবং অগ্নি
ভূমির উপরে বেগে গমন করিল; এইরূপে
সদাপ্রভু মিসরদেশে শিলাবৃষ্টি বর্ষাইলেন।
২৪ তাহাতে শিলা এবং শিলার সহিত মিশ্রিত
অগ্নিবৃষ্টিও হওয়াতে তাহা অতি দুঃসহ হইল;
এরূপ শিলাবৃষ্টি মিসরদেশে রাজ্য স্থাপনাবধি
২৫ কখনও হয় নাই। তাহাতে সমস্ত মিসরদেশের
ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকলই শিলা দ্বারা হত
হইল, ও ক্ষেত্রের সমস্ত ওষধি শিলাবৃষ্টি দ্বারা
নষ্ট হইল, আর ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ ভগ্ন হইল।
২৬ কেবল ইস্রায়েল-সন্তানদের বাসস্থান গোশন
প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হইল না।
২৭ পরে ফরৌণ লোক পাঠাইয়া মোশি ও
হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, এই বার আমি
পাপ করিয়াছি; সদাপ্রভু ধার্ম্মিক, কিন্তু আমি
২৮ ও আমার প্রজারা দোষী। তোমরা সদাপ্রভুর
কাছে বিনতি কর; অধিক মেঘগর্জ্জনে ও শিলা-
বৃষ্টিতে কি প্রয়োজন? আমি তোমাদিগকে ছা-
ড়িয়া দিব, তোমাদের আর বিলম্ব হইবে না।
২৯ তখন মোশি তাঁহাকে কহিলেন, আমি নগর
হইতে নির্গমনকালে সদাপ্রভুর দিকে আপন
অঞ্জলি বিস্তার করিব, তাহাতে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত
হইবে ও শিলাবৃষ্টি আর হইবে না, যেন আপনি
৩০ জানিতে পারেন যে, পৃথিবী সদাপ্রভুর। কিন্তু
আমি জানি, আপনি ও আপনকার দাসগণ,
আপনারা এখনও সদাপ্রভু ঈশ্বর হইতে ভীত
৩১ নহেন। তৎকালে মসিনা ও যব সকলই নষ্ট
হইল, কেননা যব শীষযুক্ত ও মসিনা পুষ্পিত
৩২ হইয়াছিল। কিন্তু গোম ও জনার বড় না হওয়াতে
৩৩ নষ্ট হইল না। পরে মোশি ফরৌণের নিকট
হইতে নগরের বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর দিকে
আপন অঞ্জলি বিস্তার করিলেন, তাহাতে মেঘ-
গর্জ্জন ও শিলাপতন নিবৃত্ত হইল, এবং ভূমিতে
৩৪ আর জলধারা বর্ষিল না। তখন বৃষ্টি, শিলাপাত
ও মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত দেখিয়া ফরৌণ আরও পাপ
করিলেন, তিনি ও তাঁহার দাসগণ আপন আপন
৩৫ হৃদয় ভারী করিলেন। আর মোশি দ্বারা কথিত
সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ফরৌণের হৃদয় কঠিন
হওয়াতে তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে যাইতে
দিলেন না।

অষ্টম ও নবম আঘাত।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ফরৌণের নিকটে যাও; কেননা আমি তাহার
ও তাহার দাসগণের হৃদয় ভারী করিলাম, যেন
আমি তাহাদের মধ্যে আমার এই সকল অভি-
২ জ্ঞান প্রদর্শন করি, এবং আমি মিস্রীয়দের প্রতি
যাহা যাহা করিয়াছি, ও তাহাদের মধ্যে আমার
যে যে অভিজ্ঞান-কার্য্য করিয়াছি, তাহার বৃত্তান্ত
যেন তুমি আপন পুত্রের ও পৌত্রের কর্ণগোচরে
কহ, এবং আমি যে সদাপ্রভু, ইহা জ্ঞাত হও।
৩ তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে গিয়া
কহিলেন, ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, তুমি
আমার সম্মুখে নম্র হইতে কত কাল অসম্মত
থাকিবে? আমার আরাধনা করণার্থে আমার
৪ প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। কিন্তু যদি ছাড়িয়া
দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি কল্য তোমার
৫ সীমাতে পঙ্গপাল আনিব। তাহারা ভূমিতল
এমন আচ্ছন্ন করিবে যে, কেহ ভূমি দেখিতে
পাইবে না; এবং শিলাবৃষ্টি হইতে রক্ষিত ও
অবশিষ্ট তোমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা
তাহারা খাইবে, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন তোমাদের
৬ বৃক্ষ সকলও খাইবে। আর তোমার গৃহ ও
তোমার দাসগণের গৃহ ও সমস্ত মিস্রীয় লোকের
গৃহ পঙ্গপালে পরিপূর্ণ হইবে; এই দেশে
তোমার পিতৃপুরুষদের ও তাহাদের পিতৃপুরুষ-
দের জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কখনও তদ্রূপ দেখা
যায় নাই। তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া ফরৌ-
ণের নিকট হইতে বাহিরে গেলেন।
৭ পরে ফরৌণের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, এ
ব্যক্তি কত কাল আমাদের ফাঁদস্বরূপ থাকিবে?
এই লোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা কর-
ণার্থে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিউন; মিসরদেশ
ছারখার হইল, ইহা কি আপনি এখনও বুঝেন
৮ না? তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে
পুনর্ব্বার আনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, যাও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরা-
৯ ধনা কর গিয়া; কিন্তু কে কে যাইবে? মোশি
কহিলেন, আমরা আবাল বৃদ্ধ সকলেই যাইব,
আপন আপন পুত্র কন্যাগণ এবং গোমেষাদি
পালও সঙ্গে লইয়া যাইব, কেননা সদাপ্রভুর
১০ উদ্দেশে আমাদের উৎসব করিতে হইবে। তখন
ফরৌণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, হাঁ, সদাপ্রভু
তোমাদের সেইরূপ সহবর্ত্তী হউন, যেরূপ
আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের শিশুগণকে
ছাড়িয়া দিব; দেখ, অনিষ্ট তোমাদের সম্মুখ-
১১ বর্ত্তী; তাহা হইবে না; তোমাদের পুরুষেরা
গিয়া সদাপ্রভুর আরাধনা করুক; কারণ তোমরা
ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলে। পরে তাঁহারা
ফরৌণের সম্মুখ হইতে দূরীকৃত হইলেন।
১২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
মিসরদেশের উপরে পঙ্গপালের জন্য আপন হস্ত
বিস্তার কর, তাহাতে তাহারা মিসরদেশে আসিয়া
ভূমির সমস্ত ওষধি খাইবে, শিলাবৃষ্টি যাহা

Digitized by Google

১৩ কিছু রাখিয়া গিয়াছে, সকলই খাইবে। তখন
মোশি মিসরদেশের উপরে আপন যষ্টি বিস্তার
করিলে ঐ সমস্ত দিবারাত্রি সদাপ্রভু দেশে পূর্ব্বীয়
বায়ু বহাইলেন; প্রাতঃকাল হইলে পূর্ব্বীয় বায়ু
১৪ পঙ্গপাল উঠাইয়া আনিল। তাহাতে সমুদয়
মিসরদেশের উপরে পঙ্গপাল ব্যাপ্ত হইল; মিস-
রের সমস্ত সীমাতে পঙ্গপাল পড়িল। তাহা
অত্যন্ত ভয়ানক হইল; তদ্রূপ পঙ্গপাল পূর্ব্বে
কখনও হয় নাই, এবং পরেও কখনও হইবে না।
১৫ তাহারা সমস্ত ভূমিতল আচ্ছন্ন করিল, ও তাহা-
দের দ্বারা দেশ অন্ধকার হইল, এবং ভূমির যে
ওষধি ও বৃক্ষাদির যে ফল শিলাবৃষ্টি হইতে রক্ষা
পাইয়াছিল, সে সমস্ত তাহারা খাইয়া ফেলিল;
তাহাতে সমস্ত মিসরদেশে বৃক্ষ বা ক্ষেত্রের ওষধি,
হরিদ্বর্ণ কিছুই রহিল না।
১৬ তখন ফরৌণ সত্বর মোশি ও হারোণকে ডাকা-
ইয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।
১৭ বিনয় করি, কেবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা
কর, এবং আমা হইতে এই কালস্বরূপকে দূর
করিবার জন্য আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে
১৮ বিনতি কর। তখন তিনি ফরৌণের নিকট হইতে
বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন;
১৯ আর সদাপ্রভু অতি প্রবল পশ্চিম বায়ু আনাই-
লেন; তাহা পঙ্গপালদিগকে উঠাইয়া লইয়া সূফ-
সাগরে নিক্ষেপ করিল, তাহাতে মিসরের সমস্ত
২০ সীমাতে একটাও পঙ্গপাল থাকিল না। কিন্তু সদা-
প্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন,তাহাতে তিনি
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।
২১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
আকাশের দিকে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিসর
দেশে অন্ধকার হইবে, ও সেই অন্ধকার স্পর্শ-
২২ নীয় হইবে। পরে মোশি আকাশের দিকে হস্ত
বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত মিসরদেশের
২৩ সর্ব্বত্র গাঢ় অন্ধকার হইল। তিন দিন পর্য্যন্ত
কেহ কাহাকে দেখিতে পাইল না, এবং কেহ
আপন স্থান হইতে উঠিল না; কিন্তু ইস্রায়েল-
সন্তান সকলের নিমিত্তে তাহাদের বাসস্থানে
আলো ছিল।
২৪ তখন ফরৌণ মোশিকে ডাকাইয়া কহিলেন,
যাও, সদাপ্রভুর আরাধনা কর গিয়া; কেবল
তোমাদের মেষপাল ও গোপাল থাকুক; তোমা-
২৫ দের শিশুগণও তোমাদের সঙ্গে যাউক। তাহাতে
মোশি কহিলেন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উৎসর্গ করণার্থে আমাদের হস্তে বলি
ও হোমদ্রব্য সমর্পণ করা আপনকার উচিত।
২৬ আমাদের সহিত আমাদের পশুগণও যাইবে,
একটী খুরও অবশিষ্ট থাকিবে না; কেননা
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনার্থে তাহাদের
মধ্য হইতে বলি লইতে হইবে, এবং কি কি
দিয়া সদাপ্রভুর আরাধনা করিব, তাহা সে স্থানে
উপস্থিত না হইলে আমরা জানিতে পারি না।
২৭ কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন,
এবং তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত
২৮ হইলেন না। তখন ফরৌণ তাঁহাকে কহিলেন,
আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; সাবধান, আমার
মুখ আর কখনও দেখিও না; কেননা যে দিন
২৯ আমার মুখ দেখিবে, সেই দিনে মরিবে। তাহাতে
মোশি কহিলেন, ভালই বলিয়াছেন, আমি
আপনকার মুখ আর কখন দেখিব না।

১১ সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন, আমি
ফরৌণের ও মিসরের উপরে আর এক
উৎপাত আনিব, তৎপরে সে তোমাদিগকে এ
স্থান হইতে ছাড়িয়া দিবে, এবং ছাড়িয়া দিবার
সময়ে তোমাদিগকে এখান হইতে নিশ্চয় তাড়া-
২ ইয়া দিবে। অতএব এখন লোকদের কর্ণগোচরে
বল, প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী
হইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতি-
বাসিনী হইতে রৌপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার চা-
৩ হিয়া লউক। আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে
লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। আবার
মিসরদেশে মোশি ফরৌণের দাসদের ও প্রজাদের
দৃষ্টিতে অতি মহান্ ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।
৪ পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমি অর্দ্ধরাত্রে মিসরের মধ্য দিয়া
৫ গমন * করিব। তাহাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট
ফরৌণের প্রথমজাত অবধি যাঁতা পেষণকারিণী
দাসীর প্রথমজাত পর্য্যন্ত মিসরদেশস্থিত সকল
প্রথমজাত মরিবে, এবং পশুদের ও সকল প্রথম-
৬ জাত মরিবে। আর যাদৃশ কখন হয় নাই ও
হইবে না, সমস্ত মিসরদেশে এমন মহাক্রন্দন
৭ হইবে। কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের মধ্যে
মনুষ্যের কিম্বা পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও জিহ্বা
দোলাইবে না, যেন আপনারা জানিতে পারেন
যে, সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগেতে ও ইস্রায়েলে প্রভেদ
৮ করেন। তাহাতে আপনকার এই দাসেরা সকলে
আমার নিকটে নামিয়া আসিবে, ও প্রণিপাত
করিয়া আমাকে কহিবে, তুমি ও তোমার অনু-
গামী সকল প্রজা বাহির হও; তখন আমি
বাহির হইব। তাহার পর তিনি মহাক্রুদ্ধ ফরৌ-
ণের নিকট হইতে বাহিরে গেলেন।
৯ সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন, আমি যেন
মিসরদেশে আপনার অদ্ভুত লক্ষণ বহুসংখ্যক
করি, তজ্জন্য ফরৌণ তোমাদের কথায় মনো-
১০ যোগ করিবে না। আর মোশি ও হারোণ ফরৌ-
ণের সাক্ষাতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া-

Digitized by Google

ছিলেন ; তথাপি সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন
করাতে তিনি আপন দেশ হইতে ইস্রায়েল-
সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।

নিস্তারপর্ব্ব স্থাপন। ঈশ্বরীয় দশম আঘাত।

১২ আর মিসরদেশে সদাপ্রভু মোশি ও
হারোণকে কহিলেন, এই মাস তোমাদের
প্রধান মাস ও বৎসরের সকল মাসের মধ্যে প্রথম
৩ হইবে। ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীকে এই কথা
বল, তোমরা এই মাসের দশম দিনে তোমাদের
পিতৃকুলানুসারে প্রত্যেক গৃহস্থ এক এক বাটীর
৪ জন্য এক একটী মেষশাবক লইবে। আর মেষ
ভোজন করিতে যদি কাহারও পরিজন অল্প হয়,
তবে সে ও তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসী
প্রাণিগণের সংখ্যানুসারে একটী মেষশাবক
লইবে ; তোমরা এক এক জনের ভোজনশক্তি
অনুসারে মেষশাবকের বিষয়ে গণনা করিবে।
৫ তোমরা মেষপালের কিম্বা ছাগপালের মধ্য হইতে
৬ একবর্ষীয় নির্দ্দোষ পুংশাবক লইয়া এই মাসের
চতুর্দ্দশ দিন পর্য্যন্ত রাখিবে। পরে ইস্রায়েলের
মণ্ডলীর সমস্ত সমাজ সন্ধ্যাকালে সেই শাবকটী
৭ হনন করিবে। আর তাহারা তাহার কিঞ্চিৎ
রক্ত লইবে, এবং যে যে গৃহমধ্যে মেষ ভোজন
করিবে, সেই সেই গৃহের দ্বারের দুই বাজুতে ও
৮ কপালীতে তাহা লেপিয়া দিবে। পরে সেই
রাত্রিতে তাহার মাংস ভোজন করিবে ; অগ্নিতে
দগ্ধ করিয়া তাড়ীশূন্য রুটী ও তিক্ত শাকের
৯ সহিত তাহা ভোজন করিবে। তোমরা তাহার
মাংস অপক্ব কিম্বা জলে সিদ্ধ ভোজন করিও না,
কিন্তু অগ্নিতে দগ্ধ করিও ; তাহার মুণ্ড, জংঘা
১০ ও অন্তরস্থ ভাগ। আর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার
কিছুই রাখিও না ; যদি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু
অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা অগ্নিতে ভস্মসাৎ
করিও।
১১ আর তোমরা এইরূপে তাহা ভোজন করিবে ;
কটিবন্ধন করিবে, চরণে পাদুকা দিবে, হস্তে যষ্টি
লইবে ও ত্বরান্বিত হইয়া তাহা ভোজন করিবে ;
১২ ইহা সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব্ব। কেননা সেই রা-
ত্রিতে আমি মিসরদেশের মধ্য দিয়া যাইয়া
মিসরদেশস্থ মনুষ্যের ও পশুর যাবতীয় প্রথম-
জাতকে নিহনন করিব, এবং মিসরের যাবতীয়
দেবের বিচার করিয়া দণ্ড দিব ; আমিই সদা-
১৩ প্রভু। অতএব তোমরা যে যে গৃহে থাক, ঐ
রক্ত অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই সেই গৃহের উপরে
থাকিবে ; তাহাতে আমি যখন মিসরদেশকে দণ্ড
দিব, তখন সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিগকে
ছাড়িয়া অগ্রে যাইব, সংহারক আঘাত তোমা-
১৪ দের উপরে পড়িবে না। আর এই দিন তোমা-
দের স্মরণীয় হইবে, এবং তোমরা এই দিনকে
সদাপ্রভুর উৎসব বলিয়া পালন করিবে ; পুরু-
ষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিমতে এই উৎসব পালন
১৫ করিবে। তোমরা সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী
খাইবে, এমন কি, প্রথম দিনেই আপন আপন
গৃহ হইতে তাড়ী দূর করিবে, কেননা যে কেহ
প্রথম দিনাবধি সপ্তম দিন পর্য্যন্ত তাড়ীযুক্ত
ভক্ষ্য খাইবে, সে ইস্রায়েল হইতে উচ্ছিন্ন
১৬ হইবে। আর প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র
সভা হইবে, এবং সপ্তম দিনেও তোমাদের পবিত্র
সভা হইবে ; সেই দুই দিন প্রত্যেক প্রাণীর
খাদ্য আয়োজন ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্ম
করিবে না, কেবল সেই কর্ম্ম করিতে পারিবে।
১৭ এইরূপে তোমরা তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব পালন
করিবে, কেননা এই দিনে আমি তোমাদের
বাহিনীদিগকে মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া
আনিলাম ; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে চির-
স্থায়ী বিধিমতে এই দিন পালন করিবে।
১৮ তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সায়ং-
কালাবধি একবিংশ দিনের সায়ংকাল পর্য্যন্ত
১৯ তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও। সপ্তাহ কাল
তোমাদের গৃহে যেন তাড়ীর লেশ না থাকে ;
কেননা কি বিদেশী কি স্বদেশী যে কোন প্রাণী
তাড়ীমিশ্রিত দ্রব্য খাইবে, সে ইস্রায়েলের মণ্ডলী
২০ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। তোমরা তাড়ীযুক্ত কোন
দ্রব্য খাইও না ; তোমরা আপনাদের সমস্ত বাস-
স্থানে তাড়ীশূন্য রুটী খাইও।
২১ তখন মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে
ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে এক একটী মেষশাবক বাহির করিয়া
২২ লইয়া নিস্তারপর্ব্বীয় বলি হনন কর। আর এক
আটি এসোব লইয়া ডাবরে স্থিত রক্তে ডুবা-
ইয়া দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে ডাবরে
স্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ লেপিয়া দেও, এবং প্রভাত
পর্য্যন্ত তোমরা কেহই গৃহদ্বারের বাহিরে যাইও
২৩ না। কেননা সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগকে আঘাত
করণার্থ তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিবেন,
তাহাতে দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে সেই
রক্ত দেখিলে সদাপ্রভু সেই দ্বার ছাড়িয়া অগ্রে
যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে প্রবেশ
২৪ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না। আর তোমরা
ও যুগানুক্রমে তোমাদের সন্তানেরা বিধি বলিয়া
২৫ এই রীতি পালন করিবে। আর সদাপ্রভু
আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে যে দেশ
দিবেন, সে দেশে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখনও এই
২৬ সেবার অনুষ্ঠান করিবে। আর তোমাদের

Digitized by Google

সন্তানগণ যখন তোমাদিগকে বলিবে, তোমাদের
২৭ এই সেবার তাৎপর্য্য কি ? তোমরা কহিবে, ইহা
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্বীয় যজ্ঞ, মিস্রীয়-
দিগকে আঘাত করিবার সময়ে তিনি মিসরে
ইস্রায়েল-সন্তানদের গৃহ সকল ছাড়িয়া অগ্রে
গিয়াছিলেন, আমাদের গৃহ রক্ষা করিয়াছিলেন।
তখন লোকেরা মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত
২৮ করিল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানেরা যাইয়া, সদা-
প্রভু মোশি ও হারোণকে যাহা আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, তদনুসারে কর্ম্ম করিল।
২৯ অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে সদাপ্রভু সিংহাসনে উপ-
বিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারা-
কূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্য্যন্ত মিসর-
দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের
৩০ প্রথমজাত শাবকগণকে নিহনন করিলেন। তা-
হাতে ফরৌণ ও তাঁহার দাসগণ প্রভৃতি সমস্ত
মিস্রীয় লোক রাত্রিতে উঠিল, এবং মিসরে মহা-
ক্রন্দন হইল; কেননা যে ঘরে কেহ মরে নাই,
এমত ঘরই ছিল না।
৩১ তখন রাত্রিকালেই ফরৌণ মোশি ও হারোণ-
কে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা উঠিয়া ইস্রা-
য়েল-সন্তানদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্য
হইতে বাহির হও, তোমরা যাও, তোমাদের
কথানুসারে সদাপ্রভুর আরাধনা কর গিয়া।
৩২ আর তোমাদের কথানুসারে মেষপাল ও গোপাল
সকল সঙ্গে লইয়া যাও, এবং আমাকেও আশী-
৩৩ র্ব্বাদ কর। তখন লোকদিগকে শীঘ্র দেশ হইতে
বিদায় করণার্থে মিস্রীয়েরা ব্যগ্র হইল; কেননা
তাহারা কহিল, আমরা সকলে মারা পড়িলাম।
৩৪ তাহাতে ময়দার তাল মাখিয়া উঠিবার পূর্ব্বে
লোকেরা তাহা লইয়া কাঠুয়া সকল আপন
৩৫ আপন বস্ত্রে বাঁধিয়া স্কন্ধে করিল। আর ইস্রায়েল-
সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে মিস্রীয়দের
কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিল,
৩৬ আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে
অনুগ্রহপাত্র করাতে মিস্রীয়েরা তাহাদের
যাচ্ঞানুসারে তাহাদিগকে দিল। এইরূপে তা-
হারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।

মিসর হইতে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা।

৩৭ তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা বালক ছাড়া ন্যূনা-
ধিক ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ হইতে
৩৮ সুক্কোতে যাত্রা করিল। আর তাহাদের সহিত
মিশ্রিত লোকদের মহাজনতা এবং মেষ ও গো,
৩৯ অতি বিস্তর পশু প্রস্থান করিল। পরে তাহারা
মিসর হইতে আনীত ছানা ময়দার তাল দিয়া
তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিল, কেননা তাহা
মাখা যায় নাই, কারণ তাহারা মিসর হইতে বহিষ্কৃত
হইয়াছিল, সুতরাং বিলম্ব করিতে না পারাতে
আপনাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নাই।
৪০ ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর
৪১ কাল মিসর দেশে প্রবাস করিয়াছিল। সেই
চারি শত ত্রিশ বৎসরের শেষে ঐ দিনে সদা-
প্রভুর বাহিনী সকল মিসর হইতে বাহির
৪২ হইল। মিসরদেশ হইতে তাহাদের বাহির
করণ হেতু এ সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতীব পালনীয়
রাত্রি। সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের পুরুষানুক্রমে
এই রাত্রি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতীব পালনীয়।
৪৩ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
নিস্তারপর্ব্বীয় বলির বিধি এই ; অন্যজাতীয়
৪৪ কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না। কিন্তু
রৌপ্য দ্বারা ক্রীত প্রত্যেক পুরুষদাস যদি ছিন্নত্বক্
৪৫ হয়, তবে খাইতে পারিবে। বিদেশী কিম্বা বেতন-
৪৬ জীবী তাহা খাইতে পারিবে না। তোমরা এক
গৃহমধ্যে তাহা ভোজন করিও; সেই মাংসের
কিছুই গৃহের বাহিরে লইয়া যাইও না; ও
৪৭ তাহার এক অস্থিও ভগ্ন করিও না। ইস্রায়েলের
৪৮ সমস্ত মণ্ডলী ইহা পালন করিবে। আর তোমার
সহিত প্রবাসী কোন বিদেশী লোক যদি সদা-
প্রভুর নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে চাহে, তবে সে
নিজ পুরুষ পরিবারের সহিত ছিন্নত্বক্ হইয়া
ইহা পালনার্থ আগমন করুক, তাহাতে সে
দেশজাত লোকের তুল্য হইবে; কিন্তু অচ্ছিন্ন-
৪৯ ত্বক্ কোন লোক তাহা ভোজন না করুক। দেশ-
জাত লোকের নিমিত্তে ও তোমাদের মধ্যে প্রবাস-
কারী বিদেশীয় লোকের নিমিত্তে একই বিধি
৫০ হইবে। তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান সেই-
রূপ করিল, সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে যাহা
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারেই করিল।
৫১ এইরূপে সদাপ্রভু সেই দিনে সৈন্যশ্রেণীবদ্ধ
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসরদেশ হইতে বাহির
করিয়া আনিলেন।

১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ইস্রা-
য়েল-সন্তানদের মধ্যে মনুষ্য হউক কিম্বা পশু
হউক, গর্ভ উন্মোচক যাবতীয় প্রথমজাত গর্ভ-
ফল আমার উদ্দেশে পবিত্র কর; তাহা
আমারই।
৩ অনন্তর মোশি লোকদিগকে কহিলেন, এই
দিন স্মরণে রাখিও, যে দিনে তোমরা মিসর
হইতে, দাসগৃহ হইতে, বহির্গত হইলে, কারণ
সদাপ্রভু বাহুবল দ্বারা তথা হইতে তোমাদিগকে
বাহির করিয়া আনিলেন; এবং তাড়ীযুক্ত খাদ্য
৪ খাওয়া হইবে না। আবীব মাসের এই দিনে
৫ তোমরা বাহির হইলে। আর কনানীয়, হিত্তীয়,
ইমোরীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের যে দেশ
তোমাকে দিতে সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের

Digitized by Google

কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে
যখন তিনি তোমাকে আনিবেন, তখনও তুমি
৬ এই মাসে এই সেবার অনুষ্ঠান করিবে। সপ্তাহ
কাল তাড়ীশূন্য রুটী খাইও, ও সপ্তম দিনে
৭ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব করিও। সেই সপ্তাহ
কাল তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিতে হইবে,
এবং তোমার নিকটে তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য দৃষ্ট না
হউক, তোমার সমস্ত সীমার মধ্যে তাড়ী দৃষ্ট
৮ না হউক। সেই দিনে তুমি আপন পুত্রকে
ইহা জ্ঞাত করিও, মিসর হইতে আমার বাহির
হইবার সময়ে সদাপ্রভু আমার প্রতি যাহা
৯ করিলেন, ইহা তাহার স্মরণার্থক। আর ইহা
অভিজ্ঞানস্বরূপ তোমার হস্তে ও স্মরণের উপায়-
স্বরূপ তোমার নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানে থাকিবে;
তাহাতে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা তোমার মুখে থাকিবে,
কেননা সদাপ্রভু বলবত্ত হস্ত দ্বারা মিসর হইতে
১০ তোমাকে বাহির করিয়াছেন। অতএব তুমি বৎ-
সর বৎসর যথাসময়ে এই বিধি পালন করিবে।
১১ সদাপ্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃ-
পুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তদনুসারে
যখন কনানীয়দের দেশে প্রবেশ করাইয়া তো-
১২ মাকে তাহা দিবেন, তৎকালে তুমি গর্ত্ত উন্মো-
চক যাবতীয় গর্ত্তফল সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত
করিবে; এবং তোমার পশুগণেরও গর্ত্ত উন্মো-
চক সকল গর্ত্তফলের মধ্যে পুংসন্তান সদাপ্রভুর
১৩ হইবে। আর গর্ত্ত উন্মোচক গর্দ্দভ সকলের
মুক্তির জন্য তাহার পরিবর্ত্তে মেষশাবক দিবে;
যদি মুক্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবে;
তোমার পুত্রগণের মধ্যে মনুষ্যের প্রথমজাত
সকলকে মুক্ত করিতে হইবে।
১৪ আর তোমার পুত্র যদি ভাবিকালে তোমাকে
জিজ্ঞাসা করে, এ কি? তুমি কহিবে, সদাপ্রভু
বাহুবল দ্বারা আমাদিগকে মিসর হইতে, দাসগৃহ
১৫ হইতে, বাহির করিলেন। তৎকালে ফরৌণ আমা-
দিগকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে নিষ্ঠুর হইলে
সদাপ্রভু মিসরদেশে যাবতীয় প্রথমজাত সন্তানকে,
মনুষ্যের ও পশুর প্রথমজাত সন্তান সকলকে বধ
করিলেন, এই নিমিত্তে আমি গর্ত্ত উন্মোচক
পুংসন্তান সকলকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান
করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্র সকলকে
১৬ মুক্ত করি। ইহা অভিজ্ঞানস্বরূপ তোমার হস্তে
ও ভূষণস্বরূপ তোমার নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানে থা-
কিবে, কেননা সদাপ্রভু বাহুবল দ্বারা আমাদিগকে
মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।
১৭ আর ফরৌণ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলে,
পলেষ্টীয়দের দেশ দিয়া সোজা পথ থাকিলেও
ঈশ্বর সেই পথে তাহাদিগকে চালাইলেন না,
কেননা ঈশ্বর কহিলেন, যুদ্ধ দেখিলে পাছে
লোকেরা অনুতাপ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যায়।
১৮ অতএব ঈশ্বর লোকদিগকে সূফসাগরের প্রান্তর-
গামী বক্র পথে গমন করাইলেন; আর ইস্রায়েল-
সন্তানেরা সসজ্জ হইয়া মিসরদেশ হইতে যাত্রা
১৯ করিল। আর মোশি যোষেফের অস্থি আপনার
সঙ্গে লইলেন, কেননা তিনি ইস্রায়েল-সন্তান-
দিগকে দৃঢ় দিব্য করাইয়া কহিয়াছিলেন, ঈশ্বর
অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধান করিবেন, তৎকালে
তোমরা আপনাদের সঙ্গে আমার অস্থি এ স্থান
হইতে লইয়া যাইবে।
২০ পরে তাহারা সুক্কোৎ হইতে যাত্রা করিয়া
প্রান্তরের প্রান্তে স্থিত এথমে শিবির স্থাপন
২১ করিল। আর সদাপ্রভু দিবাতে পথ প্রদর্শনার্থ
মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে দীপ্তিদানার্থ
অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন
করিতেন; এইরূপে তিনি দিবারাত্রি তাহাদিগকে
২২ গমন করাইতেন। তিনি লোকদের সম্মুখ হইতে
দিবাতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর
করিতেন না।

১৪ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে কহ, তোমরা ফির,
পী-হহীরোতের অগ্রে মিগ্দোলের ও সমুদ্রের
মধ্যস্থলে শিবির স্থাপন কর; তোমরা বাল-
সফোনের অগ্রে অর্থাৎ তাহার সম্মুখে সমুদ্রের
৩ নিকটে শিবির স্থাপন কর। তাহাতে ফরৌণ
ইস্রায়েল-সন্তানদের বিষয়ে কহিবে, তাহারা
দেশের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল, প্রান্তর তাহাদের
৪ পথ রুদ্ধ করিল। আর আমি ফরৌণের হৃদয়
কঠিন করিব, তাহাতে সে তোমাদের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ধাবমান হইবে, এবং আমি ফরৌণ ও
তাহার সমস্ত সৈন্য দ্বারা গৌরবান্বিত হইব; আর
মিস্রীয়েরা জানিতে পারিবে যে, আমিই সদা-
প্রভু। তখন তাহারা সেইরূপ করিল।

ফরৌণের সৈন্যসামন্তের বিনাশ।

৫ পরে লোকেরা পলাইয়াছে, এই সংবাদ
মিস্রীয় রাজাকে জ্ঞাত করিলে লোকদের বিষয়ে
ফরৌণ ও তাঁহার দাসগণের অন্তঃকরণ বিকার-
প্রাপ্ত হইল; তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, আমরা
এ কেমন কর্ম্ম করিলাম? আমাদের দাসত্ব হইতে
৬ ইস্রায়েলকে কেন ছাড়িয়া দিলাম? তখন তিনি
আপন রথ প্রস্তুত করাইলেন, ও আপন লোক-
৭ দিগকে সঙ্গে লইলেন। আর মনোনীত ছয় শত
রথ, এবং মিসরের সমস্ত রথ ও তৎসমুদয়ের
৮ উপরে নিযুক্ত সেনানীদিগকে লইলেন। আর
সদাপ্রভু মিস্রীয় রাজা ফরৌণের হৃদয় কঠিন
করিলে তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইলেন; তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা

Digitized by Google

৯ উচ্চহস্তে বহির্গমন করিতেছিল। আর মিস্রীয়েরা
অর্থাৎ ফরৌণের সকল অশ্ব, রথ, অশ্বারূঢ়গণ
ও সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
হইতেছিল ; পরে উহারা বাল-সফোনের সম্মুখে
পী-হহীরোতের নিকটে সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপন
করিলে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।
১০ ফরৌণ নিকটবর্ত্তী হইলে যখন ইস্রায়েল-
সন্তানেরা চক্ষু তুলিয়া দেখিল, তাহাদের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ মিস্রীয়েরা আসিতেছে, তখন অতিশয়
ভীত হইল, এবং ইস্রায়েল-সন্তানেরা সদাপ্রভুর
১১ উদ্দেশে ক্রন্দন করিল। তাহারা মোশিকে কহিল,
মিসরে কবর নাই বলিয়া তুমি কি প্রান্তরমধ্যে
প্রাণত্যাগ করাইতে আমাদিগকে লইয়া আ-
সিলে ? তুমি আমাদিগকে মিসর হইতে বাহির
করিয়া আমাদের সহিত এ কেমন ব্যবহার
১২ করিলে ? আমরা কি মিসরদেশে তোমাকে এই
কথা কহি নাই, আমাদিগকে থাকিতে দেও,
আমরা মিস্রীয়দের দাস্যকর্ম্ম করি ? কেননা
প্রান্তরে মরণাপেক্ষা মিস্রীয়দের দাস হওয়া
১৩ আমাদের মঙ্গল। তখন মোশি লোকদিগকে
কহিলেন, ভয় করিও না, সকলে স্থির হইয়া
দাঁড়াও ; সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার
করেন, তাহা দেখ। কেননা এই যে মিস্রীয়-
দিগকে অদ্য দেখিতেছ, ইহাদিগকে আর কখনই
১৪ দেখিবে না। সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ
করিবেন, তোমরা নীরব থাকিবে।
১৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আমার
কাছে কেন ক্রন্দন করিতেছ ? ইস্রায়েল-সন্তান-
১৬ দিগকে অগ্রসর হইতে বল। আর তুমি আপন
যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর,
সমুদ্রকে দুই ভাগ কর ; তাহাতে ইস্রায়েল-
সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবে।
১৭ আর দেখ, আমিই মিস্রীয়দের হৃদয় কঠিন
করিব, তাহাতে তাহারা ইহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ
করিবে, এবং আমি ফরৌণের, তাহার সকল
সৈন্যের, তাহার রথের ও তাহার অশ্বারূঢ়গণের
১৮ দ্বারা গৌরবান্বিত হইব। আর ফরৌণ ও তা-
হার রথ ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ দ্বারা আমার
গৌরবলাভ হইলে মিস্রীয়েরা জানিতে পারিবে
যে, আমিই সদাপ্রভু।
১৯ তখন ইস্রায়েলীয় সৈন্যের অগ্রগামী ঈশ্বরের
দূত সরিয়া গিয়া তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইলেন,
এবং মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্র হইতে সরিয়া গিয়া
২০ তাহাদের পশ্চাৎ দাঁড়াইল ; তাহা মিসরের
শিবির ও ইস্রায়েলের শিবির, এই উভয়ের
মধ্যে আসিল ; আর সেই মেঘ ও অন্ধকার
থাকিল, তথাপি উহা রাত্রিকে আলোকিত
করিল ; এবং সমস্ত রাত্রি এক দল অন্য দলের
২১ নিকটে আসিল না। পরে মোশি সমুদ্রের উপরে
আপন হস্ত বিস্তার করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু
সেই সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ু দ্বারা সমু-
দ্রকে সরাইয়া দিলেন, ও তাহা শুষ্ক ভূমি করি-
২২ লেন, তাহাতে জল দুই ভাগ হইল। আর
ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ
করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল
২৩ প্রাচীরস্বরূপ হইল। পরে মিস্রীয়েরা অর্থাৎ
ফরৌণের অশ্ব, রথ ও অশ্বারূঢ়গণ সকলে ধাব-
মান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রের
২৪ মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাত্রির শেষ প্রহরে
সদাপ্রভু অগ্নি ও মেঘস্তম্ভে থাকিয়া মিস্রীয়দের
সৈন্য অবলোকন করিলেন, ও মিস্রীয়দের সৈন্যকে
২৫ উদ্বিগ্ন করিলেন, এবং তাহাদের রথের চক্র
সরাইলেন ; তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে রথ
চালাইল ; তখন মিস্রীয়েরা কহিল, চল, আমরা
ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করি, কেননা
সদাপ্রভু তাহাদের পক্ষ হইয়া মিস্রীয়দের বিপক্ষে
যুদ্ধ করিতেছেন।
২৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি সমু-
দ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর ; তাহাতে মিস্রীয়দের
উপরে ও তাহাদের রথের উপরে ও অশ্বারূঢ়দের
২৭ উপরে পুনর্ব্বার জল আসিবে। তখন মোশি
সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করাতে প্রাতঃ-
কাল হইতে না হইতে সমুদ্র পুনরায় সমান
হইয়া গেল ; তাহাতে মিস্রীয়েরা তাহার অভি-
মুখে পলায়ন করিলে সদাপ্রভু সমুদ্রের মধ্যে
২৮ তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিলেন। আর জল পরা-
বৃত্ত হইয়া তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে
আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফরৌণের যে সকল
সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিল, তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট রহিল না।
২৯ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য
দিয়া চলিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল
৩০ প্রাচীরস্বরূপ হইল। এইরূপে সেই দিন সদা-
প্রভু মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার
করিলেন, ও ইস্রায়েল মিস্রীয়দিগকে সমুদ্রের
৩১ ধারে মৃত দেখিল। আর ইস্রায়েল মিস্রীয়দের
প্রতি কৃত সদাপ্রভুর মহৎকর্ম্ম দেখিল ; তাহাতে
লোকেরা সদাপ্রভুকে ভয় করিল, এবং সদাপ্রভুতে
ও তাঁহার দাস মোশিতে বিশ্বাস করিল।

ইস্রায়েলীয়দের বিজয়-সঙ্গীত।

১৫ তখন মোশি ও ইস্রায়েল-সন্তানেরা সদা-
প্রভুর উদ্দেশে এই গীত গান করিলেন ;
তাঁহারা বলিলেন,

আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব ; কেননা
তিনি মহামহিমান্বিত হইলেন,

Digitized by Google

তিনি অশ্ব ও তদারোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ
করিলেন।
২ সদাপ্রভু আমার বল ও গান,
তিনি আমার পরিত্রাণ হইলেন;
এই আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রশংসা
করিব;
আমার পৈতৃক ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠা
করিব।
৩ সদাপ্রভু যুদ্ধবীর;
যিহোবাঃ তাঁহার নাম।
৪ তিনি ফরৌণের রথসমূহ ও সৈন্যদলকে সমুদ্রে
নিক্ষেপ করিলেন;
তাঁহার মনোনীত সেনানীগণ সূফসাগরে নিমগ্ন
হইল।
৫ জলরাশি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল;
তাহারা অগাধ জলে প্রস্তরবৎ তলাইয়া গেল।
৬ সদাপ্রভো, তোমার দক্ষিণ হস্ত বলে গৌরবা-
ন্বিত।
সদাপ্রভো, তোমার দক্ষিণ হস্ত শত্রুচূর্ণকারী।
৭ তুমি নিজ মহিমার মহত্ত্বে আপনার প্রতিরোধী-
দিগকে নিপাত করিয়া থাক;
তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি নাড়ার ন্যায় তাহা-
দিগকে ভক্ষণ করে।
৮ তোমার নাসিকার নিশ্বাসে জল রাশীকৃত
হইল;
স্রোত সকল স্তূপের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল;
সমুদ্র-গর্ভে জলরাশি ঘনীভূত হইল।
৯ শত্রু বলিয়াছিল,
আমি পশ্চাৎ ধাবিত হইব, উহাদের সঙ্গ ধরিব;
লুট বিভাগ করিয়া লইব;
উহাদিগেতে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে;
আমি খড়্গ নিষ্কোষ করিব, আমার হস্ত উহা-
দিগকে বিনাশ করিবে।
১০ তুমি নিজ বায়ু দ্বারা ফুৎকার করিলে, সমুদ্র
তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল;
তাহারা প্রবল জলে সীসাবৎ তলাইয়া গেল।
১১ সদাপ্রভো, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য?
কে তোমার ন্যায় পবিত্রতায় আদরণীয়;
প্রশংসায় ভয়ার্হ, আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী?
১২ তুমি আপন দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলে,
পৃথিবী উহাদিগকে গ্রাস করিল।
১৩ তুমি যে লোকদিগকে মুক্ত করিয়াছ, তাহাদিগকে
নিজ দয়াতে চালাইতেছ,
তুমি নিজ পরাক্রমে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র
নিবাসে লইয়া যাইতেছ।
১৪ জাতি সকল ইহা শুনিল, কম্পান্বিত হইল,
পলেষ্টীয়াবাসিগণ ব্যথাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।
১৫ তখন ইদোমের দলপতিগণ বিহ্বল হইল;
মোয়াবের মেড়ারা কম্পগ্রস্ত হইল;
কনানিবাসী সকলে গলিয়া গেল।
১৬ ত্রাস ও আশঙ্কা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে;
তোমার বাহুবল দ্বারা তাহারা প্রস্তরের ন্যায়
স্তব্ধ হইয়া আছে;
যাবৎ, হে সদাপ্রভো, তোমার প্রজাগণ উত্তীর্ণ না
হয়,
যাবৎ তোমার ক্রীত প্রজাগণ উত্তীর্ণ না হয়।
১৭ তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, আপন অধিকার-
পর্ব্বতে রোপণ করিবে;
সদাপ্রভো, তথায় তুমি আপন নিবাসার্থ স্থান
প্রস্তুত করিয়াছ;
হে প্রভো, তথায় তোমার হস্ত ধর্ম্মধাম স্থাপন
করিয়াছে।
১৮ সদাপ্রভু যুগে যুগে অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন।
১৯ কেননা ফরৌণের অশ্ব, তাঁহার রথ ও অশ্বা-
রোহিগণসহ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে সদা-
প্রভু সমুদ্রের জল তাহাদের উপরে ফিরাইয়া
আনিলেন; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে
২০ সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল। পরে হারোণের
ভগিনী মরিয়ম ভাববাদিনী হস্তে মৃদঙ্গ লইলেন,
এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য স্ত্রীলোকেরা
সকলে মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির
২১ হইল। তখন মরিয়ম লোকদের কাছে এই ধুয়া
গাইলেন,—
তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর; কেননা
তিনি মহামহিমান্বিত হইলেন,
তিনি অশ্ব ও তদারোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ
করিলেন।

ঈশ্বর প্রান্তরে খাদ্য ও পেয় যোগান।

২২ অনন্তর মোশি ইস্রায়েলকে সূফসাগর হইতে
যাত্রা করাইলেন, তাহাতে তাহারা শূর প্রান্ত-
রের দিকে গমন করিল; তিন দিন প্রান্তরে
২৩ যাইতে যাইতে জল পাইল না। পরে তাহারা
মারাতে উপস্থিত হইল, কিন্তু তিক্ততা প্রযুক্ত
মারার জল পান করিতে পারিল না; এই
জন্য তাহার নাম মারা [তিক্ততা] রাখা হইল।
২৪ তখন লোকেরা মোশির বিরুদ্ধে বচসা করিয়া
২৫ কহিল, আমরা কি পান করিব? তাহাতে তিনি
সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলেন, আর সদা-
প্রভু তাঁহাকে একটা গাছ দেখাইলেন; তিনি
তাহা লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে জল মিষ্ট
হইল। সেই স্থানে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের নিমিত্ত
বিধি ও শাসন নিরূপণ করিলেন, এবং তাহার
২৬ পরীক্ষা লইয়া কহিলেন, তুমি যদি আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর, তাঁহার দৃষ্টিতে
যাহা উচিত তাহাই কর, তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ

Digitized by Google

দেও, ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর, তবে
আমি মিস্রীয়দিগকে যে সকল রোগে আক্রান্ত
করিলাম, সেই সকলে তোমাকে আক্রমণ করিতে
দিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার
২৭ আরোগ্যকারী। পরে তাহারা এলীমে উপস্থিত
হইল। সেই স্থানে জলের বারটী উনুই ও সত্তরটী
খর্জ্জুর বৃক্ষ ছিল; তাহারা সেই স্থানে জলের
নিকটে শিবির স্থাপন করিল।

১৬ পরে তাহারা এলীম হইতে যাত্রা করিল।
আর মিসরদেশ হইতে প্রস্থান করিবার পর
দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের সমস্ত মণ্ডলী এলীমের ও সীনয়ের মধ্যবর্ত্তী
২ সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল। তখন ইস্রায়েল-
সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের
৩ প্রতিকূলে প্রান্তরে বচসা করিল; আর ইস্রায়েল-
সন্তানেরা তাঁহাদিগকে কহিল, হায়, হায়, আমরা
মিসরদেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই?
তখন মাংসের হাঁড়ীর কাছে বসিয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত
রুটী ভোজন করিতাম, কিন্তু তোমরা ক্ষুধা দ্বারা
এই সমস্ত সমাজকে বধ করণার্থে আমাদিগকে
৪ বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিয়াছ। তখন
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমা-
দের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব;
তাহাতে লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন দিনের
খাদ্য কুড়াইবে; তাহারা আমার ব্যবস্থাতে
চলিবে কি না, আমি তাহাদের এই পরীক্ষা
৫ লইব। ষষ্ঠ দিনে তাহারা যাহা আনিবে, তাহা
প্রস্তুত করিলে দিন দিন যাহা কুড়ায়, তাহার
৬ দ্বিগুণ হইবে। পরে মোশি ও হারোণ সমস্ত
ইস্রায়েল-সন্তানকে কহিলেন, সায়ংকাল হইলে
তোমরা জানিবে যে, সদাপ্রভু তোমাদিগকে
৭ মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর
প্রাতঃকাল হইলে তোমরা সদাপ্রভুর প্রতাপ
দেখিতে পাইবে, কেননা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিয়াছেন।
আমরা কে যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বচসা
৮ কর? পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু সায়ংকালে
ভোজনার্থে তোমাদিগকে মাংস দিবেন, ও প্রাতঃ-
কালে তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন দিবেন; সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন;
আমরা কে? তোমাদের বচসা আমাদের বিপ-
রীতে নয়, কিন্তু সদাপ্রভুর বিপরীতেই হইতেছে।
৯ পরে মোশি হারোণকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
য়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে বল, তোমরা
সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হও; কেননা তিনি
১০ তোমাদের বচসা শুনিয়াছেন। আর হারোণ
যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে ইহা
কহিতেছিলেন, তখন তাহারা প্রান্তরের দিকে
মুখ ফিরাইল; আর দেখ, মেঘস্তম্ভের মধ্যে সদা-
প্রভুর প্রতাপ দৃষ্ট হইল।
১১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি ইস্রা-
১২ য়েল-সন্তানদের বচসা শুনিয়াছি। তুমি তাহা-
দিগকে বল, সায়ংকালে তোমরা মাংস ভোজন
করিবে, ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবে; তাহা-
তে জানিতে পারিবে যে আমি তোমাদের
১৩ ঈশ্বর সদাপ্রভু। পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী
উড়িয়া আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল,
এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চারি দিকে শিশির
১৪ পড়িল। পরে পতিত শিশির ঊর্দ্ধগত হইলে
ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম
বস্তুবিশেষ প্রান্তরের উপরে পড়িয়া রহিল।
১৫ তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ পরস্পর কহিল,
মান্নু? [উহা কি?] কেননা তাহা কি, তাহারা
জানিল না। তখন মোশি কহিলেন, উহা তোমা-
১৬ দের আহারার্থে সদাপ্রভু কর্ত্তৃক দত্ত অন্ন। উহা-
রই বিষয়ে সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিয়াছেন;
তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন ভোজনশক্তি
বুঝিয়া তাহা কুড়াও; তোমরা প্রত্যেকে আপন
আপন তাম্বুতে স্থিত প্রাণীদের সংখ্যানুসারে এক
এক জনের নিমিত্তে এক এক ওমর পরিমাণে
১৭ উহা কুড়াও। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা সেই-
রূপ করিল; কেহ অধিক, কেহ অল্প কুড়াইল।
১৮ পরে ওমরে তাহা পরিমাণ করিলে, যে অধিক
সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অতিরিক্ত হইল না,
এবং যে অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার
অভাব হইল না; তাহারা প্রত্যেকে আপন
আপন ভোজনশক্তি অনুসারে কুড়াইয়াছিল।
১৯ পরে মোশি কহিলেন, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের
২০ জন্য ইহার কিছু রাখিও না। তথাপি কেহ কেহ
মোশির কথা না মানিয়া প্রাতঃকালের নিমিত্তে
কিছু কিছু রাখিল, তাহাতে তন্মধ্যে কীট জন্মিল
ও দুর্গন্ধ হইল; আর মোশি তাহাদের উপরে
২১ ক্রোধ করিলেন। আর প্রতিদিন প্রাতঃকালে
তাহারা আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে
কুড়াইত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা
গলিয়া যাইত।
২২ পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ খাদ্য, প্রতি-
জনের নিমিত্তে দুই দুই ওমর, কুড়াইল, আর
মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা সকলে আসিয়া মোশিকে
২৩ জ্ঞাত করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, সদাপ্রভু তাহাই বলিয়াছিলেন; কল্য
মহৎ বিশ্রামবার, সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র
বিশ্রামবার; তোমাদের যাহা ভাজিবার ভাজ,
ও যাহা পাক করিবার পাক কর; এবং যাহা
অতিরিক্ত, তাহা প্রাতঃকালের জন্য তুলিয়া রাখ।
২৪ তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে প্রাতঃ-

Digitized by Google

কাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিল, তখন তাহাতে দুর্গন্ধ
২৫ হইল না, কীটও জন্মিল না। পরে মোশি কহি-
লেন, অদ্য তোমরা ইহা ভোজন কর, কেননা অদ্য
সদাপ্রভুর বিশ্রামবার ; অদ্য মাঠে ইহা পাইবে
২৬ না। তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবে, কিন্তু
সপ্তম দিন বিশ্রামবার, সে দিন তাহা মিলিবে
২৭ না। তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে কেহ
কেহ তাহা কুড়াইবার জন্য বাহির হইল ; কিন্তু
২৮ কিছুই পাইল না। পরে সদাপ্রভু মোশিকে
কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন
২৯ করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবে ? দেখ, সদা-
প্রভুই তোমাদিগকে বিশ্রামদিন দিয়াছেন, তাই
তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের খাদ্য তোমাদিগকে
দিয়া থাকেন ; তোমরা প্রতিজন স্ব স্ব স্থানে
থাক ; সপ্তম দিনে কেহ নিজ স্থান হইতে
৩০ বাহিরে না যাউক। তখন লোকেরা সপ্তম দিনে
৩১ বিশ্রাম করিল। আর ইস্রায়েলের কুল ঐ খাদ্যের
নাম মান্না রাখিল ; তাহা ধন্যাকৃতি ও শুক্ল
বর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের
ন্যায় ছিল।

৩২ পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা
করিয়াছেন, তোমরা পুরুষপরম্পরার জন্য উহার
এক ওমর পরিমাণ তুলিয়া রাখিও, তাহাতে
আমি তোমাদিগকে মিসরদেশ হইতে আনয়ন-
কালে প্রান্তরের মধ্যে যে অন্ন ভোজন করাই-
৩৩ লাম, তাহারা তাহা দেখিবে। তখন মোশি
হারোণকে কহিলেন, তুমি একটা পাত্র লইয়া
পূর্ণ এক ওমর পরিমাণ মান্না সদাপ্রভুর সম্মুখে
রাখ ; তাহা তোমাদের পুরুষপরম্পরার নিমিত্ত
৩৪ রাখা যাইবে। তখন মোশি দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে সাক্ষ্যসিন্দুকের নিকটে থাকিবার
৩৫ জন্য হারোণ তাহা তুলিয়া রাখিলেন। ইস্রা-
য়েল-সন্তানেরা চল্লিশ বৎসর, যাবৎ নিবাসদেশে
উপস্থিত না হইল, তাবৎ সেই মান্না ভোজন
করিল ; কনান দেশের সীমাতে উপস্থিত না
৩৬ হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মান্না খাইত। এক ওমর
ঐফার দশমাংশ।

১৭ পরে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী
সীন প্রান্তর হইতে যাত্রা করিয়া সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে নিরূপিত সকল উত্তরণস্থান দিয়া
রফীদীমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল ; কিন্তু সে
২ স্থানে লোকদের পানার্থ জল ছিল না। এই
জন্য লোকেরা মোশির সহিত বিবাদ করিয়া
কহিল, আমাদিগকে জল দেও, আমরা পান
করিব। মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, কেন
আমার সহিত বিবাদ করিতেছ ? কেন সদাপ্রভুর
৩ পরীক্ষা করিতেছ ? তখন লোকেরা সেই স্থানে
জলপিপাসায় ব্যাকুল হইল, আর মোশির
বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিল, তুমি আমাদিগকে
এবং আমাদের সন্তানগণকে ও পশুগণকে তৃষ্ণা
দ্বারা বধ করিতে মিসর হইতে কেন আনিলে ?
৪ আর মোশি সদাপ্রভুর কাছে কাঁদিয়া কহিলেন,
আমি এই লোকদের নিমিত্ত কি করিব ? ক্ষণ-
কালের মধ্যে ইহারা আমাকে প্রস্তরাঘাতে বধ
৫ করিবে। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
যাহা দিয়া নদীতে আঘাত করিয়াছিলে, তোমার
সেই যষ্টি হস্তে লও, এবং ইস্রায়েলের জন
কতক প্রাচীনকে সঙ্গে করিয়া লোকদের অগ্রে
৬ যাও। দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের উপরে
তোমার সম্মুখে দাঁড়াইব ; তুমি শৈলে আঘাত
করিবে, তাহাতে তাহা হইতে জল নির্গত হইবে,
আর লোকেরা তাহা পান করিবে। তখন মোশি
ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের দৃষ্টিতে সেইরূপ
৭ করিলেন। তিনি সেই স্থানের নাম মঃসা ও
মিরীবা [পরীক্ষা ও বিবাদ] রাখিলেন, কেননা
ইস্রায়েল-সন্তানগণ বিবাদ করিয়াছিল এবং সদা-
প্রভুর পরীক্ষা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'সদা-
প্রভু আমাদের মধ্যে আছেন কি না ?'

অমালেকের সহিত যুদ্ধ।

৮ ঐ সময়ে অমালেক আসিয়া রফীদীমে ইস্রা-
৯ য়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে
মোশি যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আমাদের
জন্য লোক মনোনীত করিয়া লও, যাও, অমা-
লেকের সহিত যুদ্ধ কর ; কল্য আমি ঈশ্বরের
যষ্টি হস্তে লইয়া পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইব।
১০ পরে যিহোশূয় অমালেকের সহিত যুদ্ধ করি-
বার বিষয়ে মোশির আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করি-
লেন ; এবং মোশি, হারোণ ও হূর পর্ব্বতের
১১ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তাহাতে মোশি যত
ক্ষণ আপন হস্ত তুলিয়া ধরেন, তত ক্ষণ ইস্রায়েল
জয়ী হয়, কিন্তু মোশি আপন হস্ত নামাইলে
১২ অমালেক জয়ী হয়। অতএব মোশির হস্ত ভারী
হইলে উঁহারা একখানি প্রস্তর আনিয়া তাঁহার
নীচে রাখিলেন, আর তিনি তাহার উপরে বসি-
লেন ; এবং হারোণ ও হূর এক জন এক দিকে ও
অন্য জন অন্য দিকে তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখি-
লেন, তাহাতে সূর্য্য অস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার
১৩ হস্ত স্থির থাকিল। অতএব যিহোশূয় অমা-
লেককে ও তাহার লোকদিগকে খড়্গ দ্বারা পরা-
জয় করিলেন।

১৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা
স্মরণার্থে পুস্তকে লেখ, এবং যিহোশূয়ের কর্ণ-
গোচরে শুনাইয়া দেও ; কেননা আমি আকাশের
অধঃ হইতে অমালেকের নাম নিঃশেষে লোপ

Digitized by Google

১৫ করিব। পরে মোশি এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া
তাহার নাম যিহোবা-নিঃষি [সদাপ্রভু আমার
১৬ ধ্বজা] রাখিলেন। আর তিনি কহিলেন, সদা-
প্রভুর সিংহাসনের উপরে হস্ত উত্তোলিত হই-
য়াছে; পুরুষানুক্রমে অমালেকের সহিত সদা-
প্রভুর যুদ্ধ হইবে।

মোশির শ্বশুর যিথ্রোর পরামর্শ।

১৮ অনন্তর, ঈশ্বর মোশির পক্ষে ও আপন
প্রজা ইস্রায়েলের পক্ষে এই সকল কর্ম্ম
করিয়াছেন, সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে মিসর হইতে
বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এই এই কথা
মোশির শ্বশুর মিদিয়নীয় যাজক যিথ্রো শুনিতে
২ পাইলেন। তখন মোশির শ্বশুর যিথ্রো মোশির
ভার্য্যা পিত্রালয়ে প্রেরিতা সিপ্পোরাকে ও
৩ তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইলেন। ঐ দুই পুত্রের
মধ্যে একজনের নাম গের্শোম [তত্রপ্রবাসী], কেননা
তিনি বলিয়াছিলেন, আমি পরদেশে প্রবাসী
৪ হইয়াছি। আর এক জনের নাম ইলীয়েষর [ঈশ্বর-
সহকারী], কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, আমার
পিতার ঈশ্বর আমার সহকারী হইয়া ফরৌণের
৫ খড়্গ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। পরে
মোশির শ্বশুর যিথ্রো তাঁহার দুই পুত্র ও ভার্য্যাকে
সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে মোশির নিকটে, ঈশ্বরের
পর্ব্বতে যে স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করিয়া-
৬ ছিলেন, সেই স্থানে আসিলেন। আর মোশিকে
কহিলেন, তোমার শ্বশুর যিথ্রো আমি, এবং
তোমার ভার্য্যা ও তাঁহার সহিত তাঁহার দুই
পুত্র, আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি।
৭ তখন মোশি আপন শ্বশুরের প্রত্যুদ্গমন
করিতে বাহিরে গিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে
চুম্বন করিলেন, এবং পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা
করিলে পর তাঁহারা তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন।
৮ পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের জন্য ফরৌণের
প্রতি ও মিস্রীয়দের প্রতি যাহা যাহা করিয়া-
ছিলেন, এবং পথে তাহাদের যে যে ক্লেশ
ঘটিয়াছিল, ও সদাপ্রভু যে প্রকারে তাহাদিগকে
উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত মোশি
৯ আপন শ্বশুরকে কহিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু
মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিয়া
তাহাদের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তন্নি-
১০ মিত্ত যিথ্রো আহ্লাদিত হইলেন। আর যিথ্রো
কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, যিনি মিস্রীয়দের হস্ত
হইতে ও ফরৌণের হস্ত হইতে তোমাদিগকে
উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি মিস্রীয়দের হস্তের
অধীনতা হইতে এই লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া-
১১ ছেন। এখন আমি জানি, সকল দেব হইতে
সদাপ্রভু মহান্। হাঁ, [মিস্রীয়েরা] যে বিষয়ে
ইহাদের বিপক্ষে গর্ব্ব করিত, [সেই বিষয়ে তিনি
১২ মহান্]। পরে মোশির শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের
উদ্দেশে হোমদ্রব্য ও বলি উপস্থিত করিলেন,
এবং হারোণ ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ
আসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে মোশির শ্বশুরের সহিত
আহার করিলেন।
১৩ পরদিনে মোশি লোকদের বিচার করিতে
বসিলেন, আর প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
১৪ লোকেরা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন
লোকদের বিষয়ে মোশি যাহা যাহা করিতেছেন,
তাঁহার শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহিলেন, তুমি লোক-
দের সহিত এ কেমন ব্যবহার করিতেছ? কেন
তুমি একাকী বসিয়া থাক, আর লোক সকল
প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার কাছে
১৫ দাঁড়াইয়া থাকে? মোশি আপন শ্বশুরকে কহি-
লেন, লোকেরা ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা করিতে
১৬ আমার কাছে আইসে। তাহাদের কোন বিবাদ
হইলে তাহা আমার কাছে উপস্থিত হয়; আর
আমি বাদী প্রতিবাদীর বিচার করি, এবং ঈশ্বরের
বিধি ও ব্যবস্থা সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত করি।
১৭ তখন মোশির শ্বশুর কহিলেন, তোমার এই কর্ম্ম
১৮ ভাল নয়। ইহাতে তুমি এবং তোমার সঙ্গী এই
লোকেরাও ক্ষীণবল হইবে, কেননা এ কার্য্য
তোমার ক্ষমতা হইতে গুরুতর; ইহা একাকী
১৯ সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। অতএব আমার
কথায় মনোযোগ কর; আমি তোমাকে পরামর্শ
দিই, আর ঈশ্বর তোমার সহায় হউন; তুমি
লোকদের পক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখীন হও, এবং
২০ তাহাদের কথা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত কর, আর
তাহাদিগকে বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দেও, ও
তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞাত কর।
২১ অধিকন্তু তুমি এই লোকসমূহের মধ্য হইতে
কর্ম্মক্ষম পুরুষদিগকে, ঈশ্বরভীত, সত্যবাদী ও
অন্যায় লাভ ঘৃণাকারী ব্যক্তিদিগকে মনোনীত
করিয়া লোকদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি,
পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর।
২২ তাঁহারা সর্ব্বদা লোকদের বিচার করিবেন;
কোন মহাবিচার হইলে তোমার নিকটে তাহা
আনিবেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বিচার সকল তাঁহারাই
করিবেন; তাহাতে তোমার কর্ম্ম লঘু হইবে,
২৩ তাঁহারা তোমার সহিত ভার বহিবেন। তুমি
যদি এরূপ কর, এবং ঈশ্বর তোমাকে এরূপ
আজ্ঞা দেন, তবে তুমি সহিতে পারিবে, এবং
এই সকল লোকও কুশলে আপনাদের স্থানে
২৪ গমন করিবে। তাহাতে মোশি আপন শ্বশুরের
কথায় মনোযোগ করিয়া তাঁহার বাক্যানুসারে
২৫ সকল কর্ম্ম করিলেন। ফলতঃ মোশি সমস্ত
ইস্রায়েল হইতে কর্ম্মক্ষম পুরুষদিগকে মনোনীত

Digitized by Google

সেই স্ত্রী তাহার জন্য পুত্র কি কন্যা প্রসব করিয়া
থাকে, তবে সেই স্ত্রীতে ও তাহার সন্তানগণে
তাহার প্রভুর স্বত্ব থাকিবে, সে একাকী চলিয়া
৫ যাইবে। কিন্তু ঐ দাস যদি স্পষ্টরূপে বলে,
আমি আপন প্রভুকে এবং আপন স্ত্রী ও সন্তান-
গণকে ভাল বাসি, মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইব না,
৬ তাহা হইলে তাহার প্রভু তাহাকে ঈশ্বরের
নিকটে লইয়া যাইবে, এবং সে তাহাকে কপাটের
কিম্বা বাজুর নিকটে উপস্থিত করিবে, তথায়
তাহার প্রভু গুঁজি দ্বারা তাহার কর্ণ বিদ্ধ করিবে;
তাহাতে সে চিরকাল সেই প্রভুর দাস থাকিবে।
৭ আর কেহ যদি আপন কন্যাকে দাসীরূপে বিক্রয়
করে, তবে দাসেরা যেমন যায়, সে তদ্রূপ যাইবে
৮ না। তাহার প্রভু তাহাকে আপনার জন্য নিরূপণ
করিলেও যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে
সে তাহাকে মুক্ত হইতে দিবে; তাহার সঙ্গে
প্রবঞ্চনা করাতে অন্য জাতির কাছে তাহাকে
বিক্রয় করিবার অধিকার তাহার হইবে না।
৯ কিম্বা যদি সে আপন পুত্রের জন্য তাহাকে
নিরূপণ করিয়া থাকে, তবে সে তাহার প্রতি
কন্যাগণ সম্বন্ধীয় নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করিবে।
১০ যদি সে অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেয়,
তবে উহার অন্নের ও বস্ত্রের এবং সহবাসের
১১ বিষয়ে ত্রুটি করিতে পারিবে না। আর যদি সে
তাহার প্রতি এই তিনটী কর্ত্তব্য না করে, তবে
সে স্ত্রী অমনি মুক্তা হইয়া চলিয়া যাইবে, রৌপ্য
লাগিবে না।
১২ কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এমন আঘাত করে
যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে।
১৩ আর যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে বধ করিতে চেষ্টা
না পায়, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে
মরিতে দেন, তবে যে স্থানে সে পলাইতে পারে,
এমন স্থান তোমার নিমিত্ত আমি নিরূপণ করিব।
১৪ কিন্তু যদি কেহ ছলে আপন প্রতিবাসীকে বধ
করণার্থে তাহার উপর চড়াউ হয়, তবে সে
ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করণার্থে তাহাকে আমার বেদির
নিকট হইতেও লইয়া যাইবে।
১৫ আর যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে
প্রহার করে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।
১৬ আর কেহ যদি কোন মনুষ্যকে চুরি করিয়া
বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার অধিকারে যদি তাহাকে
পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।
১৭ আর যে কেহ আপন পিতাকে কি মাতাকে
শাপ দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।
১৮ আর মনুষ্যেরা বিবাদ করিয়া এক জন অন্যকে
প্রস্তরাঘাত কিম্বা মুষ্ট্যাঘাত করিলে সে যদি না
১৯ মরিয়া শয্যাগত হয়, পশ্চাৎ উঠিয়া যষ্টি অব-
লম্বন করিয়া বাহিরে বেড়ায়, তবে সেই প্রহারক
নির্দ্দোষ হইবে; কিন্তু তাহার কর্ম্মক্ষতির ও
চিকিৎসার ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে।
২০ আর কেহ আপন দাসকে কিম্বা দাসীকে যষ্টি
দ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে মরে,
২১ তবে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু সে যদি
দুই এক দিন বাঁচে, তবে [তাহার প্রভু] দণ্ডার্হ
হইবে না, কেননা সে তাহার রৌপ্যস্বরূপ।
২২ আর পুরুষেরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ব্ভবতী
স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ব্ভপাত হয়,
কিন্তু পরে আর কোন আপদ না ঘটে, তবে ঐ
স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনুসারে তাহার অর্থদণ্ড
অবশ্য হইবে, ও সে বিচারকর্ত্তাদের বিচারমতে
২৩ টাকা দিবে। কিন্তু যদি কোন আপদ ঘটে, তবে
তাহার প্রাণের পরিশোধে প্রাণ তোমাকে দিতে
২৪ হইবে; চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে
দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে
২৫ চরণ, দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে
ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা হইবে।
২৬ আর কেহ আপন দাস কি দাসীর চক্ষুতে
আঘাত করিলে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার
চক্ষুনাশের জন্য সে তাহাকে মুক্ত করিবে।
২৭ আর আঘাত দ্বারা আপন দাস কিম্বা দাসীর
দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐ দন্তের জন্য সে তাহাকে
মুক্ত করিবে।
২৮ আর গোরু কোন পুরুষ কি স্ত্রীকে শৃঙ্গাঘাত
করিলে সে যদি মরে, তবে ঐ গোরু অবশ্য
প্রস্তরাঘাতে বধ্য হইবে, এবং তাহার মাংস
অখাদ্য হইবে; কিন্তু গোরুর স্বামী দণ্ডার্হ হইবে
২৯ না। পরন্তু ঐ গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত,
ইহার প্রমাণ পাইলেও তাহার স্বামী তাহাকে
সাবধানে না রাখাতে যদি সে কোন পুরুষকে
কিম্বা স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে গোরু প্রস্তরাঘাতে
বধ্য হইবে; এবং তাহার স্বামীরও প্রাণদণ্ড
৩০ হইবে। যদি তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত
হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির নিমিত্তে নিরূপিত সমস্ত
৩১ মূল্য দিবে। তাহার গোরু যদি কাহারও পুত্রকে
কি কন্যাকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে ঐ বিচারানুসারে
৩২ তাহার দণ্ড হইবে। আর তাহার গোরু যদি
কাহারও দাস কিম্বা দাসীকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে
সে তাহার প্রভুকে ত্রিশ শেকল রৌপ্য দিবে;
এবং গোরু প্রস্তরাঘাতে বধ্য হইবে।
৩৩ আর কেহ যদি কোন কূপ অনাবৃত করে, কিম্বা
কূপ খনন করিয়া তাহা আবৃত না করে, তবে
তাহার মধ্যে কোন গোরু কিম্বা গর্দ্দভ পড়িলে
৩৪ সেই কূপের স্বামী তাহার স্বামীকে রৌপ্যমূল্য
দিবে, কিন্তু ঐ মৃত পশু তাহারই হইবে।
৩৫ আর এক জনের গোরু অন্য জনের গোরুকে
শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে তাহারা

Digitized by Google

জীবিত গোরু বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দুই
অংশ করিবে, এবং ঐ মৃত গোরুও দুই অংশ
৩৬ করিয়া লইবে। কিন্তু যদি জানা যায়, সেই
গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ও তাহার স্বামী
তাহাকে সাবধানে রাখে নাই, তবে সে তাহার
পরিবর্ত্তে অন্য গোরু দিবে, কিন্তু মৃত গোরু
তাহারই হইবে।

২২ যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ
করে, কিম্বা বিক্রয় করে, সে এক গোরুর
পরিশোধে পাঁচ গোরু, ও এক মেষের পরিশোধে
২ চারি মেষ দিবে। আর চোর যদি সিঁধ কাটিবার
সময়ে ধরা পড়িয়া আহত হয়, ও মারা পড়ে,
তবে তাহার জন্য রক্তপাতের দোষ হইবে না।
৩ কিন্তু যদি তাহার উপরে সূর্য্য উদিত হয়, তবে
রক্তপাতের দোষ হইবে। চুরির দ্রব্য পরিশোধ
করা চোরের কর্ত্তব্য; যদি তাহার কিছু না
থাকে, তবে চৌর্য্য হেতুক সে বিক্রীত হইবে।
৪ গোরু, গর্দ্দভ বা মেষ, চুরির কোন বস্তু যদি
চোরের হস্তে জীবৎ পাওয়া যায়, তবে সে তাহার
দ্বিগুণ দিবে।
৫ আর কেহ যদি শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
পশু চরায়, আর আপন পশু ছাড়িয়া দিলে যদি
তাহা অন্যের ক্ষেত্রে চরে, তবে সে ব্যক্তি তাহার
পরিবর্ত্তে আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তম ফল তাহাকে দিবে।
৬ আর অগ্নি ধরিয়া উঠিয়া কণ্টকবনে লাগিলে
যদি কাহারও শস্যরাশি কিম্বা শস্যের ঝাড় কিম্বা
ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দাহকারী অবশ্য তাহার
মূল্য দিবে।
৭ আর কেহ মুদ্রা কিম্বা জিনিসপত্র আপন
প্রতিবাসীর কাছে গচ্ছিত রাখিলে যদি তাহার
গৃহ হইতে কেহ তাহা চুরি করে, এবং সেই চোর
৮ ধরা পড়ে, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। যদি
চোর ধরা না পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবাসীর
দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য
সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনীত হইবে।
৯ সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মের বিষয়ে, অর্থাৎ গোরু
কিম্বা গর্দ্দভ, মেষ কিম্বা বস্ত্র, যে কোন হারাণ
বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ বলে, এ সেই দ্রব্য, তবে
উভয়ের কথা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে;
ঈশ্বর যাহাকে দোষী করিবেন, সে আপন
প্রতিবাসীকে তাহার দ্বিগুণ দিবে।
১০ আর কেহ আপন গর্দ্দভ কিম্বা গোরু কিম্বা
মেষ কিম্বা যে কোন পশু প্রতিবাসীর কাছে প্রতি-
পালনার্থে রাখিলে যদি লোকের অগোচরে সে
পশু মরিয়া যায়, বা ভগ্নাঙ্গ হয়, কিম্বা অন্তরিত
১১ হয়, তবে আমি প্রতিবাসীর দ্রব্যে হস্তার্পণ করি
নাই, ইহা বলিয়া এক জন অন্য জনের কাছে
সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিবে; আর পশুর স্বামী
সেই দিব্য গ্রাহ্য করিবে, ঐ ব্যক্তি পরিশোধ
১২ করিবে না। কিন্তু যদি তাহার নিকট হইতে উহা
চুরি যায়, তবে সে তাহার স্বামীকে তাহার মূল্য
১৩ দিবে। যদি সেটী বিদীর্ণ হয়, তবে সে প্রমাণার্থে
তাহা উপস্থিত করুক; সেই বিদীর্ণ পশুর মূল্য
তাহাকে দিতে হইবে না।
১৪ আর কেহ যদি আপন প্রতিবাসীর পশু
চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না
থাকিবার সময়ে সে ভগ্নাঙ্গ হয় কিম্বা মরিয়া
১৫ যায়, তবে সে অবশ্য তাহার মূল্য দিবে। যদি
তাহার স্বামী তাহার কাছে থাকে, তবে তাহার
মূল্য দিবে না; আর তাহা যদি ভাড়া করা পশু
হয়, তবে তাহার ভাড়াতে শোধ হইল।
১৬ আর কেহ যদি অবাগ্দত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া
তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যা-
১৭ পণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। যদি সেই
ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা
নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানু-
সারে তাহাকে রৌপ্য দিতে হইবে।
১৮ তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না।
১৯ পশুর সহিত শৃঙ্গারকারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড
অবশ্য হইবে।
২০ যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন
দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে
২১ বিনষ্ট হইবে। তুমি বিদেশীকে ক্লেশ দিও না,
তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা মিসর-
২২ দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে। তোমরা কোন
বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীনকে দুঃখ দিও না।
২৩ তাহাদিগকে কোন মতে দুঃখ দিলে যদি তাহারা
আমার নিকটে ক্রন্দন করে, তবে আমি অবশ্য
২৪ তাহাদের ক্রন্দন শুনিব; আর আমার ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইবে, এবং আমি তোমাদিগকে খড়্গ
দ্বারা বধ করিব, তাহাতে তোমাদের ভার্য্যা সকল
বিধবা ও তোমাদের সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে।
২৫ তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার
স্বজাতীয় কোন দীন দুঃখীকে টাকা ধার দেও,
তবে তাহার কাছে সুদগ্রাহকের ন্যায় হইও না;
২৬ তোমরা তাহার উপরে সুদ চাপাইবে না। যদি
তুমি আপন প্রতিবাসীর বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে
২৭ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া দিও। কেননা
তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন ও নগ্নতাবরক
বস্ত্র; সে কিসে শয়ন করিবে? আর যদি সে
আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা
শুনিব, কেননা আমি কৃপাবান্।
২৮ তুমি ঈশ্বরকে ধিক্কার দিও না, এবং স্বজাতীয়
লোকদের অধ্যক্ষকে শাপ দিও না।
২৯ তোমার পক্ব শস্য ও দ্রাক্ষারস নিবেদন

Digitized by Google

এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি
৯ তাহাদের মধ্যে বাস করিব। আবাসের আকার
ও তাহার সকল পাত্রের আকারাদির যে আদর্শ
আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা
সকলই করিবে।
১০ আর তাহারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত
প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক
১১ নির্ম্মাণ করিবে। পরে তুমি নির্ম্মল সুবর্ণে তাহা
মুড়িবে; তাহার ভিতর ও বাহিরও মুড়িবে,
এবং তাহার উপরে চতুর্দ্দিকে স্বর্ণের নিকাল
১২ গড়িয়া দিবে। আর তাহার জন্য সুবর্ণের চারি
কড়া ছাঁচে ঢালিয়া তাহার চারি কোণে দিবে;
তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া, ও অন্য পার্শ্বে দুই
১৩ কড়া থাকিবে। আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের দুইটী
১৪ বহনদণ্ড করিয়া স্বর্ণে মুড়িবে। আর সিন্দুক
বহনার্থে ঐ বহনদণ্ড সিন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ
১৫ কড়াতে প্রবেশ করাইবে। সেই বহনদণ্ড সিন্দু-
কের কড়াতে থাকিবে, তাহা হইতে বহিষ্কৃত
১৬ হইবে না। আর আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র
দিব, তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিবে।
১৭ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণে আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও
১৮ দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ প্রস্তুত করিবে। আর
স্বর্ণ পিটাইয়া দুই করূব সেই পাপাবরণের দুই
১৯ মুড়াতে প্রস্তুত করিবে। এক মুড়াতে এক করূব
ও অন্য মুড়াতে অন্য করূব, পাপাবরণের দুই
মুড়াতে তৎসহিত অখণ্ড দুই করূব করিবে।
২০ আর করূবদের পক্ষ ঊর্দ্ধে বিস্তারিত হইয়া
পাপাবরণকে আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহাদের
মুখ পরস্পরের দিকে থাকিবে, করূবদের দৃষ্টি
২১ পাপাবরণের প্রতি থাকিবে। তুমি এই পাপা-
বরণ সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবে, এবং আমি
তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকে
২২ রাখিবে। আর আমি সেই স্থানে তোমার
সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং পাপাবরণের উপরি-
ভাগ হইতে, সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ দুই করূ-
বের মধ্য হইতে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া
ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রতি আমার সমস্ত আজ্ঞা
তোমাকে জ্ঞাত করিব।
২৩ আর তুমি দুই হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ ও
দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম কাষ্ঠের এক মেজ নির্ম্মাণ
২৪ করিয়া নির্ম্মল স্বর্ণে তাহা মুড়িবে, এবং তাহার
২৫ চতুর্দ্দিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিবে। আর
তাহার চতুর্দ্দিকে চারি অঙ্গুলি পরিমিত এক
পার্শ্বকাষ্ঠ করিবে, এবং পার্শ্বকাষ্ঠের চারি দিকে
২৬ স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিবে। আর স্বর্ণের চারিটী
কড়া করিয়া চারি পায়ার চারি কোণে রাখিবে।
২৭ মেজ বহনার্থ বহনদণ্ডের ঘর হইবার নিমিত্তে ঐ
২৮ কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে থাকিবে। আর ঐ মেজ
বহনার্থে শিটীমকাষ্ঠের দুই বহনদণ্ড করিয়া
২৯ তাহা স্বর্ণে মুড়িবে। আর মেজের থাল, চমস,
স্রুব ও ঢালিবার জন্য সেকপাত্র গড়িবে; এই
৩০ সকল নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা গড়িবে। আর তুমি
সেই মেজের উপরে আমার সম্মুখে নিয়ত
দর্শনীয় রুটী রাখিবে।
৩১ আর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া এক দীপবৃক্ষ
প্রস্তুত করিবে; কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা
৩২ ও পুষ্প তৎসহিত অখণ্ড হইবে। দীপবৃক্ষের
এক পার্শ্ব হইতে তিন শাখা ও দীপবৃক্ষের অন্য
পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার
৩৩ পার্শ্ব হইতে নির্গত হইবে। এক শাখায় বাদাম-
পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক
পুষ্প থাকিবে; এবং অন্য শাখায় বাদামপুষ্পের
ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পুষ্প
থাকিবে; দীপবৃক্ষ হইতে নির্গত ছয় শাখায়
৩৪ এইরূপ হইবে। দীপবৃক্ষে বাদামপুষ্পের ন্যায়
চারি গোলাধার, ও তাহাদের কলিকা ও পুষ্প
৩৫ থাকিবে। আর দীপবৃক্ষের যে ছয়টী শাখা
নির্গত হইবে, তাহাদের এক শাখাদ্বয়ের নীচে
তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা, অন্য শাখাদ্বয়ের ও
নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা ও অপর শাখা-
দ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা থাকিবে।
৩৬ কলিকা ও শাখা তৎসহ অখণ্ড হইবে; সমস্তই
৩৭ পিটান নির্ম্মল স্বর্ণের একই বস্তু হইবে। আর
তুমি তাহার সাতটী প্রদীপ নির্ম্মাণ করিবে;
এবং লোকেরা সেই প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার
৩৮ সম্মুখে আলো হইবে। আর নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা
তাহার চিমটা ও অঙ্গারধানী সকল নির্ম্মাণ
৩৯ করিবে। এই দীপবৃক্ষ এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী
এক মণ পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত
৪০ হইবে। সাবধান, পর্ব্বতে তোমাকে এই সক-
লের যে যে আদর্শ দেখান গেল, সেইরূপ
সকলই করিও।

২৬ আর তুমি পাকান শুক্ল ক্ষোম এবং নীল,
ধূম্র ও লোহিতবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত দশ যবনিকা
দ্বারা এক আবাস প্রস্তুত করিবে; সেই যব-
নিকাতে শিল্পিত করূবগণের আকৃতি থাকিবে।
২ প্রত্যেক যবনিকা দৈর্ঘ্যে আটাইশ হস্ত ও প্রস্থে
চারি হস্ত হইবে; সমস্ত যবনিকার এক পরিমাণ
৩ হইবে। আর একত্র পাঁচ যবনিকার পরস্পর
যোগ থাকিবে, এবং অন্য পাঁচ যবনিকার পর-
৪ স্পর যোগ থাকিবে। আর যোড়স্থানে প্রথম
অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলসূত্রের ঘুণ্টিঘরা
করিয়া দিবে, এবং যোড়স্থানে দ্বিতীয় অন্ত্য যব-
৫ নিকার মুড়াতেও তদ্রূপ করিবে। প্রথম যবনিকার
মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিয়া দিবে; এবং
যোড়স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ

Digitized by Google

ঘুণ্টিঘরা করিয়া দিবে ; সেই দুই ঘুণ্টিঘরাশ্রেণী
৬ পরস্পর সম্মুখীন হইবে। আর পঞ্চাশ স্বর্ণঘুণ্টি
গড়িয়া ঘুণ্টিতে যবনিকা সকল পরস্পর বদ্ধ
করিবে ; তাহাতে তাহা একই আবাস হইবে।
৭ আর আবাসের উপরে আচ্ছাদনার্থ তাম্বুর
নিমিত্তে ছাগলোমজাত একাদশ যবনিকা প্রস্তুত
৮ করিবে। তাহার প্রত্যেকটী দীর্ঘে ত্রিশ হস্ত ও
প্রস্থে চারি হস্ত হইবে ; এই একাদশ যবনিকার
৯ একই পরিমাণ হইবে। পরে পাঁচ যবনিকা
পরস্পর যোড়া দিয়া পৃথক্ রাখিবে, অন্য ছয়
যবনিকাও পৃথক্ রাখিবে, এবং ইহাদের ষষ্ঠ
যবনিকা দোহারা করিয়া তাম্বুর সম্মুখে রাখিবে।
১০ আর যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে
পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিয়া দিবে, এবং সংযোক্তব্য
দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা
১১ করিয়া দিবে। পরে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুণ্টি
গড়িয়া সেই ঘুণ্টিঘরাতে তাহা প্রবেশ করাইয়া
তাম্বু সংযুক্ত করিবে ; তাহাতে তাহা একই তাম্বু
১২ হইবে। তাম্বুর যবনিকার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ
যে অর্দ্ধযবনিকা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আবা-
১৩ সের পশ্চাৎপার্শ্বে ঝুলিয়া থাকিবে। আর তাম্বুর
যবনিকার দীর্ঘতার যে অংশ এপার্শ্বে এক হস্ত,
ওপার্শ্বে এক হস্ত অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা
আচ্ছাদনার্থে আবাসের উপরে এপার্শ্বে ওপার্শ্বে
১৪ ঝুলিয়া থাকিবে। পরে তুমি রক্তীকৃত মেষচর্ম্মে
তাম্বুর এক ছাদ প্রস্তুত করিবে, আবার তাহার
উপরে তহশের চর্ম্মে এক ছাদ প্রস্তুত করিবে।
১৫ পরে তুমি আবাসের জন্য শিটীম কাষ্ঠের
১৬ দাঁড় করান তক্তা প্রস্তুত করিবে। এক এক
তক্তা দীর্ঘে দশ হস্ত ও প্রস্থে দেড় হস্ত হইবে।
১৭ তাহার পরস্পর অনুরূপ দুই পায়া করিবে ;
এইরূপে আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত করিবে।
১৮ আবাসের নিমিত্তে তক্তা প্রস্তুত করিবে, দক্ষিণ
দিকে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা।
১৯ আর সেই বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রৌপ্যের
চুঙ্গি গড়িয়া দিবে ; এক তক্তার নীচে তাহার
দুই পায়ার নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং অন্য অন্য
তক্তার নীচেও তাহাদের দুই দুই পায়ার নিমিত্তে
২০ দুই দুই চুঙ্গি হইবে। আর আবাসের দ্বিতীয়
পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তর দিকে বিংশতি তক্তা ও
সেই গুলির জন্য রৌপ্যের চল্লিশ চুঙ্গি হইবে।
২১ এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি ও অন্য অন্য তক্তার
২২ নীচেও দুই দুই চুঙ্গি থাকিবে। আর আবাসের
পশ্চিমদিক্স্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয়খানি
২৩ তক্তা দিবে। আর আবাসের সেই পশ্চাদ্ভাগের
২৪ দুই কোণে দুইখানি তক্তা দিবে। সেই দুই
তক্তার নীচে যোড় হইবে, এবং সেইরূপ
মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় হইবে ;
এইরূপ উভয়েতেই হইবে। তাহা দুই কোণের
২৫ নিমিত্ত হইবে। তক্তা আটখান হইবে, ও
সেইগুলির রৌপ্যের চুঙ্গি ষোলটী হইবে ; এক
তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি, ও অন্য অন্য তক্তার
নীচে দুই দুই চুঙ্গি থাকিবে।
২৬ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের অর্গল প্রস্তুত করিয়া
২৭ আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, ও
আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল,
এবং আবাসের পশ্চিমদিক্স্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের
২৮ তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিবে। এবং মধ্যবর্ত্তী অর্গল
তক্তাগুলির মধ্যস্থান দিয়া এক প্রান্ত অবধি অন্য
২৯ প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইবে। আর ঐ তক্তাগুলি স্বর্ণে
মুড়িবে, এবং অর্গলের ঘর হইবার জন্য স্বর্ণকড়া
গড়িবে, এবং অর্গল সকল স্বর্ণ দিয়া মুড়িবে।
৩০ আবাসের যে আদর্শ পর্ব্বতে তোমাকে দেখান
গেল, তদনুসারে তাহা স্থাপন করিবে।
৩১ আর তুমি নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ এবং
পাকান শুক্ল ক্ষোম সূত্র দ্বারা এক তিরস্করিণী
প্রস্তুত করিবে ; তাহা শিল্পকারের কর্ম্ম হইবে,
৩২ তাহাতে করূবগণের আকৃতি থাকিবে। তুমি তাহা
স্বর্ণে মুড়ান শিটীম কাষ্ঠের চারি স্তম্ভের উপরে
খাটাইবে ; সেই গুলির আঁকড়া স্বর্ণময় হইবে,
এবং সেই গুলি রৌপ্যের চারি চুঙ্গির উপরে
৩৩ বসিবে। আর ঘুণ্টি সকলের নীচে তিরস্করিণী
টাঙ্গাইয়া তথায় তিরস্করিণীর ভিতরে সাক্ষ্য-
সিন্দুক আনিবে ; এবং সেই তিরস্করিণী পবিত্র
স্থানের ও অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে তোমাদের
৩৪ জন্য প্রভেদ রাখিবে। আর অতি পবিত্র স্থানে
৩৫ সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরে পাপাবরণ রাখিবে। আর
তিরস্করিণীর বাহিরে মেজ রাখিবে, ও মেজের
সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ দিকে দীপবৃক্ষ রাখিবে ;
৩৬ এবং উত্তর দিকে মেজ রাখিবে। আর আবাসের
দ্বারের নিমিত্তে নীল, ধূম্র, লোহিতবর্ণ ও পাকান
শুক্ল ক্ষোম সূত্রনির্ম্মিত শিল্পকর্ম্মবিশিষ্ট এক
৩৭ আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। আর সেই
আচ্ছাদনবস্ত্রের নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠের পাঁচটী
স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবে, ও স্বর্ণ দ্বারা
তাহার আঁকড়া প্রস্তুত করিবে, এবং তাহার
নিমিত্তে পিত্তলের পাঁচ চুঙ্গি ঢালিবে।

২৭ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা পাঁচ হস্ত
দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ এক বেদি নির্ম্মাণ
করিবে। সেই বেদি চতুষ্কোণ এবং তিন হস্ত উচ্চ
২ হইবে। আর তাহার চারি কোণের উপরে চূড়া
করিবে, সেই চূড়া ও বেদি তৎসহ অখণ্ড হইবে,
৩ এবং তুমি তাহা পিত্তলে মুড়িবে। আর তাহার
ভস্ম রাখিবার নিমিত্তে স্থালী প্রস্তুত করিবে,
এবং তাহার হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী
গড়িবে ; তাহার সমস্ত পাত্র পিত্তল দিয়া

Digitized by Google

৪ গড়িবে। আর জালের ন্যায় পিত্তলের এক
ঝাঁঝরী গড়িবে, এবং সেই ঝাঁঝরীর উপরে চারি
৫ কোণে পিত্তলের চারি কড়া প্রস্তুত করিবে। এই
ঝাঁঝরী নিম্নভাগে বেদির বেড়ের নীচে রাখিবে,
৬ এবং ঝাঁঝরী বেদির মধ্য পর্য্যন্ত থাকিবে। আর
বেদির নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠের বহনদণ্ড করিবে,
৭ ও তাহা পিত্তলে মুড়িবে। আর কড়ার মধ্যে ঐ
বহনদণ্ড দিবে; বেদি বহনকালে তাহার দুই
৮ পার্শ্বে সেই বহনদণ্ড থাকিবে। তুমি ফাঁপা করিয়া
তক্তা দিয়া তাহা গড়িবে; পর্ব্বতে তোমাকে যেরূপ
দেখান গেল, লোকেরা সেই রূপে করিবে।
৯ আর তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবে;
সেই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে পাকান শুভ্র ক্ষোম
সূত্রনির্ম্মিত যবনিকা থাকিবে; তাহার এক পার্শ্বের
১০ দীর্ঘতা এক শত হস্ত হইবে। তাহার বিংশতি
স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি হইবে, এবং স্তম্ভের
১১ আঁকড়া ও শলাকা সকল রৌপ্যের হইবে। তদ্রূপ
উত্তরপার্শ্বে এক শত হস্ত দীর্ঘ যবনিকা হইবে,
আর তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি
চুঙ্গি হইবে; এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা
১২ সকল রৌপ্যের হইবে। আর প্রাঙ্গণের প্রস্থের
নিমিত্তে পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ হস্ত যবনিকা ও
১৩ তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি প্রস্তুত করিবে। আর
প্রাঙ্গণের প্রস্থ পূর্ব্ব দিকে পঞ্চাশ হস্ত হইবে।
১৪ এক পার্শ্বে পনের হস্ত যবনিকা, তিন স্তম্ভ ও তিন
১৫ চুঙ্গি হইবে। আর অন্য পার্শ্বেও পনের হস্ত
১৬ যবনিকা, তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। আর
প্রাঙ্গণের দ্বারের নিমিত্তে নীল, ধূম্র, লোহিতবর্ণ
ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রে শিল্পকর্ম্মবিশিষ্ট
বিংশতি হস্ত এক আচ্ছাদনবস্ত্র, ও তাহার চারি
১৭ স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি হইবে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত
স্তম্ভসকল রৌপ্য-শলাকাতে বদ্ধ হইবে, ও তাহার
আঁকড়া রৌপ্যময়, ও চুঙ্গি পিত্তলময় হইবে।
১৮ প্রাঙ্গণের দীর্ঘতা এক শত হস্ত, প্রস্থ সর্ব্বত্র
পঞ্চাশ হস্ত, এবং উচ্চতা পাঁচ হস্ত হইবে, সকলই
পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রে করা যাইবে, ও তাহার
১৯ পিত্তলের চুঙ্গি হইবে। আর আবাসের যাবতীয়
কার্য্য সম্বন্ধীয় সমস্ত পাত্র ও গোঁজ এবং প্রাঙ্গণের
সকল গোঁজ পিত্তলময় হইবে।
২০ আর নিত্য নিত্য প্রদীপ জ্বালিয়া আলো
করিবার জন্য তুমি উথলিতে প্রস্তুত নির্ম্মল জিত-
তৈল তোমার নিকটে আনিতে ইস্রায়েল-সন্তান-
২১ গণকে আজ্ঞা করিবে। আর সমাগমের তাম্বুতে
সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে স্থিত তিরস্করিণীর বাহিরে
হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল
পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা স্থাপন করিবে;
ইহা ইস্রায়েল-সন্তানদের পুরুষানুক্রমে পালনীয়
চিরস্থায়ী বিধি।

যাজকদের নিয়োগবিষয়ক আদেশ।

২৮ পরে তুমি আমার যাজনকর্ম্ম করাইতে
ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে তোমার
ভ্রাতা হারোণকে ও তাহার সঙ্গে তাহার পুত্র-
গণকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিবে;
হারোণ, এবং হারোণের পুত্র নাদব, অবীহূ,
ইলীয়াসর ও ঈথামরকে উপস্থিত করিবে।
২ আর তোমার ভ্রাতা হারোণের গৌরব ও
শোভার নিমিত্তে তুমি পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবে।
৩ আর আমি যাহাদিগকে বিজ্ঞানের আত্মাতে
পূর্ণ করিয়াছি, সেই সকল বিজ্ঞমনা লোকদিগকে
আদেশ কর; আমার যাজনার্থে হারোণকে পবিত্র
করিতে তাহারা তাহার বস্ত্র প্রস্তুত করিবে।
৪ এই সকল বস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিবে; বুকপাটা,
এফোদ, প্রাবার, চিত্রিত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র, উষ্ণীষ
ও কটিবন্ধন; তাহারা আমার যাজনার্থে তোমার
ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের নিমিত্তে
৫ পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। তাহারা স্বর্ণ
এবং নীল, ধূম্র, লোহিতবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম
সূত্র লইবে।
৬ আর তাহারা ঐ স্বর্ণ এবং নীল, ধূম্র, লোহিত-
বর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রে শিল্পকর্ম্ম দ্বারা
৭ এফোদ বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। তাহার দুই মুড়াতে
পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি থাকিবে; এই-
৮ রূপে তাহা যুক্ত হইবে; এবং তাহা বদ্ধ করি-
বার জন্য শিল্পকর্ম্মে বোনা যে পটুকা তাহার
উপরে থাকিবে, তাহা তৎসহিত অখণ্ড এবং সেই
বস্ত্রের তুল্য হইবে; অর্থাৎ স্বর্ণে এবং ধূম্র, নীল,
লোহিতবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রে হইবে।
৯ পরে তুমি দুই গোমেদক মণি লইয়া তাহার
উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবে।
১০ তাহাদের জন্মক্রম অনুসারে ছয় নাম এক মণির
উপরে, ও অবশিষ্ট ছয় নাম অন্য মণির উপরে
১১ খুদিবে। শিল্পকর্ম্ম ও মুদ্রা খুদনের ন্যায়
সেই দুই মণির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম
খুদিবে, এবং তাহা দুই স্বর্ণস্থালীতে বদ্ধ করিবে।
১২ আর ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে স্মরণে আনাইবার
জন্য তুমি সেই দুই মণি এফোদের দুই স্কন্ধ-
পটিতে দিবে; তাহাতে হারোণ স্মরণ করাইবার
নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনার দুই স্কন্ধে
১৩ তাহাদের নাম বহিবে। আর তুমি দুই স্বর্ণস্থালী
১৪ করিবে, এবং নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পাকান দুই
মাল্যবৎ শৃঙ্খল করিয়া সেই পাকান শৃঙ্খল সেই
দুই স্থালীতে বদ্ধ করিবে।
১৫ আর শিল্পকর্ম্মে বিচারার্থক বুকপাটা করিবে;
এফোদের কর্ম্মানুসারে স্বর্ণ এবং নীল, ধূম্র,
লোহিতবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রের শিল্প-

Digitized by Google

১৬ কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রস্তুত করিবে। তাহা চতুষ্কোণ
ও দোহারা হইবে; তাহার দীর্ঘতা এক বিঘত
১৭ ও প্রস্থ এক বিঘত হইবে। আর তাহা চারি
পংক্তি মণিতে খচিত করিবে; তাহার প্রথম
১৮ পংক্তিতে চুণী, পীতমণি ও মরকত; দ্বিতীয়
১৯ পংক্তিতে পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক; তৃতীয়
২০ পংক্তিতে পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা; এবং
চতুর্থ পংক্তিতে বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত;
এই সকল স্ব স্ব পংক্তিতে স্বর্ণে আঁটা হইবে।
২১ এই মণি ইস্রায়েলের পুত্রদের নামানুযায়ী
হইবে, তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশটী হইবে;
মুদ্রার ন্যায় খোদিত প্রত্যেক মণিতে ঐ দ্বাদশ
বংশের জন্য এক এক পুত্রের নাম থাকিবে।
২২ তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া বুকপাটার জন্য মাল্যবৎ
২৩ পাকান দুই শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিবে। আর
বুকপাটার উপরে স্বর্ণের দুই কড়া গড়িয়া দিবে,
এবং বুকপাটার দুই প্রান্তে ঐ দুই কড়া বাঁধিবে।
২৪ আর বুকপাটার দুই প্রান্তস্থিত দুই কড়ার মধ্যে
২৫ পাকান স্বর্ণের ঐ দুই শৃঙ্খল রাখিবে। আর
পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ
করিয়া এফোদের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে
২৬ রাখিবে। তুমি স্বর্ণের দুই কড়া গড়িয়া বুক-
পাটার দুই প্রান্তে এফোদের সম্মুখস্থ ভিতরভাগে
২৭ রাখিবে। আরও দুই স্বর্ণকড়া গড়িয়া এফোদের
দুই স্কন্ধপটির নীচে তাহার সম্মুখভাগে যোড়-
স্থানে এফোদের বিচিত্র পট্টুকার উপরে তাহা
২৮ রাখিবে। তাহাতে বুকপাটা যেন এফোদের
বিচিত্র পট্টুকার উপরে থাকে, এফোদ হইতে
খসিয়া না পড়ে, এই জন্য তাহারা বুকপাটাকে
স্ব স্ব কড়াতে নীলসূত্র দ্বারা এফোদের কড়ার
২৯ সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিবে। যে সময়ে হারোণ
পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, তৎকালে সদাপ্রভুর
সম্মুখে নিত্য স্মরণ করাইবার জন্য সে বিচারা-
র্থক বুকপাটাতে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম আপন
হৃদয়ের উপরে বহন করিবে।
৩০ সেই বিচারার্থক বুকপাটাতে তুমি ঊরীম
ও তুম্মীম [দীপ্তি ও সিদ্ধতা] দিবে; তাহাতে
হারোণ যে সময়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রবেশ
করিবে, তৎকালে হারোণের হৃদয়ের উপরে
তাহা থাকিবে, এবং হারোণ সদাপ্রভুর সম্মুখে
ইস্রায়েল-সন্তানদের বিচার নিয়ত আপন হৃদয়ের
উপরে বহন করিবে।
৩১ তুমি এফোদের সমুদয় প্রাবার নীলবর্ণ করিবে।
৩২ তাহার মধ্যস্থলে শিরঃপ্রবেশার্থে এক ছিদ্র
থাকিবে; বর্ম্মের গলার ন্যায় সেই ছিদ্রের
চারি দিকে তন্তুবায়ের কৃত ধারি থাকিবে,
৩৩ তাহাতে তাহা ছিঁড়িবে না। আর তুমি তাহার
আঁচলাতে চারি দিকে নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ
দাড়িম করিবে, এবং চারি দিকে তাহার মধ্যে
৩৪ মধ্যে স্বর্ণের কিঙ্কিণী থাকিবে। ঐ প্রাবারের
আঁচলাতে চতুর্দ্দিকে এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক
দাড়িম এবং এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম
৩৫ থাকিবে। আর হারোণ [ঈশ্বরের] পরিচর্য্যা
করিবার নিমিত্তে তাহা পরিধান করিবে; তাহা-
তে সে যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে পবিত্র স্থানে
প্রবেশ করিবে, ও সেখান হইতে যখন বাহির
হইবে, তখন তাহার শব্দ শুনা যাইবে; তাহাতে
সে মরিবে না।
৩৬ আর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক পাত প্রস্তুত
করিয়া, মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে "সদাপ্রভুর
৩৭ উদ্দেশে পবিত্র" এই কথা খুদিবে। তুমি তাহা
নীল সূত্রে [বদ্ধ করিয়া] রাখিবে; তাহা উষ্ণী-
ষের উপরে থাকিবে, উষ্ণীষের সম্মুখভাগেই
৩৮ থাকিবে। এবং তাহা হারোণের কপালের উপরে
থাকিবে, তাহাতে হারোণ পবিত্র দ্রব্যঘটিত
অপরাধ বহিবে, অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানেরা
আপনাদের সমস্ত পবিত্র দানে যে সকল দ্রব্য
পবিত্র করিবে, হারোণ সেই সকল পবিত্র দ্রব্যের
অপরাধ বহন করিবে, এবং তাহারা যেন সদা-
প্রভুর কাছে গ্রাহ্য হয়, এই জন্য উহা সর্ব্বদা
তাহার কপালের উপরে থাকিবে।
৩৯ তুমি চিত্রিত শুক্ল ক্ষোম বস্ত্র দ্বারা অঙ্গরক্ষিণী
বুনিবে, এবং শুক্ল ক্ষোম সূত্র দ্বারা উষ্ণীষ প্রস্তুত
করিবে; এবং কটিবন্ধন সূচী দ্বারা শিল্পিত
করিবে।
৪০ আর হারোণের পুত্রগণের জন্য অঙ্গরক্ষক বস্ত্র
ও তাহার কটিবন্ধন প্রস্তুত করিবে, এবং তাহাদের
গৌরব ও শোভার জন্য শিরোভূষণ করিয়া
৪১ দিবে। আর তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার
পুত্রগণের গাত্রে সে সকল পরিধান করাইবে,
এবং তাহাদের অভিষেক ও হস্তপূরণ করিয়া
তাহাদিগকে পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহারা
৪২ আমার যাজনকর্ম্ম করিবে। তুমি তাহাদের
উলঙ্গতার আচ্ছাদনার্থে কটি অবধি জঙ্ঘা পর্য্যন্ত
৪৩ শুক্ল জাঙ্গিয়া প্রস্তুত করিবে। আর যখন হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ
করিবে, কিম্বা পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থে
বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে, তৎকালে যেন অপরাধ
বহিয়া না মরে, এই জন্য তাহারা এই বস্ত্র
পরিধান করিবে; ইহা হারোণ ও তাহার ভাবী
বংশের পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।

২৯ আর আমার যাজন কর্ম্ম করণার্থে তাহা-
দিগকে পবিত্র করিবার জন্য তুমি তাহাদের
প্রতি এই সকল কর্ম্ম করিবে; নির্দ্দোষ একটী
২ পুংগোবৎস ও দুইটী মেষ লইবে। আর তাড়ী-
শূন্য রুটী, তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও

Digitized by Google

তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী গোমের ময়দা
৩ দ্বারা প্রস্তুত করিবে, এবং সেইগুলি এক ডালীতে
রাখিবে, আর সেই ডালীতে করিয়া আনিবে,
৪ এবং ঐ গোবৎস ও দুই মেষ আনিবে। আর
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে সমাগমের তাম্বুর
দ্বারসমীপে আনিয়া জলে স্নান করাইবে।
৫ আর সেই সকল বস্ত্র লইয়া হারোণকে অঙ্গ-
রক্ষিণী, এফোদের প্রাবার, এফোদ ও বুকপাটা
পরিধান করাইবে, এবং এফোদের বিচিত্র পটুকা
৬ তাহাতে আবদ্ধ করিবে। আর তাহার মস্তকে
উষ্ণীষ দিয়া তাহার উপরে পবিত্র মুকুট দিবে।
৭ পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া তাহার মস্তকের
উপরে ঢালিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবে।
৮ আর তুমি তাহার পুত্রগণকে আনিয়া অঙ্গরক্ষক
৯ বস্ত্র পরিধান করাইবে। আর হারোণকে ও
তাহার পুত্রগণকে কটিবন্ধন পরিধান করাইবে,
ও তাহাদের মস্তকে শিরোভূষণ বাঁধিয়া দিবে;
তাহাতে যাজকত্বপদে তাহাদের চিরস্থায়ী অধি-
কার থাকিবে। এইরূপে তুমি হারোণের ও
১০ তাহার পুত্রগণের হস্তপূরণ করিবে। পরে তুমি
সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে সেই গোবৎসকে
আনাইবে, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ
১১ গোবৎসটীর মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। তখন তুমি
সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে
১২ ঐ গোবৎস হনন করিবে। পরে গোবৎসের
কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা বেদির চূড়ার
উপরে দিবে, এবং বেদির মূলে সমস্ত রক্ত
১৩ ঢালিয়া দিবে। আর তাহার অন্ত্রের উপরিস্থিত
সমস্ত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক ও
দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ লইয়া বেদিতে
১৪ দগ্ধ করিবে। তদ্ভিন্ন গোবৎসটীর মাংস ও
তাহার চর্ম্ম ও গোময় শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে
দগ্ধ করিবে; তাহা পাপার্থক বলি।
১৫ পরে তুমি প্রথম মেষটী আনিবে, এবং হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ সেই মেষের মস্তকে হস্তার্পণ
১৬ করিবে। পরে তুমি সেই মেষ হনন করিয়া
তাহার রক্ত লইয়া বেদির উপরে চারি দিকে
১৭ ছিটাইয়া দিবে। পরে তুমি মেষটী খণ্ড খণ্ড
করিবে, তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিবে, আর
১৮ ঐ খণ্ড সকলের ও মস্তকের উপরে রাখিবে। পরে
সমস্ত মেষটী বেদিতে দগ্ধ করিবে; তাহা সদা-
প্রভুর উদ্দেশে হোমবলি, তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।
১৯ পরে তুমি দ্বিতীয় মেষটী লইবে, এবং হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ
২০ করিবে। পরে তুমি সেই মেষ হনন করিয়া
তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের
প্রান্তে ও তাহার পুত্রগণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে
ও তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও
দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিবে, এবং বেদির
২১ উপরে চতুর্দ্দিকে রক্ত ছিটাইয়া দিবে। পরে
বেদির উপরিস্থ রক্তের ও অভিষেকার্থ তৈলের
কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের উপরে ও তাহার বস্ত্রের
উপরে এবং তাহার সহিত তাহার পুত্রদের উপরে
ও তাহাদের বস্ত্রের উপরে ছিটাইয়া দিবে;
তাহাতে সে ও তাহার বস্ত্র এবং তাহার সহিত
তাহার পুত্রগণ ও তাহাদের বস্ত্র পবিত্র হইবে।
২২ পরে তুমি সেই মেষের মেদ, লাঙ্গূল ও অন্ত্রের
উপরিস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক
ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ ও দক্ষিণ স্কন্ধ
২৩ লইবে, কেননা সে হস্তপূরণার্থক মেষ। পরে
তুমি সদাপ্রভুর সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর
ডালী হইতে এক রুটী ও তৈলমিশ্রিত এক পিষ্টক
২৪ ও এক সরুচাকলী লইয়া হারোণের হস্তে ও
তাহার পুত্রগণের হস্তে তৎসমুদয় দিয়া দোলনীয়
নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা দোলাইবে।
২৫ পরে তুমি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা লইয়া
সদাপ্রভুর সম্মুখে সৌরভার্থে বেদিতে হোমার্থক
বলির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।
২৬ পরে তুমি হারোণের হস্তপূরণার্থক মেষের
বক্ষঃস্থল লইয়া দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর
সম্মুখে দোলাইবে; সেই খণ্ড তোমার অংশ
২৭ হইবে। পরে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের
হস্তপূরণার্থক মেষের যে দোলনীয় নৈবেদ্য বক্ষ-
স্থল দোলায়িত ও যে উত্তোলনীয় উপহার স্কন্ধ
উত্তোলিত হইল, তাহা তুমি পবিত্র করিবে।
২৮ তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে তাহা হারো-
ণের ও তাহার সন্তানগণের চিরস্থায়ী অধিকার
হইবে, কেননা তাহাই উত্তোলনীয় উপহার;
ইস্রায়েল-সন্তানগণের এই উত্তোলনীয় উপহার
তাহাদের মঙ্গলার্থক বলি হইতে দেয়; ইহা
সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদের উত্তোলনীয় উপহার।
২৯ আর হারোণের পরে তাহার পবিত্র বস্ত্র সকল
তাহার পুত্রগণের হইবে; অভিষেক ও হস্তপূরণ
৩০ সময়ে তাহারা তাহা পরিধান করিবে। তাহার
পুত্রদের মধ্যে যে তাহার পদে যাজক হইয়া
পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করিতে সমাগমের তাম্বুতে
প্রবেশ করিবে, সে সেই বস্ত্র সাত দিন পরিবে।
৩১ পরে তুমি সেই হস্তপূরণার্থক মেষের মাংস
৩২ লইয়া কোন পবিত্র স্থানে পাক করিবে, এবং
হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগমের তাম্বুর দ্বারে
সেই মেষমাংস ও ডালীতে স্থিত সেই রুটী
৩৩ ভোজন করিবে। আর হস্তপূরণ দ্বারা তাহা-
দিগকে পবিত্র করণার্থে যাহা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত
করা হইল, তাহা তাহারা ভোজন করিবে; কিন্তু

Digitized by Google

অপর কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না,
৩৪ কারণ সে সকল পবিত্র বস্তু। আর ঐ হস্ত-
পূরণার্থক মাংস ও রুটী হইতে যদি প্রাতঃকাল
পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট
অংশ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিবে, কেহ তাহা ভোজন
৩৫ করিবে না ; কারণ তাহা পবিত্র বস্তু। আমি
তোমাকে এই যে সকল আজ্ঞা করিলাম, তদনু-
সারে হারোণের প্রতি ও তাহার পুত্রগণের প্রতি
করিবে। সাত দিন তাহাদের হস্তপূরণ করিবে।
৩৬ আর তুমি প্রায়শ্চিত্তের কারণ প্রতিদিন পাপার্থক
বলিরূপে এক একটী পুংগোবৎস হোম করিবে,
এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেদিকে মুক্তপাপ করিবে,
আর তাহা পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিবে।
৩৭ তুমি বেদির নিমিত্তে সাত দিন প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া তাহা পবিত্র করিবে ; তাহাতে বেদি
অতি পবিত্র হইবে ; যে কেহ বেদি স্পর্শ করে,
তাহার পবিত্র হওয়া চাই।

দৈনিক উপহার।

৩৮ সেই বেদির উপরে তুমি এই বলি উৎসর্গ
করিবে ; তুমি সর্ব্বদা দিন দিন একবর্ষীয় দুইটী
৩৯ মেষশাবক [উৎসর্গ করিবে] ; তাহার একটী
মেষশাবক প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবে, ও অন্যটী
৪০ সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে। আর প্রথম মেষ-
শাবকের সহিত, উখ্‌লিতে প্রস্তুত হিন্ পাত্রের
চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত [ঐফা] পাত্রের দশমাংশ
ময়দা, এবং পেয় নৈবেদ্যের কারণ হিনের চতু-
৪১ র্থাংশ দ্রাক্ষারস দিবে। পরে দ্বিতীয় মেষশাবকটী
সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে, এবং প্রাতঃকালের
মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত
তাহাও সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত
৪২ উপহার বলিয়া উৎসর্গ করিবে। ইহা তোমাদের
পুরুষানুক্রমে নিত্য [কর্ত্তব্য] হোম ; সমাগমের
তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে যে স্থানে
আমি তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমাদের
কাছে দেখা দিব, সেই স্থানে [ইহা কর্ত্তব্য]।
৪৩ সেই স্থানে আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত
সাক্ষাৎ করিব, এবং আমার প্রতাপে তাহা
৪৪ পবিত্রীকৃত হইবে। আর আমি সমাগমের তাম্বু
ও বেদি পবিত্র করিব, এবং আমার যাজনকর্ম্ম
করণার্থে হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র
৪৫ করিব। আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে
৪৬ বাস করিব, ও তাহাদের ঈশ্বর হইব। তাহাতে
তাহারা জানিবে যে, আমি তাহাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভু, আমি তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে
মিসরদেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া
আনিয়াছি, আমিই তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

তাম্বু সম্বন্ধীয় পাত্রাদির বিষয়।

৩০ আর তুমি ধূপদাহের স্থানার্থে শিটীম
কাষ্ঠের এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে। তাহা
এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ চতুষ্কোণ হইবে,
এবং দুই হস্ত উচ্চ হইবে, এবং তাহার চূড়া সকল
৩ তাহার সহিত অখণ্ড হইবে। আর তুমি তাহার
পৃষ্ঠ ও চারি পার্শ্ব ও চূড়া নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িবে,
এবং তাহার চারি দিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া
৪ দিবে। আর তাহার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের
দুই কোণের নিকটে স্বর্ণের দুই কড়া গড়িয়া
দিবে ; তাহা তদ্‌বহনার্থ বহনদণ্ডের ঘর হইবে।
৫ আর ঐ বহনদণ্ড শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া
৬ স্বর্ণ দিয়া মুড়িবে। আর সাক্ষ্যসিন্দুকের অগ্রস্থিত
তিরস্করিণীর অগ্রদিকে, সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ
পাপাবরণের সম্মুখে তাহা রাখিবে, সেই স্থানে
৭ আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আর
হারোণ তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে ;
প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিষ্কার করিবার সময়ে
৮ সে ঐ ধূপ জ্বালাইবে। আর সন্ধ্যাকালে প্রদীপ
জ্বালাইবার সময়ে হারোণ ধূপ জ্বালাইবে,
তাহাতে তোমাদের পুরুষানুক্রমে সদাপ্রভুর
৯ সম্মুখে নিয়ত ধূপদাহ হইবে। তোমরা তাহার
উপরে ইতর ধূপ কিম্বা হোমবলি কিম্বা ভক্ষ্য
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও না, ও তাহার উপরে পেয়
১০ নৈবেদ্য ঢালিও না। আর বৎসরের মধ্যে এক
বার হারোণ প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির রক্ত
দিয়া তাহার চূড়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে ;
তোমাদের পুরুষানুক্রমে বৎসরের মধ্যে এক বার
তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; এই বেদি
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র।
১১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে এই কথা কহিলেন,
১২ তুমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা গ্রহণার্থে
তাহাদিগকে গণনা করিবে ; তখন তাহারা
প্রত্যেকে সদাপ্রভুর কাছে আপন আপন প্রাণের
জন্য গণনার্থে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, যেন তাহাদের
১৩ মধ্যে গণনাজন্য আঘাত না হয়। তাহাদের
দাতব্য এই ; যে কেহ গণিত লোকদের মধ্যে
আসিবে, সে পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
অর্দ্ধশেকল দিবে ; বিংশতি গেরাতে এক শেকল
হয় ; সেই অর্দ্ধশেকল সদাপ্রভুর [প্রাপ্য] উপ-
১৪ হার হইবে। বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তাহার
অধিক বয়স্ক যে কেহ গণিত লোকদের মধ্যে
আসিবে, সে সদাপ্রভুকে ঐ উপহার দিবে।
১৫ তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে
সদাপ্রভুকে সেই উপহার দিবার সময়ে ধনবান্
অর্দ্ধ শেকলের অধিক দিবে না, এবং দরিদ্র
১৬ তাহা হইতে ন্যূন দিবে না। আর তুমি ইস্রায়েল-

Digitized by Google

সন্তানগণ হইতে সেই প্রায়শ্চিত্তের রৌপ্য লইয়া
সমাগমের তাম্বুর কার্য্যার্থে দিবে ; তোমাদের
প্রাণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে তাহা ইস্রায়েল-
সন্তানদের স্মরণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে থাকিবে।
১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রক্ষা-
১৮ লন কার্য্যের জন্য পিত্তলময় এক প্রক্ষালনপাত্র
ও তাহার পিত্তলময় পায়া প্রস্তুত করিবে ; এবং
সমাগমের তাম্বুর ও বেদির মধ্যস্থানে রাখিয়া
১৯ তাহার মধ্যে জল দিবে। হারোণ ও তাহার
পুত্রগণ তাহাতে আপন আপন হস্ত ও পদ
২০ প্রক্ষালন করিবে। সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ
কালে তাহারা যেন না মরে, তজ্জন্য জলে
আপনাদিগকে ধৌত করিবে ; কিম্বা সদাপ্রভুর
পরিচর্য্যা করণার্থে, অর্থাৎ অগ্নিকৃত উপহার দগ্ধ
করণার্থে বেদির নিকটে আগমনকালে তাহারা
২১ যেন না মরে, এই জন্য আপন আপন হস্ত ও পদ
ধৌত করিবে ; ইহা তাহার ও তাহার বংশের
পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।
২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আপ-
২৩ নার নিকটে উত্তম উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য, অর্থাৎ
পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পাঁচ শত শেকল
নির্ম্মল গন্ধরস, তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই শত
শেকল সুগন্ধি দারুচিনি, আড়াই শত শেকল
২৪ সুগন্ধি বচ, পাঁচ শত শেকল কিদ্দা ও এক হিন্
২৫ জিততৈল প্রস্তুত করিবে। এই সকলের দ্বারা
তুমি অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল, অর্থাৎ গন্ধবণিকের
প্রক্রিয়া মতে কৃত তৈল, প্রস্তুত করিবে, তাহা
২৬ অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে। তদ্দ্বারা তুমি
২৭ সমাগমের তাম্বু, সাক্ষ্যসিন্দুক, মেজ ও তাহার
সকল পাত্র, দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র,
২৮ ধূপবেদি, হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র,
এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া অভিষেক
২৯ করিবে। আর এই সকল বস্তু পবিত্র করিবে,
তাহাতে তাহা অতি পবিত্র হইবে ; যে কেহ
তাহা স্পর্শ করে, তাহার পবিত্র হওয়া চাই।
৩০ আর তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে
আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে অভিষেক করিয়া
৩১ পবিত্র করিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
কহিবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে
৩২ তাহা পবিত্র অভিষেক-তৈল হইবে। মনুষ্যের
গাত্রে তাহা ঢালা যাইবে না ; এবং তোমরা
তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তৎসদৃশ আর
কোন তৈল প্রস্তুত করিবে না ; তাহা পবিত্র,
৩৩ তোমাদের পক্ষে পবিত্র হইবে। যে কেহ তাহার
মত তৈল প্রস্তুত করে, ও যে কেহ পরের গাত্রে
তাহার কিঞ্চিৎ দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য
হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
৩৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আপ-
নার নিকটে সুগন্ধি দ্রব্য লও, গুগ্‌গুলু, নখী,
কুন্দুরু ; এই সকল সুগন্ধি দ্রব্যের ও নির্ম্মল লবা-
৩৫ নের প্রত্যেকটী সমভাগ করিয়া লও। আর উহা
দ্বারা গন্ধবণিকের প্রক্রিয়া মতে কৃত ও লবণমিশ্রিত
৩৬ এক নির্ম্মল পবিত্র সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত কর। তাহার
কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া, যে সমাগমের তাম্বুতে আমি
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহার মধ্যে
সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে তাহা রাখিবে ; তাহা
৩৭ তোমাদের পক্ষে অতি পবিত্র হইবে। এবং তুমি
যে সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করিবে, তাহার দ্রব্যের
পরিমাণানুসারে তোমরা আপনাদের জন্য তাহা
করিও না, তাহা তোমার জ্ঞানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩৮ পবিত্র হইবে। যে কেহ আঘ্রাণ জন্য তাহার
সদৃশ ধূপ প্রস্তুত করিবে, সে আপন লোকদের
মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৩১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে এই কথা কহি-
লেন, দেখ, আমি যিহূদা বংশীয় হূরের
পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া ডাকি-
৩ লাম। আর কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে,
৪ স্বর্ণ, রৌপ্য, ও পিত্তলে কর্ম্ম করিতে, খচনার্থক
মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে, সর্ব্ব প্রকার শিল্প-
৫ কর্ম্ম করিতে তাহাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও
সর্ব্বপ্রকার শিল্পকৌশলদায়ক ঈশ্বরীয় আত্মাতে
৬ পরিপূর্ণ করিলাম। আর দেখ, আমি দান
বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তাহার
সহকারী করিয়া দিলাম, এবং সকল বিজ্ঞমনা
লোকের হৃদয়ে বিজ্ঞতা দিলাম ; অতএব আমি
তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে
৭ সমস্ত তাহারা নির্ম্মাণ করিবে ; সমাগমের তাম্বু,
সাক্ষ্য-সিন্দুক, তাহার উপরিস্থ পাপাবরণ, এবং
৮ তাম্বুর সমস্ত পাত্র ; আর মেজ ও তাহার সকল
পাত্র, নির্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র,
৯ এবং ধূপবেদি ; আর হোমবেদি ও তাহার সকল
পাত্র, এবং প্রক্ষালন পাত্র ও তাহার পায়া ;
১০ এবং সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, যাজনকর্ম্ম করণার্থে
হারোণ যাজকের পবিত্র বস্ত্র, ও তাহার পুত্র-
১১ দের বস্ত্র ; এবং অভিষেক-তৈল, ও পবিত্র স্থানের
জন্য সুগন্ধি ধূপ ; আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা
করিয়াছি, তদনুসারে তাহারা সমস্তই করিবে।
১২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
১৩ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আরও এই কথা বল,
তোমরা অবশ্য অমার বিশ্রামদিন পালন করিবে ;
কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমা-
দের মধ্যে ইহা এক অভিজ্ঞান রহিল, যেন
তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের
১৪ পবিত্রকারী সদাপ্রভু। অতএব তোমরা বিশ্রাম-
দিন পালন করিবে, কেননা তোমাদের নিমিত্তে
তাহা পবিত্র ; যে জন তাহা অপবিত্র করিবে,

Digitized by Google

তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে ; কারণ যে কোন
প্রাণী ঐ দিনে কার্য্য করিবে, সে আপন লোকদের
১৫ মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ছয় দিন কার্য্য করা
হইবে, কিন্তু সপ্তম দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিশ্রামার্থক পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনে
যে কেহ কার্য্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য
১৬ হইবে। ইস্রায়েল-সন্তানগণ চিরস্থায়ী নিয়ম
বলিয়া পুরুষানুক্রমে মান্য করিবার জন্য বিশ্রাম-
১৭ দিন পালন করিবে। আমার ও ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের মধ্যে ইহা চিরস্থায়ী অভিজ্ঞান ; কেননা
সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী
নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম
করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।
১৮ পরে তিনি সীনয় পর্ব্বতে মোশির সহিত কথা
সাঙ্গ করিয়া সাক্ষ্যের দুই ফলক, ঈশ্বরের অঙ্গুলি
দ্বারা লিখিত দুই প্রস্তরফলক, তাঁহাকে দিলেন।

ইস্রায়েলীয়দের প্রতিমাপূজা।
মোশির কোপ।

৩২ পর্ব্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব
হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে
একত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, উঠুন, আমাদের
অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা
নির্ম্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসরদেশ
হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছে,
সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না।
২ তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
আপন আপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ
৩ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে
সমস্ত লোক আপন আপন কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল
৪ সকল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিল, তখন
তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া
শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন, এবং একটী ঢালা
গোবৎস নির্ম্মাণ করিলেন ; তখন লোকেরা
বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এই তোমার
ঈশ্বর, যিনি মিসরদেশ হইতে তোমাকে বাহির
৫ করিয়া আনিয়াছেন। আর হারোণ তাহা দেখিয়া
তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং
হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন,
৬ কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব হইবে। আর
লোকেরা পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া হোমবলি
উৎসর্গ করিল, এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল ;
আর লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে
ক্রীড়া করিতে উঠিল।
৭ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
নামিয়া যাও, কেননা তোমার যে লোকদিগকে
তুমি মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ,
৮ তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে
যে পথের বিষয়ে আজ্ঞা দিয়াছি, তাহারা শীঘ্রই
সেই পথ হইতে ফিরিয়াছে ; তাহারা আপনা-
দের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ
করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, এবং
তাহার উদ্দেশে বলিদান করিয়া কহিয়াছে, হে
ইস্রায়েল, এই তোমার ঈশ্বর, যিনি মিসরদেশ
হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।
৯ সদাপ্রভু মোশিকে আরও কহিলেন, আমি সেই
লোকদিগকে দেখিলাম ; দেখ, তাহারা অতিশয়
১০ শক্তগ্রীব জাতি। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, তাহা-
দের প্রতিকূলে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হউক,
আমি তাহাদিগকে সংহার করি, আর তোমা
১১ হইতে এক বড় জাতি উৎপন্ন করি। তখন মোশি
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিনয় করিয়া কহিলেন,
হে সদাপ্রভো, আপনার যে প্রজাদিগকে আপনি
মহাপরাক্রম ও বলবান্ হস্ত দ্বারা মিসরদেশ
হইতে বাহির করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিকূলে
১২ আপনকার কোপ কেন প্রজ্বলিত হইবে ? মিস্রী-
য়েরা কেন বলিবে, অনিষ্টের নিমিত্তে, অর্থাৎ
পর্ব্বতময় অঞ্চলে তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ভূতল
হইতে লোপ করিবার নিমিত্তে, তিনি তাহা-
দিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন ? আপনি
নিজ প্রচণ্ড কোপ সংবরণ করুন, ও আপন প্রজা-
১৩ দের অনিষ্ট করণ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন। আপনি
নিজ দাস অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে
স্মরণ করুন, যাহাদের কাছে আপনি নিজ নামের
দিব্য করত বলিয়াছিলেন, আমি আকাশের
তারাগণের ন্যায় তোমাদের বংশবৃদ্ধি করিব,
এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা কহিলাম, ইহা
তোমাদের বংশকে দিব, তাহারা চিরকাল অধি-
১৪ কার ভোগ করিবে। তখন সদাপ্রভু আপন
প্রজাদের যে অনিষ্ট করিবার কথা কহিয়াছিলেন,
তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।
১৫ পরে মোশি মুখ ফিরাইয়া সাক্ষ্যের সেই
দুই প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বত হইতে নামি-
লেন ; সেই প্রস্তরফলকের এ পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠে দুই
১৬ পৃষ্ঠেই লেখা ছিল। সেই প্রস্তরফলক ঈশ্বরের
নির্ম্মিত, এবং সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে
১৭ খোদিত। পরে যিহোশূয় কোলাহলকারী লোক-
দের রব শুনিয়া মোশিকে কহিলেন, শিবিরে যুদ্ধের
১৮ শব্দ হইতেছে। তিনি কহিলেন, উহা ত জয়ধ্বনির
শব্দ নয়, পরাজয়ধ্বনিরও শব্দ নয় ; আমি গানের
শব্দ শুনিতে পাইতেছি।
১৯ পরে তিনি শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ
গোবৎস এবং নৃত্য দেখিলেন ; তাহাতে মোশি
ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতের তলে আপন হস্ত
হইতে সেই দুইখান প্রস্তরফলক নিক্ষেপ করিয়া

Digitized by Google

নিয়ম করি ; সমস্ত পৃথিবীতে ও যাবতীয়
জাতির মধ্যে যাদৃশ কখনও করা হয় নাই, এমন
সকল আশ্চর্য্য কার্য্য আমি তোমার সমস্ত
লোকের সাক্ষাতে করিব ; তাহাতে যে সকল
লোকের মধ্যে তুমি আছ, তাহারা সদাপ্রভুর
সেই সকল কার্য্য দেখিবে, কেননা তোমার
১১ নিকটে যাহা করিব, তাহা ভয়ঙ্কর। অদ্য
আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, তাহাতে
মনোযোগ কর ; দেখ, আমি ইমোরীয়, কনা-
নীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দিগকে
তোমার সম্মুখ হইতে খেদাইয়া দিব।
১২ সাবধান, যে দেশের বিরুদ্ধে তুমি যাইতেছ,
সেই দেশনিবাসীদের সহিত নিয়ম স্থির
করিও না, পাছে তাহা তোমার মধ্যবর্ত্তী ফাঁদ-
১৩ স্বরূপ হয়। কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি
সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল
খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরার মূর্ত্তি
১৪ সকল কাটিয়া ফেলিবে। তুমি কোন ইতর
দেবতার কাছে প্রণিপাত করিও না, কেননা
সদাপ্রভু [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌যোগী নাম
ধারণ করেন ; তিনি [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌-
১৫ যোগী ঈশ্বর। কি জানি, তুমি তদ্দেশনিবাসী
লোকদের সহিত নিয়ম করিবে ; করিলে যে
সময়ে তাহারা নিজ দেবগণের অনুগমনে
ব্যভিচার করে, ও নিজ দেবগণের কাছে বলি-
দান করে, সে সময়ে কেহ তোমাকে ডাকিলে
১৬ তুমি তাহার বলিদ্রব্য খাইবে ; কিম্বা তুমি
আপন পুত্রদের জন্য তাহাদের কন্যাগণকে
গ্রহণ করিলে তাহাদের কন্যারা নিজ দেবতাদের
অনুগমনে ব্যভিচার করিয়া তোমার পুত্র-
দিগকে আপনাদের দেবগণের অনুগামী করিয়া
১৭ ব্যভিচার করাইবে। তুমি আপনার নিমিত্তে
ছাঁচে ঢালা কোন দেবতা নির্ম্মাণ করিও না।
১৮ তুমি তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন
করিবে। আবীব মাসের যে সময়ে যেরূপ
করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছি, সেই রূপে
তুমি সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইবে,
কেননা সেই আবীব মাসে তুমি মিসরদেশ
১৯ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলে। গর্ত্ত
উন্মোচক সমস্ত গর্ত্তফল এবং গোমেষাদি পালের
মধ্যে গর্ত্ত উন্মোচক পুংপশু সকল আমার।
২০ গর্ত্ত উন্মোচক গর্দ্দভের পরিবর্ত্তে তুমি মেষের
বৎস দিয়া তাহাকে মুক্ত করিবে ; যদি মুক্ত না
কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবে। তোমার
প্রথমজাত পুত্র সকলকে তুমি মুক্ত করিবে।
আর কেহ রিক্ত হস্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত
হইবে না।
২১ তুমি ছয় দিন পরিশ্রম করিবে, কিন্তু সপ্তম
দিনে বিশ্রাম করিবে ; চাসের ও শস্যচ্ছেদনের
সময়েও বিশ্রাম করিবে।
২২ তুমি সপ্তাহনিচয়ের উৎসব, অর্থাৎ কাটা
গোমের আশুপক্ব ফলের উৎসব, এবং বৎসরের
শেষভাগে ফলসংগ্রহের উৎসব পালন করিবে।
২৩ বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমাদের সমস্ত
পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু সদাপ্রভুর
২৪ সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে। কেননা আমি
তোমার সম্মুখ হইতে পরজাতিদিগকে দূর
করিয়া দিব, ও তোমার সীমা বিস্তার করিব,
এবং তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইবার
জন্য গমন করিলে তোমার ভূমিতে কেহ
লোভ করিবে না।
২৫ তুমি আমার বলির রক্ত তাড়ীর সহিত
উৎসর্গ করিও না, ও নিস্তারপর্ব্বীয় উৎসবের
২৬ বলিদ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিও না। তুমি
নিজ ভূমির আশুপক্ব ফলের অগ্রিমাংশ আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও। তুমি ছাগ-
বৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে সিদ্ধ করিও না।
২৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই
সকল বাক্য লিপিবদ্ধ কর, কেননা আমি
এই সকল বাক্যানুসারে তোমার ও ইস্রায়েলের
২৮ সহিত নিয়ম স্থির করিলাম। সেই সময়ে
মোশি চল্লিশ দিবারাত্রি অন্ন ভোজন ও জল
পান না করিয়া সেখানে সদাপ্রভুর সহিত
অবস্থিতি করিলে তিনি সেই দুই প্রস্তরে
নিয়মবাক্যাবলি অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন।
২৯ পরে মোশি সীনয় পর্ব্বত হইতে নামিবার
সময়ে দুই সাক্ষ্যপ্রস্তর হস্তে লইয়া পর্ব্বত
হইতে নামিলেন, কিন্তু সদাপ্রভুর সহিত
আলাপে আপন মুখের চর্ম্ম যে উজ্জ্বল হইয়া-
ছিল, তাহা মোশি জানিতে পারিলেন না।
৩০ পরে যখন হারোণ ও সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান
মোশিকে দেখিলেন, তখন তাঁহার মুখের
চর্ম্ম উজ্জ্বল দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকটে
৩১ যাইতে ভীত হইলেন। কিন্তু মোশি তাঁহা-
দিগকে ডাকিলে হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ
সকল তাঁহার নিকটে ফিরিয়া গেলেন, তাহাতে
মোশি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন।
৩২ তৎপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে তাঁহার
নিকটে গেল ; তাহাতে তিনি সীনয় পর্ব্বতে কথিত
সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল তাহাদিগকে জানা-
৩৩ ইলেন। পরে তাহাদের সহিত মোশির কথোপ-
কথন সমাপন হইলে তিনি আপন মুখে আবরণ
৩৪ দিলেন। কিন্তু মোশি যখন সদাপ্রভুর সহিত
কথা কহিতে ভিতরে তাঁহার সম্মুখে যাইতেন,
তখন যাবৎ বহিরাগমন না করিতেন, তাবৎ সেই

Digitized by Google

আবরণ খুলিয়া রাখিতেন ; পরে যে সকল আজ্ঞা
পাইতেন, বাহির হইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
৩৫ তাহা কহিতেন। মোশির মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল,
ইহা ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার মুখের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিত ; পরে মোশি সদা-
প্রভুর সহিত কথা কহিতে যে পর্য্যন্ত না যাই-
তেন, তাবৎ আপন মুখে পুনর্ব্বার আবরণ দিয়া
রাখিতেন।

তাম্বুর জন্ত ইস্রায়েলীয়দের উপহার।

৩৫ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত
মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই সকল বাক্য
২ পালন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ছয় দিন কার্য্য
করা যাইবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের পক্ষে
পবিত্র দিন হইবে ; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন হইবে ; যে কেহ সেই
দিনে কার্য্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।
৩ তোমরা বিশ্রামদিনে আপনাদের কোন বাস-
স্থানে অগ্নি জ্বালিও না।
৪ আর মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ড-
লীকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিয়াছেন।
৫ তোমরা সদাপ্রভুর নিমিত্তে আপনাদের নিকট
হইতে উপহার লও ; যে কেহ প্রবৃত্তমনা, সে
সদাপ্রভুর উপহারস্বরূপ এই সকল দ্রব্য আনিবে ;
৬ স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তল, এবং নীলবর্ণ, ধূম্রবর্ণ,
লোহিতবর্ণ ও শুক্ল ক্ষোম সূত্র ও ছাগের লোম,
৭ এবং রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশচর্ম্ম, শিটীম কাষ্ঠ,
৮ এবং দীপার্থ তৈল, আর অভিষেকার্থ তৈলের
৯ ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য, এবং এফো-
দের ও বুকপাটার জন্য গোমেদকাদি খচনার্থক
১০ মণি। আর তোমাদের প্রত্যেক বিজ্ঞমনা লোক
আসিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত সকল বস্তু নির্ম্মাণ
১১ করুক, অর্থাৎ আবাস, আবাসতাম্বু, ছাদ, ঘুণ্টি,
১২ তক্তা, অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি, আর সিন্দুক ও তাহার
বহনদণ্ড, পাপাবরণ ও বিচ্ছেদবস্ত্রস্বরূপ তির-
১৩ স্করিণী, এবং মেজ, তাহার বহনদণ্ড ও নানা পাত্র
১৪ এবং দর্শনীয় রুটী, এবং দীপ্তির জন্য দীপবৃক্ষ ও
১৫ তাহার পাত্র, প্রদীপ ও দীপার্থ তৈল, এবং
ধূপের বেদি ও তাহার বহনদণ্ড, এবং অভিষেকার্থ
তৈল ও সুগন্ধি ধূপ, আবাসের প্রবেশদ্বারের
১৬ আচ্ছাদনবস্ত্র, এবং হোমবেদি, তাহার পিত্তলের
জাল, বহনদণ্ড, নানা পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও
১৭ তাহার পায়া, এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা, তাহার
১৮ স্তম্ভ, চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, এবং
আবাসের গোঁজ, প্রাঙ্গণের গোঁজ ও উভয়ের
১৯ রজ্জু, এবং পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করিবার
নিমিত্তে সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, অর্থাৎ হারোণ
যাজকের জন্য পবিত্র বস্ত্র, ও যাজন কর্ম্ম কর-
ণার্থে তাহার পুত্রদের বস্ত্র, এই সকল প্রস্তুত
করিবে।
২০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী
২১ মোশির সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল। আর
যাহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও মনে বাঞ্ছা হইল,
তাহারা সমাগমের তাম্বু নির্ম্মাণার্থে এবং তৎ-
সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের ও পবিত্র বস্ত্রের জন্য
২২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার আনিল। আর পুরুষ
ও স্ত্রী যত লোক প্রবৃত্তমনা ছিল, তাহারা সকলে
আসিয়া বলয়, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক ও হার প্রভৃতি
স্বর্ণময় সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার আনিল। সদাপ্রভুর
উদ্দেশে দোলনীয় স্বর্ণময় উপহারার্থে যে যাহা
২৩ দোলাইল, এবং যাহাদের নিকটে নীল, ধূম্র,
লোহিতবর্ণ ও শুক্ল ক্ষোম সূত্র, ছাগলোম, রক্তী-
কৃত মেষচর্ম্ম ও তহশচর্ম্ম ছিল, তাহারা প্রত্যেকে
২৪ তাহা আনিল। আর যে কেহ রৌপ্য ও পিত্তলের
উত্তোলনীয় উপহার উত্তোলন করিল, সে সদা-
প্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার বলিয়া তাহা
আনিল ; এবং যাহার নিকটে শিটীম কাষ্ঠ ছিল,
সে কোন কার্য্যে প্রয়োগের নিমিত্তে তাহা আনিল।
২৫ আর বিজ্ঞমনা মহিলারা আপন আপন হস্তে সূতা
কাটিয়া নীল, ধূম্র, লোহিতবর্ণ ও শুক্ল ক্ষোম সূত্র
২৬ আনিলেন। আর বিজ্ঞানে প্রবৃত্তমনা মহিলা
২৭ সকল ছাগলোমের সূতা কাটিলেন। আর অধ্যক্ষ-
গণ এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদকাদি
২৮ খচনার্থক মণি, এবং দীপের, অভিষেকার্থ তৈলের
ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্ত গন্ধদ্রব্য ও তৈল আনি-
২৯ লেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সদাপ্রভুর
উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল, ফলতঃ সদাপ্রভু মোশি
দ্বারা যাহা যাহা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
তাহার কোন প্রকার কর্ম্ম করণার্থে যে পুরুষ ও
স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে প্রবৃত্তি হইল, তাহারা
প্রত্যেকে নৈবেদ্য আনিল।
৩০ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন,
দেখ, সদাপ্রভু যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির
৩১ পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন ; আর
৩২ কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও
৩৩ পিত্তলে কর্ম্ম করিতে, খচনার্থক মণি কাটিতে,
কাষ্ঠ খুদিতে, সর্ব্বপ্রকার কৌশলযুক্ত শিল্পকর্ম্ম
করিতে তাঁহাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও সর্ব্বপ্রকার
শিল্পকৌশল-দায়ক ঈশ্বরীয় আত্মাতে পরিপূর্ণ
৩৪ করিলেন। আর এই সকলের শিক্ষা দিতে তাঁহার
ও দান বংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের
৩৫ হৃদয়ে প্রবৃত্তি দিলেন। আর খুদিতে ও শিল্প-
কর্ম্ম করিতে এবং নীল, ধূম্র, লোহিতবর্ণ ও শুক্ল
ক্ষোম সূত্রে সূচিকর্ম্ম করিতে ও তাঁতির কর্ম্ম
করিতে, অর্থাৎ যাবতীয় শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রকর্ম্ম

Digitized by Google

করিতে তাঁহাদের হৃদয় বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ
করিলেন।

৩৬ অতএব সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে
পবিত্র স্থানের কার্য্য সকল রচনা করিতে
সদাপ্রভু বৎসলেল ও অহলীয়াব প্রভৃতি যাঁহা-
দিগকে বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়াছেন, সেই সকল
বিজ্ঞমনা লোক কর্ম্ম করিবেন।

তাম্বু ও তৎসংক্রান্ত পাত্রাদি নির্ম্মাণ।

২ পরে মোশি বৎসলেল ও অহলীয়াবকে এবং
সদাপ্রভু যাঁহাদের হৃদয়ে বিজ্ঞতা দিয়াছিলেন,
সেই অন্য সকল বিজ্ঞমনা লোককে ডাকিলেন,
অর্থাৎ সেই কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে উপস্থিত
হইতে যাঁহাদের মনে প্রবৃত্তি জন্মিল, তাঁহাদিগকে
৩ ডাকিলেন। তাহাতে তাঁহারা পবিত্র স্থানের
কার্য্যের রচনা সম্পন্ন করণার্থে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের আনীত উপহার সকল মোশির নিকট
হইতে গ্রহণ করিলেন। আর লোকেরা তখনও
প্রতিপ্রভাতে তাঁহার নিকটে ইচ্ছাপূর্ব্বক আরও
৪ দ্রব্য আনিতেছিল। তখন পবিত্র স্থানের সমস্ত
কার্য্যে ব্যাপৃত বিজ্ঞ লোক সকল আপন আপন
৫ কর্ম্ম হইতে আসিয়া মোশিকে কহিলেন, সদাপ্রভু
যাহা যাহা রচনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
লোকেরা সেই রচনাকার্য্যের জন্য অতিরিক্ত
৬ অধিক বস্তু আনিতেছে। তাহাতে মোশি আজ্ঞা
দিয়া শিবিরের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিয়া দেওয়া-
ইলেন যে, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পবিত্র স্থানের জন্য
আর উপহার প্রস্তুত না করুক। তাহাতে লোকেরা
৭ আনিতে নিবৃত্ত হইল। কেননা সকল কর্ম্ম কর-
ণার্থে তাহাদের যথেষ্ট ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত
দ্রব্য প্রস্তুত ছিল।

৮ পরে কর্ম্মকারী বিজ্ঞমনা লোক সকল পাকান
শুক্ল ক্ষোম সূত্র, এবং নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ
সূত্র নির্ম্মিত দশ যবনিকা দ্বারা আবাস প্রস্তুত
করিলেন; এবং সেই যবনিকাসমূহে শিল্পিত
৯ করূবগণের আকৃতি করিলেন। প্রত্যেক যবনিকা
আটাইশ হস্ত দীর্ঘ, ও চারি হস্ত প্রস্থ, সকলের
১০ একই পরিমাণ ছিল। পরে তিনি তাহার পাঁচ
যবনিকা একত্র যোগ করিলেন, এবং অন্য পাঁচ
১১ যবনিকাও একত্র যোগ করিলেন। আর যোড়-
স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলবর্ণ
ঘুণ্টিঘরা করিলেন, এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয়
১২ অন্ত্য যবনিকার মুড়াতেও তদ্রূপ করিলেন। প্রথম
যবনিকাতে পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিলেন, এবং
যোড়স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ
ঘুণ্টিঘরা করিলেন; সেই ঘুণ্টিঘরা সকল একটী
১৩ অন্যটীর সহিত মিলিল। পরে তিনি স্বর্ণের পঞ্চা-
শটী ঘুণ্টি গড়িয়া সেই ঘুণ্টি দ্বারা এক যবনিকা
অন্যের সহিত যোড়া দিলেন; তাহাতে একই
আবাস হইল।

১৪ পরে তিনি আবাসের আচ্ছাদনার্থক তাম্বুর
নিমিত্তে ছাগলোমের একাদশ যবনিকা প্রস্তুত
১৫ করিলেন। তাহার প্রত্যেক যবনিকা ত্রিশ হস্ত
দীর্ঘ, ও চারি হস্ত প্রস্থ; ঐ একাদশ যবনিকার
১৬ একই পরিমাণ ছিল। পরে তিনি পাঁচ যবনিকা
পৃথক্, ও ছয় যবনিকা পৃথক্ যোড়া দিলেন।
১৭ আর যোড়স্থানের অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ
ঘুণ্টিঘরা করিলেন, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয়
যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিলেন।
১৮ আর যোড় দিয়া একই তাম্বু করণার্থে পিত্তলের
১৯ পঞ্চাশ ঘুণ্টি গড়িলেন। পরে রক্তীকৃত মেষচর্ম্মে
তাম্বুর এক ছাদ, আবার তাহার উপরে তহশ-
চর্ম্মের এক ছাদ, প্রস্তুত করিলেন।

২০ পরে তিনি আবাসের জন্য শিটীম কাষ্ঠের দাঁড়
২১ করান তক্তা নির্ম্মাণ করিলেন। এক এক তক্তা
২২ দীর্ঘে দশ হস্ত ও প্রস্থে দেড় হস্ত। আর প্রত্যেক
তক্তাতে পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া ছিল;
এইরূপে তিনি আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত করি-
২৩ লেন; আবাসের নিমিত্তে তক্তা প্রস্তুত করিলেন,
দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি
২৪ তক্তা; আর সেই বিংশতি তক্তার নীচে রৌপ্যের
চল্লিশ চুঙ্গি গড়িলেন, এক তক্তার নীচে তাহার
দুই পায়ার নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং অন্য অন্য
তক্তার নীচেও তাহাদের দুই দুই পায়ার নিমিত্তে
২৫ দুই দুই চুঙ্গি গড়িলেন। আর আবাসের দ্বিতীয়
পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তর দিকে বিংশতি তক্তা ও
সেই গুলির জন্য চল্লিশটী রৌপ্যের চুঙ্গি গড়িয়া
২৬ দিলেন; এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি, ও অন্য
২৭ অন্য তক্তার নীচেও দুই দুই চুঙ্গি হইল। আর
আবাসের পশ্চিম দিক্স্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে
২৮ ছয়খানি তক্তা করিলেন। আর আবাসের সেই
পশ্চাৎ ভাগে দুই কোণে দুই খানি তক্তা করি-
২৯ লেন। সেই দুই তক্তার নীচে যোড় ছিল, এবং
সেইরূপে মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড়
ছিল; এইরূপে তিনি দুই কোণের তক্তা
৩০ বদ্ধ করিলেন। তাহাতে আটখানি তক্তা, এবং
রৌপ্যের ষোলটী চুঙ্গি হইল, এক এক তক্তার
নীচে দুই দুই চুঙ্গি হইল।

৩১ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা দীর্ঘ অর্গল প্রস্তুত
করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ
৩২ অর্গল, আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ
অর্গল, এবং আবাসের পশ্চিম দিক্স্থ পশ্চাৎ
৩৩ পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিলেন। আর মধ্য-
বর্ত্তী অর্গলটীকে তক্তাগুলির মধ্যস্থান দিয়া এক
প্রান্ত অবধি অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিলেন।
৩৪ পরে তিনি তক্তাগুলি স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং অর্গ-

Digitized by Google

লের ঘর হইবার জন্য স্বর্ণের কড়া গড়িয়া অর্গলও
স্বর্ণে মুড়িলেন।
৩৫ আর তিনি নীল, ধূম্র, লোহিতবর্ণ ও পাকান
সূক্ষ্ম ক্ষোম সূত্র দিয়া এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করি-
লেন, তাহাতে করূবাকৃতি করিলেন, তাহা শিল্প-
৩৬ কারের কর্ম্ম। আর তাহার নিমিত্তে শিটীম
কাষ্ঠের চারি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন,
এবং তাহাদের আঁকড়াও স্বর্ণের করিলেন, এবং
তাহার জন্য রৌপ্যের চারি চুঙ্গি ঢালিলেন।
৩৭ পরে তিনি তাম্বুর দ্বারের নিমিত্তে নীল, ধূম্র,
লোহিতবর্ণ ও পাকান সূক্ষ্ম ক্ষোম সূত্র দ্বারা সূচি-
ক্রিয়াবিশিষ্ট এক আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করি-
৩৮ লেন। আর তাহার পাঁচ স্তম্ভ ও সেগুলির
আঁকড়া করিলেন, এবং ঐ সকলের মাথলা ও
শলাকা স্বর্ণে মুড়িলেন, কিন্তু সেগুলির পাঁচ চুঙ্গি
পিত্তল দিয়া গড়িলেন।

৩৭ অনন্তর বৎসলেল শিটীমকাষ্ঠ দ্বারা আড়াই
হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ
২ সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলেন ; আর ভিতর ও বাহির
নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহার চারি দিকে
৩ স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন। আর তাহার
চারি কোণের জন্য চারি স্বর্ণকড়া ঢালিলেন ;
তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া ও অন্য পার্শ্বে দুই
৪ কড়া দিলেন। আর তিনি শিটীম কাষ্ঠের দুইটী
৫ বহনদণ্ড করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং সিন্দুক
বহনার্থে ঐ বহনদণ্ড সিন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ কড়াতে
প্রবেশ করাইলেন।
৬ পরে তিনি নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ
ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ প্রস্তুত করিলেন।
৭ আর পিটান স্বর্ণ দ্বারা দুই করূব নির্ম্মাণ করিয়া
৮ পাপাবরণের দুই মুড়াতে দিলেন। তাহার এক
মুড়াতে এক করূব ও অন্য মুড়াতে অন্য করূব,
পাপাবরণের দুই মুড়াতে তৎসহিত অখণ্ড দুই
৯ করূব দিলেন। তাহাতে সেই দুই করূব ঊর্দ্ধে পক্ষ
বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষ দ্বারা পাপাবরণ আচ্ছাদন
করিল, এবং তাহাদের মুখ পরস্পরের দিকে
রহিল ; করূবদের দৃষ্টি পাপাবরণের দিকে
রহিল।
১০ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা দুই হস্ত দীর্ঘ,
এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ মেজ নির্ম্মাণ করি-
১১ লেন। আর তাহা নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, ও
তাহার চারি দিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন।
১২ আর তিনি তাহার নিমিত্তে চারি অঙ্গুলি পরিমিত
চতুর্দিকে এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিলেন, ও পার্শ্বকাষ্ঠের
১৩ চারি দিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন। আর
তাহার জন্য স্বর্ণের চারি কড়া ঢালিয়া তাহার
১৪ চারি পায়ার চারি কোণে বদ্ধ করিলেন। সেই
কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে ছিল, এবং মেজ বহ-
১৫ নার্থ বহনদণ্ডের ঘর হইল। পরে তিনি মেজ
বহনার্থ শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা দুই বহনদণ্ড করিয়া
১৬ স্বর্ণে মুড়িলেন। আর মেজের উপরিস্থিত পাত্র
সকল নির্ম্মাণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার থাল,
চমস, সেকপাত্র ও ঢালিবার জন্য স্রুব সকল
নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন।
১৭ পরে তিনি নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া দীপবৃক্ষ
নির্ম্মাণ করিলেন ; তাহার কাণ্ড, শাখা, গোলা-
১৮ ধার, কলিকা ও পুষ্প তৎসহিত অখণ্ড ছিল। সেই
দীপবৃক্ষের এক পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, ও দীপ-
বৃক্ষের অন্য পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, এই ছয়
১৯ শাখা তাহার পার্শ্ব হইতে নির্গত হইল। এক
শাখায় বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক
কলিকা ও এক পুষ্প, এবং অন্য শাখায় বাদাম
পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক
পুষ্প, দীপবৃক্ষ হইতে নির্গত ছয় শাখায় এইরূপ
২০ হইল। আর দীপবৃক্ষে বাদাম পুষ্পের ন্যায়
চারি গোলাধার ও তাহাদের কলিকা ও পুষ্প
২১ ছিল। আর দীপবৃক্ষের যে ছয়টী শাখা নির্গত
হইল, তাহার এক শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা,
অন্য শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা ও অপর
২২ শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা ছিল। এই কলিকা
ও শাখা তৎসহিত অখণ্ড ছিল, এবং সমস্তই
২৩ পিটান নির্ম্মল সুবর্ণের একই বস্তু ছিল। আর
তিনি তাহার সাতটী প্রদীপ এবং তাহার চিম্‌টা
ও অঙ্গারধানী নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাণ করি-
২৪ লেন। তিনি এক মণ পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা
তাহা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র নির্ম্মাণ
করিলেন।
২৫ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা এক হস্ত দীর্ঘ, এক
হস্ত প্রস্থ ও দুই হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ ধূপবেদি
নির্ম্মাণ করিলেন ; তাহার চূড়া সকল তাহার
২৬ সহিত অখণ্ড ছিল। পরে সেই বেদি, তাহার
পৃষ্ঠ, তাহার চারি পার্শ্ব ও তাহার চূড়া সকল
নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহার চারি দিকে
২৭ স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন। আর তদ্বহনার্থ
বহনদণ্ডের ঘর হইবার জন্য তাহার নিকালের
নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণে স্বর্ণের দুই দুই কড়া
২৮ গড়িয়া দিলেন। আর শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা বহন-
দণ্ড প্রস্তুত করিলেন ও তাহা স্বর্ণে মুড়িলেন।
২৯ পরে তিনি গন্ধবণিকের প্রক্রিয়ানুসারে অভি-
ষেকার্থ পবিত্র তৈল ও ধূপের জন্য সুগন্ধি দ্রব্য
প্রস্তুত করিলেন।

৩৮ আর তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা পাঁচ হস্ত
দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ এক
২ চতুষ্কোণ হোমবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। আর
তাহার চারি কোণের উপরে চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া
পিত্তলে মুড়িলেন ; সেই চূড়া সকল তাহার

Digitized by Google

৩ সহিত অখণ্ড ছিল। পরে তিনি বেদির সমস্ত
পাত্র, অর্থাৎ স্থালী, হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও
অঙ্গারধানী, এই সকল পাত্র পিত্তল দিয়া গড়ি-
৪ লেন। আর বেদির বেড়ের নীচে অধঃ অবধি
মধ্য পর্য্যন্ত জালবৎ কাজ করা পিত্তলের ঝাঁঝরী
৫ প্রস্তুত করিলেন। এবং বহনদণ্ডের ঘর হইবার
জন্য সেই পিত্তলময় ঝাঁঝরীর চারি কোণে চারি
৬ কড়া ঢালিলেন। পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা
৭ বহনদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলে মুড়িলেন। আর
বেদি বহনার্থে তাহার পার্শ্বস্থ কড়াতে ঐ বহনদণ্ড
পরাইলেন; তিনি ফাঁপা রাখিয়া তক্তা দিয়া
বেদি নির্ম্মাণ করিলেন।

৮ আর যে মহিলারা সমাগমের তাম্বুর দ্বার-
সমীপে সেবার্থে শ্রেণীভূত হইতেন, সেই শ্রেণীভূত
মহিলাদের পিত্তল নির্ম্মিতদর্পণ দ্বারা তিনি প্রক্ষা-
লনপাত্র ও তাহার পায়া নির্ম্মাণ করিলেন।

৯ আর তিনি প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিলেন; ফলতঃ
দক্ষিণদিকে প্রাঙ্গণের দক্ষিণপার্শ্বে পাকান শুক্ল
ক্ষোম সূত্রে এক শত হস্ত পরিমিত যবনিকা ছিল।
১০ তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি,
এবং সেই স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল
১১ রৌপ্যের ছিল। আর উত্তরদিকের যবনিকা এক
শত হস্ত, ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের
বিংশতি চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা
১২ সকল রৌপ্যের ছিল। আর পশ্চিম পার্শ্বের যব-
নিকা পঞ্চাশ হস্ত, ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ
চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল
১৩ রৌপ্যের ছিল। আর পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বপার্শ্বের
১৪ দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ছিল। প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে
এক দিকের নিমিত্তে পনের হস্ত যবনিকা, তাহার
১৫ তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি, এবং অন্য দিকের নিমিত্তে
পনের হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ ও তিন
১৬ চুঙ্গি ছিল। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকের সকল যবনিকা
১৭ পাকান শুক্ল ক্ষোম সূত্রে নির্ম্মিত, এবং স্তম্ভের
চুঙ্গি সকল পিত্তলময়, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও
শলাকা সকল রৌপ্যময়, ও তাহার মাথলা
রৌপ্যমণ্ডিত, এবং রৌপ্যের শলাকায় প্রাঙ্গণের
১৮ সকল স্তম্ভ সংযুক্ত ছিল। আর প্রাঙ্গণের দ্বারের
আচ্ছাদনবস্ত্র নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ এবং
পাকান শুক্ল ক্ষোম সূত্রের সূচিকর্ম্মে প্রস্তুত, এবং
তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত, আর প্রাঙ্গণের যব-
নিকার ন্যায় উচ্চতা প্রস্থপরিমাণে পঞ্চ হস্ত।
১৯ আর তাহার চারি স্তম্ভ ও পিত্তলের চারি
চুঙ্গি ও রৌপ্যের আঁকড়া, এবং তাহার মাথলা
২০ রৌপ্যমণ্ডিত ও শলাকা রৌপ্যময় ছিল। আর
আবাসের ও প্রাঙ্গণের চারি দিকের গোঁজ সকল
পিত্তলময় ছিল।

২১ আবাসের, সাক্ষ্যের আবাসের, দ্রব্যসংখ্যার
বৃত্তান্ত এই। মোশির আজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত
গণনা করা হইল; লেবীয়দের কার্য্য বলিয়া
তাহা হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের দ্বারা
২২ করা হইল। কেননা সদাপ্রভু মোশিকে যে আজ্ঞা
দিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদা বংশজাত হূরের
পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেল সকলই নির্ম্মাণ
২৩ করিয়াছিলেন। আর দানবংশজাত অহীষামকের
পুত্র অহলীয়াব তাঁহার সহকারী ছিলেন; তিনি
খোদক ও বিজ্ঞ তন্তুবায়, এবং নীল, ধূম্র ও
লোহিতবর্ণ এবং পাকান শুক্ল ক্ষোম সূত্রে শিল্প-
২৪ কারী ছিলেন। পবিত্র আবাস নির্ম্মাণের সমস্ত
কর্ম্মে এই সকল স্বর্ণ লাগিল, দোলনীয় নৈবে-
দ্যের সমস্ত স্বর্ণ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
২৫ ঊনত্রিশ মণ সাত শত ত্রিশ শেকল ছিল। আর
মণ্ডলীর গণিত লোকদের রৌপ্য পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে এক শত মণ এক সহস্র সাত শত
২৬ পঁচাত্তর শেকল ছিল। গণিত প্রত্যেক লোকের
জন্য, অর্থাৎ যাহারা বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা
তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিল, সেই ছয় লক্ষ তিন
সহস্র সাড়ে পাঁচ শত লোকের মধ্যে প্রত্যেক
জনের জন্য এক এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে অর্দ্ধ অর্দ্ধ শেকল দিতে হইয়া-
২৭ ছিল। সেই এক শত মণ রৌপ্যে পবিত্র স্থানের
ও তিরস্করিণীর চুঙ্গি ঢালা গিয়াছিল; এক শত
চুঙ্গির কারণ এক শত মণ, অর্থাৎ এক এক চুঙ্গির
২৮ কারণ এক এক মণ ব্যয় হইয়াছিল। আর ঐ এক
সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকল রৌপ্যে তিনি
স্তম্ভ সকলের জন্য আঁকড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
ও তাহাদের মাথলা মণ্ডিত ও শলাকায় সংযুক্ত
২৯ করিয়াছিলেন। আর দোলনীয় নৈবেদ্যের পিত্তল
সত্তর মণ দুই সহস্র চারি শত শেকল ছিল।
৩০ তাহা দ্বারা তিনি সমাগমের তাম্বুর দ্বারের চুঙ্গি,
পিত্তলময় বেদি ও তাহার পিত্তলময় ঝাঁঝরী ও
৩১ বেদির সকল পাত্র, এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকের
চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের চুঙ্গি ও আবাসের সকল
গোঁজ ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকের গোঁজ নির্ম্মাণ
করিয়াছিলেন।

৩৯ পরে শিল্পীরা মোশির প্রতি সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ সূত্র-
দ্বারা পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ সূক্ষ্ম-
শিল্পিত বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন, বিশেষতঃ হারো-
২ ণের জন্য পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। আর
তিনি স্বর্ণ দ্বারা এবং নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ ও
পাকান শুক্ল ক্ষোম সূত্র দ্বারা এফোদ নির্ম্মাণ
৩ করিলেন। ফলতঃ তাঁহারা স্বর্ণ পিটাইয়া পাত
করিয়া বিচিত্র কর্ম্ম দ্বারা নীল, ধূম্র ও লোহিত-
বর্ণ এবং শুক্ল ক্ষোম সূত্রের মধ্যে বুনিবার জন্য
৪ তাহা কাটিয়া তার প্রস্তুত করিলেন। আর মোশির

Digitized by Google

প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহারা যোড়া
দিবার জন্য তাহার দুই স্কন্ধপটি প্রস্তুত করি-
লেন ; দুই মুড়াতে পরস্পর যোড়া দেওয়া গেল ;
৫ আর তাহা বদ্ধ করিবার জন্য শিল্পকর্ম্মে বোনা
যে পটুকা তাহার উপরে ছিল, তাহা তৎসহিত
অখণ্ড, এবং সেই বস্ত্রের তুল্য ছিল, তাহা স্বর্ণ দ্বারা
এবং নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ এবং পাকান শুক্ল
৬ ক্ষোম সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইল। পরে মোশির প্রতি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহারা খোদিত মুদ্রার
ন্যায় ইস্রায়েলের পুত্রদের নামে খোদিত স্বর্ণময়
স্থালীতে খচিত দুই গোমেদক মণি খুদিলেন।
৭ আর এফোদের দুই স্কন্ধপটির উপরে ইস্রায়েলের
পুত্রদের স্মরণার্থক মণিস্বরূপে তাহা বসাইলেন।
৮ পরে এফোদের কর্ম্মের ন্যায় তিনি স্বর্ণ দ্বারা
এবং নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ এবং পাকান শুক্ল
ক্ষোম সূত্র দ্বারা বিচিত্র কর্ম্মের বুকপাটা প্রস্তুত
৯ করিলেন। তাহা চতুষ্কোণ, ফলতঃ তাঁহারা সেই
বুকপাটা দোহারা করিয়া এক বিঘত দীর্ঘ ও এক
১০ বিঘত প্রস্থ করিলেন। এবং তাহা চারি পংক্তি
মণিতে খচিত করিলেন ; তাহার প্রথম পংক্তিতে
১১ চুণী, পীতমণি ও মরকত, দ্বিতীয় পংক্তিতে পদ্ম-
১২ রাগ, নীলকান্ত ও হীরক, তৃতীয় পংক্তিতে
১৩ পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা, এবং চতুর্থ পং-
ক্তিতে বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত ছিল ;
১৪ স্বর্ণস্থালী এই সকল মণিতে খচিত হইল। ইস্রা-
য়েলের পুত্রদের নামসম্বলিত এই এই মণি তাঁহা-
দের নামানুসারে দ্বাদশটী হইল ; মুদ্রার ন্যায়
এক এক মণিতে দ্বাদশ বংশের এক এক নাম
১৫ হইল। পরে তাঁহারা বুকপাটায় নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা
১৬ মালাবৎ পাকান শৃঙ্খল গড়িলেন। আর স্বর্ণের
দুই স্থালী ও স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া
বুকপাটার দুই প্রান্তে সেই দুই কড়া বদ্ধ করি-
১৭ লেন। আর বুকপাটার প্রান্তস্থিত দুই কড়ার
মধ্যে পাকান স্বর্ণের সেই দুই শৃঙ্খল রাখিলেন।
১৮ এবং পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে
বদ্ধ করিয়া এফোদ বস্ত্রের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির
১৯ উপরে রাখিলেন। আর স্বর্ণের দুইটী কড়া
গড়িয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে ভিতরভাগে এফো-
২০ দের সম্মুখস্থ মুড়াতে রাখিলেন। এবং স্বর্ণের
আর দুইটী কড়া গড়িয়া এফোদের দুই স্কন্ধ-
পটিতে অধোদিকে সম্মুখভাগে তাহার সংযো-
গের স্থানে এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে
২১ রাখিলেন। আর বুকপাটা যেন এফোদ হইতে
খসিয়া না যায়, এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে
থাকে, এই জন্য তাঁহারা কড়াতে নীল সূত্র দিয়া
এফোদের কড়ার সহিত বুকপাটা বদ্ধ করিয়া
রাখিলেন ; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
সারে [সকলই করিলেন]।

২২ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তিনি এফোদের প্রাবার বুনিলেন ; তাহা তন্ত-
২৩ বায়ের কৃত ও সমুদয় নীলবর্ণ। আর সেই প্রাবা-
রের গলা তাহার মধ্যস্থানে ছিল ; তাহা বর্ম্মের
গলার সদৃশ ; তাহা যেন ছিঁড়িয়া না যায়, এই
২৪ জন্য সেই গলার চারি দিকে ধারি ছিল। আর
তাঁহারা ঐ প্রাবারের আঁচলায় নীল, ধূম্র ও
লোহিতবর্ণ পাকান সূত্রে দাড়িম নির্ম্মাণ করি-
২৫ লেন। পরে তাঁহারা নির্ম্মল স্বর্ণের কিঙ্কিণী গড়ি-
লেন ও সেই কিঙ্কিণীগুলি দাড়িমের মধ্যে মধ্যে
প্রাবারের অঞ্চলের চারি দিকে দাড়িমের মধ্যে
২৬ মধ্যে দিলেন। পরিচর্য্যা করণার্থক প্রাবারের
অঞ্চলের চারি দিকে এক কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম,
এক কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম, এইরূপ করিলেন।
২৭ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তাঁহারা হারোণের ও তাঁহার পুত্রগণের জন্য শুক্ল
ক্ষোম সূত্র দ্বারা তন্তুবায়ের নির্ম্মিত অঙ্গরক্ষিণী,
২৮ ও শুক্ল ক্ষোম সূত্রনির্ম্মিত উষ্ণীষ ও শুক্ল ক্ষোম
সূত্রনির্ম্মিত শিরোভূষণ ও পাকান শুক্ল ক্ষোম
২৯ সূত্রনির্ম্মিত শুক্ল জাঙ্গিয়া প্রস্তুত করিলেন। আর
পাকান শুক্ল ক্ষোম, নীল, ধূম্র ও লোহিতবর্ণ সূত্রে
সূচিকর্ম্ম দ্বারা এক কটিবন্ধন প্রস্তুত করিলেন।
৩০ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তাঁহারা নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পবিত্র মুকুটের পাত
প্রস্তুত করিলেন, এবং খোদিত মুদ্রার ন্যায় তাহার
উপরে "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র," ইহা
৩১ লিখিলেন। পরে ঊর্দ্ধে উষ্ণীষের উপরে রাখি-
বার জন্য তাহা নীল সূত্র দিয়া বাঁধিলেন।
৩২ এই প্রকারে সমাগমের তাম্বুরূপ আবাসের
সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইল ; মোশির প্রতি সদা-
প্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সমস্ত
৩৩ কর্ম্ম করিল। পরে তাহারা মোশির নিকটে ঐ
আবাস আনিল, অর্থাৎ তাম্বু, তৎসংক্রান্ত সমস্ত
পাত্র, এবং ঘুণ্টি, তক্তা, অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি,
৩৪ রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত ছাদ, তহশচর্ম্মনির্ম্মিত
৩৫ ছাদ ও আচ্ছাদনার্থক তিরস্করিণী, এবং সাক্ষ্য-
৩৬ সিন্দুক ও তাহার বহনদণ্ড, পাপাবরণ, এবং
৩৭ মেজ, তাহার সমস্ত পাত্র ও দর্শনীয় রুটী, এবং
নির্ম্মল দীপবৃক্ষ, তাহার প্রদীপ অর্থাৎ প্রদীপা-
৩৮ বলী, তাহার সমস্ত পাত্র ও দীপার্থ তৈল, এবং
স্বর্ণময় বেদি, অভিষেকার্থ তৈল, ধূপার্থ সুগন্ধি
৩৯ দ্রব্য ও তাম্বুদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, এবং পিত্তলময়
বেদি, তাহার পিত্তলময় ঝাঁঝরী, তাহার বহনদণ্ড
ও সমস্ত পাত্র, এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া,
৪০ এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা, তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং
প্রাঙ্গণদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র ও তাহার রজ্জু,
গোঁজ ও সমাগমের তাম্বুর জন্য আবাসের কার্য্যের
৪১ সমস্ত পাত্র, এবং পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ

Digitized by Google

সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, অর্থাৎ হারোণ যাজকের
পবিত্র বস্ত্র ও তাঁহার পুত্রদের যাজনকর্ম্মসম্বন্ধীয়
৪২ বস্ত্র। যে যে কার্য্য করণার্থ মোশিকে সদাপ্রভু
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সমস্তই
৪৩ সম্পন্ন করিল। পরে মোশি ঐ সকল কার্য্যের
প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, তাহারা করি-
য়াছে; সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই করিয়াছে;
আর মোশি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাম্বুর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা।

৪০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
প্রথম মাসের প্রথম দিনে সমাগমের তাম্বু-
৩ রূপ আবাস স্থাপন করিবে। আর তাহার মধ্যে
সাক্ষ্যসিন্দুক রাখিয়া তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সেই
৪ সিন্দুক আচ্ছাদন করিবে। পরে মেজ ভিতরে
আনিয়া তাহার উপরে সাজাইবার দ্রব্য সাজা-
ইয়া রাখিবে, এবং দীপবৃক্ষ ভিতরে আনিয়া
৫ তাহার প্রদীপ সকল জ্বালিয়া দিবে। আর স্বর্ণ-
ময় ধূপবেদি সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখিবে,
এবং আবাসদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইবে।
৬ আর সমাগমের তাম্বুরূপ আবাসের দ্বারসম্মুখে
৭ হোমবেদি রাখিবে। আর সমাগমের তাম্বু ও
বেদির মধ্যে প্রক্ষালনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে
৮ জল দিবে। আর চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিবে
৯ ও প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইবে। পরে
অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তন্মধ্যবর্ত্তী
সমস্ত বস্তু অভিষেক করিয়া তাহা ও তৎসংক্রান্ত
সকল পাত্র পবিত্র করিবে; তাহাতে সে সমস্ত
১০ পবিত্র হইবে। আর তুমি হোমবেদি ও তৎ-
সংক্রান্ত সমস্ত পাত্র অভিষেক করিয়া পবিত্র
করিবে; তাহাতে সেই বেদি অতি পবিত্র হইবে।
১১ আর তুমি প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া অভি-
ষেক করিয়া পবিত্র করিবে।
১২ পরে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে
সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে আনিয়া জলে স্নান
১৩ করাইবে। আর আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে
হারোণকে পবিত্র বস্ত্র সকল পরিধান করাইবে
১৪ এবং অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবে। আর
তাহার পুত্রগণকে আনিয়া অঙ্গরক্ষিণী পরিধান
১৫ করাইবে। আর তাহাদের পিতাকে যেমন অভি-
ষেক করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাদিগকেও অভিষেক
করিবে, তাহাতে তাহারা আমার যাজনকর্ম্ম
করিবে; সেই অভিষেক তাহাদের পুরুষানুক্রমে
১৬ চিরস্থায়ী যাজকত্বের জন্য হইবে। মোশি এই-
রূপ করিলেন; তিনি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
সকলই করিলেন।
১৭ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে
১৮ আবাস স্থাপিত হইল। মোশি আবাস স্থাপন
করিলেন, তাহার চুঙ্গি দিলেন, তক্তা বসাইলেন,
অর্গল প্রবেশ করাইলেন ও তাহার স্তম্ভ সকল
১৯ তুলিলেন। পরে ঐ আবাসের উপরে তাম্বু বিস্তার
করিলেন, এবং তাম্বুর উপরে ছাদ দিলেন।
২০ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তিনি সাক্ষ্যলিপি লইয়া সিন্দুকের মধ্যে রাখি-
লেন, এবং সিন্দুকে বহনদণ্ড দিয়া সিন্দুকের
২১ উপরে পাপাবরণ রাখিলেন, আর আবাসের
মধ্যে সিন্দুক আনিলেন, এবং আচ্ছাদনার্থক
তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সাক্ষ্যসিন্দুক আচ্ছাদন
করিলেন।
২২ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তিনি আবাসের উত্তর পার্শ্বে তিরস্করিণীর বাহিরে
২৩ সমাগমের তাম্বুতে মেজ রাখিলেন, এবং তাহার
উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে রুটী সাজাইয়া
রাখিলেন।
২৪ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তিনি সমাগমের তাম্বুতে মেজের সম্মুখে আবা-
২৫ সের দক্ষিণ পার্শ্বে দীপবৃক্ষ রাখিলেন, এবং সদা-
প্রভুর সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিলেন।
২৬ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তিনি সমাগমের তাম্বুতে তিরস্করিণীর সম্মুখে
২৭ স্বর্ণবেদি রাখিলেন, এবং তাহার উপরে সুগন্ধি
ধূপ জ্বালাইলেন।
২৮ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তিনি আবাসের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইলেন,
২৯ এবং সমাগমের তাম্বুরূপ আবাসের দ্বারসমীপে
হোমবেদি রাখিয়া তাহার উপরে হোমবলি ও
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন।
৩০ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
তিনি সমাগমের তাম্বু ও বেদির মধ্যস্থানে প্রক্ষা-
লনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে প্রক্ষালনার্থ জল
৩১ দিলেন। তাহা হইতে মোশি, হারোণ ও তাঁহার
পুত্রগণ আপন আপন হস্ত পদ ধৌত করিতেন।
৩২ যে কোন সময়ে তাঁহারা সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ
করিতেন, কিম্বা বেদির নিকটবর্ত্তী হইতেন, তৎ-
৩৩ কালে ধৌত করিতেন। পরে তিনি আবাসের ও
বেদির চারি দিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিলেন, এবং
প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইলেন। এই-
রূপে মোশি কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।
৩৪ আর মেঘ সমাগমের তাম্বু আচ্ছাদন করিল,
এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিল।
৩৫ তাহাতে মোশি সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিতে
পারিলেন না, কারণ মেঘ তাহার উপরে অব-
স্থিতি করিতেছিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ
৩৬ আবাস পরিপূর্ণ করিয়াছিল। পরে আবাসের

Digitized by Google

উপর হইতে মেঘ নীত হইলে, ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ আপনাদের প্রত্যেক যাত্রায় অগ্রসর হইত।
৩৭ কিন্তু মেঘ যদি ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তবে যে দিন
পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তাবৎ তাহারা যাত্রা
৩৮ করিত না। কেননা সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের দৃষ্টি-
গোচরে তাহাদের সমস্ত যাত্রাতে দিবসে সদা-
প্রভুর মেঘ এবং রাত্রে অগ্নি অবাসের উপরে
অবস্থিতি করিত।

লেবীয়পুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত তৃতীয় পুস্তক।

হোমবলির নিয়ম।

১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে ডাকিয়া সমা-
গমের তাম্বু হইতে এই কথা কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
তোমাদের কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার
উৎসর্গ করে, তবে সে পশুপাল হইতে অর্থাৎ
গোরু কিম্বা মেষপাল হইতে আপন উপহার
লইয়া উৎসর্গ করুক।
৩ সে যদি গোপাল হইতে হোমবলির উপহার
দেয়, তবে নির্দ্দোষ এক পুংপশু লইয়া সদাপ্রভুর
সম্মুখে গ্রাহ্য হইবার জন্য সমাগমের তাম্বুর দ্বার-
৪ সমীপে আনয়ন করিবে। পরে হোমবলির মস্তকে
হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে সেই বলি তাহার
৫ প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার পক্ষে গ্রাহ্য হইবে। পরে
সে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎস হনন করিবে,
ও হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত নিকটে
আনিবে, এবং সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে স্থিত
বেদির উপরে সেই রক্ত চতুর্দ্দিকে ছিটাইবে।
৬ আর সে ঐ হোমবলির চর্ম্ম খুলিয়া তাহাকে খণ্ড
৭ খণ্ড করিবে। পরে হারোণ যাজকের পুত্রগণ
বেদির উপরে অগ্নি রাখিবে, ও অগ্নির উপরে
৮ কাষ্ঠ সাজাইবে। আর হারোণের পুত্র যাজকেরা
সেই বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে
তাহার খণ্ড সকল এবং মস্তক ও মেদ রাখিবে।
৯ কিন্তু তাহার নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিবে;
পরে যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে;
ইহা হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক
অগ্নিকৃত উপহার।
১০ আর যদি সে মেষের কিম্বা ছাগের পাল হইতে
হোমবলিরূপে উপহার দেয়, তবে নির্দ্দোষ এক
১১ পুংপশু আনিবে। আর তাহা বেদির পার্শ্বে
উত্তর দিকে সদাপ্রভুর সম্মুখে হনন করিবে,
এবং হারোণের পুত্র যাজকগণ বেদির উপরে
১২ চারি দিকে তাহার রক্ত ছিটাইবে। পরে সে
তাহা খণ্ড খণ্ড করিবে, আর যাজক মস্তক ও মেদ-
স্বদ্ধ তাহা বেদির উপরিস্থ অগ্নি ও কাষ্ঠের উপরে
১৩ সাজাইবে। কিন্তু তাহার নাড়ী ও পদ জলে
ধৌত করিবে; পরে যাজক সে সমস্ত উৎসর্গ
করিয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহা হোম-
বলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত
উপহার।
১৪ আর যদি সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পক্ষিগণ
হইতে হোমবলির উপহার দেয়, তবে ঘুঘু কিম্বা
কপোতশাবকদের মধ্য হইতে আপন উপহার
১৫ দিবে। পরে যাজক তাহা বেদির নিকটে আনিয়া
মস্তক মুচড়াইয়া তাহাকে বেদিতে দগ্ধ করিবে,
এবং তাহার রক্ত বেদির পার্শ্বে নিষ্পীড়ন করিবে।
১৬ পরে সে তাহার মলের সহিত আমাশায় লইয়া
বেদির পূর্ব্বপার্শ্বে ভস্মের স্থানে নিক্ষেপ করিবে।
১৭ পরে উহার পক্ষ ভাঙ্গিবে, কিন্তু পক্ষটী ছিঁড়িয়া
ফেলিবে না; এবং যাজক বেদির উপরিস্থ অগ্নির

Digitized by Google

ও কাষ্ঠের উপরে তাহাকে দগ্ধ করিবে; তাহা
হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নি-
কৃত উপহার।

ভক্ষ্য নৈবেদ্যের নিয়ম।

২ আর কেহ যখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভক্ষ্য
নৈবেদ্য উপহার দেয়, তখন সূক্ষ্ম সুজি
তাহার উপহার হইবে, এবং সে তাহার উপরে
২ তৈল ঢালিবে ও কুন্দুরু দিবে; আর হারোণের
পুত্র যাজকদের নিকটে সে তাহা আনিবে, এবং
সে তাহা হইতে এক মুষ্টি সূক্ষ্ম সুজি ও তৈল
এবং সমস্ত কুন্দুরু লইবে; পরে যাজক তৎস্মরণা-
র্থক অংশ বলিয়া তাহা বেদির উপরে দগ্ধ করিবে;
তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত
৩ উপহার। এই ভক্ষ্য নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ
হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; সদা-
প্রভুর অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া ইহা অতিপবিত্র।
৪ আর যদি তুন্দুরে পক্ক ভক্ষ্য নৈবেদ্য তোমার
উপহার হয়, তবে তৈলমিশ্রিত ও তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম
সুজির পিষ্টক বা তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী
দিতে হইবে।
৫ আর যদি ভর্জ্জনপাত্রে ভর্জ্জিত ভক্ষ্য নৈবেদ্য
তোমার উপহার হয়, তবে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম
৬ সুজির তাড়ীশূন্য পিষ্টক দিতে হইবে। তুমি
তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিবে;
ইহা ভক্ষ্য নৈবেদ্য।
৭ আর যদি কটাহে পক্ক ভক্ষ্য নৈবেদ্য তোমার
উপহার হয়, তবে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সুজি দিতে
৮ হইবে। এই দ্রব্যের যে নৈবেদ্য তুমি সদাপ্রভুর
উদ্দেশে দিবে, তাহা আনিয়া যাজককে দিও,
৯ পরে সে তাহা বেদির নিকটে আনিবে। এবং
যাজক সেই নৈবেদ্যের স্মরণার্থক অংশ লইয়া
বেদিতে দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১০ সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার। আর সেই নৈবে-
দ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তাহার পুত্র-
গণের হইবে; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার
বলিয়া তাহা অতি পবিত্র।
১১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে কোন ভক্ষ্য
নৈবেদ্য আনয়ন কর, তাহা তাড়ীযুক্ত হইবে না,
কেননা তোমরা তাড়ী কিম্বা মধু, ইহার কিছুই
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া দগ্ধ
১২ করিবে না। তোমরা অগ্রিমাংশের উপহার
বলিয়া তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিতে
পার, কিন্তু সৌরভার্থে বেদির উপরে তাহা রাখা
১৩ যাইবে না। আর তুমি আপন ভক্ষ্য নৈবেদ্যের
প্রত্যেক উপহার লবণাক্ত করিবে; তুমি আপন
ভক্ষ্য নৈবেদ্যে আপন ঈশ্বরের নিয়মসূচক লবণ-
দানে ত্রুটি করিবে না; যাবতীয় উপহারের
১৪ সহিত লবণ দিবে। আর যদি তুমি সদাপ্রভুর
উদ্দেশে আশুপক্ক শস্যের নৈবেদ্য নিবেদন কর,
তবে তোমার আশুপক্ক শস্যের নৈবেদ্যরূপে
অগ্নিতে ঝল্‌সান শীষ অর্থাৎ মর্দ্দিত কোমল শীষ
১৫ নিবেদন করিবে। এবং তাহার উপরে তৈল
দিবে ও কুন্দুরু রাখিবে; ইহা ভক্ষ্য নৈবেদ্য।
১৬ পরে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে কিছু
মর্দ্দিত শস্য, কিছু তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু দগ্ধ
করিবে; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত
উপহার।

মঙ্গলার্থক বলিদানের নিয়ম।

৩ কাহারও উপহার যদি মঙ্গলার্থক বলিদান
হয়, এবং সে পাল হইতে পুং কিম্বা স্ত্রী গোরু
দেয়, তবে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে নির্দ্দোষ পশু
২ আনিবে, সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে আপন
উপহারের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে হনন
করিবে; পরে হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার
৩ রক্ত বেদির উপরে চারি দিকে ছিটাইবে। পরে
সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে সেই মঙ্গলার্থক বলি-
সম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে, ফলতঃ
তাহার নাড়ীঢাকা মেদ ও অন্ত্রোপরিস্থিত মেদ,
৪ এবং দুই মেটিয়া, তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ ও
যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত
৫ ছাড়াইয়া লইবে। পরে হারোণের পুত্রগণ
বেদির উপরিস্থ অগ্নির, কাষ্ঠের ও হব্যের উপরে
তাহা দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।
৬ আর যদি সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক
বলির উপহার মেষাদিপাল হইতে দেয়, তবে
সে নির্দ্দোষ পুং কিম্বা স্ত্রী পশু উৎসর্গ করিবে।
৭ ফলতঃ কেহ যদি উপহারার্থে মেষশাবক দেয়,
৮ তবে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা আনিবে; সমা-
গমের তাম্বুর সম্মুখে আপন উপহারের মস্তকে
হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে হনন করিবে, এবং
হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারি দিকে
৯ তাহার রক্ত ছিটাইবে। আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
মঙ্গলার্থক বলিসম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ
করিবে; ফলতঃ তাহার মেদ ও সমস্ত লাঙ্গুল
মেরুদণ্ডের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইবে, আর
নাড়ীঢাকা মেদ ও নাড়ীর উপরিস্থ সমস্ত মেদ,
১০ এবং দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ,
এবং যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার
১১ সহিত ছাড়াইয়া লইবে। পরে যাজক তাহা
বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; ইহা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য।
১২ আর যদি সে উপহারার্থে ছাগল দেয়, তবে
১৩ সে তাহা সদাপ্রভুর সম্মুখে আনিবে; সমাগমের

Digitized by Google

তাম্বুর সম্মুখে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া
তাহাকে হনন করিবে, এবং হারোণের পুত্রগণ
বেদির উপরে চারি দিকে তাহার রক্ত ছিটাইবে।
১৪ পরে সে তাহা হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপ-
নার উপহার বলিয়া অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ
করিবে, অর্থাৎ নাড়ীঢাকা মেদ ও নাড়ীর উপরিস্থ
১৫ সকল মেদ, এবং দুই মেটিয়া, তাহার উপরিস্থিত
পার্শ্বস্থ মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক
১৬ মেটিয়ার সহিত ছাড়াইয়া লইবে। পরে যাজক
বেদির উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; তাহা
সৌরভার্থে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহাররূপ ভক্ষ্য;
১৭ সমস্ত মেদ সদাপ্রভুর। তোমাদের পুরুষানুক্রমে
তোমাদের সকল নিবাসে পালনীয় চিরস্থায়ী
বিধি এই; তোমরা মেদ ও রক্ত কিছুই ভোজন
করিবে না।

পাপার্থক ও দোষার্থক বলিদানের নিয়ম।

৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, কেহ যদি প্রমাদ-
বশতঃ পাপ করে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর আজ্ঞা-
৩ নিষিদ্ধ কর্ম্মের কোন এক কর্ম্ম যদি করে; বিশে-
ষতঃ অভিষিক্ত যাজক যদি এমন পাপ করে,
যাহাতে লোকদের উপরে দোষ অর্শে, তবে সে
স্বকৃত পাপের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে নির্দ্দোষ
এক গোবৎস পাপার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে।
৪ পরে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর
সম্মুখে সেই গোবৎস আনিবে; তাহার মস্তকে
হস্তার্পণ করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন
৫ করিবে। আর অভিষিক্ত যাজক সেই গোবৎসের
কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সমাগমের তাম্বুর মধ্যে
৬ আনিবে। আর যাজক সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি
ডুবাইয়া পবিত্র স্থানের তিরস্করিণীর অগ্রভাগে
সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত বার তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত
৭ ছিটাইয়া দিবে। পরে যাজক সেই রক্তের কিছু
লইয়া সমাগমের তাম্বুর মধ্যে সদাপ্রভুর সম্মুখে
স্থিত সুগন্ধি ধূপের বেদির চূড়াতে দিবে, পরে
গোবৎসের সমস্ত রক্ত লইয়া সমাগমের তাম্বুর
৮ দ্বারে স্থিত হোমবেদির মূলে ঢালিবে। আর
পাপার্থক বলির গোবৎসের সমস্ত মেদ অর্থাৎ
নাড়ীঢাকা মেদ, অন্ত্রের উপরিস্থিত সমস্ত মেদ,
৯ এবং দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ ও
যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত
১০ ছাড়াইয়া লইবে। মঙ্গলার্থক বলির গোবৎস
হইলে যেমন করিতে হয়, তদ্রূপ করিবে; এবং
যাজক হোমবেদির উপরে তাহা দগ্ধ করিবে।
১১ পরে ঐ গোবৎসের চর্ম্ম, সমস্ত মাংস, মস্তক ও
১২ পদ, অন্ত্র ও গোময়, সর্ব্বশুদ্ধ বৎসটী লইয়া
শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে, ভস্ম ফেলিয়া
দিবার স্থানে, আনিয়া কাষ্ঠের উপরে অগ্নিতে
দগ্ধ করিবে; ভস্ম ফেলিয়া দিবার স্থানেই তাহা
দগ্ধ করিতে হইবে।
১৩ আর ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী যদি প্রমাদ-
বশতঃ পাপ করে, এবং তাহা সমাজের দৃষ্টির
অগোচর থাকে, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞা-নিষিদ্ধ
১৪ কোন কর্ম্ম করিয়া যদি দোষী হয়, তবে তাহাদের
কৃত সেই পাপ যখন জ্ঞাত হইবে, তৎকালে
সমাজ পাপার্থক বলিরূপে এক গোবৎস উৎসর্গ
করিবে; লোকেরা সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে
১৫ তাহাকে আনিবে। পরে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ
সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎসের মস্তকে হস্তা-
র্পণ করিবে, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে
১৬ হনন করা যাইবে। পরে অভিষিক্ত যাজক সেই
গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত সমাগমের তাম্বুমধ্যে
১৭ আনিবে। আর যাজক সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি
ডুবাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ তিরস্করিণীর অগ্রভাগে
১৮ সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত বার ছিটাইবে। এবং
সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া সমাগমের তাম্বুর
মধ্যে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থিত বেদির চূড়ার উপরে
দিবে; পরে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে
স্থিত হোমবেদির মূলে অন্য সমস্ত রক্ত ঢালিয়া
১৯ দিবে। আর বলি হইতে তাহার সমস্ত মেদ
২০ লইয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিবে। আর সে ঐ
পাপার্থক বলির বৎসকে যেরূপ করে, ইহাকেও
তদ্রূপ করিবে; এইরূপে যাজক তাহাদের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহাদের পাপের
২১ ক্ষমা হইবে। পরে সে গোবৎসকে শিবিরের
বাহিরে লইয়া গিয়া প্রথম বৎসের ন্যায় তাহা-
কেও দগ্ধ করিবে; ইহা সমাজের পাপার্থক
বলিদান।
২২ আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে, অর্থাৎ
প্রমাদবশতঃ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা-
২৩ নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া দোষী হয়, তবে তাহার
তাহার কৃত সেই পাপ যখন সে জ্ঞাত হইবে,
তৎকালে আপনার উপহার বলিয়া এক নির্দ্দোষ
২৪ পুংছাগ আনিবে। পরে ঐ ছাগের মস্তকে হস্তা-
র্পণ করিয়া হোমবলি হননের স্থানে সদাপ্রভুর
সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে; ইহা পাপার্থক
২৫ বলিদান। পরে যাজক আপন অঙ্গুলি দ্বারা সেই
পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির
চূড়ার উপরে দিবে, এবং তাহার সমস্ত রক্ত
২৬ হোমবেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। আর মঙ্গলার্থক
বলিদানের মেদের ন্যায় তাহার সমস্ত মেদ লইয়া
বেদিতে দগ্ধ করিবে; এইরূপে যাজক তাহার
পাপমোচনার্থে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার
পাপের ক্ষমা হইবে।

Digitized by Google

২৭ আর সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেহ
প্রমাদবশতঃ সদাপ্রভুর কোন আজ্ঞা-নিষিদ্ধ
২৮ কর্ম্ম দ্বারা পাপ করিয়া দোষী হয়, তবে সে যখন
আপনার কৃত পাপ জ্ঞাত হইবে, তখন আপনার
কৃত সেই পাপের জন্য আপনার উপহার বলিয়া
পালের মধ্য হইতে এক নির্দ্দোষ ছাগী আনিবে।
২৯ পরে ঐ পাপার্থক বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া
হোমবলিস্থানে সেই পাপার্থক বলি হনন করিবে।
৩০ পরে যাজক অঙ্গুলি দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত
লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, এবং
তাহার সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে।
৩১ আর মঙ্গলার্থক বলি হইতে নীত মেদের ন্যায়
তাহার সকল মেদ ছাড়াইয়া লইবে; পরে যাজক
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে বেদির উপরে
তাহা দগ্ধ করিবে; এইরূপে যাজক তাহার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা
হইবে।
৩২ যদি সে পাপার্থক বলির উপহারার্থে মেষ-
শাবক আনে, তবে একটী নির্দ্দোষ মেষবৎসা
৩৩ আনিবে। আর সেই পাপার্থক বলির মস্তকে
হস্তার্পণ করিয়া হোমবলি হননের স্থানে সেই
৩৪ পাপার্থক বলি হনন করিবে। পরে যাজক
অঙ্গুলি দ্বারা সেই পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত
লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, ও সমস্ত
৩৫ রক্ত বেদির মূলে ঢালিবে। পরে মঙ্গলার্থক
বলির যে মেষশাবক, তাহার মেদের ন্যায় ইহার
সকল মেদ ছাড়াইয়া লইবে, এবং সদাপ্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের বিধিমতে যাজক
তাহা বেদিতে দগ্ধ করিবে; এইরূপে যাজক
তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে
সে পাপের ক্ষমা পাইবে।

৫ আর যদি কেহ সাক্ষী হইয়া, দিব্য করাই-
বার কথা শুনিলেও, যাহা দেখিয়াছে কিম্বা
জানে, তাহা প্রকাশ না করিয়া পাপ করে,
২ তবে সে আপন অপরাধ বহন করিবে। কিম্বা
যদি কেহ কোন অশুচি দ্রব্য, অর্থাৎ অশুচি জন্তুর
শব, কিম্বা অশুচি গোমেষাদির শব, কিম্বা অশুচি
সরীসৃপের শব অজ্ঞাতসারে স্পর্শ করে, তবে সে
৩ অশুচি ও দোষী হইবে। কিম্বা মনুষ্যের কোন
অশৌচ, অর্থাৎ যাহা দ্বারা মনুষ্য অশুচি হয়,
এমন কিছু যদি কেহ অজ্ঞাতসারে স্পর্শ করে,
৪ তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে দোষী হইবে। আর
মনুষ্য অবিবেচনাপূর্ব্বক যে কোন বিষয়ে শপথ
করুক না কেন, যদি কেহ আপন ওষ্ঠে অবিবেচনা-
পূর্ব্বক ভাল বা মন্দ কার্য্য করিব বলিয়া অজ্ঞাত-
সারে শপথ করে, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে
৫ তদ্বিষয়ে দোষী হইবে। আর তদ্রূপ কোন বিষয়ে
দোষী হইলে নিজ পাপ স্বীকার করা তাহার
৬ কর্ত্তব্য। পরে সে পাপার্থক বলিদানের নিমিত্তে
পাল হইতে মেষবৎসা কিম্বা ছাগবৎসা লইয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন কৃত পাপের উপ-
যুক্ত দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে; তাহাতে
যাজক তাহার পাপমোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
৭ আর সে যদি মেষবৎসা আনিতে অক্ষম হয়,
তবে আপনার কৃত দোষের জন্য দুই ঘুঘু কিম্বা
দুই কপোতশাবক লইয়া তাহার একটী পাপার্থে,
অন্যটী হোমার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ
৮ করিবে। সে তাহাদিগকে যাজকের নিকটে
আনিলে যাজক অগ্রে পাপার্থক বলি উৎসর্গ
করিয়া তাহার গলা মুচড়াইবে, কিন্তু ছিঁড়িয়া
৯ ফেলিবে না। পরে পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত
লইয়া বেদির গাত্রে ছিটাইবে, এবং অবশিষ্ট
রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে; ইহা পাপার্থক
১০ বলিদান। পরে সে বিধিমতে দ্বিতীয়টী হোমার্থে
উৎসর্গ করিবে; এইরূপে যাজক তাহার কৃত
পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার
পাপের ক্ষমা হইবে।
১১ আর সে যদি দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক
আনিতেও অসমর্থ হয়, তবে আপন কৃত পাপের
জন্য আপনার উপহার বলিয়া ঐফার দশমাংশ
সুজি পাপার্থক নৈবেদ্যরূপে আনিবে; তাহার
উপরে তৈল দিবে না, ও কুন্দুরু রাখিবে না,
১২ কেননা তাহা পাপার্থক নৈবেদ্য। পরে সে তাহা
যাজকের নিকটে আনিলে যাজক তাহার স্মরণা-
র্থক অংশ বলিয়া তাহা হইতে এক মুষ্টি লইয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের ন্যায়
বেদিতে দগ্ধ করিবে; ইহা পাপার্থক নৈবেদ্য।
১৩ যাজক এই সকলের মধ্যে তাহার কৃত কোন
পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার
পাপের ক্ষমা হইবে; এবং [অবশিষ্ট দ্রব্য] ভক্ষ্য
নৈবেদ্যের মত যাজকের হইবে।
১৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যদি কেহ
১৫ সদাপ্রভুর পবিত্র বস্তুর বিষয়ে প্রমাদবশতঃ সত্য
লঙ্ঘন করিয়া পাপ করে, তবে সে পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে তোমার নিরূপিত পরিমাণের
রৌপ্য দিয়া পাল হইতে এক নির্দ্দোষ মেষ
আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১৬ উৎসর্গ করিবে। আর পবিত্র বস্তুর বিষয়ে যে
পাপ করিয়াছে, তাহার পরিশোধ করিবে, তদ্ভিন্ন
পঞ্চাংশের একাংশও দিবে, এবং যাজকের নিকটে
তাহা আনিবে; পরে যাজক সেই দোষার্থক
মেষবলি দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে
তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।
১৭ আর যদি কেহ সদাপ্রভুর আজ্ঞা-নিষিদ্ধ কোন
কর্ম্ম করিয়া পাপ করে, তবে সে তাহা না জানি-
লেও দোষী হইবে, ও আপন অপরাধ বহন

Digitized by Google

১৮ করিবে। সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পাল
হইতে এক নির্দ্দোষ মেষ আনিয়া দোষার্থক
বলিরূপে যাজকের নিকটে উপস্থিত করিবে,
এবং সে প্রমাদবশতঃ অজ্ঞাতসারে যে দোষ করি-
য়াছে, যাজক তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে,
১৯ তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে। ইহাই
দোষার্থক বলি, সে অবশ্য সদাপ্রভুর কাছে
দোষী।

৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, কেহ
যদি পাপ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে সত্য
লঙ্ঘন করে, অর্থাৎ গচ্ছিত অথবা হস্তে সমর্পিত
কিম্বা অপহৃত বস্তুর বিষয়ে সজাতীয়ের কাছে
মিথ্যা কথা কহে, কিম্বা সজাতীয়ের প্রতি অন্যায়
৩ করে, কিম্বা হারাণ দ্রব্য পাইয়া রাখে, আর
তদ্বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে ও মিথ্যা দিব্য করে,
ইহার যে কোন কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য পাপী হয়,
৪ যদি কেহ তাহা করিয়া দোষী হইয়া থাকে, তবে
সে যাহা বলেতে হরণ করিয়াছে, অথবা অন্যায়ে
পাইয়াছে, কিম্বা যে গচ্ছিত বস্তু তাহার কাছে
সমর্পিত হইয়াছে, কিম্বা সে যে হারাণ বস্তু পাইয়া
৫ রাখিয়াছে, কিম্বা যে কোন বিষয়ে সে মিথ্যা দিব্য
করিয়াছে, সেই বস্তু সম্পূর্ণ ফিরিয়া দিবে;
তাহার দোষ প্রকাশের দিবসে সে দ্রব্যস্বামীকে
মূলবস্তু এবং তাহার পঞ্চাংশের একাংশ অধিক
৬ ফিরিয়া দিবে। আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপ-
নার দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, ফলতঃ
তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পাল হইতে এক
নির্দ্দোষ মেষবলি দোষার্থে যাজকের নিকটে
৭ আনিবে। পরে যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার
নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে যে কোন
কর্ম্ম দ্বারা সে দোষী হইয়াছে, তাহার ক্ষমা
পাইবে।

বিবিধ বলি বিষয়ক নিয়ম।

৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
৯ হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে এই আজ্ঞা কর।
হোমের এই ব্যবস্থা; হবনীয় দ্রব্য সমস্ত রাত্রি
প্রভাত পর্য্যন্ত বেদির অগ্নিকুণ্ডের উপরে থাকিবে,
এবং বেদির অগ্নি তাহাতে প্রজ্বলিত থাকিবে।
১০ আর যাজক নিজ বস্ত্র গাত্রীয় বস্ত্র ও বস্ত্র জাঙ্গিয়া
শরীরে পরিধান করিবে, এবং বেদির উপরে
অগ্নিকৃত হোমের যে ভস্ম আছে, তাহা তুলিয়া
১১ বেদির পার্শ্বে রাখিবে। পরে সে আপনার ঐ
বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক
শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে ভস্ম লইয়া
১২ যাইবে। কিন্তু বেদির উপরিস্থিত অগ্নি প্রজ্বলিত
থাকিবে, নির্ব্বাণ হইবে না; যাজক প্রতি প্রাতঃ-
কালে তাহার উপরে কাষ্ঠ দিয়া জ্বালিবে, এবং
তাহার উপরে নিরূপিত হোমবলি সাজাইয়া
দিবে, ও মঙ্গলার্থক বলির মেদ তাহাতে দগ্ধ
১৩ করিবে। বেদির উপরে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালিয়া
রাখিতে হইবে; নির্ব্বাণ হইবে না।
১৪ আর ভক্ষ্য নৈবেদ্যের এই ব্যবস্থা; হারোণের
পুত্রগণ বেদির অগ্রে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা
১৫ আনিবে। পরে যাজক তাহা হইতে আপন মুষ্টি
পূর্ণ করিয়া, নৈবেদ্যের কিঞ্চিৎ সূজি, কিঞ্চিৎ
তৈল ও নৈবেদ্যের উপরিস্থ সমস্ত কুন্দুরু লইয়া
তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১৬ সৌরভার্থে বেদিতে দগ্ধ করিবে। আর হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন
করিবে; বিনা তাড়ীতে কোন পবিত্র স্থানে তাহা
ভোজন করিতে হইবে; তাহারা সমাগমের
১৭ তাম্বুর প্রাঙ্গণে তাহা ভোজন করিবে। তাড়ীর
সহিত তাহা পাক করা হইবে না; আমি আপ-
নার অগ্নিকৃত উপহার হইতে তাহাদের প্রাপ্তব্য
অংশ বলিয়া তাহা দিলাম; পাপার্থক বলির ও
দোষার্থক বলির ন্যায় তাহা অতি পবিত্র।
১৮ হারোণের সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা
ভোজন করিবে; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার
হইতে ইহা পুরুষানুক্রমে চিরকাল তোমাদের
অধিকার; যে কেহ তাহা স্পর্শ করিবে, তাহার
পবিত্র হওয়া চাই।
১৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, অভিষেক
২০ দিনে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে যে উপহার উৎসর্গ করিবে, তাহার এই
বিধি; তাহারা নিত্য ভক্ষ্য নৈবেদ্যের জন্য
ঐফার দশমাংশ সূক্ষ্ম সূজি লইয়া প্রাতঃকালে
অর্দ্ধেক ও সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধেক উৎসর্গ করিবে।
২১ তাহারা ভর্জ্জনপাত্রে তৈল দিয়া তাহা ভাজিবে;
উহা তৈলসিক্ত হইলে তুমি তাহা আনিয়া ঐ
ভক্ষ্য নৈবেদ্যের খণ্ড খণ্ড পক্বান্ন সকল সদাপ্রভুর
২২ উদ্দেশে সৌরভার্থে উৎসর্গ করিবে। পরে হারো-
ণের পুত্রগণের মধ্যে যে তাহার পদে অভিষিক্ত
যাজক হইবে, সে তাহা উৎসর্গ করিবে; চির-
স্থায়ী বিধিমতে তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সম্পূর্ণ-
২৩ রূপে দগ্ধ হইবে। আর যাজকের প্রত্যেক ভক্ষ্য
নৈবেদ্য সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিতে হইবে; তাহার
কিছু খাইতে হইবে না।
২৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
২৫ হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল, পাপার্থক
বলিদানের এই ব্যবস্থা; যে স্থানে হোমবলির
হনন হয়, সেই স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে পাপা-
র্থক বলিরও হনন হইবে, তাহা অতি পবিত্র।
২৬ যে যাজক পাপার্থে তাহা উৎসর্গ করে, সেই
তাহা ভোজন করিবে; সমাগমের তাম্বু-প্রাঙ্গণে

Digitized by Google

২৭ কোন পবিত্র স্থানে তাহা খাইতে হইবে। যে
কেহ তাহার মাংস স্পর্শ করে, সে পবিত্র হইবে ;
এবং তাহার রক্ত যদি কোন বস্ত্রে লাগে, তবে
তুমি ঐ রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পবিত্র স্থানে ধৌত
২৮ করিবে। আর যে মৃৎপাত্রে তাহা পাক করা
যায়, তাহা ভাজিয়া ফেলিতে হইবে ; যদি পিত্ত-
লের পাত্রে তাহা পাক করা যায়, তবে তাহা
২৯ জলে মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। যাজক-
দের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিতে
৩০ পারিবে ; তাহা অতি পবিত্র। কিন্তু পবিত্র স্থানে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে কোন পাপার্থক বলির রক্ত
সমাগমের তাম্বুর ভিতরে আনীত হইবে, তাহা
ভোজন করিতে হইবে না, অগ্নিতে দগ্ধ করিতে
হইবে।

৭ আর দোষার্থক বলির এই ব্যবস্থা ; তাহা
অতি পবিত্র। যে স্থানে লোকেরা হোমবলি
হনন করে, সেই স্থানে দোষার্থক বলি হনন
করিবে, এবং।[যাজক] বেদির উপরে চারি দিকে
৩ তাহার রক্ত ছিটাইয়া দিবে। আর বলির সমস্ত
মেদ উৎসর্গ করিবে, লাঙ্গূল ও নাড়ীঢাকা মেদ,
৪ এবং দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ,
ও দুই মেটিয়ার সহিত যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রা-
৫ বরক ছাড়াইয়া লইবে। আর যাজক সদাপ্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারার্থে বেদির উপরে এই
৬ সকল দগ্ধ করিবে ; ইহা দোষার্থক বলি। যাজক-
গণের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিবে,
কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিতে হইবে ;
৭ তাহা অতি পবিত্র। পাপার্থক বলি ও দোষার্থক
বলি সমান ; উভয়েরই এক ব্যবস্থা ; যে যাজক
তাহা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা তাহার হইবে।
৮ আর যে যাজক কাহারও হোমবলি উৎসর্গ করে,
সেই যাজক তাহার উৎসৃষ্ট হোমবলির চর্ম্ম
৯ পাইবে। এবং তুন্দুরে কিম্বা কটাহে কিম্বা ভর্জন-
পাত্রে পক্ব যত ভক্ষ্য নৈবেদ্য, সে সকল উৎসর্গ-
১০ কারী যাজকের হইবে। আর তৈলমিশ্রিত কিম্বা
শুষ্ক ভক্ষ্য নৈবেদ্য সকল সমানরূপে হারোণের
সমস্ত পুত্রের হইবে।

১১ আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসৃজ্য মঙ্গলার্থক
১২ বলির এই ব্যবস্থা। কেহ যদি স্তবার্থক বলি
আনে, তবে সে স্তববলির সহিত তৈলমিশ্রিত
তাড়ীশূন্য রুটী, তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী,
তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজি ও তৈলাক্ত পিষ্টক নিবে-
১৩ দন করিবে। সেই পিষ্টক ভিন্ন সে মঙ্গলার্থক
স্তববলির সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী উপহার দিবে।
১৪ আর সে তাহা হইতে, অর্থাৎ প্রত্যেক উপহার
হইতে, এক একখানি পিষ্টক লইয়া উত্তোলনীয়
উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবে;
যে যাজক মঙ্গলার্থক বলির রক্ত প্রক্ষেপ করে,
১৫ সে তাহা পাইবে। আর মঙ্গলার্থক স্তববলির
মাংস উৎসর্গ দিনেই ভোক্তব্য ; তাহার কিছুই
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে না।
১৬ কিন্তু তাহার বলির উপহার যদি মানত অথবা
স্বেচ্ছাকৃত উপহার হয়, তবে বলি উৎসর্গ দিনে
তাহা ভোক্তব্য, এবং পরদিনেও তাহার অবশিষ্ট
১৭ অংশ ভোজন করা যাইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়
দিনে বলির অবশিষ্ট মাংস অগ্নিতে ভস্মসাৎ
১৮ করিতে হইবে। যদি তৃতীয় দিনে তাহার মঙ্গলা-
র্থক বলির কিঞ্চিৎ মাংস ভোজন করা যায়, তবে
সেই বলি গ্রাহ্য হইবে না, এবং সেই বলি উৎ-
সর্গকারীর পক্ষে গণ্য হইবে না, তাহা ঘৃণার্হ
হইবে ; এবং যে জন তাহা ভোজন করিয়াছে,
১৯ সে আপন অপরাধ বহন করিবে। আর কোন
অশুচি বস্তুতে যে মাংস স্পৃষ্ট হয়, তাহা ভক্ষ্য
হইবে না, অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা যাইবে। অন্য
২০ মাংস প্রত্যেক শুচি লোকের খাদ্য। কিন্তু যে
কেহ অশুচি থাকিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট
মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, সেই প্রাণী
আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
২১ আর যদি কেহ কোন অশুচি বস্তু, অর্থাৎ মনুষ্যের
অশুচি বস্তু কিম্বা অশুচি পশু কিম্বা কোন অশুচি
ঘৃণার্হ বস্তু স্পর্শ করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে
উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, তবে
সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
হইবে।

২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
২৩ য়েল-সন্তানগণকে বল, তোমরা গোরুর কিম্বা
মেষের কিম্বা ছাগের মেদ ভোজন করিও না।
২৪ এবং স্বয়ংমৃত কিম্বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ পশুর মেদ
অন্যান্য কর্ম্মে ব্যবহার করিবে ; কিন্তু কোন
২৫ মতে তাহা ভোজন করিবে না ; কেননা যে কোন
পশু হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার
উৎসর্গ করা যায়, সেই পশুর মেদ যে কেহ
ভোজন করিবে, সেই ভোক্তা আপন লোকদের
২৬ মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। আর তোমাদের
কোন বাসস্থানে তোমরা কোন পশুর কিম্বা পক্ষীর
২৭ রক্ত ভোজন করিও না। যে কেহ কোন প্রকারের
রক্ত ভোজন করে, সেই প্রাণী আপন লোকদের
মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

২৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
২৯ য়েল-সন্তানগণকে বল, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুর
উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, সেই ব্যক্তি
আপন মঙ্গলার্থক বলি হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩০ নিজ উপহার আনিবে। ফলতঃ সদাপ্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার অর্থাৎ বক্ষের সহিত মেদ স্বহস্তে
আনিবে ; তাহাতে সেই বক্ষঃ দোলনীয় নৈবে-
দ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলায়িত হইবে।

Digitized by Google

৩১ আর যাজক বেদির উপরে সেই মেদ দগ্ধ করিবে,
কিন্তু বক্ষঃ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে।
৩২ আর তোমরা আপন আপন মঙ্গলার্থক বলির
দক্ষিণ স্কন্ধ উত্তোলনীয় উপহাররূপে যাজককে
৩৩ দিবে। হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ মঙ্গলা-
র্থক বলির রক্ত ও মেদ উৎসর্গ করে, সে আপন
৩৪ অংশরূপে তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ পাইবে। কেননা
ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে আমি মঙ্গলার্থক
বলির দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে বক্ষঃ ও উত্তোলনীয়
নৈবেদ্যার্থে স্কন্ধ লইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের
দেয় বলিয়া চিরস্থায়ী অধিকাররূপে তাহা হারোণ
যাজক ও তাহার পুত্রগণকে দিলাম।
৩৫ যে দিনে তাহারা সদাপ্রভুর যাজন কর্ম করিতে
নিযুক্ত হয়, সেই দিনাবধি সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত
উপহার হইতে ইহাই হারোণের ও তাহার পুত্র-
৩৬ গণের অভিষেক জন্য অধিকার। সদাপ্রভু তাহা-
দের অভিষেকদিনে পুরুষানুক্রমে ইস্রায়েল-
সন্তানগণের দেয় বলিয়া চিরস্থায়ী অধিকাররূপে
৩৭ ইহা তাহাদিগকে দিতে আজ্ঞা করিলেন। হোমের,
ভক্ষ্য নৈবেদ্যের, পাপার্থক বলির, দোষার্থক
বলির, হস্তপূরণের ও মঙ্গলার্থক বলির এই
৩৮ ব্যবস্থা। সদাপ্রভু যে দিনে সীনয় প্রান্তরে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন
আপন উপহার উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন,
সেই দিনে সীনয় পর্ব্বতে মোশিকে এই বিষয়ের
আজ্ঞা দিলেন।

হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণের হস্তপূরণ।

৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
হারোণকে ও তাহার সহিত তাহার পুত্র-
গণকে, এবং বস্ত্র সকল, অভিষেকার্থক তৈল ও
পাপার্থক বলিদানের গোবৎস, মেষদ্বয় ও তাড়ী-
৩ শূন্য রুটীর ডালী সঙ্গে লও, আর সমাগমের
তাম্বুর দ্বারসমীপে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর।
৪ তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেই-
রূপ করিলেন; এবং সমাগমের তাম্বুর দ্বার-
৫ সমীপে মণ্ডলী সমবেত হইল। তখন মোশি মণ্ড-
লীকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কর্ম করিতে আজ্ঞা
৬ করিলেন। পরে মোশি হারোণ ও তাঁহার পুত্র-
গণকে নিকটে আনিয়া জলে স্নান করাইলেন।
৭ আর হারোণকে অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করাইলেন,
কটিবন্ধনে বস্ত্রপরিকর করিলেন, গাত্রে প্রাবার
দিলেন, ও তাঁহার উপরে এফোদ দিলেন; এবং
এফোদের বুননি করা পটুকাতে গাত্র বেষ্টন
করিয়া তাহার উপরে এফোদখানি বদ্ধ করিলেন।
৮ আর তাঁহার গাত্রে বুকপাটা দিলেন, এবং বুক-
৯ পাটার ঊরীম ও তুম্মীম বদ্ধ করিলেন। আর
তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ দিলেন, ও তাঁহার কপালে
উষ্ণীষের উপরে স্বর্ণময় পাতের পবিত্র মুকুট
দিলেন; সদাপ্রভু মোশিকে এইরূপ আজ্ঞা
১০ দিয়াছিলেন। পরে মোশি অভিষেকার্থ তৈল
লইয়া আবাস ও তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু
১১ অভিষেক করিয়া পবিত্র করিলেন। আর তাহার
কিছু লইয়া বেদির উপরে সাত বার প্রক্ষেপ
করিলেন, এবং বেদি ও তৎসংক্রান্ত সকল পাত্র,
প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া পবিত্র করণার্থে
১২ অভিষেক করিলেন। পরে অভিষেকার্থ তৈলের
কিঞ্চিৎ হারোণের মস্তকোপরি ঢালিয়া তাঁহাকে
১৩ পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিলেন। পরে হারো-
ণের পুত্রগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদিগকেও
অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করাইলেন, কটিবন্ধনে বস্ত্র-
পরিকর করিলেন, ও শিরোভূষণ বাঁধিয়া দিলেন;
সদাপ্রভু মোশিকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
১৪ পরে মোশি পাপার্থক গোবৎস আনিলে
হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণ সেই পাপার্থক গোবৎ-
১৫ সের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। তখন মোশি
তাহা হনন করিয়া তাহার রক্ত লইয়া, অঙ্গুলি
দ্বারা বেদির চারি দিকের চূড়াতে দিয়া বেদিকে
মুক্তপাপ করিলেন, এবং বেদির মূলে রক্ত ঢালিয়া
দিলেন, ও তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা
১৬ পবিত্র করিলেন। পরে মোশি অন্ত্রোপরিস্থিত
সমস্ত মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক
এবং দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ লইয়া বেদির
১৭ উপরে দগ্ধ করিলেন। আর চর্ম্ম, মাংস ও গোময়-
যুক্ত গোবৎসটী লইয়া গিয়া শিবিরের বাহিরে
অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। সদাপ্রভু মোশিকে এই-
রূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
১৮ পরে মোশি হোমার্থক মেষটী আনিলেন;
তাহাতে হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণ সেই মেষের
১৯ মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, আর মোশি তাহা হনন
করিয়া বেদির উপরে চারি দিকে তাহার রক্ত
২০ ছিটাইয়া দিলেন। আর মেষটী খণ্ড খণ্ড করিয়া
মোশি তাহার মস্তক, মাংসখণ্ডসমূহ ও মেদ দগ্ধ
২১ করিলেন। আর তাহার অন্ত্র ও পদ জলে ধৌত
করিয়া মোশি সমস্ত মেষটী বেদির উপরে দগ্ধ
করিলেন; ইহা সৌরভার্থক হোমবলি; সদা-
প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার। সদাপ্রভু
মোশিকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
২২ পরে মোশি দ্বিতীয় মেষ অর্থাৎ হস্তপূরণার্থক
মেষটী আনিলেন; তাহাতে হারোণ ও তাঁহার
২৩ পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, আর
মোশি তাহাকে হনন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত
লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও দক্ষিণ
হস্তের অঙ্গুষ্ঠোপরি ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠোপরি
২৪ দিলেন। পরে মোশি হারোণের পুত্রগণকে
নিকটে আনিয়া সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া তাহা-

Digitized by Google

দের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠো-
পরি ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠোপরি দিলেন, এবং
অবশিষ্ট রক্ত বেদির উপরে চারি দিকে প্রক্ষেপ
২৫ করিলেন। পরে তিনি মেদ ও লাঙ্গুল এবং
অন্ত্রোপরিস্থিত সমস্ত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত
অন্ত্রাচ্ছাদক এবং দুই মেটিয়া, তাহার মেদ ও
২৬ দক্ষিণ স্কন্ধ লইলেন। পরে সদাপ্রভুর সম্মুখে
স্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর ডালী হইতে একখানি
তাড়ীশূন্য পিষ্টক, তৈলপক্ক রুটীর একখানি
পিষ্টক ও একখানি সরুচাকলী লইয়া ঐ মেদের
২৭ ও দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে রাখিলেন। আর হারো-
ণের ও তাঁহার পুত্রগণের অঞ্জলিতে সে সকল
দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে
২৮ দোলাইলেন। পরে মোশি তাঁহাদের অঞ্জলি
হইতে সে সকল লইয়া বেদিতে হোমবলির
উপরে দগ্ধ করিলেন; এই হস্তপূরণার্থক নৈবেদ্য,
সৌরভার্থক, ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত
২৯ উপহার হইল। পরে মোশি বক্ষঃ লইয়া সদা-
প্রভুর সম্মুখে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে দোলাইলেন,
আর হস্তপূরণার্থক মেষের বক্ষঃ মোশির অংশ
হইল। সদাপ্রভু মোশিকে এইরূপ আজ্ঞা
দিয়াছিলেন।

৩০ পরে মোশি অভিষেকার্থ তৈল হইতে ও বেদির
উপরিস্থিত রক্ত হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের
উপরে, তাঁহার বস্ত্রের উপরে, এবং এক সঙ্গে
তাঁহার পুত্রগণের উপরে ও তাহাদের বস্ত্রের
উপরে প্রক্ষেপ করিয়া হারোণকে ও তাঁহার বস্ত্র
সকল এবং এক সঙ্গে তাঁহার পুত্রগণকে ও তাহা-
দের বস্ত্র সকল পবিত্র করিলেন।

৩১ পরে মোশি হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণকে কহি-
লেন, তোমরা সমাগমের তাম্বুদ্বারে [বলির]
মাংস সিদ্ধ কর; এবং "হারোণ ও তাঁহার
পুত্রগণ তাহা ভোজন করিবেন," আমার এই
আজ্ঞানুসারে তোমরা সেই স্থানে তাহা এবং
হস্তপূরণার্থক ডালীতে স্থিত রুটী ভোজন কর।
৩২ পরে অবশিষ্ট মাংস ও রুটী লইয়া অগ্নিতে
৩৩ ভস্মসাৎ কর। আর তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত,
অর্থাৎ তোমাদের হস্তপূরণের সমাপ্তিদিন
পর্য্যন্ত, সমাগমের তাম্বুর দ্বার হইতে বাহির
হইও না; কারণ তোমাদের হস্তপূরণে সাত
৩৪ দিন লাগিবে। অদ্য যেরূপ করা গিয়াছে,
তোমাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তদ্রূপ
৩৫ করিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু দিয়াছেন। তোমরা
যেন মারা না পড়, এই জন্য সাত দিন পর্য্যন্ত
সমাগমের তাম্বুর দ্বারে দিবারাত্রি থাকিবে,
এবং সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে; কেননা
৩৬ আমি এইরূপ আজ্ঞা পাইয়াছি। অতএব
সদাপ্রভু মোশি দ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণ সে সমস্তই
পালন করিলেন।

৯ পরে অষ্টম দিনে মোশি হারোণ ও তাঁ-
হার পুত্রগণকে এবং ইস্রায়েলের প্রাচীন-
২ বর্গকে ডাকিলেন। তখন তিনি হারোণকে কহি-
লেন, তুমি পাপার্থক বলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ
এক গোবৎস, ও হোমবলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ
এক মেষ লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত কর।
৩ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, তোমরা সদা-
প্রভুর সম্মুখে বলিদানার্থে পাপার্থক বলির
নিমিত্তে এক ছাগ, হোমবলির নিমিত্তে এক-
বর্ষীয় নির্দ্দোষ এক গোবৎস ও এক মেষবৎস
৪ এবং মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে এক বৃষ ও এক
মেষ, এবং তৈলমিশ্রিত ভক্ষ্য নৈবেদ্য লইবে;
কেননা অদ্য সদাপ্রভু তোমাদিগকে দর্শন
৫ দিবেন। তখন তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে
এই সকল লইয়া সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে
গেল, আর সমস্ত মণ্ডলী নিকটবর্ত্তী হইয়া সদা-
৬ প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। পরে মোশি কহিলেন,
সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা
করিয়াছেন, ইহা করিলে তোমাদের প্রতি সদা-
প্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে।

৭ তখন মোশি হারোণকে কহিলেন, তুমি বেদির
নিকটে যাও, সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তোমার
পাপার্থক বলি ও হোমবলি উৎসর্গ কর, আপনার
ও লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর; আর লোক-
দের উপহার নিবেদন করিয়া তাহাদের নিমিত্তে
৮ প্রায়শ্চিত্ত কর। তাহাতে হারোণ বেদির নিকটে
যাইয়া আপনার জন্য পাপার্থক গোবৎস বলি
৯ হনন করিলেন। পরে হারোণের পুত্রগণ তাঁহার
নিকটে সেই বলির রক্ত আনিলে তিনি আপন
অঙ্গুলি রক্তে ডুবাইয়া বেদির চূড়ার উপরে দিলেন,
১০ এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালিলেন। আর
পাপার্থক বলির মেদ, মেটিয়া ও যকৃতের উপরি-
স্থিত অন্ত্রাচ্ছাদক বেদির উপরে দগ্ধ করিলেন।
সদাপ্রভু মোশিকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
১১ কিন্তু তাহার মাংস ও চর্ম্ম শিবিরের বাহিরে
১২ অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। পরে তিনি হোমার্থক
বলি হনন করিলেন, এবং হারোণের পুত্রগণ
তাঁহার নিকটে তাহার রক্ত আনিলে তিনি বেদির
১৩ উপরে চারি দিকে তাহা প্রক্ষেপ করিলেন। পরে
তাহারা হোমবলির মাংসখণ্ড সকল ও মস্তক
তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি সেই সকল বেদির
১৪ উপরে দগ্ধ করিলেন। পরে তাহার অন্ত্র ও পদ
ধৌত করিয়া হোমদ্রব্যের সহিত বেদির উপরে
দগ্ধ করিলেন।

১৫ পরে তিনি লোকদের উপহার নিকটে আনি-
লেন, এবং লোকদের পাপার্থক ছাগ লইয়া

Digitized by Google

প্রথমটীর ন্যায় হনন করিয়া পাপের জন্য উৎসর্গ
১৬ করিলেন। পরে তিনি হোমবলি আনিয়া রীতি-
১৭ মতে উৎসর্গ করিলেন। আর ভক্ষ্য নৈবেদ্য
আনিয়া তাহার এক মুষ্টি লইয়া বেদির উপরে
দগ্ধ করিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি প্রাতঃকালীয় হোম-
১৮ বলি দান করিলেন। পরে তিনি লোকদের
মঙ্গলার্থক বলি ঐ বৃষ ও মেষ হনন করিলেন,
এবং হারোণের পুত্রগণ তাঁহার নিকটে বলির
রক্ত আনিলে তিনি বেদির উপরে চারি দিকে
১৯ তাহা প্রক্ষেপ করিলেন। পরে বৃষের মেদ ও
মেষের লাঙ্গূল এবং অন্ত্রের ও মেটিয়ার উপরি-
স্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাচ্ছাদক,
২০ এই সমস্ত মেদ লইয়া দুই বক্ষের উপরে রাখি-
লেন, ও বেদির উপরে সেই মেদ দগ্ধ করিলেন।
২১ আর মোশির আজ্ঞানুসারে হারোণ সদাপ্রভুর
সম্মুখে দুই বক্ষঃ ও দুই দক্ষিণ কান্ধ দোলনীয়
২২ নৈবেদ্যরূপে দোলাইলেন। পরে হারোণ লোক-
দের দিকে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন; এইরূপে তিনি পাপার্থক
বলি, হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া
নামিয়া আসিলেন।
২৩ আর মোশি ও হারোণ সমাগমের তাম্বুতে
প্রবেশ করিলেন, পরে বাহির হইয়া লোকদিগকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন; তখন সমস্ত লোকের কাছে
২৪ সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইল। আর সদা-
প্রভুর সম্মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বেদির
উপরিস্থিত হোমবলি ও মেদ ভস্ম করিল; তাহা
দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দরব করিয়া উবুড়
হইয়া পড়িল।

নাদব ও অবীহূর পাপ ও দণ্ড।

১০ আর হারোণের পুত্র নাদব ও অবীহূ
আপন আপন অঙ্গারধানী লইয়া তাহাতে
অগ্নি রাখিয়া তদুপরি ধূপ দিয়া সদাপ্রভুর
সম্মুখে তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে ইতর অগ্নি উৎ-
২ সর্গ করিল। তাহাতে সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে
অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল,
তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল।
৩ তখন মোশি হারোণকে কহিলেন, সদাপ্রভু ত
ইহাই বলিয়াছিলেন, তিনি কহিয়াছিলেন,
যাহারা আমার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদের মধ্যে
আমি অবশ্য পবিত্ররূপে মান্য হইব, ও সকল
লোকের প্রত্যক্ষে গৌরবান্বিত হইব। তাহাতে
৪ হারোণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে মোশি
হারোণের পিতৃব্য উষীয়েলের পুত্র মীশায়েল ও
ইল্‌সাফনকে ডাকিয়া কহিলেন, নিকটে আসিয়া
তোমাদের ঐ দুই জন জ্ঞাতিকে তুলিয়া পবিত্র-
স্থানের সম্মুখ হইতে শিবিরের বাহিরে লইয়া
৫ যাও। তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে
নিকটে যাইয়া অঙ্গরক্ষিণী সমেত তাহাদিগকে
৬ তুলিয়া শিবিরের বাহিরে লইয়া গেল। পরে
মোশি হারোণকে ও তাঁহার পুত্র ইলীয়াসর ও
ঈথামরকে কহিলেন, তোমরা যেন মারা না পড়,
ও সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ প্রজ্বলিত না
হয়, এই জন্য তোমরা আপন আপন মস্তক অনা-
বৃত করিও না, ও আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িও না,
কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃগণ, অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল-
কুল, সদাপ্রভুর কৃত দাহ প্রযুক্ত রোদন করুক।
৭ আর তোমরা যেন মারা না পড়, এই জন্য
সমাগমের তাম্বুর দ্বারের বাহির হইও না, কেননা
তোমাদের গাত্রে সদাপ্রভুর অভিষেক তৈল
আছে। তাহাতে তাঁহারা মোশির বাক্যানুসারে
সেইরূপ করিলেন।
৮ পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, তোমরা
৯ যেন মারা না পড়, এই জন্য যে সময়ে তুমি কিম্বা
তোমার সঙ্গী পুত্রগণ সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ
করিবে, তৎকালে দ্রাক্ষারস কি মদ্য পান করিও
না; ইহা পুরুষানুক্রমে তোমাদের পালনীয়
১০ চিরস্থায়ী বিধি। তাহাতে তোমরা পবিত্র ও
সামান্য বিষয়ের এবং শুচি ও অশুচি বিষয়ের
১১ প্রভেদ করিতে, এবং সদাপ্রভু মোশি দ্বারা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণকে যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা
তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবে।
১২ পরে মোশি হারোণকে ও তাঁহার অবশিষ্ট
দুই পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরকে কহিলেন,
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের অবশিষ্ট
যে ভক্ষ্য নৈবেদ্য আছে, তাহা তোমরা বেদির
পার্শ্বে লইয়া গিয়া বিনা তাড়ীতে ভোজন কর,
১৩ কেননা তাহা অতি পবিত্র। কোন পবিত্র স্থানে
তাহা ভোজন করিবে; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহাই তোমার ও
তোমার পুত্রগণের প্রাপ্তব্য অংশ; কারণ আমি
১৪ এই আজ্ঞা পাইয়াছি। আর দোলনীয় নৈবেদ্য
যে বক্ষঃ ও উত্তোলনীয় উপহার যে কান্ধ, তাহা
তুমি ও তোমার পুত্রকন্যাগণ কোন শুচি স্থানে
ভোজন করিবে, কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মঙ্গলার্থক বলির মধ্যে তাহা তোমার ও তোমার
সন্তানগণের প্রাপ্তব্য অংশ বলিয়া দত্ত হইয়াছে।
১৫ তাহারা হবনীয় মেদের সহিত উত্তোলনীয় কান্ধ
ও দোলনীয় বক্ষঃ দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া সদা-
প্রভুর সম্মুখে দোলাইবার জন্য আনিবে; তাহা
তোমার ও তোমার সন্তানগণের চিরস্থায়ী অধি-
কার হইবে; ইহা সদাপ্রভুর আজ্ঞা।
১৬ পরে মোশি যত্নপূর্ব্বক পাপার্থক ছাগের
অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু দেখ, তাহা দগ্ধ হইয়া-
ছিল; অতএব তিনি হারোণের অবশিষ্ট দুই

Digitized by Google

পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া
১৭ কহিলেন, সেই পাপার্থক বলি তোমরা পবিত্র
স্থানে ভোজন কর নাই কেন? তাহা ত অতি
পবিত্র, এবং মণ্ডলীর অপরাধ বহন করত সদা-
প্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা তোমা-
১৮ দিগকে দত্ত হইয়াছে। দেখ, পবিত্র স্থানের
অভ্যন্তরে তাহার রক্ত আনীত হয় নাই; আমার
আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করা
১৯ তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল। তখন হারোণ মোশিকে
কহিলেন, দেখ, উহারা অদ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে
আপন আপন পাপার্থক বলি ও আপন আপন
হোমবলি উৎসর্গ করিয়াছে, তথাপি আমার
প্রতি এমত ঘটিল; যদি আমি অদ্য পাপার্থক
বলি ভোজন করিতাম, তবে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
২০ তাহা কি ভাল বোধ হইত? মোশি যখন ইহা
শুনিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ভাল বোধ হইল।

খাদ্য অখাদ্য জীবের নির্ণয়।

১১ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল,
ভূচর সমস্ত পশুর মধ্যে এই সকল জীব তোমাদের
৩ খাদ্য হইবে। পশুগণের মধ্যে যে কোন পশু
সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, তাহা
৪ তোমরা ভোজন করিতে পার। কিন্তু যাহারা
জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট, তাহাদের
মধ্যে তোমরা এই এই পশু কোন ক্রমে ভোজন
করিবে না; ফলতঃ উষ্ট্র তোমাদের পক্ষে অশুচি,
কেননা সে জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুর-
৫ বিশিষ্ট নয়। আর শাফন পশু তোমাদিগের
পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড
৬ খুরবিশিষ্ট নয়। আর শশক তোমাদের পক্ষে
অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড
৭ খুরবিশিষ্ট নয়। আর শূকর তোমাদের পক্ষে
অশুচি, কেননা সে সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট
৮ বটে, কিন্তু জাওর কাটে না। তোমরা তাহাদের
মাংস ভোজন করিও না, এবং তাহাদের শবও
স্পর্শ করিও না; তাহারা তোমাদের পক্ষে
অশুচি।
৯ আর জলজন্তুদের মধ্যে তোমরা এই সকল
ভোজন করিতে পার; সমুদ্রে কি নদীতে কি অন্য
জলে স্থিত জন্তুর মধ্যে ডানা ও আঁইসবিশিষ্ট
১০ জন্তু তোমাদের খাদ্য। কিন্তু সমুদ্রে কি নদীতে
কি অন্য জলে স্থিত জলচরদের মধ্যে কিম্বা জলে
অবস্থিত যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে যাহারা ডানা ও
আঁইসবিশিষ্ট নয়, তাহারা তোমাদের পক্ষে
১১ ঘৃণার্হ। তাহারা তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ হইবে,
তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিও না, তাহা-
১২ দের শবও ঘৃণা করিও। জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের
ডানা ও আঁইস নাই, সে সকলই তোমাদের
ঘৃণার্হ হইবে।
১৩ আর পক্ষিগণের মধ্যে এই সকল তোমাদের
পক্ষে ঘৃণার্হ হইবে; এ সকল অখাদ্য, এ সকল
১৪ ঘৃণাস্পদ। উৎক্রোশ, হাড়গিলা ও কুরল, গৃধ্র ও
১৫ আপন আপন জাতি অনুসারে চিল, এবং আপন
১৬ আপন জাতি অনুসারে যাবতীয় কাক, উষ্ট্রপক্ষী,
রাত্রিশ্যেন ও গাংচিল এবং আপন আপন জাতি
১৭ অনুসারে শ্যেন, পেচক, মাছরাঙ্গা ও মহাপেচক,
১৮ দীর্ঘগল হংস, পানিভেলা ও শকুনী, সারস এবং
১৯ আপন আপন জাতি অনুসারে বক, টিট্টিভ ও
২০ চামচিকা। আর চারি চরণে গমনশীল পক্ষবান্
২১ জন্তু সকল তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। তথাপি
চারি চরণে গমনশীল পক্ষবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে
ভূমিতে উল্লম্ফনের নিমিত্তে যাহাদের পদের
নলী দীর্ঘ, তাহারা তোমাদের খাদ্য হইবে।
২২ ফলতঃ আপন আপন জাতি অনুসারে পঙ্গপাল,
আপন আপন জাতি অনুসারে বাঘাফড়িং,
আপন আপন জাতি অনুসারে ঝিঁঝিঁ, এবং আপন
আপন জাতি অনুসারে অন্য ফড়িং, এই সকল
২৩ তোমাদের খাদ্য হইবে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন চতুষ্পদ
উড্ডীয়মান পতঙ্গ তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে।
২৪ আর তাহাদের দ্বারা তোমরা অশুচি হইবে:
যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা
২৫ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কেহ তাহাদের
শবের কোন অংশ বহন করিবে, সে আপন বস্ত্র
ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
২৬ আর যে সকল জন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুর-
বিশিষ্ট নয়, কেবল কিঞ্চিৎ ছিন্ন খুরবিশিষ্ট,
এবং যে সকল জন্তু জাওর কাটে না, তাহারা
তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেহ তাহাদিগকে
স্পর্শ করে, সে অশুচি হইবে।
২৭ আর চতুষ্পদ বনজন্তুদের মধ্যে থাবা দ্বারা
গমনকারী জন্তু তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে
কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
২৮ অশুচি থাকিবে। যে কেহ তাহাদের শব বহন
করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; তাহারা তোমাদের
পক্ষে অশুচি।
২৯ আর ভূচর সরীসৃপের মধ্যে এই সকল তোমা-
দের পক্ষে অশুচি হইবে; আপন আপন জাতি
৩০ অনুসারে বেজি, ক্ষেত্রের ইন্দুর ও টিকটিকী, এবং
গোসাপ, নীল টিকটিকী, মেটে গিড়গিড়ী, হরিৎ
৩১ টিকটিকী ও কাঁকলাশ। সরীসৃপের মধ্যে এই
সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি হইবে; এই সকল
মরিলে যে কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সে
৩২ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; আর তাহাদের
মধ্যে কাহারও শব যে দ্রব্যের উপরে পড়িবে,

Digitized by Google

তাহাও অশুচি হইবে ; কাষ্ঠের পাত্র কিম্বা বস্ত্র
কিম্বা চর্ম্ম কিম্বা ছালা, যে কোন কর্ম্মযোগ্য পাত্র
হউক, তাহা জলে ডুবাইতে হইবে, এবং সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে ; পরে শুচি হইবে।
৩৩ কোন মৃৎপাত্রের মধ্যে তাহাদের শব পড়িলে
তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অশুচি হইবে, ও
৩৪ তোমরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। [তাহার মধ্য-
স্থিত] যে কোন খাদ্যসামগ্রীর উপরে জল দেওয়া
যায়, তাহা অশুচি হইবে ; এবং সর্ব্ব প্রকার
পাত্রে সর্ব্ব প্রকার পানীয় দ্রব্য অশুচি হইবে।
৩৫ যে কোন দ্রব্যের উপরে তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ
পড়ে, তাহা অশুচি হইবে ; এবং যদি তুন্দুরে
কিম্বা চুলাতে পড়ে, তবে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে
হইবে ; কেননা তাহা অশুচি, তোমাদের পক্ষে
৩৬ অশুচি থাকিবে। কেবল উনুই কিম্বা যে কূপে
অনেক জল থাকে, তাহা শুচি হইবে ; কিন্তু
যাহাতে তাহাদের শব স্পৃষ্ট হইবে, তাহাই
৩৭ অশুচি হইবে। আর তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ
যদি কোন বপনীয় বীজে পড়ে, তবে তাহা শুচি
৩৮ থাকিবে। কিন্তু বীজের উপরে জল থাকিলে যদি
তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ তাহার উপরে পড়ে,
৩৯ তবে তাহা তোমাদের পক্ষে অশুচি হইবে। আর
তোমাদের খাদ্য কোন পশু মরিলে, যে কেহ
তাহার শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
৪০ থাকিবে। আর যে কেহ তাহার শবের মাংস
ভক্ষণ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে ; আর যে কেহ
সেই শব বহন করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
৪১ আর ভূমিতে গমনশীল প্রত্যেক কীট ঘৃণার্হ ;
৪২ তাহা অখাদ্য হইবে। উরোগামী হউক কিম্বা
চারি পদে কিম্বা ততোধিক পদে গমনকারী হউক,
যে কোন ভূচর কীট হউক, তোমরা তাহা ভোজন
৪৩ করিও না, তাহা ঘৃণার্হ। এই সকল কীটাদি
জীব দ্বারা তোমরা আপনাদিগকে ঘৃণার্হ করিও
না, ও সেই সকলের দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি
৪৪ করিও না, পাছে তদ্দ্বারা অশুচি হও। আমি
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, অতএব তোমরা
আপনাদিগকে পবিত্র কর ; পবিত্র হও, কেননা
আমি পবিত্র ; তোমরা ভূমির উপরে গমনশীল
কীটাদি কোন জীব দ্বারা আপনাদিগকে অপবিত্র
৪৫ করিও না। কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের
ঈশ্বর হইবার জন্য মিসরদেশ হইতে তোমা-
দিগকে আনিয়াছি ; অতএব তোমরা পবিত্র হও,
৪৬ কারণ আমি পবিত্র। শুচি অশুচি দ্রব্যের এবং
খাদ্য অখাদ্য প্রাণীর প্রভেদ জানাইবার জন্য
৪৭ পশু, পক্ষী ও জলচর জীব সকলের এবং উরো-
গামী ভূচর প্রাণী সকলের বিষয়ে এই ব্যবস্থা।

প্রসূতির শুচি হইবার বিধান।

১২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, যে স্ত্রী গর্ভধারণ
করিয়া পুত্র প্রসব করে, সে সাত দিন অশুচি
থাকিবে, যেমন রজঃস্বলার অশৌচ কালে, তেমনি
৩ সে অশুচি থাকিবে। পরে অষ্টম দিনে বালকটীর
৪ পুরুষাঙ্গের ত্বক্‌ছেদ হইবে। আর সে স্ত্রী তেত্রিশ
দিন পর্য্যন্ত আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থায়
থাকিবে ; আর যাবৎ শৌচার্থ দিন পূর্ণ না হয়,
তাবৎ সে কোন পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না, এবং
৫ ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিবে না। আর যদি সে কন্যা
প্রসব করে, তবে যেমন অশৌচকালে, তেমনি
দুই সপ্তাহ অশুচি থাকিবে ; পরে সে ছেষট্টি
দিবস আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থায় থাকিবে।
৬ পরে পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবের শৌচার্থক দিন
সম্পূর্ণ হইলে সে হোমবলির জন্য একবর্ষীয় একটী
মেষবৎস, এবং পাপার্থক বলির জন্য একটী
কপোতশাবক কিম্বা একটী ঘুঘু সমাগমের তাম্বুর
৭ দ্বারে যাজকের নিকটে আনিবে। আর যাজক
সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা উৎসর্গ করিয়া সেই
স্ত্রীর নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে সে
আপন রক্তস্রাব হইতে শুচি হইবে ; পুত্র কিম্বা
৮ কন্যা প্রসবকারিণীর জন্য এই ব্যবস্থা। যদি সে
মেষবৎস আনিতে অক্ষম হয়, তবে দুইটী ঘুঘু
কিম্বা দুইটী কপোতশাবক লইয়া তাহার একটী
হোমার্থে, অন্যটী পাপার্থে দিবে, আর যাজক
তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; তাহাতে সে
শুচি হইবে।

কুষ্ঠরোগ বিষয়ক নিয়ম।

১৩ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, যদি কোন মনুষ্যের শরীরের চর্ম্মে
শোথ কিম্বা পামা কিম্বা চিক্কণ চিহ্ন হয়, আর
তাহা শরীরের চর্ম্মে কুষ্ঠরোগের ঘায়ের ন্যায়
হয়, তবে সে হারোণ যাজকের নিকটে কিম্বা
তাহার পুত্র যাজকগণের মধ্যে কাহারও নিকটে
৩ আনীত হইবে। পরে যাজক তাহার শরীরের
চর্ম্মস্থিত ঘা দেখিবে ; যদি ঘায়ের লোম শুক্ল-
বর্ণ হইয়া থাকে, এবং ঘা যদি দৃষ্টিতে শরীরের
চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহা কুষ্ঠরোগের
ঘা বটে, তাহা দেখিয়া যাজক তাহাকে অশুচি
৪ বলিবে। আর চিক্কণ চিহ্ন যদি তাহার শরীরের
চর্ম্মে শুক্লবর্ণ হয়, কিন্তু দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন
না হয়, এবং তাহার লোম শুক্লবর্ণ না হইয়া
থাকে, তবে যাহার ঘা হইয়াছে, যাজক তাহাকে
৫ সাত দিবস রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে সপ্তম
দিবসে যাজক তাহাকে দেখিলে যদি তাহার
দৃষ্টিতে ঘা সেইরূপ থাকে, চর্ম্মে ঘা না ব্যাপিয়া

Digitized by Google

থাকে, তবে যাজক তাহাকে আরও সাত দিন
৬ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। আর সপ্তম দিবসে যাজক
তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিবে ; তাহাতে যদি সেই
ঘা মলিন হইয়া থাকে, ও চর্ম্মে না ব্যাপিয়া
থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি বলিবে ; সে
পামা ; পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি
৭ হইবে। কিন্তু তাহার শৌচার্থে যাজককে দেখান
হইলে পর যদি তাহার পামা চর্ম্মে ব্যাপিয়া
থাকে, তবে আবার যাজককে দেখাইতে হইবে।
৮ তাহাতে তাহার পামা চর্ম্মে ব্যাপিয়াছে, যাজক
যদি এমত দেখে, তবে সে তাহাকে অশুচি
বলিবে, তাহা কুষ্ঠরোগ।
৯ কোন মনুষ্যে কুষ্ঠরোগের ঘা হইলে সে যাজ-
১০ কের নিকটে আনীত হইবে। পরে যাজক তাহাকে
দেখিবে ; যদি তাহার চর্ম্মে শুক্লবর্ণ শোথ থাকে,
এবং তাহার লোম শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, ও
১১ শোথে কাঁচা মাংস থাকে, তবে তাহার শরীরের
চর্ম্মে পুরাতন কুষ্ঠ জানিয়া যাজক তাহাকে রুদ্ধ
করিবে না, কিন্তু অশুচি কহিবে ; কেননা সে
১২ অশুচি। আর চর্ম্মের সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগ ব্যাপিলে
যদি যাজকের দৃষ্টিগোচরে ঘা বিশিষ্ট ব্যক্তির
মস্তকাবধি পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত চর্ম্ম কুষ্ঠরোগে
১৩ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহা দেখিবে ;
যদি সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তবে
সে তাহাকে শুচি কহিবে ; কেননা যাহার সর্ব্বাঙ্গ
১৪ শুক্ল হইল, সেই শুচি। কিন্তু যখন তাহার
শরীরে কাঁচা মাংস প্রকাশ পায়, তখন সে অশুচি
১৫ হইবে। যাজক তাহার কাঁচা মাংস দেখিয়া
তাহাকে অশুচি কহিবে, সেই কাঁচা মাংস অশুচি,
১৬ তাহাই কুষ্ঠ। আর সে কাঁচা মাংস যদি পুনর্ব্বার
শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে যাজকের কাছে যাইবে।
১৭ যাজক তাহাকে দেখিবে ; আর দেখ, যদি তাহার
ঘা শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে, তবে যাজক ঐ ঘা বিশিষ্ট
ব্যক্তিকে শুচি কহিবে ; সে শুচি।
১৮ আর শরীরের চর্ম্মে স্ফোটক হইয়া ভাল
১৯ হইলে পর, যদি সেই স্ফোটকের স্থানে শ্বেতবর্ণ
শোথ কিম্বা শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন
হয়, তবে সে যাজকের নিকটে তাহা দেখাইবে।
২০ তাহাতে যাজক তাহা দেখিবে, আর যদি তাহার
দৃষ্টিতে তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও তাহার
লোম শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে
অশুচি কহিবে ; তাহা স্ফোটকে উৎপন্ন কুষ্ঠ-
২১ রোগের ঘা। কিন্তু যদি যাজক তাহাতে শ্বেতবর্ণ
লোম না দেখে, এবং তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ
না হয়, ও ঈষৎ মলিন হয়, তবে যাজক তাহাকে
২২ সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে তাহা যদি
চর্ম্মে ব্যাপে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে,
২৩ উহা ঘা। কিন্তু যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে,
ও না বাড়ে, তবে তাহা ব্রণের দাগ ; যাজক
তাহাকে শুচি কহিবে।
২৪ আর যদি মাংসে কিম্বা তদুপরিস্থ চর্ম্মে অগ্নি-
দাহ হয়, ও সেই দাহের কাঁচা স্থানে ঈষৎ রক্ত-
মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ কিম্বা কেবল শ্বেতবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন
২৫ হয়, তবে যাজক তাহা দেখিবে ; আর দেখ, যদি
চিক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ হয়, ও দৃষ্টিতে
চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহা অগ্নিদাহে
উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ ; অতএব যাজক তাহাকে অশুচি
২৬ কহিবে, তাহা কুষ্ঠরোগের ঘা। কিন্তু চিক্কণ চিহ্নে
স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ নয়, ও চিহ্ন চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন
নয়, কিন্তু মলিন, ইহা দেখিলে যাজক তাহাকে
২৭ সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে সপ্তম
দিনে যাজক তাহাকে দেখিবে ; যদি চর্ম্মে ঐ
রোগ ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি
২৮ কহিবে ; তাহা কুষ্ঠরোগের ঘা। আর যদি চিক্কণ
চিহ্ন স্বস্থানে থাকে, চর্ম্মে বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু
ঈষৎ মলিন হয়, তবে তাহা দগ্ধ স্থানের শোথ :
যাজক তাহাকে শুচি কহিবে, কেননা তাহা অগ্নি-
কৃত ক্ষতের চিহ্ন।
২৯ আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর মস্তকে কিম্বা দাড়িতে
৩০ ঘা হইলে যাজক সেই ঘা দেখিবে ; আর দেখ,
যদি দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও হরিদ্রা-
বর্ণ সূক্ষ্ম লোম থাকে, তবে যাজক তাহাকে
অশুচি কহিবে ; উহা ছুলি, উহা মস্তকের কিম্বা
৩১ দাড়ির কুষ্ঠ। আর যাজক ছুলির ঘা দেখিলে যদি
তাহার দৃষ্টিতে তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, ও
তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ লোম না থাকে, তবে যাজক
সেই ছুলির ঘা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাত দিবস রুদ্ধ
৩২ করিয়া রাখিবে। পরে সপ্তম দিবসে যাজক তাহা
দেখিবে ; আর দেখ, তাহার দৃষ্টিতে যদি সেই
ছুলি না বাড়িয়া থাকে, ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ লোম
না হইয়া থাকে, এবং দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা ছুলি
৩৩ নিম্ন বোধ না হয়, তবে সে মুণ্ডিত হইবে, কিন্তু
ছুলির স্থান মুণ্ডন করিবে না ; পরে যাজক ঐ
ছুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আর সাত দিন রুদ্ধ করিয়া
৩৪ রাখিবে। আর সপ্তম দিবসে যাজক সেই ছুলি
দেখিবে ; তাহাতে যদি সেই ছুলি চর্ম্মে না
বাড়িয়া থাকে, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না
হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি কহিবে ;
পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে।
৩৫ আর শুচি হইলে পর যদি তাহার চর্ম্মে সেই
৩৬ ছুলি স্পষ্ট রূপে বাড়ে, তবে যাজক তাহাকে
পুনর্ব্বার দেখিবে : আর দেখ, যদি তাহার চর্ম্মে
ছুলি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে যাজক হরিদ্রাবর্ণ
৩৭ লোমের অন্বেষণ করিবে না ; সে অশুচি। কিন্তু
তাহার দৃষ্টিতে যদি ছুলি না বাড়িয়া থাকে, ও
কৃষ্ণবর্ণ লোম উঠিয়া থাকে, তবে সেই ছুলির

Digitized by Google

উপশম হইয়াছে, এবং সে শুচি হইয়াছে ;
যাজক তাহাকে শুচি কহিবে।
৩৮ আর যদি কোন পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর শরীরের
চর্ম্মে স্থানে স্থানে চিক্কণ চিহ্ন অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ
৩৯ চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে যাজক তাহা দেখিবে ; যদি
তাহার চর্ম্মনির্গত চিক্কণ চিহ্ন ঈষৎ মলিন শ্বেত-
বর্ণ হয়, তবে তাহা চর্ম্মে উৎপন্ন নির্দ্দোষ
৪০ স্ফোটক ; সে শুচি থাকিবে। আর যে মনুষ্যের
কেশ মস্তক হইতে খসিয়া পড়ে, সে নেড়া, সুতরাং
৪১ শুচি। আর যাহার কেশ মস্তকের প্রান্ত হইতে
খসিয়া পড়ে, সে কপালে নেড়া, সেও শুচি।
৪২ কিন্তু যদি নেড়া মাথায় কি নেড়া কপালে ঈষৎ
রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ঘা হয়, তবে তাহা তাহার
নেড়া মাথায় কিম্বা নেড়া কপালে উৎপন্ন কুষ্ঠ।
৪৩ যাজক তাহা দেখিবে ; আর দেখ, যদি শরীরের
চর্ম্মস্থিত কুষ্ঠের ন্যায় নেড়া মাথায় কিম্বা নেড়া
কপালে ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ঘা হইয়া
৪৪ থাকে, তবে সে কুষ্ঠী, সুতরাং অশুচি ; যাজক
তাহাকে অবশ্য অশুচি কহিবে ; তাহার ঘা
তাহার মস্তকে।
৪৫ আর যে কুষ্ঠীর ঘা হইয়াছে, তাহার বস্ত্র চেরা
যাইবে, ও তাহার মস্তক অনাচ্ছাদিত থাকিবে,
ও সে আপনার ওষ্ঠ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া "অশুচি,
৪৬ অশুচি" এই শব্দ করিবে। যত দিন তাহার
গাত্রে ঘা থাকিবে, তত দিন সে অশুচি থাকিবে,
এবং অশুচি থাকাতে একাকী বাস করিবে, ও
শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।
৪৭ আর লোমের কিম্বা মসিনার বস্ত্রে যদি কুষ্ঠ-
৪৮ রোগের কলঙ্ক হয়, অর্থাৎ লোমের কিম্বা মসি-
নার তানাতে বা পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিম্বা
৪৯ চর্ম্মে কি চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে যদি হয় ; এবং
বস্ত্রে কিম্বা চর্ম্মে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে
কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে যদি অল্প শ্যামবর্ণ
কিম্বা অল্প লোহিতবর্ণ কলঙ্ক হয়, তবে তাহা কুষ্ঠ-
৫০ রোগের কলঙ্ক। তাহা যাজককে দেখাইতে হইবে ;
পরে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিয়া কলঙ্কযুক্ত বস্তু সাত
৫১ দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে সপ্তম দিবসে
যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিবে, যদি বস্ত্রে কিম্বা তানাতে
কিম্বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত
দ্রব্যে সেই কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা সং-
৫২ হারক কুষ্ঠ ; তাহা অশুচি। অতএব বস্ত্রে কিম্বা
লোমকৃত কি মসিনাকৃত তানাতে বা পড়িয়ানেতে
কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যে, যে কিছুতে সেই কলঙ্ক হয়,
তাহা দগ্ধ হইবে ; তাহাই সংহারক কুষ্ঠ, তাহা
৫৩ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। কিন্তু যাজক দেখিবে ; আর
দেখ, যদি সেই কলঙ্ক বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা
পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মের কোন দ্রব্যে বাড়িয়া
৫৪ না উঠে, তবে যাজক সেই কলঙ্কবিশিষ্ট দ্রব্য
ধৌত করিতে আজ্ঞা দিবে, এবং আর সাত দিবস
৫৫ তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ধৌত হইলে পর
যাজক সেই কলঙ্ক দেখিবে ; আর দেখ, সেই
কলঙ্ক যদি অন্য বর্ণ না হইয়া থাকে ও না
বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা অশুচি, তুমি তাহা
অগ্নিতে দগ্ধ করিবে ; উহা ভিতরে কিম্বা বাহিরে
৫৬ উৎপন্ন ক্ষত। কিন্তু ধৌত করিবার পরে যাজ-
কের দৃষ্টিতে যদি সেই কলঙ্ক মলিন হয়, তবে সে
ঐ বস্ত্র হইতে কিম্বা চর্ম্ম হইতে কিম্বা তানা বা
৫৭ পড়িয়ান হইতে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তথাপি
যদি সেই বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে
কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে তাহা পুনরায় দৃষ্ট
হয়, তবে তাহাই ব্যাপক কুষ্ঠ ; যাহাতে সেই
কলঙ্ক থাকে, তাহা তুমি অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।
৫৮ আর যে বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের তানা বা পড়িয়ান
কিম্বা চর্ম্মের যে কোন দ্রব্য ধৌত করিবে, তাহা
হইতে যদি সেই কলঙ্কের উপশম দেখ, তবে
দ্বিতীয় বার তাহা ধৌত করিবে ; তাহাতে তাহা
৫৯ শুচি হইবে। লোম কিম্বা মসিনাকৃত বস্ত্রের
কিম্বা তানার বা পড়িয়ানের কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত
কোন পাত্রের শৌচাশৌচ কথন বিষয়ে কুষ্ঠ জন্য
কলঙ্কের এই ব্যবস্থা।

১৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, কুষ্ঠ-
রোগীর শুচি হইবার দিবসে তাহার পক্ষে
এই ব্যবস্থা হইবে ; সে যাজকের নিকটে আনীত
৩ হইবে। যাজক শিবিরের বাহিরে যাইয়া দেখিবে ;
আর দেখ, যদি কুষ্ঠীর কুষ্ঠরোগের ঘায়ের উপশম
৪ হইয়া থাকে, তবে যাজক সেই শোধ্যমান ব্যক্তির
নিমিত্তে দুইটী জীবৎ শুচি পক্ষী, এরস কাষ্ঠ,
লোহিতবর্ণ লোম ও এসোব, এই সকল লইতে
৫ আজ্ঞা করিবে। আর যাজক মৃৎপাত্রস্থিত স্রোতো-
জলের উপরে একটী পক্ষী হনন করিতে আজ্ঞা
৬ করিবে। পরে সে ঐ জীবিত পক্ষী, এরস কাষ্ঠ,
লোহিতবর্ণ লোম ও এসোব লইয়া ঐ স্রোতো-
জলের উপরে হত পক্ষীর রক্তে জীবিত পক্ষীর
৭ সহিত সে সকল ডুবাইয়া কুষ্ঠ হইতে শোধ্যমান
ব্যক্তির উপরে সাত বার প্রোক্ষণ করিয়া তাহাকে
শুচি করিবে, এবং ঐ জীবিত পক্ষীকে প্রান্তরে
৮ ছাড়িয়া দিবে। তখন সেই শোধ্যমান ব্যক্তি
আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া ও সমস্ত কেশ মুণ্ডন
করিয়া জলে স্নান করিবে, তাহাতে সে শুচি
হইবে ; তৎপরে সে শিবিরে প্রবেশ করিতে
পারিবে, কিন্তু সাত দিবস আপন তাম্বুর বাহিরে
৯ থাকিবে। পরে সপ্তম দিবসে সে আপন মস্তকের
কেশ, শ্মশ্রু, ভ্রূ ও সর্ব্বাঙ্গের লোম মুণ্ডন করিবে,
এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনি জলে স্নান
১০ করিয়া শুচি হইবে। পরে অষ্টম দিবসে সে
নির্দ্দোষ দুইটী মেষশাবক, একবর্ষীয়া নির্দ্দোষ

Digitized by Google

একটী মেষবৎসা ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত
সূজির দশাংশের তিন অংশ ও এক লোগ্ তৈল
১১ লইবে। পরে শুচিকারী যাজক ঐ শোধ্যমান
মনুষ্যকে এবং ঐ সকল বস্তু লইয়া সমাগমের
তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থাপন
১২ করিবে। পরে যাজক প্রথম মেষশাবক ও উক্ত
এক লোগ্ তৈল লইয়া দোষার্থক বলিরূপে উৎ-
সর্গ করিবে, এবং দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদা-
১৩ প্রভুর সম্মুখে দোলাইবে। আর যে স্থানে পাপা-
র্থক ও হোমার্থক বলি হনন করা যায়, সেই
পবিত্র স্থানে ঐ মেষশাবকটীকে হনন করিবে,
কেননা সেই দোষার্থক বলি পাপার্থক বলির
১৪ ন্যায় যাজকের অংশ; তাহা অতি পবিত্র। পরে
যাজক ঐ দোষার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া ঐ
শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে, দক্ষিণ
হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে দিবে।
১৫ আর যাজক সেই এক লোগ্ তৈলের কিয়দংশ
লইয়া আপনার বাম হস্তের তালুতে ঢালিবে।
১৬ পরে যাজক সেই বাম হস্তের তালুস্থিত তৈলে
আপন দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি ডুবাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা
সেই তৈল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাত বার সদা-
১৭ প্রভুর সম্মুখে প্রক্ষেপ করিবে। আর আপন
হস্তের তালুস্থিত অবশিষ্ট তৈলের কিয়দংশ লইয়া
যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে,
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে ঐ
১৮ দোষার্থক বলির রক্তের উপরে দিবে। পরে
যাজক আপন হস্তের তালুস্থিত অবশিষ্ট তৈল
লইয়া ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির মস্তকে দিবে, এবং
যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়-
১৯ শ্চিত্ত করিবে। আর যাজক পাপার্থক বলিদান
করিবে, এবং সেই শোধ্যমান ব্যক্তির অশৌচের
জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তৎপরে হোমবলি হনন
২০ করিবে। আর যাজক হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য
বেদিতে উৎসর্গ করিবে, এবং তাহার জন্য প্রায়-
শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে শুচি হইবে।
২১ আর সে ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, এত আনিতে
তাহার সঙ্গতি না থাকে, তবে সে আপনার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া
দোষবলির নিমিত্তে একটী মেষবৎস, ও ভক্ষ্য
নৈবেদ্য বলিয়া তৈলমিশ্রিত সূজির দশাংশের
২২ একাংশ ও এক লোগ্ তৈল; এবং আপন সঙ্গতি
অনুসারে দুইটী ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক
আনিবে; তাহার একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী
২৩ হোমবলি হইবে। পরে অষ্টম দিনে সে আপনার
শৌচার্থে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর
সম্মুখে যাজকের কাছে তাহাদিগকে আনিবে।
২৪ পরে যাজক দোষবলির মেষশাবক ও উক্ত এক
লোগ্ তৈল লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয়
২৫ নৈবেদ্যার্থে তাহা দোলাইবে। পরে সে দোষা-
র্থক বলির মেষশাবক হনন করিবে, এবং যাজক
দোষার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া শোধ্যমান
ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ
হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে দিবে।
২৬ পরে যাজক সেই তৈল হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া
২৭ আপন বাম হস্তের তালুতে ঢালিবে। আর যাজক
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া বাম হস্তের তালুস্থিত
তৈল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাত বার সদাপ্রভুর
২৮ সম্মুখে প্রক্ষেপ করিবে। আর যাজক আপন
হস্তস্থিত তৈল হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া শোধ্যমান
ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে
ও দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে দোষার্থক বলির রক্তের
২৯ স্থানোপরি দিবে। আর যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির
নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবার
জন্য আপন হস্তস্থিত অবশিষ্ট তৈল তাহার মস্তকে
৩০ দিবে। পরে সে সঙ্গতি অনুসারে দুইটী ঘুঘু
কিম্বা দুইটী কপোতশাবকের মধ্যে একটী উৎসর্গ
৩১ করিবে; অর্থাৎ তাহার সঙ্গতি অনুসারে ভক্ষ্য
নৈবেদ্যের সহিত একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী
হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক শোধ্য-
মান ব্যক্তির নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত
৩২ করিবে। কুষ্ঠরোগের ঘা বিশিষ্ট যে ব্যক্তি
আপন শুদ্ধির সম্বন্ধে সঙ্গতিহীন, তাহার জন্য
এই ব্যবস্থা।
৩৩ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
৩৪ আমি যে দেশ অধিকারার্থে তোমাদিগকে দিব,
সেই কনানদেশে তোমাদের প্রবেশের পর যদি
আমি তোমাদের অধিকৃত দেশের কোন গৃহে কুষ্ঠ-
৩৫ রোগের কলঙ্ক উৎপন্ন করি, তবে সে গৃহের স্বামী
আসিয়া যাজককে এই সংবাদ দিবে, আমার
৩৬ দৃষ্টিতে গৃহে কলঙ্কের মত দেখা দিতেছে। তৎ-
পরে গৃহের সকল বস্তু যেন অশুচি না হয়, এই
নিমিত্তে ঐ কলঙ্ক দেখিবার জন্য যাজকের প্রবে-
শের পূর্ব্বে গৃহ শূন্য করিতে যাজক আজ্ঞা
করিবে; পরে যাজক গৃহ দেখিতে প্রবেশ করিবে।
৩৭ অনন্তর সে সেই কলঙ্ক দেখিবে; আর দেখ, যদি
গৃহের ভিত্তিতে কলঙ্ক নিম্ন ও ঈষৎ হরিৎ কিম্বা
লোহিতবর্ণ হয়, এবং তাহার দৃষ্টিতে ভিত্তি
৩৮ অপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে যাজক গৃহ হইতে
বাহির হইয়া গৃহদ্বারে [গিয়া] সাত দিন ঐ গৃহ
৩৯ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। সপ্তম দিনে যাজক পুনর্ব্বার
আসিয়া দৃষ্টি করিবে; আর দেখ, গৃহের ভিত্তিতে
সেই কলঙ্ক বাড়িয়াছে, এমন যদি দেখা যায়,
৪০ তবে যাজক আজ্ঞা করিবে যেন কলঙ্কবিশিষ্ট
প্রস্তর সকল উৎপাটন করিয়া লোকেরা নগরের
৪১ বাহিরে অশুচি স্থানে নিক্ষেপ করে। পরে সে
গৃহের ভিতরের চারি দিক্ ঘর্ষণ করাইবে, ও

Digitized by Google

তাহারা সেই ঘর্ষণের ধূলা নগরের বাহিরে
৪২ অশুচি স্থানে ফেলিয়া দিবে। আর তাহারা অন্য
প্রস্তর লইয়া সেই প্রস্তরের স্থানে বসাইবে, ও
৪৩ অন্য প্রলেপ লইয়া গৃহ লেপন করিবে। এই-
রূপে প্রস্তর উৎপাটন এবং গৃহ ঘর্ষণ ও লেপন
করিলে পর যদি পুনর্ব্বার কলঙ্ক জন্মিয়া গৃহে
৪৪ বিস্তৃত হয়, তবে যাজক আসিয়া দেখিবে; আর
দেখ, যদি ঐ গৃহে কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে
সেই গৃহে সংহারক কুষ্ঠ আছে, সেই গৃহ অশুচি।
৪৫ লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং তাহার
প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধূলি সকল নগরের বাহিরে অশুচি
৪৬ স্থানে লইয়া যাইবে। আর ঐ গৃহ যাবৎ রুদ্ধ
থাকে, তাবৎ যে কেহ তাহার ভিতরে যায়, সে
৪৭ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কেহ
সেই গৃহে শয়ন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে; এবং যে কেহ সেই গৃহে আহার করে,
সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে।
৪৮ আর সেই গৃহ লেপনের পর কলঙ্ক আর বাড়ে
নাই, ইহা যদি যাজক প্রবেশ করিয়া দেখে, তবে
যাজক সে গৃহকে শুচি কহিবে; কেননা কলঙ্কের
৪৯ উপশম হইয়াছে। পরে সে ঐ গৃহ মুক্তপাপ
করণার্থে দুইটী পক্ষী, এরসকাষ্ঠ, লোহিতবর্ণ
৫০ লোম ও এসোব লইয়া মৃৎপাত্রস্থিত স্রোতো-
৫১ জলের উপরে একটী পক্ষী হনন করিবে। পরে সে
ঐ এরসকাষ্ঠ, এসোব, লোহিতবর্ণ লোম ও জীবিত
পক্ষী, এই সকল লইয়া হত পক্ষীর রক্তে ও
স্রোতোজলে ডুবাইয়া সাত বার গৃহ প্রোক্ষণ
৫২ করিবে। এইরূপে পক্ষীর রক্ত, স্রোতোজল,
জীবিত পক্ষী, এরসকাষ্ঠ, এসোব ও লোহিতবর্ণ
লোম, এই সকলের দ্বারা সেই গৃহ মুক্তপাপ
৫৩ করিবে। পরে ঐ জীবিত পক্ষীকে নগরের বাহিরে
মাঠের দিকে ছাড়িয়া দিবে, এবং গৃহের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি হইবে।
৫৪ কুষ্ঠরোগের এই ব্যবস্থা, অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ জন্য
৫৫ সর্ব্ব প্রকার ঘা, এবং শিরোরোগ, বস্ত্রস্থিত ও গৃহ-
৫৬ স্থিত কুষ্ঠ, এবং শোথ, পামা ও চিক্কণ চিহ্ন,
৫৭ এই সকল কোন্ দিনে শুচি ও কোন্ দিনে অশুচি,
তাহা জানাইবার জন্য এই ব্যবস্থা।

শৌচাশৌচ বিষয়ক নানা বিধি।

১৫ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ,
তাহাদিগকে এই কথা বল, পুরুষের শরীরে
প্রমেহরোগ হইলে সেই প্রমেহে সে অশুচি
৩ হইবে। তাহার প্রমেহ জন্য অশৌচের বিধি এই;
তাহার শরীর হইতে প্রমেহ ক্ষরুক, কিম্বা শরীরে
৪ বদ্ধ হউক, এ তাহার অশৌচ। প্রমেহী লোক যে
শয্যায় শয়ন করে, এমন প্রত্যেক শয্যা অশুচি;
ও যাহার উপরে বসে, এমন প্রত্যেক আসন
৫ অশুচি হইবে। আর যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ
করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান
৬ করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর
যে কোন বস্তুর উপরে প্রমেহী বসে, তাহার উপরে
যদি কেহ বসে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে,
জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
৭ থাকিবে। আর যে কেহ প্রমেহীর গাত্র স্পর্শ
করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান
করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
৮ আর প্রমেহী যদি শুচি ব্যক্তির গাত্রে থুথু ফেলে,
তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান
করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
৯ আর প্রমেহী যে কোন যানের উপরে আরোহণ
১০ করে, তাহা অশুচি হইবে। আর যদি কেহ তাহার
নীচস্থ কোন বস্তু স্পর্শ করে, তবে সে সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; এবং যে কেহ তাহা
তুলে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান
১১ করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর
প্রমেহী আপন হস্ত জলে ধৌত না করিয়া যাহাকে
স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে
স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
১২ আর প্রমেহী যে কোন মৃৎপাত্র স্পর্শ করে, তাহা
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, ও সকল কাষ্ঠপাত্র জলে
১৩ ধৌত হইবে। আর প্রমেহী যখন আপন প্রমেহ
হইতে শুচি হয়, তৎকালে সে আপন শুচিত্বের
নিমিত্তে সাত দিন গণনা করিবে, এবং আপন
বস্ত্র ধৌত করিবে, ও স্রোতোজলে স্নান করিবে;
১৪ পরে শুচি হইবে। অনন্তর অষ্টম দিবসে সে আপ-
নার নিমিত্তে দুইটী ঘুঘু কিম্বা দুইটী কপোতশাবক
লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে সমাগমের তাম্বুর দ্বারে
১৫ আসিয়া তাহাদিগকে যাজকের হস্তে দিবে। যাজক
তাহার একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী হোমবলি-
রূপে উৎসর্গ করিবে, এইরূপে যাজক তাহার
প্রমেহ জন্য সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
১৬ আর যদি কোন পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে
আপন সমস্ত শরীর জলে ধৌত করিবে, এবং
১৭ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কোন
বস্ত্রে কি চর্ম্মে রেতঃপাত হয়, তাহা জলে ধৌত
করিতে হইবে; এবং তাহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
১৮ থাকিবে। আর স্ত্রীর সহিত পুরুষ রেতোযুক্ত
শয়ন করিলে তাহারা জলে স্নান করিবে, এবং
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
১৯ আর যে স্ত্রী রজঃস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ
রক্ত ক্ষরিলে সাত দিবস তাহার অশৌচ থাকিবে,
এবং যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা
২০ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর অশৌচ কালে সে
যে কোন শয্যায় শয়ন করিবে, তাহা অশুচি

Digitized by Google

হইবে ; ও যাহার উপরে বসিবে, তাহা অশুচি
২১ হইবে। আর যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ করিবে,
সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে,
২২ এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে
কেহ তাহার বসিবার কোন আসন স্পর্শ করে,
সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান
করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
২৩ আর তাহার শয্যার কিম্বা আসনের উপরে কোন
কিছু থাকিলে যে কেহ তাহা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা
২৪ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর অশৌচকালে যে
পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে, ও তাহার রজঃ
তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি
থাকিবে ; এবং যে কোন শয্যাতে সে শয়ন
২৫ করিবে, তাহাও অশুচি হইবে। আর অশৌচ-
কাল ব্যতিরেকে যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন
পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হয়, কিম্বা অশৌচকালের পর
যদি অনেক দিন রক্ত ক্ষরে, তবে অশৌচকালের
ন্যায় সেই অশুচি রক্তস্রাবের সকল দিন সে
২৬ অশুচি থাকিবে। সেই রক্তস্রাবের সমস্ত কাল যে
কোন শয্যায় সে শয়ন করিবে, তাহা অশৌচ-
কালের শয্যার ন্যায় অশুচি হইবে ; এবং যে
কোন আসনের উপরে সে বসিবে, তাহা অশৌচ-
২৭ কালের মত অশুচি হইবে। আর যে কেহ সেই
সকল স্পর্শ করিবে, সে অশুচি হইবে, বস্ত্র ধৌত
করিয়া জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
২৮ অশুচি থাকিবে। পরে সেই স্ত্রীর রক্তস্রাব
রহিত হইলে সে আপনার নিমিত্তে সাত দিন
২৯ গণনা করিবে, তৎপরে সে শুচি হইবে। পরে
অষ্টম দিবসে সে আপনার জন্য দুইটী ঘুঘু কিম্বা
দুইটী কপোতশাবক লইয়া সমাগমের তাম্বুর
৩০ দ্বারে যাজকের নিকটে আসিবে। যাজক তাহার
একটী পাপার্থক বলি ও অন্যটি হোমবলিরূপে
উৎসর্গ করিবে, এইরূপে তাহার রক্তস্রাবের
অশৌচ প্রযুক্ত যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার
৩১ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই প্রকারে তোমরা
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে তাহাদের অশৌচ হইতে
পৃথক্ করিবে, পাছে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী আমার
আবাস অশুচি করিলে তাহারা আপন আপন
৩২ অশৌচ প্রযুক্ত মরে। প্রমেহরোগী ও শুক্রক্ষরণে
৩৩ অশুচি ব্যক্তি, এবং অশৌচার্ত্তা স্ত্রী, প্রমেহ-
বিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী এবং অশুচি স্ত্রীর সহিত
সংসর্গকারী পুরুষ, এই সকলের জন্য এই
ব্যবস্থা।

মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিনের ব্যবস্থা।

১৬ হারোণের দুই পুত্র সদাপ্রভুর নিকটে
উপস্থিত হইয়া মারা পড়িলে পর, সদাপ্রভু
২ মোশির সহিত আলাপ করিলেন। সদাপ্রভু
মোশিকে এই কথা কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতা
হারোণকে বল, যেন তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে সিন্দু-
কের উপরিস্থিত পাপাবরণের সম্মুখে অতি পবিত্র
স্থানে সে সর্ব্ব সময়ে প্রবেশ না করে, পাছে
তাহার মৃত্যু হয় ; কেননা আমি পাপাবরণের
৩ উপরে মেঘে দর্শন দিব। হারোণ পাপার্থে একটী
গোবৎস ও হোমার্থে একটী মেষ সঙ্গে লইয়া,
এইরূপে অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে।
৪ সে পবিত্র শুক্ল অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করিবে, শুক্ল
জাঙ্গিয়া পরিধান করিবে, শুক্ল কটিবন্ধন পরিবে,
এবং শুক্ল উষ্ণীষে বিভূষিত হইবে ; এ সকল
পবিত্র বস্ত্র, অতএব সে জলে আপন শরীর ধৌত
৫ করিয়া এই সকল পরিধান করিবে। পরে সে
ইস্রায়েল-সন্তানগণের মণ্ডলীর নিকটে পাপার্থে
দুইটী ছাগ ও হোমার্থে একটী মেষ লইবে।
৬ আর হারোণ আপনার জন্য পাপার্থক বলির
গোবৎস আনয়ন করিয়া নিজের ও নিজ কুলের
৭ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পরে সেই দুইটী
ছাগ লইয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদা-
৮ প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে। পরে হারোণ
ঐ দুইটী ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে ; এক
গুলি সদাপ্রভুর নিমিত্তে, ও অন্য গুলি ত্যাগের
৯ নিমিত্তে হইবে। গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ সদা-
প্রভুর নিমিত্তে হয়, হারোণ তাহাকে লইয়া
১০ পাপার্থে বলিদান করিবে। কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা
যে ছাগ ত্যাগের নিমিত্তে হয়, সে যেন ত্যাগের
নিমিত্তে প্রান্তরে প্রেরিত হইতে পারে; তন্নিমিত্ত
তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে
তাহাকে জীবিত উপস্থিত করিতে হইবে।
১১ পরে হারোণ আপনার পাপার্থক বলির গো-
বৎস আনিয়া নিজের ও নিজ কুলের নিমিত্তে
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ফলতঃ সে আপনার পাপার্থক
১২ বলি সেই গোবৎসকে হনন করিবে। আর সদা-
প্রভুর সম্মুখস্থ বেদির উপর হইতে প্রজ্বলিত
অঙ্গারে পূর্ণ অঙ্গারধানী ও এক মুষ্টি চূর্ণীকৃত
সুগন্ধি ধূপ লইয়া তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে যাইবে।
১৩ আর ঐ সুগন্ধি ধূপ সদাপ্রভুর সম্মুখে অগ্নিতে
দিবে ; তাহাতে সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থিত
পাপাবরণ ধূপের ধূমমেঘে আচ্ছন্ন হইলে সে
১৪ মরিবে না। পরে সে ঐ গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত
লইয়া পাপাবরণের পূর্ব্বপার্শ্বে অঙ্গুলি দ্বারা
প্রক্ষেপ করিবে, এবং অঙ্গুলি দ্বারা পাপাবরণের
সম্মুখে ঐ রক্ত সাত বার প্রক্ষেপ করিবে।
১৫ পরে সে লোকদের পাপার্থক বলির ছাগটী
হনন করিয়া তাহার রক্ত তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে
আনিয়া যেমন গোবৎসের রক্ত প্রক্ষেপ করিয়া-
ছিল, সেইরূপ তাহারও রক্ত লইয়া করিবে,
অর্থাৎ পাপাবরণের উপরে ও পাপাবরণের

Digitized by Google

১৬ সম্মুখে তাহা প্রক্ষেপ করিবে। আর ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের অশুচিতা ও সর্ব্ববিধ পাপ-
ঘটিত অধর্ম্ম প্রযুক্ত সে পবিত্র স্থানের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং যে সমাগমের তাম্বু
তাহাদের অশৌচের মধ্যবর্ত্তী, তাহার নিমিত্তে
১৭ সে তদ্রূপ করিবে। আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করণ অবধি যে পর্য্যন্ত সে বাহির
না হয়, সেই পর্য্যন্ত সমাগমের তাম্বুতে কোন
মনুষ্য থাকিবে না। আপনার ও নিজ কুলের
এবং সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত
১৮ সমাপ্ত করিলে পর, সে নির্গত হইয়া সদাপ্রভুর
সম্মুখবর্ত্তী বেদির নিকটে যাইয়া তাহার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ
রক্ত ও ছাগের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির চারি
১৯ দিকে চূড়া সকলের উপরে দিবে। আর সে
রক্তের কিয়দংশ লইয়া আপন অঙ্গুলি দ্বারা
তাহার উপরে সাত বার প্রক্ষেপ করিয়া তাহা
শুচি করিবে, ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের অশৌচ
হইতে তাহা পবিত্র করিবে।

২০ এইরূপে পবিত্র স্থানের, সমাগমের তাম্বুর
ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া সমাপ্ত করিলে
২১ পর হারোণ সেই জীবিত ছাগটী আনিবে, পরে
সেই জীবিত ছাগের মস্তকে আপন হস্তদ্বয় সম-
র্পণ করিবে, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত
অপরাধ ও পাপঘটিত তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম
তাহার উপরে স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগের
মস্তকে অর্পণ করিবে; পরে সময়োপযুক্ত মনু-
ষ্যের হস্ত দ্বারা তাহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে।
২২ আর ঐ ছাগ নিজ মস্তকে তাহাদের সমস্ত অপরাধ
স্বতন্ত্র ভূমিতে বহিয়া লইয়া যাইবে; আর ঐ
২৩ মনুষ্য ছাগটীকে প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে। আর
হারোণ সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, এবং
পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবার সময়ে যে শুক্ল বস্ত্র
সকল পরিধান করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া
২৪ সেই স্থানে রাখিবে। পরে সে কোন পবিত্র
স্থানে আপন শরীর জলে ধৌত করিয়া নিজ বস্ত্র
পরিধান করত নির্গত হইবে, এবং আপনার
হোমবলি ও লোকদের হোমবলি উৎসর্গ করিয়া
আপনার নিমিত্তে ও লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত
২৫ করিবে। আর সে পাপার্থক বলির মেদ বেদিতে
২৬ দগ্ধ করিবে। আর যে জন ত্যাগের ছাগটী ছাড়িয়া
দিয়াছিল, সে আপন বস্ত্র ও শরীর জলে ধৌত
২৭ করিবে, তৎপরে শিবিরে আসিবে। আর পাপা-
র্থক বলি যে গোবৎস ও পাপার্থক বলি যে ছাগ,
যাহাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পবিত্র স্থানে
আনীত হইয়াছিল, লোকেরা তাহাদিগকে শিবি-
রের বাহিরে লইয়া গিয়া তাহাদের চর্ম্ম, মাংস
২৮ ও বিষ্ঠা অগ্নিতে ভস্ম করিবে। আর যে জন তাহা
দগ্ধ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও
আপন গাত্র জলে ধৌত করিবে, তৎপরে শিবির
মধ্যে আসিবে।

২৯ তোমাদের নিমিত্তে ইহা চিরস্থায়ী বিধি
হইবে; সপ্তম মাসের দশম দিনে স্বদেশীয় কিম্বা
তোমাদের মধ্যনিবাসী বিদেশীয়, তোমরা আপন
আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে ও কোন ব্যবসায় কর্ম্ম
৩০ করিবে না। কেননা সেই দিন তোমাদিগকে শুচি
করণার্থে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে;
তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনাদের সকল
৩১ পাপ হইতে শুচি হইবে; তাহা তোমাদের
বিশ্রামার্থক বিশ্রাম দিন; এবং তোমরা আপন
আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে; ইহা চিরস্থায়ী
৩২ বিধি। ফলতঃ পিতার স্থানে যাজন কর্ম্ম করিতে
যাহাকে অভিষেক ও হস্তপূরণ দ্বারা নিযুক্ত করা
যাইবে, সেই যাজক প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং শুক্ল
বস্ত্র অর্থাৎ পবিত্র বস্ত্র সকল পরিধান করিবে।
৩৩ আর সে পবিত্র ধর্ম্মধামের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে,
এবং সমাগমের তাম্বুর ও বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত
করিবে, এবং যাজকগণের ও সমাজের সমস্ত
৩৪ লোকের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইস্রায়েল-
সন্তানগণের নিমিত্তে তাহাদের সমস্ত পাপ প্রযুক্ত
বৎসরের মধ্যে এক বার প্রায়শ্চিত্ত করা তোমা-
দের জন্য চিরস্থায়ী বিধি হইবে। তখন [হারোণ]
মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম
করিলেন।

বলিদান ও রক্ত বিষয়ক বিধি।

১৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে এবং সমস্ত
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে এই কথা
৩ বল, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করেন। ইস্রায়েল-
কুলজাত যে কেহ শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের
বাহিরে গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছাগ হনন করে,
৪ কিন্তু সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করিতে সমাগমের
তাম্বুর দ্বারসমীপে তাহা না আনে, তাহার উপর
রক্তপাতের পাপ গণিত হইবে; সে রক্তপাত
করাতে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
৫ হইবে। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের
যে যে যজ্ঞীয় পশু প্রান্তরে লইয়া গিয়া বলিদান
করে, অদ্যাবধি সে সমস্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে
সমাগমের তাম্বুর দ্বারে যাজকের নিকটে আনিয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি বলিয়া বলি-
৬ দান করিতে হইবে। আর যাজক সমাগমের
তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর বেদির উপরে তাহা-
দের রক্ত প্রক্ষেপ করিবে, এবং মেদ সদাপ্রভুর
৭ উদ্দেশে সৌরভার্থে দগ্ধ করিবে। তাহাতে তাহারা

Digitized by Google

যে লোমশ দেবগণের অনুগমনে ব্যভিচার করিয়া
আসিতেছে, তাহাদের উদ্দেশে আর বলিদান
করিবে না। ইহা তাহাদের পুরুষানুক্রমে পাল-
নীয় চিরস্থায়ী বিধি হইবে।
৮ আর তুমি তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েল-কুলজাত
কোন ব্যক্তি কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী
কোন বিদেশী লোক যদি হোম কিম্বা বলিদান
৯ করে, কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে
তাহা সমাগমের তাম্বুর দ্বারে না আনে, তবে সে
আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
১০ আর ইস্রায়েল-কুলজাত কোন ব্যক্তি, কিম্বা
তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক
যদি কোন প্রকার রক্ত ভোজন করে, তবে আমি
সেই রক্তভোক্তার প্রতি বিমুখ হইব, ও তাহার
লোকদের মধ্য হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।
১১ কেননা রক্তের মধ্যে শরীরের প্রাণ থাকে, এবং
তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থ আমি
তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিয়াছি;
১২ প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত সাধক। এই জন্য
আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলাম, তোমাদের
মধ্যে কেহ রক্ত ভোজন করিবে না, ও তোমাদের
মধ্যে প্রবাসী কোন বিদেশীও রক্ত ভোজন করিবে
১৩ না। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে কোন
ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন
বিদেশী লোক যদি মৃগয়াতে কোন খাদ্য পশু
কিম্বা পক্ষী বধ করে, তবে সে তাহার রক্ত ঢালিয়া
১৪ দিয়া ধূলাতে আচ্ছাদন করিবে। কেননা প্রত্যেক
প্রাণীর রক্তই প্রাণ, তাহাই তাহার প্রাণস্বরূপ;
এই জন্য আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলাম,
তোমরা কোন প্রাণীর রক্ত ভোজন করিবে না,
কেননা প্রত্যেক প্রাণীর রক্তই তাহার প্রাণ; যে
কেহ তাহা ভোজন করিবে, সে উচ্ছিন্ন হইবে।
১৫ আর স্বদেশী কি বিদেশীর মধ্যে কেহ স্বয়ংমৃত
কিম্বা বিদীর্ণ পশু ভোজন করে, সে আপন বস্ত্র
ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; পরে শুচি হইবে।
১৬ কিন্তু যদি বস্ত্র ধৌত না করে ও স্নান না করে, তবে
সে আপন অপরাধ বহন করিবে।

স্ত্রীসঙ্গ সম্বন্ধীয় বিধি।

১৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে এই
কথা বল, আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
৩ তোমরা যেখানে বাস করিয়াছ, সেই মিসর
দেশের আচারানুযায়ী আচরণ করিও না; এবং
যে কনানদেশে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাই-
তেছি, তথাকারও আচারানুযায়ী আচরণ করিও
না, ও তাহাদের বিধি অনুসারে চলিও না।
৪ তোমরা আমারই শাসন সকল মান্য করিও,
আমারই বিধি সকল পালন করিও, এবং তদনু-
যায়ী আচরণ করিও; আমি সদাপ্রভু তোমাদের
৫ ঈশ্বর। অতএব তোমরা আমার বিধি ও আমার
শাসন পালন করিও; সেই সকল পালন করিলে
মনুষ্য তদ্দ্বারা বাঁচিবে। আমি সদাপ্রভু।
৬ তোমরা কেহ স্বগোত্রের কোন ব্যক্তির আবর-
ণীয় অনাবৃত করিবার জন্য তাহার নিকটে যাইও
৭ না; আমি সদাপ্রভু। তুমি আপন পিতার
আবরণীয় কিম্বা আপন মাতার আবরণীয় অনাবৃত
করিও না; সে তোমার মাতা; তাহার আবরণীয়
৮ অনাবৃত করিও না। তোমার পিতৃভার্য্যার আব-
রণীয় অনাবৃত করিও না, তাহা তোমার পিতার
৯ আবরণীয়। তোমার ভগিনী, তোমার পিতৃকন্যা
কিম্বা তোমার মাতৃকন্যা, গৃহজাতা হউক কিম্বা
অন্যত্র জাতা হউক, তাহাদের আবরণীয় অনাবৃত
১০ করিও না। তোমার পৌত্রীর কিম্বা দৌহিত্রীর
আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা তাহা
১১ তোমারই আবরণীয়। তোমার বিমাতৃকন্যার
আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার পিতা
হইতে জন্মিয়াছে, সুতরাং তোমার ভগিনী;
১২ তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। তোমার
পিতৃস্বসার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে
১৩ তোমার পিতৃকুলজা। তোমার মাতৃস্বসার আবর-
ণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার মাতৃকুলজা।
১৪ তোমার পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করিও না,
তাহার পত্নীর নিকট গমন করিও না, সে তোমার
১৫ জ্যেঠাই। তোমার পুত্রবধূর আবরণীয় অনাবৃত
করিও না, সে তোমার পুত্রের ভার্য্যা, তাহার
১৬ আবরণীয় অনাবৃত করিও না। তোমার ভ্রাতৃ-
পত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; তাহা
১৭ তোমার ভ্রাতার আবরণীয়। কোন স্ত্রীর ও তাহার
কন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, এবং আবর-
ণীয় অনাবৃত করিতে তাহার পৌত্রীকে কিম্বা
দৌহিত্রীকে লইও না; ইহারা তাহার গোত্রজা;
এ কুকর্ম্ম।
১৮ আর আপন স্ত্রীকে দুঃখ দিতে তাহার জীবৎ-
কালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগি-
১৯ নীকে বিবাহ করিও না। এবং কোন স্ত্রীর
আশৌচকালে তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিতে
২০ তাহার নিকটে যাইও না। আর তুমি আপনাকে
অশুচি করিতে আপন সজাতীয়ের স্ত্রীতে গমন
২১ করিও না। আর তোমার বংশজাত কাহাকেও
মোলক দেবের উদ্দেশে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন
করাইও না, এবং তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র
২২ করিও না; আমি সদাপ্রভু। আর স্ত্রীর ন্যায়
পুরুষের সহিত সংসর্গ করিও না, তাহা ঘৃণার্হ
২৩ কর্ম্ম। আর তুমি আপনাকে অশুচি করিতে কোন

Digitized by Google

পশুতে উপগত হইও না ; এবং কোন স্ত্রী আপ্‌-
নার সহিত সংসর্গ করাইতে কোন পশুর সম্মুখে
২৪ দাঁড়াইবে না, এ বিপরীত কর্ম্ম। তোমরা এ সমস্ত
দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না ; কেননা
যে যে জাতিকে আমি তোমাদের সম্মুখ হইতে
দূর করিব, তাহারা এই সমস্ত দ্বারা অশুচি হই-
২৫ য়াছে ; এবং দেশও অশুচি হইয়াছে, অতএব
আমি উহার অপরাধ উহাকে ভোগ করাইব, এবং
দেশ আনন নিবাসীদিগকে উদ্গীরণ করিবে।
২৬ অতএব তোমরা আমার বিধি ও আমার শাসন
সকল পালন করিও ; স্বদেশীয় কিম্বা তোমাদের
মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীয় হউক; তোমরা ঐ
সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়ার মধ্যে কোন কার্য্য করিও
২৭ না। কেননা তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, ঐ
দেশের সেই লোকেরা এইরূপ ঘৃণার্হ ক্রিয়া
২৮ করাতে দেশ অশুচি হইয়াছে। অতএব সাবধান,
সেই দেশ যেমন তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ জাতিকে
উদ্গীরণ করিল, তদ্রূপ যেন তোমাদের কর্ত্তৃক
অশুচি হইয়া তোমাদিগকেও উদ্গীরণ না করে।
২৯ কেননা যদি কেহ ঐ সকলের মধ্যে কোন ঘৃণার্হ
ক্রিয়া করে, তবে সেই প্রাণী আপন লোকদের
৩০ মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। অতএব তোমরা
আমার আদেশ পালন কর ; সাবধান, তোমাদের
পূর্ব্বে যে সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়া চলিত ছিল, তাহার
কিছুই তোমরা করিও না, এবং তদ্দ্বারা আপনা-
দিগকে অশুচি করিও না ; আমি সদাপ্রভু তোমা-
দের ঈশ্বর।

বিবিধ আদেশ।

১৯ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহ,
এবং তাহাদিগকে বল, তোমরা পবিত্র হও, কেননা
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আমি, আমি পবিত্র।
৩ তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন মাতাকে ও
আপন আপন পিতাকে ভয় করিও, এবং আমার
বিশ্রামদিন পালন করিও; আমি সদাপ্রভু তোমা-
৪ দের ঈশ্বর। তোমরা অবস্তু প্রতিমাগণের অভিমুখ
হইও না, ও আপনাদের নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা
দেবতা নির্ম্মাণ করিও না ; আমি সদাপ্রভু
তোমাদের ঈশ্বর।
৫ আর যখন তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলা-
র্থক বলিদান কর, তখন গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে
৬ বলিদান করিও। তোমাদের বলিদানের দিবসে
ও তাহার পরদিবসে তাহা ভোজন করিতে হইবে;
তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা
৭ অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে যদি
কেহ তাহার কিঞ্চিৎ ভোজন করে, তবে তাহা
৮ ঘৃণার্হ ও অগ্রাহ্য হইবে। আর ভোক্তাকে নিজ
অপরাধ বহন করিতে হইবে ; কেননা সে সদা-
প্রভুর পবিত্র বস্তু অপবিত্র করিয়াছে; সেই
প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
৯ আর তোমরা আপন আপন ভূমির শস্য কাটি-
বার সময়ে ক্ষেত্রের কোণস্থ শস্য নিঃশেষে কাটিও
না, এবং তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য কুড়াইও না।
১০ আর আপন আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিত্যক্ত
দ্রাক্ষাফল চয়ন করিও না, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পতিত
দ্রাক্ষাফল কুড়াইও না ; তোমরা দুঃখী ও বিদেশী-
দের জন্য তাহা ত্যাগ করিও ; আমি সদাপ্রভু
তোমাদের ঈশ্বর।
১১ তোমরা চুরি করিও না, এবং আপন আপন
সজাতীয়কে বঞ্চনা করিও না, ও মিথ্যা কথা
১২ কহিও না। আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য
করিও না, করিলে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র
১৩ করা হয় ; আমি সদাপ্রভু। তুমি আপন প্রতি-
বাসীকে প্রপীড়িত করিও না, এবং অপহরণ করিও
না। বেতনজীবীর বেতন সমস্ত রাত্রি প্রাতঃকাল
পর্য্যন্ত রাখিও না।
১৪ তুমি বধিরকে শাপ দিও না, ও অন্ধের সম্মুখে
বাধাজনক বস্তু রাখিও না, কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে
ভয় করিও ; আমি সদাপ্রভু।
১৫ তোমরা বিচারে অন্যায় করিও না। তুমি দরি-
দ্রের মুখাপেক্ষা করিও না, ও ধনবানের সমাদর
করিও না ; তুমি ধর্ম্মে আপন সজাতীয়ের বিচার
নিষ্পন্ন করিও।
১৬ তুমি কর্ণেজপ হইয়া আপন লোকদের মধ্যে
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিও না, এবং তোমার প্রতিবাসীর
রক্তপাতের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইও না ; আমি
সদাপ্রভু।
১৭ তুমি আপন ভ্রাতাকে হৃদয়মধ্যে ঘৃণা করিও
না ; তুমি অবশ্য আপন সজাতীয়কে অনুযোগ
করিবে, তাহাতে তাহার জন্য পাপ বহন করিবে
১৮ না। তুমি আপন জাতির সন্তানদের উপরে প্রতি-
হিংসা কি দ্বেষ করিও না, বরং আপন প্রতিবাসী-
কে আত্মতুল্য প্রেম করিবে ; আমি সদাপ্রভু।
১৯ তোমরা আমার বিধি সকল পালন করিও ;
তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পশুর সহিত আপন পশু-
দিগকে সংসর্গ করিতে দিও না ; তোমার এক
ক্ষেত্রে দুই প্রকার বীজ বুনিও না ; এবং দুই
প্রকার সূত্রে মিশ্রিত বস্ত্র গাত্রে দিও না।
২০ আর মূল্য দ্বারা কিম্বা অন্য রূপে মুক্তা হয় নাই
এমত যে বাগ্দত্তা দাসী, তাহার সহিত যদি কেহ
সংসর্গ করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে ; তাহা-
দের প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা সে মুক্তা নহে।
২১ আর সে পুরুষ সমাগমের তাম্বুর দ্বারে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে আপনার দোষার্থক বলি অর্থাৎ দোষা-
২২ র্থক মেষ আনিবে ; আর যাজক সদাপ্রভুর

Digitized by Google

সাক্ষাতে সেই দোষার্থক মেষ দ্বারা তাহার কৃত
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; তাহাতে তাহার কৃত
পাপ ক্ষমা হইবে।
২৩ আর তোমরা দেশে প্রবেশ করিলে ফল ভক্ষ-
ণার্থ যে যে প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিবে, তাহার
ফল অচ্ছিন্নত্বক্ বলিয়া গণ্য করিবে ; তিন বৎসর
কাল তাহা তোমাদের জ্ঞানে অচ্ছিন্নত্বক্ থাকিবে,
২৪ তাহা ভোজন করিও না। পরে চতুর্থ বৎসরে
তাহার সমস্ত ফল সদাপ্রভুর প্রশংসার্থক উপহার-
২৫ রূপে পবিত্র হইবে। আর পঞ্চম বৎসরে তোমরা
তাহার ফল ভোজন করিবে ; তাহাতে তোমাদের
নিমিত্তে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইবে ; আমি সদা-
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
২৬ তোমরা রক্তের সহিত কোন বস্তু ভোজন
করিও না ; মোহকের কিম্বা গণকের বিদ্যা ব্যব-
২৭ হার করিও না। তোমরা আপন আপন মস্তক-
প্রান্তের কেশ মণ্ডলাকার করিও না, ও আপন
২৮ আপন দাড়ির কোণ মুণ্ডন করিও না। আর মৃত
লোকের জন্য আপন আপন অঙ্গে অস্ত্রাঘাত
করিও না, ও শরীরে গোদানী দিও না ; আমি
২৯ সদাপ্রভু। তুমি আপন কন্যাকে বেশ্যা হইতে
দিয়া অপবিত্র করিও না, দিলে দেশকে ব্যাভিচারী
করিবে ও দেশ কুকর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে।
৩০ তোমরা আমার বিশ্রামদিন পালন করিও,
ও আমার ধর্ম্মধামের সমাদর করিও ; আমি
সদাপ্রভু।
৩১ তোমরা ভূতড়িয়াদের ও গুণীদের দিকে অভিমুখ
হইও না, আপনাদিগকে অশুচি করিতে তাহাদের
কাছে কিছু অন্বেষণ করিও না ; আমি সদাপ্রভু
৩২ তোমাদের ঈশ্বর। তুমি পক্ককেশ প্রাচীনের
সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবে, বৃদ্ধ লোককে সমাদর
করিবে, ও আপন ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিবে ;
৩৩ আমি সদাপ্রভু। আর কোন বিদেশী লোক যদি
তোমাদের দেশে তোমাদের সহিত বাস করে,
তবে তোমরা তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না।
৩৪ তোমাদের নিকটে তোমাদের স্বদেশীয় লোক
যেমন, তোমাদের সহপ্রবাসী বিদেশী লোকও
তেমনি মান্য হইবে ; তুমি তাহাকে আত্মতুল্য
প্রেম করিও, কেননা মিসরদেশে তোমরাও বিদেশী
ছিলে ; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
৩৫ তোমরা বিচার কিম্বা পরিমাণ কিম্বা তৌল
৩৬ কিম্বা কাঠার বিষয়ে অন্যায় করিও না। তোমরা
ন্যায্য দাঁড়ি, ন্যায্য বাটখারা, ন্যায্য ঐফা ও
ন্যায্য হিন্ রাখিবে ; আমি সদাপ্রভু তোমাদের
ঈশ্বর, যিনি মিসরদেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির
৩৭ করিয়া আনিয়াছেন। অতএব তোমরা আমার
সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত শাসন মান্য করিও,
পালন করিও ; আমি সদাপ্রভু।

২০ সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণকে আরও কহ, ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের কোন ব্যক্তি কিম্বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাস-
কারী কোন বিদেশী লোক যদি আপন বংশের কাহা-
কেও মোলক দেবের উদ্দেশে দান করে, তবে তাহার
প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, দেশীয় লোকেরা তাহাকে
৩ প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। আর আমিও সেই মনু-
ষ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লোকদের মধ্য
হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব ; কেননা মোলক
দেবের উদ্দেশে আপন বংশজকে দেওয়াতে সে
আমার ধর্ম্মধাম অশুচি করে, ও আমার পবিত্র
৪ নাম অপবিত্র করে। আর যে সময়ে সেই মনুষ্য
আপন সন্তানকে মোলক দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ
করে, তৎকালে যদি দেশীয় লোকেরা চক্ষু মুদ্রিত
৫ করে ও তাহাকে বধ না করে, তবে আমিই সেই
ব্যক্তির প্রতি ও তাহার গোষ্ঠীর প্রতি বিমুখ
হইয়া তাহাকে ও মোলক দেবের সহিত ব্যভিচার
করণার্থে তাহার অনুগামী ব্যভিচারী সকলকে
তাহাদের লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিব।
৬ আর যে কোন প্রাণী ভূতড়িয়া কিম্বা গুণীদের
অনুগমনে ব্যভিচার করিবার জন্য তাহাদের
অভিমুখ হয়, আমি সেই প্রাণীর প্রতি বিমুখ
হইয়া তাহার লোকদের মধ্য হইতে তাহাকে
৭ উচ্ছিন্ন করিব। তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র
কর, পবিত্র হও ; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমা-
৮ দের ঈশ্বর। আর তোমরা আমার বিধি মান্য
করিও, পালন করিও ; আমি তোমাদের পবিত্রকারী
৯ সদাপ্রভু। যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে
শাপ দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে ; পিতা-
মাতাকে শাপ দেওয়াতে তাহার রক্তপাত তাহারই
১০ উপরে বর্ত্তিবে। আর যে ব্যক্তি পরের ভার্য্যার
সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর
ভার্য্যার সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যাভিচারী
ও সেই ব্যভিচারিণী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য
১১ হইবে। আর যে ব্যক্তি আপন পিতৃভার্য্যাতে
উপগত হয়, সে আপন পিতার আবরণীয় অনা-
বৃত করে ; তাহাদের দুই জনেরই প্রাণদণ্ড
অবশ্য হইবে, তাহাদের রক্তপাত তাহাদের উপরে
১২ বর্ত্তিবে। এবং যদি কেহ নিজ পুত্রবধূর সহিত
শয়ন করে, তবে তাহাদের দুই জনের প্রাণদণ্ড
অবশ্য হইবে ; তাহারা বিপরীত কর্ম্ম করিয়াছে ;
১৩ তাহাদের রক্তপাত তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। আর
পুরুষ যদি পুরুষে স্ত্রীর ন্যায় উপগত হয়, তবে
তাহারা দুই জনে ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে ; তাহাদের
প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে ; তাহাদের রক্তপাত
১৪ তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। আর যদি কেহ কোন
স্ত্রীকে ও তাহার মাতাকে রাখে, তবে তাহা
কুকর্ম্ম ; তোমাদের মধ্যে যেন এমন কুকর্ম্ম না

Digitized by Google

হয়, এই জন্য তাহারা তিন জনই অগ্নিতে দগ্ধ
১৫ হইবে। আর যে কেহ কোন পশুতে উপগত হয়,
তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; এবং তোমরা
১৬ সেই পশুকেও বধ করিবে। আর কোন স্ত্রী যদি
পশুর সহিত সংসর্গ করণার্থে তাহার নিকটে
যায়, তবে তুমি সেই স্ত্রীকে ও সেই পশুকে বধ
করিবে; তাহাদের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, তাহা-
১৭ দের রক্তপাত তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। আর যদি
কেহ আপন ভগিনীকে, পিতৃকন্যাকে কিম্বা মাতৃ-
কন্যাকে গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয়
দেখে, তবে তাহা বড় পাপ; তাহারা আপন জাতির
সন্তানদের সাক্ষাতে উচ্ছিন্ন হইবে; আপন ভগি-
নীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপ-
১৮ রাধ বহন করিবে। আর যদি কেহ রজঃস্বলা স্ত্রীর
সহিত শয়ন করে ও তাহার আবরণীয় অনাবৃত
করে, তবে সেই পুরুষ তাহার রক্তাকর প্রকাশ
করাতে, ও সেই স্ত্রী আপন রক্তাকর অনাবৃত
করাতে তাহারা উভয়ে আপন লোকদের মধ্য
১৯ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। আর তুমি আপন মাসীর
কিম্বা পিসীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না;
তাহা করিলে আপনার নিকটবর্ত্তী কুটুম্বের আব-
রণীয় অনাবৃত করা হয়, তাহারা উভয়েই আপন
২০ আপন অপরাধ বহন করিবে। আর যদি কেহ
আপন খুড়ীর সহিত শয়ন করে, তবে আপন
পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করে; তাহারা
আপন আপন পাপ বহন করিবে, নিঃসন্তান
২১ হইয়া মরিবে। আর যদি কেহ আপন ভ্রাতৃ-
পত্নীকে গ্রহণ করে, তবে তাহা অশুচি কর্ম্ম;
আপন ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে
তাহারা নিঃসন্তান থাকিবে।

২২ তোমরা আমার সকল বিধি ও আমার সকল
শাসন মান্য করিও, পালন করিও; যেন আমি
বাসার্থে তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি,
২৩ সেই দেশ তোমাদিগকে উদ্গীরণ না করে। আর
আমি তোমাদের সম্মুখ হইতে যে পরজাতিকে
দূর করিতে উদ্যত, তাহার আচারানুযায়ী আচার
করিও না; কেননা তাহারা ঐ সকল দুষ্ক্রিয়া
করিত, এই জন্য আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি-
২৪ লাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোম-
রাই তাহাদের দেশ অধিকার করিবে, আমি
তোমাদিগকে অধিকারার্থে সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী
দেশ দিব; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
আমি অন্য জাতি সকল হইতে তোমাদিগকে
২৫ পৃথক্ করিয়াছি। অতএব তোমরা শুচি অশুচি
পশুর ও শুচি অশুচি পক্ষীর প্রভেদ করিবে;
আমি যে-যে পশু, পক্ষী ও ভূচর কীটাদি জন্তুকে
অশুচি বলিয়া তোমাদের হইতে পৃথক্ করিলাম
সে সকলের দ্বারা তোমরা আপনাদের প্রাণকে
২৬ ঘৃণার্হ করিও না। আর তোমরা আমার উদ্দেশে
পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু পবিত্র, এবং
আমি তোমাদিগকে জাতি সকল হইতে পৃথক্
করিয়াছি, যেন তোমরা আমার হও।
২৭ আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর মধ্যে যে কেহ ভূত-
ড়িয়া কিম্বা গুণী হয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য
হইবে; লোকে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ
করিবে; তাহাদের রক্তপাত তাহাদের প্রতি
বর্ত্তিবে।

যাজকগণ ও বলিদান সম্বন্ধীয় নানা বিধি।

২১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
হারোণের পুত্র যাজকগণকে কহ, তাহাদিগকে
বল, স্বজাতীয়দের মধ্যে কেহ মরিলে [কোন যাজক]
২ অশুচি হইবে না। কেবল আপনার নিকটবর্ত্তী
গোত্র অর্থাৎ আপন মাতা কি পিতা কি পুত্র কি
৩ কন্যা কি ভ্রাতা মরিলে অশুচি হইবে। আর
নিকটস্থ যে অনূঢ়া ভগিনীর স্বামী হয় নাই, এমন
৪ ভগিনী মরিলে সে অশুচি হইবে। আপন লোক-
দের মধ্যে প্রধান বলিয়া সে আপনাকে অপবিত্র
৫ করণার্থে অশুচি হইবে না। তাহারা আপন
আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে না, আপন আপন
দাড়ির কোণও মুণ্ডন করিবে না, ও আপন আপন
৬ শরীরে অস্ত্রাঘাত করিবে না। তাহারা আপন
ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে, ও আপন ঈশ্ব-
রের নাম অপবিত্র করিবে না; কেননা তাহারা
সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার, আপনাদের ঈশ্বরের
ভক্ষ্য, উৎসর্গ করে; অতএব তাহারা পবিত্র
৭ হইবে। আর যাজক বেশ্যা কিম্বা ভ্রষ্টা স্ত্রীকে
বিবাহ করিবে না, এবং স্বামিত্যক্তা স্ত্রীকেও
বিবাহ করিবে না, কেননা সে আপন ঈশ্বরের
৮ উদ্দেশে পবিত্র। অতএব তুমি যাজককে পবিত্র
রাখিবে; কারণ সে তোমার ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎ-
সর্গ করে; সে তোমার নিকটে পবিত্র হইবে;
কেননা তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু যে আমি,
৯ আমি পবিত্র। আর কোন যাজকের কন্যা যদি
ব্যভিচার ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে অপবিত্রা করে,
তবে সে আপন পিতাকে অপবিত্র করে; সে
অগ্নিতে দগ্ধা হইবে।
১০ আর আপন ভ্রাতাদের মধ্যে প্রধান যাজক,
যাহার মস্তকে অভিষেক-তৈল ঢালা গিয়াছে, যে
ব্যক্তি হস্তপূরণ দ্বারা পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবার
অধিকারী হইয়াছে, সে আপন মস্তক মুক্তকেশ
১১ করিবে না ও আপন বস্ত্র চিরিবে না। আর সে
কোন শবের নিকটে গৃহমধ্যে যাইবে না, আপন
পিতার কি আপন মাতার জন্যও সে আপনাকে
১২ অশুচি করিবে না, এবং ধর্ম্মধাম হইতে নির্গত

Digitized by Google

হইবে না, এবং আপন ঈশ্বরের ধর্ম্মধাম অপ-
বিত্র করিবে না, কেননা তাহার ঈশ্বরের অভি-
ষেক-তৈলের সংস্কার তাহার উপরে আছে ; আমি
১৩ সদাপ্রভু। আর সে কেবল অনূঢ়াকে বিবাহ
১৪ করিবে। বিধবা কি ত্যক্তা কি ভ্রষ্টা স্ত্রী কি
বেশ্যাকে বিবাহ করিবে না ; সে আপন লোক-
১৫ দের মধ্যে এক কুমারীকে বিবাহ করিবে। সে
আপন লোকদের মধ্যে আপন বংশ অপবিত্র
করিবে না, কেননা আমি সদাপ্রভু তাহার পবিত্র-
কারী।

১৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
১৭ হারোণকে বল,পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে
যাহার গাত্রে দোষ থাকে, সে আপন ঈশ্বরের
১৮ ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী না হউক। যে
কোন ব্যক্তির দোষ আছে, সে নিকটবর্ত্তী হইবে
না ; বিশেষতঃ অন্ধ কি খঞ্জ কি খাঁদা কি অধিকাঙ্গ
১৯ কি ভগ্নপদ কি ভগ্নহস্ত, কি কুব্জ কি বামন কি
২০ ছানিপড়া কি শ্বিত্ররোগী কি পামাবিশিষ্ট কি ভগ্ন-
২১ মুষ্ক ; কোন দোষবিশিষ্ট যে পুরুষ হারোণ যাজ-
কের বংশের মধ্যে আছে, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী হইবে
না ; তাহার দোষ আছে, সে আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য
২২ উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী হইবে না। সে আপন
ঈশ্বরের ভক্ষ্য অর্থাৎ অতি পবিত্র বস্তু ও পবিত্র
২৩ বস্তু ভোজন করিতে পারিবে ; কিন্তু তিরস্করিণীর
নিকটে প্রবেশ করিবে না, ও বেদির নিকটবর্ত্তী
হইবে না, কেননা তাহার দোষ আছে ; সে আমার
পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র করিবে না, কেননা
২৪ আমি সদাপ্রভু সে সকলের পবিত্রকারী। মোশি
হারোণকে, তাঁহার পুত্রগণকে ও সমস্ত ইস্রায়েল-
সন্তানকে এই কথা কহিলেন।

২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল; ইস্রায়েল-
২ সন্তানগণ আমার উদ্দেশে যাহা পবিত্র করে,
তাহাদের সেই পবিত্র বস্তু সকল হইতে তোমরা
স্বতন্ত্র থাকিও, আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিও
৩ না, আমিই সদাপ্রভু। তুমি তাহাদিগকে বল,
পুরুষানুক্রমে তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেহ
অশুচি হইয়া পবিত্র বস্তুর নিকটে, অর্থাৎ ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ কর্ত্তৃক সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রী-
কৃত বস্তুর নিকটে যাইবে, সে আমার সম্মুখ হইতে
৪ উচ্ছিন্ন হইবে ; আমি সদাপ্রভু। হারোণবংশের
যে কেহ কুষ্ঠী কিম্বা প্রমেহী হয়, সে শুচি না হওয়া
পর্য্যন্ত পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। আর যে
কেহ মৃত দেহ ঘটিত অশুচি বস্তু স্পর্শ করে, কিম্বা
৫ যাহার রেতঃপাত হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি অশৌচ-
জনক কীটাদি জন্তুকে কিম্বা কোন প্রকার অশৌচ-
৬ বিশিষ্ট মনুষ্যকে স্পর্শ করে, সেই স্পর্শকারী
ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, এবং জলে
আপন গাত্র ধৌত না করিলে পবিত্র বস্তু ভোজন
৭ করিবে না। সূর্য্য অস্তগত হইলে সে শুচি হইবে ;
পরে পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে, কেননা তাহা
৮ তাহার আহারীয় দ্রব্য। আপনাকে অশুচি কর-
ণার্থে [যাজক] স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশুর মাংস
৯ ভোজন করিবে না ; আমি সদাপ্রভু। অতএব
তাহারা আমার আদেশ পালন করুক ; নতুবা
আপনাদিগকে অপবিত্র করিলে তাহারা তৎ-
প্রযুক্ত পাপ বহন করিবে ও মরিবে ; আমি সদা-
প্রভু তাহাদের পবিত্রকারী।

১০ আর অপর কোন লোক পবিত্র বস্তু ভোজন
করিবে না, ফলতঃ যাজকের গৃহপ্রবাসী কিম্বা
১১ বেতনজীবী পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। কিন্তু
যাজক নিজ রৌপ্য দিয়া যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয়
করে, সে তাহা ভোজন করিবে ; এবং তাহার গৃহ-
জাত লোকেরাও তাহার অন্ন ভোজন করিবে।
১২ আর যাজকের কন্যা যদি অন্য গোষ্ঠীভুক্ত লোকের
সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সে পবিত্র দ্রব্যের
১৩ উত্তোলনীয় উপহার ভোজন করিবে না। কিন্তু
যাজকের কন্যা যদি বিধবা কিম্বা ত্যক্তা হয়, আর
তাহার সন্তান না থাকে, এবং সে পুনর্ব্বার আসিয়া
বাল্যাবস্থার ন্যায় পিতৃগৃহে বাস করে, তবে সে
পিতার অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু অপর কোন
১৪ লোক তাহা ভোজন করিবে না। আর যদি কেহ
প্রমাদ বশতঃ পবিত্র বস্তু ভোজন করে, তবে সে
সেইরূপ পবিত্র বস্তু ও তাহার পঞ্চমাংশ অধিক
১৫ করিয়া যাজককে দিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ
আপনাদের যে যে পবিত্র বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে
নিবেদন করে, [যাজকেরা] তাহা অপবিত্র করিবে
১৬ না ; এবং তাহাদিগকে উহাদের পবিত্র বস্তু ভক্ষণ
দ্বারা দোষজন্য অপরাধরূপ ভারে ভারগ্রস্ত করিবে
না ; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহাদের পবিত্রকারী।
১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
১৮ হারোণকে, তাহার পুত্রগণকে ও সমস্ত ইস্রায়েল-
সন্তানকে কহ, তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলজাত
কিম্বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসকারী যে কেহ কোন
মানতপূর্ব্বক কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন উপহার
উৎসর্গ করে, সে যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম-
১৯ বলি উৎসর্গ করে, তবে সে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে
গোরুর কিম্বা মেষের কিম্বা ছাগের মধ্য হইতে
২০ নির্দ্দোষ পুংপশু উৎসর্গ করিবে। তোমরা সদোষ
কিছু উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহা তোমাদের
২১ পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না। আর কোন লোক যদি
মানত পূর্ণ করিবার জন্য কিম্বা স্বেচ্ছাদত্ত উপ-
হারার্থে গোমেষাদি পাল হইতে মঙ্গলার্থক বলি
উৎসর্গ করে, তবে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে তাহা
নির্দ্দোষ হইবে ; তাহাতে কোন দোষ থাকিবে

Digitized by Google

২২ না। অন্ধ কি ভগ্ন কি ক্ষতবিক্ষত কি আবযুক্ত কি
খিবযুক্ত কি পামাযুক্ত হইলে তোমরা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিও না, এবং তাহার
কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার
২৩ বলিয়া বেদিতে স্থাপন করিও না। আর তুমি
অধিকাঙ্গ কি হীনাঙ্গ গোরু, কিম্বা মেষ স্বেচ্ছাতে
উৎসর্গ করিতে পার, কিন্তু মানতের কারণ তাহা
২৪ গ্রাহ্য হইবে না। আর মর্দ্দিত কিম্বা পিষিত কিম্বা
ভগ্ন কিম্বা ছিন্নমুষ্ক কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে
উৎসর্গ করিও না; তোমাদের দেশে এইরূপ
২৫ করিও না। আর বিদেশীর হস্ত হইতেও এ সকলের
মধ্যে কিছু লইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে
উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহাদের অঙ্গের দোষ
আছে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে দোষ আছে;
তাহারা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না।
২৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, গোরু কি
২৭ মেষ কি ছাগল জন্মিলে পর সাত দিন পর্য্যন্ত
মাতার সহিত থাকিবে, পরে অষ্টম দিবসাবধি
তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের
২৮ নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবে। গাভী কিম্বা মেষী হউক,
তাহাকে ও তাহার বৎসকে একদিনে হনন
করিও না।
২৯ আর যে সময়ে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
স্তবার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তৎকালে গ্রাহ্য হই-
৩০ বার জন্য তাহা উৎসর্গ করিও। সেই দিনে তাহা
ভোজন করিতে হইবে; তোমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত
তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না; আমি সদা-
৩১ প্রভু। অতএব তোমরা আমার আজ্ঞা সকল মান্য
৩২ করিবে, পালন করিবে; আমি সদাপ্রভু। আর
তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিও না;
কিন্তু আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে পবিত্র-
রূপে মান্য হইব; আমি সদাপ্রভু তোমাদের
৩৩ পবিত্রকারী; আমি তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য
মিসরদেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া
আনিয়াছি; আমি সদাপ্রভু।

ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বসম্বন্ধীয় নিয়ম।

২৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
২ তোমরা সদাপ্রভুর যে সকল পর্ব্ব পবিত্র সভা
বলিয়া ঘোষণা করিবে, আমার সেই সকল
পর্ব্ব এই।
৩ ছয় দিন কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু সপ্তম
দিবস বিশ্রামার্থক বিশ্রামপর্ব্ব, পবিত্র সভা
হইবে, সেই দিনে তোমরা কোন কার্য্য করিবে না;
তাহা তোমাদের সকল নিবাসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৪ বিশ্রামদিন হইবে।
আর তোমরা নিরূপিত সময়ে যে সকল পবিত্র
সভা ঘোষণা করিবে, সদাপ্রভুর সেই সকল পর্ব্ব
৫ এই। প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সন্ধ্যাসময়ে
৬ সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার পর্ব্ব হইবে। এবং সেই
মাসের পঞ্চদশ দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাড়ী-
শূন্য রুটীর উৎসব হইবে; তোমরা সাত দিবস
৭ তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিবে। প্রথম দিবসে
তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা
৮ কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু সপ্তাহ
কাল সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবে-
দন করিবে; সপ্তম দিবসে পবিত্র সভা হইবে;
তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিও না।
৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
১০ য়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, আমি
তোমাদিগকে যে দেশ দিব, সে দেশে প্রবিষ্ট
হইয়া তোমরা যখন তদুৎপন্ন শস্য ছেদন করিবে,
তৎকালে তোমাদের কাটা শস্যের অগ্রিমাংশ
বলিয়া এক আটি যাজকের নিকটে আনিবে।
১১ তোমাদের গ্রাহ্য হইবার জন্য সে সদাপ্রভুর
সম্মুখে ঐ আটি দোলাইবে, বিশ্রামবারের পর-
১২ দিবসে যাজক তাহা দোলাইবে। আর যে দিন
তোমরা ঐ আটি দোলাইবে, সে দিন সদাপ্রভুর
উদ্দেশে হোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষ-
১৩ শাবক উৎসর্গ করিবে। তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য
দুই দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজি; তাহা
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার
হইবে; ও তাহার পেয় নৈবেদ্য এক হিন্ দ্রাক্ষা-
১৪ রসের চতুর্থাংশ হইবে। আর তোমরা যাবৎ
আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে এই উপহার না আন,
সেই দিন পর্য্যন্ত রুটী কি ভাজা শস্য কি তাজা
শীষ ভোজন করিবে না; তোমাদের সকল নিবাসে
ইহা পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।
১৫ অনন্তর সেই বিশ্রামবারের পর দিবসাবধি
অর্থাৎ দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ আটি আনয়নের
দিবসাবধি তোমরা পূর্ণ সাত বিশ্রামবার গণনা
১৬ করিবে। এইরূপে সপ্তম বিশ্রামবারের পর-
দিবস পর্য্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিবস গণনা করিয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্যের উপহার নিবেদন
১৭ করিবে; ফলতঃ তোমরা আপন আপন নিবাস
হইতে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে দুই দশমাংশের দুই
খান রুটী আনিবে; সূক্ষ্ম সূজি দ্বারা তাহা প্রস্তুত
করিও, ও তাড়ীতে পাক করিও; তাহা সদা-
১৮ প্রভুর উদ্দেশে আগুপক্কাংশ হইবে। আর তোমরা
সেই দুই রুটীর সহিত একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত
মেষশাবক, এক যুব বৃষ ও দুই মেষ বলিদান
করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি
হইবে, এবং তৎসম্বন্ধীয় ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও পেয়
নৈবেদ্যের সহিত সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক
১৯ অগ্নিকৃত উপহার হইবে। পরে তোমরা পাপার্থ-

Digitized by Google

র্থক বলির জন্য এক ছাগবৎস, ও মঙ্গলার্থক বলির
জন্য একবর্ষীয় দুই মেষশাবক বলিদান করিবে।
২০ আর যাজক ঐ আশুপক্কাংশের রুটীর সহিত ও দুই
মেষশাবকের সহিত সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলনীয়
নৈবেদ্যরূপে তাহাদিগকেও দোলাইবে; সে সকল
যাজকের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে।
২১ আর সেই দিনেই তোমরা ঘোষণা করিবে;
তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন
শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না; ইহা তোমাদের সকল
নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।
২২ আর তোমাদের ভূমির শস্য ছেদন কালে
তোমরা কেহ আপন আপন ক্ষেত্রের কোণস্থ শস্য
নিঃশেষরূপে ছেদন করিবে না, ও আপন আপন
শস্য ছেদনের পরে পতিত শস্য সংগ্রহ করিবে
না; তাহা দুঃখী ও বিদেশীর জন্য ত্যাগ করিবে;
আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
২৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
২৪ য়েল-সন্তানগণকে বল, সপ্তম মাসের প্রথম দিনে
তোমাদের বিশ্রামপর্ব্ব এবং তূরীধ্বনিসহযুক্ত
২৫ স্মরণার্থক পবিত্র সভা হইবে। তোমরা কোন
শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না, কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে।
২৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ঐ সপ্তম
২৭ মাসের দশম দিন অবশ্য প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে;
সেই দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, ও
তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে, এবং
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ
২৮ করিবে। আর সেই দিবসে তোমরা কোন কার্য্য
করিবে না; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সম্মুখে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা
২৯ প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে। সেই দিনে যে কেহ আপন
প্রাণকে দুঃখ না দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য
৩০ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। আর সেই দিনে যে কোন
প্রাণী কোন কার্য্য করে, তাহাকে আমি তাহার
৩১ লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিব। তোমরা
কোন কার্য্য করিও না; ইহা তোমাদের সমস্ত
নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।
৩২ সেই দিন তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন
হইবে; তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিও;
মাসের নবম দিবস সন্ধ্যাকালে এক সন্ধ্যা অবধি
অপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদের বিশ্রামদিন
পালন করিও।
৩৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
৩৪ য়েল-সন্তানগণকে বল, সপ্তম মাসের পঞ্চদশ
দিবসাবধি সাত দিবস পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩৫ কুটীরোৎসব হইবে। প্রথম দিবসে পবিত্র সভা
হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না।
সাত দিন তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত
উপহার উৎসর্গ করিবে; পরে অষ্টম দিবসে
তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তোমরা সদা-
প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে;
এটী পর্ব্বসভা; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম
৩৭ করিবে না। এই সকল সদাপ্রভুর পর্ব্ব। এই
সকল পর্ব্ব তোমরা পবিত্র সভা বলিয়া ঘোষণা
করিবে, এবং প্রতিদিন যেমন কর্ত্তব্য, তদনুসারে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার, হোমবলি,
ভক্ষ্য নৈবেদ্য এবং বলি ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ
৩৮ করিবে। সদাপ্রভুর বিশ্রামদিন হইতে, সদা-
প্রভুর উদ্দেশে দাতব্য তোমাদের দান হইতে,
তোমাদের সমস্ত মানত হইতে ও তোমাদের
স্বেচ্ছাদত্ত সমস্ত নৈবেদ্য হইতে এই সকল ভিন্ন।
৩৯ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে ভূমির ফল সংগ্রহ
করিবার সময়ে তোমরা অবশ্য সাত দিন সদা-
প্রভুর উৎসব পালন করিবে; তাহার মধ্যে প্রথম
দিবস বিশ্রামার্থক দিন ও অষ্টম দিবস বিশ্রামা-
৪০ র্থক দিন হইবে। আর প্রথম দিবসে তোমরা
শোভাদায়ক বৃক্ষের ফল, খর্জ্জূর পত্র, জড়ান গাছের
শাখা এবং নদীতীরস্থ বাইসী বৃক্ষ লইয়া তোমা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত দিন আনন্দ
৪১ করিবে। আর তোমরা বৎসরের মধ্যে সাত দিন
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সেই উৎসব পালন করিবে;
ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী
বিধি। সপ্তম মাসে তোমরা সেই উৎসব পালন
৪২ করিবে। তোমরা সাত দিন কুটীরে বাস করিও;
ইস্রায়েল-বংশজাত সকলে কুটীরে বাস করিবে।
৪৩ ইহাতে তোমাদের ভাবী বংশ জ্ঞাত হইবে যে,
আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মিসরদেশ হইতে
বাহির করিয়া আনিবার সময়ে কুটীরে বাস করা-
ইয়াছিলাম; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
৪৪ তখন মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে সদা-
প্রভুর সমস্ত পর্ব্বের কথা কহিলেন।

নানা বিষয় সম্বন্ধীয় আদেশ।

২৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই আজ্ঞা কর। তাহা-
রা আলোর জন্য তোমার নিকটে উথলিতে
প্রস্তুত নির্ম্মল জিত-তৈল আনিবে, তদ্দ্বারা নিত্য
৩ নিত্য প্রদীপ জ্বালান যাইবে। হারোণ সমা-
গমের তাম্বুর মধ্যে সাক্ষ্যসিন্দুকের তিরস্করিণীর
বাহিরে সন্ধ্যাবধি প্রভাত পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে
নিত্য নিত্য তাহা স্থাপন করিবে; ইহা তোমা-
৪ দের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। সে
নির্ম্মল দীপ বৃক্ষের উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য
নিত্য ঐ প্রদীপ সকল স্থাপন করিবে।
৫ আর তুমি সূক্ষ্ম সুজি লইয়া দ্বাদশখানি পিষ্টক
পাক করিবে; তাহার প্রত্যেক পিষ্টক [ঐফার]

Digitized by Google

৬ দুই দশমাংশ হইবে। পরে তুমি এক এক পংক্তি-
তে ছয় ছয়খানি, এইরূপে দুই পংক্তি করিয়া
সদাপ্রভুর সম্মুখে নির্ম্মল মেজের উপরে তাহা
৭ রাখিবে। প্রত্যেক পংক্তির উপরে সূক্ষ্ম কুন্দুরু
দিবে; তাহা সেই রুটীর স্মরণার্থক অংশ বলিয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে।
৮ যাজক সর্ব্বদা প্রতিবিশ্রামবারে সদাপ্রভুর সম্মুখে
তাহা স্থাপন করিবে, তাহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের
৯ দেয়; এ চিরস্থায়ী নিয়ম। আর তাহা হারোণের
ও তাহার পুত্রগণের হইবে; তাহারা কোন পবিত্র
স্থানে তাহা ভোজন করিবে; কেননা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার
জন্য অতি পবিত্র; এ চিরস্থায়ী বিধি।
১০ পরে ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর, কিন্তু মিস্রীয় পুরুষের
এক পুত্র বাহির হইয়া ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে
গেল; এবং শিবিরমধ্যে সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর
পুত্র ও ইস্রায়েলের কোন পুরুষ বিবাদ করিল।
১১ তখন সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্র [সদাপ্রভুর]
নামের নিন্দা করিয়া শাপ দিল, তাহাতে লোকেরা
তাহাকে মোশির নিকটে লইয়া গেল। তাহার
মাতার নাম শলোমীৎ, সে দানবংশীয় দিব্রির
১২ কন্যা। লোকেরা সদাপ্রভুর মুখে স্পষ্ট আদেশ
পাইবার অপেক্ষায় তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল।
১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ঐ শাপ-
১৪ দায়ীকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাও; পরে
যাহারা তাহার কথা শুনিয়াছে, তাহারা সকলে
তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করুক, এবং সমস্ত মণ্ডলী
১৫ প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করুক। আর তুমি ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণকে কহ, যে কেহ আপন ঈশ্বরকে
১৬ শাপ দেয়, সে আপন পাপ বহন করিবে। আর
যে সদাপ্রভুর নামের নিন্দা করে, তাহার প্রাণ-
দণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরা-
ঘাতে বধ করিবে; বিদেশী হউক আর স্বদেশীয়
হউক, সেই নামের নিন্দা করিলে উহার প্রাণদণ্ড
১৭ হইবে। আর যে কেহ কোন মনুষ্যকে বধ করে,
১৮ তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। আর যে কেহ
পশু বধ করে, সে তাহার শোধ দিবে; প্রাণের
১৯ পরিশোধে প্রাণ। যদি কেহ আপন সজাতীয়ের
গাত্রে ক্ষত করে, তবে সে যেমন করিয়াছে, তাহার
২০ প্রতি তেমনি করা যাইবে। অঙ্গভঙ্গের পরিশোধে
অঙ্গভঙ্গ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে
দন্ত; মনুষ্যের যে যেমন ক্ষত করে, তাহার প্রতি
২১ তেমনি করা যাইবে। যে জন, পশু বধ করে, সে
তাহার শোধ দিবে, কিন্তু যে জন মনুষ্য বধ করে,
২২ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তোমাদের স্বদেশীয় ও
বিদেশীয় উভয়েরই জন্য একরূপ শাসন হইবে;
২৩ কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। পরে
মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বলিলেন,
তাহাতে তাহারা সেই শাপদায়ীকে শিবিরের
বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিল;
মোশিকে সদাপ্রভু যেমন আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল।

বিশ্রাম বৎসর ও যোবেল বৎসরের নিয়ম।

২৫ আর সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে মোশিকে
কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ,
২ তাহাদিগকে বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব,
তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করিলে সদাপ্রভুর
৩ উদ্দেশে ভূমি বিশ্রাম ভোগ করিবে। ছয় বৎসর
কাল তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে, ছয়
বৎসর কাল আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িবে, ও তাহার
৪ ফল সংগ্রহ করিবে। কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির
বিশ্রামার্থক বিশ্রামকাল, সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিশ্রামকাল হইবে; তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ
বপন করিও না, ও আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িও না;
৫ তুমি আপন ক্ষেত্রের স্বতঃ উৎপন্ন শস্য কাটিবে না,
ও আঝোড়া দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিবে না;
৬ উহা ভূমির বিশ্রামার্থক বৎসর হইবে। আর
ভূমির বিশ্রাম তোমাদের ভক্ষ্যের জন্য হইবে;
ভূমির সমস্ত দ্রব্যই তোমার, তোমার দাসের ও
দাসীর, তোমার বেতনজীবী ভৃত্যের ও তোমার
৭ সহবাসী বিদেশীর, এবং তোমার পশুর ও তোমার
দেশের বনপশুর ভক্ষ্যের জন্য হইবে।
৮ আর তুমি আপনার জন্য সাত বিশ্রামবৎসর,
সাত গুণ সাত বৎসর, গণনা করিবে; তাহাতে
তোমার গণিত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রামবৎসরে
৯ ঊনপঞ্চাশ বৎসর হইবে। তখন সপ্তম মাসের
দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তূরীবাদ্য করিবে;
প্রায়শ্চিত্তদিনে তোমাদের সমস্ত দেশে তূরী বাজা-
১০ ইবে। আর তোমরা পঞ্চাশত্তম বৎসরকে পবিত্র
করিবে, এবং সমস্ত দেশে তথাকার সমস্ত নি-
বাসীর কাছে মুক্তি ঘোষণা করিবে; উহা তোমা-
দের জন্য যোবেল [তূরীধ্বনির মহোৎসব] হইবে;
এবং তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে
ফিরিয়া যাইবে, ও প্রতিজন আপন আপন
১১ গোষ্ঠীর নিকটে ফিরিয়া যাইবে। তোমাদের
নিমিত্ত পঞ্চাশত্তম বৎসর যোবেল হইবে; তোমরা
বীজ বুনিও না, স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ছেদন করিও
না, এবং আঝোড়া দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিও
১২ না। কেননা উহাই যোবেল, উহা তোমাদের
পক্ষে পবিত্র হইবে; তথাপি তোমরা ক্ষেত্রোৎপন্ন
১৩ শস্যাদি ভক্ষণ করিতে পারিবে। ঐ যোবেল বৎ-
সরে তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে
ফিরিয়া যাইবে।

Digitized by Google

১৪ যদি তুমি আপন সজাতীয়ের নিকটে কোন
ভূম্যাদি বিক্রয় কর, কিম্বা আপন সজাতীয়ের হস্ত
হইতে ক্রয় কর, তবে তোমরা পরস্পর অন্যায়
১৫ করিও না। তুমি যোবেলের পরে বৎসর-সংখ্যা-
নুসারে আপন সজাতীয় হইতে ক্রয় করিবে, এবং
ফলোৎপত্তির বৎসর-সংখ্যানুসারে তোমার কাছে
১৬ সে বিক্রয় করিবে। তুমি বৎসরের আধিক্য অনু-
সারে তাহার মূল্য অধিক করিবে, ও বৎসরের
ন্যূনতা অনুসারে মূল্য হ্রাস করিবে; কেননা সে
তোমার কাছে ফলোৎপত্তি কালের সংখ্যানুসারে
১৭ বিক্রয় করে। অতএব তোমরা আপন আপন
সজাতীয়ের প্রতি অন্যায় করিও না, কিন্তু আপন
ঈশ্বরকে ভয় করিও, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমা-
দের ঈশ্বর।
১৮ আর তোমরা আমার বিধি অনুসারে আচরণ
করিবে, আমার শাসন সকল মানিবে, ও তাহা
পালন করিবে; তাহাতে দেশে নির্ভয়ে বাস করিবে।
১৯ আর ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিবে, তাহাতে
তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করিবে, ও দেশে
২০ নির্ভয়ে বাস করিবে। আর যদি তোমরা বল,
দেখ, ক্ষেত্রে বপন না করিলে ও উৎপন্ন ফল সং-
গ্রহ না করিলে আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব?
২১ তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ
করিব; তাহাতে তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য
২২ উৎপন্ন হইবে। পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন
করিবে, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য
ভোজন করিবে; যাবৎ ফল না হয়, তাবৎ পুরা-
২৩ তন শস্য ভোজন করিবে। আর দেশের ভূমি চির-
কালের নিমিত্ত বিক্রীত হইবে না, কেননা তাহা
আমারই ভূমি; তোমরা ত আমার সহিত বিদেশী
২৪ ও প্রবাসী। আর তোমরা আপনাদের অধিকৃত
দেশের সর্ব্বত্র ভূমি মুক্ত করিতে দিও।
২৫ তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া আপন অধি-
কারের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তি-
কর্ত্তা নিকটস্থ জ্ঞাতি আসিয়া আপন ভ্রাতার
২৬ বিক্রীত ভূমি মুক্ত করিয়া লইবে। যাহার মুক্তি-
কর্ত্তা নাই, সে যদি আপনি তাহা মুক্ত করিতে
২৭ সমর্থ হয়, তবে সে তাহার বিক্রয়ের বৎসর
গণনা করিয়া তদনুসারে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে
ফিরাইয়া দিবে; এইরূপে সে আপন অধিকারে
২৮ ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সে তাহা ফিরাইয়া
লইতে অসমর্থ হয়; তবে সেই বিক্রীত অধিকার
যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার হস্তে থাকিবে;
যোবেলে তাহা মুক্ত হইবে, এবং সে আপন
অধিকারে ফিরিয়া যাইবে।
২৯ আর যদি কেহ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যস্থিত
বাসগৃহ বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয়-বৎসরের
শেষ পর্য্যন্ত তাহা মুক্ত করিবার অধিকারী থাকিবে,
পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত করিতে
৩০ পারিবে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ এক বৎসর কালের
মধ্যে তাহা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরবেষ্টিত
নগরে স্থিত সেই গৃহ পুরুষপরম্পরায় ক্রয়কর্ত্তার
চিরস্থায়ী অধিকার হইবে; তাহা যোবেলে মুক্ত
৩১ হইবে না। কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে স্থিত গৃহ
ভূমির মধ্যে গণ্য হইবে; তাহা মুক্ত করা যাইতে
৩২ পারে, এবং যোবেলে তাহা মুক্ত হইবে। কিন্তু
লেবীয়দের নগর সকল ও তাহাদের অধিকৃত নগ-
রের গৃহ সকল মুক্ত করিবার অধিকার লেবীয়দের
৩৩ সর্ব্বদাই থাকিবে। যদি লেবীয়দের কেহ মুক্ত
করে, তবে সেই বিক্রীত গৃহ এবং তাহার অধি-
কারস্থ নগর যোবেলে মুক্ত হইবে; কেননা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের মধ্যে লেবীয়দের নগরস্থ গৃহ
৩৪ সকল তাহাদের অধিকার। আর তাহাদের নগ-
রের প্রান্তরভূমি বিক্রীত হইবে না; কেননা তাহাই
তাহাদের চিরস্থায়ী অধিকার।
৩৫ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়, ও তোমার
নিকটে ক্ষীণধন হয়, তবে তুমি তাহার উপকার
করিবে; সে বিদেশী ও প্রবাসীর ন্যায় তোমার
৩৬ সহিত জীবন ধারণ করিবে। তুমি তাহা হইতে
সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে
ভয় করিয়া তোমার ভ্রাতাকে তোমার সহিত জীবন
৩৭ ধারণ করিতে দিবে। তুমি সুদের জন্য তাহাকে
টাকা দিবে না, ও বৃদ্ধির জন্য তাহাকে অন্ন দিবে
৩৮ না। আমি সদাপ্রভু তোমাদের সেই ঈশ্বর; যিনি
তোমাদিগকে কনানদেশ দিবার জন্য ও তোমাদের
ঈশ্বর হইবার জন্য তোমাদিগকে মিসরদেশ
হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।
৩৯ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া তোমার
নিকটে বিক্রীত হয়, তবে তুমি তাহাকে দাসের
৪০ ন্যায় দাস্য কর্ম্ম করাইও না। সে বেতনজীবী
ভৃত্যের ন্যায় কিম্বা প্রবাসীর ন্যায় তোমার সঙ্গে
থাকিয়া যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তোমার দাস্যকর্ম্ম
৪১ করিবে। পরে সে আপন সন্তানগণের সহিত
তোমার নিকট হইতে মুক্ত হইয়া আপন গোষ্ঠীর
কাছে ফিরিয়া যাইবে, ও আপন পৈতৃকাধিকারে
৪২ ফিরিয়া যাইবে। কেননা তাহারা আমারই দাস,
যাহাদিগকে আমি মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া
আনিয়াছি; তাহারা দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে
৪৩ না। তুমি তাহার উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব করিও না,
৪৪ কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও। তোমাদের
চতুর্দ্দিক্‌স্থ জাতিদিগের মধ্য হইতেই তোমরা দাস
ও দাসী রাখিবে; তাহাদের হইতে তোমরা দাস
৪৫ ও দাসী ক্রয় করিও। আর তোমাদের মধ্যে
প্রবাসী বিদেশীয় সন্তানদের হইতে, এবং তোমা-
দের দেশে তাহাদের হইতে উৎপন্ন তাহাদের যে
যে গোষ্ঠী তোমাদের সহবর্ত্তী আছে, তাহাদের

Digitized by Google

হইতেও ক্রয় করিও, এবং তাহারা তোমাদের
৪৬ অধিকার হইবে। আর তোমরা আপন আপন
ভাবী সন্তানদের অধিকারের নিমিত্তে দায়ভাগ দ্বারা
তাহাদিগকে দিতে পার, এবং নিত্য আপনাদের
দাস্যকর্ম্ম তাহাদিগকে দিয়া করাইতে পার; কিন্তু
তোমাদের ভ্রাতা ইস্রায়েল-সন্তানদিগের মধ্যে
তোমরা কেহ কাহারও উপরে কঠিন কর্তৃত্ব
করিবে না।
৪৭ আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদেশী কিম্বা
প্রবাসী ধনবান্ হয়, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী
তোমার ভ্রাতা দরিদ্র হইয়া যদি তোমার সহবর্ত্তী
প্রবাসী, বিদেশী কিম্বা বিদেশীয় গোত্রস্থ কোন
৪৮ লোকের কাছে বিক্রীত হয়, তবে সে বিক্রীত হই-
বার পরে মুক্ত হইতে পারিবে; তাহার জ্ঞাতির
৪৯ মধ্যে কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে। তাহার
পিতৃব্য কিম্বা পিতৃব্যের পুত্র তাহাকে মুক্ত করিবে,
কিম্বা তাহার গোষ্ঠীভুক্ত নিকটবর্ত্তী কোন জ্ঞাতি
তাহাকে মুক্ত করিবে; কিম্বা যদি সে আপনি সমর্থ
৫০ হয়, তবে আপনাকে মুক্ত করিবে। তাহাতে তাহার
বিক্রয়বৎসর অবধি যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রে-
তার সহিত হিসাব হইলে বৎসরের সংখ্যানুসারে
তাহার মূল্য হইবে; উহার কাছে তাহার থাকি-
বার সময় বেতনজীবীর দিনের ন্যায় হইবে।
৫১ যদি অনেক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে তদনু-
সারে সে ক্রয়মূল্য হইতে আপনার মোচনের মূল্য
৫২ ফিরাইয়া দিবে। যদি যোবেল বৎসরের অল্প
বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে সে তাহার সহিত
হিসাব করিয়া সেই সেই বৎসরানুসারে আপ-
৫৩ নার মোচনের মূল্য ফিরাইয়া দিবে। বৎসর-
বৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় সে তাহার সহিত থাকিবে;
তোমার সাক্ষাতে সে তাহার উপরে কঠিন কর্তৃত্ব
৫৪ করিবে না। আর যদি সে ঐ সকল বৎসরে মুক্ত
না হয়, তবে যোবেল বৎসরে আপন সন্তান-
৫৫ গণের সহিত মুক্ত হইয়া যাইবে। কেননা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আমারই দাস; তাহারা আমার
দাস, যাহাদিগকে আমি মিসরদেশ হইতে বাহির
করিয়া আনিয়াছি; আমি সদাপ্রভু তোমাদের
ঈশ্বর।

ঈশ্বরীয় নানা প্রতিজ্ঞা ও চেতনা-বাক্য।

২৬ তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা
কল্পনা করিও না, এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা
স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত
করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন খোদিত
প্রস্তর রাখিও না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমা-
২ দের ঈশ্বর। তোমরা আমার বিশ্রামবার সকল
পালন করিও, ও আমার ধর্ম্মধামের সমাদর
করিও; আমি সদাপ্রভু।
৩ যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার
৪ আজ্ঞা সকল মান ও সে সমস্ত পালন কর, তবে
আমি যথাকালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব;
তাহাতে ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে, ও ক্ষেত্রের
৫ বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল দিবে। তোমাদের শস্য-
মর্দ্দনকাল দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ও
দ্রাক্ষাচয়নকাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে;
এবং তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবে,
৬ ও নিরাপদে নিজ দেশে বাস করিবে। আর আমি
দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে
কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না; এবং আমি
তোমাদের দেশ হইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর
করিয়া দিব; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ
৭ করিবে না। আর তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে
তাড়াইয়া দিবে, ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে
৮ খড়্গে পতিত হইবে। আর তোমাদের পাঁচ জন
তাহাদের এক শত জনকে তাড়াইয়া দিবে, তোমা-
দের এক শত জন দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া
দিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে
৯ খড়্গে পতিত হইবে। আর আমি তোমাদের প্রতি
প্রসন্নবদন হইব, তোমাদিগকে প্রজাবন্ত ও বহু-
বংশ করিব, ও তোমাদের সহিত আমার নিয়ম
১০ স্থির করিব। আর তোমরা সঞ্চিত পুরাতন শস্য
ভোজন করিবে, ও নূতনের সম্মুখ হইতে পুরাতন
১১ শস্য বাহির করিবে। আর আমি তোমাদের মধ্যে
আপন আবাস রাখিব, আমার প্রাণ তোমাদিগকে
১২ ঘৃণার্হ বোধ করিবে না। আমি তোমাদের মধ্যে
গমনাগমন করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব, এবং
১৩ তোমরা আমার প্রজা হইবে। আমি সদাপ্রভু
তোমাদের ঈশ্বর; আমি মিস্রীয়দের দেশ হইতে
তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের
দাস থাকিতে দিই নাই; আমি তোমাদের
যোঁয়ালিকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া সোজাভাবে তোমাদিগকে
গমন করাইয়াছি।
১৪ কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা না শুন, ও
১৫ আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, যদি
আমার বিধি হেয়জ্ঞান কর, ও আমার শাসন
সকল ঘৃণা কর, এইরূপে আমার আজ্ঞা পালন
১৬ না করিয়া আমার নিয়ম ভঙ্গ কর, তবে আমিও
তোমাদের প্রতি এই ব্যবহার করিব; তোমাদের
জন্য নেত্রক্ষীণতাজনক ও প্রাণব্যথাদায়ক বিহ্ব-
লতা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর নিরূপণ করিব; এবং
তোমাদের বীজ বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমা-
১৭ দের শত্রুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। আর আমি
তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব; তাহাতে তোমরা
আপন শত্রুগণের সম্মুখে নিহত হইবে, তোমা-
দের বৈরিগণ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে, এবং
১৮ কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা পলা-

Digitized by Google

১৮ য়ন করিবে। আর যদি তোমরা ইহাতেও আমার
বাক্যে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের
পাপপ্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ অধিক শাস্তি
১৯ দিব। আমি তোমাদের বলের গর্ব্ব চূর্ণ করিব, ও
তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও ভূমি পিত্তলের
২০ মত করিব। তাহাতে তোমাদের বল নিরর্থক
নিঃশেষ হইবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য
উৎপন্ন করিবে না, ও দেশস্থ বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল
২১ দিবে না। আর যদি তোমরা আমার বিপরীত
আচরণ কর, ও আমার কথা শুনিতে না চাও,
তবে আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদের
২২ প্রতি আরও সাত গুণ উৎপাত ঘটাইব। আর
তোমাদের প্রতিকূলে বনপশুগণকে প্রেরণ করিব;
তাহারা তোমাদের সন্তান হরণ করিবে, তোমাদের
পশুপাল বিনষ্ট করিবে, তোমাদিগকে সংখ্যায়
ন্যূন করিবে; আর তোমাদের রাজপথ সকল
২৩ ধ্বংসিত হইবে। ইহাতেও যদি আমার দ্বারা
শাসিত না হও, কিন্তু আমার বিপরীত আচরণ
২৪ কর, তবে আমিও তোমাদের বিপরীত আচরণ
করিব, ও তোমাদের পাপ প্রযুক্ত আমিই তোমা-
২৫ দিগকে সাত বার আঘাত করিব। আমি নিয়ম-
লঙ্ঘনের প্রতিফল দিবার জন্য তোমাদের উপরে
খড়্গ আনিব, তোমরা আপন আপন নগরমধ্যে
একত্রীভূত হইবে, আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী
পাঠাইব, এবং তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবে।
২৬ আমি তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিলে দশ জন
স্ত্রীলোক এক চুলাতে তোমাদের রুটী পাক করিবে,
ও তৌল করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা
২৭ তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইবে না। আর ইহাতেও যদি
তোমরা আমার কথা না শুনিয়া আমার বিপরীত
২৮ আচরণ কর, তবে আমি ক্রোধে তোমাদের বিপ-
রীত আচরণ করিব, এবং আমিই তোমাদের পাপ
২৯ প্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ শাস্তি দিব। আর
তোমরা আপন আপন পুত্রগণের মাংস ভোজন
করিবে, ও আপন আপন কন্যাগণের মাংসও
৩০ ভোজন করিবে। আর আমি তোমাদের উচ্চস্থল
সকল ভগ্ন করিব, তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল
নষ্ট করিব, ও তোমাদের পুত্তলিকাদের শবের
উপরে তোমাদের শব ফেলিয়া দিব; এবং
৩১ আমার প্রাণ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে। আর
আমি তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন করিব,
তোমাদের ধর্ম্মধাম সকল ধ্বংস করিব, ও তোমা-
৩২ দের সৌরভের আঘ্রাণ লইব না। আর আমিই
দেশ ধ্বংস করিব, ও তত্রবাসী তোমাদের শত্রুগণ
৩৩ তদ্বিষয়ে চমৎকৃত হইবে। আর আমি তোমা-
দিগকে জাতিদের মধ্যে বিকীর্ণ করিব, ও তোমাদের
পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব, তাহাতে তোমাদের
দেশ ধ্বংসস্থান ও তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন
৩৪ হইবে। তখন যত দিন দেশ ধ্বংসস্থান থাকিবে
ও তোমরা শত্রুগণের দেশে বাস করিবে, তত দিন
ভূমি স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ করিবে; তৎকালে
ভূমি বিশ্রাম পাইবে, ও স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ
৩৫ করিবে। যত কাল দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া থাকিবে,
তত কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা তোমাদের
বসতিকালে দেশ তোমাদের বিশ্রামকালে বিশ্রাম
৩৬ ভোগ করিত না। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা
অবশিষ্ট থাকিবে, আমি শত্রুদেশে তাহাদের
হৃদয়ে বিষণ্ণতা প্রেরণ করিব, এবং চালিত পত্রের
শব্দ তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে; লোকে
যেমন খড়্গের মুখ হইতে পলায়, তাহারা তদ্রূপ
পলাইবে, এবং কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও
৩৭ পতিত হইবে। কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও
তাহারা যেমন খড়্গের সম্মুখে, তেমনি এক জন
অন্যের উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের
সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমাদের ক্ষমতা হইবে না।
৩৮ আর তোমরা জাতিগণের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, ও
তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস
৩৯ করিবে। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট
থাকিবে, তাহারা আপন আপন অপরাধে শত্রু-
দেশে ক্ষয় পাইবে, এবং আপনাদের পিতৃপুরুষ-
দেরও অপরাধে তাহাদের সহিত ক্ষয় পাইবে।
৪০ আর তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে,
আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন এবং আমার বিপরীত
আচরণ করাতে তাহাদের অপরাধ ও তাহাদের
৪১ পিতৃপুরুষদের অপরাধ হইয়াছে, এবং আমিও
তাহাদের বিপরীত আচরণ করিয়াছি, আর তাহা-
দিগকে শত্রুদেশে আনিয়াছি। তখন যদি তাহা-
দের অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় নম্র হয়, ও তাহারা আপন
৪২ আপন অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে, তবে আমি
যাকোবের সহিত কৃত আমার নিয়ম স্মরণ করিব,
এবং ইস্হাকের সহিত কৃত আমার নিয়ম ও
অব্রাহামের সহিত কৃত আমার নিয়মও স্মরণ
৪৩ করিব, আর দেশকেও স্মরণ করিব। দেশও তাহা-
দের কর্তৃক পরিত্যক্ত থাকিবে, ও তাহাদের অবর্ত্ত-
মানে ধ্বংসস্থান হইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ
করিবে, এবং তাহারা আপনাদের অপরাধের দণ্ড
গ্রাহ্য করিবে; কারণ এই যে, তাহারা আমার
শাসন হেয়জ্ঞান করিত ও তাহাদের প্রাণ আমার
৪৪ বিধি ঘৃণা করিত। তথাপি যখন তাহারা শত্রুদের
দেশে থাকিবে, তখন আমি নিঃশেষে বিনাশার্থে
কিম্বা তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গার্থে
তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিব না, এবং ঘৃণাও করিব
না; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর।
৪৫ আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইবার জন্য যাহা-
দিগকে জাতিগণের সাক্ষাতে মিসরদেশ হইতে
বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পিতৃ-

Digitized by Google

পুরুষদের সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের
মঙ্গলার্থে স্মরণ করিব ; আমি সদাপ্রভু।
৪৬ সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশি দ্বারা আপনার
ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে এই সকল বিধি,
শাসন ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

মানত বিষয়ক ব্যবস্থা।

২৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
যদি কেহ বিশেষ মানত করে, তবে তোমার নিরূ-
পণীয় মূল্যানুসারে প্রাণী সকল সদাপ্রভুর হইবে।
৩ তোমার নিরূপণীয় মূল্য এই ; বিংশতি বৎসর
বয়স অবধি ষষ্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষ
হইলে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পবিত্র স্থানের
৪ শেকল অনুসারে পঞ্চাশ শেকল রৌপ্য। কিন্তু
যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য
৫ ত্রিশ শেকল হইবে। যদি পাঁচ বৎসর বয়স অবধি
বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে তোমার
নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে বিংশতি শেকল ও
৬ স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হইবে। যদি এক মাস
বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে
তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পাঁচ শেকল
৭ ও স্ত্রীর পক্ষে তিন শেকল রৌপ্য হইবে। যদি
ষষ্টি বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বয়স হয়, তবে
তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পনের
৮ শেকল ও স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হইবে। কিন্তু
যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত তোমার নিরূপণীয় মূল্য দিতে
সে অক্ষম হয়, তবে যাজকের নিকটে আনীত
হইবে, এবং যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে ;
মানতকারী ব্যক্তির সংস্থান অনুসারে যাজক
তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে।
৯ আর যদি কেহ সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গের
জন্য পশু দান করে, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দত্ত
১০ তাদৃশ সমস্ত পশু পবিত্র বস্তু হইবে। সে তাহার
অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিবে না, মন্দের পরিবর্ত্তে
ভাল, কিম্বা ভালর পরিবর্ত্তে মন্দ দিবে না ; যদি
সে কোন প্রকারে পশুর সহিত পশুর পরিবর্ত্ত করে,
তবে তাহা এবং তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র
১১ হইবে। আর যাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার-
রূপে উৎসর্গ করা যায় না, এমন কোন অশুচি
পশু যদি কেহ দান করে, তবে সে ঐ পশুকে
১২ যাজকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ঐ পশু ভাল
কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ
করিবে ; তোমার অর্থাৎ যাজকের নিরূপণানু-
১৩ সারেই মূল্য হইবে। কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে
তাহা মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূ-
পিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে।
১৪ আর যদি কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে
আপন গৃহ পবিত্র করে, তবে তাহা ভাল কিম্বা
মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে ;
যাজক তাহার যে মূল্য নিরূপণ করিবে, তাহাই
১৫ স্থির হইবে। আর তৎপবিত্রকারী লোক যদি
আপন গৃহ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার
নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে ; তাহা
১৬ করিলে গৃহ তাহার হইবে। আর যদি কেহ
আপনার অধিকৃত ক্ষেত্রের কোন অংশ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে তাহার বপনীয় বীজানু-
সারে তাহার মূল্য তোমার নিরূপণীয় হইবে ;
এক এক হোমর পরিমিত যবের বীজের প্রতি
১৭ পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল করিয়া রৌপ্য। যদি সে
যোবেল বৎসরাবধি আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে,
তবে তোমার নিরূপণীয় সেই মূল্যানুসারে তাহা
১৮ স্থির হইবে। কিন্তু যদি সে যোবেলের পরে
আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে, তবে যাজক আগামী
যোবেল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যানুসারে
তাহার দেয় রৌপ্য গণনা করিবে, এবং তদনুসারে
১৯ তোমার নিরূপণীয় মূল্য ন্যূন করা যাইবে। আর
তৎপবিত্রকারী লোক যদি কোন প্রকারে আপন
ক্ষেত্র মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূ-
পণীয় রৌপ্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিলে তাহা
২০ তাহার হইবে। কিন্তু যদি সে সেই ক্ষেত্র মুক্ত না
করে, কিম্বা যদি অন্য কাহারও কাছে সেই ক্ষেত্র
বিক্রয় করে, তবে তাহা আর কখনও মুক্ত হইবে
২১ না ; সেই ক্ষেত্র যোবেল বৎসরে ক্রেতার হস্ত
হইতে গিয়া বর্জ্জিত ভূমির ন্যায় সদাপ্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহাতে যাজকের অধি-
২২ কার হইবে। আর যদি কেহ আপন পৈতৃক ক্ষেত্র
ব্যতিরেকে আপনার ক্রীত ক্ষেত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে
২৩ পবিত্র করে, তবে যাজক তোমার নিরূপণীয়
মূল্যানুসারে যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেয়
রৌপ্য গণনা করিবে, আর সে তদ্দিবসে তোমার
নিরূপিত মূল্য দিবে ; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
২৪ পবিত্র। যোবেল বৎসরে সেই ক্ষেত্র বিক্রেতার
হস্তে, অর্থাৎ সেই ভূমি যাহার পৈতৃক অধিকার,
২৫ তাহার হস্তে পুনর্দ্দত্ত হইবে। আর তোমার নিরূ-
পণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
হইবে ; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়।
২৬ কেবল প্রথমজাত পশুবৎস সকল সদাপ্রভুর
উদ্দেশে প্রথমজাত হওয়াতে কেহই তাহা পবিত্র
করিতে পারিবে না ; গোরু হউক, কিম্বা মেষ হউক,
২৭ তাহা সদাপ্রভুর। যদি সেই পশু অশুচি হয়, তবে
সে তোমার নিরূপণীয় মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিয়া
তাহাকে মুক্ত করিতে পারে, মুক্ত না হইলে তাহা
তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।
২৮ আর কোন ব্যক্তি আপনার সর্ব্বস্ব হইতে,
মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ক্ষেত্র হইতে যে কিছু

Digitized by Google

সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জ্জিত করে, তাহা বিক্রীত
কিম্বা মুক্ত হইবে না; প্রত্যেক বর্জ্জিত বস্তু সদা-
২৯ প্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র। মনুষ্যদের মধ্যে যে
কেহ বর্জ্জিত হয়, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে না;
সে নিতান্ত বধ্য হইবে।
৩০ আর ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল হউক,
ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ সদাপ্রভুর;
৩১ তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। আর যদি কেহ
আপন দশমাংশ হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চাহে,
৩২ তবে সে তাহার পঞ্চমাংশ অধিক দিবে। আর
গোমেষপালের দশমাংশ, পাঁচনির নীচে দিয়া
যাহা কিছু যায়, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু,
৩৩ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে। তাহা ভাল কি
মন্দ, ইহার অনুসন্ধান সে করিবে না, ও তাহার
পরিবর্ত্ত করিবে না; কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে
তাহার পরিবর্ত্ত করে, তবে তাহা ও তাহার বিনি-
ময় উভয়ই পবিত্র হইবে; তাহা মুক্ত করা
যাইবে না।
৩৪ সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
জন্য মোশিকে এই সকল আদেশ করিলেন।

গণনাপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত চতুর্থ পুস্তক।

ইস্রায়েলীয়দের গোষ্ঠী গণনা।

১ মিসরদেশ হইতে লোকদের বাহির হইয়া
আসিবার দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের
প্রথম দিবসে সদাপ্রভু সীনয় প্রান্তরের সমাগমের
২ তাম্বুতে মোশিকে কহিলেন, তোমরা লোকদের গোষ্ঠী
অনুসারে ও পিতৃকুলানুসারে ও নাম সংখ্যানু-
সারে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ
৩ প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা গ্রহণ কর। বিং-
শতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যত পুরুষ ইস্রা-
য়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য, তাহাদের সৈন্যানু-
সারে তুমি ও হারোণ তাহাদিগকে গণনা কর।
৪ আর প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন, আপন
আপন পিতৃকুলের প্রধান ব্যক্তি, তোমাদের সহ-
কারী হইবে।
৫ আর যে ব্যক্তিরা তোমাদের সহকারী হইবে,
তাহাদের এই এই নাম। রূবেণের পক্ষে শদেয়ূ-
৬ রের পুত্র ইলীষূর। শিমিয়োনের পক্ষে সূরী-
৭ শদ্দয়ের পুত্র শলূমীয়েল। যিহূদার পক্ষে অম্মী-
৮ নাদবের পুত্র নহশোন। ইষাখরের পক্ষে সূয়া-
৯ রের পুত্র নথনেল। সবূলূনের পক্ষে হেলোনের
১০ পুত্র ইলীয়াব। যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্র-
য়িমের পক্ষে অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা, মনঃশির
১১ পক্ষে পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল। বিন্যামীনের
১২ পক্ষে গিদিয়োনির পুত্র অবীদান। দানের পক্ষে
১৩ অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর। আশেরের পক্ষে
১৪ অক্রণের পুত্র পগীয়েল। গাদের পক্ষে দূয়েলের পুত্র
১৫ ইলীয়াসফ। নপ্তালির পক্ষে ঐননের পুত্র অহীর।
১৬ ইঁহারা মণ্ডলীর সমাহূত লোক ও আপন আপন
পিতৃবংশের অধ্যক্ষ এবং ইস্রায়েলের সহস্রপতি
ছিলেন।
১৭ তখন মোশি ও হারোণ পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট
১৮ ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইলেন। আর দ্বিতীয় মাসের
প্রথম দিবসে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া মস্ত-
কের সংখ্যামতে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক লোকদের নাম-সংখ্যানুসারে তাহাদের
১৯ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল লিখিলেন। এইরূপে মোশি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সীনয় প্রান্তরে তাহা-
দিগকে গণনা করিলেন।
২০ ইস্রায়েলের প্রথমজাত যে রূবেণ, তাহার সন্তান-
গণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়।
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমন-

Digitized by Google

যোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম-সংখ্যানুসারে
২১ রূবেন বংশের গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র
পাঁচ শত।
২২ শিমিয়োনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততো-
ধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক
২৩ ও নাম-সংখ্যানুসারে শিমিয়োন বংশের গণিত
লোক উনষাট সহস্র তিন শত।
২৪ গাদের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে
২৫ গাদ বংশের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয়
শত পঞ্চাশ।
২৬ যিহূদার সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
২৭ সারে যিহূদা বংশের গণিত লোক চোয়াত্তর সহস্র
ছয় শত।
২৮ ইষাখরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
২৯ সংখ্যানুসারে ইষাখর বংশের গণিত লোক
চোয়ান্ন সহস্র চারি শত।
৩০ সবূলূনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৩১ সংখ্যানুসারে সবূলূন বংশের গণিত লোক সাতান্ন
সহস্র চারি শত।
৩২ যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্রয়িমের সন্তান-
গণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়।
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমন-
৩৩ যোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে ইফ্রয়িম
বংশের গণিত লোক চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।
৩৪ মনঃশির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
৩৫ সারে মনঃশি বংশের গণিত লোক বত্রিশ সহস্র
দুই শত।
৩৬ বিন্যামীনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততো-
ধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৩৭ সংখ্যানুসারে বিন্যামীন বংশের গণিত লোক
পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত।
৩৮ দানের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
৩৯ সারে দান বংশের গণিত লোক বাষট্টি সহস্র
সাত শত।
৪০ আশেরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৪১ সংখ্যানুসারে আশের বংশের গণিত লোক এক-
চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।
৪২ নপ্তালির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৪৩ সংখ্যানুসারে নপ্তালি বংশের গণিত লোক
তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত।
৪৪ এই সকল লোক মোশি ও হারোণকর্তৃক, এবং
ইস্রায়েলের বার জন অধ্যক্ষ অর্থাৎ আপন
আপন পিতৃকুলের এক এক জন অধ্যক্ষ কর্তৃক
৪৫ গণিত হইল। স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
৪৬ পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয়
লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল।
৪৭ আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহা-
৪৮ দিগের মধ্যে গণিত হইল না। কেননা সদাপ্রভু
৪৯ মোশিকে বলিয়াছিলেন, তুমি কেবল লেবি বংশের
গণনা করিও না, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে
৫০ তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাক্ষ্যের
আবাস ও তাহার সকল পাত্র ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত
দ্রব্যের তত্ত্বাবধানার্থে লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিও;
তাহারা আবাস ও তাহার সমস্ত পাত্র বহিবে,
এবং তাহারা তৎসংক্রান্ত পরিচর্য্যা করিবে, ও
৫১ আবাসের চারি দিকে সন্নিবেশিত হইবে। আর
আবাস তুলিবার সময়ে লেবীয়েরা তাহা ভাঙ্গিবে;
এবং আবাস স্থাপনের সময়ে লেবীয়েরা তাহা
স্থাপন করিবে; অন্য গোষ্ঠীর লোক তাহার
৫২ নিকটে গেলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আপন আপন সৈন্যানুসারে আ-
পন আপন শিবিরে আপন আপন ধ্বজার সমীপে
৫৩ সন্নিবেশিত হইবে। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ না বর্ত্তে, এই নিমিত্ত
সাক্ষ্যের আবাসের চতুর্দ্দিকে লেবীয়েরা সন্নি-
বেশিত হইবে, এবং লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবাস
রক্ষা করিবে।
৫৪ ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল; সদা-
প্রভু মোশিকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
তদনুসারে সকলই করিল।

শিবিরে থাকিবার ও যাত্রা করিবার নিয়ম।

২ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতৃ-
২ কুলের অভিজ্ঞানসহিত ধ্বজার নিকটে সন্নিবেশিত

Digitized by Google

হইবে না, এবং আপন ঈশ্বরের ধর্ম্মধাম অপ-
বিত্র করিবে না, কেননা তাহার ঈশ্বরের অভি-
ষেক-তৈলের সংস্কার তাহার উপরে আছে ; আমি
১৩ সদাপ্রভু। আর সে কেবল অনূঢ়াকে বিবাহ
১৪ করিবে। বিধবা কি ত্যক্তা কি ভ্রষ্টা স্ত্রী কি
বেশ্যাকে বিবাহ করিবে না ; সে আপন লোক-
১৫ দের মধ্যে এক কুমারীকে বিবাহ করিবে। সে
আপন লোকদের মধ্যে আপন বংশ অপবিত্র
করিবে না, কেননা আমি সদাপ্রভু তাহার পবিত্র-
কারী।

১৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
১৭ হারোণকে বল, পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে
যাহার গাত্রে দোষ থাকে, সে আপন ঈশ্বরের
১৮ ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী না হউক। যে
কোন ব্যক্তির দোষ আছে, সে নিকটবর্ত্তী হইবে
না ; বিশেষতঃ অন্ধ কি খঞ্জ কি খাঁদা কি অধিকাঙ্গ
১৯ কি ভগ্নপদ কি ভগ্নহস্ত, কি কুব্জ কি বামন কি
২০ ছানিপড়া কি শ্বিত্ররোগী কি পামাবিশিষ্ট কি ভগ্ন-
২১ মুষ্ক ; কোন দোষবিশিষ্ট যে পুরুষ হারোণ যাজ-
কের বংশের মধ্যে আছে, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী হইবে
না ; তাহার দোষ আছে, সে আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য
২২ উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী হইবে না। সে আপন
ঈশ্বরের ভক্ষ্য অর্থাৎ অতি পবিত্র বস্তু ও পবিত্র
২৩ বস্তু ভোজন করিতে পারিবে ; কিন্তু তিরস্করিণীর
নিকটে প্রবেশ করিবে না, ও বেদির নিকটবর্ত্তী
হইবে না, কেননা তাহার দোষ আছে ; সে আমার
পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র করিবে না, কেননা
২৪ আমি সদাপ্রভু সে সকলের পবিত্রকারী। মোশি
হারোণকে, তাঁহার পুত্রগণকে ও সমস্ত ইস্রায়েল-
সন্তানকে এই কথা কহিলেন।

২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল, ইস্রায়েল-
২ সন্তানগণ আমার উদ্দেশে যাহা পবিত্র করে,
তাহাদের সেই পবিত্র বস্তু সকল হইতে তোমরা
স্বতন্ত্র থাকিও, আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিও
৩ না, আমিই সদাপ্রভু। তুমি তাহাদিগকে বল,
পুরুষানুক্রমে তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেহ
অশুচি হইয়া পবিত্র বস্তুর নিকটে, অর্থাৎ ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ কর্ত্তৃক সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রী-
কৃত বস্তুর নিকটে যাইবে, সে আমার সম্মুখ হইতে
৪ উচ্ছিন্ন হইবে ; আমি সদাপ্রভু। হারোণ বংশের
যে কেহ কুষ্ঠী কিম্বা প্রমেহী হয়, সে শুচি না হওয়া
পর্য্যন্ত পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। আর যে
কেহ মৃত দেহ ঘটিত অশুচি বস্তু স্পর্শ করে, কিম্বা
৫ যাহার রেতঃপাত হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি অশৌচ-
জনক কীটাদি জন্তুকে কিম্বা কোন প্রকার অশৌচ-
৬ বিশিষ্ট মনুষ্যকে স্পর্শ করে, সেই স্পর্শকারী
ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, এবং জলে
আপন গাত্র ধৌত না করিলে পবিত্র বস্তু ভোজন
৭ করিবে না। সূর্য্য অস্তগত হইলে সে শুচি হইবে ;
পরে পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে, কেননা তাহা
৮ তাহার আহারীয় দ্রব্য। আপনাকে অশুচি কর-
ণার্থে [যাজক] স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশুর মাংস
৯ ভোজন করিবে না ; আমি সদাপ্রভু। অতএব
তাহারা আমার আদেশ পালন করুক ; নতুবা
আপনাদিগকে অপবিত্র করিলে তাহারা তৎ-
প্রযুক্ত পাপ বহন করিবে ও মরিবে ; আমি সদা-
প্রভু তাহাদের পবিত্রকারী।

১০ আর অপর কোন লোক পবিত্র বস্তু ভোজন
করিবে না, ফলতঃ যাজকের গৃহপ্রবাসী কিম্বা
১১ বেতনজীবী পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। কিন্তু
যাজক নিজ রৌপ্য দিয়া যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয়
করে, সে তাহা ভোজন করিবে ; এবং তাহার গৃহ-
জাত লোকেরাও তাহার অন্ন ভোজন করিবে।
১২ আর যাজকের কন্যা যদি অন্য গোষ্ঠীভুক্ত লোকের
সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সে পবিত্র দ্রব্যের
১৩ উত্তোলনীয় উপহার ভোজন করিবে না। কিন্তু
যাজকের কন্যা যদি বিধবা কিম্বা ত্যক্তা হয়, আর
তাহার সন্তান না থাকে, এবং সে পুনর্ব্বার আসিয়া
বাল্যাবস্থার ন্যায় পিতৃগৃহে বাস করে, তবে সে
পিতার অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু অপর কোন
১৪ লোক তাহা ভোজন করিবে না। আর যদি কেহ
প্রমাদ বশতঃ পবিত্র বস্তু ভোজন করে, তবে সে
সেইরূপ পবিত্র বস্তু ও তাহার পঞ্চমাংশ অধিক
১৫ করিয়া যাজককে দিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ
আপনাদের যে যে পবিত্র বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে
নিবেদন করে, [যাজকেরা] তাহা অপবিত্র করিবে
১৬ না ; এবং তাহাদিগকে উহাদের পবিত্র বস্তু ভক্ষণ
দ্বারা দোষজন্য অপরাধরূপ ভারে ভারগ্রস্ত করিবে
না ; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহাদের পবিত্রকারী।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
১৮ হারোণকে, তাহার পুত্রগণকে ও সমস্ত ইস্রায়েল-
সন্তানকে কহ, তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলজাত
কিম্বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসকারী যে কেহ কোন
মানতপূর্ব্বক কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন উপহার
উৎসর্গ করে, সে যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম-
১৯ বলি উৎসর্গ করে, তবে সে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে
গোরুর কিম্বা মেষের কিম্বা ছাগের মধ্য হইতে
২০ নির্দ্দোষ পুংপশু উৎসর্গ করিবে। তোমরা সদোষ
কিছু উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহা তোমাদের
২১ পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না। আর কোন লোক যদি
মানত পূর্ণ করিবার জন্য কিম্বা স্বেচ্ছাদত্ত উপ-
হারার্থে গোমেষাদি পাল হইতে মঙ্গলার্থক বলি
উৎসর্গ করে, তবে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে তাহা
নির্দ্দোষ হইবে ; তাহাতে কোন দোষ থাকিবে

Digitized by Google

২২ না। অন্ধ কি ভগ্ন কি ক্ষতবিক্ষত কি আবযুক্ত কি
খিবযুক্ত কি পামাযুক্ত হইলে তোমরা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিও না, এবং তাহার
কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার
২৩ বলিয়া বেদিতে স্থাপন করিও না। আর তুমি
অধিকাঙ্গ কি হীনাঙ্গ গোরু, কিম্বা মেষ স্বেচ্ছাতে
উৎসর্গ করিতে পার, কিন্তু মানতের কারণ তাহা
২৪ গ্রাহ্য হইবে না। আর মর্দ্দিত কিম্বা পিষিত কিম্বা
ভগ্ন কিম্বা ছিন্নমুষ্ক কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে
উৎসর্গ করিও না; তোমাদের দেশে এইরূপ
২৫ করিও না। আর বিদেশীর হস্ত হইতেও এ সকলের
মধ্যে কিছু লইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে
উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহাদের অঙ্গের দোষ
আছে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে দোষ আছে;
তাহারা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না।
২৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, গোরু কি
২৭ মেষ কি ছাগল জন্মিলে পর সাত দিন পর্য্যন্ত
মাতার সহিত থাকিবে, পরে অষ্টম দিবসাবধি
তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের
২৮ নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবে। গাভী কিম্বা মেষী হউক,
তাহাকে ও তাহার বৎসকে একদিনে হনন
করিও না।
২৯ আর যে সময়ে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
স্তবার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তৎকালে গ্রাহ্য হই-
৩০ বার জন্য তাহা উৎসর্গ করিও। সেই দিনে তাহা
ভোজন করিতে হইবে; তোমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত
তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না; আমি সদা-
৩১ প্রভু। অতএব তোমরা আমার আজ্ঞা সকল মান্য
৩২ করিবে, পালন করিবে; আমি সদাপ্রভু। আর
তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিও না;
কিন্তু আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে পবিত্র-
রূপে মান্য হইব; আমি সদাপ্রভু তোমাদের
৩৩ পবিত্রকারী; আমি তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য
মিসরদেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া
আনিয়াছি; আমি সদাপ্রভু।

ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বসম্বন্ধীয় নিয়ম।

২৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
২ তোমরা সদাপ্রভুর যে সকল পর্ব্ব পবিত্র সভা
বলিয়া ঘোষণা করিবে, আমার সেই সকল
পর্ব্ব এই।
৩ ছয় দিন কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু সপ্তম
দিবসে বিশ্রামার্থক বিশ্রামপর্ব্ব, পবিত্র সভা
হইবে, সেই দিনে তোমরা কোন কার্য্য করিবে না;
তাহা তোমাদের সকল নিবাসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৪ বিশ্রামদিন হইবে।
আর তোমরা নিরূপিত সময়ে যে সকল পবিত্র
সভা ঘোষণা করিবে, সদাপ্রভুর সেই সকল পর্ব্ব
৫ এই। প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সন্ধ্যাসময়ে
৬ সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার পর্ব্ব হইবে। এবং সেই
মাসের পঞ্চদশ দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাড়ী-
শূন্য রুটীর উৎসব হইবে; তোমরা সাত দিবস
৭ তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিবে। প্রথম দিবসে
তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা
৮ কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু সপ্তাহ
কাল সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবে-
দন করিবে; সপ্তম দিবসে পবিত্র সভা হইবে;
তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিও না।
৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
১০ য়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, আমি
তোমাদিগকে যে দেশ দিব, সে দেশে প্রবিষ্ট
হইয়া তোমরা যখন তদুৎপন্ন শস্য ছেদন করিবে,
তৎকালে তোমাদের কাটা শস্যের অগ্রিমাংশ
বলিয়া এক আটি যাজকের নিকটে আনিবে।
১১ তোমাদের গ্রাহ্য হইবার জন্য সে সদাপ্রভুর
সম্মুখে ঐ আটি দোলাইবে, বিশ্রামবারের পর-
১২ দিবসে যাজক তাহা দোলাইবে। আর যে দিন
তোমরা ঐ আটি দোলাইবে, সে দিন সদাপ্রভুর
উদ্দেশে হোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষ-
১৩ শাবক উৎসর্গ করিবে। তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য
দুই দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজি; তাহা
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার
হইবে; ও তাহার পেয় নৈবেদ্য এক হিন্ দ্রাক্ষা-
১৪ রসের চতুর্থাংশ হইবে। আর তোমরা যাবৎ
আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে এই উপহার না আন,
সেই দিন পর্য্যন্ত রুটী কি ভাজা শস্য কি তাজা
শীষ ভোজন করিবে না; তোমাদের সকল নিবাসে
ইহা পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।
১৫ অনন্তর সেই বিশ্রামবারের পর দিবসাবধি
অর্থাৎ দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ আটি আনয়নের
দিবসাবধি তোমরা পূর্ণ সাত বিশ্রামবার গণনা
১৬ করিবে। এইরূপে সপ্তম বিশ্রামবারের পর-
দিবস পর্য্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিবস গণনা করিয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্যের উপহার নিবেদন
১৭ করিবে; ফলতঃ তোমরা আপন আপন নিবাস
হইতে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে দুই দশমাংশের দুই
খান রুটী আনিবে; সূক্ষ্ম সূজি দ্বারা তাহা প্রস্তুত
করিও, ও তাড়ীতে পাক করিও; তাহা সদা-
১৮ প্রভুর উদ্দেশে আদ্যপক্বাংশ হইবে। আর তোমরা
সেই দুই রুটীর সহিত একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত
মেষশাবক, এক যুব বৃষ ও দুই মেষ বলিদান
করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি
হইবে, এবং তৎসম্বন্ধীয় ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও পেয়
নৈবেদ্যের সহিত সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক
১৯ অগ্নিকৃত উপহার হইবে। পরে তোমরা পাপার্-

Digitized by Google

র্থক বলির জন্য এক ছাগবৎস, ও মঙ্গলার্থক বলির
জন্য একবর্ষীয় দুই মেষশাবক বলিদান করিবে।
২০ আর যাজক ঐ আশুপক্কাংশের রুটীর সহিত ও দুই
মেষশাবকের সহিত সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলনীয়
নৈবেদ্যরূপে তাহাদিগকেও দোলাইবে ; সে সকল
যাজকের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে।
২১ আর সেই দিনেই তোমরা ঘোষণা করিবে ;
তোমাদের পবিত্র সভা হইবে ; তোমরা কোন
শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না ; ইহা তোমাদের সকল
নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।
২২ আর তোমাদের ভূমির শস্য ছেদন কালে
তোমরা কেহ আপন আপন ক্ষেত্রের কোণস্থ শস্য
নিঃশেষরূপে ছেদন করিবে না, ও আপন আপন
শস্য ছেদনের পরে পতিত শস্য সংগ্রহ করিবে
না ; তাহা দুঃখী ও বিদেশীর জন্য ত্যাগ করিবে ;
আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
২৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
২৪ য়েল-সন্তানগণকে বল, সপ্তম মাসের প্রথম দিনে
তোমাদের বিশ্রামপর্ব্ব এবং তূরীধ্বনিসহযুক্ত
২৫ স্মরণার্থক পবিত্র সভা হইবে। তোমরা কোন
শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না, কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে।
২৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ঐ সপ্তম
২৭ মাসের দশম দিন অবশ্য প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে ;
সেই দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, ও
তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে, এবং
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ
২৮ করিবে। আর সেই দিবসে তোমরা কোন কার্য্য
করিবে না ; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সম্মুখে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা
২৯ প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে। সেই দিনে যে কেহ আপন
প্রাণকে দুঃখ না দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য
৩০ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। আর সেই দিনে যে কোন
প্রাণী কোন কার্য্য করে, তাহাকে আমি তাহার
৩১ লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিব। তোমরা
কোন কার্য্য করিও না ; ইহা তোমাদের সমস্ত
নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।
৩২ সেই দিন তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন
হইবে ; তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিও ;
মাসের নবম দিবস সন্ধ্যাকালে এক সন্ধ্যা অবধি
অপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদের বিশ্রামদিন
পালন করিও।
৩৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
৩৪ য়েল-সন্তানগণকে বল, সপ্তম মাসের পঞ্চদশ
দিবসাবধি সাত দিবস পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩৫ কুটীরোৎসব হইবে। প্রথম দিবসে পবিত্র সভা
হইবে ; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না।
৩৬ সাত দিন তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত
উপহার উৎসর্গ করিবে ; পরে অষ্টম দিবসে
তোমাদের পবিত্র সভা হইবে ; তোমরা সদা-
প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে ;
এটী পর্ব্বসভা ; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম
৩৭ করিবে না। এই সকল সদাপ্রভুর পর্ব্ব। এই
সকল পর্ব্ব তোমরা পবিত্র সভা বলিয়া ঘোষণা
করিবে, এবং প্রতিদিন যেমন কর্ত্তব্য, তদনুসারে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার, হোমবলি,
ভক্ষ্য নৈবেদ্য এবং বলি ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ
৩৮ করিবে। সদাপ্রভুর বিশ্রামদিন হইতে, সদা-
প্রভুর উদ্দেশে দাতব্য তোমাদের দান হইতে,
তোমাদের সমস্ত মানত হইতে ও তোমাদের
স্বেচ্ছাদত্ত সমস্ত নৈবেদ্য হইতে এই সকল ভিন্ন।
৩৯ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে ভূমির ফল সংগ্রহ
করিবার সময়ে তোমরা অবশ্য সাত দিন সদা-
প্রভুর উৎসব পালন করিবে ; তাহার মধ্যে প্রথম
দিবস বিশ্রামার্থক দিন ও অষ্টম দিবস বিশ্রামা-
৪০ র্থক দিন হইবে। আর প্রথম দিবসে তোমরা
শোভাদায়ক বৃক্ষের ফল, খর্জ্জূর পত্র, ঝড়ান গাছের
শাখা এবং নদীতীরস্থ বাইশী বৃক্ষ লইয়া তোমা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত দিন আনন্দ
৪১ করিবে। আর তোমরা বৎসরের মধ্যে সাত দিন
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সেই উৎসব পালন করিবে ;
ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী
বিধি। সপ্তম মাসে তোমরা সেই উৎসব পালন
৪২ করিবে। তোমরা সাত দিন কুটীরে বাস করিও ;
ইস্রায়েল-বংশজাত সকলে কুটীরে বাস করিবে।
৪৩ ইহাতে তোমাদের ভাবী বংশ জ্ঞাত হইবে যে,
আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মিসরদেশ হইতে
বাহির করিয়া আনিবার সময়ে কুটীরে বাস করা-
ইয়াছিলাম ; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
৪৪ তখন মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে সদা-
প্রভুর সমস্ত পর্ব্বের কথা কহিলেন।

নানা বিষয় সম্বন্ধীয় আদেশ।

২৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই আজ্ঞা কর। তাহা-
রা আলোর জন্য তোমার নিকটে উথলিতে
প্রস্তুত নির্ম্মল জিত-তৈল আনিবে, তদ্দ্বারা নিত্য
৩ নিত্য প্রদীপ জ্বালান যাইবে। হারোণ সমা-
গমের তাম্বুর মধ্যে সাক্ষ্যসিন্দুকের তিরস্করিণীর
বাহিরে সন্ধ্যাবধি প্রভাত পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে
নিত্য নিত্য তাহা স্থাপন করিবে ; ইহা তোমা-
৪ দের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। সে
নির্ম্মল দীপ বৃক্ষের উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য
নিত্য ঐ প্রদীপ সকল স্থাপন করিবে।
৫ আর তুমি সূক্ষ্ম সুজি লইয়া দ্বাদশখানি পিষ্টক
পাক করিবে ; তাহার প্রত্যেক পিষ্টক [ঐফার]

Digitized by Google

৬ দুই দশমাংশ হইবে। পরে তুমি এক এক পংক্তি-
তে ছয় ছয়খানি, এইরূপে দুই পংক্তি করিয়া
সদাপ্রভুর সম্মুখে নির্ম্মল মেজের উপরে তাহা
৭ রাখিবে। প্রত্যেক পংক্তির উপরে সূক্ষ্ম কুন্দুরু
দিবে; তাহা সেই রুটীর স্মরণার্থক অংশ বলিয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে।
৮ যাজক সর্ব্বদা প্রতিবিশ্রামবারে সদাপ্রভুর সম্মুখে
তাহা স্থাপন করিবে, তাহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের
৯ দেয়; এ চিরস্থায়ী নিয়ম। আর তাহা হারোণের
ও তাহার পুত্রগণের হইবে; তাহারা কোন পবিত্র
স্থানে তাহা ভোজন করিবে; কেননা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার
জন্য অতি পবিত্র; এ চিরস্থায়ী বিধি।
১০ পরে ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর, কিন্তু মিস্রীয় পুরুষের
এক পুত্র বাহির হইয়া ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে
গেল; এবং শিবিরমধ্যে সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর
পুত্র ও ইস্রায়েলের কোন পুরুষ বিবাদ করিল।
১১ তখন সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্র [সদাপ্রভুর]
নামের নিন্দা করিয়া শাপ দিল, তাহাতে লোকেরা
তাহাকে মোশির নিকটে লইয়া গেল। তাহার
মাতার নাম শলোমীৎ, সে দানবংশীয় দিব্রির
১২ কন্যা। লোকেরা সদাপ্রভুর মুখে স্পষ্ট আদেশ
পাইবার অপেক্ষায় তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল।
১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ঐ শাপ-
১৪ দায়ীকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাও; পরে
যাহারা তাহার কথা শুনিয়াছে, তাহারা সকলে
তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করুক, এবং সমস্ত মণ্ডলী
১৫ প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করুক। আর তুমি ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণকে কহ, যে কেহ আপন ঈশ্বরকে
১৬ শাপ দেয়, সে আপন পাপ বহন করিবে। আর
যে সদাপ্রভুর নামের নিন্দা করে, তাহার প্রাণ-
দণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরা-
ঘাতে বধ করিবে; বিদেশী হউক আর স্বদেশীয়
হউক, সেই নামের নিন্দা করিলে উহার প্রাণদণ্ড
১৭ হইবে। আর যে কেহ কোন মনুষ্যকে বধ করে,
১৮ তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। আর যে কেহ
পশু বধ করে, সে তাহার শোধ দিবে; প্রাণের
১৯ পরিশোধ প্রাণ। যদি কেহ আপন সজাতীয়ের
গাত্রে ক্ষত করে, তবে সে যেমন করিয়াছে, তাহার
২০ প্রতি তেমনি করা যাইবে। অঙ্গভঙ্গের পরিশোধে
অঙ্গভঙ্গ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে
দন্ত; মনুষ্যের যে যেমন ক্ষত করে, তাহার প্রতি
২১ তেমনি করা যাইবে। যে জন, পশু বধ করে, সে
তাহার শোধ দিবে, কিন্তু যে জন মনুষ্য বধ করে,
২২ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তোমাদের স্বদেশীয় ও
বিদেশীয় উভয়েরই জন্য একরূপ শাসন হইবে;
২৩ কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। পরে
মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বলিলেন,
তাহাতে তাহারা সেই শাপদায়ীকে শিবিরের
বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিল;
মোশিকে সদাপ্রভু যেমন আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল।

বিশ্রাম বৎসর ও যোবেল বৎসরের নিয়ম।

২৫ আর সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে মোশিকে
কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ,
২ তাহাদিগকে বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব,
তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করিলে সদাপ্রভুর
৩ উদ্দেশে ভূমি বিশ্রাম ভোগ করিবে। ছয় বৎসর
কাল তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে, ছয়
বৎসর কাল আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িবে, ও তাহার
৪ ফল সংগ্রহ করিবে। কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির
বিশ্রামার্থক বিশ্রামকাল, সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিশ্রামকাল হইবে; তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ
বপন করিও না, ও আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িও না;
৫ তুমি আপন ক্ষেত্রের স্বতঃ উৎপন্ন শস্য কাটিবে না,
ও আঝোড়া দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিবে না;
৬ উহা ভূমির বিশ্রামার্থক বৎসর হইবে। আর
ভূমির বিশ্রাম তোমাদের ভক্ষ্যের জন্য হইবে;
ভূমির সমস্ত দ্রব্যই তোমার, তোমার দাসের ও
দাসীর, তোমার বেতনজীবী ভৃত্যের ও তোমার
৭ সহবাসী বিদেশীর, এবং তোমার পশুর ও তোমার
দেশের বনপশুর ভক্ষ্যের জন্য হইবে।
৮ আর তুমি আপনার জন্য সাত বিশ্রামবৎসর,
সাত গুণ সাত বৎসর, গণনা করিবে; তাহাতে
তোমার গণিত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রামবৎসরে
৯ উনপঞ্চাশ বৎসর হইবে। তখন সপ্তম মাসের
দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তূরীবাদ্য করিবে;
প্রায়শ্চিত্তদিনে তোমাদের সমস্ত দেশে তূরী বাজা-
১০ ইবে। আর তোমরা পঞ্চাশত্তম বৎসরকে পবিত্র
করিবে, এবং সমস্ত দেশে তথাকার সমস্ত নি-
বাসীর কাছে মুক্তি ঘোষণা করিবে; উহা তোমা-
দের জন্য যোবেল [তূরীধ্বনির মহোৎসব] হইবে;
এবং তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে
ফিরিয়া যাইবে, ও প্রতিজন আপন আপন
১১ গোষ্ঠীর নিকটে ফিরিয়া যাইবে। তোমাদের
নিমিত্ত পঞ্চাশত্তম বৎসর যোবেল হইবে; তোমরা
বীজ বুনিও না, স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ছেদন করিও
না, এবং আঝোড়া দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিও
১২ না। কেননা উহাই যোবেল, উহা তোমাদের
পক্ষে পবিত্র হইবে; তথাপি তোমরা ক্ষেত্রোৎপন্ন
১৩ শস্যাদি ভক্ষণ করিতে পারিবে। ঐ যোবেল বৎ-
সরে তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে
ফিরিয়া যাইবে।

Digitized by Google

১৪ যদি তুমি আপন সজাতীয়ের নিকটে কোন
ভূম্যাদি বিক্রয় কর, কিম্বা আপন সজাতীয়ের হস্ত
হইতে ক্রয় কর, তবে তোমরা পরস্পর অন্যায়
১৫ করিও না। তুমি যোবেলের পরে বৎসর-সংখ্যা-
নুসারে আপন সজাতীয় হইতে ক্রয় করিবে, এবং
ফলোৎপত্তির বৎসর-সংখ্যানুসারে তোমার কাছে
১৬ সে বিক্রয় করিবে। তুমি বৎসরের আধিক্য অনু-
সারে তাহার মূল্য অধিক করিবে, ও বৎসরের
ন্যূনতা অনুসারে মূল্য হ্রাস করিবে; কেননা সে
তোমার কাছে ফলোৎপত্তি কালের সংখ্যানুসারে
১৭ বিক্রয় করে। অতএব তোমরা আপন আপন
সজাতীয়ের প্রতি অন্যায় করিও না, কিন্তু আপন
ঈশ্বরকে ভয় করিও, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমা-
দের ঈশ্বর।

১৮ আর তোমরা আমার বিধি অনুসারে আচরণ
করিবে, আমার শাসন সকল মানিবে, ও তাহা
পালন করিবে; তাহাতে দেশে নির্ভয়ে বাস করিবে।
১৯ আর ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিবে, তাহাতে
তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করিবে, ও দেশে
২০ নির্ভয়ে বাস করিবে। আর যদি তোমরা বল,
দেখ, ক্ষেত্রে বপন না করিলে ও উৎপন্ন ফল সং-
গ্রহ না করিলে আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব?
২১ তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ
করিব; তাহাতে তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য
২২ উৎপন্ন হইবে। পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন
করিবে, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য
ভোজন করিবে; যাবৎ ফল না হয়, তাবৎ পুরা-
২৩ তন শস্য ভোজন করিবে। আর দেশের ভূমি চির-
কালের নিমিত্ত বিক্রীত হইবে না, কেননা তাহা
আমারই ভূমি; তোমরা ত আমার সহিত বিদেশী
২৪ ও প্রবাসী। আর তোমরা আপনাদের অধিকৃত
দেশের সর্ব্বত্র ভূমি মুক্ত করিতে দিও।

২৫ তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া আপন অধি-
কারের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তি-
কর্ত্তা নিকটস্থ জ্ঞাতি আসিয়া আপন ভ্রাতার
২৬ বিক্রীত ভূমি মুক্ত করিয়া লইবে। যাহার মুক্তি-
কর্ত্তা নাই, সে যদি আপনি তাহা মুক্ত করিতে
২৭ সমর্থ হয়, তবে সে তাহার বিক্রয়ের বৎসর
গণনা করিয়া তদনুসারে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে
ফিরাইয়া দিবে; এইরূপে সে আপন অধিকারে
২৮ ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সে তাহা ফিরাইয়া
লইতে অসমর্থ হয়; তবে সেই বিক্রীত অধিকার
যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার হস্তে থাকিবে;
যোবেলে তাহা মুক্ত হইবে, এবং সে আপন
অধিকারে ফিরিয়া যাইবে।

২৯ আর যদি কেহ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যস্থিত
হ বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয়-বৎসরের
তাহা মুক্ত করিবার অধিকারী থাকিবে,
পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত করিতে
৩০ পারিবে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ এক বৎসর কালের
মধ্যে তাহা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরবেষ্টিত
নগরে স্থিত সেই গৃহ পুরুষপরম্পরায় ক্রয়কর্ত্তার
চিরস্থায়ী অধিকার হইবে; তাহা যোবেলে মুক্ত
৩১ হইবে না। কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে স্থিত গৃহ
ভূমির মধ্যে গণ্য হইবে; তাহা মুক্ত করা যাইতে
৩২ পারে, এবং যোবেলে তাহা মুক্ত হইবে। কিন্তু
লেবীয়দের নগর সকল ও তাহাদের অধিকৃত নগ-
রের গৃহ সকল মুক্ত করিবার অধিকার লেবীয়দের
৩৩ সর্ব্বদাই থাকিবে। যদি লেবীয়দের কেহ মুক্ত
করে, তবে সেই বিক্রীত গৃহ এবং তাহার অধি-
কারস্থ নগর যোবেলে মুক্ত হইবে; কেননা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের মধ্যে লেবীয়দের নগরস্থ গৃহ
৩৪ সকল তাহাদের অধিকার। আর তাহাদের নগ-
রের প্রান্তরভূমি বিক্রীত হইবে না; কেননা তাহাই
তাহাদের চিরস্থায়ী অধিকার।

৩৫ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়, ও তোমার
নিকটে ক্ষীণধন হয়, তবে তুমি তাহার উপকার
করিবে; সে বিদেশী ও প্রবাসীর ন্যায় তোমার
৩৬ সহিত জীবন ধারণ করিবে। তুমি তাহা হইতে
সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে
ভয় করিয়া তোমার ভ্রাতাকে তোমার সহিত জীবন
৩৭ ধারণ করিতে দিবে। তুমি সুদের জন্য তাহাকে
টাকা দিবে না, ও বৃদ্ধির জন্য তাহাকে অন্ন দিবে
৩৮ না। আমি সদাপ্রভু তোমাদের সেই ঈশ্বর; যিনি
তোমাদিগকে কনানদেশ দিবার জন্য ও তোমাদের
ঈশ্বর হইবার জন্য তোমাদিগকে মিসরদেশ
হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

৩৯ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া তোমার
নিকটে বিক্রীত হয়, তবে তুমি তাহাকে দাসের
৪০ ন্যায় দাস্য কর্ম্ম করাইও না। সে বেতনজীবী
ভৃত্যের ন্যায় কিম্বা প্রবাসীর ন্যায় তোমার সঙ্গে
থাকিয়া যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তোমার দাস্যকর্ম্ম
৪১ করিবে। পরে সে আপন সন্তানগণের সহিত
তোমার নিকট হইতে মুক্ত হইয়া আপন গোষ্ঠীর
কাছে ফিরিয়া যাইবে, ও আপন পৈতৃকাধিকারে
৪২ ফিরিয়া যাইবে। কেননা তাহারা আমারই দাস,
যাহাদিগকে আমি মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া
আনিয়াছি; তাহারা দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে
৪৩ না। তুমি তাহার উপরে কঠিন কর্তৃত্ব করিও না,
৪৪ কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও। তোমাদের
চতুর্দ্দিকস্থ জাতিদিগের মধ্য হইতেই তোমরা দাস
ও দাসী রাখিবে; তাহাদের হইতে তোমরা দাস
৪৫ ও দাসী ক্রয় করিও। আর তোমাদের মধ্যে
প্রবাসী বিদেশীয় সন্তানদের হইতে, এবং তোমা-
দের দেশে তাহাদের হইতে উৎপন্ন তাহাদের যে
যে গোষ্ঠী তোমাদের সহবর্ত্তী আছে, তাহাদের

Digitized by Google

হইতেও ক্রয় করিও, এবং তাহারা তোমাদের
৪৬ অধিকার হইবে। আর তোমরা আপন আপন
ভাবী সন্তানদের অধিকারের নিমিত্তে দায়ভাগ দ্বারা
তাহাদিগকে দিতে পার, এবং নিত্য আপনাদের
দাস্যকর্ম্ম তাহাদিগকে দিয়া করাইতে পার; কিন্তু
তোমাদের ভ্রাতা ইস্রায়েল-সন্তানদিগের মধ্যে
তোমরা কেহ কাহারও উপরে কঠিন কর্তৃত্ব
করিবে না।

৪৭ আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদেশী কিম্বা
প্রবাসী ধনবান্ হয়, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী
তোমার ভ্রাতা দরিদ্র হইয়া যদি তোমার সহবর্ত্তী
প্রবাসী, বিদেশী কিম্বা বিদেশীয় গোত্রস্থ কোন
৪৮ লোকের কাছে বিক্রীত হয়, তবে সে বিক্রীত হই-
বার পরে মুক্ত হইতে পারিবে; তাহার জ্ঞাতির
৪৯ মধ্যে কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে। তাহার
পিতৃব্য কিম্বা পিতৃব্যের পুত্র তাহাকে মুক্ত করিবে,
কিম্বা তাহার গোষ্ঠীভুক্ত নিকটবর্ত্তী কোন জ্ঞাতি
তাহাকে মুক্ত করিবে; কিম্বা যদি সে আপনি সমর্থ
৫০ হয়, তবে আপনাকে মুক্ত করিবে। তাহাতে তাহার
বিক্রয়বৎসর অবধি যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রে-
তার সহিত হিসাব হইলে বৎসরের সংখ্যানুসারে
তাহার মূল্য হইবে; উহার কাছে তাহার থাকি-
বার সময় বেতনজীবীর দিনের ন্যায় হইবে।
৫১ যদি অনেক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে তদনু-
সারে সে ক্রয়মূল্য হইতে আপনার মোচনের মূল্য
৫২ ফিরাইয়া দিবে। যদি যোবেল বৎসরের অল্প
বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে সে তাহার সহিত
হিসাব করিয়া সেই সেই বৎসরানুসারে আপ-
৫৩ নার মোচনের মূল্য ফিরাইয়া দিবে। বৎসর-
বৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় সে তাহার সহিত থাকিবে;
তোমার সাক্ষাতে সে তাহার উপরে কঠিন কর্তৃত্ব
৫৪ করিবে না। আর যদি সে ঐ সকল বৎসরে মুক্ত
না হয়, তবে যোবেল বৎসরে আপন সন্তান-
৫৫ গণের সহিত মুক্ত হইয়া যাইবে। কেননা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আমারই দাস; তাহারা আমার
দাস, যাহাদিগকে আমি মিসরদেশ হইতে বাহির
করিয়া আনিয়াছি; আমি সদাপ্রভু তোমাদের
ঈশ্বর।

ঈশ্বরীয় নানা প্রতিজ্ঞা ও চেতনা-বাক্য।

২৬ তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা
কল্পনা করিও না; এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা
স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত
করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন খোদিত
প্রস্তর রাখিও না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমা-
২ দের ঈশ্বর। তোমরা আমার বিশ্রামবার সকল
পালন করিও, ও আমার ধর্ম্মধামের সমাদর
করিও; আমি সদাপ্রভু।

৩ যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার
৪ আজ্ঞা সকল মান ও সে সমস্ত পালন কর, তবে
আমি যথাকালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব;
তাহাতে ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে, ও ক্ষেত্রের
৫ বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল দিবে। তোমাদের শস্য-
মর্দ্দনকাল দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ও
দ্রাক্ষাচয়নকাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে;
এবং তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবে,
৬ ও নিরাপদে নিজ দেশে বাস করিবে। আর আমি
দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে
কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না; এবং আমি
তোমাদের দেশ হইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর
করিয়া দিব; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ
৭ করিবে না। আর তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে
তাড়াইয়া দিবে, ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে
৮ খড়্গে পতিত হইবে। আর তোমাদের পাঁচ জন
তাহাদের এক শত জনকে তাড়াইয়া দিবে, তোমা-
দের এক শত জন দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া
দিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে
৯ খড়্গে পতিত হইবে। আর আমি তোমাদের প্রতি
প্রসন্নবদন হইব, তোমাদিগকে প্রজাবন্ত ও বহু-
বংশ করিব, ও তোমাদের সহিত আমার নিয়ম
১০ স্থির করিব। আর তোমরা সঞ্চিত পুরাতন শস্য
ভোজন করিবে, ও নূতনের সম্মুখ হইতে পুরাতন
১১ শস্য বাহির করিবে। আর আমি তোমাদের মধ্যে
আপন আবাস রাখিব, আমার প্রাণ তোমাদিগকে
১২ ঘৃণার্হ বোধ করিবে না। আমি তোমাদের মধ্যে
গমনাগমন করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব, এবং
১৩ তোমরা আমার প্রজা হইবে। আমি সদাপ্রভু
তোমাদের ঈশ্বর; আমি মিস্রীয়দের দেশ হইতে
তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের
দাস থাকিতে দিই নাই; আমি তোমাদের
যোঁয়ালির কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া সোজাভাবে তোমাদিগকে
গমন করাইয়াছি।

১৪ কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা না শুন, ও
১৫ আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, যদি
আমার বিধি হেয়জ্ঞান কর, ও আমার শাসন
সকল ঘৃণা কর, এইরূপে আমার আজ্ঞা পালন
১৬ না করিয়া আমার নিয়ম ভঙ্গ কর, তবে আমিও
তোমাদের প্রতি এই ব্যবহার করিব; তোমাদের
জন্য নেত্রক্ষীণতাজনক ও প্রাণব্যথাদায়ক বিহ্ব-
লতা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর নিরূপণ করিব; এবং
তোমাদের বীজ বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমা-
১৭ দের শত্রুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। আর আমি
তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব; তাহাতে তোমরা
আপন শত্রুগণের সম্মুখে নিহত হইবে, তোমা-
দের বৈরিগণ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে, এবং
কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা পলা-

Digitized by Google

১৮ য়ন করিবে। আর যদি তোমরা ইহাতেও আমার
বাক্যে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের
পাপপ্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ অধিক শাস্তি
১৯ দিব। আমি তোমাদের বলের গর্ব্ব চূর্ণ করিব, ও
তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও ভূমি পিত্তলের
২০ মত করিব। তাহাতে তোমাদের বল নিরর্থক
নিঃশেষ হইবে, কেমনা তোমাদের ভূমি শস্য
উৎপন্ন করিবে না, ও দেশস্থ বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল
২১ দিবে না। আর যদি তোমরা আমার বিপরীত
আচরণ কর, ও আমার কথা শুনিতে না চাও,
তবে আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদের
২২ প্রতি আরও সাত গুণ উৎপাত ঘটাইব। আর
তোমাদের প্রতিকূলে বনপশুগণকে প্রেরণ করিব;
তাহারা তোমাদের সন্তান হরণ করিবে, তোমাদের
পশুপাল বিনষ্ট করিবে, তোমাদিগকে সংখ্যায়
ন্যূন করিবে; আর তোমাদের রাজপথ সকল
২৩ ধ্বংসিত হইবে। ইহাতেও যদি আমার দ্বারা
শাসিত না হও, কিন্তু আমার বিপরীত আচরণ
২৪ কর, তবে আমিও তোমাদের বিপরীত আচরণ
করিব, ও তোমাদের পাপ প্রযুক্ত আমিই তোমা-
২৫ দিগকে সাত বার আঘাত করিব। আমি নিয়ম-
লঙ্ঘনের প্রতিফল দিবার জন্য তোমাদের উপরে
খড়্গ আনিব, তোমরা আপন আপন নগরমধ্যে
একত্রীভূত হইবে, আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী
পাঠাইব, এবং তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবে।
২৬ আমি তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিলে দশ জন
স্ত্রীলোক এক চুলাতে তোমাদের রুটী পাক করিবে,
ও তৌল করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা
২৭ তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইবে না। আর ইহাতেও যদি
তোমরা আমার কথা না শুনিয়া আমার বিপরীত
২৮ আচরণ কর, তবে আমি ক্রোধে তোমাদের বিপ-
রীত আচরণ করিব, এবং আমিই তোমাদের পাপ
২৯ প্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ শাস্তি দিব। আর
তোমরা আপন আপন পুত্রগণের মাংস ভোজন
করিবে, ও আপন আপন কন্যাগণের মাংসও
৩০ ভোজন করিবে। আর আমি তোমাদের উচ্চস্থল
সকল ভগ্ন করিব, তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল
নষ্ট করিব, ও তোমাদের পুত্তলিকাদের শবের
উপরে তোমাদের শব ফেলিয়া দিব; এবং
৩১ আমার প্রাণ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে। আর
আমি তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন করিব,
তোমাদের ধর্ম্মধাম সকল ধ্বংস করিব, ও তোমা-
৩২ দের সৌরভের আঘ্রাণ লইব না। আর আমিই
দেশ ধ্বংস করিব, ও তত্রবাসী তোমাদের শত্রুগণ
৩৩ তদ্বিষয়ে চমৎকৃত হইবে। আর আমি তোমা-
দিগকে জাতিদের মধ্যে বিকীর্ণ করিব, ও তোমাদের
পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব, তাহাতে তোমাদের
দেশ ধ্বংসস্থান ও তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন
৩৪ হইবে। তখন যত দিন দেশ ধ্বংসস্থান থাকিবে
ও তোমরা শত্রুগণের দেশে বাস করিবে, তত দিন
ভূমি স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ করিবে; তৎকালে
ভূমি বিশ্রাম পাইবে, ও স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ
৩৫ করিবে। যত কাল দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া থাকিবে,
তত কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা তোমাদের
বসতিকালে দেশ তোমাদের বিশ্রামকালে বিশ্রাম
৩৬ ভোগ করিত না। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা
অবশিষ্ট থাকিবে, আমি শত্রুদেশে তাহাদের
হৃদয়ে বিহ্বলতা প্রেরণ করিব, এবং চালিত পত্রের
শব্দ তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে; লোকে
যেমন খড়্গের মুখ হইতে পলায়, তাহারা তদ্রূপ
পলাইবে, এবং কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও
৩৭ পতিত হইবে। কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও
তাহারা যেমন খড়্গের সম্মুখে, তেমনি এক জন
অন্যের উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের
সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমাদের ক্ষমতা হইবে না।
৩৮ আর তোমরা জাতিগণের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, ও
তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস
৩৯ করিবে। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট
থাকিবে, তাহারা আপন আপন অপরাধে শত্রু-
দেশে ক্ষয় পাইবে, এবং আপনাদের পিতৃপুরুষ-
দেরও অপরাধে তাহাদের সহিত ক্ষয় পাইবে।
৪০ আর তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে,
আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন এবং আমার বিপরীত
আচরণ করাতে তাহাদের অপরাধ ও তাহাদের
৪১ পিতৃপুরুষদের অপরাধ হইয়াছে, এবং আমিও
তাহাদের বিপরীত আচরণ করিয়াছি, আর তাহা-
দিগকে শত্রুদেশে আনিয়াছি। তখন যদি তাহা-
দের অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় নম্র হয়, ও তাহারা আপন
৪২ আপন অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে, তবে আমি
যাকোবের সহিত কৃত আমার নিয়ম স্মরণ করিব,
এবং ইস্‌হাকের সহিত কৃত আমার নিয়ম ও
অব্রাহামের সহিত কৃত আমার নিয়মও স্মরণ
৪৩ করিব, আর দেশকেও স্মরণ করিব। দেশও তাহা-
দের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত থাকিবে, ও তাহাদের অবর্ত্ত-
মানে ধ্বংসস্থান হইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ
করিবে, এবং তাহারা আপনাদের অপরাধের দণ্ড
গ্রাহ্য করিবে; কারণ এই যে, তাহারা আমার
শাসন হেয়জ্ঞান করিত ও তাহাদের প্রাণ আমার
৪৪ বিধি ঘৃণা করিত। তথাপি যখন তাহারা শত্রুদের
দেশে থাকিবে, তখন আমি নিঃশেষে বিনাশার্থে
কিম্বা তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গার্থে
তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিব না, এবং ঘৃণাও করিব
না; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর।
৪৫ আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইবার জন্য যাহা-
দিগকে জাতিগণের সাক্ষাতে মিসরদেশ হইতে
বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পিতৃ

Digitized by Google

পুরুষদের সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের
মঙ্গলার্থে স্মরণ করিব; আমি সদাপ্রভু।
৪৬ সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশি দ্বারা আপনার
ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে এই সকল বিধি,
শাসন ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

মানত বিষয়ক ব্যবস্থা।

২৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
২ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
যদি কেহ বিশেষ মানত করে, তবে তোমার নিরূ-
পণীয় মূল্যানুসারে প্রাণী সকল সদাপ্রভুর হইবে।
৩ তোমার নিরূপণীয় মূল্য এই; বিংশতি বৎসর
বয়স অবধি ষষ্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষ
হইলে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পবিত্র স্থানের
৪ শেকল অনুসারে পঞ্চাশ শেকল রৌপ্য। কিন্তু
যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য
৫ ত্রিশ শেকল হইবে। যদি পাঁচ বৎসর বয়স অবধি
বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে তোমার
নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে বিংশতি শেকল ও
৬ স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হইবে। যদি এক মাস
বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে
তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পাঁচ শেকল
৭ ও স্ত্রীর পক্ষে তিন শেকল রৌপ্য হইবে। যদি
ষষ্টি বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বয়স হয়, তবে
তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পনের
৮ শেকল ও স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হইবে। কিন্তু
যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত তোমার নিরূপণীয় মূল্য দিতে
সে অক্ষম হয়, তবে যাজকের নিকটে আনীত
হইবে, এবং যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে;
মানতকারী ব্যক্তির সংস্থান অনুসারে যাজক
তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে।
৯ আর যদি কেহ সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গের
জন্য পশু দান করে, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দত্ত
১০ তাদৃশ সমস্ত পশু পবিত্র বস্তু হইবে। সে তাহার
অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিবে না, মন্দের পরিবর্ত্তে
ভাল, কিম্বা ভালর পরিবর্ত্তে মন্দ দিবে না; যদি
সে কোন প্রকারে পশুর সহিত পশুর পরিবর্ত্ত করে,
তবে তাহা এবং তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র
১১ হইবে। আর যাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার-
রূপে উৎসর্গ করা যায় না, এমন কোন অশুচি
পশু যদি কেহ দান করে, তবে সে ঐ পশুকে
১২ যাজকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ঐ পশু ভাল
কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ
করিবে; তোমার অর্থাৎ যাজকের নিরূপণানু-
১৩ সারেই মূল্য হইবে। কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে
তাহা মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূ-
পিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে।
১৪ আর যদি কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে
আপন গৃহ পবিত্র করে, তবে তাহা ভাল কিম্বা
মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে;
যাজক তাহার যে মূল্য নিরূপণ করিবে, তাহাই
১৫ স্থির হইবে। আর তৎপবিত্রকারী লোক যদি
আপন গৃহ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার
নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে; তাহা
১৬ করিলে গৃহ তাহার হইবে। আর যদি কেহ
আপনার অধিকৃত ক্ষেত্রের কোন অংশ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে তাহার বপনীয় বীজানু-
সারে তাহার মূল্য তোমার নিরূপণীয় হইবে;
এক এক হোমর পরিমিত যবের বীজের প্রতি
১৭ পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল করিয়া রৌপ্য। যদি সে
যোবেল বৎসরাবধি আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে,
তবে তোমার নিরূপণীয় সেই মূল্যানুসারে তাহা
১৮ স্থির হইবে। কিন্তু যদি সে যোবেলের পরে
আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে, তবে যাজক আগামী
যোবেল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যানুসারে
তাহার দেয় রৌপ্য গণনা করিবে, এবং তদনুসারে
১৯ তোমার নিরূপণীয় মূল্য ন্যূন করা যাইবে। আর
তৎপবিত্রকারী লোক যদি কোন প্রকারে আপন
ক্ষেত্র মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূ-
পণীয় রৌপ্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিলে তাহা
২০ তাহার হইবে। কিন্তু যদি সে সেই ক্ষেত্র মুক্ত না
করে, কিম্বা যদি অন্য কাহারও কাছে সেই ক্ষেত্র
বিক্রয় করে, তবে তাহা আর কখনও মুক্ত হইবে
২১ না; সেই ক্ষেত্র যোবেল বৎসরে ক্রেতার হস্ত
হইতে গিয়া বর্জ্জিত ভূমির ন্যায় সদাপ্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহাতে যাজকের অধি-
২২ কার হইবে। আর যদি কেহ আপন পৈতৃক ক্ষেত্র
ব্যতিরেকে আপনার ক্রীত ক্ষেত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে
২৩ পবিত্র করে, তবে যাজক তোমার নিরূপণীয়
মূল্যানুসারে যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেয়
রৌপ্য গণনা করিবে, আর সে তদ্দিবসে তোমার
নিরূপিত মূল্য দিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
২৪ পবিত্র। যোবেল বৎসরে সেই ক্ষেত্র বিক্রেতার
হস্তে, অর্থাৎ সেই ভূমি যাহার পৈতৃক অধিকার,
২৫ তাহার হস্তে পুনর্দ্দত্ত হইবে। আর তোমার নিরূ-
পণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
হইবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়।
২৬ কেবল প্রথমজাত পশুবৎস সকল সদাপ্রভুর
উদ্দেশে প্রথমজাত হওয়াতে কেহই তাহা পবিত্র
করিতে পারিবে না; গোরু হউক, কিম্বা মেষ হউক,
২৭ তাহা সদাপ্রভুর। যদি সেই পশু অশুচি হয়, তবে
সে তোমার নিরূপণীয় মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিয়া
তাহাকে মুক্ত করিতে পারে, মুক্ত না হইলে তাহা
তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।
২৮ আর কোন ব্যক্তি আপনার সর্ব্বস্ব হইতে,
মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ক্ষেত্র হইতে যে কিছু

Digitized by Google

সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জ্জিত করে, তাহা বিক্রীত
কিম্বা মুক্ত হইবে না; প্রত্যেক বর্জ্জিত বস্তু সদা-
২৯ প্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র। মনুষ্যদের মধ্যে যে
কেহ বর্জ্জিত হয়, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে না;
সে নিতান্ত বধ্য হইবে।
৩০ আর ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল হউক,
ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ সদাপ্রভুর;
৩১ তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। আর যদি কেহ
আপন দশমাংশ হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চাহে,
৩২ তবে সে তাহার পঞ্চমাংশ অধিক দিবে। আর
গোমেষপালের দশমাংশ, পাঁচনির নীচে দিয়া
যাহা কিছু যায়, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু,
৩৩ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে। তাহা ভাল কি
মন্দ, ইহার অনুসন্ধান সে করিবে না, ও তাহার
পরিবর্ত্ত করিবে না; কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে
তাহার পরিবর্ত্ত করে, তবে তাহা ও তাহার বিনি-
ময় উভয়ই পবিত্র হইবে; তাহা মুক্ত করা
যাইবে না।
৩৪ সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
জন্য মোশিকে এই সকল আদেশ করিলেন।

গণনাপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত চতুর্থ পুস্তক।

ইস্রায়েলীয়দের গোষ্ঠী গণনা।

১ মিসরদেশ হইতে লোকদের বাহির হইয়া
আসিবার দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের
প্রথম দিবসে সদাপ্রভু সীনয় প্রান্তরের সমাগমের
২ তাম্বুতে মোশিকে কহিলেন, তোমরা লোকদের গোষ্ঠী
অনুসারে ও পিতৃকুলানুসারে ও নাম সংখ্যানু-
সারে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ
৩ প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা গ্রহণ কর। বিং-
শতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যত পুরুষ ইস্রা-
য়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য, তাহাদের সৈন্যানু-
সারে তুমি ও হারোণ তাহাদিগকে গণনা কর।
৪ আর প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন, আপন
আপন পিতৃকুলের প্রধান ব্যক্তি, তোমাদের সহ-
কারী হইবে।
৫ আর যে ব্যক্তিরা তোমাদের সহকারী হইবে,
তাহাদের এই এই নাম। রূবেণের পক্ষে শদেয়ূ-
৬ রের পুত্র ইলীষূর। শিমিয়োনের পক্ষে সূরী-
৭ শদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল। যিহূদার পক্ষে অম্মী-
৮ নাদবের পুত্র নহশোন। ইষাখরের পক্ষে সূয়া-
৯ রের পুত্র নথনেল। সবূলূনের পক্ষে হেলোনের
১০ পুত্র ইলীয়াব। যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্-
রয়িমের পক্ষে অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা, মনঃশির
১১ পক্ষে পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল। বিন্যামীনের
১২ পক্ষে গিদিয়োনির পুত্র অবীদান। দানের পক্ষে
১৩ অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর। আশেরের পক্ষে
১৪ অক্রণের পুত্র পগীয়েল। গাদের পক্ষে দূয়েলের পুত্র
১৫ ইলীয়াসফ। নপ্তালির পক্ষে ঐননের পুত্র অহীর।
১৬ ইঁহারা মণ্ডলীর সমাহূত লোক ও আপন আপন
পিতৃবংশের অধ্যক্ষ এবং ইস্রায়েলের সহস্রপতি
ছিলেন।
১৭ তখন মোশি ও হারোণ পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট
১৮ ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইলেন। আর দ্বিতীয় মাসের
প্রথম দিবসে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া মস্ত-
কের সংখ্যামতে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক লোকদের নাম-সংখ্যানুসারে তাহাদের
১৯ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল লিখিলেন। এইরূপে মোশি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সীনয় প্রান্তরে তাহা-
দিগকে গণনা করিলেন।
২০ ইস্রায়েলের প্রথমজাত যে রূবেণ, তাহার সন্তান-
গণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়।
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমন-

Digitized by Google

যোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম-সংখ্যানুসারে
২১ রূবেন বংশের গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র
পাঁচ শত।
২২ শিমিয়োনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততো-
ধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক
২৩ ও নাম-সংখ্যানুসারে শিমিয়োন বংশের গণিত
লোক ঊনষষ্টি সহস্র তিন শত।
২৪ গাদের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে
২৫ গাদ বংশের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয়
শত পঞ্চাশ।
২৬ যিহূদার সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
২৭ সারে যিহূদা বংশের গণিত লোক চোয়াত্তর সহস্র
ছয় শত।
২৮ ইষাখরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
২৯ সংখ্যানুসারে ইষাখর বংশের গণিত লোক
চোয়ান্ন সহস্র চারি শত।
৩০ সবূলূনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৩১ সংখ্যানুসারে সবূলূন বংশের গণিত লোক সাতান্ন
সহস্র চারি শত।
৩২ যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্রয়িমের সন্তান-
গণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়।
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমন-
৩৩ যোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে ইফ্রয়িম
বংশের গণিত লোক চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।
৩৪ মনঃশির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
৩৫ সারে মনঃশি বংশের গণিত লোক বত্রিশ সহস্র
দুই শত।
৩৬ বিন্যামীনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততো-
ধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৩৭ সংখ্যানুসারে বিন্যামীন বংশের গণিত লোক
পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত।
৩৮ দানের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
৩৯ সারে দান বংশের গণিত লোক বাষট্টি সহস্র
সাত শত।
৪০ আশেরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৪১ সংখ্যানুসারে আশের বংশের গণিত লোক এক-
চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।
৪২ নপ্তালির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৪৩ সংখ্যানুসারে নপ্তালি বংশের গণিত লোক
তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত।
৪৪ এই সকল লোক মোশি ও হারোণকর্তৃক, এবং
ইস্রায়েলের বার জন অধ্যক্ষ অর্থাৎ আপন
আপন পিতৃকুলের এক এক জন অধ্যক্ষ কর্তৃক
৪৫ গণিত হইল। স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
৪৬ পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয়
লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল।
৪৭ আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহা-
৪৮ দিগের মধ্যে গণিত হইল না। কেননা সদাপ্রভু
৪৯ মোশিকে বলিয়াছিলেন, তুমি কেবল লেবি বংশের
গণনা করিও না, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে
৫০ তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাক্ষ্যের
আবাস ও তাহার সকল পাত্র ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত
দ্রব্যের তত্ত্বাবধানার্থে লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিও;
তাহারা আবাস ও তাহার সমস্ত পাত্র বহিবে,
এবং তাহারা তৎসংক্রান্ত পরিচর্য্যা করিবে, ও
৫১ আবাসের চারি দিকে সন্নিবেশিত হইবে। আর
আবাস তুলিবার সময়ে লেবীয়েরা তাহা নামাইবে;
এবং আবাস স্থাপনের সময়ে লেবীয়েরা তাহা
স্থাপন করিবে; অন্য গোষ্ঠীর লোক তাহার
৫২ নিকটে গেলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আপন আপন সৈন্যানুসারে আ-
পন আপন শিবিরে আপন আপন ধ্বজার সমীপে
৫৩ সন্নিবেশিত হইবে। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ না বর্ত্তে, এই নিমিত্ত
সাক্ষ্যের আবাসের চতুর্দ্দিকে লেবীয়েরা সন্নি-
বেশিত হইবে, এবং লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবাস
রক্ষা করিবে।
৫৪ ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল; সদা-
প্রভু মোশিকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
তদনুসারে সকলই করিল।

শিবিরে থাকিবার ও যাত্রা করিবার নিয়ম।

২ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতৃ-
২ কুলের অভিজ্ঞানসহিত ধ্বজার নিকটে সন্নিবেশিত

Digitized by Google

হইবে ; তাহারা সমাগমের তাম্বুর অভিমুখে চতু-
র্দ্দিকে সন্নিবেশিত হইবে।
৩ পূর্ব্ব পার্শ্বে সূর্য্যোদয়দিকে আপন সৈন্যানুসারে
যিহূদার শিবিরের ধ্বজা সন্নিবেশিত হইবে ; এবং
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন যিহূদার সন্তানগণের
৪ অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক
৫ চোয়াত্তর সহস্র ছয় শত জন। তাহাদের পার্শ্বে
ইষাখর বংশ সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূয়ারের
পুত্র নথনেল ইষাখরের সন্তানগণের অধ্যক্ষ
৬ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক
৭ চোয়ান্ন সহস্র চারি শত জন। আর সবূলূনের
বংশ তথায় থাকিবে ; হেলোনের পুত্র ইলীয়াব
৮ সবূলূনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার
সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক সাতান্ন সহস্র চারি
৯ শত জন। যিহূদার শিবিরের গণিত লোকেরা
আপন আপন সৈন্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ
ছেয়াশী সহস্র চারি শত জন ; তাহারা প্রথমতঃ
অগ্রসর হইবে।
১০ দক্ষিণ পার্শ্বে আপন সৈন্যানুসারে রূবেণের
শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং শদেয়ূরের পুত্র
ইলীষূর রূবেণের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
১১ তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র
১২ পাঁচ শত জন। তাহাদের পার্শ্বে শিমিয়োন বংশ
সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলু-
মীয়েল শিমিয়োনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
১৩ তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক ঊনষষ্টি সহস্র
১৪ তিন শত জন। গাদ বংশও তথায় থাকিবে, এবং
দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গাদের সন্তানগণের
১৫ অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক
১৬ পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ জন। রূবেণের
শিবিরের গণিত লোকেরা আপন আপন সৈন্যানু-
সারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ একান্ন সহস্র চারি শত
পঞ্চাশ জন ; তাহারা দ্বিতীয়তঃ অগ্রসর হইবে।
১৭ পরে সমাগমের তাম্বু লেবীয়দের শিবিরের
সহিত সমস্ত শিবিরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর
হইবে ; যাহারা যেমন সন্নিবেশিত হয় তাহারা
তেমনি আপন আপন শ্রেণীতে আপন আপন
ধ্বজার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া চলিবে।
১৮ পশ্চিম পার্শ্বে আপন সৈন্যানুসারে ইফ্রয়িমের
শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং অম্মীহূদের পুত্র
ইলীশামা ইফ্রয়িমের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
১৯ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক
২০ চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন। তাহাদের পার্শ্বে
মনঃশি বংশ থাকিবে, এবং পদাহসূরের পুত্র
গমলীয়েল মনঃশির সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
২১ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক বত্রিশ
২২ সহস্র দুই শত জন। আর বিন্যামীন বংশ তথায়
থাকিবে, এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যা-
২৩ মীনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য
অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক পঁয়ত্রিশ সহস্র
২৪ চারি শত জন। ইফ্রয়িমের শিবিরের গণিত
লোকেরা আপন আপন সৈন্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ
এক লক্ষ আট সহস্র এক শত জন ; তাহারা
তৃতীয়তঃ অগ্রসর হইবে।
২৫ উত্তর পার্শ্বে আপন সৈন্যানুসারে দানের
শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র
অহীয়েষর দানের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
২৬ তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক বাষট্টি সহস্র
২৭ সাত শত জন। তাহাদের পার্শ্বে আশের বংশ
সন্নিবেশিত হইবে, এবং অক্রণের পুত্র পগীয়েল
২৮ আশেরের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার
সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক একচল্লিশ
২৯ সহস্র পাঁচ শত জন। নপ্তালী বংশও তথায়
থাকিবে, এবং ঐননের পুত্র অহীর নপ্তালির
৩০ সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ
গণিত লোক তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত জন।
৩১ দানের শিবিরের গণিত লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ এক
লক্ষ সাতান্ন সহস্র ছয় শত জন ; তাহারা আপন
আপন ধ্বজা লইয়া শেষে অগ্রসর হইবে।
৩২ ইহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলানুসারে
গণিত লোক ; সৈন্যানুসারে শিবিরের গণিত
লোক সর্ব্বশুদ্ধ ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ
৩৩ শত। কিন্তু মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
লেবীয়েরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে গণিত
৩৪ হইল না। ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির প্রতি
সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিত, আ-
পন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে আপন
আপন ধ্বজার নিকটে সন্নিবেশিত হইত ও যাত্রা
করিত।

লেবীয়দের উপরে অর্পিত ভার।

৩ সীনয় পর্ব্বতে যে দিন সদাপ্রভু মোশির
সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই দিন হারোণের ও
২ মোশির বংশাবলি এই। হারোণের পুত্রগণের
এই নাম ; প্রথমজাত নাদব, পরে অবীহূ, ইলী-
৩ য়াসর ও ঈথামর। হারোণের যে পুত্রেরা অভি-
ষিক্ত যাজক এবং হস্তপূরণ দ্বারা যাজনকর্ম্মে নিযুক্ত
৪ হইল, তাহাদের এই এই নাম। কিন্তু নাদব ও
অবীহূ সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ইতর
অগ্নি নিবেদন করাতে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণ-
ত্যাগ করিল ; তাহাদের সন্তান ছিল না ; অত-
এব ইলীয়াসর ও ঈথামর আপন পিতা হারোণের
সাক্ষাতে যাজন কর্ম্ম করিত।
৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লেবি
৬ বংশকে আনিয়া হারোণ যাজকের সম্মুখে উপ-
স্থিত কর ; তাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে ;

Digitized by Google

৭ আর আবাসের সেবাকর্ম্ম করিতে সমাগমের
তাম্বুর সম্মুখে তাহার ও সমস্ত মণ্ডলীর রক্ষণীয়
৮ রক্ষা করিবে। আর আবাসের সেবাকর্ম্ম করিতে
সমাগমের তাম্বুর সমস্ত পাত্র ও ইস্রায়েল-সন্তান-
৯ গণের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। আর তুমি লেবীয়-
দিগকে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান
করিবে; তাহারা দত্ত, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য
১০ হইতে তাহাকে দত্ত। আর তুমি হারোণ ও তাহার
পুত্রগণকে নিযুক্ত করিবে, ও তাহারা আপনাদের
যাজকত্বপদ রক্ষা করিবে। অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে
কেহ নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।
১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, ইস্রা-
১২ য়েল-সন্তানগণের মধ্যে গর্ভ উন্মোচক সমস্ত প্রথম-
জাতের পরিবর্ত্তে আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য
হইতে লেবীয়দিগকে গ্রহণ করিলাম; অতএব
১৩ লেবীয়েরা আমারই হইবে। কেননা প্রথমজাত
সকলে আমার; যে দিন আমি মিসরদেশে সমস্ত
প্রথমজাতকে নিহনন করিলাম, সেই দিনে মনু-
ষ্যাবধি পশু পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত প্রথম-
জাতকে আমার উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছিলাম;
তাহারা আমারই হইবে; আমি সদাপ্রভু।
১৪ পরে সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভু মোশিকে কহি-
১৫ লেন, তুমি আপন আপন পিতৃকুল অনুসারে ও
গোষ্ঠী অনুসারে লেবির সন্তানগণকে গণনা কর;
এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকেই
১৬ গণনা কর। তাহাতে মোশি যেমন আদেশ পাই-
লেন, তেমনি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে
১৭ গণনা করিলেন। লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন,
১৮ কহাৎ ও মরারি। আর আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম লিব্‌নি ও
১৯ ও শিমিয়ি। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
কহাতের সন্তানদের নাম অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ
২০ ও উষীয়েল। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
মরারির সন্তানদের নাম মহলি ও মূশি। এই
সকলে স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে লেবীয়দের গোষ্ঠী।
২১ গের্শোন হইতে লিব্‌নির গোষ্ঠী ও শিমিয়ির
গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা গের্শোনীয়দের
২২ গোষ্ঠী। এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষ-
কে গণনা করিলে ইহাদের গণিত লোক সংখ্যায়
২৩ সাত সহস্র পাঁচ শত জন হইল। গের্শোনীয়
গোষ্ঠী সকল পশ্চিম দিকে আবাসের পশ্চাদ্ভাগে
২৪ সন্নিবেশিত হইত। লায়েলের পুত্র ইলীয়াসফ
২৫ গের্শোনীয়দের পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিলেন। সমাগমের
তাম্বুর এই সমস্তই গের্শোনের সন্তানদিগের রক্ষ-
ণীয় হইল; আবাস, তাম্বু, তাম্বুর আবরণ, সমা-
২৬ গমের তাম্বুদ্বারের যবনিকা; প্রাঙ্গণের পর্দ্দা, আ-
বাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রাঙ্গণদ্বারের যবনিকা
এবং সমস্ত সেবাকার্য্য নিমিত্তক রজ্জু।
২৭ আর কহাৎ হইতে অম্রামীয় গোষ্ঠী, যিষ্‌হরীয়
গোষ্ঠী, হিব্রোণীয় গোষ্ঠী ও উষীয়েলীয় গোষ্ঠী
২৮ উৎপন্ন হইল; ইহারা কহাতীয়দের গোষ্ঠী। এক
মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষের সংখ্যানু-
সারে ইহারা আট সহস্র ছয় শত জন, ইহারা
২৯ পবিত্র স্থানের রক্ষক হইল। কহাতের সন্তান-
গণের গোষ্ঠী সকল দক্ষিণ দিকে আবাসের পার্শ্বে
৩০ সন্নিবেশিত হইত। আর উষীয়েলের পুত্র ইলী-
ষাফন কহাতীয় গোষ্ঠী সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ
৩১ ছিলেন। আর এই সকল তাহাদের রক্ষণীয়
হইল; সিন্দুক, মেজ, দীপবৃক্ষ, দুই বেদি, পবিত্র
স্থানের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র, তিরস্করিণী ও
৩২ তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত সেবাকর্ম্ম। হারোণ যাজকের
পুত্র ইলীয়াসর লেবীয়দের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া
পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষকদের উপরে নিযুক্ত
ছিলেন।
৩৩ আর মরারি হইতে মহলীয় গোষ্ঠী ও মূশীয়
গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা মরারীয়দের গোষ্ঠী।
৩৪ এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষ গণনা
করিলে ইহাদের গণিত লোক সংখ্যায় ছয় সহস্র
৩৫ দুই শত জন হইল। আর অবীহয়িলের পুত্র
সূরীয়েল মরারি গোষ্ঠী সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ
ছিলেন; তাহারা আবাসের উত্তর দিকে সন্নি-
৩৬ বেশিত হইত। আর মরারির সন্তানগণ এই সক-
লের রক্ষায় নিযুক্ত হইল; আবাসের তক্তা,
অর্গল, স্তম্ভ, চুঙ্গি ও তাহার সমস্ত পাত্র, এবং
৩৭ তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত সেবাকর্ম্ম, আর প্রাঙ্গণের চতু-
র্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল ও তাহাদের চুঙ্গি, গোঁজ ও
৩৮ রজ্জু। আর সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে, পূর্ব্ব পার্শ্বে,
সূর্য্যোদয় দিকে, মোশি, হারোণ ও তাঁহার পুত্র-
গণ সন্নিবেশিত ছিলেন; তাঁহারা ইস্রায়েল-
সন্তানগণের রক্ষণীয় বলিয়া ধর্ম্মধামের রক্ষণীয়
রক্ষা করিতেন; কিন্তু অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে কোন
ব্যক্তি তাহার নিকটবর্ত্তী হইত, সে বধ্য হইত।
৩৯ মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে লেবীয়-
দিগকে স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে গণনা করিলে
তাহাদের গণিত এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক
৪০ পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ বাইশ সহস্র জন হইল। আর
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক
প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে গণনা কর, ও তাহাদের
৪১ নামের সংখ্যা গ্রহণ কর। সদাপ্রভু যে আমি,
আমারই অধিকারার্থে তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, এবং
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত পশুর
৪২ পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুগণকে গ্রহণ কর। তাহাতে
মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তান-
৪৩ গণের সমস্ত প্রথমজাতকে গণনা করিলেন; তাহা-

Digitized by Google

দের এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত প্রথমজাত
পুরুষ নাম-সংখ্যানুসারে বাইশ সহস্র দুই শত
৪৪ তেয়াত্তর জন গণিত হইল। আর সদাপ্রভু মোশিকে
৪৫ কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথম-
জাতের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, ও তাহাদের পশু-
ধনের পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুধন গ্রহণ কর;
লেবীয়েরা আমারই হইবে; আমি সদাপ্রভু।
৪৬ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রথমজাতদের মধ্যে
লেবীয়দের সংখ্যাতিরিক্ত যে দুই শত তেয়াত্তর
৪৭ জন মোক্তব্য লোক, তাহাদের এক এক জনের
নিমিত্তে পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পাঁচ পাঁচ
শেকল লইবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়।
৪৮ আর তাহাদের সংখ্যাতিরিক্ত সেই মোক্তব্য
লোকদের রৌপ্যমূল্য তুমি হারোণ ও তাহার
৪৯ পুত্রগণকে দিবে। তাহাতে লেবীয়দের দ্বারা মুক্ত
লোক ব্যতিরেকে যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা-
৫০ দের মুক্তির মূল্য মোশি লইলেন। তিনি ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের প্রথমজাত লোক হইতে পবিত্র
স্থানের শেকলের পরিমাণে এক সহস্র তিন শত
৫১ পঁয়ষট্টি শেকল রৌপ্য লইলেন। সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে মোশি সেই মুক্ত লোকদের রৌপ্য
লইয়া হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণকে দিলেন;
সদাপ্রভু মোশিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৪ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, তোমরা লেবির সন্তানগণের মধ্যে
২ আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে কহাতের
৩ সন্তানগণকে, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যত লোক সমাগমের তাম্বুতে
কর্ম্মচারীদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা
কর।
৪ সমাগমের তাম্বুতে কহাতের সন্তানগণের সেবা-
৫ কর্ম্ম অতি পবিত্র স্থান [সংক্রান্ত]। যখন শিবির
অগ্রসর হইবে, তখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ
ভিতরে গমন পূর্ব্বক তিরস্করিণীরূপ আবরণ নামা-
৬ ইয়া তদ্দ্বারা সাক্ষ্যসিন্দুক ঢাকিবে, তাহার উপরে
তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, ও তাহার উপরে
সম্পূর্ণ নীলবর্ণ এক বস্ত্র পাতিবে, পরে তাহার
৭ বহনদণ্ড পরাইবে। আর দর্শনীয় রুটির মেজের
উপরে এক নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিবে, ও তাহার উপরে
থাল, চমস, সেকপাত্র ও ঢালিবার জন্য স্রুব
সকল রাখিবে, এবং নিত্য রুটী তাহার উপরে
৮ থাকিবে। সেই সকলের উপরে তাহারা এক
লোহিতবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিবে, এবং তহশচর্ম্মের
আচ্ছাদন দিয়া তাহা ঢাকিবে, পরে তাহার বহন-
৯ দণ্ড পরাইবে। আর এক নীলবর্ণ বস্ত্র লইয়া দীপ-
বৃক্ষ ও তাহার দীপ, চিমটা এবং অঙ্গারধানী ও
তাহার পরিচর্য্যার্থক সমস্ত তৈলপাত্র আচ্ছাদন
১০ করিবে। আর তাহা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র
তহশচর্ম্মের এক আচ্ছাদনে রাখিয়া দণ্ডের উপরে
১১ দিবে। পরে তাহারা স্বর্ণময় বেদির উপরে নীল-
বর্ণ বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে তহশচর্ম্মের
আচ্ছাদন দিবে, পরে তাহার বহনদণ্ড পরাইবে।
১২ আর তাহারা পবিত্র স্থানের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত
পাত্র লইয়া নীলবর্ণ বস্ত্রের মধ্যে রাখিবে, এবং
তহশচর্ম্ম দিয়া তাহা ঢাকিয়া দণ্ডের উপরে
১৩ রাখিবে। আর বেদি হইতে ভস্ম ফেলিয়া তাহার
১৪ উপরে বেগুনে রঙ্গের বস্ত্র পাতিবে। আর তাহার
উপরে তাহার পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ
অঙ্গারধানী, ত্রিশূল, হাতা ও বাটি, বেদির সমস্ত
পাত্র রাখিবে; পরে তাহারা তাহার উপরে
তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়া তাহার বহনদণ্ড
১৫ পরাইবে। এইরূপে শিবিরের অগ্রসর হইবার
সময়ে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ পবিত্র স্থান
ও পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্রের আচ্ছাদন সাঙ্গ
করিলে পর কহাতের সন্তানগণ তাহা বহন করিতে
আসিবে; কিন্তু তাহাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই
জন্য তাহারা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না। এই
সকল সমাগমের তাম্বুতে কহাতের সন্তানগণের
বহনীয় হইবে।
১৬ আর দীপার্থক তৈল ও ধূপার্থক সুগন্ধি দ্রব্য,
নিত্য নৈবেদ্য ও অভিষেকার্থ তৈলের তত্ত্বাবধান,
সমস্ত আবাস এবং পবিত্র বস্তু ও তাহার পাত্র, যে
কিছু তাহার মধ্যে আছে, তাহার তত্ত্বাবধান করা
হারোণের পুত্র ইলীয়াসর যাজকের কার্য্য হইবে।
১৭ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
১৮ তোমরা লেবীয়দের মধ্য হইতে কহাতীয় গোষ্ঠী-
১৯ সমূহের বংশকে উচ্ছেদ করিও না। কিন্তু যখন
তাহারা অতি পবিত্র বস্তুর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন
তাহারা যেন না মরে, বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত
তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ করিও; হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইয়া উহাদের প্রত্যেক
জনকে আপন আপন সেবাকর্ম্মে ও ভার বহনে
২০ নিযুক্ত করিবে। কিন্তু উহারা যেন না মরে, এই
নিমিত্ত এক নিমিষের জন্যও পবিত্র বস্তু দেখিতে
ভিতরে যাইবে না।
২১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি গেের্শো-
২২ নের সন্তানগণের পিতৃকুল ও গোষ্ঠী অনুসারে
২৩ তাহাদেরও সংখ্যা গ্রহণ কর। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক
অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমা-
গমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করণার্থে শ্রেণীভুক্ত হয়,
২৪ তাহাদিগকে গণনা কর। সেবাকর্ম্মের ও ভার
বহনের মধ্যে গের্শোনীয় গোষ্ঠীদের সেবাকর্ম্ম
২৫ এই। তাহারা আবাসের যবনিকা সকল, এবং
সমাগমের তাম্বু, তাম্বুর আবরণ, তদুপরিস্থিত
তহশচর্ম্মের ছাদ, সমাগমের তাম্বুদ্বারের আচ্ছা-
২৬ দনবস্ত্র; প্রাঙ্গণের যবনিকা সকল, এবং আবাসের

Digitized by Google

ও বেদির চতুর্দ্দিক্‌স্থিত প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছা-
দনবস্ত্র, তাহার রজ্জু ও সেবার্থক সমস্ত পাত্র
বহিবে ; এবং এই সকলের সম্বন্ধে যে কিছু করিতে
২৭ হয়, তাহাও করিবে। হারোণের ও তদীয় পুত্র-
গণের আজ্ঞানুসারে গের্শোনের সন্তানগণ আপন
আপন ভার ও সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম্ম
করিবে ; তোমরা তাহাদের সমস্ত ভার বহনে
২৮ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবে। সমাগমের তাম্বুতে
ইহাই গের্শোনের সন্তানগণের গোষ্ঠীদের সেবা-
কর্ম্ম ; এবং তাহাদের রক্ষণীয় হারোণ যাজকের
পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।
২৯ আর তুমি মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃ-
৩০ কুলানুসারে তাহাদিগকে গণনা কর। ত্রিশ বৎসর
বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা
সমাগমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করণার্থে শ্রেণীভুক্ত
৩১ হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। আর সমাগমের
তাম্বুতে তাহাদের সমস্ত সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই
ভার তাহাদের বহনীয় হইবে ; আবাসের তক্তা
৩২ সকল, সে সকলের অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি, এবং
প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল, সে সকলের
চুঙ্গি, গোঁজ, রজ্জু ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত পাত্র ও
কার্য্য। তোমরা নামে নামে তাহাদের বহনীয়
৩৩ ভারের সমস্ত দ্রব্য গণনা করিবে। সমাগমের
তাম্বুতে ইহা মরারির সন্তানদের গোষ্ঠীদের সমস্ত
সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য ; ইহা হারোণ যাজকের
পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।
৩৪ পরে মোশি, হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ,
কহাতীয় সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
৩৫ তাহাদের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে
সেবাকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহাদিগকে গণনা
৩৬ করিলেন। আর তাহাদের গোষ্ঠী অনুসারে গণিত
লোক দুই সহস্র সাত শত পঞ্চাশ জন হইল।
৩৭ ইহারা কহাতীয় গোষ্ঠীদের গণিত এবং সমা-
গমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত লোক ; মোশির
প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও হারোণ
ইহাদিগকে গণনা করিলেন।
৩৮ আর গের্শোনের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা
আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত
৩৯ হইল, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে
৪০ সেবাকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা আপন
আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইলে
৪১ দুই সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন হইল। ইহারা
গের্শোনের সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত এবং
সমাগমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত লোক।
মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইহা-
দিগকে গণনা করিলেন।
৪২ আর মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠীদের মধ্যে
যাহারা আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
৪৩ গণিত হইল, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি
পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের
৪৪ তাম্বুতে সেবাকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা
আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত
৪৫ হইলে তিন সহস্র দুই শত জন হইল। ইহারা
মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত লোক।
মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও
হারোণ ইহাদিগকে গণনা করিলেন।
৪৬ এইরূপে মোশি, হারোণ ও ইস্রায়েলের
অধ্যক্ষগণকর্ত্তৃক যে লেবীয়েরা আপন আপন
৪৭ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইল, অর্থাৎ
ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক
পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম ও
৪৮ ভার বহন কার্য্যে নিযুক্ত হইল, তাহারা গণিত
হইলে আট সহস্র পাঁচ শত আশী জন হইল।
৪৯ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই তাহারা প্রত্যেক জন
মোশিকর্ত্তৃক আপন আপন সেবাকর্ম্মে ও ভার
বহনে নিযুক্ত হইল। এইরূপে মোশির প্রতি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা তাঁহার দ্বারা
গণিত হইল।

নানা বিষয়ের বিধি।

৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আদেশ কর, যেন
তাহারা প্রত্যেক কুষ্ঠীকে, প্রত্যেক প্রমেহীকে ও
মৃতের দ্বারা অশুচি প্রত্যেক জনকে শিবির হইতে
৩ বাহির করিয়া দেয়। তোমরা পুরুষ ও স্ত্রীকে
বাহির কর ; তাহাদিগকে শিবির হইতে বাহির
কর। উহাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস
৪ করি, তাহারা তাহা অশুচি না করুক। তখন
ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ কর্ম্ম করিল, তাহা-
দিগকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল ; মোশির
প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ এই কর্ম্ম করিল।
৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
৬ য়েল-সন্তানগণকে বল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হউক,
যখন কেহ মনুষ্যদের মধ্যে চলিত কোন পাপ
করিয়া সদাপ্রভুর কাছে সত্যলঙ্ঘন করে, আর
৭ সেই প্রাণী দণ্ডনীয় হয়, তখন সে আত্মকৃত পাপ
স্বীকার করিবে, ও আপন দোষ প্রযুক্ত তাহার
মূল দ্রব্য ও তাহার পঞ্চাংশের এক অংশ অধিক,
যাহার প্রতিকূলে দোষ করিয়াছে, তাহাকে দিবে।
৮ কিন্তু তাহাকে দোষের পরিশোধ দেওয়া যাইতে
পারে, এমন মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি যদি সেই ব্যক্তির
না থাকে, তবে দোষের পরিশোধ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে যাজককে দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন যদ্দ্বারা

Digitized by Google

১৪ যদি তুমি আপন সজাতীয়ের নিকটে কোন
ভূম্যাদি বিক্রয় কর, কিম্বা আপন সজাতীয়ের হস্ত
হইতে ক্রয় কর, তবে তোমরা পরস্পর অন্যায়
১৫ করিও না। তুমি যোবেলের পরে বৎসর-সংখ্যা-
নুসারে আপন সজাতীয় হইতে ক্রয় করিবে, এবং
ফলোৎপত্তির বৎসর-সংখ্যানুসারে তোমার কাছে
১৬ সে বিক্রয় করিবে। তুমি বৎসরের আধিক্য অনু-
সারে তাহার মূল্য অধিক করিবে, ও বৎসরের
ন্যূনতা অনুসারে মূল্য হ্রাস করিবে; কেননা সে
তোমার কাছে ফলোৎপত্তি কালের সংখ্যানুসারে
১৭ বিক্রয় করে। অতএব তোমরা আপন আপন
সজাতীয়ের প্রতি অন্যায় করিও না, কিন্তু আপন
ঈশ্বরকে ভয় করিও, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমা-
দের ঈশ্বর।

১৮ আর তোমরা আমার বিধি অনুসারে আচরণ
করিবে, আমার শাসন সকল মানিবে, ও তাহা
পালন করিবে; তাহাতে দেশে নির্ভয়ে বাস করিবে।
১৯ আর ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিবে, তাহাতে
তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করিবে, ও দেশে
২০ নির্ভয়ে বাস করিবে। আর যদি তোমরা বল,
দেখ, ক্ষেত্রে বপন না করিলে ও উৎপন্ন ফল সং-
গ্রহ না করিলে আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব?
২১ তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ
করিব; তাহাতে তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য
২২ উৎপন্ন হইবে। পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন
করিবে, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য
ভোজন করিবে; যাবৎ ফল না হয়, তাবৎ পুরা-
২৩ তন শস্য ভোজন করিবে। আর দেশের ভূমি চির-
কালের নিমিত্ত বিক্রীত হইবে না, কেননা তাহা
আমারই ভূমি; তোমরা ত আমার সহিত বিদেশী
২৪ ও প্রবাসী। আর তোমরা আপনাদের অধিকৃত
দেশের সর্ব্বত্র ভূমি মুক্ত করিতে দিও।

২৫ তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া আপন অধি-
কারের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তি-
কর্ত্তা নিকটস্থ জ্ঞাতি আসিয়া আপন ভ্রাতার
২৬ বিক্রীত ভূমি মুক্ত করিয়া লইবে। যাহার মুক্তি-
কর্ত্তা নাই, সে যদি আপনি তাহা মুক্ত করিতে
২৭ সমর্থ হয়, তবে সে তাহার বিক্রয়ের বৎসর
গণনা করিয়া তদনুসারে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে
ফিরাইয়া দিবে; এইরূপে সে আপন অধিকারে
২৮ ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সে তাহা ফিরাইয়া
লইতে অসমর্থ হয়; তবে সেই বিক্রীত অধিকার
যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার হস্তে থাকিবে;
যোবেলে তাহা মুক্ত হইবে, এবং সে আপন
অধিকারে ফিরিয়া যাইবে।

২৯ আর যদি কেহ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যস্থিত
বাসগৃহ বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয়-বৎসরের
শেষ পর্য্যন্ত তাহা মুক্ত করিবার অধিকারী থাকিবে,
পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত করিতে
৩০ পারিবে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ এক বৎসর কালের
মধ্যে তাহা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরবেষ্টিত
নগরে স্থিত সেই গৃহ পুরুষপরম্পরায় ক্রয়কর্ত্তার
চিরস্থায়ী অধিকার হইবে; তাহা যোবেলে মুক্ত
৩১ হইবে না। কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে স্থিত গৃহ
ভূমির মধ্যে গণ্য হইবে; তাহা মুক্ত করা যাইতে
৩২ পারে, এবং যোবেলে তাহা মুক্ত হইবে। কিন্তু
লেবীয়দের নগর সকল ও তাহাদের অধিকৃত নগ-
রের গৃহ সকল মুক্ত করিবার অধিকার লেবীয়দের
৩৩ সর্ব্বদাই থাকিবে। যদি লেবীয়দের কেহ মুক্ত
করে, তবে সেই বিক্রীত গৃহ এবং তাহার অধি-
কারস্থ নগর যোবেলে মুক্ত হইবে; কেননা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের মধ্যে লেবীয়দের নগরস্থ গৃহ
৩৪ সকল তাহাদের অধিকার। আর তাহাদের নগ-
রের প্রান্তরভূমি বিক্রীত হইবে না; কেননা তাহাই
তাহাদের চিরস্থায়ী অধিকার।

৩৫ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়, ও তোমার
নিকটে ক্ষীণধন হয়, তবে তুমি তাহার উপকার
করিবে; সে বিদেশী ও প্রবাসীর ন্যায় তোমার
৩৬ সহিত জীবন ধারণ করিবে। তুমি তাহাহইতে
সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে
ভয় করিয়া তোমার ভ্রাতাকে তোমার সহিত জীবন
৩৭ ধারণ করিতে দিবে। তুমি সুদের জন্য তাহাকে
টাকা দিবে না, ও বৃদ্ধির জন্য তাহাকে অন্ন দিবে
৩৮ না। আমি সদাপ্রভু তোমাদের সেই ঈশ্বর; যিনি
তোমাদিগকে কনানদেশ দিবার জন্য ও তোমাদের
ঈশ্বর হইবার জন্য তোমাদিগকে মিসরদেশ
হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

৩৯ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া তোমার
নিকটে বিক্রীত হয়, তবে তুমি তাহাকে দাসের
৪০ ন্যায় দাস্য কর্ম্ম করাইও না। সে বেতনজীবী
ভৃত্যের ন্যায় কিম্বা প্রবাসীর ন্যায় তোমার সঙ্গে
থাকিয়া যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তোমার দাস্যকর্ম্ম
৪১ করিবে। পরে সে আপন সন্তানগণের সহিত
তোমার নিকট হইতে মুক্ত হইয়া আপন গোষ্ঠীর
কাছে ফিরিয়া যাইবে, ও আপন পৈতৃকাধিকারে
৪২ ফিরিয়া যাইবে। কেননা তাহারা আমারই দাস,
যাহাদিগকে আমি মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া
আনিয়াছি; তাহারা দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে
৪৩ না। তুমি তাহার উপরে কঠিন কর্তৃত্ব করিও না,
৪৪ কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও। তোমাদের
চতুর্দ্দিকস্থ জাতিদিগের মধ্য হইতেই তোমরা দাস
ও দাসী রাখিবে; তাহাদের হইতে তোমরা দাস
৪৫ ও দাসী ক্রয় করিও। আর তোমাদের মধ্যে
প্রবাসী বিদেশীয় সন্তানদের হইতে, এবং তোমা-
দের দেশে তাহাদের হইতে উৎপন্ন তাহাদের যে
যে গোষ্ঠী তোমাদের সহবর্ত্তী আছে, তাহাদের

Digitized by Google

হইতেও ক্রয় করিও, এবং তাহারা তোমাদের
৪৬ অধিকার হইবে। আর তোমরা আপন আপন
ভাবী সন্তানদের অধিকারের নিমিত্তে দায়ভাগ দ্বারা
তাহাদিগকে দিতে পার, এবং নিত্য আপনাদের
দাস্যকর্ম্ম তাহাদিগকে দিয়া করাইতে পার ; কিন্তু
তোমাদের ভ্রাতা ইস্রায়েল-সন্তানদিগের মধ্যে
তোমরা কেহ কাহারও উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব
করিবে না।
৪৭ আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদেশী কিম্বা
প্রবাসী ধনবান্ হয়, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী
তোমার ভ্রাতা দরিদ্র হইয়া যদি তোমার সহবর্ত্তী
প্রবাসী, বিদেশী কিম্বা বিদেশীয় গোত্রস্থ কোন
৪৮ লোকের কাছে বিক্রীত হয়, তবে সে বিক্রীত হই-
বার পরে মুক্ত হইতে পারিবে ; তাহার জ্ঞাতির
৪৯ মধ্যে কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে। তাহার
পিতৃব্য কিম্বা পিতৃব্যের পুত্র তাহাকে মুক্ত করিবে,
কিম্বা তাহার গোষ্ঠীভুক্ত নিকটবর্ত্তী কোন জ্ঞাতি
তাহাকে মুক্ত করিবে; কিম্বা যদি সে আপনি সমর্থ
৫০ হয়, তবে আপনাকে মুক্ত করিবে। তাহাতে তাহার
বিক্রয়বৎসর অবধি যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রে-
তার সহিত হিসাব হইলে বৎসরের সংখ্যানুসারে
তাহার মূল্য হইবে ; উহার কাছে তাহার থাকি-
বার সময় বেতনজীবীর দিনের ন্যায় হইবে।
৫১ যদি অনেক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে তদনু-
সারে সে ক্রয়মূল্য হইতে আপনার মোচনের মূল্য
৫২ ফিরাইয়া দিবে। যদি যোবেল বৎসরের অল্প
বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে সে তাহার সহিত
হিসাব করিয়া সেই সেই বৎসরানুসারে আপ-
৫৩ নার মোচনের মূল্য ফিরাইয়া দিবে। বৎসর-
বৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় সে তাহার সহিত থাকিবে;
তোমার সাক্ষাতে সে তাহার উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব
৫৪ করিবে না। আর যদি সে ঐ সকল বৎসরে মুক্ত
না হয়, তবে যোবেল বৎসরে আপন সন্তান-
৫৫ গণের সহিত মুক্ত হইয়া যাইবে। কেননা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আমারই দাস; তাহারা আমার
দাস, যাহাদিগকে আমি মিসরদেশ হইতে বাহির
করিয়া আনিয়াছি ; আমি সদাপ্রভু তোমাদের
ঈশ্বর।

ঈশ্বরীয় নানা প্রতিজ্ঞা ও চেতনা-বাক্য।

২৬ তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা
কল্পনা করিও না; এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা
স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত
করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন খোদিত
প্রস্তর রাখিও না ; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমা-
২ দের ঈশ্বর। তোমরা আমার বিশ্রামবার সকল
পালন করিও, ও আমার ধর্ম্মধামের সমাদর
করিও; আমি সদাপ্রভু।

৩ যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার
৪ আজ্ঞা সকল মান ও সে সমস্ত পালন কর, তবে
আমি যথাকালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব ;
তাহাতে ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে, ও ক্ষেত্রের
৫ বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল দিবে। তোমাদের শস্য-
মর্দ্দনকাল দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ও
দ্রাক্ষাচয়নকাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে ;
এবং তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবে,
৬ ও নিরাপদে নিজ দেশে বাস করিবে। আর আমি
দেশে শান্তি প্রদান করিব ; তোমরা শয়ন করিলে
কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না ; এবং আমি
তোমাদের দেশ হইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর
করিয়া দিব ; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ
৭ করিবে না। আর তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে
তাড়াইয়া দিবে, ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে
৮ খড়্গে পতিত হইবে। আর তোমাদের পাঁচ জন
তাহাদের এক শত জনকে তাড়াইয়া দিবে, তোমা-
দের এক শত জন দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া
দিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে
৯ খড়্গে পতিত হইবে। আর আমি তোমাদের প্রতি
প্রসন্নবদন হইব, তোমাদিগকে প্রজাবন্ত ও বহু-
বংশ করিব, ও তোমাদের সহিত আমার নিয়ম
১০ স্থির করিব। আর তোমরা সঞ্চিত পুরাতন শস্য
ভোজন করিবে, ও নূতনের সম্মুখ হইতে পুরাতন
১১ শস্য বাহির করিবে। আর আমি তোমাদের মধ্যে
আপন আবাস রাখিব, আমার প্রাণ তোমাদিগকে
১২ ঘৃণার্হ বোধ করিবে না। আমি তোমাদের মধ্যে
গমনাগমন করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব, এবং
১৩ তোমরা আমার প্রজা হইবে। আমি সদাপ্রভু
তোমাদের ঈশ্বর ; আমি মিস্রীয়দের দেশ হইতে
তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের
দাস থাকিতে দিই নাই ; আমি তোমাদের
যোঁয়ালিকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া সোজাভাবে তোমাদিগকে
গমন করাইয়াছি।
১৪ কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা না শুন, ও
১৫ আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, যদি
আমার বিধি হেয়জ্ঞান কর, ও আমার শাসন
সকল ঘৃণা কর, এইরূপে আমার আজ্ঞা পালন
১৬ না করিয়া আমার নিয়ম ভঙ্গ কর, তবে আমিও
তোমাদের প্রতি এই ব্যবহার করিব ; তোমাদের
জন্য নেত্রক্ষীণতাজনক ও প্রাণব্যথাদায়ক বিহ্ব-
লতা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর নিরূপণ করিব ; এবং
তোমাদের বীজ বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমা-
১৭ দের শত্রুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। আর আমি
তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব ; তাহাতে তোমরা
আপন শত্রুগণের সম্মুখে নিহত হইবে, তোমা-
দের বৈরিগণ তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে, এবং
১৮ কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা পলা-

Digitized by Google

১৮ য়ন করিবে। আর যদি তোমরা ইহাতেও আমার
বাক্যে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের
পাপপ্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ অধিক শাস্তি
১৯ দিব। আমি তোমাদের বলের গর্ব্ব চূর্ণ করিব, ও
তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও ভূমি পিত্তলের
২০ মত করিব। তাহাতে তোমাদের বল নিরর্থক
নিঃশেষ হইবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য
উৎপন্ন করিবে না, ও দেশস্থ বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল
২১ দিবে না। আর যদি তোমরা আমার বিপরীত
আচরণ কর, ও আমার কথা শুনিতে না চাও,
তবে আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদের
২২ প্রতি আরও সাত গুণ উৎপাত ঘটাইব। আর
তোমাদের প্রতিকূলে বনপশুগণকে প্রেরণ করিব;
তাহারা তোমাদের সন্তান হরণ করিবে, তোমাদের
পশুপাল বিনষ্ট করিবে, তোমাদিগকে সংখ্যায়
ন্যূন করিবে; আর তোমাদের রাজপথ সকল
২৩ ধ্বংসিত হইবে। ইহাতেও যদি আমার দ্বারা
শাসিত না হও, কিন্তু আমার বিপরীত আচরণ
২৪ কর, তবে আমিও তোমাদের বিপরীত আচরণ
করিব, ও তোমাদের পাপ প্রযুক্ত আমিই তোমা-
২৫ দিগকে সাত বার আঘাত করিব। আমি নিয়ম-
লঙ্ঘনের প্রতিফল দিবার জন্য তোমাদের উপরে
খড়্গ আনিব, তোমরা আপন আপন নগরমধ্যে
একত্রীভূত হইবে, আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী
পাঠাইব, এবং তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবে।
২৬ আমি তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিলে দশ জন
স্ত্রীলোক এক চুলাতে তোমাদের রুটী পাক করিবে,
ও তৌল করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা
২৭ তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইবে না। আর ইহাতেও যদি
তোমরা আমার কথা না শুনিয়া আমার বিপরীত
২৮ আচরণ কর, তবে আমি ক্রোধে তোমাদের বিপ-
রীত আচরণ করিব, এবং আমিই তোমাদের পাপ
২৯ প্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ শাস্তি দিব। আর
তোমরা আপন আপন পুত্রগণের মাংস ভোজন
করিবে, ও আপন আপন কন্যাগণের মাংসও
৩০ ভোজন করিবে। আর আমি তোমাদের উচ্চস্থল
সকল ভগ্ন করিব, তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল
নষ্ট করিব, ও তোমাদের পুত্তলিকাদের শবের
উপরে তোমাদের শব ফেলিয়া দিব; এবং
৩১ আমার প্রাণ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে। আর
আমি তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন করিব,
তোমাদের ধর্ম্মধাম সকল ধ্বংস করিব, ও তোমা-
৩২ দের সৌরভের আঘ্রাণ লইব না। আর আমিই
দেশ ধ্বংস করিব, ও তত্রবাসী তোমাদের শত্রুগণ
৩৩ তদ্বিষয়ে চমৎকৃত হইবে। আর আমি তোমা-
দিগকে জাতিদের মধ্যে বিকীর্ণ করিব, ও তোমাদের
পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব, তাহাতে তোমাদের
দেশ ধ্বংসস্থান ও তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন
৩৪ হইবে। তখন যত দিন দেশ ধ্বংসস্থান থাকিবে
ও তোমরা শত্রুগণের দেশে বাস করিবে, তত দিন
ভূমি স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ করিবে; তৎকালে
ভূমি বিশ্রাম পাইবে, ও স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ
৩৫ করিবে। যত কাল দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া থাকিবে,
তত কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা তোমাদের
বসতিকালে দেশ তোমাদের বিশ্রামকালে বিশ্রাম
৩৬ ভোগ করিত না। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা
অবশিষ্ট থাকিবে, আমি শত্রুদেশে তাহাদের
হৃদয়ে বিষণ্ণতা প্রেরণ করিব, এবং চালিত পত্রের
শব্দ তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে; লোকে
যেমন খড়্গের মুখ হইতে পলায়, তাহারা তদ্রূপ
পলাইবে, এবং কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও
৩৭ পতিত হইবে। কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও
তাহারা যেমন খড়্গের সম্মুখে, তেমনি এক জন
অন্যের উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের
সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমাদের ক্ষমতা হইবে না।
৩৮ আর তোমরা জাতিগণের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, ও
তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস
৩৯ করিবে। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট
থাকিবে, তাহারা আপন আপন অপরাধে শত্রু-
দেশে ক্ষয় পাইবে, এবং আপনাদের পিতৃপুরুষ-
দেরও অপরাধে তাহাদের সহিত ক্ষয় পাইবে।
৪০ আর তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে,
আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন এবং আমার বিপরীত
আচরণ করাতে তাহাদের অপরাধ ও তাহাদের
৪১ পিতৃপুরুষদের অপরাধ হইয়াছে, এবং আমিও
তাহাদের বিপরীত আচরণ করিয়াছি, আর তাহা-
দিগকে শত্রুদেশে আনিয়াছি। তখন যদি তাহা-
দের অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় নম্র হয়, ও তাহারা আপন
৪২ আপন অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে, তবে আমি
যাকোবের সহিত কৃত আমার নিয়ম স্মরণ করিব,
এবং ইস্‌হাকের সহিত কৃত আমার নিয়ম ও
অব্রাহামের সহিত কৃত আমার নিয়মও স্মরণ
৪৩ করিব, আর দেশকেও স্মরণ করিব। দেশও তাহা-
দের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত থাকিবে, ও তাহাদের অবর্ত্ত-
মানে ধ্বংসস্থান হইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ
করিবে, এবং তাহারা আপনাদের অপরাধের দণ্ড
গ্রাহ্য করিবে; কারণ এই যে, তাহারা আমার
শাসন হেয়জ্ঞান করিত ও তাহাদের প্রাণ আমার
৪৪ বিধি ঘৃণা করিত। তথাপি যখন তাহারা শত্রুদের
দেশে থাকিবে, তখন আমি নিঃশেষে বিনাশার্থে
কিম্বা তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গার্থে
তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিব না, এবং ঘৃণাও করিব
না; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর।
৪৫ আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইবার জন্য যাহা-
দিগকে জাতিগণের সাক্ষাতে মিসরদেশ হইতে
বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পিতৃ-

Digitized by Google

পুরুষদের সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের
মঙ্গলার্থে স্মরণ করিব ; আমি সদাপ্রভু।
৪৬ সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশি দ্বারা আপনার
ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে এই সকল বিধি,
শাসন ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

মানত বিষয়ক ব্যবস্থা।

২৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
যদি কেহ বিশেষ মানত করে, তবে তোমার নিরূ-
পণীয় মূল্যানুসারে প্রাণী সকল সদাপ্রভুর হইবে।
৩ তোমার নিরূপণীয় মূল্য এই ; বিংশতি বৎসর
বয়স অবধি ষষ্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষ
হইলে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পবিত্র স্থানের
৪ শেকল অনুসারে পঞ্চাশ শেকল রৌপ্য। কিন্তু
যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য
৫ ত্রিশ শেকল হইবে। যদি পাঁচ বৎসর বয়স অবধি
বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে তোমার
নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে বিংশতি শেকল ও
৬ স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হইবে। যদি এক মাস
বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে
তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পাঁচ শেকল
৭ ও স্ত্রীর পক্ষে তিন শেকল রৌপ্য হইবে। যদি
ষষ্টি বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বয়স হয়, তবে
তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পনের
৮ শেকল ও স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হইবে। কিন্তু
যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত তোমার নিরূপণীয় মূল্য দিতে
সে অক্ষম হয়, তবে যাজকের নিকটে আনীত
হইবে, এবং যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে ;
মানতকারী ব্যক্তির সংস্থান অনুসারে যাজক
তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে।
৯ আর যদি কেহ সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গের
জন্য পশু দান করে, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দত্ত
১০ তাদৃশ সমস্ত পশু পবিত্র বস্তু হইবে। সে তাহার
অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিবে না, মন্দের পরিবর্ত্তে
ভাল, কিম্বা ভালর পরিবর্ত্তে মন্দ দিবে না ; যদি
সে কোন প্রকারে পশুর সহিত পশুর পরিবর্ত্ত করে,
তবে তাহা এবং তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র
১১ হইবে। আর যাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার-
রূপে উৎসর্গ করা যায় না, এমন কোন অশুচি
পশু যদি কেহ দান করে, তবে সে ঐ পশুকে
১২ যাজকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ঐ পশু ভাল
কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ
করিবে ; তোমার অর্থাৎ যাজকের নিরূপণানু-
১৩ সারেই মূল্য হইবে। কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে
তাহা মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূ-
পিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে।
১৪ আর যদি কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে
আপন গৃহ পবিত্র করে, তবে তাহা ভাল কিম্বা
মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে ;
যাজক তাহার যে মূল্য নিরূপণ করিবে, তাহাই
১৫ স্থির হইবে। আর তৎপবিত্রকারী লোক যদি
আপন গৃহ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার
নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে ; তাহা
১৬ করিলে গৃহ তাহার হইবে। আর যদি কেহ
আপনার অধিকৃত ক্ষেত্রের কোন অংশ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে তাহার বপনীয় বীজানু-
সারে তাহার মূল্য তোমার নিরূপণীয় হইবে ;
এক এক হোমর পরিমিত যবের বীজের প্রতি
১৭ পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল করিয়া রৌপ্য। যদি সে
যোবেল বৎসরাবধি আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে,
তবে তোমার নিরূপণীয় সেই মূল্যানুসারে তাহা
১৮ স্থির হইবে। কিন্তু যদি সে যোবেলের পরে
আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে, তবে যাজক আগামী
যোবেল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যানুসারে
তাহার দেয় রৌপ্য গণনা করিবে, এবং তদনুসারে
১৯ তোমার নিরূপণীয় মূল্য ন্যূন করা যাইবে। আর
তৎপবিত্রকারী লোক যদি কোন প্রকারে আপন
ক্ষেত্র মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূ-
পণীয় রৌপ্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিলে তাহা
২০ তাহার হইবে। কিন্তু যদি সে সেই ক্ষেত্র মুক্ত না
করে, কিম্বা যদি অন্য কাহারও কাছে সেই ক্ষেত্র
বিক্রয় করে, তবে তাহা আর কখনও মুক্ত হইবে
২১ না ; সেই ক্ষেত্র যোবেল বৎসরে ক্রেতার হস্ত
হইতে গিয়া বর্জ্জিত ভূমির ন্যায় সদাপ্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহাতে যাজকের অধি-
২২ কার হইবে। আর যদি কেহ আপন পৈতৃক ক্ষেত্র
ব্যতিরেকে আপনার ক্রীত ক্ষেত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে
২৩ পবিত্র করে, তবে যাজক তোমার নিরূপণীয়
মূল্যানুসারে যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেয়
রৌপ্য গণনা করিবে, আর সে তদ্দিবসে তোমার
নিরূপিত মূল্য দিবে ; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
২৪ পবিত্র। যোবেল বৎসরে সেই ক্ষেত্র বিক্রেতার
হস্তে, অর্থাৎ সেই ভূমি যাহার পৈতৃক অধিকার,
২৫ তাহার হস্তে পুনর্দ্দত্ত হইবে। আর তোমার নিরূ-
পণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
হইবে ; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়।
২৬ কেবল প্রথমজাত পশুবৎস সকল সদাপ্রভুর
উদ্দেশে প্রথমজাত হওয়াতে কেহই তাহা পবিত্র
করিতে পারিবে না ; গোরু হউক, কিম্বা মেষ হউক,
২৭ তাহা সদাপ্রভুর। যদি সেই পশু অশুচি হয়, তবে
সে তোমার নিরূপণীয় মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিয়া
তাহাকে মুক্ত করিতে পারে, মুক্ত না হইলে তাহা
তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।
২৮ আর কোন ব্যক্তি আপনার সর্ব্বস্ব হইতে,
মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ক্ষেত্র হইতে যে কিছু

Digitized by Google

সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জ্জিত করে, তাহা বিক্রীত
কিম্বা মুক্ত হইবে না ; প্রত্যেক বর্জ্জিত বস্তু সদা-
২৯ প্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র। মনুষ্যদের মধ্যে যে
কেহ বর্জ্জিত হয়, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে না ;
সে নিতান্ত বধ্য হইবে।
৩০ আর ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল হউক,
ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ সদাপ্রভুর ;
৩১ তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। আর যদি কেহ
আপন দশমাংশ হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চাহে,
৩২ তবে সে তাহার পঞ্চমাংশ অধিক দিবে। আর
গোমেষপালের দশমাংশ, পাঁচনির নীচে দিয়া
যাহা কিছু যায়, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু,
৩৩ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে। তাহা ভাল কি
মন্দ, ইহার অনুসন্ধান সে করিবে না, ও তাহার
পরিবর্ত্ত করিবে না ; কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে
তাহার পরিবর্ত্ত করে, তবে তাহা ও তাহার বিনি-
ময় উভয়ই পবিত্র হইবে ; তাহা মুক্ত করা
যাইবে না।
৩৪ সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
জন্য মোশিকে এই সকল আদেশ করিলেন।

গণনাপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত চতুর্থ পুস্তক।

ইস্রায়েলীয়দের গোষ্ঠী গণনা।

১ মিসরদেশ হইতে লোকদের বাহির হইয়া
আসিবার দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের
প্রথম দিবসে সদাপ্রভু সীনয় প্রান্তরের সমাগমের
২ তাম্বুতে মোশিকে কহিলেন, তোমরা লোকদের গোষ্ঠী
অনুসারে ও পিতৃকুলানুসারে ও নাম সংখ্যানু-
সারে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ
৩ প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা গ্রহণ কর। বিং-
শতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যত পুরুষ ইস্রা-
য়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য, তাহাদের সৈন্যানু-
সারে তুমি ও হারোণ তাহাদিগকে গণনা কর।
৪ আর প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন, আপন
আপন পিতৃকুলের প্রধান ব্যক্তি, তোমাদের সহ-
কারী হইবে।
৫ আর যে ব্যক্তিরা তোমাদের সহকারী হইবে,
তাহাদের এই এই নাম। রুবেণের পক্ষে শদেয়ু-
৬ রের পুত্র ইলীষূর। শিমিয়োনের পক্ষে সূরী-
৭ শদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল। যিহূদার পক্ষে অম্মী-
৮ নাদবের পুত্র নহশোন। ইষাখরের পক্ষে সূয়া-
৯ রের পুত্র নথনেল। সবলূনের পক্ষে হেলোনের
১০ পুত্র ইলীয়াব। যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্-
রয়িমের পক্ষে অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা, মনঃশির
১১ পক্ষে পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল। বিন্যামীনের
১২ পক্ষে গিদিয়োনির পুত্র অবীদান। দানের পক্ষে
১৩ অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর। আশেরের পক্ষে
১৪ অক্রণের পুত্র পগীয়েল। গাদের পক্ষে দূয়েলের পুত্র
১৫ ইলীয়াসফ। নপ্তালির পক্ষে ঐননের পুত্র অহীর।
১৬ ইঁহারা মণ্ডলীর সমাহূত লোক ও আপন আপন
পিতৃবংশের অধ্যক্ষ এবং ইস্রায়েলের সহস্রপতি
ছিলেন।
১৭ তখন মোশি ও হারোণ পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট
১৮ ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইলেন। আর দ্বিতীয় মাসের
প্রথম দিবসে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া মস্ত-
কের সংখ্যামতে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক লোকদের নাম-সংখ্যানুসারে তাহাদের
১৯ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল লিখিলেন। এইরূপে মোশি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সীনয় প্রান্তরে তাহা-
দিগকে গণনা করিলেন।
২০ ইস্রায়েলের প্রথমজাত যে রুবেন, তাঁহার সন্তান-
গণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়।
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমন-

Digitized by Google

যোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম-সংখ্যানুসারে
২১ রুবেন বংশের গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র
পাঁচ শত।
২২ শিমিয়োনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততো-
ধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক
২৩ ও নাম-সংখ্যানুসারে শিমিয়োন বংশের গণিত
লোক উনষাট সহস্র তিন শত।
২৪ গাদের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে
২৫ গাদ বংশের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয়
শত পঞ্চাশ।
২৬ যিহূদার সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
২৭ সারে যিহূদা বংশের গণিত লোক চোয়াত্তর সহস্র
ছয় শত।
২৮ ইষাখরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
২৯ সংখ্যানুসারে ইষাখর বংশের গণিত লোক
চোয়ান্ন সহস্র চারি শত।
৩০ সবূলূনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৩১ সংখ্যানুসারে সবূলূন বংশের গণিত লোক সাতান্ন
সহস্র চারি শত।
৩২ যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্রয়িমের সন্তান-
গণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়।
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমন-
৩৩ যোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে ইফ্রয়িম
বংশের গণিত লোক চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।
৩৪ মনঃশির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
৩৫ সারে মনঃশি বংশের গণিত লোক বত্রিশ সহস্র
দুই শত।
৩৬ বিন্যামীনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততো-
ধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৩৭ সংখ্যানুসারে বিন্যামীন বংশের গণিত লোক
পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত।
৩৮ দানের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানু-
৩৯ সারে দান বংশের গণিত লোক বাষট্টি সহস্র
সাত শত।
৪০ আশেরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৪১ সংখ্যানুসারে আশের বংশের গণিত লোক এক-
চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।
৪২ নপ্তালির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানু-
সারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-
৪৩ সংখ্যানুসারে নপ্তালি বংশের গণিত লোক
তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত।
৪৪ এই সকল লোক মোশি ও হারোণকর্তৃক, এবং
ইস্রায়েলের বার জন অধ্যক্ষ অর্থাৎ আপন
আপন পিতৃকুলের এক এক জন অধ্যক্ষ কর্তৃক
৪৫ গণিত হইল। স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
৪৬ পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয়
লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল।
৪৭ আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহা-
৪৮ দিগের মধ্যে গণিত হইল না। কেননা সদাপ্রভু
৪৯ মোশিকে বলিয়াছিলেন, তুমি কেবল লেবি বংশের
গণনা করিও না, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে
৫০ তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাক্ষ্যের
আবাস ও তাহার সকল পাত্র ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত
দ্রব্যের তত্ত্বাবধানার্থে লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিও;
তাহারা আবাস ও তাহার সমস্ত পাত্র বহিবে,
এবং তাহারা তৎসংক্রান্ত পরিচর্য্যা করিবে, ও
৫১ আবাসের চারি দিকে সন্নিবেশিত হইবে। আর
আবাস তুলিবার সময়ে লেবীয়েরা তাহা নামাইবে;
এবং আবাস স্থাপনের সময়ে লেবীয়েরা তাহা
স্থাপন করিবে; অন্য গোষ্ঠীর লোক তাহার
৫২ নিকটে গেলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আপন আপন সৈন্যানুসারে আ-
পন আপন শিবিরে আপন আপন ধ্বজার সমীপে
৫৩ সন্নিবেশিত হইবে। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ না বর্ত্তে, এই নিমিত্ত
সাক্ষ্যের আবাসের চতুর্দ্দিকে লেবীয়েরা সন্নি-
বেশিত হইবে, এবং লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবাস
রক্ষা করিবে।
৫৪ ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল; সদা-
প্রভু মোশিকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
তদনুসারে সকলই করিল।

শিবিরে থাকিবার ও যাত্রা করিবার নিয়ম।

২ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতৃ-
২ কুলের অভিজ্ঞানসহিত ধ্বজার নিকটে সন্নিবেশিত

Digitized by Google

হইবে ; তাহারা সমাগমের তাম্বুর অভিমুখে চতু-
র্দ্দিকে সন্নিবেশিত হইবে।
৩ পূর্ব্ব পার্শ্বে সূর্য্যোদয়দিকে আপন সৈন্যানুসারে
যিহূদার শিবিরের ধ্বজা সন্নিবেশিত হইবে ; এবং
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন যিহূদার সন্তানগণের
৪ অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক
৫ চোয়াত্তর সহস্র ছয় শত জন। তাহাদের পার্শ্বে
ইষাখর বংশ সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূয়ারের
পুত্র নথনেল ইষাখরের সন্তানগণের অধ্যক্ষ
৬ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক
৭ চোয়ান্ন সহস্র চারি শত জন। আর সবূলূনের
বংশ তথায় থাকিবে ; হেলোনের পুত্র ইলীয়াব
৮ সবূলূনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার
সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক সাতান্ন সহস্র চারি
৯ শত জন। যিহূদার শিবিরের গণিত লোকেরা
আপন আপন সৈন্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ
ছেয়াশী সহস্র চারি শত জন ; তাহারা প্রথমতঃ
অগ্রসর হইবে।
১০ দক্ষিণ পার্শ্বে আপন সৈন্যানুসারে রূবেণের
শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং শদেয়ূরের পুত্র
ইলীষূর রূবেণের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
১১ তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র
১২ পাঁচ শত জন। তাহাদের পার্শ্বে শিমিয়োন বংশ
সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলু-
মীয়েল শিমিয়োনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
১৩ তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক ঊনষষ্টি সহস্র
১৪ তিন শত জন। গাদ্ বংশও তথায় থাকিবে, এবং
দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গাদের সন্তানগণের
১৫ অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক
১৬ পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ জন। রূবেণের
শিবিরের গণিত লোকেরা আপন আপন সৈন্যানু-
সারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ একান্ন সহস্র চারি শত
পঞ্চাশ জন ; তাহারা দ্বিতীয়তঃ অগ্রসর হইবে।
১৭ পরে সমাগমের তাম্বু লেবীয়দের শিবিরের
সহিত সমস্ত শিবিরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর
হইবে ; যাহারা যেমন সন্নিবেশিত হয় তাহারা
তেমনি আপন আপন শ্রেণীতে আপন আপন
ধ্বজার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া চলিবে।
১৮ পশ্চিম পার্শ্বে আপন সৈন্যানুসারে ইফ্রয়িমের
শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং অম্মীহূদের পুত্র
ইলীশামা ইফ্রয়িমের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
১৯ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক
২০ চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন। তাহাদের পার্শ্বে
মনঃশি বংশ থাকিবে, এবং পদাহসূরের পুত্র
গমলীয়েল মনঃশির সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
২১ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক বত্রিশ
২২ সহস্র দুই শত জন। আর বিন্যামীন বংশ তথায়
থাকিবে, এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যা-
২৩ মীনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য
অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক পঁয়ত্রিশ সহস্র
২৪ চারি শত জন। ইফ্রয়িমের শিবিরের গণিত
লোকেরা আপন আপন সৈন্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ
এক লক্ষ আট সহস্র এক শত জন ; তাহারা
তৃতীয়তঃ অগ্রসর হইবে।
২৫ উত্তর পার্শ্বে আপন সৈন্যানুসারে দানের
শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র
অহীয়েষর দানের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে।
২৬ তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক বাষট্টি সহস্র
২৭ সাত শত জন। তাহাদের পার্শ্বে আশের বংশ
সন্নিবেশিত হইবে, এবং অক্রণের পুত্র পগীয়েল
২৮ আশেরের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার
সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক একচল্লিশ
২৯ সহস্র পাঁচ শত জন। নপ্তালী বংশও তথায়
থাকিবে, এবং ঐননের পুত্র অহীর নপ্তালির
৩০ সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য অর্থাৎ
গণিত লোক তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত জন।
৩১ দানের শিবিরের গণিত লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ এক
লক্ষ সাতান্ন সহস্র ছয় শত জন ; তাহারা আপন
আপন ধ্বজা লইয়া শেষে অগ্রসর হইবে।
৩২ ইহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলানুসারে
গণিত লোক ; সৈন্যানুসারে শিবিরের গণিত
লোক সর্ব্বশুদ্ধ ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ
৩৩ শত। কিন্তু মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
লেবীয়েরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে গণিত
৩৪ হইল না। ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির প্রতি
সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিত, আ-
পন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে আপন
আপন ধ্বজার নিকটে সন্নিবেশিত হইত ও যাত্রা
করিত।

লেবীয়দের উপরে অর্পিত ভার।

৩ সীনয় পর্ব্বতে যে দিন সদাপ্রভু মোশির
সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই দিন হারোণের ও
২ মোশির বংশাবলি এই। হারোণের পুত্রগণের
এই নাম ; প্রথমজাত নাদব, পরে অবীহূ, ইলী-
৩ য়াসর ও ঈথামর। হারোণের যে পুত্রেরা অভি-
ষিক্ত যাজক এবং হস্তপূরণ দ্বারা যাজনকর্ম্মে নিযুক্ত
৪ হইল, তাহাদের এই এই নাম। কিন্তু নাদব ও
অবীহূ সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ইতর
অগ্নি নিবেদন করাতে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণ-
ত্যাগ করিল ; তাহাদের সন্তান ছিল না ; অত-
এব ইলীয়াসর ও ঈথামর আপন পিতা হারোণের
সাক্ষাতে যাজন কর্ম্ম করিত।
৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লেবি
৬ বংশকে আনিয়া হারোণ যাজকের সম্মুখে উপ-
স্থিত কর ; তাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে ;

Digitized by Google

৭ আর আবাসের সেবাকর্ম্ম করিতে সমাগমের
তাম্বুর সম্মুখে তাহার ও সমস্ত মণ্ডলীর রক্ষণীয়
৮ রক্ষা করিবে। আর আবাসের সেবাকর্ম্ম করিতে
সমাগমের তাম্বুর সমস্ত পাত্র ও ইস্রায়েল-সন্তান-
৯ গণের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। আর তুমি লেবীয়-
দিগকে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান
করিবে; তাহারা দত্ত, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য
১০ হইতে তাহাকে দত্ত। আর তুমি হারোণ ও তাহার
পুত্রগণকে নিযুক্ত করিবে, ও তাহারা আপনাদের
যাজকত্বপদ রক্ষা করিবে। অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে
কেহ নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।
১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, ইস্রা-
১২ য়েল-সন্তানগণের মধ্যে গর্ভ উন্মোচক সমস্ত প্রথম-
জাতের পরিবর্ত্তে আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য
হইতে লেবীয়দিগকে গ্রহণ করিলাম; অতএব
১৩ লেবীয়েরা আমারই হইবে। কেননা প্রথমজাত
সকলে আমার; যে দিন আমি মিসরদেশে সমস্ত
প্রথমজাতকে নিহনন করিলাম, সেই দিনে মনু-
ষ্যাবধি পশু পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত প্রথম-
জাতকে আমার উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছিলাম;
তাহারা আমারই হইবে; আমি সদাপ্রভু।
১৪ পরে সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভু মোশিকে কহি-
১৫ লেন, তুমি আপন আপন পিতৃকুল অনুসারে ও
গোষ্ঠী অনুসারে লেবির সন্তানগণকে গণনা কর;
এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকেই
১৬ গণনা কর। তাহাতে মোশি যেমন আদেশ পাই-
লেন, তেমনি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে
১৭ গণনা করিলেন। লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন,
১৮ কহাৎ ও মরারি। আর আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম লিব্‌নি ও
১৯ ও শিমিয়ি। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
কহাতের সন্তানদের নাম অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ
২০ ও উষীয়েল। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
মরারির সন্তানদের নাম মহলি ও মূশি। এই
সকলে স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে লেবীয়দের গোষ্ঠী।
২১ গের্শোন হইতে লিব্‌নির গোষ্ঠী ও শিমিয়ির
গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা গের্শোনীয়দের
২২ গোষ্ঠী। এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষ-
কে গণনা করিলে ইহাদের গণিত লোক সংখ্যায়
২৩ সাত সহস্র পাঁচ শত জন হইল। গের্শোনীয়
গোষ্ঠী সকল পশ্চিম দিকে আবাসের পশ্চাদ্ভাগে
২৪ সন্নিবেশিত হইত। লায়েলের পুত্র ইলীয়াসফ
২৫ গের্শোনীয়দের পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিলেন। সমাগমের
তাম্বুর এই সমস্তই গের্শোনের সন্তানদিগের রক্ষ-
ণীয় হইল; আবাস, তাম্বু, তাম্বুর আবরণ, সমা-
২৬ গমের তাম্বুদ্বারের যবনিকা, প্রাঙ্গণের পর্দ্দা, আ-
বাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রাঙ্গণদ্বারের যবনিকা
এবং সমস্ত সেবাকার্য্য নিমিত্তক রজ্জু।
২৭ আর কহাৎ হইতে অম্রামীয় গোষ্ঠী, যিষ্‌হরীয়
গোষ্ঠী, হিব্রোণীয় গোষ্ঠী ও উষীয়েলীয় গোষ্ঠী
২৮ উৎপন্ন হইল; ইহারা কহাতীয়দের গোষ্ঠী। এক
মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষের সংখ্যানু-
সারে ইহারা আট সহস্র ছয় শত জন, ইহারা
২৯ পবিত্র স্থানের রক্ষক হইল। কহাতের সন্তান-
গণের গোষ্ঠী সকল দক্ষিণ দিকে আবাসের পার্শ্বে
৩০ সন্নিবেশিত হইত। আর উষীয়েলের পুত্র ইলী-
ষাফন কহাতীয় গোষ্ঠী সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ
৩১ ছিলেন। আর এই সকল তাহাদের রক্ষণীয়
হইল; সিন্দুক, মেজ, দীপবৃক্ষ, দুই বেদি, পবিত্র
স্থানের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র, তিরস্করিণী ও
৩২ তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত সেবাকর্ম্ম। হারোণ যাজকের
পুত্র ইলীয়াসর লেবীয়দের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া
পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষকদের উপরে নিযুক্ত
ছিলেন।
৩৩ আর মরারি হইতে মহলীয় গোষ্ঠী ও মূশীয়
গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা মরারীয়দের গোষ্ঠী।
৩৪ এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষ গণনা
করিলে ইহাদের গণিত লোক সংখ্যায় ছয় সহস্র
৩৫ দুই শত জন হইল। আর অবীহয়িলের পুত্র
সূরীয়েল মরারি গোষ্ঠী সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ
ছিলেন; তাহারা আবাসের উত্তর দিকে সন্নি-
৩৬ বেশিত হইত। আর মরারির সন্তানগণ এই সক-
লের রক্ষায় নিযুক্ত হইল; আবাসের তক্তা,
অর্গল, স্তম্ভ, চুঙ্গি ও তাহার সমস্ত পাত্র, এবং
৩৭ তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত সেবাকর্ম্ম, আর প্রাঙ্গণের চতু-
র্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল ও তাহাদের চুঙ্গি, গোঁজ ও
৩৮ রজ্জু। আর সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে, পূর্ব্ব পার্শ্বে,
সূর্য্যোদয় দিকে, মোশি, হারোণ ও তাঁহার পুত্র-
গণ সন্নিবেশিত ছিলেন; তাঁহারা ইস্রায়েল-
সন্তানগণের রক্ষণীয় বলিয়া ধর্ম্মধামের রক্ষণীয়
রক্ষা করিতেন; কিন্তু অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে কোন
ব্যক্তি তাহার নিকটবর্ত্তী হইত, সে বধ্য হইত।
৩৯ মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে লেবীয়-
দিগকে স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে গণনা করিলে
তাহাদের গণিত এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক
৪০ পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ বাইশ সহস্র জন হইল। আর
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক
প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে গণনা কর, ও তাহাদের
৪১ নামের সংখ্যা গ্রহণ কর। সদাপ্রভু যে আমি,
আমারই অধিকারার্থে তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, এবং
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত পশুর
৪২ পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুগণকে গ্রহণ কর। তাহাতে
মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তান-
৪৩ গণের সমস্ত প্রথমজাতকে গণনা করিলেন; তাহা-

Digitized by Google

দের এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত প্রথমজাত
পুরুষ নাম-সংখ্যানুসারে বাইশ সহস্র দুই শত
৪৪ তেয়াত্তর জন গণিত হইল। আর সদাপ্রভু মোশিকে
৪৫ কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথম-
জাতের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, ও তাহাদের পশু-
ধনের পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুধন গ্রহণ কর;
লেবীয়েরা আমারই হইবে; আমি সদাপ্রভু।
৪৬ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রথমজাতদের মধ্যে
লেবীয়দের সংখ্যাতিরিক্ত যে দুই শত তেয়াত্তর
৪৭ জন মোক্তব্য লোক, তাহাদের এক এক জনের
নিমিত্তে পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পাঁচ পাঁচ
শেকল লইবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়।
৪৮ আর তাহাদের সংখ্যাতিরিক্ত সেই মোক্তব্য
লোকদের রৌপ্যমূল্য তুমি হারোণ ও তাহার
৪৯ পুত্রগণকে দিবে। তাহাতে লেবীয়দের দ্বারা মুক্ত
লোক ব্যতিরেকে যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা-
৫০ দের মুক্তির মূল্য মোশি লইলেন। তিনি ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের প্রথমজাত লোক হইতে পবিত্র
স্থানের শেকলের পরিমাণে এক সহস্র তিন শত
৫১ পঁয়ষট্টি শেকল রৌপ্য লইলেন। সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে মোশি সেই মুক্ত লোকদের রৌপ্য
লইয়া হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণকে দিলেন;
সদাপ্রভু মোশিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৪ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, তোমরা লেবির সন্তানগণের মধ্যে
২ আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে কহাতের
৩ সন্তানগণকে, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যত লোক সমাগমের তাম্বুতে
কর্ম্মচারীদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা
কর।
৪ সমাগমের তাম্বুতে কহাতের সন্তানগণের সেবা-
৫ কর্ম্ম অতি পবিত্র স্থান [সংক্রান্ত]। যখন শিবির
অগ্রসর হইবে, তখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ
ভিতরে গমন পূর্ব্বক তিরস্করিণীরূপ আবরণ নামা-
৬ ইয়া তদ্দ্বারা সাক্ষ্যসিন্দুক ঢাকিবে, তাহার উপরে
তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, ও তাহার উপরে
সম্পূর্ণ নীলবর্ণ এক বস্ত্র পাতিবে, পরে তাহার
৭ বহনদণ্ড পরাইবে। আর দর্শনীয় রুটীর মেজের
উপরে এক নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিবে, ও তাহার উপরে
থাল, চমস, সেকপাত্র ও ঢালিবার জন্য স্রুব
সকল রাখিবে, এবং নিত্য রুটী তাহার উপরে
৮ থাকিবে। সেই সকলের উপরে তাহারা এক
লোহিতবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিবে, এবং তহশচর্ম্মের
আচ্ছাদন দিয়া তাহা ঢাকিবে, পরে তাহার বহন-
৯ দণ্ড পরাইবে। আর এক নীলবর্ণ বস্ত্র লইয়া দীপ-
বৃক্ষ ও তাহার দীপ, চিমটা এবং অঙ্গারধানী ও
তাহার পরিচর্য্যার্থক সমস্ত তৈলপাত্র আচ্ছাদন
১০ করিবে। আর তাহা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র
তহশচর্ম্মের এক আচ্ছাদনে রাখিয়া দণ্ডের উপরে
১১ দিবে। পরে তাহারা স্বর্ণময় বেদির উপরে নীল-
বর্ণ বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে তহশচর্ম্মের
আচ্ছাদন দিবে, পরে তাহার বহনদণ্ড পরাইবে।
১২ আর তাহারা পবিত্র স্থানের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত
পাত্র লইয়া নীলবর্ণ বস্ত্রের মধ্যে রাখিবে, এবং
তহশচর্ম্ম দিয়া তাহা ঢাকিয়া দণ্ডের উপরে
১৩ রাখিবে। আর বেদি হইতে ভস্ম ফেলিয়া তাহার
১৪ উপরে বেগুনে রঙ্গের বস্ত্র পাতিবে। আর তাহার
উপরে তাহার পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ
অঙ্গারধানী, ত্রিশূল, হাতা ও বাটি, বেদির সমস্ত
পাত্র রাখিবে; পরে তাহারা তাহার উপরে
তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়া তাহার বহনদণ্ড
১৫ পরাইবে। এইরূপে শিবিরের অগ্রসর হইবার
সময়ে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ পবিত্র স্থান
ও পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্রের আচ্ছাদন সাঙ্গ
করিলে পর কহাতের সন্তানগণ তাহা বহন করিতে
আসিবে; কিন্তু তাহাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই
জন্য তাহারা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না। এই
সকল সমাগমের তাম্বুতে কহাতের সন্তানগণের
বহনীয় হইবে।
১৬ আর দীপার্থক তৈল ও ধূপার্থক সুগন্ধি দ্রব্য,
নিত্য নৈবেদ্য ও অভিষেকার্থ তৈলের তত্ত্বাবধান,
সমস্ত আবাস এবং পবিত্র বস্তু ও তাহার পাত্র, যে
কিছু তাহার মধ্যে আছে, তাহার তত্ত্বাবধান করা
হারোণের পুত্র ইলীয়াসর যাজকের কার্য্য হইবে।
১৭ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
১৮ তোমরা লেবীয়দের মধ্য হইতে কহাতীয় গোষ্ঠী-
১৯ সমূহের বংশকে উচ্ছেদ করিও না। কিন্তু যখন
তাহারা অতি পবিত্র বস্তুর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন
তাহারা যেন না মরে, বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত
তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ করিও; হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইয়া উহাদের প্রত্যেক
জনকে আপন আপন সেবাকর্ম্মে ও ভার বহনে
২০ নিযুক্ত করিবে। কিন্তু উহারা যেন না মরে, এই
নিমিত্ত এক নিমিষের জন্যও পবিত্র বস্তু দেখিতে
ভিতরে যাইবে না।
২১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি গের্শো-
২২ নের সন্তানগণের পিতৃকুল ও গোষ্ঠী অনুসারে
২৩ তাহাদেরও সংখ্যা গ্রহণ কর। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক
অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমা-
গমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করণার্থে শ্রেণীভুক্ত হয়,
২৪ তাহাদিগকে গণনা কর। সেবাকর্ম্মের ও ভার
বহনের মধ্যে গের্শোনীয় গোষ্ঠীদের সেবাকর্ম্ম
২৫ এই। তাহারা আবাসের যবনিকা সকল, এবং
সমাগমের তাম্বু, তাম্বুর আবরণ, তদুপরিস্থিত
তহশচর্ম্মের ছাদ, সমাগমের তাম্বুদ্বারের আচ্ছা-
২৬ দনবস্ত্র; প্রাঙ্গণের যবনিকা সকল, এবং আবাসের

Digitized by Google

ও বেদির চতুর্দিক্‌স্থিত প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছা-
দনবস্ত্র, তাহার রজ্জু ও সেবার্থক সমস্ত পাত্র
বহিবে ; এবং এই সকলের সম্বন্ধে যে কিছু করিতে
২৭ হয়, তাহাও করিবে। হারোণের ও তদীয় পুত্র-
গণের আজ্ঞানুসারে গের্শোনের সন্তানগণ আপন
আপন ভার ও সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম্ম
করিবে ; তোমরা তাহাদের সমস্ত ভার বহনে
২৮ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবে। সমাগমের তাম্বুতে
ইহাই গের্শোনের সন্তানগণের গোষ্ঠীদের সেবা-
কর্ম্ম ; এবং তাহাদের রক্ষণীয় হারোণ যাজকের
পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।
২৯ আর তুমি মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃ-
৩০ কুলানুসারে তাহাদিগকে গণনা কর। ত্রিশ বৎসর
বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা
সমাগমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করণার্থে শ্রেণীভুক্ত
৩১ হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। আর সমাগমের
তাম্বুতে তাহাদের সমস্ত সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই
ভার তাহাদের বহনীয় হইবে ; আবাসের তক্তা
৩২ সকল, সে সকলের অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি, এবং
প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল, সে সকলের
চুঙ্গি, গোঁজ, রজ্জু ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত পাত্র ও
কার্য্য। তোমরা নামে নামে তাহাদের বহনীয়
৩৩ ভারের সমস্ত দ্রব্য গণনা করিবে। সমাগমের
তাম্বুতে ইহা মরারির সন্তানদের গোষ্ঠীদের সমস্ত
সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য ; ইহা হারোণ যাজকের
পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।
৩৪ পরে মোশি, হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ,
কহাতীয় সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
৩৫ তাহাদের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে
সেবাকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহাদিগকে গণনা
৩৬ করিলেন। আর তাহাদের গোষ্ঠী অনুসারে গণিত
লোক দুই সহস্র সাত শত পঞ্চাশ জন হইল।
৩৭ ইহারা কহাতীয় গোষ্ঠীদের গণিত এবং সমা-
গমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত লোক ; মোশির
প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও হারোণ
ইহাদিগকে গণনা করিলেন।
৩৮ আর গের্শোনের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা
আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত
৩৯ হইল, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে
৪০ সেবাকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা আপন
আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইলে
৪১ দুই সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন হইল। ইহারা
গের্শোনের সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত এবং
সমাগমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত লোক।
মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইহা-
দিগকে গণনা করিলেন।
৪২ আর মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠীদের মধ্যে
যাহারা আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে
৪৩ গণিত হইল, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি
পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের
৪৪ তাম্বুতে সেবাকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা
আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত
৪৫ হইলে তিন সহস্র দুই শত জন হইল। ইহারা
মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত লোক।
মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও
হারোণ ইহাদিগকে গণনা করিলেন।
৪৬ এইরূপে মোশি, হারোণ ও ইস্রায়েলের
অধ্যক্ষগণকর্ত্তৃক যে লেবীয়েরা আপন আপন
৪৭ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইল, অর্থাৎ
ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক
পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম ও
৪৮ ভার বহন কার্য্যে নিযুক্ত হইল, তাহারা গণিত
হইলে আট সহস্র পাঁচ শত আশী জন হইল।
৪৯ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই তাহারা প্রত্যেক জন
মোশিকর্ত্তৃক আপন আপন সেবাকর্ম্মে ও ভার
বহনে নিযুক্ত হইল। এইরূপে মোশির প্রতি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা তাঁহার দ্বারা
গণিত হইল।

নানা বিষয়ের বিধি।

৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আদেশ কর, যেন
তাহারা প্রত্যেক কুষ্ঠীকে, প্রত্যেক প্রমেহীকে ও
মৃতের দ্বারা অশুচি প্রত্যেক জনকে শিবির হইতে
৩ বাহির করিয়া দেয়। তোমরা পুরুষ ও স্ত্রীকে
বাহির কর ; তাহাদিগকে শিবির হইতে বাহির
কর। উহাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস
৪ করি, তাহারা তাহা অশুচি না করুক। তখন
ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ কর্ম্ম করিল, তাহা-
দিগকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল ; মোশির
প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ এই কর্ম্ম করিল।
৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
৬ য়েল-সন্তানগণকে বল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হউক,
যখন কেহ মনুষ্যদের মধ্যে চলিত কোন পাপ
করিয়া সদাপ্রভুর কাছে সত্যলঙ্ঘন করে, আর
৭ সেই প্রাণী দণ্ডনীয় হয়, তখন সে আত্মকৃত পাপ
স্বীকার করিবে, ও আপন দোষ প্রযুক্ত তাহার
মূল দ্রব্য ও তাহার পঞ্চাংশের এক অংশ অধিক,
যাহার প্রতিকূলে দোষ করিয়াছে, তাহাকে দিবে।
৮ কিন্তু যাহাকে দোষের পরিশোধ দেওয়া যাইতে
পারে, এমন মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি যদি সেই ব্যক্তির
না থাকে, তবে দোষের পরিশোধ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে যাজককে দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন যদ্দ্বারা

Digitized by Google

তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই প্রায়শ্চিত্তার্থক মেষও
৯ দিতে হইবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনা-
দের পবিত্র বস্তুর মধ্যে যত উত্তোলনীয় উপহার
যাজকের কাছে আনে, সেই সকল তাহার হইবে।
১০ যে পবিত্র বস্তু যাহাকর্তৃক নিবেদিত হয়, তাহা
তাহারই হইবে ; মনুষ্য যে কোন বস্তু যাজককে
দেয়, তাহা তাহার হইবে।
১১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
১২ য়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, কোন
ব্যক্তির স্ত্রী যদি বিপথগামিনী হইয়া তাহার
১৩ কাছে সত্যলঙ্ঘন করে, সে যদি স্বামীর দৃষ্টির
অগোচরে কোন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া
গোপনে অশুচি হয়, ও তাহার বিপক্ষে কোন
১৪ সাক্ষী না থাকে, ও সে ধরা না পড়ে ; এবং ভার্য্যা
অশুচি হইলে স্বামী যদি অন্তর্জ্বালাজনক আত্মা-
বিষ্ট হইয়া তাহার প্রতি অন্তর্জ্বালাবিশিষ্ট হয় ;
অথবা ভার্য্যা অশুচি না হইলেও যদি সে অন্ত-
র্জ্বালাজনক আত্মার আবেশে তাহার প্রতি অন্ত-
১৫ র্জ্বালাবিশিষ্ট হয় ; তবে সেই স্বামী আপন
ভার্য্যাকে যাজকের কাছে আনিবে, এবং তাহার
নিমিত্তে তাহার উপহার অর্থাৎ ঐফার দশমাংশ
যবের সূজি আনিবে, কিন্তু তাহার উপরে তৈল
ঢালিবে না ও কুন্দুরু দিবে না ; কেননা তাহা
অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য, স্মরণার্থক নৈবেদ্য, অপ-
১৬ রাধস্মারক। পরে যাজক সেই স্ত্রীকে লইয়া সদা-
১৭ প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে। আর যাজক
মৃৎপাত্রে পবিত্র জল রাখিয়া আবাসের মেঝি-
১৮ য়ার কিঞ্চিত ধূলি লইয়া সেই জলে দিবে। পরে
যাজক ঐ স্ত্রীকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত
করিবে, ও তাহার মস্তকের চুল খুলিয়া দিয়া ঐ
স্মরণার্থক নৈবেদ্য, অর্থাৎ অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য,
তাহার অঞ্জলিতে দিবে ; এবং যাজকের হস্তে
১৯ শাপজনক তিক্ত জল থাকিবে। আর যাজক ঐ
স্ত্রীকে দিব্য করাইয়া কহিবে, কোন পুরুষ যদি
তোমার সহিত শয়ন না করিয়া থাকে, এবং তুমি
আপন স্বামীর অধীনা থাকিয়া থাক, ও বিপথ-
গমন পূর্ব্বক যদি অশুচি ক্রিয়া না করিয়া থাক,
তবে এই শাপজনক তিক্ত জল তোমাতে নিস্ফল
২০ হউক। কিন্তু তুমি আপন স্বামীর অধীনা হইয়াও
যদি বিপথগামিনী হইয়া থাক, যদি অশুচি ক্রিয়া
করিয়া থাক, ও তোমার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন
পুরুষ যদি তোমার সহিত শয়ন করিয়া থাকে ;
২১ তবে যাজক শাপজনক দিব্যে সেই স্ত্রীকে দিব্য
করাইবে, ও যাজক সেই স্ত্রীকে বলিবে, সদাপ্রভু
তোমার ঊরু অবশ ও তোমার উদর স্ফীত করিয়া
তোমার লোকদের মধ্যে তোমাকে শাপের ও
২২ দিব্যের আস্পদ করিবেন ; আর এই শাপজনক
জল তোমার উদরে প্রবেশ করিয়া তোমার উদর
স্ফীত ও ঊরু অবশ করিবে। তখন সে স্ত্রী কহিবে,
২৩ "আমেন, আমেন"। এবং যাজক সেই শাপের
কথা পুস্তকে লিখিয়া ঐ তিক্ত জলে মুছিয়া
২৪ ফেলিবে। পরে সেই শাপজনক তিক্ত জল ঐ
স্ত্রীকে পান করাইবে ; তাহাতে সেই শাপজনক
জল তিক্তরূপে তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।
২৫ আর যাজক ঐ স্ত্রীর হস্ত হইতে সেই অন্তর্জ্বালার
নৈবেদ্য লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইয়া
২৬ বেদির উপরে উপস্থিত করিবে। এবং যাজক
তৎস্মরণার্থে সেই নৈবেদ্যর এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া
বেদির উপরে দগ্ধ করিবে, তৎপরে ঐ স্ত্রীকে সেই
২৭ জল পান করাইবে। আর সেই স্ত্রীকে জল পান
করাইলে সে যদি আপন স্বামীর কাছে সত্যলঙ্ঘন
করিয়া অশুচি হইয়া থাকে, তবে সেই শাপজনক
জল তাহার মধ্যে তিক্তরূপে প্রবিষ্ট হইবে, এবং
তাহার উদর স্ফীত ও ঊরু অবশ হইয়া পড়িবে ;
এইরূপে সে স্ত্রী আপন লোকদের মধ্যে শাপের
২৮ আস্পদ হইবে। আর যদি সে স্ত্রী অশুচি না
হইয়া শুচি থাকে, তবে সে মুক্তা হইবে, ও গর্ভ-
২৯ ধারণ করিবে। ইহা অন্তর্জ্বালা বিষয়ক ব্যবস্থা ;
স্ত্রীলোক স্বামীর অধীনা হইয়াও বিপথগমন পূর্ব্বক
৩০ অশুচি হইলে, কিম্বা স্বামী অন্তর্জ্বালাজনক আ-
ত্মার আবেশে আপন ভার্য্যার প্রতি অন্তর্জ্বালা-
বিশিষ্ট হইলে সে সেই স্ত্রীকে সদাপ্রভুর সম্মুখে
উপস্থিত করিবে, এবং যাজক তদ্বিষয়ে এই সমস্ত
৩১ ব্যবস্থা পালন করিবে। তাহাতে স্বামী অপরাধ
হইতে মুক্ত হইবে, এবং সে স্ত্রী আপন অপরাধ
বহন করিবে।

নাসরীয়দের ব্যবস্থা।

৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক্‌
কৃত হইবার জন্য যখন বিশেষ ব্রত, নাসরীয় ব্রত,
৩ করিবে, তখন সে দ্রাক্ষারস ও সুরা হইতে পৃথক্‌
থাকিবে ; দ্রাক্ষারসের সিরকা বা সুরার সিরকা
পান করিবে না, এবং দ্রাক্ষাফলোৎপন্ন কোন
পেয় পান করিবে না, আর কাঁচা কি শুষ্ক দ্রাক্ষা-
৪ ফল খাইবে না। তাহার পৃথক্‌স্থিতির সমস্ত কাল
সে বীজাবধি ত্বক্‌ পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাফলে প্রস্তুত কিছুই
৫ খাইবে না। আর তাহার পৃথক্‌স্থিতি-ব্রতের সমস্ত
কাল তাহার মস্তকে ক্ষুরস্পর্শ হইবে না ; সদা-
প্রভুর উদ্দেশে পৃথক্‌স্থিতির দিনসংখ্যা যাবৎ
সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে পবিত্র থাকিবে ও আপন
৬ কেশগুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে দিবে। সে যাবৎ সদা-
প্রভুর উদ্দেশে পৃথক্‌ থাকে, তাবৎ কোন শবের
৭ নিকটে যাইবে না। যদিস্যাৎ তাহার পিতা কিম্বা
মাতা কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী মরে, তথাপি সে

Digitized by Google

তাহাদের জন্য আপনাকে অশুচি করিবে না ;
কেননা তাহার মস্তকে তাহার ঈশ্বরের উদ্দেশে
৮ পৃথক্‌স্থিতির চিহ্ন আছে। তাহার পৃথক্‌স্থিতির
৯ সমস্ত কাল সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। আর
যদি কোন মনুষ্য হঠাৎ তাহার নিকটে মরাতে সে
পৃথক্‌স্থিতির চিহ্নবিশিষ্ট আপনার মস্তক অশুচি
করে, তবে সে শুচি হইবার দিনে আপন মস্তক
মুণ্ডন করিবে, সপ্তম দিবসে তাহা মুণ্ডন করিবে।
১০ আর অষ্টম দিবসে সে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোত-
শাবক সমাগমের তাম্বুর দ্বারে যাজকের কাছে
১১ আনিবে। যাজক তাহাদের একটী পাপার্থে,
অন্যটী হোমার্থে নিবেদন করিয়া শবজন্য তাহার
কৃত পাপ প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; আর সেই
১২ দিনে তাহার মস্তক পবিত্র করিবে। আবার সে
আপন পৃথক্‌স্থিতির কালে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
পৃথক্ থাকিবে ; এবং দোষার্থক বলিরূপে এক-
বর্ষীয় এক মেষবৎস আনিবে। আর তাহার
পৃথক্‌স্থিতি অশুচি হওয়াতে তাহার পূর্ব্বগত দিন
সকল নিরর্থক হইবে।

১৩ আর নাসরীয়ের এই ব্যবস্থা ; তাহার পৃথক্-
স্থিতির দিন সম্পূর্ণ হইলে পর সে সমাগমের
১৪ তাম্বুর দ্বারে আনীত হইবে। পরে সে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে আপন উপহার উৎসর্গ করিবে ; হোমার্থে
একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষবৎস ও পাপার্থে এক-
বর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও মঙ্গলার্থে
১৫ নির্দ্দোষ এক মেষ, আর এক চুপড়ি তাড়ীশূন্য
রুটী, তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজির পিষ্টক, তাড়ীশূন্য
তৈলাক্ত সরুচাকলী ও তাহার উপযুক্ত ভক্ষ্য এবং
১৬ পেয় নৈবেদ্য, এই সকল আনিবে। আর যাজক
সদাপ্রভুর সম্মুখে এই সকল উপস্থিত করিয়া
তাহার পাপার্থক বলি ও হোমবলি উৎসর্গ
১৭ করিবে। পরে তাড়ীশূন্য রুটীর চুপড়ির সহিত
মঙ্গলার্থক মেষবলি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ
করিবে ; এবং যাজক তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য
১৮ নিবেদন করিবে। পরে নাসরীয় সমাগমের
তাম্বুর দ্বারে আপন পৃথক্‌স্থিতির চিহ্নস্বরূপ মস্তক
মুণ্ডন করিবে, এবং পৃথক্‌স্থিতির চিহ্ন যে মস্তকের
কেশ, তাহা লইয়া মঙ্গলার্থক বলির অধঃস্থিত
১৯ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর নাসরীয় ব্যক্তির
পৃথক্‌স্থিতির মস্তক মুণ্ডনের পরে যাজক ঐ মেষের
জলসিদ্ধ স্কন্ধ ও চুপড়ি হইতে তাড়ীশূন্য এক-
খান পিষ্টক ও একখান তাড়ীশূন্য সরুচাকলী
২০ লইয়া তাহার অঞ্জলিতে দিবে। আর যাজক সে
সকল দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে
দোলাইবে ; তাহাতে দোলনীয় বক্ষঃ ও উত্তোল-
নীয় স্কন্ধ সমেত তাহা যাজকের উদ্দেশে পবিত্র
হইবে ; তৎপরে নাসরীয় ব্যক্তি দ্রাক্ষারস পান
২১ করিতে পারিবে। ব্রতকারী নাসরীয়ের এবং
পৃথক্‌স্থিতির জন্য সদাপ্রভুকে দাতব্য তাহার উপ-
হারের এই ব্যবস্থা ; ইহা ছাড়া সে আপন সং-
স্থান অনুসারে দিবে, যে কিছু দিতে মানত করি-
য়াছে তাহা দিবে, এবং পৃথক্‌স্থিতির এই ব্যব-
স্থাও মানিবে।

২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি হারোণ
২৩ ও তাহার পুত্রগণকে বল ; তোমরা ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে এইরূপ
কহিবে,

২৪ সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও রক্ষা
করুন।

২৫ সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন,
ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন।

২৬ সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উত্তোলন
করুন, ও তোমাকে শান্তি দান করুন।

২৭ এইরূপে তাহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের উপরে
আমার নাম স্থাপন করিবে, তাহাতে আমি তাহা-
দিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।

কুলপতিদের উপঢৌকন।

৭ পরে যে দিবসে মোশি আবাস স্থাপন
সমাপ্ত করিলেন, এবং তাহা অভিষেক ও
পবিত্র করিলেন, আর তৎসংক্রান্ত সকল পাত্র
এবং বেদি ও তৎসংক্রান্ত সকল পাত্র অভিষেক
২ ও পবিত্র করিলেন, সেই দিবসে ইস্রায়েলের
অধ্যক্ষগণ, যে পিতৃকুলপতিগণ বংশ সকলের
অধ্যক্ষ এবং গণিতদের উপরে নিযুক্ত ছিলেন,
৩ তাঁহারা উপহার আনিলেন। ফলতঃ তাঁহারা
সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহারার্থে ছয়টী আচ্ছাদিত
শকট ও দ্বাদশটী বলদ, দুই দুই অধ্যক্ষ এক এক
শকট ও এক এক জন এক একটী বলদ আনিয়া
আবাসের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

৪ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি তাহা-
৫ দের হইতে তাহা গ্রহণ কর ; সে সকল সমাগমের
তাম্বুর সেবাকর্ম্ম করিবার জন্য হইবে, আর তুমি
সে সকল লেবীয়দিগকে দিবে ; এক এক দলকে
৬ আপন আপন সেবাকর্ম্মানুসারে দিবে। পরে
মোশি সেই সমস্ত শকট ও বলদ গ্রহণ করিয়া
৭ লেবীয়দিগকে দিলেন। গের্শোনের সন্তানগণকে
তাহাদের সেবাকর্ম্মানুসারে দুই শকট ও চারি
৮ বলদ, এবং মরারির সন্তানগণকে তাহাদের সেবা-
কর্ম্মানুসারে অবশিষ্ট চারি শকট ও আট বলদ
দিয়া হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তে
৯ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কহাতের সন্তানগণকে
কিছুই দিলেন না, কেননা পবিত্র স্থানের সেবা-
কর্ম্মের ভার তাহাদের উপরে ছিল, তাহারা স্কন্ধে
করিয়া ভার বহন করিত।

১০ পরে বেদির অভিষেকদিবসে অধ্যক্ষগণ তৎ-

Digitized by Google

প্রতিষ্ঠার্থক উপহার আনিলেন; ফলতঃ সেই
অধ্যক্ষগণ বেদির সম্মুখে আপন আপন উপহার
১১ আনিলেন। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
এক এক জন অধ্যক্ষ এক এক দিন বেদিপ্রতিষ্ঠা-
র্থক আপন আপন উপহার আনয়ন করুক।
১২ প্রথম দিবসে যিহূদা বংশজাত অম্মীনাদবের
পুত্র নহশোন আপন উপহার আনয়ন করিলেন।
১৩ তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
এক শত ত্রিশ শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক
থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক
বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈল-
১৪ মিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ
১৫ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য
এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক মেষবৎস;
১৬ পাপার্থক বলিদানের জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলা-
১৭ র্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ,
একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অম্মীনাদবের পুত্র
নহশোনের উপহার।
১৮ দ্বিতীয় দিবসে ইষাখরের অধ্যক্ষ সূয়ারের
পুত্র নথনেল আপনার ঐই উপহার আনয়ন
১৯ করিলেন, পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও
সত্তর শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই
দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম
২০ সূজিতে পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে
২১ স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস,
২২ এক মেষ, একবর্ষীয় এক মেষবৎস; পাপার্থক
২৩ বলিদানের জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির
জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয়
পাঁচ মেষবৎস; ইহা সূয়ারের পুত্র নথনেলের
উপহার।
২৪ তৃতীয় দিবসে সবূলূনের সন্তানদের অধ্যক্ষ
২৫ হেলোনের পুত্র ইলীয়াব। তাঁহার উপহার পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য
২৬ নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ধূপে
পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস;
২৭ হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয়
২৮ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
২৯ ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ
মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা
হেলোনের পুত্র ইলীয়াবের উপহার।
৩০ চতুর্থ দিবসে রূবেণের সন্তানদের অধ্যক্ষ শদে-
৩১ য়ূরের পুত্র ইলীষূর। তাঁহার উপহার পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য
নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ;
৩২ ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক
৩৩ চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, এক-
৩৪ বর্ষীয় এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য
৩৫ এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু,
পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস;
ইহা শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূরের উপহার।
৩৬ পঞ্চম দিবসে শিমিয়োনের সন্তানদের অধ্যক্ষ
৩৭ সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল। তাঁহার উপহার
পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ
শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর
শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই
পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে
৩৮ পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের
৩৯ এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ,
৪০ একবর্ষীয় এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের
৪১ জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই
গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ
মেষবৎস; ইহা সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েলের
উপহার।
৪২ ষষ্ঠ দিবসে গাদের সন্তানদের অধ্যক্ষ দূয়েলের
৪৩ পুত্র ইলীয়াসফ। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল পরিমাণে
রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণে
রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবে-
৪৪ দ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ, ধূপে
পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস;
৪৫ হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয়
৪৬ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
৪৭ ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ
মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা
দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফের উপহার।
৪৮ সপ্তম দিবসে ইফ্রয়িমের সন্তানদের অধ্যক্ষ
৪৯ অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা। তাঁহার উপহার
পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ
শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর
শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই
পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে
৫০ পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের
৫১ এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ,
৫২ একবর্ষীয় এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের
৫৩ জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই
গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ
মেষবৎস; ইহা অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামার
উপহার।
৫৪ অষ্টম দিবসে মনঃশির সন্তানদের অধ্যক্ষ পদাহ-
৫৫ সূরের পুত্র গমলীয়েল। তাঁহার উপহার পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল

Digitized by Google

পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য
৫৬ নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সুজিতে পূর্ণ; ধূপে
পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস;
৫৭ হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয়
৫৮ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
৫৯ ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ
মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা
পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েলের উপহার।
৬০ নবম দিবসে বিন্যামীনের সন্তানদের অধ্যক্ষ
৬১ গিদিয়োনির পুত্র অবীদান। তাঁহার উপহার
পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ
শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর
শেকল পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই
পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সুজিতে
৬২ পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের
৬৩ এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ,
৬৪ একবর্ষীয় এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের
৬৫ জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই
গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ
মেষবৎস; ইহা গিদিয়োনির পুত্র অবীদানের
উপহার।
৬৬ দশম দিবসে দানের সন্তানদের অধ্যক্ষ অম্মী-
৬৭ শদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর। তাঁহার উপহার পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য
৬৮ নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সুজিতে পূর্ণ; ধূপে
পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস;
৬৯ হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয়
৭০ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
৭১ ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ
মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা
অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষরের উপহার।
৭২ একাদশ দিবসে আশেরের সন্তানদের অধ্যক্ষ
৭৩ অক্রণের পুত্র পগীয়েল। তাঁহার উপহার পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল
পরিমাণে রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য
৭৪ নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সুজিতে পূর্ণ; ধূপে
পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস;
৭৫ হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয়
৭৬ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
৭৭ ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ
মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা
অক্রণের পুত্র পগীয়েলের উপহার।
৭৮ দ্বাদশ দিবসে নপ্তালির সন্তানদের অধ্যক্ষ ঐন-
৭৯ নের পুত্র অহীর। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল পরিমাণে
রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণে
রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবে-
৮০ দ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সুজিতে পূর্ণ; ধূপে
পরিপূর্ণ দশ শেকল পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস;
৮১ হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয়
৮২ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
৮৩ ছাগ; এবং মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু,
পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস;
ইহা ঐননের পুত্র অহীরের উপহার।
৮৪ বেদির অভিষেকদিবসে তৎপ্রতিষ্ঠার্থক এই
উপহার ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণকর্তৃক দত্ত হইল,
রৌপ্যের দ্বাদশ থাল, রৌপ্যের দ্বাদশ বাটি,
৮৫ স্বর্ণের দ্বাদশ চমস। তাহার প্রত্যেক থাল এক
শত ত্রিশ শেকল, এবং প্রত্যেক বাটি সত্তর শেকল;
সর্ব্বশুদ্ধ এই সকল পাত্রের রৌপ্য পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে দুই সহস্র চারি শত শেকল
৮৬ পরিমিত। ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণের দ্বাদশ চমস,
প্রত্যেক চমস পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে দশ
শেকল পরিমিত; সর্ব্বশুদ্ধ এই সকল চমসের স্বর্ণ
৮৭ এক শত বিংশতি শেকল পরিমিত। হোমার্থে
সাকল্যে দ্বাদশ গোরু, দ্বাদশ মেষ, একবর্ষীয়
দ্বাদশ মেষবৎস, ও তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য;
এবং পাপার্থক বলিদানের নিমিত্তে দ্বাদশ ছাগ।
৮৮ আর মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে সাকল্যে চব্বিশ
গোরু, ষাইট মেষ, ষাইট ছাগ, একবর্ষীয় ষাইট
মেষবৎস; ইহা বেদির অভিষেকের পরে তৎ-
প্রতিষ্ঠার্থক উপহার।
৮৯ আর মোশি যখন ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতে
সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিতেন, তখন সাক্ষ্য-
সিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাবরণ হইতে, করূব-
দ্বয়ের মধ্য হইতে, তাঁহার সহিত বাক্যবাদী রব
শুনিতেন; আর তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।

দীপবৃক্ষ ও লেবীয়দের বিষয়।

৮ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
হারোণকে কহ, তাহাকে বল, তুমি প্রদীপ
জ্বালিলে সেই সাত প্রদীপ যেন দীপবৃক্ষের সম্মুখ-
৩ দিকে আলো দেয়। তাহাতে হারোণ সেইরূপ
করিলেন, মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
দীপবৃক্ষের সম্মুখদিকে সেই সকল প্রদীপ জ্বালি-
৪ লেন। ঐ দীপবৃক্ষ পিটান স্বর্ণে নির্ম্মিত; কাণ্ড
অবধি পুষ্প পর্য্যন্ত তাহা পিটান কর্ম্ম ছিল। সদা-
প্রভু মোশিকে যে আকার দেখাইয়াছিলেন, তদনু-
সারে তিনি দীপবৃক্ষটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।
৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
৬ য়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে লেবীয়দিগকে লইয়া
৭ শুচি কর। তাহাদিগকে শুচি করণার্থে এইরূপ

Digitized by Google

কর। তাহাদের উপরে পাপমোচক জল প্রক্ষেপ
কর, ও তাহারা আপনাদের সমস্ত গাত্রে ক্ষুর
বুলাইয়া বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনাদিগকে শুচি
৮ করুক। পরে তাহারা এক গোবৎস ও তৎসম্বন্ধীয়
তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনয়ন
করুক, এবং তুমি পাপার্থক বলিদান জন্য আর
৯ এক গোবৎস গ্রহণ কর। আর লেবীয়দিগকে
সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে আন, ও ইস্রায়েল-
১০ সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর। আর
লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে আনিলে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করুক।
১১ পরে হারোণ ইস্রায়েল-সন্তানগণের দোলনীয়
নৈবেদ্য বলিয়া লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে
নিবেদন করিবে, তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর
১২ সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। পরে লেবীয়েরা ঐ
দুই গোবৎসের মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিবে, আর
তুমি লেবীয়দের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদা-
প্রভুর উদ্দেশে একটী গোবৎস পাপার্থক বলিরূপে,
এবং অন্যটী হোমার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে
১৩ আর হারোণের ও তাহার পুত্রগণের সম্মুখে
লেবীয়দিগকে দণ্ডায়মান করিয়া দোলনীয় নৈবেদ্য
বলিয়া তাহাদিগকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন
১৪ করিবে। এইরূপে তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে
লেবীয়দিগকে পৃথক্ করিও; তাহাতে লেবীয়েরা
১৫ আমারই হইবে। তাহার পরে লেবীয়েরা সমা-
গমের তাম্বুর সেবাকর্ম্ম করিতে প্রবেশ করিবে।
এইরূপে তুমি তাহাদিগকে শুচি করিয়া দোলনীয়
১৬ নৈবেদ্য বলিয়া নিবেদন করিবে। কেননা তাহারা
দত্ত হইয়াছে, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে
তাহারা আমার উদ্দেশে দত্ত; আমি ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে যাবতীয় গর্ভ উন্মোচক প্রথম-
জাত সকলের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে আপনার
১৭ জন্য গ্রহণ করিলাম। কেননা মনুষ্য হউক কিম্বা
পশু হউক, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথম-
জাত আমার; যে দিবসে আমি মিসরদেশের
সমস্ত প্রথমজাতকে নিহনন করিয়াছিলাম, সেই
দিবসে আপনার নিমিত্তে তাহাদিগকে পবিত্র
১৮ করিয়াছিলাম। আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সমস্ত প্রথমজাতেরই পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে গ্রহণ
১৯ করিয়াছি। আর সমাগমের তাম্বুতে ইস্রায়েল-
সন্তানগণের করণীয় সেবাকর্ম্ম করিতে ও ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে
লেবীয়দিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে
হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে দানরূপে দিয়াছি;
যেন ইস্রায়েল-সন্তানগণের পবিত্র স্থানের নিকট-
বর্ত্তী হইবার জন্য মারী ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মধ্যে না হয়।
২০ পরে মোশি, হারোণ ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সমস্ত মণ্ডলী লেবীয়দের প্রতি তদ্রূপ করিলেন;
সদাপ্রভু লেবীয়দের বিষয়ে মোশিকে যে সমস্ত
আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েল-
২১ সন্তানগণ তাহাদের প্রতি করিল। ফলতঃ লেবী-
য়েরা আপনাদিগকে মুক্তপাপ করিল, ও আপন
আপন বস্ত্র ধৌত করিল, এবং হারোণ তাহা-
দিগকে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দোলনীয় নৈবেদ্য-
রূপে নিবেদন করিলেন, আর হারোণ তাহা-
দিগকে শুচি করণার্থে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।
২২ তাহার পর লেবীয়েরা হারোণের সম্মুখে ও তাঁহার
পুত্রগণের সম্মুখে আপন আপন সেবাকর্ম্ম কর-
ণার্থে সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিতে লাগিল।
লেবীয়দের বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে যেরূপ
আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাদের প্রতি
করা গেল।
২৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, লেবীয়দের
২৪ বিষয়ে এই ব্যবস্থা। পঁচিশ বৎসর ও ততোধিক
বয়স্ক লেবীয়েরা সমাগমের তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম
২৫ করিবার জন্য শ্রেণীভুক্ত হইবে; আর পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক হইলে পর সেই সেবাকর্ম্মকারীদের
শ্রেণী হইতে ফিরিয়া আসিবে, আর সেবাকর্ম্ম
২৬ করিবে না। রক্ষণীয় রক্ষা করণার্থে তাহারা সমা-
গমের তাম্বুতে আপন আপন ভ্রাতাদের সঙ্গে
পরিচর্য্যা করিবে, সেবাকর্ম্ম আর করিবে না।
লেবীয়দের রক্ষণীয় বিষয়ে তাহাদের প্রতি তুমি
এইরূপ করিবে।

নিস্তারপর্ব্ব পালন।

৯ ইস্রায়েল মিসরদেশ হইতে বহির্গমন
করিলে পর দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসে
২ সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ যথাসময়ে নিস্তারপর্ব্ব পালন
৩ করুক। এই মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে
যথাসময়ে তোমরা তাহা পালন করিও, পর্ব্বের
সমস্ত বিধি ও সমস্ত শাসনানুসারে তাহা পালন
৪ করিবে। তখন মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে আজ্ঞা করিলেন।
৫ তাহাতে তাহারা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে
সন্ধ্যাকালে সীনয় প্রান্তরে নিস্তারপর্ব্ব পালন
করিল; সদাপ্রভু মোশিকে যে সমস্ত আজ্ঞা
করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ইস্রায়েল-সন্তানগণ
করিল।
৬ কিন্তু কয়েক জন লোক মনুষ্যের শবস্পর্শে
অশুচি হওয়া প্রযুক্ত সেই দিন নিস্তারপর্ব্ব পালন
করিতে পারিল না; অতএব তাহারা সেই দিন
মোশির ও হারোণের সম্মুখে উপস্থিত হইল।
৭ আর সেই লোকগুলি তাঁহাকে কহিল, আমরা
মনুষ্যশব স্পর্শ করিয়া অশুচি হইয়াছি, ইহাতে

Digitized by Google

ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে যথাসময়ে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উপহার নিবেদন করিতে কেন নিবারিত
৮ হইতেছি ? তাহাতে মোশি তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের বিষয়ে সদাপ্রভু
৯ কি আজ্ঞা করেন, তাহা শুনি। পরে সদাপ্রভু
১০ মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
বল, তোমাদের মধ্যে কিম্বা তোমাদের ভাবি-
সন্তানদের মধ্যে যদ্যপি কেহ শব স্পর্শ করিয়া
অশুচি হয়, কিম্বা দূরস্থ পথে থাকে, তথাপি সে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিবে।
১১ দ্বিতীয় মাসে চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে তাহারা
তাহা পালন করিবে ; তাহারা তাড়ীশূন্য রুটী ও
তিক্ত শাকের সহিত [মেষশাবক] ভক্ষণ করিবে।
১২ তাহারা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অবশিষ্ট
রাখিবে না, ও তাহার কোন অস্থি ভাঙ্গিবে না ;
নিস্তারপর্ব্বের সমস্ত বিধি অনুসারে তাহারা তাহা
১৩ পালন করিবে। কিন্তু যে কেহ শুচি থাকে, ও
পথিক না হয়, সে যদি নিস্তারপর্ব্ব পালন না
করে, তবে সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে
উচ্ছিন্ন হইবে ; কারণ যথাসময়ে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উপহার না আনাতে সে আপনার পাপ
১৪ আপনি বহন করিবে। আর যদি কোন বিদেশীয়
লোক তোমাদের মধ্যে প্রবাস করে, আর সদা-
প্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করে ; তবে সে
নিস্তারপর্ব্বের বিধিমতে ও পর্ব্বের শাসনানুসারে
তাহা পালন করিবে ; বিদেশীয় কি দেশজাত
উভয়েরই জন্য তোমাদের পক্ষে একমাত্র বিধি
হইবে।

সীনয় হইতে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা।

১৫ আর যে দিন আবাস স্থাপিত হইল, সে দিন
মেঘ আবাস অর্থাৎ সাক্ষ্য-তাম্বু আচ্ছাদন করিল ;
এবং সন্ধ্যাকালে উহা আবাসের উপরে অগ্নির
আকারবৎ রহিল, উহা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিল।
১৬ এইরূপ নিত্য হইত ; মেঘ উহা আচ্ছাদন করিত,
১৭ আর রাত্রিতে অগ্নির আকার দেখা যাইত। আর
তাম্বুর উপর হইতে মেঘ ঊর্দ্ধে নীত হইলে পর
ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিত ; এবং মেঘ যে
স্থানে অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেই
১৮ স্থানে শিবির স্থাপন করিত। সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
সারেই ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিত, সদা-
প্রভুর আজ্ঞানুসারেই শিবির স্থাপন করিত ; মেঘ
যাবৎ আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত, তাবৎ
১৯ তাহারা শিবিরে থাকিত। আর মেঘ যখন আবা-
সের উপরে অধিক দিন বিলম্ব করিত, তখন ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর আদেশ পালন করিত ;
২০ যাত্রা করিত না। আর মেঘ কখন কখন আবাসের
উপরে অল্প দিন থাকিত ; তখনও সদাপ্রভুর
আজ্ঞাতে তাহারা শিবিরে থাকিত, আর সদা-
২১ প্রভুর আজ্ঞাতেই যাত্রা করিত। আর কখন কখন
মেঘ সন্ধ্যাকাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিত ;
আর মেঘ প্রাতঃকালে ঊর্দ্ধে নীত হইলে তাহারা
যাত্রা করিত ; অথবা দিবা কি রাত্রি হউক, মেঘ
২২ ঊর্দ্ধে নীত হইলেই তাহারা যাত্রা করিত। দুই
দিন কিম্বা এক মাস কিম্বা সম্বৎসর হউক, আবা-
সের উপরে মেঘ যত কাল অবস্থিতি করিত, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণও তত কাল শিবিরে বাস করিত,
যাত্রা করিত না, কিন্তু উহা ঊর্দ্ধে নীত হইলেই
২৩ তাহারা যাত্রা করিত। সদাপ্রভুর আজ্ঞাতেই তাহা
শিবিরে থাকিত, সদাপ্রভুর আজ্ঞাতেই যাত্রা
করিত। তাহারা মোশির হস্তে দত্ত সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর আদেশ পালন করিত।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
আপনার জন্য দুইটী রৌপ্যময় তূরী নির্ম্মাণ
কর ; পিটান রৌপ্যে তাহা নির্ম্মাণ কর ; তুমি
তাহা মণ্ডলীকে আহ্বান করিবার জন্য ও শিবির
৩ সকলের যাত্রার জন্য ব্যবহার করিবে। সেই দুই
তূরী বাজিলে সমস্ত মণ্ডলী সমাগমের তাম্বুর দ্বার-
৪ সমীপে তোমার নিকটে একত্র হইবে। কিন্তু একটী
তূরী বাজাইলে অধ্যক্ষগণ, ইস্রায়েলের সহস্রপতি-
৫ গণ, তোমার নিকটে একত্র হইবে। তোমরা রণ-
বাদ্য বাজাইলে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা
৬ শিবির উঠাইবে। তোমরা দ্বিতীয় বার রণবাদ্য
বাজাইলে দক্ষিণদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা
শিবির উঠাইবে ; তাহাদের প্রস্থানার্থ রণবাদ্য
৭ বাজাইতে হইবে। কিন্তু সমাজের সমাগমার্থে
তূরী বাজাইবার সময়ে তোমরা রণবাদ্য বাজা-
৮ ইও না। হারোণের সন্তান যাজকেরা এই দুই
তূরী বাজাইবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে চির-
স্থায়ী বিধির নিমিত্ত তোমরা তাহা রাখিবে।
৯ আর যে সময়ে তোমরা আপন দেশে তোমাদের
ক্লেশদায়ক বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবে,
তৎকালে এই তূরীতে রণবাদ্য বাজাইবে ; তাহাতে
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে স্মরণ
করিবেন, ও তোমরা আপনাদের শত্রুগণ হইতে
১০ নিস্তার পাইবে। আর তোমাদের আমোদের
দিনে, পর্ব্বদিনে ও মাসারম্ভে তোমাদের হোমের
ও মঙ্গলার্থক বলির উপলক্ষে তোমরা এই তূরী
বাজাইবে, তাহাতে তাহা তোমাদের ঈশ্বরের
সম্মুখে তোমাদের স্মরণার্থক হইবে। আমি সদা-
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর।
১১ পরে দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের বিংশতি-
তম দিবসে সেই মেঘ সাক্ষ্যের আবাসের উপর
১২ হইতে ঊর্দ্ধে নীত হইল। তাহাতে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ আপনাদের যাত্রার নিয়মানুসারে সীনয়

Digitized by Google

প্রান্তর হইতে যাত্রা করিল, পরে সেই মেঘ পারণ
১৩ প্রান্তরে অবস্থিতি করিল। মোশির হস্তে দত্ত
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা এই প্রথম বার
১৪ যাত্রা করিল। প্রথমে আপন সৈন্যগণের সহিত
যিহূদার সন্তানগণের শিবিরের ধ্বজা চলিল;
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন তাহাদের সেনাপতি
১৫ ছিলেন। আর সূয়ারের পুত্র নথনেল ইষাখরের
১৬ সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিলেন। আর হেলো-
নের পুত্র ইলীয়াব সবূলূনের সন্তানগণের বংশে
১৭ সেনাপতি ছিলেন। পরে আবাস তোলা হইল,
এবং গের্শোনের সন্তানগণ ও মরারির সন্তানগণ
১৮ সেই আবাস বহন করিয়া অগ্রসর হইল। তৎ-
পরে আপন সৈন্যগণের সহিত রূবেণের শিবি-
রের ধ্বজা চলিল; শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর তাহা-
১৯ দের সেনাপতি ছিলেন। আর সূরীশদ্দয়ের পুত্র
শলুমীয়েল শিমিয়োনের সন্তানগণের বংশে সেনা-
২০ পতি ছিলেন। দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গাদের
২১ সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিলেন। পরে
কহাতীয়েরা ধর্ম্মধাম বহন করত যাত্রা করিল;
এবং গন্তব্য স্থানে উহাদের উপস্থিত হইবার
২২ পূর্ব্বে আবাস স্থাপিত হইল। পরে আপন সৈন্য-
গণের সহিত ইফ্রয়িমের সন্তানগণের শিবিরের
ধ্বজা চলিল; অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা তাহা-
২৩ দের সেনাপতি ছিলেন। আর পদাহসূরের পুত্র
গমলীয়েল মনঃশির সন্তানগণের বংশে সেনাপতি
২৪ ছিলেন। গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যামী-
২৫ নের সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিলেন। পরে
সমস্ত শিবিরের পশ্চাতে আপন সৈন্যের সহিত
দানের সন্তানগণের শিবিরের ধ্বজা চলিল;
অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর তাহাদের সেনাপতি
২৬ ছিলেন। আর অক্রণের পুত্র পগীয়েল আশেরের
২৭ সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিলেন। ঐননের
পুত্র অহীর নপ্তালির সন্তানগণের বংশে সেনাপতি
২৮ ছিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানদের সৈন্যগণের যাত্রার
এই নিয়ম ছিল; তাহারা এইরূপে যাত্রা করিত।
২৯ আর মোশি আপন শ্বশুর রূয়েলের পুত্র মিদি-
য়নদেশীয় হোববকে কহিলেন, সদাপ্রভু আমা-
দিগকে যে স্থান দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা
সেই স্থানে যাত্রা করিতেছি; তুমিও আমা-
দের সহিত আইস, আমরা তোমার মঙ্গল করিব,
কেননা সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে মঙ্গল প্রতিজ্ঞা
৩০ করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন, আমি যাইব
না, আমি আপন দেশে ও আপন জ্ঞাতিদের
৩১ নিকটে যাইব। মোশি কহিলেন, বিনয় করি,
আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, কেননা প্রান্তরের
মধ্যে আমাদের শিবির স্থাপনের বিষয় তুমি
জান; অতএব তুমি আমাদের চক্ষুঃস্বরূপ হইবে।
৩২ আর যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যাও, তবে সদা-
প্রভু আমাদিগকে যে মঙ্গল ভোগ করাইবেন,
আমরা তোমাকেও সেই মঙ্গল প্রাপ্ত করিব।
৩৩ পরে তাহারা সদাপ্রভুর পর্ব্বত হইতে তিন
দিনের পথ গমন করিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়ম-
সিন্দুক তাহাদের জন্য বিশ্রামস্থানের অন্বেষণার্থে
তিন দিনের পথ তাহাদের অগ্রগামী হইল।
৩৪ আর শিবির হইতে স্থানান্তরে গমন সময়ে সদা-
প্রভুর মেঘ দিবসে তাহাদের উপরে থাকিত।
৩৫ আর সিন্দুকের অগ্রসর হইবার সময়ে মোশি
কহিতেন, হে সদাপ্রভো, উঠ, তোমার শত্রুগণ
ছিন্নভিন্ন হউক, তোমার বিদ্বেষিগণ তোমার
৩৬ সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক। আর উহার বিশ্রাম-
কালে তিনি কহিতেন, হে সদাপ্রভো, ইস্রায়েলের
সহস্র সহস্রের কাছে ফিরিয়া আইস।

লোকদের বচসা ও দণ্ড।

১১ পরে লোকেরা বচসাকারীদের মত সদা-
প্রভুর কর্ণগোচরে মন্দ কথা কহিতে লাগিল;
আর সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; তাহাতে
তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া
২ শিবিরের প্রান্তভাগ গ্রাস করিতে লাগিল। অত-
এব লোকেরা মোশির নিকটে ক্রন্দন করিল;
তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলে
৩ সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। তখন তিনি ঐ স্থানের
নাম তবিয়েরা [দাহ] রাখিলেন, কেননা সদা-
প্রভুর অগ্নি তাহাদের মধ্যে জ্বলিয়াছিল।
৪ অনন্তর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রিত লোকেরা
লোভাক্রান্ত হইয়া উঠিল; আর ইস্রায়েল-সন্তান-
গণও পুনর্ব্বার রোদন করিয়া কহিল, কে আমা-
৫ দিগকে ভক্ষণার্থে মাংস দিবে? আমরা মিসর-
দেশে বিনামূল্যে যে যে মৎস্য খাইতাম, তাহা
এবং শশা, খরবুজ, পরু, পলাণ্ডু ও লশুন মনে
৬ পড়িতেছে। সম্প্রতি আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল;
কিছুই নাই; আমাদের সম্মুখে এই মান্না ব্যতীত
৭ আর কিছু নাই। ঐ মান্নার ধন্যার ন্যায় আকৃতি
৮ ও গুগ্গুলুর ন্যায় বর্ণ ছিল। লোকেরা ভ্রমণ
করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতায় পিষিয়া কিম্বা
উখলিতে চূর্ণ করিয়া বহুগুণাতে সিদ্ধ করিত,
ও তদ্দারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত; তৈলপক্ক পিষ্ট-
৯ কের ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। রাত্রিতে শিবি-
রের উপরে শিশির পড়িলে ঐ মান্না তাহার
উপরে পড়িয়া থাকিত।
১০ মোশি লোকদের রোদন শুনিলেন, তাহারা
গোষ্ঠী সকলের মধ্যে প্রত্যেকে আপন আপন
তাম্বুদ্বারে কাঁদিতেছিল; আর সদাপ্রভুর ক্রোধ
অতিশয় প্রজ্বলিত হইল; মোশিও অসন্তুষ্ট হই-
১১ লেন। আর মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, তুমি কি
নিমিত্ত আপন দাসকে এত ক্লেশ দিয়াছ? কি

Digitized by Google

নিমিত্তই বা আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই
নাই যে, তুমি এই সকল লোকের ভার আমার
১২ উপরে দিতেছ ? আমি কি এই সমস্ত লোক গর্ভে
ধারণ করিয়াছি ? আমি কি ইহাদিগকে প্রসব
করিয়াছি ? সেই জন্য তুমি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ-
দের কাছে যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছিলে,
সেই দেশ পর্য্যন্ত আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু
বহনকারী পালকের ন্যায় ইহাদিগকে বক্ষঃস্থলে
১৩ বহন করিতে বলিতেছ ? এই সমস্ত লোককে
দিবার জন্য আমি কোথায় মাংস পাইব ? কেননা
ইহারা আমার কাছে রোদন করিয়া বলিতেছে,
১৪ আমাদিগকে মাংস দেও, আমরা খাইব। এত
লোকের ভার সহ্য করা একাকী আমার অসাধ্য ;
১৫ কেননা তাহা আমার শক্তির অতিরিক্ত। তুমি
যদি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কর, তবে বিনয়
করি, আমি তোমার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পাইয়া
থাকি, আমাকে একবারে বধ কর ; আমি যেন
আমার দুর্গতি না দেখি।
১৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যাহা-
দিগকে লোকদের প্রাচীন ও অধ্যক্ষ বলিয়া জান,
ইস্রায়েলের এমন সত্তর জন প্রাচীন লোককে
আমার কাছে সংগ্রহ কর ; তাহাদিগকে সমা-
গমের তাম্বুর নিকটে আন ; তাহারা তোমার
১৭ সহিত সেই স্থানে দাঁড়াইবে। পরে আমি সেই
স্থানে নামিয়া তোমার সহিত কথা কহিব, এবং
তোমাতে যে আত্মা অধিষ্ঠান করেন, তাঁহার কিয়-
দংশ লইয়া তাহাদিগেতে অবস্থিতি করাইব ;
তাহাতে তুমি যেন একাকী লোকদের ভার বহন
না কর, এই জন্য তাহারা তোমার সহিত লোক-
১৮ দের ভার বহিবে। আর তুমি লোকদিগকে বল,
তোমরা কল্যের জন্য আপনাদিগকে পবিত্র কর,
মাংস ভোজন করিতে পাইবে ; কেননা তোমরা
সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে রোদন করিয়াছ, বলিয়াছ,
“ আমাদিগকে মাংস ভোজন করিতে কে দিবে ?
বরং মিসরদেশে আমাদের মঙ্গল ছিল ; ” অতএব
সদাপ্রভু তোমাদিগকে মাংস দিবেন, তোমরা
১৯ খাইবে। এক দিন কি দুই দিন কি পাঁচ দিন কি
দশ দিন কি বিশ দিন তাহা খাইবে, এমন নয় ;
২০ সম্পূর্ণ এক মাস পর্য্যন্ত, বরং যাবৎ তাহা তোমা-
দের নাসিকা হইতে নির্গত না হয় ও তোমাদের
ঘৃণিত না হয়, তাবৎ খাইবে ; কেননা তোমরা
আপনাদের মধ্যবর্ত্তী সদাপ্রভুকে অগ্রাহ্য করিয়াছ,
এবং তাঁহার সম্মুখে রোদন করিয়া এই কথা
বলিয়াছ, আমরা কেন মিসর হইতে বাহির
হইয়া আসিয়াছি ?
২১ তখন মোশি কহিলেন, আমি যে লোকদের
মধ্যে আছি, তাহারা ছয় লক্ষ পদাতিক ; আর
তুমি কহিতেছ, আমি সম্পূর্ণ এক মাস খাইবার
২২ মাংস তাহাদিগকে দিব। তাহাদের পর্য্যাপ্তি
জন্য কি মেষপাল ও গোপাল মারিতে হইবে ?
না তাহাদের পর্য্যাপ্তি জন্য সমুদ্রের যাবতীয়
২৩ মৎস্য সংগ্রহ করিতে হইবে ? সদাপ্রভু মোশিকে
কহিলেন, সদাপ্রভুর হস্ত কি সঙ্কুচিত হইয়াছে ?
তোমার কাছে আমার বাক্য ফলিবে কি না, এখন
দেখিবে।
২৪ তখন মোশি বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর বাক্য
লোকদিগকে কহিলেন ; এবং লোকদের প্রাচীন-
বর্গের মধ্যে সত্তর জনকে একত্র করিয়া তাম্বুর
২৫ চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত করিলেন। আর সদাপ্রভু
মেঘে নামিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলেন, এবং
যে আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন, তাঁহার কিয়-
দংশ লইয়া সেই সত্তর জন প্রাচীনের উপরে
রাখিলেন ; তাহাতে আত্মা তাঁহাদিগেতে অধি-
ষ্ঠান করিলে তাঁহারা ভাবোক্তি প্রচার করিলেন,
২৬ কিন্তু তৎপশ্চাৎ আর করিলেন না। কিন্তু শিবির-
মধ্যে দুইটী লোক অবশিষ্ট ছিলেন, এক জনের
নাম ইল্দদ, আর এক জনের নাম মেদদ ; আত্মা
তাঁহাদিগেতে অধিষ্ঠিত হইলেন ; তাঁহারা ঐ
লিখিত লোকদের মধ্যে ছিলেন বটে, কিন্তু
বাহিরে তাম্বুর নিকটে যান নাই ; তাঁহারা
২৭ শিবিরমধ্যে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন।
তাহাতে এক যুবা দৌড়িয়া গিয়া মোশিকে কহিল,
ইল্দদ ও মেদদ শিবিরে ভাবোক্তি প্রচার করি-
২৮ তেছে। তখন নূনের পুত্র যিহোশূয়, মোশির
পরিচারক, যিনি তাঁহার এক জন মনোনীত লোক,
তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভো মোশি, তাহা-
২৯ দিগকে বারণ করুন। মোশি তাঁহাকে কহিলেন,
তুমি কি আমার পক্ষে ঈর্ষ্যা করিতেছ ? সদা-
প্রভুর যাবতীয় প্রজা ভাববাদী হউক, ও সদাপ্রভু
তাহাদিগেতে আপন আত্মা অধিষ্ঠান করাউন।
৩০ পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণ শিবিরে
প্রতিগমন করিলেন।
৩১ পরে সদাপ্রভুর নিকট হইতে বায়ু নির্গত হইয়া
সমুদ্র হইতে ভারুই পক্ষী আনিয়া শিবিরের
উপরে ফেলিল ; শিবিরের চতুর্দ্দিকে এ পার্শ্বে
এক দিবসের পথ, ও পার্শ্বে এক দিবসের পথ
পর্য্যন্ত ফেলিল, সে গুলি ভূমির উপরে দুই হস্ত
৩২ ঊর্দ্ধ হইয়া রহিল। আর লোকেরা সেই সমস্ত
দিবারাত্রি ও পরদিন সমস্ত দিবস উঠিয়া ঐ পক্ষি-
গণকে সংগ্রহ করিল ; তাহাদের মধ্যে কেহ দশ
হোমরের ন্যূন সংগ্রহ করিল না ; পরে আপনা-
দের নিমিত্তে শিবিরের চারি দিকে তাহা ছড়া-
৩৩ ইয়া রাখিল। কিন্তু মাংস তাহাদের দন্তের মধ্যে
থাকিতে কাটিবার পূর্ব্বেই লোকদের প্রতি সদা-
প্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল ; তাহাতে সদাপ্রভু
লোকদিগকে আত্যন্তিক মহামারী দ্বারা আঘাত

Digitized by Google

৩৪ করিলেন। আর মোশি সেই স্থানের নাম কিব্রোৎ-
হত্তাবা [লোভের কবরসমূহ] রাখিলেন, কেননা
সেই স্থানে তাহারা লোভীদিগকে কবর দিল।
৩৫ পরে লোকেরা কিব্রোৎ-হত্তাবা হইতে হৎসেরোতে
যাত্রা করিল; এবং তাহারা হৎসেরোতে অব-
স্থিতি করিল।

হারোণ ও মরিয়মের বচসা।

১২ মোশি যে কূশদেশীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন, তাহার নিমিত্তে মরিয়ম ও হারোণ
মোশির বিপরীতে কথা কহিতে লাগিলেন, কেননা
তিনি এক কূশীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।
২ তাঁহারা কহিলেন, সদাপ্রভু কি কেবল মোশির
সহিত কথা কহিয়াছেন? আমাদের সহিত কি
কহেন নাই? আর এ কথা সদাপ্রভু শুনিলেন।
৩ ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মোশি
অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন।
৪ পরে সদাপ্রভু অকস্মাৎ মোশি, হারোণ ও
মরিয়মকে কহিলেন, তোমরা তিন জন বাহির
হইয়া সমাগমের তাম্বুর নিকটে আইস; তাহাতে
৫ তাঁহারা তিন জন বাহির হইয়া আসিলেন। তখন
প্রভু মেঘস্তম্ভে নামিয়া তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইলেন,
এবং হারোণ ও মরিয়মকে ডাকিলেন; তাহাতে
৬ তাঁহারা উভয়ে বাহির হইলেন। তিনি কহিলেন,
তোমরা আমার বাক্য শুন; তোমাদের মধ্যে যদি
কেহ ভাববাদি হয়, তবে আমি সদাপ্রভু তাহার
নিকটে কোন দর্শন দ্বারা আপনার পরিচয় দিব,
৭ কিম্বা স্বপ্নে তাহার সহিত কথা কহিব। আমার
দাস মোশি তদ্রূপ নয়, সে আমার সমস্ত বাটীর
৮ মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র। তাহার সহিত আমি
সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা কহি, গূঢ় বাক্য দ্বারা
নয়, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে; এবং সে সদাপ্রভুর মূর্ত্তি
দর্শন করে; অতএব আমার দাস মোশির প্রতি-
কূলে কথা কহিতে তোমরা কেন ভীত হইলে না?
৯ ফলে তাঁহাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত
১০ হইল; এবং তিনি প্রস্থান করিলেন। আর তাম্বুর
উপর হইতে মেঘ প্রস্থান করিল; আর দেখ,
মরিয়মের হিমবৎ কুষ্ঠ হইয়াছে; এবং হারোণ
মরিয়মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তিনি
১১ কুষ্ঠগ্রস্তা। তখন হারোণ মোশিকে কহিলেন, হায়,
আমার প্রভো, এ বিষয়ে আমরা উন্মত্তের কর্ম্ম
করিয়াছি, পাপ করিয়াছি, বিনয় করি, সেই
১২ পাপের ফল আমাদিগকে দিবেন না। মাতৃগর্ভ
হইতে নিঃসরণ কালে যাহার মাংস অর্দ্ধনষ্ট,
১৩ তাদৃশ মৃতের ন্যায় এ যেন না হয়। পরে মোশি
সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, হে ঈশ্বর,
১৪ বিনয় করি, ইহাকে সুস্থ কর। সদাপ্রভু মোশিকে
কহিলেন, যদি ইহার পিতা ইহার মুখে থুথু
দিত, তাহা হইলে এ কি সাত দিবস লজ্জিত
থাকিত না? এ সাত দিবস পর্য্যন্ত শিবিরের
বাহিরে রুদ্ধা থাকুক; তৎপরে পুনর্ব্বার ভিতরে
১৫ আনীতা হইবে। তাহাতে মরিয়ম সাত দিবস
শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা থাকিলেন, এবং যাবৎ
মরিয়ম ভিতরে আনীতা না হইলেন, তাবৎ লোকে-
১৬ রা যাত্রা করিল না। পরে লোকেরা হৎসেরোৎ
হইতে যাত্রা করিয়া পারণ প্রান্তরে শিবির স্থাপন
করিল।

কনান দেশ দেখিতে চর প্রেরণ। ইস্রায়েলীয়দের অবিশ্বাস।

১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে কনান দেশ দিব,
তুমি গোপনে তাহা দেখিতে কয়েক ব্যক্তিকে
প্রেরণ কর; তাহাদের স্ব স্ব পিতৃকুল সম্পর্কীয়
এক এক বংশের মধ্যে এক এক জন অধ্যক্ষকে
৩ প্রেরণ কর। তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
মোশি পারণ প্রান্তর হইতে তাঁহাদিগকে প্রেরণ
করিলেন। তাঁহারা সকলে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
৪ অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাদের নাম এই এই; রূবেণ
৫ বংশের মধ্যে সক্কুরের পুত্র শম্মূয়; শিমিয়োন
৬ বংশের মধ্যে হোরির পুত্র শাফট; যিহূদা বংশের
৭ মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেব; ইষাখর বংশের
৮ মধ্যে যোষেফের পুত্র যিগাল; ইফ্রয়িম বংশের
৯ মধ্যে নূনের পুত্র হোশেয়; বিন্যামীন বংশের
১০ মধ্যে রাফূর পুত্র পল্‌টি; সবূলূন বংশের মধ্যে
১১ সোদির পুত্র গদ্দীয়েল; যোষেফ বংশের অর্থাৎ
১২ মনঃশি বংশের মধ্যে সূষির পুত্র গদ্দি; দান
১৩ বংশের মধ্যে গমল্লির পুত্র অম্মীয়েল; আশের
১৪ বংশের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সথুর; নপ্তালি
১৫ বংশের মধ্যে বপ্সির পুত্র নহবি; গাদ বংশের
১৬ মধ্যে মাখির পুত্র গূয়েল। মোশি যাঁহাদিগকে
গোপনে দেশ দেখিতে প্রেরণ করিলেন, সেই
লোকদের নাম এই। আর মোশি নূনের পুত্র
হোশেয়ের নাম যিহোশূয় রাখিলেন।
১৭ কনানদেশ গোপনে দেখিতে প্রেরণ সময়ে মোশি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই দক্ষিণ প্রদেশে
১৮ গিয়া পর্ব্বতে আরোহণ কর। আর সে দেশ
কেমন, ও তথাকার নিবাসী লোকেরা বলবান্ কি
১৯ দুর্ব্বল, অল্প কি অনেক; এবং তাহারা যে দেশে
বাস করে সে দেশ কেমন, ভাল কি মন্দ; ও যে
যে নগরে বাস করে, সে সকল কি প্রকার; তাহারা
২০ তাম্বুতে কি গড়ে কিসে বাস করে; এবং তাহাদের
ভূমি কি প্রকার, সতেজ কি নিস্তেজ; তাহাতে
বৃক্ষ আছে কি না, তাহা দেখ। আর তোমরা
সাহসী হইয়া সেই দেশের কিছু ফল সঙ্গে করিয়া

Digitized by Google

আনিও। তখন আগুপক দ্রাক্ষাফলের সময় ছিল।
২১ তাঁহারা যাত্রা করিয়া সীন প্রান্তরাবধি হমাতের
প্রবেশস্থানস্থিত রহোব পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ গোপনে
২২ দেখিলেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া
হিব্রোণে উপস্থিত হইলেন; সেই স্থানে অহীমান,
শেশয় ও তল্‌ময়, অনাকের এই তিন সন্তান ছিল।
মিসরস্থ সোয়নের পত্তনের সাত বৎসর পূর্ব্বে
২৩ হিব্রোণের পত্তন হইয়াছিল। পরে তাঁহারা ইস্কোল
উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে এক থলুয়া
ফলযুক্ত দ্রাক্ষালতার এক শাখা কাটিয়া তাহা দণ্ডে
করিয়া দুই জন বহিলেন, এবং তাঁহারা কতকগুলি
২৪ দাড়িম ও ডুমুরফলও সঙ্গে আনিলেন। ইস্রায়েল-
সন্তানেরা ঐ স্থানে সেই দ্রাক্ষার থলুয়া কাটিয়া-
ছিলেন, এই জন্য সেই উপত্যকা ইস্কোল [থলুয়া]
২৫ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চল্লিশ দিনের পর তাঁহারা
দেশ নিরীক্ষণ হইতে ফিরিয়া আসিলেন।
২৬ পরে তাঁহারা আসিয়া পারণ প্রান্তরস্থ কাদেশ
নামক স্থানে মোশির ও হারোণের এবং ইস্রা-
য়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত
হইয়া উহাঁদিগকে ও সমস্ত মণ্ডলীকে সংবাদ
দিলেন; এবং সেই দেশের ফল তাহাদিগকে দেখা-
২৭ ইলেন। আর তাঁহাকে বিশেষ বৃত্তান্ত কহিলেন,
বলিলেন, আপনি আমাদিগকে যে দেশে প্রেরণ
করিয়াছিলেন, আমরা তথায় গিয়াছিলাম; আর
তাহা দুগ্ধমধুপ্রবাহী বটে; এই দেখুন, তাহার
২৮ ফল। যাহা হউক, তদ্দেশনিবাসী লোকেরা বল-
বান্ ও তথাকার নগর সকল প্রাচীরবেষ্টিত ও
অতি বৃহৎ; এবং সে স্থানে আমরা অনাকের
২৯ সন্তানগণকেও দেখিয়াছি। দক্ষিণদেশে অমালেক
বাস করে; এবং পর্ব্বতে হিত্তীয়, যিবূষীয় ও
ইমোরীয়েরা বাস করে; এবং সমুদ্রের নিকটে
৩০ ও যর্দ্দনের তীরে কনানীয়েরা বাস করে। আর
কালেব মোশির সাক্ষাতে লোকদিগকে শান্ত কর-
ণার্থে কহিলেন, আইস, আমরা একেবারে উঠিয়া
গিয়া দেশ অধিকার করি; কেননা আমরা উহা
৩১ জয় করিতে সমর্থ। কিন্তু যে ব্যক্তিরা তাঁহার
সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, আমরা
সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে সমর্থ নহি, কেননা
৩২ আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান্। এইরূপে
তাঁহারা যে দেশ দেখিতে গিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-
সন্তানগণের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করিয়া
কহিলেন, আমরা যে দেশ দেখিতে স্থানে স্থানে
গিয়াছিলাম, সে দেশ আপন অধিবাসীদিগকে
গ্রাস করে; এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোক-
৩৩ কে দেখিয়াছি, তাহারা সকলে দীর্ঘকায়। বিশে-
ষতঃ তথায় বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে
দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের
ন্যায়, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ হইলাম।

১৪ পরে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিল,
এবং লোকেরা সেই রাত্রিতে রোদন করিল।
২ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে মোশির ও হারো-
ণের বিপরীতে বচসা করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী
তাহাদের সাক্ষাতে কহিল, হায় হায়, আমরা
কেন মিসরদেশে মরি নাই? এই প্রান্তরেই বা
৩ কেন মরি নাই? সদাপ্রভু আমাদিগকে খড়্গা-
ধারে নিপাত করাইতে এ দেশে কেন আনিলেন
আমাদের স্ত্রী ও বালকগণ ত লুঠিত হইবে;
মিসরে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের ভাল নয়?
৪ পরে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল, আইস,
আমরা এক জনকে সেনাপতি করিয়া মিসরে
৫ ফিরিয়া যাই। তাহাতে মোশি ও হারোণ ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সমস্ত সমাজের সম্মুখে উবুড়
৬ হইয়া পড়িলেন। আর দেশদর্শনকারীদের মধ্যে
নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব
৭ আপন আপন বস্ত্র চিরিলেন, এবং ইস্রায়েল-
সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন, আমরা যে
দেশ দেখিতে গিয়াছিলাম, সে যার পর নাই
৮ উত্তম দেশ। সদাপ্রভু যদি আমাদিগেতে প্রীত
হন, তবে তিনি আমাদিগকে সেই দেশে প্রবেশ
করাইবেন, ও সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ আমা-
৯ দিগকে দিবেন। কিন্তু তোমরা কোন মতে সদা-
প্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সে দেশের লোক-
দিগকে ভয় করিও না; কেননা তাহারা আমাদের
ভক্ষ্যস্বরূপ; তাহাদের আশ্রয়-ছত্র তাহাদের উপর
হইতে নীত হইল, সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গে
১০ আছেন; তাহাদিগকে ভয় করিও না। এই কথাতে
সমস্ত মণ্ডলী সেই দুই জনকে প্রস্তরাঘাতে বধ
করিতে বলিল। তখন সমাগমের তাম্বুতে সদা-
প্রভুর প্রতাপ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রত্যক্ষ
হইল।
১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই লোকে-
রা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? এবং
আমি ইহাদের মধ্যে যে সকল অভিজ্ঞানকার্য্য
করিয়াছি, তাহা দেখিয়াও ইহারা কত কাল
১২ আমার প্রতি অবিশ্বাসী থাকিবে? আমি মহা-
মারী দ্বারা ইহাদিগকে নিহনন করিয়া অধিকার-
চ্যুত করিব, এবং তোমাকেই ইহাদের অপেক্ষা
১৩ বৃহৎ ও বলবান্ জাতি করিব। তাহাতে মোশি
সদাপ্রভুকে কহিলেন, তাহা করিলে মিস্রীয়েরা
তাহা শুনিবে, কেননা তাহাদেরই মধ্য হইতে
তুমি আপন শক্তি দ্বারা এই লোকদিগকে আনি-
১৪ য়াছ; আর তাহারা এই দেশনিবাসী লোকদিগ-
কেও তাহার সংবাদ দিবে। তাহারা শুনিয়াছে
যে, তুমি সদাপ্রভু এই লোকদের মধ্যবর্ত্তী, কারণ
তুমি সদাপ্রভু ইহাদিগকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দিয়া
থাক, আর তোমার মেঘ ইহাদের উপরে অব-

Digitized by Google

স্থিতি করিতেছ, এবং তুমি দিবসে মেঘস্তম্ভে ও
রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া ইহাদের অগ্রে অগ্রে
১৫ গমন করিতেছ। এখন যদি তুমি এই লোক-
দিগকে এক ব্যক্তির ন্যায় বিনষ্ট কর, তবে ঐ যে
জাতিগণ তোমার খ্যাতি শুনিয়াছে, তাহারা
১৬ কহিবে, সদাপ্রভু এই লোকদিগকে যে দেশ দিতে
শপথ করিয়াছিলেন, সেই দেশে তাহাদিগকে
প্রবেশ করাইতে অপারক হইলেন ; এই জন্য
১৭ প্রান্তরে তাহাদিগকে নিহনন করিলেন। এখন
নিবেদন করি, তোমার বাক্যানুসারে প্রভুর প্র-
১৮ ভাব মহিমান্বিত হউক ; তুমি ত বলিয়াছ, সদা-
প্রভু ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অধর্ম্মের
ও অপরাধের ক্ষমাকারী, তথাপি অবশ্য পাপের
দণ্ড দেন, তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত
সন্তানদের উপরে পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল
১৯ বর্ত্তান। বিনয় করি, তোমার দয়ার মহত্ত্বানুসারে,
এবং মিসর দেশ হইতে এ পর্য্যন্ত এই লোক-
দিগকে যেমন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, তদনু-
২০ সারে এই লোকদের অপরাধ ক্ষমা কর। তখন
সদাপ্রভু কহিলেন, তোমার বাক্যানুসারে আমি
২১ ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আমি জীবৎ, এবং সমস্ত
২২ পৃথিবী সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইবে ; তাই
যত লোক আমার প্রতাপ এবং মিসরে ও প্রান্তরে
কৃত আমার অভিজ্ঞানকার্য্য দেখিয়াছে, তথাচ
এই দশ বার আমার পরীক্ষা করিয়াছে ও আমার
২৩ রবে মনোযোগ করে নাই ; আমি ইহাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয়ে দিব্য
করিয়াছি, ইহারা কেহ সেই দেশ দেখিতে পাই-
বেই না ; আমার অবজ্ঞাকারীদিগের মধ্যে কেহই
২৪ তাহা দেখিবে না। কিন্তু আমার দাস কালেবের
অন্তরে অন্য আত্মা ছিল, এবং সে সম্পূর্ণরূপে
আমার অনুগত হইয়া চলিয়াছে, এই নিমিত্তে সে
যে দেশে গিয়াছিল, সে দেশে আমি তাহাকে
প্রবেশ করাইব, ও তাহার বংশ তাহা অধিকার
২৫ করিবে। পরন্তু অমালেকীয়েরা ও কনানীয়েরা
তলভূমিতে রহিয়াছে ; কল্য তোমরা ফিরিয়া
সূফসাগরের পথ দিয়া প্রান্তরে গমন কর।
২৬ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
২৭ আমার প্রতিকূলে বচসাকারী এই দুষ্ট মণ্ডলীর
ভার আমি কত কাল সহ্য করিব ? ইস্রায়েল-
সন্তানগণ আমার প্রতিকূলে যে যে বচসা করে,
২৮ তাহা আমি শুনিয়াছি। তুমি তাহাদিগকে বল,
সদাপ্রভু কহেন, আমি জীবৎ, আমার কর্ণগোচরে
তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমি তোমাদের
২৯ প্রতি করিব ; এই প্রান্তরে তোমাদের শব পতিত
হইবে ; তোমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যানুসারে গণিত
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক তোমরা যে
সমস্ত লোক আমার বিপরীতে বচসা করিয়াছ,
৩০ আমি তোমাদিগকে যে দেশে বাস করাইব বলিয়া
হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমরা
প্রবেশ করিবে না, কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব
৩১ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় প্রবেশ করিবে। কিন্তু
তোমরা আপনাদের যে বালকদের বিষয়ে কহিয়া-
ছিলে, ইহারা লুণ্ঠিত হইবে, তাহাদিগকে আমি
তথায় প্রবেশ করাইব ; ও তোমরা যে দেশ অগ্রাহ্য
৩২ করিয়াছ, তাহারা তাহার পরিচয় পাইবে। কিন্তু
তোমাদেরই শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে।
৩৩ আর তোমাদের সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর এই
প্রান্তরে পশু চরাইবে, এবং এই প্রান্তরে তোমা-
দের শবের সংখ্যা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হয়, সে
পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ
৩৪ করিবে। তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশ দর্শন করি-
য়াছ, সেই দিনের সংখ্যানুসারে চল্লিশ বৎসর,
এক এক দিনের জন্য এক এক বৎসর, তোমরা
আপনাদের অপরাধ বহন করিবে, আর আমার
৩৫ বিপক্ষতা কেমন, তাহা জ্ঞাত হইবে। আমি
সদাপ্রভু বলিয়াছি, আমার বিপরীতে চক্রান্ত-
কারী এই সমগ্র দুষ্ট মণ্ডলীর প্রতি আমি ইহা
অবশ্য করিব ; এই প্রান্তরে তাহারা নিঃশেষ
হইবে, ও এই স্থানে তাহারা মরিবে।
৩৬ পরে দেশ দর্শনার্থে মোশির প্রেরিত যে
ব্যক্তিরা ফিরিয়া আসিয়া ঐ দেশের অখ্যাতি
করিয়া তাঁহার প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে দিয়া
৩৭ বচসা করাইয়াছিল, দেশের অখ্যাতিকারী সেই
ব্যক্তিরা সদাপ্রভুর সম্মুখে মহামারীতে মরিল।
৩৮ যে ব্যক্তিরা দেশ দর্শন করিতে গিয়াছিল, তাহা-
দের মধ্যে কেবল নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফু-
৩৯ ন্নির পুত্র কালেব জীবিত থাকিলেন। তখন মোশি
সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে সেই কথা কহিলেন,
এবং লোকেরা অতিশয় শোক করিল।
৪০ পরে তাহারা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পর্ব্ব-
তের শৃঙ্গে উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দেখ এই
আমরা, সদাপ্রভু যে স্থানের কথা কহিয়াছেন,
আমরা সেই স্থানে যাই, কেননা আমরা পাপ
৪১ করিয়াছি। তাহাতে মোশি কহিলেন, এখন সদা-
প্রভুর আজ্ঞালঙ্ঘন কেন করিতেছ ? ইহা ত সফল
৪২ হইবে না। তোমরা উঠিয়া যাইও না, কারণ
সদাপ্রভু তোমাদের মধ্যে নাই, গেলে তোমরা
৪৩ শত্রুসম্মুখে পরাস্ত হইবে। কেননা অমালেকীয়েরা
ও কনানীয়েরা সে স্থানে তোমাদের সম্মুখে আছে ;
তোমরা খড়্গে পতিত হইবে, কেননা তোমরা
সদাপ্রভু হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছ, তাই সদাপ্রভু
৪৪ তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন না। তথাপি তাহারা
দুঃসাহসী হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে লাগিল ;
কিন্তু সদাপ্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক ও মোশি শিবির
৪৫ হইতে সরিলেন না। তখন ঐ পর্ব্বতবাসী অমা-

Digitized by Google

লেকীয়েরা ও কনানীয়েরা নামিয়া আসিয়া তাহা-
দিগকে আঘাত করিল, ও হর্মা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে
তাড়াইয়া দিল।

ভিন্ন ভিন্ন আদেশ।

১৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল,
আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, তোমাদের সেই
৩ নিবাসদেশে প্রবেশ করিলে পর যখন তোমরা
মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা স্বেচ্ছা নৈবেদ্যার্থে
কিম্বা তোমাদের নিরূপিত পর্ব্বে গোমেষাদি পাল
হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভ করিবার জন্য
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে হোম
৪ কিম্বা বলি উৎসর্গ করিবে; তখন সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উপহার উৎসর্গকারী ব্যক্তি এক হিনের
চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত এক দশমাংশ সূজির
৫ ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিবে, এবং এক হিনের চতুর্থাংশ
৬ দ্রাক্ষারসের পেয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবে। অথবা
এক মেষের সহিত তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌর-
ভার্থে এক হিনের তৃতীয়াংশ তৈলমিশ্রিত সূজির
৭ দুই দশমাংশ ভক্ষ্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবে, এবং
পেয় নৈবেদ্যের জন্য এক হিনের তৃতীয়াংশ দ্রাক্ষা-
৮ রস উৎসর্গ করিবে। আর যখন তুমি সদাপ্রভুর
উদ্দেশে হোমবলির জন্য বা মানত পূরণ জন্য
বলিদানার্থে, কিম্বা মঙ্গলার্থক বলির জন্য গো-
৯ বৎস উৎসর্গ করিবে, তখন গোবৎসের সহিত
অর্দ্ধ হিন তৈলে মিশ্রিত তিন দশমাংশ সূজির
১০ ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিবে। আর পেয় নৈবেদ্যার্থে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার
১১ জন্য অর্দ্ধ হিন দ্রাক্ষারস আনিবে। এক এক গো-
বৎস, মেষ, মেষবৎস ও ছাগবৎসের জন্য এই-
১২ রূপ করিতে হইবে। তোমরা যত পশু উৎসর্গ
করিবে, তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রত্যেকের জন্য
১৩ এইরূপ করিবে। দেশীয় লোক সকল সদাপ্রভুর
উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন
করিবার সময়ে এই নিয়মানুসারে এই সকল
১৪ প্রস্তুত করিবে। আর তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী
কোন বিদেশী কিম্বা তোমাদের মধ্যে তোমাদের
পুরুষানুক্রমে বাসকারী কোন ব্যক্তি যদি সদা-
প্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে অগ্নিকৃত উপহার
নিবেদন করিতে চাহে, তবে তোমরা যেরূপ, সেও
১৫ তদ্রূপ করিবে। সমাজের জন্য, অর্থাৎ তোমরা
এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশী লোক,
উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা হইবে; ইহা তোমাদের
পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি; সদাপ্রভুর
১৬ সমক্ষে তোমরা ও প্রবাসিগণ উভয়ে সমান। তোমা-
দের ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীয়দের
জন্য একই ব্যবস্থা ও একই শাসন হইবে।

১৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
১৮ য়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, আমি
তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সে দেশে
১৯ প্রবিষ্ট হইলে পর তোমরা সেই দেশের খাদ্য ভক্ষণ
কালে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার
২০ নিবেদন করিবে। তোমরা উত্তোলনীয় উপহারের
জন্য আপন আপন ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ
বলিয়া এক পিষ্টক নিবেদন করিবে; যেমন শস্য-
মর্দনস্থানের উত্তোলনীয় উপহার, ইহাও সেইরূপ
২১ করিবে। তোমরা পুরুষানুক্রমে আপন আপন
ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
এক উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবে।
২২ আর মোশির নিকটে সদাপ্রভুর প্রকাশিত এই
সকল বিধি যদি তোমরা প্রমাদবশতঃ পালন না
২৩ কর, অর্থাৎ সদাপ্রভু যে দিনে তোমাদিগকে
আজ্ঞা দিয়াছেন, তদবধি তোমাদের পুরুষপর-
ম্পরার জন্য যাহা যাহা সদাপ্রভু মোশির হস্তে
তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই সকল
২৪ যদি পালন না কর, এবং তাহা যদি মণ্ডলীর
অগোচরে প্রমাদবশতঃ হইয়া থাকে, তবে সমস্ত
মণ্ডলী সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক হোমের
জন্য এক গোবৎস ও বিধিমতে তাহার সহিত
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলির জন্য
২৫ এক ছাগ উৎসর্গ করিবে। আর যাজক ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত
করিবে; তাহাতে তাহাদিগকে ক্ষমা করা যাইবে,
কেননা উহা প্রমাদ, এবং তাহারা সেই প্রমাদ-
প্রযুক্ত আপনাদের উপহার, সদাপ্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার, ও পাপার্থক বলি সদাপ্রভুর
২৬ সম্মুখে আনিল। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সমস্ত মণ্ডলীকে ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসী
বিদেশীয়দিগকে ক্ষমা করা যাইবে; কেননা সকল
২৭ লোক প্রমাদবশতঃ ঐ কর্ম্ম করিল। আর যদি
কোন এক প্রাণী প্রমাদবশতঃ পাপ করে, তবে সে
পাপার্থক বলিরূপে একবর্ষীয়া এক ছাগবৎসা
২৮ আনিবে। আর যাজক সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ
প্রমাদী লোকের জন্য তাহার প্রমাদকৃত পাপ-
প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার প্রায়-
২৯ শ্চিত্ত হইলে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের স্বজাতীয় হউক, কিম্বা তাহাদের
মধ্যে প্রবাসী বিদেশী হউক, তোমাদের জন্য
৩০ প্রমাদীর একই ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু স্বজাতীয়
কি বিদেশীয় যে প্রাণী ঊর্দ্ধহস্তে পাপ করে, সে
সদাপ্রভুর অপমান করে; সেই প্রাণী আপন
৩১ লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। কেননা সে
সদাপ্রভুর বাক্য অবজ্ঞা করিল ও তাঁহার আজ্ঞা
লঙ্ঘন করিল; সেই প্রাণী নিতান্ত উচ্ছিন্ন হইবে,
তাহার অপরাধ তাহারই উপরে বর্ত্তিবে।

Digitized by Google

৩২ ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন প্রান্তরে ছিল, তখন
বিশ্রামদিনে এক জনকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে
৩৩ দেখিল। যাহারা তাহাকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে
দেখিয়াছিল, তাহারা মোশি, হারোণ ও সমস্ত
৩৪ মণ্ডলীর নিকটে তাহাকে আনিল। আর তাহারা
তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল; কেননা তাহার
৩৫ প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা ব্যক্ত হয় নাই। পরে
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সেই ব্যক্তির প্রাণ-
দণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবি-
৩৬ রের বাহিরে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। পরে
মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত
মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া
প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে সে মরিল।
৩৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
৩৮ য়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, তাহারা
পুরুষানুক্রমে আপন আপন বস্ত্রের কোণে থোপ
দিউক, ও কোনস্থ থোপে নীল সূত্র বদ্ধ করুক।
৩৯ তোমরা যেন সেই থোপ দেখিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞা
সকল স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং আপনাদের
যে হৃদয় ও চক্ষুর অনুগমনে তোমরা ব্যভিচারী
৪০ হইয়া থাক, তদনুগমনে যেন ভ্রমণ না কর, বরং
আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক পালন করিয়া
আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে যেন পবিত্র হও, এই
কারণ তোমাদের জন্য সেই থোপ থাকিবে।
৪১ আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর; আমি তোমা-
দের ঈশ্বর হইবার জন্য তোমাদিগকে মিসর দেশ
হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমি সদা-
প্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

কোরহ ও তাহার দলের বিদ্রোহ ও বিনাশ।

১৬ পরে লেবির প্রপৌত্র কহাতের পৌত্র যিষ্-
হরের পুত্র কোরহ, এবং রূবেণের সন্তানগণের
মধ্যে ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবীরাম, এবং
২ পেলতের পুত্র ওন দল বাঁধিল; আর ইস্রায়েল-
সন্তানদের দুই শত পঞ্চাশ জনের সহিত মোশির
সমক্ষে উঠিল; ইহারা মণ্ডলীর অধ্যক্ষ, সমাগমে
৩ সমাহূত ও প্রসিদ্ধ লোক ছিল। তাহারা মোশি
ও হারোণের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে
কহিল, তোমরা মহাভিমানী; কেননা সমস্ত মণ্ড-
লীর প্রত্যেক জনই পবিত্র, এবং সদাপ্রভু তাহা-
দের মধ্যবর্ত্তী; তবে তোমরা কেন সদাপ্রভুর সমা-
জের উপরে আপনাদিগকে উন্নত করিতেছ?
৪ তখন মোশি তাহা শুনিয়া উবুড় হইয়া পড়ি-
৫ লেন। আর তিনি কোরহকে ও তাহার সমস্ত
মণ্ডলীকে কহিলেন, কে সদাপ্রভুর লোক, ও কে
পবিত্র, কাহাকে তিনি আপনার নিকটবর্ত্তী করেন,
তাহা সদাপ্রভু প্রাতঃকালে জানাইবেন; তিনি
যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপনার
৬ নিকটবর্ত্তী করিবেন। হে কোরহ ও কোরহের
সমস্ত মণ্ডলী, এক কর্ম্ম কর, তোমরা অঙ্গারধানী
৭ লও; এবং তাহাতে অগ্নি দিয়া কল্য সদাপ্রভুর
সম্মুখে তাহার উপরে ধূপ দেও; তাহাতে সদা-
প্রভু যাহাকে মনোনীত করিবেন, সেই ব্যক্তি
পবিত্র হইবে; হে লেবির সন্তানগণ, তোমরা
৮ মহাভিমানী। পরে মোশি কোরহকে কহিলেন,
হে লেবির সন্তানগণ, বিনয় করি, আমার কথা
৯ শুন। ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদিগকে ইস্রায়েল-
মণ্ডলী হইতে পৃথক্ করিয়া সদাপ্রভুর আবাসের
সেবাকর্ম্ম করণার্থে ও মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া
তাঁহার পরিচর্য্যা করণার্থে আপনার নিকটবর্ত্তী
করিয়াছেন, ইহা কি তোমাদের বোধে ক্ষুদ্র বিষয়!
১০ তিনি তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার সমস্ত
ভ্রাতাকে অর্থাৎ লেবির সন্তানগণকে আপনার
নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন, তথাপি তোমরা কি যাজ-
১১ কত্বেরও চেষ্টা করিতেছ? অতএব তুমি ও তোমার
সমস্ত মণ্ডলী সদাপ্রভুরই প্রতিকূলে একত্র হইলে;
আর হারোণ কে যে, তোমরা তাঁহার প্রতিকূলে
বচসা কর?
১২ পরে মোশি ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবী-
রামকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা
১৩ কহিল, আমরা যাইব না; তুমি আমাদিগকে
প্রান্তরে মারিবার জন্য দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ হইতে
আনিয়াছ, ইহা কি ক্ষুদ্র বিষয়? তুমি কি আমা-
১৪ দের উপরে সর্ব্বোতভাবে কর্তৃত্বও করিবে? আর,
তুমি ত আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে আন
নাই, শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকার ত
দেও নাই। তুমি কি এই লোকদের চক্ষু উৎপাটন
১৫ করিবে? আমরা যাইব না। তাহাতে মোশি
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন, উহা-
দের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিও না; আমি উহাদের
হইতে এক গর্দ্দভও লই নাই, আর উহাদের এক
জনেরও হিংসা করি নাই।
১৬ পরে মোশি কোরহকে কহিলেন, তুমি ও তো-
মার সমস্ত মণ্ডলী, তোমরা সকলে কল্য হারোণের
১৭ সহিত সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে; প্র-
ত্যেক জন অঙ্গারধানী লইয়া তাহার উপরে ধূপ
দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে আপন আপন অঙ্গার-
ধানী উপস্থিত করিবে; দুই শত পঞ্চাশটী অঙ্গার-
ধানী উপস্থিত করিবে; এবং তুমি ও হারোণ
১৮ আপন আপন অঙ্গারধানী লইবে। পরে তাহারা
প্রত্যেকে আপন আপন অঙ্গারধানী লইয়া তাহার
মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ধূপ দিয়া মোশি ও হারো-
ণের সহিত সমাগমের তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইল।
১৯ আর কোরহ সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে তাহা-

Digitized by Google

দের প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে সমবেত করিল।
তখন সদাপ্রভুর প্রতাপ সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ
হইল।
২০ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
২১ তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্য হইতে পৃথক্ হও;
আমি এক নিমিষে ইহাদিগকে সংহার করি।
২২ তাহাতে তাঁহারা উবুড় হইয়া পড়িলেন, ও কহি-
লেন, হে ঈশ্বর, হে যাবতীয় শরীরস্থ আত্মার
ঈশ্বর, এক জন পাপ করিলে তুমি কি সমস্ত মণ্ড-
২৩ লীর উপরে কোপাবিষ্ট হইবে? তখন সদাপ্রভু
২৪ মোশিকে কহিলেন, তুমি মণ্ডলীকে বল, তোমরা
কোরহের, দাথনের ও অবীরামের আবাসের
২৫ চতুর্দ্দিক্ হইতে উঠিয়া যাও। তাহাতে মোশি
উঠিয়া দাথনের ও অবীরামের নিকটে গেলেন,
এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ তাঁহার পশ্চাৎ
২৬ গেলেন। পরে তিনি মণ্ডলীকে কহিলেন, বিনয়
করি, তোমরা এই দুষ্ট লোকদের তাম্বুর নিকট
হইতে উঠিয়া যাও, ইহাদের কিছুই স্পর্শ করিও
না, পাছে ইহাদের সমূহ পাপে বিনষ্ট হও।
২৭ তাহাতে তাহারা কোরহের, দাথনের ও অবী-
রামের আবাসের চতুর্দ্দিক্ হইতে উঠিয়া গেল,
আর দাথন ও অবীরাম বাহির হইয়া আপন
আপন স্ত্রী, পুত্র ও শিশুগণের সহিত আপন
আপন তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।
২৮ পরে মোশি কহিলেন, এই সমস্ত কার্য্য করিতে
আমি সদাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, স্বেচ্ছানু-
সারে করি নাই, তাহা তোমরা ইহাতেই জানিতে
২৯ পারিবে। সাধারণ লোকদের মরণের ন্যায় যদি
এই মনুষ্যেরা মরে, কিম্বা সাধারণ লোকদের
শাস্তির ন্যায় যদি ইহাদের শাস্তি হয়, তবে আমি
৩০ সদাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত নহি। কিন্তু সদাপ্রভু যদি
অপূর্ব্ব কর্ম্ম করেন, এবং ভূমি আপন মুখ বিস্তার
করিয়া ইহাদিগকে ও ইহাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করে,
আর ইহারা জীবদ্দশায় পাতালে নামে, তবে
ইহারা যে সদাপ্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহা
তোমরা জানিতে পারিবে।
৩১ পরে মোশির এই সমস্ত কথা সমাপ্ত হইবামাত্র
৩২ তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি বিদীর্ণ হইল, আর
পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে,
তাহাদের পরিজনগণকে ও কোরহের সপক্ষ সমস্ত
লোককে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস
৩৩ করিল। তাহাতে তাহারা ও তাহাদের সমস্ত
পরিজন জীবদ্দশায় পাতালে নামিল, এবং পৃথিবী
তাহাদের উপরে চাপিয়া পড়িল; এইরূপে
৩৪ তাহারা সমাজের মধ্য হইতে লুপ্ত হইল। আর
তাহাদের রবে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত ইস্রায়েল পলা-
য়ন করিল, কেননা তাহারা বলিল, পাছে পৃথিবী
৩৫ আমাদিগকে গ্রাস করে। পরে সদাপ্রভু হইতে
অগ্নি নির্গত হইয়া যাহারা ধূপ নিবেদন করিয়া-
ছিল, সেই দুই শত পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস
করিল।
৩৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি হারো-
৩৭ ণের পুত্র ইলীয়াসর যাজককে কহ, সে দাহস্থান
হইতে ঐ সকল অঙ্গারধানী উদ্ধার করুক, এবং
তাহার অগ্নি দূরে ঝাড়িয়া ফেলুক, কেননা সেই
৩৮ সকল অঙ্গারধানী পবিত্র। আর ঐ যে পাপীরা
আপন আপন প্রাণের প্রতিকূলে পাপ করিয়া-
ছিল, তাহাদের অঙ্গারধানী সকল পিটাইয়া
লোকেরা যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ পাত প্রস্তুত
করুক, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সে
সকল নিবেদন করিয়াছিল; অতএব সে সকল
পবিত্র; আর সে সকল ইস্রায়েল-সন্তানগণের
৩৯ পক্ষে অভিজ্ঞান হইবে। তাহাতে ঐ দগ্ধেরা
পিত্তলের যে যে অঙ্গারধানী নিবেদন করিয়া-
ছিল, ইলীয়াসর যাজক সে সকল গ্রহণ করিল;
এবং তাহা পিটাইয়া যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ
৪০ পাত প্রস্তুত করা গেল; উহা ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের স্মরণার্থে হইল, যেন হারোণ বংশজাত
ভিন্ন অন্য গোষ্ঠীভুক্ত কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর
সম্মুখে ধূপ উৎসর্গ করিতে নিকটে না যায়, এবং
কোরহের ও তাহার মণ্ডলীর মত না হয়;
সদাপ্রভু মোশির হস্তে তাহাকে এইরূপ আজ্ঞা
দিয়াছিলেন।
৪১ তথাপি পর দিনে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত
মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে বচসা
করিয়া কহিল, তোমরাই সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে
৪২ বধ করিলে। আর মণ্ডলী মোশির ও হারোণের
প্রতিকূলে একত্র হইলে তাহারা সমাগমের তাম্বুর
দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মেঘ তাহা আচ্ছা-
দন করিয়াছে, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রত্যক্ষ
৪৩ হইয়াছে। তখন মোশি ও হারোণ সমাগমের
৪৪ তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আর সদাপ্রভু
৪৫ মোশিকে কহিলেন, তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্য
হইতে উঠিয়া যাও, আমি এক নিমিষে ইহাদিগকে
সংহার করিব। তখন তাঁহারা উবুড় হইয়া পড়ি-
৪৬ লেন। আর মোশি হারোণকে কহিলেন, তোমার
অঙ্গারধানী লও, এবং যজ্ঞবেদির উপর হইতে
অগ্নি লইয়া তাহার মধ্যে দেও, এবং তাহাতে ধূপ
দিয়া শীঘ্র মণ্ডলীর নিকটে যাইয়া তাহাদের
নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর; কেননা সদাপ্রভুর সম্মুখ
হইতে ক্রোধ নির্গত হইল, মহামারী আরম্ভ
৪৭ হইল। তাহাতে হারোণ মোশির আজ্ঞানুসারে
[অঙ্গারধানী] লইয়া সমাজের মধ্যে দৌড়িয়া
গেলেন; তখন দেখ, লোকদের মধ্যে মহামারী
আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ধূপ দিয়া লোক-
৪৮ দের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, এবং মৃত ও

Digitized by Google

জীবিত লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলেন; তাহাতে
৪৯ মহামারী নিবৃত্ত হইল। যাহারা কোরহের সহিত
মরিয়াছিল, তদ্ভিন্ন চৌদ্দ সহস্র সাত শত লোক
৫০ ঐ মহামারীতে মরিল। পরে হারোণ সমাগমের
তাম্বুর দ্বারে মোশির নিকটে ফিরিয়া আসিলেন।
এইরূপে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

লেবীয় ও যাজকদের বিষয়ে বিধি।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়া তাহাদের পিতৃ-
কুলাধ্যক্ষগণ হইতে এক এক পিতৃকুলের জন্য এক
এক যষ্টি, এইরূপে বার যষ্টি গ্রহণ কর; এবং
৩ প্রত্যেকের যষ্টিতে তাহার নাম লেখ। আর
লেবির যষ্টিতে হারোণের নাম লেখ; কেননা
তাহাদের এক এক পিতৃকুলাধ্যক্ষের নিমিত্ত এক এক
৪ যষ্টি হইবে। আর সমাগমের তাম্বুতে যে স্থানে
আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করি, সেই স্থানে
৫ সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে সে সকল রাখিবে। পরে
যে ব্যক্তি আমার মনোনীত, তাহার যষ্টি মুকু-
লিত হইবে, তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ তোমা-
দের প্রতিকূলে যে যে বচসা করে, তাহা আমি
আপনার নিকট হইতে নিবৃত্ত করিব।
৬ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই সকল
কহিলে তাহাদের এক এক পিতৃকুলাধ্যক্ষের নি-
মিত্তে এক এক যষ্টি, বংশাধ্যক্ষগণ এইরূপে বার
যষ্টি, তাঁহাকে দিলেন; এবং হারোণের যষ্টি
৭ তাঁহাদের যষ্টি সকলের মধ্যে ছিল। তাহাতে
মোশি ঐ সকল যষ্টি লইয়া সাক্ষ্যের তাম্বুতে সদা-
৮ প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। পরদিবসে মোশি
সাক্ষ্যের তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, আর দেখ,
লেবি বংশ সম্পর্কীয় হারোণের যষ্টি অঙ্কুরিত,
মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া বাদাম ফল ধরিয়াছে।
৯ তখন মোশি সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে ঐ সকল
যষ্টি বাহির করিয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সাক্ষাতে আনিলেন, এবং তাঁহারা তাহা দেখিয়া
প্রত্যেকে আপন আপন যষ্টি গ্রহণ করিলেন।
১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি হারোণের
যষ্টি পুনর্ব্বার সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখ, তাহা
বিদ্রোহ-সন্তানদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞানার্থে রাখা
যাউক; এইরূপে আমার বিরুদ্ধে ইহাদের বচসা
১১ নিবৃত্ত কর, যেন ইহারা না মরে। তাহাতে মোশি
তাহা করিলেন; তিনি সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
সারেই করিলেন।
১২ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশিকে কহিল,
দেখ, আমরা মারা পড়ি ও বিনষ্ট হই, সকলেই
১৩ বিনষ্ট হই। যে কেহ নিকটে যায়, সদাপ্রভুর
আবাসের নিকটে যায়, সেই মরে; আমরা কি
সকলেই মারা পড়িব?

১৮ তাহাতে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন,
তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ ও
তোমার পিতৃকুল, তোমরা ধর্ম্মধামঘটিত অপরাধ
বহন করিবে, এবং তুমি ও তোমার সহিত তোমার
পুত্রগণ যাজকত্বপদঘটিত অপরাধ বহন করিবে।
২ আর তোমার ভ্রাতৃগণ, যে লেবি বংশ তোমার
পিতৃবংশ, তাহাদিগকেও সঙ্গে আনিবে, তাহারা
তোমার সহিত যোগ দিয়া তোমার পরিচর্য্যা
করিবে; কিন্তু তুমি ও তোমার সহিত তোমার
পুত্রগণ, তোমরা সাক্ষ্যের তাম্বুর সম্মুখে থাকিবে।
৩ আর তাহারা তোমার রক্ষণীয় ও সমস্ত তাম্বুর
রক্ষণীয় রক্ষা করিবে; কিন্তু তাহাদের ও তোমা-
দের যেন মৃত্যু না হয়, এই জন্য তাহারা পবিত্র
স্থানের পাত্রের ও বেদির নিকটে যাইবে না।
৪ তাহারা তোমার সহিত যোগ দিয়া তাম্বুর সমস্ত
সেবাকর্ম্মানুসারে সমাগমের তাম্বুর রক্ষণীয় রক্ষা
করিবে, এবং অন্য গোষ্ঠীভুক্ত কেহ তোমাদের
৫ নিকটে যাইবে না। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের
প্রতি যেন আর ক্রোধ উপস্থিত না হয়, এই জন্য
তোমরা পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় ও বেদির রক্ষণীয়
৬ রক্ষা করিবে। আর দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মধ্য হইতে আমি তোমাদের ভ্রাতা লেবীয়দিগকে
তোমাদের জন্য দান বলিয়া গ্রহণ করিলাম।
তাহারা সমাগমের তাম্বুর সেবাকর্ম্ম করণার্থে
৭ সদাপ্রভুকে প্রদত্ত লোক। অতএব তুমি ও তোমা-
র সহিত তোমার পুত্রগণ তোমরা বেদি সম্প-
র্কীয় সকল বিষয়ে ও তিরস্করিণীর অভ্যন্তরবর্ত্তী বিষয়ে
নিজ যাজকত্ব পালন করিবে ও সেবাকর্ম্ম করিবে;
আমি দানরূপে যাজকত্বপদ তোমাদিগকে দিলাম,
কিন্তু যে অন্য গোষ্ঠীভুক্ত লোক নিকটবর্ত্তী হইবে,
তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।
৮ আর সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, দেখ,
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত পবিত্রীকৃত দ্রব্য হইতে
আনীত আমার উত্তোলনীয় উপহারের ভার আমি
তোমাকে দিলাম; অভিষেক প্রযুক্ত তোমাকে ও
তোমার সন্তানগণকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে সে
৯ সমস্ত দিলাম। অগ্নিকৃত অতি পবিত্র উপহারের
মধ্যে এই সকল তোমার হইবে, আমার উদ্দেশে
তাহাদের আনীত প্রত্যেক ভক্ষ্য নৈবেদ্য, প্রত্যেক
পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলিরূপ তাহাদের
উপহার সকল অতি পবিত্র বলিয়া তোমার ও
১০ তোমার পুত্রগণের হইবে। তুমি তাহা অতি
পবিত্র বস্তু বলিয়া ভক্ষণ করিবে, প্রত্যেক পুরুষ
তাহা ভক্ষণ করিবে, তাহা তোমার পক্ষে পবিত্র
১১ হইবে। এই সমস্তও তোমার হইবে; ইস্রায়েল-
সন্তানগণের সমস্ত দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ দানের
উত্তোলনীয় উপহার; আমি চিরস্থায়ী অধি-
কারার্থে সে সমস্ত তোমাকে ও তোমার সহিত

Digitized by Google

তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে দিলাম ;
তোমার কুলের প্রত্যেক শুচি ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ
১২ করিবে। তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনা-
দের সকল উত্তম তৈল, উত্তম দ্রাক্ষারস ও গোম
প্রভৃতি যে যে অগ্রিমাংশ উৎসর্গ করে, তাহা আমি
১৩ তোমাকে দিলাম। তাহাদের দেশোৎপন্ন সর্ব্ব-
প্রকার ফলের যে আশুপক্কাংশ তাহারা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উপস্থিত করে, সে সমস্ত তোমার হইবে,
তোমার কুলের সমস্ত শুচি লোক তাহা ভক্ষণ
১৪ করিবে। ইস্রায়েলের মধ্যে বর্জ্জিত বস্তু সকল
১৫ তোমার হইবে। মনুষ্য হউক, কিম্বা পশু হউক, যাব-
তীয় প্রাণীর মধ্যে গর্ভ উন্মোচক যে সকল অপত্য
তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবে, সে
সকলই তোমার হইবে। কিন্তু মনুষ্যের প্রথম-
জাতকে তুমি অবশ্য মুক্ত করিবে, এবং অশুচি
১৬ পশুর প্রথমজাতকেও মুক্ত করিবে। ফলতঃ এক
মাস বয়স্ক অবধি মোচনীয় সকলকে তোমার
নিরূপণীয় মূল্যে পবিত্র স্থানের বিংশতি গেরা
পরিমিত শেকল অনুসারে পাঁচ শেকল রৌপ্যে
১৭ মুক্ত করিবে। কিন্তু গোরুর প্রথমজাতকে কিম্বা
মেষের প্রথমজাতকে কিম্বা ছাগলের প্রথমজাতকে
তুমি মুক্ত করিবে না, তাহারা পবিত্র ; তুমি
বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্রোক্ষণ করিবে,
এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত
উপহারের নিমিত্তে তাহাদের মেদ দগ্ধ করিবে ;
১৮ পরে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থক বক্ষঃ ও দক্ষিণ স্কন্ধ
যেমন তোমার, তেমনি তাহাদের মাংসও তোমার
১৯ হইবে। ইস্রায়েল-সন্তানগণ যে সমস্ত পবিত্র বস্তু
উত্তোলনীয় উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবে-
দন করে, সে সকল আমি চিরস্থায়ী অধিকারার্থে
তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণকে ও
তোমার কন্যাগণকে দিলাম ; তোমার ও তোমার
বংশের পক্ষে ইহা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে চিরস্থায়ী
২০ লবণ-নিয়ম। পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন,
তাহাদের ভূমিতে তোমার কোন অধিকার থাকিবে
না, ও তাহাদের মধ্যে তোমার কোন অংশ থাকিবে
না ; ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমিই তোমার
অংশ ও অধিকার।

২১ আর দেখ, লেবির সন্তানগণ যে সেবাকর্ম্ম
করিতেছে, সমাগমের তাম্বুসম্বন্ধীয় তাহাদের সেই
সেবাকর্ম্মের বেতনরূপে আমি তাহাদের অধি-
কারার্থে ইস্রায়েলের মধ্যে সমস্ত দশমাংশ
২২ দিলাম। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ পাপ বহন
করত যেন না মরে, এই জন্য আর তাহারা সমা-
২৩ গমের তাম্বুর নিকটে না আইসুক। কিন্তু লেবীয়ে-
রাই সমাগমের তাম্বুর সেবাকর্ম্ম করিবে, এবং
তাহারা আপন আপন অপরাধ বহন করিবে, ইহা
তোমাদের পুরুষানুক্রমিক চিরস্থায়ী বিধি। আর
ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে তাহারা কোন অধি-
২৪ কার পাইবে না ; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদা-
প্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহাররূপে যে দশ-
মাংশ উৎসর্গ করিবে, তাহা আমি লেবীয়দিগকে
অধিকারার্থে দিলাম ; এই জন্য তাহাদের উদ্দেশে
কহিলাম, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে তাহারা
কোন অধিকার পাইবে না।

২৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লেবীয়-
২৬ দিগকে কহিবে, তাহাদিগকে বলিবে, আমি তোমা-
দের অধিকারার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে
যে দশমাংশ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা যখন
তোমরা তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবে, তৎ-
কালে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয়
উপহাররূপে সেই দশমাংশের দশমাংশ নিবেদন
২৭ করিবে। তোমাদের এই উপহার মর্দ্দনস্থানের
শস্যের ন্যায় ও দ্রাক্ষাকুণ্ডের পূর্ণতার ন্যায়
২৮ তোমাদের পক্ষে গণিত হইবে। এইরূপে তোমরা
ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে যে সমস্ত দশমাংশ
গ্রহণ করিবে, তাহা হইতে তোমরাও সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবে,
এবং তাহা হইতে সদাপ্রভুর লভ্য সেই উত্তোল-
২৯ নীয় উপহার হারোণ যাজককে দিবে। তোমা-
দের প্রাপ্ত সমস্ত দান হইতে তোমরা সদাপ্রভুর
লভ্য সেই উত্তোলনীয় উপহার, তাহার সমস্ত
উত্তম বস্তু হইতে তাহার পবিত্র অংশ, নিবেদন
৩০ করিবে। অতএব তুমি তাহাদিগকে কহিবে,
তোমরা যখন তাহা হইতে উত্তম বস্তু উত্তোলনীয়
উপহাররূপে নিবেদন করিবে, তৎকালে তাহা
লেবীয়দের পক্ষে মর্দ্দনস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য ও
দ্রাক্ষাকুণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া গণিত হইবে।
৩১ আর তোমরা ও তোমাদের পরিজনগণ সর্ব্বস্থানে
তাহা ভক্ষণ করিবে ; কেননা তাহা সমাগমের
তাম্বুতে কৃত কর্ম্ম নিমিত্তক তোমাদের বেতনস্বরূপ।
৩২ আর তাহা হইতে সেই উত্তম বস্তু উপহাররূপে
নিবেদন করিলে তোমরা তজ্জটিত পাপ বহন
করিবে না ; এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের পবিত্র
বস্তু অপবিত্র না করাতে মরিবে না।

অশৌচঘ্ন জলের বিধি।

১৯ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহি-
লেন, সদাপ্রভু যে শাস্ত্রীয় বিধি আজ্ঞা
করিয়াছেন, তাহা এই, ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
বল, তাহারা নির্দ্দোষা ও নিষ্কলঙ্কা এবং যোঁয়ালি
বহন করে নাই, এমত এক রক্তবর্ণা গাভী তোমার
৩ নিকটে আনুক। পরে তোমরা ইলীয়াসর যাজক-
কে সেই গাভী দিবে, এবং সে তাহাকে শিবি-
রের বাহিরে লইয়া যাইবে, এবং আপনার সম্মুখে
৪ হনন করাইবে। পরে ইলীয়াসর যাজক আপন

Digitized by Google

অঙ্গুলি দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সমাগমের
তাম্বুর সম্মুখে সাত বার সেই রক্ত প্রক্ষেপ করিবে।
৫ আর তাহার দৃষ্টিগোচরে সেই গাভী দগ্ধ হইবে;
তাহার গোময়ের সহিত চর্ম্ম, মাংস ও রক্ত দগ্ধ
৬ হইবে। পরে যাজক এরসকাষ্ঠ, এসোব তৃণ ও
লোহিতবর্ণ লোম লইয়া ঐ গোদাহের অগ্নিমধ্যে
৭ ফেলিয়া দিবে। পরে যাজক আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে ও শরীর জলে প্রক্ষালন করিবে; পরে
শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে; তথাপি যাজক
৮ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে ব্যক্তি
সেই গাভী দগ্ধ করিবে, সেও আপন বস্ত্র জলে
ধৌত করিবে ও শরীর জলে প্রক্ষালন করিবে,
৯ এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। পরে কোন
শুচি ব্যক্তি ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ করিয়া শিবি-
রের বাহিরে কোন শুচি স্থানে রাখিবে; তাহা
ইস্রায়েল-সন্তানগণের মণ্ডলীর কারণ অশৌচঘ্ন
জলের নিমিত্তে রাখা যাইবে; তাহা পাপার্থক
১০ বলি। আর যে ব্যক্তি ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ
করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; ইহা ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীর
পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি হইবে।
১১ যে কেহ কোন মৃত মনুষ্যের শব স্পর্শ করে, সে
১২ সাত দিন অশুচি থাকিবে। সে তৃতীয় দিবসে ও
সপ্তম দিবসে ঐ জল দ্বারা আপনাকে মুক্তপাপ
করিবে, পরে শুচি হইবে; কিন্তু যদি তৃতীয়
দিবসে ও সপ্তম দিবসে আপনাকে মুক্তপাপ না
১৩ করে, তবে শুচি হইবে না। যে কেহ কোন মৃত
মনুষ্যের শব স্পর্শ করিয়া আপনাকে মুক্তপাপ
না করে, সে সদাপ্রভুর আবাস অশুচি করে;
সেই প্রাণী ইস্রায়েলের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে;
কেননা তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয়
নাই, এই নিমিত্তে সে অশুচি হইবে; তাহার
১৪ অশুচিতা তাহাতে লগ্ন রহিয়াছে। ব্যবস্থা এই;
কোন মনুষ্য যখন তাম্বুর মধ্যে মরে, তখন সেই
তাম্বুতে প্রবেশকারী সমস্ত লোক এবং সেই তাম্বুর
মধ্যস্থিত সমস্ত লোক সাত দিন অশুচি থাকিবে।
১৫ আর যাবতীয় খোলা পাত্র, সূত্রাবদ্ধ ঢাকনীরহিত
১৬ পাত্র, অশুচি হইবে। আর যে কেহ ক্ষেত্রে খড়্গা-
হত কিম্বা মৃত লোকের শব কিম্বা মনুষ্যের অস্থি
কিম্বা কবর স্পর্শ করে, সে সাত দিন অশুচি
১৭ থাকিবে। লোকেরা সেই অশুচি ব্যক্তির জন্য
পাপার্থক বলিরূপে দগ্ধ ঐ গাভীর কিঞ্চিৎ ভস্ম
লইয়া পাত্রে রাখিয়া তাহার উপরে উনুইর জল
১৮ দিবে। পরে কোন শুচি ব্যক্তি এসোব তৃণ লইয়া
সেই জলে মগ্ন করিয়া ঐ তাম্বুর উপরে, ও সেই
স্থানের সমস্ত সামগ্রীর ও সমস্ত প্রাণীর উপরে,
এবং অস্থির কিম্বা হত বা মৃত লোকের শব কিম্বা
কবর স্পর্শকারী ব্যক্তির উপরে তাহা প্রক্ষেপ
১৯ করিবে। আর ঐ শুচি ব্যক্তি তৃতীয় দিবসে ও
সপ্তম দিবসে অশুচির উপরে সেই জল প্রক্ষেপ
করিবে; পরে সপ্তম দিবসে সে তাহাকে মুক্ত-
পাপ করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও
জলে স্নান করিবে; পরে সন্ধ্যাকালে শুচি হইবে।
২০ কিন্তু যে ব্যক্তি অশুচি হইয়া আপনাকে মুক্ত-
পাপ না করে, সে সমাজের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
হইবে, কেননা সে সদাপ্রভুর ধর্ম্মধাম অশুচি
করিয়াছে; তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত
২১ হয় নাই, অতএব সে অশুচি। ইহা তাহাদের
পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি হইবে; এবং যে কেহ
সেই অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষেপ করে, সে আপন বস্ত্র
ধৌত করিবে; এবং যে জন সেই অশৌচঘ্ন জল
স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
২২ আর সেই অশুচি ব্যক্তি যে কিছু স্পর্শ করে,
তাহা অশুচি হইবে; এবং যে প্রাণী তাহা স্পর্শ
করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

জলাভাবে ইস্রায়েলীয়দের বচসা।

শৈল হইতে জলনিঃসারণ।

২০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী
প্রথম মাসে সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল,
এবং লোকেরা কাদেশে বাস করিল, আর সেই
স্থানে মরিয়ম মরিলেন ও তাঁহার কবর দেওয়া
গেল।
২ সেই স্থানে মণ্ডলীর জন্য জল ছিল না; তাহা-
তে লোকেরা মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে
৩ একত্র হইল। আর তাহারা মোশির সহিত বিবাদ
করিয়া কহিল, হায়, আমাদের ভ্রাতৃগণ যখন
সদাপ্রভুর সম্মুখে মরিল, তখন কেন আমাদের
৪ মৃত্যু হইল না? তোমরা আমাদের ও আমাদের
পশুদের মৃত্যুর জন্য সদাপ্রভুর সমাজকে কেন
৫ এই প্রান্তরে আনিলে? এই কুৎসিত স্থানে আনি-
বার জন্য আমাদিগকে মিসর হইতে কেন বাহির
করিয়া লইয়া আসিলে? এই স্থানে চাস কি
ডুম্বুর কি দ্রাক্ষা কি দাড়িম্ব হয় না, এবং পান
৬ করিবার জলও নাই। তখন মোশি ও হারোণ
সমাজের সাক্ষাৎ হইতে সমাগমের তাম্বুর দ্বারে
যাইয়া উবুড় হইয়া পড়িলেন; আর সদাপ্রভুর
প্রতাপ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইল।
৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যষ্টি
৮ লও, এবং তুমি ও তোমার ভ্রাতা হারোণ মণ্ডলীকে
একত্র করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে ঐ শৈলকে
আজ্ঞা কর, তাহাতে সে নিজ জল প্রদান করিবে;
এইরূপে তুমি তাহাদের নিমিত্তে শৈল হইতে
জল নিঃসারণ করিয়া মণ্ডলীকে ও তাহাদের পশু-
৯ গণকে পান করাইবে। তখন মোশি তাঁহার

Digitized by Google

আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে ঐ যষ্টি
১০ লইলেন। আর মোশি ও হারোণ সেই শৈলের
সম্মুখে সমস্ত সমাজকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, হে বিদ্রোহিগণ, মনোযোগ কর ; আ-
মরা তোমাদের নিমিত্তে কি এই শৈল হইতে জল
১১ নিস্সারণ করিব ? পরে মোশি আপন হস্ত তুলিয়া
ঐ যষ্টি দ্বারা শৈলে দুই বার আঘাত করিলেন,
তাহাতে প্রচুর জল নির্গত হইল, এবং মণ্ডলী ও
তাহাদের পশুগণ পান করিল।
১২ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমক্ষে আমাকে
পবিত্র বলিয়া মান্য করিতে আমার বাক্যে প্রত্যয়
করিলে না, এই জন্য আমি তাহাদিগকে যে দেশ
দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা এই মণ্ডলীকে প্রবেশ
১৩ করাইবে না। সেই জলের নাম মরীবা [বিবাদ],
যেহেতুক ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সহিত
বিবাদ করিল, আর তিনি তাহাদের মধ্যে পবিত্র-
রূপে মান্য হইলেন।
১৪ পরে মোশি কাদেশ হইতে ইদোমীয় রাজার
নিকটে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার
ভ্রাতা ইস্রায়েল কহিতেছে, আমাদের যে সমস্ত
১৫ কষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। আমাদের
পিতৃপুরুষেরা মিসরে নামিয়া গিয়াছিলেন, সেই
মিসরে আমরা অনেক দিন বাস করিয়াছিলাম ;
পরে মিস্রীয়েরা আমাদের প্রতি ও আমাদের
পিতৃপুরুষদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।
১৬ তখন আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলাম,
আর তিনি আমাদের রব শুনিলেন, এবং দূত
প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে মিসর হইতে বাহির
করিয়া আনিলেন ; এখন দেখ, আমরা তোমার
১৭ দেশের প্রান্তস্থিত কাদেশ নগরে আছি। বিনয়
করি, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে
যাইতে দেও ; আমরা শস্যক্ষেত্র কি দ্রাক্ষাক্ষেত্র
দিয়া যাইব না, কূপের জলও পান করিব না ;
কেবল রাজপথ দিয়া যাইব ; যে পর্য্যন্ত তোমার
সীমা উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ দক্ষিণে কি বামে
১৮ ফিরিব না। তাহাতে ইদোম তাঁহাকে কহিল,
তুমি আমার [দেশের] মধ্য দিয়া যাইতে পাইবে
না, গেলে আমি খড়্গ লইয়া তোমার বিরুদ্ধে
১৯ বাহির হইব। তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাকে
কহিল, আমরা রাজপথ দিয়া যাইব ; আমি কি
আমার পশুগণ, আমরা যদি তোমার জল পান
করি, তবে আমি তাহার মূল্য দিব ; আর কিছু
নয়, কেবল আমাকে পায় হাঁটিয়া যাইতে দেও।
২০ তাহাতে সে উত্তর করিল, তুমি যাইতে পাইবে
না। পরে ইদোম অনেক লোক সঙ্গে লইয়া মহা-
২১ বলে তাহাদের প্রতিকূলে বাহির হইল। এইরূপে
ইদোম ইস্রায়েলকে আপন সীমা দিয়া যাইবার
অনুমতি দিতে অস্বীকার করিল ; অতএব ইস্রায়েল
তাহার নিকট হইতে পথান্তরে গমন করিল।
২২ অনন্তর ইস্রায়েল-সন্তানগণ অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডলী
কাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া হোর পর্ব্বতে উপ-
২৩ স্থিত হইল। তখন ইদোম দেশের সীমার নিক-
টস্থ হোর পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে
২৪ কহিলেন, হারোণ আপন লোকদের নিকটে সং-
গৃহীত হইবে ; কেননা আমি ইস্রায়েল-সন্তান-
গণকে যে দেশ দিয়াছি, সে দেশে সে প্রবেশ
করিবে না ; কারণ মরীবা জলের নিকটে তোমরা
২৫ আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে। তুমি
হারোণ ও তাহার পুত্র ইলীয়াসরকে হোর পর্ব্ব-
২৬ তের উপরে লইয়া যাও। আর হারোণকে স্বীয় বস্ত্র
ত্যাগ করাইয়া তাহার পুত্র ইলীয়াসরকে তাহা
পরিধান করাও ; হারোণ সে স্থানে [আপন লোক-
দের কাছে] সংগৃহীত হইবে, সেখানে মরিবে।
২৭ তখন মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করি-
লেন, ফলতঃ তাঁহারা সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে হোর
২৮ পর্ব্বতে উঠিলেন। পরে মোশি হারোণকে স্বীয়
বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাঁহার পুত্র ইলীয়াসরকে
তাহা পরিধান করাইলেন ; এবং হারোণ সে
স্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গে মরিলেন ; পরে মোশি ও ইলী-
২৯ য়াসর পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলেন। আর
যখন সমস্ত মণ্ডলী দেখিল যে, হারোণ মরিয়া-
ছেন, তখন সমস্ত ইস্রায়েল-কুল হারোণের জন্য
ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত শোক করিল।

সর্পাঘাতে বিনাশ ও তৎপ্রতীকার ।

২১ আর ইস্রায়েল অথারীমের পথ দিয়া আসি-
তেছে, এই কথা শুনিয়া দক্ষিণ প্রদেশনিবাসী
কনান-বংশীয় অরাদের রাজা ইস্রায়েলের সহিত
যুদ্ধ করিল ও তাহার কতকগুলি লোক ধরিয়া
২ বন্দি করিল। তাহাতে ইস্রায়েল সদাপ্রভুর উ-
দ্দেশে মানত করিয়া কহিল, যদি তুমি এই লোক-
দিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তবে আমি
তাহাদের নগর সকল নিঃশেষে বিনষ্ট করিব।
৩ তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রবে কর্ণপাত করিয়া
সেই কনানীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন ; তাহাতে
ইস্রায়েল তাহাদিগকে ও তাহাদের সমস্ত নগর
নিঃশেষে বিনষ্ট করিল, এবং সেই স্থানের নাম
হর্মা [বিনষ্ট] রাখিল।
৪ পরে তাহারা হোর পর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিয়া
ইদোম দেশ প্রদক্ষিণার্থে সূফসাগরের দিকে যাত্রা
করিল ; আর পথের মধ্যে লোকদের প্রাণ বিরক্ত
৫ হইল। ফলতঃ লোকেরা ঈশ্বরের প্রতিকূলে ও
মোশির প্রতিকূলে কহিতে লাগিল, তোমরা কেন
আমাদিগকে প্রান্তরে মারিবার জন্য মিসর হইতে
বাহির করিয়া আনিলে ? রুটীও নাই, জলও নাই ;

Digitized by Google

আর আমাদের প্রাণ এই লঘু ভক্ষ্য ঘৃণা করে।
৬ তখন সদাপ্রভু লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ী সর্প
প্রেরণ করিলেন; তাহারা লোকদিগকে দংশন
৭ করিলে ইস্রায়েলের অনেক লোক মরিল। অতএব
লোকেরা মোশির নিকটে আসিয়া কহিল, সদা-
প্রভুর প্রতিকূলে ও তোমার প্রতিকূলে কথা বলিয়া
আমরা পাপ করিয়াছি; তুমি সদাপ্রভুর কাছে
প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের নিকট হইতে
এই সকল সর্প দূর করেন। তাহাতে মোশি লোক-
৮ দের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তখন সদাপ্রভু মো-
শিকে কহিলেন, তুমি এক জ্বালাদায়ী সর্প নির্ম্মাণ
করিয়া পতাকার ঊর্দ্ধে রাখ; সর্পদষ্ট যে কোন
ব্যক্তি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবে, সে বাঁচিবে।
৯ তখন মোশি পিত্তলের এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া
পতাকার ঊর্দ্ধে রাখিলেন; আর সর্প কোন মনু-
ষ্যকে দংশন করিলে যখন সে ঐ পিত্তলময় সর্পের
প্রতি দৃষ্টি করিল, তখন বাঁচিল।
১০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিয়া ওবোতে
১১ শিবির স্থাপন করিল। পরে ওবোৎ হইতে যাত্রা
করিয়া সূর্য্যোদয়দিকে মোয়াবের সম্মুখস্থিত
প্রান্তরে ইয়ী-অবারীমে শিবির স্থাপন করিল।
১২ পরে তথা হইতে যাত্রা করিয়া সেরদ উপত্যকাতে
১৩ শিবির স্থাপন করিল। পরে তথা হইতে যাত্রা
করিয়া ইমোরীয়দের সীমা হইতে নির্গত অর্ণো-
নের অন্য পারে প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল;
কেননা মোয়াবের ও ইমোরীয়দের মধ্যবর্ত্তী
১৪ অর্ণোন মোয়াবের সীমা। এই জন্য সদাপ্রভুর
যুদ্ধপুস্তকে উক্ত আছে,
শূফাতে বাহেব, অর্ণোনের উপত্যকানিচয়,
১৫ এবং উপত্যকানিচয়ের পার্শ্ব-ভূমি,
যাহা আর্ নামক লোকালয়ের অভিমুখী,
এবং মোয়াবের সীমার পার্শ্বে অবস্থিত।
১৬ তথা হইতে তাহারা বের [কূপ] নামক স্থানে
আসিল। যে স্থানে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
তুমি লোকদিগকে একত্র কর, আমি তাহাদিগকে
জল দিব, এ সেই বের।
১৭ তৎকালে ইস্রায়েল এই গীত গাহিল, [কর;
হে কূপ, উথিত হও; তোমরা ইহার উদ্দেশে গান
১৮ এ অধ্যক্ষগণের খনিত কূপ,
রাজদণ্ড ও আপনাদের যষ্টি দিয়া
লোকদের কুলীনেরা ইহা খনন করিয়াছেন
১৯ পরে তাহারা প্রান্তর হইতে মত্তানায়, ও মত্তানা
হইতে নহলীয়েলে, ও নহলীয়েল হইতে বামোতে,
২০ ও বামোৎ হইতে মোয়াব দেশস্থ উপত্যকা দিয়া
যিশীমোনের অভিমুখ পিস্গা শৃঙ্গে গমন করিল।
২১ আর ইস্রায়েল দূত দ্বারা ইমোরীয়দের রাজা
২২ সীহোনের নিকটে বলিয়া পাঠাইল, তোমার
দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দেও; আমরা
শস্যক্ষেত্রে কি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না,
কূপের জলও পান করিব না; যাবৎ তোমার সীমা
উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ রাজপথ দিয়া যাইব।
২৩ তথাপি সীহোন আপন সীমা দিয়া ইস্রায়েলকে
যাইতে দিল না; কিন্তু সীহোন আপনার সমস্ত
প্রজাকে একত্র করিয়া ইস্রায়েলের প্রতিকূলে
প্রান্তরে বাহির হইল, এবং যহসে উপস্থিত হইয়া
২৪ ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিল। তাহাতে ইস্রা-
য়েল খড়্গের ধারে তাহাকে আঘাত করিয়া
অর্ণোন অবধি যব্বোক পর্য্যন্ত অর্থাৎ অম্মোন-
সন্তানদের সীমা পর্য্যন্ত তাহার দেশ অধিকার
করিল; কারণ অম্মোন-সন্তানদের সীমা দৃঢ়
২৫ ছিল। ইস্রায়েল ঐ সমস্ত নগর হস্তগত করিয়া
ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে, হিষ্‌বোনে ও তথা-
২৬ কার সমস্ত নগরে, বাস করিতে লাগিল। কেননা
হিষ্‌বোন ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের নগর
ছিল; তিনি মোয়াবের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার প্রতি-
কূলে যুদ্ধ করিয়া তাহার হস্ত হইতে অর্ণোন
পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত দেশ লইয়াছিলেন।
২৭ এই জন্য কবিগণ কহেন,
তোমরা হিষ্‌বোনে আইস,
সীহোনের নগর নির্ম্মিত ও দৃঢ়ীকৃত হউক,
২৮ কেননা হিষ্‌বোন হইতে অগ্নি,
সীহোনের নগর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত
হইয়াছে;
তাহা মোয়াবের আর্ নগরকে,
অর্ণোনস্থ উচ্চস্থলীর নাথগণকে গ্রাস করিয়াছে।
২৯ হে মোয়াব, তোমাকে ধিক্!
হে কমোশের প্রজাগণ, তোমরা বিনষ্ট হইলে!
সে আপন পুত্রগণকে পলাতকরূপে,
আপন কন্যাগণকে বন্দিত্বে সমর্পণ করিল,—
ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের হস্তে।
৩০ আমরা তাহাদিগকে বাণ মারিয়াছি;
হিষ্‌বোন দীবোন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে;
আর আমরা নোফহ পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়াছি,
যাহা মেদবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
৩১ এইরূপে ইস্রায়েল ইমোরীয়দের দেশে বাস
৩২ করিতে লাগিল। পরে মোশি যাসের অনুসন্ধান
করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, আর তাহারা
তথাকার পুরী সকল হস্তগত করিয়া তত্রত্য
ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল।
৩৩ পরে তাহারা ফিরিয়া বাশনের পথ দিয়া উঠিয়া
গেল; তাহাতে বাশনের রাজা ওগ ও তাহার সমস্ত
প্রজা বাহির হইয়া তাহাদের সহিত ইদ্রিয়ীতে
৩৪ যুদ্ধ করিতে গমন করিল। তখন সদাপ্রভু মোশিকে
কহিলেন, তুমি ইহা হইতে ভীত হইও না, কেননা
আমি ইহাকে, ইহার সমস্ত প্রজাকে ও ইহার দেশ
তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি হিষ্‌বোন-

Digitized by Google

বাসী ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের প্রতি যেমন
৩৫ করিলে, ইহার প্রতি তদ্রূপ করিবে। পরে যে
পর্য্যন্ত তাহার কেহ অবশিষ্ট না থাকিল, তাবৎ
তাহারা তাহাকে, তাহার পুত্রগণকে ও তাহার
সমস্ত লোককে আঘাত করিল ও তাহার দেশ
অধিকার করিয়া লইল।

বালাক ও বিলিয়মের বিবরণ।

২২ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিয়া
যিরীহোর নিকটস্থিত যর্দ্দনের পরপারে
মোয়াবের অরাবা তলভূমিতে শিবির স্থাপন
করিল।
২ আর ইস্রায়েল ইমোরীয়দের প্রতি যে যে ব্যব-
হার করিয়াছিল, তাহা সিপ্পোরের পুত্র বালাক
৩ দেখিয়াছিলেন। আর লোকদের বহুত্ব প্রযুক্ত
মোয়াব অতিশয় ভীত হইল; ইস্রায়েল-সন্তানগণ
৪ হইতে মোয়াব উদ্বিগ্ন হইল। পরে মোয়াব
মিদিয়নের প্রাচীনগণকে কহিল, গোরু যেমন
মাঠের নবীন তৃণ চাটিয়া খায়, তেমনি এই জন-
সমাজ আমাদের চতুর্দিক্‌স্থ সকলই চাটিয়া
খাইবে। তৎকালে সিপ্পোরের পুত্র বালাক
৫ মোয়াবের রাজা ছিলেন। অতএব তিনি বিয়োরের
পুত্র বিলিয়মকে আহ্বান করিতে তাহার স্বজাতীয়
লোকদের দেশে [ফরাৎ] নদীতীরে অবস্থিত
পথোর নগরে দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিলেন,
দেখুন, মিসর হইতে এক জাতি বাহির হইয়া
আসিয়াছে, দেখুন, তাহারা ভূতল আচ্ছন্ন
করিয়া আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে।
৬ এখন নিবেদন করি, আপনি আসিয়া আমার
নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দিউন; কেননা
আমা হইতে তাহারা বলবান; হয় ত তাহাদিগকে
পরাজয় করিয়া দেশ হইতে দূর করা আমার সাধ্য
হইবে; কেননা আমি জানি, আপনি যাহাকে
আশীর্ব্বাদ করেন, সে আশীঃপ্রাপ্ত ও যাহাকে
শাপ দেন, সে শাপগ্রস্ত।
৭ পরে মোয়াবের প্রাচীনবর্গ ও মিদিয়নের
প্রাচীনবর্গ মন্ত্রের পুরস্কার হস্তে লইয়া প্রস্থান
করিল, এবং বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া
৮ বালাকের কথা তাহাকে কহিল। তাহাতে সে
তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এই স্থানে রাত্রি
যাপন কর; পরে সদাপ্রভু আমাকে যাহা কহি-
বেন, তদনুযায়ী কথা আমি তোমাদিগকে বলিব;
তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ বিলিয়মের সহিত
৯ রাত্রিবাস করিল। অপর ঈশ্বর বিলিয়মের নিকটে
উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে এই
১০ লোকেরা কে? তাহাতে বিলিয়ম ঈশ্বরকে কহিল,
মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক আমার
১১ নিকটে বলিয়া পাঠাইয়াছেন; দেখ, মিসর
হইতে বহির্গত ঐ জাতি ভূতল আচ্ছন্ন করিয়াছে।
এখন তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে
শাপ দেও, হয় ত আমি তাহাদিগকে পরাজয়
১২ করিয়া দূর করিতে পারিব। তাহাতে ঈশ্বর
বিলিয়মকে কহিলেন, তুমি তাহাদের সঙ্গে
যাইও না, সেই জাতিকে শাপ দিও না, কেননা
১৩ তাহারা আশীর্ব্বাদযুক্ত। পরে বিলিয়ম প্রাতঃ-
কালে উঠিয়া বালাকের অধ্যক্ষগণকে কহিল,
তোমরা স্বদেশে চলিয়া যাও, কেননা তোমাদের
সহিত আমার যাত্রায় সদাপ্রভু অসম্মত
১৪ হইলেন। তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ উঠিয়া
বালাকের নিকটে যাইয়া কহিল, আমাদের
সহিত আসিতে বিলিয়ম অসম্মত হইলেন।
১৫ পরে বালাক আবার তাহাদের অপেক্ষা বহু-
সংখ্যক ও সম্ভ্রান্ত অন্য অধ্যক্ষগণকে প্রেরণ করি-
১৬ লেন। তাহারা বিলিয়মের নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে কহিল, সিপ্পোরের পুত্র বালাক এই কথা
বলেন, বিনয় করি, আমার নিকটে আসিতে
১৭ আপনি নিবারিত হইবেন না। কেননা আমি
আপনাকে অতিশয় সম্মানিত করিব; আপনি
যাহা যাহা আজ্ঞা করিবেন, সকলই করিব;
অতএব বিনয় করি, আপনি আসিয়া আমার
১৮ নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দিউন। তখন
বিলিয়ম বালাকের দাসদিগকে উত্তর করিল,
যদ্যপি বালাক রৌপ্যে ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ আপন
গৃহ আমাকে দেন, তথাপি আমি ক্ষুদ্র কি মহৎ
কিছু করিবার জন্য আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা
১৯ লঙ্ঘন করিতে পারিব না। এক্ষণে বিনয় করি,
তোমরাও এই স্থানে রাত্রি যাপন কর, সদাপ্রভু
আমাকে আবার যাহা কহিবেন, তাহা আমি
২০ জানিব। পরে ঈশ্বর রাত্রিকালে বিলিয়মের
নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, ঐ লোকেরা
যদি তোমাকে ডাকিতে আসিয়া থাকে, তবে তুমি
উঠ, তাহাদের সহিত যাও; কিন্তু আমি তোমাকে
২১ যাহা বলিব, তাহাই তুমি করিবে। তাহাতে
বিলিয়ম প্রাতঃকালে উঠিয়া আপন গর্দ্দভী
সাজাইয়া মোয়াবের অধ্যক্ষদের সহিত গমন
করিল।
২২ পরে তাহার গমনে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হইল, এবং সদাপ্রভুর দূত তাহার বিপক্ষরূপে
পথের মধ্যে দাঁড়াইলেন। সে আপন গর্দ্দভীতে
চড়িয়া যাইতেছিল, এবং তাহার দুই দাস তাহার
২৩ সঙ্গে ছিল, আর সেই গর্দ্দভী সদাপ্রভুর দূতকে
পথিমধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল, তাঁহার হস্তে
নিষ্কোষ খড়্গ ছিল; অতএব গর্দ্দভী পথ ছাড়িয়া
ক্ষেত্রে গমন করিল; তাহাতে বিলিয়ম গর্দ্দভীকে
২৪ পথে আনিবার জন্য প্রহার করিল। পরে সদা-
প্রভুর দূত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গলিপথে দাঁড়াইলেন,

Digitized by Google

২৫ এ পার্শ্বে বেড়া, ও পার্শ্বে বেড়া ছিল। তখন
গর্দ্দভী সদাপ্রভুর দূতকে দেখিয়া প্রাচীরে গাত্র
ঘেঁষিয়া যাওয়াতে প্রাচীরে বিলিয়মের পদঘর্ষণ
হইল; তাহাতে সে আবার তাহাকে প্রহার
২৬ করিল। পরে সদাপ্রভুর দূত আরও কিঞ্চিৎ
অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার পথ
নাই, এমন এক সঙ্কুচিত স্থানে দাঁড়াইলেন।
২৭ তখন গর্দ্দভী সদাপ্রভুর দূতকে দেখিয়া বিলিয়-
মের নীচে ভূমিতে বসিয়া পড়িল; তাহাতে
বিলিয়মের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে গর্দ্দভীকে
২৮ যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। তখন সদাপ্রভু
গর্দ্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন, এবং সে বিলি-
য়মকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম যে,
তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার করিলে?
২৯ বিলিয়ম গর্দ্দভীকে কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ
করিয়াছ; আমার হস্তে যদি খড়্গ থাকিত, তবে
৩০ আমি এক্ষণেই তোমাকে বধ করিতাম। পরে
গর্দ্দভী বিলিয়মকে কহিল, তুমি জন্মাবধি অদ্য
পর্য্যন্ত যাহার উপরে চড়িয়া থাক, আমি কি
তোমার সেই গর্দ্দভী নহি? আমি কি তোমার
প্রতি এমন ব্যবহার করিয়া থাকি? সে কহিল,
৩১ না। তখন সদাপ্রভু বিলিয়মের চক্ষু প্রসন্ন করিলে
সে সদাপ্রভুর দূতকে পথের মধ্যে দণ্ডায়মান
দেখিল; তাঁহার হস্তে নিষ্কোষ খড়্গ ছিল; তখন
৩২ সে মস্তক নমনপূর্ব্বক উবুড় হইয়া পড়িল। তখন
সদাপ্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি এই তিন
বার আপন গর্দ্দভীকে কেন প্রহার করিলে? দেখ,
আমি তোমার বিপক্ষরূপে বাহির হইয়াছি,
কেননা আমার সাক্ষাতে তুমি বিপথে যাইতেছ;
৩৩ আর গর্দ্দভী আমাকে দেখিয়া এই তিন বার
আমার সম্মুখ হইতে ফিরিল; সে যদি আমার
সম্মুখ হইতে না ফিরিত, তবে আমি নিশ্চয়ই
তোমাকে বধ করিতাম, আর উহাকে জীবিত
৩৪ রাখিতাম। তাহাতে বিলিয়ম সদাপ্রভুর দূতকে
কহিল, আমি পাপ করিয়াছি; কেননা তুমি যে
আমার বিপরীতে পথে দাঁড়াইয়া আছ, তাহা
আমি জানি নাই; কিন্তু এক্ষণে যদি ইহাতে
তোমার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরিয়া যাই।
৩৫ তাহাতে সদাপ্রভুর দূত বিলিয়মকে কহিলেন, ঐ
লোকদের সঙ্গে যাও, কিন্তু আমি যে কথা তোমা-
কে বলিব, তুমি কেবল তাহাই বলিবে। পরে বি-
লিয়ম বালাকের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।
৩৬ বিলিয়মের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বালাক
তাহার প্রত্যুদ্গমনার্থে মোয়াবের নগরে গমন
করিলেন। তাহা দেশসীমার প্রান্তস্থিত অর্ণোনের
৩৭ সীমায় অবস্থিত। আর বালাক বিলিয়মকে
কহিলেন, আমি আপনাকে ডাকিয়া আনিতে কি
অতি যত্নপূর্ব্বক লোক পাঠাই নাই? আপনি
আমার নিকটে কেন আইসেন নাই? আপনাকে
সম্মানিত করিতে আমি কি নিতান্ত অসমর্থ?
৩৮ তাহাতে বিলিয়ম বালাককে কহিল, দেখুন, আমি
আপনকার নিকটে আসিলাম, কিন্তু এখনও কোন
কথা কহিতে কি আমার ক্ষমতা আছে? ঈশ্বর
৩৯ আমার মুখে যে বাক্য দেন, তাহাই বলিব। পরে
বিলিয়ম বালাকের সহিত গমন করিয়া কিরিয়ৎ-
৪০ হুষোতে উপস্থিত হইল। আর বালাক গোরু ও
মেষ বলিদান করিয়া বিলিয়মের ও তাহার সঙ্গী
অধ্যক্ষদের নিকটে [মাংস] পাঠাইলেন।

২৩ পরে প্রত্যূষে বালাক বিলিয়মকে লইয়া
গিয়া বালের উচ্চস্থলীতে আরোহণ করাই-
লেন; তথা হইতে সে [ইস্রায়েল] জাতির প্রান্ত-
ভাগ দেখিতে পাইল। আর বিলিয়ম বালাককে
কহিল, আপনি এই স্থানে আমার জন্য সাতটী
বেদি নির্ম্মাণ করুন, এবং এই স্থানে আমার
নিমিত্তে সাতটী গোবৎসের ও সাতটী মেষের
২ আয়োজন করুন। তাহাতে বালাক বিলিয়মের
বাক্যানুসারে সেইরূপ করিলেন; তখন বালাক ও
বিলিয়ম এক এক বেদিতে এক একটী গোবৎস ও
৩ এক একটী মেষ উৎসর্গ করিলেন। পরে বিলিয়ম
বালাককে কহিল, আপনি আপনকার হোমবলির
নিকটে দণ্ডায়মান থাকুন; আমি যাই, হয় ত
সদাপ্রভু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তাহা
হইলে তিনি আমাকে যাহা জ্ঞাত করিবেন, তাহা
আমি আপনাকে বলিব। পরে সে পর্ব্বতাগ্রে
৪ গমন করিল। তখন ঈশ্বর বিলিয়মের সহিত
সাক্ষাৎ করিলে সে তাঁহাকে কহিল, আমি সাতটী
বেদি প্রস্তুত করিয়াছি; আর এক এক বেদিতে
এক এক গোবৎস ও এক এক মেষ উৎসর্গ করি-
৫ য়াছি। তখন সদাপ্রভু বিলিয়মের মুখে এক
বাক্য দিলেন, আর কহিলেন, তুমি বালাকের
৬ নিকটে ফিরিয়া গিয়া এই কথা বল। তাহাতে সে
তাঁহার নিকটে ফিরিয়া গেল; আর দেখ, মোয়া-
বের অধ্যক্ষগণের সহিত বালাক আপন হোমের
৭ নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। পরে সে আপন মঙ্গ
গ্রহণ করিয়া বলিল,

বালাক অরাম হইতে আমাকে আনাইলেন,
মোয়াবের রাজা পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতমালা হইতে
আনাইলেন;
আইস, আমার নিমিত্ত যাকোবকে শাপ দেও,
আইস, ইস্রায়েলকে অভিসম্পাত দেও।
৮ ঈশ্বর যাহাকে শাপ দেন নাই, আমি কিরূপে
তাহাকে শাপ দিব?
সদাপ্রভু যাহাকে অভিসম্পাত দেন নাই, আমি
কি প্রকারে তাহাকে অভিসম্পাত দিব?
৯ আমি শৈলের শৃঙ্গ হইতে উহাকে দেখিতেছি,
গিরি হইতে উহাকে দর্শন করিতেছি;

Digitized by Google

দেখ, ঐ লোকসমূহ স্বতন্ত্র বাস করে,
জাতিগণের মধ্যে গণিত হইবে না।
১০ যাকোবের ধূলি কে গণনা করিতে পারে ?
ইস্রায়েলের চতুর্থাংশের সংখ্যা কে করিতে পারে ?
ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক,
তাহার শেষ গতির তুল্য আমার শেষ গতি হউক।
১১ তখন বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, আপনি
আমার প্রতি এ কি করিলেন ? আমার শত্রুগণকে
শাপ দিতে আপনাকে আনাইলাম ; কিন্তু দেখুন,
আপনি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশীর্ব্বাদ
১২ করিলেন। সে উত্তর করিল, সদাপ্রভু আমার
মুখে যে কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই বলা
১৩ কি আমার উচিত নহে ? বালাক কহিলেন, বিনয়
করি, আপনি যে স্থান হইতে তাহাদিগকে দেখিতে
পাইবেন, এমন অন্য স্থানে আমার সহিত আগ-
মন করুন ; আপনি তাহাদের সকলই দেখিতে
পাইবেন না, প্রান্তভাগমাত্র দেখিতে পাইবেন ;
ঐ স্থানে থাকিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে
শাপ দিউন।
১৪ তখন বালাক তাহাকে পিস্‌গার পৃষ্ঠস্থিত
সোফীম ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া সেই স্থানে সাতটী
বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং প্রত্যেক বেদিতে এক
একটী গোবৎস ও এক একটী মেষ উৎসর্গ করি-
১৫ লেন। পরে সে বালাককে কহিল, আমি যাবৎ ঐ
স্থানে [ঈশ্বরের সহিত] সাক্ষাৎ করি, তাবৎ
আপনি এই স্থানে আপনকার হোমবলির নিকটে
১৬ দাঁড়াইয়া থাকুন। পরে সদাপ্রভু বিলিয়মের
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মুখে এক বাক্য
দিলেন, এবং কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে
১৭ ফিরিয়া গিয়া এই কথা বল। তাহাতে সে তাঁহার
নিকটে উপস্থিত হইল ; আর দেখ, মোয়াবের
অধ্যক্ষগণের সহিত বালাক আপন হোমবলির
নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন বালাক তাহাকে
১৮ জিজ্ঞাসিলেন, সদাপ্রভু কি কহিলেন ? তাহাতে
সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, উঠ, বালাক,
শ্রবণ কর ;
হে সিপ্পোরের পুত্র, আমার কথায় কর্ণ দেও ;
১৯ ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন ;
তিনি মনুষ্য-সন্তান নহেন যে অনুতাপ করিবেন ;
তিনি কহিয়া কি সফল করিবেন না ?
তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না ?
২০ দেখ, আমি আশীর্ব্বাদ করিবার আজ্ঞা পাইলাম,
তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আমি অন্যথা
করিতে পারি না।
২১ তিনি যাকোবে অধর্ম্ম দেখিতে পান নাই,
ইস্রায়েলে অনিষ্ট দেখেন নাই ;
উহার ঈশ্বর সদাপ্রভু উহার সহবর্ত্তী,
রাজার জয়ধ্বনি উহাদের মধ্যবর্ত্তী।
২২ ঈশ্বর মিসর হইতে উহাদের আনয়নকারী ;
সে গবয়ের ন্যায় শক্তিশালী।
২৩ নিশ্চয়ই যাকোবের মায়াশক্তি নাই,
ইস্রায়েলের মন্ত্র নাই ;　　[যাইবে,
এক্ষণে যাকোবের ও ইস্রায়েলের বিষয় বলা
ঈশ্বর কি না সাধন করিয়াছেন !
২৪ দেখ, ঐ লোকসমূহ সিংহীর ন্যায় উঠিতেছে
সিংহের ন্যায় গাত্রোত্থান করিতেছে ;　　[করে,
সে শয়ন করিবে না, যাবৎ বিদীর্ণ পশু ভোজন না
যাবৎ হত লোকদের রক্ত পান না করে।
২৫ তখন বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, আপনি
উহাদিগকে শাপও দিবেন না, আশীর্ব্বাদও করি-
২৬ বেন না। কিন্তু বিলিয়ম উত্তর করিয়া বালাককে
কহিল, সদাপ্রভু আমাকে যে কিছু কহিবেন,
তাহাই করিব, এ কথা কি আপনাকে বলি নাই ?
২৭ আর বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, বিনয় করি,
আইসুন, আমি আপনাকে অন্য স্থানে লইয়া
যাই ; হয় ত সেই স্থানে আমার নিমিত্তে তাহা-
দিগকে আপনকার শাপ দেওয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
২৮ তুষ্টিকর হইবে। পরে বালাক যিশীমোনের অভি-
মুখ পিয়োর-শৃঙ্গে বিলিয়মকে লইয়া গেলেন।
২৯ তাহাতে বিলিয়ম বালাককে কহিল, এই স্থানে
আমার নিমিত্তে সাতটী বেদি নির্ম্মাণ করুন, এবং
এই স্থানে আমার জন্য সাতটী গোবৎসের ও
৩০ সাতটী মেষের আয়োজন করুন। তখন বালাক
বিলিয়মের কথানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন, এবং
প্রত্যেক বেদিতে এক একটী গোবৎস ও এক একটী
মেষ উৎসর্গ করিলেন।

২৪ পরে ইস্রায়েলকে আশীর্ব্বাদ করিতে সদা-
প্রভুর তুষ্টি আছে, বিলিয়ম ইহা দেখিল, তাই
পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র পাইবার জন্য গমন করিল না,
২ কিন্তু প্রান্তরের দিকে মুখ করিল। তখন বিলিয়ম
আপন চক্ষু তুলিয়া বংশশ্রেণীক্রমে বাসকারী
ইস্রায়েলকে দেখিল ; এবং ঈশ্বরের আত্মা তা-
৩ হাতে আবিষ্ট হইলেন। তখন সে আপন মন্ত্র
গ্রহণ করিয়া কহিল,
বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম কহিতেছে,
যাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল, সেই পুরুষ কহিতেছে,
৪ যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে,
সর্ব্বশক্তিমানের দর্শন পায়,
সে পতিত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে,
৫ হে যাকোব, তোমার তাম্বু সকল,　　[মনোহর !
হে ইস্রায়েল, তোমার আবাস সকল কেমন
৬ সেগুলি উপত্যকার ন্যায় বিস্তারিত,
নদীতীরস্থ উদ্যানের তুল্য,
সদাপ্রভুর রোপিত অগুরু বৃক্ষরাজির সদৃশ,
জল-পার্শ্বস্থ এরসবৃক্ষরাজির ন্যায়।
৭ উহার কলশ হইতে জল উথলিয়া উঠিবে,

Digitized by Google

উহার বীজ অনেক জলে সিক্ত হইবে,
উহার রাজা অগাগ অপেক্ষাও উচ্চ হইবেন,
উহার রাজ্য উন্নত হইবে।
৮ ঈশ্বর মিসর হইতে উহার আনয়নকারী,
সে গবয়ের ন্যায় শক্তিশালী ;
সে আপনার বিপক্ষ জাতিগণকে গ্রাস করিবে,
তাহাদের অস্থি চূরমার করিবে,
আপন বাণ দ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিবে।
৯ সে শয়ন করিল, গুঁড়ি মারিল, সিংহের ন্যায়,
ও সিংহীর ন্যায় ; কে তাহাকে উঠাইবে ?
যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীঃপ্রাপ্ত,
যে তোমাকে শাপ দেয়, সে শাপগ্রস্ত।
১০ তখন বিলিয়মের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হইলে তিনি আপন করে করপ্রহার করিলেন ;
বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, আমার শত্রুগণকে
শাপ দিতে আমি আপনাকে আনাইলাম, আর
দেখুন, এই তিন বার আপনি সর্ব্বতোভাবে
১১ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এখন স্বস্থানে
পলায়ন করুন ; আমি বলিয়াছিলাম, আপনাকে
অতিশয় গৌরবান্বিত করিব, কিন্তু দেখুন, সদা-
প্রভু আপনাকে গৌরব-বিরহিত করিলেন। তা-
১২ হাতে বিলিয়ম বালাককে কহিল, আমি কি
আপনকার প্রেরিত দূতগণের সাক্ষাতেই বলি
১৩ নাই, বালাক স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিপূর্ণ আপন
গৃহ আমাকে দিলেও আমি আপন ইচ্ছায় ভাল
কি মন্দ করিবার জন্য সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন
করিতে পারি না ; সদাপ্রভু যাহা বলিবেন,
১৪ আমি তাহাই বলিব ? এখন দেখুন, আমি স্ব-
জাতীয়দের নিকটে যাই ; আইসুন, এই জাতি
উত্তরকালে আপনকার প্রজাগণের প্রতি কি
১৫ করিবে, তাহা আপনাকে জ্ঞাত করি। পরে সে
আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,
বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম কহিতেছে,
যাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল, সেই পুরুষ কহিতেছে,
১৬ যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে,
পরাৎপরের তত্ত্ব জানে,
সর্ব্বশক্তিমানের দর্শন পায়,
সে পতিত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে ;
১৭ আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান
নহেন, [নহেন ;
তাঁহাকে দর্শন করিতেছি, কিন্তু তিনি নিকটবর্ত্তী
যাকোব হইতে এক তারা উদিত হইবে,
ইস্রায়েল হইতে এক রাজদণ্ড উঠিবে,
তাহা মোয়াবের পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন করিবে,
কলহের সন্তান সকলকে সংহার করিবে।
১৮ ইদোম এক অধিকার হইবে,
তাহার শত্রু সেয়ীরও এক অধিকার হইবে,
আর ইস্রায়েল বীরের কর্ম্ম করিবে।
১৯ যাকোব হইতে উৎপন্ন এক জন কর্তৃত্ব করিবেন,
নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে বিনষ্ট করিবেন।
২০ পরে সে অমালেকের প্রতি দৃষ্টি করিল, এবং
আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,
অমালেক জাতিগণের মধ্যে প্রথম ছিল,
কিন্তু বিনাশ ইহার শেষ দশা হইবে।
২১ পরে সে কেনীয়দের প্রতি দৃষ্টি করিল, এবং
আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,
তোমার নিবাস অতি দৃঢ়,
তোমার বাসা শৈলে স্থাপিত।
২২ তথাপি কেন্ ক্ষয় পাইবে,
শেষে অশূর তোমাকে বন্দি করিয়া লইয়া যাইবে।
২৩ পরে সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,
হায় যখন ঈশ্বর ইহা করেন, তখন কে বাঁচিবে !
২৪ কিন্তু কিত্তীমের তীর হইতে জাহাজ আসিবে,
তাহারা অশূরকে দুঃখ দিবে, এবরকে দুঃখ দিবে,
কিন্তু তাহারও বিনাশ ঘটিবে।
২৫ পরে বিলিয়ম উঠিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল,
এবং বালাকও আপন পথে চলিয়া গেলেন।

ইস্রায়েলীদের দেবপূজা ও ব্যভিচার।

২৫ পরে ইস্রায়েল শিটীমে বাস করিল, আর
লোকেরা মোয়াবের কন্যাদের সহিত ব্যভিচার
২ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই কন্যারা তাহাদিগকে
আপনাদের দেবপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে
লোকেরা ভোজন করিয়া তাহাদের দেবগণের
৩ কাছে প্রণিপাত করিল। আর ইস্রায়েল বাল্-
পিয়োর [দেবের] প্রতি আসক্ত হইতে লাগিল ;
অতএব ইস্রায়েলের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্ব-
৪ লিত হইল। সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
লোকদের সমস্ত অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর
উদ্দেশে সূর্য্যের সম্মুখে উহাদিগকে টাঙ্গাইয়া
দেও ; তাহাতে ইস্রায়েল হইতে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড
৫ ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে। তখন মোশি ইস্রায়েলের
বিচারকর্ত্তৃগণকে কহিলেন, তোমরা প্রত্যেকে
বাল্‌পিয়োরের প্রতি আসক্ত আপন আপন
লোকদিগকে বধ কর।
৬ আর দেখ, মোশির ও ইস্রায়েল-সন্তানদের
সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে
এক পুরুষ আপন জ্ঞাতিগণের নিকটে এক মিদিয়-
নীয়া স্ত্রীকে আনিল, তৎকালে লোকেরা সমা-
৭ গমের তাম্বুর দ্বারে রোদন করিতেছিল। তাহা
দেখিয়া হারোণ যাজকের পৌত্র ইলীয়াসরের পুত্র
পীনহস মণ্ডলীর মধ্য হইতে উঠিয়া হস্তে বড়শা
৮ লইল ; আর সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ দুই জনকে, সেই
ইস্রায়েলীয় পুরুষকে এবং গুহ্য দেশ দিয়া সেই
স্ত্রীকে, বিদ্ধ করিল ; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তান-

Digitized by Google

৯ গণ হইতে মারী নিবৃত্ত হইল। আর যাহারা ঐ
মারীতে মরিয়াছিল, তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক।
১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, লোকদের
১১ মধ্যে আমার পক্ষে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করাতে
হারোণ যাজকের পৌত্র ইলীয়াসরের পুত্র পীন-
হস ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে আমার ক্রোধ
নিবৃত্ত করিল; এই জন্য আমি অন্তর্জ্বালায়
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সংহার করিলাম না।
১২ অতএব তুমি এই কথা বল, দেখ, আমি তাহাকে
১৩ আপন শান্তিকর নিয়ম দিয়াছি। তাহাতে তাহার
পক্ষে ও তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী
যাজকত্বের নিয়ম স্থির হইবে; কেননা সে আপন
ঈশ্বরের পক্ষে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিয়াছিল, এবং
ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করি-
১৪ য়াছে। ইস্রায়েলীয় যে পুরুষ ঐ মিদিয়নীয়া স্ত্রীর
সহিত হত হইয়াছিল, তাহার নাম সিম্রি, সে
সালূর পুত্র; সে শিমিয়োনীয়দের একজন পিতৃ-
১৫ কুলাধ্যক্ষ ছিল। আর ঐ হতা মিদিয়নীয়া স্ত্রীর
নাম কস্‌বী, সে সূরের কন্যা; ঐ সূর মিদিয়নের
মধ্যে এক পিতৃকুলস্থ লোকদিগের অধ্যক্ষ ছিল।
১৬,১৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি মিদিয়-
১৮ নীয়দিগকে ক্লেশ দেও ও নিহনন কর। কেননা
পিয়োর-বিষয়ক ছলে এবং সেই পিয়োর জন্য
মারীর দিবসে হতা তাহাদের আত্মীয় কস্‌বী নাম্নী
মিদিয়নীয়া রাজকুমারী-বিষয়ক ছলে তাহারা
তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া ক্লেশ দিয়াছে।

ইস্রায়েলীয়দের দ্বিতীয় বার গণনা।

২৬ মারীর পরে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণের
পুত্র ইলীয়াসর যাজককে কহিলেন, তোমরা
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে আপন
আপন পিতৃকুলানুসারে বিংশতি বৎসর ও ততো-
ধিক বয়স্ক লোকদিগকে, ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণী-
৩ ভুক্ত সমস্ত লোককে, গণনা কর। তাহাতে মোশি
ও ইলীয়াসর যাজক যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন-
সমীপে মোয়াবের অরাবা তলভূমিতে তাহা-
৪ দিগকে কহিলেন, মোশির প্রতি সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
লোকদিগকে [গণনা কর]। মিসরদেশ হইতে
নির্গত ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই।
৫ রূবেণ ইস্রায়েলের প্রথমজাত। রূবেণের
সন্তানগণ; হনোক হইতে হনোকীয় গোষ্ঠী; পল্লূ
৬ হইতে পল্লুয়ীয় গোষ্ঠী; হিষ্রোণ হইতে হিষ্রোণীয়
৭ গোষ্ঠী; কর্ম্মি হইতে কর্ম্মীয় গোষ্ঠী। ইহারা
রূবেণীয় গোষ্ঠী; ইহাদের মধ্যে গণিত লোক
৮ তেতাল্লিশ সহস্র সাত শত ত্রিশ জন। আর পল্লূর
৯ সন্তান ইলীয়াব। ইলীয়াবের সন্তান নমূয়েল,
দাথন ও অবীরাম; কোরহের মণ্ডলী যখন সদা-
প্রভুর প্রতিকূলে বিবাদ করিয়াছিল, তৎকালে
তাহার মধ্যে মণ্ডলীর সমাহূত লোক যে দাথন ও
অবীরাম মোশির ও হারোণের সহিত বিবাদ
১০ করিয়াছিল, তাহারা এই দুই জন। সেই সময়ে
পৃথিবী মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে ও কোরহকে
গ্রাস করিয়াছিল, তাহাতে সেই মণ্ডলী মারা
পড়িল, এবং অগ্নি দুই শত পঞ্চাশ জনকে দগ্ধ
১১ করিল, তাহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ হইল। কিন্তু কোর-
হের সন্তানেরা মরে নাই।
১২ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে শিমিয়োনের
সন্তানগণ; নমূয়েল হইতে নমূয়েলীয় গোষ্ঠী;
যামীন হইতে যামীনীয় গোষ্ঠী; যাখীন হইতে
১৩ যাখীনীয় গোষ্ঠী; সেরহ হইতে সেরহীয় গোষ্ঠী;
১৪ শৌল হইতে শৌলীয় গোষ্ঠী। শিমিয়োনীয়দের
এই সকল গোষ্ঠীতে বাইশ সহস্র দুই শত লোক
১৫ ছিল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গাদের
সন্তানগণ; সিফোন হইতে সিফোনীয় গোষ্ঠী;
হগি হইতে হগীয় গোষ্ঠী; শূনি হইতে শূনীয়
১৬ গোষ্ঠী; ওষ্নি হইতে ওষ্নীয় গোষ্ঠী; এরি হইতে
১৭ এরীয় গোষ্ঠী; অরোদি হইতে অরোদীয় গোষ্ঠী;
১৮ অরেলি হইতে অরেলীয় গোষ্ঠী। গাদের সন্তান-
দের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে চল্লিশ সহস্র
১৯ পাঁচ শত লোক হইল। যিহূদার পুত্র এর ও
২০ ওনন; এর ও ওনন কনান দেশে মরিয়াছিল। আ-
পন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যিহূদার সন্তানগণ;
শেলা হইতে শেলায়ীয় গোষ্ঠী; পেরস হইতে
পেরসীয় গোষ্ঠী; সেরহ হইতে সেরহীয় গোষ্ঠী।
২১ আর পেরসের এই সকল সন্তান; হিষ্রোণ হইতে
হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী; হামূল হইতে হামূলীয় গোষ্ঠী।
২২ যিহূদার এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে ছেয়াত্তর
২৩ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল। আপন আপন
গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখরের সন্তানগণ; তোলয়
হইতে তোলয়ীয় গোষ্ঠী; পূয় হইতে পূয়ীয়
২৪ গোষ্ঠী; যাশূব হইতে যাশূবীয় গোষ্ঠী; শিম্রোণ
২৫ হইতে শিম্রোণীয় গোষ্ঠী। ইষাখরের এই সকল
গোষ্ঠী গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র তিন শত
২৬ লোক হইল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
সবূলূনের সন্তানগণ; সেরদ হইতে সেরদীয়
গোষ্ঠী; এলোন হইতে এলোনীয় গোষ্ঠী; যহ-
২৭ লেল হইতে যহলেলীয় গোষ্ঠী। সবূলূনের এই
সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে ষষ্টি সহস্র পাঁচ শত
২৮ লোক হইল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
২৯ যোষেফের পুত্র, মনঃশি ও ইফ্রয়িম। ইহারা
মনঃশির সন্তান; মাখীর হইতে মাখীরীয় গোষ্ঠী;
মাখীরের পুত্র গিলিয়দ; গিলিয়দ হইতে গিলি-
৩০ য়দীয় গোষ্ঠী। ইহারা গিলিয়দের সন্তান; ঈয়ে-
ষর হইতে ঈয়েষ্রীয় গোষ্ঠী; হেলক হইতে হেল-
৩১ কীয় গোষ্ঠী; অস্রীয়েল হইতে অস্রীয়েলীয়

Digitized by Google

৩২ গোষ্ঠী; শেখম হইতে শেখমীয় গোষ্ঠী; শিমীদা
হইতে শিমীদায়ীয় গোষ্ঠী; হেফর হইতে হেফ-
৩৩ রীয় গোষ্ঠী। হেফরের পুত্র যে সলফাদ, তাহার
পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল; সেই সলফাদের
কন্যাদের নাম মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্‌কা ও
৩৪ তির্সা। ইহারা মনঃশির গোষ্ঠী, ইহাদের গণিত
৩৫ লোক বাওয়ান্ন সহস্র সাত শত জন। আপন
আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইফ্রয়িমের সন্তানগণ;
শূথলহ হইতে শূথলহীয় গোষ্ঠী; বেখর হইতে
বেখরীয় গোষ্ঠী; তহন হইতে তহনীয় গোষ্ঠী।
৩৬ আর ইহারা শূথলহের সন্তান; এরণ হইতে এর-
৩৭ ণীয় গোষ্ঠী। ইফ্রয়িমের সন্তানদের এই সকল
গোষ্ঠী গণিত হইলে বত্রিশ সহস্র পাঁচ শত লোক
হইল; আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইহারা
৩৮ যোষেফের সন্তান। আপন আপন গোষ্ঠী অনু-
সারে বিন্যামীনের সন্তানগণ; বেলা হইতে
বেলায়ীয় গোষ্ঠী; অস্‌বেল হইতে অস্‌বেলীয়
গোষ্ঠী; অহীরাম হইতে অহীরামীয় গোষ্ঠী;
৩৯ শূফম হইতে শূফমীয় গোষ্ঠী; হূফম হইতে হূফ-
৪০ মীয় গোষ্ঠী। আর বেলার সন্তান অর্দ ও নামান;
[অর্দ হইতে] অর্দীয় গোষ্ঠী; নামান হইতে
৪১ নামানীয় গোষ্ঠী। আপন আপন গোষ্ঠী অনু-
সারে ইহারা বিন্যামীনের সন্তান। ইহাদের
গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত জন।
৪২ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে দানের সন্তান-
গণ; শূহম হইতে শূহমীয় গোষ্ঠী; ইহারা আপন
৪৩ আপন গোষ্ঠী অনুসারে দানের গোষ্ঠী। শূহমীয়
সমস্ত গোষ্ঠী গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র চারি
৪৪ শত লোক হইল। আপন আপন গোষ্ঠী অনু-
সারে আশেরের সন্তানগণ; যিম্ন হইতে যিম্নীয়
গোষ্ঠী; যিস্‌বি হইতে যিস্‌বীয় গোষ্ঠী; বরিয়
৪৫ হইতে বরিয়ীয় গোষ্ঠী। ইহারা বরিয়ের সন্তান;
হেবর হইতে হেবরীয় গোষ্ঠী; মল্কীয়েল হইতে
৪৬ মল্কীয়েলীয় গোষ্ঠী। আশেরের কন্যার নাম
৪৭ সারহ। আশেরের সন্তানদের এই সকল গোষ্ঠী
গণিত হইলে তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত লোক
৪৮ হইল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে নপ্তা-
লির সন্তানগণ; যহসীয়েল হইতে যহসীয়েলীয়
৪৯ গোষ্ঠী; গূনি হইতে গূনীয় গোষ্ঠী; যেৎসর হইতে
যেৎসরীয় গোষ্ঠী; শিল্লেম হইতে শিল্লেমীয়
৫০ গোষ্ঠী। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে এই সকল
নপ্তালির গোষ্ঠী। ইহাদের গণিত লোক পঁয়-
তাল্লিশ সহস্র চারি শত জন।
৫১ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে গণিত লোকদের
সংখ্যা ছয় লক্ষ এক সহস্র সাত শত ত্রিশ হইল।
৫২,৫৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, নাম-
সংখ্যানুসারে অধিকারার্থে ইহাদের মধ্যে দেশ
৫৪ বিভক্ত হইবে। যাহার লোক অধিক, তুমি
তাহাকে অধিক অধিকার দিবে; ও যাহার লোক
অল্প, তাহাকে অল্প অধিকার দিবে; যাহার যত
গণিত লোক, তাহাকে তত অধিকার দেওয়া যা-
৫৫ ইবে। তথাপি দেশ গুলিবাঁট দ্বারা বিভক্ত হইবে;
তাহারা আপন আপন পিতৃবংশের নামানুসারে
৫৬ অধিকার পাইবে। অধিকার অধিক কি অল্প
হউক, গুলিবাঁট দ্বারাই বিভক্ত হইবে।
৫৭ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে লেবীয়দের
মধ্যে ইহারা গণিত হইল; গের্শোন হইতে
গের্শোনীয় গোষ্ঠী, কহাৎ হইতে কহাতীয় গোষ্ঠী,
৫৮ মরারি হইতে মরারীয় গোষ্ঠী। লেবীয় গোষ্ঠী
এই; লিব্‌নীয় গোষ্ঠী, হিব্রোণীয় গোষ্ঠী, মহলীয়
গোষ্ঠী, মূশীয় গোষ্ঠী, কোরহীয় গোষ্ঠী। ঐ কহা-
৫৯ তের পুত্র অম্রাম। অম্রামের যোকেবদ নাম্নী
ভার্য্যা মিসরদেশে জাতা লেবির সন্ততি ছিলেন।
তিনি অম্রামের জন্য হারোণ, মোশি ও তাঁহাদের
৬০ ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিয়াছিলেন। হারোণ
হইতে নাদব ও অবীহূ এবং ইলীয়াসর ও ঈথা-
৬১ মর জন্মিয়াছিল। কিন্তু সদাপ্রভুর সম্মুখে ইতর
অগ্নি নিবেদন করাতে নাদব ও অবীহূ মরিল।
৬২ এই সকলের মধ্যে এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক
পুরুষ গণিত হইলে তেইশ সহস্র জন হইল;
কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে তাহাদিগকে
কোন অধিকার দত্ত না হওয়াতে তাহারা ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে গণিত হয় নাই।
৬৩ এই সকল লোক মোশি ও ইলীয়াসর যাজক
কর্ত্তৃক গণিত হইল। তাঁহারা যিরীহোর নিকটস্থ
যর্দ্দন-সমীপে মোয়াবের অরাবা তলভূমিতে ইস্রা-
৬৪ য়েল-সন্তানগণকে গণনা করিলেন। কিন্তু সীনয়
প্রান্তরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের গণনাকারী মোশি
ও হারোণ যাজক কর্ত্তৃক যাহারা গণিত হইয়াছিল,
তাহাদের এক জনও ইহাদের মধ্যে ছিল না।
৬৫ কারণ সদাপ্রভু তাহাদের বিষয়ে বলিয়াছিলেন,
তাহারা অবশ্য প্রান্তরে মরিবে; অতএব তাহাদের
মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র যিহো-
শূয় ব্যতিরেকে এক জনও অবশিষ্ট রহিল না।

পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার।

২৭ পরে যোষেফের পুত্র মনঃশির গোষ্ঠীদের
মধ্যে মনঃশির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র
গিলিয়দের পৌত্র হেফরের পুত্র যে সলফাদ,
তাহার কন্যাগণ, অর্থাৎ মহলা, নোয়া, হগ্‌লা,
২ মিল্কা ও তির্সা নামে কন্যাগণ আসিল। তাহারা
মোশির সম্মুখে ও ইলীয়াসর যাজকের সম্মুখে
এবং অধ্যক্ষগণের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে সমা-
গমের তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইয়া এই কথা কহিল;
৩ আমাদের পিতা প্রান্তরে মরিয়াছেন; তিনি
কোরহের মণ্ডলীর মধ্যে, সদাপ্রভুর প্রতিকূলে

Digitized by Google

চক্রান্তকারীদের মণ্ডলীর মধ্যে, ছিলেন না ; কিন্তু
তিনি নিজ পাপে মরিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র
৪ হয় নাই। আমাদের পিতার পুত্র নাই বলিয়া
তাঁহার গোষ্ঠী হইতে তাঁহার নাম কেন লোপ
পাইবে ? আমাদের পিতৃকুলের ভ্রাতৃগণের মধ্যে
৫ আমাদিগকে অধিকার দেও। তখন মোশি
সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাদের বিচার উপস্থিত
৬ করিলেন। আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
৭ সলফাদের কন্যাগণ যথার্থ কহিতেছে ; তুমি
উহাদের পিতৃকুলের ভ্রাতাদিগের মধ্যে অবশ্য
উহাদিগকে সম্বাধিকার দিবে ও উহাদের পিতার
৮ অধিকার উহাদিগকে সমর্পণ করিবে। আর
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, কেহ যদি অপুত্রক
হইয়া মরে, তবে তোমরা তাহার অধিকার তাহার
৯ কন্যাকে সমর্পণ করিবে। যদি তাহার কন্যা না
থাকে, তবে তাহার ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার
১০ দিবে। যদি তাহার ভ্রাতা না থাকে, তবে তাহার
১১ পিতৃব্যদিগকে তাহার অধিকার দিবে। যদি
তাহার পিতৃব্য না থাকে, তবে তাহার গোষ্ঠীর
মধ্যে নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবে,
সে তাহা অধিকার করিবে। সদাপ্রভু মোশিকে
যেমন আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহা ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের পক্ষে বিচার-বিধি হইবে।

মোশি ও যিহোশূয়ের বিষয়।

১২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই
অবারীম পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, যে দেশ
আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে দিয়াছি, তাহা
১৩ নিরীক্ষণ কর। নিরীক্ষণ করিলে পর তোমার
ভ্রাতা হারোণের ন্যায় তুমিও আপন পিতৃগণের
১৪ নিকটে সংগৃহীত হইবে। কেননা সীন প্রান্তরে
মণ্ডলীর বিবাদে তোমরা আমার আজ্ঞা, জলের
বিষয়ে লোকদের সাক্ষাতে আমাকে পবিত্ররূপে
মান্য করিবার আজ্ঞা, অগ্রাহ্য করিয়াছিলে। সেই
জল সীন প্রান্তরের কাদেশস্থ মরীবার জল।
১৫ আর মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, সর্ব্বশরীরস্থ
১৬ আত্মাদিগের ঈশ্বর সদাপ্রভু মণ্ডলীর উপরে এমন
১৭ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন, যে তাহাদের সম্মুখে
বাহিরে যায় ও তাহাদের সম্মুখে ভিতরে আইসে,
এবং তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া যায় ও ভিতরে
লইয়া আইসে ; যেন সদাপ্রভুর মণ্ডলী অরক্ষক
১৮ মেষপালের ন্যায় না হয়। তখন সদাপ্রভু মোশি-
কে কহিলেন, নূনের পুত্র যিহোশূয় আত্মাবিষ্ট
লোক ; তুমি তাহাকে লইয়া তাহার মস্তকে হস্তা-
১৯ র্পণ কর ; এবং ইলীয়াসর যাজকের ও সমস্ত
মণ্ডলীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহা-
২০ দের সাক্ষাতে তাহাকে আদেশ দেও। আর
তাহাকে আপন সম্মানের ভাগী কর ; যেন ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞাবহ
২১ হয়। আর সে ইলীয়াসর যাজকের সম্মুখে
দাঁড়াইবে, এবং ইলীয়াসর তাহার জন্য ঊরীমের
বিচার দ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবে, এবং
সে ও তাহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান,
অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞাতে বাহিরে
যাইবে, ও তাহার আজ্ঞাতে ভিতরে আসিবে।
২২ পরে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিলেন,
তিনি যিহোশূয়কে লইয়া ইলীয়াসর যাজকের
সম্মুখে ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করি-
২৩ লেন ; এবং তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া
তাঁহাকে আদেশ দিলেন ; যেমন মোশির দ্বারা
সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন।

দৈনিক ও সর্ব্বসাময়িক বলিদানাদির নিয়ম।

২৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা কর, তাহা-
দিগকে বল, আমার উপহার, আমার উদ্দেশে
সৌরভার্থক অগ্নিকৃত আমার ভক্ষ্য নৈবেদ্য,
যথাসময়ে আমার উদ্দেশে নিবেদন করিতে
৩ হইবে। অতএব তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল,
তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার
বলিয়া এই সকল নিবেদন করিবে। প্রতিদিন
নিত্যহোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুইটী মেষ-
৪ বৎস ; একটী মেষবৎস প্রাতঃকালে উৎসর্গ
করিবে, আর একটী মেষবৎস সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ
৫ করিবে। আর ভক্ষ্য নৈবেদ্যের জন্য হিনের চতু-
র্থাংশ উথলিতে প্রস্তুত তৈলে মিশ্রিত ঐফার
৬ দশমাংশ সুজি দিবে। ইহা নিত্য হোমবলি ;
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার
বলিয়া ইহা সানয় পর্ব্বতে নিরূপিত হইয়াছিল।
৭ আর তাহার এক একটী মেষবৎসের জন্য হিনের
চতুর্থাংশ পেয় নৈবেদ্য হইবে ; তুমি পবিত্র
স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মদিরার পেয় নৈবেদ্য
৮ ঢালিয়া দিবে। আর একটী মেষবৎস সন্ধ্যাকালে
উৎসর্গ করিবে ; প্রাতঃকালের ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্যের ন্যায় তাহাও সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌর-
ভার্থক অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ করিবে।
৯ আর বিশ্রামদিনে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুইটী
মেষবৎস ও তৈলমিশ্রিত দুই দশমাংশ সুজির
ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও তৎসম্বন্ধীয় পেয় নৈবেদ্য নিবে-
১০ দন করিবে। নিত্য হোম ও তৎসংক্রান্ত পেয়
নৈবেদ্য ভিন্ন প্রতিবিশ্রামবারের হোম এই।
১১ আর প্রতিমাসের আরম্ভে তোমরা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে হোমের জন্য দুইটী পুংগোবৎস, একটী
মেষ ও একবর্ষীয় সাতটী মেষবৎস, এই সকল
১২ নির্দ্দোষ পশু উৎসর্গ করিবে। এক একটী গো-

Digitized by Google

বৎসের জন্য তিন দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সুজির
ভক্ষ্য নৈবেদ্য, এবং একটী মেষের জন্য দুই দশ-
১৩ মাংশ তৈলমিশ্রিত সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য, এবং
এক একটী মেষবৎসের জন্য এক এক দশমাংশ
তৈলমিশ্রিত সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য হইবে;
তাহাতে সেই হোমবলি সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১৪ সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার হইবে। একটী
গোবৎসের জন্য হিনের অর্দ্ধেক ও একটী মেষের
জন্য হিনের তৃতীয়াংশ ও একটী মেষবৎসের জন্য
হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস তাহার পেয় নৈবেদ্য
হইবে। ইহা সম্বৎসরের প্রতিমাসের মাসিক
১৫ হোম। আর পাপার্থক বলির জন্য সদাপ্রভুর
উদ্দেশে একটী ছাগ; নিত্য হোম ও তাহার পেয়
নৈবেদ্য ভিন্ন ইহা উৎসর্গ করিতে হইবে।
১৬ আর প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে সদাপ্রভুর
১৭ নিস্তারপর্ব্ব। সেই মাসের পঞ্চদশ দিবসে উৎসব
হইবে; সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিতে
১৮ হইবে। প্রথম দিবসে পবিত্র সভা হইবে;
১৯ তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু
সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া
হোমার্থে দুইটী পুংগোবৎস, একটী মেষ ও এক-
বর্ষীয় সাতটী মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু
২০ উৎসর্গ করিবে, এবং এক গোবৎসের জন্য তিন
দশমাংশ ও এক মেষের জন্য দুই দশমাংশ,
২১ এবং সাতটী মেষবৎসের মধ্যে এক এক বৎসের
জন্য এক এক দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সুজির ভক্ষ্য
২২ নৈবেদ্য, এবং তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করি-
বার নিমিত্ত পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ,
২৩ এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোমের প্রাতঃকালীন
২৪ হোম ভিন্ন নিবেদন করিবে। এই বিধি অনু-
সারে তোমরা সাত দিন যাবৎ প্রতিদিন সদা-
প্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার-
রূপ ভক্ষ্য নিবেদন করিবে; নিত্য হোম ও
তাহার পেয় নৈবেদ্য ভিন্ন ইহা নিবেদিত হইবে।
২৫ আর সপ্তম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা
হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না।
২৬ আর অগ্রিমাংশের দিবসে, যখন তোমরা
আপনাদের সপ্তাহনিচয়ের উৎসবে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিবে, তখন
তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; কোন শ্রমসাধ্য
২৭ কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে
সৌরভার্থক হোমবলিরূপে দুইটী পুংগোবৎস,
একটী মেষ ও একবর্ষীয় সাতটী মেষবৎস উৎসর্গ
২৮ করিবে; এবং তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য বলিয়া
এক এক গোবৎসের জন্য তিন দশমাংশ, এক
২৯ মেষের জন্য দুই দশমাংশ, এবং সাতটী মেষ-
বৎসের মধ্যে এক এক বৎসের জন্য এক এক
৩০ দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সুজি; এবং তোমাদের
৩১ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে একটী ছাগ। এই সমস্ত
তোমরা নিত্য হোম ও তাহার উপযুক্ত নৈবেদ্য
ভিন্ন নিবেদন করিবে; এই সকল নির্দ্দোষ এবং
স্ব স্ব পেয় নৈবেদ্যযুক্ত হইবে।

২৯ আর সপ্তম মাসের প্রথম দিবসে তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য
কর্ম্ম করিবে না; সেই দিন তোমাদের তূরীধ্বনির
২ দিন হইবে। তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভা-
র্থক হোমবলিরূপে একটী পুংগোবৎস, একটী মেষ
ও একবর্ষীয় সাতটী মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ
৩ পশু, এবং তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য বলিয়া সেই
গোবৎসের জন্য তিন দশমাংশ, মেষের জন্য দুই
৪ দশমাংশ ও সাতটী মেষবৎসের মধ্যে এক এক
বৎসের জন্য এক এক দশমাংশ তৈলমিশ্রিত
৫ সুজি; এবং তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার
নিমিত্ত পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত
৬ উৎসর্গ করিবে। অমাবস্যার হোম ও তাহার ভক্ষ্য
নৈবেদ্য, এবং নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য,
এবং বিধিমতে উভয়ের পেয় নৈবেদ্য ভিন্ন
তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত
উপহার বলিয়া [এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে]।
৭ আর সেই সপ্তম মাসের দশম দিবসে তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে; আর তোমরা আপন আপন
প্রাণকে দুঃখ দিবে, এবং কোন কার্য্য করিবে না।
৮ কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক হোমবলি-
রূপে তোমরা একটী পুংগোবৎস, একটী মেষ ও
একবর্ষীয় সাতটী মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ
৯ পশু; এবং তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য বলিয়া
সেই গোবৎসের জন্য তিন দশমাংশ, মেষের
১০ জন্য দুই দশমাংশ ও সাতটী মেষবৎসের মধ্যে
এক এক বৎসের জন্য এক এক দশমাংশ তৈল-
১১ মিশ্রিত সুজি; এবং পাপার্থক বলিরূপে এক
ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। পাপার্থক
প্রায়শ্চিত্তবলি, নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও
পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।
১২ আর সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য
কর্ম্ম করিবে না; এবং তদবধি সাত দিন সদা-
১৩ প্রভুর উদ্দেশে উৎসব পালন করিবে। আর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত হোম-
বলিরূপে তেরটী পুংগোবৎস, দুইটী মেষ ও
একবর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ
১৪ পশু, এবং তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য বলিয়া তেরটী
পুংগোবৎসের মধ্যে প্রত্যেক বৎসের জন্য তিন
তিন দশমাংশ, দুইটী মেষের মধ্যে এক এক মেষের
১৫ জন্য দুই দুই দশমাংশ, এবং চৌদ্দটী মেষবৎসের
মধ্যে এক এক বৎসের জন্য এক এক দশমাংশ
১৬ তৈলমিশ্রিত সুজি; আর পাপার্থক বলিরূপে

Digitized by Google

একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য
হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে
ইহা ভিন্ন।
১৭ আর দ্বিতীয় দিবসে তোমরা বারটী পুংগো-
বৎস, দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস,
১৮ এই সকল নির্দ্দোষ পশু, এবং গোবৎসের, মেষের
ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের
১৯ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, আর পাপার্থক বলিরূপে
এক ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য
হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে
ইহা ভিন্ন।
২০ আর তৃতীয় দিবসে তোমরা এগারটী গো-
বৎস, দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস,
২১ এই সকল নির্দ্দোষ পশু, এবং গোবৎসের,
মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে
২২ তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক
বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে।
নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য
হইতে ইহা ভিন্ন।
২৩ আর চতুর্থ দিবসে তোমরা দশটী গোবৎস,
দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস, এই
২৪ সকল নির্দ্দোষ পশু, এবং গোবৎসের, মেষের
ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের
২৫ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, আর পাপার্থক বলিরূপে
একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য
হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে
ইহা ভিন্ন।
২৬ আর পঞ্চম দিবসে তোমরা নয়টী গোবৎস,
দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস, এই
২৭ সকল নির্দ্দোষ পশু, এবং গোবৎসের, মেষের ও
মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের
২৮ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, আর পাপার্থক বলিরূপে
একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য
হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে
ইহা ভিন্ন।
২৯ আর ষষ্ঠ দিবসে তোমরা আটটী গোবৎস,
দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস, এই
৩০ সকল নির্দ্দোষ পশু, এবং গোবৎসের, মেষের ও
মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের
৩১ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলির
জন্য একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে।
নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য
হইতে ইহা ভিন্ন।
৩২ আর সপ্তম দিবসে তোমরা সাতটী গোবৎস,
দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস, এই
৩৩ সকল নির্দ্দোষ পশু, এবং গোবৎসের, মেষের ও
মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের
৩৪ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [এবং পাপার্থক বলির
জন্য একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে।
নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য
হইতে ইহা ভিন্ন।
৩৫ আর অষ্টম দিবসে তোমাদের উৎসব হইবে;
৩৬ তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত হোম-
বলিরূপে একটী গোবৎস, একটী মেষ ও এক-
বর্ষীয় সাতটী মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু,
৩৭ এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানু-
সারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য,
৩৮ এবং পাপার্থক বলির জন্য একটী ছাগ, এই
সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।
৩৯ এই সমস্ত তোমরা আপনাদের নিরূপিত পর্ব্ব-
সমূহে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে।
তোমাদের হোম, ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য এবং
মঙ্গলার্থক বলিদানযুক্ত যে মানত ও স্বেচ্ছাদত্ত
৪০ উপহার, তাহা হইতে ইহা ভিন্ন। মোশি সদা-
প্রভু হইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণকে সকল কথা কহিলেন।

ব্রত বিষয়ক আদেশ।

৩০ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশা-
ধ্যক্ষগণকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই বিষয়
২ আজ্ঞা করিয়াছেন। কোন পুরুষ যদি সদাপ্রভুর
উদ্দেশে মানত করে, কিম্বা ব্রতবন্ধন দ্বারা আপ-
নাকে বদ্ধ করিবার জন্য দিব্য করে, তবে সে
আপন বাক্য ব্যর্থ না করুক, আপন মুখ হইতে
৩ নির্গত সমস্ত বাক্য সফল করুক। আর কোন
স্ত্রীলোক যদি কুমারী-অবস্থায় আপন পিতৃগৃহে
বাস করিবার সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত
৪ করে ও ব্রতবন্ধন দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করে, এবং
তাহার পিতা যদি তাহার মানত ও যদ্দ্বারা সে
আপনাকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধনের কথা
শুনিয়া তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার সকল
মানত স্থির হইল, এবং যদ্দ্বারা সে আপনাকে
বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে।
৫ কিন্তু শ্রবণদিনে যদি তাহার পিতা তাহাকে
নিষেধ করে, তবে তাহার মানত ও যদ্দ্বারা সে
আপনাকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির
থাকিবে না; আর তাহার পিতার নিষেধ প্রযুক্ত
৬ সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিবেন। আর যদি সে
কোন পুরুষের ভার্য্যা হইয়া মানতের অধীনা হয়,
কিম্বা যদ্দ্বারা সে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছে, ওষ্ঠ-
৭ নির্গত এমন চপল বাক্যের অধীনা হয়, এবং
যদি তাহার স্বামী তাহা শুনিলেও শ্রবণদিনে
তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার মানত স্থির
থাকিবে, এবং যদ্দ্বারা সে আপনাকে বদ্ধ করি-

Digitized by Google

৮ যাছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে। কিন্তু শ্রবণ-
দিনে যদি তাহার স্বামী তাহাকে নিষেধ করে,
তবে সে যে মানত করিয়াছে ও আপন ওষ্ঠ-
নির্গত যে চপল বাক্য দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করি-
য়াছে, [স্বামী] তাহা ব্যর্থ করিবে, আর সদা-
৯ প্রভু তাহাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু বিধবা কিম্বা
স্বামিত্যক্তা স্ত্রী যদ্দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিয়াছে,
সেই ব্রতের সমস্ত বাক্য তাহার নিমিত্তে স্থির থা-
১০ কিবে। আর সে যদি স্বামীর গৃহে থাকিবার সময়ে
মানত করিয়া থাকে, কিম্বা দিব্য দ্বারা আপনাকে
১১ ব্রতবন্ধনে বদ্ধ করিয়া থাকে, এবং তাহার স্বামী
তাহা শুনিয়া তাহাকে নিষেধ না করিয়া নীরব
হইয়া থাকে, তবে তাহার সমস্ত মানত স্থির
থাকিবে; এবং সে যদ্দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করি-
য়াছে, সেই সমস্ত ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে।
১২ কিন্তু শ্রবণদিনে তাহার স্বামী যদি সে সকল
ব্যর্থ করিয়া থাকে, তবে তাহার মানত বিষয়ে ও
তাহার ব্রতবন্ধন বিষয়ে তাহার ওষ্ঠ হইতে যে
বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা স্থির থাকিবে না;
তাহার স্বামী তাহা ব্যর্থ করিয়াছে; আর সদা-
১৩ প্রভু সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করিবেন। স্ত্রীর প্রত্যেক
মানত ও আপনাকে দুঃখ দিবার প্রতিজ্ঞাযুক্ত
প্রত্যেক দিব্য তাহার স্বামী স্থির করিতেও পারে,
১৪ তাহার স্বামী ব্যর্থ করিতেও পারে। তাহার স্বামী
যদি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে
নীরব থাকে, তবে সে তাহার সমস্ত মানত কিম্বা
সমস্ত ব্রতবন্ধন স্থির করে। শ্রবণদিনে নীরব
১৫ থাকাতেই সে তাহা স্থির করিয়াছে। কিন্তু তাহা
শুনিলে পর যদি কোন প্রকারে স্বামী তাহা ব্যর্থ
১৬ করে, তবে স্ত্রীর অপরাধ বহন করিবে। পতি ও
পত্নীর বিষয়ে এবং পিতা ও কুমারী-অবস্থায়
পিতৃগৃহস্থিত কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে
এই সকল আজ্ঞা করিলেন।

মিদিয়নীয়দের পরাজয় ও বিনাশ।

৩১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য মিদিয়নীয়দিগকে
প্রতিফল দেও; তৎপরে তুমি আপন লোকদের
৩ নিকটে সংগৃহীত হইবে। তখন মোশি লোক-
দিগকে কহিলেন, তোমাদের কতক লোক যুদ্ধার্থে
সজ্জিত হউক, সদাপ্রভুর জন্য মিদিয়নীয়দিগকে
প্রতিফল দিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করুক।
৪ তোমরা ইস্রায়েল-বংশসমূহের প্রত্যেক বংশ
হইতে এক এক সহস্র লোক যুদ্ধে প্রেরণ করিবে।
৫ তাহাতে ইস্রায়েলের সাহস্রের মধ্যে এক এক
বংশ হইতে এক এক সহস্র মনোনীত হইলে
৬ যুদ্ধার্থে বার সহস্র লোক সজ্জিত হইল। এই-
রূপে মোশি এক এক বংশের এক এক সহস্র
লোককে এবং ইলীয়াসর যাজকের পুত্র পীন-
হসকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন; এবং পবিত্র স্থানের
পাত্র সকল ও রণবাদ্যার্থক তূরী পীনহসের হস্ত-
৭ গত ছিল। তাহাতে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে তাহারা মিদিয়নীয়দের সহিত
৮ যুদ্ধ করিল ও সমস্ত পুরুষকে বধ করিল। আর
তাহারা মিদিয়নের রাজগণকে তাহাদের অন্য
নিহত লোকদের সহিত বধ করিল; ইবি, রেকম,
সূর, হূর ও রেবা, মিদিয়নের এই পাঁচ রাজাকে
বধ করিল; এবং বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকেও
৯ খড়্গ দ্বারা বধ করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ
মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা-
দিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের
সমস্ত পশু, সমস্ত মেষপাল ও সমস্ত সম্পত্তি
১০ লুটিয়া লইল। আর তাহাদের সমস্ত নিবাসনগর ও
১১ সমস্ত স্কন্ধাবার অগ্নিতে দগ্ধ করিল। আর তাহারা
লুটিত দ্রব্য, এবং মনুষ্য কি পশু, সমস্ত ধৃত জীব
১২ সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহারা যিরীহোর নিকট-
বর্ত্তী যর্দ্দনতীরস্থ মোয়াবের অরাবা তলভূমিতে
মোশির, ইলীয়াসর যাজকের ও ইস্রায়েল-
সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে বন্দিগণকে ও
যুদ্ধে ধৃত জীবগণকে, এবং লুটিত দ্রব্য সকল
শিবিরে লইয়া গেল।
১৩ আর মোশি, ইলীয়াসর যাজক ও মণ্ডলীর
সমস্ত অধ্যক্ষ তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে
১৪ শিবিরের বাহিরে গেলেন। তখন যুদ্ধ হইতে
প্রত্যাগত সেনাপতিদের, অর্থাৎ সহস্রপতিদের ও
১৫ শতপতিদের উপরে মোশি ক্রুদ্ধ হইলেন। মোশি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি সমস্ত
১৬ স্ত্রীলোককে জীবিত রাখিয়াছ? দেখ, বিলি-
য়মের পরামর্শে তাহারাই পিয়োর দেবের বিষয়ে
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সদাপ্রভুর কাছে সত্য-
লঙ্ঘন করাইয়াছিল, তন্নিমিত্তই সদাপ্রভুর মণ্ড-
১৭ লীতে মহামারী হইয়াছিল। অতএব তোমরা
এখন বালকবালিকাদিগের মধ্যে সমস্ত বালককে
বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত
১৮ সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালি-
কারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহা-
১৯ দিগকে আপনাদের জন্য বাঁচাইয়া রাখ। আর
তোমরা সাত দিন শিবিরের বাহিরে সন্নিবেশিত
থাক; তোমরা যত লোক মনুষ্যহত্যা করিয়াছ ও
হত লোককে স্পর্শ করিয়াছ, সকলে তৃতীয় দিবসে
ও সপ্তম দিবসে আপনাদিগকে ও আপন আপন
২০ বন্দিগণকে মুক্তপাপ কর; আর যাবতীয় বস্ত্র,
চর্ম্মনির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু, ছাগলোমনির্ম্মিত
যাবতীয় বস্তু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত যাবতীয় বস্তুর বিষয়
আপনাদিগকে মুক্তপাপ কর।
২১ পরে ইলীয়াসর যাজক যুদ্ধে গমনকারী যোদ্ধা-

Digitized by Google

দিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু কর্ত্তৃক মোশিকে দত্ত
২২ ব্যবস্থার এই এক বিধি। কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য,
২৩ পিত্তল, লৌহ, রাঙ্গ ও সীসা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য
অগ্নিতে নষ্ট হয় না, সে সকল অগ্নির মধ্য দিয়া
চালাইবে, তাহাতে তাহা শুচি হইবে; তথাপি
তাহা অশৌচঘ্ন জলে মুক্তপাপ করিতে হইবে;
কিন্তু যে যে দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয়, তাহা তোমরা
২৪ জলের মধ্য দিয়া চালাইবে। আর সপ্তম দিবসে
তোমরা আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিবে;
তাহাতে শুচি হইবে; পরে শিবিরে প্রবেশ
করিবে।
২৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ও
২৬ ইলীয়াসর যাজক এবং মণ্ডলীর পিতৃকুলপতি-
গণ যুদ্ধে ধৃত জীবগণের, অর্থাৎ বন্দি মনুষ্যদের
২৭ ও পশুদের, সংখ্যা গ্রহণ কর। আর যুদ্ধে ধৃত
সেই জীবগণকে দুই অংশ করিয়া যুদ্ধে গমন-
কারী যোদ্ধাদিগের ও সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে বিভাগ
২৮ কর। আর যুদ্ধে গমনকারী যোদ্ধাদের হইতে
সদাপ্রভুর নিমিত্তে কর গ্রহণ কর; মনুষ্য, গোরু,
গর্দ্দভ ও মেষ, এই সকলের মধ্যে পাঁচ পাঁচ শত
২৯ জীবের প্রতি এক এক জীব, তাহাদের অর্দ্ধাংশ
হইতে লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয়
উপহার বলিয়া ইলীয়াসর যাজককে দেও।
৩০ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের অর্দ্ধাংশের মধ্যে
মনুষ্য, গোরু, গর্দ্দভ ও মেষাদি সমস্ত পশুর মধ্য
হইতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ জীবের প্রতি এক এক জীব
লইয়া সদাপ্রভুর আবাসের রক্ষণীয় রক্ষাকারী
৩১ লেবীয়দিগকে দেও। মোশিকে সদাপ্রভু যেমন
আজ্ঞা করিলেন, মোশি ও ইলীয়াসর যাজক
৩২ সেইরূপ করিলেন। যোদ্ধৃগণ কর্ত্তৃক লুটিত বস্তু
সকল ছাড়া ঐ ধৃত জীবসমূহ ছয় লক্ষ পঁচাত্তর
৩৩ সহস্র মেষ ও বাহাত্তর সহস্র গোরু ও একষট্টি
৩৪ সহস্র গর্দ্দভ, আর বত্রিশ সহস্র মনুষ্য, অর্থাৎ
৩৫ শয়নে পুরুষের পরিচয় অপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক ছিল।
৩৬ তাহাতে যুদ্ধে গমনকারীদের প্রাপ্তব্য অর্দ্ধাংশের
সংখ্যা হইল তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র পাঁচ শত
৩৭ মেষ; সেই মেষ হইতে সদাপ্রভুর লভ্য কর ছয়
৩৮ শত পঁচাত্তরটি মেষ হইল। আর গোরু ছিল
ছত্রিশ সহস্র, তাহাদের মধ্যে বাহাত্তরটী সদা-
৩৯ প্রভুর করস্বরূপ হইল। আর গর্দ্দভ ছিল ত্রিশ
সহস্র পাঁচ শত, তাহাদের মধ্যে একষট্টিটী
৪০ সদাপ্রভুর করস্বরূপ হইল। আর মনুষ্য ছিল
ষোল সহস্র, তাহাদের মধ্যে বত্রিশটী প্রাণী
৪১ সদাপ্রভুর করস্বরূপ হইল। তাহাতে মোশি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর সেই কর
অর্থাৎ উত্তোলনীয় উপহার ইলীয়াসর যাজককে
৪২ দিলেন। আর মোশি যে অর্দ্ধাংশ যোদ্ধৃগণ হইতে
৪৩ লইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণকে দিয়াছিলেন, মণ্ড-
লীর সেই অর্দ্ধাংশ সংখ্যাতে তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ
৪৪ সহস্র পাঁচ শত মেষ, ছত্রিশ সহস্র গোরু, ত্রিশ
৪৫ সহস্র পাঁচ শত গর্দ্দভ ও ষোল সহস্র মনুষ্য
৪৬ ছিল। পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সেই
৪৭ অর্দ্ধাংশ হইতে মনুষ্যের ও পশুর মধ্যে পঞ্চাশ
পঞ্চাশ জীবের প্রতি এক এক জীব লইয়া সদা-
প্রভুর আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর আবাসের রক্ষণীয়
রক্ষাকারী লেবীয়দিগকে দিলেন।
৪৮ পরে সৈন্যসাহস্রের উপরে কর্ত্তৃত্বকারী সহস্র-
পতিরা ও শতপতিরা মোশির নিকটে আসিলেন;
৪৯ আর তাঁহারা মোশিকে কহিলেন, আপনকার
এই দাসগণ আমাদের হস্তগত যোদ্ধাদের সংখ্যা
গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের মধ্যে এক জনও ন্যূন
৫০ হয় নাই। আর আমরা প্রতি জন স্বর্ণপাত্র,
নূপুর, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কুণ্ডল ও হার, এই যে
সকল পাইয়াছি, তাহা হইতে সদাপ্রভুর সম্মুখে
আপনাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে
৫১ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার আনিয়াছি। তখন
মোশি ও ইলীয়াসর যাজক তাঁহাদের হইতে
৫২ সেই স্বর্ণ, শিল্পিকৃত আভরণ, লইলেন। আর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে সহস্রপতিদের ও শতপতিদের
উত্তোলনীয় নিবেদিত উপহারের সমস্ত স্বর্ণ ষোল
সহস্র সাত শত পঞ্চাশ শেকল পরিমিত হইল।
৫৩ যোদ্ধারা প্রত্যেকে আপনাদের নিমিত্তে লুটিত
৫৪ দ্রব্য লইয়াছিল। পরে মোশি ও ইলীয়াসর
যাজক সহস্রপতিদের ও শতপতিদের হইতে সেই
স্বর্ণ গ্রহণ করিলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে
ইস্রায়েল-সন্তানগণের স্মরণার্থক চিহ্নরূপে তাহা
সমাগমের তাম্বুতে রাখিলেন।

যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ দেশের বিভাগ।

৩২ রূবেণের সন্তানগণের ও গাদের সন্তানগণের
অতি বিস্তর পশুধন ছিল; তাহারা যাসের
দেশ ও গিলিয়দ দেশ নিরীক্ষণ করিল, আর
২ দেখ, সে স্থান পশুপালনের স্থান। তাহাতে
গাদের সন্তানগণ ও রূবেণের সন্তানগণ আসিয়া
মোশিকে, ইলীয়াসর যাজককে ও মণ্ডলীর
৩ অধ্যক্ষগণকে কহিল, অটারোৎ, দীবোন, যাসের,
নিম্রা, হিষ্‌বোন, ইলিয়ালী, সেবাম, নবো ও
৪ বিয়োন, এই যে দেশকে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-
মণ্ডলীর সম্মুখে আঘাত করিয়াছেন, ইহা পশু-
পালনের উপযুক্ত দেশ, এবং আপনকার এই
৫ দাসগণের পশু আছে। তাহারা আরও বলিল,
আমরা যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া
থাকি, তবে আপনকার দাসদিগকে অধিকারার্থে
এই দেশ দিতে আজ্ঞা হউক, আমাদিগকে যর্দ্দ-
৬ নের পারে লইয়া যাইবেন না। তখন মোশি
গাদের সন্তানগণকে ও রূবেণের সন্তানগণকে

Digitized by Google

৩৯ স্থানে মরিলেন। হোর পর্ব্বতে হারোণের মৃত্যু-
কালে তাঁহার এক শত তেইশ বৎসর বয়স হইয়া-
৪০ ছিল। আর কনানের দক্ষিণ প্রদেশনিবাসী কনা-
নীয় অরাদের রাজা ইস্রায়েল-সন্তানগণের আগ-
৪১ মন সংবাদ শুনিলেন। পরে তাহারা হোর পর্ব্বত
হইতে যাত্রা করিয়া সল্‌মোনাতে শিবির স্থাপন
৪২ করিল। সল্‌মোনা হইতে যাত্রা করিয়া পূনোনে
৪৩ শিবির স্থাপন করিল। পূনোন হইতে যাত্রা
৪৪ করিয়া ওবোতে শিবির স্থাপন করিল। ওবোৎ
হইতে যাত্রা করিয়া মোয়াবের প্রান্তস্থিত ইয়ী-
৪৫ অবারীমে শিবির স্থাপন করিল। ইয়ীম হইতে
যাত্রা করিয়া দীবোন-গাদে শিবির স্থাপন করিল।
৪৬ দীবোন-গাদ হইতে যাত্রা করিয়া অল্‌মোন-
৪৭ দিব্লাথয়িমে শিবির স্থাপন করিল। অল্‌মোন-
দিব্লাথয়িম হইতে যাত্রা করিয়া নবোর সম্মুখ-
স্থিত অবারীম পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল।
৪৮ অবারীম পর্ব্বত হইতে যাত্রা করিয়া যিরীহোর
নিকটবর্ত্তী যর্দ্দন-সমীপস্থ মোয়াবের অরাবা তল-
৪৯ ভূমিতে শিবির স্থাপন করিল; আর তথায়
যর্দ্দনের নিকটে বৈৎ-যিশীমোৎ অবধি আবেল-
শিটীম পর্য্যন্ত মোয়াবের অরাবা তলভূমিতে
শিবির স্থাপন করিয়া রহিল।
৫০ তখন যিরীহোর নিকটবর্ত্তী যর্দ্দন-সমীপস্থ
মোয়াবের অরাবা তলভূমিতে সদাপ্রভু মোশিকে
৫১ কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহা-
দিগকে বল, তোমরা যখন যর্দ্দন পার হইয়া
৫২ কনান দেশে উপস্থিত হইবে, তখন আপনাদের
সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসী সকলকে অধি-
কারচ্যুত করিবে, এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিমা
ভগ্ন করিবে, সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ বিনষ্ট
করিবে ও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করিবে।
৫৩ তোমরা সেই দেশ অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে
বাস করিবে; কেননা আমি অধিকারার্থে সেই
৫৪ দেশ তোমাদিগকে দিয়াছি। আর তোমরা
গুলিবাঁট দ্বারা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
দেশাধিকার বিভাগ করিয়া লইবে; অধিক
লোককে অধিক অংশ ও অল্প লোককে অল্প
অংশ দিবে; যাহার অংশ যে স্থানে পড়ে,
তাহার অংশ সেই স্থানে হইবে; তোমরা আপন
আপন পিতৃবংশানুসারে তাহা বিভাগ করিবে।
৫৫ কিন্তু যদি তোমরা আপনাদের সম্মুখ হইতে
সেই দেশনিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত না কর,
তবে যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবে, তাহারা
তোমাদের চক্ষে কণ্টক ও তোমাদের কোঁকে
অঙ্কুশস্বরূপ হইবে, এবং তোমাদের সেই নিবাস-
৫৬ দেশে তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে। আর আমি
তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম,
তাহা তোমাদের প্রতি করিব।

কনান দেশের সীমা ও বিভাগ নিরূপণ।

৩৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা কর, তাহাদি-
গকে বল, তোমরা কনান দেশে প্রবেশ করিতে
উদ্যত আছ; তোমরা অধিকারার্থে যে দেশ
পাইবে, তাহার অর্থাৎ চতুঃসীমানুসারে কনান
৩ দেশ এই। ইদোমের নিকটস্থিত সীন প্রান্তর
অবধি তোমাদের দক্ষিণ অঞ্চল হইবে ও লবণ-
সমুদ্রের প্রান্ত হইতে পূর্ব্বদিকে তোমাদের দক্ষিণ-
৪ সীমা হইবে। আর তোমাদের সীমা অক্রব্বীম
ঘাটের দক্ষিণদিকে ফিরিয়া সীন পর্য্যন্ত যাইবে
ও তথা হইতে কাদেশ-বর্ণেয়ের দক্ষিণ দিকে
যাইবে; এবং হৎসর-অদ্দরে আসিয়া অস্‌মোন
৫ পর্য্যন্ত যাইবে। পরে ঐ সীমা অস্‌মোন হইতে
মিসরের নদী পর্য্যন্ত বেড়িয়া আসিবে, এবং
৬ সমুদ্র পর্য্যন্ত এই সীমার শেষ হইবে। পশ্চিম
সীমার জন্য মহাসমুদ্র তোমাদের পক্ষে নিরূ-
পিত, ইহাই তোমাদের পশ্চিম-সীমা হইবে।
৭ আর তোমাদের উত্তর-সীমা এই; তোমরা মহা-
সমুদ্র হইতে আপনাদের জন্য হোর পর্ব্বত লক্ষ্য
৮ করিবে। হোর পর্ব্বত হইতে হমাতের প্রবেশস্থান
লক্ষ্য করিবে। তথা হইতে সেই সীমা সদাদ
৯ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। আর সে সীমা সিফ্রোণ
পর্য্যন্ত যাইবে ও হৎসর-ঐনন পর্য্যন্ত বিস্তৃত
১০ হইবে; এই তোমাদের উত্তর-সীমা হইবে। আর
পূর্ব্ব-সীমার নিমিত্তে তোমরা হৎসর-ঐনন হইতে
১১ শফাম লক্ষ্য করিবে। পরে সে সীমা শফাম
হইতে ঐনের পূর্ব্বদিক্‌ হইয়া রিব্লা পর্য্যন্ত নামিয়া
যাইবে; সে সীমা নামিয়া পূর্ব্বদিকে কিন্নেরৎ
১২ হ্রদের তট পর্য্যন্ত যাইবে। পরে সে সীমা যর্দ্দন
দিয়া যাইবে, এবং লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত
হইবে; চতুঃসীমানুসারে এই তোমাদের দেশ
১৩ হইবে। আর মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
এই আজ্ঞা করিলেন, যে দেশ তোমরা গুলিবাঁট
দ্বারা অধিকার করিবে, সদাপ্রভু সাড়ে নয়
বংশকে যে দেশ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, এ সেই
১৪ দেশ। কেননা আপন আপন পিতৃকুলানুসারে
রূবেণের সন্তানদের বংশ, আপন আপন পিতৃ-
কুলানুসারে গাদের সন্তানদের বংশ ও মনঃশির
অর্দ্ধবংশ আপন আপন অধিকার পাইয়াছে।
১৫ যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয়
দিকে সেই আড়াই বংশ আপন আপন অধি-
কার পাইয়াছে।
১৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যাহারা
১৭ দেশ বিভাগ করিয়া তোমাদিগকে দিবে, তাহা-
দের এই এই নাম; ইলীয়াসর যাজক ও নূনের
১৮ পুত্র যিহোশূয়। আর তোমরা প্রত্যেক বংশ

Digitized by Google

হইতে এক এক জন অধ্যক্ষকে দেশ বিভাগ কর-
১৯ ণার্থে গ্রহণ করিবে। সেই ব্যক্তিদের নাম এই
এই, যিহূদা বংশের যিফুন্নির পুত্র কালেব,
২০ শিমিয়োনের সন্তানদের বংশের অম্মীহূদের পুত্র
২১ শমূয়েল। বিন্যামীন বংশের কিশ্লোনের পুত্র
২২ ইলীদদ। দানের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ যগ্লির
২৩ পুত্র বুক্কি। যোষেফের পুত্রদের মধ্যে মনঃশির
সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ এফোদের পুত্র হন্নীয়েল।
২৪ ইফ্রয়িমের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ শিপ্তনের পুত্র
২৫ কমূয়েল, সবূলূনের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ পর্ণকের
২৬ পুত্র ইলীষাফন। ইষাখরের সন্তানদের বংশা-
২৭ ধ্যক্ষ অস্সনের পুত্র পল্টিয়েল। আশেরের
সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ শলোমির পুত্র অহীহূদ।
২৮ নপ্তালির সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ অম্মীহূদের পুত্র
২৯ পদহেল। কনান দেশে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
নিমিত্তে অধিকার বিভাগ করিয়া দিতে সদাপ্রভু
এই সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন।

লেবীয়দের নগর ও আশ্রয়-নগর নিরূপণ।

৩৫ পরে সদাপ্রভু মোয়াবের অরাবা তল-
ভূমিতে যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন নদীর
২ সমীপে মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে আজ্ঞা কর, যেন তাহারা আপন
আপন অধিকৃত অংশ হইতে কতকগুলি বসতি-
নগর লেবীয়দিগকে দেয়; তোমরা সেই সকল
নগরের সহিত চতুর্দ্দিকস্থ পরিসরভূমিও লেবীয়-
৩ দিগকে দিবে। সে সকল নগর তাহাদের নিবা-
সের জন্য হইবে ও নগরগুলির পরিসরভূমি
তাহাদের পশুগণ, সম্পত্তি ও জীব সকলের
৪ নিমিত্ত হইবে। আর তোমরা নগরগুলির যে
সকল পরিসরভূমি লেবীয়দিগকে দিবে, তাহার
পরিমাণ নগরপ্রাচীরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে সহস্র
৫ হস্ত হইবে। আর তোমরা নগরের বাহিরে তাহার
পূর্ব্বসীমা দুই সহস্র হস্ত, দক্ষিণসীমা দুই সহস্র
হস্ত, পশ্চিমসীমা দুই সহস্র হস্ত ও উত্তরসীমা
দুই সহস্র হস্ত পরিমাণ করিবে; মধ্যস্থলে
নগরটী থাকিবে। তাহাদের জন্য উহা নগরের
৬ পরিসরভূমি হইবে। নরহন্তাদের পলায়নার্থে
যে ছয়টী আশ্রয়-নগর তোমরা দিবে, সেই সকল
এবং তদ্ব্যতিরেকে আরও বেয়াল্লিশটী নগর
৭ তোমরা লেবীয়দিগকে দিবে। সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ
নগর ও তাহাদের পরিসরভূমি লেবীয়দিগকে
৮ দিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধিকার
হইতে সেই সকল নগর দিতে তোমরা অধিক
হইতে অধিক ও অল্প হইতে অল্প লইবে;
প্রত্যেক বংশ আপনার প্রাপ্ত অধিকারানুসারে
কতকগুলি নগর লেবীয়দিগকে দিবে।

৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রা-
১০ য়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, যখন
তোমরা যর্দ্দন পার হইয়া কনান দেশে উপস্থিত
১১ হইবে, তখন আপনাদের জন্য কতকগুলি নগর
নিরূপণ করিবে; যে জন প্রমাদবশতঃ কাহারও
প্রাণ নষ্ট করে, এমন নরহন্তা যেন তথায় পলায়ন
করিতে পারে, তজ্জন্য সেগুলি তোমাদের আশ্রয়-
১২ নগর হইবে। নরহন্তা বিচারার্থে মণ্ডলীর সম্মুখে
উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যেন না মরে, এই জন্য
সেই সকল নগর প্রতিশোধদাতার হস্ত হইতে
১৩ তোমাদের আশ্রয়স্থান হইবে। আর তোমরা
যে সকল নগর দিবে, তাহার মধ্যে ছয়টী আশ্রয়-
১৪ নগর হইবে। তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে তিন
নগর ও কনান দেশে তিন নগর দিবে; সেগুলি
১৫ আশ্রয়-নগর হইবে। ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য,
এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীর জন্য
এই ছয়টী নগর আশ্রয়স্থান হইবে; যেন কেহ
প্রমাদবশতঃ মনুষ্যকে বধ করিলে, সেই স্থানে
পলাইতে পারে।

১৬ পরন্তু যদি কেহ লৌহাস্ত্র দ্বারা কাহাকেও এমন
আঘাত করে যে, তাহাতে সে মরে, তবে সেই
ব্যক্তি নরহন্তা; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য
১৭ হইবে। আর যাহা দ্বারা মরিতে পারে, এমন
প্রস্তর হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত
করে ও তাহাতে সে মরে, তবে সে নরহন্তা;
১৮ সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। কিম্বা
যাহা দ্বারা মরিতে পারে, এমন কোন কাষ্ঠময় বস্তু
হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত করে,
আর তাহাতে সে মরে, তবে সে নরহন্তা; সেই
১৯ নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। রক্তের প্রতি-
শোধদাতা আপনি নরহন্তাকে বধ করিবে; তাহার
২০ দেখা পাইলেই তাহাকে বধ করিবে। আর যদি
দ্বেষ করিয়া কেহ কাহাকে আঘাত করে, কিম্বা
লক্ষ্য করিয়া তাহার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও
২১ তাহাতে সে মরে; কিম্বা শত্রুতা করিয়া যদি কেহ
কাহাকেও আপন হস্তে আঘাত করে ও তাহাতে
সে মরে; তবে যে তাহাকে আঘাত করিয়াছে,
তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সে নরহন্তা;
রক্তের প্রতিশোধদাতা তাহার দেখা পাইলেই
সেই নরহন্তাকে বধ করিবে।

২২ কিন্তু যদি শত্রুতা ব্যতিরেকে হঠাৎ কেহ কাহা-
কেও আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য না করিয়া তাহার
২৩ গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করে, কিম্বা যাহা দ্বারা মরিতে
পারে, এমন প্রস্তর কাহারও উপরে না দেখিয়া
ফেলে, আর তাহাতেই সে মরে, অথচ সে তাহার
২৪ শত্রু বা অনিষ্ট-চেষ্টাকারী ছিল না; তবে মণ্ডলী
সেই নরহন্তার এবং রক্তের প্রতিশোধদাতার
২৫ বিষয়ে এই শাসনানুসারে বিচার করিবে। মণ্ডলী

Digitized by Google

দেশ তোমার সম্মুখে দিয়াছেন ; তুমি আপন
পিতৃগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে উঠিয়া
উহা অধিকার কর ; ভীত ও নিরাশ হইও না।
২২ তখন তোমরা সকলে আমার নিকটে আসিয়া
কহিলে, অগ্রে আমরা সে স্থানে লোক পাঠাই ;
তাহারা আমাদের জন্য দেশ অনুসন্ধান করুক,
এবং আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে
ও কোন্ কোন্ নগরে উপস্থিত হইতে হইবে,
২৩ তাহার সংবাদ লইয়া আইসুক। তখন আমি সে
কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের প্রত্যেক বংশ
হইতে এক এক জন লইয়া বার জনকে গ্রহণ করি-
২৪ লাম। পরে তাহারা প্রস্থানপূর্ব্বক পর্ব্বতারোহণ
করিয়া ইষ্কোল উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া
২৫ [দেশ] অনুসন্ধান করিল। আর সেই দেশের
কতকগুলি ফল হস্তে লইয়া আমাদের নিকটে
আসিয়া সংবাদ দিল, কহিল, আমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিবেন, সে উত্তম
২৬ দেশ। তথাপি তোমরা সেই স্থানে যাইতে অস-
ম্মত হইলে ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
২৭ আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইলে; আর আপন আপন
তাম্বুতে বচসা করিয়া কহিলে, সদাপ্রভু আমা-
দিগকে ঘৃণা করিলেন বলিয়া বিনাশার্থে ইমো-
রীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্তে আমা-
দিগকে মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া আনি-
২৮ লেন। আমরা কোথায় যাইতেছি? আমাদের
ভ্রাতৃগণ আমাদের মনোভঙ্গ করিল, বলিল,
আমাদের অপেক্ষা সেই জাতি মহৎ ও দীর্ঘকায়,
এবং নগরগুলি অতি বৃহৎ ও গগনস্পর্শী প্রাচীরে
বেষ্টিত ; এবং সে স্থানে আমরা অনাকীয়দের
২৯ সন্তানদিগকেও দেখিয়াছি। তখন আমি তোমা-
দিগকে কহিলাম, উদ্বিগ্ন হইও না, তাহাদের
৩০ হইতে ভীত হইও না। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
যিনি তোমাদের অগ্রগামী, তিনি মিসরদেশে
তোমাদের চক্ষুর্গোচরে তোমাদের সহিত যেরূপ
ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের
৩১ জন্য যুদ্ধ করিবেন। এই প্রান্তরেও তুমি তদ্রূপ
দেখিয়াছ; যেহেতুক পিতা যেমন আপন পুত্রকে
বহন করে, তেমনি এই স্থানে তোমাদের আগমন
পর্য্যন্ত যে পথে তোমরা আসিয়াছ, সেই সমস্ত
পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বহন
৩২ করিয়াছেন। তথাপি এই কথায় তোমরা আপনা-
দের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলে না,
৩৩ যিনি তোমাদের শিবির রাখিবার স্থান অনু-
সন্ধান করণার্থে যাত্রাকালে তোমাদের অগ্রগামী
হইয়া রাত্রিতে অগ্নি দ্বারা ও দিবসে মেঘ দ্বারা
তোমাদের গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিতেন।
৩৪ আর সদাপ্রভু তোমাদের বাক্যের রব শুনিয়া
৩৫ ক্রুদ্ধ হইলেন ও এই দিব্য করিলেন, আমি
তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ
করিয়াছি, এই দুষ্ট বংশীয় মনুষ্যদের মধ্যে অন্য
৩৬ কেহ সেই উত্তম দেশ দেখিতে পাইবে না, কেবল
যিফুন্নির পুত্র কালেব তাহা দেখিবে ; এবং সে
যে ভূমিতে পদার্পণ করিয়া আসিয়াছে, সেই
ভূমি আমি তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে দিব ;
কেননা সে সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগমন করি-
৩৭ য়াছে। সদাপ্রভু তোমাদের নিমিত্তে আমার
প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমিও সে স্থানে
৩৮ প্রবেশ করিবে না। তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান
নূনের পুত্র যিহোশূয় সেই দেশে প্রবেশ করিবে:
তুমি তাহাকেই আশ্বাস দেও, কেননা সে ইস্রা-
৩৯ য়েলকে তাহা অধিকার করাইবে। আর ইহারা
লুটিত হইবে, এই কথা তোমরা আপনাদের যে
বালকগণের বিষয়ে কহিলে, এবং তোমাদের যে
সন্তানগণের ভাল মন্দ জ্ঞান অদ্যাপি হয় নাই,
তাহারাই সেই স্থানে প্রবেশ করিবে ; তাহা-
দিগকেই আমি সেই দেশ দিব, এবং তাহারাই
৪০ তাহা অধিকার করিবে। এখন তোমরা ফির,
সূফসাগরের পথ দিয়া প্রান্তরে গমন কর।
৪১ তাহাতে তোমরা উত্তর করিলে, আমাকে বলিলে,
আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি:
আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানু-
সারে উঠিয়া গিয়া যুদ্ধ করিব। পরে তোমরা
প্রত্যেক জন যুদ্ধাস্ত্রে সসজ্জ হইয়া পর্ব্বতে
৪২ আরোহণ করিতে দুঃসাহসী হইলে। তখন সদা-
প্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে বল,
তোমরা আরোহণ করিও না, যুদ্ধ করিও না,
কেননা আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী নহি ; পাছে
৪৩ শত্রুদের সম্মুখে আহত হও। আমি তোমা-
দিগকে সেই কথা কহিলাম, কিন্তু তোমরা তাহা
না শুনিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ও
দুঃসাহসী হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতেছিলে।
৪৪ আর সেই পর্ব্বতবাসী ইমোরীয়েরা তোমাদের
বিরুদ্ধে বাহির হইয়া, মধুমক্ষিকা যেমন করে,
তেমনি তোমাদিগকে তাড়না করিল, এবং সেয়ীরে
৪৫ হর্মা পর্য্যন্ত আঘাত করিল। তখন তোমরা পরা-
বৃত্ত হইয়া সদাপ্রভুর কাছে রোদন করিলে; কিন্তু
সদাপ্রভু তোমাদের রবে মনোযোগ করিলেন
না ও তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।
৪৬ আর তোমরা অবস্থিতি-কালানুসারে কাদেশে
অনেক দিন বাস করিলে।

২ পরে আমার প্রতি কথিত সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে আমরা ফিরিয়া সূফসাগরের
পথে প্রান্তর দিয়া যাত্রা করিলাম, এবং সেয়ীর
পর্ব্বত ঘুরিয়া আসিতে বহু দিবস যাপন করি-
২ লাম। পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তোমরা
৩ অনেক দিন এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতেছ ; এখন

Digitized by Google

৪ উত্তর দিকে ফির। তুমি লোকসমূহকে এই আজ্ঞা
কর, সেয়ীরনিবাসী তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ
এষৌর সন্তানদের সীমার নিকট দিয়া তোমা-
দিগকে যাইতে হইবে, তাহাতে তাহারা তোমা-
দের হইতে ভীত হইবে; অতএব তোমরা অতি
৫ সাবধান হইবে। তাহাদের সহিত বিরোধ করিও
না, কেননা আমি তোমাদিগকে তাহাদের দেশের
অংশ দিব না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও দিব
না; এই সেয়ীর পর্ব্বত অধিকারার্থে আমি
৬ এষৌকে দিয়াছি। তোমরা তাহাদের নিকটে
রৌপ্য দিয়া খাদ্য ক্রয় করিয়া ভোজন করিবে
ও রৌপ্য দিয়া জল ক্রয় করিয়া পান করিবে।
৭ কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তের
সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন;
এই মহাপ্রান্তরে তোমার গমন তিনি জানেন।
এই চল্লিশ বৎসরাবধি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমার সহবর্ত্তী আছেন; তোমার কিছুরই
অভাব হয় নাই।
৮ পরে আমরা অরাবা তলভূমির পথ হইতে,
এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবর হইতে, সেয়ীরনিবাসী
আপন ভ্রাতৃগণ এষৌর সন্তানদের সম্মুখ দিয়া
গমন করিলাম। আর আমরা মোয়াবের প্রান্ত-
৯ রের পথে ফিরিয়া যাত্রা করিলাম। আর সদা-
প্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি মোয়াবীয়দিগকে
ক্লেশ দিও না, এবং যুদ্ধ দ্বারা তাহাদের সহিত
বিরোধ করিও না; আমি অধিকারার্থে তাহাদের
দেশের কোন অংশ তোমাকে দিব না, কেননা
আমি লোটের সন্তানগণকে আর্ নগর অধিকার
১০ করিতে দিয়াছি। পূর্ব্বে ঐ স্থানে এমীয়েরা বাস
করিত, তাহারা অনাকীয়দের ন্যায় মহৎ, বহু-
১১ সংখ্যক ও দীর্ঘকায় জাতি ছিল। অনাকীয়দের
ন্যায় তাহারাও রফায়ীয়দের মধ্যে গণিত, কিন্তু
১২ মোয়াবীয়েরা তাহাদিগকে এমীয় কহিত। আর
পূর্ব্বে হোরীয়েরা সেয়ীরে বাস করিত, কিন্তু
এষৌর সন্তানগণ তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত ও
আপনাদের সম্মুখ হইতে বিনষ্ট করিয়া তাহা-
দের স্থানে বাস করিল; যেমন ইস্রায়েল সদা-
১৩ প্রভুর দত্ত আপন অধিকার-ভূমিতে করিল। এক্ষণে
তোমরা উঠ, সেরদ নদী পার হও। তখন আমরা
সেরদ নদী পার হইলাম।
১৪ কাদেশ-বর্ণেয় অবধি সেরদ নদী পার হওয়া
পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রাকাল আটত্রিশ বৎসর-
ব্যাপী; সেই সময়ের মধ্যে সদাপ্রভুর শপথানু-
সারে শিবিরের মধ্য হইতে তৎকালীন যোদ্ধৃগণ
১৫ সকলে উচ্ছিন্ন হইল। বস্তুতঃ শিবিরের মধ্য
হইতে তাহাদিগকে নিঃশেষে লোপ করণার্থে
১৬ সদাপ্রভুর হস্ত তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল। সেই
সমস্ত যোদ্ধা মরিয়া লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
১৭ হইলে পর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, অদ্য
১৮ তুমি মোয়াবের সীমা অর্থাৎ আর্ পার হইতেছ,
১৯ এক্ষণে তুমি অম্মোন-সন্তানগণের সম্মুখে উপ-
স্থিত; তুমি তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, তাহাদের
সহিত বিরোধ করিও না; আমি তোমাকে
অধিকারার্থে অম্মোন-সন্তানদের দেশের অংশ
দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে তাহা
২০ অধিকার করিতে দিয়াছি। (সেই দেশও রফায়ীয়-
দের দেশ বলিয়া গণিত; রফায়ীয়েরা পূর্ব্বকালে
সে স্থানে বাস করিত; কিন্তু অম্মোনীয়েরা তাহা-
২১ দিগকে সম-সুম্মীয় বলিত। তাহারা অনাকীয়দের
ন্যায় মহৎ, বহুসংখ্যক ও দীর্ঘকায় এক জাতি
ছিল, কিন্তু সদাপ্রভু উহাদের সম্মুখ হইতে
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন; আর উহারা
তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থানে
২২ বসতি করিল। তিনি সেয়ীরনিবাসী এষৌর সন্তান-
গণের নিমিত্তে তদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন, ফলতঃ তাহা-
দের সম্মুখ হইতে হোরীয়দিগকে বিনষ্ট করিলেন,
তাহাতে উহারা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া
২৩ অদ্যাপি তাহাদের স্থানে বাস করিতেছে। আর
ঘসা পর্য্যন্ত গ্রামসমূহে বাস করিত যে অব্বীয়গণ,
কপ্তোর হইতে আগত কপ্তোরীয়েরা তাহাদিগকে
বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে বাস করিল)।
২৪ তোমরা উঠ, যাত্রা কর, অর্ণোন উপত্যকা পার
হও; দেখ, আমি হিষ্‌বোনের রাজা ইমোরীয়
সীহোনকে ও তাহার দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ
করিলাম; তুমি উহা অধিকার করিতে আরম্ভ
২৫ কর, যুদ্ধ দ্বারা তাহার সহিত বিরোধ কর। অদ্যা-
বধি আমি সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত জাতি-
গণের উপরে তোমা হইতে আশঙ্কা ও ভয় স্থাপন
করিতে আরম্ভ করিব, তোমার কথা শুনিবামাত্র
তাহারা তোমার সাক্ষাতে কম্পমান ও ব্যথিত
২৬ হইবে। পরে আমি কদেমোৎ প্রান্তর হইতে
হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের নিকটে দূত দ্বারা
২৭ এই শান্তির বাক্য বলিয়া পাঠাইলাম, তুমি
আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দেও,
আমি দক্ষিণে কি বামে ফিরিব না, পথ ধরিয়াই
২৮ যাইব। আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে
যে দেশ দিতেছেন, আমরা যর্দ্দন পার হইয়া
যাবৎ সেই দেশে উপস্থিত না হই, তাবৎ তুমি
রৌপ্য লইয়া আমাকে ভোজনার্থ খাদ্য দিবে
২৯ ও রৌপ্য লইয়া পানার্থ জল দিবে; যেমন
সেয়ীরনিবাসী এষৌর সন্তানগণ ও আর্-
নিবাসী মোয়াবীয়েরা আমার প্রতি করিয়াছিল;
৩০ আমি কেবল পদব্রজে পার হইয়া যাইব। কিন্তু
হিষ্‌বোনের রাজা সীহোন আপন দেশের মধ্য
দিয়া যাইবার অনুমতি আমাদিগকে দেন নাই,
কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে

Digitized by Google

দিবসে সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির মধ্য হইতে
তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই
দিবসে তোমরা কোন মূর্ত্তি দেখ নাই ; অতএব
আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান
১৬ হও, পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য
কোন আকারের মূর্ত্তিতে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ
১৭ কর ; পাছে পুরুষের বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, পৃথি-
বীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, আকাশে উড্ডীয়-
১৮ মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, ভূচর কোন সরী-
সৃপের প্রতিকৃতি, অথবা ভূমির নীচস্থ জলচর
১৯ কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ কর ; কিম্বা আকা-
শের প্রতি চক্ষু তুলিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও তারা,
আকাশের সমস্ত বাহিনী দেখিলে, তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু যাহাদিগকে সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃ-
স্থিত সমস্ত জাতির জন্য বণ্টন করিয়াছেন, পাছে
ভ্রান্ত হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর ও
২০ তাহাদের পূজা কর। কেননা তোমরা যেন অদ্য-
কার মত সদাপ্রভুর অধিকাররূপ প্রজা হও ; এই
জন্য সদাপ্রভু তোমাদিগকে লৌহকুণ্ড হইতে,
২১ মিসর হইতে, উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। আর
তোমাদের জন্য সদাপ্রভু আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ
হইয়া এই দিব্য করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে
যর্দ্দন পার হইতে দিবেন না, এবং তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ অধিকারার্থে দিবেন,
সেই উত্তম দেশে আমাকে প্রবেশ করিতে দিবেন
২২ না। কিন্তু এই দেশে আমাকে মরিতে হইবে ;
আমি যর্দ্দন পার হইয়া যাইব না ; কিন্তু তোমরা
পার হইয়া সেই উত্তম দেশ অধিকার করিবে।
২৩ তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও,
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সহিত যে
নিয়ম স্থির করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইও না।
কোন বস্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ
করিও না ; উহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
২৪ নিষিদ্ধ। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু গ্রাস-
কারী অগ্নিস্বরূপ ; তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্-
যোগী ঈশ্বর।

২৫ সেই দেশে পুত্রপৌত্রগণের জন্ম দিয়া বহু-
কাল বাস করিলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হও ও
কোন বস্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ
কর, এবং আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট কর-
২৬ ণার্থে তাঁহার সমক্ষে দুষ্ক্রিয়া কর ; তবে, আমি
অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে স্বর্গমর্ত্ত্যকে সাক্ষী
মানিয়া কহিতেছি, তোমরা যে দেশ অধিকার
করিতে যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশ
হইতে শীঘ্র নিঃশেষেবিনষ্ট হইবে, তথায় বহু-
কাল অবস্থিতি করিবে না, কিন্তু নিঃশেষে উচ্ছিন্ন
২৭ হইবে। আর সদাপ্রভু জাতিগণের মধ্যে তোমা-
দিগকে ছিন্নভিন্ন করিবেন ; যেখানে সদাপ্রভু
তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, সেই জাতিগণের
মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক হইয়া অবশিষ্ট
২৮ থাকিবে। আর তোমরা সেখানে মনুষ্যের হস্ত-
কৃত দেবগণের—দর্শনে, শ্রবণে, ভোজনে ও
আঘ্রাণে অসমর্থ কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ডের—পূজা
২৯ করিবে। কিন্তু সেখানে থাকিয়া তোমরা আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলে তাঁহার উদ্দেশ
পাইবে ; সমস্ত হৃদয়ের সহিত ও সমস্ত প্রাণের
৩০ সহিত তাঁহার অন্বেষণ করিলেই পাইবে। যখন
তোমার সঙ্কট উপস্থিত হইবে, এবং এই সমস্ত
তোমার প্রতি ঘটিবে, তখন সেই ভাবী কালে
তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে ও
৩১ তাঁহার রবে অবধান করিবে। যেহেতুক তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাময় ঈশ্বর ; তিনি তোমাকে
ত্যাগ করিবেন না, তোমাকে বিনাশ করিবেন না,
এবং দিব্য দ্বারা তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে
যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না।
৩২ কারণ, পৃথিবীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের সৃষ্টি-
দিনাবধি তোমার পূর্ব্বে যে কাল গিয়াছে, সেই
পুরাতন কালকে এবং আকাশমণ্ডলের আদ্যো-
পান্তকে ইহা জিজ্ঞাসা কর, এই মহাকার্য্যের
তুল্য কার্য্য কি আর কখনও হইয়াছে ? কিম্বা
৩৩ এমন কি শুনা গিয়াছে ? তোমার মত কি আর
কোন জাতি অগ্নির মধ্য হইতে বাক্যবাদী ঈশ-
৩৪ রের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে ? কিম্বা তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু মিসরে তোমাদের সাক্ষাতে যে
সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, ঈশ্বর কি তদনুসারে
আসিয়া পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ, অভিজ্ঞান, অদ্ভুত
লক্ষণ, যুদ্ধ, বলবান্ হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও ভয়-
ঙ্কর মহাকর্ম্ম দ্বারা অন্য জাতির মধ্য হইতে
আপনার জন্য এক জাতি গ্রহণ করিতে উপক্রম
৩৫ করিয়াছেন ? সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত
আর কেহ নাই, ইহা যেন জ্ঞাত হও, তন্নিমিত্তে
৩৬ ঐ সকল তোমাকেই প্রদর্শিত হইল। তোমাকে
উপদেশ দিবার জন্য তিনি স্বর্গ হইতে তোমাকে
আপন রব শুনাইলেন ও পৃথিবীতে আপন মহা
অগ্নি দেখাইলেন, এবং তুমি অগ্নির মধ্য হইতে
৩৭ তাঁহার বাক্য শুনিতে পাইলে। তিনি তোমার
পিতৃপুরুষদিগকে প্রেম করিতেন, তাই তাহাদের
পরে তাহাদের বংশকেও মনোনীত করিলেন,
এবং আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রম দ্বারা তোমাকে
মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন ;
৩৮ যেন তোমা অপেক্ষা মহান্ ও বিক্রমী জাতি-
দিগকে তোমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া তাহা-
দের দেশে তোমাকে প্রবেশ করান ও অদ্যকার
৩৯ মত অধিকারার্থে তোমাকে সে দেশ দেন। অত-
এব উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে সদা-
প্রভুই ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই, ইহা তুমি অদ্য

Digitized by Google

জ্ঞাত হও, এবং আপন হৃদয়ে ইহা বিবেচনা কর।
৪০ আর তোমার মঙ্গল ও তোমার ভাবী সন্তানগণের
মঙ্গল যেন হয়, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে যে ভূমি চিরকালের জন্য দেন, তাহার
উপরে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়, এই জন্য
আমি তাঁহার যে সকল বিধি ও আজ্ঞা অদ্য
তোমাকে আদেশ করিলাম, তাহা পালন করিও।
৪১ তৎকালে মোশি নরহন্তার আশ্রয়ার্থে যর্দ্দনের
পারে সূর্য্যোদয়ের দিকে তিনটী নগর নির্দ্ধারণ
৪২ করিলেন ; যদি কেহ আপন প্রতিবাসীকে পূর্ব্বে
দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞানতঃ বধ করে, তবে সে যেন
তাহার মধ্যে কোন নগরে পলাইয়া বাঁচিতে
৪৩ পারে। তাহা এই এই, রূবেণীয়দের জন্য সম-
ভূমিতে প্রান্তরস্থ বেৎসর, গাদীয়দের জন্য
গিলিয়দস্থিত রামোৎ, এবং মনঃশীয়দের জন্য
বাশনস্থিত গোলন।

সীনয় পর্ব্বতস্থ ব্যবস্থার পুনরুক্তি।

৪৪ মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে এই
৪৫ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন ; মিসর হইতে
বাহির হইয়া আসিলে মোশি যর্দ্দনের পূর্ব্ব-
পারে, বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে,
হিষ্‌বোননিবাসী ইমোরীয় রাজা সীহোনের
দেশে, ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে এই সকল
৪৬ প্রমাণবাক্য, বিধি ও শাসন বিবৃত করিলেন।
মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিলে মোশি ও
ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেই রাজাকে বধ করিয়া-
৪৭ ছিলেন ; এবং তাঁহার ও বাশনের রাজা ওগের
দেশ, যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয়ের দিকে
৪৮ ইমোরীয়দের এই দুই রাজার দেশ, অর্ণোন
উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়ের অবধি সিয়োন
৪৯ অর্থাৎ হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ, এবং
পিস্‌গা-পার্শ্বের অধঃস্থিত অরাবা তলভূমির
সমুদ্র পর্য্যন্ত যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ সমস্ত অরাবা
তলভূমি অধিকার করিয়াছিলেন।

৫ তখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিয়া
কহিলেন, হে ইস্রায়েল, আমি তোমাদের
শিক্ষার্থে ও পালন জন্য রক্ষণার্থে তোমাদের
কর্ণগোচরে অদ্য যে সকল বিধি ও শাসন কহি,
২ সে সমস্ত শুন। আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হোরেবে
৩ আমাদের সহিত এক নিয়ম করিয়াছেন। সদা-
প্রভু আমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত সেই নিয়ম
করেন নাই, কিন্তু অদ্য এই স্থানে সকলে জীবিত
আছি যে আমরা, আমাদের সহিত করিয়াছেন।
৪ সদাপ্রভু পর্ব্বতে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের
সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা বলিয়াছেন।
৫ সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে সদাপ্রভুর বাক্য
জ্ঞাত করিতে সদাপ্রভুর ও তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়-
মান ছিলাম ; কেননা অগ্নি হইতে ভীত হওয়াতে
তোমরা পর্ব্বতে আরোহণ কর নাই। তাঁহার
বাক্য এই।
৬ আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর-
দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির
করিয়া আনিয়াছেন।
৭ আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।
৮ উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর
নীচস্থ জলে যাহা যাহা আছে, তুমি আপনার
নিমিত্তে তাহাদের কোন মূর্ত্তিবিশিষ্ট খোদিত
৯ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না। তুমি তাহাদের কাছে
প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের আরাধনাও
করিও না ; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি
স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর ; আমি পিতৃ-
গণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে
বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের
১০ তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই ; কিন্তু যাহারা
আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন
করে, আমি তাহাদের সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত
দয়া করি।
১১ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক
লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক
লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না।
১২ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
১৩ বিশ্রামদিন পালন করিয়া পবিত্র করিও। ছয়
দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও ;
১৪ কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিশ্রামদিন ; সেই দিন তুমি কি তোমার পুত্র
কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার
গোরু কি গর্দ্দভ, কি অন্য কোন পশু কি তোমার
পুরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য
করিও না ; তোমার দাস ও তোমার দাসী যেন
১৫ তোমার ন্যায় বিশ্রাম পায়। স্মরণে রাখিও,
মিসরদেশে তুমি দাস ছিলে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা
তথা হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন ;
এই জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিশ্রামদিন
পালন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।
১৬ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
আপন পিতামাতাকে সম্ভ্রম করিও ; তাহাতে
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন,
সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু ও মঙ্গল হইবে।
১৭ তুমি নরহত্যা করিও না।
১৮ তুমি ব্যভিচার করিও না।
১৯ তুমি চুরি করিও না।
২০ তুমি আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য
দিও না।

Digitized by Google

তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার
বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তোমার পক্ষে তাহা
১৩ রক্ষা করিবেন ; এবং তোমাকে প্রেম করিবেন,
আশীর্ব্বাদ করিবেন ও বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন ; এবং
যে দেশ তোমাকে দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের
কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমার
গর্ব্ভফল, ভূমির ফল, শস্য, দ্রাক্ষারস, তৈল,
তোমার গোরুদের বৎস ও মেষীদের শাবক, এই
১৪ সকলেতে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সকল জাতি
অপেক্ষা তুমি আশীঃপ্রাপ্ত হইবে, এবং তোমার
মধ্যে কি তোমার পশুগণের মধ্যে কোন পুরুষ
১৫ কিম্বা কোন স্ত্রী নিঃসন্তান হইবে না। আর সদা-
প্রভু তোমা হইতে সমস্ত ব্যাধি দূর করিবেন ;
এবং মিস্রীয়দের যে সকল উৎকট রোগ তুমি
জ্ঞাত আছ, তাহা তোমাকে দিবেন না, কিন্তু
১৬ তোমার বিদ্বেষীদিগকে দিবেন। আর তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে সমস্ত জাতিকে
সমর্পণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে কবলিত
করিবে ; তোমার চক্ষু তাহাদের প্রতি দয়া না
করুক, এবং তুমি তাহাদের দেবগণের সেবা করিও
১৭ না, কেননা তাহা তোমার ফাঁদস্বরূপ। আর যদি
মনে মনে বল, এই জাতিগণ আমা হইতেও বহু-
সংখ্যক, আমি কেমন করিয়া ইহাদিগকে অধি-
১৮ কারচ্যুত করিব? তুমি তাহাদের হইতে ভীত
হইও না। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু ফরৌণের ও
১৯ সমস্ত মিসরের প্রতি যাহা করিয়াছেন, আর
পরীক্ষাসিদ্ধ যে সকল প্রমাণ তুমি স্বচক্ষে দেখি-
য়াছ, এবং যে সকল অভিজ্ঞান, অদ্ভুত লক্ষণ,
এবং যে বলবান্ হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বাহির করিয়া
আনিয়াছেন, সেই সকল স্মরণ করিও। তুমি
যাহাদিগকে ভয় করিতেছ, সেই সমস্ত জাতির
প্রতি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তদ্রূপ করিবেন।
২০ অধিকন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিয়া তোমা হইতে
আপনাদিগকে গোপন করিবে, যাবৎ তাহাদের
বিনাশ না হয়, তাবৎ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
২১ তাহাদের মধ্যে ভিমরুল প্রেরণ করিবেন। তুমি
তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না, কেননা
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী, তিনি
২২ মহান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমার সম্মুখ হইতে ঐ জাতিগণকে অল্পে
অল্পে দূর করিবেন, তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ-
রূপে বিনষ্ট করিতে পারিবে না, পাছে তোমার
২৩ প্রতিকূলে বনপশুগণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে
সমর্পণ করিবেন ; এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা বিনষ্ট
না হয়, তাবৎ মহাব্যাকুলতায় তাহাদিগকে
২৪ ব্যাকুল করিবেন। আর তাহাদের রাজগণকে
তোমার হস্তগত করিবেন, এবং তুমি আকাশ-
মণ্ডলের অধঃ হইতে তাহাদের নাম লোপ করিবে ;
যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিবে, তাবৎ
তোমার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না।
২৫ তোমরা তাহাদের খোদিত দেবপ্রতিমাগণকে
অগ্নিতে দগ্ধ করিবে ; এবং তুমি যেন ফাঁদে না
পড়, এই জন্য তাহাদের গাত্রের রৌপ্যে কি স্বর্ণে
লোভ করিবে না ও আপনার জন্য তাহা গ্রহণ
করিবে না, কেননা তাহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
২৬ ঘৃণিত বস্তু ; আর তুমি ঘৃণিত বস্তু আপন গৃহে
আনিও না, পাছে তাহার মত বর্জ্জিত হও ; কিন্তু
তাহা অতিশয় ঘৃণা করিবে ও অতিশয় অবজ্ঞা
করিবে, যেহেতুক তাহা বর্জ্জনীয় বস্তু।

ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

৮ অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা
দিই, তোমরা যত্নপূর্ব্বক সে সকল পালন
করিও, তাহাতে বাঁচিবে ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবে, এবং
সদাপ্রভু যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পিতৃপুরুষ-
দের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে প্রবেশ
২ করিয়া তাহা অধিকার করিবে। আর তোমার
পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে, অর্থাৎ তুমি তাঁহার
আজ্ঞা পালন করিবে কি না, এই বিষয়ে তোমার
মনোরথ জানিবার নিমিত্তে তোমাকে নত করিতে
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এই চল্লিশ বৎ-
সর প্রান্তরের মধ্যে যে সমস্ত পথে যাত্রা করাই-
৩ য়াছেন, তাহা স্মরণে রাখিও। ফলতঃ মনুষ্য যে
কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ
হইতে যাহা যাহা নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচে,
ইহা তোমাকে জ্ঞাত করিতে তিনি তোমাকে নত
ও ক্ষুধিত করিয়া তোমার অবিদিত ও তোমার
পিতৃপুরুষদের অবিদিত মান্না দিয়া প্রতিপালন
৪ করিয়াছেন। এই চল্লিশ বৎসরে তোমার গাত্রে
তোমার বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই ও তোমার পা ফুলে
৫ নাই। আর মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন
করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ
৬ শাসন করেন, ইহা হৃদয়ে জ্ঞাত হও। তুমি আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার
৭ পথে গমন করিও ও তাঁহাকে ভয় করিও। কেননা
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এক উত্তম দেশে
লইয়া যাইতেছেন ; সেই দেশে উপত্যকা ও
পর্ব্বত হইতে নির্গত জলস্রোত, উন্মুই ও গভীর
৮ জলাশয় আছে ; সেই দেশে গোধূম, যব, দ্রাক্ষা-
লতা, ডুমুর ও দাড়িম্ব, এবং তৈলদায়ক জিতবৃক্ষ
৯ ও মধু উৎপন্ন হয় ; সেই দেশে আহার বিষয়ে
ব্যয়কুণ্ঠ হইতে হইবে না ও তোমার কোন বস্তুর
অভাব হইবে না ; সেই দেশের প্রস্তর লৌহ ও
তথাকার পর্ব্বত হইতে তুমি পিত্তল খুদিবে।

Digitized by Google

১০ সেই স্থানে তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত দেশের উৎকর্ষতা
১১ প্রযুক্ত তাঁহার ধন্যবাদ করিবে। সাবধান, তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইও না; আমি অদ্য
তাঁহার যে সকল আজ্ঞা, শাসন ও বিধি তোমাকে
দিই, সে সকল পালন করিতে ত্রুটি করিও না।
১২ তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, উত্তম গৃহ
১৩ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে, তোমার গোমেষা-
দির পাল বৃদ্ধি পাইলে, তোমার স্বর্ণ ও রৌপ্য
প্রচুর হইলে, এবং তোমার সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি
১৪ পাইলে, তোমার চিত্তকে দর্পিত হইতে দিও না;
এবং তোমার ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইও
না, যিনি মিসরদেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে,
১৫ তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন; যিনি
তোমার ভাবী মঙ্গলার্থে তোমাকে নত করিতে ও
তোমার পরীক্ষা করিতে সেই ভয়ানক মহাপ্রান্তর
দিয়া, জ্বালাদায়ী বিষধর ও বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ
নির্জ্জল মরুভূমি দিয়া, তোমাকে গমন করাইলেন,
এবং চকমকিপ্রস্তরময় শৈল হইতে তোমার
১৬ নিমিত্তে জল নির্গত করিলেন; যিনি তোমার পিতৃ-
পুরুষদের অবিদিত মান্না দ্বারা প্রান্তরে তোমাকে
১৭ প্রতিপালন করিলেন। অতএব মনে মনে বলিও
না যে, আমারই পরাক্রমে ও বাহুবলে আমি
১৮ এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি। কিন্তু তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণ করিও, কেননা তিনি
তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়-
মের বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার
মত স্থির করণার্থে তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য্য
১৯ লাভের সামর্থ্য দিলেন। আর যদি তুমি কোন
প্রকারে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হও,
ইতর দেবগণের পশ্চাদ্গামী হও, তাহাদের
আরাধনা কর ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর,
তবে, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য
দিতেছি, তোমরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।
২০ আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য না শুনিলে,
তোমাদের সম্মুখে সদাপ্রভু যে জাতিগণকে বিনষ্ট
করিতেছেন, তাহাদেরই ন্যায় তোমরা বিনষ্ট
হইবে।

ইস্রায়েলীয়দের পুনঃ পুনঃ বচসা ও অবাধ্যতার বিবরণ।

৯ হে ইস্রায়েল, শুন, তুমি আপনা হইতে
বৃহৎ ও বলবান্ জাতিগণকে, গগনস্পর্শী
প্রাচীরে বেষ্টিত বৃহৎ নগর সকলকে, অধিকার-
চ্যুত করিতে অদ্য যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ;
২ সেই জাতি বৃহৎ ও দীর্ঘকায়, তোমার বিদিত
অনাকীয়দের সন্তান; তুমি ত একথা শুনিয়াছ
যে, অনাক-সন্তানদের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে
৩ পারে? কিন্তু অদ্য তুমি ইহা জ্ঞাত হও যে
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি গ্রাসকারী অগ্নি-
স্বরূপে তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, তিনি
তাহাদিগকে সংহার করিবেন ও তোমার সম্মুখে
নত করিবেন; তাহাতে সদাপ্রভু যেমন তোমাকে
বলিয়াছেন, তেমনি তুমি ত্বরায় তাহাদিগকে
৪ অধিকারচ্যুত ও বিনষ্ট করিবে। কিন্তু তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখ হইতে তাহা-
দিগকে তাড়াইয়া দিবেন, তখন আমার ধার্ম্মি-
কতা প্রযুক্ত সদাপ্রভু আমাকে এই দেশ অধিকার
করাইতে আনিয়াছেন, মনে মনে এমন ভাবিও
না; বাস্তবিক সেই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত
সদাপ্রভুই তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে অধি-
৫ কারচ্যুত করিবেন। তোমার ধার্ম্মিকতা কিম্বা
হৃদয়ের সারল্য প্রযুক্ত তুমি যে তাহাদের দেশ
অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহা নয়; কিন্তু সেই
জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত, এবং তোমার পিতৃ-
পুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কাছে
দিব্য দ্বারা প্রতিজ্ঞাত আপনার বাক্য সফল করি-
বার অভিপ্রায়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুই তোমার
সম্মুখে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন।
৬ অতএব তুমি ইহা জ্ঞাত হও যে, তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমার ধার্ম্মিকতার জন্য যে অধি-
কারার্থে তোমাকে এই উত্তম দেশ দিবেন, তাহা
নহে; কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি।
৭ তুমি প্রান্তরের মধ্যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে
যেরূপ অসন্তুষ্ট করিয়াছিলে, তাহা স্মরণে রাখিও,
বিস্মৃত হইও না; মিসরদেশ হইতে নির্গমনের
দিবসাবধি এই স্থানে আগমন পর্য্যন্ত তোমরা
৮ সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ। তোমরা
হোরেবেও সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলে,
এবং সদাপ্রভু কুপিত হইয়া তোমাদিগকে বিনাশ
৯ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তৎকালে আমি
প্রস্তরদ্বয়, অর্থাৎ তোমাদের সহিত সদাপ্রভুর
কৃত নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, গ্রহণার্থে পর্ব্বতে
উঠিয়া চল্লিশ দিবারাত্রি পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া-
ছিলাম, অন্ন ভক্ষণ কি জল পান করি নাই।
১০ আর সদাপ্রভু আমাকে ঈশ্বরীয় অঙ্গুলি দ্বারা
লিখিত সেই দুই প্রস্তরফলক দিয়াছিলেন;
পর্ব্বতে সমাজের দিবসে অগ্নির মধ্য হইতে সদা-
প্রভু তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন,
সেই সমস্ত বাক্য ঐ দুই প্রস্তরে লিখিত ছিল।
১১ সেই চল্লিশ দিবারাত্রির শেষে সদাপ্রভু ঐ দুই
প্রস্তরফলক অর্থাৎ নিয়মের প্রস্তরফলক আমাকে
১২ দিলেন। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উঠ,
এ স্থান হইতে শীঘ্র নামিয়া যাও; কেননা তোমার
যে প্রজাদিগকে তুমি মিসর হইতে বাহির করিয়া

Digitized by Google

আনিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে; আমার
আজ্ঞাপিত পথ হইতে শীঘ্রই বিপথগামী হই-
য়াছে, আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা এক প্রতিমা
১৩ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সদাপ্রভু আমাকে আরও
কহিলেন, আমি এই লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত
১৪ করিলাম, দেখ, ইহারা শক্তগ্রীব জাতি; তুমি
আমার নিকট হইতে সর, আমি ইহাদিগকে
বিনষ্ট করিয়া আকাশমণ্ডলের অধঃ হইতে ইহা-
দের নাম লোপ করি; আর আমি তোমাকে
ইহাদের অপেক্ষা বলবান্ ও বৃহৎ জাতি করিব।
১৫ তাহাতে আমি ফিরিয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া
আসিলাম, পর্ব্বত অগ্নিতে জ্বলিতেছিল। তখন
আমার দুই হস্তে নিয়মের দুই প্রস্তরফলক ছিল।
১৬ পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, তোমরা
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়া-
ছিলে, আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা এক গোবৎস
নির্ম্মাণ করিয়াছিলে; সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত
পথ হইতে শীঘ্রই বিপথগামী হইয়াছিলে।
১৭ তাহাতে আমি সেই দুই প্রস্তরফলক ধরিয়া
আপনার হস্ত হইতে ফেলিয়া তোমাদের সাক্ষাতে
১৮ ভাঙ্গিলাম। আর তোমরা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট
করণার্থে তাঁহার দৃষ্টিতে দুষ্কর্ম্ম করিয়া যে পাপ
করিয়াছিলে, তোমাদের সেই সমস্ত পাপের জন্য
আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্রি সদাপ্রভুর
সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম, অন্ন ভক্ষণ কি
১৯ জল পান করি নাই। কেননা সদাপ্রভু তোমা-
দিগকে বিনষ্ট করিতে কোপাবিষ্ট হওয়াতে
আমি তাঁহার ক্রোধে ও প্রচণ্ডতাতে ভীত হইয়া-
ছিলাম; কিন্তু সেই বারেও সদাপ্রভু আমার
২০ নিবেদন শুনিলেন। আর সদাপ্রভু হারোণকে
বিনষ্ট করণার্থে তাঁহার উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ
হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি সেই সময়ে হারো-
২১ ণের জন্যও প্রার্থনা করিলাম। আর তোমাদের
পাপ, অর্থাৎ সেই যে গোবৎস তোমরা নির্ম্মাণ
করিয়াছিলে, তাহা লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলাম
ও যে পর্য্যন্ত তাহা ধূলিবৎ সূক্ষ্ম না হইল, তাবৎ
পিষিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিলাম; পরে পর্ব্বত
হইতে প্রবাহিত জলস্রোতে তাহার ধূলি নিক্ষেপ
২২ করিলাম। পরে তোমরা তবিয়েরাতে, মঃসাতে
ও কিব্রোৎ-হত্তাবাতে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিলে।
২৩ তাহার পর সদাপ্রভু যে সময়ে কাদেশ-বর্ণেয়
হইতে তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন,
তোমরা উঠিয়া যাও, আমি তোমাদিগকে যে
দেশ দিয়াছি, তাহা অধিকার কর; তৎকালেও
তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধা-
চারী হইলে, তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে না ও
২৪ তাঁহার রবে অবধান করিলে না। তোমাদের
সহিত আমার পরিচয়দিন অবধি তোমরা সদা-
২৫ প্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ। যাহা
হউক, আমার উবুড় হইবার ঐ চল্লিশ দিবারাত্রি
আমি সদাপ্রভুর সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম;
কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবার
২৬ কথা কহিয়াছিলেন। আর আমি সদাপ্রভুর কাছে
এই প্রার্থনা করিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি
আপনার অধিকারস্বরূপ যে প্রজালোকদিগকে
আপন মহিমাতে মুক্ত করিয়াছ ও বলবান্ হস্ত
দ্বারা মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ,
২৭ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিও না। তোমার দাস যে
অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোব, তাঁহাদিগকে
স্মরণ কর; এই লোকদের কাঠিন্যের, দুষ্টতার ও
২৮ পাপের প্রতি দৃষ্টি করিও না। কি জানি, তুমি
আমাদিগকে যে দেশ হইতে বাহির করিয়া
আনিয়াছ, সেই দেশীয় লোকেরা এই কথা
কহিবে, সদাপ্রভু উহাদিগকে যে দেশ দিতে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দেশে লইয়া যাইতে
না পারাতে এবং তাহাদিগকে ঘৃণা করাতে তিনি
প্রান্তরে বধ করিবার নিমিত্তে তাহাদিগকে বাহির
২৯ করিলেন। ইহারাই ত তোমার প্রজা ও তোমার
অধিকার; ইহাদিগকে তুমি আপন মহাশক্তি ও
বিস্তারিত বাহু দ্বারা বাহির করিয়া আনিয়াছ।

১০ সেই সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন,
তুমি প্রথমের মত দুই প্রস্তরফলক তক্ষণ
করিয়া আমার নিকটে পর্ব্বতে উঠিয়া আইস,
২ এবং কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ কর। তোমা-
কর্ত্তৃক ভগ্ন প্রথম প্রস্তরফলকদ্বয়ে যে যে বাক্য
ছিল, তাহা আমি এই প্রস্তরফলকদ্বয়ে লিখিব,
৩ পরে তুমি তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিও। তাহাতে
আমি শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করি-
লাম, এবং প্রথমের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক তক্ষণ
করিয়া ঐ দুই প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বতা-
৪ রোহণ করিলাম। আর সদাপ্রভু সমাজের দিবসে
পর্ব্বতে অগ্নির মধ্য হইতে যে দশ আজ্ঞা তোমা-
দিগকে বলিয়াছিলেন, তাহা প্রথম লিখনানু-
সারে ঐ দুই প্রস্তরে লিখিয়া আমাকে দিলেন।
৫ পরে আমি মুখ ফিরাইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া
আমার প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেই দুই
প্রস্তরফলক আমার নির্ম্মিত সেই সিন্দুকে রাখি-
লাম, তদবধি তাহা সেই স্থানে রহিয়াছে।
৬ (ইস্রায়েল-সন্তানগণ বেরোৎ-বেনেয়াকন হইতে
মোষেরোতে যাত্রা করিলে হারোণ সে স্থানে
মরিলেন, এবং সেই স্থানে তাঁহার কবর হইল;
এবং তাঁহার পুত্র ইলীয়াসর তাঁহার পরিবর্ত্তে
৭ যাজক হইলেন। সে স্থান হইতে তাহারা গুদ্‌গো-
দাতে যাত্রা করিল, এবং গুদ্‌গোদা হইতে জল-
স্রোতের দেশ যট্‌বাথায় প্রস্থান করিল।
৮ সেই সময়ে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক বহন

Digitized by Google

করিতে ও সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য
তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে, এবং তাঁহার নামে
আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু লেবির বংশকে পৃথক্
করিলেন, অদ্যাপি সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে।
৯ এই জন্য আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে লেবীয়দের
কোন অংশ কিম্বা অধিকার হয় নাই ; তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছেন,
তদনুসারে সদাপ্রভুই তাহাদের অধিকার)।
১০ আর আমি প্রথম বারের ন্যায় চল্লিশ দিবা-
রাত্রি পর্ব্বতে থাকিলাম ; এবং সেই বারেও সদা-
প্রভু আমার নিবেদন শুনিয়া তোমাকে বিনষ্ট
১১ না করিতে সম্মত হইলেন। পরে সদাপ্রভু আমাকে
কহিলেন, উঠ, তুমি যাত্রার নিমিত্তে লোকদের
অগ্রগামী হও, আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে
তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি,
তাহারা সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধি-
কার করুক।

আজ্ঞাবহ হইবার উপদেশ।

১২ এখন হে ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমার কাছে কি চাহেন ? কেবল এই, যেন তুমি
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর, তাঁহার সকল
পথে চল ও তাঁহাকে প্রেম কর, এবং সমস্ত হৃদয়
ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
১৩ সেবা কর, এবং অদ্য আমি তোমার হিতার্থে
সদাপ্রভুর যে যে আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিতেছি,
১৪ সেই সকল যেন পালন কর। দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের
স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার
১৫ ঈশ্বর সদাপ্রভুর। কেবল তোমার পিতৃপুরুষ-
দিগকে প্রেম করিতে সদাপ্রভুর মঙ্গলাভিমত ছিল,
এই কারণ তিনি তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে
অর্থাৎ অদ্যকার মত সর্ব্বজাতির মধ্যে তোমা-
১৬ দিগকে মনোনীত করিলেন। অতএব তোমরা
আপন আপন হৃদয়ের ত্বগগ্র ছেদন কর, আর
১৭ শক্তগ্রীব হইও না। কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুই ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই
মহান্, বীর্য্যবান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর ; তিনি কাহা-
রও মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ করেন
১৮ না। তিনি পিতৃহীনের ও বিধবার বিচার নিষ্পন্ন
করেন, এবং বিদেশীকে প্রেম করিয়া অন্ন বস্ত্র
১৯ দেন। অতএব তোমরা বিদেশীকে প্রেম করিও,
কেননা মিসরদেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে।
২০ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিও, তাঁহা-
রই সেবা করিও, তাঁহাতেই আসক্ত থাকিও ও
২১ তাঁহারই নামে দিব্য করিও। তিনি তোমার
প্রশংসাভূমি, তিনি তোমার ঈশ্বর ; তুমি স্বচক্ষে
যাহা যাহা দেখিয়াছ, সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর কর্ম্ম
২২ সকল তিনিই তোমার জন্য করিয়াছেন। তোমার
পিতৃপুরুষেরা কেবল সত্তর প্রাণী মিসরে নামিয়া
গিয়াছিল, কিন্তু এখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে আকাশমণ্ডলের তারার মত বহুসংখ্যক
করিয়াছেন।

১১ অতএব তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে
প্রেম করিও, এবং তাঁহার রক্ষণীয়, বিধি, শাসন
২ ও আজ্ঞা সকল নিত্য নিত্য পালন করিও। আর
অদ্য জ্ঞাত হও, যেহেতুক তোমাদের বালকগণকে
বলিতেছি না ; তাহারা তোমাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর কৃত শাস্তি জানে নাই ও দেখে নাই ;
তাঁহার মহিমা, বলবান্ হস্ত ও বিস্তারিত বাহু,
৩ এবং তাঁহার অভিজ্ঞান সকল ও মিসরের মধ্যে
মিসর-রাজ ফরৌণের প্রতি ও তাঁহার সমস্ত দেশের
প্রতি তিনি যাহা যাহা করিলেন, তাঁহার সেই
৪ সকল কার্য্য ; এবং মিস্রীয় সৈন্যের, অশ্বের ও
রথের প্রতি তিনি যাহা করিলেন, তাহারা যখন
তোমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, তিনি যেরূপে
সূফসাগরের জল তাহাদের উপরে বহাইলেন,
এবং সদাপ্রভু তাহাদিগকে অদ্য পর্য্যন্ত বিনষ্ট
৫ করিলেন ; এবং এ স্থানে তোমাদের আগমন
পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি প্রান্তরে যাহা যাহা
৬ করিয়াছেন ; আর রূবেণের পুত্র ইলীয়াবের
সন্তান দাথন ও অবীরামের প্রতি যাহা যাহা
করিয়াছেন, ফলতঃ পৃথিবী যেরূপে আপন মুখ
বিস্তার করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তাহা-
দিগকে, তাহাদের পরিজনগণকে, তাহাদের তাম্বু
ও তাহাদের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিল,
৭ এ সকল তাহারা দেখে নাই ; কিন্তু সদাপ্রভুর
কৃত সকল মহাকর্ম্ম তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ।
৮ অতএব অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা
দিতেছি, সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন করিও,
তাহাতে তোমরা যে দেশ অধিকার করিবার জন্য
পার হইয়া যাইতেছ, বলবান্ হইয়া সেই দেশে
৯ প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবে ; এবং
সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে ও তাঁহা-
দের বংশকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন,
সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তোমাদের দীর্ঘকাল
১০ অবস্থিতি হইবে। কারণ তোমরা যে মিসরদেশ
হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ, সেই দেশে বীজ
বুনিয়া শাকের উদ্যানের ন্যায় পদ দ্বারা জল
সেচন করিতে ; কিন্তু যে দেশ অধিকার করিতে
১১ যাইতেছ, তাহা তদ্রূপ নয়। তোমরা যে দেশ
অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ, সে পর্ব্বত
ও উপত্যকা বিশিষ্ট দেশ, এবং আকাশের বৃষ্টির
১২ জল পান করে। সেই দেশের প্রতি তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর মনোযোগ আছে, এবং তাঁহার প্রতি

Digitized by Google

পাছে তোমার সমক্ষে তাহাদের বিনাশ হইলে
পর তুমি তাহাদের অনুগামী হইয়া ফাঁদে পড়;
এবং এই জাতিগণ আপন আপন দেবগণের সেবা
কিরূপে করে, আমিও সেইরূপ করিব, ইহা
বলিয়া পাছে তাহাদের দেবগণের অন্বেষণ কর।
৩১ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তদ্রূপ করিবে
না; কেননা তাহারা আপন আপন দেবগণের
উদ্দেশে সদাপ্রভুর ঘৃণিত যাবতীয় কুক্রিয়া করিয়া
আসিয়াছে; এমন কি, তাহারা সেই দেবগণের
উদ্দেশে আপন আপন পুত্রকন্যাগণকেও অগ্নিতে
দগ্ধ করে।
৩২ আমি যে কোন বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা
করি, তোমরা তাহাই যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে;
তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিও না, এবং
তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিও না।

দেবপূজা এবং অখাদ্যভোজন নিষেধ।

১৩ যদি তোমার মধ্যে কোন ভাববাদী কিম্বা
স্বপ্নদর্শক উঠিয়া তোমার জন্য অভিজ্ঞান
২ কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ নিরূপণ করে; এবং তাহার
উক্ত অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ সকল হয়, যাহার
সম্বন্ধে সে তোমার অবিদিত ইতর দেবতাদের
বিষয়ে তোমাদিগকে বলিয়াছিল, আইস, আমরা
তাহাদের অনুগামী হইয়া তাহাদের সেবা করি,
৩ তবে তুমি সেই ভাববাদীর কিম্বা স্বপ্নদর্শকের
বাক্যে অবধান করিও না; কেননা তোমরা আপন
আপন সমস্ত হৃদয়ের ও সমস্ত প্রাণের সহিত
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর কি না,
তাহা জানিবার জন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
৪ তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমরা আপনাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগামী হও, তাঁহাকেই ভয়
কর, তাঁহারই আজ্ঞা পালন কর, তাঁহারই রবে
অবধান কর, তাঁহারই সেবা কর ও তাঁহাতেই
৫ আসক্ত থাক। সেই ভাববাদীর কিম্বা স্বপ্নদর্শ-
কের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে; কেননা যিনি মিসর-
দেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া-
ছেন, দাস-গৃহ হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন,
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সে বিপথ-
গমনের কথা কহিয়াছে; এবং তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু যে পথে গমন করিতে তোমাকে আজ্ঞা
করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমাকে ভ্রষ্ট করা
তাহার অভিপ্রায়। অতএব তুমি আপনার মধ্য
হইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিও।
৬ তোমার অবিদিত ও তোমার পিতৃপুরুষদের
অবিদিত কোন দেবতা, তোমার চতুর্দ্দিকস্থিত,
নিকটবর্ত্তী কিম্বা তোমা হইতে দূরবর্ত্তী, পৃথিবীর
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে কোন
৭ জাতির যে কোন দেবতা হউক, তাহার বিষয়ে
যদি তোমার ভ্রাতা, তোমার সহোদর কিম্বা
তোমার পুত্র কি কন্যা কিম্বা তোমার বক্ষের
ভার্য্যা কিম্বা তোমার প্রাণতুল্য মিত্র গোপনে
প্রবৃত্তি দিয়া বলে, আইস, আমরা যাইয়া ইতর
৮ দেবতার সেবা করি, তবে তুমি সেই ব্যক্তির
কথায় সম্মত হইও না, তাহার বাক্যে অবধান
করিও না; তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া না
করুক, তাহাকে কৃপা করিও না ও লুকাইয়া রাখিও
৯ না। কিন্তু অবশ্য তুমি তাহাকে বধ করিবে;
তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রথমে তুমি তাহার
উপরে হস্তার্পণ করিবে, পরে সমস্ত লোক হস্তা-
১০ র্পণ করিবে। তাহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত তাহাকে
প্রস্তরাঘাত করিবে; কেননা মিসরদেশ হইতে,
দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়া-
ছেন যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাঁহার অনুগমন
হইতে সে তোমাকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিল।
১১ তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল তাহা শুনিবে, ভয়
পাইবে, এবং তোমার মধ্যে তাদৃশ দুষ্কর্ম্ম আর
কেহ করিবে না।
১২ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে যে নিবাস-
নগর দিবেন, তাহার কোন নগরে যদি শুনিতে
১৩ পাও যে, কতকগুলি পাষণ্ড-সন্তান তোমার মধ্য
হইতে নির্গত হইয়া তোমাদের অবিদিত কোন
দেবতার বিষয় এই কথা বলিয়া আপন নগর-
নিবাসীদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, আইস, আমরা
১৪ যাইয়া ইতর দেবতার সেবা করি, তবে তুমি
জিজ্ঞাসা করিও, অনুসন্ধান করিও ও যত্নপূর্ব্বক
প্রশ্ন করিও; আর দেখ, তোমার মধ্যে ঈদৃশ
ঘৃণার্হ দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে, ইহা যদি সত্য ও নিশ্চিত
১৫ হয়; তবে তুমি খড়্গধারে সেই নগরের নিবাসী-
দিগকে আঘাত করিও, এবং তাহা ও তাহার মধ্য-
স্থিত পশু শুদ্ধ সকলই খড়্গধারে নিঃশেষে বিনষ্ট
১৬ করিও; আর তাহার লুটিত দ্রব্য সকল তাহার
চকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেই নগর ও সেই
সকল দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিতে দগ্ধ করিও; তাহাতে সেই নগর
চিরকালীন ঢিবি হইয়া থাকিবে, তাহা পুন-
১৭ র্নির্ম্মিত হইবে না; আর সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের
কিছুই তোমার হস্তে লগ্ন থাকিবে না; তাহাতে
সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধ হইতে ফিরিবেন,
এবং তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ
করিয়াছেন, তদনুসারে তোমার প্রতি কৃপা ও
১৮ করুণা করিবেন ও তোমার বৃদ্ধি করিবেন; কিন্তু
আমি অদ্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যে যে আজ্ঞা
তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি তাঁহার রবে
অবধান করিয়া সেই সকল আজ্ঞা পালন করিবে
ও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যথার্থ আচ-
রণ করিবে।

Digitized by Google

১৪ তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সন্তান ; তোমরা মৃত লোকদের জন্য আপন
আপন শরীর কাটকুট করিও না, এবং ভ্রূমধ্যস্থল
২ ক্ষৌরি করিও না। কেননা তুমি আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা ; ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জাতির
মধ্যে হইতে সদাপ্রভু আপনার নিজস্ব প্রজা কর-
ণার্থে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।
৩ তুমি কোন ঘৃণার্হ দ্রব্য ভোজন করিও না।
৪ এই সকল পশু ভোজন করিতে পার, গোরু,
৫ মেষ এবং ছাগল, হরিণ, কৃষ্ণসার এবং বনগোরু,
৬ বনছাগল, বাতপ্রমী, পৃষত, এবং সম্বর। আর যত
পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে,
৭ সেই সকল তোমরা ভোজন করিতে পার। কিন্তু
যাহারা জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট,
তাহাদের মধ্যে ইহাদিগকে ভোজন করিবে না ;
উষ্ট্র, শশক ও শাফন ; কেননা তাহারা জাওর
কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, তাহারা
৮ তোমাদের পক্ষে অশুচি ; আর শূকর দ্বিখণ্ড খুর-
বিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না, সে তোমা-
দের পক্ষে অশুচি ; তোমরা তাহাদের মাংস
ভোজন করিবে না, তাহাদের শব স্পর্শও
করিবে না।
৯ জলচর সকলের মধ্যে এই সকল তোমাদের
খাদ্য ; যাহাদের ডেনা ও আঁইস আছে, তাহা-
১০ দিগকে ভোজন করিতে পার। কিন্তু যাহাদের
ডেনা ও আঁইস নাই, তাহাদিগকে ভোজন করিও
না, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।
১১ তোমরা সকল প্রকার শুচি পক্ষী ভোজন
১২ করিতে পার। কিন্তু এই গুলি ভোজন করিবে
১৩ না ; উৎক্রোশ, হাড়গিলা ও কুরল, গৃধ্র, চিল ও
১৪ আপন আপন জাতি অনুসারে শঙ্করচিল, আর
আপন আপন জাতি অনুসারে সকল প্রকার কাক.
১৫ আর উষ্ট্রপক্ষী, রাত্রিশ্যেন, গাংচিল ও আপন
১৬ আপন জাতি অনুসারে শ্যেন, এবং পেচক, মহা-
১৭ পেচক ও দীর্ঘগল হংস ; ক্ষুদ্র পানিভেলা,
১৮ শকুনী ও মাছরাঙ্গা, এবং সারস ও আপন
আপন জাতি অনুসারে বক, টিট্টিভ ও চাম-
১৯ চিকা। আর পক্ষবিশিষ্ট যাবতীয় পোকাও তোমা-
দের পক্ষে অশুচি ; তোমরা এ সকল ভোজন
২০ করিও না। তোমরা সমস্ত শুচি পক্ষী ভোজন
করিতে পার।
২১ তোমরা স্বয়ংমৃত কোন প্রাণীর মাংস ভোজন
করিও না ; তোমার নগরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী কোন
বিদেশীকে ভোজনার্থে তাহা দিতে পার, কিম্বা
বিজাতীয় লোকের কাছে বিক্রয় করিতে পার ;
কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র
প্রজা। তুমি ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে
পাক করিও না।

দশমাংশ, অগ্রিমাংশ ও মোচন-বৎসরের নিয়ম।

২২ তুমি তোমার বীজ হইতে উৎপন্ন যাবতীয়
শস্যের, বৎসর বৎসর যাহা ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়,
২৩ তাহার দশমাংশ পৃথক্ করিবে। আর তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান
মনোনীত করিবেন, সে স্থানে তুমি আপন শস্যের,
দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ, এবং গোমে-
ষাদি পালের প্রথমজাতদিগকে তাঁহার সম্মুখে
ভোজন করিবে ; এইরূপে আপন ঈশ্বর সদা-
২৪ প্রভুকে সর্ব্বদা ভয় করিতে শিক্ষা করিবে। সেই
যাত্রা যদি তোমার পক্ষে দুষ্কর হয়, তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান
মনোনীত করিবেন, তাহার দূরত্ব প্রযুক্ত যদি
তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত
২৫ দ্রব্য তথায় লইয়া যাইতে না পার, তবে সেই
দ্রব্যে টাকা করিয়া সেই টাকা বাঁধিয়া হস্তে
লইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে
২৬ যাইবে। পরে সেই টাকা দিয়া তোমার প্রাণের
অভিলষিত গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা
মদ্য, যে কোন দ্রব্যে তোমার প্রাণের বাঞ্ছা হয়,
তাহা ক্রয় করিয়া সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সম্মুখে ভোজন করিয়া সপরিবারে
২৭ আনন্দ করিবে। আর তোমার নগরদ্বারের মধ্য-
বর্ত্তী লেবীয়কে ত্যাগ করিবে না, কেননা তোমার
সহিত তাহার কোন অংশ কি অধিকার নাই।
২৮ তৃতীয় বৎসরের শেষে তুমি সেই বৎসরে
উৎপন্ন আপন শস্যাদির যাবতীয় দশমাংশ
বাহির করিয়া আনিয়া আপন নগরদ্বারের
২৯ ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখিও ; তাহাতে তোমার
সহিত যাহার কোন অংশ কি অধিকার নাই,
সেই লেবীয় লোক এবং বিদেশী, পিতৃহীন ও
বিধবা, তোমার নগরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী এই সকল
লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে।
তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত
সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৫ তুমি সাত বৎসরের শেষে ঋণ ক্ষমা করিবে।
সেই ঋণক্ষমার এই ব্যবস্থা ; যে কোন
মহাজন আপন প্রতিবাসীকে ঋণ দিয়াছে, সে
আপনার দত্ত সেই ঋণ ক্ষমা করিবে, আপন
প্রতিবাসী হইতে কিম্বা ভ্রাতা হইতে ঋণ আদায়
করিবে না ; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঋণক্ষমার
৩ ঘোষণা হইয়াছে। তুমি বিজাতীয়ের কাছে
আদায় করিতে পার ; কিন্তু তোমার ভ্রাতার
নিকটে তোমার যাহা আছে, তাহা তোমার হস্ত
৪ ক্ষমা করিবে। বাস্তবিক তোমার মধ্যে যেন কেহ
দরিদ্র না থাকে ; যেহেতুক তোমার ঈশ্বর সদা-

Digitized by Google

প্রভু তোমার অধিকারার্থে যে দেশ দিবেন, সেই
দেশে তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ করিবেন।
৫ কেবল আমি অদ্য তোমাকে এই যে সমস্ত আজ্ঞা
দিতেছি, ইহা যত্নপূর্ব্বক পালনার্থে তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব মন দিয়া শুনিতে হইবে।
৬ কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার প্রতি
আপন অঙ্গীকারানুসারে তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করিবেন, আর তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে,
কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না ; এবং অনেক জাতির
উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে, কিন্তু তাহারা তোমার
উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না।
৭ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ
দিবেন, তথাকার কোন নগরদ্বারের ভিতরে যদি
তোমার নিকটস্থ কোন ভ্রাতা দরিদ্র হয়, তবে
তুমি আপন হৃদয় কঠিন করিও না, দরিদ্র ভ্রাতার
৮ প্রতি আপন হস্ত রুদ্ধ করিও না ; কিন্তু তাহার
প্রতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার দুর্গতিজন্য প্রয়ো-
৯ জনানুসারে তাহাকে অবশ্য ঋণ দিও। সাবধান,
সপ্তম বৎসর অর্থাৎ ক্ষমার বৎসর নিকটবর্ত্তী,
ইহা বলিয়া তোমার হৃদয়ে অধম চিন্তা উদয়
হইতে দিও না ; তুমি যদি আপন দরিদ্র ভ্রাতার
প্রতি অসন্তুষ্ট দৃষ্টি করিয়া তাহাকে কিছু না দেও,
তবে সে তোমার প্রতিকূলে সদাপ্রভুর কাছে
১০ প্রার্থনা করিলে তোমার পাপ হইবে। তুমি
তাহাকে অবশ্য দিবে, দিবার সময়ে হৃদয়ে দুঃখিত
হইবে না ; কেননা এই কার্য্য প্রযুক্ত তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সমস্ত কর্ম্মে, এবং তুমি
যাহাতে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে, সেই সকলেতে
১১ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কেননা তোমার
দেশমধ্যে দরিদ্রের অভাব হইবে না ; অতএব
আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি, তুমি আপন
দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি, তোমার দুঃখী ও
দীনহীনের প্রতি, তোমার হাত অবশ্য খুলিয়া
রাখিবে।
১২ যদি তোমার ভ্রাতা অর্থাৎ ইব্রীয় পুরুষ কিম্বা
ইব্রীয় স্ত্রীলোক তোমার নিকটে বিক্রীত হয়, এবং
ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তোমার দাস্যকর্ম্ম করে ; তবে
সপ্তম বৎসরে তুমি তাহাকে মুক্ত করিয়া আপ-
১৩ নার নিকট হইতে বিদায় দিবে। কিন্তু মুক্ত করিয়া
তোমার নিকট হইতে বিদায় দিবার সময়ে তুমি
১৪ তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিবে না ; তুমি
আপন পাল, শস্য ও দ্রাক্ষারস হইতে তাহাকে
প্রচুর পুরস্কার দিবে ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে যেমন আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তদনু-
১৫ সারে তাহাকে দিবে। স্মরণে রাখিও, তুমি মিসর-
দেশে দাস ছিলে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন ; এই জন্য আমি অদ্য
১৬ তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। পরন্তু তোমার
নিকটে সুখে থাকাতে সে যদি তোমাকে ও
তোমার পরিজনগণকে ভাল বাসিয়া বলে, আমি
১৭ তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না ; তবে তুমি এক
গুঁজি লইয়া কপাটের সহিত তাহার কর্ণ বিঁধিয়া
দিবে, তাহাতে সে নিত্য তোমার দাস থাকিবে ;
১৮ আর দাসীর প্রতিও তদ্রূপ করিবে। ছয় বৎসর
পর্য্যন্ত সে তোমার কাছে বেতনজীবীর বেতন
অপেক্ষা দ্বিগুণ দাস্যকর্ম্ম করিয়াছে, এই কারণ
তাহাকে মুক্ত করিয়া বিদায় দেওয়া কঠিন মনে
করিও না ; তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমার সকল কার্য্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
১৯ তুমি আপন গোমেষাদি পশুপাল হইতে
উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত পুংপশুকে আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিবে ; তুমি গোরুর
প্রথমজাত দ্বারা কোন কর্ম্ম করিবে না, এবং
তোমার প্রথমজাত মেষের লোম ছেদন করিবে
২০ না। সদাপ্রভু যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই
স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি
সপরিবারে প্রতিবৎসর তাহা ভোজন করিবে।
২১ যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, অর্থাৎ সে যদি
খঞ্জ কিম্বা অন্ধ হয়, কোন প্রকারে দোষযুক্ত হয়,
তবে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা
২২ বলিদান করিও না, কিন্তু আপন নগরদ্বারের
ভিতরে তাহা ভোজন করিও ; শুচি কি অশুচি,
উভয় লোকই কৃষ্ণসারের কিম্বা হরিণের ন্যায়
২৩ তাহা ভোজন করিতে পারিবে। তুমি কেবল
তাহার রক্ত ভোজন করিবে না, তাহা জলের
ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবে।

বার্ষিক প্রধান পর্ব্বত্রয়ের নিয়ম।

১৬ তুমি আবীব মাস পালন করিবে, তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন
করিবে ; কেননা আবীব মাসে তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমাকে রাত্রিকালে মিসর হইতে
২ বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। আর সদাপ্রভু
আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করি-
বেন, সেই স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উদ্দেশে গোমেষাদি পাল হইতে পশু লইয়া
৩ নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিবে। তুমি তাহার
সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী খাইও না ; কেননা তুমি
ত্বরান্বিত হইয়া মিসরদেশ হইতে বাহির হইয়া-
ছিলে ; তজ্জন্য সাত দিবস সেই বলির সহিত
তাড়ীশূন্য রুটী, দুঃখাবস্থার রুটী, ভোজন করিবে ;
মিসরদেশ হইতে তোমার নির্গমনের দিন যেন
৪ যাবজ্জীবন তোমার স্মরণে থাকে। সাত দিন
তোমার সমস্ত সীমাতে তাড়ী দৃষ্ট না হউক ;
এবং প্রথম দিবসের সন্ধ্যাকালে তুমি যে বলি-
দান কর, তাহার কিছুই মাংস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত

Digitized by Google

৫ সমস্ত রাত্রি অবশিষ্ট না থাকুক। তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল নগরদ্বার দিবেন,
তাহার যে কোন দ্বারের ভিতরে নিস্তারপর্ব্বের
৬ বলিদান করিতে পারিবে না; কিন্তু তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনো-
নীত করিবেন, সেই স্থানে মিসরদেশ হইতে
তোমার বহির্গমনের ঋতুতে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্ত-
৭ সময়ে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিও। আর
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাহা
পাক করিয়া ভোজন করিও; পরে প্রাতঃকালে
৮ আপন তাম্বুতে ফিরিয়া যাইবে। তুমি ছয় দিন
তাড়ীশূন্য রুটী খাইবে, এবং সপ্তম দিবসে
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পর্ব্বদিন হইবে;
তুমি কোন কার্য্য করিবে না।
৯ পরে তুমি সাত সপ্তাহ গণনা করিবে; ক্ষেত্রস্থ
শস্যে প্রথম কাস্ত্যা দেওয়া অবধি সাত সপ্তাহ
১০ গণনা করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
আশীর্ব্বাদানুযায়ী সঙ্গতি হইতে স্বেচ্ছাদত্ত উপ-
হার দ্বারা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১১ সপ্তাহনিচয়ের উৎসব পালন করিবে। আর
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে
যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি, তোমার পুত্রকন্যা,
তোমার দাসদাসী, তোমার নগরের মধ্যবর্ত্তী
লেবীয় ও তোমার মধ্যনিবাসী বিদেশী, পিতৃহীন
১২ ও বিধবা সকলে আনন্দ করিবে। আর তুমি
মিসরদেশে দাস ছিলে, তাহা স্মরণ করিবে,
এবং এই সকল বিধি মানিয়া পালন করিবে।
১৩ পরে তোমার শস্যমর্দ্দনস্থান ও দ্রাক্ষাকুণ্ড
হইতে যাহা সংগ্রহ করিবার, তাহা সংগ্রহ করিলে
পর তুমি সাত দিন কুটীরের উৎসব পালন
১৪ করিবে। আর সেই উৎসবে তুমি, তোমার পুত্র-
কন্যা, তোমার দাসদাসী ও তোমার নগরদ্বারের
মধ্যবর্ত্তী লেবীয় ও বিদেশী এবং পিতৃহীন ও
১৫ বিধবা সকলে আনন্দ করিবে। সদাপ্রভুর মনো-
নীত স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
সাত দিন উৎসব পালন করিবে; কেননা তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যে ও
হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
আর তুমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইবে।
১৬ তোমার প্রত্যেক পুরুষ বৎসরের মধ্যে তিন
বার, তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে, সপ্তাহনিচয়ের
উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সম্মুখে তাঁহার মনোনীত স্থানে দেখা
দিবে; আর সদাপ্রভুর সম্মুখে রিক্তহস্তে মুখ
১৭ দেখাইবে না। প্রত্যেক জন তোমার ঈশ্বর সদা-
প্রভুর দত্ত আশীর্ব্বাদানুসারে আপন সঙ্গতি অনু-
যায়ী উপহার আনিবে।

বিচারক ও রাজগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১৮ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল বংশানু-
সারে তোমাকে যে সমস্ত নগর দিবেন, সেই সক-
লের দ্বারদেশে তুমি আপনার জন্য বিচারকর্ত্তৃ-
গণকে ও শাসনকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিবে, তাহারা
১৯ ন্যায্য বিচারে লোকদের বিচার করিবে। তুমি
অন্যায় বিচার করিও না, কাহারও মুখাপেক্ষা
করিও না ও উৎকোচ লইও না; কেননা উৎ-
কোচ জ্ঞানীদের চক্ষু অন্ধ করে ও ধার্ম্মিকদের
২০ বাক্য বিপরীত করে। সর্ব্বতোভাবে যাহা ন্যায্য,
তাহারই অনুগামী হও, তাহাতে তুমি জীবিত
থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত দেশ অধি-
কার করিবে।
২১ আর তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে
যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিবে, তাহার কাছে কোন
প্রকার কাষ্ঠের আশেরা-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে না।
২২ কোন স্তম্ভও উত্থাপন করিবে না, কেননা তাহা
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ।
১৭ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
কোন প্রকার দোষযুক্ত গোরু কিম্বা মেষ বলি-
দান করিও না; কেননা তাহা তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু।
২ আর তোমার মধ্যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে যে সকল নগর দিবেন, তাহার কোন
নগরদ্বারের ভিতরে, যদি এমন কোন পুরুষ কিম্বা
স্ত্রীকে পাওয়া যায়, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে দুষ্কর্ম্ম করি-
৩ য়াছে; গিয়া ইতর দেবতাদের সেবা করিয়াছে
ও আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহাদের কাছে অথবা
সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিম্বা আকাশের বাহিনীর
৪ কাহারও পূজা করিয়াছে; আর তোমাকে তাহা
বলা হইয়াছে ও তুমি শুনিয়াছ, তবে যত্নপূর্ব্বক
অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ, যদি ইহা সত্য ও
নিশ্চিত হয় যে, ইস্রায়েলের মধ্যে এইরূপ ঘৃণার্হ
৫ কার্য্য হইয়াছে, তবে তুমি সেই দুষ্কর্ম্মকারী
পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বাহির করিয়া আপন নগর-
দ্বারসমীপে আনিবে; পুরুষ হউক কিম্বা স্ত্রী
হউক, তোমরা প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড
৬ করিবে। প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দুই
কিম্বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে হইবে; একমাত্র
সাক্ষীর প্রমাণে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না।
৭ তাহাকে বধ করিতে প্রথমে সাক্ষীরা, পশ্চাৎ
সমস্ত প্রজালোক তাহার বিরুদ্ধে হাত তুলিবে;
এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টতাকে
উচ্ছিন্ন করিবে।
৮ আর রক্তপাতের কিম্বা বিরোধের কিম্বা আঘা-
তের বিষয়ে দুই জনের বিবাদ তোমার কোন নগর-

Digitized by Google

দ্বারে উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিচার তোমার
পক্ষে অতি দুজ্ঞেয় হয়, তবে তুমি উঠিয়া আপন
৯ ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে যাইবে ; আর
লেবীয় যাজকদের ও তাৎকালিক বিচারকর্ত্তার
নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাতে তাহারা
১০ তোমাকে বিচারাজ্ঞা জ্ঞাত করিবে। পরে সদা-
প্রভুর মনোনীত সেই স্থানে তাহারা যে আজ্ঞা
তোমাকে জ্ঞাত করিবে, তুমি তদনুসারে কর্ম্ম
করিবে ; তাহারা তোমাকে যাহা শিক্ষা দিবে,
১১ সমস্তই যত্নপূর্ব্বক করিবে। তাহারা তোমাকে যে
ব্যবস্থা শিক্ষা দিবে ও তোমাকে যে বিচার
বলিবে, তুমি তদনুসারে করিও ; তাহাদের
আদিষ্ট বাক্যের দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না।
১২ কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃসাহসপূর্ব্বক আচরণ করিয়া
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে সেই স্থানে
দণ্ডায়মান যাজকের, কিম্বা বিচারকর্ত্তার বাক্যে
মনোযোগ না করে, সেই মনুষ্য হত হইবে ; এবং
তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন
১৩ করিবে। তাহাতে সমস্ত প্রজালোক তাহা শুনিয়া
ভয় পাইবে, এবং দুঃসাহসপূর্ব্বক আর আচরণ
করিবে না।

১৪ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ
দিতেছেন, তুমি যখন সেই দেশে গিয়া দেশ
অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করিবে, তখন আমার
চতুর্দ্দিক্স্থিত সকল জাতির ন্যায় আমিও আপ-
নার উপরে এক রাজাকে নিযুক্ত করিব, এই কথা
১৫ যদি তুমি বল ; তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপনার
উপরে রাজা নিযুক্ত করিবে। তুমি আপন ভ্রাতৃ-
গণের মধ্য হইতে আপনার উপরে রাজা নিযুক্ত
করিবে ; যে তোমার ভ্রাতা নয়, এমন বিজাতীয়
ব্যক্তিকে আপনার উপরে রাজা করিতে পারিবে
১৬ না। আর সেই রাজা আপনার জন্য অনেক অশ্ব
রাখিবে না, এবং অনেক অশ্বের চেষ্টায় প্রজা-
লোকদিগকে পুনর্ব্বার মিসরদেশে গমন করাইবে
না ; কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বলিয়াছেন,
ইহার পরে তোমরা সেই পথে আর ফিরিয়া
১৭ যাইবে না। আর সে অনেক স্ত্রী গ্রহণ করিবে
না, পাছে তাহার হৃদয় বিপথগামী হয় ; এবং
সে আপনার জন্য রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণ অতিশয় বৃদ্ধি
১৮ করিবে না। আর স্বীয় রাজ্যের সিংহাসনে উপ-
বেশনকালে সে আপনার নিমিত্তে একখান পুস্তকে
লেবীয় যাজকদের সম্মুখস্থিত এই ব্যবস্থার অনু-
১৯ লিপি লিখিবে। তাহা তাহার নিকটে থাকিবে,
এবং সে যাবজ্জীবন তাহা পাঠ করিবে ; তাহাতে
সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে ও এই
ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য ও বিধি পালন করিতে
২০ শিখিবে ; এবং আপন ভ্রাতাদের উপরে চিত্ত
উন্নত করিবে না, এবং আজ্ঞার দক্ষিণে কি বামে
ফিরিবে না। এইরূপে ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার
ও তাহার সন্তানদের রাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে।

নানাবিধ আদেশ।

১৮ লেবীয় যাজকগণ প্রভৃতি লেবির সমস্ত
বংশ ইস্রায়েলের সহিত কোন অংশ কি
অধিকার পাইবে না, তাহারা সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত
উপহার ও তাঁহার অধিকৃত বস্তু ভোগ করিবে।
২ তাহারা আপন ভ্রাতাদের মধ্যে কোন অধিকার
পাইবে না, তাহাদের প্রতি কথিত আপন
বাক্যানুসারে সদাপ্রভুই তাহাদের অধিকার।
৩ আর প্রজালোকদের হইতে যাজকগণের প্রাপ্তব্য
বিষয়ের এই বিধি ; যাহারা গোরু কিম্বা মেষ
বলিদান করে, তাহারা বলির স্কন্ধ, দুই গাল ও
৪ পাকস্থলী যাজককে দিবে। তুমি আপন শস্যের,
দ্রাক্ষারসের ও তৈলের অগ্রিমাংশ, এবং মেষ-
৫ লোমের অগ্রিমাংশ তাহাকে দিবে। কেননা
সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা করিতে নিত্য দণ্ডায়-
মান হইবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার
সকল বংশের মধ্য হইতে তাহাকে ও তাহার
সন্তানগণকে মনোনীত করিয়াছেন।
৬ আর সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার কোন
নগরদ্বারে যে লেবীয় প্রবাস করে, সে যদি আপ-
নার সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছাতে তথা হইতে সদাপ্রভুর
৭ মনোনীত স্থানে আইসে, তবে সদাপ্রভুর সম্মুখে
দণ্ডায়মান আপন লেবীয় ভ্রাতাদের ন্যায় আপন
৮ ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা করিবে। তাহারা
ভোজনার্থে সমান অংশ পাইবে ; তদ্ব্যতিরেকে
সে আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয়ের মূল্যও
ভোগ করিবে।
৯ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ
দিবেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলে তুমি তথা-
কার জাতিগণের ঘৃণার্হ ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া
১০ করিতে শিখিও না। পুত্রকন্যা-হোমকারী, মন্ত্রজ্ঞ,
গণক, মোহক, মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক, ভূতড়িয়া,
১১ এবং গুণী ও ভৌতিকপরামর্শার্থী কাহাকেও তো-
১২ মার মধ্যে যেন না পাওয়া যায়। কেননা সদাপ্রভু
এই সকল ক্রিয়াকারীকে ঘৃণা করেন ; আর
সেই ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্তই তোমার ঈশ্বর সদা-
প্রভু তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকার-
১৩ চ্যুত করিবেন। তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
১৪ উদ্দেশে সিদ্ধ হও। কেননা তুমি যে জাতিগণকে
অধিকারচ্যুত করিবে, তাহারা গণক ও মন্ত্রজ্ঞদের
কথা শুনিয়া থাকে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে তাহা করিতে দেন নাই।
১৫ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে,
তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, আমার সদৃশ

Digitized by Google

এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই বাক্যে
১৬ তোমরা অবধান করিবে। কেননা হোরেবে সমা-
জের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে
এই প্রার্থনা করিয়াছিলে, যথা, আমি যেন আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই
মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, এবং না মরি।
১৭ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই
১৮ কহিতেছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃ-
গণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী
উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব;
আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব,
১৯ তাহা তিনি উহাদিগকে কহিবেন। আর আমার
নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য কহিবেন,
তাহাতে যে কেহ অবধান না করিবে, তাহার
কাছে আমি শোধ লইব।
২০ পরন্তু আমি যাহা বলিতে আজ্ঞা করি নাই,
আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্ব্বক
তাহা বলে, কিম্বা ইতর দেবতাদের নামে যে বলে,
২১ সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে। কিন্তু তুমি যদি
মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য কহেন নাই,
২২ তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? কোন ভাব-
বাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই
বাক্য পরে সিদ্ধ না হয় ও তাহার ফল উপস্থিত
না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু কহেন নাই;
ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা বলিয়াছে,
তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।

১৯ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে জাতিগণের দেশ
তোমাকে দিতেছেন, তাহাদিগকে তিনি
উচ্ছিন্ন করিলে পর যখন তুমি তাহাদিগকে
অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের নগরে ও গৃহে
২ বাস করিবে, তৎকালে যে দেশ তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিতেছেন,
তোমার সেই দেশের মধ্যে তুমি আপনার জন্য
৩ তিনটী নগর পৃথক্ করিবে। তুমি আপনার জন্য
পথ প্রস্তুত করিবে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
যে দেশের অধিকার তোমাকে দেন, তোমার সেই
দেশের ভূমি তিন ভাগ করিবে; তাহাতে প্রত্যেক
নরহন্তা সেই নগরে পলাইয়া যাইতে পারিবে।
৪ যে নরহন্তা সেই স্থানে পলাইয়া বাঁচিতে পারে,
তাহার বিবরণ এই। কেহ যদি পূর্ব্বে প্রতিবাসীকে
দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞানতঃ তাহাকে বধ করে;
৫ যথা, কেহ আপন প্রতিবাসীর সহিত কাষ্ঠ কাটিতে
বনে গিয়া বৃক্ষ ছেদনার্থে কুঠার তুলিলে যদি
ফলক বাঁট হইতে খসিয়া প্রতিবাসীর গাত্রে এমন
লাগে যে, তাহাতেই সে মারা পড়ে, তবে সে ঐ
তিনটীর মধ্যে কোন এক নগরে পলাইয়া বাঁচিতে
৬ পারিবে; পাছে রক্তের প্রতিশোধদাতা তপ্তচিত্ত
হওয়াতে নরহন্তার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পথের
দূরত্ব প্রযুক্ত তাহাকে ধরিয়া বধ করে। ঈদৃশ
লোক ত প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কারণ সে পূর্ব্বে
৭ উহাকে দ্বেষ করে নাই। এই হেতু আমি
তোমাকে তোমার জন্য তিনটী নগর পৃথক্ করিতে
৮ আজ্ঞা করিতেছি। আর আমি অদ্য তোমাকে
যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তুমি তাহা পালন
করিয়া যাবজ্জীবন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম
৯ করিলে ও তাঁহার পথে চলিলে যদি তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের প্রতি
আপন দিব্যানুসারে তোমার সীমা বৃদ্ধি করেন
ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞাত সমস্ত
দেশ তোমাকে দেন; তবে তুমি সেই তিন নগর
১০ ভিন্ন আরও তিনটী নগর [নিরূপণ] করিবে; যেন
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্ত্তৃক তোমার অধিকা-
রার্থে দত্ত তোমার দেশের মধ্যে নির্দ্দোষের রক্ত-
পাত না হয়, আর তোমার উপরে রক্তপাতের
অপরাধ না বর্ত্তে।
১১ কিন্তু যদি কেহ আপন প্রতিবাসীর প্রতি দ্বেষ
করিয়া ঘাঁটি বসাইয়া তাহার প্রতিকূলে উঠিয়া
তাহাকে সাংঘাতিক আঘাত করে, আর সে মরিয়া
যায়, পরে ঐ ব্যক্তি যদি ঐ সকল নগরের মধ্যে
১২ কোন একটী নগরে পলায়ন করে; তবে তাহার
নিবাসনগরের প্রাচীনবর্গ লোক পাঠাইয়া তথা
হইতে তাহাকে আনাইয়া তাহাকে বধ করিবার
জন্য রক্তের প্রতিশোধদাতার হস্তে সমর্পণ
১৩ করিবে। তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া না
করুক, কিন্তু তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে নির-
পরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করিবে; তাহাতে
তোমার মঙ্গল হইবে।
১৪ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ
তোমাকে দিতেছেন, সেই দেশে তোমার প্রাপ্তব্য
ভূমিতে পূর্ব্বকালের লোকেরা যে সীমার চিহ্ন
নিরূপণ করিয়াছে, তোমার প্রতিবাসীর সেই
চিহ্ন স্থানান্তর করিবে না।
১৫ কেহ কোন প্রকার অপরাধ কি পাপ কি দোষ
করিলে তাহার প্রতিকূলে একমাত্র সাক্ষী উঠিবে
না; দুই কিম্বা তিন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা বিচার
নিষ্পন্ন হইবে।
১৬ কোন দুর্বৃত্ত সাক্ষী যদি কাহারও বিরুদ্ধে
উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় কার্য্যের সাক্ষ্য
১৭ দেয়, তবে সেই বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সদাপ্রভুর
সম্মুখে, তাৎকালিক যাজকদের ও বিচারকর্ত্তাদের
১৮ সম্মুখে, দাঁড়াইবে। পরে বিচারকর্ত্তারা সযত্নে
অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ সে সাক্ষী যদি
মিথ্যাসাক্ষী হয় ও আপন ভ্রাতার প্রতিকূলে
১৯ মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে; তবে সে আপন ভ্রাতার
প্রতি যেরূপ করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার
প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবে; এইরূপে তুমি

Digitized by Google

আপনার মধ্য হইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবে।
২০ তাহা শুনিয়া অবশিষ্ট লোকেরা ভয় পাইয়া
তোমার মধ্যে সেরূপ দুষ্কর্ম্ম আর করিবে না।
২১ তোমার চক্ষু দয়া না করুক; প্রাণের পরিশোধ
প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধ চক্ষু, দন্তের পরিশোধ দন্ত,
হস্তের পরিশোধ হস্ত, পদের পরিশোধ পদ।

যুদ্ধ বিষয়ক ব্যবস্থা।

২০ তুমি আপন শত্রুদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে
গিয়া যদি আপনার অপেক্ষা অধিক অশ্ব, রথ
ও লোক দেখ, তবে সেই সকল হইতে ভীত হইও
না, কেননা যিনি মিসরদেশ হইতে তোমাকে
উঠাইয়া আনিয়াছেন, তোমার ঈশ্বর সেই সদা-
২ প্রভু তোমার সহবর্ত্তী থাকিবেন। আর তোমরা
যুদ্ধার্থে নিকটবর্ত্তী হইলে যাজক আসিয়া লোক-
৩ দের কাছে কথা কহিবে, তাহাদিগকে বলিবে,
হে ইস্রায়েল, শুন, তোমরা অদ্য আপন শত্রুদের
সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটে যাইতেছ, তোমাদের
হৃদয় দুর্ব্বল না হউক; ভয় করিও না, কম্পমান
হইও না, বা উহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না।
৪ কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের
নিস্তারার্থে তোমাদের পক্ষে তোমাদের শত্রুগণের
সহিত যুদ্ধ করিতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে-
৫ ছেন। পরে অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে এই কথা
কহিবে, তোমাদের মধ্যে কে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ
করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করে নাই? সে যুদ্ধে
মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রতিষ্ঠা করে, এই
৬ জন্য সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। আর কে
দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রথম ফল ভোগ
করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক
তাহার প্রথম ফল ভোগ করে, এই জন্য সে আপন
৭ গৃহে ফিরিয়া যাউক। আর বাগ্দান হইলেও কে
বিবাহ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য
লোক সেই কন্যাকে গ্রহণ করে, এই জন্য সে
৮ আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। অধ্যক্ষগণ লোক-
দিগকে আরও কহিবে, ভীত ও দুর্ব্বলহৃদয় লোক
কে আছে? সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক,
পাছে তাহার হৃদয়ের ন্যায় তাহার ভ্রাতাদের
৯ হৃদয় গলিয়া যায়। পরে অধ্যক্ষগণ লোকদের
কাছে কথা সাঙ্গ করিলে পর তাহারা লোকদের
উপরে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিবে।
১০ যখন তুমি কোন নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে
তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তৎপ্রতি
১১ সন্ধির কথা ঘোষণা করিবে। তাহাতে যদি সে
সন্ধিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া
দেয়, তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া
যায়, তাহারা তোমাকে কর দিবে ও তোমার
১২ দাস হইবে। কিন্তু যদি সে সন্ধি না করিয়া
তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর
১৩ অবরোধ করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত
১৪ পুরুষকে খড়্গধারে বধ করিবে, কিন্তু স্ত্রীলোক,
বালকবালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্ব্বস্ব,
সমস্ত লুটদ্রব্য আপনার জন্য লুটস্বরূপ গ্রহণ
করিয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্ত্তৃক দত্ত শত্রু-
১৫ দের লুট ভোগ করিবে। এই নিকটবর্ত্তী জাতিদের
নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমা হইতে
অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এইরূপ
১৬ করিবে। কিন্তু এই জাতিদের যে যে নগর তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন,
তাহার মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও জীবিত
১৭ রাখিবে না। তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে—হিত্তীয়, ইমোরীয়,
কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দিগকে—
১৮ নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে। নতুবা কি জানি,
তাহারা আপন আপন দেবতাদের উদ্দেশে যে
সকল ঘৃণার্হ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ করিতে তোমা-
দিগকেও শিখাইবে, আর তোমরা আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর প্রতিকূলে অপরাধী হইবে।
১৯ যখন তুমি কোন নগর হস্তগত করণার্থে যুদ্ধ
করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ কর, তখন
কুঠারাঘাত দ্বারা তথাকার বৃক্ষ ছেদন করিও না;
তুমি তাহার ফল খাইতে পার, কিন্তু তাহা কাটিও
না; কেননা ক্ষেত্রের বৃক্ষও কি মানুষ যে, তাহাও
২০ তোমার সাক্ষাতে অবরোধের যোগ্য হইবে? কিন্তু
এই এই বৃক্ষ হইতে খাদ্য জন্মে না, ইহা যে
সকল বৃক্ষের বিষয়ে জ্ঞাত আছ, সে সকল তুমি
নষ্ট করিতে ও কাটিতে পারিবে; এবং তোমার
সহিত যুদ্ধকারী নগর যাবৎ পতিত না হয়, তাবৎ
সেই নগরের প্রতিকূলে জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিতে
পারিবে।

নানা বিষয়ে আদেশ।

২১ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে
দেশ তোমাকে দিবেন, তাহার মধ্যে যদি
ক্ষেত্রে পতিত কোন হত লোককে পাওয়া যায়,
এবং তাহাকে কে বধ করিল, তাহা জানা না যায়;
২ তবে তোমার প্রাচীনবর্গ ও বিচারকর্ত্তৃগণ বাহিরে
গিয়া সেই শবের চতুষ্পার্শ্বের কোন্ নগর কত
৩ দূর, তাহা মাপিবে। তাহাতে যে নগর ঐ হত
লোকের নিকটস্থ হইবে, তথাকার প্রাচীনবর্গ
পাল হইতে এমন একটী গোবৎসা লইবে, যাহা
দ্বারা যোঁয়ালি বহনাদি কোন কর্ম্ম কখন করা
৪ যায় নাই। পরে সেই নগরের প্রাচীনবর্গ নিত্য
জলস্রোতোবাহী, অথচ চাসের কিম্বা বীজবপনের
অযোগ্য কোন উপত্যকাতে সেই গোবৎসাকে

Digitized by Google

আনিবে ও সেই উপত্যকাতে তাহার গ্রীবা
৫ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। পরে লেবির সন্তান যাজকেরা
নিকটে আসিবে, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
আপনার পরিচর্য্যার্থে ও সদাপ্রভুর নামে আশী-
র্ব্বাদকরণার্থে তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন;
এবং তাহাদের বাক্যানুসারে প্রত্যেক বিবাদের
৬ ও আঘাতের বিচার হইবে। পরে শবের নিকটস্থ
ঐ নগরের সমস্ত প্রাচীনবর্গ ঐ উপত্যকাতে ভগ্ন-
গ্রীবা গোবৎসার উপরে আপন আপন হস্ত প্রক্ষা-
৭ লন করিবে। আর তাহারা উত্তর করিয়া বলিবে,
আমাদের হস্ত এই রক্তপাত করে নাই ও আমা-
৮ দের চক্ষু ইহা দেখে নাই; হে সদাপ্রভো, তুমি
আপনার প্রজা যে ইস্রায়েলকে মুক্ত করিয়াছ,
তাহাকে ক্ষমা কর; আপনার প্রজা ইস্রায়েলের
মধ্যে নিরপরাধের রক্তপাতজন্য দোষ থাকিতে
দিও না। তাহাতে তাহাদের পক্ষে সেই রক্ত-
৯ পাতের দোষ ক্ষমা হইবে। এইরূপে তুমি আপ-
নার মধ্য হইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ
দূর করিবে; কেননা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা
যথার্থ, তাহাই তুমি করিবে।
১০ তুমি আপন শত্রুগণের প্রতিকূলে যুদ্ধে গমন
করিলে যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে
তোমার হস্তগত করেন ও তুমি তাহাদিগকে বন্দি
১১ কর; এবং সেই বন্দিদের মধ্যে কোন সুন্দরী স্ত্রী
দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া যদি তুমি তাহাকে
১২ বিবাহ করিতে চাহ; তবে তাহাকে আপন গৃহ-
মধ্যে আনিবে, এবং সে আপন মস্তক মুণ্ডন করিয়া
১৩ নখ কাটিবে; আর আপনার বন্দিত্বাবস্থার বস্ত্র
ত্যাগ করিবে; পরে তোমার গৃহে থাকিয়া আপন
পিতামাতার জন্য সম্পূর্ণ এক মাস বিলাপ
করিবে; তাহার পরে তুমি তাহার কাছে গমন
করিতে পারিবে, তুমি তাহার স্বামী হইবে ও সে
১৪ তোমার ভার্য্যা হইবে। আর যদি তাহাতে
তোমার প্রীতি না হয়, তবে যে স্থানে তাহার ইচ্ছা,
সেই স্থানে তাহাকে যাইতে দিবে; কিন্তু কোন
প্রকারে টাকা লইয়া তাহাকে বিক্রয় করিবে না।
তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিও না, কেননা
তুমি তাহাকে মানভ্রষ্টা করিয়াছ।
১৫ যদি কোন পুরুষের প্রিয়া ও অপ্রিয়া দুই স্ত্রী
থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্য
পুত্র প্রসব করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান
১৬ হয়; তবে আপন পুত্রদিগকে সর্ব্বস্বের অধিকার
দিবার সময়ে অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে
সে প্রিয়াজাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে
১৭ না। কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার
করিয়া আপন সর্ব্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে;
কারণ সে তাহার শক্তির প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠা-
ধিকার তাহারই প্রাপ্য।
১৮ যদি কাহারও পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী হয়,
পিতামাতার কথা না শুনে, এবং শাসন করিলেও
১৯ তাহাদিগকে অমান্য করে; তবে তাহার পিতা-
মাতা তাহাকে ধরিয়া নগরের প্রাচীনবর্গের
নিকটে ও তাহার নিবাসস্থানের পুরদ্বারে লইয়া
২০ যাইবে; আর তাহারা নগরের প্রাচীনবর্গকে
কহিবে, আমাদের এই পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী,
আমাদের কথা মানে না, সে অপব্যয়ী ও মদ্য-
২১ পায়ী। তাহাতে সেই নগরের সমস্ত পুরুষ তাহাকে
প্রস্তরাঘাত করিয়া বধ করিবে; এইরূপে তুমি
আপনার মধ্য হইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবে,
তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল শুনিয়া ভয় পাইবে।
২২ আর কোন মনুষ্য প্রাণদণ্ডার্হ পাপ করিলে যদি
তাহার প্রাণদণ্ড হয়, এবং তুমি তাহাকে বৃক্ষে
২৩ টাঙ্গাও, তবে তাহার শব রাত্রিতে বৃক্ষের উপরে
থাকিতে দিবে না, কিন্তু নিশ্চয় সেই দিনেই
তাহাকে কবর দিবে; কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান
যায়, সে ঈশ্বরের শাপাস্পদ; আর তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে ভূমি তোমাকে দিতে-
ছেন, আপনার সেই ভূমি অশুচি করা তোমার
অকর্ত্তব্য।

২২ তোমার কোন ভ্রাতার বলদ কিম্বা মেষকে
পথহারা হইতে দেখিলে তুমি তাহাদের
হইতে গা ঢাকা দিও না; অবশ্য আপন ভ্রাতার
২ নিকটে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবে। যদি
তোমার সেই ভ্রাতা তোমার নিকটস্থ কিম্বা পরি-
চিত না হয়, তবে তুমি সেই পশুকে আপন
বাটীতে আনিয়া যাবৎ সেই ভ্রাতা তাহার অন্বে-
ষণ না করে, তাবৎ আপনার নিকটে রাখিবে,
৩ পরে তাহা ফিরাইয়া দিবে। তুমি তাহার গর্দ্দ-
ভের সম্বন্ধে তদ্রূপ করিবে, এবং তাহার বস্ত্রের
সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিবে; তোমার ভ্রাতার হারাণ
যে কোন দ্রব্য তুমি পাও, সেই সকলের
বিষয়ে তদ্রূপ করিবে; তোমার গা ঢাকা দেওয়া
অকর্ত্তব্য।
৪ তোমার ভ্রাতার গর্দ্দভ কিম্বা বলদকে পথে
পড়িতে দেখিলে তাহাদের হইতে গা ঢাকা দিও
না; অবশ্য তুমি তাহাদিগকে তুলিতে তাহার
সাহায্য করিবে।
৫ স্ত্রীলোক পুরুষের পরিধেয়, কিম্বা পুরুষ স্ত্রীলো-
কের বস্ত্র পরিধান করিবে না; কেননা যে কেহ
তাহা করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণার্হ।
৬ পথের পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষে কিম্বা ভূমির উপরে
তোমার সম্মুখে যদি কোন পক্ষীর বাসাতে শাবক
কিম্বা ডিম্ব থাকে, এবং সেই শাবকের কিম্বা
ডিম্বের উপরে পক্ষিণী বসিয়া থাকে, তবে তুমি
৭ শাবকগণের সহিত পক্ষিণীকে ধরিও না। তুমি
আপনার জন্য শাবকগণকে লইতে পার, কিন্তু

Digitized by Google

নিশ্চয় পক্ষিণীকে ছাড়িয়া দিবে, যেন তোমার
মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হয়।
৮ নূতন গৃহ প্রস্তুত করিলে তাহার ছাদের আলি-
সিয়া নির্ম্মাণ করিও, পাছে তাহার উপর হইতে
কোন মনুষ্য পড়িলে তুমি আপন গৃহে রক্ত-
পাতের অপরাধ বর্ত্তাও।
৯ তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বপন করিও
না ; করিলে তোমার উপ্ত বীজের ফলে ও দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের ফলে তোমার স্বত্ব থাকিবে না।
১০ বলদে ও গর্দ্দভে একত্র যুড়িয়া চাস করিও না।
১১ লোম ও মসিনা মিশ্রিত সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরি-
ধান করিও না।
১২ আপনার আবরণার্থক গাত্রীয় বস্ত্রের চারি
কোণে থোপ দিও।
১৩ কোন পুরুষ যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীর কাছে
১৪ গমন করে, পরে তাহাকে ঘৃণা করে, এবং তাহার
প্রতিকূলে অপবাদ দেয় ও তাহার দুর্নাম করিয়া
বলে, আমি এই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছি বটে,
কিন্তু সঙ্গকালে ইহার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাইলাম
১৫ না ; তবে সেই কন্যার পিতামাতা তাহার কৌমা-
র্য্যের চিহ্ন লইয়া নগরের প্রাচীনবর্গের নিকটে
১৬ নগরদ্বারে উপস্থিত করিবে। আর কন্যার
পিতা প্রাচীনবর্গকে কহিবে, আমি এই ব্যক্তির
সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম, কিন্তু
১৭ এ তাহাকে ঘৃণা করে। আর দেখ, এ তাহার
অপবাদ দিয়া বলে, আমি তোমার কন্যার কৌমা-
র্য্যের চিহ্ন পাই নাই ; কিন্তু আমার কন্যার
কৌমার্য্যের চিহ্ন এই দেখ। তখন তাহারা নগরের
প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে সেই বস্ত্র বিস্তার করিবে।
১৮ পরে নগরের প্রাচীনবর্গ সেই পুরুষকে ধরিয়া শাস্তি
১৯ দিবে। আর তাহার এক শত শেকল রৌপ্য দণ্ড
করিয়া কন্যার পিতাকে দিবে, কেননা সেই ব্যক্তি
ইস্রায়েলীয় এক কুমারীর উপরে দুর্নাম আনি-
য়াছে ; পরে সে তাহার ভার্য্যা হইবে, এবং ঐ
পুরুষ যাবজ্জীবন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে
২০ না। কিন্তু সেই কথা যদি সত্য হয়, কন্যার কৌমা-
২১ র্য্যের চিহ্ন যদি না পাওয়া যায় ; তবে তাহারা
সেই কন্যাকে বাহির করিয়া তাহার পিতৃগৃহের
দ্বারসমীপে আনিবে, এবং সেই কন্যার নগরের
পুরুষেরা প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করিবে ; কেননা
পিতৃগৃহে ব্যভিচার করাতে সে ইস্রায়েলের মধ্যে
মূঢ়তার কর্ম্ম করিয়াছে ; এইরূপে তুমি আপনার
মধ্য হইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবে।
২২ কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে
ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই
পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে ; এইরূপে
তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন
করিবে।
২৩ যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা কোন কুমারীকে
২৪ নগরমধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে ; তবে
তোমরা সেই দুই জনকে বাহির করিয়া নগর
দ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে ;
সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা নগরমধ্যে
থাকিলেও সে চীৎকার করে নাই, এবং সেই
পুরুষকে বধ করিবে, কেননা সে আপন প্রতি-
বাসীর ভার্য্যাকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে ; এইরূপে
তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন
করিবে।
২৫ যদি কোন পুরুষ বাগ্দত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া
বলপূর্ব্বক তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহার
সহিত শয়নকারী সেই পুরুষমাত্র হত হইবে ;
২৬ কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবে না ; সে
কন্যাতে প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপ নাই ; কেননা
যেমন কোন মনুষ্য আপন প্রতিবাসীর প্রতিকূলে
উঠিয়া তাহাকে প্রাণে বধ করে, ইহাও তদ্রূপ।
২৭ কেননা সেই পুরুষ মাঠে তাহাকে পাইল, তাহাতে
ঐ বাগ্দত্তা কন্যা চীৎকার করিলেও তাহার
নিস্তারকর্ত্তা কেহ ছিল না।
২৮ যদি কেহ অবাগ্দত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া
তাহাকে ধরিয়া তাহার সহিত শয়ন করে ও
২৯ তাহারা ধরা পড়ে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী
সেই পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ শেকল রৌপ্য
দিবে, এবং তাহাকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে বলিয়া
সে তাহার ভার্য্যা হইবে ; সেই পুরুষ তাহাকে
যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না।
৩০ কোন পুরুষ আপন পিতৃভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে
না ও আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত
করিবে না।

২৩ চূর্ণাণ্ড কিম্বা ছিন্নলিঙ্গ ব্যক্তি সদাপ্রভুর
সমাজে প্রবেশ করিবে না। জারজ ব্যক্তিও
সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না ; তাহার
দশ পুরুষ পর্য্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ
৩ করিতে পাইবে না। অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয়
কেহ সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে
না ; দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কখনও তাহাদের কেহ
সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না।
৪ কেননা মিসর হইতে তোমাদের আগমন সময়ে
তাহারা পথে অন্ন জল লইয়া তোমাদের সহিত
সাক্ষাৎ করে নাই ; আবার তোমাকে শাপ দিতে
তোমার প্রতিকূলে অরাম-নহরয়িমস্থ পথোর-
নিবাসী বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে বেতন দিয়া-
৫ ছিল। তথাপি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিলিয়-
মের কথায় মনোযোগ করিতে অসম্মত ছিলেন।
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পক্ষে সেই অভি-
শাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত করিলেন ; কারণ
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে প্রেম করেন।

Digitized by Google

৬ তুমি যাবজ্জীবন কখনও তাহাদের শান্তি কি মঙ্গল
অন্বেষণ করিবে না।
৭ তুমি ইদোমীয়কে ঘৃণা করিও না, কেননা সে
তোমার ভ্রাতা; মিস্রীয়কে ঘৃণা করিও না, কেননা
৮ তুমি তাহার দেশে প্রবাসী ছিলে। তাহাদের
হইতে যে সন্তানগণ উৎপন্ন হইবে, তাহারা
তৃতীয় পুরুষে সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে
পারিবে।
৯ তোমার শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাই-
বার সময়ে যাবতীয় অশ্লীলতার বিষয়ে সাবধান
১০ হইও। তোমার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রাত্রি-
ঘটিত কোন অশুচিতাতে অশুচি হয়, তবে সে
শিবির হইতে বাহিরে যাইবে, শিবিরমধ্যে প্রবেশ
১১ করিবে না। পরে দিবাবসান সন্নিকট হইলে সে
জলে স্নান করিবে ও সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে
১২ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিবে। তুমি শিবিরের
বাহিরে এক স্থান নিরূপণ করিয়া বহির্দেশ বলিয়া
১৩ সেই স্থানে যাইবে; আর তোমার অস্ত্রশস্ত্র
মধ্যে একখানি খুন্তি থাকিবে; বহির্দেশে গমন
সময়ে তুমি তদ্দ্বারা গর্ত্ত করিয়া ফিরিয়া আপনার
১৪ নির্গত মল ঢাকিয়া ফেলিবে। কেননা তোমাকে
রক্ষা করিতে ও তোমার শত্রুগণকে তোমার সম্মুখে
সমর্পণ করিতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার
শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করেন; অতএব তোমার
শিবির পবিত্র হউক; পাছে তোমাতে কোন
কলুষ দেখিলে তিনি তোমা হইতে পরাঙ্মুখ হন।
১৫ যে দাস আপন স্বামীর নিকট হইতে পলাইয়া
তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি তাহাকে সেই স্বামীর
১৬ হস্তে সমর্পণ করিবে না। সে তোমার কোন এক
নগরদ্বারের ভিতরে আপনার অভিলাষানুসারে
মনোনীত স্থানে তোমার সঙ্গে তোমার মধ্যে বাস
করিবে; তুমি তাহার উপরে দৌরাত্ম্য করিবে না।
১৭ ইস্রায়েল বংশীয়া কোন কন্যা বেশ্যা না হউক
ও ইস্রায়েল বংশীয় কোন পুরুষ পুংগামী না
১৮ হউক। কোন মানতের জন্য বেশ্যার বেতন কিম্বা
কুক্কুরের মূল্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে
আনিও না, কেননা সে উভয়ই তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কাছে ঘৃণার্হ।
১৯ তুমি সুদের জন্য, রৌপ্যের সুদ, খাদ্য সাম-
গ্রীর সুদ, কোন দ্রব্যের সুদ পাইবার জন্য, আপন
২০ ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না। সুদের জন্য বিদেশীকে
ঋণ দিতে পার, কিন্তু আপন ভ্রাতাকে দিবে না;
যেন তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সে
দেশে তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।
২১ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাহা
মানত করিবে, তাহা দিতে বিলম্ব করিও না;
কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অবশ্য তাহা
তোমা হইতে আদায় করিবেন; না দিলে তোমার
২২ পাপ হইবে। কিন্তু যদি মানত না কর, তবে
২৩ তাহাতে পাপ হইবে না। তোমার ওষ্ঠনির্গত
বাক্য সযত্নে পালন করিবে; তোমার ঈশ্বর সদা-
প্রভুর উদ্দেশে তোমার মুখ হইতে যেমন স্বেচ্ছা-
দত্ত মানতের কথা নির্গত হয়, তদনুসারে করিবে।
২৪ প্রতিবাসীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গেলে তুমি আপন
ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাফল ভোজন
করিতে পারিবে, কিন্তু পাত্রে করিয়া কিছু লইবে
২৫ না। প্রতিবাসীর শস্যক্ষেত্রে গেলে তুমি আপন
হস্তে শীষ ছিঁড়িতে পারিবে, কিন্তু আপন প্রতি-
বাসীর শস্যক্ষেত্রে কাস্ত্যা দিবে না।

২৪ কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া
বিবাহ করিলে পর যদি তাহাতে কোন কলুষ
পাওয়া যায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ না পায়, তবে সেই পুরুষ তাহার
জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া
আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে
২ পারিবে। কিন্তু সে স্ত্রী তাহার বাটী হইতে বাহির
হইলে পর যদি যাইয়া অন্য পুরুষের ভার্য্যা হয়,
৩ এবং ঐ পশ্চাতের স্বামীও যদি তাহাকে ঘৃণা করে,
এবং তাহার জন্য ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে
দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করে,
কিম্বা বিবাহকারী ঐ পশ্চাতের স্বামী যদি মরিয়া
৪ যায়; তবে যে প্রথম স্বামী তাহাকে বিদায়
করিয়াছিল, সে তাহার অশুচি হইবার পরে
তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে না,
কেননা তাহা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঘৃণার্হ কর্ম্ম;
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ
তোমাকে দিতেছেন, তুমি তাহা পাপলিপ্ত
করিবে না।
৫ যে ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়াছে, সে যুদ্ধে
গমন করিবে না, এবং তাহাকে কোন কর্ম্মের ভার
দেওয়া যাইবে না; সে এক বৎসর পর্য্যন্ত আপন
গৃহে নিষ্কর্ম্মে থাকিয়া আপনার গৃহীতা ভার্য্যার
মনোরঞ্জন করিবে।
৬ কেহ কাহারও যাঁতা কিম্বা তাহার উপরের
পাট বন্ধক রাখিবে না; তাহা করিলে প্রাণ
বন্ধক রাখা হয়।
৭ কোন মনুষ্য যদি আপন ভ্রাতৃগণের—ইস্রা-
য়েল-সন্তানদের—মধ্যে কোন প্রাণীকে চুরি করে,
এবং তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করে, বা
বিক্রয় করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর হত
হইবে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে
দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবে।
৮ তুমি কুষ্ঠরোগের ঘায়ের বিষয়ে সাবধান হইয়া
লেবীয় যাজকেরা যে সকল উপদেশ দিবে, অতি-
শয় যত্নপূর্ব্বক তদনুসারে কর্ম্ম করিও; আমি

Digitized by Google

তাহাদিগকে যে যে আজ্ঞা দিয়াছি, তাহা পালন
৯ করিতে যত্ন করিও। মিসর হইতে তোমাদের
আগমন সময়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পথে
মরিয়মের প্রতি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ
করিও।
১০ তোমার প্রতিবাসীকে কোন প্রকার কিছু ঋণ
দিলে তুমি বন্ধকী দ্রব্য লইবার জন্য তাহার গৃহে
১১ প্রবেশ করিবে না। তুমি বাহিরে দাঁড়াইয়া
থাকিবে, এবং ঋণী ব্যক্তি বন্ধকী দ্রব্য বাহির
১২ করিয়া তোমার নিকটে আনিবে। আর সে যদি
দরিদ্র হয়, তবে তুমি তাহার বন্ধকী দ্রব্য রাখিয়া
১৩ নিদ্রা যাইবে না। সূর্য্যাস্তকালে তাহার বন্ধকী
দ্রব্য তাহাকে অবশ্য ফিরাইয়া দিবে ; তাহাতে
সে আপন বস্ত্রে শয়ন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করিবে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
তোমার ধার্ম্মিকতা লাভ হইবে।
১৪ তোমার ভ্রাতা হউক, কিম্বা তোমার দেশের
নগরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী হউক, দীন দুঃখী
১৫ বেতনজীবীর প্রতি উপদ্রব করিও না। কার্য্যের
দিবসে তাহার বেতন তাহাকে দিও ; সূর্য্যের
অস্তগমন পর্য্যন্ত তাহা রাখিও না ; কেননা সে
দরিদ্র, এবং সেই বেতনের উপরে তাহার প্রাণ
পড়িয়া থাকে ; পাছে সে তোমার প্রতিকূলে
সদাপ্রভুকে ডাকিলে তোমার পাপ হয়।
১৬ সন্তানের জন্য পিতার, কিম্বা পিতার জন্য সন্তা-
নের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না ; প্রতি জন আপন
আপন পাপ প্রযুক্ত প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।
১৭ বিদেশীর কিম্বা পিতৃহীনের বিচারে অন্যায়
করিও না, এবং বিধবার বস্ত্র বন্ধক লইও না।
১৮ আর স্মরণ রাখিবে, তুমি মিসরদেশে দাস
ছিলে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তথা হইতে
তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন, এই জন্য আমি
তোমাকে এই কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা দিতেছি।
১৯ তুমি ক্ষেত্রে আপন শস্য ছেদন কালে যদি এক
আটি ক্ষেত্রে ভুলিয়া রাখিয়া আসিয়া থাক, তবে
তাহা লইতে ফিরিয়া যাইও না ; তাহা বিদে-
শীর, পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে ; তাহাতে
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত সমস্ত
কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
২০ যখন তোমার জিতবৃক্ষের ফল পাড়, তখন
শাখাতে আবার অবশিষ্টের অন্বেষণ করিও না ;
তাহা বিদেশীর, পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে।
২১ যখন তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষাফল চয়ন কর,
তখন চয়নের পরে আবার চয়ন করিও না ; তাহা
২২ বিদেশীর, পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে। আর
৭।স্মরণ রাখিও, তুমি মিসরদেশে দাস ছিলে,
এই জন্য আমি তোমাকে এই কর্ম্ম করিবার
আজ্ঞা দিতেছি।

২৫ মনুষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে
উহারা যদি বিচারার্থে বিচারকর্ত্তাদের
নিকটে যায়, তবে তাহারা নির্দ্দোষকে নির্দ্দোষ
২ ও দোষীকে দোষী করিবে। আর যদি দোষী
ব্যক্তি প্রহারের যোগ্য হয়, তবে বিচারকর্ত্তা
তাহাকে উবুড় করাইয়া তাহার অপরাধানুসারে
আঘাতের সংখ্যা নিশ্চয় করিয়া আপনার
৩ সাক্ষাতে তাহাকে প্রহার করাইবে। সে চল্লিশ
আঘাত করিতে পারে, তাহার অধিক নয় ; পাছে
অধিক আঘাতপূর্ব্বক তারা প্রহার করিলে তোমার
ভ্রাতা তোমার সাক্ষাতে তুচ্ছনীয় হয়।
৪ শস্যমর্দ্দনকারী বলদের মুখে জালতি বা-
ন্ধিও না।
৫ যদি ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া বাস করে, এবং
তাহাদের মধ্যে এক জন নিঃসন্তান হইয়া মরে,
তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাহিরের অন্য গোষ্ঠী-
ভুক্ত পুরুষকে বিবাহ করিবে না ; তাহার দেবর
তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার কাছে গমন
করিবে, এবং তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য সাধন
৬ করিবে। পরে সেই স্ত্রী যে জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রসব
করিবে, সে ঐ মৃত ভ্রাতার নামে উত্তরাধিকারী
হইবে ; তাহাতে ইস্রায়েল হইতে তাহার নাম
৭ লুপ্ত হইবে না। আর সেই পুরুষ যদি আপন
ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়, তবে
সে স্ত্রী নগরদ্বারে প্রাচীনবর্গের কাছে গিয়া
বলিবে, আমার দেবর ইস্রায়েলের মধ্যে আপন
ভ্রাতার নাম রক্ষা করিতে অসম্মত, সে আমার
প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য সাধন করিতে চাহে না।
৮ তখন তাহার নগরের প্রাচীনবর্গ তাহাকে ডাকিয়া
তাহার সঙ্গে কথা বলিবে ; যদি সে দাঁড়াইয়া
বলে, উহাকে গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই ;
৯ তবে তাহার ভ্রাতৃপত্নী প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে
তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পদ হইতে
পাদুকা খুলিবে ও তাহার মুখে থুথু দিয়া
প্রত্যুত্তররূপে এই কথা কহিবে, যে কেহ আপন
ভ্রাতার কুল রক্ষা না করে, তাহার প্রতি এইরূপ
১০ করা যায়। আর ইস্রায়েলের মধ্যে সে মুক্ত-
পাদুককুল নামে প্রসিদ্ধ হইবে।
১১ পুরুষেরা পরস্পর বিরোধ করিলে তাহাদের
এক জনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হস্ত হইতে আপন
স্বামীকে মুক্ত করিতে আসিয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক
১২ প্রহারকের পুরুষাঙ্গ ধরে, তবে তুমি তাহার হস্ত
কাটিয়া ফেলিবে, চক্ষুর্লজ্জা করিবে না।
১৩ তোমার থলিয়াতে ছোট বড় দুই প্রকার বাট্-
১৪ খারা না থাকুক। তোমার গৃহে ছোট বড় দুই
১৫ প্রকার পরিমাণপাত্র না থাকুক। তুমি যথার্থ ও
ন্যায্য বাট্খারা রাখিও, যথার্থ ও ন্যায্য পরি-
মাণপাত্র রাখিও ; তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদা-

Digitized by Google

প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে
১৬ তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হইবে। কারণ যে কেহ
ঐ প্রকার কার্য্য করে, যে কেহ অন্যায় করে, সে
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত।
১৭ স্মরণ রাখিও, মিসর হইতে তোমরা যখন
বাহির হইয়া আসিয়াছিলে, তখন পথে তোমার
১৮ প্রতি অমালেক কি করিল; তোমার শ্রান্তি ও
ক্লান্তির সময়ে সে কি প্রকারে তোমার সহিত
পথে মিলিয়া তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী দুর্ব্বল লোক
সকলকে আক্রমণ করিল; আর সে ঈশ্বরকে ভয়
১৯ করিল না। অতএব তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে
দেশ স্বত্বাধিকারার্থে তোমাকে দিতেছেন, সেই
দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সকল
শত্রু হইতে তোমাকে বিশ্রাম দিলে পর তুমি
আকাশমণ্ডলের অধঃ হইতে অমালেকের স্মৃতি
লোপ করিও; ইহা বিস্মৃত হইও না।

অগ্রিমাংশ ও দশমাংশ বিষয়ক নিয়ম।

২৬ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে
দেশ তোমাকে দিতেছেন, তুমি যখন সেই
দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার করিবে ও
২ তন্মধ্যে বাস করিবে; তৎকালে আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর দত্ত আপনার সেই দেশের ভূম্যুৎপন্ন
যাবতীয় ফলের অগ্রিমাংশ হইতে কিছু কিছু
লইয়া চুপড়িতে করিয়া, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করি-
৩ বেন, সেই স্থানে গমন করিবে। আর তাৎকালিক
যাজকের কাছে গিয়া তাহাকে কহিবে, সদাপ্রভু
আমাদিগকে যে দেশ দিতে আমাদের পিতৃ-
পুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে
আমি প্রবিষ্ট হইলাম; ইহা অদ্য তোমার ঈশ্বর
৪ সদাপ্রভুর নিকটে নিবেদন করিতেছি। তাহাতে
যাজক তোমার হস্ত হইতে সেই চুপড়ি লইয়া
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে
৫ রাখিবে। আর তুমি সায় দিয়া আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সম্মুখে এই কথা কহিবে, এক জন
নষ্টকল্প অরামীয় আমার পিতৃপুরুষ ছিলেন;
তিনি অল্প সংখ্যায় মিসরে নামিয়া গিয়া প্রবাস
করিলেন; এবং সে স্থানে মহৎ, পরাক্রান্ত ও
৬ বহুপ্রজ জাতি হইয়া উঠিলেন। পরে মিস্রীয়েরা
আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল, আমাদিগকে
৭ দুঃখ দিল ও কঠিন দাসত্ব করাইল; তাহাতে
আমরা আপন পিতৃগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে
ক্রন্দন করিলাম; তাহাতে সদাপ্রভু আমাদের
রব শুনিয়া আমাদের দীনতা, শ্রম ও উপদ্রবের
৮ প্রতি দৃষ্টি করিলেন। আর সদাপ্রভু বলবান্
হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও মহাভয়ঙ্করতা এবং নানা
অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ দ্বারা মিসর হইতে
৯ আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন। আর
এই স্থানে আনিয়া দুগ্ধমধুপ্রবাহী এই দেশ
১০ আমাদিগকে দিয়াছেন। এখন, হে সদাপ্রভো,
দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি দিয়াছ, তাহার
ফলের অগ্রিমাংশ আমি আনিয়াছি। এই বলিয়া
তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা
রাখিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রণি-
১১ পাত করিবে। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে ও তোমার পরিবারকে যে যে মঙ্গল
দান করিয়াছেন, সেই সকলেতে তুমি ও তোমার
মধ্যবর্ত্তী লেবীয় ও বিদেশী, তোমরা সকলে
আনন্দ করিবে।
১২ তৃতীয় বৎসরে, অর্থাৎ দশমাংশের বৎসরে,
তোমার উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ পৃথক্‌করণ
সমাপ্ত করিলে পর তুমি লেবীয়কে, বিদেশীকে,
পিতৃহীনকে ও বিধবাকে তাহা দিবে, তাহাতে
তাহারা তোমার নগরদ্বার মধ্যে ভোজন করিয়া
১৩ তৃপ্ত হইবে। পরে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সম্মুখে এই কথা কহিবে, তোমার আজ্ঞাপিত
সমস্ত বাক্যানুসারে আমি আপন গৃহ হইতে
পবিত্র বস্তু বাহির করিয়া লেবীয়কে, বিদেশীকে,
পিতৃহীনকে ও বিধবাকে দিয়াছি; তোমার কোন
আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই ও বিস্মৃত হই নাই;
১৪ আমার শোকের সময় আমি তাহার কিছুই
ভোজন করি নাই, অশুচি অবস্থায় তাহার কিছুই
বাহির করি নাই, এবং মৃত লোকের উদ্দেশে
তাহার কিছুই দিই নাই; আমি আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর রবে অবধান করিয়াছি; তোমার
১৫ আজ্ঞানুসারেই সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছি। তুমি
আপন পবিত্র নিবাস হইতে, স্বর্গ হইতে, দৃষ্টি-
পাত কর, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে
কৃত আপনার দিব্যানুসারে যে ভূমি আমাদিগকে
দিয়াছ, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশকে ও তোমার
প্রজা ইস্রায়েলকে আশীর্ব্বাদ কর।
১৬ এই সকল বিধি ও শাসন পালন করিতে অদ্য
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আজ্ঞা করিয়া-
ছেন, তুমি যত্নপূর্ব্বক আপনার সমস্ত হৃদয় ও
সমস্ত প্রাণের সহিত এ সমস্ত পালন করিও।
১৭ অদ্য তুমি এই অঙ্গীকার করিলে যে, সদাপ্রভুই
তোমার ঈশ্বর হইবেন, এবং তুমি তাঁহার পথে
চলিবে, তাঁহার বিধি, আজ্ঞা ও শাসন সকল
পালন করিবে এবং তাঁহার রবে অবধান করিবে।
১৮ আর অদ্য সদাপ্রভুও এই অঙ্গীকার করিয়াছেন
যে, তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে তুমি তাঁহার নিজস্ব
প্রজা হইবে ও তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা পালন
১৯ করিবে। আর তিনি আপনার রচিত সমস্ত জাতি
অপেক্ষা তোমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া প্রশংসা, কীর্ত্তি ও

Digitized by Google

মর্য্যাদাস্বরূপ করিবেন, এবং তাঁহার বাক্যানুসারে
তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র
প্রজা হইবে।

কনান দেশে ব্যবস্থা ঘোষণা করিবার আদেশ।

২৭ পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ
লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, অদ্য
আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিই, তোমরা
২ সে সমস্ত পালন করিও। আর তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তুমি যখন
যর্দ্দন পার হইয়া সেই দেশে উপস্থিত হইবে,
তখন আপনার জন্য কতগুলিন বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন
৩ করিও ও তাহা চূর্ণ দিয়া লেপন করিও। আর
তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার
কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে যে
দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে দিতেছেন, তথায় প্রবেশ করণার্থে পার
হইবার সময় তুমি সেই প্রস্তরগুলির উপরে এই
৪ ব্যবস্থার সমস্ত কথা লিখিও। আর আমি অদ্য
যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে এই আদেশ
করিলাম, তোমরা যর্দ্দন পার হইলে পর এবল
পর্ব্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিও ও তাহা
৫ চূর্ণ দিয়া লেপন করিও। আর সে স্থানে তুমি
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি,
প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবে, তাহার উপরে
৬ লৌহাস্ত্র তুলিবে না। তুমি আপন ঈশ্বর সদা-
প্রভুর সেই বেদি অতক্ষিত প্রস্তর দ্বারা গাঁথিবে;
তাহার উপরে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৭ হোমবলি উৎসর্গ করিবে, এবং মঙ্গলার্থক বলি
দান করিবে, আর সেই স্থানে ভোজন করিয়া
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে আনন্দ করিবে।
৮ আর সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত
বাক্য অতি স্পষ্টরূপে লিখিবে।
৯ পরে মোশি ও লেবীয় যাজকগণ সমস্ত ইস্রা-
য়েলকে কহিলেন, হে ইস্রায়েল, নীরব হইয়া শুন,
অদ্য তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রজা হইলে;
১০ অতএব আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান
করিও, এবং আমার অদ্যকার আদিষ্ট তাঁহার
এই সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি পালন করিও।
১১ সেই দিবসে মোশি লোকদিগকে এই আজ্ঞা
১২ করিলেন, তোমরা যর্দ্দন পার হইলে পর শিমি-
য়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর, যোষেফ ও বিন্যা-
মীন, ইহারা লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে
১৩ গরিষীম পর্ব্বতে দাঁড়াইবে। আর রূবেণ, গাদ,
আশের, সবূলূন, দান ও নপ্তালি, ইহারা শাপ
১৪ দিতে এবল পর্ব্বতে দাঁড়াইবে। পরে লেবীয়গণ
উত্তর করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিবে,
১৫ যে ব্যক্তি শিল্পকরের হস্তনির্ম্মিত কোন
খোদিত কিম্বা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর
ঘৃণিত বস্তু, নির্ম্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে,
সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক উত্তর করিয়া
বলিবে, আমেন।
১৬ যে কেহ আপন পিতাকে কি মাতাকে অবজ্ঞা
করে সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে,
আমেন।
১৭ যে কেহ আপন প্রতিবাসীর ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর
করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে,
আমেন।
১৮ যে কেহ অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে, সে শাপগ্রস্ত;
তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।
১৯ যে কেহ বিদেশীর, পিতৃহীনের, কি বিধবার
বিচারে অন্যায় করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে
সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।
২০ যে কেহ পিতৃভার্য্যার সহিত শয়ন করে, আপন
পিতার আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে শাপগ্রস্ত;
তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।
২১ যে কেহ কোন পশুর সহিত শয়ন করে, সে
শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।
২২ যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত অর্থাৎ পিতৃ-
কন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে
শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।
২৩ যে কেহ আপন শ্বশ্রূর সহিত শয়ন করে, সে
শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।
২৪ যে কেহ আপন প্রতিবাসীকে গোপনে বধ
করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে,
আমেন।
২৫ যে কেহ নিরপরাধের প্রাণ হত্যা করিতে উৎ-
কোচ গ্রহণ করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত
লোক বলিবে, আমেন।
২৬ যে কেহ এই ব্যবস্থার কথা সকল পালন
করিতে সেই সকলের উপর আস্থা না রাখে, সে
শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

ঈশ্বরীয় আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ।

২৮ আমি তোমাকে অদ্য যে সকল আজ্ঞা
জ্ঞাপন করি, যত্নপূর্ব্বক সেই সকল পালন
করিতে যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে
অবধান কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথি-
বীস্থ সমস্ত জাতি অপেক্ষা তোমাকে শ্রেষ্ঠ করি-
২ বেন। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অব-
ধান করিলে এই সকল আশীর্ব্বাদ তোমার প্রতি
৩ বর্ত্তিবে ও তোমাতে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে
আশীর্ব্বাদযুক্ত ও ক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে।

Digitized by Google

৪ তোমার শরীরের ফল, ভূমির ফল ও পশুর ফল,
গোরুর বৎস ও মেষীদের শাবক আশীর্ব্বাদযুক্ত
৫ হইবে। তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার
৬ কাঠুয়া আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। তোমার ভিতরে
আগমন সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে, এবং
বাহিরে গমন সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে।
৭ সদাপ্রভু তোমার প্রতিকূলে উত্থিত শত্রুগণকে
তোমার সম্মুখে আঘাত করাইবেন; তাহারা
এক পথ দিয়া তোমার প্রতিকূলে আসিবে, কিন্তু
সাত পথ দিয়া তোমার সম্মুখ হইতে পলায়ন
৮ করিবে। সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলা-
ঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর,
তাহাতে আশীর্ব্বাদকে তোমার সহচর করিবেন;
এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ
দিতেছেন, তথায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
৯ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাঁহার
পথে গমন করিলে সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে
তোমাকে আপনার পবিত্র প্রজা করিয়া স্থাপন
১০ করিবেন। আর তুমি সদাপ্রভুর নামে আখ্যাত,
পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি ইহা দেখিবে ও তোমা
১১ হইতে ভীত হইবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে যে
দেশ দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য
করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থে তোমার
শরীরের ফলে, পশুর ফলে ও ভূমির ফলে
১২ তোমাকে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিবেন। যথাকালে
তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের
সমস্ত কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার
আকাশরূপ মঙ্গলভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন; এবং
তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ
১৩ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ
করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত
না হইয়া কেবল উন্নত হইবে। কিন্তু ইহাই আব-
শ্যক যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল
আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে আমি তোমাকে
অদ্য আদেশ করিতেছি, তুমি তাহাতে অবধান
১৪ কর, আর অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা
আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ইতর দেবগণের পূজা
করণার্থে তাহাদের অনুগামী হইবার জন্য সেই
সকল কথার দক্ষিণে কি বামে যেন না ফির।
১৫ কিন্তু আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে সমস্ত
আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করি, যত্নপূর্ব্বক সেই
সকল পালনার্থে যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদা-
প্রভুর রবে অবধান না কর, তবে এই সমস্ত অভি-
শাপ তোমার প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাতে আশ্রয়
১৬ করিবে। তুমি নগরে শাপগ্রস্ত ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত
১৭ হইবে। তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার
১৮ কাঠুয়া শাপগ্রস্ত হইবে। তোমার শরীরের ফল,
ভূমির ফল এবং তোমার গোরুর বৎস ও মেষীদের
১৯ শাবক শাপগ্রস্ত হইবে। তোমার ভিতরে আগ-
মন সময়ে তুমি শাপগ্রস্ত হইবে ও বাহিরে গমন
২০ সময়ে তুমি শাপগ্রস্ত হইবে। আমাকে ত্যাগ
করণরূপ দুষ্টতার ক্রিয়া প্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত তোমার
সংহার ও আশু বিনাশ না হয়, তাবৎ যে কোন
কার্য্যে তুমি হস্তক্ষেপ কর, তাহাতে সদাপ্রভু
তোমার উপর অভিশাপ, উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা
২১ প্রেরণ করিবেন। তুমি যে দেশ অধিকার করিতে
যাইতেছ, সেই দেশ হইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না
হও, তাবৎ সদাপ্রভু তোমাকে মহামারীর আশ্রয়
২২ করিবেন। সদাপ্রভু ক্ষয়রোগ, জ্বর, জ্বালা, প্রচণ্ড
উত্তাপ ও খড়্গ, এবং শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা
তোমাকে আঘাত করিবেন; তোমার বিনাশ না
হওয়া পর্য্যন্ত সে সকল তোমার অনুধাবন করিবে।
২৩ আর তোমার মস্তকোপরিস্থিত আকাশ পিত্তল
২৪ ও অধঃস্থিত ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে। সদাপ্রভু
তোমার দেশে জলের পরিবর্ত্তে ধুলি ও বালি
বর্ষণ করিবেন; যে পর্য্যন্ত তোমার বিনাশ না
হয়, তাবৎ তাহা আকাশ হইতে নামিয়া তোমার
২৫ উপরে পড়িবে। সদাপ্রভু তোমার শত্রুদের
সম্মুখে তোমাকে আঘাত করাইবেন; তুমি এক
পথ দিয়া তাহাদের প্রতিকূলে যাইবে, কিন্তু সাত
পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন
করিবে; এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের মধ্যে
২৬ ভাসিয়া বেড়াইবে। আর তোমার শব খেচর
পক্ষিসমূহের ও ভূচর পশুগণের ভক্ষ্য হইবে;
২৭ কেহ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে না। সদাপ্রভু
তোমাকে মিস্রীয় স্ফোটক, এবং অর্শ, পামা ও
খুজলি, এই সকল অপ্রতীকার্য্য রোগ দ্বারা আঘাত
২৮ করিবেন। সদাপ্রভু উন্মাদ, অন্ধতা ও চিত্তের
২৯ স্তব্ধতা দ্বারা তোমাকে আঘাত করিবেন। অন্ধ
যেমন অন্ধকারে হাঁতড়িয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তুমি
মধ্যাহ্নকালে হাঁতড়িয়া বেড়াইবে ও আপন পথে
অকৃতকার্য্য হইবে, এবং সর্ব্বদা কেবল উপদ্রুত
ও লুণ্ঠিত হইবে, কেহ তোমাকে নিস্তার করিবে
৩০ না। তোমার প্রতি কন্যার বাগদান হইলে অন্য
পুরুষ তাহাতে উপগত হইবে; গৃহ নির্ম্মাণ
করিলে তুমি তাহাতে বাস করিতে পাইবে না;
দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে তাহার ফল ভোগ
৩১ করিবে না। তোমার গোরু তোমার সম্মুখে হত
হইবে, কিন্তু তুমি তাহার মাংস ভোজন করিতে
পাইবে না; তোমার গর্দ্দভ তোমার সাক্ষাতে বল
দ্বারা অপহৃত হইবে, তাহা তোমাকে ফিরাইয়া
দেওয়া যাইবে না; তোমার মেষপাল তোমার
শত্রুগণকে দত্ত হইবে, তোমার পক্ষে নিস্তারকর্ত্তা
৩২ কেহ থাকিবে না। তোমার পুত্রকন্যাগণ অন্য-
জাতীয়দিগকে দত্ত হইবে ও সমস্ত দিন তাহা-
দের অপেক্ষায় চাহিতে চাহিতে তোমার চক্ষু

Digitized by Google

ক্ষীণ হইবে, এবং তোমার হস্ত সামর্থ্যহীন হইবে।
৩৩ তোমার অবিদিত এক জাতি তোমার ভূমির ফল
ও তোমার শ্রমের সমস্ত ফল ভোগ করিবে ; এবং
৩৪ তুমি সর্ব্বদা কেবল উপদ্রুত ও চূর্ণ হইবে। আর
তোমার চক্ষু যাহা দেখিবে, তৎপ্রযুক্ত তুমি উন্মত্ত
৩৫ হইবে। সদাপ্রভু তোমার জানু, জংঘা ও পদ-
তলাবধি মস্তক পর্য্যন্ত অপ্রতীকার্য্য দুষ্ট স্ফোটক
৩৬ দ্বারা আঘাত করিবেন। সদাপ্রভু তোমাকে এবং
যে রাজাকে তুমি আপনার উপরে নিযুক্ত করিবে,
তাহাকে তোমার অবিদিত এবং তোমার পিতৃ-
পুরুষদের অবিদিত এক জাতির কাছে লইয়া
যাইবেন ; সেই স্থানে তুমি ইতর দেবগণের,
৩৭ কাষ্ঠ ও প্রস্তরের, পূজা করিবে। আর সদাপ্রভু
তোমাকে যে সকল জাতির মধ্যে লইয়া যাই-
বেন, তাহাদের কাছে তুমি চমৎকারের, গল্পের
৩৮ ও উপহাসের আস্পদ হইবে। তুমি বহু বীজ
বহিয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাইবে, কিন্তু অল্প সংগ্রহ
করিবে ; কেননা পঙ্গপাল তাহা বিনষ্ট করিবে।
৩৯ তুমি দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার পাইট
করিবে, কিন্তু দ্রাক্ষারস পান করিতে কি দ্রাক্ষা-
ফল চয়ন করিতে পাইবে না ; কেননা কীটে তাহা
৪০ খাইয়া ফেলিবে। তোমার সকল অঞ্চলে জিত-
বৃক্ষ হইবে, কিন্তু তুমি তৈল মর্দ্দন করিতে পাইবে
না ; কেননা তোমার জিতবৃক্ষের ফল ঝরিয়া
৪১ পড়িবে। তুমি পুত্রকন্যাগণের জন্ম দিবে, কিন্তু
তাহারা তোমার হইবে না ; কেননা তাহারা
৪২ বন্দি হইয়া যাইবে। পঙ্গপাল তোমার সমস্ত
৪৩ বৃক্ষ ও ভূমির ফল অধিকার করিবে। তোমার
মধ্যবর্ত্তী বিদেশী তোমা হইতে উত্তর উত্তর উন্নত
৪৪ হইবে ও তুমি উত্তর উত্তর অবনত হইবে। সে
তোমাকে ঋণ দিবে, কিন্তু তুমি তাহাকে ঋণ দিবে
না ; সে মস্তকস্বরূপ হইবে ও তুমি পুচ্ছস্বরূপ
৪৫ হইবে। আর এই সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি-
কূলে আসিবে, তোমার অনুধাবন করিয়া তোমার
বিনাশ পর্য্যন্ত তোমাতে আশ্রয় করিবে ; কেননা
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল আজ্ঞা
ও বিধি দিয়াছেন, তুমি সে সকল পালনার্থে
৪৬ তাঁহার রবে অবধান করিলে না। অতএব সে
সমস্ত শাপ তোমার ও যুগে যুগে তোমার বংশের
উপরে অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ থাকিবে।
৪৭ যেহেতুক সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির বাহুল্যকালে তুমি
আনন্দপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
৪৮ দাসত্ব করিতে না ; এই জন্য সদাপ্রভু তোমার
প্রতিকূলে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তুমি ক্ষুধা,
তৃষ্ণা, উলঙ্গতা ও সকল বিষয়ের অভাব ভোগ
করিতে করিতে তাহাদের দাসত্ব করিবে, এবং
তোমার বিনাশ না করা পর্য্যন্ত তিনি তোমার
৪৯ গ্রীবাতে লৌহের যোঁয়ালি দিবেন। সদাপ্রভু
তোমার প্রতিকূলে অতি দূর হইতে, পৃথিবীর
প্রান্ত হইতে, উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায়
এক জাতিকে আনিবেন, সেই জাতির ভাষা তুমি
৫০ বুঝিতে পারিবে না। সেই জাতি ভয়ঙ্করবদন,
বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে না ও বালকের প্রতি
৫১ কৃপা করিবে না। আর যে পর্য্যন্ত তোমার বিনাশ
না হইবে, তাবৎ সে তোমার পশুর ফল ও ভূমির
ফল ভোজন করিবে ; যাবৎ সে তোমার বিনাশ
সাধন না করিবে, তাবৎ তোমার জন্য শস্য,
দ্রাক্ষারস কিম্বা তৈল, গোরুর বৎস কিম্বা মেষীর
৫২ শাবক অবশিষ্ট রাখিবে না। আর তোমার সমস্ত
দেশের যে সমস্ত উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীরে তুমি
বিশ্বাস করিতে, সে সকল যাবৎ ভূমিসাৎ না
হইবে, তাবৎ সে তোমার সমস্ত নগরদ্বারে
তোমাকে অবরোধ করিবে ; তোমার ঈশ্বর সদা-
প্রভুর দত্ত তোমার সমস্ত দেশের সমস্ত নগরদ্বারে
৫৩ সে তোমাকে অবরোধ করিবে। এইরূপে তোমার
অবরোধসময়ে তোমার শত্রুগণ তোমাকে ক্লেশ
দিলে তুমি আপন শরীরের ফল, তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর দত্ত নিজ পুত্রকন্যাদিগের মাংস,
৫৪ ভোজন করিবে। যখন যাবতীয় নগরদ্বারে শত্রু-
গণকর্ত্তৃক তুমি ক্লিষ্ট ও অবরুদ্ধ হইবে, তখন
তোমার মধ্যে যে পুরুষ কোমল ও অতিশয় সুখ-
ভোগী, তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকা প্রযুক্ত
৫৫ সে আপন সন্তানদের মাংস খাইবে। কিন্তু
আপন ভ্রাতার, বক্ষঃস্থিতা ভার্য্যার ও অবশিষ্ট
সন্তানদের প্রতি তাহার এমন চক্ষু টাটাইবে যে,
সে তাহাদের কাহাকেও ঐ মাংসের কিছুই দিবে
৫৬ না। যখন যাবতীয় নগরদ্বারে শত্রুগণকর্ত্তৃক তুমি
ক্লিষ্ট ও অবরুদ্ধ হইবে, তখন যে স্ত্রী কোমলতা
ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে
রাখিতে সাহস করিত না, তোমার মধ্যবর্ত্তিনী
এমন কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী মহিলার চক্ষু
আপন বক্ষঃস্থিত স্বামীর, আপন পুত্রের ও কন্যার
৫৭ উপরে, এমন কি, আপনার দুই পায়ের মধ্য
হইতে নির্গত গর্ভপুষ্পের ও আপনার প্রসবিত
শিশুদের উপরে টাটাইবে ; কারণ সমস্তের
অভাব প্রযুক্ত সে ইহাদিগকে গোপনে খাইবে।
৫৮ "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু," এই গৌরবান্বিত ও
ভয়াবহ নামকে ভয় করিবার জন্য যদি তুমি এই
পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত কথা যত্নপূর্ব্বক
৫৯ পালন না কর ; তবে সদাপ্রভু তোমাকে ও
তোমার বংশকে আশ্চর্য্য আঘাত করিবেন ;
ফলতঃ বহুকালস্থায়ী মহাঘাত ও বহুকালস্থায়ী
৬০ ব্যথাজনক রোগ দ্বারা আঘাত করিবেন। আর
তুমি যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইতে, সেই মিস্রীয়
সমস্ত ব্যাধি আবার তোমার মধ্যে আনিবেন ; সে
৬১ সকল তোমাকে আশ্রয় করিবে। তদ্ভিন্ন যাহা এই

Digitized by Google

ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত নাই, এমন প্রত্যেক রোগ
ও আঘাত সদাপ্রভু তোমার বিনাশ না হওয়া
৬২ পর্য্যন্ত তোমার উপরে আনিবেন। তাহাতে
তোমরা আকাশস্থ তারার ন্যায় বহুসংখ্যক হই-
লেও অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট থাকিবে; কেননা
তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান
৬৩ করিতে না। আর তোমাদের মঙ্গল ও বৃদ্ধি করিতে
যেমন সদাপ্রভু তোমাদের সম্বন্ধে আনন্দ করি-
তেন, সেইরূপ তোমাদের বিনাশ ও লোপ করিতে
সদাপ্রভু তোমাদের সম্বন্ধে আনন্দ করিবেন;
এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ,
৬৪ তথা হইতে উন্মূলিত হইবে। আর সদাপ্রভু
তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত
পর্য্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিবেন;
সেই স্থানে তুমি আপনার ও আপন পিতৃপুরুষদের
অবিদিত ইতর দেবগণের, কাষ্ঠ ও প্রস্তরের, পূজা
৬৫ করিবে। আর তুমি সেই জাতিগণের মধ্যে কিছু
সুখ পাইবে না ও তোমার পদতলের জন্য
বিশ্রামস্থান থাকিবে না, কিন্তু সদাপ্রভু সেই স্থানে
তোমাকে হৃৎকম্প, চক্ষুর ক্ষীণতা ও প্রাণের শুষ্কতা
৬৬ দিবেন। আর তোমার জীবন তোমার দৃষ্টিতে
সংশয়ে দোলায়মান হইবে, এবং তুমি দিবারাত্রি
শঙ্কা করিবে, ও আপন জীবনের বিষয় তোমার
৬৭ বিশ্বাস জন্মিবে না। তুমি হৃদয়ে যে শঙ্কা করিবে
ও চক্ষুতে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিবে, তৎপ্রযুক্ত
প্রাতঃকালে বলিবে, হায় হায়, কখন সন্ধ্যা
হইবে? এবং সন্ধ্যাকালে বলিবে, হায় হায়, কখন
৬৮ প্রাতঃকাল হইবে? আর 'তুমি এই পথ আর
দেখিবে না,' ইহা যে পথের বিষয়ে আমি
তোমাকে বলিয়াছি, সদাপ্রভু সেই মিসরদেশের
পথে জাহাজে করিয়া তোমাকে পুনর্ব্বার লইয়া
যাইবেন, এবং সেই স্থানে তোমরা দাসদাসী-
রূপে আপন শত্রুদের কাছে বিক্রীত হইতে যাইবে;
কিন্তু কেহ তোমাদিগকে ক্রয় করিবে না।

ঈশ্বরীয় নিয়মের পুনঃপ্রচার।

২৯ সদাপ্রভু হোরেবে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন
মোয়াবদেশে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিতে
মোশিকে আজ্ঞা করিলেন, সেই নিয়মের বৃত্তান্ত
এই।
২ মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিয়া আনিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু মিসরদেশে
ফরৌণের, তাঁহার সমস্ত দাসের ও সমস্ত দেশের
প্রতি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা
৩ স্বচক্ষে দেখিয়াছ; পরীক্ষাসিদ্ধ সেই মহৎ প্রমাণ,
সেই মহৎ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ সকল
৪ তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; তথাচ সদাপ্রভু
অদ্যাপি তোমাদিগকে জানিবার হৃদয়, দেখি-
৫ বার চক্ষু ও শুনিবার কর্ণ দেন নাই। আমিই
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, ইহা যেন তোমরা
জ্ঞাত হও, এই জন্য আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত
প্রান্তরে তোমাদিগকে গমন করাইয়াছি; তোমা-
দের গাত্রে তোমাদের বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও
তোমার পায়ে তোমার জুতা পুরাতন হয় নাই;
৬ তোমরা রুটী ভোজন কর নাই, এবং দ্রাক্ষারস
৭ ও সুরা পান কর নাই। আর তোমরা যখন এই
স্থানে উপস্থিত হইলে, তখন হিষ্‌বোনের সীহোন
রাজা ও বাশনের ওগ রাজা আমাদের সহিত যুদ্ধ
করিতে বাহির হইলে আমরা তাহাদিগকে আঘাত
৮ করিলাম; আর তাহাদের দেশ লইয়া অধি-
কারার্থে রূবেণীয় ও গাদীয়দিগকে এবং মনঃশীয়-
৯ দের অর্দ্ধ বংশকে দিলাম। অতএব তোমরা যাহা
যাহা করিবে, সেই সকলে যেন কৃতকার্য্য হও,
এই নিমিত্ত এই নিয়মের কথা সকল পালন
করিও, তদনুসারে কর্ম্ম করিও।
১০ সদাপ্রভু তোমাকে যেমন বলিয়াছেন, এবং
তোমার পিতৃপুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকো-
বের কাছে যেমন দিব্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ
তিনি যেন অদ্য তোমাকে আপন প্রজারূপে স্থাপন
১১ করেন ও তোমার ঈশ্বর হন; এই নিমিত্তে যে
নিয়ম ও যে দিব্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অদ্য
তোমার সঙ্গে স্থির করিতেছেন, তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সেই নিয়ম ও দিব্যে আবদ্ধ হইবার
১২ জন্য তোমাদের অধ্যক্ষগণ, বংশ সকল, প্রাচীন-
গণ, শাসকগণ, ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষ, তোমা-
১৩ দের বালকবালিকা ও ভার্য্যাগণ, তোমার শিবির-
মধ্যে প্রবাসী তোমার কাষ্ঠচ্ছেদক অবধি জল-
বাহক পর্য্যন্ত বিদেশিগণ, তোমরা সকলে অদ্য
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছ।
১৪ আর আমি এই নিয়ম ও দিব্য কেবল তোমাদেরই
১৫ সহিত স্থির করিতেছি, তাহা নয়; বরং আমাদের
সঙ্গে অদ্য এই স্থানে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সম্মুখে যে দাঁড়াইয়া আছে ও আমাদের সঙ্গে
অদ্য যে দাঁড়াইয়া নাই, সেই সকলের সহিত এই
১৬ নিয়ম স্থির করিতেছি।—কেননা আমরা মিসর-
দেশে যেরূপে বাস করিয়াছি, এবং জাতিগণের
মধ্য দিয়া যেরূপে আসিয়াছি, তাহা তোমরা
১৭ জ্ঞাত আছ; এবং তাহাদের বীভৎস বস্তু সকল,
তাহাদের মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠময়, পাষাণময়, রৌপ্যময়
১৮ ও স্বর্ণময় পুত্তলি সকল দেখিয়াছ।—এই জাতি-
গণের দেবগণের সেবা করিতে যাইবার জন্য অদ্য
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে যাহার হৃদয়
পরাঙ্মুখ হয়, এমন কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কিম্বা
গোষ্ঠী কিম্বা বংশ তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে,

Digitized by Google

দর্শন দিলেন ; সেই মেঘস্তম্ভ তাম্বুর দ্বারের উপরে
স্থির থাকিল।
১৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, তুমি
আপন পিতৃপুরুষদের সহিত শয়ন করিবে, আর
এই লোকেরা উঠিবে, এবং যে দেশে প্রবেশ
করিতে যাইতেছে, সেই দেশের বিজাতীয় দেব-
গণের অনুগমনে ব্যভিচার করিবে, এবং আমাকে
ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত কৃত আমার নিয়ম
১৭ ভঙ্গন করিবে। সেই সময়ে তাহাদের প্রতিকূলে
আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, আমি তাহাদিগকে
ত্যাগ করিব ও তাহাদের হইতে আপন মুখ
আচ্ছাদন করিব ; আর তাহারা কবলিত হইবে,
এবং তাহাদের উপরে বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কট
আসিবে ; সেই সময়ে তাহারা কহিবে, আমি
এই সমস্ত অমঙ্গলাক্রান্ত হইতেছি, ইহার কারণ
কি এ নয়, যে আমার ঈশ্বর আমার মধ্যবর্ত্তী
১৮ নহেন ? কিন্তু তাহারা ইতর দেবগণের কাছে
ফিরিয়া যে সকল অপকর্ম্ম করিবে, তন্নিমিত্ত সেই
সময়ে আমি অবশ্য তাহাদের হইতে আপন মুখ
১৯ আচ্ছাদন করিব। এখন তোমরা আপনাদের
জন্য এই গীত লিপিবদ্ধ কর, এবং তুমি ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে তাহা শিক্ষা দেও, ও তাহাদিগকে
মুখস্থ করাও ; যেন এই গীত ইস্রায়েল-সন্তান-
২০ গণের প্রতিকূলে আমার সাক্ষীস্বরূপ হয়। আমি
যে দেশ দিতে তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে
দিব্য করিয়াছি, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তাহা-
দিগকে লইয়া গেলে পর যখন তাহারা ভোজন
করিয়া তৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে, তখন ইতর দেব-
গণের কাছে ফিরিবে, এবং লোকেরা তাহাদের
সেবা করিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিবে, এইরূপে
২১ তাহারা আমার নিয়ম ভঙ্গন করিবে। তাহাতে
যখন তাহাদের উপরে বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কট
ঘটিবে, তৎকালে এই গীত সাক্ষীস্বরূপ হইয়া
তাহাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবে ; কেননা তাহাদের
বংশ মুখের এই গান বিস্মৃত হইবে না। আমি
যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে
তাহাদিগকে আনিবার পূর্ব্বে এক্ষণে তাহারা যে
মনঃকল্পনা করিতেছে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি।
২২ পরে মোশি সেই দিবসে ঐ গীত লিপিবদ্ধ করিয়া
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে শিক্ষা দিলেন।
২৩ অনন্তর তিনি নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আজ্ঞা
দিয়া কহিলেন, তুমি বলবান্ হও, সাহস কর ;
কেননা আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ
দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তুমি তাহা-
দিগকে লইয়া যাইবে, এবং আমি তোমার সঙ্গে
থাকিব।
২৪ পরে মোশি সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা
২৫ সকল পুস্তকে লিখিয়া সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক-
২৬ বাহক লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা
এই ব্যবস্থাগ্রন্থ লইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
নিয়মসিন্দুকের পার্শ্বে রাখ ; ইহা তোমাদের
প্রতিকূলে সাক্ষীর জন্য সেই স্থানে থাকিবে।
২৭ কেননা তোমাদের বিরুদ্ধাচারিতা ও শক্তগ্রীবতা
আমি জানি ; দেখ, তোমাদের সহিত আমি
জীবিত থাকিতেই অদ্য তোমরা যদি সদাপ্রভুর
বিরুদ্ধাচারী হইলে, আমার মরণের পরে কি না
২৮ করিবে ? তোমরা আপন আপন বংশের সমস্ত
প্রাচীনবর্গকে ও শাসকগণকে আমার নিকটে
একত্র কর ; আমি তাহাদের কর্ণগোচরে এই
সকল কথা কহিয়া তাহাদের প্রতিকূলে আকাশ-
২৯ মণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিব ; কেননা আমি
জানি, আমার মরণের পরে তোমরা সর্ব্বতোভাবে
ভ্রষ্ট হইবে, এবং আমার আদিষ্ট পথ হইতে
বিপথগামী হইবে। উত্তরকালে তোমাদের অম-
ঙ্গল ঘটিবে, কারণ তোমরা আপনাদের হস্তকৃত
কার্য্য দ্বারা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিতে তাঁহার
সাক্ষাতে দুষ্ক্রিয়া করিবে।
৩০ পরে মোশি সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত
সমাজের কর্ণগোচরে এই গীতের বাক্য কহিতে
লাগিলেন।

মোশির গীত।

৩২ হে আকাশমণ্ডল ! কর্ণ দেও, আমি কহি :
পৃথিবীও আমার মুখের কথা শুনুক।
২ আমার উপদেশ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিবে,
আমার কথা শিশিরের ন্যায় ক্ষরিবে ;
তাহা তৃণের উপরে মন্দ মন্দ পতিত বৃষ্টির ন্যায়,
শাকের উপরে পতিত জলধারার ন্যায় পড়িবে।
৩ কেননা আমি সদাপ্রভুর নাম প্রচার করিব ;
তোমরা আমাদের ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার কর।
৪ তিনি অচল, তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধ,
কেননা তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য ;
তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, তাঁহাতে অন্যায় নাই ;
তিনিই ধার্ম্মিক ও সরল।
৫ ইহারা তাঁহার পক্ষে ভ্রষ্টাচারী, তাঁহার সন্তান
নয়, এই ইহাদের কলঙ্ক ;
ইহারা বিপথগামী ও কুটিল বংশ।
৬ সদাপ্রভুর প্রতি তোমরা কি এইরূপ ব্যবহার
করিতেছ ?
হে মূঢ় ও অজ্ঞান জাতি !
তিনিই কি তোমার ক্রয়কারী পিতা নহেন ?
তিনিই তোমার নির্ম্মাতা ও স্থিতিকর্ত্তা।
৭ পুরাকালের দিন সকল স্মরণ কর,
বহুপুরুষের বৎসর সকল আলোচনা কর :
তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে
জানাইবে ;

Digitized by Google

তোমার প্রাচীনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিবে।
৮ পরাৎপর যখন জাতিগণকে অধিকার প্রদান করেন,
যখন মনুষ্য-সন্তানগণকে পৃথক্ করেন,
তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যানুসারে,
সেই লোক সকলের সীমা নিরূপণ করিলেন।
৯ কেননা সদাপ্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশ ;
যাকোবই তাঁহার রিক্থ অধিকার।
১০ তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর-দেশে,
পশুগর্জ্জনময় ঘোর মরুভূমিতে ;
তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন,
নয়ন-তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন।
১১ উৎক্রোশপক্ষী যেমন আপন বাসা উস্কিয়া করে,
আপন শাবকগণের উপরে ঘুরে,
পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে,
পালখের উপরে তাহাদিগকে বহন করে ;
১২ তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাকে লইয়া গেলেন ;
তাঁহার সহিত কোন বিজাতীয় দেবতা ছিল না।
১৩ তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থলীর উপরে তাহাকে আরোহণ করাইলেন,
সে ক্ষেত্রের শস্য ভোজন করিল ;
তিনি তাহাকে পাষাণ হইতে মধু পান করাইলেন,
চকমকি প্রস্তরময় শৈল হইতে তৈল [দিলেন] ;
১৪ তিনি গোরুর নবনীত, মেষীর দুগ্ধ,
মেষশাবকের মেদ সহ,
বাশন দেশজাত মেষ ও ছাগল,
এবং উত্তম গোমের সার তাহাকে দিলেন ;
তুমি দ্রাক্ষার রক্তবর্ণ রস পান করিলে।
১৫ কিন্তু যিশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পদাঘাত করিল ;
তুমি হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল ও তৃপ্ত হইলে ;
অমনি সে আপন নির্ম্মাতা ঈশ্বরকে ছাড়িল,
আপন পরিত্রাণের অচলকে লঘু জ্ঞান করিল।
১৬ তাহারা অন্য দেবগণ দ্বারা তাঁহার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল,
ঘৃণার্হ পুত্তলিকা দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল।
১৭ যে ভূতেরা ঈশ্বর নহে,
যে দেবগণকে তাহারা জানিত না,
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে ভয় করিত না,
এমন নবাগত দেবগণের উদ্দেশে তাহারা হোম করিল।
১৮ তুমি আপন জন্মদাতা অচলের প্রতি উদাসীন,
আপন জনক ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলে।
১৯ সদাপ্রভু তাহা দেখিলেন, ঘৃণা করিলেন,
নিজ পুত্রকন্যাদের অসন্তোষজনক ক্রিয়া প্রযুক্ত।
২০ তিনি কহিলেন, আমি উহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিব ;
উহাদের শেষদশা কি হইবে, দেখিব ;
কেননা উহারা বিপরীতাচারী বংশ,
বিশ্বাসবিহীন সন্তান।
২১ উহারা অনীশ্বর দ্বারা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল,
স্ব স্ব অসার বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল ;
আমিও নজাতি দ্বারা তাহাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাইব ;
মূঢ় জাতি দ্বারা তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।
২২ কেননা আমার ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,
তাহা অধঃস্থ পাতাল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে,
পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তু গ্রাস করিবে,
পর্ব্বত সকলের মূলে আগুন লাগাইবে।
২৩ আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল রাশি করিব,
তাহাদের প্রতি আমার বাণ সকল ছুড়িব।
২৪ তাহারা ক্ষুধাতে ক্ষীণ হইবে,
জ্বলন্ত অঙ্গারে ও উগ্র সংহারে কবলিত হইবে ;
আমি তাহাদের প্রতি জন্তুদের দন্ত পাঠাইব,
ধূলিস্থ উরোগামীদের বিষ সহকারে।
২৫ বাহিরে খড়্গ, গৃহমধ্যে ত্রাস উৎপাত করিবে ;
যুবক ও কুমারী, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধ [বিনষ্ট হইবে]।
২৬ আমি বলিলাম, তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব,
মনুষ্যদের মধ্য হইতে তাহাদের স্মৃতি লোপ করিব।
২৭ কিন্তু শত্রুর ধৃষ্টতাতে ভীত হই,
পাছে তাহাদের বিপক্ষগণ বিপরীত বিচার করে,
পাছে তাহারা বলে, আমাদেরই হস্ত উন্নত,
এ সকল কার্য্য সদাপ্রভু করেন নাই।
২৮ কেননা উহারা যুক্তিহীন জাতি,
উহাদের বিবেচনা নাই।
২৯ আহা, কেন তাহারা জ্ঞানবান্ হইয়া এই কথা বুঝে না!
কেন আপনাদের শেষদশা বিবেচনা করে না!
৩০ এক জন কিরূপে সহস্র লোককে তাড়াইয়া দেয়,
দুই জন দশ সহস্রকে পলাতক করে ?
না, তাহাদের অচল তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন,
সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।
৩১ কেননা তাহাদের অচল আমাদের অচলের তুল্য নয়,
আমাদের শত্রুরাও এইরূপ বিচার করে।
৩২ তাহাদের দ্রাক্ষালতা সদোমের লতা হইতে উৎপন্ন ;
ঘমোরার ক্ষেত্রস্থ দ্রাক্ষালতা হইতে উৎপন্ন ;
তাহাদের দ্রাক্ষাফল বিষময়,
তাহাদের গুচ্ছ তিক্ত ;
৩৩ তাহাদের দ্রাক্ষারস সর্পের গরল তুল্য,
কালসর্পের উৎকট হলাহল তুল্য।
৩৪ ইহা কি আমার কাছে সঞ্চিত নহে ?

Digitized by Google

প্রভু তাঁহাকে সমস্ত দেশ, দান অবধি গিলিয়দ
২ দেশ, এবং সমস্ত নপ্তালি, আর ইফ্রয়িম ও মনঃ-
শির দেশ, এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত যিহূদার
৩ সমস্ত দেশ, এবং দক্ষিণ দেশ ও সোয়র পর্য্যন্ত
খর্জ্জূরপুর যিরীহোর অঞ্চল ও সমস্থলী দেখাই-
৪ লেন। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, আমি
যে দেশের বিষয়ে শপথ করিয়া অব্রাহামকে,
ইস্‌হাককে ও যাকোবকে বলিয়াছিলাম, আমি
তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এ সেই দেশ ;
আমি উহা তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম, কিন্তু
৫ তুমি পার হইয়া ঐ স্থানে যাইবে না। তাহাতে
সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
৬ সেই স্থানে মোয়াবদেশে মরিলেন। আর তিনি
মোয়াবদেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকায়
কবর প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান
৭ অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশি এক
শত বিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিলেন ; তাঁহার চক্ষু
৮ ক্ষীণ হয় নাই ও তেজের হ্রাস হয় নাই। পরে
ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির নিমিত্তে মোয়াবের
অরাবা তলভূমিতে ত্রিশ দিবস রোদন করিল ;
এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের
দিন সম্পূর্ণ হইল।
৯ মোশি নূনের পুত্র যিহোশূয়ের মস্তকে হস্তার্পণ
করিয়াছিলেন, এই জন্য যিহোশূয় বিজ্ঞতার
আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন ; এবং ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ তাঁহার কথায় মনোযোগ করিয়া মোশির প্রতি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল।
১০ মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের
১১ মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই ; কেননা মিসরদেশে
ফরৌণের, তাঁহার সমস্ত দাসের ও তাঁহার সমস্ত
দেশের প্রতি যাহা করিতে সদাপ্রভু মোশিকে
প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল অভিজ্ঞানে ও
১২ অদ্ভুত লক্ষণে, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে
মোশির প্রদর্শিত সমস্ত বাহুবলে ও মহাভয়ঙ্কর-
তায় সদাপ্রভু সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাঁহার
সহিত আলাপ করিতেন।

যিহোশূয়ের পুস্তক।

যিহোশূয়ের নিয়োগ।

১ সদাপ্রভুর দাস মোশির মৃত্যু হইলে পর
সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মো-
২ শির পরিচারককে কহিলেন, আমার দাস মোশির
মৃত্যু হইয়াছে ; এখন তুমি উঠিয়া এই সমস্ত
লোকের সহিত এই যর্দ্দন নদী পার হও, এবং
তাহাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আমি
৩ যে দেশ দিতেছি, সেই দেশে যাত্রা কর। যে
সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, আমি
মোশিকে যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে সেই সকল
৪ স্থান তোমাদিগকে দিয়াছি। প্রান্তর অবধি ঐ
লিবানোন পর্য্যন্ত এবং মহানদী ফরাৎ নদী
অবধি সূর্য্যাস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত
হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ তোমাদের সীমা হইবে।
৫ তোমার সমস্ত জীবনকালে কেহ তোমার সম্মুখে
দাঁড়াইতে পারিবে না ; আমি যেমন মোশির
সহবর্ত্তী ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহবর্ত্তী থাকিব ;
আমি তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ত্যাগ করিব
৬ না। বলবান্ হও, সাহস কর ; কেননা যে দেশ
দিতে ইহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আমি দিব্য
করিয়াছি, তাহা তুমি এই লোকদিগকে অধিকার
৭ করাইবে। কিন্তু আমার দাস মোশি তোমাকে যে
ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত
ব্যবস্থা যত্নপূর্ব্বক পালনার্থ বলবান্ হও, অতি-
শয় সাহস কর, তাহা হইতে দক্ষিণে কি বামে
ফিরিও না ; তাহাতে তুমি যে কোন স্থানে
৮ যাইবে, সেই স্থানে কৃতকার্য্য হইবে। তোমার
মুখ হইতে এই ব্যবস্থাগ্রন্থ বিচলিত না হউক ;
তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক
তদনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা
ধ্যান কর ; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভ
৯ গতি হইবে ও তুমি কৃতকার্য্য হইবে। আমি কি
তোমাকে আজ্ঞা দিই নাই ? তুমি বলবান্ হও,
সাহস কর, ত্রাসযুক্ত কি নিরাশ হইও না ; কেননা
তুমি যে কোন স্থানে যাইবে, সেই স্থানে তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকিবেন।
১০ আর যিহোশূয় লোকদের শাসকগণকে আজ্ঞা
১১ করিলেন, তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়া যাও,
লোকদিগকে এই কথা বল, তোমরা আপনাদের
জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর ; কেননা তোমা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাদিগকে

Digitized by Google

যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া
তাহা অধিকার করিবার জন্য তিন দিনের মধ্যে
তোমাদিগকে এই যর্দ্দন পার হইয়া যাইতে
১২ হইবে। পরে যিহোশূয় রূবেণীয়দিগকে, গাদীয়-
দিগকে ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে কহিলেন,
১৩ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিশ্রাম
দিতেছেন, আর এই দেশ দিবেন, ইহা বলিয়া
সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা
১৪ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। তোমাদের স্ত্রী-
লোক, বালকবালিকা ও পশুগণ মোশির দত্ত
যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থিত তোমাদের দেশে থাকুক;
কিন্তু তোমরা, যুদ্ধবীর সমস্ত লোক, সসজ্জ হইয়া
তোমাদের ভ্রাতৃগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া
১৫ তাহাদের সাহায্য কর। পরে যখন সদাপ্রভু
তোমাদের ন্যায় তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম
দেন, অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা-
দিগকে যে দেশ দিতেছেন, তাহারাও যখন সেই
দেশ অধিকার করিবে, তখন তোমরা যর্দ্দনের
পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয় দিকে সদাপ্রভুর দাস মোশির
দত্ত আপনাদের অধিকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহা
১৬ ভোগ করিবে। তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল,
তুমি আমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছ,
সে সকলই আমরা করিব; তুমি আমাদিগকে
যে কোন স্থানে পাঠাইবে, সেই খানে আমরা
১৭ যাইব। আমরা যেমন সর্ব্ববিষয়ে মোশির কথা
শুনিতাম, তদ্রূপ তোমার কথা শুনিব; কেবল
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন মোশির সহবর্ত্তী
১৮ ছিলেন, তেমনি তোমারও সহবর্ত্তী হউন। যে
কেহ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তোমার
আজ্ঞাপিত কোন কথা না শুনে, তাহার প্রাণদণ্ড
হইবে; তুমি কেবল বলবান্ হও, সাহস কর।

দেশ দেখিবার জন্য দুই জন চর প্রেরণ।

২ পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় শিটীম হইতে
দুই জন চরকে গোপনে এই কথা বলিয়া
প্রেরণ করিলেন, তোমরা যাও, ঐ দেশ ও যিরীহো
নগর নিরীক্ষণ কর। তাহাতে তাহারা যাইয়া
রাহব নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া
২ সেই স্থানে শয়ন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু
লোকে যিরীহোর রাজাকে কহিল, দেখুন, দেশ
অনুসন্ধান করিতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে
কয়েকটী লোক আজ রাত্রিতে এই স্থানে আসি-
৩ য়াছে। তাহাতে যিরীহোর রাজা রাহবের নিকটে
এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে লোকেরা
তোমার কাছে আসিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ
করিয়াছে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন,
কেননা তাহারা সমস্ত দেশ অনুসন্ধান করিতে
৪ আসিয়াছে। তখন সে স্ত্রী ঐ দুই জনকে লইয়া
গোপনে রাখিল, আর উত্তর করিল, সত্য, সেই
লোকেরা আমার কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু
তাহারা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না।
৫ অন্ধকার হইলে নগরদ্বার বন্ধ করিবার কিঞ্চিৎ
পূর্ব্বে সেই লোকেরা চলিয়া গিয়াছে; তাহারা
কোথায় গিয়াছে, আমি জানি না; শীঘ্র তাহা-
দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও, তাহাতে তাহাদের সঙ্গ
৬ ধরিবে। কিন্তু ঐ স্ত্রী তাহাদিগকে ছাদের উপরে
আনিয়া ছাদের উপরে আপনার সাজান মসি-
৭ নার ডাঁটার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঐ
লোকেরা তাহাদের অন্বেষণার্থে যর্দ্দনের পথে
পারঘাটা পর্য্যন্ত ধাবমান হইল; এবং তাহাদের
সেই অনুধাবনকারীরা নির্গত হইবামাত্র নগর-
দ্বার রুদ্ধ হইল।
৮ পরে সেই দুই চর শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঐ স্ত্রী
৯ ছাদের উপরে তাহাদের নিকটে আসিল, আর
তাহাদিগকে কহিল, আমি জানি, সদাপ্রভু
তোমাদিগকে এই দেশ দিয়াছেন, আর তোমাদের
হইতে আমাদের উপরে ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে,
ও তোমাদের সম্মুখে এই দেশনিবাসী সমস্ত
১০ লোক দ্রবীভূত হইয়াছে। কেননা মিসর হইতে
তোমরা বাহির হইয়া আসিলে সদাপ্রভু তোমা-
দের সম্মুখে কি প্রকারে সূফসমুদ্রের জল শুষ্ক
করিয়াছিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দনের পরপারস্থ
সীহোন ও ওগ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার
প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহাদিগকে যে নিঃশেষে
১১ বিনষ্ট করিয়াছ, তাহা আমরা শুনিলাম; আর
শুনিবামাত্র আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল;
তোমাদের সমক্ষে কাহারও মনে সাহসের উদয়
হয় না, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু উপ-
১২ রিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে ঈশ্বর। অতএব
এখন, বিনয় করি, তোমরা আমার পক্ষে সদা-
প্রভুর নামে দিব্য কর; আমি তোমাদের উপরে
দয়া করিলাম, অতএব তোমরাও আমার পিতৃ-
কুলের উপরে দয়া কর, এবং এক সত্য অভিজ্ঞান
১৩ আমাকে দেও; ফলতঃ তোমরা আমার পিতা-
মাতা, ভ্রাতাভগিনীগণকে ও তাহাদের সমস্ত
পরিজনকে বাঁচাইবে ও মৃত্যু হইতে আমাদের
১৪ প্রাণ উদ্ধার করিবে। সেই দুই জন তাহাকে
বলিল, তোমরা যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ
না কর, তোমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণ
যাইবে; যে সময়ে সদাপ্রভু আমাদিগকে এই
দেশ দিবেন, তৎকালে আমরা তোমার প্রতি দয়া
১৫ ও সত্য ব্যবহার করিব। পরে সে বাতায়নদ্বার
দিয়া রজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে নামাইয়া দিল,
কেননা তাহার গৃহ নগর-প্রাচীরের গাত্রে ছিল,
১৬ সে প্রাচীরের উপরে বাস করিত। আর সে

Digitized by Google

যর্দ্দনের পশ্চিম পারস্থ ইমোরীয়দের সকল রাজা
ও সমুদ্রনিকটস্থ কনানীয়দের সকল রাজা শুনিল,
তখন তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, ও ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সম্মুখে তাহাদের আর সাহস
রহিল না।
২ সেই সময়ে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন,
তুমি চকমকি পাতরের ছুরী প্রস্তুত করিয়া দ্বিতীয়
৩ বার ইস্রায়েল-সন্তানগণের ত্বক্‌ছেদ করাও। তা-
হাতে যিহোশূয় চকমকি পাতরের ছুরী প্রস্তুত
করিয়া ত্বক্‌পর্ব্বতের সমীপে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
৪ ত্বক্‌ছেদ করাইলেন। যিহোশূয়ের সেই ত্বক্‌ছেদ
করাইবার কারণ এই ; মিসর হইতে নির্গত সমস্ত
লোকের মধ্যে যত যোদ্ধৃ-পুরুষ ছিল, তাহারা
মিসর হইতে নির্গমন করিবার পর পথের মধ্যে
৫ প্রান্তরে মরিয়াছিল। নির্গত লোকেরা সকলে
ছিন্নত্বক্ ছিল বটে, কিন্তু মিসর হইতে নির্গমনের
পর যে সকল লোক পথের মধ্যে প্রান্তরে জন্মিয়া-
৬ ছিল, তাহাদের ত্বক্‌ছেদ হয় নাই। আর মিসর
হইতে নির্গত সমগ্র জাতি, ও ঐ যোদ্ধারা সদা-
প্রভুর রবে অবধান করিত না, তজ্জন্য তাহাদের
সংহার না হওয়া পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ
চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল ; কেননা
আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী যে দেশ দিবার বিষয়ে
সদাপ্রভু উহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য
করিয়াছিলেন, সদাপ্রভু উহাদিগকে সেই দেশ
দেখিতে দিবেন না, এমন দিব্য উহাদের কাছে
৭ করিয়াছিলেন। উহাদের পরিবর্ত্তে উহাদের যে
সন্তানদিগকে তিনি উৎপন্ন করিলেন, যিহোশূয়
তাহাদেরই ত্বক্‌ছেদ করাইলেন ; কেননা তাহারা
অচ্ছিন্নত্বক্ ছিল ; কারণ পথের মধ্যে তাহাদের
৮ ত্বক্‌ছেদ করা যায় নাই। সেই সমস্ত লোকের
ত্বক্‌ছেদ সমাপ্ত হইলে পর তাহারা যাবৎ সুস্থ
না হইল, তাবৎ শিবিরমধ্যে স্ব স্ব স্থানে থাকিল।
৯ পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, অদ্য আমি
তোমাদের হইতে মিসরের দুর্নাম অপসারণ
করিলাম ; অতএব অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের
নাম গিল্‌গল [অপসারণ] আখ্যাত হইয়াছে।
১০ ইস্রায়েল-সন্তানগণ গিল্‌গলে শিবির স্থাপন
করিয়া সেই মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সায়ংকালে
যিরীহোর তলভূমিতে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল।
১১ সেই নিস্তারপর্ব্বের পরদিবসে তাহারা দেশোৎ-
পন্ন শস্য ভোজন করিতে লাগিল, সেই দিনে
তাড়ীশূন্য রুটী ও ভর্জ্জিত শস্য ভোজন করিল।
১২ আর সেই পরদিবসে তাহাদের দেশোৎপন্ন শস্য
ভোজনের পরে মান্না নিবৃত্ত হইল ; তদবধি
ইস্রায়েল-সন্তানগণ আর মান্না পাইল না, কিন্তু
সেই বৎসরে তাহারা কনান দেশের ফল ভোজন
করিল।

যিরীহোর পতন ও বিনাশ।

১৩ যিরীহোর নিকটে অবস্থিতি কালে যিহোশূয়
চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ,
নিষ্কোষ খড়্গহস্ত এক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে
দণ্ডায়মান ; যিহোশূয় তাঁহার কাছে গিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের পক্ষ, কি
১৪ আমাদের বিপক্ষদের পক্ষ ? তিনি কহিলেন, না ;
কিন্তু আমি সদাপ্রভুর সৈন্যের সেনাপতি, এখনই
আসিলাম। তখন যিহোশূয় ভূমিতে উবুড় হইয়া
পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে আমার
প্রভো, আপনকার এ দাসকে কি আজ্ঞা করেন ?
১৫ সদাপ্রভুর সৈন্যের সেনাপতি যিহোশূয়কে কহি-
লেন, তোমার পদ হইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল,
কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, ঐ স্থান
পবিত্র। তখন যিহোশূয় সেইরূপ করিলেন।

৬ সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণের ভয়ে
যিরীহো নগর রুদ্ধ ও সংরুদ্ধ ছিল, ভিতরে
বাহিরে কেহ গমনাগমন করিত না।
২ আর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, দেখ,
আমি যিরীহো নগর, ইহার রাজাকে ও বলবান্
যোদ্ধৃগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।
৩ তোমরা সমস্ত যোদ্ধৃ-পুরুষ এই নগর বেষ্টন
করিয়া প্রতিদিন এক এক বার প্রদক্ষিণ করিবে ;
৪ এইরূপ ছয় দিন করিবে। আর সাত জন যাজক
সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে মহাশব্দকারী সাত তূরী
বহন করিবে ; পরে সপ্তম দিবসে তোমরা সাত
বার নগর প্রদক্ষিণ করিবে, ও যাজকগণ তূরী
৫ বাজাইবে। আর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দ-
কারী শিঙ্গা বাজাইলে যখন তোমরা সেই তূরী-
ধ্বনি শুনিবে, তখন সমস্ত লোক মহাসিংহনাদ
করিয়া উঠিবে ; তাহাতে নগরের প্রাচীর স্বস্থানে
পড়িয়া যাইবে, এবং লোকেরা প্রত্যেকে সম্মুখ-
পথে উঠিয়া যাইবে।
৬ পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় যাজকগণকে
ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা নিয়মসিন্দুক তুল,
এবং সাত জন যাজক সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রে
৭ অগ্রে মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন করুক। আর
তিনি লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা অগ্রসর
হইয়া নগর বেষ্টন কর, এবং সসজ্জ সৈন্য সদা-
৮ প্রভুর সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে গমন করুক। তখন
লোকদের কাছে যিহোশূয়ের বাক্য সাঙ্গ হইলে
সেই সাত জন যাজক সদাপ্রভুর অগ্রে মহাশব্দ-
কারী সাত তূরী বহন করতঃ তূরী বাজাইতে বাজা-
ইতে চলিতে লাগিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়ম-
৯ সিন্দুক তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আর
সসজ্জ সৈন্য তূরীবাদক যাজকদের অগ্রসর হইয়া
চলিল, এবং পশ্চাৎ দিকের সৈন্য সিন্দুকের

Digitized by Google

পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, যাজকগণ চলিতে
১০ চলিতে তূরীধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু যিহো-
শূয় লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা সিংহ-
নাদ করিও না, আপন আপন রব শুনাইও না,
তোমাদের মুখ হইতে বাক্য নির্গত না হউক ;
পরে আমি যে দিন সিংহনাদ করিতে তোমা-
দিগকে আজ্ঞা করিব, সেই দিন তোমরা সিংহ-
১১ নাদ করিবে। এইরূপে তিনি সদাপ্রভুর সিন্দুক
নগরের চতুর্দ্দিকে এক বার প্রদক্ষিণ করাইলেন ;
পরে তাহারা শিবিরে আসিয়া শিবিরে রাত্রি
যাপন করিল।
১২ পরদিন যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিলেন, এবং
যাজকগণ সদাপ্রভুর সিন্দুক তুলিয়া লইল।
১৩ আর মহাশব্দকারী সাত তূরীধারী সাত যাজক
সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে অনবরত চলিতে
লাগিল, ও তূরী বাজাইল, এবং সসজ্জ সৈন্য
তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, এবং পশ্চাৎ দিকের
সৈন্য সদাপ্রভুর সিন্দুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল, যাজকগণ চলিতে চলিতে তূরীধ্বনি করিতে
১৪ লাগিল। এইরূপে তাহারা দ্বিতীয় দিবসেও এক
বার নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া
আসিল ; তাহারা ছয় দিন এইরূপ করিল।
১৫ পরে সপ্তম দিবসে তাহারা প্রত্যূষে অরুণোদয়
কালে উঠিয়া সাত বার সেই প্রকারে নগর
প্রদক্ষিণ করিল ; কেবল সেই দিবসে সাত বার
১৬ নগর প্রদক্ষিণ করিল। পরে যাজকগণ সপ্তম
বার তূরী বাজাইলে যিহোশূয় লোকদিগকে
কহিলেন, তোমরা সিংহনাদ কর, কেননা সদা-
১৭ প্রভু তোমাদিগকে এই নগর দিয়াছেন। কিন্তু
নগর ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বর্জ্জিত হইবে ; কেবল রাহব বেশ্যা ও তাহার
সহিত গৃহে স্থিত সমস্ত লোক বাঁচিবে, কেননা
সে আমাদের প্রেরিত দূতগণকে সঙ্গোপন করিয়া-
১৮ ছিল। আর তোমরা সেই বর্জ্জিত দ্রব্য হইতে
আপনাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে, নতুবা
বর্জ্জিত করণানন্তর বর্জ্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ
করিলে তোমরা ইস্রায়েলের শিবির অভিশপ্ত
১৯ করিয়া ব্যাকুল করিবে। কিন্তু সমুদয় রৌপ্য,
স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র সদা-
প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহা সদাপ্রভুর
ভাণ্ডারে যাইবে।
২০ পরে লোকেরা সিংহনাদ করিল ; তূরী বাজিলে
লোকেরা তূরীধ্বনি শুনিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে
সিংহনাদ করিল, তাহাতে নগরের প্রাচীর স্বস্থানে
পড়িয়া গেল ; পরে লোকেরা প্রত্যেকে সম্মুখ-
পথে নগরে উঠিয়া গিয়া নগর হস্তগত করিল।
২১ আর তাহারা খড়্গধারে নগরের স্ত্রী পুরুষ
আবাল বৃদ্ধ এবং গো মেষ ও গর্দ্দভ সকলই
২২ নিঃশেষে বিনাশ করিল। কিন্তু যে দুই ব্যক্তি
দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহাদিগকে যিহো-
শূয় আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সেই বেশ্যার গৃহে
গমন কর, এবং তাহার কাছে যে দিব্য করিয়াছ,
তদনুসারে সেই স্ত্রীকে ও তৎসম্পর্কীয় সকলকে
২৩ বাহির করিয়া আন। তাহাতে সেই দুই যুব
চর প্রবেশ করিয়া রাহবকে এবং তাহার পিতা-
মাতা ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সম্পর্কীয় সকলকে
বাহির করিয়া আনিল ; এবং তাহার সমস্ত গো-
ষ্ঠীকেও বাহির করিয়া আনিল ; তাহারা ইস্রা-
য়েলের শিবিরের বাহিরে তাহাদিগকে রাখিল।
২৪ পরন্তু লোকেরা নগর ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু
অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিল, কেবল রৌপ্য, স্বর্ণ এবং
পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র সদাপ্রভুর গৃহের
২৫ ভাণ্ডারে রাখিল। কিন্তু যিহোশূয় রাহব বেশ্যাকে,
তাহার পিতৃকুলকে ও তাহার সম্পর্কীয় সকলকে
রক্ষা করিলেন ; সে অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে
বসতি করিতেছে ; কারণ যিরীহো নিরীক্ষণার্থে
যিহোশূয়ের প্রেরিত দূতদ্বয়কে সে সঙ্গোপন
২৬ করিয়াছিল। সেই সময়ে যিহোশূয় শপথ
করিয়া লোকদিগকে কহিলেন, যে কেহ উঠিয়া
পুনর্ব্বার এই যিরীহো নগর পত্তন করিবে, সে
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত হউক ; নগরের
ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডরূপে সে আপন জ্যেষ্ঠ
পুত্রকে ও তাহার কবাট স্থাপনের দণ্ডরূপে
২৭ আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবে। পরন্তু সদাপ্রভু
যিহোশূয়ের সহবর্ত্তী ছিলেন, আর তাঁহার কীর্ত্তি
সমুদয় দেশে ব্যাপিল।

আখনের লোভ ও দণ্ড।

৭ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ বর্জ্জিত বস্তু
সম্বন্ধে সত্যলঙ্ঘন করিল ; ফলতঃ যিহূদা-
বংশীয় সেরহের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির
পুত্র আখন বর্জ্জিত বস্তুর কিঞ্চিৎ হরণ করিল ;
তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভুর
২ ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। আর যিহোশূয় যিরীহো
হইতে বৈথেলের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বৈথাবনের
পার্শ্বস্থ অয়ে লোক প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা উঠিয়া গিয়া দেশ নিরীক্ষণ
কর ; তাহাতে তাহারা গিয়া অয় নিরীক্ষণ
৩ করিল। পরে যিহোশূয়ের নিকটে প্রত্যাগমন
করিয়া কহিল, সে স্থানে সকল লোকের যাওয়া
অনাবশ্যক, দুই কিম্বা তিন সহস্র লোক উঠিয়া
গিয়া অয় পরাজয় করুক ; সে স্থানে সকল
লোকের কষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা তথাকার
৪ লোক অল্প। অতএব লোকদের মধ্য হইতে

Digitized by Google

দর্শন দিলেন ; সেই মেঘস্তম্ভ তাম্বুর দ্বারের উপরে
স্থির থাকিল।
১৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, তুমি
আপন পিতৃপুরুষদের সহিত শয়ন করিবে, আর
এই লোকেরা উঠিবে, এবং যে দেশে প্রবেশ
করিতে যাইতেছে, সেই দেশের বিজাতীয় দেব-
গণের অনুগমনে ব্যভিচার করিবে, এবং আমাকে
ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত কৃত আমার নিয়ম
১৭ ভঙ্গন করিবে। সেই সময়ে তাহাদের প্রতিকূলে
আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, আমি তাহাদিগকে
ত্যাগ করিব ও তাহাদের হইতে আপন মুখ
আচ্ছাদন করিব ; আর তাহারা কবলিত হইবে,
এবং তাহাদের উপরে বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কট
আসিবে ; সেই সময়ে তাহারা কহিবে, আমি
এই সমস্ত অমঙ্গলাক্রান্ত হইতেছি, ইহার কারণ
কি এ নয়, যে আমার ঈশ্বর আমার মধ্যবর্ত্তী
১৮ নহেন ? কিন্তু তাহারা ইতর দেবগণের কাছে
ফিরিয়া যে সকল অপকর্ম্ম করিবে, তন্নিমিত্ত সেই
সময়ে আমি অবশ্য তাহাদের হইতে আপন মুখ
১৯ আচ্ছাদন করিব। এখন তোমরা আপনাদের
জন্য এই গীত লিপিবদ্ধ কর, এবং তুমি ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে তাহা শিক্ষা দেও, ও তাহাদিগকে
মুখস্থ করাও ; যেন এই গীত ইস্রায়েল-সন্তান-
২০ গণের প্রতিকূলে আমার সাক্ষীস্বরূপ হয়। আমি
যে দেশ দিতে তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে
দিব্য করিয়াছি, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তাহা-
দিগকে লইয়া গেলে পর যখন তাহারা ভোজন
করিয়া তৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে, তখন ইতর দেব-
গণের কাছে ফিরিবে, এবং লোকেরা তাহাদের
সেবা করিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিবে, এইরূপে
২১ তাহারা আমার নিয়ম ভঙ্গন করিবে। তাহাতে
যখন তাহাদের উপরে বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কট
ঘটিবে, তৎকালে এই গীত সাক্ষীস্বরূপ হইয়া
তাহাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবে ; কেননা তাহাদের
বংশ মুখের এই গান বিস্মৃত হইবে না। আমি
যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে
তাহাদিগকে আনিবার পূর্ব্বে এক্ষণে তাহারা যে
মনস্কল্পনা করিতেছে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি।
২২ পরে মোশি সেই দিবসে ঐ গীত লিপিবদ্ধ করিয়া
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে শিক্ষা দিলেন।
২৩ অনন্তর তিনি নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আজ্ঞা
দিয়া কহিলেন, তুমি বলবান্ হও, সাহস কর ;
কেননা আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ
দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তুমি তাহা-
দিগকে লইয়া যাইবে, এবং আমি তোমার সঙ্গে
থাকিব।
২৪ পরে মোশি সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা
২৫ সকল পুস্তকে লিখিয়া সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক-
২৬ বাহক লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা
এই ব্যবস্থাগ্রন্থ লইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
নিয়মসিন্দুকের পার্শ্বে রাখ ; ইহা তোমাদের
প্রতিকূলে সাক্ষীর জন্য সেই স্থানে থাকিবে।
২৭ কেননা তোমাদের বিরুদ্ধাচারিতা ও শক্তগ্রীবতা
আমি জানি ; দেখ, তোমাদের সহিত আমি
জীবিত থাকিতেই অদ্য তোমরা যদি সদাপ্রভুর
বিরুদ্ধাচারী হইলে, আমার মরণের পরে কি না
২৮ করিবে ? তোমরা আপন আপন বংশের সমস্ত
প্রাচীনবর্গকে ও শাসকগণকে আমার নিকটে
একত্র কর ; আমি তাহাদের কর্ণগোচরে এই
সকল কথা কহিয়া তাহাদের প্রতিকূলে আকাশ-
২৯ মণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিব ; কেননা আমি
জানি, আমার মরণের পরে তোমরা সর্ব্বতোভাবে
ভ্রষ্ট হইবে, এবং আমার আদিষ্ট পথ হইতে
বিপথগামী হইবে। উত্তরকালে তোমাদের অম-
ঙ্গল ঘটিবে, কারণ তোমরা আপনাদের হস্তকৃত
কার্য্য দ্বারা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিতে তাঁহার
সাক্ষাতে দুষ্ক্রিয়া করিবে।
৩০ পরে মোশি সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত
সমাজের কর্ণগোচরে এই গীতের বাক্য কহিতে
লাগিলেন।

মোশির গীত।

৩২ হে আকাশমণ্ডল ! কর্ণ দেও, আমি কহি :
পৃথিবীও আমার মুখের কথা শুনুক।
২ আমার উপদেশ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিবে,
আমার কথা শিশিরের ন্যায় ক্ষরিবে ;
তাহা তৃণের উপরে মন্দ মন্দ পতিত বৃষ্টির ন্যায়,
শাকের উপরে পতিত জলধারার ন্যায় পড়িবে।
৩ কেননা আমি সদাপ্রভুর নাম প্রচার করিব ;
তোমরা আমাদের ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার কর।
৪ তিনি অচল, তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধ,
কেননা তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য ;
তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, তাঁহাতে অন্যায় নাই ;
তিনিই ধার্ম্মিক ও সরল।
৫ ইহারা তাঁহার পক্ষে ভ্রষ্টাচারী, তাঁহার সন্তান
নয়, এই ইহাদের কলঙ্ক ;
ইহারা বিপথগামী ও কুটিল বংশ।
৬ সদাপ্রভুর প্রতি তোমরা কি এইরূপ ব্যবহার
করিতেছ ?
হে মূঢ় ও অজ্ঞান জাতি !
তিনিই কি তোমার ক্রয়কারী পিতা নহেন ?
তিনিই তোমার নির্ম্মাতা ও স্থিতিকর্ত্তা।
৭ পুরাকালের দিন সকল স্মরণ কর,
বহুপুরুষের বৎসর সকল আলোচনা কর ;
তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে
জানাইবে ;

Digitized by Google

তোমার প্রাচীনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিবে।
৮ পরাৎপর যখন জাতিগণকে অধিকার প্রদান করেন,
যখন মনুষ্য-সন্তানগণকে পৃথক্ করেন,
তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যানুসারে,
সেই লোক সকলের সীমা নিরূপণ করিলেন।
৯ কেননা সদাপ্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশ;
যাকোবই তাঁহার রিক্থ অধিকার।
১০ তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর-দেশে,
পশুগর্জ্জনময় ঘোর মরুভূমিতে;
তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন,
নয়ন-তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন।
১১ উৎক্রোশপক্ষী যেমন আপন বাসা উস্কিয়ে করে,
আপন শাবকগণের উপরে ঘুরে,
পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে,
পালখের উপরে তাহাদিগকে বহন করে;
১২ তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাকে লইয়া গেলেন;
তাঁহার সহিত কোন বিজাতীয় দেবতা ছিল না।
১৩ তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থলীর উপরে তাহাকে আরোহণ করাইলেন,
সে ক্ষেত্রের শস্য ভোজন করিল;
তিনি তাহাকে পাষাণ হইতে মধু পান করাইলেন,
চকমকি প্রস্তরময় শৈল হইতে তৈল [দিলেন];
১৪ তিনি গোরুর নবনীত, মেষীর দুগ্ধ,
মেষশাবকের মেদ সহ,
বাশন দেশজাত মেষ ও ছাগল,
এবং উত্তম গোমের সার তাহাকে দিলেন;
তুমি দ্রাক্ষার রক্তবর্ণ রস পান করিলে।
১৫ কিন্তু যিশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পদাঘাত করিল;
তুমি হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল ও তৃপ্ত হইলে;
অমনি সে আপন নির্ম্মাতা ঈশ্বরকে ছাড়িল,
আপন পরিত্রাণের অচলকে লঘু জ্ঞান করিল।
১৬ তাহারা অন্য দেবগণ দ্বারা তাঁহার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল,
ঘৃণার্হ পুত্তলিকা দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল।
১৭ যে ভূতেরা ঈশ্বর নহে,
যে দেবগণকে তাহারা জানিত না,
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে ভয় করিত না,
এমন নবাগত দেবগণের উদ্দেশে তাহারা হোম করিল।
১৮ তুমি আপন জন্মদাতা অচলের প্রতি উদাসীন,
আপন জনক ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলে।
১৯ সদাপ্রভু তাহা দেখিলেন, ঘৃণা করিলেন,
নিজ পুত্রকন্যাদের অসন্তোষজনক ক্রিয়া প্রযুক্ত।
২০ তিনি কহিলেন, আমি উহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিব;
উহাদের শেষদশা কি হইবে, দেখিব;
কেননা উহারা বিপরীতাচারী বংশ,
বিশ্বাসবিহীন সন্তান।
২১ উহারা অনীশ্বর দ্বারা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল,
স্ব স্ব অসার বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল;
আমিও নজাতি দ্বারা তাহাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাইব;
মূঢ় জাতি দ্বারা তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।
২২ কেননা আমার ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,
তাহা অধঃস্থ পাতাল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে,
পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তু গ্রাস করিবে,
পর্ব্বত সকলের মূলে আগুন লাগাইবে।
২৩ আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল রাশি করিব,
তাহাদের প্রতি আমার বাণ সকল ছুড়িব।
২৪ তাহারা ক্ষুধাতে ক্ষীণ হইবে,
জ্বলন্ত অঙ্গারে ও উগ্র সংহারে কবলিত হইবে;
আমি তাহাদের প্রতি জন্তুদের দন্ত পাঠাইব,
ধূলিস্থ উরোগামীদের বিষ সহকারে।
২৫ বাহিরে খড়্গ, গৃহমধ্যে ত্রাস উৎপাত করিবে;
যুবক ও কুমারী, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধ [বিনষ্ট হইবে]।
২৬ আমি বলিলাম, তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব,
মনুষ্যদের মধ্য হইতে তাহাদের স্মৃতি লোপ করিব।
২৭ কিন্তু শত্রুর ধৃষ্টতাতে ভীত হই,
পাছে তাহাদের বিপক্ষগণ বিপরীত বিচার করে,
পাছে তাহারা বলে, আমাদেরই হস্ত উন্নত;
এ সকল কার্য্য সদাপ্রভু করেন নাই।
২৮ কেননা উহারা যুক্তিহীন জাতি,
উহাদের বিবেচনা নাই।
২৯ আহা, কেন তাহারা জ্ঞানবান্ হইয়া এই কথা বুঝে না!
কেন আপনাদের শেষদশা বিবেচনা করে না!
৩০ এক জন কিরূপে সহস্র লোককে তাড়াইয়া দেয়,
দুই জন দশ সহস্রকে পলাতক করে?
না, তাহাদের অচল তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন,
সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।
৩১ কেননা তাহাদের অচল আমাদের অচলের তুল্য নয়,
আমাদের শত্রুরাও এইরূপ বিচার করে।
৩২ তাহাদের দ্রাক্ষালতা সদোমের লতা হইতে উৎপন্ন;
ঘমোরার ক্ষেত্রস্থ দ্রাক্ষালতা হইতে উৎপন্ন;
তাহাদের দ্রাক্ষাফল বিষময়,
তাহাদের গুচ্ছ তিক্ত;
৩৩ তাহাদের দ্রাক্ষারস সর্পের গরল তুল্য,
কালসর্পের উৎকট হলাহল তুল্য।
৩৪ ইহা কি আমার কাছে সঞ্চিত নহে?

Digitized by Google

আমার ধনাগারে মুদ্রাঙ্ক দ্বারা রক্ষিত নহে ?
৩৫ প্রতিশোধ ও প্রতিফলদান আমারই কর্ম্ম,
সেই সময়ে তাহাদের পা পিছলিয়া যাইবে ;
কেননা তাহাদের বিপদের দিন নিকটবর্ত্তী,
তাহাদের জন্য যাহা যাহা নিরূপিত, শীঘ্রই আসিবে।
৩৬ কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার করিবেন,
আপন দাসদের উপরে সদয় হইবেন ;
কারণ তিনি দেখিবেন, তাহাদের শক্তি গিয়াছে,
বদ্ধ কি মুক্ত কেহ নাই।
৩৭ তিনি কহিবেন, কোথায় তাহাদের দেবগণ,
কোথায় সেই অচল, যাহার শরণ লইয়াছিল,
৩৮ যাহা তাহাদের বলির মেদ ভোজন করিত,
পেয় নৈবেদ্যের দ্রাক্ষারস পান করিত ?
তাহারাই উঠিয়া তোমাদের সাহায্য করুক,
তাহারাই তোমাদের আশ্রয় হউক।
৩৯ এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি ;
আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই ;
আমি বধ করি, আমিই সজীব করি ;
আমি আঘাত করিয়াছি, আমিই সুস্থ করি ;
আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহই নাই।
৪০ কেননা আমি আকাশের দিকে হস্ত উঠাই,
এই দিব্য করি, আমি যখন অনন্তজীবী,
৪১ আমি যদি আপন খড়্গাবজ্রে শাণ দিই,
যদি বিচারসাধনে হস্তক্ষেপ করি,
তবে আপন বিপক্ষগণের প্রতিশোধ লইব,
আপন বিদ্বেষীদিগকে প্রতিফল দিব।
৪২ আমি নিজ বাণসকল রক্তপানে মত্ত করিব,
আমার খড়্গ মাংস ভক্ষণ করিবে ;
হত ও বন্দি লোকদের রক্ত,
শত্রু-সেনানীগণের মস্তক [খাইবে]।
৪৩ জাতিগণ, তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষনাদ কর ;
কেননা তিনি আপন দাসদের রক্তপাতের প্রতীকার করিবেন,
আপন বিপক্ষগণের প্রতিশোধ লইবেন,
আপনার দেশ ও প্রজাগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।
৪৪ আর মোশি ও নূনের পুত্র হোশেয় আসিয়া
লোকদের কর্ণগোচরে এই গীতের সমস্ত কথা
৪৫ কহিলেন। মোশি সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে এই
৪৬ সকল কথা সমাপ্ত করিয়া, তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি অদ্য তোমাদের কাছে সাক্ষ্যরূপে যে
সকল কথা কহিলাম, তোমরা তাহাতে মনোযোগ
কর, কেননা তোমাদের সন্তানগণ যেন এই ব্যব-
স্থার কথা সকল পালন করিতে যত্নবান্ হয়, এই
জন্য তাহাদিগকে তাহা আদেশ করিতে হইবে।
৪৭ বস্তুতঃ ইহা তোমাদের পক্ষে নিরর্থক বাক্য নহে,
কেননা ইহা তোমাদের জীবন, এবং তোমরা যে
দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ,
সেই দেশে এই বাক্য দ্বারা দীর্ঘায়ু হইবে।
৪৮ সেই দিবসে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
৪৯ তুমি এই অবারীম পর্ব্বতে অর্থাৎ যিরীহোর
সম্মুখে অবস্থিত মোয়াব দেশস্থ নবো পর্ব্বতে
আরোহণ কর, এবং আমি অধিকারার্থে ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে যে দেশ দিব, সেই কনান দেশ দর্শন
৫০ কর। আর তোমার ভ্রাতা হারোণ যেমন হোর
পর্ব্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকট সংগৃহীত
হইল, তদ্রূপ তুমি যে পর্ব্বতে আরোহণ করিবে,
তোমাকে তথায় মরিয়া আপন লোকদের নিকটে
৫১ সংগৃহীত হইতে হইবে। কেননা সিন প্রান্তরে
কাদেশস্থ মরীবা জলের নিকটে তোমরা ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে আমার কাছে সত্যলঙ্ঘন করি-
য়াছ, ফলতঃ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমাকে
৫২ পবিত্র বলিয়া মান্য কর নাই। আমি ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে এই যে দেশ দিব, তাহা তুমি সম্মুখে
দেখিতে পাইবে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে
পাইবে না।

ইস্রায়েলের প্রতি মোশির আশীর্ব্বাদ।

৩৩ আর ঈশ্বরের লোক মোশি আপনার
মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে আশী-
র্ব্বাদে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা এই।
২ তিনি কহিলেন,
সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন,
সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন ;
তিনি পারণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন,
অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন ;
তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।
৩ নিশ্চয় তিনি গোষ্ঠীদিগকে প্রীতি করেন,
তাঁহার পবিত্রগণ সকলে তোমার হস্তগত।
তাহারা তোমার চরণতলে বসিল,
প্রত্যেকে তোমার বাক্য শিরোধার্য্য করে।
৪ মোশি আমাদিগকে ব্যবস্থা আদেশ করিলেন,
তাহা যাকোবের সমাজের অধিকার।
৫ যখন জনাধ্যক্ষেরা সমাগত হইল,
ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ একত্র হইল,
তখন তিনি যিশুরূণে রাজা হইলেন।
৬ রূবেণ চিরজীবী হউক, তাহার মৃত্যু না হউক,
তথাপি তাহার লোক অল্পসংখ্যক হউক।
৭ যিহূদার বিষয়ে তিনি কহিলেন,
হে সদাপ্রভো, যিহূদার রব শুন,
তাহার লোকদের নিকটে তাহাকে আন।
সে স্বহস্তে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিল,
তুমি শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহার সাহায্যকারী হইবে।

Digitized by Google

৮　পরে তিনি লেবির বিষয়ে কহিলেন,
যাহার পরীক্ষা তুমি মঃসাতে করিলে,
যাহার সহিত মরীবার জলসমীপে বিবাদ করিলে,
তোমার সেই সাধুর সহিত তোমার তুম্মীম ও ঊরীম রহিয়াছে ;
৯ সে আপন পিতার ও আপন মাতার বিষয়ে বলিল, আমি তাহাকে দেখি নাই ;
সে আপন ভ্রাতাদিগকে স্বীকার করিল না,
আপন সন্তানগণকেও চিনিল না ;
কেননা তাহারা তোমার বাক্য রক্ষা করিয়াছে,
এবং তোমার নিয়ম পালন করে।
১০ তাহারা যাকোবকে তোমার শাসন,
ইস্রায়েলকে তোমার ব্যবস্থা শিক্ষা দিবে ;
তাহারা তোমার সম্মুখে ধূপ রাখিবে,
তোমার বেদির উপরে হোমবলি রাখিবে।
১১ সদাপ্রভো, তাহার সম্পত্তিতে আশীর্ব্বাদ কর,
তাহার হস্তের কর্ম্ম গ্রাহ্য কর,
তাহার প্রতিরোধীদের কটিদেশে আঘাত কর,
তাহার বিদ্বেষীদিগকে আর উঠিতে দিও না।
১২　পরে তিনি বিন্যামীনের বিষয়ে কহিলেন,
সদাপ্রভুর প্রিয় লোক তাঁহার নিকটে নির্ভয়ে বাস করিবে ;
তিনি সমস্ত দিন তাহাকে আচ্ছাদন করেন,
সে তাঁহার বগলে বাস করে।
১৩　পরে তিনি যোষেফের বিষয়ে কহিলেন,
তাহার দেশ সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক,
আকাশের উত্তম উত্তম দ্রব্য ও শিশির দ্বারা,
অধঃস্থানে বিস্তীর্ণ জলধি দ্বারা,
১৪ সূর্য্যপক্ব ফলের উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা,
চন্দ্রকলা বৃদ্ধিতে পক্ব উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা,
১৫ পুরাতন পর্ব্বতগণের প্রধান প্রধান দ্রব্য দ্বারা,
চিরস্থায়ী গিরিগণের উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা,
১৬ পৃথিবীর উত্তম উত্তম দ্রব্য ও তৎপূর্ণতা দ্বারা ;
আর ঝোপবাসীর অনুগ্রহ যোষেফের মস্তকে ;
আপন ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্‌কৃত ব্যক্তির মস্তকের তালুতে [বর্ত্তিবে]।
১৭ তাহার প্রথমজাত বৃষভ-শোভাযুক্ত,
তাহার শৃঙ্গদ্বয় গবয়ের শৃঙ্গের তুল্য ;
তদ্দ্বারা সে পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিকে গুঁতাইবে ;
সেই শৃঙ্গদ্বয় ইফ্রয়িমের অযুত অযুত লোক,
এবং মনঃশির সহস্র সহস্র লোক।
১৮　পরে তিনি সবূলূনের বিষয়ে কহিলেন,
সবূলূন ! তুমি আপন যাত্রাতে আনন্দ কর,
ইষাখর ! তুমি আপন তাম্বুতে আনন্দ কর।
১৯ ইহারা লোকদিগকে পর্ব্বতে আহ্বান করিবে ;
সে স্থানে ধর্ম্মবলি উৎসর্গ করিবে,
কেননা ইহারা সমুদ্রের বহুল দ্রব্য,
এবং বালুকার গুপ্ত ধন সকল শোষণ করিবে।
২০　পরে তিনি গাদের বিষয় কহিলেন,
গাদের বিস্তারকর্ত্তা ধন্য ;
গাদ সিংহীর ন্যায় বসতি করে,
সে বাহু এবং মস্তকের তালুও বিদীর্ণ করে।
২১ সে আপনার জন্য অগ্রিমাংশ নিরীক্ষণ করিল,
কারণ তথায় অধিপতির অধিকার রক্ষিত হইল ;
আর সে লোকদের অধ্যক্ষগণের সঙ্গে আসিল ;
সদাপ্রভুর ধর্ম্মকর্ম্ম সিদ্ধ করিল,
ইস্রায়েল সম্বন্ধে তাঁহার শাসন সিদ্ধ করিল।
২২　পরে তিনি দানের বিষয়ে কহিলেন,
দান সিংহ-শাবক,
যে বাশন হইতে লম্ফ দেয়।
২৩　পরে তিনি নপ্তালির বিষয়ে কহিলেন,
নপ্তালি ! তুমি অনুগ্রহে তৃপ্ত,
সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে পরিপূর্ণ ;
তুমি পশ্চিম ও দক্ষিণ অধিকার কর।
২৪　পরে তিনি আশেরের বিষয়ে কহিলেন,
পুত্রগণে আশের আশীঃপ্রাপ্ত হউক,
সে আপন ভ্রাতাদের কাছে অনুগৃহীত হউক,
আপন চরণ তৈলে মগ্ন করুক।
২৫ তোমার অর্গল লৌহ ও পিত্তলময় হইবে,
তোমার যেমন দিন, তেমনি শক্তি হইবে।
২৬ হে যিশুরূণ, ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই ;
তিনি তোমার সাহায্যার্থে আকাশরথে,
নিজ গৌরবে গগনরথে যাতায়াত করেন।
২৭ অনাদি ঈশ্বর তোমার বাসস্থান,
নিম্নে অনন্তস্থায়ী বাহুযুগ ;
তিনি তোমার সম্মুখ হইতে শত্রুকে দূর করিলেন,
আর বলিলেন, বিনাশ কর।
২৮ তাই ইস্রায়েল নির্ভয়ে বাস করে,
যাকোবের উৎস একাকী
শস্যের ও দ্রাক্ষারসের দেশে বাস করে ;
আর তাহার আকাশ হইতেও শিশির ক্ষরে।
২৯ হে ইস্রায়েল ! ধন্য তুমি ;
তোমার তুল্য কে ? তুমি সদাপ্রভু কর্তৃক নিস্তারিত জাতি,
তিনি তোমার সাহায্যের ঢাল,
তিনি তোমার উৎকর্ষের খড়্গ।
তোমার শত্রুগণ তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে,
তুমি তাহাদের উচ্চস্থলী দিয়া গতায়াত করিবে।

মোশির মৃত্যু।

৩৪ পরে মোশি মোয়াবের অরাবা তলভূমি
হইতে নবো পর্ব্বতে, যিরীহোর সম্মুখস্থিত
পিস্‌গা-শৃঙ্গে, আরোহণ করিলেন। আর সদা-

Digitized by Google

প্রভু তাঁহাকে সমস্ত দেশ, দান অবধি গিলিয়দ
২ দেশ, এবং সমস্ত নপ্তালি, আর ইফ্রয়িম ও মনঃ-
শির দেশ, এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত যিহূদার
৩ সমস্ত দেশ, এবং দক্ষিণ দেশ ও সোয়র পর্য্যন্ত
খর্জ্জূরপুর যিরীহোর অঞ্চল ও সমস্থলী দেখাই-
৪ লেন। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, আমি
যে দেশের বিষয়ে শপথ করিয়া অব্রাহামকে,
ইস্‌হাককে ও যাকোবকে বলিয়াছিলাম, আমি
তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এ সেই দেশ;
আমি উহা তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম, কিন্তু
৫ তুমি পার হইয়া ঐ স্থানে যাইবে না। তাহাতে
সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
৬ সেই স্থানে মোয়াবদেশে মরিলেন। আর তিনি
মোয়াবদেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকায়
কবর প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান
৭ অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশি এক
শত বিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিলেন; তাঁহার চক্ষু
৮ ক্ষীণ হয় নাই ও তেজের হ্রাস হয় নাই। পরে
ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির নিমিত্তে মোয়াবের
অরাবা তলভূমিতে ত্রিশ দিবস রোদন করিল;
এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের
দিন সম্পূর্ণ হইল।
৯ মোশি নূনের পুত্র যিহোশূয়ের মস্তকে হস্তার্পণ
করিয়াছিলেন, এই জন্য যিহোশূয় বিজ্ঞতার
আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন; এবং ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ তাঁহার কথায় মনোযোগ করিয়া মোশির প্রতি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল।
১০ মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের
১১ মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই; কেননা মিসরদেশে
ফরৌণের, তাঁহার সমস্ত দাসের ও তাঁহার সমস্ত
দেশের প্রতি যাহা করিতে সদাপ্রভু মোশিকে
প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল অভিজ্ঞানে ও
১২ অদ্ভুত লক্ষণে, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে
মোশির প্রদর্শিত সমস্ত বাহুবলে ও মহাভয়ঙ্কর-
তায় সদাপ্রভু সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাঁহার
সহিত আলাপ করিতেন।

যিহোশূয়ের পুস্তক।

যিহোশূয়ের নিয়োগ।

১ সদাপ্রভুর দাস মোশির মৃত্যু হইলে পর
সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মো-
২ শির পরিচারককে কহিলেন, আমার দাস মোশির
মৃত্যু হইয়াছে; এখন তুমি উঠিয়া এই সমস্ত
লোকের সহিত এই যর্দ্দন নদী পার হও, এবং
তাহাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আমি
৩ যে দেশ দিতেছি, সেই দেশে যাত্রা কর। যে
সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, আমি
মোশিকে যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে সেই সকল
৪ স্থান তোমাদিগকে দিয়াছি। প্রান্তর অবধি ঐ
লিবানোন পর্য্যন্ত এবং মহানদী ফরাৎ নদী
অবধি সূর্য্যাস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত
হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ তোমাদের সীমা হইবে।
৫ তোমার সমস্ত জীবনকালে কেহ তোমার সম্মুখে
দাঁড়াইতে পারিবে না; আমি যেমন মোশির
সহবর্ত্তী ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহবর্ত্তী থাকিব;
আমি তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ত্যাগ করিব
৬ না। বলবান্ হও, সাহস কর; কেননা যে দেশ
দিতে ইহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আমি দিব্য
করিয়াছি, তাহা তুমি এই লোকদিগকে অধিকার
৭ করাইবে। কিন্তু আমার দাস মোশি তোমাকে যে
ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত
ব্যবস্থা যত্নপূর্ব্বক পালনার্থ বলবান্ হও, অতি-
শয় সাহস কর, তাহা হইতে দক্ষিণে কি বামে
ফিরিও না; তাহাতে তুমি যে কোন স্থানে
৮ যাইবে, সেই স্থানে কৃতকার্য্য হইবে। তোমার
মুখ হইতে এই ব্যবস্থাগ্রন্থ বিচলিত না হউক;
তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক
তদনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা
ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভ
৯ গতি হইবে ও তুমি কৃতকার্য্য হইবে। আমি কি
তোমাকে আজ্ঞা দিই নাই? তুমি বলবান্ হও,
সাহস কর, ত্রাসযুক্ত কি নিরাশ হইও না; কেননা
তুমি যে কোন স্থানে যাইবে, সেই স্থানে তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকিবেন।
১০ আর যিহোশূয় লোকদের শাসকগণকে আজ্ঞা
১১ করিলেন, তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়া যাও,
লোকদিগকে এই কথা বল, তোমরা আপনাদের
জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর; কেননা তোমা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাদিগকে

Digitized by Google

যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া
তাহা অধিকার করিবার জন্য তিন দিনের মধ্যে
তোমাদিগকে এই যর্দ্দন পার হইয়া যাইতে
১২ হইবে। পরে যিহোশূয় রুবেণীয়দিগকে, গাদীয়-
দিগকে ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে কহিলেন,
১৩ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিশ্রাম
দিতেছেন, আর এই দেশ দিবেন, ইহা বলিয়া
সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা
১৪ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। তোমাদের স্ত্রী-
লোক, বালকবালিকা ও পশুগণ মোশির দত্ত
যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থিত তোমাদের দেশে থাকুক;
কিন্তু তোমরা, যুদ্ধবীর সমস্ত লোক, সসজ্জ হইয়া
তোমাদের ভ্রাতৃগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া
১৫ তাহাদের সাহায্য কর। পরে যখন সদাপ্রভু
তোমাদের ন্যায় তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম
দেন, অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা-
দিগকে যে দেশ দিতেছেন, তাহারাও যখন সেই
দেশ অধিকার করিবে, তখন তোমরা যর্দ্দনের
পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয় দিকে সদাপ্রভুর দাস মোশির
দত্ত আপনাদের অধিকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহা
১৬ ভোগ করিবে। তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল,
তুমি আমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছ,
সে সকলই আমরা করিব; তুমি আমাদিগকে
যে কোন স্থানে পাঠাইবে, সেই স্থানে আমরা
১৭ যাইব। আমরা যেমন সর্ব্ববিষয়ে মোশির কথা
শুনিতাম, তদ্রূপ তোমার কথা শুনিব; কেবল
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন মোশির সহবর্ত্তী
১৮ ছিলেন, তেমনি তোমারও সহবর্ত্তী হউন। যে
কেহ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তোমার
আজ্ঞাপিত কোন কথা না শুনে, তাহার প্রাণদণ্ড
হইবে; তুমি কেবল বলবান্ হও, সাহস কর।

দেশ দেখিবার জন্য দুই জন চর প্রেরণ।

২ পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় শিটীম হইতে
দুই জন চরকে গোপনে এই কথা বলিয়া
প্রেরণ করিলেন, তোমরা যাও, ঐ দেশ ও যিরীহো
নগর নিরীক্ষণ কর। তাহাতে তাহারা যাইয়া
রাহব নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া
২ সেই স্থানে শয়ন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু
লোকে যিরীহোর রাজাকে কহিল, দেখুন, দেশ
অনুসন্ধান করিতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে
কয়েকটী লোক আজ রাত্রিতে এই স্থানে আসি-
৩ য়াছে। তাহাতে যিরীহোর রাজা রাহবের নিকটে
এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে লোকেরা
তোমার কাছে আসিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ
করিয়াছে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন,
কেননা তাহারা সমস্ত দেশ অনুসন্ধান করিতে
৪ আসিয়াছে। তখন সে স্ত্রী ঐ দুই জনকে লইয়া
গোপনে রাখিল, আর উত্তর করিল, সত্য, সেই
লোকেরা আমার কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু
তাহারা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না।
৫ অন্ধকার হইলে নগরদ্বার বন্ধ করিবার কিঞ্চিৎ
পূর্ব্বে সেই লোকেরা চলিয়া গিয়াছে; তাহারা
কোথায় গিয়াছে, আমি জানি না; শীঘ্র তাহা-
দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও, তাহাতে তাহাদের সঙ্গ
৬ ধরিবে। কিন্তু ঐ স্ত্রী তাহাদিগকে ছাদের উপরে
আনিয়া ছাদের উপরে আপনার সাজান মসি-
৭ নার ডাঁটার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঐ
লোকেরা তাহাদের অন্বেষণার্থে যর্দ্দনের পথে
পারঘাটা পর্য্যন্ত ধাবমান হইল; এবং তাহাদের
সেই অনুধাবনকারীরা নির্গত হইবামাত্র নগর-
দ্বার রুদ্ধ হইল।
৮ পরে সেই দুই চর শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঐ স্ত্রী
৯ ছাদের উপরে তাহাদের নিকটে আসিল, আর
তাহাদিগকে কহিল, আমি জানি, সদাপ্রভু
তোমাদিগকে এই দেশ দিয়াছেন, আর তোমাদের
হইতে আমাদের উপরে ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে,
ও তোমাদের সম্মুখে এই দেশনিবাসী সমস্ত
১০ লোক দ্রবীভূত হইয়াছে। কেননা মিসর হইতে
তোমরা বাহির হইয়া আসিলে সদাপ্রভু তোমা-
দের সম্মুখে কি প্রকারে সূফসমুদ্রের জল শুষ্ক
করিয়াছিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দনের পরপারস্থ
সীহোন ও ওগ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার
প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহাদিগকে যে নিঃশেষে
১১ বিনষ্ট করিয়াছ, তাহা আমরা শুনিলাম; আর
শুনিবামাত্র আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল;
তোমাদের সমক্ষে কাহারও মনে সাহসের উদয়
হয় না, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু উপ-
১২ রিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে ঈশ্বর। অতএব
এখন, বিনয় করি, তোমরা আমার পক্ষে সদা-
প্রভুর নামে দিব্য কর; আমি তোমাদের উপরে
দয়া করিলাম, অতএব তোমরাও আমার পিতৃ-
কুলের উপরে দয়া কর, এবং এক সত্য অভিজ্ঞান
১৩ আমাকে দেও; ফলতঃ তোমরা আমার পিতা-
মাতা, ভ্রাতাভগিনীগণকে ও তাহাদের সমস্ত
পরিজনকে বাঁচাইবে ও মৃত্যু হইতে আমাদের
১৪ প্রাণ উদ্ধার করিবে। সেই দুই জন তাহাকে
বলিল, তোমরা যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ
না কর, তোমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণ
যাইবে; যে সময়ে সদাপ্রভু আমাদিগকে এই
দেশ দিবেন, তৎকালে আমরা তোমার প্রতি দয়া
১৫ ও সত্য ব্যবহার করিব। পরে সে বাতায়নদ্বার
দিয়া রজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে নামাইয়া দিল,
কেননা তাহার গৃহ নগর-প্রাচীরের গাত্রে ছিল,
১৬ সে প্রাচীরের উপরে বাস করিত। আর সে

Digitized by Google

যর্দ্দনের পশ্চিম পারস্থ ইমোরীয়দের সকল রাজা
ও সমুদ্রনিকটস্থ কনানীয়দের সকল রাজা শুনিল,
তখন তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, ও ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সম্মুখে তাহাদের আর সাহস
রহিল না।
২ সেই সময়ে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন,
তুমি চকমকি পাতরের ছুরী প্রস্তুত করিয়া দ্বিতীয়
৩ বার ইস্রায়েল-সন্তানগণের ত্বক্‌ছেদ করাও। তা-
হাতে যিহোশূয় চকমকি পাতরের ছুরী প্রস্তুত
করিয়া ত্বক্‌পর্ব্বতের সমীপে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
৪ ত্বক্‌ছেদ করাইলেন। যিহোশূয়ের সেই ত্বক্‌ছেদ
করাইবার কারণ এই ; মিসর হইতে নির্গত সমস্ত
লোকের মধ্যে যত যোদ্ধৃ-পুরুষ ছিল, তাহারা
মিসর হইতে নির্গমন করিবার পর পথের মধ্যে
৫ প্রান্তরে মরিয়াছিল। নির্গত লোকেরা সকলে
ছিন্নত্বক্ ছিল বটে, কিন্তু মিসর হইতে নির্গমনের
পর যে সকল লোক পথের মধ্যে প্রান্তরে জন্মিয়া-
৬ ছিল, তাহাদের ত্বক্‌ছেদ হয় নাই। আর মিসর
হইতে নির্গত সমগ্র জাতি, ও ঐ যোদ্ধারা সদা-
প্রভুর রবে অবধান করিত না, তজ্জন্য তাহাদের
সংহার না হওয়া পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ
চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল ; কেননা
আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী যে দেশ দিবার বিষয়ে
সদাপ্রভু উহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য
করিয়াছিলেন, সদাপ্রভু উহাদিগকে সেই দেশ
দেখিতে দিবেন না, এমন দিব্য উহাদের কাছে
৭ করিয়াছিলেন। উহাদের পরিবর্ত্তে উহাদের যে
সন্তানদিগকে তিনি উৎপন্ন করিলেন, যিহোশূয়
তাহাদেরই ত্বক্‌ছেদ করাইলেন ; কেননা তাহারা
অচ্ছিন্নত্বক্ ছিল ; কারণ পথের মধ্যে তাহাদের
৮ ত্বক্‌ছেদ করা যায় নাই। সেই সমস্ত লোকের
ত্বক্‌ছেদ সমাপ্ত হইলে পর তাহারা যাবৎ সুস্থ
না হইল, তাবৎ শিবিরমধ্যে স্ব স্ব স্থানে থাকিল।
৯ পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, অদ্য আমি
তোমাদের হইতে মিসরের দুর্নাম অপসারণ
করিলাম ; অতএব অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের
নাম গিল্‌গল [অপসারণ] আখ্যাত হইয়াছে।
১০ ইস্রায়েল-সন্তানগণ গিল্‌গলে শিবির স্থাপন
করিয়া সেই মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সায়ংকালে
যিরীহোর তলভূমিতে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল।
১১ সেই নিস্তারপর্ব্বের পরদিবসে তাহারা দেশোৎ-
পন্ন শস্য ভোজন করিতে লাগিল, সেই দিনে
তাড়ীশূন্য রুটী ও ভর্জ্জিত শস্য ভোজন করিল।
১২ আর সেই পরদিবসে তাহাদের দেশোৎপন্ন শস্য
ভোজনের পরে মান্না নিবৃত্ত হইল ; তদবধি
ইস্রায়েল-সন্তানগণ আর মান্না পাইল না, কিন্তু
সেই বৎসরে তাহারা কনান দেশের ফল ভোজন
করিল।

যিরীহোর পতন ও বিনাশ।

১৩ যিরীহোর নিকটে অবস্থিতি কালে যিহোশূয়
চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ,
নিষ্কোষ খড়্গহস্ত এক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে
দণ্ডায়মান ; যিহোশূয় তাঁহার কাছে গিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের পক্ষ, কি
১৪ আমাদের বিপক্ষদের পক্ষ ? তিনি কহিলেন, না ;
কিন্তু আমি সদাপ্রভুর সৈন্যের সেনাপতি, এখনই
আসিলাম। তখন যিহোশূয় ভূমিতে উবুড় হইয়া
পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে আমার
প্রভো, আপনকার এ দাসকে কি আজ্ঞা করেন ?
১৫ সদাপ্রভুর সৈন্যের সেনাপতি যিহোশূয়কে কহি-
লেন, তোমার পদ হইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল,
কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, ঐ স্থান
পবিত্র। তখন যিহোশূয় সেইরূপ করিলেন।
৬ সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণের ভয়ে
যিরীহো নগর রুদ্ধ ও সংরুদ্ধ ছিল, ভিতরে
বাহিরে কেহ গমনাগমন করিত না।
২ আর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, দেখ,
আমি যিরীহো নগর, ইহার রাজাকে ও বলবান্
যোদ্ধৃগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।
৩ তোমরা সমস্ত যোদ্ধৃ-পুরুষ এই নগর বেষ্টন
করিয়া প্রতিদিন এক এক বার প্রদক্ষিণ করিবে ;
৪ এইরূপ ছয় দিন করিবে। আর সাত জন যাজক
সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে মহাশব্দকারী সাত তূরী
বহন করিবে ; পরে সপ্তম দিবসে তোমরা সাত
বার নগর প্রদক্ষিণ করিবে, ও যাজকগণ তূরী
৫ বাজাইবে। আর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দ-
কারী শিঙ্গা বাজাইলে যখন তোমরা সেই তূরী-
ধ্বনি শুনিবে, তখন সমস্ত লোক মহাসিংহনাদ
করিয়া উঠিবে ; তাহাতে নগরের প্রাচীর স্বস্থানে
পড়িয়া যাইবে, এবং লোকেরা প্রত্যেকে সম্মুখ-
পথে উঠিয়া যাইবে।
৬ পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় যাজকগণকে
ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা নিয়মসিন্দুক তুল,
এবং সাত জন যাজক সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রে
৭ অগ্রে মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন করুক। আর
তিনি লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা অগ্রসর
হইয়া নগর বেষ্টন কর, এবং সসজ্জ সৈন্য সদা-
৮ প্রভুর সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে গমন করুক। তখন
লোকদের কাছে যিহোশূয়ের বাক্য সাঙ্গ হইলে
সেই সাত জন যাজক সদাপ্রভুর অগ্রে মহাশব্দ-
কারী সাত তূরী বহন করতঃ তূরী বাজাইতে বাজা-
ইতে চলিতে লাগিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়ম-
৯ সিন্দুক তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আর
সসজ্জ সৈন্য তূরীবাদক যাজকদের অগ্রসর হইয়া
চলিল, এবং পশ্চাৎ দিকের সৈন্য সিন্দুকের

Digitized by Google

পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, যাজকগণ চলিতে
১০ চলিতে তূরীধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু যিহো-
শূয় লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা সিংহ-
নাদ করিও না, আপন আপন রব শুনাইও না,
তোমাদের মুখ হইতে বাক্য নির্গত না হউক;
পরে আমি যে দিন সিংহনাদ করিতে তোমা-
দিগকে আজ্ঞা করিব, সেই দিন তোমরা সিংহ-
১১ নাদ করিবে। এইরূপে তিনি সদাপ্রভুর সিন্দুক
নগরের চতুর্দ্দিকে এক বার প্রদক্ষিণ করাইলেন;
আর তাহারা শিবিরে আসিয়া শিবিরে রাত্রি
যাপন করিল।
১২ পরদিন যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিলেন, এবং
যাজকগণ সদাপ্রভুর সিন্দুক তুলিয়া লইল।
১৩ আর মহাশব্দকারী সাত তূরীধারী সাত যাজক
সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে অনবরত চলিতে
লাগিল, ও তূরী বাজাইল, এবং সসজ্জ সৈন্য
তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, এবং পশ্চাৎ দিকের
সৈন্য সদাপ্রভুর সিন্দুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল, যাজকগণ চলিতে চলিতে তূরীধ্বনি করিতে
১৪ লাগিল। এইরূপে তাহারা দ্বিতীয় দিবসেও এক
বার নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া
আসিল; তাহারা ছয় দিন এইরূপ করিল।
১৫ পরে সপ্তম দিবসে তাহারা প্রত্যূষে অরুণোদয়
কালে উঠিয়া সাত বার সেই প্রকারে নগর
প্রদক্ষিণ করিল; কেবল সেই দিবসে সাত বার
১৬ নগর প্রদক্ষিণ করিল। পরে যাজকগণ সপ্তম
বার তূরী বাজাইলে যিহোশূয় লোকদিগকে
কহিলেন, তোমরা সিংহনাদ কর, কেননা সদা-
১৭ প্রভু তোমাদিগকে এই নগর দিয়াছেন। কিন্তু
নগর ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বর্জ্জিত হইবে; কেবল রাহব বেশ্যা ও তাহার
সহিত গৃহে স্থিত সমস্ত লোক বাঁচিবে, কেননা
সে আমাদের প্রেরিত দূতগণকে সঙ্গোপন করিয়া-
১৮ ছিল। আর তোমরা সেই বর্জ্জিত দ্রব্য হইতে
আপনাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে, নতুবা
বর্জ্জিত করণানন্তর বর্জ্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ
করিলে তোমরা ইস্রায়েলের শিবির অভিশপ্ত
১৯ করিয়া ব্যাকুল করিবে। কিন্তু সমুদয় রৌপ্য,
স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র সদা-
প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহা সদাপ্রভুর
ভাণ্ডারে যাইবে।
২০ পরে লোকেরা সিংহনাদ করিল; তূরী বাজিলে
লোকেরা তূরীধ্বনি শুনিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে
সিংহনাদ করিল, তাহাতে নগরের প্রাচীর স্বস্থানে
পড়িয়া গেল; পরে লোকেরা প্রত্যেকে সম্মুখ-
পথে নগরে উঠিয়া গিয়া নগর হস্তগত করিল।
২১ আর তাহারা খড়্গধারে নগরের স্ত্রী পুরুষ
আবাল বৃদ্ধ এবং গো মেষ ও গর্দ্দভ সকলই
২২ নিঃশেষে বিনাশ করিল। কিন্তু যে দুই ব্যক্তি
দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহাদিগকে যিহো-
শূয় আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সেই বেশ্যার গৃহে
গমন কর, এবং তাহার কাছে যে দিব্য করিয়াছ,
তদনুসারে সেই স্ত্রীকে ও তৎসম্পর্কীয় সকলকে
২৩ বাহির করিয়া আন। তাহাতে সেই দুই যুব
চর প্রবেশ করিয়া রাহবকে এবং তাহার পিতা-
মাতা ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সম্পর্কীয় সকলকে
বাহির করিয়া আনিল; এবং তাহার সমস্ত গো-
ষ্ঠীকেও বাহির করিয়া আনিল; তাহারা ইস্রা-
য়েলের শিবিরের বাহিরে তাহাদিগকে রাখিল।
২৪ পরন্তু লোকেরা নগর ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু
অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিল, কেবল রৌপ্য, স্বর্ণ এবং
পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র সদাপ্রভুর গৃহের
২৫ ভাণ্ডারে রাখিল। কিন্তু যিহোশূয় রাহব বেশ্যাকে,
তাহার পিতৃকুলকে ও তাহার সম্পর্কীয় সকলকে
রক্ষা করিলেন; সে অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে
বসতি করিতেছে; কারণ যিরীহো নিরীক্ষণার্থে
যিহোশূয়ের প্রেরিত দূতদ্বয়কে সে সঙ্গোপন
২৬ করিয়াছিল। সেই সময়ে যিহোশূয় শপথ
করিয়া লোকদিগকে কহিলেন, যে কেহ উঠিয়া
পুনর্ব্বার এই যিরীহো নগর পত্তন করিবে, সে
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত হউক; নগরের
ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডরূপে সে আপন জ্যেষ্ঠ
পুত্রকে ও তাহার কবাট স্থাপনের দণ্ডরূপে
২৭ আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবে। পরন্তু সদাপ্রভু
যিহোশূয়ের সহবর্ত্তী ছিলেন, আর তাঁহার কীর্ত্তি
সমুদয় দেশে ব্যাপিল।

আখনের লোভ ও দণ্ড।

৭ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ বর্জ্জিত বস্তু
সম্বন্ধে সত্যলঙ্ঘন করিল; ফলতঃ যিহূদা-
বংশীয় সেরহের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির
পুত্র আখন বর্জ্জিত বস্তুর কিঞ্চিৎ হরণ করিল;
তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভুর
২ ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। আর যিহোশূয় যিরীহো
হইতে বৈথেলের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বৈথাবনের
পার্শ্বস্থ অয়ে লোক প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা উঠিয়া গিয়া দেশ নিরীক্ষণ
কর; তাহাতে তাহারা গিয়া অয় নিরীক্ষণ
৩ করিল। পরে যিহোশূয়ের নিকটে প্রত্যাগমন
করিয়া কহিল, সে স্থানে সকল লোকের যাওয়া
অনাবশ্যক, দুই কিম্বা তিন সহস্র লোক উঠিয়া
গিয়া অয় পরাজয় করুক; সে স্থানে সকল
লোকের কষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা তথাকার
৪ লোক অল্প। অতএব লোকদের মধ্য হইতে

Digitized by Google

ন্যূনাধিক তিন সহস্র জন সে স্থানে যাত্রা করিল,
কিন্তু তাহারা অয়ের লোকদের সম্মুখ হইতে
৫ পলায়ন করিল। আর অয়ের লোকেরা তাহা-
দের মধ্যে প্রায় ছত্রিশ জনকে আঘাত করিল ;
নগরদ্বার হইতে শবারীম পর্য্যন্ত তাহাদিগকে
তাড়না করিয়া অবরোহণের পথে আঘাত করিল,
তাহাতে লোকদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া জলের
ন্যায় হইল।
৬ তখন যিহোশূয় ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ
আপন আপন বস্ত্র চিরিয়া সদাপ্রভুর সিন্দুকের
সম্মুখে অধোমুখ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূমিতে
পড়িয়া থাকিলেন, এবং আপন আপন মস্তকে
৭ ধূলা ছড়াইলেন। আর যিহোশূয় কহিলেন,
হায় হায়, হে প্রভো সদাপ্রভো, বিনাশার্থে
ইমোরীয়দের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিবার
জন্য তুমি কেন এই লোকদিগকে যর্দ্দন পার
করিয়া আনিলে ? হায় হায়, আমরা কেন সন্তুষ্ট
৮ হইয়া যর্দ্দনের ওপারে থাকি নাই। হে প্রভো,
ইস্রায়েল আপন শত্রুগণের সম্মুখে পরাঙ্মুখ
৯ হইলে পর আমি কি কহিব ? এতদ্দেশনিবাসী
কনানীয় প্রভৃতি সমস্ত লোক এই কথা শুনিবে,
আর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী হইতে
আমাদের নাম উচ্ছেদ করিবে, তাহা হইলে
তুমি আপন মহানামের নিমিত্তে কি করিবে ?
১০ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, উঠ,
১১ তুমি অধোমুখ হইয়া কেন পড়িয়া আছ ? ইস্রা-
য়েল পাপ করিয়াছে, আমার আজ্ঞাপিত নিয়ম
লঙ্ঘন করিয়াছে ; তাহারা সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের
কিছু লইয়াছে, ও চুরি করিয়াছে ও তদ্বিষয়ে
প্রতারণা করিয়াছে, আর আপনাদের সামগ্রী-
১২ মধ্যে তাহা রাখিয়াছে। এই জন্য ইস্রায়েল-
সন্তানগণ আপন শত্রুগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে
না পারিয়া শত্রুগণ হইতে পরাঙ্মুখ হইল,
কেননা তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছে ; তোমাদের
মধ্য হইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু উৎপাটন না করিলে
১৩ আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। উঠ,
লোকদিগকে পবিত্র কর, বল, তোমরা কল্যের
জন্য পবিত্র হও, কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল, তোমার
মধ্যে বর্জ্জিত বস্তু আছে ; আপনার মধ্য হইতে
সেই বর্জ্জিত বস্তু দূর না করিলে তুমি আপন
১৪ শত্রুদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। অতএব
তোমরা প্রাতঃকালে আপন আপন বংশানুসারে
সকলে নিকটবর্ত্তী হও ; তাহাতে সদাপ্রভু কর্ত্তৃক
যে বংশ নির্ণীত হইবে, সেই বংশের এক এক
গোষ্ঠী আসিবে ; ও সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে গোষ্ঠী
নির্ণীত হইবে, তাহার এক এক কুল আসিবে ;
ও সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে কুল নির্ণীত হইবে, তাহার
১৫ এক এক পুরুষ আসিবে। আর বর্জ্জিত দ্রব্য
হরণকারী বলিয়া যে ব্যক্তি নির্ণীত হইবে, সে
ও তাহার সম্পর্কীয় সকলেই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে,
কেননা সে সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, ও
ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার কর্ম্ম করিয়াছে।
১৬ পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েলকে
স্ব স্ব বংশানুসারে আনাইলেন ; তাহাতে যিহূদা-
১৭ বংশ নির্ণীত হইল। পরে তিনি যিহূদার গোষ্ঠী
আনাইলে সেরহীয় গোষ্ঠী নির্ণীত হইল ; পরে
তিনি সেরহীয় গোষ্ঠীকে পুরুষানুসারে আনাইলে
১৮ সব্দি নির্ণীত হইল। পরে তিনি তাহার কুলকে
পুরুষানুসারে আনাইলে যিহূদাবংশীয় সেরহের
প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির পুত্র আখন নির্ণীত
১৯ হইল। তখন যিহোশূয় আখনকে কহিলেন, হে
আমার বৎস, বিনয় করি, তুমি ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর মহিমা স্বীকার কর, তাঁহার স্তব
কর ; এবং তুমি কি করিয়াছ, আমাকে বল ;
২০ আমা হইতে তাহা গোপন করিও না। তাহাতে
আখন উত্তর করিয়া যিহোশূয়কে কহিল, সত্য,
আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিকূলে
পাপ করিয়াছি, আমি এই এই কার্য্য করি-
২১ য়াছি ; আমি লুটিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম এক-
খানি বাবিলীয় শাল, দুই শত শেকল রৌপ্য ও
পঞ্চাশ শেকল পরিমিত এক খান স্বর্ণ দেখিয়া
লোভে হরণ করিয়াছি ; দেখ, সে সকল আমার
তাম্বুর মধ্যে ভূমিতে লুকান আছে, সকলের নীচে
রৌপ্য আছে।
২২ তখন যিহোশূয় দূত প্রেরণ করিলে তাহারা
তাহার তাম্বুতে দৌড়িয়া গেল, আর দেখ, তাহার
তাম্বুর মধ্যে সেই শাল ও তাহার নীচে রৌপ্য
২৩ লুকান ছিল। তখন তাহারা তাম্বুর মধ্য হইতে
সে সকল লইয়া যিহোশূয়ের ও সমস্ত ইস্রায়েল-
সন্তানের কাছে আনিল, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে
২৪ তাহা বিস্তার করিল। পরে যিহোশূয় ও সমস্ত
ইস্রায়েল সেরহের সন্তান আখনকে ও সেই
রৌপ্য, শাল, স্বর্ণের খান ও তাহার পুত্রকন্যা-
গণ এবং তাহার গো, গর্দ্দভ, মেষ ও তাম্বু, এবং
সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া আখোর তলভূমিতে আনি-
২৫ লেন। আর যিহোশূয় কহিলেন, তুমি আমা-
দিগকে কেন ব্যাকুল করিলে ? অদ্য সদাপ্রভু
তোমাকে ব্যাকুল করিবেন। পরে সমস্ত ইস্রা-
য়েল তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল, এবং তাহা-
২৬ দিগকে দগ্ধ করিয়া প্রস্তরে আচ্ছন্ন করিল। পরে
তাহার উপরে প্রস্তরের বৃহৎ রাশি করিল, তাহা
অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এইরূপে সদাপ্রভু
আপন প্রচণ্ড ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। এই
ঘটনাপ্রযুক্ত সেই স্থান অদ্যাপি আখোর [ব্যাকু-
লতা] তলভূমি নামে বিখ্যাত আছে।

Digitized by Google

অয় নগরের বিনাশ।

৮ পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
ভীত কি নিরাশ হইও না; সমস্ত সৈন্যকে
সঙ্গে করিয়া লও, উঠ, অয়ে যাত্রা কর; দেখ,
আমি অয়ের রাজাকে ও তাহার প্রজাদিগকে এবং
তাহার নগর ও দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ করি-
২ য়াছি। তুমি যিরীহোর ও তথাকার রাজার প্রতি
যেরূপ করিলে, অয়ের ও তথাকার রাজার প্রতিও
তদ্রূপ করিবে, কেবল তাহার লুটদ্রব্য ও পশু
তোমরা আপনাদের জন্য লইবে। তুমি নগরের
বিরুদ্ধে তৎপশ্চাতে আপনার এক দল সৈন্য
গোপন করিয়া রাখিও।
৩ তখন যিহোশূয় ও সমস্ত সৈন্য উঠিয়া অয়ের
বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, ফলতঃ যিহোশূয় ত্রিশ
সহস্র বলবান্ লোক মনোনীত করিলেন, এবং
৪ তাহাদিগকে রাত্রিতে বিদায় করিলেন। তিনি
এই আজ্ঞা করিলেন, দেখ, তোমরা নগরের
পশ্চাতে নগরের প্রতিকূলে গোপনে থাকিবে;
নগর হইতে অতি দূরে যাইবে না, কিন্তু সকলেই
৫ প্রস্তুত থাকিবে। পরে আমি ও আমার সঙ্গী
সমস্ত লোক নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে
তাহারা যখন পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধে
বাহির হইয়া আসিবে, তখন আমরা তাহাদের
৬ অগ্রে পলায়ন করিব। তাহাতে তাহারা বাহির
হইয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবে, শেষে
আমরা তাহাদিগকে নগর হইতে দূরে আকর্ষণ
করিব; কেননা তাহারা কহিবে, ইহারা পূর্ব্বের
ন্যায় আমাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করি-
তেছে। এইরূপে আমরা যখন তাহাদের সম্মুখ
৭ হইতে পলায়ন করিব, তখন তোমরা গোপন
স্থান হইতে উঠিয়া নগর অধিকার করিবে;
কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমাদের
৮ হস্তগত করিবেন। নগর হস্তগত করিবামাত্র
তোমরা নগরে অগ্নি দিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
যায়ী কার্য্য করিবে; দেখ, ইহা আমি তোমা-
দিগকে আজ্ঞা করিলাম।
৯ এইরূপে যিহোশূয় তাহাদিগকে প্রেরণ
করিলে তাহারা যাইয়া অয়ের পশ্চিমে বৈথেলের
ও অয়ের মধ্যস্থানে লুকাইয়া থাকিল, কিন্তু
যিহোশূয় লোকদের মধ্যে সেই রাত্রি যাপন
১০ করিলেন। পর দিবসে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া
লোকদিগকে গণনা করিলেন, পরে তিনি ও
ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ লোকদের অগ্রে অগ্রে
১১ অয়ে যাত্রা করিলেন। আর তাঁহার সঙ্গী সমস্ত
সৈন্য গেল, নিকটবর্ত্তী হইয়া নগরের সম্মুখে
উপস্থিত হইল, আর অয়ের উত্তরদিকে শিবির
স্থাপন করিল; তাঁহার ও অয়ের মধ্যস্থানে এক
১২ উপত্যকা ছিল। আর তিনি প্রায় পাঁচ সহস্র
লোক লইয়া নগরের পশ্চিম দিকে বৈথেলের
ও অয়ের মধ্যস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।
১৩ এইরূপে লোকেরা নগরের উত্তরদিকস্থ সমস্ত
শিবিরকে ও নগরের পশ্চিমদিকে আপনাদের
নিভৃত দলকে স্থাপন করিলে যিহোশূয় ঐ
রাত্রিতে তলভূমি মধ্যে গমন করিলেন।
১৪ যখন অয়ের রাজা তাহা দেখিলেন, তখন
নগরস্থ লোকেরা, রাজা ও তাঁহার সকল লোক,
প্রত্যূষে শীঘ্র উঠিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ
করিতে বহির্গত হইয়া নিরূপিত স্থানে অরাবা
তলভূমির সম্মুখে গেলেন; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে
এক দল সৈন্য নগরের পশ্চাতে গুপ্ত আছে, ইহা
১৫ তিনি জানিতেন না। পরে যিহোশূয় ও সমস্ত
ইস্রায়েল তাহাদের সম্মুখে আপনাদিগকে পরা-
হতের ন্যায় দেখাইয়া প্রান্তরের পথ দিয়া পলা-
১৬ য়ন করিলেন। তাহাতে নগরে অবস্থিত সকল
লোক আহূত হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইল ও যিহোশূয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিতে করিতে নগর হইতে দূরে আকর্ষিত
১৭ হইল। ইস্রায়েলের পশ্চাদ্গামী না হইল, এমন
এক জনও অয়ে ও বৈথেলে অবশিষ্ট থাকিল না;
সকলে নগর মুক্তদ্বার রাখিয়া ইস্রায়েলের পশ্চাৎ
১৮ পশ্চাৎ গেল। তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে
কহিলেন, তুমি আপন হস্তস্থিত শল্য অয়ের দিকে
বিস্তার কর; কেননা আমি সেই নগর তোমার
হস্তগত করিব। তখন যিহোশূয় আপন হস্তস্থিত
১৯ শল্য নগরের দিকে বিস্তার করিলেন। তিনি হস্ত
বিস্তার করিবামাত্র গোপনে স্থিত সৈন্যদল তৎ-
ক্ষণাৎ স্বস্থান হইতে উঠিয়া বেগে গমন করিল,
ও নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং
২০ ত্বরা করিয়া নগরে অগ্নি লাগাইয়া দিল। পরে
অয়ের লোকেরা পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া দেখিল, আর
দেখ, নগরের ধূম আকাশে উঠিতেছে, কিন্তু
তাহারা এদিকে কি ওদিকে কোন দিকে পলাই-
বার কোন উপায় পাইল না; কেননা প্রান্তরে
পলায়মান লোকেরা তাড়নাকারীদের দিকে
২১ ফিরিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। ফলতঃ
গোপনে স্থিত সৈন্যদল নগর হস্তগত করিয়াছে
ও নগরের ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া যিহো-
শূয় ও সমস্ত ইস্রায়েল ফিরিয়া অয়ের লোক-
২২ দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন; আর অন্য
দিকেও লোকেরা নগর হইতে তাহাদের প্রতিকূলে
আসিতেছিল; সুতরাং তাহারা ইস্রায়েলের
মধ্যে পড়িল, এপার্শ্বে কতক, ওপার্শ্বে কতক
ছিল; আর তাহারা তাহাদিগকে এমন আঘাত
করিল যে, তাহাদের কেহ অবশিষ্ট বা জীবিত
২৩ থাকিল না। কিন্তু তাহারা অয়ের রাজাকে জীবৎ

Digitized by Google

২৪ ধরিয়া যিহোশূয়ের নিকটে আনিল। এইরূপে
ইস্রায়েল তাহাদের সকলকে ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে
প্রান্তরে অয়নিবাসিগণ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান
হইয়াছিল, সেখানে তাহাদিগকে নিঃশেষে বধ
করিল ; তাহারা সকলে খড়্গধারে পতিত হইল।
পরে সমস্ত ইস্রায়েল ফিরিয়া অয়ে আসিয়া
খড়্গধারে তথাকার লোকদিগকেও আঘাত
২৫ করিল। সেই দিবসে অয়নিবাসী সমস্ত লোক
অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সহস্র লোক
২৬ পতিত হইল। কেননা অয়নিবাসী সকলে যাবৎ
নিঃশেষে বিনষ্ট না হইল, তাবৎ যিহোশূয়
আপনার বিস্তারিত শল্যধারী হস্ত সঙ্কুচিত করি-
২৭ লেন না। যিহোশূয়ের প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
সারে ইস্রায়েল ঐ নগরের পশু ও লুটদ্রব্য সকল
২৮ আপনাদের জন্য গ্রহণ করিল ; আর যিহোশূয়
অয় নগর দগ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী ঢিবি এবং উৎ-
সন্ন স্থান করিলেন, তাহা অদ্যাপি সেইরূপ
২৯ আছে। পরে তিনি অয়ের রাজাকে সন্ধ্যাকাল
পর্য্যন্ত বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন, কিন্তু সূর্য্যাস্ত
সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাঁহার
শব বৃক্ষ হইতে নামাইয়া নগরের দ্বার-প্রবেশের
স্থানে ফেলিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের এক বৃহৎ
ঢিবি করিল ; তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে।

৩০ তৎকালে যিহোশূয় এবল পর্ব্বতে ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
৩১ করিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমনি
তাহারা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশানু-
সারে অতক্ষিত প্রস্তরে, যাহার উপরে কেহ লৌহ
উঠায় নাই, এমন প্রস্তরে ঐ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
করিল, এবং তাহার উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩২ হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। আর
তথাকার প্রস্তরগুলির উপরে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের সম্মুখে তিনি মোশির ব্যবস্থার এক অনু-
৩৩ লিপি লিখিলেন। আর ইস্রায়েল লোকদিগকে
সর্ব্বপ্রথমে আশীর্ব্বাদ করণার্থে, সদাপ্রভুর দাস
মোশি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সমস্ত
ইস্রায়েল, তাহাদের প্রাচীনগণ, শাসকগণ ও
বিচারকর্ত্তৃগণ, স্বজাতীয় কি প্রবাসী সমস্ত লোক
সিন্দুকের এদিকে ওদিকে সদাপ্রভুর নিয়ম-
সিন্দুক-বাহক লেবীয় যাজকগণের সম্মুখে দাঁড়া-
ইল ; তাহাদের অর্দ্ধাংশ গরিষীম পর্ব্বতের
৩৪ দিকে, অর্দ্ধাংশ এবল পর্ব্বতের দিকে ছিল। পরে
ব্যবস্থাগ্রন্থে যাহা যাহা লিখিত ছিল, তদনুসারে
তিনি ব্যবস্থার সমস্ত কথা, অর্থাৎ আশীর্ব্বাদের
৩৫ ও শাপের কথা, পাঠ করিলেন। মোশি যাহা
যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সমস্ত
সমাজের এবং স্ত্রীলোকদের, বালকবালিকাদের
ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী প্রবাসিগণের সম্মুখে সেই
সমস্ত পাঠ করিতে যিহোশূয় একটী বাক্যেরও
ত্রুটি করিলেন না।

ইস্রায়েলের সহিত গিবিয়োনীয়দের সন্ধি স্থাপন।

৯ আর যর্দ্দনের এপারস্থ সমুদয় রাজা,
পর্ব্বত ও নিম্নভূমিনিবাসী এবং লিবানোনের
সম্মুখস্থ মহাসমুদ্রের সমস্ত তীরনিবাসী হিত্তীয়,
ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিব-
২ ষীয় রাজগণ এই কথা শুনিয়া একযোগে যিহো-
শূয়ের ও ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে সকলে
একত্র হইলেন।
৩ কিন্তু যিরীহোর প্রতি ও অয়ের প্রতি যিহো-
শূয় যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা যখন
৪ গিবিয়োননিবাসীরা শুনিল, তখন তাহারাও
চতুরতার কার্য্য করিল ; ফলতঃ তাহারা গিয়া
রাজদূতের বেশ ধারণ করিয়া আপন আপন
গর্দ্দভের উপরে পুরাতন ছালা এবং দ্রাক্ষারসের
৫ পুরাতন, জীর্ণ ও তালীযুক্ত কুপা চাপাইল। আর
পায়ে পুরাতন ও তালীযুক্ত পাদুকা ও গায়ে
পুরাতন বস্ত্র দিল, এবং সমস্ত শুষ্ক ও ছাতাপড়া
৬ রুটী পাথেয় লইল। পরে তাহারা গিল্গলস্থিত
শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ও
ইস্রায়েল লোকদিগকে কহিল, আমরা দূরদেশ
হইতে আসিলাম, অতএব এখন আপনারা
৭ আমাদের সহিত নিয়ম স্থির করুন। তখন ইস্রা-
য়েল লোকেরা সেই হিব্বীয়দিগকে কহিল, কি
জানি তোমরা আমাদেরই মধ্যে বাস করিতেছ ;
তাহা হইলে আমরা তোমাদের সহিত কি প্রকারে
৮ নিয়ম স্থির করিতে পারি ? তাহাতে তাহারা
যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আপনকার দাস।
তখন যিহোশূয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা
৯ কাহারা ? কোথা হইতে আসিলে ? তাহারা
কহিল, আপনকার দাস আমরা আপনকার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নাম শুনিয়া অতি দূরদেশ হইতে
আসিলাম, কেননা তাঁহার কীর্ত্তি, এবং তিনি
১০ মিসরদেশে যে কার্য্য করিয়াছেন, এবং যর্দ্দনের
ওপারস্থ দুই ইমোরীয় রাজার প্রতি, হিষ্‌বোনের
রাজা সীহোনের ও বাশনের রাজা অষ্টারোৎ-
নিবাসী ওগের প্রতি যে যে কার্য্য করিয়াছেন,
১১ তাহা আমরা শুনিয়াছি। অতএব আমাদের
প্রাচীনবর্গ ও দেশনিবাসী লোক সকল আমা-
দিগকে কহিল, তোমরা হস্তে পাথেয় দ্রব্য লইয়া
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, তাহা-
দিগকে বল, আমরা আপনাদের দাস ; অতএব
এখন আপনারা আমাদের সহিত নিয়ম স্থির

Digitized by Google

১২ করুন। আপনাদের নিকটে আসিবার নিমিত্তে
যে দিন যাত্রা করি, সেই দিন আমরা গৃহ হইতে
যে তপ্ত রুটী পাথেয় আনিয়াছিলাম, এই দেখুন,
আমাদের সেই রুটী এখন শুষ্ক ও ছাতাপড়া
১৩ হইয়াছে। আর যে নূতন কুপায় দ্রাক্ষারস পূর্ণ
করিয়াছিলাম, এই দেখুন, সে সকল ছিন্ন হই-
য়াছে। আর আমাদের এই সকল বস্ত্র ও পাদুকা
পুরাতন হইয়াছে, কেননা পথ অতি দূর।
১৪ তাহাতে লোকেরা তাহাদের খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ
করিল, সদাপ্রভুর অভিমত জিজ্ঞাসা করিল না।
১৫ আর যিহোশূয় তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া
যাহাতে তাহারা বাঁচে, এমন নিয়ম করিলেন,
এবং মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের কাছে
শপথ করিলেন।
১৬ এইরূপে তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করি-
বার পরে তিন দিন গত হইলে তাহারা শুনিতে
পাইল, ইহারা আমাদের নিকটস্থ এবং আমাদের
১৭ মধ্যে বাস করিতেছে। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ
যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিবসে তাহাদের সকল
নগরের কাছে উপস্থিত হইল। সেই সকল নগ-
রের নাম গিবিয়োন, কফীরা, বেরোৎ ও কিরিয়ৎ-
১৮ যিয়ারীম। মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নামে তাহাদের কাছে দিব্য করিয়া-
ছিলেন বলিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদিগকে
আঘাত করিল না, কিন্তু সমস্ত মণ্ডলী অধ্যক্ষগণের
১৯ প্রতিকূলে বচসা করিতে লাগিল। তাহাতে
অধ্যক্ষগণ সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন, আমরা
উহাদের প্রতি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে
দিব্য করিয়াছি, অতএব এখন উহাদিগকে স্পর্শ
২০ করিতে পারি না। আমরা উহাদের প্রতি ইহাই
করিব, উহাদিগকে জীবৎ রাখিব, নতুবা উহা-
দের প্রতি যে দিব্য করিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত আমা-
২১ দের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইবে। অতএব
অধ্যক্ষগণ তাহাদিগকে কহিলেন, উহারা জীবৎ
থাকুক। কিন্তু অধ্যক্ষগণের বাক্যানুসারে তাহারা
সমস্ত মণ্ডলীর নিমিত্তে কাষ্ঠচ্ছেদক ও জল-
বাহক হইল।
২২ আর যিহোশূয় তাহাদিগকে ডাকাইয়া কহি-
লেন, তোমরা ত আমাদের মধ্যে বাস করিতেছ;
তথাপি আমরা তোমাদের হইতে অতি দূরস্থ, এই
কথা বলিয়া কেন আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিলে?
২৩ এই নিমিত্তে তোমরা শাপগ্রস্ত হইলে; আমার
ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্তে কাষ্ঠচ্ছেদন ও জল-
বহনাদি দাস্যকর্ম্ম হইতে তোমরা কখনও মুক্তি
২৪ পাইবে না। তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল,
আপনাদিগকে এই সমস্ত দেশ দিবার জন্য ও
আপনাদের সম্মুখ হইতে এই দেশনিবাসী যাব-
তীয় লোককে বিনাশ করিবার জন্য আপনকার
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন দাস মোশিকে যে সকল
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার নিশ্চিত সংবাদ
আপনকার দাস আমরা পাইয়াছিলাম, তজ্জন্য
আমরা আপনাদের হইতে প্রাণভয়ে অতিশয়
২৫ ভীত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছি। এখন দেখুন,
আমরা আপনকারই হস্তগত, আমাদের প্রতি
যাহা করা আপনকার ভাল ও ন্যায্য বোধ হয়,
২৬ তাহাই করুন। পরে তিনি তাহাদের প্রতি তাহাই
করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের হস্ত হইতে তাহা-
দিগকে রক্ষা করিলেন, তাহাতে তাহারা তাহা-
২৭ দিগকে বধ করিল না। কিন্তু সদাপ্রভুর মনোনীত
স্থানে মণ্ডলীর ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির নিমিত্তে
কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহন কর্ম্মে যিহোশূয় সেই
দিবসে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা
অদ্য পর্য্যন্ত তাহা করিতেছে।

পাঁচ জন রাজার পরাজয় ও বিনাশ।

১০ যিরূশালেমের অদোনীষেদক রাজা যখন
শুনিলেন, যিহোশূয় অয় হস্তগত করিয়া
নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছেন, এবং যিরীহো ও
তথাকার রাজার প্রতি যেমন করিয়াছিলেন,
অয়ের ও তথাকার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিয়া-
ছেন, এবং গিবিয়োননিবাসীরা ইস্রায়েলের
সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে;
২ তখন লোকেরা অতিশয় ভীত হইল, কেননা
গিবিয়োন নগর রাজধানীর ন্যায় বৃহৎ এবং অয়
অপেক্ষাও বড়, আর তাহার লোক সকল বলবান্
৩ ছিল। আর যিরূশালেমের অদোনীষেদক রাজা
হিব্রোণের হোহম রাজার, যর্মূতের পিরাম
রাজার, লাখীশের যাফিয় রাজার ও ইগ্লোনের
দবীর রাজার নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া এই
৪ কথা কহিলেন; আমার কাছে উঠিয়া আইস,
আমার সাহায্য কর, আমরা গিবিয়োনীয়দিগকে
আঘাত করি; কেননা তাহারা যিহোশূয়ের ও
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত সন্ধি করিয়াছে।
৫ অতএব ইমোরীয়দের ঐ পাঁচ রাজা, অর্থাৎ
যিরূশালেমের রাজা, হিব্রোণের রাজা, যর্মূতের
রাজা, লাখীশের রাজা ও ইগ্লোনের রাজা আপন
আপন সমস্ত সৈন্যের সহিত একত্র হইলেন, এবং
উঠিয়া গিয়া গিবিয়োনের সম্মুখে শিবির স্থাপন-
৬ পূর্ব্বক তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে
গিবিয়োনীয়েরা গিল্‌গলস্থিত শিবিরে যিহো-
শূয়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, আপন-
কার এই দাসদের প্রতি হস্ত শিথিল করিবেন
না, ত্বরায় আসিয়া আমাদের নিস্তার ও সাহায্য
করুন, কেননা পর্ব্বতনিবাসী ইমোরীয়দের সমস্ত
রাজা আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হইয়াছেন।

Digitized by Google

৭ তাহাতে যিহোশূয় সমস্ত যোদ্ধা ও বলবান্ লোক
সঙ্গে লইয়া গিল্গল হইতে যাত্রা করিলেন।
৮ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা আমি
তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছি,
তাহাদের কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে
৯ না। পরে যিহোশূয় অকস্মাৎ তাহাদের নিকটে
উপস্থিত হইলেন; তিনি সমস্ত রাত্রি গিল্গল
১০ হইতে ঊর্দ্ধগমন করিয়াছিলেন। তখন সদাপ্রভু
ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করি-
লেন, তাহাতে তিনি গিবিয়োনে মহাসংহারে
তাহাদিগকে সংহার করিয়া বৈৎ-হোরোণ ঘাটের
পথ দিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিলেন, এবং
অসেকা ও মক্কেদা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত
১১ করিলেন। আর ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলা-
য়নকালে যখন তাহারা বৈৎ-হোরোণের অব-
রোহণপথে ছিল, তখন সদাপ্রভু অসেকা পর্য্যন্ত
আকাশ হইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষা-
ইলেন, তাহাতে তাহারা মারা পড়িল; ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ যাহাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল,
তদপেক্ষা অধিক লোক শিলাতে মরিল।
১২ তৎকালে যিহোশূয় সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন
করিলেন, ফলতঃ যে দিনে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-
সন্তানগণের হস্তে ইমোরীয়দিগকে সমর্পণ করেন,
সেই দিনে তিনি ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন,
সূর্য্য, তুমি গিবিয়োনের উপরে স্থগিত হও;
চন্দ্র, তুমি অয়ালোন তলভূমিতে স্থগিত হও।
১৩ যাবৎ সেই জাতি আপন শত্রুদিগের প্রতিশোধ
না লইল,
তাবৎ সূর্য্য স্থগিত ও চন্দ্র স্থির থাকিল।
এই কথা কি যাশের গ্রন্থে লিখিত নাই? আর
আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য্য স্থির থাকিল, অস্তগমন
করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস ত্বরা করিল না।
১৪ তাহার পূর্ব্বে কি পরে সদাপ্রভু যে মনুষ্যের রবে
এইরূপ কর্ণ দিলেন, এমন আর কোন দিন হয়
নাই; যেহেতুক সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ
১৫ করিতেছিলেন। অবশেষে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রা-
য়েলকে সঙ্গে লইয়া গিল্গলস্থ শিবিরে প্রত্যা-
গমন করিলেন।
১৬ আর ঐ পাঁচ রাজা পলায়ন করিয়া মক্কেদার
১৭ গুহাতে আপনাদিগকে লুকাইয়াছিলেন। পরে
সেই পাঁচ রাজাকে মক্কেদার গুহাতে লুক্কায়িত
পাওয়া গিয়াছে, এই সংবাদ যিহোশূয়ের কর্ণ-
১৮ গোচর হইল। যিহোশূয় কহিলেন, তোমরা
সেই গুহার মুখে কতকগুলিন বৃহৎ প্রস্তর গড়া-
ইয়া দিয়া সেগুলি রক্ষা করিতে তথায় লোক
১৯ নিযুক্ত কর, কিন্তু আপনারা অবিলম্বে শত্রুগণের
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদের সৈন্যের পশ্চাদ্-
ভাগ ছেদন কর, তাহাদিগকে আপন আপন
নগরে প্রবেশ করিতে দিও না; কেননা তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে
২০ সমর্পণ করিয়াছেন। পরে যিহোশূয় ও ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ তাহাদের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত মহা-
সংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলেন, উহাদের
কতিপয় অবশিষ্ট লোক মাত্র পলাইয়া প্রাচীর-
২১ বেষ্টিত কোন কোন নগরে প্রবেশ করিল। পরে
সমস্ত লোক মক্কেদাতে যিহোশূয়ের নিকটে
শিবিরে কুশলে প্রত্যাগমন করিল; ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে কাহারও প্রতিকূলে কেহ জিহ্বা
দোলাইল না।
২২ পরে যিহোশূয় আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ঐ
গুহার মুখ অনাবৃত করিয়া তথা হইতে সেই পাঁচ
রাজাকে বাহির করিয়া আমার নিকটে আন।
২৩ তাহা করিলে তাহারা যিরূশালেমের রাজা,
হিব্রোণের রাজা, যর্মূতের রাজা, লাখীশের রাজা
ও ইগ্লোনের রাজা, এই পাঁচ রাজাকে সেই গুহা
হইতে বাহির করিয়া তাঁহার নিকটে আনিল।
২৪ এইরূপে তাহারা ঐ রাজগণকে যিহোশূয়ের
নিকটে আনিলে পর যিহোশূয় ইস্রায়েলের
সমস্ত পুরুষকে ডাকিয়া আপনার সঙ্গে গমনকারী
যোদ্ধৃগণের অধিপতিদিগকে আজ্ঞা করিলেন,
তোমরা নিকটে আসিয়া এই রাজগণের গ্রীবাতে
পা দেও; তাহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া
২৫ তাহাদের গ্রীবাতে পা দিল। পরে যিহোশূয়
তাহাদিগকে কহিলেন, ভীত ও নিরাশ হইও না,
বলবান্ হও, সাহস কর; কেননা তোমরা যে
শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদের সকলের
২৬ প্রতি সদাপ্রভু এইরূপ করিবেন। তৎপরে যিহো-
শূয় আঘাত করিয়া সেই পাঁচ রাজাকে বধ করি-
লেন, ও পাঁচ বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া দিলেন; তাহাতে
তাঁহারা সায়ংকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষে টাঙ্গান থাকি-
২৭ লেন। পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের
আজ্ঞাতে তাঁহাদিগকে বৃক্ষ হইতে নামাইয়া, যে
গুহাতে তাঁহারা লুকাইয়াছিলেন, সেই গুহাতে
নিক্ষেপ করিয়া গুহার মুখে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর
স্থাপন করিল; তাহা অদ্যাপি আছে।
২৮ আর সেই দিবসে যিহোশূয় মক্কেদা হস্তগত
করিলেন, এবং খড়্গধারে আঘাত করিয়া তথা-
কার রাজাকে ও লোকদিগকে এবং তন্মধ্যস্থিত
সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন, কাহা-
কেও অবশিষ্ট রাখিলেন না; যেমন যিরীহোর
রাজার প্রতি করিয়াছিলেন, মক্কেদার রাজার
প্রতিও তদ্রূপ করিলেন।
২৯ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে
করিয়া মক্কেদা হইতে লিব্নাতে যাইয়া লিব্নার
৩০ প্রতিকূলে যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু

Digitized by Google

লিব্‌না ও তথাকার রাজাকে ইস্রায়েলের হস্তে
সমর্পণ করিলেন ; তাহারা লিব্‌না ও তন্মধ্যস্থ
সমস্ত প্রাণীকে খড়্গাধারে আঘাত করিল; তাহার
মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না ; যেমন
যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, তাহার
রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল ।
৩১ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া
লিব্‌না হইতে লাখীশে যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে
৩২ শিবির স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিলেন । তাহাতে
সদাপ্রভু লাখীশকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ
করিলে তাহারা দ্বিতীয় দিবসে লাখীশ হস্তগত
করিয়া যেমন লিব্‌নার প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ
লাখীশ ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণীকে খড়্গাধারে
আঘাত করিল ।
৩৩ তৎকালে গেষরের হোরম রাজা লাখীশের
সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন ; আর যিহো-
শূয় তাঁহাকে ও তাঁহার লোকদিগকে আঘাত
করিলেন ; তাঁহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখি-
লেন না ।
৩৪ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া
লাখীশ হইতে ইগ্লোনে যাত্রা করিলে তাহারা
সেই স্থানের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তৎ-
৩৫ প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল । আর সেই দিবসে তাহা
হস্তগত করিয়া, যেমন লাখীশের প্রতি করিয়া-
ছিল, তদ্রূপ খড়্গাধারে তাহা আঘাত করিয়া সেই
দিবসে তাহার মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে
বিনষ্ট করিল ।
৩৬ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া
ইগ্লোন হইতে হিব্রোণে যাত্রা করিলে তাহারা
৩৭ তৎপ্রতিকূলে যুদ্ধ করিল । আর তাহা হস্তগত
করিয়া নগর ও তথাকার রাজাকে ও তাহার
উপনগর সকলকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণীকে
খড়্গাধারে আঘাত করিল ; যেমন ইগ্লোনের প্রতি
করিয়াছিল, সেইরূপ কাহাকেও অবশিষ্ট না
রাখিয়া হিব্রোণ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণীকে
নিঃশেষে বিনষ্ট করিল ।
৩৮ পরে যিহোশূয় ফিরিয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে
সঙ্গে লইয়া দবীরে আসিয়া তাহার প্রতিকূলে
৩৯ যুদ্ধ করিলেন । আর তাহা ও তাহার রাজাকে
ও তাহার উপনগর সকল হস্তগত করিলেন ; এবং
তাঁহারা খড়্গাধারে আঘাত করিয়া তন্মধ্যস্থ সমস্ত
প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন ; তিনি কাহা-
কেও অবশিষ্ট রাখিলেন না ; যেমন হিব্রোণের
প্রতি এবং লিব্‌নার ও তাহার রাজার প্রতি
করিয়াছিলেন, দবীরের ও তাহার রাজার প্রতিও
তদ্রূপ করিলেন ।
৪০ এইরূপে যিহোশূয় পর্ব্বতময় দেশ, দক্ষিণ
অঞ্চল, নিম্নভূমি ও পর্ব্বত-পার্শ্ব, সমস্ত দেশ
পরাস্ত করিয়া তাহার সমস্ত রাজাকে বধ করি-
লেন, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না ; তিনি
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্বাস-
বিশিষ্ট সকলকেই নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন ।
৪১ এইরূপে যিহোশূয় কাদেশ-বর্ণেয় অবধি ঘসা
পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এবং গিবিয়োন পর্য্যন্ত গোশ-
৪২ নের সমস্ত দেশ পরাজয় করিলেন । যিহোশূয়
এই সমস্ত দেশ ও রাজগণকে এক কালেই হস্তগত
করিলেন, কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু
৪৩ ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন । পরে
যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া গিল্-
গলস্থিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন ।

উত্তরদেশনিবাসী কনানীয়দের পরাজয় ।

১১ পরে যখন হাৎসোরের রাজা যাবীন সেই
সমস্তের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মাদো-
নের যোবব রাজার, শিম্রোণের রাজার ও অক্-
২ ষফের রাজার নিকটে, এবং উত্তরদেশীয় পর্ব্বতে,
কিন্নেরতের দক্ষিণস্থ আরাবা তলভূমিতে, নিম্ন-
ভূমিতে ও পশ্চিমস্থ দোর নামক উপগিরিতে
৩ স্থিত রাজগণের নিকটে ; অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম-
দেশীয় কনানীয়দের, এবং পর্ব্বতস্থ ইমোরীয়দের,
হিত্তীয়দের, পরিষীয়দের ও যিবূষীয়দের এবং
হর্ম্মোণের অধঃস্থিত মিস্পীদেশীয় হিব্বীয়দের রাজ-
৪ গণের নিকটে লোক প্রেরণ করিলেন । তাহাতে
তাঁহারা সকলে সসৈন্যে, সমুদ্রতীরস্থ বালুকার
ন্যায় অসংখ্য লোক এবং অতি বিস্তর অশ্ব ও
৫ রথ সঙ্গে লইয়া, বাহির হইলেন । এই রাজারা
সকলে নিরূপণানুসারে একত্র হইলেন ; তাঁহারা
ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য মেরোম
জলাশয়ের নিকটে আসিয়া একত্র শিবির স্থাপন
করিলেন ।
৬ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
উহাদের হইতে ভীত হইও না ; কেননা কল্য
এমন সময়ে আমি ইস্রায়েলের সম্মুখে উহাদের
সকলকেই নিহত সমর্পণ করিব, তাহাতে তুমি
তাহাদের অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিবে ও
৭ রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে । পরে যিহোশূয়
সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া মেরোম জলাশয়ের
নিকটে তাহাদের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ উপস্থিত
৮ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । তাহাতে
সদাপ্রভু তাহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ
করাতে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল,
এবং মহাসীদোন ও মিষ্রফোৎ-ময়িম পর্য্যন্ত ও
পূর্ব্বদিকে মিস্পীর তলভূমি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে
তাড়াইয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদিগকে আঘাত
করিয়া তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল
৯ না । পরে যিহোশূয় তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর

Digitized by Google

আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন, তিনি তাহাদের
অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিলেন ও তাহাদের
রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন।
১০ ঐ সময়ে যিহোশূয় প্রত্যাগমন করিয়া হাৎ-
সোর হস্তগত করিলেন, ও খড়্গ দ্বারা তাহার
রাজাকে আঘাত করিলেন, কেননা পূর্ব্বাবধি
১১ হাৎসোর সেই সকল রাজ্যের মাথা ছিল। আর
লোকেরা তত্রত্য সমস্ত প্রাণীকে খড়্গাধারে আঘাত
করিয়া নিঃশেষে বিনষ্ট করিল, তাহার মধ্যে
শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না;
পরে তিনি হাৎসোর অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন।
১২ আর যিহোশূয় ঐ রাজগণের সমস্ত নগর ও
তাহাদের সমস্ত রাজাকে হস্তগত করিলেন, এবং
সদাপ্রভুর দাস মোশির আজ্ঞানুসারে খড়্গাধারে
তাহাদিগকে আঘাত করিয়া নিঃশেষে বিনষ্ট
১৩ করিলেন। কিন্তু স্ব স্ব ঢিকরোপরি স্থাপিত নগর
সকল ইস্রায়েল কর্ত্তৃক দগ্ধ হইল না, কেবল
১৪ হাৎসোর যিহোশূয় কর্ত্তৃক দগ্ধ হইল। আর
ইস্রায়েল-সন্তানগণ সে সকল নগরের দ্রব্যাদি
ও পশুগণকে আপনাদের নিমিত্তে লুট করিয়া
লইল, কিন্তু খড়্গাধারে প্রত্যেক মনুষ্যকে নিঃশেষে
বধ করিল; তাহাদের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহা-
১৫ কেও অবশিষ্ট রাখিল না। সদাপ্রভু আপন দাস
মোশিকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, মোশি
যিহোশূয়কে তদ্রূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর
যিহোশূয় তদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন, মোশির প্রতি
উক্ত সদাপ্রভুর সমস্ত আদেশের একটী কথাও
অন্যথা করিলেন না।
১৬ এইরূপে যিহোশূয় সেই সমস্ত প্রদেশ, তথা-
কার পর্ব্বত, সমস্ত দক্ষিণ দেশ, গোশনের সমস্ত
দেশ, নিম্নভূমি, অরাবা তলভূমি, ইস্রায়েলের
১৭ পর্ব্বত ও তাহার নিম্নভূমি; অর্থাৎ সেয়ীরগামী
হালক পর্ব্বত অবধি হর্ম্মোণ পর্ব্বতের নীচস্থ লিবা-
নোনের তলভূমিতে স্থিত বাল্‌গাদ পর্য্যন্ত সমস্ত
দেশ হস্তগত করিলেন, এবং তাহাদের যাবতীয়
রাজাকে ধরিয়া আঘাতপূর্ব্বক বধ করিলেন।
১৮ যিহোশূয় বহুকাল পর্য্যন্ত সেই রাজগণের সহিত
১৯ যুদ্ধ করিলেন। গিবিয়োননিবাসী হিব্বীয়েরা
ব্যতীত আর কোন নগরীয় লোক ইস্রায়েল-
সন্তানগণের সহিত সন্ধি করিল না; তাহারা
২০ সমস্তকেই যুদ্ধে হস্তগত করিল। কারণ তাহাদের
হৃদয় কঠিন করা সদাপ্রভু হইতে হইয়াছিল,
যেন তাহারা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করে, আর
তিনি তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করেন, তাহা-
দের প্রতি দয়া না করেন, কিন্তু তাহাদিগকে
উচ্ছিন্ন করেন; সদাপ্রভু মোশিকে এই আজ্ঞা
করিয়াছিলেন।
২১ আর সেই সময়ে যিহোশূয় আসিয়া পর্ব্বত-
ময় দেশ, হিব্রোণ, দবীর ও অনাব হইতে ও
যিহুদার সমস্ত পর্ব্বত হইতে এবং ইস্রায়েলের
সমস্ত পর্ব্বত হইতে অনাকীয়দিগকে উচ্ছিন্ন করি-
লেন; যিহোশূয় তাহাদের নগরশুদ্ধ তাহা-
২২ দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন। ইস্রায়েল-
সন্তানগণের দেশে অনাকীয়দের কেহ অবশিষ্ট
থাকিল না; কেবল ঘসাতে, গাতে ও অস্‌দোদে
২৩ অবশিষ্ট থাকিল। এইরূপে মোশির প্রতি সদা-
প্রভুর বাক্য অনুসারে যিহোশূয় সে সমস্ত দেশ
হস্তগত করিলেন, যিহোশূয় প্রত্যেক বংশের
বিভাগ অনুসারে অধিকার জন্য ইস্রায়েলকে
দিলেন; পরে দেশে যুদ্ধবিরাম হইল।

পরাভূত রাজগণের তালিকা।

১২ যর্দ্দনের ওপারে সূর্য্যোদয়ের দিকে অর্ণোন
উপত্যকা অবধি হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং
পূর্ব্বদিক্‌স্থিত সমস্ত অরাবা তলভূমির মধ্যে
ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেশীয় যে দুই রাজাকে বধ
করিয়া তাঁহাদের দেশ অধিকার করিলেন, সেই
২ দুই রাজা এই। হিষ্‌বোননিবাসী ইমোরীয়দের
সীহোন রাজা। তিনি অর্ণোন উপত্যকার প্রান্তস্থ
অরোয়েরের ও উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী নগর অবধি
এবং অর্দ্ধ গিলিয়দ দেশে অম্মোন-সন্তানদের
৩ সীমাস্থ যব্বোক নদী পর্য্যন্ত, এবং অরাবা তল-
ভূমিতে কিন্নেরৎ হ্রদ পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব তীরে ও বৈৎ-
যিশীমোতের পথে অরাবা তলভূমিস্থ লবণসমুদ্র
পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব তীরে এবং পিস্‌গা-পার্শ্বের অধঃ-
৪ স্থিত দক্ষিণ দেশে কর্ত্তৃত্বকারী ছিলেন। আর
বাশনীয় ওগ রাজার অঞ্চল তাহাদের হস্তগত
হইল; তিনি অবশিষ্ট রফায়ীয় বংশোদ্ভব
ছিলেন, এবং অষ্টারোতে ও ইদ্রিয়ীতে বাস
৫ করিতেন। তিনি হর্ম্মোণ পর্ব্বতে, সল্‌খাতে এবং
গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্য্যন্ত সমুদয়
বাশন দেশে, এবং হিষ্‌বোনের সীহোন রাজার
সীমা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ গিলিয়দ দেশে কর্ত্তৃত্বকারী
৬ ছিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ও ইস্রায়েল-
সন্তানগণ ইহাঁদিগকে আঘাত করিয়াছিলেন,
এবং সদাপ্রভুর দাস মোশি সেই দেশ অধি-
কারার্থে রূবেণীয় ও গাদীয়দিগকে এবং মনঃশির
অর্দ্ধ বংশকে দিয়াছিলেন।
৭ যর্দ্দনের এপারে পশ্চিমদিকে লিবানোনের তল-
ভূমিতে স্থিত বাল্‌গাদ অবধি সেয়ীরগামী হালক
পর্ব্বত পর্য্যন্ত যিহোশূয় ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ
দেশীয় যে যে রাজাকে বধ করিলেন, ও যিহোশূয়
যাহাদের দেশ অধিকারার্থে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে
ইস্রায়েলের বংশদিগকে দিলেন, সেই সকল
৮ রাজা, অর্থাৎ পর্ব্বত, নিম্নভূমি, অরাবা তলভূমি,

Digitized by Google

পর্ব্বত-পার্শ্ব, প্রান্তর ও দক্ষিণাঞ্চলনিবাসী
হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরীষীয়, হিব্বীয়
৯ ও যিবূষীয় [সকল রাজা] এই এই। যিরীহোর এক
১০ রাজা, বৈথেলের নিকটস্থ অয়ের এক রাজা, যিরূ-
১১ শালেমের এক রাজা, হিব্রোণের এক রাজা, যর্মূ-
১২ তের এক রাজা, লাখীশের এক রাজা, ইগ্লোনের
১৩ এক রাজা, গেষরের এক রাজা, দবীরের এক রাজা,
১৪ গেদরের এক রাজা, হর্মার এক রাজা, অরাদের এক
১৫,১৬ রাজা, লিব্নার এক রাজা, অদুল্লমের এক রাজা,
১৭ মক্কেদার এক রাজা, বৈথেলের এক রাজা, তপূ-
১৮ হের এক রাজা, হেফরের এক রাজা, অফেকের
১৯ এক রাজা, লশারোণের এক রাজা, মাদোনের এক
২০ রাজা, হাৎসোরের এক রাজা, শিম্রোণ-মরোণের
২১ এক রাজা, অক্‌ষফের এক রাজা, তানকের এক
২২ রাজা, মগিদ্দোর এক রাজা, কেদশের এক রাজা,
২৩ কর্ম্মিলস্থ যক্নিয়ামের এক রাজা, দোর উপগিরিতে
স্থিত দোরের এক রাজা, গিল্‌গলস্থ গোয়ীমের
২৪ এক রাজা, তির্সার এক রাজা ; সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ
রাজা।

যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ গোষ্ঠীদের সীমা নিরূপণ।

১৩ পরে যিহোশূয় বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইলে
সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি বৃদ্ধ ও
গতবয়স্ক হইলে ; কিন্তু এখনও অধিকার করিতে
২ বিস্তর দেশ অবশিষ্ট আছে। এই দেশ এখনও
অবশিষ্ট রহিল। পলেষ্টীয়দের সমস্ত মণ্ডল,
৩ এবং গশূরীয়দের সমস্ত অঞ্চল ; ফলতঃ মিসরের
সম্মুখস্থ সীহোর নদী অবধি ইক্রোণের উত্তর-
সীমা পর্য্যন্ত ঘসাতীয়, অসদোদীয়, অষ্কিলোনীয়,
গাতীয় ও ইক্রোণীয়, পলেষ্টীয়দের এই পাঁচ
৪ ভূপালের, আর দক্ষিণদিক্‌স্থ অব্বীয় দেশ কনা-
নীয়দের অধিকাররূপে গণনীয়। কনানীয়দের
সমস্ত দেশ ও ইমোরীয়দের সীমান্বিত অফেক
৫ পর্য্যন্ত সীদোনীয়দের অধীন মিয়ারা। গিব্লীয়-
দের দেশ ও হর্ম্মোণ পর্ব্বতের তলস্থিত বাল্‌গাদ
অবধি হমাতে প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয়-
৬ দিক্‌স্থ সমস্ত লিবানোন। লিবানোন অবধি মিষ্র-
ফোৎ-ময়িম পর্য্যন্ত পর্ব্বতনিবাসী সীদোনীয়দের
সমস্ত দেশ। আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ
হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব ; আমি
যেমন তোমাকে আজ্ঞা করিলাম, তদ্রূপ তুমি
কেবল তাহা অধিকারার্থে ইস্রায়েলকে অংশ
৭ করিয়া দেও। এক্ষণে অধিকারার্থে নয় বংশকে
ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে এই দেশ অংশ করিয়া
৮ দেও। মনঃশির সহিত রূবেণীয় ও গাদীয়েরা
যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মোশির দত্ত আপন আপন
অধিকার পাইয়াছে, যেহেতুক সদাপ্রভুর দাস
৯ মোশি তাহাদিগকে অর্ণোন উপত্যকার প্রান্তস্থ
অরোয়ের অবধি এবং উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী নগর
১০ ও দীবোন পর্য্যন্ত মেদবার সমস্ত সমভূমি ; এবং
অম্মোন-সন্তানগণের সীমা পর্য্যন্ত হিষ্‌বোনে
কর্তৃত্বকারী ইমোরীয়দের সীহোন রাজার সমস্ত
১১ নগর ; এবং গিলিয়দ ও গশূরীয়দের ও মাখা-
থীয়দের অঞ্চল ও সমস্ত হর্ম্মোণ পর্ব্বত এবং
১২ সল্‌খা পর্য্যন্ত সমস্ত বাশন, অর্থাৎ রফায়ীয়দের
মধ্যে অবশিষ্ট যে ওগ অষ্টারোতে ও ইদ্রিয়ীতে
রাজত্ব করিতেন, তাঁহার সমস্ত বাশন রাজ্য দিয়া-
ছিলেন ; কেননা মোশি ইহাদিগকে আঘাত
১৩ করিয়া অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন। তথাপি
ইস্রায়েল-সন্তানগণ গশূরীয়দিগকে ও মাখাথীয়-
দিগকে অধিকারচ্যুত করে নাই ; গশূর ও মাখাথ
অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করিতেছে।
১৪ কেবল লেবি-বংশকে মোশি কিছু অধিকার
দেন নাই ; তাঁহার প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার
তাহার অধিকার হইল।
১৫ মোশি রূবেণের সন্তানদের বংশকে তাহাদের
১৬ গোষ্ঠী অনুসারে অধিকার দিলেন। অর্ণোন
উপত্যকার প্রান্তস্থ অরোয়ের অবধি তাহাদের
সীমা ছিল, এবং উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী নগর ও মেদ-
১৭ বার নিকটস্থ সমস্ত সমভূমি ; হিষ্‌বোন ও সম-
ভূমিস্থ তাহার সমস্ত নগর, দীবোন বামোৎ-বাল
১৮ ও বৈৎ-বাল-মিয়োন, যহস, কদেমোৎ ও মেফাৎ,
১৯ কিরিয়াথয়িম, সিব্‌মা ও তলভূমির পর্ব্বতস্থ
২০ সেরৎ-শহর, বৈৎ-পিয়োর, পিস্‌গা-পার্শ্ব ও বৈৎ-
২১ যিশীমোৎ ; এবং সমভূমিস্থ সমস্ত নগর ও হিষ্‌-
বোনে রাজত্বকারী ইমোরীয়দের সীহোন রাজার
সমুদয় রাজ্য ; মোশি তাঁহাকে এবং মিদিয়নের
অধ্যক্ষগণকে, অর্থাৎ তদ্দেশনিবাসী ইবি, রেকম,
সূর, হূর ও রেবা নামে সীহোনের অগ্রণীদিগকে
২২ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণ খড়্গ-
ধারে যাহাদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহাদের
মধ্যে বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বিলিয়মকেও বধ
২৩ করিয়াছিল। আর যর্দ্দন ও তাহার সীমা রূবে-
ণের সন্তানদের সীমা ছিল ; রূবেণের সন্তানদের
গোষ্ঠী অনুসারে স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল
নগর তাহাদের অধিকার হইল।
২৪ আর মোশি গাদের সন্তানগণের গোষ্ঠী অনু-
২৫ সারে গাদ-বংশকে অধিকার দিলেন। যাসের
ও গিলিয়দের সমস্ত নগর, এবং রব্বার সম্মুখস্থ
অরোয়ের পর্য্যন্ত অম্মোন-সন্তানগণের অর্দ্ধ দেশ
২৬ তাহাদের দেশ হইল। আর হিষ্‌বোন অবধি
রামৎ-মিস্‌পী ও বটোনীম পর্য্যন্ত এবং মহনয়িম
২৭ অবধি দবীরের সীমা পর্য্যন্ত ; আর তলভূমিতে

Digitized by Google

বৈৎ-হারম, বৈৎ-নিম্রা, সুক্কোৎ, সাফোন, হিষ্-
বোনের সীহোন রাজার অবশিষ্ট রাজ্য, এবং
যর্দ্দনের পূর্ব্বতীর অর্থাৎ কিন্নেরৎ হ্রদের প্রান্ত
২৮ পর্য্যন্ত যর্দ্দন ও তাহার অঞ্চল। গাদের সন্তান-
গণের গোষ্ঠী অনুসারে স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই
সকল নগর তাহাদের অধিকার হইল।
২৯ আর মোশি মনঃশির সন্তানগণের অর্দ্ধ বংশের
গোষ্ঠী অনুসারে মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে অধিকার
৩০ দিলেন। তাহাদের সীমা মহনয়িম অবধি সমস্ত
বাশন দেশ, অর্থাৎ বাশনস্থ ওগ রাজার সমস্ত
রাজ্য ও বাশনস্থ যায়ীরের সমস্ত নগর অর্থাৎ
৩১ ষাটি নগর, এবং অর্দ্ধ গিলিয়দ, অষ্টারোৎ ও
ইদ্রিয়ী, ওগের বাশনস্থ রাজ্যস্থিত এই সকল
নগর মনঃশির পুত্র মাখীরের সন্তানগণের, অর্থাৎ
গোষ্ঠী অনুসারে মাখীরের সন্তানগণের অর্দ্ধ-
৩২ সংখ্যার অধিকার হইল। যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে
যিরীহোর সমীপে মোয়াবের অরাবা তলভূমিতে
মোশি এই সকল অধিকার অংশ করিয়া দিয়া-
৩৩ ছিলেন। কিন্তু লেবির বংশকে মোশি কোন
অধিকার দিলেন না, তাহাদের প্রতি আপন
বাক্যানুসারে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুই তাহা-
দের অধিকার হইলেন।

যিহূদা, ইফ্রয়িম ও মনঃশির প্রাপ্য দেশ নিরূপণ।

১৪ কনান দেশে ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই এই
অধিকার গ্রহণ করিল; ফলতঃ ইলীয়াসর
যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং ইস্রায়েল-
সন্তানগণের বংশসমূহের পিতৃকুলপতিগণ এই
২ সকল অংশ নিরূপণ করিলেন। সদাপ্রভু মোশি
দ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে
তাঁহারা গুলিবাঁট দ্বারা সাড়ে নয় বংশের অংশ
৩ নিরূপণ করিলেন। কেননা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে
মোশি তাহাদের আড়াই বংশকে অধিকার দিয়া-
ছিলেন, কিন্তু লেবীয়দিগকে লোকদের মধ্যে
৪ অধিকার দেন নাই। কেননা যোষেফের সন্তানগণ
দুই বংশ হইল, মনঃশি ও ইফ্রয়িম; আর লেবীয়-
দিগকে দেশে কোন অংশ দেওয়া গেল না, কেবল
বাস করিবার জন্য কতকগুলি নগর, এবং তাহা-
দের পশুপালের ও তাহাদের সম্পত্তির জন্য সেই
৫ সকল নগরের পরিসরভূমি দেওয়া গেল। সদা-
প্রভু মোশিকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ তদনুসারে কার্য্য করিল, এবং
আপনাদের মধ্যে দেশ বিভাগ করিয়া লইল।
৬ আর যিহূদার সন্তানগণ গিল্‌গলে যিহো-
শূয়ের নিকটে আসিল; আর কনিসীয় যিফুন্নির
পুত্র কালেব তাঁহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার
ও আমার বিষয়ে কাদেশ-বর্ণেয়ে ঈশ্বরের লোক
মোশিকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি
৭ জ্ঞাত আছ। আমার চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে
সদাপ্রভুর দাস মোশি দেশ অনুসন্ধান করিতে
কাদেশ-বর্ণেয় হইতে আমাকে প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন, আর আমি সরল অন্তঃকরণে তাঁহার
৮ নিকটে সংবাদ আনিয়া দিয়াছিলাম। ফলতঃ
আমার যে ভ্রাতৃগণ আমার সহিত গিয়াছিল,
তাহারা লোকদের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছিল;
কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
৯ অনুগামী ছিলাম। আর মোশি ঐ দিবসে দিব্য
করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ভূমির উপরে তোমার
পদার্পণ হইয়াছে, সেই ভূমি তোমার ও চির-
কাল তোমার সন্তানগণের অধিকার হইবে;
কেননা তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
১০ অনুগমন করিয়াছ। এখন দেখ, প্রান্তরে ইস্রায়ে-
লের ভ্রমণকালে যে সময়ে সদাপ্রভু মোশিকে সেই
কথা কহিয়াছিলেন, তদবধি সদাপ্রভু আপন
বাক্যানুসারে এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর আমাকে
জীবৎ রাখিয়াছেন; আর দেখ, অদ্য আমি
১১ পঁচাশী বৎসর বয়স্ক হইলাম। মোশি যে দিবসে
আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই দিবসে
আমি যেমন বলবান্ ছিলাম, অদ্যাপি তদ্রূপ
আছি; যুদ্ধের জন্য ও গমনাগমন করিবার জন্য
আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনও সেইরূপ
১২ শক্তি আছে। অতএব সেই দিন সদাপ্রভু এই
যে পর্ব্বতের বিষয় বলিয়াছিলেন, ইহা আমাকে
দেও; কেননা তুমি সেই দিবসে শুনিয়াছিলে
যে, অনাকীয়েরা সেখানে থাকে, এবং নগর সকল
বৃহৎ ও প্রাচীরবেষ্টিত; বোধ হয়, সদাপ্রভু
আমার সহবর্ত্তী থাকিবেন, আর আমি সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব।
১৩ তাহাতে যিহোশূয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করি-
লেন, এবং যিফুন্নির পুত্র কালেবকে অধিকারার্থে
১৪ হিব্রোণ দিলেন। এই জন্য অদ্য পর্য্যন্ত হিব্রোণ
কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেবের স্বত্বাধিকার
রহিয়াছে; কেননা তিনি সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলের
১৫ ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগামী ছিলেন। পূর্ব্বকালে
হিব্রোণের নাম কিরিয়ৎ-অর্ব [অর্বপুর] ছিল;
ঐ অর্ব অনাকীয়দের মধ্যে মহল্লোক ছিলেন।
পরে দেশে যুদ্ধবিরাম হইল।

১৫ পরে গুলিবাঁটক্রমে আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে যিহূদার সন্তানগণের বংশের অংশ
নিরূপিত হইল; ইদোমের সীমার পার্শ্বস্থ সিন
২ প্রান্তর দক্ষিণদিকে, তাহার দক্ষিণ প্রান্ত। আর
তাহাদের দক্ষিণ সীমা লবণসমুদ্রের প্রান্ত অর্থাৎ
৩ দক্ষিণদিগভিমুখ বক্র অবধি দক্ষিণদিকে অক্রব্বীম

Digitized by Google

ঘাট দিয়া সীন পর্য্যন্ত গেল, এবং দক্ষিণ
কাদেশ-বর্ণেয় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগামী হইল; পরে
হিষ্রোণ যাইয়া অদ্দরের দিকে ঊর্দ্ধগামী হইয়া
৪ কর্কা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। পরে অস্মোন
হইয়া মিসর-নদী পর্য্যন্ত নির্গমন করিল, ঐ
সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল; এই তোমাদের
৫ দক্ষিণ সীমা হইবে। আর পূর্ব্ব সীমা যর্দ্দনের
মুহানা পর্য্যন্ত লবণসমুদ্র। আর উত্তরদিকের
সীমা যর্দ্দনের মুহানা অর্থাৎ ঐ সমুদ্রের বক্ষ
৬ অবধি বৈৎ-হগ্লায় ঊর্দ্ধগমন করিয়া বৈৎ-অরা-
বার উত্তরদিক্ হইয়া গেল, পরে সে সীমা রূবেণ-
বংশীয় বোহনের প্রস্তর পর্য্যন্ত উঠিয়া গেল।
৭ পরে সে সীমা আখোর তলভূমি হইতে দবীরের
দিকে গেল; পরে স্রোতোমার্গের দক্ষিণ পারস্থ
অদুম্মীম ঘাটের সম্মুখস্থ গিল্গলের দিকে মুখ
করিয়া উত্তরদিকে গেল ও ঐন-শেমশ নামক
জলাশয়ের দিকে চলিয়া গেল, আর তাহার অন্ত-
৮ ভাগ ঐন-রোগেলে ছিল। সে সীমা হিন্নোম-
সন্তানের উপত্যকা দিয়া উঠিয়া যিবূষের অর্থাৎ
যিরূশালেমের দক্ষিণপার্শ্বে গেল; পরে ঐ সীমা
পশ্চিমে হিন্নোম উপত্যকার সম্মুখে অর্থাৎ
রফায়ীম নামক তলভূমির উত্তরপ্রান্তে স্থিত
৯ পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত গেল। পরে ঐ সীমা সেই
পর্ব্বতের শৃঙ্গ অবধি নিপ্তোহের জলের উনুই
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং ইফ্রোণ পর্ব্বতস্থ নগরে
তাহার অন্তভাগ গেল। আর সে সীমা বালা
১০ অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম পর্য্যন্ত গেল; পরে সে
সীমা বালা হইতে সেয়ীর পর্ব্বত পর্য্যন্ত পশ্চিম-
দিকে ঘুরিয়া যিয়ারীম পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ব
অর্থাৎ কসালোন পর্য্যন্ত গেল; পরে বৈৎ-শেমশে
১১ অধোগামী হইয়া তিম্না পর্য্যন্ত গেল। আর সে
সীমা ইক্রোণের উত্তরপার্শ্ব পর্য্যন্ত গমন করিল;
পরে সে সীমা শিক্রোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল,
এবং বালা পর্ব্বত হইয়া যব্নিয়েলে গেল; ঐ
১২ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। আর পশ্চিম
সীমা মহাসমুদ্র ও তাহার অঞ্চল পর্য্যন্ত। আপন
আপন গোষ্ঠী অনুসারে যিহূদার সন্তানগণের
চতুর্দ্দিক্স্থিত সীমা এই।
১৩ আর যিহোশূয়ের প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
সারে তিনি যিহূদার সন্তানগণের মধ্যে যিফুন্নির
পুত্র কালেবের অংশ কিরিয়ৎ-অর্ব [অর্বপুর]
অর্থাৎ হিব্রোণ দিলেন, ঐ অর্ব অনাকের পিতা।
১৪ আর কালেব তথা হইতে অনাকের সন্তানগণকে,
শেশয়, অহীমান ও তল্ময় নামে অনাকের তিন
১৫ পুত্রকে অধিকারচ্যুত করিলেন। তথা হইতে
তিনি দবীরনিবাসীদের বিরুদ্ধে গমন করিলেন;
পূর্ব্বকালে ঐ দবীর কিরিয়ৎ-সেফর নামে বিখ্যাত
১৬ ছিল। আর কালেব কহিলেন, যে কিরিয়ৎ-সেফর
আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত
১৭ আমি আপন কন্যা অক্ষার বিবাহ দিব। তাহাতে
কালেবের ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎনীয়েল তাহা
হস্তগত করিলে তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যা
১৮ অক্ষার বিবাহ দিলেন। আর ঐ কন্যা আসিয়া
তাহার পিতার কাছে একখানি ক্ষেত্র চাহিতে
স্বামীকে প্রবৃত্তি দিল; এবং সে আপন গর্দ্দভ
হইতে নামিল; তাহাতে কালেব তাহাকে কহি-
১৯ লেন, তুমি কি চাহ? সে উত্তর করিল, আপনি
আমাকে এক বর দিউন; দক্ষিণাঞ্চলস্থ ভূমি
আমাকে দিয়াছেন, এখন জলের উনুই আমাকে
দিউন। তাহাতে তিনি তাহাকে উচ্চতর উনুই
ও নিম্নতর উনুইগুলি দিলেন।
২০ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যিহূদার
২১ সন্তানদের বংশের এই সকল অধিকার। দক্ষি-
ণাঞ্চলে ইদোমের সীমার নিকটে যিহূদার সন্তান-
দের বংশের প্রান্তস্থিত নগর কব্সেল, এদর,
২২,২৩ যাগূর, কীনা, দীমোনা, অদাদা, কেদশ,
২৪ হাৎসোর, যিৎনন, সীফ, টেলম, বালোৎ,
২৫ হাৎসোর-হদত্তা, করিয়োৎ-হিব্রোণ অর্থাৎ হাৎ-
২৬,২৭ সোর, অমাম, শমা, মোলদা, হৎসর-গদ্দা,
২৮ হিষ্মোন, বৈৎ-পেলট, হৎসর-শূয়াল, বের্‌শেবা,
২৯,৩০ বিষিয়োথিয়া, বালা, ইয়ীম, এৎসম, ইল-
৩১ তোলদ, কসীল, হর্মা, সিক্লগ, মদ্মন্না ও সন্-
৩২ সন্না, লবায়োৎ, ও শিল্হীম, ঐন, রিম্মোন, স্ব স্ব
গ্রামযুক্ত সাকল্যে ঊনত্রিশ নগর।
৩৩,৩৪ নিম্নভূমিতে ইষ্টায়োল, সরা, অস্না, সা-
৩৫ নোহ, ঐন-গন্নীম, তপূহ, ঐনম, যর্মূৎ, অদুল্লম,
৩৬ সোখো, অসেকা, শারয়িম, অদীথয়িম, গদেরা
ও গদেরোথয়িম, স্ব স্ব গ্রামযুক্ত চোদ্দ নগর।
৩৭,৩৮ সনান, হদাশা, মিগদল-গাদ, দিলিয়ন,
৩৯ মিস্পী, যক্তেল, লাখীশ, বস্কৎ, ইগ্লোন,
৪০,৪১ কব্বোন, লহমম, কিৎলীশ, গদেরোৎ, বৈৎ-
দাগোন, নয়মা ও মক্কেদা, স্ব স্ব গ্রামযুক্ত ষোল
নগর।
৪২,৪৩ লিব্না, এথর, আশন, যিপ্তহ, অস্না, নৎ-
৪৪ সীব, কিয়ীলা, অক্ষীব ও মারেশা, স্ব স্ব গ্রামযুক্ত
নয় নগর।
৪৫,৪৬ ইক্রোণ, তাহার উপনগর ও গ্রাম; ইক্রোণ
অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত অস্দোদের নিকটস্থ সমস্ত
স্থান ও গ্রাম।
৪৭ অস্দোদ, তাহার উপনগর ও গ্রাম; ঘসা
এবং মিসর-নদী ও মহাসমুদ্র ও তাহার সীমা
পর্য্যন্ত তাহার উপনগর ও গ্রাম।
৪৮,৪৯ আর পর্ব্বতে শামীর, যত্তীর, সোখো, দন্না,
৫০ কিরিয়ৎ-সন্না অর্থাৎ দবীর, অনাব, ইষ্টিমোয়,
৫১ আনীম, গোশন, হোলোন, ও গীলো, স্ব স্ব
গ্রামযুক্ত এগার নগর।

Digitized by Google

৫২,৫৩ অরাব, দূমা, ইশিয়ন, যানীম, বৈৎ-তপূহ,
৫৪ অফেকা, হমূটা, কিরিয়ৎ-অর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ
ও সীয়োর, স্ব স্ব গ্রামযুক্ত নয় নগর।
৫৫,৫৬ মায়োন, কর্মিল, সীফ, যুটা, যিষ্রিয়েল,
৫৭ যক্‌দিয়াম, সানোহ, হকয়িন, গিবিয়া ও তিম্না,
স্ব স্ব গ্রামযুক্ত দশ নগর।
৫৮,৫৯ হল্‌হূল, বৈৎসূর, গদোর, মারৎ, বৈৎ-
অনোৎ ও ইল্‌তকোন, স্ব স্ব গ্রামযুক্ত ছয় নগর।
৬০ কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম ও
রব্বা, স্ব স্ব গ্রামযুক্ত দুই নগর।
৬১,৬২ প্রান্তরে বৈৎ-অরাবা, মিদ্দীন, সকাথ, নিব্‌-
শন, লবণনগর ও ঐন-গদী, স্ব স্ব গ্রামযুক্ত ছয়
নগর।
৬৩ পরন্তু যিহূদার সন্তানগণ যিরূশালেমনিবাসী
যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না;
যিবূষীয়েরা অদ্যাবধি যিহূদার সন্তানগণের
সহিত যিরূশালেমে বাস করিতেছে।

১৬ পরে গুলিবাঁটক্রমে যোষেফের সন্তানদের
অংশ নিরূপিত হইল। যিরীহোর নিকটস্থ
যর্দ্দন, অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌স্থিত যিরীহোর জল অবধি
যিরীহো হইতে বৈথেল পর্ব্বতে ঊর্দ্ধগামী প্রান্তরে
২ আরম্ভ করিয়া [তাহার সীমা] বৈথেল হইতে
লূসে গমন করিল ও অর্কীয়দের সীমাস্থ অটা-
৩ রোতে গমন করিল। আর পশ্চিমদিকে যফ্‌-
লেটীয়দের সীমার দিকে নিম্নতর বৈৎ-হোরোণের
সীমা গেষর পর্য্যন্ত গমন করিল ও তাহার
৪ অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। এইরূপে যোষেফের
সন্তান মনঃশি ও ইফ্রয়িম আপন আপন অধিকার
গ্রহণ করিল।
৫ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইফ্রয়িমের
সন্তানগণের সীমা এই; পূর্ব্বদিকে উচ্চতর বৈৎ-
হোরোণ পর্য্যন্ত অটারোৎ-অদ্দর তাহাদের অধি-
৬ কারের সীমা হইল; পরে ঐ সীমা পশ্চিমদিকে
মিক্‌মথতের উত্তরে নির্গত হইল; পরে সে সীমা
পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া তানৎ-শীলো পর্য্যন্ত যাইয়া
তাহার নিকট হইয়া পূর্ব্বদিকে যানোহে গেল।
৭ পরে যানোহ হইতে অটারোৎ ও নারৎ হইয়া
যিরীহো পর্য্যন্ত গিয়া যর্দ্দনে নির্গত হইল।
৮ পরে সে সীমা তপূহ হইতে পশ্চিমদিক্‌ হইয়া
কানা নদী দিয়া গেল, ও তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে
ছিল; আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইফ্রয়িমের
৯ সন্তানগণের বংশের এই অধিকার। এতদ্ভিন্ন
মনঃশির সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে ইফ্রয়িমের
সন্তানগণের পৃথক্‌কৃত নানা নগর ও তাহাদের
১০ গ্রাম ছিল। পরন্তু তাহারা গেষরবাসী কনানীয়-
দিগকে অধিকারচ্যুত করিল না, কিন্তু কনানীয়েরা
অদ্য পর্য্যন্ত ইফ্রয়িমের মধ্যে বাস করতঃ তাহা-
দের করাধীন দাস হইয়া রহিয়াছে।

১৭ পরে গুলিবাঁটক্রমে মনঃশি-বংশের অংশ
নিরূপিত হইল, কেননা সে যোষেফের জ্যেষ্ঠ
পুত্র। কিন্তু গিলিয়দের পিতা, অর্থাৎ মনঃশির
জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখীর যোদ্ধা বলিয়া গিলিয়দ ও
২ বাশন পাইয়াছিল। অতএব [ঐ অংশ] আপন
আপন গোষ্ঠী অনুসারে মনঃশির অন্য অন্য
সন্তানদের হইল, অর্থাৎ অবীয়েষরের সন্তান-
গণ, হেলকের সন্তানগণ, অস্রীয়েলের সন্তানগণ,
শেখমের সন্তানগণ, হেফরের সন্তানগণ ও শমী-
দার সন্তানগণ, ইহাদের অংশ হইল; এই সকলে
আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যোষেফের পুত্র
৩ মনঃশির পুত্রসন্তান ছিল। পরন্তু মনঃশির বৃদ্ধ-
প্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র গিলিয়দের পৌত্র
হেফরের পুত্র সলফাদের পুত্রসন্তান ছিল না;
কেবল কতিপয় কন্যা ছিল; তাহার কন্যাদের
নাম মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্কা ও তির্সা।
৪ ইহারা ইলীয়াসর যাজকের, নূনের পুত্র যিহো-
শূয়ের ও অধ্যক্ষগণের সাক্ষাতে আসিয়া কহিল,
আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাদিগকে এক
অধিকার দিতে সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন। তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তিনি
তাহাদের পিতার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাদিগকে
৫ এক অধিকার দিলেন। অতএব যর্দ্দনের পরপার-
স্থিত গিলিয়দ ও বাশন দেশ ভিন্ন মনঃশির
৬ দিকে দশ অংশ পড়িল; কেননা মনঃশির পুত্র-
দের মধ্যে তাহার কন্যাদেরও অধিকার ছিল;
এবং মনঃশির অবশিষ্ট পুত্রগণ গিলিয়দ দেশ
৭ পাইল। মনঃশির সীমা আশের হইতে শিখি-
মের সম্মুখস্থিত মিক্‌মথৎ পর্য্যন্ত ছিল; পরে
ঐ সীমা দক্ষিণদিক্‌ হইয়া ঐন-তপূহনিবাসীদের
৮ নিকট পর্য্যন্ত গেল। মনঃশি তপূহ দেশ পাইল,
কিন্তু মনঃশির সীমান্তঃপাতী তপূহ [নগর] ইফ্র-
৯ য়িমের সন্তানগণের অধিকার হইল; ঐ সীমা
কানা নদীর দক্ষিণ তীরে নামিয়া গেল; মনঃশির
নগর সকলের মধ্যে স্থিত এই সকল নগর ইফ্র-
য়িমের ছিল; মনঃশির সীমা নদীর উত্তরদিকে
১০ ছিল, এবং তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। দক্ষিণ-
দিকে ইফ্রয়িমের ও উত্তরদিকে মনঃশির অধিকার
ছিল, এবং সমুদ্র তাহার সীমা ছিল; এবং
তাহারা উত্তরদিকে আশেরের ও পূর্ব্বদিকে ইষা-
১১ খরের পার্শ্ববর্ত্তী ছিল। আর ইষাখরের ও আশেরের
মধ্যে উপনগরের সহিত বৈৎশান ও উপনগরের
সহিত যিব্‌লিয়ম ও উপনগরের সহিত দোর-
নিবাসীরা এবং উপনগরের সহিত ঐন-দোর-
নিবাসীরা ও উপনগরের সহিত তানকনিবাসীরা
ও উপনগরের সহিত মগিদ্দোনিবাসীরা, এমন
কি, তিন উপগিরি মনঃশির অধিকার ছিল।
১২ তথাপি মনঃশির সন্তানগণ সেই নগরস্থদিগকে

Digitized by Google

অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না ; কনানীয়েরা
১৩ সেই দেশে বাস করিতে থাকিল। পরে ইস্রা-
য়েল সন্তানগণ পরাক্রান্ত হইয়া কনানীয়দিগকে
করাধীন করিল, কিন্তু নিঃশেষে অধিকারচ্যুত
করিল না।
১৪ পরে যোষেফের সন্তানগণ যিহোশূয়ের কাছে
নিবেদন করিয়া কহিল, আপনি অধিকারার্থে
আমাকে কেবল এক অংশ ও এক ভাগ কেন
দিলেন? এতাবৎকাল সদাপ্রভু আমাকে আশী-
১৫ র্ব্বাদ করাতে আমি বহুপ্রজ হইয়াছি। যিহোশূয়
তাহাদিগকে কহিলেন, যদি তুমি বহুপ্রজ হইয়া
থাক, তবে ঐ অরণ্যে উঠিয়া যাও ; ঐ স্থানে
পরিষীয়দের ও রফায়ীয়দের দেশে আপনার
জন্যে বন কাটিয়া ফেল, কেননা ইফ্রয়িম পর্ব্বত
১৬ তোমার পক্ষে সঙ্কীর্ণ। যোষেফের সন্তানগণ
কহিল, এই পর্ব্বতে আমাদের সঙ্কোলান হয় না,
এবং তলভূমিতে, বিশেষতঃ বৈৎশানে ও তাহার
উপনগরসমূহে এবং যিষ্রিয়েলের তলভূমিতে যে
সকল কনানীয় বাস করে, তাহাদের লৌহ রথ
১৭ আছে। তখন যিহোশূয় যোষেফের কুলকে অর্থাৎ
ইফ্রয়িম ও মনঃশিকে কহিলেন, তুমি বহুপ্রজ
ও মহাপরাক্রমবিশিষ্ট ; তুমি কেবল একাংশ
১৮ পাইবে না ; কিন্তু পর্ব্বত তোমার হইবে ; উহা
বনাকীর্ণ বটে, কিন্তু সেই বন কাটিয়া ফেলিলে
তাহার অধোভাগ তোমার হইবে : কেননা কনা-
নীয়দের লৌহ রথ থাকিলেও এবং তাহারা
পরাক্রান্ত হইলেও তুমি তাহাদিগকে অধিকার-
চ্যুত করিবে।

শীলোতে সমাগমের তাম্বু স্থাপন ও গোষ্ঠীদের মধ্যে দেশ বিভাগ।

১৮ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী
শীলোতে সমাগত হইয়া সেই স্থানে সমা-
গমের তাম্বু স্থাপন করিল ; দেশ তাহাদের সম্মুখে
পরাজিত ছিল।
২ ঐ সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে অধিকার
৩ অপ্রাপ্ত সাত বংশ অবশিষ্ট ছিল। তাহাতে
যিহোশূয় ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, তোমা-
দের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে
যে দেশ দিয়াছেন, সেই দেশে গিয়া তাহা
অধিকার করিতে তোমরা আর কত কাল শৈথিল্য
৪ করিবে? তোমরা আপনাদের এক এক বংশের
মধ্য হইতে তিন তিন জনকে দেও ; আমি তাহা-
দিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা উঠিয়া দেশের
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে, এবং প্রত্যেকের অধিকার
অনুসারে তাহা লিখিয়া লইয়া আমার নিকটে
৫ ফিরিয়া আসিবে। তাহারা তাহা সাত অংশ
করিবে ; দক্ষিণদিকে আপন সীমাতে যিহূদা
থাকিবে, এবং উত্তরদিকে আপন সীমাতে যোষে-
৬ ফের কুল থাকিবে। এইরূপে তোমরা দেশটি
সাত অংশ করিয়া তাহা লিখিয়া আমার কাছে
আনিবে ; আমি এই স্থানে আমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের নিমিত্তে গুলিবাঁট
৭ করিব। কারণ তোমাদের মধ্যে লেবীয়দের কোন
অংশ নাই, কেননা সদাপ্রভুর যাজকত্বপদ তাহা-
দের অধিকার ; আর গাদ ও রূবেণ [বংশ], এবং
মনঃশির অর্দ্ধ বংশ যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে সদা-
প্রভুর দাস মোশির দত্ত আপনাদের অধিকার
৮ পাইয়াছে। পরে সেই লোকেরা উঠিয়া যাত্রা
করিল ; আর যিহোশূয় সেই দেশের বিবৃতি-
লেখকদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যাইয়া
দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেশের বিষয় লিখিয়া
লইয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আইস ; তাহাতে
আমি এই শীলোতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমা-
৯ দের জন্য গুলিবাঁট করিব। পরে ঐ লোকেরা
যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল, এবং নগর অনু-
সারে সাত অংশ করিয়া পুস্তকে তাহার বিবৃতি
লিখিল ; পরে শীলোস্থিত শিবিরে যিহো-
শূয়ের নিকটে ফিরিয়া আসিল।
১০ পরে যিহোশূয় শীলোতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
তাহাদের জন্য গুলিবাঁট করিলেন ; যিহোশূয়
সেই স্থানে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বিভাগ অনু-
সারে দেশ তাহাদিগকে অংশ করিয়া দিলেন।
১১ আর গুলিবাঁটক্রমে এক অংশ আপন আপন
গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যামীনের সন্তানগণের বংশের
নামে উঠিল। গুলিবাঁটে নির্দ্দিষ্ট তাহাদের
সীমা যিহূদার সন্তানগণের ও যোষেফের সন্তান-
১২ গণের মধ্যে হইল। তাহাদের উত্তর সীমা যর্দ্দন
অবধি যিরীহোর উত্তরপার্শ্ব দিয়া গেল, পরে
পর্ব্বতের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে বৈৎ-আবনে
১৩ প্রান্তর পর্য্যন্ত গেল। তথা হইতে ঐ সীমা লূসে,
লূসের অর্থাৎ বৈথেলের দক্ষিণপার্শ্ব পর্য্যন্ত
গেল ; এবং নিম্নতর বৈৎ-হোরোণের দক্ষিণে
স্থিত পর্ব্বত দিয়া অটারোৎ-অদ্দরের দিকে নামিয়া
১৪ গেল। তথা হইতে ঐ সীমা ফিরিয়া পশ্চিম-
দিগভিমুখ হইয়া বৈৎ-হোরোণের দক্ষিণে স্থিত
পর্ব্বত অবধি দক্ষিণদিকে গিয়া যিহূদার সন্তান-
গণের কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম
নামক নগর পর্য্যন্ত গেল ; ইহা পশ্চিম সীমা।
১৫ আর দক্ষিণ সীমা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের প্রান্ত
অবধি গেল ; এবং সে সীমা পশ্চিমদিকে নির্গত
হইয়া নিপ্তোহের উনুই পর্য্যন্ত গমন করিল।
১৬ আর ঐ সীমা রফায়ীম তলভূমির উত্তরদিক্‌স্থিত
ও হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকার সম্মুখস্থ পর্ব্বতের
প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া গেল, এবং হিন্নোম উপত্যকা
দিয়া যিবূষের দক্ষিণপার্শ্বে নামিয়া আসিয়া

Digitized by Google

১৭ ঐন-রোগেলে গেল। আর উত্তরদিকে ফিরিয়া
ঐন-শেমশে গমন করিল, এবং অদুম্মীম ঘাটের
সম্মুখস্থ গলীলোতের দিকে নির্গত হইয়া রূবেণ-
বংশীয় বোহনের প্রস্তর পর্য্যন্ত নামিয়া গেল।
১৮ আর উত্তরদিকে অরাবা তলভূমির সম্মুখস্থ
পার্শ্বে গিয়া অরাবা তলভূমিতে নামিয়া গেল।
১৯ আর ঐ সীমা বৈৎ-হগ্লার উত্তরপার্শ্ব পর্য্যন্ত
গেল; যর্দ্দনের দক্ষিণ প্রান্তস্থ লবণসমুদ্রের উত্তর
খাড়ী সেই সীমার প্রান্ত ছিল; ইহা দক্ষিণ
২০ সীমা। আর পূর্ব্বদিকে যর্দ্দন তাহার সীমা
ছিল; আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যা-
মীনের সন্তানগণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত এই অধিকার
২১ ছিল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যা-
মীনের সন্তানগণের বংশের নগর যিরীহো,
২২ বৈৎ-হগ্লা এমক-কৎসিশ, বৈৎ-অরাবা, সিমা-
২৩,২৪ রয়িম, বৈথেল, অব্বীম, পারা, অফ্রা, কফর-
অম্মোনী, অফ্‌নি ও গেবা, স্ব স্ব গ্রামসমেত এই
২৫ দ্বাদশ নগর। গিবিয়োন, রামা, বেরোৎ,
২৬,২৭ মিস্‌পী, কফীরা, মোৎসা, রেকম, যির্পেল,
২৮ তরলা, সেলা, এলফ, যিবূষ, অর্থাৎ যিরূশালেম,
গিবিয়া ও কিরিয়ৎ; স্ব স্ব গ্রামসমেত এই চৌদ্দ
নগর।

আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যামীনের সন্তানগণের এই অধিকার।

১৯ পরে গুলিবাঁটক্রমে দ্বিতীয় অংশ শিমি-
য়োনের নামে, আপন আপন গোষ্ঠী অনু-
সারে শিমিয়োনের সন্তানদের বংশের নামে
উঠিল; তাহাদের অধিকার যিহূদার সন্তানগণের
২ অধিকারের মধ্যে হইল। তাহাদের অধিকার
৩ বের-শেবা, শেবা, মোলাদা, হৎসর-শূয়াল, বালা,
৪,৫ এৎসম, ইল্‌তোলদ, বথূল, হর্মা, সিক্লগ,
৬ বৈৎ-মর্কাবোৎ হৎসর-সূষা, বৈৎ-লবায়োৎ ও
৭ শারূহন; স্ব স্ব গ্রামসমেত তের নগর। ঐন,
রিম্মোন, ও এথর ও আশন, স্ব স্ব গ্রামসমেত চারি
৮ নগর। আর বালৎ-বের ও দক্ষিণ দেশস্থ রামা
পর্য্যন্ত ঐ ঐ নগরের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত গ্রাম।
ইহাই আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে শিমি-
য়োনের সন্তানদের বংশের অধিকার হইল।
৯ শিমিয়োনের সন্তানগণের এই অধিকার যিহূদার
সন্তানগণের অধিকারের এক ভাগ ছিল, কেননা
যিহূদার সন্তানগণের অংশ তাহাদের প্রয়োজন
অপেক্ষা অধিক ছিল, অতএব শিমিয়োনের
সন্তানগণ তাহাদের অধিকারের মধ্যে অধিকার
পাইল।
১০ পরে গুলিবাঁটক্রমে তৃতীয় অংশ আপন আপন
গোষ্ঠী অনুসারে সবূলূনের সন্তানদের নামে
উঠিল; সারীদ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারের
১১ সীমা হইল। তাহাদের সীমা পশ্চিমে অর্থাৎ
মারালার দিকে উঠিয়া গেল, এবং দব্বেশৎ
পর্য্যন্ত গেল, যক্নিয়মের সম্মুখস্থ নদী পর্য্যন্ত
১২ গেল। আর সারীদ হইতে পূর্ব্বদিকে, সূর্য্যোদয়
দিকে, ফিরিয়া কিস্‌লোৎ-তাবোরের সীমা পর্য্যন্ত
গেল; পরে দাবরৎ পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া যাফিয়ে
১৩ উঠিয়া গেল। আর তথা হইতে পূর্ব্বদিক্, সূর্য্যো-
দয়ের দিক্, হইয়া গাৎ-হেফর দিয়া এৎ-কাৎসীন
পর্য্যন্ত হইয়া নেয়ের দিকে বিস্তৃত রিম্মোণে
১৪ গেল। আর ঐ সীমা হন্নাথোনের উত্তরদিকে
উহা বেষ্টন করিয়া যিপ্তহেল উপত্যকা পর্য্যন্ত
১৫ গেল। আর কটৎ, নহলাল, শিম্রোণ, যিদালা
১৬ ও বৈৎ-লেহম; গ্রামসমেত দ্বাদশ নগর। আপন
আপন গোষ্ঠী অনুসারে সবূলূনের সন্তানদের এই
অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল নগর।
১৭ পরে গুলিবাঁটক্রমে চতুর্থ অংশ ইষাখরের
নামে, আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখরের
১৮ সন্তানগণের বংশের নামে উঠিল। যিষ্রিয়েল,
১৯ কসুল্লোৎ ও শূনেম, হফারয়িম, শীয়োন, অন-
২০,২১ হরৎ, রব্বীৎ, কিশিয়োন, এবস, রেমৎ,
ঐন-গন্নীম, ঐন-হদ্দা ও বৈৎ-পৎসেস তাহাদের
২২ অধিকার হইল। আর সে সীমা তাবোর, শহৎ-
সীমা ও বৈৎ-শেমশ পর্য্যন্ত গেল, আর যর্দ্দন
তাহাদের সীমার প্রান্ত হইল; গ্রামের সহিত
২৩ ষোল নগর। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
ইষাখরের সন্তানগণের বংশের এই অধিকার;
গ্রামের সহিত এই সকল নগর।
২৪ পরে গুলিবাঁটক্রমে পঞ্চম অংশ আপন আপন
গোষ্ঠী অনুসারে আশেরের সন্তানগণের বংশের
২৫ নামে উঠিল। তাহাদের সীমা হিল্‌কৎ, হলী,
২৬ বেটন, অক্‌ষফ, অলম্মেলক, অমাদ ও মিশাল,
এবং পশ্চিমদিকে কর্ম্মিল ও শীহোর-লিব্‌নৎ
২৭ পর্য্যন্ত গেল। আর সূর্য্যোদয় দিকে বৈৎ-দাগো-
নের অভিমুখে ঘুরিয়া বৈৎ-এমকের ও নীয়েলের
উত্তরদিকে সবূলূনস্থিত যিপ্তহেল উপত্যকা পর্য্যন্ত
২৮ যাইয়া বামদিকে কাবূলে, এবং এব্রোণে, রহোবে,
হম্মোনে ও কান্নাতে মহাসীদোন পর্য্যন্ত গেল।
২৯ পরে সে সীমা ঘুরিয়া রামায় ও সোর নামক
প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে গেল, পরে সে সীমা ঘুরিয়া
হোষাতে গেল, এবং অক্‌ষীব প্রদেশস্থ সমুদ্রতীর,
৩০ আর উম্মা, অফেক ও রহোব তাহার প্রান্ত
৩১ হইল; স্ব স্ব গ্রামসমেত বাইশ নগর। আপন
আপন গোষ্ঠী অনুসারে আশেরের সন্তানগণের
বংশের এই অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই
সকল নগর।
৩২ পরে গুলিবাঁটক্রমে ষষ্ঠ অংশ নপ্তালির সন্তান-
গণের নামে, আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে
৩৩ নপ্তালির সন্তানগণের নামে উঠিল। তাহাদের
সীমা হেলফ অবধি, সানন্নীমের নিকটস্থ অলোন

Digitized by Google

[বন] অবধি, অদামী-নেকব ও যব্‌নিয়েল দিয়া
লক্কূম পর্য্যন্ত গেল, ও তাহার অন্তভাগ যর্দ্দনে
৩৪ ছিল। আর ঐ সীমা পশ্চিমদিকে ফিরিয়া অস্-
নোৎ-তাবোর পর্য্যন্ত গেল, এবং তথা হইতে
হুক্কোক পর্য্যন্ত যাইয়া দক্ষিণপার্শ্বে সবূলূন
পর্য্যন্ত, ও পশ্চিমপার্শ্বে আশের পর্য্যন্ত, ও
সূর্য্যোদয়দিকে যর্দ্দন সমীপস্থ যিহূদা পর্য্যন্ত
৩৫ গেল। আর প্রাচীরবেষ্টিত নগর সিদ্দীম, সের,
৩৬ হম্মৎ, রক্কৎ, কিন্নেরৎ, অদামা, রামা, হাৎসোর,
৩৭,৩৮ কেদশ, ইদ্রিয়ী, ঐন-হাৎসোর, যিরোণ, মিগদ-
লেল, হোরেম, বৈৎ-অনাৎ ও বৈৎ-শেমশ;
৩৯ স্ব স্ব গ্রামের সহিত উনিশ নগর। আপন আপন
গোষ্ঠী অনুসারে নপ্তালির সন্তানগণের বংশের এই
অধিকার, স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল নগর।
৪০ পরে গুলিবাঁট ক্রমে সপ্তম অংশ আপন আপন
গোষ্ঠী অনুসারে দানের সন্তানদের বংশের নামে
৪১ উঠিল। তাহাদের অধিকারের সীমা সরা, ইষ্টা-
৪২ য়োল, ঈর-শেমশ, শালব্বীম, অয়ালোন, যিৎলা,
৪৩,৪৪ এলোন, তিম্না, ইক্রোণ, ইল্‌তকী, গিব্বথোন,
৪৫,৪৬ বালৎ, যিহূদ, বনে-বরক, গাৎ-রিম্মোণ, মেয়-
র্কোন, রক্কোন, ও যাফোর সম্মুখস্থ অঞ্চল।
৪৭ পরন্তু দানের সন্তানগণের সীমা সেই সকল স্থান
অতিক্রম করিল; ফলতঃ দানের সন্তানগণ লেশম
নগরের প্রতিকূলে গিয়া যুদ্ধ করিল, এবং তাহা
হস্তগত করিয়া খড়্গধারে আঘাত করিল, আর
অধিকারপূর্ব্বক তাহার মধ্যে বাস করিল, এবং
আপনাদের পিতৃপুরুষ দানের নামানুসারে লেশ-
৪৮ মের নাম দান রাখিল। আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে দানের সন্তানদের বংশের এই অধি-
কার; স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল নগর।
৪৯ এইরূপে আপন আপন সীমানুসারে অধিকার
জন্য তাহারা দেশবিভাগকার্য্য সমাপ্ত করিলে
ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের মধ্যে নূনের পুত্র
৫০ যিহোশূয়কে এক অধিকার দিল। তাহারা সদা-
প্রভুর বাক্যানুসারে তাঁহার যাচিত নগর অর্থাৎ
ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-সেরহ তাঁহাকে দিল;
তাহাতে তিনি ঐ নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে
৫১ বাস করিলেন। ইলীয়াসর যাজক, নূনের পুত্র
যিহোশূয় ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশ সকলের
পিতৃকুলপতিগণ শীলোতে সদাপ্রভুর সম্মুখে
সমাগম তাম্বুর দ্বারসমীপে গুলিবাঁট দ্বারা এই
সকল অধিকার নিরূপণ করিলেন। এইরূপে
তাঁহারা দেশবিভাগকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

আশ্রয়-নগর নির্ণয়।

২০ পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল; আমি মোশি
দ্বারা তোমাদের কাছে যাহার কথা বলিয়াছি,
তোমরা আপনাদের জন্য সেই সকল আশ্রয়-নগর
৩ নিরূপণ কর। তাহাতে যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ
অজ্ঞাতসারে কাহাকেও বধ করে, সেই হত্যাকারী
তথায় পলাইতে পারিবে, এবং সেই নগরগুলি
রক্তের প্রতিশোধদাতা হইতে তোমাদের রক্ষার
৪ স্থান হইবে। আর যে কেহ তাহার মধ্যে কোন
নগরে পলায়ন করিবে, সে নগরদ্বারের প্রবেশ
স্থানে দাঁড়াইয়া নগরের প্রাচীনবর্গের কর্ণগোচরে
আপনার কথা বলিবে; পরে তাহারা নগর মধ্যে
আপনাদের নিকটে তাহাকে আনিয়া আপনাদের
৫ মধ্যে বাস করিতে স্থান দিবে। আর রক্তের
প্রতিশোধদাতা দৌড়িয়া তাহার পশ্চাৎ আসিলে
তাহারা তাহার হস্তে সেই নরহন্তাকে সমর্পণ
করিবে না; কেননা সে অজ্ঞাতসারে আপন প্রতি-
বাসীকে বধ করিয়াছে, সে পূর্ব্বে তাহার প্রতি
৬ দ্বেষ করে নাই। অতএব যাবৎ সে বিচারার্থে
মণ্ডলীর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান না হয়, এবং তাৎ-
কালিক মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে ঐ
নগরে বাস করিবে; পরে সেই হত্যাকারী আপন
নগরে ও আপন বাটীতে, যে নগর হইতে পলায়ন
করিয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবে।
৭ তাহাতে তাহারা নপ্তালি পর্ব্বতস্থ গালীলের
কেদশ, ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শিখিম, ও যিহূদা পর্ব্ব-
তস্থ কিরিয়ৎ-অর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ নিরূপণ করিল।
৮ আর যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে
তাহারা রূবেণ বংশের অধিকার হইতে সমভূমির
প্রান্তরে স্থিত বেৎসর, গাদ বংশের অধিকার
হইতে গিলিয়দস্থিত রামোৎ, ও মনঃশি বংশের
অধিকার হইতে বাশনস্থ গোলন নিরূপণ করিল।
৯ কেহ প্রমাদবশতঃ নরহত্যা করিলে যাবৎ মণ্ড-
লীর সম্মুখে না দাঁড়ায়, তাবৎ সেই স্থানে যেন
পলাইতে পারে ও রক্তের প্রতিশোধদাতার হস্তে
না মরে, এই জন্য ইস্রায়েল-সন্তান সকলের
নিমিত্তে ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশী-
য়ের নিমিত্তে এই সকল নগর নিরূপিত হইল।

লেবীয়দের প্রাপ্য নগরাবলি।

২১ পরে লেবীয়দের পিতৃকুলপতিগণ ইলী-
য়াসর যাজকের, নূনের পুত্র যিহোশূয়ের ও
ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশ সকলের পিতৃকুল-
২ পতিগণের নিকটে আসিলেন, ও কনান দেশের
শীলোতে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমাদের বাসার্থ
নগর ও পশুগণের জন্য পরিসরভূমি দিবার আজ্ঞা
৩ সদাপ্রভু মোশি দ্বারা দিয়াছিলেন। তাহাতে সদা-
প্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপন
আপন অধিকার হইতে লেবীয়দিগকে এই এই
নগর ও সেগুলির পরিসরভূমি দিল।

Digitized by Google

৪ কহাতীয় গোষ্ঠীদের নামে গুলিবাঁট উঠিলে
লেবীয়দের মধ্যে হারোণ যাজকের সন্তানগণ
গুলিবাঁট দ্বারা যিহূদা-বংশ, শিমিয়োন-বংশ ও
বিন্যামীন-বংশ হইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল।
৫ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণ গুলিবাঁট
দ্বারা ইফ্রয়িম-বংশের গোষ্ঠীসমূহ এবং দান-বংশ
ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ হইতে দশ নগর পাইল।
৬ আর গের্শোনের সন্তানগণ গুলিবাঁট দ্বারা
ইষাখর বংশের গোষ্ঠীসমূহ, আশের-বংশ,
নপ্তালি-বংশ ও বাশনস্থ মনঃশির অর্দ্ধ বংশ
হইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল।
৭ আর মরারির সন্তানগণ আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে রুবেণ-বংশ, গাদ-বংশ ও সবূলূন-বংশ
হইতে দ্বাদশ নগর পাইল।
৮ এইরূপে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশি দ্বারা সদা-
প্রভুর দত্ত আজ্ঞানুসারে গুলিবাঁট করিয়া লেবীয়-
দিগকে এই সকল নগর ও তাহাদের পরিসরভূমি
৯ দিল। তাহারা যিহূদার সন্তানগণের বংশের ও
শিমিয়োনের সন্তানগণের বংশের অধিকার হইতে
১০ এই এই নামবিশিষ্ট নগর দিল। লেবির সন্তান
কহাতীয় গোষ্ঠীদের মধ্যবর্ত্তী হারোণের সন্তানদের
সে সকল হইল; কেননা তাহাদের নামে প্রথম
১১ গুলি উঠিল। ফলতঃ তাহারা অনাকের পিতা
অর্বের কিরিয়ৎ-অর্ব, অর্থাৎ যিহূদা পর্ব্বতস্থ
হিব্রোণ ও তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ পরিসর তাহা-
১২ দিগকে দিল। কিন্তু ঐ নগরের ক্ষেত্র ও তাহার
গ্রাম সকল তাহারা অধিকারার্থে যিফুন্নির পুত্র
কালেবকে দিল।
১৩ তাহারা হারোণ যাজকের সন্তানগণকে পরি-
সরের সহিত নরহন্তার আশ্রয়-নগর হিব্রোণ
১৪ দিল; এবং পরিসরের সহিত লিব্‌না, পরিসরের
১৫ সহিত যত্তীর, পরিসরের সহিত ইষ্টিমোয়, পরি-
সরের সহিত হোলোন, পরিসরের সহিত দবীর,
১৬ পরিসরের সহিত ঐন, পরিসরের সহিত যুটা
ও পরিসরের সহিত বৈৎ-শেমশ, ঐ দুই বংশের
১৭ অধিকার হইতে এই নয় নগর দিল। আর
বিন্যামীন-বংশের অধিকার হইতে পরিসরের
সহিত গিবিয়োন, পরিসরের সহিত গেবা,
১৮ পরিসরের সহিত অনাথোৎ ও পরিসরের সহিত
১৯ অল্‌মোন, এই চারি নগর দিল। সাকল্যে স্ব স্ব
পরিসর সহ ত্রয়োদশ নগর হারোণের সন্তান
যাজকদের অধিকার হইল।
২০ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণ অর্থাৎ
কহাতের সন্তান লেবীয়দের গোষ্ঠী সকল ইফ্রয়িম
বংশের অধিকার হইতে আপনাদের অধিকার-
২১ নগর পাইল। ফলতঃ নরহন্তার আশ্রয়নগর
ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শিখিম ও তাহার পরিসর,
২২ এবং পরিসরের সহিত গেষর; ও পরিসরের
সহিত কিব্‌সয়িম, ও পরিসরের সহিত বৈৎ-
হোরোণ; এই চারি নগর তাহারা তাহাদিগকে
২৩ দিল। আর দান-বংশের অধিকার হইতে পরি-
সরের সহিত ইল্‌তকী, পরিসরের সহিত গিব্ব-
২৪ থোন, পরিসরের সহিত অয়ালোন, ও পরিসরের
২৫ সহিত গাৎ-রিম্মোণ, এই চারি নগর দিল; আর
মনঃশির অর্দ্ধ বংশের অধিকার হইতে পরিসরের
সহিত তানক, ও পরিসরের সহিত গাৎ-রিম্মোণ,
২৬ এই দুই নগর দিল। কহাতের অবশিষ্ট সন্তান-
গণের গোষ্ঠীদের নিমিত্তে সাকল্যে স্ব স্ব পরি-
সরের সহিত এই দশ নগর হইল।
২৭ পরে তাহারা লেবীয়দের গোষ্ঠীদের মধ্যে
গের্শোনের সন্তানগণকে মনঃশির অর্দ্ধ বংশের
অধিকার হইতে পরিসরের সহিত নরহন্তার
আশ্রয়-নগর বাশনস্থ গোলন, এবং পরিসরের
২৮ সহিত বীষ্টরা, এই দুই নগর দিল। আর ইষা-
খর-বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত
২৯ কিশিয়োন, পরিসরের সহিত দাবরৎ, পরিসরের
সহিত যর্মূৎ, ও পরিসরের সহিত ঐন-গন্নীম;
৩০ এই চারি নগর দিল। আর আশের-বংশের
অধিকার হইতে পরিসরের সহিত মিশাল, পরি-
৩১ সরের সহিত অব্দোন, পরিসরের সহিত হিল্‌কৎ,
ও পরিসরের সহিত রহোব; এই চারি নগর দিল।
৩২ আর নপ্তালি-বংশের অধিকার হইতে পরিসরের
সহিত নরহন্তার আশ্রয়-নগর গালীলস্থ কেদশ,
এবং পরিসরের সহিত হম্মোৎ-দোর, ও পরিসরের
৩৩ সহিত কর্ত্তন, এই তিন নগর দিল। আপন আপন
গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনীয়েরা সাকল্যে স্ব স্ব
পরিসরের সহিত এই ত্রয়োদশ নগর পাইল।
৩৪ পরে তাহারা মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠী-
দিগকে অর্থাৎ অবশিষ্ট লেবীয়দিগকে সবূলূন
বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত যক্‌-
৩৫ য়াম, পরিসরের সহিত কার্ত্তা, পরিসরের সহিত
দিম্না, ও পরিসরের সহিত নহলোল, এই চারি
৩৬ নগর দিল। আর রুবেণ-বংশের অধিকার হইতে
পরিসরের সহিত বেৎসর, পরিসরের সহিত
৩৭ যহস, পরিসরের সহিত কদেমোৎ ও পরিসরের
৩৮ সহিত মেফাৎ, এই চারি নগর দিল। আর গাদ-
বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত নর-
হন্তার আশ্রয়-নগর গিলিয়দস্থ রামোৎ এবং
৩৯ পরিসরের সহিত মহনয়িম, পরিসরের সহিত
হিষ্‌বোন ও পরিসরের সহিত যাসের; সাকল্যে
৪০ এই চারি নগর দিল। এইরূপে লেবীয়দের
অবশিষ্ট গোষ্ঠী সকল, অর্থাৎ মরারির সন্তান-
গণ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গুলিবাঁট
৪১ দ্বারা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ নগর পাইল। ইস্রায়েল-
সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ পরিসরের
৪২ সহিত আটচল্লিশ নগর লেবীয়দের হইল। সেই

Digitized by Google

সকল নগরের মধ্যে প্রত্যেক নগর চারিদিকে
পরিসরবিশিষ্ট ছিল।

যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ গোষ্ঠীদের স্বদেশ যাত্রা।

৪৩ সদাপ্রভু লোকদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে
দেশের বিষয় দিব্য করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত
দেশ তিনি ইস্রায়েলকে দিলেন, এবং তাহারা
তাহা অধিকার করিয়া তন্মধ্যে বাস করিল।
৪৪ সদাপ্রভু তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কৃত
আপনার সমস্ত দিব্য অনুসারে চতুর্দ্দিকে তাহা-
দিগকে বিশ্রাম দিলেন; তাহাদের যাবতীয়
শত্রুর মধ্যে কেহই তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে
পারিল না; সদাপ্রভু তাহাদের সমস্ত শত্রুকে
৪৫ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সদাপ্রভু ইস্রা-
য়েল-কুলের কাছে যে সকল মঙ্গলবাক্য কহিয়া-
ছিলেন, তাহার মধ্যে একটী বাক্যও নিষ্ফল
হইল না; সকলই সফল হইল।
২২ তৎকালে যিহোশূয় রুবেণীয় ও গাদীয়-
দিগকে এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে ডাকিয়া
২ কহিলেন; সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে
যে সকল আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সে সমস্তই তোমরা
পালন করিয়াছ; এবং আমি তোমাদিগকে যে
সকল আজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে আমার বাক্যেও
৩ অবধান করিয়াছ। বহুদিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত
তোমরা আপন আপন ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ না
করিয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন
৪ করিয়া আসিতেছ। সম্প্রতি তোমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের ভ্রাতৃ-
গণকে বিশ্রাম দিয়াছেন; অতএব এখন তোমরা
আপন আপন তাম্বুতে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর দাস
মোশি যর্দ্দনের পরপারে যে দেশ তোমাদিগকে
দিয়াছেন, আপনাদের সেই অধিকারদেশে
৫ ফিরিয়া যাও। কিন্তু সদাপ্রভুর দাস মোশি
তোমাদিগকে যে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিয়াছেন,
তাহা পালন করিতে অতিশয় যত্নবান্ থাকিও,
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিও, তাঁহার
সমস্ত পথে গমন করিও, তাঁহার আজ্ঞা সকল
পালন করিও, তাঁহাতে আসক্ত থাকিও, এবং
সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার
৬ আরাধনা করিও। পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে
আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন; তাহারা
৭ আপন আপন তাম্বুতে প্রস্থান করিল। মোশি
মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে বাশনে অধিকার দিয়া-
ছিলেন, এবং যিহোশূয় তাহার অন্য অর্দ্ধ
বংশকে যর্দ্দনের পশ্চিম পারে আপন ভ্রাতৃগণের
মধ্যে অধিকার দিয়াছিলেন। আর আপন আপন
তাম্বুতে বিদায় করিবার সময়ে যিহোশূয় তাহা-
৮ দিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা
প্রচুর সম্পত্তি, পাল পাল পশু এবং রৌপ্য,
স্বর্ণ, পিত্তল, লৌহ ও বস্ত্রের বাহুল্য সঙ্গে
লইয়া আপন আপন তাম্বুতে ফিরিয়া যাও, এবং
শত্রু হইতে লুটিত সেই দ্রব্য আপন আপন
ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ করিয়া লও।
৯ তাহাতে রুবেণের সন্তানগণ, গাদের সন্তানগণ
ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ কনান দেশস্থ শীলোতে
ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া
মোশি দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে লব্ধ
আপনাদের অধিকারদেশের অর্থাৎ গিলিয়দ
১০ দেশের দিকে গমনার্থে যাত্রা করিল। কিন্তু যর্দ্দ-
নের কনান দেশস্থ অঞ্চলে উপস্থিত হইলে রুবে-
ণের সন্তানগণ, গাদের সন্তানগণ ও মনঃশির
অর্দ্ধ বংশ সেই স্থানে যর্দ্দনের ধারে এক যজ্ঞ-
বেদি নির্ম্মাণ করিল, সেই বেদি দেখিতে বৃহৎ।
১১ তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ শুনিতে পাইল,
দেখ, রুবেণের সন্তানগণ, গাদের সন্তানগণ ও
মনঃশির অর্দ্ধ বংশ যর্দ্দনের অঞ্চলে ইস্রায়েল-
সন্তানগণের পার্শ্বে কনান দেশের সম্মুখে এক
১২ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইস্রায়েল-সন্তানগণ
যখন এই কথা শুনিল, তখন ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের সমস্ত মণ্ডলী তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধে
১৩ গমন করিতে শীলোতে একত্র হইল। পরে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ রুবেণের সন্তানগণের, গাদের
সন্তানগণের ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের নিকটে
গিলিয়দ দেশে ইলীয়াসর যাজকের পুত্র পীন-
১৪ হসকে, এবং ইস্রায়েলের প্রত্যেক বংশ হইতে
এক এক জন পিতৃকুলাধ্যক্ষ, এইরূপে দশ জন
অধ্যক্ষকে প্রেরণ করিল; তাঁহারা এক এক জন
ইস্রায়েলের সহস্রগণের মধ্যে আপন আপন
১৫ পিতৃকুলের পতি ছিলেন। তাঁহারা গিলিয়দ
দেশে রুবেণের সন্তানগণের, গাদের সন্তানগণের
ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের নিকটে আসিয়া তাহা-
১৬ দিগকে এই কথা কহিলেন, সদাপ্রভুর সমস্ত
মণ্ডলী এই কথা বলিয়াছে, অদ্য সদাপ্রভুর
বিদ্রোহী হইবার জন্য আপনাদের নিমিত্তে এক
যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাতে তোমরা সদাপ্রভুর
অনুগমন হইতে পরাবৃত্ত হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্ব-
রের বিরুদ্ধে এই যে সত্যলঙ্ঘন করিলে, এ কি?
১৭ যে অপরাধ প্রযুক্ত সদাপ্রভুর মণ্ডলীর মধ্যে
মহামারী হইয়াছিল, এবং যাহা হইতে আমরা
অদ্যাপি শুচীকৃত হই নাই, পিয়োর বিষয়ক
১৮ সেই অপরাধ কি আমাদের পক্ষে ক্ষুদ্র? এই
কারণ কি অদ্য সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে পরা-
বৃত্ত হইতে চাহ? তোমরা অদ্য সদাপ্রভুর
বিদ্রোহী হইলে তিনি কল্য ইস্রায়েলের সমস্ত

Digitized by Google

১৯ মণ্ডলীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। আরও বলি, তোমা-
দের অধিকারদেশ যদি অশুচি হয়, তবে পার
হইয়া সদাপ্রভুর আবাসবিশিষ্ট সদাপ্রভুর অধি-
কারদেশে আসিয়া আমাদেরই মধ্যে অধিকার
গ্রহণ কর; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞ-
বেদি ভিন্ন আপনাদের জন্য অন্য যজ্ঞবেদি
নির্ম্মাণ দ্বারা সদাপ্রভুর বিদ্রোহী ও আমাদের
২০ বিদ্রোহী হইও না। সেরহের পুত্র আখন বর্জ্জিত
বস্তু বিষয়ে সত্যলঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের ক্রোধ
কি ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি উপস্থিত
হইল না? সে ব্যক্তি ত আপন অপরাধে একাকী
বিনষ্ট হয় নাই।
২১ তখন রুবেণের সন্তানগণ, গাদের সন্তানগণ
ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ ইস্রায়েলের সেই সহস্র-
২২ পতিদিগকে এই উত্তর দিল; ঈশ্বরদের ঈশ্বর
সদাপ্রভু, ঈশ্বরদের ঈশ্বর সদাপ্রভু জানেন, এবং
ইস্রায়েলও জানিবে; যদি আমরা সদাপ্রভুর
বিদ্রোহী ভাবে কিম্বা তাঁহার কাছে সত্যলঙ্ঘনের
আশয়ে ইহা করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমা-
২৩ দিগকে রক্ষা করিও না। আমরা আপনাদের
জন্য যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা যদি
সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে পরাবৃত্ত হইবার জন্য,
কিম্বা তাহার উপরে হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ
করণার্থে অথবা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে নির্ম্মাণ
করিয়া থাকি, তবে সদাপ্রভু স্বয়ং তাহার প্রতি-
২৪ ফল দিউন। আমরা একটী কথার আশঙ্কায়
ইহা করিয়াছি, ফলতঃ কি জানি, ভাবিকালে
তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে এই
কথা কহিবে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সহিত
২৫ তোমাদের সম্পর্ক কি? হে রুবেণের সন্তানগণ,
গাদের সন্তানগণ, তোমাদের ও আমাদের উভ-
য়ের মধ্যে সদাপ্রভু যর্দ্দনকে সীমা করিয়া রাখি-
য়াছেন; সদাপ্রভুতে তোমাদের কোন অংশ
নাই; এইরূপে কি জানি তোমাদের সন্তানগণ
আমাদের সন্তানগণকে সদাপ্রভুর ভয় ত্যাগ
২৬ করাইবে। এই জন্য আমরা কহিলাম, আইস,
আমরা এক বেদি নির্ম্মাণের উদ্যোগ করি, তাহা
২৭ হোম কিম্বা বলিদানার্থক বেদি হইবে না। কিন্তু
আমাদের হোম, বলি ও মঙ্গলার্থক উপহার দ্বারা
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাঁহার সেবা করিতে আমা-
দের অধিকার আছে, ইহার প্রমাণার্থে তাহা
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের পরে
আমাদের ভাবিবংশের মধ্যে সাক্ষী হইবে;
তাহাতে সদাপ্রভুতে তোমাদের কোন অংশ নাই,
এ কথা ভাবিকালে তোমাদের সন্তানগণ আমা-
২৮ দের সন্তানগণকে বলিতে পারিবে না। আর
আমরা কহিলাম, তাহারা যদি ভাবিকালে আমা-
দিগকে কিম্বা আমাদের বংশকে এই কথা কহে,
তবে আমরা বলিব, তোমরা সদাপ্রভুর যজ্ঞ
বেদির ঐ প্রতিরূপ দেখ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ
উহা নির্ম্মাণ করিয়াছে; উহা হোম কিম্বা বলি-
দানার্থক বেদি নহে, কিন্তু উহা তোমাদের ও
২৯ আমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমরা যে হোমের,
নৈবেদ্যের কিম্বা বলিদানের নিমিত্তে আপনাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখস্থিত তাঁহার
যজ্ঞবেদি ব্যতীত অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ দ্বারা
সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হই, কিম্বা সদাপ্রভুর অনু-
গমন হইতে অদ্য পরাবৃত্ত হই, এমন না হউক।
৩০ তখন পীনহস যাজক, তাঁহার সহবর্ত্তী মণ্ডলীর
অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েলের সহস্রপতিগণ রুবেণের,
গাদের ও মনঃশির সন্তানগণের এই কথা শুনিয়া
৩১ সন্তুষ্ট হইলেন। আর ইলীয়াসর যাজকের পুত্র
পীনহস রুবেণের, গাদের ও মনঃশির সন্তানগণকে
কহিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন
কর নাই, ইহাতে সদাপ্রভু যে আমাদের মধ্যে
আছেন, ইহা আমরা অদ্য জানিলাম; এখন
তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সদাপ্রভুর হস্ত
হইতে উদ্ধার করিলে।
৩২ পরে ইলীয়াসর যাজকের পুত্র পীনহস ও
অধ্যক্ষগণ রুবেণের ও গাদের সন্তানগণের নিকটে
বিদায় হইয়া গিলিয়দ দেশ হইতে কনান দেশে
ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া
৩৩ তাহাদিগকে সংবাদ দিলেন। তখন ইস্রায়েল-
সন্তানগণ ঐ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইল; আর ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং
রুবেণের ও গাদের সন্তানগণের নিবাসদেশ বিনা-
শার্থে যুদ্ধে গমনের সম্বন্ধে আর কিছু কহিল না।
৩৪ পরে রুবেণের সন্তানগণ ও গাদের সন্তানগণ
সেই বেদির নাম [এদ্] রাখিল, কেননা [তাহারা
কহিল,] সদাপ্রভুই যে ঈশ্বর, ইহা আমাদের মধ্যে
তাহার সাক্ষী [এদ্]।

ইস্রায়েলীয়দের প্রতি যিহোশূয়ের প্রবোধ বাক্য।

২৩ এইরূপে সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে তাহাদের
চতুর্দ্দিকস্থিত সমস্ত শত্রু হইতে বিশ্রাম দিলে
বহুকালের পরে যখন যিহোশূয় বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক
২ হইলেন, তখন তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে, অর্থাৎ
তাহাদের প্রাচীনবর্গ, অধ্যক্ষগণ, বিচারকর্ত্তৃগণ
ও শাসকগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি বৃদ্ধ
৩ ও গতবয়স্ক হইয়াছি। তোমাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভু তোমাদের সাক্ষাতে এই সকল জাতির প্রতি
যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তোমরা দেখিয়াছ;
বস্তুতঃ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমা-
৪ দের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। দেখ, যর্দ্দন অবধি

Digitized by Google

সূর্য্যাস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত যে সকল
জাতিকে আমি উচ্ছিন্ন করিয়াছি, এবং যে যে
জাতি অবশিষ্ট আছে, তাহাদের দেশ আমি
তোমাদের বংশানুসারে গুলিবাঁট দ্বারা বিভাগ
৫ করিয়াছি। আর তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
আপনি তোমাদের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে
তাড়াইয়া দিবেন, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে
অধিকারচ্যুত করিবেন, তাহাতে তোমরা আপনা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদের
৬ দেশ অধিকার করিবে। অতএব তোমরা মোশির
ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত বাক্য পালনে ও রক্ষণ
জন্য সাহস কর; তাহার দক্ষিণে কিম্বা বামে
৭ ফিরিও না। আর এই জাতিদের যে অবশিষ্ট
লোক তোমাদের মধ্যে রহিল, তাহাদের মধ্যে
প্রবেশ করিও না, তাহাদের দেবতাদের নাম
উল্লেখ করিও না, তাহাদের নামে দিব্য করিও
না, এবং তাহাদের সেবা ও তাহাদের কাছে
৮ প্রণিপাত করিও না। কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত যেমন
করিয়া আসিতেছ, তদ্রূপ তোমাদের ঈশ্বর সদা-
৯ প্রভুতে আসক্ত থাক। কেননা সদাপ্রভু তোমা-
দের সম্মুখ হইতে বৃহৎ ও বলবান্ জাতিদিগকে
অধিকারচ্যুত করিয়াছেন; অদ্য পর্য্যন্ত তোমা-
১০ দের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারে নাই। তোমা-
দের এক জন সহস্র জনকে তাড়াইয়া দেয়;
কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে
যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে তিনি আপনি
১১ তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। অতএব
তোমরা আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতি সাব-
ধান হইয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম
১২ কর। নতুবা যদি কোন প্রকারে পরাবৃত্ত হও,
এবং এই জাতিগণের শেষ যে লোকেরা তোমাদের
মধ্যে অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগেতে আসক্ত
হও, তাহাদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন কর,
এবং তাহাদের নিকটে তোমাদের ও তোমাদের
১৩ নিকটে তাহাদের সমাগম যদি হয়; তবে নিশ্চয়
জানিবে, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের
সম্মুখ হইতে এই জাতিদিগকে আর অধিকার-
চ্যুত করিবেন না, কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাদিগকে এই যে উত্তম ভূমি দিয়াছেন, ইহা
হইতে যাবৎ তোমরা বিনষ্ট না হও, তাবৎ
তাহারা তোমাদের ফাঁদ ও পাশ এবং কটিতে
১৪ কশাঘাত ও চক্ষুর কণ্টকস্বরূপ হইবে। আর দেখ,
অখিল মর্ত্ত্য লোকের যে পথ, অদ্য আমি সেই
পথে যাইতেছি; আর তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণে
ও সমস্ত প্রাণে ইহা জ্ঞাত হও যে, তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গলবাক্য
বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটীও বিফল হয়
নাই; তোমাদের পক্ষে সকলই সফল হইয়াছে,
১৫ একটীও বিফল হয় নাই। কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমাদের কাছে যে সকল মঙ্গলবাক্য
বলিয়াছিলেন, তাহা যেমন তোমাদের পক্ষে সফল
হইল, সেইরূপ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
দত্ত এই উত্তম ভূমি হইতে যাবৎ তিনি তোমা-
দিগকে বিনষ্ট না করেন, তাবৎ তোমাদের প্রতি
১৬ সমস্ত অমঙ্গলবাক্যও সফল করিবেন। তোমরা
যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত নিয়ম
লঙ্ঘন কর, এবং গিয়া ইতর দেবগণের সেবা কর ও
তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে তোমাদের
প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং
তাঁহার দত্ত এই উত্তম দেশ হইতে তোমরা ত্বরায়
বিনষ্ট হইবে।

২৪ যিহোশূয় ইস্রায়েলের সকল বংশকে
শিখিমে একত্র করিলেন, ও ইস্রায়েলের
প্রাচীনবর্গ, অধ্যক্ষগণ, বিচারকর্ত্তৃগণ ও শাসক-
গণকে ডাকাইলেন, তাহাতে তাঁহারা ঈশ্বরের
২ সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন যিহোশূয়
সকল লোককে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, পুরাকালে অব্রাহামের ও
নাহোরের পিতা তেরহ প্রভৃতি তোমাদের পিতৃ-
পুরুষেরা [ফরাৎ] নদীর ওপারে বাস করিয়া
৩ ইতর দেবগণের সেবা করিত। পরে আমি তোমা-
দের পিতা অব্রাহামকে সেই নদীর ওপার হইতে
আনিয়া কনান দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইলাম,
এবং তাহাকে বহুপ্রজ করিলাম, বিশেষতঃ ইস্-
৪ হাককে দিলাম। আর ইস্‌হাককে যাকোব ও
এষৌকে দিলাম; আর এষৌর অধিকারার্থে
আমি তাহাকে সেয়ীর পর্ব্বত দিলাম, কিন্তু
যাকোব ও তাহার সন্তানগণ মিসরে নামিয়া
৫ গেল। পরে আমি মোশি ও হারোণকে প্রেরণ
করিলাম, এবং মিসরের মধ্যে যে কার্য্য করিলাম,
তদ্দ্বারা সেই দেশকে দণ্ড দিলাম; তৎপরে
৬ তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলাম। আমি
মিসর হইতে তোমাদের পিতৃগণকে বাহির
করিলে পর তোমরা সমুদ্রের কাছে উপস্থিত
হইলে; তখন মিস্রীয়গণ রথ ও অশ্বারূঢ় সৈন্য
লইয়া সূফসমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের পিতৃগণের
৭ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া আসিল। তাহাতে তাহারা
সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলে তিনি মিস্রীয়-
দের ও তোমাদের মধ্যে অন্ধকার স্থাপন করি-
লেন, এবং তাহাদের উপরে সমুদ্রকে আনিয়া
তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন; আমি মিসরে
কি করিয়াছি, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে;
৮ পরে বহুকাল প্রান্তরে বাস করিলে। তাহার
পর আমি তোমাদিগকে যর্দ্দনের পরপারনিবাসী
ইমোরীয়দের দেশে আনিলাম; এবং তাহারা
তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিলে তোমাদের হস্তে

Digitized by Google

তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তাহাতে তোমরা
তাহাদের দেশ অধিকার করিলে ; এইরূপে
আমি তোমাদের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে
৯ বিনষ্ট করিলাম। পরে মোয়াবের রাজা সিপ্পো-
রের পুত্র বালাক উঠিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ
করিল, এবং লোক পাঠাইয়া তোমাদিগকে শাপ
দিতে বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ডাকাইয়া
১০ আনিল। কিন্তু আমি বিলিয়মের কথায় কর্ণপাত
করিতে অসম্মত হইলাম, তাহাতে সে তোমা-
দিগকে কেবল আশীর্ব্বাদই করিল ; এইরূপে
আমি তাহার হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার
১১ করিলাম। পরে তোমরা যর্দ্দন পার হইয়া যিরী-
হোতে উপস্থিত হইলে, তাহাতে যিরীহোর
লোকেরা, ইমোরীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিত্তীয়,
গির্গাশীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়েরা তোমাদের
প্রতিকূলে যুদ্ধ করিলে আমি তোমাদের হস্তে
১২ তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম। আর ভিমরুল-
গণকে তোমাদের অগ্রে অগ্রে প্রেরণ করিলাম ;
তাহারা তোমাদের সম্মুখ হইতে ইমোরীয়দের
দুই রাজা প্রভৃতি সেই জনগণকে দূর করিয়া
দিল ; তোমার খড়্গ বা ধনুকে উহা হইল না।
১৩ আর তোমরা যাহার জন্য শ্রম কর নাই, এমন
এক দেশ, ও যাহার পত্তন কর নাই, এমন অনেক
নগর আমি তোমাদিগকে দিলাম ; তোমরা
তন্মধ্যে বাস করিতেছ, এবং যে দ্রাক্ষালতা ও
জিতবৃক্ষ রোপণ কর নাই, তাহার ফল ভোগ
করিতেছ।

১৪ অতএব এখন তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর,
এবং সারল্যে ও সত্যে তাঁহার সেবা কর, আর
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মহানদীর ওপারে ও
মিসরে যে দেবগণের সেবা করিত, তাহাদিগকে
১৫ দূর করিয়া সদাপ্রভুর সেবা কর। যদি সদাপ্রভুর
সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে [ফরাৎ]
নদীর ওপারস্থ তোমাদের পিতৃপুরুষদের সেবিত
দেবগণ হউক, কিম্বা যাহাদের দেশে তোমরা
বাস করিতেছ, সেই ইমোরীয়দের দেবগণ হউক,
যাহার সেবা করিবে, তাহাকে অদ্য মনোনীত
কর ; কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা
১৬ সদাপ্রভুরই সেবা করিব। লোকেরা উত্তর করিল,
আমরা যে সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেব-
১৭ গণের সেবা করি, এমন না হউক। কেননা সদা-
প্রভুই আমাদের ঈশ্বর ; তিনিই আমাদিগকে ও
আমাদের পিতৃগণকে মিসরদেশ হইতে, দাস-
গৃহ হইতে, বাহির করিয়া আনিয়াছেন, ও আমা-
দের দৃষ্টিগোচরে সেই সকল মহৎ অভিজ্ঞান-
কার্য্য করিয়াছেন, এবং যে সমস্ত পথ ও যে
জাতিগণের মধ্য দিয়া আমরা আসিয়াছি, তাহা-
১৮ দের মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আর
সদাপ্রভু এতদ্দেশনিবাসী ইমোরীয় প্রভৃতি যাব-
তীয় জাতিকে আমাদের সম্মুখ হইতে দূর করিয়া
দিয়াছেন ; অতএব আমরাও সদাপ্রভুর সেবা
করিব ; কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর।

১৯ যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা
সদাপ্রভুর সেবা করিতে পারিবে না ; কেননা
তিনি পবিত্র ঈশ্বর, স্বগৌরবরক্ষণে উদ্যোগী
ঈশ্বর ; তিনি তোমাদের অধর্ম্ম ও পাপ ক্ষমা
২০ করিবেন না। তোমরা যদি সদাপ্রভুকে ত্যাগ
করিয়া বিজাতীয় দেবগণের সেবা কর, তবে পূর্ব্বে
তোমাদের মঙ্গল করিলেও তিনি পশ্চাৎ পরাবৃত্ত
হইয়া তোমাদিগের অমঙ্গল করিবেন, ও তোমা-
২১ দিগকে সংহার করিবেন। তখন লোকেরা যিহো-
শূয়কে কহিল, না, আমরা সদাপ্রভুরই সেবা
২২ করিব। যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা
সদাপ্রভুর সেবা করণার্থে তাঁহাকেই মনোনীত
করিয়াছ, এ বিষয়ে তোমরা আপনাদের বিষয়ে
আপনারা সাক্ষী হইলে। তাহারা বলিল, হাঁ,
২৩ সাক্ষী হইলাম। [তিনি কহিলেন,] তবে এখন
আপনাদের মধ্যস্থিত বিজাতীয় দেবগণকে দূর
কর, ও আপন আপন হৃদয় ইস্রায়েলের ঈশ্বর
২৪ সদাপ্রভুর দিকে রাখ। পরে লোকেরা যিহো-
শূয়কে কহিল, আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর সেবা করিব, ও তাঁহার রবে অবধান করিব।
২৫ তাহাতে যিহোশূয় সেই দিনে লোকদের সহিত
নিয়ম স্থির করিয়া শিখিমে তাহাদের জন্য
বিধি ও শাসন স্থাপন করিলেন।

২৬ পরে যিহোশূয় ঐ সকল কথা ঈশ্বরের ব্যবস্থা-
গ্রন্থে লিখিলেন, এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর
লইয়া সদাপ্রভুর ধর্ম্মধামের নিকটবর্ত্তী এলা
২৭ বৃক্ষের তলে স্থাপন করিলেন। পরে যিহোশূয়
সমস্ত লোককে কহিলেন, দেখ, এই প্রস্তরখানি
আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হইবে ; কেননা সদাপ্রভু
আমাদিগকে যে যে কথা কহিলেন, সেই সকল
কথা এ শুনিল। অতএব এ তোমাদের বিষয়ে
সাক্ষী হইবে, পাছে তোমরা আপনাদের ঈশ্ব-
২৮ রকে অস্বীকার কর। পরে যিহোশূয় লোকদিগকে
আপন আপন অধিকারে বিদায় করিলেন।

যিহোশূয়ের ও ইলীয়াসরের মৃত্যু।

২৯ এই সকল ঘটনার পরে নূনের পুত্র সদাপ্রভুর
দাস যিহোশূয় এক শত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া
৩০ মরিলেন। তাহাতে লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তর-
পার্শ্বে ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-সেরহে তাঁহার
৩১ অধিকারের সীমায় তাঁহার কবর দিল। যিহো-
শূয়ের সমস্ত জীবনকালে, এবং যে প্রাচীনবর্গ
যিহোশূয়ের মরণের পরে জীবিত ছিলেন, ইস্রা-

Digitized by Google

য়েলের জন্য সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত কার্য্য জ্ঞাত
ছিলেন, তাঁহাদেরও সমস্ত জীবনকালে ইস্রায়েল
সদাপ্রভুর সেবা করিল ।
৩২ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যোষেফের যে অস্থি
মিসর হইতে আনিয়াছিল, তাহা শিখিমে সেই
ভূমিখণ্ডে পুঁতিল, যাহা যাকোব এক শত রৌপ্য-
মুদ্রায় শিখিমের পিতা হমোরের সন্তানগণের
কাছে ক্রয় করিয়াছিলেন ; আর তাহা যোষেফের
৩৩ সন্তানগণের অধিকার হইল। পরে হারোণের
পুত্র ইলীয়াসর মরিলেন ; তাহাতে লোকেরা
ইফ্রয়িম পর্ব্বতে তাঁহার পুত্র পীনহসকে দত্ত
গিবিয়াতে তাঁহার কবর দিল ।

বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ।

যিহূদা প্রভৃতি গোষ্ঠীর বিষয় ।

১ যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ সদাপ্রভুর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা
করিল, কনানীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে
২ প্রথমে আমাদের কে যাইবে ? তাহাতে সদাপ্রভু
কহিলেন, যিহূদা যাইবে ; দেখ, আমি তাহার
৩ হস্তে দেশ সমর্পণ করিয়াছি। পরে যিহূদা
আপন ভ্রাতা শিমিয়োনকে কহিল, তুমি আমার
নিরূপিত অংশে আমার সহিত আইস, আমরা
কনানীয়দের সহিত যুদ্ধ করি ; পরে আমিও
তোমার অংশে তোমার সহিত যাইব। তাহাতে
৪ শিমিয়োন তাহার সঙ্গে গেল। যিহূদা যাত্রা
করিল, আর সদাপ্রভু তাহাদের হস্তে কনানীয়
ও পরিষীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন ; তাহাতে
তাহারা বেষকে তাহাদের দশ সহস্র লোককে
৫ বধ করিল। তাহারা বেষকে অদোনী-বেষককে
পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, এবং কনানীয়
৬ ও পরিষীয়দিগকে আঘাত করিল। তখন অদোনী-
বেষক পলায়ন করিলেন ; কিন্তু তাহারা তাঁহার
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার
৭ হস্তপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিল। তখন
অদোনী-বেষক কহিলেন, যাঁহাদের হস্তপদের
বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন করা হইয়াছিল, এমন সত্তর
জন রাজা আমার মেজের নীচে খাদ্য কুড়াই-
তেন ; আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, ঈশ্বর
আমাকে তদনুরূপ প্রতিফল দিলেন। পরে
লোকেরা তাঁহাকে যিরূশালেমে আনিলে তিনি
৮ সেই স্থানে মরিলেন। আর যিহূদার সন্তানগণ
যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত
করিল ও খড়্গধারে আঘাত করিল, এবং অগ্নি
দ্বারা নগর দগ্ধ করিল।
৯ পরে যিহূদার সন্তানগণ পার্ব্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণ
দেশ ও নিম্নভূমিনিবাসী কনানীয়দের সহিত যুদ্ধ
১০ করিতে নামিয়া গেল। আর যিহূদা হিব্রোণবাসী
কনানীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া শেশয়, অহী-
মান ও তল্‌ময়কে বধ করিল ; পূর্ব্বে ঐ হিব্রো-
১১ ণের নাম কিরিয়ৎ-অর্ব ছিল। তথা হইতে
সে দবীরনিবাসীদের প্রতিকূলে যাত্রা করিল ;
১২ পূর্ব্বে দবীরের নাম কিরিয়ৎ-সেফর ছিল। আর
কালেব বলিয়াছিলেন, যে কেহ কিরিয়ৎ-সেফ-
রকে আঘাত করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার
সহিত আমি আপন কন্যা অক্‌ষার বিবাহ দিব।
১৩ আর কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎ-
নীয়েল তাহা হস্তগত করিলে তিনি তাহার সহিত
১৪ আপন কন্যা অক্‌ষার বিবাহ দিলেন। পরে ঐ
কন্যা আসিয়া তাহার পিতার কাছে একখানি
ক্ষেত্র চাহিতে স্বামীকে প্রবৃত্তি দিল ; এবং সে
আপন গর্দ্দভ হইতে নামিল ; কালেব তাহাকে
১৫ জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি চাহ ? সে উত্তর করিল,
আপনি আমাকে এক বর দিউন ; আপনি
দক্ষিণাঞ্চলস্থ ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এখন
জলের উনুইও আমাকে দিউন। তাহাতে কালেব
উচ্চতর উনুই ও নিম্নতর উনুইগুলি তাহাকে
দিলেন।
১৬ পরে মোশির সম্বন্ধী কেনীয় [হোববের]
সন্তানগণ যিহূদার সন্তানগণের সহিত খর্জ্জুর-
পুর হইতে অরাদের দক্ষিণদিক্‌স্থিত যিহূদা
প্রান্তরে উঠিয়া চলিল ; এবং সেই স্থানে গিয়া
১৭ লোকদের মধ্যে বসতি করিল। আর যিহূদা
আপন ভ্রাতা শিমিয়োনের সহিত গমন করিলে
তাহারা সফাৎবাসী কনানীয়দিগকে আঘাত
করিয়া ঐ নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করিল। আর
১৮ সেই নগরের নাম হর্মা [বিনষ্ট] হইল। আর
যিহূদা ঘসা ও তাহার অঞ্চল, অস্কিলোন ও
তাহার অঞ্চল, এবং ইক্রোণ ও তাহার অঞ্চল

Digitized by Google

১৯ হস্তগত করিল। সদাপ্রভু যিহূদার সহবর্ত্তী
ছিলেন, সে পর্ব্বতময় দেশের অধিবাসীদিগকে
অধিকারচ্যুত করিল; কিন্তু সে তলভূমিনিবাসী-
দিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না, কেননা
২০ তাহাদের লৌহরথ ছিল। পরে তাহারা মোশির
আজ্ঞা অনুসারে কালেবকে হিব্রোণ দিল, এবং
তিনি তথা হইতে অনাকের তিন পুত্রকে অধিকার-
২১ চ্যুত করিলেন। পরন্তু বিন্যামীনের সন্তানগণ
যিরূশালেমনিবাসী যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত
করিল না; যিবূষীয়েরা অদ্যাপি যিরূশালেমে
বিন্যামীনের সন্তানদের সহিত বাস করিতেছে।
২২ আর যোষেফের কুলও বৈথেলের প্রতিকূলে
যাত্রা করিল; এবং সদাপ্রভু তাহাদের সহবর্ত্তী
২৩ ছিলেন। তখন যোষেফের কুল বৈথেল নিরীক্ষণ
করিতে লোক প্রেরণ করিল। পূর্ব্বে ঐ নগরের
২৪ নাম লূস্ ছিল। তাহাতে প্রহরীরা ঐ নগর
হইতে এক জনকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া
তাহাকে কহিল, বিনয় করি, নগরপ্রবেশের পথ
আমাদিগকে দেখাইয়া দেও; দিলে আমরা
২৫ তোমার প্রতি দয়া করিব। তাহাতে সে তাহা-
দিগকে নগরপ্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল, আর
তাহারা খড়্গধারে সেই নগরবাসীদিগকে আঘাত
করিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ও তাহার সমস্ত
২৬ গোষ্ঠীকে ছাড়িয়া দিল। পরে ঐ ব্যক্তি হিত্তীয়-
দের দেশে গিয়া এক নগর পত্তন করিয়া তাহার
নাম লূস রাখিল; তাহা অদ্য পর্য্যন্ত সেই নামে
বিখ্যাত আছে।
২৭ আর মনঃশি উপনগরের সহিত বৈৎ-শান,
উপনগরের সহিত তানক, উপনগরের সহিত
দোর, উপনগরের সহিত যিব্লিয়ম, ও উপনগরের
সহিত মগিদ্দো, এই সকল স্থান নিবাসীদিগকে
অধিকারচ্যুত করিল না; কনানীয়েরা সেই দেশে
২৮ বাস করিতে থাকিল। পরে ইস্রায়েল যখন প্রবল
হইল, তখন সেই কনানীয়দিগকে করাধীন করিল,
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অধিকারচ্যুত করিল না।
২৯ আর ইফ্রয়িম গেষরনিবাসী কনানীয়দিগকে
অধিকারচ্যুত করিল না; কনানীয়েরা গেষরে
তাহাদের মধ্যে বাস করিতে থাকিল।
৩০ সবূলূন কিট্রোণ ও নহলোলনিবাসীদিগকে
অধিকারচ্যুত করিল না; কনানীয়েরা তাহা-
দের মধ্যে বাস করিতে থাকিল, তথাপি করা-
ধীন হইল।
৩১ আশের অক্কো, সীদোন, অহলব, অক্ষীব,
হেল্‌বা, অফীক ও রহোবনিবাসীদিগকে অধি-
৩২ কারচ্যুত করিল না। আশেরীয়েরা দেশনিবাসী
কনানীয়দের মধ্যে বাস করিল, কেননা তাহারা
তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করে নাই।
৩৩ নপ্তালি বৈৎ-শেমশের ও বৈৎ-অনাতের
নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না, তাহারা
দেশনিবাসী কনানীয়দের মধ্যে বাস করিল,
তথাপি বৈৎ-শেমশের ও বৈৎ-অনাতের নিবাসীরা
তাহাদের করাধীন হইল।
৩৪ আর ইমোরীয়েরা দানের সন্তানগণকে পর্ব্বতে
রোধ করিল, তলভূমিতে নামিয়া আসিতে দিল
৩৫ না; ইমোরীয়েরা হেরস পর্ব্বতে, অয়ালোনে
ও শাল্‌বীমে বাস করিতে থাকিল; তথাপি
যখন যোষেফের কুল পরাক্রমী হইয়া উঠিল,
৩৬ তখন তাহারা করাধীন হইল। অক্রব্বীম ঘাট
এবং সেলা অবধি উত্তরদিকে ইমোরীয়দের
অঞ্চল ছিল।

ইস্রায়েলীয়দের অবাধ্যতা ও ঈশ্বরীয় শাসন।

২ আর সদাপ্রভুর দূত গিল্‌গল হইতে
বোখীমে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে মিসর হইতে উঠাইয়া, যে দেশ
দিতে তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য
করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমাদিগকে আনি-
য়াছি, আর এই কথা বলিয়াছি, আমি তোমা-
দের সহিত আপন নিয়ম কখনও ভঙ্গ করিব না;
২ তোমরাও এই দেশনিবাসীদের সহিত নিয়ম
স্থির করিবে না, তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল
ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু তোমরা আমার রবে
৩ অবধান কর নাই; এ কেমন কর্ম্ম করিয়াছ? এই
জন্য আমিও কহিলাম, তোমাদের সম্মুখ হইতে
আমি এই লোকদিগকে দূর করিব না; তাহারা
তোমাদের পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ, ও তাহাদের দেবগণ
৪ তোমাদের ফাঁদস্বরূপ হইবে। তখন সদাপ্রভুর
দূত ইস্রায়েল-সন্তান সকলকে এই কথা কহিলে
লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।
৫ আর তাহারা সেই স্থানের নাম বোখীম [রোদন-
কারিগণ] রাখিল, পরে তাহারা সেই স্থানে সদা-
প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল।
৬ যিহোশূয় লোকদিগকে বিদায় করিলে পর
ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেশ অধিকার করিবার জন্য
প্রত্যেকে আপন আপন অধিকারে গিয়াছিল।
৭ তদবধি যিহোশূয়ের সমস্ত জীবনকালে, এবং যে
প্রাচীনবর্গ যিহোশূয়ের মরণের পর জীবিত
ছিলেন, ও ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত
মহাকার্য্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সমস্ত
জীবনকালে লোকেরা সদাপ্রভুর সেবা করিল।
৮ পরে নূনের পুত্র সদাপ্রভুর দাস যিহোশূয় এক
৯ শত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিলেন। তাহাতে
লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে ইফ্রয়িম

Digitized by Google

পর্ব্বতস্থ তিম্নত-হেরসে তাঁহার অধিকারের সীমায়
১০ তাঁহার কবর দিল। আর সেই কালের অন্য সকল
লোকও পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল,
এবং তাহাদের পরে নূতন বংশ উৎপন্ন হইল,
ইহারা সদাপ্রভুকে জানিত না, এবং ইস্রায়েলের
১১ জন্য তাঁহার কৃত কার্য্য জ্ঞাত ছিল না। ইস্রায়েল-
সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচারী হইল,
তাহারা বালদেবগণের সেবা করিতে লাগিল।
১২ আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি
তাহাদিগকে মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া
আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া
ইতর দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত
লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের
কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এইরূপে সদা-
১৩ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ
করিয়া বালদেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের সেবা
১৪ করিত। তাহাতে ইস্রায়েলের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি তাহাদিগকে লুটকারি-
গণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহারা তাহাদের
দ্রব্য লুট করিল; আর তিনি তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থ
শত্রুগণের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন,
তাহাতে তাহারা আপন শত্রুগণের সম্মুখে আর
১৫ দাঁড়াইতে পারিল না। আর সদাপ্রভু যেমন
কহিয়াছিলেন, তাহাদের কাছে যেমন দিব্য
করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা যে কোন স্থানে
যাইত, সেই স্থানে তাহাদের অমঙ্গলার্থে সদা-
প্রভুর হস্ত বিরোধী ছিল; এইরূপে তাহারা
১৬ অতিশয় ক্লিষ্ট হইত। তখন সদাপ্রভু বিচার-
কর্ত্তৃগণকে উৎপন্ন করিয়া লুটকারিগণের হস্ত
১৭ হইতে তাহাদিগকে নিস্তার করিতেন; তথাপি
তাহারা আপনাদের বিচারকর্ত্তাদের বাক্যেও
মনোযোগ করিত না, কিন্তু ইতর দেবগণের অনু-
গমনে ব্যভিচার করিত, তাহাদের কাছে প্রণি-
পাত করিত; এইরূপে তাহাদের পিতৃপুরুষেরা
সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া যে পথে গমন
করিতেন, তাহারা তদনুসারে না করিয়া সেই
১৮ পথ হইতে শীঘ্রই ফিরিল। আর সদাপ্রভু যখন
তাহাদের জন্য বিচারকর্ত্তাদিগকে উৎপন্ন করি-
তেন, তখন বিচারকর্ত্তার সমস্ত জীবনকালে সদা-
প্রভু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শত্রুদের হস্ত
হইতে তাহাদিগকে নিস্তার করিতেন, কারণ উপ-
দ্রব ও তাড়নাকারিগণের সমক্ষে তাহাদের কাত-
রোক্তি প্রযুক্ত সদাপ্রভু করুণাবিষ্ট হইতেন।
১৯ কিন্তু সেই বিচারকর্ত্তা মরিলেই তাহারা আবার
পিতৃপুরুষদের অপেক্ষাও ভ্রষ্ট হইয়া ইতর দেব-
গণের সেবা করিত, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত
করিয়া তাহাদের অনুগামী হইত; আপন আপন
ক্রিয়া ও স্বেচ্ছাচারিতার কিছুই ত্রুটি করিত না।

২০ তাহাতে ইস্রায়েলের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইল, তিনি কহিলেন, আমি ইহাদের
পিতৃপুরুষদিগকে যে নিয়ম পালনের আজ্ঞা
দিয়াছিলাম, এই জাতি তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে,
২১ আমার রবে অবধান করে নাই। অতএব যিহো-
শূয় মরণকালে যে যে জাতিকে অবশিষ্ট রাখি-
য়াছে, আমিও ইহাদের সম্মুখ হইতে তাহাদের
২২ কাহাকেও অধিকারচ্যুত করিব না। তাহাদের
পিতৃপুরুষেরা যেমন সদাপ্রভুর পথে গমন করিয়া
তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত, তাহারাও তদ্রূপ
করিবে কি না, এই বিষয়ে ঐ জাতিগণের দ্বারা
২৩ আমি ইস্রায়েলের পরীক্ষা লইব। এই জন্য সদা-
প্রভু সেই জাতিদিগকে শীঘ্র অধিকারচ্যুত না
করিয়া অবশিষ্ট রাখিলেন; যিহোশূয়ের হস্তেও
সমর্পণ করেন নাই।

৩ ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা কনানের সমস্ত
যুদ্ধ জ্ঞাত ছিল না, সেই লোকদের পরীক্ষা
২ লইবার নিমিত্তে, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের
পুরুষপরম্পরাকে শিক্ষা দানার্থে, অর্থাৎ যাহারা
অগ্রে যুদ্ধ জানিত না, তাহাদিগকে তাহা শিখা-
ইবার নিমিত্তে সদাপ্রভু এই সকল জাতিকে
৩ অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। পলেষ্টীয়দের পাঁচ
ভূপাল, এবং বাল্‌হর্ম্মোণ পর্ব্বত অবধি হমাতে
প্রবেশের পথ পর্য্যন্ত লিবানোন পর্ব্বতনিবাসী
৪ সমস্ত কনানীয়, সীদোনীয় ও হিব্বীয়গণ। ইহারা
ইস্রায়েলের পরীক্ষার্থে, অর্থাৎ সদাপ্রভু তাহা-
দের পিতৃপুরুষদিগকে মোশি দ্বারা যে সকল
আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই সকলেতে তাহারা
মনোযোগ করিবে কি না, তাহা যেন জানা যায়,
৫ এই জন্য অবশিষ্ট রহিল। ফলে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়,
হিব্বীয় ও যিবূষীয়গণের মধ্যে বসতি করিল,
৬ এবং তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে,
তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যা-
দের বিবাহ দিতে ও তাহাদের দেবগণের সেবা
করিতে লাগিল।

অরামীয় ও মোয়াবীয়দের উপদ্রব হইতে ইস্রায়েলের উদ্ধার।

৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
কদাচরণ করিল, ও আপনাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুকে বিস্মৃত হইয়া বাল দেবগণের ও আশেরা
৮ দেবীদের সেবা করিল। অতএব ইস্রায়েলের প্রতি
সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি
অরাম-নহরয়িমের রাজা কূশন-রিশিয়াথয়িমের
হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে
ইস্রায়েল-সন্তানগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত কূশন-
৯ রিশিয়াথয়িমের দাসত্ব করিল। পরে ইস্রায়েল-

Digitized by Google

সন্তানগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিল।
তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য
এক নিস্তারকর্ত্তাকে—কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন-
সের পুত্র অৎনীয়েলকে—উৎপন্ন করিলেন;
১০ তিনি তাহাদিগকে নিস্তার করিলেন। সদাপ্রভুর
আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি ইস্রা-
য়েলের বিচার করিতেন, এবং তিনি যুদ্ধার্থে
নির্গত হইলে সদাপ্রভু সেই অরামীয় রাজা
কূশন-রিশিয়াথয়িমকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি-
লেন; আর কূশন-রিশিয়াথয়িমের বিরুদ্ধে তাঁহার
১১ হস্ত প্রবল থাকিল। তাহাতে চল্লিশ বৎসর
পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে রহিল; পরে কনসের পুত্র
অৎনীয়েল মরিলেন।
১২ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল; অতএব সদাপ্রভুর
দৃষ্টিতে তাহারা কদাচরণ করায় সদাপ্রভু ইস্রা-
য়েলের প্রতিকূলে মোয়াবের রাজা ইগ্লোনকে
১৩ সবল করিলেন। রাজা অম্মোন-সন্তানগণকে ও
অমালেককে আপনার নিকটে একত্র করিলেন,
এবং যাত্রা করিয়া ইস্রায়েলকে আঘাত করিলেন
১৪ ও খর্জ্জুরপুর অধিকার করিলেন। তাহাতে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আঠার বৎসর পর্য্যন্ত মোয়াবীয়
১৫ ইগ্লোন রাজার দাসত্ব করিল। পরে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল;
তাহাতে সদাপ্রভু তাহাদের জন্য এক নিস্তার-
কর্ত্তাকে, বিন্যামীন বংশীয় গেরার পুত্র এহূদকে,
উৎপন্ন করিলেন; তিনি নেটা ছিলেন। ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ তাঁহার দ্বারা মোয়াবের ইগ্লোন
১৬ রাজার নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ করিল। এহূদ
আপনার জন্য এক হস্ত দীর্ঘ একখানি দ্বিধার
খড়্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহা আপন
দক্ষিণ ঊরুদেশে বস্ত্রের ভিতরে বাঁধিয়া রাখি-
১৭ লেন। পরে মোয়াবের ইগ্লোন রাজার নিকটে
উপঢৌকন লইয়া গেলেন; ঐ ইগ্লোন অতি
১৮ স্থূলকায় লোক ছিলেন। পরে উপঢৌকন দান
সমাপ্ত হইলে তিনি ঐ উপঢৌকনবাহক লোক-
১৯ দিগকে বিদায় করিলেন। কিন্তু আপনি গিল্-
গলস্থ প্রস্তরাকর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহি-
লেন, হে রাজন্, আপনকার নিকটে আমার একটী
গোপনীয় কথা আছে। পরে রাজা চুপ চুপ
বলিলে নিকটে দণ্ডায়মান লোকেরা তাঁহার
২০ সাক্ষাৎ হইতে বাহিরে গেল। আর এহূদ তাঁহার
নিকটে আসিলেন; তখন রাজা একাকী আপ-
নার উপর তালার শীতল বাটিকাতে বসিয়া-
ছিলেন; এহূদ কহিলেন, আপনকার কাছে ঈশ-
রের একটী বাক্য আমার বক্তব্য আছে; তাহাতে
২১ তিনি আপন আসন হইতে উঠিলেন। তখন
এহূদ আপন বাম হস্ত বাড়াইয়া দক্ষিণ ঊরু
হইতে ঐ খড়্গ লইয়া তাঁহার উদর বিদ্ধ করি-
২২ লেন, খড়্গের সহিত বাঁটও উদরে প্রবিষ্ট হইল,
এবং খড়্গ মেদে রুদ্ধ হইল, কেননা তিনি উদর
হইতে তাহা বাহির করিলেন না; আর তাহা
২৩ পশ্চাদ্দেশে বাহির হইল। পরে এহূদ বাহির
হইয়া বারাণ্ডায় আসিলেন; এবং পশ্চাতে শীতল
বাটিকার কবাট বদ্ধ করিয়া কুলুপ লাগাইয়া
২৪ দিলেন। তিনি বাহির হইলে রাজার দাসগণ
উপস্থিত হইল, ও চাহিয়া দেখিল, আর দেখ,
ঐ শীতল বাটিকার কবাট বদ্ধ। তাহারা বলিল,
রাজা অবশ্য শীতল বাটিকার কুঠরীতে পা ঢাকিতে-
২৫ ছেন। পরে তাহারা লজ্জিত হওয়া পর্য্যন্ত
বিলম্ব করিল; আর দেখ, তিনি শীতল বাটিকার
কবাট খুলিলেন না; অতএব তাহারা চাবি লইয়া
দ্বার খুলিল, আর দেখ, তাহাদের প্রভু মৃত ও
২৬ ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তাহারা যখন বিলম্ব
করিতেছিল, তখন এহূদ পলাইয়া সেই প্রস্তরা-
কর পশ্চাৎ ফেলিয়া সিয়ীরাতে উপস্থিত হইয়া-
২৭ ছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া ইফ্রয়িম পর্ব্বতে
তূরী বাজাইলেন; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ
তাঁহার সহিত পর্ব্বত হইতে নামিলেন, তিনি
২৮ তাহাদের অগ্রগামী হইয়া চলিলেন। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আইস, কেননা সদাপ্রভু তোমাদের শত্রু মোয়া-
বীয়দিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন;
তখন তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া
মোয়াবের সম্মুখে যর্দ্দনের ঘাট সকল হস্তগত
করিল, এক প্রাণীকেও পার হইতে দিল না।
২৯ আর ঐ সময়ে তাহারা মোয়াবের অনুমান দশ
সহস্র লোককে বধ করিল; তাহারা বৃহৎকায়
ও বলবান্ হইলেও তাহাদের কেহ নিস্তার পাইল
৩০ না। এই প্রকারে মোয়াব সেই দিনে ইস্রায়েলের
হস্তের বশীভূত হইল; পরে আশী বৎসর পর্য্যন্ত
দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।
৩১ তাঁহার পরে অনাতের পুত্র শম্গর গোচা-
রণের পাঁচনী দ্বারা পলেষ্টীয়দের ছয় শত
লোককে বধ করিলেন; ইনিও ইস্রায়েলকে
নিস্তার করিলেন।

যাবীন রাজার উপদ্রব হইতে ইস্রায়েলের উদ্ধার।

৪ আর এহূদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার কদা-
২ চরণ করিল। তাহাতে সদাপ্রভু হাৎসোরে
রাজত্বকারী কনানীয় রাজা যাবীনের হস্তে তাহা-
দিগকে বিক্রয় করিলেন। হরোশৎ-গোয়ীম-
নিবাসী সীষরা ঐ রাজার সেনাপতি ছিলেন।

Digitized by Google

৩ আর তাঁহার নয় শত লৌহরথ ছিল; তিনি
বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের প্রতি কঠোর
দৌরাত্ম্য করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল।
৪ তৎকালে লপ্পীদোতের ভার্য্যা দবোরা ভাব-
৫ বাদিনী ইস্রায়েলের বিচার করিতেন। তিনি
ইফ্রয়িম পর্ব্বতে রামার ও বৈথেলের মধ্যে স্থিত
দবোরার খর্জ্জুর নামক বৃক্ষের তলে অবস্থিতি
করিতেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ বিচারার্থে
৬ তাঁহার নিকটে উঠিয়া যাইত। পরে তিনি লোক
পাঠাইয়া কেদশ-নপ্তালি হইতে অবীনোয়মের
পুত্র বারককে ডাকাইয়া কহিলেন, ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভু কি এই আজ্ঞা করেন নাই, যাও,
তাবোর পর্ব্বতে গমন কর, আর নপ্তালির সন্তান-
গণের ও সবূলূনের সন্তানগণের দশ সহস্র লোক
৭ সঙ্গে করিয়া লও; তাহাতে আমি যাবীনের
সেনাপতি সীষরাকে এবং তাহার রথ ও লোকা-
রণ্যকে কীশোন নদীর সমীপে তোমার নিকটে
আকর্ষণ করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব?
৮ তখন বারক তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যদি আমার
সঙ্গে যাও, তবে আমি যাইব; কিন্তু তুমি আমার
৯ সঙ্গে না গেলে আমি যাইব না। দবোরা কহি-
লেন, আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাইব, কিন্তু
তোমার এই যুদ্ধযাত্রায় তোমার যশ হইবে না;
কেননা সদাপ্রভু সীষরাকে একটী স্ত্রীলোকের
হস্তে বিক্রয় করিবেন। পরে দবোরা উঠিয়া
বারকের সহিত কেদশে গমন করিলেন।
১০ পরে বারক কেদশে সবূলূন ও নপ্তালিকে ডাকা-
ইয়া দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সঙ্গে লইয়া
যাত্রা করিলেন, এবং দবোরাও তাঁহার সহিত
১১ গেলেন। ঐ সময়ে কেনীয় হেবর কেনীয়দের
হইতে, মোশির সম্বন্ধী হোববের সন্তানদের
হইতে, পৃথক্ হইয়া কেদশের নিকটবর্ত্তী সান-
ন্নীমস্থ এলোন বৃক্ষ পর্য্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিয়া-
১২ ছিলেন। পরে সীষরা এই সংবাদ পাইলেন
যে, অবীনোয়মের পুত্র বারক তাবোর পর্ব্বতে
১৩ উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তখন সীষরা আপন
সমস্ত রথ অর্থাৎ নয় শত লৌহরথ এবং আপন
সঙ্গী লোক সকলকে একত্র ডাকাইয়া হরোশৎ-
গোয়ীম হইতে কীশোন নদীর সমীপে গমন
১৪ করিলেন। তখন দবোরা বারককে কহিলেন, উঠ,
কেননা অদ্যই সদাপ্রভু তোমার হস্তে সীষরাকে
সমর্পণ করিয়াছেন; সদাপ্রভু কি তোমার অগ্র-
গামী নহেন? তাহাতে বারক ও তাঁহার অনুগামী
দশ সহস্র সৈন্য তাবোর পর্ব্বত হইতে নামি-
১৫ লেন। পরে সদাপ্রভু বারকের সম্মুখে সীষরাকে
এবং তাঁহার সমস্ত রথ ও সমস্ত সৈন্যকে খড়্গা-
ধারে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন; আর সীষরা রথ
হইতে নামিয়া পদব্রজে পলায়ন করিলেন।
১৬ এবং বারক হরোশৎ-গোয়ীম পর্য্যন্ত তাঁহার
রথের ও সৈন্যগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে
সীষরার সমস্ত সৈন্য খড়্গধারে পতিত হইল;
১৭ এক জনও অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু সীষরা
পদব্রজে পলাইয়া কেনীয় হেবরের ভার্য্যা যায়ে-
লের তাম্বুর দিকে গেলেন; কেননা হাৎসোরের
যাবীন রাজাতে ও কেনীয় হেবরের কুলে তখন
ঐক্য ছিল।
১৮ তাহাতে যায়েল সীষরার প্রত্যুদ্গমন করিতে
বাহির হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে আমার
প্রভো, ফিরিয়া আইসুন, আমার নিকটে আই-
সুন, ভীত হইবেন না; তাহাতে তিনি তাঁহার
দিকে ফিরিয়া তাম্বুমধ্যে গেলে সেই স্ত্রী এক কম্বল
১৯ দিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলেন। তখন সীষরা
তাঁহাকে কহিলেন, বিনয় করি, আমাকে একটু
খাবার জল দেও; আমি পিপাসিত হইয়াছি।
তাহাতে তিনি দুগ্ধের কুপা খুলিয়া পান করিতে
দিলেন ও তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন।
২০ পরে সীষরা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তাম্বুদ্বারে
দাঁড়াইয়া থাক; যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা
করে, এখানে কোন মানুষ আছে কি না? তবে
২১ বলিও, কেহ নাই। অনন্তর হেবরের ভার্য্যা
যায়েল তাম্বুর এক গোঁজ লইলেন, ও মুদ্গর হস্তে
করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার
কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ
করাইলেন; কারণ তিনি শ্রান্ত ও নিদ্রিত ছিলেন;
২২ এইরূপে তিনি মরিলেন। তখন বারক সীষরার
পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছিলেন; অতএব যায়েল
তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে আসিয়া
কহিলেন, আইস, তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ,
সেই মানুষকে আমি তোমাকে দেখাই; তাহাতে
তিনি তাঁহার তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, আর
দেখ, সীষরা মৃত পড়িয়া আছেন, ও তাহার
২৩ কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপে সদা-
প্রভু সেই দিনে কনানীয় যাবীন রাজাকে ইস্রা-
২৪ য়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে নত করিলেন। ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ যে পর্য্যন্ত কনানীয় রাজা যাবী-
নকে বিনষ্ট না করিল, সে পর্য্যন্ত কনানীয় রাজা
যাবীনের বিরুদ্ধে তাহাদের হস্ত উত্তর উত্তর
প্রবল হইয়া উঠিল।

দবোরার বিজয়-গীত।

৫ আর সেই দিবসে দবোরা ও অবীনোয়মের
পুত্র বারক এই গান করিলেন;—
২ ইস্রায়েলে নায়কগণ নেতৃত্ব করিলেন,
প্রজারা স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিল,

Digitized by Google

এজন্য তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
৩ রাজগণ, শ্রবণ কর; অধ্যক্ষগণ, কর্ণ দেও;
আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।
৪ হে সদাপ্রভো, সেয়ীর হইতে তোমার নির্গমনকালে,
ইদোমের দেশ হইতে তোমার নিষ্ক্রমণকালে,
ভূমি কাঁপিল, আকাশও বৃষ্টিময় হইল,
মেঘগণ বিন্দু বিন্দু জল বর্ষিল।
৫ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ কম্পমান হইল,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ সীনয় কম্পমান হইল।
৬ অনাতের পুত্র শম্‌গরের সময়ে,
যায়েলের সময়ে, রাজপথ শূন্য হইল,
পথিকেরা বক্র পথ দিয়া গমন করিত।
৭ অধ্যক্ষগণ ক্ষান্ত ছিলেন, ইস্রায়েলের মধ্যে ক্ষান্ত ছিলেন;
শেষে আমি দবোরা উঠিলাম,
ইস্রায়েলের মধ্যে মাতৃস্থান হইয়া উঠিলাম।
৮ তাহারা নূতন দেবতা মনোনীত করিয়াছিল;
তৎকালে নগরদ্বারে যুদ্ধ হইত;
ইস্রায়েলের চল্লিশ সহস্র লোকের মধ্যে
কি একখান ঢাল বা শল্য দৃষ্ট হইত?
৯ আমার হৃদয় ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে,
যাঁহারা প্রজাদের মধ্যে স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিলেন;
তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
১০ তোমরা যাহারা শ্বেত গর্দ্দভীতে চড়িতেছ,
যাহারা গালিচার উপরে বসিয়া আছ,
কিম্বা পথে ভ্রমণ করিতেছ, তোমরাই উহার সংবাদ দেও।
১১ ধনুর্দ্ধরদের হর্ষনাদ হইতে দূরে নিপানে নিপানে,
লোকে সদাপ্রভুর ধর্ম্মক্রিয়ার,
ইস্রায়েলে তাঁহার শাসনের ধর্ম্মক্রিয়ার সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে;
তখন সদাপ্রভুর প্রজাগণ নগরদ্বারে নামিয়া গেল।
১২ হে দবোরে, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও;
জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, গীত গান কর;
হে বারক, উঠ; হে অবীনোয়মের পুত্র, তোমার বন্দিগণকে বন্দি কর।
১৩ তখন নরেন্দ্রদের অবশিষ্টেরা ও জনগণ অবরোহণ করিল;
সদাপ্রভু আমার পক্ষ হইয়া সেই বিক্রমীদের বিরুদ্ধে অবরোহণ করিলেন।
১৪ ইফ্রয়িম হইতে অমালেকনিবাসীরা আসিল;
বিন্যামীন তোমার লোকদের মধ্যে তোমার পশ্চাতে আসিল;
মাখীর হইতে অধ্যক্ষগণ নামিলেন,
সবূলূন হইতে রণ-দণ্ডধারিগণ নামিলেন।
১৫ ইষাখরের অধ্যক্ষগণ দবোরার সঙ্গী ছিলেন,
ইষাখর যেমন বারকও তেমনি,
তাঁহার চরণে তাঁহারা বেগে তলভূমিতে গেলেন।
রূবেণের স্রোতস্বতীসমূহের নিকটে
গুরুতর চিত্তসঙ্কল্প হইল।
১৬ তুমি কেন মেষবাথানের মধ্যে বসিলে?
কি মেষপালকগণের বংশীবাদ্য শ্রবণার্থে?
রূবেণের স্রোতস্বতীসমূহের নিকটে
গুরুতর চিত্তপরীক্ষা হইল।
১৭ গিলিয়দ যর্দ্দনের ওপারে বাস করিল,
আর দান কেন জাহাজে রহিল?
আশের সমুদ্রের পোতাশ্রয়ে বসিয়া থাকিল,
নিজ খালের ধারে বাস করিল।
১৮ সবূলূন-প্রজাগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিল,
নপ্তালি রণস্থলের উচ্চস্থানে [প্রাণপণ করিল]।
১৯ রাজগণ আসিয়া যুদ্ধ করিলেন,
তখন কনানের রাজগণ যুদ্ধ করিলেন,
মগিদ্দোর জলতীরস্থ তানকে যুদ্ধ করিলেন;
তাঁহারা এক খণ্ড রৌপ্যও লইলেন না।
২০ নভোমণ্ডল হইতে যুদ্ধ হইল,
স্ব স্ব অয়নে তারাগণ সীষরার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল।
২১ কীশোন নদী তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল;
সেই প্রাচীন নদী, কীশোন নদী।
হে আমার প্রাণ, তুমি সতেজে অগ্রসর হও।
২২ তখন অশ্বদের খুর ভূমি পেষণ করিল,
সত্বর পলায়মান বীরগণের ধাবন হেতু।
২৩ সদাপ্রভুর দূত কহিতেছেন, তোমরা মেরোসকে শাপ দেও;
তন্নিবাসীদিগকে দারুণ শাপ দেও;
কেননা সদাপ্রভুর সাহায্যে তাহারা আসিল না,
সদাপ্রভুর সাহায্যে বিক্রমীদের বিরুদ্ধে তাহারা আসিল না।
২৪ মহিলাদের মধ্যে যায়েল ধন্যা,
কেনীয় হেবরের পত্নী ধন্যা,
তাম্বুবাসিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনি ধন্যা।
২৫ তাঁহার কাছে জল চাহিলে তিনি দুগ্ধ দিলেন,
রাজোপযোগী পাত্রে ক্ষীর আনিয়া দিলেন।
২৬ তিনি গোঁজ ধরিতে আপন হস্ত বাড়াইলেন,
কর্ম্মকারের মুদ্গর তুলিতে দক্ষিণ হস্ত দিলেন,
সীষরাকে মুদ্গরের আঘাত করিলেন, তাহার মস্তক বিদ্ধ করিলেন,
তাহার কাণপাটি ভাঙ্গিলেন, বিদ্ধ করিলেন।
২৭ সে তাঁহার চরণে হেঁট হইয়া পড়িল, শয়ান হইল;

Digitized by Google

তাঁহারই চরণে হেঁট হইয়া পড়িল ;
হেঁট হইবামাত্র তথায় অভিভূত হইয়া পড়িল।
২৮ সীষরার মাতা গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া ছিল,
সে বাতায়ন হইতে ডাকিয়া কহিল,
তাহার রথ আসিতে কেন বিলম্ব করে ?
তাহার রথচক্র কেন মন্দ মন্দ চলে ?
২৯ তদীয় জ্ঞানবতী সহচরীগণ উত্তর করিল,
সে আপনিও আপনার কথার উত্তর দিল,
৩০ তাহারা কি লুট দ্রব্য পায় নাই ? অংশ করিয়া
লয় নাই ?
প্রত্যেক পুরুষ একটী দুইটী কামিনী,
আর সীষরা চিত্রিত বস্ত্র পাইয়াছে,
চিত্রিত সূচিকার্য্যের বস্ত্র পাইয়াছে,
চিত্রিত দুই ধারি বাঁধা বস্ত্র লুটকারীর কণ্ঠে।
৩১ হে সদাপ্রভো, তোমার যাবতীয় শত্রু এইরূপে
বিনষ্ট হউক,
কিন্তু তোমার প্রেমকারিগণ সপ্রতাপে গমনকারী
সূর্য্যের সদৃশ হউক।
পরে চল্লিশ বৎসর দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।

মিদিয়নীয়দের দৌরাত্ম্য। গিদি-
য়োনের বিবরণ।

৬ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সা-
ক্ষাতে কদাচরণ করিল, তাহাতে সদাপ্রভু
তাহাদিগকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত মিদিয়নের হস্তে
২ সমর্পণ করিলেন। আর ইস্রায়েলের উপরে
মিদিয়নের হস্ত প্রবল হইলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ
মিদিয়নের ভয়ে পর্ব্বতে গহ্বর, এবং গুহা ও দুর্গম
৩ স্থান প্রস্তুত করিল। আর ইস্রায়েল বীজ বপন
করিলে পর মিদিয়নীয় ও অমালেকীয়েরা এবং
পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা আসিত, তাহাদের প্রতি-
৪ কূলে আসিত, এবং তাহাদের প্রতিকূলে শিবির
স্থাপন করিয়া ঘসার নিকট পর্য্যন্ত ভূমির শস্যাদি
বিনষ্ট করিত, আর ইস্রায়েলের জন্য খাদ্য দ্রব্য
কিম্বা মেষ, গোরু বা গর্দ্দভ কিছুই রাখিত না।
৫ কারণ তাহারা আপনাদের পশুপাল ও তাম্বু সঙ্গে
করিয়া আসিত, বাহুল্য প্রযুক্ত পঙ্গপালের ন্যায়
আসিত ; তাহারা ও তাহাদের উষ্ট্র গণনাতীত
ছিল ; আর তাহারা দেশ উচ্ছিন্ন করিবার জন্যই
৬ তথায় প্রবেশ করিত। তাহাতে ইস্রায়েল মিদি-
য়নের সম্মুখে অতিশয় ক্ষীণ হইল, আর ইস্রায়েল-
সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল।
৭ যখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিদিয়নের উৎ-
৮ পীড়নে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, তখন
সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে এক জন
ভাববাদীকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমি তোমাদিগকে মিসর হইতে উঠা-
ইয়া আনিয়াছি, দাস-গৃহ হইতে বাহির করিয়া
৯ আনিয়াছি, এবং মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ও
তোমাদের সমস্ত উপদ্রবকারিগণের হস্ত হইতে
তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, আর তোমাদের
সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহা-
১০ দের দেশ তোমাদিগকে দিয়াছি। আর আমি
তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, আমি তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু ; তোমরা যে ইমোরীয়দের দেশে
বাস করিতেছ, তাহাদের দেবগণকে ভয় করিও
না ; কিন্তু তোমরা আমার রবে অবধান কর নাই।
১১ পরে সদাপ্রভুর দূত আসিয়া অবীয়েষ্রীয়
যোয়াশের অধিকারস্থিত অফ্রাতে এক এলাবৃক্ষের
তলে বসিলেন ; তৎকালে তাঁহার পুত্র গিদি-
য়োন মিদিয়নীয়দের হইতে [শস্য] রক্ষা কর-
ণার্থে দ্রাক্ষাপেষণকুণ্ডে গোম মাড়িতেছিলেন।
১২ তখন সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহি-
লেন, হে মহাবীর, সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী।
১৩ গিদিয়োন তাঁহাকে বলিলেন, হায় হায়, হে
আমার প্রভো, যদি সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী
থাকিবেন, তবে আমাদের প্রতি এ সমস্ত কেন
ঘটিল ? এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁহার
যে সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বৃত্তান্ত আমাদিগকে
বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত কোথায় ? তাঁহারা
কহিতেন, সদাপ্রভু কি আমাদিগকে মিসর হইতে
আনয়ন করেন নাই ? কিন্তু সম্প্রতি সদাপ্রভু
আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, মিদিয়নের হস্তে
১৪ সমর্পণ করিয়াছেন। তখন সদাপ্রভু তাঁহার দিকে
ফিরিয়া কহিলেন, তুমি আপনার এই বলেতেই
গমন করিয়া মিদিয়নের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে
নিস্তার কর ; আমি কি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি
১৫ না ? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হায় হায়, হে
আমার প্রভো, ইস্রায়েলকে কিরূপে নিস্তার
করিব ? দেখুন, মনঃশির মধ্যে আমার গোষ্ঠী
সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং আমার পিতৃকুলে আমি
১৬ কনিষ্ঠ। তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, নিশ্চ-
য়ই আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব ; আর তুমি
মিদিয়নীয়দিগকে এক জন মানুষের ন্যায় আঘাত
১৭ করিবে। তিনি কহিলেন, আমি যদি আপন-
কার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আপনিই
যে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহার কোন
১৮ অভিজ্ঞান আমাকে দেখাউন। বিনয় করি, আমি
যাবৎ আমার নৈবেদ্য আনিয়া আপনকার
সম্মুখে উপস্থিত না করি, তাবৎ আপনি স্থানা-
ন্তরে যাইবেন না। তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি
যাবৎ না আসিবে, তাবৎ আমি বিলম্ব করিব।
১৯ তখন গিদিয়োন ভিতরে যাইয়া এক ছাগবৎস
ও এক ঐফা পরিমিত সূজির তাড়ীশূন্য পিষ্টক

Digitized by Google

প্রস্তুত করিলেন, এবং মাংস ডালীতে রাখিয়া
ঝোল বহুগুণাতে করিয়া লইয়া বাহির হইয়া
সেই এলা বৃক্ষের তলে তাঁহার কাছে আনয়ন
২০ করিলেন। ঈশ্বরের দূত তাঁহাকে কহিলেন, এই
মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টকগুলি লইয়া ঐ শৈলের
২১ উপরে রাখ, এবং ঝোল ঢালিয়া দেও। তিনি
তাহাই করিলেন। তখন সদাপ্রভুর দূত আপন
হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ প্রসারণ করিয়া সেই
মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টকগুলি স্পর্শ করিলেন;
তখন শৈল হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া সেই
মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টকগুলি দগ্ধ করিল;
আর সদাপ্রভুর দূত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে
২২ প্রস্থান করিলেন। তখন তিনি যে সদাপ্রভুর
দূত, গিদিয়োন ইহা বুঝিলেন। তাহাতে গিদি-
য়োন কহিলেন, হায় হায়, হে প্রভো সদাপ্রভো,
আমি সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সদাপ্রভুর দূতকে
২৩ দেখিলাম। সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার
শান্তি হউক, ভয় করিও না; তুমি মরিবে না।
২৪ পরে গিদিয়োন সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম
যিহোবা-শালোম [সদাপ্রভু শান্তি] রাখিলেন;
তাহা অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে অদ্যাপি আছে।
২৫ পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে কহি-
লেন, তুমি তোমার পিতার বৃষ, অর্থাৎ সাত
বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় বৃষটী গ্রহণ কর, এবং বাল-
দেবের যে যজ্ঞবেদি তোমার পিতার আছে,
তাহা ভাঙ্গিয়া ফেল, ও তদুপরিস্থ আশেরা ছেদন
২৬ কর; আর এই দুর্গের শিখরদেশে আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে পরিপাটীরূপে এক যজ্ঞবেদি
নির্ম্মাণ কর, আর সেই দ্বিতীয় বৃষটী লইয়া,
যে আশেরা ছেদন করিবে, তাহারই কাষ্ঠ দ্বারা
২৭ হোম কর। তাহাতে গিদিয়োন আপন দাস-
গণের মধ্যে দশ জনকে সঙ্গে লইয়া, সদাপ্রভু
তাঁহাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ করি-
লেন; কিন্তু আপন পিতৃকুল ও নগরস্থ লোক-
দিগকে ভয় করাতে তিনি দিবাভাগে তাহা
করিতে না পারিয়া রাত্রিতে করিলেন।
২৮ পরে প্রত্যূষে যখন নগরস্থ লোকেরা উঠিল,
তখন, দেখ, বালের যজ্ঞবেদি ভগ্ন ও তদুপরিস্থ
আশেরা ছিন্ন হইয়াছে, এবং নূতন যজ্ঞবেদির
উপরে দ্বিতীয় বৃষটী উৎসর্গ করা হইয়াছে।
২৯ তখন তাহারা পরস্পর কহিল, এ কাজ কে
করিল? পরে অনুসন্ধানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে
লোকেরা কহিল, যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন উহা
৩০ করিয়াছে। তাহাতে নগরস্থ লোকেরা যোয়াশকে
কহিল, তোমার পুত্রকে বাহির করিয়া আন,
সে হত হউক; কেননা সে বালের যজ্ঞবেদি
ভগ্ন করিয়াছে, ও তাহার উপরিস্থ আশেরা ছেদন
৩১ করিয়াছে। তখন যোয়াশ আপনার প্রতিকূলে
দণ্ডায়মান লোক সকলকে কহিলেন, তোমরাই
কি বালের পক্ষে বিবাদ করিবে? তোমরাই কি
তাহাকে নিস্তার করিবে? যে কেহ তাহার পক্ষে
বিবাদ করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; প্রাতঃকাল
পর্য্যন্ত [থাক]; বাল যদি দেবতা হয়, তবে সে
আপনার পক্ষে আপনি বিবাদ করুক; যেহেতুক
৩২ তাহারই যজ্ঞবেদি ভগ্ন হইয়াছে। অতএব ‘এ
যাহার বেদি ভগ্ন করিল, ইহার সহিত সেই বাল
বিবাদ করুক,’ এই কথা বলিয়া তিনি সেই দিবস
অবধি তাঁহার নাম যিরুব্বাল [বাল বিবাদ
করুক] রাখিলেন।
৩৩ ঐ সময়ে সমস্ত মিদিয়নীয়, অমালেকীয় ও পূর্ব্ব-
দেশীয়েরা একত্র হইল, এবং পার হইয়া যিষ্রি-
৩৪ য়েলের তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিল। কিন্তু
সদাপ্রভুর আত্মা গিদিয়োনে আবেশ করিলেন,
ও তিনি তূরী বাজাইলেন, আর অবীয়েষ্রীয়েরা
৩৫ তাঁহার অনুগমনার্থে সমাগত হইল। আর তিনি
মনঃশি প্রদেশের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে তাহা-
রাও তাঁহার অনুগমনার্থে সমাগত হইল; পরে
তিনি আশের, সবূলূন ও নপ্তালির কাছে দূত
প্রেরণ করিলে তাহারা উহাদের কাছে আসিল।
৩৬ পরে গিদিয়োন ঈশ্বরকে কহিলেন, আপন-
কার বাক্যানুসারে আপনি আমার হস্ত দ্বারা
ইস্রায়েলকে নিস্তার করিবেন, ইহা কি সত্য?
৩৭ দেখুন, আমি শস্যমর্দ্দনস্থানে ছিন্ন মেষলোম
রাখিব, যদি কেবল সেই লোমের উপরে শিশির
পড়ে, এবং সমস্ত ভূমি শুষ্ক থাকে, তবে আমি
জানিব যে, আপনকার বাক্যানুসারে আপনি
আমার হস্ত দ্বারা ইস্রায়েলকে নিস্তার করিবেন।
৩৮ পরে সেইরূপ ঘটিল; ফলতঃ পরদিবস তিনি
প্রত্যূষে উঠিয়া সেই লোম চাপিয়া তাহা হইতে
শিশির, পূর্ণ এক বাটি জল, নিঙ্গড়িয়া ফেলি-
৩৯ লেন। পরে গিদিয়োন ঈশ্বরকে কহিলেন, আমার
প্রতিকূলে আপনকার ক্রোধ প্রজ্বলিত না হউক,
আমি কেবল আর একটী বার কথা কহি; বিনয়
করি, লোম দ্বারা আমাকে আর একটী বার
পরীক্ষা লইতে দিউন; এখন কেবল লোমের
উপরে শুষ্কতা হউক, আর সকল ভূমির উপরে
৪০ শিশির পড়ুক। পরে ঈশ্বর সে রাত্রিতে তদ্রূপ
করিলেন; তাহাতে কেবল লোমের উপর শুষ্কতা
হইল, আর সকল ভূমিতে শিশির পড়িল।

মিদিয়নীয়দের উপরে গিদিয়োনের জয়লাভ।

৭ পরে যিরুব্বাল অর্থাৎ গিদিয়োন ও
তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক প্রত্যূষে উঠিয়া
হারোদ নামক উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন

Digitized by Google

করিলেন; তখন মিদিয়নের শিবির তাঁহাদের
উত্তরদিকে মোরি পর্ব্বতের নিকটস্থ তলভূমিতে
২ ছিল। পরে সদাপ্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন,
তোমার সঙ্গী লোকদের সংখ্যা এত অধিক যে,
আমি মিদিয়নীয়দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ
করিব না; পাছে ইস্রায়েল আমার প্রতিকূলে
গর্ব্ব করিয়া বলে, আমি আপন বাহুবলে নিস্তার
৩ পাইলাম। অতএব তুমি এক্ষণে গিয়া লোক-
দের কর্ণগোচরে এই কথা ঘোষণা কর, যে কেহ
ভীত ও ত্রাসযুক্ত, সে ফিরিয়া যাউক, গিলিয়দ
পর্ব্বত হইতে প্রস্থান করুক; তাহাতে লোকদের
মধ্য হইতে বাইশ সহস্র লোক ফিরিয়া গেল,
৪ দশ সহস্র অবশিষ্ট থাকিল। পরে সদাপ্রভু
গিদিয়োনকে কহিলেন, লোক এখনও অধিক
আছে; তুমি তাহাদিগকে লইয়া ঐ জলের কাছে
নামিয়া যাও: সেখানে আমি তোমার জন্য
তাহাদের পরীক্ষা লইব; তাহাতে যাহার বিষয়ে
তোমাকে বলি, এ তোমার সহিত যাইবে, সেই
তোমার সহিত যাইবে; এবং যাহার বিষয়ে
তোমাকে বলি, এ তোমার সহিত যাইবে না,
৫ সে যাইবে না। তাহাতে তিনি লোকদিগকে
জলের নিকটে লইয়া গেলে সদাপ্রভু গিদি-
য়োনকে কহিলেন, যে কেহ কুকুরের ন্যায় জিহ্বা
দ্বারা জল চাটিয়া খায়, তাহাকে, ও যে কেহ
পান করিবার জন্য হাঁটুর উপরে উবুড় হয়,
৬ তাহাকে পৃথক্ করিয়া রাখ। তাহাতে তিন শত-
সংখ্যক লোক মুখে অঞ্জলি তুলিয়া জল চাটিয়া
খাইল, কিন্তু অন্য সমস্ত লোক পান করিবার
৭ জন্য হাঁটুর উপরে উবুড় হইল। তখন সদাপ্রভু
গিদিয়োনকে কহিলেন, এই যে তিন শত লোক
জল চাটিয়া খাইল, ইহাদের দ্বারা আমি তোমা-
দিগকে নিস্তার করিব, ও মিদিয়নীয়দিগকে
তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; অন্য সমস্ত লোক
৮ স্ব স্ব স্থানে গমন করুক। পরে লোকেরা আপন
আপন হস্তে খাদ্য দ্রব্য ও তূরী সকল গ্রহণ করিল,
আর তিনি ইস্রায়েলের লোকসমূহকে স্ব স্ব তাম্বুতে
বিদায় করিয়া ঐ তিন শত লোককে রাখিলেন;
তৎকালে মিদিয়নের শিবির তাঁহার নীচে তল-
ভূমিতে ছিল।
৯ আর সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে কহি-
লেন, উঠ, তুমি নামিয়া শিবিরের মধ্যে যাও;
কেননা আমি তোমার হস্তে তাহা সমর্পণ করি-
১০ য়াছি। আর যদি তুমি যাইতে ভীত হও, তবে
তোমার ভৃত্য ফুরাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া শিবি-
১১ রের সমীপে যাও, এবং উহারা যাহা বলে,
তাহা শুন; শুনিলে তোমার হস্ত বলবান্ হইবে,
তাহাতে তুমি ঐ শিবিরের বিরুদ্ধে নামিয়া
যাইবে। তখন তিনি আপন ভৃত্য ফুরাকে সঙ্গে
করিয়া শিবিরস্থ সসজ্জ লোকদের প্রান্তভাগ
১২ পর্য্যন্ত নামিয়া গেলেন। তখন মিদিয়নীয়,
অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশীয়েরা বাহুল্য প্রযুক্ত
পঙ্গপালের ন্যায় তলভূমিতে পড়িয়া ছিল, এবং
তাহাদের উষ্ট্রও বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদ্রতীরস্থ
১৩ বালুকার ন্যায় অসংখ্য ছিল। পরে গিদিয়োন
উপস্থিত হইলে, দেখ, তাহাদের মধ্যে এক জন
আপন বন্ধুকে এই স্বপ্নকথা কহিতেছিল, দেখ,
আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি, দেখ, যেন যবের
একখান রুটী মিদিয়নের শিবিরের মধ্য দিয়া
গড়াইয়া গেল, এবং তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইয়া
আঘাত করিল; তাহাতে তাম্বুখানি উল্টিয়া
১৪ লম্বমান হইয়া পড়িল। তখন তাহার বন্ধু উত্তর
করিল, উহা আর কিছু নয়, ইস্রায়েলীয় যোয়া-
শের পুত্র গিদিয়োনের খড়্গ; ঈশ্বর মিদিয়-
নকে ও সমস্ত শিবিরকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ
করিয়াছেন।
১৫ তখন গিদিয়োন ঐ স্বপ্নের কথা ও তাহার
অর্থ শুনিয়া প্রণিপাত করিলেন, পরে ইস্রা-
য়েলের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, উঠ,
কেননা সদাপ্রভু তোমাদের হস্তে মিদিয়নের
১৬ শিবির সমর্পণ করিয়াছেন। পরে তিনি ঐ তিন
শত লোককে তিন দলে বিভাগ করিয়া প্রত্যে-
কের হস্তে এক এক তূরী, এবং এক এক শূন্য ঘট,
১৭ ও ঘটের মধ্যে মশাল দিলেন। তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া
আমার মত কর্ম্ম কর; দেখ, আমি শিবিরের
প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে যেরূপ করিব, তোম-
১৮ রাও তদ্রূপ করিবে। আমি ও আমার সঙ্গীরা
সকলে তূরী বাজাইলে তোমরাও সমস্ত শিবিরের
চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া তূরী বাজাইবে, আর বলিবে,
"সদাপ্রভুর ও গিদিয়োনের [জয়]।"
১৯ পরে মধ্যপ্রহরের প্রথমে নূতন প্রহরী স্থাপিত
হইবামাত্র গিদিয়োন ও তাঁহার সঙ্গী এক শত
লোক শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া
তূরী বাজাইলেন, এবং আপন আপন হস্তস্থিত
২০ ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তিন দলেই
তূরী বাজাইল ও ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং
বাম হস্তে মশাল ও দক্ষিণ হস্তে বাজাইবার
তূরী ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "সদা-
২১ প্রভুর ও গিদিয়োনের খড়্গ।" আর শিবিরের
চারিদিকে প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে দাঁড়া-
ইয়া রহিল; তাহাতে শিবিরস্থ যাবতীয় লোক
দৌড়াদৌড়ি করিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক পলা-
২২ য়ন করিতে লাগিল। তখন উহারা ঐ তিন শত
তূরী বাজাইল, আর সদাপ্রভু শিবিরস্থ প্রত্যেক
জনের খড়্গ তাহার বন্ধুর ও সমস্ত সৈন্যের
বিরুদ্ধে চালনা করাইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ

Digitized by Google

সরোরাহ্ বৈৎ-শিট্টাতে ও টব্বতের নিকটবর্ত্তী
আবেল-মহোলার সীমা পর্য্যন্ত পলায়ন করিল।
২৩ পরে নপ্তালি, আশের ও সমস্ত মনঃশি প্রদেশ
হইতে ইস্রায়েল লোকেরা সমাগত হইয়া মিদি-
য়নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া গেল।
২৪ তখন গিদিয়োন ইফ্রয়িম পর্ব্বতের সর্ব্বত্র
দূত প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিলেন, তোমরা
মিদিয়নের প্রতিকূলে নামিয়া আইস, এবং
তাহাদের অগ্রে বৈৎ-বারার নিকটবর্ত্তী জলাশয়
ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত কর। তাহাতে ইফ্রয়িমের
সমস্ত লোক সমাগত হইয়া বৈৎ-বারার নিকট-
বর্ত্তী জলাশয় ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত করিল।
২৫ আর তাহারা ওরেব ও সেব নামে মিদিয়নের
দুই রাজাকে ধরিয়া ওরেব নামক শৈলে ওরে-
বকে বধ করিল, এবং সেব নামক দ্রাক্ষাকুণ্ডের
নিকটে সেবকে বধ করিল। পরে তাহারা মিদি-
য়নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া গেল, এবং
ওরেবের ও সেবের মস্তক যর্দ্দন-পারে গিদি-
য়োনের নিকটে লইয়া গেল।

৮ পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা তাঁহাকে কহিল,
তুমি মিদিয়নের সহিত যুদ্ধ করিতে যাই-
বার সময়ে আমাদিগকে যে আহ্বান কর নাই,
আমাদের প্রতি এ কেমন ব্যবহার করিলে?
এইরূপে তাহারা তাঁহার সহিত অত্যন্ত বিবাদ
২ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
এখন তোমাদের কর্ম্মের তুল্য কোন্ কর্ম্ম আমি
করিয়াছি? অবীয়েষরের সমস্ত দ্রাক্ষাফলের
চয়ন অপেক্ষা ইফ্রয়িমের পরিত্যক্ত দ্রাক্ষাফল
৩ চয়ন কি শ্রেষ্ঠ নয়? তোমাদেরই হস্তে ত ঈশ্বর
মিদিয়নের দুই রাজাকে, ওরেব ও সেবকে, সম-
র্পণ করিয়াছেন, তোমাদের এই কর্ম্মের তুল্য
কোন্ কর্ম্ম করিতে আমি সমর্থ হইয়াছি? তখন
তাঁহার এই কথায় তাঁহার প্রতি তাহাদের ক্রোধ
নিবৃত্ত হইল।
৪ গিদিয়োন ও তাঁহার সঙ্গী তিন শত লোক
যর্দ্দনে আসিয়া পার হইলেন; তাঁহারা শ্রান্ত
৫ হইলেও অনুধাবন করিতেছিলেন। পরে তিনি
সুক্কোতের লোকদিগকে কহিলেন, বিনয় করি,
তোমরা আমার অনুগামী লোকদিগকে রুটী
দেও, কেননা তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে; আর
আমি সেবহ ও সল্মুন্নের, মিদিয়নের দুই রাজার,
পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া যাইতেছি।
৬ তাহাতে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণ কহিলেন, সেবহের
ও সল্মুন্নের হস্ত কি এখন তোমার হস্তগত হই-
য়াছে যে, আমরা তোমার সৈন্যগণকে রুটী
৭ দিব? তাহাতে গিদিয়োন কহিলেন, ভাল, যখন
সদাপ্রভু সেবহকে ও সল্মুন্নকে আমার হস্তে
সমর্পণ করিবেন, তখন আমি প্রান্তরের কণ্টক
ও শ্যাকুল দ্বারা তোমাদের মাংস ছিঁড়িব।
৮ পরে তিনি তথা হইতে পনূয়েলে উঠিয়া গিয়া
তথাকার লোকদের কাছেও সেইরূপ কহিলেন,
তাহাতে সুক্কোতের লোকেরা যেরূপ উত্তর করিয়া-
ছিল, পনূয়েলের লোকেরাও তাঁহাকে তদ্রূপ
৯ উত্তর দিল। তখন তিনি পনূয়েলের লোক-
দিগকেও কহিলেন, কুশলে প্রত্যাগমন কালে
আমি এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিব।
১০ তখন সেবহ ও সল্মুন্ন কর্কোরে ছিলেন, এবং
তাঁহাদের সঙ্গী সৈন্য প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোক
ছিল; পূর্ব্বদেশীয় লোকদের সমস্ত সৈন্যের
মধ্যে ইহারাই মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আর খড়্গ-
ধারী এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক হত হইয়া-
১১ ছিল। পরে গিদিয়োন নোবহের ও যগ্বিহের
পূর্ব্বদিকে তাম্বুনিবাসীদের পথ দিয়া উঠিয়া
গিয়া সেই সৈন্যগণকে আঘাত করিলেন, যেহে-
১২ তুক সৈন্যগণ নিশ্চিন্ত ছিল। তখন সেবহ ও
সল্মুন্ন পলায়ন করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহা-
দের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সেবহ ও সল্মুন্নকে,
মিদিয়নের সেই দুই রাজাকে, ধরিলেন; বস্তুতঃ
তিনি সমস্ত সৈন্যকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন।
১৩ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন হেরসের
১৪ ঘাট দিয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন সময়ে সুক্কোৎ-
নিবাসীদের এক যুবাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ
করিলেন; তাহাতে সে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণের
ও তথাকার প্রাচীনদের সাতাত্তর জনের নাম
১৫ লেখাইয়া দিল। পরে তিনি সুক্কোতের লোক-
দের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সেবহ ও
সল্মুন্নকে দেখ, যাহাদের বিষয়ে তোমরা
আমাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলে, সেবহের ও
সল্মুন্নের হস্ত কি এখন তোমার হস্তগত যে,
আমরা তোমার শ্রান্ত লোকদিগকে রুটী দিব?
১৬ আর তিনি ঐ নগরের প্রাচীনগণকে ধরিলেন,
এবং প্রান্তরের কণ্টক ও শ্যাকুল লইয়া তাহা দ্বারা
১৭ সুক্কোতের লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন। পরে
তিনি পনূয়েলের দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ও
নগরের লোকদিগকে বধ করিলেন।
১৮ পরে তিনি সেবহ ও সল্মুন্নকে কহিলেন,
তোমরা তাবোরে যে পুরুষদিগকে বধ করিয়া-
ছিলে, তাহারা কি প্রকার লোক? তাঁহারা
উত্তর করিলেন, আপনি যেমন, তাহারাও সেই-
১৯ রূপ, প্রত্যেকে রাজপুত্র সদৃশ ছিল। তাহাতে
তিনি কহিলেন, তাহারা আমার ভ্রাতা, আমারই
সহোদর; জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, তোমরা যদি
তাহাদিগকে জীবিত রাখিতে, আমি তোমাদিগকে
২০ বধ করিতাম না। পরে তিনি আপন জ্যেষ্ঠ
পুত্র যেথরকে কহিলেন, উঠ, ইহাদিগকে বধ
কর; কিন্তু সেই বালক আপন খড়্গ বাহির

Digitized by Google

করিল না, কারণ সে ভয় করিল, কেননা তখনও
২১ সে বালক ! তাহাতে সেবহ ও সল্‌মুন্ন কহিলেন,
আপনি উঠিয়া আমাদিগকে আঘাত করুন,
কেননা যে যেমন পুরুষ, তাহার তেমনি বীরত্ব।
তখন গিদিয়োন উঠিয়া সেবহ ও সল্‌মুন্নকে
বধ করিলেন, এবং তাঁহাদের উষ্ট্রগুলির গলার
সমস্ত চন্দ্রহার লইলেন।
২২ পরে ইস্রায়েলের লোকেরা গিদিয়োনকে
কহিল, আপনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আমাদের
উপরে কর্ত্তৃত্ব করুন, কেননা আপনি আমা-
দিগকে মিদিয়নের হস্ত হইতে নিস্তার করি-
২৩ য়াছেন। তখন গিদিয়োন কহিলেন, আমি
তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিব না, এবং আমার
পুত্রও তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না ;
সদাপ্রভুই তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবেন।
২৪ আর গিদিয়োন তাহাদিগকে কহিলেন, আমি
তোমাদের কাছে একটী নিবেদন করি, তোমরা
প্রত্যেক জন আপন আপন লুটিত কর্ণকুণ্ডল
আমাকে দেও ; কেননা [শত্রুরা] ইশ্মায়েলীয়,
এই জন্য তাহাদের সুবর্ণ কর্ণকুণ্ডল ছিল।
২৫ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, অবশ্য দিব ;
পরে তাহারা একখানি বস্ত্র পাতিয়া প্রত্যেকে
তাহাতে আপন আপন লুটিত কর্ণকুণ্ডল ফেলিল ;
২৬ তাহাতে তাঁহার প্রার্থিত কর্ণকুণ্ডলের পরিমাণ
এক সহস্র সাত শত শেকল সুবর্ণ হইল। ইহা
ছাড়া চন্দ্রহার, ঝুমকা ও মিদিয়নীয় রাজাদের
পরিধেয় বেগুনে রঙ্গের বস্ত্র ও তাঁহাদের উষ্ট্রের
২৭ গলার হার ছিল। পরে গিদিয়োন তাহা লইয়া
এক এফোদ প্রস্তুত করিয়া আপন বসতিনগর
অফ্রাতে রাখিলেন ; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল সে
স্থানে তাঁহার অনুগমনে ব্যভিচারী হইল। ইহা
গিদিয়োনের ও তাঁহার কুলের ফাঁদস্বরূপ হইল।
২৮ এইরূপে মিদিয়ন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে
নত হইয়া আর মস্তক তুলিতে পারিল না ;
আর গিদিয়োনের সময়ে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত
দেশ নিষ্কণ্টকে রহিল।
২৯ পরে যোয়াশের পুত্র যিরুব্বাল আপন বাটীতে
৩০ গিয়া বাস করিলেন। ঐ গিদিয়োনের ঔরস-
জাত সত্তর পুত্র ছিল, কেননা তাঁহার অনেক
৩১ ভার্য্যা ছিল। আর শিখিমে তাঁহার যে এক
উপপত্নী ছিল, সেও তাঁহার জন্য এক পুত্র
প্রসব করিল, আর তিনি তাহার নাম অবীমেলক
রাখিলেন।
৩২ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন শুভ বৃদ্ধা-
বস্থায় মরিলে অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে তাঁহার
পিতা যোয়াশের কবরে তাঁহার কবর হইল।
৩৩ গিদিয়োনের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ
পুনর্ব্বার বাল দেবগণের অনুগমনে ব্যভিচারী
হইল, আর বাল-বরীৎকে আপনাদের ইষ্ট
৩৪ দেবতা করিল। বস্তুতঃ যিনি চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণের
হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,
ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের ঈশ্বর সেই সদা-
৩৫ প্রভুকে বিস্মৃত হইল। আর যিরুব্বাল গিদি-
য়োন ইস্রায়েলের যেরূপ মঙ্গল করিয়াছিলেন,
তাহারা তদনুসারে তাঁহার কুলের প্রতি সদয়
ব্যবহার করিল না।

অবীমেলকের বিবরণ।

৯ পরে যিরুব্বালের পুত্র অবীমেলক শিখিমে
আপন মাতুলদের নিকটে যাইয়া তাহা-
দিগকে এবং নিজ মাতার পিতৃকুলের সমস্ত
২ গোষ্ঠীকে এই কথা কহিল ; নিবেদন করি,
তোমরা শিখিমের সমস্ত গৃহস্থের কর্ণগোচরে এই
কথা কহ, তোমাদের পক্ষে ভাল কি ? তোমাদের
উপরে যিরুব্বালের সমুদয় পুত্রের অর্থাৎ সত্তর
জনের কর্ত্তৃত্ব ভাল, না এক জনের কর্ত্তৃত্ব ভাল ?
আর ইহাও স্মরণ কর, আমি তোমাদের অস্থি
৩ ও মাংস। তাহাতে তাহার মাতুলগণ তাহার
পক্ষে শিখিমের সকল গৃহস্থের কর্ণগোচরে ঐ
সমস্ত কথা কহিলে অবীমেলকের অনুগামী হইতে
তাহাদের মনে প্রবৃত্তি হইল ; কেননা তাহারা
৪ বলিল, উনি আমাদের ভ্রাতা। আর তাহারা
বাল-বরীতের মন্দির হইতে তাহাকে সত্তর খান
রৌপ্য দিল ; তাহাতে অবীমেলক অসার ও
লঘুচেতা লোকদিগকে ঐ রৌপ্য বেতন দিলে
৫ তাহারা তাহার অনুগামী হইল। পরে সে
অফ্রায় পিতার বাটীতে গিয়া আপন ভ্রাতৃগণকে
অর্থাৎ যিরুব্বালের সত্তর জন পুত্রকে এক প্রস্ত-
রের উপরে বধ করিল ; কেবল যিরুব্বালের
কনিষ্ঠ পুত্র যোথম লুকাইয়া থাকাতে অবশিষ্ট
৬ রহিল। পরে শিখিমের সমস্ত গৃহস্থ এবং
মিল্লোর সমস্ত লোক একত্র হইয়া শিখিমে স্তম্ভের
সমীপস্থ এলোন বৃক্ষের কাছে গিয়া অবীমেল-
ককে রাজা করিল।
৭ পরে লোকেরা যোথমকে এই সংবাদ দিলে
সে গিয়া গরিষীম পর্ব্বতের চূড়াতে দাঁড়াইয়া
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাহাদিগকে কহিল, হে
শিখিমের গৃহস্থ সকল, আমার বাক্যে মনো-
যোগ কর, করিলে ঈশ্বর তোমাদের বাক্যে
৮ মনোযোগ করিবেন। একদা বৃক্ষেরা আপনা-
দের উপরে অভিষেক করণার্থে রাজার অন্বে-
ষণে গমন করিল। তাহারা জিতবৃক্ষকে কহিল,
৯ তুমি আমাদের উপরে রাজত্ব কর। কিন্তু জিত-
বৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল, আমার যে তৈলের
নিমিত্তে ঈশ্বর ও মনুষ্যগণ আমার গৌরব করেন,
তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের উপরে

Digitized by Google

১০ মস্তক নাড়িতে যাইব? পরে বৃক্ষগণ ডুমুর-
বৃক্ষকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের উপরে
১১ রাজত্ব কর। কিন্তু ডুমুরবৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল,
আমি কি আপন মিষ্টতা ও উত্তম ফল ত্যাগ
করিয়া বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে যাইব?
১২ পরে বৃক্ষগণ দ্রাক্ষালতাকে বলিল, তুমি আসিয়া
১৩ আমাদের উপরে রাজত্ব কর। কিন্তু দ্রাক্ষালতা
তাহাদিগকে কহিল, আমার যে রস ঈশ্বর ও
মনুষ্যগণকে প্রসন্ন করে, তাহা ত্যাগ করিয়া
আমি কি বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে
১৪ যাইব? পরে সমস্ত বৃক্ষ কণ্টকবৃক্ষকে বলিল,
তুমি আসিয়া আমাদের উপরে রাজত্ব কর।
১৫ তাহাতে কণ্টকবৃক্ষ সেই বৃক্ষগণকে কহিল, তোমরা
যদি আপনাদের উপরে বাস্তবিক আমাকে রাজা
বলিয়া অভিষেক কর, তবে আসিয়া আমার
ছায়ার শরণ লও; নতুবা এই কণ্টকবৃক্ষ হইতে
অগ্নি নির্গত হইয়া লিবানোনের এরস বৃক্ষগণকে
১৬ গ্রাস করুক। এখন অবীমেলককে রাজা করাতে
তোমরা যদি সত্য ও যথার্থ আচরণ করিয়া
থাক, এবং যদি যিরুব্বালের ও তাঁহার কুলের
প্রতি সদাচরণ করিয়া থাক, ও তাঁহার হস্তকৃত
উপকার অনুসারে তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়া
১৭ থাক;—কারণ আমার পিতা তোমাদের নিমিত্তে
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ও প্রাণপণ করিয়া মিদিয়নের
হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন;
১৮ কিন্তু তোমরা অদ্য আমার পিতৃকুলের প্রতিকূলে
উঠিয়া এক প্রস্তরোপরি তাঁহার সত্তর জন পুত্রকে
বধ করিলে, ও তাঁহার দাসীপুত্র অবীমেলককে
আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া শিখিমের গৃহস্থদের
১৯ উপরে রাজা করিলে;—অদ্য যদি তোমরা
যিরুব্বালের ও তাঁহার কুলের প্রতি সত্য ও যথার্থ
আচরণ করিয়া থাক, তবে অবীমেলকের বিষয়
আনন্দ কর, এবং সেও তোমাদের বিষয় আনন্দ
২০ করুক। কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে অবী-
মেলক হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া শিখিমের গৃহস্থ-
দিগকে ও মিল্লোর লোকদিগকে গ্রাস করুক;
আবার শিখিমের গৃহস্থগণ হইতে ও মিল্লোর
লোকদের হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া অবীমেলককে
২১ গ্রাস করুক। পরে যোথম দৌড়িয়া পলায়ন
করিল, সে বেরে গেল, এবং আপন ভ্রাতা অবী-
মেলকের ভয়ে সেই স্থানে বাস করিল।
২২ আর অবীমেলক ইস্রায়েলের উপরে তিন বৎ-
২৩ সর কর্ত্তৃত্ব করিল। পরে ঈশ্বর অবীমেলকের
ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে দ্বেষজনক এক আত্মা
প্রেরণ করিলেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা
অবীমেলকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল;
২৪ যেন যিরুব্বালের সত্তর পুত্রের প্রতি কৃত অত্যা-
চারের প্রতিফল ঘটে, এবং তাহাদিগকে বধ
করিয়াছিল যে তাহাদের ভ্রাতা অবীমেলক,
তাহার উপরে, এবং ভ্রাতৃবধে তাহার সাহায্য-
কারী শিখিমস্থ গৃহস্থদের উপরে ঐ রক্তপাতের
২৫ অপরাধ যেন বর্ত্তে। আর শিখিমের গৃহস্থেরা
তাহার নিমিত্তে পর্ব্বতশৃঙ্গে গোপনে লোক-
দিগকে বসাইল, তাহাতে যত লোক তাহাদের
নিকটস্থ পথ দিয়া গেল, সকলেরই দ্রব্যাদি
তাহারা লুটিয়া লইল; আর অবীমেলক তাহার
২৬ সংবাদ পাইল। পরে এবদের পুত্র গাল আপন
ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া শিখিমে আসিল;
তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা তাহাকে বিশ্বাস
২৭ করিল। আর তাহারা বাহির হইয়া আপন
আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ফল চয়ন ও মর্দ্দন করিয়া
প্রশংসার্থক উপহার আনিল, এবং আপনাদের
দেবতার মন্দিরে গিয়া ভোজন পান করিয়া
২৮ অবীমেলককে শাপ দিল। বিশেষতঃ এবদের
পুত্র গাল কহিল, শিখিমের কাছে অবীমেলক
কে যে আমরা তাহার দাসত্ব করিব? সে কি
যিরুব্বালের পুত্র নহে? সবূল কি তাহার সেনা-
পতি নহে? তোমরা বরং শিখিমের পিতা
হমোরের লোকদের দাসত্ব কর; আমরা ঐ
২৯ ব্যক্তির দাসত্ব কেন স্বীকার করিব? আহা,
এই সকল লোক আমার হস্তগত হইলে আমি
অবীমেলককে দূর করিয়া দিই! পরে সে অবী-
মেলকের উদ্দেশে কহিল, তুমি দলবল বৃদ্ধি
করিয়া বাহির হইয়া আইস দেখি।
৩০ আর এবদের পুত্র গালের সেই বাক্য নগরের
কর্ত্তা সবূলের কর্ণগোচর হইলে সে ক্রোধে প্রজ্ব-
৩১ লিত হইয়া উঠিল; সে কৌশলে অবীমেল-
কের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া কহিল, দেখ,
এবদের পুত্র গাল ও তাহার ভ্রাতৃগণ শিখিমে
আসিয়াছে; আর দেখ, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে
৩২ নগরে কুপ্রবৃত্তি দিতেছে। অতএব তুমি আপন
সঙ্গী লোকদের সহিত রাত্রিতে উঠিয়া ক্ষেত্রে
৩৩ লুকাইয়া থাক। পরে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়
হইবামাত্র উঠিয়া নগর আক্রমণ করিও; আর
দেখ, সে ও তাহার সঙ্গী লোকেরা তোমার
বিরুদ্ধে নির্গত হইবে, তখন তুমি যাহা করিতে
পারিবে, তাহা করিও।
৩৪ পরে অবীমেলক ও তাহার সঙ্গী সমস্ত লোক
রাত্রিতে উঠিয়া চারি দল হইয়া শিখিমের
৩৫ বিরুদ্ধে লুকাইয়া রহিল। আর এবদের পুত্র
গাল বাহিরে যাইয়া নগরদ্বার-প্রবেশের স্থানে
দাঁড়াইল; পরে অবীমেলক ও তাহার সঙ্গী
৩৬ লোকেরা গুপ্তস্থান হইতে উঠিল। গাল সেই
লোকদিগকে দেখিয়া সবূলকে কহিল, দেখ, পর্ব্বত-
শৃঙ্গ হইতে লোকসমূহ নামিয়া আসিতেছে।
তাহাতে সবূল তাহাকে কহিল, তুমি মনুষ্যজ্ঞানে

Digitized by Google

৩৭ পর্ব্বতের ছায়া দেখিতেছ। পরে গাল পুনর্ব্বার
কহিল, দেখ, উচ্চ দেশ হইতে লোকসমূহ নামিয়া
আসিতেছে, এবং গণকদের এলোন বৃক্ষের পথ
৩৮ দিয়া এক দল আসিতেছে। সবূল তাহাকে
কহিল, কোথায় এখন তোমার সেই মুখ, যাহাতে
বলিয়াছিলে, অবীমেলক কে যে আমরা তাহার
দাসত্ব স্বীকার করি? তুমি যে লোকদিগকে তুচ্ছ
করিয়াছিলে, উহারা কি সেই লোক নয়? এখন
যাও, বাহির হইয়া উহার সহিত যুদ্ধ কর।
৩৯ পরে গাল শিখিমের গৃহস্থদের অগ্রগামী হইয়া
বাহিরে যাইয়া অবীমেলকের সহিত যুদ্ধ করিল।
৪০ তাহাতে অবীমেলক তাহাকে তাড়না করিলে
সে তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং
দ্বারপ্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত অনেক লোক আহত
৪১ হইয়া পড়িল। পরে অবীমেলক অরূমায় রহিল,
এবং সবূল গালকে ও তাহার ভ্রাতৃগণকে তাড়া-
ইয়া দিল, যেন তাহারা আর শিখিমে বাস
৪২ করিতে না পারে। পর দিন লোকেরা বাহির
হইয়া ক্ষেত্রে যাইতেছিল, আর অবীমেলক
৪৩ তাহার সংবাদ পাইল। সে লোকদিগকে লইয়া
তিন দল করিল, ও ক্ষেত্রমধ্যে লুকাইয়া রহিল;
পরে সে চাহিয়া দেখিল, আর দেখ, লোকেরা
নগর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল; তখন
সে তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে আঘাত
৪৪ করিল। আর অবীমেলক ও তাহার সঙ্গিদল
দ্রুত অগ্রসর হইয়া নগরদ্বার-প্রবেশের স্থানে
দাঁড়াইয়া রহিল, এবং অন্য দুই দল ক্ষেত্রস্থ
সকল লোককে আক্রমণ করিয়া আঘাত করিল।
৪৫ অনন্তর অবীমেলক সেই সমস্ত দিন ঐ নগরের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল; আর নগর হস্তগত করিয়া
তন্মধ্যস্থিত লোকদিগকে বধ করিল, এবং নগর
সমভূমি করিয়া তাহার উপরে লবণ ছড়াইয়া
দিল।
৪৬ পরে শিখিমের দুর্গস্থিত গৃহস্থ সকল এই
কথা শুনিয়া এল-বরীৎ দেবের মন্দিরস্থ এক
৪৭ দৃঢ় গৃহে প্রবেশ করিল। পরে শিখিমের দুর্গ-
স্থিত সমস্ত গৃহস্থ একত্র হইয়াছে, এই কথা
৪৮ অবীমেলকের কর্ণগোচর হইলে অবীমেলক ও
তাহার সঙ্গিগণ সকলে সল্‌মোন পর্ব্বতে উঠিল।
আর অবীমেলক কুঠার হস্তে লইয়াছিল; সে
বৃক্ষ হইতে এক শাখা কাটিয়া লইয়া আপন
স্কন্ধে রাখিল, এবং আপন সঙ্গী লোকদিগকে
কহিল, তোমরা আমাকে যাহা করিতে দেখিলে,
৪৯ তদনুসারে শীঘ্রই কর। তাহাতে সৈন্যগণও
প্রত্যেক জন এক এক শাখা কাটিয়া লইয়া অবী-
মেলকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; পরে সেই
সকল শাখা ঐ দৃঢ় গৃহের গাত্রে রাখিয়া সেই
গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিল; এইরূপে শিখিমের
দুর্গনিবাসী সমস্ত লোকও মরিল; তাহারা স্ত্রী
ও পুরুষ অনুমান সহস্র লোক ছিল।
৫০ পরে অবীমেলক তেবেসে গমন করিল, ও
তেবেসের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া তাহা
৫১ হস্তগত করিল। কিন্তু ঐ নগরের মধ্যে দুরা-
ক্রম এক দুর্গ ছিল, অতএব পুরুষ ও স্ত্রী নগরের
সকল গৃহস্থ পলাইয়া তাহার মধ্যে গিয়া দ্বার
৫২ রুদ্ধ করিয়া দুর্গের ছাদের উপরে উঠিল। পরে
অবীমেলক সেই দুর্গের কাছে উপস্থিত হইয়া
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং তাহা অগ্নি দ্বারা
৫৩ দগ্ধ করণার্থে দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে
একটী স্ত্রীলোক যাঁতার এক পাট লইয়া অবী-
মেলকের মস্তকের উপরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার
৫৪ মাথার খুলি ভগ্ন করিল। তাহাতে সে শীঘ্র
আপন অস্ত্রবাহক যুবাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি
খড়্গ খুলিয়া আমাকে বধ কর; পাছে লোকে
আমার বিষয়ে বলে, একটা স্ত্রীলোক উহাকে
বধ করিয়াছে। তাহাতে সে যুবা তাহাকে বিদ্ধ
৫৫ করিলে সে মরিয়া গেল। পরে অবীমেলক
মরিয়াছে দেখিয়া ইস্রায়েলের লোকেরা প্রত্যেকে
আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।
৫৬ এইরূপে অবীমেলক আপনার সত্তর জন
ভ্রাতাকে বধ করিয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে যে
দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহার সমুচিত দণ্ড
৫৭ তাহাকে দিলেন; আবার শিখিমের লোকদিগের
মস্তকে ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল
বর্ত্তাইলেন; তাহাতে যিরুব্বালের পুত্র যোথমের
শাপ তাহাদের উপরে পড়িল।

তোলয়, যায়ীর ও যিপ্তহের বিবরণ।

১০ আর অবীমেলকের পরে ইষাখর-বংশীয়
দোদয়ের পৌত্র পূয়ার পুত্র তোলয় ইস্রা-
য়েলের নিস্তারার্থে উৎপন্ন হইলেন; তিনি
২ ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শামীরে বাস করিতেন। তিনি
তেইশ বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিলেন;
পরে তিনি মরিলেন, এবং শামীরে তাঁহার
কবর হইল।
৩ তাঁহার পরে গিলিয়দীয় যায়ীর উৎপন্ন হইয়া
বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করি-
৪ লেন। তাঁহার ত্রিশ পুত্র ত্রিশ গর্দ্দভে চড়িয়া
বেড়াইত; তাহাদের ত্রিশ নগর ছিল; গিলিয়দ
দেশস্থ সেই সকল নগরকে অদ্যাপি হব্বোৎ-
৫ যায়ীর [যায়ীরের গ্রামসমূহ] বলা যায়। পরে
যায়ীর মরিলেন, ও কামোনে তাঁহার কবর হইল।
৬ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল, এবং বাল দেবগণের,
অষ্টারোৎ দেবীদের, অরামের দেবগণের, সীদো-

Digitized by Google

নের দেবগণের, মোয়াবের দেবগণের, অম্মোন-
সন্তানদের দেবগণের ও পলেষ্টীয়দের দেবগণের
সেবা করিতে লাগিল; তাহারা সদাপ্রভুকে
৭ ত্যাগ করিল, তাঁহার সেবা করিল না। তখন
ইস্রায়েলের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হইল, আর তিনি পলেষ্টীয়দের হস্তে ও
অম্মোন-সন্তানদের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয়
৮ করিলেন। তাহাতে তাহারা ঐ বৎসরাবধি
আঠার বৎসর পর্য্যন্ত। ইস্রায়েল-সন্তানগণকে,
যর্দ্দনপারস্থ গিলিয়দের অন্তঃপাতী ইমোরীয়
দেশনিবাসী ইস্রায়েল-সন্তান সকলকে, উৎপীড়ন
৯ পূর্ব্বক চূর্ণ করিত। তদ্ভিন্ন অম্মোন-সন্তানগণ
যিহূদার ও বিন্যামীনের এবং ইফ্রয়িম কুলের
সহিত যুদ্ধ করিতে যর্দ্দন পার হইয়া আসিত;
এইরূপে ইস্রায়েল অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল।
১০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে
ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমরা তোমার বিরুদ্ধে
পাপ করিয়াছি, কেননা আমরা আপনাদের
ঈশ্বরকে ত্যাগ এবং বাল দেবগণের সেবা করি-
১১ য়াছি। তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
কহিলেন, মিস্রীয়, ইমোরীয়, অম্মোন-বংশীয়
ও পলেষ্টীয়দের হইতে আমি কি তোমাদিগকে
১২ [নিস্তার করি] নাই? আর সীদোনীয়, অমা-
লেকীয় ও মায়োনীয়গণ যখন তোমাদের উপরে
উপদ্রব করিয়াছিল, তখন তোমরা আমার কাছে
ক্রন্দন করিলে আমি তাহাদের হস্ত হইতে তোমা-
১৩ দিগকে নিস্তার করিলাম। তথাপি তোমরা
আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের সেবা
করিলে, অতএব আমি আর তোমাদের নিস্তার
১৪ করিব না; যাও, আপনাদের মনোনীত ঐ দেব-
গণের কাছে ক্রন্দন কর; সঙ্কটের সময়ে তাহা-
১৫ রাই তোমাদিগকে নিস্তার করুক। তখন ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুকে কহিল, আমরা পাপ
করিয়াছি; এখন তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল
বোধ হয়, তাহাই আমাদের প্রতি কর; কেবল
বিনয় করি, অদ্য আমাদিগকে উদ্ধার কর।
১৬ পরে তাহারা আপনাদের মধ্য হইতে বিজাতীয়
দেবগণকে দূর করিয়া সদাপ্রভুর সেবা করিল;
তাহাতে ইস্রায়েলের কষ্টে তাঁহার প্রাণ দুঃখিত
হইল।
১৭ ঐ সময়ে অম্মোন-সন্তানগণ সমবেত হইয়া
গিলিয়দে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। আর
ইস্রায়েল-সন্তানগণ একত্র হইয়া মিস্পাতে শিবির
১৮ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাতে লোকেরা গিলি-
য়দের অধ্যক্ষগণ, পরস্পর কহিল, অম্মোন-
সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন্ ব্যক্তি
আরম্ভ করিবে? সে গিলিয়দনিবাসী সমস্ত
লোকের প্রধান হইবে।

১১ ঐ সময়ে গিলিয়দীয় যিপ্তহ মহাবীর
ছিলেন; তিনি এক বেশ্যার পুত্র; গিলিয়দ
২ তাঁহার জন্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু গিলিয়দের
ভার্য্যা গিলিয়দের জন্য কয়েকটী পুত্র প্রসব
করিল; পরে ভার্য্যাজাত সেই পুত্রেরা যখন
বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন যিপ্তহকে তাড়াইয়া দিল,
কহিল, আমাদের পিতৃকুলের মধ্যে তুমি অধিকার
পাইবে না, কেননা তুমি অপর এক স্ত্রীর পুত্র।
৩ তাহাতে যিপ্তহ আপন ভ্রাতৃগণের সম্মুখ হইতে
পলাইয়া গিয়া টোব দেশে প্রবাস করিলেন;
এবং কতকগুলিন অসারচিত্ত লোক যিপ্তহের
কাছে একত্র হইল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে
যাইত।
৪ কিছু কাল পরে অম্মোন-সন্তানগণ ইস্রা-
৫ য়েলের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। তখন
ইস্রায়েলের সহিত অম্মোন-সন্তানগণ যুদ্ধ করাতে
গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে টোব দেশ
৬ হইতে আনিতে গেল। তাহারা যিপ্তহকে কহিল,
আইস, তুমি আমাদের অধ্যক্ষ হও, আমরা
৭ অম্মোন-সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিব। তাহাতে
যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, তোম-
রাই কি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার পিতৃকুল
হইতে আমাকে তাড়াইয়া দেও নাই? এখন
বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ বলিয়া আমার কাছে কেন
৮ আসিলে? তাহাতে গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ
যিপ্তহকে কহিল, এখন আমরা পুনর্ব্বার তোমার
নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছি, যেন তুমি আমা-
দের সঙ্গে গিয়া অম্মোন-সন্তানদের সহিত যুদ্ধ
করিতে পার, এবং আমাদের অর্থাৎ গিলিয়দ-
৯ নিবাসী সমস্ত লোকের প্রধান হও। তখন যিপ্তহ
গিলিয়দের প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, তোমরা
কি অম্মোন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে
আমাকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া যাইতেছ?
ভাল, সদাপ্রভু যদি আমার হস্তে তাহাদিগকে
সমর্পণ করেন, তবে আমিই তোমাদের প্রধান
১০ হইব। তাহাতে গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে
কহিল, সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে সাক্ষী; আমরা
অবশ্য তোমার বাক্য অনুসারে কার্য্য করিব।
১১ পরে যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গের সহিত
গেলেন; তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে আপনাদের
প্রধান ও শাসনকর্ত্তা করিল; পরে যিপ্তহ
মিস্পাতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনার সমস্ত
কথা কহিলেন।
১২ পরে যিপ্তহ অম্মোন-সন্তানদের রাজার নিকট
দূত পাঠাইয়া কহিলেন, আমার সহিত তোমার
বিষয় কি যে, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে
১৩ আমার দেশে আসিলে? তাহাতে অম্মোন-
সন্তানগণের রাজা যিপ্তহের দূতগণকে কহিলেন,

Digitized by Google

কারণ এই, ইস্রায়েল যখন মিসর হইতে আইসে,
তখন অর্ণোন অবধি যব্বোক ও যর্দ্দন পর্য্যন্ত
আমার ভূমি হরণ করিয়াছিল ; অতএব এখন
১৪ নির্ব্বিরোধে তাহা ফিরাইয়া দেও। তাহাতে
যিপ্তহ অম্মোন-সন্তানদের রাজার নিকটে পুন-
১৫ র্ব্বার দূত পাঠাইলেন ; তাঁহাকে কহিলেন,
যিপ্তহ এই কথা কহে, মোয়াবের ভূমি কিম্বা
অম্মোন-সন্তানগণের ভূমি ইস্রায়েল হরণ করে
১৬ নাই। কিন্তু মিসর হইতে আসিবার সময়ে
ইস্রায়েল সূফসাগর পর্য্যন্ত প্রান্তরের মধ্যে ভ্রমণ
১৭ করিয়া যখন কাদেশে উপস্থিত হয়, তখন
ইদোমের রাজার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া
বলিয়াছিল, বিনয় করি, আপনি নিজ দেশের
মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দিউন, কিন্তু ইদো-
মের রাজা সে কথা মানিলেন না ; আর সেই-
রূপ মোয়াবের রাজার নিকটে বলিয়া পাঠাইলে
তিনিও সম্মত হইলেন না ; অতএব ইস্রায়েল
১৮ কাদেশে রহিল। পরে তাহারা প্রান্তরের মধ্য
দিয়া গিয়া ইদোম দেশ ও মোয়াব দেশ প্রদ-
ক্ষিণ পূর্ব্বক মোয়াব দেশের পূর্ব্বদিক্ দিয়া
আসিয়া অর্ণোনের ওপারে শিবির স্থাপন করিল,
মোয়াবের সীমামধ্যে প্রবেশ করিল না, কেননা
১৯ অর্ণোন মোয়াবের সীমা। পরে ইস্রায়েল হিষ্-
বোনের ইমোরীয় রাজা সীহোনের নিকটে
দূত পাঠাইয়া এই কথা কহিল, বিনয় করি,
আপনি নিজ দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে
২০ গন্তব্য স্থানে যাইতে দিউন। কিন্তু সীহোনও
ইস্রায়েলকে বিশ্বাস করিয়া আপন সীমার মধ্য
দিয়া যাইতে দিলেন না ; আপনার সমস্ত
লোক একত্র করিয়া যহসে শিবির স্থাপন
করিলেন ; ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিলেন।
২১ তাহাতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু সীহোনকে
ও তাঁহার সমস্ত লোককে ইস্রায়েলের হস্তে
সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত
করিল ; এইরূপে ইস্রায়েল তদ্দেশনিবাসী ইমো-
২২ রীয়দের সমস্ত দেশ অধিকার করিল। তাহারা
অর্ণোন অবধি যব্বোক পর্য্যন্ত ও প্রান্তর অবধি
যর্দ্দন পর্য্যন্ত ইমোরীয়দের সমস্ত অঞ্চল অধি-
২৩ কার করিল। সুতরাং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু আপন প্রজা ইস্রায়েলের সম্মুখে ইমো-
রীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিলেন ; এখন আপনি
২৪ কি তাহাদের দেশ অধিকার করিবেন ? আপন-
কার কমোশ দেব আপনাকে অধিকারার্থে যাহা
দিয়াছেন, আপনি কি তাহারই অধিকারী নহেন ?
কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সম্মুখে
যাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছেন, সে সম-
২৫ স্তের অধিকারী আমরা আছি। বলুন দেখি,
মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক হইতে
আপনি কি শ্রেষ্ঠ ? তিনি কি ইস্রায়েলের সহিত
বিবাদ করিয়াছিলেন, না তাহাদের সহিত যুদ্ধ
২৬ করিয়াছিলেন ? হিষ্বোনে ও তাহার উপনগরে,
অরোয়েরে ও তাহার উপনগরে এবং অর্ণোন
তটসমীপস্থ সমস্ত নগরে তিন শত বৎসরাবধি
ইস্রায়েল বাস করিতেছে ; এত দিনের মধ্যে
আপনারা কেন সে সমস্ত ফিরাইয়া লন নাই ?
২৭ আমি ত আপনাদের বিরুদ্ধে কোন দোষ করি
নাই ; কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করাতে আপনি
আমার প্রতি অন্যায় করিতেছেন ; বিচারকর্ত্তা
সদাপ্রভু অদ্য ইস্রায়েল-সন্তানগণের ও অম্মোন-
২৮ সন্তানগণের মধ্যে বিচার করুন। কিন্তু যিপ্তহের
প্রেরিত এই সকল কথায় অম্মোন-সন্তানগণের
রাজা কাণ দিলেন না।
২৯ পরে সদাপ্রভুর আত্মা যিপ্তহের উপরে
আসিলেন, আর তিনি গিলিয়দ ও মনঃশি প্রদেশ
দিয়া গিলিয়দের মিস্পীতে গমন করিলেন ; এবং
গিলিয়দের মিস্পী হইতে অম্মোন-সন্তানগণের
৩০ নিকটে গেলেন। সেই সময়ে যিপ্তহ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে মানত করিয়া কহিলেন, তুমি যদি
অম্মোন-সন্তানগণকে নিশ্চয় আমার হস্তে সম-
৩১ র্পণ কর, তবে অম্মোন-সন্তানগণের নিকট হইতে
আমার কুশলে প্রত্যাগমন কালে যে কিছু আমার
গৃহের কবাট হইতে নির্গত হইয়া আমার সম্মুখে
আসিবে, তাহা নিশ্চয়ই সদাপ্রভুর হইবে, আর
আমি তাহা হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিব।
৩২ পরে যিপ্তহ অম্মোন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ
করণার্থে তাহাদের নিকটে পার হইয়া গেলে
সদাপ্রভু তাহাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি-
৩৩ লেন। তাহাতে তিনি অরোয়ের অবধি মিন্নী-
তের নিকট পর্য্যন্ত বিংশতি নগরে এবং আবেল-
করামীম পর্য্যন্ত অতি মহাসংহারে তাহাদিগকে
সংহার করিলেন। এইরূপে অম্মোন-সন্তানগণ
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে নত হইল।
৩৪ পরে যিপ্তহ মিস্পীতে আপন বাটীতে আসি-
লেন, আর দেখ, তাঁহার প্রত্যুদ্গমন জন্য তাঁহার
কন্যা তবল হস্তে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে
বাহিরে আসিতেছিল। সে তাঁহার একমাত্র
সন্ততি, তদ্ভিন্ন তাঁহার পুত্র কি কন্যা ছিল না।
৩৫ তখন আপন কন্যার দেখা পাইবামাত্র তিনি
আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিলেন, হায় হায়, আমার
বৎসে, তুমি আমাকে বড় ব্যাকুল করিলে ;
আমার কষ্টদায়কদের মধ্যে তুমি এক জন হইলে ;
কেননা আমি সদাপ্রভুর কাছে মুখ খুলিয়াছি,
৩৬ আর অন্যথা করিতে পারিব না। তাহাতে সে
তাঁহাকে কহিল, হে আমার পিতঃ, তুমি সদা-
প্রভুর কাছে মুখ খুলিয়াছ, তোমার মুখনির্গত
বাক্য অনুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর, কেননা

Digitized by Google

সদাপ্রভু তোমার জন্য তোমার শত্রুগণের অর্থাৎ
অম্মোন-সন্তানগণের কাছে প্রতিশোধ লইয়া-
৩৭ ছেন। পরে সে আপন পিতাকে কহিল, আমার
জন্য একটী কাজ করা হউক ; দুই মাসের জন্য
আমাকে বিদায় কর ; আমি প্রস্থানপূর্ব্বক পর্ব্বত-
ময় স্থানে গমন করি, এবং আমার কুমারীত্বের
৩৮ জন্য সখীগণকে লইয়া বিলাপ করি। তিনি
কহিলেন, যাও ; আর তাহাকে দুই মাসের
জন্য পাঠাইয়া দিলেন ; তখন সে আপন সখী-
গণের সহিত পর্ব্বতের উপরে গিয়া আপন
৩৯ কুমারীত্ব বিষয়ে বিলাপ করিল। পরে দুই
মাস গত হইলে সে পিতার নিকটে প্রত্যাগমন
করিল ; পিতা স্বকৃত মানত অনুসারে তাহার
প্রতি করিলেন ; সে পুরুষের পরিচয় পায় নাই।
আর ইস্রায়েলের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত হইল
৪০ যে, বৎসর বৎসর গিলিয়দীয় যিপ্তহের কন্যার
জন্য বিলাপ করিতে ইস্রায়েলীয় কন্যাগণ বৎ-
সরের মধ্যে চারি দিবস গমন করে।

১২ পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা সমাগত হইয়া
সাফোনে গমন করিল ; তাহারা যিপ্তহকে
কহিল, তোমার সহিত গমন করিতে আমাদিগকে
না ডাকিয়া তুমি অম্মোন-সন্তানগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে কেন পার হইয়া গিয়াছিলে ?
আমরা তোমাকে শুদ্ধ তোমার বাটী অগ্নিতে দগ্ধ
২ করিব। যিপ্তহ তাহাদিগকে কহিলেন, অম্মোন-
সন্তানগণের সহিত আমার ও আমার লোকদের
বড় বিরোধ ছিল, তাই আমি তোমাদিগকে
ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাদের হস্ত হইতে
৩ আমাকে নিস্তার কর নাই। তোমরা আমাকে
নিস্তার করিলে না দেখিয়া আমি প্রাণ হাতে
করিয়া অম্মোন-সন্তানগণের প্রতিকূলে পার হইয়া
গিয়াছিলাম, তাহাতে সদাপ্রভু আমার হস্তে
তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন ; অতএব তোমরা
আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অদ্য কেন আমার
৪ নিকটে আসিলে ? পরে যিপ্তহ গিলিয়দের
সমস্ত লোককে একত্র করিয়া ইফ্রয়িমের সহিত
যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে গিলিয়দের লোকেরা
ইফ্রয়িমের লোকদিগকে আঘাত করিল ; কেননা
তাহারা কহিয়াছিল, হে গিলিয়দীয়েরা, তোমরা
ইফ্রয়িমের মধ্যে ও মনঃশির মধ্যে ইফ্রয়িমের
৫ পলাতক। পরে গিলিয়দীয়েরা ইফ্রয়িমীয়দের
অগ্রে যর্দ্দনের ঘাট সকল হস্তগত করিল ; তাহাতে
ইফ্রয়িমের কোন পলাতক যখন বলিত, আমাকে
পার হইতে দেও, তখন গিলিয়দের লোকেরা
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কি ইফ্রয়িমীয় ?
৬ সে যদি কহিত, না, তবে তাহারা কহিত,
"শিব্বোলেৎ" বল দেখি ; সে বলিত, "সিব্বো-
লেৎ," কারণ সে শুদ্ধরূপে তাহা উচ্চারণ করিতে
পারিত না ; তখন তাহারা তাহাকে লইয়া যর্দ্দ-
নের ঘাটে নিহনন করিত। সেই সময়ে ইফ্র-
য়িমের বেয়াল্লিশ সহস্র লোক হত হইল।
৭ আর যিপ্তহ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের
বিচার করিলেন। পরে গিলিয়দীয় যিপ্তহ মরি-
লেন, এবং গিলিয়দের এক নগরে তাঁহার কবর
হইল।
৮ তাঁহার পরে বৈৎলেহমীয় ইব্‌সন ইস্রা-
৯ য়েলের বিচারকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার ত্রিশ পুত্র
ছিল, এবং তিনি ত্রিশ কন্যা বাহিরে দিলেন,
ও নিজ পুত্রগণের জন্য বাহির হইতে ত্রিশ
কন্যা আনিলেন ; তিনি সাত বৎসর ইস্রায়েলের
১০ বিচার করিলেন। পরে ইব্‌সন মরিলেন, এবং
বৈৎলেহমে তাঁহার কবর হইল।
১১ তাঁহার পরে সবূলূনীয় এলোন ইস্রায়েলের
বিচারকর্ত্তা হইলেন ; তিনি দশ বৎসর ইস্রা-
১২ য়েলের বিচার করিলেন। পরে সবূলূনীয় এলোন
মরিলেন, এবং সবূলূন দেশস্থ অয়ালোনে তাঁহার
কবর হইল।
১৩ তাঁহার পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র
১৪ অব্দোন ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার
চল্লিশ পুত্র ও ত্রিশ পৌত্র সত্তর গর্দ্দভে চড়িয়া
বেড়াইত ; তিনি আট বৎসর ইস্রায়েলের বিচার
১৫ করিলেন। পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র
অব্দোন মরিলেন, এবং অমালেকীয়দের পর্ব্বতে
ইফ্রয়িম দেশস্থ পিরিয়াথোনে তাঁহার কবর
হইল।

শিম্‌শোনের জন্মের বিবরণ।

১৩ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সা-
ক্ষাতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল ; তাহাতে
সদাপ্রভু চল্লিশ বৎসর তাহাদিগকে পলেষ্টীয়-
দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।
২ তৎকালে দানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সরানিবাসী
মানোহ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী
৩ বন্ধ্যা হওয়াতে নিঃসন্তানা ছিলেন। পরে সদা-
প্রভুর দূত সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কহিলেন,
দেখ, তুমি বন্ধ্যা ও নিঃসন্তানা, কিন্তু তুমি গর্ভ-
৪ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে। অতএব সাব-
ধান, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিও না, এবং
৫ কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না। কারণ
দেখ, তুমি গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে ;
আর তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না, কেননা সে
বালক গর্ভ হইতেই ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয়
হইবে, এবং সে পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে ইস্রা-
৬ য়েলকে নিস্তার করিতে আরম্ভ করিবে। তখন
সেই স্ত্রী আসিয়া আপন স্বামীকে কহিলেন,
ঈশ্বরের এক জন লোক আমার কাছে আসিয়া-

Digitized by Google

ছিলেন, তাঁহার রূপ ঈশ্বরীয় দূতের রূপের
ন্যায়, অতি ভয়ঙ্কর; তিনি কোথা হইতে আসি-
লেন, তাহা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই,
আর তিনিও আমাকে তাঁহার নাম বলেন নাই।
৭ কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, তুমি গর্ব্ভ-
ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে; এখন দ্রাক্ষারস
কিম্বা সুরা পান করিও না, এবং কোন অশুচি
বস্তু ভোজন করিও না, কেননা সেই বালক
গর্ব্ভ হইতে মরণদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে
নাসরীয় হইবে।
৮ তখন মানোহ সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিয়া
কহিলেন, হে প্রভো, ঈশ্বরের যে লোককে আপনি
আমাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে
পুনর্ব্বার আমাদের কাছে আসিতে দিউন, এবং
যে বালকটী জন্মিবে, তাহার প্রতি আমাদের
কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন।
৯ তখন ঈশ্বর মানোহের বাক্যে অবধান করিলেন;
ঈশ্বরের সেই দূত পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীর কাছে
আসিলেন; তৎকালে তিনি ক্ষেত্রে বসিয়া-
ছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বামী মানোহ তাঁহার
১০ সঙ্গে ছিলেন না। তাহাতে সেই স্ত্রী শীঘ্র
দৌড়িয়া গিয়া আপন স্বামীকে সংবাদ দিলেন,
তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, সে দিন যে লোকটী
আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে
১১ দর্শন দিয়াছেন। তাহাতে মানোহ উঠিয়া
আপন স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন, এবং সেই
ব্যক্তির কাছে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
এই স্ত্রীর সঙ্গে যিনি কথা কহিয়াছিলেন, আপনি
কি সেই ব্যক্তি? তিনি কহিলেন, আমিই সেই।
১২ মানোহ কহিলেন, তবে আপনকার বাক্য যখন
সফল হইবে, তখন সেই বালকের প্রতি কি
১৩ বিধি ও কি কর্ত্তব্য? তাহাতে সদাপ্রভুর দূত
মানোহকে কহিলেন, আমি ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত
কথা বলিয়াছি, সে সকল বিষয়ে সে সাবধান
১৪ থাকুক। সে দ্রাক্ষালতাজাত কোন বস্তু ভোজন
করিবে না, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিবে
না, এবং কোন অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে না;
আমি তাহাকে যাহা কিছু আজ্ঞা করিয়াছি, সে
তাহা পালন করুক।
১৫ পরে মানোহ সদাপ্রভুর দূতকে কহিলেন,
বিনয় করি, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, আমরা আপন-
১৬ কার জন্য একটী ছাগবৎস প্রস্তুত করি। তাহাতে
সদাপ্রভুর দূত মানোহকে কহিলেন, তুমি
আমাকে বিলম্ব করাইলেও আমি তোমার খাদ্য
দ্রব্য ভোজন করিব না; আর তুমি যদি হোম-
বলি উৎসর্গ কর, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা
কর। বস্তুতঃ তিনি যে সদাপ্রভুর দূত, তাহা
১৭ মানোহ জ্ঞাত ছিলেন না। পরে মানোহ সদা-
প্রভুর দূতকে কহিলেন, আপনকার নাম কি?
আপনকার বাক্য সফল হইলে আমরা আপন-
১৮ কার গৌরব করিব। তাহাতে সদাপ্রভুর দূত
কহিলেন, কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ?
১৯ তাহা ত আশ্চর্য্য। পরে মানোহ ঐ ছাগবৎস
ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে
শৈলের উপরে উৎসর্গ করিলেন; তাহাতে ঐ
দূত মানোহের ও তাঁহার স্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আশ্চর্য্য
২০ ব্যাপার সাধন করিলেন। ফলতঃ যখন অগ্নি-
শিখা বেদি হইতে আকাশের দিকে ঊর্দ্ধগত
হইল, তখন মানোহের ও তাঁহার স্ত্রীর দৃষ্টি-
গোচরে সদাপ্রভুর দূত ঐ বেদির শিখাতে ঊর্দ্ধ-
গমন করিলেন; তখন তাঁহারা ভূমিতে উবুড়
২১ হইয়া পড়িলেন। তৎপরে সদাপ্রভুর দূত মানো-
হকে ও তাঁহার স্ত্রীকে আর দর্শন দিলেন না;
তখন তিনি যে সদাপ্রভুর দূত, ইহা মানোহ
২২ জ্ঞাত হইলেন। পরে মানোহ আপন স্ত্রীকে কহি-
লেন, আমরা অবশ্য মারা পড়িব, কারণ ঈশ্বরকে
২৩ দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কহিলেন, আমা-
দিগকে বধ করা যদি সদাপ্রভুর অভিরুচি হইত,
তবে তিনি আমাদের হস্ত হইতে হোম ও ভক্ষ্য
নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেন না, এবং এই সকল
আমাদিগকে দেখাইতেন না, আর এই সময়ে
আমাদিগকে এমন সকল কথাও শুনাইতেন না।
২৪ পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহার নাম
শিম্‌শোন রাখিলেন। অনন্তর বালকটী বাড়িয়া
উঠিলেন, ও সদাপ্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করি-
২৫ লেন। আর সদাপ্রভুর আত্মা প্রথমে সরার ও
ইষ্টায়োলের মধ্যবর্ত্তী মহনে-দানে তাঁহাকে চালা-
ইতে লাগিলেন।

শিম্‌শোনের জীবন চরিত্র।

১৪ আর শিম্‌শোন তিম্নায় নামিয়া গেলেন,
ও তিম্নায় পলেষ্টীয়দের কন্যাদের মধ্যে এক
২ রমণীকে দেখিতে পাইলেন। পরে ফিরিয়া
আসিয়া আপন পিতামাতাকে সংবাদ দিয়া
কহিলেন, আমি তিম্নায় পলেষ্টীয়দের কন্যাদের
মধ্যে এক রমণীকে দেখিয়াছি; তোমরা তাহাকে
৩ আনিয়া আমার সহিত বিবাহ দেও। তখন
তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে কহিলেন, তোমার
জ্ঞাতিগণের মধ্যে ও আমার সমস্ত সজাতির মধ্যে
কি কন্যা নাই যে, তুমি অচ্ছিন্নত্বক্‌ পলেষ্টীয়-
দের কন্যা বিবাহ করিতে যাইতেছ? শিম্‌শোন
আপন পিতাকে কহিলেন, তুমি আমার জন্য
তাহাকেই আনাও, কেননা আমার দৃষ্টিতে সে
৪ মনোহরা। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা জানিতেন
না যে, উহা সদাপ্রভু হইতে হইয়াছে, কারণ
তিনি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে সুযোগ অন্বেষণ

Digitized by Google

কহিল, দেখ, তুমি আমাকে উপহাস করিলে,
আমাকে মিথ্যা কথা কহিলে; এক্ষণে বিনয় করি,
কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা যায়, তাহা
১১ আমাকে বল। তিনি তাহাকে কহিলেন, যে রজ্জু
দিয়া কোন কর্ম্ম করা হয় নাই, এমন কয়েক গাছা
নূতন রজ্জু দ্বারা যদি তাহারা আমাকে বাঁধে,
তবে আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য লোকের সমান
১২ হইব। তাহাতে দলীলা নূতন রজ্জু লইয়া তাহা
দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিল; পরে তাহাকে কহিল,
হে শিম্শোন, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল।
তখন অন্তরাগারে গুপ্তভাবে লোক বসিয়াছিল।
কিন্তু তিনি আপন বাহু হইতে সূত্রের ন্যায়
১৩ ঐ সকল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে দলীলা
শিম্শোনকে কহিল, এ যাবৎ তুমি আমাকে
উপহাস করিলে, আমাকে মিথ্যা কথা কহিলে;
কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা যায়, তাহা
আমাকে বল। তিনি কহিলেন, তুমি যদি আমার
মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ তানার সহিত বুন,
১৪ তবে হইতে পারে। তাহাতে সে তাঁতের গোঁজের
সহিত তাহা বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে
শিম্শোন, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল; তখন
তিনি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া তানা সুদ্ধ
তাঁতের গোঁজ উপড়াইয়া ফেলিলেন।
১৫ পরে দলীলা তাঁহাকে কহিল, তুমি কি প্রকারে
বলিতে পার যে, তুমি আমাকে ভাল বাস?
তোমার মন ত আমাতে নাই; এই তিন বার
তুমি আমাকে উপহাস করিলে; কিসে তোমার
এমন মহাবল হয়, তাহা আমাকে কহিলে না।
১৬ এইরূপে সে প্রত্যহ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে পীড়া-
পীড়ি করিয়া এমন ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে,
১৭ প্রাণধারণে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল। তাহাতে
তিনি মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন,
তাহাকে কহিলেন, আমার মস্তকে কখনও ক্ষুর
উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ভ হইতে আমি
ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয়; ক্ষৌরি হইলে আমার
বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং আমি দুর্ব্বল
১৮ হইয়া অন্য সকল লোকের সমান হইব। তখন,
এ ব্যক্তি আমাকে মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া
বলিয়াছে বুঝিয়া, দলীলা লোক পাঠাইয়া
পলেষ্টীয়দের ভূপালদিগকে ডাকাইয়া কহিল,
এই বার আসুন, কেননা সে আমাকে মনের
সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছে। তাহাতে পলে-
ষ্টীয়দের ভূপালেরা টাকা হাতে করিয়া তাহার
১৯ নিকটে আসিলেন। পরে সে আপনার জানুর
উপরে তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া এক জনকে ডাকা-
ইয়া তাঁহার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ ক্ষৌরি
করাইল; এইরূপে সে তাঁহাকে বলভ্রষ্ট করিতে
আরম্ভ করিল, আর তাঁহার বল তাঁহাকে ছাড়িয়া
২০ গেল। পরে সে কহিল, হে শিম্শোন, পলে-
ষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল; তাহাতে তিনি নিদ্রা
হইতে জাগরিত হইয়া মনে মনে কহিলেন,
অন্যান্য সময়ের ন্যায় বাহিরে যাইয়া গা ঝাড়া
দিব; কিন্তু সদাপ্রভু যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া-
২১ ছেন, তাহা তিনি বুঝিলেন না। তখন পলে-
ষ্টীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎ-
পাটন করিল; এবং তাঁহাকে ঘসাতে আনিয়া
পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল; তিনি কারা-
২২ গারে যাঁতা পেষণ করিতে থাকিলেন। তথাপি
ক্ষৌরি হইবার পর তাঁহার মস্তকের কেশ পুন-
র্ব্বার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
২৩ পরে পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা আপনাদের
দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ ও আমোদ
প্রমোদ করিতে একত্র হইলেন; কেননা তাঁহারা
কহিলেন, আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু
শিম্শোনকে আমাদের হস্তগত করিয়াছেন।
২৪ আর তাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা আপনাদের
দেবতার প্রশংসা করিতে লাগিল; কেননা তাহারা
কহিল, এই যে ব্যক্তি আমাদের শত্রু ও আমা-
দের দেশনাশক, আমাদের অনেক লোকের হত্যা-
কারী, ইহাকে আমাদের দেবতা আমাদের হস্তে
২৫ সমর্পণ করিয়াছেন। তাহাদের অন্তঃকরণ হর্ষ-
মদে মত্ত হইলে তাহারা কহিল, শিম্শোনকে
ডাক, সে আমাদের কাছে কৌতুক করুক। তাহাতে
লোকেরা কারাগৃহ হইতে শিম্শোনকে ডাকিয়া
আনিল, আর তিনি তাহাদের সম্মুখে কৌতুক
করিতে লাগিলেন। তাহারা স্তম্ভ সকলের মধ্যে
২৬ তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিল; পরে শিম্শোন
আপন হস্তধারী বালককে কহিলেন, আমাকে
ছাড়িয়া দেও, যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের
ভার আছে, তাহা আমাকে স্পর্শ করিতে দেও;
২৭ আমি উহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইব। পুরুষে
ও স্ত্রীলোকে সেই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, বিশেষতঃ
পলেষ্টীয়দের সমস্ত ভূপাল সেখানে ছিলেন,
এবং ছাদের উপরে স্ত্রী পুরুষ প্রায় তিন সহস্র
২৮ লোক শিম্শোনের কৌতুক দেখিতেছিল। তখন
শিম্শোন সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে
প্রভো সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ
করুন; হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া কেবল এই
একটী বার আমাকে বলবান্ করুন, যেন আমি
পলেষ্টীয়দিগকে আমার দুই চক্ষুর নিমিত্তে
২৯ একেবারে প্রতিশোধ দিতে পারি। পরে শিম্-
শোন, মধ্যস্থিত যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের
ভার ছিল, তাহা ধরিয়া তাহার একটীর উপরে
দক্ষিণ বাহু দ্বারা, অন্যটীর উপরে বাম বাহু দ্বারা
৩০ নির্ভর করিলেন। আর, পলেষ্টীয়দের সহিত
আমার প্রাণ যাউক, ইহা বলিয়া শিম্শোন

Digitized by Google

আপনার সমস্ত বলে নত হইয়া পড়িলেন ;
তাহাতে ঐ গৃহ ভূপালগণের ও যত লোক ভিতরে
ছিল, সমস্ত লোকের উপরে পড়িল ; এইরূপে
তাঁহার জীবনকালের নিহত লোক অপেক্ষা তাঁহার
৩১ মরণকালের নিহত লোক অধিক হইল। পরে
তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাঁহার সমস্ত পিতৃকুল নামিয়া
আসিয়া তাঁহাকে লইয়া সরা ও ইষ্টায়োলের
মধ্যস্থানে তাঁহার পিতা মানোহের কবরস্থানে
কবর দিল। তিনি বিংশতি বৎসর ইস্রায়েলের
বিচার করিয়াছিলেন।

মীখা ও দানীয়দের বিবরণ।

১৭ ইফ্রয়িম পর্ব্বতে মীখা নামে এক ব্যক্তি
ছিল। সে আপন মাতাকে কহিল, যে
এগার শত শেকল রৌপ্য তোমার নিকট হইতে
চুরি গিয়াছিল, যে বিষয়ে তুমি শাপ দিয়া-
ছিলে ও আমার কর্ণে শুনাইয়াছিলে, দেখ,
সেই রৌপ্য আমার কাছে আছে, আমিই তাহা
লইয়াছিলাম। তাহার মাতা কহিল, বৎস, তুমি
৩ সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র হও। পরে সে ঐ
এগার শত শেকল রৌপ্য মাতাকে ফিরাইয়া
দিলে তাহার মাতা কহিল, আমি এই রৌপ্য
সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছিলাম ; এক
ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণার্থে
ইহা আমার হস্ত হইতে আমার পুত্রের হস্তগত
হউক। অতএব এখন তাহা তোমাকে ফিরাইয়া
৪ দিলাম। সে আপন মাতাকে ঐ রৌপ্য ফিরা-
ইয়া দিলে তাহার মাতা দুই শত শেকল রৌপ্য
লইয়া স্বর্ণকারকে দিল ; তাহাতে সে এক ছাঁচে
ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে
৫ তাহা মীখার গৃহে থাকিল। ঐ মীখার এক
দেবালয় ছিল ; আর সে এক এফোদ ও কতিপয়
ঠাকুর নির্ম্মাণ করিল, এবং আপনার এক পুত্রের
হস্তপূরণ করিলে সে তাহার পুরোহিত হইল।
৬ ঐ সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না,
যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই
করিত।

৭ তৎকালে যিহূদা গোষ্ঠীর বৈৎলেহম-যিহূদা
হইতে একটী লেবীয় যুবক উপস্থিত হইয়া সে
৮ স্থানে প্রবাস করিল। সেই ব্যক্তি যেখানে
স্থান পাইতে পারে, তথায় প্রবাস করিবার
জন্য বৈৎলেহম-যিহূদা নগর হইতে প্রস্থান
পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে ইফ্রয়িম পর্ব্বতে ঐ
৯ মীখার বাটীতে উপস্থিত হইল। মীখা তাহাকে
জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথা হইতে আসিলে? সে
তাহাকে কহিল, আমি বৈৎলেহম-যিহূদার এক
জন লেবীয় ; যেখানে স্থান পাই, তথায় প্রবাস
১০ করিতে যাইতেছি। তখন মীখা তাহাকে কহিল,
তুমি আমার সহিত থাক, আমার পিতা ও
পুরোহিত হও, আমি বৎসরে তোমাকে দশ
শেকল রৌপ্য, এক যোড়া বস্ত্র ও তোমার খাদ্য
দ্রব্য দিব। তাহাতে সেই লেবীয় ভিতরে গেল।
১১ আর সেই লেবীয় তাহার সহিত থাকিতে সম্মত
হইল ; বস্তুতঃ এই যুবক তাহার এক পুত্রের
১২ ন্যায় হইল। পরে মীখা সেই লেবীয়ের হস্ত-
পূরণ করিল, আর সেই যুবক মীখার পুরোহিত
১৩ হইয়া তাহার বাটীতে থাকিল। তখন মীখা
কহিল, এখন আমি জানিলাম যে, সদাপ্রভু
আমার মঙ্গল করিবেন, যেহেতুক এক জন লেবীয়
আমার পুরোহিত হইয়াছে।

১৮ তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল
না ; আর তৎকালে দানীয় বংশ আপনার
বাসার্থ অধিকারের চেষ্টা করিতেছিল, কেননা
সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-বংশগণের মধ্যে
২ তাহার অধিকার লব্ধ হয় নাই। তখন দানের
সন্তানগণ আপনাদের পূর্ণ সংখ্যা হইতে আপনা-
দের গোষ্ঠীর পাঁচ জন বীর পুরুষকে দেশ নিরী-
ক্ষণ ও অনুসন্ধান করিতে সরা ও ইষ্টায়োল
হইতে প্রেরণ করিল ; তাহাদিগকে বলিল,
তোমরা যাও, দেশ অনুসন্ধান কর ; তাহাতে
তাহারা ইফ্রয়িম পর্ব্বতে মীখার বাটী পর্য্যন্ত
৩ গিয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিল। তাহারা
যখন মীখার বাটীতে ছিল, তখন সেই লেবীয়
যুবার স্বর চিনিয়া নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞা-
সিল, এখানে তোমাকে কে আনিয়াছে? এবং
এ স্থানে তুমি কি করিতেছ? আর এখানে
৪ তোমার কি কি আছে? সে তাহাদিগকে কহিল,
মীখা আমার প্রতি এই এই প্রকার ব্যবহার
করিয়াছেন, তিনি আমাকে বেতন দিতে স্বীকৃত
৫ হইলে আমি তাঁহার পুরোহিত হইয়াছি। তখন
তাহারা কহিল, আমরা বিনয় করি, ঈশ্বরের
কাছে জিজ্ঞাসা কর, যেন আমাদের গন্তব্য পথে
মঙ্গল হইবে কি না, তাহা আমরা জানিতে
৬ পারি। পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, কুশলে
যাও, তোমরা যেখানে যাইবে, তোমাদের পথ
সদাপ্রভুর গোচরে আছে।

৭ পরে সেই পাঁচ জন যাত্রা করিয়া লয়িশে
উপস্থিত হইলে দেখিল, তথাকার লোকেরা
সীদোনীয়দের রীতি অনুসারে সুস্থির ও নিশ্চিন্ত
হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে, এবং সে দেশে
কোন বিষয়ে তাহাদিগকে অপ্রতিভ করিতে
পারে, কর্তৃত্ববিশিষ্ট এমন কেহ নাই, আর
সীদোনীয়দের হইতে তাহারা দূরস্থ, এবং অন্য
৮ কাহারও সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। পরে
উহারা সরা ও ইষ্টায়োলে আপন ভ্রাতৃগণের
নিকটে আসিল ; তাহাদের ভ্রাতৃগণ জিজ্ঞাসিল,

Digitized by Google

৯ তোমরা কি বল? তাহারা কহিল, উঠ, আমরা
সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাই; আমরা সেই
দেশ দেখিয়াছি; দেখ, তাহা অতি উত্তম,
তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? সেই দেশে
যাইতে ও তাহা অধিকার করিবার জন্য প্রবেশ
১০ করিতে আলস্য করিও না। তোমরা গেলেই
নির্ব্বিঘ্ন লোকদের কাছে ও বিস্তীর্ণ দেশে পঁহু-
ছিবে; কারণ ঈশ্বর তোমাদের হস্তে সেই দেশ
সমর্পণ করিয়াছেন; আর তথায় পৃথিবীস্থ কোন
বস্তুর অভাব নাই।
১১ তখন দানীয় গোষ্ঠীর ছয় শত লোক যুদ্ধাস্ত্রে
সসজ্জ হইয়া তথা হইতে অর্থাৎ সরা ও ইষ্টা-
১২ য়োল হইতে যাত্রা করিল। তাহারা যিহূদার
কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে উঠিয়া গিয়া তথায় শিবির
স্থাপন করিল। এই কারণ অদ্য পর্য্যন্ত সেই
স্থানকে মহনে-দান [দানের শিবির] বলে, দেখ,
তাহা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পশ্চাতে আছে।
১৩ পরে তাহারা তথা হইতে ইফ্রয়িম পর্ব্বতে
১৪ গেল, ও মীখার বাটী পর্য্যন্ত আসিল। তখন,
যে পাঁচ জন লয়িশ প্রদেশ অনুসন্ধান করিতে
আসিয়াছিল, তাহারা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল,
তোমরা কি জান যে, এই বাটীতে এক এফোদ,
ঠাকুরগণ, এক খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা
এক প্রতিমা আছে? অতএব এখন তোমাদের
১৫ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা কর। পরে তাহারা
সেইদিকে ফিরিয়া মীখার বাটীতে ঐ লেবীয়
যুবার গৃহে আসিয়া তাহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা
১৬ করিল। আর দানের সন্তানগণের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্রে
সসজ্জ সেই ছয় শত পুরুষ দ্বারপ্রবেশস্থানে
১৭ দণ্ডায়মান রহিল। আর দেশ নিরীক্ষণার্থে
যাহারা গিয়াছিল, সেই পাঁচ জন উঠিয়া গেল;
তাহারা তথায় প্রবেশ করিয়া ঐ খোদিত প্রতিমা,
এফোদ, ঠাকুরগুলা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা
তুলিয়া লইল; এবং ঐ পুরোহিত যুদ্ধাস্ত্রে
সসজ্জ ঐ ছয় শত পুরুষের সঙ্গে দ্বারপ্রবেশ-
১৮ স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। যখন উহারা মীখার
বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেই খোদিত প্রতিমা,
এফোদ, ঠাকুরগুলা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া
লইল, তখন পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল,
১৯ তোমরা কি করিতেছ? তাহারা উত্তর করিল,
চুপ কর, মুখে হাত দিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে
চল, এবং আমাদের পিতা ও পুরোহিত হও।
এক জনের কুলের পুরোহিত হওয়া তোমার
ভাল, না ইস্রায়েলের এক বংশের ও গোষ্ঠীর
২০ পুরোহিত হওয়া ভাল? তাহাতে পুরোহিতের
মন প্রফুল্ল হইল, সে ঐ এফোদ, ঠাকুরগুলা ও
খোদিত প্রতিমা লইয়া সেই লোকদের মধ্যবর্ত্তী
২১ হইল। আর তাহারা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান
করিল, এবং বালকবালিকা, পশু ও মূল্যবান দ্রব্য
সকল আপনাদের সম্মুখে রাখিল।
২২ তাহারা মীখার বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে
গেলে পর মীখার বাটীর নিকটস্থ বাটীসমূহের
লোকেরা একত্র হইয়া দানের সন্তানগণের কাছে
২৩ গিয়া উপস্থিত হইল; এবং দানের সন্তান-
দিগকে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা মুখ
ফিরাইয়া মীখাকে কহিল, তোমার কি হইয়াছে
যে, তুমি এত লোক সঙ্গে করিয়া আসিতেছ?
২৪ সে কহিল, তোমরা আমার নির্ম্মিত দেবগণ ও
পুরোহিতকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছ, এখন
আমার আর কি আছে? অতএব "তোমার কি
হইয়াছে?" ইহা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করি-
২৫ তেছ? তাহাতে দানের সন্তানগণ তাহাকে কহিল,
আমাদের মধ্যে যেন তোমার রব শুনা না যায়;
পাছে গোঁয়ারেরা তোমাদিগকে আক্রমণ করে,
এবং সপরিবারে তোমার প্রাণ বিনষ্ট হয়।
২৬ পরে দানের সন্তানগণ আপন পথে গমন করিল,
এবং মীখা তাহাদিগকে আপনা হইতে অধিক
বলবান্ দেখিয়া ফিরিয়া আসিল, আপন বাটীতে
প্রত্যাগমন করিল।
২৭ পরে তাহারা মীখার নির্ম্মিত বস্তু সকল ও
তাহার পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া লয়িশে সেই
সুস্থির ও নিশ্চিন্ত লোকদের নিকটে উপস্থিত
হইল; এবং খড়্গধারে তাহাদিগকে বধ করিল,
২৮ আর নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিল। উদ্ধারকর্ত্তা
কেহ ছিল না, কেননা সেই নগর সীদোন হইতে
দূরে ছিল, এবং অন্য কাহারও সহিত তাহাদের
সম্বন্ধ ছিল না। আর তাহা বৈৎ-রহোবের নিক-
টস্থ তলভূমিতে ছিল। পরে তাহারা ঐ নগর
২৯ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিল। আর তাহা-
দের পিতৃপুরুষ যে দান ইস্রায়েলের পুত্র, তাঁহার
নামানুসারে সেই নগরের নাম দান রাখিল;
কিন্তু পূর্ব্বে সেই নগরের নাম লয়িশ ছিল।
৩০ আর দানের সন্তানগণ আপনাদের জন্য সেই
খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিল, এবং তদ্দেশীয়
লোকদের বন্দিত্বের সময় পর্য্যন্ত মোশির পৌত্র
গের্শোমের পুত্র যোনাথন এবং তাহার সন্তান-
৩১ গণ দানীয় বংশের পুরোহিত হইল। আর যাবৎ
শীলোতে ঈশ্বরের গৃহ থাকিল, তাবৎ তাহারা
আপনাদের জন্য মীখার নির্ম্মিত ঐ খোদিত
প্রতিমা স্থাপন করিয়া রাখিল।

গিবিয়ানিবাসীদের দুষ্টামি ও তাহার তিক্ত ফল।

১৯ ঐ সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল
না। আর ইফ্রয়িম পর্ব্বতের প্রান্তভাগে
এক জন লেবীয় প্রবাস করিত; সে বৈৎলেহম-

Digitized by Google

যিহূদা হইতে এক উপপত্নী গ্রহণ করিয়াছিল।
২ পরে সেই উপপত্নী তাহার বিরুদ্ধে বেশ্যাচার
করিল, এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া বৈৎলেহম-
যিহূদার আপন পিতার বাটীতে গিয়া চারি মাস
৩ কাল সে স্থানে থাকিল। পরে তাহার উপপতি
উঠিয়া তাহাকে চিত্তপ্রবোধক কথা কহিতে ও
ফিরাইয়া আনিতে তাহার কাছে গেল, তাহার
সঙ্গে তাহার ভৃত্য ও দুইটী গর্দ্দভ ছিল। তাহার
উপপত্নী তাহাকে পিতার বাটীর মধ্যে লইয়া
গেলে সেই যুবতীর পিতা তাহাকে দেখিয়া
আনন্দ সহকারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল।
৪ তাহার শ্বশুর ঐ যুবতীর পিতা আগ্রহপূর্ব্বক
তাহাকে রাখিলে সে তাহার সহিত তিন দিন
বাস করিল; এবং তাহারা সেই স্থানে ভোজন
৫ পান ও রাত্রি যাপন করিল। পরে চতুর্থ দিবসে
তাহারা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিল, আর সে
যাইবার জন্য উঠিল; তখন সেই যুবতীর পিতা
জামাতাকে কহিল, তুমি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া
অন্তঃকরণ সুস্থির কর, পরে আপন পথে যাইও।
৬ তাহাতে তাহারা দুই জন একত্র বসিয়া ভোজন
পান করিল; পরে যুবতীর পিতা সেই ব্যক্তিকে
কহিল, বিনয় করি, সম্মত হও, এই রাত্রি বিলম্ব
৭ কর, প্রফুল্লচিত্ত হও। তথাপি সেই ব্যক্তি
যাইবার জন্য উঠিল; কিন্তু তাহার শ্বশুর
তাহাকে সাধ্যসাধনা করিলে সে সেই রাত্রিও
৮ তথায় যাপন করিল। পরে পঞ্চম দিবসে সে
যাইবার জন্য প্রত্যূষে উঠিলে যুবতীর পিতা
তাহাকে কহিল, বিনয় করি, আপন অন্তঃকরণ
সুস্থির কর, বৈকাল পর্য্যন্ত তোমরা বিলম্ব কর;
৯ তাহাতে তাহারা উভয়ে আহার করিল। পরে
সেই পুরুষ, তাহার উপপত্নী ও ভৃত্য যাইবার
জন্য উঠিলে তাহার শ্বশুর ঐ যুবতীর পিতা
তাহাকে কহিল, দেখ, প্রায় দিবাবসান হইল,
বিনয় করি, তোমরা এই রাত্রি বিলম্ব কর; দেখ,
বেলা শেষ হইয়াছে; তুমি এই স্থানে রাত্রিবাস
কর, প্রফুল্লচিত্ত হও; কল্য তোমরা প্রত্যূষে
উঠিলেই তুমি তোমার তাম্বুতে যাইতে পারিবে।
১০ কিন্তু ঐ ব্যক্তি সেই রাত্রি বিলম্ব করিতে অস-
ম্মত হইল; সে উঠিয়া যাত্রা করিয়া যিবূষের
অর্থাৎ যিরূশালেমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত
হইল; তাহার সঙ্গে সজ্জান্বিত দুইটী গর্দ্দভ
ছিল; আর তাহার উপপত্নীও সঙ্গে ছিল।
১১ যিবূষের কাছে উপস্থিত হইলে দিবা প্রায় একে-
বারে অবসান হইল; তাহাতে ভৃত্য আপন
কর্ত্তাকে কহিল, নিবেদন করি, আইসুন, আমরা
যিবূষীয়দের এই নগরে প্রবেশ করিয়া রাত্রি
১২ যাপন করি। কিন্তু তাহার কর্ত্তা তাহাকে কহিল,
যেখানে ইস্রায়েল-সন্তান কেহ নাই, এমন বিজা-
তীয়দের নগরে আমরা প্রবেশ করিব না; আমরা
১৩ বরং অগ্রসর হইয়া গিবিয়াতে যাইব। সে আপন
ভৃত্যকে আরও কহিল, আইস, আমরা এই অঞ্চ-
লের কোন স্থানে যাইয়া গিবিয়াতে কিম্বা
১৪ রামাতে রাত্রি যাপন করি। অতএব তাহারা
অগ্রসর হইয়া চলিল; পরে বিন্যামীনের অধি-
কারস্থ গিবিয়ার সমীপে উপস্থিত হইলে সূর্য্য
১৫ অস্তগত হইল। তখন তাহারা গিবিয়াতে প্রবেশ
ও রাত্রিবাস করণার্থে পথ ছাড়িয়া তথায় গেল;
সে প্রবেশ করিয়া ঐ নগরের চকে বসিয়া রহিল,
কেহ তাহাদিগকে আপন বাটীতে রাত্রিবাসার্থে
গ্রহণ করিল না।
১৬ আর দেখ, এক জন বৃদ্ধ সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্র
হইতে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলেন; সেই ব্যক্তি
ইফ্রয়িম পর্ব্বতের লোক; আর তিনি গিবিয়াতে
প্রবাস করিতেছিলেন, কিন্তু নগরের লোকেরা
১৭ বিন্যামীনীয় ছিল। সেই ব্যক্তি চক্ষু তুলিয়া
নগরের চকে ঐ পথিককে দেখিলেন; আর বৃদ্ধ
জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? কোথা
১৮ হইতে আসিতেছ? সে তাঁহাকে কহিল, আমরা
বৈৎলেহম-যিহূদা হইতে ইফ্রয়িম পর্ব্বতের প্রান্ত-
ভাগে যাইতেছি; আমি সেই স্থানের লোক;
বৈৎলেহম-যিহূদা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম; আমি
সদাপ্রভুর গৃহে যাইতেছি, আর আমাকে কেহ
১৯ বাটীতে গ্রহণ করে না। আমাদের সঙ্গে গর্দ্দভ-
দের জন্য পোয়াল ও কলাই, এবং আমার জন্য,
আপনকার এই দাসীর জন্য এবং আপনকার
দাসদাসীর সঙ্গী এই যুবার জন্য রুটী ও দ্রাক্ষা-
২০ রস আছে, কোন দ্রব্যের অভাব নাই। তাহাতে
বৃদ্ধ কহিলেন, তোমার শান্তি হউক, তোমার
যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার ভার আমার
উপরে থাকুক; তুমি কোন ক্রমে এই চকে রাত্রি
২১ যাপন করিও না। পরে বৃদ্ধ তাহাকে আপন
বাটীতে আনিয়া গর্দ্দভদিগকে তৃণ দিলেন, এবং
তাহারা পাদপ্রক্ষালন করিয়া ভোজন পান করিল।
২২ তাহারা আপন আপন অন্তঃকরণ আপ্যায়িত
করিতেছে, এমন সময়ে, দেখ, নগরের লোকেরা,
কতকগুলি পাষণ্ড, তাহার বাটীর চারিদিকে
ঘেরিয়া কবাটে আঘাত করিতে লাগিল, এবং
বাটীর কর্ত্তা ঐ বৃদ্ধকে কহিল, তোমার বাটীতে
যে পুরুষ আসিয়াছে, তাহাকে বাহির করিয়া
২৩ আন; আমরা তাহার পরিচয় লইব। তাহাতে
বাটীর কর্ত্তা বাহির হইয়া তাহাদের নিকটে
যাইয়া কহিলেন, হে আমার ভ্রাতৃগণ, না, না;
আমি বিনয় করি, এমন দুষ্কর্ম্ম করিও না;
ঐ পুরুষ আমার বাটীতে অতিথি হইয়াছে,
২৪ অতএব এমন মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না। দেখ,
আমার অনূঢ়া কন্যাকে এবং তাহার উপপত্নীকে

Digitized by Google

বাহির করিয়া আনি; তোমরা তাহাদিগকে
মানভ্রষ্টা কর, ও তাহাদের প্রতি তোমাদের
যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর; কিন্তু সেই
পুরুষের প্রতি এমন মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না।
২৫ তথাপি তাহারা তাঁহার কথা শুনিতে অস্বীকার
করিল; তখন ঐ পুরুষ আপন উপপত্নীকে
ধরিয়া তাহাদের নিকটে বাহির করিয়া আনিল;
তাহাতে তাহারা তাহার পরিচয় লইল, এবং
প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি তাহার প্রতি অত্যা-
চার করিল; পরে অরুণোদয়কালে তাহাকে
২৬ ছাড়িয়া দিল। অতএব রাত্রি পোহাইলে ঐ
স্ত্রী পতির আতিথ্যকারী বৃদ্ধের বাটীর দ্বারে
আসিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল।
২৭ পরে প্রাতঃকাল হইলে তাহার পতি উঠিয়া
যখন পথে যাইবার জন্য গৃহের কবাট খুলিয়া
বাহির হইল, তখন দেখ, তাহার উপপত্নী
গৃহের দ্বারে গোবরাটের উপরে হস্ত রাখিয়া
২৮ পতিতা রহিয়াছে। তাহাতে সে তাহাকে কহিল,
গা তুল, চল, আমরা যাই; কিন্তু সে কিছুই
উত্তর দিল না। পরে ঐ পুরুষ গর্দ্দভের উপরে
তাহাকে তুলিয়া লইল, এবং উঠিয়া স্বস্থানে
প্রস্থান করিল।
২৯ পরে সে আপন বাটীতে আসিয়া একখান
ছুরী লইয়া আপনার উপপত্নীকে ধরিয়া অস্থি
অনুসারে দ্বাদশ খণ্ড করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত
৩০ অঞ্চলে পাঠাইয়া দিল। যাহারা তাহা দেখিল,
সকলে কহিল, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মিসরদেশ
হইতে বহির্গমনের দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত এমন
কর্ম্ম কখনও হয় নাই বা দেখা যায় নাই; এ
বিষয়ে মনোযোগপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া কি কর্ত্তব্য,
তাহা বল।

২০ পরে দান অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ও
গিলিয়দ দেশ পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ
সকলে বাহির হইল, এবং সমস্ত মণ্ডলী এক
মানুষের ন্যায় মিস্পীতে সদাপ্রভুর কাছে সম-
২ বেত হইল। ঈশ্বরের প্রজাদের সেই সমাজে
ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের যাবতীয় জনাধ্যক্ষ
ও চারি লক্ষ খড়্গধারী পদাতিক উপস্থিত
৩ হইল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিস্পীতে উঠিয়া
গিয়াছে, এই কথা বিন্যামীনের সন্তানগণ শুনিল।
পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কহিল, বল দেখি, এই
৪ দুষ্টতা কি প্রকারে হইল? তাহাতে সেই নিহতা
স্ত্রীর উপপতি লেবীয় উত্তর করিয়া কহিল, আমি
ও আমার উপপত্নী রাত্রি যাপন করিবার জন্য
বিন্যামীনের অধিকারস্থ গিবিয়াতে প্রবেশ
৫ করিয়াছিলাম। তাহাতে গিবিয়ার গৃহস্থেরা
আমার প্রতিকূলে উঠিয়া রাত্রিকালে আমার
জন্য গৃহের চারিদিক্ বেষ্টন করিল; তাহারা
আমাকে বধ করিবার কল্পনা করিয়াছিল, আর
তাহারা আমার উপপত্নীকে বলাৎকার করায়
৬ সে মরিয়া গেল। পরে আমি নিজ উপপত্নীকে
লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ইস্রায়েলের অধিকারস্থ
প্রদেশের সর্ব্বত্র পাঠাইলাম, কেননা তাহারা
ইস্রায়েলের মধ্যে কুকর্ম্ম ও মূঢ়তার কার্য্য করি-
৭ য়াছে। দেখ, তোমরা সকলেই ইস্রায়েল-সন্তান;
অতএব এ বিষয়ে আপন আপন মত বলিয়া
মন্ত্রণা স্থির কর।
৮ তখন সকল লোক এক মানুষের ন্যায় উঠিয়া
কহিল, আমরা কেহ আপন তাম্বুতে যাইব
না, কেহ আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিব না;
৯ কিন্তু এখন গিবিয়ার প্রতি এই কার্য্য করিব,
আমরা গুলিবাঁটপূর্ব্বক তাহার প্রতিকূলে যাইব।
১০ আর আমরা লোকদের জন্য খাদ্য দ্রব্য
আনয়নার্থে ইস্রায়েল-বংশসমূহের মধ্যে এক
শত লোকের প্রতি দশ, সহস্রের প্রতি এক শত
ও দশ সহস্রের প্রতি এক সহস্র লোক গ্রহণ
করিব, যেন আমরা বিন্যামীনের গিবিয়াতে
গিয়া ইস্রায়েলের মধ্যে কৃত সমস্ত মূঢ়তার
১১ কর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল দিতে পারি। এইরূপে
ইস্রায়েলের সমস্ত লোক এক মনুষ্যের ন্যায়
একযোগ হইয়া ঐ নগরের প্রতিকূলে একত্র
হইল।
১২ পরে ইস্রায়েলের বংশসমূহ বিন্যামীন-বং-
শের সর্ব্বত্র লোক প্রেরণ করিয়া কহিল, তোমা-
১৩ দের মধ্যে এ কি দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে? তোমরা
এখন ঐ লোকদিগকে, গিবিয়ানিবাসী পাষণ্ড-
দিগকে, সমর্পণ কর, আমরা তাহাদিগকে বধ
করিয়া ইস্রায়েল হইতে দুষ্টতা দূরীভূত করিব।
কিন্তু বিন্যামীন আপন ভ্রাতাদের অর্থাৎ ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের কথা মানিতে সম্মত হইল
১৪ না। বরং ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধার্থে
বিন্যামীনের সন্তানগণ নগর সকল হইতে গিবি-
১৫ য়াতে গিয়া একত্র হইল। ঐ দিনে নগর সকল
হইতে [আগত] বিন্যামীনের সন্তানদের ছাব্বিশ
সহস্র খড়্গধারী লোক গণিত হইল; ইহারা
গিবিয়ানিবাসিগণ হইতে ভিন্ন; তাহারাও সাত
১৬ শত মনোনীত লোক গণিত হইল। আবার এই
সকল লোকের মধ্যে সাত শত মনোনীত
লোক নেটা ছিল; তাহাদের প্রত্যেক জন কেশ
লক্ষ্যে ফিঙ্গার পাতর মারিতে পারিত; লক্ষ্য-
চ্যুত হইত না।
১৭ বিন্যামীন ভিন্ন ইস্রায়েলের খড়্গধারী চারি
লক্ষ লোক গণিত হইল; ইহারা সকলেই যোদ্ধা
১৮ ছিল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ উঠিয়া বৈথেলে
গিয়া ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল; তাহারা
কহিল, বিন্যামীনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ

Digitized by Google

করিতে আমাদের মধ্যে প্রথমে কে যাইবে ?
তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, প্রথমে যিহূদা
১৯ যাইবে। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রাতঃকালে
উঠিয়া গিবিয়ার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল।
২০ পরে ইস্রায়েল লোকেরা বিন্যামীনের সহিত
যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া গেল ; তাহাদের
সহিত যুদ্ধ করিতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ গিবিয়ার
২১ সমীপে সৈন্য রচনা করিল। তখন বিন্যামীনের
সন্তানগণ গিবিয়া হইতে বাহির হইয়া ঐ দিবসে
ইস্রায়েলের মধ্যে বাইশ সহস্র লোককে সংহার
করিয়া ভূতলশায়ী করিল।
২২ পরে ইস্রায়েলের লোকেরা আপনাদিগকে
আশ্বাস দিয়া, প্রথম দিবসে যে স্থানে সৈন্য
রচনা করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই স্থানে সৈন্য
২৩ রচনা করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ উঠিয়া
গিয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
রোদন করিল, এবং তাহারা সদাপ্রভুর কাছে
জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যা-
মীনের সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিতে কি পুন-
র্ব্বার যাইব ? তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন,
২৪ তাহার প্রতিকূলে যাও। পরে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ দ্বিতীয় দিবসে বিন্যামীনের সন্তানগণের
২৫ প্রতিকূলে উপস্থিত হইল। আর বিন্যামীন
সেই দ্বিতীয় দিবসে তাহাদের প্রতিকূলে গিবিয়া
হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের মধ্যে আঠার সহস্র লোককে সংহার
করিয়া ভূতলশায়ী করিল, ইহারা সকলেই খড়্গ-
ধারী ছিল।
২৬ পরে সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান, সমস্ত লোক,
যাইয়া বৈথেলে উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে
সদাপ্রভুর সম্মুখে রোদন করিল ও বসিয়া রহিল,
এবং সে দিবসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া
সদাপ্রভুর সম্মুখে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎ-
২৭ সর্গ করিল। সেই সময়ে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক
ঐ স্থানে ছিল, এবং হারোণের পৌত্র ইলীয়া-
সরের পুত্র পীনহস তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান
২৮ ছিলেন ; অতএব ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুকে
এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপন ভ্রাতা
বিন্যামীনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে
এখনও কি পুনর্ব্বার যাইব ? না ক্ষান্ত হইব ?
তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, যাও, কেননা কল্য
আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব।
২৯ পরে ইস্রায়েল গিবিয়ার চারিদিকে ঘাঁটি
বসাইল।
৩০ অনন্তর তৃতীয় দিবসে ইস্রায়েল-সন্তানগণ
বিন্যামীনের সন্তানগণের প্রতিকূলে উঠিয়া গিয়া
পূর্ব্বরীতিক্রমে গিবিয়ার সমীপে সৈন্য রচনা
৩১ করিল। তখন বিন্যামীনের সন্তানগণ ঐ লোক-
দের বিরুদ্ধে বাহির হইল, এবং নগর হইতে
দূরে আকর্ষিত হইয়া পূর্ব্বমত লোকদিগকে
আঘাত ও বধ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ
বৈথেলে যাইবার ও ক্ষেত্রস্থ গিবিয়াতে যাই-
বার দুই রাজপথে তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে
৩২ ন্যূনাধিক ত্রিশ জনকে বধ করিল। তাহাতে
বিন্যামীনের সন্তানগণ কহিল, উহারা আমাদের
সম্মুখে পূর্ব্বমত পরাজিত হইতেছে। কিন্তু ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ বলিয়াছিল, আইস, আমরা পলা-
ইয়া উহাদিগকে নগর হইতে রাজপথদ্বয়ে আক-
৩৩ র্ষণ করি। অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
আপন আপন স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া বাল-
তামরে সৈন্য রচনা করিল ; ইতিমধ্যে ইস্রা-
য়েলের লুক্কায়িত লোকেরা আপন আপন স্থান
হইতে অর্থাৎ গিবিয়ার মাঠ হইতে নির্গত
৩৪ হইল। অনন্তর সমস্ত ইস্রায়েল হইতে দশ সহস্র
মনোনীত লোক গিবিয়ার সম্মুখে আসিল,
তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইল ; কিন্তু উহারা
জানিত না যে, অমঙ্গল উহাদের অতীব নিকট-
৩৫ বর্ত্তী। তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সম্মুখে বিন্যা-
মীনকে আঘাত করিলেন, আর সেই দিনে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ বিন্যামীনের পঁচিশ সহস্র এক
শত লোককে বধ করিল, ইহারা সকলেই খড়্গ-
ধারী ছিল।
৩৬ এইরূপে বিন্যামীনের সন্তানগণ দেখিল যে,
তাহারা পরাহত হইয়াছে ; কারণ ইস্রায়েলের
লোকেরা বিন্যামীনের নিকট হইতে পলায়ন
করিয়াছিল, যেহেতু তাহারা যাহাদিগকে গিবি-
য়ার বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়াছিল, সেই লুক্কায়িত
৩৭ লোকদের উপরে নির্ভর করিতেছিল। ইতি-
মধ্যে ঐ লুক্কায়িতেরা সত্বর গিবিয়া আক্রমণ
করিল, আর প্রবেশ করিয়া খড়্গধারে সমস্ত
৩৮ নগরকে আঘাত করিল। সেই লুক্কায়িতেরা যেন
নগর হইতে ধূমের বৃহৎ মেঘ উদ্গত করিয়া চিহ্ন
দেখায়, ইস্রায়েলের লোকদের সহিত তাহাদের
৩৯ এই সঙ্কেত স্থির হইয়াছিল। অতএব ইস্রা-
য়েলের লোকেরা সংগ্রাম করিতে করিতে মুখ
ফিরাইল। তখন বিন্যামীন তাহাদের অনুমান
ত্রিশ জনকে আঘাত ও বধ করিয়াছিল, কেননা
তাহারা বলিয়াছিল, প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এবারেও
৪০ উহারা আমাদের সম্মুখে পরাজিত হইল। কিন্তু
যখন নগর হইতে স্তম্ভাকারে ধূমময় মেঘ উঠিতে
লাগিল, তখন বিন্যামীন পশ্চাতে অবলোকন
করিল, আর দেখ, সমস্ত নগর ধূমময় হইয়া
৪১ আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। আর ইস্রায়েলের
লোকেরাও মুখ ফিরাইয়াছিল ; তাহাতে অমঙ্গল
আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল দেখিয়া বিন্যা-
৪২ মীনের লোকেরা বিহ্বল হইল। অতএব তাহারা

Digitized by Google

১৬ তোমার যার পিছে পিছে ফিরিয়া যাও। কিন্তু
রূৎ কহিল, তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে,
তোমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া যাইতে, আ-
মাকে অনুরোধ করিও না ; তুমি যেখানে যাইবে,
আমিও তথায় যাইব ; এবং তুমি যেখানে
থাকিবে, আমিও তথায় থাকিব ; তোমার লোকই
আমার লোক, তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর ;
১৭ তুমি যে স্থানে মরিবে, আমিও সেই স্থানে মরিব,
সেই স্থানেই কবরপ্রাপ্ত হইব ; কেবল মৃত্যু
ব্যতীত আর কিছুই যদি আমাকে ও তোমাকে
পৃথক্ করিতে পারে, তবে সদাপ্রভু আমাকে
১৮ অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। পরে তাহার
সহিত যাইতে রূতের দৃঢ় মনস্থ আছে, ইহা
দেখিয়া সে তাহাকে আর কিছু বলিল না।
১৯ পরে তাহারা দুই জন যাইতে যাইতে শেষে
বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল। যখন বৈৎলেহমে
উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের বিষয়ে সমস্ত
নগরে জনরব হইল ; স্ত্রীলোকেরা জিজ্ঞাসিল,
২০ উনি কি নয়মী ? তাহাতে সে তাহাদিগকে
কহিল, আমাকে নয়মী [প্রমোদা] বলিও না,
বরং মারা [তিক্তা] বলিয়া ডাক, কেননা সর্ব্ব-
শক্তিমান আমার প্রতি অতিশয় তিক্ত ব্যবহার
২১ করিয়াছেন। আমি পরিপূর্ণা হইয়া যাত্রা করিয়া-
ছিলাম, এখন সদাপ্রভু আমাকে শূন্যা করিয়া
ফিরাইয়া আনিলেন। তোমরা কেন আমাকে
নয়মী বলিয়া ডাকিতেছ ? সদাপ্রভু ত আমার
বিপক্ষে প্রমাণ দিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান আমাকে
নিগ্রহ করিয়াছেন।
২২ এইরূপে নয়মী এবং মোয়াব দেশ হইতে
পরাবৃত্তা তাহার পুত্রবধূ ঐ মোয়াবীয়া রূৎ
তাহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিল ; যবশস্যচ্ছেদনের
আরম্ভকালেই তাহারা বৈৎলেহমে উপস্থিত
হইল।

রূতের প্রতি বোয়সের সদয় ব্যবহার।

২ নয়মীর স্বামী ইলীমেলকের গোষ্ঠীভুক্ত
এক জন ভদ্র ধনবান্ জ্ঞাতি ছিলেন ; তাঁহার
নাম বোয়স।
২ পরে মোয়াবীয়া রূৎ নয়মীকে কহিল, নিবে-
দন করি, আমি ক্ষেত্রে যাইয়া যাহার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ পাই, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শস্যের
পতিত শীষ সংগ্রহ করি। তাহাতে সে কহিল,
৩ বৎসে, যাও। পরে সে গিয়া এক ক্ষেত্রে উপ-
স্থিত হইয়া শস্যচ্ছেদকদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
পতিত শীষ সংগ্রহ করিতে লাগিল ; আর ঘটনা-
ক্রমে সে ইলীমেলকের গোষ্ঠীভুক্ত ঐ বোয়সের
৪ ভূমিখণ্ডেই গিয়া পড়িল। আর দেখ, বোয়স
বৈৎলেহম হইতে আসিয়া শস্যচ্ছেদকদিগকে
কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী হউন।
তাহারা উত্তর করিল, সদাপ্রভু আপনাকে আশী-
৫ র্ব্বাদ করুন। পরে বোয়স শস্যচ্ছেদকদের
উপরে নিযুক্ত আপন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করি-
৬ লেন, এ যুবতী কাহার ? তখন শস্যচ্ছেদকদের
উপরে নিযুক্ত ভৃত্য কহিল, এ সেই মোয়াবীয়া
যুবতী, যে নয়মীর সহিত মোয়াব দেশ হইতে
৭ আসিয়াছে ; সে আমাকে বলিল, অনুগ্রহ করিয়া
আমারে শস্যচ্ছেদকদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আটির
মধ্যে মধ্যে শীষ কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে দেও ;
অতএব সে আসিয়া প্রাতঃকাল অবধি এখন
পর্য্যন্ত রহিয়াছে ; কেবল ঘরে অল্পক্ষণ ছিল।
৮ পরে বোয়স রূৎকে কহিলেন, বৎসে, বলি শুন ;
তুমি কুড়াইতে অন্য ক্ষেত্রে যাইও না, এই স্থান
হইতে যাইও না, কিন্তু এখানে আমার যুবতী
৯ দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। শস্যচ্ছেদকেরা
যে ক্ষেত্রের শস্য কাটিবে, তাহার প্রতি দৃষ্টি
রাখিয়া তুমি দাসীদের পশ্চাৎ যাইও ; তোমাকে
স্পর্শ করিতে আমি কি যুবাদিগকে নিষেধ করি
নাই ? আর পিপাসা হইলে তুমি পাত্রের
নিকটে গিয়া, যুবকগণ যে জল তুলিয়াছে, তাহা
১০ হইতে পান করিও। তাহাতে সে উবুড় হইয়া
ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমি
বিদেশিনী; আপনি আমার তত্ত্ব লইতেছেন,
আপনকার দৃষ্টিতে এ অনুগ্রহ আমি কিসে পাই-
১১ লাম ? বোয়স উত্তর করিলেন, তোমার স্বামীর
মৃত্যুর পরে তুমি তোমার শাশুড়ীর সহিত যেরূপ
ব্যবহার করিয়াছ, এবং আপন পিতামাতা ও
জন্মদেশ ছাড়িয়া, পূর্ব্বে যাহাদিগকে জানিতে
না, এমন লোকদের নিকটে আসিয়াছ, এ সকল
১২ কথা আমার শুনা হইয়াছে। সদাপ্রভু তোমার
কর্ম্মের উপযোগী ফল দিউন ; তুমি ইস্রায়েলের
ঈশ্বর যে সদাপ্রভুর পক্ষের নীচে শরণ লইতে
আসিয়াছ, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ পুরস্কার
১৩ দিউন। তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো,
আপনকার দৃষ্টিতে যেন আমি অনুগ্রহ প্রাপ্ত
হই ; আপনি আমাকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং
আপনকার এই দাসীর কাছে চিত্ত-প্রবোধক
কথা কহিলেন ; আমি ত আপনকার একটী
১৪ দাসীর তুল্যাও নহি। পরে ভোজন সময়ে
বোয়স তাহাকে কহিলেন, তুমি এই স্থানে
আসিয়া রুটী ভোজন কর, এবং তোমার রুটী
খণ্ড সিরকায় ডুবাইয়া লও। তখন সে শস্য-
চ্ছেদকদের পার্শ্বে বসিলে তিনি তাহাকে ভাজা
শস্য দিলেন ; তাহাতে সে ভোজন করিয়া তৃপ্ত
১৫ হইল, এবং কিছু অবশিষ্ট রাখিল। পরে সে
কুড়াইতে উঠিলে বোয়স আপন ভৃত্যদিগকে
আজ্ঞা করিলেন, উহাকে আটির মধ্যেও কুড়া-

Digitized by Google

হইতে দেও, এবং উহাকে তিরস্কার করিও না ;
১৬ আর উহার জন্য বন্ধ আটি হইতে কতক টানিয়া
রাখিয়া দেও, উহাকে কুড়াইতে দেও, ধমকাইও
১৭ না। তাহাতে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রে
কুড়াইল ; পরে সে আপনার কুড়ান শস্য মাড়িলে
প্রায় এক ঐফা যব হইল।
১৮ পরে সে তাহা তুলিয়া লইয়া নগরে গেল,
এবং তাহার শাশুড়ী তাহার কুড়ান শস্য দেখিল ;
আর সে আহার করিয়া তৃপ্ত হইলে পর যাহা
রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া তাহাকে দিল।
১৯ তখন তাহার শাশুড়ী তাহাকে কহিল, তুমি
অদ্য কোথায় কুড়াইয়াছ ? কোথায় কর্ম্ম করি-
য়াছ ? যে ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব লইয়াছেন, তিনি
ধন্য হউন। তখন সে কাহার নিকটে কর্ম্ম
করিয়াছিল, তাহা শাশুড়ীকে জানাইয়া কহিল,
যে ব্যক্তির নিকটে অদ্য কর্ম্ম করিয়াছি, তাঁহার
২০ নাম বোয়স। তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূকে
কহিল, তিনি সেই সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ
করুন, যিনি জীবিত ও মৃতদের প্রতি দয়া নিবৃত্ত
করেন নাই। নয়মী আরও কহিল, সেই ব্যক্তি
আমাদের নিকটসম্বন্ধীয়, তিনি আমাদের মুক্তি-
২১ কর্ত্তা জ্ঞাতিদের মধ্যে এক জন। পরে মোয়াবীয়া
রূৎ কহিল, তিনি আমাকে ইহাও কহিলেন, আমার
সমস্ত শস্যচ্ছেদন সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি
২২ আমার ভৃত্যদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিও। তাহাতে
নয়মী আপন পুত্রবধূ রূৎকে কহিল, বৎসে,
তুমি যে তাঁহার দাসীদের সহিত যাও, সে ভাল ;
তাহা হইলে অন্য কোন ক্ষেত্রে কেহ তোমার
২৩ অপমান করিবে না। অতএব যব ও গোমশস্য-
চ্ছেদন সমাপ্তি পর্য্যন্ত সে কুড়াইবার জন্য বোয়-
সের দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিল, এবং আপন
শাশুড়ীর সহিত বাস করিল।

৩ পরে তাহার শাশুড়ী নয়মী তাহাকে
কহিল, বৎসে, তোমার যাহাতে মঙ্গল
হয়, এমন বিশ্রামস্থান আমি কি তোমার জন্য
২ চেষ্টা করিব না ? সম্প্রতি যে বোয়সের দাসী-
দের সহিত তুমি ছিলে, তিনি কি আমাদের
জ্ঞাতি নহেন ? দেখ, তিনি অদ্য রাত্রিতে শস্য-
৩ মর্দ্দন স্থানে যব ঝাড়িবেন। অতএব তুমি এখন
স্নান কর, তৈল মর্দ্দন কর, ও আপন পরিচ্ছদ
পরিধান করিয়া সেই শস্যমর্দ্দন স্থানে নামিয়া
যাও ; কিন্তু সেই ব্যক্তি ভোজন পান সমাপ্ত
না করিলে তাঁহাকে আপনার পরিচয় দিও না।
৪ তিনি যখন শয়ন করিবেন, তখন তুমি তাঁহার
শয়ন-স্থান দেখিয়া নিশ্চয় করিও ; পরে সেই
স্থানে যাইয়া তাঁহার চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন
করিও ; তাহাতে তিনি আপনি তোমার কর্ত্তব্য
৫ তোমাকে কহিবেন। সে উত্তর করিল, তুমি যাহা
৬ বলিতেছ, সে সমস্তই আমি করিব। পরে সে ঐ
শস্যমর্দ্দনস্থানে নামিয়া গিয়া আপন শাশুড়ীর
৭ সমস্ত আদেশ অনুসারে কার্য্য করিল। ফলতঃ
বোয়স ভোজন পানপূর্ব্বক নিজ অন্তঃকরণ আপ্যা-
য়িত করিয়া শস্যরাশির প্রান্তে শয়ন করিতে
গেলে রূৎ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চরণ
অনাবৃত করিয়া শয়ন করিল।
৮ পরে মধ্যরাত্রে ঐ পুরুষ চকিত হইয়া পার্শ্ব
পরিবর্ত্তন করিলেন ; আর দেখ, এক স্ত্রী তাঁহার
৯ চরণসমীপে শুইয়া আছে। তখন তিনি জিজ্ঞা-
সিলেন, তুমি কে গা ? তাহাতে সে উত্তর করিল,
আমি আপনকার দাসী রূৎ ; আপনকার এই
দাসীর উপরে আপনি নিজ পক্ষ বিস্তার করুন,
১০ কারণ আপনি মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি। তিনি কহি-
লেন, অয়ি বৎসে, তুমি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ-
পাত্রী, কেননা ধনবান্ কি দরিদ্র কোন যুবা
পুরুষের অনুগামিনী না হওয়াতে তুমি প্রথমা-
১১ পেক্ষা শেষে অধিক সুশীলতা দেখাইলে। এখন
বৎসে, ভয় করিও না, তুমি যাহা বলিলে, আমি
তোমার জন্য সে সমস্ত করিব ; কেননা তুমি
যে সাধ্বী, ইহা আমার স্বজাতীয়দের নগর-
১২ দ্বারে সর্ব্ববিদিত। আর আমি মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি,
ইহা সত্য ; কিন্তু আমা হইতেও নিকট সম্প-
১৩ র্কীয় আর এক জন জ্ঞাতি আছে। অদ্য রাত্রি
থাক ; প্রাতঃকালে সে যদি তোমাকে মুক্ত করে,
তবে ভাল, সে মুক্ত করুক ; কিন্তু তোমাকে মুক্ত
করিতে যদি তাহার ইচ্ছা না হয়, তবে জীবৎ
সদাপ্রভুর দিব্য, আমিই তোমাকে মুক্ত করিব ;
১৪ তুমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শুইয়া থাক। তাহাতে
রূৎ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরণসমীপে শুইয়া
রহিল, পরে কেহ কাহাকে চিনিতে পারে, এমন
সময় না হইতে উঠিল ; কারণ বোয়স কহিলেন,
শস্যমর্দ্দনস্থানে এ স্ত্রীলোক যে আসিয়াছে,
১৫ ইহা লোকে জ্ঞাত না হউক। তিনি আরও কহি-
লেন, তোমার আবরণীয় বস্ত্র আন, পাতিয়া
ধর ; তাহাতে রূৎ তাহা পাতিয়া ধরিলে তিনি
ছয় পাত্র যব মাপিয়া তাহার মস্তকে দিয়া নগরে
১৬ চলিয়া গেলেন। পরে রূৎ আপন শাশুড়ীর
নিকটে আসিলে তাহার শাশুড়ী কহিল, বৎসে,
কি হইল ? তাহাতে সে আপনার প্রতি সেই
ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাত করিল।
১৭ আরও কহিল, শাশুড়ীর কাছে সুধু হাতে যাইও
না, ইহা বলিয়া তিনি আমাকে এই ছয় পাত্র
১৮ যব দিয়াছেন। পরে তাহার শাশুড়ী তাহাকে
কহিল, হে বৎসে, এ বিষয়ে কি হয়, তাহা যে
পর্য্যন্ত জানিতে না পার, সে পর্য্যন্ত বসিয়া
থাক ; কেননা সে ব্যক্তি অদ্য এ কর্ম্ম সাঙ্গ না
করিয়া বিশ্রাম করিবেন না।

Digitized by Google

২৪ পরে তাহার স্তন্য ত্যাগ হইলে তিনি তিনটী
বৃষ, এক ঐফা সূজী ও এক কুপা দ্রাক্ষারসের
সহিত তাহাকে শীলোতে সদাপ্রভুর গৃহে লইয়া
২৫ গেলেন; তখন বালকটী অল্পবয়স্ক ছিল। পরে
তাঁহারা বৃষ বলিদান করিলেন ও বালকটীকে
২৬ এলির কাছে আনিলেন। আর হান্না কহিলেন,
হে আমার প্রভো, শুনুন; আপনকার প্রাণের
দিব্য, হে আমার প্রভো, যে স্ত্রী সদাপ্রভুর
উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে করিতে এই স্থানে
আপনকার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে আমি।
২৭ আমি এই বালকের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম;
আর সদাপ্রভুর কাছে যাহা চাহিয়াছিলাম,
২৮ তাহা তিনি আমাকে দিয়াছেন। এই জন্য
আমিও ইহাকে সদাপ্রভুকে দিলাম; এ চির-
জীবনের জন্য সদাপ্রভুকে দত্ত। পরে তাঁহারা
সেই স্থানে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিলেন।

হান্নার প্রশংসা-গীত।

২ পরে হান্না প্রার্থনা করিয়া কহিলেন,
আমার অন্তঃকরণ সদাপ্রভুতে উল্লাসিত,
আমার শৃঙ্গ সদাপ্রভুতে উন্নত হইল;
শত্রুগণের কাছে আমার মুখ বিকসিত হইল;
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিতা
হইলাম।
২ সদাপ্রভুর ন্যায় পবিত্র কেহ নাই;
তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই,
আমাদের ঈশ্বরের তুল্য অচল নাই।
৩ তোমরা এমন মহাশ্লাঘার কথা আর কহিও না,
তোমাদের মুখ হইতে দর্প নির্গত না হউক;
কেননা সদাপ্রভু জ্ঞানের ঈশ্বর,
তাঁহাকর্ত্তৃক কর্ম্ম সকল তুলাতে পরিমিত হয়।
৪ বিক্রমীদের ধনুক ভগ্ন হইল,
স্খলিতেরা পরাক্রমে বদ্ধকটি হইল।
৫ পরিতৃপ্তেরা খাদ্যের জন্য বেতনগ্রাহী হইল,
ক্ষুধিতেরা বিশ্রামপ্রাপ্ত হইল;
বন্ধ্যা সপ্ত পুত্র প্রসব করিল,
বহুপুত্রা ক্ষীণা হইল।
৬ সদাপ্রভু মৃত্যু ঘটান ও জীবন দেন,
তিনি পাতালে নামান ও ঊর্দ্ধে তুলেন।
৭ সদাপ্রভু দরিদ্র করেন ও ধনী করেন,
তিনি নত করেন ও উন্নত করেন।
৮ তিনি ধূলি হইতে দীনহীনকে তুলেন,
সারের ঢিবি হইতে দরিদ্রকে উঠান,
বড় লোকদের মধ্যে উপবেশন করান,
প্রতাপ-সিংহাসনের অধিকারী করেন।
কেননা পৃথিবীর স্তম্ভ সকল সদাপ্রভুর,
তিনি তদুপরি জগৎ স্থাপন করিয়াছেন।
৯ তিনি আপন সাধুদিগের চরণ রক্ষা করিবেন,
কিন্তু দুষ্টগণ অন্ধকারে স্তব্ধীকৃত হইবে;
কেননা কোন মনুষ্য বলে জয়ী হইবে না।
১০ সদাপ্রভুর সহিত বিবাদকারিগণ ভগ্ন হইবে;
তিনি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের উপরে বজ্রনাদ
করিবেন;
সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত শাসন করিবেন,
তিনি আপন রাজাকে বল দিবেন,
আপন অভিষিক্তের শৃঙ্গ উন্নত করিবেন।
১১ পরে ইল্‌কানা রামায় আপন বাটীতে গেলেন।
আর বালকটী এলি যাজকের সম্মুখে সদাপ্রভুর
পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এলির দুই পুত্রের দুষ্টতা ও তাহার ফল।

১২ এলির দুই পুত্র পাষণ্ড ছিল, তাহারা সদা-
১৩ প্রভুকে জানিত না। ফলতঃ ঐ যাজকেরা লোক-
দের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিত; কেহ বলি-
দান করিলে যখন তাহার মাংস সিদ্ধ করা যাইত,
তখন যাজকের ভৃত্য ত্রিকণ্টক শূল হস্তে করিয়া
১৪ আসিত; এবং ভাবরে কিম্বা হাঁড়িতে কিম্বা
কটাহে কিম্বা বহুগুণাতে তাহা মারিত; আর
সেই শূলে যাহা উঠিত, তাহা সকলই যাজক
তৎসহকারে লইয়া যাইত; ইস্রায়েলের যত
লোক শীলোতে আসিত, সেই সকলের প্রতি
১৫ তাহারা এইরূপ ব্যবহার করিত। অধিকন্তু মেদ
দগ্ধ না হইতে যাজকের ভৃত্য আসিয়া যজমানকে
কহিত, যাজককে শূল্য মাংস দেও; সে তোমা
হইতে সিদ্ধ মাংস লইবে না, কাঁচাই লইবে।
১৬ তাহাতে ঐ ব্যক্তি যখন বলিত, প্রথমে মেদ দগ্ধ
করিতে হইবে, তৎপরে তোমার প্রাণের অভিলাষ
অনুসারে গ্রহণ করিও, তখন সে উত্তর করিয়া
বলিত, না, এক্ষণই দেও, নতুবা কাড়িয়া লইব।
১৭ ইহাতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ যুবাদের পাপ
অতিশয় ভারী হইল, কেননা লোকেরা সদাপ্রভুর
নৈবেদ্য অবজ্ঞা করিত।
১৮ তৎকালে বালক শমূয়েল একখানি শুক্র এফোদ
পরিহিত হইয়া সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিতেন।
১৯ আর তাঁহার মাতা প্রতিবৎসর এক একখানি ক্ষুদ্র
বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সহিত বার্ষিক বলি-
দানার্থে আসিবার সময়ে আনিয়া তাঁহাকে
২০ দিতেন। আর এলি ইল্‌কানাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে
এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সদাপ্রভুকে দত্ত
এই বালকের পরিবর্ত্তে তিনি এই স্ত্রী হইতে
তোমাকে আরও সন্তান দিউন। পরে তাঁহারা
২১ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আর সদাপ্রভু হান্নার
তত্ত্বাবধান করিলেন; তাহাতে তিনি গর্ভবতী
হইয়া [একে একে] তিন পুত্র ও দুই কন্যা

Digitized by Google

প্রসব করিলেন। ইতিমধ্যে শমূয়েল বালক সদা-
প্রভুর সাক্ষাতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন।
২২ এলি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সমস্ত
ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার পুত্রেরা যাহা যাহা
করে, তাহার কথা, এবং সমাগমের তাম্বুর দ্বার-
সমীপে সেবার্থে শ্রেণীভূতা স্ত্রীদিগের সহিত
তাহারা শয়ন করে, সে সমস্ত তিনি শুনিতে পাই-
২৩ লেন। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা
কেন এমন ব্যবহার করিতেছ? আমি এই সমস্ত
লোকের নিকটে তোমাদের মন্দ ক্রিয়ার কথা
২৪ শুনিতেছি। হে আমার পুত্রগণ, না না, আমি
যে জনরব শুনিতে পাইতেছি, তাহা ভাল নয়;
তোমরা সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে আজ্ঞালঙ্ঘন
২৫ করাইতেছ। মনুষ্য যদি মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ
করে, তবে ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু
মনুষ্য যদি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে
তাহার জন্য কে বিনতি করিবে? তথাপি তাহারা
পিতার বাক্যে অবধান করিত না, কেননা তাহা-
দিগকে বধ করা সদাপ্রভুর অভিপ্রেত ছিল।
২৬ কিন্তু শমূয়েল বালক উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া
সদাপ্রভুর ও মনুষ্যদের সাক্ষাতে অনুগ্রহের পাত্র
হইলেন।
২৭ পরে ঈশ্বরের এক জন লোক এলির নিকটে
আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে
সময়ে তোমার পিতার কুল মিসরে ফরৌণের
অধীন ছিল, তখন আমি না প্রত্যক্ষরূপে তাহা-
২৮ দিগকে দর্শন দিয়াছিলাম? আমার যাজন কর্ম
করিতে, আমার যজ্ঞবেদির উপরে বলি উৎসর্গ
করিতে ও ধূপ জ্বালাইতে, এবং আমার সাক্ষাতে
এফোদ পরিধান করিতে আমি না ইস্রায়েলের
সমস্ত বংশ হইতে তাহাকে মনোনীত করিয়া-
ছিলাম? আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের অগ্নিকৃত
যাবতীয় উপহার তোমার পিতৃকুলকে দিয়া-
২৯ ছিলাম। অতএব আমি আপন আবাসে যাহা
উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, আমার সেই
বলি ও নৈবেদ্যের উপরে তোমরা কেন পদাঘাত
করিতেছ? এবং আমার প্রজা ইস্রায়েলের যাব-
তীয় নৈবেদ্যের অগ্রিমাংশ দ্বারা যাহাতে তোমরা
হৃষ্টপুষ্ট হও, এই আশয়ে তুমি কেন আমা
অপেক্ষা আপন পুত্রদিগকে অধিক গৌরবান্বিত
৩০ করিতেছ? অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু
কহেন, আমি নিশ্চয় বলিয়াছিলাম; তোমার
কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগানুক্রমে আমার
সম্মুখে গতায়াত করিবে, কিন্তু এখন সদাপ্রভু
কহেন, তাহা আমা হইতে দূরে থাকুক। কেননা
যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে
আমি গৌরবান্বিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে
৩১ তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে। দেখ,
এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি তোমার
বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু ছেদন করিব,
৩২ তোমার কুলে এক বৃদ্ধও থাকিবে না। আর ইস্রা-
য়েলকে দত্ত সমস্ত মঙ্গলে তুমি [এই] আবাসে
সঙ্কট দেখিবে, এবং তোমার কুলে কেহ কখনও
৩৩ বৃদ্ধ হইবে না। আর আমি আপন যজ্ঞবেদি
হইতে তোমার যে লোককে ছেদন না করিব,
সে তোমার চক্ষুর ক্ষয় ও প্রাণের ব্যথা জন্মাই-
বার জন্য থাকিবে, এবং তোমার কুলে উৎপন্ন
৩৪ সমস্ত লোক যৌবনাবস্থায় মরিবে। আর হফ্‌নি
ও পীনহস নামে তোমার দুই পুত্রের উপরে
যাহা ঘটিবে, তাহা তোমার জন্য অভিজ্ঞান
হইবে; তাহারা দুই জন এক দিবসে মরিবে
৩৫ আর আমি আপনার নিমিত্তে এক বিশ্বাস্য
যাজককে উৎপন্ন করিব, সে আমার হৃদয়ের
ও আমার মনের মত কর্ম্ম করিবে; আর আমি
তাহার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করিব; সে
নিয়ত আমার অভিষিক্তের সম্মুখে গতায়াত
৩৬ করিবে। আর তোমার কুলের মধ্যে অবশিষ্ট
প্রত্যেক জন এক রৌপ্যমুদ্রা ও এক খণ্ড রুটীর
নিমিত্তে তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে আসিবে,
আর বলিবে, বিনয় করি, আমি যাহাতে এক খণ্ড
রুটী খাইতে পাই, তন্নিমিত্তে একটী যাজকত্বপদে
আমাকে নিযুক্ত করুন।

শমূয়েলের দর্শনপ্রাপ্তি।

৩ আর বালক শমূয়েল এলির সমক্ষে সদা-
প্রভুর পরিচর্য্যা করিতেন। আর তৎকালে
সদাপ্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন যখন তখন
২ হইত না। আর তৎকালে ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে
৩ এলি আর দেখিতে পাইতেন না। এক দিন এলি
স্বস্থানে শয়ন করিয়া আছেন, এবং ঈশ্বরীয়
সিন্দুক যে স্থানে ছিল, শমূয়েল সেই স্থানে
অর্থাৎ সদাপ্রভুর আবাসের মধ্যে ঈশ্বরীয়
৪ প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে শুইয়া আছেন; এমন
সময়ে সদাপ্রভু শমূয়েলকে ডাকিলেন; তাহাতে
৫ তিনি উত্তর করিলেন, এই যে আমি। পরে তিনি
এলির নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিলেন, এই
যে আমি; আপনি ত আমাকে ডাকিয়াছেন।
তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি ডাকি নাই, তুমি
ফিরিয়া গিয়া শয়ন কর। তখন তিনি গিয়া শয়ন
৬ করিলেন। পরে সদাপ্রভু পুনর্ব্বার ডাকিলেন,
হে শমূয়েল; তাহাতে শমূয়েল উঠিয়া এলির
নিকটে গিয়া কহিলেন, এই যে আমি; আপনি
ত আমাকে ডাকিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন,
বৎস, আমি ডাকি নাই, তুমি ফিরিয়া গিয়া
৭ শয়ন কর। সেই সময়ে শমূয়েল সদাপ্রভুর পরি-
চয় পান নাই, এবং তাঁহার কাছে সদাপ্রভুর

Digitized by Google

৮ বাক্যও প্রকাশিত হয় নাই। পরে সদাপ্রভু
তৃতীয় বার শমূয়েলকে ডাকিলেন; তাহাতে
তিনি উঠিয়া এলির নিকটে গিয়া কহিলেন, এই
যে আমি; আপনি ত আমাকে ডাকিয়াছেন।
তখন এলি বুঝিলেন, সদাপ্রভুই বালককে
৯ ডাকিতেছেন। অতএব এলি শমূয়েলকে কহিলেন,
তুমি গিয়া শয়ন কর; যদি তিনি আবার
তোমাকে ডাকেন, তবে বলিও, হে সদাপ্রভো,
বলুন, আপনকার দাস শুনিতেছে। তখন শমূ-
১০ য়েল গিয়া স্বস্থানে শয়ন করিলেন। পরে সদা-
প্রভু আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অন্য অন্য
বারের ন্যায় ডাকিয়া কহিলেন, শমূয়েল, শমূ-
য়েল; তাহাতে শমূয়েল উত্তর করিলেন, বলুন,
১১ আপনকার দাস শুনিতেছে। তখন সদাপ্রভু
শমূয়েলকে কহিলেন, দেখ, আমি ইস্রায়েলের
মধ্যে এক কর্ম্ম করিব, তাহা যে শুনিবে, তাহারই
১২ কর্ণযুগল শিহরিয়া উঠিবে। আমি এলির কুলের
বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সমস্ত সেই
দিনে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সফল করিব।
১৩ বস্তুতঃ আমি তাহাকে বলিয়াছি, আমি যুগানু-
ক্রমে তাহার কুলকে দণ্ড দিব, কারণ সে ঐ অপ-
রাধ জানে; তাহার পুত্রেরা আপনাদিগকে
শাপগ্রস্ত করিতেছে, তথাপি সে তাহাদিগকে
১৪ ক্ষান্ত করে নাই। অতএব এলির কুলের বিষয়ে
আমি এই শপথ করিয়াছি যে, এলির কুলের
অপরাধ বলিদান কি নৈবেদ্য দ্বারা কখনই পরি-
ষ্কৃত হইবে না।
১৫ পরে শমূয়েল প্রভাত পর্য্যন্ত শুইয়া রহিলেন,
পরে সদাপ্রভুর গৃহের কবাট মুক্ত করিলেন;
কিন্তু শমূয়েল এলিকে ঐ দর্শনের বিষয় জানাইতে
১৬ ভীত হইলেন। পরে এলি শমূয়েলকে ডাকিলেন,
কহিলেন, হে আমার বৎস শমূয়েল! তিনি উত্তর
১৭ করিলেন, এই যে আমি। তখন এলি জিজ্ঞাসা
করিলেন, তিনি তোমাকে কি কথা কহিলেন?
বিনয় করি, আমা হইতে তাহা গোপন করিও
না; ঈশ্বর যে যে কথা তোমাকে বলিয়াছেন,
তাহার কোন কথা যদি আমা হইতে গোপন কর,
তবে তিনি তোমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড
১৮ দিউন। তখন শমূয়েল তাঁহাকে সেই সমস্ত কথা
কহিলেন, কিছুই গোপন করিলেন না। তাহাতে
এলি কহিলেন, তিনি সদাপ্রভু; তাঁহার দৃষ্টিতে
যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন।
১৯ পরে শমূয়েল বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন,
এবং সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার
২০ কোন কথা ভূমিতে পড়িতে দিতেন না। তাহাতে
শমূয়েল সদাপ্রভুর ভাববাদী হইবার জন্য বিশ্বা-
সের পাত্র হইয়াছেন, ইহা দান অবধি বের্‌শেবা
২১ পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েল জ্ঞাত হইল। আর সদা-
প্রভু শীলোতে পুনরায় দর্শন দিলেন, কেননা
সদাপ্রভু শীলোতে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর
বাক্য দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিতেন। আর
সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে শমূয়েলের বাক্য উপ-
স্থিত হইত।

ঈশ্বরীয় তাম্বু পলেষ্টীয়দের হস্তগত হয়। এলির মৃত্যু।

৪ পরে ইস্রায়েল যুদ্ধার্থে পলেষ্টীয়দের
বিপরীতে বাহির হইয়া এবন-এষরে শিবির
স্থাপন করিল, এবং পলেষ্টীয়েরা অফেকে শিবির
২ স্থাপন করিল। পরে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের
বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিল; যখন যুদ্ধ বাধিয়া
গেল, তখন ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের সম্মুখে
পরাহত হইল; উহারা ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর
অনুমান চারি সহস্র লোক নিহনন করিল।
৩ পরে লোকেরা শিবিরে প্রবেশ করিলে ইস্রা-
য়েলের প্রাচীনবর্গ কহিলেন, সদাপ্রভু অদ্য
পলেষ্টীয়দের সম্মুখে আমাদিগকে কেন আঘাত
করিলেন? আইস, আমরা শীলো হইতে
আপনাদের নিকটে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক
আনাই, যেন তাহা আমাদের মধ্যে আসিয়া
শত্রুগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার করে।
৪ অতএব লোকেরা শীলোতে দূত পাঠাইয়া করূব-
দ্বয়ে আসীন বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নিয়ম-
সিন্দুক তথা হইতে আনাইল। তখন এলির দুই
পুত্র, হফ্‌নি ও পীনহস, সে স্থানে ঈশ্বরের
৫ নিয়মসিন্দুকের সহিত ছিল। পরে সদাপ্রভুর
নিয়মসিন্দুক শিবিরে উপস্থিত হইলে সমস্ত
ইস্রায়েল এমন মহাসিংহনাদ করিয়া উঠিল
৬ যে, তাহাতে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। তখন
পলেষ্টীয়েরা ঐ সিংহনাদের ধ্বনি শুনিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, ইব্রীয়দের শিবিরে মহাসিংহ-
নাদের ঐ ধ্বনি কেন হইতেছে? পরে তাহারা
বুঝিল, সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক শিবিরে আসি-
৭ য়াছে। তখন পলেষ্টীয়েরা ভীত হইয়া কহিল,
শিবিরে ঈশ্বর আসিয়াছেন। আরও কহিল,
হায়, হায়, ইহার পূর্ব্বে ত কখনও এমন হয়
৮ নাই। হায়, হায়, এ পরাক্রমী ঈশ্বরের হস্ত
হইতে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? ইনি
সেই ঈশ্বর, যিনি প্রান্তরে সর্ব্বপ্রকার আঘাতে
৯ মিস্রীয়দিগকে বধ করিয়াছিলেন। হে পলেষ্টী-
য়েরা, বলবান্ হও, পুরুষত্ব দেখাও; ঐ ইব্রী-
য়েরা যেমন তোমাদের দাস হইল, তদ্রূপ তোমরা
যেন উহাদের দাস না হও; পুরুষত্ব দেখাও,
১০ যুদ্ধ কর। তখন পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিলে ইস্রা-
য়েল পরাহত হইয়া প্রত্যেক জন আপন আপন
তাম্বুতে পলায়ন করিল। অতি মহাসংহার হইল,

Digitized by Google

ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ সহস্র পদাতিক মারা
১১ পড়িল। আর ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল,
এবং এলির দুই পুত্র, হফ্‌নি ও পীনহস, মারা
পড়িল।
১২ তখন বিন্যামীনীয় এক জন লোক সৈন্যশ্রেণী
হইতে দৌড়িয়া গিয়া সেই দিবসে শীলোতে
উপস্থিত হইল; তাহার বস্ত্র বিদীর্ণ ও মস্তকে
১৩ মৃত্তিকা ছিল। যখন সে আসিতেছিল, দেখ,
পথের পার্শ্বে এলি আপন আসনে বসিয়া
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কেননা তাঁহার অন্তঃ-
করণ ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্য থরথর করিয়া
কাঁপিতেছিল। পরে সেই লোকটী নগরে উপ-
স্থিত হইয়া ঐ সংবাদ দিলে নগরস্থ সকল লোক
১৪ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে এলি সেই ক্রন্দ-
নের শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কলরবের
কারণ কি? তখন সেই লোকটী শীঘ্র আসিয়া
১৫ এলিকে সংবাদ দিল। ঐ সময়ে এলি আটা-
নব্বই বৎসর বয়স্ক ছিলেন, এবং ক্ষীণদৃষ্টি হও-
১৬ য়াতে দেখিতে পাইতেন না। সেই ব্যক্তি এলিকে
বলিল, আমি সৈন্যশ্রেণী হইতে আসিয়াছি,
অদ্যই সৈন্যশ্রেণী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি।
১৭ এলি জিজ্ঞাসিলেন, বৎস, সমাচার কি? বার্ত্তা-
বাহক উত্তর করিল, ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের
সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছে, ও লোকদের
মধ্যে মহাসংহার হইয়াছে; বিশেষতঃ আপ-
নার দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহসও মরিয়াছে,
এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে।
১৮ তখন সে ঈশ্বরের সিন্দুকের নাম করিবামাত্র
এলি দ্বারের পার্শ্বে আসন হইতে পশ্চাতে পতিত
হইলেন, এবং তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি
মরিয়া গেলেন, কেননা তিনি বৃদ্ধ ও ভারী
ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর ইস্রায়েলের
বিচার করিয়াছিলেন।
১৯ তখন তাঁহার পুত্রবধূ পীনহসের স্ত্রী গর্ব্ভবতী
ছিল, প্রসবকাল সন্নিকট হইয়াছিল; ঈশ্বরের
সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে, এবং তাহার শ্বশুর
ও স্বামী মরিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া সে নত
হইয়া প্রসব করিল; কারণ তাহার প্রসববেদনা
২০ হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাহার মরণ
সময়ে নিকটে দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোকেরা তাহাকে
কহিল, ভয় নাই, তুমি ত পুত্র প্রসব করিলে।
কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না, কিছুই মনোযোগ
২১ করিল না। পরে সে বালকটীর নাম ঈখাবোদ
[হীনপ্রতাপ] রাখিয়া কহিল, ইস্রায়েল হইতে
প্রতাপ গেল; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত
হইয়াছিল, এবং তাহার শ্বশুরের ও স্বামীর মৃত্যু
২২ হইয়াছিল। সে কহিল, ইস্রায়েল হইতে প্রতাপ
গেল, কারণ ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে।

তাম্বু পুনরায় ইস্রায়েলীয়দের হস্তগত হয়।

৫ ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক
লইয়া এবন-এষর হইতে অস্‌দোদে গিয়া-
২ ছিল। পরে পলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক
দাগোনের মন্দিরে লইয়া গিয়া দাগোনের পার্শ্বে
৩ স্থাপন করিল। পরদিবসে অস্‌দোদের লোকেরা
প্রত্যূষে উঠিল, আর দেখ, সদাপ্রভুর সিন্দুকের
সম্মুখে দাগোন মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পড়িয়া
আছে; তাহাতে তাহারা দাগোনকে তুলিয়া
৪ পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপন করিল। তাহার পর-
দিবসেও লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল, আর দেখ,
সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন মৃত্তিকাতে
উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, এবং গোবরাটে
দাগোনের মুণ্ড ও দুই কর ছিন্ন হইয়া পতিত
৫ আছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই
নিমিত্তে দাগোনের পুরোহিত প্রভৃতি যত লোক
দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহাদের মধ্যে
অদ্য পর্য্যন্ত কেহ অস্‌দোদে স্থিত দাগোনের
গোবরাটে পা দেয় না।
৬ আর অস্‌দোদীয়দের উপরে সদাপ্রভুর হস্ত
ভারী হইল, এবং তিনি তাহাদিগকে সংহার
করিলেন, অস্‌দোদের ও তদঞ্চলের লোকদিগকে
৭ অর্শরোগ দ্বারা আঘাত করিলেন। পরে অস্‌-
দোদীয়েরা এইরূপ দেখিয়া কহিল, ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের সিন্দুক আমাদের কাছে থাকিবে না;
কেননা আমাদের উপরে ও আমাদের দেবতা
দাগোনের উপরে তাঁহার হস্ত ক্লেশদায়ক হই-
৮ য়াছে। অতএব তাহারা লোক পাঠাইয়া পলে-
ষ্টীয়দের ভূপালদিগকে আপনাদের নিকটে একত্র
করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুকের
বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য? ভূপালেরা কহি-
লেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক গাতে নীত
হউক। তাহাতে তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
৯ সিন্দুক তথায় লইয়া গেল। লইয়া গেলে পর
ঐ নগরে সদাপ্রভুর হস্ত আত্যন্তিক ত্রাসজনক
হইল, এবং তিনি নগরের ক্ষুদ্র কি মহান্‌ সকল
লোককে আঘাত করিলেন, তাহাদের অর্শরোগ
হইল।
১০ পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে প্রেরণ
করিল। কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে উপস্থিত
হইলে ইক্রোণীয়েরা ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমা-
দিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ করিবার
জন্য উহারা আমাদের কাছে ইস্রায়েলের ঈশ্ব-
১১ রের সিন্দুক আনিয়াছে। পরে তাহারা লোক
পাঠাইয়া পলেষ্টীয়দের সমস্ত ভূপালকে একত্র
করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক

Digitized by Google

পাঠাইয়া দিউন, তাহা স্বস্থানে ফিরিয়া যাউক,
আমাদিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ না
করুক; কারণ মারীভয়ে নগরের সর্ব্বত্র ত্রাস
হইয়াছিল; সেই স্থানে ঈশ্বরের হস্ত অতিশয়
১২ ভারী হইয়াছিল। যে লোকেরা মারা না পড়িল,
তাহারা অর্শরোগে আহত হইল; নগরের আর্ত্ত-
নাদ গগন পর্য্যন্ত উঠিল।

৬ সদাপ্রভুর সিন্দুক পলেষ্টীয়দের দেশে
সাত মাস থাকিল। পরে পলেষ্টীয়েরা
যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া কহিল, সদা-
প্রভুর সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য?
বল দেখি, আমরা কি দিয়া তাহা স্বস্থানে পাঠা-
৩ ইয়া দিব? তাহারা কহিল, তোমরা যদি ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক পাঠাইয়া দেও, তবে
শূন্য পাঠাইও না, কোন প্রকারে দোষার্থক উপ-
হার তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেও; তাহাতে
সুস্থ হইতে পারিবে, এবং তোমাদের হইতে
তাঁহার হস্ত কেন অন্তরিত হইতেছে না, তাহা
৪ জানিতে পারিবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,
দোষার্থক উপহাররূপে তাঁহার কাছে কি পাঠা-
ইয়া দিব? তাহারা কহিল, পলেষ্টীয়দের ভূপাল-
গণের সংখ্যানুসারে স্বর্ণময় পাঁচটা অর্শ ও
স্বর্ণময় পাঁচটা মূষিক দেও, কেননা তোমাদের
সকলের ও তোমাদের ভূপালগণের একই রূপ
৫ উৎপাত ঘটিয়াছে। অতএব তোমরা আপনাদের
অর্শের প্রতিমা ও দেশনাশকারী মূষিকদের
প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
মহিমা স্বীকার কর; হয় ত তিনি তোমাদের
উপর হইতে, তোমাদের দেবগণের ও দেশের
উপর হইতে, আপনার হস্ত অন্তরিত করিবেন।
৬ আর তোমরা কেন আপন আপন হৃদয় কঠিন
করিবে? মিস্রীয়েরা ও ফরৌণ এইরূপে আপন
আপন হৃদয় কঠিন করিয়াছিল; তিনি যখন
তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য কার্য্য করিলেন, তখন
তাহারা কি লোকদিগকে বিদায় করিয়া চলিয়া
৭ যাইতে দিল না? অতএব সম্প্রতি [কাষ্ঠ] লইয়া
এক নূতন শকট নির্ম্মাণ কর, এবং কখন যোঁয়ালি
বহন করে নাই, এমন দুইটী দুগ্ধবতী গাভী
লইয়া সেই শকটে যুড়, কিন্তু তাহাদের বৎস
তাহাদের নিকট হইতে ঘরে লইয়া আইস।
৮ আর সদাপ্রভুর সিন্দুক লইয়া সেই শকটের
উপরে রাখ, এবং ঐ যে স্বর্ণময় বস্তুগুলি দোষা-
র্থক উপহাররূপে তাঁহাকে দিবে, তাহা তাহার
পার্শ্বে আধারে রাখ; পরে তাহা বিদায় কর,
৯ সে যাউক। আর নিরীক্ষণ কর; সিন্দুক যদি
নিজ সীমার পথ দিয়া বৈৎ-শেমশে যায়, তবে
তিনিই আমাদের এই মহৎ অমঙ্গল ঘটাইয়া-
ছেন; নতুবা জানিব, আমাদিগকে যে হস্ত
আঘাত করিয়াছে, সে তাঁহার নয়, কিন্তু আমা-
দের প্রতি আকস্মিক ঘটনা হইয়াছে।
১০ পরে লোকেরা সেইরূপ করিল; দুগ্ধবতী
দুইটী গাভী লইয়া শকটে যুড়িল, ও তাহাদের
১১ বৎসদিগকে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পরে
সদাপ্রভুর সিন্দুক এবং ঐ স্বর্ণময় মূষিক ও অর্শ-
প্রতিমাধারী আধার লইয়া শকটোপরি স্থাপন
১২ করিল। পরে সেই দুই গাভী বৈৎ-শেমশের
সোজা পথ ধরিয়া হম্বারব করিতে করিতে ক্রমা-
গত রাজমার্গ দিয়া চলিল, দক্ষিণে কি বামে
ফিরিল না; এবং পলেষ্টীয়দের ভূপালগণ বৈৎ-
শেমশের অঞ্চল পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
১৩ গেলেন। ঐ সময়ে বৈৎ-শেমশনিবাসীরা তল-
ভূমিতে গোম কাটিতেছিল; তাহারা চক্ষু তুলিয়া
সিন্দুকটী দেখিল, দেখিয়া আহ্লাদিত হইল।
১৪ পরে ঐ শকট বৈৎ-শেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে
উপস্থিত হইয়া স্থগিত হইল; সেই স্থানে
একখান বৃহৎ প্রস্তর ছিল; পরে তাহারা শক-
টের কাষ্ঠ চিরিয়া ঐ গাভীদিগকে হোমার্থে
১৫ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিল। আর লেবী-
য়েরা সদাপ্রভুর সিন্দুক এবং তৎসহ ঐ স্বর্ণ-
ময় বস্তুনিচয় সম্বলিত আধার নামাইয়া ঐ
মহাপ্রস্তরোপরি রাখিল, এবং বৈৎ-শেমশের
লোকেরা সেই দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম
১৬ ও বলিদান করিল। তখন পলেষ্টীয়দের পাঁচ
জন ভূপাল তাহা দেখিয়া সেই দিবসে ইক্রোণে
ফিরিয়া গেলেন।
১৭ পলেষ্টীয়েরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোষার্থক
উপহার বলিয়া এই এই স্বর্ণময় অর্শ উৎসর্গ
করিয়াছিল, অস্দোদের জন্য এক, ঘসার জন্য
এক, অস্কিলোনের জন্য এক, গাতের জন্য এক,
১৮ ও ইক্রোণের জন্য এক [অর্শ]; এবং প্রাচীর-
বেষ্টিত নগর হউক, কিম্বা জনপদস্থ পল্লীগ্রাম
হউক, পাঁচ জন ভূপালের অধীন পলেষ্টীয়দের
যত নগর ছিল, তত স্বর্ণমূষিক। সদাপ্রভুর
সিন্দুক যাহার উপরে স্থাপিত হইয়াছিল,
সেই মহাপ্রস্তর সাক্ষী, তাহা বৈৎ-শেমশীয়
যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে অদ্যাপি বিদ্যমান
আছে।
১৯ পরে তিনি বৈৎ-শেমশের লোকদের মধ্যে
কাহাকে কাহাকে আঘাত করিলেন, কারণ
তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল;
ফলতঃ তিনি লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে
[এবং] পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন;
তাহাতে সদাপ্রভু এই মহাহনন দ্বারা লোক-
দিগকে আঘাত করাতে তাহারা বিলাপ করিল।
২০ আর বৈৎ-শেমশের লোকেরা কহিল, সদাপ্রভুর
সাক্ষাতে, এই পবিত্র ঈশ্বরের সাক্ষাতে, কে

Digitized by Google

দাঁড়াইতে পারে? আর তিনি আমাদের হইতে
কাহার কাছে যাইবেন?
২১ পরে তাহারা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমনিবাসীদের
কাছে দূত দ্বারা এই কথা বলিয়া পাঠাইল,
পলেষ্টীয়েরা সদাপ্রভুর সিন্দুক ফিরাইয়া আনি-
য়াছে, তোমরা নামিয়া আসিয়া আপনাদের
২২ নিকটে তাহা তুলিয়া লইয়া যাও। তাহাতে
কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা আসিয়া সদা-
প্রভুর সিন্দুক লইয়া গিয়া পর্ব্বতস্থিত অবীনাদ-
বের বাটীতে রাখিল, এবং সদাপ্রভুর সিন্দুক
রক্ষার্থে তাহার পুত্র ইলীয়াসরকে পবিত্র
করিল।

পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার।

৭ সদাপ্রভুর সিন্দুক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে
স্থাপন দিনাবধি দীর্ঘকাল গেল, বিংশতি
২ বৎসর গেল, আর ইস্রায়েলের সমস্ত কুল সদা-
৩ প্রভুর পশ্চাতে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাতে
শমূয়েল ইস্রায়েলের সমস্ত কুলকে কহিলেন,
তোমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর কাছে
ফিরিয়া যাও, তবে আপনাদের মধ্য হইতে বিজা-
তীয় দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর
কর, ও সদাপ্রভুর দিকে আপন আপন অন্তঃকরণ
প্রস্তুত কর, কেবল তাঁহারই সেবা কর; তাহাতে
তিনি পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে তোমাদিগকে
৪ উদ্ধার করিবেন। তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ
বাল দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর
করিয়া কেবল সদাপ্রভুর সেবা করিতে লাগিল।
৫ পরে শমূয়েল কহিলেন, তোমরা সমস্ত ইস্রা-
য়েলকে মিস্পীতে একত্র কর; আমি তোমাদের
৬ জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব। তাহাতে
তাহারা মিস্পীতে একত্র হইয়া জল তুলিয়া
সদাপ্রভুর সম্মুখে ঢালিল, এবং সেই দিবস
উপবাস করিয়া সে স্থানে কহিল, আমরা সদা-
প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আর শমূয়েল
মিস্পীতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বিচার করিতে
লাগিলেন।
৭ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিস্পীতে একত্র হই-
য়াছে, পলেষ্টীয়েরা এই সংবাদ পাইলে পলে-
ষ্টীয়দের ভূপালগণ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে উঠিয়া
আসিলেন; তাহা শুনিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ
৮ পলেষ্টীয়দের হইতে ভীত হইল। আর ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ শমূয়েলকে কহিল, আমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে যেন
আমাদিগকে নিস্তার করেন, এই জন্য আপনি
তাঁহার কাছে আমাদের নিমিত্তে ক্রন্দন করিতে
বিরত হইবেন না।
৯ তখন শমূয়েল দুগ্ধপোষ্য এক মেষবৎস লইয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে আস্ত হোমবলি উৎসর্গ
করিলেন, এবং শমূয়েল ইস্রায়েলের জন্য সদা-
প্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলেন; তাহাতে সদা-
১০ প্রভু তাঁহাকে উত্তর দিলেন। যে সময়ে শমূয়েল
ঐ হোমবলি উৎসর্গ করিতেছিলেন, তৎকালে
পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিবার
জন্য নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু ঐ দিবসে সদাপ্রভু
পলেষ্টীয়দের উপরে মহাবজ্রনাদে গর্জ্জন করিয়া
তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন। তাহাতে তাহারা
১১ ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাহত হইল। তখন
ইস্রায়েল-লোকেরা মিস্পী হইতে বাহির হইয়া
পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া বৈৎ-
করের নীচে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল।
১২ তখন শমূয়েল একখান প্রস্তর লইয়া মিস্পীর ও
শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করিলেন, এবং "এই
পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন,"
এই বলিয়া তাহার নাম এবন-এষর [সাহায্যের
প্রস্তর] রাখিলেন।
১৩ এই প্রকারে নত হইয়া পলেষ্টীয়েরা ইস্রা-
য়েলের অঞ্চলে আর আসিল না। আর শমূ-
য়েলের সমস্ত জীবনকালে সদাপ্রভুর হস্ত পলে-
১৪ ষ্টীয়দের প্রতিকূল ছিল। আর পলেষ্টীয়েরা
ইস্রায়েল হইতে যে সমস্ত নগর হরণ করিয়া-
ছিল, ইক্রোণ অবধি গাৎ পর্য্যন্ত সেই সকল
পুনর্ব্বার ইস্রায়েলের অধিকৃত হইল। ইস্রায়েল
তৎসমুদয়ের অঞ্চল পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে
উদ্ধার করিল। পরে ইমোরীয়দের সহিত ইস্রা-
১৫ য়েলের সন্ধি হইল। আর শমূয়েল যাবজ্জীবন
১৬ ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। তিনি প্রতিবৎসর
বৈথেলে, গিল্গলে ও মিস্পীতে পরিভ্রমণ করতঃ
সেই সকল স্থানে ইস্রায়েলের বিচার করিতেন।
১৭ পরে তিনি রামাতে প্রত্যাগমন করিতেন, কেননা
সেই স্থানে তাঁহার বাটী ছিল, এবং সেই স্থানে
তিনি ইস্রায়েলের বিচার করিতেন; আর সেই
স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
করিয়াছিলেন।

ইস্রায়েলীয়েরা রাজা চাহে।

৮ পরে শমূয়েল যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন
আপন পুত্রদিগকে বিচারকর্ত্তা করিয়া ইস্রা-
২ য়েলের উপরে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ
পুত্রের নাম যোয়েল, দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয়;
৩ তাঁহারা বের্শেবাতে বিচার করিতেন। কিন্তু তাঁ-
হার পুত্রেরা পিতার পথে চলিতেন না; তাঁহারা
লোভানুগামী ছিলেন, উৎকোচ লইয়া বিচার
৪ বিপরীত করিতেন। অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত
প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়া রামাতে শমূয়েলের

Digitized by Google

৫ নিকটে আসিলেন ; এবং তাঁহাকে কহিলেন,
দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং আপনকার
পুত্রেরা আপনকার পথে চলেন না ; অতএব
অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার
করিতে আপনি আমাদের উপরে এক জন রাজা
৬ নিযুক্ত করুন। কিন্তু, 'আমাদের বিচার করিতে
আমাদিগকে এক জন রাজা দিউন,' তাহাদের
এই কথা শমূয়েলের দৃষ্টিতে মন্দ বোধ হইল ;
তাহাতে শমূয়েল সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা
৭ করিলেন। তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন,
এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা যাহা বলি-
তেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্যে
অবধান কর ; কেননা তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য
করিল, এমন নয়, আমি যেন তাহাদের উপরে
রাজত্ব না করি, এই আশয়ে আমাকেই অগ্রাহ্য
৮ করিল। যে দিন মিসর হইতে আমি তাহা-
দিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম, সেই দিন
অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা যেরূপ ব্যবহার
করিয়া আসিতেছে, ইতর দেবগণের সেবা কর-
ণার্থে আমাকে ত্যাগ করিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ
৯ ব্যবহার তোমার প্রতিও করিতেছে। অতএব
এখন তাহাদের বাক্যে অবধান কর ; কিন্তু তাহা-
দের বিপক্ষে স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দেও, এবং তাহা-
দের উপরে যে রাজত্ব করিবে, সেই রাজার
পদ্ধতি তাহাদিগকে জ্ঞাত কর।

১০ পরে যে লোকেরা শমূয়েলের কাছে রাজা
যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সদাপ্রভুর
১১ ঐ সমস্ত কথা কহিলেন। আরও কহিলেন,
তোমাদের উপরে রাজত্বকারী রাজার এইরূপ
পদ্ধতি হইবে ; সে তোমাদের পুত্রগণকে লইয়া
আপনার রথের ও অশ্বের উপরে নিযুক্ত করিবে,
এবং তাহারা তাহার রথের অগ্রে অগ্রে দৌড়িবে।
১২ আর সে তাহাদিগকে আপনার সহস্রপতি ও
পঞ্চাশৎপতি নিযুক্ত করিবে, এবং কাহাকে
কাহাকে আপন ভূমি চাস ও শস্য ছেদনার্থে
এবং যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্ম্মাণ করণার্থে
১৩ নিযুক্ত করিবে। আর সে তোমাদের কন্যাগণকে
লইয়া গন্ধদ্রব্যমর্দ্দিকা, পাচিকা ও ভর্জ্জিকা
১৪ করিবে। আর সে তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্র,
দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ সকল লইয়া আপন দাস-
১৫ দিগকে দিবে। আর তোমাদের বীজোৎপন্ন
দ্রব্যের ও দ্রাক্ষার দশমাংশ লইয়া আপন
১৬ অধ্যক্ষদিগকে ও দাসদিগকে দিবে। আর সে
তোমাদের দাস দাসী ও সর্ব্বোত্তম যুবা পুরুষ-
দিগকে ও তোমাদের গর্দ্দভ সকল লইয়া আপন
১৭ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। সে তোমাদের মেষ-
গণের দশমাংশ লইবে, ও তোমরা তাহার দাস
১৮ হইবে। সেই সময়ে তোমরা আপনাদের মনো-
নীত রাজা হেতু ক্রন্দন করিবে ; কিন্তু সদাপ্রভু
সেই সময়ে তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না।
১৯ তথাপি লোকেরা শমূয়েলের বাক্যে অবধান
করিতে অসম্মত হইয়া কহিল, না, আমাদের
২০ উপরে এক জন রাজা হউক ; তাহাতে আমরাও
আর সকল জাতির সমান হইব, এবং আমাদের
রাজা আমাদের বিচার করিবেন ও আমাদের
২১ অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন। তখন শমূয়েল
লোকদের সমস্ত কথা শুনিয়া সদাপ্রভুর কর্ণ-
২২ গোচরে নিবেদন করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু
শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের বাক্যে
অবধান কর, তাহাদের নিমিত্তে এক জনকে রাজা
কর। পরে শমূয়েল ইস্রায়েল লোকদিগকে কহি-
লেন, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন নগরে যাও।

শৌল রাজপদে নিযুক্ত হন।

৯ ঐ সময়ে বিন্যামীন-বংশীয় অফীহের বৃদ্ধ-
প্রপৌত্র, বখোরতের প্রপৌত্র, সরোরের
পৌত্র, অবীয়েলের পুত্র কীশ নামে এক জন অতি
২ ধনবান্ বিন্যামীনীয় লোক ছিলেন ; এবং শৌল
নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন ; তিনি সুন্দর ও
যুবা পুরুষ ; ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে তদপেক্ষা
সুন্দর কোন পুরুষ ছিল না, এবং তিনি অন্য
সমস্ত লোক হইতে এক মস্তক দীর্ঘ ছিলেন।
৩ একদা শৌলের পিতা কীশের গর্দ্দভী সকল হারা-
ইয়া গিয়াছিল, তাহাতে কীশ আপন পুত্র
শৌলকে কহিলেন, তুমি এক জন ভৃত্যকে সঙ্গে
লও, উঠ, গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করিতে যাও।
৪ তাহাতে তিনি ইফ্রয়িম পর্ব্বত দিয়া ভ্রমণ করিয়া
শালিশা প্রদেশ দিয়া গমন করিলেন ; কিন্তু
তাহাদের উদ্দেশ পাইলেন না। পরে তাঁহারা
শালীম প্রদেশ দিয়া গমন করিলেন ; সেখানেও
নাই। পরে তিনি বিন্যামীনীয়দের দেশ দিয়া
গমন করিলেন, কিন্তু সেখানেও পাইলেন না।
৫ অনন্তর সূফ প্রদেশে উপস্থিত হইলে শৌল
আপন সঙ্গী ভৃত্যকে কহিলেন, আইস, আমরা
ফিরিয়া যাই ; কি জানি, আমার পিতা গর্দ্দভী-
দের জন্য আর ভাবিত না হইয়া আমাদের জন্য
৬ ভাবিত হইবেন। তাহাতে সে কহিল, দেখুন,
এই নগরে ঈশ্বরের এক জন লোক আছেন ;
তিনি অতি সম্মানিত ; তিনি যাহা যাহা বলেন,
সকলই সিদ্ধ হয় ; চলুন, আমরা এখন সেই স্থানে
যাই ; হয় ত তিনি আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া
৭ দিতে পারিবেন। তখন শৌল আপন ভৃত্যকে
কহিলেন, কিন্তু দেখ, যদি আমরা যাই, তবে
সেই ব্যক্তির কাছে কি লইয়া যাইব ? আমাদের
পাত্রে ত খাদ্যের শেষ হইয়াছে ; ঈশ্বরের
লোকের কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের

Digitized by Google

উপহার নাই; আমাদের কাছে কি আছে?
৮ তাহাতে সেই ভৃত্য শৌলকে প্রত্যুত্তর করিল,
দেখুন, আমার হস্তে শেকলের চতুর্থাংশ রৌপ্য
আছে; আমাদিগকে পথ বলিয়া দিবার জন্য
৯ আমি ঈশ্বরের লোককে ইহাই দিব। পূর্ব্বকালে
ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা
করণার্থে যাইতে হইলে লোকে এইরূপ কহিত,
চল, আমরা দর্শকের নিকটে যাই; কেননা
সম্প্রতি যাহাকে ভাববাদী বলা যায়, পূর্ব্বকালে
১০ তাহাকে দর্শক বলা যাইত। অতএব শৌল
আপন ভৃত্যকে কহিলেন, ভালই বলিলে; চল,
আমরা যাই। তাহাতে ঈশ্বরের লোক যেখানে
ছিলেন, সেই নগরে তাঁহারা গমন করিলেন।
১১ যখন তাঁহারা নগরের দিকে ঊর্দ্ধগামী পথে
গমন করিতেছিলেন, তখন জল তুলিবার জন্য
কয়েকটী যুবতী বাহিরে আসিয়াছিল, তাঁহারা
তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দর্শক
১২ কি এই স্থানে আছেন? তাহারা তাঁহাদিগকে
উত্তর করিয়া কহিল, হাঁ, আছেন; দেখ, তিনি
তোমার সম্মুখে আছেন; শীঘ্র এখনই যাও,
তিনি অদ্য নগরে আসিয়াছেন, কারণ ঐ উচ্চ-
১৩ স্থলীতে অদ্য লোকদের এক যজ্ঞ হইবে। তোমরা
নগরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উচ্চস্থলীতে
ভোজনার্থে তাঁহার গমনের পূর্ব্বে তাঁহার দেখা
পাইবে; কেননা তিনি যাবৎ উপস্থিত না হই-
বেন, তাবৎ লোকেরা ভোজন করিবে না, কারণ
তিনি যজ্ঞদ্রব্যে আশীর্ব্বাদ করিলে পর নিম-
ন্ত্রিতেরা ভোজন করে; অতএব তোমরা এক্ষণে
উঠ গিয়া; এই সময়ে তাঁহার দেখা পাইবে।
১৪ তখন তাঁহারা নগরে উঠিলেন; তাঁহারা নগর-
মধ্যে উপস্থিত হইলে দেখ, শমূয়েল উচ্চ-
স্থলীতে গমনার্থে বাহির হইয়া তাঁহাদের সম্মু-
খীন হইলেন।
১৫ আর শৌলের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বদিবসে
সদাপ্রভু শমূয়েলের কর্ণগোচরে প্রকাশ করিয়া-
১৬ ছিলেন, কল্য এমন সময়ে আমি বিন্যামীন
প্রদেশ হইতে এক জন লোককে তোমার নিকটে
প্রেরণ করিব; তুমি তাহাকে আমার প্রজা
ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ করিয়া অভিষিক্ত করিবে;
আর সে পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে আমার প্রজা-
দিগকে নিস্তার করিবে; কেননা আমার প্রজাদের
ক্রন্দন আমার কর্ণগোচর হওয়াতে আমি তাহা-
১৭ দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। পরে শমূয়েল
শৌলকে দেখিলে সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন,
এই দেখ সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয়ে আমি
তোমার কাছে বলিয়াছিলাম, সে আমার প্রজা-
১৮ দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। তখন শৌল দ্বার-
দেশে শমূয়েলের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, বিনয় করি, দর্শকের গৃহ কোথায়,
১৯ আমাকে বলিয়া দেও। তাহাতে শমূয়েল শৌলকে
উত্তর করিলেন, আমিই দর্শক, আমার অগ্রে
অগ্রে উচ্চস্থলীতে চল; কেননা অদ্য তোমরা
আমার সহিত ভোজন করিবে; প্রাতে আমি
তোমাকে বিদায় করিব, এবং তোমার মনের
২০ সমস্ত কথা তোমাকে জ্ঞাত করিব। আর অদ্য
তিন দিন হইল, তোমার যে সকল গর্দ্দভী
হারাইয়াছে, তাহাদের জন্য মনে ভাবিত হইও
না; সে সকল পাওয়া গিয়াছে। আর ইস্রা-
য়েলের সমস্ত অভিলষণীয় দ্রব্য কাহার? সে
সকল কি তোমার এবং তোমার সমস্ত পিতৃ-
২১ কুলের নয়? তাহাতে শৌল উত্তর করিলেন,
আমি কি ইস্রায়েলের বংশদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম
বিন্যামীন-বংশীয় নহি? আবার বিন্যামীন-
বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী কি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র
নয়? তবে আপনি আমাকে কেন এই প্রকার
২২ কথা কহেন? পরে শমূয়েল শৌলকে ও তাঁহার
ভৃত্যকে লইয়া ভোজনশালায় গেলেন, ন্যূনাধিক
ত্রিশ জন নিমন্ত্রিতের মধ্যে তাঁহাদিগকে উত্তম
২৩ স্থানে বসাইলেন। পরে শমূয়েল পাচককে
কহিলেন, আমি যে অংশ তোমাকে দিয়া তোমার
কাছে রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহা আন।
২৪ তাহাতে পাচক স্কন্ধটী ও তাহার উপরে যাহা
ছিল, তাহা আনিয়া শৌলের সম্মুখে স্থাপন
করিল। আর শমূয়েল কহিলেন, দেখ, ইহা
রাখা গিয়াছিল; তুমি ইহা আপনার সম্মুখে
রাখ, ভোজন কর; কেননা আমি লোকদিগকে
নিমন্ত্রণ করিয়াছি বলিয়া এই সমাগমের অপে-
ক্ষাতে ইহা তোমার জন্য রাখা গিয়াছে। তাহাতে
সে দিবসে শৌল শমূয়েলের সহিত আহার
করিলেন।
২৫ পরে তাঁহারা উচ্চস্থলী হইতে নগরে নামিয়া
গেলে শমূয়েল গৃহের ছাদের উপরে শৌলের
২৬ সহিত কথোপকথন করিলেন। পরে তাঁহারা
প্রভাতে উঠিলে শমূয়েল অরুণোদয় সময়ে গৃহের
ছাদের উপরে শৌলকে ডাকিয়া কহিলেন, উঠ,
আমি তোমাকে বিদায় করি। তাহাতে শৌল
উঠিলেন, আর তিনি ও শমূয়েল দুই জন বাহিরে
২৭ গেলেন। পরে তাঁহারা নামিয়া নগরের প্রান্তভাগ
দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শমূয়েল
শৌলকে কহিলেন, তোমার ভৃত্যকে অগ্রে
যাইতে বল, কিন্তু তুমি কিছু কাল দাঁড়াও, আমি
তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করাই। তাহাতে
ভৃত্য অগ্রে চলিল।

১০ আর শমূয়েল তৈলের শিশি লইয়া তাঁহার
মস্তকে তৈল ঢালিলেন, এবং তাঁহাকে চুম্বন
করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু কি তোমাকে আপন

Digitized by Google

অধিকারের অধ্যক্ষ করিয়া অভিষেক করিলেন
২ না? অদ্য তুমি যখন আমার নিকট হইতে গমন
করিবে, তখন বিন্যামীনের সীমাস্থিত সেল্‌সহে
রাহেলের কবরের নিকটে দুই জন পুরুষের দেখা
পাইবে; তাহারা তোমাকে বলিবে, তুমি যে
সকল গর্দ্দভীর অন্বেষণে গিয়াছিলে, সে সকল
পাওয়া গিয়াছে; আর দেখ, তোমার পিতা
গর্দ্দভীদের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, এই বলিয়া
তোমাদের নিমিত্তে শোক করিতেছেন যে,
৩ আমার পুত্রের জন্য কি করিব? পরে তুমি তথা
হইতে অগ্রসর হইয়া তাবোরের এলোন বৃক্ষের
নিকটে আসিবে, সে স্থানে বৈথেলে ঈশ্বরের
নিকট গমনকারী তিন জন পুরুষের দেখা পাইবে,
দেখিবে, তাহাদের মধ্যে এক জন তিনটী ছাগ-
বৎস, আর এক জন তিনখান রুটী, আর এক
জন এক কুপা দ্রাক্ষারস বহন করিতেছে।
৪ তাহারা তোমাকে মঙ্গলবাদ করিবে ও দুইখান
রুটী তোমাকে দিবে, এবং তুমি তাহাদের হস্ত
৫ হইতে তাহা গ্রহণ করিবে। পরে পলেষ্টীয়দের
প্রহরী সৈন্যদল যেখানে আছে, ঈশ্বরের সেই
পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে, এবং তথাকার নগরে
পঁহুছিলে নেবল, তবল, বাঁশী ও বীণা সহকারে
উচ্চস্থলী হইতে আগমনকারী এক দল ভাববাদীর
সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারা ভাবোক্তি
৬ প্রচার করিবে। তখন সদাপ্রভুর আত্মা তোমার
উপরে আসিবেন, তাহাতে তুমিও তাহাদের
সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিবে, এবং অন্য
৭ প্রকার মনুষ্য হইয়া উঠিবে। এই সকল অভি-
জ্ঞান তোমার প্রতি ঘটিলে পর তুমি উপস্থিত
প্রয়োজনানুযায়ী কর্ম্ম করিবে, কেননা ঈশ্বর
৮ তোমার সহবর্ত্তী। আর তুমি আমার অগ্রে অগ্রে
গিল্‌গলে নামিয়া যাইবে, আর দেখ, হোমবলি
ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবার জন্য আমি
তোমার নিকটে যাইব; আর আমি যাবৎ
তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার কর্ত্তব্য
তোমাকে জ্ঞাত না করি, তাবৎ সাত দিন বিলম্ব
করিবে।
৯ পরে তিনি শমূয়েলের নিকট হইতে যাইবার
জন্য গ্রীবা ফিরাইলে ঈশ্বর তাঁহাকে অন্য অন্তঃ-
করণ দিলেন, এবং সেই দিনে ঐ সমস্ত অভিজ্ঞান
১০ সফল হইল। তাঁহারা সেখানে, সেই পর্ব্বতে,
উপস্থিত হইলে, দেখ, এক দল ভাববাদী তাঁহার
সম্মুখে পড়িলেন; এবং ঈশ্বরের আত্মা তাঁহার
উপরে আসিলে তাঁহাদের মধ্যে তিনিও ভাবোক্তি
১১ প্রচার করিতে লাগিলেন। আর যাহারা পূর্ব্বা-
বধি তাঁহাকে জানিত, তাহারা সকলে যখন
দেখিল, দেখ, তিনি ভাববাদীদের সহিত
ভাবোক্তি প্রচার করিতেছেন, তখন লোকেরা
পরস্পর কহিল, কীশের পুত্রের কি হইল?
শৌলও কি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন?
১২ তাহাতে তথাকার এক জন উত্তর করিল, ভাল,
উহাদের পিতা কে? এইরূপে, 'শৌলও কি
ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন?' এই কথা প্রবাদ
১৩ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ভাবোক্তি প্রচার সাঙ্গ
করিয়া উচ্চস্থলীতে গেলেন।
১৪ পরে শৌলের পিতৃব্য তাঁহাকে ও তাঁহার
ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কোথায় গিয়া-
ছিলে? তিনি কহিলেন, গর্দ্দভীদের অন্বেষণে; কিন্তু
গর্দ্দভীরা কোন স্থানে নাই, ইহা দেখিয়া আমরা
১৫ শমূয়েলের নিকটে গিয়াছিলাম। শৌলের পিতৃব্য
কহিলেন, বল দেখি, শমূয়েল তোমাদিগকে কি
১৬ কহিলেন? তাহাতে শৌল আপন পিতৃব্যকে
কহিলেন, তিনি আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কহিলেন,
গর্দ্দভী সকল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজত্বের
বিষয় যে কথা শমূয়েল বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি
তাঁহাকে বলিলেন না।
১৭ পরে শমূয়েল লোকদিগকে মিস্পীতে সদা-
১৮ প্রভুর নিকটে ডাকাইলেন; আর ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু এইরূপ কহেন, আমি ইস্রায়েলকে মিসর
হইতে আনিয়াছি, এবং মিস্রীয়দের হস্ত হইতে,
ও তোমাদের প্রতি যে সমস্ত রাজ্য উপদ্রব করিত,
তাহাদের হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করি-
১৯ য়াছি। কিন্তু তোমরা অদ্য তোমাদের ঈশ্বরকে,
যিনি সমস্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কট হইতে তোমাদের
নিস্তারকারী, তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করিলে, এবং
তাঁহাকে বলিলে যে, আমাদের উপরে এক জন
রাজা নিযুক্ত কর; অতএব তোমরা এখন আপন
আপন বংশানুসারে ও সহস্র সহস্র অনুসারে
২০ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হও। পরে শমূয়েল
ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে নিকটে আনাইলে
২১ বিন্যামীন বংশ নিশ্চিত হইল। আর এক এক
গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যামীন বংশকে নিকটে
আনাইলে মট্রীয়দের গোষ্ঠী নিশ্চিত হইল,
এবং তাহার মধ্যে কীশের পুত্র শৌল নিশ্চিত
হইলেন; কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাঁহার উদ্দেশ
২২ পাওয়া গেল না। অতএব তাহারা পুনরায়
সদাপ্রভুর নিকটে জিজ্ঞাসিল, আর কেহ কি এই
স্থানে আসিয়াছে? তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন,
দেখ, সেই ব্যক্তি জিনিসপত্রের মধ্যে লুকাইয়া
২৩ আছে। পরে তাহারা দৌড়িয়া তথা হইতে
তাঁহাকে আনিল। তাহাতে তিনি লোকদের মধ্যে
দাঁড়াইলে অন্য সকল লোক অপেক্ষা এক মস্তক
২৪ দীর্ঘ হইলেন। পরে শমূয়েল সমস্ত লোককে
কহিলেন, এই দেখ, সদাপ্রভুর মনোনীত ব্যক্তি;
সমস্ত লোকের মধ্যে ইঁহার তুল্য কেহ নাই।

Digitized by Google

তাহাতে সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিয়া কহিল,
২৫ রাজা চিরজীবী হউন। পরে শমূয়েল লোক-
দিগকে রাজ্যপদ্ধতি কহিলেন, এবং তাহা পুস্তকে
লিখিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে রাখিলেন; পরে
শমূয়েল সমস্ত লোককে আপন আপন বাটীতে
২৬ বিদায় করিলেন। আর শৌলও গিবিয়াতে
আপন বাটীতে গেলেন; এবং ঈশ্বর যাহাদের
হৃদয় স্পর্শ করিলেন, এমন এক দল সৈন্য তাঁহার
২৭ সহিত গমন করিল। কিন্তু পাষণ্ডেরা কেহ কেহ
বলিল, এই ব্যক্তি আমাদিগকে কিরূপে নিস্তার
করিবে? তাহারা তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া
দর্শনীয় দিল না; তথাপি তিনি বধিরের ন্যায়
থাকিলেন।

শৌলের বীরত্ব।

১১ পরে অম্মোনীয় নাহশ আসিয়া যাবেশ-
গিলিয়দের সম্মুখে শিবির স্থাপন করি-
লেন; তাহাতে যাবেশের সমস্ত লোক নাহশকে
কহিল, আপনি আমাদের সহিত নিয়ম স্থির
২ করুন; আমরা আপনকার দাস হইব। কিন্তু
অম্মোনীয় নাহশ তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন,
আমি এই পণে তোমাদের সহিত নিয়ম স্থির
করিব যে, তোমাদের সকলের দক্ষিণ চক্ষু উৎ-
পাটন করিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা আমি সমস্ত
৩ ইস্রায়েলে কলঙ্ক লাগাইব। তখন যাবেশের
প্রাচীনবর্গ কহিলেন, আপনি সাতদিবস আমা-
দের প্রতি ক্ষান্ত থাকুন; আমরা ইস্রায়েল দেশের
সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করি; তাহাতে কেহ যদি
আমাদিগকে নিস্তার না করে, তবে আমরা
বাহির হইয়া আপনকার নিকটে যাইব।
৪ পরে দূতগণ শৌলের বাসস্থান গিবিয়াতে
উপস্থিত হইয়া লোকদের কর্ণগোচরে ঐ কথা
কহিল, তাহাতে সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন
৫ করিতে লাগিল। পরে শৌল ক্ষেত্র হইতে বলদের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
লোকদের কি হইয়াছে? উহারা কেন রোদন
করিতেছে? তাহাতে লোকেরা যাবেশের লোক-
৬ দের কথা তাঁহাকে কহিল। তখন ঐ কথা শুনিলে
পর ঈশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে আসিলেন,
এবং তাঁহার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইল।
৭ আর তিনি দুইটী বলদ লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া
ঐ দূতগণ দ্বারা ইস্রায়েল দেশের সর্ব্বত্র পাঠা-
ইয়া দিয়া কহিলেন, যে কেহ শৌলের ও শমূ-
য়েলের পশ্চাৎ বাহিরে না আসিবে, তাহার
বলদ সকলের প্রতি এইরূপ করা যাইবে;
তাহাতে সদাপ্রভু হইতে লোকদের ত্রাস উপস্থিত
হওয়াতে তাহারা এক ব্যক্তির ন্যায় বাহির
৮ হইল। পরে তিনি বেষকে তাহাদিগকে গণনা
করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের তিন
লক্ষ ও যিহূদার ত্রিশ সহস্র লোক হইল।
৯ পরে তাহারা সেই আগত দূতগণকে কহিল,
তোমরা যাবেশ-গিলিয়দের লোকদিগকে বলিবে,
কল্য প্রখর রৌদ্রের সময়ে তোমরা উদ্ধার
পাইবে। তাহাতে দূতগণ আসিয়া যাবেশের
লোকদিগকে ঐ সমাচার দিল, ও তাহারা আন-
১০ ন্দিত হইল। পরে যাবেশের লোকেরা [নাহ-
শকে] কহিল, কল্য আমরা আপনাদের কাছে
বাহির হইয়া যাইব; আপনাদের দৃষ্টিতে যাহা
ভাল বোধ হয়, আমাদের প্রতি তাহাই করি-
১১ বেন। পরদিবসে শৌল আপন লোকদিগকে
তিন দল করিয়া প্রভাতীয় প্রহরে [শত্রুদের]
শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রচণ্ড রৌদ্র পর্য্যন্ত
অম্মোনীয়দিগকে সংহার করিলেন; তাহাতে
তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা এমন ছিন্নভিন্ন
হইল যে, তাহাদের দুই জন এক স্থানে
থাকিল না।
১২ পরে লোকেরা শমূয়েলকে কহিলেন, কে বলি-
য়াছে, শৌল কি আমাদের উপরে রাজা হইবে?
সেই লোকদিগকে আন, আমরা তাহাদিগকে
১৩ বধ করি। কিন্তু শৌল কহিলেন, অদ্য কাহারও
প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা অদ্য সদাপ্রভু ইস্রা-
১৪ য়েলের মধ্যে নিস্তার সাধন করিলেন। পরে
শমূয়েল লোকদিগকে কহিলেন, চল, আমরা
গিল্‌গলে গিয়া সেখানে রাজত্ব পুনর্ব্বার স্থির
১৫ করি। তাহাতে সমস্ত লোক গিল্‌গলে গিয়া
সেই গিল্‌গলে সদাপ্রভুর সম্মুখে শৌলকে রাজা
করিল, এবং সে স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে মঙ্গলা-
র্থক বলি উৎসর্গ করিল, আর সে স্থানে
শৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা আনন্দ
করিল।

ইস্রায়েলীয়দের প্রতি শমূয়েলের প্রবোধ বাক্য।

১২ পরে শমূয়েল সমস্ত ইস্রায়েলকে কহিলেন,
দেখ, তোমরা আমাকে যাহা যাহা কহিলে,
আমি তোমাদের সেই সমস্ত বাক্যে অবধান
করিয়া তোমাদের উপরে এক জনকে রাজা করি-
২ লাম। এখন দেখ, রাজা তোমাদের সম্মুখে
গমনাগমন করিবেন; কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও পক্বকেশ
হইয়াছি; আর দেখ, আমার পুত্রগণ তোমাদের
সহিত আছে, এবং আমি বাল্যকালাবধি অদ্য
পর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখে গমনাগমন করিয়া
৩ আসিতেছি। আমি এই স্থানে আছি; তোমরা
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এবং তাঁহার অভিষিক্তের
সাক্ষাতে আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বল দেখি,
আমি কাহার গোরু লইয়াছি? কাহার গর্দ্দভ

যাই; কিন্তু তিনি এ কথা আপন পিতাকে জ্ঞাত
২ করিলেন না। তৎকালে শৌল গিবিয়ার প্রান্ত-
ভাগে মিগ্রোণস্থ দাড়িম্ব বৃক্ষের তলে উপবিষ্ট
ছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গী সৈন্যদল অনুমান
৩ ছয় শত লোক ছিল। আর যে এলি শীলোতে
সদাপ্রভুর যাজক ছিলেন, তাঁহার প্রপৌত্র পীন-
হসের পৌত্র ঈখাবোদের ভ্রাতা অহীটূবের পুত্র
যে অহিয়, সে এফোদ বস্ত্রধারী ছিল। আর
যোনাথন যে বাহির হইয়া গিয়াছেন, সে কথা
লোকেরা অবগত ছিল না।
৪ যোনাথন যে ঘাট দিয়া পলেষ্টীয়দের প্রহরী
সৈন্যদলের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিলেন, সেই
ঘাটের মধ্যস্থলে এক পার্শ্বে দন্তাকার এক শৈল,
এবং অন্য পার্শ্বে দন্তাকার আর এক শৈল ছিল;
তাহার একটীর নাম বোৎসেস ও আর একটীর
৫ নাম সেনি। তাহার মধ্যে একটী শৈল উত্তর
দিকে মিক্‌মসের অভিমুখে, আর একটি দক্ষিণ
৬ দিকে গেবার অভিমুখে ছিল। আর যোনাথন
আপন অস্ত্রবাহক যুবককে কহিলেন, চল, আমরা
ঐ দিকে অচ্ছিন্নত্বক্‌দের প্রহরিদলের নিকটে
যাই; হয় ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করি-
বেন; কেননা অনেকের দ্বারা হউক বা অল্পের
দ্বারা হউক, নিস্তার করিতে সদাপ্রভুর কোন
৭ প্রতিবন্ধক নাই। তাহাতে তাঁহার অস্ত্রবাহক
কহিল, আপনকার যাহা মনে লয়, তাহাই
করুন; সেই দিকে ফিরুন, দেখুন, আপনকার
মনের বাঞ্ছানুসারে আমি আপনকার সহিত
৮ আছি। তাহাতে যোনাথন কহিলেন, দেখ,
আমরা ঐ লোকদের দিকে অগ্রসর হইয়া উহা-
৯ দের কাছে দেখা দিব। যদি তাহারা আমা-
দিগকে বলে, থাক, আমরা তোমাদের নিকটে
আসিব, তবে আমরা আপনাদের স্থানে দাঁড়া-
ইয়া থাকিব, তাহাদের কাছে উঠিয়া যাইব না।
১০ কিন্তু যদি বলে, আমাদের নিকটে উঠিয়া
আইস, তবে আমরা উঠিয়া যাইব, কেননা সদা-
প্রভু আমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ
করিয়াছেন; ইহাই আমাদের চিহ্ন হইবে।
১১ পরে তাঁহারা দুই জন পলেষ্টীয়দের প্রহরি-
দলের নিকটে দেখা দিলে পলেষ্টীয়েরা কহিল,
দেখ, ইব্রীয়গণ যে সকল বিবরে লুক্কায়িত ছিল,
তাহা হইতে এখন বাহির হইয়া আসিতেছে।
১২ পরে সেই প্রহরিদলের লোকেরা যোনাথনকে ও
তাঁহার অস্ত্রবাহককে কহিল, আমাদের নিকটে
উঠিয়া আইস, আমরা তোমাদিগকে কিছু দেখা-
ইব। তাহাতে যোনাথন আপন অস্ত্রবাহককে
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, সদাপ্রভু
উহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তগত করিয়াছেন।
১৩ পরে যোনাথন হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন,
এবং তাঁহার অস্ত্রবাহক তাঁহার পশ্চাৎ গেল;
তাহাতে সেই লোকেরা যোনাথনের সম্মুখে
পতিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অস্ত্রবাহক
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বধ করিতে লাগিল।
১৪ যোনাথনের ও তাঁহার অস্ত্রবাহকের কৃত এই
প্রথম হত্যায় এক বিঘার প্রায় অর্দ্ধ হালখাত
পরিমিত ভূমিতে ন্যূনাধিক বিংশতি জন হত
১৫ হইল। তাহাতে শিবির মধ্যে, ক্ষেত্রে, ও সমস্ত
সৈন্যের মধ্যে কম্প উপস্থিত হইল, প্রহরী ও
বিনাশক দল সকলও কম্পান্বিত হইল; আর
ভূমিকম্প হইল; এইরূপে ঈশ্বর হইতে অতি
১৬ মহাকম্প উপস্থিত হইল। তখন বিন্যামীনের
গিবিয়াতে স্থিত শৌলের প্রহরিগণ চাহিয়া
দেখিল; আর দেখ, লোকারণ্য ক্ষয় পাইয়া
ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে।
১৭ তখন শৌল আপন সঙ্গীদিগকে কহিলেন, এক
বার লোক গণনা করিয়া দেখ, আমাদের মধ্য
হইতে কে গিয়াছে? পরে তাহারা লোকদিগকে
গণনা করিলে দেখ, যোনাথন ও তাঁহার অস্ত্র-
১৮ বাহক তথায় নাই। তখন শৌল অহিয়কে কহি-
লেন, ঈশ্বরের সিন্দুক এই স্থানে আন; কেননা
সেই সময়ে ঈশ্বরের সিন্দুক ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের মধ্যে ছিল।
১৯ অনন্তর যখন শৌল যাজকের সহিত কথা
কহিতেছিলেন, তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্য মধ্যে
উত্তর উত্তর কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
তাহাতে শৌল যাজককে কহিলেন, ক্ষান্ত হও।
২০ পরে শৌল ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক সমাগত
হইয়া রণস্থল পর্য্যন্ত গমন করিলেন; তখন
দেখ, প্রত্যেক জনের খড়্গ তাহার বন্ধুর প্রতিকূল
২১ হওয়াতে মহাকোলাহল হইতেছিল। বিশেষতঃ
অনেক দিনাবধি পলেষ্টীয়দের [বশীভূত] যে
ইব্রীয়গণ তাহাদের সহিত আসিয়া চারি দিকে
শিবিরের মধ্যে ছিল, তাহারাও শৌলের ও
যোনাথনের সমভিব্যাহারী ইস্রায়েলের পক্ষ
২২ হইয়াছিল। আর ইস্রায়েলের যে সমস্ত লোক
ইফ্রয়িম পর্ব্বতে লুক্কায়িত ছিল, তাহারাও পলে-
ষ্টীয়দের পলায়ন সংবাদ শুনিয়া যুদ্ধে তাহাদের
২৩ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। এই প্রকারে
সদাপ্রভু ঐ দিবসে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিলেন,
এবং বৈৎ-আবনের পার পর্য্যন্ত যুদ্ধ ব্যাপিয়া
গেল।
২৪ আর ঐ দিবসে ইস্রায়েল লোকেরা দুর্দ্দশাপন্ন
হইয়াছিল, কিন্তু শৌল লোকদিগকে এই দিব্য
করাইয়াছিলেন, সায়ংকালের পূর্ব্বে, আমি
যে পর্য্যন্ত আমার শত্রুগণকে প্রতিফল না দিই,
সে পর্য্যন্ত যে কেহ খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে
শাপগ্রস্ত হউক। এই জন্য সমস্ত লোক খাদ্য

Digitized by Google

২৫ দ্রব্য স্পর্শও করিল না। পরে সকলে বনমধ্যে
২৬ গেল, সেখানে মৃত্তিকার উপরে মধু ছিল। সেই
মধুপ্রবাহ দেখিলেও বনে প্রবিষ্ট লোকেরা কেহ
মুখে হস্ত তুলিল না, কারণ সকলে ঐ দিব্যে ভীত
২৭ হইয়াছিল: কিন্তু যোনাথনের পিতা লোক-
দিগকে যে দিব্য করাইয়াছিলেন, যোনাথন
তাহা শুনেন নাই, অতএব তিনি আপন হস্তস্থিত
দণ্ডের অগ্রভাগ প্রসারণ করিয়া এক মধুর চাকে
ডুবাইয়া মুখের দিকে হস্ত ফিরাইলেন; তাহাতে
২৮ তাঁহার চক্ষু সতেজ হইল। তখন লোকদের
মধ্যে এক জন কহিল, তোমার পিতা শপথসহ-
কারে লোকদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিয়াছেন,
যে ব্যক্তি অদ্য খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত
২৯ হউক: কিন্তু লোক সকল ক্লান্ত হইয়াছে। তা-
হাতে যোনাথন কহিলেন, আমার পিতা লোক-
দিগকে ব্যাকুল করিয়াছেন; বিনয় করি, দেখ, এই
যৎকিঞ্চিৎ মধু আস্বাদন করাতে আমার চক্ষু
৩০ কেমন সতেজ হইল। অদ্য যদি লোকেরা শত্রু-
দের হইতে প্রাপ্ত লুটদ্রব্য হইতে যথেষ্ট আহার
করিতে পাইত, তবে কত সতেজ হইত; কেননা
এখন পলেষ্টীয়দের মধ্যে মহাহত্যা হয় নাই।
৩১ ঐ দিবসে তাহারা মিক্‌মস অবধি অয়ালোন
পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিল; তাহাতে
৩২ লোকেরা অতিশয় ক্লান্ত হইল। পরে লোকেরা
লুটদ্রব্যের দিকে দৌড়িয়া মেষ, গোরু ও বাছুর
ধরিয়া ভূমিতে বধ করিয়া রক্তশুদ্ধ খাইতে
৩৩ লাগিল। তাহাতে কেহ কেহ শৌলকে বলিল,
দেখুন, লোকেরা রক্তশুদ্ধ ভোজন করিয়া সদা-
প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিতেছে। তাহাতে তিনি
কহিলেন, তোমরা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছ; আজ
আমার নিকটে একখান বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া
৩৪ আন। শৌল আরও কহিলেন, তোমরা লোকদের
মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে বল, তোমরা
প্রত্যেক জন আপন আপন গোরু ও প্রত্যেক জন
আপন আপন মেষ আমার নিকটে আন, আর
এই স্থানে বধ করিয়া ভোজন কর; রক্ত শুদ্ধ
ভোজন করিয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিও
না। তাহাতে সমস্ত লোক সেই রাত্রিতে প্রত্যেকে
আপন আপন গোরু সঙ্গে করিয়া আনিয়া সেই
৩৫ স্থানে বধ করিল। আর শৌল সদাপ্রভুর উদ্দেশে
এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা সদা-
প্রভুর উদ্দেশে তাঁহার নির্ম্মিত প্রথম বেদি
হইল।
৩৬ পরে শৌল কহিলেন, চল, আমরা এই রাত্রিতে
পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ গিয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত
তাহাদের দ্রব্য লুট করি, তাহাদের এক জনকেও
অবশিষ্ট রাখিব না। তাহাতে তাহারা কহিল,
আপনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই
করুন। পরে যাজক কহিল, আইস, আমরা
৩৭ এই স্থানে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই। আর শৌল
ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি
পলেষ্টীয়দের পশ্চাতে গমন করিব? তুমি কি
তাহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিবে?
কিন্তু সেই দিবসে তিনি তাঁহাকে উত্তর দিলেন
৩৮ না। তখন শৌল কহিলেন, হে লোকদের অধ্যক্ষ
সকল, তোমরা নিকটে আইস, এবং অদ্যকার
এই পাপ কিসে হইল, তাহা জ্ঞাত হও, বুঝিয়া
৩৯ দেখ। ইস্রায়েলের নিস্তারকারী জীবৎ সদা-
প্রভুর দিব্য, যদ্যপি আমার পুত্র যোনাথনেরই
দোষে তাহা হইয়া থাকে, তবু সে অবশ্য মরিবে।
কিন্তু সমস্ত লোকের মধ্যে কেহই তাঁহাকে উত্তর
৪০ দিল না। পরে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে কহি-
লেন, তোমরা এক দিকে থাক, এবং আমি ও
আমার পুত্র যোনাথন অন্য দিকে থাকি।
তাহাতে লোকেরা শৌলকে কহিল, আপনকার
দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন।
৪১ পরে শৌল সদাপ্রভুকে কহিলেন, হে ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর, যথার্থ কি, দেখাইয়া দিউন;
তখন যোনাথন ও শৌল নির্ণীত হইলেন, কিন্তু
৪২ লোকেরা মুক্ত হইল। পরে শৌল কহিলেন,
আমার ও আমার পুত্র যোনাথনের মধ্যে গুলি-
বাঁট কর; তাহাতে যোনাথন নির্ণীত হইলেন।
৪৩ তখন শৌল যোনাথনকে কহিলেন, বল দেখি,
তুমি কি করিয়াছ? তাহাতে যোনাথন তাঁহাকে
বলিলেন, আমি আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগে
যৎকিঞ্চিৎ মধু লইয়া আস্বাদ করিয়াছিলাম;
৪৪ দেখুন, আমি মরিব। শৌল কহিলেন, ঈশ্বর
অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন; হে যোনাথন,
৪৫ তুমি অবশ্য মরিবে। কিন্তু লোকেরা শৌলকে
কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে যিনি এমন মহানিস্তার
সাধন করিয়াছেন, সেই যোনাথন কি মরিবেন?
এমন না হউক, জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, উহাঁর
মস্তকের একটী কেশও মৃত্তিকাতে পড়িবে না,
কেননা উনি অদ্য ঈশ্বরের সহিত কার্য্য করিয়া-
ছেন। এইরূপে লোকেরা যোনাথনকে রক্ষা
৪৬ করাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না। পরে শৌল
পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া আসি-
লেন, আর পলেষ্টীয়েরা স্বস্থানে গমন করিল।
৪৭ ইস্রায়েলের রাজত্ব গ্রহণ করিবার পর শৌল
সকল দিকে সমস্ত শত্রুর সহিত, মোয়াবের,
অম্মোন-সন্তানগণের, ইদোমের, সোবার রাজ-
গণের ও পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন, তিনি
যে কোন দিকে ফিরিতেন, ব্যতিব্যস্ত করিয়া
৪৮ তুলিতেন। তিনি সপরাক্রমে কার্য্য করিলেন,
অমালেককে আঘাত করিলেন, এবং লুটকারী-
দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিলেন।

Digitized by Google

৪৯ যোনাথন, যিশ্‌বি ও মল্কীশূয় নামে শৌলের
তিন পুত্র ছিলেন; আর তাঁহার দুই কন্যা,
জ্যেষ্ঠার নাম মেরব, কনিষ্ঠার নাম মীখল।
৫০ আর শৌলের ভার্য্যার নাম অহীনোয়ম, তিনি
অহীমাসের কন্যা; এবং তাঁহার সেনাপতির
নাম অব্‌নের; ইনি শৌলের পিতৃব্য নেরের
৫১ পুত্র। আর শৌলের পিতা কীশ, এবং অব্‌নেরের
৫২ পিতা নের অবীয়েলের পুত্র ছিলেন। শৌলের
যাবজ্জীবন পলেষ্টীয়দের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ
হইল। আর শৌল কোন বলবান্ পুরুষ বা
কোন বীর পুরুষকে দেখিলে গ্রহণ করিতেন।

অমালেকীয়দের সহিত যুদ্ধ। শৌলের অবাধ্যতা।

১৫ পরে শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, সদা-
প্রভু আপন প্রজাদের উপরে, ইস্রায়েলের
উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করিতে
আমাকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব এখন
তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের রবে অবধান কর।
২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এইরূপ কহেন, ইস্রা-
য়েলের প্রতি অমালেক যাহা করিয়াছিল, মিসর
হইতে উহার আগমন কালে সে পথের মধ্যে
উহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, আমি
৩ তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন তুমি যাইয়া
অমালেককে আঘাত কর ও তাহার সাকল্য
নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহাদের প্রতি দয়া করিও
না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশু,
গোরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ কর।
৪ পরে শৌল লোকদিগকে ডাকাইয়া টলায়ীমে
তাহাদিগকে গণনা করিলেন; দুই লক্ষ পদা-
৫ তিক ও যিহূদার দশ সহস্র লোক হইল। পরে
শৌল অমালেকের নগর পর্য্যন্ত গিয়া উপত্যকায়
৬ লুকাইয়া থাকিলেন। আর শৌল কেনীয়দিগকে
কহিলেন, যাও, স্থানান্তরে যাও, অমালেকীয়দের
মধ্য হইতে প্রস্থান কর, পাছে আমি তাহার
সহিত তোমাদিগকেও বিনষ্ট করি; মিসর হইতে
সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের আগমন কালে তোমরা
তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছিলে। অতএব
কেনীয়গণ অমালেকের মধ্য হইতে প্রস্থান করিল।
৭ পরে শৌল হবীলা অবধি মিসরের সম্মুখস্থ
শূর পর্য্যন্ত অমালেককে আঘাত করিলেন।
৮ তিনি অমালেকের রাজা অগাগকে জীবিত ধরি-
লেন, এবং সমস্ত প্রজাকে খড়্গধারে নিঃশেষে
৯ বিনষ্ট করিলেন। কিন্তু শৌল ও লোকেরা অগা-
গের প্রতি এবং উত্তম উত্তম মেষ ও গোরুর প্রতি
ও পুষ্ট গোবৎসের এবং মেষশাবক সকলের প্রতি
ও যাবতীয় উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করিলেন, সেই
সকল নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে সম্মত হইলেন
না; কিন্তু যে কিছু হেয় ও রোগা, তাহাই
নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন।
১০ পরে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য
১১ উপস্থিত হইল; আমি শৌলকে রাজা করিয়াছি
বলিয়া আমার অনুতাপ হইতেছে, যেহেতুক সে
আমার অনুগমন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে
আমার আদেশ পালন করে নাই। তখন শমূ-
য়েল ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সমস্ত রাত্রি সদাপ্রভুর
১২ কাছে ক্রন্দন করিলেন। পরে শমূয়েল শৌলের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রত্যূষে উঠিলেন; তখন
শমূয়েলকে এই সংবাদ দত্ত হইল, শৌল কর্ম্মিলে
আসিয়াছিলেন, আর দেখুন, তিনি জয়স্তম্ভ
প্রস্তুত করাইয়াছেন, পরে তথা হইতে ফিরিয়া
১৩ গিল্‌গলে নামিয়া গেলেন। পরে শমূয়েল শৌলের
নিকটে আসিলে শৌল তাঁহাকে কহিলেন,
আপনি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র; আমি
১৪ সদাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়াছি। শমূয়েল
কহিলেন, তবে আমার কর্ণগোচরে এই মেষের
রব হইতেছে কেন? আর এই গোরুর ডাক আমি
১৫ শুনিতেছি কেন? শৌল কহিলেন, সে সকল
অমালেকীয়দের হইতে আনীত হইয়াছে; ফলতঃ
আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান
করিবার জন্য লোকেরা উত্তম উত্তম মেষের ও
গোরুর প্রতি দয়া করিয়াছে; কিন্তু আমরা
অবশিষ্ট সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছি।
১৬ তখন শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, ক্ষান্ত হও;
গত রাত্রিতে সদাপ্রভু আমাকে যাহা বলিয়া-
ছেন, তাহা তোমাকে বলি। শৌল কহিলেন,
১৭ বলুন। শমূয়েল কহিলেন, যদিও তুমি আপনার
দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলে, তথাপি কি তোমাকে ইস্রা-
য়েল-বংশ সকলের মস্তক করা হয় নাই? আর
সদাপ্রভু তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভি-
১৮ ষিক্ত করিলেন। পরে সদাপ্রভু তোমাকে যুদ্ধ-
যাত্রায় প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যাও, সেই
পাপিষ্ঠ অমালেকীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট
কর; এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা উচ্ছিন্ন না হয়,
১৯ তাবৎ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তবে তুমি সদা-
প্রভুর রবে অবধান না করিয়া কেন লুটের উপরে
পড়িয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়াছ?
২০ শৌল শমূয়েলকে কহিলেন, আমি ত সদাপ্রভুর
রবে অবধান করিয়াছি, এবং যে পথে সদাপ্রভু
আমাকে পাঠাইয়াছেন, সেই পথে গিয়াছি,
আর অমালেকের রাজা অগাগকে আনিয়াছি, ও
অমালেকীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছি।
২১ কিন্তু গিল্‌গলে আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উদ্দেশে বলিদান করিবার জন্য লোকেরা বর্জ্জিত
দ্রব্যের অগ্রিমাংশ বলিয়া লুটের মধ্যে কতক-
২২ গুলিন মেষ ও গোরু আনিয়াছে। তাহাতে

Digitized by Google

শমূয়েল কহিলেন, সদাপ্রভুর রবে অবধান
করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে
সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে ? দেখ, বলিদান অপেক্ষা
আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা
২৩ অবধান করা উত্তম। কারণ আজ্ঞালঙ্ঘন করা
মন্ত্রপাঠ জন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা অপ-
রাধ ও ঠাকুরপূজার সমান। তুমি সদাপ্রভুর
বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমাকে
অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন।
২৪ তখন শৌল শমূয়েলকে কহিলেন, আমি পাপ
করিয়াছি ; কেননা সদাপ্রভুর আজ্ঞা ও আপন-
কার বাক্য লঙ্ঘন করিয়াছি ; কারণ আমি
লোকদিগকে ভয় করিয়া তাহাদের বাক্যে অব-
২৫ ধান করিয়াছি। এখন বিনয় করি, আমার পাপ
ক্ষমা করুন, ও আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইসুন ;
২৬ আমি সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিব। শমূ-
য়েল শৌলকে কহিলেন, আমি তোমার সঙ্গে
ফিরিয়া যাইব না ; কেননা তুমি সদাপ্রভুর
বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, আর সদাপ্রভু তোমাকে
অগ্রাহ্য করিয়া ইস্রায়েলের রাজ্যচ্যুত করিয়া-
২৭ ছেন। তখন শমূয়েল চলিয়া যাইবার জন্য
ফিরিয়া দাঁড়াইলে শৌল তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল
ধরিয়া টানিলেন, তাহাতে তাহা চিরিয়া গেল।
২৮ তখন শমূয়েল তাঁহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু অদ্য
তোমা হইতে ইস্রায়েলের রাজত্ব টানিয়া চিরি-
লেন, এবং তোমা হইতে উত্তম তোমার এক
২৯ প্রতিবাসীকে তাহা দিলেন। ইস্রায়েলের বিশ্বাস-
ভূমি মিথ্যাকথা কহেন না ও অনুতাপ করেন
না ; কেননা তিনি মনুষ্য নহেন যে, অনুতাপ
৩০ করিবেন। তখন শৌল কহিলেন, আমি পাপ
করিয়াছি ; এখন বিনয় করি, আমার প্রজাদের
প্রাচীনবর্গের ও ইস্রায়েলের সম্মুখে আমার
সম্মান রাখুন, আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইসুন ;
আমি আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রণি-
৩১ পাত করিব। তাহাতে শমূয়েল শৌলের পশ্চাৎ
ফিরিয়া গেলেন ; আর শৌল সদাপ্রভুর কাছে
প্রণিপাত করিলেন।
৩২ পরে শমূয়েল কহিলেন, তোমরা অমালেকের
রাজা অগাগকে এই স্থানে আমার নিকটে আন।
তাহাতে অগাগ পুলকিত মনে তাঁহার নিকটে
আসিলেন, তিনি বলিলেন, অবশ্য মৃত্যুর
৩৩ তিক্ততা অতীত হইল। কিন্তু শমূয়েল কহিলেন,
তোমার খড়্গ দ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তানহীনা
হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীগণের মধ্যে তোমার মাতাও
সন্তানহীনা হইবে ; তখন শমূয়েল গিল্‌গলে
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে অগাগকে খণ্ড বিখণ্ড
করিলেন।
৩৪ পরে শমূয়েল রামাতে গেলেন, এবং শৌল
গিবিয়া-শৌলে স্থিত আপন বাটীতে গেলেন।
৩৫ কিন্তু তদবধি মরণ দিন পর্য্যন্ত শমূয়েল শৌলের
সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না ; তথাপি
শমূয়েল শৌলের জন্য শোক করিতেন ; আর
সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে শৌলকে রাজা
করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিলেন।

শমূয়েল দায়ূদকে অভিষেক করেন।

১৬ পরে সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি
কত কাল শৌলের জন্য শোক করিবে ?
আমি ত তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইস্রায়েলের
রাজ্যচ্যুত করিয়াছি। তুমি তোমার শৃঙ্গ তৈলে
পূর্ণ কর, যাও, আমি তোমাকে বৈৎলেহমীয়
যিশয়ের নিকটে প্রেরণ করি, কেননা তাহার
পুত্রগণের মধ্যে আমি আপনার জন্য এক জনকে
২ রাজা বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। তাহাতে
শমূয়েল কহিলেন, আমি কি প্রকারে যাইতে
পারি ? শৌল যদি এই কথা শুনে, তবে আমাকে
বধ করিবে। সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি এক গো-
বৎসা সঙ্গে লইয়া বল, সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ
৩ করিতে আসিলাম। আর যিশয়কে সেই যজ্ঞে
নিমন্ত্রণ করিও, পরে তোমার কর্ত্তব্য আমি
তোমাকে জ্ঞাত করিব ; এবং আমি তোমার
কাছে যাহাকে নির্দ্দিষ্ট করিব, তুমি আমার জন্য
৪ তাহাকে অভিষিক্ত করিবে। পরে শমূয়েল সদা-
প্রভুর সেই বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিলেন, তিনি
বৈৎলেহমে উপস্থিত হইলেন। তখন নগরের
প্রাচীনবর্গ সকম্পে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিলেন, আর বলিলেন, আপনি কুশলে
৫ আসিয়াছেন ত ? তিনি কহিলেন, কুশলে আসি-
য়াছি ; আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে
আসিয়াছি ; তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র
করিয়া আমার সহিত যজ্ঞে আইস। আর তিনি
যিশয়কে ও তাঁহার পুত্রগণকে পবিত্র করিয়া
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিলেন।
৬ পরে তাঁহারা আসিলে তিনি ইলীয়াবের প্রতি
দৃষ্টি করিয়া মনে মনে কহিলেন, সদাপ্রভুর
সম্মুখে উপস্থিত এই ব্যক্তি অবশ্য তাঁহার অভি-
৭ ষিক্ত। কিন্তু সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি
উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি
করিও না ; কারণ আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম।
কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয় ;
যেহেতুক মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে,
কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন।
৮ পরে যিশয় অবীনাদবকে ডাকিয়া শমূয়েলের
সম্মুখ দিয়া গমন করাইলেন ; তাহাতে শমূয়েল
কহিলেন, সদাপ্রভু ইহাকেও মনোনীত করেন
৯ নাই। পরে যিশয় শম্মকে তাঁহার সম্মুখ দিয়া

Digitized by Google

গমন করাইলেন; তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু
১০ ইহাকেও মনোনীত করেন নাই। এইরূপে যিশয়
আপনার সাত পুত্রকে শমূয়েলের সম্মুখ দিয়া
গমন করাইলেন। পরে শমূয়েল যিশয়কে কহি-
লেন, সদাপ্রভু ইহাদিগকে মনোনীত করেন
১১ নাই। পরে শমূয়েল যিশয়কে কহিলেন, এই কি
তোমার সমস্ত সন্তান? তিনি কহিলেন, কেবল
কনিষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, দেখুন, সে মেষ চরাই-
তেছে। তাহাতে শমূয়েল যিশয়কে কহিলেন,
লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাও; সে না
১২ আসিলে আমরা ভোজনে বসিব না। পরে তিনি
লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনাইলেন। তিনি
ঈষৎ রক্তবর্ণ সুনয়ন ও দেখিতে সুন্দর ছিলেন।
তখন সদাপ্রভু কহিলেন, উঠ, ইহাকে অভিষেক
১৩ কর, কেননা এ সেই ব্যক্তি। অতএব শমূয়েল
তৈলশৃঙ্গ লইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাঁহাকে
অভিষেক করিলেন, তাহাতে সেই দিবসাবধি
সদাপ্রভুর আত্মা দায়ূদের উপরে আসিলেন।
পরে শমূয়েল উঠিয়া রামাতে চলিয়া গেলেন।
১৪ তখন সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে ত্যাগ করি-
য়াছিলেন, আর সদাপ্রভুর অনুমতিতে এক
দুষ্ট আত্মা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল।
১৫ পরে শৌলের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, দেখুন,
ঈশ্বরের অনুমতিতে এক দুষ্ট আত্মা আপনাকে
১৬ উদ্বিগ্ন করিতেছে। আমাদের প্রভু আজ্ঞা করুন,
যেন আপনকার সম্মুখস্থ এই দাসেরা এক জন
নিপুণ বীণাবাদকের অন্বেষণ করে; পরে যে
সময়ে ঈশ্বরের অনুমতিতে সেই দুষ্ট আত্মা
আপনাকে আক্রমণ করিবে, তৎকালে সেই ব্যক্তি
হস্ত দ্বারা বীণা বাজাইলে আপনি উপশম পাই-
১৭ বেন। তাহাতে শৌল আপন দাসদিগকে আজ্ঞা
করিলেন, ভাল, তোমরা এক জন নিপুণ বাদকের
অন্বেষণ করিয়া আমার নিকটে তাহাকে আন।
১৮ তাহাতে ভৃত্যদের এক জন কহিল, দেখুন, আমি
বৈৎলেহমীয় যিশয়ের এক পুত্রকে দেখিয়াছি;
সে বীণা বাদনে নিপুণ, বিক্রমশালী যোদ্ধা,
বাক্‌পটু ও রূপবান্‌, আর সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে
সঙ্গে আছেন।
১৯ পরে শৌল যিশয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া
কহিলেন, দায়ূদ নামে তোমার যে পুত্র মেষ
চরাইতেছে, তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া
২০ দেও। তখন যিশয় একটা গর্দ্দভে রুটী ও এক
কুপা দ্রাক্ষারস চাপাইয়া ও একটী ছাগবৎস
লইয়া আপন পুত্র দায়ূদের হস্তে দিয়া শৌলের
২১ কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পরে দায়ূদ শৌলের
নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি
তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগিলেন,
২২ তাহাতে তিনি তাঁহার শস্ত্রবাহক হইলেন। পরে
শৌল যিশয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, বিনয় করি,
দায়ূদকে আমার সম্মুখে থাকিতে দেও; কেননা
২৩ সে আমার অনুগ্রহপাত্র হইয়াছে। পরে ঈশ্বরের
অনুমতিতে যখন সেই দুষ্ট আত্মা শৌলে ভর
করিত, তখন দায়ূদ বীণা লইয়া আপন হস্তে
বাজাইতেন; তাহাতে শৌল স্বস্থ হইতেন, উপ-
শম পাইতেন, এবং সেই দুষ্ট আত্মা তাঁহাকে
ছাড়িয়া যাইত।

দায়ূদ গলিয়াৎ বীরকে বধ করেন।

১৭ পরে পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিবার জন্য
সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া যিহূদার অধি-
কারস্থ সোখোতে একত্র হইল, সোখোর ও অসে-
কার মধ্যে এফস-দম্মীমে শিবির স্থাপন করিল।
২ আর শৌল ও ইস্রায়েল লোকেরা একত্র হইয়া
এলা তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া পলেষ্টীয়-
৩ দের প্রতিকূলে সৈন্য রচনা করিলেন। এইরূপে
পলেষ্টীয়েরা এক দিকে এক পর্ব্বতে, ও ইস্রায়েল
অন্য দিকে অন্য পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া থাকিল; উভ-
য়ের মধ্যে একটী উপত্যকা ছিল।
৪ পরে গাৎনিবাসী গলিয়াৎ নামে এক বীর
পলেষ্টীয়দের শিবির হইতে বাহির হইল। সে
৫ সাড়ে ছয় হস্ত দীর্ঘ, আর তাহার মস্তকে পিত্তলের
শিরস্ত্র ছিল, এবং সে আঁইশের বর্ম্মে সজ্জিত
ছিল; সেই বর্ম্ম পিত্তলময়, তাহার পরিমাণ
৬ পাঁচ সহস্র শেকল। আর তাহার পা পিত্তলের
পত্রে আবৃত, ও তাহার স্কন্ধে পিত্তলের শল্য
৭ ছিল। তাহার বড়শার দণ্ড তন্তুবায়ের নরাজের
সমান, ও বড়শার ফলা ছয় শত শেকল লৌহময়
ছিল, এবং তাহার ঢালী অগ্রে অগ্রে চলিত।
৮ আর সে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীকে
লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া বলিত, তোমরা কেন
যুদ্ধার্থে সৈন্য রচনা করিতে বাহিরে আসিয়াছ?
আমি কি এক জন পলেষ্টীয় নহি? আর তোমরা
কি শৌলের দাস নহ? তোমরা আপনাদের জন্য
এক জনকে মনোনীত কর; সে আমার নিকটে
৯ নামিয়া আইসুক। সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ
করিয়া জয়ী হয়, আমাকে বধ করে, তবে আমরা
তোমাদের দাস হইব; কিন্তু যদি আমি তাহাকে
পরাজয় করিয়া বধ করিতে পারি, তবে তোমরা
আমাদের দাস হইবে, আমাদের দাস্যকর্ম্ম
১০ করিবে। সেই পলেষ্টীয় আরও কহিল, অদ্য আমি
ইস্রায়েলের সৈন্যগণকে টিট্‌কারি দিতেছি;
তোমরা এক জনকে দেও, আমরা পরস্পর যুদ্ধ
১১ করি। তখন শৌল ও সমস্ত ইস্রায়েল সেই
পলেষ্টীয়ের এই সকল কথা শুনিয়া হতাশ ও
অতিশয় ভীত হইল।
১২ দায়ূদ বৈৎলেহম-যিহূদানিবাসী সেই ইফ্রা-

Digitized by Google

বীর পুরুষের পুত্র, যাঁহার নাম যিশয় ; সেই
ব্যক্তির অষ্ট পুত্র, আর শৌলের সময়ে তিনি
বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, জরাতুরদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া-
১৩ ছিলেন। সেই যিশয়ের বড় তিন পুত্র শৌলের
পশ্চাৎ যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে গত
তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ইলী-
য়াব; দ্বিতীয়ের নাম অবীনাদব, আর তৃতীয়ের
১৪ নাম শম্ম ; আর দায়ূদ কনিষ্ঠ ছিলেন ; কেবল
বড় তিন জন শৌলের অনুগামী হইয়াছিলেন।
১৫ কিন্তু দায়ূদ শৌলের নিকট হইতে বৈৎলেহমে
আপন পিতার মেষ চরাইবার জন্য গমনাগমন
১৬ করিতেন। আর সেই পলেষ্টীয় চল্লিশ দিন
পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিকটে আসিয়া
আপনাকে দেখাইত।

১৭ আর যিশয় আপন পুত্র দায়ূদকে কহিলেন,
তুমি আপন ভ্রাতাদের জন্য এই এক ঐফা ভাজা
শস্য ও দশখান রুটী লইয়া শিবিরে ভ্রাতাদের
১৮ কাছে দৌড়িয়া যাও। আর এই দশ তাল ছেনা
তাহাদের সহস্রপতির নিকটে লইয়া যাও ; এবং
তোমার ভ্রাতাদের কুশল জানিয়া আইস, তাহা-
১৯ দের হইতে কোন চিহ্ন আনিও। শৌল ও তাহারা
এবং সমস্ত ইস্রায়েল এলা তলভূমিতে আছে,
পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

২০ পরে দায়ূদ প্রত্যূষে উঠিয়া মেষগণকে জনৈক
রক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া যিশয়ের আজ্ঞানু-
সারে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গমন করিলেন। তিনি
যে সময়ে শকটমণ্ডলের নিকটে উপস্থিত হইলেন,
সেই সময়ে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনার্থে বাহির
হইতেছিল, এবং সংগ্রামের জন্য সিংহনাদ
২১ করিতেছিল। পরে ইস্রায়েল এবং পলেষ্টীয়েরা
পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সৈন্য রচনা করিল।
২২ তখন দায়ূদ দ্রব্যসামগ্রীরক্ষকের হস্তে আপনার
দ্রব্য সকল রাখিয়া সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দৌড়িয়া
গিয়া আপন ভ্রাতৃগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন।
২৩ তিনি তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন, ইতি-
মধ্যে দেখ, গাৎনিবাসী পলেষ্টীয় গলিয়াৎ
নামক সেই বীর পলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণী হইতে
উঠিয়া আসিয়া পূর্ব্বমত কথা কহিল ; আর
২৪ দায়ূদ তাহা শুনিলেন। কিন্তু ইস্রায়েলের সমস্ত
লোক সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার সম্মুখ হইতে
পলায়ন করিল, তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া-
২৫ ছিল। আর ইস্রায়েল লোকেরা পরস্পর কহিল,
এই যে ব্যক্তি উঠিয়া আসিল, ইহাকে তোমরা
দেখিতেছ ত ? এ ইস্রায়েলকে টিট্‌কারি দিতে
আসিয়াছে। ইহাকে যে বধ করিবে, রাজা
তাহাকে প্রচুর ধনে ধনবান্ করিবেন, ও তাহাকে
আপন কন্যা দিবেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে
২৬ তাহার পিতৃকুলকে নিষ্কর করিবেন। তখন দায়ূদ
আপনার সমীপে দণ্ডায়মান লোকদিগকে জিজ্ঞা-
সিলেন, এই পলেষ্টীয়কে বধ করিয়া যে ব্যক্তি
ইস্রায়েলের কলঙ্ক খণ্ডন করিবে, তাহার প্রতি কি
করা যাইবে ? এই অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয়টা কে
যে, জীবৎ ঈশ্বরের সৈন্যগণকে টিট্‌কারি দিবে ?
২৭ তাহাতে লোকেরা এই প্রকারে তাহাকে উত্তর
করিল, উহাকে যে বধ করিবে, সে অমুক পুরস্কার
পাইবে।

২৮ সেই লোকদের সহিত তাঁহার কথোপকথন
কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলীয়াব সকলই শুনি-
লেন ; তাই ইলীয়াব দায়ূদের উপরে ক্রোধে
প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, তুই কেন এখানে
নামিয়া আসিলি ? মাঠের মধ্যে সেই মেষকয়টী
কার কাছে রাখিয়া আসিলি ? তোর অহঙ্কার
ও মনের দুষ্টতা আমি জানি ; তুই যুদ্ধ দেখিতে
২৯ আসিয়াছিস্। দায়ূদ কহিলেন, আমি কি করি-
৩০ লাম ? এ কি বাক্যমাত্র নহে ? পরে তিনি
তাঁহার নিকট হইতে আর এক জনের দিকে
ফিরিয়া সেইরূপ কথা কহিলেন ; তাহাতে সেই
৩১ লোকেরাও পূর্ব্বমত কহিল। তখন দায়ূদ যাহা
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল
ও শৌলের কাছে তাহার সংবাদ উপস্থিত হইল ;
তাহাতে তিনি আপনার নিকটে তাঁহাকে ডাকিয়া
৩২ আনাইলেন। তখন দায়ূদ শৌলকে কহিলেন,
উহার জন্য কাহারও অন্তঃকরণ হতাশ না হউক ;
আপনকার এই দাস গিয়া এই পলেষ্টীয়ের
৩৩ সহিত যুদ্ধ করিবে। তাহাতে শৌল দায়ূদকে
কহিলেন, তুমি যুদ্ধার্থে ঐ পলেষ্টীয়ের প্রতিকূলে
যাইতে সমর্থ নও, কেননা তুমি বালক, এবং সে
৩৪ বাল্যকালাবধি যোদ্ধা। দায়ূদ শৌলকে কহিলেন,
আপনকার এই দাস পিতার মেষ রক্ষা করিতে-
ছিল, ইতিমধ্যে এক সিংহ ও এক ভল্লুক আসিয়া
৩৫ পালের মধ্য হইতে মেষ ধরিয়া লইল ; আমি
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাকে প্রহার
করিয়া তাহার মুখ হইতে তাহা উদ্ধার করিলাম ;
পরে সে আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি
তাহার দাড়ি ধরিয়া প্রহার করিয়া তাহাকে বধ
৩৬ করিলাম। আপনকার দাস সেই সিংহ ও সেই
ভল্লুক উভয়কেই বধ করিয়াছে ; আর এই
অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয় সেই দুইয়ের মধ্যে একের
মত হইবে, কারণ এ জীবৎ ঈশ্বরের সৈন্যগণকে
৩৭ টিট্‌কারি দিয়াছে। দায়ূদ আরও কহিলেন, যে
সদাপ্রভু সিংহের থাবা ও ভল্লুকের থাবা হইতে
আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি এই পলেষ্টী-
য়ের হস্ত হইতেও আমাকে উদ্ধার করিবেন।
তাহাতে শৌল দায়ূদকে কহিলেন, যাও, সদাপ্রভু
তোমার সঙ্গী হউন।

৩৮। পরে শৌল আপনার সজ্জায় দায়ূদকে সাজা-

Digitized by Google

ইয়া তাঁহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ও গাত্রে
৩৯ বর্ম্ম দিলেন। তখন দায়ূদ সজ্জার উপরে তাঁহার
খড়্গ বাঁধিয়া বেড়াইতে চেষ্টা করিলেন; কেননা
পূর্ব্বে তাহা অভ্যাস করেন নাই। তখন দায়ূদ
শৌলকে কহিলেন, এই বেশে আমি যাইতে
পারিব না, কেননা ইহা অভ্যাস করি নাই।
৪০ পরে দায়ূদ তাহা খুলিয়া রাখিলেন। আর
তিনি আপন যষ্টি হস্তে লইলেন, এবং স্রোতো-
মার্গ হইতে পাঁচখানি চিক্কণ পাতর বাছিয়া
লইয়া, আপনার যে মেষপালকের পাত্র অর্থাৎ
ঝুলি ছিল, তাহাতে রাখিলেন, এবং নিজের
ফিঙ্গাটী হস্তে করিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের নিকটে গমন
৪১ করিলেন। তাহাতে সেই পলেষ্টীয় অগ্রসর
হইয়া দায়ূদের সন্নিকট হইল, আর তাহার
৪২ অগ্রে অগ্রে ঢালী চলিল। পরে পলেষ্টীয় চারি-
দিকে চাহিয়া দায়ূদকে দেখিতে পাইয়া তুচ্ছ-
জ্ঞান করিল; কেননা তিনি যুবক, ঈষৎ রক্তবর্ণ
৪৩ ও দেখিতে সুন্দর ছিলেন। পরে ঐ পলেষ্টীয়
দায়ূদকে কহিল, আমি কি কুকুর যে, তুই দণ্ড
লইয়া আমার কাছে আসিতেছিস্? আর সেই
পলেষ্টীয় আপন দেবগণের নাম লইয়া দায়ূদকে
৪৪ শাপ দিল। পলেষ্টীয় দায়ূদকে আরও কহিল,
তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর মাংস
শূন্যের পক্ষিগণকে ও মাঠের পশুদিগকে দিই।
৪৫ তখন দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিলেন, তুমি খড়্গ,
বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ,
কিন্তু আমি ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীর ঈশ্বর
বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নামে, তুমি যাঁহাকে
টিট্‌কারি দিয়াছ তাঁহারই নামে, তোমার নিকটে
৪৬ আসিতেছি। অদ্য সদাপ্রভু তোমাকে আমার
হস্তে সমর্পণ করিবেন; আর আমি তোমাকে
আঘাত করিব, তোমার মুণ্ড তুলিয়া লইব, এবং
আমি পলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য শূন্যের
পক্ষিগণকে ও ভূতলের পশুদিগকে দিব;
তাহাতে ইস্রায়েলে এক জন ঈশ্বর আছেন, ইহা
৪৭ সমস্ত পৃথিবী জ্ঞাত হইবে। আর সদাপ্রভু খড়্গ
ও বড়শা দ্বারা নিস্তার করেন না, ইহাও এই সমস্ত
সমাজ জানিবে; কেননা এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর,
আর তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ
করিবেন।
৪৮ পরে ঐ পলেষ্টীয় উঠিয়া দায়ূদের সম্মুখীন
হইবার জন্য গমন করিলে দায়ূদ শীঘ্র করিয়া ঐ
পলেষ্টীয়ের সহিত মিলিবার জন্য সৈন্যশ্রেণীর
৪৯ দিকে দৌড়িলেন। পরে দায়ূদ আপন ঝুলিতে
হস্ত দিয়া একখান পাতর বাহির করিলেন, এবং
ফিঙ্গাতে পাক দিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের কপালে
আঘাত করিলেন, আর সেই পাতরখানি তাহার
কপালে বসিয়া গেল; তাহাতে সে ভূমিতে
৫০ অধোমুখ হইয়া পড়িল। এই প্রকারে দায়ূদ
ফিঙ্গা ও পাতর দিয়া ঐ পলেষ্টীয়কে পরাজয়
করিলেন, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া বধ করি-
৫১ লেন; কিন্তু দায়ূদের হস্তে খড়্গ ছিল না, তাই
দায়ূদ দৌড়িয়া ঐ পলেষ্টীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
তাহারই খড়্গ লইয়া খাপ খুলিয়া তাহাকে বধ
করিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া
ফেলিলেন। তখন পলেষ্টীয়েরা আপনাদের সেই
৫২ বীরকে মৃত দেখিয়া পলায়ন করিল। আর
ইস্রায়েলের ও যিহূদার লোকেরা উঠিয়া জয়ধ্বনি
করিল, এবং গয় পর্য্যন্ত ও ইক্রোণের দ্বার পর্য্যন্ত
পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া গেল;
তাহাতে পলেষ্টীয়দের আহতগণ শারয়িমের পথে
৫৩ গাৎ ও ইক্রোণ পর্য্যন্ত পড়িল। পরে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্ধাবন হইতে
ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের শিবির লুট করিল।
৫৪ পরে দায়ূদ সেই পলেষ্টীয়ের মুণ্ড তুলিয়া যিরু-
শালেমে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার সজ্জা
আপনার তাম্বুতে রাখিলেন।
৫৫ ঐ পলেষ্টীয়ের বিরুদ্ধে দায়ূদকে যাইতে
দেখিয়া শৌল আপনার সেনাপতি অব্‌নেরকে
কহিলেন, অব্‌নের, এ যুবা কাহার পুত্র? অব্‌-
নের কহিলেন, হে রাজন্! আপনকার জীবৎ
প্রাণের দিব্য, আমি তাহা বলিতে পারি না।
৫৬ পরে রাজা কহিলেন, তুমি জিজ্ঞাসা কর, ঐ
৫৭ বালক কাহার পুত্র? পরে দায়ূদ যখন পলে-
ষ্টীয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন
অব্‌নের তাঁহাকে ধরিয়া শৌলের কাছে লইয়া
গেলেন; তৎকালে তাঁহার হস্তে ঐ পলেষ্টীয়ের মুণ্ড
৫৮ ছিল। শৌল তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে যুবক,
তুমি কাহার পুত্র? দায়ূদ উত্তর করিলেন, আমি
আপনকার দাস বৈৎলেহমীয় যিশয়ের পুত্র।

১৮ শৌলের সহিত তাঁহার কথা সাঙ্গ হইলে
যোনাথনের প্রাণ দায়ূদের প্রাণে সংসক্ত
হইল, এবং যোনাথন আপন প্রাণের মত তাঁহাকে
২ প্রেম করিতে লাগিলেন। আর শৌল ঐ দিবসে
তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার পিতার বাটীতে
৩ ফিরিয়া যাইতে দিলেন না। আর যোনাথন
দায়ূদকে প্রাণতুল্য ভাল বাসাতে তাঁহার সঙ্গে
৪ এক নিয়ম করিলেন। আর যোনাথন আপন
গাত্রস্থ বস্ত্র খুলিয়া দায়ূদকে দিলেন, নিজের
সজ্জা, এমন কি, নিজের খড়্গ, ধনুক ও কটি-
৫ বন্ধনও দিলেন। পরে শৌল দায়ূদকে যে কোন
স্থানে প্রেরণ করেন, দায়ূদ সেই স্থানে যান ও
বুদ্ধিপূর্ব্বক চলেন, এই জন্য শৌল যোদ্ধাদের
উপরে কর্তৃত্বপদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন,
আর তাহা সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে এবং শৌলের
দাসদের দৃষ্টিতেও ভাল বোধ হইল।

Digitized by Google

৬ কিন্তু লোকদের প্রত্যাগমন কালে যখন দায়ূদ
পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতে-
ছিলেন, তখন শৌল রাজার প্রত্যুদ্গমনার্থে
ইস্রায়েলের সমস্ত নগর হইতে স্ত্রীলোকেরা
জয়ধ্বনি, আমোদ ও ত্রিতন্ত্রীবাদ্য পুরঃসর
নৃত্য ও গান করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল।
৭ সেই স্ত্রীলোকেরা অভিনয়ক্রমে পরস্পর গান
করিয়া বলিল,

শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র,
আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত।

৮ তাহাতে শৌল অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি ঐ
বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, উহারা দায়ূদকে
অযুত অযুতের উপরে ও আমাকে সহস্র সহস্রের
উপরে বিজয়ী বলিল; ইহাতে রাজত্ব ব্যতীত
৯ আর কি তাহার অলভ্য রহিল? সেই দিবসাবধি
শৌল দায়ূদের উপর দৃষ্টি রাখিলেন।

দায়ূদের প্রতি শৌলের ঈর্ষা।

১০ পরদিবসে ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা
শৌলে ভর করিল, এবং তিনি গৃহমধ্যে প্রলাপ
বকিতে লাগিলেন, আর দায়ূদ প্রত্যহ যেমন
করিতেন, সেইরূপ হস্ত দ্বারা বাদ্য করিতে-
ছিলেন। তখন শৌলের হস্তে এক বড়শা ছিল;
১১ শৌল সেই বড়শা নিক্ষেপ করিলেন, কেননা তিনি
কহিলেন, আমি দায়ূদকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিব;
কিন্তু দায়ূদ দুই বার তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া
গেলেন।

১২ সদাপ্রভু শৌলকে ত্যাগ করিয়া দায়ূদের সঙ্গে
থাকাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে ভীত হইলেন।
১৩ সেই জন্য শৌল আপনার নিকট হইতে তাঁহাকে
দূর করিয়া সহস্রপতিপদে নিযুক্ত করিলেন;
তাহাতে তিনি লোকদের সাক্ষাতে ভিতরে
১৪ বাহিরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। আর
দায়ূদ আপন সমস্ত গতিতে বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেন,
১৫ এবং সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী থাকিলেন। তিনি
বেশ বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেছেন দেখিয়া শৌল
১৬ তাঁহার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু সমস্ত
ইস্রায়েল ও যিহূদা দায়ূদকে ভাল বাসিত,
কেননা তিনি তাহাদের সাক্ষাতে ভিতরে ও
বাহিরে গমনাগমন করিতেন।

১৭ পরে শৌল দায়ূদকে কহিলেন, দেখ, আমার
জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরব, আমি তোমার সহিত তাহার
বিবাহ দিব; তুমি আমার পক্ষে বিক্রমী হইয়া
সদাপ্রভুর জন্য সংগ্রাম কর। কারণ শৌল কহি-
লেন, আমার হস্ত তাহার প্রতিকূল না হউক,
কিন্তু পলেষ্টীয়দের হস্ত তাহার প্রতিকূল হউক।
১৮ তাহাতে দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, আমি কে,
এবং আমার প্রাণ কি, ইস্রায়েলের মধ্যে আমার
পিতার গোষ্ঠীই বা কি যে, আমি রাজার জামাতা
১৯ হই? কিন্তু শৌলের কন্যা মেরবকে দায়ূদের
সহিত বিবাহ দিবার সময় উপস্থিত হইলে সে
মহোলাতীয় অদ্রীয়েলকে দত্তা হইল।

২০ পরে শৌলের কন্যা মীখল দায়ূদকে প্রেম
করিতে লাগিল; তখন লোকেরা শৌলকে তাহা
২১ জানাইলে তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। শৌল
কহিলেন, আমি তাহাকে সেই কন্যা দিব; সে
তাহার ফাঁদস্বরূপ হউক, ও পলেষ্টীয়দের হস্ত
তাহার প্রতিকূল হউক। অতএব শৌল দায়ূদকে
কহিলেন, তুমি অদ্য দ্বিতীয় বার আমার জামাতা
২২ হও। পরে শৌল আপন দাসগণকে আজ্ঞা
দিলেন, তোমরা গোপনে দায়ূদের সহিত আলাপ
করিয়া এই কথা বল, দেখ, তোমার প্রতি রাজা
প্রীত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সমস্ত দাস
তোমাকে ভাল বাসে; অতএব এখন তুমি রাজার
২৩ জামাতা হও। তাহাতে শৌলের দাসগণ দায়ূদের
কর্ণগোচরে এই কথা কহিল। দায়ূদ কহিলেন,
রাজার জামাতা হওয়া কি তোমাদের কাছে লঘু
বিষয় বোধ হয়? আমি ত দরিদ্র লোক,
২৪ লঘুমান্য। পরে শৌলের দাসগণ তাঁহাকে সমা-
চার দিয়া কহিল, দায়ূদ এই প্রকার কথা বলেন।
২৫ শৌল কহিলেন, তোমরা দায়ূদকে এইরূপ বল,
রাজা কিছু পণ চাহেন না, কেবল রাজার শত্রুদের
প্রতিশোধের জন্য পলেষ্টীয়দের এক শত
লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ চাহেন। পলেষ্টীয়দের হস্ত দ্বারা
দায়ূদকে নিপাত করাইতে শৌলের সঙ্কল্প ছিল।
২৬ পরে তাঁহার দাসগণ দায়ূদকে সেই কথা জানা-
ইলে দায়ূদ রাজজামাতা হইতে তুষ্ট হইলেন।
২৭ অনন্তর [নিরূপিত] কাল সম্পূর্ণ না হইতে দায়ূদ
আপন লোকদের সহিত উঠিয়া গিয়া পলেষ্টীয়-
দের দুই শত জনকে বধ করিলেন, এবং রাজার
জামাতা হইবার জন্য দায়ূদ পূর্ণ সংখ্যানুসারে
তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ আনিয়া রাজাকে দিলেন;
তাহাতে শৌল তাঁহার সহিত আপন কন্যা মীখ-
লের বিবাহ দিলেন।

২৮ পরে সদাপ্রভু দায়ূদের সহবর্ত্তী আছেন, এবং
শৌলের কন্যা মীখল তাঁহাকে প্রেম করে, শৌল
২৯ ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহাতে শৌল
দায়ূদের বিষয়ে আরও ভীত হইলেন, আর শৌল
৩০ নিয়ত দায়ূদের শত্রু থাকিলেন। পরে পলেষ্টীয়-
দের অধ্যক্ষগণ বাহির হইতে লাগিলেন; কিন্তু যত
বার বাহির হইলেন, তত বার শৌলের দাসগণের
মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দায়ূদ অধিক বুদ্ধিপূর্ব্বক চলি-
লেন, তাহাতে তাঁহার নাম অতিশয় মান্য হইল।

১৯ পরে শৌল আপন পুত্র যোনাথনকে ও
আপনার সমস্ত দাসকে বলিয়া দিলেন, যেন
২ তাহারা দায়ূদকে বধ করে। কিন্তু শৌলের পুত্র

Digitized by Google

যোনাথন দায়ূদের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত
ছিলেন। অতএব যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন,
আমার পিতা শৌল তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা
করিতেছেন; অতএব বিনয় করি, তুমি প্রাতঃ-
কালে সাবধান হইবে, অমুক গুপ্ত স্থান আশ্রয়
৩ করিয়া লুকাইয়া থাকিও। তুমি যে ক্ষেত্রে
থাকিবে, সেই স্থানে আমি যাইয়া আপন পিতার
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমার বিষয়ে পিতার সহিত
কথোপকথন করিব, আর যদি তেমন কিছু বুঝিতে
পারি, তোমাকে বলিয়া দিব।
৪ অনন্তর যোনাথন আপন পিতা শৌলের কাছে
দায়ূদের পক্ষে ভাল কহিলেন, তিনি বলিলেন,
রাজা আপন দাস দায়ূদের বিষয়ে পাপ না করুন,
কেননা সে আপনকার প্রতিকূলে পাপ করে নাই,
বরং তাহার কর্ম্ম সকল আপনকার পক্ষে অতি
৫ মঙ্গলজনক। কেননা সে প্রাণ হাতে করিয়া সেই
পলেষ্টীয়কে বধ করিল, আর সদাপ্রভু সমস্ত
ইস্রায়েলের পক্ষে মহানিস্তার সাধন করিলেন;
আপনি তাহা দেখিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন;
অতএব এখন অকারণে দায়ূদকে কেন বধ করণ
দ্বারা নির্দ্দোষের রক্তপাতরূপ পাপ করিবেন?
৬ তখন শৌল যোনাথনের বাক্যে অবধান করিয়া
দিব্য করিয়া কহিলেন, জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য,
৭ সে হত হইবে না। পরে যোনাথন দায়ূদকে
ডাকিয়া ঐ সমস্ত কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন,
এবং যোনাথন দায়ূদকে শৌলের কাছে আনি-
লেন, তাহাতে তিনি পূর্ব্বের মত তাঁহার কাছে
থাকিলেন।

শৌলের নিকট হইতে দায়ূদের পলায়ন।

৮ পরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দায়ূদ
বাহির হইয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন,
তিনি মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলেন,
এবং তাহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন
৯ করিল। আর সদাপ্রভুর অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা
শৌলে ভর করিল; তখন শৌল বড়শা হস্তে
আপন গৃহে বসিয়াছিলেন, আর দায়ূদ হস্ত দ্বারা
১০ বাদ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে শৌল বড়শা
দিয়া দায়ূদকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিতে চেষ্টা
করিলেন; কিন্তু তিনি শৌলের সম্মুখ হইতে
সরিয়া যাওয়াতে তাঁহার বড়শা ভিত্তিতে ঢুকিয়া
গেল, এবং দায়ূদ সে রাত্রিতে পলাইয়া রক্ষা
১১ পাইলেন। পরে শৌল দায়ূদের গৃহের নিকটে
দূতগণকে পাঠাইলেন, যেন তাহারা তাঁহার
উপরে চক্ষু রাখে, আর প্রাতঃকালে তাঁহাকে বধ
করে। কিন্তু দায়ূদের ভার্য্যা মীখল তাঁহাকে
সংবাদ দিয়া কহিলেন, তুমি যদি এই রাত্রিতে
আপন প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কল্য মারা
১২ পড়িবে। আর মীখল বাতায়নদ্বার দিয়া দায়ূ-
দকে নামাইয়া দিলেন; তাহাতে তিনি যাইয়া
১৩ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। আর মীখল
ঠাকুর-প্রতিমা লইয়া শয্যাতে শয়ন করাইলেন,
এবং ছাগলোমনির্ম্মিত একটা টুপি তাহার মস্তকে
১৪ দিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিলেন। পরে
শৌল দায়ূদকে ধরিতে দূতগণকে পাঠাইলে
১৫ মীখল কহিলেন, তিনি পীড়িত আছেন। তাহাতে
শৌল দায়ূদকে দেখিবার জন্য সেই দূতগণকে
পাঠাইয়া দিলেন, কহিলেন, তাহাকে খট্টাতে
করিয়া আমার কাছে আন, আমি তাহাকে বধ
১৬ করিব। পরে দূতগণ যখন ভিতরে গেল, দেখ,
খট্টাতে সেই ঠাকুর-প্রতিমা ও তাহার মস্তকে
১৭ ছাগলোমনির্ম্মিত টুপি রহিয়াছে। তখন শৌল
মীখলকে কহিলেন, তুমি আমাকে কেন এইরূপে
প্রবঞ্চনা করিলে? তুমি আমার শত্রুকে ছাড়িয়া
দেওয়াতে সে পলায়ন করিয়াছে। তাহাতে মীখল
শৌলকে উত্তর করিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন,
আমাকে যাইতে দেও, আমি তোমাকে কেন বধ
করিব?
১৮ ইতিমধ্যে দায়ূদ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাই-
লেন, এবং রামাতে শমূয়েলের কাছে গিয়া
আপনার প্রতি শৌলের কৃত সমস্ত ব্যবহারের
কথা জানাইলেন; অনন্তর তিনি ও শমূয়েল
১৯ যাইয়া নায়োতে বাস করিলেন। পরে, দেখুন,
দায়ূদ রামাস্থ নায়োতে আছেন, এই কথা কেহ
২০ শৌলকে কহিলে, শৌল দায়ূদকে ধরিবার জন্য
দূতগণকে পাঠাইলেন; তাহাতে যখন দূতগণ
ভাবোক্তি প্রচারকারী ভাববাদীর দলকে ও
তাহাদের অধ্যক্ষরূপে দণ্ডায়মান শমূয়েলকে
দেখিল, তখন ঈশ্বরের আত্মা শৌলের দূতগণের
উপরে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে তাহারাও
২১ ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। আর এই
সংবাদ শৌলকে দেওয়া হইলে তিনি অন্য দূত-
দিগকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারাও ভাবোক্তি
প্রচার করিতে লাগিল। পরে শৌল তৃতীয় বার
দূতগণকে প্রেরণ করিলে তাহারাও ভাবোক্তি
২২ প্রচার করিতে লাগিল। তখন শৌল আপনিও
রামাতে গমন করিলেন; আর সেখুস্থ বৃহৎ
কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
শমূয়েল ও দায়ূদ কোথায়? এক জন কহিল,
২৩ দেখুন, তাহারা রামাস্থ নায়োতে আছে। তখন
শৌল রামাস্থিত নায়োতে গেলেন। তাহাতে
ঈশ্বরের আত্মা তাঁহার উপরে আসিলেন,
তাহাতে তিনি রামাস্থিত নায়োতে উপস্থিত না
হওয়া পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে ভাবোক্তি প্রচার
২৪ করিলেন। আর তিনিও আপন বস্ত্র খুলিয়া

Digitized by Google

কেলিলেন, এবং শমূয়েলের সম্মুখে ভাবোক্তি
প্রচার করিলেন, আর সমস্ত দিবারাত্রি বিবস্ত্র
হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই জন্য লোকে বলে,
শৌলও কি ভাববাদীদের মধ্যে এক জন?

দায়ূদ ও যোনাথনের মিত্রতা।

২০ পরে দায়ূদ রামাস্থ নায়োৎ হইতে পলা-
ইয়া যোনাথনের নিকটে আসিয়া কহিলেন,
আমি কি করিয়াছি? আমার অপরাধ কি?
তোমার পিতার কাছে আমার পাপ কি যে,
তিনি আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছেন?
২ যোনাথন তাঁহাকে কহিলেন, এমন না হউক,
তুমি মরিবে না; দেখ, আমার পিতা আমার
কর্ণগোচর না করিয়া ক্ষুদ্র কি মহৎ কোন কর্ম্ম
করেন না; তবে আমার পিতা আমা হইতে এই
কথা কেন গোপন করিবেন? এ কথা কিছু নয়।
৩ তাহাতে দায়ূদ দিব্য করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,
আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়াছি, ইহা
তোমার পিতা বিলক্ষণ জানেন; এই জন্য কহি-
লেন, যোনাথন এ বিষয় জ্ঞাত না হউক, পাছে
দুঃখিত হয়। কিন্তু জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, ও
তোমার জীবৎ প্রাণের দিব্য, আমার ও মৃত্যুর
৪ মধ্যে নিতান্ত এক পাদমাত্র অন্তর আছে। যোনা-
থন দায়ূদকে কহিলেন, তোমার প্রাণে যাহা চায়,
৫ আমি তোমার জন্য তাহাই করিব। তখন দায়ূদ
যোনাথনকে কহিলেন, দেখ, কল্য অমাবস্যা,
আমাকে রাজার সহিত ভোজনে বসিতেই হইবে;
কিন্তু তুমি আমাকে যাইতে দেও, আমি তৃতীয়
দিবস সায়ংকাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকি।
৬ যদি আমার অনুপস্থিতির কথা তোমার পিতার
কাছে প্রকাশ পায়, তবে তুমি বলিবে, দায়ূদ
আপন নগর বৈৎলেহমে তাড়াতাড়ি যাইবার
জন্য আমার অনুমতি যাচ্ঞা করিল, কেননা সে
স্থানে তাহাদের সমস্ত গোষ্ঠীর জন্য বার্ষিক যজ্ঞ
৭ হইতেছে। তিনি যদি বলেন, ভাল, তবে তোমার
এই দাসের শান্তি বটে; নতুবা যদি বাস্তবিক
তিনি ক্রুদ্ধ হন, তবে তুমি জানিবে, তাঁহা দ্বারা
৮ নিতান্ত অমঙ্গল স্থির হইয়াছে। অতএব তুমি
আপনার এই দাসের প্রতি সদয় ব্যবহার কর,
কেননা তুমি আপনার সহিত আপনার এই
দাসকে সদাপ্রভুর এক নিয়মে বদ্ধ করিয়াছ।
কিন্তু যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তবে
তুমিই আমাকে বধ কর; তোমার পিতার নিকটে
৯ আমাকে লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন? যোনা-
থন কহিলেন, এরূপ আশঙ্কা দূর করিয়া দেও;
বরঞ্চ আমার পিতা তোমার প্রতি অমঙ্গল
ঘটাইতে স্থির করিয়াছেন, ইহা যদি আমি
নিশ্চয় জানিতে পারি, তবে কি তোমাকে বলিয়া
১০ দিব না? দায়ূদ যোনাথনকে কহিলেন, তোমার
পিতা যদি তোমাকে কর্কশ ভাবে উত্তর দেন,
১১ কে আমাকে জানাইবে? তখন যোনাথন দায়ূদকে
কহিলেন, চল, আমরা ক্ষেত্রে যাই; তাহাতে
তাঁহারা দুই জন বাহির হইয়া ক্ষেত্রে গেলেন।
১২ পরে যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিতেছি, কল্য বা
পরশ্ব অনুমান এই সময়ে পিতার কাছে কথা
পাড়িয়া দেখিব, দেখ, দায়ূদের পক্ষে ভাল
বুঝিলে আমি কি তখনই তোমার কাছে লোক
পাঠাইয়া তাহা তোমার কর্ণগোচর করিব না?
১৩ যদি তোমার অমঙ্গল করিতে আমার পিতার
মনস্থ থাকে, আর আমি তাহা তোমার কর্ণগোচর
না করি, সদাপ্রভু যোনাথনকে অমুক ও ততোধিক
দণ্ড দিউন; আর আমি তোমাকে পাঠাইয়া
দিব, তাহাতে তুমি কুশলে যাইবে; সদাপ্রভু
যেমন আমার পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তদ্রূপ
১৪ তোমারও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। আর আমি যেন
না মরি, এই জন্য আমি যত দিন জীবিত থাকি,
তুমি কেবল আমাকেই সদাপ্রভুর দয়া দেখাইবে,
১৫ এমন নয়, কিন্তু তুমি আমার কুলের প্রতিও
দয়ার ত্রুটি কখনও করিবে না; যখন সদাপ্রভু
দায়ূদের প্রত্যেক শত্রুকে ভূতল হইতে উচ্ছিন্ন
১৬ করিবেন, তখনও করিবে না। এইরূপে যোনা-
থন দায়ূদের কুলের সহিত নিয়ম করিলেন;
বলিলেন, আর সদাপ্রভু দায়ূদের শত্রুগণের হস্তে
পরিশোধ লইবেন।
১৭ পরে যোনাথন, দায়ূদের প্রতি তাঁহার যে
প্রেম ছিল, তৎপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার তাঁহাকে শপথ
করাইলেন, কেননা তিনি আপন প্রাণের মত
১৮ তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। পরে যোনাথন
দায়ূদকে কহিলেন, কল্য অমাবস্যা; কল্য
তোমার আসন শূন্য থাকায় তোমার অনুপস্থিতি
১৯ প্রকাশ পাইবে; তুমি পরশ্ব পর্য্যন্ত থাকিয়া,
সেই দিন অতি ত্বরায় নামিয়া আসিয়া পূর্ব্ব
কার্য্যের দিনে যে স্থানে লুকাইয়াছিলে, সেই
স্থানে এষল নামক প্রস্তরের নিকটে থাকিবে।
২০ আমি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার ছলে তিনটী তীর
২১ তাহার পার্শ্বে ক্ষেপণ করিব। আর দেখ, আমার
সঙ্গী বালককে পাঠাইব, বলিব, যাও, তীর
কুড়াইয়া আন; আমি যদি বালকটীকে বলি,
দেখ, তোমার এদিকে তীর আছে, তুলিয়া লও,
তবে তুমি আসিও; জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য,
২২ তোমার মঙ্গল, কোন ভয় নাই। কিন্তু আমি যদি
বালকটীকে বলি, দেখ, তোমার ওদিকে তীর
আছে, তবে তুমি চলিয়া যাইও, কেননা সদাপ্রভু
২৩ তোমাকে বিদায় করিলেন। আর দেখ, তোমার

Digitized by Google

ও আমার এই কথোপকথনের বিষয়ে সদাপ্রভু
যুগানুক্রমে আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী।
২৪ পরে দায়ূদ ক্ষেত্রে লুকাইয়া রহিলেন, ইতি-
মধ্যে অমাবস্যা উপস্থিত হইলে রাজা ভোজনে
২৫ বসিলেন। রাজা অন্য সময়ের ন্যায় আপন
আসনে অর্থাৎ ভিত্তির নিকটস্থ আসনে বসিলেন।
যোনাথন দাঁড়াইলেন, এবং অব্নের শৌলের
পার্শ্বে বসিলেন; কিন্তু দায়ূদের স্থান শূন্য
২৬ থাকিল। সে দিন শৌল কিছুই বলিলেন না,
কেননা মনে মনে ভাবিলেন, তাহার কিছু হই-
য়াছে, সে শুচি নয়, সে অবশ্য অশুচি হইয়া
২৭ থাকিবে। কিন্তু পর দিবসে, মাসের দ্বিতীয়
দিবসে, দায়ূদের স্থান শূন্য থাকাতে শৌল
আপন পুত্র যোনাথনকে জিজ্ঞাসিলেন, যিশয়ের
পুত্র কল্য ও অদ্য ভোজনে কেন আসিতেছে না?
২৮ যোনাথন শৌলকে উত্তর করিলেন, দায়ূদ বৈৎ-
লেহমে যাইবার জন্য আমার কাছে অনেক
২৯ বিনতি করিয়াছিল; সে কহিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক
আমাকে যাইতে দেও, কেননা নগরে আমাদের
গোষ্ঠীর এক যজ্ঞ আছে, এবং আমার ভ্রাতাই
আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব
বিনয় করি, তুমি যদি আমাকে অনুগ্রহ কর,
তবে আমি দৌড়িয়া গিয়া আমার জ্ঞাতিদিগকে
দেখিয়া আসি। এই জন্য সে রাজার মেজে
৩০ আইসে নাই। তখন যোনাথনের প্রতি শৌলের
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তিনি তাঁহাকে কহিলেন,
অরে বক্রশীলা বিদ্রোহিণী স্ত্রীর পুত্র, আমি কি
জানি না যে, তুই আপনার লজ্জা ও মাতার
আবরণীয়ের লজ্জা জন্মাইতে যিশয়ের পুত্রকে
৩১ মনোনীত করিয়াছিস্? ফলে যিশয়ের পুত্র
যাবৎ ভূতলে থাকিবে, তাবৎ তুই স্থির থাকিবি
না, তোর রাজ্যও স্থির থাকিবে না। অতএব
এখন লোক পাঠাইয়া তাহাকে আমার কাছে
৩২ আনা, কেননা সে মৃত্যুর সন্তান। তাহাতে
যোনাথন উত্তর করিয়া আপন পিতা শৌলকে
কহিলেন, সে কেন হত হইবে? সে কি করিয়াছে?
৩৩ কিন্তু শৌল তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য তাঁহার
দিকে আপন বড়শা নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে
যোনাথন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা
৩৪ দায়ূদকে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তখন
যোনাথন মহাক্রুদ্ধ হইয়া মেজ হইতে উঠি-
লেন, মাসের দ্বিতীয় দিবসে আহার করিলেন
না; কেননা দায়ূদের জন্য তাঁহার মনস্তাপ
হইল, কারণ তাঁহার পিতা তাঁহার অপমান
করিয়াছিলেন।
৩৫ পরে প্রাতঃকালে যোনাথন একটী ক্ষুদ্র বাল-
ককে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে, দায়ূদের সহিত যে স্থান
৩৬ নিরূপিত হইয়াছিল, তথায় গেলেন। পরে তিনি
বালকটীকে কহিলেন, আমি যে সকল তীর
নিক্ষেপ করিব, তুমি দৌড়িয়া গিয়া তাহা
কুড়াইয়া আন। তাহাতে বালকটী দৌড়িলে
তিনি তাহার ওদিকে পড়িবার মত তীর নিক্ষেপ
৩৭ করিলেন। আর বালকটী যোনাথনের নিক্ষিপ্ত
তীরের কাছে উপস্থিত হইলে যোনাথন বালক-
টীকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমার ওদিকে কি তীর
৩৮ নাই? আবার যোনাথন বালককে ডাকিয়া
কহিলেন, শীঘ্র দৌড়িয়া আইস, বিলম্ব করিও
না। তখন যোনাথনের সেই বালক তীরগুলি
কুড়াইয়া লইয়া আপন কর্ত্তার কাছে আসিল।
৩৯ কিন্তু বালকটী কিছুই বুঝিল না, কেবল যোনাথন
৪০ ও দায়ূদ সেই বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। পরে যোনা-
থন আপন তীরধনুকাদি বালকটীকে দিয়া কহি-
লেন, নগরে লইয়া যাও।
৪১ বালকটী যাইবামাত্র দায়ূদ দক্ষিণদিক্স্থ কোন
স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া তিন বার ভূমিতে
উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন, এবং
তাঁহারা দুই জনে পরস্পর চুম্বন ও রোদন করি-
৪২ লেন, কিন্তু দায়ূদ অধিক রোদন করিলেন। পরে
যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, কুশলে যাও, আমরা
ত দুই জন সদাপ্রভুর নামে এই দিব্য করিয়াছি
যে, সদাপ্রভু যুগানুক্রমে আমার ও তোমার মধ্য-
বর্ত্তী এবং আমার বংশের ও তোমার বংশের
মধ্যবর্ত্তী থাকিবেন। পরে তিনি উঠিয়া প্রস্থান
করিলেন, আর যোনাথন নগরে চলিয়া গেলেন।

নোব, গাৎ ও অদুল্লমে দায়ূদের পলায়ন।

২১ পরে দায়ূদ নোবে অহীমেলক যাজকের
নিকটে উপস্থিত হইলেন; আর অহীমে-
লক কম্পমান হইয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি একা কেন?
২ আপনকার সঙ্গে কেহ নাই কেন? তাহাতে
দায়ূদ অহীমেলক যাজককে কহিলেন, রাজা একটী
কর্ম্মের ভার দিয়া আমাকে বলিয়াছেন, আমি
তোমাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করিলাম ও যাহা
আদেশ করিলাম, তাহার কিছুই যেন কেহ না
জানে; আর আমি নিজের সঙ্গী যুবকদিগকে
৩ অমুক অমুক স্থানে আসিতে বলিয়াছি। এখন
আপনকার কাছে কি আছে? পাঁচখান রুটী
হউক, কিম্বা যাহা হউক, আমার হাতে দিউন।
৪ তাহাতে যাজক দায়ূদকে উত্তর করিলেন, আমার
কাছে সাধারণ রুটী নাই, কেবল পবিত্র রুটী
আছে; যদি সেই যুবকেরা কেবল স্ত্রী হইতে
পৃথক্ হইয়া থাকে, [তবে তাহা দিতে পারি]।
৫ দায়ূদ যাজককে উত্তর দিলেন, তিন দিন আমা-

Digitized by Google

দের হইতে স্ত্রীলোক পৃথক্ রহিয়াছে ; আমি
যখন বাহির হইয়া আসি, তখন যাত্রা সাধারণ
হইলেও যুবকদিগের পাত্র সকল পবিত্র ছিল ;
অতএব অদ্য তাহাদের পাত্র সকল আরও কত
৬ না পবিত্র ! তাহাতে যাজক তাঁহাকে পবিত্র
রুটী দিলেন ; কেননা সেই স্থানে অন্য রুটী ছিল
না, কেবল উহা তুলিয়া লইবার দিনে তপ্ত রুটী
রাখিবার জন্য যে দর্শনীয় রুটী সদাপ্রভুর
সাক্ষাৎ হইতে স্থানান্তরীকৃত হইয়াছিল, তাহাই
৭ মাত্র ছিল। সেই দিন শৌলের দাসগণের মধ্যে
ইদোমীয় দোয়েগ নামে এক জন সদাপ্রভুর
সাক্ষাতে নিরুদ্ধ হইয়া সেই স্থানে ছিল, সে
শৌলের প্রধান পশুপালক।

৮ পরে দায়ূদ অহীমেলককে কহিলেন, এই স্থানে
আপনকার কাছে বড়শা বা খড়্গ কি কিছুই নাই ?
কেননা রাজকার্য্যের তাড়াতাড়িতে আমি আপন
৯ খড়্গ বা অস্ত্র সঙ্গে আনি নাই। তাহাতে যাজক
কহিল, এলা তলভূমিতে আপনি যাহাকে বধ
করিয়াছিলেন, সেই পলেষ্টীয় গলিয়াথের খড়্গ
আছে : দেখুন, ইহা এখানে এফোদের পশ্চা-
দ্দিকে বস্ত্রে জড়ান আছে ; ইহা যদি লইতে
চাহেন, লউন, কেননা ইহা ছাড়া আর কোন খড়্গ
এ স্থানে নাই। তাহাতে দায়ূদ কহিলেন, ওখানির
তুল্য আর নাই। ঐখানি আমাকে দিউন।

১০ পরে দায়ূদ উঠিয়া সেই দিন শৌলের ভয়ে
পলাইয়া গাতের রাজা আখীশের কাছে গেলেন।
১১ তাহাতে আখীশের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, ঐ
ব্যক্তি কি দেশের রাজা দায়ূদ নয় ? আর
লোকেরা নৃত্যসহকারে কি উহাঁর বিষয় পরস্পর
গাইয়া বলে নাই,

"শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র,
আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত" ?

১২ তখন দায়ূদ সে কথা মনে রাখিলেন, এবং
গাতের রাজা আখীশ হইতে অতিশয় ভীত
১৩ হইলেন। আর তিনি উহাদের সাক্ষাতে বুদ্ধির
বৈকল্য দেখাইলেন ; তিনি তাহাদের কাছে
ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, দ্বারের কবাট
আঁচড়াইতেন, ও আপন দাড়ির উপরে লালা
১৪ পড়িতে দিতেন। তখন আখীশ আপন দাসগণকে
কহিলেন, দেখ, তোমরা দেখিতে পাইতেছ, এ
ক্ষিপ্ত; তবে ইহাকে আমার নিকটে কেন
১৫ আনিলে ? আমার কি ক্ষিপ্ত লোকের অভাব
আছে যে, তোমরা আমার কাছে ক্ষিপ্তের ব্যবহার
করিতে ইহাকে আনিয়াছ ? এ কি আমার গৃহে
আসিবে ?

২২ পরে দায়ূদ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া
অদুল্লম গুহাতে আশ্রয় লইলেন ; আর
তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাঁহার সমস্ত পিতৃকুল তাহা
শুনিয়া সেই স্থানে তাঁহার নিকটে নামিয়া
২ গেল। আর ক্লিষ্ট, ঋণী ও তিক্তপ্রাণ সমস্ত লোক
তাঁহার নিকটে একত্র হইল, আর তিনি তাহাদের
সেনাপতি হইলেন ; এইরূপে অনুমান চারি
শত লোক তাঁহার সঙ্গী হইল।

৩ পরে দায়ূদ তথা হইতে মোয়াব দেশস্থ
মিস্পীতে যাইয়া মোয়াবের রাজাকে কহিলেন,
বিনয় করি, ঈশ্বর আমার প্রতি কি করিবেন,
তাহা যে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞাত না হই, তাবৎ
আমার পিতামাতাকে আপনাদের মধ্যে প্রবাস
৪ করিতে দিউন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে মোয়া-
বের রাজার সম্মুখে আনিলেন ; তাহাতে যে
পর্য্যন্ত দায়ূদ সেই দুর্গম স্থানে থাকিলেন, তাবৎ
তাঁহারা ঐ রাজার সহিত বাস করিলেন।

৫ পরে গাদ ভাববাদী দায়ূদকে কহিলেন, তুমি
আর এই দুর্গম স্থানে থাকিও না, প্রস্থান করিয়া
যিহূদা দেশে যাও। তাহাতে দায়ূদ যাত্রা করিয়া
হেরৎ বনে উপস্থিত হইলেন।

শৌলের আজ্ঞায় যাজকদের বধ।

৬ পরে দায়ূদের ও তাঁহার সঙ্গীদের উদ্দেশ
পাওয়া গিয়াছে, ইহা শৌল শুনিতে পাইলেন।
সেই সময়ে শৌল শল্যহস্তে গিবিয়ায়, রামাস্থ
ঝাউ গাছের তলে বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার
চতুর্দ্দিকে তাঁহার সমস্ত দাস দণ্ডায়মান ছিল।
৭ তখন শৌল আপনার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আপন
দাসগণকে কহিলেন, হে বিন্যামীনীয়েরা, শ্রবণ
কর। যিশয়ের পুত্র কি তোমাদের প্রত্যেক
জনকেই ক্ষেত্র ও দ্রাক্ষার উদ্যান দিবে ? সে
তোমাদের সকলকে সহস্রপতি ও শতপতি করিবে ?
৮ এই জন্য তোমরা সকলে কি আমার প্রতিকূলে
চক্রান্ত করিয়াছ ? যিশয়ের পুত্রের সহিত আমার
পুত্র যে নিয়ম করিয়াছে, তাহা কেহ আমার
কর্ণগোচর করে নাই ; এবং আমার পুত্র অদ্য-
কার মত আমার প্রতিকূলে ঘাটি বসাইবার জন্য
আমার দাসকে যে উস্কাইয়া দিয়াছে, ইহাতেও
তোমাদের মধ্যে কেহ আমার জন্য দুঃখিত হয়
৯ নাই বা আমাকে তাহা জ্ঞাত করে নাই। তখন
শৌলের দাসগণের নিকটে দণ্ডায়মান ইদোমীয়
দোয়েগ উত্তর করিল, আমি নোবে অহীটূবের
পুত্র অহীমেলকের নিকটে যিশয়ের পুত্রকে
১০ যাইতে দেখিয়াছিলাম। সেই ব্যক্তি তাহার
নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,
ও তাহাকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছিল, এবং পলেষ্টীয়
গলিয়াথের খড়্গ তাহাকে দিয়াছিল।

১১ তাহাতে রাজা লোক পাঠাইয়া অহীটূবের পুত্র
অহীমেলক যাজককে ও তাহার সমস্ত পিতৃ-
কুলকে, নোবনিবাসী যাজকদিগকে ডাকাইলেন ;

Digitized by Google

পরে তাঁহারা সকলে রাজার নিকটে আসিলেন।
১২ তখন শৌল কহিলেন, হে অহীটূবের পুত্র,
শুন। তিনি উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভো,
১৩ এই যে আমি। পরে শৌল তাঁহাকে কহিলেন,
তুমি ও যিশয়ের পুত্র আমার বিরুদ্ধে কেন চক্রান্ত
করিলে ? সে যেন অদ্যকার মত আমার বিরুদ্ধে
উঠিয়া ঘাটি বসায়, সেই জন্য তুমি তাহাকে
রুটী ও খড়্গ দিয়াছ, এবং তাহার জন্য ঈশ্বরের
১৪ কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তাহাতে অহীমেলক
রাজাকে উত্তর করিলেন, আপনকার সমস্ত দাসের
মধ্যে কে দায়ূদের তুল্য বিশ্বাস্য ? তিনি ত
মহারাজের জামাতা, ও আপনকার গুপ্ত মন্ত্রণা
জানিবার অধিকারী, ও আপনকার বাটীতে
১৫ সম্ভ্রান্ত। আমি কি এই প্রথম বার তাঁহার জন্য
ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ? তাহা
আমা হইতে দূর হউক ; মহারাজ আপনকার
এই দাসকে ও আমার সমস্ত পিতৃকুলকে দোষ
দিবেন না, কেননা আপনকার দাস এ বিষয়ের
১৬ অল্প কি অধিক কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে। কিন্তু
রাজা কহিলেন, হে অহীমেলক, তোমাকে ও
১৭ তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে মরিতে হইবে। পরে
রাজা আপনার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান পদাতিক-
গণকে কহিলেন, তোমরা ফিরিয়া দাঁড়াও, সদা-
প্রভুর এই যাজকগণকে বধ কর ; কেননা ইহারাও
দায়ূদের সাহায্য করে, এবং তাহার পলায়নের
কথা জানিয়াও আমার কর্ণগোচর করে নাই।
কিন্তু সদাপ্রভুর যাজকদিগকে আক্রমণার্থে হস্ত
বিস্তার করিতে রাজার দাসগণ সম্মত হইল না।
১৮ পরে রাজা দোয়েগকে কহিলেন, তুমি ফিরিয়া
এই যাজকগণকে আক্রমণ কর। তাহাতে ইদো-
মীয় দোয়েগ ফিরিয়া দাঁড়াইল, ও যাজকগণকে
আক্রমণ করিয়া সেই দিবসে বস্ত্র এফোদ পরি-
১৯ ধায়ী পঁচাশী জনকে বধ করিল। পরে সে খড়্গ-
ধারে যাজকদের নোব নগর আঘাত করিল ; সে
স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশু এবং গোরু,
গর্দ্দভ ও মেষ সকল খড়্গাধারে নিহনন করিল।
২০ ঐ সময়ে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের একটী
মাত্র পুত্র রক্ষা পাইলেন ; তাঁহার নাম অবি-
য়াথর ; তিনি দায়ূদের কাছে পলাইয়া গেলেন।
২১ অবিয়াথর দায়ূদকে এই সংবাদ দিলেন যে,
শৌল সদাপ্রভুর যাজকগণকে বধ করাইয়াছেন।
২২ তাহাতে দায়ূদ অবিয়াথরকে কহিলেন, ইদো-
মীয় দোয়েগ সে স্থানে থাকাতে আমি সেই
দিনই বুঝিয়াছিলাম যে, সে নিশ্চয়ই শৌলকে
সংবাদ দিবে। আমিই তোমার পিতৃকুলের
২৩ সমস্ত প্রাণীর বধের কারণ। তুমি আমার সহিত
থাক, ভীত হইও না ; কেননা যে আমার প্রাণ-
নাশের চেষ্টা করে, সেই তোমার প্রাণনাশের
চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি সুর-
ক্ষিত থাকিবে।

দায়ূদের প্রতি তাড়না ও শৌলের প্রতি দয়া।

২৩ আর লোকেরা দায়ূদকে এই সংবাদ দিল,
দেখ, পলেষ্টীয়েরা কিয়ীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিতেছে, আর খামার সকলের শস্য লুটিতেছে।
২ তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, আমি কি ঐ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত
করিতে যাইব ? তাহাতে সদাপ্রভু দায়ূদকে কহি-
লেন, যাও, সেই পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া
৩ কিয়ীলা রক্ষা কর। তাহাতে দায়ূদের লোকেরা
তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আমাদের এই যিহূদা
দেশে থাকাই ভয়ের বিষয় ; তবে কিয়ীলাতে
পলেষ্টীয়দের সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যাওয়া আরও
৪ কত না ভয়ের বিষয় ? তখন দায়ূদ পুনর্ব্বার
সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন ; আর সদা-
প্রভু উত্তর করিলেন, উঠ, কিয়ীলাতে যাও, কেননা
আমি পলেষ্টীয়দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ
৫ করিব। তখন দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা কিয়ী-
লাতে গেলেন, এবং পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ
করিয়া তাহাদের পশুগণকে লইয়া আসিলেন,
আর তাহাদিগকে মহাসংহারে সংহার করি-
লেন ; এইরূপে দায়ূদ কিয়ীলানিবাসীদিগকে
রক্ষা করিলেন।
৬ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর যখন কিয়ী-
লাতে দায়ূদের নিকটে পলাইয়া আসিয়াছিলেন,
তখন তাঁহার হস্তে এক এফোদ ছিল।
৭ পরে দায়ূদ কিয়ীলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই
সংবাদ পাইয়া শৌল কহিলেন, ঈশ্বর তাহাকে
আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, কেননা দ্বার ও
অর্গলযুক্ত নগরে প্রবেশ করাতে সে অবরুদ্ধ
৮ হইয়াছে। পরে দায়ূদকে ও তাঁহার লোকদিগকে
অবরোধ করিবার জন্য শৌল যুদ্ধার্থে কিয়ীলাতে
যাইবার নিমিত্ত সমস্ত লোককে ডাকিলেন।
৯ পরে শৌল আমার বিরুদ্ধে অনিষ্টের কল্পনা
করিয়াছেন, ইহা দায়ূদ জ্ঞাত হইয়া অবিয়াথর
যাজককে কহিলেন, এই স্থানে এফোদ আন।
১০ পরে দায়ূদ কহিলেন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভো, শৌল কিয়ীলাতে আসিয়া আমার
নিমিত্তে এই নগর উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করি-
তেছেন, আপনকার দাস আমি ইহা শুনিলাম।
১১ কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি তাঁহার হস্তে আমাকে
সমর্পণ করিবে ? আপনকার দাস আমি যেরূপ
শুনিলাম, সেইরূপ শৌল কি আসিবেন ?
হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, বিনয় করি,

Digitized by Google

আপনকার দাসকে তাহা বলুন। সদাপ্রভু কহি-
১২ লেন, সে আসিবে। দায়ূদ জিজ্ঞাসিলেন, কিয়ী-
লার গৃহস্থেরা কি আমাকে ও আমার লোক-
দিগকে শৌলের হস্তে সমর্পণ করিবে? সদাপ্রভু
কহিলেন, তাহারা তোমাকে সমর্পণ করিবে।
১৩ তখন দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা, অনুমান ছয়
শত লোক, উঠিয়া কিয়ীলা হইতে বাহির হইয়া
যেখানে পরিভ্রমণ করিতে পারিলেন, করিলেন;
পরে দায়ূদ কিয়ীলা হইতে স্থানান্তরে গিয়াছে,
এই কথা কেহ শৌলকে কহিলে তিনি যাইতে
১৪ নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দায়ূদ প্রান্তরে স্থিত
নানা দুরাক্রম স্থানে বাস করিলেন, সীফ প্রান্ত-
রস্থ পর্ব্বতে রহিলেন; আর শৌল দিন দিন
তাঁহার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার
১৫ হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন না। আর দায়ূদ
দেখিলেন যে, শৌল আমার প্রাণনাশের চেষ্টায়
বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তৎকালে দায়ূদ
১৬ সীফ প্রান্তরস্থ বনে ছিলেন। আর শৌলের পুত্র
যোনাথন উঠিয়া বনে দায়ূদের নিকটে গিয়া
১৭ ঈশ্বরেতে তাঁহার হস্ত সবল করিলেন। আর
তিনি তাঁহাকে কহিলেন, ভয় করিও না, আমার
পিতা শৌলের হস্ত তোমাকে পাইবে না, আর
তুমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা হইবে, এবং আমি
তোমার দ্বিতীয় হইব, ইহা আমার পিতা শৌলও
১৮ অবগত আছেন। পরে তাঁহারা দুই জন সদা-
প্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিলেন। আর
দায়ূদ বনে থাকিলেন; কিন্তু যোনাথন গৃহে
গেলেন।
১৯ পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে
গিয়া কহিল, দায়ূদ কি আমাদের সমীপে যিশী-
মোনের দক্ষিণদিকস্থ হখীলা পর্ব্বতের বনস্থ
২০ নানা দুরাক্রম স্থানে লুকাইয়া নাই? অতএব হে
রাজন্! নামিয়া আসিবার সমস্ত মনোবাঞ্ছা
অনুসারে মহারাজই নামিয়া আইসুন, মহা-
রাজের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করা আমাদের
২১ কাজ। শৌল কহিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর আশী-
র্ব্বাদের পাত্র, কেননা তোমরা আমার প্রতি কৃপা
২২ করিলে। বিনয় করি, তোমরা যাও, আরও
সন্ধান কর, জ্ঞাত হও, দেখিয়া লও, তাহার পা
রাখিবার স্থান কোথায়? ও সে স্থানে তাহাকে
কে দেখিয়াছে? কেননা দেখ, লোকে আমাকে
বলিয়াছে, সে অতিশয় চাতুরীর সহিত চলে।
২৩ অতএব যে সমস্ত গুপ্ত স্থানে সে লুকাইয়া থাকে,
তাহার কোন্ স্থানে সে আছে, তাহা দেখ, লক্ষ্য
কর, পরে আমার নিকটে আবার নিশ্চয় সমাচার
লইয়া আইস, আসিলে আমি তোমাদের সহিত
যাইব; সে যদি দেশে থাকে, তবে আমি যিহূ-
দার যাবতীয় সহস্রের মধ্যে তাহার সন্ধান
২৪ করিব। তাহাতে তাহারা উঠিয়া শৌলের অগ্রে
সীফে গেল; কিন্তু দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা
যিশীমোনের দক্ষিণে অরাবা তলভূমিস্থ মায়োন
২৫ প্রান্তরে ছিলেন। পরে শৌল ও তাঁহার লোকেরা
তাঁহার অন্বেষণে গেলেন, আর লোকেরা দায়ূদকে
তাহার সংবাদ দিলে তিনি শৈলে নামিয়া
আসিলেন, এবং মায়োন প্রান্তরে রহিলেন।
পরে শৌল তাহা শুনিয়া মায়োন প্রান্তরে দায়ূ-
২৬ দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া গেলেন। আর
শৌল পর্ব্বতের এক পার্শ্বে গেলে দায়ূদ ও তাঁহার
লোকেরা পর্ব্বতের অন্য পার্শ্বে গেলেন। আর
দায়ূদ শৌলের ভয়ে স্থানান্তরে যাইবার জন্য
উৎকণ্ঠিত হইলেন; কেননা তাঁহাকে ও তাঁহার
লোকদিগকে ধরিবার জন্য শৌল আপন লোক-
২৭ দের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। কিন্তু
এক দূত শৌলের নিকটে আসিয়া কহিল, আপনি
শীঘ্র আগমন করুন, কেননা পলেষ্টীয়েরা দেশ
২৮ আক্রমণ করিয়াছে। তখন শৌল দায়ূদের
পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে
যাত্রা করিলেন। এই নিমিত্তে সেই স্থানের নাম
২৯ সেলা-হম্মহ্লিকোৎ [রক্ষা-শৈল] হইল। পরে
দায়ূদ তথা হইতে উঠিয়া গিয়া ঐন-গদীস্থ দুরা-
ক্রম স্থানে বাস করিলেন।

২৪ পরে শৌল পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমন
হইতে প্রত্যাগমন করিলে লোকে তাঁহাকে
এই সংবাদ দিল, দেখুন, দায়ূদ ঐন-গদীর
২ প্রান্তরে আছে। তাহাতে শৌল সমস্ত ইস্রায়েল
হইতে মনোনীত তিন সহস্র লোক লইয়া বন-
ছাগের শৈলোপরি দায়ূদের ও তাঁহার লোকদের
৩ অন্বেষণে গমন করিলেন। পথের মধ্যে তিনি
মেষবাথানে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক গুহা
ছিল; আর শৌল পা ঢাকিবার জন্য তন্মধ্যে
প্রবেশ করিলেন; কিন্তু দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা
৪ সেই গুহার অন্তঃপ্রদেশে বসিয়াছিলেন। তখন
দায়ূদের লোকেরা তাঁহাকে কহিল, দেখুন, এ
সেই দিন, যে দিনের বিষয়ে সদাপ্রভু আপনাকে
বলিয়াছেন, দেখ, আমিই তোমার শত্রুকে
তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তখন তুমি তাহার
প্রতি যাহা বিহিত বুঝিবে, তাহাই করিবে।
তাহাতে দায়ূদ উঠিয়া গুপ্তরূপে শৌলের বস্ত্রের
৫ অগ্রভাগ কাটিয়া লইলেন। কিন্তু শৌলের বস্ত্রাগ্র
ছেদন করাতে তৎপরে দায়ূদের অন্তঃকরণ ধুক্
৬ ধুক্ করিতে লাগিল; তাহাতে তিনি আপন
লোকদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভুর অভিষিক্ত
আমার প্রভুর প্রতি এমন কর্ম্ম করিতে, তাঁহার
বিরুদ্ধে হস্ত তুলিতে, সদাপ্রভু আমাকে না দিউন;
৭ কেননা তিনি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত। এইরূপ
কথা দ্বারা দায়ূদ আপন লোকদিগকে শাসিত

Digitized by Google

করিলেন, শৌলের প্রতিকূলে উঠিতে দিলেন না।
পরে শৌল গুহা হইতে নির্গত হইয়া আপন পথে
গমন করিলেন।
৮ তৎপরে দায়ূদও উঠিয়া গুহা হইতে নির্গত
হইলেন, এবং শৌলের পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া
কহিলেন, হে আমার প্রভো মহারাজ; তখন
শৌল পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলে দায়ূদ ভূমিতে মস্তক
৯ নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন। আর দায়ূদ
শৌলকে কহিলেন, দেখুন, দায়ূদ আপনকার
অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, মানুষের এমন কথা
১০ আপনি কেন শুনেন? দেখুন, আপনি অদ্য
চাক্ষুষ দেখিতেছেন, অদ্য এই গুহার মধ্যে সদা-
প্রভু আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া-
ছিলেন, এবং কেহ আপনাকে বধ করিবার পরা-
মর্শ দিয়াছিল, কিন্তু আপনকার উপরে আমার
মমতা হইল, আমি কহিলাম, আমার প্রভুর
প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিব না, কেননা তিনি
১১ সদাপ্রভুর অভিষিক্ত। আর হে আমার পিতঃ,
দেখুন; হাঁ, আমার হস্তে আপনকার বস্ত্রের এই
অঞ্চল দেখুন; কেননা আমি আপনকার বস্ত্রের
অগ্রভাগ কাটিয়া লইয়াছি, তথাপি আপনাকে
বধ করি নাই, ইহাতে আপনি বিবেচনা করিয়া
দেখিবেন, আমি হিংসায় কি অধর্ম্মে হস্তক্ষেপ
করি নাই, এবং আপনকার প্রতিকূলে পাপ করি
নাই; তথাপি আপনি আমার প্রাণ হরণ করি-
১২ বার জন্য মৃগয়া করিতেছেন। সদাপ্রভু আমার
ও আপনকার মধ্যে বিচার করিয়া আপনকার
কৃত অন্যায় হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন,
কিন্তু আমার হস্ত আপনকার প্রতিকূল হইবে
১৩ না। প্রাচীনদের প্রবাদে বলে, "দুষ্টদেরই
হইতে দুষ্টতা জন্মে," কিন্তু আমার হস্ত আপন-
১৪ কার প্রতিকূল হইবে না। ইস্রায়েলের রাজা
কাহার পশ্চাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছেন?
আপনি কাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন? একটী
১৫ মৃত কুকুরের, না একটী পিশুর? কিন্তু সদাপ্রভু
বিচারকর্ত্তা হউন, তিনি আমার ও আপনকার
মধ্যে বিচার করুন; আর তিনি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক
আমার বিবাদ নিষ্পত্তি করুন, এবং আপনকার
হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন।
১৬ দায়ূদ শৌলের কাছে এই সকল কথা বলিয়া
সমাপ্ত করিলে শৌল জিজ্ঞাসা করিলেন, হে
আমার বৎস দায়ূদ, এ কি তোমার স্বর? আর
১৭ শৌল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন। পরে তিনি
দায়ূদকে কহিলেন, আমা অপেক্ষা তুমি ধার্ম্মিক.
কেননা তুমি আমার মঙ্গল করিয়াছ, কিন্তু আমি
১৮ তোমার অমঙ্গল করিয়াছি। তুমি আমার প্রতি
কেমন মঙ্গল ব্যবহার করিয়া আসিতেছ, তাহা
অদ্য দেখাইলে; সদাপ্রভু আমাকে তোমার হস্তে
সমর্পণ করিলেও তুমি আমাকে বধ করিলে না।
১৯ মনুষ্য আপন শত্রুকে পাইলে কি তাহাকে মঙ্গ-
লের পথে ছাড়িয়া দেয়? অদ্য তুমি আমার
প্রতি যাহা করিলে, তাহার প্রতিশোধে সদাপ্রভু
২০ তোমার মঙ্গল করুন। এখন দেখ, আমি জানি,
তুমি অবশ্যই রাজা হইবে, আর ইস্রায়েলের
২১ রাজ্য তোমার হস্তে স্থির থাকিবে। অতএব এখন
সদাপ্রভুর নামে আমার কাছে দিব্য কর যে,
তুমি আমার পরে আমার বংশ উচ্ছিন্ন করিবে
না, ও আমার পিতৃকুল হইতে আমার নাম
২২ লোপ করিবে না। তখন দায়ূদ শৌলের নিকটে
দিব্য করিলেন। পরে শৌল বাটী চলিয়া গেলেন,
কিন্তু দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা দুরাক্রম স্থানে
আরোহণ করিলেন।

শমূয়েলের মৃত্যু। নাবলের বিবরণ।

২৫ পরে শমূয়েল মরিলেন, এবং সমস্ত ইস্রা-
য়েল একত্র হইয়া তাঁহার জন্য শোক করিল,
আর রামায় তাঁহার বাটীতে তাঁহার কবর দিল।
পরে দায়ূদ উঠিয়া পারণ প্রান্তরে গমন করিলেন।
২ তৎকালে মায়োনে এক ব্যক্তি ছিলেন, কর্ম্মিলে
তাঁহার বিষয় আশয় ছিল; তিনি অতি বড়
মানুষ; তাঁহার তিন সহস্র মেষ ও এক সহস্র
ছাগী ছিল। সেই ব্যক্তি কর্ম্মিলে আপন মেষ-
৩ লোম ছেদন করিতেছিলেন। সেই পুরুষের নাম
নাবল ও তাঁহার স্ত্রীর নাম অবীগল; ঐ স্ত্রী
সুবুদ্ধি ও সুবদনা, কিন্তু ঐ পুরুষ কঠিন ও দুর্বৃত্ত
ছিলেন; তিনি কালেবের বংশজাত।
৪ আর নাবল আপন মেষগণের লোম ছেদন
করাইতেছেন, দায়ূদ এই কথা প্রান্তরমধ্যে শুনি-
৫ লেন। পরে দায়ূদ দশ জন যুবাকে প্রেরণ করি-
লেন; দায়ূদ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
কর্ম্মিলে উঠিয়া নাবলের নিকটে গমন কর, এবং
৬ আমার নামে তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর, আর
তাঁহাকে এই কথা বল, চিরজীবী হউন; আপন-
কার কুশল, আপনকার বাটীর কুশল, ও আপন-
৭ কার সর্ব্বস্বের কুশল হউক। সম্প্রতি আমি শুনি-
লাম, আপনকার কাছে লোমচ্ছেদকগণ আছে;
ইতিমধ্যে আপনকার মেষপালকগণ আমাদের
সহিত ছিল, আমরা তাহাদের অপকার করি
নাই; এবং যাবৎ তাহারা কর্ম্মিলে ছিল, তাবৎ
৮ তাহাদের কিছু হারায়ও নাই। আপনকার যুবক-
দিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা আপনাকে
বলিবে; অতএব এই যুবকগণের প্রতি আপনকার
অনুগ্রহদৃষ্টি হউক, কেননা আমরা শুভ দিনে
আসিলাম। বিনয় করি, আপন দাসদিগকে ও
আপন পুত্র দায়ূদকে, যাহা আপনকার হাতে
উঠে, দান করুন।

Digitized by Google

৯ তখন দায়ূদের যুবকগণ যাইয়া দায়ূদের নাম
করিয়া নাবলকে সেই সকল কথা কহিল, পরে
১০ তাহারা চুপ করিয়া রহিল। নাবল উত্তর করিয়া
দায়ূদের দাসদিগকে কহিলেন, দায়ূদ কে? যিশ-
য়ের পুত্র কে? এই সময়ে অনেক দাস আপন
আপন প্রভু হইতে পৃথক্ হইয়া বেড়াইতেছে।
১১ আমি কি আপনার রুটী, জল ও আপন লোম-
ছেদকদের জন্য হত পশুদের মাংস লইয়া
১২ অজ্ঞাত কোথাকার লোকদিগকে দিব? তাহাতে
দায়ূদের যুবকগণ মুখ ফিরাইয়া আপনাদের
পথে চলিয়া আসিল, এবং তাঁহার নিকটে প্রত্যা-
গমন করিয়া ঐ সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিল।
১৩ তখন দায়ূদ আপন লোকদিগকে কহিলেন,
তোমরা প্রত্যেক জন খড়্গ বাঁধ। তাহাতে তাহারা
প্রত্যেকে আপন আপন খড়্গ বাঁধিল, এবং দায়ূ-
দও আপন খড়্গ বাঁধিলেন। পরে দায়ূদের
পশ্চাৎ অনুমান চারি শত লোক গেল, এবং দ্রব্য-
সামগ্রী রক্ষার্থে দুই শত লোক রহিল।
১৪ ইতিমধ্যে যুবকদের এক জন নাবলের ভার্য্যা
অবীগলকে সংবাদ দিয়া কহিল, দেখুন, দায়ূদ
আমাদের কর্ত্তাকে মঙ্গলবাদ করিতে প্রান্তর হইতে
দূতগণকে পাঠাইয়াছিলেন, আর তিনি তাহা-
১৫ দিগকে লাঞ্ছনা করিলেন। কিন্তু সেই লোকেরা
আমাদের পক্ষে বড় ভালই ছিল; যখন আমরা
মাঠে ছিলাম, তখন যাবৎ তাহাদের সঙ্গে
ছিলাম, তাবৎ আমাদের অপকার হয় নাই,
১৬ কিছু হারায়ও নাই। আমরা যত দিন তাহাদের
কাছে থাকিয়া মেষ রক্ষা করিতেছিলাম, তাহারা
দিবারাত্রি আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরস্বরূপ
১৭ ছিল। অতএব এখন আপনকার কি কর্ত্তব্য, তাহা
বিবেচনা করিয়া বুঝুন, কেননা আমাদের কর্ত্তার
ও তাঁহার সমস্ত কুলের বিরুদ্ধে অমঙ্গল স্থির
হইয়াছে; কিন্তু তিনি এমন পাষণ্ড যে, তাঁহাকে
১৮ কেহ কথা কহিতে পারে যায় না। তখন অবীগল
শীঘ্র দুই শত রুটী, দুই কুপা দ্রাক্ষারস, পাঁচটা
প্রস্তুত মেষ, পাঁচ কাঠা ভাজা শস্য, এক শত গুচ্ছ
দ্রাক্ষাফল ও দুই শত ডুমুরচাক লইয়া গর্দ্দভদের
১৯ উপরে চাপাইলেন। আর তিনি আপন ভৃত্য-
দিগকে কহিলেন, তোমরা আমার অগ্রে অগ্রে
চল, দেখ, আমি তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই-
তেছি। কিন্তু তিনি আপন স্বামী নাবলকে তাহা
২০ জানাইলেন না। পরে তিনি গর্দ্দভে চড়িয়া
পর্ব্বতের অন্তরাল দিয়া নামিয়া যাইতেছিলেন,
ইতিমধ্যে দেখ, দায়ূদ আপন লোকদের সহিত
সম্মুখে নামিয়া আসিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহা-
২১ দের সহিত মিলিলেন। দায়ূদ বলিয়াছিলেন,
প্রান্তরস্থিত উহার সমস্ত বস্তু আমি বৃথাই রক্ষা
করিয়াছি, উহার যাবতীয় দ্রব্যের কিছু হারায়
নাই; আর সে উপকারের পরিবর্ত্তে আমার
২২ অপকার করিয়াছে। যদি আমি উহার সম্প-
র্কীয় পুরুষদের মধ্যে এক জনকেও রাত্রি
প্রভাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রাখি, তবে ঈশ্বর দায়ূ-
দের শত্রুদের প্রতি অমুক ও ততোধিক দণ্ড
২৩ দিউন। পরে অবীগল দায়ূদকে দেখিবামাত্র
তাড়াতাড়ি গর্দ্দভ হইতে নামিয়া দায়ূদের সম্মুখে
উবুড় হইয়া পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন।
২৪ আর তাঁহার চরণে পড়িয়া কহিলেন, হে আমার
প্রভো, আমার উপরে, আমারই উপরে এই
অপরাধ বর্ত্তুক। বিনয় করি, আপনকার দাসীকে
আপনকার কর্ণগোচরে কথা কহিবার অনুমতি
দিউন; আর আপনি আপনকার দাসীর বাক্যে
২৫ অবধান করুন। বিনয় করি, আপনি সেই পাষ-
ণ্ডকে অর্থাৎ নাবলকে গণনার মধ্যে ধরিবেন না;
তাঁহার যেমন নাম, তেমনি তিনি। তাঁহার নাম
নাবল [মূর্খ], তাঁহার অন্তরে মূর্খতা। কিন্তু
আপনকার এই দাসী আমি আমার প্রভুর প্রেরিত
২৬ যুবকদিগকে দেখি নাই। অতএব হে আমার
প্রভো, জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, ও আপনকার
জীবৎ প্রাণের দিব্য, সদাপ্রভুই আপনাকে রক্ত-
পাতে লিপ্ত হইতে ও নিজ হস্ত দ্বারা আত্ম-
প্রতীকার করিতে বারণ করিয়াছেন, কিন্তু আপন-
কার শত্রুগণ ও আমার প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টাকারি-
২৭ গণ নাবলের তুল্য হউক। এখন আপনকার
দাসী এই যে উপহার প্রভুর নিমিত্তে আনিয়াছে,
ইহা প্রভুর পশ্চাদ্গামী যুবকদিগকে প্রদান
২৮ করিতে আজ্ঞা হউক। বিনয় করি, আপনকার
দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন, কেননা সদাপ্রভু
নিশ্চয়ই আমার প্রভুর কুল স্থির করিবেন; কারণ
সদাপ্রভুরই জন্য আমার প্রভু সংগ্রাম করিতে-
ছেন, যাবজ্জীবন আপনাতে কোন অনিষ্ট দেখা
২৯ যাইবে না। মনুষ্য উঠিয়া আপনকার তাড়না
ও প্রাণনাশের চেষ্টা করিলেও আপনকার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কাছে আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-বোচ-
কাতে বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু আপনকার শত্রুদের
প্রাণ তিনি ফিঙ্গার জালে দিয়া নিক্ষেপ করিবেন।
৩০ সদাপ্রভু আমার প্রভুর বিষয়ে যে সমস্ত মঙ্গলের
কথা কহিয়াছেন, তাহা যখন সফল করিয়া আপ-
নাকে ইস্রায়েলের উপরে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত
৩১ করিবেন, তখন অকারণে রক্তপাত কিম্বা আত্ম-
প্রতীকার সাধনক্রমে আমার প্রভুর বিঘ্ন কি হৃদ-
য়ের ব্যাহতি জন্মিবে না। আর যখন সদাপ্রভু
আমার প্রভুর মঙ্গল করিবেন, তখন আপনকার
৩২ এই দাসীকে স্মরণ করিবেন। পরে দায়ূদ অবী-
গলকে কহিলেন, ধন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু, যিনি অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইতে
৩৩ তোমাকে প্রেরণ করিলেন। আর ধন্য তোমার

Digitized by Google

সুবিচার, এবং ধন্যা তুমি, কারণ অদ্য তুমি রক্ত-
পাত ও স্বহস্তে আত্মপ্রতীকার সাধন হইতে
৩৪ আমাকে নিবৃত্ত করিলে। কারণ তোমার হিংসা
করিতে যিনি আমাকে বারণ করিয়াছেন, ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সেই জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য,
আমার প্রত্যুদ্গমন করিতে যদি তুমি শীঘ্র না
আসিতে, তবে নাবলের সম্পর্কীয় পুরুষদের
মধ্যে এক জনও প্রভাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিত
৩৫ না। পরে দায়ূদ আপনার জন্য আনীত ঐ সকল
দ্রব্য তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, তুমি কুশলে ঘরে যাও; দেখ, আমি
তোমার বাক্যে অবধান করিয়া তোমাকে গ্রাহ্য
করিলাম।
৩৬ পরে অবীগল নাবলের নিকটে আসিলেন;
আর দেখ, রাজভোজের মত তাঁহার গৃহে ভোজ
হইতেছিল, এবং নাবল প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন,
অতিশয় মত্ত ছিলেন; এই জন্য অবীগল রাত্রি
প্রভাতের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের অল্প কি অধিক
৩৭ কিছুই তাঁহাকে কহিলেন না। কিন্তু প্রাতঃকালে
নাবলের মত্ততা দূর হইলে তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে
ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন; তখন তাঁহার
অন্তর মধ্যে হৃদয় নিস্পন্দ হইল, এবং তিনি
৩৮ প্রস্তরবৎ হইয়া পড়িলেন। আর তাহার ন্যূনা-
ধিক দশ দিন পরে সদাপ্রভু নাবলকে আঘাত
করাতে তিনি মরিয়া গেলেন।
৩৯ পরে নাবল মরিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া
দায়ূদ কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, তিনি নাবল
হইতে আমার দুর্নাম বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি
করিলেন, এবং আপন দাসকে অনিষ্ট কার্য্য
হইতে রক্ষা করিলেন; আর নাবলের হিংসা
সদাপ্রভু তাঁহারই মস্তকে বর্ত্তাইলেন। পরে
দায়ূদ লোক পাঠাইয়া অবীগলকে বিবাহ করি-
৪০ বার প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইলেন। ফলতঃ দায়ূ-
দের দাসগণ কর্ম্মিলে অবীগলের নিকটে যাইয়া
তাঁহাকে কহিল, দায়ূদ আপনাকে বিবাহের জন্য
লইয়া যাইতে আপনকার নিকটে আমাদিগকে
৪১ পাঠাইয়াছেন। তখন তিনি উঠিয়া উবুড় হইয়া
ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেখুন,
আপনকার এই দাসী আমার প্রভুর দাসদের
৪২ পাদপ্রক্ষালিকা দাসী। পরে অবীগল শীঘ্র উঠিয়া
গর্দ্দভারোহণ করিয়া আপনার পাঁচ জন অনু-
চারিণী যুবতীর সহিত দায়ূদের দূতগণের পশ্চাৎ
৪৩ গেলেন, গিয়া দায়ূদের ভার্য্যা হইলেন। আর
দায়ূদ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মকেও বিবাহ করি-
লেন; তাহাতে তাঁহারা উভয়েই তাঁহার ভার্য্যা
৪৪ হইলেন। কিন্তু শৌল মীখল নামে আপন কন্যা
দায়ূদের ভার্য্যাকে [লইয়া] গল্লীমনিবাসী লয়ি-
শের পুত্র পল্‌টিকে দিয়াছিলেন।

শৌলের দৌরাত্ম্য। তাঁহার প্রতি দায়ূদের দয়া।

২৬ পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে শৌলের
নিকটে গিয়া কহিল, দায়ূদ কি যিশীমোনের
২ সম্মুখে হখীলা পর্ব্বতে লুকাইয়া নাই? তখন
সীফ প্রান্তরে দায়ূদের অন্বেষণার্থে শৌল উঠিয়া
ইস্রায়েলের তিন সহস্র মনোনীত লোককে সঙ্গে
৩ লইয়া সীফ প্রান্তরে নামিয়া গেলেন। আর শৌল
যিশীমোনের সম্মুখস্থ হখীলা পর্ব্বতে পথের
পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিলেন। কিন্তু দায়ূদ
প্রান্তর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন; আর তিনি
বুঝিলেন, শৌল পশ্চাৎ প্রান্তরে আসিতেছেন,
৪ তখন দায়ূদ চরগণকে প্রেরণ করিয়া, শৌল
৫ নিশ্চয় আসিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইলেন। পরে
দায়ূদ উঠিয়া শৌলের শিবিরস্থানের নিকটে
গেলেন, এবং দায়ূদ শৌলের ও তাঁহার সেনাপতি
নেরের পুত্র অব্নেরের শয়নস্থান নিরীক্ষণ
করিলেন; শৌল শকটমণ্ডলের মধ্যে শুইয়া-
ছিলেন, এবং সৈন্যেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে সন্নি-
৬ বেশিত ছিল। পরে দায়ূদ হিত্তীয় অহীমেলককে
ও সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয়কে বলি-
লেন, ঐ শিবিরে শৌলের নিকটে আমার সঙ্গে
কে নামিয়া যাইবে? অবীশয় কহিলেন, আমি
৭ আপনকার সঙ্গে যাইব। পরে রাত্রিকালে দায়ূদ
ও অবীশয় লোকদের নিকটে আসিলেন, আর
দেখ, শৌল শকটমণ্ডলের মধ্যে নিদ্রিত আছেন,
তাঁহার শিয়রের কাছে তাঁহার বড়শা ভূমিতে
পোঁতা, এবং চারি দিকে অব্নের ও সমস্ত সৈন্য
৮ শুইয়া আছে। তখন অবীশয় দায়ূদকে কহিলেন,
অদ্য ঈশ্বর আপনকার শত্রুকে আপনকার হস্তে
সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব এখন বিনয় করি,
বড়শা দ্বারা উঁহাকে এক আঘাতে ভূমির সহিত
গাঁথিবার অনুমতি দিউন, আমি উঁহাকে দুই
৯ বার আঘাত করিব না। কিন্তু দায়ূদ অবীশয়কে
কহিলেন, উঁহাকে বিনষ্ট করিও না; কেননা
সদাপ্রভুর অভিষিক্তের প্রতিকূলে কে হস্ত বিস্তার
১০ করিয়া নির্দ্দোষ হইতে পারে? দায়ূদ আরও
কহিলেন, সদাপ্রভু জীবৎ, সদাপ্রভুই উঁহাকে
আঘাত করিবেন, কিম্বা উঁহার দিন উপস্থিত
হইলে উনি মরিবেন, কিম্বা সংগ্রামে প্রবিষ্ট
১১ হইয়া হত হইবেন। কিন্তু আমি যে সদাপ্রভুর
অভিষিক্তের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করি, সদাপ্রভু
এমন না করুন; কিন্তু বিনয় করি, উঁহার শিয়রের
নিকটস্থ বড়শা ও জলের ভাঁড় তুলিয়া লইয়া
১২ আইস; পরে আমরা চলিয়া যাইব। এইরূপে
দায়ূদ শৌলের শিয়র হইতে তাঁহার বড়শা ও

Digitized by Google

জলের ভাঁড় লইলেন; পরে তাঁহারা চলিয়া
গেলেন, কিন্তু কেহ তাহা দেখিল না, জানিল না,
কেহ জাগিলও না, কেননা সকলে নিদ্রিত ছিল;
কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে অগাধ নিদ্রাতে মগ্ন
করিয়াছিলেন।
১৩ পরে দায়ূদ অন্য পারে গিয়া দূরে পর্ব্বতের
শৃঙ্গে দাঁড়াইলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থান
১৪ ব্যবধান ছিল। তখন দায়ূদ সৈন্যদিগকে ও
নেরের পুত্র অব্‌নেরকে ডাকিয়া কহিলেন, হে
অব্‌নের, তুমি যে উত্তর দিতেছ না? তখন অব্-
নের উত্তর করিলেন, রাজার কাছে চেঁচাইতেছ
১৫ তুমি কে? তাহাতে দায়ূদ অব্‌নেরকে কহিলেন,
তুমি কি বীর নহ? আর ইস্রায়েলের মধ্যে
তোমার তুল্য কে? তবে তুমি আপন প্রভু রাজাকে
কেন সাবধানে রাখিলে না? দেখ, তোমার প্রভু
রাজাকে বিনষ্ট করিতে লোকদের মধ্যে এক জন
১৬ প্রবিষ্ট হইল। তুমি এ ভাল কাজ কর নাই।
জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, তোমরা মৃত্যুর সন্তান,
কেননা সদাপ্রভুর অভিষিক্ত তোমাদের প্রভুকে
সাবধানে রাখ নাই। তুমি একবার দেখ, রাজার
শিয়রের নিকটস্থ বড়শা ও জলের ভাঁড় কোথায়?
১৭ তখন শৌল দায়ূদের স্বর বুঝিয়া কহিলেন, হে
আমার বৎস দায়ূদ, এ কি তোমার স্বর? দায়ূদ
কহিলেন, হাঁ প্রভো মহারাজ, এ আমারই স্বর।
১৮ তিনি আরও কহিলেন, আমার প্রভো, আপন
দাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেন ধাবমান হন? আমি
কি করিয়াছি? আমার হস্তে অনিষ্ট কি আছে?
১৯ এখন বিনয় করি, আমার প্রভু মহারাজ আপন
দাসের কথা শুনুন; যদি সদাপ্রভু আমার বিরুদ্ধে
আপনাকে উত্তেজনা করিয়া থাকেন, তবে তিনি
নৈবেদ্যের সৌরভ গ্রহণ করুন; কিন্তু যদি মনুষ্য-
সন্তানেরা করিয়া থাকে, তবে তাহারা সদাপ্রভুর
সাক্ষাতে অভিশপ্ত হউক; কেননা অদ্য তাহারা
আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, যেন সদাপ্রভুর
অধিকারে আমার অংশ না থাকে; তাহারা বলি-
য়াছে, তুমি যাইয়া ইতর দেবগণের সেবা কর।
২০ অতএব এখন আমার রক্ত সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ
হইতে দূরে মৃত্তিকায় পতিত না হউক। বস্তুতঃ
পর্ব্বতে তিত্তির পক্ষীর পশ্চাৎ ধাবমান [ব্যাধের]
ন্যায় ইস্রায়েলের রাজা একটী পিস্তর অন্বেষণে
বাহির আসিয়াছেন।
২১ তখন শৌল কহিলেন, আমি পাপ করিয়াছি;
হে আমার বৎস দায়ূদ, ফিরিয়া আইস; আমি
তোমার হিংসা আর করিব না, কেননা অদ্য
আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্য ছিল।
দেখ, আমি নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিয়াছি, ও বড়ই
২২ ভ্রান্ত হইয়াছি। আর দায়ূদ উত্তর করিলেন, হে
রাজন্! এই দেখুন বড়শা; কোন যুবা পার
২৩ হইয়া আসিয়া ইহা লইয়া যাউক। সদাপ্রভু
প্রত্যেক জনকে তাহার ধার্ম্মিকতা ও বিশ্বস্ততানু-
যায়ী ফল দিবেন; সদাপ্রভু অদ্য আপনাকে
আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি
সদাপ্রভুর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার
২৪ করিতে সম্মত হইলাম না। অতএব দেখুন, অদ্য
যেমন আমার সাক্ষাতে আপনকার প্রাণ মহামূল্য
হইল, তেমনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আমার প্রাণ
মহামূল্য হউক; আর তিনি সমস্ত সঙ্কট হইতে
২৫ আমাকে উদ্ধার করুন। পরে শৌল দায়ূদকে
কহিলেন, হে আমার বৎস দায়ূদ, তুমি ধন্য;
তুমি অবশ্য মহৎ কর্ম্ম করিবে, আর বিজয়ী
হইবে। পরে দায়ূদ আপন পথে চলিয়া গেলেন,
শৌলও স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

দায়ূদ গাৎ নগরে আশ্রয় লন।

২৭ পরে দায়ূদ মনে মনে কহিলেন, ইহার
মধ্যে কোন এক দিন আমি শৌলের হস্তে
বিনষ্ট হইব। পলেষ্টীয়দের দেশে পলায়ন ব্যতি-
রেকে আমার আর গতি নাই; তথায় গেলে
শৌল ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে আমার অন্বেষণ
করিতে ক্ষান্ত হইবেন, এবং আমি তাঁহার হস্ত
২ হইতে রক্ষা পাইব। অতএব দায়ূদ উঠিয়া আপ-
নার সঙ্গী ছয় শত লোক লইয়া মায়োকের পুত্র
আখীশ নামক গাতের রাজার নিকটে গেলেন।
৩ আর দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা আপন আপন
পরিবারশুদ্ধ গাতে আখীশের নিকটে বাস করি-
লেন, বিশেষতঃ দায়ূদ ও তাঁহার দুই ভার্য্যা,
অর্থাৎ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও নাবলের
বিধবা কর্ম্মিলীয়া অবীগল তথায় বাস করিলেন।
৪ পরে দায়ূদ পলাইয়া গাতে গিয়াছেন, এই
সংবাদ শৌলের কর্ণগোচর হইলে তিনি আর
তাঁহার অন্বেষণ করিলেন না।
৫ অনন্তর দায়ূদ আখীশকে কহিলেন, আমি যদি
আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে
জনপদের কোন নগরে আমাকে স্থান দিউন,
আমি তথায় বাস করিব; আপনকার এই দাস
আপনকার সহিত রাজধানীতে কেন বসতি
৬ করিবে? তাহাতে আখীশ সেই দিন সিক্লগ নগর
তাঁহাকে দিলেন; এই কারণ অদ্যাপি সিক্লগ
যিহূদার রাজাদের নিজস্ব আছে।
৭ পলেষ্টীয়দের দেশে দায়ূদের অবস্থিতিদিনের
৮ সংখ্যা এক বৎসর চারি মাস। ঐ সময়ে দায়ূদ
ও তাঁহার লোকেরা যাইয়া গশূরীয়, গিষরীয় ও
অমালেকীয়দিগকে আক্রমণ করিতেন, কেননা
শূরের সন্নিকট ও মিসর পর্য্যন্ত যে দেশ, তন্মধ্যে
পুরাকাল হইতে সেই লোকেরা বাস করিত।
৯ আর দায়ূদ সেই দেশস্থদিগকে আঘাত করিতেন,

Digitized by Google

পুরুষ কি স্ত্রী কাহাকেও জীবিত রাখিতেন না;
মেষ, গোরু, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বস্ত্রাদিও লুট করি-
তেন, পরে আখীশের কাছে ফিরিয়া আসিতেন।
১০ আর অদ্য তোমরা কোথায় চড়াউ হইলে?
আখীশ ইহা জিজ্ঞাসিলে দায়ূদ কহিতেন, যিহূ-
দার দক্ষিণাঞ্চলে, কিম্বা যিরহমেলীয়দের দক্ষিণা-
১১ ঞ্চলে, অথবা কেনীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে। কিন্তু
দায়ূদ কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে গাতে আনীত
হইবার জন্য জীবিত রাখিতেন না, বলিতেন,
পাছে কেহ আমাদের বিপক্ষে এমন সংবাদ দেয়,
দায়ূদ এই প্রকার কর্ম্ম করিয়াছেন, আর তিনি
যত দিন পলেষ্টীয়দের দেশে বাস করিতেছেন, তত
দিন ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।
১২ আর আখীশ দায়ূদকে বিশ্বাস করিয়া বলিতেন,
দায়ূদ নিজ জাতি ইস্রায়েলের নিকটে আপনাকে
নিতান্ত ঘৃণাস্পদ করিয়াছে, অতএব সে চিরকাল
আমার দাস থাকিবে।

শৌলের উদ্বিগ্নতা।

২৮ সেই সময়ে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের
সহিত সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-
যাত্রার্থে আপনাদের সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিল।
অতএব আখীশ দায়ূদকে কহিলেন, নিশ্চয়
জানিবে, তোমাকে ও তোমার লোকদিগকে সৈন্য-
সামন্তভুক্ত হইয়া আমার সহিত যাইতে হইবে।
২ দায়ূদ আখীশকে কহিলেন, ভাল, আপনকার
এই দাস কি করিতে পারে, তাহা আপনি
জানিতে পারিবেন। আখীশ দায়ূদকে কহিলেন,
ভাল, আমি তোমাকে যাবজ্জীবন আমার মস্তক-
রক্ষক করিয়া নিযুক্ত করিব।
৩ তখন শমূয়েল মরিয়া গিয়াছিলেন, এবং সমস্ত
ইস্রায়েল তাঁহার জন্য শোক করিয়াছিল, এবং
রামায়, তাঁহার নিজ নগরে, তাঁহাকে কবর দিয়া-
ছিল। আর শৌল ভূতড়িয়া ও গুণীদিগকে দেশ
হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।
৪ পরে পলেষ্টীয়েরা একত্র হইয়া আসিয়া
শূনেমে শিবির স্থাপন করিল, এবং শৌল সমস্ত
ইস্রায়েলকে একত্র করিয়া গিল্‌বোয়ে শিবির
৫ স্থাপন করিলেন। কিন্তু শৌল পলেষ্টীয়দের
সৈন্য দেখিয়া ভীত হইলেন, তাঁহার অতিশয়
৬ হৃৎকম্প হইল। তাহাতে শৌল সদাপ্রভুর কাছে
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সদাপ্রভু তাঁহাকে উত্তর
দিলেন না; তিনি না স্বপ্ন দ্বারা, না ঊরীম দ্বারা,
৭ না ভাববাদিগণ দ্বারা [উত্তর দিলেন]। তখন
শৌল আপন দাসগণকে কহিলেন, তোমরা
আমার জন্য একটী ভূতড়িয়া স্ত্রীর অন্বেষণ কর;
আমি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব।
তাঁহার দাসগণ কহিল, দেখুন, ঐন্‌দোরে একটী
৮ ভূতড়িয়া স্ত্রী আছে। তাহাতে শৌল অন্য বস্ত্র
পরিধান পূর্ব্বক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দুই জন
পুরুষকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন, এবং
রাত্রিতে সেই স্ত্রীলোকটীর কাছে উপস্থিত হইয়া
কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমার জন্য ভৌতিক
বিদ্যা দ্বারা মন্ত্র পড়িয়া, যাঁহার নাম আমি
তোমাকে বলিব, তাঁহাকে উঠাইয়া আন।
৯ তাহাতে সে স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, দেখ, শৌল
যাহা করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি যে ভূতড়িয়া-
দিগকে ও গুণীদিগকে দেশের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
করিয়াছেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; অত-
এব আমাকে বধ করিতে আমার প্রাণের নিরুদ্ধে
১০ কেন ফাঁদ পাতিতেছ? তাহাতে শৌল তাহার
কাছে সদাপ্রভুর দিব্য করিয়া কহিলেন, জীবৎ
সদাপ্রভুর দিব্য, এজন্য তোমার উপরে দোষ
১১ অর্শিবে না। তখন সে স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, আমি
তোমার কাছে কাহাকে উঠাইয়া আনিব? তিনি
১২ কহিলেন, শমূয়েলকে উঠাইয়া আন। পরে সে
স্ত্রী শমূয়েলকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন
করিয়া উঠিল; আর সে স্ত্রী শৌলকে কহিল,
আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করিলেন?
১৩ আপনি শৌল। রাজা তাহাকে কহিলেন, ভয়
নাই; তুমি কি দেখিতেছ? সে স্ত্রী শৌলকে
কহিল, আমি দেখিতেছি, দেবতা ভূমি হইতে
১৪ উঠিয়া আসিতেছেন। শৌল জিজ্ঞাসিলেন,
তাঁহার আকার কেমন? সে কহিল, এক জন বৃদ্ধ
উঠিতেছেন, তিনি বস্ত্রে আবৃত। তাহাতে তিনি
শমূয়েল, ইহা বুঝিয়া শৌল মস্তক নমনপূর্ব্বক
ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণিপাত করিলেন।
১৫ পরে শমূয়েল শৌলকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্য
আমাকে উঠাইয়া কষ্ট দিলে? শৌল উত্তর করি-
লেন, আমি মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি, পলেষ্টীয়েরা
আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, ঈশ্বরও আমাকে
ত্যাগ করিয়াছেন, ভাববাদিগণ দ্বারা, কি স্বপ্ন
দ্বারা আমাকে আর উত্তর দেন না; অতএব
আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে জানাইবার
১৬ নিমিত্তে আপনাকে ডাকাইলাম। শমূয়েল কহি-
লেন, যখন সদাপ্রভু তোমাকে ত্যাগ করিয়া
তোমার বৈরী হইয়াছেন, তখন আবার আমাকে
১৭ কেন জিজ্ঞাসা কর? সদাপ্রভু আমা দ্বারা যেরূপ
বলিয়াছিলেন, সেইরূপ করিলেন; ফলতঃ সদা-
প্রভু তোমার হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া
১৮ তোমার প্রতিবাসী দায়ূদকে দিয়াছেন। যেহে-
তুক তুমি সদাপ্রভুর রবে অবধান কর নাই, এবং
অমালেকের প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড কোপ সফল কর
নাই, এই হেতু অদ্য সদাপ্রভু তোমার প্রতি
১৯ এইরূপ করিলেন। আর সদাপ্রভু তোমার সহিত
ইস্রায়েলকেও পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করি-

Digitized by Google

বেন। কল্য তুমি ও তোমার পুত্রগণ আমার সঙ্গী
হইবে; আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সৈন্য-
সামন্তকেও পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন।
২০ তখন শৌল অমনি মৃত্তিকায় লম্বমান হইয়া
পড়িলেন; কেননা শমূয়েলের বাক্যে তিনি বড়
ভীত হইলেন, এবং সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি
অনাহারে থাকাতে তিনি নিঃশক্তি হইয়া পড়িয়া-
২১ ছিলেন। পরে সেই স্ত্রী শৌলের নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে অতিশয় বিহ্বল দেখিয়া কহিল, দেখুন,
আপনকার দাসী আমি আপনকার কথা রাখি-
য়াছি, আপনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন,
প্রাণ হাতে করিয়া আপনকার সেই কথা রাখি-
২২ য়াছি। অতএব বিনয় করি, এখন আপনিও এই
দাসীর কথা রাখুন; আমি আপনকার সম্মুখে
কিঞ্চিৎ খাদ্য রাখি, আপনি ভোজন করুন,
তাহাতে পথে চলিবার সময়ে শক্তি পাইবেন।
২৩ কিন্তু তিনি অসম্মত হইয়া কহিলেন, আমি
ভোজন করিব না; তথাচ তাঁহার দাসগণ ও সেই
স্ত্রীলোকটী আগ্রহপূর্ব্বক বিনয় করিলে তিনি
তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভূমি হইতে উঠিয়া খট্টায়
২৪ বসিলেন। তখন সে স্ত্রীর গৃহে একটা পুষ্ট
গোবৎস থাকাতে সে তাড়াতাড়ি সেইটী মারিল,
এবং সূজী লইয়া ঠাসিয়া তাড়ীশূন্য রুটী প্রস্তুত
২৫ করিল। পরে শৌলের ও তাঁহার দাসগণের
সম্মুখে তাহা আনিল, তাহাতে তাঁহারা ভোজন
করিলেন; পরে সেই রাত্রিতে উঠিয়া চলিয়া
গেলেন।

অমালেকীয়দের উপরে দায়ূদের জয়লাভ।

২৯ পরে পলেষ্টীয়েরা আপনাদের সৈন্য-
সামন্ত অফেকে একত্র করিল, এবং ইস্রায়েলী-
য়েরা যিষ্রিয়েলস্থ উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন
২ করিল। পরে পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা শত-
সংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রসর
হইতে লাগিলেন, আর সকলের শেষে আখীশের
সহিত দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা অগ্রসর হই-
৩ লেন। তাহাতে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ জিজ্ঞাসা
করিলেন, এই ইব্রীয়েরা এখানে কি করে?
আখীশ পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষদিগকে উত্তর করি-
লেন, এই ব্যক্তি কি ইস্রায়েলের রাজা শৌলের
দাস দায়ূদ নয়? এ এত দিন ও এত বৎসর
আমার সঙ্গে বাস করিতেছে; এবং যে দিন
আমার পক্ষ হইয়াছে, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার
৪ কোন ত্রুটি দেখি নাই। তাহাতে পলেষ্টীয়দের
অধ্যক্ষগণ তাঁহার উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন; আর
পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি
উহাকে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেও; ও তোমার
নিরূপিত আপন স্থানে ফিরিয়া যাউক, আমাদের
সহিত যুদ্ধে না আইসুক, পাছে ও যুদ্ধে আমাদের
বিপক্ষ হয়; কেননা এই সব লোকের মুণ্ড ছাড়া
আর কিসে ও আপন কর্ত্তাকে প্রসন্ন করিবে?
৫ ও কি সেই দায়ূদ নয়, যাহার বিষয়ে লোকেরা
নৃত্য করতঃ এইরূপ গাইত,

"শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র,
আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত"?

৬ তখন আখীশ দায়ূদকে ডাকাইয়া কহিলেন,
জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, তুমি সরল লোক, এবং
সৈন্যের মধ্যে আমার সহিত তোমার গমনাগমন
আমার দৃষ্টিতে ভাল, কেননা তোমার আগমন
দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি তোমার কোন দোষ
পাই নাই, তথাচ ভূপালগণ তোমার উপরে তুষ্ট
৭ নন। অতএব এখন কুশলে ফিরিয়া যাও, পলে-
ষ্টীয়দের ভূপালগণের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহা
৮ করিও না। তখন দায়ূদ আখীশকে কহিলেন,
কিন্তু আমি কি করিয়াছি? অদ্য পর্য্যন্ত যতদিন
আপনকার সমক্ষে আছি, আপনি এই দাসের
কি দোষ পাইয়াছেন যে, আমি আপন প্রভু
মহারাজের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতে
৯ পারিব না? তাহাতে আখীশ দায়ূদকে উত্তর
করিলেন, আমি জানি, ঈশ্বরীয় দূতের ন্যায় তুমি
আমার দৃষ্টিতে উত্তম, কিন্তু পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষ-
গণ বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি আমাদের সহিত
১০ যুদ্ধে যাইতে পাইবে না। অতএব প্রত্যূষে তুমি
ও তোমার সহিত আগত তোমার প্রভুর দাসগণ
উঠিও; প্রত্যূষে উঠিয়া আলো হইলেই প্রস্থান
১১ করিও। তাহাতে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা
প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া পলে-
ষ্টীয়দের দেশে ফিরিয়া গেলেন। আর পলে-
ষ্টীয়েরা যিষ্রিয়েলে গমন করিল।

৩০ পরে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা তৃতীয়
দিবসে সিক্লগে উপস্থিত হইলেন। আর
অমালেকীয়েরা দক্ষিণ অঞ্চলে ও সিক্লগে চড়াও
হইয়াছিল, এবং সিক্লগ আঘাত করিয়া অগ্নিতে
২ দগ্ধ করিয়াছিল। তাহারা তন্মধ্যস্থিত স্ত্রীলোক
প্রভৃতি ছোট বড় সকলকে বন্দি করিয়া লইয়া
গিয়াছিল; তাহারা কাহাকেও বধ করে নাই,
কিন্তু সকলকে লইয়া আপনাদের পথে চলিয়া
৩ গিয়াছিল। পরে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা যখন
সেই নগরে উপস্থিত হইলেন, দেখ, নগর অগ্নিতে
দগ্ধ ও তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্দিরূপে নীত
৪ হইয়াছে। তাহাতে দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী
লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন,
শেষে রোদন করিতে তাঁহাদের আর শক্তি রহিল
৫ না। ঐ সময়ে দায়ূদের দুই ভার্য্যা অর্থাৎ
যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও কর্ম্মিলীয় নাবলের

Digitized by Google

যুবক তাঁহাকে কহিল, আমি ঘটনাক্রমে গিল্-
বোয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আর দেখ,
শৌল বড়শার উপরে নির্ভর দিয়াছিলেন, এবং
দেখ রথ, ও অশ্বারূঢ়গণ চাপাচাপি করিয়া
৭ তাঁহার সন্নিকট হইতেছিল। ইতিমধ্যে তিনি
পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিয়া ডাকি-
লেন। তখন আমি উত্তর করিলাম, এই যে
৮ আমি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে?
আমি কহিলাম, আমি এক জন অমালেকীয়।
৯ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, বিনয় করি, আমার
নিকটে দাঁড়াইয়া আমাকে বধ কর, কেননা
অন্তগ্রহ আমাকে আড়ষ্ট করিয়াছে, আর এখনও
১০ প্রাণ আমাতে সম্পূর্ণ রহিয়াছে। তাহাতে আমি
নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বধ করিলাম; কেননা
পতনের পরে তিনি যে জীবিত থাকিবেন না,
ইহা নিশ্চয় বুঝিলাম; আর তাঁহার মস্তকে যে
মুকুট ছিল, ও হস্তে যে বলয় ছিল, তাহা লইয়া
এই স্থানে আমার প্রভুর নিকটে আসিয়াছি।
১১ তখন দায়ূদ আপন বস্ত্র ধরিয়া চিরিলেন, এবং
১২ তাঁহার সঙ্গীরাও সকলে তদ্রূপ করিল, আর
শৌল, তাঁহার পুত্র যোনাথন, সদাপ্রভুর প্রজাগণ
ও ইস্রায়েলের কুল খড়্গে পতিত হওয়াতে তাঁহা-
দের বিষয়ে তাঁহারা শোক ও বিলাপ এবং সন্ধ্যা
১৩ পর্য্যন্ত উপবাস করিলেন। পরে দায়ূদ ঐ সংবাদ-
দাতা যুবককে কহিলেন, তুমি কোথাকার লোক?
সে কহিল, আমি এক জন প্রবাসীর পুত্র, অমা-
১৪ লেকীয়। দায়ূদ তাহাকে কহিলেন, সদাপ্রভুর
অভিষিক্তকে নষ্ট করণার্থে আপন হস্ত বিস্তার
১৫ করিতে তুমি কেন ভীত হইলে না? পরে
দায়ূদ যুবকদের এক জনকে ডাকিয়া আজ্ঞা
করিলেন, তুমি নিকটে গিয়া ইহাকে আক্রমণ
কর। তাহাতে সে তাহাকে আঘাত করিলে সে
১৬ মরিল। আর দায়ূদ তাহাকে কহিলেন, তোমার
রক্তপাতের অপরাধ তোমারই মস্তকে বর্ত্তুক;
কেননা তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিয়াছে, তুমিই বলিয়াছ, আমিই সদাপ্রভুর
অভিষিক্তকে বধ করিয়াছি।
১৭ পরে দায়ূদ শৌলের ও তাঁহার পুত্র যোনা-
থনের বিষয়ে এই বিলাপ-গাথায় বিলাপ
১৮ করিলেন; এবং যিহূদার সন্তানদিগকে এই
ধনুর্গীত শিখাইতে আজ্ঞা দিলেন; দেখ, তাহা
যাশর পুস্তকে লিখিত আছে।
১৯ হে ইস্রায়েল, তোমার উচ্চস্থলীতে তোমার তেজঃ
নিহত হইল!
হায়! বীরগণ নিপতিত হইলেন।
২০ গাতে সংবাদ দিও না,
অস্কিলোনের পথে প্রকাশ করিও না;
পাছে পলেষ্টীয়দের কন্যাগণ আনন্দ করে,
পাছে অচ্ছিন্নত্বক্‌দের কন্যাগণ উল্লাস করে।
২১ হে গিল্‌বোয়ের পর্ব্বতনিচয়,
তোমাদের উপরে শিশির কি বৃষ্টি না পড়ুক,
উপহারের ক্ষেত্র না থাকুক;
কেননা তথায় বীরদের ঢাল মলিনীভূত হইল,
শৌলের ঢাল তৈলে অভিষিক্ত হইল না।
২২ নিহতগণের রক্ত ও বীরদের মেদ না পাইলে
যোনাথনের ধনুক পরাঙ্মুখ হইত না,
শৌলের খড়্গও অমনি ফিরিয়া আসিত না।
২৩ শৌল ও যোনাথন জীবনকালে প্রিয় ও মনোহর
ছিলেন,
তাঁহারা মরণেও বিচ্ছিন্ন হইলেন না;
তাঁহারা উৎক্রোশ অপেক্ষা বেগবান্ ছিলেন,
সিংহ অপেক্ষা বলবান্ ছিলেন।
২৪ ইস্রায়েল-কন্যাগণ! শৌলের জন্য রোদন কর,
তিনি কৃমিজ বর্ণের রমণীয় পরিচ্ছদে তোমা-
দিগকে ভূষিত করিতেন,
পরিচ্ছদের উপরে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করা-
ইতেন।
২৫ হায়! সংগ্রামের মধ্যে বীরগণ পতিত হইলেন!
যোনাথন তব উচ্চস্থলীতে হত হইলেন।
২৬ হে ভ্রাতঃ যোনাথন! তোমার জন্য আমি ব্যাকুল
হইয়াছি;
তুমি আমার কাছে অতিশয় মনোহর ছিলে;
তোমার ভালবাসা আমার পক্ষে চমৎকার ছিল,
রমণীগণের ভালবাসা অপেক্ষা অধিক ছিল।
২৭ হায়! বীরগণ নিপতিত হইলেন;
রণসজ্জা সকল বিনষ্ট হইল।

দায়ূদ যিহূদাকুলের উপরে
রাজ্যাভিষিক্ত হন।

২ তৎপরে এই ঘটনা হইল, দায়ূদ সদা-
প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি
যিহূদার কোন এক নগরে উঠিয়া যাইব? সদাপ্রভু
কহিলেন, যাও। পরে দায়ূদ জিজ্ঞাসিলেন,
কোথায় যাইব? তিনি কহিলেন, হিব্রোণে।
২ অতএব দায়ূদ আর তাঁহার দুই ভার্য্যা, যিষ্রিয়ে-
লীয়া অহীনোয়ম ও কর্ম্মিলীয় নাবলের বিধবা
৩ অবীগল, সেই স্থানে গমন করিলেন। আর
দায়ূদ প্রত্যেকের পরিবারশুদ্ধ আপন সঙ্গি-
গণকেও লইয়া গেলেন, তাহাতে তাহারা হিব্রো-
৪ ণের নগর সকলে বাস করিল। পরে যিহূদার
লোকেরা আসিয়া সেই স্থানে দায়ূদকে যিহূদার
কুলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিল।
পরে যাবেশ-গিলিয়দের লোকেরা শৌলের
কবর দিয়াছে, লোকে দায়ূদকে এই সংবাদ দিল।
৫ তখন দায়ূদ যাবেশ-গিলিয়দের লোকদের নিকটে

Digitized by Google

দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা সদা-
প্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র, কেননা তোমরা আপন
প্রভুর প্রতি, শৌলের প্রতি, এই দয়া করিয়াছ,
৬ তাঁহার কবর দিয়াছ। অতএব সদাপ্রভু তোমা-
দের প্রতি দয়া ও সত্য ব্যবহার করুন; এবং
তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্য আমিও
৭ তোমাদের প্রতি সদয়াচরণ করিব। অতএব
এখন তোমাদের হস্ত সবল হউক, ও তোমরা
বিক্রমশালী হও, কেননা তোমাদের প্রভু শৌল
মরিয়াছেন, আর যিহূদার কুল আপনাদের উপরে
আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছে।
৮ ইতিমধ্যে নেরের পুত্র যে অব্নের শৌলের
সেনাপতি ছিলেন, তিনি শৌলের পুত্র ঈশ্‌বো-
৯ শৎকে মহনয়িমে লইয়া গিয়া গিলিয়দের,
অশূরীর, যিষ্রিয়েলের, ইফ্রয়িমের ও বিন্যামীনের
এবং সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিলেন।
১০ শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া
দুই বৎসর রাজত্ব করিলেন। কিন্তু যিহূদার কুল
১১ দায়ূদের পশ্চাদ্গামী ছিল। আর দায়ূদ সাত
বৎসর ছয় মাস পরিমিত কাল হিব্রোণে যিহূদার
কুলের উপরে রাজত্ব করিলেন।
১২ একদা নেরের পুত্র অব্নের এবং শৌলের পুত্র
ঈশ্‌বোশতের দাসগণ মহনয়িম হইতে গিবি-
১৩ য়োনে গমন করিলেন। তখন সরূয়ার পুত্র
যোয়াব ও দায়ূদের দাসগণও বাহির হইলেন,
আর গিবিয়োনের পুষ্করিণীর নিকটে তাঁহারা
পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইলে এক দল পুষ্করিণীর
এপারে, অন্য দল পুষ্করিণীর ওপারে বসিল।
১৪ পরে অব্নের যোয়াবকে কহিলেন, বিনয় করি,
যুবকগণ উঠিয়া আমাদের সম্মুখে যুদ্ধক্রীড়া
করুক। তাহাতে যোয়াব কহিলেন, উহারা উঠুক।
১৫ অতএব সংখ্যানুসারে শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের
ও বিন্যামীনের পক্ষ বার জন, এবং দায়ূদের
দাসগণের মধ্যে বার জন উঠিয়া অগ্রসর হইল।
১৬ আর তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতি-
যোদ্ধার মাথা ধরিয়া কোঁকে খড়্গ বিদ্ধ করতঃ
সকলে একত্র পতিত হইল। অতএব ঐ স্থান
হিল্‌কৎ-হৎসূরীম [ছুরিকা-ভূমি] নামে প্রসিদ্ধ
১৭ হইল; তাহা গিবিয়োনে আছে। আর সেই
দিবসে অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইল; আর
অব্নের ও ইস্রায়েল লোকেরা দায়ূদের দাসগণের
সম্মুখে পরাজিত হইলেন।
১৮ সে স্থানে যোয়াব, অবীশয় ও অসাহেল
নামে সরূয়ার তিন পুত্র ছিলেন, সেই অসাহেল
১৯ বন্য মৃগের ন্যায় চরণে দ্রুতগামী ছিলেন। আর
অসাহেল অব্নেরের পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন,
অব্নেরের পশ্চাদ্গমন হইতে দক্ষিণে কি বামে
২০ ফিরিলেন না। পরে অব্নের পশ্চাৎ দিকে
ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি অসাহেল?
২১ তিনি উত্তর করিলেন, আমি সেই। তাহাতে
অব্নের তাঁহাকে কহিলেন, তুমি দক্ষিণে কি
বামে ফিরিয়া এই যুবকগণের কোন একজনকে
ধরিয়া তাহার সজ্জা গ্রহণ কর। কিন্তু অসাহেল
তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিতে সম্মত হইলেন
২২ না। পরে অব্নের অসাহেলকে পুনর্ব্বার কহি-
লেন, আমার পশ্চাদ্গমন হইতে ফির; আমি
কেন তোমাকে আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিব?
করিলে তোমার ভ্রাতা যোয়াবের সাক্ষাতে কি
২৩ করিয়া মুখ দেখাইব? তথাপি তিনি ফিরিতে
সম্মত হইলেন না; অতএব অব্নের বড়শার
গোড়া তাঁহার উদরে এমন বিদ্ধ করিলেন যে,
বড়শা তাঁহার পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইল; তাহাতে
তিনি সেই স্থানেই পড়িয়া মরিলেন, এবং যত
লোক অসাহেলের পতন ও মরণ স্থানে উপস্থিত
২৪ হইল, সকলেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যোয়াব
ও অবীশয় অব্নেরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া
করিয়া গেলেন; সূর্য্যাস্ত কালে গিবিয়োন
প্রান্তরগামী পথের নিকটবর্ত্তী গীহের সম্মুখস্থ
২৫ অম্মা গিরির কাছে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে
বিন্যামীনের সন্তানগণ অব্নেরের অনুগমন-
পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া এক গিরির শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া
রহিল।
২৬ তখন অব্নের যোয়াবকে ডাকিয়া কহিলেন,
খড়্গ কি নিত্যই গ্রাস করিবে? অবশেষে তিক্ততা
হইবে, ইহা কি জান না? অতএব তুমি আপন
ভ্রাতৃগণের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিতে আপন
লোকদিগকে কত কাল আজ্ঞা না দিয়া থাকিবে?
২৭ তাহাতে যোয়াব কহিলেন, জীবৎ ঈশ্বরের দিব্য,
তুমি [সেই প্রস্তাব] না করিলেও প্রাতঃকালাবধি
লোকেরা আপন আপন ভ্রাতার পশ্চাদ্গমন
২৮ হইতে নিবৃত্ত হইত। পরে যোয়াব তূরী বাজাই-
লেন; তাহাতে সমস্ত লোক স্থগিত হইল, আর
কেহ ইস্রায়েলের পশ্চাৎ তাড়া করিল না, যুদ্ধও
২৯ আর করিল না। অনন্তর অব্নের ও তাঁহার
লোকেরা অরাবা তলভূমি দিয়া সেই সমস্ত রাত্রি
যাইয়া যর্দ্দন পার হইলেন, এবং সমুদয় বিথ্রোণ
৩০ দিয়া মহনয়িমে উপস্থিত হইলেন। আর যোয়াব
অব্নেরের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিলেন; পরে
সমস্ত লোককে একত্র করিলে দায়ূদের দাসগণের
মধ্যে ঊনিশ জনের ও অসাহেলের অভাব হইল।
৩১ কিন্তু দায়ূদের দাসগণের আঘাতে বিন্যামীনের
ও অব্নেরের লোকদের তিন শত ষাইট জন
৩২ মরিয়াছিল। অনন্তর লোকেরা অসাহেলকে
তুলিয়া লইয়া বৈৎলেহমে তাঁহার পিতার কবরে
কবর দিল। পরে যোয়াব ও তাঁহার লোকেরা

Digitized by Google

সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া প্রভাতকালে হিব্রোণে
উপস্থিত হইলেন।

দায়ূদের বলবৃদ্ধি। অব্‌নেরের মৃত্যু।

৩ শৌলের কুলে ও দায়ূদের কুলে পরস্পর
বহুকাল যুদ্ধ হইল; তাহাতে দায়ূদ উত্তরো-
ত্তর বলবান্‌ হইলেন, কিন্তু শৌলের কুল উত্তরো-
ত্তর ক্ষীণ হইল।
২ আর হিব্রোণে দায়ূদের কয়েকটী পুত্র জন্মিল;
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন, সে যিষ্রিয়েলীয়া
৩ অহীনোয়মের সন্তান; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র
কিলাব, সে কর্ম্মিলীয় নাবলের বিধবা অবীগলের
সন্তান; তৃতীয় অবশালোম, সে গশূরের তল্‌ময়
৪ রাজার কন্যা মাখার সন্তান; চতুর্থ আদোনিয়,
সে হগীতের সন্তান; পঞ্চম শফটিয়, সে অবী-
৫ টলের সন্তান; এবং ষষ্ঠ যিত্রিয়ম, সে দায়ূদের
ভার্য্যা ইগ্লার সন্তান; দায়ূদের এই সকল পুত্রের
জন্ম হিব্রোণে হইল।
৬ পরে এই ঘটনা হইল, যে সময়ে শৌলের
কুলে ও দায়ূদের কুলে পরস্পর যুদ্ধ হইল, সেই
সময়ে অব্‌নের শৌলের কুলের পক্ষে বীরত্ব
৭ দেখাইলেন। কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্‌পা নাম্নী
এক স্ত্রী শৌলের উপপত্নী ছিল; [ঈশ্‌বোশৎ]
অব্‌নেরকে কহিলেন, তুমি আমার পিতার উপ-
৮ পত্নীর কাছে কেন গমন করিয়াছ? ঈশ্‌বোশতের
এই বাক্যে অব্‌নের অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহি-
লেন, আমি কি কুকুরের মুণ্ড? আমি কি যিহূদার
পক্ষ? অদ্য পর্য্যন্ত আমি তোমার পিতা শৌলের
কুলের প্রতি, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের প্রতি
দয়া করিতেছি, এবং তোমাকে দায়ূদের হস্তে
সমর্পণ করি নাই; তবু তুমি অদ্য ঐ স্ত্রীলোকের
৯ বিষয়ে আমাকে অপরাধী করিতেছ? দায়ূদের
বিষয়ে সদাপ্রভু যে দিব্য করিয়াছেন, আমি
১০ যদি তদনুসারে কর্ম্ম না করি, শৌলের কুল
হইতে রাজ্য লইয়া দান অবধি বের্‌শেবা পর্য্যন্ত
সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে ও যিহূদার উপরে
দায়ূদের সিংহাসন স্থাপনের চেষ্টা না করি,
তবে ঈশ্বর অব্‌নেরকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড
১১ দিউন। তাহাতে তিনি অব্‌নেরকে আর এক
কথাও কহিতে পারিলেন না, কারণ তিনি তাঁহাকে
ভয় করিলেন।
১২ পরে অব্‌নের তৎক্ষণাৎ দায়ূদের নিকটে দূত-
গণকে পাঠাইয়া কহিলেন, এই দেশ কাহার?
আপনি যদি আমার সহিত নিয়ম করেন, তবে
দেখুন, সমস্ত ইস্রায়েলকে আপনকার পক্ষে
আনিতে আমার হস্ত আপনকার সহকারী হইবে।
১৩ তাহাতে দায়ূদ কহিলেন, ভাল; আমি তোমার
সহিত নিয়ম করিব; কেবল একটী বিষয় আমি
তোমার কাছে চাহি; যখন তুমি আমার মুখ
দেখিতে আসিবে, তখন শৌলের কন্যা মীখলকে
না আনিলে আমার মুখ দেখিতে পাইবে না।
১৪ অনন্তর দায়ূদ শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের নিকটে
দূত পাঠাইয়া কহিলেন, আমি পলেষ্টীয়দের
এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ পণ দিয়া যাহাকে বিবাহ
করিয়াছি, আমার ভার্য্যা সেই মীখলকে দেও।
১৫ তাহাতে ঈশ্‌বোশৎ লোক পাঠাইয়া লয়িশের পুত্র
পল্‌টিয়েল নামে তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে
১৬ মীখলকে লইয়া আসিলেন। তখন তাঁহার স্বামী
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রোদন করতঃ বহূরীম
পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে অব্‌নের
তাহাকে কহিলেন, যাও, ফিরিয়া যাও; তাহাতে
সে ফিরিয়া গেল।
১৭ পরে অব্‌নের ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সহিত
এইরূপ কথোপকথন করিলেন, তোমরা ইতি-
পূর্ব্বেই আপনাদের উপরে দায়ূদকে রাজা করি-
১৮ বার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলে। এখন তাহা
কর, কেননা সদাপ্রভু দায়ূদের বিষয়ে বলিয়া-
ছেন, আমি আপন দাস দায়ূদের হস্ত দ্বারা
আপন প্রজা ইস্রায়েলকে পলেষ্টীয়দের হস্ত
হইতে ও সকল শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার করিব।
১৯ আর অব্‌নের বিন্যামীন বংশের কর্ণগোচরেও
সেই কথা কহিলেন। আর ইস্রায়েলের ও
বিন্যামীনের সমস্ত কুলের দৃষ্টিতে যাহা ভাল
বোধ হইল, অব্‌নের সেই সকল কথা দায়ূদের
কর্ণগোচরে বলিবার জন্য হিব্রোণে যাত্রা করি-
২০ লেন। তখন অব্‌নের বিংশতি জনকে সঙ্গে
লইয়া হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে উপস্থিত হইলে
দায়ূদ অব্‌নেরের ও তাঁহার সঙ্গী লোকদের
২১ জন্য ভোজ প্রস্তুত করিলেন। পরে অব্‌নের
দায়ূদকে কহিলেন, আমি উঠিয়া গিয়া সমস্ত
ইস্রায়েলকে আমার প্রভু মহারাজের নিকটে
সংগ্রহ করি; যেন তাহারা আপনকার সহিত
নিয়ম করে, আর আপনি আপন প্রাণের ইচ্ছা-
মত সকলের উপরে রাজত্ব করেন। পরে দায়ূদ
অব্‌নেরকে বিদায় করিলে তিনি কুশলে প্রস্থান
করিলেন।
২২ আর দেখ, দায়ূদের দাসগণ ও যোয়াব চড়াউ
হইতে আসিলেন, প্রচুর লুটদ্রব্য সঙ্গে লইয়া
আসিলেন। তখন অব্‌নের আর হিব্রোণে দায়ূ-
দের নিকটে ছিলেন না, কারণ দায়ূদ তাঁহাকে
বিদায় করাতে তিনি কুশলে গমন করিয়াছিলেন।
২৩ পরে যোয়াব ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত সৈন্য
আসিলে লোকেরা যোয়াবকে কহিল, নেরের
পুত্র অব্‌নের রাজার নিকটে আসিয়াছিলেন,
রাজা তাঁহাকে বিদায় করাতে তিনি কুশলে চলিয়া
২৪ গিয়াছেন। তখন যোয়াব রাজার নিকটে

Digitized by Google

যাইয়া কহিলেন, আপনি কি করিয়াছেন? দেখুন,
অব্নের আপনকার নিকটে আসিয়াছিল,
আপনি কেন তাহাকে বিদায় করিয়া কুশলে
২৫ যাইতে দিয়াছেন? আপনি ত নেরের পুত্র
অব্নেরকে জানেন; আপনাকে ভুলাইবার জন্য,
আপনকার গমনাগমন জানিবার জন্য, আর
আপনি যাহা যাহা করিতেছেন, সে সমস্ত অব-
২৬ গত হইবার জন্য সে আসিয়াছিল। পরে
যোয়াব দায়ূদের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া
অব্নেরের পশ্চাৎ দূতগণ প্রেরণ করিলেন;
তাহারা সিরা কূপের নিকট হইতে তাঁহাকে
ফিরাইয়া আনিল; কিন্তু দায়ূদ তাহা জানিতেন
২৭ না। পরে অব্নের হিব্রোণে ফিরিয়া আসিলে
যোয়াব তাঁহার সহিত বিরলে আলাপ করিবার
ছলে নগরদ্বারের ভিতরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন,
পরে আপন ভ্রাতা অসাহেলের রক্তের প্রতি-
শোধার্থে সেই স্থানে তাঁহার উদরে আঘাত
করিলেন, তাহাতে তিনি মরিয়া গেলেন।
২৮ তৎপরে যখন দায়ূদ সেই কথা শুনিলেন,
তখন তিনি কহিলেন, নেরের পুত্র অব্নেরের
রক্তপাত বিষয়ে আমি ও আমার রাজ্য সদা-
২৯ প্রভুর সাক্ষাতে যুগানুক্রমে নির্দ্দোষ। সেই রক্ত
যোয়াবের ও তাহার সমস্ত পিতৃকুলের উপরে
বর্ত্তুক, এবং যোয়াবের কুলে প্রমেহী কিম্বা কুষ্ঠী
কিম্বা যষ্টি অবলম্বী কিম্বা খড়্গে পতিত কিম্বা
৩০ অন্নহীন লোকের অভাব না হউক। এইরূপে
যোয়াব ও তাঁহার ভ্রাতা অবীশয় অব্নেরকে
বধ করিলেন, কেননা তিনি গিবিয়োনে যুদ্ধকালে
তাঁহাদের ভ্রাতা অসাহেলকে বধ করিয়াছিলেন।
৩১ পরে দায়ূদ যোয়াবকে ও তাঁহার সঙ্গী সকল
লোককে কহিলেন, তোমরা আপন আপন বস্ত্র
চিরিয়া চট পরিধান কর, এবং শোক করিতে
করিতে অব্নেরের অগ্রে অগ্রে চল। আর দায়ূদ
রাজাও শবাধারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।
৩২ আর হিব্রোণে অব্নেরকে কবর দেওয়া হইল;
তখন রাজা অব্নেরের কবরের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিলেন, সমস্ত লোকও রোদন করিল।
৩৩ রাজা অব্নেরের বিষয়ে বিলাপ করিয়া
কহিলেন,

যেমন মূঢ় মরে, তেমনি মরিলেন অব্নের?
৩৪ তোমার হস্ত ছিল না বদ্ধ, চরণও ছিল না
নিগড়বদ্ধ;
যেমন কেহ অন্যায়ীদের সম্মুখে পড়ে, তেমনি
তুমি পড়িলে!

তখন সমস্ত লোক তাঁহার বিষয়ে আবার
৩৫ রোদন করিল। পরে কিছু বেলা থাকিতে সমস্ত
লোক দায়ূদকে আহার করাইবার জন্য আসিলে
দায়ূদ এই শপথ করিলেন, সূর্য্য অস্তগত না
হইলে আমি যদি রুটী কিম্বা অন্য কোন
দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বর আমাকে
৩৬ অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। তখন সমস্ত
লোক তাহা লক্ষ্য করিল, ও সন্তুষ্ট হইল; রাজা
যাহা কিছু করিলেন, তাহাতেই সকল লোক
৩৭ সন্তুষ্ট হইল। আর নেরের পুত্র অব্নেরের বধ
রাজার অনুমতিতে হয় নাই, ইহা সমস্ত লোক ও
সমস্ত ইস্রায়েল, সেই দিবসে অবগত হইল।
৩৮ পরন্তু রাজা আপন দাসগণকে কহিলেন, তোমরা
কি জান না যে, অদ্য ইস্রায়েলের মধ্যে প্রধান ও
৩৯ মহান্ এক জন পতিত হইলেন; আর রাজ্যাভি-
ষিক্ত হইলেও অদ্য আমি দুর্ব্বল। এই কয়টী
লোক অর্থাৎ সরূয়ার পুত্রেরা, আমার অবাধ্য;
সদাপ্রভু দুষ্ক্রিয়াকারীকে তাহার দুষ্ক্রিয়ানুরূপ
প্রতিফল দিউন।

ঈশ্‌বোশতের মৃত্যু।

৪ পরে অব্নের হিব্রোণে মরিয়াছেন, এই
সংবাদ যখন শৌলের পুত্র শুনিলেন, তখন
তাঁহার হস্ত দুর্ব্বল হইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল
বিহ্বল হইল।
২ শৌলের পুত্রের দুই জন দলপতি ছিল,
এক জনের নাম বানা, আর এক জনের নাম
রেখব; তাহারা বিন্যামীন-বংশজাত বেরোতীয়
রিম্মোণের পুত্র। বস্তুতঃ বেরোৎও বিন্যামীনের
৩ অধিকারের মধ্যে গণিত, কিন্তু বেরোতীয়েরা
গিত্তয়িমে পলায়ন করে, আর সে স্থানে অদ্য
৪ পর্য্যন্ত প্রবাসী রহিয়াছে। আর শৌলের পুত্র
যোনাথনের উভয় চরণে খঞ্জ এক পুত্র ছিল;
যিষ্রিয়েল হইতে যখন শৌলের ও যোনাথনের
সংবাদ আসিয়াছিল, তখন তাহার বয়ঃক্রম
পাঁচ বৎসর, তাহার ধাত্রী তাহাকে তুলিয়া লইয়া
পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু ধাত্রী শীঘ্র পলাইতে
যাওয়ায় সে পতিত হইয়া খঞ্জ হইয়াছিল;
তাহার নাম মফীবোশৎ।
৫ পরে বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব ও
বানা যাইয়া দিবসের উত্তাপকালে ঈশ্‌বোশতের
বাটীতে উপস্থিত হইল; তখন তিনি মধ্যাহ্ন
৬ সময়ে শয়নে ছিলেন। আর উহারা প্রবেশ
করিয়া গোম লইবার ছলে বাটীর মধ্যস্থান
পর্য্যন্ত [গিয়া] তথায় তাঁহার উদরে আঘাত
করিল; পরে রেখব ও তাহার ভ্রাতা বানা
৭ পলায়ন করিল। ফলতঃ তিনি যে সময়ে শয়না-
গারে আপন খট্টাতে শুইয়াছিলেন, সেই সময়ে
তাহারা ভিতরে যাইয়া আঘাত পূর্ব্বক তাঁহাকে
বধ করিল; পরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া
মুণ্ডটী লইয়া অরাবা তলভূমির পথ ধরিয়া সমস্ত
৮ রাত্রি গমন করিল। তাহারা ঈশ্‌বোশতের মুণ্ড

Digitized by Google

হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আনিয়া রাজাকে
কহিল, দেখুন, আপনকার প্রাণনাশের চেষ্টাকারী
শত্রু যে শৌল, তাহার পুত্র ঈশ্‌বোশতের মুণ্ড ;
সদাপ্রভু অদ্য আমাদের প্রভু মহারাজের পক্ষে
শৌলকে ও তাহার বংশকে অন্যায়ের প্রতিফল
৯ দিলেন। কিন্তু দায়ূদ বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র
রেখব ও তাহার ভ্রাতা বানাকে এই উত্তর করি-
লেন, যিনি সর্ব্ব সঙ্কট হইতে আমার প্রাণ মুক্ত
১০ করিয়াছেন, সেই জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, যে
ব্যক্তি আমাকে কহিয়াছিল, দেখ, শৌল মরি-
য়াছে, সে আপনাকে শুভ বার্ত্তাবাহক জ্ঞান
করিলেও আমি তাহাকে ধরিয়া সিক্লগে বধ
করিয়াছিলাম, তাহার সংবাদের জন্য আমি
১১ তাহাকে এই পুরস্কার দিয়াছিলাম। এখন
যাহারা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে তাঁহার গৃহমধ্যে তাঁহার
খট্টার উপরে হত্যা করিয়াছে, সেই দুষ্ট লোক
যে তোমরা, আমি তোমাদের হইতে তাহার
রক্তের প্রতিশোধ কি আরও লইব না ? পৃথিবী
১২ হইতে কি তোমাদিগকে উচ্ছেদ করিব না ? পরে
দায়ূদ আপন যুবকদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা
তাহাদিগকে বধ করিল, এবং তাহাদের হস্তপদ
ছেদন করিয়া হিব্রোণস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে টাঙ্গা-
ইয়া দিল ; কিন্তু ঈশ্‌বোশতের মস্তক লইয়া
হিব্রোণে অব্‌নেরের কবরে পুঁতিয়া রাখিল।

যিরূশালেমে দায়ূদের শ্রীবৃদ্ধি।

৫ পরে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশ হিব্রোণে
দায়ূদের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখুন,
২ আমরা আপনকার অস্থি ও মাংস। আর পূর্ব্বে
যখন শৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও
আপনিই ইস্রায়েলকে বাহিরে ও ভিতরে গমনা-
গমন করাইতেন। আর সদাপ্রভু আপনাকে
বলিয়াছিলেন, তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েলকে
৩ চরাইবে ও ইস্রায়েলের নায়ক হইবে। এইরূপে
ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা সকলে হিব্রোণে রাজার
নিকটে আসিলেন ; তাহাতে দায়ূদ রাজা
হিব্রোণে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাঁহাদের সহিত
নিয়ম করিলেন, এবং তাঁহারা ইস্রায়েলের উপরে
দায়ূদকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।
৪ দায়ূদ ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।
৫ তিনি হিব্রোণে যিহূদার উপরে সাত বৎসর ছয়
মাস রাজত্ব করেন ; পরে যিরূশালেমে সমস্ত
ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে তেত্রিশ বৎসর
রাজত্ব করেন।
৬ রাজা ও তাঁহার লোকেরা দেশনিবাসী যিবূ-
ষীয়দের বিরুদ্ধে যিরূশালেমে যাত্রা করিলেন ;
তাহাতে তাহারা দায়ূদকে কহিল, তুমি এই
স্থানে প্রবেশ করিতে পাইবে না, অন্ধেরা ও
খঞ্জেরাই তোমাকে তাড়াইয়া দিবে। তাহারা
ভাবিয়াছিল, দায়ূদ এই স্থানে প্রবেশ করিতে
৭ পারিবেন না। কিন্তু দায়ূদ সিয়োনের দুর্গ হস্ত-
৮ গত করিলেন ; তাহাই দায়ূদ-নগর। ঐ দিবসে
দায়ূদ কহিলেন, যে কেহ যিবূষীয়দিগকে আঘাত
করে, সে জলপ্রণালীতে গিয়া দায়ূদের প্রাণের
ঘৃণিত খঞ্জ ও অন্ধদিগকে আঘাত করুক। এই
কারণ লোকে বলে, অন্ধ ও খঞ্জেরা রহিয়াছে,
৯ সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে না। অনন্তর দায়ূদ
সেই দুর্গে বসতি করিয়া তাহার নাম দায়ূদ-নগর
রাখিলেন ; এবং দায়ূদ মিল্লো অবধি অভ্যন্তর
১০ পর্য্যন্ত চারিদিকে [প্রাচীর] গাঁথিলেন। পরে
দায়ূদ উত্তরোত্তর মহান্‌ হইয়া উঠিলেন, কারণ
বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী
ছিলেন।
১১ আর সোরের রাজা হীরম দায়ূদের নিকটে
দূত পাঠাইলেন, আর এরস কাষ্ঠ, সূত্রধর এবং
ভাস্করদিগকে প্রেরণ করিলেন ; তাহারা দায়ূদের
১২ জন্য এক বাটী নির্ম্মাণ করিল। তখন দায়ূদ
বুঝিলেন যে, সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজপদে
তাঁহাকে সুস্থির করিয়াছেন, এবং আপন প্রজা
ইস্রায়েলের নিমিত্তে তাঁহার রাজ্যের উন্নতি
করিয়াছেন।
১৩ আর দায়ূদ হিব্রোণ হইতে আসিলে পর
যিরূশালেমে আরও ভার্য্যা ও উপপত্নী গ্রহণ
করিলেন, তাহাতে দায়ূদের আরও পুত্রকন্যা
১৪ জন্মিল। যিরূশালেমে তাঁহার যে সকল পুত্র
জন্মিল, তাহাদের নাম ; সম্মূয়, শোবব, নাথন,
১৫ শলোমন ; যিভর, ইলীশূয়, নেফগ, যাফিয়,
১৬ ইলীশামা, ইলিয়াদা ও ইলীফেলট।
১৭ পলেষ্টীয়েরা যখন শুনিল যে, দায়ূদ ইস্রা-
য়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন, তখন
পলেষ্টীয় সমস্ত লোক দায়ূদের অন্বেষণে আসিল ;
১৮ দায়ূদ তাহা শুনিয়া দুর্গে নামিয়া গেলেন। কিন্তু
পলেষ্টীয়েরা আসিয়া রফায়ীম তলভূমিতে ব্যাপ্ত
১৯ হইল। তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা
করিলেন, আমি কি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে
যাইব ? তুমি কি আমার হস্তে তাহাদিগকে
সমর্পণ করিবে ? তাহাতে সদাপ্রভু দায়ূদকে
কহিলেন, যাও, আমি অবশ্য তোমার হস্তে পলে-
২০ ষ্টীয়দিগকে সমর্পণ করিব। পরে দায়ূদ বাল-
পরাসীমে আসিয়া তাহাদিগকে আঘাত করি-
লেন, আর কহিলেন, সদাপ্রভু আমার সম্মুখে
আমার শত্রুগণকে সেতুভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করি-
লেন, এই জন্য সেই স্থানের নাম বাল-পরাসীম
২১ [ভঙ্গ-স্থান] রাখিলেন। সেই স্থানে তাহারা
আপনাদের প্রতিমা সকল ফেলিয়া গিয়াছিল,

Digitized by Google

তাহাতে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা সেগুলি
তুলিয়া লইয়া গেলেন।
২২ পরে পলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া রফায়ীম
২৩ তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। তাহাতে দায়ূদ সদা-
প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন,
তুমি যাইও না, কিন্তু উহাদের পশ্চাৎ ঘুরিয়া
আসিয়া বাকা বৃক্ষরাজির সম্মুখে উহাদিগকে
২৪ আক্রমণ কর। সেই সকল বাকা বৃক্ষের শিখরে
সৈন্যগমনের মত শব্দ শুনিলে তুমি উদ্যোগ
করিবে; কেননা তখনই সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের
সৈন্যকে আঘাত করিবার জন্য তোমার সম্মুখে
২৫ অগ্রসর হইবেন। দায়ূদ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ী
কার্য্য করিলেন; গেবা হইতে গেষরের নিকট
পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিলেন।

নিয়মসিন্দুক যিরূশালেমে আনীত হয়।

৬ পরে দায়ূদ পুনরায় ইস্রায়েলের সমস্ত
মনোনীত লোককে, ত্রিশ সহস্র জনকে, একত্র
২ করিলেন। আর দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত
লোক উঠিয়া ঈশ্বরীয় সিন্দুক, যাহার উপরে
সেই নাম,—করূবদ্বয়ে আসীন বাহিনীগণাধিপ
সদাপ্রভুর—নাম কীর্ত্তিত, তাহা বালি-যিহূদা
৩ হইতে আনিতে যাত্রা করিলেন। পরে তাঁহারা
ঈশ্বরের সিন্দুক এক নূতন শকটে চড়াইয়া পর্ব্ব-
তস্থ অবীনাদবের বাটী হইতে বাহির করিলেন,
আর অবীনাদবের পুত্র উষ ও অহিয়ো নূতন
৪ শকট চালাইল। তাহারা পর্ব্বতস্থ অবীনাদবের
বাটী হইতে সেই ঈশ্বরীয় সিন্দুক সহ শকট
বাহির করিয়া আনিল; এবং অহিয়ো সিন্দুক-
৫ টির অগ্রে অগ্রে চলিল। আর দায়ূদ ও ইস্রা-
য়েলের সমস্ত কুল সদাপ্রভুর সম্মুখে দেবদারু
কাষ্ঠনির্ম্মিত সর্ব্ব প্রকার বাদ্য-যন্ত্র, এবং বীণা,
নেবল, তবল, জয়শৃঙ্গ ও করতাল বাজাইলেন।
৬ পরে তাহারা নাখোন নামক শস্যমর্দ্দন স্থান
পর্য্যন্ত গেলে উষ হস্ত বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের
সিন্দুক ধরিল, কেননা বলদযুগল পিছলিয়া
৭ পড়িয়াছিল। তখন উষের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইল, ও তাহার হঠকারিতা প্রযুক্ত
ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে আঘাত করিলেন;
তাহাতে সে তথায় ঈশ্বরের সিন্দুকের পার্শ্বে
৮ মরিল। সদাপ্রভু উষেতে ভঙ্গবিধান করায় দায়ূদ
অসন্তুষ্ট হইলেন, আর সেই স্থানের নাম পেরস-
উষ [উষ-ভঙ্গ] রাখিলেন; অদ্যাপি সেই নাম
৯ চলিত আছে। আর দায়ূদ সেই দিন সদাপ্রভু
হইতে ভীত হইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর সিন্দুক
১০ কি প্রকারে আমার নিকটে আসিবে? তাই
দায়ূদ সদাপ্রভুর সিন্দুক দায়ূদ-নগরে আপনার
কাছে আনিতে অনিচ্ছুক হইলেন, দায়ূদ পথের
পার্শ্বস্থ গাতীয় ওবেদ-ইদোমের বাটীতে লইয়া
১১ রাখিলেন। সদাপ্রভুর সিন্দুক গাতীয় ওবেদ-
ইদোমের বাটীতে তিন মাস থাকিল; তাহাতে
সদাপ্রভু ওবেদ-ইদোমকে ও তাহার সমস্ত বাটীকে
আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।
১২ পরে দায়ূদ রাজা শুনিলেন, ঈশ্বরীয় সিন্দুকের
জন্য সদাপ্রভু ওবেদ-ইদোমের বাটী ও তাহার
সর্ব্বস্ব আশীর্ব্বাদযুক্ত করিয়াছেন; তাহাতে
দায়ূদ যাইয়া ওবেদ-ইদোমের বাটী হইতে
আনন্দসহকারে ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ-নগরে
১৩ আনিলেন। আর সদাপ্রভুর সিন্দুক-বাহকেরা
ছয় পদ গমন করিলে তিনি এক গোরু ও এক
১৪ পুষ্ট গোবৎস বলিদান করিলেন। আর দায়ূদ
সদাপ্রভুর সম্মুখে যথাশক্তি নৃত্য করিলেন;
তখন দায়ূদ শুক্ল এফোদ পরিধান করিয়াছিলেন।
১৫ এইরূপে দায়ূদ ও ইস্রায়েলের সমস্ত কুল জয়-
-ধ্বনি ও তূরীধ্বনি পুরঃসর সদাপ্রভুর সিন্দুক
১৬ আনিলেন। আর দায়ূদ-নগরে সদাপ্রভুর সিন্দু-
কের প্রবেশ কালে শৌলের কন্যা মীখল বাতায়ন
দিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে
দায়ূদ রাজাকে লম্ফ দিতে ও নৃত্য করিতে দেখিয়া
মনে মনে তুচ্ছ করিলেন।
১৭ পরে লোকেরা সদাপ্রভুর সিন্দুক ভিতরে
আনিয়া স্বস্থানে, অর্থাৎ সিন্দুকের জন্য দায়ূদ
যে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে
রাখিল, এবং দায়ূদ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে হোম-
১৮ বলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন। আর
হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ
করিলে পর দায়ূদ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর
১৯ নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর
সকল লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সমস্ত
লোকারণ্যের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক
স্ত্রীকে এক এক খান রুটী ও এক এক ভাগ দ্রাক্ষা-
রস ও এক এক খান দ্রাক্ষাপিষ্টক দিলেন; পরে
সকল লোক আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।
২০ পরে দায়ূদ আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ
করণার্থে ফিরিয়া আসিলেন; তখন শৌলের
কন্যা মীখল দায়ূদের প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে
আসিয়া কহিলেন, অদ্য ইস্রায়েলের রাজা কেমন
মহিমান্বিত হইলেন! কোন অসারচিত্ত লোক
যেমন প্রকাশ্যরূপে বিবস্ত্র হয়, তদ্রূপ তিনি
অদ্য আপন দাসগণের দাসীদিগের সাক্ষাতে
২১ বিবস্ত্র হইলেন। তখন দায়ূদ মীখলকে কহিলেন,
সদাপ্রভুর প্রজাদের—ইস্রায়েলের—অধ্যক্ষপদে
আমাকে নিযুক্ত করিবার জন্য যিনি তোমার
পিতা ও তাঁহার সমস্ত কুল অপেক্ষা আমাকে
মনোনীত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই
[তাহা করিয়াছি]। আমি সদাপ্রভুরই সাক্ষাতে

Digitized by Google

২২ আমোদ করিয়াছি ; আর ইহা অপেক্ষা আরও
লঘু হইব, এবং আমার নিজ দৃষ্টিতে আরও নীচ
হইব ; কিন্তু তুমি যে দাসীদের কথা কহিলে,
২৩ তাহাদের কাছে সমাদৃত হইব। আর শৌলের
কন্যা মীখলের মরণকাল পর্য্যন্ত সন্তান হইল না।

দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

৭ পরে এই ঘটনা হইল, রাজা যখন আপন
গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এবং সদাপ্রভু
চারিদিকের সমস্ত শত্রু হইতে তাঁহাকে বিশ্রাম
২ দিলেন, তখন রাজা নাথন ভাববাদীকে কহিলেন,
এখন দেখুন, আমি এরস কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস
করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক যবনিকার মধ্যে
৩ বাস করিতেছে। নাথন রাজাকে কহিলেন, ভাল,
যাহা কিছু আপনকার হৃদ্গত, তাহাই করুন ;
কেননা সদাপ্রভু আপনকার সহবর্ত্তী।
৪ সেই রাত্রিতে এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভুর এই
৫ বাক্য নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি
যাও, আমার দাস দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তুমি কি আমার বসতিগৃহ নির্ম্মাণ
৬ করিবে? ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মিসর হইতে
বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত
আমি ত কোন গৃহে বাস করি নাই, কেবল
তাম্বুতে ও আবাসে থাকিয়া যাতায়াত করিতেছি।
৭ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের মধ্যে আমার যাতায়াত
কালে আমি যাহাকে আপন প্রজা ইস্রায়েলকে
পালন করিবার ভার দিয়াছিলাম, ইস্রা-
য়েলের এমন কোন বংশকে কি কখন এই কথা
বলিয়াছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরস
৮ কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ কর নাই? অতএব এখন তুমি
আমার দাস দায়ূদকে এই কথা বল, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার প্রজা
ইস্রায়েলের উপরে অধ্যক্ষ করিবার জন্য আমি
তোমাকে মেষবাথান হইতে ও মেষের পশ্চাদ্গমন
৯ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। আর তুমি যে কোন স্থানে
গমন করিয়াছ, সেই স্থানে তোমার সহবর্ত্তী
থাকিয়া তোমার সম্মুখ হইতে তোমার সমস্ত
শত্রুকে উচ্ছেদ করিয়াছি ; আর আমি পৃথিবীস্থ
মহাপুরুষদের নামের মত তোমার নাম মহৎ
১০ করিব। আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের জন্য
একটী স্থান প্রস্তুত করিব, ও তাহাদিগকে রোপণ
করিব ; যেন আপনাদের সেই স্থানে তাহারা বাস
১১ করে, এবং আর বিচলিত না হয়। পূর্ব্বকালের মত,
এবং যে অবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের
উপরে বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম,
সেই অবধি যেমন হইত, সেইরূপে দুষ্ট লোকেরা
তাহাদিগকে আর দুঃখ দিবে না। আর আমি
যাবতীয় শত্রু হইতে তোমাকে বিশ্রাম করাইব ;
আরও সদাপ্রভু কহেন, তোমার জন্য সদাপ্রভু
এক কুল উৎপন্ন করিবেন।
১২ তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন আপন পিতৃ-
লোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার
ঔরসজাত তোমার পরবর্ত্তী বংশকে স্থাপন
১৩ করিব, এবং তাহার রাজ্য স্থির করিব। আমার
নামের নিমিত্তে সে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং
আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব।
১৪ আমি তাহার পিতা হইব, সে আমার পুত্র
হইবে ; সে অপরাধী হইলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড
ও মনুষ্য-সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাহাকে শাস্তি
১৫ দিব। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ হইতে দূরীকৃত
শৌলের ন্যায় তাহাকে আপন দয়াবর্জ্জিত করিব
১৬ না। কিন্তু তোমার কুল ও রাজত্ব তোমার সম্মুখে
চিরকাল স্থির থাকিবে ; তোমার সিংহাসন চির-
১৭ স্থায়ী হইবে। পরে নাথন দায়ূদকে এই সমস্ত
বাক্য ও এই দর্শনানুযায়ী কথা কহিলেন।
১৮ তখন দায়ূদ রাজা ভিতরে গিয়া সদাপ্রভুর
সম্মুখে বসিয়া কহিলেন, হে প্রভো সদাপ্রভো,
আমি কে, আমার কুলই বা কি যে, তুমি আমাকে
১৯ এ পর্য্যন্ত আনিয়াছ? তথাপি, হে প্রভো সদা-
প্রভো, তোমার দৃষ্টিতে ইহাও ক্ষুদ্র বিষয় হইল ;
তুমি আপন দাসের কুলের বিষয়েও সুদীর্ঘ কালের
উদ্দেশে কথা কহিলে ; হে প্রভো সদাপ্রভো, ইহা
২০ তুমি মনুষ্যের পদ্ধতিক্রমে করিলে। ইহার পরে
দায়ূদ তোমাকে আর কি বলিবে? হে প্রভো সদা-
২১ প্রভো, তুমি আপন দাসকে জ্ঞাত আছ। তুমি
আপন বাক্যের অনুরোধে ও নিজ হৃদয়ানুসারে
এই সমস্ত মহৎকার্য্য সাধন করিয়া আপন দাসকে
২২ জ্ঞাত করিয়াছ। অতএব, হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি
মহান্ ; কারণ তোমার তুল্য কেহই নাই, ও তুমি
ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই ; আমরা স্বকর্ণে যাহা
২৩ যাহা শুনিয়াছি, তদনুসারে ইহা জানি। পৃথি-
বীর মধ্যে কোন্ একটী জাতি তোমার প্রজা ইস্রা-
য়েলের তুল্য? ঈশ্বর তাহাকে আপন প্রজা
করিবার জন্য এবং আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করিবার
জন্য মুক্ত করিতে গিয়াছিলেন, তুমি আমাদের
পক্ষে মহা মহা কার্য্য ও তোমার দেশের পক্ষে
ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কার্য্য তোমার প্রজাদের সম্মুখে
সাধন করিয়াছিলে, তাহাদিগকে তুমি মিসর,
জাতিগণ ও দেবগণ হইতে মুক্ত করিয়াছিলে।
২৪ তুমি আপনার জন্য আপন প্রজা ইস্রায়েল
লোককে স্থাপন করিয়া চিরকালের জন্য আপনার
প্রজা করিয়াছ ; আর হে সদাপ্রভো, তুমি
২৫ তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ। এখন হে সদাপ্রভো
ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের ও তাহার কুলের
বিষয়ে যে বাক্য কহিলে, তাহা চিরকালের জন্য
২৬ স্থির কর ; যেমন কহিলে, তদনুসারে কর। তোমার

Digitized by Google

নাম চিরকাল মহিমান্বিত হউক; লোকে বলুক,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুই ইস্রায়েলের অধিষ্ঠাতা
ঈশ্বর; আর তোমার দাস দায়ূদের কুল তোমার
২৭ সাক্ষাতে সুস্থির হইবে। হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর
বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো, ‘আমি তোমার জন্য
এক কুল উৎপন্ন করিব,’ এই কথা তুমিই আপন
দাসের কাছে প্রকাশ করিলে; এই কারণ তোমার
কাছে এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে
২৮ সাহস জন্মিল। আর এখন, হে প্রভো সদাপ্রভো,
তুমিই ঈশ্বর, তোমারই বাক্য সত্য, তুমি
আপন দাসের কাছে এই মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিলে।
২৯ অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের কুলকে
আশীর্ব্বাদ কর; তাহা যেন তোমার সম্মুখে
চিরকাল থাকে; কেননা হে প্রভো সদাপ্রভো,
তুমি আপনি ইহা বলিয়াছ; আর তোমার
আশীর্ব্বাদে তোমার এই দাসের কুল চিরকাল
আশীঃপ্রাপ্ত থাকুক।

দায়ূদের দিগ্বিজয়।

৮ তৎপরে এই ঘটনা হইল, দায়ূদ পলে-
ষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া নত করিলেন,
আর দায়ূদ পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে প্রধান
২ নগরের কর্ত্তৃত্ব হরণ করিলেন। আর তিনি মোয়া-
বীয়দিগকে আঘাত করিয়া রজ্জুতে মাপিলেন,
ভূমিতে শয়ন করাইয়া বধ করণার্থে দুই রজ্জু
এবং জীবিত রাখিবার জন্য সম্পূর্ণ এক রজ্জু
দিয়া মাপিলেন; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের
দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল।
৩ পরে যে সময়ে সোবার রাজা রহোবের পুত্র
হদদেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন কর্ত্তৃত্ব
পুনরায় স্থাপন করিতে যান, তৎকালে দায়ূদ
৪ তাঁহাকে পরাজয় করেন। দায়ূদ তাঁহার নিকট
হইতে সতের শত অশ্বারূঢ় ও বিংশতি সহস্র
পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন, আর দায়ূদ
তাঁহার রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করি-
লেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত রথের অশ্ব
৫ রাখিলেন। পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার
হদদেষর রাজার সাহায্য করিতে আসিলে দায়ূদ
সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ সহস্র জনকে
৬ আঘাত করিলেন। অনন্তর দায়ূদ দম্মেশকের
অরাম দেশে সৈন্যদল স্থাপন করিলেন, তাহাতে
অরামীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন
আনিল। এই প্রকারে দায়ূদ যে কোন স্থানে
যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে বিজয়ী
৭ করিতেন। আর দায়ূদ হদদেষরের দাসদের
স্বর্ণঢাল সকল খুলিয়া যিরূশালেমে আনিলেন।
৮ আর দায়ূদ রাজা হদদেষরের বেটহ ও বেরোথা
নগর হইতে অতি প্রচুর পিত্তল আনিলেন।

৯ তখন দায়ূদ হদদেষরের সমস্ত সৈন্যদল নিহনন
১০ করিয়াছেন শুনিয়া হমাতের রাজা তয়ি দায়ূদ
রাজার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এবং যুদ্ধে
হদদেষরের পরাজয় প্রযুক্ত তাঁহার ধন্যবাদ করি-
বার জন্য আপন পুত্র যোরামকে তাঁহার কাছে
প্রেরণ করিলেন; কেননা হদদেষরের সহিত
তয়িরও যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে যোরাম রৌপ্যের,
স্বর্ণের ও পিত্তলের পাত্র সঙ্গে লইয়া আসিলেন।
১১ তাহাতে দায়ূদ রাজা সে সমস্তও সদাপ্রভুর উদ্দেশে
উৎসর্গ করিলেন; ফলতঃ অরাম, মোয়াব,
অম্মোন-সন্তানগণ এবং পলেষ্টীয় ও অমালেক
প্রভৃতি যে সমস্ত জাতিকে তিনি বশীভূত করিয়া-
১২ ছিলেন, তাহাদের হইতে লব্ধ দ্রব্যের মধ্যে, এবং
সোবার রাজা রহোবের পুত্র হদদেষর হইতে
লব্ধ লুট দ্রব্যের মধ্যে তিনি যে সকল রৌপ্য ও
স্বর্ণ উৎসর্গ করিলেন, তৎসহিত [উহাও উৎসর্গ
১৩ করিলেন]। আর দায়ূদ অরামকে পরাজয়
করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় লবণাখ্য তল-
ভূমিতে অষ্টাদশ সহস্র জনকে বধ করিয়া অতি-
১৪ শয় নামলব্ধ হইলেন। পরে দায়ূদ ইদোমে
সৈন্যদল স্থাপন করিলেন, ইদোমের সর্ব্বত্র
সৈন্যদল স্থাপন করিলেন, এবং ইদোমীয় সকল
লোক দায়ূদের দাস হইল। আর দায়ূদ যে কোন
স্থানে যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে
বিজয়ী করিতেন।
১৫ দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করি-
লেন; দায়ূদ আপন সমস্ত প্রজা লোকের জন্য
১৬ বিচার ও ন্যায় সাধন করিতেন। আর সরূয়ার
পুত্র যোয়াব প্রধান সেনাপতি ছিলেন; এবং
অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাসকর্ত্তা
১৭ ছিলেন; আর অহীটূবের পুত্র সাদোক ও অবি-
য়াথরের পুত্র অহীমেলক যাজক ছিলেন; এবং
১৮ সরায় রাজলেখক ছিলেন; আর যিহোয়াদার
পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয়দের উপরে
নিযুক্ত ছিলেন; এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজমন্ত্রী
ছিলেন।

মফীবোশতের প্রতি দায়ূদের দয়া।

৯ পরে দায়ূদ কহিলেন, আমি যোনাথনের
নিমিত্তে যাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে
পারি, এমন কেহ কি শৌলের কুলে অবশিষ্ট
২ আছে? সীবঃ নামে শৌলের কুলের এক দাস ছিল,
সে দায়ূদের নিকটে আহূত হইলে রাজা তাহাকে
কহিলেন, তুমি কি সীবঃ? সে কহিল, আপনকার
৩ দাস সেই বটে। রাজা কহিলেন, আমি যাহার
প্রতি ঈশ্বরের নামে দয়া করিতে পারি, শৌলের
কুলে এমন কেহই কি অবশিষ্ট নাই? সীবঃ
রাজাকে কহিল, যোনাথনের এক পুত্র অবশিষ্ট

Digitized by Google

৪ আছেন, তিনি উভয় চরণে খঞ্জ। রাজা কহিলেন,
সে কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, দেখুন, তিনি
লো-দবারে অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটীতে
৫ আছেন। পরে দায়ূদ রাজা লো-দবারে লোক
প্রেরণ করিয়া অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটী
৬ হইতে তাঁহাকে আনাইলেন। তখন শৌলের পৌত্র
যোনাথনের পুত্র মফীবোশৎ দায়ূদের নিকটে
আসিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন।
তখন দায়ূদ কহিলেন, মফীবোশৎ! তিনি উত্তর
৭ করিলেন, দেখুন, এই আপনকার দাস! দায়ূদ
তাঁহাকে কহিলেন, ভীত হইও না, আমি তোমার
পিতা যোনাথনের নিমিত্তে অবশ্য তোমার প্রতি
দয়া করিব, ফলতঃ আমি তোমার পিতামহ
শৌলের সমস্ত ভূমি তোমাকে ফিরাইয়া দিব,
আর তুমি নিত্য আমার মেজে ভোজন করিবে।
৮ তাহাতে তিনি প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,
আপনকার এ দাস কে যে, আপনি মাদৃশ মৃত
৯ কুকুরের প্রতি সুদৃষ্টি করিতেছেন? পরে রাজা
শৌলের ভৃত্য সীবকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি
তোমার কর্ত্তার পুত্রকে শৌলের ও তাঁহার সমস্ত
১০ কুলের সর্ব্বস্ব দিলাম। আর তুমি, তোমার পুত্র-
গণ ও দাসগণ তাঁহার জন্য ভূমি কর্ষণ করিবে,
এবং তোমার কর্ত্তার পুত্রের খাদ্যের জন্য তদুৎ-
পন্ন দ্রব্য আনিয়া দিবে; কিন্তু তোমার কর্ত্তার
পুত্র মফীবোশৎ নিত্য আমার মেজে ভোজন করি-
বেন। ঐ সীবের পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস
১১ ছিল। তখন সীবঃ রাজাকে কহিল, আমার প্রভু
মহারাজ আপন দাসকে যে আজ্ঞা করিলেন,
তদনুসারে আপনকার এই দাস সমস্তই করিবে।
আর মফীবোশৎ রাজপুত্রদের এক জনের মত
১২ রাজার মেজে ভোজন করিতে লাগিলেন। মফী-
বোশতের মীখা নামে এক শিশুসন্তান ছিল। আর
সীবের গৃহে বাসকারী সমস্ত লোক মফীবোশতের
১৩ দাস হইল। মফীবোশৎ যিরূশালেমে বাস করি-
লেন, কেননা তিনি নিত্য নিত্য রাজার মেজে
ভোজন করিতেন; তিনি উভয় চরণে খঞ্জ
ছিলেন।

অম্মোনীয় ও অরামীয়দের পরাজয়।

১০ তৎপরে এই ঘটনা হইল, অম্মোন-সন্তান-
দের রাজা মরিলে তাঁহার পুত্র হানূন তাঁহার
২ পদে রাজা হইলেন। তখন দায়ূদ কহিলেন,
হানূনের পিতা নাহশ আমার প্রতি যেমন সদয়
ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমিও হানূনের প্রতি
তেমনি সদয় ব্যবহার করিব। পরে দায়ূদ তাঁহাকে
পিতৃশোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আপনার কয়েক
জন দাসকে প্রেরণ করিলেন। তখন দায়ূদের
দাসগণ অম্মোন-সন্তানদের দেশে উপস্থিত হইল।
৩ কিন্তু অম্মোন-সন্তানদের অধ্যক্ষগণ আপনাদের
প্রভু হানূনকে কহিলেন, আপনি কি মনে করিতে-
ছেন যে, দায়ূদ আপনকার পিতার সম্মান করে
বলিয়া আপনকার নিকটে সান্ত্বনাকারিগণকে
পাঠাইয়াছে? দায়ূদ কি নগরের সন্ধান লইবার
ও নগর নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নষ্ট করিবার জন্য আপন
৪ দাসগণকে পাঠায় নাই? তখন হানূন দায়ূদের
দাসগণকে ধরিয়া তাহাদের শ্মশ্রুর অর্দ্ধেক
ক্ষৌরি করাইয়া দিলেন, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ
শ্রোণীদেশ পর্য্যন্ত কাটিয়া তাহাদিগকে বিদায়
৫ করিলেন। পরে তাহারা দায়ূদকে এই কথা বলিয়া
পাঠাইলে, তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে লোক পাঠাইলেন; কেননা তাহারা অতি-
শয় লজ্জিত হইয়াছিল। রাজা বলিয়া পাঠা-
ইলেন, যাবৎ তোমাদের শ্মশ্রু বৃদ্ধি না পায়,
তাবৎ তোমরা যিরীহোতে থাক, তৎপরে ফিরিয়া
আসিও।
৬ অনন্তর আমরা দায়ূদের কাছে ঘৃণিত হইলাম,
ইহা দেখিয়া অম্মোন-সন্তানেরা লোক প্রেরণ
করিয়া বৈৎ-রহোবস্থ ও সোবাস্থিত অরামীয়
বিংশতি সহস্র পদাতিককে, সহস্র লোক সহ
মাখার রাজাকে, এবং টোবের দ্বাদশ সহস্র
৭ লোককে বেতন দিয়া আনাইল। এই সংবাদ পাইয়া
দায়ূদ যোয়াবকে ও বিক্রমশালী সমস্ত সৈন্যকে
৮ তথায় প্রেরণ করিলেন। অম্মোন-সন্তানেরা
বাহিরে আসিয়া নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে যুদ্ধার্থ
সৈন্য রচনা করিল, এবং সোবার ও রহোবের
অরামীয়েরা, আর টোবের ও মাখার লোকেরা
৯ মাঠে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিল। এইরূপে সম্মুখে ও
পশ্চাতে দুই দিকেই যুদ্ধ হইবে দেখিয়া যোয়াব
ইস্রায়েলের সমস্ত মনোনীত লোকের মধ্য হইতে
লোক বাছিয়া লইয়া অরামীয়দের সম্মুখে সৈন্য
১০ রচনা করিলেন; আর অবশিষ্ট লোকদিগকে
তিনি আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ
করিলেন; আর তিনি অম্মোন-সন্তানদের সম্মুখে
১১ সৈন্য রচনা করিলেন। যোয়াব কহিলেন, যদি
অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান্ হয়, তবে
তুমি আমার সাহায্য করিবে; আর যদি
অম্মোন-সন্তানগণ তোমা অপেক্ষা বলবান্ হয়,
১২ তবে আমি যাইয়া তোমার সাহায্য করিব। সাহস
কর; স্বজাতীয়দের জন্য ও আমাদের ঈশ্বরের
সকল নগরের জন্য আমরা আপনাদিগকে বল-
বান্ করিব; আর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল
১৩ বোধ হয়, তিনি তাহাই করুন। পরে যোয়াব
ও তাঁহার সঙ্গী লোকেরা অরামীয়দের বিরুদ্ধে
যুদ্ধে সম্মুখীন হইলে তাহারা তাঁহার সম্মুখ
১৪ হইতে পলায়ন করিল। আর অরামীয়েরা পলা-
য়ন করিয়াছে দেখিয়া অম্মোন-সন্তানগণও অবী-

Digitized by Google

শয়ের সম্মুখ হইতে পলাইয়া নগরে প্রবেশ
করিল। পরে যোয়াব অম্মোন-সন্তানদের নিকট
হইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলেন।
১৫ পরে আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত
হইলাম, ইহা দেখিয়া অরামীয়েরা একত্র হইল।
১৬ আর হদরেষর লোক প্রেরণ করিয়া [ফরাৎ]
নদীর পারস্থ অরামীয়দিগকে বাহির করিয়া
আনিলে তাহারা হেলমে আসিল; হদরেষরের
দলের সেনাপতি শোবক তাহাদের অগ্রণী ছিলেন।
১৭ পরে দায়ূদকে এই সংবাদ দত্ত হইলে তিনি
সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র করিলেন, এবং যর্দ্দন
পার হইয়া হেলমে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে
অরামীয়েরা দায়ূদের সম্মুখে সৈন্য রচনা করিয়া
১৮ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু অরামীয়েরা
ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; আর
দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারূঢ় ও চল্লিশ
সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য বধ করিলেন, এবং তাহা-
দের দলের সেনাপতি শোবককেও আঘাত করি-
১৯ লেন, তাহাতে তিনি সেই স্থানে মরিলেন। পরে
আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইলাম,
ইহা দেখিয়া হদরেষরের অধীন সমস্ত রাজা
ইস্রায়েলের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের দাস
হইলেন; তদবধি অরামীয়েরা অম্মোন-সন্তান-
দের সাহায্য করিতে ভীত হইল।

দায়ূদের মহাপাপের বিবরণ।

১১ আর বৎসর ফিরিয়া আসিলে, রাজবর্গের
যুদ্ধে গমন সময়ে এই ঘটনা হইল, দায়ূদ
যোয়াবকে, তাঁহার সহিত আপন দাসদিগকে ও
সমস্ত ইস্রায়েলকে প্রেরণ করিলেন; তাহারা
গিয়া অম্মোন-সন্তানদিগকে সংহার করিয়া রব্বা
নগর অবরোধ করিল; কিন্তু দায়ূদ যিরূশালেমে
থাকিলেন।
২ পরে এক দিবস সন্ধ্যাকালে এই ঘটনা হইল,
দায়ূদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে
বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে
পাইলেন যে, একটী স্ত্রীলোক স্নান করি-
তেছে; স্ত্রীলোকটী দেখিতে বড়ই সুন্দরী
৩ ছিল। দায়ূদ তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে
লোক পাঠাইলেন। এক জন কহিল, এ কি
ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় ঊরিয়ের ভার্য্যা
৪ বৎশেবা নয়? তখন দায়ূদ লোক পাঠাইয়া
তাহাকে আনাইলেন, এবং সে তাঁহার নিকটে
আসিলে দায়ূদ তাহার সহিত শয়ন করিলেন;
সে স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া শুচি হইয়াছিল। পরে
৫ সে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল। অনন্তর সে স্ত্রী
গর্ভবতী হইল; আর লোক পাঠাইয়া, দায়ূদকে
এই সমাচার দিল, আমার গর্ভ হইয়াছে।
৬ পরে দায়ূদ যোয়াবের নিকটে লোক পাঠাইয়া
এই আজ্ঞা করিলেন, হিত্তীয় ঊরিয়কে আমার
নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব দায়ূ-
৭ দের নিকটে ঊরিয়কে পাঠাইলেন। পরে ঊরিয়
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ তাহাকে
যোয়াবের কুশল, লোকদের কুশল ও যুদ্ধের কুশল
৮ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে দায়ূদ ঊরিয়কে কহি-
লেন, তুমি আপন বাটীতে গিয়া পা ধৌত কর।
তখন ঊরিয় রাজবাটী হইতে বাহির হইল,
আর রাজার নিকট হইতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৯ ভেট গেল। কিন্তু ঊরিয় আপন প্রভুর দাসগণের
সঙ্গে রাজবাটীর দ্বারে শয়ন করিল, গৃহে গেলনা।
১০ পরে ঊরিয় গৃহে যায় নাই, এই কথা লোকেরা
দায়ূদকে জ্ঞাত করিলে দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন,
তুমি কি পথপর্য্যটন করিয়া আইস নাই? তবে
১১ কেন বাটীতে গেলে না? ঊরিয় দায়ূদকে কহিল,
সিন্দুক, ইস্রায়েল ও যিহূদা কুটীরে বাস করি-
তেছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর
দাসগণ খোলা মাঠে ছাউনী করিয়া আছেন;
তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও ভার্য্যার
সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে
পারি? আপনকার জীবনের ও আপনকার
জীবৎ প্রাণের দিব্য, আমি এমন কর্ম্ম করিব
১২ না। তখন দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন, অদ্যও
তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায়
করিব। তাহাতে ঊরিয় সে দিবস ও পর-
১৩ দিবস যিরূশালেমে রহিল। আর দায়ূদ তাহাকে
নিমন্ত্রণ করিলে সে তাঁহার সাক্ষাতে ভোজন
পান করিল; আর তিনি তাহাকে মত্ত করিলেন;
কিন্তু সে সন্ধ্যাকালে আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে
আপন শয্যায় শয়ন করিবার জন্য বাহিরে গেল,
১৪ গৃহে গেল না। প্রাতঃকালে দায়ূদ যোয়াবের
নিকটে এক পত্র লিখিয়া ঊরিয়ের হাতে দিয়া
১৫ পাঠাইলেন। পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন,
তোমরা এই ঊরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে
নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া
১৬ যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে। পরে
কোন্ স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে, তাহা
জানাতে যোয়াব নগর অবরোধকালে সেই স্থানে
১৭ ঊরিয়কে নিযুক্ত করিলেন। পরে নগরস্থ লোকেরা
বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে কয়েক
জন লোক, দায়ূদের দাসদের মধ্যে কয়েক
জন, পতিত হইল, বিশেষতঃ হিত্তীয় ঊরিয়ও
মারা পড়িল।
১৮ পরে যোয়াব যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত দায়ূদকে
১৯ জ্ঞাত করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, আর দূতকে
আদেশ করিলেন, তুমি রাজার সাক্ষাতে যুদ্ধের
২০ সমস্ত বার্ত্তা সমাপ্ত করিলে, যদি রাজার ক্রোধ

Digitized by Google

জন্মে, আর যদি তিনি বলেন, তোমরা যুদ্ধ
করিতে নগরের এত নিকটে কেন গিয়াছিলে ?
তাহারা প্রাচীর হইতে বাণ মারিবে, ইহা কি
২১ জানিতে না? যিরুব্বেশতের পুত্র অবীমেলককে কে
মারিয়াছিল ? তেবেষে একটা স্ত্রীলোক যাঁতার
একখানি উপরের পাটি প্রাচীর হইতে তাহার
উপরে ফেলিয়া দিলে সে কি তাহাতেই মরে
নাই ? তোমরা কেন প্রাচীরের এত নিকটে গিয়া-
ছিলে ? তাহা হইলে তুমি বলিবে, আপনকার
দাস হিত্তীয় ঊরিয়ও মরিয়াছে।
২২ পরে সেই দূত প্রস্থান করিয়া যোয়াবের প্রেরিত
২৩ সমস্ত কথা দায়ূদকে জ্ঞাত করিল। দূত দায়ূদকে
কহিল, সেই লোকেরা আমাদের পক্ষে প্রবল
হইয়া মাঠে আমাদের নিকটে বাহিরে আসিয়া-
ছিল ; তখন আমরা দ্বারের প্রবেশ স্থান পর্য্যন্ত
তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়াছিলাম।
২৪ তখন ধনুর্দ্ধরেরা প্রাচীর হইতে আপনকার দাস-
দের উপরে বাণ নিক্ষেপ করিল ; তাই মহা-
রাজের কতক দাস মারা পড়িয়াছে ; আর
আপনকার দাস হিত্তীয় ঊরিয়ও মরিয়াছে।
২৫ তখন দায়ূদ দূতকে কহিলেন, যোয়াবকে এই
কথা বলিও, তুমি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইও না,
কেননা খড়্গ যেমন এক জনকে তেমনি আর এক
জনকেও গ্রাস করে ; তুমি নগরের প্রতিকূলে
আরও সপরাক্রমে যুদ্ধ কর, নগর উচ্ছিন্ন কর ;
এইরূপে তাহাকে আশ্বাস দিবে।
২৬ আর ঊরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামী ঊরিয়ের মৃত্যু-
সংবাদ পাইয়া স্বামীর জন্য শোক করিল।
২৭ পরে শোক অতীত হইলে দায়ূদ লোক পাঠাইয়া
তাহাকে আপন বাটীতে আনাইলেন, তাহাতে
সে তাঁহার ভার্য্যা হইয়া তাঁহার জন্য পুত্র প্রসব
করিল। কিন্তু দায়ূদের কৃত এই কর্ম্ম সদাপ্রভুর
দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হইল।

১২ পরে সদাপ্রভু দায়ূদের নিকটে নাথনকে
প্রেরণ করিলেন। আর তিনি তাঁহার নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—এক নগরে দুইটী
লোক ছিল ; তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান্,
২ আর এক জন দরিদ্র। ধনবানের অতি বিস্তর
৩ গোমেষাদি পাল ছিল। কিন্তু সেই দরিদ্রের
আর কিছুই ছিল না, কেবল একটী ক্ষুদ্র মেষ-
বৎসা ছিল, সে তাহাকে ক্রয় করিয়া পুষিতে-
ছিল ; আর সেটী তাহার সঙ্গে ও তাহার সন্তান-
দের সঙ্গে বাস করতঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল ; সে
তাহারই খাদ্য খাইত, ও তাহারই পাত্রে পান
করিত, আর তাহার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিত, ও
৪ তাহার কন্যার মত ছিল। পরে ঐ ধনবানের গৃহে
এক জন পথিক আসিল, তাহাতে গৃহে আগত
অতিথির জন্য পাক করণার্থে সে আপন গোমে-
ষাদি পাল হইতে কিছু লইতে কাতর হইল, কিন্তু
সেই দরিদ্রের মেষবৎসাটী লইয়া গৃহে আগত
৫ অতিথির জন্য তাহাই পাক করিল। তাহাতে
দায়ূদ সেই ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে
প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ; আর নাথনকে কহি-
লেন, জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, যে ব্যক্তি সেই
৬ কর্ম্ম করিয়াছে, সে মৃত্যুর সন্তান। সে কিছু দয়া
না করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছে, এই জন্য সেই মেষ-
বৎসার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিবে।
৭ তখন নাথন দায়ূদকে কহিলেন, আপনিই
সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে
রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি, এবং শৌলের হস্ত
৮ হইতে উদ্ধার করিয়াছি ; আর তোমার প্রভুর
বাটী তোমাকে দিয়াছি, ও তোমার প্রভুর ভার্য্যা-
গণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি, এবং ইস্রা-
য়েলের ও যিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি;
আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে
৯ আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম। তুমি কেন
সদাপ্রভুর বাক্য তুচ্ছ করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে
কদাচরণ করিলে ? তুমি হিত্তীয় ঊরিয়কে খড়্গ
দ্বারা আঘাত করাইয়াছ, তাহার ভার্য্যাকে লইয়া
আপনার ভার্য্যা করিয়াছ, ও অম্মোন-সন্তানদের
১০ খড়্গ দ্বারা ঊরিয়কে মারিয়া ফেলিয়াছ। অতএব
খড়্গ কখনও তোমার কুল ছাড়িয়া যাইবে না ;
কেননা তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া হিত্তীয়
ঊরিয়ের স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ।
১১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার
কুল হইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন
করিব, এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যা-
গণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব ; তাহাতে
সে এই সূর্য্যের সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যাগণের
১২ সহিত শয়ন করিবে। বস্তুতঃ তুমি গোপনে এই
কর্ম্ম করিয়াছ, কিন্তু আমি সমস্ত ইস্রায়েলের
সাক্ষাতে ও সূর্য্যের সাক্ষাতে এই কার্য্য করাইব।
১৩ তখন দায়ূদ নাথনকে কহিলেন, আমি সদা-
প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। নাথন দায়ূদকে
কহিলেন, সদাপ্রভুও আপনকার পাপ দূর করি-
১৪ লেন, আপনি মরিবেন না। কিন্তু এই কর্ম্ম দ্বারা
আপনি সদাপ্রভুর শত্রুগণকে নিন্দা করিবার
বড় সুযোগ দিয়াছেন, এই জন্য আপনকার
১৫ নবজাত পুত্রটী অবশ্য মরিবে। পরে নাথন
আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।
আর সদাপ্রভু ঊরিয়ের ভার্য্যার গর্ভজাত দায়ূ-
দের পুত্রটিকে আঘাত করিলে সে অতিশয়
১৬ পীড়িত হইল। তাহাতে দায়ূদ বালকটীর জন্য
ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করিলেন ; ফলতঃ দায়ূদ
উপবাস করিলেন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত

Digitized by Google

১৭ রাত্রি ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। তখন তাঁহার
গৃহের প্রাচীনেরা উঠিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে
তুলিবার জন্য তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন,
কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না, এবং তাঁহাদের
১৮ সহিত ভোজনও করিলেন না। পরে সপ্তম দিবসে
বালকটী মরিল; তাহাতে বালকটী মরিয়াছে,
এই কথা দায়ূদকে বলিতে তাঁহার দাসগণ ভয়
করিল, কেননা তাহারা কহিল, দেখ, বালকটী
জীবিত থাকিতে আমরা তাঁহাকে বলিলেও তিনি
আমাদের বাক্যে মনোযোগ করেন নাই; এখন
বালকটী মরিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া তাঁহাকে
বলিব? বলিলে তিনি আপনার অনিষ্ট করি-
১৯ বেন। কিন্তু দাসেরা কাণাকাণি করিতেছে দেখিয়া
দায়ূদ বুঝিলেন, বালকটী মরিয়াছে; দায়ূদ
আপন দাসগণকে জিজ্ঞাসিলেন, বালকটী কি
২০ মরিয়াছে? তাহারা কহিল, মরিয়াছে। তখন
দায়ূদ ভূমি হইতে উঠিয়া স্নান, তৈলমর্দ্দন ও
বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ
করিয়া প্রণিপাত করিলেন; পরে আপন গৃহে
গিয়া আজ্ঞা করিলে তাহারা তাঁহার সম্মুখে
খাদ্য দ্রব্য রাখিল, আর তিনি ভোজন করিলেন।
২১ তখন তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে কহিল, আপনি
এ কেমন কাজ করিলেন? বালকটী জীবিত থাকিতে
আপনি তাহার জন্য উপবাস ও রোদন করিতে-
ছিলেন, কিন্তু বালকটী মরিলেই উঠিয়া ভোজন
২২ করিলেন। তিনি কহিলেন, বালকটী জীবৎ
থাকিতে আমি উপবাস ও রোদন করিতেছিলাম;
কারণ ভাবিয়াছিলাম, কি জানি, সদাপ্রভু
আমার প্রতি কৃপা করিলে বালকটী বাঁচিতে
২৩ পারে। কিন্তু এখন সে মরিয়াছে, তবে আমি কি
জন্য উপবাস করিব? আমি কি তাহাকে ফিরা-
ইয়া আনিতে পারি? আমি তাহার কাছে যাইব,
কিন্তু সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।
২৪ পরে দায়ূদ আপন ভার্য্যা বৎশেবাকে সান্ত্বনা
করিলেন, ও তাহার কাছে গমন করিয়া তাহার
সহিত শয়ন করিলেন; এবং সে পুত্র প্রসব
করিলে দায়ূদ তাহার নাম শলোমন রাখিলেন,
২৫ আর সদাপ্রভু তাহাকে প্রেম করিলেন। পরে
তিনি নাথন ভাববাদীকে প্রেরণ করিলেন, আর
তিনি সদাপ্রভুর জন্য তাহার নাম যিদীদীয়
[সদাপ্রভুর প্রিয়] রাখিলেন।
২৬ ইতিমধ্যে যোয়াব অম্মোন-সন্তানদের রব্বা
নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া রাজপুরী হস্তগত
২৭ করিলেন। তখন যোয়াব দায়ূদের নিকটে দূত-
গণকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, আমি রব্বার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জলনগর হস্তগত করিয়াছি।
২৮ এখন আপনি অবশিষ্ট লোকদিগকে একত্র করিয়া
নগরের কাছে শিবির স্থাপন করুন, তাহা হস্তগত
করুন, নতুবা কি জানি, আমি ঐ নগর হস্তগত
করিলে তাহার উপরে আমারই নাম কীর্ত্তিত
২৯ হইবে। তখন দায়ূদ সমস্ত লোককে একত্র করি-
লেন, ও রব্বাতে গমনপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে
৩০ যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিলেন। আর তিনি
তথাকার রাজার মস্তক হইতে তাঁহার মুকুট লই-
লেন; তাহাতে এক মণ পরিমাণ স্বর্ণ ও মণি
ছিল; আর তাহা দায়ূদের মস্তকে অর্পিত হইল;
এবং তিনি ঐ নগর হইতে প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির
৩১ করিয়া আনিলেন। আর দায়ূদ তন্মধ্যবর্ত্তী লোক-
দিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করপত্রে, লৌহময়
মইয়েতে ও কুড়ালিতে রাখিলেন, এবং ইটের
পাঁজার মধ্য দিয়া গমন করাইলেন। তিনি
অম্মোন-সন্তানদের যাবতীয় নগরের প্রতি এই-
রূপ করিলেন। পরে দায়ূদ ও সমস্ত লোক যিরূ-
শালেমে ফিরিয়া গেলেন।

অম্নোনের ঘৃণার্হ কাণ্ড ও তাহার ফল।

১৩ তৎপরে এই ঘটনা হইল: দায়ূদের পুত্র
অবশালোমের তামর নামে পরমসুন্দরী এক
সহোদরা ছিল; তাহার প্রতি দায়ূদের পুত্র
২ অম্নোন প্রেমাসক্ত হইল। অম্নোন এমন ব্যাকুল
হইল যে, আপন ভগিনী তামরের জন্য পীড়িত
হইয়া পড়িল, কেননা সে অনূঢ়া ছিল, এবং
অম্নোন তাহার প্রতি কিছু করা দুঃসাধ্য বোধ
৩ করিল। কিন্তু দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র
যোনাদব নামে অম্নোনের এক বন্ধু ছিল; সেই
৪ যোনাদব অতিশয় চতুর ছিল। সে অম্নোনকে
কহিল, রাজপুত্র! তুমি দিন দিন এমন কৃশ হই-
তেছ কেন? আমাকে কি বলিবে না? অম্নোন
তাহাকে কহিল, আমি আপন ভ্রাতা অবশালো-
মের সহোদরা তামরের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছি।
৫ যোনাদব কহিল, তুমি আপন খট্টার উপরে শয়ন
করিয়া পীড়ার ছল কর; পরে তোমার পিতা
তোমাকে দেখিতে আসিলে তাঁহাকে বলিও,
অনুগ্রহ করিয়া আমার ভগিনী তামরকে আমার
নিকটে আসিতে আজ্ঞা করুন, সে আমাকে রুটী
দিউক, এবং আমি দেখিয়া যেন তাহার হস্তে
ভোজন করি, এই জন্য আমার সাক্ষাতেই খাদ্য
পাক করুক।
৬ পরে অম্নোন পীড়ার ছল করিয়া পড়িয়া
রহিল; তাহাতে রাজা তাহাকে দেখিতে আসিলে
অম্নোন রাজাকে কহিল, বিনয় করি, আমার
ভগিনী তামর আসিয়া আমার সাক্ষাতে খান দুই
পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দিউক, আমি তাহার হস্তে
৭ ভোজন করিব। তখন দায়ূদ তামরের গৃহে লোক
পাঠাইয়া কহিলেন, তুমি এক বার তোমার ভ্রাতা
অম্নোনের গৃহে যাইয়া তাহাকে কিছু খাদ্য

Digitized by Google

৮ প্রস্তুত করিয়া দেও। অতএব তামর আপন ভ্রাতা
অম্নোনের গৃহে গেল; তখন সে শুইয়াছিল।
পরে তামর সূজী লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে
৯ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পাক করিল; আর তাওয়া-
শুদ্ধ লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে ঢালিয়া দিল,
কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হইল। পরে অম্নোন
কহিল, আমার নিকট হইতে সকল লোক বাহিরে
যাউক। তাহাতে সকলে তাহার নিকট হইতে
১০ বাহিরে গেল। তখন অম্নোন তামরকে কহিল,
খাদ্য সামগ্রী এই অন্তর্গৃহে আন; আমি তোমার
হস্তে ভোজন করিব। তাহাতে তামর আপনার
কৃত ঐ পিষ্টক লইয়া অন্তর্গৃহে আপন ভ্রাতা
১১ অম্নোনের কাছে গেল। পরে সে তাহাকে ভোজন
করাইতে তাহার নিকটে তাহা আনিলে অম্নোন
তাহাকে ধরিয়া কহিল, হে আমার ভগিনি,
১২ আইস, আমার সহিত শয়ন কর। সে উত্তর
করিল, হে আমার ভ্রাতঃ, না, না, আমাকে মান-
ভ্রষ্ট করিও না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কার্য্য
করা কর্ত্তব্য নয়; তুমি এ মূঢ়তার কর্ম্ম করিও
১৩ না। আমি কোথায় আমার কলঙ্ক বহন করিব?
আর তুমিও ইস্রায়েলের মধ্যে এক জন মূঢ়ের
সমান হইবে। অতএব বিনয় করি, বরং রাজার
কাছে বল, তিনি তোমার হাতে আমাকে দিতে
১৪ অসম্মত হইবেন না। কিন্তু অম্নোন তাহার কথা
শুনিতে চাহিল না; আপনি তাহা অপেক্ষা
বলবান্ হওয়াতে তাহাকে মানভ্রষ্ট করিল, তাহার
১৫ সহিত শয়ন করিল। পরে অম্নোন তাহাকে অতি-
শয় ঘৃণা করিতে লাগিল; বস্তুতঃ সে তাহাকে
যেরূপ প্রেম করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা
করিতে লাগিল; আর অম্নোন তাহাকে কহিল,
১৬ গা তুল, চলিয়া যাও। তাহাতে সে কহিল, এমন
মহাদোষের কারণ হইও না; আমার সঙ্গে কৃত
তোমার প্রথম দোষ অপেক্ষা আমাকে বাহির
করিয়া দেওয়া আরও মন্দ। কিন্তু অম্নোন তাহার
১৭ কথা শুনিতে চাহিল না। সে আপন পরিচারক
যুবককে ডাকিয়া কহিল, ইহাকে আমার নিকট
হইতে বাহির করিয়া দেও, পরে দুয়ারে হুড়কা
১৮ লাগাইয়া দেও। সেই কন্যার গাত্রে আপাদ-
হস্তাবরক অঙ্গরক্ষিণী ছিল, কেননা অনূঢ়া রাজ-
কুমারীরা ঐ প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত। অম্নো-
নের পরিচারক তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া
১৯ পরে দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া দিল। তখন তামর
আপন মস্তকে ভস্ম দিল, এবং আপনার গাত্রস্থ ঐ
আপাদহস্তাবরক অঙ্গর ক্ষিণী চিরিয়া মাথায় হাত
২০ দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া গেল। আর
তাহার সহোদর অবশালোম তাহাকে জিজ্ঞা-
সিল, তোমার ভ্রাতা অম্নোন কি তোমার সহিত
সংসর্গ করিয়াছে? কিন্তু এখন হে আমার
ভগিনি, চুপ থাক, সে তোমার ভ্রাতা; তুমি এ
বিষয়ে বিমনা হইও না। তদবধি তামর বিষণ্ণভাবে
আপন সহোদর অবশালোমের গৃহে থাকিল।
২১ কিন্তু দায়ূদ রাজা এই সকল শুনিয়া অতিশয়
২২ ক্রুদ্ধ হইলেন। আর অবশালোম অম্নোনের
কাছে ভাল মন্দ কিছুই বলিল না, কেননা তাহার
সহোদরা তামরকে সে মানভ্রষ্টা করাতে অব-
শালোম অম্নোনকে ঘৃণা করিল।
২৩ সম্পূর্ণ দুই বৎসর পরে এই ঘটনা হইল,
ইফ্রয়িমের নিকটস্থ বাল-হাৎসোরে অবশালো-
মের মেষদিগের লোমচ্ছেদন হইল; এবং অব-
২৪ শালোম সমস্ত রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিল। আর
অবশালোম রাজার নিকটে আসিয়া কহিল,
দেখুন, আপনকার এই দাসের মেষদের লোম-
চ্ছেদন হইতেছে; অতএব বিনয় করি, মহারাজ
ও রাজার দাসগণ আপনকার দাসের সঙ্গে আগ-
২৫ মন করুন। রাজা অবশালোমকে কহিলেন, হে
আমার পুত্র, তাহা নয়, আমরা সকলে যাইব
না, পাছে তোমার ভারস্বরূপ হই। তথাপি সে
পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু রাজা যাইতে সম্মত
২৬ না হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন
অবশালোম কহিল, যদ্যপি তাহা না হয়, তবে
আমার ভ্রাতা অম্নোনকে আমাদের সঙ্গে যাইতে
দিউন; রাজা তাহাকে কহিলেন, সে কেন তোমার
২৭ সঙ্গে যাইবে? কিন্তু অবশালোম তাঁহাকে পীড়া-
পীড়ি করিলে রাজা অম্নোনকে ও সমস্ত রাজ-
পুত্রকে তাহার সহিত যাইতে দিলেন।
২৮ পরে অবশালোম আপন ভৃত্যগণকে এই
আজ্ঞা দিল, দেখ, দ্রাক্ষারসে অম্নোনের চিত্ত
প্রফুল্ল হইলে যখন আমি তোমাদিগকে বলিব,
অম্নোনকে মার, তখন তোমরা তাহাকে বধ
করিও, ভীত হইও না। আমি কি তোমাদিগকে
আজ্ঞা দিই নাই? তোমরা সাহস কর, বীর্য্যবান্
২৯ হও। পরে অবশালোমের ভৃত্যগণ অম্নোনের
প্রতি অবশালোমের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল। তখন
রাজপুত্রগণ সকলে আপন আপন খচরে চড়িয়া
পলায়ন করিল।
৩০ তাহারা পথে ছিল, এমন সময়ে দায়ূদের
নিকটে এই সংবাদ পঁহুছিল, অবশালোম সমস্ত
রাজপুত্রকে বধ করিয়াছে, তাহাদের এক জনও
৩১ অবশিষ্ট নাই। তখন রাজা উঠিয়া আপন বস্ত্র
চিরিয়া ভূমিতে লম্বমান হইয়া পড়িলেন, এবং
তাঁহার দাসেরা সকলে আপন আপন বস্ত্র চিরিয়া
৩২ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন দায়ূদের
ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাদব কহিল, সমস্ত
রাজকুমার হত হইয়াছে, আমার প্রভু এমন মনে
করিবেন না; কেবল অম্নোন মরিয়াছে, কেননা
যে দিন সে অবশালোমের সহোদরা তামরকে

Digitized by Google

মানক্রটা করিয়াছে, সেই দিন হইতে অবশালো-
৩৩ মের মানতক্রমে ইহা স্থির হইয়াছিল। অতএব
সমস্ত রাজপুত্র মরিয়াছে ভাবিয়া আমার প্রভু
মহারাজ শোক করিবেন না; কেবল অম্নোন
৩৪ মরিয়াছে। ইতিমধ্যে অবশালোম পলায়ন করিয়া-
ছিল। আর যুবক প্রহরী চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ
করিল, আর দেখ, পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে তাহার
পশ্চাদ্দিক্‌স্থ পথ দিয়া অনেক লোক আসিতে-
৩৫ ছিল। তাহাতে যোনাদব রাজাকে কহিল, দেখুন,
রাজপুত্রগণ আসিতেছে; আপনকার দাস যাহা
৩৬ বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক হইল। তাহার কথা
শেষ হইবামাত্র, দেখ, রাজপুত্রগণ উপস্থিত
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং রাজা ও
তাঁহার সমস্ত দাসও অতিশয় রোদন করিলেন।

অবশালোমের পলায়ন ও যিরূ-শালেমে পুনরাগমন।

৩৭ কিন্তু অবশালোম পলাইয়া গশূরের রাজা
অম্মীহূরের পুত্র তলময়ের নিকটে গেল, এবং
দায়ূদ প্রতিদিন আপন পুত্রের জন্য শোক করিতে
৩৮ লাগিলেন। অবশালোম পলাইয়া গশূরে গিয়া
৩৯ সে স্থানে তিন বৎসর প্রবাস করিল। আর দায়ূদ
রাজা অবশালোমের কাছে যাইবার আকাঙ্ক্ষা
করিলেন; কেননা তিনি অম্নোনকে মৃত জানিয়া
তাহার বিষয়ে শান্ত্বনাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৪ পরে সরূয়ার পুত্র যোয়াব রাজার অন্তঃ-
করণ অবশালোমের বিষয়ে ব্যগ্র দেখিয়া,
২ তকোয়ে দূত পাঠাইয়া তথা হইতে এক চতুরা
স্ত্রীকে আনাইয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি এক
বার ছল করিয়া শোকান্বিতা হও, এবং শোক-
সূচক বস্ত্র পরিধান কর; গাত্রে তৈলমর্দ্দন করিও
না, কিন্তু মৃতের জন্য বহুকাল শোককারিণী স্ত্রীর
৩ ন্যায় হও; আর রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে
এই প্রকার কথা কহ। পরে যোয়াব বক্তব্য কথা
তাহাকে শিখাইয়া দিলেন।

৪ পরে তকোয়ের সেই স্ত্রীলোকটী রাজার কাছে
কথা বলিতে গিয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া
প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ, রক্ষা করুন।
৫ রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার কি হইয়াছে? স্ত্রী-
লোকটী কহিল, সত্য বলিতেছি, আমি বিধবা;
৬ আমার স্বামী ম রয়াছেন। আর আপনকার
দাসীর দুইটী পুত্র ছিল, তাহারা ক্ষেত্রে পরস্পর
বিরোধ করিল; তখন তাহাদিগকে ছাড়াইয়া
দিবার কেহ না থাকাতে এক জন অন্য জনকে
৭ আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল। এখন দেখুন,
সমুদয় গোষ্ঠী আপনকার দাসীর বিরুদ্ধে উঠিয়া
কহিতেছে, তুমি সেই ভ্রাতৃঘাতককে সমর্পণ কর,
আমরা তাহার নিহত ভ্রাতার প্রাণের পরিবর্ত্তে
তাহার প্রাণ লইব, আমরা উত্তরাধিকারীকেও
উচ্ছিন্ন করিব। এই প্রকারে তাহারা আমার
অবশিষ্ট অঙ্গারখানি নির্ব্বাণ করিতে চাহে,
এবং ভূমণ্ডলে আমার স্বামীর নামাদি কিছু অব-
৮ শিষ্ট রাখিতে চাহে না। তখন রাজা ঐ স্ত্রীকে
কহিলেন, তুমি ঘরে যাও, আমি তোমার বিষয়ে
৯ আজ্ঞা দিব। পরে ঐ তকোয়ীয়া স্ত্রী রাজাকে
কহিল, হে আমার প্রভো! হে রাজন! আমারই
প্রতি ও আমার পিতৃকুলের প্রতি এই অপরাধ
বর্ত্তুক; মহারাজ ও তদীয় সিংহাসন নির্দ্দোষ
১০ হউন। রাজা কহিলেন, যে কেহ তোমাকে কিছু
বলে, তাহাকে আমার নিকটে আন, সে তোমাকে
১১ আর স্পর্শ করিবে না। পরে সে স্ত্রী কহিল,
নিবেদন করি, মহারাজ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে
স্মরণ করুন, যেন রক্তের প্রতিশোধদাতা আর
বিনাশ না করে; নতুবা তাহারা আমার পুত্রকে
বিনষ্ট করিবে। রাজা কহিলেন, জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, তোমার পুত্রের একটী কেশও মৃত্তিকাতে
১২ পড়িবে না। তখন সে স্ত্রী কহিল, নিবেদন করি,
আপনকার দাসীকে আমার প্রভু মহারাজের
কাছে একটী কথা কহিতে দিউন। রাজা কহিলেন,
১৩ বল। সে স্ত্রী কহিল, তবে ঈশ্বরের প্রজার
বিপক্ষে আপনি কেন সেইরূপ সঙ্কল্প করিতে-
ছেন? ফলে এই কথা কহাতে মহারাজ এক
প্রকার দোষী হইয়া পড়িলেন, যেহেতুক মহারাজ
আপনার নির্ব্বাসিত [সন্তানটী] ফিরাইয়া আনেন
১৪ নাই। আমরা ত নিশ্চয়ই মরিব, এবং যাহা
একবার ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিলে পরে তুলিয়া
লওয়া যায় না, এমন জলের ন্যায় হইব; পরন্তু
ঈশ্বরও প্রাণ হরণ করেন না, কিন্তু নির্ব্বাসিত
লোক যাহাতে তাঁহা হইতে নির্ব্বাসিত না থাকে,
১৫ তাহার উপায় চিন্তা করেন। এখন আমি যে
আপন প্রভু মহারাজের কাছে নিবেদন করিতে
আসিলাম, তাহার কারণ এই; লোকেরা আমার
ভয় জন্মাইয়াছিল; তাই আপনকার দাসী
কহিল, আমি মহারাজের কাছে নিবেদন করিব;
হইতে পারে, মহারাজ আপন দাসীর নিবেদন্য-
১৬ নুসারে কার্য্য করিবেন। আমার পুত্রশুদ্ধ
আমাকে ঈশ্বরের অধিকার হইতে উচ্ছিন্ন করিতে
যে চেষ্টা করে, তাহার হস্ত হইতে আপনকার
দাসীকে উদ্ধার করিতে মহারাজ অবশ্য মনো-
১৭ যোগ করিবেন। আপনকার দাসী আরও কহিল,
আমার প্রভু মহারাজের বাক্য শান্তিকর হউক,
কেননা ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে আমার প্রভু
মহারাজ ঈশ্বরের দূতের তুল্য; আর আপনকার
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনকার সহবর্ত্তী থাকুন।

১৮ পরে রাজা উত্তর করিয়া ঐ স্ত্রীকে কহিলেন,
বিনয় করি, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহা

Digitized by Google

আমা হইতে গোপন করিও না। সে স্ত্রী কহিল,
১৯ আমার প্রভু মহারাজ বলুন। রাজা কহিলেন,
এই সমস্ত ব্যাপারে তোমার সহিত কি যোয়াবের
যোগ নাই? তাহাতে সে স্ত্রী প্রত্যুত্তর করিয়া
কহিল, হে আমার প্রভো, মহারাজ, আপনকার
জীবৎ প্রাণের দিব্য, আমার প্রভু মহারাজ যাহা
বলিয়াছেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার
যো নাই; আপনকার দাস যোয়াবই আমাকে
আদেশ করিয়া এই সমস্ত কথা আপনকার
২০ দাসীকে শিখাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয়ের
নূতন আকার দেখাইবার জন্য আপনকার দাস
যোয়াব এই কর্ম্ম করিয়াছেন; যাহা হউক,
আমার প্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয় জানিতে
ঈশ্বরের দূতের ন্যায় বুদ্ধিমান।
২১ পরে রাজা যোয়াবকে কহিলেন, এখন দেখ,
আমিই এ কার্য্য করিয়াছি; অতএব যাও, সেই
২২ যুব অবশালোমকে পুনর্ব্বার আন। তাহাতে
যোয়াব উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত
করিলেন, এবং রাজার ধন্যবাদপূর্ব্বক কহিলেন,
হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনি আপনকার
দাসের নিবেদন সিদ্ধ করিলেন, ইহাতে আমি
যে আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাহা অদ্য
২৩ আপনকার এই দাস জ্ঞাত হইল। পরে যোয়াব
উঠিয়া গশূরে যাইয়া অবশালোমকে যিরূ-
২৪ শালেমে আনিলেন। পরে রাজা কহিলেন, সে
ফিরিয়া আপন বাটীতে যাউক, সে আমার মুখ
না দেখুক। তাহাতে অবশালোম আপন বাটীতে
ফিরিয়া গেল, রাজার মুখ দেখিতে পাইল না।
২৫ সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে অবশালোমের তুল্য
সৌন্দর্য্যে অতি প্রশংসনীয় কেহ ছিল না;
তাহার পদতলাবধি মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত [সর্ব্বাঙ্গ]
২৬ নির্দ্দোষ ছিল। আর তাহার মস্তকের কেশ
ভারী বোধ হইলে সে তাহা ছেদন করিত;
অর্থাৎ বৎসরান্তর মস্তক মুণ্ডন করিত; মুণ্ডন
সময়ে মস্তকের কেশ তৌল করিত; তাহাতে
রাজপরিমাণানুসারে তাহা দুই শত শেকল
২৭ পরিমিত হইত। অবশালোমের তিন পুত্র ও
তামর নামে পরম সুন্দরী এক কন্যা ছিল।
২৮ পরে অবশালোম সম্পূর্ণ দুই বৎসর যিরূ-
শালেমে বাস করিল, কিন্তু রাজার মুখ দেখিতে
২৯ পাইল না। পরে সে রাজার নিকটে পাঠাইবার
জন্য যোয়াবকে ডাকাইল, কিন্তু তিনি তাহার
নিকটে আসিতে সম্মত হইলেন না; পরে
দ্বিতীয় বার লোক পাঠাইল, তখনও তিনি
৩০ আসিতে সম্মত হইলেন না। অতএব অব-
শালোম আপন দাসদিগকে কহিল, দেখ, আমার
ভূমির পার্শ্বে যোয়াবের ক্ষেত্র আছে; সে স্থানে
তাহার যে যব আছে, তোমরা যাইয়া তাহাতে
আগুন লাগাইয়া দেও। তাহাতে অবশালোমের
দাসগণ সেই ক্ষেত্রে অগ্নি লাগাইয়া দিল।
৩১ তখন যোয়াব উঠিয়া অবশালোমের নিকটে
তাহার গৃহে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার
দাসগণ আমার ক্ষেত্রে কেন অগ্নি দিয়াছে?
৩২ তাহাতে অবশালোম যোয়াবকে কহিল, দেখ,
আমি তোমার কাছে লোক পাঠাইয়া এখানে
আসিতে বলিয়াছিলাম, ফলতঃ রাজার কাছে
এই কথা নিবেদন করিবার জন্য তোমাকে
পাঠাইব বলিয়াছিলাম যে, "আমি গশূর
হইতে কেন আসিলাম? সেই স্থানে থাকিলে
আমার আরও ভাল হইত। এখন আমাকে
রাজার মুখ দেখিতে দিউন, আর যদি আমাতে
অপরাধ থাকে, তবে তিনি আমাকে বধ করুন।"
৩৩ পরে যোয়াব রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সেই
কথা জ্ঞাত করিলে রাজা অবশালোমকে ডাকাই-
লেন; তাহাতে সে রাজার নিকটে গিয়া রাজার
সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত
করিল, আর রাজা অবশালোমকে চুম্বন করিলেন।

অবশালোমের বিদ্রোহ। দায়ূদের পলায়ন।

১৫ তৎপরে এই ঘটনা হইল, অবশালোম
আপনার নিমিত্ত রথ, অশ্ব ও আপনার অগ্রে
অগ্রে দৌড়িবার জন্য পঞ্চাশ জন লোক রাখিল।
২ আর অবশালোম প্রত্যূষে উঠিয়া রাজদ্বারের
পথিপার্শ্বে দাঁড়াইত; এবং যে কেহ বিচারার্থে
রাজার নিকটে বিবাদ উপস্থিত করিতে উদ্যত
হইত, অবশালোম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা
করিত, তুমি কোন্ নগরের লোক? তাহাতে
আপনকার দাস আমি ইস্রায়েলের অমুক বংশের
৩ লোক, সে এই উত্তর করিলে, অবশালোম
তাহাকে বলিত, দেখ, তোমার বিবাদের কথা
ভাল ও যথার্থ; কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ করিতে
৪ রাজার কোন লোক নাই। অবশালোম আরও
কহিত, হায়, আমাকে কেন দেশের বিচারকর্ত্তৃ-
পদে নিযুক্ত করা হয় নাই? তাহা করিলে যে
সকল লোকের বিবাদ প্রভৃতি বিচারের কোন
কথা থাকে, তাহারা আমার নিকটে আসিলে
আমি তাহাদের বিষয়ে ন্যায্য বিচার করিতাম।
৫ আর যে কেহ তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে
তাহার নিকটে আসিত, সে তাহাকে হস্ত প্রসারণ-
৬ পূর্ব্বক ধরিয়া চুম্বন করিত। ইস্রায়েলের যত
লোক বিচারার্থে রাজার নিকটে যাইত, সকলের
প্রতি অবশালোম এইরূপ ব্যবহার করিত। এই
প্রকারে অবশালোম ইস্রায়েল লোকদের চিত্ত
হরণ করিল।
৭ আর চারি বৎসর অতীত হইলে, এই ঘটনা

Digitized by Google

হইল, অবশালোম রাজাকে কহিল, বিনয় করি,
আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাহা যাহা মানত
করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিতে আমাকে
৮ হিব্রোণে যাইতে দিউন। কেননা আপনকার
দাস আমি যখন অরামস্থ গশূরে অবস্থিতি
করিতেছিলাম, তখন মানত করিয়া বলিয়া-
ছিলাম, যদি সদাপ্রভু আমাকে যিরূশালেমে
ফিরাইয়া আনেন, তবে আমি সদাপ্রভুর সেবা
৯ করিব। রাজা কহিলেন, কুশলে যাও। অতএব
সে উঠিয়া হিব্রোণে গমন করিল।
১০ কিন্তু অবশালোম ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের
কাছে চর পাঠাইয়া বলিয়াছিল, তূরীধ্বনি
শুনিবামাত্র তোমরা বলিও, অবশালোম
১১ হিব্রোণে রাজা হইলেন। আর যিরূশালেম
হইতে দুই শত লোক অবশালোমের সহিত
গেল; ইহারা আহূত হইয়াছিল, এবং সরল
১২ মনে গেল, কিছুই অবগত ছিল না। পরে অব-
শালোম বলিদান কালে দায়ূদের মন্ত্রী গীলোনীয়
অহীথোফলকে তাহার নগর হইতে, গীলো হইতে
ডাকিয়া পাঠাইল। আর চক্রান্ত দৃঢ় হইল,
কারণ অবশালোমের পক্ষীয় লোক উত্তর উত্তর
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
১৩ পরে এক জন দায়ূদের কাছে আসিয়া এই
সংবাদ দিল, ইস্রায়েল লোকদের অন্তঃকরণ
১৪ অবশালোমের অনুগামী হইয়াছে। তাহাতে
দায়ূদের যে সকল দাস যিরূশালেমে তাঁহার
নিকটে ছিল, তাহাদিগকে তিনি কহিলেন,
আইস, আমরা উঠিয়া পলায়ন করি, কেননা
অবশালোমের সম্মুখ হইতে আমাদের কাহা-
রও বাঁচিবার যো নাই; অতএব শীঘ্র করিয়া
চল, নতুবা সে সত্বর আমাদের সঙ্গ ধরিয়া
আমাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত করিবে, ও খড়্গধারে নগর
১৫ আঘাত করিবে। তাহাতে রাজার দাসগণ
রাজাকে কহিল, দেখুন, আমাদের প্রভু মহা-
রাজের যাহা মনঃপূত হইবে, তাহাই করিতে
১৬ আপনকার দাসেরা প্রস্তুত আছে। পরে রাজা
প্রস্থান করিলেন; এবং তাঁহার সমস্ত পরিজন
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; তথাপি রাজা
বাটী রক্ষার্থে দশটী উপপত্নীকে রাখিয়া গেলেন।
১৭ পরে রাজা ও তাঁহার পশ্চাদ্গামী সমস্ত লোক
১৮ চলিয়া বৈৎ-মির্হকে স্থগিত হইলেন। অনন্তর
তাঁহার পার্শ্বস্থ দাসগণ এবং করেথীয় ও পলেথীয়
সমস্ত লোক অগ্রসর হইল, আর গাতীয় সমস্ত
লোক, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাৎ হইতে আগত
ছয় শত লোক, রাজার সম্মুখে অগ্রসর হইল।
১৯ তখন রাজা গাতীয় ইত্তয়কে কহিলেন, আমা-
দের সঙ্গে তুমিও কেন যাইবে? তুমি ফিরিয়া
যাইয়া রাজার সহিত বাস কর, কেননা তুমি
বিদেশী এবং নির্ব্বাসিত লোক, তুমি স্বস্থানে
২০ ফিরিয়া যাও। তুমি কল্যমাত্র আসিয়াছ, অদ্য
আমি কি তোমাকে আমাদের সহিত ভ্রমণ করা-
ইব? আমি যেখানে পারি, সেখানে যাইব;
তুমি ফিরিয়া যাও; আপন ভ্রাতৃগণকেও লইয়া
যাও; দয়া ও সত্য তোমার সহবর্ত্তী হউক।
২১ ইত্তয় রাজাকে উত্তর করিলেন, জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, এবং আমার প্রভু মহারাজের প্রাণের
দিব্য, জীবনার্থে হউক, কিম্বা মরণার্থে হউক,
আমার প্রভু মহারাজ যে স্থানে থাকিবেন, আপন-
২২ কার দাসও সেই স্থানে অবশ্য থাকিবে। তাহাতে
দায়ূদ ইত্তয়কে কহিলেন, তবে চল, অগ্রসর হও।
তাহাতে গাতীয় ইত্তয়, তাঁহার সমস্ত লোক ও
সঙ্গী সমস্ত বালকবালিকা অগ্রসর হইয়া গেল।
২৩ পরে যাবৎ দেশশুদ্ধ লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন
করিল, তাবৎ সমস্ত লোক অগ্রসর হইল। রাজা
কিদ্রোণ স্রোতোমার্গ পার হইলেন, এবং সমস্ত
লোকও প্রান্তরের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে
লাগিল।
২৪ আর দেখ, সাদোক ও তাঁহার সঙ্গে লেবীয়েরা
সকলে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক বহন করতঃ অগ্রসর
হইলেন; পরে নগর হইতে সমস্ত লোকের
বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা ঈশ্বরের সিন্দুক
নামাইয়া রাখিলেন, এবং অবিয়াথর উপরে
২৫ আসিলেন। পরে রাজা সাদোককে কহিলেন,
তুমি ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় নগরে লইয়া যাও;
যদি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তবে
তিনি আমাকে পুনর্ব্বার আনিয়া তাহা ও আপ-
২৬ নার নিবাস দেখাইবেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন,
তোমাতে আমার প্রীতি নাই, তবে দেখ, এই
আমি, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়,
২৭ আমার প্রতি তাহাই করুন। রাজা সাদোক
যাজককে আরও কহিলেন, ওহে দর্শক, তুমি
কুশলে নগরে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার পুত্র
অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন, তোমা-
দের এই দুই পুত্র তোমাদের সহিত যাইবে।
২৮ দেখ, যাবৎ তোমাদের নিকট হইতে নিশ্চয়
সমাচার না আইসে, তাবৎ আমি প্রান্তরস্থ পার-
২৯ ঘাটায় থাকিয়া বিলম্ব করিব। অতএব সাদোক
ও অবিয়াথর ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় যিরূশা-
লেমে লইয়া গিয়া সেই স্থানে রহিলেন।
৩০ পরে দায়ূদ জৈতুন পর্ব্বতের ঊর্দ্ধগামী পথ
দিয়া আরোহণ করিলেন; তিনি ঊর্দ্ধগমন সময়ে
ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন; তাঁহার মুখ
আচ্ছাদিত ও পদ অনাবৃত ছিল, এবং তাঁহার
সঙ্গী লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন মুখ
আচ্ছাদন করিয়াছিল, এবং ঊর্দ্ধগমন সময়ে
৩১ রোদন করিতে করিতে চলিল। পরে কেহ দায়ূদকে

Digitized by Google

কহিল, অবশালোমের সঙ্গে চক্রান্তকারীদের মধ্যে
অহীথোফলও আছে ; তখন দায়ূদ কহিলেন,
হে সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া অহীথোফলের
মন্ত্রণাকে মূর্খতায় পরিণত কর।
৩২ পরে যে স্থানে লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশে
প্রণিপাত করে, দায়ূদ পর্ব্বতের সেই শিখরে
উপস্থিত হইলে অর্কীয় হূশয় ছিন্ন অঙ্গরক্ষিণী
পরিহিত হইয়া মস্তকে মৃত্তিকা দিয়া দায়ূদের
৩৩ সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দায়ূদ
তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যদি আমার সহিত অগ্র-
৩৪ সর হও, তবে আমাকে ভারগ্রস্ত করিবে। কিন্তু
যদি নগরে ফিরিয়া গিয়া অবশালোমকে বল,
হে রাজন্, আমি আপনকার দাস হইব, ইতি-
পূর্ব্বে যেমন আপনকার পিতার দাস ছিলাম,
তেমনি এখন আপনকার দাস হইব, তাহা হইলে
তুমি আমার জন্য অহীথোফলের মন্ত্রণা ব্যর্থ
৩৫ করিতে পারিবে। সে স্থানে সাদোক ও অবিয়া-
থর যাজকদ্বয় কি তোমার সহিত থাকিবেন না ?
অতএব তুমি রাজবাটীর যে কোন কথা শুনিবে,
তাহা সাদোক ও অবিয়াথর যাজককে কহিবে।
৩৬ দেখ, সে স্থানে তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের দুই
পুত্র, সাদোকের পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের
পুত্র যোনাথন, আছে ; তোমরা যে কোন কথা
শুনিবে, তাহাদের দ্বারা আমার নিকটে তাহার
৩৭ সমাচার পাঠাইয়া দিবে। অতএব দায়ূদের বন্ধু
হূশয় নগরে গেলেন ; আর অবশালোম যিরূ-
শালেমে প্রবেশ করিলেন।

১৬ আর দায়ূদ পর্ব্বতশিখর পশ্চাৎ ফেলিয়া
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দেখ, মফীবোশতের
দাস সীবঃ সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভ সঙ্গে করিয়া
তাঁহার সহিত মিলিল। সেই গর্দ্দভদের পৃষ্ঠে
দুই শত রুটী ও এক শত থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষাফল
ও এক শত চাপ গ্রীষ্মকালের ফল ও এক কুপা
২ দ্রাক্ষারস ছিল। রাজা সীবকে কহিলেন, ইহাতে
তোমার অভিপ্রায় কি ? সীবঃ কহিল, এই গর্দ্দভ-
দ্বয় রাজপরিজনের বাহন হইবে, এবং এই রুটী
ও ফল যুবকদের আহারীয় এবং দ্রাক্ষারস প্রান্তরে
৩ ক্লান্ত লোকদের পানীয় হইবে। পরে রাজা কহি-
লেন, তোমার কর্ত্তার পুত্র কোথায় ? সীবঃ
রাজাকে কহিল, দেখুন, তিনি যিরূশালেমে অব-
স্থিতি করিতেছেন, কেননা তিনি কহিলেন,
ইস্রায়েলের কুল অদ্য আমার পৈতৃক রাজ্য
৪ আমাকে ফিরাইয়া দিবে। তাহাতে রাজা সীবকে
কহিলেন, দেখ, মফীবোশতের সর্ব্বস্ব তোমার।
সীবঃ কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, প্রণি-
পাত করি ; বিনয় করি, যেন আমি আপনকার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।
৫ পরে দায়ূদ রাজা বহুরীমে উপস্থিত হইলে
দেখ, শৌলকুলের গোষ্ঠীভুক্ত গেরার পুত্র শিমিয়ি
নামে এক ব্যক্তি তথা হইতে নির্গত হইয়া আ-
৬ সিতে আসিতে শাপ দিল। আর সে দায়ূদকে ও
দায়ূদ রাজার সমস্ত দাসকে প্রস্তর মারিল ; তখন
সমস্ত লোক ও সমস্ত বীর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে
৭ ছিল। শিমিয়ি শাপ দিতে দিতে কহিল, যা,
৮ যা, তুই রক্তপাতী পাষণ্ড। তুই যাহার পদে
রাজা হইয়াছিস্, সেই শৌলের কুলের সমস্ত
রক্তপাতের প্রতিফল সদাপ্রভু তোকে দিতেছেন,
এবং সদাপ্রভু তোর পুত্র অবশালোমের হস্তে
রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন ; দেখ্, তুই নিজ দুষ্ট-
তায় আট্কা পড়িয়াছিস্, কেননা তুই রক্তপাতী
৯ মনুষ্য। তখন সরুয়ার পুত্র অবীশয় রাজাকে
কহিলেন, ঐ মৃত কুকুর কেন আমার প্রভু মহা-
রাজকে শাপ দেয় ? আপনি অনুমতি করিলে
আমি পার হইয়া গিয়া উহার মাথা কাটিয়া
১০ ফেলি। কিন্তু রাজা কহিলেন, হে সরুয়ার পুত্র-
গণ, তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি ? ও
যদি শাপ দেয়, এবং সদাপ্রভু যদি উহাকে বলিয়া
থাকেন, দায়ূদকে শাপ দেও, তাহা হইলে কে
১১ বলিবে, এমন কর্ম্ম কেন করিতেছ ? দায়ূদ
অবীশয়কে ও আপনার সমস্ত দাসকে আরও
কহিলেন, দেখ, আমার ঔরসজাত পুত্র আমার
প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে, তবে ঐ বিন্যা-
মীনীয় কি না করিবে ? উহাকে থাকিতে দেও ;
ও শাপ দিউক, কেননা সদাপ্রভু উহাকে অনুমতি
১২ দিয়াছেন। হয় ত সদাপ্রভু আমার উপরে কৃত
অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, এবং অদ্য
আমাকে দত্ত শাপের পরিবর্ত্তে সদাপ্রভু আমার
১৩ মঙ্গল করিবেন। এইরূপে দায়ূদ ও তাঁহার
লোকেরা পথ দিয়া যাইতে থাকিলেন, আর
শিমিয়ি তাঁহার আড়পারে পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া
চলিতে চলিতে শাপ দিতে লাগিল, এবং আড়-
পার হইতে প্রস্তর মারিল ও ধূলা ছড়াইয়া দিল।
১৪ পরে রাজা ও তাঁহার সঙ্গীরা সকলে অয়েফীমে
[শ্রান্তদের স্থানে] আসিলেন, আর তিনি সেই
স্থানে বিশ্রাম করিলেন।
১৫ আর অবশালোম, ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
ও তাহার সঙ্গী অহীথোফল যিরূশালেমে প্রবেশ
১৬ করিল। তখন দায়ূদের মিত্র অর্কীয় হূশয় অব-
শালোমের নিকটে আসিলেন। হূশয় অবশা-
লোমকে কহিলেন, মহারাজ চিরজীবী হউন, মহা-
১৭ রাজ চিরজীবী হউন। তাহাতে অবশালোম হূশ-
য়কে কহিল, এই কি মিত্রের প্রতি তোমার দয়া ?
তুমি আপন মিত্রের সহিত কেন গমন করিলে না ?
১৮ হূশয় অবশালোমকে কহিলেন, তাহা নয় ; কিন্তু
সদাপ্রভু, এই জাতি ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, আমি তাঁহারই

Digitized by Google

১৯ হইব, তাঁহারই সহিত থাকিব। আর পুনশ্চ
বলি, আমি কাহার সেবা করিব ? তাঁহার পুত্রের
সাক্ষাতে কি নয় ? যেমন আপনকার পিতার
সাক্ষাতে সেবা করিয়াছি, তেমনি আপনকার
সাক্ষাতেও করিব।
২০ পরে অবশালোম অহীথোফলকে কহিল,
২১ এখন কি কর্ত্তব্য ? তোমরা মন্ত্রণা দেও। তখন
অহীথোফল অবশালোমকে কহিল, তোমার
পিতা বাটী রক্ষার্থে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়া-
ছেন, তুমি আপন পিতার সেই উপপত্নীদের
কাছে গমন কর; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল
শুনিবে যে, তুমি পিতার ঘৃণাস্পদ হইয়াছ,
তখন তোমার সঙ্গী সমস্ত লোকের হস্ত সবল
২২ হইবে। পরে লোকেরা অবশালোমের নিমিত্তে
প্রাসাদের ছাদে একটা তাম্বু স্থাপন করিল,
তাহাতে অবশালোম সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে
আপন পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করিল।
২৩ ঐ সময়ে অহীথোফল যে মন্ত্রণা দিত, তাহা ঈশ্ব-
রের বাক্য দ্বারা উত্তরলাভের তুল্য ছিল; দায়ূ-
দের ও অবশালোমের, উভয়ের বোধে অহী-
থোফলের যাবতীয় মন্ত্রণা তাদৃশ ছিল।

১৭ অহীথোফল অবশালোমকে আরও কহিল,
আমি দ্বাদশ সহস্র লোক মনোনীত করিয়া
অদ্য রাত্রিতে উঠিয়া দায়ূদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
২ ধাবমান হই; যখন তিনি শ্রান্ত ও শিথিল-হস্ত
হইবেন, সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ
করিয়া ভয় দেখাইব; তাহাতে তাঁহার সঙ্গী
৩ সমস্ত লোক পলায়ন করিবে, আর আমি
কেবল রাজাকে আঘাত করিব। এইরূপে সমস্ত
লোককে তোমার পক্ষে আনিব; তুমি যাঁহার
অন্বেষণ করিতেছ, তাঁহারই মরণ এবং সকলের
প্রত্যাগমন দুই সমান; সমস্ত লোক শান্তিতে
৪ থাকিবে। এই মন্ত্রণা অবশালোমের ও ইস্রা-
য়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গের তুষ্টিজনক হইল।
৫ তখন অবশালোম কহিল, এক বার অর্কীয়
হূশয়কেও ডাক; তিনি কি বলেন, আমরা তাহাও
৬ শুনি। পরে হূশয় অবশালোমের নিকটে
আসিলে অবশালোম তাঁহাকে কহিল, অহী-
থোফল এই প্রকার কথা বলিয়াছে, এখন
তাহার কথানুসারে কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য
৭ কি না ? যদি না হয়, তুমি বল। তাহাতে
হূশয় অবশালোমকে কহিলেন, এই বার অহী-
৮ থোফল ভাল পরামর্শ দেন নাই। হূশয়
আরও কহিলেন, আপনি আপন পিতাকে ও
তাঁহার লোকদিগকে জানেন, তাঁহারা বীর ও
উগ্রমনা এবং মাঠের হৃতবৎসা ভল্লুকীর তুল্য,
আর আপনকার পিতা বড় যোদ্ধা; তিনি
লোকদের সহিত রাত্রি যাপন করিবেন না।
৯ দেখুন, এখনই তিনি কোন গর্ত্তে কিম্বা আর
কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন; আর প্রথমে
তিনি ঐ লোকদিগকে আক্রমণ করিলে যদি
কেহ জনরব শুনিয়া বলে, অবশালোমের
অনুগামী লোকদের মধ্যে নিহনন হইতেছে,
১০ তাহা হইলে যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সিংহের
ন্যায় হৃদয়বিশিষ্ট, সেও একান্ত গলিয়া যাইবে;
কারণ সমস্ত ইস্রায়েল জানে যে, আপনকার পিতা
বিক্রমশালী, ও তাঁহার সঙ্গিগণ বীর্য্যবান্ লোক।
১১ কিন্তু আমার পরামর্শ এই; দান অবধি
বেরশেবা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ বালির ন্যায়
অসংখ্য সমস্ত ইস্রায়েল আপনকার নিকটে
সংগৃহীত হউক, পরে আপনি স্বয়ং যুদ্ধে গমন
১২ করুন। তাহাতে যে কোন স্থানে তাঁহাকে
পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে আমরা তাঁহার
সমীপে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে শিশির পতনের
ন্যায় তাঁহার উপরে চাপিয়া পড়িব; তাঁহাকে
বা তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোকের মধ্যে এক জনকেও
১৩ রাখিব না। আর যদিস্যাৎ তিনি কোন
নগরে প্রস্থান করেন, তবে সমস্ত ইস্রায়েল সেই
নগরে রজ্জু বাঁধিয়া স্রোতোমার্গ পর্য্যন্ত তাহা
টানিয়া লইয়া যাইবে, শেষে তথাকার একখানি
১৪ পাথরকুচিও আর পাওয়া যাইবে না। পরে
অবশালোম ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক কহিল,
অহীথোফলের মন্ত্রণা অপেক্ষা অর্কীয় হূশয়ের
মন্ত্রণা ভাল। বস্তুতঃ সদাপ্রভু যেন অবশালো-
মের প্রতি অমঙ্গল ঘটান, তজ্জন্য অহীথোফলের
ভাল মন্ত্রণা ব্যর্থ করণার্থে সদাপ্রভুই ইহা
স্থির করিয়াছিলেন।
১৫ পরে হূশয় সাদোক ও অবিয়াথর যাজক-
দ্বয়কে কহিলেন, অহীথোফল অবশালোমকে
ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে অমুক অমুক মন্ত্রণা
দিয়াছিল, কিন্তু আমি অমুক অমুক মন্ত্রণা
১৬ দিয়াছি। অতএব তোমরা শীঘ্র দায়ূদের কাছে
লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে বল, আপনি প্রান্তরস্থ
পারঘাটায় অদ্যকার রাত্রি যাপন করিবেন না,
কোন মতে পার হইয়া যাইবেন; পাছে মহারাজ
ও আপনকার সঙ্গী সমস্ত লোক সংহারপ্রাপ্ত হন।
১৭ তৎকালে যোনাথন ও অহীমাস ঐন-রোগেলে
ছিল; কেননা তাহারা নগরে আসিয়া দেখা দিতে
পারিত না; এক দাসী যাইয়া তাহাদিগকে
সংবাদ দিত। পরে তাহারা গিয়া দায়ূদ রাজাকে
১৮ সংবাদ দিল। আর যুবা তাহাদিগকে দেখিয়া
অবশালোমকে জ্ঞাত করিল; কিন্তু তাহারা
দুই জন শীঘ্র যাইয়া বহূরীমে এক জন লোকের
বাটীতে প্রবেশ করিল, এবং তাহার প্রাঙ্গণমধ্যে
১৯ এক কূপ থাকাতে সেই কূপে নামিল। পরে গৃহিণী
কূপটীর মুখে আচ্ছাদন দিয়া তাহার উপরে

Digitized by Google

নিযুক্ শস্য মেলিয়া দিল, তাহাতে কেহ কিছু
২০ জানিতে পারিল না। পরে অবশালোমের দাস-
গণ সেই স্ত্রীলোকটীর বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞা-
সিল, অহীমাস ও যোনাথন কোথায়? সে স্ত্রী
তাহাদিগকে কহিল, তাহারা ঐ জলস্রোত পার
হইয়া গেল। পরে তাহারা অন্বেষণ করিয়া
উদ্দেশ না পাওয়াতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল।
২১ তাহারা চলিয়া গেলে পর ঐ দুই জন কূপ হইতে
উঠিয়া গিয়া দায়ূদ রাজাকে সংবাদ দিল; আর
তাহারা দায়ূদকে কহিল, আপনারা উঠুন, শীঘ্র
নদী পার হইয়া যাউন, কেননা অহীথোফল
আপনাদের বিরুদ্ধে অমুক মন্ত্রণা দিয়াছে।
২২ তাহাতে দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক
উঠিয়া যর্দ্দন পার হইলেন; যর্দ্দন পার হন
নাই, তাঁহাদের এমন এক জনও প্রভাতে অবশিষ্ট
থাকিলেন না।
২৩ আর অহীথোফল যখন দেখিল যে, তাহার
মন্ত্রণানুযায়ী কাজ করা হইল না, তখন সে গর্দ্দভ
সাজাইল, এবং উঠিয়া নিজ বাটীতে, আপন
নগরে গেল, এবং আপন বাটীর বিষয়ে ব্যবস্থা
করিয়া আপনি গলায় দড়ি দিয়া মরিল; পরে
পৈতৃক কবরে তাহার কবর হইল।

অবশালোমের পরাজয় ও মৃত্যু।

২৪ তখন দায়ূদ মহনয়িমে আসিলেন, আর
সমস্ত ইস্রায়েল লোকের সহিত অবশালোম
২৫ যর্দ্দন পার হইল। আর অবশালোম যোয়া-
বের স্থলে অমাসাকে প্রধান সেনাপতি করিয়া-
ছিল। ঐ অমাসা ইস্রায়েলীয় যেথর নামক এক
ব্যক্তির পুত্র; সেই ব্যক্তি নাহশের কন্যা অবী-
গলের কাছে গমন করিয়াছিল; উক্ত স্ত্রী
২৬ যোয়াবের মাতা সরূয়ার ভগিনী। পরে
ইস্রায়েল ও অবশালোম গিলিয়দ দেশে শিবির
স্থাপন করিল।
২৭ দায়ূদ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে পর এই
ঘটনা হইল, অম্মোন-সন্তানদিগের রব্বানিবাসী
নাহশের পুত্র শোবি, আর লো-দবারনিবাসী
অম্মীয়েলের পুত্র মাখীর, এবং রোগলীমনিবাসী
গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় দায়ূদের ও তাঁহার সঙ্গী
২৮ লোকদের জন্য শয্যা, ভাবর, মৃৎপাত্র এবং
আহারার্থে গোম, যব, সূজী, ভাজা শস্য, শিম,
২৯ মসূর, ভাজা কলাই, মধু ও দধি এবং মেষপাল ও
গোদুগ্ধের পনীর আনিলেন; কেননা তাঁহারা
কহিলেন, লোকেরা প্রান্তরে ক্ষুধিত, শ্রান্ত ও
পিপাসিত হইয়াছে।

১৮ পরে দায়ূদ আপন সঙ্গী লোকদিগকে
গণনা করিয়া তাহাদের উপরে সহস্রপতি
২ ও শতপতি নিযুক্ত করিলেন। আর দায়ূদ যোয়া-
বের হস্তে লোকদের তৃতীয়াংশ, ও যোয়াবের
সহোদর সরূয়ার পুত্র অবীশয়ের হস্তে তৃতী-
য়াংশ, এবং গাতীয় ইত্তয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ
সমর্পণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। আর রাজা
লোকদিগকে কহিলেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে
৩ যাইব। কিন্তু লোকেরা কহিল, আপনি যাইবেন
না; কেননা যদি আমরা পলাই, তবে আমা-
দের বিষয়ে তাহারা মনে করিবে না, আমাদের
অর্দ্ধেক লোক মরিলেও আমাদের বিষয়ে মনে
করিবে না; কিন্তু আপনি আমাদের দশ সহস্রের
সমান; অতএব নগর হইতে আমাদের সাহায্য
করণার্থে আপনি প্রস্তুত থাকিলে ভাল হয়।
৪ তখন রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা
ভাল বুঝ, আমি তাহাই করিব। পরে রাজা
নগরদ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং সমস্ত
লোক শত শত ও সহস্র সহস্র হইয়া বহির্গমন
৫ করিল। তখন রাজা যোয়াব, অবীশয় ও ইত্তয়কে
আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা আমার অনুরোধে
সেই যুবকের প্রতি, অবশালোমের প্রতি, কোমল
ব্যবহার করিও। অবশালোমের বিষয়ে সমস্ত
সেনাপতিকে রাজার এই আজ্ঞা দিবার সময়ে
সমস্ত লোকই তাহা শুনিল।
৬ পরে লোকেরা ইস্রায়েলের প্রতিকূলে রণ-
স্থলে বাহির হইয়া গেল; ইফ্রয়িম অরণ্যে যুদ্ধ
৭ হইল। সে স্থানে ইস্রায়েল লোকেরা দায়ূদের
দাসদের সম্মুখে পরাহত হইল, তাহাতে সেই
দিনে তথায় মহাসংহার হইল, বিংশতি সহস্র
৮ লোক নিহত হইল। ফলতঃ যুদ্ধ তথাকার সমস্ত
অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইল; এবং সেই দিনে খড়্গ যত
লোককে গ্রাস করিল, অরণ্য তদপেক্ষা অধিক
লোককে গ্রাস করিল।
৯ আর দৈবাৎ অবশালোম দায়ূদের দাসগণের
সম্মুখে পড়িল; অবশালোম আপন খচরে
চড়িয়াছিল, সেই খচর তথাকার বড় একটা
এলাবৃক্ষের শাখার নীচে দিয়া গমন করাতে সেই
এলাবৃক্ষে অবশালোমের মস্তক বদ্ধ হইল;
তাহাতে সে আকাশের ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিয়া
রহিল, এবং যে খচরটী তাহার নীচে ছিল,
১০ সেটী প্রস্থান করিল। আর এক পুরুষ তাহা
দেখিয়া যোয়াবকে কহিল, দেখুন, আমি দেখি-
লাম, অবশালোম ঐ এলাবৃক্ষে ঝুলিতেছে।
১১ তখন যোয়াব সেই সংবাদদাতাকে কহিলেন,
দেখ, তুমি ত দেখিয়াছিলে, তবে কেন সে
স্থানে তাহাকে মারিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলে
না? তাহা করিলে আমি তোমাকে দশ শেকল
১২ রৌপ্য ও একটী কটিবন্ধন দিতাম। সেই ব্যক্তি
যোয়াবকে কহিল, আমি যদ্যপি সহস্র শেকল
রৌপ্য এই করতলে পাইতাম, তথাপি রাজ-

Digitized by Google

পুত্রের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিতাম না;
কেননা আমাদেরই কর্ণগোচরে রাজা আপনাকে,
অবীশয়কে ও ইত্তয়কে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
তোমরা যে কেহ হও, সেই যুবা অবশালোমের
১৩ বিষয়ে সাবধান থাকিবে। আর যদি আমি
উঁহার প্রাণের বিপরীতে বিশ্বাসঘাতকতা করি-
তাম—রাজা হইতে কোন বিষয় গুপ্ত থাকে না—
১৪ তবে আপনি আমার প্রতিকূল হইতেন। তখন
যোয়াব কহিলেন, তোমার সম্মুখে আমার এরূপ
বিলম্ব করা অনুচিত। পরে তিনি হস্তে তিনটী
খোঁচা লইয়া অবশালোমের বক্ষে প্রবেশ করা-
ইলেন; তখনও সে এলাবৃক্ষের মধ্যে জীবিত
১৫ ছিল। আর যোয়াবের অস্ত্রবাহক দশ জন যুবা
অবশালোমকে বেষ্টনপূর্ব্বক আঘাত করিয়া বধ
১৬ করিল। পরে যোয়াব তূরী বাজাইলেন, তাহাতে
লোকেরা ইস্রায়েলের পশ্চাদ্ধাবন হইতে ফিরিল;
কেননা যোয়াব লোকদিগকে ফিরাইয়া রাখি-
১৭ লেন। আর তাহারা অবশালোমকে লইয়া
অরণ্যস্থ এক বৃহৎ গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া তাহার
উপরে প্রস্তরের অতি প্রকাণ্ড এক রাশি করিল।
ইতিমধ্যে সমস্ত ইস্রায়েল আপন আপন তাম্বুতে
পলায়ন করিল।

১৮ রাজার তলভূমিতে অবশালোমের যে স্তম্ভ
আছে, তাহা সে জীবনকালে নির্ম্মাণ করাইয়া
আপনার জন্য স্থাপন করিয়াছিল, কেননা সে
ভাবিয়াছিল, আমার নাম রক্ষা করিতে আমার
পুত্র নাই; এই জন্য সে আপন নামানুসারে ঐ
স্তম্ভের নাম রাখিয়াছিল; অদ্যাপি তাহা অব-
শালোমের স্তম্ভ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

১৯ পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস কহিল,
আমি দৌড়িয়া গিয়া, সদাপ্রভু কি রূপে শত্রু-
গণের হস্ত হইতে রাজার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া-
২০ ছেন, এই সমাচার রাজাকে দিই। কিন্তু
যোয়াব তাহাকে কহিলেন, অদ্য তুমি সমাচার-
দাতা হইবে না, অন্য দিন সমাচার দিবে; রাজ-
পুত্র মরিয়াছে, এই জন্য অদ্য তুমি সমাচার
২১ দিবে না। পরে যোয়াব কূশীয়কে কহিলেন,
যাও, যাহা দেখিলে, রাজাকে গিয়া বল। তাহাতে
কূশীয় যোয়াবের কাছে প্রণিপাত করিয়া দৌড়িয়া
২২ চলিল। পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস আবার
যোয়াবকে কহিল, যাহা হয় হউক, বিনয় করি,
কূশীয়ের পশ্চাৎ আমাকেও দৌড়িতে দিউন।
যোয়াব কহিলেন, বৎস, তুমি কেন দৌড়িবে?
২৩ তোমার ত তেমন সমাচার নাই। [সে বলিল,]
যাহা হয় হউক, আমি দৌড়িব। তাহাতে তিনি
কহিলেন, দৌড়। তখন অহীমাস সমভূমির
পথ দিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে কূশীয়কে পশ্চাৎ
ফেলিল।

২৪ সেই সময়ে দায়ূদ নগরদ্বারদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী
স্থানে বসিয়াছিলেন। আর প্রহরী নগরদ্বারের
উপরিভাগে, প্রাচীরে উঠিল, আর চক্ষু তুলিয়া
নিরীক্ষণ করিল, আর দেখ, এক জন একা
২৫ দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহাতে প্রহরী উচ্চৈঃ-
স্বরে রাজাকে তাহা বলিল; রাজা কহিলেন,
সে যদি একা হয়, তবে তাহার মুখে সমাচার
আছে। পরে সে আসিতে আসিতে নিকটবর্ত্তী
২৬ হইল। প্রহরী আর এক জনকে দৌড়িয়া
আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে দ্বারীকে বলিল,
দেখ, আর এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে।
তখন রাজা কহিলেন, সেও সমাচার আনিতেছে।
২৭ পরে প্রহরী কহিল, প্রথম ব্যক্তির দৌড়
সাদোকের পুত্র অহীমাসের দৌড় বলিয়া বোধ
হয়। রাজা কহিলেন, সে ভাল মানুষ, ভাল
২৮ সমাচার আনিতেছে। তখন অহীমাস উচ্চৈঃ-
স্বরে রাজাকে কহিল, মঙ্গল। পরে সে রাজার
সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া
কহিল, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, আমার
প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যাহারা হস্ত তুলিয়া-
ছিল, তাহাদিগকে তিনি বদ্ধ করিয়াছেন,
২৯ পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবক অব-
শালোমের কি মঙ্গল? অহীমাস কহিল, যে সময়ে
যোয়াব মহারাজের দাসকে ও আপনকার দাস
আমাকে পাঠান, সেই সময়ে বড় লোকারণ্য
দেখিলাম, কিন্তু কি হইয়াছিল, তাহা জানি না।
৩০ রাজা কহিলেন, এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াও;
তাহাতে সে এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল।
৩১ আর দেখ, কূশীয় আসিল, ও কূশীয় কহিল,
আমার প্রভু মহারাজের জন্য সমাচার আনি-
য়াছি; আপনকার প্রতিকূলে যাহারা উঠিয়া-
ছিল, সেই সকলের হস্ত হইতে সদাপ্রভু অদ্য
৩২ আপনকার বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। রাজা
কূশীয়কে জিজ্ঞাসিলেন, যুবক অবশালোমের
কি মঙ্গল? কূশীয় কহিল, আমার প্রভু মহা-
রাজের শত্রুগণ ও যাহারা অমঙ্গলার্থে আপনকার
বিরুদ্ধে উঠে, তাহারা সকলে সেই যুবকের মত
৩৩ হউক। তখন রাজা অধৈর্য্য হইয়া নগরদ্বারের
ছাদের উপরিস্থ কুঠরীতে উঠিয়া রোদন করিতে
লাগিলেন; এবং গমন করিতে করিতে কহিলেন,
হায়! আমার পুত্র অবশালোম! আমার পুত্র,
আমার পুত্র অবশালোম! কেন তোমার পরিবর্ত্তে
আমি মরি নাই? হায় অবশালোম! আমার
পুত্র! আমার পুত্র!

১৯ পরে কেহ যোয়াবকে কহিল, দেখ, রাজা
অবশালোমের জন্য ক্রন্দন ও শোক করিতে-
২ ছেন। আর সেই দিবসের বিজয় সমস্ত লোকের
পক্ষে শোকের বিষয় হইয়া পড়িল, কারণ

Digitized by Google

রাজা আপন পুত্রের বিষয়ে ব্যথিত হইয়াছেন,
৩ ইহা লোকে সেই দিনে শুনিল। আর রণস্থল
হইতে পলায়িত লোকেরা যেমন বিষণ্ণ হইয়া
চোরের ন্যায় চলে, তদ্রূপ লোকেরা ঐ দিবসে
৪ চোরের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিল। আর রাজা
আপন মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন
করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার পুত্র
অবশালোম! হায় অবশালোম! আমার পুত্র!
আমার পুত্র!
৫ পরে যোয়াব গৃহের মধ্যে রাজার নিকটে
আসিয়া কহিলেন, যাহারা অদ্য আপনকার প্রাণ,
আপনকার পুত্রকন্যাদের প্রাণ ও আপনকার
ভার্য্যাদের প্রাণ ও উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষা করি-
য়াছে, আপনকার সেই দাসগণকে আপনি অদ্য
৬ বিষণ্ণবদন করিলেন। বস্তুতঃ আপনি আপন
বিদ্বেষিগণকে প্রেম ও আপন প্রেমকারিগণকে
দ্বেষ করিতেছেন; কেননা আপনি অদ্য প্রকাশ
করিতেছেন যে, অধ্যক্ষেরা ও দাসেরা আপনকার
কাছে কিছুই নয়; কেননা অদ্য আমি দেখিতে
পাইতেছি, যদি অবশালোম বাঁচিয়া থাকিত,
আর আমরা সকলে অদ্য মরিতাম, তাহা হইলে
৭ আপনি সন্তুষ্ট হইতেন। অতএব আপনি এখন
উঠিয়া বাহিরে গিয়া আপন দাসগণকে চিত্ত-
প্রবোধক কথা বলুন। আমি সদাপ্রভুর নামে
শপথ করিতেছি, যদি আপনি বাহিরে না যান,
তবে এই রাত্রি আপনকার সহিত এক জনও
থাকিবে না; এবং আপনকার যৌবনকালাবধি
এখন পর্য্যন্ত যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, সে সকল
হইতেও আপনকার এই অমঙ্গল অধিক হইবে।
৮ তখন রাজা উঠিয়া নগরদ্বারে বসিলেন; আর
সমস্ত লোককে বলা হইল, দেখ, রাজা দ্বারে
বসিয়া আছেন; তাহাতে সমস্ত লোক রাজার
সম্মুখে আসিল। আর ইস্রায়েল লোকেরা
প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন
করিয়াছিল।

দায়ূদের যিরূশালেমে পুনরাগমন।

৯ পরে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে সমস্ত
লোক কলহ করিয়া বলিতে লাগিল, রাজা শত্রু-
গণের হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়া-
ছিলেন, ও পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে আমাদিগকে
উদ্ধার করিয়াছিলেন; সম্প্রতি তিনি অবশালো-
মের ভয়ে দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন।
১০ আর আমরা যে অবশালোমকে আপনাদের
উপরে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, তিনি যুদ্ধে
মরিয়াছেন; অতএব তোমরা এখন রাজাকে
ফিরাইয়া আনিবার বিষয়ে একটী কথাও বলি-
তেছ না কেন?

১১ পরে দায়ূদ রাজা সাদোক ও অবিয়াথর যাজক-
দ্বয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিলেন, তোমরা
যিহূদার প্রাচীনবর্গকে বল, রাজাকে গৃহে ফিরা-
ইয়া আনিবার জন্য সমস্ত ইস্রায়েলের নিবেদন
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব
রাজাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনিতে তো-
১২ মরা কেন সকলের শেষে পড়িতেছ? তোমরাই
আমার ভ্রাতা, তোমরাই আমার অস্থি ও আমার
মাংস; অতএব রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন
১৩ সকলের শেষে পড়িতেছ? তোমরা অমাসাকেও
বল, তুমি কি আমার অস্থি ও আমার মাংস
নও? যদি তুমি নিয়ত আমার সাক্ষাতে যোয়া-
বের পদে সৈন্যদলের সেনাপতি না হও, তবে
ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন।
১৪ এইরূপে তিনি যিহূদার সমস্ত লোকের হৃদয়কে
এক জনের হৃদয়ের ন্যায় নমন করিলেন, তাহাতে
তাহারা লোক পাঠাইয়া রাজাকে কহিল, আপনি
ও আপনকার সকল দাস পুনরাগমন করুন।
১৫ পরে রাজা প্রত্যাগমন করিয়া যর্দ্দন পর্য্যন্ত
আসিলেন, ইতিমধ্যে যিহূদার লোকেরা রাজার
প্রত্যুদ্গমন করিতে ও তাঁহাকে যর্দ্দন পার করিয়া
আনিতে গিল্‌গলে গেল।
১৬ তখন দায়ূদ রাজার প্রত্যুদ্গমন করিতে বহু-
রীমনিবাসী গেরার পুত্র বিন্যামীনীয় শিমিয়ি
ত্বরা করিয়া যিহূদার লোকদের সহিত আসিল।
১৭ আর বিন্যামীনীয় এক সহস্র লোক তাহার
সহিত ছিল, এবং শৌলের কুলের ভৃত্য সীবা
ও তাহার পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস তাহার
সহিত ছিল, তাহারা রাজার সাক্ষাতে জল
১৮ ভাঙ্গিয়া যর্দ্দন পার হইল। তখন খেয়ার নৌকা
রাজার পরিজনদিগকে পার করিতে ও তাঁহার
বাসনামত কর্ম্ম করিতে অন্য পারে গিয়াছিল।
রাজার যর্দ্দন পার হইবার সময়ে গেরার
পুত্র শিমিয়ি রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িল।
১৯ সে রাজাকে কহিল, আমার প্রভু আমার অপরাধ
গণনা করিবেন না; যে দিবসে আমার প্রভু
মহারাজ যিরূশালেম হইতে বাহির হন,
সেই দিবসে আপনকার দাস আমি যে অপকর্ম্ম
করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণে রাখিবেন না, মহা-
২০ রাজ কিছু মনে করিবেন না। আপনকার দাস
আমি জানি, আমি পাপ করিয়াছি, এই জন্য
দেখুন, যোষেফের সমস্ত কুলের মধ্যে প্রথমে
আমিই অদ্য আমার প্রভু মহারাজের প্রত্যু-
২১ দ্গমনার্থে নামিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সরূয়ার
পুত্র অবীশয় উত্তর করিলেন, সেই জন্য কি
শিমিয়ির প্রাণদণ্ড হইবে না? সে ত সদাপ্রভুর
২২ অভিষিক্তকে শাপ দিয়াছিল। দায়ূদ কহিলেন,
হে সরূয়ার পুত্রগণ! তোমাদের সহিত আমার

Digitized by Google

বিষয় কি? তোমরা অদ্য কেন আমার বিপক্ষ
হইতেছ? অদ্য কি ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও
প্রাণদণ্ড হইতে পারে? কারণ আমি কি জানি
না যে, অদ্য আমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা?
২৩ পরে রাজা শিমিয়িকে কহিলেন, তোমার
প্রাণদণ্ড হইবে না; ফলতঃ রাজা তাহার কাছে
শপথ করিলেন।

২৪ পরে শৌলের পৌত্র মফীবোশৎ রাজার প্রত্যু-
দ্গমনার্থে নামিয়া আসিলেন; রাজার প্রস্থান
দিনাবধি কুশলে প্রত্যাগমন দিবস পর্য্যন্ত তিনি
আপন পায়ের প্রতি যত্ন করেন নাই, শ্মশ্রু
পরিষ্কার করেন নাই, ও বস্ত্র ধৌত করান নাই।
২৫ আর যখন তিনি যিরূশালেমে রাজার প্রত্যুদ্গমন
করিতে আসিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে কহিলেন,
হে মফীবোশৎ, তুমি কেন আমার সহিত যাও
২৬ নাই? তিনি উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভো,
হে মহারাজ, আমার দাস আমাকে বঞ্চনা
করিয়াছিল; কেননা আপনকার দাস আমি
বলিয়াছিলাম, আমি গর্দ্দভ সাজাইয়া তাহার
উপরে চড়িয়া মহারাজের সহিত যাইব, কেননা
২৭ আপনকার দাস আমি খঞ্জ। সে আমার প্রভু
মহারাজের নিকটে আপনকার এই দাসের নিন্দা-
বাদ করিয়াছে; কিন্তু আমার প্রভু মহারাজ
ঈশ্বরীয় দূতের তুল্য; অতএব আপনকার দৃষ্টিতে
২৮ যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। আমার
প্রভু মহারাজের সাক্ষাতে আমার সমস্ত পিতৃকুল
নিতান্ত মৃত্যুর পাত্র ছিল, তথাপি যাহারা আপন-
কার মেজে ভোজন করে, তাহাদের সহিত বসিতে
আপনকার এই দাসকে স্থান দিয়াছিলেন; অতএব
আমার আর কি অধিকার আছে যে, মহারাজের
২৯ কাছে পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিব? রাজা তাহাকে
কহিলেন, তোমার বিষয়ে অধিক কথায় কি
প্রয়োজন? আমি বলিতেছি, তুমি ও সীবঃ উভয়ে
৩০ সেই ভূমি অংশ করিয়া লও। তখন মফীবোশৎ
রাজাকে কহিলেন, সে সমস্তই গ্রহণ করুক, কারণ
আমার প্রভু মহারাজ কুশলে আপন বাটীতে
ফিরিয়া আসিয়াছেন।

৩১ আর গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগলীম হইতে
আসিলেন, তিনি যর্দ্দনের পারে আগবাড়ান
দিয়া রাখিয়া যাইবার আশয়ে রাজার সহিত
৩২ যর্দ্দন পার হইলেন। বর্সিল্লয় অতি বৃদ্ধ, আশী
বৎসর বয়স্ক ছিলেন; আর মহনয়িমে রাজার
অবস্থিতিকালে তিনি রাজার খাদ্য যোগাইয়া-
ছিলেন, কারণ তিনি এক জন খুব বড় মানুষ
৩৩ ছিলেন। রাজা বর্সিল্লয়কে কহিলেন, তুমি আমার
সহিত পার হইয়া আইস, আমি তোমাকে
যিরূশালেমে আমার সঙ্গে প্রতিপালন করিব।
৩৪ কিন্তু বর্সিল্লয় রাজাকে কহিলেন, আমার আয়ুর
আর কত দিন আছে যে, আমি মহারাজের সহিত
৩৫ যিরূশালেমে উঠিয়া যাইব? অদ্য আমার বয়স
আশী বৎসর; এখন কি ভাল মন্দের বিশেষ
বুঝিতে পারি? যাহা ভোজন করি, বা যাহা পান
করি, আপনকার দাস আমি কি তাহার আস্বাদ
বুঝিতে পারি? এখন কি আর গায়ক ও গায়িকা-
দের গানের শব্দ শুনিতে পাই? তবে কেন
আপনকার এই দাস আমার প্রভু মহারাজের
৩৬ ভারস্বরূপ হইবে? আপনকার দাস মহারাজের
সহিত কেবল যর্দ্দন পার হইয়া যাইবে, এই
মাত্র; অতএব মহারাজ এমন পুরস্কারে আমাকে
৩৭ পুরস্কৃত কেন করিবেন? অনুগ্রহ করিয়া আপন-
কার এই দাসকে ফিরিয়া যাইতে দিউন; আমি
আপন নগরে আপন পিতামাতার কবরের নিকটে
মরিব। কিন্তু দেখুন, এই আপনকার দাস কিম্-
হম; এ আমার প্রভু মহারাজের সহিত পার
হইয়া যাইবে; আপনকার যাহা ভাল বোধ হয়,
৩৮ ইহার প্রতি করিবেন। রাজা উত্তর করিলেন,
কিম্হম আমার সহিত পার হইয়া যাইবে;
তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, আমি তাহার প্রতি
তাহাই করিব; এবং তুমি আমাকে যাহা করিতে
৩৯ বলিবে, তোমার নিমিত্তে তাহাই করিব। পরে
সমস্ত লোক যর্দ্দন পার হইল, রাজাও পার হই-
লেন; এবং রাজা বর্সিল্লয়কে চুম্বন করিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিলেন; পরে তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া
৪০ গেলেন। আর রাজা পার হইয়া গিল্গলে
গেলেন; এবং কিম্হম তাঁহার সহিত গেল, এবং
যিহূদার সমস্ত লোক ও ইস্রায়েলের অর্দ্ধেক লোক
রাজাকে আগবাড়ান দিয়া লইয়া আসিল।

শেবের বিদ্রোহ ও মৃত্যু।

৪১ পরে দেখ, ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার
নিকটে আসিয়া রাজাকে কহিল, আমাদের
ভ্রাতা যিহূদার লোকেরা আপনাকে চুরি করিয়া
মহারাজকে, আপনকার পরিজনদিগকে ও দায়ূ-
দের সঙ্গে তাঁহার সমস্ত লোককে, যর্দ্দন পার
৪২ করিয়া কেন আনিল? তখন যিহূদার সমস্ত লোক
ইস্রায়েল লোকদিগকে উত্তর করিল, রাজা ত
আমাদের নিকট কুটুম্ব, তবে তোমরা এ বিষয়ে
কেন ক্রুদ্ধ হও? আমরা কি রাজার কিছু খাই-
য়াছি? অথবা তিনি কি আমাদিগকে কিছু ভেট
৪৩ দিয়াছেন? তখন ইস্রায়েল লোকেরা উত্তর করিয়া
যিহূদার লোকদিগকে কহিল, রাজাতে আমাদের
দশাংশ অধিকার আছে, আরও বলি, দায়ূদে
তোমাদের অপেক্ষা আমাদের অধিকার অধিক;
অতএব আমাদিগকে কেন তুচ্ছবোধ করিলে?
আর আমাদের রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার
প্রস্তাব কি প্রথমে আমরাই করি নাই? তখন

Digitized by Google

৮ প্রস্তুত করিয়া দেও। অতএব তামর আপন ভ্রাতা
অম্নোনের গৃহে গেল; তখন সে শুইয়াছিল।
পরে তামর সুজী লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে
৯ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পাক করিল; আর তাওয়া-
সুদ্ধ লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে ঢালিয়া দিল,
কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হইল। পরে অম্নোন
কহিল, আমার নিকট হইতে সকল লোক বাহিরে
যাউক। তাহাতে সকলে তাহার নিকট হইতে
১০ বাহিরে গেল। তখন অম্নোন তামরকে কহিল,
খাদ্য সামগ্রী এই অন্তর্গৃহে আন; আমি তোমার
হস্তে ভোজন করিব। তাহাতে তামর আপনার
কৃত ঐ পিষ্টক লইয়া অন্তর্গৃহে আপন ভ্রাতা
১১ অম্নোনের কাছে গেল। পরে সে তাহাকে ভোজন
করাইতে তাহার নিকটে তাহা আনিলে অম্নোন
তাহাকে ধরিয়া কহিল, হে আমার ভগিনি,
১২ আইস, আমার সহিত শয়ন কর। সে উত্তর
করিল, হে আমার ভ্রাতঃ, না, না, আমাকে মান-
ভ্রষ্ট করিও না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কার্য্য
করা কর্ত্তব্য নয়; তুমি এ মূঢ়তার কর্ম্ম করিও
১৩ না। আমি কোথায় আমার কলঙ্ক বহন করিব?
আর তুমিও ইস্রায়েলের মধ্যে এক জন মূঢ়ের
সমান হইবে। অতএব বিনয় করি, বরং রাজার
কাছে বল, তিনি তোমার হাতে আমাকে দিতে
১৪ অসম্মত হইবেন না। কিন্তু অম্নোন তাহার কথা
শুনিতে চাহিল না; আপনি তাহা অপেক্ষা
বলবান্ হওয়াতে তাহাকে মানভ্রষ্ট করিল, তাহার
১৫ সহিত শয়ন করিল। পরে অম্নোন তাহাকে অতি-
শয় ঘৃণা করিতে লাগিল; বস্তুতঃ সে তাহাকে
যেরূপ প্রেম করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা
করিতে লাগিল; আর অম্নোন তাহাকে কহিল,
১৬ গা তুল, চলিয়া যাও। তাহাতে সে কহিল, এমন
মহাদোষের কারণ হইও না; আমার সঙ্গে কৃত
তোমার প্রথম দোষ অপেক্ষা আমাকে বাহির
করিয়া দেওয়া আরও মন্দ। কিন্তু অম্নোন তাহার
১৭ কথা শুনিতে চাহিল না। সে আপন পরিচারক
যুবককে ডাকিয়া কহিল, ইহাকে আমার নিকট
হইতে বাহির করিয়া দেও, পরে দুয়ারে হুড়কা
১৮ লাগাইয়া দেও। সেই কন্যার গাত্রে আপাদ-
হস্তাবরক অঙ্গরক্ষিণী ছিল, কেননা অনূঢ়া রাজ-
কুমারীরা ঐ প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত। অম্নো-
নের পরিচারক তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া
১৯ পরে দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া দিল। তখন তামর
আপন মস্তকে ভস্ম দিল, এবং আপনার গাত্রস্থ ঐ
আপাদহস্তাবরক অঙ্গরক্ষিণী চিরিয়া মাথায় হাত
২০ দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া গেল। আর
তাহার সহোদর অবশালোম তাহাকে জিজ্ঞা-
সিল, তোমার ভ্রাতা অম্নোন কি তোমার সহিত
সংসর্গ করিয়াছে? কিন্তু এখন হে আমার
ভগিনি, চুপ থাক, সে তোমার ভ্রাতা; তুমি এ
বিষয়ে বিমনা হইও না। তদবধি তামর বিষণ্ণভাবে
আপন সহোদর অবশালোমের গৃহে থাকিল।
২১ কিন্তু দায়ূদ রাজা এই সকল শুনিয়া অতিশয়
২২ ক্রুদ্ধ হইলেন। আর অবশালোম অম্নোনের
কাছে ভাল মন্দ কিছুই বলিল না, কেননা তাহার
সহোদরা তামরকে সে মানভ্রষ্টা করাতে অব-
শালোম অম্নোনকে ঘৃণা করিল।
২৩ সম্পূর্ণ দুই বৎসর পরে এই ঘটনা হইল,
ইফ্রয়িমের নিকটস্থ বাল-হাৎসোরে অবশালো-
মের মেষদিগের লোমচ্ছেদন হইল; এবং অব-
২৪ শালোম সমস্ত রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিল। আর
অবশালোম রাজার নিকটে আসিয়া কহিল,
দেখুন, আপনকার এই দাসের মেষদের লোম-
চ্ছেদন হইতেছে; অতএব বিনয় করি, মহারাজ
ও রাজার দাসগণ আপনকার দাসের সঙ্গে আগ-
২৫ মন করুন। রাজা অবশালোমকে কহিলেন, হে
আমার পুত্র, তাহা নয়, আমরা সকলে যাইব
না, পাছে তোমার ভারস্বরূপ হই। তথাপি সে
পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু রাজা যাইতে সম্মত
২৬ না হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন
অবশালোম কহিল, যদ্যপি তাহা না হয়, তবে
আমার ভ্রাতা অম্নোনকে আমাদের সঙ্গে যাইতে
দিউন; রাজা তাহাকে কহিলেন, সে কেন তোমার
২৭ সঙ্গে যাইবে? কিন্তু অবশালোম তাঁহাকে পীড়া-
পীড়ি করিলে রাজা অম্নোনকে ও সমস্ত রাজ-
পুত্রকে তাহার সহিত যাইতে দিলেন।
২৮ পরে অবশালোম আপন ভৃত্যগণকে এই
আজ্ঞা দিল, দেখ, দ্রাক্ষারসে অম্নোনের চিত্ত
প্রফুল্ল হইলে যখন আমি তোমাদিগকে বলিব,
অম্নোনকে মার, তখন তোমরা তাহাকে বধ
করিও, ভীত হইও না। আমি কি তোমাদিগকে
আজ্ঞা দিই নাই? তোমরা সাহস কর, বীর্য্যবান্
২৯ হও। পরে অবশালোমের ভৃত্যগণ অম্নোনের
প্রতি অবশালোমের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল। তখন
রাজপুত্রগণ সকলে আপন আপন খচরে চড়িয়া
পলায়ন করিল।
৩০ তাহারা পথে ছিল, এমন সময়ে দায়ূদের
নিকটে এই সংবাদ পঁহুছিল, অবশালোম সমস্ত
রাজপুত্রকে বধ করিয়াছে, তাহাদের এক জনও
৩১ অবশিষ্ট নাই। তখন রাজা উঠিয়া আপন বস্ত্র
চিরিয়া ভূমিতে লম্বমান হইয়া পড়িলেন, এবং
তাঁহার দাসেরা সকলে আপন আপন বস্ত্র চিরিয়া
৩২ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন দায়ূদের
ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাদব কহিল, সমস্ত
রাজকুমার হত হইয়াছে, আমার প্রভু এমন মনে
করিবেন না; কেবল অম্নোন মরিয়াছে, কেননা
যে দিন সে অবশালোমের সহোদরা তামরকে

Digitized by Google

মানভঙ্গ করিয়াছে, সেই দিন হইতে অবশালো-
৩৩ মের মানতক্রমে ইহা স্থির হইয়াছিল। অতএব
সমস্ত রাজপুত্র মরিয়াছে ভাবিয়া আমার প্রভু
মহারাজ শোক করিবেন না; কেবল অম্নোন
৩৪ মরিয়াছে। ইতিমধ্যে অবশালোম পলায়ন করিয়া-
ছিল। আর যুবক প্রহরী চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ
করিল, আর দেখ, পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে তাহার
পশ্চাদ্দিকস্থ পথ দিয়া অনেক লোক আসিতে-
৩৫ ছিল। তাহাতে যোনাদব রাজাকে কহিল, দেখুন,
রাজপুত্রগণ আসিতেছে; আপনকার দাস যাহা
৩৬ বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক হইল। তাহার কথা
শেষ হইবামাত্র, দেখ, রাজপুত্রগণ উপস্থিত
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং রাজা ও
তাঁহার সমস্ত দাসও অতিশয় রোদন করিলেন।

অবশালোমের পলায়ন ও যিরূশালেমে পুনরাগমন।

৩৭ কিন্তু অবশালোম পলাইয়া গশূরের রাজা
অম্মীহূরের পুত্র তলময়ের নিকটে গেল, এবং
দায়ূদ প্রতিদিন আপন পুত্রের জন্য শোক করিতে
৩৮ লাগিলেন। অবশালোম পলাইয়া গশূরে গিয়া
৩৯ সে স্থানে তিন বৎসর প্রবাস করিল। আর দায়ূদ
রাজা অবশালোমের কাছে যাইবার আকাঙ্ক্ষা
করিলেন; কেননা তিনি অম্নোনকে মৃত জানিয়া
তাহার বিষয়ে শান্ত্বনাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৪ পরে সরূয়ার পুত্র যোয়াব রাজার অন্তঃ-
করণ অবশালোমের বিষয়ে ব্যগ্র দেখিয়া,
২ তকোয়ে দূত পাঠাইয়া তথা হইতে এক চতুরা
স্ত্রীকে আনাইয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি এক
বার ছল করিয়া শোকান্বিতা হও, এবং শোক-
সূচক বস্ত্র পরিধান কর; গাত্রে তৈলমর্দ্দন করিও
না, কিন্তু মৃতের জন্য বহুকাল শোককারিণী স্ত্রীর
৩ ন্যায় হও; আর রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে
এই প্রকার কথা কহ। পরে যোয়াব বক্তব্য কথা
তাহাকে শিখাইয়া দিলেন।
৪ পরে তকোয়ের সেই স্ত্রীলোকটী রাজার কাছে
কথা বলিতে গিয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া
প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ, রক্ষা করুন।
৫ রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার কি হইয়াছে? স্ত্রী-
লোকটী কহিল, সত্য বলিতেছি, আমি বিধবা;
৬ আমার স্বামী ম রয়াছেন। আর আপনকার
দাসীর দুইটী পুত্র ছিল, তাহারা ক্ষেত্রে পরস্পর
বিরোধ করিল; তখন তাহাদিগকে ছাড়াইয়া
দিবার কেহ না থাকাতে এক জন অন্য জনকে
৭ আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল। এখন দেখুন,
সমুদয় গোষ্ঠী আপনকার দাসীর বিরুদ্ধে উঠিয়া
কহিতেছে, তুমি সেই ভ্রাতৃঘাতককে সমর্পণ কর,
আমরা তাহার নিহত ভ্রাতার প্রাণের পরিবর্ত্তে
তাহার প্রাণ লইব, আমরা উত্তরাধিকারীকেও
উচ্ছিন্ন করিব। এই প্রকারে তাহারা আমার
অবশিষ্ট অঙ্গারখানি নির্ব্বাণ করিতে চাহে,
এবং ভূমণ্ডলে আমার স্বামীর নামাদি কিছু অব-
৮ শিষ্ট রাখিতে চাহে না। তখন রাজা ঐ স্ত্রীকে
কহিলেন, তুমি ঘরে যাও, আমি তোমার বিষয়ে
৯ আজ্ঞা দিব। পরে ঐ তকোয়ীয়া স্ত্রী রাজাকে
কহিল, হে আমার প্রভো! হে রাজন! আমারই
প্রতি ও আমার পিতৃকুলের প্রতি এই অপরাধ
বর্ত্তুক; মহারাজ ও তদীয় সিংহাসন নির্দ্দোষ
১০ হউন। রাজা কহিলেন, যে কেহ তোমাকে কিছু
বলে, তাহাকে আমার নিকটে আন, সে তোমাকে
১১ আর স্পর্শ করিবে না। পরে সে স্ত্রী কহিল,
নিবেদন করি, মহারাজ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে
স্মরণ করুন, যেন রক্তের প্রতিশোধদাতা আর
বিনাশ না করে; নতুবা তাহারা আমার পুত্রকে
বিনষ্ট করিবে। রাজা কহিলেন, জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, তোমার পুত্রের একটী কেশও মৃত্তিকাতে
১২ পড়িবে না। তখন সে স্ত্রী কহিল, নিবেদন করি,
আপনকার দাসীকে আমার প্রভু মহারাজের
কাছে একটী কথা কহিতে দিউন। রাজা কহিলেন,
১৩ বল। সে স্ত্রী কহিল, তবে ঈশ্বরের প্রজার
বিপক্ষে আপনি কেন সেইরূপ সঙ্কল্প করিতে-
ছেন? ফলে এই কথা কহাতে মহারাজ এক
প্রকার দোষী হইয়া পড়িলেন, যেহেতুক মহারাজ
আপনার নির্ব্বাসিত [সন্তানটী] ফিরাইয়া আনেন
১৪ নাই। আমরা ত নিশ্চয়ই মরিব, এবং যাহা
একবার ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিলে পরে তুলিয়া
লওয়া যায় না, এমন জলের ন্যায় হইব; পরন্তু
ঈশ্বরও প্রাণ হরণ করেন না, কিন্তু নির্ব্বাসিত
লোক যাহাতে তাঁহা হইতে নির্ব্বাসিত না থাকে,
১৫ তাহার উপায় চিন্তা করেন। এখন আমি যে
আপন প্রভু মহারাজের কাছে নিবেদন করিতে
আসিলাম, তাহার কারণ এই; লোকেরা আমার
ভয় জন্মাইয়াছিল; তাই আপনকার দাসী
কহিল, আমি মহারাজের কাছে নিবেদন করিব;
হইতে পারে, মহারাজ আপন দাসীর নিবেদনা-
১৬ নুসারে কার্য্য করিবেন। আমার পুত্রশুদ্ধ
আমাকে ঈশ্বরের অধিকার হইতে উচ্ছিন্ন করিতে
যে চেষ্টা করে, তাহার হস্ত হইতে আপনকার
দাসীকে উদ্ধার করিতে মহারাজ অবশ্য মনো-
১৭ যোগ করিবেন। আপনকার দাসী আরও কহিল,
আমার প্রভু মহারাজের বাক্য শান্তিকর হউক,
কেননা ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে আমার প্রভু
মহারাজ ঈশ্বরের দূতের তুল্য; আর আপনকার
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনকার সহবর্ত্তী থাকুন।
১৮ পরে রাজা উত্তর করিয়া ঐ স্ত্রীকে কহিলেন,
বিনয় করি, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহা

Digitized by Google

আমা হইতে গোপন করিও না। সে স্ত্রী কহিল,
১৯ আমার প্রভু মহারাজ বলুন। রাজা কহিলেন,
এই সমস্ত ব্যাপারে তোমার সহিত কি যোয়াবের
যোগ নাই? তাহাতে সে স্ত্রী প্রত্যুত্তর করিয়া
কহিল, হে আমার প্রভো, মহারাজ, আপনকার
জীবৎ প্রাণের দিব্য, আমার প্রভু মহারাজ যাহা
বলিয়াছেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার
যো নাই; আপনকার দাস যোয়াবই আমাকে
আদেশ করিয়া এই সমস্ত কথা আপনকার
২০ দাসীকে শিখাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয়ের
নূতন আকার দেখাইবার জন্য আপনকার দাস
যোয়াব এই কর্ম্ম করিয়াছেন; যাহা হউক,
আমার প্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয় জানিতে
ঈশ্বরের দূতের ন্যায় বুদ্ধিমান।
২১ পরে রাজা যোয়াবকে কহিলেন, এখন দেখ,
আমিই এ কার্য্য করিয়াছি; অতএব যাও, সেই
২২ যুব অবশালোমকে পুনর্ব্বার আন। তাহাতে
যোয়াব উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত
করিলেন, এবং রাজার ধন্যবাদপূর্ব্বক কহিলেন,
হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনি আপনকার
দাসের নিবেদন সিদ্ধ করিলেন, ইহাতে আমি
যে আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাহা অদ্য
২৩ আপনকার এই দাস জ্ঞাত হইল। পরে যোয়াব
উঠিয়া গশূরে যাইয়া অবশালোমকে যিরূ-
২৪ শালেমে আনিলেন। পরে রাজা কহিলেন, সে
ফিরিয়া আপন বাটীতে যাউক, সে আমার মুখ
না দেখুক। তাহাতে অবশালোম আপন বাটীতে
ফিরিয়া গেল, রাজার মুখ দেখিতে পাইল না।
২৫ সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে অবশালোমের তুল্য
সৌন্দর্য্যে অতি প্রশংসনীয় কেহ ছিল না;
তাহার পদতলাবধি মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত [সর্ব্বাঙ্গ]
২৬ নির্দ্দোষ ছিল। আর তাহার মস্তকের কেশ
ভারী বোধ হইলে সে তাহা ছেদন করিত;
অর্থাৎ বৎসরান্তর মস্তক মুণ্ডন করিত; মুণ্ডন
সময়ে মস্তকের কেশ তৌল করিত; তাহাতে
রাজপরিমাণানুসারে তাহা দুই শত শেকল
২৭ পরিমিত হইত। অবশালোমের তিন পুত্র ও
তামর নামে পরম সুন্দরী এক কন্যা ছিল।
২৮ পরে অবশালোম সম্পূর্ণ দুই বৎসর যিরূ-
শালেমে বাস করিল, কিন্তু রাজার মুখ দেখিতে
২৯ পাইল না। পরে সে রাজার নিকটে পাঠাইবার
জন্য যোয়াবকে ডাকাইল, কিন্তু তিনি তাহার
নিকটে আসিতে সম্মত হইলেন না; পরে
দ্বিতীয় বার লোক পাঠাইল, তখনও তিনি
৩০ আসিতে সম্মত হইলেন না। অতএব অব-
শালোম আপন দাসদিগকে কহিল, দেখ, আমার
ভূমির পার্শ্বে যোয়াবের ক্ষেত্র আছে; সে স্থানে
তাহার যে যব আছে, তোমরা যাইয়া তাহাতে
আগুন লাগাইয়া দেও। তাহাতে অবশালোমের
দাসগণ সেই ক্ষেত্রে অগ্নি লাগাইয়া দিল।
৩১ তখন যোয়াব উঠিয়া অবশালোমের নিকটে
তাহার গৃহে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার
দাসগণ আমার ক্ষেত্রে কেন অগ্নি দিয়াছে?
৩২ তাহাতে অবশালোম যোয়াবকে কহিল, দেখ,
আমি তোমার কাছে লোক পাঠাইয়া এখানে
আসিতে বলিয়াছিলাম, ফলতঃ রাজার কাছে
এই কথা নিবেদন করিবার জন্য তোমাকে
পাঠাইব বলিয়াছিলাম যে, "আমি গশূর
হইতে কেন আসিলাম? সেই স্থানে থাকিলে
আমার আরও ভাল হইত। এখন আমাকে
রাজার মুখ দেখিতে দিউন, আর যদি আমাতে
অপরাধ থাকে, তবে তিনি আমাকে বধ করুন।"
৩৩ পরে যোয়াব রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সেই
কথা জ্ঞাত করিলে রাজা অবশালোমকে ডাকাই-
লেন; তাহাতে সে রাজার নিকটে গিয়া রাজার
সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত
করিল, আর রাজা অবশালোমকে চুম্বন করিলেন।

অবশালোমের বিদ্রোহ। দায়ূদের পলায়ন।

১৫ তৎপরে এই ঘটনা হইল, অবশালোম
আপনার নিমিত্ত রথ, অশ্ব ও আপনার অগ্রে
অগ্রে দৌড়িবার জন্য পঞ্চাশ জন লোক রাখিল।
২ আর অবশালোম প্রত্যূষে উঠিয়া রাজদ্বারের
পথিপার্শ্বে দাঁড়াইত; এবং যে কেহ বিচারার্থে
রাজার নিকটে বিবাদ উপস্থিত করিতে উদ্যত
হইত, অবশালোম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা
করিত, তুমি কোন্ নগরের লোক? তাহাতে
আপনকার দাস আমি ইস্রায়েলের অমুক বংশের
৩ লোক, সে এই উত্তর করিলে, অবশালোম
তাহাকে বলিত, দেখ, তোমার বিবাদের কথা
ভাল ও যথার্থ; কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ করিতে
৪ রাজার কোন লোক নাই। অবশালোম আরও
কহিত, হায়, আমাকে কেন দেশের বিচারকর্ত্তৃ-
পদে নিযুক্ত করা হয় নাই? তাহা করিলে যে
সকল লোকের বিবাদ প্রভৃতি বিচারের কোন
কথা থাকে, তাহারা আমার নিকটে আসিলে
আমি তাহাদের বিষয়ে ন্যায্য বিচার করিতাম।
৫ আর যে কেহ তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে
তাহার নিকটে আসিত, সে তাহাকে হস্ত প্রসারণ-
৬ পূর্ব্বক ধরিয়া চুম্বন করিত। ইস্রায়েলের যত
লোক বিচারার্থে রাজার নিকটে যাইত, সকলের
প্রতি অবশালোম এইরূপ ব্যবহার করিত। এই
প্রকারে অবশালোম ইস্রায়েল লোকদের চিত্ত
হরণ করিল।
৭ আর চারি বৎসর অতীত হইলে, এই ঘটনা

Digitized by Google

হইল, অবশালোম রাজাকে কহিল, বিনয় করি,
আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাহা যাহা মানত
করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিতে আমাকে
৮ হিব্রোণে যাইতে দিউন। কেননা আপনকার
দাস আমি যখন অরামস্থ গশূরে অবস্থিতি
করিতেছিলাম, তখন মানত করিয়া বলিয়া-
ছিলাম, যদি সদাপ্রভু আমাকে যিরূশালেমে
ফিরাইয়া আনেন, তবে আমি সদাপ্রভুর সেবা
৯ করিব। রাজা কহিলেন, কুশলে যাও। অতএব
সে উঠিয়া হিব্রোণে গমন করিল।
১০ কিন্তু অবশালোম ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের
কাছে চর পাঠাইয়া বলিয়াছিল, তূরীধ্বনি
শুনিবামাত্র তোমরা বলিও, অবশালোম
১১ হিব্রোণে রাজা হইলেন। আর যিরূশালেম
হইতে দুই শত লোক অবশালোমের সহিত
গেল; ইহারা আহূত হইয়াছিল, এবং সরল
১২ মনে গেল, কিছুই অবগত ছিল না। পরে অব-
শালোম বলিদান কালে দায়ূদের মন্ত্রী গীলোনীয়
অহীথোফলকে তাহার নগর হইতে, গীলো হইতে
ডাকিয়া পাঠাইল। আর চক্রান্ত দৃঢ় হইল,
কারণ অবশালোমের পক্ষীয় লোক উত্তর উত্তর
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
১৩ পরে এক জন দায়ূদের কাছে আসিয়া এই
সংবাদ দিল, ইস্রায়েল লোকদের অন্তঃকরণ
১৪ অবশালোমের অনুগামী হইয়াছে। তাহাতে
দায়ূদের যে সকল দাস যিরূশালেমে তাঁহার
নিকটে ছিল, তাহাদিগকে তিনি কহিলেন,
আইস, আমরা উঠিয়া পলায়ন করি, কেননা
অবশালোমের সম্মুখ হইতে আমাদের কাহা-
রও বাঁচিবার যো নাই; অতএব শীঘ্র করিয়া
চল, নতুবা সে সত্বর আমাদের সঙ্গ ধরিয়া
আমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে, ও খড়্গাধারে নগর
১৫ আঘাত করিবে। তাহাতে রাজার দাসগণ
রাজাকে কহিল, দেখুন, আমাদের প্রভু মহা-
রাজের যাহা মনঃপূত হইবে, তাহাই করিতে
১৬ আপনকার দাসেরা প্রস্তুত আছে। পরে রাজা
প্রস্থান করিলেন; এবং তাঁহার সমস্ত পরিজন
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; তথাপি রাজা
বাটী রক্ষার্থে দশটী উপপত্নীকে রাখিয়া গেলেন।
১৭ পরে রাজা ও তাঁহার পশ্চাদ্গামী সমস্ত লোক
১৮ চলিয়া বৈৎ-মির্হকে স্থগিত হইলেন। অনন্তর
তাঁহার পার্শ্বস্থ দাসগণ এবং করেথীয় ও পলেথীয়
সমস্ত লোক অগ্রসর হইল, আর গাতীয় সমস্ত
লোক, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাৎ হইতে আগত
ছয় শত লোক, রাজার সম্মুখে অগ্রসর হইল।
১৯ তখন রাজা গাতীয় ইত্তয়কে কহিলেন, আমা-
দের সঙ্গে তুমিও কেন যাইবে? তুমি ফিরিয়া
যাইয়া রাজার সহিত বাস কর, কেননা তুমি
বিদেশী এবং নির্ব্বাসিত লোক, তুমি স্বস্থানে
২০ ফিরিয়া যাও। তুমি কল্যমাত্র আসিয়াছ, অদ্য
আমি কি তোমাকে আমাদের সহিত ভ্রমণ করা-
ইব? আমি যেখানে পারি, সেখানে যাইব;
তুমি ফিরিয়া যাও; আপন ভ্রাতৃগণকেও লইয়া
যাও; দয়া ও সত্য তোমার সহবর্ত্তী হউক।
২১ ইত্তয় রাজাকে উত্তর করিলেন, জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, এবং আমার প্রভু মহারাজের প্রাণের
দিব্য, জীবনার্থে হউক, কিম্বা মরণার্থে হউক,
আমার প্রভু মহারাজ যে স্থানে থাকিবেন, আপন-
২২ কার দাসও সেই স্থানে অবশ্য থাকিবে। তাহাতে
দায়ূদ ইত্তয়কে কহিলেন, তবে চল, অগ্রসর হও।
তাহাতে গাতীয় ইত্তয়, তাঁহার সমস্ত লোক ও
সঙ্গী সমস্ত বালকবালিকা অগ্রসর হইয়া গেল।
২৩ পরে যাবৎ দেশস্থ লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন
করিল, তাবৎ সমস্ত লোক অগ্রসর হইল। রাজা
কিদ্রোণ স্রোতোমার্গ পার হইলেন, এবং সমস্ত
লোকও প্রান্তরের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে
লাগিল।
২৪ আর দেখ, সাদোক ও তাঁহার সঙ্গে লেবীয়েরা
সকলে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক বহন করতঃ অগ্রসর
হইলেন; পরে নগর হইতে সমস্ত লোকের
বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা ঈশ্বরের সিন্দুক
নামাইয়া রাখিলেন, এবং অবিয়াথর উপরে
২৫ আসিলেন। পরে রাজা সাদোককে কহিলেন,
তুমি ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় নগরে লইয়া যাও;
যদি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তবে
তিনি আমাকে পুনর্ব্বার আনিয়া তাহা ও আপ-
২৬ নার নিবাস দেখাইবেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন,
তোমাতে আমার প্রীতি নাই, তবে দেখ, এই
আমি, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়,
২৭ আমার প্রতি তাহাই করুন। রাজা সাদোক
যাজককে আরও কহিলেন, ওহে দর্শক, তুমি
কুশলে নগরে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার পুত্র
অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন, তোমা-
দের এই দুই পুত্র তোমাদের সহিত যাইবে।
২৮ দেখ, যাবৎ তোমাদের নিকট হইতে নিশ্চয়
সমাচার না আইসে, তাবৎ আমি প্রান্তরস্থ পার-
২৯ ঘাটায় থাকিয়া বিলম্ব করিব। অতএব সাদোক
ও অবিয়াথর ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় যিরূশা-
লেমে লইয়া গিয়া সেই স্থানে রহিলেন।
৩০ পরে দায়ূদ জৈতুন পর্ব্বতের ঊর্দ্ধগামী পথ
দিয়া আরোহণ করিলেন; তিনি ঊর্দ্ধগমন সময়ে
ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন; তাঁহার মুখ
আচ্ছাদিত ও পদ অনাবৃত ছিল, এবং তাঁহার
সঙ্গী লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন মুখ
আচ্ছাদন করিয়াছিল, এবং ঊর্দ্ধগমন সময়ে
৩১ রোদন করিতে করিতে চলিল। পরে কেহ দায়ূদকে

Digitized by Google

কহিল, অবশালোমের সঙ্গে চক্রান্তকারীদের মধ্যে
অহীথোফলও আছে ; তখন দায়ূদ কহিলেন,
হে সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া অহীথোফলের
মন্ত্রণাকে মূর্খতায় পরিণত কর।
৩২ পরে যে স্থানে লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশে
প্রণিপাত করে, দায়ূদ পর্ব্বতের সেই শিখরে
উপস্থিত হইলে অর্কীয় হূশয় ছিন্ন অঙ্গরক্ষিণী
পরিহিত হইয়া মস্তকে মৃত্তিকা দিয়া দায়ূদের
৩৩ সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দায়ূদ
তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যদি আমার সহিত অগ্র-
৩৪ সর হও, তবে আমাকে ভারগ্রস্ত করিবে। কিন্তু
যদি নগরে ফিরিয়া গিয়া অবশালোমকে বল,
হে রাজন্, আমি আপনকার দাস হইব, ইতি-
পূর্ব্বে যেমন আপনকার পিতার দাস ছিলাম,
তেমনি এখন আপনকার দাস হইব, তাহা হইলে
তুমি আমার জন্য অহীথোফলের মন্ত্রণা ব্যর্থ
৩৫ করিতে পারিবে। সে স্থানে সাদোক ও অবিয়া-
থর যাজকদ্বয় কি তোমার সহিত থাকিবেন না ?
অতএব তুমি রাজবাটীর যে কোন কথা শুনিবে,
তাহা সাদোক ও অবিয়াথর যাজককে কহিবে।
৩৬ দেখ, সে স্থানে তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের দুই
পুত্র, সাদোকের পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের
পুত্র যোনাথন, আছে ; তোমরা যে কোন কথা
শুনিবে, তাহাদের দ্বারা আমার নিকটে তাহার
৩৭ সমাচার পাঠাইয়া দিবে। অতএব দায়ূদের বন্ধু
হূশয় নগরে গেলেন ; আর অবশালোম যিরূ-
শালেমে প্রবেশ করিলেন।

১৬ আর দায়ূদ পর্ব্বতশিখর পশ্চাৎ ফেলিয়া
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দেখ, মফীবোশতের
দাস সীবঃ সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভ সঙ্গে করিয়া
তাঁহার সহিত মিলিল। সেই গর্দ্দভদের পৃষ্ঠে
দুই শত রুটী ও এক শত থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষাফল
ও এক শত চাপ গ্রীষ্মকালের ফল ও এক কুপা
২ দ্রাক্ষারস ছিল। রাজা সীবকে কহিলেন, ইহাতে
তোমার অভিপ্রায় কি ? সীবঃ কহিল, এই গর্দ্দভ-
দ্বয় রাজপরিজনের বাহন হইবে, এবং এই রুটী
ও ফল যুবকদের আহারীয় এবং দ্রাক্ষারস প্রান্তরে
৩ ক্লান্ত লোকদের পানীয় হইবে। পরে রাজা কহি-
লেন, তোমার কর্ত্তার পুত্র কোথায় ? সীবঃ
রাজাকে কহিল, দেখুন, তিনি যিরূশালেমে অব-
স্থিতি করিতেছেন, কেননা তিনি কহিলেন,
ইস্রায়েলের কুল অদ্য আমার পৈতৃক রাজ্য
৪ আমাকে ফিরাইয়া দিবে। তাহাতে রাজা সীবকে
কহিলেন, দেখ, মফীবোশতের সর্ব্বস্ব তোমার।
সীবঃ কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, প্রণি-
পাত করি ; বিনয় করি, যেন আমি আপনকার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।
৫ পরে দায়ূদ রাজা বহূরীমে উপস্থিত হইলে
দেখ, শৌলকুলের গোষ্ঠীভুক্ত গেরার পুত্র শিমিয়ি
নামে এক ব্যক্তি তথা হইতে নির্গত হইয়া আ-
৬ সিতে আসিতে শাপ দিল। আর সে দায়ূদকে ও
দায়ূদ রাজার সমস্ত দাসকে প্রস্তর মারিল ; তখন
সমস্ত লোক ও সমস্ত বীর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে
৭ ছিল। শিমিয়ি শাপ দিতে দিতে কহিল, যা,
৮ যা, তুই রক্তপাতী পাষণ্ড। তুই যাহার পদে
রাজা হইয়াছিস্, সেই শৌলের কুলের সমস্ত
রক্তপাতের প্রতিফল সদাপ্রভু তোকে দিতেছেন,
এবং সদাপ্রভু তোর পুত্র অবশালোমের হস্তে
রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন ; দেখ্, তুই নিজ দুষ্ট-
তায় আট্‌কা পড়িয়াছিস্, কেননা তুই রক্তপাতী
৯ মনুষ্য। তখন সরূয়ার পুত্র অবীশয় রাজাকে
কহিলেন, ঐ মৃত কুক্কুর কেন আমার প্রভু মহা-
রাজকে শাপ দেয় ? আপনি অনুমতি করিলে
আমি পার হইয়া গিয়া উহার মাথা কাটিয়া
১০ ফেলি। কিন্তু রাজা কহিলেন, হে সরূয়ার পুত্র-
গণ, তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি ? ও
যদি শাপ দেয়, এবং সদাপ্রভু যদি উহাকে বলিয়া
থাকেন, দায়ূদকে শাপ দেও, তাহা হইলে কে
১১ বলিবে, এমন কর্ম্ম কেন করিতেছ ? দায়ূদ
অবীশয়কে ও আপনার সমস্ত দাসকে আরও
কহিলেন, দেখ, আমার ঔরসজাত পুত্র আমার
প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে, তবে ঐ বিন্যা-
মীনীয় কি না করিবে ? উহাকে থাকিতে দেও ;
ও শাপ দিউক, কেননা সদাপ্রভু উহাকে অনুমতি
১২ দিয়াছেন। হয় ত সদাপ্রভু আমার উপরে কৃত
অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, এবং অদ্য
আমাকে দত্ত শাপের পরিবর্ত্তে সদাপ্রভু আমার
১৩ মঙ্গল করিবেন। এইরূপে দায়ূদ ও তাঁহার
লোকেরা পথ দিয়া যাইতে থাকিলেন, আর
শিমিয়ি তাঁহার আড়পারে পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া
চলিতে চলিতে শাপ দিতে লাগিল, এবং আড়-
পার হইতে প্রস্তর মারিল ও ধূলা ছড়াইয়া দিল।
১৪ পরে রাজা ও তাঁহার সঙ্গীরা সকলে অয়েফীমে
[শ্রান্তদের স্থানে] আসিলেন, আর তিনি সেই
স্থানে বিশ্রাম করিলেন।
১৫ আর অবশালোম, ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
ও তাহার সঙ্গী অহীথোফল যিরূশালেমে প্রবেশ
১৬ করিল। তখন দায়ূদের মিত্র অর্কীয় হূশয় অব-
শালোমের নিকটে আসিলেন। হূশয় অবশা-
লোমকে কহিলেন, মহারাজ চিরজীবী হউন, মহা-
১৭ রাজ চিরজীবী হউন। তাহাতে অবশালোম হূশ-
য়কে কহিল, এই কি মিত্রের প্রতি তোমার দয়া!
তুমি আপন মিত্রের সহিত কেন গমন করিলে না ?
১৮ হূশয় অবশালোমকে কহিলেন, তাহা নয় ; কিন্তু
সদাপ্রভু, এই জাতি ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, আমি তাঁহারই

Digitized by Google

১৯ হইব, তাঁহারই সহিত থাকিব। আর পুনশ্চ
বলি, আমি কাহার সেবা করিব? তাঁহার পুত্রের
সাক্ষাতে কি নয়? যেমন আপনকার পিতার
সাক্ষাতে সেবা করিয়াছি, তেমনি আপনকার
সাক্ষাতেও করিব।
২০ পরে অবশালোম অহীথোফলকে কহিল,
২১ এখন কি কর্ত্তব্য? তোমরা মন্ত্রণা দেও। তখন
অহীথোফল অবশালোমকে কহিল, তোমার
পিতা বাটী রক্ষার্থে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়া-
ছেন, তুমি আপন পিতার সেই উপপত্নীদের
কাছে গমন কর; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল
শুনিবে যে, তুমি পিতার ঘৃণাস্পদ হইয়াছ,
তখন তোমার সঙ্গী সমস্ত লোকের হস্ত সবল
২২ হইবে। পরে লোকেরা অবশালোমের নিমিত্তে
প্রাসাদের ছাদে একটা তাম্বু স্থাপন করিল,
তাহাতে অবশালোম সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে
আপন পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করিল।
২৩ ঐ সময়ে অহীথোফল যে মন্ত্রণা দিত, তাহা ঈশ্-
বরের বাক্য দ্বারা উত্তরলাভের তুল্য ছিল; দায়ূ-
দের ও অবশালোমের, উভয়ের বোধে অহী-
থোফলের যাবতীয় মন্ত্রণা তাদৃশ ছিল।

১৭ অহীথোফল অবশালোমকে আরও কহিল,
আমি দ্বাদশ সহস্র লোক মনোনীত করিয়া
অদ্য রাত্রিতে উঠিয়া দায়ূদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
২ ধাবমান হই; যখন তিনি শ্রান্ত ও শিথিল-হস্ত
হইবেন, সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ
করিয়া ভয় দেখাইব; তাহাতে তাঁহার সঙ্গী
৩ সমস্ত লোক পলায়ন করিবে, আর আমি
কেবল রাজাকে আঘাত করিব। এইরূপে সমস্ত
লোককে তোমার পক্ষে আনিব; তুমি যাঁহার
অন্বেষণ করিতেছ, তাঁহারই মরণ এবং সকলের
প্রত্যাগমন দুই সমান; সমস্ত লোক শান্তিতে
৪ থাকিবে। এই মন্ত্রণা অবশালোমের ও ইস্রা-
য়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গের তুষ্টিজনক হইল।
৫ তখন অবশালোম কহিল, এক বার অর্কীয়
হূশয়কেও ডাক; তিনি কি বলেন, আমরা তাহাও
৬ শুনি। পরে হূশয় অবশালোমের নিকটে
আসিলে অবশালোম তাঁহাকে কহিল, অহী-
থোফল এই প্রকার কথা বলিয়াছে, এখন
তাহার কথানুসারে কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য
৭ কি না? যদি না হয়, তুমি বল। তাহাতে
হূশয় অবশালোমকে কহিলেন, এই বার অহী-
৮ থোফল ভাল পরামর্শ দেন নাই। হূশয়
আরও কহিলেন, আপনি আপন পিতাকে ও
তাঁহার লোকদিগকে জানেন, তাঁহারা বীর ও
উগ্রমনা এবং মাঠের হৃতবৎসা ভল্লুকীর তুল্য,
আর আপনকার পিতা বড় যোদ্ধা; তিনি
লোকদের সহিত রাত্রি যাপন করিবেন না।
৯ দেখুন, এখনই তিনি কোন গর্ত্তে কিম্বা আর
কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন; আর প্রথমে
তিনি ঐ লোকদিগকে আক্রমণ করিলে যদি
কেহ জনরব শুনিয়া বলে, অবশালোমের
অনুগামী লোকদের মধ্যে নিহনন হইতেছে,
১০ তাহা হইলে যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সিংহের
ন্যায় হৃদয়বিশিষ্ট, সেও একান্ত গলিয়া যাইবে;
কারণ সমস্ত ইস্রায়েল জানে যে, আপনকার পিতা
বিক্রমশালী, ও তাঁহার সঙ্গিগণ বীর্য্যবান্ লোক।
১১ কিন্তু আমার পরামর্শ এই; দান অবধি
বেরশেবা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ বালির ন্যায়
অসংখ্য সমস্ত ইস্রায়েল আপনকার নিকটে
সংগৃহীত হউক, পরে আপনি স্বয়ং যুদ্ধে গমন
১২ করুন। তাহাতে যে কোন স্থানে তাঁহাকে
পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে আমরা তাঁহার
সমীপে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে শিশির পতনের
ন্যায় তাঁহার উপরে চাপিয়া পড়িব; তাঁহাকে
বা তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোকের মধ্যে এক জনকেও
১৩ রাখিব না। আর যদিস্যাৎ তিনি কোন
নগরে প্রস্থান করেন, তবে সমস্ত ইস্রায়েল সেই
নগরে রজ্জু বাঁধিয়া স্রোতোমার্গ পর্য্যন্ত তাহা
টানিয়া লইয়া যাইবে, শেষে তথাকার একখানি
১৪ পাথরকুচিও আর পাওয়া যাইবে না। পরে
অবশালোম ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক কহিল,
অহীথোফলের মন্ত্রণা অপেক্ষা অর্কীয় হূশয়ের
মন্ত্রণা ভাল। বস্তুতঃ সদাপ্রভু যেন অবশালো-
মের প্রতি অমঙ্গল ঘটান, তজ্জন্য অহীথোফলের
ভাল মন্ত্রণা ব্যর্থ করণার্থে সদাপ্রভুই ইহা
স্থির করিয়াছিলেন।
১৫ পরে হূশয় সাদোক ও অবিয়াথর যাজক-
দ্বয়কে কহিলেন, অহীথোফল অবশালোমকে
ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে অমুক অমুক মন্ত্রণা
দিয়াছিল, কিন্তু আমি অমুক অমুক মন্ত্রণা
১৬ দিয়াছি। অতএব তোমরা শীঘ্র দায়ূদের কাছে
লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে বল, আপনি প্রান্তরস্থ
পারঘাটায় অদ্যকার রাত্রি যাপন করিবেন না,
কোন মতে পার হইয়া যাইবেন; পাছে মহারাজ
ও আপনকার সঙ্গী সমস্ত লোক সংহারপ্রাপ্ত হন।
১৭ তৎকালে যোনাথন ও অহীমাস ঐন-রোগেলে
ছিল; কেননা তাহারা নগরে আসিয়া দেখা দিতে
পারিত না; এক দাসী যাইয়া তাহাদিগকে
সংবাদ দিত। পরে তাহারা গিয়া দায়ূদ রাজাকে
১৮ সংবাদ দিল। আর যুবা তাহাদিগকে দেখিয়া
অবশালোমকে জ্ঞাত করিল; কিন্তু তাহারা
দুই জন শীঘ্র যাইয়া বহূরীমে এক জন লোকের
বাটীতে প্রবেশ করিল, এবং তাহার প্রাঙ্গণমধ্যে
১৯ এক কূপ থাকাতে সেই কূপে নামিল। পরে গৃহিণী
কূপটীর মুখে আচ্ছাদন দিয়া তাহার উপরে

Digitized by Google

নিষুক্ শস্য মেলিয়া দিল, তাহাতে কেহ কিছু
২০ জানিতে পারিল না। পরে অবশালোমের দাস-
গণ সেই স্ত্রীলোকটীর বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞা-
সিল, অহীমাস ও যোনাথন কোথায়? সে স্ত্রী
তাহাদিগকে কহিল, তাহারা ঐ জলস্রোত পার
হইয়া গেল। পরে তাহারা অন্বেষণ করিয়া
উদ্দেশ না পাওয়াতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল।
২১ তাহারা চলিয়া গেলে পর ঐ দুই জন কূপ হইতে
উঠিয়া গিয়া দায়ূদ রাজাকে সংবাদ দিল; আর
তাহারা দায়ূদকে কহিল, আপনারা উঠুন, শীঘ্র
নদী পার হইয়া যাউন, কেননা অহীথোফল
আপনাদের বিরুদ্ধে অমুক মন্ত্রণা দিয়াছে।
২২ তাহাতে দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক
উঠিয়া যর্দ্দন পার হইলেন; যর্দ্দন পার হন
নাই, তাঁহাদের এমন এক জনও প্রভাতে অবশিষ্ট
থাকিলেন না।
২৩ আর অহীথোফল যখন দেখিল যে, তাহার
মন্ত্রণানুযায়ী কাজ করা হইল না, তখন সে গর্দ্দভ
সাজাইল, এবং উঠিয়া নিজ বাটীতে, আপন
নগরে গেল, এবং আপন বাটীর বিষয়ে ব্যবস্থা
করিয়া আপনি গলায় দড়ি দিয়া মরিল; পরে
পৈতৃক কবরে তাহার কবর হইল।

অবশালোমের পরাজয় ও মৃত্যু।

২৪ তখন দায়ূদ মহনয়িমে আসিলেন, আর
সমস্ত ইস্রায়েল লোকের সহিত অবশালোম
২৫ যর্দ্দন পার হইল। আর অবশালোম যোয়া-
বের স্থলে অমাসাকে প্রধান সেনাপতি করিয়া-
ছিল। ঐ অমাসা ইস্রায়েলীয় যেথর নামক এক
ব্যক্তির পুত্র; সেই ব্যক্তি নাহশের কন্যা অবী-
গলের কাছে গমন করিয়াছিল; উক্ত স্ত্রী
২৬ যোয়াবের মাতা সরুয়ার ভগিনী। পরে
ইস্রায়েল ও অবশালোম গিলিয়দ দেশে শিবির
স্থাপন করিল।
২৭ দায়ূদ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে পর এই
ঘটনা হইল, অম্মোন-সন্তানদিগের রব্বানিবাসী
নাহশের পুত্র শোবি, আর লো-দবারনিবাসী
অম্মীয়েলের পুত্র মাখীর, এবং রোগলীমনিবাসী
গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় দায়ূদের ও তাঁহার সঙ্গী
২৮ লোকদের জন্য শয্যা, ডাবর, মৃৎপাত্র এবং
আহারার্থে গোম, যব, সূজী, ভাজা শস্য, শিম,
২৯ মসূর, ভাজা কলাই, মধু ও দধি এবং মেষপাল ও
গোদুগ্ধের পনীর আনিলেন; কেননা তাঁহারা
কহিলেন, লোকেরা প্রান্তরে ক্ষুধিত, শ্রান্ত ও
পিপাসিত হইয়াছে।

১৮ পরে দায়ূদ আপন সঙ্গী লোকদিগকে
গণনা করিয়া তাহাদের উপরে সহস্রপতি
২ ও শতপতি নিযুক্ত করিলেন। আর দায়ূদ যোয়া-
বের হস্তে লোকদের তৃতীয়াংশ, ও যোয়াবের
সহোদর সরুয়ার পুত্র অবীশয়ের হস্তে তৃতী-
য়াংশ, এবং গাতীয় ইত্তয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ
সমর্পণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। আর রাজা
লোকদিগকে কহিলেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে
৩ যাইব। কিন্তু লোকেরা কহিল, আপনি যাইবেন
না; কেননা যদি আমরা পলাই, তবে আমা-
দের বিষয়ে তাহারা মনে করিবে না, আমাদের
অর্দ্ধেক লোক মরিলেও আমাদের বিষয়ে মনে
করিবে না; কিন্তু আপনি আমাদের দশ সহস্রের
সমান; অতএব নগর হইতে আমাদের সাহায্য
করণার্থে আপনি প্রস্তুত থাকিলে ভাল হয়।
৪ তখন রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা
ভাল বুঝ, আমি তাহাই করিব। পরে রাজা
নগরদ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং সমস্ত
লোক শত শত ও সহস্র সহস্র হইয়া বহির্গমন
৫ করিল। তখন রাজা যোয়াব, অবীশয় ও ইত্তয়কে
আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা আমার অনুরোধে
সেই যুবকের প্রতি, অবশালোমের প্রতি, কোমল
ব্যবহার করিও। অবশালোমের বিষয়ে সমস্ত
সেনাপতিকে রাজার এই আজ্ঞা দিবার সময়ে
সমস্ত লোক তাহা শুনিল।
৬ পরে লোকেরা ইস্রায়েলের প্রতিকূলে রণ-
স্থলে বাহির হইয়া গেল; ইফ্রয়িম অরণ্যে যুদ্ধ
৭ হইল। সে স্থানে ইস্রায়েল লোকেরা দায়ূদের
দাসদের সম্মুখে পরাহত হইল, তাহাতে সেই
দিনে তথায় মহাসংহার হইল, বিংশতি সহস্র
৮ লোক নিহত হইল। ফলতঃ যুদ্ধ তথাকার সমস্ত
অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইল; এবং সেই দিনে খড়্গ যত
লোককে গ্রাস করিল, অরণ্য তদপেক্ষা অধিক
লোককে গ্রাস করিল।
৯ আর দৈবাৎ অবশালোম দায়ূদের দাসগণের
সম্মুখে পড়িল; অবশালোম আপন খচরে
চড়িয়াছিল, সেই খচর তথাকার বড় একটা
এলাবৃক্ষের শাখার নীচে দিয়া গমন করাতে সেই
এলাবৃক্ষে অবশালোমের মস্তক বদ্ধ হইল;
তাহাতে সে আকাশের ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিয়া
রহিল, এবং যে খচরটী তাহার নীচে ছিল,
১০ সেটী প্রস্থান করিল। আর এক পুরুষ তাহা
দেখিয়া যোয়াবকে কহিল, দেখুন, আমি দেখি-
লাম, অবশালোম ঐ এলাবৃক্ষে ঝুলিতেছে।
১১ তখন যোয়াব সেই সংবাদদাতাকে কহিলেন,
দেখ, তুমি ত দেখিয়াছিলে, তবে কেন সে
স্থানে তাহাকে মারিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলে
না? তাহা করিলে আমি তোমাকে দশ শেকল
১২ রৌপ্য ও একটী কটিবন্ধন দিতাম। সেই ব্যক্তি
যোয়াবকে কহিল, আমি যদ্যপি সহস্র শেকল
রৌপ্য এই করতলে পাইতাম, তথাপি রাজ-

Digitized by Google

পুত্রের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিতাম না;
কেননা আমাদেরই কর্ণগোচরে রাজা আপনাকে,
অবীশয়কে ও ইত্তয়কে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
তোমরা যে কেহ হও, সেই যুবা অবশালোমের
১৩ বিষয়ে সাবধান থাকিবে। আর যদি আমি
উঁহার প্রাণের বিপরীতে বিশ্বাসঘাতকতা করি-
তাম—রাজা হইতে কোন বিষয় গুপ্ত থাকে না—
১৪ তবে আপনি আমার প্রতিকূল হইতেন। তখন
যোয়াব কহিলেন, তোমার সম্মুখে আমার এরূপ
বিলম্ব করা অনুচিত। পরে তিনি হস্তে তিনটী
খোঁচা লইয়া অবশালোমের বক্ষে প্রবেশ করা-
ইলেন; তখনও সে এলাবৃক্ষের মধ্যে জীবিত
১৫ ছিল। আর যোয়াবের অস্ত্রবাহক দশ জন যুবা
অবশালোমকে বেষ্টনপূর্ব্বক আঘাত করিয়া বধ
১৬ করিল। পরে যোয়াব তূরী বাজাইলেন, তাহাতে
লোকেরা ইস্রায়েলের পশ্চাদ্ধাবন হইতে ফিরিল;
কেননা যোয়াব লোকদিগকে ফিরাইয়া রাখি-
১৭ লেন। আর তাহারা অবশালোমকে লইয়া
অরণ্যস্থ এক বৃহৎ গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া তাহার
উপরে প্রস্তরের অতি প্রকাণ্ড এক রাশি করিল।
ইতিমধ্যে সমস্ত ইস্রায়েল আপন আপন তাম্বুতে
পলায়ন করিল।

১৮ রাজার তলভূমিতে অবশালোমের যে স্তম্ভ
আছে, তাহা সে জীবনকালে নির্ম্মাণ করাইয়া
আপনার জন্য স্থাপন করিয়াছিল, কেননা সে
ভাবিয়াছিল, আমার নাম রক্ষা করিতে আমার
পুত্র নাই; এই জন্য সে আপন নামানুসারে ঐ
স্তম্ভের নাম রাখিয়াছিল; অদ্যাপি তাহা অব-
শালোমের স্তম্ভ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

১৯ পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস কহিল,
আমি দৌড়িয়া গিয়া, সদাপ্রভু কি রূপে শত্রু-
গণের হস্ত হইতে রাজার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া-
২০ ছেন, এই সমাচার রাজাকে দিই। কিন্তু
যোয়াব তাহাকে কহিলেন, অদ্য তুমি সমাচার-
দাতা হইবে না, অন্য দিন সমাচার দিবে; রাজ-
পুত্র মরিয়াছে, এই জন্য অদ্য তুমি সমাচার
২১ দিবে না। পরে যোয়াব কূশীয়কে কহিলেন,
যাও, যাহা দেখিলে, রাজাকে গিয়া বল। তাহাতে
কূশীয় যোয়াবের কাছে প্রণিপাত করিয়া দৌড়িয়া
২২ চলিল। পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস আবার
যোয়াবকে কহিল, যাহা হয় হউক, বিনয় করি,
কূশীয়ের পশ্চাৎ আমাকেও দৌড়িতে দিউন।
যোয়াব কহিলেন, বৎস, তুমি কেন দৌড়িবে?
২৩ তোমার ত তেমন সমাচার নাই। [সে বলিল,]
যাহা হয় হউক, আমি দৌড়িব। তাহাতে তিনি
কহিলেন, দৌড়। তখন অহীমাস সমভূমির
পথ দিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে কূশীয়কে পশ্চাৎ
ফেলিল।

২৪ সেই সময়ে দায়ূদ নগরদ্বারদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী
স্থানে বসিয়াছিলেন। আর প্রহরী নগরদ্বারের
উপরিভাগে, প্রাচীরে উঠিল, আর চক্ষু তুলিয়া
নিরীক্ষণ করিল, আর দেখ, এক জন একা
২৫ দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহাতে প্রহরী উচ্চৈঃ-
স্বরে রাজাকে তাহা বলিল; রাজা কহিলেন,
সে যদি একা হয়, তবে তাহার মুখে সমাচার
আছে। পরে সে আসিতে আসিতে নিকটবর্ত্তী
২৬ হইল। প্রহরী আর এক জনকে দৌড়িয়া
আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে দ্বারীকে বলিল,
দেখ, আর এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে।
তখন রাজা কহিলেন, সেও সমাচার আনিতেছে।
২৭ পরে প্রহরী কহিল, প্রথম ব্যক্তির দৌড়
সাদোকের পুত্র অহীমাসের দৌড় বলিয়া বোধ
হয়। রাজা কহিলেন, সে ভাল মানুষ, ভাল
২৮ সমাচার আনিতেছে। তখন অহীমাস উচ্চৈঃ-
স্বরে রাজাকে কহিল, মঙ্গল। পরে সে রাজার
সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া
কহিল, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, আমার
প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যাহারা হস্ত তুলিয়া-
ছিল, তাহাদিগকে তিনি বদ্ধ করিয়াছেন,
২৯ পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবক অব-
শালোমের কি মঙ্গল? অহীমাস কহিল, যে সময়ে
যোয়াব মহারাজের দাসকে ও আপনকার দাস
আমাকে পাঠান, সেই সময়ে বড় লোকারণ্য
দেখিলাম, কিন্তু কি হইয়াছিল, তাহা জানি না।
৩০ রাজা কহিলেন, এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াও;
তাহাতে সে এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল।
৩১ আর দেখ, কূশীয় আসিল, ও কূশীয় কহিল,
আমার প্রভু মহারাজের জন্য সমাচার আনি-
য়াছি; আপনকার প্রতিকূলে যাহারা উঠিয়া-
ছিল, সেই সকলের হস্ত হইতে সদাপ্রভু অদ্য
৩২ আপনকার বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। রাজা
কূশীয়কে জিজ্ঞাসিলেন, যুবক অবশালোমের
কি মঙ্গল? কূশীয় কহিল, আমার প্রভু মহা-
রাজের শত্রুগণ ও যাহারা অমঙ্গলার্থে আপনকার
বিরুদ্ধে উঠে, তাহারা সকলে সেই যুবকের মত
৩৩ হউক। তখন রাজা অধৈর্য্য হইয়া নগরদ্বারের
ছাদের উপরিস্থ কুঠরীতে উঠিয়া রোদন করিতে
লাগিলেন; এবং গমন করিতে করিতে কহিলেন,
হায়! আমার পুত্র অবশালোম! আমার পুত্র,
আমার পুত্র অবশালোম! কেন তোমার পরিবর্ত্তে
আমি মরি নাই? হায় অবশালোম! আমার
পুত্র! আমার পুত্র!

১৯ পরে কেহ যোয়াবকে কহিল, দেখ, রাজা
অবশালোমের জন্য ক্রন্দন ও শোক করিতে-
২ ছেন। আর সেই দিবসের বিজয় সমস্ত লোকের
পক্ষে শোকের বিষয় হইয়া পড়িল, কারণ

Digitized by Google

রাজা আপন পুত্রের বিষয়ে ব্যথিত হইয়াছেন,
৩ ইহা লোকে সেই দিনে শুনিল। আর রণস্থল
হইতে পলায়িত লোকেরা যেমন বিষণ্ণ হইয়া
চোরের ন্যায় চলে, তদ্রূপ লোকেরা ঐ দিবসে
৪ চোরের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিল। আর রাজা
আপন মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন
করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার পুত্র
অবশালোম! হায় অবশালোম! আমার পুত্র!
আমার পুত্র!
৫ পরে যোয়াব গৃহের মধ্যে রাজার নিকটে
আসিয়া কহিলেন, যাহারা অদ্য আপনকার প্রাণ,
আপনকার পুত্রকন্যাদের প্রাণ ও আপনকার
ভার্য্যাদের প্রাণ ও উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষা করি-
য়াছে, আপনকার সেই দাসগণকে আপনি অদ্য
৬ বিষণ্ণবদন করিলেন। বস্তুতঃ আপনি আপন
বিদ্বেষিগণকে প্রেম ও আপন প্রেমকারিগণকে
দ্বেষ করিতেছেন; কেননা আপনি অদ্য প্রকাশ
করিতেছেন যে, অধ্যক্ষেরা ও দাসেরা আপনকার
কাছে কিছুই নয়; কেননা অদ্য আমি দেখিতে
পাইতেছি, যদি অবশালোম বাঁচিয়া থাকিত,
আর আমরা সকলে অদ্য মরিতাম, তাহা হইলে
৭ আপনি সন্তুষ্ট হইতেন। অতএব আপনি এখন
উঠিয়া বাহিরে গিয়া আপন দাসগণকে চিত্ত-
প্রবোধক কথা বলুন। আমি সদাপ্রভুর নামে
শপথ করিতেছি, যদি আপনি বাহিরে না যান,
তবে এই রাত্রি আপনকার সহিত এক জনও
থাকিবে না; এবং আপনকার যৌবনকালাবধি
এখন পর্য্যন্ত যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, সে সকল
হইতেও আপনকার এই অমঙ্গল অধিক হইবে।
৮ তখন রাজা উঠিয়া নগরদ্বারে বসিলেন; আর
সমস্ত লোককে বলা হইল, দেখ, রাজা দ্বারে
বসিয়া আছেন; তাহাতে সমস্ত লোক রাজার
সম্মুখে আসিল। আর ইস্রায়েল লোকেরা
প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন
করিয়াছিল।

দায়ূদের যিরূশালেমে পুনরাগমন।

৯ পরে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে সমস্ত
লোক কলহ করিয়া বলিতে লাগিল, রাজা শত্রু-
গণের হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়া-
ছিলেন, ও পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে আমাদিগকে
উদ্ধার করিয়াছিলেন; সম্প্রতি তিনি অবশালো-
মের ভয়ে দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন।
১০ আর আমরা যে অবশালোমকে আপনাদের
উপরে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, তিনি যুদ্ধে
মরিয়াছেন; অতএব তোমরা এখন রাজাকে
ফিরাইয়া আনিবার বিষয়ে একটী কথাও বলি-
তেছ না কেন?
১১ পরে দায়ূদ রাজা সাদোক ও অবিয়াথর যাজক-
দ্বয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিলেন, তোমরা
যিহূদার প্রাচীনবর্গকে বল, রাজাকে গৃহে ফিরা-
ইয়া আনিবার জন্য সমস্ত ইস্রায়েলের নিবেদন
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব
রাজাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনিতে তো-
১২ মরা কেন সকলের শেষে পড়িতেছ? তোমরাই
আমার ভ্রাতা, তোমরাই আমার অস্থি ও আমার
মাংস; অতএব রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন
১৩ সকলের শেষে পড়িতেছ? তোমরা অমাসাকেও
বল, তুমি কি আমার অস্থি ও আমার মাংস
নও? যদি তুমি নিয়ত আমার সাক্ষাতে যোয়া-
বের পদে সৈন্যদলের সেনাপতি না হও, তবে
ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন।
১৪ এইরূপে তিনি যিহূদার সমস্ত লোকের হৃদয়কে
এক জনের হৃদয়ের ন্যায় নমন করিলেন, তাহাতে
তাহারা লোক পাঠাইয়া রাজাকে কহিল, আপনি
ও আপনকার সকল দাস পুনরাগমন করুন।
১৫ পরে রাজা প্রত্যাগমন করিয়া যর্দ্দন পর্য্যন্ত
আসিলেন, ইতিমধ্যে যিহূদার লোকেরা রাজার
প্রত্যুদ্গমন করিতে ও তাঁহাকে যর্দ্দন পার করিয়া
আনিতে গিল্‌গলে গেল।
১৬ তখন দায়ূদ রাজার প্রত্যুদ্গমন করিতে বহু-
রীমনিবাসী গেরার পুত্র বিন্যামীনীয় শিমিয়ি
ত্বরা করিয়া যিহূদার লোকদের সহিত আসিল।
১৭ আর বিন্যামীনীয় এক সহস্র লোক তাহার
সহিত ছিল, এবং শৌলের কুলের ভৃত্য সীবঃ
ও তাহার পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস তাহার
সহিত ছিল, তাহারা রাজার সাক্ষাতে জল
১৮ ভাঙ্গিয়া যর্দ্দন পার হইল। তখন খেয়ার নৌকা
রাজার পরিজনদিগকে পার করিতে ও তাঁহার
বাসনামত কর্ম্ম করিতে অন্য পারে গিয়াছিল।
রাজার যর্দ্দন পার হইবার সময়ে গেরার
পুত্র শিমিয়ি রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িল।
১৯ সে রাজাকে কহিল, আমার প্রভু আমার অপরাধ
গণনা করিবেন না; যে দিবসে আমার প্রভু
মহারাজ যিরূশালেম হইতে বাহির হন,
সেই দিবসে আপনকার দাস আমি যে অপকর্ম্ম
করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণে রাখিবেন না, মহা-
২০ রাজ কিছু মনে করিবেন না। আপনকার দাস
আমি জানি, আমি পাপ করিয়াছি, এই জন্য
দেখুন, যোষেফের সমস্ত কুলের মধ্যে প্রথমে
আমিই অদ্য আমার প্রভু মহারাজের প্রত্যু-
২১ দ্গমনার্থে নামিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সরূয়ার
পুত্র অবীশয় উত্তর করিলেন, সেই জন্য কি
শিমিয়ির প্রাণদণ্ড হইবে না? সে ত সদাপ্রভুর
২২ অভিষিক্তকে শাপ দিয়াছিল। দায়ূদ কহিলেন,
হে সরূয়ার পুত্রগণ! তোমাদের সহিত আমার

Digitized by Google

বিষয় কি? তোমরা অদ্য কেন আমার বিপক্ষ
হইতেছ? অদ্য কি ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও
প্রাণদণ্ড হইতে পারে? কারণ আমি কি জানি
না যে, অদ্য আমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা?
২৩ পরে রাজা শিমিয়িকে কহিলেন, তোমার
প্রাণদণ্ড হইবে না; ফলতঃ রাজা তাহার কাছে
শপথ করিলেন।
২৪ পরে শৌলের পৌত্র মফীবোশৎ রাজার প্রত্যু-
দ্গমনার্থে নামিয়া আসিলেন; রাজার প্রস্থান
দিনাবধি কুশলে প্রত্যাগমন দিবস পর্য্যন্ত তিনি
আপন পায়ের প্রতি যত্ন করেন নাই, শ্মশ্রু
পরিষ্কার করেন নাই, ও বস্ত্র ধৌত করান নাই।
২৫ আর যখন তিনি যিরূশালেমে রাজার প্রত্যুদ্গমন
করিতে আসিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে কহিলেন,
হে মফীবোশৎ, তুমি কেন আমার সহিত যাও
২৬ নাই? তিনি উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভো,
হে মহারাজ, আমার দাস আমাকে বঞ্চনা
করিয়াছিল; কেননা আপনকার দাস আমি
বলিয়াছিলাম, আমি গর্দ্দভ সাজাইয়া তাহার
উপরে চড়িয়া মহারাজের সহিত যাইব, কেননা
২৭ আপনকার দাস আমি খঞ্জ। সে আমার প্রভু
মহারাজের নিকটে আপনকার এই দাসের নিন্দা-
বাদ করিয়াছে; কিন্তু আমার প্রভু মহারাজ
ঈশ্বরীয় দূতের তুল্য; অতএব আপনকার দৃষ্টিতে
২৮ যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। আমার
প্রভু মহারাজের সাক্ষাতে আমার সমস্ত পিতৃকুল
নিতান্ত মৃত্যুর পাত্র ছিল, তথাপি যাহারা আপন-
কার মেজে ভোজন করে, তাহাদের সহিত বসিতে
আপনকার এই দাসকে স্থান দিয়াছিলেন; অতএব
আমার আর কি অধিকার আছে যে, মহারাজের
২৯ কাছে পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিব? রাজা তাঁহাকে
কহিলেন, তোমার বিষয়ে অধিক কথায় কি
প্রয়োজন? আমি বলিতেছি, তুমি ও সীবঃ উভয়ে
৩০ সেই ভূমি অংশ করিয়া লও। তখন মফীবোশৎ
রাজাকে কহিলেন, সে সমস্তই গ্রহণ করুক, কারণ
আমার প্রভু মহারাজ কুশলে আপন বাটীতে
ফিরিয়া আসিয়াছেন।
৩১ আর গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগলীম হইতে
আসিলেন, তিনি যর্দ্দনের পারে আগবাড়ান
দিয়া রাখিয়া যাইবার আশয়ে রাজার সহিত
৩২ যর্দ্দন পার হইলেন। বর্সিল্লয় অতি বৃদ্ধ, আশী
বৎসর বয়স্ক ছিলেন; আর মহনয়িমে রাজার
অবস্থিতিকালে তিনি রাজার খাদ্য যোগাইয়া-
ছিলেন, কারণ তিনি এক জন খুব বড় মানুষ
৩৩ ছিলেন। রাজা বর্সিল্লয়কে কহিলেন, তুমি আমার
সহিত পার হইয়া আইস, আমি তোমাকে
যিরূশালেমে আমার সঙ্গে প্রতিপালন করিব।
৩৪ কিন্তু বর্সিল্লয় রাজাকে কহিলেন, আমার আয়ুর
আর কত দিন আছে যে, আমি মহারাজের সহিত
৩৫ যিরূশালেমে উঠিয়া যাইব? অদ্য আমার বয়স
আশী বৎসর; এখন কি ভাল মন্দের বিশেষ
বুঝিতে পারি? যাহা ভোজন করি, বা যাহা পান
করি, আপনকার দাস আমি কি তাহার আস্বাদ
বুঝিতে পারি? এখন কি আর গায়ক ও গায়িকা-
দের গানের শব্দ শুনিতে পাই? তবে কেন
আপনকার এই দাস আমার প্রভু মহারাজের
৩৬ ভারস্বরূপ হইবে? আপনকার দাস মহারাজের
সহিত কেবল যর্দ্দন পার হইয়া যাইবে, এই
মাত্র; অতএব মহারাজ এমন পুরস্কারে আমাকে
৩৭ পুরস্কৃত কেন করিবেন? অনুগ্রহ করিয়া আপন-
কার এই দাসকে ফিরিয়া যাইতে দিউন; আমি
আপন নগরে আপন পিতামাতার কবরের নিকটে
মরিব। কিন্তু দেখুন, এই আপনকার দাস কিম্-
হম; এ আমার প্রভু মহারাজের সহিত পার
হইয়া যাইবে; আপনকার যাহা ভাল বোধ হয়,
৩৮ ইহার প্রতি করিবেন। রাজা উত্তর করিলেন,
কিম্হম আমার সহিত পার হইয়া যাইবে;
তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, আমি তাহার প্রতি
তাহাই করিব; এবং তুমি আমাকে যাহা করিতে
৩৯ বলিবে, তোমার নিমিত্তে তাহাই করিব। পরে
সমস্ত লোক যর্দ্দন পার হইল, রাজাও পার হই-
লেন; এবং রাজা বর্সিল্লয়কে চুম্বন করিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিলেন; পরে তিনি স্বধামে ফিরিয়া
৪০ গেলেন। আর রাজা পার হইয়া গিল্গলে
গেলেন; এবং কিম্হম তাঁহার সহিত গেল, এবং
যিহূদার সমস্ত লোক ও ইস্রায়েলের অর্দ্ধেক লোক
রাজাকে আগবাড়ান দিয়া লইয়া আসিল।

শেবের বিদ্রোহ ও মৃত্যু।

৪১ পরে দেখ, ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার
নিকটে আসিয়া রাজাকে কহিল, আমাদের
ভ্রাতা যিহূদার লোকেরা আপনাকে চুরি করিয়া
মহারাজকে, আপনকার পরিজনদিগকে ও দায়ূ-
দের সঙ্গে তাঁহার সমস্ত লোককে, যর্দ্দন পার
৪২ করিয়া কেন আনিল? তখন যিহূদার সমস্ত লোক
ইস্রায়েল লোকদিগকে উত্তর করিল, রাজা ত
আমাদের নিকট কুটুম্ব, তবে তোমরা এ বিষয়ে
কেন ক্রুদ্ধ হও? আমরা কি রাজার কিছু খাই-
য়াছি? অথবা তিনি কি আমাদিগকে কিছু ভেট
৪৩ দিয়াছেন? তখন ইস্রায়েল লোকেরা উত্তর করিয়া
যিহূদার লোকদিগকে কহিল, রাজাতে আমাদের
দশাংশ অধিকার আছে, আরও বলি, দায়ূদে
তোমাদের অপেক্ষা আমাদের অধিকার অধিক;
অতএব আমাদিগকে কেন তুচ্ছবোধ করিলে?
আর আমাদের রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার
প্রস্তাব কি প্রথমে আমরাই করি নাই? তখন

Digitized by Google

ইস্রায়েল লোকদের বাক্য অপেক্ষা যিহূদার লোক-
দের বাক্য অধিক কঠিন হইল।

২০ ঐ সময়ে সেই স্থানে বিন্যামীনীয় বিখ্রির
পুত্র শেবঃ নামে এক জন পাষণ্ড লোক ছিল;
সে তূরী বাজাইয়া কহিল, দায়ূদে আমাদের
কোন অংশ নাই, যিশয়ের পুত্রে আমাদের অধি-
কার নাই; হে ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে
২ আপন আপন তাম্বুতে যাও। তাহাতে ইস্রা-
য়েলের সমস্ত লোক দায়ূদের পশ্চাদ্গমন হইতে
ফিরিয়া বিখ্রির পুত্র শেবের অনুগামী হইল;
কিন্তু যর্দ্দন অবধি যিরূশালেম পর্য্যন্ত যিহূদার
লোকেরা আপনাদের রাজাতে আসক্ত থাকিল।
৩ পরে দায়ূদ যিরূশালেমে আপন গৃহে আসি-
লেন; আর রাজা বাটী রক্ষার্থে আপনার যে
দশটী উপপত্নীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা-
দিগকে লইয়া কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন,
এবং প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু তাহাদের কাছে
আর গমন করিলেন না; অতএব তাহারা মরণ
দিন পর্য্যন্ত বৈধব্যদশায় রুদ্ধ রহিল।
৪ পরে রাজা অমাসাকে কহিলেন, তুমি তিন
দিনের মধ্যে যিহূদার লোকদিগকে ডাকাইয়া
আমার জন্য একত্র কর, আর তুমিও এই স্থানে
৫ উপস্থিত হও। তাহাতে অমাসা যিহূদার লোক-
দিগকে ডাকাইয়া একত্র করিতে গেলেন, কিন্তু
রাজা যে সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই
নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে তিনি অধিক বিলম্ব করি-
৬ লেন। তাহাতে দায়ূদ অবীশয়কে কহিলেন,
অবশালোম যাহা করিয়াছিল, তদপেক্ষা বিখ্রির
পুত্র শেবঃ এখন আমাদের অধিক অনিষ্ট করিবে;
তুমি আপন প্রভুর দাসদিগকে লইয়া তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া যাও, নতুবা সে
প্রাচীরবেষ্টিত কোন কোন নগর হাত করিয়া
৭ আমাদের দৃষ্টি এড়াইবে। তাহাতে যোয়াবের
লোক জন, আর করেথীয় ও পলেথীয়গণ এবং
সমস্ত বীর তাঁহার সহিত বাহির হইয়া বিখ্রির
পুত্র শেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিবার জন্য
৮ যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিল। পরে তাহারা
গিবিয়োনস্থ মহাপ্রস্তরের নিকটে উপস্থিত হইলে
অমাসা তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তখন
যোয়াব সৈনিক বেশ কটিবন্ধনপূর্ব্বক পরিধান
করিয়াছিলেন, তাহার উপরে খড়্গের কটিবন্ধন
ছিল; এবং সকোষ খড়্গখানি তাঁহার কটিদেশে
আবদ্ধ ছিল, পরে বাহিরে আসিতে আসিতে
৯ তিনি খড়্গখানি খুলিয়া পড়িতে দিলেন। আর
যোয়াব অমাসাকে কহিলেন, হে আমার ভ্রাতঃ,
তোমার মঙ্গল ত? পরে যোয়াব অমাসাকে
চুম্বন করিবার জন্য দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাঁহার
১০ দাড়ি ধরিলেন। কিন্তু যোয়াবের হস্তস্থিত খড়্গের
প্রতি অমাসার লক্ষ্য না থাকাতে তিনি তদ্দ্বারা
তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন, তাঁহার ভুঁড়ি
বাহির হইয়া ভূমিতে পড়িল; যোয়াব দ্বিতীয়-
বার তাঁহাকে আঘাত করিলেন না, তিনি মরিয়া
গেলেন। পরে যোয়াব ও তাঁহার ভ্রাতা অবীশয়
বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
১১ হইলেন। ইতিমধ্যে শবের নিকটে যোয়াবের
এক জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, যে
যোয়াবকে ভাল বাসে ও দায়ূদের পক্ষীয়, সে
১২ যোয়াবের পশ্চাদ্বর্ত্তী হউক। তখনও অমাসা
রাজমার্গের মধ্যে আপন রক্তে গড়াগড়ি দিতে-
ছিলেন; অতএব সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া রহিল
দেখিয়া ঐ ব্যক্তি অমাসাকে পথ হইতে ক্ষেত্রে
সরাইয়া দিয়া তাঁহার উপরে একখান বস্ত্র
ফেলিয়া দিল; কেননা সে দেখিল, যে কেহ
তাঁহার নিকট দিয়া যায়, সে দাঁড়াইয়া থাকে।
১৩ তখন অমাসা রাজমার্গ হইতে অন্তরিত হইলে
সমস্ত লোক বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
তাড়া করিবার জন্য যোয়াবের অনুগামী হইল।
১৪ আর শেবঃ ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্য
দিয়া আবেল ও বৈৎমাখায় এবং বেরীয়দের
সমস্ত অঞ্চল পর্য্যন্ত গমন করিল, তাহাতে
লোকেরা একত্র হইয়া শেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
১৫ গেল। পরে তাহারা আবেল-বৈৎমাখাতে আসিয়া
তাহাকে রুদ্ধ করিয়া নগরের নিকটে জাঙ্গাল
প্রস্তুত করিল, এবং তাহা প্রাচীরের সমান হইল;
আর যোয়াবের সঙ্গী সমস্ত লোক প্রাচীর ভূমি-
সাৎ করিবার জন্য তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল।
১৬ পরে নগরের মধ্য হইতে এক বুদ্ধিমতী স্ত্রী
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুন শুন, অনুগ্রহ করিয়া
যোয়াবকে এই স্থান পর্য্যন্ত আসিতে বল, আমি
১৭ তাঁহার সহিত কথা কহিব। পরে যোয়াব
তাহার নিকটে গেলে সে স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, আপনি
কি যোয়াব? তিনি উত্তর করিলেন, আমি
যোয়াব। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল, আপনকার
দাসীর কথা শুনুন; তিনি উত্তর করিলেন, শুনি-
১৮ তেছি। পরে সে স্ত্রী এই কথা কহিল, সেকালে
লোকে বলিত, তাহারা আবেলে মন্ত্রণা জানিতে
যাইবেই যাইবে, এইরূপে তাহারা কার্য্য সমা-
১৯ পন করিত। আমি ইস্রায়েলের অবিরোধী ও
বিশ্বস্ত লোকদের এক জন, কিন্তু আপনি ইস্রা-
য়েলের মাতৃস্থানীয় একটী নগর বিনষ্ট করিতে
চেষ্টা করিতেছেন; আপনি কেন সদাপ্রভুর
২০ অধিকার গ্রাস করিবেন? তাহাতে যোয়াব উত্তর
করিলেন, গ্রাস করা কিম্বা বিনাশ করা আমা
২১ হইতে দূরে থাকুক, দূরে থাকুক। ব্যাপার
এরূপ নয়। কিন্তু বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে
ইফ্রয়িম পর্ব্বতীয় এক জন লোক দায়ূদ রাজার

Digitized by Google

প্রতিকূলে হস্ত তুলিয়াছে, তোমরা কেবল তাহাকে
সমর্পণ কর, তাহাতে আমি এই নগর হইতেই
প্রস্থান করিব। তখন সে স্ত্রী যোয়াবকে কহিল,
দেখুন, প্রাচীরের উপর দিয়া তাহার মুণ্ড আপন-
২২ কার নিকটে নিক্ষেপ করা যাইবে। পরে সে স্ত্রী
বুদ্ধিপূর্ব্বক সকল লোকের নিকটে গেল। তাহাতে
লোকেরা বিখ্রির পুত্র শেবের মস্তক ছেদন
করিয়া যোয়াবের নিকটে বাহিরে ফেলিয়া দিল।
তখন তিনি তূরী বাজাইলে লোকেরা নগর
হইতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আপন আপন তাম্বুতে
গেল, এবং যোয়াব যিরূশালেমে রাজার নিকটে
প্রত্যাগমন করিলেন।
২৩ ঐ সময়ে যোয়াব ইস্রায়েলের সমস্ত সেনার
অধ্যক্ষ ছিলেন; এবং যিহোয়াদার পুত্র বনায়
২৪ করেথীয় ও পলেথীয়দের কর্ত্তা ছিলেন; আর
অদোরাম অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ, এবং
২৫ অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাসকর্ত্তা, আর
সরায় লেখক ছিলেন; এবং সাদোক ও অবিয়া-
২৬ থর যাজক ছিলেন। আর যায়ীরীয় ঈরাও
দায়ূদের রাজমন্ত্রী ছিলেন।

দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ।

২১ দায়ূদের অধিকার সময়ে ক্রমাগত তিন
বৎসর দুর্ভিক্ষ হয়; তাহাতে দায়ূদ সদা-
প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে সদাপ্রভু উত্তর
করিলেন, শৌলে ও তাহার কুলে রক্তপাতের
দোষ রহিয়াছে, কেননা সে গিবিয়োনীয়দিগকে
২ বধ করিয়াছিল। তাহাতে রাজা গিবিয়োনীয়-
দিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সহিত আলাপ করি-
লেন। গিবিয়োনীয়েরা ইস্রায়েল-সন্তান নয়,
ইহারা ইমোরীয়দের অবশিষ্টাংশের মধ্যে ছিল,
এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের কাছে দিব্য
করিয়াছিল, কিন্তু শৌল ইস্রায়েলের ও যিহূদার
পক্ষে উদ্যোগী হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে
৩ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দায়ূদ গিবিয়োনীয়দিগকে
কহিলেন, আমি তোমাদের জন্য কি করিব?
তোমরা যেন সদাপ্রভুর অধিকারকে আশীর্ব্বাদ
কর, এই জন্য আমি কি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব?
৪ গিবিয়োনীয়েরা তাঁহাকে কহিল, শৌলের সহিত
কিম্বা তাহার কুলের সহিত আমাদের রৌপ্য কি
স্বর্ণবিষয়ক বিবাদ নাই, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে
আমরা যাহাকে বধ করিতে ক্ষমতাপন্ন, এমন
কেহ নাই। পরে তিনি কহিলেন, তবে তোমরা
কি বল? আমি তোমাদের জন্য কি করিব?
৫ তাহারা রাজাকে কহিল, যে ব্যক্তি আমাদের
সংহার করিয়াছে, ও আমরা যেন ইস্রায়েলের
সীমার মধ্যে কুত্রাপি তিষ্ঠিতে না পারি, বিনষ্ট
৬ হই, এই জন্য কুমন্ত্রণা করিয়াছে, তাহার
সন্তানদের মধ্যে সাত জন পুরুষ আমাদের
কাছে সমর্পিত হউক; আমরা সদাপ্রভুর মনো-
নীত শৌলের গিবিয়াতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
তাহাদিগকে ফাঁশি দিব। তাহাতে রাজা কহি-
৭ লেন, সমর্পণ করিব। তথাপি দায়ূদের ও শৌ-
লের পুত্র যোনাথনের মধ্যে সদাপ্রভুর নামে যে
শপথ হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত রাজা শৌলের
পৌত্র, যোনাথনের পুত্র, মফীবোশতের প্রতি
৮ করুণা করিলেন। কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্পা
শৌলের জন্য অর্ম্মোণি ও মফীবোশৎ নামে যে
দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছিল, এবং মহোলাতীয়
বর্সিল্লয়ের পুত্র অদ্রীয়েলের জন্য শৌলের কন্যা
মীখলের [ভগিনী] যে পাঁচটী পুত্র প্রসব করিয়া-
ছিল, তাহাদিগকে লইয়া রাজা গিবিয়োনীয়দের
৯ হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা ঐ
পর্ব্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাদিগকে ফাঁসি
দিল। সে সাত জন একেবারে মারা পড়িল;
তাহারা প্রথম শস্যকর্ত্তন সময়ে অর্থাৎ যব-
চ্ছেদনের আরম্ভকালে নিহত হইল।
১০ পরে অয়ার কন্যা রিস্পা চট লইয়া শস্য-
চ্ছেদনের আরম্ভ অবধি যে পর্য্যন্ত আকাশ হইতে
তাহাদের উপরে জল না বর্ষিল, সে পর্য্যন্ত পাষা-
ণের উপরে আপনার শয্যারূপে সেই চটখানি
পাতিয়া রাখিল, এবং দিবসে আকাশের পক্ষি-
গণকে ও রাত্রিতে বনপশুগণকে তাহাদের উপরে
১১ বিশ্রাম করিতে দিত না। পরে অয়ার কন্যা
রিস্পা, শৌলের উপপত্নী, সেই যে কর্ম্ম করিল,
১২ তাহা দায়ূদ রাজাকে জ্ঞাত করা হইল। তখন
দায়ূদ গমন করিয়া যাবেশ-গিলিয়দের গৃহস্থ-
গণের নিকট হইতে শৌলের অস্থি ও তাঁহার
পুত্র যোনাথনের অস্থি গ্রহণ করিলেন; কেননা
গিল্‌বোয়ে পলেষ্টীয়গণ কর্ত্তৃক শৌলের হত
হইবার সময়ে তাঁহাদের দুই জনের শব পলে-
ষ্টীয়গণ কর্ত্তৃক বৈৎশানের চকে টাঙ্গান হইলে
পর উহারা সেই স্থান হইতে তাহা চুরি করিয়া
১৩ আনিয়াছিল। তিনি তথা হইতে শৌলের অস্থি
ও তাঁহার পুত্র যোনাথনের অস্থি আনিলেন,
এবং লোকেরা সেই ফাঁশি দেওয়া লোকদের
১৪ অস্থিও সংগ্রহ করিল। পরে তাহারা শৌলের ও
তাঁহার পুত্র যোনাথনের অস্থি বিন্যামীন দেশের
সেলাতে তাঁহার পিতা কীশের কবরের মধ্যে
রাখিল; তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত
কর্ম্ম করিল। তৎপরে দেশের জন্য ঈশ্বরের
কাছে নিবেদন করা হইলে তিনি প্রসন্ন হইলেন।
১৫ আর পলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েলের যুদ্ধ
বাধিল; তাহাতে দায়ূদ আপন দাসগণের সঙ্গে
যাইয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন; আর
১৬ দায়ূদ ক্লান্ত হইলেন। তখন তিন শত শেকল

Digitized by Google

পরিমিত পিত্তলময় বড়শাধারী যিশ্‌বীবনোব
নামে রফার এক সন্তান নবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া
দায়ূদকে আঘাত করিতে মনস্থ করিল।
১৭ কিন্তু সরুয়ার পুত্র অবীশয় তাঁহার সাহায্য
করিয়া সেই পলেষ্টীয়কে আঘাত ও বধ করিলেন।
তখন দায়ূদের লোকেরা তাঁহার নিকটে দিব্য
করিয়া কহিল, আপনি আর আমাদের সহিত
যুদ্ধে যাইবেন না, ইস্রায়েলের প্রদীপ নির্ব্বাণ
১৮ করিবেন না। তৎপরে আবার গোবে পলেষ্টীয়-
দের সহিত সংগ্রাম হইল; তখন হূশাতীয়
১৯ সিব্বখয় রফার সন্তান সফকে বধ করিল। আবার
পলেষ্টীয়দের সহিত গোবে যুদ্ধ হইল; আর
যারে-ওরগীমের পুত্র বৈৎলেহমীয় ইল্‌হানন
তাঁতের নরাজের ন্যায় বড়শাধারী গাতীয় গলি-
২০ য়াথের [ভ্রাতাকে] বধ করিল। আবার গাতে
যুদ্ধ হইল; আর তথায় অতি দীর্ঘকায় এক জন
ছিল, প্রতিহস্তপদে তাহার ছয় ছয় অঙ্গুলি,
সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ অঙ্গুলি ছিল, সেও রফার সন্তান।
২১ সে ইস্রায়েলকে টিট্‌কারি দিলে দায়ূদের ভ্রাতা
শিমিয়ের পুত্র যোনাথন তাহাকে বধ করিল।
২২ রফার এই যে চারি সন্তান গাতে জন্মিয়াছিল,
ইহারা দায়ূদ ও তাঁহার দাসগণ কর্ত্তৃক নিহত
হইল।

দায়ূদের প্রশংসা-গীত।

২২ যে দিন সদাপ্রভু সমস্ত শত্রুর হস্ত হইতে
এবং শৌলের হস্ত হইতে দায়ূদকে উদ্ধার
করিলেন, সেই দিন তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে
এই গীতের কথা নিবেদন করিলেন।
২ তিনি কহিলেন,
সদাপ্রভু মম শৈল, মম দুর্গ ও মম রক্ষাকর্ত্তা,
৩ মম অচলেশ্বর, আমি তাঁহার আশ্রিত;
মম ঢাল, মম ত্রাণ-শৃঙ্গ, মম উচ্চ দুর্গ, মম
আশ্রয়স্থান,
মম ত্রাতা, উপদ্রব হইতে মম ত্রাতা।
৪ আমি কীর্ত্তনীয় সদাপ্রভুকে ডাকিব,
এইরূপে আমার শত্রুগণ হইতে ত্রাণ পাইব।
৫ কেননা আমি মৃত্যুর লহরীতে বেষ্টিত,
পাষণ্ডের বন্যাতে আশঙ্কিত ছিলাম;
৬ আমি পাতালের রজ্জুতে বেষ্টিত,
মৃত্যুর পাশে জড়িত ছিলাম।
৭ সঙ্কটে আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
আমার ঈশ্বরকে আহ্বান করিলাম;
তিনি নিজ মন্দির হইতে মম রব শুনিলেন,
আমার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল।
৮ তখন পৃথিবী টলিল, কম্পিত হইল,
গগনমণ্ডলের ভিত্তি সকল বিচলিত হইল
ও টলিল, কারণ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন।
৯ তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উদ্গত হইল,
তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল;
তদ্দ্বারা অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।
১০ তিনি গগনকে নোয়াইয়া নামিলেন,
অন্ধকার তাঁহার পদতলে ছিল;
১১ তিনি করূব আরোহণে উড্ডীন হইলেন,
বায়ুর পক্ষযুগলের উপরে দর্শন দিলেন।
১২ তিনি তাম্বুর ন্যায় আপনার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার,
জলরাশি ও ঘন মেঘমালা স্থাপন করিলেন।
১৩ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী তেজ হইতে
জ্বলন্ত অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।
১৪ সদাপ্রভু আকাশে বজ্রনাদ করিলেন,
পরাৎপর আপন রব শুনাইলেন।
১৫ তিনি বাণ ছাড়িলেন, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন
করিলেন,
বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন।
১৬ তখন সদাপ্রভুর তর্জ্জনে,
তাঁহার নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে,
সমুদ্রের প্রণালী সকল প্রকাশ পাইল,
ভূমণ্ডলের মূল সকল অনাবৃত হইল।
১৭ তিনি ঊর্দ্ধ হইতে [হস্ত] বিস্তার করিয়া আমাকে
ধরিলেন,
মহাজলরাশি হইতে আমাকে তুলিয়া লইলেন।
১৮ তিনি আমার বলবান্ শত্রু হইতে আমাকে উদ্ধার
করিলেন,
আমার বিদ্বেষিগণ হইতে উদ্ধার করিলেন,
কেননা তাহারা আমা অপেক্ষা শক্তিমান ছিল।
১৯ আমার বিপদের দিনে তাহারা আমার কাছে
আসিল,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন হইলেন।
২০ তিনি আমাকে বাহিরে প্রশস্ত স্থানে আনিলেন,
আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তিনি আমাতে
প্রীত ছিলেন।
২১ সদাপ্রভু আমার ধর্ম্মানুযায়ী পুরস্কার দিলেন,
আমার হস্তের শুচিতা অনুযায়ী ফল দিলেন।
২২ কেননা আমি সযত্নে সদাপ্রভুর পথে চলিতাম,
দুষ্টতাপূর্ব্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি নাই।
২৩ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল,
আমি তাঁহার বিধিপথ হইতে দূরে যাই নাই।
২৪ আর আমি তাঁহার উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম,
নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম।
২৫ তাই সদাপ্রভু আমাকে আমার ধর্ম্মানুসারে,
আপনার সাক্ষাতে আমার শুচিতা অনুসারে ফল
দিলেন।
২৬ তুমি দয়াবানের সহিত সদয় ব্যবহার,
সিদ্ধের সহিত সিদ্ধ ব্যবহার করিবে।
২৭ তুমি শুচির সহিত শুচি ব্যবহার,
কুটিলের সহিত চতুরের ব্যবহার করিবে।

Digitized by Google

২৮ তুমি দুঃখীদিগকে নিস্তার করিবে,
কিন্তু উদ্ধতদের উপরে তোমার দৃষ্টি আছে, তুমি তাহাদিগকে অবনত করিবে।
২৯ হে সদাপ্রভো, তুমি আমার প্রদীপ;
সদাপ্রভুই আমার অন্ধকার আলোকময় করেন।
৩০ কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দৌড়ি,
মম ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি।
৩১ তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার পথ সিদ্ধ;
সদাপ্রভুর বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ,
তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢাল।
৩২ কেননা সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে?
আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর অচল কে আছে?
৩৩ ঈশ্বর আমার দৃঢ় দুর্গ;
তিনি সিদ্ধকে আপন পথে চালান।
৩৪ তিনি তাহার চরণ হরিণীর চরণবৎ করেন,
আমার উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন।
৩৫ তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন,
তাই আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া দেয়।
৩৬ তুমি আমাকে নিজ পরিত্রাণ-ঢাল দিয়াছ,
তব কোমলতা আমাকে মহান্‌ করিয়াছে।
৩৭ তুমি আমার নীচে পাদক্ষেপের স্থান প্রশস্ত করিয়াছ,
আর আমার গুল্ফ বিচলিত হয় নাই।
৩৮ আমি আপন শত্রুগণের পশ্চাৎ দৌড়িয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি,
সংহার না করিয়া ফিরিয়া আসি নাই।
৩৯ আমি তাহাদিগকে সংহার করিয়া এমন চূর্ণ করিয়াছি যে, তাহারা উঠিতে পারে না,
তাহারা আমার পদতলে পতিত হইয়াছে।
৪০ আর তুমি যুদ্ধার্থে বল দিয়া আমার কটিবন্ধন করিয়াছ,
তুমি মম প্রতিরোধিগণকে মম পদতলে নত করিয়াছ।
৪১ তুমি মম শত্রুগণকে আমা হইতে ফিরাইয়া দিয়াছ;
আমি আপন বিদ্বেষীদিগকে সংহার করিয়াছি।
৪২ তাহারা চাহিয়া রহিল, কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই;
তাহারা সদাপ্রভুর দিকে চাহিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিলেন না।
৪৩ তখন আমি পৃথিবীর ধূলির ন্যায় তাহাদিগকে চূর্ণ করিলাম,
পথের কর্দ্দমের ন্যায় তাহাদিগকে দলিত ও মর্দ্দিত করিলাম।
৪৪ তুমি আমাকে প্রজাদের দ্রোহ হইতে উদ্ধার করিয়াছ,
জাতিগণের মস্তক হইবার জন্য রাখিয়াছ,
আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হইবে
৪৫ বিজাতি-সন্তানেরা আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে,
শ্রবণমাত্র তাহারা আমার আজ্ঞাগ্রাহী হইবে।
৪৬ বিজাতি-সন্তানেরা ম্লান হইবে,
সকম্পে স্ব স্ব গোপনীয় স্থান হইতে বাহিরে আসিবে।
৪৭ সদাপ্রভু জীবৎ, আমার অচল ধন্য হউন;
আমার ত্রাণাচল ঈশ্বর উন্নত হউন।
৪৮ সেই ঈশ্বর মম পক্ষে প্রতিশোধ দেন,
জাতিগণকে মম অধীনে নত করেন।
৪৯ মম শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার করেন;
তুমি মম প্রতিরোধিগণের উপরেও আমাকে উন্নত করিতেছ;
তুমি দুর্বৃত্ত লোক হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া থাক।
৫০ অতএব, সদাপ্রভো, আমি জাতিগণের মধ্যে তব স্তব করিব,
তব নামের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিব।
৫১ তিনি আপন রাজাকে মহাপরিত্রাণ দেন,
আপন অভিষিক্তের প্রতি দয়া করেন,
যুগে যুগে দায়ূদের ও তাঁহার বংশের প্রতি দয়া করেন।

দায়ূদের অন্তিমকালের বাক্য।

২৩ আর দায়ূদের শেষ বাক্য এই।
যিশয়ের পুত্র দায়ূদ কহিতেছে,
যে ব্যক্তি উচ্চীকৃত,
যাকোবের ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত,
ইস্রায়েলের মধুর গায়ক, সে কহিতেছে,
২ আমা দ্বারা সদাপ্রভুর আত্মা বলিয়াছেন,
তাঁহারই বাণী আমার জিহ্বাগ্রে রহিয়াছে।
৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর কহিয়াছেন,
ইস্রায়েলের অচল আমাকে বলিয়াছেন,
এক ব্যক্তি মনুষ্যদের মধ্যে রাজত্ব করিবেন, তিনি ধার্ম্মিক,
তিনি ঈশ্বর-ভয়ে রাজত্ব করিবেন।
৪ তিনি প্রাতঃকালের, সূর্য্যোদয় কালের, দীপ্তির ন্যায়,
মেঘরহিত প্রাতঃকালের দীপ্তির ন্যায় হইবেন;
যখন বৃষ্টির পরবর্ত্তী তেজঃপ্রযুক্ত
ভূতল হইতে শস্প বহির্গত হয়।
৫ ঈশ্বরের নিকটে আমার কুল কি তাদৃশ নয়?
হাঁ, তিনি আমার সহিত এক চিরস্থায়ী নিয়ম করিয়াছেন;
তাহা সর্ব্ববিষয়ে সুসম্পন্ন ও সুরক্ষিত;
ইহা ত আমার সম্পূর্ণ ত্রাণ ও সম্পূর্ণ অভীষ্ট;
অতএব তিনি কি তাহা প্ররোহণ করাইবেন না?

Digitized by Google

৬ কিন্তু পাষণ্ডেরা সকলে উৎপাটনীয় কণ্টক ;
কণ্টক ত হস্তে ধরা যায় না।
৭ যে পুরুষ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন,
প্রেক ও বড়শাদণ্ড দ্বারা তাঁহার হস্তপূরণ হইবে ;
পরে তাহারা স্বস্থানে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে।

দায়ূদের প্রধান প্রধান বীরের তালিকা।

৮ দায়ূদের বীরগণের নামাবলি। তখমোনীয়
যোশেব-বশেবৎ সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন,
তিনি এক কালে নিহত আট শত লোকের উপরে
৯ বড়শা চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পরে অহোহীয়
দোদয়ের পুত্র ইলিয়াসর ; তিনি দায়ূদের সঙ্গী
বীরত্রয়ের এক জন ; তাঁহারা পলেষ্টীয়দিগকে
টিট্‌কারি দিলে পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধার্থে তথায় একত্র
হইল, এবং ইস্রায়েল লোকেরা নিকটে আসিতে-
১০ ছিল, ইতিমধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া যে পর্য্যন্ত
তাঁহার হস্ত শ্রান্ত না হইল, তাবৎ পলেষ্টীয়-
দিগকে আঘাত করিলেন; শেষে খড়্গো তাঁহার
হস্ত যোড়া লাগিয়া গেল ; আর সদাপ্রভু সেই
দিনে মহানিস্তার করিলেন, এবং লোকেরা কেবল
লুট করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।
১১ তাঁহার পরে হরারীয় আগির পুত্র শম্ম ; পলে-
ষ্টীয়েরা এক মসুরক্ষেত্রের নিকটে একত্র হইয়া
দল বাঁধিলে যখন লোকেরা পলেষ্টীয়দের হইতে
১২ পলায়ন করিল, তখন শম্ম সেই ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়া-
ইয়া তাহা উদ্ধার করিলেন, এবং পলেষ্টীয়দিগকে
বধ করিলেন ; আর সদাপ্রভু মহানিস্তার করি-
১৩ লেন। আর ত্রিশ জন প্রধানের মধ্যে তিন
জন শস্যচ্ছেদন সময়ে অদুল্লম গুহাতে দায়ূদের
নিকটে আসিলেন ; তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্য
রফায়ীম তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়াছিল,
১৪ আর দায়ূদ দুর্গম স্থানে ছিলেন ; এবং পলে-
ষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল বৈৎলেহমে ছিল।
১৫ পরে দায়ূদ পিপাসাতুর হইয়া কহিলেন, হায় !
কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের
১৬ জল আনিয়া পান করিতে দিবে ? তাহাতে ঐ
বীরত্রয় পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্য দিয়া যাইয়া
বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া
লইয়া দায়ূদের নিকটে আসিলেন ; কিন্তু তিনি
তাহা পান করিতে সম্মত না হইয়া সদাপ্রভুর
১৭ উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলিলেন : তিনি কহিলেন,
হে সদাপ্রভো, এমন কর্ম্ম যেন আমি না করি ;
যাহারা প্রাণপণে গমন করিয়াছিল, ইহা কি
সেই মনুষ্যদের রক্ত নয় ? অতএব তিনি তাহা
পান করিতে সম্মত হইলেন না। ঐ বীরত্রয়
এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।
১৮ আর সরুয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয়
তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি তিন শত
লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তাহা-
দিগকে নিহননপূর্ব্বক নরত্রয়ের মধ্যে নামলব্ধ
১৯ হইলেন। তিনি তিন জনের মধ্যে অধিক মর্য্যাদা-
পন্ন ছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের সেনাপতি
হইলেন, তথাচ [প্রথম] নরত্রয়ের তুল্য ছিলেন
২০ না। আর অনেক বিক্রমের কার্য্যকারী কব্‌সেলীয়
এক বীরের পৌত্র যিহোয়াদার পুত্র যে বনায়,
তিনি মোয়াবীয় অরীয়েলের দুই পুত্রকে বধ
করিলেন ; তদ্ভিন্ন তিনি হিমানীর সময়ে যাইয়া
২১ গর্ত্তের মধ্যে একটা সিংহকে মারিলেন। আর
তিনি এক জন রূপবান্‌ মিস্রীয়কে বধ করিলেন।
সেই মিস্রীয়ের হস্তে এক বড়শা, এবং ইঁহার
হস্তে এক দণ্ড ছিল ; পরে ইনি যাইয়া সেই
মিস্রীয়ের হস্ত হইতে বড়শাটী কাড়িয়া লইয়া
তাহারই বড়শা দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন।
২২ যিহোয়াদার পুত্র বনায় এই সকল কার্য্য করি-
লেন, তাহাতে তিনি বীরত্রয়ের মধ্যে নামলব্ধ
২৩ হইলেন। তিনি ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন,
কিন্তু [প্রথম] নরত্রয়ের তুল্য ছিলেন না ;
দায়ূদ তাঁহাকে আপন রক্ষিসেনার অধ্যক্ষ
করিলেন।
২৪ যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল ঐ ত্রিশের মধ্যে
এক জন ছিলেন ; বৈৎলেহমস্থ দোদয়ের পুত্র
২৫ ইল্‌হানন, হরোদীয় শম্ম, হরোদীয় ইলীকা,
২৬ পল্টীয় হেলস, তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা,
২৭ অনাথোতীয় অবীয়েষর, হূশাতীয় মবুন্নয়,
২৮ অহোহীয় সল্‌মোন, নটোফাতীয় মহরয়,
২৯ নটোফাতীয় বানার পুত্র হেলব, বিন্যামীন-বংশীয়
৩০ গিবিয়ানিবাসী রীবয়ের পুত্র ইত্তয়, পিরিয়া-
থোনীয় বনায়, গাশের উপত্যকানিবাসী হিদ্দয়,
৩১ অর্বতীয় অবিয়লবোন, বরহূমীয় অস্মাবৎ,
৩২ শালবোনীয় ইলিয়হবা, যাশেনের পুত্র যোনা-
৩৩ থন, হরারীয় শম্ম, অরারীয় সাররের পুত্র অহী-
৩৪ য়াম, মাখাতীয়ের পৌত্র অহস্‌বয়ের পুত্র
ইলীফেলট, গীলোনীয় অহীথোফলের পুত্র
৩৫ ইলীয়াম, কর্ম্মিলীয় হিষ্রয়, অর্ব্বীয় পারয়,
৩৬ সোবানিবাসী নাথনের পুত্র যিগাল, গাদীয়
৩৭ বানী, অম্মোনীয় সেলক, সরুয়ার পুত্র যোয়া-
৩৮ বের অস্ত্রবাহক বেরোতীয় নহরয়, যিত্রীয় ঈরা,
৩৯ যিত্রীয় গারেব, হিত্তীয় ঊরিয় ; সর্ব্বশুদ্ধ সাঁই-
ত্রিশ জন।

দায়ূদের প্রজাগণনা ও তাহার ফল।

২৪ আর ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ
পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইল, তিনি তাহাদের
বিরুদ্ধে দায়ূদকে উত্তেজিত করিলেন, কহিলেন,

Digitized by Google

২ যাও, ইস্রায়েল ও যিহূদাকে গণনা কর। তখন
রাজা আপন সঙ্গী সৈন্যদলের সেনাপতি যো-
য়াবকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি দান অবধি বের-
শেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে
পর্য্যটন করিয়া লোকদিগকে গণনা করাও, আমি
৩ প্রজাগণের সংখ্যা জানিব। যোয়াব রাজাকে
কহিলেন, এখন যত লোক আছে, আপনকার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার শত গুণ বৃদ্ধি করুন, এবং
আমার প্রভু মহারাজ তাহা স্বচক্ষে দেখুন; কিন্তু
এই কর্ম্মে আমার প্রভু মহারাজের প্রীতি কেন
৪ হইল? তথাপি যোয়াবের উপরে ও সেনা-
পতিদের উপরে রাজার কথাই প্রবল হইল।
পরে যোয়াব ও সেনাপতিগণ ইস্রায়েল লোক-
দিগকে গণনা করিবার জন্য রাজার সম্মুখ হইতে
৫ গমন করিলেন। তাঁহারা যর্দ্দন পার হইয়া
অরোয়েরে, গাদদেশস্থ উপত্যকার মধ্যস্থিত নগ-
রের দক্ষিণে এবং যাসেরে শিবির স্থাপন করি-
৬ লেন। পরে তাঁহারা গিলিয়দে ও তহতীম-হদ্‌শি
দেশে আসিলেন; তাহার পর দান-যানে গিয়া
৭ ঘুরিয়া সীদোনে উপস্থিত হইলেন। পরে সোর-
দুর্গে এবং হিব্বীয়দের ও কনানীয়দের সমস্ত নগরে
গমন করিলেন, আর শেষে যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলে
৮ বেরশেবাতে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকারে
সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিবার পর তাঁহারা নয় মাস
বিংশতি দিনের শেষে যিরূশালেমে প্রত্যাগমন
৯ করিলেন। পরে যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা
রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলে খড়্গধারী আট
লক্ষ বলবান্ লোক ছিল; আর যিহূদার পাঁচ
লক্ষ লোক ছিল।
১০ দায়ূদ লোকদিগকে গণনা করাইলে পর তাঁহার
হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। দায়ূদ সদা-
প্রভুকে কহিলেন, এই কার্য্য করিয়া আমি মহা-
পাপ করিয়াছি; এখন, হে সদাপ্রভো, বিনয়
করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা
১১ আমি বড়ই অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছি। পরে
যখন দায়ূদ প্রত্যূষে উঠিলেন, তখন দায়ূদের
দর্শক গাদ ভাববাদীর নিকটে সদাপ্রভুর এই
১২ বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি গিয়া দায়ূদকে বল,
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার সম্মুখে
তিন [দণ্ড] রাখি, তাহার মধ্যে তুমি একটা
মনোনীত কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি
১৩ করিব। তাহাতে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, আপনকার দেশে
সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? না
আপনকার বিপক্ষগণ যাবৎ আপনকার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ তাড়া করে, তাবৎ আপনি তিন মাস
পর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিবেন?
না তিন দিবস পর্য্যন্ত আপনকার দেশে মহা-
মারী হইবে? যিনি আমাকে পাঠাইলেন,
তাঁহাকে কি উত্তর দিব, তাহা এখন বিবেচনা
১৪ করিয়া দেখুন। তাহাতে দায়ূদ গাদকে কহি-
লেন, আমি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম; আই-
সুন, আমরা সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কেননা তাঁহার
করুণা প্রচুর; কিন্তু আমি মনুষ্যের হস্তে পড়িতে
১৫ চাহি না। পরে প্রাতঃকাল অবধি নিরূপিত সময়
পর্য্যন্ত সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী
পাঠাইলেন; তাহাতে দান অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত
লোকদের মধ্যে সত্তর সহস্র লোক মরিল।
১৬ পরে যখন দূত যিরূশালেম বিনষ্ট করিতে
তৎপ্রতি হস্ত বিস্তার করিলেন, তখন সদাপ্রভু
সেই বিপদের জন্য অনুতাপ করিয়া সেই লোক-
বিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন
তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর। তখন সদাপ্রভুর দূত
যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দন স্থানের নিকটে
১৭ ছিলেন। পরে দায়ূদ সেই লোকহন্তা দূতকে
দেখিয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন, দেখ, আমিই পাপ
করিয়াছি, আমিই অপরাধী হইয়াছি, কিন্তু এই
মেষগণ কি করিল? বিনয় করি, আমারই বিরুদ্ধে
ও আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর।
১৮ সেই দিন গাদ দায়ূদের কাছে আসিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আপনি উঠিয়া গিয়া যিবূষীয়
অরৌণার শস্যমর্দ্দন স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১৯ এক যজ্ঞবেদি স্থাপন করুন। অতএব দায়ূদ সদা-
প্রভুর আজ্ঞামতে গাদের বাক্যানুসারে উঠিয়া
২০ গেলেন। তখন অরৌণা দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার
অভিমুখে আগমনকারী রাজাকে ও তাঁহার দাস-
গণকে দেখিতে পাইল; তাহাতে অরৌণা বাহিরে
আসিয়া রাজার সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হইয়া
২১ প্রণিপাত করিল। আর অরৌণা কহিল, আমার
প্রভু মহারাজ আপন দাসের নিকটে কি জন্য
আসিয়াছেন? দায়ূদ কহিলেন, লোকদের মধ্যে
মহামারী যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্য সদাপ্রভুর
উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিব বলিয়া
আমি তোমার কাছে এই শস্যমর্দ্দন স্থান ক্রয়
২২ করিতে আসিয়াছি। তখন অরৌণা দায়ূদকে
কহিল, আমার প্রভু মহারাজের দৃষ্টিতে যাহা
ভাল বোধ হয়, তাহাই লইয়া উৎসর্গ করুন;
দেখুন, হোমবলির নিমিত্তে এই বৃষগুলি এবং
কাষ্ঠের নিমিত্তে এই মর্দ্দনযন্ত্র ও বৃষদের সজ্জা
২৩ আছে; হে রাজন্, অরৌণা রাজাকে এই সমস্ত
দিতেছে। অরৌণা রাজাকে আরও কহিল,
আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনাকে গ্রাহ্য করুন।
২৪ কিন্তু রাজা অরৌণাকে কহিলেন, তাহা নয়, আমি
অবশ্য মূল্য দিয়া তোমার কাছে এই সমস্ত ক্রয়
করিব; আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিনামূল্যে হোমবলি উৎসর্গ করিব না। পরে

Digitized by Google

দায়ূদ পঞ্চাশ শেকল রৌপ্যে সেই শস্যমর্দ্দন
২৫ স্থান ও বৃষগুলি ক্রয় করিয়া লইলেন। আর
দায়ূদ সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞ-
বেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক
বলি উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে দেশের জন্য
সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলে তিনি প্রসন্ন
হইলেন, এবং ইস্রায়েল হইতে মহামারী নিবৃত্ত
হইল।

রাজাবলির প্রথম খণ্ড।

দায়ূদের বার্দ্ধক্য। শলোমনের রাজ্যাভিষেক।

১ পরে দায়ূদ রাজা বৃদ্ধ ও পরিণতবয়স্ক
হইলে লোকেরা তাঁহার গাত্রে অনেক বস্ত্র
২ দিলেও তাহা উষ্ণ হইত না। এই জন্য তাঁহার
দাসগণ তাঁহাকে কহিল, আমাদের প্রভু মহা-
রাজের নিমিত্ত একটী যুবতী কুমারীর অন্বেষণ
করা যাউক; সে মহারাজের সম্মুখে থাকিয়া
মহারাজের শুশ্রূষা করিবে, এবং আমাদের প্রভু
মহারাজের গাত্র যেন উষ্ণ হয়, তজ্জন্য আপন-
৩ কার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিবে। পরে লোকেরা
ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে সুন্দরী যুবতীর অন্বেষণ
করিল, ও শূনেমীয়া অবীশগকে পাইয়া রাজার
৪ নিকটে আনিল। সেই যুবতী অতি সুন্দরী ছিল,
আর সে রাজার শুশ্রূষা ও তাঁহার পরিচর্য্যা
করিত, কিন্তু রাজা তাহার পরিচয় লইলেন না।
৫ সেই সময়ে হগীতের গর্ভজাত আদোনিয়,
আমিই রাজা হইব, বলিয়া অভিমান করিতে
লাগিল, এবং আপনার নিমিত্তে রথ, অশ্বারূঢ় ও
আপনার অগ্রে অগ্রে দৌড়িবার জন্য পঞ্চাশ জন
৬ লোক রাখিল। আর তাহার পিতা কদাচ
তাহাকে এ কথা বলিয়া অসন্তুষ্ট করেন নাই
যে, তুমি কেন এমন করিয়াছ? সেও পরম সুন্দর
৭ পুরুষ ছিল। সে অবশালোমের অনুজ। আর
সে সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ও অবিয়াথর যাজকের
সহিত পরামর্শ করিল; তাহাতে তাঁহারা আদো-
নিয়ের অনুগামী হইয়া তাহার সাহায্য করি-
৮ লেন। কিন্তু সাদোক যাজক, যিহোয়াদার পুত্র
বনায়, নাথন ভাববাদী, শিমিয়ি, রেয়ি ও
দায়ূদের বীরগণ আদোনিয়ের অনুগামী হন
৯ নাই। পরে আদোনিয় ঐন-রোগেলের পার্শ্বস্থ
সোহেলৎ প্রস্তরের নিকটে মেষ, বৃষ ও পুষ্ট পুষ্ট
গোবৎস বলিদান করিল, এবং আপনার ভ্রাতৃগণ
সমস্ত রাজপুত্রকে ও রাজার দাস যিহূদার সমস্ত
১০ লোককে নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু নাথন ভাব-
বাদীকে, বনায়কে, বীরগণকে ও আপন ভ্রাতা
শলোমনকে নিমন্ত্রণ করিল না।
১১ তখন নাথন শলোমনের মাতা বৎশেবাকে
কহিলেন, আমাদের প্রভু দায়ূদ রাজার অজ্ঞাত-
সারে হগীতের পুত্র আদোনিয় রাজত্ব করিতেছে,
১২ ইহা কি তুমি শুন নাই? আইস, বিনয় করি,
আমি এক্ষণে তোমাকে পরামর্শ দিই; যেন তুমি
আপন প্রাণ ও আপন পুত্র শলোমনের প্রাণ
১৩ বাঁচাইতে পার। চল, দায়ূদ রাজার নিকটে
যাইয়া তাঁহাকে বল, হে আমার প্রভো মহারাজ,
আপনি কি শপথপূর্ব্বক আপন দাসীকে বলেন
নাই, আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন রাজত্ব
করিবে, এবং সেই আমার সিংহাসনে বসিবে?
১৪ তবে আদোনিয় রাজত্ব করে কেন? আর দেখ,
সেই স্থানে রাজার কাছে তোমার কথা শেষ
না হইতে হইতে আমিও তোমার পশ্চাৎ আসিয়া
তোমার কথার পোষকতা করিব।
১৫ পরে বৎশেবা অন্তরাগারে রাজার নিকটে
গেলেন; তৎকালে রাজা অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন,
এবং শূনেমীয়া অবীশগ রাজার পরিচর্য্যা
১৬ করিতেছিল। তখন বৎশেবা মস্তক নমন করিয়া
রাজার কাছে প্রণিপাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞা-
১৭ সিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি? তাহাতে তিনি
কহিলেন, হে আমার প্রভো, আপনি আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে শপথ করিয়া আপন
দাসীকে বলিয়াছিলেন, 'আমার পরে তোমার
পুত্র শলোমন রাজত্ব করিবে ও আমার সিংহা-
১৮ সনে সেই বসিবে'। কিন্তু এখন, দেখুন, আদো-
নিয় রাজত্ব করিতেছে, আর হে আমার প্রভো
১৯ মহারাজ, আপনি তাহা জানেন না। সে বিস্তর
বৃষ, পুষ্ট গোবৎস ও মেষ বলিদান করিয়া সমস্ত
রাজপুত্রকে, অবিয়াথর যাজককে ও যোয়াব
সেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু আপনকার
২০ দাস শলোমনকে নিমন্ত্রণ করে নাই। হে আমার
প্রভো মহারাজ, সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টি আপন-
কারই উপরে আছে, আপনকার পরে আমার

Digitized by Google

প্রভু মহারাজের সিংহাসনে কে বসিবে, তাহা
২১ আপনি লোকদিগকে জ্ঞাত করুন, নতুবা আমার
প্রভু মহারাজ পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত
হইলে আমি ও আমার পুত্র শলোমন দোষী
গণিত হইব।
২২ রাজার সহিত তাঁহার এইরূপ কথোপকথন
হইতেছে, ইতিমধ্যে দেখ, নাথন ভাববাদী আসি-
২৩ লেন। তখন কেহ রাজাকে কহিল, দেখুন, নাথন
ভাববাদী। পরে নাথন রাজার সম্মুখে আসিয়া
ভূমিতে উবুড় হইয়া রাজার সম্মুখে প্রণিপাত
২৪ করিলেন। পরে নাথন কহিলেন, হে আমার
প্রভো মহারাজ, আপনি কি এমন কথা বলিয়া-
ছেন, আমার পরে আদোনিয় রাজত্ব করিবে, ও
২৫ আমার সিংহাসনে সেই বসিবে? সে ত অদ্যই
যাইয়া বিস্তর বৃষ, পুষ্ট গোবৎস ও মেষ বলিদান
করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে, সেনাপতিগণকে ও
অবিয়াথর যাজককে নিমন্ত্রণ করিয়াছে; আর
দেখুন, তাহারা তাহার সাক্ষাতে ভোজন পান
করিতেছে, ও বলিতেছে, রাজা আদোনিয় চির-
২৬ জীবী হউন। কিন্তু আপনকার দাস যে আমি,
আমাকে ও সাদোক যাজককে এবং যিহোয়াদার
পুত্র বনায়কে ও আপনকার দাস শলোমনকে সে
২৭ নিমন্ত্রণ করে নাই। এ কর্ম্ম কি আমার প্রভু
মহারাজের আদেশে হইয়াছে? তবে আমার
প্রভু মহারাজের পরে কে আপনকার সিংহাসনে
বসিবে, তাহা আপনকার দাসদিগকে কি জ্ঞাত
করেন নাই?
২৮ তখন দায়ূদ রাজা উত্তর করিলেন, বৎশেবাকে
আমার নিকটে ডাকিয়া আন। তিনি রাজার
নিকটে আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।
২৯ রাজা শপথ করিয়া কহিলেন, যিনি সর্ব্বসঙ্কট
হইতে আমার প্রাণ মুক্ত করিয়াছেন, সেই জীবৎ
৩০ সদাপ্রভুর দিব্য, আমার পরে তোমার পুত্র
শলোমন রাজত্ব করিবে, এবং সেই আমার পদে
আমার সিংহাসনে বসিবে, তোমার নিকটে
আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম লইয়া
এই যে শপথ করিয়াছি, অদ্যই তদনুরূপ কর্ম্ম
৩১ করিব। তখন বৎশেবা মস্তক নমনপূর্ব্বক ভূমিতে
মুখ দিয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিয়া কহি-
লেন, আমার প্রভু দায়ূদ রাজা নিত্যজীবী হউন।
৩২ পরে দায়ূদ রাজা কহিলেন, সাদোক যাজককে,
নাথন ভাববাদীকে ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে
আমার কাছে ডাকিয়া আন। তাঁহারা রাজার
৩৩ সম্মুখে আসিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা আপন প্রভুর দাসগণকে সঙ্গে লইয়া
আমার পুত্র শলোমনকে আমার নিজের অশ্বতরে
৩৪ আরোহণ করাইয়া গীহোনে নামিয়া যাও। সেই
স্থানে সাদোক যাজক ও নাথন ভাববাদী তাহাকে
ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করুন, এবং
তোমরা সকলে তূরী বাজাইয়া বল, রাজা শলো-
৩৫ মন চিরজীবী হউন; পরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
উঠিয়া আইস; সে আসিয়া আমার সিংহাসনে
বসিবে, সে আমার পদে রাজা হইবে; আমি
ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে তাহাকে নায়ক
৩৬ করিয়া নিযুক্ত করিলাম। তাহাতে যিহোয়াদার
পুত্র বনায় রাজাকে উত্তর করিলেন, কহিলেন,
আমেন, আমার প্রভু মহারাজের ঈশ্বর সদা-
৩৭ প্রভুও ইহাই বলুন। সদাপ্রভু যেমন আমার
প্রভু মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াছেন, তেমনি
শলোমনের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, এবং আমার প্রভু
দায়ূদ রাজার সিংহাসন হইতে তাঁহার সিংহাসন
বড় করুন।
৩৮ তখন সাদোক যাজক, নাথন ভাববাদী,
যিহোয়াদার পুত্র বনায়, এবং করেথীয় ও পলে-
থীয়গণ যাইয়া দায়ূদ রাজার অশ্বতরে শলো-
মনকে আরোহণ করাইয়া গীহোনে লইয়া গেলেন।
৩৯ পরে সাদোক যাজক [পবিত্র] তাম্বুর মধ্য হইতে
তৈলের শৃঙ্গটী লইয়া শলোমনকে অভিষেক
করিলেন; আর তূরী বাজাইলে সমস্ত লোক
৪০ কহিল, রাজা শলোমন চিরজীবী হউন। আর
সমস্ত লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া
আসিল, এবং জনসমূহ এমন বংশীবাদ্য ও
মহাহর্ষনাদ করিল যে, তাহার শব্দে পৃথিবী
বিদীর্ণ হইল।
৪১ তখন আদোনিয় ও তাহার সঙ্গী নিমন্ত্রিত
লোকেরা ভোজন সাঙ্গ করিবামাত্র সেই ধ্বনি
শুনিল। আর যোয়াব তূরীধ্বনি শুনিয়া কহি-
৪২ লেন, নগরে এত কলরব কেন হইতেছে? তিনি
এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দেখ, অবি-
য়াথর যাজকের পুত্র যোনাথন উপস্থিত হইল।
আদোনিয় কহিল, আইস, তুমি ভদ্র লোক,
৪৩ সুসমাচার আনিতেছ। তখন যোনাথন উত্তর
করিয়া আদোনিয়কে কহিল, সত্যই আমাদের
প্রভু দায়ূদ রাজা শলোমনকে রাজপদে নিযুক্ত
৪৪ করিয়াছেন; রাজা সাদোক যাজককে, নাথন
ভাববাদীকে ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে এবং
করেথীয় ও পলেথীয়দিগকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ
করিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে রাজার অশ্বতরে
৪৫ আরোহণ করাইলেন; আর সাদোক যাজক
ও নাথন ভাববাদী তাঁহাকে গীহোনে রাজ-
পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; এবং তাঁহারা তথা
হইতে এমন আনন্দ করিতে করিতে আসিয়াছেন
যে, নগর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে; তোমরা
৪৬ যে ধ্বনি শুনিলে, এ সেই ধ্বনি। আর শলোমন
৪৭ রাজ-সিংহাসনেও বসিয়াছেন। অধিকন্তু রাজার
দাসগণ আসিয়া আমাদের প্রভু দায়ূদ রাজাকে

Digitized by Google

এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে, আপনকার
ঈশ্বর শলোমনের নাম আপনকার নাম হইতেও
শ্রেষ্ঠ করুন, ও তাঁহার সিংহাসন আপনকার
সিংহাসন হইতেও মহৎ করুন; তখন রাজা
৪৮ শয্যার উপরে প্রণিপাত করিলেন। আরও রাজা
এই কথা কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু
ধন্য, তিনি অদ্য আমার সিংহাসনে বসিবার
জন্য এক ব্যক্তিকে দিলেন, এবং আমার নেত্র-
৪৯ যুগল তাহা দেখিল। তাহাতে আদোনিয়ের
সঙ্গী নিমন্ত্রিতেরা সকলে ত্রাসযুক্ত হইয়া প্রত্যেক
জন উঠিয়া আপন আপন পথে চলিয়া গেল।
৫০ আর আদোনিয় শলোমন হইতে ভীত হইল,
এবং উঠিয়া গিয়া যজ্ঞবেদির চূড়া অবলম্বন
৫১ করিল। পরে শলোমনের নিকটে কেহ এই
কথা কহিল, দেখুন, আদোনিয় শলোমন রাজা
হইতে ভীত হইয়াছে, কেননা দেখুন, সে যজ্ঞ-
বেদির চূড়া অবলম্বন করিয়াছে, বলিতেছে,
শলোমন রাজা আপনার দাসকে খড়্গ দ্বারা বধ
করিবেন না, আমার নিকটে অদ্য এই দিব্য করুন।
৫২ তাহাতে শলোমন কহিলেন, যদি সে আপনাকে
ভদ্র লোক দেখায়, তবে তাহার এক কেশও ভূমিতে
পতিত হইবে না; কিন্তু যদি তাহার মধ্যে দুষ্টতা
৫৩ পাওয়া যায়, তবে সে মারা পড়িবে। পরে
শলোমন রাজা লোক প্রেরণ করিলে তাহারা
তাহাকে বেদি হইতে নামাইয়া আনিল; তাহাতে
সে আসিয়া শলোমন রাজার কাছে প্রণিপাত
করিল, এবং শলোমন তাহাকে কহিলেন, তোমার
ঘরে যাও।

দায়ূদের মৃত্যু।

২ পরে দায়ূদের মৃত্যুকাল সন্নিকট হইলে
তিনি আপন পুত্র শলোমনকে আদেশ
২ দিয়া কহিলেন, সমস্ত মর্ত্ত্যলোকের যে পথ,
আমি সেই পথে গমন করিতেছি; তুমি সাহস
৩ কর ও পুরুষত্ব প্রকাশ কর। আর আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করতঃ তাঁহার পথে চল,
মোশির ব্যবস্থায় লিখিত তাঁহার বিধি, আজ্ঞা,
শাসন ও সাক্ষ্য সকল পালন কর; তাহাতে
যে কোন কার্য্য করিবে ও যে কোন স্থানে
যাইবে, তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতে পারিবে,
৪ এবং সদাপ্রভু আমার উদ্দেশে অঙ্গীকৃত আপ-
নার এই বাক্য সফল করিবেন, যথা, তোমার
সন্তানেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের
সহিত আমার সম্মুখে সত্য আচরণ করিতে
আপনাদের পথে সাবধানে চলে, তবে—তিনি
কহেন,—ইস্রায়েলের সিংহাসনে তোমার সম্বন্ধীয়
লোকের অভাব হইবে না।
৫ আর সরূয়ার পুত্র যোয়াব আমার প্রতি
যাহা করিয়াছে, ফলতঃ ইস্রায়েলের দুই সেনা-
পতির প্রতি, নেরের পুত্র অব্‌নেরের ও যেথরের
পুত্র অমাসার প্রতি যাহা করিয়াছে, তাহাও তুমি
জ্ঞাত আছ; সে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া
যুদ্ধসময়ের ন্যায় সন্ধিসময়ে রক্তপাত করিয়াছে,
এবং যুদ্ধরক্ত তাহার কটিদেশস্থ পটুকাতে ও
৬ পাদস্থিত পাদুকাতে লাগিয়াছে। অতএব তুমি
বুদ্ধিসহকারে তাহার প্রতি ব্যবহার করিবে;
তাহাকে পক্ক কেশে শান্তিতে পাতালে নামিতে
৭ দিও না। কিন্তু গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র-
গণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও, এবং তোমার
মেজে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে তাহাদিগকে স্থান
দিও; কেননা তোমার ভ্রাতা অবশালোমের ভয়ে
আমার পলায়ন কালে তাহারা তদ্রূপে আমার
৮ কাছে আসিয়াছিল। আর দেখ, তোমার কাছে
বিন্যামীনীয় গেরার পুত্র বহুরীমনিবাসী শিমিয়ি
আছে; আমার মহনয়িমে যাইবার দিন সেই
ব্যক্তি আমাকে নিদারুণ শাপ দিয়াছিল;
কিন্তু সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যর্দ্দনে
আসিয়াছিল, আর আমি সদাপ্রভুর নামে দিব্য
করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমি তোমাকে
৯ খড়্গ দ্বারা বধ করিব না। কিন্তু তুমি এখন তাহাকে
নিরপরাধ জ্ঞান করিবে না; তুমি বুদ্ধিমান,
অতএব তাহার প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা
বুঝিবে: তাহাকে পক্ক কেশে রক্তের সহিত
পাতালে নামাইবে।
১০ পরে দায়ূদ আপন পিতৃলোকদের সহিত
নিদ্রাগত হইয়া দায়ূদ-নগরে কবর প্রাপ্ত হইলেন।
১১ দায়ূদ ইস্রায়েলের উপরে চল্লিশ বৎসর রাজত্ব
করিয়াছিলেন; তিনি হিব্রোণে সাত বৎসর ও
যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া-
১২ ছিলেন। পরে শলোমন আপন পিতা দায়ূদের
সিংহাসনে বসিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য অতি-
শয় দৃঢ় হইল।

শলোমনের রাজত্ব দৃঢ়ীকরণ।

১৩ পরে হগীতের পুত্র আদোনিয় শলোমনের
মাতা বৎশেবার নিকটে গেল। তিনি জিজ্ঞা-
সিলেন, তুমি কুশলে আসিয়াছ ত? সে উত্তর
১৪ করিল, কুশলে। সে আরও কহিল, আপনকার
১৫ কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বৎশেবা
কহিলেন, বল। সে কহিল, আপনি জানেন,
রাজ্য আমারই ছিল, এবং আমি রাজা হইব
বলিয়া সমস্ত ইস্রায়েল আমার প্রতি উন্মুখ
হইয়াছিল; কিন্তু রাজত্ব ফিরিয়া গেল, আমার
ভ্রাতার হইল; কেননা তাহা সদাপ্রভু হইতে
১৬ হইল। অতএব এখন আমি আপনকার কাছে
একটী বিষয় যাচ্ঞা করি, আপনি আমাকে প্রত্যা-

Digitized by Google

১৭ খ্যান করিবেন না। তিনি কহিলেন, বল। তখন
আদোনিয় কহিল, অনুগ্রহ করিয়া শলোমন
রাজাকে বলুন—তিনি ত আপনাকে প্রত্যাখ্যান
করিবেন না,—তিনি যেন আমারি সহিত শূনে-
১৮ মীয়া অবীশগের বিবাহ দেন। তাহাতে বৎ-
শেবা কহিলেন, ভাল, আমি তোমার নিমিত্তে
১৯ রাজাকে বলিব। পরে বৎশেবা আদোনিয়ের
জন্য বলিতে শলোমন রাজার নিকটে গেলেন;
তাহাতে রাজা তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ উঠিয়া
তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিলেন। পরে তিনি
আপন সিংহাসনে বসিলেন, এবং রাজমাতার
কারণ আসন স্থাপন করাইলে তিনিও তাঁহার
২০ দক্ষিণ দিকে বসিলেন। আর তিনি কহিলেন,
আমি তোমার কাছে একটী ক্ষুদ্র বিষয় যাচ্ঞা
করি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। রাজা
কহিলেন, মাতঃ, যাচ্ঞা কর, আমি তোমাকে
২১ প্রত্যাখ্যান করিব না। তখন তিনি কহিলেন,
তোমার ভ্রাতা আদোনিয়ের সহিত শূনেমীয়া
২২ অবীশগের বিবাহ দিতে হইবে। তাহাতে শলো-
মন রাজা উত্তর করিয়া মাতাকে কহিলেন, তুমি
আদোনিয়ের নিমিত্তে শূনেমীয়া অবীশগকে
কেন যাচ্ঞা কর? তাহার নিমিত্তে রাজ্যও যাচ্ঞা
কর, কেননা সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তাহার
ও অবিয়াথর যাজকের ও সরুয়ার পুত্র যোয়াবের
২৩ নিমিত্তে [রাজ্য] যাচ্ঞা কর। পরে শলোমন
রাজা সদাপ্রভুর নাম লইয়া দিব্য করিয়া কহি-
লেন, আদোনিয় যদি নিজ প্রাণের বিরুদ্ধে এই
কথা বলিয়া না থাকে, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক
২৪ ও ততোধিক দণ্ড দিউন। আর এখন যিনি আপন
প্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে সুস্থির করিয়া আমার
পিতা দায়ূদের সিংহাসনে আমাকে বসাইয়া-
ছেন ও আমার কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই
জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, অদ্যই আদোনিয়ের
২৫ প্রাণদণ্ড হইবে। তখন শলোমন রাজা যিহোয়া-
দার পুত্র বনায়কে প্রেরণ করিলে তিনি তাহাকে
আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন।

২৬ পরে রাজা অবিয়াথর যাজককে কহিলেন, তুমি
অনাথোতে আপন ক্ষেত্রে যাও, কেননা তুমিও
মৃত্যুর পাত্র; তথাপি আমি অদ্য তোমার
প্রাণদণ্ড করিব না, কারণ তুমি আমার পিতা
দায়ূদের সম্মুখে প্রভু সদাপ্রভুর সিন্দুক বহন
করিয়াছিলে, এবং আমার পিতার সমস্ত দুঃখ-
২৭ ভোগে দুঃখভোগ করিয়াছিলে। অতএব শলোমন
অবিয়াথর যাজককে সদাপ্রভুর যাজকত্ব হইতে
দূর করিয়া দিলেন; ইহাতে সদাপ্রভুর বাক্য,—
শীলোতে এলির কুলের বিপক্ষে তিনি যাহা
বলিয়াছিলেন, তাহা—সিদ্ধ হইল।

২৮ পরে সেই ঘটনার বার্ত্তা যোয়াবের কাছে
উপস্থিত হইল। যোয়াব যদ্যপি অবশালোমের
অনুবর্ত্তী হন নাই, তথাপি আদোনিয়ের অনুবর্ত্তী
হইয়াছিলেন; তখন যোয়াব সদাপ্রভুর তাম্বুতে
পলায়ন করিয়া যজ্ঞবেদির চূড়া অবলম্বন করি-
২৯ লেন। পরে শলোমন রাজার কাছে এই সংবাদ
আসিল যে, যোয়াব সদাপ্রভুর তাম্বুতে পলায়ন
করিয়াছেন, আর দেখ, তিনি বেদির পার্শ্বে
আছেন; তাহাতে তিনি যিহোয়াদার পুত্র
বনায়কে প্রেরণ করিলেন, কহিলেন, যাও,
৩০ তাহাকে আক্রমণ কর। তাহাতে বনায় সদা-
প্রভুর তাম্বুতে গমন করিয়া তাহাকে কহিলেন,
রাজা বলিয়াছেন, তুমি বাহিরে আইস। তিনি
কহিলেন, তাহা হইবে না, আমি এই স্থানে
মরিব। তখন বনায় রাজাকে উত্তর জানাইয়া
কহিলেন, যোয়াব অমুক কথা বলিয়াছেন, এবং
৩১ আমাকে অমুক উত্তর দিয়াছেন। তখন রাজা
কহিলেন, সে যাহা বলিয়াছে, সেই মত কর,
তাহাকে আক্রমণ কর, পরে তাহার কবর দেও;
তাহা হইলে, যোয়াব নিরপরাধের যে রক্তপাত
করিয়াছে, তজ্জনিত অপরাধ তুমি আমা হইতে
৩২ ও আমার পিতৃকুল হইতে দূর করিবে। আর
সদাপ্রভু তাহার রক্তপাতের অপরাধ তাহারই
মস্তকে বর্ত্তাইবেন; কেননা সে আমার পিতা
দায়ূদের অজ্ঞাতসারে আপনা হইতে ধার্ম্মিক ও
সৎ দুই ব্যক্তিকে, ইস্রায়েলের সেনাপতি নেরের
পুত্র অব্নেরকে, ও যিহূদার সেনাপতি যেথরের
পুত্র অমাসাকে আক্রমণ করিয়া খড়্গ দ্বারা বধ
৩৩ করিয়াছিল। তাহাদের রক্তপাতের অপরাধ
যোয়াবের মস্তকে ও যুগে যুগে তাহার বংশের
মস্তকে বর্ত্তিবে, কিন্তু সদাপ্রভু হইতে দায়ূ-
দের, তাঁহার বংশের, তাঁহার কুলের ও তাঁহার
সিংহাসনের প্রতি যুগে যুগে শান্তি বর্ত্তিবে।
৩৪ তখন যিহোয়াদার পুত্র বনায় উঠিয়া গিয়া
তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন, পরে
প্রান্তরে তাঁহার বাটীতে তাঁহার কবর দেওয়া
হইল।

৩৫ পরে রাজা তাঁহার পদে যিহোয়াদার পুত্র
বনায়কে সেনাপতি করিলেন, এবং অবিয়াথরের
৩৬ পদ। রাজা সাদোক যাজককে দিলেন। আর
রাজা লোক পাঠাইয়া শিমিয়িকে ডাকাইয়া
কহিলেন, তুমি যিরূশালেমে আপনার জন্য এক
গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানে বাস কর, এখান
হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন স্থানে যাইও
৩৭ না। তুমি যে দিন বাহির হইয়া কিদ্রোণ
স্রোতঃপার হইবে, সেই দিন অবশ্য হত হইবে;
ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। তোমার রক্তপাতের
৩৮ অপরাধ তোমারই মস্তকে বর্ত্তিবে। তাহাতে
শিমিয়ি রাজাকে কহিল, এ কথা ভাল; আমার

Digitized by Google

প্রভু মহারাজ যেমন কহিলেন, আপনকার এই
দাস তদনুসারেই করিবে। পরে শিমিয়ি অনেক
৩৯ দিন পর্য্যন্ত যিরূশালেমে বাস করিল। কিন্তু
তিন বৎসর পরে শিমিয়ির দুই দাস পলায়ন
করিয়া মাখার পুত্র আখীশ নামে গাতীয় রাজার
নিকটে গেল। তাহাতে কেহ শিমিয়িকে বলিল,
৪০ দেখ, তোমার দাসেরা গাতে আছে। তখন
শিমিয়ি উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া আপন দাসদের
অন্বেষণে গাতে আখীশের নিকটে গেল, গিয়া
শিমিয়ি গাৎ হইতে আপন দাসদিগকে আনিল।
৪১ পরে শলোমনকে কেহ কহিল, শিমিয়ি যিরূ-
শালেম হইতে গাতে গিয়াছিল, এখন ফিরিয়া
৪২ আসিয়াছে। রাজা লোক প্রেরণ করিয়া শিমি-
য়িকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি সদাপ্রভুর
নামে তোমাকে শপথ করাইয়া তোমার বিপক্ষে
কি এই সাক্ষ্য দিই নাই যে, নিশ্চয় জ্ঞাত হও,
তুমি যে দিন বাহিরে যাইবে, স্থানান্তরে ভ্রমণ
করিবে, সেই দিন অবশ্য হত হইবে? আর
তুমি বলিয়াছিলে, আমি যে কথা শুনিলাম, সে
৪৩ ভাল কথা। তবে তুমি সদাপ্রভুর দিব্য ও
তোমাকে দত্ত আমার আজ্ঞা কেন পালন কর
৪৪ নাই? রাজা শিমিয়িকে আরও কহিলেন,
আমার পিতা দায়ূদের প্রতি তোমার কৃত যে
সমস্ত দুষ্টতার বিষয়ে তোমার মন সাক্ষ্য দেয়,
তাহা তুমি জ্ঞান; এখন সদাপ্রভু তোমার দুষ্ট-
৪৫ তার ফল তোমার মস্তকে বর্ত্তাইবেন। কিন্তু
শলোমন রাজা আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবে, ও
সদাপ্রভুর সম্মুখে দায়ূদের সিংহাসন যুগে যুগে
৪৬ স্থির থাকিবে। পরে রাজা যিহোয়াদার পুত্র
বনায়কে আজ্ঞা করিলে তিনি যাইয়া তাহাকে
আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন। এইরূপে শলো-
মনের হস্তে রাজ্য সুস্থির হইল।

শলোমনের বিবাহ ও প্রার্থনা।

৩ পরে শলোমন মিসর-রাজ ফরৌণের
সহিত কুটুম্বতা করিলেন, ফরৌণের কন্যাকে
বিবাহ করিলেন, এবং যে পর্য্যন্ত আপন গৃহ,
সদাপ্রভুর গৃহ ও যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচী-
রের নির্ম্মাণ সমাপ্ত না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত
তাঁহাকে দায়ূদ-নগরে আনিয়া রাখিলেন।
২ আর তৎকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর নামের
উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই, এই জন্য লোকেরা
৩ নানা উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত। শলোমন
আপন পিতা দায়ূদের বিধি অনুসারে চলিয়া সদা-
প্রভুকে প্রেম করিতেন বটে, তথাপি উচ্চস্থলীতে
বলিদান করিতেন, ও ধূপ জ্বালাইতেন।
৪ একদা রাজা বলিদান করণার্থে গিবিয়োনে
গেলেন; কেননা সেই স্থান প্রধান উচ্চস্থলী
ছিল; শলোমন তথাকার যজ্ঞবেদিতে এক
৫ সহস্র হোমবলি দান করিলেন। গিবিয়োনে
সদাপ্রভু রাত্রিকালীন স্বপ্নযোগে শলোমনকে
দর্শন দিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, আমার দাতব্য
৬ বর যাচ্ঞা কর। তখন শলোমন কহিলেন,
তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদ সত্যে,
ধার্ম্মিকতায় ও তোমার উদ্দেশে হৃদয়ের সারল্যে
তোমার সাক্ষাতে যেমন চলিতেন, তুমি তাঁহার
প্রতি তদনুরূপ মহাদয়া প্রকাশ করিয়াছ,
আর তাঁহার প্রতি এই মহাদয়া করিয়াছ যে,
অদ্যকার ন্যায় তাঁহার সিংহাসনে বসিবার জন্য
৭ এক পুত্র তাঁহাকে দিয়াছ। এখন, হে আমার
ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আমার পিতা দায়ূদের
পদে আপনার এই দাসকে রাজা করিলে; কিন্তু
আমি ক্ষুদ্র বালক, বাহিরে যাইতে ও ভিতরে
৮ আসিতে জানি না। পরন্তু তোমার দাস তোমার
মনোনীত প্রজাদিগের মধ্যে রহিয়াছে, তাহারা
এক মহাজাতি এবং বাহুল্য প্রযুক্ত গণনাতীত ও
৯ অসংখ্য। অতএব তোমার প্রজাদের বিচার
করিতে ও ভাল মন্দের বিশেষ জানিতে তোমার
এই দাসকে অবহিত চিত্ত প্রদান কর; কারণ
তোমার এমন বৃহৎ প্রজাবৃন্দের বিচার করা
১০ কাহার সাধ্য? তখন প্রভুর দৃষ্টিতে এই নিবেদন,
অর্থাৎ এই বিষয়ের নিমিত্তে শলোমনের যাচ্ঞা
১১ তুষ্টিকর হইল। অতএব ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন,
তুমি এই বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছ, আপনার জন্য
দীর্ঘায়ু যাচ্ঞা কর নাই, আপনার জন্য ঐশ্বর্য্য
যাচ্ঞা কর নাই, এবং আপন শত্রুগণের প্রাণ
যাচ্ঞা কর নাই; কিন্তু বিচারে অবধান করণার্থে
১২ আপনার জন্য বুদ্ধি যাচ্ঞা করিয়াছ; এই কারণ
দেখ, আমি তোমার বাক্যানুসারেই করিলাম।
দেখ, তোমাকে এমন জ্ঞানশালী চিত্ত ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি
দিলাম যে, তোমার পূর্ব্বে তোমার তুল্য কেহ হয়
নাই, এবং পরেও তোমার তুল্য কেহ উৎপন্ন
১৩ হইবে না। তদ্ভিন্ন তুমি যাহা যাচ্ঞা কর নাই,
তাহাও তোমাকে দিলাম, এমন ঐশ্বর্য্য ও গৌরব
দিলাম যে, তোমার জীবনকালে রাজবর্গের মধ্যে
১৪ কেহ তোমার তুল্য হইবে না। আর তোমার পিতা
দায়ূদ যেমন চলিত, তেমনি তুমি যদি আমার
আজ্ঞা ও বিধি পালন করিতে আমার পথে চল,
১৫ তবে আমি তোমার আয়ু দীর্ঘ করিব। পরে
শলোমন জাগরিত হইলেন, আর দেখ, উহা
স্বপ্ন। পরে তিনি যিরূশালেমে যাইয়া সদাপ্রভুর
নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোমবলি
উৎসর্গ করিলেন, ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ
করিলেন, এবং আপনার সমস্ত দাসকে এক
ভোজ দিলেন।

Digitized by Google

শলোমনের বিজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য ।

১৬ সেই সময়ে দুইটা স্ত্রীলোক—তাহারা
বেশ্যা—রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে
১৭ দাঁড়াইল । একটা স্ত্রীলোক কহিল, হে আমার
প্রভো, শুনুন । আমি ও এই স্ত্রী উভয়ে এক
ঘরে থাকি ; এবং আমি উহার কাছে ঘরে
১৮ থাকিয়া প্রসব হইলাম । আমার প্রসবের পর
তৃতীয় দিবসে এই স্ত্রীলোকটাও প্রসব হইল ;
তখন আমরা একত্র ছিলাম, ঘরে আমাদের
সঙ্গে কোন উপরি লোক ছিল না, কেবল
১৯ আমরা দুই জন ঘরে ছিলাম । আর রাত্রিতে
এই স্ত্রীলোকের ছেলেটা মরিয়া গেল, কারণ এ
২০ তাহার উপরে শয়ন করিয়াছিল । তাহাতে
এ মধ্যরাত্রে উঠিয়া, যখন আপনকার দাসী
আমি নিদ্রিতা ছিলাম, তখন আমার পার্শ্ব
হইতে আমার বালকটীকে লইয়া নিজের কোলে
শোয়াইয়া রাখিল, এবং নিজের মরা ছেলেটাকে
২১ আমার কোলে শোয়াইয়া রাখিল । প্রাতঃকালে
আমি আপনার ছেলেটীকে দুধ দিতে উঠি-
লাম, দেখ, মরা ছেলে ; কিন্তু সকালে তাহার
প্রতি সযত্নে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখ, সে আমার
২২ প্রসূত বালক নয় । অন্য স্ত্রীলোকটা কহিল, না,
জীবিত বালকটী আমার, মৃত বালকটা তোমার ।
তাহাতে প্রথম স্ত্রী কহিল, না না, মৃত বালকটা
তোমার, জীবিত বালকটী আমার । এইরূপে
তাহারা দুই জনে রাজার কাছে নিবেদন করিল ।
২৩ তখন রাজা কহিলেন, এক জন বলিতেছে, এই
জীবিত বালকটী আমার, মৃত বালকটা তোমার ;
অন্য জন বলিতেছে, না না, মৃত বালকটা তোমার,
২৪ জীবিত বালকটী আমার । পরে রাজা আজ্ঞা
করিলেন, আমার কাছে একখান খড়্গ আন ।
২৫ তাহাতে রাজার কাছে খড়্গ আনা হইল । রাজা
কহিলেন, এই জীবিত বালকটাকে দ্বিখণ্ড করিয়া
এক জনকে অর্দ্ধেক, অন্য জনকেও অর্দ্ধেক দেও ।
২৬ তখন জীবিত বালকটী যাহার সন্তান, সেই
স্ত্রীর অন্তঃকরণ স্নেহে উত্তপ্ত হওয়াতে সে রাজাকে
নিবেদন করিল, হে আমার প্রভো, বিনয় করি,
জীবিত বালক উহাকে দিউন, বালকটীকে কোন
মতে বধ করিবেন না । কিন্তু অপর জন কহিল,
সে আমারও না হউক, তোমারও না হউক, দুই
২৭ খণ্ড কর । তখন রাজা উত্তর করিয়া কহিলেন,
জীবিত বালকটী উহাকে দেও, কোন মতে বধ
২৮ করিও না ; ঐ উহার মাতা । রাজা বিচারের
এই যে নিষ্পত্তি করিলেন, তাহা শুনিয়া সমস্ত
ইস্রায়েল রাজা হইতে ভীত হইল ; কেননা
তাহারা দেখিতে পাইল, বিচার করণার্থে তাঁহার
অন্তরে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান আছে ।

৪ শলোমন রাজা সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে
রাজত্ব করিতেন । তাঁহার অমাত্যগণের নাম ।
সাদোকের পুত্র অসরিয় যাজক ছিলেন ।
৩ শীশার পুত্র ইলীহোরফ ও অহিয় লেখক ;
অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাসকর্ত্তা ;
৪ আর যিহোয়াদার পুত্র বনায় সেনাপতি, এবং
৫ সাদোক ও অবিয়াথর যাজক ছিলেন ; এবং
নাথনের পুত্র অসরিয় অধ্যক্ষদের প্রধান, ও
নাথনের পুত্র সাবূদ সভাসদ্ ও রাজার সুহৃদ
৬ ছিলেন । আর অহীশার রাজ-গৃহাধ্যক্ষ, এবং
অব্দের পুত্র অদোনীরাম অবৈতনিক কার্য্যের
অধ্যক্ষ ছিলেন ।

৭ আর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের
নিযুক্ত দ্বাদশ জন অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহারা রাজার
ও রাজবাটীর জন্য খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন
করিতেন ; বৎসরের মধ্যে এক এক মাসের জন্য
দ্রব্যাদির আয়োজন করিবার ভার এক এক জনের
৮ উপরে ছিল । তাহাদের নাম ; ইফ্রয়িম পর্ব্বতে
৯ বিন-হূর । মাকসে, শালবীমে, বৈৎ-শেমশে ও
১০ এলোন-বৈৎ-হাননে বিন-দেকর । অরুবোতে
বিন-হেষদ ; সোখো ও সমুদয় হেফর প্রদেশ
১১ তাঁহার অধীন ছিল । সমুদয় দোর উপগিরিতে
বিন-অবীনাদব ; তিনি শলোমনের কন্যা টা-
১২ ফৎকে বিবাহ করেন । তানকে ও মগিদ্দোতে এবং
সর্ত্তনের নিকটে যিষ্রিয়েলের নিম্নে স্থিত সমস্ত
বৈৎশানে, অর্থাৎ বৈৎশান অবধি আবেল-
মহোলা ও যক্‌মিয়ামের পার পর্য্যন্ত অহীলূদের
১৩ পুত্র বানার অধিকার ছিল । রামোৎ-গিলিয়দে
বিন-গেবর ; গিলিয়দস্থ মনঃশির পুত্র যায়ীরের
সমস্ত গ্রাম, এবং বাশনস্থ অর্গোব নামক অঞ্চল,
সর্ব্বশুদ্ধ প্রাচীরবেষ্টিত ও পিত্তলের অর্গল বিশিষ্ট
১৪ ষাইট বৃহৎ নগর তাঁহার অধীন ছিল । মহ-
১৫ নয়িমে ইদ্দোর পুত্র অহীনাদব । নপ্তালিতে
অহীমাস ; তিনিও শলোমনের এক কন্যাকে,
১৬ বাসমৎকে, বিবাহ করেন । আশেরে ও বালোতে
১৭ হূশয়ের পুত্র বানা । ইষাখরে পারূহের পুত্র
১৮ যিহোশাফট । বিন্যামীনে এলার পুত্র শিমিয়ি ।
১৯ গিলিয়দ দেশে অর্থাৎ ইমোরীয়দের সীহোন
রাজার ও বাশনের ওগ রাজার দেশে উরির পুত্র
গেবর ; উক্ত দেশে তিনিই একমাত্র অধ্যক্ষ
ছিলেন ।

২০ যিহূদা ও ইস্রায়েল সমুদ্রতীরস্থ বালুকার
ন্যায় বহুসংখ্যক ছিল, এবং ভোজন পান ও
২১ আমোদ করিত । আর [ফরাৎ] নদী অবধি
পলেষ্টীয়দের দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত
যাবতীয় রাজ্যের উপরে শলোমন রাজত্ব করি-
তেন ; শলোমনের সমস্ত জীবনকালে তাহারা
তাঁহাকে উপঢৌকন দিত, এবং তাঁহার দাসত্ব

Digitized by Google

২২ করিত। শলোমনের প্রাত্যহিক আয়োজনীয় দ্রব্য
২৩ ত্রিশ মণ সূক্ষ্ম সূজী ও ষাইট মণ ময়দা, এবং
দশটা পুষ্ট গোরু, ও মাঠ হইতে আনীত বিংশতি
গোরু, ও এক শত মেষ; ইহা ছাড়া হরিণ,
২৪ মৃগী, কালসার ও পুষ্ট পক্ষী। তিনি তিপসহ
অবধি ঘসা পর্য্যন্ত [ফরাৎ] নদীর [পশ্চিম]
পারস্থিত সমস্ত দেশের যাবতীয় রাজার উপরে
কর্ত্তৃত্ব করিতেন। আর তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত
২৫ অঞ্চলে শান্তি ছিল। শলোমনের সমস্ত অধিকার
সময়ে দান অবধি বের্‌শেবা পর্য্যন্ত যিহূদা ও
ইস্রায়েল প্রত্যেক জন আপন আপন দ্রাক্ষালতার
ও আপন আপন ডুমুরবৃক্ষের তলে নির্ভয়ে বাস
করিত।
২৬ শলোমনের রথের নিমিত্তে চল্লিশ সহস্র
২৭ অশ্বশালা ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল। আর
শলোমন রাজার নিমিত্তে ও শলোমন রাজার
মেজে ভোজনকারীদের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত অধ্য-
ক্ষেরা প্রত্যেক জন আপন আপন নিরূপিত
মাসে খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতেন, কিছুরই
২৮ ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেক জন আপন
আপন কর্ত্তব্য অনুসারে অশ্ব ও দ্রুতগামী বাহন
সকলের জন্য স্ব স্ব স্থানে যব ও তৃণ আনিতেন।
২৯ আর ঈশ্বর শলোমনকে অতিশয় প্রচুর জ্ঞান
ও সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায়
৩০ চিত্তের বিস্তীর্ণতা দিলেন। তাহাতে পূর্ব্বদেশীয়
সমস্ত লোকের জ্ঞান ও মিস্রীয়দের যাবতীয় জ্ঞান
৩১ হইতেও শলোমনের অধিক জ্ঞান হইল। কেননা
তিনি সকল লোক হইতে জ্ঞানবান্, ইষ্রাহীয়
এথন, এবং মাহোলের পুত্র হেমন, কল্‌কোল
ও দর্দা, ইঁহাদের হইতেও অধিক জ্ঞানবান্
হইলেন; এবং চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় জাতির মধ্যে
৩২ তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি তিন সহস্র নীতি-
বাক্য কহিতেন, ও তাঁহার এক সহস্র পাঁচটী গীত
৩৩ ছিল। আর তিনি লিবানোনের এরসবৃক্ষাবধি
প্রাচীরের গাত্রে প্ররূঢ় এসোব তৃণ পর্য্যন্ত বৃক্ষ
সকলের বর্ণনা করিতেন, এবং পশু, পক্ষী, উরো-
৩৪ গামী জন্তু ও মৎস্যের বর্ণনা করিতেন। আর
পৃথিবীস্থ যে সকল রাজা শলোমনের জ্ঞানের
সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে
সর্ব্বদেশীয় লোক শলোমনের জ্ঞানের উক্তি
শুনিতে আসিত।

শলোমনের মন্দির নির্ম্মাণ জন্য আয়োজন।

৫ আর সোরের রাজা হীরম শলোমনের
নিকটে আপন দাসগণকে পাঠাইলেন,
কেননা লোকেরা তাঁহার পিতার পদে তাঁহাকেই
রাজাভিষিক্ত করিয়াছে, তিনি এই কথা শুনিয়া-
ছিলেন; আর দায়ূদের প্রতি সতত হীরমের
২ প্রীতি ছিল। শলোমন হীরমকে এই কথা
৩ বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি জানেন, আমার
পিতা দায়ূদ তাঁহার চারিদিকে যুদ্ধ প্রযুক্ত আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ
করিতে অসমর্থ ছিলেন; কিন্তু শেষে সদাপ্রভু
৪ সে সমস্ত তাঁহার পদতলস্থ করিলেন। আর
এখন আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু চতুর্দ্দিকে আমাকে
বিশ্রাম দিয়াছেন; বিপক্ষ কেহ নাই, বিপদ
৫ ঘটনাও কিছুই নাই। অতএব দেখুন, আমি
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক
গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি, কেননা
সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে আমার পিতা দায়ূদকে এই
কথা বলিয়াছিলেন, আমি তোমার পদে তোমার
যে পুত্রকে তোমার সিংহাসনে বসাইব, সে
আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।
৬ অতএব আপনি এখন আপন লোকদিগকে আমার
নিমিত্তে লিবানোনে যাইয়া এরসবৃক্ষ ছেদন
করিতে আজ্ঞা করুন, আর আমার দাসগণ
আপনকার দাসগণের সহিত থাকিবে; আপনি
যাহা বলিবেন, তদনুসারেই আমি আপনকার
দাসদিগকে বেতন দিব; কেননা আপনি জানেন,
কাষ্ঠ ছেদন করিতে সীদোনীয়দের ন্যায় দক্ষ
লোক আমাদের মধ্যে কেহ নাই।
৭ শলোমনের কথা শুনিয়া হীরম বড় আনন্দিত
হইয়া কহিলেন, অদ্য সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতুক
তিনি দায়ূদকে জ্ঞানবান্ পুত্র দিয়া এই মহতী
৮ জাতির অধ্যক্ষ করিয়াছেন। পরে হীরম শলো-
মনের কাছে লোক পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি
আমার কাছে যে কথা বলিয়া পাঠাইলেন,
তাহা আমি শুনিলাম; আমি এরসকাষ্ঠ ও দেব-
দারুকাষ্ঠ সম্বন্ধে আপনকার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ
৯ করিব। আমার দাসগণ লিবানোন হইতে তাহা
নামাইয়া সমুদ্রে আনিবে, পরে আমি ঘাঁড়
বাঁধিয়া সমুদ্রপথে আপনকার নিরূপিত স্থানে
প্রেরণ করিব, আর সেই স্থানে তাহা খোলা
হইবে, তখন আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন;
এবং আমার বাটীর জন্য খাদ্য দ্রব্য যোগাইয়া
১০ আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। এইরূপে হীরম
শলোমনের সমস্ত অভীষ্ট অনুসারে এরসকাষ্ঠ ও
১১ দেবদারুকাষ্ঠ দিতে লাগিলেন। আর শলোমন
হীরমের বাটীর ভক্ষ্যের জন্য তাঁহাকে বিংশতি
সহস্র মণ গোম ও উথলিতে প্রস্তুত বিংশতি মণ
তৈল দিতেন; এইরূপে শলোমন বৎসর বৎসর
১২ হীরমকে দিতেন। আর সদাপ্রভু আপন প্রতি-
জ্ঞানুসারে শলোমনকে জ্ঞান দিলেন। আর
হীরমের ও শলোমনের মধ্যে শান্তি ছিল, এবং
তাঁহারা দুই জনে নিয়ম করিলেন।

Digitized by Google

১৩ আর শলোমন রাজা সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্য
হইতে অবৈতনিক কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিলেন ;
সেই কার্য্যার্থে ত্রিশ সহস্র লোক সংগৃহীত হইল।
১৪ আর তিনি মাসিক পালাক্রমে তাহাদের দশ
সহস্র জনকে লিবানোনে প্রেরণ করিতেন ;
তাহারা এক এক মাস লিবানোনে থাকিত, ও
দুই দুই মাস বাটীতে থাকিত ; এবং অদোনী-
রাম সেই অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।
১৫ আর শলোমনের সত্তর সহস্র ভারবাহক, ও
১৬ পর্ব্বতে আশী সহস্র প্রস্তরচ্ছেদক ছিল। তদ্ভিন্ন
শলোমনের কর্ম্মচারী লোকদের উপরে তিন
১৭ সহস্র তিন শত প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। আর
তক্ষিত প্রস্তর দ্বারা গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনার্থে
তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর,
১৮ বহুমূল্য প্রস্তর, কাটিয়া আনিল। পরে শলো-
মনের ও হীরমের রাজেরা, এবং গিব্লীয়েরা সে
সকল তক্ষণ করিল ; এইরূপে তাহারা গৃহ
নির্ম্মাণ করিবার জন্য কাষ্ঠ ও প্রস্তর সকল প্রস্তুত
করিল।

শলোমনের মন্দির নির্ম্মাণ।

৬ মিসরদেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদের
নির্গমনের পর চারি শত আশী বৎসরে,
ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের রাজত্বের চতুর্থ
বৎসরের সিব নামক দ্বিতীয় মাসে শলোমন
সদাপ্রভুর উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ
২ করিলেন। শলোমন রাজা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
যে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা দীর্ঘে ষাইট হস্ত,
৩ প্রস্থে বিংশতি হস্ত, ও উচ্চে ত্রিশ হস্ত। আর
সেই গৃহের মন্দিরের সম্মুখে এক বারাণ্ডা ছিল,
তাহা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ও
৪ গৃহের সম্মুখে দশ হস্ত প্রস্থ। আর গৃহের
নিমিত্তে তিনি জালবদ্ধ বাতায়ন প্রস্তুত করিলেন।
৫ আর তিনি গৃহের ভিত্তির গাত্রে চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ
মন্দিরের ও বাণীস্থানের ভিত্তির গাত্রে চতুর্দ্দিকে
থাক করিয়া চতুর্দ্দিকে কুঠরী নির্ম্মাণ করিলেন।
৬ তাহার অধঃস্থ থাক পাঁচ হস্ত প্রস্থ, ও মধ্যের
থাক ছয় হস্ত প্রস্থ, এবং তৃতীয় থাক সাত হস্ত
প্রস্থ ; কেননা [কড়িকাষ্ঠ] যেন ভিত্তির মধ্যে বদ্ধ
না হয়, এই জন্য তিনি গৃহের চতুর্দ্দিকে ভিত্তির
৭ বহির্ভাগ সোপানাকার করিলেন ; আর গৃহের
নির্ম্মাণকালে প্রস্তরাকরে প্রস্তুত প্রস্তর সকল দ্বারা
তাহা নির্ম্মিত হইল ; নির্ম্মাণকালে গৃহের মধ্যে
হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন লোহাস্ত্রের শব্দ
৮ শুনা গেল না। আর মধ্যের থাকের প্রবেশস্থান
গৃহের দক্ষিণ দিকে ছিল, এবং লোকে পেঁচাল
সিঁড়ী দিয়া মধ্য তালাতে, ও মধ্য তালা হইতে
৯ তৃতীয় তালাতে উঠিত। এইরূপে তিনি গৃহের
নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলেন, এবং এরসকাষ্ঠের কড়ি
ও সারি সারি [ফলক] দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন
১০ করিলেন। আর গৃহের সর্ব্বগাত্রে পাঁচ পাঁচ হস্ত
উচ্চ কুঠরীর থাক করিলেন, তাহা এরসকাষ্ঠ দ্বারা
গৃহের সহিত সংযুক্ত ছিল।
১১ পরে শলোমনের নিকটে সদাপ্রভুর এই
১২ বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি এই গৃহ নির্ম্মাণ
করিতেছ ; ভাল, যদি আমার সমস্ত বিধি-পথে
চল, আমার শাসন সকল পালন কর, ও আমার
সমস্ত আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চল, তবে
আমি তোমার পিতা দায়ূদকে যাহা বলিয়াছি,
আমার সেই বাক্য তোমার পক্ষে সফল করিব।
১৩ আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে বাস
করিব, আপন প্রজা ইস্রায়েলকে ত্যাগ করিব না।
১৪ এইরূপে শলোমন গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন,
১৫ তাহা সমাপ্ত করিলেন। আর তিনি ভিতরে
গৃহের ভিত্তি সকলের গাত্রে এরসকাষ্ঠের ফলক
দিলেন ; তিনি ভিতরে গৃহের মেঝিয়া অবধি
ভিত্তির [থামল অর্থাৎ] ছাদ পর্য্যন্ত ঐ কাষ্ঠ দ্বারা
আচ্ছাদন করিলেন, এবং গৃহের মেঝিয়া দেব-
১৬ দারুকাষ্ঠ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। কিন্তু বিংশতি
হস্ত পরিমিত গৃহের যে পশ্চাদ্ভাগ, তাহা মেঝিয়া
অবধি ভিত্তির [থামল] পর্য্যন্ত এরসকাষ্ঠ দ্বারা
আচ্ছাদন করিলেন, এবং ভিতরে বাণীস্থান
অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থানের জন্য তাহা প্রস্তুত
১৭ করিলেন। তাহাতে চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ যে গৃহ
অবশিষ্ট রহিল, তাহাই অগ্রস্থিত মন্দির হইল।
১৮ আর গৃহমধ্যে এরসকাষ্ঠে বার্ত্তাকী ও বিকসিত
পুষ্প খোদা হইল ; সকলই এরসকাষ্ঠময় হইল,
১৯ কিছুমাত্র প্রস্তর দৃষ্ট হইল না। আর ঈশ্বরের
নিয়মসিন্দুক স্থাপনার্থে অন্তঃস্থ গৃহের মধ্যে
২০ তিনি এক বাণীস্থান প্রস্তুত করিলেন। তিনি
বাণীস্থানটী ভিতরে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি
হস্ত প্রস্থ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মল
স্বর্ণে মুড়াইলেন, এবং [ধূপ] বেদি এরসকাষ্ঠে
২১ মুড়াইলেন। আর শলোমন নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা
গৃহের অন্তর্ভাগ মুড়াইলেন, এবং বাণীস্থানের
সম্মুখে স্বর্ণশৃঙ্খল রাখিলেন, আর বাণীস্থান স্বর্ণ
২২ দ্বারা মুড়াইলেন। যে পর্য্যন্ত সমুদয় গৃহ সাঙ্গ
না হইল, তাবৎ তিনি সমস্ত গৃহ স্বর্ণে মুড়াইলেন,
এবং বাণীস্থানের নিকটস্থ সমস্ত বেদিটী স্বর্ণে
মুড়াইলেন।
২৩ আর তিনি বাণীস্থানের মধ্যে দশ দশ হস্ত
উচ্চ জিতকাষ্ঠের দুই করূব নির্ম্মাণ করিলেন।
২৪ এক করূবের এক পক্ষ পাঁচ হস্ত, ও অন্য পক্ষও
পাঁচ হস্ত করিলেন ; এক পক্ষের অগ্রভাগ
হইতে অন্য পক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দশ হস্ত
২৫ হইল। আর দ্বিতীয় করূবও দশ হস্ত ; দুই

Digitized by Google

করূবের সম পরিমাণ ও সম আকার ছিল।
২৬ প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই করূব দশ দশ হস্ত উচ্চ
২৭ ছিল। পরে তিনি সেই করূবদ্বয়কে ভিতরের
গৃহে স্থাপন করিলেন, এবং করূবদের পক্ষ
এমন প্রসারিত হইল যে, একটীর পক্ষ এক
ভিত্তি অন্যটীর পক্ষ অন্য ভিত্তি স্পর্শ করিল,
এবং তাহাদের পক্ষ গৃহমধ্যে পরস্পর স্পর্শ
২৮ করিল। পরে তিনি করূবদিগকে স্বর্ণে মুড়াই-
২৯ লেন। আর করূবের, খর্জ্জূরবৃক্ষের ও বিকসিত
পুষ্পের মূর্ত্তিতে গৃহের সমস্ত ভিত্তির গাত্র ভিতরে
৩০ বাহিরে চতুর্দ্দিকে খোদিত করিলেন; এবং
গৃহের মেঝিয়া ভিতরে বাহিরে স্বর্ণে মুড়াইলেন।
৩১ আর তিনি বাণীস্থানের প্রবেশদ্বারে জিতকাষ্ঠের
কবাট নির্ম্মাণ করিলেন, এবং [ভিত্তির] পঞ্চমাংশ
৩২ কপালি ও বাজু করিলেন। আর ঐ জিতকাষ্ঠময়
দুই কবাটে করূবের, খর্জ্জূরবৃক্ষের ও বিকসিত
পুষ্পের আকৃতি খোদিত করিয়া স্বর্ণ দ্বারা তাহা
মুড়াইলেন, আর করূব ও খর্জ্জূরবৃক্ষের উপরে
৩৩ স্বর্ণের পাত করিয়া দিলেন। তদ্রূপ তিনি মন্দি-
রের দ্বারের নিমিত্তে [ভিত্তির] চতুর্থাংশে জিত-
৩৪ কাষ্ঠের চৌকাঠ করিলেন। আর দেবদারুকাষ্ঠের
দুই কবাট নির্ম্মাণ করিলেন, এক কবাটের দুই
বাইল যেমন কব্জাতে খেলিত, অন্য কবাটের দুই
৩৫ বাইলও তদ্রূপ কব্জাতে খেলিত। আর তিনি
তাহার উপরে করূব, খর্জ্জূরবৃক্ষ ও বিকসিত
পুষ্প খুদিয়া সেই খোদিত কর্ম্মশুদ্ধ তাহা স্বর্ণ
৩৬ দ্বারা মুড়াইলেন। আর তিনি তিন পংক্তি
তক্ষিত প্রস্তর ও এক পংক্তি এরসকাষ্ঠের কড়ি
৩৭ দ্বারা ভিতর প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিলেন। চতুর্থ
বৎসরের সিব নামক মাসে সদাপ্রভুর গৃহের
৩৮ ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়। আর একাদশ বৎসরের
বূল নামক অষ্টম মাসে নিরূপিত আকার অনু-
সারে যাবতীয় অংশেই গৃহের নির্ম্মাণ সমাপ্ত
হয়; অতএব তিনি ঐ গৃহের নির্ম্মাণে সাত বৎ-
সর ব্যাপৃত ছিলেন।

শলোমনের অট্টালিকা নির্ম্মাণ।

৭ আর শলোমন ত্রয়োদশ বৎসর আপন
বাটী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত থাকিলেন; পরে
আপনার সমুদয় বাটীর নির্ম্মাণ সমাপন করি-
২ লেন। বস্তুতঃ তিনি লিবানোন অরণ্যের বাটী
নির্ম্মাণ করিলেন; তাহার দীর্ঘতা এক শত
হস্ত, প্রস্থতা পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত
ছিল, এবং চারি শ্রেণী এরসকাষ্ঠের স্তম্ভ নির্ম্মাণ
করিয়া স্তম্ভের উপরে এরসকাষ্ঠের কড়ি বসান
৩ ছিল। স্তম্ভের উপরে প্রত্যেক শ্রেণীতে পঞ্চদশ,
সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ কুঠরী স্থাপিত হইল, তাহার
৪ উপরে এরসকাষ্ঠের ছাদ হইল। আর বাতা-
য়ন যুক্ত [চৌকাঠের] তিন শ্রেণী ছিল, এবং পরস্পর
৫ অনুরূপ বাতায়নের তিন পংক্তি ছিল। আর
যাবতীয় দ্বার ও চৌকাঠ চতুষ্কোণ ও বাতাযুক্ত,
এবং পরস্পর অনুরূপ বাতায়নের তিন পংক্তি
৬ ছিল। আর তিনি স্তম্ভশ্রেণীর এক বারাণ্ডা
প্রস্তুত করিলেন, তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ও
প্রস্থতা ত্রিশ হস্ত; এবং তাহাদের সম্মুখে আর
এক বারাণ্ডা করিলেন, তাহাতেও স্তম্ভশ্রেণী ও
৭ তাহার সম্মুখে গোবরাট ছিল। আর সিংহা-
সনের যে বারাণ্ডাতে তিনি বিচার করিবেন, সেই
বিচারের বারাণ্ডা প্রস্তুত করিলেন, ও মেঝিয়ার
এক দিক্ অবধি অন্য দিক্ পর্য্যন্ত এরসকাষ্ঠ দ্বারা
৮ আচ্ছাদন করিলেন। আর আপন বাসগৃহের
নিমিত্তে সেই বারাণ্ডার পশ্চাতে তদ্রূপ আর এক
প্রাঙ্গণ করিলেন। এবং শলোমন আপন ভার্য্যা
ফরৌণের কন্যার নিমিত্তে ঐ বারাণ্ডার ন্যায় এক
৯ গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সকল তিনি ভিত্তি-
মূল অবধি আলিশিয়া পর্য্যন্ত ভিতরে ও বাহিরে
তক্ষিত প্রস্তরের পরিমাণানুসারে করাত দিয়া
কাটা বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মাণ করিলেন, এবং
বাহিরে বড় প্রাঙ্গণের দিকেও তদ্রূপ করিলেন।
১০ আর তিনি বহুমূল্য প্রস্তর, অর্থাৎ দশ হস্ত পরি-
মিত ও অষ্ট হস্ত পরিমিত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দিয়া
১১ ভিত্তিমূল করিলেন। তাহার উপরে তক্ষিত
প্রস্তরের পরিমাণ অনুসারে বহুমূল্য প্রস্তর ও
১২ এরসকাষ্ঠ দিলেন। আর যেমন সদাপ্রভুর গৃহের
মধ্যপ্রাঙ্গণে ও গৃহের বারাণ্ডাতে, তদ্রূপ বড়
প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে তিন শ্রেণী তক্ষিত প্রস্তর ও
এক শ্রেণী এরসকাষ্ঠ দিলেন।

মন্দিরের পাত্রাদির বর্ণনা।

১৩ আর শলোমন রাজা লোক প্রেরণ করিয়া
১৪ সোর হইতে হীরমকে আনাইলেন। সে নপ্তালি-
বংশীয় এক বিধবার পুত্র, এবং তাহার পিতা
সোর নগরস্থ এক জন কাংস্যকার; পিত্তলের
সমস্ত কর্ম্ম করিতে সে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যায়
পরিপূর্ণ ছিল; সে শলোমন রাজার কাছে
আসিয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্য করিল।
১৫ সে পিত্তলের দুই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল; তাহার
এক স্তম্ভ অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ, এবং দ্বাদশ হস্ত
১৬ পরিমিত সূত্র দ্বিতীয় স্তম্ভের পরিধি ছিল। আর
দুই স্তম্ভের মস্তকে স্থাপনার্থে সে ছাঁচে ঢালা
পিত্তলময় দুই মাথলা নির্ম্মাণ করিল, এক
মাথলার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, দ্বিতীয় মাথলার উচ্চ-
১৭ তাও পাঁচ হস্ত। আর স্তম্ভের উপরিস্থ সেই
মাথলার জন্য সে জালকার্য্যের জাল ও শৃঙ্খলের
কার্য্যের পাকান রজ্জু নির্ম্মাণ করিল; এক
মাথলার জন্য সাতটী, অন্য মাথলার জন্যও

Digitized by Google

১৮ সাতটা। আর স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা আচ্ছাদ-
নার্থে জালকার্য্যের উপরে বেষ্টন করিতে দুই
শ্রেণী দাড়িম্ব নির্ম্মাণ করিল; এবং অন্য মাথ-
১৯ লার জন্যও তদ্রূপ করিল। আর বারাণ্ডাতে
দুই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা চারি হস্ত পর্য্যন্ত
২০ শোশন পুষ্পের আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এই
জালকার্য্যের নিকটে দুই স্তম্ভের মাথলার প্রধান
ভাগের উপরে চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ দাড়িম্ব ছিল,
২১ প্রত্যেক মাথলার উপরে দুই শত ছিল। পরে
সে ঐ দুই স্তম্ভ মন্দিরের বারাণ্ডাতে স্থাপন
করিল, এবং দক্ষিণ দিকের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া
তাহার নাম যাখীন [তিনি স্থির করিবেন]
রাখিল, এবং বাম দিকের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া
তাহার নাম বোয়স [ইহাতেই বল] রাখিল,
২২ ঐ দুই স্তম্ভের উপরে শোশন পুষ্পের আকৃতি
ছিল; এইরূপে স্তম্ভদ্বয়ের কার্য্য সমাপ্ত হইল।
২৩ পরে সে ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্র-পাত্র
নির্ম্মাণ করিল, তাহা এক কাণা অবধি অন্য
কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার উচ্চতা পাঁচ
২৪ হস্ত, এবং তাহার পরিধি ত্রিশ হস্ত ছিল। আর
চতুর্দ্দিকে কাণার নীচে সমুদ্র-পাত্র বেষ্টনকারী
বার্ত্তাকীর শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক হস্ত পরিমাণের
মধ্যে দশ দশ বার্ত্তাকী; পাত্র ঢালিবার সময়ে
সেই বার্ত্তাকীর দুই শ্রেণী ছাঁচে ঢালা গিয়াছিল।
২৫ ঐ পাত্র দ্বাদশটী গোরুর উপরে স্থাপিত ছিল;
তাহাদের তিনটী উত্তরমুখ, তিনটী পশ্চিমমুখ,
তিনটী দক্ষিণমুখ, ও তিনটী পূর্ব্বমুখ ছিল; এবং
সমুদ্র-পাত্র তাহাদের উপরে রহিল; তাহাদের
২৬ সকলের পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে থাকিল। ঐ পাত্র
চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা পানপাত্রের
সদৃশ শোশন পুষ্পাকার ছিল; তাহাতে দুই
সহস্র মণ ধরিত।
২৭ পরে সে চারি হস্ত দীর্ঘ, চারি হস্ত প্রস্থ
তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ করিল।
২৮ সেই সকল পীঠের গঠন এইরূপ; তাহাদের
মধ্যদেশ ছিল, সেই সকল মধ্যদেশ বিটের মধ্যে
২৯ ছিল। আর বিটের মধ্যদেশে সিংহ, গোরু ও
করূব ছিল, এবং উপরিভাগে বিট সকলের
উপরে বৈঠক ছিল, এবং সিংহ ও গোরু সকলের
৩০ নীচে ঝুলান মালার মত কাজ ছিল। প্রত্যেক
পীঠের পিত্তলময় চারি চক্র ও পিত্তলময় আল
ছিল, এবং চারি কোণে স্থাপিত অবলম্বন ছিল,
সেই সকল অবলম্বন প্রক্ষালনপাত্রের নীচে ঢালা
৩১ ছিল, ও প্রত্যেকের নিকটে মালা ছিল। আর
মাথলার মধ্যে ও তদুপরি তাহার মুখ এক হস্ত,
কিন্তু তাহার মুখ বৈঠকের আকৃতির ন্যায় গোল
ও দেড় হস্ত পরিমিত; এবং তাহার মুখের
উপরেও শিল্পকার্য্য ছিল; এবং তাহার মধ্যদেশ
৩২ সকল গোল নয়, চতুষ্কোণ ছিল। আর মধ্য-
দেশের নীচে চারি চক্র; ঐ চক্রের আল পীঠের
সহিত সংযুক্ত ছিল; তাহার প্রত্যেক চক্র দেড়
৩৩ হস্ত উচ্চ। আর চক্র সকলের গঠন রথচক্রের
গঠনের ন্যায়, এবং আল, নেমি, আড়া ও নাভি
৩৪ সকল ছাঁচে ঢালা ছিল। আর প্রত্যেক পীঠের
চারি কোণে স্থাপিত চারি অবলম্বন ছিল; সেই
৩৫ অবলম্বন স্বয়ং পীঠের সহিত নির্ম্মিত ছিল। ঐ
পীঠের উপরিস্থ অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ বর্ত্তুলাকার হাতল
এবং পীঠের উপরিস্থ অবলম্বন ও মধ্যদেশ তাহার
৩৬ সহিত নির্ম্মিত ছিল। আর সে তাহার অবলম্ব-
নের প্রদেশে ও তাহার ধারে প্রত্যেকের পরি-
মাণানুসারে করূব, সিংহ ও খর্জ্জুরবৃক্ষ খুদিল
৩৭ ও চতুর্দ্দিকে মালা দিল। এইরূপে সে এক ছাঁচে,
এক পরিমাণে ও এক আকারে পিত্তলময় দশ পীঠ
নির্ম্মাণ করিল।
৩৮ পরে সে পিত্তলময় দশ প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ
করিল, তাহার প্রত্যেক পাত্রে চল্লিশ মণ ধরিত,
এবং প্রত্যেক পাত্র চারি হস্ত পরিমিত ছিল;
আর ঐ দশ পীঠের মধ্যে এক এক পীঠের উপরে
৩৯ এক এক প্রক্ষালনপাত্র থাকিত। আর সে গৃহের
দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁচ পীঠ ও বাম পার্শ্বে পাঁচ পীঠ
রাখিল; আর গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে [কিঞ্চিৎ]
পূর্ব্ব দিকে দক্ষিণ দিকের সম্মুখে সমুদ্র-পাত্র
স্থাপন করিল।
৪০ হীরম ঐ সকল প্রক্ষালনপাত্র, হাতা ও বাটি
নির্ম্মাণ করিল; এইরূপে হীরম শলোমন
রাজার জন্য সদাপ্রভুর গৃহের যে সকল কর্ম্মে
৪১ প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে সমস্ত সমাপ্ত করিল। দুই
স্তম্ভ, ও সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই
গোলাকার, ও সেই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক
৪২ জালবৎ দুই আচ্ছাদন; আর জালবৎ দুই
কার্য্যের জন্য চারি শত দাড়িম্বাকার, অর্থাৎ
স্তম্ভোপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছা-
দনার্থক এক এক জালবৎ কার্য্যার্থে দুই শ্রেণী
৪৩ দাড়িম্বাকার; আর দশ পীঠ ও পীঠের উপরে দশ
৪৪ প্রক্ষালনপাত্র; এবং এক সমুদ্র-পাত্র ও সমুদ্র-
৪৫ পাত্রের নীচে দ্বাদশ গোরু; এবং স্থালী, হাতা ও
বাটি, এই যে সকল পাত্র হীরম শলোমন রাজার
নিমিত্ত সদাপ্রভুর গৃহের জন্য প্রস্তুত করিল,
সকলই তেজোময় পিত্তল দ্বারা নির্ম্মাণ করিল।
৪৬ রাজা যর্দ্দনের অঞ্চলে সুক্কোৎ ও সর্ত্তনের মধ্যস্থিত
৪৭ চিক্কণ ভূমিতে তাহা ঢালাইলেন। আর শলোমন
অতি বাহুল্য প্রযুক্ত ঐ সকল পাত্র তৌল করি-
লেন না; পিত্তলের কত পরিমাণ, তাহা জানা
৪৮ গেল না। শলোমন সদাপ্রভুর গৃহস্থিত সমস্ত
পাত্র নির্ম্মাণ করাইলেন, স্বর্ণবেদি ও দর্শনীয়
৪৯ রুটী স্থাপনার্থে স্বর্ণমেজ; এবং বাণীস্থানের

Digitized by Google

সম্মুখে দক্ষিণে পাঁচটী ও বামে পাঁচটী নির্ম্মল
স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ, এবং স্বর্ণময় পুষ্প, প্রদীপ ও
৫০ চিমটা ; আর নির্ম্মল স্বর্ণময় ভাবর, কর্ত্তরী,
বাটি, চমস ও অঙ্গারপাত্র, এবং অন্তর্গৃহের অর্থাৎ
মহাপবিত্র স্থানের কবাটের জন্য এবং গৃহের
অর্থাৎ মন্দিরের কবাটের জন্য স্বর্ণময় কব্জা
করিলেন।
৫১ এইরূপে সদাপ্রভুর গৃহের জন্য শলোমন
রাজার কৃত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল। পরে
শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য
সকল অর্থাৎ রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র সকল আনাইয়া
সদাপ্রভুর গৃহস্থিত ধনাগারে রাখিলেন।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা।

৮ পরে শলোমন দায়ূদ-নগর অর্থাৎ সিয়োন
হইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনয়নার্থে
ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে ও বংশপতি সকলকে
অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলাধ্যক্ষ-
দিগকে যিরূশালেমে শলোমন রাজার নিকটে
২ একত্র করিলেন। তাহাতে এথানীম নামক সপ্তম
মাসের উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
৩ শলোমন রাজার নিকটে একত্র হইল। পরে
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হইলে
৪ যাজকগণ সিন্দুকটী উঠাইলেন। আর যাজকগণ
ও লেবীয়েরা সদাপ্রভুর সিন্দুক, সমাগমের তাম্বু
ও তাম্বুর মধ্যস্থিত সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইল।
৫ আর শলোমন রাজা তাঁহার কাছে সমাগত সমস্ত
ইস্রায়েল-মণ্ডলীর সহিত সিন্দুকের সম্মুখে
থাকিয়া মেষ গবাদি বলিদান করিলেন ; সে
সমস্ত বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অগণ্য ছিল।
৬ পরে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক লইয়া
গিয়া স্বস্থানে, অর্থাৎ গৃহের বাণীস্থানে,
মহাপবিত্র স্থানে, করূবদ্বয়ের পক্ষের নীচে
৭ স্থাপন করিল। সেই করূবেরা সিন্দুকের স্থানের
প্রতি পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিল, আর ঊর্দ্ধে
করূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই বাহনদণ্ড আচ্ছা-
৮ দন করিয়া রহিল। সেই দুই বাহনদণ্ড এমন
লম্বা ছিল যে, তাহার অগ্রভাগ বাণীস্থানের
সম্মুখে পবিত্র স্থানে দৃষ্ট হইত, তথাপি তাহা
বাহিরে দৃষ্ট হইত না ; অদ্য পর্য্যন্ত তাহা সেই
৯ স্থানে আছে। সেই সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু
ছিল না, কেবল হোরেবে মোশি যে দুইখানি
প্রস্তরফলক তন্মধ্যে রাখিয়াছিলেন, তাহাই মাত্র,
অর্থাৎ মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
নির্গমনকালে তাহাদের সহিত সদাপ্রভুর কৃত
১০ নিয়মের পত্র ছিল। আর পবিত্র স্থানের মধ্য
হইতে যাজকদের নির্গমনকালে সদাপ্রভুর গৃহ
১১ মেঘে এমন পরিপূর্ণ হইল যে, মেঘ প্রযুক্ত পরি-
চর্য্যার্থে দণ্ডায়মান থাকা যাজকগণের অসাধ্য
হইল, কেননা সদাপ্রভুর গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে
পরিপূর্ণ হইল।
১২ তখন শলোমন কহিলেন, সদাপ্রভু বলিয়াছেন
১৩ যে, তিনি ঘোর অন্ধকারে বাস করিবেন। আমি
তোমার এক বসতিগৃহ নির্ম্মাণ করাইলাম ; ইহা
১৪ চিরকাল তোমার নিবাসস্থান। পরে রাজা মুখ
ফিরাইয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজকে আশীর্ব্বাদ
করিলেন ; আর সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজ দণ্ডায়মান
১৫ হইল। তিনি কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু ধন্য ; তিনি আমার পিতা দায়ূদের কাছে
আপন মুখে এই কথা বলিয়াছিলেন, এবং
আপন হস্ত দ্বারা ইহা সফল করিয়াছেন, যথা,
১৬ আমার প্রজা ইস্রায়েলকে মিসর হইতে বাহির
করিয়া আনয়ন দিবসাবধি আমি আপন নাম
স্থাপন জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের যাব-
তীয় বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি
নাই ; কিন্তু আমার প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ
হইবার জন্য দায়ূদকে মনোনীত করিয়াছি।
১৭ আর ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের
উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতা
১৮ দায়ূদের মনস্থ ছিল। কিন্তু সদাপ্রভু আমার
পিতা দায়ূদকে কহিলেন, আমার নামের উদ্দেশে
এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে তোমার মনস্থ আছে ;
১৯ তোমার এইরূপ মনস্থ করা ভালই বটে। তথাপি
তুমি সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না, কিন্তু তোমার
ঔরস-জাত পুত্রই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ
২০ নির্ম্মাণ করিবে। সদাপ্রভু এই যে কথা বলিয়া-
ছিলেন, তাহা সফল করিলেন ; সদাপ্রভুর
প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূদের
পদে উৎপন্ন ও ইস্রায়েলের সিংহাসনে আসীন
হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের
২১ উদ্দেশে এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছি। আর
সদাপ্রভু আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসরদেশ
হইতে বাহির করিবার সময়ে তাহাদের সহিত
যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়মের আধার
যে সিন্দুক, তাহার জন্য আমি ইহার মধ্যে একটী
স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।
২২ পরে শলোমন সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের
সাক্ষাতে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া
২৩ স্বর্গের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিলেন ; আর
তিনি কহিলেন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো,
উপরিস্থ স্বর্গে বা অধঃস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য
ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার
সম্মুখে চলে, আপনার সেই দাসগণের প্রতি
২৪ তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক ; তুমি
তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের কাছে যাহা
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পালন করিয়াছ,

Digitized by Google

এবং যাহা আপন মুখে বলিয়াছিলে, তাহা অদ্য
২৫ আপন হস্ত দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছ। এখন, হে
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আপন দাস
আমার পিতা দায়ূদের নিকটে যাহা প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিলে, তাহা রক্ষা কর; তুমি বলিয়া-
ছিলে, আমার সম্মুখে তুমি যেমন চলিলে,
তোমার সন্তানগণ যদি আমার সম্মুখে তদ্রূপ
চলিবার জন্য আপন আপন পথে সাবধান
থাকে, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের
সিংহাসনে বসিতে তোমার সম্বন্ধীয় মনুষ্যের
২৬ অভাব হইবে না। এখন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
বিনয় করি, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের
কাছে যে কথা তুমি বলিয়াছিলে, তাহা দৃঢ়
২৭ হউক। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে
বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে
ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত
২৮ এই গৃহ কি পারিবে? তথাপি হে আমার ঈশ্বর
সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের প্রার্থনাতে ও
বিনতিতে মনোযোগ কর, ও তোমার দাস অদ্য
তোমার নিকটে যে কাকুক্তি ও প্রার্থনা নিবেদন
২৯ করিতেছে, তাহা শুন। আর যে স্থানের বিষয়ে
তুমি বলিয়াছ, আমার নাম সেই স্থানে থাকিবে,
সে স্থানের অর্থাৎ এই গৃহের প্রতি তোমার চক্ষু
দিবারাত্র উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের
অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা
৩০ শুন। আর এই স্থানের অভিমুখে প্রার্থনাকারী
আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের
বিনতিতে মনোযোগ কর, এবং তোমার নিবাস
স্বর্গে তাহা শুন ও শুনিয়া ক্ষমা কর।
৩১ কেহ আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে পাপ
করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্য কোন
দিব্য নিশ্চিত হয়, আর সে আসিয়া এই গৃহে
৩২ তোমার যজ্ঞবেদির সম্মুখে সেই দিব্য করে, তবে
তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং নিষ্পত্তি করিয়া
আপন দাসের বিচার করিও; দোষীকে দোষী
করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও
এবং ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া তাহার ধার্ম্মিকতা
অনুযায়ী ফল দিও।
৩৩ তোমার প্রজা ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ
করণ হেতু শত্রুর সম্মুখে পরাভূত হইলে পর
যদি পুনর্ব্বার তোমার দিকে ফিরে, এবং এই
গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে
৩৪ প্রার্থনা ও বিনতি করে; তবে তুমি স্বর্গে
তাহা শুনিও, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েলের
পাপ ক্ষমা করিও, আর তাহাদের পিতৃপুরুষ-
দিগকে যে দেশ দিয়াছ, তথায় পুনর্ব্বার তাহা-
দিগকে আনিও।
৩৫ তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ প্রযুক্ত যদি
আকাশ রুদ্ধ হয়, বৃষ্টি না হয়, আর তাহাতে
লোকেরা যদি এই স্থানের অভিমুখে তোমার
নামের স্তব করিয়া প্রার্থনা করে, এবং তোমা
হইতে দুঃখ পাওয়াতে আপন আপন পাপ
হইতে ফিরে, তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও,
৩৬ এবং আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের
পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের গন্তব্য সৎপথ
তাহাদিগকে দেখাইও, এবং তুমি আপন প্রজা-
দিগকে যাহা অধিকারার্থে দিয়াছ, তোমার সেই
দেশে বৃষ্টি পাঠাইও।
৩৭ দেশের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি মহামারী
হয়, যদি শস্যের শোষ কি ম্লানি কিম্বা পঙ্গপাল
কিম্বা কীট হয়, যদি তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের
দেশস্থ সকল নগরে তাহাদিগকে অবরোধ করে,
যদি কোন মারীর বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়;
৩৮ পরে আপন আপন মনঃপীড়া জানিয়া কোন
ব্যক্তি বা তোমার প্রজা সমস্ত ইস্রায়েল যদি
এই গৃহের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কোন
৩৯ প্রার্থনা কি বিনতি করে; তবে তুমি আপন
নিবাস স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং ক্ষমা করিও,
সিদ্ধ করিও, এবং প্রত্যেক জনের অন্তঃকরণ
জানিয়া তাহাদের সমস্ত আচরণানুযায়ী প্রতি-
ফল দিও; কেননা একমাত্র তুমিই যাবতীয়
৪০ মনুষ্যসন্তানের অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছ। তাহা
হইলে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে তুমি যে দেশ
দিয়াছ, এই দেশে তাহারা যত দিন সজীব
থাকিবে, তাবৎ তোমাকে ভয় করিবে।
৪১ অধিকন্তু তোমার প্রজা ইস্রায়েলের বহিঃস্থ
কোন বিদেশী যখন তোমার নামের গুণে দূর
৪২ দেশ হইতে আসিবে, কারণ তাহারা তোমার
মহানাম, তোমার বলবন্ত হস্ত ও তোমার প্রসা-
রিত বাহুর কথা শ্রবণ করিবে; যখন সে
আসিয়া এই গৃহের অভিমুখে প্রার্থনা করিবে,
৪৩ তখন তুমি আপন নিবাস স্বর্গে তাহা শুনিও;
এবং সেই বিদেশী তোমার নিকটে যে কিছু
প্রার্থনা করিবে, তদনুসারে করিও। তাহাতে
তোমার প্রজা ইস্রায়েলের ন্যায় তোমাকে ভয়
করণার্থে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি তোমার নাম
জ্ঞাত হইবে, ও আমার নির্ম্মিত এই গৃহ যে
তোমার নামে আখ্যাত, ইহা জানিতে পাইবে।
৪৪ তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন পথে প্রেরণ
করিলে যদি তাহারা আপন শত্রুগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে নির্গত হয়, ও তোমার মনোনীত
নগরের অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার
নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে সদাপ্রভুর কাছে
৪৫ প্রার্থনা করে; তবে তুমি স্বর্গে তাহাদের প্রার্থনা
ও বিনতি শুনিও, এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি
৪৬ করিও। তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ

Digitized by Google

করে—কেননা পাপ না করে এমন কোন মনুষ্য
নাই—এবং তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ
হইয়া শত্রুর হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ কর, ও
শত্রুগণ তাহাদিগকে বন্দি করিয়া দূরস্থ কিম্বা
৪৭ নিকটস্থ শত্রু-দেশে লইয়া যায়; তথাপি সেই
বন্দিরা যদি দেশান্তরে নীত হইয়া সেই স্থানে
মনে মনে বিবেচনা করে, এবং যাহারা তাহা-
দিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের
দেশে ফিরিয়া তোমার কাছে বিনতি করিয়া যদি
বলে, আমরা পাপ করিয়াছি, অপরাধী হই-
৪৮ য়াছি ও দুষ্টামি করিয়াছি; এবং যে শত্রুগণ
তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে, তাহাদের দেশে
থাকিয়া যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের
সহিত তোমার দিকে ফিরে, এবং তুমি তাহাদের
পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, আপনাদের
সেই দেশের, তোমার মনোনীত নগরের ও তোমার
নামের জন্য আমার নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে
৪৯ যদি তোমার কাছে প্রার্থনা করে; তবে তুমি
আপন নিবাস স্বর্গে তাহাদের প্রার্থনা ও বিনতি
শুনিও, এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও;
৫০ আর যে প্রজারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করি-
য়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিও, এবং তোমার
বিরুদ্ধে কৃত তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম মার্জ্জনা
করিও; আর যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়া
লইয়া যায়, তাহাদের করুণার পাত্র করিয়া
৫১ তাহাদের প্রতি শত্রুদের করুণা বর্ত্তাইও। কেননা
তাহারা তোমার প্রজা ও তোমার অধিকার;
তুমিই তাহাদিগকে মিসর হইতে, লৌহকুণ্ডের
৫২ মধ্য হইতে, বাহির করিয়া আনিয়াছ। তোমার
এই দাসের বিনতিতে ও তোমার প্রজা ইস্রা-
য়েলের বিনতিতে উন্মীলিত চক্ষু হইও, এবং
তাহারা তোমাকে ডাকিয়া যখন যে প্রার্থনা
৫৩ করিবে, তাহা শুনিও। কেননা হে প্রভো সদা-
প্রভো, আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর হইতে
আনয়ন কালে তুমি আপন দাস মোশি দ্বারা
যেমন কহিয়াছিলে, তদ্রূপ তুমিই আপনার
অধিকার বলিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ যাবতীয়
জাতি হইতে পৃথক্ করিয়াছ।

৫৪ সদাপ্রভুর নিকটে এই সমস্ত প্রার্থনা ও বিনতি
সাঙ্গ করিয়া শলোমন সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির
সম্মুখে হাঁটু পাতন ও স্বর্গের দিকে অঞ্জলি
৫৫ বিস্তার করণ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং
উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া সমস্ত ইস্রায়েল-
৫৬ সমাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ধন্য সদাপ্রভু,
যিনি আপনার সকল প্রতিজ্ঞানুসারে আপন
প্রজা ইস্রায়েলকে বিশ্রাম দিয়াছেন; তিনি
আপন দাস মোশির দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার এক কথাও পতিত
৫৭ হয় নাই। আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন
আমাদের পিতৃপুরুষদের সহবর্ত্তী ছিলেন, তেমনি
আমাদেরও সহবর্ত্তী থাকুন, আমাদিগকে ত্যাগ
না করুন, আমাদিগকে ছাড়িয়া না যাউন।
৫৮ তাঁহার সমস্ত পথে চলিতে ও আমাদের পিতৃ-
পুরুষদিগকে দত্ত তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও
শাসন পালন করিতে আমাদের চিত্ত আপনার
৫৯ প্রতি আকর্ষণ করুন। আর এই যে সকল কথা
দ্বারা আমি সদাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করিলাম,
আমার এই সকল কথা দিবারাত্র আমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সম্মুখে থাকুক; এবং দিন দিন যেমন
প্রয়োজন, তেমনি তিনি আপন দাসের ও আপন
৬০ প্রজা ইস্রায়েলের বিচার সিদ্ধ করুন। তাহাতে
সদাপ্রভুই ঈশ্বর, দ্বিতীয় নাই, ইহা পৃথিবীস্থ
৬১ যাবতীয় জাতি জ্ঞাত হইবে। অতএব অদ্যকার
ন্যায় তাঁহার বিধিপথে চলিতে ও তাঁহার আজ্ঞা
পালন করিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে
৬২ তোমাদের অন্তঃকরণ সি হউক। পরে রাজা ও
তাঁহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল সদাপ্রভুর সম্মুখে
৬৩ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। শলোমন সদাপ্রভুর
উদ্দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র গোরু ও এক লক্ষ
বিংশতি সহস্র মেষ মঙ্গলার্থক বলিরূপে উৎসর্গ
করিলেন; এইরূপে রাজা ও সমস্ত ইস্রায়েল-
৬৪ সন্তান সদাপ্রভুর গৃহের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই
দিন রাজা সদাপ্রভুর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের
মধ্যদেশ পবিত্র করিলেন, কেননা তিনি সে স্থানে
হোমবলি, ভক্ষ্য নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির
মেদ উৎসর্গ করিলেন; যেহেতুক হোমবলি, ভক্ষ্য
নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ ধারণ পক্ষে
সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ পিত্তলময় যজ্ঞবেদি ছোট
৬৫ ছিল। এইরূপে সেই সময়ে শলোমন ও তাঁহার
সঙ্গে সমস্ত ইস্রায়েল, হমাতের প্রবেশস্থান
অবধি মিসরের নদী পর্য্যন্ত মহাসমাজ, সাত
দিন আর সাত দিন, চৌদ্দ দিন আমাদের ঈশ্বর
৬৬ সদাপ্রভুর সম্মুখে উৎসব করিলেন। অষ্টম দিনে
তিনি লোকদিগকে বিদায় করিলেন, ও তাহারা
রাজাকে ধন্যবাদ করিল, এবং সদাপ্রভু আপন
দাস দায়ূদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের যে
সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, সেই সকলের জন্য
আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন আপন
তাম্বুতে গেল।

শলোমনের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি।

৯ শলোমন সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী
নির্ম্মাণ ও আপন বাঞ্ছামত যে সকল কর্ম্ম
করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সমাপ্ত করিলে,
২ সদাপ্রভু যেমন গিবিয়োনে দর্শন দিয়াছিলেন,

Digitized by Google

তদ্রূপ শলোমনকে দ্বিতীয় বার দর্শন দিলেন।
৩ সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার কাছে
যে প্রার্থনা ও বিনতি করিয়াছ, তাহা আমি
শুনিয়াছি; এই যে গৃহ তুমি নির্ম্মাণ করাইয়াছ,
ইহার মধ্যে যুগানুক্রমে আমার নাম স্থাপন
করিবার জন্য আমি ইহা পবিত্র করিলাম, এবং
এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চক্ষু ও চিত্ত
৪ থাকিবে। আর তোমার পিতা দায়ূদের ন্যায়
তুমিও যদি চিত্তের সিদ্ধতায় ও সরল ভাবে
আমার সাক্ষাতে চল, আমা হইতে প্রাপ্ত সমস্ত
আদেশানুযায়ী কর্ম্ম কর, এবং আমার বিধি ও
৫ শাসনকলাপ পালন কর, তবে 'ইস্রায়েলের
সিংহাসনে বসিতে তোমার সম্বন্ধীয় লোকের
অভাব হইবে না,' এই বলিয়া তোমার পিতা
দায়ূদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তদনু-
সারে আমি ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজ-
সিংহাসন চিরকালের নিমিত্তে স্থির করিব।
৬ কিন্তু যদি তোমরা কি তোমাদের সন্তানগণ কোন
ক্রমে আমার অনুগমন হইতে ফির, ও তোমাদের
সম্মুখে স্থাপিত আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন
না কর, কিন্তু গিয়া ইতর দেবগণের সেবা কর,
৭ ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে আমি
ইস্রায়েলকে যে দেশ দিয়াছি, তাহা হইতে
তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব, এবং আপন নামের
জন্য এই যে গৃহ পবিত্র করিলাম, ইহা আমার
দৃষ্টিপথ হইতে দূর করিব, এবং যাবতীয় জাতির
মধ্যে ইস্রায়েল উপমার ও উপহাসের আস্পদ
৮ হইবে। আর এই গৃহ যদিও এত উচ্চ, তথাপি
যে কেহ ইহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে
চমৎকৃত হইয়া শিশ দিবে, ও জিজ্ঞাসা করিবে,
এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি সদাপ্রভু এমন
৯ কেন করিলেন? তাহাতে লোকে বলিবে, যিনি
এই লোকদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসরদেশ
হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারা
আপনাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করি-
য়াছে, এবং ইতর দেবগণকে অবলম্বন করিয়া
তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, ও তাহা-
দের সেবা করিয়াছে, এই জন্য সদাপ্রভু তাহা-
দের উপরে এই সকল অমঙ্গল উপস্থিত করিলেন।
১০ যে সময়ের মধ্যে শলোমন সদাপ্রভুর মন্দির ও
রাজবাটী, এই দুই গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, সেই
১১ বিংশতি বৎসর অতীত হইলে, সোরের রাজা যে
হীরম শলোমনের সমস্ত বাসনা অনুসারে এরস-
কাষ্ঠ, দেবদারুকাষ্ঠ ও স্বর্ণ যোগাইয়াছিলেন, সেই
হীরমকে শলোমন রাজা গালীল দেশস্থ বিংশতি
১২ নগর দিলেন। আর হীরম শলোমনের দত্ত সেই
সকল নগর দেখিবার জন্য সোর হইতে আসি-
লেন, কিন্তু সেগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে তুষ্টিজনক
১৩ হইল না। তিনি কহিলেন, হে আমার ভ্রাতঃ, এ
সকল কেমন নগর আমাকে দিলে? আর তিনি
সেগুলির নাম কাবুল দেশ রাখিলেন; অদ্যাপি
১৪ সেই নাম চলিত আছে। হীরম এক শত বিংশতি
মণ স্বর্ণ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।
১৫ আর শলোমন সদাপ্রভুর গৃহ, আপনার
বাটী, মিল্লো, যিরূশালেমের প্রাচীর, হাৎসোর,
মগিদ্দো ও গেষর গাঁথিবার জন্য অবৈতনি
কার্য্যকারী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত
১৬ এই। মিসরের রাজা ফরৌণ আসিয়া গেষর
হস্তগত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করেন, এবং সেই
নগরনিবাসী কনানীয়দিগকে বধ করেন, পরে
তাহা যৌতুকরূপে আপন কন্যা শলোমনের
১৭ ভার্য্যাকে দেন। আর শলোমন গেষর ও নিম্ন-
১৮ স্থিত বৈৎ-হোরোণ, এবং বালৎ, আর দেশের
১৯ প্রান্তরস্থ তামর, এবং শলোমনের যে যে ভাণ্ডার-
নগর ছিল, সেই সমস্ত এবং রথের ও অশ্বারূঢ়-
দের নগর সকল নির্ম্মাণ করিলেন। আর যিরূ-
শালেমে, লিবানোনে ও আপন অধিকার দেশের
সর্ব্বত্র যাহা যাহা নির্ম্মাণ করিতে শলোমনের
বাসনা ছিল, তিনি সে সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন।
২০ ইস্রায়েল-সন্তানগণ ভিন্ন ইমোরীয়, হিত্তীয়,
পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় যে সমস্ত লোক
অবশিষ্ট ছিল, যাহাদিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণ
২১ নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, দেশে
অবশিষ্ট সেই লোকদের সন্তানদিগকে শলোমন
অবৈতনিক দাস্য কর্ম্মকারী লোক করিয়া সংগ্রহ
করিলেন; তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই করি-
২২ তেছে। কিন্তু শলোমন ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মধ্যে কাহাকেও দাস করিলেন না; তাহারা
যোদ্ধা, তাঁহার সেবক, জনাধ্যক্ষ, সেনানী, সারথি
২৩ ও অশ্বারূঢ় হইল। তাহাদের মধ্যে পাঁচ শত
পঞ্চাশ জন শলোমনের কর্ম্মে নিযুক্ত প্রধান
অধ্যক্ষ ছিল; তাহারা কর্ম্মকারী লোকদের
২৪ উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত। আর ফরৌণের কন্যা
দায়ূদ-নগর হইতে তাঁহার জন্য শলোমনের
নির্ম্মিত বাটীতে উঠিয়া আসিলেন, তৎকালে
শলোমন মিল্লো গাঁথিলেন।
২৫ আর শলোমন সদাপ্রভুর জন্য যে যজ্ঞবেদি
নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উপরে বৎসরের
মধ্যে তিন বার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি
উৎসর্গ করিতেন, এবং তৎসহ সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ
বেদিতে ধূপদাহ করিতেন। এইরূপে তিনি গৃহ-
নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলেন।
২৬ আর শলোমন রাজা ইদোম দেশে সূফসমুদ্রের
তীরস্থ এলতের নিকটবর্ত্তী ইৎসিয়োনগেবরে
২৭ কতকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে
হীরম শলোমনের দাসদের সহিত সামুদ্রিক

Digitized by Google

কার্য্যে নিপুণ আপন নাবিক দাসদিগকে সেই
২৮ সকল জাহাজে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ওফীরে
গিয়া তথা হইতে চারি শত বিংশতি মণ স্বর্ণ
লইয়া শলোমন রাজার নিকটে আসিল।

শলোমনের কাছে শিবাদেশের রাণীর আগমন।

১০ পরে শিবার রাণী সদাপ্রভুর নামের পক্ষে
শলোমনের কীর্ত্তি শুনিয়া গূঢ়বাক্য দ্বারা
২ তাঁহার পরীক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি অতি
বিপুল ঐশ্বর্য্যসহ, সুগন্ধি দ্রব্য, অতি বিস্তর স্বর্ণ
ও মণিবাহী উষ্ট্রগণসহ, যিরূশালেমে প্রবেশ
করিলেন, এবং শলোমনের নিকটে আসিয়া
তাঁহার মনে যাহা ছিল, তাঁহাকে সমস্তই কহি-
৩ লেন। আর শলোমন তাঁহার যাবতীয় প্রশ্নের
উত্তর করিলেন; রাজার বোধাগম্য কিছুই ছিল
৪ না, তিনি তাঁহাকে সকলই কহিলেন। এই
প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের সমস্ত জ্ঞান ও
৫ তাঁহার নির্ম্মিত গৃহ, এবং তাঁহার মেজের খাদ্য-
দ্রব্য ও তাঁহার সেবকদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান
পরিচারকদের শ্রেণী ও তাহাদের পরিচ্ছদ এবং
তাঁহার পানপাত্রবাহকগণ ও সদাপ্রভুর গৃহে
আরোহণার্থে তাঁহার নির্ম্মিত সোপান, এই
৬ সকল দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। আর তিনি
রাজাকে কহিলেন, আমি আপন দেশে থাকিয়া
আপনকার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা
৭ শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু আমি যাবৎ
আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায়
আমার প্রত্যয় হয় নাই; তথাপি দেখুন, অর্দ্ধে-
কও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি
শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনকার জ্ঞান ও
৮ মঙ্গল অধিক। আপনকার লোকেরা ধন্য, আপন-
কার এই দাসেরা ধন্য, যেহেতুক ইহারা নিয়ত
আপনকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনকার জ্ঞানের
৯ উক্তি শুনে। আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য,
তিনি আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসাই-
বার জন্য আপনকার প্রতি প্রীত হইয়াছেন;
সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে চিরকাল প্রেম করেন, এই
জন্য বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে আপনাকে
১০ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পরে তিনি
রাজাকে এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ ও অতি প্রচুর
সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিলেন। শিবার
রাণী শলোমন রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন,
তত প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য [দেশে] আর কখনও
আইসে নাই।
১১ আর হীরমের যে সকল জাহাজ ওফীর হইতে
স্বর্ণ আনিত, সেই সকল জাহাজ ওফীর হইতে
১২ বিস্তর চন্দনকাষ্ঠ ও মণি আনিত। সেই চন্দন-
কাষ্ঠ দ্বারা রাজা সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর
সিঁড়ি গরাদিয়া ও গায়কদের জন্য বীণা এবং
নেবল প্রস্তুত করাইলেন; তদ্রূপ চন্দনকাষ্ঠ
অদ্যাপি আর আইসে নাই, দেখাও যায় নাই।
১৩ পরে শলোমন রাজা শিবার রাণীর যাচ্ঞানুসারে
তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন, তদ্ভিন্ন
আপন রাজকীয় বদান্যতানুসারে তাঁহাকে আরও
দিলেন; পরে তিনি ও তাঁহার দাসগণ ফিরিয়া
আপন দেশে গেলেন।

শলোমনের ঐশ্বর্য্য।

১৪ এক বৎসরমধ্যে শলোমনের কাছে ছয় শত
১৫ ছেষট্টি মণ পরিমিত স্বর্ণ আসিয়াছিল। ইহা
ছাড়া বণিক্‌দের, ব্যবসায়িগণের ও মিশ্রিত
লোকদের সমস্ত রাজার ও দেশাধিপতিগণের
১৬ নিকট হইতে [স্বর্ণের আগম হইত]। শলোমন
রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত বৃহৎ ঢাল প্রস্তুত
করিলেন; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল
১৭ পরিমিত স্বর্ণ ছিল। তিনি পিটান স্বর্ণ দ্বারা আর
তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিলেন; তাহার প্রত্যেক
ঢালে তিন সের করিয়া স্বর্ণ ছিল; পরে রাজা
লিবানোন অরণ্যস্থ বাটীতে সেগুলি রাখিলেন।
১৮ আর রাজা হস্তিদন্তময় এক বৃহৎ সিংহাসন
১৯ নির্ম্মাণ করাইয়া উত্তম স্বর্ণে মুড়াইলেন। ঐ
সিংহাসনের ছয়টী সোপান ছিল, ও সিংহাসনের
উপরিস্থ ভাগ পশ্চাতে গোলাকার ছিল, এবং
আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই হাতার
২০ নিকটে দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। আর
সেই ছয়টী সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে দ্বাদশ
সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল; এইরূপ সিংহাসন
২১ আর কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই। শলোমন
রাজার যাবতীয় পানপাত্র স্বর্ণময় ছিল, ও
লিবানোন অরণ্যস্থ বাটীর যাবতীয় পাত্র নির্ম্মল
স্বর্ণময় ছিল; রৌপ্যময় কিছুই ছিল না; শলো-
মনের অধিকারে তাহা কিছুরই মধ্যে গণ্য ছিল
২২ না। কেননা সমুদ্রে হীরমের জাহাজের সহিত
রাজারও তর্শীশগামী জাহাজ ছিল; সেই
তর্শীশের জাহাজ তিন বৎসরান্তে এক বার স্বর্ণ,
রৌপ্য, হস্তিদন্ত, কপি ও শিখী লইয়া আসিত।
২৩ এইরূপে ঐশ্বর্য্যে ও জ্ঞানে শলোমন রাজা পৃথি-
বীস্থ যাবতীয় রাজার মধ্যে প্রধান হইলেন।
২৪ ঈশ্বর শলোমনের চিত্তে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন,
তাঁহার সেই জ্ঞানের উক্তি শ্রবণ জন্য সর্ব্বদেশীয়
লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিত।
২৫ আর প্রত্যেক জন আপন আপন উপঢৌকন
অর্থাৎ রৌপ্যময় ও স্বর্ণময় পাত্র এবং বস্ত্র, অস্ত্র
ও সুগন্ধি দ্রব্য, আর অশ্ব ও অশ্বতর আনিত;
প্রতিবৎসর এইরূপ হইত।

Digitized by Google

২৬ আর শলোমন রথ ও অশ্বারোহীদিগকে সংগ্রহ
করিলেন ; তাঁহার এক সহস্র চারি শত রথ ও
দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল, আর তিনি তাহা-
দিগকে রথ-নগরসমূহে, এবং যিরূশালেমে রাজার
২৭ নিকটে রাখিতেন। রাজা যিরূশালেমে রৌপ্যকে
প্রস্তরের ন্যায়, ও এরসকাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ ডুমুর-
২৮ কাষ্ঠের ন্যায় প্রচুর করিলেন। আর শলোমনের
অশ্ব সকল মিসর হইতে আনা হইত ; ফলতঃ
রাজার বণিকেরা বিশেষ মূল্য দিয়া অশ্বযূথ
২৯ পাইত। আর মিসর হইতে ক্রীত ও আনীত এক
এক রথের মূল্য ছয় শত রৌপ্য মুদ্রা, ও এক এক
অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ মুদ্রা ছিল। এই
প্রকারে উহাদের দ্বারা হিত্তীয় ও অরামীয় সমস্ত
রাজার জন্যও অশ্ব আনা হইত।

শলোমনের পাপে পতন ও তাহার ফল।

১১ শলোমন রাজা ফরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে
আরও অনেক বিদেশীয় স্ত্রীকে, অর্থাৎ মোয়া-
বীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সীদোনীয়া ও
২ হিত্তীয়া রমণীকে প্রেম করিতেন। যে জাতিগণের
বিষয়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়া-
ছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে গমন করিও
না, এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আগমন
করিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের
হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপথ-
গামী করিবে, শলোমন তাহাদেরই প্রতি প্রেমা-
৩ সক্ত হইলেন। সাত শত মহিলা তাঁহার পত্নী, ও
তিন শত তাঁহার উপপত্নী ছিল ; তাঁহার সেই
৪ স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। বিশে-
ষতঃ শলোমনের বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার
হৃদয়কে ইতর দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী
করিল ; অতএব তাঁহার পিতা দায়ূদের অন্তঃকরণ
যেমন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র
৫ ছিল, তাঁহার তদ্রূপ ছিল না। কিন্তু শলোমন
সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়-
দের বীভৎস পদার্থ মিল্‌কমের অনুগামী হই-
৬ লেন। এইরূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
মন্দ তাহাই করিলেন ; আপন পিতা দায়ূদের
ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগামী হইলেন
৭ না। সেই সময়ে শলোমন যিরূশালেমের সম্মুখস্থ
পর্ব্বতে মোয়াবের বীভৎস পদার্থ কমোশের
জন্য ও অম্মোন-সন্তানদের বীভৎস পদার্থ মোল-
৮ কের জন্য উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার
যত বিদেশীয়া স্ত্রী আপন আপন দেবের উদ্দেশে
ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের
জন্য তিনি তদ্রূপ করিলেন।
৯ অতএব সদাপ্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হই-
লেন ; কেননা তাঁহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে বিপথগামী হইয়াছিল।
১০ তিনি দুই বার তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং
এই বিষয় তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ; যেন
তিনি ইতর দেবগণের অনুগামী না হন ; তথাপি
তিনি সদাপ্রভুর দত্ত আজ্ঞা পালন করিলেন না।
১১ অতএব সদাপ্রভু শলোমনকে কহিলেন, তোমার
ত এই ব্যবহার, তুমি আমার নিয়ম ও তোমার
জন্য আজ্ঞাপিত আমার বিধিকলাপ পালন কর
নাই ; এই কারণ আমি অবশ্য তোমা হইতে
১২ রাজ্য চিরিয়া লইয়া তোমার দাসকে দিব। কিন্তু
তোমার পিতা দায়ূদের অনুরোধে তোমার বর্ত্তমান
কালে তাহা করিব না, তোমার পুত্রেরই হস্ত
১৩ হইতে তাহা চিরিয়া লইব। তথাপি সমুদয়
রাজ্য চিরিয়া লইব না ; আপন দাস দায়ূদের
জন্য ও আপন মনোনীত যিরূশালেমের জন্য
তোমার পুত্রকে এক বংশ দিব।
১৪ পরে সদাপ্রভু শলোমনের এক জন বিপক্ষ
অর্থাৎ ইদোমীয় হদদকে উৎপন্ন করিলেন ;
তিনি ইদোম দেশীয় রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন।
১৫ দায়ূদ যখন ইদোমে ছিলেন, আর সেনাপতি
যোয়াব নিহতদিগকে কবর দিতে উঠিয়া গিয়া-
ছিলেন ও ইদোমের প্রত্যেক পুরুষকে আঘাত
১৬ করিয়াছিলেন, তখন যাবৎ ইদোমের সমস্ত পুরুষ
উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ ছয় মাস পর্য্যন্ত যোয়াব
১৭ ও সমস্ত ইস্রায়েল ইদোমে ছিলেন। তৎকালে ঐ
হদদ ও তাঁহার সহিত তাঁহার পিতার দাস
কয়েক জন ইদোমীয় পুরুষ মিসরে পলায়ন
করিয়াছিলেন ; তখন হদদ ক্ষুদ্র বালক ছিলেন।
১৮ তাঁহারা মিদিয়ন হইতে যাত্রা করিয়া পারণে
যান ; পরে পারণ হইতে লোক সঙ্গে লইয়া
মিসরে গিয়া মিসরের ফরৌণ রাজার নিকটে
উপস্থিত হন ; তিনি তাঁহাকে এক বাটী দেন,
এবং তাঁহার আহারার্থ বৃত্তি নিরূপণ ও ভূমি
১৯ দান করেন। আর হদদ ফরৌণের কাছে অতিশয়
অনুগ্রহ পান ; এবং ফরৌণ তাঁহার সহিত আপন
শালীর অর্থাৎ তহপনেষ রাণীর ভগিনীর বিবাহ
২০ দেন। আর তহপনেষের ভগিনী তাঁহার জন্য
গনুবৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন, তাহাতে
তহপনেষ ফরৌণের বাটীতে তাহার স্তন্য ত্যাগ
করান, এবং গনুবৎ ফরৌণের বাটীতে ফরৌণের
২১ পুত্রদের মধ্যে থাকে। পরে দায়ূদ আপন পিতৃ-
লোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়াছেন ও যোয়াব
সেনাপতি মরিয়াছেন, এই সমাচার হদদ মিসরে
শুনিয়া ফরৌণকে কহিলেন, আমাকে বিদায়
২২ করুন, আমি স্বদেশে যাই। তাহাতে ফরৌণ
তাঁহাকে কহিলেন, আমার এখানে তোমার
কিসের অভাব হইয়াছে যে, দেখ, তুমি স্বদেশে

Digitized by Google

যাইতে বাঞ্ছা করিতেছ? তিনি কহিলেন,
অভাব হয় নাই, তথাপি কোন প্রকারে আমাকে
বিদায় করুন।
২৩ ঈশ্বর শলোমনের আর এক জন বিপক্ষ অর্থাৎ
ইলিয়াদার পুত্র রযোণকে উৎপন্ন করিলেন;
সেই ব্যক্তি সোবার রাজা হদদেষর নামক আপন
২৪ প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আর
যে সময়ে দায়ূদ তাঁহার লোকদিগকে আঘাত
করেন, তৎকালে তিনি আপনার নিকটে লোক-
দিগকে একত্র করিয়া দলপতি হইয়াছিলেন।
পরে তাঁহারা দম্মেশকে যাইয়া সেখানে বাস
২৫ করিয়া দম্মেশকে রাজত্ব করিলেন। হদদের কৃত
অপকার ভিন্ন তিনি শলোমনের সমস্ত জীবনকাল
ব্যাপিয়া ইস্রায়েলের বিপক্ষ ছিলেন, এবং
ইস্রায়েলকে ঘৃণা করিয়া অরামের উপরে রাজত্ব
করিলেন।
২৬ আর সারদানিবাসী ইফ্রয়িমীয় নবাটের পুত্র
যারবিয়াম শলোমনের দাস ছিলেন; তাঁহার
মাতার নাম সরূয়া, তিনি এক বিধবা স্ত্রী; সে
২৭ ব্যক্তিও রাজার বিরুদ্ধে হস্ত তুলিলেন। রাজার
বিরুদ্ধে তাঁহার হস্ত তুলিবার কারণ এই, শলোমন
মিল্লো গাঁথিতেছিলেন, ও আপন পিতা দায়ূদের
২৮ নগরের ভগ্নস্থান বদ্ধ করিয়া দিতেছিলেন। আর
যারবিয়াম বীর্য্যবান্ পুরুষ ছিলেন, অতএব
শলোমন তাঁহাকে কার্য্যদক্ষ যুবা দেখিয়া যোষে-
ফের কুলোদ্ভব ভারবাহক সকলের অধ্যক্ষ করি-
২৯ লেন। তৎকালে যারবিয়াম যিরূশালেমের
বাহিরে গেলে শীলোনীয় অহিয় ভাববাদী পথে
তাঁহার দেখা পাইলেন; অহিয় নূতন বস্ত্র
পরিহিত ছিলেন, এবং মাঠে কেবল তাঁহারা দুই
৩০ জন ছিলেন। তখন অহিয় আপন গাত্রীয় নূতন
বস্ত্রখানি ধরিয়া চিরিয়া দ্বাদশ খণ্ড করিয়া যার-
৩১ বিয়ামকে কহিলেন, দশ খণ্ড তুমি লও, কেননা
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, আমি শলোমনের হস্ত হইতে রাজ্য চিরিয়া
৩২ লইব, ও দশ বংশ তোমাকে দিব।—কিন্তু
আমার দাস দায়ূদের জন এবং ইস্রায়েলের
যাবতীয় বংশের মধ্য হইতে আমার মনোনীত
যিরূশালেম নগরের জন্য অবশিষ্ট এক বংশ
৩৩ উহার থাকিবে।—কারণ তাহারা আমাকে ত্যাগ
করিয়া সীদোনীয়দের অষ্টোরৎ দেবীর ও মোয়া-
বের কমোশ দেবের ও অম্মোন-সন্তানদের মিল্-
কম দেবের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে; উহার
পিতা দায়ূদের ন্যায় আমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল,
তাহা করণার্থে এবং আমার বিধি ও শাসন
সকল পালনার্থে তাহারা আমার পথে চলে
৩৪ নাই। তথাচ আমি উহার হস্ত হইতে সমস্ত
রাজ্য লইব না, কিন্তু আমার মনোনীত দাস যে
দায়ূদ আমার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন করিত,
তাহার অনুরোধে উহাকে যাবজ্জীবন অধ্যক্ষপদে
৩৫ রাখিব। কিন্তু উহার পুত্রের হস্ত হইতে রাজ্য
৩৬ লইব, এবং তোমাকে দিব, দশ বংশ দিব। আর
আমার নাম স্থাপনার্থে আমার মনোনীত যে
যিরূশালেম নগর, তন্মধ্যে আমার সম্মুখে যেন
আমার দাস দায়ূদের প্রদীপ নিত্য জ্বলে, এই
৩৭ নিমিত্তে উহার পুত্রকে এক বংশ দিব। আর
আমি তোমাকে গ্রহণ করিব, তাহাতে তুমি
আপন প্রাণের সমস্ত অভিলাষানুসারে রাজত্ব
৩৮ করিবে, ইস্রায়েলের রাজা হইবে। আর যদি
তুমি আমার দাস দায়ূদের ন্যায় আমার সমস্ত
আদেশে মনোযোগ কর, এবং আমার বিধি ও
আজ্ঞা পালনার্থে আমার পথে চল, ও আমার
দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা কর, তবে আমি তোমার
সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, এবং যেমন দায়ূদের জন্য
করিয়াছি, তেমনি তোমার জন্যও এক দৃঢ় কুল
৩৯ গাঁথিব এবং ইস্রায়েলকে তোমাকে দিব। পূর্ব্বোক্ত
কারণে আমি দায়ূদের বংশকে অবনত করিব,
কিন্তু চিরকালের জন্য নয়।
৪০ অতএব শলোমন যারবিয়ামকে বধ করিতে
চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যারবিয়াম উঠিয়া মিসরে
মিসররাজ শীশকের নিকটে পলাইয়া গেলেন,
এবং শলোমনের মৃত্যু পর্য্যন্ত মিসরে থাকিলেন।
৪১ শলোমনের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত এবং তাঁহার সমস্ত
কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিবরণ কি শলোমনের চরিত্র-
৪২ পুস্তকে লিখিত নাই? শলোমন যিরূশালেমে
চল্লিশ বৎসর যাবৎ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে
৪৩ রাজত্ব করিলেন। পরে শলোমন আপন পিতৃ-
লোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, ও আপন পিতা
দায়ূদের নগরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার
পুত্র রহবিয়াম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

রহবিয়ামের রাজ্যাভিষেক।
দশ গোষ্ঠীর বিদ্রোহ।

১২ অনন্তর রহবিয়াম শিখিমে গেলেন;
কেননা তাঁহাকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রা-
২ য়েল শিখিমে উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে
নবাটের পুত্র যারবিয়াম এই বিষয় শুনিলেন;
তিনি তখনও মিসরে ছিলেন, শলোমন রাজার
সম্মুখ হইতে তথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন;
এবং যারবিয়াম মিসরে বাস করিতেছিলেন।
৩ আর লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে আহ্বান
করিল। পরে যারবিয়াম ও সমস্ত ইস্রায়েল-
সমাজ রহবিয়ামের কাছে আসিয়া এই কথা
৪ কহিলেন, আপনকার পিতা আমাদের উপর
দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছেন, অতএব আপনকার
পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম ও

Digitized by Google

ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, আপনি তাহা লঘু
করুন, করিলে আমরা আপনকার দাস হইব।
৫ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এখন চলিয়া যাও,
তিন দিনের পর আবার আমার নিকটে আসিও।
তাহাতে লোকেরা চলিয়া গেল।
৬ পরে রহবিয়াম রাজা, তাঁহার পিতা শলো-
মনের জীবনকালে যে বৃদ্ধগণ তাঁহার সম্মুখে
দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা
করিলেন, কহিলেন, আমি ঐ লোকদিগকে কি
৭ উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? তাঁহারা
তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনি অদ্য ঐ লোকদের
সেবক হইয়া উহাদের সেবা করেন, এবং উহা-
দিগকে উত্তর দেন, ও প্রিয় বাক্য বলেন, তবে
৮ উহারা সর্ব্বদা আপনকার সেবক থাকিবে। কিন্তু
তিনি ঐ বৃদ্ধগণের দত্ত মন্ত্রণা ছাড়িয়া আপনার
সম্মুখে দণ্ডায়মান আপন বয়স্য যুবকদের সহিত
৯ মন্ত্রণা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞা-
সিলেন, ঐ লোকেরা কহিতেছে, আপনকার পিতা
আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন,
তাহা লঘু করুন; এখন আমরা উহাদিগকে কি
১০ উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? তাহাতে
তাঁহার বয়স্য যুবকগণ উত্তর করিল, যে লোকেরা
আপনাকে কহিতেছে, আপনকার পিতা আমা-
দের উপরে ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন,
আপনি তাহা লঘু করুন, তাহাদিগকে বলুন,
আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুলি আমার পিতার কটিদেশ
১১ হইতেও স্থূল। অতএব শুন, আমার পিতা তোমা-
দের উপরে ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়া দিয়াছেন,
কিন্তু আমি তোমাদের যোঁয়ালি আরও ভারী
করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কশা দ্বারা
শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বৃশ্চিক
১২ দ্বারা শাস্তি দিব। পরে 'তৃতীয় দিনে আমার
নিকটে ফিরিয়া আসিও,' রাজার উক্ত এই
কথানুসারে যারবিয়াম এবং সমস্ত লোক তৃতীয়
দিবসে রহবিয়ামের নিকটে উপস্থিত হইলেন।
১৩ তাহাতে রাজা লোকদিগকে কঠিন উত্তর দিলেন;
বৃদ্ধ মন্ত্রীরা তাঁহাকে যে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন,
১৪ তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া সেই যুবকদের মন্ত্রণা-
নুযায়ী কথা তাহাদিগকে বলিলেন; তিনি
কহিলেন, আমার পিতা তোমাদের যোঁয়ালি ভারী
করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা আরও ভারী
করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কশা দ্বারা
শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বৃশ্চিক
১৫ দ্বারা শাস্তি দিব। এইরূপে রাজা লোকদের
কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কেননা শীলোনীয়
অহিয়ের দ্বারা সদাপ্রভু নবাটের পুত্র যার-
বিয়ামকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অটল
রাখিবার জন্য সদাপ্রভু হইতে এই ঘটনা হইল।
১৬ যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখিল, রাজা আমাদের
কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন লোকেরা
রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি
অংশ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার
নাই; হে ইস্রায়েল, তোমাদের তাম্বুতে যাও;
দায়ূদ! এখন তুমি আপনার কুল দেখ। পরে
ইস্রায়েল লোকেরা আপন আপন তাম্বুতে চলিয়া
১৭ গেল। তথাপি যে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যিহূদার
সকল নগরে বাস করিত, রহবিয়াম তাহাদের
১৮ উপরে রাজা থাকিলেন। পরে রহবিয়াম রাজা
অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ অদোরামকে পাঠাই-
লেন; কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল তাহাকে প্রস্তর
মারিল; তাহাতে সে মরিয়া গেল। আর রহ-
বিয়াম রাজা তাড়াতাড়ি যিরূশালেমে পলাইবার
১৯ জন্য রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ইস্রা-
য়েল দায়ূদের কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ
২০ করিল, অদ্য পর্য্যন্ত [সেই ভাবেই আছে]। পরে
যারবিয়াম ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা সমস্ত
ইস্রায়েল শুনিয়া দূত দ্বারা তাঁহাকে মণ্ডলীর
নিকটে ডাকাইয়া সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা
করিল; তাহাতে কেবল যিহূদা-বংশ ব্যতিরেকে
আর কোন বংশ দায়ূদের কুলের অনুগামী
থাকিল না।
২১ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর রহবিয়াম
যিহূদার সমস্ত কুল ও বিন্যামীন-বংশকে, অর্থাৎ
এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধৃ-পুরুষকে
ইস্রায়েল-কুলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে একত্র করি-
লেন; ফলতঃ শলোমনের পুত্র রহবিয়ামের বশে
রাজ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য ইহা করা হইল;
২২ কিন্তু ঈশ্বরের লোক শময়িয়ের নিকটে ঈশ্বরের
২৩ এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি যিহূদার রাজা
শলোমনের পুত্র রহবিয়ামকে, যিহূদার ও বিন্যা-
মীনের সমস্ত কুলকে এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে
২৪ বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যাত্রা
করিও না, তোমার ভ্রাতা ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন
আপন গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা এই ঘটনা
আমা হইতে হইল। অতএব তাহারা সদাপ্রভুর
বাক্য মানিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ফিরিয়া
চলিয়া গেল।

যারবিয়ামের প্রতিমাপূজা স্থাপন।

২৫ পরে যারবিয়াম ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শিখিম
নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিলেন, এবং তথা
হইতে যাত্রা করিয়া পনূয়েল নির্ম্মাণ করিলেন।
২৬ পরে যারবিয়াম মনে মনে বলিলেন, এখন রাজ্য
২৭ দায়ূদের কুলের হাতে ফিরিয়া যাইবে; এই

Digitized by Google

লোকেরা যদি যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহে বলি-
দান করিতে যায়, তবে অবশ্য ইহাদের চিত্ত
ইহাদের প্রভু যিহূদার রাজা রহবিয়ামের প্রতি
ফিরিবে; আর ইহারা আমাকে বধ করিয়া
পুনর্ব্বার যিহূদার রহবিয়াম রাজার পক্ষ হইবে।
২৮ অতএব রাজা মন্ত্রণা করিয়া স্বর্ণময় দুই গোবৎস
নির্ম্মাণ করাইলেন; আর তিনি লোকদিগকে
কহিলেন, যিরূশালেমে যাওয়া তোমাদের পক্ষে
বাহুল্যমাত্র; হে ইস্রায়েল, দেখ, এই তোমার
ঈশ্বর, যিনি মিসরদেশ হইতে তোমাকে বাহির
২৯ করিয়া আনিয়াছেন। পরে তিনি তাহাদের
একটা বৈথেলে স্থাপন করিলেন, আর একটা
৩০ দানে রাখিলেন। এই ব্যাপার পাপস্বরূপ হইল,
কেননা তাহার একটার সম্মুখে লোকেরা দান
৩১ পর্য্যন্ত যাত্রা করিতে লাগিল। পরে তিনি উচ্চ-
স্থলীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং যাহারা
লেবির সন্তান নয়, এমন সকল লোকের মধ্য
৩২ হইতে যাজক করিলেন। আর যারবিয়াম অষ্টম
মাসের পঞ্চদশ দিবসে যিহূদাস্থ উৎসবের সদৃশ
এক উৎসব নিরূপণ করিলেন, এবং যজ্ঞবেদির
কাছে উঠিয়া গেলেন; তিনি বৈথেলে এইরূপে
নিজ কৃত বৎস-প্রতিমার উদ্দেশে বলিদান করি-
লেন, এবং আপনার কৃত উচ্চস্থলীর যাজকদিগকে
বৈথেলে রাখিলেন।
৩৩ অতএব অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে, অর্থাৎ যে
মাসে তিনি আপনার মনে কল্পনা করিয়াছিলেন,
সেই মাসে তিনি বৈথেলে আপনার কৃত যজ্ঞ-
বেদির কাছে উঠিয়া গেলেন; আর তিনি
ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য উৎসব নিরূপণ
করিলেন, এবং ধূপদাহের জন্য বেদির কাছে
উঠিয়া গেলেন।

এক জন ভাববাদীর বিবরণ।

১৩ আর দেখ, ঈশ্বরের এক জন লোক সদা-
প্রভুর বাক্যের প্রভাবে যিহূদা হইতে
বৈথেলে উপস্থিত হইলেন; আর যারবিয়াম
ধূপদাহের জন্য বেদির কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন।
২ আর বেদির প্রতিকূলে সদাপ্রভুর বাক্যের প্রভাবে
সেই ব্যক্তি এই কথা ঘোষণা করিলেন, হে বেদি,
হে বেদি, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, দায়ূ-
দের কুলে যোশিয় নামে এক বালক জন্মিবে;
উচ্চস্থলীর যে যাজকেরা তোমার উপরে ধূপদাহ
করে, তাহাদিগকে সে তোমার উপরে বলিদান
করিবে, ও তোমার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ
৩ করা যাইবে। আর সেই দিবসে তিনি এক
অভিজ্ঞান নিরূপণ করিয়া বলিলেন, সদাপ্রভু
এই অভিজ্ঞান বলিয়াছেন; দেখ, এই বেদি
ফাটিয়া যাইবে, ও ইহার উপরিস্থ ভস্ম পড়িয়া
৪ যাইবে। ঈশ্বরের লোক বৈথেলস্থ বেদির বিরুদ্ধে
যে কথা ঘোষণা করিলেন, তাহা শুনিয়া যার-
বিয়াম রাজা বেদি হইতে হস্ত বিস্তার করিয়া
কহিলেন, উহাকে ধর। কিন্তু তিনি তাঁহার
বিরুদ্ধে যে হস্ত বিস্তার করিলেন, তাহা শুষ্ক
হইয়া গেল, তিনি তাহা আর গুড়াইতে পারিলেন
৫ না। পরে ঈশ্বরের লোক কর্ত্তৃক সদাপ্রভুর বাক্যের
প্রভাবে যে অভিজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছিল,
তদনুসারে বেদি ফাটিয়া গেল, এবং বেদি হইতে
৬ ভস্ম পড়িয়া গেল। তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে
কহিলেন, আমার হস্ত যেন পুনরায় স্বস্থ হয়, এই
জন্য আপনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে
অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া আমার নিমিত্তে প্রার্থনা
করুন; তাহাতে ঈশ্বরের লোক সদাপ্রভুর কাছে
যাচ্ঞা করিলে রাজার হস্ত পুনরায় স্বস্থ হইল,
৭ পূর্ব্বকার মত হইল। তখন রাজা ঈশ্বরের
লোককে কহিলেন, আপনি আমার সহিত গৃহে
আসিয়া আরাম করুন, আর আমি আপনাকে
৮ উপহার দিব। কিন্তু ঈশ্বরের লোক রাজাকে
কহিলেন, যদি আপনি আমাকে আপন বাটীর
অর্দ্ধেক দেন, তথাপি আপনকার সহিত প্রবেশ
করিব না, আমি এই স্থানে অন্ন ভোজন কিম্বা
৯ জল পানও করিব না; কেননা সদাপ্রভুর বাক্য
দ্বারা আমি এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি
অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে
পথ দিয়া যাইবে, সে পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও
১০ না। পরে তিনি যে পথ দিয়া বৈথেলে আসিয়া-
ছিলেন, সেই পথে না গিয়া অন্য পথ ধরিয়া
প্রস্থান করিলেন।
১১ বৈথেলে এক জন প্রাচীন ভাববাদী বাস করি-
তেন; তাঁহার এক পুত্র আসিয়া, বৈথেলে সেই
দিবসে ঈশ্বরের লোক যাহা যাহা করিয়াছিলেন,
সমস্তই তাঁহাকে জ্ঞাত করিল; তিনি রাজাকে যে
যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্তও পুত্রেরা
১২ পিতাকে কহিল। তাহাতে তাহাদের পিতা
জিজ্ঞাসিলেন, তিনি কোন্ পথে গেলেন? যিহূদা
হইতে আগত ঈশ্বরের লোক কোন্ পথ ধরিয়া
গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্রগণ দেখিয়াছিল।
১৩ পরে তিনি আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, আমার
জন্য গর্দ্দভ সাজাও; তাহারা তাঁহার জন্য গর্দ্দভ
সাজাইলে তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন।
১৪ আর তিনি ঈশ্বরের লোকের পশ্চাদ্গমন করিলেন,
এবং এক এলা বৃক্ষের তলে তাঁহাকে বসিয়া
থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, আপনি কি যিহূদা
হইতে আগত ঈশ্বরের লোক? তিনি কহিলেন,
১৫ আমি সেই। তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন,
আমার সহিত গৃহে চলুন, আহার করুন।
১৬ তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি আপনকার সহিত

Digitized by Google

ফিরিয়া যাইতে ও আপনকার গৃহে প্রবেশ
করিতে পারি না; এবং এখানে আপনকার সঙ্গে
১৭ অন্ন ভোজন ও জল পান করিব না; কেননা
সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা আমাকে বলা হইয়াছে,
তুমি সে স্থানে অন্ন ভোজন ও জল পান করিও
না, এবং যে পথ দিয়া যাইবে, সে পথ দিয়া
১৮ ফিরিয়া আসিও না। পরে তিনি তাঁহাকে কহি-
লেন, আপনি যেমন, তেমনি আমিও ভাববাদী;
এক জন দূত আমাকে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা এই
কথা কহিয়াছেন, তুমি উহাকে অন্ন ভোজন ও
জল পান করাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া তোমার
গৃহে ফিরাইয়া আন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে মিথ্যা
১৯ কথা কহিলেন। অতএব তিনি তাঁহার সহিত
ফিরিয়া যাইয়া তাঁহার গৃহে অন্ন ভোজন ও জল
২০ পান করিলেন। তাঁহারা মেজে বসিয়া আছেন,
এমন সময়ে, যে ভাববাদী উহাঁকে ফিরাইয়া
আনিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য
২১ উপস্থিত হইল। তখন তিনি যিহূদা হইতে
আগত ঈশ্বরের লোককে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের
বিরুদ্ধাচরণ করিলে; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি
২২ পালন করিলে না; তিনি যে স্থানের বিষয়ে
কহিলেন, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও
না, তুমি সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া অন্ন
ভোজন ও জল পান করিলে; এই কারণ তোমার
শব তোমার পৈতৃক কবরে প্রবিষ্ট হইবে না।
২৩ পরে তাঁহার অন্ন ভোজন ও জল পান সাঙ্গ
হইলে তিনি তাঁহার জন্য অর্থাৎ যাঁহাকে
ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, সেই ভাববাদীর জন্য
২৪ গর্দ্দভ সাজাইলেন। পরে তিনি যাত্রা করিলে,
পথিমধ্যে এক সিংহ তাঁহাকে পাইয়া বধ করিল,
এবং তাঁহার শব পথে পড়িয়া থাকিল, এবং
তাহার পার্শ্বে গর্দ্দভ দণ্ডায়মান ও শবের পার্শ্বে
২৫ সিংহ দণ্ডায়মান রহিল। আর দেখ, কোন কোন
লোক ঐ পথ দিয়া গমন করিতে করিতে পথে
নিপাতিত শব ও শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান সিংহ
দেখিয়া ঐ প্রাচীন ভাববাদীর নিবাসনগরে
২৬ আসিয়া সংবাদ দিল। আর যে ভাববাদী
তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন,
তিনি ঐ সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, ইনি সদা-
প্রভুর বাক্যের বিরুদ্ধাচারী সেই ঈশ্বরের লোক;
তাঁহার প্রতি সদাপ্রভুর কথিত বাক্যানুসারে সদা-
প্রভু তাঁহাকে সিংহের হস্তগত করিয়াছেন, আর
সিংহ তাঁহাকে বিদীর্ণ করিয়া বধ করিয়াছে।
২৭ পরে তিনি আপন পুত্রগণকে কহিলেন, আমার
জন্য গর্দ্দভ সাজাও; তাহারা তাহা সাজাইলে,
২৮ তিনি যাইয়া পথে নিপাতিত ঐ শব, এবং শবের
পার্শ্বে দণ্ডায়মান গর্দ্দভ ও সিংহ দেখিলেন;
সিংহ শব খায় নাই, গর্দ্দভকেও বিদীর্ণ করে
২৯ নাই। পরে সেই ভাববাদী ঈশ্বরের লোকের শব
তুলিয়া লইলেন, এবং গর্দ্দভের উপরে রাখিয়া
ফিরাইয়া আনিলেন; সেই প্রাচীন ভাববাদী
তাঁহার বিষয়ে বিলাপ করিতে ও তাঁহাকে কবর
৩০ দিতে আপন বাস-নগরে আসিলেন। পরে তিনি
আপন কবরে ঐ শব রাখিলেন, এবং তাঁহারা
হায়, আমার ভ্রাতঃ! বলিয়া তাঁহার জন্য বিলাপ
৩১ করিলেন। এইরূপে তাঁহাকে কবর দিবার পর
তিনি আপন পুত্রগণকে কহিলেন, আমি যখন
মরিব, তখন এই যে কবরে ঈশ্বরের লোক কবর-
প্রাপ্ত হইলেন, ইহার মধ্যে আমাকে কবর দিও,
ইহাঁর অস্থির পার্শ্বে আমার অস্থি রাখিও;
৩২ কেননা বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির ও শমরিয়ার নানা
নগরে স্থিত উচ্চস্থলীর গৃহের প্রতিকূলে সদা-
প্রভুর বাক্য দ্বারা ইনি যে কথা ঘোষণা করিয়া-
ছেন, তাহা অবশ্য সফল হইবে।
৩৩ এই ঘটনার পরেও যারবিয়াম আপনার কুপথ
হইতে ফিরিলেন না, কিন্তু পুনর্ব্বার প্রজা সাধা-
রণের মধ্য হইতে লোকদিগকে উচ্চস্থলীর যাজক
নিযুক্ত করিলেন; যাহার ইচ্ছা হইত, তিনি
তাহারই হস্তপূরণ করিতেন, যেন সে উচ্চস্থলীর
৩৪ যাজক হয়। কিন্তু এই ব্যাপার যারবিয়ামের
কুলের পক্ষে পাপস্বরূপ হইল, যেন তাহা উচ্ছিন্ন
ও ভূতল হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

যারবিয়ামের বিরুদ্ধে অহিয়ের ভাববাণী।

১৪ সেই সময়ে যারবিয়ামের পুত্র অবিয়
পীড়িত হইল। তাহাতে যারবিয়াম আপন
২ স্ত্রীকে কহিলেন, বিনয় করি, ছদ্মবেশ ধারণ কর,
উঠ, তুমি যে যারবিয়ামের ভার্য্যা, ইহা যেন
টের পাওয়া না যায়; তুমি শীলোতে যাও;
দেখ, সেখানে অহিয় ভাববাদী আছেন, তিনিই
আমার বিষয় বলিয়াছিলেন যে, আমি এই
৩ জাতির উপরে রাজা হইব। তুমি দশখান রুটী,
কতকগুলিন তিলুয়া ও এক ভাঁড় মধু হাতে
করিয়া তাঁহার কাছে যাও; বালকটীর কি হইবে,
৪ তাহা তিনি তোমাকে জানাইবেন। পরে যার-
বিয়ামের স্ত্রী সেইরূপ করিলেন, তিনি উঠিয়া
শীলোতে গিয়া অহিয়ের বাটীতে উপস্থিতা
হইলেন। ঐ সময়ে অহিয় দেখিতে পাইতেন
না, কেননা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ
হইয়াছিল।
৫ ইতিমধ্যে সদাপ্রভু অহিয়কে কহিলেন, দেখ,
যারবিয়ামের ভার্য্যা তোমার কাছে আপন পুত্রের

Digitized by Google

নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার পুত্র যিহোশাফট তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

ইস্রায়েলের নাদব প্রভৃতি চারি জন রাজার বিবরণ।

২৫ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের দ্বিতীয়
বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র নাদব ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি
দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিলেন।
২৬ তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই
করিতেন; আপন পিতার পথে, তাঁহার পিতা
যদ্দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, সেই
২৭ পাপ-পথে চলিতেন। আর ইষাখর-কুলজাত
অহিয়ের পুত্র বাশা তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত
করিলেন; এবং বাশা পলেষ্টীয়দের অধিকৃত
গিব্বথোনে তাঁহাকে আঘাত করিলেন; ঐ সময়ে
নাদব ও সমস্ত ইস্রায়েল গিব্বথোন অবরোধ
২৮ করিতেছিলেন। যিহূদার আসা রাজার তৃতীয়
বৎসরে বাশা নাদবকে বধ করিয়া তাঁহার পদে
২৯ রাজা হইলেন। রাজা হইয়াই বাশা যারবিয়া-
মের সমস্ত কুল উচ্ছেদ করিলেন। সদাপ্রভু
আপন দাস শীলোনীয় অহিয়ের দ্বারা যে বাক্য
কহিয়াছিলেন, তদনুসারে বাশা যারবিয়ামের
সম্পর্কীয় শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও অবশিষ্ট রাখি-
৩০ লেন না, সকলকেই সংহার করিলেন। কারণ
যারবিয়াম অসন্তোষজনক কর্ম্ম দ্বারা ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়া আপনি পাপ
করিয়াছিলেন, এবং ইস্রায়েলকে পাপ করা-
ইয়াছিলেন।
৩১ নাদবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি
ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত
৩২ নাই? পরন্তু আসার ও ইস্রায়েলের বাশা রাজার
মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হইত।
৩৩ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎ-
সরাবধি অহিয়ের পুত্র বাশা তির্সাতে সমস্ত
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া
৩৪ চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। তিনি সদাপ্রভুর
দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন, এবং যার-
বিয়ামের পথে ও যদ্দ্বারা তিনি ইস্রায়েলকে
পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপ-পথে
চলিতেন।

১৬ পরে হনানির পুত্র যেহূর নিকটে বাশার
বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল,
২ আমি তোমাকে ধূলির মধ্য হইতে উঠাইয়া
আপন প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু
তুমি যারবিয়ামের পথে চলিয়া আমার প্রজা
ইস্রায়েলের পাপ দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিতে
৩ তাহাদিগকে পাপ করাইয়াছ। দেখ, আমি
বাশাকে ও তাহার কুলকে ঝাঁটি দিব; এবং
তোমার কুলকে নবাটের পুত্র যারবিয়ামের
৪ কুলের সমান করিব। বাশার যে কেহ নগরে
মরিবে, কুকুরেরা তাহাকে খাইবে; এবং যে
কেহ মাঠে মরিবে, আকাশের পক্ষিগণ তাহাকে
খাইবে।
৫ বাশার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, সমস্ত ক্রিয়া ও পরা-
ক্রমের কার্য্য কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস-
৬ পুস্তকে লিখিত নাই? পরে বাশা আপন পিতৃ-
লোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, ও তির্সাতে
কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র এলা
৭ তাঁহার পদে রাজা হইলেন। অধিকন্তু বাশা
আপন হস্তকৃত কার্য্য দ্বারা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট
করণার্থে তাঁহার সাক্ষাতে যে সকল দুষ্ক্রিয়া
করিতেন, তাহা দ্বারা যারবিয়ামের কুলের সমান
হইয়াছিলেন, আবার সেই কুল উচ্ছিন্ন করিয়া-
ছিলেন, এই দুই কারণ প্রযুক্ত হনানির পুত্র
যেহূ ভাববাদী দ্বারা বাশার ও তাঁহার কুলের
বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল।
৮ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের ষড়বিংশ
বৎসরাবধি বাশার পুত্র এলা তির্সাতে ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসর
৯ রাজত্ব করিলেন। পরে তাঁহার অর্দ্ধসংখ্যক রথের
অধ্যক্ষ সিম্রি নামে তাঁহার দাস তাঁহার বিরুদ্ধে
চক্রান্ত করিলেন। এলা তির্সাতে আপনার তথা-
কার বাটীর অধ্যক্ষ অর্সার গৃহে পান করিয়া মত্ত
১০ হইলেন; আর সিম্রি তথায় প্রবেশ করিয়া
যিহূদার আসা রাজার সপ্তবিংশ বৎসরে তাঁহাকে
আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিলেন, ও তাঁহার
পদে রাজা হইলেন।
১১ রাজত্বের আরম্ভকালে তিনি সিংহাসনে উপ-
বিষ্ট হইবামাত্র বাশার সমস্ত কুলকে আঘাত
করিলেন; তাঁহার সম্বন্ধীয় কোন পুরুষকে, কিম্বা
তাঁহার জ্ঞাতি মিত্র কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন
১২ না। ফলতঃ সদাপ্রভু যেহূ ভাববাদীর প্রমুখাৎ
বাশার বিরুদ্ধে যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনু-
সারে সিম্রি বাশার সমস্ত কুল উচ্ছেদ করিলেন।
১৩ ইহার কারণ বাশার সমস্ত পাপ ও তাঁহার পুত্র
এলার পাপ; ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে
আপনাদের অসার প্রতিমা দ্বারা অসন্তুষ্ট কর-
ণার্থে তাঁহারা আপনারা পাপ করিয়াছিলেন,
১৪ ইস্রায়েলকেও পাপ করাইয়াছিলেন। এলার অব-
শিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজা-
দের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?
১৫ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের সপ্তবিংশ
বৎসরে সিম্রি সাত দিন তির্সাতে রাজত্ব করি-
লেন; সেই সময়ে লোকেরা পলেষ্টীয়দের অধি-

Digitized by Google

কৃত গিব্বথোনের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া-
১৬ ছিল। পরে সেই শিবিরস্থ লোকেরা শুনিল যে,
সিম্রি চক্রান্ত করিয়াছে ও রাজাকে আঘাত
করিয়াছে; তখন সমস্ত ইস্রায়েল সেই দিন
শিবির মধ্যে অম্রি নামক সেনাপতিকে ইস্রায়েলের
১৭ উপরে রাজা করিল। পরে অম্রি ও তাঁহার সহিত
সমস্ত ইস্রায়েল গিব্বথোন হইতে যাত্রা করিয়া
১৮ তির্সা অবরোধ করিলেন। তাহাতে নগর হস্তগত
হইল দেখিয়া সিম্রি রাজবাটীর প্রাসাদে যাইয়া
আপনার চতুর্দ্দিকস্থ রাজবাটীতে অগ্নি দিয়া
১৯ মরিলেন। ইহার কারণ তাঁহার পাপ, তিনি
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন,
এবং যারবিয়ামের পথে, ও যদ্দ্বারা তিনি ইস্রা-
য়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই
২০ পাপ-পথে চলিয়া তিনি পাপ করিতেন। সিম্রির
অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাঁহার কৃত চক্রান্তের বিষয়
ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি
লিখিত নাই?
২১ তৎকালে ইস্রায়েলের লোকেরা দুই দল হইল;
অর্দ্ধেক লোক গীনতের পুত্র তিব্‌নিকে রাজা
করিতে তাহার অনুগামী হইল, অন্য অর্দ্ধেক
২২ লোক অম্রির অনুগামী হইল। কিন্তু অম্রির
অনুগামী লোকেরা গীনতের পুত্র তিব্‌নির অনু-
গামীদিগকে পরাজয় করিল; তাহাতে তিব্‌নি
মরিল; এবং অম্রি রাজা হইলেন।

অম্রি ও আহাব রাজার বিবরণ।

২৩ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের একত্রিংশ
বৎসরে অম্রি ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিলেন;
২৪ তিনি ছয় বৎসর তির্সাতে রাজত্ব করিলেন। পরে
তিনি দুই মণ রৌপ্য মূল্য দিয়া শেমরের কাছে
শমরোণ পর্ব্বত ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক
নগর পত্তন করিলেন; পরে ঐ পর্ব্বতের অধি-
কারী শেমরের নামানুসারে সেই স্বকৃত নগরের
২৫ নাম শমরিয়া রাখিলেন। অম্রি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন; এবং তাঁহার পূর্ব্বে
যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সকলের হইতে অধিক
২৬ দুরাচার হইলেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের
সমস্ত পথে, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে
তাহাদের অসার প্রতিমা দ্বারা অসন্তুষ্ট কর-
ণার্থে যদ্দ্বারা তিনি ইস্রায়েলকে পাপ করা-
ইয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপ-পথে অম্রি
চলিতেন।
২৭ অম্রির অবশিষ্ট ক্রিয়ার বৃত্তান্ত ও তাঁহার
সাধিত পরাক্রমের কার্য্য ইস্রায়েলের রাজাদের
২৮ ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? পরে অম্রি
আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, ও
শমরিয়াতে কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার
পুত্র আহাব তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
২৯ যিহূদার আসা রাজার অষ্টত্রিংশ বৎসরে
অম্রির পুত্র আহাব ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিলেন; অম্রির পুত্র আহাব
দ্বাবিংশতি বৎসর শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে
৩০ রাজত্ব করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন,
তাঁহাদের সকলের হইতে অম্রির পুত্র আহাব
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই অধিক
৩১ পরিমাণে করিতেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের
পাপ-পথে গমন করা যেন তাঁহার পক্ষে লঘু
বিষয় বোধ হইত, তাই তিনি সীদোনীয়দের
ইৎবাল রাজার কন্যা ঈষেবলকে বিবাহ করি-
লেন, আর গিয়া বালের পূজা ও তাঁহার কাছে
৩২ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। আর শমরিয়াতে
স্বনির্ম্মিত বালমন্দিরে বালের জন্য এক যজ্ঞবেদি
৩৩ নির্ম্মাণ করিলেন। আর আহাব আশেরা-মূর্ত্তি
নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার পূর্ব্বে
ইস্রায়েলে যত রাজা ছিলেন, সেই সকল অপেক্ষা
আহাব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট
করণার্থে আরও অধিক কার্য করিলেন।
৩৪ তাঁহার সময়ে বৈথেলীয় হীয়েল যিরীহো
নগর নির্ম্মাণ করিল; তাহাতে সদাপ্রভু নূনের
পুত্র যিহোশূয়ের দ্বারা যে বাক্য কহিয়াছিলেন,
তদনুসারে তাহাকে ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ
আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অবীরামকে, এবং কবাট স্থাপ-
নের দণ্ডস্বরূপ আপন কনিষ্ঠ পুত্র সগূবকে দিতে
হইল।

এলিয়ের বিবরণ।

১৭ পরে গিলিয়দ-প্রবাসীদের মধ্যবর্ত্তী তিশ্‌-
বীয় এলিয় আহাবকে কহিলেন, আমি
যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সেই জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, এই কয়েক বৎসর
শিশির কি বৃষ্টি পড়িবে না; কেবল আমার
২ বাক্যক্রমে পড়িবে। পরে তাঁহার নিকটে সদা-
৩ প্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি এই স্থান
হইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া যর্দ্দনের
৪ সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতোমার্গে লুকাইয়া থাক। সে
স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে পাইবে,
আর আমি কাকদিগকে তোমার খাদ্য দ্রব্য
৫ যোগাইবার আজ্ঞা দিয়াছি। তখন তিনি যাইয়া
সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিলেন, ফলতঃ
তিনি যর্দ্দনের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতোমার্গে গিয়া
৬ অবস্থিতি করিলেন। তথায় কাকেরা তাঁহার
জন্য প্রাতঃকালে রুটী ও মাংস, এবং সন্ধ্যাকালেও
রুটী ও মাংস আনিয়া দিত; এবং তিনি স্রোতের
৭ জল পান করিতেন। কিছুকাল পরে দেশে

Digitized by Google

বৃষ্টি না হওয়াতে ঐ স্রোতোমার্গ শুষ্ক হইয়া
গেল।
৮ পরে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
৯ উপস্থিত হইল, তুমি উঠ, সীদোনের অন্তঃপাতী
সারিফতে গিয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি
তথায় এক বিধবাকে তোমার খাদ্য দ্রব্য যোগা-
১০ ইবার আজ্ঞা দিয়াছি। অতএব তিনি উঠিয়া
সারিফতে যাত্রা করিলেন; যখন সেই নগরের
প্রবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখ, সেই স্থানে
এক বিধবা কাষ্ঠ কুড়াইতেছে। তিনি তাহাকে
ডাকিয়া কহিলেন, বিনয় করি, তুমি একটী
পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জল আন, আমি পান
১১ করিব। তখন সে স্ত্রী তাহা আনিতে যাই-
তেছে, ইতিমধ্যে তিনি আবার তাহাকে ডাকিয়া
কহিলেন, বিনয় করি, আমার জন্য এক খণ্ড
১২ রুটী হাতে করিয়া আনিও। সে কহিল, তোমার
ঈশ্বর জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, আমার গৃহে
একটী পিষ্টকও নাই; কেবল জালায় এক মুষ্টি
ময়দা ও ভাঁড়ে কিঞ্চিৎ তৈল আছে; দেখ,
আমি খান দুই কাষ্ঠ কুড়াইতেছি, তাহা লইয়া
গিয়া আমার ও আমার ছেলেটীর জন্য উহা
পাক করিব; পরে আমরা তাহা খাইয়া মরিব।
১৩ এলিয় তাহাকে কহিলেন, ভয় করিও না; যাহা
বলিলে, তাহা কর গিয়া, কিন্তু প্রথমে তাহা
হইতে আমার জন্য একটী ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত
করিয়া আন; পরে আপনার ও ছেলেটীর জন্য
১৪ প্রস্তুত করিও। কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, যে দিন পর্য্যন্ত সদাপ্রভু
ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্য্যন্ত তোমার
ময়দার জালা শূন্য হইবে না, ও তৈলের
১৫ ভাঁড় শুকাইয়া যাইবে না। তাহাতে সে যাইয়া
এলিয়ের বাক্যানুসারে করিল; তদবধি এলিয়
এবং সে স্ত্রী ও তাহার পরিজন অনেক দিন
১৬ পর্য্যন্ত ভোজন করিলেন। সদাপ্রভু এলিয়ের
দ্বারা যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ
ময়দার জালা শূন্য হইল না, ও তৈলের ভাঁড়
শুকাইল না।
১৭ এই সকল ঘটনার পরে সেই স্ত্রীলোকের, সেই
গৃহস্বামিনীর, পুত্র পীড়িত হইল, এবং তাহার
পীড়া এমন উৎকট হইল যে, তাহার শরীরে আর
১৮ শ্বাসবায়ু রহিল না। তাহাতে সেই স্ত্রী এলিয়কে
কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, তোমার সহিত আমার
বিষয় কি? তুমি কি আমার অপরাধ স্মরণ
করাইতে ও আমার পুত্রকে মারিয়া ফেলিতে
১৯ আমার এখানে আসিয়াছ? এলিয় তাহাকে
কহিলেন, তোমার পুত্র আমাকে দেও। পরে
তিনি তাহার ক্রোড় হইতে ছেলেটীকে লইয়া
উপরে আপনার থাকিবার কুঠরীতে গিয়া আপন
২০ শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। আর সদাপ্রভুকে
ডাকিয়া কহিলেন, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো,
আমি যে বিধবার বাটীতে প্রবাস করিতেছি,
তুমি কি তাহার পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়া অমঙ্গল
২১ করিলে? পরে তিনি বালকটীর উপরে তিন বার
আপন শরীর বিস্তার করিয়া সদাপ্রভুকে ডাকিয়া
কহিলেন, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, বিনয়
করি, এই বালকের মধ্যে প্রাণ ফিরিয়া আইসুক।
২২ তখন সদাপ্রভু এলিয়ের রবে অবধান করিলেন,
তাহাতে বালকটীর প্রাণ তাহার মধ্যে ফিরিয়া
২৩ আসিল, আর সে পুনর্জীবিত হইল। পরে এলিয়
বালকটীকে লইয়া উপরিস্থ কুঠরী হইতে গৃহ-
মধ্যে নামিয়া গিয়া তাহার মাতার কাছে সমর্পণ
করিলেন। এলিয় কহিলেন, দেখ, তোমার পুত্র
২৪ জীবিত। তাহাতে সে স্ত্রী এলিয়কে কহিল, এখন
আমি জানিতে পারিলাম, আপনি ঈশ্বরের
লোক, এবং সদাপ্রভুর যে বাক্য আপনকার মুখে
আছে, তাহা সত্য।

বালদেবের যাজকদের লজ্জিত ও নিহত হইবার বৃত্তান্ত।

১৮ বহুদিনের পর, তৃতীয় বৎসরে, এলিয়ের
নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল,
তুমি গিয়া আহাবকে দেখা দেও; পরে আমি
২ ভূতলে বৃষ্টি প্রেরণ করিব। তাহাতে এলিয়
আহাবকে দেখা দিতে গমন করিলেন। তৎকালে
৩ শমরিয়ায় ভারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। আর
আহাব রাজবাটীর অধ্যক্ষ ওবদিয়কে ডাকিলেন।
৪ ওবদিয় সদাপ্রভুকে অতিশয় ভয় করিতেন; আর
যে সময়ে ঈষেবল সদাপ্রভুর ভাববাদিগণকে
উচ্ছেদ করিতেছিল, সেই সময়ে ওবদিয় এক
শত ভাববাদীকে লইয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন
করিয়া গহ্বরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,
আর তিনি অন্ন জল দিয়া তাহাদিগকে প্রতি-
৫ পালন করিতেন। আহাব ওবদিয়কে কহিলেন,
দেশের মধ্যে যত জলের উনুই ও স্রোতোমার্গ
আছে, তুমি সেইগুলির কাছে যাও; হয় ত
আমরা কিছু তৃণ পাইতে পারিব, এবং অশ্ব ও
অশ্বতর সকলের প্রাণ রক্ষা করিব, নতুবা সমস্ত
৬ পশু হারাইতে হইবে। পরে তাঁহারা দেশমধ্যে
ভ্রমণ করণার্থে আপনাদের মধ্যে দেশ দুই ভাগ
করিয়া লইলেন; আহাব স্বতন্ত্র এক পথে
গেলেন, এবং ওবদিয় স্বতন্ত্র অন্য পথে গেলেন।
৭ ওবদিয় পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে,
দেখ, এলিয় তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন; তখন
ওবদিয় তাঁহাকে চিনিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া
৮ কহিলেন, আপনি কি আমার প্রভু এলিয়? তিনি

Digitized by Google

কহিলেন, আমি সেই; যাও, তোমার প্রভুকে
৯ বল, দেখুন, এলিয় উপস্থিত আছেন। তিনি
উত্তর করিলেন, আমি কি পাপ করিলাম যে,
আপনি আপন দাস আমাকে বধ করণার্থে
১০ আহাবের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহেন? আপন-
কার ঈশ্বর জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, এমন কোন
জাতি কি রাজ্য নাই, যাহার নিকটে আমার
প্রভু আপনকার অন্বেষণে দূত প্রেরণ করেন
নাই; তাহারা বলিয়াছে, সে ব্যক্তি নাই;
তথাপি তাহারা আপনাকে পাইতে পারে নাই
বলিয়া তিনি সেই সকল রাজ্যের ও জাতির লোক-
১১ দিগকে শপথও করাইয়াছেন। এখন আপনি
কহিতেছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখ,
১২ এলিয় উপস্থিত আছেন। কিন্তু আমি আপনকার
নিকট হইতে গেলেই সদাপ্রভুর আত্মা আমার
অবিদিত কোন স্থানে আপনাকে লইয়া যাইবেন,
তাহাতে আমি যাইয়া আহাবকে সংবাদ দিলে
যদি তিনি আপনকার উদ্দেশ না পান, তবে
আমাকে বধ করিবেন; কিন্তু আপনকার দাস
আমি বাল্যাবধি সদাপ্রভুকে ভয় করিয়া আসি-
১৩ তেছি। ঈষেবল যখন সদাপ্রভুর ভাবাদিগণকে
বধ করিতেছিলেন, তখন আমি যাহা করিয়া-
ছিলাম, তাহা কি আমার প্রভু শুনেন নাই?
আমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সদাপ্রভুর এক
শত ভাববাদীকে গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়া অন্ন
১৪ জল দিয়া প্রতিপালন করিয়াছি। তথাপি এখন
আপনি কহিতেছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল,
দেখ, এলিয় উপস্থিত আছেন; তিনি ত আমাকে
১৫ মারিয়া ফেলিবেন। এলিয় কহিলেন, আমি
যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, সেই বাহিনীগণের
জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, আমি অদ্য অবশ্য
১৬ তাঁহাকে দেখা দিব। পরে ওবদিয় আহাবের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন ও তাঁহাকে সংবাদ
দিলেন; তাহাতে আহাব এলিয়ের সহিত
১৭ সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। এলিয়ের দেখা
পাইবামাত্র আহাব তাঁহাকে কহিলেন, হে
১৮ ইস্রায়েলের কন্টক, তুমি কি আসিয়াছ? এলিয়
কহিলেন, আমি ইস্রায়েলের কন্টক হই নাই,
কিন্তু তুমি ও তোমার পিতৃকুল, কেননা তোমরা
সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল ত্যাগ করিয়াছ, এবং
১৯ তুমি বাল দেবগণের অনুগামী হইয়াছ। এখন
লোক পাঠাইয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে কর্ম্মিল পর্ব্ব-
তে আমার নিকটে একত্র কর, এবং ঈষেবলের
মেজে ভোজনকারী বালের ভাববাদী চারি শত
পঞ্চাশ জনকে ও আশেরার ভাববাদী চারি শত
২০ জনকেও উপস্থিত কর। তাহাতে আহাব সমস্ত
ইস্রায়েল-সন্তানের কাছে লোক পাঠাইয়া সেই
ভাববাদিগণকে কর্ম্মিল পর্ব্বতে একত্র করিলেন।

২১ পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে উপস্থিত
হইয়া কহিলেন, তোমরা কত কাল দুই নৌকায়
পা দিয়া থাকিবে? সদাপ্রভু যদি ঈশ্বর হন,
তবে তাঁহার অনুগামী হও; কিন্তু বাল যদি
ঈশ্বর হয়, তবে তাহার অনুগামী হও। ইহাতে
২২ লোকেরা তাঁহাকে কোন উত্তর দিল না। তখন
এলিয় লোকদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভুর একমাত্র
ভাববাদী আমিই অবশিষ্ট আছি; কিন্তু বালের
ভাববাদিগণ চারি শত পঞ্চাশ জন আছে।
২৩ আমাদিগকে দুইটী বৃষ দত্ত হউক; তন্মধ্যে
উহারা আপনাদের জন্য একটী বৃষ মনোনীত
করুক, ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাষ্ঠোপরি রাখুক,
কিন্তু তাহাতে অগ্নি না দিউক; পরে আমি অন্য
বৃষটী প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিব, কিন্তু
২৪ তাহাতে অগ্নি দিব না। পরে তোমরা আপনাদের
দেবতার নামে ডাকিও, এবং আমি সদাপ্রভুর
নামে ডাকিব; যে ঈশ্বর অগ্নি দ্বারা উত্তর
দিবেন, তিনিই ঈশ্বর হউন। তখন সকল লোক
২৫ উত্তর করিল, এ বেশ কথা। পরে এলিয় বালের
ভাববাদিগণকে কহিলেন, তোমরা অনেকে আছ,
অতএব অগ্রে তোমরাই আপনাদের জন্য একটী
বৃষ মনোনীত করিয়া প্রস্তুত কর, এবং আপনা-
দের দেবতার নামে ডাক, কিন্তু অগ্নি দিও না।
২৬ পরে তাহাদিগকে যে বৃষ দত্ত হইল, তাহা লইয়া
তাহারা প্রস্তুত করিল, এবং প্রাতঃকালাবধি
মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এই বলিয়া বালের নামে
ডাকিতে লাগিল, হে বাল, আমাদিগকে উত্তর
দেও। কিন্তু কোন বাণী হইল না, এবং কেহই
উত্তর দিল না; আর তাহারা নির্ম্মিত যজ্ঞ-
বেদির কাছে খোঁড়ার ন্যায় নাচিতে লাগিল।
২৭ পরে মধ্যাহ্নকালে এলিয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ
করিয়া কহিলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক, কেননা সে
দেবতা, সে ধ্যান বা বিহার কিম্বা যাত্রা করি-
তেছে, কিম্বা হয় ত নিদ্রা গিয়াছে, তাহাকে
২৮ জাগান চাই। পরে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,
এবং আপনাদের ব্যবহারানুসারে গাত্রে রক্তের
ধারা বহন পর্য্যন্ত ছুরিকা ও শলাকা দ্বারা
২৯ আপনাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল। আর মধ্যাহ্ন-
কাল অতীত হইলে তাহারা [সন্ধ্যাকালীন]
বলিদান পর্য্যন্ত ভাবোক্তি প্রচার করিল, তথাপি
কোন বাণীও হইল না, কেহ উত্তরও দিল না,
মনোযোগও করিল না।
৩০ পরে এলিয় সমস্ত লোককে কহিলেন, আমার
নিকটে আইস; তাহাতে সমস্ত লোক তাঁহার
নিকটে আসিল। আর তিনি সদাপ্রভুর ভগ্ন
৩১ যজ্ঞবেদি সারাইলেন। ফলতঃ 'তোমার নাম
ইস্রায়েল হইবে', ইহা বলিয়া সদাপ্রভুর বাক্য
যে যাকোবের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার

Digitized by Google

সন্তানদের বংশ-সংখ্যানুসারে এলিয় দ্বাদশখানি
৩২ প্রস্তর গ্রহণ করিলেন। আর তিনি সেই প্রস্তর-
গুলি দিয়া সদাপ্রভুর নামে এক যজ্ঞবেদি
নির্ম্মাণ করিলেন, এবং বেদির চতুর্দ্দিকে দুই
মণ বীজ ধরিতে পারে, এমন এক প্রণালী
৩৩ খুদিলেন। পরে তিনি কাষ্ঠ সাজাইয়া বৃষটী
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। আর
কহিলেন, চারি জালা জল ভরিয়া এই হোমীয়
বলির উপরে ও কাষ্ঠের উপরে ঢালিয়া দেও।
৩৪ পরে তিনি কহিলেন, দ্বিতীয় বার উহা কর ;
তাহাতে তাহারা দ্বিতীয় বার তাহা করিল। পরে
তিনি কহিলেন, তৃতীয় বার কর ; তাহাতে
৩৫ তাহারা তৃতীয় বার তাহা করিল। তখন বেদির
চতুর্দ্দিকে জল গেল, এবং তিনি ঐ প্রণালীও জলে
পরিপূর্ণ করিলেন।
৩৬ পরে সন্ধ্যাকালের বলিদান সময়ে এলিয়
ভাববাদী নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে অব্রা-
হামের, ইস্‌হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভো, অদ্য জানাইয়া দেও যে, ইস্রায়েলের
মধ্যে তুমিই ঈশ্বর, এবং আমি তোমার দাস,
ও তোমার বাক্য অনুসারে এই সকল কর্ম্ম করি-
৩৭ লাম। হে সদাপ্রভো, আমাকে উত্তর দেও,
আমাকে উত্তর দেও ; যেন এই লোকেরা জানিতে
পারে যে, হে সদাপ্রভো, তুমিই ঈশ্বর, এবং
তুমিই ইহাদের হৃদয় পশ্চাত্তাপে ফিরাইলে।
৩৮ তখন সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইয়া হোমীয়
বলি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধূলি গ্রাস করিল, এবং
৩৯ প্রণালীস্থিত জলও চাটিয়া খাইল। তাহা দেখিয়া
সমস্ত লোক উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, সদা-
৪০ প্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ঈশ্বর। পরে এলিয়
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বালের ভাববাদি-
গণকে ধর, তাহাদের এক জনকেও পলাইয়া রক্ষা
পাইতে দিও না। তখন তাহারা তাহাদিগকে
ধরিলে এলিয় তাহাদিগকে লইয়া কীশোন
স্রোতোমার্গে নামিয়া গিয়া সেখানে তাহাদিগকে
নিহনন করিলেন।
৪১ পরে এলিয় আহাবকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া
গিয়া ভোজন পান কর, কেননা অতিশয় বৃষ্টির
৪২ শব্দ হইতেছে। তাহাতে আহাব ভোজন পান
করিতে উঠিয়া গেলেন, আর এলিয় কর্ম্মিলের
শৃঙ্গে উঠিলেন ; এবং ভূমির অভিমুখে নত
হইয়া আপন মুখ জানুদ্বয়ের মধ্যে রাখিলেন ;
৪৩ আর তিনি আপন ভৃত্যকে কহিলেন, এক বার
উঠিয়া গিয়া সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর।
তাহাতে সে যাইয়া দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,
কিছুই নাই। এলিয় কহিলেন, আবার যাও ;
৪৪ সাত বার। পরে সপ্তম বারে সে কহিল, দেখুন,
মনুষ্য-হস্তের ন্যায় ক্ষুদ্র একখানি মেঘ সমুদ্র
হইতে উঠিতেছে। তখন এলিয় কহিলেন, উঠিয়া
গিয়া আহাবকে বল, [রথে অশ্ব] যোজনা করিয়া
নামিয়া যাউন, পাছে বৃষ্টিতে আপনকার গমনের
৪৫ ব্যাঘাত হয়। আর অমনি মেঘে ও বায়ুতে
আকাশ ঘোর হইয়া উঠিল ও অতিশয় বৃষ্টি
হইল ; তাহাতে আহাব শকটারোহণে যিষ্রি-
৪৬ য়েলে গমন করিলেন। আর সদাপ্রভুর হস্ত এলি-
য়ের উপরে অবস্থিতি করাতে তিনি কটি বন্ধন-
পূর্ব্বক যিষ্রিয়েলের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত আহাবের
অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গেলেন।

এলিয়ের প্রান্তরে পলায়ন। ইলী-
শায়ের আহ্বান।

১৯ পরে আহাব এলিয়ের কৃত ঐ সমস্ত কর্ম্মের
বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ খড়্গ দ্বারা ভাববাদিগণকে
বধ করিবার বৃত্তান্ত ঈষেবলকে জ্ঞাত করিলেন।
২ তাহাতে ঈষেবল এলিয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া
কহিল, কল্য এমন সময়ে যদি আমি তোমার
প্রাণকে তাহাদের এক জনের প্রাণের সমান না
করি, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততোধিক
৩ দণ্ড দিউন। এলিয় তাহা দেখিয়া উঠিয়া প্রাণ-
রক্ষার্থে চলিয়া গেলেন, এবং যিহূদার অন্তঃপাতী
বেরশেবাতে উপস্থিত হইয়া সেখানে আপন
৪ ভৃত্যকে রাখিলেন। কিন্তু তিনি আপনি এক
দিনের পথ প্রান্তরে অগ্রসর হইয়া এক রোতম
বৃক্ষের কাছে গিয়া তাহার তলে বসিলেন, এবং
আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন ; তিনি কহি-
লেন, এই যথেষ্ট ; হে সদাপ্রভো, এখন আমার
প্রাণ লও, কেননা আপন পিতৃপুরুষদের হইতে
৫ আমি উত্তম নহি। পরে তিনি এক রোতম বৃক্ষের
তলে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন ; আর দেখ,
এক দূত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ,
৬ আহার কর। তাহাতে তিনি দৃষ্টি করিলেন ; আর
দেখ, তাঁহার শিয়রে তপ্ত প্রস্তরে পক্ব একখান
পিষ্টক ও এক ভাঁড় জল রহিয়াছে ; তখন তিনি
ভোজন পান করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন।
৭ পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার তাঁহার নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ,
আহার কর, কেননা তোমার শক্তি হইতেও এই
৮ পথ অধিক। তাহাতে তিনি উঠিয়া ভোজন পান
করিলেন, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশ
দিবারাত্র গমন করিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেবে
উপস্থিত হইলেন।
৯ পরে তিনি তথাকার এক গহ্বরে উপস্থিত
হইয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। আর
দেখ, তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত
হইল, তিনি কহিলেন, হে এলিয়, তুমি এখানে
১০ কি করিতেছ ? তিনি কহিলেন, আমি বাহিনী-

Digitized by Google

গণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী
হইয়াছি; কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ তোমার
নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল
উৎপাটন করিয়াছে, ও তোমার ভাববাদিগণকে
খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছে; আর আমি, কেবল
একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম; আবার
তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।
১১ পরে তিনি কহিলেন, তুমি বাহির হইয়া এই
পর্ব্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াও। আর দেখ,
সদাপ্রভু সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন;
তাহাতে সদাপ্রভুর অগ্রগামী প্রবল প্রচণ্ড বায়ু
পর্ব্বত বিদীর্ণ করিল, ও শৈলনিচয় ভাঙ্গিয়া
ফেলিল, কিন্তু সেই বায়ুতে সদাপ্রভু ছিলেন না।
বায়ুর পরে ভূমিকম্প হইল, কিন্তু সেই ভূমি-
১২ কম্পেও সদাপ্রভু ছিলেন না। ভূমিকম্পের পরে
অগ্নি হইল, কিন্তু সেই অগ্নিতেও সদাপ্রভু
ছিলেন না। অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দকারী ক্ষুদ্র এক
১৩ স্বর হইল; তাহা শুনিবামাত্র এলিয় শাল দিয়া
মুখ ঢাকিলেন, এবং বাহিরে গিয়া গহ্বরের মুখে
দাঁড়াইলেন। আর দেখ, তাঁহার প্রতি এই বাণী
হইল, হে এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ?
১৪ তিনি কহিলেন, আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি,
কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ
করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন
করিয়াছে, ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গ দ্বারা
বধ করিয়াছে; আমি, কেবল একা আমিই
অবশিষ্ট রহিলাম; আবার তাহারা আমার
১৫ প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। তখন সদাপ্রভু
কহিলেন, তুমি আপন পথে ফিরিয়া দম্মেশকের
প্রান্তরে গমন কর, পরে গিয়া অরামের উপরে
১৬ হসায়েলকে রাজ্যাভিষিক্ত কর, এবং ইস্রায়েলের
উপরে নিম্শির পুত্র যেহূকে রাজ্যাভিষিক্ত কর,
আর আপনার পদে ভাববাদী হইবার জন্য
আবেল-মহোলানিবাসী শাফটের পুত্র ইলী-
১৭ শায়কে অভিষিক্ত কর। তাহাতে যে কেহ হসা-
য়েলের খড়্গ এড়াইবে, যেহূ তাহাকে বধ করিবে;
যে কেহ যেহূর খড়্গ এড়াইবে, ইলীশায় তাহাকে
১৮ বধ করিবে। কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে আমি আপ-
নার জন্য সাত সহস্র লোককে অবশিষ্ট রাখিব,
সেই সকলের জানু বালের সম্মুখে পাতিত হয়
নাই, ও সেই সকলের মুখ তাহাকে চুম্বন
করে নাই।
১৯ পরে তিনি তথা হইতে গিয়া শাফটের পুত্র
ইলীশায়ের দেখা পাইলেন; তৎকালে তিনি
হাল বহিতেছিলেন; দ্বাদশ যোড়া বলদ তাঁহার
অগ্রে ছিল, এবং শেষ যোড়ার সহিত তিনি
আপনি ছিলেন। তাহাতে এলিয় তাঁহার নিকট
পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আপনার শাল তাঁহার
২০ গাত্রে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে তিনি বলদ
সকল ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনকার
অনুমতি হইলে আমি আপন মাতাপিতাকে
চুম্বন করিয়া আসি, পরে আপনকার অনুগামী
হইব। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাও, ফির,
২১ বল দেখি, আমি তোমার কি করিলাম? পরে
তিনি তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া গেলেন,
এবং এক যোড়া বলদ লইয়া বলিদান করিলেন,
এবং তাহাদের যোঁয়ালিকাষ্ঠ দ্বারা তাহাদের
মাংস পাক করিলেন, পরে লোকদিগকে পরি-
বেষণ করিলে তাহারা ভোজন করিল। তখন
তিনি উঠিয়া এলিয়ের অনুগামী হইলেন ও
তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

আহাব কর্ত্তৃক অরামীয় রাজার পরাজয়।

২০ আর অরামের রাজা বিন্‌হদদ আপনার
সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন; তাঁহার সঙ্গে
বত্রিশ জন রাজা এবং অনেক অশ্ব ও রথ ছিল;
তিনি উঠিয়া গিয়া শমরিয়া অবরোধপূর্ব্বক
২ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। তিনি নগরে
ইস্রায়েলের আহাব রাজার নিকটে দূতগণকে
পাঠাইয়া কহিলেন, বিন্‌হদদ এই কথা কহেন;
৩ তোমার রৌপ্য ও স্বর্ণ আমার, এবং তোমার
ভার্য্যা সকল ও তোমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা
৪ উত্তম, তাহারা আমার। তাহাতে ইস্রায়েলের
রাজা উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভো মহারাজ,
আপনকার কথা যথার্থ, আমি আপনকার, এবং
৫ আমার সর্ব্বস্বই আপনকার। পরে দূতগণ আবার
আসিয়া কহিল, বিন্‌হদদ এই কথা কহেন, আমি
তোমার কাছে দূতগণকে পাঠাইয়া বলিয়া-
ছিলাম, তুমি আপন রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং ভার্য্যা
ও পুত্র সকলকে আমার কাছে সমর্পণ কর।
৬ কিন্তু কল্য এই সময়ে আমি আপন দাসদিগকে
তোমার নিকটে পাঠাইব, তাহারা তোমার গৃহে
ও তোমার দাসদের গৃহে অনুসন্ধান করিবে,
এবং যত দ্রব্য তোমার দৃষ্টিতে রমণীয়, সেই
৭ সকল হস্তগত করিয়া লইয়া আসিবে। তখন
ইস্রায়েলের রাজা দেশের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে
ডাকিয়া কহিলেন, বিনয় করি, বিবেচনা করিয়া
দেখ, এ ব্যক্তি কেবল অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে,
কেননা এ আমার ভার্য্যা ও পুত্র সকলের জন্য
এবং আমার রৌপ্য ও স্বর্ণের জন্য আদেশ
৮ পাঠাইলে আমি অস্বীকার করি নাই। পরে সমস্ত
প্রাচীন ও সমস্ত প্রজা তাঁহাকে কহিল, আপনি

Digitized by Google

৯ শুনিবেন না, সম্মত হইবেন না। তাহাতে তিনি
বিন্‌হদদের দূতগণকে কহিলেন, আমার প্রভু
রাজাকে বল,আপনি প্রথমে আপন দাসের নিকটে
যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে সমস্ত আমি
করিব ; কিন্তু এই কার্য্য করিতে পারি না। পরে
দূতগণ প্রস্থান করিল, এবং তাঁহাকে সমাচার
১০ দিল। তখন বিন্‌হদদ তাঁহার কাছে লোক পাঠা-
ইয়া কহিলেন, এই শমরিয়ার ধূলি যদি আমার
পশ্চাদ্গামী সমস্ত লোকের মুষ্টিপূরণে কুলায়,
তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড
১১ দিউন। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা উত্তর করি-
লেন, তোমরা তাঁহাকে বল, যে ব্যক্তি সজ্জা
ধারণ করে, সে সজ্জাত্যাগীর ন্যায় শ্লাঘা না
১২ করুক। এই উত্তর শ্রবণকালে বিন্‌হদদ ও অন্য
রাজগণ কুটীরে কুটীরে পান করিতেছিলেন ;
তিনি আপন দাসদিগকে কহিলেন, সৈন্য রচনা
কর। তাহাতে তাহারা নগরের বিরুদ্ধে সৈন্য
রচনা করিতে লাগিল।
১৩ আর দেখ, ইস্রায়েলের আহাব রাজার নিকটে
এক ভাববাদী আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তুমি কি ঐ সমস্ত মহালোকারণ্য
দেখিয়াছ? দেখ, অদ্য আমি উহাদিগকে
তোমার হস্তে সমর্পণ করিব ; তাহাতে আমিই
১৪ যে সদাপ্রভু, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবে। আহাব
কহিলেন, কাহার দ্বারা করিবেন? ভাববাদী
কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রদেশাধ্যক্ষ-
দের যুবগণ দ্বারা। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, যুদ্ধের
আরম্ভ কে করিবে? তিনি কহিলেন, আপনি।
১৫ পরে তিনি প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবগণকে গণনা
করিলে তাহারা সংখ্যাতে দুই শত বত্রিশ জন
হইল ; এবং তাহাদের পশ্চাৎ সমস্ত লোককে
অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে গণনা করিলে
১৬ সাত সহস্র জন হইল। পরে তাহারা মধ্যাহ্ন-
কালে বাহির হইল। তখন বিন্‌হদদ ও অন্য
রাজগণ, তাঁহার সহায় বত্রিশ জন রাজা কুটীরে
১৭ কুটীরে পান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। আর
প্রদেশাধ্যক্ষদের সেই যুবগণ অগ্রগামী হইয়া
নির্গমন করিল ; তখন বিন্‌হদদ লোক পাঠাইলে
তাহারা আসিয়া তাঁহাকে এই সমাচার দিল,
শমরিয়া হইতে কতকগুলি লোক বাহির হইয়া
১৮ আসিয়াছে। তাহাতে তিনি আজ্ঞা করিলেন,
তাহারা যদি সন্ধির নিমিত্তে আসিয়া থাকে,
তবে তোমরা তাহাদিগকে জীবন্ত ধর ; যদি
যুদ্ধের নিমিত্তেও আসিয়া থাকে, তবু জীবন্ত
১৯ ধর। ইতিমধ্যে উহারা, অর্থাৎ প্রদেশাধ্যক্ষদের
সেই যুবগণ ও তাহাদের পশ্চাদ্গামী সৈন্যদল
২০ নগর হইতে বাহির হইল। আর তাহারা
প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিযোদ্ধাকে বধ করিল,
তাহাতে অরামীয়েরা পলায়ন করিল, আর ইস্রা-
য়েল তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, এবং
অরামের বিন্‌হদদ রাজা কয়েক জন অশ্বারোহী
সৈন্যের সহিত অশ্বারোহণে পলাইয়া রক্ষা
২১ পাইলেন। পরে ইস্রায়েলের রাজা নির্গত হইয়া
তাহাদের অশ্ব ও রথ সকল বিনষ্ট করিলেন, এবং
মহাসংহারে অরামীয়দিগকে সংহার করিলেন।
২২ পরে সেই ভাববাদী ইস্রায়েলের রাজার নিকটে
আসিয়া কহিলেন, আপনি গিয়া আপনাকে বল-
বান করুন, এবং সাবধান হইয়া আপনার কর্ত্তব্য
বিবেচনা করুন, কেননা বৎসর ফিরিলে অরামের
রাজা আপনকার বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিবেন।
২৩ আর অরামের রাজার দাসগণ তাঁহাকে কহিল,
উহাদের ঈশ্বর পর্ব্বতগণের ঈশ্বর, এই জন্য
আমাদের অপেক্ষা উহারা বলবন্ত হইয়াছিল ;
কিন্তু চল, আমরা সমভূমিতে উহাদের সহিত
যুদ্ধ করি, অবশ্য উহাদের অপেক্ষা বলবন্ত
২৪ হইব। আপনি এই কর্ম্ম করুন, রাজাদিগকে
পদচ্যুত করিয়া তাঁহাদের পদে সেনাপতিগণকে
২৫ নিযুক্ত করুন। আর আপনকার পক্ষীয় যত
সৈন্য, যত অশ্ব ও রথ পতিত হইয়াছে, তত
সৈন্য, তত অশ্ব ও রথ সংগ্রহ করুন ; পরে
আমরা সমভূমিতে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিব,
করিলে অবশ্য উহাদের অপেক্ষা বলবন্ত হইব।
তাহাতে তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া তদনুসারে
২৬ কার্য্য করিলেন। বৎসর ফিরিয়া আসিলে
বিন্‌হদদ অরামীয়দিগকে গণনা করিয়া ইস্রা-
য়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে অফেকে গেলেন।
২৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ গণিত হইল, এবং
খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে
যাত্রা করিল ; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ দুই
ক্ষুদ্র ছাগ-পালের ন্যায় তাহাদের সম্মুখে শিবির
স্থাপন করিল ; এদিকে অরামীয়েরা দেশময়
ব্যাপিয়া গেল।
২৮ পরে ঈশ্বরের লোক আসিয়া ইস্রায়েলের
রাজাকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
অরামীয়েরা বলিয়াছে, সদাপ্রভু পর্ব্বতগণের
ঈশ্বর, তলভূমির ঈশ্বর নহেন ; এই জন্য আমি
ঐ সমস্ত মহাজনতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ
করিব, আর আমিই যে সদাপ্রভু, ইহা তোমরা
২৯ জ্ঞাত হইবে। অনন্তর তাহারা সাত দিন পর্য্যন্ত
সম্মুখাসম্মুখি হইয়া শিবিরে রহিল, পরে সপ্তম
দিবসে যুদ্ধ বাধিয়া গেল ; তাহাতে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ এক দিনে অরামের এক লক্ষ পদাতিক
৩০ সৈন্যকে নিহনন করিল। কিন্তু অবশিষ্ট সকলে
অফেকে পলাইয়া গেল, নগরে প্রবেশ করিল ;
আর তাহার প্রাচীর সেই অবশিষ্ট সাতাইশ
সহস্র লোকের উপরে পতিত হইল। আর

Digitized by Google

বিনুহদদ পলাইয়া নগরে গিয়া অন্তর্গৃহের অন্ত-
র্গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।
৩১ পরে তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে কহিল, দেখুন,
আমরা শুনিয়াছি, ইস্রায়েল-কুলের রাজারা
দয়ালু রাজা, অতএব বিনয় করি, আমরা কটি-
দেশে চট পরিয়া মাথায় রজ্জু দিয়া বাহির
হইয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে যাই ; হয় ত
৩২ তিনি আপনকার প্রাণ রক্ষা করিবেন । পরে
তাহারা কটিদেশে চট পরিয়া মাথায় রজ্জু দিয়া
ইস্রায়েলের রাজার কাছে আসিয়া কহিল,
আপনকার দাস বিনুহদদ কহিতেছেন, বিনয়
করি, আমার প্রাণ রক্ষা করুন । তিনি কহিলেন,
তিনি কি এখনও জীবিত আছেন ? তিনি আমার
৩৩ ভ্রাতা । সেই লোকেরা ইহা শুভ লক্ষণ বিবেচনা
করিল, এবং তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য
ত্বরান্বিত হইল ; তাহারা কহিল, আপনকার
ভ্রাতা বিনুহদদ । তিনি কহিলেন, তোমরা গিয়া
তাঁহাকে আন । তাহাতে বিনুহদদ বাহির হইয়া
তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাকে রথে
৩৪ উঠাইয়া লইলেন । তখন বিনুহদদ তাঁহাকে
কহিলেন, আপনকার পিতা হইতে আমার পিতা
যে সকল নগর হরণ করিয়াছেন, সেগুলি আমি
ফিরাইয়া দিব ; এবং আমার পিতা যেমন শম-
রিয়াতে পল্লী করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও দম্মে-
শকে আপনার জন্য পল্লী করুন । [আহাব কহি-
লেন,] আমি এই নিয়মে আপনাকে বিদায়
করি । পরে তিনি তাঁহার সহিত নিয়ম স্থির
করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন ।
৩৫ পরে শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন সদা-
প্রভুর বাক্য দ্বারা আপন সহশিষ্যকে কহিল,
তুমি আমাকে আঘাত কর । কিন্তু সে তাহাকে
৩৬ আঘাত করিতে সম্মত হইল না । তখন সে
তাহাকে কহিল, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য মানিলে
না, দেখ, আমার নিকট হইতে যাইবামাত্র এক
সিংহ তোমাকে বধ করিবে । পরে সে তাহার
নিকট হইতে যাইবামাত্র এক সিংহ তাহাকে
৩৭ দেখিতে পাইয়া বধ করিল । পরে সে আর
এক জনকে দেখিতে পাইয়া কহিল, তুমি আমাকে
আঘাত কর ; এই ব্যক্তি তাহাকে এমন আঘাত
৩৮ করিল যে, আঘাতে ক্ষত হইল । পরে সেই
ভাববাদী গিয়া ছদ্মবেশী ভাবে চক্ষুর ঊর্দ্ধে
পাগড়ী বাঁধিয়া পথে রাজার অপেক্ষায় দাঁড়া-
৩৯ ইয়া রহিল । পরে রাজা যখন নিকট দিয়া
যাইতে লাগিলেন, তখন সে রাজার কাছে
কাঁদিয়া কহিল, আপনকার দাস আমি যুদ্ধে
গিয়াছিলাম, আর দেখুন, এক ব্যক্তি পার্শ্বে
ফিরিয়া আমার নিকটে একটা পুরুষকে আনিয়া
কহিল, এই পুরুষকে রক্ষা কর ; ইহাকে যদি
কোন ক্রমে না পাওয়া যায়, তবে ইহার প্রাণের
পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, নতুবা তোমাকে
৪০ এক মণ রৌপ্য দিতে হইবে । কিন্তু আপনকার
দাস আমি এদিকে ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম, ইতি-
মধ্যে সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে । তখন ইস্রায়েলের
রাজা তাহাকে কহিলেন, ঐটী তোমার দণ্ড ; তুমি
৪১ আপনি তাহা নিশ্চয় করিলে । পরে সে শীঘ্র
আপন চক্ষুর ঊর্দ্ধ হইতে পাগড়ীটী উঠাইয়া
লইল, তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা চিনিতে পারি-
৪২ লেন যে, সে ভাববাদীদের মধ্যে এক জন । পরে
সে রাজাকে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমি যে পুরুষকে বর্জনীয় করিয়াছিলাম, তাহাকে
তুমি তোমার হস্ত হইতে ছাড়িয়া দিয়াছ ; এই
জন্য তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ, ও
তাহার প্রজার পরিবর্ত্তে তোমার প্রজা যাইবে ।
৪৩ তখন ইস্রায়েলের রাজা বিষণ্ণ ও রুষ্ট হইয়া গৃহে
গেলেন, শমরিয়াতে উপস্থিত হইলেন ।

নাবোতের বধ ও তজ্জন্ত আহাবের দণ্ড নির্ণয় ।

২১ তৎপরে এই ঘটনা হইল । যিষ্রিয়েলীয়
নাবোতের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, তাহা যিষ্রি-
য়েলে শমরিয়ার রাজা আহাবের প্রাসাদের
২ পার্শ্বেই ছিল । আহাব নাবোৎকে কহিলেন,
তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাকে দেও ; আমি উহা
শাকের ক্ষেত্র করিব, কারণ উহা আমার বাটীর
নিকটবর্ত্তী ; কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে তোমাকে
অপেক্ষাকৃত উত্তম আর একখানি দ্রাক্ষাক্ষেত্র
দিব ; কিম্বা যদি তোমার বিহিত বোধ হয়, তবে
৩ তাহার মূল্য রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে দিব । তাহাতে
নাবোৎ আহাবকে কহিলেন, আমি যে আপন
পৈতৃক অধিকার আপনাকে দিই, সদাপ্রভু এমন
৪ না করুন । তখন, আমি পৈতৃক অধিকার আপ-
নাকে দিব না, যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের উক্ত এই
বাক্যে আহাব বিষণ্ণ ও রুষ্ট হইয়া আপন গৃহে
আসিলেন, এবং শয্যাতে পড়িয়া রহিলেন,
মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন, খাদ্য গ্রহণ করি-
লেন না ।
৫ পরে তাঁহার স্ত্রী ঈষেবল তাঁহার নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তোমার মন এমন বিষণ্ণ
৬ কেন যে, তুমি আহার কর না ? তখন তিনি
তাহাকে কহিলেন, আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎকে
বলিয়াছিলাম, টাকা লইয়া তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র
আমাকে দেও ; কিম্বা যদি সন্তুষ্ট হও, তবে আমি
তাহার পরিবর্ত্তে আর একখানি দ্রাক্ষাক্ষেত্র
তোমাকে দিব ; তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি
৭ আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব না । তখন

Digitized by Google

তাঁহার স্ত্রী ঈষেবল তাঁহাকে কহিল, এখন তুমিই
না ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতেছ? উঠ,
আহার কর; তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হউক; আমি
যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে
৮ দিব। পরে সে আহাবের নাম করিয়া পত্র
লিখিয়া তাঁহার মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত করিল, আর
নাবোতের প্রতিবাসিগণের, তাঁহার বসতি-নগরের
প্রাচীন ও প্রধান লোকদের, নিকটে সেই পত্র
৯ প্রেরণ করিল। পত্রখানিতে সে এই কথা লিখি-
য়াছিল, তোমরা উপবাস ঘোষণা কর, ও লোক-
১০ দের মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে বসাও। আর
পাষণ্ড দুই জন পুরুষকে তাহার সম্মুখে বসাইয়া
দেও; তাহারা এই সাক্ষ্য দিউক যে, 'তুমি ঈশ্বর-
কে ও রাজাকে জলাঞ্জলি দিয়াছ'। পরে তাহাকে
বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ কর।
১১ পরে তাহার নগরস্থ লোকেরা, নগরবাসী
প্রাচীন ও প্রধানবর্গ, ঈষেবলের প্রেরিত আজ্ঞানু-
সারে, তাহার প্রেরিত পত্রের লিখনানুসারে, কর্ম্ম
১২ করিল। তাহারা উপবাস ঘোষণা করিল, এবং
লোকদের মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে বসাইল।
১৩ পরে পাষণ্ড দুই জন পুরুষ আসিয়া তাহার
সম্মুখে বসিল; সেই পাষণ্ড পুরুষদ্বয় লোকদের
সাক্ষাতে নাবোতের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিল
যে, নাবোৎ ঈশ্বরকে ও রাজাকে জলাঞ্জলি
দিয়াছে। তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে নগরের
বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিল।
১৪ পরে তাহারা ঈষেবলের নিকটে এই সংবাদ
পাঠাইল, নাবোৎ প্রস্তরাঘাতে মারা পড়িয়াছে।
১৫ নাবোৎ প্রস্তরাঘাতে মারা পড়িয়াছে, এই কথা
শুনিবামাত্র ঈষেবল আহাবকে কহিল, উঠ,
যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎ টাকায় যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র
তোমাকে দিতে অসম্মত ছিল, তাহা অধিকার
কর গিয়া; কেননা নাবোৎ জীবিত নাই, সে
১৬ মরিয়াছে। তখন নাবোৎ মরিয়াছে, এই কথা
শুনিয়া আহাব উঠিয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের
দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গেলেন।
১৭ আর তিশ্‌বীয় এলিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই
১৮ বাক্য উপস্থিত হইল, উঠ, শমরিয়ানিবাসী
ইস্রায়েলের আহাব রাজার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে যাও; দেখ, সে নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
রহিয়াছে, সে তাহা অধিকার করিতে গিয়াছে।
১৯ তুমি তাহাকে বলিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তুমি না কি নরহত্যা করিয়াছ, এবং [পরের]
অধিকার না কি হরণ করিয়াছ? আরও তাহাকে
বল, সদাপ্রভু কহেন, যে স্থানে কুকুরে নাবোতের
রক্ত চাটিয়া খাইয়াছে, সেই স্থানে কুকুরে তোমার
২০ রক্তও চাটিয়া খাইবে। তখন আহাব এলিয়কে
কহিলেন, হে আমার শত্রু, তুমি কি আমার সন্ধান
পাইয়াছ? তিনি কহিলেন, পাইয়াছি; কারণ
তুমি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই
২১ করণার্থ আপনাকে বিক্রয় করিয়াছ। দেখ, আমি
তোমার উপরে অমঙ্গল উপস্থিত করিব, ও
তোমাকে নিঃশেষে ঝাঁটি দিব; এবং আহাবের
সম্বন্ধীয় প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইস্রায়েলের মধ্যে
২২ বদ্ধ ও মুক্ত সকলকে উচ্ছেদ করিব। যে
অসন্তোষজনক ক্রিয়া দ্বারা তুমি আমাকে অসন্তুষ্ট
করিয়াছ, এবং ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছ,
তাহার জন্য আমি তোমার কুল নবাটের পুত্র
যারবিয়ামের কুলের সমান ও অহিয়ের পুত্র
২৩ বাশার কুলের সমান করিব। পরন্তু ঈষেবলের
বিষয়েও সদাপ্রভু বলিলেন যে, কুকুরেরা যিষ্রি-
য়েলের দুর্গ-প্রাচীরের কাছে ঈষেবলকে খাইবে।
২৪ আহাবের যে কেহ নগরে মরিবে, কুকুরেরা
তাহাকে খাইবে; এবং যে কেহ মাঠে মরিবে,
আকাশের পক্ষীরা তাহাকে খাইবে।
২৫ আহাব আপন ভার্য্যা ঈষেবল কর্তৃক প্রণোদিত
হইয়া যেমন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে
আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আর
২৬ কেহ কখন করে নাই। আর সদাপ্রভু যে ইমো-
রীয়দিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে
অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের সমস্ত
ক্রিয়ানুসারে তিনি পুত্তলিদের অনুগামী হইয়া
২৭ অতিশয় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিতেন। আহাব যখন ঐ
সকল কথা শুনিলেন, তখন আপন বস্ত্র চিরি-
লেন, এবং গাত্রে চট বাঁধিয়া উপবাস করিলেন,
চটে শয়ন করিলেন, এবং ধীরে ধীরে বেড়াইলেন।
২৮ পরে তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই
২৯ বাক্য উপস্থিত হইল, আহাব আমার সাক্ষাতে
আপনাকে অবনত করিয়াছে, ইহা কি তুমি
দেখিতেছ? সে আমার সাক্ষাতে আপনাকে
অবনত করিয়াছে, এই জন্য আমি তাহার জীবন-
কালে ঐ অমঙ্গল ঘটাইব না, কিন্তু তাহার
পুত্রের জীবনকালে তাহার কুলের উপরে সেই
অমঙ্গল উপস্থিত করিব।

আহাবের অবাধ্যতা ও মৃত্যু।

২২ পরে তিন বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ ক্ষান্ত
রহিল; অরামের ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ
২ হইল না। তৃতীয় বৎসরে যিহূদার যিহোশাফট
রাজা ইস্রায়েলের রাজার নিকটে আসিলেন।
৩ আর ইস্রায়েলের রাজা আপন দাসদিগকে
কহিলেন, রামোৎ-গিলিয়দে আমাদের অধিকার
আছে, ইহা কি তোমরা জান না? কিন্তু আমরা
অরামের রাজার হস্ত হইতে তাহা না লইয়া চুপ

Digitized by Google

৪ করিয়া আছি। আর তিনি যিহোশাফটকে
কহিলেন, আপনি কি যুদ্ধার্থে আমার সহিত
রামোৎ-গিলিয়দে যাইবেন? তাহাতে যিহো-
শাফট ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, আমি ও
আপনি, আমার লোক ও আপনকার লোক, এবং
আমার অশ্ব ও আপনকার অশ্ব, সকলই এক।
৫ পরন্তু যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজাকে কহি-
লেন, বিনয় করি, অদ্য সদাপ্রভুর বাক্য অন্বেষণ
৬ করুন। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা ভাববাদি-
গণকে, অর্থাৎ অনুমান চারি শত জনকে একত্র
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি রামোৎ-
গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব, না ক্ষান্ত
হইব? তখন তাহারা কহিল, যাত্রা করুন; প্রভু
৭ তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু
যিহোশাফট কহিলেন, আমরা যাঁহার কাছে
অন্বেষণ করিতে পারি, সদাপ্রভুর এমন কোন
৮ ভাববাদী কি এস্থানে আর নাই? তখন ইস্রা-
য়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমরা
যাহার দ্বারা সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করিতে
পারি, এমন আর এক জন, যিম্লের পুত্র মীখায়,
আছে; কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা
আমার উদ্দেশে সে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলের
ভাবোক্তিই প্রচার করে। তাহাতে যিহোশাফট
কহিলেন, মহারাজ এমন কথা কহিবেন না।
৯ তখন ইস্রায়েলের রাজা আপনার এক জন
নপুংসককে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, যিম্লের পুত্র
১০ মীখায়কে শীঘ্র আন। ইতিমধ্যে ইস্রায়েলের
রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট রাজা আপন
আপন রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া শমরিয়ার দ্বার-
প্রবেশস্থানের কুট্টিমে আপন আপন সিংহাসনে
বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখে ভাব-
বাদীরা সকলে ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিল।
১১ কনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গযুগল
নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
ইহা দ্বারা আপনি অরামের বিনাশ সাধন পর্য্যন্ত
১২ গুঁতাইবেন। আর ভাববাদীরা সকলেই তদ্রূপ
ভাবোক্তি প্রচার করিল, কহিল, আপনি রামোৎ-
গিলিয়দে যাত্রা করুন, কৃতকার্য্য হউন, কেননা
সদাপ্রভু তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন।
১৩ আর যে দূত মীখায়কে ডাকিতে গিয়াছিল, সে
তাঁহাকে কহিল, দেখুন, ভাববাদিগণের বাক্য
সকল একস্বরে রাজার পক্ষে মঙ্গল সূচনা করে;
বিনয় করি, আপনকার বাক্য উহাদের কোন
এক জনের বাক্যের সমানার্থক হউক; আপনিও
১৪ মঙ্গলসূচক কথা বলুন। তাহাতে মীখায় কহি-
লেন, জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, সদাপ্রভু আমাকে
যাহা বলেন, আমি তাহাই বলিব।
১৫ পরে তিনি রাজার নিকটে আসিলে রাজা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, মীখায়, আমরা রামোৎ-
গিলিয়দে যুদ্ধযাত্রা করিব, না ক্ষান্ত হইব? তিনি
তাঁহাকে কহিলেন, যাত্রা করুন, কৃতকার্য্য হউন,
সদাপ্রভু তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন।
১৬ পরে রাজা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি সদাপ্রভুর
নামে আমাকে সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই
কহিবে না, আমি কত বার তোমাকে এই শপথ
১৭ করাইব? তখন তিনি কহিলেন, আমি সমস্ত
ইস্রায়েলকে অরক্ষক মেষপালের ন্যায় পর্ব্বত-
গণের উপরে ছিন্নভিন্ন দেখিলাম, এবং সদাপ্রভু
কহিলেন, উহাদের স্বামী নাই; উহারা প্রত্যেকে
কুশলে আপন আপন বাটীতে ফিরিয়া যাউক।
১৮ পরে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহি-
লেন, আমি কি অগ্রেই আপনাকে বলি নাই
যে, এই ব্যক্তি আমার উদ্দেশে মঙ্গলের নয়,
১৯ কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে? পরে
মীখায় কহিলেন, ভাল, আপনি সদাপ্রভুর বাক্য
শুনুন; আমি সদাপ্রভুকে তাঁহার সিংহাসনে
উপবিষ্ট দেখিলাম, তাঁহার দক্ষিণে ও বামে
তাঁহার নিকটে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান।
২০ পরে সদাপ্রভু কহিলেন, আহাব যেন যাত্রা
করিয়া রামোৎ-গিলিয়দে পতিত হয়, এই জন্য
কে তাহাকে মুগ্ধ করিবে? তাহাতে কেহ এক
২১ প্রকারে, কেহ বা অন্য প্রকারে কহিল। শেষে
এক আত্মা গিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া
২২ কহিল, আমি তাহাকে মুগ্ধ করিব। সদাপ্রভু
কহিলেন, কিসে? সে কহিল, আমি যাইয়া
তাহার যাবতীয় ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী
আত্মা হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি
তাহাকে মুগ্ধ করিবে, কৃতকার্য্যও হইবে; যাও,
২৩ সেইরূপ কর। অতএব দেখুন, সদাপ্রভু আপন-
কার এই সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী
আত্মা দিয়াছেন; কিন্তু সদাপ্রভু আপনকার
বিষয়ে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।
২৪ তখন কনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া
মীখায়ের গালে চড় মারিয়া কহিল, সদাপ্রভুর
আত্মা তোর সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমার
নিকট হইতে কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন?
২৫ মীখায় কহিলেন, দেখ, যে দিন তুমি লুকাইবার
জন্য অন্তর্গৃহের অন্তর্গৃহে যাইবে, সেই দিন
২৬ তাহা জানিবে। পরে ইস্রায়েলের রাজা বলি-
লেন, মীখায়কে ধরিয়া পুনরায় নগরাধ্যক্ষ
আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের নিকটে লইয়া
২৭ যাও; আর বল, রাজা এই কথা কহেন, ইহাকে
কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখ, এবং যে পর্য্যন্ত
আমি কুশলে ফিরিয়া না আসি, সে পর্য্যন্ত
ইহাকে আহারার্থে কষ্টযুক্ত অন্ন ও কষ্টযুক্ত জল
২৮ দেও। মীখায় কহিলেন, যদি আপনি কুশলে

Digitized by Google

ফিরিয়া আইসেন, তবে সদাপ্রভু আমার প্রমুখাৎ
কথা কহেন নাই। তিনি আরও কহিলেন, হে
জাতিগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর।
২৯ অনন্তর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহো-
শাফট রাজা রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করিলেন।
৩০ আর ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন,
আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ
করিব, আপনি রাজবস্ত্র পরিধান করুন। পরে
ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিয়া যুদ্ধে প্রবেশ
৩১ করিলেন। কিন্তু অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ
বত্রিশ জন সেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেকে
ক্ষুদ্র কি মহান আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিও
৩২ না। পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফটকে দেখিয়া,
উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, এই বলিয়া
তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এক পার্শ্বে
গেলেন। তখন যিহোশাফট চেঁচাইতে লাগিলন।
৩৩ আর রথাধ্যক্ষগণ যখন দেখিলেন, ইনি ইস্রা-
য়েলের রাজা নহেন, তখন তাঁহার পশ্চাদ্গমন
৩৪ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু একটা লোক লক্ষ্য
ব্যতিরেকে ধনুক আকর্ষণ করিয়া ইস্রায়েলের
রাজার উদরত্রাণের ও বর্ম্মের সন্ধিস্থানে বাণা-
ঘাত করিল; তাহাতে তিনি আপন সারথিকে
কহিলেন, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যদলের মধ্য
হইতে আমাকে লইয়া যাও, আমি আহত
৩৫ হইয়াছি। সেই দিবস তুমুল যুদ্ধ হইল, আর
লোকেরা অরামীয়দের সম্মুখে রাজাকে রথে
দণ্ডায়মান রাখিল; কিন্তু সায়ংকালে তিনি
মরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার ক্ষতের রক্ত রথের
৩৬ গর্ত্তে পড়িল। পরে সূর্য্যাস্তকালে সৈন্যদলের
মধ্যে সর্ব্বত্র এই রব হইল, প্রত্যেক জন আপন
আপন নগরে ও আপন আপন দেশে প্রস্থান
৩৭ করুক। এইরূপে রাজা মরিয়া গেলেন ও শম-
রিয়াতে আনীত হইলেন, লোকেরা শমরিয়াতে
৩৮ রাজাকে কবর দিল। পরে শমরিয়ার পুষ্করিণীর
ধারে তাঁহার রথ প্রক্ষালন করিলে সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে কুকুরেরা তাঁহার রক্ত চাটিয়া
খাইল, আর বেশ্যারা তথায় স্নান করিল।
৩৯ আহাবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া
এবং তিনি যে হস্তিদন্তময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া-
ছিলেন, আর যে সমস্ত নগর নির্ম্মাণ করিলেন,
সে সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের
৪০ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? এইরূপে আহাব
আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন;
তাঁহার পুত্র অহসিয় তাঁহার পদে রাজা
হইলেন।

যিহোশাফটের মৃত্যু ও অহসিয়ের রাজ্যাভিষেক।

৪১ ইস্রায়েলের আহাব রাজার অধিকারের চতুর্থ
বৎসরে আসার পুত্র যিহোশাফট যিহূদাতে
৪২ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। যিহোশাফট
পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিয়া যিরূশালেমে পঁচিশ বৎসর কাল রাজত্ব
করিলেন; তাঁহার মাতার নাম অসূবা, তিনি
৪৩ শিল্‌হির কন্যা। যিহোশাফট আপন পিতা
আসার সমস্ত পথে চলিতেন, সেই পথ হইতে
না ফিরিয়া সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য
তাহাই করিতেন, কিন্তু উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন
হইল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান
৪৪ করিত ও ধূপ জ্বালাইত। পরন্তু ইস্রায়েলের
রাজার সহিত যিহোশাফটের সন্ধি হইয়াছিল।
৪৫ যিহোশাফটের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, এবং তিনি
যে যে পরাক্রমের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, ও
যে সকল যুদ্ধ করিলেন, সে সকল কি যিহূদার
৪৬ রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? তাঁহার
পিতা আসার সময়ে যে পুংগামীরা অবশিষ্ট
ছিল, তাহাদিগকে তিনি দেশ হইতে দূর করিয়া
৪৭ দিলেন। সেই সময়ে ইদোমে রাজা ছিল না,
৪৮ এক জন প্রতিনিধি রাজত্ব করিতেন। যিহো-
শাফট স্বর্ণের জন্য ওফীরে প্রেরণার্থে তর্শীশের
কয়েকখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু
সে সকল জাহাজ গেল না, ইৎসিয়োন-গেবরে
৪৯ ভগ্ন হইল। তখন আহাবের পুত্র অহসিয়
যিহোশাফটকে কহিলেন, তোমার দাসদের সহিত
আমার দাসেরা জাহাজে যাউক; কিন্তু যিহো-
৫০ শাফট সম্মত হইলেন না। পরে যিহোশাফট
আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন;
এবং আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের নগরে পিতৃ-
লোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন; আর
তাঁহার পুত্র যোরাম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
৫১ যিহূদার যিহোশাফট রাজার সপ্তদশ বৎসরে
আহাবের পুত্র অহসিয় শমরিয়াতে ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং
তিনি দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
৫২ করিলেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই
তিনি করিতেন, আপন মাতাপিতার পথে, এবং
নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ
৫৩ করাইয়াছিলেন, তাঁহার পথে চলিতেন; এবং
আপন পিতার সমস্ত ক্রিয়ানুসারে বালের পূজা
করিতেন, তাহার কাছে প্রণিপাত করিতেন; এবং
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিতেন

Digitized by Google

রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক।

এলিয়ের সাহস ও স্বর্গারোহণ।

১ আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াব ইস্রায়েলের
অধীনতা ত্যাগ করিল। আর অহসিয় শম-
রিয়াতে স্থিত আপন গৃহের উপরিস্থ কুঠরীর
সিঁড়ির দ্বার দিয়া পড়িয়া গিয়া পীড়িত হইলেন;
তাহাতে তিনি কয়েক জন দূত পাঠাইয়া দিলেন,
কহিলেন, যাও, ইক্রোণের দেবতা বাল-সবূবকে
জিজ্ঞাসা কর গিয়া যে, এই পীড়া হইতে আমি
৩ সুস্থ হইব কি না? কিন্তু সদাপ্রভুর দূত তিশ্-
বীয় এলিয়কে কহিলেন, উঠ, শমরীয় রাজার
দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ কর গিয়া, তাহাদিগকে
বল, ইস্রায়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই যে,
তোমরা ইক্রোণের দেবতা বাল-সবূবের কাছে
৪ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছ? অতএব সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তুমি যে খট্টায় শয্যাগত
হইয়াছ, তাহা হইতে আর নামিবে না, নিশ্চয়ই
৫ মরিবে। পরে এলিয় চলিয়া গেলেন। আর সেই
দূতগণ রাজার নিকটে ফিরিয়া গেলে তিনি তাহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন ফিরিয়া
৬ আসিলে? তাহারা উত্তর করিল, এক ব্যক্তি
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমা-
দিগকে কহিলেন, যে রাজা তোমাদিগকে পাঠাই-
লেন, তোমরা তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাও,
তাঁহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রা-
য়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই যে, তুমি ইক্রোণের
দেবতা বাল-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে
লোক পাঠাইতেছ? অতএব তুমি যে খট্টায়
শয্যাগত হইয়াছ, তাহা হইতে আর নামিবে
৭ না, নিশ্চয়ই মরিবে। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞা-
সিলেন, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিয়া যে ব্যক্তি এই সকল কথা কহিল, সে কি
৮ প্রকার লোক? তাহারা উত্তর করিল, তিনি
লোমশ পুরুষ, এবং তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা
বদ্ধ। তখন রাজা কহিলেন, সে তিশ্‌বীয় এলিয়।
৯ পরে রাজা পঞ্চাশ জন সেনার সহিত এক জন
পঞ্চাশৎপতিকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলেন;
আর সে তাঁহার কাছে উঠিয়া গেল; তখন, দেখ,
এলিয় এক পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়াছিলেন। সে
তাঁহাকে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা বলিয়া-
১০ ছেন, তুমি নামিয়া আইস। তাহাতে এলিয়
সেই পঞ্চাশৎপতিকে উত্তর করিলেন, যদি আমি
ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশ হইতে অগ্নি
নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে
গ্রাস করুক। তাহাতে আকাশ হইতে অগ্নি
নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ জন লোককে
১১ গ্রাস করিল। পরে রাজা পুনর্ব্বার পঞ্চাশ জন
লোকের সহিত আর এক জন পঞ্চাশৎপতিকে
তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। সে কহিল, হে
ঈশ্বরের লোক, রাজা এই কথা বলিয়াছেন, শীঘ্র
১২ নামিয়া আইস। এলিয় উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, যদি আমি ঈশ্বরের লোক
হই, তবে আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে
ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করুক।
তাহাতে আকাশ হইতে ঈশ্বরের অগ্নি নামিয়া
তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস
১৩ করিল। পরে রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশ জন
লোকের সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাই-
লেন। তাহাতে সেই তৃতীয় পঞ্চাশৎপতি উঠিয়া
গেল, এবং উপস্থিত হইয়া এলিয়ের সম্মুখে হাঁটু
পাতিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, হে ঈশ্বরের লোক,
আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ এবং আপনকার
এই পঞ্চাশ জন দাসের প্রাণ আপনকার দৃষ্টিতে
১৪ বহুমূল্য হউক। দেখুন, আকাশ হইতে অগ্নি
নামিয়া পূর্ব্বাগত দুই সেনাপতিকে ও তাহাদের
পঞ্চাশ পঞ্চাশ জনকে গ্রাস করিয়াছে; কিন্তু
এখন আমার প্রাণ আপনকার দৃষ্টিতে বহু-
১৫ মূল্য হউক। তাহাতে সদাপ্রভুর দূত এলিয়কে
কহিলেন, ইহার সহিত নামিয়া যাও, ইহাকে
ভয় করিও না। পরে এলিয় গাত্রোত্থান করিয়া
তাহার সহিত রাজার নিকটে নামিয়া গেলেন।
১৬ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু কহেন, কথা
জিজ্ঞাসা করিতে ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বর নাই
বলিয়া কি তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল-সবূবের
কাছে জিজ্ঞাসা করিতে দূতগণকে পাঠাইলে;
এই কারণ, তুমি যে খট্টাতে শয্যাগত হইয়াছ,
তাহা হইতে আর নামিবে না, নিশ্চয়ই মরিবে।
১৭ আর এলিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
তিনি মরিলেন; এবং তাঁহার পুত্র না থাকাতে
যিহোরাম তাঁহার পদে, যিহূদার রাজা যিহো-
শাফটের পুত্র যিহোরামের দ্বিতীয় বৎসরে,
১৮ রাজা হইলেন। অহসিয়ের ক্রিয়ার অবশিষ্ট
বৃত্তান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি
লিখিত নাই?

২ পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়কে ঘূর্ণবায়ুতে
স্বর্গারোহণ করাইতে উদ্যত হইলেন, তখন
এলিয় ও ইলীশায় গিল্‌গল হইতে যাত্রা করি-
২ লেন। আর এলিয় ইলীশায়কে কহিলেন, বিনয়

Digitized by Google

করিয়া মরিয়াছে ; অতএব হে মোয়াব, এক্ষণে
২৪ লুট করিতে যাও। পরে তাহারা ইস্রায়েলের
শিবিরে উপস্থিত হইলে ইস্রায়েলীয়েরা উঠিয়া
মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিল, তাহাতে উহারা
তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং
তাহারা মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিতে করিতে
২৫ অগ্রসর হইয়া উহাদের দেশে প্রবেশ করিল। তা-
হারা নগর সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও প্রত্যেক জন
প্রত্যেক উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রস্তর ফেলিয়া তাহা পরি-
পূর্ণ করিল, এবং জলের উন্মুই সকল বুজাইল, ও
উত্তম উত্তম বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলিল ; কেবল
কীর-হরাসতে তাহার প্রস্তরচয় অবশিষ্ট রাখিল,
কিন্তু ফিঙ্গাধারীরা তাহার চতুর্দ্দিকে যাইয়া তাহা
আঘাত করিল।
২৬ মোয়াবের রাজা যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধ
তাঁহার অসহ্য হইতেছে, তখন তিনি ইদোমের
রাজার নিকটে ভেদ করিয়া যাইবার জন্য সাত
শত খড়্গধারীকে আপনার সঙ্গে লইলেন ; কিন্তু
২৭ তাহারা পারিল না। পরে তিনি রাজপদে আপ-
নার উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া প্রাচীরের
উপরে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। আর
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন
হইল ; পরে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে
প্রস্থান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

ইলীশায়ের কৃত নানা অলৌকিক কার্য্য।

৪ একদা শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে এক
জনের স্ত্রী ইলীশায়ের কাছে কাঁদিয়া কহিল,
আপনকার দাস আমার স্বামী মরিয়াছেন।
আপনি জানেন, আপনকার দাস সদাপ্রভুকে ভয়
করিতেন ; এখন মহাজন আমার দুই পুত্রকে
দাস করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে।
২ ইলীশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি
তোমার নিমিত্ত কি করিতে পারি ? বল দেখি,
ঘরে তোমার কি আছে ? সে কহিল, ঘরে এক
বাটী তৈল ব্যতিরেকে আপনকার দাসীর আর
৩ কিছুই নাই। তখন তিনি কহিলেন, তবে যাও,
বাহির হইতে তোমার সমস্ত প্রতিবাসীর কাছে
শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না।
৪ পরে তোমার পুত্রদের সহিত গৃহের ভিতরে
যাইয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং সেই সকল পাত্রে
তৈল ঢাল ; এক এক পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা এক
৫ দিকে রাখ। পরে সে স্ত্রী তাঁহার নিকট হইতে
প্রস্থান করিল, আর আপনার ও পুত্রগণের
প্রবেশের পর দ্বার রুদ্ধ করিলে তাহারা পুনঃ
পুনঃ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল, এবং সে তৈল
৬ ঢালিল। সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন
পুত্রকে কহিল, আর পাত্র দেও ; তাহাতে পুত্র
কহিল, আর পাত্র নাই। তখন তৈলের স্রোত বন্ধ
৭ হইল। পরে সে যাইয়া ঈশ্বরের লোককে সংবাদ
দিল। তিনি কহিলেন, যাও, সেই তৈল বিক্রয়
করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং যাহা
অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তুমি ও তোমার পুত্র-
গণ দিনপাত কর।
৮ আর এক দিন ইলীশায় শূনেমে গেলেন।
তথায় এক ধনবতী মহিলা ছিলেন, তিনি আগ্রহ
সহকারে তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।
পরে যত বার তিনি ঐ পথ দিয়া যাইতেন, তত
বার আহার করণার্থে সেই স্থানে যাইতেন।
৯ আর তিনি আপন স্বামীকে কহিলেন, দেখ, আমি
বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে ব্যক্তি আমাদের
নিকট দিয়া নিত্য যাতায়াত করেন, ইনি ঈশ্বরের
১০ এক জন পবিত্র লোক। অতএব বিনয় করি,
আইস, আমরা তাঁহার নিমিত্তে প্রাচীরের উপরে
একটী ক্ষুদ্র কুঠরী নির্ম্মাণ করি, এবং তাহার
মধ্যে একখানি খট্টা, একখানি মেজ, একখানি
আসন ও একটী দীপবৃক্ষ রাখি ; তিনি আমাদের
১১ এখানে আসিলে সেই স্থানে থাকিবেন। এক
দিন ইলীশায় সেখানে আসিলেন, আর সেই
১২ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন ; পরে
আপন ভৃত্য গেহসিকে কহিলেন, তুমি ঐ শূনে-
মীয়াকে ডাক। তাহাতে সে তাঁহাকে ডাকিলে
১৩ সেই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন
ইলীশায় গেহসিকে কহিলেন, উহাঁকে বল, দেখ,
আমাদের নিমিত্তে তুমি এই সকল চিন্তা করিলে,
এখন তোমার নিমিত্তে কি কর্ত্তব্য ? রাজার কিম্বা
সেনাপতির নিকটে তোমার কি কোন নিবেদন
আছে ? তিনি উত্তর করিলেন, আমি আপন
১৪ লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি। পরে ইলীশায়
কহিলেন, তবে উহাঁর জন্য কি করা যায় ?
তাহাতে গেহসি কহিল, উহাঁর পুত্র নাই, স্বামীও
১৫ বৃদ্ধ। ইলীশায় কহিলেন, উহাঁকে ডাক ; পরে
১৬ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি দ্বারে দাঁড়াইলেন। তখন
ইলীশায় কহিলেন, এই ঋতুতে এই সময় পুনরায়
উপস্থিত হইলে তুমি পুত্র ক্রোড়ে করিবে। কিন্তু
তিনি কহিলেন, না ;- হে আমার প্রভো, হে ঈশ্ব-
রের লোক, আপনকার দাসীকে মিথ্যা কথা কহি-
১৭ বেন না। পরে ইলীশায়ের বাক্যানুসারে সেই
স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া সেই ঋতুতে, সেই সময়
পুনরায় উপস্থিত হইলে, পুত্র প্রসব করিলেন।
১৮ বালকটী বড় হইলে পর সে এক দিন শস্য-
চ্ছেদকদের কাছে আপন পিতার নিকটে গেল।
১৯ পরে সে পিতাকে কহিল, আমার মাথা ! আমার
মাথা ! তখন পিতা এক জন ভৃত্যকে কহিলেন,
তুমি ইহাকে তুলিয়া ইহার মাতার কাছে লইয়া
২০ যাও। পরে সে তাহাকে তুলিয়া মাতার কাছে

Digitized by Google

আনিলে বালকটী মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তাঁহার
২১ ক্রোড়ে বসিয়া থাকিল, পরে মরিয়া গেল। তখন
মাতা উপরে যাইয়া ঈশ্বরের লোকের খট্টায়
তাহাকে শয়ন করাইলেন, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া
বাহিরে আসিয়া আপন স্বামীকে বলিয়া পাঠাই-
২২ লেন, বিনয় করি, তুমি ভৃত্যদের এক জনকে ও
একটী গর্দ্দভী আমার কাছে পাঠাইয়া দেও, আমি
ঈশ্বরের লোকের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়া ফিরিয়া
২৩ আসিব। তিনি কহিলেন, অদ্য তাঁহার নিকটে
কেন যাইবে? অদ্য অমাবস্যাও নয়, বিশ্রাম-
২৪ বারও নয়। নারী কহিলেন, মঙ্গল হইবে। পরে
তিনি গর্দ্দভী সাজাইয়া আপন ভৃত্যকে কহিলেন,
গর্দ্দভী চালাইয়া চল, আজ্ঞা না পাইলে আমার
২৫ গতি শিথিল করিও না। পরে তিনি যাইয়া
কর্ম্মিল পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের নিকটে উপস্থিত
হইলেন; তখন ঈশ্বরের লোক তাঁহাকে সম্মুখে
দেখিয়া আপন ভৃত্য গেহসিকে কহিলেন, দেখ,
২৬ ঐ সেই শূনেমীয়া। এক বার দৌড়িয়া গিয়া
উঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, আর জিজ্ঞাসা কর,
তোমার মঙ্গল? তোমার স্বামীর মঙ্গল? বালক-
২৭ টির মঙ্গল? তিনি উত্তর করিলেন, মঙ্গল। কিন্তু
পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের সমীপে উপস্থিত হইয়া
তিনি তাঁহার চরণ ধরিলেন; তাহাতে গেহসি
তাঁহাকে ঠেলিয়া দিবার জন্য নিকটে আসিল,
কিন্তু ঈশ্বরের লোক কহিলেন, উঁহাকে থাকিতে
দেও, উঁহার প্রাণ শোকাকুল হইয়াছে, কিন্তু
সদাপ্রভু আমা হইতে তাহা গোপন করিয়াছেন,
২৮ আমাকে জানান নাই। তখন সেই স্ত্রী কহিলেন,
আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্র চাহিয়া-
ছিলাম? বরং আমাকে প্রতারণা করিবেন না, এ
২৯ কথা কি বলি নাই? তখন ইলীশায় গেহসিকে
কহিলেন, কটিবন্ধন কর, আমার এই যষ্টি হস্তে
লইয়া প্রস্থান কর; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ
হইলে তাহাকে মঙ্গলবাদ করিও না, এবং কেহ
মঙ্গলবাদ করিলে তাহাকে উত্তর দিও না; পরে
বালকটির মুখের উপরে আমার এই যষ্টি রাখিও।
৩০ তখন বালকের মাতা কহিলেন, জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, আপনকার জীবৎ প্রাণের দিব্য, আমি
আপনাকে ছাড়িব না। তখন ইলীশায় উঠিয়া
৩১ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইতিমধ্যে
গেহসি তাঁহাদের অগ্রে যাইয়া বালকটির মুখে
ঐ যষ্টি রাখিল, তথাপি কোন শব্দ কিম্বা অব-
ধানের কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। অতএব
গেহসি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া
গিয়া তাঁহাকে কহিল, বালকটী জাগে নাই।
৩২ পরে ইলীশায় সেই গৃহে আসিলেন, আর দেখ,
৩৩ বালকটী মৃত, ও তাঁহার শয্যায় শায়িত। তখন
তিনি প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাদের দুই জনকে
বাহিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর
৩৪ কাছে প্রার্থনা করিলেন। আর [খট্টায়] উঠিয়া
বালকটীর উপরে শয়ন করিলেন; তিনি তাহার
মুখের উপরে আপন মুখ, চক্ষুর উপরে চক্ষু ও
করতলের উপরে করতল দিয়া তাহার উপরে
আপনি লম্বমান হইলেন; তাহাতে বালকটীর
৩৫ গাত্র উত্তাপযুক্ত হইতে লাগিল। পরে তিনি
ফিরিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে এক বার এদিক ওদিক
করিলেন, পুনর্ব্বার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান
হইলেন; তাহাতে বালকটী সাত বার হাঁচিল ও
৩৬ চক্ষু মেলিল। তখন তিনি গেহসিকে ডাকিয়া
কহিলেন, শূনেমীয়াকে ডাক। সে তাঁহাকে
ডাকিলে সেই স্ত্রী তাঁহার নিকটে আসিলেন।
ইলীশায় কহিলেন, তোমার পুত্রকে তুলিয়া লও।
৩৭ তখন সে স্ত্রী নিকটে যাইয়া তাঁহার পদতলে
পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন, এবং আপন
পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন।
৩৮ পরে ইলীশায় পুনর্ব্বার গিল্গলে উপস্থিত
হইলেন; সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। তখন
শিষ্য ভাববাদিগণ তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিল;
তিনি আপন ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, বড় হাঁড়ী
চড়াইয়া এই শিষ্য ভাববাদিগণের জন্য ব্যঞ্জন
৩৯ পাক কর। তখন তাহাদের এক জন তরকারি
সংগ্রহ করিতে মাঠে গেল, এবং বনসশার লতা
দেখিতে পাইয়া তাহার বুনো ফলে বস্ত্র পূর্ণ
করিয়া আনিল, পরে তাহা কুটিয়া পাকের
হাঁড়ীতে দিল; কিন্তু সেগুলি কি, তাহা তাহারা
৪০ জানিল না। পরে লোকদের ভোজনার্থে তাহা
ঢালিলে তাহারা সেই ব্যঞ্জন খাইতে গিয়া চীৎ-
কার করিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, হাঁড়ীর
মধ্যে মৃত্যু আছে; আর তাহারা তাহা খাইতে
৪১ পারিল না। তখন তিনি কহিলেন, তবে কিছু
ময়দা আন। পরে তিনি হাঁড়ীতে তাহা ফেলিয়া
কহিলেন, লোকদের জন্য ঢালিয়া দেও, তাহারা
ভোজন করুক। তাহাতে হাঁড়ীতে কিছুই মন্দ
থাকিল না।
৪২ আর বাল-শালিশা হইতে আসিয়া এক ব্যক্তি
ঈশ্বরের লোকের কাছে আশুপক্ব শস্যের রুটী
অর্থাৎ যবের বিংশতি রুটী ও ছালায় করিয়া
শস্যের তাজা শীষ আনিল; তাহাতে ইলীশায়
কহিলেন, ইহা লোকদিগকে দেও; তাহারা
৪৩ ভোজন করুক। তখন তাঁহার পরিচারক কহিল,
আমি কি এক শত লোককে ইহা পরিবেষণ
করিব? তিনি আবার কহিলেন, ইহা লোক-
দিগকে দেও, তাহারা ভোজন করুক; কেননা
সদাপ্রভু কহিতেছেন, তাহারা ভোজন করিবে, ও
৪৪ উদ্বৃত্ত রাখিবে। অতএব সে তাহাদের সম্মুখে
তাহা স্থাপন করিলে সদাপ্রভুর বাক্যানু

Digitized by Google

সারে তাহারা ভোজন করিল, আর উদ্বৃত্তও
রাখিল।

কুষ্ঠী নামানের আরোগ্য লাভ।

৫ অরামীয় রাজার সেনাপতি নামান আপন
প্রভুর সাক্ষাতে মহান ও সম্মানিত লোক
ছিলেন, কেননা তাঁহারই দ্বারা সদাপ্রভু অরা-
মীয়দিগকে বিজয়ী করিয়াছিলেন; আর তিনি
২ বীর্য্যবান লোক, কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিলেন। এক
সময়ে অরামীয়েরা দলে দলে গমন করিয়া ইস্রা-
য়েল দেশ হইতে এক ছোট বালিকাকে বন্দি
করিয়া আনিলে সে ঐ নামানের পত্নীর পরি-
৩ চারিকা হইয়াছিল। সে আপন কর্ত্রীকে কহিল,
আহা! শমরিয়াতে যে ভাববাদী আছেন, তাঁহার
সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে
৪ তিনি তাঁহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিতেন। পরে
নামান যাইয়া আপন প্রভুকে কহিলেন, ইস্রা-
য়েল দেশ হইতে আনীতা সেই বালিকা এই এই
৫ কথা কহিতেছে। তাহাতে অরামের রাজা কহি-
লেন, তুমি সেখানে চলিয়া যাও, আমি ইস্রা-
য়েলের রাজার কাছে পত্র পাঠাই। তখন তিনি
আপনার হস্তে দশ মণ রৌপ্য, ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা
৬ ও দশ যোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। আর
তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্র লইয়া
গেলেন, তন্মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল, এই পত্র
যখন আপনকার নিকটে পঁহুছিবে, তখন দেখুন,
আমি আপন দাস নামানকে আপনকার কাছে
প্রেরণ করিলাম, ইহা জানিবেন, এবং তাহাকে
৭ কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিবেন। এই পত্র পাঠ
করিবামাত্র ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়া
কহিলেন, মারিবার ও বাঁচাইবার ঈশ্বর কি আমি
যে, এই ব্যক্তি এক জন মনুষ্যকে কুষ্ঠ হইতে
উদ্ধার করণার্থে আমার কাছে আজ্ঞা পাঠাই-
তেছে? বিনয় করি, তোমরা বিবেচনা করিয়া
দেখ, সে আমার বিরুদ্ধে সূত্র অন্বেষণ করিতেছে।
৮ পরে ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়া-
ছেন, ইহা শুনিয়া ঈশ্বরের লোক ইলীশায়
রাজার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন,
আপনি কেন বস্ত্র চিরিলেন? সে ব্যক্তি আমার
কাছে আইসুক; তাহাতে ইস্রায়েলের মধ্যে এক
জন ভাববাদী আছে, ইহা সে জ্ঞাত হইবে।
৯ অতএব নামান আপন অশ্বগণ ও রথের সহিত
আসিয়া ইলীশায়ের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হই-
১০ লেন। তখন ইলীশায় এক জন দূত পাঠাইয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যাইয়া সাত বার
যর্দ্দনে স্নান করুন, আপনকার নূতন মাংস হইবে,
১১ ও আপনি শুচি হইবেন। তখন নামান ক্রুদ্ধ
হইয়া চলিয়া গেলেন, আর কহিলেন, দেখ, আমি
ভাবিয়াছিলাম, তিনি অবশ্য বাহির হইয়া
আমার নিকটে আসিবেন, এবং দণ্ডায়মান হইয়া
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে ডাকিবেন, আর
কুষ্ঠ স্থানের উপর হাত দোলাইয়া কুষ্ঠীকে উদ্ধার
১২ করিবেন। ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয় হইতে
দম্মেশকের অবানা ও পর্পর নদী কি উত্তম নয়?
আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া শুচি হইতে
পারিতাম না? অতএব তিনি মুখ ফিরাইয়া
১৩ ক্রোধের আবেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার
দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, হে
পিতঃ, ঐ ভাববাদী যদি কোন মহৎ কর্ম্ম করি-
বার আজ্ঞা আপনাকে দিতেন, তবে আপনি কি
তাহা করিতেন না? তবে স্নান করিয়া শুচি হউন,
১৪ তাঁহার এই আজ্ঞাটী কি মানিবেন না? তখন
তিনি ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া
গিয়া সাত বার যর্দ্দনে ডুব দিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র
বালকের ন্যায় তাঁহার নূতন মাংস হইল, ও তিনি
শুচি হইলেন।
১৫ পরে তিনি আপন সঙ্গী জনগণের সহিত ঈশ্ব-
রের লোকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, দেখুন, আমি এখন
জানিতে পারিলাম, সমস্ত পৃথিবীতে আর কুত্রাপি
ঈশ্বর নাই, কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে আছেন;
অতএব বিনয় করি, আপনকার এই দাসের
১৬ কাছে উপহার গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি কহি-
লেন, আমি যাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, সেই
জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, আমি কিছু গ্রহণ করিব
না। নামান আগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে
১৭ বলিলেও তিনি অস্বীকার করিলেন। পরে নামান
কহিলেন, তাহা যদি না হয়, তবে বিনয় করি,
দুইটী অশ্বতরের ভারযোগ্য মৃত্তিকা আপনকার
এই দাসকে দেওয়া হউক; কেননা অদ্যাবধি
আপনকার এই দাস সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন
ইতর দেবতার উদ্দেশে হোম কিম্বা বলিদান আর
১৮ করিবে না। কেবল এই বিষয়ে সদাপ্রভু আপন-
কার এই দাসকে ক্ষমা করুন; আমার প্রভু প্রণি-
পাত করিবার জন্য যখন রিম্মোণের মন্দিরে
প্রবেশ করেন, এবং আমার হস্তে নির্ভর দেন,
তখন যদি আমি রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত
করি, তবে রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত করণ
বিষয়ে সদাপ্রভু আপনকার এই দাসকে ক্ষমা
১৯ করিবেন। ইলীশায় তাঁহাকে কহিলেন, কুশলে
গমন করুন। পরে তিনি তাঁহার সম্মুখ হইতে
প্রস্থান করিয়া কিছু দূর গমন করিলেন।
২০ তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায়ের ভৃত্য গেহসি
কহিল, দেখ, আমার প্রভু ঐ অরামীয় নামানকে
অমনি ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে
তাঁহার আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু

Digitized by Google

জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, আমি তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার কাছে কিছু
২১ লইব। পরে গেহসি নামানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
দৌড়িয়া গেল; তাহাতে নামান আপনার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ এক জনকে দৌড়িতে দেখিয়া তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে রথ হইতে নামিয়া
২২ জিজ্ঞাসিলেন, মঙ্গল ত? সে কহিল, মঙ্গল।
আমার প্রভু এই বলিয়া আমাকে পাঠাইলেন,
দেখুন, এক্ষণে ইফ্রয়িম পর্ব্বত হইতে শিষ্য ভাব-
বাদীদের মধ্যে দুই জন যুবক আসিল; বিনয়
করি, তাহাদের জন্য এক মণ রৌপ্য ও দুই যোড়া
২৩ বস্ত্র দান করুন। নামান কহিলেন, অনুগ্রহ
করিয়া দুই মণ লও। পরে তিনি আগ্রহ পূর্ব্বক
দুই থলীতে দুই মণ রৌপ্য বাঁধিয়া দুই যোড়া
বস্ত্রের সহিত আপনার দুই ভৃত্যকে দিলে
২৪ তাহারা উহার অগ্রে অগ্রে বহিতে লাগিল। পরে
উপপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের হস্ত
হইতে সকলই লইয়া গৃহমধ্যে রাখিল, এবং সেই
লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা চলিয়া
২৫ গেল। পরে আপনি ভিতরে যাইয়া আপন প্রভুর
সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ইলীশায় তাহাকে কহি-
লেন, হে গেহসি, কোথা হইতে আসিলে? সে
কহিল, আপনকার দাস কোন স্থানে যায় নাই।
২৬ কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন, সেই ব্যক্তি যখন
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রথ হইতে নামি-
লেন, তখন আমার হৃদয় কি যায় নাই? রৌপ্য
লইবার এবং বস্ত্র, জিতবৃক্ষের উদ্যান ও দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র, মেষ, গোরু ও দাস দাসী লইবার সময় কি
২৭ এই? অতএব নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও
তোমার বংশে চিরকাল লাগিয়া থাকিবে।
তাহাতে গেহসি হিমের ন্যায় ধবল কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া
তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

ইলীশায়ের কৃত আরও নানাবিধ কার্য্য।

৬ একদা শিষ্য ভাববাদিগণ ইলীশায়কে
কহিল, দেখুন, আমরা আপনকার সাক্ষাতে
যে স্থানে বাস করিতেছি, ইহা আমাদের পক্ষে
২ সঙ্কীর্ণ। অনুমতি করুন, আমরা যর্দ্দনে যাইয়া
প্রত্যেক জন তথা হইতে এক একখানি কড়িকাষ্ঠ
লইয়া আপনাদের জন্য সেই স্থানে বাসস্থান
৩ প্রস্তুত করি। তিনি কহিলেন, যাও। আর এক
জন কহিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনকার
দাসদের সহিত চলুন। তিনি কহিলেন, যাইব।
৪ অতএব তিনি তাহাদের সহিত গেলেন; পরে
যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা কাষ্ঠ
৫ ছেদন করিতে লাগিল। এক জন কড়িকাষ্ঠ ছেদন
করিতেছিল, ইতিমধ্যে কুড়ালির ফলা জলে
পড়িয়া গেল; তাহাতে সে কাঁদিয়া কহিল, হায়
হায়! প্রভো, উহা ধার করিয়া আনিয়াছিলাম।
৬ তখন ঈশ্বরের লোক জিজ্ঞাসিলেন, তাহা কোথায়
পড়িয়াছে? পরে সে তাঁহাকে সেই স্থান দেখা-
ইলে ইলীশায় একখানি কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে
৭ ফেলিয়া লৌহখানি ভাসাইয়া উঠাইলেন। আর
তিনি তাহাকে কহিলেন, উহা তুলিয়া লও।
তাহাতে সে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ
করিল।

৮ এক সময়ে অরামের রাজা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিতেছিলেন; আর যখন তিনি আপন
দাসদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিতেন, অমুক
৯ অমুক স্থানে আমার সন্নিবেশ হইবে, তখন ঈশ্ব-
রের লোক ইস্রায়েলের রাজার কাছে বলিয়া
পাঠাইতেন, সাবধান, অমুক স্থান উপেক্ষা করি-
বেন না, কেননা সে স্থানে অরামীয়েরা নামিয়া
১০ আসিতেছে। তাহাতে ঈশ্বরের লোক যে স্থানের
বিষয় বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন,
সেই স্থানে ইস্রায়েলের রাজা সৈন্য পাঠাইয়া
আপনাকে রক্ষা করিতেন; কেবল দুই এক বার
১১ নয়। অতএব এই বিষয়ে অরামের রাজার হৃদয়
ক্ষুব্ধ হইলে তিনি আপন দাসগণকে ডাকিয়া
কহিলেন, আমাদের মধ্যে কে ইস্রায়েলের রাজার
১২ পক্ষীয়, তাহা কি আমাকে বলিবে না? তখন
তাঁহার দাসদের মধ্যে এক জন কহিল, হে আমার
প্রভো মহারাজ, কেহ নয়; কিন্তু আপনি আপন
শয়নাগারে যে সকল কথা বলেন, সে সকল ইস্রা-
য়েলস্থ ভাববাদী ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে
১৩ জ্ঞাত করেন। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা
যাইয়া দেখ, সে কোথায়? আমি লোক পাঠা-
ইয়া তাহাকে আনাইব। পরে কেহ তাঁহাকে এই
সংবাদ দিল, দেখুন, তিনি দোথনে আছেন।
১৪ তাহাতে তিনি অনেক অশ্ব, রথ ও এক বৃহৎ
সৈন্যদল সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা রাত্রিতে
১৫ আসিয়া সেই নগর বেষ্টন করিল। পরে ঈশ্বরের
লোকের পরিচারক প্রত্যূষে উঠিয়া যখন বাহিরে
গেল, তখন দেখ, অনেক অশ্ব ও রথসহ এক
সৈন্যদল নগর বেষ্টন করিয়া আছে; তাহাতে
তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে কহিল, হায় হায়, প্রভো!
১৬ আমরা কি করিব? তিনি কহিলেন, ভয় করিও
না, উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী
১৭ অধিক। তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহি-
লেন, হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, এ যেন দেখিতে
পায়, তজ্জন্য ইহার চক্ষু খুলিয়া দেও। তখন
সদাপ্রভু সেই ভৃত্যের চক্ষু খুলিয়া দিলে সে
দৃষ্টিপাত করিল, আর দেখ, ইলীশায়ের চতুর্দ্দিকে
অগ্নিময় অশ্বে ও রথে পর্ব্বত পরিপূর্ণ!
১৮ পরে ঐ সৈন্যগণ তাঁহার নিকটে আসিলে

Digitized by Google

ফিরিয়া আইসেন, তবে সদাপ্রভু আমার প্রমুখাৎ
কথা কহেন নাই। তিনি আরও কহিলেন, হে
জাতিগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর।
২৯ অনন্তর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহো-
শাফট রাজা রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করিলেন।
৩০ আর ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন,
আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ
করিব, আপনি রাজবস্ত্র পরিধান করুন। পরে
ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিয়া যুদ্ধে প্রবেশ
৩১ করিলেন। কিন্তু অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ
বত্রিশ জন সেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেকে
ক্ষুদ্র কি মহান আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিও
৩২ না। পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফটকে দেখিয়া,
উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, এই বলিয়া
তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এক পার্শ্বে
গেলেন। তখন যিহোশাফট চেঁচাইতে লাগিলেন।
৩৩ আর রথাধ্যক্ষগণ যখন দেখিলেন, ইনি ইস্রা-
য়েলের রাজা নহেন, তখন তাঁহার পশ্চাদ্গমন
৩৪ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু একটা লোক লক্ষ্য
ব্যতিরেকে ধনুক আকর্ষণ করিয়া ইস্রায়েলের
রাজার উদরত্রাণের ও বর্ম্মের সন্ধিস্থানে বাণা-
ঘাত করিল; তাহাতে তিনি আপন সারথিকে
কহিলেন, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যদলের মধ্য
হইতে আমাকে লইয়া যাও, আমি আহত
৩৫ হইয়াছি। সেই দিবস তুমুল যুদ্ধ হইল, আর
লোকেরা অরামীয়দের সম্মুখে রাজাকে রথে
দণ্ডায়মান রাখিল; কিন্তু সায়ংকালে তিনি
মরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার ক্ষতের রক্ত রথের
৩৬ গর্ত্তে পড়িল। পরে সূর্য্যাস্তকালে সৈন্যদলের
মধ্যে সর্ব্বত্র এই রব হইল, প্রত্যেক জন আপন
আপন নগরে ও আপন আপন দেশে প্রস্থান
৩৭ করুক। এইরূপে রাজা মরিয়া গেলেন ও শম-
রিয়াতে আনীত হইলেন, লোকেরা শমরিয়াতে
৩৮ রাজাকে কবর দিল। পরে শমরিয়ার পুষ্করিণীর
ধারে তাঁহার রথ প্রক্ষালন করিলে সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে কুকুরেরা তাঁহার রক্ত চাটিয়া
খাইল, আর বেশ্যারা তথায় স্নান করিল।
৩৯ আহাবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া
এবং তিনি যে হস্তিদন্তময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া-
ছিলেন, আর যে সমস্ত নগর নির্ম্মাণ করিলেন,
সে সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের
৪০ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? এইরূপে আহাব
আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন;
তাঁহার পুত্র অহসিয় তাঁহার পদে রাজা
হইলেন।

যিহোশাফটের মৃত্যু ও অহসিয়ের রাজ্যাভিষেক।

৪১ ইস্রায়েলের আহাব রাজার অধিকারের চতুর্থ
বৎসরে আসার পুত্র যিহোশাফট যিহূদাতে
৪২ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। যিহোশাফট
পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিয়া যিরূশালেমে পঁচিশ বৎসর কাল রাজত্ব
করিলেন; তাঁহার মাতার নাম অসূবা, তিনি
৪৩ শিল্‌হির কন্যা। যিহোশাফট আপন পিতা
আসার সমস্ত পথে চলিতেন, সেই পথ হইতে
না ফিরিয়া সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য
তাহাই করিতেন, কিন্তু উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন
হইল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান
৪৪ করিত ও ধূপ জ্বালাইত। পরন্তু ইস্রায়েলের
রাজার সহিত যিহোশাফটের সন্ধি হইয়াছিল।
৪৫ যিহোশাফটের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, এবং তিনি
যে যে পরাক্রমের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, ও
যে সকল যুদ্ধ করিলেন, সে সকল কি যিহূদার
৪৬ রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? তাঁহার
পিতা আসার সময়ে যে পুংগামীরা অবশিষ্ট
ছিল, তাহাদিগকে তিনি দেশ হইতে দূর করিয়া
৪৭ দিলেন। সেই সময়ে ইদোমে রাজা ছিল না,
৪৮ এক জন প্রতিনিধি রাজত্ব করিতেন। যিহো-
শাফট স্বর্ণের জন্য ওফীরে প্রেরণার্থে তর্শীশের
কয়েকখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু
সে সকল জাহাজ গেল না, ইৎসিয়োন-গেবরে
৪৯ ভগ্ন হইল। তখন আহাবের পুত্র অহসিয়
যিহোশাফটকে কহিলেন, তোমার দাসদের সহিত
আমার দাসেরা জাহাজে যাউক; কিন্তু যিহো-
৫০ শাফট সম্মত হইলেন না। পরে যিহোশাফট
আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন;
এবং আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের নগরে পিতৃ-
লোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন; আর
তাঁহার পুত্র যোরাম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
৫১ যিহূদার যিহোশাফট রাজার সপ্তের বৎসরে
আহাবের পুত্র অহসিয় শমরিয়াতে ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং
তিনি দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
৫২ করিলেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই
তিনি করিতেন, আপন মাতাপিতার পথে, এবং
নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ
৫৩ করাইয়াছিলেন, তাঁহার পথে চলিতেন; এবং
আপন পিতার সমস্ত ক্রিয়ানুসারে বালের পূজা
করিতেন, তাহার কাছে প্রণিপাত করিতেন; এবং
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিতেন

Digitized by Google

রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক।

এলিয়ের সাহস ও স্বর্গারোহণ।

১ আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াব ইস্রায়েলের
অধীনতা ত্যাগ করিল। আর অহসিয় শম-
রিয়াতে স্থিত আপন গৃহের উপরিস্থ কুঠরীর
সিঁড়ির দ্বার দিয়া পড়িয়া গিয়া পীড়িত হইলেন;
তাহাতে তিনি কয়েক জন দূত পাঠাইয়া দিলেন,
কহিলেন, যাও, ইক্রোণের দেবতা বাল-সবূবকে
জিজ্ঞাসা কর গিয়া যে, এই পীড়া হইতে আমি
৩ সুস্থ হইব কি না? কিন্তু সদাপ্রভুর দূত তিশ্‌-
বীয় এলিয়কে কহিলেন, উঠ, শমরীয় রাজার
দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ কর গিয়া, তাহাদিগকে
বল, ইস্রায়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই যে,
তোমরা ইক্রোণের দেবতা বাল-সবূবের কাছে
৪ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছ? অতএব সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তুমি যে খট্টায় শয্যাগত
হইয়াছ, তাহা হইতে আর নামিবে না, নিশ্চয়ই
৫ মরিবে। পরে এলিয় চলিয়া গেলেন। আর সেই
দূতগন রাজার নিকটে ফিরিয়া গেলে তিনি তাহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন ফিরিয়া
৬ আসিলে? তাহারা উত্তর করিল, এক ব্যক্তি
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমা-
দিগকে কহিলেন, যে রাজা তোমাদিগকে পাঠাই-
লেন, তোমরা তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাও,
তাঁহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রা-
য়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই যে, তুমি ইক্রোণের
দেবতা বাল-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে
লোক পাঠাইতেছ? অতএব তুমি যে খট্টায়
শয্যাগত হইয়াছ, তাহা হইতে আর নামিবে
৭ না, নিশ্চয়ই মরিবে। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞা-
সিলেন, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিয়া যে ব্যক্তি এই সকল কথা কহিল, সে কি
৮ প্রকার লোক? তাহারা উত্তর করিল, তিনি
লোমশ পুরুষ, এবং তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা
বদ্ধ। তখন রাজা কহিলেন, সে তিশ্‌বীয় এলিয়।
৯ পরে রাজা পঞ্চাশ জন সেনার সহিত এক জন
পঞ্চাশৎপতিকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলেন;
আর সে তাঁহার কাছে উঠিয়া গেল; তখন, দেখ,
এলিয় এক পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়াছিলেন। সে
তাঁহাকে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা বলিয়া-
১০ ছেন, তুমি নামিয়া আইস। তাহাতে এলিয়
সেই পঞ্চাশৎপতিকে উত্তর করিলেন, যদি আমি
ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশ হইতে অগ্নি
নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে
গ্রাস করুক। তাহাতে আকাশ হইতে অগ্নি
নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ জন লোককে
১১ গ্রাস করিল। পরে রাজা পুনর্ব্বার পঞ্চাশ জন
লোকের সহিত আর এক জন পঞ্চাশৎপতিকে
তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। সে কহিল, হে
ঈশ্বরের লোক, রাজা এই কথা বলিয়াছেন, শীঘ্র
১২ নামিয়া আইস। এলিয় উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, যদি আমি ঈশ্বরের লোক
হই, তবে আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে
ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করুক।
তাহাতে আকাশ হইতে ঈশ্বরের অগ্নি নামিয়া
তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস
১৩ করিল। পরে রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশ জন
লোকের সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাই-
লেন। তাহাতে সেই তৃতীয় পঞ্চাশৎপতি উঠিয়া
গেল, এবং উপস্থিত হইয়া এলিয়ের সম্মুখে হাঁটু
পাতিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, হে ঈশ্বরের লোক,
আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ এবং আপনকার
এই পঞ্চাশ জন দাসের প্রাণ আপনকার দৃষ্টিতে
১৪ বহুমূল্য হউক। দেখুন, আকাশ হইতে অগ্নি
নামিয়া পূর্ব্বাগত দুই সেনাপতিকে ও তাহাদের
পঞ্চাশ পঞ্চাশ জনকে গ্রাস করিয়াছে; কিন্তু
এখন আমার প্রাণ আপনকার দৃষ্টিতে বহু-
১৫ মূল্য হউক। তাহাতে সদাপ্রভুর দূত এলিয়কে
কহিলেন, ইহার সহিত নামিয়া যাও, ইহাকে
ভয় করিও না। পরে এলিয় গাত্রোত্থান করিয়া
তাহার সহিত রাজার নিকটে নামিয়া গেলেন।
১৬ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু কহেন, কথা
জিজ্ঞাসা করিতে ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বর নাই
বলিয়া কি তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল-সবূবের
কাছে জিজ্ঞাসা করিতে দূতগণকে পাঠাইলে;
এই কারণ, তুমি যে খট্টাতে শয্যাগত হইয়াছ,
তাহা হইতে আর নামিবে না, নিশ্চয়ই মরিবে।
১৭ আর এলিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
তিনি মরিলেন; এবং তাঁহার পুত্র না থাকাতে
যিহোরাম তাঁহার পদে, যিহূদার রাজা যিহো-
শাফটের পুত্র যিহোরামের দ্বিতীয় বৎসরে,
১৮ রাজা হইলেন। অহসিয়ের ক্রিয়ার অবশিষ্ট
বৃত্তান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি
লিখিত নাই?

২ পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়কে ঘূর্ণবায়ুতে
স্বর্গারোহণ করাইতে উদ্যত হইলেন, তখন
এলিয় ও ইলীশায় গিল্‌গল হইতে যাত্রা করি-
২ লেন। আর এলিয় ইলীশায়কে কহিলেন, বিনয়

Digitized by Google

করিয়া মরিয়াছে; অতএব হে মোয়াব, এক্ষণে
২৪ লুট করিতে যাও। পরে তাহারা ইস্রায়েলের
শিবিরে উপস্থিত হইলে ইস্রায়েলীয়েরা উঠিয়া
মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিল, তাহাতে উহারা
তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং
তাহারা মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিতে করিতে
২৫ অগ্রসর হইয়া উহাদের দেশে প্রবেশ করিল। তা-
হারা নগর সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও প্রত্যেক জন
প্রত্যেক উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রস্তর ফেলিয়া তাহা পরি-
পূর্ণ করিল, এবং জলের উনুই সকল বুজাইল, ও
উত্তম উত্তম বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলিল; কেবল
কীর-হরাসতে তাহার প্রস্তরচয় অবশিষ্ট রাখিল,
কিন্তু ফিঙ্গাধারীরা তাহার চতুর্দ্দিকে যাইয়া তাহা
আঘাত করিল।
২৬ মোয়াবের রাজা যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধ
তাঁহার অসহ্য হইতেছে, তখন তিনি ইদোমের
রাজার নিকটে ভেদ করিয়া যাইবার জন্য সাত
শত খড়্গধারীকে আপনার সঙ্গে লইলেন; কিন্তু
২৭ তাহারা পারিল না। পরে তিনি রাজপদে আপ-
নার উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া প্রাচীরের
উপরে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। আর
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন
হইল; পরে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে
প্রস্থান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

ইলীশায়ের কৃত নানা অলৌকিক কার্য্য।

৪ একদা শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে এক
জনের স্ত্রী ইলীশায়ের কাছে কাঁদিয়া কহিল,
আপনকার দাস আমার স্বামী মরিয়াছেন।
আপনি জানেন, আপনকার দাস সদাপ্রভুকে ভয়
করিতেন; এখন মহাজন আমার দুই পুত্রকে
দাস করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে।
২ ইলীশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি
তোমার নিমিত্ত কি করিতে পারি? বল দেখি,
ঘরে তোমার কি আছে? সে কহিল, ঘরে এক
বাটী তৈল ব্যতিরেকে আপনকার দাসীর আর
৩ কিছুই নাই। তখন তিনি কহিলেন, তবে যাও,
বাহির হইতে তোমার সমস্ত প্রতিবাসীর কাছে
শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না।
৪ পরে তোমার পুত্রদের সহিত গৃহের ভিতরে
যাইয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং সেই সকল পাত্রে
তৈল ঢাল; এক এক পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা এক
৫ দিকে রাখ। পরে সে স্ত্রী তাঁহার নিকট হইতে
প্রস্থান করিল, আর আপনার ও পুত্রগণের
প্রবেশের পর দ্বার রুদ্ধ করিলে তাহারা পুনঃ
পুনঃ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল, এবং সে তৈল
৬ ঢালিল। সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন
পুত্রকে কহিল, আর পাত্র দেও; তাহাতে পুত্র
কহিল, আর পাত্র নাই। তখন তৈলের স্রোত বদ্ধ
৭ হইল। পরে সে যাইয়া ঈশ্বরের লোককে সংবাদ
দিল। তিনি কহিলেন, যাও, সেই তৈল বিক্রয়
করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং যাহা
অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তুমি ও তোমার পুত্র-
গণ দিনপাত কর।
৮ আর এক দিন ইলীশায় শূনেমে গেলেন।
তথায় এক ধনবতী মহিলা ছিলেন, তিনি আগ্রহ
সহকারে তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।
পরে যত বার তিনি ঐ পথ দিয়া যাইতেন, তত
বার আহার করণার্থে সেই স্থানে যাইতেন।
৯ আর তিনি আপন স্বামীকে কহিলেন, দেখ, আমি
বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে ব্যক্তি আমাদের
নিকট দিয়া নিত্য যাতায়াত করেন, ইনি ঈশ্বরের
১০ এক জন পবিত্র লোক। অতএব বিনয় করি,
আইস, আমরা তাঁহার নিমিত্তে প্রাচীরের উপরে
একটী ক্ষুদ্র কুঠরী নির্ম্মাণ করি, এবং তাহার
মধ্যে একখানি খট্টা, একখানি মেজ, একখানি
আসন ও একটী দীপবৃক্ষ রাখি; তিনি আমাদের
১১ এখানে আসিলে সেই স্থানে থাকিবেন। এক
দিন ইলীশায় সেখানে আসিলেন, আর সেই
১২ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন; পরে
আপন ভৃত্য গেহসিকে কহিলেন, তুমি ঐ শূনে-
মীয়াকে ডাক। তাহাতে সে তাঁহাকে ডাকিলে
১৩ সেই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন
ইলীশায় গেহসিকে কহিলেন, উঁহাকে বল, দেখ,
আমাদের নিমিত্তে তুমি এই সকল চিন্তা করিলে,
এখন তোমার নিমিত্তে কি কর্ত্তব্য? রাজার কিম্বা
সেনাপতির নিকটে তোমার কি কোন নিবেদন
আছে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি আপন
১৪ লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি। পরে ইলীশায়
কহিলেন, তবে উঁহার জন্য কি করা যায়?
তাহাতে গেহসি কহিল, উঁহার পুত্র নাই, স্বামীও
১৫ বৃদ্ধ। ইলীশায় কহিলেন, উঁহাকে ডাক; পরে
১৬ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি দ্বারে দাঁড়াইলেন। তখন
ইলীশায় কহিলেন, এই ঋতুতে এই সময় পুনরায়
উপস্থিত হইলে তুমি পুত্র ক্রোড়ে করিবে। কিন্তু
তিনি কহিলেন, না; হে আমার প্রভো, হে ঈশ-
রের লোক, আপনকার দাসীকে মিথ্যা কথা কহি-
১৭ বেন না। পরে ইলীশায়ের বাক্যানুসারে সেই
স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া সেই ঋতুতে, সেই সময়
পুনরায় উপস্থিত হইলে, পুত্র প্রসব করিলেন।
১৮ বালকটী বড় হইলে পর সে এক দিন শস্য-
চ্ছেদকদের কাছে আপন পিতার নিকটে গেল।
১৯ পরে সে পিতাকে কহিল, আমার মাথা! আমার
মাথা! তখন পিতা এক জন ভৃত্যকে কহিলেন,
তুমি ইহাকে তুলিয়া ইহার মাতার কাছে লইয়া
২০ যাও। পরে সে তাহাকে তুলিয়া মাতার কাছে

Digitized by Google

আনিলে বালকটী মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তাঁহার
২১ ক্রোড়ে বসিয়া থাকিল, পরে মরিয়া গেল। তখন
মাতা উপরে যাইয়া ঈশ্বরের লোকের খট্টায়
তাহাকে শয়ন করাইলেন, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া
বাহিরে আসিয়া আপন স্বামীকে বলিয়া পাঠাই-
২২ লেন, বিনয় করি, তুমি ভৃত্যদের এক জনকে ও
একটী গর্দ্দভী আমার কাছে পাঠাইয়া দেও, আমি
ঈশ্বরের লোকের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়া ফিরিয়া
২৩ আসিব। তিনি কহিলেন, অদ্য তাঁহার নিকটে
কেন যাইবে? অদ্য অমাবস্যাও নয়, বিশ্রাম-
২৪ বারও নয়। নারী কহিলেন, মঙ্গল হইবে। পরে
তিনি গর্দ্দভী সাজাইয়া আপন ভৃত্যকে কহিলেন,
গর্দ্দভী চালাইয়া চল, আজ্ঞা না পাইলে আমার
২৫ গতি শিথিল করিও না। পরে তিনি যাইয়া
কর্ম্মিল পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের নিকটে উপস্থিত
হইলেন; তখন ঈশ্বরের লোক তাঁহাকে সম্মুখে
দেখিয়া আপন ভৃত্য গেহসিকে কহিলেন, দেখ,
২৬ ঐ সেই শূনেমীয়া। এক বার দৌড়িয়া গিয়া
উঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, আর জিজ্ঞাসা কর,
তোমার মঙ্গল? তোমার স্বামীর মঙ্গল? বালক-
২৭ টীর মঙ্গল? তিনি উত্তর করিলেন, মঙ্গল। কিন্তু
পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের সমীপে উপস্থিত হইয়া
তিনি তাঁহার চরণ ধরিলেন; তাহাতে গেহসি
তাঁহাকে ঠেলিয়া দিবার জন্য নিকটে আসিল,
কিন্তু ঈশ্বরের লোক কহিলেন, উঁহাকে থাকিতে
দেও, উঁহার প্রাণ শোকাকুল হইয়াছে, কিন্তু
সদাপ্রভু আমা হইতে তাহা গোপন করিয়াছেন,
২৮ আমাকে জানান নাই। তখন সেই স্ত্রী কহিলেন,
আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্র চাহিয়া-
ছিলাম? বরং আমাকে প্রতারণা করিবেন না, এ
২৯ কথা কি বলি নাই? তখন ইলীশায় গেহসিকে
কহিলেন, কটিবন্ধন কর, আমার এই যষ্টি হস্তে
লইয়া প্রস্থান কর; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ
হইলে তাহাকে মঙ্গলবাদ করিও না, এবং কেহ
মঙ্গলবাদ করিলে তাহাকে উত্তর দিও না; পরে
বালকটীর মুখের উপরে আমার এই যষ্টি রাখিও।
৩০ তখন বালকের মাতা কহিলেন, জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, আপনকার জীবৎ প্রাণের দিব্য, আমি
আপনাকে ছাড়িব না। তখন ইলীশায় উঠিয়া
৩১ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইতিমধ্যে
গেহসি তাঁহাদের অগ্রে যাইয়া বালকটীর মুখে
ঐ যষ্টি রাখিল, তথাপি কোন শব্দ কিম্বা অব-
ধানের কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। অতএব
গেহসি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া
গিয়া তাঁহাকে কহিল, বালকটী জাগে নাই।
৩২ পরে ইলীশায় সেই গৃহে আসিলেন, আর দেখ,
৩৩ বালকটী মৃত, ও তাঁহার শয্যায় শায়িত। তখন
তিনি প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাদের দুই জনকে
বাহিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর
৩৪ কাছে প্রার্থনা করিলেন। আর [খট্টায়] উঠিয়া
বালকটীর উপরে শয়ন করিলেন; তিনি তাহার
মুখের উপরে আপন মুখ, চক্ষুর উপরে চক্ষু ও
করতলের উপরে করতল দিয়া তাহার উপরে
আপনি লম্বমান হইলেন; তাহাতে বালকটীর
৩৫ গাত্র উত্তাপযুক্ত হইতে লাগিল। পরে তিনি
ফিরিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে এক বার এদিক ওদিক
করিলেন, পুনর্ব্বার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান
হইলেন; তাহাতে বালকটী সাত বার হাঁচিল ও
৩৬ চক্ষু মেলিল। তখন তিনি গেহসিকে ডাকিয়া
কহিলেন, শূনেমীয়াকে ডাক। সে তাঁহাকে
ডাকিলে সেই স্ত্রী তাঁহার নিকটে আসিলেন।
ইলীশায় কহিলেন, তোমার পুত্রকে তুলিয়া লও।
৩৭ তখন সে স্ত্রী নিকটে যাইয়া তাঁহার পদতলে
পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন, এবং আপন
পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন।

৩৮ পরে ইলীশায় পুনর্ব্বার গিল্‌গলে উপস্থিত
হইলেন; সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। তখন
শিষ্য ভাববাদিগণ তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিল;
তিনি আপন ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, বড় হাঁড়ী
চড়াইয়া এই শিষ্য ভাববাদিগণের জন্য ব্যঞ্জন
৩৯ পাক কর। তখন তাহাদের এক জন তরকারি
সংগ্রহ করিতে মাঠে গেল, এবং বনসশার লতা
দেখিতে পাইয়া তাহার বুনো ফলে বস্ত্র পূর্ণ
করিয়া আনিল, পরে তাহা কুটিয়া পাকের
হাঁড়ীতে দিল; কিন্তু সেগুলি কি, তাহা তাহারা
৪০ জানিল না। পরে লোকদের ভোজনার্থে তাহা
ঢালিলে তাহারা সেই ব্যঞ্জন খাইতে গিয়া চীৎ-
কার করিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, হাঁড়ীর
মধ্যে মৃত্যু আছে; আর তাহারা তাহা খাইতে
৪১ পারিল না। তখন তিনি কহিলেন, তবে কিছু
ময়দা আন। পরে তিনি হাঁড়ীতে তাহা ফেলিয়া
কহিলেন, লোকদের জন্য ঢালিয়া দেও, তাহারা
ভোজন করুক। তাহাতে হাঁড়ীতে কিছুই মন্দ
থাকিল না।

৪২ আর বাল-শালিশা হইতে আসিয়া এক ব্যক্তি
ঈশ্বরের লোকের কাছে আত্মপক্ব শস্যের রুটী
অর্থাৎ যবের বিংশতি রুটী ও ছালায় করিয়া
শস্যের তাজা শীষ আনিল; তাহাতে ইলীশায়
কহিলেন, ইহা লোকদিগকে দেও; তাহারা
৪৩ ভোজন করুক। তখন তাঁহার পরিচারক কহিল,
আমি কি এক শত লোককে ইহা পরিবেষণ
করিব? তিনি আবার কহিলেন, ইহা লোক-
দিগকে দেও, তাহারা ভোজন করুক; কেননা
সদাপ্রভু কহিতেছেন, তাহারা ভোজন করিবে, ও
৪৪ উদ্বৃত্ত রাখিবে। অতএব সে তাহাদের সম্মুখে
তাহা স্থাপন করিলে সদাপ্রভুর বাক্যানু

Digitized by Google

সারে তাহারা ভোজন করিল, আর উদ্বৃত্তও
রাখিল।

কুষ্ঠী নামানের আরোগ্য লাভ।

৫ অরামীয় রাজার সেনাপতি নামান আপন
প্রভুর সাক্ষাতে মহান ও সম্মানিত লোক
ছিলেন, কেননা তাঁহারই দ্বারা সদাপ্রভু অরা-
মীয়দিগকে বিজয়ী করিয়াছিলেন; আর তিনি
২ বীর্য্যবান লোক, কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিলেন। এক
সময়ে অরামীয়েরা দলে দলে গমন করিয়া ইস্রা-
য়েল দেশ হইতে এক ছোট বালিকাকে বন্দি
করিয়া আনিলে সে ঐ নামানের পত্নীর পরি-
৩ চারিকা হইয়াছিল। সে আপন কর্ত্রীকে কহিল,
আহা! শমরিয়াতে যে ভাববাদী আছেন, তাঁহার
সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে
৪ তিনি তাঁহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিতেন। পরে
নামান যাইয়া আপন প্রভুকে কহিলেন, ইস্রা-
য়েল দেশ হইতে আনীতা সেই বালিকা এই এই
৫ কথা কহিতেছে। তাহাতে অরামের রাজা কহি-
লেন, তুমি সেখানে চলিয়া যাও, আমি ইস্রা-
য়েলের রাজার কাছে পত্র পাঠাই। তখন তিনি
আপনার হস্তে দশ মণ রৌপ্য, ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা
৬ ও দশ যোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। আর
তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্র লইয়া
গেলেন, তন্মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল, এই পত্র
যখন আপনকার নিকটে পঁহুছিবে, তখন দেখুন,
আমি আপন দাস নামানকে আপনকার কাছে
প্রেরণ করিলাম, ইহা জানিবেন, এবং তাহাকে
৭ কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিবেন। এই পত্র পাঠ
করিবামাত্র ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়া
কহিলেন, মারিবার ও বাঁচাইবার ঈশ্বর কি আমি
যে, এই ব্যক্তি এক জন মনুষ্যকে কুষ্ঠ হইতে
উদ্ধার করণার্থে আমার কাছে আজ্ঞা পাঠাই-
তেছে? বিনয় করি, তোমরা বিবেচনা করিয়া
দেখ, সে আমার বিরুদ্ধে সূত্র অন্বেষণ করিতেছে।
৮ পরে ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়া-
ছেন, ইহা শুনিয়া ঈশ্বরের লোক ইলীশায়
রাজার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন,
আপনি কেন বস্ত্র চিরিলেন? সে ব্যক্তি আমার
কাছে আইসুক; তাহাতে ইস্রায়েলের মধ্যে এক
জন ভাববাদী আছে, ইহা সে জ্ঞাত হইবে।
৯ অতএব নামান আপন অশ্বগণ ও রথের সহিত
আসিয়া ইলীশায়ের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হই-
১০ লেন। তখন ইলীশায় এক জন দূত পাঠাইয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যাইয়া সাত বার
যর্দ্দনে স্নান করুন, আপনকার নূতন মাংস হইবে,
১১ ও আপনি শুচি হইবেন। তখন নামান ক্রুদ্ধ
হইয়া চলিয়া গেলেন, আর কহিলেন, দেখ, আমি
ভাবিয়াছিলাম, তিনি অবশ্য বাহির হইয়া
আমার নিকটে আসিবেন, এবং দণ্ডায়মান হইয়া
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে ডাকিবেন, আর
কুষ্ঠ স্থানের উপর হাত দোলাইয়া কুষ্ঠীকে উদ্ধার
১২ করিবেন। ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয় হইতে
দম্মেশকের অবানা ও পর্প্পর নদী কি উত্তম নয়?
আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া শুচি হইতে
পারিতাম না? অতএব তিনি মুখ ফিরাইয়া
১৩ ক্রোধের আবেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার
দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, হে
পিতঃ, ঐ ভাববাদী যদি কোন মহৎ কর্ম্ম করি-
বার আজ্ঞা আপনাকে দিতেন, তবে আপনি কি
তাহা করিতেন না? তবে স্নান করিয়া শুচি হউন,
১৪ তাঁহার এই আজ্ঞাটী কি মানিবেন না? তখন
তিনি ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া
গিয়া সাত বার যর্দ্দনে ডুব দিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র
বালকের ন্যায় তাঁহার নূতন মাংস হইল, ও তিনি
শুচি হইলেন।
১৫ পরে তিনি আপন সঙ্গী জনগণের সহিত ঈশ্ব-
রের লোকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, দেখুন, আমি এখন
জানিতে পারিলাম, সমস্ত পৃথিবীতে আর কুত্রাপি
ঈশ্বর নাই, কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে আছেন;
অতএব বিনয় করি, আপনকার এই দাসের
১৬ কাছে উপহার গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি কহি-
লেন, আমি যাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, সেই
জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, আমি কিছু গ্রহণ করিব
না। নামান আগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে
১৭ বলিলেও তিনি অস্বীকার করিলেন। পরে নামান
কহিলেন, তাহা যদি না হয়, তবে বিনয় করি,
দুইটী অশ্বতরের ভারযোগ্য মৃত্তিকা আপনকার
এই দাসকে দেওয়া হউক; কেননা অদ্যাবধি
আপনকার এই দাস সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন
ইতর দেবতার উদ্দেশে হোম কিম্বা বলিদান আর
১৮ করিবে না। কেবল এই বিষয়ে সদাপ্রভু আপন-
কার এই দাসকে ক্ষমা করুন; আমার প্রভু প্রণি-
পাত করিবার জন্য যখন রিম্মোণের মন্দিরে
প্রবেশ করেন, এবং আমার হস্তে নির্ভর দেন,
তখন যদি আমি রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত
করি, তবে রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত করণ
বিষয়ে সদাপ্রভু আপনকার এই দাসকে ক্ষমা
১৯ করিবেন। ইলীশায় তাঁহাকে কহিলেন, কুশলে
গমন করুন। পরে তিনি তাঁহার সম্মুখ হইতে
প্রস্থান করিয়া কিছু দূর গমন করিলেন।
২০ তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায়ের ভৃত্য গেহসি
কহিল, দেখ, আমার প্রভু ঐ অরামীয় নামানকে
অমনি ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে
তাঁহার আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু

Digitized by Google

জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, আমি তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার কাছে কিছু
২১ লইব। পরে গেহসি নামানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
দৌড়িয়া গেল; তাহাতে নামান আপনার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ এক জনকে দৌড়িতে দেখিয়া তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে রথ হইতে নামিয়া
২২ জিজ্ঞাসিলেন, মঙ্গল ত? সে কহিল, মঙ্গল।
আমার প্রভু এই বলিয়া আমাকে পাঠাইলেন,
দেখুন, এক্ষণে ইফ্রয়িম পর্ব্বত হইতে শিষ্য ভাব-
বাদীদের মধ্যে দুই জন যুবক আসিল; বিনয়
করি, তাহাদের জন্য এক মণ রৌপ্য ও দুই যোড়া
২৩ বস্ত্র দান করুন। নামান কহিলেন, অনুগ্রহ
করিয়া দুই মণ লও। পরে তিনি আগ্রহ পূর্ব্বক
দুই থলীতে দুই মণ রৌপ্য বাঁধিয়া দুই যোড়া
বস্ত্রের সহিত আপনার দুই ভৃত্যকে দিলে
২৪ তাহারা উহার অগ্রে অগ্রে বহিতে লাগিল। পরে
উপপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের হস্ত
হইতে সকলই লইয়া গৃহমধ্যে রাখিল, এবং সেই
লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা চলিয়া
২৫ গেল। পরে আপনি ভিতরে যাইয়া আপন প্রভুর
সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ইলীশায় তাহাকে কহি-
লেন, হে গেহসি, কোথা হইতে আসিলে? সে
কহিল, আপনকার দাস কোন স্থানে যায় নাই।
২৬ কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন, সেই ব্যক্তি যখন
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রথ হইতে নামি-
লেন, তখন আমার হৃদয় কি যায় নাই? রৌপ্য
লইবার এবং বস্ত্র, জিতবৃক্ষের উদ্যান ও দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র, মেষ, গোরু ও দাস দাসী লইবার সময় কি
২৭ এই? অতএব নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও
তোমার বংশে চিরকাল লাগিয়া থাকিবে।
তাহাতে গেহসি হিমের ন্যায় ধবল কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া
তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

ইলীশায়ের কৃত আরও নানাবিধ কার্য্য।

৬ একদা শিষ্য ভাববাদিগণ ইলীশায়কে
কহিল, দেখুন, আমরা আপনকার সাক্ষাতে
যে স্থানে বাস করিতেছি, ইহা আমাদের পক্ষে
২ সঙ্কীর্ণ। অনুমতি করুন, আমরা যর্দ্দনে যাইয়া
প্রত্যেক জন তথা হইতে এক একখানি কড়িকাষ্ঠ
লইয়া আপনাদের জন্য সেই স্থানে বাসস্থান
৩ প্রস্তুত করি। তিনি কহিলেন, যাও। আর এক
জন কহিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনকার
দাসদের সহিত চলুন। তিনি কহিলেন, যাইব।
৪ অতএব তিনি তাহাদের সহিত গেলেন; পরে
যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা কাষ্ঠ
৫ ছেদন করিতে লাগিল। এক জন কড়িকাষ্ঠ ছেদন
করিতেছিল, ইতিমধ্যে কুড়ালির ফলা জলে
পড়িয়া গেল; তাহাতে সে কাঁদিয়া কহিল, হায়
হায়! প্রভো, উহা ধার করিয়া আনিয়াছিলাম।
৬ তখন ঈশ্বরের লোক জিজ্ঞাসিলেন, তাহা কোথায়
পড়িয়াছে? পরে সে তাঁহাকে সেই স্থান দেখা-
ইলে ইলীশায় একখানি কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে
৭ ফেলিয়া লৌহখানি ভাসাইয়া উঠাইলেন। আর
তিনি তাহাকে কহিলেন, উহা তুলিয়া লও।
তাহাতে সে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ
করিল।
৮ এক সময়ে অরামের রাজা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিতেছিলেন; আর যখন তিনি আপন
দাসদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিতেন, অমুক
৯ অমুক স্থানে আমার সন্নিবেশ হইবে, তখন ঈশ্ব-
রের লোক ইস্রায়েলের রাজার কাছে বলিয়া
পাঠাইতেন, সাবধান, অমুক স্থান উপেক্ষা করি-
বেন না, কেননা সে স্থানে অরামীয়েরা নামিয়া
১০ আসিতেছে। তাহাতে ঈশ্বরের লোক যে স্থানের
বিষয় বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন,
সেই স্থানে ইস্রায়েলের রাজা সৈন্য পাঠাইয়া
আপনাকে রক্ষা করিতেন; কেবল দুই এক বার
১১ নয়। অতএব এই বিষয়ে অরামের রাজার হৃদয়
ক্ষুব্ধ হইলে তিনি আপন দাসগণকে ডাকিয়া
কহিলেন, আমাদের মধ্যে কে ইস্রায়েলের রাজার
১২ পক্ষীয়, তাহা কি আমাকে বলিবে না? তখন
তাঁহার দাসদের মধ্যে এক জন কহিল, হে আমার
প্রভো মহারাজ, কেহ নয়; কিন্তু আপনি আপন
শয়নাগারে যে সকল কথা বলেন, সে সকল ইস্রা-
য়েলস্থ ভাববাদী ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে
১৩ জ্ঞাত করেন। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা
যাইয়া দেখ, সে কোথায়? আমি লোক পাঠা-
ইয়া তাহাকে আনাইব। পরে কেহ তাঁহাকে এই
সংবাদ দিল, দেখুন, তিনি দোথনে আছেন।
১৪ তাহাতে তিনি অনেক অশ্ব, রথ ও এক বৃহৎ
সৈন্যদল সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা রাত্রিতে
১৫ আসিয়া সেই নগর বেষ্টন করিল। পরে ঈশ্বরের
লোকের পরিচারক প্রত্যূষে উঠিয়া যখন বাহিরে
গেল, তখন দেখ, অনেক অশ্ব ও রথসহ এক
সৈন্যদল নগর বেষ্টন করিয়া আছে; তাহাতে
তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে কহিল, হায় হায়, প্রভো!
১৬ আমরা কি করিব? তিনি কহিলেন, ভয় করিও
না, উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী
১৭ অধিক। তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহি-
লেন, হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, এ যেন দেখিতে
পায়, তজ্জন্য ইহার চক্ষু খুলিয়া দেও। তখন
সদাপ্রভু সেই ভৃত্যের চক্ষু খুলিয়া দিলে সে
দৃষ্টিপাত করিল, আর দেখ, ইলীশায়ের চতুর্দ্দিকে
অগ্নিময় অশ্বে ও রথে পর্ব্বত পরিপূর্ণ!
১৮ পরে ঐ সৈন্যগণ তাঁহার নিকটে আসিলে

Digitized by Google

ইলীশায় সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহি-
লেন, বিনয় করি, এই জাতিকে অন্ধতায় আহত
কর। তাহাতে তিনি ইলীশায়ের বাক্যানুসারে
১৯ তাহাদিগকে অন্ধতায় আহত করিলেন। পরে
ইলীশায় তাহাদিগকে কহিলেন, এ সে পথ নয়,
এবং এ সেই নগর নয়; তোমরা আমার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস; যে ব্যক্তির অন্বেষণ
করিতেছ, তাহার নিকট আমি তোমাদিগকে
লইয়া যাইব। আর তিনি তাহাদিগকে শম-
২০ রিয়াতে লইয়া গেলেন। তাহারা শমরিয়াতে
প্রবিষ্ট হইলে পর ইলীশায় কহিলেন, হে সদা-
প্রভো, এই লোকেরা যেন দেখিতে পায়, তজ্জন্য
ইহাদের চক্ষু খুলিয়া দেও। তাহাতে সদাপ্রভু
তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলে তাহারা দৃষ্টি পাইল,
আর দেখ, তাহারা শমরিয়ার মধ্যে উপস্থিত।
২১ আর ইস্রায়েলের রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া
ইলীশায়কে কহিলেন, হে পিতঃ, মারিব? মারিব?
২২ ইলীশায় কহিলেন, মারিও না। তুমি যাহা-
দিগকে খড়্গ ও ধনু দ্বারা বন্দি কর, তাহাদিগকে
কি মারিয়া থাক? উহাদের সম্মুখে রুটী ও জল
রাখ; উহারা ভোজন পান করিয়া আপন প্রভুর
২৩ কাছে চলিয়া যাউক। তাহাতে তিনি তাহাদের
জন্য মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং তাহারা
ভোজন পান করিলে তাহাদিগকে বিদায় করি-
লেন; তাহারা আপন প্রভুর নিকটে গেল।
পরে অরামের সৈন্যদল ইস্রায়েল দেশে আর
আসিল না।

২৪ তৎপরে এই ঘটনা হইল। অরামের বিনৃহদদ
রাজা আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন, এবং
শমরিয়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাহা অবরোধ
২৫ করিলেন। তাহাতে শমরিয়াতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ
হইল; আর দেখ, তাহারা অবরোধ করিয়া
রহিলে শেষে একটা গর্দ্দভের মস্তকের মূল্য আশী
রৌপ্যমুদ্রা, ও কপোতের মলের এক কাবের
চতুর্থাংশের মূল্য পাঁচ রৌপ্যমুদ্রা হইল।

২৬ পরে ইস্রায়েলের রাজা প্রাচীরের উপরে
বেড়াইতেছেন, ইতিমধ্যে একটা স্ত্রীলোক তাঁহার
কাছে কাঁদিয়া কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ,
২৭ রক্ষা করুন। রাজা কহিলেন, না; সদাপ্রভু তোমা-
কে রক্ষা করুন; আমি কোথা হইতে তোমাকে
রক্ষা করিব? কি শস্যমর্দ্দনস্থান হইতে? না
২৮ দ্রাক্ষাপেষণকুণ্ড হইতে? রাজা আরও কহিলেন,
তোমার কি হইয়াছে? সে উত্তর করিল, এই
স্ত্রীলোকটা আমাকে বলিয়াছিল, তোমার
ছেলেকে দেও, আজ আমরা তাহাকে খাই; কাল
২৯ আমার ছেলেকে খাইব। তখন আমরা আমার
ছেলেটীকে পাক করিয়া খাইলাম। পরদিনে
যখন আমি ইহাকে কহিলাম, তোমার ছেলে-
টীকে দেও, আমরা তাহাকে খাই, তখন এ আপ-
৩০ নার ছেলেটীকে লুকাইয়া রাখিল। স্ত্রীলোক-
টার এই কথা শুনিয়া রাজা আপনার বস্ত্র
চিরিলেন; তখন তিনি প্রাচীরের উপরে বেড়া-
ইতেছিলেন; তাহাতে লোকেরা চাহিয়া দেখিল,
আর দেখ, বস্ত্রের নীচে তাঁহার গাত্রে চট বাঁধা।
৩১ পরে তিনি কহিলেন, অদ্য যদি শাফটের পুত্র
ইলীশায়ের মস্তক তাহার স্কন্ধে থাকে, তবে ঈশ্বর
৩২ আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। তৎকালে
ইলীশায় আপন গৃহে উপবিষ্ট, এবং তাঁহার
সহিত প্রাচীনবর্গ সমাসীন ছিলেন; ইতিমধ্যে
রাজা আপনার সম্মুখ হইতে লোক পাঠাইলেন।
কিন্তু সেই দূতের আগমনের পূর্ব্বে ইলীশায়
প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, সেই নরঘাতকের পুত্র
আমার মস্তক ছেদনার্থে লোক পাঠাইয়াছে,
তোমরা কি দেখিতেছ? দেখ, সেই দূত আসিলে
দ্বার রুদ্ধ করিও, এবং দ্বার শুদ্ধ তাহাকে ঠেলিয়া
দিও; তাহার প্রভুর পদ-শব্দ কি তাহার পশ্চাৎ
৩৩ নাই? তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে-
ছেন, ইতিমধ্যে দেখ, দূত তাঁহার নিকটে পঁহু-
ছিয়া কহিল, দেখুন, এই অমঙ্গল সদাপ্রভু
হইতে হইল, আমি কেন আর সদাপ্রভুর অপে-
ক্ষাতে থাকিব?

৭ তখন ইলীশায় কহিলেন, তোমরা সদা-
প্রভুর বাক্য শুন; সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
কল্য এই বেলায় শমরিয়ার দ্বারে শেকলে এক
পসূরী সূজী ও শেকলে দুই পসূরী যব বিক্রয়
২ হইবে। তখন রাজা যে সেনানীর হস্তে নির্ভর
দিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের লোককে উত্তর করি-
লেন, দেখুন, যদি সদাপ্রভু গগনে গবাক্ষ করেন,
তথাপি কি এমন হইতে পারিবে? তিনি উত্তর
করিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবে, কিন্তু
তাহার কিছুই খাইতে পাইবে না।

৩ সেই সময়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে চারি জন
কুষ্ঠী ছিল। তাহারা পরস্পর কহিল, আমরা
৪ এখানে বসিয়া বসিয়া কেন মরিব? আমরা যদি
বলি, নগরে প্রবেশ করিব, তবে নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষ
আছে, সেখানে মরিব; আর যদি এখানে
বসিয়া থাকি, তবু মরিব। অতএব আইস,
আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়া পড়ি;
তাহারা আমাদিগকে বাঁচায় ত বাঁচিব, মারিয়া
৫ ফেলে ত মরিব। অতএব তাহারা অরামীয়দের
শিবিরে যাইবার জন্য সন্ধ্যাকালে উঠিল; যখন
তাহারা অরামীয়দের শিবিরের প্রান্তভাগে উপ-
স্থিত হইল, তখন দেখ, সেখানে কেহ নাই।
৬ কেননা সদাপ্রভু অরামীয়দের সৈন্যগণকে রথের
শব্দ, ও অশ্বের শব্দ, তারা সৈন্যদলের শব্দ শ্রবণ
করাইয়াছিলেন; তাহাতে তাহারা, এক জন

Digitized by Google

অন্যকে বলিয়াছিল, দেখ, আমাদিগকে আক্রমণ
করাইবার জন্য ইস্রায়েলের রাজা হিত্তীয়দের
রাজগণকে ও মিস্রীয়দের রাজগণকে মুদ্রা
৭ দিয়াছে। তাই তাহারা সন্ধ্যাকালে উঠিয়া পলা-
য়ন করিয়াছিল। তাহারা আপনাদের শিবির
অর্থাৎ তাম্বু, অশ্ব ও গর্দ্দভ সকল যেমন ছিল,
তেমনি ত্যাগ করিয়া আপন আপন প্রাণরক্ষার্থে
৮ পলায়ন করিয়াছিল। পরে ঐ কুষ্ঠীরা শিবিরের
প্রান্তভাগে আসিয়া এক তাম্বুর মধ্যে গিয়া ভোজন
পান করিল, এবং তথা হইতে রৌপ্য, স্বর্ণ ও বস্ত্র
লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল ;. পরে পুনশ্চ
আসিয়া আর এক তাম্বুমধ্যে গিয়া তথা হইতেও
৯ দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল। পরে
তাহারা পরস্পর কহিল, আমাদের এ কাজ ভাল
নহে ; অদ্য মঙ্গলবার্ত্তার দিন, কিন্তু আমরা চুপ
করিয়া আছি ; যদি প্রভাত পর্য্যন্ত বিলম্ব করি,
তবে অবশ্য অপরাধগ্রস্ত হইব। আইস, আমরা
১০ গিয়া রাজবাটীতে সংবাদ দিই। পরে তাহারা
গিয়া নগরের দ্বাররক্ষকদিগকে ডাকিয়া তাহা-
দিগকে সংবাদ দিল যে, আমরা অরামীয়দের
শিবিরে গিয়াছিলাম ; দেখ, সেখানে কেহ নাই,
মানুষের শব্দও নাই, কেবল বাঁধা অশ্ব সকল ও
বাঁধা গর্দ্দভ সকল, আর তাম্বু সকল যেমন
১১ ছিল, তেমনি আছে। তাহাতে দ্বারপালদিগকে
ডাকা হইলে তাহারা রাজবাটীর ভিতরে সংবাদ
দিল।

১২ পরে রাজা রাত্রিতে উঠিয়া আপন দাসগণকে
কহিলেন, অরামীয়েরা আমাদের প্রতি যাহা করি-
য়াছে, তাহার তাৎপর্য্য আমি তোমাদিগকে
বলি ; তাহারা জানে, আমরা ক্ষুধার্ত্ত, অতএব
তাহারা মাঠে লুকাইয়া থাকিবার জন্য শিবির
হইতে নির্গত হইয়াছে, আর বলিতেছে, উহারা
যখন নগর হইতে বাহিরে আসিবে, তখন
আমরা উহাদিগকে জীবন্ত ধরিব ও নগর মধ্যে
১৩ প্রবেশ করিব। তখন তাঁহার দাসগণের মধ্যে
এক জন উত্তর করিল, তবে বিনয় করি, নগরে
যাহা অবশিষ্ট আছে, লোকে সেই অবশিষ্ট
অশ্বদের মধ্যে পাঁচটা অশ্ব গ্রহণ করুক ; দেখুন,
তাহারা এবং নগরে অবশিষ্ট ইস্রায়েলের সমস্ত
লোক, এই দুই সমান ; দেখুন, তাহারা এবং
নষ্টকল্প ইস্রায়েলের সমস্ত লোক, এই দুই
সমান। অতএব আমরা এক বার পাঠাইয়া
১৪ দেখি। পরে তাহারা অশ্বযুক্ত দুই রথ লইল ;
রাজা তাহাদিগকে অরামীয়দের সৈন্যের পশ্চাতে
পাঠাইলেন, বলিলেন, যাও, দেখ গিয়া।
১৫ তাহাতে তাহারা যর্দ্দন পর্য্যন্ত উহাদের পশ্চা-
দ্গমন করিল, আর দেখ, অরামীয়েরা তাড়া-
তাড়িতে যাহা যাহা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেই
সকল বস্ত্র ও পাত্রে সমস্ত পথ পরিপূর্ণ আছে।
অতএব দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ
১৬ দিল। তখন লোকেরা বাহিরে গিয়া অরামীয়দের
শিবির লুট করিল ; তাহাতে সদাপ্রভুর বাক্যানু-
সারে শেকলে এক পসুরী সূজী, এবং শেকলে দুই
পসুরী যব বিক্রয় হইল।

১৭ তখন রাজা যে সেনানীর হস্তে নির্ভর দিয়া-
ছিলেন, তাঁহাকে নগরদ্বারের অধ্যক্ষ করিয়া
নিযুক্ত করিলেন ; কিন্তু লোকেরা দ্বারে তাঁহাকে
পদতলে দলিত করিল, তাহাতে তিনি মরিয়া
গেলেন, এবং ঈশ্বরের লোকের কাছে যখন রাজা
নামিয়া গিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বরের লোক যাহা
১৮ বলিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল। ঈশ্বরের
লোক রাজাকে বলিয়াছিলেন, কল্য এই বেলায়
শমরিয়ার দ্বারে শেকলে দুই পসুরী যব এবং
১৯ শেকলে এক পসুরী সূজী বিক্রয় হইবে ; আর ঐ
সেনানী ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিয়াছিলেন,
দেখুন, যদ্যপি সদাপ্রভু গগনে গবাক্ষ করেন,
তথাপি কি এমন হইতে পারিবে ? তিনি বলিয়া-
ছিলেন, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবে, কিন্তু
২০ তাহার কিছুই খাইতে পাইবে না। অতএব
উহাঁর সেই দশা ঘটিল, ফলতঃ লোকেরা দ্বারে
তাঁহাকে পদতলে দলিত করাতে তিনি মারা
পড়িলেন।

৮ ইলীশায় যে নারীর পুত্রকে পুনর্জীবিত
করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,
তুমি উঠিয়া পরিবারের সহিত যে স্থানে প্রবাস
করিতে পার, সেই স্থানে গিয়া প্রবাস কর ;
কেননা সদাপ্রভু দুর্ভিক্ষ ডাকিয়াছেন, আর তাহা
আসিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশে থাকিবে।
২ তাহাতে সে স্ত্রী উঠিয়া ঈশ্বরের লোকের বাক্যা-
নুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন, ফলতঃ তিনি ও
তাঁহার পরিবার যাইয়া সাত বৎসর পলেষ্টীয়দের
৩ দেশে প্রবাস করিয়াছিলেন। সাত বৎসরের শেষে
সে স্ত্রী পলেষ্টীয়দের দেশ হইতে ফিরিয়া আসি-
লেন, আর আপন বাটী ও ভূমির জন্য রাজার
৪ কাছে কাঁদিতে গেলেন। ঐ সময়ে রাজা ঈশ্বরের
লোকের ভৃত্য গেহসির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে
কহিতে বলিলেন, ইলীশায়ের কৃত মহৎ কর্ম্ম
৫ সকলের বৃত্তান্ত আমাকে বল। তাহাতে ইলীশায়
কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, তাহার
বিবরণ সে রাজাকে কহিতেছে, আর দেখ, যাহার
পুত্রকে তিনি পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই
স্ত্রী আপন বাটী ও ভূমির জন্য রাজার কাছে
কাঁদিতে লাগিলেন। তখন গেহসি কহিল, হে
আমার প্রভো মহারাজ, এই সে স্ত্রী, এবং এই
তাঁহার পুত্র, যাহাকে ইলীশায় পুনর্জীবিত
৬ করিয়াছিলেন। তখন রাজা সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞা-

Digitized by Google

সিলে তিনি তাঁহাকে বৃত্তান্ত কহিলেন; তাহাতে
রাজা তাঁহার পক্ষে এক জন রাজপুরুষকে নিযুক্ত
করিয়া কহিলেন, ইহার সর্ব্বস্ব এবং এ যে দিন
দেশ ত্যাগ করিয়াছে, সেই দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত
[উৎপন্ন] ইহার ক্ষেত্রের সমস্ত উপস্বত্ব ইহাকে
ফিরাইয়া দেও।
৭ একদা ইলীশায় দম্মেশকে উপস্থিত হন। তখন
অরামের রাজা বিনুহদদ পীড়িত ছিলেন; তিনি
সংবাদ পাইলেন যে, ঈশ্বরের লোক এই স্থান
৮ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। অতএব রাজা হসায়েলকে
কহিলেন, তুমি উপহার হস্তে করিয়া ঈশ্বরের
লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, এবং তাঁহা
দ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এই পীড়াতে
৯ আমি কি বাঁচিব? পরে হসায়েল তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি দম্মেশকের সর্ব্ব-
প্রকার উত্তম বস্তু চল্লিশটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে দিয়া
উপহার জন্য সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাঁহার
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, আপনকার পুত্র
অরামের রাজা বিনুহদদ আপনকার কাছে
আমাকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই
১০ পীড়াতে আমি কি বাঁচিব? ইলীশায় তাঁহাকে
কহিলেন, আপনি যাইয়া তাঁহাকে বলুন, অবশ্য
বাঁচিতে পারেন; তথাপি ইহা সদাপ্রভু আমাকে
জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্য মরিবেন।
১১ আর তিনি উহাঁর লজ্জা না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির-
দৃষ্টি করিয়া রহিলেন; পরে ঈশ্বরের লোক
১২ রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে হসায়েল
জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রভু কেন রোদন
করেন? তিনি উত্তর করিলেন, কারণ এই,
আপনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের যে অনিষ্ট করি-
বেন, তাহা আমি জানি; আপনি তাহাদের দৃঢ়
দুর্গ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন, তাহাদের যুব-
গণকে খড়্গে বধ করিবেন, তাহাদের শিশুগণকে
ভূমিতে আছড়াইবেন, ও তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রী-
১৩ দিগের উদর বিদীর্ণ করিবেন। হসায়েল কহি-
লেন, আপনকার এই কুকুর তুল্য দাস কে যে,
এমন মহৎ কর্ম্ম করিবে? ইলীশায় কহিলেন,
সদাপ্রভু আমাকে দেখাইয়াছেন যে, আপনি
১৪ অরামের রাজা হইবেন। পরে তিনি ইলীশা-
য়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া আপন
প্রভুর কাছে গেলেন; তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞা-
সিলেন, ইলীশায় তোমাকে কি কহিলেন?
হসায়েল বলিলেন, তিনি আমাকে কহিলেন,
১৫ আপনি অবশ্য বাঁচিবেন। কিন্তু পরদি-
বসে হসায়েল কম্বল জলে ডুবাইয়া রাজার
মুখের উপরে বিস্তার করিলেন, তাহাতে তিনি
মরিলেন, এবং হসায়েল তাঁহার পদে রাজা
হইলেন।

যিহূদীয় যিহোরাম ও অহসিয় রাজার বিবরণ।

১৬ আহাবের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ যোরামের অধি-
কারের পঞ্চম বৎসরে, যখন যিহোশাফট যিহূ-
দার রাজা ছিলেন, তখন যিহূদার রাজা যিহো-
শাফটের পুত্র যিহোরাম রাজত্ব করিতে আরম্ভ
১৭ করেন। তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে আট বৎসর কাল
১৮ রাজত্ব করেন। তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ
করিয়াছিলেন, এই জন্য আহাবের কুল যেমন
করিত, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের
পথে চলিতেন, ও সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ,
১৯ তাহাই করিতেন। তথাপি আপন দাস দায়ূদের
অনুরোধে সদাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের
জন্য নিত্য এক প্রদীপ দিবার যে প্রতিজ্ঞা তাঁহার
কাছে করিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি যিহূদাকে
বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না।
২০ তাঁহার অধিকার সময়ে ইদোম যিহূদার অধী-
নতা অস্বীকার করিয়া আপনাদের উপরে এক
২১ জন রাজা নিযুক্ত করিল। অতএব যোরাম আপন
সমস্ত রথ সঙ্গে লইয়া সায়ীরে যাত্রা করিলেন;
আর রাত্রিকালে তিনি উঠিয়া আপনার বেষ্টন-
কারী ইদোমীয়দিগকে ও তাহাদের রথাধ্যক্ষ-
দিগকে আঘাত করিলেন, তখন সেই লোকেরা
২২ আপন আপন তাম্বুতে পলাইল। এইরূপে ইদোম
অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা অস্বীকার করিয়া
রহিয়াছে। আর ঐ সময়ে লিব্‌নাও অধীনতা
২৩ অস্বীকার করিল। যোরামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও
সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাস-
২৪ পুস্তকে লিখিত নাই? পরে যোরাম আপন
পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং
দায়ূদ-নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবর-
প্রাপ্ত হইলেন; আর তাঁহার পুত্র অহসিয়
তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
২৫ ইস্রায়েলের রাজা আহাবের পুত্র যোরামের
অধিকারের দ্বাদশ বৎসরে যিহূদার রাজা যিহো-
রামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব করিতে আরম্ভ
২৬ করেন। অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
পাইয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন;
তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইস্রায়েলের
২৭ রাজা অম্রির পৌত্রী। অহসিয় আহাবের
কুলের পথে চলিয়া সেই কুলের ন্যায় সদাপ্রভুর
দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন, কেননা
তিনি আহাবের কুলের জামাতা ছিলেন।
২৮ পরে তিনি আহাবের পুত্র যোরামের সহায়
হইয়া অরামের রাজা হসায়েলের সহিত যুদ্ধ
করণার্থে রামোৎ-গিলিয়দে গেলেন; তাহাতে

Digitized by Google

২৯ অরামীয়েরা যোরামকে ক্ষতবিক্ষত করিল। অত-
এব যোরাম রাজা অরামীয় হসায়েল রাজার
সহিত যুদ্ধ করণ সময়ে রামাতে অরামীয়দের
কর্ত্তৃক যে সকল আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে
আরোগ্য পাইবার জন্য যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া
গেলেন; এবং আহাবের পুত্র যোরামের পীড়া
প্রযুক্ত যিহূদার রাজা যিহোরামের পুত্র অহসিয়
তাঁহাকে দেখিতে যিষ্রিয়েলে নামিয়া গেলেন।

যেহূর বিবরণ। আহাব-বংশের বিনাশ।

৯ তখন ইলীশায় ভাববাদী এক শিষ্য ভাব-
বাদীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কটিবন্ধন
কর, এবং এই তৈলের শিশি হস্তে লইয়া রামোৎ-
২ গিলিয়দে যাও। সেখানে উপস্থিত হইয়া নিম্-
শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূর অন্বেষণ
কর, এবং নিকটে গমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃ-
গণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাও, এবং অন্তর্গৃহের
৩ অন্তর্গৃহে লইয়া যাও। পরে তৈলের শিশিটী
লইয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া তাঁহাকে বল, সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের
উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। পরে তুমি দ্বার
খুলিয়া পলায়ন করিবে, বিলম্ব করিবে না।
৪ তখন সে যুবা, অর্থাৎ সেই যুব ভাববাদী,
৫ রামোৎ-গিলিয়দে গেল। সে সেখানে উপস্থিত
হইলে দেখ, সেনাপতিগণ বসিয়াছিলেন। সে
কহিল, হে সেনাপতে, আপনকার কাছে আমার
কিছু বক্তব্য আছে। যেহূ বলিলেন, আমাদের
সকলকার মধ্যে কাহার কাছে? সে কহিল, হে
৬ সেনাপতে, আপনকার কাছে। তখন যেহূ উঠিয়া
গৃহমধ্যে গেলেন। তাহাতে সে তাঁহার মস্তকে
তৈল ঢালিয়া তাঁহাকে বলিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভুর
প্রজাবৃন্দের উপরে, ইস্রায়েলের উপরে, তোমাকে
৭ রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। তুমি আপন প্রভু
আহাবের কুলকে আঘাত করিবে; এবং আমি
আপন দাস ভাববাদিগণের রক্তের শোধ ও সদা-
প্রভুর সকল দাসের রক্তের শোধ ঈষেবলের হস্ত
৮ হইতে লইব। বস্তুতঃ আহাবের সমুদয় কুল
বিনষ্ট হইবে। আমি আহাবের সম্বন্ধীয় সমস্ত
পুরুষকে ও ইস্রায়েলের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত লোককে
৯ উচ্ছিন্ন করিব। আর আহাবের কুলকে নবাটের
পুত্র যারবিয়ামের কুলের ও অহিয়ের পুত্র
১০ বাশার কুলের সমান করিব। আর ঈষেবলকে
কুকুরেরা যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে খাইবে, কেহ
তাহাকে কবর দিবে না। পরে সেই যুবা দ্বার
১১ খুলিয়া পলায়ন করিল। তখন যেহূ আপন
প্রভুর দাসদের নিকটে বাহিরে আসিলে এক
জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকলই মঙ্গল ত?
ঐ পাগলটা তোমার কাছে কেন আসিয়া-
ছিল? তিনি কহিলেন, তোমরা ত উহাকে চিন,
১২ ও কি বলিয়াছে, তাহাও ত জান। তাহারা
কহিল, এ মিথ্যা কথা; আমাদিগকে সত্য বল।
তখন তিনি কহিলেন, সে আমাকে এই কথা
কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে
ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম।
১৩ তখন তাহারা ত্বরান্বিত হইয়া প্রত্যেকে আপন
আপন বস্ত্র খুলিয়া অনাবৃত সোপানের উপরে
তাঁহার পদতলে পাতিল, এবং তূরী বাজাইয়া
১৪ কহিল, যেহূ রাজা হইলেন। এইরূপে নিম্শির
পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূ যোরামের বিরুদ্ধে
চক্রান্ত করিলেন। তৎকালে যোরাম ও সমস্ত
ইস্রায়েল অরামের রাজা হসায়েল হইতে
১৫ রামোৎ-গিলিয়দ রক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু
অরামের রাজা হসায়েলের সহিত যোরাম
রাজার যুদ্ধকালে অরামীয়েরা তাঁহাকে যে সকল
আঘাত করিয়াছিল, তাহা হইতে আরোগ্য
পাইবার জন্য তিনি যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গিয়া-
ছিলেন। তখন যেহূ কহিলেন, যদি তোমাদের
এই অভিমত হয়, তবে যিষ্রিয়েলে সংবাদ দিবার
জন্য কাহাকেও পলাইয়া এই নগর হইতে বাহির
১৬ হইতে দিও না। পরে যেহূ রথে চড়িয়া যিষ্রি-
য়েলে গমন করিলেন, কেননা সেই স্থানে যোরাম
শয্যাগত ছিলেন। আর যিহূদার অহসিয় রা-
জাও যোরামকে দেখিতে নামিয়া গিয়াছিলেন।
১৭ তখন যিষ্রিয়েলের দুর্গের উপরে প্রহরী দণ্ডায়-
মান ছিল; যেহূর আসিবার সময়ে সে সমারোহ
দেখিয়া কহিল, আমি সমারোহ দেখিতেছি।
তাহাতে যোরাম কহিলেন, তাহাদের সহিত
সাক্ষাৎ করিবা মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এক
১৮ জন অশ্বারূঢ়কে পাঠাইয়া দেও। পরে এক জন
অশ্বারূঢ় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া
কহিল, রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মঙ্গল ত?
যেহূ কহিলেন, মঙ্গলে তোমার কি কাজ? তুমি
আমার পশ্চাদ্গামী হও। পরে প্রহরী এই সংবাদ
দিল, সেই দূত তাহাদের নিকটে গেল বটে, কিন্তু
১৯ ফিরিয়া আসিল না। পরে রাজা দ্বিতীয় অশ্বা-
রূঢ়কে পাঠাইলেন; সে তাঁহাদের নিকটে উপ-
স্থিত হইয়া কহিল, রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন
মঙ্গল ত? তাহাতে যেহূ কহিলেন, মঙ্গলে তোমার
২০ কি কাজ? তুমি আমার পশ্চাদ্গামী হও। পরে
প্রহরী সমাচার দিল, এ ব্যক্তিও তাহাদের
নিকটে গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিল না; কিন্তু
রথচালন নিম্শির পুত্র যেহূর চালনের ন্যায়
দেখাইতেছে, কেননা সে উন্মত্তের ন্যায় চালায়।
২১ তখন যোরাম কহিলেন, রথ সাজাও; তখন
তাহারা তাঁহার রথ সাজাইলে ইস্রায়েলের রাজা

Digitized by Google

যোরাম ও যিহূদার রাজা অহসিয় আপন আপন
রথে চড়িয়া বাহির হইয়া যেহূর অভিমুখে
গেলেন, এবং যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রে
২২ তাঁহার দেখা পাইলেন। যেহূকে দেখিবামাত্র
যোরাম কহিলেন, হে যেহূ, মঙ্গল ত? তিনি
উত্তর করিলেন, যে পর্য্যন্ত তোমার মাতা ঈষে-
বলের এত ব্যভিচার ও মায়াবিত্ব থাকে, সে
২৩ পর্য্যন্ত মঙ্গল কোথায়? তাহাতে যোরাম আপন
হস্ত ফিরাইয়া পলায়ন করিলেন, এবং অহসিয়কে
২৪ কহিলেন, হে অহসিয়, বিশ্বাসঘাতকতা! পরে
যেহূ আপনার সমস্ত বলে ধনুক আকর্ষণ করিয়া
যোরামের উভয় বাহুমূলের মধ্যে এমন বাণাঘাত
করিলেন যে, বাণ তাঁহার হৃদয় দিয়া নির্গত
হইল, তাহাতে তিনি আপন রথে নত হইয়া
২৫ পড়িলেন। তখন যেহূ বিদ্‌কর নামক আপন
সেনানীকে কহিলেন, তুমি উঁহাকে তুলিয়া লইয়া
যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রে ফেলিয়া দেও;
কেননা মনে করিয়া দেখ, তুমি ও আমি উভয়ে
অশ্বারোহণে পার্শ্বাপার্শি হইয়া উঁহার পিতা
আহাবের পশ্চাৎ চলিতেছিলাম, এমন সময়ে
সদাপ্রভু তাঁহার বিরুদ্ধে এই ভাববাণী উল্লেখ
২৬ করিয়াছিলেন, সদাপ্রভু কহেন, গত কল্য আমি
নাবোতের রক্ত ও তাহার পুত্রদের রক্ত সত্যই
দেখিয়াছি; সদাপ্রভু কহেন, এই ক্ষেত্রে আমি
তোমাকে প্রতিফল দিব। অতএব এখন তুমি
উঁহাকে তুলিয়া লইয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
ঐ ক্ষেত্রে ফেলিয়া দেও।
২৭ তখন যিহূদার রাজা অহসিয় তাহা দেখিয়া
উদ্যানগৃহের পথ ধরিয়া পলায়ন করিলেন;
কিন্তু যেহূ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন,
উঁহাকেও রথের মধ্যে আঘাত কর; তখন
তাহারা যিব্‌লিয়মের নিকটস্থ গূরের ঊর্দ্ধগামী
পথে [তাঁহাকে আঘাত করিল]; পরে তিনি
মগিদ্দোতে পলাইয়া গিয়া সে স্থানে মরিলেন।
২৮ পরে তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে রথে করিয়া যিরূ-
শালেমে লইয়া গিয়া দায়ূদ-নগরে তাঁহার পিতৃ-
লোকদের সহিত তাঁহার নিজ কবরে তাঁহাকে
২৯ কবর দিল। অহসিয় আহাবের পুত্র যিহো-
রামের অধিকারের একাদশ বৎসরে যিহূদার
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।
৩০ পরে যেহূ যিষ্রিয়েলে উপস্থিত হইলেন; ঈষে-
বল তাহা শুনিল; আর সে চক্ষে অঞ্জন দিয়া
কেশবেশ করিয়া বাতায়ন দিয়া অবলোকন
৩১ করিতেছিল, এবং যেহূ দ্বারে প্রবেশ করিলে
তাঁহাকে কহিল, রে সিম্রি! রে প্রভুঘাতক!
৩২ মঙ্গল ত? তখন যেহূ বাতায়নের দিকে মুখ
তুলিয়া কহিলেন, কে আমার পক্ষে? কে? পরে
দুই তিন জন নপুংসক তাঁহার দিকে চাহিলে
তিনি আজ্ঞা করিলেন, উহাকে নীচে ফেলিয়া
৩৩ দেও। তাহাতে তাহারা তাহাকে নীচে ফেলিয়া
দিল। তখন তাহার কতকটা রক্ত ভিত্তিতে ও
অশ্বদের গাত্রে ছিট্‌কিয়া পড়িল; আর তিনি
৩৪ তাহাকে পদতলে দলিত করাইলেন। ভিতরে
গিয়া যেহূ ভোজন পান করিলেন; পরে কহি-
লেন, তোমরা যাইয়া ঐ শাপগ্রস্তার তত্ত্ব করিয়া
তাহাকে কবর দেও, কেননা সে রাজপুত্রী।
৩৫ তাহাতে লোকেরা তাহাকে কবর দিতে গেল,
কিন্তু তাহার মাথার খুলি, পা ও করতল ব্যতি-
৩৬ রেকে আর কিছুই পাইল না। অতএব তাহারা
ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তখন
তিনি কহিলেন, ইহা সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে
হইল, তিনি আপন দাস তিশ্‌বীয় এলিয়ের
প্রমুখাৎ এই কথা বলিয়াছিলেন, যিষ্রিয়েলের
৩৭ ক্ষেত্রে কুকুরেরা ঈষেবলের মাংস খাইবে; এবং
যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে ঈষেবলের শব সারের মত
ভূমিতে পতিত হইবে, তাহাতে "এই ঈষেবল,"
এমন কথা লোকে বলিতে পারিবে না।

১০ শমরিয়ায় আহাবের সত্তর জন পুত্র ছিল।
যেহূ শমরিয়ায় যিষ্রিয়েলের অধ্যক্ষ প্রাচীন-
দের কাছে ও আহাবের [সন্তানদিগের] অভি-
ভাবকদের কাছে কয়েকখানি পত্র লিখিয়া
২ পাঠাইলেন, লিখিলেন, তোমাদের প্রভুর পুত্র-
গণ তোমাদের নিকটে আছে, এবং রথ সকল,
অশ্বগণ ও সুদৃঢ় এক নগর এবং অস্ত্রশস্ত্র তোমা-
৩ দের হস্তগত আছে। অতএব তোমাদের নিকটে
এই পত্র উপস্থিত হইবামাত্র তোমাদের প্রভুর
পুত্রদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সৎ ও সরল, তাহা
নিশ্চয় করিয়া তাহার পিতার সিংহাসনে
তাহাকে বসাও, এবং আপন প্রভুর কুলের
৪ নিমিত্তে যুদ্ধ কর। কিন্তু তাহারা যার পর নাই
ভীত হইয়া কহিল, দেখুন, যাঁহার সম্মুখে দুই
জন রাজা দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার
৫ সম্মুখে আমরা কি প্রকারে দাঁড়াইব? অতএব
গৃহাধ্যক্ষ ও নগরাধ্যক্ষ এবং প্রাচীনবর্গ ও অভি-
ভাবকেরা যেহূর নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠা-
ইল, আমরা আপনকার দাস, আপনি আমা-
দিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সে সমস্তই করিব,
কাহাকেও রাজা করিব না; আপনকার দৃষ্টিতে
৬ যাহা ভাল, আপনি তাহাই করুন। পরে তিনি
তাহাদের কাছে দ্বিতীয় বার এক পত্র লিখিলেন,
যথা, তোমরা যদি আমার সপক্ষ হও, ও আমার
বাক্যে অবধান কর, তবে আপন প্রভুর পুত্র-
দিগের মুণ্ডগুলি লইয়া কল্য এমন সময়ে যিষ্রি-
য়েলে আমার নিকটে আসিও। সেই রাজকুমা-
রেরা সত্তর জন, তাহারা আপনাদের প্রতিপালন-
কারী নগরবাসী বড় লোকদের সঙ্গে ছিল।

Digitized by Google

৭ অনন্তর পত্রখানি তাহাদের নিকটে উপস্থিত
হইলে তাহারা সেই সত্তর জন রাজকুমারকে
লইয়া বধ করিল, এবং কতকগুলি ডালাতে
করিয়া তাহাদের মুণ্ড যিষ্রিয়েলে তাঁহার নিকটে
৮ পাঠাইয়া দিল। পরে এক জন দূত আসিয়া
তাঁহাকে সংবাদ দিয়া কহিল, রাজকুমারদের
মুণ্ড সকল আনা হইয়াছে। তিনি কহিলেন,
দ্বার প্রবেশের স্থানে দুই রাশি করিয়া সেগুলা
৯ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখ। পরে প্রাতঃকালে তিনি
বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, ও সমস্ত লোককে
কহিলেন, তোমরা ত ধার্ম্মিক; দেখ, আমি
আপন প্রভুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে
মারিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু এই সকলকে কে বধ
১০ করিল? এখন তোমরা জানিও, সদাপ্রভু আহা-
বের কুলের বিপরীতে যাহা বলিয়াছেন, সদা-
প্রভুর সেই বাক্যের মধ্যে কিছুই ভূমিতে পতিত
হইবার নয়; কারণ সদাপ্রভু আপন দাস এলি-
য়ের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিলেন।
১১ পরে যিষ্রিয়েলে আহাবের কুলের যত লোক
অবশিষ্ট ছিল, যেহূ তাহাদিগকে, তাঁহার সমস্ত
মহল্লোককে, তাঁহার আত্মীয়স্বজনদিগকে ও তাঁ-
হার যাজকদিগকে বধ করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধীয়
কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না।
১২ পরে তিনি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, শমরিয়ায়
গেলেন। পথিমধ্যে মেষপালকদের মেষলোম-
১৩ চ্ছেদন গৃহে উপস্থিত হইলে, যিহূদার রাজা
অহসিয়ের ভ্রাতাদের সহিত যেহূর সাক্ষাৎ হইল;
তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে? তাহারা
কহিল, আমরা অহসিয়ের ভ্রাতৃগণ; রাজার ও
মহিষীর সন্তানদিগকে মঙ্গলবাদ করিতে যাই-
১৪ তেছি। তখন তিনি কহিলেন, উহাদিগকে জীবন্ত
ধর। তাহাতে লোকেরা তাহাদিগকে জীবন্ত
ধরিয়া মেষলোমচ্ছেদন গৃহের কূপের নিকটে বধ
করিল, বেয়াল্লিশ জনের মধ্যে এক জনকেও অব-
শিষ্ট রাখিল না।
১৫ পরে যেহূ তথা হইতে প্রস্থান করিলে রেখবের
পুত্র যিহোনাদবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল;
তিনি তাঁহারই অভিমুখে আসিতেছিলেন।
তিনি তাঁহাকে মঙ্গলবাদ করিয়া কহিলেন,
তোমার প্রতি আমার মন যেমন, তেমনি কি
তোমার মন সরল? যিহোনাদব কহিলেন,
সরল। যদি তাহা হয়, তবে আমাকে হস্ত দেও।
পরে তিনি তাঁহাকে হস্ত দিলে যেহূ তাঁহাকে
১৬ আপনার কাছে রথে চড়াইলেন। আর তিনি
কহিলেন, আমার সঙ্গে চল, সদাপ্রভুর নিমিত্তে
আমার যে উদ্যোগ, তাহা দেখ; এইরূপে
তাঁহাকে তাঁহার রথে চড়াইয়া লওয়া হইল।
১৭ পরে শমরিয়ায় উপস্থিত হইলে সদাপ্রভু এলি-
য়কে যে কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে যেহূ
যাবৎ আহাবকে নির্ব্বংশ না করিলেন, তাবৎ
শমরিয়ায় অবশিষ্ট তাঁহার সমস্ত লোককে বধ
করিলেন।
১৮ পরে যেহূ সমস্ত লোককে একত্র করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, আহাব বালের অল্পই সেবা
করিতেন, কিন্তু যেহূ তাঁহার অধিক সেবা করিবে।
১৯ অতএব এখন তোমরা বালের যাবতীয় ভাব-
বাদীকে, তাঁহার যাবতীয় পূজককে ও যাবতীয়
যাজককে আমার কাছে আহ্বান কর, কেহই
অনুপস্থিত না হউক; কেননা বালের উদ্দেশে
আমাকে মহাযজ্ঞ করিতে হইবে; যে কেহ অনু-
পস্থিত হইবে, সে বাঁচিবে না। কিন্তু যেহূ বালের
পূজকদিগকে বিনষ্ট করিবার আশয়ে এই ছল
২০ করিয়াছিলেন। পরে যেহূ আজ্ঞা করিলেন,
বালের উদ্দেশে পর্ব্বাহ নিরূপণ কর। আর
২১ তাহারা পর্ব্ব ঘোষণা করিয়া দিল। আর যেহূ
ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে বালের যত
পূজক ছিল, সকলে আসিল, কেহ অনুপস্থিত
রহিল না। পরে তাহারা বালের মন্দিরে প্রবিষ্ট
হইলে বালের মন্দির এক প্রান্ত অবধি অন্য
২২ প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি বস্ত্রা-
গারের অধ্যক্ষকে কহিলেন, বালের সমস্ত পূজ-
কের জন্য বস্ত্র বাহির করিয়া আন। তাহাতে
সে তাহাদের জন্য বস্ত্র বাহির করিয়া আনিল।
২৩ পরে যেহূ ও রেখবের পুত্র যিহোনাদব বালের
মন্দিরে গেলেন; তিনি বালের পূজকদিগকে
কহিলেন, তদন্ত করিয়া দেখ, এখানে তোমাদের
মধ্যে বালের পূজক ব্যতিরেকে সদাপ্রভুর দাস-
২৪ দের মধ্যে কেহ যেন না থাকে। আর উহারা
বলিদান ও হোম করিতে ভিতরে গেল। এ দিকে
যেহূ আপনার জন্য আশী জনকে বাহিরে রাখিয়া
বলিয়াছিলেন, ঐ যে লোকদিগকে আমি তোমা-
দের হস্তগত করিলাম, উহাদের এক জনও যদি
পলাইয়া বাঁচে, তবে [যে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে]
উহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ যাইবে।
২৫ পরে হোম কার্য্য সাঙ্গ হইলে যেহূ দ্রুতগামী
সেনাদিগকে ও সেনানীগণকে বলিলেন, ভিতরে
যাও, উহাদিগকে বধ কর, এক জনকেও বাহিরে
আসিতে দিও না। তখন তাহারা খড়্গধারে
তাহাদিগকে আঘাত করিল; পরে দ্রুতগামী
সেনারা ও সেনানীগণ তাহাদিগকে বাহিরে
ফেলিয়া দিল; পরে তাহারা বাল-মন্দিরের
২৬ পুরীতে গেল; আর বালের মন্দির হইতে স্তম্ভ
২৭ সকল বাহির করিয়া তাহা দগ্ধ করিল, এবং
বালের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং বালের মন্দির
ভাঙ্গিয়া সেখানে এক মলগৃহ প্রস্তুত করিল,
২৮ তাহা অদ্যাপি আছে। এইরূপে যেহূ ইস্রা-

Digitized by Google

য়েলের মধ্য হইতে, বালকে উচ্ছিন্ন করিলেন ;
২৯ তথাপি নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে
পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার পাপবস্তুর অর্থাৎ
বৈথেলস্থ ও দানস্থ স্বর্ণময় গোবৎসদ্বয়ের অনু-
৩০ গমন হইতে যেহূ নিবৃত্ত হইলেন না। আর
সদাপ্রভু যেহূকে কহিলেন, আমার দৃষ্টিতে যাহা
ন্যায্য, তাহা করিয়া তুমি ভাল কার্য্য করিয়াছ,
এবং আহাবের কুলের প্রতি আমার মনে যাহা
যাহা ছিল, সমস্তই করিয়াছ, এই নিমিত্তে চতুর্থ
পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহা-
৩১ সনে বসিবে। তথাপি যেহূ সর্ব্বান্তঃকরণে ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থানুসারে চলিবার
জন্য সতর্ক হইলেন না ; যারবিয়াম যে সকল
পাপে ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার
সেই সকল পাপ হইতে তিনি নিবৃত্ত হইলেন না।
৩২ ঐ সময়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে খর্ব্ব করিতে
লাগিলেন ; ফলতঃ হসায়েল ইস্রায়েলের এই
সমস্ত অঞ্চলে তাহাদিগকে আঘাত করিলেন ;—
৩৩ পূর্ব্বদিকে যর্দ্দন হইতে সমস্ত গিলিয়দ দেশ,
অর্ণোন উপত্যকার নিকটস্থ অরোয়ের অবধি
গাদীয়, রূবেণীয় ও মনঃশীয়দের দেশ, অর্থাৎ
৩৪ গিলিয়দ ও বাশন। যেহূর অবশিষ্ট বৃত্তান্ত,
সমস্ত ক্রিয়া ও তাঁহার সমস্ত পরাক্রমের কথা কি
ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত
৩৫ নাই? পরে যেহূ আপন পিতৃপুরুষদের সহিত
নিদ্রাগত হইলে লোকেরা শমরিয়াতে তাঁহার কবর
দিল ; পরে তাঁহার পুত্র যিহোয়াহস তাঁহার
৩৬ পদে রাজা হইলেন। যেহূ আটাইস বৎসর
কাল শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
করিয়াছিলেন।

অথলিয়া রাণীর নির্দ্দয়তা। যোয়াশের রাজ্যাভিষেক।

১১ ইতিমধ্যে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া
যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র মরিয়াছে,
তখন তিনি উঠিয়া সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট করি-
২ লেন। কিন্তু যোরাম রাজার কন্যা যিহোশেবা
নাম্নী অহসিয়ের ভগিনী অহসিয়ের পুত্র যোয়া-
শকে লইয়া, নিহত রাজপুত্রদের মধ্য হইতে চুরি
করিয়া, তাঁহার ধাত্রীর সহিত শয়নাগারে রাখি-
লেন ; তাঁহারা অথলিয়া হইতে তাঁহাকে লুকাই-
৩ লেন, এই জন্য তিনি হত হন নাই। অনন্তর
তিনি তাঁহার সহিত সদাপ্রভুর গৃহে ছয় বৎসর
যাবৎ লুক্কায়িত রহিলেন ; তখন অথলিয়া
দেশের উপরে রাজত্ব করিতেছিলেন।
৪ পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা লোক প্রেরণ
করিয়া রক্ষক ও দ্রুতগামী সৈন্যের শতপতি-
দিগকে ডাকাইয়া আপনার নিকটে সদাপ্রভুর
গৃহে আনিলেন, এবং তাহাদের সহিত নিয়ম
করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে তাহাদিগকে শপথ করা-
৫ ইয়া রাজপুত্রকে দেখাইলেন। আর তিনি তাহা-
দিগকে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা এই কার্য্য
করিবে ; তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্রামদিনে
প্রবেশ করিবে, তাহাদের তৃতীয়াংশ রাজবাটীর
৬ রক্ষণীয় রক্ষা করিবে ; তৃতীয়াংশ সূরদ্বারে
থাকিবে ; এবং তৃতীয়াংশ দ্রুতগামী সৈন্যের
পশ্চাতে দ্বারে থাকিবে ; এইরূপে তোমরা
আক্রমণ নিবারণার্থে গৃহের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে।
৭ আর তোমাদের, অর্থাৎ বিশ্রামবারে বহির্গামী
সকলের, দুই অংশ রাজার সমীপে সদাপ্রভুর
৮ গৃহের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। তোমরা প্রত্যেক
জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজাকে বেষ্টন
করিবে ; আর যে কেহ শ্রেণীর ভিতরে আইসে,
সে হত হইবে ; এবং রাজা যখন বাহিরে যান,
কিম্বা ভিতরে আইসেন, তখন তোমরা তাঁহার
৯ সঙ্গে থাকিবে। পরে যিহোয়াদা যাজক যাহা যাহা
আজ্ঞা করিলেন, শতপতিরা তদনুসারে সকলই
করিল ; ফলতঃ তাহারা প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে
প্রবেশকারী কিম্বা বিশ্রামবারে নির্গমনকারী
আপন আপন লোকদিগকে লইয়া যিহোয়াদা
১০ যাজকের নিকটে আসিল। পরে দায়ূদ রাজার
যে বড়শা ও ঢাল সদাপ্রভুর গৃহে ছিল, তাহা
১১ যাজক শতপতিদিগকে দিলেন ; আর গৃহের
দক্ষিণ পার্শ্ব অবধি গৃহের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত
যজ্ঞবেদির ও গৃহের নিকটে দ্রুতগামী সৈন্য
প্রত্যেক জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজার চারি
১২ দিকে দাঁড়াইল। পরে তিনি রাজপুত্রকে বাহিরে
আনিয়া তাঁহার মস্তকে মুকুট দিলেন, ও তাঁহাকে
সাক্ষ্যপুস্তক দিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে রাজা
করিয়া অভিষেক করিলেন, পরে করতালী দিয়া
কহিলেন, রাজা চিরঞ্জীবী হউন।
১৩ তখন অথলিয়া দ্রুতগামী সৈন্যের ও লোক-
দের কোলাহল শুনিয়া সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের
১৪ নিকটে আসিলেন। আর দৃষ্টিপাত করিলেন,
আর দেখ, রাজা যথারীতি মঞ্চের উপরে দাঁড়া-
ইয়া আছেন, এবং অধ্যক্ষগণ ও তূরীবাদকগণ
রাজার নিকটে আছে, এবং দেশের সমস্ত লোক
আনন্দ করিতেছে ও তূরী বাজাইতেছে। তখন
অথলিয়া আপনার বস্ত্র ছিঁড়িয়া 'রাজদ্রোহ,
১৫ রাজদ্রোহ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। কিন্তু
যিহোয়াদা যাজক সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত
শতপতিদিগকে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, উহাকে
বাহির করিয়া শ্রেণীদ্বয়ের মধ্য দিয়া লইয়া যাও ;
আর যে উহার পশ্চাৎ যাইবে, তাহাকে খড়্গ
দ্বারা বধ কর ; কারণ যাজক বলিয়াছিলেন,
১৬ সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে তাহার হত্যা না হউক। পরে

Digitized by Google

লোকেরা তাঁহার জন্য দুই পংক্তি হইয়া পথ
ছাড়িলে তিনি অশ্বদ্বারের পথ দিয়া রাজবাটীতে
প্রবেশ করিলেন ; এবং সেই স্থানে নিহতা
হইলেন ।
১৭ আর যিহোয়াদা সদাপ্রভুর এবং রাজার ও
লোকদের মধ্যে এক নিয়ম করিলেন, যেন তাহারা
সদাপ্রভুর প্রজা হয় ; আর রাজার ও লোকদের
১৮ মধ্যেও এই নিয়ম করিলেন । পরে দেশের সমস্ত
লোক বালের গৃহে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল,
এবং তাহার যজ্ঞবেদি ও প্রতিমা সকল সর্ব্বতো-
ভাবে চূর্ণ করিল, ও বেদি সকলের সম্মুখে বালের
যাজক মত্তনকে বধ করিল । পরে যাজক সদা-
প্রভুর গৃহের উপরে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত
১৯ করিলেন । আর তিনি শতপতিদিগকে এবং
রক্ষক ও দ্রুতগামী সৈন্যগণকে ও দেশের সমস্ত
লোককে সঙ্গে লইলেন ; তাহারা সদাপ্রভুর গৃহ
হইতে রাজাকে লইয়া দ্রুতগামী সৈন্যের দ্বারের
পথ দিয়া রাজবাটীতে আনিল ; আর তিনি
২০ রাজসিংহাসনে বসিলেন । তখন দেশের সমস্ত
লোক আনন্দ করিল, এবং নগর সুস্থির হইল ;
আর অথলিয়াকে তাহারা রাজবাটীতে খড়্গ দ্বারা
২১ বধ করিয়াছিল । যিহোয়াশ সাত বৎসর বয়সে
রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন ।

১২ যেহূর অধিকারের সপ্তম বৎসরে যিহো-
য়াশ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূ-
শালেমে চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন ;
তাঁহার মাতার নাম সিবিয়া, তিনি বেরশেবা-
২ নিবাসিনী । আর যত দিন যিহোয়াদা যাজক
যিহোয়াশকে উপদেশ দিতেন, তত দিন তিনি
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহা করিতেন ।
৩ তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না,
লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও
ধূপ জ্বালাইত ।
৪ পরে যিহোয়াশ যাজকদিগকে কহিলেন, পবিত্র
বস্তু সম্বন্ধীয় যে সকল রৌপ্য সদাপ্রভুর গৃহে
আনীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক গণিত লোকের
রৌপ্য, প্রাণীর মূল্যরূপে নিরূপিত রৌপ্য, ও মনু-
ষ্যের মনোরথানুসারে সদাপ্রভুর গৃহে আনীত
৫ রৌপ্য, এই সমস্ত রৌপ্য যাজকেরা আপন আপন
পরিচিত লোকদের হস্ত হইতে আপনাদের হস্তে
গ্রহণ করুক, এবং সেই গৃহের যে কোন স্থান ভগ্ন
হইয়াছে, দেখা যাইবে, সেই সকল স্থান আপ-
৬ নারা সারুক । কিন্তু যিহোয়াশ রাজার অধি-
কারের তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত যাজকেরা মন্দিরের
৭ ভগ্ন স্থান সারেন নাই । তাহাতে যিহোয়াশ
রাজা যিহোয়াদা যাজককে ও অন্য যাজকদিগকে
ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা মন্দিরের ভগ্ন স্থান-
গুলি কেন সারিতেছ না ? অতএব অদ্যাবধি
তোমরা পরিচিত লোকদের নিকট হইতে আর
টাকা লইও না, কিন্তু তাহা মন্দিরের ভগ্ন স্থানের
৮ জন্য দিও । তখন যাজকেরা স্বীকার করিলেন
যে, তাঁহারা লোকদের নিকট হইতে [আর]
টাকা লইবেন না, বা মন্দিরের ভগ্ন স্থান সারি-
৯ বেন না । পরে যিহোয়াদা যাজক একটী সিন্দুক
লইলেন । ও তাহার ডালাতে এক ছিদ্র করিয়া
যজ্ঞবেদির নিকটে সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশস্থানের
দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিলেন ; আর দ্বাররক্ষক যাজ-
কেরা সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সমস্ত টাকা তাহার
১০ মধ্যে রাখিত । পরে যখন তাহারা দেখিত,
সিন্দুকে অনেক টাকা জমিয়াছে, তখন রাজার
লেখক ও মহাযাজক আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে
প্রাপ্ত ঐ সকল টাকা থলীতে করিয়া গণনা করি-
১১ তেন । পরে সেই পরিমিত টাকা কর্ম্মকারীদের
হস্তে, সদাপ্রভুর গৃহের অধ্যক্ষদের হস্তে দিলে,
তাহারা সদাপ্রভুর গৃহের কর্ম্মকারী সূত্রধর ও
গাঁথকদিগকে, এবং রাজ ও তক্ষরদিগকে তাহা
১২ দিত, এবং সদাপ্রভুর গৃহের ভগ্ন স্থান সারিবার
জন্য কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর ক্রয় করিতে ও গৃহ
সারিবার নিমিত্তে যাহা যাহা লাগিত, সেই
১৩ সকলেতে তাহা ব্যয় করিত । কিন্তু সদাপ্রভুর
গৃহের জন্য রৌপ্যভাবর, কর্ত্তরী, বাটি, তূরী,
স্বর্ণময় পাত্র ও রৌপ্যময় পাত্র সদাপ্রভুর গৃহে
আনীত সেই রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হইল না ;
১৪ কারণ তাহারা কর্ম্মকারীদিগকেই সেই টাকা
দিত, এবং তাহারা তাহা লইয়া সদাপ্রভুর গৃহ
১৫ সারিল । কিন্তু উহারা কর্ম্মকারীদের নিমিত্ত
যাহাদের হস্তে টাকা দিত, তাহাদের সহিত
হিসাব করিত না, কেননা তাহারা বিশ্বস্তরূপে
১৬ কর্ম্ম করিত । আর দোষার্থক ও পাপার্থক বলি
সম্বন্ধীয় যে টাকা, তাহা সদাপ্রভুর গৃহে আনীত
হইত না ; তাহা যাজকদেরই হইত ।
১৭ ঐ সময়ে অরাম-রাজ হসায়েল যাত্রা করিয়া
গাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন ও তাহা হস্তগত
করিলেন । পরে হসায়েল যিরূশালেমের বিরু-
১৮ দ্ধেও যাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেন । তাহাতে
যিহূদার রাজা যিহোয়াশ আপন পিতৃপুরুষদের
অর্থাৎ যিহূদার যিহোশাফট, যিহোরাম ও
অহসিয় রাজার পবিত্রীকৃত বস্তু সকল, ও আপ-
নার পবিত্রীকৃত বস্তু সকল, এবং সদাপ্রভুর
গৃহের ভাণ্ডারে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে যত স্বর্ণ
ছিল, সে সমস্ত লইয়া অরাম-রাজ হসায়েলের
নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে তিনি যিরূ-
শালেমের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া গেলেন ।
১৯ যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি
যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত
২০ নাই ? পরে যোয়াশের দাসেরা উঠিয়া চক্রান্ত

Digitized by Google

করিল, এবং সিল্লাগামী পথস্থিত মিল্লো নামক
২১ বাটীতে তাঁহাকে বধ করিল। শোমরের পুত্র
যোষাখর ও শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ নামে
তাঁহার দুই জন দাস তাঁহাকে আঘাত করিলে
তিনি মরিলেন; পরে লোকেরা দায়ূদ-নগরে
তাঁহার পিতৃপুরুষদের সহিত তাঁহাকে কবর
দিল, এবং তাঁহার পুত্র অমৎসিয় তাঁহার পদে
রাজা হইলেন।

ইস্রায়েলীয় যিহোয়াহস ও যোয়াশের রাজ্যাভিষেক। ইলীশায়ের মৃত্যু।

১৩ যিহূদার অহসিয় রাজার পুত্র যোয়াশের
অধিকারের ত্রয়োবিংশ বৎসরে যেহূর পুত্র
যিহোয়াহস শমরিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে
রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং সতের বৎসর
২ কাল রাজত্ব করেন। তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
যাহা মন্দ তাহাই করিতেন, এবং নবাটের পুত্র
যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়া-
ছিলেন, তাঁহার পাপের অনুগামী হইলেন;
৩ তাহা হইতে ফিরিলেন না। তখন ইস্রায়েলের
বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি
অরাম-রাজ হসায়েলের হস্তে ও হসায়েলের পুত্র
বিন্‌হদদের হস্তে অবিরত তাহাদিগকে সমর্পণ
৪ করিলেন। পরে যিহোয়াহস সদাপ্রভুর কাছে
বিনতি করিলে সদাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনায় মনো-
যোগ করিলেন, কেননা অরামের রাজা ইস্রা-
য়েলের উপরে যে উপদ্রব করিতেন, সেই উপদ্রব
৫ তিনি দেখিলেন। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে
এক জন উদ্ধারকর্ত্তা দিলেন, তাহাতে তাহারা
অরামের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল, এবং ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ পূর্ব্বের ন্যায় আপন আপন
৬ তাম্বুতে বাস করিল। তথাপি যারবিয়াম ইস্রা-
য়েলকে যে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার কুলের
সেই সকল পাপ তাহারা ত্যাগ না করিয়া তদনু-
সারে আচরণ করিত, আর শমরিয়াতেও
৭ আশেরা-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান থাকিল। ফলতঃ অরাম-
রাজ কেবল পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ়, দশখানি রথ
ও দশ সহস্র পদাতিক ছাড়া যিহোয়াহসের
নিমিত্তে অন্য কোন সৈন্য অবশিষ্ট রাখেন নাই;
তিনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এবং
দলনীয় ধূলির সমান করিয়াছিলেন।
৮ যিহোয়াহসের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, সমস্ত ক্রিয়া
ও তাঁহার পরাক্রমের কথা কি ইস্রায়েলের রাজা-
৯ দের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? পরে
যিহোয়াহস আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলে লোকেরা শমরিয়াতে তাঁহার কবর দিল,
এবং তাঁহার পুত্র যোয়াশ তাঁহার পদে রাজা
হইলেন।

১০ যিহূদার যোয়াশ রাজার অধিকারের সপ্তত্রিংশ
বৎসরে যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ শম-
রিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
১১ করেন ও ষোল বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতেন;
নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ
করাইয়াছিলেন, তাঁহার কোন পাপ ত্যাগ না
১২ করিয়া তদনুসারে আচরণ করিতেন। যোয়াশের
অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া, এবং যে পরাক্রম
দ্বারা তিনি যিহূদার অমৎসিয় রাজার সহিত
যুদ্ধ করিলেন, সেই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েলের
১৩ রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? পরে
যোয়াশ আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলেন; আর যারবিয়াম তাঁহার সিংহাসনে
উপবিষ্ট হইলেন, এবং যোয়াশ ইস্রায়েলের
রাজাদের সহিত শমরিয়ায় কবরপ্রাপ্ত হইলেন।
১৪ ইলীশায় যে পীড়ায় মরিলেন, সেই পীড়ায়
পীড়িত হইলে ইস্রায়েলের রাজা যোয়াশ তাঁহার
নিকটে যাইয়া তাঁহার মুখের উপরে [হেঁট হইয়া]
রোদন করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, হে
আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ ও অশ্বারূঢ়-
১৫ গণ! তখন ইলীশায় তাঁহাকে কহিলেন, আপনি
১৬ ধনুর্ব্বাণ লউন; তিনি ধনুর্ব্বাণ লইলেন। পরে
তিনি ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, ধনুকের
উপরে হস্ত রাখুন। তিনি হস্ত রাখিলেন। পরে
ইলীশায় রাজার হস্তের উপরে আপন হস্ত রাখি-
১৭ লেন, আর কহিলেন, পূর্ব্বদিকের বাতায়ন খুলুন;
তিনি খুলিলেন। পরে ইলীশায় কহিলেন, বাণ
নিক্ষেপ করুন। তিনি বাণ নিক্ষেপ করিলেন।
তখন ইলীশায় কহিলেন, এ সদাপ্রভুর বিজয়-
বাণ, অরামের বিপক্ষ বিজয়-বাণ, কেননা আপনি
অফেকে অরামীয়দিগকে আঘাত করিবেন,
করিতে করিতে তাহাদিগকে সংহার করিবেন।
১৮ পরে তিনি কহিলেন, ঐ সকল বাণ লউন। রাজা
সেগুলি লইলেন। তখন তিনি ইস্রায়েলের
রাজাকে কহিলেন, ভূমিতে আঘাত করুন; রাজা
১৯ তিন বার আঘাত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। তখন
ঈশ্বরের লোক তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কহি-
লেন, কেন পাঁচ ছয় বার আঘাত করিলেন না?
তাহা হইলে অরামকে নিঃশেষ করণ পর্য্যন্ত
আঘাত করিতেন, কিন্তু এখন অরামকে তিন বার
মাত্র আঘাত করিবেন।
২০ পরে ইলীশায় মরিলেন, ও লোকেরা তাঁহার
কবর দিল। তখন মোয়াবীয় লুটকারী সৈন্যদল
বৎসরের প্রথমে দেশে আসিয়া প্রবেশ করিল।
২১ তৎকালে লোকেরা একটা লোককে কবর দিতে-
ছিল, আর দেখ, তাহারা এক লুটকারী সৈন্যদল
দেখিয়া সেই শব ইলীশায়ের কবরে ফেলিয়া

Digitized by Google

দিল; তখন ঐ শব প্রবিষ্ট হইয়া ইলীশায়ের
অস্থি স্পর্শ করিবামাত্র জীবিত হইয়া পায়ে ভর
দিয়া দাঁড়াইল।
২২ যিহোয়াহসের সময়ে অরাম-রাজ হসায়েল
ইস্রায়েলের উপরে সর্ব্বদাই উপদ্রব করিতেন।
২৩ কিন্তু সদাপ্রভু অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকো-
বের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত
তাহাদের প্রতি কৃপা ও স্নেহ রাখিলেন, তাহা-
দের প্রতি ফিরিলেন, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে
চাহিলেন না, আপাততঃ আপনার সম্মুখ হইতে
২৪ নিক্ষেপ করিলেন না। পরে অরাম-রাজ হসায়েল
মরিলেন, এবং তাঁহার পুত্র বিনূহদদ তাঁহার
২৫ পদে রাজা হইলেন। যিহোয়াশের পিতা
যিহোয়াহসের হস্ত হইতে হসায়েল যে সকল
নগর যুদ্ধে লইয়াছিলেন, সেই সকল নগর
যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ হসায়েলের পুত্র
বিনূহদদের হস্ত হইতে পুনর্ব্বার লইলেন।
যোয়াশ তাঁহাকে তিন বার আঘাত করিয়া ইস্রা-
য়েলের ঐ সকল নগর পুনর্ব্বার লইলেন।

যিহূদীয় অমৎসিয় রাজার বিবরণ।

১৪ ইস্রায়েলের যোয়াহস রাজার পুত্র
যোয়াশের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যিহূ-
দার রাজা যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় রাজত্ব
২ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর
বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে
উনত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন; তাঁহার
মাতার নাম যিহোয়দ্দন, তিনি যিরূশালেম-
৩ নিবাসিনী। এই রাজা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
ন্যায্য তাহা করিতেন, তথাপি আপন পিতৃপুরুষ
দায়ূদের তুল্য ছিলেন না; তিনি আপন পিতা
যোয়াশের সমস্ত কার্য্যানুসারে কার্য্য করিতেন।
৪ তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না;
লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও
ধূপ জ্বালাইত।
৫ রাজ্য তাঁহার হস্তে স্থির হইলেই তাঁহার যে
দাসেরা তাঁহার পিতা রাজাকে বধ করিয়াছিল,
৬ তাহাদিগকে তিনি বধ করিলেন। কিন্তু তিনি
সেই হত্যাকারীদের সন্তানদিগকে বধ করিলেন
না; কেননা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে সদাপ্রভুর এই
আজ্ঞা লিখিত আছে, "সন্তানের পরিবর্ত্তে
পিতার, কিম্বা পিতার পরিবর্ত্তে সন্তানের
প্রাণদণ্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন
৭ আপন পাপ প্রযুক্ত মরিবে।" তিনি লবণো-
পত্যকায় ইদোমের দশ সহস্র লোককে বধ
করিলেন, ও যুদ্ধ দ্বারা সেলা হস্তগত করিয়া
তাহার নাম যক্তেল রাখিলেন; অদ্যাপি তাহা
রহিয়াছে।
৮ তৎকালে অমৎসিয় দূত পাঠাইয়া যেহূর
পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ
যিহোয়াশকে কহিলেন, আইস, আমরা পরস্পর
৯ মুখ দর্শন করি। তাহাতে ইস্রায়েলের যিহো-
য়াশ রাজা যিহূদার রাজা অমৎসিয়ের নিকটে
লোক পাঠাইয়া কহিলেন, লিবানোনস্থ শিয়াল-
কাঁটা লিবানোনস্থ এরসবৃক্ষের নিকটে বলিয়া
পাঠাইল, আমার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার
বিবাহ দেও; ইতিমধ্যে লিবানোনস্থ এক বন্য
পশু চলিতে চলিতে সেই শিয়ালকাঁটা দলাইয়া
১০ ফেলিল। তুমি ইদোমকে আঘাত করিয়াছ বলিয়া
তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; আত্মগরিমায়
ঘরে বসিয়া থাক; অমঙ্গলের সহিত বিরোধ
করিতে কেন প্রবৃত্ত হইবে? এবং তুমি ও যিহূদা
১১ উভয়ে কেন পতিত হইবে? কিন্তু অমৎসিয় কথা
শুনিলেন না। অতএব ইস্রায়েলের যিহোয়াশ
রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং যিহূদার অধি-
কারস্থ বৈৎশেমশে তিনি ও যিহূদার অমৎ-
১২ সিয় রাজা পরস্পর মুখ দর্শন করিলেন। তখন
ইস্রায়েলের সম্মুখে যিহূদা পরাজিত হইয়া
প্রত্যেক জন আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন
১৩ করিল। আর ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াশ বৈৎ-
শেমশে অহসিয়ের পৌত্র যিহোয়াশের পুত্র
যিহূদা-রাজ অমৎসিয়কে ধরিয়া লইয়া যিরূ-
শালেমে আসিলেন, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার অবধি
কোণের দ্বার পর্য্যন্ত যিরূশালেমের চারি শত
১৪ হস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর তিনি
সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত স্বর্ণ,
রৌপ্য ও পাত্র সকল এবং বন্ধকরূপে কতকগুলি
মনুষ্যকে লইয়া শমরিয়াতে ফিরিয়া গেলেন।
১৫ যিহোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, তাঁহার ক্রিয়া
ও পরাক্রম এবং যিহূদার অমৎসিয় রাজার
সহিত তিনি কিরূপ যুদ্ধ করিলেন, এই সকল কি
ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত
১৬ নাই? পরে যিহোয়াশ আপন পিতৃপুরুষদের
সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং শমরিয়াতে ইস্রা-
য়েলের রাজাদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন,
আর তাঁহার পুত্র যারবিয়াম তাঁহার পদে রাজা
হইলেন।
১৭ ইস্রায়েলের যিহোয়াহস রাজার পুত্র যিহো-
য়াশের মৃত্যুর পরে যিহূদার যোয়াশ রাজার
পুত্র অমৎসিয় আর পনের বৎসর জীবিত
১৮ ছিলেন। অমৎসিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত কি যিহূ-
দার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?
১৯ পরে লোকেরা যিরূশালেমে তাঁহার বিরুদ্ধে
চক্রান্ত করিল, তাহাতে তিনি লাখীশে পলায়ন
করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
লাখীশে লোক পাঠাইয়া সেখানে তাঁহাকে বধ

Digitized by Google

২০ করাইল। আর অশ্ব-পৃষ্ঠে করিয়া তাঁহাকে যিরূ-
শালেমে আনিয়া দায়ূদ-নগরে তাঁহার পিতৃ-
পুরুষদের সহিত তাঁহার কবর দিল।
২১ পরে যিহূদার সমস্ত লোক ষোড়শ বৎসর বয়স্ক
অসরিয়কে লইয়া তাঁহার পিতা অমৎসিয়ের
২২ পদে রাজা করিল। রাজা [অমৎসিয়] পিতৃ-
পুরুষদের সহিত নিদ্রাগত হইলে পর তিনি এলৎ
নগর গাঁথিলেন, এবং তাহা পুনর্ব্বার যিহূদার
অধীন করিলেন।

ইস্রায়েলীয় ছয় জন রাজার বিবরণ।

২৩ যিহূদার যোয়াশ রাজার পুত্র অমৎসিয়ের
অধিকারের পনের বৎসরে ইস্রায়েলের যোয়াশ
রাজার পুত্র যারবিয়াম শমরিয়ায় রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া একচল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব
২৪ করিলেন। তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ
তাহাই করিতেন; নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম
ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার
২৫ কোন পাপ ত্যাগ করিলেন না। ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন দাস গাৎ-হেফরীয় অমি-
ত্তয়ের পুত্র যোনাহ ভাববাদীর দ্বারা যে কথা
বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি হমাতের প্রবেশ-
স্থান অবধি অরাবা তলভূমির সমুদ্র পর্য্যন্ত ইস্রা-
২৬ য়েলের সীমা পুনর্ব্বার হস্তগত করিলেন। কারণ
সদাপ্রভু দেখিয়াছিলেন যে, ইস্রায়েলের দুঃখ
অতিশয় তীব্র; কেননা বদ্ধ কি মুক্ত কেহ ছিল না,
২৭ ইস্রায়েলের সাহায্যকারীও কেহ ছিল না। আর
সদাপ্রভু এমন কথা বলেন নাই যে, আমি ইস্রা-
য়েলের নাম আকাশমণ্ডলের অধঃ হইতে লোপ
করিব; অতএব তিনি যোয়াশের পুত্র যারবিয়া-
মের হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে নিস্তার করিলেন।
২৮ যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত এবং সমস্ত
ক্রিয়া, তিনি সপরাক্রমে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন,
এবং যিহূদার [পুরাতন অধিকার] দম্মেশক ও
হমাৎ পুনর্ব্বার কিরূপে ইস্রায়েলের হস্তগত
করিলেন, এই সকল কি ইস্রায়েলের রাজাদের
২৯ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? পরে যারবিয়াম
আপন পিতৃপুরুষদের, ইস্রায়েলের রাজাদের
সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র সখরিয়
তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১৫ ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের অধি-
কারের সাতাইশ বৎসরে যিহূদার রাজা
অমৎসিয়ের পুত্র অসরিয় [বা উষিয়] রাজত্ব
২ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ষোল বৎসর বয়সে
রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে বাও-
য়ান্ন বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন; তাঁহার
মাতার নাম যিখলিয়া, তিনি যিরূশালেম-নিবা-
৩ সিনী। অসরিয় আপন পিতা অমৎসিয়ের সমস্ত
কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য
৪ তাহা করিতেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন
হইল না, তখনও লোকেরা উচ্চস্থলীতে বলিদান
করিত ও ধূপ জ্বালাইত।
৫ পরে সদাপ্রভু রাজাকে আঘাত করিলেন,
তাহাতে তিনি মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগী হইয়া
রহিলেন, ও স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিলেন; আর
রাজার পুত্র যোথম বাটীর কর্ত্তা হইয়া দেশের
৬ লোকদের শাসন করিতে লাগিলেন। অসরিয়ের
অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার
৭ রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? পরে
অসরিয় আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলে দায়ূদ-নগরে আপন পিতৃপুরুষদের সহিত
কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র যোথম
তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
৮ যিহূদার রাজা অসরিয়ের অধিকারের আট-
ত্রিশ বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র সখরিয় ছয়
মাস কাল শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
৯ করিলেন। তিনি আপন পিতৃপুরুষদের কার্য্যানু-
সারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করি-
তেন; নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে
পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পাপ ত্যাগ
১০ করিলেন না। পরে যাবেশের পুত্র শল্লুম তাঁহার
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন, ও লোকদের সম্মুখে
তাঁহাকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন, এবং
১১ তাঁহার পদে আপনি রাজা হইলেন। সখরিয়ের
অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, দেখ, ইস্রায়েলের রাজাদের
১২ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। সদাপ্রভু
যেহূকে এই কথা বলিয়াছিলেন, চতুর্থ পুরুষ
পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনে
বসিবে; তাহা সফল হইল।
১৩ যিহূদার রাজা উষিয়ের অধিকারের ঊনচল্লিশ
বৎসরে যাবেশের পুত্র শল্লুম রাজা হইয়া এক
মাস পরিমিত কাল শমরিয়াতে রাজত্ব করি-
১৪ লেন। পরে গাদির পুত্র মনহেম তির্সা হইতে
উঠিয়া গেলেন, শমরিয়াতে উপস্থিত হইলেন,
আর যাবেশের পুত্র শল্লুমকে শমরিয়াতে আঘাত
করিয়া বধ করিলেন, এবং তাঁহার পদে রাজা
১৫ হইলেন। শল্লুমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাঁহার
কৃত চক্রান্ত, দেখ, ইস্রায়েলের রাজাদের ইতি-
হাসপুস্তকে লিখিত আছে।
১৬ অনন্তর মনহেম তির্সা হইতে গিয়া তিপ্সহ ও
তাহার মধ্যস্থিত সকলকে ও তাহার অঞ্চল সকল
আঘাত করিলেন; লোকেরা তাঁহার জন্য দ্বার
খুলিয়া দেয় নাই, তাই তিনি আঘাত করিলেন ও
তথাকার গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলের উদর বিদীর্ণ
১৭ করিলেন। যিহূদার অসরিয় রাজার অধিকারের
ঊনচল্লিশ বৎসরে গাদির পুত্র মনহেম ইস্রা-

Digitized by Google

য়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দশ
১৮ বৎসর কাল শমরিয়াতে রাজত্ব করিলেন। তিনি
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন;
নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ
করাইয়াছিলেন, তাঁহার পাপ তিনি যাবজ্জীবন
১৯ ত্যাগ করিলেন না। পরে অশূর-রাজ পূল
দেশের বিরুদ্ধে আসিলেন; তাহাতে পূলের
সাহায্যে রাজ্য যেন আপনার হস্তে স্থির থাকে,
এই জন্য মনহেম তাঁহাকে এক সহস্র মণ রৌপ্য
২০ দিলেন। আর অশূরের রাজাকে দিবার জন্য
মনহেম সমস্ত ধনশালী ব্যক্তির প্রত্যেকের নিকট
হইতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল লইলেন, ইস্রা-
য়েল হইতে ঐ রৌপ্য আদায় করিলেন; অত-
এব অশূরের রাজা ফিরিয়া গেলেন, দেশে
রহিলেন না।
২১ মনহেমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি
ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত
২২ নাই? পরে মনহেম আপন পিতৃপুরুষদের সহিত
নিদ্রাগত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র পকহিয়
তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
২৩ যিহূদার অসরিয় রাজার অধিকারের পঞ্চাশ
বৎসরে মনহেমের পুত্র পকহিয় শমরিয়াতে
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন,
২৪ এবং দুই বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন,
নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ
করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পাপ ত্যাগ করি-
২৫ লেন না। পরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক
তাঁহার সেনানী তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন,
এবং শমরিয়ার রাজবাটীর প্রাসাদে তাঁহাকে,
অর্গোবকে ও অরিয়িকে আঘাত করিলেন, আর
গিলিয়দীয়দের পঞ্চাশ জন লোক তাঁহার সঙ্গে
ছিল; তিনি তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার পদে
২৬ রাজা হইলেন। পকহিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও
সমস্ত ক্রিয়া, দেখ, ইস্রায়েলের রাজাদের ইতি-
হাসপুস্তকে লিখিত আছে।
২৭ যিহূদার অসরিয় রাজার অধিকারের বাওয়ান্ন
বৎসরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ শমরিয়াতে ইস্রা-
য়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন,
২৮ এবং বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সদা-
প্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন,
নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ
করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পাপ ত্যাগ
করিলেন না।
২৯ ইস্রায়েলের রাজা পেকহের সময়ে অশূর-
রাজ তিগ্লৎ-পিলেষর আসিয়া ইয়োন, আবেল-
বৈৎমাখা, যানোহ, কেদশ, হাৎসোর, গিলিয়দ
ও গালীল অর্থাৎ নপ্তালির সমস্ত দেশ হস্তগত
করিলেন, আর লোকদিগকে অশূরে বন্দি করিয়া
লইয়া গেলেন।
৩০ পরে উষিয়ের পুত্র যোথমের অধিকারের
বিংশতি বৎসরে এলার পৌত্র হোশেয় রমলিয়ের
পুত্র পেকহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন, এবং
তাঁহাকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন, ও তাঁহার
৩১ পদে রাজা হইলেন। পেকহের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত
ও সমস্ত ক্রিয়া, দেখ, ইস্রায়েলের রাজাদের
ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

যিহূদীয় যোথম ও আহস রাজার বিবরণ।

৩২ ইস্রায়েলের রাজা রমলিয়ের পুত্র পেকহের
অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে উষিয়ের পুত্র যোথম
৩৩ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পঁচিশ
বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূ-
শালেমে ষোল বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার
মাতার নাম যিরূশা, তিনি সাদোকের কন্যা।
৩৪ যোথম সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহা
করিতেন, আপন পিতা উষিয়ের সমস্ত কার্য্যানু-
৩৫ সারে কার্য্য করিতেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল
উচ্ছিন্ন হইল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে
বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। তিনি সদা-
প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার নির্ম্মাণ করিলেন।
৩৬ যোথমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূ-
দার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত
৩৭ নাই? ঐ সময়ে সদাপ্রভু অরামের রৎসীন
রাজাকে ও রমলিয়ের পুত্র পেকহকে যিহূদার
৩৮ বিরুদ্ধে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। পরে
যোথম আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলে আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের নগরে আপন
পিতৃপুরুষদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং
তাঁহার পুত্র আহস তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
১৬ রমলিয়ের পুত্র পেকহের অধিকারের সপ্ত-
দশ বৎসরে যিহূদার রাজা যোথমের পুত্র
২ আহস রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। আহস
বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর কাল রাজত্ব
করিলেন; তিনি আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের
ন্যায় আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
৩ ন্যায্য তাহা করিতেন না। কিন্তু ইস্রায়েলের
রাজাদের পথে চলিতেন, এবং সদাপ্রভু ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিগণকে
অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের বীভৎস
ব্যবহারানুসারে আপন পুত্রকেও অগ্নির মধ্য
৪ দিয়া গমন করাইলেন। আর তিনি নানা উচ্চ-
স্থলীতে, পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ

Digitized by Google

বৃক্ষের তলে বলিদান করিতেন ও ধূপ
জ্বালাইতেন।
৫ তৎকালে অরাম-রাজ রৎসীন এবং রমলিয়ের
পুত্র ইস্রায়েল-রাজ পেকহ যুদ্ধার্থে যিরূশালেমে
যাত্রা করিয়া আহসকে অবরোধ করিলেন, কিন্তু
৬ যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেই সময়ে
অরাম-রাজ রৎসীন এলৎ নগর পুনর্ব্বার অরামের
বশীভূত করিয়া যিহূদীদিগকে এলৎ হইতে দূর
করিয়া দিলেন; তদবধি অরামীয়েরা এলতে
আসিয়া অদ্যাপি সেখানে বাস করিতেছে।
৭ তখন আহস অশূর-রাজ তিগ্লৎ-পিলেষরের
নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া এই কথা বলিলেন,
আমি আপনকার দাস ও আপনকার পুত্র,
আপনি আসিয়া আমার বিরুদ্ধে উত্থিত অরা-
মের রাজার হস্ত হইতে ও ইস্রায়েলের রাজার
৮ হস্ত হইতে আমাকে নিস্তার করুন। আর আহস
সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত
সমস্ত রৌপ্য ও স্বর্ণ লইয়া অশূর-রাজের নিকটে
৯ উপঢৌকন পাঠাইলেন। তাহাতে অশূর-রাজ
তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন, এবং অশূর-রাজ
দম্মেশকের বিরুদ্ধে যাইয়া তাহা হস্তগত করি-
লেন, আর তথাকার লোকদিগকে বন্দি করিয়া
কীরে লইয়া গেলেন, এবং রৎসীনকে বধ
করিলেন।
১০ পরে আহস রাজা অশূর-রাজ তিগ্লৎ-পিলে-
ষরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দম্মেশকে গেলেন।
এবং দম্মেশকস্থ যজ্ঞবেদি দেখিয়া আহস রাজা
সেই বেদির আকৃতি ও তাহাতে যে যে শিল্পকর্ম্ম
ছিল, তাহার আদর্শ লিখিয়া ঊরিয় যাজকের
১১ নিকটে পাঠাইলেন। তাহাতে ঊরিয় যাজক এক
যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইলেন; আহস রাজা
দম্মেশক হইতে যাহা যাহা পাঠাইয়াছিলেন,
ঊরিয় যাজক দম্মেশক হইতে আহস রাজার
আগমনের পূর্ব্বেই তদনুসারে সকলই করিলেন।
১২ পরে রাজা দম্মেশক হইতে আসিলেন ও রাজা
সেই বেদি দেখিলেন। আর রাজা সেই বেদির
নিকটে যাইয়া তাহার উপরে বলিদান করিতে
১৩ লাগিলেন; তিনি সেই বেদির উপরে আপন
হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য দগ্ধ করিলেন, আর
পেয় নৈবেদ্য ঢালিলেন, এবং আপন মঙ্গলার্থক
১৪ বলি সকলের রক্ত প্রোক্ষণ করিলেন। আর
সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ যে পিত্তলময় যজ্ঞবেদি, তাহা
গৃহের সম্মুখ হইতে অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহের
ও [নূতন] বেদির মধ্যস্থান হইতে সরাইয়া
১৫ ঐ বেদির উত্তর দিকে স্থাপন করিলেন। পরে
আহস রাজা ঊরিয় যাজককে এই আজ্ঞা দিলেন,
বড় বেদির উপরে প্রাতঃকালীয় হোমবলি ও
সন্ধ্যাকালীয় নৈবেদ্য, এবং রাজার হোমবলি ও
তাঁহার নৈবেদ্য, এবং দেশের সমস্ত লোকের
হোমবলি এবং তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য
দগ্ধ করিও, আর তাহার উপরে হোমবলির সকল
রক্ত ও অন্যান্য বলির সকল রক্ত প্রোক্ষণ
করিও; কিন্তু অন্বেষণার্থে পিত্তলময় বেদি আমার
১৬ জন্য থাকিবে। তাহাতে ঊরিয় যাজক আহস
রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিলেন।
১৭ পরে আহস রাজা পীঠ সকলের মধ্যদেশ
কাটিয়া তাহার উপর হইতে প্রক্ষালন-পাত্র সকল
স্থানান্তর করিলেন, আর সমুদ্র-পাত্রের নীচে যে
পিত্তলময় বলদগুলি ছিল, তাহার উপর হইতে
তাহা নামাইয়া শিলাস্তরণের উপরে বসাইলেন।
১৮ আর তাহারা বিশ্রামদিনের জন্য মন্দির মধ্যে
যে চন্দ্রাতপ এবং রাজার প্রবেশার্থে যে বহির্দ্বার
করিয়াছিল, তাহা তিনি অশূর-রাজের ভয়ে
সদাপ্রভুর গৃহের অন্য স্থানে রাখিলেন।
১৯ আহসের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাঁহার ক্রিয়া
যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত
২০ নাই? পরে আহস আপন পিতৃপুরুষদের সহিত
নিদ্রাগত হইলে আপন পিতৃপুরুষদের সহিত
দায়ূদ-নগরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন; এবং তাঁহার
পুত্র হিষ্কিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

ইস্রায়েল-রাজ্যের বিনাশ।

১৭ যিহূদার আহস রাজার অধিকারের দ্বাদশ
বৎসরে এলার পুত্র হোশেয় শমরিয়াতে
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া
২ নয় বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি সদাপ্রভুর
দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহা করিতেন বটে, কিন্তু
পূর্ব্বে ইস্রায়েলের যে রাজগণ ছিলেন, তাঁহাদের
৩ ন্যায় নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে অশূর-রাজ শল্‌মনে-
ষর যুদ্ধযাত্রা করিলেন; তাহাতে হোশেয় তাঁহার
দাস হইলেন ও তাঁহাকে উপঢৌকন দিতে লাগি-
৪ লেন। পরে অশূর-রাজ হোশেয়ের চক্রান্ত
জানিতে পারিলেন, কেননা তিনি মিসরের সো
রাজার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং
বৎসর বৎসর যেমন করিতেন, অশূর-রাজের
কাছে তদ্রূপ উপঢৌকন আর পাঠাইলেন না;
এই জন্য অশূর-রাজ তাঁহাকে রুদ্ধ ও কারাগারে
বদ্ধ করিলেন।
৫ পরে অশূর-রাজ সমস্ত দেশ আক্রমণ করি-
লেন, ও শমরিয়াতে উঠিয়া গিয়া তিন বৎসর
৬ পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ করিয়া রহিলেন। হোশে-
য়ের অধিকারের নবম বৎসরে অশূর-রাজ শম-
রিয়া হস্তগত করিয়া ইস্রায়েলকে অশূরে লইয়া
গেলেন, এবং হলহে ও হাবোরে, গোষণের
নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে বসাইয়া
৭ দিলেন। ইহার কারণ এই; ইস্রায়েল-সন্তান

Digitized by Google

গণের ঈশ্বর যে সদাপ্রভু তাহাদিগকে মিসরদেশ
হইতে, মিসরের ফরৌণ রাজার হস্তের অধীনতা
হইতে, বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার
বিরুদ্ধে তাহারা পাপ করিয়াছিল ও ইতর
৮ দেবগণকে ভয় করিত; আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-
সন্তানদের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে অধি-
কারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদেরই
বিধি এবং ইস্রায়েলের রাজগণের আচরিত বিধি
৯ অনুসারে চলিত। ইস্রায়েল-সন্তানগণ গোপনে
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অনুচিত
কার্য্য করিত; তাহারা প্রহরীদের উচ্চ গৃহ
অবধি প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত আপনাদের
সকল নগরে আপনাদের জন্য উচ্চস্থলী প্রস্তুত
১০ করিল। আর তাহারা প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতের
উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে স্তম্ভ ও
১১ আশেরা-মূর্ত্তি স্থাপন করিল। আর সদাপ্রভু
তাহাদের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে নির্ব্বা-
সন করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের ন্যায়
তথাকার সকল উচ্চস্থলীতে ধূপ জ্বালাইত, এবং
সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিবার জন্য দুষ্ক্রিয়া
১২ করিত। আর তাহারা পুত্তলিকাদের সেবা করিত,
যাহার বিষয়ে সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন, তোমরা
১৩ এমন কর্ম্ম করিও না। তথাপি সদাপ্রভু আপনার
সমস্ত ভাববাদীর ও দর্শকের দ্বারা ইস্রায়েলের
ও যিহূদার কাছে সাক্ষ্য দিতেন, বলিতেন,
তোমরা আপনাদের কুপথ হইতে ফির, এবং
আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে সমস্ত
ব্যবস্থা দিয়াছি, ও আমার দাস ভাববাদিগণের
হস্ত দ্বারা তোমাদের নিকটে যাহা পাঠাইয়াছি,
তদনুসারে আমার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন
১৪ কর। কিন্তু তাহারা কথা শুনিল না, তাহাদের
যে পিতৃপুরুষেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে
বিশ্বাস করিত না, তাহাদের গ্রীবার ন্যায় আপন
১৫ আপন গ্রীবা শক্ত করিত। আর তাঁহার বিধি
সকল ও তাহাদের পিতৃপুরুষদের সহিত কৃত
তাঁহার নিয়ম, ও তাহাদের কাছে প্রদত্ত তাঁহার
সাক্ষ্য সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিল; আর অসার
বস্তুর অনুগামী হইয়া আপনারাও অসার হইয়া-
ছিল; এবং সদাপ্রভু যাহাদের মত কর্ম্ম করিতে
নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই চতুর্দ্দিকস্থ জাতি-
১৬ গণের অনুগামী হইয়াছিল। তাহারা আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া
আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, দুই গো-
বৎস, নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আশেরা-মূর্ত্তিও
নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং আকাশের সমস্ত বাহি-
নীর কাছে প্রণিপাত ও বালের সেবা করিত।
১৭ আর তাহারা আপন আপন পুত্রকন্যাদিগকে
অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইত, এবং মন্ত্রও
মায়া ক্রিয়ার ব্যবহার করিত, আর সদাপ্রভুকে
অসন্তুষ্ট করণার্থে তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ,
তাহাই করিবার জন্য আপনাদিগকে বিক্রয়
১৮ করিয়াছিল। এই জন্য সদাপ্রভু ইস্রায়েলের
উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আপ-
নার সাক্ষাৎ হইতে দূর করিলেন; কেবল
যিহূদা-বংশ ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল
১৯ না। আর যিহূদাও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
আজ্ঞা পালন না করিয়া ইস্রায়েলের আচরিত
২০ বিধি অনুসারে চলিতে লাগিল। অতএব সদা-
প্রভু ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে অগ্রাহ্য করিয়া
দুঃখ দিলেন, এবং তাহাদিগকে লুটকারীদের
হস্তে সমর্পণ করিলেন, শেষে একেবারে আপনার
২১ সাক্ষাৎ হইতে দূরে ফেলিয়া দিলেন। কেননা
তিনি দায়ূদের কুল হইতে ইস্রায়েলকে চিরিয়া
লইলে পর তাহারা নবাটের পুত্র যারবিয়ামকে
রাজা করিয়াছিল; আর যারবিয়াম সদাপ্রভুর
অনুগমন হইতে ইস্রায়েলকে পরাঙ্মুখ করিয়া
২২ তাহাদিগকে মহাপাপ করাইয়াছিলেন। যার-
বিয়াম যে সকল পাপ করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-
সন্তানগণ তাঁহার সেই সমস্ত পাপে চলিত, তাহা
২৩ ত্যাগ করিল না। শেষে সদাপ্রভু আপন দাস
ভাববাদিগণের দ্বারা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদ-
নুসারে ইস্রায়েলকে আপনার সাক্ষাৎ হইতে দূর
করিলেন। আর ইস্রায়েল আপন দেশ হইতে
অশূরে নীত হইল; অদ্যাপি তাহারা সেই স্থানে
আছে।
২৪ পরে অশূরের রাজা বাবিল, কূথা, অব্বা,
হমাৎ ও সফর্ব্বয়িম হইতে লোক আনাইয়া ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের পরিবর্তে তাহাদিগকে শমরি-
য়ার নগরসমূহে বসাইয়া দিলেন; তাহাতে
তাহারা শমরিয়া অধিকার করিয়া তথাকার
২৫ নগরসমূহে বসতি করিল। সেখানে তাহাদের
বাসের আরম্ভ কালে তাহারা সদাপ্রভুকে ভয়
করিত না, এই জন্য সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যে
সিংহদিগকে পাঠাইলেন, এবং সিংহেরা কাহাকে
২৬ কাহাকে বধ করিল। অতএব লোকেরা অশূরের
রাজাকে কহিল, আপনি যে জাতিদিগকে আন-
য়ন করিয়া শমরিয়ার সকল নগরে বসাইয়া
দিয়াছেন, তাহারা এতদ্দেশীয় ঈশ্বরের বিধান
জানে না; এই জন্য তিনি তাহাদের মধ্যে
সিংহদিগকে পাঠাইয়াছেন, এবং দেখুন, সিংহেরা
তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে, কেননা তাহারা
২৭ এতদ্দেশীয় ঈশ্বরের বিধান জানে না। পরে
অশূর-রাজ এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা তথা
হইতে যে যাজকদিগকে আনিয়াছ, তাহাদের এক
জনকে [সপরিবারে] সেই দেশে পাঠাইয়া দেও;
তাহারা সেখানে গিয়া বাস করুক, এবং সে

Digitized by Google

লোকদিগকে তদ্দেশীয় ঈশ্বরের বিধান শিক্ষা
২৮ দিউক। পরে তাহারা শমরিয়া হইতে যে যাজক-
দিগকে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের এক জন
আসিয়া বৈথেলে বাস করিল, এবং কিরূপে
সদাপ্রভুকে ভয় করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে
২৯ শিখাইতে লাগিল। তথাপি তাহাদের প্রত্যেক
জাতি আপন আপন দেবতা নির্ম্মাণ করিল, এবং
শমরীয়েরা উচ্চস্থলীর যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ
করিয়াছিল, তন্মধ্যে এক এক জাতি আপন আপন
নিবাসনগরে আপন আপন দেবতাকে স্থাপন
৩০ করিল। এইরূপে বাবিলের লোকেরা সুক্কোৎ-
বনোৎ নির্ম্মাণ করিল, ও কূথের লোকেরা নের্গল
নির্ম্মাণ করিল, এবং হমাতের লোকেরা অশীমা
৩১ নির্ম্মাণ করিল, আর অব্বীয়েরা নিভস ও তর্ত্তক
নির্ম্মাণ করিল, ও সফর্বীয়েরা সফর্বয়িমের অদ্র-
ম্মেলক ও অনম্মেলক নামক দেবদ্বয়ের উদ্দেশে
আপন আপন বালকগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিত।
৩২ তাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, এবং আপনা-
দের জন্য আপনাদের মধ্য হইতে উচ্চস্থলী
সকলের যাজকদিগকে নিযুক্ত করিত; তাহারাই
তাহাদের জন্য উচ্চস্থলীর গৃহে বলিদান করিত।
৩৩ তাহারা সদাপ্রভুকেও ভয় করিত, এবং যে সকল
জাতি হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহাদের বিধা-
নানুসারে আপন আপন দেবতারও সেবা করিত।
৩৪ তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বকার বিধানানুযায়ী কর্ম্ম
করিতেছে; তাহারা না সদাপ্রভুকে ভয় করে, না
নিজ নিজ বিধি ও শাসনানুযায়ী আচরণ করে,
অথবা সদাপ্রভু যাঁহার নাম ইস্রায়েল রাখিয়া-
ছিলেন, সেই যাকোবের সন্তানগণকে দত্ত তাঁহার
৩৫ ব্যবস্থা ও আজ্ঞানুসারেও চলে না। সদাপ্রভু
তাহাদের সহিত নিয়ম করিয়া এই আজ্ঞা দিয়া-
ছিলেন, তোমরা ইতর দেবগণকে ভয় করিও না,
তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, তাহাদের
সেবা করিও না, ও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান
৩৬ করিও না। কিন্তু যিনি মহাপরাক্রম ও বিস্তারিত
বাহু দ্বারা মিসরদেশ হইতে তোমাদিগকে উঠা-
ইয়া আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুকে ভয় করিও,
তাঁহারই কাছে প্রণিপাত করিও, ও তাঁহারই
৩৭ উদ্দেশে বলিদান করিও। আর তিনি তোমাদের
জন্য যে সকল বিধি ও শাসন এবং যে ব্যবস্থা ও
আজ্ঞা লিখিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বদা তদনুসারে
চলিবার জন্য সে সমস্ত পালন করিও, ইতর দেব-
৩৮ গণকে ভয় করিও না। আর আমি তোমাদের
সহিত যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইও
৩৯ না, বা ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। কিন্তু
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিও;
তাহাতে তিনিই তোমাদের যাবতীয় শত্রুর হস্ত
৪০ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। তথাপি
তাহারা কথা শুনিল না; আপনাদের পূর্ব্বকার
৪১ বিধানানুসারে চলিল। এইরূপে সেই জাতিগণ
সদাপ্রভুকেও ভয় করিতেছে, এবং আপনাদের
খোদিত প্রতিমার সেবাও করিয়া আসিতেছে;
তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যেরূপ করিত, তাহাদের
পুত্রপৌত্রেরাও অদ্য পর্য্যন্ত সেইরূপ করিতেছে।

যিহূদার হিষ্কিয় রাজার বিবরণ।
অশূরীয়দের হস্ত হইতে রক্ষা।

১৮ এলার পুত্র ইস্রায়েল-রাজ হোশেয়ের
অধিকারের তৃতীয় বৎসরে যিহূদার রাজা
আহসের পুত্র হিষ্কিয় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করি-
২ লেন। তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া ঊনত্রিশ বৎসর কাল যিরূশালেমে
রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম অবী,
৩ তিনি সখরিয়ের কন্যা। হিষ্কিয় আপন পিতৃ-
পুরুষ দায়ূদের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর
৪ দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিতেন। তিনি
উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন করিলেন, ও স্তম্ভ সকল
ভগ্ন করিলেন; এবং আশেরা-মূর্ত্তি ছেদন করি-
লেন; আর মোশি যে পিত্তলময় সর্প নির্ম্মাণ
করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কেননা
সেই সময় পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহার
উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত; এবং তিনি তাহার নাম
৫ নহুষ্টন [পিত্তলখণ্ড] রাখিলেন। তিনি ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিতেন;
আর তাঁহার পরে যিহূদার রাজগণের মধ্যে কেহ
তাঁহার তুল্য হইল না, তাঁহার পূর্ব্বেও ছিল না।
৬ ফলতঃ তিনি সদাপ্রভুতে আসক্ত ছিলেন, তাঁহার
পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিলেন না, বরং সদাপ্রভু
মোশিকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সে
৭ সমস্ত পালন করিতেন। আর সদাপ্রভু তাঁহার
সহবর্ত্তী ছিলেন; তিনি যে কোন স্থানে যাই-
তেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেন; তিনি অশূর-রাজের
অধীনতা অস্বীকার করিলেন, তাঁহার দাসত্বে
৮ আর থাকিলেন না। তিনি ঘসা ও তাহার সীমা
পর্য্যন্ত, প্রহরীদের উচ্চ গৃহ অবধি প্রাচীর-
বেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত, পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত
করিলেন।
৯ হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে,
এবং ইস্রায়েল-রাজ এলার পুত্র হোশেয়ের
অধিকারের সপ্তম বৎসরে অশূর-রাজ শল্‌মনেষর
শমরিয়ার বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা অবরোধ করি-
১০ লেন, এবং তিন বৎসরের পরে তাহা হস্তগত
করিলেন; হিষ্কিয় রাজার ষষ্ঠ বৎসরে, ও ইস্রা-
য়েলের হোশেয় রাজার নবম বৎসরে শমরিয়া
১১ পরহস্তগত হইল। পরে অশূর-রাজ ইস্রায়েলকে
অশূর দেশে লইয়া গিয়া হলহে, হাবোরে,

Digitized by Google

গোষণের নদীতীরে এবং মাদীয়দের নানা নগরে
১২ স্থাপন করিলেন। কারণ তাহারা আপনাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য মানিত না, এবং তাঁহার
নিয়ম অর্থাৎ সদাপ্রভুর দাস মোশির সমস্ত
আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত, তাহা শুনিতে কিম্বা পালন
করিতে ইচ্ছা করিত না।
১৩ পরে হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ বৎ-
সরে অশূর-রাজ সন্‌হেরীব যিহূদার প্রাচীর-
বেষ্টিত সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে আসিয়া সে সকল
১৪ হস্তগত করিতে লাগিলেন। তাহাতে যিহূদার
হিষ্কিয় রাজা লাখীশে অশূর-রাজের নিকটে
এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আমি দোষ করি-
য়াছি, আমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাউন;
আপনি আমাকে যে ভার দিবেন, তাহা আমি
বহন করিব। তাহাতে অশূরের রাজা যিহূদার
হিষ্কিয় রাজার তিন শত মণ রৌপ্য ও ত্রিশ মণ
১৫ স্বর্ণ দণ্ড নিরূপণ করিলেন। অতএব হিষ্কিয়
সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত
১৬ সমস্ত রৌপ্য তাঁহাকে দিলেন। আর যিহূদার
রাজা হিষ্কিয় সদাপ্রভুর মন্দিরের যে যে কবাট
ও যে যে বাজু মণ্ডিত করিয়াছিলেন, হিষ্কিয়
তৎকালে তাহা স্বর্ণখণ্ড কাটিয়া অশূরের রাজাকে
দিলেন।
১৭ পরে অশূর-রাজ লাখীশ হইতে তর্ত্তনকে,
রব্‌সারীসকে ও রব্‌শাকিকে বৃহৎ সৈন্যদলের
সহিত যিরূশালেমে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ
করিলেন; এবং তাঁহারা যাত্রা করিয়া যিরূ-
শালেমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উঠিয়া
আসিয়া উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে
১৮ রজক-ভূমির পথে অবস্থিতি করিলেন। পরে
তাঁহারা রাজাকে আহ্বান করিলে হিল্‌কিয়ের
পুত্র ইলিয়াকীম নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও
শিব্‌ন লেখক এবং আসফের পুত্র যোয়াহ নামক
ইতিহাসরচক বাহির হইয়া তাঁহাদের কাছে
১৯ গেলেন। তাহাতে রব্‌শাকি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, রাজাধি-
রাজ অশূর-রাজ কহেন, তুমি যে সাহস করি-
২০ তেছ, সে কেমন সাহস; তুমি কহিতেছ, সংগ্রাম
করিবার বুদ্ধি ও পরাক্রম [আমার] আছে, কিন্তু
তাহা ওষ্ঠের ধ্বনিমাত্র; অতএব তুমি কাহার
উপরে বিশ্বাস করিয়া আমার বিদ্রোহী হইলে?
২১ দেখ, তুমি ঐ থেঁতলা নলরূপ যষ্টিতে, অর্থাৎ
মিসরে বিশ্বাস করিতেছ; কিন্তু যে কেহ তাহার
উপরে নির্ভর দেয়, সে তাহার হস্তে ফুটিয়া তাহা
বিদ্ধ করে; যত লোক তাহাতে বিশ্বাস করে,
সেই সকলের পক্ষে মিসরের ফরৌণ রাজা
২২ তদ্রূপ। কিন্তু যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি, তবে
[আমি বলি], তিনি কি সেই নহেন, যাঁহার
উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল হিষ্কিয় দূর করিয়া
যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে বলি-
য়াছে, তোমরা যিরূশালেমে এই যজ্ঞবেদির
২৩ কাছে প্রণিপাত করিও? তুমি এক বার আমার
প্রভু অশূর-রাজের সহিত পণ কর দেখি; আমি
তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিই, তুমি কি তদা-
২৪ রোহী লোক দিতে পার? তবে কেমন করিয়া
আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসগণের মধ্যে এক জন
সেনাপতির মুখ ফিরাইবে? [কেমন করিয়া]
তুমি রথ ও অশ্বের জন্য মিসরে বিশ্বাস করি-
২৫ তেছ? বল দেখি, আমি কি সদাপ্রভুর সম্মতি
ব্যতিরেকে এ স্থান ধ্বংস করিতে আসিয়াছি?
সদাপ্রভুই আমাকে বলিয়াছেন, তুমি ঐ দেশে
গিয়া তাহা ধ্বংস কর।
২৬ তখন হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম, শিব্‌ন ও
যোয়াহ রব্‌শাকিকে কহিলেন, বিনয় করি,
আপনকার দাসদিগকে অরামীয় ভাষায় বলুন,
কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি; প্রাচীরের
উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সহিত
২৭ যিহূদী ভাষায় কথা বলিবেন না। কিন্তু রব্‌শাকি
তাহাদিগকে বলিলেন, আমার প্রভু কি তোমার
প্রভুরই কাছে এবং তোমারই কাছে এই কথা
কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লোকেরা
তোমাদের সহিত আপন আপন বিষ্ঠা খাইতে ও
আপন আপন মূত্র পান করিতে প্রাচীরের উপরে
বসিয়া আছে, উহাদেরই কাছে কি তিনি পাঠান
২৮ নাই? পরে রব্‌শাকি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে যিহূদী ভাষায় বলিতে লাগিলেন, তোমরা
২৯ রাজাধিরাজ অশূর-রাজের কথা শুন। রাজা
কহিতেছেন, হিষ্কিয় তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মা-
উক; কেননা তাঁহার হস্ত হইতে তোমাদিগকে
৩০ রক্ষা করিতে উহার সাধ্য নাই। আর হিষ্কিয়
এই কথা বলিয়া সদাপ্রভুতে তোমাদের বিশ্বাস
না জন্মাউক যে, সদাপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই
উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনও অশূর-রাজের
৩১ হস্তগত হইবে না। তোমরা হিষ্কিয়ের কথা
শুনিও না; কেননা অশূর-রাজ এই কথা কহেন,
তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি কর, ও বাহির হইয়া
আমার কাছে আইস; এবং তোমরা প্রত্যেক
জন আপন আপন দ্রাক্ষাফল ও ডুমুরফল ভোজন
কর, ও আপন আপন কূপের জল পান কর;
৩২ পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের ন্যায়
শস্য ও দ্রাক্ষারস বিশিষ্ট, রুটী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র
বিশিষ্ট এবং তৈলোৎপাদক জিতবৃক্ষ ও মধু
বিশিষ্ট কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব;
তাহাতে তোমরা বাঁচিবে, মরিবে না। কিন্তু
হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেননা সে তোমা-

Digitized by Google

দিগকে ভোক দিয়া বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে
৩৩ উদ্ধার করিবেন। জাতিগণের কোন দেবতা কি
কখন অশূর-রাজের হস্ত হইতে আপন আপন
৩৪ দেশ রক্ষা করিয়াছে? হমাতের ও অর্পদের দেব-
গণ কোথায়? সফর্বয়িমের, হেনার ও ইব্বার
দেবগণ কোথায়? উহারা কি আমার হস্ত হইতে
৩৫ শমরিয়াকে রক্ষা করিয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের
সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতারা আমার হস্ত
হইতে আপনাদের দেশ উদ্ধার করিয়াছে? তবে
সদাপ্রভু আমার হস্ত হইতে যিরূশালেমকে
৩৬ উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সম্ভব? কিন্তু লোকেরা
নীরব হইয়া থাকিল, এক কথারও উত্তর করিল
না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ছিল যে, তাহাকে
৩৭ উত্তর দিও না। পরে হিল্কিয়ের পুত্র রাজবাটীর
অধ্যক্ষ ইলিয়াকীম, শিব্ন লেখক ও আসফের
পুত্র ইতিহাসরচক যোয়াহ আপন আপন বস্ত্র
চিরিয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্শাকির
কথা জ্ঞাত করিলেন।

১৯ তাহা শুনিবামাত্র হিষ্কিয় রাজা আপনার
বস্ত্র চিরিয়া চট পরিধান করিয়া সদাপ্রভুর
২ গৃহে গমন করিলেন। আর রাজবাটীর অধ্যক্ষ
ইলিয়াকীমকে ও শিব্ন লেখককে এবং যাজকদের
প্রাচীনবর্গকে চট পরিধান করাইয়া আমোসের
পুত্র যিশায়াহ ভাববাদীর নিকটে পাঠাইয়া
৩ দিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, হিষ্কিয় এই
কথা বলেন, অদ্যকার দিবস সঙ্কটের, অনুযোগের
ও অপমানের দিবস, কেননা বালকগণ প্রসবদ্বারে
৪ উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করিবার শক্তি নাই। হয়
ত জীবৎ ঈশ্বরকে টিট্কারি দিবার জন্য আপন
প্রভু অশূর-রাজের প্রেরিত রব্শাকি যে সকল
কথা কহিয়াছে, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা
শুনিবেন, এবং তাহাকে সেই সকল কথার জন্য
অনুযোগ করিবেন, যাহা আপনকার ঈশ্বর সদা-
প্রভু শুনিয়াছেন; যে অবশিষ্টাংশ এখনও
আছে, আপনি তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা উৎসর্গ
৫ করুন। তখন হিষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশা-
৬ য়াহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যিশায়াহ
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কর্ত্তাকে এই
কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যাহা
শুনিয়াছ, ও যাহা বলিয়া অশূর-রাজের ভৃত্যগণ
আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল কথায় ভীত
৭ হইও না। দেখ, আমি তাহার মধ্যে এক আত্মা
দিব, এবং সে কোন সংবাদ শুনিবে, শুনিয়া
আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, পরে আমি তাহা-
রই দেশে তাহাকে খড়্গ দ্বারা নিপাত করিব।
৮ পরে রব্শাকি ফিরিয়া গেলেন, গিয়া দেখিতে
পাইলেন যে, অশূর-রাজ লিব্নার বিপক্ষে যুদ্ধ
করিতেছেন; বস্তুত তিনি লাখীশ হইতে প্রস্থান
৯ করিয়াছেন, ইহা রব্শাকি শুনিয়াছিলেন। পরে
তিনি কূশদেশীয় তির্হক রাজার বিষয়ে এই সংবাদ
শুনিলেন, দেখ, তিনি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর-
ণার্থে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। অতএব তিনি
পুনর্ব্বার হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে পাঠা-
১০ ইলেন, কহিলেন, তোমরা যিহূদার রাজা হিষ্কি-
য়কে এই কথা বল, তোমার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর
এই বলিয়া তোমার ভ্রান্তি না জন্মাউন যে, যিরূ-
শালেম অশূর-রাজের হস্তে সমর্পিত হইবে না।
১১ দেখ, সমুদয় দেশ নিঃশেষে বিনষ্ট করিবার জন্য
অশূরের রাজগণ যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা
তুমি শুনিয়াছ; তবে তুমি কি উদ্ধার পাইবে?
১২ আমার পিতৃপুরুষগণ যে সকল জাতি বিনষ্ট
করিয়াছেন—গোষণ, হারণ, রেৎসফ এবং তলা-
শর নিবাসী এদন-সন্তানগণ—তাহাদের দেবগণ
১৩ কি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে? হমাতের রাজা,
অর্পদের রাজা এবং সফর্বয়িম নগরের, হেনার ও
ইব্বার রাজা কোথায়?
১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্ত হইতে পত্রখানি
লইয়া পাঠ করিলেন; পরে হিষ্কিয় সদাপ্রভুর
গৃহে উঠিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে
১৫ তাহা বিস্তার করিলেন। আর হিষ্কিয় সদাপ্রভুর
সম্মুখে এই প্রার্থনা করিলেন, হে ইস্রায়েলের
ঈশ্বর করূবদ্বয়ে আসীন সদাপ্রভো, তুমি, কেবল
তুমিই পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই
১৬ স্বর্গ ও পৃথিবী রচনা করিয়াছ। হে সদাপ্রভো,
কর্ণ পাতিয়া শুন; হে সদাপ্রভো, চক্ষু উন্মীলন
করিয়া দেখ। জীবৎ ঈশ্বরকে টিট্কারি দিবার
জন্য সন্‌হেরীব যে সকল কথা বলিয়া পাঠা-
১৭ ইয়াছে, তাহা শুন। হে সদাপ্রভো, সত্য বটে,
অশূরের রাজারা জাতিগণকে ও তাহাদের দেশ
১৮ সকল বিনষ্ট করিয়াছে, এবং তাহাদের দেব-
গণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, কারণ তাহারা
ঈশ্বর নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তের কার্য্য, কাষ্ঠ ও
প্রস্তর; এই জন্য উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট
১৯ করিয়াছে। অতএব এখন হে আমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভো, বিনতি করি, সম্প্রতি তুমি তাহার
হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার কর; তাহাতে,
হে সদাপ্রভো, তুমি, কেবল তুমিই ঈশ্বর,
ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত
হইবে।
২০ পরে আমোসের পুত্র যিশায়াহ হিষ্কিয়ের
নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন; ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি
অশূরের রাজা সন্‌হেরীবের বিষয়ে আমার কাছে
প্রার্থনা করিয়াছ, আর তাহা আমি শুনিলাম।
২১ সদাপ্রভু তাহার বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন,—
অনূঢ়া সিয়োন-কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে ও

Digitized by Google

তোমাকে পরিহাস করিতেছে ; যিরূশালেম-কন্যা
২২ তোমার দিকে শিরশ্চালন করিতেছে। তুমি
কাহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ ? কাহার নিন্দা করি-
য়াছ ? কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি
করিয়াছ ? ইস্রায়েলের পবিত্রতমেরই বিরুদ্ধে !
২৩ তুমি আপন দূতগণের দ্বারা প্রভুকে টিট্‌কারি
দিয়াছ, বলিয়াছ, আমি নিজ রথ-বাহুল্য দ্বারা
পর্ব্বতগণের উচ্চ মস্তকে, লিবানোনের নিভৃত
স্থানে আরোহণ করিয়াছি ; আমি তাহার দীর্ঘ-
কায় এরসবৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন
করিব ; তাহার প্রান্তভাগস্থ বাসস্থানে, উর্ব্বর
২৪ ক্ষেত্রের কাননে, গমন করিব। আমি খননপূর্ব্বক
অসাধারণ জল পান করিয়াছি, আমি আপন
পদতল দ্বারা মিসরের সমস্ত খাল শুষ্ক করিব।
২৫ তুমি কি শুন নাই যে, আমি দীর্ঘকালাবধি ইহা
নিরূপণ করিয়াছিলাম, পূর্ব্বকালে ইহা স্থির
করিয়াছিলাম ? আমি এখন ইহা সিদ্ধ করি-
লাম, তোমা দ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া
২৬ ঢিবি করিলাম। এই কারণ তন্নিবাসিগণ ক্ষীণ-
হস্ত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল ; তাহারা ক্ষেত্রের
শাক ও নবীন তৃণ, ছাদের উপরিস্থ ঘাস ও
অপক্কাবস্থায় শোষিত শস্যের ন্যায় হইল।
২৭ তোমার উপবেশন, তোমার বাহিরে গমন,
তোমার ভিতরে আগমন আমি জানি ; আমার
২৮ বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ-প্রকাশও জানি। আমার
বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ প্রযুক্ত, তোমার যে দর্প
আমার কর্ণগোচর হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত, আমি
তোমার নাসিকায় আমার কড়া, তোমার ওষ্ঠা-
ধরে আমার বল্‌গা দিব, এবং তুমি যে পথ দিয়া
আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব।
২৯ আর তোমার জন্য এই অভিজ্ঞান হইবে,
তোমরা এই বৎসর স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ও দ্বিতীয়
বৎসর তাহার মূলোৎপন্ন শস্য ভোজন করিবে।
পরে তোমরা তৃতীয় বৎসরে বীজ বপন করিয়া
শস্য কাটিবে, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার
৩০ ফলভোগ করিবে। যিহূদা-কুলের যে উত্তীর্ণগণ
অবশিষ্ট আছে, তাহারা নীচে মূল বাঁধিবে, ও
৩১ উপরে ফল দিবে। কেননা যিরূশালেম হইতে
অবশিষ্টগণ, সিয়োন পর্ব্বত হইতে উত্তীর্ণগণ,
নির্গত হইবে ; (বাহিনীগণের) সদাপ্রভুর
৩২ উদ্যোগ ইহা সাধন করিবে। অতএব অশূর-
রাজের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এ
নগরে প্রবেশ করিবে না, এখানে বাণ ছাড়িবে
না, ঢাল লইয়া ইহার সম্মুখে আসিবে না,
৩৩ ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে না। সে যে পথ
দিয়া আসিয়াছে, সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া
যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না, ইহাই সদা-
৩৪ প্রভু কহেন। কারণ আমি আপনার নিমিত্তে, ও
আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে, এই নগরের
রক্ষার্থে ইহার ঢালস্বরূপ হইব।
৩৫ পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া
অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র
লোককে নিহনন করিলেন ; লোকেরা প্রত্যূষে
৩৬ উঠিলে, দেখ, সমস্তই মৃত দেহ। অতএব অশূর-
রাজ সন্‌হেরীব প্রস্থান করিলেন, এবং নীনবীতে
৩৭ প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিলেন। পরে তিনি
যখন আপনার নিস্রোক দেবতার গৃহে প্রণিপাত
করিতেছিলেন, তখন অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর
(নামক তাঁহার দুই পুত্র) খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে
হনন করিল ; পরে তাহারা অরারট দেশে পলা-
য়ন করিল। আর এসর-হদ্দোন নামক তাঁহার
পুত্র তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

হিষ্কিয়ের পীড়াদির বিবরণ।

২০ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া
হইয়াছিল। আর আমোসের পুত্র যিশায়াহ
ভাববাদী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদা-
প্রভু কহেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা করিয়া
রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবে
২ না। তাহাতে তিনি ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া
৩ সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে
সদাপ্রভো, বিনয় করি, তুমি এখন স্মরণ কর,
আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও সিদ্ধ চিত্তে
চলিয়াছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল,
তাহাই করিয়াছি। আর হিষ্কিয় অতিশয়
৪ রোদন করিতে লাগিলেন। পরে যিশায়াহ
বাহির হইয়া মধ্যপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত যান নাই, এমন
সময়ে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপ-
৫ স্থিত হইল, তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার প্রজাদের
অধিনায়ক হিষ্কিয়কে বল, তোমার পিতৃপুরুষ
দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি
তোমার প্রার্থনা শুনিলাম ও তোমার নেত্রজল
দেখিলাম ; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব ;
তৃতীয় দিবসে তুমি সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া
৬ যাইবে। আর আমি তোমার আয়ু পঞ্চদশ বৎ-
সর বৃদ্ধি করিব ; এবং অশূরের রাজার হস্ত
হইতে তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করিব ;
আর আপনার নিমিত্তে ও আপন দাস দায়ূদের
৭ নিমিত্তে এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব। পরে
যিশায়াহ কহিলেন, ডুমুরফলের একটা চাপ
আন ; পরে লোকেরা তাহা লইয়া স্ফোটকের
উপরে দিলে তিনি বাঁচিলেন।
৮ আর হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিলেন, সদাপ্রভু
যে আমাকে সুস্থ করিবেন, এবং আমি যে তৃতীয়
দিবসে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া যাইব, ইহার
৯ অভিজ্ঞান কি ? যিশায়াহ কহিলেন, সদাপ্রভু যে

Digitized by Google

আপনার কথিত বাক্য সকল করিবেন, তাহার
এই অভিজ্ঞান সদাপ্রভু হইতে আপনাকে দেওয়া
যাইবে; ছায়াটা কি দশ অংশ অগ্রসর হইবে,
১০ না দশ অংশ পীছে ফিরিয়া যাইবে? হিষ্কিয়
কহিলেন, ছায়াটা যে দশ অংশ অগ্রসর হয়, এ
ক্ষুদ্র বিষয়; ছায়াটা বরং দশ অংশ পিছাইয়া
১১ পড়ুক। তখন যিশায়াহ ভাববাদী সদাপ্রভুকে
ডাকিলেন, তাহাতে আহসের সূর্য্যঘটিকায়
ছায়াটা যত অংশ গিয়াছিল, তিনি তাহার দশ
অংশ পীছে ফিরাইলেন।
১২ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র বাবিল-রাজ বরোদক-
বলদন হিষ্কিয়ের নিকটে পত্র ও উপঢৌকনদ্রব্য
পাঠাইলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে,
১৩ হিষ্কিয় পীড়িত হইয়াছেন। তাহাতে হিষ্কিয়
তাহাদের কথা শুনিলেন, এবং আপনার সমস্ত
কোষ, রৌপ্য, স্বর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল
এবং অস্ত্রাগারের ও ভাণ্ডারের সমস্ত বস্তু তাহা-
দিগকে দেখাইলেন; হিষ্কিয় তাহাদিগকে না
দেখাইলেন, এমন কোন সামগ্রী তাঁহার বাটীতে
১৪ বা তাঁহার সমস্ত রাজ্যে ছিল না। পরে যিশা-
য়াহ ভাববাদী হিষ্কিয় রাজার নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকেরা কি
কহিল? আর উহারা কোথা হইতে আপনকার
নিকটে আসিল? হিষ্কিয় কহিলেন, উহারা দূর-
১৫ দেশ বাবিল হইতে আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন, উহারা আপনকার বাটীতে কি কি
দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিলেন, আমার বাটীতে
যাহা যাহা আছে, সকলই দেখিয়াছে; তাহা-
দিগকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগারের মধ্যে
১৬ এমন কোন দ্রব্য নাই। পরে যিশায়াহ হিষ্কি-
১৭ য়কে কহিলেন, সদাপ্রভুর বাক্য শুনুন। দেখ,
তোমার বাটীতে যে কিছু আছে, এবং তোমার
পিতৃপুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা সঞ্চিত
হইয়াছে, সকলই বাবিলে নীত হইবার সময়
উপস্থিত হইতেছে; কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে
১৮ না, সদাপ্রভু এই কথা কহেন। আর তোমার
ঔরসজাত সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন নীত
হইবে; এবং তাহারা বাবিলের রাজপ্রাসাদে
১৯ নপুংসক হইবে। তখন হিষ্কিয় যিশায়াহকে
কহিলেন, আপনি সদাপ্রভুর যে বাক্য কহিলেন,
তাহা উত্তম। আরও কহিলেন, যদি আমার
অধিকার সময়ে শান্তি ও সত্য হয়, তবে তাহা কি
[উত্তম] নয়?
২০ হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত পরাক্রম,
এবং কিরূপে পুষ্করিণী ও প্রণালী করিয়া তিনি
নগরে জল আনিয়াছিলেন, এই সকল কি যিহু-
দার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?
২১ পরে হিষ্কিয় আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র মনঃশি তাঁহার পদে
রাজা হইলেন।

মনঃশি ও আমোন রাজদ্বয়ের বিবরণ।

২১ মনঃশি বার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করেন, এবং পঞ্চান্ন বৎসর কাল যিরূ-
শালেমে রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম
২ হিফ্সীবা। তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ
তাহাই করিতেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের
সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে অধিকারচ্যুত
করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের ন্যায় বীভৎস
৩ কাণ্ড করিতেন। ফলতঃ তাঁহার পিতা হিষ্কিয় যে
সকল উচ্চস্থলী বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি
তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং ইস্রা-
য়েলের আহাব রাজা যেমন করিয়াছিলেন,
তেমনি তিনি বালের কারণ যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করি-
লেন, এবং আশেরা-মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, আর
গগনের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ও তাহা-
৪ দের সেবা করিতেন। আর সদাপ্রভু যে গৃহের
উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, আমি যিরূশালেমে
আপন নাম স্থাপন করিব, সদাপ্রভুর সেই গৃহে
তিনি কতকগুলি যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইলেন।
৫ আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে গগনের
সমস্ত বাহিনীর জন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করা-
৬ ইলেন। আর তিনি আপন পুত্রকে অগ্নির মধ্য
দিয়া গমন করাইলেন, ও গণকতা ও মোহন ব্যব-
হার করিতেন, এবং ভূতড়িয়াদিগকে ও গুণী-
দিগকে রাখিতেন। তিনি সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট
করণার্থে তাঁহার দৃষ্টিতে বহুল কদাচরণ করি-
৭ তেন। আর তিনি আশেরার এক খোদিত প্রতিমা
নির্ম্মাণ করিয়া সেই গৃহে স্থাপন করিলেন,
যাহার বিষয়ে সদাপ্রভু দায়ূদকে ও তাঁহার পুত্র
শলোমনকে এই কথা বলিয়াছিলেন, আমি এই
গৃহে এবং ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে
আমার মনোনীত এই যিরূশালেমে আপন নাম
৮ চিরকালের নিমিত্তে স্থাপন করিব; আর আমি
তাহাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছি, এবং
আমার দাস মোশি তাহাদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা
দিয়াছে, তদনুসারে যদি তাহারা যত্নপূর্ব্বক চলে,
তবে আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ
দিয়াছি, সেই দেশ হইতে ইস্রায়েলের চরণ
৯ আর চালিত হইতে দিব না। তথাপি তাহারা
শুনিল না, কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সম্মুখ
হইতে যে জাতিদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন,
তাহাদের অপেক্ষা অধিক কদাচরণ করিতে মনঃশি
তাহাদিগকে প্ররোচনা করিতেন।
১০ অতএব সদাপ্রভু আপন দাস ভাববাদিগণের
১১ দ্বারা এই কথা কহিলেন, যিহূদার রাজা মনঃশি

Digitized by Google

এই সকল বীভৎস কাণ্ড করিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে
যে ইমোরীয়েরা ছিল, তাহাদের কৃত সমস্ত কার্য্য
হইতেও সে অধিক দুষ্কার্য্য করিয়াছে, এবং
আপন পুত্তলিগণ দ্বারা যিহূদাকেও পাপ করা-
১২ ইয়াছে। অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, দেখ, আমি যিরূশালেমের ও
যিহূদার উপরে এমন অমঙ্গল আনিব যে, তাহা
যে শুনিবে, তাহারই কর্ণযুগল শিহরিয়া উঠিবে।
১৩ আর আমি যিরূশালেমের উপরে শমরিয়ার সূত্র
ও আহাব-কুলের ওলন বিস্তার করিব; যেমন
কেহ থালা মুছিয়া ফেলে, এবং মুছিলে পর তাহা
উল্টাইয়া উবুড় করে, তদ্রূপ আমি যিরূশালেমকে
১৪ মুছিয়া ফেলিব। আর আমি আপন অধিকারের
অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করিব, ও তাহাদের শত্রুদের
হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; তাহারা
আপনাদের যাবতীয় শত্রুর মৃগয়ার দ্রব্য ও লুট-
১৫ দ্রব্যস্বরূপ হইবে। কেননা তাহারা আমার দৃষ্টিতে
যাহা মন্দ, তাহাই করিয়াছে; এবং আপন
পিতৃপুরুষদের। মিসর হইতে বহিরাগমন দিনা-
বধি অদ্য পর্য্যন্ত আমাকে অসন্তুষ্ট করিতেছে।
১৬ মনঃশি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা
করিয়া যিহূদাকে পাপ করাইয়াছিলেন, এবং
আপনার এই পাপ ভিন্ন তিনি অনেক নির্দ্দোষেরও
রক্তপাতপূর্ব্বক যিরূশালেমকে এক সীমা অবধি
অন্য সীমা পর্য্যন্ত রক্তে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।
১৭ মনঃশির অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, সমস্ত ক্রিয়া ও তাঁহার
কৃত পাপ কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
১৮ লিখিত নাই? পরে মনঃশি আপন পিতৃপুরুষ-
দের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং আপন বাটীর
উদ্যানে অর্থাৎ উষের উদ্যানে কবরপ্রাপ্ত হই-
লেন; আর তাঁহার পুত্র আমোন তাঁহার পদে
রাজা হইলেন।
১৯ আমোন বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করেন; এবং যিরূশালেমে দুই বৎসর
কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম মশু-
২০ ল্লেমৎ, তিনি যুট্‌বান্থ হারুষের কন্যা। তাঁহার
পিতা মনঃশি যেরূপ করিয়াছিলেন, তিনিও
তদ্রূপ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করি-
২১ তেন। তাঁহার পিতা যে পথে চলিয়াছিলেন,
তিনিও সেই সমস্ত পথে চলিতেন; এবং তাঁহার
পিতা যে সকল পুত্তলির সেবা করিয়াছিলেন,
তিনিও সেই সকলের সেবা করিতেন ও তাহাদের
২২ কাছে প্রণিপাত করিতেন। তিনি আপন পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিলেন;
সদাপ্রভুর পথে গমন করিলেন না।
২৩ পরে আমোনের দাসগণ তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত
করিল; আর তাহারা রাজাকে তাঁহার বাটীতে
২৪ বধ করিল। কিন্তু দেশের লোকেরা আমোন
রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সকলকে বধ করিল;
পরে দেশের লোকেরা তাঁহার পুত্র যোশিয়কে
২৫ তাঁহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। আমোনের
ক্রিয়ার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত যিহূদার রাজাদের ইতি-
২৬ হাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? তিনি উষের
উদ্যানস্থিত নিজ কবরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন;
এবং তাঁহার পুত্র যোশিয় তাঁহার পদে রাজা
হইলেন।

যোশিয় রাজার বিবরণ।

ধর্ম্মসংশোধন।

২২ যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া একত্রিশ বৎসর কাল যিরূ-
শালেমে রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম
২ যিদীদা, তিনি বস্কতীয় অদায়ার কন্যা। যোশিয়
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিতেন,
ও আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত পথে চলি-
তেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিতেন না।
৩ পরে যোশিয়ের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে
রাজা মশুল্লমের পৌত্র অৎসলিয়ের পুত্র শাফন
লেখককে এই কথা বলিয়া সদাপ্রভুর গৃহে পাঠা-
৪ ইয়া দিলেন; তুমি হিল্কিয় মহাযাজকের নিকটে
গিয়া, সদাপ্রভুর গৃহে যে রৌপ্য আনীত হই-
য়াছে, দ্বারপালেরা লোকদের কাছে যাহা সংগ্রহ
৫ করিয়াছে, তাহা প্রস্তুত রাখিতে বল। আর
তাহারা সদাপ্রভুর গৃহে নিযুক্ত কার্য্যকারীদের
হস্তে তাহা সমর্পণ করুক, এবং তাহারা গৃহের
ভগ্ন স্থান সারিবার জন্য সদাপ্রভুর গৃহের কার্য্য-
৬ কারীদের হস্তে তাহা দিউক, অর্থাৎ সূত্রধর,
গাঁথক ও রাজদিগকে, এবং গৃহ সারিবার জন্য
কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর ক্রয় করণার্থে তাহা দিউক।
৭ কিন্তু তাহাদের হস্তে যে টাকা সমর্পিত হইল,
তাহার বিষয়ে তাহাদের সহিত হিসাব করা হইল
না, কেননা তাহারা বিশ্বস্তরূপে কর্ম্ম করিল।
৮ তখন হিল্কিয় মহাযাজক শাফন লেখককে
কহিলেন, আমি সদাপ্রভুর গৃহে ব্যবস্থাপুস্তক-
খানি পাইয়াছি। পরে হিল্কিয় শাফনকে সেই
৯ পুস্তক দিলে তিনি তাহা পাঠ করিলেন। আর
শাফন লেখক রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে
এই সমাচার দিলেন, আপনকার দাসগণ মন্দিরে
প্রাপ্ত সমস্ত রৌপ্য একত্র করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে
১০ নিযুক্ত কার্য্যকারীদের হস্তে দিয়াছে। পরে
শাফন লেখক রাজাকে কহিলেন, হিল্কিয় যাজক
আমাকে একখানি পুস্তক দিয়াছেন, আর শাফন
রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।
১১ তখন রাজা সেই ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য সকল
১২ শুনিয়া আপনার বস্ত্র চিরিলেন। আর রাজা
হিল্কিয় যাজককে, শাফনের পুত্র অহীকামকে,

Digitized by Google

যীশায়ের পুত্র অক্‌বোরকে, শাফন লেখককে ও
অসায় নামক রাজভৃত্যকে এই আজ্ঞা করিলেন,
১৩ তোমরা যাও, আমার ও লোকদের এবং সমস্ত
যিহূদার নিমিত্তে এই প্রাপ্ত পুস্তকের বাক্য সক-
লের বিষয়ে সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর; কেননা
আমাদের পালনার্থে লিখিত সকল কথানুযায়ী
কর্ম্ম করিবার জন্য আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই
পুস্তকের কথায় মনোযোগ করেন নাই, এই জন্য
আমাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর অতিশয় ক্রোধ
১৪ প্রজ্বলিত হইয়াছে। তখন হিল্কিয় যাজক, অহী-
কাম, অক্‌বোর, শাফন ও অসায়, ইঁহারা বস্ত্রা-
গারের অধ্যক্ষ হর্হসের পৌত্র তিক্‌বের পুত্র শল্লু-
মের ভার্য্যা হুল্‌দা ভাববাদিনীর নিকটে গেলেন;
তিনি যিরূশালেমের দ্বিতীয় বিভাগে বাস করিতে-
ছিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহার সহিত কথোপ-
১৫ কথন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে
ব্যক্তি তোমাদিগকে আমার কাছে পাঠাইলেন,
১৬ তাঁহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি এই স্থানের ও এতন্নিবাসীদের উপরে
অমঙ্গল, অর্থাৎ যিহূদার রাজা যে পুস্তক পাঠ
করিয়াছে, তাহাতে লিখিত সকল বাক্য বর্ত্তাইব।
১৭ কারণ স্ব স্ব হস্তের সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা আমাকে
অসন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা আমাকে ত্যাগ
করিয়াছে, এবং ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ
জ্বালাইয়াছে, তজ্জন্য এই স্থানের বিরুদ্ধে আমার
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তাহা নির্ব্বাণ হইবে না।
১৮ কিন্তু যিহূদার রাজা যিনি সদাপ্রভুর কাছে
জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন,
তাঁহাকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তুমি যে সকল বাক্য শ্রবণ
১৯ করিয়াছ, এই স্থানের ও এতন্নিবাসীদের বিরুদ্ধে
আমি যে সকল বাক্য কহিয়াছি, অর্থাৎ তাহারা
যে ধ্বংসের ও শাপের আস্পদ হইবে, তাহা
শ্রবণমাত্র তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইয়াছে,
তুমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে অবনত
করিয়াছ, এবং আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার
সম্মুখে রোদন করিয়াছ, এই জন্য সদাপ্রভু
২০ কহেন, আমিও তোমার কথা শুনিলাম। অতএব
দেখ, আমি তোমার পিতৃপুরুষদের সহিত
তোমাকে সংগ্রহ করিব; তুমি শান্তিতে আপন
কবরে সংগৃহীত হইবে, এবং আমি এই স্থানের
উপরে যে সকল অমঙ্গল আনিব, তোমার নেত্র-
যুগল সে সমস্ত দেখিবে না। পরে তাঁহারা আবার
রাজাকে এই কথার সমাচার দিলেন।

২৩ পরে রাজা লোক পাঠাইলে তাহারা যিহূ-
দার ও যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে
২ তাঁহার নিকটে একত্র করিল। পরে রাজা সদা-
প্রভুর গৃহে উঠিয়া গেলেন, এবং যিহূদার সমস্ত
লোক, যিরূশালেম-নিবাসিগণ, যাজকগণ ও
ভাববাদিগণ এবং ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত প্রজা
তাঁহার সহিত গমন করিল; পরে তিনি সদা-
প্রভুর গৃহে প্রাপ্ত নিয়মপুস্তকের সমস্ত কথা
তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন।
৩ পরে রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া সদাপ্রভুর
অনুগামী হইবার, এবং সমস্ত অন্তঃকরণের ও
সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা, সাক্ষ্যকথা
ও বিধি পালন করিবার, ফলতঃ এই পুস্তকে
লিখিত নিয়মবাক্য সফল করিবার জন্য সদা-
প্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিলেন, এবং সমস্ত
৪ লোক সেই নিয়মে সায় দিল। আর রাজা
বালের ও আশেরার নিমিত্তে এবং গগনের সমস্ত
বাহিনীর নিমিত্তে নির্ম্মিত যাবতীয় সামগ্রী
সদাপ্রভুর মন্দির হইতে বাহির করিতে হিল্কিয়
মহাযাজককে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজকগণকে ও
দ্বারপালদিগকে আজ্ঞা করিলেন; পরে তিনি
যিরূশালেমের বাহিরে কিদ্রোণের ক্ষেত্রে সে সকল
দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম বৈথেলে লইয়া
৫ গেলেন। আর যিহূদার রাজগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত
যে পুরোহিতেরা যিহূদা দেশের নগরে নগরে, ও
যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকে স্থিত উচ্চস্থলীতে উচ্চ-
স্থলীতে ধূপ জ্বালাইত, এবং যাহারা বালের,
সূর্য্যের ও চন্দ্রের এবং গ্রহগণের ও গগনের সমস্ত
বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, তাহাদিগকে
৬ তিনি নিবৃত্ত করিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুর
গৃহ হইতে আশেরা-মূর্ত্তি বাহির করিয়া যিরূ-
শালেমের বাহিরে কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে আনিয়া
কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে দগ্ধ করিলেন, এবং তাহা
পিষিয়া গুঁড়া করিয়া তাহার ধূলি সামান্য
৭ লোকদের কবরের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। আর
তিনি সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত পুংগামীদের সেই
কুঠরী সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, যেখানে স্ত্রী-
৮ লোকেরা আশেরার জন্য ঘর বুনিত। আর তিনি
যিহূদার নগর সকল হইতে সমস্ত যাজককে
আনিলেন, এবং গেবা অবধি বের্‌শেবা পর্য্যন্ত
যে সকল উচ্চস্থলীতে যাজকেরা ধূপ জ্বালাইত,
সেই সকল অশুচি করিলেন; আর নগরদ্বারের
নিকটস্থ উচ্চস্থলী, নগরাধ্যক্ষ যিহোশূয়ের দ্বার-
প্রবেশস্থানের নিকটবর্ত্তী, নগরদ্বারে প্রবেশ-
কারীর বাম দিকে স্থিত উচ্চস্থলী সকল ভগ্ন করি-
৯ লেন। কিন্তু উচ্চস্থলীর যাজকগণ সদাপ্রভুর
যিরূশালেমস্থ যজ্ঞবেদিতে বলিদান করিতে যেন
না, তাহারা কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে
১০ থাকিয়া তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিত। আর
কেহ যেন মোলকের উদ্দেশে আপন পুত্রকে কিম্বা
কন্যাকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন না করায়, এই

Digitized by Google

নিরিত্তে তিনি হিন্নোম-সন্তানগণের উপত্যকা-
১১ স্থিত তোফৎ অশুচি করিলেন। আর যিহূদার
রাজারা যে অশ্বদিগকে সূর্য্যের উদ্দেশে দিয়া
সদাপ্রভুর গৃহের প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে, উপ-
পুরীনিবাসী নথন-মেলক নামে নপুংসকের
বাসাতে রাখিতেন, তাহাদিগকে তিনি স্থানান্ত-
রিত করিলেন, এবং সূর্য্যের রথ সকল অগ্নিতে
১২ দগ্ধ করিলেন। আর যিহূদার রাজগণ আহসের
উপরিস্থ কুঠরীর ছাদে যে সকল যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
করিয়াছিলেন, এবং মনঃশি সদাপ্রভুর গৃহের
দুই প্রাঙ্গণে যে যজ্ঞবেদি করিয়াছিলেন, রাজা
সেই সকল বেদি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তথা হইতে
চূর্ণ করিলেন, এবং তাহাদের ধূলি কিদ্রোণ
১৩ স্রোতোমার্গে নিক্ষেপ করিলেন। আর বিনাশ-
পর্ব্বতের দক্ষিণে যিরূশালেমের সম্মুখে ইস্রা-
য়েলের রাজা শলোমন সীদোনীয়দের বীভৎস
পদার্থ অষ্টোরতের জন্য, এবং মোয়াবীয়দের
বীভৎস পদার্থ কমোশের জন্য ও অম্মোন-সন্তান-
দের বীভৎস পদার্থ মিল্কমের জন্য যে সকল
উচ্চস্থলী করিয়াছিলেন, সে সমস্ত রাজা অশুচি
১৪ করিলেন। আর তথাকার স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া
ফেলিলেন, ও আশেরা-মূর্ত্তি সকল ছেদন করিয়া
তাহাদের স্থান মনুষ্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ
করিলেন।

১৫ অধিকন্তু বৈথেলে যে যজ্ঞবেদি ছিল, এবং
নবাটের পুত্র যারবিয়াম, যিনি ইস্রায়েলকে
পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি যে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ
করেন, যোশিয় সেই যজ্ঞবেদি ও সেই উচ্চস্থলী
ভগ্ন করিলেন, আর সেই উচ্চস্থলী অগ্নিতে দগ্ধ
করিয়া পিষিয়া গুঁড়া করিলেন, এবং আশেরা
১৬ দগ্ধ করিলেন। তৎকালে যোশিয় মুখ ফিরাইয়া
তথাকার পর্ব্বতস্থ কবর সকল দেখিলেন, এবং
লোক পাঠাইয়া সেই সকল কবর হইতে অস্থি
আনাইলেন, এবং ঈশ্বরের যে লোক পূর্ব্বে এই
সকল ঘটনা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচা-
রিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই যজ্ঞবেদির
উপরে সেই সকল অস্থি দগ্ধ করিয়া বেদি অশুচি
১৭ করিলেন। পরে তিনি বলিলেন, আমি ঐ কোন্
স্তম্ভ দেখিতেছি? নগরের লোকেরা তাঁহাকে
কহিল, ঈশ্বরের যে লোক যিহূদা হইতে আসিয়া
বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে আপনকার কৃত
এই সকল ক্রিয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন,
১৮ ঐ তাঁহারই কবর। রাজা কহিলেন, তাঁহাকে
থাকিতে দেও; তাঁহার অস্থি কেহ স্থানান্তর না
করুক। অতএব তাহারা তাঁহার এবং শমরিয়া
হইতে আগত ভাববাদী, উভয়ের অস্থি রক্ষা
১৯ করিল। আর ইস্রায়েলের রাজাগণ [সদাপ্রভুকে]
অসন্তুষ্ট করিবার জন্য শমরিয়ার নানা নগরে
যে সকল উচ্চস্থলীর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
সে সকল যোশিয় দূর করিলেন, এবং বৈথেলে
যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই
২০ সকলের প্রতিও করিলেন। আর তথাকার উচ্চ-
স্থলীর সমস্ত যাজককে যজ্ঞবেদিতে বলিদান
করিয়া তাহার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করি-
লেন; পরে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

২১ পরে রাজা সমস্ত লোককে এই আজ্ঞা করি-
লেন, এই নিয়মপুস্তকে যেমন লিখিত আছে,
তদনুসারে তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
২২ উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন কর। বাস্তবিক ইস্রা-
য়েলের বিচারকারী বিচারকর্ত্তাদের সময়াবধি
ইস্রায়েলের রাজগণের ও যিহূদার রাজগণের
সমগ্র সময় পর্য্যন্ত এতাদৃশ নিস্তারপর্ব্ব পালন
২৩ করা হয় নাই; কিন্তু যোশিয় রাজার অধিকারের
অষ্টাদশ বৎসরে যিরূশালেমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
এই নিস্তারপর্ব্ব পালন করা হইল।

২৪ আর যোশিয় যেন সদাপ্রভুর গৃহে হিল্কিয়
যাজকের প্রাপ্ত পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত
বাক্য সফল করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি যিহূদা
দেশে ও যিরূশালেমে যে সকল ভূতড়িয়া, গুণী,
ঠাকুর, পুত্তলি ও বীভৎস পদার্থ দেখিতে পাই-
২৫ লেন, সে সকল দূর করিলেন। তাঁহার ন্যায়
সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দ্বারা
মোশির সমস্ত ব্যবস্থানুসারে সদাপ্রভুর প্রতি
ফিরিলেন, এমন কোন রাজা তাঁহার পূর্ব্বে
ছিলেন না, এবং তাঁহার পরেও হন নাই।
২৬ তথাপি মনঃশি যে সকল অসন্তোষজনক ক্রিয়া
দ্বারা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তৎ-
প্রযুক্ত যিহূদার প্রতিকূলে সদাপ্রভু যে প্রচণ্ড
ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন, সেই ক্রোধ
২৭ হইতে ফিরিলেন না। আর সদাপ্রভু কহিলেন,
আমি যেমন ইস্রায়েলকে দূর করিয়াছি, তেমনি
আপনার দৃষ্টি হইতে যিহূদাকেও দূর করিব,
এবং এই যে যিরূশালেম নগর মনোনীত করি-
য়াছি, এবং 'এই স্থানে আমার নাম থাকিবে,'
এ কথা যে গৃহের বিষয়ে বলিয়াছি, তাহাও
২৮ অগ্রাহ্য করিব। যোশিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও
সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
কি লিখিত নাই?

২৯ তাঁহার সময়ে মিসর-রাজ ফরৌণ-নখো অশূর-
রাজের বিরুদ্ধে ফরাৎ নদীর দিকে যাত্রা করিলেন,
আর যোশিয় রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
করিলেন; তাহাতে ফরৌণ-নখো তাঁহার দেখা
পাইবামাত্র মগিদ্দোতে তাঁহাকে বধ করিলেন।
৩০ পরে যোশিয়ের দাসগণ তাঁহার মৃত শরীর রথে
করিয়া মগিদ্দো হইতে যিরূশালেমে আনিয়া
তাঁহার নিজ কবরে কবর দিল; পরে দেশের

Digitized by Google

লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহসকে লইয়া
অভিষেক করিয়া পিতার পদে রাজা করিল।

যিহোয়াহস প্রভৃতি চারি রাজার বিবরণ। যিরূশালেম ও যিহূদা-রাজ্যের বিনাশ।

৩১ যিহোয়াহস তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে তিন মাস
রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম হমূটল,
৩২ তিনি লিব্না-নিবাসী যিরমিয়ের কন্যা। এই
রাজা আপন পিতৃপুরুষদের সমস্ত কর্ম্মানুসারে
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন।
৩৩ আর ফরৌণ-নখো যিরূশালেমে তাঁহার রাজত্ব-
প্রাপ্তির পরে হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে তাঁহাকে
বদ্ধ করিলেন, এবং দেশের এক শত মণ রৌপ্য
৩৪ ও এক মণ স্বর্ণ দণ্ড স্থির করিলেন। পরে ফরৌণ-
নখো যোশিয়ের পুত্র ইলীয়াকীমকে তাঁহার
পিতা যোশিয়ের পদে রাজা করিয়া তাঁহার নাম
পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক যিহোয়াকীম রাখিলেন; কিন্তু
যিহোয়াহসকে লইয়া গেলেন; তাহাতে তিনি
৩৫ মিসরদেশে গিয়া সে স্থানে মরিলেন। পরে
যিহোয়াকীম ফরৌণকে সেই সকল রৌপ্য ও স্বর্ণ
দিলেন, কিন্তু ফরৌণের আজ্ঞানুসারে সেই
রৌপ্যাদি দিবার জন্য তিনি দেশে কর নিরূপণ
করিলেন; ফরৌণ-নখোকে দিবার জন্য তিনি
প্রতিজনের উপর কর ধার্য্য করিয়া তদনুসারে
দেশের লোকদের কাছে ঐ রৌপ্য ও স্বর্ণ আদায়
করিলেন।
৩৬ যিহোয়াকীম পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এগার বৎসর
রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম সবীদা,
৩৭ তিনি রুমা-নিবাসী পদায়ের কন্যা। এই রাজা
আপন পিতৃপুরুষদের সমস্ত কর্ম্মানুসারে সদা-
প্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতেন।
২৪ তাঁহার সময়ে বাবিল-রাজ নবূখদ্নিৎ-
সর আসিলেন; যিহোয়াকীম তিন বৎসর
যাবৎ তাঁহার দাস ছিলেন, পরে তিনি ফিরিয়া
২ তাঁহার বিদ্রোহী হইলেন। তখন সদাপ্রভু তাঁহার
বিরুদ্ধে কল্দীয়দের, অরামীয়দের, মোয়াবীয়-
দের ও অম্মোন-সন্তানগণের কতকগুলি লুটকারী
সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। সদাপ্রভু আপন
দাস ভাববাদিগণের দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছি-
লেন, তদনুসারে যিহূদাকে বিনষ্ট করিতে তাঁহার
৩ বিরুদ্ধে তাহাদিগকে পাঠাইলেন। বাস্তবিক
সদাপ্রভুরই আজ্ঞানুসারে যিহূদার প্রতি এইরূপ
ঘটিল, যেন তাহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে দূরী-
কৃত হয়; ইহার কারণ মনঃশির পাপ সকল,
৪ তাঁহার কৃত সমস্ত কার্য্য; এবং তাঁহার কৃত
নির্দ্দোষদিগের রক্তপাত; কারণ তিনি নির্দ্দোষ-
দের রক্তে যিরূশালেমকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন,
তৎপ্রযুক্ত সদাপ্রভু ক্ষমা করিতে চাহিলেন না।
৫ যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি
৬ লিখিত নাই? পরে যিহোয়াকীম আপন পিতৃ-
পুরুষদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং তাঁহার
পুত্র যিহোয়াখীন তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
৭ তাহার পরে মিসর-রাজ আপন দেশের বাহিরে
আর আসিলেন না, কেননা মিসরের নদী
অবধি ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত মিসর-রাজের যত
অধিকার ছিল, সে সকলই বাবিল-রাজ হরণ
করিয়াছিলেন।
৮ যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে তিন মাস
রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম নহুষ্টা,
তিনি যিরূশালেম-নিবাসী ইল্নাথনের কন্যা।
৯ যিহোয়াখীন আপন পিতার সমস্ত ক্রিয়ানুসারে
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন।
১০ ঐ সময়ে বাবিল-রাজ নবূখদ্নিৎসরের দাস-
গণ যিরূশালেমে আসিলে নগর অবরুদ্ধ হইল।
১১ যখন তাঁহার দাসগণ নগর অবরোধ করিতেছিল,
তখন বাবিল-রাজ নবূখদ্নিৎসর নগরের নিকটে
১২ আসিলেন। পরে যিহূদার রাজা যিহোয়াখীন,
তাঁহার মাতা, দাসগণ, প্রধানবর্গ ও নপুংসকগণ
বাবিল-রাজের নিকটে বাহিরে গেলেন; আর
বাবিল-রাজ আপন অধিকারের অষ্টম বৎসরে
১৩ তাঁহাকে ধরিলেন। আর সদাপ্রভু যেমন বলিয়া-
ছিলেন, তেমনি তিনি তথা হইতে সদাপ্রভুর
গৃহের সমস্ত ধন ও রাজবাটীর সমস্ত ধন লইয়া
গেলেন, এবং ইস্রায়েল-রাজ শলোমন সদাপ্রভুর
মন্দিরে যে সকল স্বর্ণময় পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া-
১৪ ছিলেন, সে সকলও কাটিয়া ফেলিলেন। আর
তিনি যিরূশালেমের সমস্ত লোক, সমস্ত প্রধান
লোক ও সমস্ত বিক্রমী লোক অর্থাৎ দশ সহস্র
বন্দি এবং সমস্ত শিল্পকার ও কর্ম্মকারকে লইয়া
গেলেন; দেশের দীন দরিদ্র লোক ব্যতিরেকে
১৫ আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। তিনি যিহোয়া-
খীনকে বাবিলে লইয়া গেলেন; এবং রাজার
মাতাকে, ভার্য্যাদিগকে, নপুংসকদিগকে ও দেশের
পরাক্রমী লোকদিগকে যিরূশালেম হইতে বা-
১৬ বিলে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন। আর বাবিল-
রাজ সমস্ত পরাক্রমী লোককে অর্থাৎ সপ্ত সহস্র
লোককে, এবং শিল্পকার ও কর্ম্মকার এক সহ-
স্রকে বন্দি করিয়া বাবিলে লইয়া গেলেন;
তাহারা সকলে বীর্য্যবান রণদক্ষ লোক ছিল।
১৭ পরে বাবিলের রাজা যিহোয়াখীনের পিতৃব্য
মত্তনিয়কে তাঁহার পদে রাজা করিলেন, ও তাঁহার

Digitized by Google

নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সিদিকিয় রাখিলেন।
১৮ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া এগার বৎসর কাল যিরূশালেমে
রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম হমূটল,
তিনি লিব্‌না-নিবাসী যিরমিয়ের কন্যা।
১৯ যিহোয়াকীমের সকল ক্রিয়ানুসারে সিদিকিয়ও
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিলেন।
২০ কারণ সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত, যাবৎ তিনি
তাহাদিগকে আপনার সাক্ষাৎ হইতে দূরে
ফেলিয়া না দিলেন, তাবৎ যিরূশালেমে ও যিহু-
দায় এইরূপ ঘটনা ঘটিল। আর সিদিকিয়
বাবিল-রাজের বিদ্রোহী হইলেন।

২৫ পরে তাঁহার অধিকারের নবম বৎসরে,
দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌নিৎসর ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য যিরূ-
শালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করি-
লেন, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে গড় গাঁথি-
২ লেন। সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসর
৩ পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল। পরে [চতুর্থ]
মাসের নবম দিনে নগরে মহাদুর্ভিক্ষ হইল,
দেশের লোকদের জন্য খাদ্য দ্রব্য কিছুই রহিল
৪ না। পরে নগর ভগ্ন হইল, আর সমস্ত যোদ্ধা
রাত্রিতে রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের
দ্বারের পথ দিয়া পলায়ন করিল; তখন কল্‌দী-
য়েরা নগরের চতুর্দ্দিকে ছিল। আর [রাজা]
৫ অরাবা তলভূমির পথে গেলেন। কিন্তু কল্‌দীয়-
দের সৈন্য রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া
যিরীহোর তলভূমিতে তাঁহার লাগাইল পাইল,
তাহাতে তাঁহার সকল সৈন্য তাঁহার নিকট হইতে
৬ ছিন্নভিন্ন হইল। তখন তাহারা রাজাকে ধরিয়া
রিব্‌লাতে বাবিল-রাজের নিকটে লইয়া গেল;
৭ পরে তাঁহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইল; তাহারা
সিদিকিয়ের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রগণকে বধ
করিল, এবং সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন
করিল ও তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া বাবিলে
লইয়া গেল।

৮ পরে পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে, বাবিল-
রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের অধিকারের ঊনবিংশ বৎ-
সরে, বাবিল-রাজের দাস নবূষরদন নামক রক্ষক-
৯ সেনাপতি যিরূশালেমে আসিলেন; তিনি সদা-
প্রভুর গৃহ ও রাজবাটী দগ্ধ করিলেন, এবং যিরূ-
শালেমের গৃহ সকল, বৃহৎ বৃহৎ সকল অট্টা-
১০ লিকাও অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। আর সেই রক্ষক-
সেনাপতির অনুগামী কল্‌দীয় সমস্ত সৈন্য যিরূ-
১১ শালেমের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ভগ্ন করিল। আর
রক্ষকসেনাপতি নবূষরদন নগরের অবশিষ্ট
লোকদিগকে ও যে পলাতকগণ বাবিল-রাজের
পক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অবশিষ্ট
সাধারণ লোকদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন।
১২ কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমি কর্ষণার্থে রক্ষক-
সেনাপতি কতকগুলি দীন দরিদ্র লোককে দেশে
রাখিলেন।

১৩ আর সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ ও
সদাপ্রভুর গৃহের পীঠ সকল ও পিত্তলময় সমুদ্র-
পাত্র কল্‌দীয়েরা খণ্ড খণ্ড করিয়া সে সকল পিত্তল
১৪ বাবিলে লইয়া গেল। আর হাঁড়ী, হাতা,
কর্ত্তরী ও চমস প্রভৃতি পরিচর্য্যার্থক পিত্তলময়
১৫ পাত্র সকল লইয়া গেল। আর অঙ্গারধানী, বাটি
এবং স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পাত্রের
১৬ রৌপ্য রক্ষকসেনাপতি লইয়া গেলেন। যে দুই
স্তম্ভ, এক সমুদ্র-পাত্র ও পীঠ সকল শলোমন
সদাপ্রভুর গৃহের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন,
সে সকল পাত্রের পিত্তল অপরিমিত ছিল।
১৭ তাহার এক স্তম্ভ আঠার হস্ত উচ্চ, ও তাহার
উপরে পিত্তলময় এক মাথলা ছিল, আর সেই
মাথলা তিন হস্ত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চতু-
র্দ্দিকে জালকার্য্য ও দাড়িম্বাকৃতি সকলই পিত্তল-
ময় ছিল; এবং জালকার্য্যযুক্ত দ্বিতীয় স্তম্ভও
ইহার তুল্য ছিল।

১৮ পরে রক্ষকসেনাপতি প্রধান যাজক সরায়কে,
দ্বিতীয় যাজক সফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে
১৯ ধরিলেন। আর তিনি নগরনিবাসীদের মধ্যে
যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন অধ্যক্ষকে,
নগরে প্রাপ্ত পাঁচ জন রাজসভাসদ্‌কে, আর
লেখককে, দেশীয় লোকদের গণনাকারী সেনা-
পতিকে, এবং নগরে প্রাপ্ত দেশীয় ষাইট জনকে
২০ [ধরিলেন]। নবূষরদন রক্ষকসেনাপতি তাঁহা-
দিগকে ধরিয়া রিব্‌লাতে বাবিল-রাজের কাছে
২১ লইয়া গেলেন। পরে বাবিল-রাজ হমাৎ দেশস্থ
রিব্‌লাতে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়া বধ করি-
লেন। এইরূপে যিহূদা আপন দেশ হইতে বন্দি
হইয়া নীত হইল।

২২ যিহূদা দেশে যে লোকেরা অবশিষ্ট রহিল,
যাহাদিগকে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর সেই
স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে
তিনি শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে
২৩ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পরে বাবিলের
রাজা গদলিয়কে শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন, এই
কথা শুনিয়া সেনাপতিগণ ও তাঁহাদের লোকেরা,
অর্থাৎ নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল, কারেহের পুত্র
যোহানন, নটোফাতীয় তন্‌হূমতের পুত্র সরায়,
ও মাখাথীয়ের পুত্র যাসনিয় এবং তাঁহাদের
লোকেরা মিস্পাতে গদলিয়ের নিকটে আসি-
২৪ লেন। পরে গদলিয় তাঁহাদের কাছে ও তাঁহাদের
লোকদের কাছে দিব্য করিয়া কহিলেন, তোমরা
কল্‌দীয়দের দাসগণ হইতে ভীত হইও না; দেশে

Digitized by Google

বাস করিয়া বাবিল-রাজের দাসত্ব স্বীকার কর,
২৫ তোমাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু সপ্তম মাসে রাজ-
বংশজাত ইলীশামার পৌত্র নথনিয়ের পুত্র
ইশ্মায়েল ও তাঁহার সঙ্গী দশ জন আসিলেন,
আর গদলিয়কে এবং যে যিহূদীরা ও কল্দীয়েরা
তাঁহার সহিত মিস্পাতে ছিল, তাহাদিগকে
২৬ আঘাত করিয়া বধ করিলেন। পরে ছোট বড়
সমস্ত লোক ও সেনাপতিগণ উঠিয়া মিসরে
গেলেন, কেননা তাঁহারা কল্দীয়দের হইতে ভীত
হইলেন।
২৭ পরে যিহূদার রাজা যিহোয়াখীনের বন্দিত্বের
সপ্তত্রিংশ বৎসরে, দ্বাদশ মাসে, মাসের সপ্ত-
বিংশ দিবসে, বাবিলের ইবিল-মরোদক রাজা
যে বৎসরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই
বৎসরে তিনি যিহূদার রাজা যিহোয়াখীনের
২৮ মস্তক কারাগার হইতে উঠাইলেন। আর তিনি
তাঁহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া, তাঁহার সহিত
বাবিলে যত রাজা ছিলেন, সকলের আসন হইতে
২৯ তাঁহার আসন উচ্চে স্থাপন করিলেন। আর
ইনি আপন কারাবাসের বস্ত্র পরিবর্তন করি-
লেন, এবং যাবজ্জীবন প্রতিনিয়ত তাঁহার সম্মুখে
৩০ ভোজন পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিন-
পাতের জন্য রাজার আজ্ঞাতে তাঁহাকে নিয়ত
বৃত্তি দেওয়া যাইত, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত জীবন
ব্যাপিয়া তাঁহাকে দিনের উপযুক্ত দ্রব্য প্রতিদিন
দেওয়া যাইত।

বংশাবলির প্রথম খণ্ড।

আদমের বংশাবলি।

১ আদম, শেথ, ইনোশ, কৈনন, মহলল-
লেল, যেরদ, হনোক, মথূশেলহ, লেমক,
৪ নোহ, শেম, হাম ও যেফৎ।
৫ গোমর, মাগোগ, মাদয়, যবন, তূবল, মেশক
৬ ও তীরস, ইহারা যেফতের সন্তান, আর অস্কি-
নস, দীফৎ ও তোগর্ম, ইহারা গোমরের সন্তান।
৭ ইলীশা, তর্শীশ, কিত্তীম ও রোদানীম, ইহারা
যবনের সন্তান।
৮ কূশ, মিসর, পূট ও কনান, ইহারা হামের
৯ সন্তান। আর সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও
সপ্তকা, ইহারা কূশের সন্তান; শিবা ও দদান,
১০ ইহারা রয়মার সন্তান। আর নিম্রোদ কূশের
পুত্র; তিনি পৃথিবীতে পরাক্রমী হইতে লাগি-
১১ লেন। আর লূদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুহীয়;
১২ পথ্রোষীয়, পলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্লূহীয়,
এবং কপ্তোরীয়, এই সকলে মিসরের সন্তান।
১৩ আর কনানের প্রথমজাত পুত্র সীদোন, তাহার
১৪ পর হেৎ; যিবূষীয়, ইমোরীয়, গির্গাশীয়,
১৫,১৬ হিব্বীয়, অর্কীয়, সীনীয়, অর্বদীয়, সমারীয়
ও হমাতীয়।
১৭ শেমের এই সকল সন্তান; এলম, অশূর,
অর্ফক্ষদ, লূদ ও অরাম এবং ঊষ, হূল, গেথর ও
১৮ মেশেক। অর্ফক্ষদের সন্তান শেলহ, ও শেলহের
১৯ সন্তান এবর। এবরের দুই পুত্র জন্মে; এক
জনের নাম পেলগ [বিভাগ], কারণ তাঁহার
সময়ে পৃথিবী বিভক্ত হইল; তাঁহার ভ্রাতার
২০ নাম যক্তন। আর যক্তনের পুত্র অল্মোদদ,
২১ শেলফ, হৎসর্মাবৎ ও যেরহ, হদোরাম, ঊষল,
২২,২৩ দিক্ল, এবল, অবীমায়েল, শিবা, ওফীর,
হবীলা ও যোবব; এই সকল যক্তনের সন্তান।
২৪,২৫ শেম, অর্ফক্ষদ, শেলহ, এবর, পেলগ, রিয়ূ,
২৬,২৭ সরূগ, নাহোর, তেরহ, অব্রাম অর্থাৎ অব্রা-
২৮ হাম। অব্রাহামের পুত্র ইস্হাক ও ইশ্মায়েল।
২৯ তাঁহাদের বংশাবলি এই। ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ
পুত্র নবায়োৎ, পরে কেদর, অদ্বেল, মিব্সম,
৩০,৩১ মিশ্ম, দূমা, মসা, হদদ, তেমা, যিটূর,
নাফীশ ও কেদমা; এই সকল ইশ্মায়েলের
সন্তান।
৩২ অব্রাহামের উপপত্নী কটূরার গর্ভজাত সন্তান
সিম্রণ, যক্ষণ, মদান, মিদিয়ন, যিশ্বক ও শূহ;
৩৩ এবং যক্ষণের সন্তান শিবা ও দদান; এবং মিদি-
য়নের সন্তান ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ ও
ইল্দায়া; এই সকল কটূরার সন্তান।
৩৪ আর অব্রাহামের পুত্র যে ইস্হাক, তাঁহার
পুত্র এষৌ ও ইস্রায়েল।
৩৫ এষৌর সন্তান ইলীফস, রূয়েল, যিয়ূশ, যালম
৩৬ ও কোরহ। ইলীফসের পুত্র তৈমন, ওমার, সফী,
৩৭ গয়িতাম, কনস, তিম্ন ও অমালেক। রূয়েলের
৩৮ সন্তান নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা। সেয়ীরের
সন্তান লোটন, শোবল, সিবিয়োন, অনা,
৩৯ দিশোন, এৎসর ও দীশন। লোটনের পুত্র
হোরি ও হোমম; এবং তিম্না লোটনের ভগিনী।

Digitized by Google

৪০ শোবলের সন্তান অলিয়ন, মানহৎ, এবল, শফী
ও ওনম; এবং সিবিয়োনের পুত্র, অয়া ও অনা।
৪১ অনার পুত্র দিশোন, ও দিশোনের পুত্র হম্রণ,
৪২ ইশ্‌বন, যিত্রণ ও করাণ। এৎসরের পুত্র বিল্‌হন,
সাবন ও যাকন; দীশনের পুত্র ঊষ ও অরাণ।
৪৩ ইস্রায়েল-সন্তানগণের উপরে কোন রাজা
রাজত্ব করিবার পূর্ব্বে এই সকল রাজা ইদোম
দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন; বিয়োরের পুত্র
৪৪ বেলা; তাঁহার রাজধানীর নাম দিন্‌হাবা। আর
বেলা মরিলে পর বস্রা-নিবাসী সেরহের পুত্র
৪৫ যোবব তাঁহার পদে রাজত্ব করিলেন। আর
যোবব মরিলে পর তৈমন দেশীয় হূশম তাঁহার
৪৬ পদে রাজত্ব করিলেন। আর হূশম মরিলে পর
বদদের পুত্র যে হদদ মোয়াবের প্রান্তরে মিদি-
য়নকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পদে
রাজত্ব করিলেন; তাঁহার রাজধানীর নাম অবীৎ
৪৭ ছিল। আর হদদ মরিলে পর মস্রেকা-নিবাসী
৪৮ সম্ল তাঁহার পদে রাজত্ব করিলেন। আর সম্ল
মরিলে পর [ফরাৎ] নদীর নিকটস্থ রহোবোৎ-
নিবাসী শৌল তাঁহার পদে রাজত্ব করিলেন।
৪৯ আর শৌল মরিলে পর অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌-
৫০ হানন তাঁহার পদে রাজত্ব করিলেন। আর বাল্‌-
হানন মরিলে পর হদদ তাঁহার পদে রাজত্ব করি-
লেন; তাঁহার রাজধানীর নাম পায়, ও ভার্য্যার
নাম মহেটবেল; তিনি মটেদের কন্যা ও মেষা-
৫১ হবের দৌহিত্রী। পরে হদদ মরিলেন। ইদো-
মের দলপতিদের নাম; দলপতি তিম্ন, দলপতি
৫২ অলিয়া, দলপতি যিথেৎ, দলপতি অহলীবামা,
৫৩ দলপতি এলা, দলপতি পীনোন, দলপতি কনস,
৫৪ দলপতি তৈমন, দলপতি মিব্‌সর, দলপতি
মগ্‌দীয়েল, দলপতি ঈরম; ইঁহারা ইদোমের
দলপতি।

২ ইস্রায়েলের পুত্রগণ এই; রূবেণ, শিমি-
য়োন, লেবি ও যিহূদা, ইষাখর ও সবূলূন,
২ দান, যোষেফ ও বিন্যামীন, নপ্তালি, গাদ ও
আশের।

যিহূদার বংশাবলি।

৩ যিহূদার পুত্রগণ। এর, ওনন ও শেলা; তাঁহার
এই তিন পুত্র কনানীয় শূয়ের কন্যার গর্ব্ভে
জন্মিয়াছিল। যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদা-
প্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়াতে তিনি তাহাকে
৪ সংহার করিলেন। পরে যিহূদার পুত্রবধূ তামর
তাঁহার ঔরসে পেরসকে ও সেরহকে প্রসব করিল;
৫ সর্ব্বশুদ্ধ যিহূদার পাঁচ পুত্র। পেরসের সন্তান
৬ হিষ্রোণ ও হামূল। সেরহের সন্তান সিম্রি, এথন,
হেমন, কল্‌কোল ও দারা, সকলে পাঁচ জন।
৭ কর্ম্মির পুত্র আখর বর্জ্জিত দ্রব্যের বিষয়ে সত্য-
লঙ্ঘন করিয়া ইস্রায়েলের কণ্টক হইয়াছিল।
৮,৯ এথনের পুত্র অসরিয়। আর হিষ্রোণের ঔরস-
১০ জাত পুত্র যিরহমেল, রাম ও কালূবায়, এবং
রামের পুত্র অম্মীনাদব, ও অম্মীনাদবের পুত্র
১১ যিহূদার সন্তানগণের অধ্যক্ষ নহশোন। আর
নহশোনের পুত্র সল্‌মোন, ও সল্‌মোনের পুত্র
১২ বোয়স। বোয়সের পুত্র ওবেদ, ও ওবেদের পুত্র
১৩ যিশয়। যিশয়ের জ্যেষ্ঠ ইলীয়াব, দ্বিতীয় অবী-
১৪ নাদব, তৃতীয় শিম্ম, চতুর্থ নথনেল, পঞ্চম রদ্দয়,
১৫,১৬ ষষ্ঠ ওৎসম, ও সপ্তম দায়ূদ। আর তাঁহাদের
ভগিনী সরূয়া ও অবীগল। এবং সরূয়ার তিন
১৭ পুত্র, অবীশয়, যোয়াব ও অসাহেল। আর অবী-
গলের পুত্র অমাসা; সেই অমাসার পিতা ইশ্মা-
১৮ য়েলীয় যেথর। আর হিষ্রোণের পুত্র কালেব
আপন ভার্য্যা অসূবার গর্ব্ভে ও যিরীয়োতের
গর্ব্ভে কয়েকটী সন্তানের জন্ম দিলেন। অসূবার
১৯ পুত্রগণ এই; যেশর, শোবব ও অর্দ্দোন। পরে
অসূবা মরিলে কালেব ইফ্রাথাকে বিবাহ করি-
লেন, তিনি তাঁহার ঔরসে হূরকে প্রসব করি-
২০ লেন। হূরের পুত্র ঊরি, ঊরির পুত্র বৎসলেল।
২১ আর হিষ্রোণ গিলিয়দের পিতা মাখীরের কন্যার
কাছে গমন করিলেন; ষাইট বৎসর বয়সে
তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে সে স্ত্রী
২২ তাঁহার ঔরসে সগূবকে প্রসব করিলেন। সগূবের
পুত্র যায়ীর, গিলিয়দ দেশে তাঁহার তেইশটী
২৩ নগর ছিল। আর গশূর ও অরাম তাঁহাদের
হইতে যায়ীরের গ্রাম সকল হরণ করিল, এবং
তৎসহ কনাৎ ও তাহার উপনগর প্রভৃতি ষাইট
নগর [লইল]। ইহারা সকলে গিলিয়দের পিতা
২৪ মাখীরের সন্তান ছিল। হিষ্রোণ কালেব-ইফ্রাথায়
মরিলে পর হিষ্রোণের ভার্য্যা অবিয়া তাঁহার
জন্য তকোয়ের পিতা অস্‌হূরকে প্রসব করিলেন।
২৫ হিষ্রোণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিরহমেলের এই সকল
সন্তান ছিল; জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম, পরে বূনা, ওরণ,
২৬ ওৎসম ও অহিয়। অটারা নামে যিরহমেলের
অন্য এক ভার্য্যা ছিলেন, তিনি ওনমের মাতা।
২৭ যিরহমেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রাম, তাঁহার পুত্র
২৮ মাষ, যামীন ও একর। ওনমের পুত্র শম্ময় ও
২৯ যাদা, এবং শম্ময়ের পুত্র নাদব ও অবীশূর। অবী-
শূরের ভার্য্যার নাম অবীহয়িল; তিনি তাঁহার
ঔরসে অহবান ও মোলীদকে প্রসব করিলেন।
৩০ নাদবের পুত্র সেলদ ও অপ্পয়িম; কিন্তু সেলদ
৩১ নিঃসন্তান মরিলেন। অপ্পয়িমের পুত্র যিশয়ি,
ও যিশয়ির পুত্র শেশন, ও শেশনের সন্তান অহ-
৩২ লয়। শম্ময়ের ভ্রাতা যাদার সন্তান যেথর ও
৩৩ যোনাথন; যেথর নিঃসন্তান মরিলেন। যোনা-
থনের পুত্র পেলৎ ও সাসা। ইহারা সকলে
যিরহমেলের সন্তান।

Digitized by Google

৩৪ শেশনের পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল,
আর মিস্রীয় যার্হা নামে শেশনের এক দাস ছিল।
৩৫ পরে শেশন আপনার দাস যার্হার সহিত আপন
কন্যার বিবাহ দিলে সে তাহার ঔরসে অত্তয়কে
৩৬ প্রসব করিল। অত্তয়ের পুত্র নাথন, নাথনের
৩৭ পুত্র সাবদ; সাবদের পুত্র ইফ্লল, ইফ্ললের
৩৮ পুত্র ওবেদ; ওবেদের পুত্র যেহূ, যেহূর পুত্র
৩৯ অসরিয়; অসরিয়ের পুত্র হেলস, হেলসের পুত্র
৪০ ইলীয়াসা; ইলীয়াসার পুত্র সিস্‌ময়, সিস্‌-
৪১ ময়ের পুত্র শল্লুম; শল্লুমের পুত্র যিকমিয়, ও
যিকমিয়ের পুত্র ইলীশামা।
৪২ যিরহমেলের ভ্রাতা কালেবের পুত্রগণ, তাঁহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র মেশা; তিনি সীফের পিতা; এবং
৪৩ হিব্রোণের পিতা মারেশার পুত্রগণ। আর হিব্রো-
ণের পুত্র কোরহ, তপূহ, রেকম ও শেমা; শেমার
৪৪ পুত্র যর্কিয়মের পিতা রহম। রেকমের পুত্র
৪৫ শম্ময়। আর শম্ময়ের পুত্র মায়োন, এবং মায়োন
৪৬ বৈৎসুরের পিতা। আর কালেবের উপপত্নী ঐফা
হারণকে, মোৎসাকে ও গাসেসকে প্রসব করিল,
৪৭ এবং হারণের পুত্র গাসেস। আর যেহদয়ের পুত্র
রেগম, যোথম, গেসন, পেলট, ঐফা ও শাফ।
৪৮ কালেবের উপপত্নী মাখা শেবরকে ও তির্হনঃকে
৪৯ প্রসব করিল। আরও সে মদ্‌মন্নার পিতা শাফকে
এবং মক্‌বেনার ও গিবিয়ার পিতা শিবাকে প্রসব
করিল; আর কালেবের কন্যার নাম অক্‌ষা।
৫০ কালেবের এই এই সন্তান; ইফ্রাথার গর্ভজাত
বিন-হূর জ্যেষ্ঠ; পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিতা
৫১ শোবল; বৈৎলেহমের পিতা শল্‌ম, বৈৎগাদে-
৫২ রের পিতা হারেফ। আর কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের
পিতা শোবলের পুত্র হরায়া, হৎসি-হম্মনুখোৎ।
৫৩ আর কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের গোষ্ঠী; যিত্রীয়,
পূথীয়, শূমাথীয় ও মিশ্রায়ীয়গণ, ইহাদের হইতে
৫৪ সরায়ীয় ও ইষ্টায়োলীয়েরা উৎপন্ন হইল। শল্‌মের
সন্তান বৈৎলেহম ও নটোফাতীয়গণ, অট্রোৎ-
বেৎ-যোয়াব, ও মনহতীয়দের অর্দ্ধাংশ, সরায়ীয়।
৫৫ আর যাবেসে বাসকারী লেখকদের গোষ্ঠী
তিরিয়াথীয়গণ, শিমিয়তীয়গণ [ও] সূখাথীয়-
গণ। ইহারা রেখব কুলের পিতা হম্মতের বংশ-
জাত কীনীয়।

৩ দায়ূদের এই সকল পুত্র হিব্রোণে জন্মিল,
জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন, সে যিষ্রিয়েলীয়া অহী-
নোয়মের গর্ভজাত; দ্বিতীয় দানিয়েল, সে কর্মি-
২ লীয়া অবীগলের গর্ভজাত; তৃতীয় অবশালোম,
সে গশূরের তলময় রাজার কন্যা মাখার গর্ভ-
জাত; চতুর্থ আদোনিয়, সে হগীতের গর্ভজাত;
৩ পঞ্চম শফটিয়, সে অবীটলের গর্ভজাত; ষষ্ঠ
যিত্রিয়ম, সে তাঁহার ভার্য্যা ইগ্লার গর্ভজাত।
৪ হিব্রোণে তাঁহার ছয়টি পুত্র জন্মে এবং দায়ূদ
সেই স্থানে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন,
পরে যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।
৫ আর তাঁহার এই সকল পুত্র যিরূশালেমে জন্মিল,
শিমিয়, শোবব, নাথন ও শলোমন, এই চারি
৬ জন অম্মীয়েলের কন্যা বৎশূয়ার সন্তান। তদ্ভিন্ন
৭ যিভর, ইলীশামা, ইলীফেলট, নোগহ, নেফগ,
৮ যাফিয়, ইলীশামা, ইলীয়াদা ও ইলীফেলট, এই
৯ নয় জন। এই সকল দায়ূদের পুত্র; উপপত্নীদের
সন্তানগণ হইতে ইহারা ভিন্ন; আর তামর ইহা-
দের ভগিনী।
১০ শলোমনের পুত্র রহবিয়াম; তাঁহার পুত্র
অবিয়; তাঁহার পুত্র আসা; তাঁহার পুত্র
১১ যিহোশাফট; তাঁহার পুত্র যোরাম; তাঁহার
১২ পুত্র অহসিয়; তাঁহার পুত্র যোয়াশ; তাঁহার
পুত্র অমৎসিয়; তাঁহার পুত্র অসরিয়; তাঁহার
১৩ পুত্র যোথম; তাঁহার পুত্র আহস; তাঁহার
১৪ পুত্র হিষ্কিয়; তাঁহার পুত্র মনঃশি; তাঁহার
১৫ পুত্র আমোন; তাঁহার পুত্র যোশিয়। যোশিয়ের
পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যোহানন, দ্বিতীয় যিহো-
১৬ য়াকীম, তৃতীয় সিদিকিয়, চতুর্থ শল্লুম; এবং
যিহোয়াকীমের পুত্র যিকনিয়, অপর পুত্র
সিদিকিয়।
১৭ বন্দি যিকনিয়ের সন্তানগণ; তাঁহার পুত্র
১৮ শল্টীয়েল, আর মল্‌কীরাম, পদায়, শিনৎসর,
১৯ যিকমিয়, হোশামা ও নদবিয়। পদায়ের পুত্র
সরুব্বাবিল ও শিমিয়ি, এবং সরুব্বাবিলের
সন্তান মশুল্লম ও হনানিয়, আর শলোমীৎ
২০ তাহাদের ভগিনী। আর হশুবা, ওহেল, বেরি-
খিয়, হসদিয় ও যূশব-হেষদ, এই পাঁচ জন।
২১ আর হনানিয়ের সন্তান প্লাটিয় ও যিশায়াহ;
রফায়ের পুত্রগণ, অর্ণনের পুত্রগণ, ওবদিয়ের
২২ পুত্রগণ, শখনিয়ের পুত্রগণ। শখনিয়ের পুত্র
শময়িয়; শময়িয়ের পুত্র হটূশ, যিগাল, বারীহ,
নিয়রিয়, শাফট [ও অসরিয়], এই ছয় জন।
২৩ আর নিয়রিয়ের সন্তান ইলীয়ো-ঐনয়, হিষ্কি
২৪ ও অস্রীকাম, এই তিন জন। আর ইলীয়ো-
ঐনয়ের পুত্র হোদবিয়, ইলীয়াশীব, প্লায়, অক্কূব,
যোহানন, দলায় ও অনানি, এই সাত জন।

৪ যিহূদার সন্তানগণ; পেরস, হিষ্রোণ,
কর্ম্মী, হূর ও শোবল। আর শোবলের সন্তান
রায়া, রায়ার পুত্র যহৎ, ও যহতের পুত্র অহূময়
৩ ও লহদ, এই সকল সরায়ীয় গোষ্ঠী। আর ঐটম-
মের পিতার সন্তান যিষ্রিয়েল, যিশ্মা, যিদ্বশ,
৪ তাঁহাদের ভগিনীর নাম হৎসলিলপোনী। আর
গদোরের পিতা পনূয়েল, ও হূশের পিতা এষর,
ইহারা বৈৎলেহমের পিতা ইফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র
হূরের সন্তান।
৫ তকোয়ের পিতা অস্‌হূরের দুই ভার্য্যা ছিল,

Digitized by Google

৬ হিলা ও নারা। নারা তাঁহার ঔরসে অহুষমকে,
হেফরকে, তৈমিনিকে ও অহষ্টরিকে প্রসব করি-
৭ লেন। এই সকলে নারার সন্তান। আর হিলার
৮ সন্তান সেরৎ, যিৎসোহর ও ইৎনন। আর হক্কো-
সের সন্তান আনূব ও সোবেবা, এবং হারুমের পুত্র
৯ অহর্হেলের গোষ্ঠী। আর যাবেষ আপন ভ্রাতৃ-
গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিলেন; তাঁহার
মাতা তাঁহার নাম যাবেষ [দুঃখদায়ক] রাখিয়া
বলিয়াছিলেন, আমি দুঃখেতে প্রসব করিলাম।
১০ কিন্তু যাবেষ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ডাকিলেন,
কহিলেন, তুমি কোন মতে আমাকে আশীর্ব্বাদ
কর, আমার অধিকার বৃদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত
আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক; আর আমি যেন
দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্য মন্দ হইতে
আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাঁহার
যাচিত বিষয় দান করিলেন।
১১ শূহের ভ্রাতা কলূবের পুত্র মহীর, তিনি ইষ্টো-
১২ নের পিতা। ইষ্টোনের পুত্র বৈৎরাফা ও
পাসেহ, এবং ঈর-নাহসের পিতা তহিন্ন, এই
১৩ সকলে রেকার লোক। আর কনসের পুত্র অৎ-
নীয়েল ও সরায়, এবং অৎনীয়েলের পুত্র হথৎ।
১৪ আর মিয়োনোথয়ের পুত্র অফ্রা, সরায়ের পুত্র
শিল্পকারদের উপত্যকা-নিবাসিগণের পিতা
১৫ যোয়াব, কেননা তাহারা শিল্পকার ছিল। আর
যিফুন্নির পুত্র যে কালেব, তাঁহার পুত্র ঈরু, এলা
১৬ ও নয়ম, এবং এলার সন্তানগণ, ও কনস। আর
যিহলিলেলের পুত্র সীফ, সীফা, তীরিয় ও অসা-
১৭ রেল। আর ইস্রার পুত্র যেথর, মেরদ, এফর ও
যালোন, এবং [মেরদের মিস্রীয়া ভার্য্যার] গর্ব্ভে
মরিয়ম, শম্ময় ও ইষ্টিমোয়ের পিতা যিশ্‌বহ
১৮ জন্মিল। আর তাঁহার যিহূদীয়া ভার্য্যা গদোরের
পিতা যেরদকে, সোখোর পিতা হেবরকে, ও
সানোহের পিতা যিকূথীয়েলকে প্রসব করিলেন;
কিন্তু উঁহারা ফরৌণের কন্যা বিথিয়ার সন্তান,
১৯ যাঁহাকে মেরদ বিবাহ করিয়াছিলেন। নহমের
ভগিনী হোদিয়ের ভার্য্যার সন্তান গর্ম্মীয় কিয়ী-
২০ লার পিতা ও মাখাথীয় ইষ্টিমোয়। আর শীমো-
নের সন্তান অম্নোন, রিন্ন, বিন-হানন, তীলোন।
আর যিশয়ির সন্তান সোহেৎ ও বিন-সোহেৎ।
২১ যিহূদার পুত্র শেলার সন্তান লেকার পিতা
এর, ও মারেশার পিতা লাদা, এবং অসবেয়ের
কুলজাত যে লোকেরা ক্ষৌম বস্ত্র বুনিত, তাহাদের
২২ সকল গোষ্ঠী; আর যোকীম ও কোষেবার লোক
এবং যোয়াশ ও সারফ নামে মোয়াবের দুই
শাসনকর্ত্তা, ও যাশূবি-লেহম। এ অতি পুরাতন
২৩ কথা। ইঁহারা কুম্ভকার ছিল, এবং নতায়ীম ও
গদেরায় বাস করিত; তাহারা রাজার কার্য্য কর-
ণার্থে তথায় তাঁহার নিকটে বাস করিত।

শিমিয়োনের বংশাবলি।

২৪ শিমিয়োনের সন্তান নমূয়েল, যামীন, যারীব,
২৫ সেরহ, শৌল। তাঁহার পুত্র শল্লুম, তাঁহার
২৬ পুত্র মিব্‌সম, তাঁহার পুত্র মিশ্‌ম। মিশ্‌মের
সন্তান হম্মূয়েল, তাঁহার পুত্র শক্কুর, তাঁহার পুত্র
২৭ শিমিয়ি। শিমিয়ির ষোল পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল,
কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদের বিস্তর সন্তান ছিল না,
এবং তাহাদের সমস্ত গোষ্ঠী যিহূদার সন্তান-
২৮ দের ন্যায় বৃদ্ধি পাইল না। তাহারা বের্‌শেবাতে,
২৯ মোলাদাতে, হৎসর-শূয়ালে, বিল্‌হাতে, এৎসমে
৩০ ও তোলদে; এবং বথূয়েলে, হর্ম্মাতে, সিক্লগে,
৩১ এবং বৈৎ-মর্কাবোতে, হৎসর-সূষীমে, বৈৎ-বিরীতে
ও শারয়িমে বাস করিত; দায়ূদের রাজত্ব না
হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের এই সকল নগর ছিল।
৩২ আর গ্রামস্থল ঐটম, ঐন, রিম্মোন, তোখেন ও
৩৩ আশন এই পাঁচ নগর; আর বাল পর্য্যন্ত এই
সকল নগরের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত গ্রাম তাহা-
দের ছিল। এই তাহাদের নিবাসস্থান ও তাহা-
দের নিজ বংশাবলি।
৩৪ আর মশোবব, যম্লেক, অমৎসিয়ের পুত্র
৩৫ যোশ; আর যোয়েল, এবং অসীয়েলের প্রপৌত্র
৩৬ সরায়ের পৌত্র যোশিবিয়ের পুত্র যেহূ; আর
ইলিয়ো-ঐনয়, যাকোবা, যিশোহায়, অসায়,
৩৭ অদীয়েল, যিশীমীয়েল ও বনায়; এবং শময়িয়ের
অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শিম্রির বৃদ্ধপ্রপৌত্র যিদায়ের
প্রপৌত্র আলোনের পৌত্র শিফিয়ির পুত্র সীষঃ;
৩৮ স্ব স্ব নামে উল্লিখিত এই লোকেরা আপন আপন
গোষ্ঠীর মধ্যে অধ্যক্ষ ছিল, এবং ইহাদের সকল
পিতৃকুল অতিশয় বৃদ্ধি পাইল।
৩৯ তাহারা আপনাদের পশুপালের জন্য চরাণীর
অন্বেষণে গদোরের প্রবেশস্থানে উপত্যকার পূর্ব্ব-
৪০ পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল। তাহারা বহুতৃণযুক্ত উত্তম
চরাণী পাইল, আর সে দেশ প্রশস্ত, প্রশান্ত ও
নির্ব্বিরোধ ছিল; কারণ হাম-বংশীয়েরা পূর্ব্বে
৪১ সেই স্থানে বাস করিত। যিহূদার হিষ্কিয় রাজার
সময়ে স্ব স্ব নামে উল্লিখিত ঐ লোকেরা যাইয়া
সেই লোকদের তাম্বু ও তথায় প্রাপ্ত মিয়ূনীয়-
দিগকে আঘাত করিয়া নিঃশেষে বিনষ্ট করিল;
অদ্যাপি [তাহা নষ্ট রহিয়াছে]; পরে আপ-
নারা উহাদের পরিবর্ত্তে বসতি করিল, কেননা
সে স্থানে তাহাদের পালের জন্য চরাণী ছিল।
৪২ আর তাহাদের কতকগুলি লোক, অর্থাৎ শিমি-
য়োনের সন্তানদের মধ্যে পাঁচ শত লোক যিশ-
য়ির সন্তান পলটিয়, নিয়রিয়, রফায়িয় ও উষী-
য়েলকে সেনাপতি করিয়া সেয়ীর পর্ব্বতে গেল।
৪৩ আর অমালেকীয়দের যে লোকেরা পলায়ন
দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগকে আঘাত

Digitized by Google

করিয়া সেই স্থানে বসতি করিল; অদ্যাপি
তাহারা সেই স্থানে আছে।

রূবেণ, গাদ ও মনঃশির বংশাবলি।

৫ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান-
গণের কথা। রূবেণ জ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু
তিনি আপন পিতার শয্যা অশুচি করিয়াছিলেন,
এই জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার ইস্রায়েল-পুত্র যোষেফের
পুত্রদিগকে দেওয়া গেল, তথাপি বংশাবলিতে
জ্যেষ্ঠের শ্রেণীতে তাহাদের উল্লেখ করা হয় না।
২ কারণ যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরাক্রমী
হইলেন, এবং তাঁহা হইতে নায়ক উৎপন্ন হই-
লেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠাধিকার যোষেফের হইল।
৩ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান হনোক
৪ ও পল্লূ, হিষ্রোণ ও কর্ম্মী। আর যোয়েলের সন্তান-
গণ; তাঁহার পুত্র শিময়িয়, তাঁহার পুত্র গোগ,
৫ তাঁহার পুত্র শিমিয়ি; তাঁহার পুত্র মীখা, তাঁহার
৬ পুত্র রায়া, তাঁহার পুত্র বাল; তাঁহার পুত্র বেরা;
ইঁহাকে অশূর-রাজ তিল্গৎ-পিল্নেষর বন্দি
করিয়া লইয়া গেলেন; ইনি রূবেণীয়দের অধ্যক্ষ
৭ ছিলেন। যখন তাঁহাদের বংশাবলি লেখা গেল,
তখন আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে তাঁহার এই
ভ্রাতৃগণ [উল্লিখিত হইলেন]; প্রধান যিয়ীয়েল
৮ ও সখরিয়; আর যোয়েলের প্রপৌত্র শেমার
পৌত্র আসসের পুত্র বেলা; তিনি অরোয়েরে
নবো ও বাল্‌মিয়োন পর্য্যন্ত বাস করিতেন।
৯ আর পূর্ব্বদিকে তিনি ফরাৎ নদী হইতে প্রান্তরের
প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত বাস করিতেন; কেননা
গিলিয়দ দেশে তাঁহাদের পশুগণ বাড়িয়া উঠিয়া-
১০ ছিল। আর শৌলের সময়ে তাঁহারা হাগরীয়দের
সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং [হাগরীয়েরা] তাঁহা-
দের হস্ত দ্বারা নিপাতিত হইল; আর তাঁহারা
উহাদের তাম্বুতে গিলিয়দের পূর্ব্বদিকে সর্ব্বত্র
বসতি করিলেন।
১১ আর গাদের সন্তানগণ তাঁহাদের সম্মুখে সলখা
১২ পর্য্যন্ত বাশন দেশে বাস করিত। তাহাদের
মধ্যে যোয়েল প্রধান, ও শাফম দ্বিতীয়, আর
১৩ যানয় ও শাফট, ইঁহারা বাশনে থাকিতেন। আর
তাঁহাদের পিতৃকুলজাত জ্ঞাতি মীখায়েল, মশুল্লম,
শেবা, যোরয়, যাকন, সীয় ও এবর, এই সাত
১৪ জন। বূষের পুত্র যহদো, যহদোর পুত্র যিহীশয়,
যিহীশয়ের পুত্র মীখায়েল, মীখায়েলের পুত্র
গিলিয়দ, গিলিয়দের পুত্র যারোহ, যারোহের
পুত্র হূরি, হূরির পুত্র অবীহয়িল, তাঁহারা সেই
১৫ অবীহয়িলের সন্তান। গূনির পৌত্র অব্দিয়েলের
পুত্র অহি তাঁহাদের পিতৃকুলের প্রধান ছিলেন।
১৬ তাঁহারা গিলিয়দে, বাশনে ও তথাকার উপনগর
সকলে এবং তাহাদের সীমা পর্য্যন্ত শারোণের
১৭ সমস্ত পরিসরে বাস করিতেন। যিহূদার যোথম
রাজার ও ইস্রায়েলের যারবিয়াম রাজার সময়ে
তাঁহাদের বংশাবলি লিখিত হইয়াছিল।
১৮ রূবেণের সন্তানগণের, গাদীয়দের ও মনঃশির
অর্দ্ধ বংশের মধ্যে ঢাল ও খড়্গ ধারণে এবং ধনুক
ব্যবহারে সমর্থ, যুদ্ধে নিপুণ চোয়াল্লিশ সহস্র
সাত শত ষাইট জন বিক্রমী পুরুষ যুদ্ধযাত্রা
১৯ করিতে সমর্থ ছিল। তাহারা হাগরীয়দের সহিত
এবং যিটূরের, নাফীশের ও নোদবের সহিত যুদ্ধ
২০ করিল। তাহারা তাহাদের বিপরীতে সাহায্য
পাইল; তাহাতে হাগরীয়েরা ও তাহাদের সঙ্গী
সমস্ত লোক তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইল,
কেনমা তাহারা সংগ্রামে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন
করিল, আর তিনি তাহাদের প্রার্থনা শুনিলেন,
২১ যেহেতুক তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। আর
তাহারা উহাদের পশুধন অর্থাৎ পঞ্চাশ সহস্র
উষ্ট্র, আড়াই লক্ষ মেষ, দুই সহস্র গর্দ্দভ এবং
২২ এক লক্ষ মানবপ্রাণী লইয়া গেল। ঐ যুদ্ধ ঈশ্বর
হইতে হইয়াছিল, এই জন্য অনেকে হত হইল;
আর তাহারা বন্দিত্বের সময় পর্য্যন্ত উহাদের
স্থানে বাস করিল।
২৩ আর মনঃশির অর্দ্ধ বংশের সন্তানগণ সেই
দেশে বসতি করিত; তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া বাশন
অবধি বাল-হর্ম্মোণ, সনীর ও হর্ম্মোণ পর্ব্বত
২৪ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া গিয়াছিল। এই সকল লোক
তাহাদের পিতৃকুলপতি ছিলেন; এফর, যিশী,
ইলীয়েল, অস্রীয়েল, যিরমিয়, হোদবিয় ও
যহদীয়েল, এই সকল বিক্রমশালী ও বিখ্যাত
লোক আপন আপন পিতৃকুলের পতি ছিলেন।
২৫ আর তাহারা আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের
বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিল, এবং ঈশ্বর তদ্দেশীয়
যে জাতিদিগকে তাহাদের সম্মুখ হইতে নষ্ট
করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের দেবগণের
২৬ অনুগমনে ব্যভিচারী হইল। তাহাতে ইস্রায়েলের
ঈশ্বর অশূর-রাজ পূলের এবং অশূর-রাজ তিল্‌-
গৎ-পিল্নেষরের মন উত্তেজিত করিলেন, আর
তিনি তাহাদিগকে অর্থাৎ রূবেণীয় ও গাদীয়-
দিগকে এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে লইয়া গিয়া
হেলহে, হাবোরে, হারাতে ও গোষণ নদীতীরে
উপস্থিত করিলেন, অদ্যাপি তাহারা সেই স্থানে
আছে।

লেবির বংশাবলি।

৬ লেবির পুত্র গের্শোন, কহাৎ ও মরারি।
কহাতের সন্তান অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ
৩ ও উষীয়েল। অম্রামের সন্তান হারোণ, মোশি
এবং মরিয়ম; এবং হারোণের পুত্র নাদব ও
অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামর।

Digitized by Google

৪ ইলীয়াসরের পুত্র পীনহস, পীনহসের পুত্র অবি-
৫ শূয় ; অবিশূয়ের পুত্র বুক্কি, বুক্কির পুত্র উষি ;
৬ উষির পুত্র সরহিয়, সরহিয়ের পুত্র মরায়োৎ ;
৭ মরায়োতের পুত্র অমরিয়, অমরিয়ের পুত্র অহী-
৮ টূব ; অহীটূবের পুত্র সাদোক, সাদোকের পুত্র
৯ অহীমাস ; অহীমাসের পুত্র অসরিয়, অসরিয়ের
১০ পুত্র যোহানন ; যোহাননের পুত্র অসরিয় ; ইনি
যিরূশালেমে শলোমনের নির্ম্মিত গৃহে যাজকীয়
১১ কর্ম্ম করিতেন । আর অসরিয়ের পুত্র অমরিয়,
১২ অমরিয়ের পুত্র অহীটূব ; অহীটূবের পুত্র
১৩ সাদোক, সাদোকের পুত্র শল্লুম ; শল্লুমের পুত্র
১৪ হিল্কিয়, হিল্কিয়ের পুত্র অসরিয় ; অসরিয়ের
১৫ পুত্র সরায়, ও সরায়ের পুত্র যিহোষাদক । যে
সময়ে সদাপ্রভু নবূখদ্‌নিৎসরের হস্ত দ্বারা যি-
হূদা ও যিরূশালেম-বাসীদিগকে নির্ব্বাসন করি-
লেন, তৎকালে এই যিহোষাদক [বন্দি হইয়া]
গেলেন ।
১৬, ১৭ লেবির পুত্র গের্শোম, কহাৎ ও মরারি । আর
গের্শোমের পুত্রদের নাম এই, লিব্‌নি ও শিমিয়ি ।
১৮ আর কহাতের পুত্র অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ ও
১৯ উষীয়েল । মরারির পুত্র মহলি ও মূশি ; আপন
আপন পিতৃকুলানুসারে এই সকল লেবীয়দের
২০ গোষ্ঠী । গের্শোমের [সন্তান] ; তাঁহার পুত্র
লিব্‌নি, তাঁহার পুত্র যহৎ, তাঁহার পুত্র সিম্ম,
২১ তাঁহার পুত্র যোয়াহ, তাঁহার পুত্র ইদ্দো, তাঁহার
২২ পুত্র সেরহ, তাঁহার পুত্র যিয়ত্রয় । আর কহাতের
সন্তান ; তাঁহার পুত্র অম্মীনাদব, তাঁহার পুত্র
২৩ কোরহ, তাঁহার পুত্র অসীর, তাঁহার পুত্র
ইল্‌কানা, তাঁহার পুত্র অবীয়াসফ, তাঁহার পুত্র
২৪ অসীর, তাঁহার পুত্র তহৎ, তাঁহার পুত্র ঊরীয়েল,
২৫ তাঁহার পুত্র উষিয়, তাঁহার পুত্র শৌল । ইল্‌-
২৬ কানার সন্তান অমাসয় ও অহীমোৎ । ইল্‌কানা ;
ইল্‌কানার সন্তান ; তাঁহার পুত্র সোফী, তাঁহার
২৭ পুত্র নহৎ, তাঁহার পুত্র ইলীয়াব, তাঁহার পুত্র
২৮ যিরোহম, তাঁহার পুত্র ইল্‌কানা । শমূয়েলের
সন্তান ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র [যোয়েল], ও দ্বিতীয়
২৯ অবিয় । মরারির সন্তান ; মহলি, তাঁহার পুত্র
লিব্‌নি, তাঁহার পুত্র শিমিয়ি, তাঁহার পুত্র উষঃ,
৩০ তাঁহার পুত্র শিমিয়, তাঁহার পুত্র হগিয়, তাঁহার
পুত্র অসায় ।
৩১ [নিয়মের] সিন্দুক বিশ্রামস্থান প্রাপ্ত হইলে
পর দায়ূদ যাঁহাদিগকে সদাপ্রভুর গৃহে গানের
৩২ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহাদের নাম । শলো-
মন কর্ত্তৃক যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মিত
না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সমাগমের তাম্বুরূপ
আবাসের সম্মুখে গান দ্বারা পরিচর্য্যা করিতেন,
ও আপন আপন পালা অনুসারে আপন আপন
৩৩ কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন । সেই নিয়োজিত
লোকেরা ও তাঁহাদের সন্তানগণ এই, কহাতীয়-
দের সন্তানগণের মধ্যে হেমন গায়ক, তিনি
৩৪ যোয়েলের পুত্র ; তিনি শমূয়েলের পুত্র, তিনি
ইল্‌কানার পুত্র, তিনি যিরোহমের পুত্র, তিনি
৩৫ ইলীয়েলের পুত্র, তিনি তোহের পুত্র, তিনি
সূফের পুত্র, তিনি ইল্‌কানার পুত্র, তিনি মাহতের
৩৬ পুত্র, তিনি অমাসয়ের পুত্র, তিনি ইল্‌কানার
পুত্র, তিনি যোয়েলের পুত্র, তিনি অসরিয়ের
৩৭ পুত্র, তিনি সফনিয়ের পুত্র, তিনি তহতের
পুত্র, তিনি অসীরের পুত্র, তিনি ইবীয়াসফের
৩৮ পুত্র, তিনি কোরহের পুত্র, তিনি যিষ্‌হরের পুত্র,
তিনি কহাতের পুত্র, তিনি লেবির পুত্র, তিনি
ইস্রায়েলের পুত্র ।
৩৯ হেমনের ভ্রাতা আসফ, তিনি তাঁহার দক্ষিণে
দাঁড়াইতেন ; সেই আসফ বেরিখিয়ের পুত্র,
৪০ তিনি শিমিয়ের পুত্র, তিনি মীখায়েলের পুত্র,
৪১ তিনি বাসেয়ের পুত্র, তিনি মল্কিয়ের পুত্র, তিনি
ইৎনির পুত্র, তিনি সেরহের পুত্র, তিনি অদায়ার
৪২ পুত্র, তিনি এথনের পুত্র, তিনি সিম্মের পুত্র,
৪৩ তিনি শিমিয়ির পুত্র, তিনি যহতের পুত্র, তিনি
গের্শোমের পুত্র, তিনি লেবির পুত্র ।
৪৪ ইহাঁদের ভ্রাতৃগণ মরারির সন্তানেরা ইহাঁদের
বাম দিকে দাঁড়াইতেন ; এথন কীশির পুত্র,
৪৫ তিনি অব্দির পুত্র, তিনি মল্লূকের পুত্র, তিনি
হশবিয়ের পুত্র, তিনি অমৎসিয়ের পুত্র, তিনি
৪৬ হিল্কিয়ের পুত্র, তিনি অম্‌সির পুত্র, তিনি
৪৭ বানির পুত্র, তিনি শেমরের পুত্র, তিনি মহলির
পুত্র, তিনি মূশির পুত্র, তিনি মরারির পুত্র,
তিনি লেবির পুত্র ।
৪৮ তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ লেবীয়েরা ঈশ্বরের গৃহরূপ
আবাসের সমস্ত কার্য্যের নিমিত্তে দত্ত হইয়াছিল ।
৪৯ কিন্তু হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণ হোমীয় যজ্ঞ-
বেদির ও ধূপবেদির উপরে ধূপদাহ করিতেন,
তাঁহারা ঈশ্বরের দাস মোশির সমস্ত আজ্ঞানু-
সারে মহাপবিত্র স্থানের সমস্ত কার্য্য এবং
ইস্রায়েলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে নিযুক্ত
ছিলেন ।
৫০ হারোণের এই এই সন্তান ; তাঁহার পুত্র ইলী-
য়াসর, তাঁহার পুত্র পীনহস, তাঁহার পুত্র অবী-
৫১ শূয়, তাঁহার পুত্র বুক্কি, তাঁহার পুত্র উষি, তাঁহার
৫২ পুত্র সরাহিয়, তাঁহার পুত্র মরায়োৎ, তাঁহার পুত্র
৫৩ অমরিয়, তাঁহার পুত্র অহীটূব, তাঁহার পুত্র
সাদোক, তাঁহার পুত্র অহীমাস ।
৫৪ আর তাঁহাদের স্ব স্ব সীমান্তঃপাতী শিবির
সন্নিবেশানুসারে এই সকল তাঁহাদের বাসস্থান ;
কহাতীয় গোষ্ঠীর হারোণ-সন্তানগণের অধিকার
এই, কারণ তাঁহাদের জন্য [প্রথম] গুলিবাঁট
৫৫ হইল । ফলতঃ তাঁহাদিগকে যিহূদা দেশস্থ হিব্রোণ

Digitized by Google

ও তাহার চতুর্দ্দিক্স্থিত পরিসরভূমি দেওয়া
৫৬ গেল। কিন্তু সেই নগরের ক্ষেত্র ও গ্রাম সকল
৫৭ যিফুন্নির পুত্র কালেবকে দেওয়া গেল। অতএব
হারোণ-সন্তানগণকে হিব্রোণ নামক আশ্রয়নগর,
আর পরিসরের সহিত লিব্না, পরিসরের সহিত
৫৮ যত্তীর ও ইষ্টিমোয়; পরিসরের সহিত হিলেন,
৫৯ পরিসরের সহিত দবীর, পরিসরের সহিত আশন
৬০ পরিসরের সহিত বৈৎশেমশ; এবং বিন্যামীন-
বংশ হইতে পরিসরের সহিত গেবা, পরিসরের
সহিত আলেমৎ ও পরিসরের সহিত অনাথোৎ
দেওয়া গেল; সাকল্যে তাঁহাদের গোষ্ঠী অনু-
৬১ সারে তাঁহাদের তেরটী নগর হইল। আর কহা-
তের অবশিষ্ট সন্তানদিগকে বংশের গোষ্ঠী হইতে,
মনঃশির অর্দ্ধ বংশ হইতে, গুলিবাঁট দ্বারা দশ
নগর দত্ত হইল।
৬২ গের্শোমের সন্তানগণকে স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে
ইষাখর-বংশ, আশের-বংশ, নপ্তালি-বংশ ও বাশ-
নস্থ মনঃশি-বংশ হইতে তেরটী নগর দত্ত হইল।
৬৩ মরারির সন্তানগণকে স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে রূবেণ-
বংশ, গাদ্-বংশ ও সবূলূন-বংশ হইতে গুলিবাঁট
৬৪ দ্বারা বার নগর দত্ত হইল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ
লেবীয়দিগকে এই সকল নগর ও তাহাদের পরি-
৬৫ সরভূমি দিল। তাহারা গুলিবাঁট দ্বারা যিহূদা-
সন্তানগণের বংশ ও শিমিয়োন-সন্তানগণের বংশ
ও বিন্যামীন-সন্তানগণের বংশ হইতে স্ব স্ব নামে
উল্লিখিত এই সকল নগর তাহাদিগকে দিল।
৬৬ কহাতের সন্তানগণের কোন কোন গোষ্ঠী ইফ্র-
য়িম-বংশ হইতে আপন আপন অধিকারার্থে
৬৭ নগর পাইল। তাহারা তাহাদিগকে ইফ্রয়িম
পর্ব্বতস্থ শিখিম নামক আশ্রয়নগর ও তাহার
৬৮ পরিসর, আর পরিসরের সহিত গেষর, পরিসরের
সহিত যক্মিয়াম, পরিসরের সহিত বৈৎ-হোরোণ,
৬৯ পরিসরের সহিত অয়ালোন ও পরিসরের সহিত
৭০ গাৎ-রিম্মোন; এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশ হইতে
পরিসরের সহিত আনের, পরিসরের সহিত
বিল্য়ম, কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণের গোষ্ঠীর
৭১ জন্য দিল। আর গের্শোনের বংশকে মনঃশির
অর্দ্ধ বংশের গোষ্ঠী হইতে পরিসরের সহিত বাশ-
৭২ নস্থ গোলন ও পরিসরের সহিত অষ্টারোৎ; এবং
ইষাখর-বংশ হইতে পরিসরের সহিত কেদশ,
৭৩ পরিসরের সহিত দাবরৎ, পরিসরের সহিত
৭৪ রামোৎ ও পরিসরের সহিত আনেম; এবং
আশের-বংশ হইতে পরিসরের সহিত মশাল,
৭৫ পরিসরের সহিত অব্দোন, পরিসরের সহিত
৭৬ হক্কোক ও পরিসরের সহিত রহোব; এবং
নপ্তালি-বংশ হইতে পরিসরের সহিত গালীলস্থ
কেদশ, পরিসরের সহিত হম্মোন ও পরিসরের
৭৭ সহিত কিরিয়াথয়িম দত্ত হইল। মরারির অব-
শিষ্ট সন্তানদিগকে সবূলূন-বংশ হইতে পরিসরের
সহিত রিম্মোণো ও পরিসরের সহিত তাবোর;
৭৮ এবং যিরীহোর নিকটে যর্দ্দনের ওপারে, অর্থাৎ
যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে রূবেণ-বংশ হইতে পরিসরের
সহিত প্রান্তরস্থ বেৎসর, পরিসরের সহিত যহস,
৭৯ পরিসরের সহিত কদেমোৎ ও পরিসরের সহিত
৮০ মেফাৎ; এবং গাদ্-বংশ হইতে পরিসরের
সহিত গিলিয়দস্থ রামোৎ, পরিসরের সহিত
৮১ মহনয়িম, পরিসরের সহিত হিষ্‌বোন ও পরি-
সরের সহিত যাসের দত্ত হইল।

ইষাখর, বিন্যামীন প্রভৃতি ছয় গোষ্ঠীর বংশাবলি।

৭ ইষাখরের পুত্র তোলয় ও পূয়, যাশূব ও
শিম্রোণ, এই চারি জন। তোলয়ের পুত্র
উষি, রফায়, যিরীয়েল, যহময়, যিব্‌সম ও শমূ-
য়েল, ইহাঁরা তোলয়ের [বংশজাত], আপন
আপন পিতৃকুলের পতি ও আপন আপন সম-
কালীন লোকদের মধ্যে পরাক্রান্ত ছিল; দায়ূ-
দের সময়ে তাহারা সংখ্যায় বাইশ সহস্র ছয়
৩ শত জন ছিল। উষির পুত্র যিষ্রাহিয়, যিষ্রা-
হিয়ের পুত্র মীখায়েল, ওবদিয়, যোয়েল ও
যিশিয়, পাঁচ জন, ইহাঁরা সকলে প্রধান লোক
৪ ছিলেন। ইহাঁদের বর্ত্তমান কালে স্ব স্ব পিতৃ-
কুলানুসারে ইহাঁদের সহিত যুদ্ধার্থ কতকগুলি
সৈন্যদল ছিল, তাহাদের জনসংখ্যা ছত্রিশ
সহস্র; কারণ তাহাদের অনেক স্ত্রী ও সন্তান
৫ ছিল। আর ইষাখরের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে
তাহাদের ভ্রাতৃগণ পরাক্রমী ছিল, সাকল্যে
বংশাবলিক্রমে লিখিত তাহাদের লোক সাতাশী
সহস্র ছিল।
৬ বিন্যামীনের [পুত্র]; বেলা, বেখর ও যিদী-
৭ য়েল, তিন জন; বেলার পুত্র ইষ্‌বোন, উষি,
উষীয়েল, যিরেমোৎ ও ঈরী, পাঁচ জন; ইহাঁরা
পিতৃকুলের পতি ও পরাক্রমী ছিলেন, এবং
বংশাবলিক্রমে লিখিত তাঁহাদের লোক বাইশ
৮ সহস্র চৌত্রিশ জন ছিল। আর বেখরের পুত্র
সমীর, যোয়াশ, ইলীয়েষর, ইলিয়োঐনয়,
অম্রি, যিরেমোৎ, অবিয়, অনাথোৎ ও আলে-
৯ মৎ, ইহারা সকলেই বেখরের সন্তান। বংশা-
বলিক্রমে লিখিত তাহাদের পিতৃকুলপতিগণ
বিংশতি সহস্র দুই শত পরাক্রমী লোক ছিল।
১০ আর যিদীয়েলের পুত্র বিল্‌হন; বিল্‌হনের
পুত্র যিয়ূশ, বিন্যামীন, এহূদ, কনানা, সেথন,
১১ তর্শীশ ও অহীশহর; ইহারা সকলেই যিদী-
য়েলের পুত্র, আপন আপন পিতৃকুলের পতি
ও পরাক্রমী লোক ছিল, যুদ্ধে গমনযোগ্য

Digitized by Google

১২ সপ্তদশ সহস্র দুই শত লোক। আর ঈরের পুত্র
শুপ্পীম ও হুপ্পীম, অহেরের সন্তান হূশীম।
১৩ আর নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল, গূনি, যেৎসর
ও শল্লুম, ইহারা বিল্‌হার বংশ।
১৪ মনঃশির পুত্র অস্রীয়েল; [তাঁহার স্ত্রী]
ইহাকে প্রসব করিলেন। তাঁহার অরামীয়া উপ-
পত্নী গিলিয়দের পিতা মাখীরকে প্রসব করিল;
১৫ আর মাখীর হুপ্পীম ও শুপ্পীমের সম্বন্ধীয়া এক
স্ত্রীকে বিবাহ করিল; তাহাদের ভগিনীর নাম
মাখা ছিল। দ্বিতীয়ের নাম সলফাদ, সেই
১৬ সলফাদের কয়েকটী কন্যা ছিল। মাখীরের
ভার্য্যা মাখা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম
পেরশ রাখিল, ও তাহার ভ্রাতার নাম শেরশ,
১৭ এবং ইহার পুত্রদের নাম ঊলম ও রেকম। আর
ঊলমের পুত্র বদান। এই সকল মনঃশির
পৌত্র মাখীরের পুত্র গিলিয়দের সন্তান।
১৮ তাহার ভগিনী হম্মোলেকতের পুত্র ঈশ্‌হোদ,
১৯ অবীয়েষর ও মহলা। আর শমীদার পুত্র
অহিয়ন, শেখম, লিক্‌হি ও অনীয়াম।
২০ আর ইফ্রয়িমের পুত্র শূথেলহ, তাঁহার পুত্র
বেরদ, তাঁহার পুত্র তহৎ, তাঁহার পুত্র ইলিয়াদা,
২১ তাঁহার পুত্র তহৎ, তাঁহার পুত্র সাবদ, তাঁহার
পুত্র শূথেলহ; আর এৎসর ও ইলিয়দ, কিন্তু
দেশজাত গাতের লোকেরা তাহাদিগকে বধ
করিল, কেননা তাহারা উহাদের পশু হরণার্থে
২২ নামিয়া আসিয়াছিল। তখন তাহাদের পিতা
ইফ্রয়িম অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিলেন,
এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে
২৩ আসিলেন। পরে তিনি আপন ভার্য্যার কাছে
গমন করিলেন; তাহাতে তাঁহার ভার্য্যা গর্ভবতী
হইয়া পুত্র প্রসব করিলে, তিনি তাহার নাম
বরীয় [অমঙ্গল] রাখিলেন, কেননা তখন তাঁহার
২৪ বাটীতে অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। আর তাঁহার কন্যা
শীরা উচ্চতর ও নিম্নতর বৈৎ-হোরোণ ও উষেন-
২৫ শীরা পত্তন করাইলেন। [বরীয়ের] পুত্র রেফহ
২৬ ও রেশফ, ইহাঁর পুত্র তেলহ, তাঁহার পুত্র তহন,
তাঁহার পুত্র লাদন, তাঁহার পুত্র অম্মীহূদ, তাঁহার
২৭ পুত্র ইলীশামা; তাঁহার পুত্র নূন, তাঁহার পুত্র
যিহোশূয়।
২৮ ইহাঁদের অধিকার ও নিবাসস্থান বৈথেল ও
তাহার উপনগর সকল, এবং পূর্ব্বদিকে নারণ ও
পশ্চিমদিকে গেষর ও তাহার উপনগর সকল;
আর শিখিম ও তাহার উপনগর সকল, ঘসা ও
২৯ তাহার সকল উপনগর পর্য্যন্ত। আর মনঃশির
সন্তানগণের সীমার পার্শ্বস্থ বৈৎশান ও তাহার
উপনগর সকল, তানক ও তাহার উপনগর সকল,
মগিদ্দো ও তাহার উপনগর সকল, এবং
দোর ও তাহার উপনগর সকল। এই সকল
স্থানে ইস্রায়েল-পুত্র যোষেফের সন্তানগণ বাস
করিত।
৩০ আশেরের সন্তান যিম্ন, যিশ্‌ব, যিশ্‌বি ও
৩১ বরীয় এবং তাহাদের ভগিনী সেরহ। বরীয়ের
পুত্র হেবর ও বির্ষোতের পিতা মল্কীয়েল।
৩২ হেবরের সন্তান যফ্‌লেট, শোমের ও হোথম এবং
৩৩ ইহাদের ভগিনী শূয়া। যফ্‌লেটের পুত্র পাসক,
বিম্‌হল ও অশ্বৎ, এই সকল যফ্‌লেটের সন্তান।
৩৪ আর শেমরের পুত্র অহি, রোহগ, যিহব্ব ও
৩৫ অরাম। তাহার ভ্রাতা হেলমের পুত্র শোফল,
৩৬ যিম্ন, শেলশ ও আমল। সোফহের পুত্র সূহ,
৩৭ হর্ণেফর, শূয়াল, বেরী ও যিম্র; বেৎসর, হোদ,
৩৮ শম্ম, শিল্‌শ, যিত্রণ ও বেরা। আর যেথরের পুত্র
৩৯ যিফূন্নি, পিস্প ও অরা। আর উল্লের পুত্র আরহ,
৪০ হন্নীয়েল ও রিৎসিয়। এই সকলে আশেরের সন্তান
ও আপন আপন পিতৃকুলের পতি, মনোনীত
ও বিক্রান্ত এবং অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রধান লোক
ছিল; যুদ্ধে গমনকারীদের মধ্যে বংশাবলিক্রমে
লিখিত ইহাদের জনসংখ্যা ছাব্বিশ সহস্র ছিল।

৮ বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয়
অস্‌বেল, ও তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা,
৩ ও পঞ্চম রাফা। আর বেলার পুত্র অদ্দর, গেরা,
৪,৫ অবীহূদ, অবীশূয়, নামান, আহোহ, গেরা,
শফূফন ও হূরম।
৬ এহূদের পুত্রগণ এই। ইহাঁরা গেবানিবাসী-
দের পিতৃকুলপতি, পরে ইহাঁদিগকে বন্দি
৭ করিয়া মানহতে লইয়া যাওয়া হইল। আর
তিনি নামান, অহিয় ও গেরা, ইহাঁদিগকে বন্দি
করিয়া লইয়া গেলেন; তাঁহার পুত্র উষঃ ও
৮ অহীহূদ। আর তিনি তাঁহাদিগকে বিদায়
করিলে পর শহরয়িম মোয়াব দেশে পুত্রগণকে
জন্ম দিলেন, তাঁহার ভার্য্যা হূশীম ও বারা।
৯ আর তাঁহার হোদশ নাম্নিকা ভার্য্যার গর্ভজাত
১০ পুত্র যোবব, সিবিয়, মেশা, মল্কম, যিয়ূশ,
শখিয় ও মির্ম, তাঁহার এই পুত্রেরা পিতৃকুল-
১১ পতি ছিলেন। আর হূশীমের গর্ভজাত তাঁহার
১২ পুত্র অবীটূব ও ইল্পাল। আর ইল্পালের
পুত্র এবর ও মিশিয়ম, এবং ওনো, লোদ ও
তাহার উপনগর সকলের পত্তনকারী শেমদ,
১৩ এবং বরীয় ও শেমা, ইহাঁরা অয়ালোন-নিবাসী-
দের পিতৃকুলপতি ছিলেন, আর ইহাঁরা গাৎ-
১৪ নিবাসীদিগকে দূর করিয়া দিলেন। আর
১৫ বরীয়ের পুত্র অহিয়ো, শাশক, যিরেমোৎ, সব-
১৬ দিয়, অরাদ, এদর, মীখায়েল, যিশ্‌পা, ও যোহ।
১৭ আর ইল্পালের পুত্র সবদিয়, মশুল্লম, হিষ্কি,
১৮, ১৯ হেবর, যিশ্মরয়, যিষলিয় ও যোবব। আর
২০ শিমিয়ির পুত্র যাকীম, সিখ্রি, সব্দি, ইলী-ঐনয়,
২১ সিল্লথয়, ইলীয়েল, অদায়া, বরায়া ও শিম্রৎ।

Digitized by Google

২২ আর শাশকের পুত্র যিশ্‌পন, এবর, ইলীয়েল,
২৩,২৪ অব্দোন, সিখ্রি, হানন, হনানিয়, এলম,
২৫,২৬ অন্তোথিয়, যিফদিয় ও পনূয়েল। আর
যিরোহমের সন্তান শিমশরয়, শহরিয়, অথলিয়,
২৭,২৮ যারিশিয়, এলিয় ও সিখ্রি। ইহাঁরা পিতৃ-
কুলপতি বলিয়া আপন আপন বংশাবলিতে
প্রধম ছিলেন; ইহাঁরা যিরূশালেমে বাস
২৯ করিতেন। আর গিবিয়োনের পিতা [যিয়ীয়েল]
গিবিয়োনে বাস করিতেন, তাঁহার ভার্য্যার নাম
৩০ মাখা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন, অপর শূর,
৩১ কীশ, বাল, নাদব, গদোর, অহিয়ো ও সখর।
৩২ আর মিক্লোতের পুত্র শিমিয়। ইহাঁরাও আপন
ভ্রাতৃগণের সম্মুখে যিরূশালেমে আপন ভ্রাতাদের
কাছে বাস করিতেন।
৩৩ নেরের পুত্র কীশ, কীশের পুত্র শৌল, শৌলের
পুত্র যোনাথন, মল্কীশূয়, অবীনাদব ও ইশ্‌বাল।
৩৪ আর যোনাথনের পুত্র মরীব্বাল, ও মরীব্বালের
৩৫ পুত্র মীখা। আর মীখার পুত্র পিথোন, মেলক,
৩৬ তরেয় ও আহস। আহসের পুত্র যিহোয়াদা,
যিহোয়াদার পুত্র আলেমৎ, অস্‌মাবৎ ও সিম্রি;
৩৭ সিম্রির পুত্র মোৎসা। মোৎসার পুত্র বিনিয়া,
তাহার পুত্র রাফা, তাহার পুত্র ইলীয়াসা,
৩৮ তাহার পুত্র আৎসেল। আৎসেলের ছয় পুত্র;
তাহাদের নাম এই: অস্রীকাম, বোখরু, ইশ্মা-
য়েল, শিয়রিয়, ওবদিয় ও হানন; এই সকল
৩৯ আৎসেলের সন্তান। আর তাহার ভ্রাতা এশকের
জ্যেষ্ঠ পুত্র উলম, দ্বিতীয় যিয়ূশ ও তৃতীয় এলী-
৪০ ফেলট। আর উলমের পুত্রগণ অতি বিক্রম-
শালী ও ধনুর্দ্ধর ছিল, এবং তাহাদের পুত্র পৌত্র
অনেক ছিল, এক শত পঞ্চাশ জন; ইহারা
সকলে বিন্যামীন-বংশজাত।

৯ এইরূপে সমস্ত ইস্রায়েলের বংশাবলি
রচিত হইল, আর দেখ, তাহা ইস্রায়েলের
রাজগণের পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে। পরে
যিহূদার লোকেরা আপনাদের সত্যলঙ্ঘন প্রযুক্ত
বন্দি হইয়া বাবিলে নীত হইল।

যিরূশালেম-নিবাসীদের তালিকা।

২ [তৎপরে] আপনাদের নানা নগরে যাহারা
প্রথমে আপন আপন অধিকারে বসতি করিল,
তাহারা ইস্রায়েল, যাজকগণ, লেবীয়গণ ও নথী-
৩ নীয়গণ। আর যিহূদার সন্তানগণের, বিন্যা-
মীনের সন্তানগণের এবং ইফ্রয়িমের ও মনঃশির
সন্তানগণের মধ্যে এই লোকেরা যিরূশালেমে
৪ বাস করিতে লাগিল। যিহূদার পুত্র পেরসের
সন্তানদের মধ্যে বানির বৃদ্ধপ্রপৌত্র ইম্রির
প্রপৌত্র অম্রির পৌত্র অম্মীহূদের পুত্র উথয়।
৫ শীলোনীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অসায় ও তাহার
৬ সন্তানগণ। সেরহের সন্তানদের মধ্যে যূয়েল ও
তাহাদের ভ্রাতৃগণ, ইহারা ছয় শত নব্বই জন।
৭ বিন্যামীনের সন্তানগণের মধ্যে হসনূয়ের প্রপৌত্র
৮ হোদবিয়ের পৌত্র মশুল্লমের পুত্র সল্ল। আর
যিরোহমের পুত্র যিব্‌নিয়, ও মিখ্রির পৌত্র
উষির পুত্র এলা, এবং যিব্‌নিয়ের প্রপৌত্র রূয়ে-
৯ লের পৌত্র শফটিয়ের পুত্র মশুল্লম; ইহারা
ও ইহাদের ভ্রাতৃগণ আপন আপন বংশাবলি
অনুসারে নয় শত ছাপ্পান্ন জন। ইহারা সকলে
আপন আপন পিতৃকুলের মধ্যে কুলপতি ছিল।
১০ যাজকদের মধ্যে যিদয়িয়, যিহোয়ারীব ও
১১ যাখীন; আর ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ যে অহী-
টূব, তাঁহার অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মরায়োতের বৃদ্ধ-
প্রপৌত্র সাদোকের প্রপৌত্র মশুল্লমের পৌত্র
১২ হিল্কিয়ের পুত্র অসরিয়; আর মল্কিয়ের
প্রপৌত্র পশ্‌হূরের পৌত্র যিরোহমের পুত্র
অদায়া; এবং ইম্মেরের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মশিল্ল-
মীতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মশুল্লমের প্রপৌত্র যহসেরার
১৩ পৌত্র অদীয়েলের পুত্র মাসয়; ইহারা ও ইহা-
দের ভ্রাতৃগণ এক সহস্র সাত শত ষাইট জন;
ইহারা আপন আপন পিতৃকুলের পতি এবং
ঈশ্বরের গৃহের সেবাকার্য্য সম্পাদনে অতি দক্ষ
১৪ লোক। আর লেবীয়দের মধ্যে মরারি-বংশজাত
হশবিয়ের প্রপৌত্র অস্রীকামের পৌত্র হশূবের
১৫ পুত্র শময়িয়; আর বক্‌বক্কর, হেরশ ও গালল,
এবং আসফের প্রপৌত্র সিখ্রির পৌত্র মীখার
১৬ পুত্র মত্তনিয়; আর যিদূথূনের প্রপৌত্র গাললের
পৌত্র শময়িয়ের পুত্র ওবদিয়; আর নটোফা-
তীয়দের পল্লীতে বাসকারী ইল্কানার পৌত্র
১৭ আসার পুত্র বেরিখিয়। আর দ্বারপাল শল্লূম,
অক্কূব, টল্‌মোন, অহীমান এবং তাহাদের ভ্রাতৃ-
১৮ গণ, ইহাদের মধ্যে শল্লূম প্রধান। ইহারা
এ যাবৎ পূর্ব্বদিক্‌স্থিত রাজদ্বারে থাকিত,
ইহারাই লেবির সন্তানদের শিবিরের দ্বারপাল।
১৯ আর শল্লূম কোরহের প্রপৌত্র অবীয়াসফের
পৌত্র কোরির পুত্র; সে ও তাহার পিতৃকুলজাত
কোরহীয় ভ্রাতৃগণ সেবাকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত
হইয়া তাম্বুর দ্বার সকলের রক্ষক ছিল। আর
তাহাদের পিতৃপুরুষেরাও সদাপ্রভুর শিবিরে
২০ নিযুক্ত ও প্রবেশস্থানের রক্ষক ছিল। পুরাকালে
ইলীয়াসরের পুত্র পীনহস তাহাদের অধ্যক্ষ
ছিলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।
২১ মশেলেমিয়ের পুত্র সখরিয় সমাগমের তাম্বুর
২২ দ্বাররক্ষক ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ দ্বারপালের কার্য্যার্থে
মনোনীত এই লোকেরা দুই শত বার জন ছিল;
তাহাদের গ্রামসমূহে তাহাদের বংশাবলি রচিত
হইয়াছিল। দায়ূদ ও শমূয়েল দর্শক তাহা-
দিগকে তাহাদের নিরূপিত কার্য্যে নিযুক্ত

Digitized by Google

২৩ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা ও তাঁহাদের
সন্তানেরা সদাপ্রভুর গৃহের অর্থাৎ তাম্বুগৃহের
দ্বারপালের কর্ম্মে প্রহরে প্রহরে নিযুক্ত হইত,
২৪ এই দ্বারপালেরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ
২৫ চারিদিকে থাকিত। আর তাঁহাদের গ্রামস্থ
ভ্রাতৃগণকে সময়ে সময়ে সপ্তাহের নিমিত্তে
২৬ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে হইত। কেননা
ঐ চারি জন প্রধান দ্বারপাল লেবীয়, তাঁহারা
নিরূপিত কার্য্যে নিযুক্ত, এবং ঈশ্বরের গৃহের
২৭ কুঠরী ও ভাণ্ডার সকলের অধ্যক্ষ ছিল। আর
তাঁহারা ঈশ্বরের গৃহের চতুর্দ্দিকে রাত্রি যাপন
করিত, কেননা তাঁহাদের প্রতি রক্ষার ভার ছিল;
এবং তাঁহাদিগকেই প্রতিদিন প্রাতে দ্বার
২৮ খুলিতে হইত। আর তাঁহাদের কতক লোক
সেবাকার্য্যার্থক পাত্র সকল রক্ষা করিতে নিযুক্ত
ছিল, আর সে সকল সংখ্যানুসারে ভিতরে
২৯ লইয়া যাওয়া ও বাহিরে আনা হইত। আর
তাঁহাদের কতক লোক পবিত্র স্থানের সামগ্রী
ও সকল পাত্র এবং সূজী, দ্রাক্ষারস, তৈল, কুন্দুরু
৩০ ও গন্ধদ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। যাজক-
দের সন্তানদের মধ্যে কয়েক জন সুগন্ধি দ্রব্যের
৩১ মিশ্রণ প্রস্তুত করিত। লেবীয়দের মধ্যে কোর-
হীয় শল্লুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মত্তিথিয় পক্বান্ন সক-
লের তত্ত্বাবধানে নিরূপিত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।
৩২ আর তাঁহাদের জ্ঞাতি কহাতের সন্তানগণের মধ্যে
কতক লোক প্রতিবিশ্রামবারে দর্শনীয় রুটী
৩৩ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু লেবীয়দের
পিতৃকুলপতি যে গায়কগণ, তাঁহারা কুঠরীতে
[থাকিতেন, এবং অন্য কার্য্য হইতে] মুক্ত
ছিলেন; কেননা তাঁহারা দিবারাত্র আপনাদের
৩৪ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইঁহারা লেবীয়দের
পিতৃকুলপতি হওয়াতে পুরুষানুক্রমে প্রধান
ছিলেন; ইঁহারা যিরূশালেমে বসতি করিতেন।

শৌলের বংশাবলি ও মৃত্যু।

৩৫ আর গিবিয়োনের পিতা যিয়ীয়েল গিবি-
য়োনে বাস করিতেন, তাঁহার ভার্য্যার নাম
৩৬ মাখা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন, পরে সূর,
৩৭ কীশ, বাল, নের, নাদব, গদোর, অহিয়ো,
৩৮ সখরিয় ও মিক্লোৎ। মিক্লোতের পুত্র শিমি-
য়াম; ইঁহারাও আপনাদের ভ্রাতৃগণের সম্মুখে
যিরূশালেমে আপন ভ্রাতৃগণের কাছে বাস
৩৯ করিতেন। আর নেরের পুত্র কীশ, কীশের পুত্র
শৌল, শৌলের পুত্র যোনাথন, মল্কীশূয়,
৪০ অবীনাদব ও ইশ্‌বাল। যোনাথনের পুত্র
৪১ মরীব্বাল, মরীব্বালের পুত্র মীখা। মীখার পুত্র
৪২ পিথোন, মেলক, তহরেয় [ও আহস]। আহ-
সের পুত্র যার, যারের পুত্র আলেমৎ, অস্মা-
৪৩ বৎ ও সিম্রি, এবং সিম্রির পুত্র মোৎসা। মোৎ-
সার পুত্র বিনিয়া, তাঁহার পুত্র রফায়, তাঁহার
৪৪ পুত্র ইলীয়াসা, তাঁহার পুত্র আৎসেল। আৎ-
সেলের ছয় পুত্র, তাঁহাদের নাম অস্রীকাম,
বোখরু, ইশ্মায়েল, শিয়রিয়, ওবদিয় ও হানন;
ইঁহারা আৎসেলের পুত্র।

১০ পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ
করিলে ইস্রায়েলের লোকেরা পলেষ্টীয়দের
সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং গিল্‌বোয়
২ পর্ব্বতে আহত হইয়া পড়িতে লাগিল। আর
পলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাঁহার পুত্রগণের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ তাড়া করিল; এবং পলেষ্টীয়েরা যোনা-
থন, অবীনাদব ও মল্কীশূয়কে, শৌলের পুত্র-
৩ দিগকে, বধ করিল। পরে শৌলের বিরুদ্ধে
ঘোরতর সংগ্রাম হইল, আর ধনুর্দ্ধরেরা তাঁহার
লাগাইল পাইল; সেই ধনুর্ব্বাণধারিগণ হইতে
৪ শৌল ত্রাসযুক্ত হইলেন। আর শৌল আপন
অস্ত্রবাহককে কহিলেন, তোমার খড়্গ নিষ্কোষ
করিয়া তদ্দ্বারা আমাকে বিদ্ধ কর; নতুবা কি
জানি, ঐ অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমার অপ-
মান করিবে। কিন্তু তাঁহার অস্ত্রবাহক অতিশয়
ভীত হওয়া প্রযুক্ত সম্মত হইল না; অতএব
শৌল খড়্গ লইয়া আপনি তাহার উপরে পড়ি-
৫ লেন। তাহাতে শৌল মরিয়াছেন দেখিয়া
তাঁহার অস্ত্রবাহকও আপন খড়্গের উপরে
৬ পড়িয়া মরিল। এই প্রকারে শৌল, তাঁহার
তিন পুত্র এবং সমস্ত পরিজন এক সঙ্গে মরিলেন।
৭ পরে লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, এবং শৌল
ও তাঁহার পুত্রগণ মরিয়াছেন দেখিয়া তলভূমি-
স্থিত ইস্রায়েলের সমস্ত লোক আপনাদের নগর
সকল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল;
তাহাতে পলেষ্টীয়েরা আসিয়া সেই সকল
নগরে বাস করিতে লাগিল।
৮ পরদিবসে পলেষ্টীয়েরা নিহত লোকদের
সজ্জাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্‌বোয়
পর্ব্বতে পতিত শৌলকে ও তাঁহার পুত্রদিগকে
৯ দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তাঁহার সজ্জা
খুলিয়া তাঁহার মস্তক ও সজ্জা লইয়া আপনাদের
দেব-প্রতিমাদিগকে ও লোকদিগকে শুভবার্ত্তা
জ্ঞাপনার্থে পলেষ্টীয়দের দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ
১০ করিল। পরে তাঁহার সজ্জা আপনাদের দেব-
তার মন্দিরে রাখিল, এবং তাঁহার মুণ্ড দাগো-
১১ নের মন্দিরে টাঙ্গাইয়া দিল। পরে যখন
যাবেশ-গিলিয়দের সমস্ত লোক শৌলের প্রতি
কৃত পলেষ্টীয়দের সেই সমস্ত কর্ম্মের সংবাদ
১২ পাইল, তখন সমস্ত বিক্রমশালী লোক উঠিল,
এবং শৌলের ও তাঁহার পুত্রগণের শরীর তুলিয়া
যাবেশে লইয়া আসিয়া তাঁহাদের অস্থি যাবে-

Digitized by Google

শস্ত এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিল; পরে
সাত দিবস উপবাস করিল।
১৩ এইরূপে শৌল সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কৃত সত্য
লঙ্ঘন হেতু মরিলেন; কারণ তিনি সদাপ্রভুর-
বাক্য পালন করেন নাই, আবার অনুসন্ধান জন্য
ভূতড়িয়ার কাছে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
১৪ সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন নাই; তজ্জন্য তিনি
তাঁহাকে বধ করিলেন, এবং রাজ্য হস্তান্তর
করিয়া যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে দিলেন।

দায়ূদের রাজ্যাভিষেক।

১১ পরে সমস্ত ইস্রায়েল হিব্রোণে দায়ূদের
নিকটে একত্র হইয়া কহিল, দেখুন, আমরা
২ আপনকার অস্থি ও মাংস। পূর্ব্বে যখন শৌল
রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে
বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন করাইতেন; আর
আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনাকে বলিয়া-
ছিলেন, তুমি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরা-
ইবে, ও তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েলের নায়ক
৩ হইবে। এইরূপে ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা সকলে
হিব্রোণে রাজার নিকটে আসিলেন; তাহাতে
দায়ূদ হিব্রোণে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাঁহাদের
সহিত নিয়ম করিলেন, এবং শমূয়েলের দ্বারা
কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাঁহারা দায়ূদকে
ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।
৪ পরে দায়ূদ ও সমস্ত ইস্রায়েল যিরূশালেমে
অর্থাৎ যিবূষে গেলেন; তৎকালে দেশনিবাসী
৫ যিবূষীয়েরা সেই স্থানে ছিল। তাহাতে যিবূষের
নিবাসীরা দায়ূদকে কহিল, তুমি এই স্থানে প্রবেশ
করিতে পাইবে না; তথাপি দায়ূদ সিয়োনের
দুর্গ হস্তগত করিলেন; তাহাই দায়ূদ-নগর।
৬ আর দায়ূদ বলিয়াছিলেন, যে কেহ প্রথমে যিবূ-
ষীয়দিগকে আঘাত করিবে, সে প্রধান ও সেনা-
পতি হইবে; তাহাতে সরূয়ার পুত্র যোয়াব
৭ প্রথমে উঠিয়া যাওয়াতে প্রধান হইলেন। অনন্তর
দায়ূদ সেই দুর্গে বসতি করিলেন, তজ্জন্য
৮ লোকেরা তাহার নাম দায়ূদ-নগর রাখিল। আর
তিনি চারিদিকে অর্থাৎ মিল্লো অবধি চারিদিকে
নগর গাঁথিলেন, এবং যোয়াব নগরের অবশিষ্ট
৯ স্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন। পরে দায়ূদ উত্তরো-
ত্তর মহান হইয়া উঠিলেন, কারণ বাহিনীগণের
সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

দায়ূদের বীরগণের ও তাঁহার পক্ষীয় ইস্রায়েলীয়দের বর্ণনা।

১০ ইস্রায়েলের সম্বন্ধে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
দায়ূদকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রায়েলের সহিত
দায়ূদের এই প্রধান বীরগণ রাজত্বে তাঁহার প্রবল
১১ সহকারী হইলেন। দায়ূদের বীরগণের সংখ্যা।
এক জন. হক্মোনীয়ের পুত্র যাশবিয়াম সেনানী-
বর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি তিন শত লোকের
উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তাহাদিগকে এক-
১২ কালে নিহনন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে
অহোহীয় দোদোর পুত্র ইলীয়াসর, তিনি বীর-
১৩ ত্রয়ের এক জন। তিনি পস-দম্মীমে দায়ূদের সঙ্গে
ছিলেন। পলেষ্টীয়েরা তথায় যুদ্ধার্থে একত্র
হইয়াছিল; আর তথায় এক খণ্ড ক্ষেত্র যবে
পরিপূর্ণ ছিল; আর লোকেরা পলেষ্টীয়দের
১৪ সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। তাঁহারা সেই
ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা রক্ষা করিলেন ও
পলেষ্টীয়দিগকে বধ করিলেন, এবং সদাপ্রভু
মহানিস্তার করিলেন।
১৫ আর ত্রিশ জন প্রধানের মধ্যে তিন জন শৈলে,
অদুল্লম গুহাতে, দায়ূদের নিকটে আসিলেন;
তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্যগণ রফায়ীম তলভূমিতে
১৬ শিবির স্থাপন করিয়াছিল। আর দায়ূদ দুর্গম
স্থানে ছিলেন; আর পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্য-
১৭ দল তখন বৈৎলেহমে ছিল। পরে দায়ূদ পিপা-
সাতুর হইয়া কহিলেন, হায়! কে আমাকে বৈৎ-
লেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল আনিয়া পান
১৮ করিতে দিবে? তাহাতে ঐ তিন জন পলেষ্টীয়-
দের সৈন্যমধ্য দিয়া যাইয়া বৈৎলেহমের দ্বার-
নিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের
নিকটে আসিলেন, কিন্তু দায়ূদ তাহা পান করিতে
সম্মত না হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলি-
১৯ লেন। তিনি কহিলেন, হে আমার ঈশ্বর, এমন কর্ম
যেন আমি না করি। আমি কি এই মনুষ্যদিগকে
প্রাণপণ করাইয়া ইহাদের রক্ত পান করিব!
ইহারা ত প্রাণপণপূর্ব্বক এই জল আনিয়াছে।
অতএব তিনি তাহা পান করিতে সম্মত হইলেন
না। ঐ বীরত্রয় এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।
২০ আর যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয় তিন জনের
মধ্যে প্রধান ছিলেন; তিনি তিন শত লোকের
উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তাহাদিগকে
নিহননপূর্ব্বক নরত্রয়ের মধ্যে নামলব্ধ হইলেন।
২১ এই তিন জনের মধ্যে অন্য দুই জন হইতে তিনি
অধিক মর্য্যাদাপন্ন ছিলেন, আর তাঁহাদের সেনা-
পতি হইলেন, তথাচ [প্রথম] নরত্রয়ের তুল্য
২২ ছিলেন না। আর অনেক বিক্রমের কার্য্যকারী
কব্‌সেলীয় এক বীর্য্যবানের পৌত্র যিহোয়াদার
পুত্র যে বনায়, তিনি মোয়াবীয় অরিয়েলের দুই
পুত্রকে বধ করিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি হিমানীর
সময়ে যাইয়া গর্ত্তের মধ্যে একটা সিংহকে মারি-
২৩ লেন। আর তিনি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ বৃহৎকায় এক
মিস্রীয়কে বধ করিলেন; ঐ মিস্রীয়ের হস্তে তন্ত-

Digitized by Google

বায়ের মরাক্রের ন্যায় এক বড়শা, এবং ইহাঁর হস্তে
এক দণ্ড ছিল ; পরে ইনি গিয়া সেই মিস্রীয়ের
হস্ত হইতে বড়শাটী কাড়িয়া লইয়া তাহারই
২৪ বড়শা দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। যিহোয়াদার
পুত্র বনায় এই সকল কার্য্য করিলেন, তাহাতে
২৫ তিনি বীরত্রয়ের মধ্যে নামজক হইলেন। দেখ,
তিনি ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন, কিন্তু
[প্রথম] নরত্রয়ের তুল্য ছিলেন না ; এবং দায়ূদ
তাঁহাকে আপন রক্ষিসেনার অধ্যক্ষ করিলেন।
২৬ অন্য বীর্য্যবান লোকদের নাম। যোয়াবের
ভ্রাতা অসাহেল, বৈৎলেহমস্থ দোদোর পুত্র ইল্‌-
২৭ হানন, হরোরীয় শম্মোৎ, পলোনীয় হেলস,
২৮ তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা, অনাথোতীয়
২৯ অবীয়েষর, হূশাতীয় সিব্বখয়, অহোহীয় ঈলয়,
৩০ নটোফাতীয় মহরয়, নটোফাতীয় বানার পুত্র
৩১ হেলদ, বিন্যামীন-বংশের গিবিয়ানিবাসী রীব-
৩২ য়ের পুত্র ইথয়, পিরিয়াথোনীয় বনায়, গাশ
৩৩ উপত্যকানিবাসী হূরয়, অর্ব্বতীয় অবীয়েল, বাহ-
৩৪ রুমীয় অস্‌মাবৎ, শালবোনীয় ইলিয়হব, গিষো-
নীয় হাষেমের পুত্রগণ, হরারীয় শাগির পুত্র
৩৫ যোনাথন, হরারীয় সাখরের পুত্র অহীয়াম,
৩৬ ঊরের পুত্র ইলীফাল, মখেরাতীয় হেফর, পলো-
৩৭ নীয় অহিয়, কর্ম্মিলীয় হিস্রো, ইষ্‌বয়ের পুত্র
৩৮ নারয়, নাথনের ভ্রাতা যোয়েল, হগ্রির পুত্র
৩৯ মিভর, অম্মোনীয় সেলক, সরূয়ার পুত্র যোয়া-
৪০ বের অস্ত্রবাহক বেরোতীয় নহরয়, যিত্রীয় ঈরা,
৪১ যিত্রীয় গারেব। হিত্তীয় ঊরিয়, অহলয়ের পুত্র
৪২ সাবদ, রূবেণীয় শীষার পুত্র অদীনা, তিনি রূবে-
ণীয়দের এক জন প্রধান ছিলেন, ও তাঁহার অনু-
৪৩ গামী ত্রিশ জন ছিল, মাখার পুত্র হানন, মিত্নীয়
৪৪ যোশাফট, অষ্টরোতীয় ঊষিয়, অরোয়েরীয়
৪৫ হোথমের দুই পুত্র শাম ও যিয়ীয়েল, শিম্রির
পুত্র যিদীয়েল ও তাঁহার ভ্রাতা তীষীয় যোহা,
৪৬ মহবীয় ইলীয়েল, ইল্‌নামের দুই পুত্র যিরীবয়
৪৭ ও যোশবিয়, আর মোয়াবীয় যিৎমা, ইলীয়েল,
ওবেদ ও মসোবায়ীয় যাসীয়েল।

১২ যে সময়ে দায়ূদ কীশের পুত্র শৌলের ভয়ে
অবরুদ্ধ থাকিতেন, তৎকালে এই সকল লোক
সিক্লগে দায়ূদের নিকটে আসিয়াছিলেন ;
তাঁহারা যুদ্ধে তাঁহার সহকারী বীরগণের মধ্যে
২ গণিত ছিলেন। তাঁহারা ধনুর্দ্ধারী এবং দক্ষিণ ও
বাম উভয় হস্ত দ্বারা ফিঙ্গার প্রস্তর ও ধনুর্ব্বাণ
ক্ষেপণে নিপুণ ছিলেন ; তাঁহারা শৌলের জ্ঞাতি
৩ বিন্যামীনীয় লোক ছিলেন। [তাঁহাদের মধ্যে]
অহীয়েষর প্রধান, পরে যোয়াশ, ইহাঁরা গিবিয়া-
তীয় শমায়ের পুত্র ; আর অস্‌মাবতের পুত্র
যিষীয়েল ও পেলট এবং অনাথোতীয় বরাখা ও
৪ যেহূ ; এবং গিবিয়োনীয় যিশ্ময়িয়, ইনি ত্রিশ
জনের মধ্যে গণিত বীর ও ত্রিশের উপরে নিযুক্ত
ছিলেন, আর যিরমিয়, যহসীয়েল, যোহানন,
৫ গদেরাথীয় যোষাবদ, ইলিয়ূষয়, যিরেমোৎ,
৬ বালিয়া, শমরিয়, হরূফীয় শফটিয়। ইল্কানা,
যিশিয়, অসরেল, যোয়েষর ও যাশবিয়াম, এই
৭ কোরহীয়গণ ; আর গদোরনিবাসী যিরোহমের
পুত্র যোয়েলা ও সবদিয়।
৮ আর গাদীয়দের মধ্যে কতকগুলি বীর্য্যবান
লোক পৃথক্‌ হইয়া প্রান্তরস্থিত দুর্গম স্থানে দায়ূ-
দের নিকটে আসিয়াছিলেন ; তাঁহারা ঢাল ও
বড়শাধারী যুদ্ধযোগ্য পুরুষ ; সিংহমুখের ন্যায়
তাঁহাদের মুখ ও পর্ব্বতস্থ হরিণের ন্যায় দ্রুত-
৯ গামী চরণ ছিল। প্রথম এষর, দ্বিতীয় ওবদিয়,
১০ তৃতীয় ইলীয়াব। চতুর্থ মিশ্মন্না, পঞ্চম যিরমিয়।
১১,১২ ষষ্ঠ অত্তয়, সপ্তম ইলীয়েল ; অষ্টম যোহানন,
১৩ নবম ইল্‌সাবদ, দশম যিরমিয়, একাদশ মগ্‌-
১৪ বন্নয়। গাদ-সন্তানদের এই লোকেরা সেনাপতি
ছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে যিনি ক্ষুদ্র তিনি শত
জনের, ও যিনি মহান তিনি সহস্র জনের সমকক্ষ
১৫ ছিলেন। প্রথম মাসে যে সময়ে যর্দ্দনের জল
সমস্ত তীরের উপরে উঠিয়াছিল, সেই সময়ে
ইহাঁরা নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম-
দিকে তলভূমিস্থ সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।
১৬ আর বিন্যামীনের ও যিহূদার সন্তানগণের
মধ্যে কতকগুলি লোক দায়ূদের নিকটে দুর্গম
১৭ স্থানে আসিয়াছিল। আর দায়ূদ তাহাদের
প্রত্যুদ্গমনার্থে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, যদি তোমরা আমার সাহায্য করণার্থে
প্রণয়ভাবে আমার কাছে আসিয়া থাক, তবে
আমার চিত্ত তোমাদের প্রতি একাগ্র হইবে ; কিন্তু
আমার হস্তে কোন দৌরাত্ম্য না থাকিলেও যদি
আমাকে ঠকাইয়া বিপক্ষদের হস্তগত করণার্থে
আসিয়া থাক, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদের
১৮ ঈশ্বর তাহা দেখুন ও অনুযোগ করুন। তখন
সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ অমাসয়ে আত্মা আবেশ
করিলেন, [আর তিনি কহিলেন], হে দায়ূদ,
আমরা তোমারই, হে যিশয়ের পুত্র, আমরা
তোমারই পক্ষ ; মঙ্গল হউক, তোমার মঙ্গল
হউক, ও তোমার সাহায্যকারীদের মঙ্গল হউক,
কেননা তোমার ঈশ্বর তোমার সাহায্য করেন।
তখন দায়ূদ তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া সৈন্যদলের
সেনাপতি করিলেন।
১৯ পরে শৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে পলেষ্টীয়-
দের সহিত দায়ূদের আগমন কালে মনঃশির
কতকগুলি লোক দায়ূদের পক্ষ হইল ; কিন্তু
উহাদের সাহায্য করা তাঁহাদের হইল না,
কেননা পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা মন্ত্রণা করিয়া
তাঁহাকে বিদায় করিলেন, কহিলেন, সেই ব্যক্তি

Digitized by Google

আমাদের মুণ্ড লইয়া আপন প্রভু শৌলের পক্ষ
২০ হইতে যাইবে। পরে সিক্লগে দায়ূদের গমন-
কালে মনঃশি সংক্রান্ত অদ্‌নহ, যোষাবদ, যিদী-
য়েল, মীখায়েল, যোষাবদ, ইলীহূ ও সিল্লথয়,
মনঃশি-বংশীয় এই সহস্রপতিরা তাঁহার পক্ষ
২১ হইলেন। আর তাঁহারা সৈন্যদলের বিপক্ষে
দায়ূদের সাহায্য করিলেন, কারণ তাঁহারা সকলে
বীর্য্যবান লোক ছিলেন, এবং সৈন্যদলের সেনা-
২২ পতি হইলেন। সেই সময়ে দায়ূদের সাহায্যার্থে
দিন দিন লোক আসিত, তাহাতে ঈশ্বরের
সৈন্যের ন্যায় মহাসৈন্য হইল।
২৩ যে লোকেরা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে শৌলের
রাজ্য হস্তান্তর করিয়া দায়ূদকে দিবার জন্য
যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইয়া হিব্রোণে তাঁহার নিকটে
২৪ গিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা এই। যিহূদা-সন্তান-
গণ ঢাল ও বড়শাধারী, যুদ্ধার্থে সসজ্জ ছয় সহস্র
২৫ আট শত লোক। শিমিয়োন-সন্তানদের মধ্যে
২৬ যুদ্ধে বীর্য্যবান সাত সহস্র এক শত লোক। লেবি-
সন্তানদের মধ্যে চারি সহস্র ছয় শত লোক।
২৭ আর যিহোয়াদা, হারোণ-বংশের অধ্যক্ষ ও
২৮ তাঁহার সঙ্গে তিন সহস্র সাত শত লোক; আর
বীর্য্যবান যুবা সাদোক ও তাঁহার পিতৃকুলের
২৯ বাইশ জন সেনাপতি। আর শৌলের জ্ঞাতি
বিন্যামীন-সন্তানদের মধ্যে তিন সহস্র লোক;
কারণ সেই সময় পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকাংশ
লোক শৌলের কুলের বশ্যতা স্বীকার করিত।
৩০ আর ইফ্রয়িম-সন্তানদের মধ্যে বিংশতি সহস্র
আট শত বীর্য্যবান লোক, তাহারা আপন আপন
৩১ পিতৃকুলে বিখ্যাত ছিল। আর মনঃশির অর্দ্ধ-
বংশের মধ্যে আঠার সহস্র লোক, তাহারা
আসিয়া যেন দায়ূদকে রাজা করে, তজ্জন্য আপন
৩২ আপন নামে নির্দ্দিষ্ট হইল। আর ইষাখর-
সন্তানদের মধ্যে দুই শত প্রধান লোক, তাহারা
কালজ্ঞ লোক; ইস্রায়েলের কি কর্ত্তব্য তাহা
জানিত, আর তাহাদের ভ্রাতারা সকলে তাহাদের
৩৩ আজ্ঞাবহ ছিল। সবূলূনের মধ্যে সৈন্যদলে
গমনযোগ্য, সর্ব্ববিধ যুদ্ধাস্ত্র লইয়া সৈন্যরচনা
করিতে নিপুণ পঞ্চাশ সহস্র লোক ছিল, তাহারা
৩৪ সংগ্রামে দ্বিমনা ছিল না নপ্তালির মধ্যে এক
সহস্র সেনাপতি ও তাহাদের সহিত ঢাল ও
৩৫ বড়শাধারী সাঁইত্রিশ সহস্র লোক। দানীয়দের
মধ্যে সৈন্যরচনা করিতে নিপুণ আটাইশ সহস্র
৩৬ ছয় শত লোক। আশেরের মধ্যে সৈন্যদলে
গমনযোগ্য, সৈন্যরচনা করিতে সমর্থ, চল্লিশ
৩৭ সহস্র লোক। আর যর্দ্দনের ওপারস্থ রূবেণীয়-
দের, গাদীয়দের ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের মধ্যে
যুদ্ধার্থে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রধারী এক লক্ষ বিংশতি
৩৮ সহস্র লোক। যুদ্ধে ও সৈন্যরচনায় নিপুণ এই
সকল লোক দায়ূদকে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে
রাজা করণার্থে একাগ্র চিত্তে হিব্রোণে আসিল,
এবং ইস্রায়েলের অবশিষ্ট সকল লোকও দায়ূ-
৩৯ দকে রাজা করণার্থে একচিত্ত হইল। তাহারা
তিন দিবস সেখানে দায়ূদের সহিত থাকিয়া
ভোজন পান করিল, কেননা তাহাদের ভ্রাতৃগণ
৪০ তাহাদের জন্য আয়োজন করিয়াছিল। অধিকন্তু
ইষাখর, সবূলূন ও নপ্তালি প্রদেশ পর্য্যন্ত তাহা-
দের প্রতিবাসীরা, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্বতর ও বল-
দের পৃষ্ঠে খাদ্য দ্রব্য, অর্থাৎ সুজীতে প্রস্তুত দ্রব্য,
ডুমুরের চাপ, দ্রাক্ষার থলুয়া, দ্রাক্ষারস ও তৈল,
এবং বলদ ও মেষ অপর্য্যাপ্ত আনিল, কেননা
ইস্রায়েলের মধ্যে আনন্দ হইয়াছিল।

নিয়মসিন্দুক যিরূশালেমে আনয়ন।
পলেষ্টীয়দের পরাজয়।

১৩ পরে দায়ূদ সহস্রপতিগণের ও শতপতি-
গণের সহিত, সমস্ত অধ্যক্ষের সহিত, মন্ত্রণা
২ করিলেন। আর দায়ূদ ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজকে
কহিলেন, যদি তোমাদের বিহিত বোধ হয়, ও
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে এ কার্য্য হইয়া
থাকে, তবে ইস্রায়েলের যাবতীয় প্রদেশে আমা-
দের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ এবং তাহাদের সঙ্গে আপন
আপন পরিসর বিশিষ্ট নগরে বাসকারী যাজকগণ
ও লেবীয়েরা যেন আমাদের নিকটে একত্র হয়,
এই জন্য আইস, আমরা সর্ব্বত্র তাহাদের কাছে
৩ লোক পাঠাই; আর আমাদের ঈশ্বরের সিন্দুক
আমাদের কাছে ফিরাইয়া আনি, কেননা
শৌলের সময়ে আমরা তাহার অন্বেষণ করি
৪ নাই। তখন সমস্ত সমাজ কহিল যে, আমরা
তাহা করিব; কেননা সকল লোকের দৃষ্টিতে এই
৫ কথা ন্যায্য বোধ হইল। পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীম
হইতে ঈশ্বরের সিন্দুক আনিবার জন্য দায়ূদ
মিসরের কালো নদী অবধি হমাতের প্রবেশ-
স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র করিলেন।
৬ আর করূবদ্বয়ে আসীন সদাপ্রভু, এই নামে
কীর্ত্তিত ঈশ্বরীয় সিন্দুক যিহূদার অধিকারস্থ
বালা অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম হইতে আনিবার
জন্য দায়ূদ ও সমস্ত ইস্রায়েল সেই স্থানে গেলেন।
৭ পরে তাঁহারা ঈশ্বরের সিন্দুক এক নূতন শকটে
চড়াইয়া অবীনাদবের বাটী হইতে বাহির করি-
লেন, এবং উষ ও অহিয়ো ঐ শকট চালাইলেন।
৮ আর দায়ূদ ও সমস্ত ইস্রায়েল সমস্ত শক্তিতে
গীত সহকারে বীণা, নেবল, তবল, করতাল
ও তূরী ঈশ্বরের সাক্ষাতে বাজাইলেন। পরে
৯ তাঁহারা কীদোন নামক শস্যমর্দ্দন স্থান পর্য্যন্ত
গেলে উষ ঐ সিন্দুক ধরিবার জন্য হস্ত বিস্তার

Digitized by Google

করিল, কেমনা বলদযুগল পিছলিয়া পড়িয়া-
১০ ছিল। তখন উষের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হইল, ও সিন্দুকের প্রতি তাহার হস্ত বিস্তার
করণ প্রযুক্ত তিনি তাহাকে আঘাত করিলেন ;
তাহাতে সে তথায় ঈশ্বরের সাক্ষাতে মরিল।
১১ সদাপ্রভু উষেতে ভঙ্গবিধান করায় দায়ূদ অসন্তুষ্ট
হইলেন, আর সেই স্থানের নাম পেরস-উষ
[উষ-ভঙ্গ] রাখিলেন ; অদ্যাপি সেই নাম চলিত
১২ আছে। আর দায়ূদ সেই দিনে ঈশ্বর হইতে
ভীত হইয়া কহিলেন, ঈশ্বরের সিন্দুক কি প্রকারে
১৩ আমার নিকটে আনিব ? তাই দায়ূদ সেই সিন্দুক
দায়ূদ-নগরে আপনার নিকটে না আনিয়া
[পথের] পার্শ্বস্থ গাত্তীয় ওবেদ-ইদোমের বাটীতে
১৪ লইয়া রাখিলেন। আর ঈশ্বরের সিন্দুক ওবেদ-
ইদোমের বাটীতে তাহার পরিবারের কাছে
তিন মাস থাকিল, তাহাতে সদাপ্রভু ওবেদ-
ইদোমের বাটী ও তাহার সর্ব্বস্ব আশীর্ব্বাদযুক্ত
করিলেন।

১৪ পরে সোরের রাজা হীরম দায়ূদের জন্য
অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে তাঁহার নিকটে দূত
দ্বারা এরসকাষ্ঠ, তক্ষর ও সূত্রধরদিগকে প্রেরণ
২ করিলেন। তখন দায়ূদ বুঝিলেন যে, সদাপ্রভু
ইস্রায়েলের রাজপদে তাঁহাকে সুস্থির করিয়াছেন,
কেননা তাঁহার প্রজা ইস্রায়েলের নিমিত্তে তাঁহার
রাজ্য উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।
৩ আর দায়ূদ যিরূশালেমে আরও ভার্য্যা গ্রহণ
করিলেন ; এবং আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।
৪ যিরূশালেমে তাঁহার যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহা-
দের নাম ; শম্মূয়, শোবব, নাথন, শলোমন,
৫,৬ যিভর, ইলীশূয়, ইল্পেলট, নোগহ, নেফগ,
৭ যাফিয়, ইলীশামা, বীলিয়াদা ও ইলীফেলট।
৮ পলেষ্টীয়েরা যখন শুনিল যে, দায়ূদ সমস্ত
ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন,
তখন পলেষ্টীয় সমস্ত লোক দায়ূদের অন্বেষণে
আসিল ; দায়ূদ তাহা শুনিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে
৯ বহির্গমন করিলেন। আর পলেষ্টীয়েরা আসিয়া
১০ রফায়ীম তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। তখন দায়ূদ
ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি পলে-
ষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যাইব ? তুমি কি আমার হস্তে
তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে ? তাহাতে সদাপ্রভু
তাঁহাকে কহিলেন, যাও, আমি তাহাদিগকে
১১ তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। পরে তাহারা বাল-
পরাসীমে আসিলে দায়ূদ সেই স্থানে তাহা-
দিগকে আঘাত করিলেন। পরে দায়ূদ কহিলেন,
ঈশ্বর আমার হস্ত দ্বারা আমার শত্রুগণকে সেতু-
ভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করিলেন, এই জন্য সেই স্থানের
১২ নাম বাল-পরাসীম [ভঙ্গ-স্থান] রাখা হইল। সেই
স্থানে তাহারা আপনাদের দেবগণকে ফেলিয়া
গিয়াছিল ; তাহাতে দায়ূদের আজ্ঞানুসারে সে-
গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করা হইল।
১৩ পরে পলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া সেই তল-
১৪ ভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। তখন দায়ূদ পুনর্ব্বার ঈশ্ব-
রের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহাতে ঈশ্বর
তাঁহাকে কহিলেন, তুমি উহাদের পশ্চাতে যাইও
না, কিন্তু উহাদের হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাকা
বৃক্ষরাজির সম্মুখে উহাদিগকে আক্রমণ কর।
১৫ সেই সকল বাকা বৃক্ষের শিখরে সৈন্যগমনের
মত শব্দ শুনিলে তুমি যুদ্ধে অগ্রসর হইবে,
কেননা ঈশ্বর পলেষ্টীয়দের সৈন্যকে আঘাত
করিবার জন্য তোমার সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।
১৬ দায়ূদ ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিলেন ;
তখন [তাঁহার লোকেরা] গিবিয়োন অবধি গেষর
পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দের সৈন্যদলকে আঘাত করিল।
১৭ আর তাহাতে দায়ূদের কীর্ত্তি যাবতীয় দেশে
ব্যাপিল, এবং সদাপ্রভু সর্ব্ব জাতির মধ্যে তাঁহা
হইতে ভয় উপস্থিত করিলেন।

১৫ আর দায়ূদ আপনার জন্য দায়ূদ-নগরে
[অনেক] গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং ঈশ্ব-
রের সিন্দুকের জন্য একটী স্থান প্রস্তুত করিলেন,
তাহার নিমিত্তে এক তাম্বু স্থাপন করিলেন।
২ সেই সময়ে দায়ূদ কহিলেন, ঈশ্বরের সিন্দুক
বহন করা লেবীয়দের ছাড়া আর কাহারও কর্ত্তব্য
নয় ; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক বহিতে ও চিরকাল
তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে সদাপ্রভু তাহাদিগকেই
৩ মনোনীত করিয়াছেন। পরে দায়ূদ সদাপ্রভুর
সিন্দুকের জন্য যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন,
সেই স্থানে তাহা আনিবার নিমিত্তে সমস্ত ইস্রা-
৪ য়েলকে যিরূশালেমে একত্র করিলেন। আর দায়ূদ
হারোণের সন্তানগণকে ও লেবীয়দিগকে একত্র
৫ করিলেন। কহাতের সন্তানগণের মধ্যে ঊরীয়েল
অধ্যক্ষ, আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক শত বিংশতি
৬ জন ; মরারির সন্তানগণের মধ্যে অসায় অধ্যক্ষ,
আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ দুই শত বিংশতি জন ;
৭ গের্শোমের সন্তানগণের মধ্যে যোয়েল অধ্যক্ষ,
৮ আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক শত ত্রিশ জন ; ইলী-
ষাফনের সন্তানগণের মধ্যে শময়িয় অধ্যক্ষ, আর
৯ তাঁহার ভ্রাতৃগণ দুই শত জন ; হিব্রোণের সন্তান-
গণের মধ্যে ইলীয়েল অধ্যক্ষ, আর তাঁহার ভ্রাতৃ-
১০ গণ আশী জন ; উষীয়েলের সন্তানগণের মধ্যে
অম্মীনাদব অধ্যক্ষ, আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক শত
বার জন।
১১ পরে দায়ূদ সাদোক ও অবিয়াথর যাজকদ্বয়কে,
লেবীয়দিগকে, ঊরীয়েলকে, অসায়কে, যোয়ে-
লকে, শময়িয়কে, ইলীয়েলকে ও অম্মীনাদবকে
১২ ডাকিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা লেবীয়-
দের পিতৃকুলপতি, তোমরা ও তোমাদের ভ্রাতারা

Digitized by Google

আপনাদিগকে পবিত্র কর, তাহাতে আমি ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিন্দুকের জন্য যে স্থান
প্রস্তুত করিয়াছি, সে স্থানে তাহা আনিতে
১৩ পারিবে। কেননা প্রথম বার তোমরা তাহা বহন
কর নাই, এই জন্য আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
আমাদের মধ্যে ভঙ্গ-বিধান করিলেন, কারণ
আমরা বিধিমতে তাঁহার অন্বেষণ করি নাই।
১৪ পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সিন্দুক আনিবার নিমিত্ত আপনা-
১৫ দিগকে পবিত্র করিলেন। আর সদাপ্রভুর
বাক্যানুসারে মোশি যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
তদ্রূপ লেবির সন্তানগণ বহনদণ্ডযোগে স্কন্ধে
করিয়া ঈশ্বরের সিন্দুক বহন করিল।
১৬ আর দায়ূদ লেবীয়দের অধ্যক্ষদিগকে কহি-
লেন, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করণার্থে
আপনাদের গায়ক ভ্রাতৃগণকে বাদ্যযন্ত্র সহকারে,
নেবল, বীণা ও করতাল সহকারে নিযুক্ত কর।
১৭ তাহাতে লেবীয়েরা যোয়েলের পুত্র হেমনকে,
তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে বেরিখিয়ের পুত্র আস-
ফকে ও তাঁহাদের জ্ঞাতি মরারির সন্তানগণের মধ্যে
১৮ কূশায়ার পুত্র এথনকে নিযুক্ত করিল। আর তাঁহা-
দের সঙ্গে তাঁহাদের দ্বিতীয় পদস্থ ভ্রাতাদিগকে,
সখরিয়, বেন, যাসীয়েল, শমীরামোৎ, যিহী-
য়েল, উন্নি, ইলীয়াব, বনায়, মাসেয়, মত্তিথিয়,
ইলীফলেহূ ও মিক্নেয় এবং দ্বারপালদ্বয় ওবেদ-
ইদোম ও যিয়ূয়েল, এই সকলকে তাহারা নিযুক্ত
১৯ করিল। অতএব হেমন, আসফ ও এথন গায়ক পিত্ত-
২০ লের করতালে উচ্চধ্বনি করিতে, এবং সখরিয়,
অসীয়েল, শমীরামোৎ, যিহীয়েল, উন্নি, ইলীয়াব,
মাসেয় ও বনায় অলামোৎ [নামক স্বরানুসারে]
২১ নেবল বাজাইতে, এবং মত্তিথিয়, ইলীফলেহূ,
মিক্নেয়, ওবেদ-ইদোম, যিয়ীয়েল ও অসসিয়
শিমিনীৎ [নামক স্বরানুযায়ী] সঙ্গীতার্থে বীণা
২২ বাজাইতে নিযুক্ত হইলেন। আর গান সম্বন্ধে
কননিয় লেবীয়দের অধ্যক্ষ হইলেন; তিনি গান
শিক্ষা দিলেন, কারণ তিনি পারদর্শী ছিলেন।
২৩ আর বেরিখিয় ও ইল্কানা সিন্দুকের দ্বাররক্ষক
২৪ হইলেন। শবনিয়, যিহোশাফট, নথনেল, অমা-
সয়, সখরিয়, বনায় ও ইলীয়েষর, এই সকল
যাজক ঈশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে তূরী বাজাই-
লেন, এবং ওবেদ-ইদোম ও যিহিয় সিন্দুকের
দ্বাররক্ষক হইলেন।
২৫ পরে দায়ূদ, ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ ও সহস্র-
পতিগণ আনন্দ সহকারে ওবেদ-ইদোমের বাটী
হইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনিতে গেলেন।
২৬ আর যে লেবীয়েরা সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক বহন
করিল, ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করাতে তাহারা
২৭ সাতটী বলদ ও সাতটী মেষ উৎসর্গ করিল। আর
দায়ূদ এবং সিন্দুকবাহক লেবীয়েরা, গায়কেরা ও
গায়কদের সহিত গানের অধ্যক্ষ কননিয়, ইঁহারা
সকলে ক্ষৌম প্রাবারপরিহিত ছিলেন; এবং
২৮ দায়ূদের স্কন্ধে শুক্ল এক এফোদ ছিল। এই
প্রকারে জয়ধ্বনি পুরঃসর এবং শৃঙ্গ, তূরী, কর-
তাল, নেবল ও বীণাধ্বনি পুরঃসর, সমস্ত ইস্রায়েল
সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনয়ন করিল।
২৯ পরে দায়ূদ-নগরে সদাপ্রভুর সিন্দুকের প্রবেশ-
কালে শৌলের কন্যা মীখল বাতায়ন দিয়া নিরী-
ক্ষণ করিলেন, এবং দায়ূদ রাজাকে লম্ফ দিতে ও
আনন্দ করিতে দেখিয়া মনে মনে তুচ্ছ করিলেন।

১৬ পরে লোকেরা ঈশ্বরের সিন্দুক ভিতরে
আনিয়া, দায়ূদ তাহার জন্য যে তাম্বু স্থাপন
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাখিল, এবং
ঈশ্বরের সাক্ষাতে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি
২ উৎসর্গ করিল। আর হোমবলি ও মঙ্গলার্থক
বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ সদাপ্রভুর
৩ নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর
সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও
প্রত্যেক স্ত্রীকে এক এক খান রুটী ও এক এক
ভাগ মাংস ও এক এক খান দ্রাক্ষাপিষ্টক
দিলেন।
৪ পরে তিনি সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে পরি-
চর্য্যা করিতে, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
স্মরণ, স্তবগান ও প্রশংসা করিতে লেবীয়দের
৫ কয়েক জনকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে
আসফ অধ্যক্ষ, দ্বিতীয় সখরিয়, অপর যিয়ীয়েল,
শমীরামোৎ, যিহীয়েল, মত্তিথিয়, ইলীয়াব,
বনায় ও ওবেদ-ইদোম ছিলেন; এবং ঈশ্বরের
নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে যিয়ীয়েল নেবল ও বীণা,
৬ আসফ উচ্চধ্বনির করতাল, আর বনায় ও যহ-
সীয়েল যাজকদ্বয় নিত্য তূরী বাজাইতেন।
৭ আর সেই দিন দায়ূদ সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্তব-
গান করিবার ভার আসফের ও তাঁহার ভ্রাতাদের
হস্তে প্রথমে সমর্পণ করিলেন।

ঈশ্বরের প্রশংসার্থক গীত।

৮ সদাপ্রভুর স্তবগান কর, তাঁহার নামে ডাক,
জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর।
৯ তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার উদ্দেশে
সঙ্গীত কর,
তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ধ্যান কর।
১০ তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর;
সদাপ্রভুর অন্বেষীদের চিত্ত আনন্দ করুক।
১১ সদাপ্রভুর ও তাঁহার শক্তির অনুসন্ধান কর,
নিয়ত তাঁহার মুখের অন্বেষণ কর।
১২ তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল স্মরণ কর,

Digitized by Google

তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ, ও তাঁহার মুখনির্গত শাসন-
কলাপ স্মরণ কর ;
১৩ তোমরা ত তাঁহার দাস ইস্রায়েলের বংশ,
যাকোবের সন্তানগণ, তাঁহার মনোনীতগণ ।
১৪ তিনি সদাপ্রভু আমাদের ঈশ্বর,
তাঁহার শাসনকলাপ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত ।
১৫ তোমরা তাঁহার নিয়ম চিরকাল স্মরণ করিও,
সেই বাক্য তিনি সহস্র পুরুষপরম্পরার প্রতি
আদেশ করিয়াছেন ।
১৬ সেই নিয়ম তিনি অব্রাহামের সহিত করিয়া-
ছিলেন,
সেই শপথ ইস্‌হাকের কাছে করিয়াছিলেন ;
১৭ তিনি তাহা যাকোবের জন্য বিধি বলিয়া,
ইস্রায়েলের জন্য অনন্তকালীয় নিয়ম বলিয়া
স্থির করিয়াছিলেন ;
১৮ কহিয়াছিলেন, আমি তোমাকে কনান দেশ দিব,
তোমাদের সেই নির্ণীত অধিকার দিব ;
১৯ তৎকালে তাহারা সংখ্যাতে অধিক ছিল না,
তাহারা অল্পই ছিল, এবং তথায় প্রবাসী ছিল ।
২০ তাহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতির নিকটে,
এক রাজ্য হইতে অন্য বংশের নিকটে যাইত ।
২১ তিনি কোন মনুষ্যকে তাহাদের প্রতি উপদ্রব
করিতে দিতেন না,
তাহাদের জন্য রাজগণকেও অনুযোগ করিতেন,
২২ "আমার অভিষিক্তগণকে স্পর্শ করিও না,
আমার ভাববাদিগণের অপকার করিও না ।"
২৩ নিখিল ভুবন ! সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও,
তাঁহার পরিত্রাণ দিন দিন জ্ঞাত কর ।
২৪ জাতিগণের মধ্যে প্রচার কর তাঁহার গৌরব,
সর্ব্ব লোকবৃন্দের নিকটে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া ।
২৫ কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতীব কীর্ত্তনীয়,
তিনি যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ ।
২৬ কেননা জাতিগণের দেবতা সকল অবস্তুমাত্র,
কিন্তু সদাপ্রভু গগনমণ্ডলের নির্ম্মাতা ।
২৭ প্রভা ও প্রতাপ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী,
তাঁহার বাসস্থানে শক্তি ও আনন্দ বিদ্যমান ।
২৮ জাতিগণের গোষ্ঠী সকল, সদাপ্রভুর কীর্ত্তন কর,
সদাপ্রভুর গৌরব ও শক্তি কীর্ত্তন কর ।
২৯ সদাপ্রভুর নামের গৌরব কীর্ত্তন কর,
নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আইস,
পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত কর ।
৩০ নিখিল ভুবন ! তাঁহার সাক্ষাতে কম্পমান হও ;
জগৎও সুস্থির, তাহা বিচলিত হইবে না ।
৩১ স্বর্গ আনন্দ করুক, পৃথিবী উল্লাসিত হউক ;
লোকে জাতিগণের মধ্যে বলুক, সদাপ্রভু রাজত্ব
করিতেছেন ।
৩২ সমুদ্র ও তৎপূর্ণতা গর্জ্জন করুক,
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থ সকলই উল্লাসিত হউক ।
৩৩ তখন বনের সমস্ত বৃক্ষ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
আনন্দে গান করিবে ;
কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসি-
তেছেন ।
৩৪ সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী ।
৩৫ তোমরা বল, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমা-
দিগকে ত্রাণ কর,
আমাদিগকে সংগ্রহ কর, জাতিগণ হইতে উদ্ধার
কর,
যেন আমরা তোমার পবিত্র নামের স্তব করি,
তোমার প্রশংসায় জয়ধ্বনি করি ।
৩৬ ধন্য হউন সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত ।
পরে সকল লোক কহিল, আমেন, আর সদা-
প্রভুর প্রশংসা করিল ।
৩৭ আর প্রতিদিনের প্রয়োজনানুসারে সিন্দুকের
সম্মুখে নিয়ত পরিচর্য্যা করণার্থে তিনি আসফকে
ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকের
৩৮ সম্মুখে রাখিলেন । ওবেদ-ইদোম ও তাঁহাদের
আটষট্টি জন ভ্রাতা এবং যিদূথূনের পুত্র ওবেদ-
৩৯ ইদোম ও হোষা দ্বারপাল হইলেন । আর হোম-
বেদির উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি,
বিশেষতঃ নিত্য প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন
হোমবলি উৎসর্গ করণার্থে, এবং সদাপ্রভু ইস্রা-
য়েলের পালনীয় যে ব্যবস্থা আদেশ করিয়া-
৪০ ছিলেন, তাহার সমস্ত লিখনানুযায়ী [কার্য্য
করণার্থে] তিনি সাদোক যাজককে ও তাঁহার
যাজক ভ্রাতৃগণকে গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে সদা-
৪১ প্রভুর আবাসের সম্মুখে রাখিলেন । আর সদা-
প্রভুর দয়া অনন্তকালস্থায়ী বলিয়া তাঁহার স্তব-
গান করণার্থে তিনি হেমনকে ও যিদূথূনকে এবং
অন্যান্য যে মনোনীত লোকদের নাম লিখিত
হইল, তাহাদিগকে উহাঁদের সঙ্গে রাখিলেন,
৪২ উচ্চধ্বনির নিমিত্তে তূরী ও করতাল প্রভৃতি ঈশ্ব-
রীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে হেমন ও যিদূথূন উহাঁ-
দের সঙ্গী, এবং যিদূথূনের পুত্রগণ দ্বারপাল
৪৩ হইলেন । পরে সমস্ত লোক প্রস্থান করিয়া
আপন আপন গৃহে গেল ; এবং দায়ূদ আপন
পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করণার্থে ফিরিয়া
আসিলেন ।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হেতু দায়ূদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ।

১৭ পরে দায়ূদ যখন আপন গৃহে বাস করিতে-
ছিলেন, তখন তিনি নাথন ভাববাদীকে কহি-
লেন, দেখুন, আমি এরসকাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস

Digitized by Google

করিতেছি, কিন্তু সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক যব-
২ নিকার অন্তরালে বাস করিতেছে। নাথন
দায়ূদকে কহিলেন, যাহা কিছু আপনকার
হৃদ্গত, তাহাই করুন, কেননা ঈশ্বর আপনকার
সহবর্ত্তী।
৩ সেই রাত্রিতে ঈশ্বরের এই বাক্য নাথনের
৪ নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি যাও, আমার দাস
দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি
৫ আমার বসতিগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। ইস্রা-
য়েলকে আনয়ন দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি ত
কোন গৃহে বাস করি নাই, কিন্তু এক তাম্বু হইতে
অন্য তাম্বুতে ও এক আবাস হইতে [অন্য আবাসে]
৬ যাইতেছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে আমার
যাতায়াত কালে আমি যাহাকে আপন প্রজা-
দিগকে পালন করিবার ভার দিয়াছিলাম, ইস্রা-
য়েলের এমন কোন বিচারকর্ত্তাকে কি কখন এই
কথা বলিয়াছি, তোমরা কেন আমার জন্য এরস-
৭ কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ কর নাই? অতএব এখন তুমি
আমার দাস দায়ূদকে বলিবে, বাহিনীগণের সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েলের
অধ্যক্ষ করিবার জন্য আমি তোমাকে মেষবাথান
হইতে ও মেষের পশ্চাদ্গমন হইতে গ্রহণ করি-
৮ য়াছি। আর তুমি যে কোন স্থানে গমন করিয়াছ,
সেই স্থানে তোমার সহবর্ত্তী থাকিয়া তোমার
সম্মুখ হইতে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করি-
য়াছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীস্থ মহা-
৯ পুরুষদের নামের মত করিব। আর আমি আপন
প্রজা ইস্রায়েলের জন্য স্থান প্রস্তুত করিব, ও
তাহাদিগকে রোপণ করিব; যেন আপনাদের
সেই স্থানে তাহারা বাস করে, আর বিচলিত না
১০ হয়; পূর্ব্বকালের মত, এবং যে অবধি আমি আপন
প্রজা ইস্রায়েলের উপরে বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত
করিয়াছিলাম, সেই অবধি যেমন হইত, সেই-
রূপ দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে আর নষ্ট করিবে
না। আর আমি তোমার যাবতীয় শত্রুকে অবনত
করিব। আরও তোমাকে কহিতেছি, তোমার জন্য
সদাপ্রভু এক [কুলরূপ] গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন।
১১ আর তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তোমাকে
আপন পিতৃলোকদের নিকটে যাইতে হইবে,
তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে,
তোমার পুত্রগণের মধ্যে এক জনকে, স্থাপন
করিব; এবং তাহার রাজ্য স্থির করিব।
১২ আমার নিমিত্তে সে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে,
এবং আমি তাহার সিংহাসন চিরস্থায়ী করিব।
১৩ আমি তাহার পিতা হইব, সে আমার পুত্র
হইবে; এবং যে তোমার পূর্ব্বে ছিল, তাহা
হইতে যেমন আপন দয়া অপসারণ করিয়া-
ছিলাম, তেমনি ইহা হইতে তাহা অপসারণ
১৪ করিব না। কিন্তু আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে
তাহাকে চিরকাল স্থির রাখিব, এবং তাহার
১৫ সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে। নাথন দায়ূদকে
এই সকল বাক্য ও এই সমগ্র দর্শনানুযায়ী কথা
কহিলেন।
১৬ তখন দায়ূদ রাজা ভিতরে গিয়া সদাপ্রভুর
সম্মুখে বসিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভো ঈশ্বর,
আমি কে, আমার কুলই বা কি যে, তুমি আমাকে
১৭ এ পর্য্যন্ত আনিয়াছ? তথাপি, হে ঈশ্বর, তোমার
দৃষ্টিতে ইহাও ক্ষুদ্র বিষয় হইল; তুমি আপন
দাসের কুলের বিষয়েও সুদীর্ঘ কালের উদ্দেশে
কথা কহিলে, এবং হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, আমাকে
উচ্চপদস্থ মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জ্ঞান
১৮ করিলে। ইহার পরে তোমার দাসের প্রতি কৃত
সম্মানের বিষয়ে দায়ূদ তোমাকে আর কি
বলিবে? কারণ তুমি আপন দাসকে জ্ঞাত আছ।
১৯ হে সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের নিমিত্তে,
নিজ হৃদয়ানুসারে, এই সমস্ত মহৎ কার্য্য সাধন
করিয়া [এই] সমস্ত মহৎ কর্ম্ম জ্ঞাত করিয়াছ।
২০ হে সদাপ্রভো, তোমার তুল্য কেহই নাই, ও তুমি
ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমরা স্বকর্ণে যাহা
২১ যাহা শুনিয়াছি, তদনুসারে ইহা জানি। পৃথি-
বীর মধ্যে কোন্ একটী জাতি তোমার প্রজা ইস্রা-
য়েলের তুল্য? তুমি ঈশ্বর তাহাকে আপন প্রজা
করিবার জন্য মুক্ত করিতে গিয়াছিলে, যেন
মিসর হইতে মুক্ত তোমার প্রজাবর্গের সম্মুখ
হইতে জাতিগণকে তাড়াইয়া দিবার সময়ে মহৎ
মহৎ ও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কার্য্য দ্বারা আপন নাম
২২ প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি আপন প্রজা ইস্রায়েলকে
চিরকালের জন্য আপন প্রজা করিয়াছ; আর
হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ।
২৩ এখন হে সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের ও
তাহার কুলের বিষয়ে যে বাক্য কহিলে, তাহা
চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হউক; এবং যেমন
২৪ কহিলে, তদনুসারে কর। তোমার নাম চির-
কালের জন্য স্থিরীকৃত ও মহিমান্বিত হউক;
লোকে বলুক, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পক্ষীয় ঈশ্বর, আর
তোমার দাস দায়ূদের কুল তোমার সাক্ষাতে
২৫ সুস্থির। হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমার জন্য এক
কুল প্রস্তুত করিবে, এই কথা আপন দাসের কাছে
প্রকাশ করিলে; এই কারণ তোমার কাছে এই
প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস
২৬ জন্মিল। আর এখন, হে সদাপ্রভো, তুমিই ঈশ্বর,
এবং তুমি আপন দাসের কাছে এই মঙ্গল
২৭ প্রতিজ্ঞা করিলে। এখন তুমি অনুগ্রহ করিয়া
আপন দাসের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিলে, যেন
তাহা তোমার সম্মুখে চিরকাল থাকে; কেননা,

Digitized by Google

হে সদাপ্রভো, তুমিই আশীর্ব্বাদ করিয়াছ, তাই
তাহা চিরকালের জন্য আশীর্ব্বাদযুক্ত।

নানা জাতীয় লোকের উপর দায়ূদের জয়লাভ।

১৮ তৎপরে দায়ূদ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত
করিয়া অবনত করিলেন, আর পলেষ্টীয়দের
হস্ত হইতে গাত ও তাহার উপনগর সকল হরণ
২ করিলেন। আর তিনি মোয়াবীয়দিগকে আঘাত
করিলেন; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস
হইয়া উপঢৌকন আনিল।
৩ পরে যে সময়ে সোবার রাজা হদরেষর ফরাৎ
নদীর নিকটে আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে যান,
তৎকালে দায়ূদ হমাতে তাঁহাকে আঘাত করেন।
৪ দায়ূদ তাঁহার নিকট হইতে এক সহস্র রথ, সাত
সহস্র অশ্বারূঢ় ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য
হস্তগত করিলেন, এবং রথের অশ্বগণের পাদ-
শিরা ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এক
৫ শত রথ রাখিলেন। পরে দম্মেশকের অরামী-
য়েরা সোবার হদরেষর রাজার সাহায্য করিতে
আসিলে দায়ূদ সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ
৬ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন। অনন্তর দায়ূদ
দম্মেশকের অরাম দেশে [সৈন্যদল] স্থাপন করি-
লেন; তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া
উপঢৌকন আনিল; এই প্রকারে দায়ূদ যে কোন
স্থানে যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে
৭ বিজয়ী করিতেন। আর দায়ূদ হদরেষরের দাস-
দের স্বর্ণঢাল সকল খুলিয়া যিরূশালেমে আনি-
৮ লেন। আর দায়ূদ হদরেষরের টিভৎ ও কূন নগর
হইতে অতি প্রচুর পিত্তল আনিলেন, পরে
শলোমন তাহা দ্বারা পিত্তলময় সমুদ্র, দুই স্তম্ভ
ও পিত্তলময় পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিলেন।
৯ তখন দায়ূদ সোবার রাজা হদরেষরের সমগ্র
১০ সৈন্যদলকে আঘাত করিয়াছেন শুনিয়া হমাতের
রাজা তয়ূ দায়ূদ রাজার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবার
জন্য, এবং যুদ্ধে হদরেষরের পরাজয় প্রযুক্ত
তাঁহার ধন্যবাদ করিবার জন্য, আপন পুত্র হদো-
রামকে তাঁহার কাছে প্রেরণ করিলেন; কেননা
হদরেষরের সহিত তয়ূরও যুদ্ধ হইয়াছিল।
হদোরামের সঙ্গে রৌপ্যের, স্বর্ণের ও পিত্তলের
১১ নানা প্রকার পাত্র ছিল। তাহাতে দায়ূদ রাজা
ইদোম, মোয়াব, অম্মোন-সন্তানগণ, পলেষ্টীয়গণ
ও অমালেক প্রভৃতি সমস্ত জাতি হইতে আনীত
রৌপ্যের ও স্বর্ণের সহিত সেই সকল দ্রব্যও সদা-
১২ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিলেন। আর সরূয়ার পুত্র
অবীশয় লবণাখ্য তলভূমিতে অষ্টাদশ সহস্র
১৩ ইদোমীয়কে বধ করিলেন। পরে তিনি ইদোমে
সৈন্যদল স্থাপন করিলেন; এবং ইদোমীয় সকল
লোক দায়ূদের দাস হইল। আর দায়ূদ যে কোন
স্থানে যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে
বিজয়ী করিতেন।
১৪ দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করি-
লেন; তিনি আপনার সমস্ত প্রজালোকের জন্য
১৫ বিচার ও ন্যায় সাধন করিতেন। আর সরূয়ার
পুত্র যোয়াব প্রধান সেনাপতি ছিলেন; এবং
অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাসকর্ত্তা
১৬ ছিলেন। আর অহীটূবের পুত্র সাদোক ও
অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলক যাজক ছিলেন;
১৭ এবং সবায় লেখক ছিলেন। আর যিহোয়াদার
পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয়দের উপরে
নিযুক্ত ছিলেন; এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজার
প্রধান সভাসদ্ ছিলেন।

১৯ তৎপরে অম্মোন-সন্তানদের রাজা নাহশ
মরিলে তাঁহার পুত্র তাঁহার পদে রাজা হই-
২ লেন। তখন দায়ূদ কহিলেন, আমি নাহশের
পুত্র হানূনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিব, কেননা
তাঁহার পিতা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া-
ছিলেন। পরে দায়ূদ তাঁহাকে পিতৃশোকে
সান্ত্বনা দিবার জন্য দূতগণকে প্রেরণ করিলেন।
আর দায়ূদের দাসগণ হানূনকে সান্ত্বনা দিবার
জন্য অম্মোন-সন্তানদের দেশে তাঁহার কাছে
৩ উপস্থিত হইল। কিন্তু অম্মোন-সন্তানদের অধ্যক্ষ-
গণ হানূনকে কহিলেন, আপনি কি মনে করি-
তেছেন যে, দায়ূদ আপনকার পিতার সম্মান
করে বলিয়া আপনকার নিকটে সান্ত্বনাকারিগণকে
পাঠাইয়াছে? তাহার দাসগণ কি নিরীক্ষণ ও
লণ্ডভণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে দেশের সন্ধান লই-
বার জন্য আপনকার নিকটে আইসে নাই?
৪ তখন হানূন দায়ূদের দাসগণকে ধরিয়া তাহা-
দিগকে ক্ষৌরি করাইয়া দিলেন, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক
অর্থাৎ শ্রোণীদেশ পর্য্যন্ত কাটিয়া তাহাদিগকে
৫ বিদায় করিলেন। পরে কোন লোক যাইয়া, সেই
ব্যক্তিদের বৃত্তান্ত দায়ূদকে জ্ঞাত করিলে, তিনি
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাই-
লেন; কেননা তাহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়া-
ছিল। রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, যাবৎ তোমা-
দের শ্মশ্রু বৃদ্ধি না পায়, তাবৎ তোমরা যিরী-
হোতে থাক, তৎপরে ফিরিয়া আসিও।
৬ অনন্তর অম্মোন-সন্তানগণ দেখিল যে, তাহারা
দায়ূদের কাছে ঘৃণিত হইয়াছে; অতএব হানূন
ও অম্মোন-সন্তানগণ অরাম-নহরয়িম, অরাম-
মাখা ও সোবা হইতে রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে
বেতন দিয়া আনিবার জন্য দূত দ্বারা এক সহস্র
৭ মণ রৌপ্য পাঠাইল। আর বত্রিশ সহস্র রথারূঢ়
সৈন্য ও মাখার রাজাকে এবং তাঁহার লোক-
দিগকে বেতন দিয়া আনাইল; তাহারা আসিয়া

Digitized by Google

মেদবার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল ; এবং
অম্মোন-সন্তানগণও আপন আপন নগর হইতে
৮ একত্র হইয়া যুদ্ধে আসিল। তখন দায়ূদ এই
সংবাদ পাইয়া যোয়াবকে ও বিক্রমশালী সমস্ত
৯ সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। অম্মোন-সন্তানেরা
বাহিরে আসিয়া নগরের প্রবেশস্থানে যুদ্ধার্থে
সৈন্যরচনা করিল, এবং সমাগত রাজারা মাঠে
১০ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিলেন। এইরূপে সম্মুখে ও
পশ্চাতে দুই দিকেই তাঁহার প্রতিকূলে সৈন্য
সমাবেশ দেখিয়া যোয়াব ইস্রায়েলের সমস্ত
মনোনীত লোকের মধ্য হইতে লোক বাছিয়া
লইয়া অরামীয়দের সম্মুখে সৈন্য রচনা করি-
১১ লেন। আর অবশিষ্ট লোকদিগকে তিনি আপন
ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন ; তাহাতে
তাহারা অম্মোন-সন্তানদের সম্মুখে সৈন্য রচনা
১২ করিল। আর তিনি কহিলেন, যদি অরামীয়েরা
আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে তুমি আমার
সাহায্য করিবে ; আর যদি অম্মোন-সন্তানগণ
তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি তোমার
১৩ সাহায্য করিব ; সাহস কর, স্বজাতীয়দের জন্য
ও আমাদের ঈশ্বরের সকল নগরের জন্য আমরা
আপনাদিগকে বলবান করিব ; আর সদাপ্রভুর
দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তিনি তাহাই করুন।
১৪ পরে যোয়াব ও তাঁহার সঙ্গী লোকেরা যুদ্ধার্থে
অরামীয়দের সম্মুখীন হইলে তাহারা তাঁহার
১৫ সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। আর অরামী-
য়েরা পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া অম্মোন-সন্তান-
গণও তাঁহার ভ্রাতা অবীশয়ের সম্মুখ হইতে
পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে যোয়াব
১৬ যিরূশালেমে আসিলেন। আর অরামীয়েরা
যখন দেখিল, তাহারা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরা-
জিত হইল, তখন দূত প্রেরণ করিয়া [ফরাৎ]
নদীর পারস্থ অরামীয়দিগকে বাহির করিয়া
আনিল। হদরেষরের দলের সেনাপতি শোফক
১৭ তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। পরে দায়ূদকে এই
সংবাদ দত্ত হইলে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র
করিলেন, এবং যর্দ্দন পার হইয়া তাহাদের
নিকটে উপস্থিত হইলেন ও তাহাদের বিরুদ্ধে
সৈন্য রচনা করিলেন ; তাহাতে দায়ূদ অরামীয়-
দের বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলে তাহারা তাঁহার
১৮ সহিত যুদ্ধ করিল। পরে অরামীয়েরা ইস্রা-
য়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল ; আর
দায়ূদ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারূঢ় ও চল্লিশ
সহস্র পদাতিক সৈন্য বধ করিলেন, এবং দলের
১৯ সেনাপতি শোফককে বধ করিলেন। পরে হদ-
রেষরের দাসগণ যখন দেখিল, তাহারা ইস্রা-
য়েলের সম্মুখে পরাজিত হইল, তখন দায়ূদের
সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার দাস হইল ; তদবধি
অরামীয়েরা অম্মোন-সন্তানগণের আর সাহায্য
করিতে সম্মত হইল না।

২০ অনন্তর বৎসর ফিরিয়া আসিলে উপযুক্ত
সময়ে, অর্থাৎ রাজবর্গের যুদ্ধে গমন সময়ে,
যোয়াব সৈন্যবল লইয়া গিয়া অম্মোন-সন্তানদের
দেশ উৎসন্ন করিলেন, আর রব্বাতে গিয়া তাহা
অবরোধ করিলেন ; কিন্তু দায়ূদ যিরূশালেমে
থাকিলেন। পরে যোয়াব রব্বাকে আঘাত করিয়া
২ ভূমিসাৎ করিলেন। পরে দায়ূদ তাহাদের রাজার
মস্তক হইতে মুকুট লইলেন। আর জানা গেল,
তাহা এক মণ স্বর্ণ পরিমিত, এবং মণিতে ভূষিত ;
আর তাহা দায়ূদের মস্তকে অর্পিত হইল, এবং
তিনি ঐ নগর হইতে অতি প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির
৩ করিয়া আনিলেন। আর তিনি তন্মধ্যবর্ত্তী লোক-
দিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করপত্র, লৌহময়
মরি ও কুড়ালি দ্বারা ছেদন করিলেন ; দায়ূদ
অম্মোন-সন্তানদের যাবতীয় নগরের প্রতি এই-
রূপ করিলেন। পরে দায়ূদ ও সমস্ত লোক যিরূ-
শালেমে ফিরিয়া গেলেন।
৪ তৎপরে গেষরে পলেষ্টীয়দের সহিত সংগ্রাম
হইল ; তখন হূশাতীয় সিব্বখয় রফার সন্তান
সফায়কে বধ করিল, আর তাহারা অবনত হইল।
৫ পুনর্ব্বার পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ হইল, আর
যায়ীরের পুত্র ইল্‌হানন গাতীয় গলিয়াতের
ভ্রাতা লহমিকে বধ করিল, ইহার বড়শা তাঁতের
৬ নরাজের ন্যায় ছিল। আর এক বার গাতে যুদ্ধ
হইল ; আর তথায় অতি দীর্ঘকায় এক জন ছিল,
প্রতি হস্ত পদে তাহার ছয় ছয় অঙ্গুলি, সর্ব্বশুদ্ধ
৭ চব্বিশ অঙ্গুলি ছিল, সেও রফার সন্তান। সে
ইস্রায়েলকে টিট্‌কারি দিলে দায়ূদের ভ্রাতা
শিমিয়ের পুত্র যোনাথন তাহাকে বধ করিল।
৮ ইহারা রফার বংশে গাতে জন্মিয়াছিল ; ইহারা
দায়ূদ ও তাঁহার দাসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল।

লোকগণনা হেতু ঈশ্বরের কোপ।

২১ আর শয়তান ইস্রায়েলের প্রতিকূলে
দণ্ডায়মান হইয়া ইস্রায়েলকে গণনা করিতে
২ দায়ূদকে প্ররোচনা করিল। তখন দায়ূদ যোয়া-
বকে ও জনাধ্যক্ষদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা
বের্‌শেবা অবধি দান পর্য্যন্ত যাইয়া ইস্রায়েলকে
গণনা কর, পরে আমার নিকটে সংবাদ আন,
৩ আমি তাহাদের সংখ্যা জানিব। তখন যোয়াব
কহিলেন, এখন যত লোক আছে, সদাপ্রভু
তাহার শত গুণ অধিক আপন প্রজার বৃদ্ধি করুন ;
হে আমার প্রভো মহারাজ, তাহারা সকলে কি
আমার প্রভুর দাস নহে ? আমার প্রভু এ চেষ্টা
কেন করিতেছেন ? আপনি ইস্রায়েলের দোষের
৪ কারণ কেন হইবেন ? তথাপি যোয়াবের উপরে

Digitized by Google

রাজার কথাই প্রবল হইল। তাহাতে যোয়াব
প্রস্থান করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে পর্য্যটন
৫ করিলেন, পরে যিরূশালেমে আসিলেন। আর
যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে
দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গ-
ধারী লোক, ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র
৬ খড়্গধারী লোক ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে
তিনি লেবি ও বিন্যামীন [বংশকে] গণনা করেন
নাই, কারণ রাজার কথায় যোয়াবের ঘৃণা হইয়া-
৭ ছিল। আর ঈশ্বর এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইলেন;
৮ তাই তিনি ইস্রায়েলকে আঘাত করিলেন। পরে
দায়ূদ ঈশ্বরকে কহিলেন, এই কার্য্য করিয়া আমি
মহাপাপ করিয়াছি; এখন বিনয় করি, নিজ
দাসের অপরাধ ক্ষমা কর; কেননা আমি বড়ই
৯ অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছি। পরে সদাপ্রভু দায়ূ-
১০ দের দর্শক গাদকে এই কথা কহিলেন; তুমি
গিয়া দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমি তোমার সম্মুখে তিনটী বিষয় রাখি,
তাহার মধ্যে তুমি একটা মনোনীত কর, আমি
১১ তাহাই তোমার প্রতি করিব। তাহাতে গাদ
দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যেটা ইচ্ছা, গ্রহণ
১২ কর; হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, নয় তিন মাস
পর্য্যন্ত শত্রুদের খড়্গ তোমাকে পাইয়া বসিলে
তোমার বিপক্ষগণের সম্মুখে সংহার, নয় ত তিন
দিন পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর খড়্গ, অর্থাৎ দেশে
মহামারী এবং ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে সদা-
প্রভুর বিনাশক দূতের ভ্রমণ। যিনি আমাকে
পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে কি উত্তর দিব, তাহা
১৩ এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহাতে দায়ূদ
গাদকে কহিলেন, আমি বড়ই বিপদ্গ্রস্ত হইলাম;
এক্ষণে আমি সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কেননা
তাঁহার করুণা অতি প্রচুর; কিন্তু আমি মনুষ্যের
হস্তে পড়িতে চাহি না।
১৪ পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী
পাঠাইলেন, তাহাতে ইস্রায়েলের সত্তর সহস্র
১৫ লোক মারা পড়িল। আর ঈশ্বর যিরূশালেম
বিনষ্ট করিবার জন্য এক দূতকে তথায় প্রেরণ
করিলে তিনি যখন বিনাশ করিতে উদ্যত হই-
লেন, তখন সদাপ্রভু অবলোকন করিয়া বিপদের
জন্য অনুতাপ করিলেন, এবং বিনাশক দূতকে
কহিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন তোমার হস্ত
সঙ্কুচিত কর। তখন সদাপ্রভুর দূত যিবূষীয়
অরণনের শস্যমর্দ্দনস্থানের নিকটে দণ্ডায়মান
১৬ ছিলেন। পরে দায়ূদ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলে পৃথিবীর
ও আকাশের মধ্যপথে সদাপ্রভুর ঐ দূতকে দণ্ডায়-
মান এবং তাঁহার হস্তে যিরূশালেমের উপরে
বিস্তারিত খড়্গ প্রসারিত দেখিলেন। তখন দায়ূদ
ও প্রাচীনেরা চটপরিহিত ছিলেন, তাঁহারা
১৭ অমনি উবুড় হইয়া পড়িলেন। আর দায়ূদ
ঈশ্বরকে কহিলেন, লোকদিগকে গণনা করিতে যে
আজ্ঞা দিয়াছিল, সে কি আমি নহি? আমিই
পাপ করিয়াছি, আমিই বড় অপরাধী হইয়াছি,
কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? হে আমার ঈশ্বর
সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমারই বিরুদ্ধে ও
আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর, কিন্তু
আপন প্রজাদিগকে প্রহার করিবার জন্য হস্ত
বিস্তার করিও না।
১৮ পরে সদাপ্রভুর দূত দায়ূদকে বলিবার জন্য
গাদকে কহিলেন, দায়ূদ উঠিয়া গিয়া যিবূষীয়
অরণনের শস্যমর্দ্দনস্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১৯ এক যজ্ঞবেদি স্থাপন করুক। অতএব সদাপ্রভুর
নামে কথিত গাদের বাক্যানুসারে দায়ূদ তথায়
২০ উঠিয়া গেলেন। পরে অরণন মুখ ফিরাইয়া
দূতকে দেখিতে পাইল; আর তাহার সঙ্গী চারি
পুত্র লুকাইল। তখন অরণন গোম মাড়িতে-
২১ ছিল। কিন্তু দায়ূদ অরণনের নিকট পর্য্যন্ত
অগ্রসর হইলে, সে দৃষ্টি করিয়া দায়ূদকে দেখিয়া
শস্যমর্দ্দনস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া দায়ূদের
কাছে ভূমিতে উবুড় হইয়া প্রণিপাত করিল।
২২ তখন দায়ূদ অরণনকে কহিলেন, তুমি এই শস্য-
মর্দ্দনের স্থান আমাকে দেও, আমি এই স্থানে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি;
তুমি সম্পূর্ণ মূল্য লইয়া ইহা আমাকে দেও;
তাহা হইলে লোকদের মধ্যে মহামারী নিবৃত্ত
২৩ হইবে। তখন অরণন দায়ূদকে কহিল, আপনি
লউন, আমার প্রভু মহারাজের দৃষ্টিতে যাহা
ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন; দেখুন, আমি
হোমবলির নিমিত্তে এই বৃষগুলি, কাষ্ঠের নিমিত্তে
এই মর্দ্দনযন্ত্র ও নৈবেদ্যের নিমিত্তে এই গোম
২৪ দিতেছি, সমস্তই দিতেছি। দায়ূদ রাজা অরণনকে
কহিলেন, তাহা নয়, কিন্তু আমি অবশ্য সম্পূর্ণ
মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিব; কেননা তোমার
যাহা, আমি সদাপ্রভুর জন্য তাহা লইব না,
২৫ বিনামূল্যে হোমবলি উৎসর্গ করিব না। পরে
দায়ূদ সেই স্থানের জন্য ছয় শত শেকল স্বর্ণ
২৬ তৌল করিয়া অরণনকে দিলেন। আর দায়ূদ
সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি
নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎ-
সর্গ করিলেন, আর সদাপ্রভুকে ডাকিলেন;
তাহাতে তিনি আকাশ হইতে হোমবেদির উপরে
২৭ অগ্নিপাত দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিলেন। পরে
সদাপ্রভু আপন দূতকে আজ্ঞা করিলে তিনি
আপন খড়্গ পুনরায় কোষে রাখিলেন।
২৮ তৎকালে যখন দায়ূদ দেখিলেন, সদাপ্রভু
যিবূষীয় অরণনের শস্যমর্দ্দনস্থানে তাঁহাকে উত্তর

Digitized by Google

দিলেন, তখন তিনি সেই স্থানে বলিদান করি-
২৯ লেন। কেননা সদাপ্রভুর আবাস, যাহা মোশি
প্রান্তরে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ও হোম-
বেদি সেই সময়ে গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে
৩০ ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিবার
জন্য তৎসম্মুখে গমন করা দায়ূদের অসাধ্য হইল,
কারণ সদাপ্রভুর দূতের খড়্গ হইতে তিনি ভীত
৩১ হইয়াছিলেন। তখন দায়ূদ কহিলেন, এই
সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৃহের স্থান, এই ইস্রায়েলের
হোমবেদির স্থান।

মন্দির নির্ম্মাণ জন্য দায়ূদের আয়োজন।

২২ পরে দায়ূদ ইস্রায়েল দেশস্থ বিদেশী-
দিগকে একত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন; এবং
ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণার্থে তক্ষিত প্রস্তর প্রস্তুত
৩ করিতে তক্ষরদিগকে নিযুক্ত করিলেন। আর
দ্বার সকলের কবাটের প্রেকের জন্য ও কব্জার
জন্য দায়ূদ অপর্য্যাপ্ত লৌহ ও অপর্য্যাপ্ত পিত্তল
৪ প্রস্তুত করিলেন। আর অসংখ্য এরসকাষ্ঠ
[প্রস্তুত করিলেন], কেননা সীদোনীয়েরা ও
সোরীয়েরা দায়ূদের নিকটে অনেক এরসকাষ্ঠ
৫ আনিয়াছিল। আর দায়ূদ কহিলেন, আমার
পুত্র শলোমন অল্পবয়স্ক ও কোমল, কিন্তু সদা-
প্রভুর জন্য যে গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইবে, তাহা
অতিশয় প্রতাপান্বিত হইবে, তাহার কীর্ত্তি ও
যশ যাবতীয় দেশ ব্যাপিবে; আমি এখন তাহার
জন্য আয়োজন করিব। অতএব দায়ূদ আপন
মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রচুর দ্রব্যের আয়োজন করিলেন।
৬ পরে তিনি আপন পুত্র শলোমনকে ডাকিয়া
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য গৃহ নির্ম্মাণ
৭ করিতে আজ্ঞা করিলেন। আর দায়ূদ আপন
পুত্র শলোমনকে কহিলেন, আমার ঈশ্বর সদা-
প্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে
৮ আমার মনস্থ ছিল; কিন্তু সদাপ্রভুর এই বাক্য
আমার নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি অনেক
রক্তপাত করিয়াছ ও বড় বড় যুদ্ধ করিয়াছ; তুমি
আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না;
কেননা আমার সাক্ষাতে তুমি অনেক রক্ত মৃত্তি-
৯ কাতে ঢালিয়াছ। দেখ, তোমার এক পুত্র
জন্মিবে, সে বিশ্রামের মনুষ্য হইবে; আমি
তাহাকে চতুর্দ্দিকস্থ সকল শত্রু হইতে বিশ্রাম দিব,
কেননা তাহার নাম শলোমন [শান্ত] হইবে,
এবং তাহার সময়ে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও
১০ নির্ব্বিঘ্নতা দিব। আমার নামের জন্য সে গৃহ
নির্ম্মাণ করিবে; এবং সে আমার পুত্র হইবে,
আমি তাহার পিতা হইব, এবং ইস্রায়েলের
উপরে তাহার রাজসিংহাসন চিরকালের জন্য
১১ স্থির করিব। এখন, হে আমার পুত্র, সদাপ্রভু
তোমার সহবর্ত্তী হউন, ও তিনি তোমার বিষয়ে
যেমন কহিয়াছেন, তদনুসারে তুমি কৃতকার্য্য হও,
ও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ কর।
১২ কেবল সদাপ্রভু তোমাকে বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়া
ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত করুন, যেন তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পালন করিতে পার।
১৩ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের নিমিত্তে মোশিকে যে বিধি
ও শাসনকলাপ দিয়াছেন, সে সমস্ত যত্নপূর্ব্বক
পালন করিলেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে; তুমি
বলবান হও, সাহস কর, ভীত কি নিরাশ হইও
১৪ না। আর দেখ, আমি কষ্টেসৃষ্টে সদাপ্রভুর
গৃহের জন্য এক লক্ষ মণ স্বর্ণ ও দশ লক্ষ মণ
রৌপ্য এবং অপরিমেয় পিত্তল ও লৌহ প্রস্তুত
করিয়াছি, কেননা তাহা অপর্য্যাপ্ত; আর কাষ্ঠ
ও প্রস্তর প্রস্তুত করিয়াছি; এবং তুমি আরও
১৫ প্রস্তুত করিতে পারিবে। আর তোমার কাছে
অনেক শিল্পকার আছে, প্রস্তর ও কাষ্ঠের ছেদক
ও কার্য্যকারী এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে নিপুণ
১৬ অনেক লোক আছে। আর স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল
ও লৌহ অসংখ্য আছে; উঠ, কর্ম্ম কর, এবং
সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী থাকুন।
১৭ পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনের সাহায্য
করিতে ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করি-
১৮ লেন, কহিলেন, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কি
তোমাদের সহবর্ত্তী নহেন? তিনি কি সর্ব্বদিকে
তোমাদিগকে বিশ্রাম দেন নাই? তিনি ত দেশ-
নিবাসী লোকদিগকে আমার হস্তগত করিয়াছেন,
এবং সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রজাবৃন্দের সম্মুখে
১৯ দেশ বশীভূত রহিয়াছে। এখন তোমরা আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে আপন আপন
চিত্ত ও প্রাণ নিবেশ কর, আর উঠ, সদাপ্রভু
ঈশ্বরের ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ কর, তাহাতে সদাপ্রভুর
নিয়মসিন্দুক ও ঈশ্বরের পবিত্র পাত্র সকল
সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে নির্ম্মাতব্য সেই
গৃহে আনীত হইবে।

লেবীয়দের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

২৩ পরে দায়ূদ বৃদ্ধ ও পরিপক্কবয়স্ক হইলেন;
এবং আপন পুত্র শলোমনকে ইস্রায়েলের
২ উপরে রাজা করিলেন। তিনি ইস্রায়েলের সমস্ত
অধ্যক্ষকে এবং যাজক ও লেবীয়দিগকে একত্র
৩ করিলেন। তখন ত্রিংশৎ ও ততোধিক বৎসর
বয়স্ক লেবীয়েরা গণিত হইল; মস্তক-গণনায়
৪ তাহারা আটত্রিশ সহস্র পুরুষ ছিল। তাহাদের
মধ্যে চব্বিশ সহস্র লোক সদাপ্রভুর গৃহের কার্য্য
চালাইতে নিযুক্ত, এবং ছয় সহস্র লোক শাসন-
৫ কর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা ছিল, আর চারি সহস্র লোক

Digitized by Google

দ্বারপাল ছিল; এবং দায়ূদ প্রশংসার্থে যে সকল
বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তাহা দ্বারা চারি সহস্র
৫ লোক সদাপ্রভুর প্রশংসা করিত। আর দায়ূদ
তাহাদিগকে গের্শোন, কহাৎ ও মরারি, লেবির
এই পুত্রদের [বংশানুসারে] নানা পালায়
বিভক্ত করিলেন।
৭ গের্শোনীয়দের মধ্যে লাদন ও শিমিয়ি।
৮ লাদনের পুত্রগণ; প্রধান যিহীয়েল, অপর
৯ সেথম ও যোয়েল, তিন জন। শিমিয়ির পুত্র
শলোমৎ, হসীয়েল ও হারণ, তিন জন; ইঁহারা
১০ লাদনের পিতৃকুলপতি ছিলেন। আর শিমিয়ির
পুত্র যহৎ, সীষ, যিয়ূশ ও বরীয়; শিমিয়ির
১১ এই চারি পুত্র। তাহাদের মধ্যে প্রধান যহৎ ও
দ্বিতীয় সীষ ছিল; কিন্তু যিয়ূশের ও বরীয়ের
বহু সন্তান ছিল না, এ কারণ তাহারা একত্র
গণিত হইয়া এক পিতৃকুল হইল।
১২ কহাতের পুত্র অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ ও
১৩ উষীয়েল, চারি জন। অম্রামের পুত্র হারোণ ও
মোশি; আর যুগানুক্রমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
ধূপদাহ, তাঁহার পরিচর্য্যা এবং তাঁহার নামে
আশীর্ব্বাদ করণার্থে হারোণকে ও তাঁহার সন্তান-
গণকে যুগানুক্রমে অতি পবিত্র বলিয়া পবিত্র
১৪ করণার্থে পৃথক্ করা গেল। কিন্তু ঈশ্বরের লোক
যে মোশি, তাঁহার পুত্রগণ লেবি-বংশের মধ্যে
১৫ উল্লিখিত হইল। মোশির পুত্র গের্শোম ও
১৬ ইলীয়েষর। গের্শোমের সন্তানদের মধ্যে শবূয়েল
১৭ প্রধান। আর ইলীয়েষরের সন্তানদের মধ্যে
রহবিয় প্রধান ছিল; এই ইলীয়েষরের আর
পুত্র ছিল না, কিন্তু রহবিয়ের সন্তানগণ অতিশয়
১৮ বহুসংখ্যক হইল। যিষ্‌হরের পুত্রদের মধ্যে
১৯ শলোমীৎ প্রধান ছিল। হিব্রোণের পুত্রদের
মধ্যে প্রধান যিরিয়, দ্বিতীয় অমরিয়, তৃতীয়
২০ যহসীয়েল, চতুর্থ যিকমিয়াম। উষীয়েলের
পুত্রদের মধ্যে প্রধান মীখা ও দ্বিতীয় যিশিয়।
২১ মরারির পুত্র মহলি ও মূশি; মহলির পুত্র
২২ ইলীয়াসর ও কীশ। ইলীয়াসর মরিলেন, তাঁহার
পুত্র ছিল না, কেবল কয়েকটী কন্যা ছিল, আর
তাহাদের জ্ঞাতি কীশের পুত্রগণ তাহাদিগকে
২৩ বিবাহ করিল। মূশির পুত্র মহলি, এদর ও
যিরেমোৎ, তিন জন।
২৪ এই সকলে আপন আপন পিতৃকুলানুসারে
লেবির সন্তান, বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
যাহারা নাম ও মস্তকানুসারে গণিত হইল, সদা-
প্রভুর গৃহের সেবাকার্য্য করিত, ইহারা তাহা-
২৫ দের পিতৃকুলপতি। কেননা দায়ূদ কহিলেন,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে
বিশ্রাম দিয়াছেন, এবং তিনি চিরকালের নিমিত্তে
২৬ যিরূশালেমে বসতি করেন। আর লেবীয়দিগকেও
অদ্যাবধি [পবিত্র] আবাস কিম্বা তাহার সেবা-
কার্য্যার্থক পাত্র সকল আর বহিতে হইবে না।
২৭ কারণ দায়ূদের শেষ আজ্ঞায় লেবির সন্তানদের
মধ্যে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোকেরা
২৮ গণিত হইল। কেননা ঈশ্বরের গৃহের সেবা-
কার্য্যার্থে তাহাদের পদ হারোণ-সন্তানদের
অধীন; ফলতঃ প্রাঙ্গণ ও কুঠরী সকলের তত্ত্বাব-
ধান, পবিত্র বস্তু সকলের শুচীকরণ, ঈশ্বরের
২৯ গৃহের সেবাকার্য্য সম্পাদন, এবং দর্শনীয় রুটী
[প্রস্তুত করা] ও নৈবেদ্য, তাড়ীশূন্য সরুচাকলী
এবং ভর্জ্জনপাত্রে ভর্জ্জিত দ্রব্য ও রান্ধা দ্রব্য, এই
সকলের নিমিত্তে ময়দা প্রস্তুত করা, এবং সকল
৩০ পরিমাণের ও তৌলের পরীক্ষা করা, আর সদা-
প্রভুর স্তবগান ও প্রশংসার্থে প্রতি প্রাতঃকালে
৩১ ও সন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মান হওয়া; এবং সদাপ্রভুর
সাক্ষাতে নিয়ত পালনীয় বিধিমতে প্রতি বিশ্রাম-
বারে, অমাবস্যায় ও পর্ব্বে সংখ্যানুসারে সদা-
প্রভুর উদ্দেশে হোমবলিদানের সমস্ত কর্ম্ম করা
৩২ [তাহাদের কর্ত্তব্য]। অতএব তাহারা সমাগমের
তাম্বুর রক্ষণীয়, ও পবিত্র স্থানের রক্ষণীয়, এবং
ঈশ্বরের গৃহের সেবাকার্য্যের জন্য আপনাদের
জ্ঞাতি হারোণ-সন্তানদের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে।

২৪ হারোণ-সন্তানদের পালার কথা। হারো-
ণের পুত্র নাদব ও অবীহূ, ইলীয়াসর ও
২ ঈথামর। কিন্তু নাদব ও অবীহূ আপনাদের
পিতার অগ্রে মারা পড়িল, এবং তাহাদের পুত্র
ছিল না; অতএব ইলীয়াসর ও ঈথামর যাজক
৩ হইলেন। আর দায়ূদ এবং ইলীয়াসরের বংশ-
জাত সাদোক ও ঈথামরের বংশজাত অহীমেলক
যাজকদিগকে সেবাকার্য্য সম্বন্ধীয় আপন আপন
৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে জানা গেল,
পুরুষদের সংখ্যাতে ঈথামরের সন্তানগণ অপেক্ষা
ইলীয়াসরের সন্তানগণের মধ্যে প্রধান লোক
অনেক; অতএব তাঁহারা তাহাদিগকে এইরূপ
বিভাগ করিলেন; ইলীয়াসরের সন্তানগণের
মধ্যে ষোল জন পিতৃকুলপতি ও ঈথামরের
সন্তানগণের মধ্যে আট জন পিতৃকুলপতি হইল।
৫ তাঁহারা নির্ব্বিশেষে গুলিবাঁট দ্বারা তাহাদিগকে
বিভক্ত করিলেন, কেননা ধর্ম্মধামের অধ্যক্ষগণ ও
ঈশ্বরীয় অধ্যক্ষগণ ইলীয়াসর ও ঈথামর, উভ-
য়ের সন্তানগণের মধ্য হইতে [গৃহীত] হইল।
৬ আর রাজার, অধ্যক্ষদের, সাদোক যাজকের,
অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলকের এবং যাজকীয়
ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে লেবির
বংশজাত নথনেলের পুত্র শমযিয় লেখক তাহা-
দের নাম লিখিলেন; ফলতঃ ইলীয়াসরের জন্য
এক পিতৃকুল ও ঈথামরের জন্য এক পিতৃকুল
গ্রহণ করা হইল।

Digitized by Google

৭ তখন প্রথম গুলিবাঁট যিহোয়ারীবের নামে
৮ উঠিল ; দ্বিতীয় যিদয়িয়ের, তৃতীয় হারীমের,
৯ চতুর্থ সিয়োরীমের, পঞ্চম মল্কিয়ের, ষষ্ঠ মিয়া-
১০ মীনের, সপ্তম হক্কোসের, অষ্টম অবিয়ের,
১১,১২ নবম যেশূয়ের, দশম শখনিয়ের, একাদশ
১৩ ইলীয়াশীবের, দ্বাদশ যাকীমের, ত্রয়োদশ হুপ্পের,
১৪ চতুর্দ্দশ যেশবাবের, পঞ্চদশ বিল্‌গার, ষোড়শ
১৫ ইম্মেরের, সপ্তদশ হেষীরের, অষ্টাদশ হপ্পি-
১৬ সেসের, ঊনবিংশ পথাহিয়ের, বিংশ যিহি-
১৭ স্কেলের, একবিংশ যাখীনের, দ্বাবিংশ গামূলের,
১৮ ত্রয়োবিংশ দলায়ের, চতুর্ব্বিংশ মাসিয়ের [নামে
১৯ উঠিল]। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানু-
সারে তাহাদের পিতা হারোণ কর্ত্তৃক নিরূপিত
যে তাহাদের বিধান, তদনুসারে সদাপ্রভুর গৃহে
উপস্থিত হইবার বিষয়ে তাহাদের সেবাকার্য্যের
জন্য এই শ্রেণী হইল।

২০ লেবির অবশিষ্ট সন্তানদের কথা। অম্রামের
সন্তানদের মধ্যে শবূয়েল, শবূয়েলের সন্তানদের
২১ মধ্যে যেহদিয়। রহবিয়ের কথা ; রহবিয়ের
২২ সন্তানদের মধ্যে যিশিয় প্রধান। যিষ্‌হরীয়দের
মধ্যে শলোমোৎ ; শলোমোতের পুত্রদের মধ্যে
২৩ যহৎ। আর [হিব্রোণের] পুত্র যিরিয় প্রধান,
দ্বিতীয় অমরিয়, তৃতীয় যহসীয়েল, চতুর্থ যিক-
২৪ মিয়াম। উষীয়েলের পুত্র মীখা ; মীখার পুত্র-
২৫ দের মধ্যে শামীর প্রধান। মীখার ভ্রাতা যিশিয় ;
যিশিয়ের পুত্রদের মধ্যে সখরিয়।

২৬ মরারির পুত্র মহলি ও মূশি ; যাসিয়ের পুত্র.
২৭ বিনো। মরারির এই সকল সন্তান ; যাসিয়ের
২৮ পুত্র বিনো, শোহম, সক্কূর ও ইব্রি। মহলির
২৯ পুত্র ইলীয়াসর, ইহার পুত্র ছিল না। কীশের
৩০ কথা ; কীশের পুত্র যিরহমেল। মূশির পুত্র
মহলি, এদর ও যিরেমোৎ, ইহারা আপন আপন
৩১ পিতৃকুলানুসারে লেবির সন্তান। আপনাদের
ভ্রাতা হারোণ-সন্তানদের ন্যায় ইহারাও দায়ূদ
রাজার, সাদোকের ও অহীমেলকের এবং যাজ-
কীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে গুলি-
বাঁট করিল, অর্থাৎ প্রতি পিতৃকুলের মধ্যে প্রধান
লোক ও তাহার ছোট ভ্রাতা এক মত করিল।

গায়ক ও বাদ্যকরদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

২৫ আর দায়ূদ ও সেনাপতিগণ সেবাকার্য্যের
জন্য লোক পৃথক্ করিয়া বীণা, নেবল ও
করতাল সহযোগে ভাবোক্তি গান করিবার ভার
আসফের, হেমনের ও যিদূথূনের সন্তানগণকে
[দিলেন] ; তাহাদের সেবাকার্য্যানুসারে কর্ম্ম-
২ কারীদের সংখ্যা। আসফের সন্তানদের কথা ;
আসফের সন্তান সক্কূর, যোষেফ, নথনিয় ও
অসারেল ; তাহারা রাজার অধীনে ভাবোক্তি-
৩ গায়ক আসফের সাহায্য করিত। যিদূথূনের
কথা ; যিদূথূনের সন্তান গদলিয়, সরী [ও
শিমিয়ি] এবং যিশায়াহ, হশবিয় ও মত্তিথিয়,
ছয় জন ; ইহারা সদাপ্রভুর স্তব ও প্রশংসার্থে
বীণাতে ভাবোক্তি-গায়ক আপনাদের পিতা যিদূ-
৪ থূনের সাহায্য করিত। হেমনের কথা ; হেমনের
সন্তান বুক্কিয়, মত্তনিয়, উষীয়েল, শবূয়েল ও
যিরেমোৎ, হনানিয়, হনানি, ইলীয়াথা, গিদ্দ-
ল্‌তি ও রোমাম্‌তী-এষর, যশ্‌বকাশা, মল্লোথি,
৫ হোথীর, মহসীয়োৎ। যে হেমন ঈশ্বরীয়
বাক্য সম্বন্ধে রাজার দর্শক ছিলেন, উচ্চধ্বনিতে
শৃঙ্গ বাজাইবার নিমিত্তে তাঁহার এই সকল পুত্র
ছিল ; ঈশ্বর হেমনকে চৌদ্দ পুত্র ও তিন কন্যা
৬ দিয়াছিলেন। ইহারা সকলে ঈশ্বরের গৃহের
সেবাকার্য্যের জন্য করতাল, নেবল ও বীণা দ্বারা
সদাপ্রভুর গৃহে গান করিতে আপন পিতার
সাহায্য করিত, এবং আসফ, যিদূথূন ও হেমন
৭ রাজার অধীনে ছিলেন। সদাপ্রভুর উদ্দেশে
গীতগানে শিক্ষিত তাহারা ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ
সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত অষ্টাশী জন বুদ্ধিমান
লোক ছিল।

৮ পরে তাহারা ছোট বড় এবং গুরু শিষ্য সকলে
গুলিবাঁট দ্বারা [আপন আপন] রক্ষণীয় স্থির
৯ করিল। আর আসফের জন্য যোষেফের পক্ষে
প্রথম গুলি উঠিল। দ্বিতীয় গদলিয়ের পক্ষে
১০ সে, তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ বার জন। তৃতীয়
সক্কূরের পক্ষে ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার
১১ জন। চতুর্থ যিৎরির পক্ষে ; তাহার পুত্রগণ ও
১২ ভ্রাতৃগণ বার জন। পঞ্চম নথনিয়ের পক্ষে ;
১৩ তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। ষষ্ঠ বুক্কি-
য়ের পক্ষে ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার
১৪ জন। সপ্তম যিশারেলার পক্ষে ; তাহার পুত্রগণ
১৫ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। অষ্টম যিশায়াহের পক্ষে ;
১৬ তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। নবম মত্ত-
নিয়ের পক্ষে ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার
১৭ জন। দশম শিমিয়ির পক্ষে ; তাহার পুত্রগণ ও
১৮ ভ্রাতৃগণ বার জন। একাদশ অসরেলের পক্ষে ;
১৯ তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। দ্বাদশ
হশবিয়ের পক্ষে ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ
২০ বার জন। ত্রয়োদশ শবূয়েল ; তাহার পুত্রগণ
২১ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। চতুর্দ্দশ মত্তিথিয় ; তাহার
২২ পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। পঞ্চদশ যিরেমোৎ ;
২৩ তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। ষোড়শ
হনানিয় ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন।
২৪ সপ্তদশ যশ্‌বকাশা ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ
২৫ বার জন। অষ্টাদশ হনানি ; তাহার পুত্রগণ
২৬ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। ঊনবিংশ মল্লোথি ;
২৭ তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। বিংশ

Digitized by Google

ইলীয়াথা ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন।
২৮ একবিংশ হোথীর ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ
২৯ বার জন। দ্বাবিংশ গিদ্দল্‌তি ; তাহার পুত্রগণ
৩০ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। ত্রয়োবিংশ মহসীয়োৎ ;
৩১ তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বার জন। চতুর্ব্বিংশ
রোমাম্‌তী-এষর ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ
বার জন।

দ্বারপাল প্রভৃতি অধ্যক্ষদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

২৬ দ্বারপালদের পালার কথা। কোরহীয়-
দের মধ্যে কোরির পুত্র মশেলিমিয় আসফ-
২ বংশজাত লোক ছিল। মশেলিমিয়ের সন্তান ;
সখরিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র, দ্বিতীয় যিদীয়েল, তৃতীয়
৩ সবদিয়, চতুর্থ যৎনীয়েল, পঞ্চম এলম, ষষ্ঠ
৪ যিহোহানন, সপ্তম ইলিয়ো-ঐনয়। আর ওবেদ-
ইদোমের পুত্রগণ ছিল ; শময়িয় জ্যেষ্ঠ পুত্র,
দ্বিতীয় যিহোষাবদ, তৃতীয় যোয়াহ, চতুর্থ
৫ সাখর, পঞ্চম নথনেল, ষষ্ঠ অম্মীয়েল, সপ্তম
ইষাখর, অষ্টম পিয়ুল্লতয় ; কেননা ঈশ্বর তাহাকে
৬ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র শম-
য়িয়েরও কতকগুলি পুত্র জন্মিল, তাহারা
আপনাদের পিতৃকুলে কর্তৃত্ব করিল, কারণ
৭ তাহারা বীর্য্যবান লোক ছিল। শময়িয়ের পুত্র
অৎনি, রফায়েল, ওবেদ, ইল্‌সাবদ, এবং ইলীহূ
ও সমখিয় নামে তাহার ভ্রাতারা বীরপুরুষ
৮ ছিল। ইহারা সকলে ওবেদ-ইদোমের সন্তান,
ইহারা, ইহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ সেবা-
কার্য্যার্থক সামর্থ্যে বীরপুরুষ ছিল। এই ওবেদ-
৯ ইদোমের বংশজাত বাষট্টি জন ছিল। আর
মশেলিমিয়ের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ আঠার জন
১০ বীরপুরুষ ছিল। আর মরারি-বংশজাত হোষার
পুত্রগণের মধ্যে শিম্রি প্রধান ছিল ; সে জ্যেষ্ঠ
ছিল না, কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে প্রধান
১১ করিয়াছিল ; দ্বিতীয় হিল্‌কিয়, তৃতীয় টবলিয়,
চতুর্থ সখরিয় ; হোষার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ
১২ সাকল্যে তের জন ছিল। সদাপ্রভুর গৃহে পরি-
চর্য্যা করণার্থে আপন ভ্রাতৃগণের ন্যায় প্রহরী
কর্ম্ম করিতে প্রধান পুরুষদের সংখ্যানুসারে দ্বার-
পালদের পালা সকল ইহাদের ছিল।
১৩ আর তাহারা ছোট বড় আপন আপন পিতৃ-
কুলানুসারে প্রত্যেক দ্বারের জন্য গুলিবাঁট
১৪ করিল। তাহাতে পূর্ব্বদিকের গুলি শেলিমিয়ের
নামে উঠিল ; ইহার পুত্র সখরিয় মন্ত্রণাদানে
জ্ঞানবান ; আর গুলিবাঁট করিলে উত্তরদিকের
১৫ গুলি তাহার নামে উঠিল। ওবেদ-ইদোমের
নামে দক্ষিণদিকের, এবং তাহার পুত্রগণের নামে
১৬ ভাণ্ডারের গুলি উঠিল। শুপ্পীমের ও হোষার
নামে পশ্চিমদিকের, ঊর্দ্ধগামী পথসমীপস্থ
শল্লেখৎ নামক দ্বারের গুলি উঠিল, তাহার
রক্ষকদের এক দল অন্য দলের অভিমুখ ছিল।
১৭ পূর্ব্বদিকে ছয় জন লেবীয় ছিল, উত্তরদিকে
দিবাতে চারি জন, দক্ষিণদিকে দিবাতে চারি
১৮ জন ও ভাণ্ডারের জন্য দুই দুই জন। পশ্চিম-
দিকে উপপুরীর [দ্বারে] উচ্চপথে চারি জন ও
১৯ উপপুরীতে দুই জন ছিল। কোরহীয় ও মরা-
রীয় বংশজাত লোকদের মধ্যে দ্বারপালদের এই
সকল পালা ছিল।
২০ লেবীয়দের কথা। অহিয় সদাপ্রভুর গৃহের
কোষাধ্যক্ষ ও পবিত্রীকৃত বস্তু সকলের কোষাধ্যক্ষ
২১ ছিলেন। গের্শোনীয় বংশজাত লাদনের পুত্রদের
কথা। লাদনের এই এই সন্তান পিতৃকুলপতি
ছিলেন, গের্শোনীয় লাদনের [পুত্র] যিহীয়েলি ;
২২ যিহীয়েলির পুত্র সেথম ও তাঁহার ভ্রাতা যোয়েল,
ইঁহারা সদাপ্রভুর গৃহের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।
২৩ অম্রামীয়দের, যিষ্‌হরীয়দের, হিব্রোণীয়দের ও
২৪ উষীয়েলীয়দের মধ্যে মোশির পুত্র গের্শোমের
২৫ সন্তান শবূয়েল কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। আর ইলী-
য়েষর-বংশীয় তাঁহার ভ্রাতৃগণ ; ইলীয়েষরের পুত্র
রহবিয়, তাঁহার পুত্র যিশায়াহ, তাঁহার পুত্র
যোরাম, তাঁহার পুত্র সিখ্রি, তাঁহার পুত্র শলো-
২৬ মোৎ। দায়ূদ রাজা এবং পিতৃকুলপতিরা, অর্থাৎ
সহস্রপতিগণ, শতপতিগণ ও সেনাপতিগণ যে
সকল বস্তু পবিত্র করিয়াছিলেন, শলোমোৎ ও
তাঁহার ভ্রাতৃগণ সেই সকল পবিত্রীকৃত বস্তুর
২৭ কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সদাপ্রভুর গৃহ দৃঢ় করণার্থে
তাঁহারা যুদ্ধ ও লুট দ্বারা লব্ধ অনেক বস্তু পবিত্র
২৮ করিয়াছিলেন। আর শমূয়েল দর্শক, কীশের
পুত্র শৌল, নেরের পুত্র অব্‌নের ও সরূয়ার পুত্র
যোয়াব যে সকল বস্তু পবিত্র করিয়াছিলেন,
যিনি যাহা পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সকল বস্তু
শলোমোতের ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের হস্তে সমর্পিত
২৯ ছিল। যিষ্‌হরীয়দের মধ্যে কননিয় ও তাঁহার
পুত্রগণ শাসক ও বিচারকর্ত্তৃপদের জন্য ইস্রা-
য়েলের উপরে বাহিরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।
৩০ হিব্রোণীয়দের মধ্যে হশবিয় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ
এক সহস্র সাত শত বীরপুরুষ সদাপ্রভুর সকল
কার্য্যে ও রাজার সেবাকার্য্যে যর্দ্দনের এপারে
পশ্চিমদিকে ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত হইল।
৩১ হিব্রোণীয়দের পিতৃকুলানুযায়ী বংশাবলিতে
যিরিয় হিব্রোণীয়দের মধ্যে প্রধান ছিল ; দায়ূদ
রাজার অধিকারের চল্লিশ বৎসরে অনুসন্ধান
করা গেলে তাহাদের মধ্যে গিলিয়দস্থ যাসেরে
৩২ বীর্য্যবান অনেক লোক পাওয়া গেল। আর
তাহার [সেই] ভ্রাতৃগণ দুই সহস্র সাত শত
বীরপুরুষ পিতৃকুলপতি ছিল ; এবং দায়ূদ

Digitized by Google

রাজা ঈশ্বরীয় ও রাজকীয় সমস্ত কার্য্য করিতে
রূবেণীয়দের, গাদীয়দের ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের
উপরে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

সেনাপতি প্রভৃতি অধ্যক্ষদের নাম।

২৭ ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যানুসারে পিতৃ-
কুলপতিগণ, সহস্রপতিগণ, শতপতিগণ ও
শাসকগণ রাজার পরিচর্য্যা করিতেন; তাঁহারা
নানা দলে বিভক্ত হইয়া সম্বৎসরের এক এক
মাসে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইতেন; তাহার
২ প্রত্যেক দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। প্রথম
দলের উপরে প্রথম মাসের জন্য সব্দীয়েলের
পুত্র যাশবিয়াম; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র
৩ লোক ছিল; তিনি পেরসের সন্তানদের মধ্যবর্ত্তী
ও প্রথম মাসের জন্য নিযুক্ত সেনাদলের সমস্ত
৪ সেনাপতির মধ্যে প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় মাসের
দলে অহোহীয় দোদয় ও তাঁহার দল; অধ্যক্ষ
ছিলেন মিক্লোৎ; এবং তাঁহার দলে চব্বিশ
৫ সহস্র লোক ছিল। তৃতীয় মাসের জন্য নিযুক্ত
সেনাদলের কর্ত্তা তৃতীয় সেনাপতি যিহোয়াদার
পুত্র বনায় নামক প্রধান সভাসদ, তাঁহার দলে
৬ চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। এই বনায় সেই
ত্রিশ জন বীরের মধ্যে গণিত ও তাহাদের
কর্ত্তা ছিলেন, এবং তাঁহার দলে তাঁহার পুত্র
৭ অম্মীষাবদ ছিল। চতুর্থ মাসের জন্য চতুর্থ
সেনাপতি যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল, ও তাঁহার
পরে তাঁহার পুত্র সবদিয়; তাঁহার দলে চব্বিশ
৮ সহস্র লোক ছিল। পঞ্চম মাসের জন্য পঞ্চম
সেনাপতি যিষ্রাহীয় শম্হূৎ; তাঁহার দলে চব্বিশ
৯ সহস্র লোক ছিল। ষষ্ঠ মাসের জন্য ষষ্ঠ সেনা-
পতি তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা; তাঁহার দলে
১০ চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। সপ্তম মাসের জন্য
সপ্তম সেনাপতি ইফ্রয়িমের বংশজাত পলোনীয়
হেলস; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।
১১ অষ্টম মাসের জন্য অষ্টম সেনাপতি সেরহের
কুলজাত হূশাতীয় সিব্বখয়; তাঁহার দলে চব্বিশ
১২ সহস্র লোক ছিল। নবম মাসের জন্য নবম
সেনাপতি বিন্যামীনের বংশজাত অনাথোতীয়
অবীয়েষর; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক
১৩ ছিল। দশম মাসের জন্য দশম সেনাপতি সের-
হের কুলজাত নটোফাতীয় মহরয়; তাঁহার দলে
১৪ চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। একাদশ মাসের জন্য
একাদশ সেনাপতি ইফ্রয়িমের বংশজাত পিরিয়া-
থোনীয় বনায়; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক
১৫ ছিল। দ্বাদশ মাসের জন্য দ্বাদশ সেনাপতি
অৎনীয়েলের কুলজাত নটোফাতীয় হিল্দয়;
তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।
১৬ ইস্রায়েলের বংশাধ্যক্ষগণ। রূবেণীয়দের মধ্যে
অধ্যক্ষ সিখ্রির পুত্র ইলীয়েষর; শিমিয়োনীয়-
১৭ দের মধ্যে মাখার পুত্র শফটিয়; লেবির মধ্যে
কমূয়েলের পুত্র হশবিয়; হারোণের মধ্যে
১৮ সাদোক; যিহূদার মধ্যে দায়ূদের অন্যতম ভ্রাতা
ইলীহূ; ইষাখরের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র
১৯ অম্রি; সবূলূনের মধ্যে ওবদিয়ের পুত্র যিশ্ময়িয়;
নপ্তালির মধ্যে অস্রীয়েলের পুত্র যিরেমোৎ;
২০ ইফ্রয়িম-সন্তানদের মধ্যে অসসিয়ের পুত্র হোশেয়;
মনঃশির অর্দ্ধ বংশের মধ্যে পদায়ের পুত্র
২১ যোয়েল; গিলিয়দস্থ মনঃশির অর্দ্ধ বংশের মধ্যে
সখরিয়ের পুত্র যিদ্দো; বিন্যামীনের মধ্যে
২২ অব্নেরের পুত্র যাসীয়েল; দানের মধ্যে যিরোহ-
মের পুত্র অসরেল; ইহাঁরা ইস্রায়েলের বংশা-
ধ্যক্ষ ছিলেন।
২৩ পরন্তু দায়ূদ বিংশতি বৎসর ও তাহার ন্যূন-
বয়স্ক লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করিলেন না, কেননা
সদাপ্রভু আকাশের তারার ন্যায় ইস্রায়েলকে
বহুসংখ্যক করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।
২৪ সরূয়ার পুত্র যোয়াব গণনা করিতে আরম্ভ
করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করেন নাই; আর
গণনা প্রযুক্ত ইস্রায়েলের উপরে কোপ পড়িয়া-
ছিল; আর তাহাদের সংখ্যা দায়ূদ রাজার
ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইল না।
২৫ আর অদীয়েলের পুত্র অস্মাবৎ রাজার
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং ক্ষেত্র, নগর, গ্রাম ও
দুর্গ সকলে যে যে ভাণ্ডার ছিল, সেই সকলের
২৬ অধ্যক্ষ উষিয়ের পুত্র যোনাথন। ক্ষেত্রে
কৃষিকার্য্যকারীদের অধ্যক্ষ কলূবের পুত্র ইষ্রি।
২৭ দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকলের অধ্যক্ষ রামাথীয় শিমিয়ি;
এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রস্থ দ্রাক্ষারসের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ
২৮ শিফমীয় সব্দি। নিম্নভূমিস্থিত জিতবৃক্ষ ও
ডুমুরবৃক্ষ সকলের অধ্যক্ষ গদেরীয় বাল-হানন।
২৯ তৈলভাণ্ডারের অধ্যক্ষ যোয়াশ। শারোণে যে
সকল গোরুর পাল চরিত, তাহার অধ্যক্ষ শারো-
ণীয় সিট্রয়। নানা তলভূমিস্থিত গোরুর পালের
৩০ অধ্যক্ষ অদ্লয়ের পুত্র শাফট। উষ্ট্রগণের অধ্যক্ষ
ইশ্মায়েলীয় ওবীল। গর্দ্দভীগণের অধ্যক্ষ
৩১ মেরোণোথীয় যেহদিয়। মেষপালদের অধ্যক্ষ
হাগরীয় যাসীষ। ইহাঁরা দায়ূদ রাজার সম্প-
৩২ ত্তির অধ্যক্ষ ছিলেন। দায়ূদের পিতৃব্য যোনাথন
মন্ত্রী ও ধীমান লোক ছিলেন, তিনি শাস্ত্রাধ্যা-
পকও ছিলেন; এবং হক্মোনির পুত্র যিহীয়েল
৩৩ রাজপুত্রদের বয়স্য ছিলেন। আর অহীথোফল
রাজমন্ত্রী, এবং অর্কীয় হূশয় রাজার সুহৃৎ
৩৪ ছিলেন। আর অহীথোফলের পরে বনায়ের
পুত্র যিহোয়াদা ও অবিয়াথর [রাজমন্ত্রী] হই-
লেন; এবং যোয়াব রাজ-সেনাদলের সেনাপতি
ছিলেন।

Digitized by Google

প্রজালোকের ও শলোমনের প্রতি দায়ূদের প্রবোধ-বাক্য ।

২৮ পরে দায়ূদ ইস্রায়েলের যাবতীয় অধ্য-
ক্ষকে অর্থাৎ বংশাধ্যক্ষগণকে, পালানুক্রমে
রাজার পরিচর্য্যাকারী দলের অধ্যক্ষগণকে, সহস্র-
পতি ও শতপতিগণকে, এবং রাজার ও রাজপুত্র-
দের গোধনাদি সম্পদাধ্যক্ষ ও নপুংসকগণকে,
এবং বীরগণকে ও ধনশালী লোক সকলকে যিরূ-
২ শালেমে একত্র করিলেন। তখন দায়ূদ রাজা
চরণে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে
আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার প্রজাগণ, আমার কথা
শুন ; সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকের জন্য ও আমা-
দের ঈশ্বরের পাদপীঠের জন্য এক বিশ্রাম-গৃহ
নির্ম্মাণ করিতে আমার মনস্থ হইয়াছিল ; এবং
আমি নির্ম্মাণার্থ আয়োজনও করিয়াছিলাম।
৩ কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, আমার নামের
উদ্দেশে তুমি গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না, কেননা
তুমি যুদ্ধের লোক, তুমি রক্তপাত করিয়াছ।
৪ যাহা হউক, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রা-
য়েলের উপরে নিত্য রাজত্ব করণার্থে আমার
সমস্ত পিতৃকুল হইতে আমাকে মনোনীত করিয়া-
ছেন ; বস্তুতঃ তিনি প্রাধান্যের কারণ যিহূদাকে,
ও যিহূদার কুলমধ্যে আমার পিতৃকুলকে মনো-
নীত করিয়াছেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে
রাজা করণার্থে আমার পিতার পুত্রগণের মধ্যে
৫ আমাকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। আবার সদাপ্রভু
আমাকে অনেক পুত্র দিয়াছেন, কিন্তু আমার
পুত্র সকলের মধ্যে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষরূপে সদা-
প্রভুর রাজসিংহাসনে বসিবার জন্য আমার
৬ পুত্র শলোমনকে মনোনীত করিয়াছেন। আর
তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তোমার পুত্র শলো-
মনই আমার গৃহ ও আমার প্রাঙ্গণ সকল নির্ম্মাণ
করিবে ; কেননা আমি তাহাকেই আমার পুত্র
বলিয়া মনোনীত করিয়াছি, আমিই তাহার
৭ পিতা হইব। আর অদ্যকার মত যদি সে আমার
আজ্ঞা ও শাসনকলাপ পালন করিতে তৎপর
হয়, তবে আমি তাহার রাজ্য চিরকালের জন্য
৮ স্থির করিব। অতএব এখন সদাপ্রভুর সমাজ
সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে ও আমাদের ঈশ্বরের
কর্ণগোচরে তোমরা যত্নপূর্ব্বক তোমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞার অনুশীলন কর ; তাহাতে
এই উত্তম দেশের স্বত্ব ভোগ করিবে, এবং তোমা-
দের পরে তোমাদের সন্তানগণের চিরস্থায়ী
অধিকারার্থে তাহা রাখিয়া যাইবে।
৯ আর হে আমার পুত্র শলোমন, তুমি আপন
পিতার ঈশ্বরকে জ্ঞাত হও, এবং সিদ্ধ অন্তঃকরণে
ও ইচ্ছুক মনে তাঁহার সেবা কর ; কেননা সদা-
প্রভু যাবতীয় অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করেন ও
চিন্তার যাবতীয় কল্পনা বুঝেন। তুমি যদি
তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাকে আপ-
নার উদ্দেশ পাইতে দিবেন ; কিন্তু যদি তাঁহাকে
ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাকে চিরকালের জন্য
১০ দূর করিবেন। এখন সাবধান হও, কেননা ধর্ম্ম-
ধামের জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সদাপ্রভু
তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন ; তুমি বলবান
হইয়া কার্য্য কর।
১১ পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে বারাণ্ডার,
তাহার কক্ষ সকলের, ভাণ্ডার সকলের, উপরিস্থ
কুঠরী সকলের, ভিতর-কুঠরীর ও পাপাবরণ
১২ সমন্বিত গৃহের আদর্শ দিলেন, আত্মার দ্বারা
যাহা যাহা তাঁহার হৃদগত ছিল, সেই সকলের
আদর্শ দিলেন। [তন্মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বস্তু এই এই],
সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণ সকল ও চতুর্দ্দিক্‌স্থ
সকল কুঠরী, ঈশ্বরীয় গৃহের ভাণ্ডার সকল ও
১৩ পবিত্রীকৃত বস্তুর ভাণ্ডার সকল ; আর যাজকদের
ও লেবীয়দের পালা, এবং সদাপ্রভুর গৃহ সম্পর্কীয়
সেবাকার্য্যার্থক সমস্ত কার্য্য, ও সদাপ্রভুর গৃহ
১৪ সম্পর্কীয় সেবাকার্য্যার্থক যাবতীয় পাত্র ; স্বর্ণ
অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সেবাকার্য্যার্থক পাত্র সক-
লের জন্য স্বর্ণের পরিমাণ ; এবং রৌপ্যময় পাত্র
সকল, সকল প্রকার সেবাকার্য্যার্থক সমস্ত পাত্রের
১৫ পরিমাণ ; এবং স্বর্ণদীপবৃক্ষের ও স্বর্ণদীপ সক-
লের পরিমাণ, অর্থাৎ এক এক দীপবৃক্ষের ও
দীপের পরিমাণ ; এবং রৌপ্যময় দীপবৃক্ষের
ও দীপ সকলের মধ্যে প্রত্যেক দীপবৃক্ষের
১৬ কার্য্যানুযায়ী পরিমাণ ; এবং দর্শনীয় দ্রব্যের
মেজ সকলের মধ্যে প্রত্যেক মেজের স্বর্ণের পরি-
মাণ, এবং রৌপ্যময় মেজ সকলের জন্য রৌপ্য ;
১৭ এবং ত্রিকন্টক শূল, বাটি ও স্রুব সকলের জন্য
নির্ম্মল স্বর্ণ ; এবং স্বর্ণময় কটোরা সকলের মধ্যে
প্রত্যেক কটোরার পরিমাণ ; এবং রৌপ্যময়
কটোরা সকলের মধ্যে প্রত্যেক কটোরার পরি-
১৮ মাণ ; এবং ধূপবেদির জন্য নির্ম্মল স্বর্ণের পরি-
মাণ ; এবং বাহনের জন্য অর্থাৎ সদাপ্রভুর নিয়ম-
সিন্দুকোপরি পক্ষবিস্তারকারী করূবদ্বয়ের আদ-
১৯ র্শের জন্য স্বর্ণ। [দায়ূদ কহিলেন], এ সমস্ত সদা-
প্রভুর হস্তচালন ক্রমে রচিত লিপি ; তিনি আদ-
র্শের সমস্ত কার্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।
২০ পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে কহিলেন,
তুমি বলবান হও, সাহস কর, ও কর্ম্ম কর ; ভয়
করিও না, নিরাশ হইও না ; কেননা সদাপ্রভু
ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, তোমার সহবর্ত্তী আছেন ;
সদাপ্রভুর গৃহবিষয়ক কার্য্যের সমস্ত রচনা যাবৎ
সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তিনি তোমাকে ছাড়িবেন
২১ না, ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না। আর দেখ,
ঈশ্বরের গৃহ সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যের জন্য

Digitized by Google

য়াছ ; তুমি ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, গৌরব কিম্বা
বৈরীদের প্রাণ যাচ্ঞা কর নাই, দীর্ঘায়ুও যাচ্ঞা
কর নাই ; কিন্তু আমি আপনার যে প্রজা লোক-
দের উপরে তোমাকে রাজা করিয়াছি, তুমি
তাহাদের বিচার করিবার জন্য আপনার নিমিত্তে
১২ বুদ্ধি ও জ্ঞান যাচ্ঞা করিয়াছ। অতএব বুদ্ধি ও
জ্ঞান তোমাকে দত্ত হইল ; অধিকন্তু তোমার
পূর্ব্বে কোন রাজার যাদৃশ হয় নাই, এবং তোমার
পরেও যাদৃশ হইবে না, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি
১৩ ও গৌরব আমি তোমাকে দিব। পরে শলোমন
গিবিয়োনের উচ্চস্থলী হইতে, সমাগমের তাম্বুর
সম্মুখ হইতে, যিরূশালেমে আসিলেন, আর
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে থাকিলেন।
১৪ পরে শলোমন রথ ও অশ্বারোহীদিগকে সংগ্রহ
করিলেন ; তাঁহার এক সহস্র চারি শত রথ ও
দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল, তিনি তাহাদিগকে
রথ-নগরসমূহে, এবং যিরূশালেমে রাজার নিকটে
১৫ রাখিতেন। রাজা যিরূশালেমে রৌপ্য ও স্বর্ণকে
প্রস্তরের ন্যায়, এবং এরসকাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ
১৬ ডুমুর কাষ্ঠের ন্যায় প্রচুর করিলেন। আর শলো-
মনের অশ্ব সকল মিসর হইতে আনা হইত,
ফলতঃ রাজার বণিকেরা বিশেষ মূল্য দিয়া পালে
১৭ পালে অশ্বযূথ পাইত। মিসর হইতে ক্রীত ও
আনীত এক এক রথের মূল্য ছয় শত রৌপ্য
মুদ্রা ও এক এক অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ
মুদ্রা ছিল। এই প্রকারে উহাদের দ্বারা
হিত্তীয় ও অরামীয় সমস্ত রাজার জন্যও অশ্ব
আনা হইত।

মন্দির নির্ম্মাণ জন্য আয়োজন।

২ পরে শলোমন সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে
এক গৃহ ও আপনার নিমিত্তে এক রাজবাটী
২ নির্ম্মাণ করিতে স্থির করিলেন ; আর শলো-
মন ভার বহনার্থে সত্তর সহস্র লোক, পর্ব্বতে
[কাষ্ঠাদি] ছেদন করিতে আশী সহস্র লোক, ও
তাহাদের অধ্যক্ষরূপে তিন সহস্র ছয় শত লোক
নিযুক্ত করিলেন।
৩ আর শলোমন সোরের হূরম রাজার নিকটে
লোক পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি আমার পিতা
দায়ূদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও
তাঁহার বসতিবাটী নির্ম্মাণার্থে তাঁহার কাছে
যেরূপ এরসকাষ্ঠ পাঠাইয়াছিলেন, [তদ্রূপ আমার
৪ জন্যও করুন]। দেখুন, আমি আপন ঈশ্বর সদা-
প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে
উদ্যত আছি ; তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধি দ্রব্য
জ্বালাইবার জন্য, নিত্য দর্শনীয়ের জন্য, এবং
প্রতিপ্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামবারে, অমা-
বস্যায় ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সকল পর্ব্বে
হোম করিবার জন্য তাহা পবিত্র করিব। এ সকল
৫ কর্ম্ম ইস্রায়েলের নিত্য কর্ত্তব্য। আর আমি
যে গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহা মহৎ হইবে, কেননা
আমাদের ঈশ্বর যাবতীয় দেবতা হইতে মহান।
৬ কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কে
সমর্থ ? কেননা স্বর্গ এবং স্বর্গের স্বর্গও তাঁহাকে
ধারণ করিতে পারে না ; তবে আমি কে যে,
তাঁহার উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করি ? কেবল তাঁহার
সম্মুখে ধূপদাহ করিবার স্থান [নির্ম্মাণ করিতে
৭ পারি]। অতএব আমার পিতা দায়ূদ কর্ত্তৃক
নিযুক্ত যে জ্ঞানবান লোকেরা যিহূদাতে ও যিরূ-
শালেমে আমার নিকটে আছে, তাহাদের সহিত
স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ এবং ধূম্র, রক্ত ও
নীলবর্ণ সূত্রের কার্য্য করণে ও মণি খোদনে
৮ নিপুণ এক জন লোককে পাঠাইবেন। আর লিবা-
নোন হইতে এরসকাষ্ঠ, দেবদারুকাষ্ঠ ও চন্দনকাষ্ঠ
আমার এখানে পাঠাইবেন ; কেননা আমি জানি,
আপনকার দাসেরা লিবানোনে কাষ্ঠ কাটিতে
তৎপর ; আর দেখুন, আমার দাসেরাও আপন-
৯ কার দাসদের সহিত থাকিবে। আর আমার জন্য
প্রচুর কাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে হইবে, কেননা আমি
যে গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহা মহৎ ও আশ্চর্য্য
১০ হইবে। আর দেখুন, আমি আপনকার দাস-
দিগকে, যে কাঠুরিয়ারা বৃক্ষ ছেদন করিবে,
তাহাদিগকে বিংশতি সহস্র মণ মাড়া গোধূম,
বিংশতি সহস্র মণ যব, বিংশতি সহস্র মণ দ্রাক্ষা-
রস ও বিংশতি সহস্র মণ তৈল দিব।
১১ পরে সোরের রাজা হূরম শলোমনের কাছে
এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, সদাপ্রভু আপন
প্রজাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্য তাহাদের
১২ উপরে আপনাকে রাজা করিয়াছেন। হূরম আরও
কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, স্বর্গ-
মর্ত্ত্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা, যেহেতুক সদাপ্রভুর জন্য
এক গৃহ ও আপনার জন্য এক রাজবাটী যিনি
নির্ম্মাণ করিবেন, এমন সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান এক
১৩ বিজ্ঞ পুত্র তিনি দায়ূদ রাজাকে দিয়াছেন। এখন
আমি হূরম-আবি নামক এক জন জ্ঞানবান ও
১৪ বুদ্ধিমান লোককে পাঠাইলাম। সে দান-বংশীয়া
এক স্ত্রীর পুত্র, তাহার পিতা সোরের লোক ;
সে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ, প্রস্তর ও কাষ্ঠ,
এবং ধূম্র, নীল, ক্ষৌম ও রক্তবর্ণ সূত্রের কার্য্য
করিতে তৎপর। আর সে সর্ব্বপ্রকার মণি খোদন
করিতে ও সর্ব্ববিধ কল্পনার কার্য্য প্রস্তুত করিতে
তৎপর। তাহাকে আপনকার জ্ঞানবান লোকদের
সহিত এবং আপনকার পিতা আমার প্রভু দায়ূ-
দের জ্ঞানবান লোকদের সহিত স্থান দেওয়া
১৫ যাউক। অতএব আমার প্রভু যে গোধূম, যব,
তৈল ও দ্রাক্ষারসের কথা বলিয়াছেন, তাহা

Digitized by Google

১৬ আপন দাসদের নিকটে পাঠাইয়া দিউন। আর
আপনকার যত কাষ্ঠের প্রয়োজন হইবে, আমরা
লিবানোনে তত কাষ্ঠ কাটিব, এবং মাড় বাঁধিয়া
সমুদ্রপথে যাফোতে আপনকার জন্য পঁহুছাইয়া
দিব; পরে আপনি তাহা যিরূশালেমে লইয়া
যাইবেন।
১৭ আর শলোমন আপন পিতা দায়ূদের গণনার
পরে ইস্রায়েল দেশের সমস্ত প্রবাসী লোক গণনা
করাইলেন, তাহাতে এক লক্ষ তিপ্পান্ন সহস্র
১৮ ছয় শত লোক পাওয়া গেল। তাহাদের মধ্যে
তিনি ভার বহিতে সত্তর সহস্র লোক, পর্ব্বতে
[কাষ্ঠাদি] ছেদন করিতে আশী সহস্র লোক, ও
লোকদিগকে কার্য্য করাইবার জন্য তিন সহস্র
ছয় শত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

মন্দির নির্ম্মাণ।

৩ পরে শলোমন যিরূশালেমে মোরিয়া
পর্ব্বতে সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে
আরম্ভ করিলেন; সদাপ্রভু সেই স্থানে তাঁহার
পিতা দায়ূদকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং দায়ূদ
সেই স্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন; তাহা যিবূ-
২ ষীয় অরণনের শস্যমর্দ্দন স্থান। তিনি আপন
অধিকারের চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের
দ্বিতীয় দিনে নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিলেন।
৩ শলোমন ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যে উপ-
দেশ পাইয়াছিলেন, তদনুসারে হস্তের প্রাচীন
পরিমাণে গৃহের দীর্ঘতা ষাইট হস্ত, ও প্রস্থতা
৪ বিংশতি হস্ত করা হইল। আর গৃহের প্রস্থতানু-
সারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ও এক শত বিংশতি হস্ত
উচ্চ এক বারাণ্ডা গৃহের সম্মুখে করা হইল; আর
তিনি ভিতরে তাহা নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়াইলেন।
৫ তিনি বৃহৎ গৃহের গাত্র উত্তম স্বর্ণমণ্ডিত দেবদারু-
কাষ্ঠে আবৃত করিলেন, ও তাহার উপরে খর্জ্জুর-
৬ বৃক্ষ ও শৃঙ্খলাকৃতি করিলেন। আর শোভার
নিমিত্তে গৃহটী মূল্যবান প্রস্তরে অলঙ্কৃত করিলেন;
৭ ঐ স্বর্ণ পর্ব্বয়িম দেশের স্বর্ণ ছিল। আর তিনি
গৃহ, গৃহের কড়িকাষ্ঠ, গোবরাট, ভিত্তি ও কবাট
স্বর্ণে মুড়াইলেন, এবং ভিত্তির উপরে করূবাকৃতি
৮ খুদিলেন। আর তিনি যে অতি পবিত্র গৃহ
নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার দীর্ঘতা গৃহের প্রস্থতার
ন্যায় বিংশতি হস্ত, ও প্রস্থতা বিংশতি হস্ত; এবং
তিনি ছয় শত মণ উত্তম স্বর্ণ দ্বারা তাহা মুড়াই-
৯ লেন। প্রেকের স্বর্ণ পরিমাণ পঞ্চাশ শেকল।
তিনি উপরিস্থ কুঠরী সকলও স্বর্ণ দ্বারা মুড়াই-
১০ লেন। অতি পবিত্র গৃহমধ্যে তিনি নিকালকার্য্য
দ্বারা দুই করূব নির্ম্মাণ করিলেন; আর তাহা
১১ স্বর্ণে মুড়ান হইল। এই করূবদ্বয়ের পক্ষ বিং-
শতি হস্ত দীর্ঘ; একটীর পাঁচ হস্ত দীর্ঘ এক
পক্ষ গৃহের ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত
দীর্ঘ অন্য পক্ষ দ্বিতীয় করূবের পক্ষ স্পর্শ করিল।
১২ সেই করূবের পাঁচ হস্ত দীর্ঘ প্রথম পক্ষ গৃহের
ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ দ্বিতীয়
১৩ পক্ষ ঐ করূবের পক্ষ স্পর্শ করিল। সেই করূব-
দ্বয়ের পক্ষ সকল বিংশতি হস্ত বিস্তারিত, তাহারা
চরণে দণ্ডায়মান, এবং তাহাদের মুখ গৃহের
দিকে ছিল।
১৪ আর তিনি নীল, ধূম্র ও রক্তবর্ণ এবং ক্ষৌম
সূত্র নির্ম্মিত তিরস্করিণী প্রস্তুত করিলেন, ও
১৫ তাহাতে করূবাকৃতি করিলেন। আর তিনি গৃহের
সম্মুখে পঁয়ত্রিশ হস্ত উচ্চ দুই স্তম্ভ করিলেন,
এক এক স্তম্ভের উপরে যে মাথলা তাহা পাঁচ হস্ত
১৬ উচ্চ হইল। আর তিনি বাণীস্থানে শৃঙ্খল করিয়া
সেই স্তম্ভের মস্তকেও দিলেন, এবং এক শত
দাড়িম্বাকৃতি করিয়া ঐ শৃঙ্খলের উপরে রাখি-
১৭ লেন। সেই দুইটী স্তম্ভ তিনি মন্দিরের সম্মুখে
স্থাপন করিলেন, একটা দক্ষিণে ও অন্যটা বামে
রাখিলেন, এবং দক্ষিণস্থের নাম যাখীন [তিনি
স্থির করিবেন] ও বামস্থের নাম বোয়স [ইহা-
তেই বল] রাখিলেন।
৪ পরে তিনি পিত্তলময় এক যজ্ঞবেদি
নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার দীর্ঘতা বিংশতি
হস্ত, প্রস্থতা বিংশতি হস্ত, ও উচ্চতা দশ হস্ত।
২ পরে তিনি ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্র-
পাত্র নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা এক কাণা অবধি
অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার উচ্চতা পাঁচ
হস্ত, এবং তাহার পরিধি ত্রিশ হস্ত করিলেন।
৩ তাহার চতুর্দ্দিকে কাণার নীচে সমুদ্রপাত্র বেষ্টন-
কারী বলদের আকৃতি ছিল, প্রত্যেক হস্ত পরি-
মাণের মধ্যে দশ দশ আকৃতি ছিল; পাত্র
ঢালিবার সময়ে সেই গবাকৃতির দুই শ্রেণী ছাঁচে
৪ ঢালা গিয়াছিল। সমুদ্রপাত্র বারটী গোরুর
উপরে স্থাপিত হইল, তাহাদের তিনটী উত্তরমুখ,
তিনটী পশ্চিমমুখ, তিনটী দক্ষিণমুখ ও তিনটী
পূর্ব্বমুখ হইল, এবং সমুদ্রপাত্র তাহাদের উপরে
থাকিল; গোরু সকলের পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে
৫ থাকিল। সেই পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার
কাণা শোষণ পুষ্পাকার পানপাত্রের কাণার ন্যায়
ছিল, তাহাতে তিন সহস্র মণ ধরিত।
৬ আর তিনি দশটী প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ করি-
লেন, এবং প্রক্ষালনার্থে তাহার পাঁচটা দক্ষিণে
ও পাঁচটা বামে স্থাপন করিলেন; তাহার মধ্যে
তাহারা হোমবলিদানের সামগ্রী প্রক্ষালন করিত,
কিন্তু সমুদ্রপাত্র যাজকদের স্নানার্থে ছিল।
৭ আর তিনি বিধিমতে স্বর্ণময় দশটী দীপাধার
নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিলেন, তাহার
৮ পাঁচটী দক্ষিণে ও পাঁচটী বামে রাখিলেন। আর

Digitized by Google

তিনি দশখানি মেজও নির্ম্মাণ করিয়া তাহার
পাঁচখানি দক্ষিণে ও পাঁচখানি বামে মন্দিরের
মধ্যে রাখিলেন, আর তিনি এক শত স্বর্ণময়
৯ বাটিও নির্ম্মাণ করিলেন। আর তিনি যাজকদের
প্রাঙ্গণ, বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের দ্বার নির্ম্মাণ
করিলেন, ও তাহার কবাট পিত্তলে মুড়াইলেন।
১০ আর সমুদ্রপাত্র দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ-
দিকের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।
১১ হূরম হাঁড়ী, হাতা ও বাটি সকল নির্ম্মাণ
করিল; আর হূরম শলোমন রাজার নিমিত্তে
ঈশ্বরের গৃহের জন্য সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত
১২ করিল; অর্থাৎ দুই স্তম্ভ ও সেই দুই স্তম্ভো-
পরিস্থ গোলাকার ও মাথলা, এবং সেই স্তম্ভো-
পরিস্থ মাথলার গোলাকার আচ্ছাদনার্থক দুই
১৩ জালকার্য্য, এবং জালকার্য্যের উপরে চারি শত
দাড়িম্বাকার, অর্থাৎ স্তম্ভোপরিস্থ মাথলার দুই
গোলাকার আচ্ছাদনার্থক এক এক জালকার্য্যের
১৪ উপরে দুই শ্রেণী দাড়িম্বাকার করিল। আর সে
পীঠ সকল নির্ম্মাণ করিল, এবং সেই পীঠের
উপরে স্থাপনার্থে প্রক্ষালনপাত্র সকল নির্ম্মাণ
১৫ করিল। এক সমুদ্রপাত্র ও তাহার নীচে দ্বাদশ
১৬ গোরু ;. এবং হাঁড়ী, হাতা ও ত্রিকণ্টক শূল এবং
অন্য সমস্ত পাত্র হূরম-আবি শলোমন রাজার
নিমিত্তে সদাপ্রভুর গৃহের জন্য তেজস্বী পিত্তলে
১৭ নির্ম্মাণ করিল। রাজা যর্দ্দনের অঞ্চলে সুক্কোৎ ও
সরেদার মধ্যস্থিত কর্দ্দমভূমিতে সে সমস্ত ঢালাই-
১৮ লেন। শলোমন এই যে সকল পাত্র নির্ম্মাণ
করিলেন, তাহা অতি প্রচুর, কেননা পিত্তলের
পরিমাণ নির্ণয় করা গেল না।
১৯ পরন্তু শলোমন ঈশ্বরের গৃহের জন্য সমস্ত
সামগ্রী, স্বর্ণময় বেদি, এবং দর্শনীয় রুটী রাখি-
২০ বার মেজ, এবং বাণীস্থানের সম্মুখে বিধিমতে
জ্বালাইবার জন্য নির্ম্মল স্বর্ণের দীপবৃক্ষ সকল
২১ ও তাহার দীপ সকল, এবং স্বর্ণময় পুষ্প, প্রদীপ
ও চিমটা, সকলই বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মাণ করিলেন;
২২ আর কর্ত্তরী, বাটি, চমস ও অঙ্গারপাত্র নির্ম্মল
স্বর্ণে, এবং গৃহের দ্বার, মহাপবিত্র স্থানের ভিত-
রের কবাট ও গৃহের অর্থাৎ মন্দিরের কবাট স্বর্ণে
নির্ম্মাণ করিলেন।

৫ এইরূপে সদাপ্রভুর গৃহের জন্য শলো-
মনের কৃত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল। পরে
শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য
সকল অর্থাৎ রৌপ্য, স্বর্ণ ও সমস্ত পাত্র ঈশ্বরের
গৃহস্থিত ধনাগারে রাখিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা।

২ পরে শলোমন দায়ূদ-নগর অর্থাৎ সিয়োন
হইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনয়নার্থে
ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে ও বংশপতি সকলকে,
ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলাধ্যক্ষদিগকে, যিরূ-
৩ শালেমে একত্র করিলেন। তাহাতে সপ্তম মাসের
উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার
৪ নিকটে একত্র হইল। পরে ইস্রায়েলের সমস্ত
প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হইলে লেবীয়েরা সিন্দুকটী
৫ উঠাইল। তাহারা সিন্দুক, সমাগমের তাম্বু ও
তাম্বুর মধ্যস্থ সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইল; যাজক-
৬ গণ, লেবীয়েরা, তাহা আনিল। আর শলোমন
রাজা এবং তাঁহার কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল-
মণ্ডলী সিন্দুকের সম্মুখে থাকিয়া মেষ ও গোরু
বলিদান করিলেন, সে সমস্ত বাহুল্য প্রযুক্ত
৭ অসংখ্য ও অগণ্য ছিল। পরে যাজকেরা সদা-
প্রভুর নিয়মসিন্দুক লইয়া গিয়া স্বস্থানে অর্থাৎ
গৃহের বাণীস্থানে, মহাপবিত্র স্থানে, করূবদ্বয়ের
৮ পক্ষের নীচে স্থাপন করিল। সেই করূবেরা
সিন্দুকের স্থানের উপরে পক্ষ বিস্তার করিয়া
রহিল, আর ঊর্দ্ধে করূবেরা সিন্দুক ও তাহার
৯ দুই বাহনদণ্ড আচ্ছাদন করিয়া রহিল; সেই
দুই বাহনদণ্ড এমন লম্বা ছিল যে, তাহার অগ্র-
ভাগ সিন্দুকের অগ্রে বাণীস্থানের সম্মুখে দৃষ্ট
হইত, তথাপি তাহা বাহিরে দৃষ্ট হইত না।
১০ অদ্য পর্য্যন্ত তাহা সেই স্থানে আছে। সেই
সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল
হোরেবে মোশি যে দুইখান প্রস্তরফলক তন্মধ্যে
রাখিয়াছিলেন, তাহাই মাত্র/ অর্থাৎ মিসর
হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের নির্গমনকালে তাহা-
দের সহিত সদাপ্রভুর কৃত নিয়মের পত্র ছিল।
১১ তথায় উপস্থিত যাজকেরা সকলে আপনা-
দিগকে পবিত্র করিয়াছিল, তাহাদিগকে আপন
আপন পালা রক্ষা করিতে হইল না; এবং যাজক-
১২ গণ পবিত্র স্থান হইতে বাহির হইলে, গায়ক
লেবীয়েরা সকলে, আসফ, হেমন, যিদূথূন ও
তাঁহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ, ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত
হইয়া এবং করতাল, নেবল ও বীণা সহকারে
যজ্ঞবেদির পূর্ব্বপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিল, এবং
তূরীবাদক এক শত বিংশতি জন যাজক তাহাদের
১৩ সঙ্গে ছিল। সেই তূরীবাদকেরা ও গায়কেরা
সকলে এক স্বরে সুশ্রাব্য রবে সদাপ্রভুর প্রশংসা
ও স্তব করিল; এবং যখন তাহারা তূরী ও কর-
তালাদি বাদ্যের সহিত মহাশব্দ করিয়া 'তিনি
মঙ্গলময়, কেননা তাঁহার দয়া অনন্তকাল-
স্থায়ী,' এই কথা বলিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা
করিল, তৎকালে গৃহ, সদাপ্রভুর গৃহ, মেঘে
১৪ এমন পরিপূর্ণ হইল যে, মেঘ প্রযুক্ত পরি-
চর্য্যার্থে দণ্ডায়মান থাকা যাজকগণের অসাধ্য
হইল; কেননা ঈশ্বরের গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে
পরিপূর্ণ হইল।

Digitized by Google

৬ তখন শলোমন কহিলেন, সদাপ্রভু বলিয়া-
ছেন যে, তিনি ঘোর অন্ধকারে বাস করি-
২ বেন। কিন্তু আমি তোমার এক বসতিগৃহ নির্ম্মাণ
করাইলাম; ইহা চিরকাল তোমার নিবাসস্থান।
৩ পরে রাজা মুখ ফিরাইয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সমা-
জকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; আর সমস্ত ইস্রায়েল-
৪ সমাজ দণ্ডায়মান হইল। তিনি কহিলেন, ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য; তিনি আমার পিতা
দায়ূদের কাছে আপন মুখে এই কথা বলিয়া-
ছিলেন, এবং আপন হস্ত দ্বারা ইহা সফল
৫ করিয়াছেন; যথা, আমার প্রজাদিগকে মিসর-
দেশ হইতে বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি
আমি আপন নাম স্থাপন জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থে
ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে কোন নগর
মনোনীত করি নাই; এবং আপন প্রজা ইস্রা-
য়েলের অধ্যক্ষ হইবার জন্য কোন মনুষ্যকে মনো-
৬ নীত করি নাই। কিন্তু আপন নাম স্থাপন জন্য
আমি যিরূশালেম মনোনীত করিয়াছি, ও আমার
প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ হইবার জন্য দায়ূদকে
৭ মনোনীত করিয়াছি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে
৮ আমার পিতা দায়ূদের মনস্থ ছিল। কিন্তু সদাপ্রভু
আমার পিতা দায়ূদকে কহিলেন, আমার নামের
উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে তোমার মনস্থ
হইয়াছে; তোমার এইরূপ মনস্থ করা ভালই
৯ বটে। তথাপি তুমি সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না,
কিন্তু তোমার ঔরসজাত পুত্রই আমার নামের
১০ উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। সদাপ্রভু এই যে
কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সফল করিলেন; সদা-
প্রভুর প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূ-
দের পদে উৎপন্ন ও ইস্রায়েলের সিংহাসনে
আসীন হইয়াছি, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ নির্ম্মাণ করি-
১১ য়াছি। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের
সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়মের
আধার সিন্দুক ইহার মধ্যে রাখিলাম।

১২ পরে তিনি সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের সাক্ষাতে
সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঞ্জলি
১৩ বিস্তার করিলেন। কেননা শলোমন পাঁচ হস্ত
দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময়
এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে
রাখিয়াছিলেন; তিনি তাহার উপরে দাঁড়া-
ইলেন, পরে সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের সম্মুখে
হাঁটু পাতিয়া স্বর্গের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া
১৪ কহিলেন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভো,
স্বর্গে কি পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই।
সর্ব্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার সম্মুখে চলে,
তোমার সেই দাসগণের প্রতি তুমি নিয়ম ও
১৫ দয়া পালন করিয়া থাক; তুমি তোমার দাস
আমার পিতা দায়ূদের কাছে যাহা প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিলে, তাহা পালন করিয়াছ, এবং যাহা
আপন মুখে বলিয়াছিলে, তাহা অদ্য আপন হস্ত
১৬ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছ। এখন, হে ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আপন দাস আমার পিতা
দায়ূদের নিকটে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে,
তাহা রক্ষা কর। তুমি বলিয়াছিলে, আমার
সম্মুখে তুমি যেমন চলিলে, তোমার সন্তানগণ
যদি আমার সম্মুখে তদ্রূপ চলিবার জন্য আপন
আপন পথে সাবধান থাকে, তাহা হইলে আমার
দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসিতে তোমার
১৭ সবংশীয় লোকের অভাব হইবে না। এখন, হে
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভো, তুমি আপন দাস
দায়ূদের কাছে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা
১৮ স্থিরীকৃত হউক। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই
পৃথিবীতে মনুষ্যের সহিত বাস করিবেন? দেখ,
স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে
না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে?
১৯ তথাপি হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি
আপন দাসের প্রার্থনাতে ও বিনতিতে মনো-
যোগ কর, তোমার দাস তোমার সম্মুখে যে
কাকূক্তি ও প্রার্থনা নিবেদন করিতেছে, তাহা
২০ শুন। আর যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলিয়াছ
যে, তোমার নাম সেই স্থানে রাখিবে, সে
স্থানের, অর্থাৎ এই গৃহের প্রতি তোমার চক্ষু
দিবারাত্র উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের
অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা
২১ শুন। আর এই স্থানের অভিমুখে প্রার্থনাকারী
আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের সকল
বিনতিতে মনোযোগ কর, এবং তোমার নিবাস
স্বর্গ হইতে তাহা শুন ও শুনিয়া ক্ষমা কর।

২২ কেহ আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে পাপ করিলে
যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্য কোন দিব্য
নিশ্চিত হয়, আর সে আসিয়া এই গৃহে তোমার
২৩ যজ্ঞবেদির সম্মুখে সেই দিব্য করে, তবে তুমি
স্বর্গ হইতে তাহা শুনিও এবং নিষ্পত্তি করিয়া
আপন দাসদের বিচার করিও; দোষীকে দোষী
করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তা-
ইও, এবং ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া তাহার
ধার্ম্মিকতানুযায়ী ফল দিও।

২৪ তোমার প্রজা ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ
করণ হেতু শত্রুর সম্মুখে পরাভূত হইলে পর
যদি পুনর্ব্বার ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার
নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা ও
২৫ বিনতি করে; তবে তুমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিও,
এবং আপন প্রজা ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করিও,
আর তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে

Digitized by Google

বৈৎ-হোরোণ এই দুই নগর প্রাচীর, দ্বার ও
৬ অর্গল দ্বারা দৃঢ় করিলেন। আর বালৎ এবং
শলোমনের সমস্ত ভাণ্ডার-নগর এবং রথের ও
অশ্বারূঢ়দের নগর সকল, এবং যিরূশালেমে,
লিবানোনে ও আপন অধিকারদেশের সর্ব্বত্র
যাহা যাহা নির্ম্মাণ করিতে শলোমনের বাসনা
ছিল, তিনি সে সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন।
৭ ইস্রায়েল ভিন্ন হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়,
হিব্বীয় ও যিবূষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল,
৮ যাহাদিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণ নিঃশেষে বিনষ্ট
করে নাই, দেশে অবশিষ্ট তাহাদের সন্তানগণকে
শলোমন অবৈতনিক দাস্যকর্ম্মার্থে সংগ্রহ করি-
লেন; তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই করিতেছে।
৯ কিন্তু শলোমন আপন কার্য্যের জন্য ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে কাহাকেও দাস করিলেন না;
তাহারা যোদ্ধা, তাঁহার প্রধান সেনানী, এবং
তাঁহার রথ ও তাঁহার অশ্বারূঢ়দের অধ্যক্ষ হইল।
১০ আর তাহাদের মধ্যে শলোমন রাজার নিযুক্ত
দুই শত পঞ্চাশ জন প্রধান অধ্যক্ষ প্রজাদের
উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত।
১১ পরে শলোমন, ফরৌণের কন্যার নিমিত্তে যে
বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বাটীতে দায়ূদ-
নগর হইতে তাঁহাকে আনাইলেন; কারণ তিনি
কহিলেন, আমার ভার্য্যা ইস্রায়েল-রাজ দায়ূ-
দের বাটীতে বাস করিবেন না, কেননা যে যে
স্থানে সদাপ্রভুর সিন্দুক আসিয়াছে, সে সকল
স্থান পবিত্র।
১২ আর শলোমন বারাণ্ডার সম্মুখে সদাপ্রভুর যে
যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উপরে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে লাগিলেন।
১৩ তিনি মোশির আজ্ঞামতে বিশ্রামবারে, অমা-
বস্যায় ও বৎসরের মধ্যে নিরূপিত তিন উৎসবে,
অর্থাৎ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে, সপ্তাহনিচয়ের
উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে প্রতিদিনের বিধা-
নানুসারে বলি উৎসর্গ করিতেন।
১৪ আর তিনি আপন পিতা দায়ূদের নিরূপণানু-
সারে যাজকদের সেবাকর্ম্মার্থে তাহাদের পালা
নিরূপণ করিলেন, এবং প্রতিদিনের বিধানানু-
সারে প্রশংসা ও যাজকদের সম্মুখে পরিচর্য্যা
করিতে লেবীয়দিগকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত
করিলেন। আর তিনি পালানুসারে প্রতিদ্বারে
দ্বারপালদিগকেও নিযুক্ত করিলেন, কেননা ঈশ-
রের লোক দায়ূদ সেইরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন।
১৫ আর রাজা যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে ভাণ্ডার
প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে যে আজ্ঞা দিতেন, তাহার
১৬ অন্যথা তাহারা করিত না। সদাপ্রভুর গৃহের
ভিত্তিমূল স্থাপনের দিবসাবধি তাহার সমাপ্তি
পর্য্যন্ত শলোমনের সমস্ত কর্ম্ম নিয়মিতরূপে
চলিল। এই প্রকারে সদাপ্রভুর গৃহ সমাপ্ত
হইল।
১৭ তৎকালে শলোমন ইদোম দেশের সমুদ্রতীরস্থ
১৮ ইৎসিয়োন-গেবরে ও এলতে গেলেন। আর
হূরম আপন দাসদের দ্বারা তাঁহার নিকটে
জাহাজ ও সামুদ্রিক কার্য্যে নিপুণ দাসদিগকে
প্রেরণ করিলেন; তাহারা শলোমনের দাসদের
সহিত ওফীরে গিয়া তথা হইতে চারি শত পঞ্চাশ
মণ স্বর্ণ লইয়া শলোমন রাজার নিকটে আসিল।

শিবাদেশের রাণীর আগমন।

৯ পরে শিবার রাণী শলোমনের কীর্ত্তি শুনিয়া
গূঢ় বাক্য দ্বারা যিরূশালেমে শলোমনের
পরীক্ষা করিবার জন্য অতি বিপুল ঐশ্বর্য্যসহ,
সুগন্ধি দ্রব্য, প্রচুর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সঙ্গে
লইয়া আসিলেন; এবং শলোমনের নিকটে
আসিয়া তাঁহার মনে যাহা ছিল, তাঁহাকে
২ সমস্তই কহিলেন। আর শলোমন তাঁহার যাব-
তীয় প্রশ্নের উত্তর করিলেন; শলোমনের বোধা-
গম্য কিছুই ছিল না, তিনি তাঁহাকে সকলই
৩ কহিলেন। এই প্রকারে শিবার রাণী শলো-
৪ মনের জ্ঞান ও তাঁহার নির্ম্মিত গৃহ, এবং তাঁহার
মেজের খাদ্য দ্রব্য, ও তাঁহার সেবকদের উপ-
বেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও
তাহাদের পরিচ্ছদ এবং তাঁহার পানপাত্রবাহক-
গণ ও তাহাদের পরিচ্ছদ ও সদাপ্রভুর গৃহে
আরোহণার্থে তাঁহার নির্ম্মিত সোপান, এই সকল
৫ দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। আর তিনি রাজাকে
কহিলেন, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপন-
কার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা শুনিয়া-
৬ ছিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া
স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ লোকদের সেই কথায়
আমার প্রত্যয় হয় নাই; তথাপি দেখুন, আপন-
কার জ্ঞান-মহত্ত্বের অর্দ্ধেকও আমাকে বলা যায়
নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা
৭ হইতে আপনকার [গুণ] অধিক। আপনকার
লোকেরা ধন্য, এবং আপনকার এই দাসেরা
ধন্য; যেহেতুক ইহারা নিয়ত আপনকার সম্মুখে
দাঁড়াইয়া আপনকার জ্ঞানের উক্তি শুনে।
৮ আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, তিনি আপন-
কার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিমিত্ত রাজা করণার্থে
আপন সিংহাসনে আপনাকে বসাইবার জন্য
আপনকার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। ইস্রায়েল
লোকদিগকে চিরস্থায়ী করণার্থে আপনকার
ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্য
বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে আপনাকে
তাহাদের উপরে রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।
৯ পরে তিনি রাজাকে এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ ও

Digitized by Google

অতি প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন
দিলেন। শিবার রাণী শলোমন রাজাকে যাদৃশ
সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন, তাদৃশ সুগন্ধি দ্রব্য আর
হয় নাই।
১০ আর হূরমের ও শলোমনের যে দাসগণ ওফীর
হইতে স্বর্ণ আনিত, তাহারা চন্দনকাষ্ঠ ও মণিও
১১ আনিত। সেই চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা রাজা সদাপ্রভুর
গৃহের ও রাজবাটীর নিমিত্তে সোপান, গায়কদের
জন্য বীণা ও নেবল প্রস্তুত করাইলেন। তদ্রূপ
কাষ্ঠ পূর্ব্বে যিহূদা দেশে কেহ কখনও দেখে নাই।
১২ পরে শলোমন রাজা শিবার রাণীর যাচ্ঞানুসারে
তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন, তদ্ভিন্ন
তিনি আপনার কাছে উহাঁর আনীত দ্রব্যের
[প্রতিদানও করিলেন]; পরে রাণী ও তাঁহার
দাসগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

শলোমনের ঐশ্বর্য্য ও মৃত্যু।

১৩ এক বৎসর মধ্যে শলোমনের কাছে ছয় শত
১৪ ছেষট্টি মণ পরিমিত স্বর্ণ আসিয়াছিল। ইহা
ছাড়া বণিক ও ব্যবসায়িগণও স্বর্ণ আনিত; এবং
আরবীয় সমস্ত রাজা ও দেশের অধিপতিগণ
শলোমনের নিকটে স্বর্ণ ও রৌপ্য আনিতেন।
১৫ তাহাতে শলোমন রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত
বৃহৎ ঢাল প্রস্তুত করিলেন; তাহার প্রত্যেক
ঢালে ছয় শত শেকল পরিমিত পিটান স্বর্ণ ছিল।
১৬ তিনি পিটান স্বর্ণ দ্বারা আর তিন শত ঢাল
প্রস্তুত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন
শত শেকল পরিমিত স্বর্ণ ছিল। পরে রাজা
লিবানোন অরণ্যস্থ বাটীতে সেগুলি রাখিলেন।
১৭ আর রাজা হস্তিদন্তময় এক বৃহৎ সিংহাসন
১৮ নির্ম্মাণ করাইয়া নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়াইলেন। ঐ
সিংহাসনের ছয়টী সোপান, আর স্বর্ণময় এক
পাদপীঠ তাহাতে বদ্ধ ছিল, এবং আসনের উভয়
পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই হাতার নিকটে দুই
১৯ সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। আর সেই ছয়টী
সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে দ্বাদশ সিংহমূর্ত্তি
দণ্ডায়মান ছিল; এইরূপ সিংহাসন আর কোন
রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই।
২০ শলোমন রাজার যাবতীয় পানপাত্র স্বর্ণময়
ছিল, ও লিবানোন-অরণ্যস্থ বাটীর যাবতীয়
পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণময় ছিল; শলোমনের অধিকারে
২১ রৌপ্য কিছুরই মধ্যে গণ্য ছিল না। কেননা
হূরমের দাসদের সহিত রাজার কতকগুলি জাহাজ
তর্শীশে যাইত; সেই তর্শীশের জাহাজ সকল
তিন বৎসরান্তে এক বার স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদন্ত,
২২ কপি ও শিখী লইয়া আসিত। এইরূপে ঐশ্বর্য্যে
ও জ্ঞানে শলোমন রাজা পৃথিবীস্থ যাবতীয়
২৩ রাজার মধ্যে প্রধান হইলেন। আর ঈশ্বর শলো-
মনের চিত্তে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই
জ্ঞানের উক্তি শ্রবণ জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাজা
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিতেন।
২৪ আর প্রত্যেক জন আপন আপন উপঢৌকন,
অর্থাৎ রৌপ্যময় ও স্বর্ণময় পাত্র এবং বস্ত্র, অস্ত্র ও
সুগন্ধি দ্রব্য, আর অশ্ব ও অশ্বতর আনিতেন;
২৫ প্রতিবৎসর এইরূপ হইত। আর অশ্বের ও রথের
নিমিত্ত শলোমনের চারি সহস্র ঘর ও দ্বাদশ
সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল; আর তিনি তাহাদিগকে
রথ-নগরসমূহে এবং যিরূশালেমে রাজার নিকটে
রাখিতেন।
২৬ আর তিনি [ফরাৎ] নদী অবধি পলেষ্টীয়দের
দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার উপরে
২৭ রাজত্ব করিতেন। রাজা যিরূশালেমে রৌপ্যকে
প্রস্তরের ন্যায় ও এরসকাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ ডুমুর-
২৮ কাষ্ঠের ন্যায় প্রচুর করিলেন। আর লোকেরা
মিসর হইতে ও অন্য সকল দেশ হইতে শলো-
মনের জন্য অশ্ব আনিত।
২৯ শলোমনের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত
নাথন ভাববাদীর পুস্তকে ও শীলোনীয় অহিয়ের
ভাববাণীতে এবং নবাটের পুত্র যারবিয়ামের
বিষয়ে যিদ্দো দর্শকের যে দর্শন, তাহার মধ্যে কি
৩০ লিখিত নাই? শলোমন যিরূশালেমে চল্লিশ
বৎসরকাল সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
৩১ করিলেন। পরে শলোমন আপন পিতৃলোকদের
সহিত নিদ্রাগত হইলেন, ও আপন পিতা দায়ূদের
নগরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র
রহবিয়াম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

রহবিয়াম রাজার বিবরণ।

১০ অনন্তর রহবিয়াম শিখিমে গেলেন,
কেননা তাঁহাকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রা-
২ য়েল শিখিমে উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে
নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম শলোমন রাজার
সম্মুখ হইতে পলায়ন কালাবধি মিসরে ছিলেন,
তিনি সংবাদ পাইয়া মিসর হইতে ফিরিয়া
৩ আসিয়াছিলেন। আর লোকেরা দূত পাঠাইয়া
তাঁহাকে আহ্বান করিল। পরে যারবিয়াম ও
সমস্ত ইস্রায়েল আসিয়া রহবিয়ামের কাছে এই
৪ কথা কহিল, আপনকার পিতা আমাদের উপরে
দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছেন; অতএব আপনকার
পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম ও
ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, আপনি তাহা
লঘু করুন, করিলে আমরা আপনকার দাস
৫ হইব। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তিন
দিনের পর আবার আমার নিকটে আসিও;
তাহাতে লোকেরা চলিয়া গেল।
৬ পরে রহবিয়াম রাজা, তাঁহার পিতা শলো-

Digitized by Google

মনের জীবনকালে যে বৃদ্ধগণ তাঁহার সম্মুখে
দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা
করিলেন, কহিলেন, আমি ঐ লোকদিগকে কি
৭ উত্তর দিব ? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও ? তাঁহারা
তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনি ঐ লোকদের
উপরে সদয় হইয়া উহাদের প্রতি অনুগ্রহ
করেন, এবং উহাদিগকে প্রিয় বাক্য বলেন,
তবে উহারা সর্ব্বদা আপনকার সেবক থাকিবে।
৮ কিন্তু তিনি ঐ বৃদ্ধগণের দত্ত মন্ত্রণা ছাড়িয়া
আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আপন বয়স্য যুবক-
৯ দের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে
জিজ্ঞাসিলেন, ঐ লোকেরা কহিতেছে, আপনকার
পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি চাপাইয়া-
ছেন, তাহা লঘু করুন ; এখন আমরা উহাদিগকে
১০ কি উত্তর দিব ? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও ? তাহাতে
তাঁহার বয়স্য যুবকগণ উত্তর করিল, যে লোকেরা
আপনাকে কহিতেছে, আপনকার পিতা আমা-
দের উপরে ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন,
আপনি তাহা লঘু করুন, আপনি তাহাদিগকে
এই কথা বলিবেন, আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার
১১ পিতার কটিদেশ হইতেও স্থূল ; অতএব শুন,
আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারী যোঁয়ালি
চাপাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমাদের
যোঁয়ালি আরও ভারী করিব ; আমার পিতা
তোমাদিগকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু
আমি বৃশ্চিক দ্বারা দিব।
১২ পরে 'তৃতীয় দিনে আমার নিকটে ফিরিয়া
আসিও,' রাজার উক্ত এই কথানুসারে যার-
বিয়াম এবং সমস্ত লোক তৃতীয় দিবসে রহবিয়া-
১৩ মের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাতে রাজা
তাহাদিগকে কঠিন উত্তর দিলেন ; ফলতঃ রহ-
১৪ বিয়াম রাজা বৃদ্ধগণের মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া, সেই
যুবকদের মন্ত্রণানুযায়ী কথা তাহাদিগকে বলি-
লেন, তিনি কহিলেন, আমার পিতা তোমাদের
যোঁয়ালি ভারী করিয়াছেন ; কিন্তু আমি তাহা
আরও ভারী করিব ; আমার পিতা তোমা-
দিগকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি
১৫ বৃশ্চিক দ্বারা দিব। এইরূপে রাজা লোকদের
কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কেননা শীলোনীয়
অহিয়ের দ্বারা সদাপ্রভু নবাটের পুত্র যার-
বিয়ামকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অটল
রাখিবার জন্য সদাপ্রভু হইতে এই ঘটনা হইল।
১৬ যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখিল, রাজা আমাদের
কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন লোকেরা
রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি
অংশ ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার
নাই ; হে ইস্রায়েল, প্রত্যেকে আপন আপন
তাম্বুতে যাও ; দায়ূদ ! এখন তুমি আপনার কুল
দেখ। পরে সমস্ত ইস্রায়েল আপন আপন
১৭ তাম্বুতে চলিয়া গেল। তথাপি যে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ যিহূদার সকল নগরে বাস করিত,
রহবিয়াম তাহাদের উপরে রাজত্ব করিলেন।
১৮ পরে রহবিয়াম রাজা অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ
হদোরামকে পাঠাইলেন ; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ তাহাকে প্রস্তর মারিল, তাহাতে সে মরিয়া
গেল। আর রহবিয়াম রাজা তাড়াতাড়ি যিরূ-
শালেমে পলাইবার জন্য রথে আরোহণ করি-
১৯ লেন। এইরূপে ইস্রায়েল দায়ূদের কুলের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিল ; অদ্য পর্য্যন্ত
[সেই ভাবেই আছে]।

১১ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর রহ-
বিয়াম যিহূদার ও বিন্যামীনের কুল অর্থাৎ
এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধৃপুরুষকে
রহবিয়ামের বশে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য
ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে একত্র করি-
২ লেন। কিন্তু ঈশ্বরের লোক শময়িয়ের নিকটে
৩ সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি যিহূ-
দার রাজা শলোমনের পুত্র রহবিয়ামকে এবং
যিহূদা ও বিন্যামীন-নিবাসী সমস্ত ইস্রায়েলকে
৪ বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যাত্রা
করিও না, তোমাদের ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ
করিও না ; প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহে
ফিরিয়া যাও, কেননা এই ঘটনা আমা হইতে
হইল। অতএব তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য মানিয়া
যারবিয়ামের বিরুদ্ধে গমন হইতে ফিরিয়া গেল।
৫ পরে রহবিয়াম যিরূশালেমে বাস করিয়া
দেশ রক্ষার জন্য যিহূদা দেশস্থ নগর সকল দৃঢ়
৬ করিলেন। ফলতঃ বৈৎলেহম, ঐটম, তকোয়,
৭, ৮ বৈৎসূর, সোখো, অদুল্লম, গাৎ, মারেশা,
৯, ১০ সীফ, অদোরয়িম, লাখীশ, অসেকা, সরা,
অয়ালোন ও হিব্রোণ, এই যে সকল প্রাচীর-
বেষ্টিত নগর যিহূদা ও বিন্যামীন দেশে আছে,
১১ তিনি এই সকল গাঁথিলেন। আর তিনি দুর্গসকল
দৃঢ় করিয়া তাহার মধ্যে সেনাপতিগণকে রাখি-
লেন, এবং খাদ্য দ্রব্য, তৈল ও দ্রাক্ষারসের ভাণ্ডার
১২ করিলেন। আর প্রত্যেক নগরে ঢাল ও বড়শা
রাখিলেন, ও নগর সকল অতিশয় দৃঢ় করিলেন
আর যিহূদা ও বিন্যামীন তাঁহার পক্ষে ছিল।
১৩ আর সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যে যাজক ও
লেবীয়গণ ছিল, তাহারা আপন আপন সমস্ত
অঞ্চল হইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।
১৪ ফলতঃ লেবীয়েরা আপন আপন পরিসরভূমি ও
আপন আপন অধিকার ত্যাগ করিয়া যিহূদায়
ও যিরূশালেমে আসিল, কেননা যারবিয়াম ও
তাঁহার পুত্রগণ সদাপ্রভুর যাজন কর্ম্ম করিতে
না দিয়া তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

Digitized by Google

১৫ আর তিনি উচ্চস্থলী সকলের, লোমশ জন্তুগণের
ও আপনার নির্ম্মিত গোবৎসদ্বয়ের জন্য আপনি
১৬ যাজকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইস্রা-
য়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে যে সকল লোক
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণে নিবিষ্ট-
মনা ছিল, তাহারা লেবীয়দের পশ্চাদ্গামী
হইয়া আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উদ্দেশে বলিদান করিতে যিরূশালেমে আসিল।
১৭ তাহারা তিন বৎসর পর্য্যন্ত যিহূদার রাজ্য দৃঢ়
ও শলোমনের পুত্র রহবিয়ামকে বলবান করিল;
কেননা তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা দায়ূদের ও
শলোমনের পথে চলিত।
১৮ আর রহবিয়াম দায়ূদের পুত্র যিরেমোতের
কন্যা মহলৎকে বিবাহ করিলেন; [ইহাঁর
মাতা] অবীহয়িল যিশয়ের পৌত্রী ইলীয়াবের
১৯ কন্যা। সেই স্ত্রী তাঁহার জন্য কয়েকটী পুত্র
অর্থাৎ যিয়ূশ, শমরিয় ও সহমকে প্রসব করি-
২০ লেন। তাহার পরে তিনি অবশালোমের কন্যা
মাখাকে বিবাহ করিলেন; এই স্ত্রী তাঁহার জন্য
অবিয়, অত্তয়, সীষ ও শলোমীৎকে প্রসব করি-
২১ লেন। রহবিয়াম আপনার সকল পত্নী ও উপ-
পত্নীর মধ্যে অবশালোমের কন্যা মাখাকে সর্ব্বা-
পেক্ষা ভাল বাসিতেন; তিনি আঠার পত্নী ও
ষাইট উপপত্নী গ্রহণ করিলেন, এবং আঠাইশ
২২ পুত্রের ও ষাইট কন্যার জন্ম দিলেন। পরে
রহবিয়াম মাখার গর্ভজাত অবিয়কে প্রধান এবং
ভ্রাতৃগণের মধ্যে অধ্যক্ষ করিলেন, কারণ তাঁহা-
২৩ কেই রাজা করিতে [তাঁহার মনস্থ ছিল]। আর
তিনি সতর্কতাপূর্ব্বক চলিলেন, সমুদয় যিহূদা
ও বিন্যামীন দেশের প্রাচীরবেষ্টিত প্রতি নগরে
আপন পুত্রগণকে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহা-
দিগকে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দিলেন, এবং [তাহা-
দের জন্য] অনেক কন্যার চেষ্টা করিলেন।

রহবিয়ামের অপরাধ জন্য শাস্তি।

১২ পরে রহবিয়াম যখন রাজ্য দৃঢ় করিয়া
শক্তিমান হইলেন, তখন তিনি ও তাঁহার
সহিত সমস্ত ইস্রায়েল সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পরি-
২ ত্যাগ করিলেন। আর রহবিয়ামের অধিকারের
পঞ্চম বৎসরে মিসর-রাজ শীশক যিরূশালেমের
বিরুদ্ধে আসিলেন, কারণ লোকেরা সদাপ্রভুর
৩ বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছিল। সেই রাজার
সঙ্গে বার শত রথ ও ষষ্টি সহস্র অশ্বারোহী
ছিল; এবং মিসর হইতে তাঁহার সঙ্গে আগত
লূবীয়, সুক্কীয় ও কূশীয় লোকেরা গণনাতীত ছিল।
৪ আর তিনি যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকল
হস্তগত করিয়া যিরূশালেম পর্য্যন্ত আসিলেন।
৫ তখন শময়িয় ভাববাদী রহবিয়ামের নিকটে
এবং যিহূদার যে অধ্যক্ষগণ শীশকের ভয়ে যিরূ-
শালেমে একত্রীভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের
নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, এই
জন্য আমিও তোমাদিগকে শীশকের হস্তে ছাড়িয়া
৬ দিলাম। তাহাতে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ ও রাজা
৭ নম্র হইয়া কহিলেন, সদাপ্রভু ন্যায়পরায়ণ। যখন
সদাপ্রভু দেখিলেন যে, তাঁহারা নম্র হইয়াছেন,
তখন শময়িয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
উপস্থিত হইল, তাহারা নম্র হইয়াছে, আমি তাহা-
দিগকে বিনষ্ট করিব না; অল্পকালের মধ্যে
তাহাদিগকে উদ্ধার পাইতে দিব; শীশকের হস্ত
দ্বারা যিরূশালেমের উপরে আমার ক্রোধ ঢালা
৮ হইবে না। কিন্তু আমার দাস হওয়া কি, এবং
অন্যদেশীয় রাজ্যের দাস হওয়া কি, ইহা যেন
তাহারা বুঝে, তজ্জন্য তাহারা উহার দাস হইবে।
৯ আর মিসর-রাজ শীশক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে
আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহের সঞ্চিত ধন ও রাজ-
বাটীর সঞ্চিত ধন লইয়া গেলেন; তিনি সমস্তই
লইয়া গেলেন; শলোমনের নির্ম্মিত স্বর্ণময় ঢাল
১০ সকলও লইয়া গেলেন। পরে রহবিয়াম রাজা
তৎপরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল নির্ম্মাণ করাইয়া
রাজবাটীর দ্বারপাল পদাতিকদিগের অধ্যক্ষগণের
১১ হস্তে সমর্পণ করিলেন। সদাপ্রভুর গৃহে রাজার
প্রবেশকালে ঐ পদাতিকগণ আসিয়া সেই সকল
ঢাল ধরিত, পরে পদাতিকদিগের ঘরে ফিরিয়া
১২ লইয়া যাইত। রহবিয়াম নম্র হওয়াতে সদা-
প্রভুর ক্রোধ সর্ব্বনাশজনক না হইয়া তাঁহা হইতে
নিবৃত্ত হইল; আর যিহূদার মধ্যেও কাহারও
কাহারও সাধুভাব ছিল।
১৩ রহবিয়াম রাজা যিরূশালেমে আপনাকে বল-
বান করিয়া রাজত্ব করিলেন; ফলতঃ রহবিয়াম
একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপ-
নার্থে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে যে
নগর মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই যিরূশালেম
নগরে তিনি সতের বৎসর রাজত্ব করিলেন।
১৪ তাঁহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা। রহ-
বিয়াম সদাপ্রভুর অন্বেষণ করণার্থে আপন
অন্তঃকরণ সুস্থির করেন নাই বলিয়া, যাহা মন্দ
১৫ তাহাই করিতেন। রহবিয়ামের আদ্যোপান্ত
সমস্ত বৃত্তান্ত শময়িয় ভাববাদীর ও ইদ্দো দর্শ-
কের বংশাবলি-পুস্তকে কি লিখিত নাই? রহ-
বিয়ামের ও যারবিয়ামের মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ হইত।
১৬ পরে রহবিয়াম আপন পিতৃলোকদের সহিত
নিদ্রাগত হইয়া দায়ূদ-নগরে কবর প্রাপ্ত হইলেন,
এবং তাঁহার পুত্র অবিয় তাঁহার পদে রাজা
হইলেন।

Digitized by Google

অবিয় রাজার বিবরণ।

১৩ যারবিয়াম রাজার অধিকারের অষ্টাদশ
বৎসরে অবিয় যিহূদার উপরে রাজত্ব
২ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তিন বৎসর
যিরূশালেমে রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার
নাম মীখায়া, তিনি গিবিয়া-নিবাসী ঊরীয়েলের
কন্যা। অবিয়ের ও যারবিয়ামের মধ্যে যুদ্ধ
৩ হইত। অবিয় চারি লক্ষ মনোনীত যুদ্ধবীরের
সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং যারবিয়াম
আট লক্ষ মনোনীত বীর্য্যবান লোকের সহিত
তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন।
৪ আর অবিয় ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ সমারয়িম
গিরির উপরে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে যার-
বিয়াম, তুমি ও সমস্ত ইস্রায়েল আমার কথা
৫ শুন। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের
রাজ্যপদ চিরকালের জন্য দায়ূদকে দিয়াছেন;
তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তানদিগকে লবণ-নিয়ম
দ্বারা দিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়া কি তোমাদের
৬ উচিত নয়? তথাপি দায়ূদের পুত্র শলোমনের
দাস যে নবাটের পুত্র যারবিয়াম, সে ব্যক্তি
৭ উঠিয়া আপন প্রভুর বিদ্রোহী হইল। আর
পাষণ্ড অসারচিত্ত লোকেরা তাহার পক্ষে একত্র
হইয়া শলোমনের পুত্র রহবিয়ামের বিরুদ্ধে
আপনাদিগকে বীর্য্যবান করিল। তৎকালে রহ-
বিয়াম যুবা ও কোমলান্তঃকরণ ছিলেন, তাহাদের
সম্মুখে আপনাকে বলবান করিতে পারিলেন
৮ না। আর এখন তোমরাও, দায়ূদের সন্তানগণের
হস্তগত যে সদাপ্রভুর রাজ্য, তাহার প্রতিকূলে
আপনাদিগকে বলবান করিবার মানস করি-
তেছ; তোমরা বৃহৎ লোকারণ্য, এবং দেবতা-
স্বরূপে তোমাদের জন্য যারবিয়ামের নির্ম্মিত
দুই স্বর্ণময় গোবৎস তোমাদের সঙ্গে আছে।
৯ তোমরা কি সদাপ্রভুর যাজকগণকে,—হারোণের
সন্তানগণকে—ও লেবীয়দিগকে দূর কর নাই?
আর অন্যদেশীয় জাতিদের ন্যায় আপনাদের
জন্য কি যাজকগণ নিযুক্ত কর নাই? একটী
গোবৎস ও সাতটী মেষ সঙ্গে লইয়া যে কেহ
হস্তপূরণার্থে উপস্থিত হয়, সে ঐ অনীশ্বরদের
১০ যাজক হইতে পারে। কিন্তু আমরা [তদ্রূপ
নহি]; সদাপ্রভুই আমাদের ঈশ্বর; আমরা
তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই; এবং সদাপ্রভুর
পরিচর্য্যাকারী যাজকগণ—হারোণের সন্তান-
গণ—এবং আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত লেবী-
১১ য়েরা আমাদের আছে। আর তাহারা সদা-
প্রভুর উদ্দেশে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে
হোমবলি দগ্ধ করে ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, শুচি
মেজের উপরে দর্শনীয় রুটী সাজাইয়া রাখে,
এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে জ্বালিবার জন্য দীপসমূ-
হের সহিত স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ প্রস্তুত করে; বস্তুতঃ
আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রক্ষণীয়
রক্ষা করি; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে ত্যাগ করি-
১২ য়াছ। আর দেখ, ঈশ্বর আমাদের সহবর্ত্তী,
তিনি আমাদের অগ্রগামী; এবং তাঁহার যাজক-
গণ ও তোমাদের বিরুদ্ধে ঘোর নাদ করিবার
জন্য নিনাদী তূরীও আছে। হে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ, তোমরা আপনাদের পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না, করিলে
কৃতকার্য্য হইবে না।
১৩ পরে যারবিয়াম পশ্চাদ্দিকে তাহাদের আক্রম-
ণার্থে গোপনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন;
তাহাতে তাঁহার লোকেরা যিহূদার সম্মুখে, ও
১৪ সেই গুপ্ত দল পশ্চাতে ছিল। পরে যিহূদার
লোকেরা মুখ ফিরাইল, আর দেখ, তাহাদের
অগ্রপশ্চাৎ যুদ্ধ; তখন তাহারা সদাপ্রভুর কাছে
ক্রন্দন করিল, এবং যাজকেরা তূরী বাজাইল।
১৫ পরে যিহূদার লোকেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল;
তাহাতে যিহূদার লোকদের সিংহনাদকালে ঈশ্বর
অবিয়ের ও যিহূদার সম্মুখে যারবিয়ামকে ও
১৬ সমস্ত ইস্রায়েলকে আঘাত করিলেন। তখন
ইস্রায়েল-সন্তানগণ যিহূদার সাক্ষাতে পলায়ন
করিল, এবং ঈশ্বর উহাদিগকে তাহাদের হস্তে
১৭ সমর্পণ করিলেন। আর অবিয় ও তাঁহার লোকেরা
মহাসংহারে উহাদিগকে সংহার করিলেন;
ফলতঃ ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক
১৮ মারা পড়িল। এইরূপে সেই সময়ে ইস্রায়েল-
সন্তানগণ অবনত হইল ও যিহূদার সন্তানগণ
বলবান হইল, কেননা ইহারা আপনাদের পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করিল।
১৯ পরে অবিয় যারবিয়ামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাব-
মান হইয়া তাঁহার কতিপয় নগর, অর্থাৎ বৈথেল
ও তাহার উপনগর সকল, যিশানা ও তাহার
উপনগর সকল, এবং ইফ্রোণ ও তাহার উপনগর
২০ সকল হস্তগত করিলেন। অবিয়ের বর্ত্তমান
কালে যারবিয়াম আর বলবান হন নাই; পরে
সদাপ্রভু তাঁহাকে আঘাত করিলে তিনি মরি-
২১ লেন। কিন্তু অবিয় বলবান হইয়া উঠিলেন,
আর তিনি চৌদ্দটী স্ত্রী গ্রহণ করিলেন, এবং
২২ বাইশ পুত্র ও ষোল কন্যার জন্ম দিলেন। অবি-
য়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, সমস্ত ক্রিয়া ও কথা ইদ্দো
ভাববাদীর ব্যাখ্যান-গ্রন্থে লিখিত আছে।

আসা রাজার বিবরণ।

১৪ পরে অবিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত
নিদ্রাগত হইলেন; এবং লোকেরা তাঁহাকে
দায়ূদ-নগরে কবর দিল। আর তাঁহার পুত্র আসা

Digitized by Google

তাঁহার পদে রাজা হইলেন ; ইঁহার সময়ে দেশ
২ দশ বৎসর সুস্থির থাকিল। আসা আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল ও ন্যায্য তাহাই
৩ করিতেন। তিনি বিজাতীয় যজ্ঞবেদি ও উচ্চস্থলী
সকল উঠাইয়া ফেলিলেন, স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড
করিলেন ও আশেরা-মূর্ত্তি সকল ছেদন করিলেন।
৪ তিনি যিহূদার লোকদিগকে তাহাদের পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ এবং [তাঁহার]
ব্যবস্থা ও আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিলেন।
৫ আর তিনি যিহূদার সমস্ত নগরের মধ্য হইতে
উচ্চস্থলী ও সূর্য্যপ্রতিমা সকল উঠাইয়া ফেলি-
লেন; আর তাঁহার সাক্ষাতে রাজ্য সুস্থির হইল।
৬ আর তিনি যিহূদা দেশে প্রাচীরবেষ্টিত
কতকগুলি নগর গাঁথিলেন, কেননা সেই সময়ে
দেশ সুস্থির ছিল, এবং কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কেহ
তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল না, কারণ সদাপ্রভু
৭ তাঁহাকে বিশ্রাম দিয়াছিলেন ; অতএব তিনি
যিহূদাকে কহিলেন, আইস, আমরা এই সকল
নগর গাঁথি, ও এ সকলের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, দুর্গ,
দ্বার ও অর্গল নির্ম্মাণ করি ; দেশ ত অদ্যাপি
আমাদের সম্মুখে আছে ; কেননা আমরা আপ-
নাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিয়াছি, অন্বে-
ষণ করাতে তিনি চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে বিশ্রাম
দিয়াছেন। আর তাহারা নগরগুলি গাঁথিয়া
৮ কুশলে সমাপ্ত করিল। আর আসার ঢাল ও
বড়শাধারী অনেক সৈন্য ছিল, যিহূদার তিন লক্ষ
ও বিন্যামীনের ঢাল ও ধনুর্দ্ধারী দুই লক্ষ আশী
সহস্র ; ইহারা সকলে বিক্রমশালী লোক ছিল।
৯ পরে কূশদেশীয় সেরহ দশ লক্ষ সৈন্য ও তিন
শত রথ সঙ্গে লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
১০ করিয়া মারেশা পর্য্যন্ত আসিলেন। তাহাতে
আসা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।
উঁহারা মারেশার নিকটস্থ সফাথা উপত্যকাতে
১১ সৈন্য রচনা করিল। তখন আসা আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুকে ডাকিলেন, কহিলেন, হে সদাপ্রভো,
কি বলবানের কি বলহীনের সাহায্য করে, তুমি
ব্যতিরেকে এমন আর কেহ নাই; হে আমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমাদের সাহায্য কর; কেননা
আমরা তোমার উপরে নির্ভর করি, এবং তোমা-
রই নামে এই সমারোহের প্রতিকূলে আসি-
য়াছি। হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের ঈশ্বর,
১২ তোমার বিরুদ্ধে মর্ত্ত্য প্রবল না হউক। তখন
সদাপ্রভু আসার ও যিহূদার সম্মুখে কূশীয়-
দিগকে আঘাত করিলেন, আর কূশীয়েরা পলা-
১৩ য়ন করিল। আর আসা ও তাঁহার সঙ্গী লোকেরা
গরার পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
হইলেন, তাহাতে এত কূশীয় পতিত হইল যে,
আর তাহারা সবল হইয়া উঠিতে পারিল না;
কারণ সদাপ্রভুর ও তাঁহার সৈন্যের সম্মুখে
তাহারা ভগ্ন হইয়া পড়িল ; এবং লোকেরা অতি
১৪ প্রচুর লুট দ্রব্য লইয়া আসিল। আর তাহারা
গরারের চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত নগরকে আঘাত
করিল, কেননা সদাপ্রভুর ভয় তাহাদের উপর
পড়িয়াছিল ; আরও তাহারা সেই সমস্ত নগর
লুট করিল, কেননা তন্মধ্যে প্রচুর লুট দ্রব্য ছিল।
১৫ আর তাহারা পশুচারকদের তাম্বু সকলও আঘাত
করিল, এবং বিস্তর মেষ ও উষ্ট্র লইয়া যিরূ-
শালেমে প্রত্যাগমন করিল।

১৫ পরে ঈশ্বরের আত্মা ওদেদের পুত্র অস-
রিয়ে অধিষ্ঠান করিলেন, তাহাতে তিনি
আসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, গিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, হে আসা, এবং হে যিহূদার ও
বিন্যামীনের সমস্ত লোক, তোমরা আমার বাক্য
শুন ; তোমরা যত দিন সদাপ্রভুর সঙ্গে থাক,
তত দিন তিনিও তোমাদের সঙ্গে আছেন ; আর
যদি তোমরা তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি
তোমাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ পাইতে দিবেন ;
কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমা-
৩ দিগকে ত্যাগ করিবেন। ইস্রায়েল বহুকাল
সত্যময় ঈশ্বরবিহীন, শিক্ষাদায়ক যাজকবিহীন
৪ ও ব্যবস্থাবিহীন ছিল ; কিন্তু সঙ্কটে যখন
তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি
ফিরিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিল, তখন তিনি
তাহাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ পাইতে দিলেন।
৫ সেই সময়ে যে বাহিরে যাইত ও যে ভিতরে
আসিত, উভয়ের কিছুই শান্তি হইত না ; দেশ-
নিবাসী সকলে অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল।
৬ তাহারা চূর্ণ হইত, এক জাতি অন্য জাতিকে
ও এক নগর অন্য নগরকে আঘাত করিত;
কেননা ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট দ্বারা তাহাদিগকে
৭ ত্রাসযুক্ত করিতেন। কিন্তু তোমরা বলবান হও,
তোমাদের হস্ত শিথিল না হউক, কেননা তোমা-
দের কার্য্য পুরস্কৃত হইবে।
৮ যখন আসা এই সকল বাক্য, অর্থাৎ ওদেদ্‌
ভাববাদীর ভাববাণী শুনিলেন, তখন সাহস
পাইয়া যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত দেশ
হইতে এবং তিনি ইফ্রয়িম পর্ব্বতে যে সকল নগর
হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই সকল নগর হইতে
বীভৎস পদার্থ সকল দূর করিলেন, এবং সদা-
প্রভুর বারাণ্ডার সম্মুখস্থ সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি
৯ সারাইলেন। পরে তিনি সমস্ত যিহূদা ও
বিন্যামীনকে এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসী
ইফ্রয়িম, মনঃশি ও শিমিয়োন হইতে [আগত]
লোকদিগকে একত্র করিলেন ; কেননা তাঁহার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন দে-
খিয়া, ইস্রায়েল হইতে অনেক লোক আসিয়া

Digitized by Google

১০ তাঁহার পক্ষ হইয়াছিল। অতএব আসার রাজ-
ত্বের পঞ্চদশ বৎসরের তৃতীয় মাসে লোকেরা
১১ যিরূশালেমে একত্র হইল। আর সেই দিনে
তাহারা আনীত লুট দ্রব্য. হইতে সাত শত
গোরু ও সাত সহস্র মেষ সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১২ বলিদান করিল। আর তাহারা এই নিয়মে
আবদ্ধ হইল যে, আপন আপন সমস্ত অন্তঃকরণ
ও সমস্ত মনের সহিত আপনাদের পিতৃপুরুষ-
১৩ দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবে ; ক্ষুদ্র কি
মহান, পুরুষ কি স্ত্রী, যে কেহ ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর অন্বেষণ না করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড
১৪ হইবে। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনিপূর্ব্বক তুরী
ও শৃঙ্গ বাজাইয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শপথ
১৫ করিল। এই শপথে সমস্ত যিহূদা আনন্দ করিল,
কেননা তাহারা আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের
সহিত শপথ করিয়াছিল ; এবং সম্পূর্ণ বাসনার
সহিত সদাপ্রভুর অন্বেষণ করাতে তিনি তাহা-
দিগকে তাঁহার উদ্দেশ পাইতে দিলেন ; আর
তিনি চতুর্দ্দিকে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন।
১৬ আর আসা রাজার পিতামহী মাখা আশেরার
এক বীভৎস প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া
আসা তাঁহাকে মহিষীপদচ্যুতা করিলেন, এবং
আসা তাঁহার প্রতিমা ছেদন করিয়া চূর্ণ করিলেন,
ও কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে তাহা দগ্ধ করিলেন।
১৭ কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্য হইতে উচ্চস্থলী সকল
দূরীকৃত হইল না ; তথাপি আসার অন্তঃকরণ
১৮ যাবজ্জীবন সিদ্ধ ছিল। আর তিনি আপন
পিতার পবিত্রীকৃত ও আপনার পবিত্রীকৃত
রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র সকল ঈশ্বরের গৃহে আনি-
১৯ লেন। আর আসার রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বৎ-
সর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল না।

১৬ আসার রাজত্বের ছত্রিশ বৎসরে ইস্রা-
য়েলের রাজা বাশা যিহূদার প্রতিকূলে যাত্রা
করিলেন, এবং তিনি যিহূদার রাজা আসার
কাছে কোন কাহাকে গমনাগমন করিতে না
২ দিবার আশয়ে রামা গাঁথাইলেন। তখন আসা
সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর ভাণ্ডার হইতে
রৌপ্য ও স্বর্ণ বাহির করিয়া দম্মেশক-নিবাসী
অরামীয় বিনুহদদ রাজার নিকটে পাঠাইয়া এই
৩ কথা কহিলেন, আমাতে ও আপনাতে এবং
আমার পিতাতে ও আপনকার পিতাতে নিয়ম
আছে ; দেখুন, আমি আপনকার নিকটে স্বর্ণ ও
রৌপ্য পাঠাইলাম। আপনি গিয়া, ইস্রায়েলের
রাজা বাশার সহিত আপনকার যে নিয়ম আছে,
তাহা ভঙ্গ করুন ; তাহা হইলে সে আমার নিকট
৪ হইতে প্রস্থান করিবে। তাহাতে বিনুহদদ আসা
রাজার বাক্যে মনোযোগ করিলেন ; তিনি ইস্রা-
য়েলের নগরসমূহের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতি-
গণকে প্রেরণ করিলে তাহারা ইয়োন-দান,
আবেল-ময়িম ও নপ্তালির সমস্ত ভাণ্ডার-নগরকে
৫ আঘাত করিল। তখন বাশা এই সংবাদ পাইয়া
রামা গাঁথান হইতে নিবৃত্ত হইলেন, আপন কার্য্য
৬ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। পরে আসা রাজা সমস্ত
যিহূদাকে সঙ্গে লইলেন, তাহারা রামার বাশার
গ্রথিত প্রস্তর ও কাষ্ঠ সকল লইয়া গেল। পরে
আসা তদ্দ্বারা গেবা ও মিস্পা নগর গাঁথাইলেন।
৭ সেই সময়ে হনানি দর্শক যিহূদার আসা
রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, আপনি
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর না করিয়া
অরামের রাজার উপরে নির্ভর করিলেন, এই
জন্য অরামের রাজার সৈন্য আপনকার হস্ত
৮ এড়াইল। কূশীয় ও লূবীয়দের কি মহাসৈন্য
এবং তাহাদের রথ ও অশ্বারোহীদের কি বাহুল্য
ছিল না ? তথাপি আপনি সদাপ্রভুর উপরে
নির্ভর করাতে তিনি তাহাদিগকে আপনকার হস্তে
৯ সমর্পণ করিয়াছিলেন। কেননা সদাপ্রভুর প্রতি
যাহাদের অন্তঃকরণ সরল, তাহাদের পক্ষে আপ-
নাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথি-
বীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। এ বিষয়ে আপনি অজ্ঞানের
কার্য্য করিয়াছেন, কেননা ইহার পরে পুনঃ পুনঃ
১০ আপনকার বিপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। তখন
আসা ঐ দর্শকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
কারাগৃহে রাখিলেন ; কেননা ঐ কথা প্রযুক্ত
তিনি তাঁহার উপরে কোপান্বিত হইয়াছিলেন।
আর ঐ সময়ে আসা প্রজাদের মধ্যেও কতকগুলি
লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলেন।
১১ আর দেখ, আসার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত যিহূদার
ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত
১২ আছে। আসার রাজত্বের ঊনচল্লিশ বৎসরে
তাঁহার পায়ে রোগ হইল ; তাঁহার রোগ অতি
বিষম হইল ; তথাপি রোগের সময়েও তিনি
সদাপ্রভুর অন্বেষণ না করিয়া বৈদ্যগণেরই অন্বে-
১৩ ষণ করিলেন। পরে আসা আপন রাজত্বের এক-
চল্লিশ বৎসরে আপন পিতৃলোকদের সহিত
১৪ নিদ্রাগত হইলেন, প্রাণত্যাগ করিলেন। আর
তিনি দায়ূদ-নগরে আপনার জন্য যে কবর খনন
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে লোকেরা তাঁহাকে
কবর দিল এবং গন্ধবণিকের প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত
নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে পরিপূর্ণ শয্যায়
তাঁহাকে শয়ন করাইল, আর তাঁহার জন্য অতি
বড় দাহ করিল।

যিহোশাফট রাজার বিবরণ।

১৭ পরে তাঁহার পুত্র যিহোশাফট তাঁহার
পদে রাজা হইয়া ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আপ-
২ নাকে বলবান করিলেন। তিনি যিহূদার সমস্ত

Digitized by Google

প্রাচীরবেষ্টিত নগরে সৈন্য রাখিলেন, এবং
যিহূদা দেশে ও তাঁহার পিতা আসা ইফ্রয়িমের
যে সকল নগর হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই সকল
৩ নগরেও সৈন্যদল স্থাপন করিলেন। আর সদা-
প্রভু যিহোশাফটের সহবর্ত্তী ছিলেন, কারণ
তিনি আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের প্রথম আচরিত
পথে চলিতেন, বাল দেবগণের অন্বেষণ করিতেন
৪ না; কিন্তু আপন পৈতৃক ঈশ্বরের অন্বেষণ করি-
তেন, ও তাঁহার সকল আজ্ঞাপথে চলিতেন, ইস্রা-
৫ য়েলের কর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিতেন না। অতএব
সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে রাজ্য দৃঢ় করিলেন; আর
সমস্ত যিহূদা যিহোশাফটের কাছে উপঢৌকন
আনিল, এবং তাঁহার ধন ও প্রতাপ অতিশয়
৬ বৃদ্ধি পাইল। আর সদাপ্রভুর পথে তাঁহার
অন্তঃকরণ উন্নত হইল, অধিকন্তু তিনি যিহূদার
মধ্য হইতে উচ্চস্থলী ও আশেরা-মূর্ত্তি সকল দূর
করিলেন।

৭ পরে তিনি আপন রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে
যিহূদার সকল নগরে উপদেশ দিবার জন্য আপ-
নার কয়েক জন প্রধান লোক, অর্থাৎ বিনহয়িল,
ওবদিয়, সখরিয়, নথনেল ও মীখায়কে প্রেরণ
৮ করিলেন। আর তাঁহাদের সহিত শময়িয়, নথ-
নিয়, সবদিয়, অসাহেল, শমীরামোৎ, যিহো-
নাথন, অদোনিয়, টোবিয় ও টোব-অদোনীয়
এই সকল লেবীয়কে এবং তাঁহাদের সহিত ইলী-
শামা ও যিহোরাম যাজকদ্বয়কে পাঠাইলেন।
৯ তাহাতে তাঁহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তক সঙ্গে
লইয়া যিহূদা দেশে উপদেশ দিতে লাগিলেন;
তাঁহারা যিহূদার সমস্ত নগরে গিয়া লোকদিগকে
উপদেশ দিলেন।

১০ তাহাতে যিহূদার চতুর্দ্দিকস্থ দেশের সকল
রাজ্যে সদাপ্রভু হইতে এমন ভয় উপস্থিত হইল
যে, তাহারা যিহোশাফটের সহিত যুদ্ধ করিল
১১ না। আর পলেষ্টীয়দেরও কেহ কেহ যিহো-
শাফটের নিকটে করস্বরূপে উপঢৌকন ও রৌপ্য
আনিল, এবং আরবীয়েরা তাঁহার নিকটে
পশুপাল, সাত সহস্র সাত শত মেষ ও সাত
সহস্র সাত শত ছাগল, আনিল।

১২ এইরূপে যিহোশাফট অতিশয় মহান হইয়া
উঠিলেন, এবং যিহূদা দেশে অনেক দুর্গ ও
১৩ ভাণ্ডার-নগর গাঁথিলেন। আর যিহূদার নগর
সকলের মধ্যে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি ছিল, এবং
যিরূশালেমে বিক্রমশালী যোদ্ধারা থাকিত।
১৪ তাহাদের পিতৃকুলানুসারে তাহাদের সংখ্যা এই,
যিহূদার সহস্রপতিগণের মধ্যে অদ্‌ন প্রধান
ছিলেন, তাঁহার সহিত তিন লক্ষ বিক্রমশালী
১৫ লোক ছিল। তাঁহার পরে যিহোহানন নামক
সেনাপতি, তাঁহার সহিত দুই লক্ষ আশী সহস্র
১৬ লোক ছিল। তাঁহার পরে সিখ্রির পুত্র অমসিয়;
সেই ব্যক্তি আপনাকে সদাপ্রভুর হস্তে স্ব ইচ্ছায়
উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত দুই লক্ষ
১৭ বিক্রমশালী লোক ছিল। আর বিন্যামীনের মধ্যে
বিক্রমশালী ইলিয়াদা, তাঁহার সহিত দুই লক্ষ
১৮ ধনুর্দ্ধর ও ঢালী ছিল। তাঁহার পরে যিহো-
যাবদ; তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে সসজ্জ এক লক্ষ
১৯ আশী সহস্র লোক ছিল। ইঁহারা রাজার পরি-
চর্য্যা করিতেন। ইঁহাদের ছাড়া রাজা যিহূদার
সর্ব্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত নগরে [সেনাপতিদিগকে]
রাখিতেন।

১৮ যিহোশাফট অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান ও
প্রতাপান্বিত হইলেন, আর তিনি আহা-
২ বের সহিত কুটুম্বিতা করিলেন। কয়েক বৎসর
পরে তিনি শমরিয়াতে আহাবের নিকটে গেলেন;
তাহাতে আহাব তাঁহার নিমিত্তে ও তাঁহার
সঙ্গী লোকদের নিমিত্তে অনেক মেষ ও বলদ
মারিলেন, এবং রামোৎ-গিলিয়দে যাইতে
৩ তাঁহাকে প্ররোচনা করিলেন। আর ইস্রায়েলের
আহাব রাজা যিহূদার যিহোশাফট রাজাকে
কহিলেন, আপনি কি রামোৎ-গিলিয়দে আমার
সঙ্গে যাইবেন? তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি
ও আপনি এবং আমার লোক ও আপনকার
লোক, সকলেই এক, আমরা যুদ্ধে আপনকার
৪ সঙ্গী হইব। পরে যিহোশাফট ইস্রায়েলের
রাজাকে কহিলেন, বিনয় করি, অদ্য সদাপ্রভুর
৫ বাক্যের অন্বেষণ করুন। তাহাতে ইস্রায়েলের
রাজা ভাববাদিগণকে, অর্থাৎ চারি শত জনকে
একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা রামোৎ-
গিলিয়দে যুদ্ধযাত্রা করিব, না ক্ষান্ত হইব?
তখন তাহারা কহিল, যাত্রা করুন, ঈশ্বর তাহা
৬ মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু যিহো-
শাফট কহিলেন, আমরা যাঁহার কাছে অন্বেষণ
করিতে পারি, সদাপ্রভুর এমন কোন ভাববাদী
৭ কি এ স্থানে আর নাই? তখন ইস্রায়েলের রাজা
যিহোশাফটকে কহিলেন, আমরা যাহা দ্বারা
সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করিতে পারি, এমন
আর এক জন আছে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা
করি, কেননা আমার উদ্দেশে সে কখনই মঙ্গলের
নয়, সর্ব্বদাই কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার
করে; সে ব্যক্তি যিম্লের পুত্র মীখায়। তখন
যিহোশাফট কহিলেন, মহারাজ এমন কথা
৮ কহিবেন না। পরে ইস্রায়েলের রাজা [আপ-
নার] এক জন পরিচারককে ডাকিয়া আজ্ঞা
দিলেন, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র লইয়া
৯ আইস। ইতিমধ্যে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার
যিহোশাফট রাজা স্ব স্ব রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া
শমরিয়ার দ্বারপ্রবেশস্থানের কুটিমে আপন

Digitized by Google

আপন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহা-
দের সম্মুখে ভাববাদীরা সকলে ভাবোক্তি প্রচার
১০ করিতেছিল। কনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময়
শৃঙ্গযুগল নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, 'ইহা দ্বারা তুমি অরামের বিনাশ
১১ সাধন পর্য্যন্ত গুঁতাইবে'। আর ভাববাদীরা
সকলেই তদ্রূপ ভাবোক্তি প্রচার করিল, কহিল,
আপনি রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করুন, কৃতকার্য্য
হউন, কেননা সদাপ্রভু তাহা মহারাজের হস্তে
১২ সমর্পণ করিবেন। আর যে দূত মীখায়কে
ডাকিতে গিয়াছিল, সে তাঁহাকে কহিল, দেখুন,
ভাববাদিগণের বাক্য সকল একস্বরে রাজার
পক্ষে মঙ্গলসূচনা করে; অতএব বিনয় করি,
আপনকার বাক্য উহাদের কোন এক জনের
বাক্যের সমানার্থক হউক, আপনিও মঙ্গলসূচক
১৩ কথা বলুন। তাহাতে মীখায় কহিলেন, জীবৎ
সদাপ্রভুর দিব্য, আমার ঈশ্বর যাহা বলেন,
১৪ আমি তাহাই বলিব। পরে তিনি রাজার নিকটে
আসিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, মীখায়,
আমরা রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধযাত্রা করিব, না
আমি ক্ষান্ত হইব? তিনি কহিলেন, যাত্রা করুন,
কৃতকার্য্য হউন; তথাকার লোকেরা আপনাদের
১৫ হস্তে সমর্পিত হইবে। পরে রাজা তাঁহাকে কহি-
লেন, তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাকে সত্য ব্যতি-
রেকে আর কিছুই কহিবে না, আমি কত বার
১৬ তোমাকে এই শপথ করাইব? তখন তিনি কহি-
লেন, আমি সমস্ত ইস্রায়েলকে অরক্ষক মেষ-
পালের ন্যায় পর্ব্বতগণের উপরে ছিন্নভিন্ন
দেখিলাম, এবং সদাপ্রভু কহিলেন, উহাদের
স্বামী নাই; উহারা প্রত্যেকে কুশলে আপন
১৭ আপন বাটীতে ফিরিয়া যাউক। পরে ইস্রায়েলের
রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমি কি অগ্রেই
আপনাকে বলি নাই যে, এই ব্যক্তি আমার
উদ্দেশে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি
১৮ প্রচার করে? তখন [মীখায়] কহিলেন, এক্ষণে
আপনারা সদাপ্রভুর বাক্য শুনুন, আমি সদা-
প্রভুকে তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম,
তাঁহার দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে স্বর্গের
১৯ সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান। পরে সদাপ্রভু কহি-
লেন, ইস্রায়েলের আহাব রাজা যেন যাত্রা
করিয়া রামোৎ-গিলিয়দে পতিত হয়, এই জন্য
কে তাহাকে মুগ্ধ করিবে? তাহাতে কেহ এক
২০ প্রকারে, কেহ বা অন্য প্রকারে কহিল। শেষে
এক আত্মা গিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া
কহিল, আমিই তাহাকে মুগ্ধ করিব। সদাপ্রভু
২১ কহিলেন, কিসে? সে কহিল, আমি যাইয়া
তাহার যাবতীয় ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী
আত্মা হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি
তাহাকে মুগ্ধ করিবে, কৃতকার্য্যও হইবে; যাও,
২২ সেইরূপ কর। অতএব দেখুন, সদাপ্রভু আপন-
কার এই সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী
আত্মা দিয়াছেন; আর সদাপ্রভু আপনকার
বিষয়ে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।
২৩ তখন কনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া
মীখায়ের গালে চড় মারিয়া কহিল, সদাপ্রভুর
আত্মা তোর সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমার
নিকট হইতে কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন?
২৪ মীখায় কহিলেন, দেখ, যে দিন তুমি লুকাইবার
জন্য অন্তর্গৃহের অন্তর্গৃহে যাইবে, সেই দিন তাহা
২৫ জানিবে। পরে ইস্রায়েলের রাজা বলিলেন,
মীখায়কে ধরিয়া পুনরায় নগরাধ্যক্ষ আমোনের
২৬ ও রাজপুত্র যোয়াশের নিকটে লইয়া যাও। আর
বল, রাজা এই কথা কহেন, ইহাকে কারাগারে
বদ্ধ করিয়া রাখ, এবং যে পর্য্যন্ত আমি কুশলে
ফিরিয়া না আসি, সে পর্য্যন্ত ইহাকে আহারার্থে
২৭ কষ্টযুক্ত অন্ন ও কষ্টযুক্ত জল দেও। মীখায় কহি-
লেন, যদি আপনি কুশলে ফিরিয়া আইসেন,
তবে সদাপ্রভু আমার দ্বারা কথা কহেন নাই।
তিনি আরও কহিলেন, হে জাতিগণ, তোমরা
সকলে শ্রবণ কর।
২৮ অনন্তর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহো-
শাফট রাজা রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করিলেন।
২৯ আর ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহি-
লেন, আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ
করিব, আপনি রাজবস্ত্র পরিধান করুন। পরে
ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিলে তাঁহারা
৩০ যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অরামের রাজা
আপন রথাধ্যক্ষ সেনাপতিগণকে এই আজ্ঞা
দিয়াছিলেন, তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা
ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র কি মহান আর কাহারও সহিত
৩১ যুদ্ধ করিও না। পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফটকে
দেখিয়া, উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, এই
বলিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিতে
লাগিলেন; কিন্তু যিহোশাফট চেঁচাইয়া উঠি-
লেন, আর সদাপ্রভু তাঁহার সাহায্য করিলেন,
এবং ঈশ্বর তাঁহার নিকট হইতে তাহাদিগকে
৩২ যাইতে প্রবৃত্তি দিলেন। ফলতঃ রথাধ্যক্ষগণ যখন
দেখিলেন, ইনি ইস্রায়েলের রাজা নহেন, তখন
৩৩ তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু
একটী লোক সহজে ধনুক আকর্ষণ
করিয়া ইস্রায়েলের রাজার উদরত্রাণের ও বর্ম্মের
সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে তিনি
আপন সারথিকে কহিলেন, হস্ত ফিরাইয়া
সৈন্যদলের মধ্য হইতে আমাকে লইয়া যাও,
৩৪ আমি আহত হইয়াছি। সেই দিবস তুমুল যুদ্ধ
হইল; আর ইস্রায়েলের রাজা অরামীয়দের

Digitized by Google

সম্মুখে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত রথে আপনাকে দণ্ডায়-
মান রাখিলেন, কিন্তু সূর্য্যাস্তকালে মরিলেন।
১৯ পরে যিহূদার যিহোশাফট রাজা কুশলে
যিরূশালেমে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করি-
২ লেন। আর হনানির পুত্র যেহূ দর্শক তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া যিহোশাফট
রাজাকে কহিলেন, দুর্জ্জনের সাহায্য করা এবং
সদাপ্রভুর বিদ্বেষীদিগকে প্রীতি করা কি
আপনকার উপযুক্ত? এ জন্য সদাপ্রভু হইতে
৩ আপনকার উপরে ক্রোধ বর্ত্তিল। যাহা হউক,
আপনকার মধ্যে কোন কোন সদ্ভাব পাওয়া
গিয়াছে; আপনি দেশ হইতে আশেরা-মূর্ত্তি
সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের অন্বে-
ষণ করিবার জন্য আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত
করিয়াছেন।
৪ আর যিহোশাফট যিরূশালেমে বসতি করি-
লেন; পরে আবার বেরশেবা অবধি ইফ্রয়িম
পর্ব্বত পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে যাতায়াত করিয়া
তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে
৫ তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। আর দেশের
মধ্যে অর্থাৎ যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সক-
লের মধ্যে নগরে নগরে বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত
৬ করিলেন। তিনি বিচারকর্ত্তাদিগকে কহিলেন,
তোমরা যাহা করিবে, সাবধান হইয়া করিও;
কেননা তোমরা মনুষ্যদের জন্য নয়, কিন্তু সদা-
প্রভুর জন্য বিচার করিবে, এবং বিচার-ব্যাপারে
৭ তিনিই তোমাদের সহকারী। অতএব সদাপ্রভুর
ভয় তোমাদিগেতে অধিষ্ঠিত হউক; তোমরা
সাবধান হইয়া কার্য্য কর, কেননা অন্যায়, কি
মুখাপেক্ষা, কি উৎকোচ গ্রহণে আমাদের ঈশ্বর
৮ সদাপ্রভুর সম্মতি নাই। অধিকন্তু যিহো-
শাফট যিরূশালেমেও সদাপ্রভুর পক্ষে বিচারার্থে
এবং বিবাদভঞ্জনার্থে লেবীয়দের, যাজকদের
ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কয়েক জনকে
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর তাঁহারা যিরূ-
৯ শালেমে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে
এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা এইরূপে, অর্থাৎ
সদাপ্রভুর ভয়ে বিশ্বস্ত ভাবে সিদ্ধ চিত্তে কার্য্য
১০ কর। রক্তপাতের বিষয়ে, ব্যবস্থা ও আজ্ঞার
এবং বিধি ও শাসনের বিষয়ে যে কোন বিচার
আপন আপন নগরে বাসকারী তোমাদের
ভ্রাতাদের দ্বারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়,
তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিবে, পাছে
তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে দোষী হয়, আর
তোমাদের উপরে ও তোমাদের ভ্রাতাদের উপরে
ক্রোধ বর্ত্তে; ইহা করিও, তাহা হইলে তোমরা
১১ দোষী হইবে না। আর দেখ, সদাপ্রভুর যাবতীয়
বিচারে প্রধান যাজক অমরিয়, এবং রাজার
যাবতীয় বিচারে যিহূদা-কুলের অধ্যক্ষ ইশ্মা-
য়েলের পুত্র সবদিয় তোমাদের উপরে নিযুক্ত
আছেন; শাসনকর্ত্তা লেবীয়েরাও তোমাদের
সম্মুখে আছে। তোমরা সাহসপূর্ব্বক কার্য্য কর,
আর সদাপ্রভু সুজনের সহবর্ত্তী হউন।

শত্রুদের হস্ত হইতে ইস্রায়েলীয়-দের রক্ষা।

২০ পরে মোয়াব-সন্তানগণ ও অম্মোন-
সন্তানগণ এবং তাহাদের সহিত কতকগুলি
মায়োনীয় লোক যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
২ করিতে আসিল। তখন লোকেরা আসিয়া
যিহোশাফটকে এই সংবাদ দিল, সাগরের ওপা-
রস্থ অরাম হইতে বৃহৎ লোকসমারোহ আপন-
কার বিরুদ্ধে আসিতেছে; দেখুন, তাহারা
হৎসসোন-তামরে, অর্থাৎ ঐনগদীতে, আছে।
৩ তাহাতে যিহোশাফট ভীত হইয়া সদাপ্রভুর
অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যিহূদার
৪ সর্ব্বত্র উপবাস ঘোষণা করাইয়া দিলেন। আর
যিহূদার লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে সাহায্য
যাচ্ঞা করিবার জন্য একত্র হইল; যিহূদার
সমস্ত নগর হইতে লোকেরা সদাপ্রভুর অন্বেষণ
করিতে আসিল।
৫ পরে যিহোশাফট সদাপ্রভুর গৃহে নূতন প্রাঙ্-
গণের সম্মুখে যিহূদার ও যিরূশালেমের সমাজের
৬ মধ্যে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, হে আমাদের
পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি কি স্বর্গস্থ
ঈশ্বর নহ? তুমি কি জাতিগণের যাবতীয়
রাজ্যের কর্ত্তা নহ? আর শক্তি ও পরাক্রম
তোমারই হস্তগত, তোমার বিপক্ষে দাঁড়াইতে
৭ কাহারও সাধ্য নাই। হে আমাদের ঈশ্বর, তুমিই
কি আপন প্রজা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে এত-
দ্দেশ-নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত কর নাই?
এবং আপন মিত্র অব্রাহামের বংশকে অনন্ত-
৮ কালের জন্য কি এই দেশ দেও নাই? আর
তাহারা এই দেশে বসতি করিয়াছে, এবং এখানে
তোমার নামের জন্য এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিয়া
৯ বলিয়াছে, খড়্গ, কি বিচারসিদ্ধ দণ্ড, কি মহা-
মারী, কি দুর্ভিক্ষস্বরূপ অমঙ্গল যখন আমাদের
প্রতি ঘটিবে, তখন আমরা এই গৃহের সম্মুখে,
তোমারই সম্মুখে, দণ্ডায়মান হইব—কেননা
এই গৃহে তোমার নাম আছে,—এবং আমাদের
সঙ্কটে তোমার কাছে ক্রন্দন করিব, তাহাতে
১০ তুমি তাহা শুনিয়া নিস্তার করিবে। অতএব
এখন দেখ, আম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ
এবং সেয়ীর পর্ব্বতনিবাসীরা, যাহাদের দেশে
তুমি ইস্রায়েলকে মিসরদেশ হইতে আগমন-

Digitized by Google

কালে প্রবেশ করিতে দেও নাই, কিন্তু ইহারা
উহাদের নিকট হইতে পথান্তরে গিয়াছিল,
১১ উহাদিগকে বিনষ্ট করে নাই; এখন দেখ,
উহারা আমাদের কিরূপ অপকার করিতেছে;
তুমি যাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে দিয়াছ,
তোমার সেই অধিকার হইতে আমাদিগকে
১২ তাড়াইয়া দিতে আসিতেছে। হে আমাদের
ঈশ্বর, তুমি কি উহাদের বিচার করিবে না?
আমাদের প্রতিকূলে ঐ যে বৃহৎ দল আসিতেছে,
উহাদের প্রতিকূলে আমাদের ত নিজের কোন
সামর্থ্য নাই, কি করিতে হইবে, তাহাও আমরা
জানি না; আমরা কেবল তোমার দিকে তাকা-
ইয়া আছি।
১৩ এইরূপে শিশু, স্ত্রীলোক ও সন্তানশুদ্ধ সমস্ত
যিহূদা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইল।
১৪ আর সমাজের মধ্যে যহসীয়েল নামে এক জন
লেবীয়েতে সদাপ্রভুর আত্মা আবেশ করিলেন।
তিনি আসফ-বংশজাত মত্তনিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র
যিয়ীয়েলের প্রপৌত্র বনায়ের পৌত্র সখরিয়ের
১৫ পুত্র। তখন তিনি কহিলেন, হে সমগ্র যিহূদা,
হে যিরূশালেম-নিবাসী লোক সকল, আর হে
মহারাজ যিহোশাফট, শ্রবণ কর; সদাপ্রভু
তোমাদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা ঐ বৃহৎ
লোকসমারোহ হইতে ভীত কি নিরাশ হইও
না, কেননা এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, কিন্তু ঈশ-
১৬ রের। তোমরা কল্য উহাদের বিরুদ্ধে নামিয়া
যাও; দেখ, তাহারা সীস ঘাট দিয়া আসি-
তেছে; তোমরা যিরূয়েল প্রান্তরের সম্মুখে
স্রোতোমার্গের অন্তভাগে তাহাদিগকে পাইবে।
১৭ এ বার তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না; হে
যিহূদা ও যিরূশালেম! তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া
দাঁড়াইয়া থাকিবে; আর তোমাদের সহবর্ত্তী
সদাপ্রভু যে নিস্তার করিবেন, তাহা দেখিবে;
ভীত কি নিরাশ হইও না; কল্যই তাহাদের
বিরুদ্ধে যাত্রা কর; কেননা সদাপ্রভু তোমাদের
১৮ সহবর্ত্তী। তখন যিহোশাফট ভূমিতে অধোমুখ
হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং সমস্ত যিহূদা ও
যিরূশালেম-নিবাসিগণ সদাপ্রভুর কাছে প্রণি-
পাত করিতে সদাপ্রভুর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইল।
১৯ পরে কহাৎ-বংশজাত ও কোরহ-বংশজাত লেবী-
য়েরা অতি উচ্চৈঃস্বরে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর প্রশংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।
২০ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া তকোয় প্রান্তরের
দিকে যাত্রা করিল; তাহাদের যাত্রাকালে
যিহোশাফট দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে যিহূদা,
হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, আমার কথা শুন;
তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে স্থির বিশ্বাস
কর, তাহাতে সুস্থির হইবে; তাঁহার ভাববাদিগণে
২১ বিশ্বাস কর, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে। অনন্তর
তিনি লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের
গমনকালে সৈন্যশ্রেণীর অগ্রে অগ্রে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে সঙ্গীত ও পবিত্র শোভাতে প্রশংসা
করিতে, এবং এই পদ আবৃত্তি করিতে লোক-
দিগকে নিযুক্ত করিলেন,—"সদাপ্রভুর স্তবগান
কর, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী"।
২২ যখন তাহারা আনন্দগান ও প্রশংসা করিতে
আরম্ভ করিল, তখন সদাপ্রভু যিহূদার প্রতিকূলে
আগত অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণের ও
সেয়ীর পর্ব্বতীয় লোকদের বিরুদ্ধে নিভৃত স্থান
হইতে আক্রমণকারীদিগকে নিযুক্ত করিলেন;
২৩ তাহাতে তাহারা পরাহত হইল। কারণ অম্মো-
নের ও মোয়াবের সন্তানগণ নিঃশেষে বধ ও
বিনাশ করিতে সেয়ীর পর্ব্বতনিবাসীদের বিরুদ্ধে
উঠিল; আর সেয়ীর-নিবাসীদিগকে সংহার
করিবার পর পরস্পর এক জন অন্যের বিনাশ
২৪ সাধনে সাহায্য করিল। ইতিমধ্যে যিহূদার
লোকেরা প্রান্তরের প্রহরি-দুর্গে উপস্থিত হইয়া
লোকসমারোহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, আর
দেখ, ভূমিতে কেবলমাত্র শব পতিত আছে,
২৫ কেহই পলাইয়া বাঁচে নাই। তখন যিহোশাফট
ও তাঁহার লোকেরা তাহাদের লুট গ্রহণ করিতে
গিয়া শবের সহিত প্রচুর সম্পত্তি ও বহুমূল্য
বস্তু দেখিতে পাইলেন; আপনাদের জন্য এত
ধন সংগ্রহ করিলেন যে, সমস্ত লইয়া যাইতে
পারিলেন না; সেই লুটিত বস্তুর বাহুল্য প্রযুক্ত
তাহা লইয়া যাইতে তাঁহাদের তিন দিন
লাগিল।
২৬ অনন্তর চতুর্থ দিবসে তাহারা বরাখা তল-
ভূমিতে সমাগত হইল; কেননা সেই স্থানে
তাহারা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল, এই কারণ
অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থান বরাখা [ধন্যবাদ] তল-
২৭ ভূমি নামে বিখ্যাত আছে। পরে যিহূদার ও
যিরূশালেমের সমস্ত লোক, এবং তাহাদের অগ্রে
অগ্রে গমনকারী যিহোশাফট আনন্দপূর্ব্বক যিরূ-
শালেমে প্রত্যাগমনার্থে ফিরিয়া গেলেন, কেননা
সদাপ্রভু তাঁহাদের শত্রুদের উপরে তাঁহাদিগকে
২৮ আনন্দিত করিয়াছিলেন। আর তাঁহারা নেবল,
বীণা ও তূরী বাজাইতে বাজাইতে যিরূশালেমে
২৯ আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে গেলেন। আর সদাপ্রভু
ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন,
এই জনরব অন্য দেশীয় সকল রাজ্যের লোকে
শুনিলে ঈশ্বর হইতে ভয় তাহাদের উপরে
৩০ আসিল। এইরূপে যিহোশাফটের রাজ্য সুস্থির
হইল, তাঁহার ঈশ্বর চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বিশ্রাম
দিলেন।
৩১ যিহোশাফট যিহূদার উপরে রাজত্ব করিলেন,

Digitized by Google

তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব
করিলেন। তাঁহার মাতার নাম অসূবা, তিনি
৩২ শিল্‌হির কন্যা। যিহোশাফট আপন পিতা
আসার পথে চলিতেন, সেই পথ হইতে ফিরি-
তেন না, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই
৩৩ করিতেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত
হইল না, এবং লোকেরা তখনও আপন পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বরের প্রতি আপন আপন অন্তঃকরণ
৩৪ নিবিষ্ট করিল না। যিহোশাফটের অবশিষ্ট
বৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত কথা, দেখ, ইস্রায়েলের
রাজাদের ইতিহাসপুস্তকান্তর্গত হনানির পুত্র
যেহূর পুস্তকে লিখিত আছে।
৩৫ পরে যিহূদার যিহোশাফট রাজা ইস্রায়েলের
দুরাচার অহসিয় রাজার সহিত যোগ দিলেন,
৩৬ ফলতঃ তর্শীশে যাইবার জাহাজ নির্ম্মাণার্থে
তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, আর তাঁহারা ইৎ-
সিয়োন-গেবরে সেই জাহাজগুলি নির্ম্মাণ করা-
৩৭ ইলেন। তখন মারেশা-নিবাসী দোদাবাহুর পুত্র
ইলীয়েষর যিহোশাফটের বিরুদ্ধে এই ভাবোক্তি
প্রচার করিলেন, আপনি অহসিয়ের সহিত
যোগ দিয়াছেন, এই জন্য সদাপ্রভু আপনকার
কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর ঐ সকল জাহাজ
ভগ্ন হইল, তর্শীশে যাইতে পারিল না।

যিহোরাম রাজার বিবরণ।

২১ পরে যিহোশাফট আপন পিতৃপুরুষদের
সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং দায়ূদ-নগরে
আপন পিতৃপুরুষদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন।
আর তাঁহার পুত্র যিহোরাম তাঁহার পদে রাজা
২ হইলেন। যিহোশাফটের ঔরসজাত যিহো-
রামের কয়েকটী ভ্রাতা ছিল, অসরিয়, যিহীয়েল,
সখরিয়, অসরিয়, মীখায়েল ও শফটিয়, ইহারা
সকলে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটের পুত্র।
৩ আর তাহাদের পিতা তাহাদিগকে মহাসম্পত্তি,
অর্থাৎ রৌপ্য, স্বর্ণ ও বহুমূল্য দ্রব্য এবং যিহূদা
দেশস্থ প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলি দান করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু যিহোরাম জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে
৪ রাজ্য দিয়াছিলেন; অতএব যিহোরাম আপন
পিতার রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন; পরে তিনি
বলবন্ত হইয়া উঠিলেন; আর আপনার ভ্রাতা
সকলকে ও ইস্রায়েলের কতকগুলি অধ্যক্ষকে
খড়্গ দ্বারা বধ করিলেন।
৫ যিহোরাম বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে আট বৎসর কাল
৬ রাজত্ব করিলেন। তিনি আহাবের কন্যাকে
বিবাহ করিয়াছিলেন, এই জন্য আহাবের কুল
যেমন করিত, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের
রাজাদের পথে চলিতেন, তিনি সদাপ্রভুর
৭ দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন। তথাপি
সদাপ্রভু দায়ূদের সহিত আপনার কৃত নিয়ম
প্রযুক্ত এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তানগণকে
নিত্য এক প্রদীপ দিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, তদনুসারে তিনি দায়ূদের কুল বিনষ্ট
করিতে চাহিলেন না।
৮ তাঁহার অধিকার সময়ে ইদোম যিহূদার অধী-
নতা অস্বীকার করিয়া আপনাদের উপরে এক
৯ জন রাজা নিযুক্ত করিল। তখন যিহোরাম
আপন সেনাপতিগণকে ও সমস্ত রথ সঙ্গে লইয়া
তথায় যাত্রা করিলেন; আর রাত্রিকালে তিনি
উঠিয়া, যাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, সেই
ইদোমীয়দিগকে ও রথাধ্যক্ষদিগকে আঘাত
১০ করিলেন। তথাপি ইদোম অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার
অধীনতা ত্যাগ করিয়া আছে; আর ঐ সময়ে
লিব্‌নাও তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিল,
কেননা তিনি আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদা-
১১ প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি
যিহূদার অনেক পর্ব্বতে উচ্চস্থলী প্রস্তুত করি-
লেন, যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে ব্যভিচার করা-
ইলেন ও যিহূদাকে বিপথগামী করিলেন।
১২ পরে তাঁহার কাছে এলিয় ভাববাদীর নিকট
হইতে এই কথা সম্বলিত একখানি লিপি
আসিল; তোমার পিতা দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহোশাফ-
টের পথে ও যিহূদার আসা রাজার পথে গমন
১৩ কর নাই; কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে
গমন করিয়াছ, এবং আহাবের কুলের ব্যভি-
চারানুসারে যিহূদাকে ও যিরূশালেম-নিবাসী-
দিগকে ব্যভিচার করাইয়াছ; অধিকন্তু তোমা
হইতে উত্তম যে তোমার পিতৃকুলভুক্ত ভ্রাতৃগণ,
১৪ তাহাদিগকে বধ করিয়াছ; এই কারণ দেখ,
সদাপ্রভু তোমার প্রজাদিগকে, পুত্রদিগকে,
ভার্য্যাদিগকে ও সমস্ত সম্পত্তিকে মহা আঘাতে
১৫ আহত করিবেন। আর তুমি অন্ত্রের পীড়ায়
অতিশয় পীড়িত হইবে, শেষে সেই পীড়ায়
তোমার অন্ত্র দিন দিন বাহির হইয়া পড়িবে।
১৬ পরে সদাপ্রভু যিহোরামের বিরুদ্ধে পলেষ্টী-
য়দের মন ও কূশীয়দের নিকটস্থ আরবীয়দের
১৭ মন উত্তেজিত করিলেন; এবং তাহারা যিহূদার
বিরুদ্ধে আসিয়া [যিরূশালেমের] প্রাচীর
ভাঙ্গিয়া রাজার বাটীতে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি,
এবং তাঁহার পুত্রদিগকে ও ভার্য্যাদিগকে লইয়া
গেল; কনিষ্ঠ পুত্র যিহোয়াহস ব্যতীত তাঁহার
১৮ একটী পুত্রও অবশিষ্ট থাকিল না। এই সকল
ঘটনার পরে সদাপ্রভু তাঁহাকে অন্ত্রের অপ্রতি-
১৯ কার্য্য পীড়া দ্বারা আঘাত করিলেন। তাহাতে

Digitized by Google

কালক্রমে, দুই বৎসরের শেষে, তাঁহার অন্ত্র
সেই রোগে বাহির হইয়া পড়িল, পরে তিনি
উৎকট পীড়ায় মরিলেন। আর প্রজারা তাঁহার
জন্য তাঁহার পিতৃপুরুষদের রীতি অনুযায়ী দাহ
২০ করিল না। তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে আট বৎসর
রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রয়াণে ক্ষতি
বোধ হয় নাই। আর লোকেরা দায়ূদ-নগরে
তাঁহাকে কবর দিল, কিন্তু রাজাদের কবরস্থানে
দিল না।

অহসিয় ও অথলিয়ার বিবরণ।

২২ পরে যিরূশালেম-নিবাসীরা তাঁহার কনিষ্ঠ
পুত্র অহসিয়কে তাঁহার পদে রাজা করিল,
কারণ শিবিরে আরবীয়দের সহিত যে দল
আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সক-
লকে বধ করিয়াছিল। অতএব যিহূদার রাজা
যিহোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব করিতে লাগি-
২ লেন। অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
পাইয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব
করেন; তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি
৩ অম্রির পৌত্রী। অহসিয়ের মাতা তাঁহাকে
অসদাচরণ করিতে মন্ত্রণা দেওয়াতে তিনিও
৪ আহাবের কুলের পথে চলিতেন; আহাবের
কুলের ন্যায় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা মন্দ
তাহাই করিতেন; কেননা পিতার মৃত্যুর পরে
তাহারাই তাঁহার বিনাশজনক মন্ত্রী হইল।
৫ আর তাহাদেরই মন্ত্রণা অনুসারে তিনি ইস্রা-
য়েলের আহাব রাজার পুত্র যিহোরামের সহায়
হইয়া অরামের হসায়েল রাজার সহিত যুদ্ধ
করণার্থে রামোৎ-গিলিয়দে গেলেন; তাহাতে
অরামীয়েরা যোরামকে ক্ষতবিক্ষত করিল।
৬ অতএব অরামের হসায়েল রাজার সহিত যুদ্ধ
করিবার সময়ে যিহোরাম রামায় যে সকল
আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে আরোগ্য পাই-
বার জন্য যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গেলেন; পরে
আহাবের পুত্র যিহোরামের পীড়া প্রযুক্ত যিহূ-
দার রাজা যিহোরামের পুত্র অহসিয় তাঁহাকে
দেখিবার জন্য যিষ্রিয়েলে নামিয়া গেলেন।
৭ কিন্তু যোরামের নিকটে আগমন করাতে ঈশ্বর
হইতে অহসিয়ের নিপাত ঘটিল; কেননা তিনি
যখন আগমন করিলেন, তখন নিম্শির পুত্র
সেই যেহূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া-
ছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর আহাবের কুল উচ্ছেদ
৮ করিবার জন্য অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পরে
যেহূ যে সময়ে আহাবের কুলকে দণ্ড দিতে-
ছিলেন, সেই সময়ে তিনি যিহূদার অধ্যক্ষগণকে
ও অহসিয়ের পরিচর্য্যাকারী তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র-
৯ গণকে পাইয়া বধ করিলেন; পরে তিনি অহ-
সিয়ের অন্বেষণ করিলেন; তৎকালে অহসিয়
শমরিয়ায় লুকাইয়া ছিলেন; লোকেরা তাঁহাকে
ধরিয়া যেহূর নিকটে আনিয়া বধ করিল, তথাপি
তাঁহার কবর দিল, কেননা তাহারা কহিল, যে
যিহোশাফট সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদা-
প্রভুর অন্বেষণ করিতেন, এ তাঁহারই সন্তান।
আর অহসিয়ের কুলের মধ্যে রাজত্ব গ্রহণ করিতে
ক্ষমতাবান কেহ ছিল না।
১০ ইতিমধ্যে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া যখন
দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র মরিয়াছে, তখন তিনি
উঠিয়া যিহূদার কুলের সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট
১১ করিলেন। কিন্তু রাজকন্যা যিহোশাবৎ অহ-
সিয়ের পুত্র যোয়াশকে লইয়া, নিহত রাজপুত্র-
দের মধ্য হইতে চুরি করিয়া, তাঁহার ধাত্রীর
সহিত খট্টাগারে রাখিলেন; এইরূপে যিহো-
য়াদা যাজকের ভার্য্যা, যিহোরাম রাজার কন্যা
এবং অহসিয়ের ভগিনী ঐ যিহোশাবৎ অথলিয়া
হইতে তাঁহাকে লুকাইলেন, এই জন্য তিনি
১২ তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না। অনন্তর
যোয়াশ তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরের গৃহে ছয় বৎ-
সর যাবৎ লুক্কায়িত রহিলেন; তখন অথলিয়া
দেশের উপরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

যোয়াশ রাজার বিবরণ।

২৩ পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা আপ-
নাকে বলবান করিয়া শতপতিদিগকে অর্থাৎ
যিরোহমের পুত্র অসরিয়কে, যিহোহাননের
পুত্র ইশ্মায়েলকে, ওবেদের পুত্র অসরিয়কে,
অদায়ার পুত্র মাসেয়কে ও সিখ্রির পুত্র ইলী-
শাফটকে লইয়া আপনার সহিত নিয়মে বদ্ধ
২ করিলেন। পরে তাঁহারা যিহূদা দেশে ভ্রমণ
করিয়া যিহূদার সমস্ত নগর হইতে লেবীয়দিগকে
ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদিগকে একত্র করিলে
৩ তাহারাও যিরূশালেমে আসিল। পরে সমস্ত
সমাজ ঈশ্বরের গৃহে রাজার সহিত নিয়ম
করিল। আর যিহোয়াদা তাহাদিগকে কহিলেন,
দেখ, দায়ূদের সন্তানগণের বিষয়ে সদাপ্রভু যে
কথা কহিয়াছেন, তদনুসারে রাজপুত্রই রাজত্ব
৪ করিবেন। তোমরা এই কার্য্য করিবে, তোমাদের
অর্থাৎ যাজকদের ও লেবীয়দের যে তৃতীয়াংশ
বিশ্রামবারে প্রবেশ করিবে, তাহারা দ্বারপাল
৫ হইবে। অন্য তৃতীয়াংশ রাজবাটীতে থাকিবে,
অন্য তৃতীয়াংশ ভিত্তিমূলের দ্বারে থাকিবে, এবং
সমস্ত লোক সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে
৬ থাকিবে। কিন্তু যাজকগণ ও পরিচর্য্যাকারী লেবীয়-
গণ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও সদাপ্রভুর গৃহে
প্রবেশ করিতে দিও না; উহারা পবিত্র, এই

Digitized by Google

জন্য প্রবেশ করিবে ; কিন্তু অন্য সমস্ত লোক
৭ সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। আর লেবীয়েরা
প্রত্যেক জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজাকে
বেষ্টন করিবে, আর যে কেহ গৃহে প্রবেশ করিবে,
সে হত হইবে ; এবং রাজা যখন ভিতরে আই-
সেন কিম্বা বাহিরে যান, তখন তোমরা তাঁহার
৮ সঙ্গে থাকিবে। পরে যিহোয়াদা যাজক যাহা
যাহা আজ্ঞা করিলেন, লেবীয়েরা ও সমস্ত যিহূদা
তদনুসারে সকলই করিল ; ফলতঃ তাহারা
প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে প্রবেশকারী কিম্বা
বিশ্রামবারে নির্গমনকারী আপন আপন লোক-
দিগকে লইল, কেননা যিহোয়াদা যাজক পালা
৯ সকল বিদায় করেন নাই। আর দায়ূদ রাজার
যে বড়শা, ঢাল ও চর্ম্ম ঈশ্বরের গৃহে ছিল,
যিহোয়াদা যাজক তাহা শতপতিদিগকে দিলেন।
১০ আর তিনি সমস্ত লোককে স্থাপন করিলেন,
প্রত্যেক জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া গৃহের দক্ষিণ
পার্শ্ব হইতে গৃহের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির
ও গৃহের মধ্যস্থানে রাজার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল।
১১ পরে তাঁহারা রাজপুত্রকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার
মস্তকে মুকুট দিলেন, ও তাঁহাকে সাক্ষ্যপুস্তক
দিলেন, এবং তাঁহাকে রাজা করিলেন, আর
যিহোয়াদা ও তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে অভি-
ষেক করিলেন ; পরে তাঁহারা কহিলেন, রাজা
চিরজীবী হউন।
১২ আর লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া রাজার
প্রশংসা করিলে অথলিয়া সেই কোলাহল শুনিয়া
সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের নিকটে আসিলেন।
১৩ আর দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, প্রবেশস্থানে
রাজা আপন মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন,
এবং অধ্যক্ষগণ ও তূরীবাদকগণ রাজার নিকটে
আছে, এবং দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করি-
তেছে ও তূরী বাজাইতেছে, এবং গায়কেরা সঙ্গী-
তের যন্ত্র লইয়া প্রশংসার গীত গান করিতেছে ;
তখন অথলিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিলেন,
১৪ রাজদ্রোহ ! রাজদ্রোহ ! কিন্তু যিহোয়াদা যাজক
সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত শতপতিদিগকে
বাহিরে আনিয়া কহিলেন, উহাকে বাহির
করিয়া শ্রেণীদ্বয়ের মধ্য দিয়া লইয়া যাও ; আর
যে উহার পশ্চাৎ যাইবে, সে খড়্গ দ্বারা নিহত
হউক ; কারণ যাজক বলিলেন, সদাপ্রভুর গৃহ-
১৫ মধ্যে উহাকে বধ করিও না। পরে লোকেরা
তাঁহার জন্য পথ ছাড়িলে তিনি রাজবাটীর অশ্ব-
দ্বারের প্রবেশস্থানে গেলেন ; সেই স্থানে তাহারা
তাঁহাকে বধ করিল।
১৬ আর যিহোয়াদা আপনার এবং রাজার ও
লোকদের মধ্যে এক নিয়ম করিলেন, যেন তাহারা
১৭ সদাপ্রভুর প্রজা হয়। পরে সমস্ত লোক বালের
গৃহে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহার যজ্ঞ-
বেদি ও প্রতিমা সকল চূর্ণ করিল, এবং বেদি
সকলের সম্মুখে বালের যাজক মত্তনকে বধ
১৮ করিল। আর দায়ূদের বিধানমতে আনন্দ ও
গানের সহিত মোশির ব্যবস্থার লিখনানুসারে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে দায়ূদ যে লেবীয়
ও যাজকদিগকে বিভাগপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া-
ছিলেন, তাহাদের হস্তে যিহোয়াদা সদাপ্রভুর
১৯ গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। আর, কোন
প্রকার অশুচি লোক যেন প্রবেশ না করে, এই
জন্য তিনি সদাপ্রভুর গৃহের সকল দ্বারে দ্বার-
২০ পালদিগকে নিযুক্ত করিলেন। পরে তিনি শত-
পতিদিগকে, কুলীনবর্গকে, লোকদের শাসনকর্ত্তা-
দিগকে ও দেশের সমস্ত লোককে সঙ্গে করিয়া
রাজাকে সদাপ্রভুর গৃহ হইতে নামাইয়া আনি-
লেন ; পরে তাঁহারা উচ্চতর দ্বার দিয়া রাজ-
বাটীতে প্রবেশ করিয়া রাজসিংহাসনে রাজাকে
২১ বসাইয়া দিলেন। তখন দেশের সমস্ত লোক
আনন্দ করিল, এবং নগর সুস্থির হইল ;
আর অথলিয়াকে তাহারা খড়্গ দ্বারা বধ
করিয়াছিল।

২৪ যোয়াশ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে চল্লিশ বৎসর
কাল রাজত্ব করিলেন ; তাঁহার মাতার নাম
২ সিবিয়া, তিনি বেরশেবা-নিবাসিনী। যিহোয়াদা
যাজকের সমস্ত জীবনকালে যোয়াশ সদাপ্রভুর
৩ দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিলেন। আর
যিহোয়াদা তাঁহার দুইটী বিবাহ দিলেন ; আর
তিনি পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন।
৪ তৎপরে সদাপ্রভুর গৃহ সারাইতে যোয়াশের
৫ মনস্থ হইল। তাহাতে তিনি যাজকদিগকে ও
লেবীয়দিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, তোমরা
যিহূদার সকল নগরে গমন কর, এবং বৎসর
বৎসর আপন ঈশ্বরের গৃহ দৃঢ় করিবার জন্য
সমস্ত ইস্রায়েলের নিকট হইতে রৌপ্য সংগ্রহ
কর ; এই কার্য্য শীঘ্রই কর। কিন্তু লেবীয়েরা
৬ তাহা শীঘ্র করিল না। পরে রাজা প্রধান [যাজক]
যিহোয়াদাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সাক্ষ্য-
তাম্বুর জন্য ঈশ্বরের দাস মোশি ও ইস্রায়েলের
মণ্ডলী দ্বারা যে কর নিরূপিত হইয়াছে, তাহা
যিহূদা ও যিরূশালেম হইতে আনিতে তুমি
৭ লেবীয়দিগকে কেন বলিয়া দেও নাই ? কেননা
সেই দুষ্টা স্ত্রী অথলিয়া [ও] তাহার পুত্রগণ
ঈশ্বরের গৃহ ভগ্ন করিয়াছিল, এবং সদাপ্রভুর
গৃহস্থিত পবিত্র বস্তু সকল লইয়া বাল দেবগণের
৮ জন্য ব্যয় করিয়াছিল। পরে রাজা আজ্ঞা করিলে
তাহারা একটী সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া সদাপ্রভুর
৯ গৃহের দ্বারসমীপে বাহিরে স্থাপন করিল। আর

Digitized by Google

ঈশ্বরের দাস মোশি যে কর প্রান্তরে ইস্রায়েলের
দেয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন, সদাপ্রভুর
উদ্দেশে তাহা আনিবার কথা তাহারা যিহূদা ও
১০ যিরূশালেমের [সর্ব্বত্র] ঘোষণা করিল। তাহাতে
সমস্ত অধ্যক্ষ ও সমস্ত প্রজা আনন্দপূর্ব্বক তাহা
আনিতে লাগিল, এবং যে পর্য্যন্ত না কার্য্যসমা-
পন হইল, সে পর্য্যন্ত ঐ সিন্দুকে তাহা রাখিত।
১১ আর লেবীয়দের হস্ত দ্বারা সেই সিন্দুক রাজার
নিযুক্ত লোকদের কাছে আনীত হইবার সময়ে
তাহার মধ্যে অনেক রৌপ্য দেখা গেলে, রাজ-
লেখক এবং প্রধান যাজকের নিযুক্ত এক জন
লোক আসিয়া সিন্দুকটী শূন্য করিত, পরে পুন-
র্ব্বার তুলিয়া স্বস্থানে রাখিত; দিন দিন এইরূপ
করাতে তাহারা অনেক রৌপ্য সঞ্চয় করিল।
১২ পরে রাজা ও যিহোয়াদা সদাপ্রভুর গৃহসম্বন্ধীয়
কার্য্যসম্পাদকদিগকে তাহা দিতেন; তাহারা
সদাপ্রভুর গৃহ সারিবার জন্য গাঁথক ও সূত্রধর-
দিগকে বেতন দিত; এবং সদাপ্রভুর গৃহ দৃঢ়
করণার্থে লৌহ ও পিত্তলের কর্ম্মকারীদিগকেও
১৩ [দিত]। এইরূপে কার্য্যসম্পাদকগণ কর্ম্ম করিলে
তাহাদের হস্তে কার্য্যের জীর্ণোদ্ধার সিদ্ধ হইল;
আর তাহারা ঈশ্বরের গৃহ সারিয়া রীতিমত দৃঢ়
১৪ করিল। কার্য্যসমাপনানন্তর তাহারা অবশিষ্ট
রৌপ্য রাজার ও যিহোয়াদার সম্মুখে আনিলে
তদ্দ্বারা সদাপ্রভুর গৃহের জন্য নানা পাত্র, অর্থাৎ
পরিচর্য্যার্থক ও হোমীয় পাত্র এবং চমস, আর
স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র নির্ম্মিত হইল। আর
তাহারা যিহোয়াদার সমস্ত জীবনকালে সদা-
প্রভুর গৃহে নিয়ত হোম করিত।
১৫ পরে যিহোয়াদা বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া মরি-
লেন; মরণ সময়ে তাঁহার এক শত ত্রিশ বৎসর
১৬ বয়স হইয়াছিল। তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে, এবং
ঈশ্বরের ও তাঁহার গৃহের বিষয়ে সাধুকার্য্য
করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকেরা দায়ূদ-নগরে
রাজগণের সহিত তাঁহার কবর দিল।
১৭ যিহোয়াদার মৃত্যুর পরে যিহূদার অধ্যক্ষগণ
আসিয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিল; তখন
রাজা তাহাদেরই বাক্যে অবধান করিতে লাগি-
১৮ লেন। পরে তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ ত্যাগ করিয়া আশেরা-
মূর্ত্তি ও নানা প্রতিমার পূজা করিতে লাগিল;
আর তাহাদের এই দোষ প্রযুক্ত যিহূদার ও
যিরূশালেমের উপরে ক্রোধ উপস্থিত হইল।
১৯ তথাপি সদাপ্রভুর প্রতি তাহাদিগকে ফিরাইয়া
আনিবার জন্য তিনি তাহাদের নিকটে ভাববাদী-
দিগকে প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহারা তাহাদের
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন; কিন্তু লোকেরা মনো-
২০ যোগ করিল না। পরে ঈশ্বরের আত্মা যিহো-
য়াদা যাজকের পুত্র সখরিয়কে আবেশ করাতে
তিনি লোকদের হইতে উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর এই কথা কহেন,
তোমরা কেন সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ?
ইহাতে কৃতকার্য্য হইবে না। তোমরা সদাপ্রভুকে
ত্যাগ করিয়াছ, তিনিও তোমাদিগকে ত্যাগ করি-
২১ লেন। তাহাতে লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত
করিয়া রাজার আজ্ঞায় সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে
২২ তাঁহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিল। তাঁহার পিতা
যিহোয়াদা রাজার প্রতি যে দয়া করিয়াছিলেন,
তাহা স্মরণ না করিয়া যোয়াশ রাজা তাঁহার
পুত্রকে বধ করিলেন; তিনি মরণকালে কহি-
লেন, সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার শোধ
লইবেন।
২৩ পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে অরামের সৈন্য-
দল যোয়াশের বিরুদ্ধে আসিল, তাহারা যিহূ-
দায় ও যিরূশালেমে আসিয়া লোকদের মধ্যে
অমাত্যক্ষ সকলকে বিনষ্ট করিল, এবং তাহাদের
সমস্ত দ্রব্য লুট করিয়া দম্মেশকের রাজার নিকটে
২৪ পাঠাইয়া দিল। যদ্যপি অরামের অল্প লোক-
বিশিষ্ট সৈন্যদল আসিল, তথাপি সদাপ্রভু
তাহাদের হস্তে অতি বৃহৎ সৈন্যদল সমর্পণ
করিলেন, কারণ লোকেরা আপনাদের পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিল।
এইরূপে অরামীয়েরা যোয়াশের বিচার সাধন
২৫ করিল। তাহারা তাঁহাকে অতিশয় রুগ্ন অবস্থায়
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর, তাঁহার দাসেরা
যিহোয়াদা যাজকের পুত্রদের রক্তপাত প্রযুক্ত তাঁ-
হার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার শয্যার উপরে
তাঁহাকে বধ করিল, এবং তিনি মরিলে পর
দায়ূদ-নগরে তাঁহার কবর দিল বটে, কিন্তু রাজ-
২৬ গণের কবরস্থানে দিল না। অম্মোনীয়া শিমি-
য়তের পুত্র সাবদ ও মোয়াবীয়া শিম্রীতের পুত্র
যিহোষাবদ, এই দুই জন তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত
করিয়াছিল।
২৭ তাঁহার পুত্রদের কথা, তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর
ভার-বাণীর কথা ও ঈশ্বরের গৃহ সারাইবার বিব-
রণ, দেখ, এই সকল রাজাদের ইতিহাসপুস্তকের
ব্যাখ্যান-গ্রন্থে লিখিত আছে; পরে তাঁহার পুত্র
অমৎসিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

অমৎসিয় রাজার বিবরণ।

২৫ অমৎসিয় পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে উনত্রিশ
বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার
নাম যিহোয়দ্দন, তিনি যিরূশালেম-নিবাসিনী।
২ অমৎসিয় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা
করিতেন বটে, কিন্তু একাগ্রচিত্তে করিতেন না।

Digitized by Google

৩ পরে রাজ্য তাঁহার অধিকারে স্থির হইলে
তাঁহার যে দাসেরা তাঁহার পিতা রাজাকে বধ
করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি বধ করিলেন।
৪ কিন্তু তাহাদের সন্তানদিগকে বধ করিলেন না,
কেননা ব্যবস্থাগ্রন্থে, মোশির পুস্তকে সদাপ্রভুর
এই আজ্ঞা লিখিত আছে, সন্তানের পরিবর্ত্তে
পিতা, কিম্বা পিতার পরিবর্ত্তে সন্তান মারা
যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপ
প্রযুক্ত মরিবে।
৫ পরে অমৎসিয় যিহূদাকে একত্র করিয়া, সমস্ত
যিহূদা ও সমস্ত বিন্যামীন সম্বন্ধীয় পিতৃকুলানু-
সারে সহস্রপতি ও শতপতিগণের অধীনে লোক-
দিগকে দাঁড় করাইলেন, এবং বিংশতি বৎসর ও
ততোধিক বয়স্ক লোকদিগকে গণনা করিয়া
দেখিলেন, তাহারা বড়শা ও ঢাল ধরিতে সক্ষম,
এবং যুদ্ধে গমনযোগ্য তিন লক্ষ মনোনীত লোক।
৬ আর তিনি এক শত মণ রৌপ্য বেতন দিয়া ইস্রা-
য়েল হইতে এক লক্ষ বিক্রমশালী লোক লইলেন।
৭ কিন্তু ঈশ্বরের এক জন লোক তাঁহার নিকটে
আসিয়া কহিলেন, হে রাজন্, ইস্রায়েলের সৈন্য
আপনকার সঙ্গে না যাউক; কারণ ইস্রায়েলের
সঙ্গে, অর্থাৎ সমস্ত ইফ্রয়িম-সন্তানের সঙ্গে সদা-
৮ প্রভু থাকেন না। তুমিই গিয়া কার্য্য কর, যুদ্ধার্থে
বলবান হও; নতুবা ঈশ্বর শত্রুর সম্মুখে
তোমাকে নিপাত করিবেন, যেহেতুক সাহায্য
করিতে ও নিপাত করিতে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে।
৯ তাহাতে অমৎসিয় ঈশ্বরের লোককে কহিলেন,
ভাল, কিন্তু সেই ইস্রায়েলীয় সৈন্যদলকে যে
এক শত মণ রৌপ্য দিয়াছি, তাহার জন্য কি
করা যায়? ঈশ্বরের লোক কহিলেন, সদাপ্রভু
আপনাকে ইহা অপেক্ষা প্রচুর দিতে পারেন।
১০ তাহাতে অমৎসিয় তাহাদিগকে অর্থাৎ ইফ্রয়িম
হইতে আপনার নিকটে আগত সেই সৈন্যদিগকে
আপন আপন গৃহে পাঠাইবার জন্য পৃথক্
করিলেন; অতএব যিহূদার বিরুদ্ধে তাহাদের
ক্রোধ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল, তাহারা মহা-
কোপান্বিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।
১১ পরে অমৎসিয় আপনাকে বলবান করিলেন,
এবং আপন লোকদিগকে বাহির করিয়া লবণো-
পত্যকায় গিয়া সেয়ীর-সন্তানদের দশ সহস্র
১২ লোককে বধ করিলেন। অধিকন্তু যিহূদার সন্তান-
গণ তাহাদের দশ সহস্র জীবিত লোককে বন্দি
করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদিগকে শৈল-
শিখরে উপস্থিত করিয়া শৈলশিখর হইতে নীচে
ফেলিয়া দিল, তাহাতে তাহারা সকলে চূর্ণ হইয়া
১৩ গেল। কিন্তু অমৎসিয় আপনার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা
করিতে না দিয়া যে সৈন্যদল ফিরিয়া পাঠাইয়া-
ছিলেন, সেই দলের লোকেরা শমরিয়া অবধি
বৈৎ-হোরোণ পর্য্যন্ত যিহূদার নগর সকল আক্র-
মণ করিয়া তাহাদের তিন সহস্র লোককে আঘাত
করিল, এবং প্রচুর লুট দ্রব্য গ্রহণ করিল।
১৪ ইদোমীয়দিগকে সংহার করিয়া ফিরিয়া
আসিবার পর অমৎসিয় সেয়ীর-সন্তানগণের
দেবগণকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন, আপনার
দেবতা বলিয়া তাহাদিগকে স্থাপন করিলেন,
এবং তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে ও তাহা-
১৫ দের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে লাগিলেন। তাহাতে
অমৎসিয়ের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত
হইল, তিনি তাঁহার নিকটে এক জন ভাববাদীকে
পাঠাইলেন; ভাববাদী তাঁহাকে কহিলেন, ঐ
লোকদের যে দেবগণ আপনকার হস্ত হইতে
আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করে নাই, আপনি
১৬ তাহাদের অন্বেষণ কেন করিতেছেন? তিনি এই
কথা কহিলে রাজা তাঁহাকে কহিলেন, লোকে
কি তোমাকে রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছে?
ক্ষান্ত হও, কেন মার খাইবে? তাহাতে সেই
ভাববাদী ক্ষান্ত হইলেন, তথাপি কহিলেন, আমি
জানি, ঈশ্বর আপনাকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প
করিয়াছেন, কেননা আপনি এই কার্য্য করিয়া-
ছেন, আর আমার পরামর্শে কাণ কেন দেন নাই।
১৭ পরে যিহূদার অমৎসিয় রাজা মন্ত্রণা গ্রহণ
করিয়া যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র ইস্রা-
য়েল-রাজ যোয়াশের নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন,
১৮ আইস, আমরা পরস্পর মুখ দর্শন করি। তখন
ইস্রায়েলের যোয়াশ রাজা যিহূদার অমৎসিয়
রাজার নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন, লিবানোনস্থ
শিয়ালকাঁটা লিবানোনস্থ এরসবৃক্ষের নিকটে
বলিয়া পাঠাইল, আমার পুত্রের সহিত তোমার
কন্যার বিবাহ দেও; ইতিমধ্যে লিবানোনস্থ
এক বন্য পশু চলিতে চলিতে সেই শিয়ালকাঁটা
১৯ দলাইয়া ফেলিল। তুমি কহিতেছ, দেখ, আমি
ইদোমকে আঘাত করিয়াছি; এই জন্য দর্প করিতে
তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; তুমি এখন ঘরে
বসিয়া থাক, অমঙ্গলের সহিত বিরোধ করিতে
কেন প্রবৃত্ত হইবে? এবং তুমি ও যিহূদা, উভয়ে
২০ কেন পতিত হইবে? কিন্তু অমৎসিয় কথা শুনি-
লেন না, কারণ লোকেরা ইদোমীয় দেবগণের অন্বে-
ষণ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা যেন শত্রুহস্তগত
২১ হয়, তজ্জন্য ঈশ্বর হইতে এই ঘটনা হইল। পরে
ইস্রায়েলের যোয়াশ রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন,
এবং যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎশেমশে তিনি ও
যিহূদার অমৎসিয় রাজা পরস্পর মুখ দর্শন
২২ করিলেন। তখন ইস্রায়েলের সম্মুখে যিহূদা
পরাজিত হইয়া প্রত্যেক জন আপন আপন
২৩ তাম্বুতে পলায়ন করিল। আর ইস্রায়েল-রাজ
যোয়াশ বৈৎশেমশে যিহোয়াহসের পৌত্র

Digitized by Google

যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় নামক যিহূদার
রাজাকে ধরিয়া লইয়া যিরূশালেমে আনিলেন,
এবং ইফ্রয়িমের দ্বার অবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত
যিরূশালেমের চারি শত হস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
২৪ ফেলিলেন। আর ঈশ্বরের গৃহে ওবেদ-ইদোমের
অধীনে যে সকল স্বর্ণ, রৌপ্য ও পাত্র ছিল, তাহা
এবং রাজবাটীর সমস্ত ধন ও বন্ধকরূপে কতক-
গুলি মনুষ্যকে লইয়া শমরিয়াতে ফিরিয়া
গেলেন।

২৫ ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশের
মৃত্যুর পরে যিহূদা-রাজ যোয়াশের পুত্র অমৎ-
সিয় আরও পনের বৎসর জীবিত থাকিলেন।
২৬ অমৎসিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত কি
যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস-
পুস্তকে লিখিত নাই?

২৭ অমৎসিয় সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে বিমুখ
হইলে পর লোকেরা যিরূশালেমে তাঁহার বিরুদ্ধে
চক্রান্ত করিল, তাহাতে তিনি লাখীশে পলায়ন
করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
লাখীশে লোক পাঠাইয়া সে স্থানে তাঁহাকে বধ
২৮ করাইল। পরে তাঁহাকে অশ্ব-পৃষ্ঠে করিয়া
আনিয়া যিহূদার নগরে তাঁহার পিতৃপুরুষদের
সহিত তাঁহার কবর দিল।

উষিয় রাজার বিবরণ।

২৬ তখন যিহূদার সমস্ত লোক ষোড়শ বৎসর
বয়স্ক উষিয়কে লইয়া তাঁহার পিতা অমৎ-
২ সিয়ের পদে রাজা করিল। রাজা [অমৎসিয়]
আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত হইলে
পর তিনি এলৎ [নগর] গাঁথিলেন, এবং তাহা
৩ পুনর্ব্বার যিহূদার অধীন করিলেন। উষিয়
ষোড়শ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিয়া যিরূশালেমে বাওয়ান্ন বৎসর কাল রাজত্ব
করিলেন; তাঁহার মাতার নাম যিখলিয়া, তিনি
৪ যিরূশালেম-নিবাসিনী। উষিয় আপন পিতা
অমৎসিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর
৫ সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিতেন। আর
ঈশ্বরীয় দর্শনে বুদ্ধিমান যে সখরিয়, তাঁহার
সমস্ত জীবনকালে তিনি ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে
থাকিলেন; আর যত কাল সদাপ্রভুর অন্বেষণ
করিলেন, তত কাল ঈশ্বর তাঁহাকে কৃতকার্য্য
৬ করিলেন। আর তিনি যাত্রা করিয়া পলেষ্টীয়-
দের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং গাতের প্রাচীর,
যব্নির প্রাচীর ও অস্দোদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
ফেলিলেন, এবং অস্দোদ অঞ্চলে ও পলেষ্টীয়-
দের মধ্যে কতকগুলি নগর নির্ম্মাণ করিলেন।
৭ আর ঈশ্বর পলেষ্টীয়দের, গূরবাল-নিবাসী
আরবীয়দের ও মিয়ূনীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহার
৮ সাহায্য করিলেন। আর অম্মোনীয়েরা উষিয়কে
উপঢৌকন দিল, এবং তাঁহার নাম মিসরের
সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল; বস্তুতঃ তিনি অতিশয়
৯ শক্তিমান হইলেন। আর উষিয় যিরূশালেমের
কোণের দ্বারে, উপত্যকার দ্বারে ও প্রাচীরের
১০ কোণে উচ্চ গৃহ গাঁথিয়া দৃঢ় করিলেন। আর তিনি
প্রান্তরে কতকগুলি উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন ও
অনেক কূপ খুদিলেন, কেননা তাঁহার যথেষ্ট
পশুধন ছিল, নিম্নদেশে ও সমভূমিতেও তাহাই
করিলেন; এবং পর্ব্বতে ও কর্ম্মিলে কৃষকগণ ও
দ্রাক্ষাকৃষকগণ ছিল; কারণ তিনি কৃষিকর্ম্ম ভাল
১১ বাসিতেন। অধিকন্তু উষিয়ের যুদ্ধকারী সৈন্য-
সামন্ত ছিল; রাজার হনানীয় নামক এক জন
সেনাপতির অধীনে যিয়ূয়েল লেখকের ও মাসেয়
শাসনকর্ত্তার হস্তলিখিত সংখ্যানুসারে তাহারা
১২ দলে দলে যুদ্ধযাত্রা করিত। পিতৃকুলপতিগণ,
বিক্রমশালী লোক, সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র ছয় শত
১৩ জন ছিল। আর তাহাদের অধীনে সৈন্যবল,
শত্রুর বিরুদ্ধে রাজার সাহায্য করণার্থে পরা-
ক্রমে যুদ্ধকারী তিন লক্ষ সাত সহস্র পাঁচ শত
১৪ লোক ছিল। উষিয় সেই সকল সৈন্যের নিমিত্তে
ঢাল, বড়শা, শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম ও ধনুক এবং ফিঙ্গার
১৫ প্রস্তর প্রস্তুত করিলেন। আর যিরূশালেমে তিনি
শিল্পীদের কল্পনাকৃত যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া
তদ্দ্বারা বাণ ও বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থে
দুর্গ সকলের পৃষ্ঠে ও প্রাচীরের চূড়াতে তাহা
স্থাপন করিলেন। তিনি আশ্চর্য্য সাহায্য প্রাপ্ত
হইয়া অতীব শক্তিমান হওয়াতে তাঁহার নাম
দূরদেশে ব্যাপ্ত হইল।

১৬ কিন্তু শক্তিমান হইলে পর তাঁহার মন উদ্ধত
হইল, তিনি দুরাচরণ করিলেন, আর তিনি
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করি-
লেন; কেননা তিনি ধূপবেদির উপরে ধূপ
জ্বালাইতে সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।
১৭ তাহাতে অসরিয় যাজক ও তাঁহার সহিত সদা-
প্রভুর আশী জন বীর্য্যবান যাজক তাঁহার পশ্চাৎ
১৮ প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা উষিয় রাজার সম্মুখে
দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে উষিয়, সদা-
প্রভুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে আপনকার অধি-
কার নাই, কিন্তু হারোণের সন্তান যে যাজকেরা
ধূপ জ্বালাইবার জন্য পবিত্রীকৃত হইয়াছে,
তাহাদেরই অধিকার আছে; আপনি ধর্ম্মধাম
হইতে বাহির হউন, কেননা আপনি সত্যলঙ্ঘন
করিয়াছেন, এ বিষয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর হইতে
১৯ আপনকার গৌরব হইবে না। তখন উষিয়
কোপান্বিত হইলেন, আর তৎকালে ধূপ জ্বালাই-
বার জন্য তাঁহার হস্তে এক ধূনাচি ছিল; কিন্তু
তিনি যাজকদের প্রতি কোপাবিষ্ট থাকিতে

Digitized by Google

থাকিতেই সদাপ্রভুর গৃহে যাজকদের সাক্ষাতে
ধূপবেদির সমীপে তাঁহার কপালে কুষ্ঠরোগ
২০ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন প্রধান যাজক অসরিয় ও
অন্য সকল যাজক তাঁহার প্রতি অবলোকন করি-
লেন, আর দেখ, তাঁহার কপালে কুষ্ঠ হইয়াছে;
তখন তাঁহারা তাঁহাকে বেগে তথা হইতে দূর
করিয়া দিলেন, এমন কি, তিনি আপনিও বাহিরে
যাইতে ত্বরান্বিত হইলেন, কেননা সদাপ্রভু তাঁ-
২১ হাকে আঘাত করিয়াছিলেন। আর উষিয় রাজা
মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগী হইয়া রহিলেন; কুষ্ঠী
হওয়াতে তিনি স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিলেন, কেননা
তিনি সদাপ্রভুর গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া-
ছিলেন; তাহাতে তাঁহার পুত্র যোথম রাজ-
বাটীর কর্ত্তা হইয়া দেশের লোকদের শাসন
করিতে লাগিলেন।
২২ উষিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত আমো-
সের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদী লিখিয়াছেন।
২৩ পরে উষিয় আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলে লোকেরা তাঁহার পিতৃপুরুষদের সহিত
রাজাদের কবর-স্থানের ক্ষেত্রে তাঁহার কবর দিল,
কারণ তাহারা কহিল, তিনি কুষ্ঠী। পরে তাঁহার
পুত্র যোথম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

যোথম রাজার বিবরণ।

২৭ যোথম পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর
রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম যিরূশা,
২ তিনি সাদোকের কন্যা। যোথম আপন পিতা
উষিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
যাহা ন্যায্য তাহা করিতেন, কিন্তু সদাপ্রভুর
মন্দিরে যাইতেন না; এবং লোকেরা তৎকালেও
৩ দুরাচরণ করিত। তিনি সদাপ্রভুর গৃহের উচ্চতর
দ্বার গাঁথাইলেন, এবং ওফলের ভিত্তির অনেক
৪ স্থান গাঁথাইলেন; আর তিনি যিহূদার পর্ব্বতীয়
দেশের নানা স্থানে নগর এবং নানা বনে গড় ও
৫ দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি অম্মোন-সন্তান-
গণের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে
জয় করিলেন; তাহাতে অম্মোন-সন্তানগণ সেই
বৎসরে তাঁহাকে এক শত মণ রৌপ্য, দশ সহস্র
মণ গোম ও দশ সহস্র মণ যব দিল; এবং দ্বিতীয়
ও তৃতীয় বৎসরেও অম্মোন-সন্তানগণ তাঁহাকে
৬ তত দিল। এইরূপে যোথম শক্তিমান হইলেন,
কেননা তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
আপন পথ সরল করিয়াছিলেন।
৭ যোথমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, তাঁহার সমস্ত যুদ্ধ
ও চরিত্র, দেখ, ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের
৮ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। তিনি পঁচিশ
বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূ-
৯ শালেমে ষোল বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে
যোথম আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলে লোকেরা তাঁহাকে দায়ূদ-নগরে কবর
দিল, এবং তাঁহার পুত্র আহস তাঁহার পদে
রাজা হইলেন।

আহস রাজার বিবরণ।

২৮ আহস বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল
বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন; তিনি আপন
পিতৃপুরুষ দায়ূদের ন্যায় সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
২ ন্যায্য তাহা করিতেন না; কিন্তু ইস্রায়েলের
রাজাদের পথে চলিতেন, আর বাল দেবগণের
উদ্দেশে ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইলেন।
৩ আর তিনি হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে ধূপ
জ্বালাইতেন, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের সম্মুখ হইতে যে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত
করিয়াছিলেন, তাহাদের বীভৎস ব্যবহারানু-
সারে তিনি আপন সন্তানদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ
৪ করিলেন। আর তিনি নানা উচ্চস্থলীতে, পর্ব্ব-
তের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে
৫ বলিদান করিতেন ও ধূপ জ্বালাইতেন। অতএব
তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহাকে অরাম-রাজের
হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে অরামীয়েরা
তাঁহাকে পরাজয় করিল, এবং তাঁহার অনেক
লোককে বন্দি করিয়া দম্মেশকে লইয়া গেল।
অধিকন্তু তিনি ইস্রায়েলের রাজার হস্তেও সম-
র্পিত হইলেন, ইনিও মহাসংহারে তাঁহাকে পরা-
৬ জয় করিলেন। কারণ রমলিয়ের পুত্র পেকহ
যিহূদায় এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বীর্য্যবান
লোককে এক দিনে বধ করিলেন, যেহেতুক
তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদা-
৭ প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিল। আর সিখ্রি নামে
এক জন ইফ্রয়িমীয় বিক্রমশালী লোক রাজার
পুত্র মাসেয়কে, বাটীর অধ্যক্ষ অস্রীকামকে ও
রাজার প্রধান অমাত্য ইল্কানাকে বধ করিল।
৮ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের ভ্রাতৃগণের
স্ত্রী পুত্র কন্যা দুই লক্ষ প্রাণীকে বন্দি করিয়া
লইয়া গেল, এবং তাহাদের অনেক দ্রব্যও লুট
করিল, আর সেই সকল লুটিত বস্তু শমরিয়াতে
৯ লইয়া গেল। কিন্তু তথায় ওদেদ নামে সদাপ্রভুর
এক জন ভাববাদী ছিলেন; তিনি শমরিয়াতে
প্রত্যাগত সৈন্যসামন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ,
তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যিহূ-
দার উপরে ক্রুদ্ধ হওয়াতে তোমাদের হস্তে তাহা-
দিগকে সমর্পণ করিয়াছেন, আর তোমরা গগন-
স্পর্শী ক্রোধাগ্নি দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিয়াছ।

১০ আর এখন যিহূদার ও যিরূশালেমের লোক-
দিগকে আপনাদের দাস দাসী করিয়া বশে
রাখিবার মানস করিতেছ; কিন্তু তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেরও কি
১১ দোষ নাই? অতএব এখন আমার কথা শুন;
তোমরা আপনাদের ভ্রাতৃগণ হইতে যাহাদিগকে
বন্দি করিয়া আনিয়াছ, তাহাদিগকে ফিরিয়া
পাঠাইয়া দেও; কেননা সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ
১২ তোমাদের উপরে রহিয়াছে। তখন ইফ্রয়িম-
সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন প্রধান লোক, অর্থাৎ
যিহোহাননের পুত্র অসরিয়, মশিল্লেমোতের
পুত্র বেরিখিয়, শল্লুমের পুত্র যিহিষ্কিয় ও হদ্‌-
লয়ের পুত্র অমাসা যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রত্যাগত
১৩ লোকদের বিপক্ষে উঠিলেন, এবং তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা বন্দিদিগকে এ স্থানে আনিও
না; কেননা আমাদের পাপ ও দোষ সকলের
উপরে তোমরা সদাপ্রভুর নিকটে আমাদিগকে
[আরও] দোষগ্রস্ত করিতে মানস করিতেছ;
আমাদের ত মহাদোষ হইয়াছে, ও ইস্রায়েলের
১৪ উপরে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ রহিয়াছে। তখন
অস্ত্রধারী লোকেরা সেই বন্দিদিগকে ও লুটিত
বস্তু সকল অধ্যক্ষদের ও সমস্ত সমাজের সম্মুখে
১৫ রাখিল। পরে উপরিউক্ত নামবিশিষ্ট পুরুষেরা
উঠিয়া বন্দিদিগকে লইয়া লুটিত বস্ত্র দ্বারা,
তাহাদের মধ্যে যাহারা উলঙ্গ ছিল, সকলকে
পরিচ্ছন্ন করিলেন, তাহাদের গাত্রে বস্ত্র ও পায়ে
পাদুকা দিলেন, তাহাদিগকে ভোজন পান করা-
ইলেন, তাহাদের গাত্রে তৈল মর্দ্দন করাইলেন,
এবং অসমর্থ সকলকে গর্দ্দভে চড়াইয়া খর্জ্জূরপুর
যিরীহোতে তাহাদের ভ্রাতাদের নিকটে তাহা-
দিগকে লইয়া গেলেন; পরে আপনারা শমরি-
য়াতে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৬ ঐ সময়ে আহস রাজা সাহায্য প্রার্থনা করিতে
অশূরীয় রাজাদের নিকটে লোক প্রেরণ করি-
১৭ লেন। কারণ ইদোমীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া
যিহূদাকে পরাজয় করিয়া অনেক লোক বন্দি
১৮ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আর পলেষ্টীয়েরা
নিম্নভূমির ও যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলের নগর সকল
আক্রমণ করিয়া বৈৎশেমশ, অয়ালোন, গদে-
রোৎ, সোখো ও তাহার উপনগর, তিম্না ও তাহার
উপনগর, এবং গিম্সো ও তাহার উপনগর হস্ত-
গত করিয়া সেই সকল স্থানে বসতি করিয়া-
১৯ ছিল। কেননা ইস্রায়েলের আহস রাজার জন্য
সদাপ্রভু যিহূদাকে খর্ব্ব করিলেন, কারণ তিনি
যিহূদায় স্বৈরাচার এবং সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
২০ নিতান্ত সত্যলঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অনন্তর অশূর-
রাজ তিল্‌গৎ-পিল্‌নেষর তাঁহার নিকটে আসি-
লেন বটে, কিন্তু তাঁহার বলবৃদ্ধি না করিয়া
২১ তাঁহাকে ক্লেশ দিলেন। বস্তুতঃ আহস সদাপ্রভুর
গৃহ, রাজবাটী ও অধ্যক্ষদের ধন লইয়া অশূর-
রাজকে ধন দিলেও তাঁহার কিছু সাহায্য হইল
২২ না। তথাপি ক্লেশের সময়ে তিনি, সেই আহস
রাজা, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে আরও সত্যলঙ্ঘন করি-
২৩ লেন। কারণ যে দম্মেশক তাঁহাকে পরাজয়
করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার দেবগণের উদ্দেশে
বলিদান করিলেন; আরও কহিলেন, অরামীয়
রাজাদের দেবগণই তাঁহাদের সাহায্য করেন,
অতএব আমি তাঁহাদেরই উদ্দেশে বলিদান
করিব, তাহাতে তাঁহারা আমারও সাহায্য করি-
বেন। কিন্তু তাহারাই তাঁহার ও সমস্ত ইস্রা-
২৪ য়েলের বিনাশের কারণ হইল। পরে আহস
ঈশ্বরের গৃহের পাত্র সকল একত্র করিলেন, ঈশ্ব-
রের গৃহের সেই সকল পাত্র কাটিয়া খণ্ড খণ্ড
করিলেন, সদাপ্রভুর গৃহের কবাট সকল রুদ্ধ
করিলেন, এবং যিরূশালেমের প্রত্যেক কোণে
আপনার জন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন।
২৫ আর তিনি ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাই-
বার নিমিত্তে যিহূদার প্রত্যেক নগরে উচ্চস্থলী
নির্ম্মাণ করিলেন; এইরূপে তিনি আপন পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিলেন।
২৬ তাঁহার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও আদ্যোপান্ত সমস্ত
চরিত্র, দেখ, যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের
২৭ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। পরে আহস
আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত হইলে
লোকেরা তাঁহাকে নগরে অর্থাৎ যিরূশালেমে
কবর দিল, ইস্রায়েলের রাজাদের কবরে স্থান
দেয় নাই; পরে তাঁহার পুত্র হিষ্কিয় তাঁহার
পদে রাজা হইলেন।

হিষ্কিয় রাজার বিবরণ।

২৯ হিষ্কিয় পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া ঊনত্রিশ বৎসর কাল
যিরূশালেমে রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার
২ নাম অবিয়া, তিনি সখরিয়ের কন্যা। হিষ্কিয়
আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত কার্য্যানুসারে
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিতেন।
৩ তিনি আপন অধিকারের প্রথম বৎসরের প্রথম
মাসে সদাপ্রভুর গৃহের কবাট সকল খুলিয়া
৪ সারাইলেন। আর যাজক ও লেবীয়দিগকে আনা-
ইয়া পূর্ব্বদিকের চকে একত্র করিয়া কহিলেন,
৫ হে লেবীয়েরা, আমার বাক্য শুন। তোমরা এখন
আপনাদিগকে পবিত্র কর, ও আপন পিতৃপুরু-
ষের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ পবিত্র কর, এবং
পবিত্র স্থান হইতে অশৌচ দূর করিয়া দেও।
৬ কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা সত্যলঙ্ঘন
করিয়াছেন, ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে

Digitized by Google

যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছেন, আর তাঁহারা
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ও সদাপ্রভুর আবাস
হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার দিকে পৃষ্ঠদেশ
৭ ফিরাইয়াছেন; আর তাঁহারা বারাণ্ডার কবাট
সকল বন্ধ করিয়াছেন, এবং প্রদীপ সকল নির্ব্বাণ
করিয়াছেন, ও পবিত্র স্থানে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
৮ উদ্দেশে ধূপদাহ ও হোম করেন নাই। এই জন্য
যিহূদার ও যিরূশালেমের উপরে সদাপ্রভুর
ক্রোধ বর্ত্তিল; তাই তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ
যে, তিনি তাহাদিগকে বিক্ষেপের, চমৎকারের ও
৯ পরিহাসের পাত্র করিয়াছেন। আর দেখ, সেই
জন্য আমাদের পিতারা খড়্গে পতিত হইয়াছেন,
এবং আমাদের পুত্রকন্যা ও ভার্য্যাগণ বন্দি
১০ হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের হইতে
তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্য
আমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
নিয়ম নির্দ্ধারণ করিব, ইহাই এখন আমার
১১ মনস্থ। হে আমার বৎসগণ, তোমরা শিথিল
হইও না, কেননা তোমরা যেন সদাপ্রভুর সম্মুখে
দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা কর, এবং তাঁহার
পরিচারক ও ধূপদাহক হও, এই নিমিত্তে তিনি
তোমাদিগকেই মনোনীত করিয়াছেন।
১২ তখন লেবীয়েরা উঠিল, কহাতীয়দের সন্তান-
গণের মধ্যে অমাসয়ের পুত্র মাহৎ ও অসরিয়ের
পুত্র যোয়েল, মরারির সন্তানগণের মধ্যে অব্দির
পুত্র কীশ ও যিহলিলেলের পুত্র অসরিয়,
গের্শোনীয়দের মধ্যে সিম্মের পুত্র যোয়াহ ও
১৩ যোয়াহের পুত্র এদন, ইলীষাফনের সন্তানদের
মধ্যে শিম্রি ও যিয়ূয়েল, আর আসফের সন্তান-
১৪ দের মধ্যে সখরিয় ও মত্তনিয়, হেমনের সন্তান-
দের মধ্যে যিহূয়েল ও শিমিয়ি, এবং যিদূথূনের
১৫ সন্তানদের মধ্যে শময়িয় ও উষীয়েল; এই সকল
লোক আপনাদের ভ্রাতৃগণকে একত্র করিয়া
আপনাদিগকে পবিত্র করিল, এবং সদাপ্রভুর
বাক্যমতে রাজাজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর গৃহ শুচি
১৬ করিতে আসিল। যাজকেরা শুচি করণার্থে সদা-
প্রভুর গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া, সদাপ্রভুর মন্দিরের
মধ্যে যে সকল অশৌচ পাইল, সে সমস্ত বাহির
করিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে ফেলিল; পরে
লেবীয়েরা বাহিরে কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে লইয়া
১৭ যাইবার জন্য তাহা সংগ্রহ করিল। তাহারা
প্রথম মাসের প্রথম দিনে পবিত্র করিতে আরম্ভ
করিয়া মাসের অষ্টম দিনে সদাপ্রভুর বারাণ্ডাতে
আসিল; আর অষ্টাহের মধ্যে সদাপ্রভুর গৃহ
পবিত্র করিল, এবং প্রথম মাসের ষোড়শ দিবসে
১৮ তাহা সাঙ্গ করিল। পরে তাহারা রাজবাটীতে
হিষ্কিয় রাজার কাছে গিয়া কহিল, আমরা
সদাপ্রভুর সমস্ত গৃহ এবং হোমবেদি ও তাহার
পাত্র সকল, দর্শনীয় রুটীর মেজ ও তাহার পাত্র
১৯ সকল শুচি করিয়াছি। আর আহস রাজা আপ-
নার রাজত্বকালে সত্যলঙ্ঘন করিয়া যে সকল
পাত্র ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সে সকল আমরা
প্রস্তুত করিয়া পবিত্র করিয়াছি; দেখুন, সে
সমস্ত সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে রহিয়াছে।
২০ পরে হিষ্কিয় রাজা প্রত্যূষে উঠিয়া নগরা-
ধ্যক্ষদিগকে একত্র করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে গেলেন।
২১ পরে তাঁহারা রাজ্যের, ধর্ম্মধামের ও যিহূদার
জন্য পাপ নিমিত্তক বলিরূপে সাতটী বৃষ, সাতটী
মেষ, সাতটী মেষশাবক ও সাতটী ছাগ উপস্থিত
করিলেন, তাহাতে তিনি সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির
উপরে হোম করিতে হারোণের সন্তান যাজক-
২২ দিগকে আজ্ঞা করিলেন। অতএব বৃষদিগকে
হনন করা হইলে যাজকেরা তাহাদের রক্ত লইয়া
বেদিতে প্রোক্ষণ করিল, এবং মেষদিগকে হনন
করা হইলে তাহাদের রক্ত বেদিতে প্রোক্ষণ
করিল, এবং মেষশাবকদিগকে হনন করা হইলে
২৩ তাহাদের রক্ত বেদিতে প্রোক্ষণ করিল। পরে
পাপনিমিত্তক বলি ঐ ছাগ সকল রাজার ও সমা-
জের সম্মুখে আনীত হইলে তাহারা তাহাদের
২৪ উপরে হস্তার্পণ করিল। আর যাজকেরা সে সকল
হনন করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত
করণার্থে তাহাদের রক্ত দ্বারা বেদিতে প্রায়শ্চিত্ত
করিল, কেননা রাজার আজ্ঞায় সমস্ত ইস্রায়েলের
জন্য সেই হোম ও পাপনিমিত্তক বলিদান
২৫ করিতে হইল। আর তিনি দায়ূদের, রাজার দর্শক
গাদের ও নাথন ভাববাদীর আজ্ঞানুসারে করতাল,
তাল, নেবল ও বীণাধারী লেবীয়দিগকে সদা-
প্রভুর গৃহে স্থাপন করিলেন, যেহেতুক সদাপ্রভু
আপন ভাববাদীদের দ্বারা এই আজ্ঞা করিয়া-
২৬ ছিলেন। অতএব লেবীয়েরা দায়ূদের বাদ্যযন্ত্র
এবং যাজকেরা তূরী হস্তে করিয়া দাঁড়াইল।
২৭ পরে হিষ্কিয় বেদিতে হোম করিতে আজ্ঞা করি-
লেন; আর যখন হোম আরম্ভ হইল, তখন
সদাপ্রভুর গান আরম্ভ হইল, এবং তূরী ও ইস্রা-
য়েল-রাজ দায়ূদের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল।
২৮ তাহাতে হোম সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত
সমাজ প্রণিপাত করিল, গায়কেরা গান করিল
২৯ ও তূরীবাদকেরা তূরী বাজাইল। পরে হোম
সাঙ্গ হইলে রাজা ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক
৩০ নত হইয়া প্রণিপাত করিলেন। পরে হিষ্কিয়
রাজা ও অধ্যক্ষগণ দায়ূদের ও আসফ দর্শকের
বাক্য দ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রশংসা-গীত-গান
করিতে লেবীয়দিগকে আজ্ঞা করিলেন। আর
তাহারা আনন্দপূর্ব্বক প্রশংসা-গীত গান করিল,
৩১ এবং মস্তক নমন করিয়া প্রণিপাত করিল। তখন
হিষ্কিয় উত্তর করিয়া কহিলেন, এখন সদাপ্রভুর

Digitized by Google

উদ্দেশে তোমাদের হস্তপূরণ হইল; নিকটে
আইস, সদাপ্রভুর গৃহে বলি ও স্তবার্থক উপহার
উপস্থিত কর; তখন সমাজ বলি ও স্তবার্থক
উপহার আনিল, ও যত লোকের চিত্তে প্রবৃত্তি
৩২ হইল, তাহারা হোমবলি আনিল। সমাজ
হোমার্থে যে সকল বলি আনিল, তাহার সংখ্যা
এই; সত্তর বৃষ, এক শত মেষ ও দুই শত মেষ-
শাবক, এই সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে দত্ত-হোম-
৩৩ বলি। আর ছয় শত বৃষ ও তিন সহস্র মেষ
৩৪ পবিত্রীকৃত হইল। কিন্তু যাজকগণের অল্পতা
প্রযুক্ত তাহারা হোমার্থক সকল পশুর চর্ম্ম
উন্মোচনে অসমর্থ হইল; অতএব সেই কার্য্য
যাবৎ সাঙ্গ না হয়, এবং অন্য সকল যাজক যাবৎ
আপনাদিগকে পবিত্র না করে, তাবৎ তাহাদের
লেবীয় ভ্রাতৃগণ তাহাদের সাহায্য করিল;
কেননা আপনাদিগকে পবিত্র করণে যাজকগণ
অপেক্ষা লেবীয়েরা অধিক সরলান্তঃকরণ ছিল।
৩৫ আর মঙ্গলার্থক বলি সকলের মেদ ও হোমবলি
সকলের উপযুক্ত পেয় নৈবেদ্যসহ সেই হোমীয়
যজ্ঞ প্রচুর হইয়াছিল। এইরূপে সদাপ্রভুর গৃহ
৩৬ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম পরিপাটীক্রমে চলিল। আর ঈশ্বর
লোকদের জন্য এমন পারিপাট্য বিধান করিয়া-
ছেন, ইহাতে হিষ্কিয় ও সমস্ত লোক আনন্দ
করিলেন; কেননা অকস্মাৎ সেই কার্য্য করা
হইয়াছিল।

৩০ পরে লোকেরা যেন ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করি-
বার জন্য যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহে আইসে,
এই জন্য হিষ্কিয় ইস্রায়েলের ও যিহূদার সর্ব্বত্র
দূত প্রেরণ করিলেন, এবং ইফ্রয়িম ও মনঃশিকেও
২ পত্র লিখিলেন। কারণ রাজা, তাঁহার অধ্যক্ষগণ
ও যিরূশালেমস্থ সমস্ত সমাজ দ্বিতীয় মাসে
নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন;
৩ কারণ প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প যাজক পবিত্রীকৃত
হইয়াছিল, এবং যিরূশালেমে প্রজা লোকেরা
সমাগত হয় নাই, সুতরাং তখনই তাহা পালন
৪ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইয়াছিল। এই বিষয়টী
রাজার ও সমস্ত সমাজের দৃষ্টিতে ন্যায্য বোধ
৫ হইল। অতএব লোকেরা যেন যিরূশালেমে
আসিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
নিস্তারপর্ব্ব পালন করে, এই জন্য তাহারা বের-
শেবা অবধি দান পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র
ঘোষণা করিতে স্থির করিল, কেননা তাহারা
[শাস্ত্রে] লিখিত বিধি অনুসারে বহুসংখ্যায়
৬ একত্র হইয়া তাহা পালন করে নাই। পরে
ধাবকগণ রাজার ও তাঁহার অধ্যক্ষদের হস্ত হইতে
পত্র লইয়া ইস্রায়েলের ও যিহূদার সর্ব্বত্র গমন
করিয়া রাজাজ্ঞানুসারে এই কথা কহিল, হে
ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা অব্রাহামের, ইস্-
হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি
ফির; তাহাতে তোমাদের যে অবশিষ্ট লোকেরা
অশূরের রাজাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে,
৭ তাহাদের প্রতি তিনি ফিরিবেন। তোমরা তোমা-
দের পিতৃপুরুষদের ও ভ্রাতৃগণের সদৃশ হইও না,
কেননা তোমরা দেখিতেছ, তাহারা আপন পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন
করাতে তিনি তাহাদিগকে বিনাশে সমর্পণ করিয়া-
৮ ছেন। অতএব তোমাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায়
তোমরা আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিও না,
কিন্তু সদাপ্রভুকে হস্ত দেও, এবং তিনি চির-
কালের জন্য যে স্থান পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহার
সেই ধর্ম্মধামে আসিয়া আপনাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর সেবা কর, তাহাতে তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ
৯ তোমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে। কেননা তোমরা
যদি পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর প্রতি ফির, তবে তোমা-
দের ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ যাহাদের দ্বারা বন্দি-
রূপে নীত হইয়াছে, তাহাদের কাছে কৃপা প্রাপ্ত
হইয়া এই দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিবে;
কারণ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাময় ও
স্নেহশীল; যদি তোমরা তাঁহার প্রতি ফির, তবে
তিনি তোমাদের হইতে মুখ ফিরাইবেন না।
১০ ধাবকগণ ইফ্রয়িম ও মনঃশি দেশের নগরে নগরে
সবূলূন পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে
১১ পরিহাস ও বিদ্রূপ করিল। তথাপি আশেরের,
মনঃশির ও সবূলূনের অনেকগুলি লোক বিনত
১২ হইয়া যিরূশালেমে আসিল। আর যিহূদাতেও
ঈশ্বরের হস্ত বিদ্যমান হইল, ফলতঃ তিনি তাহা-
দিগকে এক চিত্ত দিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
রাজার ও অধ্যক্ষদের আজ্ঞা পালন করিতে প্রবৃত্ত
করিলেন।
১৩ পরে দ্বিতীয় মাসে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব
পালনার্থে বিস্তর লোক, মহাসমাজ, যিরূশালেমে
১৪ একত্র হইল। আর তাহারা উঠিয়া যিরূশালেমস্থ
যজ্ঞবেদি সকল দূর করিল, এবং ধূপদাহার্থক
পাত্র সকলও দূর করিয়া কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে
১৫ নিক্ষেপ করিল। পরে দ্বিতীয় মাসের চতুর্দ্দশ
দিনে তাহারা নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন করিল;
আর যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হইয়া
আপনাদিগকে পবিত্র করিল, এবং সদাপ্রভুর
১৬ গৃহে হোমবলি উপস্থিত করিল। আর তাহারা
ঈশ্বরের লোক মোশির ব্যবস্থানুসারে আপনা-
দের প্রণালীক্রমে আপন আপন স্থানে দাঁড়াইল,
এবং যাজকেরা লেবীয়দের হস্ত হইতে রক্ত লইয়া
১৭ প্রোক্ষণ করিল। কেননা যাহারা আপনাদিগকে
পবিত্র করে নাই, এমন অনেক লোক সমাজের
মধ্যে ছিল; অতএব সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র

Digitized by Google

কারণার্থে লেবীয়েরা অশুচি সকল লোকের জন্য
নিস্তারপর্ব্বের বলিহনন-কার্য্যে নিযুক্ত হইল।
১৮ ফলতঃ বিস্তর লোক, ইফ্রয়িম, মনঃশি, ইষাখর
ও সবূলূন হইতে [আগত] অনেক লোক,
আপনাদিগকে শুচি করে নাই, কিন্তু লিখিত
বিধির বিপরীতে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন
করিল। কেননা হিষ্কিয় তাহাদের জন্য প্রার্থনা
১৯ করিয়া বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মধামের বিধি অনু-
সারে শুচি না হইলেও যে কেহ ঈশ্বরের অন্বেষণ,
আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ,
করিবার জন্য আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়াছে,
২০ মঙ্গলময় সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করুন। তাহাতে
সদাপ্রভু হিষ্কিয়ের বাক্যে অবধান করিয়া
২১ লোকদিগকে সুস্থ করিলেন। এইরূপে যিরূ-
শালেমে উপস্থিত ইস্রায়েল-সন্তানগণ সাত দিন
পর্য্যন্ত মহানন্দে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন
করিল, এবং লেবীয়েরা ও যাজকেরা প্রতিদিন
সদাপ্রভুর উদ্দেশে শব্দার্থক বাদ্য করিয়া সদা-
২২ প্রভুর প্রশংসা করিল। আর যে লেবীয়েরা সকলে
সদাপ্রভুর সেবাকার্য্যে সুদক্ষ ছিল, তাহাদিগকে
হিষ্কিয় চিত্তপ্রবোধক কথা কহিলেন; এইরূপে
তাহারা পর্ব্বের সাত দিন পর্য্যন্ত মঙ্গলার্থক
বলি উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিল, এবং
আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ
২৩ করিল। পরে সমস্ত সমাজ আর সাত দিন পালন
করিতে পরামর্শ করিল; এবং সেই সাত দিন
২৪ সানন্দে পালন করিল। বস্তুতঃ যিহূদার হিষ্কিয়
রাজা সমাজকে উপহার জন্য এক সহস্র বৃষ ও
সাত সহস্র মেষ দিলেন, এবং অধ্যক্ষেরা সমা-
জকে এক সহস্র বৃষ ও দশ সহস্র মেষ দিলেন,
আর যাজকদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে
২৫ পবিত্র করিল। আর যিহূদার সমস্ত সমাজ,
যাজকগণ, লেবীয়গণ ও ইস্রায়েল হইতে আগত
সমস্ত সমাজ, এবং ইস্রায়েল দেশ হইতে আগত
ও যিহূদায় বাসকারী বিদেশী সকলে আনন্দ
২৬ করিল। এইরূপে যিরূশালেমে বড় আনন্দ
হইল; কেননা ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের পুত্র
শলোমনের সময়াবধি যিরূশালেমে ঈদৃশ [উৎ-
২৭ সব] হয় নাই। পরে লেবীয় যাজকগণ উঠিয়া
লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; এবং তাহাদের
রব শ্রুত হইল, ফলতঃ তাহাদের প্রার্থনা তাঁহার
পবিত্র বাসস্থান স্বর্গে উপস্থিত হইল।

৩১ এই সমস্ত সাঙ্গ হইলে পর সেখানে উপ-
স্থিত সমস্ত ইস্রায়েল যিহূদার নগরে নগরে
গমন করিয়া স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল,
আশেরা-মূর্ত্তি সকল ছেদন করিল, এবং সমস্ত
যিহূদায়, বিন্যামীনে, ইফ্রয়িমে ও মনঃশিতে
উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল নিঃশেষে উৎপাটন
করিল; পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে
আপন আপন অধিকারে ও নগরে প্রত্যাগমন
করিল।
২ আর হিষ্কিয় হোমার্থক ও মঙ্গলার্থক বলি-
দান, পরিচর্য্যা, এবং সদাপ্রভুর শিবিরের দ্বার-
সমূহে স্তবগান ও প্রশংসা করিতে যাজকদিগকে
ও লেবীয়দিগকে আপন আপন কর্ম্মানুসারে
৩ পালার অনুক্রমে নিযুক্ত করিলেন। আর তিনি
সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় লিখনানুযায়ী হোমের জন্য,
প্রাতঃকালীয় ও সন্ধ্যাকালীয় হোমের জন্য, এবং
বিশ্রামবার, অমাবস্যা ও উৎসব সম্বন্ধীয় হোমের
জন্য, রাজার সম্পত্তি হইতে দেয় অংশ নিরূপণ
৪ করিলেন। আর যাজক ও লেবীয়গণ যেন সদা-
প্রভুর ব্যবস্থায় বলবন্ত থাকে, এই জন্য তিনি
তাহাদের অংশ তাহাদিগকে দিতে যিরূশালেম-
৫ নিবাসী লোকদিগকে আজ্ঞা করিলেন। এই
আজ্ঞা দেশে ব্যাপ্ত হইবামাত্র ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ শস্য, দ্রাক্ষারস, তৈল ও মধু এবং ভূমির
উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ অতি প্রচুররূপে
আনিল, এবং সকল দ্রব্যের দশমাংশ প্রচুররূপে
৬ আনিল। আর ইস্রায়েলের ও যিহূদার যে
সন্তানগণ যিহূদার নগরসমূহে বাস করিত,
তাহারাও গো ও মেষের দশমাংশ এবং আপনা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত পবিত্র
দ্রব্যের দশমাংশ আনিয়া রাশি রাশি করিল।
৭ তৃতীয় মাসে তাহারা সেই রাশি করিতে আরম্ভ
৮ করিয়া সপ্তম মাসে সমাপ্ত করিল। পরে হিষ্কিয়
ও অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাশি সকল দেখিয়া সদা-
প্রভুর ও তাঁহার প্রজা ইস্রায়েলের ধন্যবাদ করি-
৯ লেন। আর হিষ্কিয় সে সকল রাশির বিষয়ে
যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি-
১০ লেন। তাহাতে সাদোকের কুলজাত অসরিয়
নামে প্রধান যাজক তাঁহাকে এই উত্তর দিলেন,
যে অবধি লোকেরা সদাপ্রভুর গৃহে উপহার
আনিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই অবধি আমরা
ভোজন করিয়াছি, তৃপ্ত হইয়াছি, আর যথেষ্ট
উদ্বৃত্তও রাখিয়াছি; কেননা সদাপ্রভু আপন
প্রজাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাই এই
১১ বৃহৎ দ্রব্যরাশি উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পরে হিষ্কিয়
সদাপ্রভুর গৃহে কতকগুলি কুঠরী প্রস্তুত করিতে
আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে তাহারা কুঠরী প্রস্তুত
১২ করিল। আর তাহারা উপহার, দশমাংশ ও
পবিত্রীকৃত বস্তু বিশ্বস্তরূপে ভিতরে আনিল;
এবং তাহাদের উপরে লেবীয় কনানিয় অধ্যক্ষ
ছিলেন, ও তাঁহার ভ্রাতা শিমিয়ি দ্বিতীয় ছিলেন।
১৩ আর যিহীয়েল, অসসিয়, নহৎ, অসাহেল,
যিরেমোৎ, যোষাবদ, ইলীয়েল, যিস্মখিয়, মাহৎ
ও বনায়; ইহারা হিষ্কিয় রাজার ও ঈশ্বরের

Digitized by Google

গৃহের অধ্যক্ষ অসরিয়ের আজ্ঞাতে কনানিয় ও
তাঁহার ভ্রাতা শিমিয়ির অধীনে নিযুক্ত হইল।
১৪ আর যিম্নার পুত্র কোরি নামক যে লেবীয় পূর্ব্ব-
দিকের দ্বারপাল ছিল, সদাপ্রভুর প্রাপ্য উপহার
ও মহাপবিত্র বস্তু সকল বিতরণ করিবার জন্য
সে ঈশ্বরের উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত বস্তু সকলের
১৫ কর্ত্তা হইল। তাহার অধীনে এদন, মিন্যামীন,
যেশূয়, শময়িয়, অমরিয় ও শখনিয়, ইহারা
যাজকদের নগরে নগরে আপনাদের ছোট বড়
ভ্রাতাদিগকে পালানুসারে অংশ দিবার জন্য
১৬ নিরূপিত কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ইহাদের ছাড়া
তিন বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোক পুরুষগণের
বংশাবলিতে লিখিত হইয়াছিল, তাহারা দিন
দিন কে কে আপন পালানুসারে আপন রক্ষ-
ণীয়ের মতে আপন সেবাকার্য্যের জন্য সদাপ্রভুর
১৭ গৃহে প্রবেশ করিবে, [তাহা স্থির হইল]; আর
আপন আপন পিতৃকুলানুসারে যাজকদের এবং
বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়দের
বংশাবলি তাহাদের রক্ষণীয় ও পালানুসারে
১৮ লেখা গিয়াছিল। আর এক এক জনের সমস্ত
শিশু, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাশুদ্ধ [তাহাদের] সমস্ত
সমাজের বংশাবলি লেখা গিয়াছিল, কেননা
তাহারা নিরূপিত কার্য্যে পবিত্র অভিপ্রায়ে
১৯ আপনাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল। আর হারো-
ণের সন্তান যে যাজকগণ আপন আপন নগরে
পরিসরভূমিতে বাস করিত, তাহাদের প্রত্যেক
নগরে পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট কয়েকটী লোক
যাজকদের মধ্যে যাবতীয় পুরুষকে ও লেবীয়দের
মধ্যে বংশাবলিতে লিখিত সমস্ত লোককে অংশ
বিতরণ করিত।
২০ হিষ্কিয় যিহূদার সর্ব্বত্র এইরূপ করিলেন,
আর তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল,
২১ ন্যায্য ও সত্য তাহাই করিলেন। আর তিনি
আপন ঈশ্বরের অন্বেষণ করিবার জন্য ঈশ্বরীয়
গৃহের সেবাকার্য্য, ব্যবস্থা ও আজ্ঞার সম্বন্ধে যে
কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, তাহা সমস্ত অন্তঃ-
করণের সহিত করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন।

অশূরীয়দের পরাজয়।

৩২ এই সকল কর্ম্মের ও বিশ্বস্ত আচরণের
পরে অশূর-রাজ সন্হেরীব আসিয়া যিহূদা
দেশে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রাচীর-বেষ্টিত নগর
সকলের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপনপূর্ব্বক সে সমস্ত
২ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। যখন হিষ্কিয়
দেখিলেন, সন্হেরীব আসিয়াছেন, আর তিনি
যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উন্মুখ
৩ হইয়াছেন, তখন তিনি আপন অমাত্য ও বীর্য্য-
বান লোকদের সহিত নগরের বহিঃস্থিত উনুই
সকলের জল বন্ধ করিবার মন্ত্রণা করিলেন, এবং
৪ তাঁহারা তাঁহার সাহায্য করিলেন। অতএব
অনেক লোক একত্র হইয়া সমস্ত উনুই ও দেশের
মধ্যবাহী স্রোত বন্ধ করিল, তাহারা কহিল,
অশূরের রাজগণ আসিয়া কেন অনেক জল
৫ পাইবে? আর তিনি আপনাকে বলবান করিয়া
সমস্ত ভগ্ন প্রাচীর গাঁথিয়া দুর্গসমান উচ্চ করি-
লেন; অধিকন্তু তাহার বাহিরে আর এক প্রাচীর
গাঁথিলেন, ও দায়ূদ-নগরস্থ মিল্লো দৃঢ় করিলেন,
এবং প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র ও ঢাল প্রস্তুত করাইলেন।
৬ আর তিনি লোকদের উপরে সেনাপতিদিগকে
নিযুক্ত করিয়া নগরদ্বারের চকে আপনার নিকটে
তাহাদিগকে একত্র করিয়া এই চিত্তপ্রবোধক
৭ বাক্য কহিলেন, তোমরা বলবান হও, সাহস কর,
অশূর-রাজের সম্মুখে ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত
লোকসমারোহের সম্মুখে ভীত কি নিরাশ হইও
না; কারণ তাঁহার সহায় অপেক্ষা আমাদের
৮ সহায় মহান। মাংসময় বাহু তাঁহার সহায়,
কিন্তু আমাদের সাহায্য করিতে ও আমাদের
[পক্ষে] যুদ্ধ করিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
আমাদের সহবর্ত্তী আছেন। তখন লোকেরা
যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের বাক্যে নির্ভর করিল।
৯ তৎপরে অশূর-রাজ সন্হেরীব আপনি তৎ-
কালে সৈন্যসামন্তের সহিত লাখীশ অবরোধ
করেন, তৎকালে যিরূশালেমে যিহূদার রাজা
হিষ্কিয়ের নিকটে ও যিরূশালেমে উপস্থিত সমস্ত
যিহূদার নিকটে আপন দাসগণ দ্বারা এই কথা
১০ বলিয়া পাঠাইলেন; অশূর-রাজ সন্হেরীব এই
কথা কহেন, তোমরা কিসের উপর নির্ভর করি-
তেছ যে, যিরূশালেমে দুর্গমধ্যে বাস করিতেছ?
১১ হিষ্কিয় কি ক্ষুৎপিপাসায় মরিতে দিবার জন্য
তোমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে না? সে বলিতেছে,
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে অশূর-
১২ রাজের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন। ঐ হিষ্কিয়
কি তাঁহার উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল দূর করে
নাই? এবং 'তোমাদিগকে একই যজ্ঞবেদির
সম্মুখে প্রণিপাত করিতে ও তাহারই উপরে ধূপ
জ্বালাইতে হইবে,' এই আজ্ঞা কি যিহূদাকে ও
১৩ যিরূশালেমকে সে দেয় নাই? আমি ও আমার
পিতৃপুরুষেরা আমরা অন্যান্য দেশস্থ লোকদের
প্রতি যাহা করিয়াছি, তোমরা কি তাহা জান
না? সেই সকল দেশের জাতিগণের দেবতারা কি
কোন প্রকারে আমার হস্ত হইতে আপন আপন
১৪ দেশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে? আমার
পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতিকে নিঃশেষে বিনাশ
করিয়াছেন, তাহাদের যাবতীয় দেবতার মধ্যে
কে আপন প্রজাদিগকে আমার হস্ত হইতে উদ্ধার
করিতে পারিয়াছিল? তবে তোমাদের ঈশ্বর

Digitized by Google

আমার হস্ত হইতে যে তোমাদিগকে উদ্ধার
১৫ করিতে পারেন, ইহা কি সম্ভব ? অতএব হিষ্কিয়
তোমাদিগকে না ভুলাউক, ও এইরূপে মুগ্ধ না
করুক ; তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিও না ;
কেননা আমার হস্ত হইতে ও আমার পিতৃপুরুষ-
দের হস্ত হইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার
করিতে কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের কোন দেবতা-
রই সাধ্য নাই ; তবে তোমাদের ঈশ্বর কি তোমা-
দিগকে আমার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন ?
১৬ আর রাজার দাসগণ সদাপ্রভু ঈশ্বরের ও
তাঁহার দাস হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে আরও অধিক
১৭ কথা কহিল। আর তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভুকে টিটকারি দিবার জন্য ও তাঁহার
বিরুদ্ধে কথা বলিবার জন্য এইরূপ পত্রও লিখি-
লেন, অন্যান্য দেশীয় জাতিগণের দেবগণ যেমন
আমার হস্ত হইতে আপন আপন লোকদিগকে
উদ্ধার করে নাই, তদ্রূপ হিষ্কিয়ের ঈশ্বরও
আপন প্রজাদিগকে আমার হস্ত হইতে উদ্ধার
১৮ করিবেন না। আর যিরূশালেমের যে লোকেরা
প্রাচীরের উপরে ছিল, তাহাদিগকে ভয় দেখাই-
বার ও বিহ্বল করিবার জন্য তাহারা অতি
উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষায় তাহাদিগের কাছে
চেঁচাইতে লাগিল ; নগর হস্তগত করিবার জন্যই
১৯ [সেইরূপ করিল]। আর পৃথিবীস্থ জাতিগণের
যে দেবগণ মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত, তাহাদের বিপরীতে
কথা কহিবার ন্যায় তাহারা যিরূশালেমের
ঈশ্বরের বিষয়ে কথা কহিল।
২০ পরে হিষ্কিয় রাজা ও আমোসের পুত্র যিশা-
য়াহ ভাববাদী সেই বিষয়ে প্রার্থনা করিলেন, ও
২১ স্বর্গের অভিমুখে ক্রন্দন করিলেন। তখন সদা-
প্রভু এক দূত প্রেরণ করিলেন ; তিনি অশূর-
রাজের শিবিরের মধ্যে যাবতীয় বীরকে, প্রধান
লোককে ও সেনাপতিকে উচ্ছেদ করিলেন ;
তাহাতে সনুহেরীব লজ্জায় অধোবদন হইয়া
আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। পরে তিনি
আপন দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাঁহার
নিজ ঔরসজাতেরা সেই স্থানে খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে
২২ নিপাত করিল। এই প্রকারে সদাপ্রভু হিষ্কিয়কে
ও যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে অশূর-রাজ সন্-
হেরীবের হস্ত হইতে ও আর সকলের হস্ত হইতে
নিস্তার করিলেন, এবং সর্ব্বদিকে তাহাদিগকে
২৩ রক্ষা করিলেন। তাহাতে অনেক লোক যিরূ-
শালেমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল,
এবং যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের কাছে উপহার
আনিল ; তদবধি তিনি সকল জাতির দৃষ্টিতে
উন্নত হইলেন।
২৪ ঐ সময়ে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইলে
তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন ;
তাহাতে তিনি তাঁহাকে উত্তর দিলেন, ও তাঁহাকে
২৫ এক অদ্ভুত লক্ষণ জানাইলেন। কিন্তু হিষ্কিয় প্রাপ্ত
উপকারানুসারে প্রতিদান না করিয়া মনে মনে
গর্ব্বিত হইলেন ; অতএব তাঁহার এবং যিহূদার
ও যিরূশালেমের উপরে ক্রোধ উপস্থিত হইল।
২৬ তখন হিষ্কিয় ও যিরূশালেম-নিবাসীরা আপন
আপন মনের গর্ব্ব বুঝিয়া নম্র হইলেন, তজ্জন্য
তাহাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ হিষ্কিয়ের
সময়ে উপস্থিত হইল না।
২৭ হিষ্কিয়ের অতি প্রচুর ধন ও প্রতাপ ছিল,
তিনি আপনার জন্য রৌপ্যের, স্বর্ণের, মণির,
সুগন্ধি দ্রব্যের, ঢালের ও সর্ব্ব প্রকার মনোহর
২৮ পাত্রের কোষ প্রস্তুত করিলেন, আর শস্য, দ্রাক্ষা-
রস ও তৈলের জন্য ভাণ্ডার, এবং সর্ব্ব প্রকার
পশুর ঘর ও মেষপালের খোঁয়াড় করিলেন।
২৯ আর তিনি আপনার জন্য নানা নগর ও গো-
মেষাদি অনেক পশুধন প্রস্তুত করিলেন, যেহেতুক
৩০ ঈশ্বর তাঁহাকে অতি প্রচুর ধন দিয়াছিলেন। এই
হিষ্কিয় গীহোনের জলের উচ্চতর মুখ বদ্ধ করিয়া
সরল পথে দায়ূদ-নগরের পশ্চিম পার্শ্বে সেই
জল নামাইয়া আনিলেন ; আর হিষ্কিয় আপ-
৩১ নার সকল কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু
তাঁহার দেশে যে অদ্ভুত লক্ষণ হইয়াছিল, তাহার
বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে বাবিলের অধ্যক্ষগণ
দূতদিগকে পাঠাইলে ঈশ্বর তাঁহার পরীক্ষা লই-
বার ও তাঁহার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাব তাঁহাকে
জানিতে দিবার জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন।
৩২ হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সাধুকার্য্য
আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদীর দর্শন-
পুস্তকে লিখিত আছে ; তাহা যিহূদার ও ইস্রা-
৩৩ য়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকান্তর্গত। পরে
হিষ্কিয় আপন পিতৃপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত
হইলে লোকেরা দায়ূদ-সন্তানগণের কবরস্থানের
ঊর্দ্ধগামী পথের পার্শ্বে তাঁহাকে কবর দিল, এবং
তাঁহার মরণকালে সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম-
নিবাসীরা তাঁহার সম্মান করিল ; পরে তাঁহার
পুত্র মনঃশি তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

মনঃশি ও আমোন রাজার বিবরণ।

৩৩. মনঃশি দ্বাদশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে পঞ্চান্ন বৎসর
২ রাজত্ব করিলেন। তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
মন্দ, তাহাই করিতেন ; সদাপ্রভু ইস্রায়েল-
সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিগণকে অধি-
কারচ্যুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের ন্যায়
বীভৎস কার্য্যানুসারে কার্য্য করিতেন।
৩ তাঁহার পিতা হিষ্কিয় যে সকল উচ্চস্থলী

Digitized by Google

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্ব্বার
নির্ম্মাণ করাইলেন, বাল দেবগণের নিমিত্তে
যজ্ঞবেদি স্থাপন করাইলেন, আশেরা-মূর্ত্তি প্রস্তুত
করিলেন, এবং গগনের সমস্ত বাহিনীর কাছে
৪ প্রণিপাত ও তাহাদের পূজা করিলেন। আর
সদাপ্রভু যে গৃহের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,
যিরূশালেমে আমার নাম চিরকাল থাকিবে,
সদাপ্রভুর সেই গৃহে তিনি কতকগুলি যজ্ঞবেদি
৫ নির্ম্মাণ করাইলেন। আর সদাপ্রভুর গৃহের দুই
প্রাঙ্গণে তিনি গগনের সমস্ত বাহিনীর জন্য যজ্ঞ-
৬ বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন। আর তিনি আপন
সন্তানদিগকে হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকায়
অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইলেন; আর তিনি
গণকতা, মোহন ব্যবহার ও মায়াক্রিয়া করিতেন,
এবং ভূতড়িয়াদিগকে ও গুণীদিগকে রাখিতেন;
তিনি সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার
৭ সাক্ষাতে বহুল কদাচরণ করিতেন। আর তিনি
আপনার নির্ম্মিত এক খোদিত প্রতিমা ঈশ্বরের
সেই গৃহে স্থাপন করিলেন, যে গৃহের বিষয়ে
ঈশ্বর দায়ূদকে ও তাঁহার পুত্র শলোমনকে এই
কথা বলিয়াছিলেন, এই গৃহে, এবং ইস্রায়েলের
যাবতীয় বংশের মধ্যে আমার মনোনীত এই যিরূ-
শালেমে আমি আপন নাম চিরকালের নিমিত্তে
৮ স্থাপন করিব; আর আমি তোমাদের পিতৃ-
পুরুষদের নিমিত্তে যে দেশ নিরূপণ করিয়াছি, সেই
দেশ হইতে ইস্রায়েলের চরণ আর অপসারিত
হইতে দিব না। কিন্তু আমার আদিষ্ট সকল
কর্ম্ম, অর্থাৎ মোশির হস্তে দত্ত সমস্ত ব্যবস্থা,
বিধি ও শাসনানুসারে কর্ম্ম করিবার জন্য সতর্ক
৯ হওয়া তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। তথাপি মনঃশি
যিহূদাকে ও যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে বিপথ-
গামী করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-
সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিগণকে উচ্ছেদ
করিয়াছিলেন, তাহাদের ক্রিয়া হইতেও ইহারা
১০ অধম ক্রিয়া করিত। আর সদাপ্রভু মনঃশিকে ও
তাঁহার লোকদিগকে নানা কথা কহিতেন, কিন্তু
১১ তাঁহারা কর্ণপাত করিতেন না। এই জন্য সদা-
প্রভু তাঁহাদের প্রতিকূলে অশূর-রাজের সেনা-
পতিগণকে আনিলেন; তাহাতে তাহারা মনঃ-
শির হাতকড়া দিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া
১২ বাবিলে লইয়া গেল। তখন সঙ্কটাপন্ন হইয়া
তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি-
লেন ও আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের সম্মুখে
১৩ আপনাকে অতি নম্র করিলেন। এইরূপে তাঁহার
কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য
করিলেন, তাঁহার বিনতি শুনিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার
তাঁহার রাজ্য যিরূশালেমে আনিলেন। তখন
মনঃশি জানিতে পারিলেন যে, সদাপ্রভুই ঈশ্বর।

১৪ তৎপরে তিনি দায়ূদ-নগরের বাহিরে গীহো-
নের পশ্চিমে স্রোতোমার্গ দিয়া মৎস্যদ্বার পর্য্যন্ত
প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন, ওফল বেড়িয়া উচ্চ
করিয়া তুলিলেন, এবং যিহূদা দেশের প্রাচীর-
বেষ্টিত সমস্ত নগরে সেনাপতিগণকে নিযুক্ত
১৫ করিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহ হইতে
বিজাতীয় দেবগণকে ও প্রতিমাকে, এবং সদা-
প্রভুর গৃহের পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে আপনার
নির্ম্মিত যজ্ঞবেদি সকল দূর করিলেন, এবং নগর
১৬ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। আর সদা-
প্রভুর বেদি সারাইয়া তাহার উপরে মঙ্গলার্থক
বলি ও স্তবার্থক উপহার উৎসর্গ করিলেন, এবং
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করিতে যিহূ-
১৭ দাকে আজ্ঞা করিলেন। সত্য বটে, তখনও লোকে
উচ্চস্থলীতে যজ্ঞ করিত, কিন্তু কেবল আপনাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশেই করিত।

১৮ মনঃশির অবশিষ্ট কথা, আপন ঈশ্বরের কাছে
তাঁহার প্রার্থনা, এবং যে দর্শকেরা ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে তাঁহার সহিত কথা কহি-
তেন, তাঁহাদের বাক্য, দেখ, এই সকল ইস্রা-
য়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত
১৯ আছে। তাঁহার প্রার্থনা, কিরূপে সেই প্রার্থনা
গ্রাহ্য হইল, এবং তাঁহার সমস্ত পাপ ও সত্য-
লঙ্ঘন, এবং নম্র হইবার পূর্ব্বে তিনি যে স্থানে
স্থানে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ এবং আশেরা-মূর্ত্তি ও
খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন, দেখ,
সেই সকলের বিবরণ দর্শকদের গ্রন্থে লিখিত
আছে।

২০ পরে মনঃশি আপন পিতৃপুরুষদের সহিত
নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে
কবর দিল, এবং তাঁহার পুত্র আমোন তাঁহার
২১ পদে রাজা হইলেন। আমোন বাইশ বৎসর
বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে
২২ দুই বৎসর রাজত্ব করিলেন। তিনি আপন পিতা
মনঃশির ক্রিয়ার ন্যায় সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
মন্দ তাহাই করিতেন; ফলতঃ তাঁহার পিতা
মনঃশি যে সকল খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া-
ছিলেন, আমোন তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করি-
২৩ তেন, ও তাহাদের সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার
পিতা মনঃশি যেমন আপনাকে নম্র করিয়া-
ছিলেন, তিনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে
তেমন নম্র করিলেন না; কিন্তু এই আমোন
২৪ উত্তর উত্তর অধিক দোষ করিলেন। পরে তাঁহার
দাসগণ তাঁহার প্রতিকূলে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার
২৫ বাটীতে তাঁহাকে বধ করিল। কিন্তু দেশের লো-
কেরা আমোন রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সকলকে
বধ করিল; আর দেশের লোকেরা তাঁহার পুত্র
যোশিয়কে তাঁহার পদে রাজা করিল।

Digitized by Google

যোশিয় রাজার বিবরণ ।

৩৪ যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে একত্রিশ বৎসর
২ রাজত্ব করিলেন । তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
ন্যায্য তাহা করিতেন, ও আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের
পথে চলিতেন, দক্ষিণে কি বামে ফিরিতেন না ।
৩ তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে তিনি অল্প-
বয়স্ক হইলেও আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বরের
অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং দ্বাদশ
বৎসরে উচ্চস্থলী ও আশেরা-মূর্ত্তি, খোদিত
প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা হইতে যিহূদা ও
৪ যিরূশালেমকে শুচি করিতে লাগিলেন । তাঁহার
সাক্ষাতে লোকেরা বাল দেবগণের যজ্ঞবেদি
সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তিনি তদুপরি
স্থাপিত সূর্য্যপ্রতিমা ছেদন করিলেন, আর
আশেরা-মূর্ত্তি, খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা
প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ধূলিবৎ করিয়া, যাহারা তাহা-
দের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিল, তাহাদের কবরের
৫ উপরে সেই ধূলা ছড়াইলেন । আর তাহাদের
যজ্ঞবেদির উপরে যাজকদের অস্থি দগ্ধ করি-
লেন, এবং যিহূদা ও যিরূশালেমকে শুচি
৬ করিলেন । আর মনঃশির, ইফ্রয়িমের ও শিমি-
য়োনের নগরে নগরে এবং নপ্তালি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র
৭ চতুর্দ্দিকস্থ ভগ্নস্থানের মধ্যে এইরূপ করিলেন । আর তিনি
যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং
আশেরা-মূর্ত্তি সকল ও খোদিত প্রতিমা সকল চূর্ণ
করিলেন, ইস্রায়েল দেশের সর্ব্বত্র সমস্ত সূর্য্য-
প্রতিমা কাটিয়া ফেলিলেন, পরে যিরূশালেমে
প্রত্যাগমন করিলেন ।

৮ তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে দেশ ও
গৃহ শুচি করিবার পর তিনি আপন ঈশ্বর সদা-
প্রভুর গৃহ দৃঢ় করিবার জন্য অৎসলিয়ের পুত্র
শাফনকে, মাসেয় নগরাধ্যক্ষকে ও যোয়াহসের
৯ পুত্র যোয়াহ ইতিহাসকর্ত্তাকে পাঠাইলেন । অত-
এব তাঁহারা হিল্কিয় মহাযাজকের নিকটে উপ-
স্থিত হইলেন, আর ঈশ্বরের গৃহে আনীত সমস্ত
রৌপ্য, অর্থাৎ দ্বারপাল লেবীয়েরা মনঃশি,
ইফ্রয়িম ও ইস্রায়েলের সমস্ত অবশিষ্টাংশ
১০ হইতে, এবং সমস্ত যিহূদা ও বিন্যামীন হইতে,
আর যিরূশালেম-নিবাসীদের হইতে যাহা সংগ্রহ
করিয়াছিল, সেই সকল রৌপ্য সমর্পণ করিলেন ;
১০ তাঁহারা সদাপ্রভুর গৃহে নিযুক্ত কার্য্য-সম্পাদক-
গণের হস্তে তাহা দিলেন, পরে কার্য্য-সম্পাদ-
কেরা, অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহে কর্ম্মকারী লোকেরা
সেই গৃহ সারাইবার ও দৃঢ় করিবার জন্য তাহা
১১ দিল, অর্থাৎ যিহূদার রাজগণ যে সকল গৃহ
বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার জন্য খোদিত
প্রস্তর, বরোগা ও কড়িকাষ্ঠ ক্রয় করিতে তাহারা
১২ সূত্রধরদিগকে ও গাঁথকদিগকে তাহা দিল । আর
সেই লোকেরা বিশ্বস্তরূপে কার্য্য করিল, এবং
দুই জন লেবীয় অর্থাৎ মরারি-সন্তানদের মধ্যে
যহৎ ও ওবদিয় তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল, এবং
কহাৎ-সন্তানদের মধ্যে সখরিয় ও মশুল্লম এবং
অন্য লেবীয়দের মধ্যে বাদ্য বাদনে নিপুণ
লোকেরা কর্ম্ম চালাইবার জন্য নিযুক্ত ছিল ।
১৩ আর তাহারা ভারবাহকদের অধ্যক্ষ, আর কর্ম্ম
চালাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্যকারীদের
উপরে নিযুক্ত ছিল, এবং লেবীয়দের মধ্যে কেহ
কেহ লেখক, শাসনকর্ত্তা ও দ্বারপাল ছিল ।

১৪ তাহারা যখন সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সকল
রৌপ্য বাহির করিল, তখন হিল্কিয় যাজক
মোশি দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তকখানি
১৫ পাইলেন । পরে হিল্কিয় শাফন লেখককে সম্বো-
ধন করিয়া কহিলেন, আমি সদাপ্রভুর গৃহে
ব্যবস্থাপুস্তকখানি পাইয়াছি ; পরে হিল্কিয়
১৬ সেই পুস্তক শাফনকে দিলেন । আর শাফন সেই
পুস্তক রাজার কাছে লইয়া গিয়া রাজার কাছে
এই নিবেদন করিলেন, আপনকার দাসদের প্রতি
১৭ আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম করা যাইতেছে ; তাঁহারা
সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত সকল রৌপ্য একত্র করিয়া
কর্ম্মাধ্যক্ষদের ও কর্ম্মকারীদের হস্তে দিয়াছেন ।
১৮ পরে শাফন লেখক রাজাকে এই কথা জ্ঞাত করি-
লেন, হিল্কিয় যাজক আমাকে একখান পুস্তক
দিয়াছেন ; পরে শাফন রাজার সাক্ষাতে তাহা
১৯ পাঠ করিতে লাগিলেন । তখন রাজা ব্যবস্থার
২০ বাক্য শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিলেন । আর রাজা
হিল্কিয়কে, শাফনের পুত্র অহীকামকে, মীখা-
য়ের পুত্র অব্দোনকে, শাফন লেখককে ও রাজ-
২১ ভৃত্য অসায়কে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা
গিয়া আমার নিমিত্তে এবং ইস্রায়েলের ও যিহূ-
দার মধ্যে অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্তে ঐ প্রাপ্ত
পুস্তকের বাক্যের বিষয়ে সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা
কর, কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা ঐ পুস্তকে
লিখিত কথানুসারে কার্য্য করণার্থে সদাপ্রভুর
বাক্য পালন করেন নাই, এই জন্য আমাদের
উপরে সদাপ্রভুর ভারী ক্রোধ বর্ষিত হইয়াছে ।
২২ পরে হিল্কিয় ও রাজার [নিযুক্ত] ঐ লোকেরা
হস্রহের পৌত্র তোখতের পুত্র শল্লুম বস্ত্রাগারাধ্য-
ক্ষের ভার্য্যা হুল্দা ভাববাদিনীর নিকটে
গেলেন ; তিনি যিরূশালেমের দ্বিতীয় বিভাগে
বাস করিতেন । পরে তাঁহারা ঐ ভাবের কথা
২৩ তাঁহাকে কহিলেন । তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে
ব্যক্তি তোমাদিগকে আমার কাছে পাঠাইলেন,
২৪ তাঁহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,

Digitized by Google

আমি এই স্থানের ও এতন্নিবাসীদের উপরে অম-
ঙ্গল, অর্থাৎ যিহূদার রাজার সাক্ষাতে যে পুস্তক
পঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে লিখিত সমস্ত অভিশাপ
২৫ বর্ত্তাইব। কেননা আপন আপন হস্তের সমস্ত
ক্রিয়া দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিবার জন্য
তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের
উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, তজ্জন্য এই স্থানের
উপরে আমার ক্রোধাগ্নি বর্ষিত হইল, নির্ব্বাণ
২৬ হইবে না। কিন্তু সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে
তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন যে যিহূদার রাজা,
তাঁহাকে এই কথা বল, তুমি যে বাক্য শুনিয়াছ,
তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
২৭ কথা বলেন, তোমার অন্তঃকরণ কোমল, এবং
আমি এই স্থানের ও এতন্নিবাসীদের বিরুদ্ধে যে
সকল কথা কহিয়াছি, তাহা শুনিবামাত্র তুমি
ঈশ্বরের সাক্ষাতে নম্র হইলে, ও আমার সাক্ষাতে
আপনাকে অবনত করিলে, এবং আপন বস্ত্র
চিরিয়া আমার সম্মুখে রোদন করিলে, এই জন্য
২৮ সদাপ্রভু কহেন, আমিও শুনিলাম। দেখ, আমি
তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে তোমাকে সংগৃহীত
করিব; তুমি শান্তিতে তোমার কবরে সমাহিত
হইবে; এবং এই স্থানের ও এতন্নিবাসীদের
উপরে আমি যে সকল অমঙ্গল ঘটাইব, তোমার
নেত্রযুগল তাহা দেখিবে না। পরে তাঁহারা
রাজাকে এই সমাচার দিলেন।
২৯ অনন্তর রাজা লোক পাঠাইয়া যিহূদার ও
যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে একত্র করি-
৩০ লেন। পরে রাজা সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেলেন,
এবং যিহূদার সমস্ত লোক, যিরূশালেম-নিবা-
সীরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা, অর্থাৎ মহান ও
ক্ষুদ্র সকল লোক [গেল]; এবং তিনি সদাপ্রভুর
গৃহে প্রাপ্ত ঐ নিয়মপুস্তকের সকল কথা তাহাদের
৩১ কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন। আর রাজা আপনার
স্থানে দাঁড়াইয়া সদাপ্রভুর অনুগামী হইতে,
এবং সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত
তাঁহার আজ্ঞা, সাক্ষ্যকথা ও বিধি পালন করিতে,
এবং এই পুস্তকে লিখিত নিয়মের কথানুসারে
কার্য্য করিতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম করি-
৩২ লেন। আর যিরূশালেমের ও বিন্যামীনের যত
লোক বিদ্যমান ছিল, সেই সকলকে তিনি অঙ্গী-
কার করাইলেন; তাহাতে যিরূশালেম-নিবাসীরা
ঈশ্বরের, আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের,
৩৩ নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। আর
যোশিয় ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধিকৃত সকল
দেশ হইতে যাবতীয় বীভৎস পদার্থ দূর করি-
লেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে উপস্থিত সমস্ত
লোককে সেবা, তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা,
করাইলেন। তাহারা তাঁহার সমস্ত জীবনকালে
আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনু-
গমনে নিবৃত্ত হইল না।

৩৫ পরে যোশিয় যিরূশালেমে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিলেন,
লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে নিস্তার-
২ পর্ব্বের বলি হনন করিল। আর তিনি যাজক-
দিগকে তাহাদের রক্ষণীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন,
এবং সদাপ্রভুর গৃহের সেবাকার্য্য করিতে তাহা-
৩ দিগকে আশ্বাস দিলেন। আর যে লেবীয়েরা
সমস্ত ইস্রায়েলের শিক্ষক ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে
পবিত্র লোক, তাহাদিগকে তিনি কহিলেন, ইস্রা-
য়েল-রাজ দায়ূদের পুত্র শলোমন যে গৃহ নির্ম্মাণ
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তোমরা পবিত্র সিন্দুক
রাখ; তাহা আর তোমাদের স্কন্ধে থাকিবে না;
এখন তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও তাঁহার
৪ প্রজা ইস্রায়েলের সেবা কর। আর আপন আপন
পিতৃকুলানুসারে ও ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের
লিখনমতে, এবং তাঁহার পুত্র শলোমনের লিখন-
মতে নিরূপিত আপন আপন পালানুসারে
৫ আপনাদিগকে প্রস্তুত কর। আর তোমাদের ভ্রাতৃ-
গণের অর্থাৎ প্রজালোকদের পিতৃকুল সকলের
বিভাগানুসারে ও লেবীয়দের পিতৃকুল সকলের
৬ অংশানুসারে পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হও। আর
নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন কর, ও আপনাদিগকে
পবিত্র কর, এবং মোশি দ্বারা [কথিত] সদা-
প্রভুর বাক্যমতে কার্য্য করণার্থে আপন ভ্রাতাদের
৭ জন্য আয়োজন কর। পরে যোশিয় প্রজালোক-
দিগকে, উপস্থিত সকলকে, পাল হইতে কেবল
নিস্তারপর্ব্বীয় বলির জন্য সংখ্যায় ত্রিশ সহস্র
মেষবৎস, ও ছাগবৎস, এবং তিন সহস্র বৃষ
দিলেন; এ সকলই রাজার সম্পত্তি হইতে প্রদত্ত
৮ হইল। আর তাঁহার অমাত্যগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক লোক-
দিগকে, যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে দান
করিলেন। হিল্কিয়, সখরিয় ও যিহীয়েল, ঈশ্বরের
গৃহের এই অধ্যক্ষেরা যাজকদিগকে নিস্তারপর্ব্বীয়
বলিরূপে দুই সহস্র ছয় শত মেষাদির বৎস ও
৯ তিন শত বৃষ দিলেন। আর লেবীয়দের অধ্যক্ষ-
গণ অর্থাৎ কনানিয় এবং শময়িয় ও নথনেল
নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা, আর হশবিয়,
যীয়ীয়েল ও যোষাবদ লেবীয়দিগকে নিস্তার-
পর্ব্বীয় বলিরূপে পাঁচ সহস্র মেষাদির বৎস ও
১০ পাঁচ শত বৃষ দিলেন। এইরূপে কর্ম্মের আয়ো-
জন হইলে পর রাজার আজ্ঞানুসারে যাজকেরা
আপন আপন স্থানে ও লেবীয়েরা আপন আপন
১১ পালানুসারে দাঁড়াইল। আর নিস্তারপর্ব্বীয়
সকল বলি হত হইলে, যাজকগণ তাহাদের হস্ত
হইতে রক্ত লইয়া প্রোক্ষণ করিল, ও লেবীয়েরা
১২ পশুদের চর্ম্ম উন্মোচন করিল। আর সেগুলির

Digitized by Google

পুস্তকের লিখন অনুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
[বলি] উপস্থিত করণার্থে তাহারা প্রজালোক-
দের পিতৃকুলের বিভাগ অনুসারে সকলকে দিবার
জন্য হোমবলি উঠাইয়া রাখিল, এবং বৃষদিগের
১৩ বিষয়েও তাহাই করিল। পরে তাহারা বিধি-
মতে নিস্তারপর্ব্বের বলি অগ্নিতে পাক করিল ;
কিন্তু পবিত্রীকৃত অন্যান্য পশুর মাংস হাঁড়ীতে,
হাঁড়িতে ও কটাহে পাক করিল, এবং সকল
১৪ লোককে শীঘ্র শীঘ্র পরিবেশন করিল। তৎপরে
আপনাদের ও যাজকদের জন্য আয়োজন করিল,
কেননা হারোণের সন্তান যাজকেরা হোম ও মেদ
দগ্ধ করিতে রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিল ; অতএব
লেবীয়েরা আপনাদের ও হারোণের সন্তান
যাজকদের, উভয়ের জন্য আয়োজন করিল।
১৫ আর দায়ূদের, আসফের, হেমনের ও রাজ-দর্শক
যিদূথূনের আজ্ঞানুসারে আসফের সন্তান গায়-
কেরা আপন আপন স্থানে ছিল, ও দ্বারপালেরা
প্রতিদ্বারে ছিল ; তাহাদের আপন আপন
কার্য্য ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজন হইল না,
যেহেতুক তাহাদের লেবীয় ভ্রাতারা তাহাদের
১৬ জন্য আয়োজন করিয়াছিল। এইরূপে যোশিয়
রাজার আজ্ঞানুসারে নিস্তারপর্ব্ব পালনার্থে ও
সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে হোম করণার্থে সেই
দিন সদাপ্রভুর সমস্ত সেবাকার্য্যের আয়োজন
১৭ পরিপাটীরূপে হইল। অতএব উপস্থিত ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ ঐ সময়ে নিস্তারপর্ব্ব, এবং সাত
দিন তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল।
১৮ শমূয়েল ভাববাদীর সময়াবধি ইস্রায়েলে এতা-
দৃশ নিস্তারপর্ব্ব পালিত হয় নাই ; যোশিয়,
যাজকেরা, লেবীয়েরা এবং সমস্ত যিহূদা, ইস্রা-
য়েলের উপস্থিত লোকেরা ও যিরূশালেম-নিবা-
সীরা যাদৃশ নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল, ইস্রা-
য়েলের কোন রাজা তাদৃশ পর্ব্ব পালন করেন
১৯ নাই। যোশিয়ের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে
এই নিস্তারপর্ব্ব পালিত হইল।
২০ এই সকলের পরে অর্থাৎ যোশিয় মন্দির ঠিক
করিলে পর মিসর-রাজ নখো ফরাৎ নদীর নিক-
টস্থ কর্কমীশে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিতেছিলেন,
আর যোশিয় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।
২১ তখন তিনি দূত দ্বারা এই কথা বলিয়া পাঠাই-
লেন, হে যিহূদা-রাজ, তোমার সঙ্গে আমার
বিষয় কি? আমি অদ্য তোমার বিরুদ্ধে আসি
নাই, কিন্তু যে কুলের সহিত আমার যুদ্ধ বাধি-
য়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছি ; আর ঈশ্বর
আমাকে ত্বরা করিতে বলিয়াছেন ; অতএব তুমি
আমার সহবর্ত্তী ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ হইতে ক্ষান্ত
হও, নচেৎ তিনি তোমাকে বিনষ্ট করিবেন।
২২ তথাপি যোশিয় তাঁহা হইতে বিমুখ না হইয়া
বরং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ছদ্মবেশ
ধারণ করিলেন ; তিনি ঈশ্বরের মুখনির্গত
নখোর বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মগিদ্দো-
২৩ সমভূমিতে যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে ধনুর্দ্ধরেরা
যোশিয় রাজাকে বাণ মারিল ; তখন রাজা
আপন দাসদিগকে কহিলেন, আমাকে লইয়া
যাও, কেননা আমি অত্যন্ত আহত হইয়াছি।
২৪ তাহাতে তাঁহার দাসগণ সেই রথ হইতে তাঁহাকে
বাহির করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় রথে আরোহণ
করাইয়া যিরূশালেমে আনিল, আর তিনি মরি-
লেন, এবং আপন পিতৃপুরুষদের কবরে কবর-
প্রাপ্ত হইলেন ; পরে সমস্ত যিহূদা ও যিরূ-
২৫ শালেম যোশিয়ের নিমিত্তে শোক করিল। আর
যিরমিয় যোশিয়ের জন্য বিলাপ-গীত রচনা
করিলেন, এবং সকল গায়ক ও গায়িকা আপন
আপন বিলাপ-গীতে যোশিয়ের বিষয়ে গান
করিল ; অদ্যাপি [সেই গান প্রচলিত আছে],
ফলতঃ তাহারা তাহা ইস্রায়েলের পালনীয় বিধি
করিল ; আর দেখ, তাহা বিলাপ-সংহিতায়
২৬ লিখিত আছে। যোশিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও
সদাপ্রভুর ব্যবস্থাতে লিখিত বাক্যানুযায়ী
২৭ তাঁহার সাধুকার্য্য সকল, এবং তাঁহার বৃত্তান্ত
আদ্যোপান্ত, দেখ, ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজা-
দের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

যিহোয়াহস প্রভৃতি চারি জন রাজার বিবরণ। যিরূশালেমের বিনাশ।

৩৬ পরে দেশের লোকেরা যোশিয়ের পুত্র
যিহোয়াহসকে লইয়া তাঁহার পিতার পদে
২ তাঁহাকে যিরূশালেমে রাজা করিল। যোয়াহস
তেইশ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া যিরূশালেমে
৩ তিন মাস রাজত্ব করিলেন। পরে মিসর-রাজ
যিরূশালেমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দেশের
এক শত মণ রৌপ্য ও এক মণ স্বর্ণ অর্থদণ্ড নির্দ্ধা-
৪ রণ করিলেন। পরে মিসর-রাজ তাঁহার ভ্রাতা
ইলীয়াকীমকে যিহূদা ও যিরূশালেমের উপরে
রাজা করিলেন, এবং তাঁহার নাম যিহোয়াকীম
রাখিলেন ; আর নখো তাঁহার ভ্রাতা যোয়া-
হসকে ধরিয়া মিসরে লইয়া গেলেন।
৫ যিহোয়াকীম পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এগার বৎসর
রাজত্ব করিলেন ; তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
৬ দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতেন। তাঁহারই
বিরুদ্ধে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর আসিয়া
বাবিলে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে পিত্তল-
৭ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। নবূখদ্‌নিৎসর সদাপ্রভুর

Digitized by Google

গৃহের পাত্রগুলিও বাবিলে লইয়া গিয়া বাবিলস্থ
৮ আপন মন্দিরে রাখিলেন। যিহোয়াকীমের
অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, তাঁহার কৃত বীভৎস ক্রিয়া সকল
ও তাঁহার মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছিল, দেখ,
তাহা ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের ইতি-
হাসপুস্তকে লিখিত আছে। পরে তাঁহার পুত্র
যিহোয়াখীন তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
৯ যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজা হইয়া
যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করি-
লেন; তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই
১০ করিতেন। পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে নবূ-
খদ্নিৎসর রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ও
সদাপ্রভুর গৃহস্থিত মনোরম পাত্র সকল বাবিলে
লইয়া গেলেন, এবং যিহূদা ও যিরূশালেমের
উপরে তাঁহার পিতৃব্য সিদিকিয়কে রাজা
করিলেন।
১১ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এগার বৎসর রাজত্ব
১২ করিলেন। তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
যাহা মন্দ তাহাই করিতেন, ও সদাপ্রভুর শ্রীমু-
খের বাক্যপ্রকাশক যিরমিয় ভাববাদীর সম্মুখে
১৩ আপনাকে নম্র করিলেন না। আর যে নবূখদ্-
নিৎসর রাজা ইঁহাকে ঈশ্বরের নামে দিব্য করা-
ইয়াছিলেন, ইনি তাঁহার বিদ্রোহী হইলেন, এবং
আপন গ্রীবা শক্ত ও হৃদয় কঠিন করিয়া ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিতে অস্বীকার
১৪ করিলেন। অধিকন্তু প্রধান যাজকেরা সকলে ও
প্রজা লোকেরা জাতিগণের যাবতীয় বীভৎস
ক্রিয়ানুসারে বহুশঃ সত্যলঙ্ঘন করিল, এবং
সদাপ্রভু যিরূশালেমে আপনার যে গৃহ পবিত্র
১৫ করিয়াছিলেন, তাহা অশুচি করিল। তথাপি
তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন
দূতদিগকে তাহাদের কাছে পাঠাইতেন, প্রত্যূষে
উঠিয়া পাঠাইতেন, কেননা তিনি আপন প্রজা-
দের ও আপন বাসস্থানের প্রতি মমতা করিতেন।
১৬ কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের দূতদিগকে পরিহাস
করিত, তাঁহার বাক্য তুচ্ছ করিত, ও তাঁহার
ভাববাদিগণকে বিদ্রূপ করিত; তন্নিমিত্তে শেষে
আপন প্রজাদের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ
উত্থিত হইয়া অবশেষে অপ্রতীকার্য্য হইয়া
১৭ উঠিল। অতএব তিনি কল্দীয়দের রাজাকে
তাহাদের বিরুদ্ধে আনিলেন তিনি যুবকগণকে
তাহাদের ধর্ম্মধামে খড়্গ দ্বারা বধ করিলেন,
যুবক কি যুবতী, বৃদ্ধ কি জরাজীর্ণ, কাহারও
প্রতি দয়া করিলেন না; ঈশ্বর তাঁহার হস্তে
১৮ সকলকে সমর্পণ করিলেন। তিনি ঈশ্বরের গৃহের
ছোট বড় সমস্ত পাত্র, সদাপ্রভুর গৃহের ধনকোষ
সকল, এবং রাজার ও তাঁহার অমাত্যগণের
ধনকোষ সকল, সমুদয়ই বাবিলে লইয়া গেলেন।
১৯ আর তাঁহার লোকেরা ঈশ্বরের গৃহ দগ্ধ করিল,
যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন করিল, এবং তথাকার
অট্টালিকা সকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিল, তথাকার
২০ সমস্ত মনোরম পাত্র বিনষ্ট করিল। আর তিনি
খড়্গ হইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে বাবিলে লইয়া
গেলেন; তাহাতে পারসিক রাজ্য স্থাপিত না
হওয়া পর্য্যন্ত লোকেরা তাঁহার ও তাঁহার সন্তান-
২১ দের দাস থাকিল। যিরমিয় দ্বারা কথিত সদা-
প্রভুর বাক্য সফল করণার্থে যে পর্য্যন্ত দেশ
আপনার বিবিধ বিশ্রামকাল ভোগ না করিল,
[সে পর্য্যন্ত সেই অবস্থা রহিল]; সত্তর বৎসর
পূর্ণ করণার্থে নিজ উৎসন্ন দশার সমস্ত কাল
দেশ বিশ্রাম ভোগ করিল।
২২ পরে পারস্য-রাজ কোরসের অধিকারের প্রথম
বৎসরে যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য
সিদ্ধির নিমিত্তে সদাপ্রভু পারস্য-রাজ কোরসের
মনে প্রবৃত্তি দিলে তিনি আপনার রাজ্যের
সর্ব্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন
২৩ দ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করাইলেন, পারস্য-
রাজ কোরস এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর
সদাপ্রভু পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য আমাকে দান
করিয়াছেন, আর তিনি যিহূদা দেশস্থ যিরূ-
শালেমে তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবার
ভার আমাকে দিয়াছেন; অতএব তোমাদের
মধ্যে, তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে, যে কেহ হউক,
তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হউন,
সে সেখানে যাউক।

Digitized by Google

ইষ্রা।

যিহূদীদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পত্র।

১ পারস্য-রাজ কোরসের অধিকারের প্রথম
বৎসরে যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর
বাক্যসিদ্ধির নিমিত্তে সদাপ্রভু পারস্য-রাজ
কোরসের মনে প্রবৃত্তি দিলে তিনি আপনার রা-
জ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন
২ দ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করাইলেন, পারস্য-রাজ
কোরস এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু
পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য আমাকে দান করিয়া-
ছেন, আর তিনি যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে
তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইবার ভার
৩ আমাকে দিয়াছেন। অতএব তোমাদের মধ্যে,
তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে, যে কেহ হউক, তাহার
ঈশ্বর তাহার সহবর্ত্তী হউন; সে যিহূদা দেশস্থ
যিরূশালেমে গিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
গৃহ নির্ম্মাণ করুক; তিনিই যিরূশালেমস্থ ঈশ্বর।
৪ আর যে কোন স্থানে যে কেহ অবশিষ্ট আছে,
প্রবাস করিতেছে, সেই স্থানের লোকেরা যিরূ-
শালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য
ব্যতিরেকে রৌপ্য, স্বর্ণ, নানা দ্রব্য ও পশু দিয়া
তাহার সাহায্য করুক।
৫ তখন যিহূদার ও বিন্যামীনের কুলপতিগণ
এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা, এমন কি, যে লোক-
দের মনে ঈশ্বর প্রবৃত্তি দিলেন, সেই সকলে
যিরূশালেমস্থ সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণার্থে যাত্রা
৬ করিতে উঠিল। আর তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থ সমস্ত
লোক স্বেচ্ছাদত্ত সকল নৈবেদ্য ব্যতিরেকে
রৌপ্যময় পাত্র, স্বর্ণ, নানা দ্রব্য এবং পশু ও
বহুমূল্য দ্রব্য তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের হস্ত
৭ সবল করিল। আর নবূখদ্‌নিৎসর সদাপ্রভুর
গৃহের যে সকল পাত্র যিরূশালেম হইতে আনিয়া
আপন দেবমন্দিরে রাখিয়াছিলেন, কোরস
রাজা সেই সকল বাহির করিয়া দিলেন।
৮ পারস্য-রাজ কোরস সে সকল কোষাধ্যক্ষ মিত্র-
দাতের হস্ত দ্বারা বাহির করিয়া আনাইলেন,
আর যিহূদার অধ্যক্ষ শেশ্‌বসরের কাছে গণনা
৯ করিয়া তাহা সমর্পণ করিলেন। সেই দ্রব্যের
সংখ্যা; স্বর্ণময় ত্রিশখানি থাল, রৌপ্যময় সহস্র
১০ থাল, ঊনত্রিশখানি ছুরী; ত্রিশখানি স্বর্ণময়
পানপাত্র, চারি শত দশখানি রৌপ্যময় মধ্যম
১১ পানপাত্র, এবং এক সহস্র অন্যান্য পাত্র; সর্ব্ব-
শুদ্ধ পাঁচ সহস্র চারি শত স্বর্ণময় ও রৌপ্যময়
পাত্র। বন্দিদিগকে বাবিল হইতে যিরূশালেমে
পুনরানয়নকালে শেশ্‌বসর এই সকল দ্রব্য
আনিলেন।

প্রথম প্রত্যাগত যিহূদীদের তালিকা।

২ যাহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, বাবিল-
রাজ নবূখদ্‌নিৎসর যাহাদিগকে বাবিলে
নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্র-
দেশের এই লোকেরা বন্দিদশা হইতে যাত্রা
করিয়া যিরূশালেমে ও যিহূদাতে আপন আপন
২ নগরে ফিরিয়া আসিল; ইহারা সরুব্বাবিল,
যেশূয়, নহিমিয়, সরায়, রিয়েলায়, মর্দখয়,
বিল্‌শন, মিস্পর, বিগ্‌বয়, রহূম ও বানা, ইহাঁ-
দের সহিত ফিরিয়া আসিল। সেই ইস্রায়েল
৩ লোকদের পুরুষ-সংখ্যা। পরিয়োশের সন্তান দুই
৪ সহস্র এক শত বাহাত্তর জন। শফটিয়ের সন্তান
৫ তিন শত বাহাত্তর জন। আরহের সন্তান সাত
৬ শত পঁচাত্তর জন। যেশূয় ও যোয়াবের সন্তান-
দের মধ্যে পহৎ-মোয়াবের সন্তান দুই সহস্র
৭ আট শত বার জন। এলমের সন্তান এক সহস্র
৮ দুই শত চোয়ান্ন জন। সত্তূর সন্তান নয় শত
৯ পঁয়তাল্লিশ জন। সক্কয়ের সন্তান সাত শত
১০ ষাইট জন। বানির সন্তান ছয় শত বেয়াল্লিশ
১১ জন। বেবয়ের সন্তান ছয় শত তেইশ জন।
১২ অস্‌গদের সন্তান এক সহস্র দুই শত বাইশ জন।
১৩ অদোনীকামের সন্তান ছয় শত ছেষট্টি জন।
১৪ বিগ্‌বয়ের সন্তান দুই সহস্র ছাপ্পান্ন জন।
১৫ আদীনের সন্তান চারি শত চোয়ান্ন জন।
১৬ যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান আটা-
১৭ নব্বই জন। বেৎসয়ের সন্তান তিন শত তেইশ
১৮ জন। যোরাহের সন্তান এক শত বার জন।
১৯,২০ হশুমের সন্তান দুই শত তেইশ জন। গিব্বরের
২১ সন্তান পঁচানব্বই জন। বৈৎলেহমের সন্তান এক
২২ শত তেইশ জন। নটোফার লোক ছাপ্পান্ন জন

Digitized by Google

২৩ অনাথোতের লোক এক শত আটাইশ জন।
২৪,২৫ অস্মাবতের সন্তান বেয়াল্লিশ জন। কিরিয়ৎ-
আরীম, কফীরা ও বেরোতের সন্তান সাত শত
২৬ তেতাল্লিশ জন। রামার ও গেবার সন্তান ছয় শত
২৭ একুশ জন। মিক্মসের লোক এক শত বাইশ
২৮ জন। বৈথেলের ও অয়ের লোক দুই শত তেইশ
২৯,৩০ জন। নবোর সন্তান বাওয়ান্ন জন। মগ্বীশের
৩১ সন্তান এক শত ছাপ্পান্ন জন। অন্য এলমের
৩২ সন্তান এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। হারী-
৩৩ মের সন্তান তিন শত বিংশতি জন। লোদ, হাদীদ
৩৪ ও ওনোর সন্তান সাত শত পঁচিশ জন। যিরী-
৩৫ হোর সন্তান তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন। সনায়ার
সন্তান তিন সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন।
৩৬ যাজকগণ; যেশূয় কুলের মধ্যে যিদয়িয়ের
৩৭ সন্তান নয় শত তেয়াত্তর জন। ইম্মেরের সন্তান
৩৮ এক সহস্র বাওয়ান্ন জন। পশ্হূরের সন্তান এক
৩৯ সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ জন। হারীমের সন্তান
এক সহস্র সতের জন।
৪০ লেবীয়গণ; হোদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে
যেশূয় ও কদ্মীয়েলের সন্তান চোয়াত্তর জন।
৪১ গায়কগণ; আসফের সন্তান এক শত আটা-
ইশ জন।
৪২ দ্বারপালদের সন্তানগণ; শল্লুম, আটের, টল্-
মোন, অক্কূব, হটীটা, শোবয়, এই সকলের সন্তান
সর্ব্বশুদ্ধ এক শত ঊনচল্লিশ জন।
৪৩,৪৪ নথীনীয়গণ; সীহ, হসূফা, টব্বায়োৎ, কে-
৪৫ রোস, সীয়, পাদোন, লবানা, হগাব, অক্কূব,
৪৬,৪৭ হাগব, শলময়, হানন, গিদ্দেল, গহর, রায়া,
৪৮,৪৯ রৎসীন, নকোদ, গসম, উষঃ, পাসেহ, বেষয়,
৫০,৫১ অস্না, মিয়ূনীম, নফূষীম; বক্বূক, হকূফা,
৫২,৫৩ হর্হূর, বসলূৎ, মহীদা, হর্শা, বর্কোস, সীষরা,
৫৪ তেমহ, নৎসীহ, হটীফা, এই সকলের সন্তানগণ।
৫৫ শলোমনের দাসদের সন্তানগণ; সোটয়,
৫৬ সোফেরৎ, পরূদা; যালা, দর্কোন, গিদ্দেল,
৫৭ শফটিয়, হটীল, পোখেরৎ-হৎসবায়ীম, আমী,
৫৮ এই সকলের সন্তান। নথীনীয়েরা ও শলোমনের
দাসদের সন্তানগণ সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত বিরা-
নব্বই জন।
৫৯ আর তেল্‌মেলহ, তেলহর্শা, করূব, অদ্দন ও
ইম্মের, এই সকল স্থান হইতে নিম্নলিখিত লোক
সকল আসিল, কিন্তু তাহারা ইস্রায়েলীয় কি না,
এ বিষয়ে আপন আপন পিতৃকুল কি বংশ প্রমাণ
৬০ দিতে পারিল না; দলায়ের সন্তান, টোবিয়ের
সন্তান, নকোদের সন্তান ছয় শত বাওয়ান্ন জন।
৬১ আর যাজকদের সন্তানদের মধ্যে হবায়ের, হক্কো-
সের ও বর্সিল্লয়ের সন্তানগণ; এই বর্সিল্লয়
গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ
করিয়া তাহাদের নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।
৬২ বংশাবলিতে গণিত লোকদের মধ্যে ইহারা
আপন আপন বংশাবলিপত্র অন্বেষণ করিয়া
পাইল না, এই জন্য তাহারা অশুচি গণিত হইয়া
৬৩ যাজকত্বভ্রষ্ট হইল। আর শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে
কহিলেন, যে পর্য্যন্ত ঊরীম ও তুম্মীমের অধি-
কারী এক যাজক উৎপন্ন না হইবে, তাবৎ
তোমরা পবিত্র বস্তু ভোজন করিও না।
৬৪ একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বেয়াল্লিশ সহস্র তিন
৬৫ শত ষাইট জন ছিল। তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত
সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ জন দাসদাসী ছিল,
অধিকন্তু তাহাদের দুই শত জন গায়ক ও গায়িকা
৬৬ ছিল। তাহাদের সাত শত ছত্রিশ অশ্ব, দুই শত
৬৭ পঁয়তাল্লিশ অশ্বতর, চারি শত পঁয়ত্রিশ উষ্ট্র, ও
ছয় সহস্র সাত শত বিংশতি গর্দ্দভ ছিল।
৬৮ পরে কুলপতিদের মধ্যে কতকগুলি লোক যিরূ-
শালেমস্থ সদাপ্রভুর গৃহের [স্থানে] আসিলে
সেই ঈশ্বরীয় গৃহ স্বস্থানে স্থাপিত করণার্থে
৬৯ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিল। তাহারা আপন আপন
শক্তি অনুসারে ঐ কর্ম্মের ভাণ্ডারে একষষ্টি সহস্র
অদর্কোন স্বর্ণ ও পাঁচ সহস্র মানী রৌপ্য এবং
যাজকদের জন্য এক শত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র দিল।
৭০ পরে যাজকেরা, লেবীয়েরা ও [অন্য] কোন
কোন লোক এবং গায়কেরা, দ্বারপালেরা ও
নথীনীয়েরা আপন আপন নগরে, আর সমস্ত
ইস্রায়েল আপন আপন নগরে, বাস করিল।

যজ্ঞবেদি স্থাপন। মন্দির নির্ম্মাণের আরম্ভ।

৩ পরে সপ্তম মাস উপস্থিত হইল; আর
ইস্রায়েল-সন্তানগণ ঐ সকল নগরে ছিল;
তখন লোকেরা এক ব্যক্তির ন্যায় যিরূশালেমে
২ একত্র হইল; আর যোষাদকের পুত্র যেশূয় ও
তাঁহার যাজক ভ্রাতৃগণ এবং শল্টীয়েলের পুত্র
সরুব্বাবিল ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ উঠিয়া ঈশ্বরের
লোক মোশির ব্যবস্থাতে লিখিত বিধি অনুসারে
হোমীয় বলি উৎসর্গ করণার্থে ইস্রায়েলের ঈশ-
৩ রের যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ-
বেদি স্বস্থানে স্থাপন করিলেন, কেননা সেই সকল
দেশের লোক হইতে তাঁহারা ভীত হইয়া-
ছিলেন; এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহার উপরে
হোম অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে হোম
৪ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহারা লিখিত বিধি-
মতে কুটীরোৎসব পালন করিলেন, এবং এক
এক দিনের বিধান অনুসারে প্রতিদিন উপযুক্ত
সংখ্যার হোমার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন।
৫ তদবধি তাঁহারা প্রত্যহ এবং অমাবস্যাতে ও
সদাপ্রভুর পবিত্রীকৃত সকল পর্ব্বে, আর সদা-

Digitized by Google

প্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গকারী
সকল লোকের জন্য কর্ত্তব্য হোম করিতে লাগি-
৬ লেন। সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাঁহারা সদা-
প্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন,
কিন্তু তৎকালে সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল
৭ স্থাপিত হয় নাই। আর পারস্য-রাজ কোরস
তাঁহাদিগকে যে অনুমতি দিয়াছিলেন, তদনু-
সারে তাঁহারা তক্ষরদিগকে ও সূত্রধরদিগকে
রৌপ্য দিলেন, এবং লিবানোন হইতে যাকোম্ভ
সমুদ্র-তীরে এরসকাষ্ঠ আনিবার জন্য সীদোনীয়
ও সোরীয়দিগকে খাদ্য, পানীয় দ্রব্য ও তৈল
দিলেন।

৮ আর যিরূশালেমে ঈশ্বরের গৃহের স্থানে
আসিলে পর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসে
শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও যোষাদকের
পুত্র যেশূয় এবং তাঁহাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ,
অর্থাৎ যাজকেরা ও লেবীয়েরা এবং বন্দিদশা
হইতে যিরূশালেমে আগত সমস্ত লোক কার্য্য
আরম্ভ করিলেন, এবং সদাপ্রভুর গৃহের কার্য্য
চালাইবার জন্য বিংশতি বৎসর ও ততোধিক
৯ বয়স্ক লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিলেন। তখন
যেশূয়, তাঁহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ, এবং যিহূদার
সন্তান কদ্মীয়েল ও তাঁহার পুত্রগণ ঈশ্বরের
গৃহের কর্ম্মকারীদের কর্ম চালাইবার জন্য একত্র
হইয়া দাঁড়াইলেন; লেবীয় হেনাদদের সন্তান-
গণ ও তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ [তদ্রূপ করিল]।
১০ আর গাঁথকেরা যখন সদাপ্রভুর মন্দিরের
ভিত্তিমূল স্থাপন করিল, তখন ইস্রায়েল-রাজ
দায়ূদের নিরূপণানুসারে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর-
ণার্থে আপন আপন পরিচ্ছদপরিহিত যাজক-
গণ তূরী লইয়া ও আসফের সন্তান লেবীয়েরা
১১ করতাল লইয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং সদা-
প্রভুর প্রশংসা ও স্তব করত পালানুসারে এই
গান করিল; "তিনি মঙ্গলময়, হাঁ, ইস্রায়েলের
প্রতি তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী"। আর সদা-
প্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন সময়ে সদাপ্রভুর
প্রশংসা করিতে করিতে সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে
১২ জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু তাহাদের চক্ষুর্গোচরে
যখন এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল, তখন
যাজকদের, লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে
অনেক লোক, অর্থাৎ যে বৃদ্ধগণ পূর্ব্বকার গৃহ
দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি-
লেন, আবার অনেকে আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে জয়-
১৩ ধ্বনি করিল। তখন লোকেরা আনন্দ জন্য জয়-
ধ্বনি ও জনতার রোদনের শব্দ বিশেষ করিয়া
নিশ্চয় করিতে পারিল না, যেহেতুক লোকেরা
এরূপ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল যে, তাহার
শব্দ দূর হইতে শুনা গেল।

শমরীয়দের দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণের ব্যাঘাত।

৪ পরে নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানগণ
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে মন্দির
নির্ম্মাণ করিতেছে, এই কথা শুনিয়া যিহূদার
২ ও বিন্যামীনের বিপক্ষগণ সরুব্বাবিলের ও পিতৃ-
কুলপতিদের নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিল,
তোমাদের সহিত আমরাও গাঁথিব, কেননা
তোমাদের ন্যায় আমরাও তোমাদের ঈশ্বরের
অন্বেষণ করি; আর যে অশূর-রাজ এসর-হদ্দোন
আমাদিগকে এই স্থানে আনিয়াছিলেন, তাঁহার
সময়াবধি আমরা তাঁহারই উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া
৩ আসিতেছি। তাহাতে সরুব্বাবিল, যেশূয় ও
ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি তাহা-
দিগকে কহিলেন, আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে
গৃহ নির্ম্মাণ করিবার বিষয়ে আমাদের সহিত
তোমাদের সম্পর্ক নাই; কিন্তু পারস্য-রাজ
কোরস আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন,
তদনুসারে কেবল আমরাই ইস্রায়েলের ঈশ্বর
৪ সদাপ্রভুর উদ্দেশে নির্ম্মাণ করিব। তখন দেশের
লোকেরা যিহূদার লোকদের হস্ত দুর্ব্বল করিতে
ও নির্ম্মাণব্যাপারে তাহাদিগকে উদ্বেজিত করিতে
৫ লাগিল; এবং তাহাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার
জন্য পারস্য-রাজ কোরসের সমস্ত জীবনকাল
ব্যাপিয়া ও পারস্যের দারিয়াবসের রাজত্ব-
প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাকারী-
৬ দিগকে অর্থ দিত। অহশ্বেরশের অধিকারের
আরম্ভকালে তাহারা যিহূদা ও যিরূশালেম-
নিবাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগপত্র লিখিল।
৭ পুনশ্চ অর্তক্ষস্তের অধিকারে বিশ্লম, মিত্রদাৎ,
টাবেল ও তাহাদের সহায়গণ পারস্যের অর্তক্ষস্ত
রাজার কাছে এক পত্র লিখিল, তাহা অরামীয়
অক্ষরে লিপিবদ্ধ ও অরামীয় ভাষায় বিরচিত
৮ হইয়াছিল। ফলতঃ রহূম মন্ত্রী ও শিম্শয় লেখক
যিরূশালেমের বিরুদ্ধে অর্তক্ষস্ত রাজার নিকটে
৯ এই মর্ম্মে পত্র লিখিল। "রহূম মন্ত্রী ও শিম্-
শয় লেখক ও তাহাদের সহায় অন্য সকলে,
অর্থাৎ দীনীয়, অফর্সৎখীয়, টর্পলীয়, অফর্সীয়,
অর্কবীয়, বাবিলীয়, শূশন্খীয়, দেহবীয়, ও এল-
১০ মীয় লোকেরা, এবং মহামহিম সম্ভ্রান্ত অস্নপ্পর
কর্ত্তৃক নির্ব্বাসনার্থে আনীত ও শমরিয়ার নগরে
এবং [ফরাৎ] নদীর পারস্থ অন্য সকল দেশে
১১ স্থাপিত অন্য সকল জাতি, ইত্যাদি।" তাহারা
অর্তক্ষস্ত রাজার নিকটে সেই যে পত্র পাঠাইল,
তাহার অনুলিপি এই। "[ফরাৎ] নদীর
১২ পারস্থ আপনকার দাসেরা, ইত্যাদি। মহা-
রাজের নিকটে এই নিবেদন; যিহূদীরা আপন-

Digitized by Google

কার নিকট হইতে আমাদের এখানে যিরূ-
শালেমে আসিয়াছে; তাহারা সেই বিদ্রোহী,
সেই দুষ্ট নগর নির্ম্মাণ করিতেছে, প্রাচীর
১৩ সমাপ্ত করিয়াছে, ভিত্তিমূল সারিয়াছে। অতএব
মহারাজের নিকটে নিবেদন এই, যদি এই নগর
নির্ম্মিত ও প্রাচীর স্থাপিত হয়, তবে ঐ লোকেরা
কর, রাজস্ব ও মাশুল আর দিবে না, ইহাতে
১৪ রাজসরকারের ক্ষতি হইবে। আমরা রাজবাটীর
লবণ খাইয়া থাকি, অতএব মহারাজের ক্ষতি
দেখা আমাদের উচিত নয়, এই জন্য লোক
১৫ পাঠাইয়া মহারাজকে জ্ঞাত করিলাম। আপন-
কার পিতৃপুরুষদের ইতিহাসপুস্তকে অনুসন্ধান
করুন; সেই ইতিহাসপুস্তকে দেখিয়া জানিতে
পারিবেন, এই নগর বিদ্রোহী নগর এবং রাজা-
দের ও প্রদেশ সকলের পক্ষে অনিষ্টকর, আর
এই নগরে পুরাকালাবধি উপপ্লব হইয়া আসি-
তেছিল, আর সেই জন্যই এই নগর বিনষ্ট হয়।
১৬ অতএব আমরা মহারাজকে জ্ঞাত করিলাম, যদি
এই নগর নির্ম্মিত ও ইহার প্রাচীর স্থাপিত হয়,
তবে এতদ্দ্বারা নদীর এ পারে আপনকার কিছু
অধিকার থাকিবে না।”
১৭ রাজা রহূম মন্ত্রীকে, শিম্‌শয় লেখককে ও শম-
রিয়া-নিবাসী তাহাদের অন্য সঙ্গীদিগকে এবং
নদীর এপারস্থ অন্য লোকদিগকে উত্তর লিখি-
লেন, “তোমাদের মঙ্গল হউক, ইত্যাদি।
১৮ তোমরা আমাদের কাছে যে পত্র পাঠাইয়াছ,
তাহা আমার সম্মুখে স্পষ্টরূপে পঠিত হইয়াছে।
১৯ আমার আজ্ঞায় অনুসন্ধান হইল ও জানা গেল,
পুরাকালাবধি সেই নগর রাজদ্রোহ করিয়া
আসিতেছিল, এবং তথায় বিদ্রোহ ও উপপ্লব
২০ হইত। আর যিরূশালেমে পরাক্রমী রাজগণও
ছিলেন, তাঁহারা নদীপারস্থ সকলের উপরে
রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে কর, রাজস্ব
২১ ও মাশুল দেওয়া হইত। অতএব সেই লোক-
দিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে, এবং যত
দিন আমা হইতে কোন আজ্ঞা প্রচারিত না হয়,
তত দিন ঐ নগর নির্ম্মাণ না করিতে আজ্ঞা
২২ দেও। সাবধান, এই কার্য্যে যেন তোমাদের
শৈথিল্য না হয়; রাজগণের ক্ষতিজনক অপচয়
কেন হইবে?”
২৩ পরে রহূমের, শিম্‌শয় লেখকের ও তাহাদের
পক্ষীয় লোকদের কাছে অর্ত্তক্ষস্ত রাজার পত্র
পাঠ হইবামাত্র তাহারা শীঘ্র যিরূশালেমে যিহূদী-
দের নিকটে যাইয়া হস্ত ও বলপ্রয়োগে তাহা-
২৪ দিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিল। তাহাতে
যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের কার্য্য নিবৃত্ত হইল;
পারস্যের দারিয়াবস রাজার অধিকারের দ্বিতীয়
বৎসর পর্য্যন্ত তাহা নিবৃত্ত থাকিল।

মন্দিরের নির্ম্মাণ সমাপ্তি।

৫ পরে হগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখ-
রিয়, এই দুই জন ভাববাদী যিহূদা ও যিরূ-
শালেমস্থ যিহূদীদের নিকটে ভাবোক্তি প্রচার
করিতে লাগিলেন; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে
তাহাদের কাছে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগি-
২ লেন। তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও
যোষাদকের পুত্র যেশূয় উঠিয়া যিরূশালেমস্থ
ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন,
আর ঈশ্বরের ভাববাদীরা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া
তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন।
৩ তখন নদীর পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয়, শথর-
বোষণয়, এবং তাঁহাদের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহা-
দের নিকটে আসিয়া কহিলেন, এই গৃহ নির্ম্মাণ
ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা
৪ দিয়াছে? তখন আমরা তাঁহাদিগকে এই প্রশ্নের
উত্তর দিলাম, সেই গাঁথনিকারী লোকদের নাম
৫ কি কি? কিন্তু যিহূদীদের প্রাচীনবর্গের প্রতি
তাঁহাদের ঈশ্বরের দৃষ্টি থাকাতে, যাবৎ দারিয়া-
বসের নিকটে নিবেদন উপস্থিত না করা যায়,
এবং এই কর্ম্মের বিষয়ে পুনরায় পত্র না আইসে,
তাবৎ উঁহারা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন না।
৬ নদীর পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয়, শথর-বোষণয়
এবং নদীর পারস্থ তাঁহাদের সহায় অফর্সখীয়েরা
দারিয়াবস রাজার নিকটে যে পত্র পাঠাইলেন,
৭ তাহার অনুলিপি এই; তাঁহারা এই কথা সম্ব-
লিত এক পত্র পাঠাইলেন, “মহারাজ দারিয়া-
৮ বসের সকলই মঙ্গল হউক। মহারাজের নিকটে
আমাদের নিবেদন, আমরা যিহূদা প্রদেশে
মহান ঈশ্বরের গৃহে গিয়া দেখিলাম, তাহা
প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং ভিত্তিতে কাষ্ঠ
বসান হইতেছে; আর এই কার্য্য সযত্নে চালান
যাইতেছে, ও তাহাদের হস্তে তাহা সিদ্ধ
৯ হইতেছে। আমরা সেই প্রাচীনদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলাম, তাহাদিগকে এই কথা বলিলাম, এই
গৃহ নির্ম্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমা-
১০ দিগকে কে আজ্ঞা দিয়াছে? আর আমরা
আপনকার জ্ঞাপনার্থে তাহাদের প্রধান লোক-
দিগের নাম লিখিয়া লইবার জন্য তাহাদের
১১ নামও জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা আমাদিগকে
এই উত্তর দিল, যিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর ঈশ্বর,
আমরা তাঁহারই দাস; আর এই যে গৃহ নির্ম্মাণ
করিতেছি, ইহা বহু বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া-
ছিল, ইস্রায়েলের এক জন মহান রাজা তাহা
১২ নির্ম্মাণ ও সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পরে আমা-
দের পিতৃপুরুষেরা স্বর্গের ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট
করাতে তিনি তাহাদিগকে বাবিল-রাজ কল্দীয়

Digitized by Google

নবূখদ্‌নিৎসরের হস্তগত করেন ; তিনি এই গৃহ
ভগ্ন করেন, এবং লোকদিগকে বাবিলে লইয়া
১৩ যান। কিন্তু বাবিল-রাজ কোরসের অধিকারের
প্রথম বৎসরে কোরস রাজা ঈশ্বরের এই গৃহ
১৪ নির্ম্মাণ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। আর নবূখদ্‌-
নিৎসর ঈশ্বরের গৃহের যে সকল স্বর্ণময় ও
রৌপ্যময় পাত্র যিরূশালেমস্থ মন্দির হইতে
লইয়া গিয়া বাবিলের মন্দিরে রাখিয়াছিলেন,
সেই সকল পাত্র কোরস রাজা বাবিলস্থ মন্দির
হইতে বাহির করিয়া তাঁহার নিযুক্ত শেশ্‌বসর
১৫ নামক শাসনকর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং
তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই সকল পাত্র যিরূ-
শালেমস্থ মন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় রাখ, এবং
১৬ ঈশ্বরের গৃহ স্বস্থানে নির্ম্মিত হউক। তৎকালে
সেই শেশ্‌বসর আসিয়া যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের
গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করিলেন ; তদবধি এখন
পর্য্যন্ত ইহার গাঁথনি হইতেছে, তথাপি সাঙ্গ
১৭ হয় নাই। অতএব এখন যদি মহারাজের বিহিত
বোধ হয়, তবে কোরস রাজা যিরূশালেমস্থ
ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছি-
লেন কি না, তাহা মহারাজের ঐ বাবিলস্থ ধনা-
গারে অনুসন্ধান করা হউক ; পরে মহারাজ এ
বিষয়ে আমাদের নিকটে আপন ইচ্ছা বলিয়া
পাঠাইবেন।”

৬ তখন দারিয়াবস রাজা আজ্ঞা করিলে
বাবিলস্থ ধনাগারের পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান
২ করা গেল। পরে মাদীয় প্রদেশের অক্‌মথা
নামক রাজপুরীতে একখান পুস্তক পাওয়া গেল ;
৩ তন্মধ্যে স্মরণার্থে এই কথা লিখিত ছিল, কোরস
রাজার প্রথম বৎসরে কোরস রাজা যিরূশালেমস্থ
ঈশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই আজ্ঞা করিলেন, সেই
গৃহ যজ্ঞ-স্থান বলিয়া নির্ম্মিত হউক, ও তাহার
ভিত্তিমূল দৃঢ়রূপে স্থাপিত হউক ; তাহার ঊর্দ্ধতা
৪ ষাইট হস্ত ও প্রস্থতা ষাইট হস্ত হইবে। তাহা তিন
তিন সারি প্রকাণ্ড প্রস্তরে ও এক এক সারি নূতন
কড়িকাঠে গাঁথান যাইবে, এবং রাজবাটী হইতে
৫ তাহার ব্যয় প্রদত্ত হইবে। আর ঈশ্বরের গৃহের
যে সকল স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র নবূখদ্‌নিৎসর
যিরূশালেমস্থ মন্দির হইতে লইয়া বাবিলে
রাখিয়াছিলেন, সে সকলও ফিরিয়া দেওয়া
যাউক, এবং প্রত্যেক পাত্র যিরূশালেমস্থ মন্দিরে
স্ব স্ব স্থানে নীত হউক, তাহা ঈশ্বরের গৃহে
৬ রাখিতে হইবে। অতএব হে নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষ
তত্তনয়, শথর-বোষণয় ও নদীর পারস্থ তোমা-
দের সহায় অর্ফর্ষীয়েরা, তোমরা এখন তথা
৭ হইতে দূরে থাক। ঈশ্বরীয় সেই গৃহের কার্য্য
চলিতে দেও ; যিহূদীদের অধ্যক্ষ ও যিহূদীদের
প্রাচীনবর্গ ঈশ্বরের সেই গৃহ স্বস্থানে নির্ম্মাণ
৮ করুক। আর ঈশ্বরের সেই গৃহের গাঁথনির জন্য
তোমরা যিহূদীদের প্রাচীনবর্গের কিরূপ সাহায্য
করিবে, আমি তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিতেছি ; তাহা-
দের যেন বাধা না হয়, এই জন্য রাজার ধন,
অর্থাৎ নদীর পারের রাজকর হইতে যত্নপূর্ব্বক
সেই পুরুষদিগকে ব্যয়ানুযায়ী অর্থ দত্ত হউক।
৯ আর তাহারা যেন স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশে
সৌরভার্থক উপহার উৎসর্গ করে, এবং রাজার
১০ ও তাঁহার পুত্রদের জীবন প্রার্থনা করে, এই জন্য
তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অর্থাৎ স্বর্গের
ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমার্থে যুববৃষ, মেষ ও মেষ-
শাবক, এবং গোম, লবণ, দ্রাক্ষারস ও তৈল যিরূ-
শালেমস্থ যাজকদের নিরূপণানুসারে অবাধে
১১ দিন দিন তাহাদিগকে দত্ত হউক। আরও আমি
আজ্ঞা করিলাম, যে কেহ এই কথার অন্যথা
করিবে, তাহার গৃহ হইতে একটী কড়িকাঠ
বাহির করিয়া সেই কাঠে তাহাকে তুলিয়া
টাঙ্গাইতে হইবে, এবং সেই দোষ প্রযুক্ত তাহার
১২ গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে। আর যে কোন
রাজা কিম্বা প্রজা [আজ্ঞার] অন্যথা করিয়া সেই
যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের বিনাশ সাধনে
হস্তক্ষেপ করিবে, সেই স্থানে আপন নাম স্থাপন-
কারী ঈশ্বর তাহাকে নিপাত করিবেন। আমি
দারিয়াবস আজ্ঞা করিলাম, ইহা সযত্নে সম্পন্ন
হউক।

১৩ তখন নদীর পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয়, শথর-
বোষণয় ও তাঁহাদের সহায়গণ যত্নপূর্ব্বক দারিয়া-
বস রাজার প্রেরিত আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন।
১৪ আর যিহূদীদের প্রাচীনবর্গ গাঁথনি করিয়া
হগয় ভাববাদীর ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়ের ভাব-
বাণী সহকারে কৃতকার্য্য হইলেন, এবং তাঁহারা
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ও পারস্য-
রাজ কোরসের, দারিয়াবসের ও অর্তক্ষস্তের
আদেশানুসারে গাঁথনি করিয়া কার্য্য সমাপ্ত করি-
১৫ লেন। দারিয়াবস রাজার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে
অদর মাসের তৃতীয় দিনে গৃহ সমাপ্ত হইল।

১৬ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, যাজকেরা, লেবী-
য়েরা ও নির্ব্বাসিত লোকদের অবশিষ্ট সন্তানগণ
সানন্দে ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠা করিল।
১৭ আর ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠার সময়ে এক
শত বৃষ, দুই শত মেষ, চারি শত মেষশাবক,
এবং সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য পাপনিমিত্তক বলি-
রূপে ইস্রায়েলের বংশ-সংখ্যানুসারে দ্বাদশটী
১৮ ছাগ উৎসর্গ করিল। আর যিরূশালেমে ঈশ্বরের
সেবার্থে যাজকদিগকে তাহাদের বিভাগানুসারে
ও লেবীয়দিগকে তাহাদের পালানুসারে নিযুক্ত
করা হইল ; যেমন মোশির পুস্তকে লিখিত
আছে।

Digitized by Google

১৯ পরে প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে নির্ব্বাসিত
লোকদের সন্তানেরা নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল।
২০ কেননা যাজকেরা ও লেবীয়েরা আপনাদিগকে
এক সঙ্গে শুচি করিল; তাহারা সকলেই শুচি
হইল, এবং নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানগণের
নিমিত্তে, আপনাদের যাজক ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে
ও আপনাদের নিমিত্তে নিস্তারপর্ব্বের বলি সকল
২১ হনন করিল। আর নির্ব্বাসন হইতে পুনরাগত
ইস্রায়েল-সন্তানগণ, এবং যত লোক ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণার্থে তাহাদের পক্ষ
হইয়া দেশ-নিবাসী জাতিগণের অশুচিতা হইতে
আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়াছিল, সেই সকলে
২২ তাহা ভোজন করিল, এবং সাত দিন পর্য্যন্ত
সানন্দে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল,
যেহেতুক সদাপ্রভু তাহাদিগকে আনন্দিত
করিয়াছিলেন, আর ঈশ্বরের, ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের, গৃহের কার্য্যে তাহাদের হস্ত দৃঢ় করি-
বার জন্য অশূর-রাজের চিত্ত তাহাদের অনুকূল
করিয়াছিলেন।

যিরূশালেমে ইস্রার যাত্রা।

৭ সেই সকল ঘটনার পরে, পারস্যের অর্ত-
ক্ষস্ত রাজার রাজত্বকালে, সরায়ের পুত্র ইস্রা
বাবিল হইতে যাত্রা করিলেন। উক্ত সরায় অস-
২ রিয়ের সন্তান, অসরিয় হিল্কিয়ের সন্তান,
হিল্কিয় শল্লুমের সন্তান, শল্লুম সাদোকের সন্তান,
৩ সাদোক অহীটূবের সন্তান, অহীটূব অমরিয়ের
সন্তান, অমরিয় অসরিয়ের সন্তান, অসরিয়
৪ মরায়োতের সন্তান, মরায়োৎ সরহিয়ের সন্তান,
৫ সরহিয় উষির সন্তান, উষি বুক্কির সন্তান, বুক্কি
অবীশূয়ের সন্তান, অবীশূয় পীনহসের সন্তান,
পীনহস ইলীয়াসরের সন্তান, ইলীয়াসর প্রধান
৬ যাজক হারোণের সন্তান। ইস্রা মোশির ব্যবস্থায়,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত ব্যবস্থায়, ব্যুৎ-
পন্ন অধ্যাপক ছিলেন, এবং তাঁহার উপরে তাঁহার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত প্রসারণ বিধায় রাজা
তাঁহার সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় তাঁহাকে দিলেন।
৭ অর্তক্ষস্ত রাজার সপ্তম বৎসরে ইস্রায়েল-সন্তান-
দের, যাজকদের, লেবীয়দের, গায়কদের, দ্বার-
পালদের ও নথীনীয়দের কতকগুলি লোক যিরূ-
৮ শালেমে যাত্রা করিল। আর রাজার ঐ সপ্তম
বৎসরের পঞ্চম মাসে ইস্রা যিরূশালেমে উপস্থিত
৯ হইলেন। কেননা প্রথম মাসের প্রথম দিনে
তিনি বাবিল হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন,
এবং তাঁহার উপরে তাঁহার ঈশ্বরের মঙ্গলময়
হস্ত প্রসারণ বিধায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম
১০ দিনে যিরূশালেমে উপস্থিত হইলেন। কেননা
সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অনুশীলন ও পালন করিতে
এবং ইস্রায়েলকে বিধি ও শাসন শিক্ষা দিতে
ইস্রা আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।
১১ সদাপ্রভুর আদেশবাক্যের ও ইস্রায়েলের প্রতি
তাঁহার বিধির অধ্যাপক ঐ যে ইস্রা যাজক ও অধ্য-
পক, তাঁহাকে অর্তক্ষস্ত রাজা এক পত্র দিয়াছিলেন,
১২ তাহার অনুলিপি এই। "রাজাধিরাজ অর্তক্ষস্ত
স্বর্গের ঈশ্বরের সিদ্ধ ব্যবস্থাধ্যাপক ইস্রা যাজককে
১৩ [লিখিতেছেন,] ইত্যাদি। আমি এই আজ্ঞা
করিতেছি, আমার রাজ্যের মধ্যে ইস্রায়েল
জাতির যত লোক, তাহাদের যত যাজক ও লেবীয়
যিরূশালেমে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তোমার
১৪ সহিত যাউক। কেননা তোমার ঈশ্বরের যে
ব্যবস্থা তোমার হস্তে আছে, তদনুসারে তুমি
যেন যিহূদার ও যিরূশালেমের তত্ত্বানুসন্ধান কর,
১৫ এবং যিরূশালেমে যাঁহার আবাস, ইস্রায়েলের
সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ
১৬ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে রৌপ্য ও স্বর্ণ দিয়াছেন, আর তুমি
বাবিলের সমস্ত প্রদেশে যত রৌপ্য ও স্বর্ণ পাইতে
পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা যিরূশালেমস্থ
আপনাদের ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক
যাহা নিবেদন করে, সে সমস্ত যেন সেই স্থানে
লইয়া যাও, তন্নিমিত্তে তুমি রাজা ও তাঁহার সপ্ত
১৭ মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রেরিত। অতএব সেই রৌপ্য দ্বারা
তুমি বৃষ, মেষ, মেষশাবক ও তাহার উপযুক্ত
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য যত্নপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া
যিরূশালেমস্থ তোমাদের ঈশ্বরের গৃহস্থিত যজ্ঞ-
১৮ বেদির উপরে উৎসর্গ করিবে। আর অবশিষ্ট
রৌপ্যে ও স্বর্ণে তোমার ও তোমার ভ্রাতাদের মনে
যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা আপনাদের ঈশ্বরের
১৯ ইচ্ছানুসারে করিবে। আর তোমার ঈশ্বরের
গৃহের সেবার জন্য যে সকল পাত্র তোমাকে দত্ত
হইল, তাহা যিরূশালেমে ঈশ্বরের সম্মুখে সম-
২০ র্পণ করিবে। আর তাহা ছাড়া তোমার ঈশ্বরের
গৃহের নিমিত্তে কর্ত্তব্য ব্যয়ের জন্য যাহা প্রয়ো-
জনীয়, তাহা রাজভাণ্ডার হইতে [লইয়া] ব্যয়
২১ করিবে। আর আমি অর্তক্ষস্ত রাজা নদীর পার-
স্থিত যাবতীয় কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিতেছি,
স্বর্গের ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধ্যাপক ইস্রা যাজক
তোমাদের কাছে যাহা যাহা চাহিবেন, সে সমস্ত
২২ যেন সযত্নে দেওয়া হয়, এক শত মণ পর্য্যন্ত
রৌপ্য, এক শত মণ পর্য্যন্ত গোম, এক শত মণ
পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারস, ও এক শত মণ পর্য্যন্ত তৈল,
এবং অনিরূপণীয় পরিমাণে লবণ [দত্ত হউক]।
২৩ স্বর্গের ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন, তাহা স্বর্গের
ঈশ্বরের গৃহের জন্য যথাযথরূপে করা হউক;
রাজার ও তাঁহার পুত্রদের রাজ্যের প্রতি কেন
২৪ ক্রোধ বর্ত্তিবে? আর যাজকদের, লেবীয়দের,
বাদ্যকরদের, দ্বারপালদের, নথীনীয়দের ও সেই

Digitized by Google

ঈশ্বরীয় গৃহের কর্ম্মে নিযুক্ত অন্য লোকদের
মধ্যে কাহারও কাছে কর কি রাজস্ব কি মাশুল
গ্রহণ করা বিধিসঙ্গত হইবে না, এই বিজ্ঞাপন
২৫ তোমাদিগকে দেওয়া যাইতেছে। আর হে ইষ্রা,
তোমার ঈশ্বরবিষয়ক যে জ্ঞান তোমার করতলে
আছে, তদনুসারে নদীর পারস্থ সকল লোকের
বিচার করিবার জন্য যাহারা তোমার ঈশ্বরের
ব্যবস্থা জানে, এমন শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা-
দিগকে নিযুক্ত কর; এবং যাহারা তাহা না
২৬ জানে, তোমরা তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর
যে কেহ তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা
পালন করিতে অসম্মত, সযত্নে তাহার শাসন
করা হউক; তাহার প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন, অর্থদণ্ড
কিম্বা কারাদণ্ড হউক।”

২৭ আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য;
কেননা তিনিই যিরূশালেমস্থ সদাপ্রভুর গৃহ
শোভান্বিত করিতে এইরূপ প্রবৃত্তি রাজার অন্তঃ-
২৮ করণে দিলেন, এবং রাজার, তাঁহার মন্ত্রীদের ও
রাজার সকল পরাক্রান্ত অমাত্যদের সাক্ষাতে
আমাকে দয়াপ্রাপ্ত করিলেন। আর আমার
উপরে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত প্রসারিত
থাকায় আমি সবল হইলাম, এবং আমার সহিত
যাইবার নিমিত্তে ইস্রায়েলের মধ্য হইতে প্রধান
লোকদিগকে একত্র করিলাম।

৮ অর্তক্ষস্ত রাজার রাজত্বকালে তাহাদের যে
পিতৃকুলপতিরা আমার সহিত বাবিল হইতে
প্রস্থান করিল, তাহাদের নাম ও বংশাবলি।
২ পীনহসের সন্তানদের মধ্যে গের্শোম, ঈথামরের
সন্তানদের মধ্যে দানিয়েল, দায়ূদের সন্তানদের
৩ মধ্যে হটূশ। শখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে; পরি-
য়োশের সন্তানদের মধ্যে সখরিয়, এবং বংশা-
বলিতে নির্দ্দিষ্ট তাহার সঙ্গী এক শত পঞ্চাশ জন
৪ পুরুষ। পহৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে সর-
হিয়ের পুত্র ইলীহো-ঐনয়, ও তাহার সঙ্গী দুই
৫ শত পুরুষ। শখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে বিন-
যহসীয়েল ও তাহার সঙ্গী তিন শত পুরুষ।
৬ আদীনের সন্তানদের মধ্যে যোনাথনের পুত্র
৭ এবদ, ও তাহার সঙ্গী পঞ্চাশ জন পুরুষ। এলমের
সন্তানদের মধ্যে অথলিয়ের পুত্র যিশায়াহ, ও
৮ তাহার সঙ্গী সত্তর জন পুরুষ। শফটিয়ের সন্তান-
দের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সবদিয়, ও তাহার
৯ সঙ্গী আশী জন পুরুষ। যোয়াবের সন্তানদের
মধ্যে যিহিয়েলের পুত্র ওবদিয়, ও তাহার সঙ্গী
১০ দুই শত আঠার জন পুরুষ। শলোমীতের সন্তান-
দের মধ্যে বিন-যোষিফিয়, ও তাহার সঙ্গী এক
১১ শত যাইট জন পুরুষ। আর বেবয়ের সন্তানদের
মধ্যে বেবয়ের পুত্র সখরিয়, ও তাহার সঙ্গী
১২ আটাইশ জন পুরুষ। অস্‌গদের সন্তানদের মধ্যে
হক্কাটনের পুত্র যোহানন, ও তাহার সঙ্গী এক
১৩ শত দশ জন পুরুষ। অদোনীকামের কনিষ্ঠ
সন্তানদের মধ্যে কয়েক জন, তাহাদের নাম
ইলীফেলট, যিয়ূয়েল ও শময়িয়, ও তাহাদের
১৪ সঙ্গী যাইট জন পুরুষ। বিগ্‌বয়ের সন্তানদের
মধ্যে উথয় ও সব্বূদ, ও তাহাদের সঙ্গী সত্তর
জন পুরুষ।

১৫ আমি তাহাদিগকে অহবা-গামিনী নদীর কাছে
একত্র করিয়াছিলাম; সেই স্থানে আমরা শিবির
স্থাপন করিয়া তিন দিন রহিলাম, কিন্তু লোক-
দের ও যাজকদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে আমি
সে স্থানে লেবির সন্তানদের কাহাকেও দেখিতে
১৬ পাইলাম না। তখন আমি ইলীয়েষর, অরীয়েল,
শময়িয়, ইল্‌নাথন, যারিব, ইল্‌নাথন, নাথন,
সখরিয়, ও মশুল্লম, এই সকল প্রধান লোককে,
এবং যোয়ারীব ও ইল্‌নাথন নামে দুই জন
১৭ প্রবীণকে ডাকিতে পাঠাইলাম। পরে কাসিফিয়া
নামক স্থানের প্রধান লোক ইদ্দোর নিকটে
তাহাদিগকে প্রেরণ করিলাম; ‘তোমরা আমা-
দের ঈশ্বরের গৃহের জন্য পরিচারকদিগকে
আমাদের নিকটে আন,’ কাসিফিয়া স্থানপ্রবাসী
ইদ্দোকে ও তাহার ভ্রাতা নথীনীয়দিগকে এই
কথা কহিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলাম।
১৮ আর আমাদের উপরে আমাদের ঈশ্বরের মঙ্গল-
ময় হস্ত প্রসারিত থাকায় তাহারা আমাদের
নিকটে ইস্রায়েলের পুত্র লেবির বংশজাত মহ-
লির সন্তানদের মধ্যে এক জন প্রবীণকে, অর্থাৎ
শেরেবিয়কে এবং তাহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সর্ব্ব-
১৯ শুদ্ধ আঠার জনকে, আর হশবিয়কে ও তাহার
সহিত মরারির সন্তানদের মধ্যে যিশায়াহকে
এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বিংশতি
২০ জনকে আনিল; আর দায়ূদ ও অধ্যক্ষেরা যাহা-
দিগকে লেবীয়দের সেবাকার্য্যের জন্য দিয়া-
ছিলেন, সেই নথীনীয়দের মধ্যে দুই শত
বিংশতি জনকেও আনিল; সেই সকলের নাম
লিখিত হইল।

২১ পরে আমাদের নিমিত্তে এবং আমাদের বালক-
দের ও সমস্ত সম্পত্তির নিমিত্তে শুভ যাত্রা যাজ্ঞা
করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে
আপনাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য আমি সেই
স্থানে অহবা নদীর নিকটে উপবাস ঘোষণা
২২ করিলাম। কারণ পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য
করণার্থে রাজার কাছে সৈন্য কি অশ্বারূঢ়দিগকে
চাহিতে আমার লজ্জা বোধ হইয়াছিল; বস্তুতঃ
আমরা রাজাকে এই কথা বলিয়াছিলাম, আমা-
দের ঈশ্বরের হস্ত মঙ্গলের নিমিত্তে তাঁহার যাব-
তীয় অন্বেষণকারীর উপরে আছে, কিন্তু যাহারা
তাঁহাকে ত্যাগ করে, তাঁহার পরাক্রম ও ক্রোধ

Digitized by Google

দের সম্বন্ধে যেমন কহিলেন, আমাদিগকে তেমনি
১৩ করিতেই হইবে। কিন্তু লোক অনেক, এবং এখন
ভারী বর্ষার সময়, বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে
আমাদের শক্তি নাই; এবং ইহা এক দিনের
কিম্বা দুই দিনের কর্ম্ম নয়, যেহেতুক আমরা
১৪ এ বিষয়ে মহা অপরাধ করিয়াছি। অতএব সমস্ত
সমাজের পক্ষে আমাদের অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত
হউন, এবং আমাদের নগরে নগরে যাহারা
বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তাহারা
এবং তাহাদের সহিত প্রত্যেক নগরের প্রাচীনবর্গ
ও বিচারকর্ত্তারা আপন আপন নিরূপিত সময়ে
আইসুক; তাহাতে এ বিষয়ে আমাদের ঈশ্বরের
১৫ ক্রোধ আমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে। এই
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেবল অসাহেলের পুত্র যোনা-
থন ও তিক্বের পুত্র যহসিয় উঠিল, এবং মশুল্লম
ও লেবীয় শব্বথয় তাহাদের সাহায্য করিল।
১৬ আর নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানগণ ঐরূপ
করিল। আর ইষ্রা যাজক এবং আপন আপন
পিতৃকুলানুসারে ও প্রত্যেকের নামানুসারে নির্দ্দিষ্ট
কতকগুলিন কুলপতি পৃথক্কৃত হইয়া দশম
মাসের প্রথম দিনে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান
১৭ করিতে বসিলেন। প্রথম মাসের প্রথম দিনে
তাঁহারা বিজাতীয় কন্যা-গ্রহণকারী পুরুষদের
বিচার সাঙ্গ করিলেন।
১৮ যাজকদের সন্তানদের মধ্যে বিজাতীয় কন্যা-
গ্রহণকারী এই সকল লোক ছিল; যিহোষাদকের
পুত্র যে যেশূয়, তাঁহার সন্তানদের ও ভ্রাতাদের
মধ্যে মাসেয়, ইলীয়েষর, যারিব ও গদলিয়।
১৯ ইহারা আপন আপন ভার্য্যা ত্যাগ করিবে
বলিয়া হস্ত দিল, এবং দোষী হওয়াতে দোষার্থে
২০ পালের এক এক মেষ উৎসর্গ করিল। আর ইম্মে-
২১ রের সন্তানদের মধ্যে হনানি ও সবদিয়; হারী-
মের সন্তানদের মধ্যে মাসেয়, এলিয়, শময়িয়,
২২ যিহীয়েল ও উষিয়; পশ্হূরের সন্তানদের মধ্যে
ইলীয়ো-ঐনয়, মাসেয়, ইশ্মায়েল, নথনেল,
২৩ যোষাবদ ও ইলিয়াসা। আর লেবীয়দের মধ্যে
যোষাবদ, শিমিয়ি, কলায়—সেই কলীট,—
২৪ পথাহিয়, যিহূদা ও ইলীয়েষর। আর গায়কদের
মধ্যে ইলিয়াশীব; দ্বারপালদের মধ্যে শল্লুম,
২৫ টেলম ও ঊরি। আর ইস্রায়েলের মধ্যে, পরি-
য়োশের সন্তানদের মধ্যে রমিয়, যিষিয়, মল্কিয়,
২৬ মিয়ামীন, ইলীয়াসর, মল্কিয় ও বনায়; এবং
এলমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনিয়, সখরিয়,
২৭ যিহীয়েল, অব্দি, যিরেমোৎ ও এলিয়; এবং
সত্তুর সন্তানদের মধ্যে ইলিয়ো-ঐনয়, ইলিয়া-
শীব, মত্তনিয় ও যিরেমোৎ, সাবদ ও অসীসা;
২৮ এবং বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে যিহোহানন, হনা-
২৯ নিয়, সব্বয়, অৎলয়; এবং বানির সন্তানদের
মধ্যে মশুল্লম, মল্লূক ও অদায়া, যাশূব, শাল ও
৩০ রামোৎ; পহৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে
অদ্‌ন, কলাল, বনায়, মাসেয়, মত্তনিয়, বৎস-
৩১ লেল, বিন্নূয়ী ও মনঃশি; হারীমের সন্তানদের
মধ্যে ইলীয়েষর, যিশিয়, মল্কিয়, শময়িয়,
৩২,৩৩ শিমিয়োন, বিনামীন, মল্লূক ও শমরিয়; হশূ-
মের সন্তানদের মধ্যে মত্তনয়, মত্তত্ত, সাবদ, ইলী-
৩৪ ফেলট, যিরেময়, মনঃশি ও শিমিয়ি; বানির
সন্তানদের মধ্যে মাদয়, অম্রাম ও ঊয়েল,
৩৫,৩৬ বনায়, বেদিয়া, কলূহূ, বনিয়, মরেমোৎ, ইলী-
৩৭,৩৮ য়াশীব, মত্তনিয়, মত্তনয়, যাসয়, বানি, বিন্নূয়ী,
৩৯,৪০ শিমিয়ি, শেলিমিয়, নাথন, অদায়া, মক্নদবয়,
৪১ শাশয়, শারয়, অসরেল, শেলিমিয়, শমরিয়,
৪২,৪৩ শল্লুম, অমরিয়, যোষেফ; নবোর সন্তানদের
মধ্যে যিয়ীয়েল, মত্তিথিয়, সাবদ, সবীনঃ, যাদ্দয়,
৪৪ যোয়েল ও বনায়। এই সকলে বিজাতীয়া ভার্য্যা
গ্রহণ করিয়াছিল, এবং কাহারও কাহারও
ভার্য্যার গর্ব্ভে সন্তান হইয়াছিল।

নহিমিয়ের পুস্তক।

নহিমিয়ের মনোদুঃখ ও প্রার্থনা।

১ হখলিয়ের পুত্র নহিমিয়ের বিবরণ।
বিংশতিতম বৎসরের কিস্লেব মাসে
২ আমি শূশন রাজধানীতে ছিলাম। তখন হনানি
নামে আমার ভ্রাতাদের এক জন এবং যিহূদা
হইতে কতকগুলি লোক আসিলে আমি তাহা-
দিগকে যিহূদীদের, অর্থাৎ বন্দিদশা হইতে
অবশিষ্ট রক্ষিত লোকদের ও যিরূশালেমের বিষয়ে
৩ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তাহারা আমাকে
কহিল, সেই অবশিষ্ট লোকেরা অর্থাৎ যাহারা
বন্দিদশা হইতে অবশিষ্ট থাকিয়া সেই প্রদেশে
আছে, তাহারা অতিশয় দুঃখের ও গ্লানির মধ্যে
আছে, এবং যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন ও তাহার
দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে।
৪ এই কথা শুনিয়া আমি কিছু দিন বসিয়া

Digitized by Google

বসিয়া রোদন ও শোক করিলাম, এবং স্বর্গের
ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপবাস ও প্রার্থনা করিলাম।
৫ আমি কহিলাম, হে সদাপ্রভো, স্বর্গের ঈশ্বর, তুমি
মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; যাহারা তোমাকে প্রেম
করে, ও তোমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের
পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক।
৬ এখন তোমার দাসের প্রার্থনা শুনিবার জন্য
তোমার কর্ণ অবহিত ও চক্ষু উন্মীলিত হউক।
সম্প্রতি আমি তোমার দাস ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের জন্য দিবারাত্র তোমার নিকটে প্রার্থনা
করিতেছি, এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের পাপ সকল
স্বীকার করিতেছি; কেননা আমরা তোমার
বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আমি ও আমার পিতৃ-
৭ কুলও পাপ করিয়াছি; আমরা তোমার বিরুদ্ধে
অতিশয় দুষ্কর্ম করিয়াছি; তুমি আপন দাস
মোশিকে যে সকল আজ্ঞা, বিধি ও শাসন আদেশ
করিয়াছিলে, তাহা আমরা পালন করি নাই।
৮ আর বিনয় করি, তুমি আপন দাস মোশির প্রতি
আদিষ্ট এই কথা স্মরণ কর, যথা, "তোমরা
সত্যলঙ্ঘন করিলে আমি তোমাদিগকে জাতি-
৯ গণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব। কিন্তু যদি তোমরা
আমার কাছে ফিরিয়া আইস, এবং আমার
আজ্ঞা পালন কর, ও তদনুযায়ী কর্ম কর, তবে
তোমাদের কেহ কেহ আকাশের প্রান্তভাগে দূরী-
কৃত হইলেও আমি তথা হইতে তাহাদিগকে
সংগ্রহ করিব, এবং আপন নামের নিবাসার্থে যে
স্থান মনোনীত করিয়াছি, সেই স্থানে তাহা-
১০ দিগকে আনিব।" ইহারা তোমার দাস ও তোমার
প্রজা, যাহাদিগকে তুমি আপন মহাপরাক্রম ও
১১ বলবান হস্ত দ্বারা মুক্ত করিয়াছ। হে প্রভো,
বিনয় করি, তোমার এই দাসের প্রার্থনাতে, এবং
যাহারা তোমার নাম ভয় করিতে আনন্দ করে,
তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাতে তোমার কর্ণ
অবহিত হউক; আর বিনয় করি, অদ্য তোমার
এই দাসকে কৃতকার্য্য, ও এই ব্যক্তির সাক্ষাতে
করুণাপ্রাপ্ত কর। আমি রাজার পানপাত্রবাহক
ছিলাম।

নহিমিয়ের যিরূশালেম যাত্রা।

২ অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের বিংশতিতম
বৎসরের নীসন মাসে রাজার সম্মুখে
দ্রাক্ষারস থাকাতে আমি সেই দ্রাক্ষারস লইয়া
রাজাকে দিলাম। [তৎপূর্ব্বে] আমি তাঁহার
২ সাক্ষাতে কখনও বিষণ্ণ হই নাই। রাজা আমাকে
কহিলেন, তোমার ত পীড়া হয় নাই, তবে মুখ
কেন বিষণ্ণ হইয়াছে? ইহা ত চিত্তের বিষাদ
ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। তখন আমি অতি-
৩ মাত্র ভীত হইলাম। আর আমি রাজাকে কহি-
লাম, মহারাজ চিরজীবী হউন; আমি কেন
বিষণ্ণবদন হইব না? যে নগর আমার পিতৃ-
লোকদের কবরস্থান, তাহা ধ্বংসিত ও তাহার
৪ দ্বার সকল অগ্নিভক্ষিত হইয়াছে। তখন রাজা
আমাকে কহিলেন, তুমি কি ভিক্ষা চাও? তাহাতে
আমি স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম;
৫ আর রাজাকে কহিলাম, যদি মহারাজের তুষ্টি
হয়, এবং আপনকার দাস যদি আপনকার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ পাইয়া থাকে, তবে আপনি আমাকে
যিহূদা দেশে আমার পিতৃপুরুষদের কবরের
নগরে বিদায় করুন, যেন আমি তাহা নির্ম্মাণ
৬ করি। তখন রাজা—রাজমহিষীও তাঁহার পার্শ্বে
উপবিষ্টা ছিলেন—আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,
তোমার যাত্রা কত দিনের জন্য হইবে? আর
কবে ফিরিয়া আসিবে? এইরূপে রাজা সন্তুষ্ট
হইয়া আমাকে বিদায় করিলেন, আর আমি
৭ তাঁহার কাছে সময় নিরূপণ করিলাম। আর
আমি রাজাকে কহিলাম, যদি মহারাজের তুষ্টি
হয়, তবে নদীপারস্থ দেশাধ্যক্ষেরা যেন যিহূদা
দেশে আমার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার
যাত্রার সাহায্য করেন, এই জন্য তাঁহাদের নামে
৮ আমাকে পত্র দিতে আজ্ঞা হউক। আর মন্দিরের
পার্শ্বস্থ দুর্গদ্বারের ও নগরপ্রাচীরের ও আমার
প্রবেশ-গৃহের কড়িকাষ্ঠের নিমিত্তে রাজার বন-
রক্ষক আসফ যেন আমাকে কাষ্ঠ দেন, এই জন্য
তাঁহার নামেও একখানি পত্র দিতে আজ্ঞা হউক।
তাহাতে আমার উপরে আমার ঈশ্বরের মঙ্গলময়
হস্ত প্রসারিত থাকায় রাজা আমাকে সে সমস্ত
দিলেন।
৯ পরে আমি নদীর পারস্থ দেশাধ্যক্ষদের নিকটে
উপস্থিত হইয়া রাজার পত্র তাঁহাদিগকে দিলাম।
অধিকন্তু রাজা সেনাপতিদিগকে ও অশ্বারূঢ়-
১০ দিগকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু
হোরোণীয় সন্‌বল্লট ও অম্মোনীয় দাস টোবিয়
যখন তাহা শুনিল, তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের
মঙ্গল চেষ্টার জন্য এক জন লোক আসিয়াছে,
ইহা বুঝিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল।
১১ আর আমি যিরূশালেমে উত্তীর্ণ হইয়া সে
১২ স্থানে তিন দিন রহিলাম। পরে আমি ও আমার
সঙ্গী কয়েকটী পুরুষ রাত্রিতে উঠিলাম; কিন্তু
যিরূশালেমের জন্য যাহা করিতে ঈশ্বর আমার
মনে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বলি
নাই; এবং আমি যে বাহনে আরূঢ় ছিলাম,
তদ্ব্যতিরেকে আর কোন পশু আমার সঙ্গে ছিল
১৩ না। আমি রাত্রিতে উপত্যকার দ্বার দিয়া বহি-
র্গমনপূর্ব্বক নাগকূপ ও সারদ্বার পর্য্যন্ত গেলাম,
এবং যিরূশালেমের ভগ্ন প্রাচীর ও অগ্নিভক্ষিত
১৪ দ্বার সকল দর্শন করিলাম। আর উনূইর দ্বার ও

Digitized by Google

রাজার পুষ্করিণী পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু সেই স্থানে
আমার বাহন পশুর যাইবার স্থান ছিল না।
১৫ তখন আমি রাত্রিকালে স্রোতোমার্গ দিয়া ঊর্দ্ধে
গমন করত প্রাচীর দেখিলাম, পরে ফিরিয়া
উপত্যকার দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম, ফিরিয়া
১৬ আসিলাম। কিন্তু আমি যে সকল স্থানে গিয়া-
ছিলাম, ও যাহা যাহা করিতে উদ্যত ছিলাম,
তাহা অধ্যক্ষেরা জ্ঞাত ছিল না, এবং তৎকাল
পর্য্যন্ত আমি যিহূদীদিগকে, কি যাজকদিগকে, কি
প্রধান লোকদিগকে, কি অধ্যক্ষদিগকে, কি অন্য
কর্ম্মচারীদিগকে, কাহাকেও তাহা বলি নাই।
১৭ পরে আমি তাহাদিগকে কহিলাম, আমরা
কেমন দুরবস্থায় আছি, তাহা তোমরা দেখিতেছ;
যিরূশালেম ধ্বংসিত ও তাহার দ্বার সকল
অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে; আইস, আমরা যিরূ-
শালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ করি, যেন আর ধিক্কা-
১৮ রের পাত্র না থাকি। পরে আমার উপরে প্রসা-
রিত ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তের কথা এবং আমার
প্রতি কথিত রাজার বাক্য তাহাদিগকে জানাই-
লাম; তাহাতে তাহারা কহিল, চল, আমরা
উঠিয়া গিয়া গাঁথি। এইরূপে তাহারা সেই সাধু
কার্য্যের জন্য আপন আপন হস্ত সবল করিল।
১৯ কিন্তু হোরোণীয় সন্বল্লট, অম্মোনীয় দাস
টোবিয় ও আরবীয় গেশম এই কথা শুনিয়া
আমাদিগকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিয়া কহিল,
তোমরা এ কি কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে?
২০ তোমরা কি রাজদ্রোহ করিবে? তখন আমি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যিনি স্বর্গের ঈশ্বর,
তিনিই আমাদিগকে কৃতকার্য্য করিবেন; অতএব
তাঁহার দাস আমরা উঠিয়া গাঁথিব; কিন্তু যিরূ-
শালেমে তোমাদের কোন অংশ কি অধিকার কি
স্মৃতিচিহ্ন নাই।

যিরূশালেম নগর পুনর্নির্ম্মাণ।

৩ পরে ইলিয়াশীব মহাযাজক ও তাঁহার
ভ্রাতা যাজকগণ উঠিয়া মেষদ্বার গাঁথিলেন;
তাঁহারা তাহার কবাট স্থাপন করিয়া তাহা পবিত্র
করিলেন, অর্থাৎ হম্মেয়া দুর্গ অবধি হননেলের
২ দুর্গ পর্য্যন্ত তাহা পবিত্র করিলেন। তাঁহার
নিকটে যিরীহোর লোকেরা গাঁথিল, আর তাহার
৩ নিকটে ইম্রির পুত্র সক্কূর গাঁথিল। হস্সনায়ার
সন্তানগণ মৎস্যদ্বার গাঁথিল; তাহারা তাহার
আড়কাষ্ঠা তুলিল, এবং তাহার কবাট স্থাপন
৪ করিল, আর খিল ও অর্গল দিল। তাহাদের
নিকটে হক্কোসের পৌত্র ঊরিয়ের পুত্র মরেমোৎ
জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহাদের নিকটে মশেষ-
বেলের পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লম জীর্ণো-
দ্ধার করিল। তাহাদের নিকটে বানার পুত্র
৫ সাদোক জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহাদের নিকটে
তকোয়ীয়েরা জীর্ণোদ্ধার করিল, কিন্তু তাহাদের
প্রধানবর্গ আপনাদের প্রভুর কর্ম্মে ঘাড় পাতিল
৬ না। আর পাসেহের পুত্র যিহোয়াদা ও বসো-
দিয়ার পুত্র মশুল্লম পুরাতন দ্বার দৃঢ় করিল;
তাহারা তাহার আড়কাষ্ঠা তুলিল, এবং তাহার
কবাট স্থাপন করিল, আর খিল ও অর্গল দিল।
৭ তাহাদের নিকটে গিবিয়োনীয় মলাটিয় ও
মেরোণোথীয় যাদোন এবং গিবিয়োনের ও
মিস্পার লোকেরা জীর্ণোদ্ধার করিল, উহারা
নদীর পারস্থ দেশাধ্যক্ষের সিংহাসনের অধীন।
৮ তাহার নিকটে স্বর্ণকারদের মধ্যে হর্হয়ের পুত্র
উষীয়েল জীর্ণোদ্ধার করিল। আর তাহার নিকটে
গন্ধবণিক্‌দের সন্তান হনানিয় জীর্ণোদ্ধার করিল,
তাহারা প্রশস্ত প্রাচীর পর্য্যন্ত যিরূশালেম দৃঢ়
৯ করিল। তাহাদের নিকটে যিরূশালেম প্রদে-
শের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ হূরের পুত্র রফায় জীর্ণো-
১০ দ্ধার করিল। তাহার নিকটে হরুমফের পুত্র
যিদায় আপন গৃহের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল;
তাহার নিকটে হশব্‌নিয়ের পুত্র হটূশ জীর্ণো-
১১ দ্ধার করিল। হারীমের পুত্র মল্কিয় ও পহৎ-
মোয়াবের পুত্র হশূব অন্য এক ভাগ ও তুন্দুরের
১২ দুর্গ দৃঢ় করিল। তাহার নিকটে যিরূশালেম
প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ হলোহেশের পুত্র
শল্লুম ও তাহার কন্যারা জীর্ণোদ্ধার করিল।
১৩ হানূন এবং সানোহ-নিবাসীরা উপত্যকার দ্বার
দৃঢ় করিল; তাহারা তাহা গাঁথিল, এবং তাহার
কবাট স্থাপন করিল, আর খিল ও অর্গল দিল;
এবং সারদ্বার পর্য্যন্ত প্রাচীরের এক সহস্র হস্ত
১৪ [দৃঢ় করিল]। আর বৈৎ-হক্কেরম প্রদেশের অধ্যক্ষ
রেখবের পুত্র মল্কিয় সারদ্বার দৃঢ় করিল;
সে তাহা গাঁথিল, এবং তাহার কবাট স্থাপন
১৫ করিল, আর খিল ও অর্গল দিল। আর মিস্পা
প্রদেশের অধ্যক্ষ কল্‌হোষির পুত্র শল্লুম উনুইর
দ্বার দৃঢ় করিল; সে তাহা গাঁথিল, তাহার
আচ্ছাদন প্রস্তুত করিল, এবং তাহার কবাট
স্থাপন করিল, আর খিল ও অর্গল দিল, এবং
যে সোপান দিয়া দায়ূদ-নগর হইতে নামে, সেই
পর্য্যন্ত রাজার উদ্যানের সম্মুখস্থ শীলোহ পুষ্ক-
১৬ রিণীর প্রাচীর [দৃঢ় করিল]। তাহার নিকটে
বৈৎসূর প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ অস্‌বুকের
পুত্র নহিমিয় দায়ূদের কবরের সম্মুখ পর্য্যন্ত,
খনিত পুষ্করিণী পর্য্যন্ত ও পরাক্রমীদের গৃহ
১৭ পর্য্যন্ত জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহার নিকটে লেবী-
য়েরা, বিশেষতঃ বানির পুত্র রহূম জীর্ণোদ্ধার
করিল। তাহার নিকটে কিয়ীলা প্রদেশের অর্দ্ধ-
ভাগের অধ্যক্ষ হশবিয় আপন ভাগ দৃঢ় করিল।
১৮ তাহার পরে তাহাদের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ কিয়ীলা

Digitized by Google

প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ হেনাদদের পুত্র
১৯ বিন্নূয় জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহার নিকটে মিস্পার
অধ্যক্ষ যেশূয়ের পুত্র এসর প্রাচীরের বঙ্কে স্থিত
অস্ত্রাগারে উঠিবার পথের সম্মুখে আর এক ভাগ
২০ দৃঢ় করিল। তাহার পরে সব্বয়ের পুত্র বারূক
যত্ন করিয়া প্রাচীরের বঙ্ক হইতে প্রধান যাজক
ইলীয়াশীবের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আর এক ভাগ দৃঢ়
২১ করিল। তাহার পরে হক্কোসের পৌত্র ঊরিয়ের
পুত্র মরেমোৎ ইলিয়াশীবের বাটীর দ্বার অবধি
ইলিয়াশীবের বাটীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর এক ভাগ
২২ দৃঢ় করিল। তাহার পরে [যর্দ্দনের] অঞ্চল-
২৩ নিবাসী যাজকেরা জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহার
পরে বিন্যামীন ও হশূব আপন আপন গৃহের
সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল; তাহার পরে অন-
নিয়ের পৌত্র মাসেয়ের পুত্র অসরিয় আপন
২৪ গৃহের পার্শ্বে জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহার পরে
হেনাদদের পুত্র বিন্নূয়ী অসরিয়ের গৃহ অবধি
প্রাচীরের বঙ্ক অর্থাৎ কোণ পর্য্যন্ত আর এক ভাগ
২৫ দৃঢ় করিল। ঊষয়ের পুত্র পালল বঙ্কের সম্মুখে
কারাগারের উঠানের নিকটস্থ উচ্চতর রাজবাটীর
সমীপে বহির্বর্ত্তী দুর্গের সম্মুখে, [এবং] তাহার
পরে পরিয়োশের পুত্র পদায় [জীর্ণোদ্ধার
২৬ করিল]। আর নথীনীয়েরা জলদ্বারের পূর্ব্ব-
দিকের সম্মুখ পর্য্যন্ত ও বহির্বর্ত্তী দুর্গ পর্য্যন্ত
২৭ ওফলে বাস করিত। তাহার পরে তকোয়ীয়েরা
বহির্বর্ত্তী বৃহৎ দুর্গ অবধি ওফলের প্রাচীর পর্য্যন্ত
২৮ আর এক ভাগ দৃঢ় করিল। অশ্ব-দ্বারের উপর-
দিক্ অবধি যাজকেরা প্রত্যেক জন আপন আপন
২৯ গৃহের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহার পরে
ইম্মেরের পুত্র সাদোক আপন গৃহের সম্মুখে
জীর্ণোদ্ধার করিল; এবং তাহার পরে পূর্ব্বদ্বার-
রক্ষক শখনিয়ের পুত্র শময়িয় জীর্ণোদ্ধার করিল।
৩০ তাহার পরে শেলিমিয়ের পুত্র হনানিয় ও সাল-
ফের ষষ্ঠ পুত্র হানূন আর এক ভাগ দৃঢ় করিল;
তাহার পরে বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লম আপন
৩১ কুঠরীর সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল। তাহার পরে
স্বর্ণকারের পুত্র মল্কিয় নথীনীয়দের ও বণিক্‌দের
বাড়ী পর্য্যন্ত অর্থাৎ কোণে উঠিবার পথ পর্য্যন্ত
হম্মিপ্‌কদ দ্বারের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল।
৩২ আর কোণে উঠিবার পথ ও মেষদ্বারের মধ্যে
স্বর্ণকারেরা ও বণিকেরা জীর্ণোদ্ধার করিল।

শত্রুদের বিরোধ ও তাহার প্রতীকার।

৪ পরে এই ঘটিল; আমরা প্রাচীর গাঁথি-
তেছি, এই কথা শুনিয়া সন্‌বল্লট কুপিত ও
অতিশয় বিরক্ত হইল, আর যিহূদীদিগকে
২ বিদ্রূপ করিল। আর সে আপন ভ্রাতৃগণের ও
শমরীয় সৈন্যদলের সাক্ষাতে বলিয়া কহিল, এই
নিস্তেজ যিহূদীরা কি করিতেছে? ইহারা কি
[প্রাচীর] দৃঢ় করিবে? ইহারা কি যজ্ঞ করিবে?
এক দিনে কি সমাপ্ত করিবে? কাঁথড়ার ঢিবি
হইতে এই দগ্ধ প্রস্তর সকল তুলিয়া কি সজীব
৩ করিবে? তৎকালে অম্মোনীয় টোবিয় তাহার
পার্শ্বে ছিল; সেও কহিল, উহারা যে গাঁথনি
করিতেছে, তাহার উপরে যদি শৃগাল উঠে,
তবে তাহাদের সেই প্রস্তরময় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
৪ পড়িবে। হে আমাদের ঈশ্বর, শ্রবণ কর, কেননা
আমরা তুচ্ছীকৃত হইলাম; উহাদের টিট্‌কারি
উহাদেরই মস্তকে বর্ত্তাও, এবং উহাদিগকে বন্দি-
৫ ত্বের দেশে লুটিত বস্তুর ন্যায় সমর্পণ কর। উহা-
দের অপরাধ ঢাকিয়া রাখিও না, ও উহাদের
পাপ তোমার সম্মুখ হইতে মার্জ্জিত হইতে দিও
না: কেননা উহারা গাঁথকদিগের সম্মুখে
৬ [তোমাকে] অসন্তুষ্ট করিয়াছে। এইরূপে আমরা
প্রাচীর গাঁথিলাম, তাহাতে [উচ্চতার] অর্দ্ধ
পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচীর সংযোজিত হইল, কারণ
কার্য্য করিতে লোকদের মন ছিল।
৭ পরে এই ঘটিল; যিরূশালেমের প্রাচীরের
জীর্ণোদ্ধার সম্পন্ন হইতেছে, ও তাহার ছিদ্র
সকল বন্ধ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ইহা
শুনিয়া সন্‌বল্লট ও টোবিয় এবং আরবীয়,
অম্মোনীয় ও অস্‌দোদীয়গণ মহাক্রোধান্বিত
৮ হইল, আর তাহারা সকলে যিরূশালেমের
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য ও গোলযোগ
৯ উৎপন্ন করিবার জন্য চক্রান্ত করিল। কিন্তু
আমরা আপনাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি-
লাম, ও দিবারাত্র তাহাদের বিরুদ্ধে প্রহরিগণকে
১০ রাখিলাম। আর যিহূদার লোকেরা কহিল, ভার-
বাহকেরা দুর্ব্বল হইয়াছে, এবং অনেক কাঁথড়া
১১ আছে, প্রাচীর গাঁথা আমাদের অসাধ্য। আবার
আমাদের বিপক্ষগণ কহিল, আমরা অজ্ঞাতসারে
ও অদৃশ্যরূপে উহাদের মধ্যে আসিয়া উহা-
১২ দিগকে বধ করিয়া কার্য্য বন্ধ করিব। আর তাহা-
দের নিকটবাসী যিহূদীরা সর্ব্বস্থান হইতে
আসিয়া দশ বার আমাদিগকে বলিল, তোমা-
দিগকে আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিতে
১৩ হইবে। অতএব আমি প্রাচীরের পশ্চাদ্দিকে
নীচস্থ অনাবৃত স্থানে লোক নিযুক্ত করিলাম,
অর্থাৎ স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে খড়্গ, বড়শা ও
১৪ ধনুক সমেত লোক নিযুক্ত করিলাম। পরে আমি
অবলোকন করিলাম, এবং উঠিয়া প্রধান লোক-
দিগকে, অধ্যক্ষগণকে ও অন্য সকল লোককে
কহিলাম, তোমরা উহাদের হইতে ভীত হইও
না; মহান ও ভয়ঙ্কর প্রভুকে স্মরণ কর, এবং
আপন আপন ভ্রাতৃগণের, পুত্র ও কন্যাগণের,
ভার্য্যাগণের ও গৃহের জন্য যুদ্ধ কর।

Digitized by Google

১৫ আর যখন আমাদের শত্রুগণ শুনিতে পাইল
যে, আমরা তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হই-
য়াছি, আর ঈশ্বর তাহাদের মন্ত্রণা ব্যর্থ করিয়া-
ছেন, তখন আমরা সকলে প্রাচীরে আপন
আপন কার্য্য করিতে পুনর্ব্বার গমন করিলাম।
১৬ আর সেই দিন অবধি আমার ভৃত্যদের অর্দ্ধেক
লোক কর্ম্ম করিত, অন্য অর্দ্ধেক লোক বড়শা,
ঢাল, ধনু ও বর্ম্ম ধরিয়া থাকিত, এবং সমগ্র
১৭ যিহূদা-কুলের পশ্চাৎ অধ্যক্ষগণ থাকিত। যাহারা
প্রাচীর গাঁথিত, আর যাহারা ভার বহিত
ও ভার তুলিয়া দিত, তাহারা সকলে এক হস্তে
১৮ কর্ম্ম করিত, অন্য হস্তে অস্ত্র ধরিত ; আর গাঁথ-
কেরা প্রত্যেক জন কটিদেশে খড়্গ বাঁধিয়া গাঁথিত,
১৯ এবং তূরীবাদক আমার পার্শ্বে থাকিত। আর
আমি প্রধান লোকদিগকে, অধ্যক্ষগণকে ও অন্য
সকল লোককে কহিলাম, এই কর্ম্ম ভারী ও
বিস্তীর্ণ, এবং আমরা প্রাচীরের উপরে পৃথক্
পৃথক্ হইয়া এক জন হইতে অন্য জন দূরে
২০ আছি। অতএব তোমরা যে কোন স্থানে তূরীর
শব্দ শুনিবে, সেই স্থানে আমাদের নিকটে একত্র
হইবে ; আমাদের ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ
করিবেন।

২১ এইরূপে আমরা সেই কার্য্যে পরিশ্রম করি-
তাম, এবং অরুণোদয়কালাবধি তারাদর্শন কাল
পর্য্যন্ত আমাদের অর্দ্ধেক লোক বড়শা ধরিয়া
২২ থাকিত। সেই সময়ে আমি লোকদিগকে আরও
কহিলাম, প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন ভৃত্যের
সহিত রাত্রিকালে যিরূশালেমের মধ্যে থাকুক ;
তাহারা রাত্রিকালে আমাদের রক্ষক হইবে, ও
২৩ দিবসে কর্ম্ম করিবে। অতএব আমি, আমার
ভ্রাতৃগণ, ভৃত্যগণ ও আমার অনুবর্ত্তী রক্ষকেরা
কেহ বস্ত্র খুলিতাম না, নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্রসহ
জলের নিকটে যাইতাম।

দরিদ্রদের উপরে দৌরাত্ম্য নিবারণ।

৫ পরে আপনাদের ভ্রাতা যিহূদীদের বিরুদ্ধে
প্রজাগণের ও তাহাদের স্ত্রীদিগের মহা-
২ ক্রন্দন উত্থিত হইল। কেহ কেহ কহিল, আমরা
পুত্রকন্যাসুদ্ধ অনেক প্রাণী, চল, শস্য লওয়া
যাউক, যেন আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে
৩ পারি। আর কেহ কেহ কহিল, আমরা আপন
আপন ভূমি, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও গৃহ বন্ধক দিতেছি,
৪ দুর্ভিক্ষের সময়ে শস্য লওয়া যাউক। আর কেহ
কেহ কহিল, রাজকরের নিমিত্তে আমরা আপন
আপন ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র বন্ধক রাখিয়া রৌপ্য
৫ লইয়াছি। কিন্তু আমাদের শরীর আমাদের
ভ্রাতাদের শরীরের সমান, এবং আমাদের
সন্তানগণ তাহাদের সন্তানদের তুল্য ; তথাপি
দেখুন, আমরা আপন আপন পুত্রকন্যাগণকে
দাসত্বে আনিতেছি, বরং এখনও আমাদের
কন্যাদের মধ্যে কেহ কেহ দাসীর অবস্থায় পড়ি-
য়াছে ; আমাদের কিছু সঙ্গতি নাই ; এবং আমা-
দের ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল অন্য লোকদের
৬ হইয়াছে। তখন আমি তাহাদের ক্রন্দন ও এই
৭ সকল কথা শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলাম। আর
আপনার মনে বিবেচনা করিলাম, এবং আমি
প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে ভর্ৎসনা
করিয়া কহিলাম, তোমরা প্রত্যেক জন আপন
আপন ভ্রাতৃগণকে সুদের জন্য ঋণ দিয়া থাক।
৮ আর আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মহাসমাজ একত্র
করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, জাতিগণের কাছে
আমাদের যে যিহূদী ভ্রাতৃগণ বিক্রীত ছিল,
তাহাদিগকে আমরা সাধ্যানুসারে মুক্ত করি-
য়াছি ; এখন তোমাদের ভ্রাতৃগণকে তোমরাই
কি বিক্রয় করিবে ? আমাদের কাছে তাহাদিগকে
কি বিক্রয় করিতে দিবে ? তাহাতে তাহারা নীরব
৯ হইল, কিছু উত্তর করিতে পারিল না। আমি
আরও কহিলাম, তোমাদের এই কর্ম্ম ভাল নয় ;
আমাদের শত্রু জাতিগণের টিট্‌কারি প্রযুক্ত
তোমরা কি আমাদের ঈশ্বরের ভয়ে চলিবে না ?
১০ আমি, আমার ভ্রাতৃগণ ও ভৃত্যগণ, আমরাও
সুদের জন্য উহাদিগকে রৌপ্য ও শস্য ঋণ দিয়া
থাকি ; বিনয় করি, আইস, আমরা এই সুদ
১১ ছাড়িয়া দিই। বিনয় করি, উহাদের শস্যক্ষেত্র,
দ্রাক্ষাক্ষেত্র, জিতবৃক্ষক্ষেত্র ও গৃহ সকল, এবং
তোমরা রৌপ্যের, শস্যের, দ্রাক্ষারসের ও তৈলের
শতকরা যে বৃদ্ধি লইয়া তাহাদিগকে ঋণ দিয়াছ,
১২ তাহা অদ্যই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেও। তখন
তাহারা কহিল, আমরা তাহা ফিরাইয়া দিব,
তাহাদের কাছে কিছুই চাহিব না ; আপনি
যাহা কহিলেন, তদনুসারে করিব। তখন আমি
যাজকদিগকে ডাকিয়া এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে
কর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে দিব্য করাইলাম।
১৩ অধিকন্তু আমি আপন কোলের কাপড় ঝাড়িয়া
কহিলাম, যে কেহ এই প্রতিজ্ঞা পালন না করে,
ঈশ্বর তাহার গৃহ ও পরিশ্রমের ফল হইতে
তাহাকে এইরূপ ঝাড়িয়া ফেলুন, এইরূপে সে
ঝাড়া ও শূন্য হউক। তাহাতে সমস্ত সমাজ
কহিল, আমেন, এবং সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল।
পরে লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম
করিল।

১৪ অধিকন্তু আমি যে সময়ে যিহূদা দেশে তাহা-
দের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, সেই
অবধি অর্থাৎ অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের
বিংশতিতম বৎসরাবধি দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত
দ্বাদশ বৎসর আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ দেশাধ্য-

Digitized by Google

১৫ ক্ষের বৃত্তি ভোগ করিতাম না। আমার পূর্ব্বে যে
সকল দেশাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহারা লোকদিগকে
ভারগ্রস্ত করিতেন, এবং তাহাদের হইতে নগদ
চল্লিশ শেকল রৌপ্য ব্যতিরেকে খাদ্য ও দ্রাক্ষা-
রস লইতেন, এমন কি, তাঁহাদের ভৃত্যগণও
লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করিত; কিন্তু আমি
১৬ ঈশ্বরভয় প্রযুক্ত তাহা করিতাম না। আর আমি
এই প্রাচীরের কর্ম্মেও অধ্যবসায়ী ছিলাম; আমরা
ভূমি ক্রয় করিতাম না, এবং আমার সমস্ত ভৃত্য
১৭ সেই স্থানে কার্য্যে একত্র হইত। আর আমাদের
চতুর্দ্দিক্‌স্থিত জাতিগণের মধ্য হইতে যাহারা
আমাদের নিকটে আসিত, তাহাদের ছাড়া
যিহূদী ও অধ্যক্ষ এক শত পঞ্চাশ জন আমার
১৮ মেজে বসিত। সেই সময়ে প্রতিদিন এই সকল
আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইত, একটা বলদ ও
ছয়টা উত্তম মেষ; এবং কতকগুলি পক্ষী আমার
জন্য পাক করা যাইত; এবং দশ দশ দিন অন্তর
সর্ব্বপ্রকার দ্রাক্ষারস; এই সমস্ত সত্ত্বেও লোক-
দের দাসত্বের ভার গুরুতর হওয়াতে আমি
১৯ দেশাধ্যক্ষের বৃত্তি চাহিতাম না। হে আমার
ঈশ্বর, আমি এই লোকদের নিমিত্তে যাহা যাহা
করিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্তে আমার পক্ষে সে
সমস্ত স্মরণ কর।

শত্রুদের ষড়যন্ত্র ; নহিমিয়ের স্থৈর্য্য।

৬ পরে সন্‌বল্লট, টোবিয়, আরবীয় গেশম
ও আমাদের অন্য সকল শত্রু শুনিতে পাইল
যে, আমি প্রাচীর গাঁথিয়াছি, তাহার মধ্যে আর
ভগ্ন স্থান নাই; তথাপি তখনও নগরদ্বার সক-
২ লের কবাট ঝুলান হয় নাই। তখন সন্‌বল্লট ও
গেশম লোক দ্বারা আমার কাছে এই কথা বলিয়া
পাঠাইল, আইস, আমরা ওনো সমস্থলীর কোন
পল্লীগ্রামে মিলিয়া মন্ত্রণা করি। কিন্তু তাহারা
৩ আমার হিংসা করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তখন
আমি দূত দ্বারা তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাই-
লাম, আমি এক মহৎ কার্য্য করিতেছি, নামিয়া
যাইতে পারি না; আমি যাবৎ কার্য্য ত্যাগ
করিয়া তোমাদের কাছে নামিয়া যাইব, তাবৎ
৪ কার্য্য কেন বন্ধ থাকিবে? এই প্রকারে তাহারা
আমার কাছে চারি বার লোক পাঠাইল, আর
৫ আমি তাহাদিগকে তদ্রূপ উত্তর দিলাম। পরে
সন্‌বল্লট ঐ প্রকারে পঞ্চম বার আমার নিকটে
আপন ভৃত্যকে পাঠাইল, তাহার হস্তে এক মুক্ত
৬ পত্র ছিল; তাহাতে এই কথা লেখা ছিল,
জাতিগণের মধ্যে এই জনশ্রুতি হইতেছে, এবং
গশ্মুও কহিতেছে যে, তুমি ও যিহূদীরা রাজ-
দ্রোহ করিবার সঙ্কল্প করিতেছ; সেই জন্যই
তুমি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেছ; আর এই জন-
শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, তুমি তাহাদের রাজা
৭ হইতে উদ্যত আছ। আর যিহূদা দেশে এক জন
রাজা আছেন, আপনার বিষয়ে যিরূশালেমে
ইহা প্রচার করাইবার জন্য তুমি ভাববাদি-
গণকেও নিযুক্ত করিয়াছ। এখন এই জনশ্রুতি
রাজার কাছে উপস্থিত হইবে; অতএব আইস,
৮ আমরা একত্র হইয়া মন্ত্রণা করি। তখন আমি
তাহাকে বলিয়া পাঠাইলাম, তুমি এই যে সকল
কথা কহিতেছ, এরূপ কিছুই হয় নাই; কিন্তু
৯ তুমি মনগড়া কথা বলিতেছ। কারণ তাহারা
সকলে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে চাহিত,
বলিত, এই কর্ম্মে উহাদের হস্ত দুর্ব্বল হউক,
তাহাতে তাহা সমাপ্ত হইবে না, কিন্তু [হে
ঈশ্বর,] তুমি এখন আমার হস্ত সবল কর।
১০ পরে মহেটবেলের পৌত্র দলায়ের পুত্র যে
শময়িয় রুদ্ধ ছিল, তাহার গৃহে আমি গেলাম;
তাহাতে সে কহিল, আইস, আমরা ঈশ্বরের
গৃহে, মন্দিরের ভিতরে, একত্র হইয়া মন্দিরের
দ্বার সকল রুদ্ধ করি, কেননা লোকে তোমাকে
বধ করিতে আসিবে, রাত্রিকালেই তোমাকে বধ
১১ করিতে আসিবে। তখন আমি কহিলাম, আমার
মত লোক কি পলায়ন করিবে? আমার মত
কোন্ লোকটী প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মন্দিরে
আশ্রয় লইবে? আমি সেখানে প্রবেশ করিব
১২ না। আর আমি টের পাইলাম, দেখ, ঈশ্বর
তাহাকে পাঠান নাই, সে আমার বিপক্ষে
ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছে, এবং টোবিয় ও সন্‌-
১৩ বল্লট তাহাকে বেতন দিয়াছে। তাহাকে এই
জন্য বেতন দেওয়া গিয়াছিল, যেন আমি ভীত
হইয়া সেই কর্ম্ম করি ও পাপ করি, এবং তাহারা
যেন আমার দুর্নাম করিবার সূত্র পাইয়া আমাকে
১৪ টিট্‌কারি দিতে পারে। হে আমার ঈশ্বর, এই
কর্ম্ম অনুসারে টোবিয় ও সন্‌বল্লটকে স্মরণ কর,
এবং নোয়দিয়া ভাববাদিনীকে, ও অন্য যে ভাব-
বাদীরা আমাকে ভয় দেখাইতে চাহিত, তাহা-
দিগকেও স্মরণ কর।
১৫ পরে ইলূল মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, বাওয়ান্ন
১৬ দিনের মধ্যে, প্রাচীর সমাপ্ত হইল। আমাদের
সমস্ত শত্রু যখন তাহা শুনিল, তখন আমাদের
চতুর্দ্দিক্‌স্থ জাতিগণ সকলে ভীত হইল, ও
আপনাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত লঘু হইল, কেননা
এই কার্য্য যে আমাদের ঈশ্বর হইতে হইল, ইহা
১৭ তাহারা বুঝিল। অধিকন্তু ঐ সময়ে যিহূদার
প্রধান লোকেরা টোবিয়ের নিকটে অনেক পত্র
পাঠাইত, এবং টোবিয়ের পত্রও তাহাদের কাছে
১৮ আসিত। কারণ যিহূদার মধ্যে অনেকে তাহার
পক্ষে শপথ করিয়াছিল; কেননা সে আরহের
পুত্র শখনিয়ের জামাতা ছিল, এবং তাহার পুত্র

Digitized by Google

যিহোহানন বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লমের কন্যাকে
১৯ বিবাহ করিয়াছিল। আরও তাহারা আমার
সাক্ষাতে তাহার সৎকার্য্যের কথা কহিত, এবং
আমার কথাও তাহার গোচর করিত ; আমাকে
ভয় দেখাইবার জন্যই টোবিয় পত্র পাঠাইত।

৭ প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে পর আমি দ্বার
সকলের কবাট মুলাইলাম, এবং দ্বার-
পালেরা, গায়কেরা ও লেবীয়েরা নিযুক্ত হইল।
২ আর আমি আপন ভ্রাতা হনানিকে ও দুর্গের
শাসনকর্ত্তা হনানিয়কে যিরূশালেমের উপরে
নিযুক্ত করিলাম, কেননা হনানিয় সত্যপ্রিয়
লোক ছিল, এবং অনেক লোক অপেক্ষা ঈশ্বরকে
৩ ভয় করিত। আর আমি তাহাদিগকে আজ্ঞা
করিলাম, যাবৎ রৌদ্র প্রচণ্ড না হয়, তাবৎ যিরূ-
শালেমের দ্বার সকল খোলা না হউক ; এবং
রক্ষকেরা নিকটে দণ্ডায়মান থাকিতে দ্বার সকল
রুদ্ধ ও কবাট অর্গলে বদ্ধ হউক ; এবং তোমরা
যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে প্রহরী করিয়া নিযুক্ত
কর, তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রহরিস্থানে,
আপন আপন গৃহের সম্মুখে, থাকুক।

যিরূশালেমে প্রথম প্রত্যাগত লোক-দের তালিকা।

৪ নগর বৃহৎ ও বিস্তারিত, কিন্তু তন্মধ্যে লোক
অল্প ছিল, গৃহ সকলও নির্ম্মাণ করা যায় নাই।
৫ পরে আমার ঈশ্বর আমার মনে [প্রবৃত্তি] দিলে
আমি বংশাবলি রচনা করণার্থে প্রধানদিগকে,
অধ্যক্ষদিগকে ও লোকদিগকে একত্র করিলাম।
তাহাতে আমি প্রথমাগত লোকদের এক বংশা-
বলি পত্র পাইলাম, তন্মধ্যে এই কথা লিখিত
ছিল ;—
৬ যাহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌নিৎসর যাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া-
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রদেশের এই লোকেরা
বন্দিদশা হইতে যাত্রা করিয়া যিরূশালেমে ও
যিহূদাতে আপন আপন নগরে ফিরিয়া আসিল ;
৭ ইহারা সরুব্বাবিল, যেশূয়, নহিমিয়, অসরিয়,
রয়মা, নহমানি, মর্দখয়, বিল্‌শন, মিস্পরৎ,
বিগ্‌বয়, নহূম ও বানা, ইহাঁদের সহিত ফিরিয়া
আসিল। সেই ইস্রায়েল লোকদের পুরুষ-
৮ সংখ্যা। পরিয়োশের সন্তান দুই সহস্র এক শত
৯ বাহাত্তর জন। শফটিয়ের সন্তান তিন শত বাহা-
১০ ত্তর জন। আরহের সন্তান ছয় শত বাওয়ান্ন
১১ জন। যেশূয় ও যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে পহৎ-
মোয়াবের সন্তান দুই সহস্র আট শত আঠার
১২ জন। এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন
১৩ জন। সত্তূর সন্তান আট শত পঁয়তাল্লিশ জন।
১৪, ১৫ সক্কয়ের সন্তান সাত শত ষাইট জন। বিন্নু-
১৬ য়ীর সন্তান ছয় শত আটচল্লিশ জন। বেবয়ের
১৭ সন্তান ছয় শত আটাইশ জন। অস্‌গদের সন্তান
১৮ দুই সহস্র তিন শত বাইশ জন। অদোনীকামের
১৯ সন্তান ছয় শত সাতষট্টি জন। বিগ্‌বয়ের সন্তান
২০ দুই সহস্র সাতষট্টি জন। আদীনের সন্তান ছয় শত
২১ পঞ্চান্ন জন। যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের
২২ সন্তান আটানব্বই জন। হশুমের সন্তান তিন
২৩ শত আটাইশ জন। বেৎসয়ের সন্তান তিন শত
২৪ চব্বিশ জন। হারীফের সন্তান এক শত বার
২৫ জন। গিবিয়োনের সন্তান পঁচানব্বই জন।
২৬ বৈৎলেহমের ও নটোফার লোক এক শত অষ্টাশী
২৭ জন। অনাথোতের লোক এক শত আটাইশ
২৮ জন। বৈৎ-অস্মাবতের লোক বেয়াল্লিশ জন।
২৯ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম, কফীরা ও বেরোতের লোক
৩০ সাত শত তেতাল্লিশ জন। রামার ও গেবার
৩১ লোক ছয় শত একুশ জন। মিক্‌মসের লোক এক
৩২ শত বাইশ জন। বৈথেলের ও অয়ের লোক এক
৩৩ শত তেইশ জন। অন্য নবোর লোক বাওয়ান্ন
৩৪ জন। অন্য এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত
৩৫ চোয়ান্ন জন। হারীমের সন্তান তিন শত বিংশতি
৩৬ জন। যিরীহোর সন্তান তিন শত পঁয়তাল্লিশ
৩৭ জন। লোদ, হাদীদ ও ওনোর সন্তান সাত শত
৩৮ একুশ জন। সনায়ার সন্তান তিন সহস্র নয় শত
৩৯ ত্রিশ জন। যাজকদের সংখ্যা ; যেশূয় কুলের
মধ্যে যিদয়িয়ের সন্তান নয় শত তেয়াত্তর জন।
৪০ ইম্মেরের সন্তান এক সহস্র বাওয়ান্ন জন।
৪১ পশ্‌হূরের সন্তান এক সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ
৪২ জন। হারীমের সন্তান এক সহস্র সতের জন।
৪৩ লেবীয়দের সংখ্যা ; হোদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে
যেশূয় ও কদ্‌মীয়েলের সন্তান চোয়াত্তর জন
৪৪ ছিল। গায়কদের সংখ্যা ; আসফের সন্তান এক
৪৫ শত আটচল্লিশ জন। দ্বারপালদের সংখ্যা ;
শল্লুম, আটের, টল্‌মোন, অক্কূব, হটীটা, শোবয়,
এই সকলের সন্তান এক শত আটত্রিশ জন।
৪৬ নথীনীয়দের সংখ্যা ; সীহ, হসূফা, টব্বায়োৎ,
৪৭, ৪৮ কেরোস, সীয়, পাদোন, লবানা, হগাবঃ,
৪৯, ৫০ শল্‌ময়, হানন, গিদ্দেল, গহর, রায়া, রৎ-
৫১, ৫২ সীন, নকোদ, গসম, উষঃ, পাসেহ, বেষয়,
৫৩ মিয়ূনীম, নফূষীম, বক্‌বূক, হকূফা, হর্হূর,
৫৪, ৫৫ বসলীৎ, মহীদা, হর্শা, বর্কোস, সীষরা,
৫৬ তেমহ, নৎসীহ, হটীফা, এই সকলের সন্তান।
৫৭ শলোমনের দাসদের সন্তানদের সংখ্যা ; সোটয়,
৫৮ সোফেরৎ, পরীদা, যালা, দর্কোন, গিদ্দেল,
৫৯ শফটিয়, হটীল, পোখেরৎ-হৎসবায়ীম, আমোন,
৬০ এই সকলের সন্তানগণ। নথীনীয়েরা ও শলো-
মনের দাসদের সন্তানগণ সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত
বিরানব্বই জন ছিল।
৬১ পরন্তু তেল্‌মেলহ, তেল্‌হর্শা, করূব, অদ্দন ও

Digitized by Google

ইম্মের, এই সকল স্থান হইতে নিম্নলিখিত লোক
সকল আসিল, কিন্তু তাহারা ইস্রায়েলীয় লোক
কি না, এ বিষয়ে আপন আপন পিতৃকুল কি
৬২ গোত্রের প্রমাণ দিতে পারিল না; দলায়,
টোবিয়, নকোদ, ইহাদের সন্তান ছয় শত বেয়া-
৬৩ ল্লিশ জন। আর যাজকদের মধ্যে হবায়ের,
হক্কোসের ও বর্সিল্লয়ের সন্তানগণ; এই বর্সিল্লয়
গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ
করিয়া তাহাদের নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।
৬৪ বংশাবলিতে গণিত লোকদের মধ্যে ইহারা
আপন আপন বংশাবলিপত্র অন্বেষণ করিয়া
পাইল না, এই জন্য তাহারা অশুচি হইয়া
৬৫ যাজকত্বভ্রষ্ট হইল। আর শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে
কহিলেন, যে পর্য্যন্ত ঊরীম ও তুম্মীমের অধি-
কারী এক যাজক উৎপন্ন না হইবেন, তাবৎ
তোমরা পবিত্র বস্তু ভোজন করিও না।
৬৬ একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বেয়াল্লিশ সহস্র তিন
৬৭ শত যাইট জন ছিল। তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত
সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ জন দাসদাসী ছিল,
অধিকন্তু তাহাদের দুই শত পঁয়তাল্লিশ জন
৬৮ গায়ক ও গায়িকা ছিল। তাহাদের সাত শত
৬৯ ছত্রিশ অশ্ব, দুই শত পঁয়তাল্লিশ অশ্বতর, চারি
শত পঁয়ত্রিশ উষ্ট্র, ও ছয় সহস্র সাত শত
বিংশতি গর্দ্দভ ছিল।
৭০ পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কেহ কেহ সেই কর্ম্মের
জন্য দান করিল। শাসনকর্ত্তা ভাণ্ডারে এক সহস্র
অদর্কোন স্বর্ণ ও [স্বর্ণময়] পঞ্চাশ বাটি ও যাজক-
দের জন্য পাঁচ শত ত্রিশ অঙ্গরক্ষক বস্ত্র দিলেন।
৭১ কয়েক জন পিতৃকুলপতি সেই কর্ম্মের ভাণ্ডারে
বিংশতি সহস্র অদর্কোন স্বর্ণ ও দুই সহস্র দুই
৭২ শত মানী রৌপ্য দিল। অন্য লোকেরা বিংশতি
সহস্র অদর্কোন স্বর্ণ, দুই সহস্র মানী রৌপ্য, ও
যাজকদের জন্য সাতষট্টি অঙ্গরক্ষক বস্ত্র দিল।
৭৩ পরে যাজকেরা, লেবীয়েরা, দ্বারপালেরা ও
গায়কেরা, এবং কোন কোন প্রজা ও নথীনীয়েরা
এবং সমস্ত ইস্রায়েল আপন আপন নগরে বাস
করিতে লাগিল।
আর যখন সপ্তম মাস উপস্থিত হইল, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আপন আপন নগরে ছিল।

ব্যবস্থার প্রকাশ্য পাঠ। কুটীরপর্ব্ব পালন।

৮ তখন সমস্ত লোক এক মানুষের ন্যায়
জলদ্বারের সম্মুখস্থ চকে একত্র হইল; এবং
ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর আদিষ্ট মোশির
ব্যবস্থাপুস্তক আনিতে অধ্যাপক ইষ্রাকে কহিল।
২ তাহাতে সপ্তম মাসের প্রথম দিনে ইষ্রা যাজক
সমাজের সম্মুখে, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক
শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে সেই
৩ পুস্তক আনিলেন। আর জলদ্বারের সম্মুখস্থ চকে
স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক বুঝিতে পারে, তাহাদের
নিকটে তিনি প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত
তাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে সমস্ত লোক ব্যবস্থা-
৪ পুস্তক শ্রবণে কর্ণ নিবিষ্ট করিল। ফলতঃ অধ্যা-
পক ইষ্রা ঐ কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত এক কাষ্ঠময়
মঞ্চের উপরে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ
পার্শ্বে মত্তিথিয়, শেমা, অনায়, ঊরিয়, হিল্কিয়
ও মাসেয়, এবং বাম পার্শ্বে পদায়, মীশায়েল,
মল্কিয়, হশুম, হশবদ্দানা, সখরিয় ও মশুল্লম
৫ দাঁড়াইল। পরে ইষ্রা সমস্ত লোকের সাক্ষাতে
পুস্তকখানি খুলিলেন; কেননা তিনি সমস্ত
লোকের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি পুস্তক
৬ খুলিলে সমস্ত লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে
ইষ্রা মহান ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন,
তাহাতে সমস্ত লোক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উত্তর করিল,
আমেন, আমেন, এবং মস্তক নমনপূর্ব্বক ভূমিতে
মুখ দিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল।
৭ আর যেশূয়, বানি, শেরেবিয়, যামীন, অক্কূব,
শব্বথয়, হোদিয়, মাসেয়, কলীটঃ, অসরিয়,
যোষাবদ, হানন, পলায়, ও লেবীয়েরা লোক-
দিগকে ব্যবস্থাপুস্তকের অর্থ বুঝাইয়া দিল;
৮ আর লোকেরা স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। এই-
রূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণপূর্ব্বক ঈশ্বরের
ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করিল, এবং তাহার অর্থ
করিয়া লোকদিগকে পাঠ বুঝাইয়া দিল।
৯ আর শাসনকর্ত্তা নহিমিয়, অধ্যাপক ইষ্রা
যাজক ও লোকদের শিক্ষক লেবীয়েরা সমস্ত
লোককে কহিলেন, অদ্যকার দিন তোমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, তোমরা শোক করিও
না, রোদন করিও না; কেননা ব্যবস্থাপুস্তকের
বাক্য শ্রবণে সমস্ত লোক রোদন করিতেছিল।
১০ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যাও, রসাল
বস্তু ভোজন কর, মিষ্ট রস পান কর, এবং যাহার
জন্য কিছু প্রস্তুত নাই, তাহাকে অংশ পাঠাইয়া
দেও; কারণ অদ্যকার দিন আমাদের প্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র, তোমরা বিষণ্ণ হইও না, কেননা
সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি।
১১ লেবীয়েরাও লোক সকলকে শান্ত করিয়া কহিল,
নীরব হও, কেননা অদ্য পবিত্র দিন, তোমরা
১২ বিষণ্ণ হইও না। তখন সমস্ত লোক ভোজন পান,
অংশ প্রেরণ ও অতিশয় আনন্দ করিতে
গেল, কেননা যে সকল কথা তাহাদের কাছে
বলা গিয়াছিল, তাহারা সে সকল বুঝিতে
পারিয়াছিল।
১৩ আর দ্বিতীয় দিনে সমস্ত লোকের পিতৃকুল-
পতিরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা একত্র হইয়া ব্যব-

Digitized by Google

স্থার বাক্যে অবধান করণার্থে অধ্যাপক ইষ্রার
১৪ কাছে আসিল। আর তাহারা মোশি দ্বারা সদা-
প্রভুর আদিষ্ট ব্যবস্থায় লিখিত এই আজ্ঞা
পাইল, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সপ্তম মাসের উৎ-
১৫ সবকালে কুটীরে বাস করিবে; এবং আপনাদের
সকল নগরে ও যিরূশালেমে এই কথা ঘোষণা ও
প্রচার করিবে, তোমরা এই লিখনানুসারে কুটীর
নির্ম্মাণার্থে পর্ব্বতে গিয়া জিতবৃক্ষের শাখা, বন্য
জিতবৃক্ষের শাখা, গুলমেঁদির শাখা, খর্জ্জুর-
১৬ শাখা ও ঝোপাল বৃক্ষের শাখা আন। তাহাতে
লোকেরা বাহিরে যাইয়া সেই সকল আনিয়া
প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহের ছাদে ও
প্রাঙ্গণে এবং ঈশ্বরের গৃহের সকল প্রাঙ্গণে, জল-
দ্বারের চকে ও ইফ্রয়িমদ্বারের চকে আপনাদের
১৭ জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিল। বন্দিদশা হইতে
প্রত্যাগত লোকদের সমস্ত সমাজ কুটীর নির্ম্মাণ
করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল; বস্তুতঃ নূনের
পুত্র যিহোশূয়ের সময়াবধি সেই দিন পর্য্যন্ত
ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেরূপ করে নাই; তাহাতে
১৮ অতি বড় আনন্দ হইল। আর [ইষ্রা] প্রথম
দিনাবধি শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঈশ্বরের
ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করিলেন। আর লোকেরা
সাত দিন পর্ব্ব পালন করিল, এবং রীতি অনু-
সারে অষ্টম দিনে উৎসব-সভা হইল।

যিহূদীদের উপবাস, পাপস্বীকার ও নিয়মস্থাপন।

৯ আর ঐ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ উপবাস, চটপরিধান ও মস্তকে
২ মৃত্তিকা অর্পণপূর্ব্বক একত্র হইল। আর ইস্রা-
য়েল-বংশ সমস্ত বিজাতীয় লোক হইতে আপনা-
দিগকে পৃথক্ করিল, এবং দাঁড়াইয়া আপন
আপন পাপ ও আপনাদের পিতৃলোকদের অপ-
৩ রাধ স্বীকার করিল। আর তাহারা আপন আপন
স্থানে দাঁড়াইল ও দিনের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ
করিল, পরে দিনের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত আপনাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে পাপ স্বীকার ও প্রণিপাত
করিল।
৪ আর যেশূয় ও বানি, কদ্মীয়েল, শবনিয়,
বুন্নি, শেরেবিয়, বানি, কনানী, ইহারা লেবীয়-
দের সোপানে দাঁড়াইয়া আপনাদের ঈশ্বর সদা-
৫ প্রভুর কাছে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল। পরে
যেশূয় ও কদ্মীয়েল, বানি, হশবনিয়, শেরেবিয়,
হোদিয়, শবনিয়, পথাহিয়, এই কয়েক জন
লেবীয় কহিল, তোমরা উঠ; তোমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, যিনি অনাদিকাল হইতে
অনন্তকাল পর্য্যন্ত [ধন্য]; যাবতীয় ধন্যবাদ ও
প্রশংসা হইতে উৎকৃষ্ট তোমার প্রতাপান্বিত
৬ নামের ধন্যবাদ হউক। কেবল তুমিই সদাপ্রভু;
তুমি স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তাহার সমস্ত
বাহিনী, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত এবং সমুদ্র ও
তন্মধ্যস্থ সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং তুমি
তাহাদের সকলের স্থিতি করিতেছ, এবং স্বর্গের
৭ বাহিনী তোমার কাছে প্রণিপাত করে। তুমিই
সদাপ্রভু ঈশ্বর; তুমি অব্রামকে মনোনীত
করিয়া কল্দীয় দেশের ঊর হইতে বাহির করিয়া
৮ তাঁহার নাম অব্রাহাম রাখিয়াছিলে; এবং
আপনার সাক্ষাতে তাঁহার অন্তঃকরণ বিশ্বস্ত
দেখিয়া কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়
যিবূষীয় ও গির্গাশীয়দের দেশ দিবার জন্য, তাঁহার
বংশকে দিবার জন্য, তাঁহার সহিত নিয়ম করি-
য়াছিলে, আর তুমি আপনার বাক্য পালন
করিয়াছ, কেননা তুমি ধর্ম্মময়।
৯ আর তুমি মিসরে আমাদের পিতৃপুরুষদের
দুঃখ দেখিয়াছিলে, ও সূফসাগরের তীরে তাহাদের
১০ ক্রন্দন শুনিয়াছিলে; এবং ফরৌণে, তাঁহার
সমস্ত দাসগণে ও তাঁহার দেশস্থ প্রজা সকলে
নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইয়াছিলে;
কেননা মিস্রীয়েরা তাহাদের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতার
কার্য্য করিত, ইহা জানিয়াছিলে; ইহাতে তুমি
আপনার নাম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, তাহা
১১ অদ্যাপি রহিয়াছে। আর তুমি তাহাদের সম্মুখে
সমুদ্রকে দ্বিভাগ করিয়াছিলে, তাহাতে তাহারা
সমুদ্রের মধ্যস্থলে শুষ্ক পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া-
ছিল, কিন্তু প্রবল জলে যেমন প্রস্তর, তেমনি
তুমি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী লোকদিগকে
১২ অগাধ জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। আর তুমি
দিবসে মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও রাত্রিতে তাহাদের
গন্তব্য পথে দীপ্তিদায়ক অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাহা-
১৩ দিগকে গমন করাইতে। আর তুমি সীনয় পর্ব্ব-
তের উপরে নামিয়া আসিয়া স্বর্গ হইতে তাহা-
দের সহিত কথা বলিয়া যথার্থ শাসন, সত্য
ব্যবস্থা, উত্তম বিধি ও আজ্ঞা তাহাদিগকে দিয়া-
১৪ ছিলে; এবং আপনার পবিত্র বিশ্রামবার তাহা-
দিগকে জ্ঞাত করিয়াছিলে, এবং আপন দাস
মোশি দ্বারা তাহাদিগকে আজ্ঞা, বিধি ও ব্যবস্থা
১৫ দিয়াছিলে; আর তাহাদের ক্ষুধা নিবারণার্থে
স্বর্গ হইতে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিয়াছিলে, ও
তাহাদের পিপাসা নিবারণার্থে শৈল হইতে জল
নির্গত করিয়াছিলে; আর তুমি তাহাদিগকে
যে দেশ দিবার জন্য দিব্য করিয়াছিলে, তাহা
অধিকার করণার্থে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা
দিয়াছিলে।
১৬ তথাপি তাহারা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা
ধৃষ্টতার কার্য্য করিল, আপন আপন গ্রীবা শক্ত

Digitized by Google

করিল, এবং তোমার আজ্ঞায় মনোযোগ করিল
১৭ না; আর তাহারা কথা শুনিতে অস্বীকার করিল,
এবং আপনাদের প্রতি তোমার কৃত আশ্চর্য্য
ব্যবহার স্মরণে রাখিল না, কিন্তু আপন আপন
গ্রীবা শক্ত করিয়া দাসত্বে ফিরিয়া যাইবার
নিমিত্ত বিরোধভাবে এক সেনাপতিকে নিযুক্ত
করিল; কিন্তু তুমি ক্ষমাবান ঈশ্বর, কৃপাময় ও
স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান, তজ্জন্য
১৮ তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে না। এমন কি,
তাহারা যখন আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা এক
গোবৎস নির্ম্মাণ করিল, এবং বলিল, ইনি
তোমার ঈশ্বর, যিনি মিসর হইতে তোমাকে
বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এইরূপে যখন মহা
১৯ অসন্তোষকর কার্য্য করিল, তখনও তুমি আপন
প্রচুর করুণা প্রযুক্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে ত্যাগ
করিলে না; দিবসে তাহাদের পথপ্রদর্শক মেঘ-
স্তম্ভ, এবং রাত্রিতে গন্তব্য পথে দীপ্তিদায়ক
অগ্নিস্তম্ভ তাহাদের অগ্র হইতে সরিয়া গেল না।
২০ আর তুমি শিক্ষা দিবার জন্য আপন মঙ্গলময়
আত্মা তাহাদিগকে দান করিলে, ও তাহাদের
মুখ হইতে তোমার মান্না নিবৃত্ত করিলে না, ও
২১ তাহাদিগকে তৃষ্ণার জল দিলে। আর চল্লিশ
বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে প্রতিপালন
করিলে; তাহাদের অভাব হইল না; তাহাদের
বস্ত্র জীর্ণ হইল না, ও তাহাদের পা ফুলিল না।
২২ পরে তুমি তাহাদিগকে নানা রাজ্য ও নানা জাতি
সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদিকে তাহাদের অংশ নিরূপণ
করিলে; তাহাতে তাহারা সীহোনের দেশ,
অর্থাৎ হিষ্‌বোণের রাজার দেশ ও বাশনের ওগ
২৩ রাজার দেশ অধিকার করিল। আর তুমি তাহা-
দের সন্তানদিগকে আকাশের তারার ন্যায় বহু-
সংখ্যক করিলে, এবং সেই দেশে তাহাদিগকে
আনিলে, যে দেশের বিষয়ে তুমি তাহাদের পিতৃ-
পুরুষদের কাছে বলিয়াছিলে যে, তাহারা তাহা
অধিকার করিবার জন্য তথায় প্রবেশ করিবে।
২৪ পরে [তাহাদের] সন্তানগণ সেই দেশে প্রবেশ
করিয়া তাহা অধিকার করিল, এবং তুমি সেই
দেশ-নিবাসী কনানীয়দিগকে তাহাদের সম্মুখে
অবনত করিলে, এবং উহাদিগকে ও উহাদের
রাজগণকে ও দেশস্থ সকল জাতিকে তাহাদের
হস্তগত করিয়া উহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহা
২৫ করিতে দিলে। তাহাতে তাহারা প্রাচীরবেষ্টিত
নগর সকল ও উর্ব্বরা ভূমি লইল, এবং যাবতীয়
উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ গৃহ, খনিত কূপ, দ্রাক্ষাক্ষেত্র,
জিতক্ষেত্র ও প্রচুর ফলবৃক্ষ অধিকার করিল, এবং
ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও পুষ্ট হইল, এবং তোমার
২৬ কৃত মহামঙ্গলে আপ্যায়িত হইল। তথাপি
তাহারা অবাধ্য ও তোমার বিদ্রোহী হইয়া
তোমার ব্যবস্থা পশ্চাতে ফেলিল, এবং তোমার
যে ভাববাদিগণ তোমার প্রতি তাহাদিগকে
ফিরাইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেন,
তাঁহাদিগকে বধ করিল, ও মহা অসন্তোষকর
২৭ কার্য্য করিল। পরে তুমি তাহাদিগকে বিপক্ষদের
হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে কষ্ট
দিল; কিন্তু কষ্টের সময়ে যখন তাহারা তোমার
কাছে কাঁদিত, তখন তুমি স্বর্গ হইতে তাহা
শুনিতে, এবং তোমার প্রচুর করুণাবশতঃ তাহা-
দিগকে নিস্তারকর্ত্তৃগণ দিতে, যাঁহারা বিপক্ষদের
হস্ত হইতে তাহাদিগকে নিস্তার করিতেন।
২৮ তথাপি বিশ্রাম পাইলে পর তাহারা আবার
তোমার সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, তাহাতে তুমি
তাহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে, এবং সেই
শত্রুগণ তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিত; কিন্তু
তাহারা ফিরিলে ও তোমার কাছে ক্রন্দন করিলে
তুমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিলে; এবং আপন
করুণা অনুসারে অনেক বার তাহাদিগকে উদ্ধার
২৯ করিলে; আর আপন ব্যবস্থাপথে তাহাদিগকে
ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্তে তাহাদের বিরুদ্ধে
সাক্ষ্য দিলে; তথাপি তাহারা ধৃষ্টতার কার্য্য
করিত, ও তোমার আজ্ঞায় মনোযোগ করিত না,
কিন্তু যাহা পালন করিলে মনুষ্য বাঁচে, তোমার
সেই সকল শাসনের প্রতিকূলে পাপ করিত, ও
স্কন্ধ সরাইত, গ্রীবা শক্ত করিত, কথা শুনিত
৩০ না। তথাপি তুমি বহু বৎসর তাহাদের ব্যবহার
সহ্য করিলে, ও তোমার ভাববাদিগণের দ্বারা
তোমার আত্মা কর্তৃক তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিলে; কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিল না, তজ্জন্য
তুমি তাহাদিগকে নানাদেশীয় জাতিদের হস্তে
৩১ সমর্পণ করিলে। তথাপি নিজ মহাকরুণা প্রযুক্ত
তাহাদিগকে নিঃশেষ কর নাই, ও ত্যাগ কর নাই,
কারণ তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর।
৩২ অতএব, হে আমাদের ঈশ্বর, মহান, বিক্রান্ত ও
ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি নিয়ম ও দয়াপালন করিয়া
থাক; যে সমস্ত আয়াস অশূর-রাজগণের সময়া-
বধি অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের উপরে, আমাদের
রাজাদের, অধ্যক্ষদের, যাজকদের, ভাববাদীদের,
পিতৃকুলপতিদের ও তোমার সকল প্রজার উপরে
ঘটিতেছে, সে সকল তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বোধ
৩৩ না হউক। আমাদের প্রতি এই সকল ঘটিলেও
তুমি ধর্ম্মময়; কেননা তুমি সত্য ব্যবহার করি-
৩৪ য়াছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর
আমাদের রাজগণ, অধ্যক্ষগণ, যাজকগণ ও পিতৃ-
কুলপতিরা তোমার ব্যবস্থা পালন করেন নাই,
এবং তোমার আজ্ঞায় ও যদ্দ্বারা তুমি তাঁহাদের
প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিতে, তোমার সেই সাক্ষ্যকথায়
৩৫ অবধান করেন নাই। আর তাঁহাদের রাজত্বকালে

Digitized by Google

তোমার প্রদত্ত প্রচুর মঙ্গল সত্ত্বেও তোমা কর্তৃক
তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত প্রশস্ত ও উর্ব্বর দেশে
তাঁহারা তোমার সেবা করেন নাই, এবং আপন
আপন দুষ্ক্রিয়া সকল হইতে নিবৃত্ত হন নাই।
৩৬ দেখ, অদ্য আমরা দাস, এবং তুমি আমাদের
পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়া তদুৎপন্ন ফলের
ও উত্তম দ্রব্যের অধিকারী করিয়াছিলে, দেখ,
আমরা এই দেশ মধ্যে দাস হইয়া রহিয়াছি।
৩৭ আর তুমি আমাদের পাপ প্রযুক্ত আমাদের
উপরে যে রাজগণকে নিযুক্ত করিয়াছ, দেশোৎ-
পন্ন দ্রব্যবাহুল্য তাঁহাদের প্রতি অর্শে; আর
তাঁহারা আমাদের শরীরের উপরে ও আমাদের
পশুগণের উপরে স্বেচ্ছামত প্রভুত্ব করিতেছেন,
৩৮ আমরা মহাসঙ্কটের মধ্যে আছি। অতএব আমরা
এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত নিয়ম করিয়া লিখিব,
এবং তাহাতে আমাদের অধ্যক্ষগণের, লেবীয়দের
ও যাজকগণের মুদ্রাঙ্ক থাকিবে।

১০ মুদ্রাঙ্ককারীদের নাম, হখলিয়ের পুত্র
নহিমিয় শাসনকর্ত্তা, এবং সিদিকিয়, সরায়,
৩ অসরিয়, যিরমিয়, পশ্হূর, অমরিয়, মল্কিয়,
৪, ৫ হটূশ, শবনিয়, মল্লূক, হারীম, মরেমোৎ, ওব-
৬, ৭ দিয়, দানিয়েল, গিন্নথোন, বারূক, মশুল্লম,
৮ অবিয়, মিয়ামীন, মাসিয়, বিল্গয়, শময়িয়,
৯ যাজকগণের মধ্যে এই সকল লোক। আর
লেবীয়দের মধ্যে অসনিয়ের পুত্র যেশূয়, হেনা-
১০ দদের সন্তান বিন্নূয়ী, কদ্মীয়েল; এবং তাহা-
দের ভ্রাতৃগণ শবনিয়, হোদিয়, কলীটঃ, পলায়,
১১, ১২ হানন, মীখা, রহোব, হশবিয়, সক্কুর, শেরে-
১৩, ১৪ বিয়, শবনিয়, হোদিয়, বানি, বনীনূ। প্রজা-
দের মধ্যে প্রধান লোকেরা, পরোশ, পহৎ-মোয়াব,
১৫, ১৬ এলম, সত্তূ, বানি, বুন্নি, অস্গদ, বেবয়, অদো-
১৭ নিয়, বিগ্বয়, আদীন, আটের, হিষ্কিয়, অসূর,
১৮, ১৯ হোদিয়, হশুম, বেৎসয়, হারীফ, অনাথোৎ,
২০, ২১ নবয়, মগ্পীয়শ, মশুল্লম, হেষীর, মশেষবেল,
২২ সাদোক, যদ্দূয়, পলাটিয়, হানন, অনায়,
২৩, ২৪ হোশেয়, হনানিয়, হশূব, হলোহেশ, পিল্হ,
২৫, ২৬ শোবেক, রহূম, হশব্না, মাসেয়, এবং অহিয়,
২৭ হানন, অনান, মল্লূক, হারীম, বানা।
২৮ আর প্রজাদের অবশিষ্টাংশ, এবং যাজক,
লেবীয়, দ্বারপাল, গায়ক, নথীনীয় প্রভৃতি যে
সকল লোক নানাদেশীয় জাতিগণ হইতে আপনা-
দিগকে পৃথক্ করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার পক্ষ
হইয়াছিল, তাহারা, তাহাদের স্ত্রীগণ ও পুত্র-
কন্যাগণ, অর্থাৎ জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান সমস্ত
২৯ লোক, আপনাদের প্রাধান্যবিশিষ্ট ভ্রাতৃগণের
পক্ষে আসক্ত থাকিল, এবং শপথপূর্ব্বক এই
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, আমরা ঈশ্বরের দাস মোশি
দ্বারা দত্ত ঈশ্বরের ব্যবস্থাপথে চলিব, এবং
আমাদের প্রভু সদাপ্রভুর আজ্ঞা, শাসন ও বিধি
৩০ সকল যত্নপূর্ব্বক পালন করিব; এবং দেশের
লোকদের সহিত আপনাদের কন্যাগণের বিবাহ
দিব না, ও আমাদের পুত্রগণের জন্য তাহাদের
৩১ কন্যাগণকে গ্রহণ করিব না; আর দেশের
লোকেরা বিশ্রামবারে বিক্রেয় দ্রব্য কিম্বা ভক্ষ্য
দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনিলে আমরা বিশ্রামবারে
কিম্বা অন্য পবিত্র দিনে তাহাদের কাছে তাহা
ক্রয় করিব না, এবং সপ্তম বৎসর ছাড়িয়া দিব,
সমস্ত ঋণ আদায় পরিত্যাগ করিব।
৩২ অধিকন্তু আমরা আপনাদের ঈশ্বরের গৃহের
৩৩ কার্য্যের জন্য, অর্থাৎ দর্শনীয় রুটির, নিত্য
নৈবেদ্যের, নিত্য হোমের, এবং বিশ্রামবারের,
অমাবস্যার, পর্ব্ব সকলের, পবিত্র বস্তুর ও ইস্রা-
য়েলের প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির নিমিত্তে এবং
আমাদের ঈশ্বরের গৃহের সমস্ত কর্ম্মের নিমিত্তে
প্রতিবৎসর এক এক শেকলের তৃতীয়াংশ দানের
ভার আপনাদের উপরে লইতে স্থির করিলাম।
৩৪ আর কাষ্ঠদানের বিষয়ে, অর্থাৎ ব্যবস্থায়
লিখনানুসারে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞ-
বেদির উপরে জ্বালাইবার জন্য আমাদের পিতৃ-
কুলানুসারে বৎসর বৎসর নিরূপিত কালে আমা-
দের ঈশ্বরের গৃহে কাষ্ঠ আনিবার বিষয়ে আমরা
যাজক, লেবীয় ও প্রজাগণ গুলিবাঁট করিলাম।
৩৫ আর আমাদের ভূমিজাত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ ও
যাবতীয় বৃক্ষোৎপন্ন ফলের অগ্রিমাংশ বৎসর
৩৬ বৎসর সদাপ্রভুর গৃহে আনিতে; এবং ব্যবস্থায়
লিখনানুসারে আমাদের প্রথমজাত পুত্র ও পশু-
দিগকে, বিশেষতঃ আমাদের গোপাল ও মেষ-
পাল সকলের প্রথমজাতদিগকে ঈশ্বরের গৃহে
আমাদের ঈশ্বরের গৃহের পরিচর্য্যাকারী যাজক-
৩৭ দের কাছে আনিতে; এবং আপনাদের ময়দার
অগ্রিমাংশ, আমাদের উপহার ও সকল বৃক্ষের
ফল, দ্রাক্ষারস ও তৈল আমাদের ঈশ্বরের কুঠ-
রীতে যাজকদের নিকটে আনিতে, এবং আমাদের
ভূমিজাত দ্রব্যের দশমাংশ লেবীয়দের কাছে
আনিতে স্থির করিলাম; কারণ আমাদের সমস্ত
কৃষি-নগরে লেবীয়েরাই দশমাংশ আদায় করিবে;
৩৮ আর লেবীয়দের দশমাংশ আদায় কালে হারো-
ণের সন্তান যাজক লেবীয়দের সঙ্গে থাকিবে।
পরে লেবীয়েরা দশমাংশের দশমাংশ আমাদের
ঈশ্বরের গৃহস্থিত ভাণ্ডার-গৃহের কুঠরীতে
৩৯ আনিবে। কারণ পবিত্র স্থানের পাত্র সকল এবং
পরিচর্য্যাকারী যাজকেরা, দ্বারপালেরা ও গায়-
কেরা যে স্থানে থাকে, সেই সকল কুঠরীতে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ ও লেবির সন্তানগণ শস্য, দ্রাক্ষা-
রস ও তৈলের উপহার আনিবে; এবং আমরা
আপনাদের ঈশ্বরের গৃহ ত্যাগ করিব না।

Digitized by Google

যিরূশালেম প্রভৃতি নগর-নিবাসী যিহূদীদের তালিকা।

১১ আর লোকদের অধ্যক্ষগণ যিরূশালেমে
বাস করিল; অধিকন্তু অবশিষ্ট লোকেরা
পবিত্র নগর যিরূশালেমে বাস করণার্থে প্রতি
দশ জনের মধ্যে এক জনকে সেখানে আনিবার
ও অন্য নয় জনকে অন্য অন্য নগরে বাস করাই-
২ বার জন্য গুলিবাঁট করিল। আর যে সকল লোক
ইচ্ছাপূর্ব্বক যিরূশালেমে বাস করিতে সম্মত
হইল, লোকেরা তাহাদিগের ধন্যবাদ করিল।
৩ প্রদেশের এই সকল প্রধান লোক যিরূশালেমে
বসতি করিল। কিন্তু যিহূদার নগরে নগরে
লোকেরা, অর্থাৎ ইস্রায়েল, যাজকেরা, লেবী-
য়েরা, নথীনীয়েরা ও শলোমনের দাসদের
সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন আপন অধিকারে
৪ আপন আপন নগরে বাস করিত। আর যিহূদার
সন্তানগণের মধ্যে ও বিন্যামীনের সন্তানগণের
মধ্যে কতকগুলি লোক যিরূশালেমে বসতি
করিল। যিহূদার সন্তানগণের মধ্যে উষিয়ের
পুত্র অথায়; সেই উষিয় সখরিয়ের পুত্র, সখ-
রিয় অমরিয়ের পুত্র, অমরিয় শফটিয়ের পুত্র,
শফটিয় মহললেলের পুত্র, সে পেরসের
৫ সন্তানদের মধ্যে এক জন। আর বারূকের পুত্র
মাসেয়; সেই বারূক কল্‌হোষির পুত্র, কল্‌-
হোষি হসায়ের পুত্র, হসায় অদায়ার পুত্র,
অদায়া যোয়ারীবের পুত্র, যোয়ারীব সখ-
৬ রিয়ের পুত্র, সখরিয় শীলোনীয়ের পুত্র। যিরূ-
শালেম-নিবাসী পেরসের সন্তান সর্ব্বশুদ্ধ
৭ চারি শত আটষট্টি জন বীর পুরুষ ছিল। আর
বিন্যামীনের এই সকল সন্তান; মশুল্লমের পুত্র
সল্লু, সেই মশুল্লম যোয়েদের পুত্র, যোয়েদ
পদায়ের পুত্র, পদায় কোলায়ার পুত্র, কোলায়া
মাসেয়ের পুত্র, মাসেয় ইথীয়েলের পুত্র, ইথী-
৮ য়েল যিশায়াহের পুত্র। তদ্ব্যতিরেকে গব্বয় ও
৯ সল্লয় প্রভৃতি নয় শত আটাইশ জন ছিল। আর
সিখ্রির পুত্র যোয়েল তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল,
এবং হস্‌সনূয়ার পুত্র যিহূদা উপনগরের কর্ত্তা
১০ ছিল। যাজকদের মধ্যে; যোয়ারীবের পুত্র
১১ যিদয়িয়, যাখীন; হিল্কিয়ের পুত্র সরায়, সেই
হিল্কিয় মশুল্লমের পুত্র, মশুল্লম সাদোকের
পুত্র, সাদোক মরায়োতের পুত্র, মরায়োৎ অহী-
টূবের পুত্র; অহীটূব ঈশ্বরের গৃহের নায়ক ছিল।
১২ আর গৃহের কর্ম্মকারী তাহাদের ভ্রাতৃগণ
আট শত বাইশ জন ছিল; এবং যিরোহমের
পুত্র অদায়া, সেই যিরোহম পললিয়ের পুত্র,
পললিয় অম্‌সির পুত্র, অম্‌সি সখরিয়ের পুত্র,
সখরিয় পশ্‌হূরের পুত্র, পশ্‌হূর মল্কিয়ের পুত্র।
১৩ আর অদায়ার ভ্রাতৃগণ দুই শত বেয়াল্লিশ জন
পিতৃকুলপতি ছিল, এবং অসরেলের পুত্র অম-
শয়; সেই অসরেল অহসয়ের পুত্র, অহসয়
মশিল্লেমোতের পুত্র, মশিল্লেমোৎ ইম্মেরের
১৪ পুত্র। আর তাহাদের ভ্রাতৃগণ এক শত আটা-
ইশ জন বীর পুরুষ ছিল। এবং তাহাদের অধ্যক্ষ
১৫ সব্দীয়েল, সে হগ্‌গদোলীমের পুত্র ছিল। আর
লেবীয়দের মধ্যে; হশূবের পুত্র শিময়িয়;
সেই হশূব অস্রীকামের পুত্র, অস্রীকাম হশ-
১৬ বিয়ের পুত্র, হশবিয় বুন্নির পুত্র। আর প্রধান
লেবীয়দের মধ্যে শব্বথয় ও যোষাবাদ ঈশ্বরের
১৭ গৃহের বহিঃস্থ কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিল। আর আস-
ফের বংশজাত সব্দির পৌত্র মীখার পুত্র মত্তনিয়
প্রার্থনাকালীন স্তবগান আরম্ভ করণে প্রধান
লোক ছিল; এবং তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে বক্‌বু-
কিয়, এবং যিদূথূনের বংশজাত গাললের পৌত্র
শম্মূয়ের পুত্র অব্দ [তাহার] দোসর ছিল।
১৮ পবিত্র নগরস্থ লেবীয়েরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত
১৯ চৌরাশী জন ছিল। আর দ্বারপালেরা অর্থাৎ
অক্কূব, টল্‌মোন, ও দ্বার সকলের প্রহরী তাহা-
দের ভ্রাতৃগণ এক শত বাহাত্তর জন ছিল।
২০ আর ইস্রায়েলের, যাজকদের ও লেবীয়দের
অবশিষ্ট লোকেরা যিহূদার সমস্ত নগরে আপন
২১ আপন অধিকারে থাকিত। কিন্তু নথীনীয়েরা
ওফলে বাস করিত, এবং সীহ ও গিষ্প নথী-
২২ নীয়দের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর বানির পুত্র
উষি যিরূশালেমস্থ লেবীয়দের অধ্যক্ষ ছিলেন;
সেই বানি হশবিয়ের পুত্র, হশবিয় মত্তনিয়ের
পুত্র, মত্তনিয় মীখার পুত্র; মীখা আসফ-বংশ-
জাত গায়কদের মধ্যে এক জন। [উষি] ঈশ্ব-
২৩ রের গৃহের কর্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কেননা
তাঁহাদের বিষয়ে রাজার এক আজ্ঞা ছিল, এবং
গায়কদের জন্য প্রতিদিন নিরূপিত অংশ দত্ত
২৪ হইত। আর যিহূদার পুত্র সেরহের বংশজাত
মশেষবেলের পুত্র যে পথাহিয়, সে রাজার
অধীনে লোকদের সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।
২৫ আর গ্রাম সকল ও তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্রের বিষয়;
যিহূদার সন্তানেরা কেহ কেহ কিরিয়থর্ব্বে ও
তাহার উপনগরে, দীবোনে ও তাহার উপনগরে,
২৬ যিকব্‌সেলে ও তাহার গ্রামে, যেশূয়েতে, মোলা-
২৭ দাতে, বৈৎপেলটে, হৎসরশূয়ালে, বের্‌শেবাতে
২৮ ও তাহার উপনগরে, সিক্লগে, মকোনাতে ও
২৯ তাহার উপনগরে, ঐন-রিম্মোণে, সরায় ও
৩০ যর্মূতে, সানোহে, অদুল্লমে ও তাহাদের সকল
গ্রামে, লাখীশে ও তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্রে, অসেকাতে
ও তাহার উপনগরে বাস করিত; ফলতঃ তাহারা
বের্‌শেবা অবধি হিন্নোম উপত্যকা পর্য্যন্ত বাস
৩১ করিত। আর বিন্যামীনের সন্তানেরা গেব

Digitized by Google

অবধি মিক্‌মসে, অয়াতে এবং বৈথেলে ও তাহার
৩২ উপনগরে, অনাথোতে, নোবে, অননিয়াতে,
৩৩,৩৪ হাৎসোরে, রামাতে, গিত্তয়িমে, হাদীদে,
৩৫ সবোয়িমে, নবল্লাটে, লোদে ও ওনোতে, শিল্প-
৩৬ করদের উপত্যকাতে, বাস করিত। আর যিহূদার
সম্পর্কীয় কোন কোন পালাভুক্ত কতকগুলি
লেবীয় বিন্যামীনের সহিত সংযুক্ত হইল।

বাবিল হইতে প্রত্যাগত লেবীয়দের তালিকা।

১২ যে যাজকগণ ও লেবীয়েরা শল্টীয়েলের
পুত্র সরুব্বাবিলের ও যেশূয়ের সহিত আগ-
মন করিয়াছিল, তাহাদের নাম সরায়, যির-
২,৩ মিয়, ইষ্রা, অমরিয়, মল্লূক, হটূশ, শখনিয়,
৪ রহূম, মরেমোৎ, ইদ্দো, গিন্নথোয়, অবিয়,
৫,৬ মিয়ামীন, মোয়দিয়, বল্‌গা, শময়িয়, যোয়া-
৭ রীব, যিদয়িয়, সল্লূ, আমোক, হিল্কিয়,
যিদয়িয় ; ইহারা যেশূয়ের সময়ে যাজকদের
ও আপন আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রধান
৮ ছিল। লেবীয়দের নাম যেশূয়, বিন্নূয়ী,
কদ্‌মীয়েল, শেরেবিয়, যিহূদা, মত্তনিয় ; এই
মত্তনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ স্তবগানের অধ্যক্ষ
৯ ছিল। আর তাহাদের ভ্রাতৃগণ বক্‌বুকিয় ও উন্নি
তাহাদের সম্মুখে প্রহরিকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল।
১০ আর যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীম, যোয়াকীমের
পুত্র ইলিয়াশীব, ইলিয়াশীবের পুত্র যোয়াদ,
১১ যোয়াদের পুত্র যোনাথন, যোনাথনের পুত্র
১২ যদ্দূয়। উক্ত যোয়াকীমের সময়ে ইহারা পিতৃ-
কুলপতি যাজক ছিল। সরায়ের পদে মরায়,
১৩ যিরমিয়ের পদে হনানিয় ; ইষ্রার পদে মশুল্লম,
১৪ অমরিয়ের পদে যিহোহানন, মল্লূকীর পদে
১৫ যোনাথন, শবনিয়ের পদে যোষেফ, হারীমের
১৬ পদে অদ্‌ন, মরায়োতের পদে হিল্কয়, ইদ্দোর
১৭ পদে সখরিয়, গিন্নথোনের পদে মশুল্লম, অবি-
য়ের পদে সিখ্রি, মিনিয়ামীনের পদে [এক জন],
১৮ মোয়দিয়ের পদে পিল্টয়, বিল্‌গার পদে সম্মূয়,
১৯ শময়িয়ের পদে যিহোনাথন, যোয়ারীবের পদে
২০ মত্তনয়, যিদয়িয়ের পদে উষি, সল্লয়ের পদে
২১ কল্লয়, আমোকের পদে এবর, হিল্কিয়ের পদে
হশবিয়, যিদয়িয়ের পদে নথনেল।
২২ আর ইলিয়াশীবের, যোয়াদের, যোহাননের
ও যদ্দূয়ের সময়ে লেবীয়দের পিতৃকুলপতিরা,
এবং পারসীক দারিয়াবসের রাজত্বকালে যাজ-
২৩ কেরা বংশাবলিতে লিখিত হইল। লেবির বংশ-
জাত পিতৃকুলপতিদের নাম বংশাবলিপুস্তকে
ইলিয়াশীবের পুত্র যোহাননের সময় পর্য্যন্ত
২৪ লিখিত হইল। লেবীয়দের প্রধান লোক হশবিয়,
শেরেবিয়, ও কদ্‌মীয়েলের পুত্র যেশূয়, এবং
তাহাদের সম্মুখস্থ ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের লোক দায়ূদের
আজ্ঞানুসারে দলে দলে প্রশংসা ও স্তবগান
২৫ করিতে নিযুক্ত হইল। মত্তনিয় ও বক্‌বুকিয়,
ওবদিয়, মশুল্লম, টল্‌মোন, ও অক্কূব প্রহরী হইয়া
দ্বারের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডার সকলের প্রহরিকর্ম্ম
২৬ করিত। ইহারা যোষাদকের পৌত্র যেশূয়ের
পুত্র যোয়াকীমের সময়ে, এবং দেশাধ্যক্ষ নহি-
মিয়ের ও অধ্যাপক ইষ্রা যাজকের সময়ে ছিল।

যিরূশালেমের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা।

২৭ আর যিরূশালেমের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে
লোকেরা লেবীয়দের সকল স্থানে [গিয়া] কৃত-
জ্ঞতা স্তুতি ও গান, করতাল, নেবল ও বীণাবাদ্য পুরঃ-
সর প্রতিষ্ঠা ও আনন্দ করণার্থে যিরূশালেমে
২৮ আসিবার জন্য তাহাদের অন্বেষণ করিল। আর
গায়কদের সন্তানগণ যিরূশালেমের চতুর্দ্দিক্‌স্থ
অঞ্চল হইতে ও নটোফাতীয়দের সকল গ্রাম
২৯ হইতে, এবং বৈৎ-গিল্‌গল হইতে এবং গেবার ও
অস্মাবতের ক্ষেত্র হইতে একত্র হইল, কেননা
গায়কেরা যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকে আপনাদের
৩০ জন্য গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আর যাজকেরা
ও লেবীয়েরা আপনারা শুচি হইল, এবং তাহারা
লোকদিগকে ও দ্বার সকল ও প্রাচীর শুচি
৩১ করিল। পরে আমি যিহূদার অধ্যক্ষগণকে
প্রাচীরের উপরে আনিলাম, এবং স্তবগানকারী
দুই মহাসংকীর্ত্তন-দল নিরূপণ করিলাম;
[তাহার এক দল] প্রাচীরের উপর দিয়া দক্ষিণ
৩২ পার্শ্বে সারদ্বারের দিকে গেল ; তাহাদের পশ্চাতে
৩৩ হোশয়িয় ও যিহূদার অধ্যক্ষবর্গের অর্দ্ধেক, এবং
৩৪ অসরিয়, ইষ্রা ও মশুল্লম, যিহূদা ও বিন্যামীন
৩৫ এবং শময়িয় ও যিরমিয় গেল। আর তূরীর
সহিত যাজকদের সন্তানদের মধ্যে কতকগুলি
লোক, অর্থাৎ আসফের বংশজাত সক্কূরের বৃদ্ধ-
প্রপৌত্র মীখায়ের প্রপৌত্র মত্তনিয়ের পৌত্র
শময়িয়ের পুত্র যে যোনাথন, তাহার পুত্র সখ-
৩৬ রিয়, ও ইহার ভ্রাতৃগণ শময়িয় ও অসরেল,
মিললয়, গিললয়, মায়য়, নথনেল, যিহূদা ও
হনানি, ইহারা ঈশ্বরের লোক দায়ূদের নিরূপিত
নানা বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া চলিল, এবং অধ্যাপক
৩৭ ইষ্রা তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাহারা
উনুইদ্বারের পৃষ্ঠ হইয়া সম্মুখস্থ দায়ূদ-নগরের
সোপানে প্রাচীরের ঊর্দ্ধগমন স্থান দিয়া উঠিয়া
দায়ূদের গৃহের উপর দিয়া জলদ্বার পর্য্যন্ত
৩৮ পূর্ব্বদিকে গমন করিল। আর স্তবগানকারী
দ্বিতীয় দল প্রাচীরের উপর দিয়া অন্য দিকে
গমন করিল ; এবং আমি ও লোকদের অর্দ্ধেক
তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিলাম। তাহারা
৩৯ তুন্দুরের দুর্গ অবধি প্রশস্ত প্রাচীর দিয়া এবং

Digitized by Google

ইফ্রয়িমের দ্বার, পুরাতন দ্বার, মৎস্যদ্বার,
হননেলের দুর্গ ও হম্মেয়ার দুর্গ দিয়া মেষদ্বার
পর্য্যন্ত গেল, এবং কারাগারের দ্বারে স্থগিত
৪০ হইল। এইরূপে ঈশ্বরের গৃহের নিকটে ঐ স্তব-
গানকারী দুই দল, এবং আমি ও আমার সহিত
৪১ অধ্যক্ষদের অর্দ্ধেক লোক; আর ইলীয়াকীম,
মাসেয়, মিনিয়ামীন, মীখায়, ইলিয়ো-ঐনয়,
সখরিয়, হনানিয়, তূরীবাদক এই যাজকেরা,
৪২ এবং মাসেয়, শময়িয়, ইলীয়াসর, উষি, যিহো-
হানন, মল্কিয়, এলম ও এষর, আমরা সকলে
দাঁড়াইয়া রহিলাম; তখন গায়কেরা উচ্চৈঃস্বরে
গান করিল, ও যিষ্রহিয় তাহাদের অধ্যক্ষ
৪৩ ছিল। সেই দিবস লোকেরা অনেক বলিদান
করিয়া আনন্দ করিল, কেননা ঈশ্বর তাহাদিগকে
মহানন্দে আনন্দিত করিলেন, এবং স্ত্রী ও বালক-
গণও আনন্দ করিল; তাহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত
যিরূশালেমের আনন্দধ্বনি শ্রুত হইল।
৪৪ আর সেই দিবস কেহ কেহ উত্তোলনীয় উপ-
হারের, অগ্রিমাংশের ও দশমাংশের ভাণ্ডারার্থক
সকল কুঠরীতে, বিশেষতঃ ব্যবস্থানুসারে যাজক-
দের ও লেবীয়দের জন্য সমস্ত নগরের ক্ষেত্র
হইতে প্রাপ্য অংশ সকল তন্মধ্যে সংগ্রহ করণার্থে
নিযুক্ত হইল; কেননা দণ্ডায়মান যাজকদের ও
লেবীয়দের জন্য যিহূদার আনন্দ জন্মিয়াছিল।
৪৫ আর তাহারা আপনাদের ঈশ্বরের রক্ষণীয় ও
শুচিতার রক্ষণীয় রক্ষা করিল, এবং গায়কেরা ও
দ্বারপালেরা দায়ূদের ও তাঁহার পুত্র শলো-
৪৬ মনের আজ্ঞানুসারে [কর্ম্ম করিল]। কেননা পূর্ব্ব-
কালে দায়ূদের ও আসফের সময়ে গায়কদের
প্রধানবর্গ এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসার গান
৪৭ ও স্তবের গান নিরূপিত ছিল। আর সরুব্বাবি-
লের সময়ে ও নহিমিয়ের সময়ে সমস্ত ইস্রায়েল
গায়কদের ও দ্বারপালদের দৈনিক অংশ দিত,
আর লোকেরা লেবীয়দের জন্য দ্রব্য পবিত্র
করিত, আবার লেবীয়েরা হারোণ-সন্তানদের
নিমিত্তে দ্রব্য পবিত্র করিত।

যিহুদীদের নানা দোষ সংশোধন।

১৩ সেই দিবস লোকদের কর্ণগোচরে মোশির
পুস্তক পাঠ হইল; তন্মধ্যে লিখিত এই
আজ্ঞা পাওয়া গেল, অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয়
লোক কখনও ঈশ্বরের সমাজে প্রবেশ করিতে
২ পাইবে না; কেননা তাহারা অন্ন জল লইয়া
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই,
বরং তাহাদিগকে শাপ দিতে তাহাদের প্রতিকূলে
বিলিয়মকে বেতন দিয়াছিল; কিন্তু আমাদের
ঈশ্বর সেই শাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত করিলেন।
৩ তখন তাহারা এই ব্যবস্থা শুনিয়া সমগ্র মিশ্রিত
জনতাকে ইস্রায়েল হইতে পৃথক্ করিল।
৪ ইহার পূর্ব্বে, আমাদের ঈশ্বরের গৃহের কুঠ-
রীর অধ্যক্ষ ইলিয়াশীব যাজক টোবিয়ের কুটুম্ব
হওয়াতে তাহার জন্য এক বৃহৎ কুঠরী প্রস্তুত
৫ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে লোকেরা সেই স্থানে
নিবেদিত ভক্ষ্য নৈবেদ্য, কুন্দুরু ও পাত্র সকল
এবং লেবীয়দের, গায়কদের ও দ্বারপালদের
নিমিত্তে আজ্ঞাপিত শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈলের
দশমাংশ এবং যাজকদের প্রাপ্য উপহার সকল
৬ রাখিত। কিন্তু এই সকল ঘটনার সময়ে আমি
যিরূশালেমে ছিলাম না, কেননা বাবিলের
অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের দ্বাত্রিংশ বৎসরে
আমি রাজার নিকটে গমন করিয়া কিছু দিনের
৭ পর রাজার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। পরে
যখন যিরূশালেমে আসিলাম, তখন ইলিয়াশীব
টোবিয়ের জন্য ঈশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে কুঠরী
প্রস্তুত করিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহা
৮ অবগত হইলাম। আমি ইহাতে অতিশয় অস-
ন্তুষ্ট হইয়া ঐ কুঠরী হইতে টোবিয়ের সমস্ত
৯ গৃহসামগ্রী বাহির করিয়া ফেলিলাম। আর
আমি আজ্ঞা দিয়া কুঠরী সকল শুচি করাইলাম,
এবং সেই স্থানে ঈশ্বরের গৃহের পাত্র সকল,
ভক্ষ্যনৈবেদ্য ও কুন্দুরু পুনর্ব্বার আনিলাম।
১০ আর আমি জানিতে পাইলাম, লেবীয়দের
অংশ তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না, সেই
জন্য কর্ম্মকারী লেবীয়েরা ও গায়কেরা পলাইয়া
প্রত্যেকে আপন আপন ভূম্যধিকারে গিয়াছে।
১১ তাহাতে আমি অধ্যক্ষদিগকে অনুযোগ করিয়া
কহিলাম, ঈশ্বরের গৃহ কেন পরিত্যক্ত হইল?
পরে উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পদে স্থাপন
১২ করিলাম। আর, সমস্ত যিহূদা শস্যের, নূতন
দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ ভাণ্ডারে
১৩ আনিতে লাগিল। আর আমি শেলিমিয় যাজককে
ও সাদোক নামে অধ্যাপককে এবং লেবীয়দের
মধ্যে পদায়কে, ও তাহাদের অধীনে মত্তনিয়ের
পৌত্র সক্কূরের পুত্র হাননকে কোষাধ্যক্ষ করি-
লাম, কেননা তাহারা বিশ্বস্ত গণিত ছিল, আর
তাহাদের ভ্রাতৃগণকে অংশ বিতরণ করা তাহাদের
১৪ কার্য্য হইল। হে আমার ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমাকে
স্মরণ কর; আমি আপন ঈশ্বরের গৃহের জন্য
ও তাঁহার বিধানের জন্য যে সকল সাধুকার্য্য
করিয়াছি, তাহা লুপ্ত করিও না।
১৫ ঐ সময়ে আমি যিহূদার মধ্যে কতকগুলি
লোককে বিশ্রামবারে দ্রাক্ষাযন্ত্র মাড়িতে, আটি
আনিতে ও গর্দ্দভ বোঝাই করিতে এবং বিশ্রাম-
বারে দ্রাক্ষারস, দ্রাক্ষাফল ও ডুমুরাদি সকল
দ্রব্যের বোঝা যিরূশালেমে আনিতে দেখিলাম;

Digitized by Google

তাহাতে যে দিন তাহারা [ভক্ষ্য দ্রব্য বিক্রয়
করিতেছিল, সেই দিন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে
১৬ সাক্ষ্য দিলাম। আর সোরের কতকগুলিন লোক
নগরে বাস করিত, তাহারা মৎস্য প্রভৃতি সকল
প্রকার বিক্রেয় দ্রব্য আনাইয়া বিশ্রামবারে
যিহূদার সন্তানদের কাছে ও যিরূশালেমের মধ্যে
১৭ বিক্রয় করিত। তখন আমি যিহূদার প্রধানদের
সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম,
তোমরা বিশ্রামবার অপবিত্র কর, এ কি কুকার্য্য
১৮ করিতেছ? তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কি সেই
মত করিত না? আর সেই জন্যই কি আমাদের
ঈশ্বর আমাদের উপরে ও এই নগরের উপরে
এই সকল দুর্দ্দশা ঘটান নাই? আবার তোম-
রাও কি বিশ্রামবার অপবিত্র করিয়া ইস্রায়েলের
১৯ উপরে আরও ক্রোধ বর্ত্তাইবে? পরে বিশ্রাম-
বারের পূর্ব্বে যিরূশালেমের দ্বার সকল ছায়াগ্রস্ত
হইলে আমি কবাট বন্ধ করিতে আজ্ঞা করিলাম;
আরও কহিলাম, বিশ্রামবার অতীত না হইলে
এই দ্বার মুক্ত করিও না; আর বিশ্রামবারে
যেন কোন বোঝা ভিতরে আনীত না হয়, এই
জন্য আমি আপনার কয়েক জন ভৃত্যকে দ্বারে
২০ নিযুক্ত করিলাম। তাহাতে বণিকেরা ও সর্ব্ব-
প্রকার দ্রব্যের বিক্রেতারা দুই এক বার যিরূ-
২১ শালেমের বাহিরে রাত্রি যাপন করিল। কিন্তু
আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহা-
দিগকে কহিলাম, তোমরা কেন প্রাচীরের সম্মুখে
রাত্রি যাপন কর? যদি আবার এমন কর, তবে
আমি তোমাদিগকে ধরিব। তদবধি তাহারা
২২ বিশ্রামবারে আর আসিল না। পরে বিশ্রামবার
পবিত্র করিবার জন্য আমি লেবীয়দিগকে শুচি
হইতে ও দ্বার সকল রক্ষা করণার্থে আসিতে
আজ্ঞা করিলাম। হে আমার ঈশ্বর, এই বিষয়েও
আমাকে স্মরণ কর, এবং আপনার দয়ার মহত্ত্ব
অনুসারে আমার প্রতি করুণা কর।
২৩ আর সেই সময়েও আমি দেখিলাম, যিহূদি-
গণের কেহ কেহ অস্‌দোদীয়া, অম্মোনীয়া ও
২৪ মোয়াবীয়া স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে; এবং তাহাদের
বালকেরা অর্দ্ধেক অস্‌দোদীয় ভাষায় কথা কহি-
তেছে, যিহূদীদের ভাষায় কথা কহিতে জানে না,
কিন্তু স্ব স্ব জাতির ভাষানুসারে কথা কহে।
২৫ তাহাতে আমি তাহাদের সহিত বিবাদ করিয়া
তাহাদিগকে তিরস্কার করিলাম, এবং তাহাদের
কোন কোন ব্যক্তিকে প্রহার ও তাহাদের কেশ
উৎপাটন করিলাম, এবং ঈশ্বরের নামে তাহা-
দিগকে [এই বলিয়া] দিব্য করাইলাম, তোমরা
উহাদের পুত্রদের সহিত আপন আপন কন্যা-
দের বিবাহ দিবে না, ও আপন আপন পুত্রদের
জন্য কিম্বা আপনাদের জন্য উহাদের কন্যা-
২৬ দিগকে গ্রহণ করিবে না। ইস্রায়েলের রাজা
শলোমন কি এই সকল কার্য্য করিয়া অপরাধী
হন নাই? তথাপি অনেক জাতির মধ্যেও তাঁহার
তুল্য কোন রাজা ছিল না; তিনি আপন ঈশ্বরের
প্রিয় পাত্র ছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাকে সমস্ত
ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিয়াছিলেন; তথাপি
বিজাতীয় ভার্য্যাগণ তাঁহাকেও পাপ করাইয়া-
২৭ ছিল। অতএব বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ
করণ দ্বারা আপনাদের ঈশ্বরের কাছে সত্য-
লঙ্ঘন করিবার নিমিত্তে এই সমস্ত মহাপাপ
করিতে আমরা কি তোমাদের কথা শুনিব?
২৮ ইলিয়াশীব মহাযাজকের পৌত্র যিহোয়াদার
এক পুত্র হোরোণীয় সন্‌বল্লটের জামাতা ছিল
এই জন্য আমি আপনার নিকট হইতে তাহাকে
২৯ তাড়াইয়া দিলাম। হে আমার ঈশ্বর, তাহা-
দিগকে স্মরণ কর, কেননা তাহারা যাজকত্ব এবং
যাজকত্বের ও লেবীয়দের নিয়ম কলঙ্কিত করি-
৩০ য়াছে। এইরূপে আমি বিজাতীয় সকলের হইতে
তাহাদিগকে পরিষ্কার করিলাম, এবং প্রত্যেকের
কার্য্য অনুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের রক্ষ-
৩১ ণীয় স্থির করিলাম; আর নিরূপিত সময়ে কাষ্ঠ
দান জন্য, ও অগ্রিমাংশ সকলের জন্য [লোক
নিযুক্ত করিলাম]। হে আমার ঈশ্বর, মঙ্গলার্থে
আমাকে স্মরণ কর।

Digitized by Google

ইষ্টেরের ইতিহাস।

অক্ষশ্বেরশের মহাভোজ। বষ্টী রাণীর পদচ্যুতি।

১ অক্ষশ্বেরশের অধিকারকালে এই ঘটনা
হইল। উক্ত অক্ষশ্বেরশ হিন্দুস্থান অবধি
কূশ দেশ পর্য্যন্ত এক শত সাতাইশ প্রদেশের
২ উপরে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে অক্ষশ্বেরশ
রাজা শূশন রাজধানীতে রাজসিংহাসনে উপ-
৩ বিষ্ট হইয়া আপন রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে
আপনার সমস্ত অমাত্য ও দাসগণের জন্য এক
ভোজ প্রস্তুত করিলেন; পারস্য ও মাদিয়া
দেশের বিক্রমী লোকেরা, প্রধানেরা ও প্রদেশা-
ধ্যক্ষেরা তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন।
৪ তিনি অনেক দিন—এক শত আশী দিন—
পর্য্যন্ত আপন প্রতাপান্বিত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও
আপন উৎকৃষ্ট মহত্ত্বের গৌরব প্রদর্শন করি-
৫ লেন। সেই সকল দিন উত্তীর্ণ হইলে পর রাজা
শূশন রাজধানীতে উপস্থিত ক্ষুদ্র কি মহান
সমস্ত লোকের জন্য রাজবাটীর উদ্যানের প্রাঙ্গণে
৬ সপ্তাহকালব্যাপী ভোজ প্রস্তুত করিলেন। তথায়
কার্পাসনির্ম্মিত শুক্ল ও নীলবর্ণ চন্দ্রাতপ ছিল,
তাহা ক্ষৌম ও ধূম্রবর্ণ রজ্জু দ্বারা রৌপ্যময়
কড়াতে মর্ম্মরস্তম্ভে নিবদ্ধ ছিল, এবং লোহিত,
শুক্ল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে শিল্পিত
মেজিয়াতে স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় আসন স্থাপিত
৭ ছিল। আর পানার্থক পাত্র সকল সুবর্ণময়,
অথচ নানাবিধ ছিল, এবং রাজার দাতৃত্ব অনু-
সারে প্রচুর রাজকীয় দ্রাক্ষারস [দত্ত হইল]।
৮ তাহাতে যথাবিধানে পান করা হইল, কেহ বল
করিল না; কেননা যাহার যেমন ইচ্ছা, তদনু-
সারে তাহাকে করিতে দেও, এই আজ্ঞা রাজা
আপনার গৃহের সমস্ত অধ্যক্ষকে দিয়াছিলেন।
৯ আর বষ্টী রাণীও অক্ষশ্বেরশের রাজবাটীতে
মহিলাগণের জন্য ভোজ প্রস্তুত করিলেন।
১০ সপ্তম দিনে যখন রাজা দ্রাক্ষারসে প্রফুল্লচিত্ত
ছিলেন, তখন তিনি মহূমন, বিস্থা, হর্ব্বোণা,
বিগ্‌থা, অবগথ, সেথর ও কর্কস, অক্ষশ্বেরশ
রাজার সম্মুখে পরিচর্য্যাকারী এই সপ্ত নপুং-
১১ সককে আজ্ঞা করিলেন, যেন তাহারা প্রজাদিগকে
ও অধ্যক্ষদিগকে বষ্টী রাণীর সৌন্দর্য্য দেখাইবার
জন্য তাঁহাকে রাজমুকুটে ভূষিত করিয়া রাজার
সাক্ষাতে আনয়ন করে; কেননা তিনি দেখিতে
১২ সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু বষ্টী রাণী নপুংসকদের
দ্বারা প্রেরিত রাজার আজ্ঞামতে আসিতে সম্মতা
হইলেন না; তাহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হই-
লেন, তাঁহার অন্তরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া
উঠিল।
১৩ পরে রাজা কালজ্ঞ বিদ্বানবর্গকে এই বিষয়
কহিলেন; কেননা ব্যবস্থা ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ
সকলের সাক্ষাতে রাজার কথা এইরূপে বলা
১৪ হইত। আর কর্শনা, শেথর, অদ্‌মাথা, তর্শীশ,
মেরস, মর্সনা ও মমূখন, ইঁহারা তাঁহার নিকটেই
ছিলেন; এই সাত জন পারস্য ও মাদিয়া
দেশের অমাত্য রাজার মুখদর্শন করিতেন, এবং
১৫ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। [রাজা
কহিলেন,] বষ্টী রাণী নপুংসকদের দ্বারা প্রেরিত
অক্ষশ্বেরশ রাজার আজ্ঞা মানে না, অতএব
১৬ ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য? তখন
মমূখন রাজার ও অমাত্যগণের সাক্ষাতে উত্তর
করিলেন, বষ্টী রাণী যে কেবল মহারাজের কাছে
অপরাধ করিয়াছেন, তাহা নয়, কিন্তু অক্ষশ্বেরশ
রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশের যাবতীয় প্রধান-
বর্গের ও যাবতীয় লোকের কাছে করিয়াছেন।
১৭ কেননা রাণীর এই কর্ম্মের কথা স্ত্রীলোকদের
মধ্যে রটিয়া যাইবে; সুতরাং অক্ষশ্বেরশ রাজা
বষ্টী রাণীকে আপনার সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা
করিলেও তিনি আসিলেন না, এই কথা শুনিলে
তাহারা চক্ষের উপরে আপন আপন স্বামীকে
১৮ অবজ্ঞা করিবে। আর রাণীর এই কার্য্যের সমা-
চার শুনিলে পারস্যের ও মাদিয়ার কুলীনা
মহিলারা অদ্যই রাজার সকল অমাত্যকে ঐরূপ
বলিবেন, তাহাতে যথেষ্ট অবমাননা ও ক্রোধ
১৯ জন্মিবে। অতএব যদি মহারাজের অভিমত হয়,
তবে বষ্টী অক্ষশ্বেরশ রাজার সম্মুখে আর
আসিতে পাইবেন না, এই রাজাজ্ঞা আপনার
শ্রীমুখ হইতে প্রকাশিত হউক; এবং ইহার
অন্যথা যেন না হয়, এই জন্য ইহা পারসীক-
দের ও মাদীয়দের ব্যবস্থার মধ্যে লিখিত হউক;
পরে মহারাজ তাঁহার রাজ্ঞীপদ লইয়া তাঁহা

Digitized by Google

হইতে উৎকৃষ্টা আর এক রমণীকে দিউন।
২০ তাহাতে মহারাজের দেয় ঐ আজ্ঞা তাঁহার বৃহৎ
রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে, এবং যাবতীয়
স্ত্রীলোক ক্ষুদ্র কি মহান আপন আপন স্বামীকে
২১ মর্য্যাদা করিবে। তখন এই কথা রাজার ও
অমাত্যগণের তুষ্টিকর হইলে রাজা মমূখনের
২২ মন্ত্রণা অনুসারে কর্ম্ম করিলেন। তিনি এক এক
প্রদেশের অক্ষর অনুসারে ও এক এক জাতির
ভাষা অনুসারে রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশে
এইরূপ পত্র পাঠাইলেন, “প্রত্যেক পুরুষ আপন
আপন গৃহে কর্ত্তৃত্ব করুক, ও স্বজাতীয় ভাষায় ইহা
প্রচার করুক।”

ইষ্টেরের রাজ্ঞীপদ প্রাপ্তি।

২ এই সকল ঘটনার পরে অহশ্বেরশ রাজার
ক্রোধ শান্ত হইলে তিনি বষ্টীকে, তাঁহার
কার্য্য ও তাঁহার প্রতিকূলে যে আজ্ঞা প্রদত্ত
২ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেন। তখন রাজার
পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যেরা তাঁহাকে কহিল, মহা-
রাজের জন্য সুন্দরী যুবতী কুমারীদের অন্বেষণ
৩ করা যাউক। মহারাজ, আপন রাজ্যের সমস্ত
প্রদেশে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করুন; তাহারা
সেই সকল সুন্দরী যুবতী কুমারীকে শূশন রাজ-
ধানীতে একত্র করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের
রক্ষক রাজ-নপুংসক যে হেগয়, তাঁহার হস্তে
সমর্পণ করুক, এবং তাহাদের অঙ্গসংস্কারার্থক
৪ দ্রব্য দত্ত হউক। পরে মহারাজের দৃষ্টিতে যে
কন্যাটী উত্তমা হইবেন, তিনি বষ্টীর পদে রাণী
হইবেন। তখন এই কথা রাজার তুষ্টিকর হও-
য়াতে তিনি তদনুসারে করিলেন।
৫ তৎকালে যায়ীরের পুত্র মর্দখয় নামে এক জন
যিহূদী শূশন রাজধানীতে ছিলেন। সেই যায়ী-
রের পিতা শিমিয়ি, শিমিয়ির পিতা বিন্যামীনীয়
৬ কীশ। বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক নির্ব্বা-
সিত যিহূদা-রাজ যিকনিয়ের সঙ্গে যে সকল
লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, [কীশ] তাহাদের
সহিত যিরূশালেম হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া-
৭ ছিলেন। মর্দখয় আপন পিতৃব্যের কন্যা হদ-
সাকে অর্থাৎ ইষ্টেরকে প্রতিপালন করিতেন;
কারণ তাঁহার পিতা কি মাতা ছিল না। সেই
কন্যা সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁহার মাতা-
পিতা মরিলে পর মর্দখয় তাঁহাকে পোষ্যপুত্রী
করিয়াছিলেন।
৮ পরে রাজার ঐ বাক্য ও আজ্ঞা প্রচারিত
হইলে যখন শূশন রাজধানীতে হেগয়ের নিকটে
অনেক কন্যা সংগৃহীতা হইল, তখন ইষ্টেরও
রাজবাটীতে স্ত্রীরক্ষক হেগয়ের নিকটে নীতা
৯ হইলেন। তাহাতে সেই যুবতী হেগয়ের তুষ্টি-
জনক হইলেন, ও তাঁহার কাছে দয়া পাইলেন,
এবং তিনি সত্বর অঙ্গসংস্কারার্থক দ্রব্যাদির যে
যে অংশ তাঁহাকে দিতে হয়, তাহা এবং রাজ-
বাটী হইতে মনোনীত সাতটী দাসী তাঁহাকে
দিলেন, এবং সেই সহচরীদের সহিত তাঁহাকে
১০ অন্তঃপুরের উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করাইলেন। কিন্তু
ইষ্টের আপন জাতির কি গোত্রের পরিচয়
কাহাকেও দিলেন না; কারণ মর্দখয় তাহা না
১১ জানাইতে তাঁহাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরে
ইষ্টের কেমন আছেন ও তাঁহার প্রতি কি করা
হয়, তাহা জানিবার জন্য মর্দখয় প্রতিদিন অন্তঃ-
পুরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে বেড়াইতে লাগিলেন।
১২ আর দ্বাদশ মাস স্ত্রীলোকদের নিয়মিত সেবা
পাইলে পর অহশ্বেরশ রাজার নিকটে এক এক
কন্যার গমনের পালা উপস্থিত হইত; যেহেতুক
তাহাদের অঙ্গসংস্কারে এত দিন লাগিত, ফলতঃ
ছয় মাস গন্ধরসের তৈল, ছয় মাস সুগন্ধি ও
স্ত্রীলোকের অঙ্গসংস্কারার্থক দ্রব্য ব্যবহৃত হইত;
১৩ আর রাজার নিকটে যাইতে হইলে প্রত্যেক
যুবতীর জন্য এই নিয়ম ছিল; সে যে কোন দ্রব্য
চাহিত, তাহা অন্তঃপুর হইতে রাজবাটীতে গমন
সময়ে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহাকে
১৪ দেওয়া যাইত। সে সন্ধ্যাকালে যাইত, ও প্রাতঃ-
কালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজ-নপুংসক শাশ-
গসের নিকটে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিত;
রাজা তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহার নাম
ধরিয়া না ডাকাইলে সে রাজার নিকটে আর
যাইত না।
১৫ পরে মর্দখয় আপন পিতৃব্য অবীহয়িলের যে
কন্যাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিলেন, যখন রাজার
নিকটে সেই ইষ্টেরের যাইবার পালা হইল,
তখন তিনি কিছুই ভিক্ষা করিলেন না, কেবল স্ত্রী-
লোকদের রক্ষক রাজ-নপুংসক হেগয় যাহা যাহা
নিরূপণ করিলেন, তাহাই মাত্র [সঙ্গে লইলেন];
তথাপি যে কেহ ইষ্টেরের প্রতি দৃষ্টি করিত, সে
১৬ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিত। রাজার রাজত্বের সপ্তম
বৎসরের দশম মাসে অর্থাৎ টেবেৎ মাসে ইষ্টের
অহশ্বেরশ রাজার নিকটে রাজবাটীতে নীতা
১৭ হইলেন। তাহাতে রাজা অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা
ইষ্টেরকে অধিক ভাল বাসিলেন, এবং অন্য
সকল কুমারী অপেক্ষা তিনিই রাজার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্ত হইলেন; অতএব রাজা
তাঁহারই মস্তকে রাজমুকুট দিয়া বষ্টীর পদে
১৮ তাঁহাকে রাণী করিলেন। পরে রাজা আপনার
সমস্ত অমাত্য ও দাসগণের জন্য ইষ্টেরের ভোজ
বলিয়া মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং সকল
প্রদেশের কর মোচন ও আপন রাজকীয় দাতৃ

Digitized by Google

১৯ অনুসারে দান করিলেন। দ্বিতীয় বার কুমারী
সংগ্রহের সময়ে মর্দখয় রাজদ্বারে বসিতেন।
২০ পরন্তু ইষ্টের মর্দখয়ের আজ্ঞা অনুসারে আপন
গোত্রের কি জাতির পরিচয় কাহাকেও দিলেন
না ; কারণ ইষ্টের মর্দখয়ের নিকটে প্রতিপালিত
হইবার সময়ে যেমন করিতেন, তখনও তেমনি
তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন।
২১ সেই সময়ে, যখন মর্দখয় রাজদ্বারে বসিতেন,
তখন দ্বারপালদের মধ্যে বিগ্‌থন ও তেরশ নামে
রাজবাটীর দুই জন নপুংসক ক্রুদ্ধ হইয়া অহ-
২২ শ্বেরশ রাজাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু
সেই বিষয় মর্দখয় জ্ঞাত হওয়াতে তিনি ইষ্টের
রাণীকে তাহা জানাইলেন ; এবং ইষ্টের মর্দখয়ের
২৩ নাম করিয়া রাজাকে তাহা বলিলেন। তাহাতে
অনুসন্ধানে সেই কথা সপ্রমাণ হইলে ঐ দুই
জনকে গাছে ফাঁশি দেওয়া হইল, এবং সেই কথা
রাজার সাক্ষাতে ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইল।

হামনের চেষ্টায় যিহূদীদের বিনাশার্থ রাজাজ্ঞা।

৩ ঐ সকল ঘটনার পরে অহশ্বেরশ রাজা
অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামনকে উন্নত
করিলেন, উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং তাহার
সঙ্গী সমস্ত অমাত্য অপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন
২ প্রদান করিলেন। তাহাতে রাজার যে দাসেরা
রাজদ্বারে থাকিত, তাহারা সকলে হামনের
কাছে নত হইয়া প্রণিপাত করিতে লাগিল,
কারণ রাজা তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ আজ্ঞা
করিয়াছিলেন ; কিন্তু মর্দখয় নতও হইতেন না,
৩ প্রণিপাতও করিতেন না। তাহাতে রাজার যে
দাসগণ রাজদ্বারে ছিল, তাহারা মর্দখয়কে
কহিল, তুমি রাজার আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করিতেছ?
৪ এইরূপে তাহারা প্রতিদিন তাঁহাকে বলিত,
তথাপি তিনি তাহাদের কথা মানিতেন না।
তাহাতে মর্দখয়ের কথা স্থির থাকে কি না,
তাহা জানিবার ইচ্ছাতে তাহারা হামনকে তাহা
জ্ঞাত করিল ; কেননা মর্দখয় যে যিহূদী, ইহা
৫ তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। আর হামন
যখন দেখিল যে, মর্দখয় তাহার কাছে নত
হইয়া প্রণিপাত করেন না, তখন সে ক্রোধে
৬ পরিপূর্ণ হইল। পরন্তু সে কেবল মর্দখয়ের
উপরে হস্তার্পণ করা লঘু বিষয় মনে করিল,
বরং মর্দখয়ের জাতি অবগত হওয়াতে সে অহ-
শ্বেরশ রাজার সমস্ত রাজ্যে যাবতীয় যিহূদীকে
মর্দখয়ের জাতি বলিয়া বিনষ্ট করিতে চেষ্টা
৭ করিল। আর সেই বিষয়ে অহশ্বেরশ রাজার
রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরের নীষণ নামক প্রথম
মাসে হামনের সাক্ষাতে ক্রমাগত প্রত্যেক দিনে
ও প্রত্যেক মাসে অদর নামক দ্বাদশ মাস
পর্য্যন্ত পূর অর্থাৎ গুলিবাঁট করা হইল।
৮ পরে হামন অহশ্বেরশ রাজাকে কহিল,
আপনকার রাজ্যের সমস্ত প্রদেশস্থ জাতিগণের
মধ্যে বিকীর্ণ অথচ পৃথক্‌কৃত এক জাতি আছে ;
অন্য সকল জাতির ব্যবস্থা হইতে তাহাদের
ব্যবস্থা ভিন্ন, এবং তাহারা মহারাজের ব্যবস্থা
পালন করে না ; অতএব তাহাদিগকে থাকিতে
৯ দেওয়া মহারাজের অনুপযুক্ত। যদি মহারাজের
অভিমত হয়, তবে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে
লেখা যাউক ; তাহাতে আমি রাজভাণ্ডারে রাখি-
বার জন্য কার্য্যকারী লোকদের হস্তে দশ সহস্র
১০ মণ রৌপ্য দিব। তখন রাজা আপন হস্ত হইতে
অঙ্গুরীয় খুলিয়া যিহূদীদের বৈরী অগাগীয়
১১ হম্মদাথার পুত্র হামনকে দিলেন। আর রাজা
হামনকে কহিলেন, সেই রৌপ্য তোমাকে দত্ত
হইল, সেই জাতিও [দত্ত হইল], তুমি তাহাদের
১২ প্রতি যাহা বিহিত বুঝ, তাহাই কর। পরে প্রথম
মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজ-লেখকেরা আহূত
হইল ; সেই দিন হামনের সমস্ত আজ্ঞা অনু-
সারে প্রত্যেক প্রদেশে রাজার নিযুক্ত ক্ষিতিপাল
ও দেশাধ্যক্ষগণের এবং প্রত্যেক জাতির প্রধান-
বর্গের কাছে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষর ও প্রত্যেক
জাতির ভাষা অনুসারে পত্র লিখিত হইল,
তাহা অহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার
১৩ অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। আর এক দিনে অর্থাৎ
অদর নামক দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে যুবা
ও বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রী শুদ্ধ যাবতীয় যিহূদী লোককে
সংহার, বধ ও বিনাশ, এবং তাহাদের দ্রব্য লুট
করিতে হইবে, এই পত্র ধাবকগণ দ্বারা রাজার
১৪ অধীন সমস্ত প্রদেশে প্রেরিত হইল। আর সেই
দিনের জন্য সকলে যেন প্রস্তুত হয়, তন্নিমিত্ত
প্রত্যেক প্রদেশে আজ্ঞা প্রচারিত ও যাবতীয়
জাতির জ্ঞানগোচর করণার্থে সেই লিপির অনু-
১৫ লিপি [প্রস্তুত করা গেল]। পরে ধাবকগণ
রাজাজ্ঞা পাইয়া সত্বর বাহিরে গেল, এবং সেই
আজ্ঞা শূশন রাজধানীতে প্রচারিত হইল ; পরে
রাজা ও হামন [ভোজন] পান করিতে বসিলেন,
কিন্তু শূশন নগরের সকল লোক উদ্বিগ্ন হইল।

রাজার কাছে ইষ্টেরের প্রার্থনা।

৪ পরে মর্দখয় এই সকল ব্যাপার জ্ঞাত
হইয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িলেন, এবং চট
পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া নগরের মধ্যে
২ গিয়া উচ্চৈঃস্বরে তীব্র ক্রন্দন করিলেন। পরে
তিনি রাজদ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিলেন,
কিন্তু চট পরিয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করিবার যো
৩ ছিল না। আর প্রত্যেক প্রদেশের যে সকল

Digitized by Google

স্থানে ঐ রাজাজ্ঞা ও নিয়মপত্র গেল, সেই সকল
স্থানে যিহূদিগণের মধ্যে মহাশোক, উপবাস,
রোদন ও বিলাপ হইল, এবং অনেকে চটে ও
ভস্মে আপন আপন শয্যা পাতিল।
৪ পরে ইষ্টেরের দাসীগণ ও নপুংসকেরা আসিয়া
ঐ কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিল; তাহাতে রাণী
অতিশয় মনস্তাপিতা হইয়া মর্দখয়কে চট ত্যাগ
ও বস্ত্র পরিধান করাইবার জন্য বস্ত্র প্রেরণ করি-
৫ লেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তখন
ইষ্টের আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাজ-নপুংসক
হথককে ডাকিয়া, কি হইয়াছে ও কেন হইয়াছে,
তাহা জানিবার জন্য মর্দখয়ের কাছে যাইতে
৬ আজ্ঞা করিলেন। পরে হথক রাজদ্বারের সম্মুখস্থ
৭ নগরের চকে মর্দখয়ের নিকটে গেলেন। তাহাতে
মর্দখয় আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, এবং
যিহূদীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য হামন যে
পরিমাণের রৌপ্য রাজভাণ্ডারে দিতে প্রতিজ্ঞা
৮ করিয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানাইলেন। আর
তাহাদের বিনাশার্থে যে আজ্ঞাপত্র শূশনে দত্ত
হইয়াছে, তাহার একখানি অনুলিপি তাঁহাকে
দিয়া ইষ্টেরকে তাহা দেখাইতে ও জ্ঞাত করিতে
বলিলেন, এবং তিনি যেন রাজার নিকটে প্রবেশ
করিয়া তাঁহার কাছে সাধ্যসাধনা ও স্বজাতীয়
লোকদের জন্য অনুরোধ করেন, এমন আদেশ
৯ করিতে বলিলেন। পরে হথক আসিয়া মর্দখয়ের
কথা ইষ্টেরকে নিবেদন করিলেন।
১০ তখন ইষ্টের হথককে এই কথা কহিয়া মর্দ-
১১ খয়ের কাছে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, রাজার
দাসগণ ও রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশের প্রজারা
সকলেই জানে, পুরুষ কি স্ত্রী হউক, অনাহূত
যে কেহ ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার নিকটে যায়,
তাহাকে বধ করিবার এক অদ্বিতীয় ব্যবস্থা
আছে; কেবল যে ব্যক্তির প্রতি রাজা স্বর্ণময়
রাজদণ্ড বিস্তার করেন, সেইমাত্র বাঁচে; আর,
ত্রিশ দিন অবধি আমি রাজার নিকটে যাইবার
১২ জন্য আহূতা হই নাই। ইষ্টেরের এই কথা
১৩ মর্দখয়কে জ্ঞাত করা হইল; তখন মর্দখয়
ইষ্টেরকে এই উত্তর দিতে কহিলেন, সমস্ত যিহূদী
লোকের মধ্যে কেবল তুমি রাজবাটীতে থাকাতে
১৪ রক্ষা পাইবে, তাহা মনে করিও না। বরঞ্চ যদি
তুমি এ সময়ে সর্ব্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক,
তবে অন্য কোন স্থান হইতে যিহূদীদের উপকার
ও নিস্তার ঘটিবে, কিন্তু তুমি আপন পিতৃকুলের
সহিত বিনষ্ট হইবে; তথাপি কি জানি, এই
প্রকার সময়ের জন্যই তুমি রাজ্ঞীপদ পাইয়াছ।
১৫ তখন ইষ্টের মর্দখয়কে এই উত্তর দিতে আজ্ঞা
১৬ করিলেন, তুমি যাও, শূশনে উপস্থিত সমস্ত
যিহূদীকে একত্র কর, এবং সকলে আমার নিমিত্ত
উপবাস কর, তিন দিবারাত্র কিছু আহার করিও
না, কিছু পানও করিও না, আর আমি ও আমার
দাসীরাও তদ্রূপ উপবাস করিব; এইরূপে আমি
ব্যবস্থাবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া রাজার নিকটে যাইব,
১৭ আর যদি বিনষ্ট হইতে হয়, হইব। পরে মর্দ-
খয় গিয়া ইষ্টেরের সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য
করিলেন।

৫ আর তৃতীয় দিনে ইষ্টের রাজকীয় পরি-
চ্ছদ পরিধান করিয়া রাজবাটীর ভিতর
প্রাঙ্গণে রাজার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন;
তৎকালে রাজা রাজবাটীতে গৃহদ্বারের সম্মুখে
২ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাহাতে
রাজা যখন প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মানা ইষ্টের রাণীকে
দেখিলেন, তখন রাজার দৃষ্টিতে ইষ্টের অনুগ্রহ
পাওয়াতে রাজা ইষ্টেরের প্রতি স্বহস্তস্থিত স্বর্ণ-
ময় রাজদণ্ড বিস্তার করিলেন; তাহাতে ইষ্টের
নিকটে আসিয়া রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করি-
৩ লেন। পরে রাজা তাঁহাকে কহিলেন, ইষ্টের
রাণি, তুমি কি চাও? তোমার বাঞ্ছা কি?
রাজ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা তোমাকে
৪ দেওয়া যাইবে। ইষ্টের উত্তর করিলেন, যদি
মহারাজের অভিমত হয়, তবে আমি আপন-
কার জন্য যে ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি, মহারাজ ও
৫ হামন সেই ভোজে অদ্য আগমন করুন। তখন
রাজা কহিলেন, ইষ্টেরের আজ্ঞা অনুসারে
হামনকে সত্বর হইতে বল; পরে রাজা ও হামন
ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে গেলেন।
৬ পরে ভোজে দ্রাক্ষারস পান করিবার সময়ে
রাজা ইষ্টেরকে কহিলেন, তোমার প্রার্থনা কি?
তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে; তোমার বাঞ্ছা
কি? রাজ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ
৭ হইবে। তাহাতে ইষ্টের উত্তর করিয়া কহিলেন,
৮ আমার প্রার্থনা ও বাঞ্ছা এই, আমি যদি মহা-
রাজের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, এবং আমার
প্রার্থনীয় দিতে ও আমার বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে
যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে আমি
আপনাদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিব, মহারাজ ও
হামন সেই ভোজে আগমন করুন; এবং আমি
কল্য মহারাজের আজ্ঞা অনুসারে [উত্তর]
করিব।

মর্দখয়ের মর্য্যাদাপ্রাপ্তি।

৯ তাহাতে সেই দিন হামন আহ্লাদিত ও হৃষ্ট-
চিত্ত হইয়া বাহিরে গেল, কিন্তু যখন রাজদ্বারে
মর্দখয়ের দেখা পাইল, এবং তিনি তাহার সম্মুখে
উঠিয়া দাঁড়াইলেন না ও সরিলেন না, তখন
হামন মর্দখয়ের প্রতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল।
১০ তথাপি হামন ক্রোধ সম্বরণ করিল, এবং নিজ

Digitized by Google

গৃহে আসিয়া আপন বন্ধুদিগকে ও আপন ভার্য্যা
১১ সেরশকে ডাকিয়া আনাইল। আর হামন তাহা-
দের কাছে আপন ঐশ্বর্য্যের প্রতাপ ও পুত্রবাহু-
ল্যের কথা, এবং রাজা কিরূপে তাহার পদবৃদ্ধি
করিয়াছেন ও কিরূপে তাহাকে অমাত্যগণ ও
রাজার দাসগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন,
১২ এই সমস্ত তাহাদের কাছে বর্ণনা করিল। হামন
আরও কহিল, ইষ্টের রাণী আপনার প্রস্তুত
ভোজে রাজার সহিত আর কাহাকেও আনান
নাই, কেবল আমাকেই আনাইয়াছিলেন; কল্যও
আমি রাজার সহিত তাঁহার কাছে নিমন্ত্রিত
১৩ আছি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি রাজদ্বারে উপ-
বিষ্ট যিহূদীয় মর্দখয়কে দেখিতে পাই, সে পর্য্যন্ত
এই সকলেতেও আমার শান্তি বোধ হয় না।
১৪ তখন তাহার ভার্য্যা সেরশ ও সমস্ত বন্ধু
তাহাকে কহিল, তুমি পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ এক ফাঁশি-
কাষ্ঠ প্রস্তুত করাও; আর মর্দখয়কে তদুপরি
ফাঁশি দিবার জন্য কল্য প্রাতঃকালে রাজার কাছে
নিবেদন কর, পরে হৃষ্ট হইয়া রাজার সহিত
ভোজে যাও। তখন হামন এই কথায় তুষ্ট হইয়া
সেই ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাইল।

৬ সেই রাত্রিতে রাজার নিদ্রা দূর হইল,
আর তিনি স্মরণীয় ইতিহাসপুস্তক আনিতে
আজ্ঞা করিলেন; পরে রাজার সাক্ষাতে সেই
২ পুস্তক পাঠ করা হইল। তখন তন্মধ্যে লিখিত
এই কথা পাওয়া গেল, রাজার নপুংসক বিগ্থন
ও তেরশ নামে দুই জন দ্বারপাল অহশ্বেরশ
রাজাকে বধ করিতে চাহিলে মর্দখয় তাহার
৩ সংবাদ দিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা কহিলেন,
ইহার নিমিত্ত মর্দখয়ের কিরূপ সম্মান ও পদ-
বৃদ্ধি করা গিয়াছে? রাজার পরিচর্য্যাকারী
ভৃত্যেরা কহিল, তাঁহার পক্ষে কিছুই করা যায়
৪ নাই। পরে রাজা কহিলেন, প্রাঙ্গণে কে আছে?
তৎকালে হামন আপনার প্রস্তুত ফাঁশিকাষ্ঠে
মর্দখয়কে ফাঁশি দিবার জন্য রাজার কাছে নিবে-
দন করিতে রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া-
৫ ছিল। অতএব রাজার ভৃত্যগণ কহিল, দেখুন,
হামন প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছেন। তখন রাজা
৬ কহিলেন, সে ভিতরে আইসুক। তখন হামন
ভিতরে আসিলে রাজা তাহাকে কহিলেন, রাজা
যাহার সম্মানে প্রীত হন, তাহার প্রতি কি করা
কর্ত্তব্য? হামন মনে মনে ভাবিল, রাজা আমা
ব্যতিরেকে আর কাহার সম্মানে প্রীত হইবেন?
৭ অতএব হামন রাজাকে কহিল, মহারাজ যাঁহার
৮ সম্মানে প্রীত হন, তাঁহার নিমিত্ত মহারাজের
পরিধেয় রাজকীয় পরিচ্ছদ ও মহারাজের
আরোহণের অশ্ব আনীত হউক, ও তাঁহার
৯ মস্তকে রাজমুকুট দত্ত হউক; আর সেই পরিচ্ছদ
ও অশ্ব মহারাজের এক অতি প্রধান অমাত্যের
হস্তে সমর্পিত হউক; এবং মহারাজ যাঁহার
সম্মানে প্রীত হন, তিনি সেই রাজকীয় পরিচ্ছদ
পরিহিত হউন; পরে তাঁহাকে সেই অশ্বারোহণে
নগরের চকে লইয়া যাওয়া হউক, এবং তাঁহার
অগ্রে অগ্রে এই কথা ঘোষণা করা হউক, রাজা
যাঁহার সম্মানে প্রীত হন, তাঁহার প্রতি এইরূপ
১০ ব্যবহার করা যাইবে। তখন রাজা হামনকে
কহিলেন, তুমি সত্বর হও, সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব
লইয়া যেমন কহিলে, তেমনি রাজদ্বারে উপবিষ্ট
যিহূদী মর্দখয়ের প্রতি কর: তুমি যে সকল
১১ কথা কহিলে, তাহার কিছু ত্রুটি করিও না। তখন
হামন সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব লইল, মর্দখয়কে
পরিচ্ছদান্বিত করিল, এবং অশ্বারোহণে নগরের
চকে গমন করাইল, আর তাঁহার অগ্রে অগ্রে এই
কথা ঘোষণা করিল, রাজা যাঁহার সম্মানে
প্রীত হন, তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা
যাইবে।
১২ পরে মর্দখয় রাজদ্বারে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু
হামন শোকান্বিত হইয়া বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছা-
১৩ দন করিয়া সত্বর আপন গৃহে চলিয়া গেল। আর
হামন আপন ভার্য্যা সেরশকে ও সমস্ত বন্ধুকে
আপনার সম্বন্ধীয় এই সকল ঘটনার কথা
কহিল; তাহাতে তাহার জ্ঞানবানেরা ও তাহার
ভার্য্যা সেরশ তাহাকে কহিল, যাহার সম্মুখে
তোমার এই পতনের আরম্ভ হইল, সেই মর্দখয়
যদি যিহূদী-বংশীয় লোক হয়, তবে তুমি তাহাকে
জয় করিতে পারিবে না; বরং আপনি তাহার
১৪ সম্মুখে নিশ্চয়ই পতিত হইবে। তাহারা তাহার
সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইতিমধ্যে রাজ-
নপুংসকেরা আসিয়া ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে
হামনকে উপস্থিত করিবার জন্য ত্বরা করিল।

হামনের বিনাশ, মর্দখয়ের পদোন্নতি।

৭ পরে রাজা ও হামন ইষ্টের রাণীর সহিত
পান করিতে আসিলেন। আর রাজা সেই
দ্বিতীয় দিনে দ্রাক্ষারস পান করিবার সময়ে
ইষ্টেরকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ইষ্টের রাণি,
তোমার প্রার্থনা কি? তাহা তোমাকে দেওয়া
যাইবে; এবং তোমার বাঞ্ছা কি? রাজ্যের
অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ করা যাইবে।
৩ তখন ইষ্টের রাণী উত্তর করিলেন, মহারাজ,
আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া
থাকি, ও যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে
আমার প্রার্থনায় আমার প্রাণ, ও আমার
বাঞ্ছায় আমার জাতি আমাকে দত্ত হউক;

Digitized by Google

৪ কেননা আমরা, আমি ও আমার সজাতিগণ,
সংহারিত, নিহত ও বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত
বিক্রীত হইয়াছি। যদি আমরা কেবল দাসদাসী
হইবার জন্য বিক্রীত হইতাম, তবে আমি নীরব
থাকিতাম ; কিন্তু তাহা হইলেও মহারাজের ক্ষতি
৫ পূরণ করা বিপক্ষের অসাধ্য হইত। তখন
অক্ষশ্বেরশ রাজা ইষ্টের রাণীকে কহিলেন, এমন
কার্য্য করিবার মানস যাহার অন্তরে জন্মিয়াছে,
৬ সে কে ? আর সে কোথায় রহিয়াছে ? ইষ্টের
কহিলেন, এক জন বিপক্ষ ও শত্রু, সে এই দুষ্ট
হামন। তখন হামন রাজার ও রাণীর সাক্ষাতে
৭ ত্রাসযুক্ত হইল। পরে রাজা ক্রোধবশতঃ দ্রাক্ষা-
রস পান হইতে উঠিয়া রাজবাটীর উদ্যানে
গেলেন ; তাহাতে হামন ইষ্টের রাণীর কাছে
আপন প্রাণ ভিক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইল,
কেননা সে দেখিল, রাজা হইতে তাহার অমঙ্গল
৮ অবধারিত। পরে রাজা রাজবাটীর উদ্যান হইতে
দ্রাক্ষারস সম্বলিত ভোজের শালাতে প্রত্যাগমন
করিলেন। তখন ইষ্টের যে আসনে উপবিষ্টা
ছিলেন, হামন তাহার উপরে পতিত ছিল ;
তাহাতে রাজা কহিলেন, এ ব্যক্তি কি গৃহমধ্যে
আমার সাক্ষাতে রাণীকেই বলাৎকার করিবে ?
এই কথা রাজমুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র
৯ লোকেরা হামনের মুখ আচ্ছাদন করিল। পরে
রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হর্বোণা নামে এক
নপুংসক কহিল, দেখুন, যে মর্দখয় মহারাজের
পক্ষে হিতজনক সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহার
জন্য হামন পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত
করিয়াছে, তাহা হামনের বাটীতে স্থাপিত
আছে। রাজা কহিলেন, তাহারই উপরে ইহাকে
১০ ফাঁশি দেও। তাহাতে হামন মর্দখয়ের জন্য যে
ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছিল, লোকেরা তাহার
উপরে হামনকে ফাঁশি দিল ; তখন রাজার
ক্রোধ নিবৃত্ত হইল।

৮ সেই দিন অক্ষশ্বেরশ রাজা ইষ্টের রাণীকে
যিহূদীদের বৈরী হামনের বাটী দান করি-
লেন, আর মর্দখয় রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হই-
লেন, কেননা মর্দখয় ইষ্টেরের কে, তাহা ইষ্টের
২ জানাইয়াছিলেন। পরে রাজা হামন হইতে নীত
আপনার অঙ্গুরীয় খুলিয়া মর্দখয়কে দিলেন,
এবং ইষ্টের হামনের বাটীর উপরে মর্দখয়কে
নিযুক্ত করিলেন।

যিহূদীদের নিমিত্তে ইষ্টেরের নিবেদন।

৩ পরে ইষ্টের রাজার কাছে পুনর্ব্বার নিবেদন
করিলেন, ও তাঁহার চরণে পড়িয়া রোদন করতঃ
অগাগীয় হামনের [অভিপ্রেত] অমঙ্গল, অর্থাৎ
যিহূদীদের প্রতিকূলে তাহার সঙ্কল্পিত কুমন্ত্রণা
নিবারণার্থে তাঁহার কাছে সাধ্যসাধনা করিলেন।
৪ তাহাতে রাজা ইষ্টেরের দিকে স্বর্ণময় রাজদণ্ড
বিস্তার করাতে ইষ্টের উঠিয়া রাজার সম্মুখে
৫ দাঁড়াইয়া কহিলেন, যদি মহারাজের অভিমত
হয়, এবং আমি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ
পাইয়া থাকি, আর এই কার্য্য যদি মহারাজের
দৃষ্টিতে ন্যায্য বোধ হয়, ও আমি আপনকার
সন্তোষকারিণী হই, তবে মহারাজের অধীন যাব-
তীয় প্রদেশস্থ যিহূদীদিগকে বিনষ্ট করণার্থে
অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামনের কুমন্ত্রণা
সম্বলিত যে সকল পত্র লিখিত হইয়াছে, সে
৬ সকল ব্যর্থ করিবার জন্য লেখা হউক। কেননা
আমার জাতির প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা
আমি কি প্রকারে দেখিয়া সহ্য করিতে পারি !
ও আপন জাতি কুটুম্বের বিনাশ দেখিয়া কিরূপে
সহ্য করিতে পারি ?
৭ তখন অক্ষশ্বেরশ রাজা ইষ্টের রাণীকে ও
যিহূদী মর্দখয়কে কহিলেন, দেখ, আমি ইষ্টেরকে
হামনের বাটী দিয়াছি, এবং হামনকে ফাঁশি-
কাষ্ঠে ফাঁশি দেওয়া হইয়াছে, কেননা সে যিহূদী-
৮ দের উপরে হস্তার্পণ করিয়াছিল। এখন তোমরা
আপনাদের অভিমত অনুসারে রাজার নামে
যিহূদীদের পক্ষে পত্র লিখ, ও রাজার অঙ্গুরীয়ে
তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর ; কেননা রাজার নামে
লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত পত্র
৯ অন্যথা করিবার যো নাই। তখন তৃতীয় মাসের
অর্থাৎ সীবন মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে রাজ-
লেখকেরা আহূত হইল, আর মর্দখয়ের সমস্ত
আজ্ঞা অনুসারে যিহূদীদিগকে, এবং হিন্দুস্থান
অবধি কূশ দেশ পর্য্যন্ত এক শত সাতাইশ প্রদে-
শের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষর অনুসারে ও
প্রত্যেক জাতির ভাষা অনুসারে ক্ষিতিপালদিগকে,
দেশাধ্যক্ষগণকে ও প্রদেশ সকলের প্রধানবর্গকে
এবং যিহূদীদের অক্ষর ও ভাষা অনুসারে তাহা-
১০ দিগকে পত্র লেখা গেল। তাহা অক্ষশ্বেরশ
রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ে মুদ্রা-
ঙ্কিত হইল, পরে দ্রুতগামী বাহনারূঢ় অর্থাৎ
বড়বাজাত রাজকীয় অশ্বারূঢ় ধাবকগণের হস্ত
১১ দ্বারা সেই সকল পত্র প্রেরিত হইল। তদ্দ্বারা
রাজা যিহূদীদিগকে এই অনুমতি দিলেন যে,
অক্ষশ্বেরশ রাজার অধীন যাবতীয় প্রদেশে এক
দিনে, অর্থাৎ অদর নামক দ্বাদশ মাসের ত্রয়ো-
১২ দশ দিনে, তাহারা প্রত্যেক নগরে একত্র হইয়া
আপন আপন প্রাণরক্ষার্থে দণ্ডায়মান হইতে,
এবং যে কোন জাতি কি প্রদেশ তাহাদের বিপ-
ক্ষতা করে, তাহার সমস্ত সামর্থ্য অর্থাৎ সেই
বিপক্ষগণকে ও তাহাদের বালকবালিকা ও স্ত্রী

Digitized by Google

সকলকে সংহার, বধ ও বিনাশ করিতে, এবং
১৩ তাহাদের দ্রব্য সকল লুট করিতে পারিবে। আর
প্রত্যেক প্রদেশে রাজাজ্ঞা বলিয়া প্রচারিত হই-
বার জন্য, এবং যিহূদীরা যেন আপন শত্রুদের
প্রতিশোধ দানার্থে সেই দিনের নিমিত্তে প্রস্তুত
হয়, তজ্জন্য সেই লিপির অনুলিপি যাবতীয়
১৪ জাতিকে জ্ঞাত করা গেল। পরে দ্রুতগামী রাজ-
কীয় বাহনারূঢ় ধাবকগণ রাজার আজ্ঞায় ত্বরিত
ও প্রবর্ত্তিত হইয়া যাত্রা করিল, এবং সেই আজ্ঞা
শূশন রাজধানীতে প্রদত্ত হইল।
১৫ পরে মর্দখয় নীল ও শুক্লবর্ণ রাজকীয় পরিচ্ছদ
পরিধান করিয়া সুবর্ণময় বৃহৎ মুকুট মস্তকে দিয়া
এবং ক্ষৌম ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইয়া
রাজার সম্মুখ হইতে বাহিরে গেলেন; আর
শূশন রাজধানী হর্ষনাদে ও আনন্দে পরিপূর্ণ
১৬ হইল। আর যিহূদীরা দীপ্তি, আনন্দ, আমোদ
১৭ ও সম্মান প্রাপ্ত হইল। আর প্রতিপ্রদেশে ও
প্রতিনগরে যে কোন স্থানে রাজার ঐ বাক্য ও
আজ্ঞা উপস্থিত হইল, সেই স্থানে যিহূদীদের
আনন্দ, আমোদ, ভোজ ও সুখের দিন হইল।
এবং দেশীয় জাতি সকলের অনেক লোক যিহূদী-
মতাবলম্বী হইল, কেননা তাহারা যিহূদীদের
হইতে ত্রাসাপন্ন হইয়াছিল।

যিহূদীদের রক্ষা।

৯ পরে অদর নামক দ্বাদশ মাসের যে ত্রয়ো-
দশ দিবসে রাজার ঐ বাক্য ও আজ্ঞা কার্য্যে
পরিণত হইবার উপক্রম হইবে, অর্থাৎ যে দিনে
যিহূদীদের শত্রুগণ তাহাদিগকে পরাভূত করি-
বার অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই দিনে এমন
বিপরীত ঘটনা হইল যে, যিহূদীরাই আপনাদের
২ বিদ্বেষীদিগকে পরাভূত করিল। যিহূদীরা আপ-
নাদের হিংসাচেষ্টাকারীদের উপরে হস্তার্পণ
করিতে অহশ্বেরশ রাজার যাবতীয় প্রদেশে
আপন আপন নগরে একত্র হইল, এবং তাহাদের
সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিল না, কেননা তাহা-
দের হইতে যাবতীয় জাতির ত্রাস উৎপন্ন হইয়া-
৩ ছিল। অধিকন্তু প্রদেশ সকলের প্রধানবর্গ,
ক্ষিতিপাল, দেশাধ্যক্ষগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ
সকলে যিহূদীদের সাহায্য করিলেন, কারণ মর্দ-
খয় হইতে তাঁহাদের ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল।
৪ কেননা মর্দখয় রাজবাটীর মধ্যে মহান ছিলেন,
ও তাঁহার যশ যাবতীয় প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া-
ছিল, বস্তুতঃ সেই মর্দখয় উত্তর উত্তর মহান
৫ হইয়া উঠিলেন। আর যিহূদীরা আপনাদের
সমস্ত শত্রুকে খড়্গাঘাত, সংহার ও বিনাশ
করিল; তাহারা তাহাদের বিদ্বেষীদের প্রতি
৬ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিল। আর শূশন রাজ-
ধানীতে যিহূদিগণ পাঁচ শত লোককে বধ ও
৭ বিনাশ করিল। আর পর্শন্দাথ, দল্‌ফোন,
৮,৯ অস্পাথ, পোরাথ, অদলিয়, অরীদাথ, পর্মস্ত,
১০ অরীষয়, অরীদয় ও বয়িষাথ, যিহূদীদের
বৈরী হম্মদাথার পুত্র হামনের এই দশ
পুত্রকে তাহারা বধ করিল, কিন্তু লুটে হস্তক্ষেপ
করিল না।
১১ যাহারা শূশন রাজধানীতে হত হইল, তাহা-
দের সংখ্যা সেই দিনে রাজার কাছে আনীত
১২ হইল। রাজা ইষ্টের রাণীকে কহিলেন, যিহূদীরা
শূশন রাজধানীতে পাঁচ শত লোককে ও হামনের
দশ পুত্রকে বধ ও বিনাশ করিয়াছে, না জানি,
রাজার অধীন অন্য সকল প্রদেশে কি করিয়াছে;
এখন তোমার প্রার্থনীয় কি? তাহা তোমাকে দত্ত
হইবে; এবং তোমার আর বাঞ্ছা কি? তাহা
১৩ সফল হইবে। ইষ্টের কহিলেন, যদি রাজার
অভিমত হয়, তবে অদ্যকার মত কল্যও করিবার
অনুমতি শূশনস্থ যিহূদিগণকে দত্ত হউক, এবং
হামনের দশ পুত্রকে ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গান যাউক।
১৪ পরে রাজা তাহা করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং
সেই আজ্ঞা শূশনে প্রচারিত হইল, তাহাতে
১৫ লোকেরা হামনের দশ পুত্রকে ফাঁশি দিল। আর
শূশনস্থ যিহূদীরা অদর মাসের চতুর্দ্দশ দিনেও
একত্র হইয়া শূশনে তিন শত লোককে বধ করিল,
১৬ কিন্তু লুটে হস্তক্ষেপ করিল না। ইতিমধ্যে রাজার
নানা প্রদেশ-নিবাসী অন্য সকল যিহূদীরাও
একত্র হইয়া আপন আপন প্রাণের জন্য দণ্ডায়-
মান হইল, এবং আপনাদের শত্রুগণ হইতে
বিশ্রাম পাইল, বিদ্বেষীদের পঁচাত্তর সহস্র
লোককে বধ করিল, কিন্তু লুটে হস্তক্ষেপ করিল
১৭ না। তাহারা অদর মাসের ত্রয়োদশ দিনে এই
কার্য্য করিল, এবং চতুর্দ্দশ দিনে বিশ্রাম করিয়া
সেই দিনকে ভোজনপান ও আনন্দের দিন
১৮ করিল। কিন্তু শূশনস্থ যিহূদীরা ঐ মাসের
ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ দিনে একত্র হইল, এবং
পঞ্চদশ দিনে বিশ্রাম করিল, ও সেই দিনকে
১৯ ভোজনপান ও আনন্দের দিন করিল। এই কারণ
জনপদস্থ অর্থাৎ অপ্রাচীর নগর-নিবাসী যিহূ-
দীরা অদর মাসের চতুর্দ্দশ দিনকে আনন্দের,
ভোজনপানের, সুখের ও পরস্পর উপঢৌকন
প্রেরণের দিন বলিয়া মানে।

পূরীম পর্ব্ব স্থাপন। মর্দখয়ের মহত্ত্ব।

২০ পরে মর্দখয় এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলেন,
এবং অহশ্বেরশ রাজার অধীন নিকটস্থ কি দূরস্থ
যাবতীয় প্রদেশে যে সকল যিহূদী থাকিত, তাহা-
২১ দের কাছে পত্র পাঠাইয়া আজ্ঞা করিলেন, যেন
তাহারা বৎসর বৎসর অদর মাসের চতুর্দ্দশ ও

Digitized by Google

২২ সেই মাসের পঞ্চদশ দিন পালন করে, অর্থাৎ যে
দুই দিন তাহারা আপনাদের শত্রুগণ হইতে
বিশ্রাম পাইয়াছিল, এবং যে মাসে তাহাদের
দুঃখ সুখে ও শোক আনন্দে পরিণত হইয়াছিল,
সেই মাসের সেই দুই দিন যেন তাহারা ভোজন-
পান ও আনন্দ এবং আপন আপন বন্ধুর কাছে
উপঢৌকন ও দরিদ্রদের কাছে দান প্রেরণের
২৩ দিন করে। তাহাতে যিহূদীরা যেমন আরম্ভ
করিয়াছিল ও মর্দখয় তাহাদিগকে যেমন
লিখিয়াছিলেন, তাহারা তদ্রূপ ব্যবহার করিতে
২৪ সম্মত হইল; কারণ সমস্ত যিহূদীর বৈরী যে
অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন, সে যিহূদী-
দিগকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল,
তাহাদিগকে লুপ্ত ও বিনষ্ট করিবার নিমিত্তে পূর
২৫ অর্থাৎ গুলিবাঁট করিয়াছিল; কিন্তু রাজার
সাক্ষাতে সেই বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি এই
আজ্ঞাপত্র দিলেন, হামন যিহূদীদের বিরুদ্ধে যে
কুসঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা তাহারই মস্তকে
বর্তুক; অতএব লোকে তাহাকে ও তাহার পুত্র-
২৬ গণকে কাষ্ঠিকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া দিউক। তজ্জন্য
পূর [গুলিবাঁট] নাম অনুসারে সেই দুই দিনের
নাম পূরীম হইল। অতএব সেই পত্রের সকল
কথা প্রযুক্ত, এবং সেই বিষয়ে তাহারা যাহা
দেখিয়াছিল, ও তাহাদের প্রতি যাহা ঘটিয়া-
ছিল, তৎপ্রযুক্ত যিহূদিগণ আপনাদের ও আপন
আপন বংশের ও যিহূদিমতাবলম্বী সকলের
২৭ কর্তব্য বলিয়া ইহা স্থির করিল যে, তৎসম্পর্কীয়
লিখিত আজ্ঞা ও নিরূপিত সময় অনুসারে
তাহারা বৎসর বৎসর ঐ দুই দিন পালন
করিবে, কোনরূপে তাহার ত্রুটি করিবে না।
২৮ অতএব পুরুষপরম্পরায় প্রত্যেক গোষ্ঠীতে,
প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রত্যেক নগরে সেই দুই দিন
স্মরণ ও পালন করিতে হইবে; এবং পূরীম
নামক সেই দুই দিন যিহূদীদের মধ্য হইতে
কখনও লুপ্ত হইবে না, আর তাহাদের বংশের
মধ্য হইতে তাহার স্মৃতির লোপ হইবে না।
২৯ পরে অবীহয়িলের কন্যা ইষ্টের রাণী ও
যিহূদী মর্দখয় পূরীম দিনবিষয়ক এই দ্বিতীয়
আজ্ঞাপত্র স্থির করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতার সহিত
৩০ লিখিলেন। আর উপবাস ও ক্রন্দনের বিষয়ে
যিহূদী মর্দখয় ও ইষ্টের রাণী যেমন যিহূদীদের
জন্য স্থির করিয়াছিলেন, এবং তাহারাও যেমন
আপনাদের জন্য ও আপন আপন বংশের জন্য
৩১ স্থির করিয়াছিল, তেমনি নিরূপিত কালে পূরী-
মের সেই দুই দিন পালন করিবার বিষয় স্থির
করণার্থে অহশ্বেরশ রাজার অধিকারস্থ এক শত
সাতাইশ প্রদেশে সমস্ত যিহূদীর নিকটে মর্দখয়
শান্তির ও সত্যের কথা সম্বলিত পত্র পাঠাইয়া
৩২ দিলেন। আর ইষ্টেরের আজ্ঞায় পূরীমবিষয়ক
এই বিধি স্থির হইল, ও তাহা পুস্তকে লিখিত
হইল।

১০ সেই অহশ্বেরশ রাজা স্থলে ও সমুদ্রস্থ
দ্বীপসমূহে কর নিরূপণ করিলেন। আর
তাঁহার ক্ষমতার ও পরাক্রমের সকল কথা, এবং
রাজা মর্দখয়কে যে মহত্ত্ব দিয়া উচ্চপদান্বিত
করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কি মাদিয়া
ও পারস্য দেশের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
৩ লিখিত নাই? বস্তুতঃ এই যিহূদী মর্দখয় অহ-
শ্বেরশ রাজার প্রধান অমাত্য এবং যিহূদীদের
মধ্যে মহান, আপন ভ্রাতৃসমূহের মধ্যে প্রিয়-
পাত্র ও স্বজাতীয় লোকদের হিতৈষী এবং আপন
সমস্ত বংশের পক্ষে শান্তিবাদী ছিলেন।

ইয়োবের বিবরণ।

ইয়োবের সম্পদ ও বিপদ।

১ ঊষ দেশে ইয়োব নামে এক ব্যক্তি
ছিলেন; তিনি সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল
২ ও কুক্রিয়াত্যাগী ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র ও
৩ তিন কন্যা জন্মে। তাঁহার সাত সহস্র মেষ, তিন
সহস্র উষ্ট্র, পাঁচ শত যোড়া বলদ ও পাঁচ শত
গর্দভী, এত পশুধন, এবং অনেক দাসদাসী
ছিল; বস্তুতঃ পূর্ব্বদেশ-নিবাসী লোকদের মধ্যে
সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মহান ছিলেন।
৪ তাঁহার পুত্রগণ প্রত্যেকে আপন আপন দিবসে
গিয়া আপন আপন গৃহে ভোজ প্রস্তুত করিত,
এবং লোক পাঠাইয়া আপনাদের তিন ভগিনী-
কেও আপনাদের সঙ্গে ভোজন পান করিবার
৫ নিমন্ত্রণ করিত। পরে তাহাদের ভোজের দিন-
পর্য্যায় গত হইলে ইয়োব তাহাদিগকে আনা-
ইয়া পবিত্র করিতেন, আর প্রত্যূষে উঠিয়া
তাহাদের সকলকার সংখ্যা অনুসারে হোম
করিতেন; কারণ ইয়োব কহিতেন, কি জানি,

Digitized by Google

আমার পুত্রগণ বা পাপ করিয়া মনে মনে
ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। ইয়োব সতত এই-
রূপ করিতেন।
৬ এক দিন ঈশ্বরের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে
দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহা-
৭ দের মধ্যে শয়তানও উপস্থিত হইল। তাহাতে
সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা
হইতে আসিলে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর
করিয়া কহিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তন্মধ্যে
৮ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। তাহাতে সদা-
প্রভু শয়তানকে কহিলেন, আমার দাস ইয়ো-
বের উপরে কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা
তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও
কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই।
৯ শয়তান উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিল, ইয়োব
১০ কি বিনা লাভে ঈশ্বরের সেবা করে? তুমি
তাহার চতুর্দ্দিকে ও তাহার বাটীর ও সর্ব্বস্বের
চতুর্দ্দিকে কি বেড়া দেও নাই? তুমি তাহার
হস্তের কার্য্য আশীর্ব্বাদযুক্ত করিয়াছ, এবং তাহার
১১ পশুধন দেশময় ব্যাপিয়াছে। কিন্তু তুমি এক
বার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব স্পর্শ কর,
তবে সে অবশ্য তোমার সাক্ষাতেই তোমাকে
১২ জলাঞ্জলি দিবে। তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে
কহিলেন, দেখ, তাহার সর্ব্বস্বই তোমার হস্তগত;
তুমি কেবল তাহার উপরে হস্তার্পণ করিও না।
তাহাতে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে
বাহিরে গেল।
১৩ পরে কোন এক দিন ইয়োবের পুত্রকন্যাগণ
আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ভোজন ও দ্রাক্ষা-
১৪ রস পান করিতেছিল, এমন সময়ে ইয়োবের
নিকটে এক দূত আসিয়া কহিল, বলদগণ হাল
বহিতেছিল, এবং গর্দ্দভীগণ তাহাদের পার্শ্বে
১৫ চরিতেছিল, ইতিমধ্যে শিবায়ীয়েরা আক্রমণ
করিয়া সে সকল লইয়া গেল, এবং খড়্গধারে
ভৃত্যগণকে নষ্ট করিল; আপনাকে সংবাদ দিতে
১৬ কেবল একা আমি রক্ষা পাইয়াছি। সে কথা
কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া
কহিল, আকাশ হইতে ঈশ্বরের অগ্নি পতিত
হইয়া মেষপাল ও তাহার রক্ষক ভৃত্যগণকে দাহ
করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল; আপনাকে
সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা পাইয়াছি।
১৭ সে কথা কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন
আসিয়া কহিল, কল্দীয়েরা তিন দল হইয়া
উষ্ট্রপাল আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া
গেল, এবং খড়্গধারে ভৃত্যগণকে বধ করিল;
আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা
১৮ পাইয়াছি। সে কথা কহিতেছিল, ইতিমধ্যে
আর এক জন আসিয়া কহিল, আপনকার পুত্র-
কন্যাগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ভোজন ও
১৯ দ্রাক্ষারস পান করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে, দেখুন,
প্রান্তরের পার হইতে একটা ভারী ঝড় উঠিয়া
গৃহটীর চারি কোণে লগ্ন হওয়াতে যুবকগণের
উপরে গৃহ পতিত হইল, তাহাতে তাঁহারা মারা
পড়িলেন; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা
আমি রক্ষা পাইয়াছি।
২০ তখন ইয়োব উঠিয়া আপন বস্ত্র চিরিলেন,
মস্তক মুণ্ডন করিলেন ও ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত
২১ করিয়া কহিলেন, আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ
আসিয়াছি, আর উলঙ্গই সেই স্থানে ফিরিয়া
যাইব। সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়া-
২২ ছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক। এই সকলেতে
ইয়োব পাপ করিলেন না, এবং ঈশ্বরের প্রতি
অবিবেচনার দোষারোপ করিলেন না।

২ অনন্তর আর এক দিন ঈশ্বরের সন্তানগণ
সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য
উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে শয়তানও সদা-
প্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত
২ হইল। তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন,
তুমি কোথা হইতে আসিলে? শয়তান সদা-
প্রভুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমি পৃথিবী
পর্য্যটন ও তন্মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসি-
৩ লাম। তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন,
আমার দাস ইয়োবের প্রতি কি তোমার মন
পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল,
ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে
কেহই নাই; সে এখনও আপন সিদ্ধতা রক্ষা
করিতেছে; তুমি অকারণে তাহাকে বিনষ্ট করিতে
৪ আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ। তাহাতে শয়তান উত্তর
করিয়া সদাপ্রভুকে কহিল, চর্ম্মের জন্য চর্ম্ম,
৫ আর প্রাণের জন্য লোক সর্ব্বস্ব দিবে। কিন্তু তুমি
এক বার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও
মাংস স্পর্শ কর, সে অবশ্য তোমার সাক্ষাতেই
৬ তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। তাহাতে সদাপ্রভু
শয়তানকে কহিলেন, দেখ, সে তোমার হস্ত-
গত হউক; কেবল তাহার প্রাণের বিষয়ে সাব-
ধান থাক।
৭ পরে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির
হইয়া ইয়োবের আপাদমস্তকে আঘাত করিয়া
৮ দুষ্ট বিস্ফোটক জন্মাইল। তাহাতে তিনি ভস্মের
মধ্যে বসিয়া একখান খাপরা লইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ
৯ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে
কহিলেন, তুমি কি এখনও তোমার সিদ্ধতা রক্ষা
করিতেছ? ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ ত্যাগ
১০ কর। তাহাতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি
একটা মূঢ়া স্ত্রীর মত কথা কহিতেছ; আমরা
ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব, আর অম-

Digitized by Google

জল গ্রহণ করিব না? এই সকলেতে ইয়োব
আপন ওষ্ঠাধরে পাপ করিলেন না।
১১ পরে ইয়োবের প্রতি ঘটিত ঐ সকল বিপদের
কথা তাঁহার তিন জন মিত্রের কর্ণগোচর হইলে
তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন স্থান হইতে
আসিলেন; ফলতঃ তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয়
বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর একপরামর্শ হইয়া
তাঁহার সহিত শোক ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার
জন্য তাঁহার নিকটে আগমন করিতে স্থির করি-
১২ লেন। পরে তাঁহারা দূর হইতে চক্ষু তুলিলেন,
কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না,
তাহাতে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন,
এবং প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্র চিরিয়া আপন
আপন মস্তকের ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে ধূলা ছড়া-
১৩ ইতে লাগিলেন। পরে সাত দিবারাত্র তাঁহার
সহিত ভূমিতে বসিয়া থাকিলেন, তাঁহাকে কেহ
কিছুই কহিলেন না; কারণ তাঁহারা দেখিলেন,
তাঁহার যাতনা অতি কঠোর।

ইয়োবের বিলাপ-গীত।

৩ তৎপরে ইয়োব মুখ খুলিয়া আপনার জন্মদিনকে শাপ দিতে লাগিলেন।

২ ইয়োব কহিলেন,
৩ বিলুপ্ত হউক সেই দিন, যে দিনে আমার জন্ম হইয়াছিল,
সেই রাত্রি, যে রাত্রে বলা হইয়াছিল, 'পুত্র-সন্তান হইল'।
৪ সেই দিন অন্ধকার হউক;
ঊর্দ্ধ হইতে ঈশ্বর সে দিনের তত্ত্ব না করুন,
দীপ্তি তাহার উপরে বিরাজমান না হউক;
৫ অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া তাহাকে আদায় করুক,
মেঘ তাহাকে আচ্ছন্ন করুক,
যাহা কিছু দিন ঘোর করে, তাহা তাহাকে ত্রাস-যুক্ত করুক।
৬ সেই রাত্রি তিমিরগ্রস্ত হউক,
তাহা বৎসরের দিনশ্রেণীতে যুক্ত না হউক,
তাহা মাসের সংখ্যার মধ্যে গণ্য না হউক।
৭ দেখ, সেই রাত্রি বন্ধ্যা হউক,
আনন্দগান তাহাতে প্রবেশ না করুক।
৮ তাহারা তাহাকে শাপ দিউক, যাহারা দিনকে শাপ দেয়,
যাহারা লিবিয়াথনকে জাগাইতে নিপুণ।
৯ তাহার সান্ধ্য নক্ষত্র সকল অন্ধকার হউক,
সে যেন দীপ্তির অপেক্ষায় থাকিলেও দীপ্তি না পায়,
সে যেন ঊষার চক্ষের পাতা দেখিতে না পায়।
১০ কেননা সে আমার জননীর জঠরের কবাট বন্ধ করে নাই,
আমার চক্ষু হইতে কষ্ট গুপ্ত রাখে নাই।
১১ আমি কেন গর্ভে মরি নাই?
উদর হইতে পড়িবামাত্র কেন প্রাণত্যাগ করি নাই?
১২ জানুযুগল কেন আমাকে গ্রহণ করিয়াছিল?
স্তনযুগই বা কেন আমাকে দুগ্ধ দিয়াছিল?
১৩ নহিলে এখন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতাম,
নিদ্রিত হইতাম, শান্তি পাইতাম;
১৪ রাজগণের ও দেশের মন্ত্রিগণের সহিত থাকিতাম,
যাঁহারা আপনাদের জন্য ধ্বংসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;
১৫ বা অধিপতিদের সহিত থাকিতাম, যাঁহাদের স্বর্ণ ছিল,
যাঁহারা রৌপ্যে স্ব স্ব গৃহ পরিপূর্ণ করিতেন;
১৬ কিম্বা গুপ্ত গর্ভস্রাবের মত প্রাণহীন হইতাম;
আলোক-দর্শন অপ্রাপ্ত শিশুর তুল্য হইতাম।
১৭ সেই স্থানে দুষ্টগণ আর উৎপাত করে না,
সেই স্থানে শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়;
১৮ তথায় বন্দিগণ নিরাপদে একত্র থাকে,
তাহারা উপদ্রবীর রব আর শুনে না;
১৯ সেই স্থানে ছোট বড় একই,
এবং দাস আপন স্বামী হইতে মুক্ত।
২০ দুঃখার্ত্তকে কেন দীপ্তি দেওয়া হয়?
তিক্তপ্রাণকে কেন জীবন দেওয়া হয়?
২১ তাহারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তাহা আইসে না,
তাহারা গুপ্ত ধন অপেক্ষা তাহার সন্ধান করে।
২২ কবর পাইতে পারিলে তাহারা আহ্লাদ করে,
মহানন্দে উল্লাসিত হয়।
২৩ ঈদৃশ লোকের পথ গুপ্ত,
তাহার চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর বেড়া দিয়াছেন।
২৪ আমার হাহাকার আমার ভক্ষ্যবৎ হইতেছে,
আমার আর্ত্তনাদ জলের ন্যায় ঢালা যাইতেছে।
২৫ আমি যাহা ভয় করি, তাহাই আমার ঘটে,
আমি যাহার আশঙ্কা করি, তাহাই উপস্থিত হয়।
২৬ আমার শান্তি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই:
কেবল উদ্বেগ উপস্থিত হয়।

ইলীফসের প্রথম বক্তৃতা।

৪ পরে তৈমনীয় ইলীফস উত্তর করিয়া কহিলেন,

২ তোমার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিলে কি তোমার কষ্ট হইবে?
কিন্তু কথা কহিতে কে নিবৃত্ত হইতে পারে!
৩ দেখ, তুমি অনেককে শিক্ষা দিয়াছ,
তুমি দুর্ব্বল হস্ত সকল সবল করিয়াছ।
৪ তোমার বাক্য স্খলিত লোককে উঠাইয়াছে,

Digitized by Google

তুমি ভগ্ন হাঁটু সবল করিয়াছ।
৫ তবু এক্ষণে [দুঃখ] তোমার নিকটে আসিলে তুমি কাতর হইতেছ ;
তাহা তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি বিহ্বল হইতেছ।
৬ তোমার ঈশ্বরভয় কি তোমার প্রত্যাশা নয় ?
তোমার পথের সিদ্ধতা কি তোমার আশাভূমি নয় ?
৭ এক বার মনে করিয়া দেখ, কে নির্দ্দোষ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ?
কোথায় সরলাচারিগণ উচ্ছিন্ন হইয়াছে ?
৮ আমি দেখিয়াছি, যাহারা অধর্ম্মরূপ চাস করে,
যাহারা অনিষ্ট-বীজ বপন করে, তাহারা তাহাই কাটে।
৯ তাহারা ঈশ্বরের ফুৎকারে বিনষ্ট হয়,
তাঁহার কোপের নিশ্বাসে সংহার পায়।
১০ সিংহের গর্জ্জন ও মৃগেন্দ্রের হুঙ্কার [রুদ্ধ হয়],
তরুণ কেশরিগণের দন্ত ভগ্ন হয়।
১১ ভক্ষ্যের অভাবে পশুরাজ প্রাণত্যাগ করে,
সিংহীর শিশুগণ ছিন্নভিন্ন হয়।
১২ আমার কাছে একটী বাক্য গোপনে পঁহুছিল,
আমার কর্ণকুহরে তাহার ঈষৎ শব্দ আসিল।
১৩ রাত্রিকালীয় স্বপ্নদর্শনে যখন ভাবনা জন্মে,
মনুষ্য সকল যখন গভীর নিদ্রায় মিমগ্ন হয়,
১৪ এমন সময়ে আমার ত্রাস ও কম্প হইল,
তাহা আমার অস্থি সকল বিকম্পিত করিল।
১৫ পরে আমার সম্মুখ দিয়া এক অপচ্ছায়া চলিয়া গেল,
আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।
১৬ তাহা দাঁড়াইয়া থাকিল, কিন্তু আমি তাহার আকৃতি নির্ণয় করিতে পারিলাম না ;
একটী মূর্ত্তি আমার চক্ষুর্গোচর হইল,
আমি মৃদু স্বর ও এই বাণী শুনিলাম ;
১৭ "ঈশ্বর অপেক্ষা মর্ত্ত্য কি ধার্ম্মিক হইতে পারে ?
নিজ নির্ম্মাতা অপেক্ষা মনুষ্য কি শুচি হইতে পারে ?
১৮ দেখ, তিনি আপন দাসগণকেও বিশ্বাস করেন না,
আপন দূতগণেতেও ত্রুটির দোষারোপ করেন।
১৯ তবে যাহারা মৃণ্ময় গৃহে বাস করে,
যাহাদের গৃহের ভিত্তিমূল ধূলাতে স্থাপিত,
যাহারা কীটের ন্যায় মর্দ্দিত হয়, তাহারা কি ?
২০ তাহারা প্রভাত ও সায়ংকালের মধ্যে চূর্ণ হয়,
তাহারা চিরতরে বিনষ্ট হয়, কেহ চিন্তা করে না।
২১ তাহাদের আন্তরিক রজ্জু কি খোলা যায় না ?
তাহারা অজ্ঞানাবস্থায় মরিয়া যায়।"

৫ তুমি ডাকিলে কেহ কি তোমাকে উত্তর দিবে ?
পবিত্রগণের মধ্যে তুমি কাহার শরণ লইবে ?
২ কারণ মনস্তাপ অজ্ঞানকে নষ্ট করে,
ঈর্ষা নির্ব্বোধকে বিনাশ করে।
৩ আমি অজ্ঞানকে বদ্ধমূল দেখিয়াছিলাম,
তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহকে শাপ দিয়াছিলাম।
৪ তাহার সন্তানগণ নিস্তার হইতে দূরীকৃত,
তাহারা নগরদ্বারে বিমর্দ্দিত হয়,
উদ্ধারকারী কেহ নাই।
৫ ক্ষুধিত লোক তাহার শস্য খাইয়া ফেলে,
কন্টকের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহা হরণ করে,
ফাঁদ তাহার সম্পত্তি গ্রাস করে।
৬ কারণ ধূলি হইতে কষ্ট উৎপন্ন হয় না,
মৃত্তিকা হইতে আয়াস জন্মে না ;
৭ কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন ঊর্দ্ধে উঠে,
তেমনি মনুষ্য কষ্টের নিমিত্তে জন্মে।
৮ আমি সদাপ্রভুর শরণ লইতাম,
আপনার নিবেদন ঈশ্বরে সমর্পণ করিতাম।
৯ তিনি মহৎ মহৎ কর্ম্ম করেন, যাহা অননুসন্ধেয়,
আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন, যাহার সংখ্যা নাই।
১০ তিনি ভূতলে বৃষ্টি প্রদান করেন,
তিনি জনপদের উপরে জল বহান।
১১ তিনি নীচ লোকদিগকে উচ্চে স্থাপন করেন,
শোকার্ত্তেরা ত্রাণেতে উন্নত হয়।
১২ তিনি ধূর্ত্তদের কল্পনা ব্যর্থ করেন,
তাহাদের হস্ত সঙ্কল্প সাধন করিতে পারে না।
১৩ তিনি জ্ঞানীদিগকে তাহাদের ধূর্ত্ততায় ধরেন,
কুটিলমনাদের মন্ত্রণা আশু বিফল হইয়া পড়ে।
১৪ তাহারা দিবসে অন্ধকারে ভ্রমণ করে,
মধ্যাহ্নে রাত্রিকালের ন্যায় হাঁতড়িয়া বেড়ায়।
১৫ কিন্তু তিনি খড়্গ হইতে, উহাদের কবল হইতে,
পরাক্রমীদের হস্ত হইতে, দরিদ্রকে নিস্তার করেন।
১৬ এই কারণ দীনহীন আশাযুক্ত হয়,
অধর্ম্ম নিজ মুখ বন্ধ করে।
১৭ দেখ, ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহাকে ঈশ্বর অনুযোগ করেন,
অতএব তুমি সর্ব্বশক্তিমানের দত্ত শাস্তি তুচ্ছ করিও না।
১৮ কেননা তিনি ক্ষত করেন, তিনি বাঁধিয়া দেন,
তিনি আঘাত করেন, তাঁহারই হস্ত সুস্থ করে।
১৯ তিনি ছয় সঙ্কট হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন,
সপ্ত সঙ্কটে অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করিবে না।
২০ তিনি তোমাকে দুর্ভিক্ষ সময়ে মৃত্যু হইতে,
যুদ্ধের সময়ে খড়্গাধার হইতে মুক্ত করিবেন।
২১ জিহ্বার কশাঘাত হইতে তুমি গুপ্ত থাকিবে,
বিনাশ আসিলে তোমার শঙ্কা হইবে না।
২২ বিনাশ ও দুর্ভিক্ষে তুমি হাসিবে,
বন্য পশু হইতে তোমার শঙ্কা হইবে না।
২৩ কারণ মাঠের প্রস্তরসহ তোমার সন্ধি হইবে,

Digitized by Google

বন্য পশুগণ তোমার সহিত শান্তিতে থাকিবে।
২৪ আর তুমি জানিবে, তোমার তাম্বু শান্তিযুক্ত,
তুমি তোমার নিবাসের তত্ত্ব করিলে দেখিবে,
কিছুই হারায় নাই।
২৫ তুমি জানিবে, তোমার বংশ বহুসংখ্যক হইবে,
তোমার সন্তানসন্ততি ভূমির তৃণের ন্যায় হইবে।
২৬ যেমন যথাসময়ে শস্যের আটি তুলিয়া লওয়া
যায়,
তদ্রূপ তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া কবরপ্রাপ্ত হইবে।
২৭ দেখ, আমরা ইহা অনুসন্ধান করিয়াছি ; ইহা
নিশ্চিত ;
তুমি ইহা শুন, আপনার জন্য জানিয়া রাখ।

ইয়োবের উত্তর।

৬ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
হায়, যদি মম মনস্তাপ তৌল করা হইত,
যদি আমার বিপদ তুলায় পরিমিত হইত,
৩ তবে তাহা সমুদ্রের বালি হইতেও ভারী হইত,
এই জন্য আমার বাক্য অসংলগ্ন হয়।
৪ কারণ সর্ব্বশক্তিমানের বাণ সকল আমার অন্তরে
প্রবিষ্ট,
আমার প্রাণ সে সকলের বিষ পান করিতেছে,
ঈশ্বরীয় ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ।
৫ বনগর্দ্দভ ঘাস পাইলে কি চীৎকার করে?
গোরু যাব পাইলে কি রব করে?
৬ যাহার স্বাদ নাই, তাহা কি লবণ বিনা ভোজন
করা যায়?
ডিম্বের লালার কি কিছু আস্বাদ আছে?
৭ আমার প্রাণ যাহা স্পর্শ করিতে অসম্মত,
তাহাই আমার ঘৃণিত ভক্ষ্যস্বরূপ হইল।
৮ আঃ! আমি যেন বাঞ্ছনীয় বস্তু পাইতে পারি,
ঈশ্বর যেন আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আমাকে
দেন ;
৯ হাঁ, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাকে চূর্ণ করুন,
হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাকে কাটিয়া ফেলুন ;
১০ তবু তখনও আমার এই সান্ত্বনা থাকিবে,
নির্ম্মম যাতনায়ও আমি ইহাতে উল্লাস করিব
যে, আমি পবিত্রতমের বাক্য সকল অস্বীকার
করি নাই।
১১ প্রতীক্ষা করিবার জন্য আমার বল কি?
চিরসহিষ্ণু হইবার জন্য আমার পরিণাম কি?
১২ আমার বল কি প্রস্তরের বল?
আমার মাংস কি পিত্তল?
১৩ আমার দ্বারা কি আমার আর উপকার হইতে
পারে?
আমা হইতে কি বুদ্ধিকৌশল দূরীকৃত হয় নাই?
১৪ শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর দয়া করা কর্ত্তব্য,
পাছে সে সর্ব্বশক্তিমানের ভয় ত্যাগ করে।
১৫ আমার ভ্রাতৃগণ স্রোতের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক,
তাহারা স্রোতোমার্গস্থ বন্যার ন্যায় চঞ্চল।
১৬ সেই স্রোত হিম দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হয়,
উপরে তুষার পড়িয়া তাহার মধ্যে লীন হয় ;
১৭ কিন্তু উত্তপ্ত হইবামাত্র তাহা লুপ্ত হয়,
গ্রীষ্ম হইলে তাহা স্বস্থান হইতে অন্তর্হিত হয়।
১৮ সেই পথের বণিক্‌দল পথ ছাড়ে,
তাহারা মরুস্থানে যাইয়া বিনষ্ট হয়।
১৯ টেমার বণিক্‌দল তাহার অন্বেষণ করে,
শিবার পথিকদল তাহার অপেক্ষা করে ;
২০ তাহারা প্রত্যাশা করাতে লজ্জিত হয়,
সেখানে আসিলে তাহারা হতাশ হয়।
২১ বস্তুতঃ এখন তোমরা কিছুই নও ;
ত্রাস দেখিয়া ভয় পাইয়াছ।
২২ আমি কি বলিয়াছিলাম, আমাকে কিছু দেও,
তোমাদের সম্পত্তি হইতে আমার জন্য উৎকোচ
দেও,
২৩ বিপক্ষের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর,
ভীমবিক্রমীদের হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত কর?
২৪ আমাকে শিক্ষা দেও, আমি নীরব হইব ;
আমার প্রমাদ কি, আমাকে জ্ঞাত কর।
২৫ ন্যায্য বাক্য কেমন প্রবল!
কিন্তু তোমাদের তর্কে কি দোষ ব্যক্ত হয়?
২৬ নিরাশ ব্যক্তির বাক্য বায়ুবৎ মনে করিয়া,
তোমরা কি শব্দের দোষ ধরিবার সঙ্কল্প
করিতেছ?
২৭ তোমরা অনাথের জন্য গুলিবাঁট করিবে,
তোমাদের বন্ধুকে বিক্রয় করিবে।
২৮ এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি কর,
আমি তোমাদের সাক্ষাতে মিথ্যা কহিব না।
২৯ তোমরা বরং ফিরিয়া যাও, অন্যায় না হউক ;
ফিরিয়া যাও, আমার পক্ষ ন্যায্য।
৩০ আমার জিহ্বাতে কি অন্যায় আছে?
আমার টাক্‌রা কি বিপাকের স্বাদ বুঝে না?
৭ পৃথিবীতে কি মর্ত্ত্যের যুদ্ধ হয় না?
তাহার দিনসমূহ কি বেতনজীবীর দিনের
তুল্য নহে?
২ দাস যেমন ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে,
বেতনজীবী যেমন আপন বেতনের অপেক্ষা করে ;
৩ তেমনি অলীকতার মাসপর্য্যায় আমার দায়াংশ,
কষ্টকর রাত্রিনিচয় আমার জন্য নিরূপিত।
৪ শয়নকালে আমি বলি, কখন্ উঠিব?
রাত্রি দীর্ঘ হইয়া পড়ে, প্রভাত পর্য্যন্ত আমি
নিরন্তর ছট্‌ফট্ করিতে থাকি।
৫ কীট ও ধূলির লোষ্ট্র আমার মাংসের আচ্ছাদন ;
আমার চর্ম্ম কাটিয়াছে ও গলিত হইয়াছে।
৬ তন্তুবায়ের মাকু অপেক্ষা আমার আয়ু দ্রুতগামী,
তাহা আশাবিহীন হইয়া শেষ হয়।

Digitized by Google

৭ স্মরণ কর, আমার প্রাণ বায়ুমাত্র,
আমার চক্ষু আর মঙ্গল দেখিতে ফিরিবে না;
৮ আমার দর্শনকারীর নেত্র আর আমাকে নিরীক্ষণ করিবে না;
আমার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িবে, কিন্তু আমি অনুদ্দিষ্ট হইব।
৯ মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া অন্তর্হিত হয়,
তেমনি যে পাতালে নামে, সে আর উঠিবে না।
১০ সে আপনার গৃহে আর ফিরিয়া আসিবে না,
তাহার বসতিস্থান আর তাহাকে চিনিবে না।
১১ অতএব আমি আর মুখ বুজিয়া থাকিব না;
আমি আত্মার উদ্বেগে কথা বলিব,
মনের তিক্ততায় বিলাপ করিব।
১২ আমি কি সমুদ্র না তিমি
যে, আমার উপরে তুমি প্রহরী রাখিতেছ?
১৩ আমি যখন বলি, আমার খট্টা আমাকে সান্ত্বনা করিবে,
আমার শয্যা দুঃখের উপশম করিবে;
১৪ তখন তুমি নানা স্বপ্নে আমাকে উদ্বিগ্ন কর,
নানা দর্শনে আমাকে ত্রাসযুক্ত কর।
১৫ তাহাতে আমার প্রাণ শ্বাসরোধ চাহে,
আমার এই অস্থিকঙ্কাল অপেক্ষা মরণ চাহে।
১৬ আমার ঘৃণা হইয়াছে, আমি নিত্য জীবিত থাকিতে চাহি না;
আমাকে ছাড়, কেননা আমার আয়ু শ্বাসবৎ।
১৭ মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে মহান জ্ঞান কর
যে, তাহার উপরে তোমার মন পড়ে,
১৮ যে, প্রতিপ্রভাতে তুমি তাহার তত্ত্ব কর,
ও নিমিষে নিমিষে তাহার পরীক্ষা কর?
১৯ তুমি কত কাল আমা হইতে আপন দৃষ্টি ফিরাইবে না?
আমার ঢোঁকগেলার মধ্যে কি আমাকে ছাড়িবে না?
২০ হে মনুষ্যদর্শক, আমি যদি পাপ করিয়া থাকি,
তবে আমার কর্ম্মে তোমার কি হয়?
তুমি কেন আমাকে তোমার শরলক্ষ্য করিয়াছ?
আমি ত আপনার ভার আপনি হইয়াছি।
২১ তুমি আমার অধর্ম্ম ক্ষমা কর না কেন?
আমার অপরাধ দূর কর না কেন?
আমি ত এক্ষণে ধূলিতে শয়ন করিব,
তুমি সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমি অনুদ্দিষ্ট হইব।

বিল্‌দদের প্রথম বক্তৃতা।

৮ পরে শূহীয় বিল্‌দদ উত্তর করিয়া কহিলেন,
তুমি কত ক্ষণ এই সকল কহিবে?
তোমার মুখের বাক্য ত প্রচণ্ড ঝটিকা।
৩ ঈশ্বর কি বিচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন?
সর্ব্বশক্তিমান কি ধর্ম্মবিপর্য্যয় করেন?
৪ যদ্যপি তোমার সন্তানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়া থাকে,
যদ্যপি তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অধর্ম্মের হস্তগত করিয়া থাকেন,
৫ তথাপি তুমিই যদি সযত্নে ঈশ্বরের অন্বেষণ কর,
সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যদি সাধ্যসাধনা কর,
৬ যদি নির্ম্মল ও সরল হও,
তবে তিনি এখনও তোমার নিমিত্ত জাগিবেন,
ও তোমার ধর্ম্মনিবাস শান্তিযুক্ত করিবেন।
৭ তাহাতে তব অগ্রিম অবস্থা ক্ষুদ্র বোধ হইবে,
তোমার অন্তিম দশা অতিশয় উন্নত হইবে।
৮ বিনয় করি, তুমি পূর্ব্বকালীন লোককে জিজ্ঞাসা কর,
তাহাদের পিতৃগণের অনুসন্ধান-ফলে মনোযোগ কর।
৯ কেননা আমরা কল্যকার লোক, কিছুই জানি না;
পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়াস্বরূপ।
১০ উহারা কি তোমাকে শিক্ষা দিবে না, ও তোমাকে বলিবে না?
উহাদের অন্তঃকরণ হইতে কি এই বাক্য নিঃসৃত হইবে না?
১১ "কর্দ্দম বিনা কি নল বৃদ্ধি পাইতে পারে?
খাগড়া কি জল ব্যতিরেকে বাড়িতে পারে?
১২ যখন তাহা তেজস্বী থাকে, কাটা না যায়,
তখন অন্য সকল তৃণের পূর্ব্বে শুষ্ক হয়।
১৩ ঈশ্বর-বিস্মৃত সকলের সেইরূপ গতি;
পামরের আশা বিনষ্ট হয়।
১৪ তাহার ভরসা উচ্ছিন্ন হয়,
তাহার আশ্রয় মাকড়সার জালমাত্র।
১৫ সে আপন গৃহে নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহা স্থির থাকিবে না,
সে শক্ত করিয়া ধরিলেও তাহা থাকিবে না।
১৬ সে সূর্য্যের সাক্ষাতে সতেজ থাকে,
উদ্যানে তাহার কোমল শাখা ব্যাপিয়া যায়।
১৭ প্রস্তররাশিতে তাহার শিকড় জড়িত হয়,
সে পাষাণচয়ের স্থান দেখিতে পায়,
১৮ তবু যখন সে স্বস্থান হইতে উৎপাটিত হয়,
তখন সেই স্থান তাহাকে অস্বীকার করিয়া কহিবে,
আমি ত তোমাকে দেখি নাই।
১৯ দেখ, এই তাহার পথের আমোদ;
পরে ধূলি হইতে অন্যেরা উঠিবে।"
২০ দেখ, ঈশ্বর সিদ্ধকে নিগ্রহ করেন না,
আর তিনি দুরাচারদের হস্ত ধরিয়া রাখেন না।
২১ এখনও তিনি তোমার মুখ হাস্যে পূর্ণ করিবেন,
তোমার ওষ্ঠাধর হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ করিবেন।

Digitized by Google

২২ তোমার বিদ্বেষিগণ লজ্জাপরিহিত হইবে ,
দুষ্টগণের তাম্বু থাকিবে না।

ইয়োবের উত্তর।

৯ অনন্তর ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
আমি নিশ্চয় জানি, তাহাই বটে ;
কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মর্ত্ত্য কি প্রকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে ?
৩ সে যদি তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে চাহে,
তবে সহস্র কথার মধ্যে তাঁহাকে একটীরও উত্তর দিতে পারে না।
৪ তিনি চিত্তে জ্ঞানবান ও বলে পরাক্রান্ত ;
তাঁহার প্রতিরোধ করিয়া কে পার পাইয়াছে ?
৫ তিনি পর্ব্বতগণকে স্থানান্তর করেন, তাহারা তাহা জানে না,
তিনি ক্রোধে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন।
৬ তিনি পৃথিবীকে স্বস্থান হইতে কম্পমান করেন,
তাহার স্তম্ভ সকল টলটলায়মান হয়।
৭ তিনি সূর্য্যকে বারণ করিলে সে উদিত হয় না,
তিনি তারাগণকে মুদ্রাঙ্কিত করেন।
৮ তিনি একাকী গগনমণ্ডল বিস্তারিত করেন,
সাগর-তরঙ্গের উপর পদার্পণ করেন।
৯ তিনি সপ্তর্ষি, মৃগশীর্ষ ও কৃত্তিকার,
এবং দক্ষিণস্থ কক্ষ সকলের নির্ম্মাণকর্ত্তা।
১০ তিনি মহৎ মহৎ কর্ম্ম করেন, যাহা অননুসন্ধেয়,
আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন, যাহার সংখ্যা নাই।
১১ দেখ, তিনি আমার সম্মুখ দিয়া যান, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না ;
আমার নিকট দিয়া চলেন, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি না।
১২ দেখ, তিনি ধরিয়া লন, কে তাঁহাকে নিবারণ করিবে ?
কে বা তাঁহাকে বলিবে, 'তুমি কি করিতেছ ?'
১৩ ঈশ্বর আপন ক্রোধ সম্বরণ করিবেন না,
গর্ব্বীর সহায়গণ তাঁহার পদতলে নত হয়।
১৪ তবে আমি কি প্রকারে তাঁহাকে উত্তর দিব ?
কেমন করিয়া কথা বাছিয়া তাঁহাকে কহিব ?
১৫ ধার্ম্মিক হইলেও আমি উত্তর করিতে পারি না,
আমার প্রতিবাদীর কাছে বিনতি করিতে হয়।
১৬ আমি ডাকিলে যদিস্যাৎ তিনি উত্তর দেন,
তথাপি তিনি যে আমার রবে অবধান করেন, আমার এমন বিশ্বাস জন্মিবে না।
১৭ কেননা তিনি আমাকে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলেন,
অকারণে পুনঃ পুনঃ ক্ষতবিক্ষত করেন।
১৮ তিনি আমাকে শ্বাস টানিতে দেন না,
বরং তিক্ততায় পরিপূর্ণ করেন।
১৯ বিক্রমীর বলের কথা হইলে, দেখ, তিনি বিক্রমী ;
বিচারের কথা হইলে, কে আমার জন্য সময় নিরূপণ করিবে ?
২০ যদিও আমি ধার্ম্মিক হই, আমার মুখই আমাকে দোষী করিবে ;
যদিও আমি সিদ্ধ হই, তাহাই আমার কুটিলতার প্রমাণ হইবে।
২১ আমি সিদ্ধ, আমার প্রাণ মান্য করি না,
আপনার জীবনে আমার ঘৃণা লাগে।
২২ সকলই ত সমান, তাই আমি কহিলাম,
তিনি সিদ্ধ ও দুর্জ্জন উভয়কে সংহার করেন।
২৩ কশা যদি হঠাৎ [মনুষ্যকে] মারিয়া ফেলে,
তিনি নির্দ্দোষের পরীক্ষায় হাস্য করিবেন।
২৪ পৃথিবী দুর্জ্জনের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে,
তিনি তাহার বিচারকর্ত্তাদের মুখ আচ্ছাদন করেন ;
যদি না করেন, তবে এ কর্ম্ম কে করে ?
২৫ আমার দিন সকল ডাক অপেক্ষাও দ্রুতগামী ;
সে সকল উড়িয়া যায়, মঙ্গলের দর্শন পায় না।
২৬ সে সকল চলিয়া যায়, দ্রুতগামী নৌকার ন্যায়,
খাদ্যের উপরে পতনশীল উৎক্রোশের ন্যায় ;
২৭ যদি বলি, আমি বিলাপ ভুলিয়া যাইব,
মুখের বিষণ্ণতা দূর করিব, প্রসন্নচিত্ত হইব,
২৮ তথাপি আমার সকল ব্যথায় ভীত হইব,
আমি জানি, তুমি আমাকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করিবে না।
২৯ আমাকেই দোষী হইতে হইবে,
তবে কেন বৃথা পরিশ্রম করিব ?
৩০ যদ্যপি হিমজলে গাত্র মার্জ্জন করি,
যদ্যপি ক্ষার দিয়া হস্ত পরিষ্কার করি,
৩১ তথাপি তুমি আমাকে ডোবায় মগ্ন করিবে,
আমার বস্ত্রও আমাকে ঘৃণা করিবে।
৩২ কেননা তিনি আমার ন্যায় মনুষ্য নহেন যে, আমি তাঁহাকে উত্তর দিই,
যে, তাঁহার সহিত একই বিচারস্থানে যাইতে পারি ;
৩৩ আমাদের মধ্যে এমন কোন মধ্যস্থ নাই,
যিনি আমাদের উভয়ের উপরে হস্তার্পণ করিবেন।
৩৪ তিনি আমার উপর হইতে আপনার দণ্ড দূর করুন,
তাঁহার ভয়ানকত্ব আমাকে ব্যাকুল না করুক ;
৩৫ তাহাতে আমি কথা কহিব, তাঁহা হইতে ভীত হইব না ;
কেননা আমি অন্তরে তাদৃশ নহি।

১০ আমার প্রাণ জীবনে ক্লান্ত হইয়াছে ;
আমি আপন দুঃখের কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব,
আমি প্রাণের তিক্ততায় কথা বলিব।
২ আমি ঈশ্বরকে বলিব, আমাকে দোষী করিও না ;

Digitized by Google

আমার সহিত কি কারণে বিবাদ করিতেছ, তাহা
আমাকে জ্ঞাত কর।
৩ এটী কি ভাল যে, তুমি উপদ্রব করিবে ?
তোমার হস্তনির্ম্মিত বস্তু তুচ্ছ করিবে ?
দুষ্টগণের মন্ত্রণায় প্রসন্ন হইবে ?
৪ তোমার চক্ষু কি চর্ম্মচক্ষু ?
তোমার দৃষ্টি কি মর্ত্ত্যের দৃষ্টির ন্যায়,
৫ তোমার আয়ু কি মর্ত্ত্যের আয়ুর ন্যায় ?
ও বৎসরসমূহ কি মনুষ্যের দিনসমূহের
ন্যায় ?
৬ সেই জন্য কি আমার অপরাধের অনুসন্ধান
করিতেছ,
আমার পাপের অন্বেষণ করিতেছ ?
৭ তুমি ত জান, আমি দুষ্ট নহি,
এবং তোমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই।
৮ তোমার হস্ত আমাকে গড়িয়াছে, নিরমিয়াছে,
আমার সর্ব্বাঙ্গ সুসংযুক্ত [করিয়াছে], তথাপি
তুমি আমাকে সংহার করিতেছ।
৯ স্মরণ কর, তুমি মৃৎপাত্রবৎ আমাকে গড়িয়াছ,
আবার আমাকে কি ধূলিতে লীন করিবে ?
১০ তুমি কি দুগ্ধের ন্যায় আমাকে ঢাল নাই ?
ছানার ন্যায় কি আমাকে ঘনীভূত কর নাই ?
১১ তুমি আমাকে চর্ম্ম ও মাংসে বস্ত্রান্বিত করিয়াছ,
অস্থি ও শিরা দিয়া আমাকে বুনিয়াছ;
১২ তুমি আমাকে জীবনদান ও দয়া করিয়াছ,
তব তত্ত্বাবধানে মম আত্মার পালন হইতেছে।
১৩ তবু এ সমস্তই মনোমধ্যে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছ;
আমি জানি, ইহা তোমার মনোরথ।
১৪ আমি পাপ করিলে তুমি আমার প্রতি লক্ষ্য
করিবে,
আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে না।
১৫ আমি যদি দুষ্ট হই, আমার সন্তাপ হইবে;
যদি ধার্ম্মিক হই, মস্তক তুলিতে পারিব না,
আমি অবমাননায় পরিপূর্ণ হইয়াছি,
আর আপনার দুঃখ দেখিতেছি।
১৬ [মস্তক] তুলিলে তুমি সিংহের ন্যায় আমাকে
মৃগয়া করিবে,
আবার আমাতে তুমি আপনাকে আশ্চর্য্য
দেখাইবে।
১৭ তুমি আমার বিপরীতে নূতন নূতন সাক্ষী উপ-
স্থিত করিবে,
আমার প্রতি আপনার বিরক্তি বাড়াইবে;
নূতন নূতন সৈন্যদল আমার প্রতিকূল।
১৮ আমাকে গর্ভ হইতে কেন বাহির করিয়াছিলে ?
নতুবা আমি তথায় প্রাণত্যাগ করিতাম, কাহারও
নয়নগোচর হইতাম না।
১৯ আমি অজাতের ন্যায় থাকিতাম,
জঠর হইতেই কবরে নীত হইতাম।
২০ আমার দিন কি অল্প নয় ? অতএব ক্ষান্ত হও,
আমাকে ছাড়, ক্ষণকাল সান্ত্বনা লাভ করি,
২১ যে পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানে না যাই, যথা হইতে
আর ফিরিয়া আসিব না।
তাহা তিমির ও মৃত্যুচ্ছায়ার দেশ,
২২ সেই দেশ অন্ধকার, তিমিরময়,
তাহা মৃত্যুচ্ছায়াব্যাপ্ত, পারিপাট্য-বিহীন,
তথায় দীপ্তি অন্ধকারের সমান।

সোফরের প্রথম বক্তৃতা।

১১ পরে নামাথীয় সোফর উত্তর করিয়া
কহিলেন,
২ এত কথার কি কিছুই উত্তর দেওয়া যাইবে না ?
বাচাল ব্যক্তিকে কি ধার্ম্মিক বলা যাইবে ?
৩ তোমার দর্পে কি মনুষ্যেরা নীরব থাকিবে ?
তুমি বকাবকি করিলে কি কেহ তোমাকে তিরস্কার
করিবে না ?
৪ তুমি [ঈশ্বরকে] কহিতেছ, 'আমার বাক্য শুদ্ধ,
আমি তোমার দৃষ্টিতে শুচি।'
৫ আহা ! ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া কথা বলুন,
তিনি তোমার বিরুদ্ধে আপন ওষ্ঠ খুলুন,
৬ তিনি প্রজ্ঞার গূঢ় তত্ত্ব তোমাকে জ্ঞাত করুন,
কারণ বুদ্ধিকৌশল বহুবিধ;
জানিও, ঈশ্বর তোমার অপরাধের অনেকটা
ছাড়িয়া দেন।
৭ তুমি কি অনুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরকে পাইতে পার ?
সর্ব্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ তত্ত্ব পাইতে পার ?
৮ সে তত্ত্ব গগনবৎ; তুমি কি করিতে পার ?
তাহা পাতাল অপেক্ষাও অগাধ; তুমি কি
জানিতে পার ?
৯ পৃথিবী হইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ,
সমুদ্র হইতেও তাহার পরিসর অধিক।
১০ তিনি যদি হঠাৎ আসিয়া বদ্ধ করেন,
যদি বিচারসভা করেন, তবে তাঁহাকে কে নিবা-
রণ করিতে পারে ?
১১ কেননা তিনি অলীক লোকদিগকে জানেন,
আলোচনা না করিয়াও অধর্ম্ম দেখেন।
১২ কিন্তু নিঃসার মনুষ্য জ্ঞানবিহীন,
সে জন্মাবধি বনগর্দ্দভের শাবকের তুল্য।
১৩ তুমি যদি আপনার চিত্ত স্থির কর,
যদি তাঁহার অভিমুখে অঞ্জলি প্রসারণ কর;
১৪ হস্তে অধর্ম্ম থাকিলে যদি তাহা দূর কর,
অন্যায়কে তব তাম্বুতে বাস করিতে না দেও;
১৫ তবে তুমি তোমার নিষ্কলঙ্ক মুখ উত্তোলিবে,
তুমি সুস্থির থাকিবে, ভয় করিবে না।
১৬ কারণ তুমি তোমার কষ্ট ভুলিয়া যাইবে,
তাহা প্রবাহিত জলের ন্যায় মনে হইবে।

Digitized by Google

১৭ তোমার জীবন মধ্যাহ্ন হইতেও বিমল হইবে,
অন্ধকার হইলেও তাহা প্রভাতের ন্যায় হইবে,
১৮ তুমি সাহস করিবে, কারণ প্রত্যাশা থাকিবে,
চারিদিকে তত্ত্ব লইয়া নির্ভয়ে শয়ন করিবে।
১৯ তুমি শুইলে কেহ তোমাকে ভয় দেখাইবে না,
বরং অনেকে তোমার কাছে বিনতি করিবে।
২০ কিন্তু দুষ্টদের চক্ষু নিস্তেজ হইবে,
তাহাদের আশ্রয় নষ্ট হইবে,
তাহাদের আশা প্রাণত্যাগে পরিণত হইবে।

ইয়োবের উত্তর।

১২ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
অবশ্য তোমরাই লোক!
প্রজ্ঞা তোমাদের সহিত মরিয়া যাইবে!
৩ কিন্তু তোমাদের ন্যায় আমারও বুদ্ধি আছে;
তোমাদের হইতে আমি নিকৃষ্ট নহি;
এরূপ কথা কে না জানে?
৪ আমি প্রতিবাসীর হাস্যাস্পদ হইয়াছি;
ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি যাহাকে উত্তর দিতেন,
সেই ধার্ম্মিক সিদ্ধ ব্যক্তি হাস্যাস্পদ হইয়াছে।
৫ নিশ্চিন্ত লোকের জ্ঞানে বিপদ অবজ্ঞার বিষয়;
যাহাদের পাদস্খলন হয়, তাহাদের জন্য তাহা প্রস্তুত।
৬ দস্যুদের তাম্বু শান্তিযুক্ত,
ঈশ্বরের ক্রোধজনকেরা নির্ব্বিঘ্নে থাকে,
ঈশ্বর তাহাদের হস্তে ধন দেন।
৭ পশুদিগকে জিজ্ঞাসা কর,
তাহারা তোমাকে শিক্ষা দিবে;
আকাশের পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিয়া দিবে।
৮ পৃথিবীকে বল, সে তোমাকে শিক্ষা দিবে,
সমুদ্রের মৎস্যগণ তোমাকে বলিয়া দিবে।
৯ এ সকল দেখিয়া কে না জানে যে,
সদাপ্রভুরই হস্ত ইহা সম্পন্ন করে?
১০ তাঁহারই হস্তে সমস্ত জীবের প্রাণ,
সমস্ত মানবজাতির জীবাত্মা রহিয়াছে।
১১ টাকরা যেমন খাদ্যের আস্বাদ লয়,
তেমনি কর্ণ কি কথার পরীক্ষা করে না?
১২ প্রাচীনদের নিকটে প্রজ্ঞা আছে,
দীর্ঘায়ু বুদ্ধিসমন্বিত।
১৩ তাঁহারই নিকটে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম আছে,
পরামর্শ ও বুদ্ধি তাঁহারই।
১৪ দেখ, তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে গড়া যায় না,
তিনি মনুষ্যকে রুদ্ধ করিলে মুক্ত করা যায় না।
১৫ দেখ, তিনি জল বদ্ধ করিলে তাহা শুষ্ক হয়,
জল পাঠাইলে তাহা পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করে।
১৬ বল ও বুদ্ধিকৌশল তাঁহার,
ভ্রান্ত ও ভ্রামক তাঁহার।
১৭ তিনি মন্ত্রিগণকে সর্ব্বস্বহীন করিয়া লইয়া যান,
তিনি বিচারকর্ত্তাদিগকে অবোধ করেন,
১৮ তিনি রাজাদিগের কর্তৃত্ববন্ধন মুক্ত করেন,
তাঁহাদের কটিদেশে পটুকা বদ্ধ করেন,
১৯ যাজকগণকে সর্ব্বস্বহীন করিয়া লইয়া যান,
দৃঢ়মূলদিগকে উন্মূলন করেন।
২০ তিনি বিশ্বস্তদের কথা অন্যথা করেন,
বৃদ্ধগণের বিবেচনা অপহরণ করেন।
২১ তিনি কর্ত্তাদের উপরে তুচ্ছতা ঢালিয়া দেন,
বিক্রমীদের কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলেন।
২২ তিনি অন্ধকার হইতে নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন,
মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোর মধ্যে আনয়ন করেন।
২৩ তিনি জাতিগণের উন্নতি করেন, আবার বিনাশ করেন,
জাতিদিগকে প্রসারিত করেন, আবার চালাইয়া আনেন।
২৪ তিনি দেশীয় জনাধ্যক্ষদের হৃদয় হরণ করেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান।
২৫ তাহারা অন্ধকারে হাঁতড়িয়া বেড়ায়, আলো পায় না;
তিনি তাহাদিগকে মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করান।

১৩ দেখ, এ সকল আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,
এই সকল কর্ণে শুনিয়া বুঝিয়াছি।
২ তোমরা যাহা জান, আমিও জানি,
আমি তোমাদের হইতে নিকৃষ্ট নহি।
৩ আমি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত কথা কহিতে বাঞ্ছা করি,
ঈশ্বরের সহিত বিচার করিতে বাসনা করি।
৪ তোমরা ত নিতান্ত মিথ্যাবাক্যরচক,
তোমরা সকলে অকর্ম্মণ্য চিকিৎসক।
৫ আহা! তোমরা একেবারে নীরব হইয়া থাক,
ইহাই তোমাদের প্রজ্ঞা।
৬ বিনয় করি, আমার যুক্তি শ্রবণ কর,
আমার ওষ্ঠাধরের তর্কে মন দেও।
৭ তোমরা কি ঈশ্বরের পক্ষে অন্যায়ের কথা কহিবে?
তাঁহার পক্ষে কি প্রতারণার বাক্য কহিবে?
৮ তোমরা কি তাঁহার মুখাপেক্ষা করিবে?
ঈশ্বরের পক্ষে কি বিবাদ করিবে?
৯ তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিলে কি মঙ্গল হইবে?
মনুষ্য যেমন মনুষ্যকে ভুলায়, তেমনি তোমরা কি তাঁহাকে ভুলাইবে?
১০ তোমরা যদি গোপনে মুখাপেক্ষা কর,
তিনি তোমাদিগকে অবশ্য অনুযোগ করিবেন।
১১ তাঁহার মহত্ত্ব কি তোমাদিগকে ত্রাসযুক্ত করে না?
তাঁহার ভয়ানকতায় কি তোমরা ভীত হও না?
১২ তোমাদের স্মরণীয় শ্লোকমালা ভস্মপ্রবাদ,

Digitized by Google

তোমাদের দুর্গ সকল কর্দ্দম-দুর্গ ।
১৩ নীরব হও ; আমাকে ছাড়, আমিই কিছু কহি,
আমার যাহা হয় হউক ।
১৪ আমি কেন আমার মাংস দন্তে গ্রহণ করিব ?
কেন আমার প্রাণ আমার হস্তে রাখিব ?
১৫ যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁহার অপেক্ষা করিব,
কিন্তু তাঁহার সম্মুখে আপন পথ সমর্থন করিব ।
১৬ ইহাও আমার পরিত্রাণে পরিণত হইবে ;
কেননা পামর তাঁহার সম্মুখে আইসে না ।
১৭ মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন,
আমার নিবেদন তোমাদের কর্ণগোচর হউক ।
১৮ দেখ, আমি আপন বিচারের কথা বিন্যাস করিলাম ;
আমি জানি, আমি নির্দ্দোষ হইব ।
১৯ বিচারে কে আমার প্রতিবাদ করিবে ?
করিলে আমি নীরব হইয়া প্রাণত্যাগ করিব ।
২০ তুমি কেবল দুই প্রকার ক্লেশ আমাকে দিও না,
তাহাতে আমি তোমার সম্মুখ হইতে লুকাইব না ;
২১ তোমার হস্ত আমা হইতে দূরে সরাইয়া লও,
তোমার ভয়ানকত্ব আমাকে ভীত না করুক ;
২২ তখন তুমি ডাকিও, আমি উত্তর করিব,
কিম্বা আমি কথা কহিব, তুমি উত্তর দিও ।
২৩ আমার অপরাধ ও পাপ কত ?
আমার অধর্ম্ম ও পাপ আমাকে জ্ঞাত কর ।
২৪ তুমি কেন আপন মুখ লুকাইতেছ ?
কেন আমাকে আপনার শত্রু বোধ করিতেছ ?
২৫ তুমি কি বায়ুচালিত পত্র ত্রাসযুক্ত করিবে ?
তুমি শুষ্ক তৃণকে কি তাড়না করিবে ?
২৬ কারণ তুমি আমার বিরুদ্ধে তিক্ত কথা লিখিতেছ,
আমাকে যৌবনের অপরাধের ফলভোগ করাইতেছ ;
২৭ তুমি আমার চরণ নিগড়ে বদ্ধ করিতেছ, আমার মার্গে লক্ষ্য রাখিতেছ,
আমার পাদমূলের চারি দিকে আলি বাঁধিতেছ ।
২৮ আমি ক্ষয়শীল গলিত বস্তুর ন্যায়,
আমি কীটকুট্টিত বস্ত্রের সদৃশ ।

১৪ মনুষ্য, অবলাজাত সকলে,
অল্পায়ু ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ ।
২ সে পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ম্লান হয়,
সে ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়, স্থির থাকে না ;
৩ তবু তুমি কি ঈদৃশ প্রাণীর প্রতি দৃষ্টি করিবে ?
আমাকে তোমার সঙ্গে কি বিচারে আনিবে ?
৪ অশুচি হইতে শুচির উৎপত্তি কে করিতে পারে ?
এক জনও পারে না ।
৫ তাহার আয়ুর দিন গণিত, তাহার মাসের সংখ্যা তোমা দ্বারা নিরূপিত,
তুমি তাহার অলঙ্ঘনীয় সীমা স্থাপন করিয়াছ ।
৬ অন্যত্র দৃষ্টি কর, সে বিশ্রাম প্রাপ্ত হউক,
বেতনজীবীর ন্যায় আপন দিন ভোগ করুক ।
৭ কারণ বৃক্ষের আশা আছে,
ছিন্ন হইলে তাহা পুনর্ব্বার পল্লবিত হইবে,
তাহার কোমল শাখার অভাব হইবে না ।
৮ যদ্যপি মৃত্তিকায় তাহার মূল পুরাতন হয়,
ভূমিতে তাহার গুঁড়ি মরিয়া যায়,
৯ তথাচ জলের গন্ধ পাইলে তাহা পল্লবিত হয়,
নবরোপিত বৃক্ষের ন্যায় শাখাবিশিষ্ট হয় ।
১০ কিন্তু মানুষ মরিলেই ক্ষয় পায় ;
মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়া কোথায় থাকে ?
১১ সমুদ্র হইতে জল চলিয়া যায়,
নদী শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায় ।
১২ তদ্রূপ মনুষ্য শয়ন করিলে আর উঠে না ;
যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়, সে জাগিবে না,
নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে না ।
১৩ হায়, তুমি আমাকে পাতালে লুকাইয়া রাখিও,
গুপ্ত রাখিও, যাবৎ তোমার ক্রোধ গত না হয় ;
আমার জন্য সময় নিরূপণ কর, আমাকে স্মরণ কর ।
১৪ মনুষ্য মরিয়া কি পুনর্জীবিত হইবে ?
আমি আপন সৈন্যবৃত্তির সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিব,
যে পর্য্যন্ত আমার দশান্তর না হয় ।
১৫ পরে তুমি আহ্বান করিবে, ও আমি উত্তর দিব ;
তুমি আপন হস্তকৃতের প্রতি মমতা করিবে ।
১৬ কিন্তু এখন তুমি আমার পাদবিন্যাস গণিতেছ ;
আমার পাপের প্রতি কি লক্ষ্য রাখ না ?
১৭ আমার অধর্ম্ম থলীতে বদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত,
তুমি আমার অপরাধ বাঁধিয়া রাখিতেছ ।
১৮ সত্যই পর্ব্বত পড়িয়া বিলুপ্ত হয়,
শৈলও আপন স্থান হইতে সরিয়া যায় ।
১৯ জল পাষাণকেও ক্ষয় করে,
তাহার বন্যা ভূমির ধূলি ভাসাইয়া লইয়া যায় ;
তদ্রূপ তুমি মর্ত্ত্যের আশা ক্ষয় করিতেছ ।
২০ তুমি চিরতরে তাহাকে পরাজয় করিতেছ, তাহাতে সে চলিয়া যায়,
তুমি তাহার মুখের বিকার করিয়া তাহাকে দূর করিতেছ ।
২১ তাহার সন্তানগণ গৌরবান্বিত হইলে সে তাহা জানে না,
তাহারা অবনত হইলে সে তাহা টের পায় না ।
২২ কেবল তাহার নিজের মাংস ব্যথিত হয়,
তাহার নিজ প্রাণ ব্যাকুল হয় ।

ইলীফসের দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

১৫ পরে তৈমনীয় ইলীফস উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ জ্ঞানবান কি বায়ুবৎ জ্ঞানসহ উত্তর করিবে ?

Digitized by Google

সে কি পূর্ব্বীয় বায়ুতে উদর পূর্ণ করিবে ?
৩ সে কি অনর্থক কথায় বিবাদ করিবে ?
সে কি নিষ্ফল বাক্য কহিবে ?
৪ তুমি ত ঈশ্বর-ভয় অগ্রাহ্য করিতেছ,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনানুরাগ ক্ষীণ করিতেছ।
৫ তোমারই মুখ তোমার অপরাধ ব্যক্ত করে,
তুমি ধূর্ত্তদের জিহ্বা মনোনীত করিতেছ।
৬ তোমারই মুখ তোমাকে দোষী করিতেছে, আমি করি নাই ;
তোমারই ওষ্ঠাধর তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতেছে।
৭ মনুষ্যদের মধ্যে তুমি কি প্রথমজাত ?
পর্ব্বতগণের পূর্ব্বে কি তোমার জন্ম হইয়াছিল ?
৮ তুমি কি ঈশ্বরের গূঢ় মন্ত্রণা শুনিয়াছ ?
সমস্ত প্রজ্ঞা কি আত্মসাৎ করিয়াছ ?
৯ আমরা যাহা না জানি, এমন কি জান ?
আমাদের যাহা অজ্ঞাত, এমন কি বুঝ ?
১০ পক্ককেশ ও স্থবিরেরা আমাদের মধ্যে আছেন,
তাঁহারা তোমার পিতা হইতেও বৃদ্ধ।
১১ ঈশ্বরের সান্ত্বনাবাক্য কি তোমার জ্ঞানে ক্ষুদ্র ?
তোমার সহিত কোমল আলাপ কি ক্ষুদ্র ?
১২ তোমার মন কেন তোমাকে বিপথে টানে ?
তোমার চক্ষু কেন মিট্‌মিট্‌ করে ?
১৩ তুমি ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শ্বাস ফিরাইতেছ,
সেইরূপ কথা মুখ হইতে নির্গত করিতেছ।
১৪ মর্ত্ত্য কি যে, সে পবিত্র হইতে পারে ?
অবলাজাত মনুষ্য কি ধার্ম্মিক হইতে পারে ?
১৫ দেখ, তিনি আপনার পবিত্রগণেও বিশ্বাস করেন না,
তাঁহার দৃষ্টিতে আকাশও নির্ম্মল নহে।
১৬ তবে যে ঘৃণার্হ ও ভ্রষ্ট,
যে জন জলের মত অধর্ম্ম পান করে, সে কি !
১৭ আমি তোমাকে বলি, আমার কথা শুন,
যাহা দেখিয়াছি তাহা প্রচার করি ;
১৮ জ্ঞানিগণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন,
আপনাদের পিতৃলোক হইতে পাইয়া গুপ্ত রাখেন নাই ;
১৯ কেবল তাঁহাদিগকেই দেশ দত্ত হইয়াছিল,
তাঁহাদের মধ্যে অপর লোক ভ্রমণ করিত না।
২০ দুরাচার যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়,
দুর্দ্দান্তের বৎসর-সংখ্যা নিরূপিত আছে।
২১ তাহার কর্ণকুহরে ত্রাসের শব্দ আছে,
শান্তির সময়ে বিনাশক তাহাকে আক্রমণ করে।
২২ সে বিশ্বাস করে না যে, অন্ধকার হইতে ফিরিয়া আসিবে,
সে খড়্গের জন্য নির্দ্ধারিত।
২৩ সে খাদ্যের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, বলে, তাহা কোথায় ?
সে জানে, অন্ধকারের দিন তাহার সন্নিকট।
২৪ সঙ্কট ও মনস্তাপ তাহাকে ভয় দেখায়,
যুদ্ধার্থ সসজ্জ রাজার ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে প্রবল হয়।
২৫ কারণ সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়াছে,
সর্ব্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আস্ফালন করিয়াছে ;
২৬ সে উচ্চগ্রীব হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দৌড়িতেছে ;
আপনার ঢালের স্থূল অংশ সকল দেখাইয়া দৌড়িতেছে।
২৭ যেহেতুক সে আপন মেদে মুখ ঢাকিত,
সে আপন কটিদেশ হৃষ্টপুষ্ট করিত ;
২৮ সে বাস করিত উৎসন্ন নগরে,
সেই সকল বাটীতে, যাহাতে কেহ বাস করিত না,
যাহা প্রস্তররাশি হইবার জন্য নিরূপিত ছিল।
২৯ সে ধনী হইবে না, তাহার সম্পত্তি থাকিবে না ;
তাহাদের ফল ভূমিতে আনত হইবে না।
৩০ সে অন্ধকার হইতে প্রস্থান করিবে না ;
অগ্নিশিখা তাহার শাখা শুষ্ক করিবে,
সে তদীয় মুখের নিশ্বাসে উড়িয়া যাইবে।
৩১ সে ভ্রান্ত হইয়া অলীকতায় বিশ্বাস না করুক,
কেননা অলীকতাই তাহার বেতন হইবে ;
৩২ তাহা অকালে পরিশোধ হইবে,
তাহার শাখা সতেজ হইবে না।
৩৩ দ্রাক্ষালতার ন্যায় তাহার অপক্ক ফল ঝরিয়া পড়িবে,
জিতবৃক্ষের ন্যায় তাহার পুষ্প খসিয়া পড়িবে।
৩৪ পামরদের মণ্ডলী বন্ধ্যা হইবে,
অগ্নি উৎকোচ-তাম্বু সকল গ্রাস করিবে।
৩৫ তাহারা অনিষ্ট গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে,
তাহাদের উদর-মধ্যে প্রতারণা উদ্ভাবিত হয়।

ইয়োবের উত্তর।

১৬ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
আমি এরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি :
তোমরা সকলে কষ্টজনক সান্ত্বনাকারী।
৩ বায়ুবৎ কথার শেষ কি কখনও হয় ?
উত্তর করিতে তোমাকে কিসে উত্তেজনা করে ?
৪ আমিও তোমাদের ন্যায় কথা কহিতে পারি :
আমার প্রাণের মত যদি তোমাদের প্রাণ হইত,
তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কথা সঞ্চয় করিতে পারিতাম ;
তোমাদের বিরুদ্ধে মস্তক নাড়িতে পারিতাম।
৫ কিন্তু মুখ দ্বারা তোমাদিগকে সবল করিতাম,
আমার ওষ্ঠের সান্ত্বনায় তোমাদের শান্তি হইত।
৬ কথা কহিলেও আমার ক্লেশ নিবৃত্তি হয় না,
নীরব থাকিলেও কি উপশম হয় ?
৭ কিন্তু তিনি আমাকে অবসন্ন করিয়াছেন,

Digitized by Google

তুমি আমার সমস্ত মণ্ডলী উৎসন্ন করিয়াছ।
৮ তুমি আমাকে ধরিয়াছ, ইহা আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিতেছে;
আমার কৃশতা আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে, আমার মুখের উপরে প্রমাণ দিতেছে।
৯ সে ক্রোধে আমাকে বিদীর্ণ করিয়াছে, ও দ্বেষ করিয়াছে,
সে আমার প্রতি দন্ত ঘর্ষণ করিয়াছে,
আমার বিপক্ষ আমার বিরুদ্ধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে।
১০ লোকে আমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে,
ধিক্কারপূর্ব্বক আমার গালে চপেটাঘাত করে,
তাহারা আমার বিরুদ্ধে সমাগত হয়।
১১ ঈশ্বর আমাকে অন্যায়ীর কাছে সমর্পণ করেন,
আমাকে দুষ্টদের হস্তে ফেলিয়া দেন।
১২ আমি শান্তিতে ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে ভগ্ন করিয়াছেন,
ঘাড় ধরিয়া আমাকে চুরমার করিয়াছেন,
আমাকে নিজ লক্ষ্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন।
১৩ তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা আমাকে বেষ্টন করে,
তিনি মম যকৃৎ বিদীর্ণ করেন, দয়া করেন না,
তিনি মৃত্তিকায় আমার পিত্ত ঢালেন।
১৪ তিনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আমাকে ভগ্ন করেন,
তিনি বীরবৎ আমার বিরুদ্ধে ধাবমান হন।
১৫ আমি নিজ চর্ম্মের উপরে চট বুনিয়াছি,
ধূলাতে আপন শৃঙ্গ কলুষিত করিয়াছি।
১৬ আমার মুখ রোদনে বিকৃত হইয়াছে,
মৃত্যুচ্ছায়া আমার চক্ষুর পাতার উপরে আছে;
১৭ তথাপি আমার হস্তে অত্যাচার নাই,
আমার প্রার্থনাও পবিত্র।
১৮ পৃথিবি! আমার রক্ত আচ্ছাদন করিও না;
আমার ক্রন্দন যেন বিশ্রামস্থান না পায়।
১৯ দেখ, এখনও আমার সাক্ষ্য স্বর্গে আছে,
আমার সাক্ষী ঊর্দ্ধস্থানে থাকেন।
২০ আমার মিত্রবর্গ আমাকে বিদ্রূপ করে,
ঈশ্বরের উদ্দেশে আমার চক্ষু অশ্রুপাত করে।
২১ তিনি যেন ঈশ্বরের কাছে মনুষ্যের পক্ষে কথা কহেন,
বন্ধুর কাছে মনুষ্য-সন্তানের পক্ষে কথা কহেন।
২২ কেননা আর কয়েক বৎসর গত হইলে
যে পথে গেলে ফিরিয়া আসিব না, সেই পথে আমি যাইব।

১৭ আমার শ্বাস বিকৃত, আমার দিন অবসান,
কবর আমার নিমিত্ত প্রস্তুত।
২ সত্য, বিদ্রূপকারিগণ আমার নিকটস্থ,
তাহাদের বিরোধ আমার চক্ষুর্গোচরে আছে।
৩ বিনয় করি, তুমি অঙ্গীকার কর,
আপনার কাছে আপনি আমার প্রতিভূ হও;
আর কে আমার প্রতিভূ হইতে স্বীকার করিবে?
৪ তুমি ইহাদের চিত্ত বুদ্ধিরহিত করিয়াছ,
তাই ইহাদিগকে উন্নত করিবে না।
৫ যে ব্যক্তি লুটরূপে আপনার বন্ধুদিগকে অর্পণ করে,
তাহার সন্তানদের চক্ষু অন্ধ হইবে।
৬ উনি আমাকে লোকদের হাস্যাস্পদ করিয়াছেন,
লোকে যাহার মুখে থুথু ফেলে, আমি এমন হইলাম।
৭ আমার চক্ষু মনস্তাপে নিস্তেজ হইয়াছে,
আমার সর্ব্বাঙ্গ ছায়ার ন্যায় হইয়াছে।
৮ ইহাতে সরলাচারীরা চমৎকৃত হইবে,
পামরের বিরুদ্ধে নির্দ্দোষ শিহরিয়া উঠিবে।
৯ তথাপি ধার্ম্মিক আপন পথে অগ্রসর হইবে,
যে শুচিহস্ত, সে উত্তরোত্তর প্রবল হইবে।
১০ তোমরা সকলে এখন ফিরিয়া আইস,
তোমাদের মধ্যে কাহাকেও জ্ঞানবান দেখি না।
১১ আমার আয়ু গত, আমার অভিপ্রায় সকল ভগ্ন,
আমার মনোরথ সকল ভগ্ন হইয়াছে।
১২ ইহারা রাত্রিকে দিন করে,
আলোকে অন্ধকারের নিকটস্থ বলে।
১৩ যদি অপেক্ষা করি, পাতাল আমার ঘর হইবে;
আমি অন্ধকারে আপন শয্যা পাতিয়াছি;
১৪ ক্ষয়কে বলিয়াছি, তুমি আমার পিতা,
কীটকে বলিয়াছি, তুমি মম মাতা ও ভগিনী।
১৫ অতএব আমার প্রত্যাশা কোথায়?
আমার প্রত্যাশা কে দেখিতে পায়?
১৬ তাহা পাতালের অর্গল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে,
আমার সহিত ধূলায় একত্র বিশ্রাম করিবে।

বিল্দদের দ্বিতীয় বক্তৃতা।

১৮ পরে শূহীয় বিল্দদ উত্তর করিয়া কহিলেন,
তোমরা কত কাল বাক্য ধরিতে জাল পাতিবে?
বিবেচনা কর, পরে আমরা উত্তর করিব।
৩ আমরা কি নিমিত্ত পশুবৎ গণিত হইয়াছি?
তোমাদের দৃষ্টিতে অশুচি হইয়াছি?
৪ তুমি ত ক্রোধে আপনাকে বিদীর্ণ করিতেছ,
তোমার নিমিত্ত কি পৃথিবী ত্যাগ করা যাইবে?
শৈলকে কি স্বস্থান হইতে সরান যাইবে?
৫ দুষ্টের দীপ্তি ত নির্ব্বাণ হইবে,
তাহার অগ্নির শিখা নিস্তেজ হইবে।
৬ তাহার তাম্বুতে আলোক অন্ধকার হইবে,
তাহার উপরিস্থ প্রদীপ নিবিয়া যাইবে।
৭ তাহার সামর্থ্যের গতি খর্ব্ব করা যাইবে,
সে আপনার পরামর্শ দ্বারাই নিপাতিত হইবে।
৮ সে ত আপন পাদসঞ্চারে জালমধ্যে চালিত হয়,
সে কূটের উপর দিয়া গমনাগমন করে।
৯ তাহার পাদমূল পাশে বদ্ধ হইবে,

Digitized by Google

সে ফাঁদে ধৃত হইবে।
১০ তাহার জন্য ফাঁস ভূমিতে লুক্কায়িত আছে,
তাহার জন্য পথে কল পাতা আছে।
১১ চতুর্দ্দিকে নানা বিভীষিকা তাহাকে ভয় দেখাইবে,
পদে পদে তাহাকে তাড়না করিবে।
১২ তাহার বল ক্ষুধায় ক্ষীণ হইবে,
বিপদ তাহার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিবে।
১৩ তাহা তাহার দেহের অঙ্গ সকল ভক্ষণ করিবে,
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ তনয় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভক্ষণ করিবে;
১৪ সে আপন বিশ্বাসস্থল তাম্বু হইতে উৎপাটিত,
এবং ভীতি-রাজের কাছে নীত হইবে।
১৫ তাহার অসম্পর্কীয়েরা তাহার তাম্বুতে বাস করিবে,
তাহার বাসস্থানে গন্ধক ছড়ান যাইবে।
১৬ নীচে তাহার মূল শুষ্ক হইবে,
উপরে তাহার শাখা ম্লান হইবে।
১৭ পৃথিবী হইতে তাহার স্মৃতি লুপ্ত হইবে,
পথে কেহ তাহার নাম করিবে না।
১৮ সে আলো হইতে অন্ধকারে দূরীকৃত হইবে,
সে সংসার হইতে বিতাড়িত হইবে।
১৯ স্বজাতীয়দের মধ্যে তাহার পুত্র কি পৌত্র থাকিবে না,
তাহার প্রবাসস্থানে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না,
২০ তাহার দুর্দ্দিনে পাশ্চাত্ত্যেরা স্তম্ভিত হইবে,
পূর্ব্বদেশীয়েরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হইবে।
২১ সত্যই, অন্যায়ীদের বসতি এইরূপ;
যে ঈশ্বরকে জানে না, তাহার এই দশা।

ইয়োবের উত্তর।

১৯ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ তোমরা কত ক্ষণ আমার প্রাণে ক্লেশ দিবে?
বাক্যের আঘাতে আমাকে চূর্ণ করিবে?
৩ এই দশবার আমাকে তিরস্কার করিয়াছ;
আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে তোমাদের লজ্জা নাই।
৪ যাহা হউক, যদি আমি ভ্রম করিয়া থাকি,
তবে সেই ভ্রমের ফল আমারই।
৫ তোমরা কি নিতান্তই আমার উপরে দর্প করিবে?
আমার বিরুদ্ধে আমার গ্লানির দোহাই দিবে?
৬ এখন জান, ঈশ্বর আমাকে নত করিয়াছেন,
চতুর্দ্দিকে আপন জালে আমাকে ঘেরিয়াছেন।
৭ দেখ, আমি অন্যায় প্রযুক্ত ক্রন্দন করি, কিন্তু উত্তর পাই না;
আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু বিচার হইতেছে না।
৮ তিনি অলঙ্ঘনীয় বেড়া দ্বারা আমার পথ রুদ্ধ,
এবং আমার মার্গ অন্ধকারাবৃত করিয়াছেন।
৯ তিনি আমার গৌরব-বসন খুলিয়া লইয়াছেন,
আমার মস্তকের মুকুট দূরে ফেলিয়াছেন।
১০ তিনি চতুর্দ্দিকে আমাকে উৎপাটন করিয়াছেন,
আমি গেলাম;
তিনি বৃক্ষের ন্যায় আমার আশাস উন্মূলন করিয়াছেন।
১১ তিনি আমার বিরুদ্ধে আপন ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়াছেন,
আমাকে নিজ বিপক্ষের ন্যায় গণনা করিয়াছেন।
১২ তাঁহার সৈন্য সকল এক সঙ্গে আসিতেছে,
তাহারা আমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিতেছে,
মম তাম্বুর চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন করিয়াছে।
১৩ তিনি আমার জ্ঞাতিদিগকে আমা হইতে দূরে রাখিয়াছেন,
মম পরিচিতেরা অপরিচিতের ন্যায় হইয়াছে।
১৪ আমার কুটুম্বগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে,
আমার মিত্রগণ আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে।
১৫ আমার গৃহের প্রবাসীরা ও আমার দাসীগণ
আমাকে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করে,
আমি তাহাদের দৃষ্টিতে বিজাতীয় হইয়াছি।
১৬ আমার দাসকে ডাকিলে সে উত্তর দেয় না,
আমি নিজ মুখে তাহাকে বিনতি করি।
১৭ আমার নিশ্বাস আমার ভার্য্যার ঘৃণিত,
আমার আর্ত্তস্বর আমার সহোদরগণের ঘৃণিত।
১৮ বালকেরাও আমাকে অবজ্ঞা করে,
আমি উঠিলে তাহারা আমার বিরুদ্ধে কথা কহে।
১৯ আমার সুহৃদ সকলে আমাকে ঘৃণা করে,
আমার প্রিয় পাত্রেরা আমার প্রতি বিমুখ।
২০ আমার চর্ম্মে ও মাংসে অস্থি সংলগ্ন হইয়াছে,
আমি দন্তের চর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া বাঁচিয়া আছি।
২১ হে মম বন্ধুগণ, আমাকে কৃপা কর, কৃপা কর,
কেননা ঈশ্বরের হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়াছে।
২২ ঈশ্বরের ন্যায় কেন আমাকে তাড়না কর?
আমার মাংস ভক্ষণ করিতে কি ক্ষান্ত হইবে না?
২৩ আহা, আমার কথা সকল যদি লিখিত হয়!
সে সকল যদি পুস্তকে বিরচিত হয়!
২৪ যদি লৌহ-লেখনী ও সীসা দ্বারা
পাষাণে তক্ষিত হইয়া অনন্ত কাল থাকে!
২৫ কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা সজীব;
তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন।
২৬ আমার চর্ম্ম গেলে পর এই সমস্ত বিনষ্ট হইবে,
তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব।
২৭ আমি তাঁহাকে আপনার সপক্ষ দেখিব,
আমারই চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, পরের চক্ষু পাইবে না।
আহা, বক্ষোমধ্যে আমার হৃদয় ক্ষীণ হইতেছে।
২৮ তোমরা যদি বল, আমরা কেমন করিয়া উহাকে তাড়না করিব?
কারণ আমার মধ্যে মূলকথা পাওয়া যায়,
২৯ তবে তোমরা খড়্গ হইতে ভীত হও,

Digitized by Google

কেননা খড়্গের দণ্ড ক্রোধময় ;
বিচার আছে, ইহা তোমাদের জানা উচিত ।

সোফরের দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

২০ নামাথীয় সোফর উত্তর করিয়া কহিলেন,
আমার চিন্তা উত্তর দিতে আমাকে উত্তেজনা করে,
কারণ আমি অধৈর্য্য হইলাম ।
৩ আমি নিজ অপমানসূচক উপদেশ শুনিলাম,
আমার বুদ্ধি হইতে আত্মা আমাকে উত্তর যোগায় ।
৪ তুমি কি ইহা জান না যে, কালের আরম্ভাবধি,
পৃথিবীতে মনুষ্যের স্থাপনাবধি,
৫ দুষ্টগণের আনন্দগান ক্ষণমাত্রস্থায়ী,
পাষণ্ডের হর্ষ নিমেষমাত্রস্থায়ী ?
৬ তাহার মহত্ত্ব যদি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে,
তাহার মস্তক যদি মেঘ স্পর্শ করে,
৭ তথাপি সে আপন বিষ্ঠার ন্যায় চিরতরে বিনষ্ট হইবে ;
যাহারা তাহাকে দেখিত, তাহারা বলিবে, সে কোথায় ?
৮ সে স্বপ্নবৎ লুপ্ত হইবে, নিরুদ্দেশ হইবে ;
সে রাত্রিকালীন দর্শনের ন্যায় দূরীকৃত হইবে ।
৯ যে চক্ষু তাহাকে দেখিত, সে আর দেখিবে না,
তাহার বাসস্থান আর তাহাকে দেখিবে না ।
১০ তাহার সন্তানগণ দরিদ্রদের কাছে দয়া চাহিবে,
তাহার হস্ত তাহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবে ।
১১ তাহার অস্থি যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ,
কিন্তু তাহার সহিত তাহাও ধূলায় শয়ন করিবে ।
১২ যদ্যপি দুষ্টতা তাহার মুখে মিষ্ট লাগে,
আর সে তাহা জিহ্বার নীচে লুকাইয়া রাখে,
১৩ যদ্যপি ভাল বাসিয়া তাহা ত্যাগ না করে,
কিন্তু মুখের মধ্যে রাখিয়া দেয় ;
১৪ তথাপি তাহার অন্ন উদরে গিয়া বিকৃত হয়,
তাহার অন্তরে কালসর্পের গরলস্বরূপ হয় ।
১৫ সে ধন গ্রাস করিয়াছে, তাহা বমন করিবে ;
ঈশ্বর তাহার উদর হইতে তাহা বাহির করিবেন ।
১৬ সে সর্পের গরল চুষিবে,
বিষধরের জিহ্বা তাহাকে নিধন করিবে ।
১৭ সে নদী সকলের প্রতি দৃষ্টি করিবে না,
মধু ও দধিপ্রবাহী স্রোতঃ সকল দেখিবে না ।
১৮ সে আপন পরিশ্রমের ফল ফিরিয়া দিবে, গ্রাস করিবে না ;
সে নিজ লব্ধ সম্পত্তি অনুসারে আমোদ করিবে না ।
১৯ কারণ সে দরিদ্রগণকে উৎপীড়ন ও ত্যাগ করিত,
সে যাহা নির্ম্মাণ করে নাই, এমন গৃহ কাড়িয়া লইত ।
২০ তাহার উদরের শান্তি হইত না,
তাই আপন অভীষ্ট বস্তুর কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না ।
২১ তাহার গ্রাসে কিছু অবশিষ্ট থাকিত না,
অতএব তাহার সুদশা থাকিবে না ।
২২ সে পূর্ণ প্রাচুর্য্যের সময়ে কষ্টে পড়িবে,
উপক্রত সকলের হস্ত তাহাকে আক্রমণ করিবে ।
২৩ সে যখন নিজ উদর পূর্ণ করিতে উদ্যত হয়,
তখন [ঈশ্বর] তাহার উপরে আপন ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন,
তাহার ভোজনকালে তাহার উপরে তাহা বর্ষণ করিবেন ।
২৪ সে লৌহশস্ত্র হইতে পলায়ন করিবে,
কিন্তু পিত্তলের ধনুর্ব্বাণে বিদ্ধ হইবে ।
২৫ সে বাণ টানিলে তাহা তাহার অঙ্গ হইতে বাহির হয়,
তাহার পিত্ত হইতে চক্‌চকে বাণাগ্র নির্গত হয়,
নানাবিধ ত্রাস তাহাকে আক্রমণ করে ।
২৬ তাহার ধনরূপে সমুদয় অন্ধকার সঞ্চিত হয়,
বিনা ব্যজনে অগ্নি তাহাকে গ্রাস করিবে,
তাহার তাম্বুতে অবশিষ্ট সকলই ভস্ম করিবে ।
২৭ স্বর্গ তাহার অপরাধ ব্যক্ত করিবে,
পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে উঠিবে ।
২৮ তাহার বাটীর সম্পত্তি উড়িয়া যাইবে,
তাহা [ঈশ্বরের] ক্রোধের দিনে গলিয়া যাইবে ।
২৯ ইহাই ঈশ্বর হইতে দুষ্ট মনুষ্যের লভ্য অংশ,
ইহাই ঈশ্বর-নিরূপিত তাহার অধিকার ।

ইয়োবের উত্তর ।

২১ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
তোমরা মন দিয়া আমার কথা শুন,
তাহাই তোমাদের সান্ত্বনা দান হইবে ।
৩ আমার প্রতি সহিষ্ণুতা কর, আমিই কথা কহি ;
আমার কথনের পরে তুমি বিদ্রূপ করিও ।
৪ আমার কাতরোক্তি কি মনুষ্যের কাছে ?
আমার মন অধৈর্য্য হইবে না কেন ?
৫ তোমরা আমার প্রতি নিরীক্ষণ কর, স্তব্ধ হও,
তোমাদের মুখে হাত দেও ।
৬ মনে পড়িলেই আমি বিহ্বল হই,
আমার মাংস কম্পিত হয় ।
৭ দুর্জ্জনেরা কেন জীবিত থাকে ?
কেন বৃদ্ধ হয়, আবার ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যবান হয় ?
৮ তাহাদের বংশ তাহাদের সম্মুখে, তাহাদের সঙ্গে,
তাহাদের সন্তানসন্ততি তাহাদের দৃষ্টিতে স্থিরীকৃত হয়,
৯ তাহাদের বাটী ভয়রহিত ও শান্তিযুক্ত,

Digitized by Google

তাহাদের উপরে ঈশ্বরের দণ্ড নাই।
১০ তাহাদের বৃষ সঙ্গম করিলে তাহা ব্যর্থ হয় না;
গাভী গাভীন হইলে তাহার গর্ভপাত হয় না।
১১ তাহারা আপন আপন শিশুদিগকে মেষপালের
ন্যায় বাহিরে চালায়,
তাহাদের সন্তানগণ নৃত্য করে।
১২ তাহারা তবল ও বীণা বাদ্য করে,
বংশীর ধ্বনি পুরঃসর আমোদ করে।
১৩ তাহারা সুখে আপন আয়ু যাপন করে,
পরে এক নিমিষের মধ্যে পাতালে নামে।
১৪ তথাপি তাহারা ঈশ্বরকে কহে, "তুমি আমাদের
নিকট হইতে দূর হও,
কারণ আমরা তোমার পথ জানিতে চাহি না।
১৫ সর্ব্বশক্তিমান কে যে, আমরা তাঁহার সেবা
করিব?
তাঁহার কাছে অনুরোধ করিলে আমাদের কি
লাভ?"
১৬ দেখ, তাহাদের সুদশা তাহাদের হস্তগত নয়,
দুষ্টদের পরামর্শ আমা হইতে দূরবর্ত্তী।
১৭ কত বার দুষ্টদের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়?
কত বার তাহাদের প্রতি বিপদ ঘটে,
এবং [ঈশ্বর] ক্রোধে এমন ক্লেশ বন্টন করেন
১৮ যে, তাহারা বায়ুর সম্মুখস্থ শুষ্ক তৃণের ন্যায়,
ও ঝটিকা-বিতাড়িত তুষের ন্যায় হয়?
১৯ [তোমরা বল,] ঈশ্বর তাহার সন্তানগণের নিমিত্তে
তাহার অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন।
তিনি তাহাকেই অধর্ম্মের ফল দিউন, তাহা হইলে
সে তাহা জ্ঞাত হইবে,
২০ তাহার নিজের চক্ষু তাহার বিনাশ দেখুক,
সে সর্ব্বশক্তিমানের ক্রোধ পান করুক।
২১ কারণ যখন তাহার মাসপর্য্যায় শেষ হইবে,
তখন নিজ ভাবী কুলে তাহার কি সন্তোষ
থাকিবে?
২২ কেহ কি ঈশ্বরকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে?
তিনি ত ঊর্দ্ধবাসীদেরও শাসন করেন।
২৩ কেহ সম্পূর্ণ বলবান অবস্থায় মরে,
সর্ব্ববিধ বিশ্রাম ও শান্তি থাকিতে মরে।
২৪ তাহার ভাণ্ড সকল দুগ্ধে পরিপূর্ণ,
তাহার অস্থির মজ্জা সতেজ থাকে।
২৫ আর কেহ বা প্রাণে তিক্ত হইয়া মরে,
মঙ্গলের আস্বাদ পায় না।
২৬ ইহারা উভয়ে একসঙ্গে ধূলায় শয়ন করে,
উভয়ে কীটে আচ্ছন্ন হয়।
২৭ দেখ, আমি তোমাদের চিন্তা সকল জানি,
আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অন্যায় সঙ্কল্প সকল
জানি।
২৮ তোমরা কহিতেছ, "সেই ভাগ্যবানের বাটী
কোথায়?
সেই দুর্জনদের বসতির তাম্বু কোথায়?"
২৯ তোমরা কি পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই?
উহাদের অভিজ্ঞান কি জান না?
৩০ বিনাশের দিন পর্য্যন্ত দুর্জন রক্ষিত হয়,
ক্রোধের দিন পর্য্যন্ত তাহারা উত্তীর্ণ হয়।
৩১ তাহার সম্মুখে তাহার পথ কে ব্যক্ত করিবে?
তাহার কর্ম্মের ফল তাহাকে কে দিবে?
৩২ আর সে কবরে নীত হইবে,
লোকে তাহার কবরস্থান চৌকি দিবে।
৩৩ তলভূমির মৃত্তিকা তাহার সুখকর বোধ হইবে,
তাহার পরে সকলে তাহার অনুগামী হইবে,
তাহার পূর্ব্বেও অসংখ্য লোক তদ্রূপ ছিল।
৩৪ তবে কেন আমাকে অনর্থক সান্ত্বনা করিতেছ?
তোমাদের উত্তরে কেবল অসত্য রহিয়াছে।

ইলীফসের তৃতীয় বক্তৃতা।

২২ পরে তৈমনীয় ইলীফস উত্তর করিয়া
কহিলেন,
২ মনুষ্য কি ঈশ্বরের উপকারী হইতে পারে?
বরং বিবেচক আপনারই উপকারী হয়।
৩ তুমি ধার্ম্মিক হইলে কি সর্ব্বশক্তিমানের আমোদ
হয়?
তুমি সিদ্ধ আচরণ করিলে কি তাঁহার লাভ হয়?
৪ তিনি কি তোমার ঈশ্বর-ভয়হেতু তোমাকে অনুযোগ
করেন,
সেই জন্য তোমার সহিত কি বিচারে প্রবৃত্ত হন?
৫ তোমার দুষ্ক্রিয়া কি বিস্তর নয়?
তোমার অপরাধের সীমা নাই।
৬ তুমি অকারণে নিজ ভ্রাতা হইতে বন্ধক লইতে,
তুমি বস্ত্রহীনের বস্ত্র হরণ করিতে।
৭ তুমি পরিশ্রান্তকে জল দিতে না,
ক্ষুধিতকে আহার দিতে অস্বীকার করিতে।
৮ কিন্তু দেশ বলবান লোকেরই অধিকার ছিল,
সম্মানের পাত্রই তাহাতে বাস করিত।
৯ তুমি বিধবাদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে,
পিতৃহীনদিগের বাহু চূর্ণ করা হইত।
১০ এই কারণ তোমার চতুর্দ্দিকে ফাঁদ আছে,
আকস্মিক ত্রাস তোমাকে বিহ্বল করে।
১১ অন্ধকার হইয়াছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না,
জলের বন্যা তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।
১২ ঈশ্বর কি উচ্চতম স্বর্গে থাকেন না?
তারকাশীর্ষ দেখ, তাহারা কেমন উচ্চ!
১৩ কিন্তু তুমি কহিতেছ, ঈশ্বর কি জানেন?
অন্ধকারে থাকিয়া তিনি কি শাসন করেন?
১৪ নিবিড় মেঘ তাঁহার অন্তরাল, তিনি দেখেন না,
তিনি গগনমণ্ডলে বিহার করেন।
১৫ তুমি কি প্রাক্কালের সেই পথ ধরিবে,

Digitized by Google

যাহার পথিকগণ দুর্জ্জন ছিল ?
১৬ তাহারা ত অকালে অপনীত হইল,
তাহাদের ভিত্তিমূল বন্যায় ভাসিয়া গেল।
১৭ তাহারা ঈশ্বরকে কহিত, আমাদের নিকট হইতে দূর হও ;
সর্ব্বশক্তিমান আমাদের কি করিবেন ?
১৮ তবু তিনি তাহাদের গৃহ উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ করিতেন ;
কিন্তু দুষ্টদের পরামর্শ আমা হইতে দূরবর্ত্তী।
১৯ ইহা দেখিয়া ধার্ম্মিকগণ আনন্দ করে,
নির্দ্দোষ লোকে উহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলে,
২০ "সত্যই আমাদের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইয়াছে,
অগ্নি উহাদের অবশেষ গ্রাস করিয়াছে।"
২১ বিনয় করি, ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও, শান্তি পাইবে ;
তাহা হইলে মঙ্গল তোমার কাছে আসিবে।
২২ তাঁহার মুখ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ কর,
তাঁহার বাক্য হৃদয়মধ্যে রাখ।
২৩ সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি ফিরিলে তুমি নিষ্ঠাগাড় করিবে,
তোমার তাম্বু হইতে অন্যায় দূর কর।
২৪ ধূলার মধ্যেই কাঞ্চন রাখ,
স্রোতোমার্গস্থ প্রস্তরসমূহের মধ্যে ওফীরের সুবর্ণ রাখ।
২৫ সর্ব্বশক্তিমানই তোমার কাঞ্চন হইবেন,
তোমার উজ্জ্বল রৌপ্যস্বরূপ হইবেন।
২৬ তখন তুমি সর্ব্বশক্তিমানে আমোদ করিবে,
ঈশ্বরের প্রতি মুখ তুলিতে পারিবে ;
২৭ তাঁহার কাছে বিনতি করিবে, তিনি তোমার বাক্য শুনিবেন,
তুমি আপন মানত সকল পূর্ণ করিবে।
২৮ তুমি কিছু মনস্থ করিলে তাহা তোমার পক্ষে সফল হইবে,
তোমার পথে দীপ্তি আলোক প্রদান করিবে।
২৯ অবনত হইলে তুমি কহিবে, উন্নতি হইবে,
তাহাতে তিনি অধোমুখের পরিত্রাণ করিবেন।
৩০ যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ নয়, তাহাকেও তিনি উদ্ধার করিবেন,
তোমার হস্তের শুচিতায় সে উদ্ধার পাইবে।

ইয়োবের উত্তর।

২৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
আজিও আমার বিলাপ তীব্র ;
আমার কাতরতা হইতে আমার পীড়া ভারী।
৩ আহা! যদি তাঁহার উদ্দেশ পাইতে পারি,
যদি তাঁহার আসনের নিকটে যাইতে পারি,
৪ তবে আমি তাঁহার সমক্ষে আপন বিচার বিন্যাস করিব,
আমি নানা হেতুবাদে আপন মুখ পূর্ণ করিব।
৫ তিনি কি কি কথায় উত্তর দিবেন, তাহা জানিব,
তিনি আমাকে কি বলিবেন, তাহা বুঝিব।
৬ তিনি কি আপন মহাপরাক্রমে আমার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন ?
না, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিবেন।
৭ তথায় সরল লোক তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারে,
এবং আমি আপন বিচারকর্ত্তা হইতে চিরতরে উদ্ধার পাইতে পারি।
৮ দেখ, আমি অগ্রসর হই, কিন্তু তিনি তথায় নাই,
পশ্চাদ্দিকে যাই, তাঁহাকে দেখিতে পাই না ;
৯ তাঁহার কার্য্যের সময়ে বামদিকে চাই, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাই না ;
তিনি দক্ষিণদিকে আপনাকে গোপন করেন,
আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না।
১০ তথাচ তিনি আমার অবলম্বিত পথ জানেন,
তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।
১১ আমার পদ তাঁহার পদচিহ্ন ধরিয়া চলিয়াছে,
তাঁহার পথে রহিয়াছি, বিপথগামী হই নাই।
১২ তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞা হইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই,
আমার প্রয়োজনীয় অপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি।
১৩ কিন্তু তিনি একাগ্রচিত্ত ; কে তাঁহাকে ফিরাইতে পারে ?
তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন।
১৪ তিনি, আমার জন্য যাহা নিরূপিত, তাহা সফল করিবেন,
এবং এইরূপ অনেক কর্ম্ম তাঁহার হস্তগত।
১৫ এই কারণ আমি তাঁহার সাক্ষাতে বিহ্বল হই ;
যখন বিবেচনা করি, তাঁহা হইতে ভীত হই।
১৬ ঈশ্বরই আমার হৃদয় মূর্চ্ছিত করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমান আমাকে বিহ্বল করিয়াছেন ;
১৭ কারণ আমি অন্ধকার প্রযুক্ত অবসন্ন হইয়াছি, এমন নয়,
ঘোর অন্ধকারে আমার মুখ আচ্ছন্ন বলিয়া নয়।
২৪ সর্ব্বশক্তিমান হইতে কেন সময় নিরূপিত হয় না ?
যাহারা তাঁহাকে জ্ঞাত হয়, তাহারা কেন তাঁহার দিন দেখিতে পায় না ?
২ কেহ কেহ ভূমির আলি সরাইয়া দেয়,
তাহারা সবলে মেষপাল হরণ করিয়া চরায়।
৩ তাহারা পিতৃহীনদিগের গর্দ্দভ লইয়া যায়,
তাহারা বিধবার গোরু বন্ধক রাখে ;
৪ দরিদ্রদিগকে পথ হইতে তাড়াইয়া দেয়,
দেশস্থ নম্রগণ একেবারে লুকাইয়া থাকে।

Digitized by Google

তাহাদের উপরে ঈশ্বরের দণ্ড নাই।
১০ তাহাদের বৃষ সঙ্গম করিলে তাহা ব্যর্থ হয় না;
গাভী গাভীন হইলে তাহার গর্ভপাত হয় না।
১১ তাহারা আপন আপন শিশুদিগকে মেষপালের ন্যায় বাহিরে চালায়,
তাহাদের সন্তানগণ নৃত্য করে।
১২ তাহারা তবল ও বীণা বাদ্য করে,
বংশীর ধ্বনি পুরঃসর আমোদ করে।
১৩ তাহারা সুখে আপন আয়ু যাপন করে,
পরে এক নিমিষের মধ্যে পাতালে নামে।
১৪ তথাপি তাহারা ঈশ্বরকে কহে, "তুমি আমাদের নিকট হইতে দূর হও,
কারণ আমরা তোমার পথ জানিতে চাহি না।
১৫ সর্ব্বশক্তিমান কে যে, আমরা তাঁহার সেবা করিব ?
তাঁহার কাছে অনুরোধ করিলে আমাদের কি লাভ ?"
১৬ দেখ, তাহাদের সুদশা তাহাদের হস্তগত নয়,
দুষ্টদের পরামর্শ আমা হইতে দূরবর্ত্তী।
১৭ কত বার দুষ্টদের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় ?
কত বার তাহাদের প্রতি বিপদ ঘটে,
এবং [ঈশ্বর] ক্রোধে এমন ক্লেশ বণ্টন করেন
১৮ যে, তাহারা বায়ুর সম্মুখস্থ শুষ্ক তৃণের ন্যায়,
ও ঝটিকা-বিতাড়িত তুষের ন্যায় হয় ?
১৯ [তোমরা বল,] ঈশ্বর তাহার সন্তানগণের নিমিত্তে তাহার অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন।
তিনি তাহাকেই অধর্ম্মের ফল দিউন, তাহা হইলে সে তাহা জ্ঞাত হইবে,
২০ তাহার নিজের চক্ষু তাহার বিনাশ দেখুক,
সে সর্ব্বশক্তিমানের ক্রোধ পান করুক।
২১ কারণ যখন তাহার মাসপর্য্যায় শেষ হইবে,
তখন নিজ ভাবী কুলে তাহার কি সন্তোষ থাকিবে ?
২২ কেহ কি ঈশ্বরকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে ?
তিনি ত ঊর্দ্ধবাসীদেরও শাসন করেন।
২৩ কেহ সম্পূর্ণ বলবান অবস্থায় মরে,
সর্ব্ববিধ বিশ্রাম ও শান্তি থাকিতে মরে।
২৪ তাহার ভাণ্ড সকল দুগ্ধে পরিপূর্ণ,
তাহার অস্থির মজ্জা সতেজ থাকে।
২৫ আর কেহ বা প্রাণে তিক্ত হইয়া মরে,
মঙ্গলের আস্বাদ পায় না।
২৬ ইহারা উভয়ে একসঙ্গে ধূলায় শয়ন করে,
উভয়ে কীটে আচ্ছন্ন হয়।
২৭ দেখ, আমি তোমাদের চিন্তা সকল জানি,
আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অন্যায় সঙ্কল্প সকল জানি।
২৮ তোমরা কহিতেছ, "সেই ভাগ্যবানের বাটী কোথায় ?
সেই দুর্জ্জনদের বসতির তাম্বু কোথায় ?"
২৯ তোমরা কি পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই ?
উহাদের অভিজ্ঞান কি জান না ?
৩০ বিনাশের দিন পর্য্যন্ত দুর্জ্জন রক্ষিত হয়,
ক্রোধের দিন পর্য্যন্ত তাহারা উত্তীর্ণ হয়।
৩১ তাহার সম্মুখে তাহার পথ কে ব্যক্ত করিবে ?
তাহার কর্ম্মের ফল তাহাকে কে দিবে ?
৩২ আর সে কবরে নীত হইবে,
লোকে তাহার কবরস্থান চৌকি দিবে।
৩৩ তলভূমির মৃত্তিকা তাহার সুখকর বোধ হইবে,
তাহার পরে সকলে তাহার অনুগামী হইবে,
তাহার পূর্ব্বেও অসংখ্য লোক তদ্রূপ ছিল।
৩৪ তবে কেন আমাকে অনর্থক সান্ত্বনা করিতেছ ?
তোমাদের উত্তরে কেবল অসত্য রহিয়াছে।

ইলীফসের তৃতীয় বক্তৃতা।

২২ পরে তৈমনীয় ইলীফস উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ মনুষ্য কি ঈশ্বরের উপকারী হইতে পারে ?
বরং বিবেচক আপনারই উপকারী হয়।
৩ তুমি ধার্ম্মিক হইলে কি সর্ব্বশক্তিমানের আমোদ হয় ?
তুমি সিদ্ধ আচরণ করিলে কি তাঁহার লাভ হয় ?
৪ তিনি কি তোমার ঈশ্বর-ভয়হেতু তোমাকে অনুযোগ করেন,
সেই জন্য তোমার সহিত কি বিচারে প্রবৃত্ত হন ?
৫ তোমার দুষ্ক্রিয়া কি বিস্তর নয় ?
তোমার অপরাধের সীমা নাই।
৬ তুমি অকারণে নিজ ভ্রাতা হইতে বন্ধক লইতে,
তুমি বস্ত্রহীনের বস্ত্র হরণ করিতে।
৭ তুমি পরিশ্রান্তকে জল দিতে না,
ক্ষুধিতকে আহার দিতে অস্বীকার করিতে।
৮ কিন্তু দেশ বলবান লোকেরই অধিকার ছিল,
সম্মানের পাত্রই তাহাতে বাস করিত।
৯ তুমি বিধবাদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে,
পিতৃহীনদিগের বাহু চূর্ণ করা হইত।
১০ এই কারণ তোমার চতুর্দ্দিকে ফাঁদ আছে,
আকস্মিক ত্রাস তোমাকে বিহ্বল করে।
১১ অন্ধকার হইয়াছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না,
জলের বন্যা তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।
১২ ঈশ্বর কি উচ্চতম স্বর্গে থাকেন না ?
তারকাশীর্ষ দেখ, তাহারা কেমন উচ্চ !
১৩ কিন্তু তুমি কহিতেছ, ঈশ্বর কি জানেন ?
অন্ধকারে থাকিয়া তিনি কি শাসন করেন ?
১৪ নিবিড় মেঘ তাঁহার অন্তরাল, তিনি দেখেন না,
তিনি গগনমণ্ডলে বিহার করেন।
১৫ তুমি কি প্রাক্কালের সেই পথ ধরিবে,

Digitized by Google

যাহার পথিকগণ দুর্জন ছিল ?
১৬ তাহারা ত অকালে অপনীত হইল,
তাহাদের ভিত্তিমূল বন্যায় ভাসিয়া গেল।
১৭ তাহারা ঈশ্বরকে কহিত, আমাদের নিকট হইতে দূর হও ;
সর্ব্বশক্তিমান আমাদের কি করিবেন ?
১৮ তবু তিনি তাহাদের গৃহ উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ করিতেন ;
কিন্তু দুষ্টদের পরামর্শ আমা হইতে দূরবর্ত্তী।
১৯ ইহা দেখিয়া ধার্ম্মিকগণ আনন্দ করে,
নির্দ্দোষ লোকে উহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলে,
২০ "সত্যই আমাদের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইয়াছে,
অগ্নি উহাদের অবশেষ গ্রাস করিয়াছে।"
২১ বিনয় করি, ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও, শান্তি পাইবে ;
তাহা হইলে মঙ্গল তোমার কাছে আসিবে।
২২ তাঁহার মুখ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ কর,
তাঁহার বাক্য হৃদয়মধ্যে রাখ।
২৩ সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি ফিরিলে তুমি নিষ্ঠালাভ করিবে,
তোমার তাম্বু হইতে অন্যায় দূর কর।
২৪ ধূলার মধ্যেই কাঞ্চন রাখ,
স্রোতোমার্গস্থ প্রস্তরসমূহের মধ্যে ওফীরের সুবর্ণ রাখ।
২৫ সর্ব্বশক্তিমানই তোমার কাঞ্চন হইবেন,
তোমার উজ্জ্বল রৌপ্যস্বরূপ হইবেন।
২৬ তখন তুমি সর্ব্বশক্তিমানে আমোদ করিবে,
ঈশ্বরের প্রতি মুখ তুলিতে পারিবে ;
২৭ তাঁহার কাছে বিনতি করিবে, তিনি তোমার বাক্য শুনিবেন,
তুমি আপন মানত সকল পূর্ণ করিবে।
২৮ তুমি কিছু মনস্থ করিলে তাহা তোমার পক্ষে সফল হইবে,
তোমার পথে দীপ্তি আলোক প্রদান করিবে।
২৯ অবনত হইলে তুমি কহিবে, উন্নতি হইবে,
তাহাতে তিনি অধোমুখের পরিত্রাণ করিবেন।
৩০ যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ নয়, তাহাকেও তিনি উদ্ধার করিবেন,
তোমার হস্তের শুচিতায় সে উদ্ধার পাইবে।

ইয়োবের উত্তর।

২৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
আজিও আমার বিলাপ তীব্র ;
আমার কাতরতা হইতে আমার পীড়া ভারী।
৩ আহা ! যদি তাঁহার উদ্দেশ পাইতে পারি,
যদি তাঁহার আসনের নিকটে যাইতে পারি,
৪ তবে আমি তাঁহার সমক্ষে আপন বিচার বিন্যাস করিব,
আমি নানা হেতুবাদে আপন মুখ পূর্ণ করিব।
৫ তিনি কি কি কথায় উত্তর দিবেন, তাহা জানিব,
তিনি আমাকে কি বলিবেন, তাহা বুঝিব।
৬ তিনি কি আপন মহাপরাক্রমে আমার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন ?
না, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিবেন।
৭ তথায় সরল লোক তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারে,
এবং আমি আপন বিচারকর্ত্তা হইতে চিরতরে উদ্ধার পাইতে পারি।
৮ দেখ, আমি অগ্রসর হই, কিন্তু তিনি তথায় নাই,
পশ্চাদ্দিকে যাই, তাঁহাকে দেখিতে পাই না ;
৯ তাঁহার কার্য্যের সময়ে বামদিকে চাই, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাই না ;
তিনি দক্ষিণদিকে আপনাকে গোপন করেন,
আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না।
১০ তথাচ তিনি আমার অবলম্বিত পথ জানেন,
তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।
১১ আমার পদ তাঁহার পদচিহ্ন ধরিয়া চলিয়াছে,
তাঁহার পথে রহিয়াছি, বিপথগামী হই নাই।
১২ তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞা হইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই,
আমার প্রয়োজনীয় অপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি।
১৩ কিন্তু তিনি একাগ্রচিত্ত ; কে তাঁহাকে ফিরাইতে পারে ?
তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন।
১৪ তিনি, আমার জন্য যাহা নিরূপিত, তাহা সফল করিবেন,
এবং এইরূপ অনেক কর্ম্ম তাঁহার হৃদ্গত।
১৫ এই কারণ আমি তাঁহার সাক্ষাতে বিহ্বল হই ;
যখন বিবেচনা করি, তাঁহা হইতে ভীত হই।
১৬ ঈশ্বরই আমার হৃদয় মূর্চ্ছিত করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমান আমাকে বিহ্বল করিয়াছেন ;
১৭ কারণ আমি অন্ধকার প্রযুক্ত অবসন্ন হইয়াছি, এমন নয়,
ঘোর অন্ধকারে আমার মুখ আচ্ছন্ন বলিয়া নয়।

২৪ সর্ব্বশক্তিমান হইতে কেন সময় নিরূপিত হয় না ?
যাহারা তাঁহাকে জ্ঞাত হয়, তাহারা কেন তাঁহার দিন দেখিতে পায় না ?
২ কেহ কেহ ভূমির আলি সরাইয়া দেয়,
তাহারা সবলে মেষপাল হরণ করিয়া চরায়।
৩ তাহারা পিতৃহীনদিগের গর্দ্দভ লইয়া যায়,
তাহারা বিধবার গোরু বন্ধক রাখে ;
৪ দরিদ্রদিগকে পথ হইতে তাড়াইয়া দেয়,
দেশস্থ নম্রগণ একেবারে লুকাইয়া থাকে।

Digitized by Google

৫ দেখ, প্রান্তরস্থ বন-গর্দ্দভ সকলের ন্যায়
তাহারা নিজ কর্ম্মে গিয়া গ্রাসের অন্বেষণ করে ;
জঙ্গল তাহাদের বালকদের জন্য খাদ্য যোগায়।
৬ তাহারা ক্ষেত্রে পশুভক্ষ্য শস্য ছেদন করে,
দুর্জ্জনের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অবশিষ্ট ফল চয়ন করে ;
৭ বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া রাত্রি যাপন করে,
শীতকালে তাহাদের আচ্ছাদনমাত্র থাকে না।
৮ তাহারা পর্ব্বতের বৃষ্টিতে ভিজে,
আশ্রয় না থাকায় শৈলের শরণ লয়।
৯ কেহ কেহ পিতৃহীনকে মাতার স্তন হইতে কাড়িয়া লয়,
দরিদ্রের সামগ্রী বন্ধক রাখে।
১০ তাই ইহারা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়,
ক্ষুধিত হইয়া শস্যের আটি বহন করে।
১১ ইহারা উহাদের প্রাচীরের ভিতরে তৈল প্রস্তুত করে,
দ্রাক্ষা মর্দ্দন করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হয়।
১২ লোকাকীর্ণ নগরমধ্যে লোকেরা কোঁকায়,
আহত লোকের প্রাণ চীৎকার করে,
তথাপি ঈশ্বর এই দোষে মনোযোগ করেন না।
১৩ তাহাদের কেহ কেহ আলোক-বিদ্রোহী হয়,
তাহারা তাহার গতি জানে না,
তাহারা তাহার পথে থাকে না।
১৪ রাত্রিপ্রভাতে হত্যাকারী উঠে, দুঃখী ও নির্ধনকে মারিয়া ফেলে,
রাত্রিকালে সে চোরের সমান হয়।
১৫ পারদারিকের চক্ষুও সন্ধ্যাকালের অপেক্ষা করে ;
সে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলে,
কেহ চক্ষুতে আমাকে দেখিতে পাইবে না।
১৬ তাহারা অন্ধকারে লোকের গৃহে সিঁধ কাটে,
দিনমানে তাহারা লুক্কায়িত থাকে ;
তাহারা আলোক দেখিতে পারে না।
১৭ বস্তুতঃ প্রাতঃকাল তাহাদের সকলের পক্ষে মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায়,
কারণ তাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার ভয়ানকতা জানে।
১৮ এরূপ লোক স্রোতের বেগে চালিত তৃণস্বরূপ ;
দেশে তাহাদের অধিকার শাপগ্রস্ত হয়,
তাহারা আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পথে বিহার করে না।
১৯ অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম যেমন হিমানী জলকে,
পাতাল তেমনি পাপীদিগকে লইয়া যায়।
২০ গর্ভ তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবে,
তাহারা কীটের সুস্বাদু ভক্ষ্য হইবে,
তাহারা কাহারও স্মরণে থাকিবে না ;
যে অন্যায়ী, সে ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হইবে।
২১ সে নিঃসন্তান বন্ধ্যা স্ত্রীকে গ্রাস করে,
সে বিধবার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে না।
২২ [ঈশ্বর] আপন শক্তি দ্বারা পরাক্রমীদিগকে আকর্ষণ করেন,
তিনি উঠিলে কাহারও জীবনাশা থাকে না।
২৩ তিনি কাহাকে আশ্রয় দিলে সে নির্ভয়ে থাকে ;
কিন্তু তাহাদের পথে তাঁহার দৃষ্টি থাকে।
২৪ তাহারা উচ্চ হয় বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অনুদ্দিষ্ট হয়,
নত হইয়া অন্য সকলের ন্যায় সংহারিত হয়,
শস্যের শীষাগ্রের ন্যায় ছিন্ন হয়।
২৫ যদি এরূপ না হয়, কে আমাকে মিথ্যাবাদী করিবে ?
কে আমার কথার নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিবে ?

বিল্‌দদের তৃতীয় বক্তৃতা।

২৫ পরে শূহীয় বিল্‌দদ উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ প্রভুত্ব ও ভয়ানকতা তাঁহার,
তিনি আপন উচ্চস্থানে থাকিয়া শান্তি বিধান করেন।
৩ তাঁহার সৈন্যদল কি গণনা করা যায় ?
তাঁহার দীপ্তি কাহার উপরে না উঠে ?
৪ অতএব ঈশ্বরের কাছে মর্ত্ত্য কেমন করিয়া ধার্ম্মিক হইবে ?
অবলার সন্তান কেমন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে ?
৫ দেখ, তাঁহার দৃষ্টিতে চন্দ্রও নিস্তেজ,
তারাগণও নির্ম্মল নহে ;
৬ তবে কীটসদৃশ মর্ত্ত্য কি ?
কৃমিসদৃশ মনুষ্য-সন্তান কি ?

ইয়োবের শেষ উত্তর।

২৬ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ তুমি বলহীনের কেমন সাহায্য করিলে !
তুমি দুর্ব্বল বাহু কেমন নিস্তার করিলে !
৩ প্রজ্ঞাহীনকে কেমন পরামর্শ দিলে !
কি প্রচুর বিজ্ঞতা প্রকাশ করিলে !
৪ তুমি কাহার কাছে কথা কহিলে ?
তোমা হইতে কাহার নিশ্বাস নির্গত হইল ?
৫ প্রেতগণ কম্পিত হয়,
জলরাশির ও তন্নিবাসীদের নীচে।
৬ তাঁহার সম্মুখে পাতাল অনাবৃত,
বিনাশের স্থান অনাচ্ছাদিত।
৭ তিনি অবস্তুর উপরে উত্তর কেন্দ্র বিস্তীর্ণ করিয়াছেন,
শূন্যের উপরে পৃথিবীকে ঝুলাইয়াছেন ;
৮ তিনি স্বীয় নিবিড় মেঘে জল বদ্ধ করেন,
তথাপি জলধর তাহার ভারে বিদীর্ণ হয় না।
৯ তিনি নিজ সিংহাসনের মুখ আচ্ছাদন করেন,
আপন মেঘ দ্বারা তাহা আবৃত করেন।
১০ অন্ধকার ও দীপ্তির মধ্যবর্ত্তী সীমা পর্য্যন্ত

Digitized by Google

তিনি জলরাশির উপর চক্ররেখা লিখিয়াছেন।
১১ গগনমণ্ডলের স্তম্ভ সকল কাঁপে,
তাঁহার ভর্ৎসনায় চমকিয়া উঠে।
১২ তিনি আপন পরাক্রমে সমুদ্রের ক্ষোভ জন্মান,
আপন বুদ্ধিতে গর্ব্বীকে আঘাত করেন।
১৩ তাঁহার শ্বাসে আকাশ স্বচ্ছ হয় ;
তাঁহারই হস্ত পলায়মান নাগকে বিদ্ধ করিয়াছে।
১৪ দেখ, এই সকল তাঁহার মার্গের প্রান্ত ;
তাঁহার বিষয়ে কাকলীমাত্র শুনা যায় ;
তবে তাঁহার পরাক্রমের গর্জ্জন কে বুঝিতে পারে ?

২৭ পরে ইয়োব পুনর্ব্বার কথা প্রসঙ্গ করিলেন, বলিলেন,
২ যে ঈশ্বর আমার বিচার অগ্রাহ্য করিয়াছেন,
যে সর্ব্বশক্তিমান আমার প্রাণ তিক্ত করিয়াছেন,
তিনি যদি জীবিত হন,
৩ তবে যাবৎ আমার দেহে নিশ্বাস থাকে,
আমার নাসিকায় ঈশ্বরদত্ত প্রাণবায়ু চলে,
৪ তাবৎ আমার ওষ্ঠ অন্যায় কহিবে না,
আমার জিহ্বা প্রতারণা ব্যক্ত করিবে না।
৫ আমি তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলি, এমন যেন না হয় ;
প্রাণ থাকিতে আমি আপন সিদ্ধতা ত্যাগ করিব না।
৬ মম ধার্ম্মিকতা আমি রক্ষা করিব, ছাড়িব না।
আমি জীবিত থাকিতে আমার মন আমাকে ধিক্কার দিবে না।
৭ আমার শত্রু দুর্জ্জনের তুল্য হউক,
যে আমার বিরুদ্ধে উঠে, সে অন্যায়ীর সমান হউক।
৮ বস্তুতঃ পামর ধন সঞ্চয় করিলেও তাহার প্রত্যাশা কি ?
কেননা ঈশ্বর তাহার প্রাণ হরণ করিবেন।
৯ যখন তাহার সঙ্কট ঘটে,
ঈশ্বর কি তাহার ক্রন্দন শুনিবেন ?
১০ সে কি সর্ব্বশক্তিমানে আনন্দিত হয় ?
নিত্য কি ঈশ্বরকে আহ্বান করে ?
১১ আমি ঈশ্বরের হস্তের বিষয়ে তোমাদিগকে উপদেশ দিব,
সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যাহা আছে, তাহা গোপনে রাখিব না।
১২ তোমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছ,
তবে কেন এমন অলীক কথা কহিতেছ ?
১৩ দুষ্ট লোক ঈশ্বর হইতে এই ভাগ্য পায়,
সর্ব্বশক্তিমান হইতে ভীমবিক্রমীরা এই অধিকার লাভ করে।
১৪ এমন লোকের পুত্রবাহুল্য হইলে খড়্গে নষ্ট হইবে,
তাহার সন্তানসন্ততি ভক্ষ্যে তৃপ্ত হইবে না ;
১৫ তাহার অবশিষ্টেরা মারী দ্বারা কবরস্থ হইবে ;
তাহার বিধবাগণ রোদন করিবে না।
১৬ সে যদি ধূলির ন্যায় রৌপ্য সঞ্চয় করে,
যদি কর্দ্দমের ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে,
১৭ তবু প্রস্তুত করিলেও ধার্ম্মিক সেই বস্ত্র পরিবে,
নির্দ্দোষ সেই রৌপ্য বিভাগ করিয়া লইবে।
১৮ তাহার নির্ম্মিত গৃহ তন্তুকীটের বাসার তুল্য,
তাহা ক্ষেত্ররক্ষকের কৃত কুঁড়িয়ার তুল্য।
১৯ সে ধনী হইয়া শয়ন করে, কিন্তু সংগৃহীত হইবে না,
সে চক্ষু উন্মীলন করে, আর সে নাই।
২০ জলরাশির ন্যায় ভয় তাহাকে আক্রমণ করিবে ;
রাত্রিতে তাহাকে ঝড়ে উড়াইয়া লইবে।
২১ পূর্ব্বীয় বায়ু তাহাকে তুলিয়া লয়, সে চলিয়া যায়,
তাহা স্বস্থান হইতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করে।
২২ [ঈশ্বর] দয়া না করিয়া তাহার উপরে বাণত্যাগ করিবেন ;
সে তাঁহার হস্ত এড়াইবার জন্য পলায়ন করিবে।
২৩ লোকে তাহাকে হাততালি দিবে,
শীশ দিয়া তাহাকে স্বস্থান হইতে দূর করিবে।

২৮ রৌপ্যের আকর আছে,
সুবর্ণ পরিষ্কারের স্থানও আছে :
২ ধূলি হইতে লৌহ উদ্ধৃত হয়,
গলিত প্রস্তর হইতে পিত্তল লব্ধ হয়।
৩ মনুষ্য অন্ধকার নিঃশেষিত করে,
সে প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করে,
অন্ধকারের ও মৃত্যুচ্ছায়ার প্রস্তর সকল।
৪ তাহারা বাসস্থান ছাড়িয়া আকর খনন করে,
চরণের সাহায্য ব্যতিরেকে নীচে নামে,
মনুষ্যদিগকে ত্যাগ করিয়া ঝুলিতে থাকে।
৫ যে মৃত্তিকা হইতে শস্যের উৎপত্তি হয়,
তাহার অধোভাগ যেন অগ্নি দ্বারা লণ্ডভণ্ড হয়।
৬ তাহার প্রস্তর নীলকান্ত মণির জন্মস্থান,
তাহার ধূলি সুবর্ণসম্বলিত।
৭ সেই পথ চিলের অজ্ঞাত,
তাহা শকুনীর চক্ষুর অগোচর ;
৮ দর্পী পশুগণ তথায় যাতায়াত করে নাই,
কেশরী তথায় পদার্পণ করে নাই।
৯ মনুষ্য দৃঢ় শৈলে হস্তার্পণ করে,
পর্ব্বতদিগকে সমূলে উল্টাইয়া ফেলে।
১০ সে শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে খাল কাটে,
তাহার চক্ষু সর্ব্বপ্রকার মণি দর্শন করে।
১১ সে নদীর জলক্ষরণ বদ্ধ করে,

Digitized by Google

সে প্রচ্ছন্ন বস্তু দীপ্তিতে আনে।
১২ কিন্তু প্রজ্ঞা কোথায় পাওয়া যায়?
সুবিবেচনার স্থানই বা কোথায়?
১৩ মনুষ্য তাহার মূল্য জানে না,
জীবিতদের দেশে তাহা পাওয়া যায় না।
১৪ জলধি বলে, তাহা আমাতে নাই;
সমুদ্র বলে, তাহা আমার কাছে নাই।
১৫ তাহা উত্তম সুবর্ণ দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না,
তাহা রৌপ্যেও ক্রয় করা যায় না।
১৬ ওফীরের সুবর্ণ তাহার সমতুল্য নয়,
বহুমূল্য গোমেদক ও নীলকান্তমণিও নয়।
১৭ স্বর্ণ ও কাচ তাহার সমান হইতে পারে না,
তাহার পরিবর্তে কাঞ্চনের পাত্র দত্ত হইবে না।
১৮ তাহার কাছে প্রবাল ও স্ফটিকের নাম করা যায় না,
পদ্মরাগমণির মূল্য অপেক্ষাও প্রজ্ঞার মূল্য অধিক।
১৯ কূশদেশীয় পীতমণিও তাহার সমান নয়,
নির্ম্মল সুবর্ণও তাহার সমতুল্য হয় না।
২০ অতএব প্রজ্ঞা কোথা হইতে আইসে?
সুবিবেচনার স্থানই বা কোথায়?
২১ তাহা সমস্ত সজীব প্রাণীর চক্ষু হইতে গুপ্ত,
তাহা আকাশের পক্ষীর অদৃশ্য।
২২ বিনাশ ও মৃত্যু বলে,
আমরা স্বকর্ণে তাহার কীর্ত্তি শুনিয়াছি।
২৩ ঈশ্বরই তাহার পথ জানেন;
তিনিই তাহার স্থান জ্ঞাত আছেন;
২৪ কেননা তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখেন,
সমস্ত গগনমণ্ডলের অধঃস্থানে তাঁহার দৃষ্টি যায়।
২৫ তিনি যখন বায়ুর গুরুত্ব নিরূপণ করিলেন,
যখন পরিমাণ দ্বারা জল পরিমিত করিলেন,
২৬ যখন তিনি বৃষ্টির নিয়ম নিরূপণ করিলেন,
বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনের পথ স্থির করিলেন,
২৭ তখন প্রজ্ঞাকে দেখিলেন ও প্রচার করিলেন,
তাহা স্থাপন করিলেন, তাহার তদন্তও করিলেন;
২৮ আর তিনি মনুষ্যকে কহিলেন,
দেখ, প্রভুর ভয়ই প্রজ্ঞা,
দুষ্ক্রিয়া হইতে সরিয়া যাওয়াই সুবিবেচনা।

২৯ পরে ইয়োব পুনর্ব্বার কথা প্রসঙ্গ করিলেন, বলিলেন,
২ আহা! যদি আমি সেইরূপ থাকিতাম, যেমন পূর্ব্বকার মাসপর্য্যায়ে ছিলাম!
যেমন পূর্ব্বকার দিনপর্য্যায়ে ছিলাম, যখন ঈশ্বর আমাকে চৌকি দিতেন।
৩ তখন মম শিরোপরি তাঁহার প্রদীপ জ্বলিত,
তাঁহার আলোকে আমি অন্ধকারেও চলিতাম।
৪ আমি উত্তম অবস্থায় ছিলাম,
ঈশ্বরের গূঢ় মন্ত্রণা আমার তাম্বুর উপরে অবস্থিতি করিত;
৫ তখন সর্ব্বশক্তিমান আমার সহায় ছিলেন,
আমার সন্তানগণ আমার চতুর্দ্দিকে ছিল।
৬ আমার পদচিহ্ন ক্ষীরে প্রক্ষালিত হইত,
আমার জন্য শৈল তৈলের নদী বহাইত।
৭ আমি নগরের দিকে গিয়া পুরদ্বারে উঠিতাম,
চকে আপন আসন প্রস্তুত করিতাম,
৮ যুবকগণ আমাকে দেখিয়া লুকাইত,
বৃদ্ধেরা উঠিয়া দাঁড়াইত;
৯ অধ্যক্ষগণ বাক্য কথন হইতে নিবৃত্ত হইতেন,
আপন আপন মুখে হাত দিয়া থাকিতেন;
১০ বড় লোকেরা অবাক হইয়া থাকিতেন,
তাঁহাদের জিহ্বা তালুয়াতে লাগিয়া থাকিত;
১১ আমার কথা শুনিলে কর্ণ সাধুবাদ করিত,
আমাকে দেখিলে চক্ষু মম পক্ষে সাক্ষ্য দিত।
১২ কারণ আমি আর্ত্তনাদকারী দুঃখীকে,
এবং পিতৃহীন ও অসহায়কে উদ্ধার করিতাম।
১৩ নষ্টকল্পের আশীর্ব্বাদ আমাতে বর্ত্তিত;
আমি বিধবার চিত্তকে আনন্দগান করাইতাম।
১৪ আমি ধর্ম্মকে পরিতাম, ধর্ম্ম আমাকে পরিত;
আমার ন্যায়বত্তা প্রাবার ও উষ্ণীষস্বরূপ ছিল।
১৫ আমি অন্ধের চক্ষু ছিলাম,
আমি খঞ্জের চরণ ছিলাম।
১৬ আমি দরিদ্রগণের পিতা ছিলাম;
যাহাকে না জানিতাম, তাহারও বিচারের তদন্ত করিতাম;
১৭ আমি অন্যায়ীর চোয়ালি ভগ্ন করিতাম,
দন্ত হইতেই তাহার শিকার উদ্ধার করিতাম।
১৮ তখন কহিতাম, আমি নিজ বাসার মধ্যে মরিব;
আমার দিন বালুকার ন্যায় বহুসংখ্যক হইবে।
১৯ জলের ধারে আমার মূল বিস্তৃত হয়,
সমস্ত রাত্রি আমার শাখাতে শিশির থাকে।
২০ আমার গৌরব আমাতে সতেজ থাকে,
আমার ধনুক আমার হস্তে নূতনীকৃত হয়।
২১ লোকে আমারই বাক্য শুনিত, প্রতীক্ষা করিত,
আমার পরামর্শের জন্য নীরব হইয়া থাকিত।
২২ আমার কথা শেষ হইলে কিছু উত্তর করিত না;
মম বাক্য তাহাদের উপরে শিশিরবৎ পড়িত।
২৩ তাহারা যেমন বৃষ্টির, তেমনি আমার প্রতীক্ষা করিত;
যেন শেষ বর্ষার জন্য মুখ বিস্তার করিত।
২৪ তাহারা নিরাশ হইলে আমি তাহাদের প্রতি ঈষৎ হাস্য করিতাম,
তাহারা আমার মুখের দীপ্তি নিস্তেজ করিত না।
২৫ আমি তাহাদের পথ মনোনীত করিয়া প্রধানের ন্যায় বসিতাম;

Digitized by Google

সৈন্যদল মধ্যে যেমন রাজা, তেমনি থাকিতাম,
শোকার্ত্তদের সান্ত্বনাকারীর ন্যায় থাকিতাম।

৩০ সম্প্রতি, যাহারা আমা হইতে অল্পবয়স্ক,
তাহারা আমাকে পরিহাস করে ;
আমি তাহাদের পিতাদিগকে পালরক্ষক কুকুর-
দের সহিত রাখিতেও অবজ্ঞা করিতাম।
২ তাহাদের ভুজবলে আমার কি ফল হইতে পারে?
তাহাদের তেজ ত নষ্ট হইয়াছে।
৩ তাহারা দীনতায় ও অন্নাভাবে অসাড় হইয়া
পড়ে,
উৎসন্নতা ও শূন্যতার ঘোরে শুষ্কভূমি চর্ব্বণ
করে ;
৪ তাহারা ঝোড়ের নিকটে বিস্বাদু শাক কাটে,
রেতম বৃক্ষের শিকড় তাহাদের ভক্ষ্য দ্রব্য।
৫ তাহারা মানব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হয়,
যেমন চোরের, তেমনি লোকে তাহাদের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চীৎকার করে।
৬ তাহারা উপত্যকার ভয়ানক স্থানে থাকে,
ধূলিময় ও পাষাণময় গর্ত্তে বাস করে।
৭ তাহারা ঝোড়ের মধ্যে থাকিয়া হ্রেষারব করে,
গোক্ষুরবনে একত্রীভূত হয়।
৮ তাহারা মূর্খদের সন্তান, অপদার্থদের সন্তান,
তাহারা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।
৯ সম্প্রতি আমি তাহাদেরই গানের বিষয়,
তাহাদেরই গল্পের বিষয় হইয়াছি।
১০ তাহারা আমাকে ঘৃণা করে, আমা হইতে
দূরে থাকে,
আমার সাক্ষাতে থুথু ফেলিতে ভয় করে না।
১১ কেননা তিনি আপন রজ্জু খুলিয়া আমাকে
নত করিয়াছেন,
তাহারা আমার সাক্ষাতে বল্‌গা ফেলিয়া দেয়।
১২ বেটারা আমার দক্ষিণে উঠে,
আমার চরণ ঠেলিয়া দেয়,
আমার বিরুদ্ধে আপনাদের উৎপাতরূপ পথ
প্রস্তুত করে।
১৩ তাহারা আমার মার্গ রোধ করে,
আমার সর্ব্বনাশার্থে সাহায্য করে ;
নিঃসহায় লোকেও এইরূপ করে।
১৪ যেমন প্রশস্ত ছিদ্র দিয়া, তেমনি তাহারা আইসে,
ভঙ্গের মধ্যে উপস্থিত হয়।
১৫ নানা প্রকার ত্রাস আমার সম্মুখে উপস্থিত,
সে সকল বায়ুর ন্যায় আমার সম্ভ্রম দূর
করিতেছে,
মেঘের ন্যায় আমার মঙ্গল অতীত হইতেছে।
১৬ সম্প্রতি মম প্রাণ অন্তরমধ্যে দ্রব হইতেছে,
দুঃখের দিনসমূহ আমাকে গ্রাস করিতেছে।
১৭ রাত্রিতে আমার অস্থি সকল খসিয়া যায়,
আমার দংশক সকল কখন নিদ্রা যায় না।
১৮ [রোগের] প্রবল শক্তিতে আমার পরিচ্ছদ
বিকৃত হয়,
জামার গলার ন্যায় আমাতে আঁটিয়া থাকে।
১৯ [ঈশ্বর] আমাকে পঙ্কে মগ্ন করিয়াছেন,
আমি ধূলা ও ভস্মের ন্যায় হইতেছি।
২০ আমি তোমার কাছে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি
উত্তর দেও না ;
আমি দাঁড়াইয়া থাকিলে তুমি আমার প্রতি
দৃষ্টিমাত্র করিতেছ।
২১ তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া উঠিতেছ,
আপন ভুজবলে আমাকে তাড়না করিতেছ।
২২ তুমি আমাকে তুলিয়া বায়ুতে চড়াইতেছ,
ঝটিকায় বিলীন করিতেছ।
২৩ বস্তুতঃ আমি জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর
নিকটে লইয়া যাইতেছ ;
যাবতীয় জীবিতের সভাগৃহে লইয়া যাইতেছ।
২৪ ঘর ভাঙ্গিলে কে না হস্ত বিস্তার করে?
আপনার আপদে কে না আর্ত্তনাদ করে?
২৫ আমি বিপদ্‌গ্রস্তের নিমিত্তে কি কাঁদিতাম না?
দীনের জন্য কি শোকাকুলচিত্ত হইতাম না?
২৬ আমি মঙ্গলের অপেক্ষা করিলে অমঙ্গল ঘটিল,
দীপ্তির প্রতীক্ষা করিলে অন্ধকার আসিল।
২৭ আমার অন্ত্র জ্বলিতে থাকে, শান্তি পায় না,
দুঃখের দিনসমূহ আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে।
২৮ বিনা রৌদ্রে আমি ম্লান হইয়া বেড়াইতেছি,
আমি উঠিয়া সমাজে আর্ত্তনাদ করি।
২৯ আমি শৃগালগণের ভ্রাতা হইয়াছি,
উষ্ট্রপক্ষীদের বন্ধু হইয়াছি।
৩০ আমার গাত্রচর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, খসিয়া
পড়িতেছে,
আমার অস্থি তাপে দগ্ধ হইয়াছে।
৩১ আমার বীণার রব হাহাকারে পরিণত,
আমার বংশী বিলাপকারীদের রবে পরিণত।

৩১ আমি নিজ চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি;
অতএব যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত কেন করিব?
২ ঊর্দ্ধবাসী ঈশ্বর হইতে কি প্রকার ভাগ্যপ্রাপ্তি হয়?
উপরিস্থ সর্ব্বশক্তিমান হইতে কি অধিকার-
প্রাপ্তি হয়?
৩ তাহা কি অন্যায়কারীর জন্য বিপদ নয়?
তাহা কি অধর্ম্মাচারীদের জন্য দুর্গতি নয়?
৪ তিনি কি আমার পথ সকল দেখেন না?
আমার সকল পাদবিক্ষেপ গণনা করেন না?
৫ আমি যদি অলীকতার সহচর হইয়া থাকি,
আমার চরণ যদি ছলের পথে দৌড়িয়া থাকে,
৬ (তিনি ধর্ম্মনিক্তিতে আমাকে তৌল করুন,
ঈশ্বর আমার সিদ্ধতা জ্ঞাত হউন ;)

Digitized by Google

৭ আমি যদি বিপথে পাদসঞ্চার করিয়া থাকি,
আমার হৃদয় যদি চক্ষুর অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে,
আমার হস্তে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে,
৮ তবে আমি বুনিলে অন্যে ফল ভোগ করুক,
ও আমার চারা সকল উন্মূলিত হউক।
৯ আমার হৃদয় যদি রমণীতে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
প্রতিবাসীর দ্বারের নিকটে যদি আমি লুকাইয়া থাকি,
১০ তবে আমার স্ত্রী পরের জন্য যাঁতা পেষণ করুক,
অন্য লোকে তাহাকে ভোগ করুক।
১১ কেননা তাহা জঘন্য কার্য্য,
তাহা বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ;
১২ তাহা সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত গ্রাসকারী অগ্নি,
তাহা আমার সর্ব্বস্ব উন্মূলন করিত।
১৩ আমার দাস কি দাসী আমার কাছে অভিযোগ করিলে,
যদি তাহাদের বিচারে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি,
১৪ তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব?
তিনি তত্ত্ব করিলে তাঁহাকে কি উত্তর দিব?
১৫ যিনি জরায়ু মধ্যে আমাকে রচনা করিয়াছেন,
তিনিই কি উহাকেও রচনা করেন নাই?
একই জন কি আমাদিগকে গর্ভে গঠন করেন নাই?
১৬ আমি যদি দরিদ্রদের অভীষ্টপূরণের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকি,
যদি বিধবার দৃষ্টি বিষণ্ন করিয়া থাকি,
১৭ যদি আমার খাদ্য একা খাইয়া থাকি,
পিতৃহীন তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে,
১৮ (বস্তুতঃ বাল্যাবধি সে যেমন পিতার কাছে,
তেমনি আমার কাছে মানুষ হইত,
আজন্মকাল আমি বিধবার উপকার করিয়াছি;)
১৯ আমি কাহাকেও বস্ত্রাভাবে মৃতকল্প দেখিলে,
দীনহীনকে উলঙ্গ দেখিলে,
২০ যদি তাহার কটিদেশ আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকে,
আমার মেষের লোমে তাহার গাত্র উষ্ণ না হইয়া থাকে;
২১ নগরদ্বারে নিজ সহায়কে দেখিতে পাওয়াতে,
যদি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলিয়া থাকি;
২২ তবে আমার স্কন্ধের অস্থি খসিয়া পড়ুক,
আমার বাহু সন্ধি হইতে পড়িয়া যাউক।
২৩ কারণ ঈশ্বরকৃত বিপদ আমার প্রতি ভয়ানক হইত,
তাঁহার মহত্ত্বহেতু সেরূপ কর্ম্ম করিতে পারিতাম না।
২৪ আমি যদি স্বর্ণকে বিশ্বাসভূমি করিয়া থাকি,
সুবর্ণকে বলিয়া থাকি, তুমি মম আশ্রয়,
২৫ যদি সম্পদ বাড়িয়াছে বলিয়া,
হস্তে সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছে বলিয়া, আনন্দ করিয়া থাকি;
২৬ তেজোময় প্রভাকরকে দেখিলে,
সজ্যোৎস্না-বিহারী চন্দ্রকে দেখিলে,
২৭ যদি আমার মন গোপনে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
আমার মুখ যদি হস্তকে চুম্বন করিয়া থাকে,
২৮ তবে তাহাও বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ হইত,
কেননা তাহা হইলে ঊর্দ্ধবাসী ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতাম।
২৯ আমার বিদ্বেষীর বিপদে কি আনন্দ করিয়াছি?
তাহার অমঙ্গলে কি উল্লাসিত হইয়াছি?
৩০ বরং আমার মুখকে পাপ করিতে দিই নাই;
অভিশাপসহ উহার প্রাণ যাচ্ঞা করি নাই।
৩১ আমার তাম্বুর লোকে কি কহিত না,
কোন্ ব্যক্তি উহার দত্ত মাংসে তৃপ্ত হয় নাই?
৩২ বিদেশী পথে রাত্রি যাপন করিত না,
পথিকদের জন্য আমি দ্বার খুলিয়া রাখিতাম।
৩৩ আমি কি আদমের ন্যায় আপন অধর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়াছি?
আমার অপরাধ কি বক্ষঃস্থলে লুকাইয়াছি?
৩৪ আমি কি মহৎ জনসমাজকে ভয় করিতাম?
গোষ্ঠীদিগের তুচ্ছতায় কি উদ্বিগ্ন হইতাম?
তাই কি চুপ করিতাম, দ্বারের বাহিরে গমন করিতাম না?
৩৫ হায় হায়! কেহ কি আমার কথা শুনে না?
এই দেখ, আমার স্বাক্ষর; সর্ব্বশক্তিমান আমাকে উত্তর দিউন,
আমার প্রতিবাদী আমার দোষপত্র লিখুন।
৩৬ অবশ্য আমি তাহা স্কন্ধে বহন করিব,
আমার উষ্ণীষ বলিয়া তাহা বাঁধিব।
৩৭ আমি আপন পাদবিক্ষেপের সংখ্যা তাঁহাকে জ্ঞাত করিব,
রাজপুরুষের ন্যায় তাঁহার নিকটে যাইব।
৩৮ মম ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে ক্রন্দন করে,
তাহার সীতা সকল যদি রোদন করে,
৩৯ আমি যদি বিনা অর্থব্যয়ে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকি,
তদধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হইয়া থাকি,
৪০ তবে গোমের স্থানে কণ্টক উৎপন্ন হউক,
যবের স্থানে বিষবৃক্ষ হউক।

ইয়োবের বাক্য সমাপ্ত।

ইলীহূর বক্তৃতা।

৩২ অনন্তর ঐ তিন জন ইয়োবকে উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলেন, কারণ তিনি নিজের দৃষ্টিতে আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়াছিলেন।

Digitized by Google

২ তখন রাম গোষ্ঠীজাত বূষীয় বারখেলের পুত্র
ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল ; ইয়োবের প্রতি
তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তিনি
ঈশ্বর অপেক্ষা আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া-
৩ ছিলেন। আবার তাঁহার তিন জন বন্ধুর প্রতি
তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তাঁহারা
উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়াও ইয়োবকে দোষী
৪ করিয়াছিলেন। ইলীহূর বয়ঃক্রম অপেক্ষা
তাঁহাদের সকলের বয়ঃক্রম অধিক ছিল, তাই
তিনি কথা কহিবার জন্য ইয়োবের অপেক্ষা
৫ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন ব্যক্তির মুখে
আর উত্তর নাই, দেখিয়া ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হইল।

৬ আর বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ এইরূপ
বলিতে লাগিলেন ;
আমি যুবক, তোমরা প্রাচীন,
তাই সঙ্কুচিত ছিলাম, তোমাদের কাছে আপন
মত প্রকাশ করিতে ভয় করিলাম।
৭ আমি কহিলাম, দিনসমূহই কথা বলুক,
বৎসরের বাহুল্যই প্রজ্ঞা শিক্ষা দিউক।
৮ কিন্তু মানুষের মধ্যে আত্মা আছে,
সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস তাহাদিগকে বিবেচক
করে।
৯ মহত্তেরাই যে জ্ঞানবান, তাহা নয়,
প্রাচীনেরাই যে বিচার বুঝে, তাহাও নয়।
১০ অতএব আমি বলি, আমার কথা শুন,
আমিও আপন মত প্রকাশ করি।
১১ দেখ, আমি তোমাদের কথার অপেক্ষা করিয়াছি ;
তোমাদের হেতুবাদে কাণ দিয়াছি,
যাবৎ তোমরা কি বলিবে, খুঁজিতেছিলে।
১২ আমি তোমাদের কথায় নিবিষ্টমনা ছিলাম,
কিন্তু দেখ, তোমাদের কেহই ইয়োবের দোষ
ব্যক্ত করে নাই,
তাহার কথার উত্তর দেয় নাই।
১৩ তবে বলিও না, আমরা জ্ঞান পাইয়াছি ;
উহাকে পরাস্ত করা ঈশ্বরেরই সাধ্য, মনুষ্যের
অসাধ্য।
১৪ ফলে, সে আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই,
আমিও তোমাদের বক্তৃতায় তাহাকে উত্তর
দিব না।
১৫ উহারা ক্ষুব্ধ হইল, আর উত্তর করে না,
উহাদের বলিবার আর কথা নাই।
১৬ আর কেন অপেক্ষা করিব ? উহারা ত কিছুই
বলে না,
উহারা স্থগিত হইল, কিছু উত্তর করে না।
১৭ আমিও যথাসাধ্য উত্তর করিব,
আমিও আপন মত প্রকাশ করিব।
১৮ কেননা আমি কথায় পরিপূর্ণ,
আমার অন্তরস্থ আত্মা আমাকে প্রবর্ত্তনা করি-
তেছে।
১৯ দেখ, আমার উদর বদ্ধ দ্রাক্ষারসের মত,
তাহা নূতন কুপার ন্যায় ফাটিয়া যায় যায়
হইয়াছে।
২০ আমি কথা কহিব, কহিলে উপশম পাইব,
আমি ওষ্ঠাধর খুলিয়া উত্তর করিব।
২১ আমি কোন লোকের মুখাপেক্ষাও করিব না,
কোন মনুষ্যের চাটুবাদ করিব না।
২২ কেননা আমি চাটুবাদ করিতে জানি না,
করিলে আমার নির্ম্মাতা শীঘ্রই আমাকে সংহার
করিবেন।

৩৩ যাহা হউক, ইয়োব, বিনয় করি, আমার
কথা শুন,
আমার সকল বাক্যে কর্ণপাত কর।
২ দেখ, আমি এখন মুখ ব্যাদান করিয়াছি,
আমার তালুস্থিত জিহ্বা কথা কহিতেছে।
৩ আমার বাক্য মনের সরলতা দেখাইবে,
আমার ওষ্ঠ যাহা জানে, সরল ভাবে কহিবে।
৪ ঈশ্বরের আত্মা আমাকে রচনা করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস আমাকে জীবন
দিয়াছেন।
৫ তুমি যদি পার, আমাকে উত্তর দেও,
আমার সম্মুখে বাক্য বিন্যাস কর, উঠিয়া
দাঁড়াও।
৬ দেখ, ঈশ্বরের কাছে আমিও তোমার মত ;
আমিও মৃত্তিকা হইতে গঠিত হইয়াছি।
৭ দেখ, আমার ভয়ানকতা তোমাকে ত্রাসযুক্ত
করিবে না,
আমার ভার তোমার দুর্ব্বহ হইবে না।
৮ তুমি আমার কর্ণগোচরেই কথা কহিয়াছ,
আমি বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি,
৯ "আমি শুচি, আমার অধর্ম্ম নাই ;
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমাতে অপরাধ নাই ;
১০ দেখ, তিনি আমার বিরুদ্ধে ছিদ্র অন্বেষণ
করেন,
আমাকে আপনার শত্রু গণ্য করেন ;
১১ তিনি আমার চরণ নিগড়ে নিবদ্ধ করেন,
আমার সমস্ত পথ নিরীক্ষণ করেন।"
১২ দেখ, আমি তোমাকে উত্তর দিই, এ বিষয়ে
তুমি যথার্থবাদী নও,
কেননা মর্ত্ত্য অপেক্ষা ঈশ্বর মহান।
১৩ তুমি কেন তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিতেছ ?
তিনি ত আপন সমস্ত কথার হেতু বলেন না।
১৪ ঈশ্বর এক বার বলেন,
দ্বিতীয় বার বলিলেও লোকে মন দেয় না !
১৫ স্বপ্নে, রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মনুষ্যেরা অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হয়,

Digitized by Google

শয্যাতে সুষুপ্ত হয়,
১৬ তখন তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদের শিক্ষা মুদ্রাঙ্কিত করেন,
১৭ যেন তিনি মনুষ্যকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন,
যেন মনুষ্য হইতে অহঙ্কার গুপ্ত রাখেন।
১৮ তিনি কূপ হইতে তাহার প্রাণ,
অস্ত্রাঘাত হইতে তাহার জীবাত্মা রক্ষা করেন।
১৯ সে আপন শয্যায় ব্যথিত হইয়া শাস্তি পায়,
তাহার অস্থিতে নিরন্তর সংগ্রাম হয়,
২০ আহারেও তাহার জীবাত্মার রুচি হয় না,
সুস্বাদু খাদ্যও তাহার প্রাণে ভাল লাগে না,
২১ তাহার মাংস ক্ষয় পাইয়া অদৃশ্য হয়,
তাহার অদৃশ্য অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়ে।
২২ তাহার প্রাণ কূপের নিকটস্থ হয়,
তাহার জীবাত্মা বিনাশকদের নিকটবর্ত্তী হয়।
২৩ যদি তাহার সহিত এক দূত থাকেন,
এক অর্থকারক, সহস্রের মধ্যে এক জন,
যিনি মনুষ্যকে তাহার পক্ষে যাহা ন্যায্য, তাহা
দেখান,
২৪ তবে উনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া কহিবেন,
"কূপে অবরোহণ হইতে ইহাকে মুক্ত কর,
আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম।"
২৫ তাহার মাংস বালকের অপেক্ষাও সতেজ হইবে,
সে যৌবনকাল ফিরিয়া পাইবে।
২৬ সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার
প্রতি প্রসন্ন হন,
তাই সে হর্ষধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহার মুখাবলোকন
করে,
আর তিনিও মর্ত্ত্যকে তাহার ধার্ম্মিকতা ফিরা-
ইয়া দেন।
২৭ সে মনুষ্যদের কাছে গীত গাইয়া বলে,
"আমি পাপ করিয়াছিলাম, প্রকৃতের বিপরীত
করিয়াছিলাম,
তথাপি তাহার তুল্য প্রতিফল পাই নাই;
২৮ তিনি কূপে প্রবেশ হইতে আমার প্রাণকে মুক্ত
করিয়াছেন,
আমার জীবাত্মা আলোক দর্শন করিবে।"
২৯ দেখ, ঈশ্বর এইরূপ ব্যবহার করেন,
নরের সহিত দুই বার, তিন বার করেন,
৩০ যেন কূপ হইতে তাহার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন,
যেন সে জীবিতদের দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়।
৩১ ইয়োব, অবধান কর, আমার কথা শুন;
তুমি নীরব থাক, আমি বলি;
৩২ যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, উত্তর কর,
তুমি বল, কেননা আমি তোমাকে নির্দ্দোষ
করিতে চাই।
৩৩ যদি না থাকে, তবে আমার কথা শুন,
নীরব হও, আমি তোমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিই।

৩৪ ইলীহূ আরও বলিতে লাগিলেন,
হে বিজ্ঞেরা, আমার কথা শুন;
হে জ্ঞানবানেরা, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর।
৩ কেননা তালু যেমন ভক্ষ্যের স্বাদ লয়,
তদ্রূপ কর্ণ কথার পরীক্ষা করে।
৪ আইস, যাহা ন্যায্য তাহাই মনোনীত করি,
ভাল কি, আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় করি।
৫ দেখ, ইয়োব বলিল, আমি ধার্ম্মিক,
কিন্তু আমার যাহা ন্যায্য, ঈশ্বর তাহা হরণ
করিয়াছেন;
৬ আমি ন্যায়বান হইলেও মিথ্যাবাদী গণিত,
বিনা দোষে আমি দারুণ আহত হইয়াছি।
৭ ইয়োবের সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আছে?
সে জলের ন্যায় উপহাস পান করে,
৮ অধর্ম্মাচারীদের সঙ্গে চলে,
দুষ্ট লোকদের পথে গমন করে।
৯ কেননা সে বলিয়াছে, ঈশ্বরের সহিত প্রণয়
রাখিলে
মনুষ্যের কিছুই লাভ হয় না।
১০ অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা, আমার কথা শুন,
ইহা দূরে থাকুক যে, ঈশ্বর দুষ্কার্য্য করিবেন,
সর্ব্বশক্তিমান অন্যায় করিবেন।
১১ কারণ তিনি মনুষ্যের কর্ম্মের ফল তাহাকে দেন,
মনুষ্যের গতি অনুসারে তাহার দশা ঘটান।
১২ ঈশ্বর ত কখন দুষ্টতাচরণ করেন না,
সর্ব্বশক্তিমান কভু বিচার বিপরীত করেন না।
১৩ পৃথিবীর কর্ত্তৃত্বভার তাঁহাকে কে দিল?
সমস্ত জগৎ তাঁহাকে কে সমর্পণ করিল?
১৪ যদি তিনি আপনাতেই নিবিষ্টমনা থাকেন,
যদি আপনার আত্মা ও নিশ্বাস আপনার কাছে
সংগ্রহ করেন,
১৫ তবে মর্ত্ত্যমাত্র একেবারে মরিয়া যাইবে,
মনুষ্য পুনর্ব্বার ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।
১৬ যদি তোমার বিবেচনা থাকে, তবে ইহা শুন,
আমার বাক্যের রবে কর্ণপাত কর।
১৭ যে ন্যায়বিদ্বেষী, সে কি শাসন করিবে?
তুমি কি ধর্ম্মময় পরাক্রমীকে দোষী করিবে?
১৮ রাজাকে কি বলা যায়, তুমি পাপাধম?
রাজন্যবর্গকে কি বলা যায়, তোমরা দুষ্ট?
১৯ কিন্তু তিনি অধ্যক্ষদেরও মুখাপেক্ষা করেন না,
দরিদ্রের কাছে ধনবানকেও বিশিষ্ট জ্ঞান
করেন না,
কেননা তাহারা সকলেই তাঁহার হস্তকৃত বস্তু।
২০ তাহারা হঠাৎ মরে, মধ্যরাত্রে মরে,
প্রজাসমূহ বিচলিত হইয়া চলিয়া যায়,
পরাক্রমী বিনা হস্তক্ষেপে অপসারিত হয়।
২১ কেননা মানুষের পথে তাঁহার দৃষ্টি আছে;
তিনি তাহার সমস্ত পাদসঞ্চার দেখেন;

Digitized by Google

২২ এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নাই,
যেখানে অধর্ম্মাচারিগণ লুকাইতে পারে।
২৩ তিনি মনুষ্যের বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করেন না,
যখন সে ঈশ্বরের সম্মুখে বিচারস্থানে আইসে।
২৪ তিনি অনুসন্ধান না করিয়া পরাক্রান্তদিগকে খণ্ড খণ্ড করেন,
তাহাদের স্থানে অন্যদিগকে স্থাপন করেন।
২৫ তজ্জন্য তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকল দেখেন,
রাত্রিতে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন, তাহাতে তাহারা চূর্ণ হয়।
২৬ তিনি তাহাদিগকে দুর্জ্জন বলিয়া প্রহার করেন,
সকলের দৃষ্টিগোচরেই করেন;
২৭ কারণ তাহারা তাঁহার অনুগমন হইতে ফিরিল,
তাঁহার সমস্ত পথ অবহেলা করিল;
২৮ এইরূপে দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত করিল;
আর তিনি দুঃখীদের ক্রন্দন শ্রবণ করিলেন।
২৯ তিনি শান্তি দিলে কে দোষ দিতে পারে?
তিনি মুখ আচ্ছাদন করিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে?
জাতির বা ব্যক্তির কথা হউক, একই;
৩০ পামর যেন রাজত্ব না করে,
প্রজাগণকে ফাঁদে ফেলিতে যেন কেহ না থাকে।
৩১ কেহ কি ঈশ্বরকে বলিয়াছে,
আমি [শাস্তি] পাইয়াছি, আর পাপ করিব না,
৩২ যাহা না জানি, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও;
যদি অন্যায় করিয়া থাকি, আর করিব না?
৩৩ তাঁহার প্রতিফল দান কি তোমার ইচ্ছামতে হইবে যে, তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিলে?
মনোনীত করা তোমার কর্ম্ম, আমার নয়;
অতএব তুমি যাহা জান, বল।
৩৪ বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে বলিবে,
জ্ঞানবানেরা আমার কথা শুনিয়া বলিবে,
৩৫ ইয়োব জ্ঞানশূন্য হইয়া কথা কহিয়াছে,
তাহার কথা বুদ্ধিবিবর্জ্জিত।
৩৬ ইয়োবের পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হইলেই ভাল,
কেননা সে অধর্ম্মীদের ন্যায় উত্তর করিয়াছে।
৩৭ বস্তুতঃ সে পাপে অধর্ম্ম যোগ করে,
সে আমাদের মধ্যে হাততালি দেয়,
সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে।

৩৫ ইলীহূ আরও কহিতে লাগিলেন,
তুমি কি ইহা ন্যায্য জ্ঞান করিতেছ?
তুমি কি বলিতেছ, ঈশ্বরের ধর্ম্ম হইতে আমার ধর্ম্ম অধিক?
৩ কারণ তুমি বলিতেছ, আমার কি উপকার?
পাপ করিলে যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা কি লাভ হইবে?
৪ আমি তোমাকে উত্তর দিব,
তোমার বন্ধুগণকেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব।
৫ গগনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ,
মেঘমালা নিরীক্ষণ কর, তাহা তোমা হইতে উচ্চ।
৬ তুমি যদি পাপ করিয়া থাক, তাঁহার বিরুদ্ধে কি করিবে?
অধর্ম্মের বাহুল্যে তুমি তাঁহার কি করিবে?
৭ যদি ধার্ম্মিক হও, তাঁহাকে কি দিতে পার?
তব হস্ত হইতেই বা তিনি কি গ্রহণ করিবেন?
৮ তব দুষ্টতার ফল তব তুল্য নরে,
তব ধার্ম্মিকতার ফল মনুষ্য-সন্তানে বর্ত্তে।
৯ উপদ্রবের বাহুল্যে লোকে ক্রন্দন করে,
বলবানদের বাহু প্রযুক্ত ত্রাহি ত্রাহি করে।
১০ কিন্তু কেহ বলে না, আমার নির্ম্মাতা ঈশ্বর কোথায়?
তিনি ত রাত্রিকালে গান প্রদান করেন।
১১ তিনি ভূচর পশু হইতে আমাদিগকে অধিক শিক্ষা দেন,
খেচর পক্ষী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান করেন।
১২ তথায় দুরাত্মাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত
লোকে ক্রন্দন করে, কিন্তু তিনি উত্তর করেন না।
১৩ বাস্তবিক ঈশ্বর অলীক কথা শুনেন না,
সর্ব্বশক্তিমান তাহা নিরীক্ষণ করেন না।
১৪ আর তুমি বলিতেছ, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না;
বিচার তাঁহার সম্মুখে, তাঁহার অপেক্ষা কর।
১৫ কিন্তু এখন তিনি নিজ কোপে শাসন করেন নাই,
দর্পের প্রতি বিশেষ অবধান করেন নাই,
১৬ তাই ইয়োব অসার কথায় মুখ খুলিয়াছে,
সে না জানিয়াও অনেক কথা বলে।

৩৬ ইলীহূ আরও কহিলেন,
তুমি আমার প্রতি একটু ধৈর্য্য কর, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব,
কারণ ঈশ্বরের পক্ষে আমার আরও কথা আছে।
৩ আমি দূর হইতে আপন জ্ঞান উপস্থিত করিব,
আমার নির্ম্মাতার উপর ধর্ম্মগুণ অর্পাইব।
৪ সত্যই আমার কথা মিথ্যা নয়,
জ্ঞানে সিদ্ধ এক ব্যক্তি তোমার সহবর্ত্তী।
৫ দেখ, ঈশ্বর পরাক্রমী, তবু কাহাকেও তুচ্ছ করেন না;
তিনি চিত্তবলে পরাক্রমী।
৬ তিনি দুষ্টদের প্রাণ রক্ষা করেন না,
কিন্তু দুঃখীদের পক্ষে ন্যায় বিচার করেন।
৭ তিনি ধার্ম্মিকদের হইতে চক্ষু ফিরান না;
কিন্তু সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণের সঙ্গে
তাহাদিগকে চিরকালতরে উপবেশন করান,
তাহারা উন্নত হয়।

Digitized by Google

৮ তাহারা যদি শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়,
যদি দুঃখ-রজ্জুতে আবদ্ধ হয় ;
৯ তবে তিনি তাহাদের ক্রিয়া দেখান,
অহঙ্কারজাত অধর্ম্ম তাহাদিগকে দেখান ;
১০ উপদেশের প্রতি তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে ফিরিতে আজ্ঞা দেন।
১১ তাহারা যদি কথা শুনে, ও তাঁহার সেবা করে,
তবে সুসম্পদে স্ব স্ব আয়ু কাটাইবে,
সুখে স্ব স্ব বৎসরনিচয় যাপন করিবে।
১২ কিন্তু যদি না শুনে, তবে অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইবে;
জ্ঞানের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে।
১৩ পামরচিত্তেরা ক্রোধ সঞ্চয় করে,
তিনি তাহাদিগকে বাঁধিলে ত্রাহি ত্রাহি করে না।
১৪ তাহারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে,
পুংগামীদের মধ্যে তাহাদেরও প্রাণ যায়।
১৫ তিনি দুঃখীকে দুঃখ দ্বারা উদ্ধার করেন,
তিনি উপদ্রবে তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন।
১৬ তিনি তোমাকেও সঙ্কটের মুখ হইতে বাহির করিয়া চালাইতেছেন ;
অসঙ্কীর্ণ প্রশস্ত স্থানে লইয়া যাইতেছেন,
তোমার মেজ পুষ্টিকর দ্রব্যে সাজান হইবে।
১৭ কিন্তু তুমি দুর্জ্জনের বিচারে পূর্ণ হইয়াছ ;
বিচার ও শাসন তোমাকে ধরিয়াছে।
১৮ যখন ক্রোধ আছে, সাবধান যেন আত্মপ্রাচুর্য্য দ্বারা ভ্রান্ত না হও,
প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব তোমাকে না ভুলাউক।
১৯ তোমার ঐশ্বর্য্য কি তোমাকে নিঃসঙ্কটে রাখিবে ?
তোমার বলের বাহুল্যে কি কুলাইবে ?
২০ সেই রাত্রির আকাঙ্ক্ষা করিও না,
যখন জাতিরা স্বস্থান হইতে প্রয়াণ করে।
২১ সাবধান, অধর্ম্মের প্রতি ফিরিও না,
তুমি ত দুঃখভোগ অপেক্ষা তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছ।
২২ দেখ, ঈশ্বর আপন পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে ?
২৩ কে তাঁহার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিয়াছে ?
কে বলিতে পারে, তুমি অন্যায় করিয়াছ ?
২৪ মনে রাখিও, তাঁহার কার্য্যের মহিমা স্বীকার করা চাই,
মনুষ্যগণ গান দ্বারা তৎকীর্ত্তন করিয়াছে।
২৫ সকল মনুষ্য তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছে,
মর্ত্ত্যগণ দূর হইতে তাহা সন্দর্শন করে।
২৬ দেখ, ঈশ্বর মহান, আমরা তাঁহাকে জানি না ;
তাঁহার বর্ষ-সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না।
২৭ তিনি জলের পরমাণু সকল আকর্ষণ করেন,
সেগুলি তাঁহার বাষ্প হইতে বৃষ্টিরূপে পড়ে;
২৮ তাহাতে তাহা জলদপটল হইতে ক্ষরে,
মনুষ্যদের উপরে প্রচুররূপে পতিত হয়।
২৯ ঘনমালার বিস্তারণ কেহ কি বুঝিতে পারে ?
তাঁহার চন্দ্রাতপের গর্জ্জন কে বুঝে ?
৩০ দেখ, তিনি আপনার উপরে স্বীয় দীপ্তি বিস্তার করেন,
তিনি সমুদ্রগর্ভ সমাবৃত করেন।
৩১ কারণ তিনি এই সকল দ্বারা জাতিগণকে শাসন করেন,
তিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করেন।
৩২ তিনি আপন অঞ্জলি বিদ্যুতে পূর্ণ করেন,
তাহাকে লক্ষ্য বিঁধিবার আজ্ঞা দেন।
৩৩ তাহার নিনাদ তাঁহার পরিচয় দেয়,
পশুপাল সকলও তাঁহার আগমন জানায়।

৩৭ ইহাতে আমার হৃদয় কম্পমান হইতেছে,
স্বস্থানে থাকিয়া দুপ্ দুপ্ করিতেছে।
২ শুন শুন, ঐ তাঁহার রবের নির্ঘোষ,
ঐ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত স্বর।
৩ তিনি সমস্ত গগনের অধঃস্থানে তাহা পাঠান,
পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন বিদ্যুৎ চালান।
৪ তৎপশ্চাৎ এক রব নাদ করে,
তিনি আপন মহত্ত্বের রবে বজ্রনাদ করেন ;
তাঁহার শব্দ শুনা যায়, তিনি [শরব্যয়ে] কৃপণ নহেন।
৫ ঈশ্বর স্বীয় রবে আশ্চর্য্যরূপ গর্জ্জন করেন,
আমাদের বোধের অগম্য মহৎ কার্য্য করেন।
৬ তিনি হিমানীকে বলেন, পৃথিবীতে পড়,
সামান্য বৃষ্টিকেও তাহা বলেন,
তাঁহার পরাক্রমের বৃষ্টিকেও বলেন।
৭ তিনি মনুষ্যমাত্রের হস্ত মুদ্রাঙ্কনে বদ্ধ করেন,
যেন তাঁহার নির্ম্মিত মনুষ্যমাত্র জ্ঞান পায়।
৮ তখন পশুগণ আশ্রয়স্থানে প্রবেশ করে,
ও আপন আপন গহ্বরে থাকে।
৯ [দক্ষিণস্থ] কক্ষ হইতে ঝটিকা আইসে,
উত্তর হইতে শীত আইসে।
১০ ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে নীহার জন্মে,
ও বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।
১১ আরও ঈশ্বর ঘন মেঘে জল ভরেন,
আপন বিজলির মেঘ বিস্তার করেন।
১২ তাঁহার পরিচালনে তাহা ঘূরে,
যেন তাহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে,
সমস্ত ভূমণ্ডলেই যেন করে।
১৩ তিনি কখন দণ্ডের, কখন নিজ দেশের নিমিত্তে,
কখন বা দয়ার নিমিত্তে এই সকল ঘটান।
১৪ হে ইয়োব, তুমি ইহাতে কর্ণপাত কর,
স্থির থাক, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল বিবেচনা কর।
১৫ তুমি কি জান, ঈশ্বর কিরূপে এই সকলের উপরে ভার রাখেন,
আর আপন মেঘের দীপ্তি বিরাজমান করেন ?

Digitized by Google

১৬ তুমি কি মেঘমালার দোলন জান?
পরম জ্ঞানীর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল জান?
১৭ যখন দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবী স্তব্ধ হয়,
তখন তোমার বস্ত্র কেমন উষ্ণ হয়?
১৮ ছাঁচে ঢালা দর্পণের ন্যায় দৃঢ় যে গগনমণ্ডল,
তুমি কি তাঁহার সঙ্গে তাহা বিস্তার করিয়াছ?
১৯ আমাদিগকে জানাও, তাঁহাকে কি বলিব?
কেননা আমরা তিমির হেতু বাক্য বিন্যাসিতে পারি না।
২০ আমি কথা কহিব, ইহা কি তাঁহাকে জানান যাইবে?
কেহ কি কবলিত হইতে ইচ্ছা করিবে?
২১ সম্প্রতি লোকেরা আকাশে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিতে পারে না;
কিন্তু বায়ু গমন করিয়া তাহা পরিষ্কার করে।
২২ উত্তরদিক্ হইতে কাঞ্চনাভা আইসে,
ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে ভয়ানক প্রভা থাকে।
২৩ সর্ব্বশক্তিমান আমাদের বোধের অগম্য; তিনি পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তিনি ন্যায়বিচার ও প্রচুর ধর্ম্মগুণ বিপরীত করেন না।
২৪ এ কারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভয় করে,
তিনি বিজ্ঞচিত্তদের মুখাপেক্ষা করেন না।

সদাপ্রভুর উক্তি।

৩৮ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
২ এ কে, যে অজ্ঞানের কথা দ্বারা
মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে?
৩ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও।
৪ যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি, তখন তুমি কোথায় ছিলে?
যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে বল।
৫ তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপিল?
কে তাহার উপরে মানরজ্জু ধরিল?
৬ তাহার চুঙ্গি সকল কিসের উপরে স্থাপিত হইল?
কে বা তাহার কোণের প্রস্তর বসাইল?
৭ তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল,
ঈশ্বরের সন্তানগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।
৮ কে কবাট দিয়া সমুদ্রকে রুদ্ধ করিল,
যখন তাহা নির্গত হইল, গর্ব্ভাশয় হইতে বাহির হইল?
৯ তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্র করিলাম,
ঘন তিমিরকে তাহার পটিকা করিলাম;
১০ আমি তাহার জন্য আমার বিধি নিরূপিলাম,
অর্গল ও কবাট স্থাপন করিলাম,
১১ বলিলাম, তুমি এই পর্য্যন্ত আসিতে পার, আর নয়;
এ স্থানে তব তরঙ্গের গর্ব্ব নিবারিত হইবে।
১২ তুমি কি আজন্মকাল কখন প্রভাতকে আজ্ঞা দিয়াছ,
অরুণকে তাহার উদয়-স্থান জানাইয়াছ;
১৩ যেন তাহা পৃথিবীর প্রান্ত সকল ধরে,
আর দুষ্টগণকে তাহা হইতে ঝাড়িয়া ফেলা যায়?
১৪ ভূমণ্ডল মুদ্রাচিহ্নিত মৃত্তিকাবৎ আকারান্তর প্রাপ্ত হয়,
সকলই বস্ত্রের ন্যায় প্রকাশ পায়;
১৫ দুষ্টগণ হইতে তাহার দীপ্তি নিবারিত হয়,
আর উচ্চ বাহু ভগ্ন হয়।
১৬ তুমি কি সমুদ্রের উৎসে পশিয়াছ?
জলধি-তলে কি পদার্পণ করিয়াছ?
১৭ তোমার কাছে কি মৃত্যুর কবাট প্রকাশিত হইয়াছে?
তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখিয়াছ?
১৮ তুমি কি ভুবনের বিস্তার জ্ঞাত হইয়াছ?
এই সকল যদি জান, তবে বল।
১৯ দীপ্তির নিবাসে যাইবার পথ কোথায়?
অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায়?
২০ তুমি কি তাহার সীমাতে তাহাকে লইয়া যাইতে পার?
তাহার গৃহের পথ কি জ্ঞাত আছ?
২১ অবশ্য জ্ঞাত আছ, কারণ তৎকালে তোমার জন্ম হইয়াছিল।
তোমার অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছে।
২২ তুমি কি হিমানী-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ?
সেই করকা-ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ,
২৩ যাহা আমি সঙ্কটকালের জন্য রাখিয়াছি?
সংগ্রাম ও যুদ্ধদিনের জন্য রাখিয়াছি?
২৪ কোন্ পথ দিয়া দীপ্তি বিভক্ত হইয়া যায়,
ও পূর্ব্বীয় বায়ু ভুবনময় ব্যাপ্ত হয়?
২৫ অতিবৃষ্টির জন্য কে প্রণালী কাটিয়াছে,
বজ্র-বিদ্যুতের জন্য কে পথ করিয়াছে,
২৬ যেন নির্জ্জন দেশে বৃষ্টি পড়ে,
নরশূন্য প্রান্তরে বর্ষা হয়,
২৭ যেন মরুভূমি ও শুষ্ক স্থান তৃপ্ত হয়,
এবং কোমল তৃণ উৎপন্ন হয়?
২৮ বৃষ্টির পিতা কেহ কি আছে?
শিশির-বিন্দুসমূহের জনকই বা কে?
২৯ নীহার কাহার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়াছে?
আকাশীয় হিমানীর জন্ম কে দিয়াছে?
৩০ জল জমিয়া প্রস্তরবৎ হয়,
জলধির মুখ কঠিন হইয়া যায়।

Digitized by Google

৩১ তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্রের হার গাঁথিতে পার ?
মৃগশীর্ষের কটিবন্ধন কি খুলিতে পার ?
৩২ রাশিগণকে কি স্ব স্ব ঋতুতে চালাইতে পার ?
বাত্তি ও তৎপুত্রগণকে পথ দেখাইতে পার ?
৩৩ তুমি কি গগনমণ্ডলের বিধানকলাপ জান ?
পৃথিবীর উপরে তাহার কর্তৃত্ব কি নিরূপণ করিতে
পার ?
৩৪ তুমি কি মেঘ পর্য্যন্ত তোমার রব তুলিতে পার,
যেন বহুজল তোমাকে আচ্ছন্ন করে ?
৩৫ তুমি কি বিদ্যুন্মালা পাঠাইলে তারা যাইবে ?
তোমাকে কি বলিবে, এই যে আমরা ?
৩৬ কে ঘোর ঘনমালাকে জ্ঞান দিয়াছে ?
উল্কাকে কে বুদ্ধি দিয়াছে ?
৩৭ কে প্রজ্ঞাবলে মেঘসমূহ গণিতে পারে ?
গগনের কুপাগুলি কে উল্টাইতে পারে,
৩৮ যাহাতে ধূলা দ্রবীভূত ধাতুবৎ গলিয়া যায়,
ও মৃত্তিকা জমাট বাঁধে ?
৩৯ তুমি কি সিংহীর জন্য শিকার অন্বেষিবে ?
সিংহশাবকদের ক্ষুধা কি নিবৃত্ত করিবে,
৪০ যখন তাহারা গুহামধ্যে শয়ন করে,
গুপ্ত স্থানে বসিয়া মৃগের অপেক্ষায় থাকে ?
৪১ কে দাঁড়কাককে আহার যোগাইয়া দেয়,
যখন তাহার শাবকগণ ঈশ্বরের নিকটে আর্ত্ত-
রব করে,
ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে ?

৩৯ তুমি কি শৈলবাসী বন্য ছাগীদের প্রসব-
কাল জান ?
হরিণীর প্রসবের রীতি কি নির্ণয় করিতে পার ?
২ তাহারা কত মাস গর্ভ ধারণ করে, তাহা কি
নির্ণয় করিতে পার ?
তাহাদের প্রসবকাল কি জান ?
৩ তাহারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলে।
৪ তাহাদের শাবকগণ বলবান হয়, তাহারা মাঠে
বৃদ্ধি পায়,
তাহারা প্রস্থান করে, আর ফিরিয়া আইসে না।
৫ কে বন্য গর্দ্দভকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া
দিয়াছে ?
কে বন্য খরের বন্ধন মুক্ত করিয়াছে ?
৬ আমি মরুভূমিকে তাহার গৃহ করিয়াছি,
লবণভূমিকে তাহার নিবাস করিয়াছি।
৭ সে নগরের কলরবকে পরিহাস করে,
চালকের শব্দ শুনে না।
৮ পর্ব্বতশ্রেণী তাহার চরাণিস্থান ;
সে যাবতীয় নবীন তৃণাদির অন্বেষণ করে।
৯ গবয় কি তোমার সেবা করিতে সম্মত হইবে ?
সে কি তোমার যাবপাত্রের নিকটে থাকিবে ?
১০ তুমি কি যোতে গবয়কে দীতায় বান্ধিতে পার ?
সে কি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তলভূমিতে
মই দিবে ?
১১ তাহার বলবাহুল্য প্রযুক্ত তুমি কি তাহাকে
বিশ্বাস করিবে ?
তোমার কর্ম্ম কি তাহাকে সমর্পণ করিবে ?
১২ তুমি কি তাহাতে এমন বিশ্বাস রাখিবে যে, সে
তোমার শস্য আনিবে,
তাহা খামারে একত্র করিবে ?
১৩ উষ্ট্রপক্ষিণীর ডানা উল্লাস করে,
কিন্তু তাহার পক্ষ ও পালখ কি স্নেহবান ?
১৪ সে ত ভূমিতে আপন ডিম্ব ত্যাগ করে,
ধূলায় উষ্ণ হইতে দেয়।
১৫ তাহার মনে থাকে না যে, হয় ত চরণে তাহা চূর্ণ
করিবে,
কিম্বা বন্য পশু তাহা দলাইবে।
১৬ সে আপন শাবকগণের প্রতি পরের ন্যায়
নির্দ্দয় হয়,
প্রসববেদনা বিফল হইলেও নিশ্চিন্ত থাকে :
১৭ যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়াছেন,
তাহাকে বুদ্ধি দেন নাই।
১৮ সে যখন পক্ষ তুলিয়া গমন করে,
তখন অশ্বকে ও তদারোহীকে পরিহাস করে।
১৯ তুমি কি অশ্বকে বিক্রম দিয়াছ ?
তাহার গ্রীবাদেশে কেশর দিয়াছ ?
২০ তাহাকে কি পঙ্গপালবৎ লম্ফন করাইয়াছ ?
তাহার নাসারবের তেজ অতি ভয়ানক।
২১ সে তলভূমিতে খুর ঘসে, নিজ বিক্রমে আমোদ
করে,
অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।
২২ সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, উদ্বিগ্ন হয় না,
খড়্গের সম্মুখ হইতে ফিরে না।
২৩ তূণ তাহার বিরুদ্ধে শব্দ করে,
শাণিত বড়শা ও শূল শব্দ করে।
২৪ সে উগ্রতায় ও রাগে ভূমি খাইয়া ফেলে,
তূরীবাদ্য শুনিলে দাঁড়াইয়া থাকে না।
২৫ তূরীর রবের সহিত সে হিহি শব্দ করে,
দূর হইতে সংগ্রামের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ শুনে।
২৬ তোমারই বুদ্ধিতে কি বাজপক্ষী উড়ে,
দক্ষিণদিকে আপন পক্ষ বিস্তার করে ?
২৭ তোমারই আজ্ঞাতে কি উৎক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠে,
উচ্চ স্থানে আপনার বাসা করে ?
২৮ সে শৈলে বসতি করে, তথায় তাহার বাসা,
সে শৈলাগ্রে ও দুরাক্রম্য স্থানে থাকে।
২৯ তথা হইতে সে শিকার অবলোকন করে,
তাহার চক্ষু দূর হইতে তাহা দেখে।
৩০ তাহার শাবকগণ রক্ত চুষে,
যে স্থানে শব, সেই স্থানে সে।

Digitized by Google

৪০ পরে সদাপ্রভু ইয়োবকে আরও কহিলেন,
দোষগ্রাহী কি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত বিবাদ
করিবে ?
ঈশ্বরের সহিত বিতর্ককারী ইহার উত্তর দিউক।

---

৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন,
৪ দেখ, আমি অকিঞ্চন ; তোমাকে কি উত্তর দিব ?
আমি নিজ মুখে হাত দিই।
৫ আমি এক বার কহিয়াছি, আর উত্তর করিব না ;
দুই বার কহিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব না।

---

৬ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে
উত্তর দিয়া কহিলেন,
৭ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর ;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৮ তুমি কি সত্যই মম বিচার অগ্রাহ্য করিবে ?
নিজে ধার্ম্মিক হইবার জন্য আমাকে দোষী
করিবে ?
৯ তোমার কি ঈশ্বরের তুল্য বাহু আছে ?
তুমি কি তাঁহার ন্যায় সরবে বজ্রনাদ করিতে পার ?
১০ তবে প্রাধান্যে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হও,
প্রভা ও প্রতাপ পরিধান কর ;
১১ তোমার উচ্চণ্ড ক্রোধ ঢালিয়া দেও,
প্রত্যেক অহঙ্কারীকে দৃক্‌পাতমাত্র নত কর ;
১২ দৃক্‌পাতমাত্র প্রত্যেক অহঙ্কারীকে খর্ব্ব কর,
দুষ্টদিগকে স্ব স্ব স্থানে দলিত কর ;
১৩ তাহাদিগকে যুগপৎ ধূলিতে আচ্ছন্ন কর,
গুপ্ত স্থানে তাহাদের মুখ বন্ধন কর।
১৪ তখন আমিও তোমার এই প্রশংসা করিব,
তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে তরাইতে পারে।
১৫ বহেমোৎকে দেখ, আমি তোমার সহিত তাহা-
কেও নির্ম্মাণ করিয়াছি ;
সে গোরুর ন্যায় তৃণভোজী।
১৬ দেখ, তাহার কটিদেশে তাহার বল,
উদরস্থ পেশীতে তাহার সামর্থ্য।
১৭ সে এরসবৃক্ষের ন্যায় লাঙ্গূল নাড়ে,
তাহার ঊরুদ্বয়ের শিরা সকল যোড়া।
১৮ তাহার অস্থি সকল পিত্তলময় নলের তুল্য,
তাহার পঞ্জর লৌহের অর্গলবৎ ;
১৯ ঈশ্বরের কার্য্যের মধ্যে সে অগ্রগণ্য ;
তাহার নির্ম্মাতা তাহাকে খড়্গ দিয়াছেন।
২০ পর্ব্বতগণ তাহার খাদ্য যোগায় ;
সমস্ত বন্য পশুও সেই স্থানে ক্রীড়া করে।
২১ সে পদ্মবনে শয়ন করে,
নলবনের অন্তরালে থাকে।
২২ পদ্ম গাছ নিজ ছায়ায় তাহাকে আচ্ছন্ন করে,
উপত্যকার বাইশি বৃক্ষ তাহার চতুর্দ্দিকে থাকে।
২৩ দেখ, নদী উচ্চণ্ড হইলে সে ভয় করে না,
যর্দ্দন ছাপিয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িলেও
সে সুস্থির থাকে।
২৪ সে সজাগ থাকিলে কে তাহাকে ধরিতে পারে ?
রজ্জু দিয়া কে তাহার নাসিকা ফুঁড়িতে পারে ?

৪১ তুমি কি বড়শী দ্বারা লিবিয়াথনকে
তুলিতে পার ?
হাতসূতের দ্বারা তাহার জিহ্বা বাঁধিতে পার ?
২ নলকাটী দিয়া তার নাক কি ফুঁড়িতে পার ?
বড়শী দিয়া তাহার হনু কি বিন্ধিতে পার ?
৩ সে কি তোমার কাছে বহু বিনতি করিবে,
তোমাকে কোমল কথা বলিবে ?
৪ সে কি তোমার সহিত নিয়ম করিবে ?
তুমি কি তাহাকে লইয়া চির দাস করিবে ?
৫ তাহার সহিত কি পক্ষীর ন্যায় খেলা করিবে ?
তোমার যুবতীদের জন্য কি তাহাকে বাঁধিয়া
রাখিবে ?
৬ ধীবর-দল কি তাহাকে দিয়া ব্যবসায় করিবে ?
অংশ অংশ করিয়া কি বণিকদিগকে দিবে ?
৭ তুমি কি তাহার চর্ম্ম লৌহ-ফলায়,
তাহার মস্তক ধীবরের টেটায় বিঁধিতে পার ?
৮ তোমার হস্ত তাহার উপরে রাখ ;
যুদ্ধ স্মরণ কর, আর সেরূপ করিও না।
৯ দেখ, তাহাকে ধরিবার প্রত্যাশা মিথ্যা ;
তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে কি পড়িয়া
যায় না ?
১০ তাহাকে জাগাইবে, এমন সাহসিক কেহ নাই ;
তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে ?
১১ কে অগ্রে আমার উপকার করিয়াছে যে, আমি
তাহার প্রত্যুপকার করিব ?
সমস্ত গগনমণ্ডলের নীচে সকলই আমার।
১২ তাহার অঙ্গের সম্বন্ধে আমি নীরব থাকিব না,
তাহার বিপুল বলের ও শরীরের সৌষ্ঠবের [কথা
বলিব]।
১৩ তাহার বর্ম্ম কে খুলিয়া দিতে পারে ?
তাহার দন্তশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যাইতে পারে ?
১৪ তাহার মুখের কবাট কে খুলিতে পারে ?
তাহার দন্তাবলির চতুর্দ্দিকে ত্রাস থাকে।
১৫ তাহার ফলকশ্রেণী শোভা পায়,
তাহা মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ।
১৬ সেই সকল পরস্পর এমন সংলগ্ন
যে, তাহার অন্তরালে বায়ু পশিতে পারে না।
১৭ সেই সকল পরস্পর সংযুক্ত,
ও একত্র সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন হয় না।
১৮ তাহার হাঁচিতে দীপ্তি বিকাশ করে,
তাহার নয়ন অরুণের নেত্রচ্ছদের সদৃশ।
১৯ তাহার মুখ হইতে জ্বলন্ত মশাল নির্গত হয়,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।
২০ যেমন তপ্ত হণ্ডিকা ও খাগড়া হইতে,

Digitized by Google

তেমনি তাহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হয়।
২১ তাহার নিশ্বাসে অঙ্গার জলিয়া উঠে,
তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়।
২২ তাহার গ্রীবায় বল অবস্থিতি করে,
তাহার সম্মুখে ত্রাস নৃত্য করে।
২৩ তাহার মাংসের পর্ত্তা পরস্পর সংযুক্ত;
তাহা তাহার উপরে দৃঢ়ীভূত, সরিতে পারে না।
২৪ তাহার হৃৎপিণ্ড প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়,
যাঁতার নীচের পাটের ন্যায় দৃঢ়।
২৫ সে উঠিলে বলবানেরাও উদ্বিগ্ন হয়,
ত্রাসপ্রযুক্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।
২৬ খড়্গে তাহাকে আক্রমণ করিলে কিছু হইবে না,
বড়শা, বাণ ও সাঁজোয়া বিফল হয়।
২৭ সে লৌহকে নাড়ার ন্যায়,
পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান করে।
২৮ ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না,
তাহার কাছে ফিঙ্গার প্রস্তর তৃণ হইয়া পড়ে।
২৯ সে গদাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে,
বড়শার ধ্বনিতে হাস্য করে।
৩০ তাহার তলদেশ শাণিত খোলার ন্যায়,
সে কর্দ্দমের উপর দিয়া কাঁটার মই চালায়।
৩১ সে অগাধ জলকে হাঁড়ীর জলের ন্যায় ফুটায়।
সে সমুদ্রকে মলমের ন্যায় করে।
৩২ তাহার পশ্চাৎ পথ চক্‌মক্ করে,
জলধি পক্ককেশের তুল্য বোধ হয়।
৩৩ পৃথিবীতে তাহার তুল্য কিছুই নাই;
তাহাকে নির্ভীক করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।
৩৪ সে যাবতীয় উচ্চবস্তু সন্দর্শন করে,
যাবতীয় গর্ব্বসন্তানদের উপরে রাজা হয়।

ইয়োবের উক্তি ও শেষকালীন কুশল।

৪২ পরে ইয়োব সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার;
কোন সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।
৩ এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে?
সত্য, আমি যাহা বুঝি নাই, তাহাই বলিয়াছি,
যাহা আমার বোধাগম্য, আমার অজ্ঞাত, তাহাই
বলিয়াছি।
৪ বিনয় করি, নিবেদন শুন, আমি কিছু বলি;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৫ পূর্ব্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম,
কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল।
৬ এই নিমিত্তে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি,
ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।

---

৭ ইয়োবকে এই সকল বলিবার পর সদাপ্রভু
তৈমনীয় ইলীফসকে কহিলেন, তোমার প্রতি ও
তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার কোপানল প্রজ্ব-
লিত হইয়াছে, কারণ আমার দাস ইয়োব যেরূপ
বলিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ যথার্থ
৮ কথা বল নাই। অতএব তোমরা সাতটী বৃষ ও
সাতটী মেষ লইয়া আমার দাস ইয়োবের নিকটে
গিয়া আপনাদের নিমিত্তে হোমবলি উৎসর্গ কর।
আর আমার দাস ইয়োব তোমাদিগের নিমিত্তে
প্রার্থনা করিবে; কারণ আমি তাহাকে গ্রাহ্য
করিব; নতুবা আমি তোমাদিগকে তোমাদের
মূর্খতানুযায়ী প্রতিফল দিব; কেননা আমার দাস
ইয়োবের ন্যায় তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ
৯ কথা বল নাই। তখন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয়
বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর গমন করিয়া সদা-
প্রভুর বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন; আর সদা-
১০ প্রভু ইয়োবকে গ্রাহ্য করিলেন। পরে ইয়োব
আপন বন্ধুগণের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে সদা-
প্রভু তাঁহার দুর্দ্দশার পরিবর্ত্তন করিলেন; ফলতঃ
সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব্বসম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ
১১ দিলেন। পরে ইয়োবের ভ্রাতা ও ভগিনীরা
সকলে এবং পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা সকলে তাঁহার
নিকটে আসিয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত
ভোজন করিল ও তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল,
এবং সদাপ্রভু কর্ত্তৃক ঘটিত সমস্ত বিপদের বিষয়ে
তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল, আর প্রত্যেক জন এক
এক খণ্ড কসীতা মুদ্রা ও এক একটী সুবর্ণের কুণ্ডল
১২ তাঁহাকে দিল। আর সদাপ্রভু ইয়োবের প্রথম
অবস্থা হইতে শেষাবস্থা অধিক আশীর্ব্বাদযুক্ত
করিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ, ছয় সহস্র
উষ্ট্র, এক সহস্র যোড়া বলদ ও এক সহস্র গর্দ্দভী
১৩ হইল। আর তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল।
১৪ তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম যিমীমা, দ্বিতীয়ার নাম
কৎসীয়া ও তৃতীয়ার নাম কেরণ-হপ্পূক রাখি-
১৫ লেন। ইয়োবের কন্যাগণের তুল্য রূপবতী যুবতী
সমস্ত দেশে মিলিত না, এবং তাহাদের পিতা
তাহাদের ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাদিগকে দায়াধি-
১৬ কার দিলেন। পরে ইয়োব আর এক শত চল্লিশ
বৎসর জীবিত থাকিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি
১৭ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিলেন। শেষে ইয়োব
বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

Digitized by Google

গীতসংহিতা।

প্রথম খণ্ড।

---

১ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দকদের সভায় বসে না।
২ কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে,
তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
৩ সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে,
যাহা সময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না;
আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়।
৪ দুষ্টগণ সেরূপ নহে;
কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।
৫ এই জন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না,
পাপীরা ধার্ম্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না,
৬ কেননা সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের পথ জানেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

২ জাতিগণ কেন কলহ করে?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করে?
২ পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়,
নায়কগণ এক সঙ্গে মন্ত্রণা করে,
সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্তের বিরুদ্ধে;
৩ [বলে,] 'আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি,
আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।'
৪ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করিবেন;
প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন।
৫ তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের কাছে কথা কহিবেন,
কোপে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবেন।
৬ 'আমিই আপন পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে
আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি।'
৭ আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব;
সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র,
অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি
৮ আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব,
পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকার করিয়া দিব।
৯ তুমি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিবে,
কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় খণ্ডবিখণ্ড করিবে।
১০ অতএব এখন, রাজগণ! বিবেচক হও;
পৃথিবীর বিচারকগণ! শাসন গ্রাহ্য কর।
১১ তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা কর,
সকম্পে উল্লাস কর।
১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও,
কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে।
ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন।

৩ দায়ূদের সঙ্গীত। স্বীয়পুত্র অবশালোমের নিকট হইতে তাঁহার পলায়নকালীন।

---

১ হে সদাপ্রভো, মম বিপক্ষ কত বাড়িয়াছে!
অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে।
২ অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশে কহিতেছে,
ঈশ্বরের কাছে উহার জন্য ত্রাণ নাই। সেলা।
৩ তথাপি, সদাপ্রভো, তুমিই আমার বেষ্টনকারী ঢাল,
আমার গৌরব, ও আমার মস্তক উত্তোলনকারী।
৪ আমি স্বরবে সদাপ্রভুকে ডাকি,
আর তিনি নিজ পবিত্র পর্ব্বত হইতে আমাকে উত্তর দেন। সেলা।
৫ আমি শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম,
জাগ্রত হইলাম; কারণ সদাপ্রভু আমার রক্ষক।
৬ আমি অযুত অযুত লোক হইতেও ভীত হইব না,
যাহারা আমার বিরুদ্ধে চারিদিকে সসজ্জ হইয়াছে।
৭ সদাপ্রভো, উঠ; আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাণ কর;
কেননা তুমি আমার সমস্ত শত্রুর চোয়ালে আঘাত করিয়াছ,

Digitized by Google

৭ আমি যদি বিপথে পাদসঞ্চার করিয়া থাকি,
আমার হৃদয় যদি চক্ষুর অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে,
আমার হস্তে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে,
৮ তবে আমি বুনিলে অন্যে ফল ভোগ করুক,
ও আমার চারা সকল উন্মূলিত হউক।
৯ আমার হৃদয় যদি রমণীতে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
প্রতিবাসীর দ্বারের নিকটে যদি আমি লুকাইয়া থাকি,
১০ তবে আমার স্ত্রী পরের জন্য যাঁতা পেষণ করুক,
অন্য লোকে তাহাকে ভোগ করুক।
১১ কেননা তাহা জঘন্য কার্য্য,
তাহা বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ;
১২ তাহা সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত গ্রাসকারী অগ্নি,
তাহা আমার সর্ব্বস্ব উন্মূলন করিত।
১৩ আমার দাস কি দাসী আমার কাছে অভিযোগ করিলে,
যদি তাহাদের বিচারে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি,
১৪ তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব?
তিনি তত্ত্ব করিলে তাঁহাকে কি উত্তর দিব?
১৫ যিনি জরায়ু মধ্যে আমাকে রচনা করিয়াছেন, তিনিই কি উহাকেও রচনা করেন নাই?
একই জন কি আমাদিগকে গর্ব্ভে গঠন করেন নাই?
১৬ আমি যদি দরিদ্রদের অভীষ্টপূরণের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকি,
যদি বিধবার দৃষ্টি বিষন্ন করিয়া থাকি,
১৭ যদি আমার খাদ্য একা খাইয়া থাকি,
পিতৃহীন তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে,
১৮ (বস্তুতঃ বাল্যাবধি সে যেমন পিতার কাছে, তেমনি আমার কাছে মানুষ হইত,
আজন্মকাল আমি বিধবার উপকার করিয়াছি;)
১৯ আমি কাহাকেও বস্ত্রাভাবে মৃতকল্প দেখিলে,
দীনহীনকে উলঙ্গ দেখিলে,
২০ যদি তাহার কটিদেশ আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকে,
আমার মেষের লোমে তাহার গাত্র উষ্ণ না হইয়া থাকে;
২১ নগরদ্বারে নিজ সহায়কে দেখিতে পাওয়াতে,
যদি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলিয়া থাকি;
২২ তবে আমার স্কন্ধের অস্থি খসিয়া পড়ুক,
আমার বাহু সন্ধি হইতে পড়িয়া যাউক।
২৩ কারণ ঈশ্বরকৃত বিপদ আমার প্রতি ত্রাসজনক হইত,
তাঁহার মহত্বহেতু সেরূপ কর্ম্ম করিতে পারিতাম না।
২৪ আমি যদি স্বর্ণকে বিশ্বাসভূমি করিয়া থাকি,
সুবর্ণকে বলিয়া থাকি, তুমি মম আশ্রয়,
২৫ যদি সম্পদ বাড়িয়াছে বলিয়া,
হস্তে সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছে বলিয়া, আনন্দ করিয়া থাকি;
২৬ তেজোময় প্রভাকরকে দেখিলে,
সজ্যোৎস্না-বিহারী চন্দ্রকে দেখিলে,
২৭ যদি আমার মন গোপনে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
আমার মুখ যদি হস্তকে চুম্বন করিয়া থাকে,
২৮ তবে তাহাও বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ হইত,
কেননা তাহা হইলে ঊর্দ্ধবাসী ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতাম।
২৯ আমার বিদ্বেষীর বিপদে কি আনন্দ করিয়াছি?
তাহার অমঙ্গলে কি উল্লাসিত হইয়াছি?
৩০ বরঞ্চ আমার মুখকে পাপ করিতে দিই নাই;
অভিশাপসহ উহার প্রাণ যাচ্ঞা করি নাই।
৩১ আমার তাম্বুর লোকে কি কহিত না,
কোন্ ব্যক্তি উহার দত্ত মাংসে তৃপ্ত হয় নাই?
৩২ বিদেশী পথে রাত্রি যাপন করিত না,
পথিকদের জন্য আমি দ্বার খুলিয়া রাখিতাম।
৩৩ আমি কি আদমের ন্যায় আপন অধর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়াছি?
আমার অপরাধ কি বক্ষঃস্থলে লুকাইয়াছি?
৩৪ আমি কি মহৎ জনসমাজকে ভয় করিতাম?
গোষ্ঠীদিগের তুচ্ছতায় কি উদ্বিগ্ন হইতাম?
তাই কি চুপ করিতাম, দ্বারের বাহিরে গমন করিতাম না?
৩৫ হায় হায়! কেহ কি আমার কথা শুনে না?
এই দেখ, আমার সাক্ষর; সর্ব্বশক্তিমান আমাকে উত্তর দিউন,
আমার প্রতিবাদী আমার দোষপত্র লিখুন।
৩৬ অবশ্য আমি তাহা স্কন্ধে বহন করিব,
আমার উষ্ণীষ বলিয়া তাহা বাঁধিব।
৩৭ আমি আপন পাদবিক্ষেপের সংখ্যা তাঁহাকে জ্ঞাত করিব,
রাজপুরুষের ন্যায় তাঁহার নিকটে যাইব।
৩৮ মম ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে ক্রন্দন করে,
তাহার সীতা সকল যদি রোদন করে,
৩৯ আমি যদি বিনা অর্থব্যয়ে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকি,
তদধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হইয়া থাকি,
৪০ তবে গোমের স্থানে কণ্টক উৎপন্ন হউক,
যবের স্থানে বিষবৃক্ষ হউক।

ইয়োবের বাক্য সমাপ্ত।

ইলীহূর বক্তৃতা।

৩২ অনন্তর ঐ তিন জন ইয়োবকে উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলেন, কারণ তিনি নিজের দৃষ্টিতে আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়াছিলেন।

Digitized by Google

২ তখন রাম গোষ্ঠীজাত বূষীয় বারখেলের পুত্র
ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল ; ইয়োবের প্রতি
তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তিনি
ঈশ্বর অপেক্ষা আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া-
৩ ছিলেন। আবার তাঁহার তিন জন বন্ধুর প্রতি
তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তাঁহারা
উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়াও ইয়োবকে দোষী
৪ করিয়াছিলেন। ইলীহূর বয়ঃক্রম অপেক্ষা
তাঁহাদের সকলের বয়ঃক্রম অধিক ছিল, তাই
তিনি কথা কহিবার জন্য ইয়োবের অপেক্ষা
৫ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন ব্যক্তির মুখে
আর উত্তর নাই, দেখিয়া ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হইল।

৬ আর বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ এইরূপ
বলিতে লাগিলেন ;
আমি যুবক, তোমরা প্রাচীন,
তাই সঙ্কুচিত ছিলাম, তোমাদের কাছে আপন
মত প্রকাশ করিতে ভয় করিলাম।
৭ আমি কহিলাম, দিনসমূহই কথা বলুক,
বৎসরের বাহুল্যই প্রজ্ঞা শিক্ষা দিউক।
৮ কিন্তু মানুষের মধ্যে আত্মা আছে,
সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস তাহাদিগকে বিবেচক
করে।
৯ মহত্তেরাই যে জ্ঞানবান, তাহা নয়,
প্রাচীনেরাই যে বিচার বুঝে, তাহাও নয়।
১০ অতএব আমি বলি, আমার কথা শুন,
আমিও আপন মত প্রকাশ করি।
১১ দেখ, আমি তোমাদের কথার অপেক্ষা করিয়াছি;
তোমাদের হেতুবাদে কাণ দিয়াছি,
যাবৎ তোমরা কি বলিবে, খুঁজিতেছিলে।
১২ আমি তোমাদের কথায় নিবিষ্টমনা ছিলাম,
কিন্তু দেখ, তোমাদের কেহই ইয়োবের দোষ
ব্যক্ত করে নাই,
তাহার কথার উত্তর দেয় নাই।
১৩ তবে বলিও না, আমরা জ্ঞান পাইয়াছি ;
উহাকে পরাস্ত করা ঈশ্বরেরই সাধ্য, মনুষ্যের
অসাধ্য।
১৪ ফলে, সে আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই,
আমিও তোমাদের বক্তৃতায় তাহাকে উত্তর
দিব না।
১৫ উহারা ক্ষুব্ধ হইল, আর উত্তর করে না,
উহাদের বলিবার আর কথা নাই।
১৬ আর কেন অপেক্ষা করিব? উহারা ত কিছুই
বলে না,
উহারা স্থগিত হইল, কিছু উত্তর করে না।
১৭ আমিও যথাসাধ্য উত্তর করিব,
আমিও আপন মত প্রকাশ করিব।
১৮ কেননা আমি কথায় পরিপূর্ণ,
আমার অন্তরস্থ আত্মা আমাকে প্রবর্ত্তনা করি-
তেছে।
১৯ দেখ, আমার উদর বদ্ধ দ্রাক্ষারসের মত,
তাহা নূতন কুপার ন্যায় ফাটিয়া যায় যায়
হইয়াছে।
২০ আমি কথা কহিব, কহিলে উপশম পাইব,
আমি ওষ্ঠাধর খুলিয়া উত্তর করিব।
২১ আমি কোন লোকের মুখাপেক্ষাও করিব না,
কোন মনুষ্যের চাটুবাদ করিব না।
২২ কেননা আমি চাটুবাদ করিতে জানি না,
করিলে আমার নির্ম্মাতা শীঘ্রই আমাকে সংহার
করিবেন।

৩৩ যাহা হউক, ইয়োব, বিনয় করি, আমার
কথা শুন,
আমার সকল বাক্যে কর্ণপাত কর।
২ দেখ, আমি এখন মুখ ব্যাদান করিয়াছি,
আমার তালুস্থিত জিহ্বা কথা কহিতেছে।
৩ আমার বাক্য মনের সরলতা দেখাইবে,
আমার ওষ্ঠ যাহা জানে, সরল ভাবে কহিবে।
৪ ঈশ্বরের আত্মা আমাকে রচনা করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস আমাকে জীবন
দিয়াছেন।
৫ তুমি যদি পার, আমাকে উত্তর দেও,
আমার সম্মুখে বাক্য বিন্যাস কর, উঠিয়া
দাঁড়াও।
৬ দেখ, ঈশ্বরের কাছে আমিও তোমার মত ;
আমিও মৃত্তিকা হইতে গঠিত হইয়াছি।
৭ দেখ, আমার ভয়ানকতা তোমাকে ত্রাসযুক্ত
করিবে না,
আমার ভার তোমার দুর্ব্বহ হইবে না।
৮ তুমি আমার কর্ণগোচরেই কথা কহিয়াছ,
আমি বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি,
৯ "আমি শুচি, আমার অধর্ম্ম নাই ;
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমাতে অপরাধ নাই ;
১০ দেখ, তিনি আমার বিরুদ্ধে ছিদ্র অন্বেষণ
করেন,
আমাকে আপনার শত্রু গণ্য করেন ;
১১ তিনি আমার চরণ নিগড়ে নিবদ্ধ করেন,
আমার সমস্ত পথ নিরীক্ষণ করেন।"
১২ দেখ, আমি তোমাকে উত্তর দিই, এ বিষয়ে
তুমি যথার্থবাদী নও,
কেননা মর্ত্ত্য অপেক্ষা ঈশ্বর মহান।
১৩ তুমি কেন তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিতেছ?
তিনি ত আপন সমস্ত কথার হেতু বলেন না।
১৪ ঈশ্বর এক বার বলেন,
দ্বিতীয় বার বলিলেও লোকে মন দেয় না।
১৫ স্বপ্নে, রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মনুষ্যেরা অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হয়,

Digitized by Google

শয্যাতে সুষুপ্ত হয়,
১৬ তখন তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদের শিক্ষা মুদ্রাঙ্কিত করেন,
১৭ যেন তিনি মনুষ্যকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন,
যেন মনুষ্য হইতে অহঙ্কার গুপ্ত রাখেন।
১৮ তিনি কূপ হইতে তাহার প্রাণ,
অস্ত্রাঘাত হইতে তাহার জীবাত্মা রক্ষা করেন।
১৯ সে আপন শয্যায় ব্যথিত হইয়া শাস্তি পায়,
তাহার অস্থিতে নিরন্তর সংগ্রাম হয়,
২০ আহারেও তাহার জীবাত্মার রুচি হয় না,
সুস্বাদু খাদ্যও তাহার প্রাণে ভাল লাগে না,
২১ তাহার মাংস ক্ষয় পাইয়া অদৃশ্য হয়,
তাহার অদৃশ্য অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়ে।
২২ তাহার প্রাণ কূপের নিকটস্থ হয়,
তাহার জীবাত্মা বিনাশকদের নিকটবর্ত্তী হয়।
২৩ যদি তাহার সহিত এক দূত থাকেন,
এক অর্থকারক, সহস্রের মধ্যে এক জন,
যিনি মনুষ্যকে তাহার পক্ষে যাহা ন্যায্য, তাহা
দেখান,
২৪ তবে উনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া কহিবেন,
"কূপে অবরোহণ হইতে ইহাকে মুক্ত কর,
আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম।"
২৫ তাহার মাংস বালকের অপেক্ষাও সতেজ হইবে,
সে যৌবনকাল ফিরিয়া পাইবে।
২৬ সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার
প্রতি প্রসন্ন হন,
তাই সে হর্ষধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহার মুখাবলোকন
করে,
আর তিনিও মর্ত্ত্যকে তাহার ধার্ম্মিকতা ফিরা-
ইয়া দেন।
২৭ সে মনুষ্যদের কাছে গীত গাইয়া বলে,
"আমি পাপ করিয়াছিলাম, প্রকৃতের বিপরীত
করিয়াছিলাম,
তথাপি তাহার তুল্য প্রতিফল পাই নাই;
২৮ তিনি কূপে প্রবেশ হইতে আমার প্রাণকে মুক্ত
করিয়াছেন,
আমার জীবাত্মা আলোক দর্শন করিবে।"
২৯ দেখ, ঈশ্বর এইরূপ ব্যবহার করেন,
নরের সহিত দুই বার, তিন বার করেন,
৩০ যেন কূপ হইতে তাহার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন,
যেন সে জীবিতদের দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়।
৩১ ইয়োব, অবধান কর, আমার কথা শুন;
তুমি নীরব থাক, আমি বলি;
৩২ যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, উত্তর কর,
তুমি বল, কেননা আমি তোমাকে নির্দ্দোষ
করিতে চাই।
৩৩ যদি না থাকে, তবে আমার কথা শুন,
নীরব হও, আমি তোমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিই।

৩৪ ইলীহূ আরও বলিতে লাগিলেন,
হে বিজ্ঞেরা, আমার কথা শুন;
হে জ্ঞানবানেরা, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর।
৩ কেননা তালু যেমন ভক্ষ্যের স্বাদ লয়,
তদ্রূপ কর্ণ কথার পরীক্ষা করে।
৪ আইস, যাহা ন্যায্য তাহাই মনোনীত করি,
ভাল কি, আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় করি।
৫ দেখ, ইয়োব বলিল, আমি ধার্ম্মিক,
কিন্তু আমার যাহা ন্যায্য, ঈশ্বর তাহা হরণ
করিয়াছেন;
৬ আমি ন্যায়বান হইলেও মিথ্যাবাদী গণিত,
বিনা দোষে আমি দারুণ আহত হইয়াছি।
৭ ইয়োবের সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আছে?
সে জলের ন্যায় উপহাস পান করে,
৮ অধর্ম্মাচারীদের সঙ্গে চলে,
দুষ্ট লোকদের পথে গমন করে।
৯ কেননা সে বলিয়াছে, ঈশ্বরের সহিত প্রণয়
রাখিলে
মনুষ্যের কিছুই লাভ হয় না।
১০ অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা, আমার কথা শুন,
ইহা দূরে থাকুক যে, ঈশ্বর দুষ্কার্য্য করিবেন,
সর্ব্বশক্তিমান অন্যায় করিবেন।
১১ কারণ তিনি মনুষ্যের কর্ম্মের ফল তাহাকে দেন,
মনুষ্যের গতি অনুসারে তাহার দশা ঘটান।
১২ ঈশ্বর ত কখন দুষ্টতাচরণ করেন না,
সর্ব্বশক্তিমান কভু বিচার বিপরীত করেন না।
১৩ পৃথিবীর কর্ত্তৃত্বভার তাঁহাকে কে দিল?
সমস্ত জগৎ তাঁহাকে কে সমর্পণ করিল?
১৪ যদি তিনি আপনাতেই নিবিষ্টমনা থাকেন,
যদি আপনার আত্মা ও নিশ্বাস আপনার কাছে
সংগ্রহ করেন,
১৫ তবে মর্ত্ত্যমাত্র একেবারে মরিয়া যাইবে,
মনুষ্য পুনর্ব্বার ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।
১৬ যদি তোমার বিবেচনা থাকে, তবে ইহা শুন;
আমার বাক্যের রবে কর্ণপাত কর।
১৭ যে ন্যায়বিদ্বেষী, সে কি শাসন করিবে?
তুমি কি ধর্ম্মময় পরাক্রমীকে দোষী করিবে?
১৮ রাজাকে কি বলা যায়, তুমি পাপাধম?
রাজন্যবর্গকে কি বলা যায়, তোমরা দুষ্ট?
১৯ কিন্তু তিনি অনাধ্যক্ষদেরও মুখাপেক্ষা করেন না,
দরিদ্রের কাছে ধনবানকেও বিশিষ্ট জ্ঞান
করেন না,
কেননা তাহারা সকলেই তাঁহার হস্তকৃত বস্তু।
২০ তাহারা হঠাৎ মরে, মধ্যরাত্রে মরে,
প্রজাসমূহ বিচলিত হইয়া চলিয়া যায়,
পরাক্রমী বিনা হস্তক্ষেপে অপসারিত হয়।
২১ কেননা মানুষের পথে তাঁহার দৃষ্টি আছে;
তিনি তাহার সমস্ত পাদসঞ্চার দেখেন;

Digitized by Google

২২ এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নাই,
যেখানে অধর্ম্মাচারিগণ লুকাইতে পারে।
২৩ তিনি মনুষ্যের বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করেন না,
যখন সে ঈশ্বরের সম্মুখে বিচারস্থানে আইসে।
২৪ তিনি অনুসন্ধান না করিয়া পরাক্রান্তদিগকে খণ্ড খণ্ড করেন,
তাহাদের স্থানে অন্যদিগকে স্থাপন করেন।
২৫ তজ্জন্য তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকল দেখেন,
রাত্রিতে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন, তাহাতে তাহারা চূর্ণ হয়।
২৬ তিনি তাহাদিগকে দুর্জ্জন বলিয়া প্রহার করেন,
সকলের দৃষ্টিগোচরেই করেন;
২৭ কারণ তাহারা তাঁহার অনুগমন হইতে ফিরিল,
তাঁহার সমস্ত পথ অবহেলা করিল;
২৮ এইরূপে দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত করিল;
আর তিনি দুঃখীদের ক্রন্দন শ্রবণ করিলেন।
২৯ তিনি শান্তি দিলে কে দোষ দিতে পারে?
তিনি মুখ আচ্ছাদন করিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে?
জাতির বা ব্যক্তির কথা হউক, একই;
৩০ পামর যেন রাজত্ব না করে,
প্রজাগণকে ফাঁদে ফেলিতে যেন কেহ না থাকে।
৩১ কেহ কি ঈশ্বরকে বলিয়াছে,
আমি [শাস্তি] পাইয়াছি, আর পাপ করিব না,
৩২ যাহা না জানি, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও;
যদি অন্যায় করিয়া থাকি, আর করিব না?
৩৩ তাঁহার প্রতিফল দান কি তোমার ইচ্ছামতে হইবে যে, তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিলে?
মনোনীত করা তোমার কর্ম্ম, আমার নয়;
অতএব তুমি যাহা জান, বল।
৩৪ বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে বলিবে,
জ্ঞানবানেরা আমার কথা শুনিয়া বলিবে,
৩৫ ইয়োব জ্ঞানশূন্য হইয়া কথা কহিয়াছে,
তাহার কথা বুদ্ধিবিবর্জ্জিত।
৩৬ ইয়োবের পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হইলেই ভাল,
কেননা সে অধর্ম্মীদের ন্যায় উত্তর করিয়াছে।
৩৭ বস্তুতঃ সে পাপে অধর্ম্ম যোগ করে,
সে আমাদের মধ্যে হাততালি দেয়,
সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে।

৩৫ ইলীহূ আরও কহিতে লাগিলেন,
তুমি কি ইহা ন্যায্য জ্ঞান করিতেছ?
তুমি কি বলিতেছ, ঈশ্বরের ধর্ম্ম হইতে আমার ধর্ম্ম অধিক?
৩ কারণ তুমি বলিতেছ, আমার কি উপকার?
পাপ করিলে যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা কি লাভ হইবে?
৪ আমি তোমাকে উত্তর দিব,
তোমার বন্ধুগণকেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব।
৫ গগনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ,
মেঘমালা নিরীক্ষণ কর, তাহা তোমা হইতে উচ্চ।
৬ তুমি যদি পাপ করিয়া থাক, তাঁহার বিরুদ্ধে কি করিবে?
অধর্ম্মের বাহুল্যে তুমি তাঁহার কি করিবে?
৭ যদি ধার্ম্মিক হও, তাঁহাকে কি দিতে পার?
তব হস্ত হইতেই বা তিনি কি গ্রহণ করিবেন?
৮ তব দুষ্টতার ফল তব তুল্য নরে,
তব ধার্ম্মিকতার ফল মনুষ্য-সন্তানে বর্ত্তে।
৯ উপদ্রবের বাহুল্যে লোকে ক্রন্দন করে,
বলবানদের বাহু প্রযুক্ত ত্রাহি ত্রাহি করে।
১০ কিন্তু কেহ বলে না, আমার নির্ম্মাতা ঈশ্বর কোথায়?
তিনি ত রাত্রিকালে গান প্রদান করেন।
১১ তিনি ভূচর পশু হইতে আমাদিগকে অধিক শিক্ষা দেন,
খেচর পক্ষী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান করেন।
১২ তথায় দুরাত্মাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত
লোকে ক্রন্দন করে, কিন্তু তিনি উত্তর করেন না।
১৩ বাস্তবিক ঈশ্বর অলীক কথা শুনেন না,
সর্ব্বশক্তিমান তাহা নিরীক্ষণ করেন না।
১৪ আর তুমি বলিতেছ, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না;
বিচার তাঁহার সম্মুখে, তাঁহার অপেক্ষা কর।
১৫ কিন্তু এখন তিনি নিজ কোপে শাসন করেন নাই,
দর্পের প্রতি বিশেষ অবধান করেন নাই,
১৬ তাই ইয়োব অসার কথায় মুখ খুলিয়াছে,
সে না জানিয়াও অনেক কথা বলে।

৩৬ ইলীহূ আরও কহিলেন,
তুমি আমার প্রতি একটু ধৈর্য্য কর, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব,
কারণ ঈশ্বরের পক্ষে আমার আরও কথা আছে।
৩ আমি দূর হইতে আপন জ্ঞান উপস্থিত করিব,
আমার নির্ম্মাতার উপর ধর্ম্মগুণ অর্শাইব।
৪ সত্যই আমার কথা মিথ্যা নয়,
জ্ঞানে সিদ্ধ এক ব্যক্তি তোমার সহবর্ত্তী।
৫ দেখ, ঈশ্বর পরাক্রমী, তবু কাহাকেও তুচ্ছ করেন না;
তিনি চিত্তবলে পরাক্রমী।
৬ তিনি দুষ্টদের প্রাণ রক্ষা করেন না,
কিন্তু দুঃখীদের পক্ষে ন্যায় বিচার করেন।
৭ তিনি ধার্ম্মিকদের হইতে চক্ষু ফিরান না;
কিন্তু সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণের সঙ্গে
তাহাদিগকে চিরকালতরে উপবেশন করান,
তাহারা উন্নত হয়।

Digitized by Google

৮ তাহারা যদি শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়,
যদি দুঃখ-রজ্জুতে আবদ্ধ হয় ;
৯ তবে তিনি তাহাদের ক্রিয়া দেখান,
অহঙ্কারজাত অধর্ম্ম তাহাদিগকে দেখান ;
১০ উপদেশের প্রতি তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে ফিরিতে আজ্ঞা দেন।
১১ তাহারা যদি কথা শুনে, ও তাঁহার সেবা করে,
তবে সুসম্পদে স্ব স্ব আয়ু কাটাইবে,
সুখে স্ব স্ব বৎসরনিচয় যাপন করিবে।
১২ কিন্তু যদি না শুনে, তবে অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইবে;
জ্ঞানের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে।
১৩ পামরচিত্তেরা ক্রোধ সঞ্চয় করে,
তিনি তাহাদিগকে বাঁধিলে ত্রাহি ত্রাহি করে না।
১৪ তাহারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে,
পুংগামীদের মধ্যে তাহাদেরও প্রাণ যায়।
১৫ তিনি দুঃখীকে দুঃখ দ্বারা উদ্ধার করেন,
তিনি উপদ্রবে তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন।
১৬ তিনি তোমাকেও সঙ্কটের মুখ হইতে বাহির
করিয়া চালাইতেছেন ;
অসঙ্কীর্ণ প্রশস্ত স্থানে লইয়া যাইতেছেন,
তোমার মেজ পুষ্টিকর দ্রব্যে সাজান হইবে।
১৭ কিন্তু তুমি দুর্জ্জনের বিচারে পূর্ণ হইয়াছ ;
বিচার ও শাসন তোমাকে ধরিয়াছে।
১৮ যখন ক্রোধ আছে, সাবধান যেন আত্মপ্রাচুর্য্য
দ্বারা ভ্রান্ত না হও,
প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব তোমাকে না ভুলাউক।
১৯ তোমার ঐশ্বর্য্য কি তোমাকে নিঃসঙ্কটে রাখিবে ?
তোমার বলের বাহুল্যে কি কুলাইবে ?
২০ সেই রাত্রির আকাঙ্ক্ষা করিও না,
যখন জাতিরা স্বস্থান হইতে প্রয়াণ করে।
২১ সাবধান, অধর্ম্মের প্রতি ফিরিও না,
তুমি ত দুঃখভোগ অপেক্ষা তাহাই গ্রাহ্য
করিয়াছ।
২২ দেখ, ঈশ্বর আপন পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে ?
২৩ কে তাঁহার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিয়াছে ?
কে বলিতে পারে, তুমি অন্যায় করিয়াছ ?
২৪ মনে রাখিও, তাঁহার কার্য্যের মহিমা স্বীকার
করা চাই,
মনুষ্যগণ গান দ্বারা তৎকীর্ত্তন করিয়াছে।
২৫ সকল মনুষ্য তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছে,
মর্ত্ত্যগণ দূর হইতে তাহা সন্দর্শন করে।
২৬ দেখ, ঈশ্বর মহান, আমরা তাঁহাকে জানি না ;
তাঁহার বর্ষ-সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না।
২৭ তিনি জলের পরমাণু সকল আকর্ষণ করেন,
... র বাষ্প হইতে বৃষ্টিরূপে পড়ে;
... জলদপটল হইতে ক্ষরে,
... র প্রচুররূপে পতিত হয়।
২৯ ঘনমালার বিস্তারণ কেহ কি বুঝিতে পারে ?
তাঁহার চন্দ্রাতপের গর্জ্জন কে বুঝে ?
৩০ দেখ, তিনি আপনার উপরে স্বীয় দীপ্তি বিস্তার
করেন,
তিনি সমুদ্রগর্ভ সমাবৃত করেন।
৩১ কারণ তিনি এই সকল দ্বারা জাতিগণকে শাসন
করেন,
তিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করেন।
৩২ তিনি আপন অঞ্জলি বিদ্যুতে পূর্ণ করেন,
তাহাকে লক্ষ্য বিঁধিবার আজ্ঞা দেন।
৩৩ তাহার নিনাদ তাঁহার পরিচয় দেয়,
পশুপাল সকলও তাঁহার আগমন জানায়।

৩৭ ইহাতে আমার হৃদয় কম্পমান হইতেছে,
স্বস্থানে থাকিয়া দুপ্ দুপ্ করিতেছে।
২ শুন শুন, ঐ তাঁহার রবের নির্ঘোষ,
ঐ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত স্বর।
৩ তিনি সমস্ত গগনের অধঃস্থানে তাহা পাঠান,
পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন বিদ্যুৎ চালান।
৪ তৎপশ্চাৎ এক রব নাদ করে,
তিনি আপন মহত্ত্বের রবে বজ্রনাদ করেন ;
তাঁহার শব্দ শুনা যায়, তিনি [শরব্যয়ে] কৃপণ
নহেন।
৫ ঈশ্বর স্বীয় রবে আশ্চর্য্যরূপ গর্জ্জন করেন,
আমাদের বোধের অগম্য মহৎ কার্য্য করেন।
৬ তিনি হিমানীকে বলেন, পৃথিবীতে পড়,
সামান্য বৃষ্টিকেও তাহা বলেন,
তাঁহার পরাক্রমের বৃষ্টিকেও বলেন।
৭ তিনি মনুষ্যমাত্রের হস্ত মুদ্রাঙ্কনে বদ্ধ করেন,
যেন তাঁহার নির্ম্মিত মনুষ্যমাত্র জ্ঞান পায়।
৮ তখন পশুগণ আশ্রয়স্থানে প্রবেশ করে,
ও আপন আপন গহ্বরে থাকে।
৯ [দক্ষিণস্থ] কক্ষ হইতে ঝটিকা আইসে,
উত্তর হইতে শীত আইসে।
১০ ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে নীহার জন্মে,
ও বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।
১১ আরও ঈশ্বর ঘন মেঘে জল ভরেন,
আপন বিজলির মেঘ বিস্তার করেন।
১২ তাঁহার পরিচালনে তাহা ঘুরে,
যেন তাহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে,
সমস্ত ভূমণ্ডলেই যেন করে।
১৩ তিনি কখন দণ্ডের, কখন নিজ দেশের নিমিত্তে,
কখন বা দয়ার নিমিত্তে এই সকল ঘটান।
১৪ হে ইয়োব, তুমি ইহাতে কর্ণপাত কর,
স্থির থাক, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল বিবে-
চনা কর।
১৫ তুমি কি জান, ঈশ্বর কিরূপে এই সকলের উপরে
ভার রাখেন,
আর আপন মেঘের দীপ্তি বিরাজমান করেন ?

Digitized by Google

১৬ তুমি কি মেঘমালার দোলন জান ?
পরম জ্ঞানীর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল জান ?
১৭ যখন দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবী স্তব্ধ হয়,
তখন তোমার বস্ত্র কেমন উষ্ণ হয় ?
১৮ ছাঁচে ঢালা দর্পণের ন্যায় দৃঢ় যে গগনমণ্ডল,
তুমি কি তাঁহার সঙ্গে তাহা বিস্তার করিয়াছ ?
১৯ আমাদিগকে জানাও, তাঁহাকে কি বলিব ?
কেননা আমরা তিমির হেতু বাক্য বিন্যাসিতে
পারি না।
২০ আমি কথা কহিব, ইহা কি তাঁহাকে জানান
যাইবে ?
কেহ কি কবলিত হইতে ইচ্ছা করিবে ?
২১ সম্প্রতি লোকেরা আকাশে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিতে
পারে না ;
কিন্তু বায়ু গমন করিয়া তাহা পরিষ্কার করে।
২২ উত্তরদিক্ হইতে কাঞ্চনাভা আইসে,
ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে ভয়ানক প্রভা থাকে।
২৩ সর্ব্বশক্তিমান আমাদের বোধের অগম্য ; তিনি
পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তিনি ন্যায়বিচার ও প্রচুর ধর্ম্মগুণ বিপরীত
করেন না।
২৪ এ কারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভয় করে,
তিনি বিজ্ঞচিত্তদের মুখাপেক্ষা করেন না।

সদাপ্রভুর উক্তি।

৩৮ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে
ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
২ এ কে, যে অজ্ঞানের কথা দ্বারা
মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে ?
৩ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর ;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে
বুঝাইয়া দেও।
৪ যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি,
তখন তুমি কোথায় ছিলে ?
যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে বল।
৫ তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপিল ?
কে তাহার উপরে মানরজ্জু ধরিল ?
৬ তাহার চুক্তি সকল কিসের উপরে স্থাপিত হইল ?
কে বা তাহার কোণের প্রস্তর বসাইল ?
৭ তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব
করিল,
ঈশ্বরের সন্তানগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।
৮ কে কবাট দিয়া সমুদ্রকে রুদ্ধ করিল,
যখন তাহা নির্গত হইল, গর্ভাশয় হইতে বাহির
হইল ?
৯ তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্র করিলাম,
ঘন তিমিরকে তাহার পটিকা করিলাম ;
১০ আমি তাহার জন্য আমার বিধি নিরূপিলাম,
অর্গল ও কবাট স্থাপন করিলাম,
১১ বলিলাম, তুমি এই পর্য্যন্ত আসিতে পার,
আর নয় ;
এ স্থানে তব তরঙ্গের গর্ব্ব নিবারিত হইবে।
১২ তুমি কি আজন্মকাল কখন প্রভাতকে আজ্ঞা
দিয়াছ,
অরুণকে তাহার উদয়-স্থান জানাইয়াছ ;
১৩ যেন তাহা পৃথিবীর প্রান্ত সকল ধরে,
আর দুষ্টগণকে তাহা হইতে ঝাড়িয়া ফেলা যায় ?
১৪ ভূমণ্ডল মুদ্রাচিহ্নিত মৃত্তিকাবৎ আকারান্তর
প্রাপ্ত হয়,
সকলই বস্ত্রের ন্যায় প্রকাশ পায় ;
১৫ দুষ্টগণ হইতে তাহার দীপ্তি নিবারিত হয়,
আর উচ্চ বাহু ভগ্ন হয়।
১৬ তুমি কি সমুদ্রের উৎসে প্রবেশিয়াছ ?
জলধি-তলে কি পদার্পণ করিয়াছ ?
১৭ তোমার কাছে কি মৃত্যুর কবাট প্রকাশিত
হইয়াছে ?
তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখিয়াছ ?
১৮ তুমি কি ভুবনের বিস্তার জ্ঞাত হইয়াছ ?
এই সকল যদি জান, তবে বল।
১৯ দীপ্তির নিবাসে যাইবার পথ কোথায় ?
অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায় ?
২০ তুমি কি তাহার সীমাতে তাহাকে লইয়া যাইতে
পার ?
তাহার গৃহের পথ কি জ্ঞাত আছ ?
২১ অবশ্য জ্ঞাত আছ, কারণ তৎকালে তোমার জন্ম
হইয়াছিল।
তোমার অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছে।
২২ তুমি কি হিমানী-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ ?
সেই করকা-ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ,
২৩ যাহা আমি সঙ্কটকালের জন্য রাখিয়াছি ?
সংগ্রাম ও যুদ্ধদিনের জন্য রাখিয়াছি ?
২৪ কোন্ পথ দিয়া দীপ্তি বিভক্ত হইয়া যায়,
ও পূর্ব্বীয় বায়ু ভুবনময় ব্যাপ্ত হয় ?
২৫ অতিবৃষ্টির জন্য কে প্রণালী কাটিয়াছে,
বজ্র-বিদ্যুতের জন্য কে পথ করিয়াছে,
২৬ যেন নির্জ্জন দেশে বৃষ্টি পড়ে,
নরশূন্য প্রান্তরে বর্ষা হয়,
২৭ যেন মরুভূমি ও শুষ্ক স্থান তৃপ্ত হয়,
এবং কোমল তৃণ উৎপন্ন হয় ?
২৮ বৃষ্টির পিতা কেহ কি আছে ?
শিশির-বিন্দুসমূহের জনকই বা কে ?
২৯ নীহার কাহার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়াছে ?
আকাশীয় হিমানীর জন্ম কে দিয়াছে ?
৩০ জল জমিয়া প্রস্তরবৎ হয়,
জলধির মুখ কঠিন হইয়া যায়।

Digitized by Google

৩১ তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্রের হার গাঁথিতে পার ?
মৃগশীর্ষের কটিবন্ধন কি খুলিতে পার ?
৩২ রাশিগণকে কি স্ব স্ব ঋতুতে চালাইতে পার ?
স্বাতি ও তৎপুত্রগণকে পথ দেখাইতে পার ?
৩৩ তুমি কি গগনমণ্ডলের বিধানকলাপ জ্ঞান ?
পৃথিবীর উপরে তাহার কর্তৃত্ব কি নিরূপণ করিতে পার ?
৩৪ তুমি কি মেঘ পর্য্যন্ত তোমার রব তুলিতে পার,
যেন বহুজল তোমাকে আচ্ছন্ন করে ?
৩৫ তুমি কি বিদ্যুন্মালা পাঠাইলে তারা যাইবে ?
তোমাকে কি বলিবে, এই যে আমরা ?
৩৬ কে ঘোর ঘনমালাকে জ্ঞান দিয়াছে ?
উল্কাকে কে বুদ্ধি দিয়াছে ?
৩৭ কে প্রজ্ঞাবলে মেঘসমূহ গণিতে পারে ?
গগনের কুপাগুলি কে উল্টাইতে পারে,
৩৮ যাহাতে ধূলা দ্রবীভূত ধাতুবৎ গলিয়া যায়,
ও মৃত্তিকা জমাট বাঁধে ?
৩৯ তুমি কি সিংহীর জন্য শিকার অন্বেষিবে ?
সিংহশাবকদের ক্ষুধা কি নিবৃত্ত করিবে,
৪০ যখন তাহারা গুহামধ্যে শয়ন করে,
গুপ্ত স্থানে বসিয়া মৃগের অপেক্ষায় থাকে ?
৪১ কে দাঁড়কাককে আহার যোগাইয়া দেয়,
যখন তাহার শাবকগণ ঈশ্বরের নিকটে আর্ত্ত-রব করে,
ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে ?

৩৯ তুমি কি শৈলবাসী বন্য ছাগীদের প্রসব-কাল জান ?
হরিণীর প্রসবের রীতি কি নির্ণয় করিতে পার ?
২ তাহারা কত মাস গর্ভ ধারণ করে, তাহা কি নির্ণয় করিতে পার ?
তাহাদের প্রসবকাল কি জান ?
৩ তাহারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলে।
৪ তাহাদের শাবকগণ বলবান হয়, তাহারা মাঠে বৃদ্ধি পায়,
তাহারা প্রস্থান করে, আর ফিরিয়া আইসে না।
৫ কে বন্য গর্দ্দভকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে ?
কে বন্য খরের বন্ধন মুক্ত করিয়াছে ?
৬ আমি মরুভূমিকে তাহার গৃহ করিয়াছি,
লবণভূমিকে তাহার নিবাস করিয়াছি।
৭ সে নগরের কলরবকে পরিহাস করে,
চালকের শব্দ শুনে না।
৮ পর্ব্বতশ্রেণী তাহার চরাণীস্থান ;
সে যাবতীয় নবীন তৃণাদির অন্বেষণ করে।
৯ গবয় কি তোমার সেবা করিতে সম্মত হইবে ?
সে কি তোমার যাবপাত্রের নিকটে থাকিবে ?
মি কি যোতে গবয়কে সীতায় বান্ধিতে পার ?
সে কি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তলভূমিতে মই দিবে ?
১১ তাহার বলবাহুল্য প্রযুক্ত তুমি কি তাহাকে বিশ্বাস করিবে ?
তোমার কর্ম্ম কি তাহাকে সমর্পণ করিবে ?
১২ তুমি কি তাহাতে এমন বিশ্বাস রাখিবে যে, সে তোমার শস্য আনিবে,
তাহা খামারে একত্র করিবে ?
১৩ উষ্ট্রপক্ষিণীর ডানা উল্লাস করে,
কিন্তু তাহার পক্ষ ও পালখ কি স্নেহবান ?
১৪ সে ত ভূমিতে আপন ডিম্ব ত্যাগ করে,
ধূলায় উষ্ণ হইতে দেয়।
১৫ তাহার মনে থাকে না যে, হয় ত চরণে তাহা চূর্ণ করিবে,
কিম্বা বন্য পশু তাহা দলাইবে।
১৬ সে আপন শাবকগণের প্রতি পরের ন্যায় নির্দ্দয় হয়,
প্রসববেদনা বিফল হইলেও নিশ্চিন্ত থাকে :
১৭ যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়াছেন,
তাহাকে বুদ্ধি দেন নাই।
১৮ সে যখন পক্ষ তুলিয়া গমন করে,
তখন অশ্বকে ও তদারূঢ়কে পরিহাস করে।
১৯ তুমি কি অশ্বকে বিক্রম দিয়াছ ?
তাহার গ্রীবাদেশে কেশর দিয়াছ ?
২০ তাহাকে কি পতঙ্গপালবৎ লম্ফন করাইয়াছ ?
• তাহার নাসারবের তেজ অতি ভয়ানক।
২১ সে তলভূমিতে খুর ঘসে, নিজ বিক্রমে আমোদ করে,
অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।
২২ সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, উদ্বিগ্ন হয় না,
খড়্গের সম্মুখ হইতে ফিরে না।
২৩ তূণ তাহার বিরুদ্ধে শব্দ করে,
শাণিত বড়শা ও শূল শব্দ করে।
২৪ সে উগ্রতায় ও রাগে ভূমি খাইয়া ফেলে,
তূরীবাদ্য শুনিলে দাঁড়াইয়া থাকে না।
২৫ তূরীর রবের সহিত সে হিহি শব্দ করে,
দূর হইতে সংগ্রামের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ শুনে।
২৬ তোমারই বুদ্ধিতে কি বাজপক্ষী উড়ে,
দক্ষিণদিকে আপন পক্ষ বিস্তার করে ?
২৭ তোমারই আজ্ঞাতে কি ঈগল ঊর্দ্ধে উঠে,
উচ্চ স্থানে আপনার বাসা করে ?
২৮ সে শৈলে বসতি করে, তথায় তাহার বাসা,
সে শৈলাগ্রে ও দুরাক্রম্য স্থানে থাকে।
২৯ তথা হইতে সে শিকার অবলোকন করে,
তাহার চক্ষু দূর হইতে তাহা দেখে।
৩০ তাহার শাবকগণ রক্ত চুষে,
যে স্থানে শব, সেই স্থানে সে।

Digitized by Google

৪০ পরে সদাপ্রভু ইয়োবকে আরও কহিলেন,
দোষগ্রাহী কি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত বিবাদ
করিবে ?
ঈশ্বরের সহিত বিতর্ককারী ইহার উত্তর দিউক।

---

৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন,
৪ দেখ, আমি অকিঞ্চন ; তোমাকে কি উত্তর দিব ?
আমি নিজ মুখে হাত দিই।
৫ আমি এক বার কহিয়াছি, আর উত্তর করিব না;
দুই বার কহিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব না।

---

৬ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে
উত্তর দিয়া কহিলেন,
৭ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর ;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৮ তুমি কি সত্যই মম বিচার অগ্রাহ্য করিবে ?
নিজে ধার্ম্মিক হইবার জন্য আমাকে দোষী
করিবে ?
৯ তোমার কি ঈশ্বরের তুল্য বাহু আছে ?
তুমি কি তাঁহার ন্যায় সরবে বজ্রনাদ করিতে পার ?
১০ তবে প্রাধান্যে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হও,
প্রভা ও প্রতাপ পরিধান কর ;
১১ তোমার উচ্চণ্ড ক্রোধ ঢালিয়া দেও,
প্রত্যেক অহঙ্কারীকে দৃক্‌পাতমাত্র নত কর ;
১২ দৃক্‌পাতমাত্র প্রত্যেক অহঙ্কারীকে খর্ব্ব কর,
দুষ্টদিগকে স্ব স্ব স্থানে দলিত কর ;
১৩ তাহাদিগকে যুগপৎ ধূলিতে আচ্ছন্ন কর,
গুপ্ত স্থানে তাহাদের মুখ বন্ধন কর।
১৪ তখন আমিও তোমার এই প্রশংসা করিব,
তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে তরাইতে পারে।
১৫ বহেমোৎকে দেখ, আমি তোমার সহিত তাহা-
কেও নির্ম্মাণ করিয়াছি ;
সে গোরুর ন্যায় তৃণভোজী।
১৬ দেখ, তাহার কটিদেশে তাহার বল,
উদরস্থ পেশীতে তাহার সামর্থ্য।
১৭ সে এরসবৃক্ষের ন্যায় লাঙ্গুল নাড়ে,
তাহার ঊরুদ্বয়ের শিরা সকল যোড়া।
১৮ তাহার অস্থি সকল পিত্তলময় নলের তুল্য,
তাহার পঞ্জর লৌহের অর্গলবৎ ;
১৯ ঈশ্বরের কার্য্যের মধ্যে সে অগ্রগণ্য ;
তাহার নির্ম্মাতা তাহাকে খড়্গ দিয়াছেন।
২০ পর্ব্বতগণ তাহার খাদ্য যোগায় ;
সমস্ত বন্য পশুও সেই স্থানে ক্রীড়া করে।
২১ সে পদ্মবনে শয়ন করে,
নলবনের অন্তরালে থাকে।
২২ পদ্ম গাছ নিজ ছায়ায় তাহাকে আচ্ছন্ন করে,
উপত্যকার বাইশি বৃক্ষ তাহার চতুর্দ্দিকে থাকে।
২৩ দেখ, নদী উচ্চণ্ড হইলে সে ভয় করে না,
যর্দ্দন ছাপিয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িলেও
সে সুস্থির থাকে।
২৪ সে সজাগ থাকিলে কে তাহাকে ধরিতে পারে ?
রজ্জু দিয়া কে তাহার নাসিকা ফুঁড়িতে পারে ?

৪১ তুমি কি বড়শী দ্বারা লিবিয়াথনকে
তুলিতে পার ?
হাতসূত্রের দ্বারা তাহার জিহ্বা বাঁধিতে পার ?
২ নলকাটী দিয়া তার নাক কি ফুঁড়িতে পার ?
বড়শী দিয়া তাহার হনু কি বিন্ধিতে পার ?
৩ সে কি তোমার কাছে বহু বিনতি করিবে,
তোমাকে কোমল কথা বলিবে ?
৪ সে কি তোমার সহিত নিয়ম করিবে ?
তুমি কি তাহাকে লইয়া চির দাস করিবে ?
৫ তাহার সহিত কি পক্ষীর ন্যায় খেলা করিবে ?
তোমার যুবতীদের জন্য কি তাহাকে বাঁধিয়া
রাখিবে ?
৬ ধীবর-দল কি তাহাকে দিয়া ব্যবসায় করিবে ?
অংশ অংশ করিয়া কি বণিকদিগকে দিবে ?
৭ তুমি কি তাহার চর্ম্ম লৌহ-কলায়,
তাহার মস্তক ধীবরের টেটায় বিঁধিতে পার ?
৮ তোমার হস্ত তাহার উপরে রাখ ;
যুদ্ধ স্মরণ কর, আর সেরূপ করিও না।
৯ দেখ, তাহাকে ধরিবার প্রত্যাশা মিথ্যা ;
তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে কি পড়িয়া
যায় না ?
১০ তাহাকে জাগাইবে, এমন সাহসিক কেহ নাই ;
তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে ?
১১ কে অগ্রে আমার উপকার করিয়াছে যে, আমি
তাহার প্রত্যুপকার করিব ?
সমস্ত গগনমণ্ডলের নীচে সকলই আমার।
১২ তাহার অঙ্গের সম্বন্ধে আমি নীরব থাকিব না,
তাহার বিপুল বলের ও শরীরের সৌষ্ঠবের [কথা
বলিব]।
১৩ তাহার বর্ম্ম কে খুলিয়া দিতে পারে ?
তাহার দন্তশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যাইতে পারে ?
১৪ তাহার মুখের কবাট কে খুলিতে পারে ?
তাহার দন্তাবলির চতুর্দ্দিকে ত্রাস থাকে।
১৫ তাহার ফলকশ্রেণী শোভা পায়,
তাহা মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ।
১৬ সেই সকল পরস্পর এমন সংলগ্ন
যে, তাহার অন্তরালে বায়ু পশিতে পারে না।
১৭ সেই সকল পরস্পর সংযুক্ত,
ও একত্র সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন হয় না।
১৮ তাহার হাঁচিতে দীপ্তি বিকাশ করে,
তাহার নয়ন অরুণের নেত্রচ্ছদের সদৃশ।
১৯ তাহার মুখ হইতে জ্বলন্ত মশাল নির্গত হয়,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।
২০ যেমন তপ্ত হণ্ডিকা ও খাগড়া হইতে,

Digitized by Google

তেমনি তাহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হয়।
২১ তাহার নিশ্বাসে অঙ্গার জ্বলিয়া উঠে,
তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়।
২২ তাহার গ্রীবায় বল অবস্থিতি করে,
তাহার সম্মুখে ত্রাস নৃত্য করে।
২৩ তাহার মাংসের পর্ত্তা পরস্পর সংযুক্ত;
তাহা তাহার উপরে দৃঢ়ীভূত, সরিতে পারে না।
২৪ তাহার হৃৎপিণ্ড প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়,
যাঁতার নীচের পাটের ন্যায় দৃঢ়।
২৫ সে উঠিলে বলবানেরাও উদ্বিগ্ন হয়,
ত্রাসপ্রযুক্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।
২৬ খড়্গে তাহাকে আক্রমণ করিলে কিছু হইবে না,
বড়শা, বাণ ও সাঁজোয়া বিফল হয়।
২৭ সে লৌহকে নাড়ার ন্যায়,
পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান করে।
২৮ ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না,
তাহার কাছে ফিঙ্গার প্রস্তর তৃণ হইয়া পড়ে।
২৯ সে গদাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে,
বড়শার ধ্বনিতে হাস্য করে।
৩০ তাহার তলদেশ শাণিত খোলার ন্যায়,
সে কর্দ্দমের উপর দিয়া কাঁটার মই চালায়।
৩১ সে অগাধ জলকে হাঁড়ীর জলের ন্যায় ফুটায়।
সে সমুদ্রকে মলমের ন্যায় করে।
৩২ তাহার পশ্চাৎ পথ চক্‌মক্‌ করে,
জলধি পক্ককেশের তুল্য বোধ হয়।
৩৩ পৃথিবীতে তাহার তুল্য কিছুই নাই;
তাহাকে নির্ভীক করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।
৩৪ সে যাবতীয় উচ্চবস্তু সন্দর্শন করে,
যাবতীয় গর্ব্বসন্তানদের উপরে রাজা হয়।

ইয়োবের উক্তি ও শেষকালীন কুশল।

৪২ পরে ইয়োব সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার;
কোন সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।
৩ এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে?
সত্য, আমি যাহা বুঝি নাই, তাহাই বলিয়াছি,
যাহা আমার বোধাগম্য, আমার অজ্ঞাত, তাহাই
বলিয়াছি।
৪ বিনয় করি, নিবেদন শুন, আমি কিছু বলি;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৫ পূর্ব্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম,
কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল।
৬ এই নিমিত্তে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি,
ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।

---

৭ ইয়োবকে এই সকল বলিবার পর সদাপ্রভু
তৈমনীয় ইলীফসকে কহিলেন, তোমার প্রতি ও
তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার কোপানল প্রজ্ব-
লিত হইয়াছে, কারণ আমার দাস ইয়োব যেরূপ
বলিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ যথার্থ
৮ কথা বল নাই। অতএব তোমরা সাতটী বৃষ ও
সাতটী মেষ লইয়া আমার দাস ইয়োবের নিকটে
গিয়া আপনাদের নিমিত্তে হোমবলি উৎসর্গ কর।
আর আমার দাস ইয়োব তোমাদিগের নিমিত্তে
প্রার্থনা করিবে; কারণ আমি তাহাকে গ্রাহ্য
করিব; নতুবা আমি তোমাদিগকে তোমাদের
মূর্খতানুযায়ী প্রতিফল দিব; কেননা আমার দাস
ইয়োবের ন্যায় তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ
৯ কথা বল নাই। তখন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয়
বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর গমন করিয়া সদা-
প্রভুর বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন; আর সদা-
১০ প্রভু ইয়োবকে গ্রাহ্য করিলেন। পরে ইয়োব
আপন বন্ধুগণের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে সদা-
প্রভু তাঁহার দুর্দ্দশার পরিবর্ত্তন করিলেন; ফলতঃ
সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব্বসম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ
১১ দিলেন। পরে ইয়োবের ভ্রাতা ও ভগিনীরা
সকলে এবং পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা সকলে তাঁহার
নিকটে আসিয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত
ভোজন করিল ও তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল,
এবং সদাপ্রভু কর্ত্তৃক ঘটিত সমস্ত বিপদের বিষয়ে
তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল, আর প্রত্যেক জন এক
এক খণ্ড কসীতা মুদ্রা ও এক একটী সুবর্ণের কুণ্ডল
১২ তাঁহাকে দিল। আর সদাপ্রভু ইয়োবের প্রথম
অবস্থা হইতে শেষাবস্থা অধিক আশীর্ব্বাদযুক্ত
করিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ, ছয় সহস্র
উষ্ট্র, এক সহস্র যোড়া বলদ ও এক সহস্র গর্দ্দভী
১৩ হইল। আর তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল।
১৪ তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম যিমীমা, দ্বিতীয়ার নাম
কৎসীয়া ও তৃতীয়ার নাম কেরণ-হপ্পূক রাখি-
১৫ লেন। ইয়োবের কন্যাগণের তুল্য রূপবতী যুবতী
সমস্ত দেশে মিলিত না, এবং তাহাদের পিতা
তাহাদের ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাদিগকে দায়াধি-
১৬ কার দিলেন। পরে ইয়োব আর এক শত চল্লিশ
বৎসর জীবিত থাকিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি
১৭ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিলেন। শেষে ইয়োব
বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

Digitized by Google

গীতসংহিতা।

প্রথম খণ্ড।

১ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দকদের সভায় বসে না।
২ কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে,
তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
৩ সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে,
যাহা সময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না;
আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়।
৪ দুষ্টগণ সেরূপ নহে;
কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।
৫ এই জন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না,
পাপীরা ধার্ম্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না,
৬ কেননা সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের পথ জানেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

২ জাতিগণ কেন কলহ করে?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করে?
২ পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়,
নায়কগণ এক সঙ্গে মন্ত্রণা করে,
সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্তের বিরুদ্ধে;
৩ [বলে,] 'আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি,
আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।'
৪ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করিবেন;
প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন।
৫ তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের কাছে কথা কহিবেন,
কোপে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবেন।
৬ 'আমিই আপন পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে
আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি।'
৭ আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব;
সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র,
অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি
৮ আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব,
পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকার করিয়া দিব।
৯ তুমি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিবে,
কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় খণ্ডবিখণ্ড করিবে।
১০ অতএব এখন, রাজগণ! বিবেচক হও;
পৃথিবীর বিচারকগণ! শাসন গ্রাহ্য কর।
১১ তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা কর,
সকম্পে উল্লাস কর।
১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও,
কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে।
ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন।

৩ দায়ূদের সঙ্গীত। বীয়পুত্র অবশালোমের নিকট হইতে তাঁহার পলায়নকালীন।

১ হে সদাপ্রভো, মম বিপক্ষ কত বাড়িয়াছে!
অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে।
২ অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশে কহিতেছে,
ঈশ্বরের কাছে উহার জন্য ত্রাণ নাই। সেলা।
৩ তথাপি, সদাপ্রভো, তুমিই আমার বেষ্টনকারী ঢাল,
আমার গৌরব, ও আমার মস্তক উত্তোলনকারী।
৪ আমি স্বরবে সদাপ্রভুকে ডাকি,
আর তিনি নিজ পবিত্র পর্ব্বত হইতে আমাকে উত্তর দেন। সেলা।
৫ আমি শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম,
জাগ্রত হইলাম; কারণ সদাপ্রভু আমার রক্ষক।
৬ আমি অযুত অযুত লোক হইতেও ভীত হইব না,
যাহারা আমার বিরুদ্ধে চারিদিকে সসজ্জ হইয়াছে।
৭ সদাপ্রভো, উঠ; আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাণ কর;
কেননা তুমি আমার সমস্ত শত্রুর চোয়ালে আঘাত করিয়াছ,

Digitized by Google

তুমি দুষ্টদের দন্ত সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছ।
৮ পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে;
তোমার প্রজাদের উপরে তোমার আশীর্ব্বাদ বর্ত্তুক। সেলা।

৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমি ডাকিলে আমাকে উত্তর দেও।
সঙ্কটে তুমি আমাকে প্রশস্ততা দিয়াছ;
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শুন।
২ হে মানব-সন্তানগণ, কত কাল আমার সম্মান অপমানে পরিণত করিবে,
অলীকতা ভাল বাসিবে, ও মিথ্যা কথার অন্বেষণ করিবে? সেলা।
৩ তোমরা জানিও, সদাপ্রভু সাধুকে আপনার নিমেত্তে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন;
আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলে তিনি শুনিবেন।
৪ তোমরা ভয় কর, পাপ করিও না।
তোমাদের শয্যার উপরে মনে মনে কথা কহ, ও নীরব হও। সেলা।
৫ তোমরা ধর্ম্মবলি উৎসর্গ কর,
আর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ।
৬ অনেকে বলে, কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে?
সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি নিজ মুখের দীপ্তি উদিত কর।
৭ তুমি আমার অন্তঃকরণে এমন আহ্লাদ দিয়াছ,
যাহা উহাদের গোধূম ও দ্রাক্ষারসের বাহুল্যকালেও হয় না,
৮ আমি শান্তিতে শয়ন করিব, নিদ্রাও যাইব;
কেননা, সদাপ্রভো, তুমিই একাকী আমাকে নির্ভয়ে বাস করিতে দিতেছ।

৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, বংশী যন্ত্রে। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর,
আমার কাকুক্তিতে মনোযোগ কর।
২ মম রাজন্, মম ঈশ্বর, মম আর্ত্তনাদের রব শুন,
কেননা আমি তোমারই কাছে প্রার্থনা করিতেছি।
৩ সদাপ্রভো, প্রাতঃকালে তুমি মম রব শুনিবে;
প্রাতে আমি তোমার উদ্দেশে [প্রার্থনা] সাজাইয়া চাহিয়া থাকিব।
৪ কেননা তুমি দুষ্টতাপ্রিয় ঈশ্বর নহ,
মন্দ তোমার অতিথি হইতে পারে না।
৫ দর্পকারিগণ তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না,
তুমি সমুদয় অধর্ম্মাচারীকে ঘৃণা করিয়া থাক।
৬ তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে,
সদাপ্রভু রক্তপাতী ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন।
৭ কিন্তু আমি তোমার দয়ার বাহুল্যে তোমার গৃহে প্রবেশ করিব,
তোমার পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে তোমার ভয়ে প্রণিপাত করিব।
৮ সদাপ্রভো, আমার শত্রুগণ হেতু তুমি আপন ধর্ম্মগুণে আমাকে চালাও,
আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর।
৯ কেননা উহাদের মুখে স্থিরতা কিছুই নাই;
তাহাদের অন্তর দুষ্টতাময়,
তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ,
তাহারা আপনাদের জিহ্বা মসৃণ করে।
১০ হে ঈশ্বর, তাহাদিগকে দোষী কর,
তাহারা আপনাদের মন্ত্রণায় পতিত হউক,
তুমি তাহাদের অধর্ম্মের বাহুল্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও,
কেননা তাহারা তোমার বিদ্রোহী হইয়াছে।
১১ কিন্তু তব শরণাপন্ন সকলে আহ্লাদিত হউক,
তাহারা অনন্তকাল আনন্দগান করুক,
কেননা তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ;
যাহারা তোমার নামপ্রিয়, তাহারা তোমাতে উল্লাস করুক।
১২ কেননা তুমি ধার্ম্মিককে আশীর্ব্বাদ করিবে,
সদাপ্রভো, তুমি ঢালের ন্যায় তাহাকে প্রসন্নতায় বেষ্টন করিবে।

৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না,
কোপে আমাকে শাসন করিও না।
২ সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি ম্লান হইয়াছি;
সদাপ্রভো, আমাকে সুস্থ কর, কেননা আমার অস্থি সকল বিহ্বল হইয়াছে।
৩ আমার প্রাণ অতিশয় বিহ্বল হইয়াছে;
আর, তুমি, সদাপ্রভো, আর কত কাল?
৪ সদাপ্রভো, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণ উদ্ধার কর,
তোমার দয়াগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।
৫ কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না,
পাতালে কে তোমার স্তব করিবে?
৬ আমি কোঁকাইতে কোঁকাইতে শ্রান্ত হইয়াছি;
প্রতিরাত্রি আমি শয্যা ভাসাই,
আমি নেত্রজলে খাট ভিজাই।
৭ মনস্তাপে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে;
আমার সকল বৈরী হেতু তাহা জীর্ণ হইতেছে।

Digitized by Google

৮ হে অধর্ম্মাচারী সকলে, আমা হইতে দূর হও,
কেননা সদাপ্রভু মম রোদন-রব শুনিয়াছেন।
৯ সদাপ্রভু আমার বিনতি শুনিয়াছেন ;
সদাপ্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।
১০ আমার সমস্ত শত্রু লজ্জিত ও বিহ্বল হইবে ;
তাহারা ফিরিয়া যাইবে, হঠাৎ লজ্জিত হইবে।

৭

দায়ূদের শিগায়োন। বিন্যামীনীয় কূশের কথার বিষয়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহার গান।

১ হে সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি ;
আমার সকল তাড়নাকারী হইতে নিস্তার কর,
আমাকে উদ্ধার কর।
২ পাছে [শত্রু] সিংহের ন্যায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ করে,
খণ্ড খণ্ড করে, যখন উদ্ধারকারী কেহ নাই।
৩ সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, যদি আমি সেই কার্য্য করিয়া থাকি,
যদি আমার করতলে অন্যায় লাগিয়া থাকে ;
৪ যদি আমি প্রণয়ীর অপকার করিয়া থাকি,
(বরং যে অকারণে আমার বৈরী, তাহাকেও উদ্ধার করিয়াছি,)
৫ তবে শত্রু দৌড়িয়া আমার প্রাণ ধরুক,
আমার জীবন ভূমিতে দলিত করুক,
এবং আমার গৌরব ধূলিসাৎ করুক। সেলা।
৬ হে সদাপ্রভো, ক্রোধভরে উত্থান কর,
আমার বৈরীদের কোপের প্রতিকূলে উঠ,
আমার পক্ষে জাগ্রত হও ; তুমি বিচারের আজ্ঞা দিয়াছ।
৭ লোকবৃন্দের মণ্ডলী তোমাকে বেষ্টন করুক ;
তাহার ঊর্দ্ধে তুমি উচ্চ স্থানে ফিরিয়া আইস।
৮ সদাপ্রভু জাতিগণের বিচার করেন ;
সদাপ্রভো, আমার ধর্ম্ম ও আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে আমার বিচার কর।
৯ বিনয় করি, দুষ্টগণের দুষ্টতা শেষ হউক,
কিন্তু তুমি ধার্ম্মিককে সুস্থির কর ;
ধর্ম্মময় ঈশ্বর ত অন্তঃকরণ ও মর্ম্মের পরীক্ষক।
১০ ঈশ্বর আমার ঢালবাহক,
তিনি সরলচিত্তদের ত্রাণকর্ত্তা।
১১ ঈশ্বর ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা ;
তিনি প্রতিদিন ক্রোধকারী ঈশ্বর।
১২ যদি কেহ না ফিরে, তবে তিনি আপন খড়্গে শাণ দিবেন ;
তিনি নিজ ধনুকে চাড়া দিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।
১৩ তিনি উহার জন্য মৃত্যুর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন ;
তিনি নিজ বাণ সকল অগ্নিবাণে পরিণত করেন।
১৪ দেখ, সে অধর্ম্ম গর্ভে ধারণ করে,
উপদ্রবে পূর্ণগর্ভা হয়, মিথ্যাকে প্রসব করে।
১৫ সে কূপ খনন করিয়া গভীর করিয়াছে,
কিন্তু আপনার কৃত গর্ত্তে পতিত হইল।
১৬ তাহার উপদ্রব তাহারই মস্তকে ফিরিবে,
তাহার দৌরাত্ম্য তাহারই মুণ্ডে পড়িবে।
১৭ আমি সদাপ্রভুর ধার্ম্মিকতানুসারে তাঁহার স্তব করিব,
পরাৎপর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা গান করিব।

৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রভো,
সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত !
গগনের ঊর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপিত হইয়াছে।
২ তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে পরাক্রম প্রতিপন্ন করিয়াছ,
তোমার বৈরিগণ হেতুই করিয়াছ,
যেন শত্রু ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত কর।
৩ আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্ম্মিত তব গগনমণ্ডল,
তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি,
৪ [বলি], মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর ?
মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর ?
৫ তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পমাত্র ন্যূন করিয়াছ,
গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ।
৬ তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ,
তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ ;—
৭ গো মেষাদি সকল,
আর বন্য পশুগণ,
৮ শূন্যের পক্ষিগণ, এবং সাগরের মৎস্য,
যাহা কিছু সমুদ্রপথগামী।
৯ হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রভো,
সমস্ত পৃথিবীতে তব নাম কেমন মহিমান্বিত !

৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, পুত্রের মরণ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর স্তব করিব,
তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল বর্ণনা করিব।
২ আমি তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করিব ;
পরাৎপর, আমি তব নামের প্রশংসা গাইব।

Digitized by Google

৩ যখন আমার শত্রুগণ ফিরিয়া যায়,
তখন তোমার সাক্ষাতে পতিত ও বিনষ্ট হয়।
৪ কেননা তুমি আমার বিচার ও বিবাদ নিষ্পন্ন করিয়াছ,
তুমি সিংহাসনে বসিয়া ধর্ম্মবিচার করিয়াছ।
৫ তুমি জাতিগণকে ভর্ৎসনা ও দুষ্টকে সংহার করিয়াছ,
তুমি অনন্তকালের জন্য তাহাদের নাম লোপ করিয়াছ।
৬ শত্রুরা শেষ হইয়াছে, চিরতরে উৎসন্ন হইয়াছে;
তুমি নগর সকল ধ্বংস করিয়াছ;
তাহাদের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে।
৭ কিন্তু সদাপ্রভু অনন্তকাল সমাসীন থাকিবেন;
তিনি বিচারার্থে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন।
৮ আর তিনিই ধর্ম্মে জগতের বিচার করিবেন,
ন্যায়ে লোকবৃন্দের শাসন করিবেন।
৯ আর সদাপ্রভু ক্লিষ্টের উচ্চ দুর্গ,
সঙ্কটের সময়ে উচ্চ দুর্গ হইবেন।
১০ যাহারা তোমার নাম জানে, তাহারা তোমাতে বিশ্বাস রাখিবে;
কেননা, সদাপ্রভো, তুমি আপনার অন্বেষণকারীদিগকে পরিত্যাগ কর নাই।
১১ তোমরা সিয়োন-নিবাসী সদাপ্রভুর প্রশংসা গান কর;
জাতিদের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর।
১২ কেননা যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন, তিনি নিহতদিগকে স্মরণ করেন;
তিনি দুঃখীদিগের ক্রন্দন বিস্মৃত হন না।
১৩ হে সদাপ্রভো, আমার প্রতি কৃপা কর;
বিদ্বেষিগণ হইতে মম যে দুঃখ ঘটে, তাহা দেখ,
তুমি মৃত্যু-দ্বার হইতে আমার উত্তোলনকর্ত্তা;
১৪ এই জন্য আমি সিয়োন-কন্যার পুরদ্বারে তোমার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিব,
আমি তোমার পরিত্রাণে উল্লাস করিব।
১৫ জাতিগণ আপনাদের কৃত খাতে ডুবিয়াছে;
তাহারা গোপনে যে জাল পাতিয়াছিল,
তাহাতে তাহাদেরই চরণ বদ্ধ হইয়াছে।
১৬ সদাপ্রভু আপনার পরিচয় দিয়াছেন; তিনি বিচার সাধন করিয়াছেন;
দুষ্ট স্বহস্তের কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়াছে।
হিগায়োন। সেলা।
১৭ দুষ্টেরা পাতালে চলিয়া যাইবে,
যে জাতিরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, সকলেই।
১৮ কারণ দরিদ্র নিয়ত বিস্মৃতিপাত্র থাকিবে না,
দুঃখীদিগের আশা চিরতরে বিনষ্ট হইবে না।
১৯ সদাপ্রভো, উঠ; মর্ত্ত্য প্রবল না হউক,
জাতিগণ তোমার সাক্ষাতে বিচারিত হউক।
২০ হে সদাপ্রভো, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর;
জাতিগণ জানুক যে, তাহারা মর্ত্ত্যমাত্র। সেলা।

১০ হে সদাপ্রভো, কেন দূরে দাঁড়াইয়া থাক?
সঙ্কটের সময়ে কেন প্রচ্ছন্ন থাক?
২ দুষ্টের গর্ব্বে প্রযুক্ত দুঃখী দগ্ধ হয়,
উহাদের কল্পিত ছলে ধরা পড়ে।
৩ কেননা দুষ্ট আপন মনোরথের শ্লাঘা করে,
লোভী সদাপ্রভুকে জলাঞ্জলি দেয়, অবজ্ঞা করে।
৪ দুষ্ট লোক নাক তুলিয়া [বলে,] তিনি অনুসন্ধান করিবেন না;
ঈশ্বর নাই, ইহাই তাহার চিন্তার সাকল্য।
৫ তাহার পথ সর্ব্বদা দৃঢ়;
তব শাসনকলাপ ঊর্দ্ধে, তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত;
সে সমস্ত বিপক্ষের প্রতি ফুৎকার করে।
৬ সে মনে মনে বলে, আমি বিচলিত হইব না,
পুরুষানুক্রমে কখন বিপদ্গ্রস্ত হইব না।
৭ তাহার মুখ অভিশাপ, ছলনা ও শঠতায় পূর্ণ;
তাহার জিহ্বার নীচে উপদ্রব ও অন্যায় থাকে।
৮ সে গ্রামের নিভৃত স্থানে বসিয়া থাকে,
গুপ্ত স্থানে নির্দ্দোষকে বধ করে;
তাহার চক্ষু অনাথকে ধরিবার জন্য লুক্কায়িত।
৯ সিংহ যেমন গহ্বরে, সে তেমনি গুপ্ত স্থানে থাকে,
দুঃখীকে ধরিবার জন্য অন্তরালে থাকে;
সে দুঃখীকে ধরে, আপন জালে টানে।
১০ সে গুঁড়ি মারে, সে অবনত হয়,
অনাথেরা তাহার প্রবল [থাবায়] পতিত হয়।
১১ সে মনে মনে বলে, ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়াছেন;
তিনি মুখ লুকাইয়াছেন, কখনও দেখিবেন না;
১২ হে সদাপ্রভো, উঠ; হে ঈশ্বর, আপন হস্ত তুল।
দুঃখীদিগকে বিস্মৃত হইও না।
১৩ দুষ্ট কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে,
মনে মনে বলে, তুমি অনুসন্ধান করিবে না?
১৪ তুমি ত দেখিয়াছ, কেননা তুমি উপদ্রব ও দ্বেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ,
যেন তাহার প্রতীকার স্বহস্তে কর;
অনাথ তোমারই উপরে ভার সমর্পণ করে;
তুমিই পিতৃহীনের সহায়।
১৫ দুষ্টের বাহু ভাঙ্গিয়া ফেল,
লেশমাত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত দুর্জ্জনের দুষ্টতার অনুসন্ধান কর।
১৬ সদাপ্রভু অনন্তকালীন রাজা;
জাতিগণ তাঁহার দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।
১৭ সদাপ্রভো, তুমি নম্রদের আকাঙ্ক্ষা শুনিয়াছ;
তুমি তাহাদের চিত্ত সুস্থির করিবে, তুমি কর্ণপাত করিবে।
১৮ তুমি পিতৃহীনের ও উপদ্রুতের বিচার করিবে;

Digitized by Google

মৃত্তিকাজাত মনুষ্যকে আর ভীমবিক্রান্ত থাকিতে
দিবে না ।

১১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য । দায়ূদের ।

১ আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি ;
তোমরা কি ভাবিয়া আমার প্রাণকে বল,
পক্ষীর ন্যায় তোমাদের পর্ব্বতে উড়িয়া যাও ?
২ কেননা দেখ, দুষ্টগণ ধনুকে চাড়া দিতেছে,
আপন আপন বাণ গুণে যোগ করিতেছে,
যেন সরলচিত্তদিগকে অন্ধকারে মারিয়া ফেলে ।
৩ যদি মূলবস্তু সকল উৎপাটিত হয়,
তবে ধার্ম্মিক কি করিবে ?
৪ সদাপ্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন ;
সদাপ্রভুর সিংহাসন স্বর্গে ;
তাঁহার চক্ষু নিরীক্ষণ করিতেছে, তাঁহার চক্ষুর
পাতা মনুষ্যসন্তানদের পরীক্ষা করিতেছে।
৫ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের পরীক্ষা করেন,
কিন্তু দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক তাঁহার প্রাণের
ঘৃণাস্পদ ।
৬ তিনি দুষ্টদের উপরে পাশ বর্ষাইবেন,
অগ্নি, গন্ধক ও উত্তপ্ত বায়ু তাহাদের পানপাত্রের
পেয় দ্রব্য ।
৭ কেননা সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, ধর্ম্মকর্ম্মই ভাল বাসেন ;
সরল লোক তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিবে ।

১২ প্রধান বাদ্যকরের জন্য । স্বর, শমীনীৎ । দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ সদাপ্রভু, পরিত্রাণ কর, কেননা সাধু লোপ পাইল ;
মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে বিশ্বসনীয় লোক শেষ
হইল ।
২ প্রতিজন প্রতিবাসীর সহিত অলীক কথা কহে ;
চাটুবাদী ওষ্ঠাধরে ও দ্বিধা চিত্তে কথা কহে ।
৩ সদাপ্রভু সমস্ত চাটুবাদী ওষ্ঠাধর
ও দর্পবাদী জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবেন ;
৪ উহারা বলে, আমরা জিহ্বা দ্বারা প্রবল হইব,
আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই ; আমাদের কর্ত্তা কে ?
৫ সদাপ্রভু কহেন, “আমি এক্ষণে উঠিব,
দুঃখীদের সর্ব্বনাশ ও দীনহীনের কাতরোক্তি
প্রযুক্ত উঠিব,
আমি ত্রাণাকাঙ্ক্ষীর ত্রাণ করিব ।”
৬ সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্ম্মল বাক্য ;
তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাঁটী করা এমন রৌপ্যের
তুল্য,
যাহা সাত বার পরিষ্কৃত হইয়াছে ।
৭ হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবে ;
চিরতরে এই লোকদের হইতে উদ্ধার করিবে ।
৮ দুষ্টগণ চারি দিকে বিহার করে,
যখন মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে অধমতা উচ্চীকৃত হয় ।

১৩ প্রধান বাদ্যকরের জন্য । দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ হে সদাপ্রভো, কত কাল আমাকে নিয়ত বিস্মৃত
থাকিবে ?
কত কাল আমা হইতে আপন মুখ লুকায়িত
রাখিবে ?
২ কত কাল আমি প্রাণের মধ্যে ভাবনাকে,
চিত্ত মধ্যে বিষাদকে সমস্ত দিন স্থান দিব ?
শত্রু কত কাল আমার উপরে উচ্চ থাকিবে ?
৩ হে সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, দৃষ্টিপাত কর,
আমাকে উত্তর দেও ;
আমার চক্ষু আলোকময় কর, পাছে আমি মৃত্যু-
নিদ্রাগত হই ।
৪ পাছে আমার শত্রু বলে, আমি তাহাকে জয়
করিয়াছি ;
পাছে আমি বিচলিত হইলে আমার বিপক্ষগণ
উল্লাস করে ।
৫ কিন্তু আমি তোমার দয়াতে বিশ্বাস করিয়াছি ;
আমার চিত্ত তব পরিত্রাণে উল্লাসিত হইবে ।
৬ আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাইব,
কেননা তিনি আমার মঙ্গল করিয়াছেন ।

১৪ প্রধান বাদ্যকরের জন্য । দায়ূদের ।

১ মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, ‘ঈশ্বর নাই’ ।
তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহই নাই ।
২ সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি
নিরীক্ষণ করিলেন ।
দেখিতে চাহিলেন, বিবেচক কেহ আছে কি না,
ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না ।
৩ সকলে বিপথগামী, সকলেই বিকারপ্রাপ্ত
হইয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহই নাই, এক জনও নাই ।
৪ অধর্ম্মাচারী সকলের কি কিছুই জ্ঞান নাই ?
তাহারা খাদ্য গ্রাস করিবার ন্যায় আমার প্রজা-
গণকে গ্রাস করে,
সদাপ্রভুকে ডাকে না ।
৫ ঐ স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইয়াছে ;
কেননা ঈশ্বর ধার্ম্মিক বংশের মধ্যবর্ত্তী ।
৬ তোমরা দুঃখীর মন্ত্রণাকে লজ্জিত করিতেছ ;
কেননা সদাপ্রভু তাহার আশ্রয় ।
৭ আঃ ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন হইতে
উপস্থিত হউক !
সদাপ্রভু যখন আপন প্রজাদিগকে বন্দিত্ব হইতে
ফিরাইয়া আনিবেন,

Digitized by Google

৮ তাহারা যদি শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়,
যদি দুঃখ-রজ্জুতে আবদ্ধ হয়;
৯ তবে তিনি তাহাদের ক্রিয়া দেখান,
অহঙ্কারজাত অধর্ম্ম তাহাদিগকে দেখান;
১০ উপদেশের প্রতি তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে ফিরিতে আজ্ঞা দেন।
১১ তাহারা যদি কথা শুনে, ও তাঁহার সেবা করে,
তবে সুসম্পদে স্ব স্ব আয়ু কাটাইবে,
সুখে স্ব স্ব বৎসরনিচয় যাপন করিবে।
১২ কিন্তু যদি না শুনে, তবে অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইবে;
জ্ঞানের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে।
১৩ পামরচিত্তেরা ক্রোধ সঞ্চয় করে,
তিনি তাহাদিগকে বাঁধিলে ত্রাহি ত্রাহি করে না।
১৪ তাহারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে,
পুংগামীদের মধ্যে তাহাদেরও প্রাণ যায়।
১৫ তিনি দুঃখীকে দুঃখ দ্বারা উদ্ধার করেন,
তিনি উপদ্রবে তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন।
১৬ তিনি তোমাকেও সঙ্কটের মুখ হইতে বাহির করিয়া চালাইতেছেন;
অসঙ্কীর্ণ প্রশস্ত স্থানে লইয়া যাইতেছেন,
তোমার মেজ পুষ্টিকর দ্রব্যে সাজান হইবে।
১৭ কিন্তু তুমি দুর্জ্জনের বিচারে পূর্ণ হইয়াছ;
বিচার ও শাসন তোমাকে ধরিয়াছে।
১৮ যখন ক্রোধ আছে, সাবধান যেন আত্মপ্রাচুর্য্য দ্বারা ভ্রান্ত না হও,
প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব তোমাকে না ভুলাউক।
১৯ তোমার ঐশ্বর্য্য কি তোমাকে নিঃসঙ্কটে রাখিবে?
তোমার বলের বাহুল্যে কি কুলাইবে?
২০ সেই রাত্রির আকাঙ্ক্ষা করিও না,
যখন জাতিরা স্বস্থান হইতে প্রয়াণ করে।
২১ সাবধান, অধর্ম্মের প্রতি ফিরিও না,
তুমি ত দুঃখভোগ অপেক্ষা তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছ।
২২ দেখ, ঈশ্বর আপন পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে?
২৩ কে তাঁহার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিয়াছে?
কে বলিতে পারে, তুমি অন্যায় করিয়াছ?
২৪ মনে রাখিও, তাঁহার কার্য্যের মহিমা স্বীকার করা চাই,
মনুষ্যগণ গান দ্বারা তৎকীর্ত্তন করিয়াছে।
২৫ সকল মনুষ্য তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছে,
মর্ত্ত্যগণ দূর হইতে তাহা সন্দর্শন করে।
২৬ দেখ, ঈশ্বর মহান, আমরা তাঁহাকে জানি না;
তাঁহার বর্ষ-সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না।
২৭ তিনি জলের পরমাণু সকল আকর্ষণ করেন,
সেগুলি তাঁহার বাষ্প হইতে বৃষ্টিরূপে পড়ে;
২৮ তাহাতে তাহা জলদপটল হইতে ক্ষরে,
মনুষ্যদের উপরে প্রচুররূপে পতিত হয়।
২৯ ঘনমালার বিস্তারণ কেহ কি বুঝিতে পারে?
তাঁহার চন্দ্রাতপের গর্জ্জন কে বুঝে?
৩০ দেখ, তিনি আপনার উপরে স্বীয় দীপ্তি বিস্তার করেন,
তিনি সমুদ্রগর্ভ সমাবৃত করেন।
৩১ কারণ তিনি এই সকল দ্বারা জাতিগণকে শাসন করেন,
তিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করেন।
৩২ তিনি আপন অঞ্জলি বিদ্যুতে পূর্ণ করেন,
তাহাকে লক্ষ্য বিঁধিবার আজ্ঞা দেন।
৩৩ তাহার নিনাদ তাঁহার পরিচয় দেয়,
পশুপাল সকলও তাঁহার আগমন জানায়।

৩৭ ইহাতে আমার হৃদয় কম্পমান হইতেছে,
স্বস্থানে থাকিয়া দুপ্ দুপ্ করিতেছে।
২ শুন শুন, ঐ তাঁহার রবের নির্ঘোষ,
ঐ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত স্বর।
৩ তিনি সমস্ত গগনের অধঃস্থানে তাহা পাঠান,
পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন বিদ্যুৎ চালান।
৪ তৎপশ্চাৎ এক রব নাদ করে,
তিনি আপন মহত্ত্বের রবে বজ্রনাদ করেন;
তাঁহার শব্দ শুনা যায়, তিনি [শরব্যয়ে] কৃপণ নহেন।
৫ ঈশ্বর স্বীয় রবে আশ্চর্য্যরূপ গর্জ্জন করেন,
আমাদের বোধের অগম্য মহৎ কার্য্য করেন।
৬ তিনি হিমানীকে বলেন, পৃথিবীতে পড়,
সামান্য বৃষ্টিকেও তাহা বলেন,
তাঁহার পরাক্রমের বৃষ্টিকেও বলেন।
৭ তিনি মনুষ্যমাত্রের হস্ত মুদ্রাঙ্কনে বদ্ধ করেন,
যেন তাঁহার নির্ম্মিত মনুষ্যমাত্র জ্ঞান পায়।
৮ তখন পশুগণ আশ্রয়স্থানে প্রবেশ করে,
ও আপন আপন গহ্বরে থাকে।
৯ [দক্ষিণস্থ] কক্ষ হইতে ঝটিকা আইসে,
উত্তর হইতে শীত আইসে।
১০ ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে নীহার জন্মে,
ও বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।
১১ আরও ঈশ্বর ঘন মেঘে জল ভরেন,
আপন বিজলির মেঘ বিস্তার করেন।
১২ তাঁহার পরিচালনে তাহা ঘুরে,
যেন তাহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে,
সমস্ত ভূমণ্ডলেই যেন করে।
১৩ তিনি কখন দণ্ডের, কখন নিজ দেশের নিমিত্তে,
কখন বা দয়ার নিমিত্তে এই সকল ঘটান।
১৪ হে ইয়োব, তুমি ইহাতে কর্ণপাত কর,
স্থির থাক, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল বিবেচনা কর।
১৫ তুমি কি জান, ঈশ্বর কিরূপে এই সকলের উপরে ভার রাখেন,
আর আপন মেঘের দীপ্তি বিরাজমান করেন?

Digitized by Google

১৬ তুমি কি মেঘমালার দোলন জান ?
পরম জ্ঞানীর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল জান ?
১৭ যখন দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবী স্তব্ধ হয়,
তখন তোমার বস্ত্র কেমন উষ্ণ হয় ?
১৮ ছাঁচে ঢালা দর্পণের ন্যায় দৃঢ় যে গগনমণ্ডল,
তুমি কি তাঁহার সঙ্গে তাহা বিস্তার করিয়াছ ?
১৯ আমাদিগকে জানাও, তাঁহাকে কি বলিব ?
কেননা আমরা তিমির হেতু বাক্য বিন্যাসিতে
পারি না।
২০ আমি কথা কহিব, ইহা কি তাঁহাকে জানান
যাইবে ?
কেহ কি কবলিত হইতে ইচ্ছা করিবে ?
২১ সম্প্রতি লোকেরা আকাশে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিতে
পারে না ;
কিন্তু বায়ু গমন করিয়া তাহা পরিষ্কার করে।
২২ উত্তরদিক্ হইতে কাঞ্চনাভা আইসে,
ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে ভয়ানক প্রভা থাকে।
২৩ সর্ব্বশক্তিমান আমাদের বোধের অগম্য ; তিনি
পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তিনি ন্যায়বিচার ও প্রচুর ধর্ম্মগুণ বিপরীত
করেন না।
২৪ এ কারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভয় করে,
তিনি বিজ্ঞচিত্তদের মুখাপেক্ষা করেন না।

সদাপ্রভুর উক্তি।

৩৮ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে
ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
২ এ কে, যে অজ্ঞানের কথা দ্বারা
মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে ?
৩ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর ;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে
বুঝাইয়া দেও।
৪ যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি,
তখন তুমি কোথায় ছিলে ?
যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে বল।
৫ তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপিল ?
কে তাহার উপরে মানরজ্জু ধরিল ?
৬ তাহার চুঙ্গি সকল কিসের উপরে স্থাপিত হইল ?
কে বা তাহার কোণের প্রস্তর বসাইল ?
৭ তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব
করিল,
ঈশ্বরের সন্তানগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।
৮ কে কবাট দিয়া সমুদ্রকে রুদ্ধ করিল,
যখন তাহা নির্গত হইল, গর্ভাশয় হইতে বাহির
হইল ?
৯ তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্র করিলাম,
ঘন তিমিরকে তাহার পটিকা করিলাম ;
১০ আমি তাহার জন্য আমার বিধি নিরূপিলাম,
অর্গল ও কবাট স্থাপন করিলাম,
১১ বলিলাম, তুমি এই পর্য্যন্ত আসিতে পার,
আর নয় ;
এ স্থানে তব তরঙ্গের গর্ব্ব নিবারিত হইবে।
১২ তুমি কি আজন্মকাল কখন প্রভাতকে আজ্ঞা
দিয়াছ,
অরুণকে তাহার উদয়-স্থান জানাইয়াছ ;
১৩ যেন তাহা পৃথিবীর প্রান্ত সকল ধরে,
আর দুষ্টগণকে তাহা হইতে ঝাড়িয়া ফেলা যায় ?
১৪ ভূমণ্ডল মুদ্রাচিহ্নিত মৃত্তিকাবৎ আকারান্তর
প্রাপ্ত হয়,
সকলই বস্ত্রের ন্যায় প্রকাশ পায় ;
১৫ দুষ্টগণ হইতে তাহার দীপ্তি নিবারিত হয়,
আর উচ্চ বাহু ভগ্ন হয়।
১৬ তুমি কি সমুদ্রের উৎসে পশিয়াছ ?
জলধি-তলে কি পদার্পণ করিয়াছ ?
১৭ তোমার কাছে কি মৃত্যুর কবাট প্রকাশিত
হইয়াছে ?
তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখিয়াছ ?
১৮ তুমি কি ভুবনের বিস্তার জ্ঞাত হইয়াছ ?
এই সকল যদি জান, তবে বল।
১৯ দীপ্তির নিবাসে যাইবার পথ কোথায় ?
অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায় ?
২০ তুমি কি তাহার সীমাতে তাহাকে লইয়া যাইতে
পার ?
তাহার গৃহের পথ কি জ্ঞাত আছ ?
২১ অবশ্য জ্ঞাত আছ, কারণ তৎকালে তোমার জন্ম
হইয়াছিল।
তোমার অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছে।
২২ তুমি কি হিমানী-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ ?
সেই করকা-ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ,
২৩ যাহা আমি সঙ্কটকালের জন্য রাখিয়াছি ?
সংগ্রাম ও যুদ্ধদিনের জন্য রাখিয়াছি ?
২৪ কোন্ পথ দিয়া দীপ্তি বিভক্ত হইয়া যায়,
ও পূর্ব্বীয় বায়ু ভুবনময় ব্যাপ্ত হয় ?
২৫ অতিবৃষ্টির জন্য কে প্রণালী কাটিয়াছে,
বজ্র-বিদ্যুতের জন্য কে পথ করিয়াছে,
২৬ যেন নির্জ্জন দেশে বৃষ্টি পড়ে,
নরশূন্য প্রান্তরে বর্ষা হয়,
২৭ যেন মরুভূমি ও শুষ্ক স্থান তৃপ্ত হয়,
এবং কোমল তৃণ উৎপন্ন হয় ?
২৮ বৃষ্টির পিতা কেহ কি আছে ?
শিশির-বিন্দুসমূহের জনকই বা কে ?
২৯ নীহার কাহার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়াছে ?
আকাশীয় হিমানীর জন্ম কে দিয়াছে ?
৩০ জল জমিয়া প্রস্তরবৎ হয়,
জলধির মুখ কঠিন হইয়া যায়।

Digitized by Google

৩১ তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্রের হার গাঁথিতে পার ?
মৃগশীর্ষের কটিবন্ধন কি খুলিতে পার ?
৩২ রাশিগণকে কি স্ব স্ব ঋতুতে চালাইতে পার ?
বাস্তি ও তৎপুত্রগণকে পথ দেখাইতে পার ?
৩৩ তুমি কি গগনমণ্ডলের বিধানকলাপ জান ?
পৃথিবীর উপরে তাহার কর্তৃত্ব কি নিরূপণ করিতে পার ?
৩৪ তুমি কি মেঘ পর্য্যন্ত তোমার রব তুলিতে পার,
যেন বহুজল তোমাকে আচ্ছন্ন করে ?
৩৫ তুমি কি বিদ্যুন্মালা পাঠাইলে তারা যাইবে ?
তোমাকে কি বলিবে, এই যে আমরা ?
৩৬ কে ঘোর ঘনমালাকে জ্ঞান দিয়াছে ?
উল্কাকে কে বুদ্ধি দিয়াছে ?
৩৭ কে প্রজ্ঞাবলে মেঘসমূহ গণিতে পারে ?
গগনের কুপাগুলি কে উল্টাইতে পারে,
৩৮ যাহাতে ধূলা দ্রবীভূত ধাতুবৎ গলিয়া যায়,
ও মৃত্তিকা জমাট বাঁধে ?
৩৯ তুমি কি সিংহীর জন্য শিকার অন্বেষিবে ?
সিংহশাবকদের ক্ষুধা কি নিবৃত্ত করিবে,
৪০ যখন তাহারা গুহামধ্যে শয়ন করে,
গুপ্ত স্থানে বসিয়া মৃগের অপেক্ষায় থাকে ?
৪১ কে দাঁড়কাককে আহার যোগাইয়া দেয়,
যখন তাহার শাবকগণ ঈশ্বরের নিকটে আর্ত্তরব করে,
ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে ?

৩৯ তুমি কি শৈলবাসী বন্য ছাগীদের প্রসবকাল জান ?
হরিণীর প্রসবের রীতি কি নির্ণয় করিতে পার ?
২ তাহারা কত মাস গর্ভ ধারণ করে, তাহা কি নির্ণয় করিতে পার ?
তাহাদের প্রসবকাল কি জান ?
৩ তাহারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলে।
৪ তাহাদের শাবকগণ বলবান হয়, তাহারা মাঠে বৃদ্ধি পায়,
তাহারা প্রস্থান করে, আর ফিরিয়া আইসে না।
৫ কে বন্য গর্দ্দভকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে ?
কে বন্য খরের বন্ধন মুক্ত করিয়াছে ?
৬ আমি মরুভূমিকে তাহার গৃহ করিয়াছি,
লবণভূমিকে তাহার নিবাস করিয়াছি।
৭ সে নগরের কলরবকে পরিহাস করে,
চালকের শব্দ শুনে না।
৮ পর্ব্বতশ্রেণী তাহার চরাণীস্থান ;
সে যাবতীয় নবীন তৃণাদির অন্বেষণ করে।
৯ গবয় কি তোমার সেবা করিতে সম্মত হইবে ?
সে কি তোমার যাবপাত্রের নিকটে থাকিবে ?
১০ তুমি কি যোতে গবয়কে নীতায় বান্ধিতে পার ?
সে কি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তলভূমিতে মই দিবে ?
১১ তাহার বলবাহুল্য প্রযুক্ত তুমি কি তাহাকে বিশ্বাস করিবে ?
তোমার কর্ম্ম কি তাহাকে সমর্পণ করিবে ?
১২ তুমি কি তাহাতে এমন বিশ্বাস রাখিবে যে, সে তোমার শস্য আনিবে,
তাহা খামারে একত্র করিবে ?
১৩ উষ্ট্রপক্ষিণীর ডানা উল্লাস করে,
কিন্তু তাহার পক্ষ ও পালখ কি স্নেহবান ?
১৪ সে ত ভূমিতে আপন ডিম্ব ত্যাগ করে,
ধূলায় উষ্ণ হইতে দেয়।
১৫ তাহার মনে থাকে না যে, হয় ত চরণে তাহা চূর্ণ করিবে,
কিম্বা বন্য পশু তাহা দলাইবে।
১৬ সে আপন শাবকগণের প্রতি পরের ন্যায় নির্দ্দয় হয়,
প্রসববেদনা বিফল হইলেও নিশ্চিন্ত থাকে ;
১৭ যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়াছেন,
তাহাকে বুদ্ধি দেন নাই।
১৮ সে যখন পক্ষ তুলিয়া গমন করে,
তখন অশ্বকে ও তদারূঢ়কে পরিহাস করে।
১৯ তুমি কি অশ্বকে বিক্রম দিয়াছ ?
তাহার গ্রীবাদেশে কেশর দিয়াছ ?
২০ তাহাকে কি পঙ্গপালবৎ লম্ফন করাইয়াছ ?
তাহার নাসারবের তেজ অতি ভয়ানক।
২১ সে তলভূমিতে খুর ঘসে, নিজ বিক্রমে আমোদ করে,
অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।
২২ সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, উদ্বিগ্ন হয় না,
খড়্গের সম্মুখ হইতে ফিরে না।
২৩ তূণ তাহার বিরুদ্ধে শব্দ করে,
শাণিত বড়শা ও শূল শব্দ করে।
২৪ সে উগ্রতায় ও রাগে ভূমি খাইয়া ফেলে,
তূরীবাদ্য শুনিলে দাঁড়াইয়া থাকে না।
২৫ তূরীর রবের সহিত সে হিহি শব্দ করে,
দূর হইতে সংগ্রামের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ শুনে।
২৬ তোমারই বুদ্ধিতে কি রাজপক্ষী উড়ে,
দক্ষিণদিকে আপন পক্ষ বিস্তার করে ?
২৭ তোমারই আজ্ঞাতে কি উৎক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠে,
উচ্চ স্থানে আপনার বাসা করে ?
২৮ সে শৈলে বসতি করে, তথায় তাহার বাসা,
সে শৈলাগ্রে ও দুরাক্রম স্থানে থাকে।
২৯ তথা হইতে সে শিকার অবলোকন করে,
তাহার চক্ষু দূর হইতে তাহা দেখে।
৩০ তাহার শাবকগণ রক্ত চুষে,
যে স্থানে শব, সেই স্থানে সে।

Digitized by Google

৪০ পরে সদাপ্রভু ইয়োবকে আরও কহিলেন,
দোষগ্রাহী কি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত বিবাদ করিবে ?
ঈশ্বরের সহিত বিতর্ককারী ইহার উত্তর দিউক।

---

৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন,
৪ দেখ, আমি অকিঞ্চন ; তোমাকে কি উত্তর দিব ?
আমি নিজ মুখে হাত দিই।
৫ আমি এক বার কহিয়াছি, আর উত্তর করিব না ;
দুই বার কহিযাছি, পুনর্ব্বার বলিব না।

---

৬ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
৭ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর ;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৮ তুমি কি সত্যই মম বিচার অগ্রাহ্য করিবে ?
নিজে ধার্ম্মিক হইবার জন্য আমাকে দোষী করিবে ?
৯ তোমার কি ঈশ্বরের তুল্য বাহু আছে ?
তুমি কি তাঁহার ন্যায় সরবে বজ্রনাদ করিতে পার ?
১০ তবে প্রাধান্যে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হও,
প্রভা ও প্রতাপ পরিধান কর ;
১১ তোমার উচ্চণ্ড ক্রোধ ঢালিয়া দেও,
প্রত্যেক অহঙ্কারীকে দৃক্‌পাতমাত্র নত কর ;
১২ দৃক্‌পাতমাত্র প্রত্যেক অহঙ্কারীকে খর্ব্ব কর,
দুষ্টদিগকে স্ব স্ব স্থানে দলিত কর ;
১৩ তাহাদিগকে যুগপৎ ধূলিতে আচ্ছন্ন কর,
গুপ্ত স্থানে তাহাদের মুখ বন্ধন কর।
১৪ তখন আমিও তোমার এই প্রশংসা করিব,
তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে তরাইতে পারে।
১৫ বহেমোৎকে দেখ, আমি তোমার সহিত তাহাকেও নির্ম্মাণ করিয়াছি ;
সে গোরুর ন্যায় তৃণভোজী।
১৬ দেখ, তাহার কটিদেশে তাহার বল,
উদরস্থ পেশীতে তাহার সামর্থ্য।
১৭ সে এরসবৃক্ষের ন্যায় লাঙ্গুল নাড়ে,
তাহার উরুদ্বয়ের শিরা সকল যোড়া।
১৮ তাহার অস্থি সকল পিত্তলময় নলের তুল্য,
তাহার পঞ্জর লৌহের অর্গলবৎ ;
১৯ ঈশ্বরের কার্য্যের মধ্যে সে অগ্রগণ্য ;
তাহার নির্ম্মাতা তাহাকে খড়্গ দিয়াছেন।
২০ পর্ব্বতগণ তাহার খাদ্য যোগায় ;
সমস্ত বন্য পশুও সেই স্থানে ক্রীড়া করে।
২১ সে পদ্মবনে শয়ন করে,
নলবনের অন্তরালে থাকে।
২২ পদ্ম গাছ নিজ ছায়ায় তাহাকে আচ্ছন্ন করে,
উপত্যকার বাইশি বৃক্ষ তাহার চতুর্দ্দিকে থাকে।
২৩ দেখ, নদী উচ্চণ্ড হইলে সে ভয় করে না,
যর্দ্দন ছাপিয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িলেও সে সুস্থির থাকে।
২৪ সে সজাগ থাকিলে কে তাহাকে ধরিতে পারে ?
রজ্জু দিয়া কে তাহার নাসিকা ফুঁড়িতে পারে ?

৪১ তুমি কি বড়শী দ্বারা লিবিয়াথনকে তুলিতে পার ?
হাতসূতের দ্বারা তাহার জিহ্বা বাঁধিতে পার ?
২ নলকাটী দিয়া তার নাক কি ফুঁড়িতে পার ?
বড়শী দিয়া তাহার হনু কি বিন্ধিতে পার ?
৩ সে কি তোমার কাছে বহু বিনতি করিবে,
তোমাকে কোমল কথা বলিবে ?
৪ সে কি তোমার সহিত নিয়ম করিবে ?
তুমি কি তাহাকে লইয়া চির দাস করিবে ?
৫ তাহার সহিত কি পক্ষীর ন্যায় খেলা করিবে ?
তোমার যুবতীদের জন্য কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে ?
৬ ধীবর-দল কি তাহাকে দিয়া ব্যবসায় করিবে ?
অংশ অংশ করিয়া কি বণিকদিগকে দিবে ?
৭ তুমি কি তাহার চর্ম্ম লৌহ-কলায়,
তাহার মস্তক ধীবরের টেটায় বিঁধিতে পার ?
৮ তোমার হস্ত তাহার উপরে রাখ ;
যুদ্ধ স্মরণ কর, আর সেরূপ করিও না।
৯ দেখ, তাহাকে ধরিবার প্রত্যাশা মিথ্যা ;
তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে কি পড়িয়া যায় না ?
১০ তাহাকে জাগাইবে, এমন সাহসিক কেহ নাই ;
তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে ?
১১ কে অগ্রে আমার উপকার করিয়াছে যে, আমি তাহার প্রত্যুপকার করিব ?
সমস্ত গগনমণ্ডলের নীচে সকলই আমার।
১২ তাহার অঙ্গের সম্বন্ধে আমি নীরব থাকিব না,
তাহার বিপুল বলের ও শরীরের সৌষ্ঠবের [কথা বলিব]।
১৩ তাহার বর্ম্ম কে খুলিয়া দিতে পারে ?
তাহার দন্তশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যাইতে পারে ?
১৪ তাহার মুখের কবাট কে খুলিতে পারে ?
তাহার দন্তাবলির চতুর্দ্দিকে ত্রাস থাকে।
১৫ তাহার ফলকশ্রেণী শোভা পায়,
তাহা মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ।
১৬ সেই সকল পরস্পর এমন সংলগ্ন
যে, তাহার অন্তরালে বায়ু পশিতে পারে না।
১৭ সেই সকল পরস্পর সংযুক্ত,
ও একত্র সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন হয় না।
১৮ তাহার হাঁচিতে দীপ্তি বিকাশ করে,
তাহার নয়ন অরুণের নেত্রচ্ছদের সদৃশ।
১৯ তাহার মুখ হইতে জলন্ত মশাল নির্গত হয়,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।
২০ যেমন তপ্ত হণ্ডিকা ও খাগড়া হইতে,

Digitized by Google

৭ আমি যদি বিপথে পাদসঞ্চার করিয়া থাকি,
আমার হৃদয় যদি চক্ষুর অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে,
আমার হস্তে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে,
৮ তবে আমি বুনিলে অন্যে ফল ভোগ করুক,
ও আমার চারা সকল উন্মূলিত হউক।
৯ আমার হৃদয় যদি রমণীতে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
প্রতিবাসীর দ্বারের নিকটে যদি আমি লুকা-
ইয়া থাকি,
১০ তবে আমার স্ত্রী পরের জন্য যাঁতা পেষণ করুক,
অন্য লোকে তাহাকে ভোগ করুক।
১১ কেননা তাহা জঘন্য কার্য্য,
তাহা বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ ;
১২ তাহা সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত গ্রাসকারী অগ্নি,
তাহা আমার সর্ব্বস্ব উন্মূলন করিত।
১৩ আমার দাস কি দাসী আমার কাছে অভিযোগ
করিলে,
যদি তাহাদের বিচারে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি,
১৪ তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব ?
তিনি তত্ত্ব করিলে তাঁহাকে কি উত্তর দিব ?
১৫ যিনি জরায়ু মধ্যে আমাকে রচনা করিয়াছেন,
তিনিই কি উহাকেও রচনা করেন নাই ?
একই জন কি আমাদিগকে গর্ভে গঠন করেন
নাই ?
১৬ আমি যদি দরিদ্রদের অভীষ্টপূরণের প্রতিবন্ধক
হইয়া থাকি,
যদি বিধবার দৃষ্টি বিষণ্ণ করিয়া থাকি,
১৭ যদি আমার খাদ্য একা খাইয়া থাকি,
পিতৃহীন তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে,
১৮ (বস্তুতঃ বাল্যাবধি সে যেমন পিতার কাছে,
তেমনি আমার কাছে মানুষ হইত,
আজন্মকাল আমি বিধবার উপকার করিয়াছি ;)
১৯ আমি কাহাকেও বস্ত্রাভাবে মৃতকল্প দেখিলে,
দীনহীনকে উলঙ্গ দেখিলে,
২০ যদি তাহার কটিদেশ আমাকে আশীর্ব্বাদ না
করিয়া থাকে,
আমার মেষের লোমে তাহার গাত্র উষ্ণ না
হইয়া থাকে ;
২১ নগরদ্বারে নিজ সহায়কে দেখিতে পাওয়াতে,
যদি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলিয়া থাকি ;
২২ তবে আমার স্কন্ধের অস্থি খসিয়া পড়ুক,
আমার বাহু সন্ধি হইতে পড়িয়া যাউক।
২৩ কারণ ঈশ্বরকৃত বিপদ আমার প্রতি ভয়ানক
হইত,
তাঁহার মহত্ত্বহেতু সেরূপ কর্ম্ম করিতে পারি-
তাম না।
২৪ আমি যদি স্বর্ণকে বিশ্বাসভূমি করিয়া থাকি,
সুবর্ণকে বলিয়া থাকি, তুমি মম আশ্রয়,
২৫ যদি সম্পদ বাড়িয়াছে বলিয়া,
হস্তে সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছে বলিয়া, আনন্দ
করিয়া থাকি ;
২৬ তেজোময় প্রভাকরকে দেখিলে,
সজ্যোৎস্না-বিহারী চন্দ্রকে দেখিলে,
২৭ যদি আমার মন গোপনে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
আমার মুখ যদি হস্তকে চুম্বন করিয়া থাকে,
২৮ তবে তাহাও বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ
হইত,
কেননা তাহা হইলে ঊর্দ্ধবাসী ঈশ্বরকে অস্বীকার
করিতাম।
২৯ আমার বিদ্বেষীর বিপদে কি আনন্দ করিয়াছি ?
তাহার অমঙ্গলে কি উল্লাসিত হইয়াছি ?
৩০ বরঞ্চ আমার মুখকে পাপ করিতে দিই নাই ;
অভিশাপসহ উহার প্রাণ যাচ্ঞা করি নাই।
৩১ আমার তাম্বুর লোকে কি কহিত না,
কোন্ ব্যক্তি উহার দত্ত মাংসে তৃপ্ত হয় নাই ?
৩২ বিদেশী পথে রাত্রি যাপন করিত না,
পথিকদের জন্য আমি দ্বার খুলিয়া রাখিতাম।
৩৩ আমি কি আদমের ন্যায় আপন অধর্ম্ম আচ্ছা-
দন করিয়াছি ?
আমার অপরাধ কি বক্ষঃস্থলে লুকাইয়াছি ?
৩৪ আমি কি মহৎ জনসমাজকে ভয় করিতাম ?
গোষ্ঠীদিগের তুচ্ছতায় কি উদ্বিগ্ন হইতাম ?
তাই কি চুপ করিতাম, দ্বারের বাহিরে গমন
করিতাম না ?
৩৫ হায় হায়! কেহ কি আমার কথা শুনে না ?
এই দেখ, আমার সাক্ষর ; সর্ব্বশক্তিমান আমাকে
উত্তর দিউন,
আমার প্রতিবাদী আমার দোষপত্র লিখুন।
৩৬ অবশ্য আমি তাহা স্কন্ধে বহন করিব,
আমার উষ্ণীষ বলিয়া তাহা বাঁধিব।
৩৭ আমি আপন পাদবিক্ষেপের সংখ্যা তাঁহাকে
জ্ঞাত করিব,
রাজপুরুষের ন্যায় তাঁহার নিকটে যাইব।
৩৮ মম ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে ক্রন্দন করে,
তাহার সীতা সকল যদি রোদন করে,
৩৯ আমি যদি বিনা অর্থব্যয়ে তাহার ফলভোগ
করিয়া থাকি,
তদধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হইয়া থাকি,
৪০ তবে গোমের স্থানে কন্টক উৎপন্ন হউক,
যবের স্থানে বিষবৃক্ষ হউক।
ইয়োবের বাক্য সমাপ্ত।

ইলীহূর বক্তৃতা।

৩২ অনন্তর ঐ তিন জন ইয়োবকে উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলেন, কারণ তিনি নিজের দৃষ্টিতে আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়াছিলেন।

Digitized by Google

২ তখন রাম গোষ্ঠীজাত বূষীয় বারখেলের পুত্র
ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল ; ইয়োবের প্রতি
তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তিনি
ঈশ্বর অপেক্ষা আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া-
৩ ছিলেন। আবার তাঁহার তিন জন বন্ধুর প্রতি
তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তাঁহারা
উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়াও ইয়োবকে দোষী
৪ করিয়াছিলেন। ইলীহূর বয়ঃক্রম অপেক্ষা
তাঁহাদের সকলের বয়ঃক্রম অধিক ছিল, তাই
তিনি কথা কহিবার জন্য ইয়োবের অপেক্ষা
৫ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন ব্যক্তির মুখে
আর উত্তর নাই, দেখিয়া ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হইল।

৬ আর বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ এইরূপ
বলিতে লাগিলেন ;
আমি যুবক, তোমরা প্রাচীন,
তাই সঙ্কুচিত ছিলাম, তোমাদের কাছে আপন
মত প্রকাশ করিতে ভয় করিলাম।
৭ আমি কহিলাম, দিনসমূহই কথা বলুক,
বৎসরের বাহুল্যই প্রজ্ঞা শিক্ষা দিউক।
৮ কিন্তু মানুষের মধ্যে আত্মা আছে,
সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস তাহাদিগকে বিবেচক
করে।
৯ মহত্তেরাই যে জ্ঞানবান, তাহা নয়,
প্রাচীনেরাই যে বিচার বুঝে, তাহাও নয়।
১০ অতএব আমি বলি, আমার কথা শুন,
আমিও আপন মত প্রকাশ করি।
১১ দেখ, আমি তোমাদের কথার অপেক্ষা করিয়াছি ;
তোমাদের হেতুবাদে কাণ দিয়াছি,
যাবৎ তোমরা কি বলিবে, খুঁজিতেছিলে।
১২ আমি তোমাদের কথায় নিবিষ্টমনা ছিলাম,
কিন্তু দেখ, তোমাদের কেহই ইয়োবের দোষ
ব্যক্ত করে নাই,
তাহার কথার উত্তর দেয় নাই।
১৩ তবে বলিও না, আমরা জ্ঞান পাইয়াছি ;
উহাকে পরাস্ত করা ঈশ্বরেরই সাধ্য, মনুষ্যের
অসাধ্য।
১৪ ফলে, সে আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই,
আমিও তোমাদের বক্তৃতায় তাহাকে উত্তর
দিব না।
১৫ উহারা ক্ষুব্ধ হইল, আর উত্তর করে না,
উহাদের বলিবার আর কথা নাই।
১৬ আর কেন অপেক্ষা করিব? উহারা ত কিছুই
বলে না,
উহারা স্থগিত হইল, কিছু উত্তর করে না।
১৭ আমিও যথাসাধ্য উত্তর করিব,
আমিও আপন মত প্রকাশ করিব।
১৮ কেননা আমি কথায় পরিপূর্ণ,
আমার অন্তরস্থ আত্মা আমাকে প্রবর্ত্তনা করি-
তেছে।
১৯ দেখ, আমার উদর বদ্ধ দ্রাক্ষারসের মত,
তাহা নূতন কুপার ন্যায় ফাটিয়া যায় যায়
হইয়াছে।
২০ আমি কথা কহিব, কহিলে উপশম পাইব,
আমি ওষ্ঠাধর খুলিয়া উত্তর করিব।
২১ আমি কোন লোকের মুখাপেক্ষাও করিব না,
কোন মনুষ্যের চাটুবাদ করিব না।
২২ কেননা আমি চাটুবাদ করিতে জানি না,
করিলে আমার নির্ম্মাতা শীঘ্রই আমাকে সংহার
করিবেন।

৩৩ যাহা হউক, ইয়োব, বিনয় করি, আমার
কথা শুন,
আমার সকল বাক্যে কর্ণপাত কর।
২ দেখ, আমি এখন মুখ ব্যাদান করিয়াছি,
আমার তালুস্থিত জিহ্বা কথা কহিতেছে।
৩ আমার বাক্য মনের সরলতা দেখাইবে,
আমার ওষ্ঠ যাহা জানে, সরল ভাবে কহিবে।
৪ ঈশ্বরের আত্মা আমাকে রচনা করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস আমাকে জীবন
দিয়াছেন।
৫ তুমি যদি পার, আমাকে উত্তর দেও,
আমার সম্মুখে বাক্য বিন্যাস কর, উঠিয়া
দাঁড়াও।
৬ দেখ, ঈশ্বরের কাছে আমিও তোমার মত ;
আমিও মৃত্তিকা হইতে গঠিত হইয়াছি।
৭ দেখ, আমার ভয়ানকতা তোমাকে ত্রাসযুক্ত
করিবে না,
আমার ভার তোমার দুর্ব্বহ হইবে না।
৮ তুমি আমার কর্ণগোচরেই কথা কহিয়াছ,
আমি বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি,
৯ "আমি শুচি, আমার অধর্ম্ম নাই ;
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমাতে অপরাধ নাই ;
১০ দেখ, তিনি আমার বিরুদ্ধে ছিদ্র অন্বেষণ
করেন,
আমাকে আপনার শত্রু গণ্য করেন ;
১১ তিনি আমার চরণ নিগড়ে নিবদ্ধ করেন,
আমার সমস্ত পথ নিরীক্ষণ করেন।"
১২ দেখ, আমি তোমাকে উত্তর দিই, এ বিষয়ে
তুমি যথার্থবাদী নও,
কেননা মর্ত্ত্য অপেক্ষা ঈশ্বর মহান।
১৩ তুমি কেন তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিতেছ ?
তিনি ত আপন সমস্ত কথার হেতু বলেন না।
১৪ ঈশ্বর এক বার বলেন,
দ্বিতীয় বার বলিলেও লোকে মন দেয় না !
১৫ স্বপ্নে, রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মনুষ্যেরা অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হয়,

Digitized by Google

শয্যাতে সুষুপ্ত হয়,
১৬ তখন তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদের শিক্ষা মুদ্রাঙ্কিত করেন,
১৭ যেন তিনি মনুষ্যকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন,
যেন মনুষ্য হইতে অহঙ্কার গুপ্ত রাখেন।
১৮ তিনি কূপ হইতে তাহার প্রাণ,
অস্ত্রাঘাত হইতে তাহার জীবাত্মা রক্ষা করেন।
১৯ সে আপন শয্যায় ব্যথিত হইয়া শাস্তি পায়,
তাহার অস্থিতে নিরন্তর সংগ্রাম হয়,
২০ আহারেও তাহার জীবাত্মার রুচি হয় না,
সুস্বাদু খাদ্যও তাহার প্রাণে ভাল লাগে না,
২১ তাহার মাংস ক্ষয় পাইয়া অদৃশ্য হয়,
তাহার অদৃশ্য অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়ে।
২২ তাহার প্রাণ কূপের নিকটস্থ হয়,
তাহার জীবাত্মা বিনাশকদের নিকটবর্ত্তী হয়।
২৩ যদি তাহার সহিত এক দূত থাকেন,
এক অর্থকারক, সহস্রের মধ্যে এক জন,
যিনি মনুষ্যকে তাহার পক্ষে যাহা ন্যায্য, তাহা দেখান,
২৪ তবে উনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া কহিবেন,
"কূপে অবরোহণ হইতে ইহাকে মুক্ত কর,
আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম।"
২৫ তাহার মাংস বালকের অপেক্ষাও সতেজ হইবে,
সে যৌবনকাল ফিরিয়া পাইবে।
২৬ সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন,
তাই সে হর্ষধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহার মুখাবলোকন করে,
আর তিনিও মর্ত্ত্যকে তাহার ধার্ম্মিকতা ফিরাইয়া দেন।
২৭ সে মনুষ্যদের কাছে গীত গাইয়া বলে,
"আমি পাপ করিয়াছিলাম, প্রকৃতের বিপরীত করিয়াছিলাম,
তথাপি তাহার তুল্য প্রতিফল পাই নাই;
২৮ তিনি কূপে প্রবেশ হইতে আমার প্রাণকে মুক্ত করিয়াছেন,
আমার জীবাত্মা আলোক দর্শন করিবে।"
২৯ দেখ, ঈশ্বর এইরূপ ব্যবহার করেন,
নরের সহিত দুই বার, তিন বার করেন,
৩০ যেন কূপ হইতে তাহার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন,
যেন সে জীবিতদের দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়।
৩১ ইয়োব, অবধান কর, আমার কথা শুন;
তুমি নীরব থাক, আমি বলি;
৩২ যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, উত্তর কর,
তুমি বল, কেননা আমি তোমাকে নির্দ্দোষ করিতে চাই।
৩৩ যদি না থাকে, তবে আমার কথা শুন,
নীরব হও, আমি তোমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিই।

৩৪ ইলীহূ আরও বলিতে লাগিলেন,
হে বিজ্ঞেরা, আমার কথা শুন;
হে জ্ঞানবানেরা, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর।
৩ কেননা তালু যেমন ভক্ষ্যের স্বাদ লয়,
তদ্রূপ কর্ণ কথার পরীক্ষা করে।
৪ আইস, যাহা ন্যায্য তাহাই মনোনীত করি,
ভাল কি, আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় করি।
৫ দেখ, ইয়োব বলিল, আমি ধার্ম্মিক,
কিন্তু আমার যাহা ন্যায্য, ঈশ্বর তাহা হরণ করিয়াছেন;
৬ আমি ন্যায়বান হইলেও মিথ্যাবাদী গণিত,
বিনা দোষে আমি দারুণ আহত হইয়াছি।
৭ ইয়োবের সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আছে?
সে জলের ন্যায় উপহাস পান করে,
৮ অধর্ম্মাচারীদের সঙ্গে চলে,
দুষ্ট লোকদের পথে গমন করে।
৯ কেননা সে বলিয়াছে, ঈশ্বরের সহিত প্রণয় রাখিলে
মনুষ্যের কিছুই লাভ হয় না।
১০ অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা, আমার কথা শুন,
ইহা দূরে থাকুক যে, ঈশ্বর দুষ্কার্য্য করিবেন,
সর্ব্বশক্তিমান অন্যায় করিবেন।
১১ কারণ তিনি মনুষ্যের কর্ম্মের ফল তাহাকে দেন,
মনুষ্যের গতি অনুসারে তাহার দশা ঘটান।
১২ ঈশ্বর ত কখন দুষ্টাচরণ করেন না,
সর্ব্বশক্তিমান কভু বিচার বিপরীত করেন না।
১৩ পৃথিবীর কর্তৃত্বভার তাঁহাকে কে দিল?
সমস্ত জগৎ তাঁহাকে কে সমর্পণ করিল?
১৪ যদি তিনি আপনাতেই নিবিষ্টমনা থাকেন,
যদি আপনার আত্মা ও নিশ্বাস আপনার কাছে সংগ্রহ করেন,
১৫ তবে মর্ত্ত্যমাত্র একেবারে মরিয়া যাইবে,
মনুষ্য পুনর্ব্বার ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।
১৬ যদি তোমার বিবেচনা থাকে, তবে ইহা শুন,
আমার বাক্যের রবে কর্ণপাত কর।
১৭ যে ন্যায়বিদ্বেষী, সে কি শাসন করিবে?
তুমি কি ধর্ম্মময় পরাক্রমীকে দোষী করিবে?
১৮ রাজাকে কি বলা যায়, তুমি পাপাধম?
রাজন্যবর্গকে কি বলা যায়, তোমরা দুষ্ট?
১৯ কিন্তু তিনি জনাধ্যক্ষদেরও মুখাপেক্ষা করেন না,
দরিদ্রের কাছে ধনবানকেও বিশিষ্ট জ্ঞান করেন না,
কেননা তাহারা সকলেই তাঁহার হস্তকৃত বস্তু।
২০ তাহারা হঠাৎ মরে, মধ্যরাত্রে মরে,
প্রজাসমূহ বিচলিত হইয়া চলিয়া যায়,
পরাক্রমী বিনা হস্তক্ষেপে অপসারিত হয়।
২১ কেননা মানুষের পথে তাঁহার দৃষ্টি আছে;
তিনি তাহার সমস্ত পাদসঞ্চার দেখেন;

Digitized by Google

২২ এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নাই,
যেখানে অধর্ম্মাচারিগণ লুকাইতে পারে।
২৩ তিনি মনুষ্যের বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করেন না,
যখন সে ঈশ্বরের সম্মুখে বিচারস্থানে আইসে।
২৪ তিনি অনুসন্ধান না করিয়া পরাক্রান্তদিগকে খণ্ড খণ্ড করেন,
তাহাদের স্থানে অন্যদিগকে স্থাপন করেন।
২৫ তজ্জন্য তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকল দেখেন,
রাত্রিতে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন, তাহাতে তাহারা চূর্ণ হয়।
২৬ তিনি তাহাদিগকে দুর্জ্জন বলিয়া প্রহার করেন,
সকলের দৃষ্টিগোচরেই করেন;
২৭ কারণ তাহারা তাঁহার অনুগমন হইতে ফিরিল,
তাঁহার সমস্ত পথ অবহেলা করিল;
২৮ এইরূপে দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত করিল;
আর তিনি দুঃখীদের ক্রন্দন শ্রবণ করিলেন।
২৯ তিনি শান্তি দিলে কে দোষ দিতে পারে?
তিনি মুখ আচ্ছাদন করিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে?
জাতির বা ব্যক্তির কথা হউক, একই;
৩০ পামর যেন রাজত্ব না করে,
প্রজাগণকে ফাঁদে ফেলিতে যেন কেহ না থাকে।
৩১ কেহ কি ঈশ্বরকে বলিয়াছে,
আমি [শাস্তি] পাইয়াছি, আর পাপ করিব না,
৩২ যাহা না জানি, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও;
যদি অন্যায় করিয়া থাকি, আর করিব না?
৩৩ তাঁহার প্রতিফল দান কি তোমার ইচ্ছামতে হইবে যে, তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিলে?
মনোনীত করা তোমার কর্ম্ম, আমার নয়;
অতএব তুমি যাহা জান, বল।
৩৪ বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে বলিবে,
জ্ঞানবানেরা আমার কথা শুনিয়া বলিবে,
৩৫ ইয়োব জ্ঞানশূন্য হইয়া কথা কহিয়াছে,
তাহার কথা বুদ্ধিবিবর্জ্জিত।
৩৬ ইয়োবের পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হইলেই ভাল,
কেননা সে অধর্ম্মীদের ন্যায় উত্তর করিয়াছে।
৩৭ বস্তুতঃ সে পাপে অধর্ম্ম যোগ করে,
সে আমাদের মধ্যে হাততালি দেয়,
সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে।

৩৫ ইলীহূ আরও কহিতে লাগিলেন,
তুমি কি ইহা ন্যায্য জ্ঞান করিতেছ?
তুমি কি বলিতেছ, ঈশ্বরের ধর্ম্ম হইতে আমার ধর্ম্ম অধিক?
৩ কারণ তুমি বলিতেছ, আমার কি উপকার?
পাপ করিলে যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা কি লাভ হইবে?
৪ আমি তোমাকে উত্তর দিব,
তোমার বন্ধুগণকেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব।
৫ গগনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ,
মেঘমালা নিরীক্ষণ কর, তাহা তোমা হইতে উচ্চ।
৬ তুমি যদি পাপ করিয়া থাক, তাঁহার বিরুদ্ধে কি করিবে?
অধর্ম্মের বাহুল্যে তুমি তাঁহার কি করিবে?
৭ যদি ধার্ম্মিক হও, তাঁহাকে কি দিতে পার?
তব হস্ত হইতেই বা তিনি কি গ্রহণ করিবেন?
৮ তব দুষ্টতার ফল তব তুল্য নরে,
তব ধার্ম্মিকতার ফল মনুষ্য-সন্তানে বর্ত্তে।
৯ উপদ্রবের বাহুল্যে লোকে ক্রন্দন করে,
বলবানদের বাহু প্রযুক্ত ত্রাহি ত্রাহি করে।
১০ কিন্তু কেহ বলে না, আমার নির্ম্মাতা ঈশ্বর কোথায়?
তিনি ত রাত্রিকালে গান প্রদান করেন।
১১ তিনি ভূচর পশু হইতে আমাদিগকে অধিক শিক্ষা দেন,
খেচর পক্ষী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান করেন।
১২ তথায় দুরাত্মাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত
লোকে ক্রন্দন করে, কিন্তু তিনি উত্তর করেন না।
১৩ বাস্তবিক ঈশ্বর অলীক কথা শুনেন না,
সর্ব্বশক্তিমান তাহা নিরীক্ষণ করেন না।
১৪ আর তুমি বলিতেছ, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না;
বিচার তাঁহার সম্মুখে, তাঁহার অপেক্ষা কর।
১৫ কিন্তু এখন তিনি নিজ কোপে শাসন করেন নাই,
দর্পের প্রতি বিশেষ অবধান করেন নাই,
১৬ তাই ইয়োব অসার কথায় মুখ খুলিয়াছে,
সে না জানিয়াও অনেক কথা বলে।

৩৬ ইলীহূ আরও কহিলেন,
তুমি আমার প্রতি একটু ধৈর্য্য কর, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব,
কারণ ঈশ্বরের পক্ষে আমার আরও কথা আছে।
৩ আমি দূর হইতে আপন জ্ঞান উপস্থিত করিব,
আমার নির্ম্মাতার উপর ধর্ম্মগুণ অর্পিব।
৪ সত্যই আমার কথা মিথ্যা নয়,
জ্ঞানে সিদ্ধ এক ব্যক্তি তোমার সহবর্ত্তী।
৫ দেখ, ঈশ্বর পরাক্রমী, তবু কাহাকেও তুচ্ছ করেন না;
তিনি চিত্তবলে পরাক্রমী।
৬ তিনি দুষ্টদের প্রাণ রক্ষা করেন না,
কিন্তু দুঃখীদের পক্ষে ন্যায় বিচার করেন।
৭ তিনি ধার্ম্মিকদের হইতে চক্ষু ফিরান না;
কিন্তু সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণের সঙ্গে
তাহাদিগকে চিরকালতরে উপবেশন করান,
তাহারা উন্নত হয়।

Digitized by Google

৮ তাহারা যদি শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়,
যদি দুঃখ-রজ্জুতে আবদ্ধ হয়;
৯ তবে তিনি তাহাদের ক্রিয়া দেখান,
অহঙ্কারজাত অধর্ম্ম তাহাদিগকে দেখান;
১০ উপদেশের প্রতি তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে ফিরিতে আজ্ঞা দেন।
১১ তাহারা যদি কথা শুনে, ও তাঁহার সেবা করে,
তবে সুসম্পদে স্ব স্ব আয়ু কাটাইবে,
সুখে স্ব স্ব বৎসরনিচয় যাপন করিবে।
১২ কিন্তু যদি না শুনে, তবে অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইবে;
জ্ঞানের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে।
১৩ পামরচিত্তেরা ক্রোধ সঞ্চয় করে,
তিনি তাহাদিগকে বাঁধিলে ত্রাহি ত্রাহি করে না।
১৪ তাহারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে,
পুংগামীদের মধ্যে তাহাদেরও প্রাণ যায়।
১৫ তিনি দুঃখীকে দুঃখ দ্বারা উদ্ধার করেন,
তিনি উপদ্রবে তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন।
১৬ তিনি তোমাকেও সঙ্কটের মুখ হইতে বাহির করিয়া চালাইতেছেন;
অসঙ্কীর্ণ প্রশস্ত স্থানে লইয়া যাইতেছেন,
তোমার মেজ পুষ্টিকর দ্রব্যে সাজান হইবে।
১৭ কিন্তু তুমি দুর্জ্জনের বিচারে পূর্ণ হইয়াছ;
বিচার ও শাসন তোমাকে ধরিয়াছে।
১৮ যখন ক্রোধ আছে, সাবধান যেন আত্মপ্রাচুর্য্য দ্বারা ভ্রান্ত না হও,
প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব তোমাকে না ভুলাউক।
১৯ তোমার ঐশ্বর্য্য কি তোমাকে নিঃসঙ্কটে রাখিবে?
তোমার বলের বাহুল্যে কি কুলাইবে?
২০ সেই রাত্রির আকাঙ্ক্ষা করিও না,
যখন জাতিরা স্বস্থান হইতে প্রয়াণ করে।
২১ সাবধান, অধর্ম্মের প্রতি ফিরিও না,
তুমি ত দুঃখভোগ অপেক্ষা তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছ।
২২ দেখ, ঈশ্বর আপন পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে?
২৩ কে তাঁহার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিয়াছে?
কে বলিতে পারে, তুমি অন্যায় করিয়াছ?
২৪ মনে রাখিও, তাঁহার কার্য্যের মহিমা স্বীকার করা চাই,
মনুষ্যগণ গান দ্বারা তৎকীর্ত্তন করিয়াছে।
২৫ সকল মনুষ্য তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছে,
মর্ত্ত্যগণ দূর হইতে তাহা সন্দর্শন করে।
২৬ দেখ, ঈশ্বর মহান, আমরা তাঁহাকে জানি না;
তাঁহার বর্ষ-সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না।
২৭ তিনি জলের পরমাণু সকল আকর্ষণ করেন,
সেগুলি তাঁহার বাষ্প হইতে বৃষ্টিরূপে পড়ে;
২৮ তাহাতে তাহা জলদপটল হইতে ক্ষরে,
মনুষ্যদের উপরে প্রচুররূপে পতিত হয়।
২৯ ঘনমালার বিস্তারণ কেহ কি বুঝিতে পারে?
তাঁহার চন্দ্রাতপের গর্জ্জন কে বুঝে?
৩০ দেখ, তিনি আপনার উপরে স্বীয় দীপ্তি বিস্তার করেন,
তিনি সমুদ্রগর্ভ সমাবৃত করেন।
৩১ কারণ তিনি এই সকল দ্বারা জাতিগণকে শাসন করেন,
তিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করেন।
৩২ তিনি আপন অঞ্জলি বিদ্যুতে পূর্ণ করেন,
তাহাকে লক্ষ্য বিঁধিবার আজ্ঞা দেন।
৩৩ তাহার নিনাদ তাঁহার পরিচয় দেয়,
পশুপাল সকলও তাঁহার আগমন জানায়।

৩৭ ইহাতে আমার হৃদয় কম্পমান হইতেছে,
স্বস্থানে থাকিয়া দুপ্ দুপ্ করিতেছে।
২ শুন শুন, ঐ তাঁহার রবের নির্ঘোষ,
ঐ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত স্বর।
৩ তিনি সমস্ত গগনের অধঃস্থানে তাহা পাঠান,
পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন বিদ্যুৎ চালান।
৪ তৎপশ্চাৎ এক রব নাদ করে,
তিনি আপন মহত্ত্বের রবে বজ্রনাদ করেন;
তাঁহার শব্দ শুনা যায়, তিনি [শরব্যয়ে] কৃপণ নহেন।
৫ ঈশ্বর স্বীয় রবে আশ্চর্য্যরূপ গর্জ্জন করেন,
আমাদের বোধের অগম্য মহৎ কার্য্য করেন।
৬ তিনি হিমানীকে বলেন, পৃথিবীতে পড়,
সামান্য বৃষ্টিকেও তাহা বলেন,
তাঁহার পরাক্রমের বৃষ্টিকেও বলেন।
৭ তিনি মনুষ্যমাত্রের হস্ত মুদ্রাঙ্কনে বদ্ধ করেন,
যেন তাঁহার নির্ম্মিত মনুষ্যমাত্র জ্ঞান পায়।
৮ তখন পশুগণ আশ্রয়স্থানে প্রবেশ করে,
ও আপন আপন গহ্বরে থাকে।
৯ [দক্ষিণস্থ] কক্ষ হইতে ঝটিকা আইসে,
উত্তর হইতে শীত আইসে।
১০ ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে নীহার জন্মে,
ও বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।
১১ আরও ঈশ্বর ঘন মেঘে জল ভরেন,
আপন বিজলির মেঘ বিস্তার করেন।
১২ তাঁহার পরিচালনে তাহা ঘুরে,
যেন তাহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে,
সমস্ত ভূমণ্ডলেই যেন করে।
১৩ তিনি কখন দণ্ডের, কখন নিজ দেশের নিমিত্তে,
কখন বা দয়ার নিমিত্তে এই সকল ঘটান।
১৪ হে ইয়োব, তুমি ইহাতে কর্ণপাত কর,
স্থির থাক, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল বিবেচনা কর।
১৫ তুমি কি জান, ঈশ্বর কিরূপে এই সকলের উপরে ভার রাখেন,
আর আপন মেঘের দীপ্তি বিরাজমান করেন?

Digitized by Google

১৬ তুমি কি মেঘমালার দোলন জান ?
পরম জ্ঞানীর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল জান ?
১৭ যখন দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবী স্তব্ধ হয়,
তখন তোমার বস্ত্র কেমন উষ্ণ হয় !
১৮ ছাঁচে ঢালা দর্পণের ন্যায় দৃঢ় যে গগনমণ্ডল,
তুমি কি তাঁহার সঙ্গে তাহা বিস্তার করিয়াছ ?
১৯ আমাদিগকে জানাও, তাঁহাকে কি বলিব ;
কেননা আমরা তিমির হেতু বাক্য বিন্যাসিতে পারি না।
২০ আমি কথা কহিব, ইহা কি তাঁহাকে জানান যাইবে ?
কেহ কি কবলিত হইতে ইচ্ছা করিবে ?
২১ সম্প্রতি লোকেরা আকাশে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিতে পারে না ;
কিন্তু বায়ু গমন করিয়া তাহা পরিষ্কার করে।
২২ উত্তরদিক্ হইতে কাঞ্চনাভা আইসে,
ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে ভয়ানক প্রভা থাকে।
২৩ সর্ব্বশক্তিমান আমাদের বোধের অগম্য ; তিনি পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তিনি ন্যায়বিচার ও প্রচুর ধর্ম্মগুণ বিপরীত করেন না।
২৪ এ কারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভয় করে,
তিনি বিজ্ঞচিত্তদের মুখাপেক্ষা করেন না।

সদাপ্রভুর উক্তি।

৩৮ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
২ এ কে, যে অজ্ঞানের কথা দ্বারা
মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে ?
৩ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর ;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও।
৪ যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি, তখন তুমি কোথায় ছিলে ?
যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে বল।
৫ তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপিল ?
কে তাহার উপরে মানরজ্জু ধরিল ?
৬ তাহার চুঙ্গি সকল কিসের উপরে স্থাপিত হইল ?
কে বা তাহার কোণের প্রস্তর বসাইল ?
৭ তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল,
ঈশ্বরের সন্তানগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।
৮ কে কবাট দিয়া সমুদ্রকে রুদ্ধ করিল,
যখন তাহা নির্গত হইল, গর্ভাশয় হইতে বাহির হইল ?
৯ তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্র করিলাম,
ঘন তিমিরকে তাহার পটিকা করিলাম ;
১০ আমি তাহার জন্য আমার বিধি নিরূপিলাম,
অর্গল ও কবাট স্থাপন করিলাম,
১১ বলিলাম, তুমি এই পর্য্যন্ত আসিতে পার, আর নয় ;
এ স্থানে তব তরঙ্গের গর্ব্ব নিবারিত হইবে।
১২ তুমি কি আজন্মকাল কখন প্রভাতকে আজ্ঞা দিয়াছ,
অরুণকে তাহার উদয়-স্থান জানাইয়াছ ;
১৩ যেন তাহা পৃথিবীর প্রান্ত সকল ধরে,
আর দুষ্টগণকে তাহা হইতে ঝাড়িয়া ফেলা যায় ?
১৪ ভূমণ্ডল মুদ্রাচিহ্নিত মৃত্তিকাবৎ আকারান্তর প্রাপ্ত হয়,
সকলই বস্ত্রের ন্যায় প্রকাশ পায় ;
১৫ দুষ্টগণ হইতে তাহার দীপ্তি নিবারিত হয়,
আর উচ্চ বাহু ভগ্ন হয়।
১৬ তুমি কি সমুদ্রের উৎসে পশিয়াছ ?
জলধি-তলে কি পদার্পণ করিয়াছ ?
১৭ তোমার কাছে কি মৃত্যুর কবাট প্রকাশিত হইয়াছে ?
তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখিয়াছ ?
১৮ তুমি কি ভুবনের বিস্তার জ্ঞাত হইয়াছ ?
এই সকল যদি জান, তবে বল।
১৯ দীপ্তির নিবাসে যাইবার পথ কোথায় ?
অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায় ?
২০ তুমি কি তাহার সীমাতে তাহাকে লইয়া যাইতে পার ?
তাহার গৃহের পথ কি জ্ঞাত আছ ?
২১ অবশ্য জ্ঞাত আছ, কারণ তৎকালে তোমার জন্ম হইয়াছিল।
তোমার অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছে।
২২ তুমি কি হিমানী-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ ?
সেই করকা-ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ,
২৩ যাহা আমি সঙ্কটকালের জন্য রাখিয়াছি ?
সংগ্রাম ও যুদ্ধদিনের জন্য রাখিয়াছি ?
২৪ কোন্ পথ দিয়া দীপ্তি বিভক্ত হইয়া যায়,
ও পূর্ব্বীয় বায়ু ভুবনময় ব্যাপ্ত হয় ?
২৫ অতিবৃষ্টির জন্য কে প্রণালী কাটিয়াছে,
বজ্র-বিদ্যুতের জন্য কে পথ করিয়াছে,
২৬ যেন নির্জ্জন দেশে বৃষ্টি পড়ে,
নরশূন্য প্রান্তরে বর্ষা হয়,
২৭ যেন মরুভূমি ও বন্ধ্য স্থান তৃপ্ত হয়,
এবং কোমল তৃণ উৎপন্ন হয় ?
২৮ বৃষ্টির পিতা কেহ কি আছে ?
শিশির-বিন্দুসমূহের জনকই বা কে ?
২৯ নীহার কাহার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়াছে ?
আকাশীয় হিমানীর জন্ম কে দিয়াছে ?
৩০ জল জমিয়া প্রস্তরবৎ হয়,
জলধির মুখ কঠিন হইয়া যায়।

Digitized by Google

৩১ তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্রের হার গাঁথিতে পার?
মৃগশীর্ষের কটিবন্ধন কি খুলিতে পার?
৩২ রাশিগণকে কি স্ব স্ব ঋতুতে চালাইতে পার?
বাত্তি ও তৎপুত্রগণকে পথ দেখাইতে পার?
৩৩ তুমি কি গগনমণ্ডলের বিধানকলাপ জান?
পৃথিবীর উপরে তাহার কর্তৃত্ব কি নিরূপণ করিতে পার?
৩৪ তুমি কি মেঘ পর্য্যন্ত তোমার রব তুলিতে পার,
যেন বহুজল তোমাকে আচ্ছন্ন করে?
৩৫ তুমি কি বিদ্যুন্মালা পাঠাইলে তারা যাইবে?
তোমাকে কি বলিবে, এই যে আমরা?
৩৬ কে ঘোর ঘনমালাকে জ্ঞান দিয়াছে?
উল্কাকে কে বুদ্ধি দিয়াছে?
৩৭ কে প্রজ্ঞাবলে মেঘসমূহ গণিতে পারে?
গগনের কুপাগুলি কে উল্টাইতে পারে,
৩৮ যাহাতে ধুলা দ্রবীভূত ধাতুবৎ গলিয়া যায়,
ও মৃত্তিকা জমাট বাঁধে?
৩৯ তুমি কি সিংহীর জন্য শিকার অন্বেষিবে?
সিংহশাবকদের ক্ষুধা কি নিবৃত্ত করিবে,
৪০ যখন তাহারা গুহামধ্যে শয়ন করে,
গুপ্ত স্থানে বসিয়া মৃগের অপেক্ষায় থাকে?
৪১ কে দাঁড়কাককে আহার যোগাইয়া দেয়,
যখন তাহার শাবকগণ ঈশ্বরের নিকটে আর্ত্তরব করে,
ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে?

৩৯ তুমি কি শৈলবাসী বন্য ছাগীদের প্রসবকাল জান?
হরিণীর প্রসবের রীতি কি নির্ণয় করিতে পার?
২ তাহারা কত মাস গর্ভ ধারণ করে, তাহা কি নির্ণয় করিতে পার?
তাহাদের প্রসবকাল কি জান?
৩ তাহারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলে।
৪ তাহাদের শাবকগণ বলবান হয়, তাহারা মাঠে বৃদ্ধি পায়,
তাহারা প্রস্থান করে, আর ফিরিয়া আইসে না।
৫ কে বন্য গর্দ্দভকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে?
কে বন্য খরের বন্ধন মুক্ত করিয়াছে?
৬ আমি মরুভূমিকে তাহার গৃহ করিয়াছি,
লবণভূমিকে তাহার নিবাস করিয়াছি।
৭ সে নগরের কলরবকে পরিহাস করে,
চালকের শব্দ শুনে না।
৮ পর্ব্বতশ্রেণী তাহার চরাণীস্থান;
সে যাবতীয় নবীন তৃণাদির অন্বেষণ করে।
৯ গবয় কি তোমার সেবা করিতে সম্মত হইবে?
সে কি তোমার যাবপাত্রের নিকটে থাকিবে?
১০ তুমি কি যোতে গবয়কে দীতায় বান্ধিতে পার?
সে কি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তলভূমিতে মই দিবে?
১১ তাহার বলবাহুল্য প্রযুক্ত তুমি কি তাহাকে বিশ্বাস করিবে?
তোমার কর্ম্ম কি তাহাকে সমর্পণ করিবে?
১২ তুমি কি তাহাতে এমন বিশ্বাস রাখিবে যে, সে তোমার শস্য আনিবে,
তাহা খামারে একত্র করিবে?
১৩ উষ্ট্রপক্ষিণীর ডানা উল্লাস করে,
কিন্তু তাহার পক্ষ ও পালখ কি স্নেহবান?
১৪ সে ত ভূমিতে আপন ডিম্ব ত্যাগ করে,
ধূলায় উষ্ণ হইতে দেয়।
১৫ তাহার মনে থাকে না যে, হয় ত চরণে তাহা চূর্ণ করিবে,
কিম্বা বন্য পশু তাহা দলাইবে।
১৬ সে আপন শাবকগণের প্রতি পরের ন্যায় নির্দ্দয় হয়,
প্রসববেদনা বিফল হইলেও নিশ্চিন্ত থাকে;
১৭ যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়াছেন,
তাহাকে বুদ্ধি দেন নাই।
১৮ সে যখন পক্ষ তুলিয়া গমন করে,
তখন অশ্বকে ও তদারূঢ়কে পরিহাস করে।
১৯ তুমি কি অশ্বকে বিক্রম দিয়াছ?
তাহার গ্রীবাদেশে কেশর দিয়াছ?
২০ তাহাকে কি পঙ্গপালবৎ লম্ফন করাইয়াছ?
তাহার নাসারবের তেজ অতি ভয়ানক।
২১ সে তলভূমিতে খুর ঘসে, নিজ বিক্রমে আমোদ করে,
অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।
২২ সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, উদ্বিগ্ন হয় না,
খড়্গের সম্মুখ হইতে ফিরে না।
২৩ তূণ তাহার বিরুদ্ধে শব্দ করে,
শাণিত বড়শা ও শূল শব্দ করে।
২৪ সে উগ্রতায় ও রাগে ভূমি খাইয়া ফেলে,
তূরীবাদ্য শুনিলে দাঁড়াইয়া থাকে না।
২৫ তূরীর রবের সহিত সে হিহি শব্দ করে,
দূর হইতে সংগ্রামের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ শুনে।
২৬ তোমারই বুদ্ধিতে কি রাজপক্ষী উড়ে,
দক্ষিণদিকে আপন পক্ষ বিস্তার করে?
২৭ তোমারই আজ্ঞাতে কি উৎক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠে,
উচ্চ স্থানে আপনার বাসা করে?
২৮ সে শৈলে বসতি করে, তথায় তাহার বাসা,
সে শৈলাগ্রে ও দুরাক্রম স্থানে থাকে।
২৯ তথা হইতে সে শিকার অবলোকন করে,
তাহার চক্ষু দূর হইতে তাহা দেখে।
৩০ তাহার শাবকগণ রক্ত চুষে,
যে স্থানে শব, সেই স্থানে সে।

Digitized by Google

৪০ পরে সদাপ্রভু ইয়োবকে আরও কহিলেন,
দোষগ্রাহী কি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত বিবাদ করিবে ?
ঈশ্বরের সহিত বিতর্ককারী ইহার উত্তর দিউক।

---

৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন,
৪ দেখ, আমি অকিঞ্চন; তোমাকে কি উত্তর দিব ?
আমি নিজ মুখে হাত দিই।
৫ আমি এক বার কহিয়াছি, আর উত্তর করিব না;
দুই বার কহিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব না।

---

৬ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
৭ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৮ তুমি কি সত্যই মম বিচার অগ্রাহ্য করিবে ?
নিজে ধার্ম্মিক হইবার জন্য আমাকে দোষী করিবে ?
৯ তোমার কি ঈশ্বরের তুল্য বাহু আছে ?
তুমি কি তাঁহার ন্যায় সরবে বজ্রনাদ করিতে পার ?
১০ তবে প্রাধান্যে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হও,
প্রভা ও প্রতাপ পরিধান কর;
১১ তোমার উচ্চণ্ড ক্রোধ ঢালিয়া দেও,
প্রত্যেক অহঙ্কারীকে দৃক্পাতমাত্র নত কর;
১২ দৃক্পাতমাত্র প্রত্যেক অহঙ্কারীকে খর্ব্ব কর,
দুষ্টদিগকে স্ব স্ব স্থানে দলিত কর;
১৩ তাহাদিগকে যুগপৎ ধূলিতে আচ্ছন্ন কর,
গুপ্ত স্থানে তাহাদের মুখ বন্ধন কর।
১৪ তখন আমিও তোমার এই প্রশংসা করিব,
তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে তরাইতে পারে।
১৫ বহেমোৎকে দেখ, আমি তোমার সহিত তাহাকেও নির্ম্মাণ করিয়াছি;
সে গোরুর ন্যায় তৃণভোজী।
১৬ দেখ, তাহার কটিদেশে তাহার বল,
উদরস্থ পেশীতে তাহার সামর্থ্য।
১৭ সে এরসবৃক্ষের ন্যায় লাঙ্গুল নাড়ে,
তাহার উরুদ্বয়ের শিরা সকল যোড়া।
১৮ তাহার অস্থি সকল পিত্তলময় নলের তুল্য,
তাহার পঞ্জর লৌহের অর্গলবৎ;
১৯ ঈশ্বরের কার্য্যের মধ্যে সে অগ্রগণ্য;
তাহার নির্ম্মাতা তাহাকে খড়্গ দিয়াছেন।
২০ পর্ব্বতগণ তাহার খাদ্য যোগায়;
সমস্ত বন্য পশুও সেই স্থানে ক্রীড়া করে।
২১ সে পদ্মবনে শয়ন করে,
নলবনের অন্তরালে থাকে।
২২ পদ্ম গাছ নিজ ছায়ায় তাহাকে আচ্ছন্ন করে,
উপত্যকার বাইশি বৃক্ষ তাহার চতুর্দ্দিকে থাকে।
২৩ দেখ, নদী উচ্চণ্ড হইলে সে ভয় করে না,
যর্দ্দন ছাপিয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িলেও সে সুস্থির থাকে।
২৪ সে সজাগ থাকিলে কে তাহাকে ধরিতে পারে ?
রজ্জু দিয়া কে তাহার নাসিকা ফুঁড়িতে পারে ?

৪১ তুমি কি বড়শী দ্বারা লিবিয়াথনকে তুলিতে পার ?
হাতসূতের দ্বারা তাহার জিহ্বা বাঁধিতে পার ?
২ নলকাটী দিয়া তার নাক কি ফুঁড়িতে পার ?
বড়শী দিয়া তাহার হনু কি বিন্ধিতে পার ?
৩ সে কি তোমার কাছে বহু বিনতি করিবে,
তোমাকে কোমল কথা বলিবে ?
৪ সে কি তোমার সহিত নিয়ম করিবে ?
তুমি কি তাহাকে লইয়া চির দাস করিবে ?
৫ তাহার সহিত কি পক্ষীর ন্যায় খেলা করিবে ?
তোমার যুবতীদের জন্য কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে ?
৬ ধীবর-দল কি তাহাকে দিয়া ব্যবসায় করিবে ?
অংশ অংশ করিয়া কি বণিকদিগকে দিবে ?
৭ তুমি কি তাহার চর্ম্ম লৌহ-কলায়,
তাহার মস্তক ধীবরের টেটায় বিঁধিতে পার ?
৮ তোমার হস্ত তাহার উপরে রাখ;
যুদ্ধ স্মরণ কর, আর সেরূপ করিও না।
৯ দেখ, তাহাকে ধরিবার প্রত্যাশা মিথ্যা;
তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে কি পড়িয়া যায় না ?
১০ তাহাকে জাগাইবে, এমন সাহসিক কেহ নাই;
তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে ?
১১ কে অগ্রে আমার উপকার করিয়াছে যে, আমি তাহার প্রত্যুপকার করিব ?
সমস্ত গগনমণ্ডলের নীচে সকলই আমার।
১২ তাহার অঙ্গের সম্বন্ধে আমি নীরব থাকিব না,
তাহার বিপুল বলের ও শরীরের সৌষ্ঠবের [কথা বলিব]।
১৩ তাহার বর্ম্ম কে খুলিয়া দিতে পারে ?
তাহার দন্তশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যাইতে পারে ?
১৪ তাহার মুখের কবাট কে খুলিতে পারে ?
তাহার দন্তাবলির চতুর্দ্দিকে ত্রাস থাকে।
১৫ তাহার ফলকশ্রেণী শোভা পায়,
তাহা মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ।
১৬ সেই সকল পরস্পর এমন সংলগ্ন
যে, তাহার অন্তরালে বায়ু পশিতে পারে না।
১৭ সেই সকল পরস্পর সংযুক্ত,
ও একত্র সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন হয় না।
১৮ তাহার হাঁচিতে দীপ্তি বিকাশ করে,
তাহার নয়ন অরুণের নেত্রচ্ছদের সদৃশ।
১৯ তাহার মুখ হইতে জলন্ত মশাল নির্গত হয়,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।
২০ যেমন তপ্ত হণ্ডিকা ও খাগড়া হইতে,

Digitized by Google

তেমনি তাহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হয়।
২১ তাহার নিশ্বাসে অঙ্গার জ্বলিয়া উঠে,
তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়।
২২ তাহার গ্রীবায় বল অবস্থিতি করে,
তাহার সম্মুখে ত্রাস নৃত্য করে।
২৩ তাহার মাংসের পর্দ্দা পরস্পর সংযুক্ত;
তাহা তাহার উপরে দৃঢ়ীভূত, সরিতে পারে না।
২৪ তাহার হৃৎপিণ্ড প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়,
যাঁতার নীচের পাটের ন্যায় দৃঢ়।
২৫ সে উঠিলে বলবানেরাও উদ্বিগ্ন হয়,
ত্রাসপ্রযুক্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।
২৬ খড়্গ তাহাকে আক্রমণ করিলে কিছু হইবে না,
বড়শা, বাণ ও সাঁজোয়া বিফল হয়।
২৭ সে লৌহকে নাড়ার ন্যায়,
পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান করে।
২৮ ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না,
তাহার কাছে ফিঙ্গার প্রস্তর তৃণ হইয়া পড়ে।
২৯ সে গদাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে,
বড়শার ধ্বনিতে হাস্য করে।
৩০ তাহার তলদেশ শাণিত খোলার ন্যায়,
সে কর্দ্দমের উপর দিয়া কাঁটার মই চালায়।
৩১ সে অগাধ জলকে হাঁড়ীর জলের ন্যায় ফুটায়।
সে সমুদ্রকে মলমের ন্যায় করে।
৩২ তাহার পশ্চাৎ পথ চক্‌মক্ করে,
জলধি পক্ককেশের তুল্য বোধ হয়।
৩৩ পৃথিবীতে তাহার তুল্য কিছুই নাই;
তাহাকে নির্ভীক করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।
৩৪ সে যাবতীয় উচ্চবস্তু সন্দর্শন করে,
যাবতীয় গর্ব্বসন্তানদের উপরে রাজা হয়।

ইয়োবের উক্তি ও শেষকালীন কুশল।

৪২ পরে ইয়োব সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার;
কোন সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।
৩ এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে?
সত্য, আমি যাহা বুঝি নাই, তাহাই বলিয়াছি,
যাহা আমার বোধাগম্য, আমার অজ্ঞাত, তাহাই
বলিয়াছি।
৪ বিনয় করি, নিবেদন শুন, আমি কিছু বলি;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৫ পূর্ব্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম,
কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল।
৬ এই নিমিত্তে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি,
ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।

---

৭ ইয়োবকে এই সকল বলিবার পর সদাপ্রভু
তৈমনীয় ইলীফসকে কহিলেন, তোমার প্রতি ও
তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার কোপানল প্রজ্ব-
লিত হইয়াছে, কারণ আমার দাস ইয়োব যেরূপ
বলিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ যথার্থ
৮ কথা বল নাই। অতএব তোমরা সাতটী বৃষ ও
সাতটী মেষ লইয়া আমার দাস ইয়োবের নিকটে
গিয়া আপনাদের নিমিত্তে হোমবলি উৎসর্গ কর।
আর আমার দাস ইয়োব তোমাদিগের নিমিত্তে
প্রার্থনা করিবে; কারণ আমি তাহাকে গ্রাহ্য
করিব; নতুবা আমি তোমাদিগকে তোমাদের
মূর্খতানুযায়ী প্রতিফল দিব; কেননা আমার দাস
ইয়োবের ন্যায় তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ
৯ কথা বল নাই। তখন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয়
বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর গমন করিয়া সদা-
প্রভুর বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন; আর সদা-
১০ প্রভু ইয়োবকে গ্রাহ্য করিলেন। পরে ইয়োব
আপন বন্ধুগণের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে সদা-
প্রভু তাঁহার দুর্দ্দশার পরিবর্ত্তন করিলেন; ফলতঃ
সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব্বসম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ
১১ দিলেন। পরে ইয়োবের ভ্রাতা ও ভগিনীরা
সকলে এবং পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা সকলে তাঁহার
নিকটে আসিয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত
ভোজন করিল ও তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল,
এবং সদাপ্রভু কর্ত্তৃক ঘটিত সমস্ত বিপদের বিষয়ে
তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল, আর প্রত্যেক জন এক
এক খণ্ড কসীতা মুদ্রা ও এক একটী সুবর্ণের কুণ্ডল
১২ তাঁহাকে দিল। আর সদাপ্রভু ইয়োবের প্রথম
অবস্থা হইতে শেষাবস্থা অধিক আশীর্ব্বাদযুক্ত
করিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ, ছয় সহস্র
উষ্ট্র, এক সহস্র যোড়া বলদ ও এক সহস্র গর্দ্দভী
১৩ হইল। আর তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল।
১৪ তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম যিমীমা, দ্বিতীয়ার নাম
কৎসীয়া ও তৃতীয়ার নাম কেরণ-হপ্পূক রাখি-
১৫ লেন। ইয়োবের কন্যাগণের তুল্য রূপবতী যুবতী
সমস্ত দেশে মিলিত না, এবং তাহাদের পিতা
তাহাদের ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাদিগকে দায়াধি-
১৬ কার দিলেন। পরে ইয়োব আর এক শত চল্লিশ
বৎসর জীবিত থাকিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি
১৭ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিলেন। শেষে ইয়োব
বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

Digitized by Google

গীতসংহিতা।

প্রথম খণ্ড।

১

ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দকদের সভায় বসে না।
২ কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে,
তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
৩ সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে,
যাহা সময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না;
আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়।
৪ দুষ্টগণ সেরূপ নহে;
কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।
৫ এই জন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না,
পাপীরা ধার্ম্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না,
৬ কেননা সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের পথ জানেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

২

জাতিগণ কেন কলহ করে?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করে?
২ পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়,
নায়কগণ এক সঙ্গে মন্ত্রণা করে,
সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্তের বিরুদ্ধে;
৩ [বলে,] 'আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি,
আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।'
৪ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করিবেন;
প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন।
৫ তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের কাছে কথা কহিবেন,
কোপে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবেন।
৬ 'আমিই আপন পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে
আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি।'
৭ আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব;
সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র,
অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি
৮ আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব,
পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকার করিয়া দিব।
৯ তুমি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিবে,
কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় খণ্ডবিখণ্ড করিবে।
১০ অতএব এখন, রাজগণ! বিবেচক হও;
পৃথিবীর বিচারকগণ! শাসন গ্রাহ্য কর।
১১ তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা কর,
সকম্পে উল্লাস কর।
১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও,
কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে।
ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন।

৩

দায়ূদের সঙ্গীত। স্বীয়পুত্র অবশালোমের নিকট হইতে তাঁহার পলায়নকালীন।

---

১ হে সদাপ্রভো, মম বিপক্ষ কত বাড়িয়াছে!
অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে।
২ অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশে কহিতেছে,
ঈশ্বরের কাছে উহার জন্য ত্রাণ নাই। সেলা।
৩ তথাপি, সদাপ্রভো, তুমিই আমার বেষ্টনকারী ঢাল,
আমার গৌরব, ও আমার মস্তক উত্তোলনকারী।
৪ আমি স্বরবে সদাপ্রভুকে ডাকি,
আর তিনি নিজ পবিত্র পর্ব্বত হইতে আমাকে উত্তর দেন। সেলা।
৫ আমি শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম,
জাগ্রত হইলাম; কারণ সদাপ্রভু আমার রক্ষক।
৬ আমি অযুত অযুত লোক হইতেও ভীত হইব না,
যাহারা আমার বিরুদ্ধে চারিদিকে সসজ্জ হইয়াছে।
৭ সদাপ্রভো, উঠ; আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাণ কর;
কেননা তুমি আমার সমস্ত শত্রুর চোয়ালে আঘাত করিয়াছ,

Digitized by Google

তুমি দুষ্টদের দন্ত সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছ।
৮ পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে;
তোমার প্রজাদের উপরে তোমার আশীর্ব্বাদ বর্ত্তুক। সেলা।

৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমি ডাকিলে আমাকে উত্তর দেও।
সঙ্কটে তুমি আমাকে প্রশস্ততা দিয়াছ;
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শুন।
২ হে মানব-সন্তানগণ, কত কাল আমার সম্মান অপমানে পরিণত করিবে,
অলীকতা ভাল বাসিবে, ও মিথ্যা কথার অন্বেষণ করিবে? সেলা।
৩ তোমরা জানিও, সদাপ্রভু সাধুকে আপনার নিমিত্তে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন;
আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলে তিনি শুনিবেন।
৪ তোমরা ভয় কর, পাপ করিও না।
তোমাদের শয্যার উপরে মনে মনে কথা কহ, ও নীরব হও। সেলা।
৫ তোমরা ধর্ম্মবলি উৎসর্গ কর,
আর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ।
৬ অনেকে বলে, কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে?
সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি নিজ মুখের দীপ্তি উদিত কর।
৭ তুমি আমার অন্তঃকরণে এমন আহ্লাদ দিয়াছ,
যাহা উহাদের গোধূম ও দ্রাক্ষারসের বাহুল্যকালেও হয় না,
৮ আমি শান্তিতে শয়ন করিব, নিদ্রাও যাইব;
কেননা, সদাপ্রভো, তুমিই একাকী আমাকে নির্ভয়ে বাস করিতে দিতেছ।

৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, বংশী যন্ত্রে। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর,
আমার কাকুক্তিতে মনোযোগ কর।
২ মম রাজন্, মম ঈশ্বর, মম আর্ত্তনাদের রব শুন,
কেননা আমি তোমারই কাছে প্রার্থনা করিতেছি।
৩ সদাপ্রভো, প্রাতঃকালে তুমি মম রব শুনিবে;
প্রাতে আমি তোমার উদ্দেশে [প্রার্থনা] সাজাইয়া চাহিয়া থাকিব।
৪ কেননা তুমি দুষ্টতাপ্রিয় ঈশ্বর নহ,
মন্দ তোমার অতিথি হইতে পারে না।
৫ দপকারিগণ তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না,
তুমি সমুদয় অধর্ম্মাচারীকে ঘৃণা করিয়া থাক।
৬ তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে,
সদাপ্রভু রক্তপাতী ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন।
৭ কিন্তু আমি তোমার দয়ার বাহুল্যে তোমার গৃহে প্রবেশ করিব,
তোমার পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে তোমার ভয়ে প্রণিপাত করিব।
৮ সদাপ্রভো, আমার শত্রুগণ হেতু তুমি আপন ধর্ম্মগুণে আমাকে চালাও,
আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর।
৯ কেননা উহাদের মুখে স্থিরতা কিছুই নাই;
তাহাদের অন্তর দুষ্টতাময়,
তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ,
তাহারা আপনাদের জিহ্বা মসৃণ করে।
১০ হে ঈশ্বর, তাহাদিগকে দোষী কর,
তাহারা আপনাদের মন্ত্রণায় পতিত হউক,
তুমি তাহাদের অধর্ম্মের বাহুল্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও,
কেননা তাহারা তোমার বিদ্রোহী হইয়াছে।
১১ কিন্তু তব শরণাপন্ন সকলে আহ্লাদিত হউক,
তাহারা অনন্তকাল আনন্দগান করুক,
কেননা তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ;
যাহারা তোমার নামপ্রিয়, তাহারা তোমাতে উল্লাস করুক।
১২ কেননা তুমি ধার্ম্মিককে আশীর্ব্বাদ করিবে,
সদাপ্রভো, তুমি ঢালের ন্যায় তাহাকে প্রসন্নতায় বেষ্টন করিবে।

৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না,
কোপে আমাকে শাসন করিও না।
২ সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি ম্লান হইয়াছি;
সদাপ্রভো, আমাকে সুস্থ কর, কেননা আমার অস্থি সকল বিহ্বল হইয়াছে।
৩ আমার প্রাণ অতিশয় বিহ্বল হইয়াছে;
আর, তুমি, সদাপ্রভো, আর কত কাল?
৪ সদাপ্রভো, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণ উদ্ধার কর,
তোমার দয়াগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।
৫ কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না,
পাতালে কে তোমার স্তব করিবে?
৬ আমি কোঁকাইতে কোঁকাইতে শ্রান্ত হইয়াছি;
প্রতিরাত্রি আমি শয্যা ভাসাই,
আমি নেত্রজলে খাট ভিজাই।
৭ মনস্তাপে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে;
আমার সকল বৈরী হেতু তাহা জীর্ণ হইতেছে।

Digitized by Google

৮ হে অধর্ম্মাচারী সকলে, আমা হইতে দূর হও,
কেননা সদাপ্রভু মম রোদন-রব শুনিয়াছেন।
৯ সদাপ্রভু আমার বিনতি শুনিয়াছেন;
সদাপ্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।
১০ আমার সমস্ত শত্রু লজ্জিত ও বিহ্বল হইবে;
তাহারা ফিরিয়া যাইবে, হঠাৎ লজ্জিত হইবে।

৭ দায়ূদের শিগায়োন। বিন্যামীনীয় কূশের কথার বিষয়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহার গান।

১ হে সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি;
আমার সকল তাড়নাকারী হইতে নিস্তার কর,
আমাকে উদ্ধার কর।
২ পাছে [শত্রু] সিংহের ন্যায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ করে,
খণ্ড খণ্ড করে, যখন উদ্ধারকারী কেহ নাই।
৩ সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, যদি আমি সেই কার্য্য করিয়া থাকি,
যদি আমার করতলে অন্যায় লাগিয়া থাকে;
৪ যদি আমি প্রণয়ীর অপকার করিয়া থাকি,
(বরং যে অকারণে আমার বৈরী, তাহাকেও উদ্ধার করিয়াছি,)
৫ তবে শত্রু দৌড়িয়া আমার প্রাণ ধরুক,
আমার জীবন ভূমিতে দলিত করুক,
এবং আমার গৌরব ধূলিসাৎ করুক। সেলা।
৬ হে সদাপ্রভো, ক্রোধভরে উত্থান কর,
আমার বৈরীদের কোপের প্রতিকূলে উঠ,
আমার পক্ষে জাগ্রত হও; তুমি বিচারের আজ্ঞা দিয়াছ।
৭ লোকবৃন্দের মণ্ডলী তোমাকে বেষ্টন করুক;
তাহার ঊর্দ্ধে তুমি উচ্চ স্থানে ফিরিয়া আইস।
৮ সদাপ্রভু জাতিগণের বিচার করেন;
সদাপ্রভো, আমার ধর্ম্ম ও আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে আমার বিচার কর।
৯ বিনয় করি, দুষ্টগণের দুষ্টতা শেষ হউক,
কিন্তু তুমি ধার্ম্মিককে সুস্থির কর;
ধর্ম্মময় ঈশ্বর ত অন্তঃকরণ ও মর্ম্মের পরীক্ষক।
১০ ঈশ্বর আমার ঢালবাহক,
তিনি সরলচিত্তদের ত্রাণকর্ত্তা।
১১ ঈশ্বর ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা;
তিনি প্রতিদিন ক্রোধকারী ঈশ্বর।
১২ যদি কেহ না ফিরে, তবে তিনি আপন খড়্গে শাণ দিবেন;
তিনি নিজ ধনুকে চাড়া দিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।
১৩ তিনি উহার জন্য মৃত্যুর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন;
তিনি নিজ বাণ সকল অগ্নিবাণে পরিণত করেন।
১৪ দেখ, সে অধর্ম্ম গর্ভে ধারণ করে,
উপদ্রবে পূর্ণগর্ভ হয়, মিথ্যাকে প্রসব করে।
১৫ সে কূপ খনন করিয়া গভীর করিয়াছে,
কিন্তু আপনার কৃত গর্ত্তে পতিত হইল।
১৬ তাহার উপদ্রব তাহারই মস্তকে ফিরিবে,
তাহার দৌরাত্ম্য তাহারই মুণ্ডে পড়িবে।
১৭ আমি সদাপ্রভুর ধার্ম্মিকতানুসারে তাঁহার স্তব করিব,
পরাৎপর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা গান করিব।

৮ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রভো,
সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত!
গগনের ঊর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপিত হইয়াছে।
২ তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে পরাক্রম প্রতিপন্ন করিয়াছ,
তোমার বৈরিগণ হেতুই করিয়াছ,
যেন শত্রু ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত কর।
৩ আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্ম্মিত তব গগনমণ্ডল,
তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি,
৪ [বলি], মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর?
মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর?
৫ তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পমাত্র ন্যূন করিয়াছ,
গৌরব ও প্রতাপের মুকুট বিভূষিত করিয়াছ।
৬ তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ,
তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ;—
৭ গো মেষাদি সকল,
আর বন্য পশুগণ,
৮ শূন্যের পক্ষিগণ, এবং সাগরের মৎস্য,
যাহা কিছু সমুদ্রপথগামী।
৯ হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রভো,
সমস্ত পৃথিবীতে তব নাম কেমন মহিমান্বিত!

৯ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, পুত্রের মরণ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর স্তব করিব,
তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল বর্ণনা করিব।
২ আমি তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করিব;
পরাৎপর, আমি তব নামের প্রশংসা গাইব।

Digitized by Google

৩ যখন আমার শত্রুগণ ফিরিয়া যায়,
তখন তোমার সাক্ষাতে পতিত ও বিনষ্ট হয়।
৪ কেননা তুমি আমার বিচার ও বিবাদ নিষ্পন্ন করিয়াছ,
তুমি সিংহাসনে বসিয়া ধর্ম্মবিচার করিয়াছ।
৫ তুমি জাতিগণকে ভর্ৎসনা ও দুষ্টকে সংহার করিয়াছ,
তুমি অনন্তকালের জন্য তাহাদের নাম লোপ করিয়াছ।
৬ শত্রুরা শেষ হইয়াছে, চিরতরে উৎসন্ন হইয়াছে;
তুমি নগর সকল ধ্বংস করিয়াছ;
তাহাদের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে।
৭ কিন্তু সদাপ্রভু অনন্তকাল সমাসীন থাকিবেন;
তিনি বিচারার্থে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন।
৮ আর তিনিই ধর্ম্মে জগতের বিচার করিবেন,
ন্যায়ে লোকবৃন্দের শাসন করিবেন।
৯ আর সদাপ্রভু ক্লিষ্টের উচ্চ দুর্গ,
সঙ্কটের সময়ে উচ্চ দুর্গ হইবেন।
১০ যাহারা তোমার নাম জানে, তাহারা তোমাতে বিশ্বাস রাখিবে;
কেননা, সদাপ্রভো, তুমি আপনার অন্বেষণকারীদিগকে পরিত্যাগ কর নাই।
১১ তোমরা সিয়োন-নিবাসী সদাপ্রভুর প্রশংসা গান কর;
জাতিদের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর।
১২ কেননা যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন, তিনি নিহতদিগকে স্মরণ করেন;
তিনি দুঃখীদিগের ক্রন্দন বিস্মৃত হন না।
১৩ হে সদাপ্রভো, আমার প্রতি কৃপা কর;
বিদ্বেষিগণ হইতে মম যে দুঃখ ঘটে, তাহা দেখ,
তুমি মৃত্যু-দ্বার হইতে আমার উত্তোলনকর্ত্তা;
১৪ এই জন্য আমি সিয়োন-কন্যার পুরদ্বারে তোমার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিব,
আমি তোমার পরিত্রাণে উল্লাস করিব।
১৫ জাতিগণ আপনাদের কৃত খাতে ডুবিয়াছে;
তাহারা গোপনে যে জাল পাতিয়াছিল,
তাহাতে তাহাদেরই চরণ বদ্ধ হইয়াছে।
১৬ সদাপ্রভু আপনার পরিচয় দিয়াছেন; তিনি বিচার সাধন করিয়াছেন;
দুষ্ট স্বহস্তের কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়াছে।
হিগায়োন। সেলা।
১৭ দুষ্টেরা পাতালে চলিয়া যাইবে,
যে জাতিরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, সকলেই।
১৮ কারণ দরিদ্র নিয়ত বিস্মৃতিপাত্র থাকিবে না,
দুঃখীদিগের আশা চিরতরে বিনষ্ট হইবে না।
১৯ সদাপ্রভো, উঠ; মর্ত্ত্য প্রবল না হউক,
তোমার সাক্ষাতে জাতিগণ বিচারিত হউক।
২০ হে সদাপ্রভো, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর;
জাতিগণ জানুক যে, তাহারা মর্ত্ত্যমাত্র। সেলা।

১০ হে সদাপ্রভো, কেন দূরে দাঁড়াইয়া থাক?
সঙ্কটের সময়ে কেন প্রচ্ছন্ন থাক?
২ দুষ্টের গর্ব্বে প্রযুক্ত দুঃখী দগ্ধ হয়,
উহাদের কল্পিত ছলে ধরা পড়ে।
৩ কেননা দুষ্ট আপন মনোরথের শ্লাঘা করে,
লোভী সদাপ্রভুকে জলাঞ্জলি দেয়, অবজ্ঞা করে।
৪ দুষ্ট লোক নাক তুলিয়া [বলে,] তিনি অনুসন্ধান করিবেন না;
ঈশ্বর নাই, ইহাই তাহার চিন্তার সাকল্য।
৫ তাহার পথ সর্ব্বদা দৃঢ়;
তব শাসনকলাপ ঊর্দ্ধে, তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত;
সে সমস্ত বিপক্ষের প্রতি ফুৎকার করে।
৬ সে মনে মনে বলে, আমি বিচলিত হইব না,
পুরুষানুক্রমে কখন বিপদ্গ্রস্ত হইব না।
৭ তাহার মুখ অভিশাপ, ছলনা ও শঠতায় পূর্ণ;
তাহার জিহ্বার নীচে উপদ্রব ও অন্যায় থাকে।
৮ সে গ্রামের নিভৃত স্থানে বসিয়া থাকে,
গুপ্ত স্থানে নির্দ্দোষকে বধ করে;
তাহার চক্ষু অনাথকে ধরিবার জন্য লুক্কায়িত।
৯ সিংহ যেমন গহ্বরে, সে তেমনি গুপ্ত স্থানে থাকে,
দুঃখীকে ধরিবার জন্য অন্তরালে থাকে;
সে দুঃখীকে ধরে, আপন জালে টানে।
১০ সে গুঁড়ি মারে, সে অবনত হয়,
অনাথেরা তাহার প্রবল [থাবায়] পতিত হয়।
১১ সে মনে মনে বলে, ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়াছেন;
তিনি মুখ লুকাইয়াছেন, কখনও দেখিবেন না;
১২ হে সদাপ্রভো, উঠ; হে ঈশ্বর, আপন হস্ত তুল।
দুঃখীদিগকে বিস্মৃত হইও না।
১৩ দুষ্ট কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে,
মনে মনে বলে, তুমি অনুসন্ধান করিবে না?
১৪ তুমি ত দেখিয়াছ, কেননা তুমি উপদ্রব ও দ্বেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ,
যেন তাহার প্রতীকার স্বহস্তে কর;
অনাথ তোমারই উপরে ভার সমর্পণ করে;
তুমিই পিতৃহীনের সহায়।
১৫ দুষ্টের বাহু ভাঙ্গিয়া ফেল,
লেশমাত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্তের দুষ্টতার অনুসন্ধান কর।
১৬ সদাপ্রভু অনন্তকালীন রাজা;
জাতিগণ তাঁহার দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।
১৭ সদাপ্রভো, তুমি নম্রদের আকাঙ্ক্ষা শুনিয়াছ;
তুমি তাহাদের চিত্ত সুস্থির করিবে, তুমি কর্ণপাত করিবে।
১৮ তুমি পিতৃহীনের ও উপদ্রুতের বিচার করিবে;

Digitized by Google

মৃত্তিকাজাত মনুষ্যকে আর ভীমবিক্রান্ত থাকিতে দিবে না।

১১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের।

১ আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি ;
তোমরা কি ভাবিয়া আমার প্রাণকে বল,
পক্ষীর ন্যায় তোমাদের পর্ব্বতে উড়িয়া যাও ?
২ কেননা দেখ, দুষ্টগণ ধনুকে চাড়া দিতেছে,
আপন আপন বাণ গুণে যোগ করিতেছে,
যেন সরলচিত্তদিগকে অন্ধকারে মারিয়া ফেলে।
৩ যদি মূলবস্তু সকল উৎপাটিত হয়,
তবে ধার্ম্মিক কি করিবে ?
৪ সদাপ্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন ;
সদাপ্রভুর সিংহাসন স্বর্গে ;
তাঁহার চক্ষু নিরীক্ষণ করিতেছে, তাঁহার চক্ষুর পাতা মনুষ্যসন্তানদের পরীক্ষা করিতেছে।
৫ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের পরীক্ষা করেন,
কিন্তু দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ।
৬ তিনি দুষ্টদের উপরে পাশ বর্ষাইবেন,
অগ্নি, গন্ধক ও উত্তপ্ত বায়ু তাহাদের পানপাত্রের পেয় দ্রব্য।
৭ কেননা সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, ধর্ম্মকর্ম্মই ভাল বাসেন ;
সরল লোক তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিবে।

১২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শমীনীৎ।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু, পরিত্রাণ কর, কেননা সাধু লোপ পাইল ;
মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে বিশ্বসনীয় লোক শেষ হইল।
২ প্রতিজন প্রতিবাসীর সহিত অলীক কথা কহে ;
চাটুবাদী ওষ্ঠাধরে ও দ্বিধা চিত্তে কথা কহে।
৩ সদাপ্রভু সমস্ত চাটুবাদী ওষ্ঠাধর
ও দর্পবাদী জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবেন ;
৪ উহারা বলে, আমরা জিহ্বা দ্বারা প্রবল হইব,
আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই ; আমাদের কর্ত্তা কে ?
৫ সদাপ্রভু কহেন, "আমি এক্ষণে উঠিব,
দুঃখীদের সর্ব্বনাশ ও দীনহীনের কাতরোক্তি প্রযুক্ত উঠিব,
আমি ত্রাণাকাঙ্ক্ষীর ত্রাণ করিব।"
৬ সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্ম্মল বাক্য ;
তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাঁটী করা এমন রৌপ্যের তুল্য,
যাহা সপ্ত বার পরিষ্কৃত হইয়াছে।
৭ হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবে ;
চিরতরে এই লোকদের হইতে উদ্ধার করিবে।
৮ দুষ্টগণ চারিদিকে বিহার করে,
যখন মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে অধমতা উচ্চীকৃত হয়।

১৩

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, কত কাল আমাকে নিয়ত বিস্মৃত থাকিবে ?
কত কাল আমা হইতে আপন মুখ লুকায়িত রাখিবে ?
২ কত কাল আমি প্রাণের মধ্যে ভাবনাকে,
চিত্ত মধ্যে বিষাদকে সমস্ত দিন স্থান দিব ?
শত্রু কত কাল আমার উপরে উচ্চ থাকিবে ?
৩ হে সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, দৃষ্টিপাত কর, আমাকে উত্তর দেও ;
আমার চক্ষু আলোকময় কর, পাছে আমি মৃত্যু-নিদ্রাগত হই।
৪ পাছে আমার শত্রু বলে, আমি তাহাকে জয় করিয়াছি ;
পাছে আমি বিচলিত হইলে আমার বিপক্ষগণ উল্লাস করে।
৫ কিন্তু আমি তোমার দয়াতে বিশ্বাস করিয়াছি ;
আমার চিত্ত তব পরিত্রাণে উল্লাসিত হইবে।
৬ আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাইব,
কেননা তিনি আমার মঙ্গল করিয়াছেন।

১৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের।

১ মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, 'ঈশ্বর নাই'।
তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহই নাই।
২ সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন।
দেখিতে চাহিলেন, বিবেচক কেহ আছে কি না,
ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না।
৩ সকলে বিপথগামী, সকলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহই নাই, এক জনও নাই।
৪ অধর্ম্মাচারী সকলের কি কিছুই জ্ঞান নাই ?
তাহারা খাদ্য গ্রাস করিবার ন্যায় আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে,
সদাপ্রভুকে ডাকে না।
৫ ঐ স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইয়াছে ;
কেননা ঈশ্বর ধার্ম্মিক বংশের মধ্যবর্ত্তী।
৬ তোমরা দুঃখীর মন্ত্রণাকে লজ্জিত করিতেছ ;
কেননা সদাপ্রভু তাহার আশ্রয়।
৭ আঃ ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন হইতে উপস্থিত হউক !
সদাপ্রভু যখন আপন প্রজাদিগকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিবেন,

Digitized by Google

তখন যাকোব উল্লাসিত হইবে, ইস্রায়েল আনন্দ করিবে।

১৫ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, তব তাম্বুতে কে প্রবাস করিবে?
তোমার পবিত্র পর্ব্বতে কে বসতি করিবে?
২ যে ব্যক্তি যথার্থ আচরণ ও ধর্ম্মকর্ম্ম করে,
এবং হৃদয়ে সত্য কহে।
৩ যে পরীবাদ জিহ্বাগ্রে আনে না,
মিত্রের অপকার করে না,
আপনার প্রতিবাসীর দুর্নাম করে না।
৪ যাহার দৃষ্টিতে পামর তুচ্ছনীয় হয়;
যে সদাপ্রভুর ভয়কারীদিগকে মান্য করে,
দিব্য করিলে ক্ষতি হইলেও অন্যথা করে না;
৫ সুদের জন্য টাকা ধার দেয় না,
নির্দ্দোষের বিরুদ্ধে উৎকোচ লয় না;
এই সকল কর্ম্ম যে করে, সে কখনও বিচলিত হইবে না।

১৬ দায়ূদের গীতরত্ন।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর, কেননা আমি তোমার শরণ লইয়াছি।
২ আমি সদাপ্রভুকে বলিয়াছি, তুমিই আমার প্রভু,
তুমি ব্যতীত আমার মঙ্গল নাই।
৩ পৃথিবীতে যে পবিত্রগণ থাকেন,
তাঁহারা আদরণীয় ও আমার সমস্ত প্রীতির পাত্র।
৪ যাহারা ইতর [দেবতাকে] উপহার দেয়, তাহাদের যাতনা বৃদ্ধি পাইবে;
রক্তরূপ তাহাদের পেয় নৈবেদ্য আমি উৎসর্গ করিব না,
আপন ওষ্ঠাধরে তাহাদের নাম লইব না।
৫ সদাপ্রভু আমার দায়াংশ ও আমার পান পাত্র;
তুমিই আমার অধিকার স্থায়ী করিতেছ।
৬ আমার জন্য মানরজ্জু মনোহর স্থানে পড়িয়াছে,
আমার অধিকার আমার পক্ষে শোভাযুক্ত।
৭ আমি সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব, তিনিই আমাকে মন্ত্রণা দিয়াছেন,
রাত্রিতেও আমার চিত্ত আমাকে প্রবোধ দেয়।
৮ আমি সদাপ্রভুকে নিয়ত সম্মুখে রাখিয়াছি;
তিনি আমার দক্ষিণে, আমি বিচলিত হইব না।
৯ তন্নিমিত্ত আমার চিত্ত আনন্দিত, ও আমার গৌরব উল্লাসিত হইল;
আমার শরীরও আশ্বাসে বিশ্রাম করিবে।
১০ যেহেতুক তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না,
তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না।
১১ তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে,
তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ,
তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ।

১৭ দায়ূদের প্রার্থনা।

১ হে সদাপ্রভো, ধর্ম্মবাদ শুন, আমার কাকুক্তিতে অবধান কর,
আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর; তাহা ছলনার ওষ্ঠ হইতে নির্গত নয়।
২ তোমার সাক্ষাতে আমার বিচার নিষ্পত্তি হউক;
যাহা ন্যায্য তাহার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ুক।
৩ তুমি আমার চিত্তের পরীক্ষা করিয়াছ,
রাত্রিকালে আমার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছ,
তুমি আমাকে কষিয়াছ, কিছু পাও নাই;
আমি স্থির করিলাম, আমার মুখ পাপ করিবে না।
৪ মনুষ্যের কার্য্য সম্বন্ধে, তব ওষ্ঠাধরের বাক্যে,
আমি দুর্জ্জনের পথ হইতে সাবধান হইয়াছি।
৫ আমার পাদক্ষেপ তোমার পথে স্থির রহিয়াছে,
আমার চরণ বিচলিত হয় নাই।
৬ আমি তোমাকে ডাকিলাম, কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে উত্তর দিবে;
আমার প্রতি কর্ণপাত কর, আমার বাক্য শুন।
৭ তোমার আশ্চর্য্য দয়া প্রকাশ কর; তুমি শরণাপন্নদিগকে নিস্তার করিয়া থাক,
বিপক্ষগণ হইতে তোমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই করিয়া থাক।
৮ নয়নের তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর,
তোমার পক্ষের ছায়াতে আমাকে সঙ্গোপন কর,
৯ দুষ্টগণ হইতে কর, যাহারা আমাকে নষ্ট করে,
প্রাণনাশক শত্রুগণ হইতে কর, যাহারা আমাকে বেষ্টন করে।
১০ তাহারা আপন আপন স্থূল মেদে বদ্ধ,
তাহারা মুখে অহঙ্কারের কথা কহে।
১১ এখন তাহারা আমাদের পাদসঞ্চারে আমাদিগকে ঘেরিয়াছে,
আমাদিগকে ভূমিসাৎ করণার্থে চক্ষু স্থির করে।
১২ সে বিদারণ করিতে উদ্যত কেশরীর সদৃশ,
অন্তরালে উপবিষ্ট যুবসিংহের তুল্য।
১৩ হে সদাপ্রভো, উঠ,
তাহাকে প্রতিরোধ কর, তাহাকে পাড়িয়া ফেল,
তোমার খড়্গ দ্বারা দুষ্ট লোক হইতে আমার প্রাণ বাঁচাও।
১৪ সদাপ্রভো, তোমার হস্ত দ্বারা মনুষ্যদের হইতে,

Digitized by Google

সাংসারিক মনুষ্যদের হইতে [আমাকে বাঁচাও],
তাহাদের দায়াংশ এই জীবনে ;
তুমি নিজ ধনে তাহাদের উদর পূর্ণ করিতেছ ;
তাহারা সন্তানে তৃপ্ত হয়,
আপন আপন শিশুদের নিমিত্ত আপনাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া যায় ।
১৫ আমি ধর্ম্মে তোমার মুখ দর্শন করিব,
জাগিয়া তোমার মূর্ত্তিতে তৃপ্ত হইব ।

১৮ প্রধান বাদ্যকরের জন্য । সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের । যে দিন সদাপ্রভু শত্রু সকলের হস্ত হইতে, এবং শৌলের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, সেই দিন তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীতের কথা নিবেদন করিলেন । তিনি কহিলেন,

---

১ সদাপ্রভো ! মম বল ! আমি তোমাতে অনুরক্ত ।
২ সদাপ্রভু মম শৈল, মম গড়, মম রক্ষাকর্ত্তা,
মম ঈশ্বর, মম অচল, আমি তাঁহার শরণ লই ;
মম ঢাল, মম ত্রাণশৃঙ্গ, মম উচ্চদুর্গ ।
৩ আমি কীর্ত্তনীয় সদাপ্রভুকে ডাকিব,
এইরূপে আমার শত্রুগণ হইতে ত্রাণ পাইব ।
৪ আমি মৃত্যুর রজ্জুতে পরিবেষ্টিত,
পাষণ্ডের বন্যাতে আশঙ্কিত ছিলাম ।
৫ আমি পাতালের রজ্জুতে বেষ্টিত,
মৃত্যুর পাশে জড়িত ছিলাম ।
৬ আমার সঙ্কটে আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলাম ;
তিনি নিজ মন্দিরে থাকিয়া মম রব শুনিলেন,
তাঁহার সম্মুখে কৃত আমার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ।
৭ তখন পৃথিবী টলিল, কম্পিত হইল,
পর্ব্বতরাজির মূল সকল বিচলিত হইল,
টলিল, কারণ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন ।
৮ তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উত্থিত হইল,
তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল ;
তদ্দ্বারা অঙ্গার প্রজ্বলিত হইল ।
৯ তিনি গগনকে পাতিয়া নামিলেন,
অন্ধকার তাঁহার পদতলে ছিল ।
১০ তিনি করূব আরোহণে উড্ডীন হইলেন,
বায়ু-পক্ষভরে উড়িয়া আসিলেন ।
১১ তিনি অন্ধকারকে অন্তরাল, আপনার চতুর্দ্দিকস্থ আবাস করিলেন ;
জলের তিমির ও গগনের মেঘমালা ।
১২ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী তেজ হইতে তাঁহার মেঘের মধ্য দিয়া [ ] শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার ।
১৩ সদাপ্রভু আকাশে বজ্রনাদ করিলেন,
পরাৎপর আপন রব ছাড়িলেন ;
শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার ।
১৪ তিনি আপন বাণ ছাড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন ;
বহু বজ্র ছাড়িয়া তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন ।
১৫ তখন, সদাপ্রভো, তোমার তর্জ্জনে,
তোমার নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে,
জলরাশির প্রণালী সকল প্রকাশ পাইল,
ভূমণ্ডলের মূল সকল অনাবৃত হইল ।
১৬ তিনি ঊর্দ্ধ হইতে [হস্ত] বিস্তার করিয়া আমাকে ধরিলেন,
মহাজলরাশি হইতে আমাকে তুলিয়া লইলেন ।
১৭ তিনি মম বলবান শত্রু হইতে ও মম বিদ্বেষিগণ হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন,
কেননা তাহারা আমা অপেক্ষা শক্তিমান ছিল ।
১৮ আমার বিপদের দিনে তাহারা আমার কাছে আসিল,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন হইলেন ।
১৯ তিনি আমাকে বাহিরে প্রশস্ত স্থানে আনিলেন,
তিনি আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তিনি আমাতে প্রীত ছিলেন ।
২০ সদাপ্রভু আমার ধর্ম্মানুসারে আমার মঙ্গল করিলেন,
তিনি আমার হস্তের শুচিতানুযায়ী ফল দিলেন ।
২১ কেননা আমি সযত্নে সদাপ্রভুর পথে চলিতাম,
দুষ্টতাপূর্ব্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি নাই ।
২২ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল,
আমি তাঁহার বিধি আমা হইতে দূর করি নাই ।
২৩ আর আমি তাঁহার উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম,
নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম ।
২৪ তাই সদাপ্রভু আমার ধর্ম্মানুসারে আমাকে ফল দিলেন,
আপনার সাক্ষাতে আমার হস্তের শুচিতানুসারেই দিলেন ।
২৫ তুমি দয়াবানের সহিত সদয় ব্যবহার,
সিদ্ধের সহিত সিদ্ধ ব্যবহার করিবে ।
২৬ তুমি শুচির সহিত শুচি ব্যবহার,
কুটিলের সহিত চতুরের ব্যবহার করিবে ।
২৭ কেননা তুমি দুঃখীদিগকে নিস্তার করিবে,
কিন্তু উদ্ধতদৃষ্টিকে অবনত করিবে ।
২৮ তুমিই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করিবে ;
সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার অন্ধকার আলোকময় করিবেন ।
২৯ হাঁ, তোমার দ্বারা আমি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দৌড়ি ;
আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি ।
৩০ তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার পথ সিদ্ধ ;
সদাপ্রভুর বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ ;

Digitized by Google

তিনি আপন শরণাগত সকলের ঢাল।
৩১ কেননা সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে ?
আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর অচল কে আছে ?
৩২ ঈশ্বর বল দিয়া আমার কটিবন্ধন করিয়াছেন,
আমার পথ সিদ্ধ করিয়াছেন।
৩৩ তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণবৎ করেন,
আমার উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন।
৩৪ তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন,
তাই আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া দেয়।
৩৫ তুমি আমাকে তোমার পরিত্রাণ-ঢাল দিয়াছ;
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করিয়াছে,
তোমার কোমলতা আমাকে মহান করিয়াছে।
৩৬ তুমি আমার নীচে পাদনক্ষেপের স্থান প্রশস্ত করিয়াছ,
আমার গুল্ফ বিচলিত হয় নাই।
৩৭ আমি আপন শত্রুগণের পশ্চাৎ দৌড়িব, তাহাদিগকে ধরিব,
সংহার না করিয়া ফিরিয়া আসিব না।
৩৮ আমি তাহাদিগকে চূর্ণ করিব, তাহারা আর উঠিতে পারিবে না,
তাহারা আমার পদতলে পতিত হইবে।
৩৯ তুমি যুদ্ধার্থ বল দিয়া আমার কটিবন্ধন করিয়াছ;
মম প্রতিরোধিগণকে মম পদতলে নত করিয়াছ।
৪০ আমার শত্রুগণকে আমা হইতে ফিরাইয়া দিয়াছ,
আমি আমার বিদ্বেষীদিগকে সংহার করিয়াছি।
৪১ তাহারা আর্ত্তনাদ করিল, কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই;
সদাপ্রভুকে [ডাকিল], তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিলেন না।
৪২ আমি তাহাদিগকে বায়ুচালিত ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিলাম;
পথের কর্দ্দমের ন্যায় ফেলিয়া দিলাম;
৪৩ তুমি আমাকে প্রজাদের দ্রোহ হইতে উদ্ধার করিয়াছ,
জাতিগণের মস্তকরূপে নিযুক্ত করিয়াছ;
আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হইবে।
৪৪ শ্রবণমাত্র তাহারা আমার আজ্ঞাগ্রাহী হইবে;
বিজাতীয়েরা বশ্যতা স্বীকার করিবে।
৪৫ বিজাতীয়েরা ম্লান হইবে,
সকম্পে স্ব স্ব গুপ্ত স্থান হইতে বাহিরে আসিবে।
৪৬ সদাপ্রভু জীবৎ, মম অচল ধন্য হউন,
মম পরিত্রাণের ঈশ্বর উন্নত হউন।
৪৭ সেই ঈশ্বর আমার পক্ষে প্রতিশোধ দেন,
আমার অধীনে জাতিগণকে দমন করেন।
৪৮ তিনি আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার করেন;
তুমি প্রতিরোধিগণের উপরে আমাকে উন্নত করিতেছ,
দুর্ব্বৃত্ত লোক হইতে আমাকে উদ্ধার করিতেছ।
৪৯ অতএব, সদাপ্রভো, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
তোমার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।
৫০ তিনি আপনার রাজাকে মহাপরিত্রাণ দেন,
তিনি আপনার অভিষিক্তের প্রতি দয়া করেন,
যুগে যুগে দায়ূদের ও তাঁহার বংশের প্রতি দয়া করেন।

১৯ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ গগনমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণন করে,
বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম জ্ঞাপন করে।
২ দিবস দিবসের কাছে বাক্য উচ্চারণ করে,
রাত্রি রাত্রির কাছে জ্ঞান প্রচার করে।
৩ বাক্য নাই, ভাষাও নাই,
তাহাদের রব শুনা যায় না।
৪ তাহাদের বর সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত,
তাহাদের বক্তৃতা জগতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত;
তাহাদের মধ্যে তিনি সূর্য্যের নিমিত্ত এক তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন।
৫ সে বরের ন্যায় আপন বাসরগৃহ হইতে নির্গত হয়,
বীরের ন্যায় স্বীয় পথে দৌড়িবার জন্য আমোদ করে।
৬ সে গগনমণ্ডলের প্রান্ত হইতে যাত্রা করে,
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আইসে;
তাহার উত্তাপে কোন বস্তু লুক্কায়িত থাকে না।

৭ সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক;
সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়, অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক।
৮ সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ, চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক;
সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্ম্মল, নয়নের দীপ্তিজনক।
৯ সদাপ্রভুর ভয় শুচি, চিরকালস্থায়ী,
সদাপ্রভুর শাসন সকল সত্য, সর্ব্বাংশে ন্যায্য।
১০ তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর কাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়,
মধু ও মৌচাকের রস হইতেও সুস্বাদু।
১১ তোমার দাসও তদ্দ্বারা সুশিক্ষা পায়;
তাহা পালন করিলে মহাফল হয়।
১২ প্রমাদের কর্ম্ম সকল কে বুঝিতে পারে ?
তুমি গুপ্ত দোষ হইতে আমাকে পরিষ্কার কর।
১৩ দুঃসাহসজনিত অপরাধ হইতেও নিজ দাসকে পৃথক্ রাখ;

Digitized by Google

সেই সকল আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক ;
তাহা হইলে আমি যাথার্থিক এবং মহাপাতক
হইতে মুক্ত হইব।
১৪ সদাপ্রভো, আমার অচল, আমার মুক্তিদাতা,
আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান
তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক।

২০ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু সঙ্কট-দিনে তোমাকে উত্তর দিউন,
যাকোবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুক,
২ তিনি পবিত্রস্থান হইতে তব সাহায্য প্রেরণ করুন,
সিয়োন হইতে তোমাকে সুস্থির রাখুন।
৩ তিনি তোমার সকল নৈবেদ্য স্মরণ করুন,
তোমার হোমবলি গ্রাহ্য করুন। সেলা।
৪ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন,
তোমার সমস্ত মন্ত্রণা সিদ্ধ করুন।
৫ আমরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দগান করিব,
আমাদের ঈশ্বরের নামে ধ্বজা তুলিব ;
সদাপ্রভু তোমার সকল যাচ্ঞা সিদ্ধ করুন।
৬ এখন আমি জানি, সদাপ্রভু স্বীয় অভিষিক্তকে
নিস্তার করেন ;
তিনি নিজ দক্ষিণ হস্তের ত্রাণশক্তিতে
আপন পবিত্র স্বর্গ হইতে তাঁহাকে উত্তর দিবেন।
৭ ইহারা রথে ও উহারা অশ্বে নির্ভর করে,
কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের
কীর্ত্তন করিব।
৮ তাহারা নত হইয়া পতিত হইয়াছে,
কিন্তু আমরা উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান আছি।
৯ সদাপ্রভো, পরিত্রাণ কর ;
যে দিন আহ্বান করি, রাজা আমাদিগকে উত্তর
দিউন।

২১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, তব বলে রাজা আনন্দ করেন,
তিনি তোমার পরিত্রাণে কতই উল্লাসিত হন !
২ তুমি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছ,
তাঁহার ওষ্ঠের প্রার্থনা অস্বীকার কর নাই। সেলা।
৩ কেননা তুমি বিবিধ মঙ্গলের বরসহ তাঁহার
সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছ;
তুমি তাঁহার মস্তকে সুবর্ণমুকুট দিয়াছ।
৪ তিনি তোমার কাছে জীবন প্রার্থনা করিয়া-
ছিলেন, তুমি তাঁহাকে দিয়াছ,
অনন্তকালস্থায়ী দীর্ঘ পরমায়ু দিয়াছ।
৫ তোমার পরিত্রাণে তিনি মহাগৌরবান্বিত ;
তুমি তাঁহার উপরে প্রভা ও প্রতাপ রাখিয়াছ।
৬ তুমি তাঁহাকে চিরস্থায়ী আশীর্ব্বাদযুক্ত করিয়াছ,
তোমার শ্রীমুখে তাঁহাকে আনন্দে পুলকিত
করিয়াছ।
৭ কারণ রাজা সদাপ্রভুতে নির্ভর করেন,
পরাৎপরের দয়াতে তিনি বিচলিত হইবেন না।
৮ তোমার হস্ত তোমার সমস্ত শত্রুকে ধরিবে ;
তব দক্ষিণ হস্ত তব বিদ্বেষিগণকে ধরিবে।
৯ তুমি আপন ক্রোধের সময় তাহাদিগকে প্রজ্ব-
লিত তুন্দুরস্বরূপ করিবে ;
সদাপ্রভু কোপে তাহাদিগকে গ্রাস করিবেন,
অগ্নি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।
১০ তুমি পৃথিবী হইতে তাহাদের ফল,
মনুষ্য-সন্তানদের মধ্য হইতে তাহাদের বংশ
উচ্ছিন্ন করিবে।
১১ কেননা তাহারা তোমার বিরুদ্ধে কুসঙ্কল্প করিল;
তাহারা কুমন্ত্রণা করিল, তাহা সিদ্ধ করিতে
সমর্থ নহে।
১২ কেননা তুমি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে,
তুমি তাহাদের মুখ তোমার ধনুর্গুণের লক্ষ্য
করিবে।
১৩ সদাপ্রভো, নিজ বলে উন্নত হও ;
আমরা তব পরাক্রম গাইব, প্রশংসিব।

২২ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, অরুণের মৃগী। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কি জন্য আমাকে
পরিত্যাগ করিয়াছ ?
আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্ত্তনাদের উক্তি
হইতে কেন দূরে থাক ?
২ হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে আহ্বান করি,
কিন্তু তুমি উত্তর দেও না ;
রাত্রিতেও [ডাকি], আমার বিশ্রাম হয় না।
৩ তথাপি তুমিই পবিত্র,
ইস্রায়েলের প্রশংসাকলাপ তোমার সিংহাসন।
৪ আমাদের পিতৃপুরুষেরা তোমাতেই বিশ্বাস
করিত ;
বিশ্বাস করিত, আর তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার
করিতে।
৫ তাহারা তোমার নিকটে ক্রন্দন করিয়া রক্ষা
পাইত,
তোমাতে বিশ্বাস করিয়া লজ্জিত হইত না।
৬ কিন্তু আমি কীট, মানব নহি,
মনুষ্যদের নিন্দাস্পদ, লোকদের অবজ্ঞাত।
৭ যে সকল লোক আমাকে দেখে, তাহারা আমাকে
ঠাট্টা করে,
তাহারা ওষ্ঠ বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া কহে,
৮ সদাপ্রভুতে ভার দেও ; তিনি উহাকে উদ্ধার
করুন ;

Digitized by Google

উঁহাকে রক্ষা করুন, কেননা তিনি উঁহাতে প্রীত।
৯ তুমিই ত জঠর হইতে আমাকে উঠাইলে ;
তুমি মাতৃস্তনে আমার বিশ্বাস জন্মাইলে।
১০ গর্ভ হইতে আমি তোমার হস্তে নিক্ষিপ্ত ;
আমার মাতৃজঠর হইতে তুমিই আমার ঈশ্বর॥
১১ আমা হইতে দূরে থাকিও না, সঙ্কট আসন্ন,
সাহায্যকারী কেহ নাই।
১২ অনেক বৃষ আমাকে বেষ্টন করিয়াছে,
বাশনের বলবান পশুগণ আমাকে ঘেরিয়াছে।
১৩ তাহারা আমার প্রতি মুখ ব্যাদান করে,
বিদারক সিংহ যেন গর্জ্জন করিতেছে।
১৪ আমি জলের ন্যায় সেচিত হইতেছি,
আমার সমুদয় অস্থি সন্ধিচ্যুত হইয়াছে,
আমার হৃদয় মোমের ন্যায় হইয়াছে,
তাহা অন্ত্রের মধ্যে গলিত হইয়াছে।
১৫ আমার বল খোলার ন্যায় শুষ্ক হইতেছে,
আমার জিহ্বা তালুতে লাগিয়া যাইতেছে,
তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলিতে রাখিয়াছ।
১৬ কেননা কুকুরেরা আমাকে ঘেরিয়াছে,
দুরাচারদের মণ্ডলী আমাকে বেষ্টন করিয়াছে ;
তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে।
১৭ আমি আপন অস্থি সকল গণনা করিতে পারি ;
উহারা আমার প্রতি দৃষ্টি করে, চাহিয়া থাকে।
১৮ তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র বিভাগ করে,
আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করে।
১৯ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, তুমি দূরে থাকিও না ;
হে আমার বল, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।
২০ খড়্গ হইতে আমার প্রাণ উদ্ধার কর,
কুকুরের হস্ত হইতে আমার একমাত্র [আত্মা] রক্ষা কর।
২১ সিংহের মুখ হইতে আমাকে নিস্তার কর ;
আঃ! গবয়ের শৃঙ্গ হইতে [রক্ষা কর,] তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ।

২২ আমি আপন ভ্রাতৃগণের কাছে তোমার নাম প্রচার করিব,
সমাজের মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।
২৩ সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ! তাঁহার প্রশংসা কর ;
যাকোবের সমস্ত বংশ! তাঁহাকে সমাদর কর ;
তাঁহাকে ভয় কর, ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ!
২৪ কেননা তিনি দুঃখীর দুঃখ উপেক্ষা বা ঘৃণা করেন নাই ;
তিনি তাহা হইতে আপন মুখ লুকান নাই ;
বরং সে তাঁহার কাছে কাঁদিলে তিনি শুনিলেন।
২৫ মহাসমাজে তুমিই আমার প্রশংসা-ভূমি,
যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের সাক্ষাতে আমি আপন মানত সকল পূর্ণ করিব।
২৬ নম্রগণ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে,
সদাপ্রভুর অন্বেষীরা তাঁহার প্রশংসা করিবে ;
তোমাদের অন্তঃকরণ নিত্যজীবী হউক।
২৭ পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে স্মরণ করিয়া সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে ;
জাতিগণের গোষ্ঠী সকল তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে।
২৮ কেননা রাজত্ব সদাপ্রভুর ;
তিনিই জাতিগণের উপরে শাসনকর্ত্তা।
২৯ পৃথিবীস্থ পুষ্ট লোক সকল ভোজন করিয়া প্রণিপাত করিবে ;
যাহারা ধূলিতে নামিতে উদ্যত, তাহারা সকলে তাঁহার সাক্ষাতে জানু পাতিবে,
যে নিজ প্রাণ বাঁচাইতে অসমর্থ, সেও পাতিবে।
৩০ এক বংশ তাঁহার সেবা করিবে,
প্রভুর সম্বন্ধে ইহা ভাবী বংশকে বলা যাইবে।
৩১ তাহারা আসিবে, তাঁহার ধার্ম্মিকতা জ্ঞাত করিবে,
অনুজাত লোকদিগকে কহিবে, তিনি কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

২৩ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না।
২ তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান,
তিনি বিশ্রাম-জলের ধারে ধারে আমাকে চালান।
৩ তিনি আমার প্রাণ পুনরায় স্বস্থ করেন,
তিনি আপন নামের গুণে আমাকে ধর্ম্মপথে গমন করান।
৪ এমন কি, যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব,
তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেননা তুমি আমার সহবর্ত্তী,
তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করে।
৫ তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইয়া থাক ;
তুমি আমার মস্তক তৈলে সিক্ত করিয়াছ ;
আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে।
৬ অবশ্য মঙ্গল ও দয়াই যাবজ্জীবন প্রতিদিন আমার অনুচর হইবে,
আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরকাল বসতি করিব।

২৪ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ পৃথিবী ও তৎপূর্ণতা সদাপ্রভুর ;
জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার।

Digitized by Google

২ কেননা তিনিই সমুদ্রগণের উপরে তাহা স্থাপন করিয়াছেন,
নদীগণের উপরে তাহা দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন।
৩ কে সদাপ্রভুর পর্ব্বতে উঠিবে ?
কে তাঁহার পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হইবে ?
৪ যাহার অঞ্জলি নির্দ্দোষ ও অন্তঃকরণ বিমল,
যে অলীকতার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নাই,
ছলভাবে শপথ করে নাই।
৫ সেই সদাপ্রভু হইতে আশীর্ব্বাদ পাইবে,
আপন ত্রাণেশ্বর হইতে ধার্ম্মিকতা পাইবে।
৬ এই তাঁহার অন্বেষণকারীদের বংশ ;
ইহারা তোমার মুখের অন্বেষী যাকোব। সেলা।

৭ হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তুল ;
হে চিরন্তন কবাট সকল, উত্থিত হও ;
প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন।
৮ সেই প্রতাপের রাজা কে ?
পরাক্রমী ও বীর সদাপ্রভু,
যুদ্ধবীর সদাপ্রভু।
৯ হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তুল ;
হে চিরন্তন কবাট সকল, মস্তক উত্থাপন কর ;
প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন।
১০ সেই প্রতাপের রাজা কে ?
বাহিনীগণের সদাপ্রভু,
তিনিই প্রতাপের রাজা। সেলা।

২৫ দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, তোমারই দিকে আমি নিজ প্রাণ উত্তোলন করি।
২ হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি,
আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না ;
আমার শত্রুগণ আমার উপরে উল্লাস না করুক।
৩ যে সকল লোক তোমার অপেক্ষা করে, তাহারা লজ্জিত হইবে না ;
যাহারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহারাই লজ্জিত হইবে।
৪ সদাপ্রভো, তোমার পথ সকল আমাকে জ্ঞাত কর ;
তোমার পন্থা সকল আমাকে বুঝাইয়া দেও।
৫ তোমার সত্যে আমাকে গমন করাও, আমাকে শিক্ষা দেও,
কেননা তুমিই আমার ত্রাণেশ্বর ;
আমি সমস্ত দিন তোমার অপেক্ষায় থাকি।
৬ সদাপ্রভো, তোমার করুণা ও দয়া স্মরণ কর,
কেননা উভয়ই অনাদি।
৭ আমার যৌবনের পাপ ও আমার অধর্ম্ম সকল স্মরণ করিও না,
সদাপ্রভো, তোমার মঙ্গলভাবের অনুরোধে,
আপন দয়ানুসারে আমাকে স্মরণ কর।
৮ সদাপ্রভু মঙ্গলময় ও সরল,
এই জন্য তিনি পাপীদিগকে পথ দেখান।
৯ তিনি নম্রদিগকে ন্যায়বিচারের পথে চালান,
নম্রদিগকে আপন পথ দেখাইয়া দেন।
১০ যাহারা তাঁহার নিয়ম ও সাক্ষ্য পালন করে,
তাহাদের পক্ষে সদাপ্রভুর সমস্ত পথ দয়া ও সত্য।
১১ তোমার নামের গুণে, হে সদাপ্রভো,
আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা গুরুতর।
১২ সে ব্যক্তি কে যে সদাপ্রভুকে ভয় করে ?
তিনি তাহাকে ইষ্ট পথ দেখাইয়া দিবেন।
১৩ তাহার প্রাণ কুশলে বাস করিবে,
তাহার বংশ দেশের অধিকারী হইবে।
১৪ সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারীদের অধিকার,
তিনি তাহাদিগকে আপন নিয়ম জানাইবেন।
১৫ আমার দৃষ্টি নিরন্তর সদাপ্রভুর দিকে,
কেননা তিনিই আমার চরণ জাল হইতে উদ্ধার করিবেন।
১৬ আমার প্রতি ফির, আমার প্রতি কৃপা কর,
কেননা আমি একাকী ও দুঃখী।
১৭ আমার অন্তঃকরণের যন্ত্রণা বাড়িয়াছে,
আমার কষ্ট সকল হইতে আমাকে নিস্তার কর।
১৮ আমার দুঃখ ও আয়াসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর।
১৯ আমার শত্রুগণকে দেখ, কেননা তাহারা অনেক ;
তাহারা দুরন্ত দ্বেষভাবে আমাকে দ্বেষ করে।
২০ আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না, কেননা আমি তোমার শরণ লইয়াছি।
২১ সিদ্ধতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক,
কেননা আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি।
২২ হে ঈশ্বর, ইস্রায়েলকে মুক্ত কর,
তাহার সমস্ত সঙ্কট হইতে মুক্ত কর।

২৬ দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, আমার বিচার কর, কারণ আমি নিজ সিদ্ধতায় চলিয়াছি,
আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি, চঞ্চল হইব না।
২ সদাপ্রভো, আমার পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ লও,
আমার মর্ম্ম ও চিত্ত খাঁটি কর।
৩ কেননা তোমার দয়া আমার নয়নগোচর ;
আমি তোমার সত্যে চলিয়াছি।
৪ আমি অলীক লোকদের সঙ্গে বসি নাই,

Digitized by Google

আমি ছদ্মবেশীদের সঙ্গে চলিব না।
৫ আমি দুরাচারদের সমাজ ঘৃণা করি,
দুষ্টগণের সঙ্গে বসিব না।
৬ আমি নির্দ্দোষতায় আপন হস্ত প্রক্ষালন করিব,
সদাপ্রভো, তব যজ্ঞবেদি প্রদক্ষিণ করিব ;
৭ যেন স্তবের ধ্বনি শ্রবণ করাই,
ও তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করি।
৮ সদাপ্রভো, আমি ভাল বাসি তব নিবাস-গৃহ,
তোমার গৌরবের বাসস্থান।
৯ পাপীদের সহিত আমার প্রাণ,
রক্তপাতী মনুষ্যদের সহিত আমার জীবন হরণ করিও না।
১০ তাহাদের হস্তে অনিষ্ট থাকে,
তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উৎকোচে পরিপূর্ণ।
১১ কিন্তু আমি নিজ সিদ্ধতায় চলিব ;
আমাকে মুক্ত কর, ও আমার প্রতি কৃপা কর।
১২ আমার চরণ সমভূমিতে দণ্ডায়মান ;
আমি মণ্ডলীগণ-মধ্যে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব।

২৭

দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু আমার জ্যোতিঃ, আমার পরিত্রাণ,
আমি কাহা হইতে ভীত হইব ?
সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব ?
২ দুরাচারগণ যখন আমার মাংস গ্রাস করণার্থে নিকটে আসিল,
তখন আমার সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরাই উছোট খাইয়া পড়িল।
৩ যদ্যপি সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে,
তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না ;
যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়,
তথাপি তখনও আমি সাহস করিব।
৪ সদাপ্রভুর কাছে আমি একটী বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অন্বেষণ করিব,
যেন যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি,
সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য।
৫ কেননা বিপদের দিনে তিনি আপন আশ্রমে আমাকে সঙ্গোপন করিবেন,
আপন তাম্বুর অন্তরালে আমাকে লুকাইয়া রাখিবেন ;
তিনি শৈলের উপরে আমাকে তুলিয়া লইবেন।
৬ আর এক্ষণে আমার চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণ অপেক্ষা আমার মস্তক উন্নত হইবে,
আমি তাঁহার তাম্বুতে জয়ধ্বনির বলি উৎসর্গ করিব,
আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান ও সঙ্গীত করিব।
৭ সদাপ্রভো, শ্রবণ কর, আমি স্বরবে আহ্বান করি ;
আমার প্রতি কৃপা কর, আমাকে উত্তর দেও।
৮ "তোমরা আমার মুখের অন্বেষণ কর ;"
আমার চিত্ত তোমাকে বলিল,
সদাপ্রভো, আমি তোমার মুখের অন্বেষণ করিব।
৯ আমা হইতে তব মুখ আচ্ছাদন করিও না।
ক্রোধে তোমার দাসকে দূর করিও না ;
তুমি আমার সহায় হইয়া আসিতেছ ;
আমার ত্রাণেশ্বর, আমাকে ফেলিও না, পরিত্যাগ করিও না।
১০ আমার পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন,
কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তুলিয়া লইবেন।
১১ সদাপ্রভো, আমার শত্রুগণ প্রযুক্ত
তোমার পথ আমাকে শিখাও,
সমান পথে আমাকে গমন করাও।
১২ আমার বিপক্ষগণের ইচ্ছায় আমাকে সমর্পণ করিও না ;
কেননা মিথ্যাসাক্ষিগণ ও যাহারা নিষ্ঠুরতা ফুৎকার করে, তাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে।
১৩ আমি জীবিতদের দেশে সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব দেখিব,
এমন বিশ্বাস যদি না করিতাম, [তবে আমার কি হইত] ?
১৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক ;
সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হউক ;
হাঁ, সদাপ্রভুরই অপেক্ষায় থাক।

২৮

দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, আমি তোমাকে ডাকিতেছি ;
আমার অচল, আমার প্রতি বধির হইও না ;
তুমি যদি আমার প্রতি মৌনী হও,
তবে আমি গর্ত্তগামীদের তুল্য হইয়া পড়িব।
২ যখন আমি তোমার নিকটে আর্ত্তনাদ করি,
যখন তোমার পবিত্র বাণীস্থানের দিকে অঞ্জলি উঠাই,
তখন তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিও।
৩ দুর্জ্জনদের ও অধর্ম্মাচারীদের সহিত আমাকে টানিয়া লইও না ;
তাহারা স্ব স্ব প্রতিবাসীদের সহিত শান্তির কথা কহে,
কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে।
৪ তাহাদের কার্য্য ও আচরণের দুষ্টতানুসারে তাহাদিগকে ফল দেও ;
তাহাদের হস্তের কর্ম্মানুরূপ ফল তাহাদিগকে দেও ;

Digitized by Google

তাহাদের অপকার তাহাদেরই প্রতি বর্ত্তাও।
৫ কেননা তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য ও তাঁহার হস্তের
কর্ম্ম বিবেচনা করে না;
তিনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, গাঁথি-
বেন না।

৬ সদাপ্রভু ধন্য হউন,
কেননা তিনি মম বিনতির রব শুনিয়াছেন।
৭ সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল;
আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে নির্ভর করি-
য়াছে, তাই আমি সাহায্য পাইয়াছি;
এ জন্য আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইয়াছে,
আমি নিজ গীত দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিব।
৮ সদাপ্রভু আপন লোকদের বল;
তিনিই আপন অভিষিক্তের ত্রাণ-দুর্গ।
৯ তোমার প্রজাদিগকে পরিত্রাণ কর, নিজ অধি-
কারকে আশীর্ব্বাদ কর;
তাহাদিগকে পালন কর, অনন্তকাল বহন কর।

২৯ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বরের সন্তানগণ, সদাপ্রভুর কীর্ত্তন কর;
সদাপ্রভুরই গৌরব ও পরাক্রম কীর্ত্তন কর।
২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন
কর;
পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত কর।

৩ জলের উপরে সদাপ্রভুর রব;
গৌরবান্বিত ঈশ্বর বজ্রনাদ করিতেছেন,
সদাপ্রভু জলরাশির উপরে বিদ্যমান।
৪ সদাপ্রভুর রব শক্তিবিশিষ্ট;
সদাপ্রভুর রব প্রতাপান্বিত।
৫ সদাপ্রভুর রব এরসবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে;
সদাপ্রভুই লিবানোনের এরসবৃক্ষ সকল খণ্ড-
বিখণ্ড করিতেছেন।
৬ তিনি তাহাদিগকে নৃত্য করাইতেছেন গোবৎসের
ন্যায়,
লিবানোন ও শিরিয়োণকে গবয়শাবকের ন্যায়।
৭ সদাপ্রভুর রব অগ্নিশিখা বিকিরণ করিতেছে।
৮ সদাপ্রভুর রব প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছে;
সদাপ্রভু কাদেশের প্রান্তরকে কম্পমান করি-
তেছেন।
৯ সদাপ্রভুর রব হরিণীদিগকে প্রসব করাইতেছে,
বনরাজিকে পত্রহীন করিতেছে;
আর তাঁহার মন্দিরে সকলই বলিতেছে, গৌরব।

১০ সদাপ্রভু জলপ্লাবনে সমাসীন ছিলেন;
সদাপ্রভু অনন্তকালতরে সমাসীন রাজা।
১১ সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে বল দিবেন;
সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে শান্তি দিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিবেন।

৩০ সঙ্গীত। গৃহপ্রতিষ্ঠার গীত। দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, আমি তোমার প্রশংসা করিব, কেননা
তুমি আমাকে উঠাইয়াছ,
আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে আনন্দ করিতে
দেও নাই।
২ হে সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর,
আমি তোমার কাছে আর্ত্তনাদ করিলাম, আর
তুমি আমাকে সুস্থ করিলে।
৩ সদাপ্রভো, তুমি পাতাল হইতে আমার প্রাণ
উত্তোলন করিয়াছ,
তুমি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ, যেন গর্ত্তে
নামিয়া না যাই।
৪ হে সদাপ্রভুর সাধুগণ, তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত কর,
তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।
৫ কেননা তাঁহার ক্রোধ নিমেষমাত্র থাকে,
তাঁহার অনুগ্রহেতেই জীবন;
সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথিরূপে আইসে,
কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দ আইসে।
৬ আমার সুখাবস্থায় আমি বলিয়াছিলাম,
আমি কখনও বিচলিত হইব না।
৭ সদাপ্রভো, তুমি আপন অনুগ্রহেই আমার
পর্ব্বত দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছিলে;
তুমি মুখ লুকাইয়াছিলে; আমি বিহ্বল হইয়া
পড়িলাম।
৮ সদাপ্রভো, আমি তোমাকেই ডাকিলাম,
সদাপ্রভুরই কাছে বিনতি করিলাম।
৯ কূপে নামিলে আমার রক্তে কি লাভ হইবে?
ধূলি কি তব স্তব করিবে? তব সত্য কি প্রচার
করিবে?
১০ সদাপ্রভো, শুন, আমাকে কৃপা কর;
সদাপ্রভো, আমার সহায় হও।
১১ তুমি আমার বিলাপ নৃত্যে পরিণত করিয়াছ;
তুমি আমার চট খুলিয়া আমাকে আনন্দপটুকায়
বদ্ধকটি করিয়াছ,
১২ যেন আমার গৌরব তোমার প্রশংসা গান করে,
মৌনী না থাকে।
সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, আমি অনন্তকাল
তোমার স্তব করিব।

৩১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি;
আমাকে কখনও লজ্জিত হইতে দিও না;

Digitized by Google

তোমার ধর্ম্মগুণে আমাকে রক্ষা কর।
২ আমার দিকে কর্ণপাত কর ; সত্বর আমাকে উদ্ধার কর ;
আমার দৃঢ় অচল হও, আমার পরিত্রাণার্থক দুর্গগৃহ হও।
৩ কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ ;
অতএব তোমার নামের নিমিত্তে আমাকে পথ দেখাইয়া গমন করাও।
৪ আমাকে সেই জাল হইতে উদ্ধার কর, যাহা লোকে আমার জন্য গোপনে পাতিয়াছে ;
কেননা তুমিই আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৫ আমি তব হস্তে মম আত্মা সমর্পণ করি ;
সদাপ্রভো, সত্যের ঈশ্বর, তুমি আমাকে মুক্ত করিয়াছ।
৬ যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে, তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি ;
আর আমি সদাপ্রভুতে নির্ভর করি।
৭ আমি তোমার দয়াতে উল্লাস ও আনন্দ করিব,
কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখিয়াছ,
তুমি দুর্দ্দশাকালে আমার প্রাণের তত্ত্ব লইয়াছ।
৮ তুমি আমাকে শত্রুহস্তে বদ্ধ কর নাই,
প্রশস্ত ভূমিতে মম চরণ স্থাপন করিয়াছ।
৯ সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি বিপদ্গ্রস্ত ;
মনস্তাপে আমার নয়ন, প্রাণ ও উদর শীর্ণ হইতেছে।
১০ কারণ খেদিতে আমার জীবন ও দীর্ঘনিশ্বাসে আমার বয়স গেল,
মম অপরাধ প্রযুক্ত মম শক্তি লোপ পাইতেছে,
আর আমার অস্থি শীর্ণ হইল।
১১ আমার সকল বৈরী প্রযুক্ত আমি নিন্দাস্পদ,
মম প্রতিবাসীদের কাছে অতিশয় নিন্দাস্পদ, ও মম পরিচিতদের কাছে ভয়ঙ্কর হইয়াছি ;
পথে আমার দেখা পাইলে লোকেরা পলায়ন করিত।
১২ আমি মৃত ব্যক্তির ন্যায় মনের স্মরণচ্যুত,
আমি নষ্টকল্প পাত্রের সদৃশ হইলাম।
১৩ কেননা আমি অনেকের কৃত পরীবাদ শুনিয়াছি,
চারিদিকেই আশঙ্কা ;
তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিয়াছে।
আমার প্রাণ নষ্ট করিবারই সঙ্কল্প করিয়াছে।
১৪ কিন্তু সদাপ্রভো, আমি তোমার উপরে নির্ভর করিলাম ;
আমি কহিলাম, তুমিই আমার ঈশ্বর।
১৫ আমার সময় সকল তোমার হস্তগত ;
আমার শত্রুগণের হস্ত হইতে, আমার তাড়নাকারিগণ হইতে, আমাকে উদ্ধার কর।
১৬ তব দাসের প্রতি নিজ মুখ উজ্জ্বল কর,
তোমার দয়াতে আমাকে পরিত্রাণ কর।
১৭ সদাপ্রভো, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না,
কেননা আমি তোমাকে ডাকিয়াছি ;
দুষ্টগণ লজ্জিত হউক, পাতালে নীরব হউক।
১৮ সেই মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর সকল বোবা হউক,
যাহারা অহঙ্কার ও তুচ্ছজ্ঞান সহকারে
ধার্ম্মিকের বিপক্ষে দর্পকথা কহে।
১৯ আহা ! তোমার দত্ত মঙ্গল কেমন মহৎ, যাহা তুমি তব ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করিয়াছ,
যাহা মনুষ্য-সন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণাপন্নদের পক্ষে সাধন করিয়াছ।
২০ তুমি মনুষ্যের কুমন্ত্রণা হইতে তাহাদিগকে আপন শ্রীমুখের অন্তরালে সঙ্গোপন করিবে,
জিহ্বাসমূহের বিরোধ হইতে তাহাদিগকে আশ্রমমধ্যে লুকাইয়া রাখিবে।
২১ সদাপ্রভু ধন্য হউন,
কেননা তিনি দৃঢ় নগরে আমার প্রতি আশ্চর্য্য দয়া করিলেন।
২২ আমি মনের অধৈর্য্যে বলিয়াছিলাম, আমি তোমার নয়নগোচর হইতে বিচ্ছিন্ন,
কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিলে।
২৩ হে সদাপ্রভুর সমস্ত সাধু, তোমরা তাঁহাকে প্রেম কর ;
সদাপ্রভু বিশ্বস্তদিগকে রক্ষা করেন,
কিন্তু গর্ব্বাচারীকে অনেক প্রতিফল দেন।
২৪ হে সদাপ্রভুর অপেক্ষাকারী সকলে,
সাহস কর, তোমাদের অন্তঃকরণ সবল হউক।

৩২

দায়ূদের। প্রবোধন।

১ ধন্য সেই, যাহার অধর্ম্ম মোচিত, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে।
২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গণনা করেন না,
ও যাহার আত্মায় প্রবঞ্চনা নাই।
৩ আমি যখন মৌনী ছিলাম, আমার অস্থি সকল ক্ষয় পাইতেছিল,
কারণ আমি সমস্ত দিন আর্ত্তনাদ করিতেছিলাম।
৪ কারণ দিবারাত্র আমার উপরে তোমার হস্ত ভারী ছিল,
আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতায় পরিণত হইল। সেলা।
৫ আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করিলাম, আমার অপরাধ আর গোপন করিলাম না,

Digitized by Google

আমি কহিলাম, 'আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম্ম স্বীকার করিব,'
তাহাতে তুমি আমার পাপঘটিত অপরাধ মোচন করিলে। সেলা।
৬ এজন্য প্রাপ্তিকালে প্রত্যেক সাধু তোমার কাছে প্রার্থনা করুক,
অবশ্য জলরাশির আপ্লাবন হইলে তাহা তাহার নিকটে আসিবে না।
৭ তুমি আমার অন্তরাল, তুমি সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে;
রক্ষাগীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিবে। সেলা।
৮ আমি তোমাকে বুদ্ধি দিব, ও তোমার গন্তব্য পথ দেখাইব,
তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া পরামর্শ দিব।
৯ তোমরা অশ্ব ও অশ্বতরের ন্যায় হইও না, যাহাদের বুদ্ধি নাই;
বল্গা ও লাগাম ভূষারূপে পরাইয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হয়,
নতুবা তাহারা তোমার নিকটে আসিবে না।
১০ দুষ্টের অনেক যাতনা হয়;
কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে দয়াতে বেষ্টিত হইবে।
১১ ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ ও উল্লাস কর;
সরলচিত্ত সকলে, তোমরা আনন্দধ্বনি কর।

৩৩ ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দধ্বনি কর;
প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত।
২ তোমরা বীণাতে সদাপ্রভুর স্তব কর,
দশতন্ত্রী নেবলে তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও।
৩ তাঁহার উদ্দেশে নূতন গীত গাও,
জয়ধ্বনিসহ মনোহর বাদ্য কর।
৪ কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ,
তাঁহার সকল ক্রিয়া বিশ্বস্ততাসিদ্ধ।
৫ তিনি ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়বিচার ভাল বাসেন;
পৃথিবী সদাপ্রভুর দয়াতে পরিপূর্ণ।
৬ গগনমণ্ডল নির্ম্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে,
তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।
৭ তিনি সমুদ্রের জল রাশির ন্যায় সঞ্চিত করেন,
তিনি জলধি সকল ভাণ্ডারে রাখেন।
৮ সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক;
জগন্নিবাসী সকলে তাঁহা হইতে ভীত হউক।
৯ কেননা তাঁহার বাক্যমাত্রে উৎপত্তি হইল,
তাঁহার আজ্ঞামাত্রে স্থিতি হইল।
১০ সদাপ্রভু জাতিগণের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন,
তিনি লোকবৃন্দের সঙ্কল্প সকল বিফল করেন।
১১ সদাপ্রভুর মন্ত্রণা অনন্তকালস্থায়ী,
তাঁহার চিত্তের সঙ্কল্প পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
১২ ধন্য সেই জাতি, যাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু,
সেই বংশ, যাহাকে তিনি নিজ অধিকারার্থে মনোনীত করিয়াছেন।
১৩ সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে দৃষ্টিপাত করেন,
তিনি যাবতীয় মনুষ্য-সন্তানকে নিরীক্ষণ করেন।
১৪ তিনি পৃথিবীর সমস্ত নিবাসীর উপরে,
আপন বাসস্থান হইতে দৃষ্টিপাত করেন।
১৫ তিনি একে একে তাহাদের হৃদয় গঠন করেন,
তিনি তাহাদের সমস্ত কার্য্য আলোচনা করেন।
১৬ কোন রাজা মহাসৈন্য দ্বারা ত্রাণ পান না;
বীর মহাশক্তি দ্বারা নিস্তার পান না।
১৭ ত্রাণার্থে অশ্ব মিথ্যা,
সে আপন মহাশক্তিতে রক্ষা করিতে পারে না।
১৮ দেখ, সদাপ্রভুর দৃষ্টি, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপর,
তাঁহার দয়ার প্রতীক্ষাকারীদের উপর;
১৯ তিনি মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণরক্ষা করিবেন,
দুর্ভিক্ষে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবেন।
২০ আমাদের প্রাণ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় রহিয়াছে;
তিনিই আমাদের সহায় ও আমাদের ঢাল।
২১ হাঁ, আমাদের চিত্ত তাঁহাতেই আনন্দ করিবে,
কেননা আমরা তাঁহার পবিত্র নামে বিশ্বাস করিয়াছি।
২২ সদাপ্রভো, তোমার দয়া আমাদের উপরে বর্ত্তুক,
কেননা আমরা তোমার অপেক্ষা করিয়াছি।

৩৪ দায়ূদের। যৎকালে তিনি অবীমেলকের সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য প্রদর্শন করাতে তাঁহা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তৎকালীন।

---

১ আমি সর্ব্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব;
তাঁহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে।
২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে;
তাহা শুনিয়া নম্রগণ আনন্দিত হইবে।
৩ আমার সহিত সদাপ্রভুর মহিমা প্রচার কর;
আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রতিষ্ঠা করি।
৪ আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন,
আমার সকল আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিলেন।
৫ উহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীপ্যমান হইল;
তাহাদের মুখ কখনও বিবর্ণ হইবে না।
৬ এই দুঃখী ডাকিল, সদাপ্রভু শ্রবণ করিলেন,
ইহাকে সকল সঙ্কট হইতে নিস্তার করিলেন।
৭ সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের চতুর্দিকে শিবির স্থাপন করেন,
ও তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

Digitized by Google

৮ আস্বাদন করিয়া দেখ, সদাপ্রভু মঙ্গলময় ;
ধন্য সেই ব্যক্তি, যে তাঁহার শরণাপন্ন।
৯ হে তাঁহার পবিত্রগণ, সদাপ্রভুকে ভয় কর,
কেননা তাঁহার ভয়কারীদের অভাব হয় না।
১০ যুবসিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়,
কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের
কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।
১১ আইস, বৎসগণ, আমার বাক্য শুন,
আমি তোমাদিগকে সদাপ্রভুর ভয় শিক্ষা দিই।
১২ কোন্ ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়,
মঙ্গল দেখিবার জন্য দীর্ঘায়ু ভাল বাসে ?
১৩ তুমি হিংসা হইতে তব জিহ্বাকে,
ছলনা-বাক্য হইতে তব ওষ্ঠকে সাবধানে রাখ।
১৪ মন্দ হইতে দূরে যাও, যাহা ভাল তাহাই কর ;
শান্তির অন্বেষণ ও অনুধাবন কর।
১৫ ধার্ম্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে,
তাহাদের আর্ত্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে।
১৬ সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল ;
তিনি ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ
করিবেন।
১৭ [ধার্ম্মিকেরা] ক্রন্দন করিল, সদাপ্রভু শুনিলেন,
তাহাদের সকল সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার
করিলেন।
১৮ সদাপ্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্ত্তী,
চূর্ণমনাদের ত্রাণকর্ত্তা।
১৯ ধার্ম্মিকের বিপদ অনেক,
কিন্তু সেই সকল হইতে সদাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার
করেন।
২০ তিনি তাহার অস্থি সকল রক্ষা করেন ;
তাহার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না।
২১ দুষ্টতা দুর্জনকে সংহার করিবে,
ধার্ম্মিকের বিদ্বেষিগণ দোষীকৃত হইবে।
২২ সদাপ্রভু আপন দাসদের প্রাণ মুক্ত করেন ;
তাঁহার শরণাগত কেহই দোষীকৃত হইবে না।

৩৫ দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, যাহারা আমার সঙ্গে বিবাদ করে,
তাহাদের সহিত বিবাদ কর,
যাহারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহাদের সহিত
যুদ্ধ কর।
২ ঢাল ও ফলক ধারণ কর,
মম সাহায্য জন্য দণ্ডায়মান হও।
৩ বড়শা ধর, আমার তাড়নাকারীদের সম্মুখে পথ
রুদ্ধ কর ;
আমার প্রাণকে বল, আমিই তোমার পরিত্রাণ।
৪ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা
লজ্জিত ও অপমানিত হউক ;
যাহারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে, তাহারা
ফিরিয়া যাউক, হতাশ হউক।
৫ তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায় হউক,
সদাপ্রভুর দূত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিউন।
৬ তাহাদের পথ অন্ধকার ও পিচ্ছিল হউক ;
সদাপ্রভুর দূত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হউন।
৭ কেননা তাহারা অকারণে আমার জন্য গর্ত্তমধ্যে
গুপ্ত জাল পাতিয়াছে,
অকারণে আমার প্রাণনাশার্থ খাত খুঁড়িয়াছে।
৮ অজ্ঞাতসারে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হউক ;
সে গোপনে পাতা আপনার জালে আপনি ধৃত
হউক,
সেই সর্ব্বনাশে সে পতিত হউক।
৯ আর আমার প্রাণ সদাপ্রভুতে উল্লাসিত হইবে,
তাঁহার পরিত্রাণে আনন্দ করিবে।
১০ আমার সকল অস্থি বলিবে, সদাপ্রভো, তোমার
তুল্য কে ?
তুমিই দুঃখীকে তদপেক্ষা বলবান ব্যক্তি হইতে,
দুঃখী দরিদ্রকে তাহার লুণ্ঠনকারী হইতে, উদ্ধার
করিয়া থাক।
১১ দুর্ব্বৃত্ত সাক্ষিগণ উঠিতেছে,
আমি যাহা জানি না, তাহা আমার কাছে চাহে।
১২ তাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে মম অপকার করে,
তাহাতে আমার প্রাণ অনাথ হয়।
১৩ কিন্তু তাহাদের পীড়াসময়ে আমি চট পরিতাম,
আমি উপবাস দ্বারা আপন প্রাণকে দুঃখ দিতাম,
আমার প্রার্থনা আমার বক্ষে ফিরিয়া আসিত।
১৪ আমি তাহাদিগকে নিজ বন্ধু বা নিজ ভ্রাতা
বলিয়া চলিতাম,
আমি মাতৃশোকাতুরের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া
অধোমুখে থাকিতাম।
১৫ তথাপি তাহারা আমার পদস্খলনে আনন্দিত
হইল, ও সকলে একত্র হইল ;
অধমেরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিরুদ্ধে
একত্র হইল,
আমাকে বিদীর্ণ করিল, ক্ষান্ত হইল না।
১৬ পামর উপহাসকারী পিষ্টকপূরকের ন্যায়
তাহারা আমার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল।
১৭ প্রভো, তুমি কতকাল দেখিবে ?
তাহাদের ধ্বংসন হইতে আমার প্রাণ,
সিংহগণ হইতে আমার একমাত্র [আত্মা]
রক্ষা কর।
১৮ আমি মহাসমাজের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
বলবান জাতির মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।
১৯ আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে অন্যায় আনন্দ
করিতে দিও না,
যাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করে, তাহা-
দিগকে ভ্রূকুটি করিতে দিও না।

Digitized by Google

২০ কেননা তাহারা শান্তির কথা কহে না,
কিন্তু দেশস্থ শান্তগণের বিরুদ্ধে ছলের কথা কল্পনা করে।
২১ তাহারা আমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করিয়া বলিল,
'অহো! অহো! আমাদের চক্ষু দেখিয়াছে।'
২২ সদাপ্রভো, তুমি দেখিয়াছ, মৌনী থাকিও না;
প্রভো, আমা হইতে দূরবর্ত্তী হইও না।
২৩ জাগিয়া উঠ, জাগ্রৎ হও, আমার বিচারার্থে,
মম ঈশ্বর, মম প্রভো, আমার বিবাদার্থে।
২৪ সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, তোমার ধর্ম্মানুসারে আমার বিচার কর,
উহারা আমার উপরে আনন্দ না করুক।
২৫ তাহারা মনে মনে না বলুক, 'অহো! ইহাই আমাদের অভিলাষ';
তাহারা না বলুক, 'তাহাকে গ্রাস করিলাম'।
২৬ যাহারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়, তাহারা একসঙ্গে লজ্জিত ও হতাশ হউক;
যাহারা আমার বিরুদ্ধে শ্লাঘা করে, তাহারা লজ্জায় ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক।
২৭ যাহারা আমার ধর্ম্মে প্রীত, তাহারা আনন্দধ্বনি করুক, আহ্লাদিত হউক,
নিত্য নিত্য বলুক, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন,
যিনি নিজ দাসের শান্তিতে প্রীত।
২৮ আর আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্মগুণের,
ও সমস্ত দিন তোমার প্রশংসার কথা কহিবে।

৩৬ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের।

১ দুষ্টের হৃদয়-মধ্যে তাহার অধর্ম্মবাণী আছে,
ঈশ্বর-ভয় তাহার চক্ষুর অগোচর।
২ সে নিজ দৃষ্টিতে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলে,
আমার অধর্ম্ম আবিষ্কৃত ও ঘৃণিত হইবে না।
৩ তাহার মুখের বাক্য অধর্ম্ম ও ছলমাত্র;
সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করিয়াছে।
৪ সে আপন শয্যাতে অধর্ম্ম কল্পনা করে,
সে কুপথে দণ্ডায়মান থাকে,
সে দুষ্কর্ম্ম ঘৃণা করে না।

৫ সদাপ্রভো, তোমার দয়া স্বর্গব্যাপী,
তোমার বিশ্বস্ততা গগনস্পর্শী।
৬ তোমার ধর্ম্মগুণ ঈশ্বরীয় পর্ব্বতসমূহের তুল্য,
তোমার শাসন মহান্ জলধিস্বরূপ;
সদাপ্রভো, তুমি মনুষ্য ও পশু রক্ষা করিয়া থাক।
৭ হে ঈশ্বর, তোমার দয়া কেমন বহুমূল্য!
মনুষ্য-সন্তানগণ তোমার পক্ষছায়ার শরণ লয়।
৮ তাহারা তোমার গৃহের পুষ্টিকর দ্রব্যে পরিতৃপ্ত,
তুমি তাহাদিগকে তোমার আনন্দ-নদীর জল পান করাইয়া থাক।
৯ কারণ তোমারই কাছে জীবনের উনুই আছে;
তোমারই দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিতে পাই।
১০ যাহারা তোমাকে জানে, তুমি তাহাদের প্রতি আপন দয়া,
ও সরলচিত্তদের প্রতি আপন ধার্ম্মিকতা চিরস্থায়ী কর।
১১ অহঙ্কারের চরণ আমার নিকটে না আইসুক,
দুষ্টদের হস্ত আমাকে দূর না করুক।
১২ ঐ যে অধর্ম্মাচারিগণ পতিত হইল;
অধঃক্ষিপ্ত হইল, আর উঠিতে পারিবে না।'

৩৭ দায়ূদের।

১ তুমি দুর্জ্জনদের বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না;
অধর্ম্মাচারীদের প্রতি ঈর্ষা করিও না।
২ কেননা তাহারা ঘাসের ন্যায় শীঘ্র ছিন্ন হইবে,
হরিৎ তৃণের ন্যায় ম্লান হইবে।
৩ সদাপ্রভুতে নির্ভর রাখ, সদাচরণ কর,
দেশে বাস কর, বিশ্বস্ততাক্ষেত্রে চর।
৪ আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর,
তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।
৫ তোমার গতি সদাপ্রভুতে অর্পণ কর,
তাঁহার উপরে নির্ভর কর, তিনিই কার্য্য সাধন করিবেন।
৬ তিনি দীপ্তির ন্যায় তব ধর্ম্ম,
মধ্যাহ্নের ন্যায় তব বিচার প্রত্যক্ষ করিবেন।
৭ সদাপ্রভুর নিকটে নীরব হইয়া তাঁহার অপেক্ষায় থাক;
যে আপন পথে কৃতকার্য্য হয়, তাহার বিষয়ে,
যে ব্যক্তি কুকল্পনা করে, তাহার বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না।
৮ ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হও, কোপ ত্যাগ কর,
মনস্তাপিত হইও না, হইলে কেবল অকার্য্য করিবে।
৯ কারণ দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হইবে,
কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে।
১০ আর ক্ষণকাল, পরে দুষ্ট লোক আর নাই,
তুমি তাহার স্থান তত্ত্ব করিবে, কিন্তু সে আর নাই।
১১ পরন্তু মৃদুগণ দেশের অধিকারী হইবে,
এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে।
১২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতিকূলে কুকল্পনা করে,
তাহার বিরুদ্ধে দন্তঘর্ষণ করে।
১৩ প্রভু তাহাকে উপহাস করিবেন,
কেননা তিনি দেখেন, তাহার দিন আসিতেছে।

Digitized by Google

১৪ দুঃখী ও দরিদ্রকে নিপাত করিবার জন্য,
সরলপথগামীদিগকে বধ করিবার জন্য,
দুষ্টেরা খড়্গ নিষ্কোষ ও ধনুক আকর্ষণ
করিয়াছে ;
১৫ তাহাদের খড়্গ তাহাদেরই হৃদয়ে পশিবে,
তাহাদের ধনুক ভাঙ্গিয়া যাইবে।
১৬ অনেক দুর্জ্জনের ধনরাশি অপেক্ষা
ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল ;
১৭ কারণ দুর্জ্জনদের বাহু ভগ্ন হইবে ;
কিন্তু সদাপ্রভু ধার্ম্মিকদিগকে ধরিয়া রাখেন।
১৮ সদাপ্রভু সিদ্ধদের দিন সকল জানেন ;
তাহাদের অধিকার অনন্তকাল থাকিবে।
১৯ তাহারা বিপৎকালে লজ্জিত হইবে না,
দুর্ভিক্ষের সময়ে তৃপ্ত হইবে।
২০ কিন্তু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে,
সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণভূষার সমান হইবে ;
তাহারা অন্তর্হিত, ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে।
২১ দুষ্ট ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না,
কিন্তু ধার্ম্মিক দয়াবান ও দানশীল।
২২ কেননা তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা দেশের
অধিকারী হইবে,
কিন্তু তাঁহার শাপগ্রস্তেরা উচ্ছিন্ন হইবে।
২৩ সদাপ্রভু কর্ত্তৃক মনুষ্যের গতি স্থিরীকৃত হয়,
তাহার পথে তিনি প্রীত।
২৪ পতিত হইলেও সে ভূতলশায়ী হইবে না ;
কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।
২৫ আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি;
কিন্তু ধার্ম্মিককে পরিত্যক্ত দেখি নাই,
তাহার বংশকে খাদ্য ভিক্ষা করিতে দেখি নাই।
২৬ সে সমস্ত দিন দয়া করে, ও ধার দেয়,
তাহার বংশ আশীর্ব্বাদ পায়।
২৭ তুমি মন্দ হইতে দূরে যাও, সদাচরণ কর,
অনন্তকাল বাস করিবে।
২৮ কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচার ভাল বাসেন ;
তিনি আপন সাধুগণকে পরিত্যাগ করেন না ;
তাহারা অনন্তকাল রক্ষিত হয় ;
কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হইবে।
২৯ ধার্ম্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে,
তাহারা নিয়ত তথায় বাস করিবে।
৩০ ধার্ম্মিকের মুখ জ্ঞানের প্রলাপ করে,
তাহার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা কহে।
৩১ তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থা তাহার অন্তরে আছে ;
তাহার পাদক্ষেপ টলিবে না।
৩২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতি কুদৃষ্টি রাখে,
তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে।
৩৩ সদাপ্রভু তাহাকে উহার হস্তে ছাড়িয়া দিবেন না,
তাহার বিচারকালে তাহাকে দোষী করিবেন না।
৩৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক, তাঁহার পথ ধর ;
তাহাতে তিনি তোমাকে দেশের অধিকার ভোগের
জন্য উন্নত করিবেন ;
তুমি দুষ্টগণের উৎপাটন দেখিতে পাইবে।
৩৫ আমি দুষ্টকে মহাক্ষমতাশালী দেখিয়াছি,
উৎপত্তি স্থানে [বদ্ধমূল] সতেজ বৃক্ষের ন্যায়
প্রসারিত দেখিয়াছি।
৩৬ তথাপি সে চলিয়া গেল, দেখ, সে আর নাই,
আমি তাহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু তাহাকে
পাওয়া গেল না।
৩৭ সিদ্ধকে অবধারণ কর, সরলকে নিরীক্ষণ কর ;
শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির চরম ফল আছে।
৩৮ অধর্ম্মাচারিগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে ;
দুষ্টদের চরম ফল উচ্ছিন্ন হইবে।
৩৯ কিন্তু ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ সদাপ্রভু হইতে,
তিনি সঙ্কটকালে তাহাদের দুর্গস্বরূপ।
৪০ সদাপ্রভু তাহাদের সাহায্য করেন, তাহাদিগকে
রক্ষা করেন,
তিনি দুষ্টদের হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন,
ও তাহাদের পরিত্রাণ করেন,
কারণ তাহারা তাঁহার শরণ লইয়াছে।

৩৮ দায়ূদের সঙ্গীত। স্মরণোপায়।

১ সদাপ্রভো, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা
করিও না,
তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না।
২ কেননা তোমার তীর সকল আমাতে বিদ্ধ,
আমার উপরে তোমার হস্ত নামিয়াছে।
৩ তব কোপহেতু মম মাংসে কিছু স্বাস্থ্য নাই,
মম পাপহেতু মম অস্থিতে কিছুই শান্তি
নাই।
৪ কেননা আমার অপরাধ আমার মস্তকের উপরে
উঠিয়াছে,
ভারী বোঝার ন্যায় সে সকল আমার শক্তি
অপেক্ষা ভারী।
৫ আমার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত
আমার ক্ষত সকল দুর্গন্ধ ও গলিত হইয়াছে।
৬ আমি কুব্জ হইয়া অত্যন্ত অধোবদন হইয়াছি,
আমি সমস্ত দিন বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি।
৭ কেননা আমার কটিদেশে জ্বালা ধরিয়াছে,
আমার মাংসে কিছুমাত্র স্বাস্থ্য নাই।
৮ আমি অবসন্ন ও অতিশয় চূর্ণ হইয়াছি,
চিত্তের ব্যাকুলতায় আর্ত্তনাদ করিতেছি।
৯ প্রভো, আমার সমস্ত কামনা তোমার সম্মুখে,
আমার কাতরোক্তি তোমা হইতে গুপ্ত নয়।
১০ আমার হৃদয় ধুক্‌ধুক্ করিতেছে, আমার বল
আমাকে ত্যাগ করিয়াছে,
আমার চক্ষুর তেজও আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

Digitized by Google

১১ আমার প্রণয়ী ও বন্ধুগণ আমার ব্যাধি হইতে দূরে দাঁড়ায়,
আমার জ্ঞাতিবর্গ দূরে দাঁড়াইয়া থাকে।
১২ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা ফাঁদ পাতে;
যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহারা দুষ্টতার কথা কহে,
আর সমস্ত দিন ছলের চিন্তা করে।
১৩ কিন্তু বধিরের ন্যায় আমি শ্রবণ করি না,
মুখ খুলিতে অসমর্থ বোবার সদৃশ হইয়াছি।
১৪ আমি এমন ব্যক্তির তুল্য, যে শুনিতে পায় না,
যাহার মুখে প্রতীবাদ পাওয়া যায় না।
১৫ কারণ, সদাপ্রভো, আমি তোমারই অপেক্ষা করিতেছি;
প্রভো, আমার ঈশ্বর, তুমিই উত্তর দিবে।
১৬ কেননা আমি কহিলাম, পাছে উহারা আমার বিষয়ে আনন্দ করে,
আমার চরণ টলিলেই আমার বিপক্ষে দর্প করে।
১৭ আমি ত পতনোন্মুখ;
আমার ব্যথা সতত আমার গোচরে রহিয়াছে।
১৮ আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিব,
আমার পাপের নিমিত্তে খেদ করিব।
১৯ কিন্তু আমার শত্রুগণ সতেজ ও বলবান,
অনেকেই অকারণে আমাকে ঘৃণা করে।
২০ আর যাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে,
তাহারা আমার বিপক্ষ, কারণ যাহা ভাল, আমি তাহারই অনুগামী।
২১ সদাপ্রভো, আমাকে পরিত্যাগ করিও না;
আমার ঈশ্বর, আমা হইতে দূরে থাকিও না।
২২ হে আমার পরিত্রাণ-ভূমি প্রভো,
আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।

৩৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, যিদূথূনের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি কহিলাম, "আমি আপন পথে সাবধানে চলিব,
যেন জিহ্বা দ্বারা পাপ না করি:
যাবৎ আমার সাক্ষাতে দুর্জন থাকে,
তাবৎ মুখে জালতি বাঁধিয়া রাখিব।"
২ আমি মৌনভাবে নীরব রহিলাম, সৎকথা হইতেও বিরত থাকিলাম,
আর আমার ব্যথা বাড়িয়া উঠিল।
৩ আমার অন্তরে হৃদয় সন্তপ্ত হইল;
ভাবিতে ভাবিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল;
আমি জিহ্বাতে কহিলাম,
৪ সদাপ্রভো, আমার অন্তকাল আমাকে জানাও,
আমার আয়ুর পরিমাণ কি, জানাও,
আমি জানিতে চাহি, আমি কেমন ক্ষণিক।
৫ দেখ, তুমি আমার আয়ু কতিপয় মুষ্টি পরিমিত করিয়াছ,
আমার জীবনকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ;
সত্য, প্রত্যেক মনুষ্য স্থিরীকৃত হইলেও নিতান্ত অসার। সেলা।
৬ সত্য, মনুষ্য ছায়ার ন্যায় গমনাগমন করে,
সত্য, তাহারা অসারের জন্য ব্যতিব্যস্ত;
সে ধনরাশি সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা সংগ্রহ করিবে, জানে না।
৭ প্রভো, সম্প্রতি আমি কিসের অপেক্ষা করি?
আমার প্রত্যাশা তোমাতেই আছে।
৮ মম সমস্ত অধর্ম্ম হইতে আমাকে নিস্তার কর,
আমাকে মূঢ়ের বিদ্রূপাস্পদ করিও না।
৯ আমি বোবা হইলাম, মুখ খুলিলাম না,
কেননা তুমিই ইহা করিয়াছ।
১০ আমা হইতে তোমার আঘাত অন্তর কর,
তোমার হস্তের প্রহারে আমি ক্ষীণ হইলাম।
১১ তুমি যখন অপরাধ প্রযুক্ত মনুষ্যকে ভর্ৎসনা দ্বারা শাসন কর,
তখন কীটের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য বিলীন করিয়া থাক;
সত্য, প্রত্যেক মনুষ্য অসারমাত্র। সেলা।
১২ সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমার আর্ত্তনাদে কর্ণ দেও,
আমার অশ্রুপাতে নীরব থাকিও না;
কেননা আমি তোমার কাছে বিদেশী,
আমার সমস্ত পিতৃলোকের ন্যায় প্রবাসী।
১৩ আমা হইতে দৃষ্টি ফিরাও, যেন প্রফুল্ল হই,
যাবৎ প্রয়াণ না করি, ও আর না থাকি।

৪০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি ধৈর্য্যসহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম,
তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার আর্ত্তনাদ শুনিলেন।
২ তিনি বিনাশের গর্ত্ত হইতে, পঙ্কময় ভূমি হইতে, আমাকে তুলিলেন,
তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন,
আমার পাদক্ষেপ দৃঢ় করিলেন।
৩ তিনি আমার মুখে নূতন গীত, আমাদের ঈশ্বরের স্তব, দিলেন;
অনেকে ইহা দেখিবে, ভীত হইবে,
ও সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিবে।
৪ ধন্য সেই জন, যে সদাপ্রভুকে আপন বিশ্বাস-ভূমি করে,
এবং অহঙ্কারী ও মিথ্যাপথে ভ্রমণকারীদের দিকে না ফিরে।

Digitized by Google

৫ সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, তোমার কৃত আশ্চর্য্য কার্য্য অনেক,
আমাদের পক্ষে তোমার সঙ্কল্প অনেক ;
তোমার তুল্য কেহ নাই ;
আমি সে সকল বলিতাম ও বর্ণনা করিতাম,
কিন্তু সে সকল গণনা করা যায় না।
৬ বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ,
তুমি আমার কর্ণযুগল ছিদ্রিত করিয়াছ;
তুমি হোম ও পাপনিমিত্তক বলিদান চাহ নাই ;
৭ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি ;
গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে।
৮ হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত,
তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে।
৯ আমি মহাসমাজে ধার্ম্মিকতার মঙ্গলবার্ত্তা প্রচার করিয়াছি ;
দেখ, আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করিব না ;
হে সদাপ্রভো, তুমি ইহা জ্ঞাত আছ।
১০ আমি তোমার ধার্ম্মিকতা নিজ হৃদয়মধ্যে সঙ্গোপন করি নাই,
তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার পরিত্রাণ প্রচার করিয়াছি ;
তোমার দয়া ও সত্য মহাসমাজ হইতে গুপ্ত রাখি নাই।
১১ হে সদাপ্রভো, তুমিও আমা হইতে আপন করুণা রুদ্ধ করিও না ;
তব দয়া ও তব সত্য সতত আমাকে রক্ষা করুক।
১২ কেননা অসংখ্যেয় বিপদ আমাকে ঘেরিয়াছে ;
আমার অপরাধ সকল আমাকে ধরিয়াছে ;
আমি দেখিতে পাইতেছি না ;
আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও সে সকল অধিক,
আমার হৃদয় আমাকে ছাড়িয়াছে।
১৩ সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর,
সদাপ্রভো, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।
১৪ যাহারা সংহার করিতে আমার প্রাণের অন্বেষণ করে,
তাহারা সকলেই লজ্জিত ও হতাশ হউক,
যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়,
তাহারা ফিরিয়া যাউক, অপমানিত হউক।
১৫ যাহারা আমাকে বলে, আহা ! আহা !
তাহারা আপনাদের লজ্জা প্রযুক্ত স্তম্ভিত হউক।
১৬ তব অন্বেষী সকলে তোমাতে আমোদ করুক, আনন্দিত হউক ;
যাহারা তোমার পরিত্রাণ ভাল বাসে, তাহারা সতত বলুক,
সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন।
১৭ আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
প্রভুই আমার পক্ষে চিন্তা করেন ;
তুমি আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা ;
হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করিও না।

৪১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ ধন্য সেই জন, যে দীনহীনের পক্ষে চিন্তাশীল,
বিপদের দিনে সদাপ্রভু তাহাকে নিস্তার করিবেন।
২ সদাপ্রভু তাহাকে রক্ষা করিবেন, জীবিত রাখিবেন, দেশে সে আশীর্ব্বাদ পাইবে ;
তুমি শত্রুগণের ইচ্ছাতে তাহাকে সমর্পণ করিও না।
৩ রোগশয্যাগত হইলে সদাপ্রভু তাহাকে ধরিয়া রাখিবেন ;
তাহার পীড়ার সময়ে তুমি তাহার সমস্ত শয্যা পরিবর্ত্তন করিবে।
৪ আমি কহিলাম, সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর,
আমার প্রাণ সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।
৫ আমার শত্রুগণ আমার বিরুদ্ধে হিংসার কথা কহে,—
"সে কখন্ মরিবে? কখন্ তাহার নাম লুপ্ত হইবে?"
৬ আর যদি সে আমাকে দেখিতে আইসে, তবে অলীক কথা কহে ;
তাহার হৃদয় তাহার জন্য অধর্ম্ম সঞ্চয় করে,
সে বাহিরে গিয়া তাহা বলিয়া বেড়ায়।
৭ আমার বিদ্বেষিগণ সকলে একত্র হইয়া আমার বিরুদ্ধে কাণাকাণি করে ;
তাহারা আমার বিপক্ষে অনিষ্টের সঙ্কল্প করে।
৮ "কোন প্রকার পাপিষ্ঠতা উহাতে লাগিয়াছে,
সে পড়িয়া আছে, আর উঠিবে না।"
৯ আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল, ও আমার রুটী খাইত,
সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে।
১০ সদাপ্রভো, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর, আমাকে উঠাও,
যেন আমি উহাদিগকে প্রতিফল দিই।
১১ আমার শত্রু যে আমার উপরে জয়ধ্বনি করিতে পায় না,
ইহাতে আমি জানি, তুমি আমাতে প্রীত।
১২ তুমি আমার সিদ্ধতায় আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ,
এবং অনন্তকালার্থে আপনার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান করিয়াছ।

১৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হউন,
অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল-পর্য্যন্ত।
আমেন ও আমেন।

Digitized by Google

দ্বিতীয় খণ্ড।

---

৪২ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের প্রবোধন।

১ হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে,
তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।
২ ঈশ্বরের জন্য, জীবৎ ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত;
আমি কখন্ আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব?
৩ আমার নেত্রজল দিবারাত্র আমার ভক্ষ্য হইল,
কেননা লোকে সমস্ত দিন আমাকে বলে, 'তোমার ঈশ্বর কোথায়?'
৪ আমি ইহা স্মরণ করিয়া অন্তরে আপন প্রাণ ঢালিয়া দিই,
কেননা আমি লোকারণ্যসহ যাত্রা করিতাম,
তাহাদিগকে ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইতাম,
আনন্দ ও স্তবগানের ধ্বনিসহ বহুলোক পর্ব্ব পালন করিত।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তাঁহার শ্রীমুখ পরিত্রাণজনক।

৬ হে আমার ঈশ্বর! আমার প্রাণ আমার অন্তরে অবসন্ন হইতেছে:
সেই জন্য আমি তোমাকে যর্দ্দনের দেশ হইতে স্মরণ করিতেছি,
হর্ম্মোণ গিরিশ্রেণী, মিৎনিয়র পর্ব্বত হইতে, স্মরণ করিতেছি।
৭ তোমার নির্ঝরসমূহের শব্দে জলপ্রবাহ জলপ্রবাহকে আহ্বান করিতেছে;
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ আমার উপর দিয়া যাইতেছে।
৮ সদাপ্রভু দিবসে আপন দয়াকে আদেশ করিবেন,
রাত্রিতে তাঁহার স্তোত্র আমার সঙ্গী হইবে,
আমার জীবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা [করিব]।
৯ আমি আপন শৈলস্বরূপ ঈশ্বরকে কহিব, কেন আমাকে বিস্মৃত হইলে?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি?
১০ আমার বিপক্ষেরা আমাকে তিরস্কার করে, যেন অস্থি পর্য্যন্ত শূল মারে,
তাহারা সমস্ত দিন আমাকে বলে, তোমার ঈশ্বর কোথায়?
১১ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর: কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব:
তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।

৪৩ হে ঈশ্বর, আমার বিচার কর, অসাধু জাতির সহিত আমার বিবাদ নিষ্পন্ন কর;
ছলপ্রিয় ও অন্যায়কারী মনুষ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর।
২ কেননা তুমিই আমার দুর্গস্বরূপ ঈশ্বর: কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি?
৩ তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্য প্রেরণ কর;
তাহারাই আমার পথপ্রদর্শক হউক,
তোমার পবিত্র গিরিতে ও তোমার আবাসে আমাকে উপস্থিত করুক।
৪ তাহাতে আমি ঈশ্বরের বেদির কাছে যাইব,
আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের কাছে যাইব:
আর, হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমি বীণাযন্ত্রে তোমার স্তব করিব।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর, কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।

৪৪ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের। প্রবোধন।

---

১ হে ঈশ্বর, আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদিগকে বলিয়াছেন,
তুমি পূর্ব্বকালে তাঁহাদের সময়ে কার্য্য করিয়াছিলে।
২ তুমি আপন হস্তে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগকেই রোপণ করিয়াছিলে,

Digitized by Google

আমি ছদ্মবেশীদের সঙ্গে চলিব না।
৫ আমি দুরাচারদের সমাজ ঘৃণা করি,
দুষ্টগণের সঙ্গে বসিব না।
৬ আমি শুদ্ধতায় আপন হস্ত প্রক্ষালন করিব,
সদাপ্রভো, তব যজ্ঞবেদি প্রদক্ষিণ করিব ;
৭ যেন স্তবের ধ্বনি শ্রবণ করাই,
ও তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করি।
৮ সদাপ্রভো, আমি ভাল বাসি তব নিবাস-গৃহ,
তোমার গৌরবের বাসস্থান।
৯ পাপীদের সহিত আমার প্রাণ,
রক্তপাতী মনুষ্যদের সহিত আমার জীবন হরণ করিও না।
১০ তাহাদের হস্তে অনিষ্ট থাকে,
তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উৎকোচে পরিপূর্ণ।
১১ কিন্তু আমি নিজ সিদ্ধতায় চলিব ;
আমাকে মুক্ত কর, ও আমার প্রতি কৃপা কর।
১২ আমার চরণ সমভূমিতে দণ্ডায়মান ;
আমি মণ্ডলীগণ-মধ্যে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব।

২৭ দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু আমার জ্যোতিঃ, আমার পরিত্রাণ,
আমি কাহা হইতে ভীত হইব ?
সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব ?
২ দুরাচারগণ যখন আমার মাংস গ্রাস করণার্থে নিকটে আসিল,
তখন আমার সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরাই উছোট খাইয়া পড়িল।
৩ যদ্যপি সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে,
তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না ;
যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়,
তথাপি তখনও আমি সাহস করিব।
৪ সদাপ্রভুর কাছে আমি একটী বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অন্বেষণ করিব,
যেন যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি,
সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য।
৫ কেননা বিপদের দিনে তিনি আপন আশ্রমে আমাকে সঙ্গোপন করিবেন,
আপন তাম্বুর অন্তরালে আমাকে লুকাইয়া রাখিবেন;
তিনি শৈলের উপরে আমাকে তুলিয়া লইবেন।
৬ আর এক্ষণে আমার চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণ অপেক্ষা আমার মস্তক উন্নত হইবে,
আমি তাঁহার তাম্বুতে জয়ধ্বনির বলি উৎসর্গ করিব,
আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান ও সঙ্গীত করিব।
৭ সদাপ্রভো, শ্রবণ কর, আমি স্ব রবে আহ্বান করি ;
আমার প্রতি কৃপা কর, আমাকে উত্তর দেও।
৮ "তোমরা আমার মুখের অন্বেষণ কর ;"
আমার চিত্ত তোমাকে বলিল,
সদাপ্রভো, আমি তোমার মুখের অন্বেষণ করিব।
৯ আমা হইতে তব মুখ আচ্ছাদন করিও না।
ক্রোধে তোমার দাসকে দূর করিও না ;
তুমি আমার সহায় হইয়া আসিতেছ ;
আমার ত্রাণেশ্বর, আমাকে ফেলিও না, পরিত্যাগ করিও না।
১০ আমার পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন,
কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তুলিয়া লইবেন।
১১ সদাপ্রভো, আমার শত্রুগণ প্রযুক্ত
তোমার পথ আমাকে শিখাও,
সমান পথে আমাকে গমন করাও।
১২ আমার বিপক্ষগণের ইচ্ছায় আমাকে সমর্পণ করিও না ;
কেননা মিথ্যাসাক্ষিগণ ও যাহারা নিষ্ঠুরতা ফুৎকার করে, তাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে।
১৩ আমি জীবিতদের দেশে সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব দেখিব,
এমন বিশ্বাস যদি না করিতাম, [তবে আমার কি হইত] ?
১৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক ;
সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হউক ;
হাঁ, সদাপ্রভুরই অপেক্ষায় থাক।

২৮ দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, আমি তোমাকে ডাকিতেছি ;
আমার অচল, আমার প্রতি বধির হইও না ;
তুমি যদি আমার প্রতি মৌনী হও,
তবে আমি গর্ত্তগামীদের তুল্য হইয়া পড়িব।
২ যখন আমি তোমার নিকটে আর্ত্তনাদ করি,
যখন তোমার পবিত্র বাণীস্থানের দিকে অঞ্জলি উঠাই,
তখন তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিও।
৩ দুর্জ্জনদের ও অধর্ম্মাচারীদের সহিত আমাকে টানিয়া লইও না ;
তাহারা স্ব স্ব প্রতিবাসীদের সহিত শান্তির কথা কহে,
কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে।
৪ তাহাদের কার্য্য ও আচরণের দুষ্টতানুসারে তাহাদিগকে ফল দেও ;
তাহাদের হস্তের কর্ম্মানুরূপ ফল তাহাদিগকে দেও ;

Digitized by Google

তাহাদের অপকার তাহাদেরই প্রতি কর্ত্তাও।
৫ কেননা তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য ও তাঁহার হস্তের
কর্ম বিবেচনা করে না;
তিনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, গাঁথি-
বেন না।

৬ সদাপ্রভু ধন্য হউন,
কেননা তিনি মম বিনতির রব শুনিয়াছেন।
৭ সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল;
আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে নির্ভর করি-
য়াছে, তাই আমি সাহায্য পাইয়াছি;
এ জন্য আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইয়াছে,
আমি নিজ গীত দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিব।
৮ সদাপ্রভু আপন লোকদের বল;
তিনিই আপন অভিষিক্তের ত্রাণ-দুর্গ।
৯ তোমার প্রজাদিগকে পরিত্রাণ কর, নিজ অধি-
কারকে আশীর্ব্বাদ কর;
তাহাদিগকে পালন কর, অনন্তকাল বহন কর।

২৯ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বরের সন্তানগণ, সদাপ্রভুর কীর্ত্তন কর;
সদাপ্রভুরই গৌরব ও পরাক্রম কীর্ত্তন কর।
২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন
কর;
পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত কর।

৩ জলের উপরে সদাপ্রভুর রব;
গৌরবান্বিত ঈশ্বর বজ্রনাদ করিতেছেন,
সদাপ্রভু জলরাশির উপরে বিদ্যমান।
৪ সদাপ্রভুর রব শক্তিবিশিষ্ট;
সদাপ্রভুর রব প্রতাপান্বিত।
৫ সদাপ্রভুর রব এরসবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে;
সদাপ্রভুই লিবানোনের এরসবৃক্ষ সকল খণ্ড-
বিখণ্ড করিতেছেন।
৬ তিনি তাহাদিগকে নৃত্য করাইতেছেন গোবৎসের
ন্যায়,
লিবানোন ও শিরিয়োণকে গবয়শাবকের ন্যায়।
৭ সদাপ্রভুর রব অগ্নিশিখা বিকিরণ করিতেছে।
৮ সদাপ্রভুর রব প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছে;
সদাপ্রভু কাদেশের প্রান্তরকে কম্পমান করি-
তেছেন।
৯ সদাপ্রভুর রব হরিণীদিগকে প্রসব করাইতেছে,
বনরাজিকে পত্রহীন করিতেছে;
আর তাঁহার মন্দিরে সকলই বলিতেছে, গৌরব।

১০ সদাপ্রভু জলপ্লাবনে সমাসীন ছিলেন;
সদাপ্রভু অনন্তকালতরে সমাসীন রাজা।
১১ সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে বল দিবেন;
সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে শান্তি দিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিবেন।

৩০ সঙ্গীত। গৃহপ্রতিষ্ঠার গীত। দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, আমি তোমার প্রশংসা করিব, কেননা
তুমি আমাকে উঠাইয়াছ,
আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে আনন্দ করিতে
দেও নাই।
২ হে সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর,
আমি তোমার কাছে আর্ত্তনাদ করিলাম, আর
তুমি আমাকে সুস্থ করিলে।
৩ সদাপ্রভো, তুমি পাতাল হইতে আমার প্রাণ
উত্তোলন করিয়াছ,
তুমি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ, যেন গর্ত্তে
নামিয়া না যাই।
৪ হে সদাপ্রভুর সাধুগণ, তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত কর,
তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।
৫ কেননা তাঁহার ক্রোধ নিমেষমাত্র থাকে,
তাঁহার অনুগ্রহেতেই জীবন;
সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথিরূপে আইসে,
কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দ আইসে।
৬ আমার সুখাবস্থায় আমি বলিয়াছিলাম,
আমি কখনও বিচলিত হইব না।
৭ সদাপ্রভো, তুমি আপন অনুগ্রহেই আমার
পর্ব্বত দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছিলে;
তুমি মুখ লুকাইয়াছিলে; আমি বিহ্বল হইয়া
পড়িলাম।
৮ সদাপ্রভো, আমি তোমাকেই ডাকিলাম,
সদাপ্রভুরই কাছে বিনতি করিলাম।
৯ কূপে নামিলে আমার রক্তে কি লাভ হইবে?
ধূলি কি তব স্তব করিবে? তব সত্য কি প্রচার
করিবে?
১০ সদাপ্রভো, শুন, আমাকে কৃপা কর;
সদাপ্রভো, আমার সহায় হও।
১১ তুমি আমার বিলাপ নৃত্যে পরিণত করিয়াছ;
তুমি আমার চট খুলিয়া আমাকে আনন্দপটুকায়
বদ্ধকটি করিয়াছ,
১২ যেন আমার গৌরব তোমার প্রশংসা গান করে,
মৌনী না থাকে।
সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, আমি অনন্তকাল
তোমার স্তব করিব।

৩১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি;
আমাকে কখনও লজ্জিত হইতে দিও না;

Digitized by Google

তোমার ধর্ম্মগুণে আমাকে রক্ষা কর।
২ আমার দিকে কর্ণপাত কর ; সত্বর আমাকে
উদ্ধার কর ;
আমার দৃঢ় অচল হও, আমার পরিত্রাণার্থক
দুর্গগৃহ হও।
৩ কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ ;
অতএব তোমার নামের নিমিত্তে আমাকে পথ
দেখাইয়া গমন করাও।
৪ আমাকে সেই জাল হইতে উদ্ধার কর, যাহা
লোকে আমার জন্য গোপনে পাতিয়াছে;
কেননা তুমিই আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৫ আমি তব হস্তে মম আত্মা সমর্পণ করি ;
সদাপ্রভো, সত্যের ঈশ্বর, তুমি আমাকে মুক্ত
করিয়াছ।
৬ যাহারা অলীক মিথ্যার বস্তু মানে, তাহাদিগকে
আমি ঘৃণা করি ;
আর আমি সদাপ্রভুতে নির্ভর করি।
৭ আমি তোমার দয়াতে উল্লাস ও আনন্দ করিব,
কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখিয়াছ,
তুমি দুর্দ্দশাকালে আমার প্রাণের তত্ত্ব লইয়াছ।
৮ তুমি আমাকে শত্রুহস্তে বদ্ধ কর নাই,
প্রশস্ত ভূমিতে মম চরণ স্থাপন করিয়াছ।
৯ সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি
বিপদ্‌গ্রস্ত ;
মনস্তাপে আমার নয়ন, প্রাণ ও উদর শীর্ণ
হইতেছে।
১০ কারণ খেদিতে আমার জীবন ও দীর্ঘনিশ্বাসে
আমার বয়স গেল,
মম অপরাধ প্রযুক্ত মম শক্তি লোপ পাইতেছে,
আর আমার অস্থি শীর্ণ হইল।
১১ আমার সকল বৈরী প্রযুক্ত আমি নিন্দাস্পদ,
মম প্রতিবাসীদের কাছে অতিশয় নিন্দাস্পদ, ও
মম পরিচিতদের কাছে ভয়ঙ্কর হইয়াছি ;
পথে আমার দেখা পাইলে লোকেরা পলায়ন
করিত।
১২ আমি মৃত ব্যক্তির ন্যায় মনের স্মরণচ্যুত,
আমি নষ্টকল্প পাত্রের সদৃশ হইলাম।
১৩ কেননা আমি অনেকের কৃত পরীবাদ শুনিয়াছি,
চারিদিকেই আশঙ্কা ;
তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া মন্ত্রণা
করিয়াছে।
আমার প্রাণ নষ্ট করিবারই সঙ্কল্প করিয়াছে।
১৪ কিন্তু সদাপ্রভো, আমি তোমার উপরে নির্ভর
করিলাম ;
আমি কহিলাম, তুমিই আমার ঈশ্বর।
১৫ আমার সময় সকল তোমার হস্তগত ;
আমার শত্রুগণের হস্ত হইতে, আমার তাড়না-
কারিগণ হইতে, আমাকে উদ্ধার কর।
১৬ তব দাসের প্রতি নিজ মুখ উজ্জ্বল কর,
তোমার দয়াতে আমাকে পরিত্রাণ কর।
১৭ সদাপ্রভো, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না,
কেননা আমি তোমাকে ডাকিয়াছি ;
দুষ্টগণ লজ্জিত হউক, পাতালে নীরব হউক।
১৮ সেই মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর সকল বোবা হউক,
যাহারা অহঙ্কার ও তুচ্ছজ্ঞান সহকারে
ধার্ম্মিকের বিপক্ষে দর্পকথা কহে।
১৯ আহা! তোমার দত্ত মঙ্গল কেমন মহৎ, যাহা তুমি
তব ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করিয়াছ,
যাহা মনুষ্য-সন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণা-
পন্নদের পক্ষে সাধন করিয়াছ।
২০ তুমি মনুষ্যের কুমন্ত্রণা হইতে তাহাদিগকে আপন
শ্রীমুখের অন্তরালে সঙ্গোপন করিবে,
জিহ্বাসমূহের বিরোধ হইতে তাহাদিগকে আশ্রম-
মধ্যে লুকাইয়া রাখিবে।
২১ সদাপ্রভু ধন্য হউন,
কেননা তিনি দৃঢ় নগরে আমার প্রতি আশ্চর্য্য
দয়া করিলেন।
২২ আমি মনের অধৈর্য্যে বলিয়াছিলাম, আমি
তোমার নয়নগোচর হইতে বিচ্ছিন্ন,
কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি
আমার বিনতির রব শ্রবণ করিলে।
২৩ হে সদাপ্রভুর সমস্ত সাধু, তোমরা তাঁহাকে
প্রেম কর ;
সদাপ্রভু বিশ্বস্তদিগকে রক্ষা করেন,
কিন্তু গর্ব্বাচারীকে অনেক প্রতিফল দেন।
২৪ হে সদাপ্রভুর অপেক্ষাকারী সকলে,
সাহস কর, তোমাদের অন্তঃকরণ সবল হউক।

৩২ দায়ূদের। প্রবোধন।

১ ধন্য সেই, যাহার অধর্ম্ম মোচিত, যাহার পাপ
আচ্ছাদিত হইয়াছে।
২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ
গণনা করেন না,
ও যাহার আত্মায় প্রবঞ্চনা নাই।
৩ আমি যখন মৌনী ছিলাম, আমার অস্থি সকল
ক্ষয় পাইতেছিল,
কারণ আমি সমস্ত দিন আর্ত্তনাদ করিতে-
ছিলাম।
৪ কারণ দিবারাত্র আমার উপরে তোমার হস্ত
ভারী ছিল,
আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতায় পরিণত
হইল। সেলা।
৫ আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করি-
লাম, আমার অপরাধ আর গোপন করি-
লাম না,

Digitized by Google

আমি কহিলাম, 'আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ
অধর্ম্ম স্বীকার করিব,'
তাহাতে তুমি আমার পাপঘটিত অপরাধ মোচন
করিলে। সেলা।
৬ এজন্য প্রাপ্তিকালে প্রত্যেক সাধু তোমার কাছে
প্রার্থনা করুক,
অবশ্য জলরাশির আপ্লাবন হইলে তাহা তাহার
নিকটে আসিবে না।
৭ তুমি আমার অন্তরাল, তুমি সঙ্কট হইতে
আমাকে উদ্ধার করিবে;
রক্ষাগীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিবে। সেলা।
৮ আমি তোমাকে বুদ্ধি দিব, ও তোমার গন্তব্য পথ
দেখাইব,
তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া পরামর্শ দিব।
৯ তোমরা অশ্ব ও অশ্বতরের ন্যায় হইও না, যাহা-
দের বুদ্ধি নাই;
বল্‌গা ও লাগাম ভূষারূপে পরাইয়া তাহাদিগকে
দমন করিতে হয়,
নতুবা তাহারা তোমার নিকটে আসিবে না।
১০ দুষ্টের অনেক যাতনা হয়;
কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে
দয়াতে বেষ্টিত হইবে।
১১ ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ ও উল্লাস কর;
সরলচিত্ত সকলে, তোমরা আনন্দধ্বনি কর।

৩৩ ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দধ্বনি কর;
প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত।
২ তোমরা বীণাতে সদাপ্রভুর স্তব কর,
দশতন্ত্রী নেবলে তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও।
৩ তাঁহার উদ্দেশে নূতন গীত গাও,
জয়ধ্বনিসহ মনোহর বাদ্য কর।
৪ কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ,
তাঁহার সকল ক্রিয়া বিশ্বস্ততাসিদ্ধ।
৫ তিনি ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়বিচার ভাল বাসেন;
পৃথিবী সদাপ্রভুর দয়াতে পরিপূর্ণ।
৬ গগনমণ্ডল নির্ম্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে,
তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।
৭ তিনি সমুদ্রের জল রাশির ন্যায় সঞ্চিত করেন,
তিনি জলধি সকল ভাণ্ডারে রাখেন।
৮ সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক;
জগন্নিবাসী সকলে তাঁহা হইতে ভীত হউক।
৯ কেননা তাঁহার বাক্যমাত্রে উৎপত্তি হইল,
তাঁহার আজ্ঞামাত্রে স্থিতি হইল।
১০ সদাপ্রভু জাতিগণের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন,
তিনি লোকবৃন্দের সঙ্কল্প সকল বিফল করেন।
১১ সদাপ্রভুর মন্ত্রণা অনন্তকালস্থায়ী,
তাঁহার চিত্তের সঙ্কল্প পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
১২ ধন্য সেই জাতি, যাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু,
সেই বংশ, যাহাকে তিনি নিজ অধিকারার্থে
মনোনীত করিয়াছেন।
১৩ সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে দৃষ্টিপাত করেন,
তিনি যাবতীয় মনুষ্য-সন্তানকে নিরীক্ষণ করেন।
১৪ তিনি পৃথিবীর সমস্ত নিবাসীর উপরে,
আপন বাসস্থান হইতে দৃষ্টিপাত করেন।
১৫ তিনি একে একে তাহাদের হৃদয় গঠন করেন,
তিনি তাহাদের সমস্ত কার্য্য আলোচনা করেন।
১৬ কোন রাজা মহাসৈন্য দ্বারা ত্রাণ পান না;
বীর মহাশক্তি দ্বারা নিস্তার পান না।
১৭ ত্রাণার্থে অশ্ব মিথ্যা,
সে আপন মহাশক্তিতে রক্ষা করিতে পারে না।
১৮ দেখ, সদাপ্রভুর দৃষ্টি, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,
তাহাদের উপর,
তাঁহার দয়ার প্রতীক্ষাকারীদের উপর;
১৯ তিনি মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণরক্ষা করিবেন,
দুর্ভিক্ষে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবেন।
২০ আমাদের প্রাণ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় রহিয়াছে;
তিনিই আমাদের সহায় ও আমাদের ঢাল।
২১ হাঁ, আমাদের চিত্ত তাঁহাতেই আনন্দ করিবে,
কেননা আমরা তাঁহার পবিত্র নামে বিশ্বাস
করিয়াছি।
২২ সদাপ্রভো, তোমার দয়া আমাদের উপরে বর্ত্তুক,
কেননা আমরা তোমার অপেক্ষা করিয়াছি।

৩৪ দায়ূদের। যৎকালে তিনি অবীমেলকের
সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য প্রদর্শন করাতে
তাঁহা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন,
তৎকালীন।

---

১ আমি সর্ব্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব;
তাঁহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে।
২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে;
তাহা শুনিয়া নম্রগণ আনন্দিত হইবে।
৩ আমার সহিত সদাপ্রভুর মহিমা প্রচার কর;
আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রতিষ্ঠা
করি।
৪ আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলাম, তিনি
আমাকে উত্তর দিলেন,
আমার সকল আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিলেন।
৫ উহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীপ্যমান
হইল;
তাহাদের মুখ কখনও বিবর্ণ হইবে না।
৬ এই দুঃখী ডাকিল, সদাপ্রভু শ্রবণ করিলেন,
ইহাকে সকল সঙ্কট হইতে নিস্তার করিলেন।
৭ সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহা-
দের চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন করেন,
ও তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

Digitized by Google

৮ আস্বাদন করিয়া দেখ, সদাপ্রভু মঙ্গলময় ;
ধন্য সেই ব্যক্তি, যে তাঁহার শরণাপন্ন।
৯ হে তাঁহার পবিত্রগণ, সদাপ্রভুকে ভয় কর,
কেমনা তাঁহার ভয়কারীদের অভাব হয় না।
১০ যুবসিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়,
কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের
কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।
১১ আইস, বৎসগণ, আমার বাক্য শুন,
আমি তোমাদিগকে সদাপ্রভুর ভয় শিক্ষা দিই।
১২ কোন্ ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়,
মঙ্গল দেখিবার জন্য দীর্ঘায়ু ভাল বাসে?
১৩ তুমি হিংসা হইতে তব জিহ্বাকে,
ছলনা-বাক্য হইতে তব ওষ্ঠকে সাবধানে রাখ।
১৪ মন্দ হইতে দূরে যাও, যাহা ভাল তাহাই কর ;
শান্তির অন্বেষণ ও অনুধাবন কর।
১৫ ধার্ম্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে,
তাহাদের আর্ত্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে।
১৬ সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল ;
তিনি ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ
করিবেন।
১৭ [ধার্ম্মিকেরা] ক্রন্দন করিল, সদাপ্রভু শুনিলেন,
তাহাদের সকল সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার
করিলেন।
১৮ সদাপ্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্ত্তী,
চূর্ণমনাদের ত্রাণকর্ত্তা।
১৯ ধার্ম্মিকের বিপদ অনেক,
কিন্তু সেই সকল হইতে সদাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার
করেন।
২০ তিনি তাহার অস্থি সকল রক্ষা করেন ;
তাহার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না।
২১ দুষ্কৃতা দুর্জ্জনকে সংহার করিবে,
ধার্ম্মিকের বিদ্বেষিগণ দোষীকৃত হইবে।
২২ সদাপ্রভু আপন দাসদের প্রাণ মুক্ত করেন ;
তাঁহার শরণাগত কেহই দোষীকৃত হইবে না।

৩৫

দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, যাহারা আমার সঙ্গে বিবাদ করে,
তাহাদের সহিত বিবাদ কর,
যাহারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহাদের সহিত
যুদ্ধ কর।
২ ঢাল ও ফলক ধারণ কর,
মম সাহায্য জন্য দণ্ডায়মান হও।
৩ বড়শা ধর, আমার তাড়নাকারীদের সম্মুখে পথ
রুদ্ধ কর ;
আমার প্রাণকে বল, আমিই তোমার পরিত্রাণ।
৪ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা
লজ্জিত ও অপমানিত হউক ;
যাহারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে, তাহারা
ফিরিয়া যাউক, হতাশ হউক।
৫ তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায় হউক,
সদাপ্রভুর দূত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিউন।
৬ তাহাদের পথ অন্ধকার ও পিচ্ছিল হউক ;
সদাপ্রভুর দূত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হউন।
৭ কেননা তাহারা অকারণে আমার জন্য গর্ত্তমধ্যে
গুপ্ত জাল পাতিয়াছে,
অকারণে আমার প্রাণনাশার্থ খাত খুঁড়িয়াছে।
৮ অজ্ঞাতসারে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হউক ;
যে গোপনে পাতা আপনার জালে আপনি ধৃত
হউক,
সেই সর্ব্বনাশে সে পতিত হউক।
৯ আর আমার প্রাণ সদাপ্রভুতে উল্লাসিত হইবে,
তাঁহার পরিত্রাণে আনন্দ করিবে।
১০ আমার সকল অস্থি বলিবে, সদাপ্রভো, তোমার
তুল্য কে?
তুমিই দুঃখীকে তদপেক্ষা বলবান ব্যক্তি হইতে,
দুঃখী দরিদ্রকে তাহার লুণ্ঠনকারী হইতে, উদ্ধার
করিয়া থাক।
১১ দুর্বৃত্ত সাক্ষিগণ উঠিতেছে,
আমি যাহা জানি না, তাহা আমার কাছে চাহে।
১২ তাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে মম অপকার করে,
তাহাতে আমার প্রাণ অনাথ হয়।
১৩ কিন্তু তাহাদের পীড়াসময়ে আমি চট পরিতাম,
আমি উপবাস দ্বারা আপন প্রাণকে দুঃখ দিতাম,
আমার প্রার্থনা আমার বক্ষে ফিরিয়া আসিত।
১৪ আমি তাহাদিগকে নিজ বন্ধু বা নিজ ভ্রাতা
বলিয়া চলিতাম,
আমি মাতৃশোকাতুরের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া
অধোমুখে থাকিতাম।
১৫ তথাপি তাহারা আমার পদস্খলনে আনন্দিত
হইল, ও সকলে একত্র হইল ;
অধমেরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিরুদ্ধে
একত্র হইল,
আমাকে বিদীর্ণ করিল, ক্ষান্ত হইল না।
১৬ পামর উপহাসকারী পিঠাপুরুষদের ন্যায়
তাহারা আমার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল।
১৭ প্রভো, তুমি কতকাল দেখিবে?
তাহাদের ধ্বংসন হইতে আমার প্রাণ,
সিংহগণ হইতে আমার একমাত্র [আত্মা]
রক্ষা কর।
১৮ আমি মহাসমাজের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
বলবান জাতির মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।
১৯ আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে অন্যায় আনন্দ
করিতে দিও না,
যাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করে, তাহা-
দিগকে ভ্রূকুটি করিতে দিও না।

Digitized by Google

২০ কেননা তাহারা শান্তির কথা কহে না,
কিন্তু দেশস্থ শান্তগণের বিরুদ্ধে ছলের কথা
কল্পনা করে।
২১ তাহারা আমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করিয়া
বলিল,
'অহো! অহো! আমাদের চক্ষু দেখিয়াছে।'
২২ সদাপ্রভো, তুমি দেখিয়াছ, মৌনী থাকিও না;
প্রভো, আমা হইতে দূরবর্ত্তী হইও না।
২৩ জাগিয়া উঠ, জাগ্রৎ হও, আমার বিচারার্থে,
মম ঈশ্বর, মম প্রভো, আমার বিবাদার্থে।
২৪ সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, তোমার ধর্ম্মানুসারে
আমার বিচার কর,
উহারা আমার উপরে আনন্দ না করুক।
২৫ তাহারা মনে মনে না বলুক, 'অহো! ইহাই
আমাদের অভিলাষ';
তাহারা না বলুক, 'তাহাকে গ্রাস করিলাম'।
২৬ যাহারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়, তাহারা
একসঙ্গে লজ্জিত ও হতাশ হউক;
যাহারা আমার বিরুদ্ধে শ্লাঘা করে, তাহারা
লজ্জায় ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক।
২৭ যাহারা আমার ধর্ম্মে প্রীত, তাহারা আনন্দধ্বনি
করুক, আহ্লাদিত হউক,
নিত্য নিত্য বলুক, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন,
যিনি নিজ দাসের শান্তিতে প্রীত।
২৮ আর আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্মগুণের,
ও সমস্ত দিন তোমার প্রশংসার কথা কহিবে।

৩৬ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের।

১ দুষ্টের হৃদয়-মধ্যে তাহার অধর্ম্মবাণী আছে,
ঈশ্বর-ভয় তাহার চক্ষুর অগোচর।
২ সে নিজ দৃষ্টিতে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলে,
আমার অধর্ম্ম অবিষ্কৃত ও ঘৃণিত হইবে না।
৩ তাহার মুখের বাক্য অধর্ম্ম ও ছলমাত্র;
সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করিয়াছে।
৪ সে আপন শয্যাতে অধর্ম্ম কল্পনা করে;
সে কুপথে দণ্ডায়মান থাকে,
সে দুষ্কর্ম্ম ঘৃণা করে না।

৫ সদাপ্রভো, তোমার দয়া স্বর্গব্যাপী,
তোমার বিশ্বস্ততা গগনস্পর্শী।
৬ তোমার ধর্ম্মশীলতা ঈশ্বরীয় পর্ব্বতসমূহের তুল্য,
তোমার শাসন মহান জলধিস্বরূপ;
সদাপ্রভো, তুমি মনুষ্য ও পশু রক্ষা করিয়া থাক।
৭ হে ঈশ্বর, তোমার দয়া কেমন বহুমূল্য!
মনুষ্য-সন্তানবর্গ তোমার পক্ষচ্ছায়ার শরণ লয়।
৮ তাহারা তোমার গৃহের পুষ্টিকর দ্রব্যে পরিতৃপ্ত,
তুমি তাহাদিগকে তোমার আনন্দ-নদীর জল
পান করাইয়া থাক।
৯ কারণ তোমারই কাছে জীবনের উনুই আছে;
তোমারই দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিতে পাই।
১০ যাহারা তোমাকে জানে, তুমি তাহাদের প্রতি
আপন দয়া,
ও সরলচিত্তদের প্রতি আপন ধার্ম্মিকতা চির-
স্থায়ী কর।
১১ অহঙ্কারের চরণ আমার নিকটে না আইসুক,
দুষ্টদের হস্ত আমাকে দূর না করুক।
১২ ঐ যে অধর্ম্মাচারিগণ পতিত হইল;
অধঃক্ষিপ্ত হইল, আর উঠিতে পারিবে না।

৩৭ দায়ূদের।

১ তুমি দুর্জ্জনদের বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না;
অধর্ম্মাচারীদের প্রতি ঈর্ষা করিও না।
২ কেননা তাহারা ঘাসের ন্যায় শীঘ্র ছিন্ন হইবে,
হরিৎ তৃণের ন্যায় ম্লান হইবে।
৩ সদাপ্রভুতে নির্ভর রাখ, সদাচরণ কর,
দেশে বাস কর, বিশ্বস্ততাক্ষেত্রে চর।
৪ আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর,
তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।
৫ তোমার গতি সদাপ্রভুতে অর্পণ কর,
তাঁহার উপরে নির্ভর কর, তিনিই কার্য্য সাধন
করিবেন।
৬ তিনি দীপ্তির ন্যায় তব ধর্ম্ম,
মধ্যাহ্নের ন্যায় তব বিচার প্রত্যক্ষ করিবেন।
৭ সদাপ্রভুর নিকটে নীরব হইয়া তাঁহার অপেক্ষায়
থাক;
যে আপন পথে কৃতকার্য্য হয়, তাহার বিষয়ে,
যে ব্যক্তি কুসঙ্কল্প করে, তাহার বিষয়ে মন-
স্তাপিত হইও না।
৮ ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হও, কোপ ত্যাগ কর,
মনস্তাপিত হইও না, হইলে কেবল অকার্য্য
করিবে।
৯ কারণ দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হইবে,
কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারাই
দেশের অধিকারী হইবে।
১০ আর ক্ষণকাল, পরে দুষ্ট লোক আর নাই,
তুমি তাহার স্থান তত্ত্ব করিবে, কিন্তু সে আর
নাই।
১১ পরন্তু নম্রগণ দেশের অধিকারী হইবে,
এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে।
১২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতিকূলে কুসঙ্কল্প করে,
তাহার বিরুদ্ধে দন্তঘর্ষণ করে।
১৩ প্রভু তাহাকে উপহাস করিবেন,
কেননা তিনি দেখেন, তাহার দিন আসিতেছে।

Digitized by Google

১৪ দুঃখী ও দরিদ্রকে নিপাত করিবার জন্য,
সরলপথগামীদিগকে বধ করিবার জন্য,
দুষ্টেরা খড়্গ নিষ্কোষ ও ধনুক আকর্ষণ করিয়াছে ;
১৫ তাহাদের খড়্গ তাহাদেরই হৃদয়ে পশিবে,
তাহাদের ধনুক ভাঙ্গিয়া যাইবে।
১৬ অনেক দুর্জ্জনের ধনরাশি অপেক্ষা
ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল ;
১৭ কারণ দুর্জনদের বাহু ভগ্ন হইবে ;
কিন্তু সদাপ্রভু ধার্ম্মিকদিগকে ধরিয়া রাখেন।
১৮ সদাপ্রভু সিদ্ধদের দিন সকল জানেন ;
তাহাদের অধিকার অনন্তকাল থাকিবে।
১৯ তাহারা বিপৎকালে লজ্জিত হইবে না,
দুর্ভিক্ষের সময়ে তৃপ্ত হইবে।
২০ কিন্তু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে,
সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণভূষার সমান হইবে ;
তাহারা অন্তর্হিত, ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে।
২১ দুষ্ট ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না,
কিন্তু ধার্ম্মিক দয়াবান ও দানশীল।
২২ কেননা তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা দেশের অধিকারী হইবে,
কিন্তু তাঁহার শাপগ্রস্তেরা উচ্ছিন্ন হইবে।
২৩ সদাপ্রভু কর্ত্তৃক মনুষ্যের গতি স্থিরীকৃত হয়,
তাহার পথে তিনি প্রীত।
২৪ পতিত হইলেও সে ভূতলশায়ী হইবে না ;
কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।
২৫ আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি ;
কিন্তু ধার্ম্মিককে পরিত্যক্ত দেখি নাই,
তাহার বংশকে খাদ্য ভিক্ষা করিতে দেখি নাই।
২৬ সে সমস্ত দিন দয়া করে, ও ধার দেয়,
তাহার বংশ আশীর্ব্বাদ পায়।
২৭ তুমি মন্দ হইতে দূরে যাও, সদাচরণ কর,
অনন্তকাল বাস করিবে।
২৮ কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচার ভাল বাসেন ;
তিনি আপন সাধুগণকে পরিত্যাগ করেন না ;
তাহারা অনন্তকাল রক্ষিত হয় ;
কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হইবে।
২৯ ধার্ম্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে,
তাহারা নিয়ত তথায় বাস করিবে।
৩০ ধার্ম্মিকের মুখ জ্ঞানের প্রলাপ করে,
তাহার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা কহে।
৩১ তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থা তাহার অন্তরে আছে ;
তাহার পাদক্ষেপ টলিবে না।
৩২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতি কুদৃষ্টি রাখে,
তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে।
৩৩ সদাপ্রভু তাহাকে উহার হস্তে ছাড়িয়া দিবেন না,
তাহার বিচারকালে তাহাকে দোষী করিবেন না।
৩৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক, তাঁহার পথে থাক ;
তাহাতে তিনি তোমাকে দেশের অধিকার ভোগের জন্য উন্নত করিবেন ;
তুমি দুষ্টগণের উৎপাটন দেখিতে পাইবে।
৩৫ আমি দুষ্টকে মহাক্ষমতাশালী দেখিয়াছি,
উৎপত্তি স্থানে [বদ্ধমূল] সতেজ বৃক্ষের ন্যায় প্রসারিত দেখিয়াছি।
৩৬ তথাপি সে চলিয়া গেল, দেখ, সে আর নাই,
আমি তাহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।
৩৭ সিদ্ধকে অবধারণ কর, সরলকে নিরীক্ষণ কর ;
শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির চরম ফল আছে।
৩৮ অধর্ম্মাচারিগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে ;
দুষ্টদের চরম ফল উচ্ছিন্ন হইবে।
৩৯ কিন্তু ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ সদাপ্রভু হইতে,
তিনি সঙ্কটকালে তাহাদের দুর্গস্বরূপ।
৪০ সদাপ্রভু তাহাদের সাহায্য করেন, তাহাদিগকে রক্ষা করেন,
তিনি দুষ্টদের হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন,
ও তাহাদের পরিত্রাণ করেন,
কারণ তাহারা তাঁহার শরণ লইয়াছে।

৩৮ দায়ূদের সঙ্গীত। স্মরণোপায়।

---

১ সদাপ্রভো, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না,
তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না।
২ কেননা তোমার তীর সকল আমাতে বিদ্ধ,
আমার উপরে তোমার হস্ত নামিয়াছে।
৩ তব কোপহেতু মম মাংসে কিছু স্বাস্থ্য নাই,
মম পাপহেতু মম অস্থিতে কিছুই শান্তি নাই।
৪ কেননা আমার অপরাধ আমার মস্তকের উপরে উঠিয়াছে,
ভারী বোঝার ন্যায় সে সকল আমার শক্তি অপেক্ষা ভারী।
৫ আমার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত
আমার ক্ষত সকল দুর্গন্ধ ও গলিত হইয়াছে।
৬ আমি কুব্জ হইয়া অত্যন্ত অধোবদন হইয়াছি,
আমি সমস্ত দিন বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি।
৭ কেননা আমার কটিদেশে জ্বালা ধরিয়াছে,
আমার মাংসে কিছুমাত্র স্বাস্থ্য নাই।
৮ আমি অবসন্ন ও অতিশয় চূর্ণ হইয়াছি,
চিত্তের ব্যাকুলতায় আর্ত্তনাদ করিতেছি।
৯ প্রভো, আমার সমস্ত কামনা তোমার সম্মুখে,
আমার কাতরোক্তি তোমা হইতে গুপ্ত নয়।
১০ আমার হৃদয় ধুক্ধুক্ করিতেছে, আমার বল আমাকে ত্যাগ করিয়াছে,
আমার চক্ষুর তেজও আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

Digitized by Google

১১ আমার প্রণয়ী ও বন্ধুগণ আমার ব্যাধি হইতে দূরে দাঁড়ায়,
আমার জ্ঞাতিবর্গ দূরে দাঁড়াইয়া থাকে।
১২ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা ফাঁদ পাতে;
যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহারা দুষ্টতার কথা কহে,
আর সমস্ত দিন ছলের চিন্তা করে।
১৩ কিন্তু বধিরের ন্যায় আমি শ্রবণ করি না,
মুখ খুলিতে অসমর্থ বোবার সদৃশ হইয়াছি।
১৪ আমি এমন ব্যক্তির তুল্য, যে শুনিতে পায় না,
যাহার মুখে প্রতীবাদ পাওয়া যায় না।
১৫ কারণ, সদাপ্রভো, আমি তোমারই অপেক্ষা করিতেছি;
প্রভো, আমার ঈশ্বর, তুমিই উত্তর দিবে।
১৬ কেননা আমি কহিলাম, পাছে উহারা আমার বিষয়ে আনন্দ করে,
আমার চরণ টলিলেই আমার বিপক্ষে দর্প করে।
১৭ আমি ত পতনোন্মুখ;
আমার ব্যথা সতত আমার গোচরে রহিয়াছে।
১৮ আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিব,
আমার পাপের নিমিত্তে খেদ করিব।
১৯ কিন্তু আমার শত্রুগণ সতেজ ও বলবান,
অনেকেই অকারণে আমাকে ঘৃণা করে।
২০ আর যাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে,
তাহারা আমার বিপক্ষ, কারণ যাহা ভাল, আমি তাহারই অনুগামী।
২১ সদাপ্রভো, আমাকে পরিত্যাগ করিও না;
আমার ঈশ্বর, আমা হইতে দূরে থাকিও না।
২২ হে আমার পরিত্রাণ-ভূমি প্রভো,
আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।

৩৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, যিদূথূনের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি কহিলাম, "আমি আপন পথে সাবধানে চলিব,
যেন জিহ্বা দ্বারা পাপ না করি;
যাবৎ আমার সাক্ষাতে দুর্জ্জন থাকে,
তাবৎ মুখে জালতি বাঁধিয়া রাখিব।"
২ আমি মৌনভাবে নীরব রহিলাম, সৎকথা হইতেও বিরত থাকিলাম,
আর আমার ব্যথা বাড়িয়া উঠিল।
৩ আমার অন্তরে হৃদয় সন্তপ্ত হইল;
ভাবিতে ভাবিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল;
আমি জিহ্বাতে কহিলাম,
৪ সদাপ্রভো, আমার অন্তকাল আমাকে জানাও,
আমার আয়ুর পরিমাণ কি, জানাও,
আমি জানিতে চাহি, আমি কেমন ক্ষণিক।
৫ দেখ, তুমি আমার আয়ু কতিপয় মুষ্টি পরিমিত করিয়াছ,
আমার জীবনকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ;
সত্য, প্রত্যেক মনুষ্য স্থিরীকৃত হইলেও নিতান্ত অসার। সেলা।
৬ সত্য, মনুষ্য ছায়ার ন্যায় গমনাগমন করে,
সত্য, তাহারা অসারের জন্য ব্যতিব্যস্ত;
সে ধনরাশি সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা সংগ্রহ করিবে, জানে না।
৭ প্রভো, সম্প্রতি আমি কিসের অপেক্ষা করি?
আমার প্রত্যাশা তোমাতেই আছে।
৮ মম সমস্ত অধর্ম্ম হইতে আমাকে নিস্তার কর,
আমাকে মূঢ়ের বিদ্রূপাস্পদ করিও না।
৯ আমি মৌনী হইলাম, মুখ খুলিলাম না,
কেননা তুমিই ইহা করিয়াছ।
১০ আমা হইতে তোমার আঘাত অন্তর কর,
তোমার হস্তের প্রহারে আমি ক্ষীণ হইলাম।
১১ তুমি যখন অপরাধ প্রযুক্ত মনুষ্যকে ভর্ৎসনা দ্বারা শাসন কর,
তখন কীটের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য বিলীন করিয়া থাক;
সত্য, প্রত্যেক মনুষ্য অসারমাত্র। সেলা।
১২ সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমার আর্ত্তনাদে কর্ণ দেও,
আমার অশ্রুপাতে নীরব থাকিও না;
কেননা আমি তোমার কাছে বিদেশী,
আমার সমস্ত পিতৃলোকের ন্যায় প্রবাসী।
১৩ আমা হইতে দৃষ্টি ফিরাও, যেন প্রফুল্ল হই,
যাবৎ প্রয়াণ না করি, ও আর না থাকি।

৪০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি ধৈর্য্যসহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম,
তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার আর্ত্তনাদ শুনিলেন।
২ তিনি বিনাশের গর্ত্ত হইতে, পঙ্কময় ভূমি হইতে, আমাকে তুলিলেন,
তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন,
আমার পাদক্ষেপ দৃঢ় করিলেন।
৩ তিনি আমার মুখে নূতন গীত, আমাদের ঈশ্বরের স্তব, দিলেন;
অনেকে ইহা দেখিবে, ভীত হইবে,
ও সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিবে।
৪ ধন্য সেই জন, যে সদাপ্রভুকে আপন বিশ্বাস-ভূমি করে,
এবং অহঙ্কারী ও মিথ্যাপথে ভ্রমণকারীদের দিকে না ফিরে।

Digitized by Google

৫ সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, তোমার কৃত আশ্চর্য্য কার্য্য অনেক,
আমাদের পক্ষে তোমার সঙ্কল্প অনেক;
তোমার তুল্য কেহ নাই;
আমি সে সকল বলিতাম ও বর্ণনা করিতাম,
কিন্তু সে সকল গণনা করা যায় না।
৬ বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ,
তুমি আমার কর্ণযুগল ছিদ্রিত করিয়াছ;
তুমি হোম ও পাপনিমিত্তক বলিদান চাহ নাই;
৭ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি;
গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে।
৮ হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত,
তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে।
৯ আমি মহাসমাজে ধার্ম্মিকতার মঙ্গলবার্ত্তা প্রচার করিয়াছি;
দেখ, আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করিব না;
হে সদাপ্রভো, তুমি ইহা জ্ঞাত আছ।
১০ আমি তোমার ধার্ম্মিকতা নিজ হৃদয়মধ্যে সঙ্গোপন করি নাই,
তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার পরিত্রাণ প্রচার করিয়াছি;
তোমার দয়া ও সত্য মহাসমাজ হইতে গুপ্ত রাখি নাই।
১১ হে সদাপ্রভো, তুমিও আমা হইতে আপন করুণা রুদ্ধ করিও না;
তব দয়া ও তব সত্য সতত আমাকে রক্ষা করুক।
১২ কেননা অসংখ্যের বিপদ আমাকে ঘেরিয়াছে;
আমার অপরাধ সকল আমাকে ধরিয়াছে;
আমি দেখিতে পাইতেছি না;
আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও সে সকল অধিক,
আমার হৃদয় আমাকে ছাড়িয়াছে।
১৩ সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর;
সদাপ্রভো, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।
১৪ যাহারা সংহার করিতে আমার প্রাণের অন্বেষণ করে,
তাহারা সকলেই লজ্জিত ও হতাশ হউক,
যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়,
তাহারা ফিরিয়া যাউক, অপমানিত হউক।
১৫ যাহারা আমাকে বলে, অহো! অহো!
তাহারা আপনাদের লজ্জা প্রযুক্ত স্তম্ভিত হউক।
১৬ তব অন্বেষী সকলে তোমাতে আমোদ করুক, আনন্দিত হউক;
যাহারা তোমার পরিত্রাণ ভাল বাসে, তাহারা সতত বলুক,
সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন।
১৭ আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
প্রভুই আমার পক্ষে চিন্তা করেন;
তুমি আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা;
হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করিও না।

৪১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ ধন্য সেই জন, যে দীনহীনের পক্ষে চিন্তাশীল,
বিপদের দিনে সদাপ্রভু তাহাকে নিস্তার করিবেন।
২ সদাপ্রভু তাহাকে রক্ষা করিবেন, জীবিত রাখিবেন, দেশে সে আশীর্ব্বাদ পাইবে;
তুমি শত্রুগণের ইচ্ছায় তাহাকে সমর্পণ করিও না।
৩ ব্যাধিশয্যাগত হইলে সদাপ্রভু তাহাকে ধরিয়া রাখিবেন;
তাহার পীড়ার সময়ে তুমি তাহার সমস্ত শয্যা পরিবর্ত্তন করিবে।
৪ আমি কহিলাম, সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর,
আমার প্রাণ সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।
৫ আমার শত্রুগণ আমার বিরুদ্ধে হিংসার কথা কহে,—
"সে কখন্ মরিবে? কখন্ তাহার নাম লুপ্ত হইবে?"
৬ আর যদি সে, আমাকে দেখিতে আইসে, তবে অলীক কথা কহে;
তাহার হৃদয় আপনার জন্য অধর্ম্ম সঞ্চয় করে,
সে বাহিরে গিয়া তাহা বলিয়া বেড়ায়।
৭ আমার বিদ্বেষিগণ সকলে একত্র হইয়া আমার বিরুদ্ধে কাণাকাণি করে;
তাহারা আমার বিপক্ষে অনিষ্টের সঙ্কল্প করে।
৮ "কোন প্রকার পামরতা উহাতে লাগিয়াছে,
সে পড়িয়া আছে, আর উঠিবে না।"
৯ আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল, ও আমার রুটী খাইত,
সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে।
১০ সদাপ্রভো, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর, আমাকে উঠাও,
যেন আমি উহাদিগকে প্রতিফল দিই।
১১ আমার শত্রু যে আমার উপরে জয়ধ্বনি করিতে পায় না,
ইহাতে আমি জানি, তুমি আমাতে প্রীত।
১২ তুমি আমার সিদ্ধতায় আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ,
এবং অনন্তকালার্থে আপনার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান করিয়াছ।

১৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হউন,
অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত।
আমেন ও আমেন।

Digitized by Google

৪২ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের প্রবোধন।

১ হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে,
তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।
২ ঈশ্বরের জন্য, জীবৎ ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষার্ত্ত;
আমি কখন্ আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব?
৩ আমার নেত্রজল দিবারাত্র আমার ভক্ষ্য হইল,
কেননা লোকে সমস্ত দিন আমাকে বলে, 'তোমার ঈশ্বর কোথায়?'
৪ আমি ইহা স্মরণ করিয়া অন্তরে আপন প্রাণ ঢালিয়া দিই,
কেননা আমি লোকারণ্যসহ যাত্রা করিতাম,
তাহাদিগকে ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইতাম,
আনন্দ ও স্তবগানের ধ্বনিসহ বহুলোক পর্ব্ব পালন করিত।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তাঁহার শ্রীমুখ পরিত্রাণজনক।

৬ হে আমার ঈশ্বর! আমার প্রাণ আমার অন্তরে অবসন্ন হইতেছে;
সেই জন্য আমি তোমাকে যর্দ্দনের দেশ হইতে স্মরণ করিতেছি,
হর্ম্মোণ গিরিশ্রেণী, মিৎসিয়র পর্ব্বত হইতে, স্মরণ করিতেছি।
৭ তোমার নির্ঝরসমূহের শব্দে জলপ্রবাহ জলপ্রবাহকে আহ্বান করিতেছে;
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ আমার উপর দিয়া যাইতেছে।
৮ সদাপ্রভু দিবসে আপন দয়াকে আদেশ করিবেন,
রাত্রিতে তাঁহার স্তোত্র আমার সঙ্গী হইবে,
আমার জীবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা [করিব]।
৯ আমি আপন শৈলস্বরূপ ঈশ্বরকে কহিব; কেন আমাকে বিস্মৃত হইলে?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি?
১০ আমার বিপক্ষেরা আমাকে তিরস্কার করে, যেন অস্থি পর্য্যন্ত শূল মারে,
তাহারা সমস্ত দিন আমাকে বলে, তোমার ঈশ্বর কোথায়?
১১ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।

৪৩ হে ঈশ্বর, আমার বিচার কর, অসাধু জাতির সহিত আমার বিবাদ নিষ্পন্ন কর;
ছলপ্রিয় ও অন্যায়কারী মনুষ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর।
২ কেননা তুমিই আমার দুর্গস্বরূপ ঈশ্বর; কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি?
৩ তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্য প্রেরণ কর;
তাহারাই আমার পথপ্রদর্শক হউক,
তোমার পবিত্র গিরিতে ও তোমার আবাসে আমাকে উপস্থিত করুক।
৪ তাহাতে আমি ঈশ্বরের বেদির কাছে যাইব,
আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের কাছে যাইব;
আর, হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমি বীণাযন্ত্রে তোমার স্তব করিব।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর, কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।

৪৪ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের। প্রবোধন।

১ হে ঈশ্বর, আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদিগকে বলিয়াছেন,
তুমি পূর্ব্বকালে তাঁহাদের সময়ে কার্য্য করিয়াছিলে।
২ তুমি আপন হস্তে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগকেই রোপণ করিয়াছিলে,

Digitized by Google

তুমি লোকবৃন্দকে চূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকেই
বিস্তারিত করিয়াছিলে।
৩ কেননা তাঁহারা আপনাদের খড়্গ দ্বারা দেশ
অধিকার করেন নাই,
তাঁহাদের নিজ বাহু তাঁহাদিগকে নিস্তার করে
নাই ;
কিন্তু তব দক্ষিণ হস্ত, তব বাহু ও তব মুখের
প্রসন্নতা [তাহা করিয়াছিল,]
কারণ তাঁহাদের প্রতি তোমার অনুরাগ ছিল।
৪ হে ঈশ্বর, তুমিই আমার রাজা ;
যাকোবকে পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা হউক ;
৫ তোমা দ্বারা আমরা আপন বিপক্ষদিগকে গুঁতা-
ইয়া ফেলিয়া দিব ;
তোমার নামে আপন প্রতিরোধিগণকে পদতলে
দলিব।
৬ যেহেতুক আমি আপন ধনুকে নির্ভর করিব না,
আমার খড়্গ আমাকে নিস্তার করিবে না।
৭ কিন্তু তুমিই আমাদের বিপক্ষগণ হইতে আমা-
দিগকে নিস্তার করিয়াছ,
আমাদের বিদ্বেষিগণকে লজ্জাপন্ন করিয়াছ।
৮ আমরা সমস্ত দিন ঈশ্বরেরই শ্লাঘা করিয়াছি,
আর অনন্তকাল তোমার নামের স্তব করিব। সেলা।

৯ কিন্তু তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, অপমান-
গ্রস্ত করিয়াছ,
আমাদের বাহিনীগণের সঙ্গে গমন কর না।
১০ তুমি বিপক্ষ হইতে আমাদিগকে ফিরাইতেছ ;
আমাদের বিদ্বেষিগণ আপনাদের জন্য লুট
করিতেছে।
১১ তুমি আমাদিগকে ভক্ষণীয় মেষের ন্যায় করিয়াছ,
জাতিগণের মধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছ।
১২ তুমি আপন প্রজাদিগকে বিনামূল্যে বিক্রয়
করিতেছ,
তাহাদের মূল্য দ্বারা ধন বৃদ্ধি কর নাই।
১৩ তুমি আমাদের প্রতিবাসিগণের কাছে আমা-
দিগকে তিরস্কারের বিষয়,
আমাদের চতুর্দ্দিকস্থিত লোকদের উপহাস ও
বিদ্রূপের পাত্র করিতেছ।
১৪ তুমি জাতিগণের মধ্যে আমাদিগকে প্রবাদের
বিষয়,
লোকবৃন্দের মধ্যে শিরশ্চালনের আস্পদ করিতেছ।
১৫ তিরস্কারী ও নিন্দাকারীর রব প্রযুক্ত,
শত্রু ও প্রতিহিংসাকারীর সাক্ষাৎ প্রযুক্ত,
১৬ সমস্ত দিন আমার অপমান আমার সম্মুখে থাকে,
আমার মুখের লজ্জা আমাকে আচ্ছাদন
করিয়াছে।
১৭ আমাদের প্রতি এই সকল ঘটিয়াছে ; কিন্তু
আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাই নাই,
তোমার নিয়ম বিষয়ে অসত্যাচরণ করি নাই ;
১৮ আমাদের চিত্ত পরাঙ্মুখ হয় নাই,
আমাদের পাদবিক্ষেপ তোমার মার্গ হইতে ভ্রষ্ট
হয় নাই।
১৯ তথাপি তুমি আমাদিগকে শৃগালদিগের স্থানে
চূরমার করিয়াছ,
মৃত্যুচ্ছায়ায় আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছ।
২০ আমরা যদি আপন ঈশ্বরের নাম বিস্মৃত হইয়া
থাকি,
যদি কোন ইতর দেবের প্রতি অঞ্জলি প্রসারণ
করিয়া থাকি,
২১ তবে ঈশ্বর কি তাহার সন্ধান পাইবেন না ?
তিনি ত চিত্তের গুপ্ত বিষয় সকল জানেন।
২২ হাঁ, তব তরে আমরা সমস্ত দিন নিহত হইতেছি ;
আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইতেছি।
২৩ জাগ্রত হও ; হে প্রভো, কেন নিদ্রা যাও ?
উঠ ; চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিও না।
২৪ তুমি কেন আপন মুখ আচ্ছাদন করিতেছ ?
আমাদের দুঃখ ও দৌরাত্ম্যভোগ কেন বিস্মৃত
হইতেছ ?
২৫ কেননা আমাদের প্রাণ ধূলিতে অবনত,
আমাদের উদর ভূমিতে লগ্ন হইয়াছে।
২৬ আমাদের সাহায্যের নিমিত্তে উঠ,
নিজ দয়ার অনুরোধে আমাদিগকে মুক্ত কর।

৪৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম।
কোরহ-সন্তানদের। প্রবোধন। প্রেম-গীত।

---

১ আমার হৃদয়ে সুকথা উথলিয়া উঠিতেছে ;
আমি রাজার বিষয়ে আপন রচনা বিবৃত
করিব ;
আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনীস্বরূপ।
২ তুমি মনুষ্যসন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর ;
তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ সেচিত হয় ;
এই নিমিত্তে ঈশ্বর অনন্তকালের জন্য তোমাকে
আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।
৩ হে বীর, তোমার খড়্গ কটিদেশে বন্ধন কর,
তোমার প্রভা ও প্রতাপ [গ্রহণ কর]।
৪ সত্যের ও ধর্ম্মযুক্ত নম্রতার পক্ষে,
বীর্য্য প্রতাপে রথারোহণ করিয়া কৃতার্থ হও ;
তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়ানক
কার্য্য শিখাইবে।
৫ তোমার বাণচয় তীক্ষ্ণ,
জাতিরা তোমার নীচে পতিত হয়,
রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হয়।
৬ হে ঈশ্বর, তব সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী,
তোমার রাজদণ্ড সারল্যের দণ্ড।
৭ তুমি ধর্ম্মকে প্রেম, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিতেছ ;

Digitized by Google

এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভি-
ষিক্ত করিয়াছেন,
তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে
আনন্দ-তৈলে।
৮ গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনিতে তোমার সকল বস্ত্র
সুবাসিত হয়,
হস্তিদন্তময় প্রাসাদসমূহ হইতে তারযুক্ত যন্ত্র
সকল তোমাকে আনন্দিত করিয়াছে।
৯ তোমার শ্রীরত্নদিগের মধ্যে রাজকন্যারা আছেন,
তোমার দক্ষিণদিকে ওফীরীয় সুবর্ণে ভূষিত রাণী
দণ্ডায়মানা।
১০ বৎসে, শ্রবণ কর, দেখ, কর্ণপাত কর ;
নিজ জাতি ও পিতৃকুল বিস্মৃতা হও।
১১ তাহাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য্য বাসনা করিবেন;
কেননা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁহার কাছে
প্রণিপাত কর।
১২ সোরের কন্যা উপঢৌকন লইয়া আসিবে,
ধনী প্রজারা তোমার কাছে বিনতি করিবে।
১৩ রাজকন্যা অন্তঃপুরে সর্ব্বতোভাবে সুশোভিতা ;
তাঁহার পরিচ্ছদ স্বর্ণসূত্রনির্ম্মিত।
১৪ তিনি সূচীশিল্পিতবসনা হইয়া রাজার নিকটে
আনীতা হইবেন,
তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সহচরী কুমারীরা
তোমার নিকটে আনীতা হইবে।
১৫ তাহারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হইবে,
তাহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবে।
১৬ তোমার পিতৃগণের পরিবর্ত্তে তোমার পুত্রেরা
থাকিবে ;
তুমি তাহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধ্যক্ষপদে
নিযুক্ত করিবে।
১৭ আমি তোমার নাম সমস্ত পুরুষপরম্পরায় স্মরণ
করাইব,
এই জন্য জাতিরা অনন্তকাল তোমার স্তব
করিবে।

৪৬ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের। স্বর, অলামোৎ। গীত।

১ ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বল ;
তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়।
২ অতএব আমরা ভয় করিব না—যদ্যপি পৃথিবী
পরিবর্ত্তিত হয়,
যদ্যপি পর্ব্বতগণ টলিয়া সমুদ্রের গর্ভে পড়ে।
৩ তাহার জল গর্জ্জন করুক, উচ্ছল হউক,
তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতগণ কম্পিত হউক ;
সেলা।
৪ এক নদী আছে, তাহার প্রণালী সকল ঈশ্বরের
নগরকে,
পরাৎপরের আবাসের পবিত্র স্থানকে আনন্দিত
করে।
৫ ঈশ্বর তাহার মধ্যবর্ত্তী, তাহা বিচলিত হইবে না ;
প্রভাতেই ঈশ্বর তাহার সাহায্য করিবেন।
৬ জাতিগণ গর্জ্জন করিল, রাজ্য সকল বিচলিত
হইল ;
তিনি আপন রব ছাড়িলেন, পৃথিবী গলিয়া
গেল।
৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী ;
যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গ। সেলা।

৮ চল, সদাপ্রভুর কার্য্যকলাপ সন্দর্শন কর ;
তিনি পৃথিবীতে কি প্রকার ধ্বংস করিলেন।
৯ তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্ত
করেন ;
তিনি ধনু ভগ্ন করেন, বড়শা খণ্ড খণ্ড করেন,
তিনি রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করেন।
১০ তোমরা ক্ষান্ত হও ; জানিও, আমিই ঈশ্বর ;
আমি জাতিগণের মধ্যে উন্নত হইব, পৃথিবীতে
উন্নত হইব।
১১ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী ;
যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গ। সেলা।

৪৭ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ হে জাতি সকল, করতালি দেও ;
আনন্দ-রবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ কেননা পরাৎপর সদাপ্রভু ভয়ার্হ,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর উপরে মহান রাজা।
৩ তিনি লোকবৃন্দকে আমাদের অধীন করেন,
জাতিদিগকে আমাদের পদতলস্থ করেন।
৪ আমাদের জন্য তিনি আমাদের অধিকার মনো-
নীত করেন ;
তাহাই তাঁহার প্রিয় যাকোবের শ্লাঘার বিষয়।
সেলা।
৫ ঈশ্বর জয়ধ্বনি পুরঃসর,
সদাপ্রভু তূরীধ্বনি পুরঃসর, ঊর্দ্ধগমন করিলেন।
৬ ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তব কর, স্তব কর ;
আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তব কর, স্তব কর।
৭ কেননা ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজা ;
প্রবোধন গীতে স্তব কর।
৮ ঈশ্বর জাতিগণের উপরে রাজত্ব করেন ;
ঈশ্বর আপন পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট।
৯ জাতিগণের প্রধানেরা একত্র হইয়াছেন,
অব্রাহামের ঈশ্বরের প্রজা হইবার উদ্দেশে ;
কারণ পৃথিবীর ঢাল সকল ঈশ্বরের ;
তিনি অতিশয় উন্নত।

Digitized by Google

৪৮ গীত। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু মহান ও অতীব কীর্ত্তনীয়,
আমাদের ঈশ্বরের নগরে, তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতে।
২ উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়োন পর্ব্বত,
রমণীয় উচ্চভূমি, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দস্থল,
মহান রাজার পুরী।
৩ তাহার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে
ঈশ্বর উচ্চদুর্গ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।
৪ কেননা দেখ, রাজগণ সভাস্থ হইয়াছিলেন;
তাঁহারা এক সঙ্গে চলিয়া গেলেন।
৫ তাঁহারা দেখিলেন, স্তম্ভিত হইলেন,
বিহ্বল হইলেন, পলায়ন করিলেন।
৬ ঐ স্থানে তাঁহারা কম্পান্বিত হইলেন,
প্রসবকারিণীর ন্যায় বেদনাগ্রস্ত হইলেন।
৭ তুমি পূর্ব্বীয় বায়ু দ্বারা
তর্শীশের জাহাজ সকল ভগ্ন করিয়া থাক।
৮ আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়াছি,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নগরে, আমাদের ঈশ-
রের নগরে দেখিয়াছি;
ঈশ্বর তাহা চিরকালের জন্য সুস্থির করিবেন।
সেলা।
৯ হে ঈশ্বর, আমরা তোমার দয়া ধ্যান করিয়াছি,
তোমার মন্দিরের অভ্যন্তরে।
১০ হে ঈশ্বর, যেমন তোমার নাম,
তেমনি তোমার প্রশংসা পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত;
তোমার দক্ষিণ হস্ত ধর্ম্মে পরিপূর্ণ।
১১ সিয়োন পর্ব্বত আনন্দ করুক,
যিহূদার কন্যারা উল্লাসিত হউক,
তোমার শাসননিচয়ের জন্য।
১২ তোমরা সিয়োনকে প্রদক্ষিণ কর, তাহার চতু-
র্দ্দিকে ভ্রমণ কর,
তাহার দুর্গ সকল গণনা কর,
১৩ তাহার দৃঢ় প্রাচীরে মনোযোগ কর,
তাহার অট্টালিকা সকল সন্দর্শন কর,
যেন ভাবী বংশের কাছে তাহার বর্ণনা করিতে
পার।
১৪ কেননা এই ঈশ্বর অনন্তকালতরে আমাদের
ঈশ্বর;
তিনি চিরকাল আমাদের পথদর্শক হইবেন।

৪৯ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ হে সমুদয় জাতি, তোমরা ইহা শ্রবণ কর;
জগন্নিবাসিগণ সকলে, কর্ণপাত কর।
২ সামান্য লোকের কি মান্য লোকের সন্তান,
ধনী কি দরিদ্র, নির্ব্বিশেষে শ্রবণ কর।
৩ আমার মুখ প্রজ্ঞার কথা কহিবে,
আমার চিত্তের আলোচনা বুদ্ধির ফল হইবে।
৪ আমি দৃষ্টান্ত কথায় কর্ণপাত করিব,
বীণাযন্ত্রে আপন গূঢ় বাক্যের ব্যাখ্যা করিব।
৫ সেই বিপৎকালে আমি কেন ভয় করিব,
যখন আমার বঞ্চনাকারীদের অপরাধ আমাকে
বেষ্টন করে?
৬ যাহারা আপনাদের ধনে নির্ভর করে,
আপনাদের সম্পত্তিবাহুল্যের শ্লাঘা করে,
৭ তাহাদের মধ্যে কেহই কোন মতে ভ্রাতাকে মুক্ত
করিতে পারে না,
কিম্বা তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরকে কিছু
দিতে পারে না,
৮ (কেননা তাহাদের প্রাণের মুক্তি দুর্ম্মূল্য,
এবং চিরকালেও অসাধ্য;)
৯ যেন সে নিত্যজীবী হয়,
যেন সে ক্ষয় না দেখে।
১০ কারণ সে দেখে যে, জ্ঞানবানেরা মরে,
হীনবুদ্ধি ও পশুবৎ লোক নির্ব্বিশেষে বিনষ্ট হয়,
তাহারা অন্যদের জন্য আপনাদের ধন রাখিয়া
যায়।
১১ তাহাদের আন্তরিক ভাব এই, তাহাদের বাটী
চিরস্থায়ী,
তাহাদের আবাস পুরুষানুক্রমে থাকিবে,
তাহারা স্ব স্ব নামানুসারে ভূমির নাম রাখে।
১২ কিন্তু মনুষ্য ঐশ্বর্য্যে স্থির থাকে না;
সে নশ্বর পশুদিগের সদৃশ।

১৩ এই তাহাদের পথ, তাহাদের হীনবুদ্ধিতা;
তথাপি তাহাদের পরে লোকে তাহাদের বাক্যের
অনুমোদন করে। সেলা।
১৪ তাহারা পাতালের জন্য নিযুক্ত মেষপালবৎ,
মৃত্যু তাহাদিগকে চরাইবে;
সরলগণ প্রভাতে তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে;
তাহাদের রূপ পাতালে নষ্ট হইবে, তাহার কোন
বসতিস্থান আর থাকিবে না।
১৫ কিন্তু ঈশ্বর পাতালের হস্ত হইতে আমার প্রাণ
মুক্ত করিবেন;—
কেননা তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন। সেলা।
১৬ তুমি ভীত হইও না, যখন কেহ ধনবান হয়,
যখন তাহার কুলের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়,
১৭ কেননা মরণকালে সে কিছুই সঙ্গে লইয়া
যাইবে না,
তাহার ঐশ্বর্য্য তাহার অনুগমন করিবে না।
১৮ সে জীবদ্দশায় আপন প্রাণকে আশীর্ব্বাদ করিত;
আর তুমি আপনার মঙ্গল করিলে লোকে তো-
মারও স্তব করে।
১৯ সে আপন পিতৃবংশের কাছে যাইবে,

Digitized by Google

তাহারা দীপ্তির দর্শন কখন পাইবে না।
২০ যে মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী অথচ অবিবেচক,
সে নশ্বর পশুদিগের সদৃশ।

৫০ আসফের সঙ্গীত।

১ ঈশ্বর, সদাপ্রভু ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন,
সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তস্থান পর্য্যন্ত তিনি পৃথিবীকে আহ্বান করিয়াছেন।
২ সিয়োন হইতে, সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষস্থল হইতে,
ঈশ্বর দেদীপ্যমান হইয়াছেন।
৩ আমাদের ঈশ্বর আসিবেন, নীরব থাকিবেন না;
তাঁহার অগ্রে অগ্নি গ্রাস করিবে,
তাঁহার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত ঝড় বহিবে।
৪ তিনি ঊর্দ্ধস্থিত স্বর্গকে আহ্বান করিবেন,
পৃথিবীকেও ডাকিবেন, স্বীয় প্রজাদের বিচার জন্য।
৫ আমার সাধুদিগকে আমার কাছে একত্র কর,
যাহারা বলিদানসহ আমার সহিত নিয়ম করিয়াছে।
৬ আর স্বর্গ তাঁহার ধার্ম্মিকতা জ্ঞাত করিবে,
কেননা ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্ত্তা। সেলা।
৭ হে আমার প্রজাগণ, শুন, আমি বলি;
হে ইস্রায়েল, শুন, আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিই।
আমিই ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর।
৮ আমি তোমার বলিদান সকলের বিষয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করিব না,
তোমার হোমবলি সকল সতত আমার সম্মুখে।
৯ আমি তোমার গৃহ হইতে বৃষ,
তোমার খোঁয়াড় হইতে ছাগ লইব না।
১০ কেননা বনের সমস্ত জন্তু আমার,
সহস্র সহস্র পর্ব্বতীয় পশু আমার।
১১ আমি পর্ব্বতগণের সমস্ত পক্ষীকে জানি,
মাঠের প্রাণী সকল আমার সম্মুখবর্ত্তী।
১২ আমি ক্ষুধিত হইলে তোমাকে বলিব না;
কেননা জগৎ ও তৎপূর্ণতা আমার।
১৩ আমি কি বৃষমাংস ভোজন করিব?
আমি কি ছাগরক্ত পান করিব?
১৪ তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তববলি উৎসর্গ কর,
পরাৎপরের নিকটে আপন মানত পূর্ণ কর;
১৫ আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও;
আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে।

১৬ কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর কহেন,
আমার বিধি প্রচার করিতে তোমার কি অধিকার
যে, তুমি আমার নিয়ম তোমার মুখে আনিতেছ?
১৭ তুমি ত শাসন ঘৃণা করিয়া থাক,
আমার বাক্য পশ্চাতে ফেলিয়া থাক।
১৮ চোরকে দেখিলে তাহার সহিত প্রণয় করিতে,
তুমি ব্যভিচারীদের সহভাগী হইতে।
১৯ তুমি মন্দ বিষয়ে মুখ বাড়াইয়া দিয়া থাক,
তোমার জিহ্বা ছল রচনা করে।
২০ তুমি বসিয়া নিজ ভ্রাতার বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাক,
তুমি আপন সহোদরের নিন্দা করিয়া থাক।
২১ তুমি এই সকল করিয়া আসিতেছ, আমি নীরব হইয়া রহিয়াছি;
তুমি অনুমান করিতেছ, আমিও তোমার মত;
আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমার সাক্ষাতে সমস্তের বিন্যাস করিব।

২২ হে ঈশ্বর-বিস্মৃতেরা, ইহা বিবেচনা কর,
পাছে আমি তোমাদিগকে বিদীর্ণ করি, আর উদ্ধার করিতে কেহ না থাকে।
২৩ যে ব্যক্তি স্তবের বলি উৎসর্গ করে, সেই আমার গৌরব করে;
যে ব্যক্তি নিজ পথ সরল করে,
তাহাকে আমি ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখাইব।

৫১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত। বৎশেবার কাছে তাঁহার গমনের পর যৎকালে নাথন ভাববাদী তাঁহার নিকট আসিলেন, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর;
তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা কর।
২ আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,
আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর।
৩ কেননা আমি নিজে মম অধর্ম্ম সকল জানি;
আমার পাপ সতত আমার সম্মুখে আছে।
৪ তোমার বিরুদ্ধে, তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি,
তোমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, তাহাই করিয়াছি;
অতএব তুমি আপনার বাক্যে ধার্ম্মিক,
আপনার বিচারে নির্দ্দোষ।
৫ দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে,
পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।
৬ দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত,
তুমি গূঢ় স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে।

Digitized by Google

৭ তুমি এসোব দ্বারা আমাকে মুক্তপাপ কর, আমি শুচি হইব ;
আমাকে ধৌত কর, হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব।
৮ আমাকে আমোদ ও আনন্দের বাক্য শ্রবণ করাও ;
তোমা দ্বারা চূর্ণিত অস্থি সকল প্রফুল্ল হউক।
৯ আমার পাপসমূহের প্রতি মুখ আচ্ছাদন কর,
আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।
১০ হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর,
আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও।
১১ তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না।
তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে হরণ করিও না।
১২ তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দেও,
উদার আত্মা দ্বারা আমাকে ধরিয়া রাখ।
১৩ আমি অধর্ম্মাচারীদিগকে তব পথ শিক্ষা দিব,
পাপীরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।
১৪ হে ঈশ্বর, হে আমার পরিত্রাণের ঈশ্বর,
রক্তপাতের দোষ হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
আমার জিহ্বা তোমার ধার্ম্মিকতার বিষয় গান করিবে।
১৫ হে প্রভো, আমার ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেও,
আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রচার করিবে।
১৬ কেননা তুমি বলিদানে প্রীত নহ, হইলে তাহা দিতাম ;
হোমে তোমার সন্তোষ নাই।
১৭ ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি ভগ্ন আত্মা ;
হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না।

১৮ তুমি আপন অনুগ্রহে সিয়োনের মঙ্গল কর,
তুমি যিরূশালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ কর।
১৯ তখন তুমি ধর্ম্মবলি, হোম ও পূর্ণাহুতিতে প্রীত হইবে ;
তখন লোকে তোমার বেদির উপরে বৃষদিগকে উৎসর্গ করিবে।

৫২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের প্রবোধন। যৎকালে ইদোমীয় দোয়েগ আসিয়া শৌলকে এই সংবাদ দিল যে, "দায়ূদ অহীমেলকের গৃহে আসিয়াছে," তৎকালীন।

১ বীর, তুমি কেন অনিষ্টকার্য্যের শ্লাঘা করিতেছ ?
ঈশ্বরের দয়া নিত্যস্থায়ী।
২ তোমার জিহ্বা দুষ্টতার কল্পনা করিতেছে ;
হে ছলসাধক, তাহা শাণিত ক্ষুরের সদৃশ।
৩ তুমি সৎক্রিয়া অপেক্ষা দুষ্ক্রিয়া,
ধর্ম্মবাক্য অপেক্ষা মিথ্যা কথা ভাল বাস। সেলা।
৪ হে ছলনার জিহ্বে,
তুমি যাবতীয় বিনাশক কথা ভাল বাস।
৫ ঈশ্বরও তোমাকে চিরতরে বিনষ্ট করিবেন,
তোমাকে ধরিয়া তাম্বু হইতে টানিয়া লইবেন,
জীবিতদের দেশ হইতে তোমাকে উন্মূলন করিবেন। সেলা।
৬ ধার্ম্মিকেরা তাহা দেখিয়া ভীত হইবে,
আর তাহার বিষয়ে উপহাস করিয়া বলিবে,
৭ "দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপন বল করিত না,
সে আপনার ধনবাহুল্যে নির্ভর করিত ;
সে দুষ্টতায় আপনাকে বলবান করিত।"
৮ কিন্তু আমি ঈশ্বরের বাটীতে হরিৎপর্ণ জিতবৃক্ষসদৃশ ;
আমি অনন্তকালভরে ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস করি।
৯ চিরকাল আমি তোমার স্তব করিব, কেননা তুমি কার্য্য সাধন করিয়াছ ;
আমি তব সাধুগণের সম্মুখে তব নামের অপেক্ষা করিব, কেননা তাহাই উত্তম।

৫৩

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ। দায়ূদের প্রবোধন।

১ মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, "ঈশ্বর নাই"।
তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ অধর্ম্ম করিয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহ নাই।
২ ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন,
দেখিতে চাহিলেন, বিবেচক কেহ আছে কি না,
ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না।
৩ সকলে বিপথগামী, সকলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহ নাই, এক জনও নাই।
৪ অধর্ম্মাচারীদের কি কিছুই জ্ঞান নাই ?
তাহারা খাদ্য গ্রাস করিবার ন্যায় আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে,
আর ঈশ্বরকে আহ্বান করে না।
৫ ভয়শূন্য স্থানে তাহারা বড়ই ভয় পাইল ;
কেননা ঈশ্বর তোমার অবরোধকারীদের অস্থি ছড়াইয়া ফেলিলেন,
তুমি তাহাদিগকে লজ্জা দিয়াছ, কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।
৬ আহা ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন হইতে উপস্থিত হউক ;
ঈশ্বর যখন আপন প্রজাদিগকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনেন,

Digitized by Google

তখন যাকোব উল্লাসিত হইবে, ইস্রায়েল আনন্দ করিবে।

৫৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের প্রবোধন। যৎকালে সীফীয়েরা আসিয়া শৌলকে কহিল, "দায়ূদ কি আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত নাই?" তৎকালীন।

১ ঈশ্বর, তব নামে আমাকে পরিত্রাণ কর,
তোমার পরাক্রমে আমার বিচার নিষ্পন্ন কর।
২ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন,
আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর।
৩ কেননা অপরিচিতেরা আমার বিপক্ষে উঠিয়াছে,
ভীমবিক্রমীরা আমার প্রাণের অন্বেষণ করিয়াছে;
তাহারা আপনাদের সমক্ষে ঈশ্বরকে রাখে নাই। সেলা।
৪ দেখ, ঈশ্বর আমার সাহায্যকারী;
প্রভু আমার প্রাণরক্ষকদের মধ্যবর্ত্তী।
৫ তিনি অপকার আমার শত্রুদের কাছে ফিরাইয়া দিবেন;
তুমি আপন সত্যে তাহাদিগকে সংহার কর।
৬ আমি তোমার উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত বলিদান করিব;
হে সদাপ্রভো, তব নামের স্তব করিব, কেননা তাহা উত্তম।
৭ হাঁ, তিনি আমাকে সমস্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,
আমার চক্ষু আমার শত্রুগণের দশা দেখিয়াছে।

৫৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের প্রবোধন।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর,
আমার বিনতি হইতে লুকাইও না।
২ আমার প্রতি অবধান কর, আমাকে উত্তর দেও;
আমি ভাবনায় অস্থির হইতেছি, কোঁকাইতেছি,
৩ শত্রুর রব হেতু,
দুর্জনের অত্যাচার দর্শনে;
কেননা তাহারা আমাতে অধর্ম্ম আরোপ করে,
ক্রোধে আমাকে তাড়না করে।
৪ আমার অন্তরে চিত্ত বড় ব্যথিত হইতেছে;
মৃত্যুর ত্রাস আমাকে আক্রমণ করিয়াছে।
৫ ভয় ও কম্প আমাতে প্রবেশ করিয়াছে,
আমি মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইয়াছি।
৬ আমি কহিলাম, আহা! যদি কপোতের ন্যায় আমার পক্ষ হইত,
তবে আমি উড়িয়া গিয়া বাস করিতাম।
৭ দেখ, আমি ভ্রমণ করিয়া দূরে যাইতাম,
প্রান্তরে অবস্থিতি করিতাম। সেলা।
৮ আমি ত্বরায় রক্ষার্থে পলায়ন করিতাম,
প্রচণ্ড বায়ু ও ঝটিকা হইতে পলায়ন করিতাম।
৯ [উহাদিগকে] গ্রাস কর, প্রভো, উহাদের জিহ্বা ভিন্ন কর;
কেননা আমি নগরের মধ্যে দৌরাত্ম্য ও কলহ দেখিয়াছি।
১০ তাহারা দিবারাত্র প্রাচীরের উপরে নগর প্রদক্ষিণ করে,
আর অধর্ম্ম ও অন্যায় তন্মধ্যে রহিয়াছে।
১১ তন্মধ্যে দুষ্টতা রহিয়াছে;
উপদ্রব ও ছলনা তাহার চক ত্যাগ করে না।
১২ কোন শত্রু যে আমাকে তিরস্কার করিয়াছে, তাহা নয়,
করিলে আমি তাহা সহ্য করিতাম;
বিদ্বেষীও আমার বিরুদ্ধে দর্প করে নাই,
করিলে তাহা হইতে আপনাকে লুকাইতাম।
১৩ কিন্তু, আমার সমকক্ষ মনুষ্য যে তুমি,
আমার মিত্র ও আমার আত্মীয়, তুমিই তাহা করিয়াছ।
১৪ আমরা একত্র হইয়া মধুর মন্ত্রণা করিতাম,
আমরা জনতাসহ ঈশ্বরের গৃহে গমন করিতাম।
১৫ মৃত্যু তাহাদের উপরে হঠাৎ আইসুক;
তাহারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক;
কারণ তাহাদের আলয়ে ও অন্তরে দুষ্টতা আছে।
১৬ আমি কিন্তু ঈশ্বরকে আহ্বান করিব,
তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে পরিত্রাণ করিবেন।
১৭ সন্ধ্যায়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমি ধ্যান করিব ও কোঁকাইব,
আর তিনি আমার রব শুনিবেন।
১৮ তিনি আমার প্রতিকূল যুদ্ধ হইতে আমার প্রাণ কুশলে মুক্ত করিয়াছেন;
কারণ অনেকে আমার বিপক্ষ ছিল।
১৯ ঈশ্বর শুনিবেন, তাহাদিগকে উত্তর দিবেন;
তিনি চিরকালাবধি সমাসীন। সেলা।
উহাদের পরিবর্ত্তন হয় নাই,
আর উহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না।
২০ ঐ ব্যক্তি আপন মিত্রদের বিরুদ্ধে হস্ত তুলিয়াছে,
আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে।
২১ তাহার মুখ নবনীতের ন্যায় কোমল,
কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ যুদ্ধময়;
তাহার বাক্য সকল তৈল অপেক্ষা চিক্কণ,
তথাপি সে সকল বিকোষিত খড়্গস্বরূপ।
২২ তুমি সদাপ্রভুতে আপনার ভার অর্পণ কর;
তিনিই তোমাকে প্রতিপালন করিবেন,
কখনও ধার্ম্মিককে বিচলিত হইতে দিবেন না।
২৩ কিন্তু, হে ঈশ্বর, তুমিই উহাদিগকে বিনাশের কূপে নামাইবে;

Digitized by Google

রক্তপাতী ও ছলপ্রিয়েরা আয়ুর অর্দ্ধকালও
বাঁচিবে না;
কিন্তু আমি তোমার উপরে নির্ভর করিব।

৫৬ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, যোনৎ-এলম-রহোকীম। দায়ূদের। গীতরত্ন। যৎকালে পলেষ্টীয়েরা গাতে তাঁহাকে ধরিল, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কেননা মর্ত্ত্য
আমাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে;
সে সমস্ত দিন যুদ্ধ করতঃ আমার প্রতি উপদ্রব
করে।
২ আমার শত্রুগণ সমস্ত দিন আমাকে গ্রাস করিতে
চাহিতেছে;
কেননা অনেকে সদর্পে আমার প্রতিকূলে যুদ্ধ
করিতেছে।
৩ যখন আমার ভয় লাগে,
তখন আমি তোমাতে নির্ভর করিব।
৪ ঈশ্বরে আমি তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিব;
আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াছি, ভয় করিব না;
মাংসপিণ্ড আমার কি করিবে?
৫ তাহারা সমস্ত দিন আমার বাক্য মোচড়ায়;
তাহাদের সমস্ত সঙ্কল্প আমার বিপক্ষে অনি-
ষ্টের জন্য।
৬ তাহারা একত্র হয়, ঘাঁটি বসায়,
আমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করে,
এইরূপে তাহারা আমার প্রাণের অপেক্ষা
করিতেছে।
৭ অধর্ম্মের দ্বারা তাহারা কি বাঁচিবে?
হে ঈশ্বর, ক্রোধে জাতিদিগকে নিপাত কর।
৮ তুমি আমার ভ্রমণ গণনা করিতেছ;
আমার নেত্রজল তোমার কুপাতে রাখ;
তাহা কি তোমার খাতায় লিখিত নাই?
৯ আমার আহ্বানের দিনে আমার শত্রুগণ ফিরিয়া
যাইবে;
আমি ইহা জানি যে, ঈশ্বর আমার সপক্ষ।
১০ ঈশ্বরে আমি [তাঁহার] বাক্যের প্রশংসা করিব;
সদাপ্রভুতে [তাঁহার] বাক্যের প্রশংসা করিব।
১১ আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াছি, ভয় করিব না;
মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?
১২ হে ঈশ্বর, তোমার কাছে আমার মানত আছে;
আমি তোমাকে স্তবের উপহার দিব।
১৩ কেননা তুমি মৃত্যু হইতে আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ,
তুমি কি পতন হইতে আমার চরণ [উদ্ধার
কর নাই,]
যেন আমি জীবিতদের দীপ্তিতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে
গমনাগমন করি?

৫৭ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, অল-তশ্‌হেৎ। দায়ূদের। গীতরত্ন। যৎকালে তিনি শৌলের সম্মুখ হইতে গহ্বরে পলায়ন করেন, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কৃপা কর,
কেননা আমার প্রাণ তোমার শরণাগত;
তোমার পক্ষের ছায়ায় আমি শরণ লইব,
যে পর্য্যন্ত এই দুর্দ্দশা অতীত না হয়।
২ আমি পরাৎপর ঈশ্বরকে ডাকিব,
আমার কার্য্যসাধক ঈশ্বরকেই ডাকিব।
৩ তিনি স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিবেন, আমাকে
নিস্তার করিবেন,
আমার গ্রাসকারীর তিরস্কার কালে করিবেন;
সেলা।
ঈশ্বর আপন দয়া ও সত্য প্রেরণ করিবেন।
৪ আমার প্রাণ সিংহগণের মধ্যে আছে;
অগ্নি-শিখাস্বরূপদের মধ্যে আমি শয়ন করি,
সেই মনুষ্য-সন্তানদের দন্তগুলি বড়শা ও বাণ,
তাহাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গ।
৫ হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে উন্নত হও,
সমস্ত ভূমণ্ডলের উপরে তোমার গৌরব হউক।

৬ তাহারা আমার চরণের জন্য জাল পাতিয়াছে,
আমার প্রাণ অবনত হইয়াছে;
তাহারা আমার সম্মুখে খাত খনন করিয়াছে,
আপনারাই তাহার মধ্যে পতিত হইল। সেলা।
৭ হে ঈশ্বর, মম চিত্ত সুস্থির, মম চিত্ত সুস্থির;
আমি গান করিব, আমি স্তব করিব।
৮ হে আমার গৌরব, জাগ্রত হও; নেবল ও বীণে,
জাগ্রত হও;
আমি ঊষাকে জাগাইব।
৯ হে প্রভো, আমি জাতিদের মধ্যে তোমার স্তব
করিব,
আমি লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা গাইব।
১০ কেননা তোমার দয়া গগন পর্য্যন্ত মহৎ,
তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত।
১১ হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে উন্নত হও,
সমস্ত ভূমণ্ডলের উপরে তোমার গৌরব হউক।

৫৮ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, অল-তশ্‌হেৎ। দায়ূদের। গীতরত্ন।

১ মৌনী হইয়া তোমরা কি ধর্ম্মনীতি কহিতেছ?
মনুষ্য-সন্তানবর্গ! তোমরা কি ন্যায় বিচার
করিতেছ?
২ তোমরা হৃদয়ে দুষ্টতা সাধন করিতেছ,
দেশে স্বহস্তের উপদ্রব তৌল করিতেছ,
৩ দুষ্টগণ গর্ভ হইতেই বিপথগামী,

Digitized by Google

তাহারা জন্মাবধি মিথ্যা কহিতে কহিতে ভ্রমপথে বেড়ায়।
৪ সর্পবিষের মত তাহাদের বিষ ;
তাহারা বধির কালসর্পের সদৃশ, যে কর্ণ রোধ করে,
৫ যে সাপুড়ের স্বর শুনে না,
নিপুণ মন্ত্রপাঠকের স্বর শুনে না।
৬ হে ঈশ্বর, তাহাদের মুখে দন্ত ভাঙ্গিয়া দেও ;
সদাপ্রভো, যুবসিংহদের কসের দন্ত উৎপাটন কর।
৭ তাহারা প্রবহমাণ জলের ন্যায় বিলীন হউক,
সে বাণ যোজনা করিলে তাহা ছিন্নবৎ হউক।
৮ দ্রবীভূত শম্বুকের ন্যায় তাহারা গলিয়া যাউক,
সূর্য্য দেখে নাই, অবলার এমন গর্ত্তস্রাবের ন্যায় হউক।
৯ তোমাদের হাঁড়ী কণ্টক টের না পাইতে,
তিনি কাঁচা ও জলন্ত সকলই ঝড়ে উড়াইয়া দিবেন।
১০ ধার্ম্মিক লোক প্রতিফল দেখিয়া আনন্দিত হইবে,
সে দুর্জ্জনের রক্তে আপন পাদ প্রক্ষালন করিবে ;
১১ তাহাতে মনুষ্যগণ কহিবে, ধার্ম্মিক সত্যই ফল পায়,
সত্যই পৃথিবীতে বিচারসাধক ঈশ্বর আছেন।

৫৯ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, অল-তশ্‌হেৎ। দায়ূদের গীতরত্ন। যৎকালে শৌলের প্রেরিত লোকেরা দায়ূদকে বধ করণার্থে তাঁহার গৃহের নিকটে ঘাঁটি বসাইল, তৎকালীন।

---

১ হে আমার ঈশ্বর, আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
আমার বিপক্ষগণ হইতে আমাকে উচ্চে স্থাপন কর।
২ অধর্ম্মাচারীদের হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
রক্তপাতী মনুষ্যদের হইতে আমাকে রক্ষা কর।
৩ কারণ দেখ, তাহারা আমার প্রাণের জন্য লুক্কায়িত আছে,
বলবানেরা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইতেছে,
সদাপ্রভো, আমার অধর্ম্মের জন্য নয়, আমার পাপের জন্য নয়।
৪ আমার বিনা অপরাধে তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া প্রস্তুত হইতেছে ;
তুমি আমাকে দেখা দিবার জন্য জাগ্রত হও, দৃষ্টিপাত কর।
৫ হে সদাপ্রভো, বাহিনীগণের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
তুমি সমস্ত জাতিকে প্রতিফল দিবার জন্য উঠ,
কোন অধর্ম্মী বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কৃপা করিও না। সেলা।
৬ তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আইসে, কুকুরের ন্যায় শব্দ করে,
নগরের চারিদিকে ভ্রমণ করে।
৭ দেখ, তাহারা মুখে বক্‌বক্‌ করিতেছে,
তাহাদের ওষ্ঠের মধ্যে খড়্গ আছে ;
কেননা [তাহারা বলে,] কে শুনিতে পায় ?
৮ কিন্তু, সদাপ্রভো ! তুমি তাহাদিগকে পরিহাস করিবে,
তুমি সমস্ত জাতিকে বিদ্রূপ করিবে।
৯ হে আমার বল, আমি তোমার অপেক্ষা করিব ;
কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গ।
১০ আমার দয়াবান ঈশ্বর আমার সম্মুখবর্ত্তী হইবেন,
ঈশ্বর আমার শত্রুদের দশা আমাকে দেখাইবেন।
১১ তুমি তাহাদিগকে বধ করিও না, পাছে আমার লোকেরা বিস্মৃত হয় ;
হে প্রভো, আমাদের ঢাল,
তোমার শক্তিতে তাহাদিগকে ছড়াইয়া নীচে ফেল।
১২ তাহাদের ওষ্ঠাধরের বাক্য মুখের পাপমাত্র ;
তাহাদের অভিশাপ ও মিথ্যা কথা হেতু
তাহারা আপনাদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুক,
১৩ তুমি ক্রোধে তাহাদিগকে সংহার কর, সংহার কর, যেন তাহারা আর না থাকে ;
তাহারা জানুক, ঈশ্বর যাকোবের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন,
পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করেন। সেলা।
১৪ তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আইসুক, কুকুরের ন্যায় শব্দ করুক,
নগরের চারিদিকে ভ্রমণ করুক।
১৫ তাহারা খাদ্যের চেষ্টায় পর্য্যটন করিবে,
তৃপ্ত না হইলে রাত্রি-যাপন করিবে।
১৬ কিন্তু আমি তোমার বল কীর্ত্তন করিব,
তব দয়ার জন্য প্রত্যূষে আনন্দধ্বনি করিব ;
কেননা তুমি আমার উচ্চদুর্গ হইয়া আসিতেছ,
আমার সঙ্কটের দিনে আশ্রয় হইয়া আসিতেছ।
১৭ হে আমার বল, আমি তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব,
কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গ, তিনি আমার দয়াবান ঈশ্বর।

৬০ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শূষন-এদূৎ। দায়ূদের গীতরত্ন। শিক্ষার্থক। যৎকালে অরাম-নহরয়িমের ও অরাম-সোবার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, আর যোয়াব ফিরিয়া লবণোপত্যকায় ইদোমের দ্বাদশ সহস্র লোককে নিহনন করেন, তৎকালীন।

---

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, ভগ্ন করিয়াছ,

Digitized by Google

তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ; ফিরিয়া আমাদিগকে স্বস্থ
কর।
২ তুমি দেশ কম্পান্বিত ও বিদীর্ণ করিয়াছ;
দেশের ভঙ্গের প্রতীকার কর, কেননা দেশ বিচ-
লিত হইতেছে।
৩ তুমি আপন প্রজাদিগকে কষ্ট দেখাইয়াছ,
তুমি আমাদিগকে টলনমদ্য পান করাইয়াছ।
৪ যাহারা তোমাকে ভয় করে, তুমি তাহাদিগকে
এক পতাকা দিয়াছ,
যেন তাহা সত্যের পক্ষে তোলা যায়। সেলা।
৫ তোমার প্রিয়েরা যেন উদ্ধার পায়,
তজ্জন্য তুমি নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পরিত্রাণ কর,
আমাদিগকে উত্তর দেও।
৬ ঈশ্বর আপন পবিত্রতায় কথা কহিয়াছেন; আমি
উল্লাস করিব,
আমি শিখিম বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের তল-
ভূমি মাপিব।
৭ গিলিয়দ আমার, মনঃশিও আমার;
আর ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ;
যিহূদা আমার বিচারদণ্ড;
৮ মোয়াব আমার প্রক্ষালনপাত্র;
আমি ইদোমের উপরে নিজ পাদুকা নিক্ষেপ
করিব;
হে পলেষ্টিয়া, তুমি আমার জন্য উচ্চধ্বনি কর।
৯ কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে লইয়া যাইবে?
কে ইদোম পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে?
১০ হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাদিগকে ত্যাগ কর নাই?
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের বাহিনীগণ সহ গমন
কর না।
১১ বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য কর;
কেননা মনুষ্যের সাহায্য অলীক।
১২ ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিব;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদিগকে মর্দ্দন করিবেন।

৬১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে।
দায়ূদের।

১ হে ঈশ্বর, আমার কাকুক্তি শ্রবণ কর,
আমার প্রার্থনায় অবধান কর।
২ চিত্ত উদ্বিগ্ন হইলে আমি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে
তোমাকে ডাকিব;
আমা অপেক্ষা উচ্চ শৈলে আমাকে লইয়া যাও।
৩ কেননা তুমি আমার আশ্রয় হইয়া আসিতেছ;
শত্রু হইতে রক্ষাকারী দৃঢ় দুর্গ হইয়াছ।
৪ আমি চিরকাল তোমার তাম্বুতে বাস করিব,
তব পক্ষযুগের অন্তরালে আশ্রয় লইব। সেলা।
৫ কেননা, হে ঈশ্বর, তুমিই আমার মানত সকল
শুনিয়াছ,
যাহারা তোমার নাম ভয় করে, তাহাদের অধি-
কার আমাকে দিয়াছ।
৬ তুমি রাজার আয়ু বৃদ্ধি করিবে,
তাঁহার বৎসর পুরুষে পুরুষে থাকিবে।
৭ তিনি অনন্তকাল ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসতি করি-
বেন;
দয়া ও সত্যকে তাঁহার রক্ষার্থে নিযুক্ত কর।
৮ তাহাতে আমি চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা
গাইব,
দিন দিন আপন মানত পূর্ণ করিব।

৬২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদূথূনের নিমিত্ত।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ মম প্রাণ নীরবে ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতেছে,
তাঁহা হইতেই আমার পরিত্রাণ।
২ কেবল তিনিই মম অচল ও মম পরিত্রাণ;
তিনি মম উচ্চদুর্গ, আমি অতিশয় বিচলিত
হইব না।
৩ তোমরা কত কাল এক জন মনুষ্যকে আক্রমণ
করিবে,
হেলিয়া পড়া ভিত্তি ও ভাঙ্গা বেড়ার ন্যায়
তোমরা সকলে তাহাকে হনন করিবে?
৪ উহারা কেবল তাহার উচ্চপদ হইতে তাহাকে
নিপাত করিবার মন্ত্রণা করিতেছে;
উহারা মিথ্যা কথায় আমোদ করে;
উহারা মুখে আশীর্ব্বাদ করে, কিন্তু অন্তরে শাপ
দেয়। সেলা।
৫ হে আমার প্রাণ, নীরবে ঈশ্বরেরই অপেক্ষা কর;
কেননা তাঁহা হইতেই আমার প্রত্যাশা।
৬ কেবল তিনিই মম অচল ও মম পরিত্রাণ;
তিনি মম উচ্চদুর্গ, আমি বিচলিত হইব না।
৭ মম পরিত্রাণ ও মম গৌরব ঈশ্বরনিষ্ঠ;
মম বলের অচল ও মম আশ্রয় ঈশ্বরে বিদ্যমান।
৮ হে লোক সকল, সতত তাঁহাতে নির্ভর কর,
তাঁহারই সম্মুখে তোমাদের মনের কথা ভাঙ্গিয়া
বল;
ঈশ্বরই আমাদের আশ্রয়। সেলা।
৯ সামান্য লোকেরা বাষ্পমাত্র, মান্য লোকেরা
মিথ্যা;
তাহাদিগকে তৌল করিলে তাহারা উপরে উঠে;
তাহাদের সাকল্য বাষ্প অপেক্ষা লঘু।
১০ তোমরা উপদ্রবে নির্ভর করিও না;
অপহরণের শ্লাঘা করিও না;
ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য হইলে তাহাতে মন দিও না।
১১ ঈশ্বর এক বার বলিয়াছেন,
দুই বার আমি এই কথা শুনিয়াছি;
পরাক্রম ঈশ্বরেরই।

Digitized by Google

১২ আর, হে প্রভো, দয়াও তোমার,
কারণ তুমিই প্রত্যেককে তাহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিয়া থাক।

৬৩

দায়ূদের সঙ্গীত। যিহূদার প্রান্তরে তাঁহার অবস্থিতিকালীন।

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি সযত্নে তোমার অন্বেষণ করিব;
শুষ্ক ও শ্রান্তিকর দেশে, জলবিহীন দেশে,
আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসু, আমার মাংস তোমার জন্য লালায়িত।
২ এইরূপে আমি পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চাহিয়া থাকিতাম,
তোমার পরাক্রম ও তোমার গৌরব দেখিবার জন্য।
৩ তোমার দয়া ত জীবন হইতেও উত্তম;
আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে।
৪ এইরূপে আমি যাবজ্জীবন তব ধন্যবাদ করিব,
আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাইব।
৫ যেমন মেদ ও মজ্জাতে হয়, তেমনি আমার প্রাণ তৃপ্ত হইবে,
আমার মুখ সানন্দ ওষ্ঠাধরে তব প্রশংসা করিবে।
৬ আমি শয্যার উপরে যখন তোমায় স্মরণ করি,
তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান করি।
৭ কেননা তুমি আমার সহায় হইয়া আসিতেছ,
তোমার পক্ষযুগলের ছায়াতে আমি আনন্দধ্বনি করিব।
৮ আমার প্রাণ পদে পদে তোমার অনুসঙ্গী;
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিয়া রাখে।
৯ কিন্তু উহারা বিনাশার্থে আমার প্রাণের অন্বেষণ করে,
তাহারা পৃথিবীর অধঃস্থানে যাইবে।
১০ তাহারা খড়্গের হস্তে সমর্পিত হইবে,
তাহারা শৃগালের খাদ্য হইবে।
১১ কিন্তু রাজা ঈশ্বরে আনন্দ করিবেন;
যে কেহ তাঁহাতে শপথ করে, সে শ্লাঘা করিবে;
কারণ মিথ্যাবাদীদের মুখ রুদ্ধ হইবে।

৬৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার কাতরোক্তির রব শুন,
শত্রুভয় হইতে আমার জীবন রক্ষা কর।
২ দুরাচারদের গূঢ় মন্ত্রণা হইতে,
অধর্ম্মাচারীদের জনতা হইতে, আমাকে সঙ্গোপন কর।
৩ তাহারা খড়্গের ন্যায় আপন আপন জিহ্বা শাণিত করিয়াছে;
তাহারা কটুবাক্যরূপ তীর যোজনা করিয়াছে,
৪ যেন গোপনে সিদ্ধ লোকের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করে;
তাহারা অকস্মাৎ তাহাকে বাণ মারে, ভয় করে না।
৫ তাহারা কুমন্ত্রণায় আপনাদিগকে সবল করে,
গোপনে ফাঁদ পাতিবার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে;
তাহারা বলে, কে আমাদিগকে দেখিবে?
৬ তাহারা অপরাধের সন্ধান করিয়া লয়,
[বলে,] আমরা সন্ধানের চূড়ান্ত করিয়াছি,
প্রত্যেকের অন্তর্ভাব ও হৃদয় গভীর।
৭ কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বাণ মারিবেন,
অকস্মাৎ তাহারা বাণে আহত হইবে।
৮ এইরূপে তাহারা উছোট খাইবে; তাহাদের জিহ্বা তাহাদের বিপক্ষ হইবে;
যত লোক তাহাদিগকে দেখিবে, সকলে শিরশ্চালন করিবে।
৯ আর মনুষ্যমাত্র ভীত হইবে,
তাহারা ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রচার করিবে,
তাঁহার কার্য্য বিবেচনা করিবে।
১০ ধার্ম্মিক লোক সদাপ্রভুতে আনন্দ করিবে, ও তাঁহার শরণাগত থাকিবে,
আর সরলচিত্ত সকলে শ্লাঘা করিবে।

৬৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সঙ্গীত। দায়ূদের গীত।

১ হে ঈশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা নীরবে তোমার অপেক্ষা করে,
তোমার উদ্দেশে মানত পূর্ণ করা যাইবে।
২ হে প্রার্থনা-শ্রবণকারিন্,
তোমারই কাছে মর্ত্ত্যমাত্র আসিবে।
৩ অপরাধসমূহ আমা হইতে প্রবল;
তুমি আমাদের অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা করিবে।
৪ ধন্য সেই, যাহাকে তুমি মনোনীত করিয়া নিকটে আন,
সে তোমার প্রাঙ্গণে বাস করিবে;
আমরা তোমার গৃহের উত্তম দ্রব্যে,
তব পবিত্র মন্দিরের উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত হইব।
৫ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর,
তুমি ধার্ম্মিকতায় ভয়ানক ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগকে উত্তর দিবে;
তুমি পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের,
এবং দূরবর্ত্তী সমুদ্রবাসীদের বিশ্বাসভূমি।
৬ তুমি নিজ শক্তিতে পর্ব্বতগণের স্থাপনকর্ত্তা;
তুমি পরাক্রমে বদ্ধকটি।
৭ তুমি সমুদ্রের গর্জ্জন, তাহার তরঙ্গের গর্জ্জন,
ও জাতিগণের কোলাহল শান্ত করিয়া থাক।

Digitized by Google

৮ আর প্রান্তনিবাসীরা তোমার অভিজ্ঞান সকল দেখিয়া ভয় পায় ;
তুমি প্রত্যূষের ও সন্ধ্যাকালের উদ্গম-স্থানকে আনন্দগানময় করিয়া থাক।
৯ তুমি পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করিতেছ, উহাতে জল সেচন করিতেছ,
উহা অতিশয় ধনাঢ্য করিতেছ ;
ঈশ্বরের নদী জলে পরিপূর্ণ ;
এইরূপে তুমি প্রস্তুত করতঃ তুমি মনুষ্যদের শস্য প্রস্তুত করিয়া থাক।
১০ তুমি তাহার সীতা সকল জলসিক্ত ও আলি সকল সমান করিয়া থাক,
তুমি বৃষ্টি দ্বারা তাহা কোমল করিয়া থাক,
তাহার অঙ্কুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাক।
১১ তুমি আপন মঙ্গলভাবের বৎসরকে মুকুট পরাইয়া থাক,
তোমার চক্রচিহ্ন দিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য ক্ষরে।
১২ তাহা প্রান্তরস্থ বাথান সকলেতে ক্ষরে ;
এবং উপপর্ব্বতগণ হর্ষরূপ কটিবন্ধন পায়।
১৩ মাঠ সকল মেষপালে ভূষিত হয়,
তলভূমি সকল শস্যে পরিচ্ছন্ন হয় ;
তাহারা জয়ধ্বনি করে, তাহারা গান করে।

৬৬ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত। সঙ্গীত।

১ সমস্ত ভুবন ! ঈশ্বরোদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন কর,
তাঁহার প্রশংসা গৌরবান্বিত কর।
৩ ঈশ্বরকে বল, তোমার কর্ম্ম সকল কি ভয়ানক !
তোমার পরাক্রমের মহত্ত্বে তোমার শত্রুগণ তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে।
৪ সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে,
ও তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিবে ;
তাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে। সেলা।
৫ চল, ঈশ্বরের ক্রিয়া সকল দেখ ;
মনুষ্য-সন্তানদের উপরে তিনি কর্ম্মে ভয়াই।
৬ তিনি সমুদ্রকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করিলেন ;
লোকেরা নদীমধ্য দিয়া পদব্রজে গমন করিল,
সেই স্থানে আমরা তাঁহাতে আনন্দ করিলাম।
৭ তিনি নিজ পরাক্রমে অনন্তকাল কর্তৃত্ব করেন ;
তাঁহার চক্ষু জাতিগণকে নিরীক্ষণ করিতেছে ;
বিদ্রোহীরা আপনাদিগকে উচ্চ না করুক। সেলা।
৮ হে জাতিগণ, আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর,
তাঁহার প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করাও।
৯ তিনিই আমাদের প্রাণ জীবদ্দশায় স্থির করেন,
আমাদের চরণ টলিতে দেন না।
১০ কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পরীক্ষা করিয়াছ,
রৌপ্য পোড় দিবার ন্যায় আমাদিগকে পোড় দিয়াছ ;
১১ তুমি আমাদিগকে জালে ফেলিয়াছ,
আমাদের কটিদেশে ভারগ্রস্ত করিয়াছ।
১২ তুমি আমাদের মস্তকের উপর দিয়া অশ্বারূঢ় মনুষ্যদিগকে চালাইয়াছ ;
আমরা অগ্নি ও জলমধ্য দিয়া গমন করিয়াছি ;
তথাপি তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধিতে আনিয়াছ।
১৩ আমি হোমবলি লইয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিব,
আমি তোমার উদ্দেশে আমার সেই মানত সকল পূর্ণ করিব,
১৪ যাহা আমার ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করিয়াছে,
যাহা সঙ্কটের সময়ে আমার মুখ বলিয়াছে।
১৫ আমি তোমার উদ্দেশে মেদযুক্ত হোমবলি উৎসর্গ করিব,
তাহার সহিত মেষরূপ ধূপদাহ করিব ;
আমি ছাগদের সহিত বৃষদিগকেও বলিদান করিব। সেলা।
১৬ হে ঈশ্বর-ভীত সকলে, তোমরা আসিয়া শ্রবণ কর ;
আমার প্রাণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করি।
১৭ আমি নিজ মুখে তাঁহাকে ডাকিলাম,
তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।
১৮ যদি চিত্তে অধর্ম্মের প্রতি তাকাইতাম,
তবে প্রভু শুনিতেন না।
১৯ কিন্তু সত্যই ঈশ্বর শুনিয়াছেন ;
তিনি আমার প্রার্থনার রবে অবধান করিয়াছেন।
২০ ঈশ্বর ধন্য হউন,
যিনি আমার প্রার্থনা, এবং আমা হইতে নিজ দয়া, দূর করেন নাই।

৬৭ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর আমাদিগকে কৃপা করুন, আশীর্ব্বাদ করুন,
আমাদের প্রতি নিজ মুখ উজ্জ্বল করুন। সেলা।
২ এইরূপে যেন পৃথিবীতে তোমার পথ,
ও যাবতীয় জাতির মধ্যে তোমার পরিত্রাণ বিদিত হয়।
৩ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক,
যাবতীয় জাতি তোমার স্তব করুক।
৪ লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দগান করুক ;
যেহেতুক তুমি ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবে,
পৃথিবীতে লোকবৃন্দের শাসন করিবে। সেলা।

Digitized by Google

৫ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক,
যাবতীয় জাতি তোমার স্তব করুক।
৬ পৃথিবী নিজ ফল দিয়াছে ;
ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
৭ ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত তাঁহাকে ভয় করিবে।

৬৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর উঠুন, তাঁহার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক,
তাঁহার বিদ্বেষিগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক।
২ যেমন ধূম চালিত হয়, তেমনি তুমি তাহাদিগকে চালিত কর ;
যেমন অগ্নির সম্মুখে মোম গলিয়া যায়,
তেমনি ঈশ্বরের সম্মুখে দুষ্টগণ বিনষ্ট হউক।
৩ কিন্তু ধার্ম্মিকগণ আনন্দ করুক, ঈশ্বরের সাক্ষাতে উল্লাস করুক,
তাহারা আনন্দে আহ্লাদিত হউক।
৪ তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাও,
তাঁহার নামের কীর্ত্তন কর ;
যিনি মরুভূমি দিয়া বাহনে আসিতেছেন, তাঁহার জন্য রাজপথ বাঁধ ;
তাঁহার নাম 'যাঃ', তাঁহার সাক্ষাতে উল্লাস কর।
৫ ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে
পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্ত্তা।
৬ ঈশ্বর সঙ্গিহীনদিগকে পরিবার মধ্যে বাস করান,
তিনি বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন ;
কিন্তু বিদ্রোহীরা দগ্ধ ভূমিতে বাস করে।

৭ হে ঈশ্বর, তুমি যখন নিজ প্রজাগণের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলে,
শুষ্ক ভূমি দিয়া গমন করিতেছিলে, সেলা।
৮ তখন পৃথিবী কম্পমান হইল,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে আকাশও জলবিন্দুময় হইল ;
ঐ সীনয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে [কাঁপিয়া উঠিল]।
৯ হে ঈশ্বর, তুমি জলধারা বর্ষাইলে,
তোমার অধিকার ক্লান্ত হইলে তুমিই তাহা সুস্থির করিলে।
১০ তোমার সমাজ তাহার মধ্যে বাস করিল ;
হে ঈশ্বর, তুমি আপন মঙ্গলভাবে দুঃখীর নিমিত্তে আয়োজন করিলে।
১১ প্রভু বাক্য দেন,
সুসমাচার প্রচারিকাগণ মহাবাহিনী।
১২ বাহিনীগণের রাজারা পলায়ন করেন, পলায়ন করেন,
আর গৃহবাসিনী দ্রব্য বিভাগ করিয়া লয়।
১৩ তোমরা কি বাথান মধ্যে শয়ন করিবে,
রৌপ্যমণ্ডিত কপোতের পক্ষবৎ হইবে,
যাহার পালখ হরিৎ সুবর্ণমণ্ডিত ?
১৪ সর্ব্বশক্তিমান যখন রাজাদিগকে দেশে ছিন্নভিন্ন করিলেন,
তখন সল্মোন পর্ব্বতে [যেন] তুষার পড়িল।
১৫ বাশন পর্ব্বত ঈশ্বরের এক পর্ব্বত,
বাশন পর্ব্বত বহুশৃঙ্গ পর্ব্বত।
১৬ হে বহুশৃঙ্গ পর্ব্বতগণ, ঈশ্বর আপন নিবাসের নিমিত্তে যে পর্ব্বতে প্রীত হইয়াছেন,
তৎপ্রতি তোমরা কেন কুটিল দৃষ্টি করিতেছ ?
অবশ্য সদাপ্রভু চিরকাল তথায় বাস করিবেন।
১৭ ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ,
প্রভু সে সকলের মধ্যবর্ত্তী ; যেমন সীনয়ে, তাঁহার পবিত্র স্থানে।
১৮ তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলে, বন্দিগণকে বন্দি করিলে,
মনুষ্যদের মধ্যে দান গ্রহণ করিলে ;
এমন কি, বিদ্রোহীদিগকেও গ্রহণ করিলে,
যেন সদাপ্রভু ঈশ্বর [তথায়] বাস করেন।
১৯ প্রভু ধন্য হউন ; তিনি দিন দিন আমাদের ভার বহন করেন ;
সেই ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ। সেলা।
২০ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পরিত্রাণসাধক ঈশ্বর ;
মৃত্যু হইতে উত্তরণ প্রভু সদাপ্রভুরই বশে।
২১ ঈশ্বর অবশ্য আপন শত্রুগণের মস্তক
ও কুপথগামীর সকেশ কপাল চূর্ণ করিবেন।
২২ প্রভু কহিলেন, আমি বাশন হইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব,
আমি সমুদ্রের গভীর তল হইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব,
২৩ যেন তোমার চরণ রক্তে ডুবাইতে পার,
যেন তোমার কুকুরদের জিহ্বা শত্রুগণের রক্ত চাটে।
২৪ হে ঈশ্বর, লোকে তোমার গমন দেখিয়াছে ;
পবিত্র স্থানে আমার ঈশ্বরের, আমার রাজার, গমন [দেখিয়াছে]।
২৫ অগ্রে গায়কগণ, পশ্চাতে বাদ্যকরগণ চলিল,
বাদ্যবাদিনী কুমারীদের মধ্যস্থানে।
২৬ জনসমাগমের মধ্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর ;
হে ইস্রায়েল-উৎসোৎপন্ন লোক, তোমরা প্রভুর ধন্যবাদ কর।
২৭ সেখানে আছেন তাহাদের শাসক কনিষ্ঠ বিন্যামীন,

Digitized by Google

যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও তাহাদের জনগণ,
সবূলূনের অধ্যক্ষগণ, নপ্তালির অধ্যক্ষগণ।

২৮ তোমার ঈশ্বর তোমার বলের আজ্ঞা দিয়াছেন,
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের নিমিত্তে যাহা সাধন করিয়াছ, তাহা সবল কর।
২৯ যিরূশালেমে তোমার মন্দির আছে বলিয়া,
রাজগণ তোমার উদ্দেশে উপহার আনিবেন।
৩০ তুমি নলবনের বন্যপশুকে ভর্ৎসনা কর,
বৃষদের মণ্ডলীকে ও জাতিদের গোবৎসদিগকে ভর্ৎসনা কর;
তাহারা প্রত্যেকে রৌপ্যের খান লইয়া পদতলস্থ হউক;
যে যে জাতি যুদ্ধ ভাল বাসে, তিনি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন।
৩১ মিসর হইতে প্রধান প্রধান লোক আসিবে;
কূশ শীঘ্র ঈশ্বরের কাছে কৃতাঞ্জলি হইবে।
৩২ হে পৃথিবীস্থ রাজ্য সকল, ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাও;
সেই প্রভুর প্রশংসা গান কর, সেলা।
৩৩ যিনি আদিকালীয় স্বর্গের স্বর্গ দিয়া রথারোহণে গমন করেন;
দেখ, তিনি আপন রব, পরাক্রান্ত রব উদীরণ করেন;
৩৪ ঈশ্বরের পরাক্রম কীর্ত্তন কর;
তাঁহার মহিমা ইস্রায়েলের উপরে,
তাঁহার পরাক্রম আকাশমণ্ডলে রহিয়াছে।
৩৫ হে ঈশ্বর, তুমি তোমার ধর্ম্মধামে ভয়াই;
যিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তিনিই আপন প্রজাদিগকে পরাক্রম ও শক্তি দেন।
ঈশ্বর ধন্য হউন।

৬৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম। দায়ূদের।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে পরিত্রাণ কর,
কেননা আমার প্রাণ পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে।
২ আমি অগাধ পঙ্কে ডুবিয়াছি, দাঁড়াইবার স্থল নাই;
গভীর জলে আসিয়াছি, বন্যা আমার উপর দিয়া যাইতেছে।
৩ আমি ডাকিতে ডাকিতে ক্লান্ত হইয়াছি, আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে;
আমার ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতে করিতে আমার নয়ন নিস্তেজ হইয়াছে।
৪ যাহারা অকারণে আমার বিদ্বেষী, তাহারা আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও অনেক;
আমার উচ্ছেদার্থী মিথ্যাবাদী শত্রুগণ বলবান;
আমি যাহা অপহরণ করি নাই, তাহা ফিরাইয়া দিলাম।
৫ হে ঈশ্বর, তুমি আমার মূঢ়তা জ্ঞাত আছ;
আমার দোষ সকল তোমা হইতে গুপ্ত নয়।
৬ হে প্রভো, বাহিনীগণের সদাপ্রভো, তোমার অপেক্ষাকারিগণ আমাতে লজ্জিত না হউক;
হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমার অন্বেষণকারিগণ আমা দ্বারা অপমানিত না হউক।
৭ কেননা তোমারই নিমিত্তে আমি তিরস্কার সহ করিয়াছি,
আমার মুখ লজ্জায় আচ্ছাদিত হইয়াছে।
৮ আমি নিজ ভ্রাতৃগণের কাছে বিদেশী,
সহোদরগণের কাছে বিজাতীয় হইয়াছি।
৯ কারণ তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিয়াছে;
যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িয়াছে।
১০ আমি রোদন করিলাম, উপবাস দ্বারা প্রাণকে [ক্লেশ দিলাম],
তাহা আমার দুর্নামের বিষয় হইল।
১১ যখন আমি চট পরিধান করিলাম,
তখন তাহাদের কাছে প্রবাদের বিষয় হইলাম।
১২ যাহারা পুরদ্বারে বসে, তাহারা আমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে;
আমি সুরাপায়ীদের গীতস্বরূপ।
১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, আমি তোমারই নিকটে গ্রাহ্য সময়ে প্রার্থনা করিতেছি;
হে ঈশ্বর, তোমার দয়ার বাহুল্যে,
তোমার পরিত্রাণের সত্যে, আমাকে উত্তর দেও।
১৪ পঙ্ক হইতে আমাকে উদ্ধার কর, ডুবিয়া যাইতে দিও না;
বিদ্বেষিগণ হইতে ও গভীর জল হইতে যেন উদ্ধার পাই।
১৫ জলের বন্যা আমার উপর ছাপিয়া না উঠুক,
অগাধ জল আমাকে গ্রাস না করুক;
আমার উপরে কূপ আপন মুখ বন্ধ না করুক।
১৬ হে সদাপ্রভো, আমাকে উত্তর দেও, কেননা তোমার দয়া উত্তম;
তোমার কৃপার বাহুল্যানুসারে আমার প্রতি মুখ ফিরাও।
১৭ তোমার এই দাসের প্রতি মুখ আচ্ছাদন করিও না;
কারণ আমি সঙ্কটাপন্ন, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও।
১৮ নিকটে আসিয়া আমার প্রাণ মুক্ত কর;
আমার শত্রুগণ হেতু আমাকে নিস্তার কর।
১৯ তুমি আমার দুর্নাম, লজ্জা ও অপমান জ্ঞাত;
আমার বিপক্ষেরা সকলে তোমার সম্মুখবর্ত্তী।

Digitized by Google

২০ তিরস্কারে আমার মনোভঙ্গ হইয়াছে, আমি অবসন্ন হইলাম,
আমি সহানুভূতির অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহা নাই ;
সান্ত্বনাকারীদের অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও পাইলাম না।
২১ আবার লোকে আমার খাদ্যের জন্য বিষ দিল,
আমার পিপাসাকালে অম্লরস পান করাইল।
২২ তাহাদের মেজ তাহাদের সম্মুখে ফাঁদস্বরূপ,
শান্তিকালে তাহাদের পাশস্বরূপ হউক।
২৩ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন তাহারা দেখিতে না পায় ;
তুমি তাহাদের কটিদেশ চির-কম্পযুক্ত কর।
২৪ তাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ ঢালিয়া দেও,
তোমার কোপাগ্নি তাহাদিগকে ধরুক।
২৫ তাহাদের নিবাস শূন্য হউক,
তাহাদের তাম্বুতে কেহ বাস না করুক।
২৬ কেননা তাহারা তোমার প্রহারিত ব্যক্তিকে তাড়না করে,
তোমার আহত লোকদের ব্যথা বর্ণনা করে।
২৭ তাহাদের অপরাধের উপরে অপরাধ যোগ কর,
তাহারা তোমার ধার্ম্মিকতায় প্রবেশ না করুক।
২৮ জীবন-পুস্তক হইতে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক,
ধার্ম্মিকগণসহ তাহাদের অঙ্কপাত না হউক।
২৯ কিন্তু আমি দুঃখী ও ব্যথিত,
হে ঈশ্বর, তোমার পরিত্রাণ আমাকে উন্নত করুক।
৩০ আমি গীত দ্বারা ঈশ্বরের নাম প্রশংসিব,
স্তব দ্বারা তাঁহার মহিমা স্বীকার করিব।
৩১ গোরু অপেক্ষা, শৃঙ্গ ও খুরযুক্ত বৃষ অপেক্ষা,
তাহাই সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হইবে।
৩২ নম্রগণ তাহা দেখিয়া আনন্দ করিবে ;
ঈশ্বরান্বেষিগণ ! তোমাদের হৃদয় সঞ্জীবিত হউক।
৩৩ কেননা সদাপ্রভু দরিদ্রদের কথা শ্রবণ করেন,
তিনি আপনার বন্দিগণকে তুচ্ছ করেন না।
৩৪ আকাশ ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসা করুক,
সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্ব জঙ্গম প্রশংসা করুক।
৩৫ কেননা ঈশ্বর সিয়োনের পরিত্রাণ করিবেন, ও যিহূদার নগর সকল গাঁথিবেন ;
লোকে সেখানে বাস করিয়া অধিকার পাইবে।
৩৬ তাঁহার দাসদের বংশই তাহা ভোগ করিবে ;
যাহারা তাঁহার নাম ভাল বাসে, তাহারা তথায় বসতি করিবে।

৭০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের। স্মরণার্থক।

১ হে ঈশ্বর, আমার উদ্ধারার্থে ত্বরা কর ;
হে সদাপ্রভো, আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর।
২ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে,
তাহারা লজ্জিত ও হতাশ হউক ;
যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়,
তাহারা হটিয়া যাউক, অপমানিত হউক।
৩ যাহারা অহো, অহো, বলিয়া ডাকে,
তাহারা লজ্জা প্রযুক্ত ফিরিয়া যাউক।
৪ তোমার অন্বেষণকারী সকলে তোমাতে আনন্দ করুক, উল্লাসিত হউক ;
যাহারা তোমার পরিত্রাণ ভাল বাসে, তাহারা সতত বলুক,
ঈশ্বর মহিমান্বিত হউন।
৫ আমি দুঃখী ও দরিদ্র ; হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে ত্বরা কর ;
তুমিই আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা ;
হে সদাপ্রভো, বিলম্ব করিও না।

৭১

১ হে সদাপ্রভো, আমি তোমার শরণ লইয়াছি ;
কখনও আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না।
২ স্বীয় ধার্ম্মিকতায় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর ;
আমার প্রতি কর্ণপাত কর, আমাকে ত্রাণ কর।
৩ তুমি আমার বসতির অচল হও, যেখানে আমি নিত্য যাইতে পারি ;
তুমি আমার পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছ ;
কেননা তুমি আমার শৈল ও আমার দুর্গ।
৪ হে আমার ঈশ্বর, দুর্জ্জনের হস্ত হইতে,
অন্যায়কারী ও উপদ্রবীর করতল হইতে আমাকে উদ্ধার কর।
৫ কেননা, প্রভো সদাপ্রভো, তুমি আমার আশা ;
তুমি বাল্যকাল হইতে আমার বিশ্বাসভূমি।
৬ গর্ভাবধি তোমার উপরেই আমার ভার আছে ;
জননীর জঠর হইতে তুমিই আমার হিতৈষী ;
আমি সতত তোমারই প্রশংসা করি।
৭ আমি অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ ;
কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকিবে,
সমস্ত দিন তোমার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবে।
৯ বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না,
আমার বল ক্ষয় পাইলে আমাকে ছাড়িও না।
১০ কারণ আমার শত্রুগণ আমার কথা কহে,
আমার প্রাণের উপরে যাহাদের চক্ষু, তাহারা একত্র মন্ত্রণা করে।
১১ তাহারা বলে, ঈশ্বর উহাকে ত্যাগ করিয়াছেন,
দৌড়িয়া উহাকে ধর, কেননা উদ্ধারকারী কেহই নাই।
১২ হে ঈশ্বর, আমা হইতে দূরবর্ত্তী হইও না ;
আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।
১৩ আমার প্রাণের বিপক্ষগণ লজ্জিত ও উচ্ছিন্ন হউক ;

Digitized by Google

আমার অহিতান্বেষীরা তিরস্কারে ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক।
১৪ কিন্তু আমি নিত্য অপেক্ষা করিব,
এবং তোমার সমস্ত প্রশংসা আরও বাড়াইব।
১৫ আমার মুখ তোমার ধার্ম্মিকতা বর্ণিবে,
তোমার পরিত্রাণ সমস্ত দিন বর্ণনা করিবে,
কেননা আমি তাহার সংখ্যা জানি না।
১৬ আমি প্রভু সদাপ্রভুর পরাক্রমের ক্রিয়া সকল লইয়া উপস্থিত হইব :
আমি তোমার, কেবল তোমারই ধার্ম্মিকতা উল্লেখ করিব।
১৭ হে ঈশ্বর, তুমি বাল্যকালাবধি আমাকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছ ;
আর এ পর্য্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করিতেছি।
১৮ হে ঈশ্বর, বৃদ্ধ বয়স ও পক্ককেশের কাল পর্য্যন্তও আমাকে পরিত্যাগ করিও না,
যাবৎ আমি এই বর্ত্তমান লোকদিগকে তোমার বাহুবল,
ভাবী লোক সকলকে তোমার পরাক্রম, জ্ঞাত না করি।
১৯ হে ঈশ্বর, তোমার ধার্ম্মিকতা উচ্চ গগনস্পর্শী ;
তুমি মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ ;
হে ঈশ্বর, তোমার তুল্য কে ?
২০ তুমি আমাদিগকে অনেক দারুণ সঙ্কট দেখাইয়াছ,
তুমি ফিরিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে,
পৃথিবীর অধঃস্থান হইতে পুনর্ব্বার উঠাইবে।
২১ তুমি আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি কর,
এবং ফিরিয়া আমাকে সান্ত্বনা দেও।
২২ আমি নেবল যন্ত্রেও তোমার স্তব করিব,
হে আমার ঈশ্বর, তোমার সত্যের স্তব করিব ;
হে ইস্রায়েলের পবিত্রতম,
বীণাতে তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।
২৩ তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিবার সময়ে আমার ওষ্ঠাধর আনন্দগান করিবে,
তোমা কর্ত্তৃক মুক্ত আমার প্রাণ গাহিবে।
২৪ আমার জিহ্বাও সমস্ত দিন তোমার ধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গ করিবে,
যেহেতুক আমার অহিতান্বেষীরা লজ্জিত ও হতাশ হইয়াছে।

৭২

শলোমনের।

---

১ হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে আপনার শাসন,
রাজপুত্রকে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রদান কর।
২ তিনি ধর্ম্মে তোমার প্রজাগণের,
ন্যায়ে তোমার দুঃখীদের বিচার করিবেন।
৩ পর্ব্বতগণ ও উপপর্ব্বতগণ ধার্ম্মিকতা দ্বারা
প্রজাদের জন্য শান্তিরূপ ফলে ফলবান হইবে।
৪ তিনি দুঃখী প্রজাগণের বিচার করিবেন,
তিনি দরিদ্রের সন্তানদিগকে ত্রাণ করিবেন,
কিন্তু উপদ্রবীকে চূর্ণ করিবেন।
৫ যাবৎ সূর্য্য থাকিবে ও চন্দ্র দৃশ্য হইবে,
তাবৎ লোকে পুরুষানুক্রমে তোমাকে ভয় করিবে।
৬ ছিন্নতৃণ মাঠে বৃষ্টির ন্যায় তিনি নামিয়া আসিবেন,
ভূমি সিঞ্চনকারী জলধারার ন্যায় আসিবেন।
৭ তাঁহার সময়ে ধার্ম্মিক প্রফুল্ল হইবে,
চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রচুর শান্তি হইবে।
৮ তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত,
নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিবেন।
৯ তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে,
তাঁহার শত্রুগণ ধূলা চাটিবে।
১০ তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন ;
শিবা ও সবার রাজগণ দর্শনীয় দিবেন।
১১ হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন ;
যাবতীয় জাতি তাঁহার দাস হইবে।
১২ কেননা তিনি আর্ত্তনাদকারী দরিদ্রকে,
এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন।
১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন,
তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন।
১৪ তিনি শঠতা ও দৌরাত্ম্য হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন,
তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে ;
১৫ আর তাহারা জীবিত থাকিয়া তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করিবে,
তাঁহার নিমিত্তে নিরন্তর প্রার্থনা করিবে,
সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে।
১৬ দেশমধ্যে পর্ব্বত-শিখরে প্রচুর শস্য হইবে,
তাহার ফল লিবানোনের ন্যায় দোলায়মান হইবে ;
এবং নগরবাসীরা ভূমির তৃণের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে।
১৭ তাঁহার নাম অনন্তকাল থাকিবে ;
সূর্য্যের স্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহার নাম সতেজ থাকিবে ;
মনুষ্যেরা তাঁহাতে আশীর্ব্বাদ পাইবে ;
যাবতীয় জাতি তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিবে।

১৮ ধন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ;
কেবল তিনিই আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন।
১৯ তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য হউক ;
তাঁহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক।
আমেন, আমেন।

---

২০ যিশয়ের পুত্র দায়ূদের প্রার্থনা সকল সমাপ্ত।

Digitized by Google

৭৩ আসফের সঙ্গীত।

১ ইস্রায়েলের পক্ষে, শুদ্ধচিত্ত লোকদের পক্ষে,
ঈশ্বর নিতান্তই মঙ্গলস্বরূপ।
২ কিন্তু আমার চরণ প্রায় টলিয়াছিল;
আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হইয়াছিল।
৩ কারণ যখন দুষ্টদের কল্যাণ দেখিয়াছিলাম,
তখন গর্ব্বিতদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলাম।
৪ কারণ তাহারা মৃত্যুর জন্য যন্ত্রিত হয় না,
বরং তাহাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট।
৫ মর্ত্ত্যের ন্যায় কষ্ট তাহাদের হয় না;
মনুষ্যের মত তাহারা আহত হয় না।
৬ এই জন্য অহঙ্কার তাহাদের কণ্ঠের হারবৎ,
দৌরাত্ম্য বস্ত্রবৎ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে।
৭ তাহাদের চক্ষু মেদে ঠেলিয়া উঠে,
তাহাদের মনের সঙ্কল্প অপরিমিত।
৮ তাহারা বিদ্রূপ করে, ও দুষ্টতায় উপদ্রবের কথা কহে,
তাহারা দর্পকথা কহে।
৯ তাহারা গগন পর্য্যন্ত মুখ তুলে,
এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবীতে বিহার করে।
১০ এই জন্য তাহাদের জনতা সেইদিকে ফিরে,
প্রচুর জল তাহাদের দ্বারা গিলিত হয়।
১১ আর তাহারা বলে, ঈশ্বর কিরূপে জানিবেন?
পরাৎপরের কি কিছু জ্ঞান আছে?
১২ দেখ, ইহারাই দুর্জ্জন,
ইহারা চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া ধন বৃদ্ধি করিয়াছে।
১৩ তবে আমি বৃথাই চিত্ত পরিষ্কার করিয়াছি,
নির্দ্দোষতায় হস্ত প্রক্ষালন করিয়াছি।
১৪ কেননা আমি সমস্ত দিন আহত হইয়াছি,
প্রতিপ্রভাতে শাস্তি পাইয়াছি।
১৫ যদি আমি বলিতাম, এইরূপ বর্ণনা করিব,
তবে দেখ, তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতাম।
১৬ আমি তাহা বুঝিবার জন্য চিন্তা করিলাম,
কিন্তু তাহা আমার দৃষ্টিতে কষ্টকর হইল।
১৭ শেষে আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলাম,
ও তাহাদের চরম ফল বিবেচনা করিলাম।
১৮ তুমি তাহাদিগকে পিচ্ছিল স্থানেই রাখিতেছ,
তাহাদিগকে বিনাশে ফেলিয়া দিতেছ।
১৯ তাহারা নিমিষকাল মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়,
নানা ত্রাসে কেমন নিঃশেষে সংহার পায়!
২০ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর যেমন স্বপ্ন তুচ্ছ হয়,
তেমনি, হে প্রভো, তুমি জাগিলে তাহাদের প্রতিমাকে তুচ্ছ করিবে।
২১ আমার চিত্ত তাপিত হইল,
আমার মর্ম্ম বিদ্ধ হইল।
২২ আমি মূর্খ ও অজ্ঞান,
তোমার কাছে পশুবৎ ছিলাম।
২৩ কিন্তু আমি নিরন্তর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছ।
২৪ তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে,
শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করিবে।
২৫ স্বর্গে আমার আর কে আছে?
ভুবনেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রীতি নাই।
২৬ আমার মাংস ও চিত্ত ক্ষয় পাইতেছে,
তথাপি ঈশ্বর অনন্তকালতরে আমার চিত্তের অচল ও আমার দায়াংশ।
২৭ কেননা দেখ, যাহারা তোমা হইতে দূরে থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইবে;
যে সকল লোক তোমা হইতে অপসরণ দ্বারা ব্যভিচার করে, সেই সকলকে তুমি উচ্ছিন্ন করিয়াছ।
২৮ কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে থাকা আমার মঙ্গল;
আমি প্রভু সদাপ্রভুর শরণ লইলাম।
যেন তোমার সমস্ত ক্রিয়া বর্ণনা করিতে পারি।

৭৪ আসফের প্রবোধন।

১ হে ঈশ্বর, তুমি কেন চিরতরে ত্যাগ করিয়াছ?
আপন চরাণির মেষগণের বিরুদ্ধে কেন তোমার ক্রোধানল প্রধূমিত হইতেছে?
২ তোমার মণ্ডলীকে স্মরণ কর, যাহা তুমি পূর্ব্বকালে ক্রয় করিয়াছ,
যাহা তোমার অধিকারের বংশ হইবার জন্য তুমি মুক্ত করিয়াছ;
তোমার বাসস্থান সিয়োন পর্ব্বতকে স্মরণ কর।
৩ এই চিরকালীন কাঁথড়ায় পদার্পণ কর;
শত্রু ধর্ম্মধামে সকলই ছারখার করিয়াছে।
৪ তোমার বিপক্ষগণ তোমার সমাগমস্থানের মধ্যে গর্জ্জন করিয়াছে;
অভিজ্ঞানের নিমিত্তে তাহারা আপনাদের অভিজ্ঞান স্থাপন করিয়াছে।
৫ তাহারা এমন লোকদের ন্যায় দৃশ্যমান হইল,

Digitized by Google

৭ যেন তাহারা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখে,
এবং ঈশ্বরের কার্য্য সকল বিস্মৃত না হয়,
কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে ;
৮ যেন আপন পিতৃপুরুষদের ন্যায় না হয়,
যাহারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী বংশ ছিল ;
সেই বংশ আপনাদের চিত্ত স্থির করে নাই,
তাহাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না।
৯ ইফ্রয়িমের সন্তানগণ সসজ্জ ও ধনুর্দ্ধর,
কিন্তু সংগ্রামের দিনে তাহারা হটিয়া গেল।
১০ তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিল না,
তাঁহার ব্যবস্থানুসারে চলিতে অস্বীকার করিল।
১১ তাহারা তাঁহার কার্য্য সকল ভুলিয়া গেল,
সেই সকল আশ্চর্য্য কার্য্য, যাহা তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন।
১২ তিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের সাক্ষাতে,
মিসরদেশে, সোয়নের মাঠে, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন।
১৩ তিনি সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়া তাহাদিগকে পার করিয়াছিলেন,
জলকে স্তূপাকারে দাঁড় করাইয়াছিলেন।
১৪ তিনি দিবসে মেঘ দ্বারা তাহাদিগকে পথ দেখাইতেন,
এবং সমস্ত রাত্রি অগ্নির তেজ দ্বারা দেখাইতেন।
১৫ তিনি প্রান্তরমধ্যে শৈলচয় বিদীর্ণ করিলেন,
তাহাদিগকে যেন জলধি হইতে প্রচুর জল পান করাইলেন।
১৬ তিনি শৈল হইতেও স্রোত বাহির করিলেন,
নদীর ন্যায় জল বহাইলেন।
১৭ তথনও তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিল,
মরুভূমিতে পরাৎপরের বিদ্রোহী হইল ;
১৮ তাহারা নিজ অভিলাষ পূরণার্থ ভক্ষ্য যাচ্ঞা দ্বারা আপন আপন মনে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল।
১৯ আর তাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা কহিল,
বলিল, ঈশ্বর কি প্রান্তরে মেজ সাজাইয়া দিতে পারেন ?
২০ দেখ, তিনি শৈলকে আঘাত করিলে জলধারা বহিল,
স্রোতোধারা প্রবাহিত হইল ;
তিনি কি অন্নও দিতে পারেন ?
আপন প্রজাদের জন্য কি মাংস যোগাইবেন ?
২১ অতএব সদাপ্রভু শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন ;
যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল ;
২২ কেননা তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না,
তাঁহার পরিত্রাণে নির্ভর দিত না।
২৩ তবু তিনি উপরিস্থ মেঘমালাকে আজ্ঞা দিলেন,
গগনমণ্ডলের দ্বার সকল খুলিয়া দিলেন।
২৪ তিনি ভক্ষ্যের জন্য তাহাদের উপরে মান্না বর্ষাইলেন,
তাহাদিগকে স্বর্গের শস্য দিলেন।
২৫ মনুষ্য পরাক্রমীদের খাদ্য ভোজন করিল ;
তিনি তাহাদের তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষ্য পাঠাইলেন।
২৬ তিনি আকাশে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন,
নিজ পরাক্রমে দক্ষিণ বায়ু চালাইলেন।
২৭ তিনি তাহাদের উপরে মাংসকে ধূলির ন্যায়,
পক্ষধারী বিহঙ্গকে সমুদ্রের বালির ন্যায় বর্ষাইলেন।
২৮ তিনি তাহা তাহাদের শিবিরমধ্যে,
আবাসসমূহের চতুষ্পার্শ্বে, পড়িতে দিলেন।
২৯ তখন তাহারা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল ;
তিনি তাহাদের অভীষ্ট তাহাদিগকে দিলেন ;
৩০ তাহারা আপনাদের অভীষ্ট দ্রব্য ছাড়ে নাই,
তাহাদের খাদ্য তাহাদের মুখেই ছিল,
৩১ তখন তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ উঠিল,
তাহা তাহাদের হৃষ্টপুষ্টগণকে সংহার করিল,
ইস্রায়েলের যুবকগণকে পাড়িয়া ফেলিল।
৩২ এ সমস্ত সত্ত্বেও তাহারা পুনর্ব্বার পাপ করিল,
ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিল না।
৩৩ অতএব তিনি তাহাদের আয়ু বাষ্পে,
তাহাদের বৎসর সকল বিহ্বলতায়, শেষ করিলেন।
৩৪ তিনি লোকদিগকে বধ করিলে তাহারা তাঁহার অনুসন্ধান করিল,
ফিরিয়া সযত্নে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিল ;
৩৫ তাহাদের স্মরণ হইল, ঈশ্বর তাহাদের অচল,
পরাৎপর ঈশ্বর তাহাদের মুক্তিদাতা।
৩৬ কিন্তু তাহারা মুখে তাঁহার চাটুবাদ করিল,
জিহ্বাতে তাঁহার নিকটে মিথ্যা কহিল ;
৩৭ তাহাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি স্থির ছিল না,
তাহারা তাঁহার নিয়মেও বিশ্বস্ত ছিল না।
৩৮ কিন্তু তিনি স্নেহময়, তাই অপরাধ ক্ষমা করিলেন, ধ্বংস করিলেন না,
অনেক বার আপন ক্রোধ সম্বরণ করিলেন,
আপনার সমস্ত কোপ উদ্দীপিত করিলেন না।
৩৯ তিনি স্মরণ করিলেন যে, তাহারা মাংসমাত্র,
বায়ুস্বরূপ, যাহা বহিয়া গেলে আর ফিরিয়া আইসে না।
৪০ তাহারা প্রান্তরমধ্যে কত বার তাঁহার বিরুদ্ধে দ্রোহ করিল,
মরুভূমিতে কত বার তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিল!
৪১ তাহারা পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অসন্তুষ্ট করিল।
৪২ তাহারা তাঁহার হস্ত স্মরণ করিল না,
সেই দিনকে স্মরণ করিল না, যে দিনে তিনি তাহাদিগকে বিপক্ষ হইতে মুক্ত করিলেন।

Digitized by Google

৪৩ তিনি মিসরে আপন অভিজ্ঞান সকল,
সোয়নের মাঠে আপন অদ্ভুত লক্ষণ সকল, স্থাপন করিলেন ।
৪৪ তিনি তন্নিবাসীদের নদী সকল রক্তে পরিণত,
তাহাদের প্রবাহ সকলের জল অপেয় করিলেন ।
৪৫ তিনি তাহাদের মধ্যে গ্রাসকারী দংশক,
ও বিনাশকারী ভেক প্রেরণ করিলেন ।
৪৬ তিনি ঘটিপোকাকে তাহাদের ভূমির দ্রব্য,
পঙ্গপালকে তাহাদের শ্রমফল দিলেন ।
৪৭ তিনি শিলা দ্বারা তাহাদের দ্রাক্ষালতা,
করকাপাতে তাহাদের ডুমুর বৃক্ষ মারিয়া ফেলিলেন ।
৪৮ তিনি তাহাদের পশুগণকে শিলাতে,
পাল সকলকে বজ্রাঘাতে সমর্পণ করিলেন ।
৪৯ তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে আপন প্রচণ্ড ক্রোধ,
কোপ, রোষ ও সঙ্কট পাঠাইলেন,
অনিষ্টের দূতদল পাঠাইলেন ।
৫০ তিনি নিজ ক্রোধের জন্য পথ করিলেন ;
মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন নাই,
কিন্তু তাহাদের জীবন মহামারীর হস্তে দিলেন ।
৫১ তিনি মিসরে সমস্ত প্রথমজাতকে,
হামের তাম্বুসমূহে তাহাদের শক্তির অগ্রিম ফলকে আঘাত করিলেন ;
৫২ কিন্তু আপন প্রজাদিগকে মেষবৎ চালাইলেন,
পালের মত প্রান্তর দিয়া লইয়া আসিলেন ।
৫৩ তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে লইয়া আসিলেন,
তাহারা উদ্বিগ্ন হইল না,
কিন্তু সমুদ্র তাহাদের শত্রুগণকে আচ্ছাদন করিল ।
৫৪ আর তিনি তাহাদিগকে আপন পবিত্র সীমায়,
স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লব্ধ এই পর্ব্বতে, আনিলেন ।
৫৫ তিনি তাহাদের সম্মুখ হইতে জাতিগণকে দূর করিলেন,
মানরজ্জু দ্বারা অধিকার বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন,
ইস্রায়েলের বংশদিগকে উহাদের তাম্বুতে বাস করাইলেন ।
৫৬ তথাপি তাহারা পরাৎপর ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল, তাঁহার বিদ্রোহী হইল,
তাঁহার সাক্ষ্য সকল পালন করিল না ।
৫৭ তাহারা হটিয়া গেল, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিল ;
তাহারা বঞ্চক ধনুকের ন্যায় পার্শ্বে ফিরিল ।
৫৮ তাহারা আপনাদের উচ্চস্থলীসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল,
আপনাদের খোদিত প্রতিমাগণ দ্বারা তাঁহার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল ।
৫৯ ঈশ্বর তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন,
ইস্রায়েলকে অতিমাত্র ঘৃণা করিলেন ।
৬০ তিনি শীলোস্থিত আবাস ত্যাগ করিলেন,
মনুষ্যের মধ্যে স্বীয় স্থাপিত তাম্বু ত্যাগ করিলেন ।
৬১ তিনি আপন বল বন্দিত্বে,
আপন শোভা বিপক্ষের হস্তে দিলেন ।
৬২ তিনি আপন প্রজাদিগকে খড়্গের হস্তগত করিলেন,
আপন অধিকারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ।
৬৩ অগ্নি তাহাদের যুবকগণকে গ্রাস করিল,
তাহাদের কন্যাগণের পরিণয়-সঙ্গীত হইল না ।
৬৪ তাহাদের যাজকগণ খড়্গে পতিত হইল,
তাহাদের বিধবারা রোদন করিল না ।
৬৫ তখন প্রভু জাগিলেন, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়,
দ্রাক্ষারসে হর্ষনাদকারী বীরের ন্যায় ।
৬৬ তিনি আপন বিপক্ষগণের পৃষ্ঠে প্রহার করিলেন,
তাহাদিগকে চিরকালীন তিরস্কারের পাত্র করিলেন ।
৬৭ আর তিনি যোষেফের তাম্বু অগ্রাহ্য করিলেন,
ইফ্রয়িম-বংশকে মনোনীত করিলেন না ;
৬৮ কিন্তু মনোনীত করিলেন যিহূদা-বংশকে,
ও আপনার প্রিয় সিয়োন পর্ব্বতকে ।
৬৯ তিনি আপন ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিলেন, উচ্চ শিখরের ন্যায়,
ও পৃথিবীর ন্যায়, যাহা তিনি অনন্তকালতরে স্থাপন করিয়াছেন ।
৭০ তিনি আপন দাস দায়ূদকে মনোনীত করিলেন,
তাঁহাকে মেষের খোঁয়াড় হইতে গ্রহণ করিলেন ;
৭১ তিনি স্তন্যদাত্রী মেষীদের পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আনিলেন,
আপন প্রজা যাকোবকে ও আপন অধিকার ইস্রায়েলকে চরাইতে দিলেন ।
৭২ তাহাতে তিনি হৃদয়ের সিদ্ধতানুসারে তাহাদিগকে চরাইলেন,
আপন হস্তদ্বয়ের দক্ষতায় তাহাদিগকে চালাইলেন ।

৭৯　আসফের সঙ্গীত ।

১ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে,
তাহারা তোমার পবিত্র মন্দির অশুচি করিয়াছে,
যিরূশালেমকে কাঁথড়ার ঢিবী করিয়াছে ।
২ তাহারা খেচর পক্ষিগণকে তোমার দাসদের শব দিয়াছে,
ভূচর পশুগণকে তোমার সাধুদের মাংস ভক্ষণার্থে দিয়াছে ।
৩ তাহারা যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকে জলের ন্যায় উহাদের রক্ত ঢালিয়াছে ;

Digitized by Google

৮ আর প্রান্তনিবাসীরা তোমার অভিজ্ঞান সকল দেখিয়া ভয় পায় ;
তুমি প্রত্যূষের ও সন্ধ্যাকালের উদ্গম-স্থানকে আনন্দগানময় করিয়া থাক।
৯ তুমি পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করিতেছ, উহাতে জল সেচন করিতেছ,
উহা অতিশয় ধনাঢ্য করিতেছ ;
ঈশ্বরের নদী জলে পরিপূর্ণ ;
এইরূপে ভূমি প্রস্তুত করতঃ তুমি মনুষ্যদের শস্য প্রস্তুত করিয়া থাক।
১০ তুমি তাহার সীতা সকল জলসিক্ত ও আলি সকল সমান করিয়া থাক,
তুমি বৃষ্টি দ্বারা তাহা কোমল করিয়া থাক,
তাহার অঙ্কুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাক।
১১ তুমি আপন মঙ্গলভাবের বৎসরকে মুকুট পরাইয়া থাক,
তোমার চক্রচিহ্ন দিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য ক্ষরে।
১২ তাহা প্রান্তরস্থ বাথান সকলেতে ক্ষরে ;
এবং উপপর্ব্বতগণ হর্ষরূপ কটিবন্ধন পায়।
১৩ মাঠ সকল মেষপালে ভূষিত হয়,
তলভূমি সকল শস্যে পরিচ্ছন্ন হয় ;
তাহারা জয়ধ্বনি করে, তাহারা গান করে।

৬৬ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত। সঙ্গীত।

১ সমস্ত ভুবন ! ঈশ্বরোদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন কর,
তাঁহার প্রশংসা গৌরবান্বিত কর।
৩ ঈশ্বরকে বল, তোমার কর্ম্ম সকল কি ভয়ানক !
তোমার পরাক্রমের মহত্ত্বে তোমার শত্রুগণ তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে।
৪ সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে,
ও তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিবে ;
তাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে। সেলা।
৫ চল, ঈশ্বরের ক্রিয়া সকল দেখ ;
মনুষ্য-সন্তানদের উপরে তিনি কর্ম্মে ভয়াই।
৬ তিনি সমুদ্রকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করিলেন ;
লোকেরা নদীমধ্য দিয়া পদব্রজে গমন করিল,
সেই স্থানে আমরা তাঁহাতে আনন্দ করিলাম।
৭ তিনি নিজ পরাক্রমে অনন্তকাল কর্তৃত্ব করেন ;
তাঁহার চক্ষু জাতিগণকে নিরীক্ষণ করিতেছে ;
বিদ্রোহীরা আপনাদিগকে উচ্চ না করুক। সেলা।
৮ হে জাতিগণ, আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর,
তাঁহার প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করাও।
৯ তিনিই আমাদের প্রাণ জীবদ্দশায় স্থির করেন,
আমাদের চরণ টলিতে দেন না।
১০ কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পরীক্ষা করিয়াছ,
রৌপ্য পোড় দিবার ন্যায় আমাদিগকে পোড় দিয়াছ ;
১১ তুমি আমাদিগকে জালে ফেলিয়াছ,
আমাদের কটিদেশে ভারগ্রস্ত করিয়াছ।
১২ তুমি আমাদের মস্তকের উপর দিয়া অশ্বারূঢ় মনুষ্যদিগকে চালাইয়াছ ;
আমরা অগ্নি ও জলমধ্য দিয়া গমন করিয়াছি ;
তথাপি তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধিতে আনিয়াছ।
১৩ আমি হোমবলি লইয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিব,
আমি তোমার উদ্দেশে আমার সেই মানত সকল পূর্ণ করিব,
১৪ যাহা আমার ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করিয়াছে,
যাহা সঙ্কটের সময়ে আমার মুখ বলিয়াছে।
১৫ আমি তোমার উদ্দেশে মেদযুক্ত হোমবলি উৎসর্গ করিব,
তাহার সহিত মেষরূপ ধূপদাহ করিব ;
আমি ছাগদের সহিত বৃষদিগকেও বলিদান করিব। সেলা।
১৬ হে ঈশ্বর-ভীত সকলে, তোমরা আসিয়া শ্রবণ কর ;
আমার প্রাণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করি।
১৭ আমি নিজ মুখে তাঁহাকে ডাকিলাম,
তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।
১৮ যদি চিত্তে অধর্ম্মের প্রতি তাকাইতাম,
তবে প্রভু শুনিতেন না।
১৯ কিন্তু সত্যই ঈশ্বর শুনিয়াছেন ;
তিনি আমার প্রার্থনার রবে অবধান করিয়াছেন।
২০ ঈশ্বর ধন্য হউন,
যিনি আমার প্রার্থনা, এবং আমা হইতে নিজ দয়া, দূর করেন নাই।

৬৭ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর আমাদিগকে কৃপা করুন, আশীর্ব্বাদ করুন,
আমাদের প্রতি নিজ মুখ উজ্জ্বল করুন। সেলা।
২ এইরূপে যেন পৃথিবীতে তোমার পথ,
ও যাবতীয় জাতির মধ্যে তোমার পরিত্রাণ বিদিত হয়।
৩ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক,
যাবতীয় জাতি তোমার স্তব করুক।
৪ লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দগান করুক ;
যেহেতুক তুমি ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবে,
পৃথিবীতে লোকবৃন্দের শাসন করিবে। সেলা।

Digitized by Google

৫ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক,
যাবতীয় জাতি তোমার স্তব করুক।
৬ পৃথিবী নিজ ফল দিয়াছে;
ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
৭ ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত তাঁহাকে ভয় করিবে।

৬৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর উঠুন, তাঁহার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক,
তাঁহার বিদ্বেষিগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক।
২ যেমন ধূম চালিত হয়, তেমনি তুমি তাহাদিগকে চালিত কর;
যেমন অগ্নির সম্মুখে মোম গলিয়া যায়,
তেমনি ঈশ্বরের সম্মুখে দুষ্টগণ বিনষ্ট হউক।
৩ কিন্তু ধার্ম্মিকগণ আনন্দ করুক, ঈশ্বরের সাক্ষাতে উল্লাস করুক,
তাহারা আনন্দে আহ্লাদিত হউক।
৪ তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাও,
তাঁহার নামের কীর্ত্তন কর;
যিনি মরুভূমি দিয়া বাহনে আসিতেছেন, তাঁহার জন্য রাজপথ বাঁধ;
তাঁহার নাম 'যাঃ', তাঁহার সাক্ষাতে উল্লাস কর।
৫ ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে
পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্ত্তা।
৬ ঈশ্বর সঙ্গিহীনদিগকে পরিবার মধ্যে বাস করান,
তিনি বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন;
কিন্তু বিদ্রোহীরা দগ্ধ ভূমিতে বাস করে।

৭ হে ঈশ্বর, তুমি যখন নিজ প্রজাগণের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলে,
শুষ্ক ভূমি দিয়া গমন করিতেছিলে, সেলা।
৮ তখন পৃথিবী কম্পমান হইল,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে আকাশও জলবিন্দুময় হইল;
ঐ সীনয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে [কাঁপিয়া উঠিল]।
৯ হে ঈশ্বর, তুমি জলধারা বর্ষাইলে,
তোমার অধিকার ক্লান্ত হইলে তুমিই তাহা সুস্থির করিলে।
১০ তোমার সমাজ তাহার মধ্যে বাস করিল;
হে ঈশ্বর, তুমি আপন মঙ্গলভাবে দুঃখীর নিমিত্তে আয়োজন করিলে।
১১ প্রভু বাক্য দেন,
সুবার্ত্তার প্রচারিকাগণ মহাবাহিনী।
১২ বাহিনীগণের রাজারা পলায়ন করেন, পলায়ন করেন,
আর গৃহবাসিনী দ্রব্য বিভাগ করিয়া লয়।
১৩ তোমরা কি বাথান মধ্যে শয়ন করিবে,
রৌপ্যমণ্ডিত কপোতের পক্ষবৎ হইবে,
যাহার পালখ হরিৎ সুবর্ণমণ্ডিত?
১৪ সর্ব্বশক্তিমান যখন রাজাদিগকে দেশে ছিন্নভিন্ন করিলেন,
তখন সল্‌মোন পর্ব্বতে [যেন] তুষার পড়িল।
১৫ বাশন পর্ব্বত ঈশ্বরের এক পর্ব্বত,
বাশন পর্ব্বত বহুশৃঙ্গ পর্ব্বত।
১৬ হে বহুশৃঙ্গ পর্ব্বতগণ, ঈশ্বর আপন নিবাসের নিমিত্তে যে পর্ব্বতে প্রীত হইয়াছেন,
তৎপ্রতি তোমরা কেন কুটিল দৃষ্টি করিতেছ?
অবশ্য সদাপ্রভু চিরকাল তথায় বাস করিবেন।
১৭ ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ,
প্রভু সে সকলের মধ্যবর্ত্তী; যেমন সীনয়ে, তাঁহার পবিত্র স্থানে।
১৮ তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলে, বন্দিগণকে বন্দি করিলে,
মনুষ্যদের মধ্যে দান গ্রহণ করিলে;
এমন কি, বিদ্রোহীদিগকেও গ্রহণ করিলে,
যেন সদাপ্রভু ঈশ্বর [তথায়] বাস করেন।
১৯ প্রভু ধন্য হউন; তিনি দিন দিন আমাদের ভার বহন করেন;
সেই ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ। সেলা।
২০ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পরিত্রাণসাধক ঈশ্বর;
মৃত্যু হইতে উত্তরণ প্রভু সদাপ্রভুরই বশে।
২১ ঈশ্বর অবশ্য আপন শত্রুগণের মস্তক
ও কুপথগামীর সকেশ কপাল চূর্ণ করিবেন।
২২ প্রভু কহিলেন, আমি বাশন হইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব,
আমি সমুদ্রের গভীর তল হইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব,
২৩ যেন তোমার চরণ রক্তে ডুবাইতে পার,
যেন তোমার কুকুরদের জিহ্বা শত্রুগণের রক্ত চাটে।
২৪ হে ঈশ্বর, লোকে তোমার গমন দেখিয়াছে;
পবিত্র স্থানে আমার ঈশ্বরের, আমার রাজার, গমন [দেখিয়াছে]।
২৫ অগ্রে গায়কগণ, পশ্চাতে বাদ্যকরগণ চলিল,
বাদ্যবাদিনী কুমারীদের মধ্যস্থানে।
২৬ জনসমাগমের মধ্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর;
হে ইস্রায়েল-উৎসোৎপন্ন লোক, তোমরা প্রভুর ধন্যবাদ কর।
২৭ সেখানে আছেন তাহাদের শাসক কনিষ্ঠ বিন্যামীন,

Digitized by Google

যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও তাহাদের জনগণ,
সবূলূনের অধ্যক্ষগণ, নপ্তালির অধ্যক্ষগণ।

২৮ তোমার ঈশ্বর তোমার বলের আজ্ঞা দিয়াছেন,
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের নিমিত্তে যাহা সাধন করিয়াছ, তাহা সবল কর।
২৯ যিরূশালেমে তোমার মন্দির আছে বলিয়া,
রাজগণ তোমার উদ্দেশে উপহার আনিবেন।
৩০ তুমি নলবনের বন্যপশুকে ভর্ৎসনা কর,
বৃষদের মণ্ডলীকে ও জাতিদের গোবৎসদিগকে ভর্ৎসনা কর ;
তাহারা প্রত্যেকে রৌপ্যের থান লইয়া পদতলস্থ হউক ;
যে যে জাতি যুদ্ধ ভাল বাসে, তিনি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন।
৩১ মিসর হইতে প্রধান প্রধান লোক আসিবে ;
কূশ শীঘ্র ঈশ্বরের কাছে কৃতাঞ্জলি হইবে।
৩২ হে পৃথিবীস্থ রাজ্য সকল, ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাও ;
সেই প্রভুর প্রশংসা গান কর, সেলা।
৩৩ যিনি আদিকালীয় স্বর্গের স্বর্গ দিয়া রথারোহণে গমন করেন ;
দেখ, তিনি আপন রব, পরাক্রান্ত রব উদীরণ করেন ;
৩৪ ঈশ্বরের পরাক্রম কীর্ত্তন কর ;
তাঁহার মহিমা ইস্রায়েলের উপরে,
তাঁহার পরাক্রম আকাশমণ্ডলে রহিয়াছে।
৩৫ হে ঈশ্বর, তুমি তোমার ধর্ম্মধামে ভয়ার্হ ;
যিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তিনিই আপন প্রজাদিগকে পরাক্রম ও শক্তি দেন।
ঈশ্বর ধন্য হউন।

৬৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম। দায়ূদের।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে পরিত্রাণ কর,
কেননা আমার প্রাণ পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে।
২ আমি অগাধ পঙ্কে ডুবিয়াছি, দাঁড়াইবার স্থল নাই ;
গভীর জলে আসিয়াছি, বন্যা আমার উপর দিয়া যাইতেছে।
৩ আমি ডাকিতে ডাকিতে ক্লান্ত হইয়াছি, আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে ;
আমার ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতে করিতে আমার নয়ন নিস্তেজ হইয়াছে।
৪ যাহারা অকারণে আমার বিদ্বেষী, তাহারা আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও অনেক ;
আমার উচ্ছেদার্থী মিথ্যাবাদী শত্রুগণ বলবান ;
আমি যাহা অপহরণ করি নাই, তাহা ফিরাইয়া দিলাম।
৫ হে ঈশ্বর, তুমি আমার মূঢ়তা জ্ঞাত আছ ;
আমার দোষ সকল তোমা হইতে গুপ্ত নয়।
৬ হে প্রভো, বাহিনীগণের সদাপ্রভো, তোমার অপেক্ষাকারিগণ আমাতে লজ্জিত না হউক ;
হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমার অন্বেষণকারিগণ আমা দ্বারা অপমানিত না হউক।
৭ কেননা তোমারই নিমিত্তে আমি তিরস্কার সহ্য করিয়াছি,
আমার মুখ লজ্জায় আচ্ছাদিত হইয়াছে।
৮ আমি নিজ ভ্রাতৃগণের কাছে বিদেশী,
সহোদরগণের কাছে বিজাতীয় হইয়াছি।
৯ কারণ তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিয়াছে ;
যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িয়াছে।
১০ আমি রোদন করিলাম, উপবাস দ্বারা প্রাণকে [ক্লেশ দিলাম],
তাহা আমার দুর্নামের বিষয় হইল।
১১ যখন আমি চট পরিধান করিলাম,
তখন তাহাদের কাছে প্রবাদের বিষয় হইলাম।
১২ যাহারা পুরদ্বারে বসে, তাহারা আমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে ;
আমি সুরাপায়ীদের গীতস্বরূপ।
১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, আমি তোমারই নিকটে গ্রাহ্য সময়ে প্রার্থনা করিতেছি ;
হে ঈশ্বর, তোমার দয়ার বাহুল্যে,
তোমার পরিত্রাণের সত্যে, আমাকে উত্তর দেও।
১৪ পঙ্ক হইতে আমাকে উদ্ধার কর, ডুবিয়া যাইতে দিও না ;
বিদ্বেষিগণ হইতে ও গভীর জল হইতে যেন উদ্ধার পাই।
১৫ জলের বন্যা আমার উপর ছাপিয়া না উঠুক,
অগাধ জল আমাকে গ্রাস না করুক ;
আমার উপরে কূপ আপন মুখ বন্ধ না করুক।
১৬ হে সদাপ্রভো, আমাকে উত্তর দেও, কেননা তোমার দয়া উত্তম ;
তোমার কৃপার বাহুল্যানুসারে আমার প্রতি মুখ ফিরাও।
১৭ তোমার এই দাসের প্রতি মুখ আচ্ছাদন করিও না ;
কারণ আমি সঙ্কটাপন্ন, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও।
১৮ নিকটে আসিয়া আমার প্রাণ মুক্ত কর ;
আমার শত্রুগণ হেতু আমাকে নিস্তার কর।
১৯ তুমি আমার দুর্নাম, লজ্জা ও অপমান জান ;
আমার বিপক্ষেরা সকলে তোমার সম্মুখবর্ত্তী।

Digitized by Google

২০ তিরস্কারে আমার মনোভঙ্গ হইয়াছে, আমি অবসন্ন হইলাম,
আমি সহানুভূতির অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহা নাই ;
সান্ত্বনাকারীদের অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও পাইলাম না ।
২১ আবার লোকে আমার খাদ্যের জন্য বিষ দিল,
আমার পিপাসাকালে অম্লরস পান করাইল ।
২২ তাহাদের মেজ তাহাদের সম্মুখে ফাঁদস্বরূপ,
শান্তিকালে তাহাদের পাশস্বরূপ হউক ।
২৩ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন তাহারা দেখিতে না পায় ;
তুমি তাহাদের কটিদেশ চির-কম্পযুক্ত কর ।
২৪ তাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ ঢালিয়া দেও,
তোমার কোপাগ্নি তাহাদিগকে ধরুক ।
২৫ তাহাদের নিবাস শূন্য হউক,
তাহাদের তাম্বুতে কেহ বাস না করুক ।
২৬ কেননা তাহারা তোমার প্রহারিত ব্যক্তিকে তাড়না করে,
তোমার আহত লোকদের ব্যথা বর্ণনা করে ।
২৭ তাহাদের অপরাধের উপরে অপরাধ যোগ কর,
তাহারা তোমার ধার্ম্মিকতায় প্রবেশ না করুক ।
২৮ জীবন-পুস্তক হইতে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক,
ধার্ম্মিকগণসহ তাহাদের অঙ্কপাত না হউক ।
২৯ কিন্তু আমি দুঃখী ও ব্যথিত,
হে ঈশ্বর, তোমার পরিত্রাণ আমাকে উন্নত করুক ।
৩০ আমি গীত দ্বারা ঈশ্বরের নাম প্রশংসিব,
স্তব দ্বারা তাঁহার মহিমা স্বীকার করিব ।
৩১ গোরু অপেক্ষা, শৃঙ্গ ও খুরযুক্ত বৃষ অপেক্ষা,
তাহাই সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হইবে ।
৩২ নম্রগণ তাহা দেখিয়া আনন্দ করিবে ;
ঈশ্বরান্বেষিগণ ! তোমাদের হৃদয় সঞ্জীবিত হউক ।
৩৩ কেননা সদাপ্রভু দরিদ্রদের কথা শ্রবণ করেন,
তিনি আপনার বন্দিগণকে তুচ্ছ করেন না ।
৩৪ আকাশ ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসা করুক,
সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্ব জঙ্গম প্রশংসা করুক ।
৩৫ কেননা ঈশ্বর সিয়োনের পরিত্রাণ করিবেন, ও যিহূদার নগর সকল গাঁথিবেন ;
লোকে সেখানে বাস করিয়া অধিকার পাইবে ।
৩৬ তাঁহার দাসদের বংশই তাহা ভোগ করিবে ;
যাহারা তাঁহার নাম ভাল বাসে, তাহারা তথায় বসতি করিবে ।

৭০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য । দায়ূদের । স্মরণার্থক ।

১ হে ঈশ্বর, আমার উদ্ধারার্থে ত্বরা কর ;
হে সদাপ্রভো, আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর ।
২ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে,
তাহারা লজ্জিত ও হতাশ হউক ;
যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়,
তাহারা হটিয়া যাউক, অপমানিত হউক ।
৩ যাহারা অহো, অহো, বলিয়া ডাকে,
তাহারা লজ্জা প্রযুক্ত ফিরিয়া যাউক ।
৪ তোমার অন্বেষণকারী সকলে তোমাতে আনন্দ করুক, উল্লাসিত হউক ;
যাহারা তোমার পরিত্রাণ ভাল বাসে, তাহারা সতত বলুক,
ঈশ্বর মহিমান্বিত হউন ।
৫ আমি দুঃখী ও দরিদ্র ; হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে ত্বরা কর ;
তুমিই আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা ;
হে সদাপ্রভো, বিলম্ব করিও না ।

৭১

১ হে সদাপ্রভো, আমি তোমার শরণ লইয়াছি ;
কখনও আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না ।
২ স্বীয় ধার্ম্মিকতায় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর ;
আমার প্রতি কর্ণপাত কর, আমাকে ত্রাণ কর ।
৩ তুমি আমার বসতির অচল হও, যেখানে আমি নিত্য যাইতে পারি ;
তুমি আমার পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছ ;
কেননা তুমি আমার শৈল ও আমার দুর্গ ।
৪ হে আমার ঈশ্বর, দুর্জ্জনের হস্ত হইতে,
অন্যায়কারী ও উপদ্রবীর করতল হইতে আমাকে উদ্ধার কর ।
৫ কেননা, প্রভো সদাপ্রভো, তুমি আমার আশা ;
তুমি বাল্যকাল হইতে আমার বিশ্বাসভূমি ।
৬ গর্ভাবধি তোমার উপরেই আমার ভার আছে ;
জননীর জঠর হইতে তুমিই আমার হিতৈষী ;
আমি সতত তোমারই প্রশংসা করি ।
৭ আমি অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ ;
কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয় ।
৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকিবে,
সমস্ত দিন তোমার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবে ।
৯ বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না,
আমার বল ক্ষয় পাইলে আমাকে ছাড়িও না ।
১০ কারণ আমার শত্রুগণ আমার কথা কহে,
আমার প্রাণের উপরে যাহাদের চক্ষু, তাহারা একত্র মন্ত্রণা করে ।
১১ তাহারা বলে, ঈশ্বর উহাকে ত্যাগ করিয়াছেন,
দৌড়িয়া উহাকে ধর, কেননা উদ্ধারকারী কেহই নাই ।
১২ হে ঈশ্বর, আমা হইতে দূরবর্ত্তী হইও না ;
আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও ।
১৩ আমার প্রাণের বিপক্ষগণ লজ্জিত ও উচ্ছিন্ন হউক ;

Digitized by Google

আমার অহিতান্বেষীরা তিরস্কারে ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক।
১৪ কিন্তু আমি নিত্য অপেক্ষা করিব,
এবং তোমার সমস্ত প্রশংসা আরও বাড়াইব।
১৫ আমার মুখ তোমার ধার্ম্মিকতা বর্ণিবে,
তোমার পরিত্রাণ সমস্ত দিন বর্ণনা করিবে,
কেননা আমি তাহার সংখ্যা জানি না।
১৬ আমি প্রভু সদাপ্রভুর পরাক্রমের ক্রিয়া সকল লইয়া উপস্থিত হইব ;
আমি তোমার, কেবল তোমারই ধার্ম্মিকতা উল্লেখ করিব।
১৭ হে ঈশ্বর, তুমি বাল্যকালাবধি আমাকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছ ;
আর এ পর্য্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করিতেছি।
১৮ হে ঈশ্বর, বৃদ্ধ বয়স ও পক্বকেশের কাল পর্য্যন্তও আমাকে পরিত্যাগ করিও না,
যাবৎ আমি এই বর্ত্তমান লোকদিগকে তোমার বাহুবল,
ভাবী লোক সকলকে তোমার পরাক্রম, জ্ঞাত না করি।
১৯ হে ঈশ্বর, তোমার ধার্ম্মিকতা উচ্চ গগনস্পর্শী ;
তুমি মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ ;
হে ঈশ্বর, তোমার তুল্য কে ?
২০ তুমি আমাদিগকে অনেক দারুণ সঙ্কট দেখাইয়াছ,
তুমি ফিরিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে,
পৃথিবীর অধঃস্থান হইতে পুনর্ব্বার উঠাইবে।
২১ তুমি আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি কর,
এবং ফিরিয়া আমাকে সান্ত্বনা দেও।
২২ আমি নেবল যন্ত্রেও তোমার স্তব করিব,
হে আমার ঈশ্বর, তোমার সত্যের স্তব করিব ;
হে ইস্রায়েলের পবিত্রতম,
বীণাতে তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।
২৩ তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিবার সময়ে আমার ওষ্ঠাধর আনন্দগান করিবে,
তোমা কর্তৃক মুক্ত আমার প্রাণ গাহিবে।
২৪ আমার জিহ্বাও সমস্ত দিন তোমার ধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গ করিবে,
যেহেতুক আমার অহিতান্বেষীরা লজ্জিত ও হতাশ হইয়াছে।

৭২

শলোমনের।

১ হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে আপনার শাসন,
রাজপুত্রকে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রদান কর।
২ তিনি ধর্ম্মে তোমার প্রজাগণের,
ন্যায়ে তোমার দুঃখীদের বিচার করিবেন।
৩ পর্ব্বতগণ ও উপপর্ব্বতগণ ধার্ম্মিকতা দ্বারা
প্রজাদের জন্য শান্তিরূপ ফলে ফলবান হইবে।
৪ তিনি দুঃখী প্রজাগণের বিচার করিবেন,
তিনি দরিদ্রের সন্তানদিগকে ত্রাণ করিবেন,
কিন্তু উপদ্রবীকে চূর্ণ করিবেন।
৫ যাবৎ সূর্য্য থাকিবে ও চন্দ্র দৃশ্য হইবে,
তাবৎ লোকে পুরুষানুক্রমে তোমাকে ভয় করিবে।
৬ ছিন্নতৃণ মাঠে বৃষ্টির ন্যায় তিনি নামিয়া আসিবেন,
ভূমি সিঞ্চনকারী জলধারার ন্যায় আসিবেন।
৭ তাঁহার সময়ে ধার্ম্মিক প্রফুল্ল হইবে,
চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রচুর শান্তি হইবে।
৮ তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত,
নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন।
৯ তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে,
তাঁহার শত্রুগণ ধূলা চাটিবে।
১০ তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন ;
শিবা ও সবার রাজগণ দর্শনীয় দিবেন।
১১ হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন ;
যাবতীয় জাতি তাঁহার দাস হইবে।
১২ কেননা তিনি আর্ত্তনাদকারী দরিদ্রকে,
এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন।
১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন,
তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন।
১৪ তিনি শঠতা ও দৌরাত্ম্য হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন,
তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে ;
১৫ আর তাহারা জীবিত থাকিয়া তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করিবে,
তাঁহার নিমিত্তে নিরন্তর প্রার্থনা করিবে,
সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে।
১৬ দেশমধ্যে পর্ব্বত-শিখরে প্রচুর শস্য হইবে,
তাহার ফল লিবানোনের ন্যায় দোলায়মান হইবে ;
এবং নগরবাসীরা ভূমির তৃণের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে।
১৭ তাঁহার নাম অনন্তকাল থাকিবে ;
সূর্য্যের স্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহার নাম সতেজ থাকিবে ;
মনুষ্যেরা তাঁহাতে আশীর্ব্বাদ পাইবে ;
যাবতীয় জাতি তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিবে।

১৮ ধন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ;
কেবল তিনিই আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন।
১৯ তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য হউক ;
তাঁহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক।
আমেন, আমেন।

২০ যিশয়ের পুত্র দায়ূদের প্রার্থনা সকল সমাপ্ত।

Digitized by Google

৭৩

আসফের সঙ্গীত।

১ ইস্রায়েলের পক্ষে, শুদ্ধচিত্ত লোকদের পক্ষে,
ঈশ্বর নিতান্তই মঙ্গলস্বরূপ।
২ কিন্তু আমার চরণ প্রায় টলিয়াছিল;
আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হইয়াছিল।
৩ কারণ যখন দুষ্টদের কল্যাণ দেখিয়াছিলাম,
তখন গর্ব্বিতদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলাম।
৪ কারণ তাহারা মৃত্যুর জন্য যন্ত্রিত হয় না,
বরং তাহাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট।
৫ মর্ত্ত্যের ন্যায় কষ্ট তাহাদের হয় না;
মনুষ্যের মত তাহারা আহত হয় না।
৬ এই জন্য অহঙ্কার তাহাদের কণ্ঠের হারবৎ,
দৌরাত্ম্য বস্ত্রবৎ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে।
৭ তাহাদের চক্ষু মেদে ঠেলিয়া উঠে,
তাহাদের মনের সঙ্কল্প অপরিমিত।
৮ তাহারা বিদ্রূপ করে, ও দুষ্টতায় উপদ্রবের কথা কহে,
তাহারা দর্পকথা কহে।
৯ তাহারা গগন পর্য্যন্ত মুখ তুলে,
এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবীতে বিহার করে।
১০ এই জন্য তাহাদের জনতা সেইদিকে ফিরে,
প্রচুর জল তাহাদের দ্বারা গিলিত হয়।
১১ আর তাহারা বলে, ঈশ্বর কিরূপে জানিবেন?
পরাৎপরের কি কিছু জ্ঞান আছে?
১২ দেখ, ইহারাই দুর্জ্জন,
ইহারা চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া ধন বৃদ্ধি করিয়াছে।
১৩ তবে আমি বৃথাই চিত্ত পরিষ্কার করিয়াছি,
নির্দ্দোষতায় হস্ত প্রক্ষালন করিয়াছি।
১৪ কেননা আমি সমস্ত দিন আহত হইয়াছি,
প্রতিপ্রভাতে শাস্তি পাইয়াছি।
১৫ যদি আমি বলিতাম, এইরূপ বর্ণনা করিব,
তবে দেখ, তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতাম।
১৬ আমি তাহা বুঝিবার জন্য চিন্তা করিলাম,
কিন্তু তাহা আমার দৃষ্টিতে কষ্টকর হইল।
১৭ শেষে আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলাম,
ও তাহাদের চরম ফল বিবেচনা করিলাম।
১৮ তুমি তাহাদিগকে পিচ্ছিল স্থানেই রাখিতেছ,
তাহাদিগকে বিনাশে ফেলিয়া দিতেছ।
১৯ তাহারা নিমিষকাল মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়,
নানা ত্রাসে কেমন নিঃশেষে সংহার পায়!
২০ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর যেমন স্বপ্ন তুচ্ছ হয়,
তেমনি, হে প্রভো, তুমি জাগিলে তাহাদের প্রতিমাকে তুচ্ছ করিবে।
২১ আমার চিত্ত তাপিত হইল,
আমার মর্ম্ম বিদ্ধ হইল।
২২ আমি মূর্খ ও অজ্ঞান,
তোমার কাছে পশুবৎ ছিলাম।
২৩ কিন্তু আমি নিরন্তর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছ।
২৪ তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে,
শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করিবে।
২৫ স্বর্গে আমার আর কে আছে?
ভুবনেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রীতি নাই।
২৬ আমার মাংস ও চিত্ত ক্ষয় পাইতেছে,
তথাপি ঈশ্বর অনন্তকালতরে আমার চিত্তের অচল ও আমার দায়াংশ।
২৭ কেননা দেখ, যাহারা তোমা হইতে দূরে থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইবে;
যে সকল লোক তোমা হইতে অপসরণ দ্বারা ব্যভিচার করে, সেই সকলকে তুমি উচ্ছিন্ন করিয়াছ।
২৮ কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে থাকা আমার মঙ্গল;
আমি প্রভু সদাপ্রভুর শরণ লইলাম।
যেন তোমার সমস্ত ক্রিয়া বর্ণনা করিতে পারি।

৭৪

আসফের প্রবোধন।

১ হে ঈশ্বর, তুমি কেন চিরতরে ত্যাগ করিয়াছ?
আপন চরাণির মেষগণের বিরুদ্ধে কেন তোমার ক্রোধানল প্রধূমিত হইতেছে?
২ তোমার মণ্ডলীকে স্মরণ কর, যাহা তুমি পূর্ব্ব-কালে ক্রয় করিয়াছ,
যাহা তোমার অধিকারের বংশ হইবার জন্য তুমি মুক্ত করিয়াছ;
তোমার বাসস্থান সিয়োন পর্ব্বতকে স্মরণ কর।
৩ এই চিরকালীন কাঁথড়ায় পদার্পণ কর;
শত্রু ধর্ম্মধামে সকলই ছারখার করিয়াছে।
৪ তোমার বিপক্ষগণ তোমার সমাগমস্থানের মধ্যে গর্জ্জন করিয়াছে;
অভিজ্ঞানের নিমিত্তে তাহারা আপনাদের অভি-জ্ঞান স্থাপন করিয়াছে।
৫ তাহারা এমন লোকদের ন্যায় দৃশ্যমান হইল,

Digitized by Google

যাহারা নিবিড় বনে কুঠার উঠায়।
৬ এখন তাহারা কুঠার ও হাতুড়ি দ্বারা
তথাকার শিল্পকর্ম্ম একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে।
৭ তাহারা তোমার ধর্ম্মধাম অগ্নিসাৎ করিল,
তাহারা তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ করিয়া অশুচি করিল।
৮ তাহারা মনে মনে কহিল, "আমরা তাহাদিগকে একেবারে সংহার করি,"
তাহারা দেশের মধ্যে ঈশ্বরের যাবতীয় সমাজ-গৃহ দগ্ধ করিয়াছে।
৯ আমরা নিজ অভিজ্ঞানসমূহ দেখিতে পাই না,
কোন ভাববাদী আর নাই;
এইরূপ কত দিন থাকিবে, তাহা আমাদের কেহ জানে না।
১০ হে ঈশ্বর, বিপক্ষ কত কাল তিরস্কার করিবে?
শত্রু কি চিরকাল তোমার নাম তুচ্ছ করিবে?
১১ তুমি আপন হস্ত, আপন দক্ষিণ হস্ত, কেন সঙ্কুচিত রাখিতেছ?
বক্ষঃস্থল হইতে বাহির কর, শত্রু নিঃশেষ কর।

১২ ঈশ্বরই পূর্ব্বাবধি আমার রাজা,
পৃথিবীর মধ্যে পরিত্রাণের সাধনকর্ত্তা।
১৩ তুমিই আপন পরাক্রমে সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়াছিলে,
তুমি জলে নাগদের মস্তক ভগ্ন করিয়াছিলে।
১৪ তুমিই লিবিয়াথনের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলে,
মরুভূমি-নিবাসী সকলকে খাদ্যস্বরূপে তাহার দেহ দিয়াছিলে।
১৫ তুমি উৎস ও বন্যা উৎসারিত করিয়াছিলে,
তুমিই নিত্যবাহিনী নদী শুষ্ক করিয়াছিলে।
১৬ দিবস তোমার, রাত্রিও তোমার;
তুমিই জ্যোতিষ্ক ও সূর্য্য রচনা করিয়াছ।
১৭ তুমিই পৃথিবীর সমস্ত সীমা স্থাপন করিয়াছ;
তুমিই গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল করিয়াছ।
১৮ স্মরণ কর, শত্রু সদাপ্রভুকে তিরস্কার করিয়াছে,
মূঢ় জাতি তোমার নাম তুচ্ছ করিয়াছে।
১৯ তোমার ঘুঘুর প্রাণ বন্য পশুকে দিও না;
তোমার দুঃখিগণের প্রাণকে চিরতরে ভুলিও না।
২০ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখ;
কেননা পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান সকল ক্রূরতার বসতিতে পরিপূর্ণ।
২১ উৎপীড়িত ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া না যাউক;
দুঃখী ও দরিদ্র তোমার নামের প্রশংসা করুক।
২২ হে ঈশ্বর, উঠ, আপনার বিবাদ নিষ্পন্ন কর;
স্মরণ কর, মূঢ় সমস্ত দিন তোমাকে কেমন তিরস্কার করে।
২৩ তোমার বিপক্ষগণের রব বিস্মৃত হইও না;
তোমার প্রতিরোধীদের কলহ নিয়ত উঠিতেছে।

৭৫ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, অল-তশ্‌হেৎ। আসফের সঙ্গীত। গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি,
ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তোমার নাম নিকটবর্ত্তী;
লোকে তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্মনিচয় প্রচার করে।
২ "আমি যখন নিরূপিত সময় উপস্থিত করিব,
তখন আমিই ন্যায্য বিচার করিব।
৩ পৃথিবী ও তন্নিবাসিগণ বিলীন হইতেছে;
আমি তাহার স্তম্ভ সকল সুস্থির করিয়াছি। সেলা।
৪ আমি গর্ব্বিতদিগকে কহিলাম, গর্ব্ব করিও না;
দুষ্টদিগকে কহিলাম, শৃঙ্গ তুলিও না।
৫ তোমাদের শৃঙ্গ উচ্চে তুলিও না;
শক্তগ্রীব হইয়া কথা কহিও না।"
৬ কেননা উদয়স্থান হইতে, কি পশ্চিমদিক্ হইতে,
অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমন নয়।
৭ কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্ত্তা;
তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।
৮ কেননা সদাপ্রভুর হস্তে এক পানপাত্র আছে,
তাহার দ্রাক্ষারস মাতিয়া উঠিয়াছে,
তাহা মিশ্রিত মদ্যে পরিপূর্ণ, আর তিনি তাহা হইতে ঢালেন,
পৃথিবীর দুষ্টগণ সকলে তাহার তলানি পর্য্যন্ত চাটিয়া খাইবে।
৯ কিন্তু আমি চিরকাল প্রচার করিব,
যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।
১০ আমি দুষ্টগণের সমস্ত শৃঙ্গ কাটিয়া ফেলিব,
কিন্তু ধার্ম্মিকগণের শৃঙ্গ উচ্চীকৃত হইবে।

৭৬ প্রধান বাদ্যকরের জন্য; তারযুক্ত যন্ত্রে। আসফের সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর যিহূদার মধ্যে পরিচিত,
ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁহার নাম মহৎ।
২ শালেমে তাঁহার আবাস,
সিয়োনে তাঁহার বাসস্থান রহিয়াছে।
৩ সেখানে তিনি উজ্জ্বল ধনুর্ব্বাণ,
ঢাল, খড়্গ ও সংগ্রাম ভগ্ন করিয়াছেন। সেলা।
৪ মৃগয়ার পর্ব্বতনিচয় হইতে
তুমি তেজোময় ও মহিমান্বিত।
৫ সাহসিক-চিত্তেরা লুণ্ঠিত ও নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে,
কোন বীর আপন হস্ত পায় নাই।
৬ হে যাকোবের ঈশ্বর, তোমার তর্জ্জনে
রথ ও অশ্ব মহানিদ্রাগত হইয়াছে।
৭ তুমি, তুমিই ভয়ার্হ;
তুমি ক্রুদ্ধ হইলে কে তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে?
৮ তুমি স্বর্গ হইতে বিচারাজ্ঞা শ্রবণ করাইলে,

Digitized by Google

পৃথিবী ভীত ও নিস্তব্ধ হইল ;
৯ কেমনা তখন ঈশ্বর বিচার করিতে,
পৃথিবীস্থ মৃদু সকলের পরিত্রাণ করিতে উঠি-
লেন। সেলা।
১০ অবশ্য, মনুষ্যের ক্রোধ তোমার স্তব করিবে ;
তুমি ক্রোধের অবশেষ দ্বারা কটিবন্ধন করিবে।
১১ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে মানত কর, ও
তাহা পূর্ণ কর ;
তাঁহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সকলে সেই ভয়ার্হের নিকটে
উপঢৌকন আনয়ন করুক।
১২ তিনি প্রধানবর্গের সাহস খর্ব্ব করেন ;
পৃথিবীস্থ রাজগণের পক্ষে তিনি ভয়ঙ্কর।

৭৭ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদূথূনের মতানুযায়ী। আসফের সঙ্গীত।

১ আমি স্বরবে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করিব ;
স্বরবে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করিব,
তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করিবেন।
২ সঙ্কটের দিনে আমি প্রভুর অন্বেষণ করিলাম ;
রাত্রিকালে আমার হস্ত বিস্তারিত থাকিল, সঙ্কু-
চিত হইল না ;
আমার প্রাণ প্রবোধ মানিল না।
৩ আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কোঁকাইতেছি ;
ভাবনা করিতে করিতে আমার আত্মা মূর্চ্ছিত
হইতেছে। সেলা।
৪ তুমি আমার চক্ষুর পাতা খোলা রাখিতেছ ;
আমি এত উদ্বিগ্ন যে, কথা কহিতে পারি না।
৫ আমি পূর্ব্বকালের দিননিচয় ভাবিয়াছি,
পুরাকালের বৎসরনিচয় আলোচনা করিয়াছি।
৬ আমি আমার রাত্রিকালীন গীত স্মরণ করি,
আমি মনে মনে ধ্যান করি,
আমার আত্মা সূক্ষ্ম আলোচনা করে।
৭ প্রভু কি চিরকালের জন্য ত্যাগ করিবেন ?
তিনি কি আর সুপ্রসন্ন হইবেন না ?
৮ তাঁহার দয়া কি চিরতরে শেষ হইয়াছে ?
তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে বিফল থাকিবে ?
৯ ঈশ্বর কি প্রসন্ন হইতে ভুলিয়া গিয়াছেন ?
তিনি ক্রোধে কি আপন করুণা রুদ্ধ করিয়া-
ছেন ? সেলা।
১০ পরে আমি কহিলাম, ইহা আমার পীড়া ;
পরাৎপরের দক্ষিণ হস্তের বৎসর সকল [স্মরণ
করিব]।
১১ আমি সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল উল্লেখ করিব ;
কেমনা তোমার পূর্ব্বকালীয় আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল
স্মরণ করিব।
১২ আমি তোমার সমস্ত কর্ম্ম ধ্যান করিব।
তোমার ক্রিয়া সকল ধ্যান করিব।
১৩ হে ঈশ্বর, পবিত্রতায় তোমার পথ ;
ঈশ্বরের তুল্য মহান ঈশ্বর কে ?
১৪ তুমিই আশ্চর্য্য কার্য্যকারী ঈশ্বর,
তুমি জাতিগণের মধ্যে আপন পরাক্রম জ্ঞাত
করিয়াছ।
১৫ তুমি বাহুবল দ্বারা আপন প্রজাদিগকে,
যাকোবের ও যোষেফের সন্তানগণকে, মুক্ত
করিয়াছ। সেলা।
১৬ হে ঈশ্বর, জলসমূহ তোমাকে দেখিল :
জলসমূহ তোমাকে দেখিল, কম্পিত হইল,
জলধি সকলও বিচলিত হইল।
১৭ জলধর সকল জলধারা বর্ষাইল,
মেঘমালা গর্জ্জন করিল,
তোমার বাণ সকলও বিক্ষিপ্ত হইল।
১৮ চক্রবাতে তোমার বজ্রের ধ্বনি হইল,
বিদ্যুৎ জগৎকে দেদীপ্যমান করিল,
পৃথিবী কম্পমান ও টলটলায়মান হইল।
১৯ সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ ছিল,
বহু জলরাশির মধ্যে তোমার মার্গ ছিল,
তোমার পদচিহ্ন জানা গেল না।
২০ তুমি স্বীয় প্রজাগণকে মেষপালের ন্যায়,
মোশি ও হারোণের হস্ত দ্বারা চালাইলে।

৭৮ আসফের প্রবোধন।

১ হে আমার স্বজাতি, আমার উপদেশ শ্রবণ কর,
আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর।
২ আমি দৃষ্টান্তকথায় আপন মুখ খুলিব,
আমি পুরাকালের গূঢ়বাক্যসমূহ ব্যক্ত করিব ;
৩ সেই সকল আমরা শুনিয়াছি, জ্ঞাত হইয়াছি,
আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদিগকে বলি-
য়াছেন,
৪ আমরা সে সকল তাঁহাদের সন্তানগণের কাছে
গুপ্ত রাখিব না,
উত্তরকালীন পুরুষপরম্পরার কাছে সদাপ্রভুর
প্রশংসা বর্ণনা করিব,
তাঁহার পরাক্রম ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া
সকল বর্ণনা করিব।
৫ তিনি যাকোবের মধ্যে সাক্ষ্য দাঁড় করাইয়াছেন,
ইস্রায়েলের মধ্যে ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন ;
তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আজ্ঞা দিয়া-
ছিলেন,
যেন তাঁহারা আপন আপন সন্তানগণকে তাহা
জানান ;
৬ উত্তরকালে পুরুষপরম্পরায় যে সন্তানগণ জন্মিবে,
তাহারা যেন তাহা জ্ঞাত হয় ;
এবং উঠিয়া আপন আপন সন্তানগণকে তাহার
বৃত্তান্ত কহে ;

Digitized by Google

৭ যেন তাহারা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখে,
এবং ঈশ্বরের কার্য্য সকল বিস্মৃত না হয়,
কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে;
৮ যেন আপন পিতৃপুরুষদের ন্যায় না হয়,
যাহারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী বংশ ছিল;
সেই বংশ আপনাদের চিত্ত স্থির করে নাই,
তাহাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না।
৯ ইফ্রয়িমের সন্তানগণ সসজ্জ ও ধনুর্দ্ধর,
কিন্তু সংগ্রামের দিনে তাহারা হটিয়া গেল।
১০ তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিল না,
তাঁহার ব্যবস্থানুসারে চলিতে অস্বীকার করিল।
১১ তাহারা তাঁহার কার্য্য সকল ভুলিয়া গেল,
সেই সকল আশ্চর্য্য কার্য্য, যাহা তিনি তাহা-
দিগকে দেখাইয়াছিলেন।
১২ তিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের সাক্ষাতে,
মিসরদেশে, সোয়নের মাঠে, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য
কার্য্য করিয়াছিলেন।
১৩ তিনি সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়া তাহাদিগকে পার
করিয়াছিলেন,
জলকে স্তূপাকারে দাঁড় করাইয়াছিলেন।
১৪ তিনি দিবসে মেঘ দ্বারা তাহাদিগকে পথ
দেখাইতেন,
এবং সমস্ত রাত্রি অগ্নির তেজ দ্বারা দেখাইতেন।
১৫ তিনি প্রান্তরমধ্যে শৈলচয় বিদীর্ণ করিলেন,
তাহাদিগকে যেন জলধি হইতে প্রচুর জল পান
করাইলেন।
১৬ তিনি শৈল হইতেও স্রোত বাহির করিলেন,
নদীর ন্যায় জল বহাইলেন।
১৭ তথনও তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে
পাপ করিল,
মরুভূমিতে পরাৎপরের বিদ্রোহী হইল;
১৮ তাহারা নিজ অভিলাষ পূরণার্থ ভক্ষ্য যাচ্ঞা
দ্বারা আপন আপন মনে ঈশ্বরের পরীক্ষা
করিল।
১৯ আর তাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা কহিল,
বলিল, ঈশ্বর কি প্রান্তরে মেজ সাজাইয়া দিতে
পারেন?
২০ দেখ, তিনি শৈলকে আঘাত করিলে জলধারা
বহিল,
স্রোতোধারা প্রবাহিত হইল;
তিনি কি অন্নও দিতে পারেন?
আপন প্রজাদের জন্য কি মাংস যোগাইবেন?
২১ অতএব সদাপ্রভু শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন;
যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল;
২২ কেননা তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না,
তাঁহার পরিত্রাণে নির্ভর দিত না।
২৩ তবু তিনি উপরিস্থ মেঘমালাকে আজ্ঞা দিলেন,
গগনমণ্ডলের দ্বার সকল খুলিয়া দিলেন।
২৪ তিনি ভক্ষ্যের জন্য তাহাদের উপরে মান্না
বর্ষাইলেন,
তাহাদিগকে স্বর্গের শস্য দিলেন।
২৫ মনুষ্য পরাক্রমীদের খাদ্য ভোজন করিল;
তিনি তাহাদের তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষ্য পাঠাইলেন।
২৬ তিনি আকাশে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন,
নিজ পরাক্রমে দক্ষিণ বায়ু চালাইলেন।
২৭ তিনি তাহাদের উপরে মাংসকে ধূলির ন্যায়,
পক্ষধারী বিহঙ্গকে সমুদ্রের বালির ন্যায়
বর্ষাইলেন।
২৮ তিনি তাহা তাহাদের শিবিরমধ্যে,
আবাসসমূহের চতুষ্পার্শ্বে, পড়িতে দিলেন।
২৯ তখন তাহারা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল;
তিনি তাহাদের অভীষ্ট তাহাদিগকে দিলেন;
৩০ তাহারা আপনাদের অভীষ্ট দ্রব্য ছাড়ে নাই,
তাহাদের খাদ্য তাহাদের মুখেই ছিল,
৩১ তখন তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ উঠিল,
তাহা তাহাদের হৃষ্টপুষ্টগণকে সংহার করিল,
ইস্রায়েলের যুবকগণকে পাড়িয়া ফেলিল।
৩২ এ সমস্ত সত্ত্বেও তাহারা পুনর্ব্বার পাপ করিল,
ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিল না।
৩৩ অতএব তিনি তাহাদের আয়ু বাষ্পে,
তাহাদের বৎসর সকল বিহ্বলতায়, শেষ করিলেন।
৩৪ তিনি লোকদিগকে বধ করিলে তাহারা তাঁহার
অনুসন্ধান করিল,
ফিরিয়া সযত্নে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিল;
৩৫ তাহাদের স্মরণ হইল, ঈশ্বর তাহাদের অচল,
পরাৎপর ঈশ্বর তাহাদের মুক্তিদাতা।
৩৬ কিন্তু তাহারা মুখে তাঁহার চাটুবাদ করিল,
জিহ্বাতে তাঁহার নিকটে মিথ্যা কহিল;
৩৭ তাহাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি স্থির ছিল না,
তাহারা তাঁহার নিয়মেও বিশ্বস্ত ছিল না।
৩৮ কিন্তু তিনি স্নেহময়, তাই অপরাধ ক্ষমা করি-
লেন, ধ্বংস করিলেন না,
অনেক বার আপন ক্রোধ সম্বরণ করিলেন,
আপনার সমস্ত কোপ উদ্দীপিত করিলেন না।
৩৯ তিনি স্মরণ করিলেন যে, তাহারা মাংসমাত্র,
বায়ুস্বরূপ, যাহা বহিয়া গেলে আর ফিরিয়া
আইসে না।
৪০ তাহারা প্রান্তরমধ্যে কত বার তাঁহার বিরুদ্ধে
দ্রোহ করিল,
মরুভূমিতে কত বার তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিল!
৪১ তাহারা পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অসন্তুষ্ট করিল।
৪২ তাহারা তাঁহার হস্ত স্মরণ করিল না,
সেই দিনকে স্মরণ করিল না, যে দিনে তিনি
তাহাদিগকে বিপক্ষ হইতে মুক্ত করিলেন।

Digitized by Google

৪৩ তিনি মিসরে আপন অভিজ্ঞান সকল,
সোয়নের মাঠে আপন অদ্ভুত লক্ষণ সকল, স্থাপন করিলেন।
৪৪ তিনি তন্নিবাসীদের নদী সকল রক্তে পরিণত,
তাহাদের প্রবাহ সকলের জল অপেয় করিলেন।
৪৫ তিনি তাহাদের মধ্যে গ্রাসকারী দংশক,
ও বিনাশকারী ভেক প্রেরণ করিলেন।
৪৬ তিনি ঘটিপোকাকে তাহাদের ভূমির দ্রব্য,
পঙ্গপালকে তাহাদের শ্রমফল দিলেন।
৪৭ তিনি শিলা দ্বারা তাহাদের দ্রাক্ষালতা,
করকাপাতে তাহাদের ডুমুর বৃক্ষ মারিয়া ফেলিলেন।
৪৮ তিনি তাহাদের পশুগণকে শিলাতে,
পাল সকলকে বজ্রাঘাতে সমর্পণ করিলেন।
৪৯ তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে আপন প্রচণ্ড ক্রোধ,
কোপ, রোষ ও সঙ্কট পাঠাইলেন,
অনিষ্টের দূতদল পাঠাইলেন।
৫০ তিনি নিজ ক্রোধের জন্য পথ করিলেন;
মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন নাই,
কিন্তু তাহাদের জীবন মহামারীর হস্তে দিলেন।
৫১ তিনি মিসরে সমস্ত প্রথমজাতকে,
হামের তাম্বুসমূহে তাহাদের শক্তির অগ্রিমফলকে আঘাত করিলেন;
৫২ কিন্তু আপন প্রজাদিগকে মেষবৎ চালাইলেন,
পালের মত প্রান্তর দিয়া লইয়া আসিলেন।
৫৩ তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে লইয়া আসিলেন, তাহারা উদ্বিগ্ন হইল না,
কিন্তু সমুদ্র তাহাদের শত্রুগণকে আচ্ছাদন করিল।
৫৪ আর তিনি তাহাদিগকে আপন পবিত্র সীমায়,
স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লব্ধ এই পর্ব্বতে, আনিলেন।
৫৫ তিনি তাহাদের সম্মুখ হইতে জাতিগণকে দূর করিলেন,
মানরজ্জু দ্বারা অধিকার বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন,
ইস্রায়েলের বংশদিগকে উহাদের তাম্বুতে বাস করাইলেন।
৫৬ তথাপি তাহারা পরাৎপর ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল, তাঁহার বিদ্রোহী হইল,
তাঁহার সাক্ষ্য সকল পালন করিল না।
৫৭ তাহারা হটিয়া গেল, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিল;
তাহারা বঞ্চক ধনুকের ন্যায় পার্শ্বে ফিরিল।
৫৮ তাহারা আপনাদের উচ্চস্থলীসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল,
আপনাদের খোদিত প্রতিমাগণ দ্বারা তাঁহার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল।
৫৯ ঈশ্বর তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন,
ইস্রায়েলকে অতিমাত্র ঘৃণা করিলেন।
৬০ তিনি শীলোস্থিত আবাস ত্যাগ করিলেন,
মনুষ্যের মধ্যে স্বীয় স্থাপিত তাম্বু ত্যাগ করিলেন।
৬১ তিনি আপন বল বন্দিত্বে,
আপন শোভা বিপক্ষের হস্তে দিলেন।
৬২ তিনি আপন প্রজাদিগকে খড়্গের হস্তগত করিলেন,
আপন অধিকারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন।
৬৩ অগ্নি তাহাদের যুবকগণকে গ্রাস করিল,
তাহাদের কন্যাগণের পরিণয়-সঙ্গীত হইল না।
৬৪ তাহাদের যাজকগণ খড়্গে পতিত হইল,
তাহাদের বিধবারা রোদন করিল না।
৬৫ তখন প্রভু জাগিলেন, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়,
দ্রাক্ষারসে হর্ষনাদকারী বীরের ন্যায়।
৬৬ তিনি আপন বিপক্ষগণের পৃষ্ঠে প্রহার করিলেন,
তাহাদিগকে চিরকালীন তিরস্কারের পাত্র করিলেন।
৬৭ আর তিনি যোষেফের তাম্বু অগ্রাহ্য করিলেন,
ইফ্রয়িম-বংশকে মনোনীত করিলেন না;
৬৮ কিন্তু মনোনীত করিলেন যিহূদা-বংশকে,
ও আপনার প্রিয় সিয়োন পর্ব্বতকে।
৬৯ তিনি আপন ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিলেন, উচ্চ শিখরের ন্যায়,
ও পৃথিবীর ন্যায়, যাহা তিনি অনন্তকালতরে স্থাপন করিয়াছেন।
৭০ তিনি আপন দাস দায়ূদকে মনোনীত করিলেন,
তাঁহাকে মেষের খোঁয়াড় হইতে গ্রহণ করিলেন;
৭১ তিনি স্তন্যদাত্রী মেষীদের পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আনিলেন,
আপন প্রজা যাকোবকে ও আপন অধিকার ইস্রায়েলকে চরাইতে দিলেন।
৭২ তাহাতে তিনি হৃদয়ের সিদ্ধতানুসারে তাহাদিগকে চরাইলেন,
আপন হস্তদ্বয়ের দক্ষতায় তাহাদিগকে চালাইলেন।

৭৯ আসফের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে,
তাহারা তোমার পবিত্র মন্দির অশুচি করিয়াছে,
যিরূশালেমকে কাঁথড়ার ঢিবী করিয়াছে।
২ তাহারা খেচর পক্ষিগণকে তোমার দাসদের শব দিয়াছে,
ভূচর পশুগণকে তোমার সাধুদের মাংস ভক্ষণার্থে দিয়াছে।
৩ তাহারা যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকে জলের ন্যায় উহাদের রক্ত ঢালিয়াছে;

Digitized by Google

উহাদের কবর দিবার কেহ ছিল না।
৪ আমরা প্রতিবাসিগণের নিকটে তিরস্কারের বিষয় হইয়াছি,
চতুর্দ্দিকস্থ লোকদের কাছে হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপাস্পদ হইয়াছি।
৫ হে সদাপ্রভো, আর কত কাল তুমি নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকিবে?
তোমার অন্তর্জ্বালা কি অগ্নির ন্যায় জ্বলিবে?
৬ যে জাতি সকল তোমাকে জানে না,
যে রাজ্য সকল তোমার নামে ডাকে না,
তাহাদেরই উপরে স্বীয় কোপ ঢালিয়া দেও।
৭ কেননা তাহারা যাকোবকে গ্রাস করিয়াছে,
তাহার বাসস্থান শূন্য করিয়াছে
৮ পিতৃপুরুষদের অপরাধ সকল আমাদের বিরুদ্ধে স্মরিও না;
তোমার করুণা ত্বরায় আমাদের নিকটে আইসুক,
কেননা আমরা অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছি।
৯ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আপন নামের গৌরবার্থে আমাদের সাহায্য কর,
আপন নামের গুণে আমাদিগকে উদ্ধার কর,
আমাদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর।
১০ জাতিগণ কেন বলিবে, উহাদের ঈশ্বর কোথায়?
তোমার দাসগণের যে রক্ত পাতিত হইয়াছে,
তাহার প্রতিফল আমাদের দৃষ্টিগোচরে জাতিগণের মধ্যে বিদিত হউক।
১১ বন্দির হাহাকার তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক,
তুমি আপন বাহুর মহত্ত্বানুসারে মৃত্যুর সন্তানদিগকে বাঁচাও।
১২ আর, হে প্রভো, আমাদের প্রতিবাসিগণ যে তিরস্কার তোমাকে করিয়াছে,
তাহার সাত গুণ পরিশোধ তাহাদের ক্রোড়ে ফিরাইয়া দেও।
১৩ তাহাতে তোমার প্রজা ও তোমার চরাণির মেষ যে আমরা,
আমরা অনন্তকাল তোমার স্তব করিব,
পুরুষানুক্রমে তোমার প্রশংসা প্রচার করিব।

৮০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম-এদূৎ। আসফের সঙ্গীত।

১ হে ইস্রায়েলের পালক, কর্ণপাত কর,
যোষেফকে মেষপালবৎ চালাও যে তুমি,
করূবদ্বয়াসীন যে তুমি, তুমি বিরাজমান হও।
২ ইফ্রয়িম, বিন্যামীন ও মনঃশির সম্মুখে আপন পরাক্রম সতেজ কর,
আমাদের পরিত্রাণার্থে আগমন কর।
৩ হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাও,
আপন মুখ উজ্জ্বল কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

৪ হে সদাপ্রভো, বাহিনীগণের ঈশ্বর,
তুমি নিজ প্রজাগণের প্রার্থনা সত্ত্বে কত কাল কোপে জ্বলিবে?
৫ তুমি আহারার্থে তাহাদিগকে অশ্রুভক্ষ্য দিয়াছ,
বহুপরিমাণে নেত্রজল পান করাইয়াছ।
৬ তুমি প্রতিবাসীদের মধ্যে আমাদিগকে বিবাদাস্পদ করিতেছ,
আমাদের শত্রুগণ একযোগে পরিহাস করে।
৭ হে বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাও,
আপন মুখ উজ্জ্বল কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

৮ তুমি মিসর হইতে একটী দ্রাক্ষালতা তুলিয়া আনিয়াছিলে,
জাতিদিগকে দূর করিয়া দিয়া তাহা রোপণ করিয়াছিলে।
৯ তুমি তাহার জন্য ভূমি পরিষ্কার করিয়াছিলে,
তাহা বদ্ধমূল হইয়া দেশময় ব্যাপিল।
১০ তাহার ছায়ায় পর্ব্বতগণ ঢাকা পড়িয়া গেল,
তাহার শাখা সকল ঈশ্বরের এরসবৃক্ষচয়ের তুল্য হইল,
১১ তাহা সমুদ্র পর্য্যন্ত আপন শাখা,
নদী পর্য্যন্ত আপন পল্লব বিস্তার করিল।
১২ তুমি কেন তাহার বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে?
পথিক সকল যে তাহার পত্র ছিঁড়ে।
১৩ বন হইতে শূকর আসিয়া তাহা কুচায়,
মাঠের পশু তাহা মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে।
১৪ হে বাহিনীগণের ঈশ্বর, বিনয় করি, ফির,
স্বর্গ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, এই দ্রাক্ষালতার তত্ত্ব কর;
১৫ তোমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রোপিত চারার,
তোমার নিমিত্ত সবলীকৃত শাখার তত্ত্ব কর।
১৬ ইহা অগ্নিতে দগ্ধ, ইহা ছেদিত হইয়াছে;
তোমার মুখ-তর্জ্জনে লোক বিনষ্ট হইতেছে।
১৭ তোমার হস্ত তোমার দক্ষিণ হস্তের মনুষ্যের উপরে,
তোমার নিমিত্তে সবলীকৃত মনুষ্যপুত্রের উপরে থাকুক।
১৮ তাহাতে আমরা তোমা হইতে ফিরিয়া যাইব না;
তুমি আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর, আমরা তোমার নামে ডাকিব।
১৯ হে সদাপ্রভো, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাও;
আপন মুখ উজ্জ্বল কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

Digitized by Google

৮১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। রব, গিত্তীৎ। আসফের।

১ তোমরা আমাদের বলস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দধ্বনি কর,
যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ ধর সঙ্গীত, বাজাও তম্বুর,
বাজাও নেবল সহকারে মনোহর বীণা।
৩ বাজাও তূরী অমাবস্যায়,
বাজাও পূর্ণিমায়, আমাদের উৎসব দিনে।
৪ কেননা তাহা ইস্রায়েলের বিধি,
যাকোবের ঈশ্বরের শাসন।
৫ যখন তিনি মিসরদেশের বিরুদ্ধে নির্গমন করেন,
তখন যোষেফের মধ্যে এই সাক্ষ্য স্থাপন করিলেন;
আমি আপনার অবিদিত বাণী শুনিলাম।
৬ "আমি উহার স্কন্ধকে ভারমুক্ত করিলাম,
উহার হস্ত ঝুড়ি হইতে নিষ্কৃতি পাইল।
৭ তুমি সঙ্কটে ডাকিলে, আমি তোমাকে উদ্ধার করিলাম;
আমি মেঘনাদের অন্তরালে তোমাকে উত্তর দিলাম,
মরীবার জলসমীপে তোমার পরীক্ষা করিলাম।" সেলা।
৮ হে আমার জাতি, শ্রবণ কর, আমি তোমার কাছে সাক্ষ্য দিব;
হে ইস্রায়েল, তুমি যদি আমার কথা শুন!
৯ তোমার মধ্যে বিদেশীয় কোন দেবতা থাকিবে না,
তুমি কোন বিজাতীয় দেবতার কাছে প্রণিপাত করিবে না।
১০ আমিই সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর,
আমি তোমাকে মিসরদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছি;
তোমার মুখ খুলিয়া বিস্তার কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।
১১ কিন্তু আমার প্রজাগণ আমার রব শুনিল না,
ইস্রায়েল আমাকে চাহিল না।
১২ তাই আমি তাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কাঠিন্যে ছাড়িয়া দিলাম;
তাহারা আপনাদের মন্ত্রণায় চলিল।
১৩ আহা, যদি আমার প্রজাগণ আমার রব শুনে,
যদি ইস্রায়েল আমার পথে চলে!
১৪ তাহা হইলে আমি তাহাদের শত্রুগণকে ত্বরায় দমন করিব,
তাহাদের বিপক্ষগণের প্রতিকূলে আপন হস্ত ফিরাইব।
১৫ সদাপ্রভুর বিদ্বেষিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে;
কিন্তু ইহাদের সময় চিরকাল থাকিবে।
১৬ তিনি ইহাদিগকে সুগোধূম ভোজন করাইবেন;
আমি শৈলস্থ মধু দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিব।

৮২

আসফের সঙ্গীত।

১ ঈশ্বর ঈশ্বরের মণ্ডলীতে দণ্ডায়মান,
তিনি ঈশ্বরদের মধ্যে বিচার করেন।
২ তোমরা কত কাল অন্যায় বিচার করিবে,
ও দুষ্টগণের মুখাপেক্ষা করিবে? সেলা।
৩ দীনহীন ও পিতৃহীনদের বিচার কর;
দুঃখী ও অকিঞ্চনদের প্রতি ন্যায় কার্য্য কর।
৪ দীনহীন ও দরিদ্রকে নিস্তার কর;
দুষ্টদের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর।
৫ উহারা জানে না, বুঝে না,
উহারা অন্ধকারে যাতায়াত করে;
পৃথিবীর সমস্ত ভিত্তিমূল টলটলায়মান হইতেছে।
৬ আমি বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর,
তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান;
৭ কিন্তু তোমরা নিতান্ত মনুষ্যের ন্যায় মরিবে,
এক জন অধ্যক্ষের ন্যায় পতিত হইবে।
৮ হে ঈশ্বর, উঠ, পৃথিবীর বিচার কর;
কারণ তুমিই সমস্ত জাতিকে অধিকার করিবে।

৮৩

গীত। আসফের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বর, মৌনী থাকিও না;
হে ঈশ্বর, নীরব ও নিস্তব্ধ হইও না।
২ কেননা, দেখ, তোমার শত্রুগণ গর্জ্জিতেছে,
তোমার বিদ্বেষিগণ মস্তক তুলিয়াছে।
৩ তাহারা তোমার প্রজাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে,
তোমার লুক্কায়িতগণের প্রতিকূলে পরস্পর পরামর্শ আঁটিতেছে।
৪ তাহারা বলিয়াছে, আইস, আমরা উহাদিগকে উচ্ছিন্ন করি, আর জাতি থাকিতে না দিই,
যেন ইস্রায়েলের নাম আর স্মরণে না থাকে।
৫ কারণ তাহারা একচিত্তে মন্ত্রণা করিয়াছে;
তাহারা তোমার বিরুদ্ধে নিয়ম স্থাপন করে।
৬ ইদোমের তাম্বু সকল ও ইস্মায়েলীয়গণ,
মোয়াব ও হাগারীয়গণ,
৭ গবাল, অম্মোন ও অমালেক,
সোরবাসীদের সহিত পলেষ্টিয়া;
৮ অশূরিয়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে,
তাহারা লোট-সন্তানগণের বাহু হইয়াছে। সেলা।
৯ ইহাদের প্রতি তদ্রূপ কর, যেরূপ মিদিয়নের প্রতি করিয়াছিলে,

Digitized by Google

কীশোনের নদীতে সীষরার ও যাবীনের প্রতি করিয়াছিলে;
১০ তাহারা ঐন্দোরে বিনষ্ট হইল,
ভূমির উপরে সারস্বরূপ হইল।
১১ তুমি ইহাদের প্রধানবর্গকে ওরেব ও সেবের সমান কর,
ইহাদের অধিপতি সকলকে সেবহ ও সল্‌মুন্নের সমান কর।
১২ কেননা ইহারা বলিল, আইস, আমরা আপনাদের জন্য
ঈশ্বরের নিবাস সকল অধিকার করিয়া লই।
১৩ হে আমার ঈশ্বর, তুমি ইহাদিগকে ঘূর্ণায়মান ধূলির ন্যায় কর,
বায়ুর সম্মুখস্থ নাড়ার ন্যায় কর।
১৪ যেমন দাবানল বন দগ্ধ করে,
যেমন অগ্নিশিখা পর্ব্বতরাজি লেহন করে;
১৫ তদ্রূপ তুমি ইহাদিগকে তোমার ঝটিকায় তাড়না কর,
তোমার প্রচণ্ড বাত্যায় বিহ্বল কর।
১৬ তুমি ইহাদের মুখ লজ্জায় পরিপূর্ণ কর,
যেন, হে সদাপ্রভো, ইহারা তোমার নামের অন্বেষণ করে।
১৭ ইহারা চিরতরে লজ্জিত ও বিহ্বল হউক,
ইহারা হতাশ ও বিনষ্ট হউক;
১৮ জানুক, সদাপ্রভু নামে বিখ্যাত যে তুমি,
একা তুমিই সমস্ত ভূমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্থ পরাৎপর।

৮৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

---

১ হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো,
তোমার আবাস কেমন প্রিয়!
২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আকাঙ্ক্ষী,
এমন কি, মূর্চ্ছিত হয়,
আমার হৃদয় ও মাংস জীবৎ ঈশ্বরের নিমিত্ত উচ্চধ্বনি করে।
৩ সত্য, চটকপক্ষী কুলায় পাইয়াছে,
খঞ্জনপক্ষী নিজ শাবক রাখিবার বাসা পাইয়াছে।
হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো, আমার রাজন্‌, আমার ঈশ্বর,
তোমার বেদিই সেই স্থান।
৪ ধন্য তাহারা, যাহারা তব গৃহে বাস করে,
তাহারা সতত তোমার প্রশংসা করিবে। সেলা।
৫ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার বল তোমাতে,
[সিয়োনগামী] রাজপথ যাহার হৃদ্গত।
৬ তাহারা ক্রন্দনের তলভূমি দিয়া গমন করতঃ তাহা উৎসে পরিণত করে;
আদিম বৃষ্টি তাহা বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করে।
৭ তাহারা উত্তর উত্তর বলবান হইয়া অগ্রসর হয়,
প্রত্যেকে সিয়োনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়।
৮ হে সদাপ্রভো, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন;
হে যাকোবের ঈশ্বর, কর্ণপাত কর। সেলা।
৯ হে ঈশ্বর, আমাদের ঢাল, নিরীক্ষণ কর;
তোমার অভিষিক্তের মুখ অবলোকন কর।
১০ কেননা সহস্র দিন অপেক্ষা তোমার প্রাঙ্গণে এক দিনও উত্তম;
বরং আমার ঈশ্বরের গৃহের গোবরাটে দাঁড়াইয়া থাকা আমার বাঞ্ছনীয়,
তবু দুষ্টতার তাম্বুতে বাস করা বাঞ্ছনীয় নয়।
১১ কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর সূর্য্য ও ঢাল;
সদাপ্রভু অনুগ্রহ ও প্রতাপ প্রদান করেন;
যাহারা সিদ্ধপথে চলে, তিনি তাহাদের মঙ্গল করিতে অস্বীকার করিবেন না।
১২ হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো,
ধন্য সেই, যে তোমার উপরে নির্ভর করে।

৮৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

---

১ হে সদাপ্রভো, তুমি নিজ দেশের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ,
তুমি যাকোবকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছ।
২ তুমি আপন প্রজাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি তাহাদের সমস্ত পাপ আচ্ছাদন করিয়াছ। সেলা।
৩ তুমি তোমার সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছ,
তুমি আপন কোপের চণ্ডতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ।
৪ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের প্রতি ফির,
আমাদের প্রতি তোমার অসন্তোষ নিবৃত্ত কর।
৫ আমাদের উপরে কি চিরকাল ক্রোধান্বিত থাকিবে?
তুমি কি পুরুষে পুরুষে কোপ রাখিবে?
৬ তুমিই কি আবার আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে না,
যেন তোমার প্রজাগণ তোমাতে আনন্দ করে?
৭ হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া আমাদিগকে দেখাও,
তোমার পরিত্রাণ আমাদিগকে প্রদান কর।
৮ ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহা কহিবেন, আমি তাহা শুনিব;
কেননা তিনি আপন প্রজাদের, আপন সাধুগণের কাছে শান্তির কথা কহিবেন;
কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার মূর্খতায় না ফিরুক।

Digitized by Google

৯ সত্যই তাঁহার পরিত্রাণ তাহাদেরই নিকটবর্ত্তী,
যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,
যেন আমাদের দেশে গৌরব বাস করিতে পায়।
১০ দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল,
ধর্ম্ম ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল।
১১ ভূমি হইতে সত্যের অঙ্কুর উঠে,
স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছে।
১২ সদাপ্রভু মঙ্গল প্রদান করিবেন,
আবার আমাদের দেশ ফল প্রদান করিবে।
১৩ ধর্ম্ম তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিবে,
তাঁহার পদচিহ্নকে মার্গস্বরূপ করিবে।

৮৬ দায়ূদের প্রার্থনা।

১ হে সদাপ্রভো, কর্ণপাত কর, আমাকে উত্তর দেও,
কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র।
২ আমার প্রাণ রক্ষা কর, কেননা আমি সাধু;
হে আমার ঈশ্বর, তোমাতে বিশ্বাসকারী তব দাসকে তুমিই পরিত্রাণ কর।
৩ হে প্রভো, আমার প্রতি কৃপা কর,
কেননা আমি সমস্ত দিন তোমাকে ডাকি।
৪ নিজ দাসের প্রাণ আনন্দিত কর,
কেননা, হে প্রভো, আমি তোমার উদ্দেশে প্রাণ উত্তোলন করি।
৫ কারণ, হে প্রভো, তুমি মঙ্গলময় ও ক্ষমাবান,
এবং যাহারা তোমাকে ডাকে, তুমি সেই সকলের পক্ষে দয়াতে মহান।
৬ হে সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর,
আমার বিনতি-রবে অবধান কর।
৭ সঙ্কটের দিনে আমি তোমাকে ডাকিব,
কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিবে।
৮ হে প্রভো, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই,
তোমার কর্ম্ম সকল অনুপম।
৯ হে প্রভো, তোমার বিরচিত সর্ব্ব জাতি আসিয়া তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে,
তাহারা তোমার নামের গৌরব করিবে।
১০ কারণ তুমি মহান এবং আশ্চর্য্য কার্য্যকারী;
তুমিই একমাত্র ঈশ্বর।
১১ হে সদাপ্রভো, তোমার পথ আমাকে শিখাও,
আমি তোমার সত্যে চলিব;
তোমার নাম ভয় করিতে আমার চিত্তকে একাগ্র কর।
১২ হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিব,
আমি অনন্তকাল তোমার নামের গৌরব করিব।
১৩ কেননা আমার পক্ষে তোমার দয়া মহৎ,
এবং তুমি নীচস্থ পাতাল হইতে আমার প্রাণ উদ্ধার করিয়াছ।
১৪ হে ঈশ্বর, অহঙ্কারিগণ আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে,
ভীমবিক্রমীদের মণ্ডলী আমার প্রাণের অন্বেষণ করিতেছে,
তাহারা তোমাকে আপনাদের সম্মুখে রাখে নাই।
১৫ কিন্তু, হে প্রভো, তুমি স্নেহময় ও কৃপাবান ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর এবং দয়া ও সত্যে মহান।
১৬ আমার প্রতি ফির, এবং আমাকে কৃপা কর,
তোমার দাসকে তোমার শক্তি দেও,
তোমার দাসীর পুত্রকে পরিত্রাণ কর।
১৭ আমার জন্য মঙ্গলের কোন অভিজ্ঞান-কার্য্য সাধন কর,
যেন মম বিদ্বেষিগণ তাহা দেখিয়া লজ্জা পায়,
কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমিই আমার সাহায্য ও সান্ত্বনা করিয়াছ।

৮৭ কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত। গীত।

১ তাঁহার ভিত্তিমূল পবিত্র পর্ব্বতশ্রেণীতে অবস্থিত।
২ সদাপ্রভু যাকোবের আবাসের মধ্যে,
সর্ব্বাপেক্ষা সিয়োনের পুরদ্বার সকল ভাল বাসেন।
৩ হে ঈশ্বরের পুরি,
তোমার বিষয়ে বিবিধ গৌরবের কথা কথিত হয়। সেলা।
৪ যাহারা আমাকে জানে, তাহাদের মধ্যে আমি রহবের ও বাবিলের উল্লেখ করিব;
দেখ, পলেষ্টিয়া, সোর ও কূশ;
এই ব্যক্তি তথায় জন্মিল।
৫ আর সিয়োনের উদ্দেশে বলা যাইবে,
এই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি উহার মধ্যে জন্মিল,
এবং পরাৎপর আপনি উহা সুস্থির করিবেন।
৬ সদাপ্রভু যখন জাতিদের নাম লিখিয়া গণনা করেন,
তখন বলিবেন, এই ব্যক্তি তথায় জন্মিল। সেলা।
৭ গায়কগণ ও নর্ত্তকগণ [বলিবে],
আমার যাবতীয় উনুই তোমার মধ্যে।

৮৮ গীত। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ-লিয়ান্নোৎ। ইষ্রাহীয় হেমনের প্রবোধন।

১ হে সদাপ্রভো, আমার ত্রাণেশ্বর,
আমি দিবসে ও রাত্রিতে তোমার সম্মুখে ক্রন্দন করিয়াছি।

Digitized by Google

২ আমার প্রার্থনা তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হউক;
আমার কাকুক্তিতে কর্ণপাত কর।
৩ কেননা আমার প্রাণ দুঃখে পরিপূর্ণ,
আমার জীবন পাতালের নিকটবর্ত্তী।
৪ আমি গর্ত্তগামীদের সহিত গণিত,
আমি নিঃশক্তি মনুষ্যের সমান হইয়াছি।
৫ আমি মৃতগণের মধ্যে পরিত্যক্ত,
আমি কবরশায়ী নিহতদের সদৃশ,
যাহাদিগকে তুমি আর স্মরণ কর না;
তাহারা তোমার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।
৬ তুমি আমাকে নীচতম গর্ত্তে রাখিয়াছ,
অন্ধকারে ও গভীর স্থানে রাখিয়াছ।
৭ আমার উপরে তোমার ক্রোধ-ভার চাপিয়া আছে,
তুমি আপনার সমস্ত তরঙ্গ দ্বারা আমাকে নত করিয়াছ। সেলা।
৮ তুমি আমার আত্মীয়দিগকে আমা হইতে দূরে রাখিয়াছ,
তাহাদের কাছে আমাকে নিতান্ত ঘৃণার্হ করিয়াছ;
আমি অবরুদ্ধ, নির্গত হইতে পারি না।
৯ আমার চক্ষু দুঃখে নিস্তেজ হইয়াছে,
সদাপ্রভো, প্রতিদিন তোমাকে ডাকিয়াছি,
তোমার দিকে অঞ্জলি প্রসারণ করিয়াছি।
১০ তুমি কি মৃতগণের পক্ষে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবে?
প্রেতগণ কি উঠিয়া তোমার স্তবগান করিবে?
সেলা।
১১ কবরের মধ্যে তোমার দয়া,
বিনাশস্থানে তোমার বিশ্বস্ততা কি প্রচারিত হইবে?
১২ অন্ধকারে কি তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া,
বিস্মৃতিদেশে কি তব ধার্ম্মিকতা জানা যাইবে?
১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, আমি তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিয়াছি,
প্রাতে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখবর্ত্তী হয়।
১৪ হে সদাপ্রভো, তুমি কেন আমার প্রাণকে পরিত্যাগ করিতেছ?
আমা হইতে কেন তোমার মুখ লুকাইতেছ?
১৫ বাল্যকালাবধি আমি দুঃখী ও মৃতকল্প;
আমি তোমার ত্রাস-ভারে সঙ্কুচিত।
১৬ তব কোপাগ্নি আমার উপর দিয়া গিয়াছে;
তব ত্রাসচয় আমাকে উচ্ছেদ করিয়াছে।
১৭ সে সকল সমস্ত দিন জলের ন্যায় আমাকে ঘেরিয়াছে;
সে সকল একেবারে আমাকে বেষ্টন করিয়াছে।
১৮ তুমি প্রেমিক ও সুহৃৎকে আমা হইতে দূর করিয়াছ;
অন্ধকারই আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব।

৮৯ ইস্রাহীয় এথনের প্রবোধন।

১ আমি অনন্তকাল সদাপ্রভুর বহুবিধ দয়া গাইব,
আমি নিজ মুখে তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষপরম্পরার কাছে ব্যক্ত করিব।
২ কারণ আমি বলিয়াছি, দয়া চিরতরে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে,
তুমি আপন বিশ্বস্ততাকে স্বর্গে সংস্থাপন করিবে।

৩ "আমি আপন মনোনীতের সহিত নিয়ম করিয়াছি,
নিজ দাস দায়ূদের কাছে এই শপথ করিয়াছি।
৪ আমি তোমার বংশকে চিরতরে সংস্থাপন করিব,
পুরুষে পুরুষে তোমার সিংহাসন গাঁথিব।"
সেলা।
৫ হে সদাপ্রভো, স্বর্গ তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার,
পবিত্রগণের সমাজে তোমার বিশ্বস্ততার প্রশংসা করিবে।
৬ কেননা আকাশে সদাপ্রভুর সহিত কে উপমা ধরিতে পারে?
বীর-পুত্রদের মধ্যেই বা কে সদাপ্রভুর তুল্য?
৭ ঈশ্বর পবিত্রগণের সভাতে অতি ভীম বিক্রমী,
আপনার চতুর্দ্দিকস্থ সকলের উপরে ভয়ার্হ।
৮ হে সদাপ্রভো, বাহিনীগণের ঈশ্বর!
হে যাঃ, তোমার তুল্য বিক্রমী কে?
তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান।
৯ তুমিই সাগর-দর্পের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ,
তাহার তরঙ্গমালা উঠিলে তুমি তাহা প্রশান্ত করিয়া থাক।
১০ তুমি রহবকে চূর্ণ করিয়া হত ব্যক্তির সমান করিয়াছ,
তুমি নিজ বলবৎ বাহু দ্বারা তোমার শত্রুগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ।
১১ স্বর্গ তোমার, পৃথিবীও তোমার;
জগৎ ও তৎপূর্ণতা তোমারই সংস্থাপিত।
১২ তুমিই উত্তর ও দক্ষিণদিকের সৃষ্টি করিয়াছ;
তাবোর ও হর্ম্মোণ তব নামে আনন্দধ্বনি করে।
১৩ তোমার বাহু পরাক্রমবিশিষ্ট,
তোমার হস্ত শক্তিমান, তোমার দক্ষিণ হস্ত উচ্চ।
১৪ ধর্ম্ম ও ন্যায়বিচার তোমার সিংহাসনের ভিত্তিমূল;
দয়া ও সত্য তোমার শ্রীমুখের অগ্রগামী।
১৫ ধন্য সেই প্রজারা, যাহারা আনন্দধ্বনি জানে,
হে সদাপ্রভো, তাহারা তোমার মুখের দীপ্তিতে গমনাগমন করে।
১৬ তাহারা সমস্ত দিন তোমার নামে উল্লাস করে,
তাহারা তোমার ধার্ম্মিকতায় উন্নত হয়;
১৭ যেহেতুক তুমিই তাহাদের বলের শোভা,

Digitized by Google

তোমার অনুগ্রহে আমাদের শৃঙ্গ উন্নত হইবে।
১৮ কেননা আমাদের ঢাল সদাপ্রভুর,
আমাদের রাজা ইস্রায়েলের পবিত্রতমের অধিকার।
১৯ একদা তুমি নিজ সাধুকে দর্শন দিয়া কথা কহিয়াছিলে,
বলিয়াছিলে, আমি সাহায্য করিবার ভার এক জন বীরকে সমর্পণ করিয়াছি,
আমি প্রজাদের মধ্যে মনোনীত এক জনকে উন্নত করিয়াছি।
২০ আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়াছি,
আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি।
২১ আমার হস্ত তাহার দৃঢ় সহায় হইবে,
আমার বাহু তাহাকে বলবান করিবে।
২২ শত্রু তাহার প্রতি উপদ্রব করিতে পারিবে না,
দুষ্টতার সন্তান তাহাকে দুঃখ দিতে পারিবে না।
২৩ আমি তাহার বিপক্ষগণকে তাহার সম্মুখে চূর্ণ করিব,
তাহার বিদ্বেষিগণকে আঘাত করিব।
২৪ কিন্তু আমার বিশ্বস্ততা ও দয়া তাহার সহিত থাকিবে,
আমার নামে তাহার শৃঙ্গ উন্নত হইবে।
২৫ আর আমি তাহার হস্ত সমুদ্রের উপরে,
তাহার দক্ষিণ হস্ত নদীগণের উপরে স্থাপন করিব।
২৬ সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা,
আমার ঈশ্বর, ও আমার পরিত্রাণের অচল।
২৭ আর আমিও তাহাকে প্রথমজাত করিব,
পৃথিবীর রাজগণ হইতে সর্ব্বোচ্চ করিয়া নিযুক্ত করিব।
২৮ আমি তাহার পক্ষে আমার দয়া অনন্তকাল রক্ষা করিব,
আমার নিয়ম তাহার পক্ষে স্থির থাকিবে।
২৯ আমি তাহার বংশকে নিত্যস্থায়ী করিব,
তাহার সিংহাসন গগনমণ্ডলের আয়ুর ন্যায় স্থির করিব।
৩০ তাহার সন্তানেরা যদি আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে,
ও আমার শাসনানুসারে না চলে;
৩১ যদি আমার বিধি লঙ্ঘন করে,
ও আমার আজ্ঞা পালন না করে;
৩২ তবে আমি অপরাধের জন্য দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি দিব,
অধর্ম্মের জন্য নানা প্রকারে আঘাত করিব;
৩৩ তথাপি তাহা হইতে আমার দয়া নিবৃত্ত করিব না,
আপন বিশ্বস্ততায় মিথ্যা বলিব না।
৩৪ আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করিব না,
আমার ওষ্ঠনিঃসৃত বাক্য অন্যথা করিব না।
৩৫ আমি পবিত্রতায় এক বার শপথ করিয়াছি,
দায়ূদের নিকটে কখন মিথ্যা বলিব না।
৩৬ তাহার বংশ চিরকাল থাকিবে,
তাহার সিংহাসন আমার সাক্ষাতে সূর্য্যের ন্যায় হইবে;
৩৭ তাহা চন্দ্রের ন্যায় চিরকাল দৃঢ় থাকিবে;
আর গগনস্থ সাক্ষী বিশ্বস্ত। সেলা।

৩৮ তথাপি তুমি পরিত্যাগ ও অগ্রাহ্য করিয়াছ,
আপন অভিষিক্তের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ।
৩৯ তুমি আপন দাসের নিয়ম ঘৃণা করিয়াছ,
তাঁহার মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া অশুচি করিয়াছ।
৪০ তুমি তাঁহার সমস্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ,
তাঁহার দুর্গ সকল উৎসন্ন করিয়াছ।
৪১ পথিক সকল তাঁহার দ্রব্য লুট করে;
তিনি প্রতিবাসীদের তিরস্কারের পাত্র হইয়াছেন।
৪২ তুমি তাঁহার বিপক্ষগণের দক্ষিণ হস্ত উচ্চ করিয়াছ,
তাঁহার সমস্ত শত্রুকে আনন্দিত করিয়াছ।
৪৩ হাঁ, তুমি তাঁহার খড়্গের ধার ফিরাইয়া দিয়াছ,
সংগ্রামে তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেও নাই।
৪৪ তুমি তাঁহাকে তেজোহীন করিয়াছ,
তাঁহার সিংহাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছ।
৪৫ তুমি তাঁহার যৌবনকাল সংক্ষেপ করিয়াছ;
লজ্জায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছ। সেলা।
৪৬ সদাপ্রভো, কত কাল নিত্য লুক্কায়িত থাকিবে?
কত কাল তোমার কোপ অগ্নিবৎ জ্বলিবে?
৪৭ স্মরণ কর, আমি কেমন ক্ষণিক;
তুমি মনুষ্য-সন্তান সকলকে কেমন অলীকার্থে সৃষ্টি করিয়াছ!
৪৮ কোন্ মনুষ্য জীবিত থাকিবে, মৃত্যু দেখিবে না,
কে পাতালের হস্ত হইতে আপন প্রাণ মুক্ত করিবে? সেলা।
৪৯ হে প্রভো, তোমার সেই পূর্ব্বতন বিবিধ দয়া কোথায়?
তুমি ত আপন বিশ্বস্ততায় দায়ূদের পক্ষে শপথ করিয়াছিলে।
৫০ হে প্রভো, তব দাসগণের প্রতি কৃত তিরস্কার স্মরণ কর,
আমি বলবান জাতিসমূহের [তিরস্কার] নিজ বক্ষঃস্থলে বহন করি।
৫১ হে সদাপ্রভো, তোমার শত্রুগণ তিরস্কার করিয়াছে,
তোমার অভিষিক্তের পদচিহ্নকে তিরস্কার করিয়াছে।

৫২ সদাপ্রভু অনন্তকালের জন্য ধন্য হউন।
আমেন, আমেন।

Digitized by Google

চতুর্থ খণ্ড।

৯০ ঈশ্বরের লোক মোশির প্রার্থনা।

১ হে প্রভো, তুমিই পুরুষে পুরুষে
আমাদের বাসস্থান হইয়া আসিতেছ।
২ পর্ব্বতগণের জন্ম হইবার পূর্ব্বাবধি,
তোমা কর্ত্তৃক পৃথিবীর ও জগতের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বাবধি,
অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর।
৩ তুমি মর্ত্ত্যকে ধূলিতে ফিরাইয়া থাক,
বলিয়া থাক, মনুষ্য-সন্তানেরা, ফিরিয়া যাও।
৪ কেননা তোমার দৃষ্টিতে সহস্র বৎসর গত কল্যের তুল্য,
এবং রাত্রির এক প্রহরের সমান।
৫ তুমি তাহাদিগকে যেন বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছ, তাহারা স্বপ্নবৎ;
প্রাতঃকালে তাহারা সতেজ তৃণবৎ থাকে।
৬ প্রাতঃকালে তৃণ পুষ্পিত ও সতেজ হয়,
সায়ংকালে ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হয়।
৭ কেননা তোমার ক্রোধে আমরা ক্ষয় পাই,
তোমার কোপে আমরা বিহ্বল হই।
৮ তুমি আমাদের অপরাধ সকল তোমার সাক্ষাতে,
আমাদের গুপ্ত বিষয় সকল তোমার মুখের দীপ্তিতে রাখিয়াছ।
৯ কেননা তোমার ক্রোধে আমাদের সকল দিন বহিয়া যায়,
আমরা আপন আপন বৎসর শ্বাসবৎ শেষ করি।
১০ আমাদের আয়ুর পরিমাণ সত্তর বৎসর;
বলযুক্ত হইলে আশী বৎসর হইতে পারে;
তথাপি তাহাদের তেজ ক্লেশ ও দুঃখমাত্র,
কেননা তাহা বেগে পলায়ন করে, এবং আমরা উড়িয়া যাই।
১১ তোমার কোপের বল কে বুঝে?
তোমার ভয়াবহতার অনুরূপ ক্রোধ কে বুঝে?
১২ এরূপে আমাদের দিন গণনা করিতে শিক্ষা দেও,
যাহাতে আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করিব।
১৩ হে সদাপ্রভো, ফির, কত কাল?
তোমার দাসগণের প্রতি সদয় হও।
১৪ প্রত্যূষে আমাদিগকে তোমার দয়াতে তৃপ্ত কর,
যেন আমরা যাবজ্জীবন আনন্দ ও আহ্লাদ করি।
১৫ যত দিন তুমি আমাদিগকে দুঃখ দিয়াছ,
যত বৎসর আমরা বিপদ দেখিয়াছি,
তদনুসারে আমাদিগকে আনন্দিত কর।
১৬ তোমার দাসগণের গোচরে তোমার কর্ম্ম,
তাহাদের সন্তানদের উপরে তোমার প্রতাপ দৃশ্যমান হউক।
১৭ আর আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য আমাদিগেতে অধিষ্ঠান করুক;
তুমি আমাদের পক্ষে আমাদের হস্তের কর্ম্ম স্থায়ী কর,
আমাদের হস্তের কর্ম্ম স্থায়ী কর।

৯১

১ যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে,
সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।
২ আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব,
'তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ,
আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহাতে নির্ভর করিব।'
৩ কেননা তিনি তোমাকে ব্যাধের ফাঁদ হইতে,
ও সর্ব্বনাশক মারী হইতে রক্ষা করিবেন।
৪ তিনি আপন পালখে তোমাকে আবৃত করিবেন,
তাঁহার পক্ষের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবে;
তাঁহার সত্য ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ।
৫ তুমি ভীত হইবে না—রাত্রির ত্রাস হইতে,
দিবসে উড্ডীয়মান শর হইতে,
৬ তিমিরবিহারী মারী হইতে,
মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে।
৭ তোমার পার্শ্বে সহস্র জন পতিত হইবে,
তোমার দক্ষিণে অযুত লোক পড়িবে;
কিন্তু উহা তোমার নিকটে আসিবে না।
৮ তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে,
দুষ্টগণের প্রতিফল দেখিবে।
৯ 'কেননা, সদাপ্রভো, তুমিই আমার আশ্রয়।'
তুমি পরাৎপরকে আপনার বাসস্থান করিয়াছ।
১০ তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না,
কোন উৎপাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না।
১১ কারণ তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য
তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন।
১২ তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন,
পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।

Digitized by Google

১৩ তুমি সিংহ ও সর্পের উপর দিয়া গমন করিবে,
তুমি যুবসিংহ ও নাগকে পদতলে দলিবে।
১৪ ‘এই ব্যক্তি আমাতে আসক্ত, তজ্জন্য আমি
তাহাকে বাঁচাইব;
আমি তাহাকে উচ্চে স্থাপন করিব, কারণ সে
আমার নাম জানে।
১৫ সে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহাকে উত্তর
দিব;
সঙ্কটে আমিই তাহার সঙ্গে থাকিব;
আমি তাহাকে উদ্ধারিব, গৌরবান্বিতও করিব।
১৬ আমি দীর্ঘ আয়ু দিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিব,
আমার পরিত্রাণ তাহাকে দেখাইব।’

৯২

সঙ্গীত। বিশ্রামবার-নিমিত্তক গীত।

১ সদাপ্রভুর স্তব করা উত্তম;
হে পরাৎপর, তোমার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত
করা উত্তম;
২ প্রাতে তোমার দয়া,
ও প্রতিরাত্রে তোমার বিশ্বস্ততা,
৩ দশতন্ত্রী ও নেবলযন্ত্র সহকারে,
গম্ভীর বীণা-ধ্বনি সহকারে, প্রচার করা উত্তম!
৪ কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমি স্বীয় কার্য্য দ্বারা
আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছ;
আমি তোমার হস্তকৃত কার্য্যে জয়ধ্বনি করিব।
৫ সদাপ্রভো, তোমার কার্য্য সকল কেমন মহৎ!
তোমার সঙ্কল্প সকল অতি গম্ভীর।
৬ পশুবৎ লোকে জানে না,
নির্ব্বোধ ইহা বুঝে না।
৭ দুষ্টগণ যখন তৃণের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়,
অধর্ম্মাচারী সকলে যখন প্রফুল্ল হয়,
তখন তাহাদের চির বিনাশের জন্যই সেইরূপ
হয়।
৮ কিন্তু, সদাপ্রভো, তুমি অনন্তকাল ঊর্দ্ধবাসী।
৯ কেননা, হে সদাপ্রভো, দেখ, তোমার শত্রুগণ,
দেখ, তোমার শত্রুগণ বিনষ্ট হইবে;
অধর্ম্মাচারীরা সকলে ছিন্নভিন্ন হইবে।
১০ কিন্তু তুমি আমার শৃঙ্গ গবয়ের শৃঙ্গবৎ উন্নত
করিয়াছ;
আমি নব তৈলে অভিষিক্ত হইয়াছি।
১১ আর আমার চক্ষু আমার শত্রুদের দশা নিরী-
ক্ষণ করিয়াছে;
আমার কর্ণ আমার বিরোধী দুরাচারগণের
বিষয় শুনিতে পাইতেছে।
১২ ধার্ম্মিক লোক তালতরুর ন্যায় প্রফুল্ল হইবে,
সে লিবানোনের এরসবৃক্ষের ন্যায় বাড়িবে।
১৩ যাহারা সদাপ্রভুর বাটীতে রোপিত,
তাহারা আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে প্রফুল্ল হইবে।
১৪ তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও ফল উৎপন্ন করিবে,
তাহারা সরস ও তেজস্বী হইবে;
১৫ তদ্দ্বারা প্রচারিত হইবে, সদাপ্রভু যাথার্থিক;
তিনি আমার অচল, এবং তাঁহাতে অন্যায়
নাই।

৯৩

১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন; তিনি মহিমাতে সজ্জিত;
সদাপ্রভু সজ্জিত ও পরাক্রমে বদ্ধকটি;
আর জগৎও সুস্থির, তাহা বিচলিত হইবে না।
২ তোমার সিংহাসন পূর্ব্বাবধি সুস্থির;
তুমি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান।
৩ সদাপ্রভো, নদী সকল উচ্চধ্বনি,
নদী সকল উচ্চধ্বনি করিতেছে;
নদী সকল আপন আপন তরঙ্গ উঠাইতেছে।
৪ জলসমূহের কল্লোলধ্বনি অপেক্ষা,
সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গমালা অপেক্ষা,
ঊর্দ্ধস্থ সদাপ্রভু বলীয়ান।
৫ তোমার সাক্ষ্য সকল অতি বিশ্বসনীয়;
হে সদাপ্রভো, পবিত্রতা চিরদিন তোমার গৃহের
শোভা।

৯৪

১ হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর সদাপ্রভো,
হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, বিরাজমান হও।
২ হে পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা, উঠ,
অহঙ্কারীদিগকে অপকারের প্রতিফল দেও।
৩ হে সদাপ্রভো, দুষ্টগণ কত কাল,
দুষ্টগণ কত কাল উল্লাস করিবে?
৪ তাহারা বক্‌বক্‌ করিতেছে, সগর্ব্বে কথা
কহিতেছে,
অধর্ম্মাচারী সকলে আত্মশ্লাঘা করিতেছে।
৫ হে সদাপ্রভো, তোমার প্রজাদিগকেই তাহারা
চূর্ণ করিতেছে,
তোমার অধিকারকে দুঃখ দিতেছে।
৬ তাহারা বিধবা ও প্রবাসীকে বধ করিতেছে;
পিতৃহীনদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে।
৭ তাহারা বলিতেছে, সদাপ্রভু দেখিবেন না,
যাকোবের ঈশ্বর বিবেচনা করিবেন না।
৮ হে লোকদের মধ্যবর্ত্তী মূঢ়গণ, বিবেচনা কর;
হে নির্ব্বোধেরা, কবে তোমরা সুবুদ্ধি হইবে?
৯ যিনি কর্ণ রোপণ করিয়াছেন, তিনি কি শুনি-
বেন না?
যিনি চক্ষু গঠন করিয়াছেন, তিনি কি দেখি-
বেন না?
১০ যিনি জাতিগণের শাস্তিদাতা, তিনি কি দোষ
ব্যক্ত করিবেন না?
তিনিই ত মনুষ্যকে জ্ঞান শিক্ষা দেন।

Digitized by Google

১১ সদাপ্রভু মনুষ্যের কল্পনা সকল জ্ঞাত আছেন,
সে সকল ত শ্বাসমাত্র।
১২ হে সদাপ্রভো, ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহাকে তুমি শাসন কর,
যাহাকে আপন ব্যবস্থা হইতে শিক্ষা দেও।
১৩ দুষ্টগণের নিমিত্তে যাবৎ কূপ খনিত না হইবে,
তাবৎ তুমি তাহাকে বিপৎকাল হইতে বিশ্রাম দিবে।
১৪ কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে দূর করিবেন না,
আপন অধিকার পরিত্যাগ করিবেন না।
১৫ রাজশাসন ফিরিয়া ধার্ম্মিকতার কাছে আসিবে ;
সরলচিত্ত সকলে তাহার অনুগামী হইবে।
১৬ কে আমার পক্ষ হইয়া দুরাচারগণের প্রতিকূলে উঠিবে ?
কে আমার পক্ষ হইয়া অধর্ম্মাচারিগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে ?
১৭ সদাপ্রভু যদি আমার সাহায্য না করিতেন,
আমার প্রাণ শীঘ্র নিঃশব্দ স্থানে বসতি করিত।
১৮ যখন আমি বলিতাম, আমার চরণ বিচলিত হইল,
তখন, হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া আমাকে সুস্থির রাখিত।
১৯ আমার আন্তরিক ভাবনার বাহুল্যকালে
তোমার দত্ত সান্ত্বনা আমার প্রাণকে আহ্লাদিত করে।
২০ দুষ্টতার সেই সিংহাসন কি তোমাকে আপন সখা করিতে পারে,
যাহা বিধান দ্বারা উপদ্রব রচনা করে ?
২১ তাহারা ধার্ম্মিকের প্রাণের প্রতিকূলে দল বাঁধে,
নির্দ্দোষ রক্তকে দোষী করে।
২২ কিন্তু সদাপ্রভু আমার উচ্চ দুর্গ,
আমার ঈশ্বর আমার আশ্রয়-অচল হইয়াছেন।
২৩ তিনি তাহাদের অধর্ম্ম তাহাদেরই উপরে বর্ত্তাইয়াছেন,
তাহাদের দুষ্টতায় তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন ;
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন।

৯৫

১ আইস, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আনন্দগান করি,
আমাদের ত্রাণাচলের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।
২ আমরা স্তবসহ তাঁহার সম্মুখে গমন করি,
সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।
৩ কেননা সদাপ্রভু মহান ঈশ্বর,
তিনি যাবতীয় দেবতার উপরে মহান রাজা।
৪ পৃথিবীর গভীর স্থান সকল তাঁহার হস্তগত,
পর্ব্বতগণের চূড়া সকলও তাঁহারই।
৫ সমুদ্র তাঁহার, তিনিই তাহা বিরচন করিয়াছেন,
তাঁহারই হস্ত শুষ্ক ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছে।
৬ আইস, আমরা প্রণিপাত করিয়া নত হই,
আমাদের নির্ম্মাতা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে জানু পাতি।
৭ কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর,
আমরা তাঁহার চরাণির প্রজা ও তাঁহার হস্তের মেষ।
আহা ! অদ্য তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর !
৮ আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না, যেমন মরীবায়,
যেমন প্রান্তরের মধ্যে মঃসার দিবসে, করিয়াছিলে।
৯ তখন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার বিচার করিল,
আমার পরীক্ষা করিল, আমার কর্ম্মও দেখিল।
১০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি সেই জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম,
আমি বলিয়াছিলাম, ইহারা ভ্রান্তচিত্ত লোক ;
ইহারা আমার পথ জ্ঞাত হইল না।
১১ অতএব আমি আপন ক্রোধে শপথ করিলাম,
ইহারা মম বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না।

৯৬

১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও ;
সমস্ত ভুবন ! সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও।
২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর,
তাঁহার পরিত্রাণ দিন দিন ঘোষণা কর।
৩ প্রচার কর জাতিগণের মধ্যে তাঁহার গৌরব,
যাবতীয় লোকসমাজে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া।
৪ কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতীব কীর্ত্তনীয়,
তিনি যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ।
৫ কেননা জাতিগণের দেবতা সকল অবস্তুমাত্র,
কিন্তু সদাপ্রভু গগনমণ্ডলের নির্ম্মাতা ;
৬ প্রভা ও প্রতাপ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী ;
শক্তি ও শোভা তাঁহার ধর্ম্মধামে বিদ্যমান।
৭ হে জাতিগণের গোষ্ঠী সকল, তোমরা সদাপ্রভুর কীর্ত্তন কর,
সদাপ্রভুর গৌরব ও শক্তি কীর্ত্তন কর।
৮ সদাপ্রভুর নামের গৌরব কীর্ত্তন কর,
নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার প্রাঙ্গণে আইস।
৯ পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুকে প্রণিপাত কর ;
সমস্ত ভুবন ! তাঁহার সাক্ষাতে কম্পমান হও।
১০ জাতিগণের মধ্যে বল, সদাপ্রভু রাজত্ব করেন ;
জগৎও সুস্থির, তাহা বিচলিত হইবে না ;
তিনি ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবেন।

Digitized by Google

১১ স্বর্গ আনন্দ করুক, পৃথিবী উল্লাসিত হউক ;
সমুদ্র ও তৎপূর্ণতা গর্জ্জন করুক ;
১২ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থ সকলই উল্লাসিত হউক ;
তখন বনের সমস্ত বৃক্ষ আনন্দে গান করিবে ;
১৩ সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করিবে, কেননা তিনি আসিতেছেন,
তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন ;
তিনি ধার্ম্মিকতায় জগতের,
আপন বিশ্বস্ততায় জাতিগণের বিচার করিবেন।

৯৭

১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন ; পৃথিবী উল্লাসিত হউক,
দ্বীপসমূহ আনন্দ করুক ;
২ মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান,
ধার্ম্মিকতা ও বিচার তাঁহার সিংহাসনের ভিত্তিমূল।
৩ অগ্নি তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করে,
চারিদিকে তাঁহার বিপক্ষগণকে দগ্ধ করে।
৪ তাঁহার বিদ্যুৎ জগৎকে দেদীপ্যমান করিল ;
পৃথিবী তাহা দেখিল, কম্পান্বিত হইল।
৫ পর্ব্বত সকল মোমের ন্যায় বিগলিত হইল,
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে,
সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে।
৬ স্বর্গ তাঁহার ধার্ম্মিকতা প্রচার করে,
এবং যাবতীয় জাতি তাঁহার গৌরব দেখিয়াছে।
৭ লজ্জিত হউক সেই সকলে, যাহারা খোদিত প্রতিমার সেবা করে,
যাহারা অবস্তুর শ্লাঘা করে ;
হে দেবগণ ! সকলে তাঁহাকে প্রণিপাত কর।
৮ সিয়োন শুনিয়া আনন্দিত হইল,
যিহূদার কন্যাগণ উল্লাসিত হইল,
হে সদাপ্রভো, তোমার শাসনানিচয়ের জন্য।
৯ কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমিই সমস্ত ভূমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্থ পরাৎপর,
তুমি যাবতীয় দেবতা হইতে অতিশয় উন্নত।
১০ হে সদাপ্রভু-প্রেমিকগণ, দুষ্টতাকে ঘৃণা কর ;
তিনি আপন সাধুবর্গের প্রাণ রক্ষা করেন,
দুষ্টগণের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।
১১ ধার্ম্মিকের জন্য দীপ্তি,
সরলচিত্তদের জন্য আনন্দ, বপন করা গিয়াছে।
১২ হে ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর,
তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।

৯৮

সঙ্গীত।

১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও,
কেননা তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন ;
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও পবিত্র বাহু তাঁহার পক্ষে পরিত্রাণ সাধন করিয়াছে।
২ সদাপ্রভু আপনার পরিত্রাণ জ্ঞাত করিয়াছেন,
তিনি জাতিগণের দৃষ্টিগোচরে আপন ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিয়াছেন।
৩ তিনি ইস্রায়েল-কুলের পক্ষে আপন দয়া ও বিশ্বস্ততা স্মরণ করিয়াছেন ;
পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিয়াছে।
৪ সমস্ত ভুবন ! সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর ;
উচ্চধ্বনি কর, আনন্দগান কর, প্রশংসা গাও।
৫ বীণাযোগে সদাপ্রভুর প্রশংসা গান কর,
বীণাযোগে ও ঐকতান স্বরে প্রশংসা গান কর।
৬ তূরী ও ভেরিবাদ্য সহকারে
রাজা সদাপ্রভুর সম্মুখে জয়ধ্বনি কর।
৭ সমুদ্র ও তৎপূর্ণতা গর্জ্জন করুক,
ভুবন ও তন্নিবাসিগণও করুক ;
৮ নদনদীগণ করতালী দিউক,
পর্ব্বতগণ এক সঙ্গে আনন্দগান করুক ;
৯ সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করুক, কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন.
তিনি ধার্ম্মিকতায় জগতের,
ও ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবেন।

৯৯

১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন, জাতিগণ কম্পিত হইতেছে ;
তিনি করূবদ্বয়ে আসীন, পৃথিবী টলটলায়মান হইতেছে।
২ সদাপ্রভু সিয়োনে মহান,
তিনি যাবতীয় জাতির উপরে উন্নত।
৩ তাহারা তোমার মহৎ ও ভয়ার্হ নামের স্তব করুক ;
তিনি পবিত্র।

৪ রাজার বলও বিচারে প্রীত ;
তুমি ন্যায়বিধি সুস্থির করিয়া থাক,
তুমি যাকোবের মধ্যে বিচার ও ন্যায় সাধন করিয়া থাক।
৫ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর,
তাঁহার পাদপীঠের অভিমুখে প্রণিপাত কর ;
তিনি পবিত্র।

৬ তাঁহার যাজকদের মধ্যবর্ত্তী মোশি ও হারোণ,
যাঁহারা তাঁহার নামে ডাকেন, তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী শমূয়েল,
তাঁহারা সদাপ্রভুকে ডাকিতেন, এবং তিনি উত্তর দিতেন।

Digitized by Google

৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থাকিয়া তাঁহাদিগের কাছে কথা কহিতেন;
তাঁহারা তাঁহার সাক্ষ্য সকল ও তাঁহার প্রদত্ত বিধি পালন করিতেন।
৮ হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমিই তাঁহাদিগকে উত্তর দিয়াছিলে,
তুমি তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমাবান ঈশ্বর হইয়াছিলে,
তথাপি তাঁহাদের কর্ম্মের প্রতিফল দিয়াছিলে।
৯ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর,
তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতের অভিমুখে প্রণিপাত কর;
কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র।

১০০ স্তবার্থক সঙ্গীত।

১ সমস্ত ভুবন! সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর;
২ সানন্দে সদাপ্রভুর সেবা কর;
আনন্দগানসহ তাঁহার সম্মুখে আইস।
৩ সদাপ্রভুই ঈশ্বর, ইহা জ্ঞাত হও;
তিনিই আমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই;
আমরা তাঁহার প্রজা ও তাঁহার চরাণির মেষ।
৪ তোমরা স্তব সহকারে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ কর,
প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর;
তাঁহার স্তব কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর।
৫ কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলময়; তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী;
তাঁহার বিশ্বস্ততা পুরুষে পুরুষে স্থায়ী।

১০১ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি দয়া ও শাসনের বিষয় গাইব;
সদাপ্রভো, তোমারই প্রশংসা গান করিব।
২ আমি বিবেচনাপূর্ব্বক সিদ্ধ পথে গমন করিব;
তুমি কবে আমার নিকটে আসিবে?
আমার গৃহমধ্যে আমি হৃদয়ের সিদ্ধতায় চলিব।
৩ আমি কোন জঘন্য পদার্থ চক্ষের সম্মুখে রাখিব না,
আমি বিপথগামীদের ক্রিয়া ঘৃণা করি,
আমি তাহাতে লিপ্ত হইব না।
৪ কুটিল অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে যাইবে;
দুষ্টতার সহিত আমার পরিচয় হইবে না।
৫ যে জন গোপনে প্রতিবাসীর পরীবাদ করে,
তাহাকে উচ্ছেদ করিব;
যাহার সাহঙ্কার দৃষ্টি ও গর্ব্বিত হৃদয়, তাহাকে সহ্য করিব না।
৬ দেশের বিশ্বস্তদের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকিবে;
তাহারা আমার সহিত বাস করিবে;
যে সিদ্ধ পথে চলে, সেই আমার পরিচারক হইবে;
৭ প্রতারণাকারী আমার গৃহমধ্যে বাস করিবে না;
মিথ্যাবাদী আমার চক্ষুর্গোচরে স্থির থাকিবে না।
৮ প্রতিপ্রভাতে আমি দেশস্থ সকল দুষ্টকে বিনষ্ট করিব;
যেন সমস্ত অধর্ম্মাচারীকে সদাপ্রভুর নগর হইতে উচ্ছিন্ন করি।

১০২ দুঃখীর প্রার্থনা; যৎকালে সে অবসন্ন হইয়া সদাপ্রভুর কাছে আপন খেদের কথা ভাঙ্গিয়া বলে, তৎকালীন।

১ হে সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনা শুন,
আমার আর্ত্তনাদ তোমার কাছে উপস্থিত হউক।
২ সঙ্কটের দিনে আমা হইতে মুখ লুকাইও না,
আমার দিকে কর্ণপাত কর;
আমার আহ্বানের দিনে ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও।
৩ কেননা আমার দিন সকল ধূমে লীন হইয়াছে,
আমার অস্থি সকল জ্বলন্ত কাষ্ঠবৎ তপ্ত হইয়াছে;
৪ আমার হৃদয় তৃণের ন্যায় রৌদ্রাহত হইয়া শুষ্ক হইয়াছে;
আমি আহার করিতে ভুলিয়া যাই।
৫ আমার হাহাকার শব্দ প্রযুক্ত
আমার অস্থি মাংসে সংসক্ত হইয়াছে।
৬ আমি প্রান্তরস্থ পানিভেলার তুল্য হইয়াছি,
উৎসন্ন স্থানের পেচকের সমান হইয়াছি।
৭ আমি উন্নিদ্র হইয়াছি,
আমি ছাদের উপরিস্থ সঙ্গিহীন চটকের সদৃশ।
৮ শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে তিরস্কার করে,
যাহারা আমার বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত, তাহারা আমার নাম লইয়া শাপ দেয়।
৯ বস্তুতঃ আমি খাদ্যের ন্যায় ভস্ম খাইয়াছি,
আমার পেয় দ্রব্যের সহিত নেত্রজল মিশাইয়াছি।
১০ ইহার কারণ তোমার কোপ ও তোমার রোষ;
তুমি আমাকে তুলিয়া আছাড় মারিয়াছ।
১১ আমার দিন অপরাহ্ণের ছায়ার সদৃশ,
আমি তৃণের ন্যায় শুষ্ক হইতেছি।
১২ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, তুমি অনন্তকাল সমাসীন থাকিবে,
তোমার স্মরণ পুরুষে পুরুষে স্থায়ী।
১৩ তুমি উঠিবে, সিয়োনের প্রতি করুণা করিবে;
কারণ তাহার প্রতি কৃপা করিবার সময়, নিরূপিত কাল, উপস্থিত হইয়াছে।
১৪ যেহেতুক তোমার দাসগণ তাহার প্রস্তরে প্রীত,
তাহার ধূলির প্রতি কৃপা করিতেছে।

Digitized by Google

১৫ ইহাতে জাতিগণ সদাপ্রভুর নাম ভয় করিবে,
পৃথিবীর সমস্ত রাজা তব গৌরবে ভীত হইবে।
১৬ কেননা সদাপ্রভু সিয়োনকে গাঁথিয়াছেন,
তিনি স্বকীয় গৌরবে দর্শন দিয়াছেন;
১৭ তিনি দীনহীনদের প্রার্থনার দিকে ফিরিয়াছেন,
তাহাদের প্রার্থনা তুচ্ছ করেন নাই।
১৮ ইহা ভাবিবংশের নিমিত্ত লিখিত হইবে;
এবং যে জাতি সৃষ্ট হইবে, তাহারা সদাপ্রভুর প্রশংসা করিবে।
১৯ কেননা তিনি আপন উচ্চ ধর্ম্মধাম হইতে অবলোকন করিলেন;
সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন;
২০ বন্দির হাহাকার শুনিবার জন্য,
মৃত্যুর সন্তানদিগকে মুক্ত করিবার জন্য;
২১ যেন সিয়োনে সদাপ্রভুর নাম,
ও যিরূশালেমে তাঁহার প্রশংসা, প্রচারিত হয়;
২২ তৎকালে সদাপ্রভুর আরাধনা করণার্থে
জাতি ও রাজ্য সকল একত্রীভূত হইবে।

২৩ তিনি পথের মধ্যে আমার বল নত করিয়াছেন,
তিনি আমার আয়ু সংক্ষেপ করিয়াছেন।
২৪ আমি বলিলাম, হে আমার ঈশ্বর, আয়ুর মধ্যভাগে আমাকে তুলিয়া লইও না;
তোমার বৎসরচয় পুরুষে পুরুষে স্থায়ী।
২৫ তুমি পুরাকালে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ,
গগনমণ্ডলও তোমার হস্তের রচনা।
২৬ তাহারা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য থাকিবে;
সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে,
তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় খুলিলে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইবে।
২৭ কিন্তু তুমি যে সেই আছ,
তোমার বৎসর কখন শেষ হইবে না।
২৮ তোমার দাসদের সন্তানগণ বসতি করিবে,
তাহাদের বংশ তোমার সাক্ষাতে সুস্থির হইবে।

১০৩

দায়ূদের।

১ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর;
হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।
২ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর,
তাঁহার সকল উপকার বিস্মৃত হইও না।
৩ তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম্ম ক্ষমা করেন,
তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন।
৪ তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন,
দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন।
৫ তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন,
উৎক্রোশের ন্যায় তোমার নূতন যৌবন হয়।
৬ সদাপ্রভু ধর্ম্মকার্য্য সাধন করেন,
উপদ্রুত সকলের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেন।
৭ তিনি জ্ঞাত করিলেন মোশিকে আপনার পথ,
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আপনার কার্য্য সকল।
৮ সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়,
ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান।
৯ তিনি নিত্য অনুযোগ করিবেন না,
চিরকাল অসন্তুষ্ট থাকিবেন না।
১০ তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপানুযায়ী ব্যবহার করেন নাই,
আমাদের অধর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল আমাদিগকে দেন নাই।
১১ কারণ পৃথিবীর উপরে গগনমণ্ডল যত উচ্চ,
যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপরে তাঁহার দয়া তত মহৎ।
১২ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক্ যত দূরস্থ,
তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তত দূরস্থ করিয়াছেন।
১৩ পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন,
যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন।
১৪ কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন;
আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।
১৫ মর্ত্ত্যের আয়ু তৃণসদৃশ;
যেমন মাঠের পুষ্প, তেমনি সে প্রফুল্ল হয়।
১৬ তাহার উপর দিয়া বায়ু বহিলেই সে আর নাই,
তাহার স্থানও তাহাকে আর চিনিবে না।
১৭ কিন্তু সদাপ্রভুর দয়া, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপরে অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকে;
এবং তাঁহার ধার্ম্মিকতা সেই লোকদের পুত্র পৌত্রদের উপরে থাকে,
১৮ যাহারা তাঁহার নিয়ম রক্ষা করে,
ও তাঁহার বিধি সকল পালনার্থে স্মরণ করে।
১৯ সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন,
তাঁহার রাজ্য সমস্তের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে।
২০ সদাপ্রভুর দূতগণ! তাঁহার ধন্যবাদ কর,
তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য-সাধক,
তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট।
২১ সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনি! তাঁহার ধন্যবাদ কর,
তোমরা তাঁহার পরিচারক, তাঁহার অভিমত-সাধক।
২২ সদাপ্রভুর সমস্ত রচনা! তাঁহার ধন্যবাদ কর,
তাঁহার অধিকারের সমস্ত স্থানে;
হে আমার প্রাণ! সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

Digitized by Google

১০৪

১ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
হে সদাপ্রভো, আমার ঈশ্বর, তুমি অতি মহান;
তুমি প্রভা ও প্রতাপে বিভূষিত।
২ তুমি বস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি পরিধান করিয়াছ,
গগনকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তার করিয়াছ।
৩ ঈশ্বর জলে আপন উপরিস্থ কক্ষের কড়িকাষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন,
তিনি মেঘকে আপনার রথ করিয়া থাকেন,
বায়ুপক্ষের উপরে গমনাগমন করেন।
৪ তিনি বায়ু সকলকে আপনার দূত,
অগ্নিশিখাকে আপনার পরিচারক করেন।
৫ তিনি পৃথিবীকে তাহার ভিত্তিমূলের উপরে স্থাপন করিয়াছেন;
তাহা অনন্তকালেও বিচলিত হইবে না।
৬ তুমি তাহা জলধিবস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়াছিলে;
পর্ব্বতগণের উপরে জল দণ্ডায়মান হইয়াছিল।
৭ তোমার ভর্ৎসনায় তাহা পলায়ন করিল,
তোমার বজ্রনাদে তাহা বেগে প্রস্থান করিল।
৮ পর্ব্বতগণ উচ্চ হইল, সমস্থলী নীচ হইল,
তুমি জলের জন্য যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলে, জল তথায় গেল।
৯ তুমি এক সীমা স্থাপন করিয়াছ, যেন জল তাহা উল্লঙ্ঘন না করে,
যেন ফিরিয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন না করে।
১০ তিনি নদীপথে প্রবাহ প্রেরণ করিয়া থাকেন;
তাহা পর্ব্বতগণের মধ্যে ভ্রমণ করে।
১১ তাহা মাঠের যাবতীয় পশুকে জল দেয়;
বনগর্দ্দভেরা তৃষ্ণা নিবারণ করে।
১২ তাহার তীরে আকাশের পক্ষিগণ বাসা করে,
ডালের মধ্য হইতে নিজ নিজ রব শুনায়।
১৩ তিনি আপন কক্ষ হইতে পর্ব্বতে জল সেচন করেন;
তোমার কার্য্যের ফলে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়।
১৪ তিনি পশুগণের জন্য তৃণ অঙ্কুরিত করেন;
মনুষ্যের সেবার জন্য ওষধি অঙ্কুরিত করেন;
এইরূপে ভূমি হইতে ভক্ষ্য উৎপন্ন করেন,
১৫ আর মর্ত্ত্যের চিত্তানন্দজনক দ্রাক্ষারস,
মুখের প্রফুল্লতাজনক তৈল,
ও মর্ত্ত্যের চিত্তবলসাধক ভক্ষ্য উৎপন্ন করেন।
১৬ সদাপ্রভুর বৃক্ষ সকল পরিতৃপ্ত,
তাঁহার রোপিত লিবানোনের এরসবৃক্ষরাজি পরিতৃপ্ত।
১৭ তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র পক্ষিগণ বাসা করে;
দেবদারু বৃক্ষ হাড়গিলার বাটী।
১৮ উচ্চ পর্ব্বত সকল বনচ্ছাগের আবাস,
শৈল সকল শাফন পশুর আশ্রয়।
১৯ তিনি ঋতুর জন্য চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন,
সূর্য্য আপন অস্তগমনের সময় জানে।
২০ তুমি অন্ধকার করিলে রাত্রি হয়,
তখন বনপশু সকল বিহার করে,
২১ যুব সিংহগণ মৃগের চেষ্টায় গর্জ্জন করে,
ঈশ্বরের কাছে আহারীয় দ্রব্য অন্বেষণ করে।
২২ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারা চলিয়া যায়,
আপন আপন গহ্বরে শয়ন করে।
২৩ মনুষ্য আপন কার্য্যে বাহির হয়,
আর সায়ংকাল পর্য্যন্ত শ্রম করে।
২৪ হে সদাপ্রভো, তোমার কার্য্য কেমন বহুবিধ!
তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা সে সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছ;
ভূমণ্ডল তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ।
২৫ ঐ যে সমুদ্র, বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ!
তথায় জঙ্গমেরা থাকে, তাহারা অগণ্য;
ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড কত জীবজন্তু থাকে।
২৬ তথায় পোতরাজি বিহার করে,
তথায় লীলা করিবার জন্য তোমার নির্ম্মিত ঐ লিবিয়াথন বিদ্যমান।
২৭ ইহারা সকলেই তোমার অপেক্ষায় থাকে,
যেন তুমি যথাসময়ে তাহাদের ভক্ষ্য দেও।
২৮ তুমি তাহাদিগকে দিলে তাহারা কুড়ায়;
তুমি হস্ত মুক্ত করিলে তাহারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়।
২৯ তুমি নিজ মুখ আচ্ছাদন করিলে তাহারা বিহ্বল হয়;
তুমি তাহাদের নিশ্বাস হরণ করিলে তাহারা মরিয়া যায়,
তাহাদের ধূলিতে প্রতিগমন করে।
৩০ তুমি নিজ আত্মা পাঠাইলে তাহাদের সৃষ্টি হয়,
আর তুমি ভূমির মুখ নবীন করিয়া থাক।
৩১ সদাপ্রভুর গৌরব অনন্তকাল থাকুক,
সদাপ্রভু আপন কার্য্য সকলে আনন্দ করুন।
৩২ তিনি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা কাঁপে;
তিনি পর্ব্বতরাজিকে স্পর্শ করিলে তাহারা ধূম উৎক্ষেপ করে।
৩৩ আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব;
যাবৎ আমার সত্তা থাকিবে, আমার ঈশ্বরের প্রশংসা গান করিব।
৩৪ তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মধুর হউক;
আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব।
৩৫ পাপিগণ পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হউক,
দুষ্টগণ আর না থাকুক।
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

Digitized by Google

১০৫

১ সদাপ্রভুর স্তব কর, তাঁহার নামে ডাক,
জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাপন কর ।
২ তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার প্রশংসা গান কর,
তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ধ্যান কর ।
৩ তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর ;
সদাপ্রভুর অন্বেষীদের চিত্ত আনন্দ করুক ।
৪ সদাপ্রভুর ও তাঁহার শক্তির অনুসন্ধান কর,
নিরন্তর তাঁহার শ্রীমুখের অন্বেষণ কর ।
৫ হে তাঁহার দাস অব্রাহামের বংশ,
যাকোবের সন্তানগণ, তাঁহার মনোনীতগণ,
৬ তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল স্মরণ কর,
তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখনির্গত শাসন সকল স্মরণ কর ;
৭ তিনি সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তাঁহার শাসন সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত ।
৮ তিনি আপন নিয়ম অনন্তকাল স্মরণ করেন,
সেই বাক্য তিনি সহস্র পুরুষপরম্পরার প্রতি আদেশ করিয়াছেন ;
৯ সেই নিয়ম তিনি অব্রাহামের সহিত করেন,
সেই শপথ তিনি ইস্‌হাকের কাছে করেন ;
১০ তিনি তাহা যাকোবের জন্য বিধি বলিয়া,
ইস্রায়েলের জন্য অনন্ত নিয়ম বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন ।
১১ তিনি কহিলেন, আমি তোমাকে কনান দেশ দিব,
তাহাই তোমাদের নির্ণীত অধিকার ।
১২ তৎকালে তাহারা সংখ্যাতে অধিক ছিল না,
তাহারা অল্পই ছিল, এবং তথায় প্রবাসী ছিল ;
১৩ তাহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতির নিকটে,
এক রাজ্য হইতে অন্য বংশের নিকটে ভ্রমণ করিত ।
১৪ তিনি তাহাদের প্রতি উপদ্রব করিতে কোন মনুষ্যকে দিতেন না,
বরং তাহাদের জন্য রাজগণকে অনুযোগ করিতেন ;
১৫ ‘আমার অভিষিক্তগণকে স্পর্শ করিও না,
আমার ভাববাদিগণের অপকার করিও না ।’
১৬ আর তিনি দেশে দুর্ভিক্ষ আহ্বান করিলেন,
ভক্ষ্যরূপ যাবতীয় যষ্টি ভগ্ন করিলেন ।
১৭ তিনি তাহাদের অগ্রে এক পুরুষকে পাঠাইলেন,
যোষেফ দাসরূপে বিক্রীত হইলেন ।
১৮ লোকে বেড়ী দ্বারা তাঁহার চরণকে ক্লেশ দিল ;
তাঁহার প্রাণ লৌহবিদ্ধ হইল ।
১৯ যাবৎ তাঁহার বচন সফল না হইল,
তাবৎ সদাপ্রভুর বাক্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিল ।
২০ রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন,
নরপতি তাঁহাকে মুক্ত করিলেন ।
২১ তিনি তাঁহাকে আপন বাটীর প্রভু করিলেন,
আপনার সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্তা করিলেন,
২২ যেন তিনি তাঁহার অমাত্যগণকে ইচ্ছানুসারে বন্ধন করেন,
ও তাঁহার প্রাচীনবর্গকে জ্ঞান প্রদান করেন ।
২৩ আর ইস্রায়েল মিসরে উপস্থিত হইলেন,
যাকোব হামের দেশে প্রবাস করিলেন ।
২৪ ঈশ্বর নিজ প্রজাদের অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিলেন,
বিপক্ষগণ হইতে তাহাদিগকে বলবান করিলেন ।
২৫ তিনি উহাদের চিত্ত এমন ফিরাইলেন যে, উহারা তাঁহার প্রজাদিগকে ঘৃণা করিল,
তাঁহার দাসদের প্রতি ধূর্ত্ত ব্যবহার করিল ।
২৬ তিনি আপন দাস মোশিকে পাঠাইলেন,
আপনার মনোনীত হারোণকে পাঠাইলেন ।
২৭ তাঁহারা উহাদের মধ্যে তাঁহার নানা অভিজ্ঞান,
হামের দেশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইলেন ।
২৮ তিনি অন্ধকার পাঠাইলে অন্ধকার হইল ;
তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না ।
২৯ তিনি উহাদের জল রক্তে পরিণত করিলেন,
উহাদের মৎস্য সকল মারিয়া ফেলিলেন ।
৩০ উহাদের দেশ ভেকে আকীর্ণ হইল,
উহাদের রাজগণের অন্তঃপুরে [তাহা পশিল] ।
৩১ তিনি বলিলেন, আর দংশকের ঝাঁক আসিল,
পিস্তগণ উহাদের সমস্ত অঞ্চলে আসিল ।
৩২ তিনি উহাদিগকে বৃষ্টির পরিবর্ত্তে শিলা দিলেন,
উহাদের দেশে শিখাযুক্ত অগ্নি বর্ষাইলেন ।
৩৩ তিনি উহাদের দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরগাছে আঘাত করিলেন,
উহাদের অঞ্চলের বৃক্ষকুল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ।
৩৪ তিনি বলিলেন, আর পঙ্গপাল আসিল,
আর অসংখ্য পতঙ্গ আসিল ।
৩৫ তাহারা উহাদের দেশের সমস্ত ওষধি গ্রাস করিল,
উহাদের ভূমির ফল খাইয়া ফেলিল ।
৩৬ আর তিনি উহাদের দেশে প্রথমজাত সকলকে,
উহাদের সমস্ত শক্তির অগ্রিমাংশকে, আঘাত করিলেন ।
৩৭ পরে তিনি লোকদিগকে রৌপ্য ও স্বর্ণের সহিত বাহির করিয়া আনিলেন,
তাঁহার গোষ্ঠীদের মধ্যে এক জনও উছোট খায় নাই ।
৩৮ তাহারা প্রস্থান করিলে মিসর আনন্দ করিল,
কারণ উহারা তাহাদের হইতে ত্রাসাপন্ন হইয়াছিল ।
৩৯ তিনি চন্দ্রাতপের জন্য মেঘ বিস্তার করিলেন,

Digitized by Google

তিনি রাত্রি আলোকময় করণার্থে অগ্নি দিলেন।
৪০ তাহারা যাচ্ঞা করিলে তিনি তারুই পক্ষী আনাইলেন,
এবং স্বর্গীয় ভক্ষ্যে তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন।
৪১ তিনি শৈল খুলিয়া দিলেন, জল প্রবাহিত হইল;
তাহা নদী হইয়া শুষ্কভূমিতে বহিল।
৪২ কারণ তিনি আপন পবিত্র বাক্য স্মরিলেন,
আপন দাস অব্রাহামকে স্মরণ করিলেন।
৪৩ তিনি আপন প্রজাদিগকে আনন্দসহ,
নিজ মনোনীতদিগকে সঙ্গীতসহ বাহির করিয়া আনিলেন।
৪৪ তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের দেশ দিলেন,
তাহারা লোকবৃন্দের শ্রমের ফলাধিকারী হইল,
৪৫ যেন তাহারা তাঁহার বিধি সকল পালন করে,
তাঁহার ব্যবস্থা রক্ষা করে।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১০৬

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর;
তোমরা সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
২ কে সদাপ্রভুর বিক্রমের কার্য্য সকল বর্ণনা করিতে পারে?
কে তাঁহার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিতে পারে?
৩ ধন্য তাহারা, যাহারা ন্যায় রক্ষা করে,
ধন্য সে, যে সতত ধর্ম্মাচরণ করে।
৪ সদাপ্রভো, তোমার প্রজাদের প্রতি তোমার যে মমতা, সেই মমতায় আমাকে স্মরণ কর;
তোমার পরিত্রাণসহ আমার তত্ত্ব লও;
৫ যেন আমি তব মনোনীতগণের মঙ্গল দেখি,
যেন তোমার জাতির আনন্দে আনন্দ করি,
যেন তোমার অধিকারের সহিত শ্লাঘা করি।
৬ পিতৃপুরুষদের ন্যায় আমরাও পাপ করিয়াছি,
আমরা অপরাধী হইয়াছি, অধর্ম্ম করিয়াছি।
৭ আমাদের পিতৃপুরুষেরা মিসরে তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল বুঝিল না,
তোমার দয়ার বাহুল্য স্মরণ করিল না,
বরং সমুদ্রতীরে, সূফসাগরে, বিরুদ্ধাচরণ করিল।
৮ তথাপি তিনি আপন নামের জন্য তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন,
যেন তিনি আপন বিক্রম প্রচার করেন।
৯ আবার তিনি সূফসাগরকে ধমক দিলে তাহা শুষ্ক হইল,
এবং তিনি যেমন প্রান্তর দিয়া, তেমনি জলধি দিয়া তাহাদিগকে গমন করাইলেন।
১০ আর তিনি বিদ্বেষীর হস্ত হইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিলেন,
শত্রুর হস্ত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন;
১১ জল তাহাদের বিপক্ষগণকে আচ্ছাদন করিল,
এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না।
১২ তখন তাহারা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল,
তাঁহার প্রশংসা-গান করিল।
১৩ তাহারা ত্বরায় তাঁহার কার্য্য সকল বিস্মৃত হইল,
তাঁহার মন্ত্রণার অপেক্ষায় রহিল না;
১৪ কিন্তু প্রান্তরে অত্যন্ত লুব্ধ হইল,
মরুভূমিতে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল।
১৫ তাহাতে তিনি তাহাদের প্রার্থিত তাহাদিগকে দিলেন,
কিন্তু তাহাদের প্রাণে ক্ষীণতা প্রেরণ করিলেন।
১৬ আরও তাহারা শিবিরের মধ্যে মোশির প্রতি,
ও সদাপ্রভুর পবিত্র লোক হারোণের প্রতি ঈর্ষা করিল।
১৭ ভূমি ফাটিয়া গিয়া দাথনকে গ্রাস করিল,
অবীরামের মণ্ডলীকে আচ্ছাদন করিল।
১৮ তাহাদের মণ্ডলীর মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল;
অনল-শিখা দুষ্টগণকে পোড়াইয়া ফেলিল।
১৯ তাহারা হোরেবে এক গোবৎস নির্ম্মাণ করিল,
ছাঁচে ঢালা প্রতিমার কাছে প্রণিপাত করিল।
২০ এইরূপে তৃণভোজী গোরুর প্রতিমার সহিত
তাহারা আপনাদের গৌরব পরিবর্ত্তন করিল।
২১ তাহারা আপন ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইল,
যিনি মিসরে বিবিধ মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন;
২২ হামের দেশে নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন,
সূফসাগরের ধারে ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধিয়াছিলেন।
২৩ অতএব তিনি কহিলেন, উহাদিগকে সংহার করিতে হইবে;
কিন্তু তাঁহার মনোনীত মোশি তাঁহার সাক্ষাতে ভগ্নস্থানে দাঁড়াইলেন,
তাঁহার কোপ ফিরাইবার জন্য দাঁড়াইলেন, পাছে তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন।
২৪ আর তাহারা রমণীয় দেশ তুচ্ছ করিল,
তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল না;
২৫ কিন্তু আপন আপন তাম্বুর মধ্যে বচসা করিল,
সদাপ্রভুর রবে অবধান করিল না।
২৬ অতএব তিনি তাহাদের প্রতিকূলে হস্ত তুলিলেন,
বলিলেন, আমি উহাদিগকে প্রান্তরে নিপাত করিব,
২৭ আমি উহাদের বংশকে জাতিগণের মধ্যে নিপাত করিব,
উহাদিগকে নানা দেশে বিকীর্ণ করিব।
২৮ তাহারা বাল-পিয়োরের প্রতি আসক্ত হইল,
প্রেতগণের বলি ভোজন করিল।
২৯ এইরূপে স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল,
তাই তাহাদের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল।

Digitized by Google

৩০ তখন পীনহস দাঁড়াইয়া বিচার সাধন করিলেন,
তাহাতে মহামারী নিবৃত্ত হইল।
৩১ তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল,
পুরুষে পুরুষে চিরকালের জন্য গণিত হইল।
৩২ তাহারা মরীবার জলসমীপেও তাঁহার কোপ জন্মাইল,
আর তাহাদের জন্য মোশির বিপদ্ ঘটিল;
৩৩ কেননা তাহারা তাঁহার আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল,
আর তিনি আপন ওষ্ঠাধরে অবিবেচনার কথা কহিলেন।
৩৪ তাহারা জাতিগণকে বিনষ্ট করিল না,
যেমন সদাপ্রভু করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
৩৫ কিন্তু তাহারা লোকবৃন্দের সহিত মিশ্রিত হইল,
তাহাদের ক্রিয়া শিক্ষা করিল;
৩৬ আর তাহাদের প্রতিমা সকলের সেবা করিল,
তাহাতে সে সকল তাহাদের ফাঁদ হইয়া উঠিল;
৩৭ হাঁ, তাহারা আপন আপন পুত্রকন্যাদিগকে ভূতদের উদ্দেশে বলিদান করিল,
৩৮ তাহারা নির্দ্দোষদের রক্তপাত, স্ব স্ব পুত্র-কন্যাদেরই রক্তপাত করিল,
কনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশে তাহাদিগকে বলিদান করিল;
দেশ রক্তে অশুচি হইল।
৩৯ এইরূপে তাহারা আপনাদের কার্য্যে অশুচি,
আপনাদের ক্রিয়াতে ব্যভিচারী হইল।
৪০ তাহাতে আপন প্রজাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল,
তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন।
৪১ তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন,
তাহাতে তাহাদের বিদ্বেষিগণ তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিল।
৪২ তাহাদের শত্রুগণও তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল,
এবং তাহারা উহাদের হস্তের বশে নত হইল।
৪৩ অনেক বার তিনি তাহাদিগকে উদ্ধারিলেন,
কিন্তু তাহারা পরামর্শপূর্ব্বক বিদ্রোহী হইল,
ও আপনাদের অপরাধে ক্ষীণ হইয়া পড়িল।
৪৪ তথাচ তিনি যখন তাহাদের কাকুক্তি শুনিলেন,
তাহাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।
৪৫ তিনি তাহাদের পক্ষে আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন,
নিজ দয়ার মহত্ত্বানুসারে অনুশোচনা করিলেন।
৪৬ যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়াছিল,
তাহাদের সকলকার দৃষ্টিতে তিনি তাহাদিগকে করুণাপ্রাপ্ত করিলেন।

৪৭ হে সদাপ্রভো, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের ত্রাণ কর,
জাতিগণের মধ্য হইতে আমাদিগকে সংগ্রহ কর;
যেন আমরা তোমার পবিত্র নামের স্তব করি,
তোমার প্রশংসায় জয়ধ্বনি করি।

৪৮ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হউন,
অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত হউন।
সমস্ত লোক বলুক, আমেন।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

পঞ্চম খণ্ড।

১০৭

১ সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
২ সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক,
যাহাদিগকে তিনি বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন,
৩ যাহাদিগকে তিনি নানা দেশ হইতে,
পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে,
উত্তর ও দক্ষিণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

৪ তাহারা প্রান্তরে নির্জ্জন পথে পরিভ্রমণ করিল,
বসতি-নগর পাইল না।
৫ তাহারা ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইল,
তাহাদের অন্তরে প্রাণ মূর্চ্ছাপন্ন হইল।
৬ সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল,

Digitized by Google

আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিলেন।
৭ তিনি তাহাদিগকে সরল মার্গেও গমন করাইলেন,
যেন তাহারা বসতি-নগরে যাইতে পারে।
৮ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!
৯ কারণ তিনি আপ্যায়িত করেন আকাঙ্ক্ষী প্রাণকে,
তিনি ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন।

১০ কেহ কেহ অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়াছিল,
দুঃখ ও লৌহের শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল;
১১ কারণ তাহারা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিত,
পরাৎপরের মন্ত্রণা তুচ্ছ করিত।
১২ তাই তিনি তাহাদের হৃদয় আয়াসে অবনত করিলেন;
তাহারা পতিত হইল, সাহায্যকারী কেহ ছিল না।
১৩ সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল,
আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে ত্রাণ করিলেন।
১৪ তিনি অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন,
তাহাদের বন্ধন সকল ছেদন করিলেন।
১৫ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!
১৬ কারণ তিনি পিত্তলের কবাট ভগ্ন করিয়াছেন,
লৌহময় অর্গল ছেদন করিয়াছেন।

১৭ মূর্খেরা আপনাদের অধর্ম্মাচরণ প্রযুক্ত,
আপনাদের অপরাধ প্রযুক্ত দুর্দ্দশাপন্ন হয়।
১৮ তাহাদের প্রাণ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ঘৃণা করে,
তাহারা মৃত্যুদ্বারের সমীপে উপস্থিত হয়।
১৯ সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করে,
আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে ত্রাণ করেন।
২০ তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করেন,
তাহাদের খাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।
২১ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!
২২ তাহারা স্তবার্থক বলি উৎসর্গ করুক,
আনন্দগানসহ তাঁহার ক্রিয়ার বর্ণনা করুক।

২৩ যাহারা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রা করে,
মহাজলরাশির মধ্যে ব্যবসায় করে,
২৪ তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য দেখে,
গভীর জলে তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে।
২৫ তিনি আজ্ঞা দ্বারা প্রচণ্ড বায়ু উত্থাপন করেন,
তাহা জলের তরঙ্গমালা উঠায়।
২৬ তাহারা আকাশে উঠে, আবার জলধিতলে নামে;
বিপাকে পড়িয়া তাহাদের প্রাণ গলিয়া যায়।
২৭ তাহারা মত্তের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে,
তাহাদের সমস্ত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়।
২৮ সেই সঙ্কটের সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করে,
আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ করেন।
২৯ তিনি ঝটিকা প্রশমিত করেন;
তাহাতে তাহাদের তরঙ্গ সকল নিস্তব্ধ হয়।
৩০ তখন তাহারা শান্তিলাভে আনন্দিত হয়,
আর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট পোতাশ্রয়ে লইয়া যান।
৩১ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!
৩২ তাহারা প্রজাসমাজেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা করুক,
প্রাচীনদের সভাতে তাঁহার প্রশংসা করুক।

৩৩ তিনি নদী সকলকে প্রান্তরে,
প্রস্রবণসমূহকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করেন;
৩৪ তিনি ফলবান দেশকে লবণ-প্রান্তর করেন,
তথাকার নিবাসীদের কদাচরণ প্রযুক্ত।
৩৫ তিনি প্রান্তরকে জলাশয়ে,
মরুভূমিকে প্রস্রবণসমূহে পরিণত করেন;
৩৬ আর সেখানে ক্ষুধিত লোকদিগকে বাস করান,
যেন তাহারা বসতি-নগর প্রস্তুত করে;
৩৭ ক্ষেত্রে বীজ বপন ও দ্রাক্ষালতা রোপণ করে,
এবং তদুৎপন্ন ফল সঞ্চয় করে।
৩৮ তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন,
তাহাতে তাহারা অতিশয় বৃদ্ধি পায়,
এবং তিনি তাহাদের পশুগণকে অল্পসংখ্যক হইতে দেন না।
৩৯ আবার উৎপীড়ন, বিপদ ও শোক প্রযুক্ত
তাহারা ন্যূনীকৃত ও অবনত হয়।
৪০ তিনি কর্ত্তাদের উপরে তুচ্ছতা ঢালিয়া দেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান;
৪১ কিন্তু দরিদ্রকে দুঃখ হইতে উচ্চে স্থাপন করেন,
আর মেষপালের ন্যায় পরিবার দেন।
৪২ তাহা দেখিয়া সরল লোকে আনন্দিত হয়,
সমস্ত দুষ্টতা আপন মুখ রুদ্ধ করে।
৪৩ জ্ঞানবান কে? সে এই সমস্ত বিবেচনা করিবে,
তাহারা সদাপ্রভুর বিবিধ দয়া আলোচনা করিবে।

Digitized by Google

১০৮ গীত। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার চিত্ত সুস্থির;
আমি গান করিব, আমার গৌরবসহ স্তব করিব।
২ নেবল ও বীণে, জাগ্রত হও;
আমি উষাকে জাগাইব।
৩ সদাপ্রভো, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা গাইব।
৪ কেননা তোমার দয়া গগনাপেক্ষা মহৎ,
তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত।
৫ হে ঈশ্বর, গগনের উপরে উন্নত হও;
সমস্ত ভুবনের উপরে তব গৌরব উন্নত হউক।
৬ তোমার প্রিয়েরা যেন উদ্ধার পায়,
তজ্জন্য তুমি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ত্রাণ কর, ও আমাদিগকে উত্তর দেও।
৭ ঈশ্বর আপন পবিত্রতায় কথা কহিয়াছেন; আমি উল্লাস করিব;
আমি শিখিম বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের তলভূমি মাপিব।
৮ গিলিয়দ আমার, মনঃশিও আমার;
আর ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ;
যিহূদা আমার বিচারদণ্ড;
৯ মোয়াব আমার প্রক্ষালনপাত্র;
আমি ইদোমের উপরে নিজ পাদুকা নিক্ষেপ করিব;
পলেষ্টিয়ার উপরে জয়ধ্বনি করিব।
১০ কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে লইয়া যাইবে?
কে ইদোম পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে?
১১ হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাদিগকে ত্যাগ কর নাই?
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের বাহিনীগণের সহিত গমন কর না।
১২ বিপক্ষ হইতে আমাদের সাহায্য কর;
কেননা মনুষ্যের সাহায্য অলীক।
১৩ ঈশ্বর দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিব;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদিগকে মর্দ্দন করিবেন।

১০৯ প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে মম প্রশংসাপাত্র ঈশ্বর, নীরব থাকিও না।
২ কেননা লোকে আমার বিরুদ্ধে দুষ্টতার মুখ ও ছলের মুখ খুলিয়াছে;
তাহারা মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা আমার সহিত কথা কহিয়াছে।
৩ তাহারা দ্বেষবাক্যে আমাকে ঘেরিয়াছে,
এবং অকারণে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।
৪ আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে তাহারা আমার বিপক্ষ হইয়াছে,
কিন্তু আমি প্রার্থনায় নিরত।
৫ তাহারা আমার উপরে হিতের পরিবর্ত্তে অহিত,
আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে দ্বেষ রাখিয়াছে।
৬ তুমি সেই ব্যক্তির উপরে দুর্জ্জনকে নিযুক্ত কর;
বিপক্ষ তাহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান হউক।
৭ বিচারসময়ে সে দোষীকৃত হউক,
তাহার প্রার্থনা পাপরূপে গণিত হউক।
৮ তাহার আয়ু অল্প হউক,
অন্য ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক।
৯ তাহার সন্তানগণ পিতৃহীন হউক,
তাহার ভার্য্যা বিধবা হউক।
১০ তাহার সন্তানগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষা করুক,
আপনাদের উৎসন্ন স্থান হইতে [খাদ্য] অন্বেষণ করুক।
১১ মহাজন তাহার সর্ব্বস্ব আটক করুক,
অপরেরা তাহার শ্রমফল অপহরণ করুক।
১২ তাহার প্রতি কৃপা করে, এমন কেহ না থাকুক,
তাহার অনাথ সন্তানদের প্রতি কেহ অনুগ্রহ না করুক।
১৩ তাহার ভাবী বংশ উচ্ছিন্ন হউক,
পরপুরুষের সময়ে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক।
১৪ তাহার পিতৃগণের অধর্ম্ম সদাপ্রভুর স্মরণে থাকুক,
তাহার মাতার পাপ লুপ্ত না হউক।
১৫ তাহারা সর্ব্বদা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে থাকুক,
যেন তিনি পৃথিবী হইতে তাহাদের স্মৃতি লোপ করেন।
১৬ কেননা সে দয়া করিবার বিষয় মনে করিত না,
কিন্তু দুঃখী ও দরিদ্রকে তাড়না করিত,
বধার্থেই ভগ্নান্তঃকরণকে তাড়না করিত।
১৭ সে অভিশাপ দিতে ভাল বাসিত, তাহা তাহারই প্রতি ঘটিল;
আশীর্ব্বাদ করিতে তাহার প্রীতি হইত না, তাহা তাহা হইতে দূরে রহিল।
১৮ সে অভিশাপকে বস্ত্রের ন্যায় পরিধান করিত,
তাহা তাহার অন্তরে জলের ন্যায় পশিল,
তাহার অস্থিতে তৈলের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল।
১৯ তাহা তাহার পক্ষে পরিধানার্থক বস্ত্রের ন্যায়,
ও নিত্য কটিবন্ধনের ন্যায় হউক।
২০ সদাপ্রভু হইতে মম বিপক্ষেরা এই ফল পায়,
আমার প্রাণের বিরুদ্ধে যাহারা দুর্ব্বাক্য বলে,
তাহারা এই ফল পায়।
২১ কিন্তু, হে প্রভো সদাপ্রভো, নিজ নামের অনুরোধে আমার সহিত ব্যবহার কর;

Digitized by Google

তোমার দয়া মঙ্গলময়, অতএব আমাকে উদ্ধার কর।
২২ কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
এবং আমার অন্তরে হৃদয় আহত হইয়াছে।
২৩ আমি অপরাহ্নের ছায়ার ন্যায় অতীত,
পঙ্গপালের ন্যায় চালিত হইতেছি।
২৪ উপবাস দ্বারা আমার হাঁটু দুর্ব্বল হইয়াছে,
বসার অভাবে আমার মাংস বিকৃত হইয়াছে।
২৫ আমি উহাদের কাছে তিরস্কারেরও পাত্র হইয়াছি;
আমাকে দেখিলেই তাহারা শিরশ্চালন করে।
২৬ সদাপ্রভো, মম ঈশ্বর, আমার সাহায্য কর,
নিজ দয়ানুসারে আমাকে পরিত্রাণ কর।
২৭ তাহাতে তাহারা জানিবে, এ তোমার হস্ত,
তুমিই, সদাপ্রভো, এই সকল করিয়াছ।
২৮ তাহারা শাপ দিউক, কিন্তু তুমি আশীর্ব্বাদ করিও;
তাহারা উঠিলে লজ্জিত হইবে, কিন্তু তোমার এই দাস আনন্দ করিবে।
২৯ আমার বিপক্ষগণ অপমানে পরিচ্ছন্ন হউক,
লজ্জায় উত্তরীয়ের ন্যায় আচ্ছাদিত হউক।
৩০ আমি নিজ মুখে সদাপ্রভুকে অতিশয় স্তব করিব,
লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা করিব।
৩১ কারণ তিনি দরিদ্রের দক্ষিণে দণ্ডায়মান হন,
তাহার প্রাণের বিচারকদের হইতে তাহাকে ত্রাণ করেন।

১১০ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি।
২ সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমার পরাক্রম-দণ্ড প্রেরণ করিবেন,
তুমি আপন শত্রুদের মধ্যে কর্তৃত্ব করিও।
৩ তোমার বিক্রম-দিনে তোমার প্রজাগণ স্বেচ্ছাদত্ত উপহার হইবে,
পবিত্র শোভাযুক্ত হইয়া, অরুণরূপ গর্ভ হইতে,
তোমার শিশিরবৎ যুবকসমূহ তোমার কাছে আইসে।
৪ সদাপ্রভু শপথ করিলেন, অনুশোচনা করিবেন না,
মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে
তুমি অনন্তকালীন যাজক।
৫ তোমার দক্ষিণে স্থিত প্রভু
আপন ক্রোধের দিনে রাজগণকে চূর্ণ করিবেন।
৬ তিনি জাতিদের মধ্যে বিচার করিবেন,
তিনি শবে দেশ পরিপূর্ণ করিবেন;
তিনি বিস্তীর্ণ দেশে মস্তক চূর্ণ করিবেন।
৭ তিনি পথিমধ্যে স্রোতের জল পান করিবেন;
এই জন্য মস্তক তুলিবেন।

১১১

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর স্তব করিব,
সরল লোকদের সভায় ও মণ্ডলীর মধ্যে করিব।
২ সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল মহৎ;
তদনুরাগী সকলে সেই সকল অনুশীলন করে।
৩ তাঁহার ক্রিয়া প্রভা ও প্রতাপস্বরূপ,
তাঁহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী।
৪ তিনি আপনার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল স্মরণ করাইয়াছেন;
সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল।
৫ তিনি আপন ভয়কারিগণকে আহার দিয়াছেন;
তিনি আপনার নিয়ম অনন্তকাল স্মরণ করিবেন।
৬ তিনি নিজ প্রজাদিগকে আপন ক্রিয়ার শক্তি জ্ঞাত করিয়াছেন,
তাহাদিগকে জাতিগণের অধিকার দান করিয়াছেন।
৭ তাঁহার হস্তের কর্ম্ম সকল সত্য ও ন্যায্য;
তাঁহার সমস্ত বিধি বিশ্বসনীয়।
৮ তাহা অনন্তকালের নিমিত্ত স্থিরীকৃত,
সত্যে ও সরলতায় প্রণীত।
৯ তিনি আপন প্রজাদের কাছে মুক্তি পাঠাইয়াছেন;
তিনি অনন্তকাল তরে আপন নিয়ম স্থির করিয়াছেন;
তাঁহার নাম পবিত্র ও ভয়ার্হ।
১০ সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ;
যে কেহ তদনুযায়ী কর্ম্ম করে, সে সদ্‌বুদ্ধি পায়;
তাঁহার প্রশংসা নিত্যস্থায়ী।

১১২

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
ধন্য সে জন, যে সদাপ্রভুকে ভয় করে,
যে তাঁহার আজ্ঞাতে অতিমাত্র প্রীত হয়।
২ তাহার বংশ পৃথিবীতে বিক্রমশালী হইবে;
সরল লোকের গোষ্ঠী আশীঃপ্রাপ্ত হইবে।
৩ তাহার গৃহে ধন ও ঐশ্বর্য্য থাকে,
তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী।
৪ সরল লোকের জন্য অন্ধকারে জ্যোতিঃ উদিত হয়;
সে কৃপাময়, স্নেহশীল ও ধার্ম্মিক।
৫ যে কৃপা করে ও ঋণ দেয়, তাহার মঙ্গল হয়;
সে বিচারে আপনার কথা নিষ্পন্ন করিবে।

Digitized by Google

৬ কারণ সে কখনও বিচলিত হইবে না ;
ধার্ম্মিক অনন্তকাল স্মরণে থাকিবে।
৭ অশুভ সংবাদেও সে ভয় করিবে না ;
তাহার চিত্ত স্থির, তাহা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে।
৮ তাহার চিত্ত সুস্থির ; সে ভয় করে না,
সে শেষে আপন বিপক্ষদের দশা দেখিবে।
৯ সে বিতরণ করিয়াছে, দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছে,
তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী ;
তাহার শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হইবে।
১০ দুষ্ট লোক তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইবে ;
সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিবে, ও গলিয়া যাইবে ;
দুষ্টগণের অভীষ্ট বিনষ্ট হইবে।

১১৩

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
হে সদাপ্রভুর দাসগণ, প্রশংসা কর,
সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর।
২ সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত হউক।
৩ সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তস্থান পর্য্যন্ত
সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তনীয়।
৪ সদাপ্রভু সর্ব্বজাতির উপরে উন্নত,
তাঁহার গৌরব গগনের উপরে উন্নত।
৫ কে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য ?
তিনি ঊর্দ্ধে সমাসীন।
৬ গগনে ও ভুবনে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য
তিনি আপনাকে অবনত করেন।
৭ তিনি দরিদ্রকে ধূলি হইতে উত্থাপন করেন,
তিনি দীনহীনকে সারের ঢিবি হইতে তুলেন ;
৮ যেন তিনি তাহাকে প্রধানবর্গের সঙ্গে,
আপন প্রজাদেরই প্রধানবর্গের সঙ্গে বসান।
৯ তিনি বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন,
পুত্রদের আনন্দময়ী মাতা করেন।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৪

১ ইস্রায়েল যখন মিসর হইতে,
যাকোবের বংশ পরভাষী লোক হইতে, বাহির হইল,
২ তখন যিহূদা হইল তাঁহার ধর্ম্মধাম,
ইস্রায়েল হইল তাঁহার রাজ্য।
৩ দেখিয়া সমুদ্র পলায়ন করিল,
যর্দ্দন উজানে বহিল ;
৪ পর্ব্বতগণ লম্ফ দিল মেষের ন্যায়,
উপপর্ব্বতগণ লম্ফ দিল মেষশাবকের ন্যায়।
৫ তোমার কি হইল, সমুদ্র, কেন পলাইলে ?
যর্দ্দন, কেন উজানে বহিলে ?
৬ পর্ব্বতগণ, কেন লম্ফ দিলে মেষের ন্যায় ?
উপপর্ব্বতগণ, কেন লম্ফ দিলে মেষশাবকের ন্যায় ?
৭ পৃথিবি ! কম্পিত হও, প্রভুর সাক্ষাতে,
যাকোবের ঈশ্বরের সাক্ষাতে।
৮ তিনি শৈলকে পরিণত করিলেন জলাশয়ে,
চকমকি প্রস্তরকে জলের উৎসে।

১১৫

১ হে সদাপ্রভো, আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়,
কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর,
নিজ দয়ার ও সত্যের অনুরোধে কর।
২ জাতিগণ কেন বলিবে,
"উহাদের ঈশ্বর কোথায় ?"
৩ আমাদের ঈশ্বর ত স্বর্গে থাকেন ;
তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন।
৪ উহাদের প্রতিমা সকল রৌপ্য ও সুবর্ণ,
মনুষ্যের হস্তের কার্য্য।
৫ মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহে না ;
চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না ;
৬ কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না ;
নাসিকা থাকিতেও ঘ্রাণ পায় না ;
৭ হস্ত থাকিতেও স্পর্শ করিতে পারে না ;
চরণ থাকিতেও চলিতে পারে না ;
তাহারা কণ্ঠে কথা কহিতে পারে না।
৮ যেমন তাহারা, তেমনি তাহাদের নির্ম্মাতারা,
সে গুলিতে নির্ভরকারী সকলেও তেমনি হইবে।
৯ ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতেই নির্ভর কর ;
"তিনিই তাহাদের সহায় ও ঢাল।"
১০ হারোণের কুল, সদাপ্রভুতেই নির্ভর কর ;
"তিনিই তাহাদের সহায় ও ঢাল।"
১১ সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ, সদাপ্রভুতে নির্ভর কর ;
"তিনিই তাহাদের সহায় ও ঢাল।"
১২ সদাপ্রভু আমাদিগকে মনে রাখিয়াছেন ; তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন,
ইস্রায়েলের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
হারোণের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
১৩ যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
ক্ষুদ্র কি মহান সকলকে করিবেন।
১৪ সদাপ্রভু তোমাদের বৃদ্ধি করুন,
তোমাদের ও তোমাদের সন্তানগণের বৃদ্ধি করুন।
১৫ তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র,
তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।
১৬ স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ,
কিন্তু তিনি পৃথিবী মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন।

Digitized by Google

১৭ মৃতেরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না,
যাহারা নিস্তব্ধ স্থানে নামে, তাহারা কেহ করে না।
১৮ কিন্তু আমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত করিব।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৬

১ আমি সদাপ্রভুকে প্রেম করি,
কারণ তিনি আমার রব ও আমার বিনতি শুনিলেন।
২ তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করিয়াছেন,
তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন তাঁহাকে ডাকিব।
৩ মৃত্যুর রজ্জু আমাকে বেষ্টন করিল,
পাতালের কষ্ট আমাকে পাইয়া বসিল,
আমি সঙ্কটে ও দুঃখে পড়িলাম।
৪ তখন আমি সদাপ্রভুর নামে ডাকিলাম,
বিনয় করি, সদাপ্রভু, আমার প্রাণ রক্ষা কর।
৫ সদাপ্রভু কৃপাবান ও ধর্ম্মময়,
হাঁ, আমাদের ঈশ্বর স্নেহশীল।
৬ সদাপ্রভু অমায়িকদিগকে রক্ষা করেন;
আমি দীনহীন হইলে তিনি আমার পরিত্রাণ করিলেন।
৭ হে মম প্রাণ, তব বিশ্রামস্থানে ফিরিয়া যাও,
কেননা সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল করিলেন।
৮ কারণ তুমি মৃত্যু হইতে আমার প্রাণ,
অশ্রু হইতে আমার চক্ষু,
উছোট হইতে আমার চরণ, উদ্ধার করিয়াছ।
৯ আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাতায়াত করিব,
জীবিতদের দেশেই করিব।
১০ আমার বিশ্বাস আছে, তাই কথা বলি;
আমি নিতান্ত দুঃখার্ত্ত ছিলাম।
১১ আমি উদ্বেগে বলিয়াছিলাম,
মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী।
১২ আমি সদাপ্রভু হইতে যে সকল মঙ্গল পাইয়াছি,
তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কি ফিরাইয়া দিব?
১৩ আমি পরিত্রাণের পানপাত্র গ্রহণ করিব,
এবং সদাপ্রভুর নামে ডাকিব।
১৪ সদাপ্রভুর কাছে আমার মানত সকল পূর্ণ করিব;
তাঁহার সমস্ত প্রজার সাক্ষাতেই পূর্ণ করিব।
১৫ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
তাঁহার সাধুগণের মৃত্যু বহুমূল্য।
১৬ সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমি তোমার দাস;
আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র;
তুমি আমার বন্ধন সকল মুক্ত করিয়াছ।
১৭ আমি তোমার উদ্দেশে স্তব-বলি উৎসর্গ করিব,
সদাপ্রভুর নামে ডাকিব।
১৮ সদাপ্রভুর কাছে আমার মানত সকল পূর্ণ করিব,
তাঁহার সমস্ত প্রজার সাক্ষাতেই পূর্ণ করিব;
১৯ সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে যিরূশালেম, তোমারই মধ্যে পূর্ণ করিব।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৭

১ সমস্ত জাতি, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর;
সমস্ত লোকবৃন্দ, তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন কর।
২ কেননা আমাদের উপরে তাঁহার দয়া মহৎ,
ও সদাপ্রভুর সত্য অনন্তকালস্থায়ী।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৮

১ সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
২ ইস্রায়েল বলুক,
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
৩ হারোণের কুল বলুক,
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
৪ যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহারা বলুক,
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
৫ আমি সঙ্কটে সদাপ্রভুকে ডাকিলাম;
সদাপ্রভু আমাকে উত্তর দিয়া প্রশস্ত স্থানে [আনিলেন]।
৬ সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করিব না;
মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?
৭ সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমার সহায়দের মধ্যবর্ত্তী;
তাই আমি আপন বিদ্বেষীদের দশা দেখিব।
৮ মনুষ্যে নির্ভর করণাপেক্ষা
সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম।
৯ প্রধানবর্গে নির্ভর করণাপেক্ষা
সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম।
১০ সমুদয় জাতি আমাকে ঘেরিয়াছে;
সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব।
১১ তাহারা আমাকে ঘেরিয়াছে, হাঁ, আমাকে ঘেরিয়াছে,
সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব।
১২ মধুমক্ষিকার ন্যায় তাহারা আমাকে ঘেরিয়াছে,
কাঁটার আগুনের মত তাহারা নিবিয়া গেল;
সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব।
১৩ তুমি আমাকে ফেলিয়া দিবার জন্য ধাক্কা মারিয়াছ,

Digitized by Google

কিন্তু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করিলেন।
১৪ সদাপ্রভু আমার বল ও গান,
আর তিনি আমার পরিত্রাণ হইয়াছেন।
১৫ ধার্ম্মিকগণের তাম্বুতে আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি হইতেছে;
সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।
১৬ সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত উন্নত,
সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।
১৭ আমি মরিব না, কিন্তু জীবিত থাকিব,
আর সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল বর্ণনা করিব।
১৮ সদাপ্রভু আমাকে ভারী শাস্তি দিয়াছেন,
কিন্তু মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করেন নাই।
১৯ আমার জন্য ধার্ম্মিকতার দ্বার সকল খুলিয়া দেও;
আমি তাহা দিয়া প্রবেশ করিব, সদাপ্রভুর স্তব করিব;
২০ ইহাই সদাপ্রভুর দ্বার,
ইহা দিয়া ধার্ম্মিকগণ প্রবেশ করে।
২১ আমি তোমার স্তব করিব, কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ,
আর তুমি আমার পরিত্রাণ হইয়াছ।
২২ গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,
তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল।
২৩ ইহা সদাপ্রভু হইতেই হইয়াছে,
ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।
২৪ অদ্য সদাপ্রভুর কৃত দিন;
আইস, আমরা এই দিনে উল্লাস ও আনন্দ করি।
২৫ আহা, সদাপ্রভো, বিনয় করি, পরিত্রাণ কর;
সদাপ্রভো, বিনয় করি, সৌভাগ্য দেও।
২৬ ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসিতেছেন।
আমরা সদাপ্রভুর গৃহ হইতে তোমাদিগকে ধন্যবাদ করি।
২৭ সদাপ্রভুই ঈশ্বর; তিনি আমাদিগকে দীপ্তি দিয়াছেন;
তোমরা রজ্জু দ্বারা উৎসবের বলি বেদির চূড়ায় বাঁধ।
২৮ তুমি মম ঈশ্বর, আমি তব স্তব করিব;
তুমি মম ঈশ্বর, আমি তব প্রতিষ্ঠা করিব।
২৯ তোমরা সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়;
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

১১৯

א আলেফ্।

১ ধন্য তাহারা, যাহারা আচারে ব্যবহারে সিদ্ধ,
যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থানুসারে চলে।
২ ধন্য তাহারা, যাহারা তাঁহার সাক্ষ্যকলাপ পালন করে;
যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অন্বেষণ করে।
৩ আবার তাহারা অন্যায় করে না,
তাহারা তাঁহার পথে গমন করে।
৪ তুমি আপন নিদেশমালা আদেশ করিয়াছ,
যেন আমরা যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন করি।
৫ আহা, আমার পথ সুস্থির হউক,
যেন আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করি।
৬ যখন তোমার আজ্ঞা সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখি,
তখন আমার লজ্জা হইবে না।
৭ যখন তোমার ধর্ম্মময় শাসনকলাপ শিক্ষা করি,
তখন আমি সরল চিত্তে তব স্তব করিব।
৮ আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিব;
আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিও না।

ב বৈৎ।

৯ যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে?
তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইয়া করিবে।
১০ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার অন্বেষণ করিয়াছি,
আমাকে তোমার আজ্ঞাপথ হারাইতে দিও না।
১১ তব বচন আমি হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি,
যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।
১২ হে সদাপ্রভো, তুমি ধন্য,
আমাকে তোমার বিধিকলাপ শিক্ষা দেও।
১৩ তোমার মুখের সমস্ত শাসন
আমি ওষ্ঠাধরে বর্ণনা করিয়াছি।
১৪ আমি সমূহ ধন বলিয়া
তোমার সাক্ষ্য-পথে আমোদ করিয়াছি।
১৫ আমি তোমার নিদেশমালা ধ্যান করিব,
আমি তোমার পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিব।
১৬ আমি তোমার বিধিকলাপে হৃষ্টচিত্ত হইব,
তোমার বাক্য বিস্মৃত হইব না।

গিমল।

১৭ তোমার দাসের মঙ্গল কর, যেন আমি বাঁচি,
যেন আমি তোমার বাক্য পালন করি।
১৮ আমার নয়ন খুলিয়া দেও, যেন আমি দর্শন করি,
তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখি।
১৯ আমি পৃথিবীতে প্রবাসী,
আমা হইতে তব আজ্ঞা সকল লুকাইও না।
২০ সতত তোমার শাসনকলাপের জন্য
আমার প্রাণ আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুণ্ণ হয়।
২১ তুমি সেই শাপগ্রস্ত অহঙ্কারীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছ,
যাহারা তোমার আজ্ঞা ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।
২২ আমা হইতে দুর্নাম ও অপমান দূর কর,
কেননা আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ পালন করিয়াছি।
২৩ অধ্যক্ষেরাও বসিয়া আমার বিপক্ষে কথা কহেন;
তোমার এই দাস তোমার বিধি ধ্যান করে।

Digitized by Google

২৪ তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমার হর্ষজনক,
সেগুলি আমার মন্ত্রণাদায়ক সুহৃৎ।

দ দালৎ।

২৫ আমার প্রাণ ধূলিতে সংলগ্ন,
তোমার বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
২৬ আমি আপন পথের কথা বলিলে তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ,
তোমার বিধিকলাপ আমাকে শিখাও।
২৭ তোমার নিদেশ-পথ আমাকে বুঝাইয়া দেও,
আমি তব আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ধ্যান করিব।
২৮ আমার প্রাণ দুঃখে গলিয়া যাইতেছে,
তোমার বাক্যানুসারে আমাকে উঠাও।
২৯ আমা হইতে মিথ্যার পথ দূর কর,
কৃপা করিয়া তোমার ব্যবস্থা আমাকে দেও।
৩০ আমি বিশ্বস্ততার পথ মনোনীত করিয়াছি,
আমি তব শাসনকলাপ সম্মুখে রাখিয়াছি।
৩১ আমি তোমার সাক্ষ্যসমূহে আসক্ত ;
সদাপ্রভো, আমাকে লজ্জিত করিও না।
৩২ আমি তোমার আজ্ঞাপথে ধাবমান হইব,
কেননা তুমি আমার হৃদয় প্রশস্ত করিতেছ।

হ হে।

৩৩ সদাপ্রভো, তোমার বিধিপথ আমাকে দেখাও,
আমি শেষ পর্য্যন্ত তাহা পালন করিব।
৩৪ আমাকে বিবেচনা দেও, আমি তোমার ব্যবস্থা মানিব,
হাঁ, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিব।
৩৫ তোমার আজ্ঞা-পথে আমাকে গমন করাও,
কারণ তাহাতেই আমার প্রীতি।
৩৬ তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার হৃদয় আকর্ষণ কর,
লোভের প্রতি আকর্ষণ করিও না।
৩৭ অলীকতা-দর্শন হইতে আমার চক্ষু ফিরাও,
তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
৩৮ তোমার বচন তোমার দাসের পক্ষে সফল কর,
তাহা তোমার ভীতিযুক্ত।
৩৯ আমার উদ্বেগজনক দুর্নাম দূর কর ;
কেননা তোমার শাসনকলাপ উত্তম।
৪০ দেখ, আমি তোমার নিদেশ সকলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি,
তোমার ধার্ম্মিকতায় আমাকে সঞ্জীবিত কর।

ব বৌ।

৪১ সদাপ্রভো, আমাতে তোমার দয়া বর্ত্তুক,
তব বাক্যানুসারে তোমার পরিত্রাণ বর্ত্তুক।
৪২ তাহা হইলে আমি আমার দুর্নামকারীকে উত্তর দিতে পারিব,
কেননা আমি তোমার বাক্যে নির্ভর করিতেছি।
৪৩ আর আমার মুখ হইতে সত্যের বাক্য নিঃশেষে হরণ করিও না,
কেননা আমি তোমার শাসনকলাপের অপেক্ষা করিতেছি।
৪৪ আমি সতত তোমার ব্যবস্থা পালন করিব,
যুগে যুগে অনন্তকাল করিব।
৪৫ আর আমি প্রশস্ত স্থানে গতায়াত করিব,
কেননা আমি তোমার নিদেশ সকলের অন্বেষণ করিতেছি।
৪৬ আমি রাজগণের সাক্ষাতেও তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রসঙ্গ করিব,
আমি লজ্জিত হইব না।
৪৭ আমি তোমার আজ্ঞাসমূহে আমোদ করিব,
সে সকল আমার প্রিয়।
৪৮ আমি তোমার আজ্ঞা সকলের কাছে কৃতাঞ্জলি হইব, সে সকল আমার প্রিয়,
আমি তোমার বিধিকলাপ ধ্যান করিব।

য সয়িন।

৪৯ তোমার দাসের পক্ষে সেই বাক্য স্মরণ কর,
যদ্দ্বারা তুমি আমাকে প্রত্যাশাযুক্ত করিয়াছ।
৫০ দুঃখের সময়ে ইহাই আমার সান্ত্বনা
যে, তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে।
৫১ অহঙ্কারিগণ আমাকে অতিশয় বিদ্রূপ করিয়াছে,
তবু আমি তোমার ব্যবস্থা হইতে বিমুখ হই নাই।
৫২ সদাপ্রভো, আমি তোমার পূর্ব্বকালের শাসনকলাপ স্মরণ করিয়াছি,
আর সান্ত্বনা পাইয়াছি।
৫৩ দুষ্টদের বিষয়ে আমার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল,
কেননা তাহারা তোমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে।
৫৪ তোমার বিধিকলাপ আমার প্রবাস-গৃহে
আমার গীত হইয়া আসিতেছে।
৫৫ সদাপ্রভো, আমি রাত্রিকালে তোমার নাম স্মরণ করিয়াছি,
ও তোমার ব্যবস্থা পালন করিয়াছি।
৫৬ আমি এই বর প্রাপ্ত হইয়াছি
যে, তোমার নিদেশ সকল পালন করিয়াছি।

হেৎ।

৫৭ সদাপ্রভু আমার দায়াংশ ;
আমি বলিয়াছি, আমি তব বাক্য সকল পালন করিব।
৫৮ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার মুখের প্রসন্নতা চেষ্টা করিয়াছি ;
তোমার বচনানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর।
৫৯ আমি নিজ গতি বিবেচনা করিলাম,
ও তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার চরণ ফিরাইলাম।
৬০ তোমার আজ্ঞা সকল পালন করিবার জন্য
আমি সত্বর হইলাম, বিলম্ব করিলাম না।

Digitized by Google

৬১ দুষ্টগণের রজ্জু আমাকে জড়াইয়াছে,
আমি তোমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হই নাই।
৬২ আমি মধ্যরাত্রে তোমার স্তব করিতে উঠিব,
তোমার ধর্ম্মময় শাসনমালার জন্য।
৬৩ আমি তোমার ভয়কারী সকলের সখা,
তোমার নিদেশপালকদের সখা।
৬৪ হে সদাপ্রভো, পৃথিবী তোমার দয়াতে পরিপূর্ণ,
আমাকে তোমার বিধিকলাপ শিক্ষা দেও।

ט টেট্।

৬৫ হে সদাপ্রভো, তোমার বাক্যানুসারে,
নিজ দাসের প্রতি মঙ্গল ব্যবহার করিয়াছ।
৬৬ উত্তম বিচার ও জ্ঞান আমাকে শিখাও,
কেননা আমি তব আজ্ঞাসমূহে বিশ্বাস করি।
৬৭ দুঃখার্ত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি ভ্রান্ত ছিলাম,
কিন্তু এখন তোমার বচন পালন করিতেছি।
৬৮ তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী,
আমাকে তোমার বিধিকলাপ শিক্ষা দেও।
৬৯ অহঙ্কারিগণ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করিয়াছে,
আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার নিদেশ সকল পালন করিব।
৭০ উহাদের অন্তঃকরণ মেদের ন্যায় স্থূল;
কিন্তু আমি তোমার ব্যবস্থায় আমোদ করি।
৭১ আমি যে দুঃখার্ত্ত হইয়াছি, এ আমার মঙ্গল;
ইহাতেই আমি তোমার বিধি শিখিলাম।
৭২ সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা
তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম।

י ইয়ুদ্।

৭৩ তোমার হস্ত আমার গঠন ও স্থিতি করিয়াছে;
আমাকে বিবেচনা দেও, যেন তোমার আজ্ঞা সকল শিখিতে পারি।
৭৪ যাহারা তোমাকে ভয় করে, তাহারা আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে,
কারণ আমি তব বাক্যে প্রত্যাশা করিয়াছি।
৭৫ হে সদাপ্রভো, আমি জানি, তোমার শাসনকলাপ ধর্ম্মময়,
আর তুমি বিশ্বস্ততায় আমাকে দুঃখ দিয়াছ।
৭৬ আহা! নিজ দাসের প্রতি তোমার বচনানুসারে
তোমার দয়া আমার সান্ত্বনাজনক হউক।
৭৭ আমার প্রতি তোমার করুণা বর্ত্তুক, যেন আমি বাঁচি;
কেননা তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক।
৭৮ অহঙ্কারিগণ লজ্জিত হউক, কেননা তাহারা অন্যায়পূর্ব্বক আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে;
কিন্তু আমি তোমার নিদেশমালা ধ্যান করিতেছি।
৭৯ যাহারা তোমাকে ভয় করে, তাহারা আমার প্রতি ফিরুক,
তাহারা তোমার সাক্ষ্যকলাপ বুঝিবে।
৮০ আমার চিত্ত তোমার বিধিতে সিদ্ধ হউক,
যেন আমি লজ্জিত না হই।

כ কফ্।

৮১ তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আমার প্রাণ ক্ষীণ হয়,
আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষা করি।
৮২ তোমার বচনের প্রতীক্ষায় আমার চক্ষু ক্ষীণ হয়,
আমি বলি, তুমি কখন্ আমাকে সান্ত্বনা করিবে?
৮৩ কারণ আমি ধূমস্থ কুপার সদৃশ হইয়াছি;
তথাপি তোমার বিধি বিস্মৃত হই না।
৮৪ তোমার দাসের দিন কত?
কবে আমার তাড়নাকারিগণের বিচার করিবে?
৮৫ অহঙ্কারিগণ আমার নিমিত্তে গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে,
তাহারা তোমার ব্যবস্থানুগামী নয়।
৮৬ তোমার সমস্ত আজ্ঞা বিশ্বসনীয়;
লোকে অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে তাড়না করে; আমার সাহায্য কর।
৮৭ উহারা পৃথিবীতে আমাকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিল,
তবু আমি তব নিদেশমালা ত্যাগ করি নাই।
৮৮ তোমার দয়ানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তাহাতে আমি তব মুখের সাক্ষ্য পালন করিব।

ל লামদ্।

৮৯ অনন্তকালের নিমিত্তে, হে সদাপ্রভো,
তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত।
৯০ তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষে পুরুষে স্থায়ী;
তুমি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছ, তাহা সুস্থির।
৯১ অদ্যাপি তোমার শাসনানুসারে সকলই সুস্থির,
কেননা সমস্তই তোমার দাস;
৯২ যদি তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক না হইত,
তবে ইতিপূর্ব্বে আপন দুঃখে নষ্ট হইতাম।
৯৩ আমি তব নিদেশমালা কখনও বিস্মৃত হইব না,
কারণ তদ্দ্বারা তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছ।
৯৪ আমি তোমারই, আমাকে পরিত্রাণ কর;
কারণ আমি তব নিদেশমালার অন্বেষণ করিয়াছি।
৯৫ দুষ্টগণ আমাকে নষ্ট করিবার অপেক্ষা করিয়াছে;
আমি তব সাক্ষ্যকলাপ আলোচনা করিতেছি।
৯৬ আমি যাবতীয় সিদ্ধির অন্ত দেখিয়াছি;
কিন্তু তোমার আজ্ঞা অতিশয় প্রশস্ত।

מ মেম্।

৯৭ আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভাল বাসি!
তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।
৯৮ তোমার আজ্ঞা সকল আমাকে শত্রুগণ অপেক্ষাও জ্ঞানবান করে;
কারণ সেই সকল অনন্তকাল আমার।

Digitized by Google

৯৯ আমার সমস্ত গুরু অপেক্ষা আমি জ্ঞানবান,
কেননা আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ ধ্যান করি।
১০০ প্রাচীন লোক হইতেও আমি বুদ্ধিমান,
কারণ আমি তোমার নিদেশ সকল পালন করিয়াছি।
১০১ যাবতীয় কুপথ হইতে আপন চরণ নিবৃত্ত করিয়াছি,
যেন আমি তোমার বাক্য পালন করি।
১০২ আমি তব শাসন হইতে ফিরি নাই,
কারণ তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছ।
১০৩ তোমার বচন সকল আমার তালুতে কেমন মিষ্ট লাগে!
তাহা আমার মুখে মধু হইতেও মধুর!
১০৪ তোমার নিদেশ দ্বারা আমার বুদ্ধিলাভ হয়,
তজ্জন্য যাবতীয় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

נ নূন।

১০৫ তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ,
আমার পথের আলোক।
১০৬ আমি শপথ করিয়াছি, স্থির করিয়াছি,
তোমার ধর্ম্মময় শাসনকলাপ পালন করিব।
১০৭ আমি অতিশয় দুঃখার্ত্ত;
সদাপ্রভো, তোমার বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১০৮ সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমার মুখের স্বেচ্ছাদত্ত উপহার সকল গ্রাহ্য কর,
তোমার শাসনমালা আমাকে শিক্ষা দেও।
১০৯ আমার প্রাণ নিরন্তর আমার করতলে,
তথাপি আমি তোমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হই না।
১১০ দুষ্টগণ আমার নিমিত্তে ফাঁদ পাতিয়াছে,
কিন্তু আমি তোমার নিদেশ হইতে বিপথগামী হই না।
১১১ তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমি চিরকালতরে অধিকার করিয়াছি,
কারণ সে সকল আমার চিত্তের হর্ষজনক।
১১২ আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিতে মনকে লওয়াইয়াছি,
চিরকালের জন্য, শেষ পর্য্যন্ত।

ס সামক্।

১১৩ আমি দ্বিমনাদিগকে ঘৃণা করি,
কিন্তু তোমার ব্যবস্থা ভাল বাসি।
১১৪ তুমি আমার অন্তরাল ও আমার ঢাল;
আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা রাখি।
১১৫ দুরাচারগণ, আমার নিকট হইতে দূর হও;
আমি আপন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিব।
১১৬ তোমার বচনানুসারে আমাকে ধারণ কর, তাহাতে বাঁচিব,
আমি যেন নিজ আশার সম্বন্ধে লজ্জিত না হই।
১১৭ আমাকে ধরিয়া রাখ, আমি পরিত্রাণ পাইব,
আর তোমার বিধিকলাপ সর্ব্বদা মান্য করিব।
১১৮ তুমি আপন বিধি হইতে ভ্রান্ত সকলকে হেয়জ্ঞান করিয়াছ;
কেননা তাহাদের প্রবঞ্চনা অসার।
১১৯ তুমি পৃথিবীর সমস্ত দুর্জ্জনকে মলের ন্যায় দূর করিয়া থাক,
তাই আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ ভাল বাসি।
১২০ তোমার ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
তোমার শাসনে আমি ভীত।

ע অয়িন।

১২১ আমি ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করিয়াছি,
আমাকে উপদ্রবীদের হস্তে সমর্পণ করিও না।
১২২ তুমি মঙ্গলের জন্য নিজ দাসের প্রতিভূ হও,
অহঙ্কারীরা আমার প্রতি উপদ্রব না করুক।
১২৩ আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে, তোমার পরিত্রাণের জন্য,
ও তোমার ধর্ম্মময় বচনের জন্য।
১২৪ তোমার দয়ানুসারেই নিজ দাসের সহিত ব্যবহার কর,
আর তোমার বিধিকলাপ আমাকে শিক্ষা দেও।
১২৫ আমি তোমার দাস, আমাকে বুদ্ধি দেও,
যেন তোমার সাক্ষ্য সকল বুঝিতে পারি।
১২৬ সদাপ্রভু কার্য্য করিবেন, সময় হইল,
কেননা লোকে তোমার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছে।
১২৭ তজ্জন্য আমি তোমার আজ্ঞা সকল ভাল বাসি,
স্বর্ণ হইতে, নির্ম্মল স্বর্ণ হইতেও ভাল বাসি।
১২৮ তজ্জন্য আমি সর্ব্ববিষয়ে তোমার যাবতীয় নিদেশ যথার্থ জ্ঞান করি,
সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

פ পে।

১২৯ তোমার সাক্ষ্যকলাপ আশ্চর্য্য,
এই জন্য আমার প্রাণ সে সকল পালন করে।
১৩০ তব বাক্যের বিকাশ আলোক প্রদান করে,
তাহা অমায়িকদিগকে বুদ্ধিমান করে।
১৩১ আমি মুখ ব্যাদান করিয়া শ্বাস ফেলিতেছিলাম,
কেননা তোমার আজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।
১৩২ আমার প্রতি ফির, আমার প্রতি কৃপা কর,
যেমন তোমার নাম-প্রিয়দের প্রতি করিয়া থাক।
১৩৩ তোমার বচনে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির রাখ,
কোন অধর্ম্ম আমার উপরে কর্ত্তৃত্ব না করুক।
১৩৪ মনুষ্যের উপদ্রব হইতে আমাকে মুক্ত কর,
তাহাতে আমি তোমার নিদেশমালা পালন করিব।
১৩৫ তব দাসের প্রতি নিজ মুখ উজ্জ্বল কর,
এবং তোমার বিধি আমাকে শিক্ষা দেও।

Digitized by Google

১৩৬ আমার চক্ষু হইতে জলধারা বহিতেছে,
কারণ লোকে তব ব্যবস্থা পালন করে না।

צ সাদে।

১৩৭ হে সদাপ্রভো, তুমি ধর্ম্মময়,
ও তোমার শাসন সকল সরল।
১৩৮ তুমি ধার্ম্মিকতায় নিজ সাক্ষ্য আদেশ করিয়াছ,
অতি বিশ্বস্ততায় আদেশ করিয়াছ।
১৩৯ আমার উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিয়াছে,
কারণ আমার বিপক্ষগণ তোমার বাক্য সকল
বিস্মৃত হইয়াছে।
১৪০ তোমার বচন অতীব পরীক্ষাসিদ্ধ,
আর তোমার দাস তাহা ভাল বাসে।
১৪১ আমি ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞাত,
তথাপি তোমার নিদেশ বিস্মৃত হই না।
১৪২ তোমার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী ধার্ম্মিকতা,
তোমার ব্যবস্থাই সত্য।
১৪৩ সঙ্কট ও দুর্দ্দশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে,
তবু তোমার আজ্ঞা সকল আমার হর্ষজনক।
১৪৪ তোমার সাক্ষ্যকলাপ অনন্তকাল ধর্ম্মময়;
আমাকে বুদ্ধি দেও, তাহাতে আমি বাঁচিব।

ק কফ্।

১৪৫ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আহ্বান করিয়াছি; সদা-
প্রভো, আমাকে উত্তর দেও,
আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিব।
১৪৬ আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছি; আমাকে
পরিত্রাণ কর,
তাহাতে আমি তব সাক্ষ্যকলাপ পালন করিব।
১৪৭ আমি প্রভাতের অগ্রেও আর্ত্তনাদ করিলাম,
আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষাতে ছিলাম।
১৪৮ আমার নেত্রযুগল রাত্রিযামের পূর্ব্বে উন্মীলিত
থাকে,
যেন তোমার বচন ধ্যান করিতে পারি।
১৪৯ তোমার দয়ানুসারে আমার রব শুন;
সদাপ্রভো, তোমার বিচারানুসারে আমাকে
সঞ্জীবিত কর।
১৫০ কুকর্ম্মের অনুগামীরা নিকটবর্ত্তী;
তাহারা তোমার ব্যবস্থা হইতে দূরবর্ত্তী।
১৫১ হে সদাপ্রভো, তুমিই নিকটবর্ত্তী,
আর তোমার সমস্ত আজ্ঞা সত্য।
১৫২ আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপের দ্বারা পূর্ব্বাবধি
জানি,
তুমি চিরকালতরে সে সমস্ত স্থাপন করিয়াছ।

ר রেশ্।

১৫৩ আমার দুঃখ দেখ, আমাকে উদ্ধার কর,
কেননা আমি তোমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হই না।
১৫৪ আমার বিবাদের নিষ্পত্তি কর, আমাকে মুক্ত
কর,
তোমার বচনানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৫৫ পরিত্রাণ দুষ্টগণ হইতে দূরবর্ত্তী,
কারণ তাহারা তোমার বিধির অন্বেষণ করে না।
১৫৬ হে সদাপ্রভো, তোমার করুণা বহুবিধ;
তোমার বিচারানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৫৭ আমার তাড়নাকারী ও বিপক্ষ অনেক,
তথাপি আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি
বিমুখ হই নাই।
১৫৮ আমি বিশ্বাসঘাতকদিগকে দেখিয়া ঘৃণা করি-
লাম,
কারণ তাহারা তোমার বচন পালন করে না।
১৫৯ দেখ, আমি তোমার নিদেশ কেমন ভাল বাসি।
সদাপ্রভো, তোমার দয়ানুসারে আমাকে সঞ্জী-
বিত কর।
১৬০ তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য,
তোমার ধর্ম্মময় প্রত্যেক শাসন নিত্যস্থায়ী।

ש শিন্।

১৬১ অধ্যক্ষেরা অকারণে আমাকে তাড়না করিয়াছে,
কিন্তু আমার মন তোমার বাক্যে ভীত হয়।
১৬২ আমি তোমার বচনে আনন্দ করি,
যেমন মহালুট পাইলে লোকে করে।
১৬৩ আমি মিথ্যাকে দ্বেষ করি, ঘৃণা করি,
তোমার ব্যবস্থাই ভাল বাসি।
১৬৪ তোমার ধর্ম্মময় শাসনকলাপের জন্য
আমি দিনে সাত বার তোমার স্তব করি।
১৬৫ যাহারা তোমার ব্যবস্থা ভাল বাসে, তাহাদের
পরম শান্তি হয়,
তাহাদের উছোট লাগে না।
১৬৬ সদাপ্রভো, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষা
করিয়াছি,
ও তোমার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি।
১৬৭ আমার প্রাণ তোমার সাক্ষ্যকলাপ পালন
করিয়াছে,
আমি সে সকল অতিশয় ভাল বাসি।
১৬৮ আমি তোমার নিদেশমালা ও সাক্ষ্যকলাপ
পালন করিয়াছি;
কারণ আমার সমস্ত পথ তোমার সম্মুখবর্ত্তী।

ת তৌ।

১৬৯ সদাপ্রভো, আমার কাকুক্তি তোমার নিকটে
উপস্থিত হউক,
তোমার বাক্যানুসারে আমাকে বুদ্ধি দেও।
১৭০ আমার বিনতি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক,
তোমার বচনানুসারে আমাকে নিস্তার কর।
১৭১ আমার ওষ্ঠাধর প্রশংসা করিবে,
কারণ তুমি আমাকে তোমার বিধি শিক্ষা
দিতেছ।
১৭২ আমার জিহ্বা তোমার বচন কীর্ত্তন করিবে,
যেহেতুক তোমার আজ্ঞা সকল ধর্ম্মময়।
১৭৩ তোমার হস্ত আমার সহকারী হউক;

Digitized by Google

কেননা আমি তোমার নিদেশমালা মনোনীত করিয়াছি।
১৭৪ সদাপ্রভো, আমি তোমার পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি,
এবং তোমার ব্যবস্থাই আমার হর্ষজনক।
১৭৫ আমার প্রাণ জীবিত থাকুক, সে তোমার প্রশংসা করিবে,
তব শাসনকলাপ আমার সহকারী হউক।
১৭৬ আমি হারাণ মেষের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি; নিজ দাসের অন্বেষণ কর ;
কেননা আমি তোমার আজ্ঞাকলাপ বিস্মৃত হই না।

১২০ আরোহণ-গীত।

১ আমি সঙ্কটে সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
তিনি আমাকে উত্তর দিলেন।
২ সদাপ্রভো, মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর হইতে আমার প্রাণ রক্ষা কর,
প্রতারক জিহ্বা হইতে রক্ষা কর।
৩ প্রতারক জিহ্বে, তিনি তোমাকে কি দিবেন ?
তোমাকে অধিক কি যোগাইবেন ?
৪ বীরের তীক্ষ্ণ বাণ,
ও কুলকাষ্ঠের অঙ্গার।
৫ হায় হায়, আমি মেশকে প্রবাস করিতেছি,
কেদরের তাম্বুসমূহের কাছে বাস করিতেছি।
৬ যে ব্যক্তি সন্ধি ঘৃণা করে,
তাহার কাছে আমার প্রাণ বহুকাল বাস করিয়াছে।
৭ আমি সন্ধিপ্রিয়,
কিন্তু যখন কথা বলি, উহারা যুদ্ধ চায়।

১২১ আরোহণ-গীত।

১ আমি পর্ব্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব ;
কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে ?
২ সদাপ্রভু হইতে আমার সাহায্য আইসে,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।

৩ তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না,
তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না।
৪ দেখ, যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক,
তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না।
৫ সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক,
সদাপ্রভুই তোমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ছায়া।
৬ দিবসে সূর্য্য তোমাকে আঘাত করিবে না,
রাত্রিতে চন্দ্রও করিবে না।
৭ সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন ;
তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন।
৮ সদাপ্রভু তোমার গমনাগমনে রক্ষক হইবেন,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত হইবেন।

১২২ আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ আমি আনন্দিত হইলাম, যখন লোকে আমাকে বলিল,
চল, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই।
২ হে যিরূশালেম, তোমার দ্বারের ভিতরে
আমাদের চরণ দণ্ডায়মান হইল।
৩ হে যিরূশালেম, তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ,
সংসক্ত নগরের ন্যায়।
৪ সেই স্থানে বংশ সকল, সদাপ্রভুর বংশ সকল আরোহণ করে,
ইস্রায়েলকে দত্ত সাক্ষ্য অনুসারে,
সদাপ্রভুর নামের স্তব করিবার জন্য।
৫ কেননা সেই স্থানে বিচারার্থক সিংহাসন,
দায়ূদ-কুলের সিংহাসন সকল স্থাপিত।
৬ তোমরা যিরূশালেমের শান্তি প্রার্থনা কর ;
যাহারা তোমাকে প্রেম করে, তাহাদের কল্যাণ হউক।
৭ তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি বর্ত্তুক,
তোমার অট্টালিকাচয়ের মধ্যে কল্যাণ বর্ত্তুক।
৮ আমার ভ্রাতাদের ও মিত্রগণের অনুরোধে
আমি বলিব, তোমার মধ্যে শান্তি বর্ত্তুক।
৯ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহের অনুরোধে,
আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিব।

১২৩ আরোহণ-গীত।

১ আমি তোমার দিকে চক্ষু তুলি,
তুমি যে স্বর্গে সমাসীন।
২ দেখ, কর্ত্তার হস্তের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি,
কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি,
তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে,
যত দিন না তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করেন।
৩ সদাপ্রভো, আমাদিগকে কৃপা কর, কৃপা কর,
কেননা আমরা অবজ্ঞায় নিতান্ত পূর্ণ হইয়াছি।
৪ সুখশালীদের বিদ্রূপে,
অহঙ্কারীদের অবজ্ঞায়,
আমাদের প্রাণ নিতান্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে।

Digitized by Google

১২৪ আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হইতেন,
ইস্রায়েল ইহা বলুক,
২ যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হইতেন,
যখন মনুষ্য আমাদের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল,
৩ তাহারা আমাদিগকে জীবদ্দশায় গ্রাস করিত,
যখন আমাদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইত;
৪ তখন জল আমাদিগকে প্লাবিত করিত,
স্রোত আমাদের প্রাণের উপর দিয়া বহিত;
৫ তখন গর্ব্বিত জল আমাদের প্রাণের উপর দিয়া বহিত।
৬ সদাপ্রভু ধন্য হউন,
তিনিই আমাদিগকে উহাদের দন্তশ্রেণীতে ভক্ষ্যবৎ সমর্পণ করেন নাই।
৭ আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ হইতে পক্ষীর ন্যায় রক্ষা পাইয়াছে;
ফাঁদ ছিঁড়িয়াছে, আমরা রক্ষা পাইয়াছি।
৮ সদাপ্রভুর নামে আমাদের সাহায্য,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।

১২৫ আরোহণ-গীত।

১ যাহারা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে,
তাহারা অটল ও চিরস্থায়ী সিয়োন পর্ব্বতের সদৃশ।
২ যিরূশালেমের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতগণ আছে,
আর সদাপ্রভু আপন প্রজাদের চতুষ্পার্শ্বে আছেন,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত আছেন।
৩ কেননা দুষ্টতার রাজদণ্ড ধার্ম্মিকদের অধিকারের উপরে থাকিবে না,
পাছে ধার্ম্মিকগণ অন্যায়ে হস্তক্ষেপ করে।
৪ সদাপ্রভো! যাহারা মঙ্গলস্বভাব, তাহাদের মঙ্গল কর,
সরলচিত্তদের মঙ্গল কর।
৫ কিন্তু যাহারা আপনাদের বক্র পথে ফিরে,
সদাপ্রভু তাহাদিগকে অধর্ম্মাচারীদের সহপথিক করিবেন।
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্ত্তুক।

১২৬ আরোহণ-গীত।

১ সদাপ্রভু যখন সিয়োনের প্রত্যাগতদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন,
তখন আমরা স্বপ্নদর্শকদের ন্যায় হইলাম।
২ তৎকালে আমাদের মুখ হাস্যে পূরিল,
আমাদের জিহ্বা আনন্দগানে পরিপূর্ণ হইল;
তৎকালে জাতিগণের মধ্যে লোকে বলিল,
সদাপ্রভু উহাদের নিমিত্তে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন।
৩ সদাপ্রভু আমাদের নিমিত্তে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন,
সে জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি।
৪ সদাপ্রভো! আমাদের বন্দিদিগকে ফিরাইয়া আন,
দক্ষিণ দেশের প্রণালীর ন্যায় ফিরাইয়া আন।
৫ যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে,
তাহারা আনন্দগান পুরঃসর শস্য কাটিবে।
৬ যে ব্যক্তি রোদন করিতে করিতে বপনীয় বীজ লইয়া বাহির হয়,
সে অবশ্য আনন্দগানসহ আপন আঁটি লইয়া আসিবেই আসিবে।

১২৭ আরোহণ-গীত। শলোমনের।

১ যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্ম্মাণ না করেন,
তবে তন্নির্ম্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে;
যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন,
তবে রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে।
২ বৃথাই তোমরা প্রত্যূষে উঠ ও বিলম্বে শয়ন কর,
এবং পরিশ্রমের খাদ্য ভক্ষণ কর,
তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে এইরূপ দেন।
৩ দেখ, সন্তানেরা সদাপ্রভুদত্ত অধিকার,
গর্ব্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার।
৪ যেমন বীরের হস্তস্থিত বাণসমূহ,
তেমনি যৌবনের সন্তানগণ।
৫ ধন্য সেই পুরুষ, যাহার তূণ তাদৃশ বাণে পরিপূর্ণ;
যখন তাহারা পুরদ্বারে শত্রুগণের সহিত কথা কহে,
তখন লজ্জিত হইবে না।

১২৮ আরোহণ-গীত।

১ ধন্য সেই, যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে,
যে তাঁহার পথে চলে।
২ তুমি স্বহস্তের শ্রম-ফল ভোগ করিবে,
তুমি ধন্য হইবে, ও তোমার মঙ্গল হইবে।
৩ তোমার গৃহের অন্তঃপুরে তোমার ভার্য্যা ফলবতী দ্রাক্ষালতার ন্যায় হইবে,
তোমার মেজের চতুর্দ্দিকে তোমার সন্তানগণ জিতবৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে।
৪ দেখ, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে,
সে এইরূপে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়।

Digitized by Google

৫ সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
আর তুমি যাবজ্জীবন যিরূশালেমের মঙ্গল দেখিতে পাইবে।
৬ তুমি আপন সন্তানদের বংশ দেখিতে পাইবে।
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্ত্তুক।

১২৯ আরোহণ-গীত।

১ আমার যৌবনাবধি লোকে আমাকে অনেক পীড়ন করিয়াছে,
ইস্রায়েল এই কথা বলুক,
২ আমার যৌবনাবধি লোকে আমাকে অনেক পীড়ন করিয়াছে,
তথাপি আমার উপরে জয়ী হয় নাই।
৩ কৃষকেরা আমার পৃষ্ঠদেশ কর্ষণ করিয়াছে,
তাহারা দীর্ঘ সীতা কাটিয়াছে।
৪ সদাপ্রভু ধর্ম্মময়,
তিনি দুষ্টগণের রজ্জু ছেদন করিয়াছেন।
৫ সেই সকলে লজ্জিত হউক, হটিয়া যাউক,
যাহারা সিয়োনকে দ্বেষ করে।
৬ তাহারা ছাদের উপরিস্থ তৃণের ন্যায় হউক,
যাহা বাড়িতে না বাড়িতেই শুষ্ক হইয়া যায়;
৭ শস্যচ্ছেদক তাহাতে আপন হস্ত,
আটিবন্ধনকারী আপন ক্রোড় পূর্ণ করে না।
৮ আর পথিকেরা বলে না,
সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক,
আমরা সদাপ্রভুর নামে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি।

১৩০ আরোহণ-গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমি গভীর জলে থাকিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি।
২ হে প্রভো, আমার রব শুন,
তোমার কর্ণ আমার বিনতির রবে অবধান করুক।
৩ হে সদাপ্রভো, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর,
তবে, হে প্রভো, কে দাঁড়াইতে পারিবে?
৪ কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে,
যেন লোকে তোমাকে ভয় করে।
৫ আমি সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছি; আমার প্রাণ অপেক্ষা করিতেছে;
আমি তাঁহার বাক্যে প্রত্যাশা করিতেছি।
৬ প্রহরিগণ যেরূপ প্রভাতের,
প্রহরিগণ যেরূপ প্রভাতের আকাঙ্ক্ষী,
আমার প্রাণ প্রভুর ততোধিক আকাঙ্ক্ষী।
৭ ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা কর;
কেননা সদাপ্রভুর কাছে দয়া আছে;
তাঁহার কাছে প্রচুর মুক্তি আছে।
৮ আর তিনিই ইস্রায়েলকে মুক্ত করিবেন,
তাহার সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করিবেন।

১৩১ আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ সদাপ্রভো, আমার চিত্ত গর্ব্বিত নয়, আমার দৃষ্টি উচ্চ নয়,
আমি মহৎ ব্যাপারে ব্যাপৃত নই,
আমার বলাতীত আশ্চর্য্য বিষয়ে ব্যাপৃত নই।
২ যে শিশু স্তন্য ছাড়িয়া মাতার সঙ্গে আছে,
আমি আপন প্রাণকে তাহার ন্যায় শান্ত দান্ত করিয়াছি;
মম প্রাণ ত্যক্তস্তন্য শিশুর ন্যায় আমার সঙ্গে আছে।
৩ হে ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা কর,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত কর।

১৩২ আরোহণ-গীত।

১ সদাপ্রভো, তুমি দায়ূদের পক্ষে
তাঁহার সমস্ত কষ্ট স্মরণ কর।
২ তিনি ত সদাপ্রভুর কাছে শপথ করিয়াছিলেন,
যাকোবের একবীরের কাছে মানত করিয়াছিলেন;
৩ আমি নিজ গৃহতাম্বুতে প্রবেশ করিব না,
নিজ শয়ন-খট্টায় উঠিব না;
৪ আমি নিজ চক্ষুকে নিদ্রা যাইতে দিব না,
নেত্রচ্ছদকে তন্দ্রা সেবন করিতে দিব না,
৫ যাবৎ সদাপ্রভুর নিমিত্ত এক স্থানের,
যাকোবের একবীরের নিমিত্ত এক আবাসের,
তত্ত্ব না পাই।
৬ দেখ, আমরা ইফ্রাথায় তাঁহার সংবাদ শুনিয়াছিলাম,
যিয়ারীমের মাঠে তাহা পাইয়াছি।
৭ আইস, আমরা তাঁহার আবাসে যাই,
তাঁহার পাদপীঠে প্রণিপাত করি।
৮ হে সদাপ্রভো, উঠিয়া তোমার বিশ্রামস্থানে গমন কর,
তুমি ও তোমার শক্তির সিন্দুক গমন কর।
৯ তোমার যাজকগণ ধর্ম্মবস্ত্র পরিধান করুক,
তোমার সাধুগণ আনন্দগান করুক।
১০ তুমি আপন দাস দায়ূদের অনুরোধে
আপন অভিষিক্তকে পরাঙ্মুখ করিও না।
১১ সদাপ্রভু দায়ূদের কাছে সত্যে শপথ করিয়াছেন,
তিনি তাহা হইতে ফিরিবেন না,
আমি তব তনুর ফল তব সিংহাসনে বসাইব।
১২ তোমার সন্তানগণ যদি আমার নিয়ম,
এবং আমার আদিষ্ট সাক্ষ্য পালন করে,

Digitized by Google

তবে তাহাদের সন্তানগণও চিরতরে তোমার
সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে ।
১৩ কারণ সদাপ্রভু সিয়োনকে মনোনীত করিয়াছেন,
তিনি আপন নিবাসের নিমিত্তে তাহাই বাসনা
করিয়াছেন ।
১৪ এই আমার চিরকালের বিশ্রামস্থান,
আমি এই স্থানে বাস করিব, যেহেতুক তাহাই
বাসনা করিয়াছি ।
১৫ আমি তাহার ভক্ষ্যে বিপুল আশীর্ব্বাদ করিব,
তাহার দরিদ্রগণকে অন্নদানে তৃপ্ত করিব ।
১৬ আমি তাহার যাজকগণকেও ত্রাণবস্ত্র পরিধান
করাইব ;
তাহার সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিবে ।
১৭ আমি সেখানে দায়ূদের জন্য এক শৃঙ্গ অঙ্কুরিত
করিব ;
আমি আপন অভিষিক্তের জন্য এক প্রদীপ
সাজাইয়াছি ।
১৮ আমি তাহার শত্রুগণকে লজ্জাপরিহিত করিব ;
কিন্তু তদীয় মস্তকে তাহার মুকুট শোভা পাইবে ।

১৩৩ আরোহণ-গীত । দায়ূদের ।

১ দেখ, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর
যে, ভ্রাতারা পরস্পর ঐক্যে বাস করে !
২ তাহা মস্তকে নিষিক্ত উৎকৃষ্ট তৈল-সদৃশ,
যাহা দাড়িতে ক্ষরিয়া পড়িল,
হারোণের দাড়িতে ক্ষরিয়া পড়িল,
তাঁহার বস্ত্রের উপরে ক্ষরিয়া পড়িল ।
৩ তাহা হর্ম্মোণের শিশিরের সদৃশ,
যাহা সিয়োন পর্ব্বতে ক্ষরিয়া পড়ে ;
কারণ তথায় সদাপ্রভু আশীর্ব্বাদ আজ্ঞা করিলেন,
অনন্তকালের জন্য জীবন আজ্ঞা করিলেন ।

১৩৪ আরোহণ-গীত ।

১ দেখ, হে সদাপ্রভুর দাস সকল,
রাত্রিকালে সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়াইয়া থাক যে
তোমরা,
তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ।
২ তোমরা পবিত্র স্থানের দিকে স্ব স্ব হস্ত তুল,
ও সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ।
৩ সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করুন,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা ।

১৩৫

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর ;
সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর,
হে সদাপ্রভুর দাসগণ, তোমরা প্রশংসা কর ;
২ তোমরা, যাহারা সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়াইয়া থাক,
আমাদের ঈশ্বরের গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাক ।
৩ সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু
মঙ্গলময় ;
তাঁহার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত কর, কেননা তাহা
মনোহর ।
৪ কারণ সদাপ্রভু আপনার নিমিত্তে যাকোবকে,
আপনার নিজস্ব অধিকার বলিয়া ইস্রায়েলকে
মনোনীত করিয়াছেন ।
৫ আমি জানি, সদাপ্রভু মহান,
আমাদের প্রভু যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
৬ আকাশে, পৃথিবীতে, সমুদ্রসমূহে ও যাবতীয়
জলধিমধ্যে,
সদাপ্রভু যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছেন ।
৭ তিনি ভুবন-প্রান্ত হইতে বাষ্প উত্থাপন করেন,
তিনি বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ নির্ম্মাণ করেন,
আপন ভাণ্ডার হইতে বায়ু বাহির করিয়া আনেন
৮ তিনি মিসরস্থ মনুষ্যদের ও পশুদের মধ্যে
প্রথমজাত সকলকে আঘাত করিয়াছিলেন ।
৯ হে মিসর ! তিনি তোমার মধ্যে অভিজ্ঞান ও
লক্ষণমালা
ফরৌণের ও তাঁহার সমস্ত দাসের প্রতিকূলে
পাঠাইয়াছিলেন ।
১০ তিনি আঘাত করিয়াছিলেন বড় বড় জাতিকে,
বধ করিয়াছিলেন বিক্রমী রাজগণকে ;
১১ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে,
বাশনের রাজা ওগকে,
ও কনানের যাবতীয় রাজ্যকে ।
১২ তিনি তাহাদের দেশ অধিকার জন্য দিলেন,
নিজ প্রজা ইস্রায়েলকে অধিকার জন্য দিলেন ।
১৩ হে সদাপ্রভো, তোমার নাম অনন্তকালস্থায়ী,
হে সদাপ্রভো, তোমার স্মরণ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী ।
১৪ যেহেতুক সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার
করিবেন,
আপন দাসগণের প্রতি সদয় হইবেন ।

১৫ জাতিগণের প্রতিমা সকল রৌপ্য ও সুবর্ণ,
মনুষ্যের হস্তের কার্য্য ।
১৬ মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহে না ;
চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না ;
১৭ কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না ;
তাহাদের মুখে শ্বাসমাত্রও নাই ।
১৮ যেমন তাহারা, তেমনি তাহাদের নির্ম্মাতারা,
সেগুলিতে নির্ভরকারী সকলেও তেমনি হইবে ।
১৯ হে ইস্রায়েলের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ;
হে হারোণের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ;
২০ হে লেবির কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ;

Digitized by Google

হে সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ
কর ;
২১ সদাপ্রভু সিয়োন হইতে ধন্য হউন,
তিনি যিরূশালেমে বাস করেন।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৩৬

১ সদাপ্রভুর স্তব কর ; কেননা তিনি মঙ্গলময় ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২ ঈশ্বরগণের ঈশ্বরের স্তব কর ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
৩ প্রভুদিগের প্রভুর স্তব কর ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
৪ তিনি একা মহৎ মহৎ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
৫ তিনি বুদ্ধি দ্বারা গগনমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
৬ তিনি জলের উপরে ভূমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
৭ তিনি বৃহৎ জ্যোতির্গণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
৮ তিনি দিনমানে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে সূর্য্য ;—
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
৯ রাত্রিতে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে চন্দ্র ও তারকামালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১০ তিনি প্রথমজাতদিগেতে মিসরকে আঘাত করিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১১ এবং তাহাদের মধ্য হইতে ইস্রায়েলকে বাহির করিয়া আনিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১২ বলবান হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারাই আনিলেন।
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১৩ তিনি সূফসাগরকে দ্বিভাগ করিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১৪ এবং তন্মধ্য দিয়া ইস্রায়েলকে পার করিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১৫ কিন্তু ফরৌণ ও তাঁহার বাহিনীকে সূফসাগরে ঠেলিয়া দিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১৬ তিনি নিজ প্রজাগণকে প্রান্তরের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১৭ তিনি মহান রাজগণকে আঘাত করিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১৮ পরাক্রান্ত রাজগণকে বধ করিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
১৯ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে,
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২০ ও বাশনের রাজা ওগকে [বধ করিলেন] ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২১ এবং তাহাদের দেশ অধিকার জন্য দিলেন,
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২২ নিজ দাস ইস্রায়েলের অধিকার জন্য দিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২৩ তিনি আমাদের হীনাবস্থায় আমাদিগকে স্মরণ করিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২৪ বিপক্ষগণ হইতে আমাদিগকে উদ্ধারিলেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২৫ তিনি যাবতীয় প্রাণীকে আহার দেন ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী —
২৬ স্বর্গের ঈশ্বরের স্তব কর ;
—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

১৩৭

১ বাবিলীয় নদী সকলের তীরে,
তথায় আমরা বসিতাম ও রোদন করিতাম,
যখন সিয়োনকে স্মরণ হইত।
২ আমরা তথাকার বাইশী বৃক্ষে
আপন আপন বীণা টাঙ্গাইয়া রাখিতাম।
৩ কারণ তথায় আমাদের বন্দিকারীরা আমাদের কাছে গীত শুনিতে চাহিত,
আমাদের উপদ্রবিগণ আনন্দের স্বর শুনিতে চাহিত, কহিত,
"আমাদের কাছে সিয়োনের একটী গীত গাও।"
৪ আমরা কেমন করিয়া বিজাতীয় ভূমিতে
সদাপ্রভুর গীত গান করিব ?
৫ যিরূশালেম, যদি আমি তোমাকে বিস্মৃত হই,
আমার দক্ষিণ হস্ত [কৌশল] বিস্মৃত হউক।
৬ যদি আমি তোমাকে মনে না করি,
যদি আপন পরমানন্দ হইতে
যিরূশালেমকে অধিক ভাল না বাসি,
তবে আমার জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হউক।
৭ হে সদাপ্রভো, ইদোম-সন্তানদের বিরুদ্ধে,
যিরূশালেমের দিন স্মরণ কর,
কেননা তাহারা বলিয়াছিল, "উৎপাটন কর,
উহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন কর।"
৮ হে বাবিলের কন্যে, হে বিনাশ্যে,
ধন্য সেই, যে তোমাকে সেইরূপ প্রতিফল দিবে,
যেরূপ তুমি আমাদের প্রতি করিয়াছ।
৯ ধন্য সেই, যে তোমার শিশুগণকে ধরে,
আর শৈলের উপরে আছড়ায়।

Digitized by Google

১৩৮ দায়ূদের ।

১ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিব,
দেবগণের সাক্ষাতে তোমার কীর্ত্তন করিব ।
২ তব পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রণিপাত করিব,
তব দয়া ও সত্য প্রযুক্ত তব নামের স্তব করিব ;
কেননা তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন
বচন মহিমান্বিত করিয়াছ ।
৩ আমার আহ্বান দিনে তুমি আমাকে উত্তর
দিলে,
আমার প্রাণে শক্তি দিয়া আমাকে উৎসাহযুক্ত
করিলে ।
৪ হে সদাপ্রভো, পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার স্তব
করিবে,
কারণ তাহারা তোমার মুখের বাক্য শুনিয়াছে ;
৫ তাহারা সদাপ্রভুর পথের বিষয় গান করিবে,
কেননা সদাপ্রভুর গৌরব মহৎ ।
৬ কারণ সদাপ্রভু উচ্চ, তথাপি অবনতের প্রতি
দৃষ্টি রাখেন,
কিন্তু গর্ব্বিতকে দূর হইতে জানেন ।
৭ যদি আমি সঙ্কটের মধ্য দিয়া গমন করি, তবে
তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করিবে ;
তুমি মম শত্রুদের ক্রোধের প্রতিকূলে তোমার
হস্ত বিস্তার করিবে,
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে পরিত্রাণ করিবে ।
৮ সদাপ্রভু আমার পক্ষে সকলই সিদ্ধ করিবেন ;
হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া অনন্তকালস্থায়ী ;
তোমার হস্তের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না ।

১৩৯ প্রধান বাদ্যকরের জন্য দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ,
আমাকে জ্ঞাত হইয়াছ ।
২ তুমিই মম উপবেশন ও মম উত্থান জানিতেছ,
তুমি দূর হইতে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ ।
৩ তুমি আমার গতি ও শয়ন তদন্ত করিতেছ,
আমার সমস্ত পথ ভালরূপে জান ।
৪ যদিও আমার জিহ্বাতে একটী কথাও নাই,
দেখ, সদাপ্রভু, তুমি সকলই জানিতেছ ।
৫ তুমি আমার অগ্র পশ্চাৎ ঘেরিয়াছ,
আমার উপরে তোমার করতল রাখিয়াছ ।
৬ এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য্য,
তাহা উচ্চ, আমার বোধের অগম্য ।
৭ আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব ?
তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব ?
৮ যদি স্বর্গারোহণ করি, সেখানে তুমি ;
যদি পাতালে শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তুমি ।
৯ যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন করি,
সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি,
১০ সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে,
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে ।
১১ যদি বলি, আঁধার আমাকে ঢাকিয়া ফেলিবে,
আমার চতুর্দ্দিকস্থ আলোক রাত্রি হইবে,
১২ তবে অন্ধকারও তোমা হইতে গুপ্ত রাখিবে না,
বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো দিবে ;
অন্ধকার ও আলোক উভয়ই সমান হইবে ।
১৩ বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম্ম রচনা করিয়াছ ;
তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে ।
১৪ আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়ার্হ
ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত ;
তোমার কর্ম্ম সকল আশ্চর্য্য,
তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে ।
১৫ আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না,
যখন আমি গোপনে নির্ম্মিত হইতেছিলাম,
পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম ।
১৬ তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে,
আমার সমস্তই তোমার পুস্তকে লিখিত ছিল ;
[আমার] দিন সকল নিরূপিত হইয়াছিল,
যখন সে সকলের একটীও ছিল না ।
১৭ হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল
কেমন মূল্যবান !
তাহার সমষ্টি কেমন অধিক !
১৮ গণনা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহুসংখ্যক
হয় ;
আমি যখন জাগরিত হই, তখনও তোমার নিকটে
থাকি ।
১৯ হে ঈশ্বর, তুমি নিশ্চয় দুর্জ্জনকে বধ করিবে ;
রক্তপাতীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও ।
২০ তাহারা দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ
করে ;
তোমার শত্রুগণ তাহা অনর্থক লয় ।
২১ হে সদাপ্রভো, যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, আমি
কি তাহাদিগকে দ্বেষ করি না ?
যাহারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদের প্রতি
কি বিরক্ত হই না ?
২২ আমি যার পর নাই দ্বেষে তাহাদিগকে দ্বেষ
করি ;
তাহাদিগকে আমারই শত্রু মনে করি ।
২৩ হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃ-
করণ জ্ঞাত হও ;
আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত
হও ।
২৪ আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, তাহা
দেখ,
এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও ।

Digitized by Google

১৪০ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, দুর্বৃত্ত মনুষ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
দুর্জ্জন হইতে আমাকে রক্ষা কর।
২ তাহারা মনে মনে দুষ্ট কল্পনা করে,
প্রতিদিন যুদ্ধ উত্তেজিত করে।
৩ তাহারা সর্পের ন্যায় স্ব স্ব জিহ্বা তীক্ষ্ণ করিয়াছে,
তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ থাকে। সেলা।
৪ হে সদাপ্রভো, দুষ্টের হস্ত হইতে আমাকে নিস্তার কর,
দুর্জ্জন হইতে আমাকে রক্ষা কর;
তাহারা আমার চরণে উছোট লাগাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে।
৫ অহঙ্কারিগণ গোপনে আমার নিমিত্তে ফাঁদ ও দড়ি প্রস্তুত করিয়াছে,
তাহারা পথের পার্শ্বে জাল পাতিয়াছে,
আমার জন্য কল বসাইয়াছে। সেলা।

৬ আমি সদাপ্রভুকে কহিলাম, তুমি আমার ঈশ্বর;
সদাপ্রভো, মম বিনতির রবে কর্ণপাত কর।
৭ হে প্রভো সদাপ্রভো, আমার পরিত্রাণের বল,
যুদ্ধের দিনে তুমি আমার মস্তক আচ্ছাদন করিয়াছ।
৮ হে সদাপ্রভো, দুষ্টের বাঞ্ছা পূর্ণ করিও না;
তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিও না, পাছে তাহারা গর্ব্বিত হয়। সেলা।
৯ যাহারা আমাকে ঘেরে, তাহাদের মস্তক,
তাহাদের ওষ্ঠাধরের দৌরাত্ম্য আচ্ছাদিত হউক,
১০ তাহাদের উপরে জলন্ত অঙ্গার পড়ুক,
তাহারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হউক,
গভীর খাতে নিক্ষিপ্ত হউক, আর না উঠুক।
১১ পৃথিবীতে দুর্ম্মুখ স্থির থাকিতে পারিবে না;
অমঙ্গল উপদ্রবীকে নিপাত করিবার জন্য মৃগয়া করিবে।
১২ আমি জানি, সদাপ্রভু দুঃখীর বিবাদ,
ও দরিদ্রবর্গের বিচার নিষ্পন্ন করিবেন।
১৩ ধার্ম্মিকেরা অবশ্য তোমার নামের স্তব করিবে;
সরলগণ তোমার শ্রীমুখের সহবাসী হইবে।

১৪১ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি, আমার পক্ষে ত্বরা কর;
আমি তোমাকে ডাকিলে আমার রবে কর্ণপাত কর।
২ আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপরূপে,
আমার অঞ্জলি-প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে উপস্থিত হউক।
৩ হে সদাপ্রভো, আমার মুখে প্রহরী নিযুক্ত কর,
আমার ওষ্ঠাধরের কবাট রক্ষা কর।
৪ কোন মন্দ বিষয়ে আমার চিত্তকে প্রবৃত্ত করিও না,
আমি যেন অধর্ম্মাচারী লোকদের সহিত দুষ্ক্রিয়ায় ব্যাপৃত না হই,
এবং উহাদের সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজন না করি।
৫ ধার্ম্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক, সেটী দয়া;
সে আমাকে অনুযোগ করুক, তাহা মস্তকের তৈল;
আমার মস্তক তাহা অগ্রাহ্য না করুক;
উহাদের দুষ্টতাসমূহের মধ্যেও আমি অনুক্ষণ প্রার্থনা করিব।
৬ উহাদের বিচারকর্ত্তারা শৈলপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইল,
উহারা আমার বাক্য শুনিবে, কেননা তাহা মধুর।
৭ ভূমির কর্ষক ও খননকারী যেমন করে,
তেমনি পাতালের মুখে আমাদের অস্থি সকল ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
৮ কেননা, হে প্রভো সদাপ্রভো, আমার চক্ষু তোমার দিকে আছে;
আমি তোমারই শরণাগত, আমার প্রাণ ঢালিয়া ফেলিও না।
৯ আমার জন্য পাতিত ফাঁদ হইতে,
অধর্ম্মাচারীদের জাল হইতে, আমাকে রক্ষা কর।
১০ দুষ্টগণ আপনাদেরই জালে পতিত হউক;
সেই অবসরে আমি উত্তীর্ণ হইব।

১৪২ দায়ূদের প্রবোধন। গুহামধ্যে অবস্থিতিকালে তাঁহার প্রার্থনা।

১ আমি নিজ রবে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করি,
নিজ রবে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি।
২ আমি তাঁহার কাছে আমার খেদের কথা ভাঙ্গিয়া বলি,
তাঁহাকে আমার সঙ্কট জানাই।
৩ আমার আত্মা আমার মধ্যে ক্ষুণ্ণ হইলে তুমিই আমার মার্গ জ্ঞাত ছিলে;
আমার গমনপথে লোকেরা গোপনে আমার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে।
৪ দক্ষিণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, আমাকে জানে এমন কেহই নাই,
আমার আশ্রয় বিনষ্ট হইল; কেহই আমার প্রাণের তত্ত্ব করে না।
৫ সদাপ্রভো, আমি তোমার কাছে কাঁদিলাম,
কহিলাম, তুমিই আমার আশ্রয়,
তুমি জীবিত লোকদের দেশে আমার অধিকার।

Digitized by Google

৬ আমার কাকুতিতে অবধান কর, কেননা আমি
অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছি ;
আমার তাড়নাকারিগণ হইতে আমাকে উদ্ধার
কর, কেননা আমা অপেক্ষা তাহারা
বলবান।
৭ কারাগার হইতে আমার প্রাণ উদ্ধার কর, যেন
আমি তোমার নামের স্তব করি ;
ধার্ম্মিকেরা আমাকে বেষ্টন করিবে,
কেননা তুমি আমার মঙ্গল করিবে।

১৪৩ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনা শুন ; আমার বিন-
তিতে কর্ণপাত কর ;
তোমার বিশ্বস্ততায় ও ধার্ম্মিকতায় আমাকে উত্তর
দেও।
২ তোমার দাসকে বিচারে আনিও না,
তোমার সাক্ষাতে ত কোন প্রাণী ধার্ম্মিক নয়।
৩ শত্রু আমার প্রাণকে তাড়না করিয়াছে,
সে আমার জীবন ভূমিতে চূর্ণ করিয়াছে ;
সে আমাকে অন্ধকারে বাস করাইয়া বহুকালের
মৃতদের সদৃশ করিয়াছে।
৪ ইহাতে আমার আত্মা অন্তরে মূর্চ্ছিত হইয়াছে,
আমার অন্তরে চিত্ত অবসন্ন হইয়াছে।
৫ আমি পূর্ব্বকালের দিন সকল স্মরণ করিতেছি,
তোমার সমস্ত কর্ম্ম ধ্যান করিতেছি,
তোমার হস্তের কার্য্য আলোচনা করিতেছি।
৬ আমি তোমার উদ্দেশে অঞ্জলি প্রসারণ
করিতেছি ;
শুষ্ক ভূমির ন্যায় আমার প্রাণ তোমার
আকাঙ্ক্ষী। সেলা।
৭ আমাকে উত্তর দানে সত্বর হও, সদাপ্রভো,
আমার উৎসাহ শেষ হইয়াছে ;
আমা হইতে তোমার মুখ লুক্কায়িত করিও
না,
পাছে আমি গর্ত্তগামীদের তুল্য হই।
৮ প্রাতে আমাকে তোমার দয়ার বচন শুনাও,
কেননা তোমাতে আমি নির্ভর করিতেছি ;
আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও,
কেননা আমি তোমার দিকে আপন প্রাণ উত্তো-
লন করিতেছি।
৯ হে সদাপ্রভো, আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে
নিস্তার কর,
আমি তোমারই কাছে লুকাইয়াছি।
১০ তোমার ইষ্ট সাধন করিতে আমাকে শিক্ষা দেও ;
কেমনা তুমিই আমার ঈশ্বর।
তোমার আত্মা মঙ্গলময়, আমাকে সরল ভূমি
দিয়া চালাও।
১১ সদাপ্রভো, তোমার নামের অনুরোধে আমাকে
সঞ্জীবিত কর ;
তোমার ধার্ম্মিকতায় সঙ্কট হইতে আমার প্রাণ
উদ্ধার কর।
১২ তোমার দয়াতে আমার শত্রুদিগকে উচ্ছেদ কর,'
আমার প্রাণের সমস্ত বৈরীকে বিনষ্ট কর,
কেননা আমি তোমার দাস।

১৪৪ দায়ূদের।

১ ধন্য সদাপ্রভু, আমার অচল,
তিনিই আমার হস্তকে যুদ্ধ শিখান,
আমার অঙ্গুলিচয়কে সংগ্রাম শিক্ষা দেন।
২ তিনি আমার দয়াস্বরূপ ও আমার দুর্গ,
আমার উচ্চদুর্গ ও আমার নিস্তারকর্ত্তা ;
তিনি মম ঢাল, আমি তাঁহারই শরণাগত ;
তিনি আমার প্রজাদিগকে আমার অধীনে নত
করেন।
৩ হে সদাপ্রভো, মনুষ্য কি যে তুমি তাহার পরিচয়
লও ?
মর্ত্ত্যের সন্তান কি যে তুমি তাহাকে গণ্য কর ?
৪ মনুষ্য নিশ্বাসের তুল্য,
তাহার আয়ু গম্যমানা ছায়ার সদৃশ।
৫ হে সদাপ্রভো, তোমার গগনমণ্ডল পাতিয়া
নামিয়া আইস ;
পর্ব্বতগণকে স্পর্শ কর, তাহারা ধূমাইবে।
৬ বিদ্যুৎ নিক্ষেপ কর, উহাদিগকে বিক্ষেপ কর,
তোমার বাণ ছাড়, উহাদিগকে সংহার কর।
৭ ঊর্দ্ধ হইতে তোমার হস্ত প্রসারণ কর ;
আমাকে উদ্ধার কর, মহা জল হইতে রক্ষা কর,
সেই বিজাতি-সন্তানদের হস্ত হইতে রক্ষা কর,
৮ যাহাদের মুখ অলীক কথা কহে,
যাহাদের দক্ষিণ হস্ত অসত্যের দক্ষিণ হস্ত।
৯ হে ঈশ্বর, তোমার উদ্দেশে নূতন গীত গাইব,
দশতন্ত্রী নেবলে তোমার প্রশংসা গাইব।
১০ তিনিই রাজাদিগের ত্রাণদাতা,
মারাত্মক খড়্গ হইতে আপন দাস দায়ূদের
উদ্ধারকর্ত্তা।
১১ আমাকে উদ্ধার কর, সেই বিজাতি-সন্তানদের
হস্ত হইতে রক্ষা কর,
যাহাদের মুখ অলীক কথা কহে,
যাহাদের দক্ষিণ হস্ত অসত্যের দক্ষিণ হস্ত।
১২ আমাদের পুত্রগণ বৃক্ষের চারার ন্যায় যৌবনে
বর্দ্ধনশীল হইবে,
আমাদের কন্যাগণ প্রাসাদের গাঁথনীর অনুরূপে
তক্ষিত কোণের স্তম্ভসদৃশ হইবে ;
১৩ আমাদের ভাণ্ডার সকল পরিপূর্ণ ও নানা প্রকার
দ্রব্যবিশিষ্ট হইবে ;

Digitized by Google

আমাদের মেষগণ আমাদের মাঠে সহস্র সহস্র ও
অযুত অযুত শাবক প্রসব করিবে ;
১৪ আমাদের বলদ সকল ভার বহন করিবে ;
ভগ্নদশা হইবে না, হানিও হইবে না,
আমাদের কোন চকে ক্রন্দন হইবে না।
১৫ ধন্য সেই জাতি, যে এরূপ অবস্থাপন্ন ;
ধন্য সেই জাতি, সদাপ্রভু যাহার ঈশ্বর।

১৪৫

প্রশংসা। দায়ূদের।

১ হে আমার ঈশ্বর, হে রাজন্, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব,
যুগে যুগে তোমার নামের ধন্যবাদ করিব।
২ আমি প্রতিদিন তোমার ধন্যবাদ করিব,
যুগে যুগে তোমার নামের প্রশংসা করিব।
৩ সদাপ্রভু মহান ও অতীব কীর্ত্তনীয় ;
তাঁহার মহিমার তত্ত্ব পাওয়া যায় না।
৪ বংশানুক্রমে এক পুরুষ অন্য পুরুষের কাছে তোমার ক্রিয়া সকলের প্রশংসা করিবে,
তোমার পরাক্রমের কার্য্য সকল প্রচার করিবে।
৫ আমি তোমার প্রভার গৌরবযুক্ত প্রতাপ,
ও তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল ধ্যান করিব।
৬ আর লোকে তোমার ভয়ানক কর্ম্ম সকলের বিক্রম ব্যাখ্যান করিবে,
এবং আমি তোমার মহত্ত্বের বর্ণনা করিব।
৭ তাহারা তোমার মহৎ মঙ্গলভাব প্রচার করিবে,
তোমার ধার্ম্মিকতার বিষয় গান করিবে।
৮ সদাপ্রভু কৃপাবান ও স্নেহশীল,
ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান।
৯ সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলময়,
তাঁহার করুণা তাঁহার কৃত সমুদয় পদার্থের উপরে আছে।
১০ হে সদাপ্রভো, তোমার সমস্ত পদার্থ তোমার প্রশংসা করে,
এবং তোমার সাধুগণ তোমার ধন্যবাদ করে।
১১ তাহারা তোমার রাজ্যের গৌরব বর্ণনা করে,
তোমার পরাক্রমের প্রসঙ্গ করে,
১২ যেন মনুষ্য-সন্তানগণকে তাঁহার পরাক্রমের কার্য্য সকল,
এবং তাঁহার রাজ্যের প্রতাপের গৌরব জ্ঞাত করা যায়।
১৩ তোমার রাজ্য সর্ব্ব যুগের রাজ্য,
তোমার কর্ত্তৃত্ব পুরুষে পুরুষে চিরস্থায়ী।
১৪ সদাপ্রভু পতনোন্মুখ সকলকে ধরিয়া রাখেন,
অবনত সকলকে উত্থাপন করেন।
১৫ সকলের চক্ষু তোমার অপেক্ষা করে,
তুমিই যথাসময়ে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতেছ।
১৬ তুমি আপন হস্ত মুক্ত করিয়া থাক,
যাবতীয় প্রাণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক।
১৭ সদাপ্রভু আপনার সমস্ত পথে ধর্ম্মশীল,
আপনার সমস্ত কার্য্যে দয়াবান।
১৮ সদাপ্রভু সেই সকলেরই নিকটবর্ত্তী, যাহারা তাঁহাকে ডাকে,
যাহারা সত্যে তাঁহাকে ডাকে।
১৯ যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তিনি তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন,
তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করেন।
২০ যাহারা সদাপ্রভুকে প্রেম করে, তিনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন,
কিন্তু তিনি যাবতীয় দুষ্টকে সংহার করিবেন।
২১ আমার মুখ সদাপ্রভুর প্রশংসা ব্যাখ্যান করিবে ;
যাবতীয় প্রাণী যুগে যুগে তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করুক।

১৪৬

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর ;
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
২ আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর প্রশংসা করিব ;
যাবৎ আমার সত্তা থাকিবে, আমার ঈশ্বরের প্রশংসা গান করিব।
৩ তোমরা রাজন্যগণের উপরে নির্ভর করিও না ;
মনুষ্য-সন্তানে নির্ভর করিও না, তাহার নিকটে ত্রাণ নাই।
৪ তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে ;
সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়।
৫ ধন্য সেই, যাহার সহায় যাকোবের ঈশ্বর,
যাহার আশাভূমি তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু।
৬ তিনি গগনমণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মিয়াছেন,
সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলই নির্ম্মাণ করিয়াছেন ;
তিনি অনন্তকাল সত্য পালন করেন।
৭ তিনি উপদ্রুতদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন,
তিনি ক্ষুধিতদিগকে খাদ্য বিতরণ করেন ;
সদাপ্রভু বন্দিদিগকে মুক্ত করেন।
৮ সদাপ্রভু অন্ধদের চক্ষু খুলিয়া দেন ;
সদাপ্রভু অবনতদিগকে উত্থাপন করেন ;
সদাপ্রভু ধার্ম্মিকদিগকে প্রেম করেন।
৯ সদাপ্রভু বিদেশীদের রক্ষাকারী ;
তিনি পিতৃহীন ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু দুষ্টগণের পথ বক্র করেন।
১০ সদাপ্রভু অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন ;
হে সিয়োন, তিনি পুরুষে পুরুষে তোমার ঈশ্বর।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর

Digitized by Google

১৪৭

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
কেননা আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান করা উত্তম ;
তাহা মনোহর ; প্রশংসা উপযুক্ত।
২ সদাপ্রভু যিরূশালেম গাঁথেন,
তিনি ইস্রায়েলের দূরীকৃতদিগকে সংগ্রহ করেন।
৩ তিনি ভগ্নচিত্তদিগকে সুস্থ করেন,
তাহাদের ক্ষত সকল বাঁধিয়া দেন।
৪ তিনি তারাগণের সংখ্যা গণনা করেন,
সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে ডাকেন।
৫ আমাদের প্রভু মহান ও অতিশয় শক্তিমান ;
তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা নাই।
৬ সদাপ্রভু নম্রদিগকে সুস্থির রাখেন,
তিনি দুষ্টদিগকে ভূমিতে পাড়িয়া ফেলেন।
৭ তোমরা স্তবসহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও,
বীণাযন্ত্রে আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গাও।
৮ তিনি মেঘমালায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করেন,
তিনি পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি প্রস্তুত করেন,
তিনি পর্ব্বতগণের উপরে তৃণ উৎপাদন করেন।
৯ তিনি পশুকে তাহার খাদ্য দেন,
দাঁড়কাকের চীৎকারকারী শাবকদিগকে দেন।
১০ তিনি অশ্বের বলে আনন্দ করেন না,
পুরুষের চরণেও প্রীত হন না।
১১ সদাপ্রভু তাহাদিগেতে প্রীত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,
যাহারা তাঁহার দয়ার অপেক্ষায় থাকে।
১২ হে যিরূশালেম, সদাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন কর ;
হে সিয়োন, তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা কর।
১৩ কেননা তিনি তোমার দ্বারের অর্গল সকল দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন,
তিনি তোমার মধ্যস্থিত তোমার সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।
১৪ তিনি তোমার পরিসীমা শান্তিযুক্ত করেন,
তিনি গোমের সারে তোমাকে তৃপ্ত করেন।
১৫ তিনি পৃথিবীতে আপন আজ্ঞা পাঠান,
তাঁহার বাক্য বেগে ধাবমান হয়।
১৬ তিনি মেষলোমের সদৃশ তুষার দেন,
তিনি ভস্মের ন্যায় নীহার ছড়াইয়া দেন।
১৭ তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া আপন হিমানী পাঠান ;
তাঁহার শীতের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে ?
১৮ তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া সে সমস্ত দ্রবীভূত করেন,
তিনি আপন বায়ু বহাইলে জল প্রবাহিত হয়।
১৯ তিনি যাকোবকে আপন বাক্য জ্ঞাত করেন,
ইস্রায়েলকে আপন বিধি ও শাসনকলাপ জ্ঞাত করেন।
২০ তিনি আর কোন জাতির পক্ষে এরূপ করেন নাই,
তাহারা তাঁহার শাসনকলাপ জানে নাই।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৮

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
স্বর্গ হইতে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর ;
ঊর্দ্ধস্থানে তাঁহার প্রশংসা কর।
২ হে তাঁহার সমস্ত দূত, তাঁহার প্রশংসা কর ;
হে তাঁহার সমস্ত বাহিনি, তাঁহার প্রশংসা কর।
৩ হে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাঁহার প্রশংসা কর ;
হে দীপ্তিময় সমস্ত তারা, তাঁহার প্রশংসা কর।
৪ হে স্বর্গের স্বর্গ, হে গগনোপরিস্থ জল,
তাঁহার প্রশংসা কর।
৫ ইহারা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,
কেননা তাঁহারই আজ্ঞামাত্রে ইহারা সৃষ্ট হইল ;
৬ তিনি অনন্তকালতরে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন,
তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করে না।
৭ পৃথিবী হইতে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
হে প্রকাণ্ড জলচর ও সমস্ত জলধি ;
৮ অগ্নি ও শিলা, তুষার ও বাষ্প,
তাঁহার বাক্যসাধক প্রচণ্ড বায়ু ;
৯ পর্ব্বতরাজি ও সমস্ত উপপর্ব্বত,
ফলের বৃক্ষরাজি ও সমস্ত এরসবৃক্ষ ;
১০ বন্য পশুগণ ও সমস্ত গ্রাম্য পশু ;
সরীসৃপ ও উড্ডীয়মান পক্ষী সকল ;
১১ পৃথিবীর রাজগণ ও সমস্ত জাতি ;
লোকপালগণ ও পৃথিবীর সকল বিচারকর্ত্তা ;
১২ যুবকগণ ও যুবতী সকল ;
বৃদ্ধগণ ও বালকসমূহ ;
১৩ সকলে সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,
কেননা কেবল তাঁহারই নাম উন্নত,
তাঁহার প্রভা পৃথিবীর ও স্বর্গের উপরিস্থ।
১৪ আর তিনি আপন প্রজাদের শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়াছেন,
তাহা তাঁহার সমস্ত সাধুর প্রশংসার বিষয় ;
ইস্রায়েল-সন্তানদের, তাঁহার নিকটস্থ প্রজাদের [প্রশংসার বিষয়]।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৯

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও ;
সাধুগণের সমাজে তাঁহার প্রশংসা গাও।
২ ইস্রায়েল আপন নির্ম্মাণকর্ত্তাতে আনন্দ করুক,

Digitized by Google

সিয়োন-সন্তানগণ আপনাদের রাজাতে উল্লাসিত হউক।
৩ তাহারা নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার নামের প্রশংসা করুক,
তবল ও বীণা সহকারে তাঁহার প্রশংসা গান করুক;
৪ কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগেতে প্রীত,
তিনি নম্রদিগকে পরিত্রাণে ভূষিত করিবেন।
৫ সাধুরা গৌরবে উল্লাসিত হউক;
তাহারা আপন আপন শয্যাতে আনন্দগান করুক।
৬ তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা,
তাহাদের হস্তে দ্বিধার খড়্গ থাকুক;
৭ যেন তাহারা জাতিগণকে প্রতিফল দেয়,
লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়;
৮ যেন তাহাদের রাজগণকে শৃঙ্খলে,
তাহাদের মান্যগণ্যদিগকে লৌহনিগড়ে বদ্ধ করে;
৯ যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে।
ইহাই তাঁহার যাবতীয় সাধুর মর্য্যাদা।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৫০

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাঁহার প্রশংসা কর;
তাঁহার শক্তির বিতানে তাঁহার প্রশংসা কর।
২ তাঁহার পরাক্রম-কার্য্য সকলের জন্য তাঁহার প্রশংসা কর;
তাঁহার মহিমার বাহুল্যানুসারে তাঁহার প্রশংসা কর।
৩ তূরীধ্বনিসহ তাঁহার প্রশংসা কর;
নেবল ও বীণাযন্ত্রে তাঁহার প্রশংসা কর।
৪ তবল ও নৃত্যযোগে তাঁহার প্রশংসা কর;
তারযুক্ত যন্ত্রে ও বংশীতে তাঁহার প্রশংসা কর।
৫ সুশ্রাব্য করতালযোগে তাঁহার প্রশংসা কর;
উচ্চধ্বনি করতালযোগে তাঁহার প্রশংসা কর।
৬ শ্বাসবিশিষ্ট সকলেই সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

হিতোপদেশ।

আভাষ ও চেতনাবাক্য।

১ ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের পুত্র শলোমনের হিতোপদেশ।
২ এতদ্দ্বারা প্রজ্ঞা ও উপদেশ পাওয়া যায়,
বুদ্ধির বাক্য বোধগম্য হয়,
৩ বিজ্ঞতা, ধর্ম্ম, সুবিচার ও ন্যায় সম্বন্ধে
উপদেশ লাভ করা যায়,
৪ অবোধদিগকে চতুরতা প্রদান করা যায়,
যুবক জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা প্রাপ্ত হয়,
৫ জ্ঞানবান শুনে ও পাণ্ডিত্যে বৃদ্ধি পায়,
বুদ্ধিমান সুমন্ত্রণা লাভ করে;
৬ এতদ্দ্বারা দৃষ্টান্ত কথা ও রূপক বুঝা যায়,
জ্ঞানবানদের বাক্য ও সমস্যা বুঝা যায়।

৭ সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ;
অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছ করে।
৮ বৎস, তুমি তোমার পিতার উপদেশ শুন,
তোমার মাতার ব্যবস্থা ছাড়িও না।
৯ কারণ সেই উভয় তোমার মস্তকের লাবণ্যভূষণ,
ও তোমার কণ্ঠদেশের হারস্বরূপ হইবে।
১০ বৎস, যদি পাপীরা তোমাকে প্রলোভন দেখায়,
তুমি সম্মত হইও না।
১১ তাহারা যদি বলে, আমাদের সঙ্গে আইস,
আমরা রক্তপাত করণার্থে লুকাইয়া থাকি,
নির্দ্দোষদিগকে অকারণে ধরিবার জন্য গুপ্ত থাকি,
১২ পাতালের ন্যায় তাহাদিগকে জীবন্ত গ্রাস করি,
গর্ত্তগামীদের ন্যায় সিদ্ধদিগকে গ্রাস করি,
১৩ আমরা সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য ধন পাইব,
লুটিত দ্রব্যে স্ব স্ব গৃহ পরিপূর্ণ করিব,
১৪ তুমি আমাদের মধ্যে এক জন অংশী হইবে,
আমাদের সকলেরই এক তোড়া হইবে;
১৫ বৎস, তাহাদের সঙ্গে সেই পথে চলিও না,
তাহাদের মার্গ হইতে তব চরণ নিবৃত্ত কর;
১৬ কারণ তাহাদের চরণ অনিষ্টের দিকে দৌড়ে,
তাহারা রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়।
১৭ বস্তুতঃ পক্ষীর দৃষ্টিগোচরে
জাল পাতা অনর্থক।
১৮ পরন্তু উহারা আপনাদেরই রক্তপাত করিতে লুকাইয়া থাকে,
আপনাদেরই প্রাণ ধরিতে গুপ্ত থাকে।

Digitized by Google

১৯ পরধন-অপহারক সকলের এই গতি,
সেই ধন গ্রাহকেরই প্রাণ নষ্ট করে।

প্রজ্ঞার আহ্বান।

২০ প্রজ্ঞা বাহিরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে,
চকে চকে নিজ রব উদীরণ করে;
২১ সে জনাকীর্ণ পথের মস্তকে আহ্বান করে,
নগরদ্বার সকলের প্রবেশস্থানে,
নগরে, সে এই কথা বলে;
২২ অবোধেরা, কত দিন নির্বুদ্ধিতা ভাল বাসিবে?
নিন্দকেরা কত দিন নিন্দায় রত থাকিবে?
হীনবুদ্ধিরা কত দিন জ্ঞানকে ঘৃণা করিবে?
২৩ আমার অনুযোগে মন ফিরাও;
দেখ, আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব,
আমার কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব।
২৪ আমি ডাকিলে তোমরা অসম্মত হইলে,
হস্ত বিস্তার করিলে কেহ মন দিলে না;
২৫ কিন্তু আমার সমস্ত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে,
আমার অনুযোগ শুনিতে চাহিলে না।
২৬ এ জন্য তোমাদের বিপদে আমিও হাসিব,
তোমাদের ভয় উপস্থিলে পরিহাস করিব;
২৭ যখন ঝটিকার ন্যায় তোমাদের ভয় উপস্থিবে,
ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় তোমাদের বিপদ আসিবে,
যখন সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের কাছে আসিবে,
২৮ তখন সকলে আমাকে ডাকিবে, কিন্তু আমি উত্তর দিব না,
তাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু পাইবে না।
২৯ কারণ তাহারা জ্ঞানকে ঘৃণা করিত,
সদাপ্রভুর ভয় মনোনীত করিত না;
৩০ আমার পরামর্শে সম্মত হইত না,
আমার সমস্ত অনুযোগ তুচ্ছ করিত;
৩১ তাই তাহারা স্ব স্ব কার্য্যের ফল ভোগ করিবে,
স্ব স্ব কুপরামর্শে উদর পূর্ণ করিবে।
৩২ হাঁ, অবোধদের বিপথগমন তাহাদিগকে বধ করিবে,
হীনবুদ্ধিদের নিশ্চিন্ততা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে;
৩৩ কিন্তু যে জন আমার কথা শুনে, সে নির্ভয়ে বাস করিবে,
বিশ্রাম পাইবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবে না।

ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা।

২ বৎস, তুমি যদি আমার কথা গ্রহণ কর,
যদি আমার আজ্ঞা সকল তোমার কাছে সঞ্চয় কর,
২ যদি প্রজ্ঞার দিকে কর্ণপাত কর,
যদি বুদ্ধিতে মনোনিবেশ কর;
৩ হাঁ, যদি সুবিবেচনাকে আহ্বান কর,
যদি বুদ্ধির জন্য উচ্চৈঃস্বর কর;
৪ যদি রৌপ্যের ন্যায় তাহার অন্বেষণ কর,
গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর,
৫ তবে সদাপ্রভুর ভয় বুঝিতে পারিবে,
ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।
৬ কেননা সদাপ্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন,
তাঁহারই মুখ হইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি নির্গত হয়।
৭ তিনি সরলদিগের জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি রাখেন,
তিনি সিদ্ধাচারীদের ঢালস্বরূপ।
৮ তিনি বিচারের মার্গ সকল রক্ষা করেন,
আপন সাধুদের পথ সংরক্ষণ করেন।
৯ অতএব তুমি ধর্ম্ম ও সুবিচার বুঝিবে,
ন্যায় ও মঙ্গলের সমস্ত পথ বুঝিবে।
১০ কেননা প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে পশিবে,
জ্ঞান তোমার প্রাণের তুষ্টি জন্মাইবে,
১১ পরিণামদর্শিতা তোমার প্রহরী হইবে,
বুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করিবে।
১২ সে তোমাকে কুপথ হইতে উদ্ধার করিবে,
সেই কুটিলবাক্যবাদীদের হইতে উদ্ধার করিবে,
১৩ যাহারা সারল্যের পথ ত্যাগ করে,
অন্ধকার-মার্গে চলে,
১৪ যাহারা কুক্রিয়াসাধনে আনন্দিত হয়,
দুষ্টতার কুটিলতায় উল্লাসিত হয়,
১৫ যাহারা বক্র পথের পথিক,
আপন আপন মার্গে বিপথগামী।
১৬ সে তোমাকে পরকীয়া স্ত্রী হইতে উদ্ধারিবে,
সেই চাটুবাদিনী বিজাতীয়া হইতে উদ্ধারিবে,
১৭ যে যৌবনকালের মিত্রকে ত্যাগ করে,
আপন ঈশ্বরের নিয়ম ভুলিয়া যায়;
১৮ কেননা উহার বাটী মৃত্যুর দিকে অবনত,
উহার পথ প্রেতলোকের দিকে নমিত;
১৯ যাহারা উহার কাছে যায়, তাহারা আর ফিরে না,
জীবনের পথ পায় না;
২০ তুমি যেন সুশীলদের মার্গে গমন কর,
যেন ধার্ম্মিকগণের পথ অবলম্বন কর।
২১ কেননা সরলগণ দেশে বাস করিবে,
সিদ্ধেরা তথায় অবশিষ্ট থাকিবে।
২২ কিন্তু দুষ্টগণ দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে,
বিশ্বাসঘাতকেরা তথা হইতে উন্মূলিত হইবে।

৩ বৎস, তুমি আমার ব্যবস্থা ভুলিও না;
তব চিত্ত মম আজ্ঞা সকল পালন করুক।
২ কারণ আয়ুর দীর্ঘতা, জীবনের বৎসরচয়,
এবং শান্তি তদ্দ্বারা তুমি প্রাপ্ত হইবে।
৩ দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ না করুক;
তুমি তদুভয় তব কণ্ঠে বন্ধন কর,

Digitized by Google

তোমার হৃদয়ফলকে লিখিয়া রাখ।
৪ তাহা করিলে অনুগ্রহ ও সুবিবেচনা পাইবে,
ঈশ্বরের ও মনুষ্যের দৃষ্টিতে পাইবে।
৫ তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর;
তোমার নিজ বিবেচনার নির্ভর করিও না;
৬ তোমার যাবতীয় পথে তাঁহাকে স্বীকার কর;
তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন।
৭ আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হইও না;
সদাপ্রভুকে ভয় কর, মন্দ হইতে দূরে যাও।
৮ ইহা তোমার নাভির স্বাস্থ্যস্বরূপ হইবে,
তোমার অস্থির মজ্জাস্বরূপ হইবে।
৯ তুমি আপনার ধনে সদাপ্রভুর সম্মান কর,
তব সমস্ত দ্রব্যের অগ্রিমাংশে সম্মান কর;
১০ তাহাতে তব গোলাঘর বহু শস্যে পূর্ণ হইবে,
তব কুণ্ডে নূতন দ্রাক্ষারস উথলিয়া পড়িবে।

১১ বৎস, সদাপ্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না,
তাঁহার অনুযোগে ক্লান্ত হইও না।
১২ কেননা সদাপ্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন,
যেমন পিতা প্রিয় পুত্রের প্রতি করেন।
১৩ ধন্য সেই ব্যক্তি যে প্রজ্ঞা পায়,
সেই ব্যক্তি যে বুদ্ধি লাভ করে,
১৪ কেননা রৌপ্যের বাণিজ্য অপেক্ষাও তাহার বাণিজ্য উত্তম,
সুবর্ণ অপেক্ষাও প্রজ্ঞা-লাভ উত্তম।
১৫ তাহা মুক্তা হইতেও বহুমূল্য;
তোমার অভীষ্ট কোন বস্তু তাহার সমান নয়।
১৬ তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ পরমায়ু,
তাহার বাম হস্তে ধন ও সম্মান থাকে।
১৭ তাহার পথ সকল মনোরঞ্জনের পথ,
তাহার সমস্ত মার্গ শান্তিকর।
১৮ যাহারা তাহাকে ধরিয়া রাখে, তাহাদের কাছে তাহা জীবনবৃক্ষ;
যে কেহ তাহা অবলম্বন করে, সে ধন্য।
১৯ সদাপ্রভু প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছেন,
বুদ্ধি দ্বারা আকাশমণ্ডল সুস্থির করিয়াছেন;
২০ তাঁহার জ্ঞান দ্বারা জলধি উদ্ঘাটিত হইল,
আর আকাশ ফোঁটা ফোঁটা শিশির বর্ষায়।

২১ বৎস, এ সকল তব দৃষ্টি-বহির্ভূত না হউক,
তুমি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতা রক্ষা কর।
২২ তাহা তোমার প্রাণের জীবনস্বরূপ হইবে,
তোমার কণ্ঠের শোভাস্বরূপ হইবে।
২৩ তাহাতে তুমি নিজ পথে নির্ভয়ে গমন করিবে,
তোমার পায়ে উচোট লাগিবে না।
২৪ শয়নকালে তোমার ভয় থাকিবে না,
তুমি শয়ন করিবে, সুখে নিদ্রা যাইবে।
২৫ আকস্মিক বিপদ হইতে ভীত হইও না,
দুষ্টের বিনাশ আসিলে তাহা হইতে ভীত হইও না;
২৬ কেননা সদাপ্রভু তোমার বিশ্বাসভূমি হইবেন,
ফাঁদ হইতে তোমার চরণ রক্ষা করিবেন।
২৭ উপকার করিবার উপায় যখন হস্তে থাকে,
তখন যে যোগ্যপাত্র, তাহার উপকার করিতে অস্বীকার করিও না।
২৮ দ্রব্য যখন তোমার হস্তে থাকে,
তখন তোমার প্রতিবাসীকে বলিও না,
"যাও, আবার আইস, আমি কল্য দিব।"
২৯ তব প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে কুসঙ্কল্প করিও না,
সে ত তোমার নিকটে নির্ভয়ে বাস করে।
৩০ মনুষ্য তোমার অপকার না করিলে,
অকারণে তাহার সহিত বিরোধ করিও না।
৩১ উপদ্রবীর প্রতি ঈর্ষা করিও না,
তাহার কোন পথ মনোনীত করিও না;
৩২ কেননা খল সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র;
কিন্তু সরলগণের সহিত তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণা হয়।
৩৩ দুষ্টের গৃহে সদাপ্রভুর অভিশাপ থাকে,
কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকদের নিবাসকে আশীর্ব্বাদ করেন।
৩৪ নিশ্চয়ই তিনি নিন্দকদিগের নিন্দা করেন,
কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।
৩৫ জ্ঞানবানেরা সম্মানের অধিকারী হইবে,
কিন্তু অবজ্ঞাই হীনবুদ্ধিদের উন্নতি।

৪ বৎসগণ, পিতার উপদেশ শুন,
বিবেচনাদায়ক জ্ঞানে অবধান কর।
২ কেননা আমি তোমাদিগকে সুশিক্ষা দিব;
তোমরা আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না।
৩ কারণ আমিও নিজ পিতার বৎস ছিলাম,
মাতার দৃষ্টিতে কোমল ও অদ্বিতীয় ছিলাম।
৪ তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেন, বলিতেন,
তোমার চিত্ত আমার কথা অবলম্বন করুক;
আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, জীবন পাইবে;
৫ প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর, সুবিবেচনা উপার্জ্জন কর,
বিস্মৃত হইও না; আমার মুখের কথা হইতে বিমুখ হইও না।
৬ প্রজ্ঞাকে ছাড়িও না, সে তোমাকে রক্ষা করিবে;
তাহাকে প্রেম কর, সে তোমাকে সংরক্ষণ করিবে।
৭ প্রজ্ঞাই অগ্রিমাংশ, তুমি প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর;
সমস্ত উপার্জ্জন দিয়া সুবিবেচনা উপার্জ্জন কর।
৮ তাহাকে শিরোধার্য্য কর, সে তোমাকে উন্নত করিবে,

Digitized by Google

যখন তাহাকে আলিঙ্গন কর, সে তোমাকে মান্য করিবে।
৯ সে তোমার মস্তকে লাবণ্যভূষণ দিবে,
সে শোভার মুকুট তোমাকে প্রদান করিবে।

১০ বৎস, শুন, আমার কথা গ্রহণ কর,
তাহাতে তব জীবনের বৎসর বহুসংখ্যক হইবে।
১১ আমি তোমাকে প্রজ্ঞার পথ দেখাইয়াছি,
তোমাকে সারল্যের মার্গে চালাইয়াছি।
১২ তোমার গমনে পাদক্ষেপ সঙ্কুচিত হইবে না,
ধাবনকালে তোমার উছোট লাগিবে না।
১৩ উপদেশ ধরিয়া রাখিও, ছাড়িয়া দিও না;
তাহা রক্ষা কর, কেননা তাহা তোমার জীবন।
১৪ দুর্জনদের মার্গে প্রবেশ করিও না,
দুর্বৃত্তদের পথে পদার্পণ করিও না।
১৫ তাহা ছাড়, তাহার নিকট দিয়া যাইও না;
তাহা হইতে বিমুখ হইয়া অগ্রসর হও।
১৬ কেননা দুষ্কর্ম না করিলে তাহাদের নিদ্রা হয় না,
কাহারও উছোট না লাগাইলে তাহাদের নিদ্রা দূরে যায়।
১৭ কারণ তাহারা দুষ্টতার অন্ন ভক্ষণ করে,
তাহারা দৌরাত্ম্যের দ্রাক্ষারস পান করে।
১৮ কিন্তু ধার্ম্মিকদের পথ উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায়,
যাহা মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত উত্তর উত্তর দেদীপ্যমান হয়।
১৯ দুষ্টদের পথ অন্ধকারের ন্যায়;
তাহারা কিসে উছোট খাইবে, জানে না।

২০ বৎস, আমার কথায় অবধান কর,
আমার বাক্যে কর্ণপাত কর।
২১ তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক,
তোমার হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ।
২২ কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন,
তাহা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্যস্বরূপ।
২৩ সমস্ত রক্ষণীয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর,
কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্গম হয়।
২৪ মুখের কুটিলতা আপনা হইতে অপসারণ কর,
ওষ্ঠাধরের বক্রতা আপনা হইতে দূর কর।
২৫ তোমার নেত্র সরল দৃষ্টি করুক,
তোমার চক্ষুর পাতা সম্মুখে অবলোকন করুক।
২৬ তোমার চরণের পথ সমান কর,
তোমার সমস্ত গতি ব্যবস্থিত হউক।
২৭ দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না,
মন্দ হইতে চরণ নিবৃত্ত কর।

পরদার ও আলস্যাদি বিষয়ে চেতনা-বাক্য।

৫ বৎস, আমার প্রজ্ঞায় অবধান কর,
আমার বুদ্ধির প্রতি কর্ণপাত কর;
২ যেন তুমি পরিণামদর্শিতা রক্ষা কর,
যেন তব ওষ্ঠাধর জ্ঞানের কথা পালন করে।
৩ কেননা পরকীয়ার ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে,
তাহার তালুকা তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ;
৪ কিন্তু তাহার চরম ফল নাগদানার ন্যায় তিক্ত,
দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ।
৫ তাহার চরণ মৃত্যুর কাছে নামিয়া যায়,
তাহার পাদবিক্ষেপ পাতালে পড়ে।
৬ সে জীবনের সমান পথ পায় না,
তাহার পথ সকল চঞ্চল; সে কিছু জানে না।
৭ অতএব বৎসগণ, আমার কথা শুন,
আমার মুখের বাক্য হইতে বিমুখ হইও না।
৮ তুমি সেই স্ত্রী হইতে আপন পথ দূরে রাখ,
তাহার গৃহদ্বার-সমীপে যাইও না;
৯ পাছে তুমি নিজ তেজ অন্যদিগকে দেও,
নিজ বৎসর সকল নির্দ্দয়কে দেও;
১০ পাছে অপর লোকে তোমার ধনে তৃপ্ত হয়,
আর তোমার পরিশ্রমের ফল বিজাতীয়ের গৃহে থাকে;
১১ পাছে চরমকালে তুমি অনুশোচনা কর,
যখন তোমার মাংস ও শরীর ক্ষয় পায়;
১২ পাছে বল, আমি উপদেশ কেমন ঘৃণা করিলাম,
আমার চিত্ত কেমন অনুযোগ তুচ্ছ করিল;
১৩ আমি নিজ গুরুদের কথা শুনি নাই,
নিজ শিক্ষকদের বাক্যে কর্ণপাত করি নাই;
১৪ সমাজের ও মণ্ডলীর মধ্যে
আমি প্রায় সর্ব্বপ্রকার মন্দে পড়িলাম।
১৫ তুমি নিজ জলাশয়ের জল পান কর,
নিজ কূপের স্রোতোজল পান কর।
১৬ তোমার উনুই কি বাহিরে বিস্তারিত হইবে?
চকে কি জলস্রোত হইয়া যাইবে?
১৭ উহা কেবল তোমারই হউক,
তোমার সহিত অপর লোক ভাগী না হউক।
১৮ তোমার উনুই ধন্য হউক,
তুমি আপন যৌবনের ভার্য্যায় আমোদ কর।
১৯ সে প্রেমিকা হরিণী ও কমনীয়া বাতপ্রমীবৎ;
তাহারই কুচযুগ দ্বারা তুমি সর্ব্বদা আপ্যায়িত হও,
তাহার প্রেমে তুমি সতত মোহিত থাক।
২০ বৎস, তুমি পরকীয়াতে কেন মোহিত হইবে?
বিজাতীয়ার বক্ষ কেন আলিঙ্গন করিবে?
২১ মনুষ্যের পথ ত সদাপ্রভুর দৃষ্টিগোচর;
তিনি তাহার সকল পথ সমান করেন।

Digitized by Google

২২ দুষ্ট নিজ অপরাধে ধরা পড়ে,
সে নিজ পাপ-পাশে বদ্ধ হয়।
২৩ সে উপদেশের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে,
নিজ অজ্ঞানতার আধিক্যে ভ্রান্ত হইবে।

৬ বৎস, তুমি যদি বন্ধুর প্রতিভূ হইয়া থাক,
যদি অপরের হস্তে তালী দিয়া থাক,
২ তবে আপন কথার ফাঁদে পতিত হইয়াছ,
আপন মুখের কথায় ধৃত হইয়াছ।
৩ এখন, বৎস, তুমি এই কার্য্য কর; আপনাকে উদ্ধার কর;
তুমি আপন বন্ধুর হস্তগত হইয়াছ,
যাও, বিনত হইয়া বন্ধুর সাধ্যসাধনা কর।
৪ তোমার নেত্রকে নিদ্রা যাইতে দিও না,
চক্ষুর পাতাকে মুদ্রিত হইতে দিও না।
৫ আপনাকে হরিণের ন্যায় [ব্যাধের] হস্ত হইতে,
পক্ষীর ন্যায় জালিকের হস্ত হইতে উদ্ধার কর।

৬ হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও,
তাহার ক্রিয়া সকল দেখিয়া বুদ্ধিমান হও।
৭ তাহার বিচারকর্ত্তা কেহ নাই,
শাসনকর্ত্তা কি প্রভু কেহ নাই,
৮ তবু সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য প্রস্তুত করে,
শস্যকর্ত্তন-সময়ে ভক্ষ্য সঞ্চয় করে।
৯ হে অলস, তুমি কত কাল শুইয়া থাকিবে?
কখন্ নিদ্রা হইতে উঠিবে?
১০ "আর একটু নিদ্রা, আর একটু তন্দ্রা,
আর একটু শুইয়া হস্ত জড়সড় করিব;"
১১ তাই তোমার দরিদ্রতা দস্যুর ন্যায় আসিবে,
তোমার দৈন্যদশা ঢালীর ন্যায় আসিবে।

১২ পাষণ্ড নর, অপরাধী ব্যক্তি,
যে মুখের কুটিলতায় চলে,
১৩ যে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করে, পদ দ্বারা কথা বলে,
অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করে,
১৪ তাহার হৃদয়ে কুটিলতা থাকে, সে সতত কুকল্পনা করে,
সে বিবাদের দ্বার খুলে।
১৫ অতএব অকস্মাৎ তাহার বিপদ আসিবে,
সে হঠাৎ ভগ্ন হইবে; প্রতীকার হইবে না।
১৬ এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত,
সপ্ত বস্তুও তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ;
১৭ উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী জিহ্বা,
নির্দ্দোষের রক্তপাতকারী হস্ত,
১৮ ধূর্ত্ততার সঙ্কল্পকারী হৃদয়,
দুষ্কর্ম্ম করিতে দ্রুতগামী চরণ,
১৯ অসত্যভাষী মিথ্যাসাক্ষী,
ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদজনক।

২০ বৎস, তুমি আপন পিতার আজ্ঞা পালন কর,
আপন মাতার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না।
২১ উহা সর্ব্বদা তব হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ,
তব কণ্ঠদেশে বন্ধন কর।
২২ গমনকালে সে তোমাকে পথ দেখাইবে,
শয়নকালে তোমার প্রহরী হইবে,
জাগরণকালে তোমার সহিত আলাপ করিবে।
২৩ কেননা আজ্ঞা প্রদীপ ও ব্যবস্থা আলোক,
এবং শিক্ষাজনক অনুযোগ জীবনের পথ;
২৪ সে তোমাকে রক্ষা করিবে, দুষ্টা স্ত্রী হইতে,
বিজাতীয়ার জিহ্বার চাটুবাদ হইতে।
২৫ তুমি চিত্তে উহার সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইও না,
উহার অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে ধৃত হইও না।
২৬ কেননা বেশ্যা দ্বারা অন্নাভাব ঘটে,
পরস্ত্রী মনুষ্যের মহামূল্য প্রাণ মৃগয়া করে।
২৭ কেহ যদি বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখে,
তবে তাহার বস্ত্র কি দগ্ধ হইবে না?
২৮ কেহ যদি প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর দিয়া চলে,
তবে তাহার পদতল কি দগ্ধ হইবে না?
২৯ তদ্রূপ যে প্রতিবাসীর স্ত্রীর কাছে গমন করে;
যে তাহাকে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না।
৩০ যে ক্ষুধিত হইয়া উদর পূরণার্থে চুরি করে,
লোকে সেই চোরকে উপেক্ষা করে না;
৩১ কিন্তু ধরা পড়িলে তাহাকে সপ্তগুণ ফিরাইয়া দিতে হইবে,
আপন গৃহের সর্ব্বস্বও সমর্পণ করিতে হইবে।
৩২ পরদারগামী পুরুষ বুদ্ধিবিহীন,
সে আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করে।
৩৩ সে আঘাত ও অবমাননা পাইবে;
তাহার দুর্নাম কখনও ঘুচিবে না।
৩৪ যেহেতুক অন্তর্জ্বালা স্বামীর চণ্ডতা,
প্রতিশোধের দিনে সে ক্ষমা করিবে না;
৩৫ সে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করিবে না,
অনেক উৎকোচেও সম্মত হইবে না।

৭ বৎস, আমার কথা সকল পালন কর,
আমার আজ্ঞা সকল তোমার কাছে সঞ্চয় কর।
২ আমার আজ্ঞা পালন কর, জীবন পাইবে,
নয়ন-তারার ন্যায় আমার ব্যবস্থা রক্ষা কর;
৩ তোমার অঙ্গুলিকলাপে তাহা বাঁধ,
হৃদয়কলকে তাহা লিখিয়া রাখ।
৪ প্রজ্ঞাকে বল, তুমি আমার ভগিনী,
সুবিবেচনাকে তোমার সখী বল;

Digitized by Google

৫ তাহাতে তুমি পরকীয়া হইতে রক্ষা পাইবে,
চাটুভাষিণী বিজাতীয়া হইতে রক্ষা পাইবে।
৬ আমি আপন গৃহের বাতায়ন হইতে,
খড়খড়ি দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলাম;
৭ অবোধদের উপরে আমার দৃষ্টি পড়িল,
আমি যুবকগণের মধ্যে এক জনকে দেখিলাম,
সে বুদ্ধিবিহীন যুবক।
৮ সে ঐ স্ত্রীর কোণের নিকটস্থ গলিতে গেল,
তাহার বাটীর পথে চলিল।
৯ তখন সন্ধ্যাকাল, দিবাবসান হইয়াছিল;
রাত্রি ও অন্ধকার হইয়াছিল।
১০ তখন দেখ, এক স্ত্রী তাহার সম্মুখে আসিল,
সে বেশ্যা-বেশধারিণী ও চতুর-চিত্তা।
১১ সে কলহকারিণী ও অবাধ্যা,
তাহার চরণ ঘরে থাকে না;
১২ সে কখন সড়কে, কখন চকে থাকে,
কোণে কোণে অপেক্ষাতে থাকে।
১৩ সে তাহাকে ধরিয়া চুম্বন করিল,
নির্লজ্জ মুখে তাহাকে কহিল,
১৪ 'আমাকে মঙ্গলার্থক বলিদান করিতে হইয়াছে,
আজ আমি আপন মানত পূর্ণ করিয়াছি;
১৫ তাই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিয়াছি,
সযত্নে তোমার মুখ দেখিতে আসিয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি।
১৬ আমি চাদরে খাট সাজাইয়াছি,
মিস্রীয় সূত্রের চিত্রবিচিত্র বস্ত্রে সাজাইয়াছি।
১৭ আমি গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনি দিয়া
আপন শয্যা আমোদিত করিয়াছি।
১৮ চল, আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত কামরসে মত্ত হই,
আমরা পরম প্রেমে সুখী হই।
১৯ কেননা কর্ত্তা ঘরে নাই,
তিনি দূরে যাত্রা করিয়াছেন;
২০ টাকার তোড়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন,
শুক্ল পক্ষে ঘরে আসিবেন।'
২১ অনেক মধুর বাক্যে সে তাহার চিত্ত হরিল,
ওষ্ঠাধরের চাটুবাদে তাহাকে আকর্ষণ করিল।
২২ অমনি সে তাহার পশ্চাৎ গেল,
যেমন গোরু হত হইতে যায়,
যেমন শৃঙ্খলবদ্ধ ব্যক্তি নির্ব্বোধের শাস্তি পাইতে যায়;
২৩ শেষে সে বাণ দ্বারা বিদ্ধযকৃৎ হইল;
যেমন পক্ষী ফাঁদে পড়িতে বেগে ধাবিত হয়,
জানে না যে, তাহা প্রাণনাশক।
২৪ এখন বৎসগণ, আমার বাক্য শুন,
আমার মুখের কথায় অবধান কর।
২৫ তোমার চিত্ত উহার পথে না যাউক,
তুমি উহার মার্গে ভ্রমণ করিও না।
২৬ কেননা সে অনেককে আঘাত করিয়া নিপাত করিয়াছে,
তাহার নিহত লোকেরা বৃহৎ দল।
২৭ তাহার গৃহ পাতালের পথ,
যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নামিয়া যায়।

প্রজ্ঞার বর্ণনা ও নিমন্ত্রণ।

৮ প্রজ্ঞা কি ডাকে না?
বুদ্ধি কি উচ্চৈঃস্বর করে না?
২ সে পথের পার্শ্বস্থ উচ্চস্থানের চূড়ায়,
মার্গ সকলের সংযোগস্থানে দাঁড়ায়;
৩ সে পুরদ্বারসমীপে, নগরের অগ্রভাগে,
দ্বারের প্রবেশস্থানে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহে,
৪ হে মানবগণ, আমি তোমাদিগকে ডাকি,
মনুষ্য-সন্তানদের কাছেই আমার বাণী।
৫ হে অবোধেরা, চতুরতা শিক্ষা কর;
হে হীনবুদ্ধি সকল, সুবুদ্ধিচিত্ত হও।
৬ শুন, কেননা আমি উৎকৃষ্ট কথা কহিব,
আমার ওষ্ঠাধরের বিকাশ ন্যায়-সঙ্গত।
৭ হাঁ, আমার মুখ সত্য কহিবে,
দুষ্টতা আমার ওষ্ঠের ঘৃণাস্পদ।
৮ আমার মুখের সমস্ত বাক্য ধর্ম্মময়;
তাহার মধ্যে বক্র বা কুটিল কিছুই নাই।
৯ বুদ্ধিমানের কাছে সে সকল স্পষ্ট,
জ্ঞানপ্রাপ্তদের কাছে সে সকল যথার্থ।
১০ রৌপ্য নয়, আমার উপদেশই গ্রহণ কর,
মনোনীত সুবর্ণ অপেক্ষা জ্ঞান লও।
১১ কেননা প্রজ্ঞা মুক্তা হইতেও উত্তম,
কোন অভীষ্ট বস্তু তাহার সমান নয়।
১২ আমি প্রজ্ঞা চতুরতা-গৃহে বাস করি,
পরিণামদর্শিতার তত্ত্ব জানি।
১৩ সদাপ্রভুর ভয় দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা;
অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও কুপথ,
এবং কুটিল মুখও আমি ঘৃণা করি।
১৪ পরামর্শ ও বুদ্ধিকৌশল আমার,
আমিই সুবিবেচনা, পরাক্রম আমার।
১৫ আমা দ্বারা রাজগণ রাজত্ব করেন,
মন্ত্রিগণ ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করেন।
১৬ আমা দ্বারা শাসনকর্ত্তারা শাসন করেন,
কুলীনেরা ও পৃথিবীর বিচারকর্ত্তারাও করেন।
১৭ যাহারা আমাকে প্রেম করে, আমিও তাহাদিগকে প্রেম করি,
যাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করে, তাহারা আমাকে পায়।
১৮ ঐশ্বর্য্য ও সম্মান আমার কাছে থাকে,
অক্ষয় সম্পত্তি ও ধার্ম্মিকতাও থাকে।
১৯ কাঞ্চন ও নির্ম্মল সুবর্ণ অপেক্ষাও আমার ফল উত্তম,

Digitized by Google

উৎকৃষ্ট রৌপ্য হইতেও মম উপস্বত্ব উত্তম।
২০ আমি ধার্ম্মিকতার মার্গে গমন করি,
বিচারের পথের মধ্য দিয়া আমি চলি।
২১ যাহারা আমাকে প্রেম করে, তাহাদিগকে সম্ব-বান করি,
তাহাদের ভাণ্ডার সকল পরিপূর্ণ করি।
২২ সদাপ্রভু নিজ কার্য্যারম্ভে আমাকে প্রাপ্ত ছিলেন,
তাঁহার কর্ম্ম সকলের পূর্ব্বে, পূর্ব্বাবধি।
২৩ অনাদি কালাবধি, আদি অবধি, আমি স্থাপিত আছি,
পৃথিবীর উদ্ভবের পূর্ব্বাবধি আছি।
২৪ জলধি যখন হয় নাই, তখন আমি জন্মিয়াছিলাম,
যখন জলপূর্ণ উনুই সকল হয় নাই।
২৫ পর্ব্বত সকল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে,
উপপর্ব্বত সকলের পূর্ব্বে আমি জন্মিয়াছিলাম;
২৬ তখন তিনি স্থল ও মাঠ নির্ম্মাণ করেন নাই,
জগতের ধূলির প্রথম অণুও গড়েন নাই।
২৭ যখন তিনি আকাশমণ্ডল স্থাপন করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম;
যখন তিনি জলধিপৃষ্ঠের চক্রাকার সীমা নিরূপণ করিলেন,
২৮ যখন তিনি ঊর্দ্ধস্থ আকাশ দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন,
যখন জলধির প্রবাহ সকল প্রবল হইল,
২৯ যখন তিনি সমুদ্রের সীমা স্থাপন করিলেন,
যেন জল তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে,
যখন তিনি পৃথিবীর মূল নিরূপণ করিলেন;
৩০ তৎকালে আমি তাঁহার কাছে কার্য্যকারী ছিলাম;
আমি দিন দিন আনন্দময় ছিলাম,
তাঁহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতাম;
৩১ আমি তাঁহার ভূমণ্ডলে আহ্লাদ করিতাম,
মনুষ্য-সন্তানগণে আমার আনন্দ হইত।
৩২ অতএব বৎসগণ, এখন আমার বাক্য শুন;
কেননা যাহারা আমার পথ অবলম্বন করে, তাহারা ধন্য।
৩৩ তোমরা উপদেশ শুনিয়া জ্ঞানবান হও;
তাহা অগ্রাহ্য করিও না।
৩৪ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমার কথা শুনে,
যে দিন দিন আমার দ্বারে জাগ্রত থাকে,
আমার দ্বারের চৌকাঠে থাকিয়া অপেক্ষা করে।
৩৫ কেননা যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়,
এবং সদাপ্রভুর অনুগ্রহ ভোগ করে।
৩৬ কিন্তু যে আমার বিরুদ্ধে পাপ করে, সে আপন প্রাণের অনিষ্ট করে;
যে সকল লোক আমাকে দ্বেষ করে, তাহারা মৃত্যুকে ভাল বাসে।

৯ প্রজ্ঞা আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে,
সে তাহার সপ্ত স্তম্ভ খুদিয়াছে;
২ সে আপন পশু মারিয়াছে; দ্রাক্ষারস মিশ্রিত করিয়াছে,
সে আপন মেজও সাজাইয়াছে।
৩ সে আপন দাসীদিগকে পাঠাইয়াছে,
সে নগরের উচ্চতম স্থান হইতে ডাকিয়া কহে,
৪ 'যে অবোধ, সে এই স্থানে আইসুক;'
যে বুদ্ধিবিহীন, তাহাকে সে বলে,
৫ 'আইস, আমার ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন কর,
আমার মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান কর।'
৬ অবোধদের সঙ্গ ছাড়িয়া জীবন ধারণ কর,
সুবিবেচনার পথে চরণ চালাও।

৭ যে নিন্দককে শিক্ষা দেয়, সে লজ্জা পায়,
যে দুষ্টকে অনুযোগ করে, সে কলঙ্ক পায়।
৮ নিন্দককে অনুযোগ করিও না, পাছে সে তোমাকে দ্বেষ করে;
জ্ঞানবানকেই অনুযোগ কর, সে তোমাকে প্রেম করিবে।
৯ জ্ঞানবানকে [শিক্ষা] দেও, সে আরও জ্ঞানবান হইবে;
ধার্ম্মিককে জ্ঞান দেও, তাহার পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইবে।
১০ সদাপ্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার আরম্ভ,
পবিত্রতমকে জ্ঞাত হওয়াই সুবিবেচনা।
১১ কেননা আমা দ্বারা তোমার আয়ু বাড়িবে,
তোমার জীবনের বৎসর বৃদ্ধি পাইবে।
১২ তুমি যদি জ্ঞানবান হও, নিজেরই মঙ্গলার্থে জ্ঞানবান হইবে,
যদি নিন্দা কর, একাই তাহা বহন করিবে।

১৩ হীনবুদ্ধি স্ত্রীলোক কলহকারিণী,
সে অবোধ, কিছুই জানে না।
১৪ সে আপনার গৃহদ্বারে বসে,
নগরের উচ্চস্থানে আসন পাতিয়া বসে;
১৫ সে পথিকদিগকে ডাকে,
সরলপথ-গামীদিগকে ডাকে,
১৬ 'যে অবোধ, সে এই স্থানে আইসুক';
বুদ্ধিবিহীনকে সে এই কথা কহে,
১৭ 'চৌর্য্য-জল মিষ্ট,
নিরালার অন্ন সুস্বাদু।'
১৮ কিন্তু সে জানে না যে, প্রেতগণই তথায় থাকে,
উহার নিমন্ত্রিতেরা পাতালের গভীরে থাকে।

নানাবিধ নীতিকথা।

শলোমনের হিতোপদেশ।

১০ জ্ঞানবান পুত্র পিতার আনন্দকর,
কিন্তু হীনবুদ্ধি পুত্র মাতার খেদজনক।

Digitized by Google

২ দুষ্টতার ধন কিছুই উপকারী নয়,
কিন্তু ধার্ম্মিকতা মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে।
৩ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের প্রাণ ক্ষুধায় ক্ষীণ হইতে দেন না ;
কিন্তু তিনি দুষ্টদের কামনা নিরস্ত করেন।
৪ যে শিথিল হস্তে কর্ম্ম করে, সে দরিদ্র হয় ;
কিন্তু পরিশ্রমীদের হস্ত ধনবান করে।
৫ যে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করে, সেই বুদ্ধিমান পুত্র ;
কিন্তু যে শস্যকর্ত্তনকালে নিদ্রিত থাকে, সে লজ্জাজনক পুত্র।
৬ ধার্ম্মিকের মস্তকে বহু আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে ;
কিন্তু দুষ্টগণের মুখ দৌরাত্ম্যের আচ্ছাদক।
৭ ধার্ম্মিকের স্মৃতি আশীর্ব্বাদের বিষয় ;
কিন্তু দুষ্টদের নাম পচিয়া যাইবে।
৮ বিজ্ঞচিত্ত লোক আজ্ঞা গ্রহণ করে,
কিন্তু অজ্ঞান বাচাল পতিত হইবে।
৯ যে সিদ্ধতার পথে চলে, সে নির্ভয়ে চলে ;
কিন্তু কুটিলাচারীকে চেনা যাইবে।
১০ যে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে দুঃখ দেয় ;
কিন্তু অজ্ঞান বাচাল পতিত হইবে।
১১ ধার্ম্মিকের মুখ জীবনের উনুই ;
কিন্তু দুষ্টগণের মুখ দৌরাত্ম্যের আচ্ছাদক।
১২ দ্বেষ বিবাদের উত্তেজক,
কিন্তু প্রেম সমস্ত অধর্ম্ম আচ্ছাদন করে।
১৩ জ্ঞানবানের ওষ্ঠাধরে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়,
কিন্তু নির্ব্বোধের পৃষ্ঠ দণ্ডের আশ্রয়।
১৪ জ্ঞানবানেরা জ্ঞান সঞ্চয় করে,
কিন্তু অজ্ঞানের মুখ আসন্ন সর্ব্বনাশ।
১৫ ধনবানের ধনই তাহার দৃঢ় নগর,
দরিদ্রদিগের দরিদ্রতাই তাহাদের সর্ব্বনাশ।
১৬ ধার্ম্মিকের শ্রম জীবনজনক,
দুর্জ্জনের উপস্বত্ব পাপজনক।
১৭ যে শাসন মানে, সে জীবন-পথে চলে ;
কিন্তু যে অনুযোগ ত্যাজ্য করে, সে ভ্রান্ত হয়।
১৮ যে দ্বেষ আচ্ছাদন করে, তাহার ওষ্ঠাধর মিথ্যাবাদী ;
যে পরীবাদ রটায়, সে হীনবুদ্ধি।
১৯ বাক্যের আধিক্যে অধর্ম্মের অভাব নাই ;
কিন্তু যে ওষ্ঠ দমন করে, সে বুদ্ধিমান।
২০ ধার্ম্মিকের জিহ্বা উৎকৃষ্ট রৌপ্যবৎ,
দুষ্টদের অন্তঃকরণ স্বল্পমূল্য ;
২১ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে প্রতিপালন করে,
কিন্তু অজ্ঞানেরা বুদ্ধির অভাবে মারা পড়ে।
২২ সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদই ধনবান করে,
এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না।
২৩ কুকর্ম্ম করা অজ্ঞানের আমোদ,
প্রজ্ঞা বুদ্ধিমানের আমোদ।
২৪ দুষ্ট যাহা ভয় করে, তাহার প্রতি তাহাই ঘটিবে ;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাসনা সফল হইবে।
২৫ যখন ঘূর্ণবায়ু বহিয়া যায়, দুষ্ট আর নাই ;
কিন্তু ধার্ম্মিক নিত্যস্থায়ী ভিত্তিমূলস্বরূপ।
২৬ যেমন দন্তের পক্ষে অম্লরস ও চক্ষের পক্ষে ধূম,
তেমনি আপন প্রেরণকর্ত্তাদের পক্ষে অলস।
২৭ সদাপ্রভুর ভয় আয়ুর বৃদ্ধি করে ;
কিন্তু দুষ্টদের বৎসর-সংখ্যা হ্রাস পাইবে।
২৮ ধার্ম্মিকদের প্রত্যাশা আনন্দজনক ;
কিন্তু দুষ্টদের আশ্বাস বিনাশ পাইবে।
২৯ সদাপ্রভুর পথ সিদ্ধের পক্ষে দুর্গ,
কিন্তু তাহা অধর্ম্মাচারীদের পক্ষে সর্ব্বনাশ।
৩০ ধার্ম্মিক লোক কখনও বিচলিত হইবে না ;
কিন্তু দুষ্টগণ দেশবাসী থাকিবে না।
৩১ ধার্ম্মিকের মুখ হইতে প্রজ্ঞা নিঃসৃত হয় ;
কিন্তু কুটিল জিহ্বা ছেদন করা যাইবে।
৩২ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর তুষ্টির বিষয় জানে,
কিন্তু দুষ্টদের মুখ কুটিলতামাত্র।

১১ ছলনার নিক্তি সদাপ্রভুর ঘৃণিত ;
কিন্তু ন্যায্য বাটখারা তাঁহার তুষ্টিকর।
২ অহঙ্কার আসিলে অবজ্ঞাও আইসে ;
কিন্তু প্রজ্ঞাই নম্রশীলদের সহচরী।
৩ সরলদের সিদ্ধতা তাহাদিগকে পথ দেখাইবে ;
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের বক্রতা তাহাদিগকে নষ্ট করিবে।
৪ ক্রোধের দিনে ধন উপকার করে না ;
কিন্তু ধার্ম্মিকতা মৃত্যু হইতে রক্ষা করে।
৫ সিদ্ধের ধার্ম্মিকতা তাহার পথ সরল করে ;
কিন্তু দুষ্ট নিজ দুষ্টতায় পতিত হয়।
৬ সরলদের ধার্ম্মিকতা তাহাদিগকে উদ্ধার করে ;
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকেরা আপন আপন কামনায় ধরা পড়ে।
৭ দুষ্ট মরিলে তাহার আশ্বাস নষ্ট হয় ;
অধর্ম্মের প্রত্যাশা বিনাশ পায়।
৮ ধার্ম্মিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পায়,
আর দুষ্ট তাহার স্থানে উপস্থিত হয়।
৯ পাষণ্ড আপন মুখ দ্বারা প্রতিবাসীকে নষ্ট করে ;
কিন্তু ধার্ম্মিকগণ জ্ঞান দ্বারা উদ্ধার পায়।
১০ ধার্ম্মিকদের মঙ্গল হইলে নগরে উল্লাস হয় ;
দুষ্টদের বিনাশ হইলে আনন্দগান হয়।
১১ সরলদিগের আশীর্ব্বাদে নগর উন্নত হয় ;
কিন্তু দুষ্টদের বাক্যে তাহা উৎপাটিত হয়।
১২ যে প্রতিবাসীকে তুচ্ছ করে, সে বুদ্ধিবিহীন ;
কিন্তু বুদ্ধিমান নীরব হইয়া থাকে।
১৩ যে চুকলি করিয়া বেড়ায়, সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে ;
কিন্তু বিশ্বস্তমনা লোক কথা গোপন করে।
১৪ নীতির অভাবে প্রজা লোক পতিত হয় ;
কিন্তু মন্ত্রিবাহুল্যে জয় হয়।
১৫ যে অপরের প্রতিভূ হয়, সে অবশ্য ক্লেশ পায় ;

Digitized by Google

কিন্তু যে প্রতিভূর কর্ম্ম ঘৃণা করে, সে নিরাপদ।
১৬ অনুগ্রহজনিকা স্ত্রী সম্মান ধরিয়া রাখে,
আর ভীমবিক্রান্তেরা ধন ধরিয়া রাখে।
১৭ দয়ালু আপন প্রাণের উপকার করে;
কিন্তু নির্দ্দয় আপন মাংসের কন্টক।
১৮ দুষ্ট অনর্থক শ্রম করে;
কিন্তু যে ধার্ম্মিকতার বীজ বুনে, সে সত্য বেতন পায়।
১৯ যে ধার্ম্মিকতায় অটল, সে জীবন পায়;
যে দুষ্টতার অনুধাবক, সে নিজ মৃত্যু ঘটায়।
২০ বক্রচিত্তেরা সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র;
কিন্তু আচারসিদ্ধেরা তাঁহার তুষ্টিকর।
২১ হস্তে হস্ত দিলেও দুষ্ট অদণ্ডিত থাকিবে না;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের বংশ রক্ষা পাইবে।
২২ যেমন শূকরের নাসিকায় সুবর্ণের নথ,
তেমনি সুবিচার-ত্যাগিনী সুন্দরী স্ত্রী।
২৩ ধার্ম্মিকদের মনোভিলাষ কেবল উত্তম,
কিন্তু দুষ্টদের প্রত্যাশা ক্রোধমাত্র।
২৪ কেহ কেহ বিতরণ করিয়া অধিক বৃদ্ধি পায়;
কেহ কেহ বা ন্যায্য ব্যয় অস্বীকার করিয়া কেবল অভাবে পড়ে।
২৫ দানশীল প্রাণী পরিতৃপ্ত হয়,
জলসেচনকারী আপনি জলে সিক্ত হয়।
২৬ যে শস্য আটক করিয়া রাখে, লোকে তাহাকে শাপ দেয়;
কিন্তু যে শস্য বিক্রয় করে, তাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে।
২৭ যে সযত্নে হিতান্বেষী, সে প্রীতির অনুগামী;
কিন্তু হিংসার্থীর প্রতি হিংসাই ঘটে।
২৮ যে আপন ধনে নির্ভর করে, সে পতিত হয়;
কিন্তু ধার্ম্মিকগণ সতেজ পল্লবের ন্যায় প্রফুল্ল হয়;
২৯ যে নিজ পরিবারের কন্টক, সে বায়ু অধিকার পায়;
আর অজ্ঞান বিজ্ঞচিত্তের দাস হয়।
৩০ ধার্ম্মিকের ফল জীবনবৃক্ষ;
এবং জ্ঞানবান [অপরদের] প্রাণ লাভ করে।
৩১ দেখ, পৃথিবীতে ধার্ম্মিক প্রতিফল পায়,
তবে দুর্জ্জনও পাপী আরও কত না পাইবে!

১২ যে শাসন ভাল বাসে, সে জ্ঞান ভাল বাসে;
কিন্তু যে অনুযোগ ঘৃণা করে, সে পশুবৎ।
২ সৎ লোক সদাপ্রভুর নিকটে অনুগ্রহ পায়;
কিন্তু তিনি কুকল্পনাকারীকে দোষী করেন।
৩ মনুষ্য দুষ্টতা দ্বারা সুস্থির হয় না,
কিন্তু ধার্ম্মিকদের মূল বিচলিত হইবে না।
৪ গুণবতী স্ত্রী স্বামীর মুকুট,
কিন্তু লজ্জাদায়িনী তাহার অস্থি সকলের ক্ষয়।
৫ ধার্ম্মিকদের সঙ্কল্প সকল ন্যায্য,
কিন্তু দুষ্টদের মন্ত্রণা ছলমাত্র।
৬ দুষ্টগণের কথাবার্ত্তা রক্তপাত জন্য লুকাইয়া থাকার বিষয়;
কিন্তু সরলদের মুখ তাহাদিগকে রক্ষা করে।
৭ দুষ্টগণ নিপাতিত হয়, তাহারা আর থাকে না;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাটী অটল থাকে।
৮ মনুষ্য আপন বিজ্ঞতানুরূপ প্রশংসা পায়;
কিন্তু যে কুটিলচিত্ত, সে তুচ্ছীকৃত হয়।
৯ যে তুচ্ছীকৃত, তথাপি দাস রাখে,
সে খাদ্যহীন আত্মশ্লাঘী হইতে উৎকৃষ্ট।
১০ ধার্ম্মিক আপন পশুর প্রাণের চিন্তা করে;
কিন্তু দুষ্টদের করুণা নিষ্ঠুর।
১১ যে আপন ভূমি চাস করে, সে যথেষ্ট আহার পায়;
কিন্তু যে অসারচিত্তদের অনুধাবন করে, সে বুদ্ধিবিহীন।
১২ দুষ্ট লোক দুর্জ্জনদের শিকার বাঞ্ছা করে;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের মূল ফলদায়ক।
১৩ ওষ্ঠের অধর্ম্মে দুর্জ্জনের ফাঁদ থাকে,
কিন্তু ধার্ম্মিক সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয়।
১৪ মনুষ্য আপন মুখের ফল দ্বারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়,
মনুষ্যের হস্তকৃত কর্ম্মের ফল তাহারই প্রতি বর্ত্তে।
১৫ অজ্ঞানের পথ তাহার নিজের দৃষ্টিতে সরল;
কিন্তু যে জ্ঞানবান, সে পরামর্শ শুনে।
১৬ অজ্ঞানের বিরক্তি একেবারে ব্যক্ত হয়,
কিন্তু সতর্ক লোক অপমান আচ্ছাদন করে।
১৭ যে সত্যবাদী, সে ধর্ম্মের কথা কহে;
কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী ছলের কথা কহে।
১৮ কেহ কেহ খড়্গাঘাতের তুল্য কথা কহে,
কিন্তু জ্ঞানবানদের জিহ্বা আরোগ্যস্বরূপ।
১৯ সত্যের ওষ্ঠ চিরস্থায়ী;
কিন্তু মিথ্যাবাদী জিহ্বা নিমেষমাত্রস্থায়ী।
২০ কুকল্পনাকারীদের হৃদয়ে ছল থাকে;
কিন্তু যাহারা শান্তির পরামর্শ দেয়, তাহাদের আনন্দ হয়।
২১ ধার্ম্মিকের কোন বিড়ম্বনা ঘটে না;
কিন্তু দুষ্টেরা অনিষ্টে পূর্ণ হয়।
২২ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ সদাপ্রভুর ঘৃণিত;
কিন্তু যাহারা বিশ্বস্ততায় চলে, তাহারা তাঁহার সন্তোষভাজন।
২৩ সতর্ক লোক জ্ঞান আচ্ছাদন করে;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের হৃদয় অজ্ঞানতা প্রচার করে।
২৪ পরিশ্রমীদের হস্ত কর্ত্তৃত্ব পায়;
কিন্তু অলসকে বেগার ধরা হয়।
২৫ মনুষ্যের মনোব্যথা মনকে নত করে;
কিন্তু উত্তম বাক্য তাহা হর্ষযুক্ত করে।
২৬ ধার্ম্মিক নিজ প্রতিবাসীর পথপ্রদর্শক হয়;
কিন্তু দুষ্টদের পথ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করে।
২৭ অলস মৃগয়াতে ধৃত পশু পাক করে না;

Digitized by Google

কিন্তু মনুষ্যের বহুমূল্য বস্তু পরিশ্রমীর পক্ষে।
২৮ ধার্ম্মিকতার পথে জীবন থাকে ;
তাহার গমন-মার্গে মৃত্যু নাই।

১৩ জ্ঞানবান পুত্র পিতার শাসন মানে,
কিন্তু নিন্দক ভর্ৎসনা শুনে না।
২ মনুষ্য আপন মুখের ফল দ্বারা মঙ্গল ভুঞ্জে ;
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের প্রাণ দৌরাত্ম্যভোগী।
৩ যে মুখ সাবধানে রাখে, সে প্রাণ রক্ষা করে ;
যে ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেয়, তাহার সর্ব্বনাশ হয়।
৪ অলসের প্রাণ লালসা করে, কিছুই পায় না ;
কিন্তু পরিশ্রমীদের প্রাণ পুষ্ট হয়।
৫ ধার্ম্মিক মিথ্যা কথা ঘৃণা করে ;
কিন্তু দুষ্ট লোক দুর্গন্ধস্বরূপ, সে আশাভঙ্গ জন্মায়।
৬ ধার্ম্মিকতা আচরণের সিদ্ধতা রক্ষা করে ;
কিন্তু দুষ্টতা পাপীকে পাড়িয়া ফেলে।
৭ কেহ আপনাকে ধনী দেখায়, কিন্তু তাহার কিছুই নাই ;
কেহ বা আপনাকে দরিদ্র দেখায়, কিন্তু তাহার মহাধন আছে।
৮ মানুষের ধন তাহার প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত ;
কিন্তু দরিদ্র তর্জ্জন শুনে না।
৯ ধার্ম্মিকদের দীপ্তি আনন্দ করে ;
কিন্তু দুষ্টদের প্রদীপ নিবিয়া যায়।
১০ অহঙ্কারে কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয় ;
কিন্তু যাহারা পরামর্শ মানে, প্রজ্ঞা তাহাদের সহবর্ত্তী।
১১ অলীকতায় অর্জ্জিত ধন ক্ষয় পায় ;
কিন্তু যে হস্তে করিয়া সঞ্চয় করে, সে অধিক পায়।
১২ আশাসিদ্ধির বিলম্ব হৃদয়ের পীড়াজনক ;
কিন্তু বাঞ্ছার সিদ্ধি জীবনবৃক্ষ।
১৩ যে বাক্য তুচ্ছ করে, সে আপনার সর্ব্বনাশ ঘটায় ;
যে ভয়পূর্ব্বক আজ্ঞা মানে, সে পুরস্কার পায়।
১৪ জ্ঞানবানের ব্যবস্থা জীবনের উৎস,
তাহা মৃত্যুর ফাঁদ হইতে দূরে যাইবার পথ।
১৫ সুবিবেচনা অনুগ্রহজনক,
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের পথ বন্ধুর।
১৬ যে কেহ সতর্ক, সে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধি মূর্খতা বিস্তার করে।
১৭ দুষ্ট দূত বিপদে পড়ে,
কিন্তু বিশ্বস্ত দূত আরোগ্যস্বরূপ।
১৮ যে শাসন অমান্য করে, সে দরিদ্রতা ও লজ্জা পায় ;
কিন্তু যে অনুযোগ মান্য করে, সে সম্মানিত হয়।
১৯ অভীষ্টসিদ্ধি প্রাণে মধুর বোধ হয় ;
কিন্তু মন্দ হইতে অপসরণ হীনবুদ্ধিদের ঘৃণিত।
২০ জ্ঞানীদের সহচর হও, জ্ঞানী হইবে ;
কিন্তু যে হীনবুদ্ধিদের বন্ধু, সে ভগ্ন হইবে।
২১ অমঙ্গল পাপীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ে ;
কিন্তু ধার্ম্মিকদিগকে মঙ্গলরূপ পুরস্কার দত্ত হয়।
২২ সৎ লোক পুত্রদের পুত্রগণের জন্য অধিকার রাখিয়া যায় ;
কিন্তু পাপীর ধন ধার্ম্মিকের নিমিত্তে সঞ্চিত হয়।
২৩ দরিদ্রগণের ভূমির চাসে খাদ্যবাহুল্য হয় ;
কিন্তু বিচারের অভাবে কেহ কেহ নষ্ট হয়।
২৪ যে দণ্ড না দেয়, সে পুত্রকে দ্বেষ করে ;
কিন্তু যে তাহাকে প্রেম করে, সে সযত্নে শাস্তি দেয়।
২৫ ধার্ম্মিক প্রাণের তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করে ;
কিন্তু দুষ্টদের উদর শূন্য থাকে।

১৪ স্ত্রীলোকদের বিজ্ঞতা তাহাদের গৃহ গাঁথে ;
কিন্তু অজ্ঞানতা স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে।
২ যে আপন সারল্যে চলে, সেই সদাপ্রভুকে ভয় করে ;
কিন্তু বক্রপথগামী তাঁহাকে তুচ্ছ করে।
৩ অজ্ঞানের মুখে অহঙ্কারের দণ্ড থাকে ;
কিন্তু জ্ঞানবানদের ওষ্ঠ তাহাদিগকে রক্ষা করে।
৪ গোরু না থাকিলে যাবপাত্র পরিষ্কার থাকে ;
কিন্তু বলদের বলে ধনের বাহুল্য হয়।
৫ বিশ্বসনীয় সাক্ষী মিথ্যা কথা কহে না ;
কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী অসত্য নিশ্বসিত করে।
৬ নিন্দক প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে, তাহা পায় না ;
কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে জ্ঞান সুলভ।
৭ তুমি হীনবুদ্ধির সম্মুখে গমন কর,
তাহার কাছে জ্ঞানের ওষ্ঠাধর দেখিবে না।
৮ নিজ পথ বুঝিয়া লওয়া সতর্কের প্রজ্ঞা,
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের অজ্ঞানতা ছলমাত্র।
৯ অজ্ঞানেরা দোষকে উপহাসের বিষয় বলে ;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের কাছে অনুগ্রহ থাকে।
১০ অন্তঃকরণ আপনার তিক্ততা বুঝে,
অপর লোক তাহার আনন্দের ভাগী হইতে পারে না।
১১ দুষ্টদের বাটী বিনষ্ট হইবে ;
কিন্তু সরলদের তাম্বু সতেজ হইবে।
১২ একটী পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল ;
কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ।
১৩ হাস্যকালেও মনোদুঃখ হয়,
আর আনন্দের পরিণাম খেদ।
১৪ যে চিত্তে বিপথগামী, সে নিজ কার্য্যফলে পূর্ণ হয় ;
কিন্তু সৎ লোক আপনা হইতে তৃপ্ত হয়।
১৫ অবোধ লোক যাবতীয় কথায় প্রত্যয় করে,

Digitized by Google

কিন্তু সতর্ক লোক নিজ পাদবিক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখে।
১৬ জ্ঞানবান ভয় করিয়া মন্দ হইতে অপসরণ করে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধি অভিমানী ও দুঃসাহসী।
১৭ আশুক্রোধী অজ্ঞানের কার্য্য করে,
আর কুকল্পনাকারী ঘৃণার পাত্র হয়।
১৮ অবোধদের অধিকার অজ্ঞানতা ;
কিন্তু সতর্কেরা জ্ঞানমুকুটে বিভূষিত হয়।
১৯ দুর্বৃত্তেরা সুজনদের সম্মুখে প্রণত হয়,
আর দুষ্টেরা ধার্ম্মিকের দ্বারে প্রণত হয়।
২০ দরিদ্র আপন প্রতিবাসীরও ঘৃণিত,
কিন্তু ধনবানের অনেক বন্ধু আছে।
২১ যে প্রতিবাসীকে তুচ্ছ করে, সে পাপ করে ;
কিন্তু যে দীনহীনদের প্রতি কৃপা করে, সে ধন্য।
২২ যাহারা অনিষ্ট কল্পনা করে, তাহারা কি ভ্রান্ত হয় না ?
কিন্তু যাহারা মঙ্গল কল্পনা করে, তাহারা দয়া ও সত্য পায়।
২৩ যাবতীয় পরিশ্রমেই সংস্থান হয়,
কিন্তু ওষ্ঠের বাচালতায় কেবল অভাব ঘটে।
২৪ জ্ঞানবানদের ধনই তাহাদের মুকুট ;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের অজ্ঞানতা অজ্ঞানতামাত্র।
২৫ সত্যবাদী সাক্ষী পরের প্রাণ রক্ষা করে ;
কিন্তু অসত্যভাষী ছলনাস্বরূপ।
২৬ সদাপ্রভুর ভয় দৃঢ় বিশ্বাসভূমি ;
তাঁহার সন্তানগণ আশ্রয়-স্থান পাইবে।
২৭ সদাপ্রভুর ভয় জীবনের উৎস,
তাহা মৃত্যুর ফাঁদ হইতে দূরে যাইবার পথ।
২৮ প্রজাবাহুল্যে রাজার শোভা হয় ;
কিন্তু জনবৃন্দের অভাবে ভূপতির সর্ব্বনাশ ঘটে।
২৯ যে ক্রোধে ধীর, সে বড় বুদ্ধিমান ;
কিন্তু আশুক্রোধী অজ্ঞানতা তুলিয়া ধরে।
৩০ শান্ত হৃদয় শরীরের জীবন ;
কিন্তু ঈর্ষা অস্থি সকলের ক্ষয়স্বরূপ।
৩১ যে দীনহীনের প্রতি উপদ্রব করে, সে তাহার নির্ম্মাতাকে টিট্‌কারি দেয় ;
কিন্তু যে দরিদ্রের প্রতি কৃপা করে, সে তাঁহাকে সম্মান করে।
৩২ দুষ্ট লোক আপন দুষ্কার্য্যে নিপাতিত হয়,
কিন্তু ধার্ম্মিক মরণকালে আশ্রয় পায়।
৩৩ জ্ঞানবানের হৃদয়ে প্রজ্ঞা বিশ্রাম করে,
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের অন্তরে যাহা থাকে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।
৩৪ ধার্ম্মিকতা জাতিকে উন্নত করে,
কিন্তু পাপ লোকবৃন্দের কলঙ্ক।
৩৫ যে দাস জ্ঞানপূর্ব্বক চলে, তাহার প্রতি রাজার অনুগ্রহ বর্ত্তে ;
কিন্তু লজ্জাদায়ী তাঁহার ক্রোধের পাত্র হয়।

১৫ কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে,
কিন্তু কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে।
২ জ্ঞানীদের জিহ্বা প্রকৃতরূপে জ্ঞান ব্যক্ত করে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের মুখ অজ্ঞানতা উদ্গার করে।
৩ সদাপ্রভুর নেত্রযুগল সর্ব্বত্র আছে,
তাহা অধম ও উত্তমদিগকে অবলোকন করে।
৪ জিহ্বার স্বাস্থ্য জীবনবৃক্ষ ;
কিন্তু তাহার বৈকল্যে আত্মা ভগ্ন হয়।
৫ অজ্ঞান আপন পিতার শাসন অগ্রাহ্য করে ;
কিন্তু যে অনুযোগ মানে, সেই সতর্ক হয়।
৬ ধার্ম্মিকের গৃহে মহাধন আছে ;
কিন্তু দুষ্টের আয়ে উদ্বেগ আছে।
৭ জ্ঞানবানদের ওষ্ঠাধর জ্ঞান বিকিরণ করে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের চিত্ত স্থির নয়।
৮ দুষ্টদের বলিদান সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ ;
কিন্তু সরলদের প্রার্থনা তাঁহার তুষ্টিজনক।
৯ দুষ্টদের পথ সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ ;
কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকতার অনুগামীকে ভাল বাসেন।
১০ সৎপথত্যাগীর জন্য দুঃখদায়ক শাস্তি আছে ;
যে অনুযোগ ঘৃণা করে, সে মরিবে।
১১ পাতাল ও বিনাশস্থান সদাপ্রভুর দৃষ্টিগোচর ;
তবে মনুষ্য-সন্তানদের হৃদয়ও কি তদ্রূপ নয় ?
১২ নিন্দক অনুযোগ ভাল বাসে না ;
সে জ্ঞানবানের কাছে যায় না।
১৩ আনন্দিত মন মুখকে প্রফুল্ল করে,
কিন্তু মনের ব্যথায় আত্মা ভগ্ন হয়।
১৪ বুদ্ধিমানের মন জ্ঞান অন্বেষণ করে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের মুখ অজ্ঞানতা-ক্ষেত্রে চরে।
১৫ দুঃখীর যাবতীয় দিন অশুভ ;
কিন্তু যাহার হৃষ্ট মন, তাহার সতত ভোজ।
১৬ উদ্বেগের সহিত প্রচুর ধন অপেক্ষা
বরং সদাপ্রভুর ভয়ের সহিত অল্পও ভাল।
১৭ দ্বেষভাবের সহিত পুষ্ট গোরু অপেক্ষা
বরং প্রেমভাবের সহিত শাক ভক্ষণ ভাল।
১৮ ক্রোধী ব্যক্তি বিবাদ উত্তেজিত করে ;
কিন্তু যে ক্রোধে ধীর, সে বিবাদ ক্ষান্ত করে।
১৯ অলসের পথ কন্টকের বেড়ার ন্যায় ;
কিন্তু সরলদের পথ রাজপথ।
২০ জ্ঞানবান পুত্র পিতার আনন্দ জন্মায় ;
কিন্তু হীনবুদ্ধি লোক মাতাকে তুচ্ছ করে।
২১ নির্ব্বোধ অজ্ঞানতায় আনন্দ করে,
কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সরল পথে চলে।
২২ মন্ত্রণার অভাবে সঙ্কল্প সকল ব্যর্থ হয় ;
কিন্তু মন্ত্রিবাহুল্যে সে সকল স্থির হয়।
২৩ মানুষ আপন মুখের উত্তরে আনন্দ পায় ;
আর যথাকালে কথিত বাক্য কেমন উত্তম !
২৪ বুদ্ধিমানের জন্য জীবনের পথ ঊর্দ্ধগামী,

Digitized by Google

যেন সে অধঃস্থিত পাতাল হইতে দূরে যায়।
২৫ সদাপ্রভু অহঙ্কারীদের বাটী উন্মূলন করেন,
কিন্তু বিধবার সীমা স্থির রাখেন।
২৬ কুসঙ্কল্প সকল সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ,
কিন্তু মনোহর কথা শুচি।
২৭ লোভী আপন পরিজনের কন্টক ;
কিন্তু যে উৎকোচ ঘৃণা করে, সে জীবিত থাকে।
২৮ ধার্ম্মিকের মন উত্তর করিবার নিমিত্ত চিন্তা করে ;
কিন্তু দুষ্টদের মুখ হিংসার কথা উদ্গার করে।
২৯ সদাপ্রভু দুষ্টদের হইতে দূরে থাকেন,
কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকদের প্রার্থনা শুনেন।
৩০ চক্ষুর জ্যোতিঃ চিত্তকে আনন্দিত করে,
মঙ্গল-সমাচার অস্থি সকল পুষ্ট করে।
৩১ যাহার কর্ণ জীবনদায়ক অনুযোগ শুনে,
সে জ্ঞানীদের মধ্যে অবস্থিতি করিবে।
৩২ যে শাসন অমান্য করে, সে আপন প্রাণকে
অবজ্ঞা করে ;
কিন্তু যে অনুযোগ শুনে, সে বুদ্ধি উপার্জ্জন করে।
৩৩ সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার উপদেশ,
আর নম্রতা সম্মানের অগ্রবর্ত্তিনী।

১৬ মনুষ্য ত হৃদয়ে নানা সঙ্কল্প করে,
কিন্তু জিহ্বার উত্তর সদাপ্রভু হইতে হয়।
২ মানুষের যাবতীয় পথ নিজের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ;
কিন্তু সদাপ্রভুই আত্মা সকল তৌল করেন।
৩ তোমার কার্য্যের ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর,
তাহাতে তোমার সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইবে।
৪ সদাপ্রভু সকলই স্ব স্ব উদ্দেশ্যে করিয়াছেন,
দুষ্টকেও দুর্দ্দশাদিনের নিমিত্ত করিয়াছেন।
৫ অভিমানি-চিত্ত প্রত্যেকে সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ,
হস্তে হস্ত দিলেও সে অদণ্ডিত থাকিবে না।
৬ দয়ায় ও সত্যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়,
আর সদাপ্রভুর ভয়ে মনুষ্য মন্দ হইতে অপসরণ
করে।
৭ মানুষের পথ যখন সদাপ্রভুর সন্তোষজনক হয়,
তখন তিনি তাহার শত্রুদিগকেও তাহার প্রণয়ী
করেন।
৮ অন্যায়ের সহিত প্রচুর আয় অপেক্ষা
ধার্ম্মিকতার সহিত অল্পও ভাল।
৯ মনুষ্যের মন আপন পথের বিষয় সঙ্কল্প করে ;
কিন্তু সদাপ্রভু তাহার পাদবিক্ষেপ স্থির করেন।
১০ রাজার ওষ্ঠে ঐশ বিচারাজ্ঞা থাকে,
বিচারে তাঁহার মুখ সত্যলঙ্ঘন করিবে না।
১১ যথার্থ তরাজু ও নিক্তি সদাপ্রভুরই ;
থলিয়ার বাটখারা সকল তাঁহার নিরূপিত।
১২ দুষ্টতার অনুষ্ঠান রাজাদের ঘৃণাস্পদ ;
যেহেতুক ধার্ম্মিকতায় সিংহাসন স্থির থাকে।
১৩ ধর্ম্মশীল ওষ্ঠাধর রাজগণের প্রিয়,
তাঁহারা ন্যায়বাদীকে ভাল বাসেন।
১৪ রাজার ক্রোধ যমদূতগণের ন্যায় ;
কিন্তু জ্ঞানবান লোক তাহা শান্ত করে।
১৫ রাজার মুখের প্রসন্নতায় জীবন,
তাঁহার অনুগ্রহ অন্তিম বর্ষার মেঘ।
১৬ সুবর্ণ অপেক্ষা প্রজ্ঞালাভ কেমন উত্তম।
রৌপ্য অপেক্ষা বিবেচনালাভ বরণীয়।
১৭ মন্দ হইতে অপসরণই সরলদের রাজপথ ;
যে আপন পথ রক্ষা করে, সে প্রাণ বাঁচায়।
১৮ বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার জন্মে,
পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব জন্মে।
১৯ বরং দীনহীনদের সহিত নম্র হওয়া ভাল,
তবু অহঙ্কারীদের সহিত লুট বিভাগ করা ভাল
নয়।
২০ যে বাক্যে মন দেয়, সে মঙ্গল পায় ;
এবং যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে ধন্য।
২১ বিজ্ঞচিত্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত হয় ;
এবং ওষ্ঠের বাক্যমাধুরী পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি করে।
২২ বিবেচনা বিবেচকের পক্ষে জীবনের উনুই ;
কিন্তু অজ্ঞানতা অজ্ঞানদের শাস্তি।
২৩ জ্ঞানবানের হৃদয় তাহার মুখকে বুদ্ধি দেয়,
তাহার ওষ্ঠে উত্তরোত্তর পাণ্ডিত্য যোগায়।
২৪ মনোহর বাক্য মৌচাকের ন্যায় ;
তাহা প্রাণের পক্ষে মধুর, অস্থির পক্ষে স্বাস্থ্যকর।
২৫ একটী পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল,
কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ।
২৬ শ্রমীর ক্ষুধাই তাহাকে পরিশ্রম করায় ;
বস্তুতঃ তাহার মুখ তাহাকে পীড়াপীড়ি করে।
২৭ পাষণ্ড খনন করিয়া অনিষ্ট তোলে,
তাহার ওষ্ঠে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে।
২৮ কুটিল ব্যক্তি বিবাদ বিস্তার করে,
পরীবাদক মিত্রভেদ জন্মায়।
২৯ অত্যাচারী প্রতিবাসীকে লোভ দেখায়,
এবং তাহাকে মন্দ পথে লইয়া যায়।
৩০ সে কুটিল সঙ্কল্প করণার্থে চক্ষু মুদ্রিত করে,
ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া দুষ্কর্ম্ম সিদ্ধ করে।
৩১ পক্ক কেশ শোভার মুকুট ;
তাহা ধার্ম্মিকতার পথে পাওয়া যায়।
৩২ যে ক্রোধে ধীর, সে বীর হইতেও উত্তম,
নিজ আত্মার শাসনকারী নগরজয়কারী হইতেও
শ্রেষ্ঠ।
৩৩ গুলিবাঁট কোলে ফেলা যায়,
কিন্তু তাহার সমস্ত নিষ্পত্তি সদাপ্রভু হইতে হয়।

১৭ বিবাদযুক্ত ভোজে পরিপূর্ণ গৃহ অপেক্ষা
শান্তিযুক্ত এক শুষ্ক গ্রাসও ভাল।
২ যে দাস বুদ্ধিপূর্ব্বক চলে, সে লজ্জাদায়ী পুত্রের
উপরে কর্তৃত্ব পায়,
ভ্রাতাদের মধ্যে সে অধিকারের অংশী হয়।
৩ মুষী রৌপ্যের ও হাফর সুবর্ণের,

Digitized by Google

কিন্তু সদাপ্রভুই চিত্তের পরীক্ষা করেন।
৪ দুরাচার দুষ্ট ওষ্ঠাধরের কথা শুনে ;
মিথ্যাবাদী হিংস্র জিহ্বায় কর্ণপাত করে।
৫ যে দীনহীনকে পরিহাস করে, সে তাহার নির্ম্মাতাকে টিট্‌কারি দেয় ;
যে বিপদে আনন্দ করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না।
৬ পুত্রদের পুত্রগণ বৃদ্ধদিগের মুকুট,
এবং পিতারাই বালকদের শোভা।
৭ বাক্‌পটু ওষ্ঠ মূর্খের অনুপযুক্ত,
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ মহোদয়ের আরও অনুপযুক্ত।
৮ গ্রাহকের দৃষ্টিতে দান বহুমূল্য মণির ন্যায় ;
তাহা যে দিকে ফিরে, সেই দিকে কৃতকার্য্য হয়।
৯ যে অধর্ম্ম আচ্ছাদন করে, সে প্রেমের অন্বেষণ করে ;
কিন্তু যে পুনঃ পুনঃ এক কথা বলে, সে মিত্রভেদ জন্মায়।
১০ বুদ্ধিমানের মনে অনুযোগ যত লাগে,
হীনবুদ্ধির মনে এক শত প্রহারও তত লাগে না।
১১ দুর্জ্জন কেবল বিদ্রোহ চেষ্টা করে,
তাহার বিপরীতে নিষ্ঠুর দূত প্রেরিত হইবে।
১২ বরং হৃতবৎসা ভল্লুকী মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করুক,
তবু অজ্ঞানতা-মগ্ন হীনবুদ্ধি না করুক।
১৩ যে উপকার পাইয়া অপকার করে,
অপকার তাহার বাটী ত্যাগ করিবে না।
১৪ বিবাদের আরম্ভ সেতুভঙ্গ জলের ন্যায় ;
অতএব উচ্চণ্ড হইবার পূর্ব্বে বিবাদ ত্যাগ কর।
১৫ যে দুষ্টকে নির্দ্দোষ করে, ও যে ধার্ম্মিককে দোষী করে,
তাহারা উভয়েই সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ।
১৬ হীনবুদ্ধির হস্তে অর্থ কেন থাকিবে ?
কি প্রজ্ঞা ক্রয় করণার্থে ? তাহার ত বুদ্ধি নাই।
১৭ বন্ধু সর্ব্বসময়ে প্রেম করে,
ভ্রাতা দুর্দ্দশার জন্য জন্মে।
১৮ হীনবুদ্ধি হস্তে তালী দেয়,
প্রতিবাসীর সম্মুখে প্রতিভূ হয়।
১৯ যে বিরোধ ভাল বাসে, সে অধর্ম্ম ভাল বাসে ;
যে আপন দ্বার উচ্চ করে, সে বিনাশ অন্বেষণ করে,
২০ যে কুটিলমনা, সে মঙ্গল পায় না ;
যাহার জিহ্বা বক্র, সে বিপদে পতিত হয়।
২১ হীনবুদ্ধির জন্মদাতা আপনার খেদ জন্মায় ;
মূর্খের পিতা আনন্দ পায় না।
২২ সানন্দ হৃদয় আরোগ্যজনক ;
কিন্তু ভগ্ন আত্মা অস্থি শুষ্ক করে।
২৩ দুষ্ট লোক ক্রোড় হইতে উৎকোচ লয়,
বিচারের পথ বক্র করিবার জন্য।
২৪ প্রজ্ঞা বুদ্ধিমানের সম্মুখেই থাকে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধির দৃষ্টি পৃথিবীর অন্তে যায়।
২৫ হীনবুদ্ধি পুত্র আপন পিতার মনস্তাপস্বরূপ,
আর সে আপন জননীর শোক জন্মায়।
২৬ ধার্ম্মিকের অর্থদণ্ড করাও অনুচিত,
যাথার্থ্যের জন্য মহোদয়দিগকে প্রহার করাও অনুচিত।
২৭ যে বাক্য সম্বরণ করে, সে জ্ঞানবান ;
আর যে শীতলাত্মা, সে বুদ্ধিমান।
২৮ মূর্খও নীরব থাকিলে জ্ঞানবান বলিয়া গণিত হয় ;
যে ওষ্ঠাধর বদ্ধ রাখে, সে বুদ্ধিমান।

১৮ যে আপনাকে পৃথক্ করে, সে নিজ অভীষ্ট চেষ্টা করে,
ও যাবতীয় বুদ্ধিকৌশলের বিরুদ্ধে উচ্চণ্ড হয়।
২ হীনবুদ্ধি বিবেচনায় প্রীত হয় না,
কেবল নিজ মনেরই কথা প্রকাশে প্রীত হয়।
৩ দুষ্ট আসিলে তুচ্ছতাচ্ছল্য আইসে,
আর অপমানের সহিত দুর্নাম আইসে।
৪ মানুষের মুখের কথা গভীর জলের ন্যায়,
প্রজ্ঞার উৎস স্রোতোবাহী প্রণালীর ন্যায়।
৫ দুষ্টের মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়,
বিচারে ধার্ম্মিককে ঠেলিয়া ফেলা ভাল নয়।
৬ হীনবুদ্ধি ওষ্ঠ বিবাদ সঙ্গে করিয়া আইসে,
তাহার মুখ মার মার বলিয়া ডাকে।
৭ হীনবুদ্ধির মুখ তাহার সর্ব্বনাশ,
তাহার ওষ্ঠ তাহার প্রাণের ফাঁদ।
৮ কর্ণেজপের কথা মিষ্টান্নবৎ,
তাহা উদরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়।
৯ যে ব্যক্তি আপন কার্য্যে অলস,
সে বিনাশকের সহোদর।
১০ সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ ;
ধার্ম্মিক তাহারই মধ্যে পলাইয়া রক্ষা পায়।
১১ ধনবানের ধনই তাহার দৃঢ় নগর,
তাহার বোধে তাহা উচ্চ প্রাচীর।
১২ বিনাশের পূর্ব্বে মনুষ্যের মন গর্ব্বিত হয়,
আর নম্রতা সম্মানের অগ্রবর্ত্তিনী।
১৩ শুনিবার পূর্ব্বে যে উত্তর করে,
তাহা তাহার পক্ষে অজ্ঞানতা ও অপমান।
১৪ মানুষের আত্মা তাহার ব্যথা সহিতে পারে,
কিন্তু ভগ্ন আত্মা কে সহিতে পারে ?
১৫ বুদ্ধিমানের চিত্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করে,
এবং জ্ঞানবানদের কর্ণ জ্ঞানের সন্ধান করে।
১৬ মানুষের উপহার তাহার জন্য পথ করে,
বড় লোকদের সাক্ষাতে তাহাকে উপস্থিত করে।
১৭ যে প্রথমে নিজ পক্ষ সমর্থন করে, তাহাকে ধার্ম্মিক বোধ হয় ;
কিন্তু তাহার প্রতিবাসী আসিয়া তাহার পরীক্ষা করে।

Digitized by Google

১৮ গুলিবাঁট দ্বারা বিবাদের নিবৃত্তি হয়,
বলবানদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন হয়।
১৯ বিরক্ত ভ্রাতা দৃঢ় নগর অপেক্ষা [দুর্জ্জয়],
আর বিবাদ দুর্গের অর্গলস্বরূপ।
২০ মানুষের উদর তাহার মুখের ফলে তৃপ্ত হয়,
সে আপন ওষ্ঠের কৃত উপার্জ্জনে তৃপ্ত হয়।
২১ মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন ;
যে কেহ তাহা ভাল বাসে, সে তাহার ফল ভোগ করিবে।
২২ যে ভার্য্যা পায়, সে উৎকৃষ্ট বস্তু পায়,
এবং সদাপ্রভুর কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।
২৩ দরিদ্র লোক অনুনয় বিনয় করে ;
কিন্তু ধনবান কঠিন উত্তর দেয়।
২৪ যাহার অনেক বন্ধু, তাহার সর্ব্বনাশ হয় ;
কিন্তু ভ্রাতা অপেক্ষাও অধিক প্রেমাসক্ত এক বন্ধু আছেন।

১৯ যে দরিদ্র আপন সিদ্ধতায় চলে,
সে কুটিলোষ্ঠ হীনবুদ্ধি অপেক্ষা ভাল।
২ প্রাণ জ্ঞানহীন হইলে মঙ্গল নাই,
যে ক্রত পাদবিক্ষেপ করে, সে পাপ করে।
৩ মানুষের অজ্ঞানতা তাহার পথ বিপরীত করে,
আর তাহার চিত্ত সদাপ্রভুর উপরে রুষ্ট।
৪ ধন দ্বারা অনেক বন্ধুলাভ হয় ;
কিন্তু দরিদ্র আপন বন্ধু হইতে পৃথক্ হয়।
৫ মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না,
মিথ্যাভাষী রক্ষা পাইবে না।
৬ অনেকে বদান্যের স্তুতিবাদ করে,
এবং সকলে দানশীলের বন্ধু হয়।
৭ দরিদ্রের ভ্রাতারা সকলে তাহাকে দ্বেষ করে,
তাহার বন্ধুগণও তাহা হইতে দূরে যায় ;
সে আলাপের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারা নাই।
৮ যে বুদ্ধি উপার্জ্জন করে, সে আপন প্রাণকে প্রেম করে,
যে বিবেচনা রক্ষা করে, সে মঙ্গল পায়।
৯ মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না,
মিথ্যাভাষী বিনাশ পাইবে।
১০ সুখভোগ হীনবুদ্ধির অনুপযুক্ত,
অনাধ্যক্ষদের উপরে দাসের কর্ত্তৃত্বও অনুপযুক্ত।
১১ মানুষের বুদ্ধি তাহাকে ক্রোধে ধীর করে,
আর দোষ ছাড়িয়া দেওয়া তাহার শোভা।
১২ রাজার কোপ সিংহনাদের তুল্য ;
কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ তৃণের উপরিস্থ শিশিরবৎ।
১৩ হীনবুদ্ধি পুত্র পিতার বিপদজনক,
আর বিবাদ অবিরত বিন্দুপাতের তুল্য।
১৪ বাটী ও ধন পৈতৃক অধিকার ;
কিন্তু বুদ্ধিমতী ভার্য্যা সদাপ্রভু হইতে পাওয়া যায়।
১৫ আলস্য অগাধ নিদ্রায় মগ্ন করে,
এবং অলস প্রাণ ক্ষুধার্ত্ত হয়।
১৬ যে আজ্ঞা পালন করে, সে আত্মপ্রাণ রক্ষা করে ;
যে আপন পথ উপেক্ষা করে, সে মরিবে।
১৭ যে দরিদ্রকে কৃপা করে, সে সদাপ্রভুকে ঋণ দেয় ;
তিনি তাহাকে সেই উপকারের পরিশোধ করিবেন।
১৮ তোমার পুত্রের শাসন কর, কারণ আশা আছে,
তোমার প্রাণ তাহার মৃত্যু ঘটাইবার বাসনা না করুক।
১৯ অতি ক্রুদ্ধ লোক দণ্ডের পাত্র ;
[তাহাকে] যদি উদ্ধার কর, আবার করিতে হইবে।
২০ পরামর্শ শুন, শাসন গ্রহণ কর,
যেন তুমি চরমকালে জ্ঞানবান হও।
২১ মানুষের মনে অনেক সঙ্কল্প হয়,
কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকিবে।
২২ মনুষ্যের বাসনাই তাহার দয়ার পরিমাণ,
এবং মিথ্যাবাদী অপেক্ষা দরিদ্র লোক ভাল।
২৩ সদাপ্রভুর ভয় জীবনদায়ক,
যাহার তাহা আছে, সে তৃপ্ত হইয়া বসতি করে,
অমঙ্গল তাহার নিকটে যায় না।
২৪ অলস থালে হস্ত ডুবায়,
পুনর্ব্বার মুখে দিতেও চাহে না।
২৫ নিন্দককে প্রহার করিলে অবোধ চতুর হয়,
বুদ্ধিমানকে অনুযোগ করিলে সে জ্ঞানবোদ্ধা হয়।
২৬ যে পিতাকে অর্থহীন করে ও মাতাকে তাড়াইয়া দেয়,
সে লজ্জাকর ও অপমানজনক পুত্র।
২৭ হে বৎস, শাসন মানিতে নিবৃত্ত হইলে
তুমি জ্ঞানের কথা হইতে ভ্রান্ত হইবে।
২৮ পাষণ্ড সাক্ষী বিচারের নিন্দা করে,
দুষ্টগণের মুখ অধর্ম্ম গ্রাস করে।
২৯ নিন্দকদের নিমিত্তে দণ্ডাজ্ঞা প্রস্তুত,
মূর্খদের পৃষ্ঠের নিমিত্তে কোড়া প্রস্তুত।

২০ দ্রাক্ষারস নিন্দক ; সুরা কলহকারিণী ;
যে তাহাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়।
২ রাজার ভয়ঙ্করতা সিংহনাদের ন্যায় ;
যে তাঁহার ক্রোধ জন্মায়, সে আপন প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করে।
৩ বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের গৌরব ;
কিন্তু মূর্খমাত্রেই বিবাদ করিবে।
৪ শীত প্রযুক্ত অলস হাল বহে না,
শস্যের সময়ে সে চাহিবে, কিন্তু কিছুই মিলিবে না।
৫ মনুষ্যের হৃদ্গত পরামর্শ গভীর জলের ন্যায় ;
কিন্তু বুদ্ধিমান তাহা তুলিয়া আনিবে।
৬ অনেক লোক স্ব স্ব সাধুতার কীর্ত্তন করে,

Digitized by Google

কিন্তু বিশ্বস্ত মনুষ্য কে খুঁজিয়া পাইতে পারে ?
৭ যে ধার্ম্মিক আপন সিদ্ধতায় চলে,
তাহার পরে তাহার সন্তানগণ ধন্য।
৮ যে রাজা বিচারাসনে বসেন,
তিনি দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত দৌর্জ্জন্য উড়াইয়া দেন।
৯ কে বলিতে পারে, আমি চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়াছি,
নিজ পাপ হইতে শুচি হইয়াছি ?
১০ ভিন্ন ভিন্ন বাটখারা ও ভিন্ন ভিন্ন ঐকা,
উভয়ই সদাপ্রভুর ঘৃণিত।
১১ বালকও কার্য্য দ্বারা আপন পরিচয় দেয়,
তাহার কর্ম্ম বিশুদ্ধ ও সরল কি না, জানায়।
১২ শ্রবণকারী কর্ণ ও দর্শনকারী চক্ষু,
এই উভয়ই সদাপ্রভুর নির্ম্মিত।
১৩ নিদ্রাকে ভাল বাসিও না, পাছে দীনতা ঘটে ;
তুমি চক্ষু মেল, খাদ্যে তৃপ্ত হইবে।
১৪ ক্রেতা বলে, ভাল নয়, ভাল নয় ;
কিন্তু যখন চলিয়া যায়, তখন শ্লাঘা করে।
১৫ সুবর্ণ আছে, অনেক মুক্তাও আছে,
কিন্তু জ্ঞানবিশিষ্ট ওষ্ঠ অমূল্য রত্ন।
১৬ যে অপরের প্রতিভূ হয়, তাহার বস্ত্র লও ;
যে বিজাতীয়দের প্রতিভূ হয়, তাহার সর্ব্বস্ব বন্ধকরূপে লও।
১৭ মিথ্যা কথার ফল মানুষের মিষ্ট বোধ হয়,
কিন্তু পশ্চাৎ তাহার মুখ কাঁকরে পরিপূর্ণ হয়।
১৮ পরামর্শ দ্বারা সকল সঙ্কল্প স্থির হয় ;
তুমি সুমন্ত্রণা সহযোগে যুদ্ধ কর।
১৯ যে কর্ণেজপ হইয়া বেড়ায়, সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে ;
যাহার মুখ আল্‌গা, তাহার সহিত ব্যবহার করিও না।
২০ যে আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়,
ঘোর অন্ধকারে তাহার প্রদীপ নিবিয়া যায়।
২১ যে অধিকার প্রথমে ত্বরায় পাওয়া যায়,
তাহার চরম ফল আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে না।
২২ বলিও না, অপকারের প্রতিফল দিব ;
সদাপ্রভুর অপেক্ষা কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।
২৩ ভিন্ন ভিন্ন বাটখারা সদাপ্রভুর ঘৃণিত,
ছলনার তৌল-দণ্ড ভাল নয়।
২৪ নরের পাদবিক্ষেপ সদাপ্রভু হইতে হয়,
তবে মানুষ কেমন করিয়া আপন পথ বুঝিবে ?
২৫ হঠাৎ পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করা,
আর মানতের পর বিচার করা, মনুষ্যের পক্ষে ফাঁদস্বরূপ।
২৬ জ্ঞানবান রাজা দুষ্টগণকে ঝাড়িয়া ফেলেন,
তাহাদের উপর দিয়া চক্র চালান।
২৭ মনুষ্যের আত্মা সদাপ্রভুর প্রদীপ,
তাহা মর্ম্মরূপ অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে।
২৮ দয়া ও সত্য রাজাকে রক্ষা করে ;
দয়ায় তিনি আপন সিংহাসন স্থির রাখেন।
২৯ যুবকদের বলই তাহাদের শোভা,
আর পক্ক কেশ বৃদ্ধ লোকদিগের শ্রী।
৩০ প্রহারের কালশিরা দৌর্জ্জন্যের মার্জ্জনী,
দণ্ডাঘাত মর্ম্মের মর্ম্মে প্রবেশ করে।

২১ সদাপ্রভুর হস্তে রাজার চিত্ত জলপ্রণালীর ন্যায় ;
তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে তাহা ফিরান।
২ মানুষের যাবতীয় পথ নিজের দৃষ্টিতে সরল,
কিন্তু সদাপ্রভু হৃদয় সকল তৌল করেন।
৩ ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়ের অনুষ্ঠান
সদাপ্রভুর কাছে বলিদান অপেক্ষা গ্রাহ্য।
৪ উচ্চদৃষ্টি ও গর্ব্বিত মন,
দুষ্টদের সেই প্রদীপ পাপময়।
৫ পরিশ্রমীর চিন্তা হইতে কেবল ধনলাভ হয়,
কিন্তু হঠকারী সকলের কেবল অভাব ঘটে।
৬ মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা ধনকোষ লাভ
চপল বাষ্পবৎ, তদন্বেষীরা মৃত্যুর অন্বেষী।
৭ দুষ্টগণের দৌর্জ্জন্য তাহাদিগকে উড়াইয়া দেয়,
কেননা তাহারা ন্যায়াচরণ করিতে অসম্মত।
৮ দোষ-ভারাক্রান্ত লোকের পথ অতীব বক্র ;
কিন্তু বিশুদ্ধ লোকের কর্ম্ম সরল।
৯ বরং ছাদের এক কোণে বাস করা ভাল,
তবু বিবাদিনী স্ত্রীর সহিত প্রশস্ত বাটীতে বাস করা ভাল নয়।
১০ দুষ্টের প্রাণ অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষী,
তাহার দৃষ্টিতে তাহার প্রতিবাসী কৃপা পায় না।
১১ নিন্দককে দণ্ড দিলে অবোধ বুদ্ধিমান হয়,
বুদ্ধিমানকে বুঝাইয়া দিলে সে জ্ঞানবান হয়।
১২ ধার্ম্মিক দুষ্টদের কুলের বিষয়ে বিবেচনা করেন ;
তিনি দুষ্টগণকে উল্টাইয়া বিনাশে ফেলেন।
১৩ যে দরিদ্রের ক্রন্দনে কর্ণ রোধ করে,
সে আপনি ডাকিবে, কিন্তু উত্তর পাইবে না।
১৪ গুপ্ত দান ক্রোধ শান্ত করে,
বক্ষঃস্থলে দত্ত উপঢৌকন প্রচণ্ড ক্রোধ শান্ত করে।
১৫ ন্যায়াচরণ ধার্ম্মিকের পক্ষে আনন্দ,
কিন্তু অধর্ম্মাচারীদের জন্য তাহা সর্ব্বনাশ।
১৬ যে বুদ্ধির পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে,
সে প্রেতগণের সমাজে থাকিবে।
১৭ যে আমোদ ভাল বাসে, তাহার দৈন্যদশা ঘটিবে ;
যে দ্রাক্ষারস ও তৈল ভাল বাসে, সে ধনবান হইবে না।
১৮ দুষ্ট ধার্ম্মিকদের মুক্তির মূল্যস্বরূপ,
বিশ্বাসঘাতক সরলদের স্থানীয় হইবে।
১৯ বরং নির্জ্জন ভূমিতে বাস করা ভাল,

Digitized by Google

তবু বিবাদিনী ও কোপনা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা
ভাল নয়।
২০ জ্ঞানীর নিবাসে বহুমূল্য ধনকোষ ও তৈল আছে;
কিন্তু হীনবুদ্ধি তাহা খাইয়া ফেলে।
২১ যে ধার্ম্মিকতার ও দয়ার অনুগামী,
সে জীবন, ধার্ম্মিকতা ও সম্মান পাইবে।
২২ জ্ঞানী বলবানদের নগরে উঠে,
এবং তাহার নির্ভর-স্থানের শক্তি নিপাত করে।
২৩ যে কেহ আপন মুখ ও জিহ্বা রক্ষা করে,
সে সঙ্কট হইতে আপন প্রাণ রক্ষা করে।
২৪ যে অভিমানী ও উদ্ধত, তাহার নাম নিন্দক;
সে দর্পের প্রাবল্যে কর্ম্ম করে।
২৫ অলসের অভিলাষ তাহাকে মৃত্যুসাৎ করে,
কেননা তাহার হস্ত শ্রম করিতে অসম্মত।
২৬ কেহ সমস্ত দিন অতিমাত্র লোভ করে;
কিন্তু ধার্ম্মিক দান করে, কাতর হয় না।
২৭ দুষ্টদের বলিদান ঘৃণাস্পদ,
দুষ্ট মনে আনীত হইলে তাহা আরও ঘৃণার্হ।
২৮ মিথ্যাসাক্ষী বিনষ্ট হইবে;
কিন্তু যে ব্যক্তি শুনে, সে অখণ্ড্য কথা কহিবে।
২৯ দুষ্ট লোক আপন মুখ দৃঢ় করে;
কিন্তু যে সরল, সে আপন পথ সুস্থির করে।
৩০ নাহি জ্ঞান, নাহি বুদ্ধি,
নাহি মন্ত্রণা—সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে।
৩১ যুদ্ধের দিনের তরে অশ্ব সুসজ্জিত হয়;
কিন্তু বিজয় সদাপ্রভু হইতে হয়।

২২ প্রচুর ধন অপেক্ষা সুখ্যাতি বরণীয়;
রৌপ্য ও সুবর্ণ অপেক্ষা প্রসন্নতা ভাল।
২ ধনবান ও দরিদ্র একত্র মিলে;
সদাপ্রভু তাহাদের উভয়ের নির্ম্মাতা।
৩ সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুকায়,
কিন্তু অবোধেরা অগ্রে যাইয়া দণ্ড পায়।
৪ ধন, সম্মান ও জীবন
নম্রতার ও সদাপ্রভুর ভয়ের পুরস্কার।
৫ কুটিল ব্যক্তির পথে কণ্টক ও ফাঁদ থাকে;
যে আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহাদের হইতে
দূরে থাকিবে।
৬ বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ অভ্যাস
করাও,
সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না।
৭ ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্তৃত্ব করে,
আর ঋণী মহাজনের দাস হয়।
৮ যে অধর্ম্ম-বীজ বুনে, সে দুর্গতি-শস্য কাটিবে,
আর তাহার কোপের দণ্ড লোপ পাইবে।
৯ সুনয়ন ব্যক্তি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে;
কারণ সে দীনহীনকে আপন খাদ্যের অংশ দেয়।
১০ নিন্দককে তাড়াইয়া দেও, বিবাদ বাহিরে যাইবে,
বিরোধ ও অবমাননাও ঘুচিবে।
১১ যে হৃদয়ের শুচিতা ভাল বাসে,
তাহার ওষ্ঠের অনুগ্রহের জন্য রাজাও তাহার বন্ধু
হন।
১২ সদাপ্রভুর চক্ষু জ্ঞানবানকে রক্ষা করে;
কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকের কথা উল্টাইয়া
ফেলেন।
১৩ অলস বলে, বাহিরে সিংহ আছে,
চকে গেলে আমি হত হইব।
১৪ পরকীয়াদের মুখ গভীর খাতস্বরূপ;
সদাপ্রভুর ক্রোধপাত্রই তন্মধ্যে পড়িবে।
১৫ বালকের হৃদয়ে অজ্ঞানতা বাঁধা থাকে,
কিন্তু শাসনদণ্ড তাহা তাড়াইয়া দিবে।
১৬ নিজের ধন বৃদ্ধির জন্য যে দরিদ্রের প্রতি উপ-
দ্রব করে,
আর যে ধনবানকে দান করে, উভয়েরই অভাব
ঘটে।

আরও নানাবিধ নীতিকথা।

১৭ তুমি কর্ণ পাতিয়া জ্ঞানবানদের কথা শুন,
আমার জ্ঞানে মনোনিবেশ কর।
১৮ কেননা সে সকল তোমার অন্তরে রাখিলে,
একসঙ্গে তোমার ওষ্ঠে স্থির থাকিলে, সুখদ
হইবে।
১৯ সদাপ্রভু যেন তোমার আশ্রয় হন,
তজ্জন্য আমি তোমাকে, তোমাকেই অদ্য এই
সকল জানাইলাম।
২০ আমি তোমার কাছে কি অত্যুৎকৃষ্ট কথা,
যুক্তি ও জ্ঞানবিষয়ক কথা লিখি নাই?
২১ ইহাতে তোমাকে সত্যের বাক্যের নিশ্চয়তা
জানিবার উপায় দিলাম,
কেহ তোমাকে প্রেরণ করিলে তুমি যেন তাহাকে
সত্য উত্তর দিতে পার।

২২ দীনহীন বলিয়া দীনহীনের দ্রব্য হরিও না,
দুঃখীকে পুরদ্বারে চূর্ণ করিও না।
২৩ কেননা সদাপ্রভু তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন,
আর যাহারা তাহাদের দ্রব্য হরণ করে, তাহাদের
প্রাণ হরণ করিবেন।
২৪ কোপনের সহিত বন্ধুতা করিও না,
ক্রোধীর সঙ্গে যাতায়াত করিও না;
২৫ পাছে তুমি তাহার পথ শিক্ষা কর,
আপন প্রাণের জন্য ফাঁদ প্রস্তুত কর।
২৬ যাহারা হস্তে তালী দেয় ও ঋণের প্রতিভূ হয়,
তাহাদের মধ্যে তুমি এক জন হইও না।
২৭ যদি তোমার পরিশোধের সঙ্গতি না থাকে,
তবে গাত্রের নীচে [পাতিত] তোমার শয্যা সে
কেন হরণ করিবে?

Digitized by Google

২৮ সীমার সেই পুরাতন চিহ্ন স্থানান্তর করিও না,
যাহা তব পিতৃপুরুষগণ স্থাপন করিয়াছেন।
২৯ তুমি কি কোন ব্যক্তিকে নিজ ব্যাপারে তৎপর দেখিতেছ?
সে রাজগণের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে,
সে নীচ লোকদের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না।

২৩ যখন তুমি শাসনকর্ত্তার সহিত ভোজনে বসিবে,
তখন তোমার সম্মুখে কে আছে, ভালরূপে বিবেচনা করিও।
২ যদি তুমি উদরম্ভরি হও,
তবে আপনার গলায় আপনি ছুরি দিবে।
৩ তাহার সুস্বাদু খাদ্যে লালসা করিও না,
কারণ তাহা বঞ্চনার আহার।
৪ ধন সঞ্চয় করিতে অত্যন্ত যত্ন করিও না,
নিজ বুদ্ধি হইতে ক্ষান্ত হও।
৫ তুমি কি ধনের দিকে চাহিতেছ? তাহা আর নাই;
কারণ উৎক্রোশ যেমন আকাশে উড়িয়া যায়,
তেমনি ধন আপনার জন্য পক্ষ প্রস্তুত করে।
৬ কুদৃষ্টিকারীর খাদ্য ভোজন করিও না,
তাহার সুস্বাদু ভক্ষ্যে লালসা করিও না;
৭ কেননা সে অন্তরে যেমন ভাবে, নিজেও তেমনি;
সে তোমাকে বলে, তুমি ভোজন পান কর,
কিন্তু তাহার চিত্ত তোমার সহবর্ত্তী নয়।
৮ তুমি যে গ্রাস খাইয়াছ, তাহা বমন করিবে,
তোমার মধুর বাক্য হারাইবে।
৯ হীনবুদ্ধির কর্ণগোচরে কথা কহিও না,
কেননা সে তোমার বাক্যের বিজ্ঞতা তুচ্ছ করিবে।
১০ সীমার পুরাতন চিহ্ন স্থানান্তর করিও না,
পিতৃহীনদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিও না।
১১ কেননা তাহাদের মুক্তিকর্ত্তা বলবান;
তিনি তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন।
১২ তুমি শাসনে মন দেও,
জ্ঞানের কথায় কর্ণ দেও।
১৩ বালককে শাসন করিতে ত্রুটি করিও না;
তুমি দণ্ড দ্বারা তাহাকে মারিলে সে মরিবে না।
১৪ তুমি তাহাকে দণ্ডাঘাত করিবে,
পাতাল হইতে তাহার প্রাণকে রক্ষিবে।
১৫ বৎস, তোমার চিত্ত যদি জ্ঞানশালী হয়,
তবে আমারও চিত্ত আনন্দিত হইবে;
১৬ তোমার ওষ্ঠ যখন ন্যায়বাদী হয়,
তখন আমার চিত্ত উল্লাসিত হইবে।
১৭ তোমার মন পাপীদের প্রতি ঈর্ষা না করুক;
কিন্তু তুমি সমস্ত দিন সদাপ্রভুর ভয়ে থাক।
১৮ কেননা চরম ফল অবশ্য আছে,
তোমার আশা ছিন্ন হইবে না।
১৯ বৎস, তুমি শুন, জ্ঞানবান হও,
তোমার হৃদয় সৎপথে চালাও।
২০ মদ্যপায়ীদের সঙ্গী হইও না,
পেটুক মাংসভোক্তাদের সঙ্গী হইও না;
২১ কারণ মদ্যপায়ী ও পেটুকের দৈন্যদশা ঘটে,
এবং নিদ্রালুতা মনুষ্যকে নেক্‌ড়া পরায়।
২২ তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শুন,
তোমার মাতা বৃদ্ধা হইলে তাঁহাকে তুচ্ছ করিও না।
২৩ সত্য ক্রয় কর, বিক্রয় করিও না;
প্রজ্ঞা, শাসন ও সুবিবেচনা [ক্রয় কর]।
২৪ ধার্ম্মিকের পিতা মহা উল্লাসিত হয়,
জ্ঞানবানের জন্মদাতা তাহাতে আনন্দ করে।
২৫ তোমার মাতাপিতা আহ্লাদিত হউন,
তোমার জননী উল্লাসিতা হউন।
২৬ হে বৎস, তোমার হৃদয় আমাকে দেও,
তোমার চক্ষু আমার পথে প্রীত হউক।
২৭ কেননা বেশ্যা গভীর খাতরূপিণী,
বিজাতীয়া স্ত্রী সঙ্কীর্ণ কূপস্বরূপা।
২৮ সে দস্যুর ন্যায় ঘাঁটি বসায়,
মনুষ্য-মধ্যে বিশ্বাসঘাতক দলের বৃদ্ধি করে।
২৯ কে আর্ত্তনাদ করে? কে হাহাকার করে? কে বিবাদ করে?
কে বিলাপ করে? কে অকারণ আঘাত পায়? কাহার চক্ষু লাল হয়?
৩০ যাহারা দ্রাক্ষারসের নিকটে বহুকাল থাকে,
যাহারা সুরার সন্ধানে যায়।
৩১ দ্রাক্ষারসের প্রতি দৃষ্টি করিও না, যদিও উহা রক্তবর্ণ,
যদিও উহা পাত্রে চক্‌মক্ করে,
যদিও উহা সহজে গলায় নামিয়া যায়;
৩২ অবশেষে উহা সর্পের ন্যায় কামড়াইবে,
বিষধরের ন্যায় দংশন করিবে।
৩৩ তোমার চক্ষু পরকীয়াদিগকে দেখিবে,
তোমার চিত্ত কুটিল কথা কহিবে;
৩৪ তুমি সমুদ্রের মধ্যস্থলে শয়নকারীর ন্যায়,
জাহাজের মাস্তুলের উপরে শয়নকারীর ন্যায় হইবে।
৩৫ [তুমি বলিবে,] লোকে আমাকে মারিয়াছে, কিন্তু আমি ব্যথা পাই নাই;
তাহারা আমাকে প্রহার করিয়াছে, কিন্তু আমি টের পাই নাই।
আমি কখন্ জাগ্রত হইব? আবার তাহার অন্বেষণ করিব।

২৪ তুমি দুর্বৃত্তদের উপরে ঈর্ষা করিও না,
তাহাদের সঙ্গে থাকিতেও বাসনা করিও না।
২ কেননা তাহাদের চিত্ত অপহারের কল্পনা করে,
তাহাদের ওষ্ঠাধর অনিষ্টের কথা কহে।
৩ প্রজ্ঞা দ্বারা গৃহ নির্ম্মিত হয়,

Digitized by Google

বুদ্ধি দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয় ;
৪ জ্ঞান দ্বারা কুঠরী সকল পরিপূর্ণ হয়,
বহুমূল্য ও মনোরম্য যাবতীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হয়।
৫ জ্ঞানবান লোক বলবান,
বিদ্বান পরাক্রমে বৃদ্ধি পায় ;
৬ বস্তুতঃ সুমন্ত্রণা দ্বারা তুমি তোমার যুদ্ধ করিবে,
আর মন্ত্রিবাহুল্যে বিজয় হয়।
৭ মূর্খের জন্য প্রজ্ঞা অতি উচ্চ ;
সে নগরদ্বারে মুখ খুলে না।
৮ যে অপকারের সঙ্কল্প করে,
লোকে তাহাকে হিংস্রক বলিবে।
৯ অজ্ঞানতার সঙ্কল্প পাপময়,
আর যে নিন্দক, সে মনুষ্যদের ঘৃণিত।
১০ সঙ্কটের দিনে যদি অবসন্ন হও,
তবে তোমার শক্তি সঙ্কুচিত।
১১ মৃত্যুর নিমিত্ত অপনীত লোকদিগকে উদ্ধার কর,
বধার্থে চালিতদিগকে কোন মতে রক্ষা কর।
১২ যদি বল, দেখ, আমরা ইহা জ্ঞাত হই নাই,
তবে যিনি হৃদয় তৌল করেন, তিনি কি তাহা বুঝেন না ?
যিনি তোমার প্রাণের রক্ষক, তিনি কি তাহা জানিতে পারেন না ?
তিনি কি প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়ানুযায়ী ফল দিবেন না ?
১৩ হে বৎস, মধু খাও, যেহেতুক তাহা সুস্বাদু,
মধুর চাক খাও, তাহা তোমার তালুতে মিষ্ট লাগে ;
১৪ নিজ প্রাণের জন্য প্রজ্ঞাকে তদ্রূপ মনে কর ;
তাহা পাইলে চরম ফল হইবে,
তোমার আশা ছিন্ন হইবে না।
১৫ তুমি ধার্ম্মিকের নিবাসের বিরুদ্ধে দুষ্টের ন্যায় ঘাঁটি বসাইও না,
তাহার শয়নস্থান নষ্ট করিও না।
১৬ কেননা ধার্ম্মিক সাত বার পড়িলেও আবার উঠে ;
কিন্তু দুষ্টেরা বিপৎপাতে নিপাতিত হইবে।
১৭ তোমার শত্রুর পতনে আনন্দ করিও না,
সে নিপাতিত হইলে তোমার চিত্ত উল্লাসিত না হউক ;
১৮ পাছে সদাপ্রভু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন,
এবং তাহার উপর হইতে আপন ক্রোধ ফিরান।
১৯ তুমি দুরাচারদের বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না ;
দুষ্টগণের প্রতি ঈর্ষা করিও না।
২০ যেহেতুক দুর্বৃত্তের চরম ফল হইবে না,
দুষ্টগণের প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে।
২১ হে বৎস, সদাপ্রভুকে ও রাজাকে ভয় কর,
পরিবর্ত্তনপ্রিয়দের সখা হইও না।
২২ কেননা অকস্মাৎ তাহাদের বিপদ ঘটিবে ;
উভয়ের যে সংহার হইবে, তাহা কে জানে ?

২৩ এই গুলিও জ্ঞানবানদের উক্তি।

বিচারে মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়।
২৪ যে দুষ্টকে বলে, তুমি ধার্ম্মিক,
জাতিগণ তাহাকে শাপ দিবে, লোকবৃন্দ তাহাকে ঘৃণিবে।
২৫ কিন্তু যাহারা তাহাকে ধমক দেয়, তাহারা প্রীতির পাত্র হয়,
তাহাদের প্রতি উত্তম আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে।
২৬ যে ব্যক্তি যথার্থ উত্তর করে,
সে ওষ্ঠাধর চুম্বন করে।
২৭ বাহিরে তোমার কার্য্যের আয়োজন কর,
ক্ষেত্রে আপনার জন্য তাহা সম্পন্ন কর,
পরে তোমার বাটী নির্ম্মাণ কর।
২৮ অকারণে তোমার প্রতিবাসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য হইও না ;
তুমি কি ওষ্ঠ দ্বারা প্রতারণা করিতে চাহ ?
২৯ বলিও না, "সে আমার প্রতি যেমন করিয়াছে,
আমিও তাহার প্রতি তেমনি করিব ;
তাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তেমনি ফল দিব।"
৩০ আমি অলসের ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গেলাম,
হীনবুদ্ধির দ্রাক্ষোদ্যানের নিকট দিয়া গেলাম ;
৩১ দেখ, তৎসমুদয় বিছুটির জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে,
কাঁটা তাহার পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়াছে,
তাহার প্রস্তরময় প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে।
৩২ আমি অবলোকন করিলাম, মনোযোগী হইলাম,
তাহা দর্শন করিয়া উপদেশ পাইলাম।
৩৩ "আর একটু নিদ্রা, আর একটু তন্দ্রা,
আর একটু শুইয়া হস্ত জড়সড় করিব ;"
৩৪ তাই তোমার দরিদ্রতা দস্যুর ন্যায়,
তোমার দৈন্যদশা ঢালীর ন্যায় আসিবে।

শলোমনের আরও নীতিকথা।

২৫ নিম্নলিখিত হিতোপদেশ সকলও শলোমনের। যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের লোকেরা এগুলি সঙ্কলন করেন।
২ বিষয় গোপন করা ঈশ্বরের গৌরব,
বিষয়ের অনুসন্ধান করা রাজগণের গৌরব।
৩ স্বর্গ উচ্চতাবিশিষ্ট, পৃথিবী গভীরতাবিশিষ্ট,
তদ্রূপ রাজগণের হৃদয় অনুসন্ধান করা যায় না।
৪ রৌপ্য হইতে খাদ বাহির করিয়া ফেল,
স্বর্ণকারের যোগ্য এক পাত্র বাহির হইবে ;
৫ রাজার সম্মুখ হইতে দুষ্টকে দূর করিয়া দেও,
তাঁহার সিংহাসন ধর্ম্মে সুস্থির হইবে।

Digitized by Google

৬ রাজার সম্মুখে আত্মশ্লাঘা করিও না,
মহৎ লোকদের স্থানে দাঁড়াইও না;
৭ কেননা 'তুমি এই উচ্চতর স্থানে আইস,' বরং
এমন আদেশ পাওয়া তোমার ভাল;
কিন্তু তোমার চক্ষু যাঁহাকে দর্শন করিয়াছে,
সেই অধিপতির সাক্ষাতে নীচীকৃত হওয়া তোমার
পক্ষে ভাল নয়।
৮ সত্বর বিবাদ করিতে যাইও না;
যখন তোমার প্রতিবাসী তোমাকে লজ্জায় ফেলে,
তখন বিবাদান্তে তুমি কি করিবে?
৯ প্রতিবাসীর সহিত তোমার বিবাদ পরিষ্কার
কর,
কিন্তু পরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না;
১০ পাছে শ্রোতা তোমাকে তিরস্কার করে,
তোমার অখ্যাতি না ঘুচে।
১১ উপযুক্ত সময়ে কথিত বাক্য
রৌপ্যের ডালীতে সুবর্ণ নাগরঙ্গ ফলের তুল্য।
১২ যেমন সুবর্ণের নথ ও কাঞ্চনের আভরণ,
তেমনি অবহিত কর্ণের পক্ষে জ্ঞানবান ভর্ৎসনা-
কারী।
১৩ শস্যচ্ছেদন সময়ে যেমন হিমের স্নিগ্ধতা,
তেমন প্রেরণকর্ত্তাদের পক্ষে বিশ্বস্ত দূত;
ফলতঃ সে আপন কর্ত্তার প্রাণ জুড়ায়।
১৪ যে দান বিষয়ে মিথ্যা দর্পকথা কহে, সে বৃষ্টিহীন
মেঘ ও বায়ুর তুল্য।
১৫ দীর্ঘসহিষ্ণুতা দ্বারা শাসনকর্ত্তা অনুনীত হন,
এবং কোমল জিহ্বা অস্থি ভগ্ন করে।
১৬ তুমি কি মধু পাইয়াছ? যাহা প্রয়োজন, তাহাই
খাও;
পাছে অধিক খাইলে বমি কর।
১৭ প্রতিবাসীর গৃহে তোমার পদার্পণ বিরল কর;
পাছে ক্লান্ত হইয়া সে তোমাকে ঘৃণা করে।
১৮ যে প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়,
সে গদা, খড়্গ ও তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ।
১৯ সঙ্কটের সময়ে বিশ্বাসঘাতকের উপর ভরসা
ভগ্ন দন্ত ও বিকল চরণের তুল্য।
২০ যে বিষণ্ণচিত্তের নিকটে গীত গান করে,
সে যেন শীতকালে বস্ত্র ছাড়ে, সোরার উপরে
অম্লরস দেয়।
২১ তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে অন্ন
ভোজন করাও;
যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে জল পান
করাও;
২২ কেননা তুমি তাহার মস্তকে জ্বলদগ্নি রাশি করিয়া
রাখিবে,
আর সদাপ্রভু তোমাকে পুরস্কার দিবেন।
২৩ উত্তরীয় বায়ু বৃষ্টির উৎপাদক,
তেমনি কর্ণেজপ জিহ্বা ক্রোধদৃষ্টির উৎপাদক।
২৪ বরং ছাদের এক কোণে বাস করা ভাল;
তবু বিবাদিনী স্ত্রীর সঙ্গে প্রশস্ত বাটীতে থাকা
ভাল নয়।
২৫ পিপাসার্ত্ত প্রাণের পক্ষে যেমন শীতল জল,
দূরদেশাগত মঙ্গল সংবাদ তদ্রূপ।
২৬ ঘোলা জলের আকর ও মলিন উনুই যেরূপ,
দুষ্টের সম্মুখে বিচলিত ধার্ম্মিক তদ্রূপ।
২৭ অধিক মধু খাওয়া ভাল নয়,
ভারী ভারী বিষয় অনুসন্ধান করা ভারী কথা।
২৮ যে আপন আত্মা দমন না করে,
সে ভগ্ন ও প্রাচীরবিহীন নগরের তুল্য।

২৬ যেমন গ্রীষ্মকালে তুষার ও শস্যচ্ছেদন
কালে বৃষ্টি,
তেমনি হীনবুদ্ধির পক্ষে সম্মান অনুপযুক্ত।
২ যেমন চটক ভ্রমণ করে, তালচোচ উড়িতে
থাকে,
তেমনি অকারণে দত্ত শাপ নিকটে আইসে না।
৩ অশ্বের নিমিত্ত কশা, গর্দ্দভের নিমিত্ত বল্গা,
আর হীনবুদ্ধিদের পৃষ্ঠের নিমিত্ত দণ্ড।
৪ হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতানুযায়ী উত্তর দিও
না,
পাছে তুমিও তাহার সদৃশ হও।
৫ হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতানুযায়ী উত্তর দেও,
পাছে সে নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হয়।
৬ যে হীনবুদ্ধির হস্তে সমাচার প্রেরণ করে,
সে নিজের পা কাটিয়া ফেলে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৭ খঞ্জের চরণ খোঁড়াইয়া চলে,
হীনবুদ্ধিদের মুখে নীতিকথা তদ্রূপ।
৮ যেমন প্রস্তররাশিতে মণির থলি,
তেমনি সে, যে হীনবুদ্ধিকে সম্মান প্রদান করে।
৯ যেমন মত্তের হস্তে উত্তোলিত কণ্টক,
তদ্রূপ হীনবুদ্ধিদের মুখে নীতিকথা।
১০ যেমন ধনুর্দ্ধর সকলকে ক্ষতবিক্ষত করে,
তেমনি সেই ব্যক্তি, যে হীনবুদ্ধিকে বেতন দেয়,
ভবঘুরেদিগকে বেতন দেয়।
১১ যেমন কুকুর আপন বমির প্রতি ফিরে,
তেমনি হীনবুদ্ধি নিজ অজ্ঞানতার প্রতি ফিরে।
১২ নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান লোক কি দেখিতেছ?
তাহা অপেক্ষা বরং হীনবুদ্ধির বিষয়ে অধিক
প্রত্যাশা আছে।
১৩ অলস বলে, পথে সিংহ আছে,
চকে চকে কেশরী থাকে।
১৪ কব্জাতে যেমন কবাট ঘোরে,
তেমনি অলস আপন খট্টাতে ঘুরে।
১৫ অলস থালে হস্ত ডুবায়,
পুনর্ব্বার মুখে তুলিতে তাহার ক্লেশ বোধ হয়।
১৬ সুবিচারসিদ্ধ উত্তরকারী সাত জন অপেক্ষা
অলস নিজের দৃষ্টিতে অধিক জ্ঞানবান।

Digitized by Google

১৭ যে জন পথে যাইতে যাইতে আপনার অসম্পর্কীয় বিবাদে রুষ্ট হয়,
সে কুকুরের কাণ ধরে।
১৮ যে পাগল জলন্ত বাণ নিক্ষেপ করে,
তীর ও মৃত্যু বিক্ষেপ করে, সে যেমন,
১৯ তেমনি সেই ব্যক্তি, যে প্রতিবাসীকে প্রতারণা করে,
আর বলে, আমি কি খেলা করিতেছি না?
২০ কাষ্ঠ শেষ হইলে অগ্নি নিবিয়া যায়,
কর্ণেজপ না থাকিলে বিবাদ নিবৃত্ত হয়।
২১ যেমন জলন্ত অঙ্গারের পক্ষে অঙ্গার ও অগ্নির পক্ষে কাষ্ঠ,
তেমনি বিবাদানল জ্বালাইবার পক্ষে বিবাদী।
২২ কর্ণেজপের কথা মিষ্টান্নস্বরূপ,
তাহা উদরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়।
২৩ অনুরাগী ওষ্ঠ ও দুষ্ট হৃদয়
খাদ-রৌপ্যে মণ্ডিত মৃৎপাত্রস্বরূপ।
২৪ যে দ্বেষ করে, সে ওষ্ঠে ভান করে,
কিন্তু মনের মধ্যে ছল সঞ্চয় করে;
২৫ তাহার রব বিনীত হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিও না,
কারণ তাহার হৃদয়মধ্যে সাতটা বীভৎস বস্তু থাকে।
২৬ যদিও তাহার দ্বেষ কাপট্যে আচ্ছন্ন,
তাহার দুষ্টামি সমাজে প্রকাশিত হইবে।
২৭ যে খাত খুদে, সে তন্মধ্যে পতিত হইবে;
যে প্রস্তর গড়াইয়া দেয়, তাহারই উপরে তাহা ফিরিয়া আসিবে।
২৮ মিথ্যাবাদী জিহ্বা যাহাদিগকে চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ঘৃণা করে;
আর চাটুবাদী মুখ বিনাশ সাধন করে।

২৭ কল্যের বিষয়ে গর্ব্বকথা কহিও না;
কেননা এক দিন কি উপস্থিত করিবে, তাহা তুমি জান না।
২ অপরে তোমার প্রশংসা করুক, তোমার নিজ মুখ না করুক;
অন্য লোকে করুক, তোমার নিজ ওষ্ঠ না করুক।
৩ প্রস্তর ভারী ও বালি গুরু,
কিন্তু অজ্ঞানের অসন্তোষ ঐ উভয় অপেক্ষা ভারী।
৪ ক্রোধ ক্রূর ও কোপ বন্যাবৎ,
কিন্তু অন্তর্জ্বালার কাছে কে দাঁড়াইতে পারে?
৫ গুপ্ত প্রেম অপেক্ষা
প্রকাশিত অনুযোগ ভাল।
৬ প্রণয়ীর প্রহার বিশ্বস্ততাযুক্ত,
কিন্তু শত্রুর চুম্বন অতিমাত্র।
৭ তৃপ্ত প্রাণ মৌচাক পদতলে দলিত করে;
কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত প্রাণের কাছে তিক্ত দ্রব্য সকলও মিষ্ট।
৮ যেমন বাসা হইতে ভ্রমণকারী পক্ষী,
তেমনি স্বস্থান হইতে ভ্রমণকারী মনুষ্য।
৯ সুগন্ধি তৈল ও ধূপ চিত্তকে আমোদিত করে,
মিত্রের আন্তরিক মন্ত্রণাজনিত মিষ্টতা তদ্রূপ।
১০ নিজ মিত্রকে ও পিতার মিত্রকে ত্যজিও না;
নিজ বিপৎকালে ভ্রাতার গৃহে যাইও না;
দূরস্থ ভ্রাতা অপেক্ষা নিকটস্থ প্রতিবাসী ভাল।
১১ বৎস, জ্ঞানবান হও; আমার চিত্তকে আনন্দিত কর;
তাহাতে যে আমাকে টিট্‌কারি দেয়, তাহাকে উত্তর দিতে পারিব।
১২ সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুকায়;
কিন্তু অবোধেরা অগ্রে যাইয়া দণ্ড পায়।
১৩ যে ব্যক্তি অপরের প্রতিভূ হয়, তাহার বস্ত্র লও;
যে বিজাতীয়ার প্রতিভূ হয়, তাহাকে বন্ধকরূপে লও।
১৪ যে প্রত্যূষে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপন বন্ধুকে আশীর্ব্বাদ করে,
তাহা তাহার পক্ষে অভিশাপরূপে গণিত হয়।
১৫ ভারী বৃষ্টির দিনে অবিরত বিন্দুপাত,
আর বিবাদিনী স্ত্রী, এ উভয়ই সমান।
১৬ যে সেই স্ত্রীর প্রতিরোধ করে, সে বায়ুর প্রতিরোধ করে,
এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত তৈল ধরে।
১৭ লৌহ লৌহকে সতেজ করে,
তদ্রূপ মনুষ্য আপন মিত্রের মুখ সতেজ করে।
১৮ যে ডুমুর গাছ রাখে, সে তাহার ফল খাইবে;
যে আপন প্রভুর সেবা করে, সে সম্মানিত হইবে।
১৯ জলমধ্যে যেমন মুখের প্রতিরূপ মুখ,
তেমনি মনুষ্যের প্রতিরূপ মনুষ্য-হৃদয়।
২০ পাতালের ও বিনাশস্থানের তৃপ্তি নাই,
মনুষ্যের চক্ষুও তৃপ্ত হয় না।
২১ রৌপ্যের জন্য মূষা ও সুবর্ণের জন্য হাফর,
আর মনুষ্য তাহার প্রশংসা দ্বারা পরীক্ষিত।
২২ যদ্যপি উখলিতে গোমের মধ্যে মুষল দ্বারা অজ্ঞানকে কুট,
তথাপি তাহার অজ্ঞানতা ঘুচিবে না।

২৩ তুমি আপন মেষপালের সুক্ষ্ম তত্ত্ব জ্ঞাত হও,
আপন পশুপালে মনোযোগ কর;
২৪ কেননা ধন চিরস্থায়ী নয়.
মুকুট কি পুরুষানুক্রমে থাকে?
২৫ ঘাস ছিন্ন হইলে পর নবীন তৃণ প্রত্যক্ষ হয়,
এবং পর্ব্বতগণের ওষধি সংগ্রহ করা যায়।
২৬ মেষশাবকেরা তোমাকে বস্ত্র দিবে,
ছাগেরা ক্ষেত্রের মূল্যস্বরূপ হইবে;

Digitized by Google

২৭ তোমার খাদ্যের ও তোমার পরিবারের খাদ্যের
জন্য ছাগী সকল যথেষ্ট দুগ্ধ দিবে,
তোমার যুবতী দাসীদের প্রতিপালন হইবে।

২৮ কেহ তাড়না না করিলেও দুষ্ট পলায়;
কিন্তু ধার্ম্মিকগণ সিংহের ন্যায় সাহসিক।
২ দেশের অধর্ম্মে তাহার অনেক কর্ত্তা হয়;
কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান লোক দ্বারা [কর্ত্তৃত্ব]
স্থায়ী হয়।
৩ যে দরিদ্র দীনহীনদের প্রতি উপদ্রব করে,
সে শস্যবিনাশী প্লাবক বৃষ্টির ন্যায়।
৪ ব্যবস্থাত্যাগীরা দুষ্টের প্রশংসা করে;
কিন্তু ব্যবস্থাপালকেরা দুষ্টের প্রতিরোধ করে।
৫ দুরাচারেরা বিচার বুঝে না,
কিন্তু সদাপ্রভুর অন্বেষীরা সকলই বুঝে।
৬ বরং যে সিদ্ধতায় চলে, সেই দরিদ্র ভাল,
তবু কুটিলপথগামী ধনবান ভাল নয়।
৭ যে ব্যবস্থা মানে, সেই জ্ঞানবান পুত্র;
কিন্তু ভোক্তাদের সখা পিতার অপমানজনক।
৮ যে সুদ ও বৃদ্ধি লইয়া আপন ধন বাড়ায়,
সে দীনহীনদের প্রতি কৃপাকারীর জন্য তাহা
সঞ্চয় করে।
৯ যে ব্যবস্থা শ্রবণ হইতে আপন কর্ণ ফিরাইয়া
লয়,
তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ।
১০ যে সরলদিগকে কুপথে লইয়া ভ্রান্ত করে,
সে স্বকৃত খাতে পতিত হইবে;
কিন্তু সিদ্ধেরা মঙ্গলরূপ অধিকার পায়।
১১ ধনী আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান,
কিন্তু বুদ্ধিমান দরিদ্র তাহার পরীক্ষা করে।
১২ ধার্ম্মিকদের উল্লাসে মহাগৌরব হয়,
কিন্তু দুষ্টদের উন্নতি হইলে লোক গুপ্ত থাকে।
১৩ যে আপন অধর্ম্ম সকল আচ্ছাদন করে, সে কৃত-
কার্য্য হইবে না;
কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সে
করুণা পাইবে।
১৪ ধন্য সেই, যে সর্ব্বদা ভয় রাখে;
কিন্তু যে হৃদয় কঠিন করে, সে বিপদে পড়ে।
১৫ যেমন গর্জ্জনকারী সিংহ ও পর্য্যটনকারী ভল্লুক,
তেমনি দীনহীন প্রজার উপরে দুষ্ট শাসনকর্ত্তা।
১৬ হীনবুদ্ধি শাসনকর্ত্তা বড় উপদ্রবী;
কিন্তু যে লোভ ঘৃণা করে, সেই দীর্ঘজীবী
হইবে।
১৭ যে মনুষ্য নর-রক্তভারে ভারাক্রান্ত,
সে গর্ত্ত পর্য্যন্ত পলাইবে, কেহ তাহাকে নিবারণ
না করুক।
১৮ যে সিদ্ধভাবে চলে, সে রক্ষা পাইবে;
কিন্তু যে বক্রগামী দুই পথে চলে, সে একটায়
পতিত হইবে।
১৯ যে আপন ভূমি কর্ষণ করে, সে যথেষ্ট আহার
পায়;
কিন্তু যে অসারচিত্তের অনুগামী, তাহার ঢের
অকুলান হয়।
২০ বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্ব্বাদ পাইবে;
কিন্তু যে ধনবান হইবার জন্য ত্বরান্বিত হয়,
সে অদণ্ডিত থাকিবে না।
২১ মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়,
একখণ্ড রুটির নিমিত্তে অধর্ম্ম করা ভাল নয়।
২২ যার চক্ষু মন্দ, সে ধনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত;
সে জানে না যে, দীনতা তাহাকে ধরিবে।
২৩ জিহ্বাতে চাটুকর লোক অপেক্ষা
বরং ভর্ৎসনাকারী শেষে অনুগ্রহ পায়।
২৪ যে মাতাপিতার ধন চুরি করিয়া বলে, এ ত
অধর্ম্ম নয়,
সে ব্যক্তি বিনাশকের সখা।
২৫ যে বহু আকাঙ্ক্ষা করে, সে বিবাদ উত্তেজনা
করে,
কিন্তু যে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে, সে আপ্যা-
য়িত হয়।
২৬ যে নিজ হৃদয়কে বিশ্বাস করে, সে হীনবুদ্ধি;
কিন্তু যে প্রজ্ঞাপথে চলে, সে রক্ষা পায়।
২৭ যে দরিদ্রকে দান করে, তাহার অভাব ঘটে না,
কিন্তু যে চক্ষু মুদে, সে অনেক অভিশাপ পায়।
২৮ দুষ্টদের উন্নতি হইলে লোক গুপ্ত থাকে;
তাহারা নষ্ট হইলে ধার্ম্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হয়।

২৯ যে পুনঃ পুনঃ অনুযুক্ত হইয়াও শক্তগ্রীব
থাকে,
সে হঠাৎ ভগ্ন হইবে, তাহার প্রতীকার হইবে
না।
২ ধার্ম্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে প্রজাগণ আনন্দ করে,
কিন্তু দুষ্ট লোক কর্ত্তৃত্ব পাইলে প্রজারা আর্ত্ত-
স্বর করে।
৩ যে প্রজ্ঞা ভাল বাসে, সে পিতার আনন্দদায়ক
হয়;
কিন্তু যে বেশ্যাদিগেতে অনুরক্ত হয়, সে নষ্টধন
হইবে।
৪ রাজা ন্যায়বিচার দ্বারা দেশ সুস্থির করেন;
কিন্তু উপহারপ্রিয় তাহা লণ্ডভণ্ড করে।
৫ যে আপন প্রতিবাসীর তোষামোদ করে,
সে তাহার পায়ের নীচে জাল পাতে।
৬ দুর্বৃত্তের অধর্ম্মে ফাঁদ থাকে,
কিন্তু ধার্ম্মিক আনন্দিত হইয়া গান করে।
৭ ধার্ম্মিক দীনহীনদের বিচার বুঝে;
দুষ্ট লোক জ্ঞান বুঝে না।
৮ নিন্দাপ্রিয়েরা নগরে আগুন জ্বালায়;
কিন্তু জ্ঞানবানেরা ক্রোধ ফিরাইয়া দেয়।
৯ অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানবানের বিবাদ হইলে,

Digitized by Google

সে রাগ করুক কি হাস্য করুক, কিছুই শান্তি হয় না।
১০ রক্তপাতীরা সিদ্ধকে ঘৃণা করে ;
আর সরলের প্রাণনাশ চেষ্টা করে।
১১ হীনবুদ্ধি আপনার সমস্ত ক্রোধ প্রকাশ করে,
কিন্তু জ্ঞানী তাহা সম্বরণ করিয়া শমিত করে।
১২ যে শাসনকর্ত্তা মিথ্যা কথায় অবধান করেন,
তাঁহার পরিচারকগণ সকলে দুষ্ট।
১৩ দরিদ্র ও উপদ্রবী একত্র মিলে ;
সদাপ্রভু উভয়েরই চক্ষু দীপ্তিময় করেন।
১৪ যে রাজা সত্যভাবে দীনহীনদের বিচার করেন,
তাঁহার সিংহাসন নিত্য স্থির থাকিবে।
১৫ দণ্ড ও অনুযোগ প্রজ্ঞাদায়ক ;
কিন্তু অশাসিত বালক মাতার লজ্জাজনক।
১৬ দুষ্টগণ বৃদ্ধি পাইলে অধর্ম্ম বৃদ্ধি পায় ;
কিন্তু ধার্ম্মিকগণ তাহাদের নিপাত দেখিবে।
১৭ পুত্রকে শাস্তি দেও, সে তোমাকে শান্তি দিবে,
সে তোমার প্রাণকে আনন্দিত করিবে।
১৮ দর্শনের অভাবে প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল হয় ;
কিন্তু যে ব্যবস্থা মানে, সে ধন্য।
১৯ বাক্যে দাসের দমন হয় না,
কেননা সে বুঝিলেও মনোযোগ করিবে না।
২০ তুমি কি হঠাৎবাদী লোককে দেখিতেছ ?
তাহার অপেক্ষা বরং হীনবুদ্ধির বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে।
২১ যে বাল্যাবধি দাসকে কোমলরূপে প্রতিপালন করে,
শেষে সেই দাস তাহার পুত্র হইয়া উঠে।
২২ কোপন ব্যক্তি বিবাদ উত্তেজনা করে,
ক্রোধী ব্যক্তি বিস্তর অধর্ম্ম করে।
২৩ মনুষ্যের অহঙ্কার তাহাকে নত করিবে,
কিন্তু নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে।
২৪ চোরের সহভাগী আপন প্রাণকে ঘৃণা করে ;
সে দিব্য করাইবার কথা শুনে, কিন্তু কিছু বলে না।
২৫ লোকভয় ফাঁদজনক ;
কিন্তু যে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে, সে সুরক্ষিত।
২৬ অনেকে শাসনকর্ত্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করে ;
কিন্তু মনুষ্যের বিচার সদাপ্রভু হইতে হয়।
২৭ অন্যায়ী ব্যক্তি ধার্ম্মিকদের ঘৃণাস্পদ,
আর সরলাচারী দুষ্টের ঘৃণাস্পদ।

আগূরের কথা।

৩০ যাকির পুত্র আগূরের কথা ; বাণী।

ঈথীয়েলের প্রতি, ঈথীয়েল ও উকলের প্রতি ;
সেই ব্যক্তির উক্তি।
২ সত্য, আমি মনুষ্য অপেক্ষা পশুবৎ,
আমার মনুষ্যোচিত বিবেচনা নাই।
৩ আমি প্রজ্ঞা শিক্ষা করি নাই,
পবিত্রতমের জ্ঞান বুঝি নাই।
৪ কে স্বর্গারোহণ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে ?
কে আপন মুষ্টিদ্বয়ে বায়ু গ্রহণ করিয়াছে ?
কে আপন বস্ত্রে জলরাশি বাঁধিয়াছে ?
কে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত স্থাপন করিয়াছে ?
তাঁহার নাম কি ? তাঁহার পুত্রের নাম কি ? যদি জান, বল।

৫ ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ ;
তিনি আপনার শরণাপন্নদের ঢাল।
৬ তাঁহার বাক্যকলাপে কিছু যোগ করিও না ;
করিলে তিনি তোমার দোষ ব্যক্ত করিবেন, আর তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবে।

৭ আমি তোমার কাছে দুই বর ভিক্ষা করিয়াছি,
আমার জীবন থাকিতে তাহা অস্বীকার করিও না ;
৮ অলীকতা ও মিথ্যাকথা আমা হইতে দূর কর ;
দরিদ্রতা বা ধনাঢ্যতা আমাকে দিও না,
আমার নিরূপিত খাদ্য আমাকে ভোজন করাও ;
৯ পাছে অতি তৃপ্ত হইলে আমি তোমাকে অস্বীকার করিয়া বলি, সদাপ্রভু কে ?
কিম্বা দরিদ্র হইলে চুরি করি,
ও আমার ঈশ্বরের নাম অপব্যবহার করি।

১০ কর্ত্তার কাছে দাসের দুর্নাম করিও না,
পাছে সে তোমাকে শাপ দেয়, ও তুমি অপরাধী হও।

১১ এক বংশ আছে, তাহারা পিতাকে শাপ দেয়,
আর মাতাকে মঙ্গলবাদ করে না।
১২ এক বংশ আছে, তাহারা আপনাদের দৃষ্টিতে শুচি,
তবু আপনাদের মালিন্য হইতে ধৌত হয় নাই।
১৩ এক বংশ আছে, তাহাদের দৃষ্টি কেমন উচ্চ !
তাহাদের চক্ষুর পাতা উন্নত।
১৪ এক বংশ আছে, তাহাদের দন্ত খড়্গস্বরূপ ও কসের দন্ত ছুরিকাস্বরূপ,
যেন দেশ হইতে দুঃখীদিগকে, মনুষ্যদের মধ্য হইতে দরিদ্রদিগকে গ্রাস করে।

১৫ জোঁকের দুই কন্যা আছে, ‘দেহি,’ ‘দেহি’।
তিনটা কখনও তৃপ্ত হয় না,
চারিটা কখনও বলে না, যথেষ্ট হইল ;
১৬ পাতাল ও বন্ধ্যার জঠর,

Digitized by Google

জলেতে অতৃপ্ত ভূমি,
অগ্নি, যাহা বলে না, যথেষ্ট হইল।

১৭ যে চক্ষু আপন পিতাকে পরিহাস করে,
নিজ মাতার আজ্ঞা মানিতে অবহেলা করে,
উপত্যকার কাকেরা তাহা তুলিয়া লইবে,
উৎক্রোশপক্ষীর শাবকগণ তাহা খাইবে।

১৮ তিনটী আমার জ্ঞানের অগম্য,
চারিটী আমি বুঝিতে পারি না ;
১৯ উৎক্রোশপক্ষীর পথ আকাশে,
সর্পের পথ শৈলে,
জাহাজের পথ সমুদ্রের মধ্যস্থলে,
পুরুষের পথ যুবতীতে।
২০ ব্যভিচারিণীর পথও তদ্রূপ ;
সে খাইয়া মুখ পুঁছে,
আর বলে, আমি অধর্ম্ম করি নাই।
২১ তিনটার ভারে ভূতল কাঁপে,
চারিটার ভারে কাঁপে, সহিতে পারে না ;
২২ রাজত্বপ্রাপ্ত দাসের ভার,
অন্নে পরিতৃপ্ত মূর্খের ভার,
২৩ পত্নী-পদপ্রাপ্তা ঘৃণিতা স্ত্রীর ভার,
কর্ত্রীর স্থানপ্রাপ্তা দাসীর ভার।

২৪ পৃথিবীতে চারি জাতি অতি ক্ষুদ্র,
তথাপি তাহারা বড় বুদ্ধি ধরে ;
২৫ পিপীলিকা শক্তিবিশিষ্ট জাতি নয়,
তবু গ্রীষ্মকালে স্ব স্ব খাদ্যের আয়োজন করে ;
২৬ শাফন বড় বলবান জাতি নয়,
তথাপি শৈলে গৃহ বাঁধে ;
২৭ পঙ্গপালদিগের রাজা নাই,
তথাপি তাহারা ব্যূহরচনা পূর্ব্বক যাত্রা করে ;

২৮ টিকটিকি হাত দিয়া চলে,
তথাপি রাজার প্রাসাদে থাকে।
২৯ তিনটী [জাতি] সুন্দররূপে গমন করে,
চারিটী সুন্দররূপে চলে ;
৩০ পশুদের মধ্যে বিক্রমী সিংহ,
যে কাহাকেও দেখিয়া ফিরিয়া যায় না ;
৩১ যুদ্ধের অশ্ব, আর ছাগ,
এবং রাজা, যাঁহার বিরুদ্ধে কেহ উঠে না।

৩২ তুমি যদি আপনার বড়াই করিয়া মূর্খের কর্ম্ম করিয়া থাক,
কিম্বা যদি কুসঙ্কল্প করিয়া থাক,
তবে তোমার মুখে হাত দেও।
৩৩ কেননা দুগ্ধ মন্থনে নবনীত বাহির হয়,
নাসিকা মন্থনে রক্ত বাহির হয়,
ও ক্রোধ মন্থনে বিরোধ বাহির হয়।

লমূয়েল রাজার কথা।

৩১ লমূয়েল রাজার কথা। তাঁহার মাতা তাঁহাকে এই বাণী শিক্ষা দিয়াছিলেন।

২ হে বৎস, হে আমার গর্ভজাত পুত্র,
হে আমার মানতের পুত্র, আমি কি বলিব ?
৩ তুমি নারীগণকে আপন শক্তি দিও না,
রাজবিনাশক ব্যাপারে আপন গতি দিও না।
৪ রাজগণের জন্য, হে লমূয়েল, রাজগণের জন্য মদ্যপান উপযুক্ত নয়,
‘সুরা কোথায় ?’ [বলা] শাসনকর্ত্তাদের অনুচিত।
৫ পাছে পান করিয়া তাঁহারা বিধি বিস্মৃত হন,
এবং দুঃখী সকলের বিচার বিপরীত করেন।
৬ মৃতকল্প ব্যক্তিকে সুরা দেও,
দুঃখমনা লোককে দ্রাক্ষারস দেও ;
৭ সে পান করিয়া দৈন্যদশা বিস্মৃত হউক,
আপন দুর্দ্দশা আর মনে না করুক।
৮ তুমি বোবাদিগের জন্য আপন মুখ খুল,
অনাথ বালক সকলের জন্য খুল।
৯ তোমার মুখ খুল, ধর্ম্মে বিচার কর,
দুঃখী ও দরিদ্রের বিচার কর।

গুণবতী ভার্য্যার তুলনা।

১০ গুণবতী ভার্য্যা পাওয়া কাহার সাধ্য ?
মুক্তা হইতেও তাহার মূল্য অধিক।
১১ তাহার স্বামীর হৃদয় তাহাতে নির্ভর করে,
স্বামীর লাভের অভাব হয় না।
১২ সে জীবনের সমস্ত দিন
স্বামীর উপকার করে, অপকার করে না।
১৩ সে মেষলোম ও মসিনা অন্বেষণ করে,
প্রফুল্ল ভাবে আপন হস্তে কর্ম্ম করে।
১৪ সে বাণিজ্য-জাহাজের ন্যায়,
সে দূর হইতে আপন খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করে।
১৫ সে রাত্রি থাকিতে উঠে,
আর নিজ পরিজনদিগকে খাদ্য দেয়,
নিজ দাসীদিগকে নিরূপিত কর্ম্ম দেয়।
১৬ সে ক্ষেত্রের বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়া তাহা ক্রয় করে,
স্বহস্তের ফল দিয়া দ্রাক্ষার উদ্যান প্রস্তুত করে।
১৭ সে বলে কটি বন্ধন করে,
আপন বাহুযুগল বলবন্ত করে।
১৮ সে দেখিতে পায়, তাহার ব্যবসায় উত্তম,
রাত্রিতে তাহার প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় না।
১৯ সে টেকুয়া লইতে আপন হস্ত প্রসারণ করে,
তাহার করদ্বয় পাঁজ ধরে।
২০ সে দরিদ্রের প্রতি মুক্তহস্তা হয়,

Digitized by Google

দীনহীনের প্রতি কর প্রসারণ করে।
২১ সে পরিবারের বিষয়ে তুষার হইতে ভয় পায় না ;
কারণ তাহার সমস্ত পরিজন লাল বস্ত্র পরিধান করে।
২২ সে আপনার নিমিত্তে চিত্রবিচিত্র আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করে,
সে শুক্ল ক্ষৌমবস্ত্র ও বেগুনে বস্ত্র পরিহিতা হয়।
২৩ তাহার স্বামী নগরদ্বারে প্রসিদ্ধ হয়,
যখন দেশের প্রাচীনবর্গের সহিত বসিয়া থাকে।
২৪ সে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে,
বণিকের হস্তে পটুকা সমর্পণ করে।
২৫ বল ও সমাদর তাহার পরিচ্ছদস্বরূপ ;
সে ভবিষ্যৎকালের বিষয়ে হাস্য করে।
২৬ সে প্রজ্ঞার সহিত মুখ খুলে,
তাহার জিহ্বাগ্রে দয়ার ব্যবস্থা থাকে।
২৭ সে আপন পরিবারের গতিতে মন দেয়,
সে আলস্যের খাদ্য খায় না।
২৮ তাহার সন্তানগণ উঠিয়া তাহাকে ধন্য ধন্য বলে;
তাহার স্বামীও তাহার এইরূপ প্রশংসা করে ;—
২৯ "অনেক মেয়ে গুণবত্তা প্রদর্শন করিয়াছে,
কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠা।"
৩০ লাবণ্য মিথ্যা, সৌন্দর্য্য অসার,
কিন্তু যে স্ত্রী সদাপ্রভুকে ভয় করে, সেই প্রশংসনীয়া।
৩১ তোমরা তাহার হস্তের ফল তাহাকে দেও,
নগরদ্বারসমূহে তাহার ক্রিয়া তাহার প্রশংসা করুক।

উপদেশক।

পুস্তকখানির সারমর্ম।

১ যিরূশালেমস্থ রাজা দায়ূদের পুত্র উপদেশকের কথা।
২ উপদেশক কহিতেছেন, অসারের অসার, অসা-
৩ রের অসার, সকলই অসার। মনুষ্য সূর্য্যের নীচে
যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়, তাহার সেই সমস্ত
পরিশ্রমে তাহার কি ফল দর্শে ?
৪ এক পুরুষ বহিয়া যায়, আর এক পুরুষ
৫ আইসে; কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী। সূর্য্যও উঠে,
আবার সূর্য্য অস্ত যায় ; এবং সত্বর স্বস্থানে যায়,
৬ সেখানে গিয়া উঠে। বায়ু দক্ষিণদিকে গমন
করে ও উত্তর দিকে ঘূরে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া গমন
করে ; হাঁ, বায়ু আপন চক্রগতি অনুসারে ফিরে।
৭ জলস্রোত সকল সমুদ্রে প্রবেশ করে, তথাচ সমুদ্র
পূর্ণ হয় না ; জলস্রোত সকল যে স্থানে যায়,
৮ সেই স্থানে পুনরায় গমন করে। যাবতীয় বিষয়
ক্লান্তিজনক ; তাহার বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য ;
দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় না, এবং শ্রবণে কর্ণ তৃপ্ত হয়
৯ না। যাহা হইয়াছে, তাহাই হইবে ; যাহা করা
গিয়াছে, তাহাই করা যাইবে ; ফলতঃ সূর্য্যের
১০ নীচে নূতন কিছুই নাই। এমন কি কিছু আছে,
যাহার সম্বন্ধে মনুষ্য বলে, দেখ, ইহা নূতন ?
তাহা অবশ্য গত যুগপর্য্যায়ে আমাদের পূর্ব্বে
১১ ছিল ; পূর্ব্বকালীয় লোকদের বিষয় কাহারও
স্মরণে নাই ; এবং ভাবিকালে যাহারা জন্মিবে,
তাহাদের বিষয়ও উত্তর ভাবিকালের লোকদের
স্মরণে থাকিবে না।

উপদেশকের সুখান্বেষণ।

১২ উপদেশক আমি যিরূশালেমে ইস্রায়েলের
১৩ উপরে রাজা ছিলাম। আর আমি প্রজ্ঞা দ্বারা
আকাশের নীচে কৃত সমস্ত বিষয়ের অনুশীলন ও
অনুসন্ধান করিতে মনোযোগ করিতাম ; ঈশ্বর
মনুষ্য-সন্তানগণকে ব্যস্ত করণার্থে এই অতি ক্লেশ-
১৪ জনক আয়াস দিয়াছেন। সূর্য্যের নীচে কৃত সমস্ত
কার্য্য আমি নিরীক্ষণ করিয়াছি ; দেখ, সে সক-
১৫ লই অসার ও বায়ুর অনুধাবনমাত্র। যাহা বক্র,
তাহা সোজা করা যায় না ; এবং যাহা নাই,
১৬ তাহা গণনা করা যায় না। আমি আপন হৃদয়ের
সহিত কথোপকথন করিলাম, কহিলাম, দেখ,
আমার পূর্ব্বে যিরূশালেমে যে সকল অধ্যক্ষ
ছিলেন, সেই সকল অপেক্ষা আমি অধিক প্রজ্ঞা-
বিশিষ্ট হইয়াছি, এবং আমার হৃদয় নানা
প্রকার প্রজ্ঞায় ও বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে।
১৭ আমি প্রজ্ঞার তত্ত্ব জানিতে, এবং ক্ষিপ্ততার ও
অজ্ঞানতার তত্ত্ব জানিতে মনোযোগ করিলাম,
১৮ তাহাও বায়ুর অনুধাবনমাত্র জানিলাম। কেননা
প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয় ; এবং
যে বিদ্যার বৃদ্ধি করে, সে ব্যথার বৃদ্ধি করে।

২ আমি মনে মনে বলিলাম, "আইস,
আমি এক বার আনন্দ দ্বারা তোমার
পরীক্ষা করি, তুমি সুখভোগ কর ;" কিন্তু দেখ,
২ তাহাও অসার। আমি হাস্যের বিষয়ে কহিলাম,
উহা ক্ষিপ্ত ; এবং আনন্দের বিষয়ে কহিলাম,
৩ উহা কি করিবে ? আমি মনে মনে আন্দোলন

Digitized by Google

করিলাম, কিরূপে মদ্যপানে শরীরকে তুষ্ট
করিব,—তখনও আমার মন সজ্ঞানে আমাকে
পথ প্রদর্শন করিতেছিল—আর কিরূপে অজ্ঞা-
নতা অবলম্বন করিব, শেষে দেখিতে পারিব,
আকাশের নীচে মনুষ্য-সন্তানদের জীবনকালে
৪ কি কি করা ভাল। আমি আপনার জন্য মহৎ
মহৎ কার্য্য করিলাম, স্থানে স্থানে আপনার জন্য
বাটী নির্ম্মাণ করিলাম, আপনার জন্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র
৫ প্রস্তুত করিলাম; আমি আপনার জন্য উদ্যান
ও উপবন করিয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ফল-
৬ বৃক্ষ রোপণ করিলাম; সেই বৃক্ষোৎপাদক বনে
জল সেচনার্থে আমি স্থানে স্থানে পুষ্করিণী
৭ খনন করিলাম। আমি অনেক দাসদাসী ক্রয়
করিলাম, এবং আমার গৃহেও দাসগণ জন্মিল;
আর আমার পূর্ব্বে যিরূশালেমে যাহারা ছিল,
সেই সকল হইতে আমার গোমেষাদি পশুধন
৮ অধিক ছিল। আমি রৌপ্য ও সুবর্ণ এবং নানা
রাজার ও নানা প্রদেশের বিশেষ বিশেষ ধন
সঞ্চয় করিলাম; আমি গায়ক গায়িকা ও মনুষ্য-
সন্তানদের তৃপ্তিজনিকা কত উপপত্নী পাইলাম।
৯ অতএব আমি মহান ছিলাম, আমার পূর্ব্বে
যাঁহারা যিরূশালেমে ছিলেন, সেই সকল অপেক্ষা
সমৃদ্ধিশালী হইলাম, এবং আমার প্রজ্ঞাও
১০ আমার সহবর্ত্তিনী থাকিল। আর আমার নেত্র-
যুগল যাহা ইচ্ছা করিত, তাহা আমি তাহাদের
অগোচর রাখিতাম না; আমার হৃদয়কে কোন
আনন্দভোগ করিতে বারণ করিতাম না; বাস্ত-
বিক আমার সমস্ত পরিশ্রমে আমার হৃদয়
আনন্দ করিত; সমস্ত পরিশ্রমে ইহাই আমার
১১ অংশ হইল। পরে আমার হস্ত যে সকল কার্য্য
করিত, যে পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হইতাম,
সে সমস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ,
সে সকলই অসার ও বায়ুর অনুধাবনমাত্র; সূর্য্যের
নীচে কিছুই লাভ নাই।
১২ পরে আমি প্রজ্ঞা, এবং ক্ষিপ্ততা ও অজ্ঞানতা
দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম; ফলতঃ যে ব্যক্তি রাজার
পশ্চাৎ আসিবে, সে কি করিবে? পূর্ব্বে যাহা
১৩ করা গিয়াছিল, তাহাই মাত্র। তখন আমি দেখি-
লাম, যেমন অন্ধকার অপেক্ষা দীপ্তি উত্তম,
১৪ তেমনি অজ্ঞানতা অপেক্ষা প্রজ্ঞা উত্তম। জ্ঞান-
বানের মস্তকেই চক্ষু থাকে, কিন্তু হীনবুদ্ধি অন্ধ-
কারে ভ্রমণ করে; তথাপি আমি জানিলাম যে,
১৫ সকলেরই এক দশা ঘটে। তখন আমি মনে মনে
বলিলাম, হীনবুদ্ধির প্রতি যাহা ঘটে, তাহাই ত
আমার প্রতি ঘটে, তবে আমি কি নিমিত্ত অধিক
জ্ঞানবান হইলাম? পরে মনে মনে বলিলাম,
১৬ ইহাও অসার। কেননা হীনবুদ্ধির ন্যায় জ্ঞান-
বানের স্মৃতি অনন্তকাল থাকিবে না, ভবিষ্যৎ
কালে সকলই স্মৃতি-বহির্ভূত হইবে; আহা!
হীনবুদ্ধি যেমন মরে, তেমনি জ্ঞানবানও মরে।
১৭ অতএব আমি প্রাণধারণে বিরক্ত হইলাম;
কেননা সূর্য্যের নীচে কৃত কার্য্য আমার ক্লেশ-
দায়ক বোধ হইল; কারণ সকলই অসার ও
বায়ুর অনুধাবনমাত্র।
১৮ সূর্য্যের নীচে আমি যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত
হইতাম, আমার সেই সমস্ত পরিশ্রমে বিরক্ত
হইলাম; কেননা আমার পরবর্ত্তী ব্যক্তির জন্য
১৯ তাহা রাখিয়া যাইতে হইবে। আর সে জ্ঞানবান
হইবে, কি হীনবুদ্ধি হইবে, তাহা কে জানে?
কিন্তু আমি সূর্য্যের নীচে যে শ্রমে পরিশ্রম করতঃ
জ্ঞান দেখাইতাম, সেই সকল পরিশ্রমের কর্ত্তাধি-
২০ কারী সে হইবে; ইহাও অসার। অতএব সূর্য্যের
নীচে আমি যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইতাম,
ফিরিয়া আমার সেই সমস্ত পরিশ্রমের বিষয়ে
২১ আপন হৃদয়কে নিরাশ হইতে দিলাম। কেননা
এক ব্যক্তির পরিশ্রম প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও কৌশল
সহযুক্ত; তথাপি যে ব্যক্তি সে বিষয়ে পরিশ্রম
করে নাই, তাহাকে তাহার অধিকার বলিয়া
তাহা সমর্পণ করিতে হয়, ইহাও অসার ও বড়
২২ মন্দ। তবে সূর্য্যের নীচে মনুষ্য যে সকল পরি-
শ্রমে ও হৃদয়ের অনুধাবনে পরিশ্রান্ত হয়, তাহাতে
২৩ তাহার কি ফল দর্শে? কেননা তাহার সমস্ত দিন
ব্যথাযুক্ত, এবং তাহার আয়াস মনস্তাপজনক,
রাত্রিতেও তাহার হৃদয় বিশ্রাম পায় না। ইহাও
অসার।

বিধাতার নিয়মের অমোঘতা।

২৪ ভোজন পান এবং নিজ পরিশ্রমের মধ্যে
প্রাণকে সুখভোগ করান ব্যতীত আর মঙ্গল মানু-
ষের হয় না; ইহাও আমি দেখিলাম যে, তাহা
২৫ ঈশ্বরের হস্ত হইতে হয়। আর আমা হইতে কে
অধিক ভোজন করিতে কিম্বা অধিক সুখভোগ
২৬ করিতে পারে? বস্তুতঃ যে ব্যক্তি [ঈশ্বরের]
সাক্ষাতে প্রীতিজনক, তাহাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা
ও আনন্দ দেন; কিন্তু পাপীকে এই আয়াস দেন,
যেন সে ঈশ্বরের প্রীতিজনক ব্যক্তিকে দিবার
জন্য ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। ইহাও অসার ও
বায়ুর অনুধাবনমাত্র।
৩ সকল বিষয়েরই সময় আছে, ও আকা-
শের নীচে যাবতীয় মনোরথের কাল আছে।
২ জন্মের কাল ও মরণের কাল; রোপণের কাল ও
৩ রোপিত উৎপাটনের কাল; বধ করিবার কাল
ও সুস্থ করিবার কাল; ভাঙ্গিবার কাল ও গাঁথি-
৪ বার কাল; রোদন করিবার কাল ও হাস্য করি-
বার কাল; বিলাপ করিবার কাল ও নৃত্য করি-

Digitized by Google

৫ বার কাল ; প্রস্তর বিক্ষেপ করিবার কাল ও প্রস্তর
সংগ্রহ করিবার কাল ; আলিঙ্গনের কাল ও
৬ আলিঙ্গন না করিবার কাল ; অন্বেষণের কাল ও
হারাইবার কাল ; রক্ষণের কাল ও ফেলিয়া দিবার
৭ কাল ; চিরিবার কাল ও সিলাইবার কাল ; নীরব
৮ থাকিবার কাল ও কথা কহিবার কাল ; প্রেম
করিবার কাল ও ঘৃণা করিবার কাল; যুদ্ধের কাল
৯ ও সন্ধির কাল। কর্ম্মকারী ব্যক্তির পরিশ্রমে
১০ তাহার কি ফল দর্শে ? ঈশ্বর মনুষ্য-সন্তানদিগকে
আয়াসযুক্ত করণার্থে যে আয়াস দেন, তাহা
১১ আমি দেখিয়াছি। তিনি সকলই যথাকালে
মনোহর করিয়াছেন, আর তাহাদের হৃদয়মধ্যে
অনন্তকাল রাখিয়াছেন ; তথাপি ঈশ্বর আদি
অবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করেন, মনুষ্য
১২ তাহার তত্ত্ব বাহির করিতে পারে না। আমি
জানি, যাবজ্জীবন আনন্দ ও সৎকর্ম্ম করণ ব্যতীত
১৩ আর মঙ্গল তাহাদের হয় না। আর প্রত্যেক
মনুষ্য যে ভোজন পান ও সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে
১৪ সুখভোগ করে, ইহাও ঈশ্বরের দান। আমি
জানি, ঈশ্বর যাহা কিছু করেন, তাহা অনন্তকাল-
স্থায়ী ; তাহা বাড়াইতেও পারা যায় না, কমাই-
তেও পারা যায় না : আর ঈশ্বর তাহা করিয়া-
ছেন, যেন তাঁহার সম্মুখে মনুষ্যগণ ভীত হয়।
১৫ যাহা আছে, তাহাই ছিল, এবং যাহা ভবিতব্য,
তাহাই ছিল, এবং যাহা অতিবাহিত হইয়াছে,
ঈশ্বর তাহার অনুসন্ধান করেন।

সংসারের অসারতা।

১৬ অধিকন্তু আমি সূর্য্যের নীচে, বিচারের স্থানে
দেখিলাম, সেখানে দুষ্টতা আছে ; এবং ধর্ম্মের
১৭ স্থানে দেখিলাম, সেখানে দুষ্টতা আছে। আমি
মনে মনে কহিলাম, ঈশ্বরই ধার্ম্মিকের ও দুষ্টের
বিচার করিবেন, কেননা সেখানে যাবতীয় মনো-
রথের নিমিত্ত এবং যাবতীয় কর্ম্মের নিমিত্ত
১৮ বিশেষ কাল আছে। আমি মনে মনে কহিলাম,
ইহা মনুষ্য-সন্তানদের নিমিত্ত হইতেছে, যেন
ঈশ্বর তাহাদের পরীক্ষা করেন, আর যেন তাহারা
দেখিতে পায় যে, তাহারা নিজেই পশুবৎ।
১৯ কেননা মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা
পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই প্রতি একরূপ
ঘটনা ঘটে ; এ যেমন মরে, সে তেমনি মরে :
এবং তাহাদের সকলেরই জীবাত্মা এক ; পশু
হইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, কেননা
২০ সকলই অসার। সকলেই এক স্থানে গমন করে,
সকলেই ধূলি হইতে উৎপন্ন, এবং সকলেই
২১ ধূলিতে ফিরিয়া যায়। মনুষ্য-সন্তানদের আত্মা
ঊর্দ্ধগামী হয়, ও পশুর আত্মা ভূতলের দিকে
২২ অধোগামী হয়, ইহা কে জানে ? অতএব আমি
দেখিলাম, আপন কর্ম্মে আনন্দ করণ ব্যতীত
আর মঙ্গল মনুষ্যের নাই ; কেননা ইহাই তাহার
অধিকার। মনুষ্যের [মৃত্যুর] পরে যাহা ঘটিবে,
কে তাহাকে আনিয়া তাহা দেখাইতে পারে ?

৪ পরে আমি ফিরিয়া সূর্য্যের নীচে যে
সকল উপদ্রব হয়, তাহা নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলাম। দেখ, উপদ্রুত লোকদের অশ্রুপাত
হইতেছে, আর তাহাদের সান্ত্বনাকারী কেহ
নাই ; উপদ্রবীদের হস্তে বল আছে, কিন্তু উপ-
২ দ্রুতদের সান্ত্বনাকারী কেহ নাই। অতএব বর্ত্ত-
মান জীবিতদের অপেক্ষা আমি ইতিপূর্ব্বের মৃত-
৩ দিগের প্রশংসা করিলাম। কিন্তু যে অদ্য পর্য্যন্ত
হয় নাই, এবং সূর্য্যের নীচে কৃত মন্দ কার্য্য
দেখে নাই, তাহার অবস্থা ঐ উভয় হইতেও
ভাল।
৪ পরে আমি যাবতীয় পরিশ্রম ও যাবতীয়
কার্য্য-কৌশল দেখিয়া বুঝিলাম, ইহাতে মনুষ্য
প্রতিবাসীর ঈর্ষাভাজন হয় ; ইহাও অসার ও
৫ বায়ুর অনুধাবনমাত্র। হীনবুদ্ধি হস্ত জড়সড়
৬ করিয়া আপন মাংস ভোজন করে। পরিশ্রমে ও
বায়ুর অনুধাবনে পূর্ণ দুই মুষ্টি অপেক্ষা শান্তি-
পূর্ণ এক মুষ্টি ভাল।
৭ তখন আমি ফিরিয়া সূর্য্যের নীচে অসারতা
৮ নিরীক্ষণ করিলাম। কোন ব্যক্তি একা থাকে,
তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই, পুত্র কি ভ্রাতাও কেহ
নাই, তথাচ তাহার পরিশ্রমের সীমা নাই,
তাহার চক্ষুও ধনে তৃপ্ত হয় না। [সে বলে,]
তবে আমি কাহার নিমিত্তে পরিশ্রম করিতেছি,
ও আপন প্রাণকে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করি-
তেছি ? ইহাও অসার ও ভারী আয়াসজনক।
৯ এক ব্যক্তি অপেক্ষা দুই ব্যক্তি ভাল, কেননা
১০ তাহাদের পরিশ্রমে সুফল হয়। ফলতঃ তাহারা
পড়িলে এক জন আপন সঙ্গীকে উঠাইতে
পারে ; কিন্তু যে একাকী, সে সন্তাপের পাত্র,
কেননা সে পড়িলে তাহাকে তুলিতে পারে, এমন
১১ দোসর কেহই নাই। আবার দুই জন একত্র শয়ন
করিলে উষ্ণ হয়, কিন্তু এক জন কেমন করিয়া
১২ উষ্ণ হইবে ? যে একাকী, তাহাকে যদ্যপি কেহ
পরাস্ত করে, তথাপি দুই জন তাহার প্রতিরোধ
করিবে, এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না।
১৩ যে বৃদ্ধ হীনবুদ্ধি রাজা আর কোন পরামর্শ
মানিতে পারে না, তাহার অপেক্ষা বরং জ্ঞানবান
১৪ দরিদ্র যুবক ভাল। কেননা সে রাজা হইবার
জন্য কারাগার হইতে নির্গত হইয়াছিল ; বস্তুতঃ
তাহার রাজত্ব ঘটিলেও সে দৈন্যদশাতে জন্ম-
১৫ গ্রহণ করিয়াছিল। আমি সূর্য্যের নীচে বিহার-
কারী সমস্ত প্রাণীকে দেখিলাম, তাহারা সেই
যুবকের, যে দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার স্থানে উঠিল,

Digitized by Google

১৬ তাহার সঙ্গী। সেই লোকসমূহের, যাহাদের
উপরে সে অধ্যক্ষ ছিল, তাহাদের সীমা নাই ;
তথাপি উত্তরকালীন লোকেরা তাহাতে আনন্দ
করিবে না। বস্তুতঃ ইহাও অসার ও বায়ুর অনু-
ধাবনমাত্র।

চেতনাবাক্য। ধনের অলীকতা।

৫ তুমি ঈশ্বরের গৃহে গমন কালে তোমার
চরণ সাবধানে রাখ ; কারণ হীনবুদ্ধিদের
ন্যায় বলিদান করা অপেক্ষা বরং শ্রবণার্থে উপ-
স্থিত হওয়া ভাল ; কেননা উহারা যে মন্দ কার্য্য
২ করিতেছে, তাহা বুঝে না। তুমি আপন মুখকে
বেগে কথা কহিতে দিও না, এবং ঈশ্বরের
সাক্ষাতে কথা উচ্চারণ করিতে তোমার হৃদয়
ত্বরান্বিত না হউক ; কেননা ঈশ্বর স্বর্গে ও তুমি
পৃথিবীতে, অতএব তোমার কথা অল্প হউক।
৩ কারণ স্বপ্ন যেমন বহু আয়াস সম্বলিত, তেমনি
৪ হীনবুদ্ধির রব বহুবাক্য সম্বলিত। ঈশ্বরের
নিকটে মানত করিলে তাহা পরিশোধ করিতে
বিলম্ব করিও না, কারণ হীনবুদ্ধি লোকদিগেতে
তাঁহার সন্তোষ নাই ; যাহা মানত করিবে, তাহা
৫ পরিশোধ করিও ; মানত করিয়া না দেওয়া
অপেক্ষা বরং তোমার মানত না করাই ভাল।
৬ তোমার মাংসকে পাপ করাইতে তোমার মুখকে
দিও না ; এবং "উহা প্রমাদ," এমন কথা
দূতের সাক্ষাতে বলিও না ; ঈশ্বর কেন তোমার
বাক্যে ক্রোধ করিয়া তোমার হস্তের কার্য্য নষ্ট
৭ করিবেন ? বস্তুতঃ স্বপ্ন ও অসারতা বহুসংখ্যক,
বাক্যেরও বাহুল্য আছে ; কিন্তু তুমি ঈশ্বরকে
ভয় কর।
৮ তুমি দেশে দরিদ্রের পীড়ন, কিম্বা বিচারের
ও ধর্ম্মের খণ্ডন দেখিলে সেই ব্যাপারে চমৎকৃত
হইও না, কেননা উচ্চপদান্বিত লোক অপেক্ষা
উচ্চতর পদান্বিত এক রক্ষক আছেন ; আবার
৯ যিনি উচ্চতম তিনি উভয়ের কর্ত্তা। আর দেশের
ফল সকলেরই জন্য ; ভূমির দ্বারা রাজা সেবিত
হন।
১০ যে ব্যক্তি রৌপ্য ভাল বাসে, সে রৌপ্যে তৃপ্ত
হয় না ; আর যে ব্যক্তি ধনরাশি ভাল বাসে,
সে ধনাগমে তৃপ্ত হয় না ; ইহাও অসার।
১১ সম্পত্তি বাড়িলে ভোক্তাও বাড়ে ; আর দৃষ্টি-
সুখ ব্যতীত সম্পত্তিতে স্বামীদের কি ফল দর্শে ?
১২ শ্রমজীবী অধিক বা অল্প আহার করুক, নিদ্রা
তাহার মিষ্ট লাগে ; কিন্তু ধনবানের পূর্ত্তি
তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না।
১৩ সূর্য্যের নীচে আমি এই ব্যাধিস্বরূপ অনিষ্ট
দেখিয়াছি যে, ধনস্বামীর অমঙ্গলের জন্যই ধন
১৪ রক্ষিত হয় ; আর দুর্ঘটনায় সেই ধনের ক্ষয় হয়,
এবং পুত্রের জন্ম দিলে তাহার হস্তে কিছুই নাই।
১৫ সে মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ আইসে ; যেমন আইসে
তেমনি উলঙ্গই পুনরায় প্রয়াণ করে ; পরিশ্রম
করিলেও সে যাহা সঙ্গে লইয়া প্রয়াণ করিতে
১৬ পারে, এমন কিছুই নাই। ইহাও ব্যাধিস্বরূপ
অনিষ্ট ; সে যেমন আইসে, সর্ব্বতোভাবে তেমনি
যায় ; অতএব বায়ুর নিমিত্তে পরিশ্রম করিলে
১৭ পর তাহার কি ফল দর্শিবে ? আর সে ত যাব-
জ্জীবন অন্ধকারে আহার করে ; এবং তাহার
বিষম বিরক্তি, পীড়া ও ক্রোধ উপস্থিত হয়।
১৮ দেখ, আমি মঙ্গলের মধ্যে ইহাই দেখিয়াছি,
ঈশ্বর মনুষ্যকে যে কতিপয় দিন পরমায়ু দেন,
সেই সমস্ত দিন সূর্য্যের নীচে আপনার কর্ত্তব্য
সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে ভোজন পান ও সুখভোগ
করা মনোরঞ্জক, বস্তুতঃ ইহাই তাহার অংশ।
১৯ ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকে ধন সম্পত্তি দান করিয়া
তাহা ভোগ করিতে, আপন অংশ লইতে ও
আপন পরিশ্রমে আনন্দ করিতে ক্ষমতা দেন,
২০ ইহাও ঈশ্বরের দান। সে আপন জীবনের দিন
সকল তত স্মরণ করিবে না, কেননা ঈশ্বর তাহার
হৃদয়ের আনন্দে তাহাকে উত্তর দেন।

৬ সূর্য্যের নীচে আমি এক দুঃখের বিষয়
দেখিয়াছি, তাহা মনুষ্যদের পক্ষে ভারী ;
২ [ফলতঃ] ঈশ্বর কাহাকে কাহাকে এত ধন,
সম্পত্তি ও প্রতাপ দেন যে, অভীষ্ট বস্তু সকলের
মধ্যে একটীও তাহার প্রাণের জন্য অলব্ধ থাকে
না, তথাচ ঈশ্বর তাহা ভোগ করিবার ক্ষমতা
তাহাকে দেন না, কিন্তু বিজাতীয় লোক তাহা
ভোগ করে ; ইহা অসার ও মন্দ ব্যাধিস্বরূপ।
৩ যে ব্যক্তি এক শত পুত্রের জন্ম দিয়া অনেক
বৎসর বাঁচিয়া দীর্ঘজীবী হয়, তাহার প্রাণ যদি
সুখে তৃপ্ত না হয়, এবং তাহার কবরও যদি না
হয়, তবে আমি বলি, তাহা হইতে বরং গর্ভ-
৪ স্রাবও ভাল। কেননা তাহা বাষ্পবৎ আইসে, ও
অন্ধকারে প্রয়াণ করে, ও তাহার নাম অন্ধকারে
৫ আচ্ছন্ন থাকে ; তাহা সূর্য্য দেখে নাই ও কিছুই
জানে নাই ; ঐ মনুষ্য অপেক্ষা তাহাই বিশ্রাম-
৬ যুক্ত। সে যদ্যপি দ্বিগুণ সহস্র বৎসর জীবিত
থাকে, এবং কিছু মঙ্গল ভোগ না করে, [তবে কি
ফল ?] সকলই কি এক স্থানে যায় না ?
৭ মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তাহার মুখের জন্য,
৮ তথাপি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। বস্তুতঃ হীনবুদ্ধি
লোক অপেক্ষা জ্ঞানবানের কি উৎকর্ষ ? আর
জীবিতদের সাক্ষাতে চলিতে জানে, এমন দুঃখী
৯ লোকেরই বা কি উৎকর্ষ ? দৃষ্টিসুখ যত ভাল,
প্রাণের লালসা তত ভাল নহে, ইহাও অসার
ও বায়ুর অনুধাবনমাত্র।
১০ যাহা হইয়াছে, অনেক দিন হইল তাহার

Digitized by Google

নামকরণ হইয়াছে, ফলতঃ সকলে জানে যে, সে
মর্ত্ত্য, এবং আপনা অপেক্ষা পরাক্রান্তের সহিত
১১ বিতণ্ডা করিতে সে অপারক। অসারতাবর্দ্ধক
অনেক কথা আছে, তাহাতে মানুষের কি লাভ?
১২ বস্তুতঃ জীবনকালে মনুষ্যের মঙ্গল কি, তাহা
কে জানে? তাহার অসার জীবনকাল অল্প
দিন পরিমিত, এবং সে ছায়ার ন্যায় তাহা
যাপন করে; আর মনুষ্যের মরণানন্তর সূর্য্যের
নীচে কি ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে জানাইতে
পারে?

সহিষ্ণুতা ও প্রজ্ঞার সুফল।

৭ উত্তম তৈল অপেক্ষা সুখ্যাতি উত্তম,
এবং জন্মদিন অপেক্ষা মরণদিন ভাল।
২ ভোজের গৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপগৃহে যাওয়া
ভাল, কেননা তাহা যাবতীয় মনুষ্যের শেষগতি,
এবং জীবিত লোক তাহাতে মনোনিবেশ করিবে।
৩ হাস্য হইতে মনস্তাপ ভাল, কারণ মুখের বিষণ্ণ-
৪ তায় হৃদয় প্রসন্ন হয়। জ্ঞানবানদের হৃদয়
বিলাপগৃহে থাকে, কিন্তু হীনবুদ্ধিদের হৃদয়
৫ আনন্দগৃহে থাকে। হীনবুদ্ধিদের গীত শ্রবণ
৬ অপেক্ষা জ্ঞানবানের ভর্ৎসনা শ্রবণ ভাল। কেননা
যেমন হাঁড়ার তলায় কাঁটার শব্দ, তেমনি হীন-
৭ বুদ্ধির হাস্য; তাহাও অসার। উপদ্রব জ্ঞান-
বানকে ক্ষিপ্ত করে, এবং উৎকোচ বুদ্ধি নষ্ট করে।
৮ কার্য্যের আরম্ভ হইতে তাহার অন্ত ভাল, এবং
৯ গর্ব্বিতাত্মা অপেক্ষা ধীরাত্মা ভাল। তোমার
আত্মাকে সত্বর বিরক্ত হইতে দিও না, কেননা
১০ হীনবুদ্ধিদেরই বক্ষঃ বিরক্তির আশ্রয়। তুমি
বলিও না, বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকাল কেন
ভাল ছিল? কেননা এ বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাসা
১১ করা প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয় না। পৈতৃক ধনের
ন্যায় প্রজ্ঞা ভাল; তাহা সূর্য্যদর্শী লোকদের পক্ষে
১২ আরও উৎকৃষ্ট। কেননা প্রজ্ঞা আশ্রয়, এবং ধনও
আশ্রয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের ঔৎকর্ষ্য এই যে, প্রজ্ঞা
১৩ আপন অধিকারীদের জীবন রক্ষা করে। ঈশ্বরের
কার্য্য নিরীক্ষণ কর; ফলতঃ তিনি যাহা বক্র
করিয়াছেন, তাহা সরল করিতে কাহার সাধ্য?
১৪ সুখের দিনে আনন্দ কর, এবং দুঃখের দিনে
বিবেচনা কর; ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহার
কিছুই যেন মনুষ্য জানিতে না পারে, তজ্জন্য
ঈশ্বর নির্ব্বিশেষে সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি
রাখিয়াছেন।
১৫ আমি আপন অসারতার কালে এই সমস্তই
দেখিয়াছি; কোন ধার্ম্মিক লোক নিজ ধর্ম্মে
বিনষ্ট হয়, এবং কোন দুষ্ট লোক নিজ দুষ্টতায়
১৬ দীর্ঘ কাল যাপন করে। অতি ধার্ম্মিক হইও না,
ও আপনাকে অতিশয় জ্ঞানবান দেখাইও না;
১৭ কেন আপনাকে নষ্ট করিবে? অতি দুষ্ট হইও
না, অজ্ঞানও হইও না; তোমার সময় না হইতে
১৮ কেন মরিবে? তুমি যদি ইহা ধরিয়া রাখ, এবং
উহা হইতেও হস্ত নিবৃত্ত না কর, তবে ভাল;
কেননা যে ঈশ্বরকে ভয় করে, সে ঐ সকল হইতে
উত্তীর্ণ হইবে।
১৯ জ্ঞানবানকে প্রজ্ঞা যত বলবান করে, নগরস্থ
২০ দশ জন পরাক্রমী তত করে না। পাপ না করিয়া
সৎকর্ম্ম করে, এমন ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীতে
২১ নাই। যত কথা বলা যায়, সকল কথায় মন
দিও না; দিলে হয় ত শুনিবে, তোমার দাস
২২ তোমাকে শাপ দিতেছে। কেননা তুমিও অন্যকে
পুনঃ পুনঃ শাপ দিয়াছ, তাহা তোমার মন জ্ঞাত
আছে।
২৩ আমি প্রজ্ঞা দ্বারা এ সকলের পরীক্ষা করি-
লাম; আমি কহিলাম, জ্ঞানবান হইব, কিন্তু
২৪ জ্ঞান আমা হইতে দূরে ছিল। যাহা আছে,
তাহা দূরে রহিয়াছে; তাহা গভীর, অতি গভীর,
২৫ কে তাহা পাইতে পারে? আমি ফিরিলাম, প্রজ্ঞা
ও সুবিবেচনাকে জানিতে, অনুসন্ধান ও অন্বেষণ
করিতে, এবং হীনবুদ্ধিতার দুষ্টতা ও ক্ষিপ্ততার
অজ্ঞানতা জানিতে মনোনিবেশ করিলাম।
২৬ তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তীব্র পদার্থ, অর্থাৎ
সেই স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম, যাহার অন্তঃ-
করণ ফাঁদ ও জালস্বরূপ, ও হস্ত শৃঙ্খলস্বরূপ; যে
ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রীতিজনক, সে তাহা
হইতে রক্ষা পাইবে, কিন্তু পাপী তাহার দ্বারা
২৭ ধৃত হইবে। উপদেশক কহিতেছেন, দেখ, সিদ্ধা-
ন্তের তত্ত্ব পাইবার জন্য একটীর পরে আর একটী
২৮ বিবেচনা করিয়া আমি ইহা পাইয়াছি। আমার
মন পুনঃ পুনঃ যাহার অন্বেষণ করিয়াছে, তাহা
আমি পাই নাই। সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তিকে
পাইয়াছি; কিন্তু সেই সকলের মধ্যে একটী স্ত্রী-
২৯ লোককে পাই নাই। দেখ, আমি কেবল ইহাই
জানিতে পাইয়াছি যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল
করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা
অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়াছে।

সাংসারিক বিষয়ের অসারতা।

৮ জ্ঞানবানের তুল্য কে আছে? কে
বাক্যের ভাবার্থ জানে? মানুষের প্রজ্ঞা
তাহার মুখ উজ্জ্বল করে, এবং তাহার বদনের
২ কাঠিন্য ঘুচায়। আমার পরামর্শ এই, তুমি
রাজার আজ্ঞা পালন কর; ঈশ্বরের সাক্ষাতে

Digitized by Google

৩ কৃত শপথ প্রযুক্তই তাহা কর। তাঁহার সম্মুখ
হইতে চলিয়া যাইতে ত্বরান্বিত হইও না; মন্দ
বিষয়ে লিপ্ত থাকিও না; কেননা তিনি যাহা
৪ ইচ্ছা তাহাই করেন। কারণ রাজার বাক্য
পরাক্রমবিশিষ্ট, আর 'তুমি কি করিতেছ?'
৫ এমন কথা তাঁহাকে কে বলিতে পারে? যে ব্যক্তি
আজ্ঞা পালন করে, সে কোন মন্দ বিষয় জানে
না; আর জ্ঞানবানের মন সময় ও বিচার জানে।
৬ বস্তুতঃ যাবতীয় মনোরথ সাধনার্থে সময় ও
বিচার আছে. কারণ মানুষের দুঃখ তাহার
৭ পক্ষে অতিমাত্র। কেননা কি ঘটিবে, তাহা সে
জানে না; কি প্রকারেই বা ঘটিবে, তাহা তাহাকে
৮ কে জ্ঞাত করিতে পারে? শ্বাসবায়ুর কর্তা কোন
মানুষ নাই; শ্বাসবায়ু রুদ্ধ করা কাহারও সাধ্য
নয়, এবং মরণদিনের উপরে কর্তৃত্ব কাহারও
নাই, এবং সেই যুদ্ধে ছুটী সম্ভবে না, আর
৯ দুষ্টতা দুষ্টকে বাঁচাইবে না। আমি এই সকলই
দেখিয়াছি, ও সূর্য্যের নীচে যে সকল কার্য্য করা
যায়, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছি; কোন
কোন সময়ে এক জন অন্যের উপরে তাহার
অমঙ্গলার্থে কর্তৃত্ব করে।
১০ অধিকন্তু আমি দেখিয়াছি, দুষ্টগণ কবরপ্রাপ্ত
হইয়া [পরলোকে] প্রবেশ করিল; কিন্তু যাথা-
র্থ্যাচারী লোকেরা পবিত্র স্থান হইতে প্রয়াণ
করিল, এবং নগরে তাহাদের স্মরণ লুপ্ত হইল;
১১ ইহাও অসার। দুষ্কর্ম্মের দণ্ডাজ্ঞা ত্বরায় সিদ্ধ
হয় না, এই কারণ মনুষ্য-সন্তানদের অন্তঃকরণ
১২ দুষ্কর্ম্ম করিবার চেষ্টাতে পরিপূর্ণ হয়। পাপী
যদ্যপি শত বার দুষ্কর্ম্ম করিয়া দীর্ঘ কাল থাকে,
তথাপি আমি নিশ্চয় জানি, ঈশ্বরভীতদের,
যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তাহাদের মঙ্গল
১৩ হইবে; কিন্তু দুষ্ট লোকের মঙ্গল হইবে না, ও
সে দীর্ঘ কাল থাকিবে না; তাহার আয়ু ছায়া-
স্বরূপ, কারণ সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয় না।
১৪ পৃথিবীতে এই অসারতা সাধিত হয়, কখন কখন
দুষ্টদের কর্ম্মানুযায়ী ফল ধার্ম্মিকদের প্রতি ঘটে,
এবং কখন কখন ধার্ম্মিকদের কর্ম্মানুযায়ী ফল
দুষ্টদের প্রতি ঘটে; আমি কহিলাম, ইহাও
১৫ অসার। তখন আমি আনন্দের প্রশংসা করিলাম,
কেননা ভোজন পান ও আনন্দ করণ ব্যতীত
সূর্য্যের নীচে মানুষের আর মঙ্গল নাই; সূর্য্যের
নীচে ঈশ্বরদত্ত তাহার আয়ুর মধ্যে সে যে পরি-
শ্রম করে, সেই পরিশ্রমে উহাই তাহার সহবর্ত্তী
হইবে।
১৬ আমি যখন প্রজ্ঞার তত্ত্ব জানিতে এবং পৃথি-
বীতে প্রচলিত আয়াস দেখিতে মনোনিবেশ
করিলাম,—দিবারাত্র ত মনুষ্যের চক্ষু নিদ্রা
১৭ ভোগ করে না—তখন ঈশ্বরের সমস্ত কার্য্যের
বিষয়ে ইহা দেখিলাম, সূর্য্যের নীচে যে কার্য্য
সাধন করা যায়, মনুষ্য তাহার তত্ত্ব পাইতে
পারে না; ফলতঃ যদ্যপি মনুষ্য তাহার অনু-
সন্ধান জন্য পরিশ্রম করে, তথাপি তাহার তত্ত্ব
পাইতে পারে না; এমন কি, জ্ঞানবান লোকও
তাহা জানিতে স্থির করিলে তাহার তত্ত্ব পাইতে
পারে না।

৯ বস্তুতঃ আমি এই সকল বিষয় অনু-
সন্ধান করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলাম;
ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান লোকেরা এবং তাহাদের
কার্য্য ঈশ্বরের হস্তগত; প্রেম কি ঘৃণা, তাহা
২ মনুষ্য জানে না; সমস্তই তাহার সম্মুখস্থ। সক-
লের প্রতি নির্বিশেষে সকলই ঘটে; ধার্ম্মিক কি
দুষ্ট, এবং সুশীল ও শুচি কি অশুচি, এবং যজ্ঞ-
কারী কি অযজ্ঞকারী, সকলের প্রতি একরূপ
ঘটনা হয়; সুশীল যেমন, পাপীও তেমনি, এবং
শপথকারী যেমন, শপথে ভয়কারীও তেমনি।
৩ সূর্য্যের নীচে যত কার্য্য করা যায়, তাহার মধ্যে
ইহা দুঃখের বিষয় যে, সকলের প্রতি সমান
ঘটনা হয়; অধিকন্তু মনুষ্য-সন্তানদের অন্তঃকরণ
দুষ্টতায় পরিপূর্ণ, এবং যাবজ্জীবন ক্ষিপ্ততা তাহা-
দের হৃদয়মধ্যে থাকে, পরে তাহারা মৃতদের
৪ নিকটে যায়। কারণ কে অব্যাহতি পায়? যাব-
তীয় জীবিত লোকের মধ্যে প্রত্যাশা আছে,
কেননা মৃত সিংহ অপেক্ষা বরং জীবিত কুকুর
৫ ভাল। ফলতঃ জীবিত লোকেরা যে মরিবে, তাহা
জানে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহা-
দের আর কোন ফলও হয় না, বস্তুতঃ তাহারা
৬ স্মৃতি-বহির্ভূত হইয়াছে। তাহাদের প্রেম, তাহা-
দের ঘৃণা ও তাহাদের হিংসা সকলই নষ্ট হইয়া
পড়িয়াছে; সূর্য্যের নীচে যে কোন কার্য্য করা
যায়, তাহাতে অনন্তকালেও তাহাদের আর কোন
অধিকার হইবে না।
৭ তুমি যাও, আনন্দপূর্ব্বক আপনার খাদ্য ভোজন
কর, হৃষ্টচিত্তে আপনার দ্রাক্ষারস পান কর,
কেননা ঈশ্বর পূর্ব্বাবধি তোমার কার্য্য গ্রাহ্য
৮ করিয়া আসিতেছেন। তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা
শুক্লবর্ণ থাকুক, তোমার মস্তকে তৈলের অভাব না
৯ হউক। সূর্য্যের নীচে ঈশ্বর তোমাকে অসার
আয়ুর যত দিন দেন, তোমার সেই সমস্ত অসার
দিন থাকিতে তুমি আপন প্রিয়া ভার্য্যার সহিত
আনন্দ কর, কেননা জীবনের মধ্যে, এবং তুমি
সূর্য্যের নীচে যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইতেছ,
সেই পরিশ্রমের মধ্যে ইহাই তোমার অধিকার।
১০ তোমার হস্ত যে কোন কার্য্য করিতে পায়, তাহা
আপন শক্তির সহিত কর; কেননা তুমি যে স্থানে
যাইতেছ, সেই পাতালে কোন কার্য্য কি সঙ্কল্প
কি বিদ্যা কি প্রজ্ঞা কিছুই নাই।

Digitized by Google

১১ আমি ফিরিলাম, ও সূর্য্যের নীচে ইহা দেখি-
লাম ; দ্রুতগামীদের দ্রুতগমন, কি বীরদের যুদ্ধ,
কি জ্ঞানবানদের অন্ন, কি বুদ্ধিমানদের ধন, কি
পণ্ডিতগণেরই অনুগ্রহলাভ হয়, এমন নয়, কিন্তু
১২ সকলের প্রতি সময় ও দৈব ঘটে। অধিকন্তু
মনুষ্য আপনার কাল জানে না ; যেমন মৎস্য-
গণ অশুভ জালে ধৃত হয়, কিম্বা যেমন পক্ষিগণ
ফাঁদে ধৃত হয়, তেমনি মনুষ্য-সন্তানেরা অকস্মাৎ
উপস্থিত বিপৎকালে ধরা পড়ে।
১৩ সূর্য্যের নীচে আমি প্রজ্ঞার আর এক উদাহরণ
দেখিয়াছি, তাহা আমার দৃষ্টিতে মহৎ বোধ
১৪ হইল। একটী ক্ষুদ্র নগর ছিল, তাহাতে লোক
অল্প ছিল ; পরে মহান কোন রাজা আসিয়া
তাহা বেষ্টন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বড় বড় দুর্গ
১৫ নির্ম্মাণ করিলেন। পরন্তু ঐ নগরের মধ্যে এক
জন জ্ঞানবান দরিদ্র লোককে পাওয়া গেল ; সে
আপন প্রজ্ঞা দ্বারা নগরটী রক্ষা করিল, কিন্তু
সেই দরিদ্র লোকটীকে কেহই স্মরণ করিল না।
১৬ তখন আমি কহিলাম, পরাক্রম হইতে প্রজ্ঞা
উত্তম, তথাপি দরিদ্রের প্রজ্ঞাকে তুচ্ছ করা হয়,
ও তাহার বাক্য কেহ মানে না।
১৭ হীনবুদ্ধিদের মধ্যে কর্তৃত্বকারীর চীৎকার
অপেক্ষা শান্তিস্থানে কথিত জ্ঞানবানদের বাক্য
১৮ অধিক শ্রুত হয়। যুদ্ধাস্ত্র অপেক্ষাও প্রজ্ঞা উত্তম,
কিন্তু এক জন পাপী বহু মঙ্গল নষ্ট করে।

১০ কতিপয় মৃত মক্ষিকা দ্বারা গন্ধিকের
সুগন্ধি তৈল দুর্গন্ধ হয় ও মাতিয়া উঠে ;
প্রজ্ঞা ও সম্মান অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানতা
২ গুরুভার। জ্ঞানবানের হৃদয় তাহার দক্ষিণে,
৩ কিন্তু হীনবুদ্ধির হৃদয় তাহার বামে থাকে। পথে
গমনকালেও অজ্ঞানের হৃদয় শূন্য, আর সে সক-
৪ লের বিষয় বলে, ঐ অজ্ঞান। যদ্যপি তোমার
উপরে শাসনকর্ত্তার মনে বিরুদ্ধ ভাব জন্মে,
তথাপি আপন স্থান ছাড়িও না, কেননা শান্ত
৫ ভাব বড় বড় পাপ ক্ষান্ত করে। আমি সূর্য্যের
নীচে এক মন্দ বিষয় দেখিয়াছি, তাহা শাসন-
কর্ত্তার সাক্ষাতে উৎপন্ন প্রমাদের ন্যায় দেখায় ;
৬ অজ্ঞানতা অতি উচ্চপদে স্থাপিত হয়, এবং
৭ ধনবানেরা নীচ পদে বসে। আমি দাসকে
অশ্বারোহণে ও অধিপতিকে দাসের ন্যায় পদ-
৮ ব্রজে গমন করিতে দেখিয়াছি। যে খাত খনন
করে, সে তন্মধ্যে পড়িবে ; ও যে ব্যক্তি প্রস্তরময়
বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, সর্পে তাহাকে কামড়াইবে।
৯ যে ব্যক্তি প্রস্তর সরায়, সে তাহাতেই ব্যথা
পাইবে ; ও যে ব্যক্তি কাষ্ঠ চিরে, সে তাহাতে
১০ আহত হইবে। লোহ ভোঁতা হইলে ও তাহাতে
ধার না দিলে তাহা চালাইতে অধিক বল লাগে,
১১ কিন্তু প্রজ্ঞার প্রকৃত ব্যবহার ফলদায়ক। মন্ত্রমুগ্ধ
হইবার পূর্ব্বে যদি সর্পে দংশন করে, তবে মন্ত্র-
১২ পাঠকে কিছু ফল নাই। জ্ঞানবানের মুখনির্গত
বাক্য অনুগ্রহজনক, কিন্তু হীনবুদ্ধির নিজ ওষ্ঠ
১৩ তাহাকে গ্রাস করে। তাহার মুখনির্গত কথার
আরম্ভই অজ্ঞানতা, ও তাহার মুখের চরম ফল
১৪ দুঃখদায়ক প্রলাপ। অজ্ঞান লোক অনেক কথা
কহে ; কিন্তু কি ভবিতব্য, তাহা মনুষ্য জানে না ;
এবং তাহার উত্তরকালে কি ঘটিবে, তাহা তাহাকে
১৫ কে জানাইতে পারে ? হীনবুদ্ধি লোকের পরিশ্রম
তাহাকে ক্লান্ত করে, কেননা নগরে কিরূপে যাইতে
হয়, তাহা সে জানে না।
১৬ হে দেশ, তোমার রাজা যদি বালক হয়, ও
তোমার অধ্যক্ষগণ যদি প্রত্যূষে ভোজন করে,
১৭ তবে তুমি সন্তাপের পাত্র। হে দেশ, কুলীনের
পুত্র যদি তোমার রাজা হন, এবং তোমার অধ্যক্ষ-
গণ মত্ততার নিমিত্তে ভোজন না করিয়া যদি
বলবৃদ্ধির নিমিত্তে উপযুক্ত সময়ে ভোজন করেন,
১৮ তবে তুমি ধন্য। আলস্য দ্বারা ছাদ বসিয়া যায়,
১৯ ও হস্তের শৈথিল্যে ঘর ছেঁদা হয়। হাস্যের
নিমিত্ত ভোজ প্রস্তুত করা হয়, এবং দ্রাক্ষারস
জীবন আনন্দযুক্ত করে, আর রৌপ্য সকলই
২০ যোগায়। মনের মধ্যেও রাজাকে শাপ দিও না,
আপনার শয়নাগারেও ধনীকে শাপ দিও না ;
কেননা শূন্যের পক্ষী সেই শব্দ লইয়া যাইবে,
যে পক্ষধারী, সে সেই কথা জ্ঞাত করিবে।

১১ তুমি জলের উপরে আপন ভক্ষ্য ছড়া-
ইয়া দেও, কেননা অনেক দিনের পরে তাহা
২ পাইবে। সাত জনকে, বরং আট জনকে অংশ
বিতরণ কর, কেননা পৃথিবীতে কি কি আপদ
৩ ঘটিবে, তাহা তুমি জান না। মেঘ সকল যখন
বৃষ্টিতে পূর্ণ হয়, তখন ভূতলে জল সেচন করে ;
এবং বৃক্ষ যখন দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে পড়ে, তখন
যে বৃক্ষ যে দিকে পড়ে, সে সেই দিকে থাকে।
৪ যে জন বায়ু দেখে, সে বীজ বপন করিবে না ;
এবং যে জন মেঘ নিরীক্ষণ করে, সে শস্য কাটিবে
৫ না। বায়ুর গতি ও গর্ভবতীর উদরস্থ অস্থির বৃদ্ধি
যেমন তোমার বোধের অগম্য, তেমনি সর্ব্বসাধক
৬ ঈশ্বরের কার্য্যও তোমার বোধের অগম্য। তুমি
প্রাতঃকালে আপন বীজ বপন কর, এবং সায়ং-
কালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না ; কেননা ইহা কিম্বা
উহা, কোন্‌টা সফল হইবে, কিম্বা উভয় সমভাবে
৭ উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা তুমি জান না। আলো
৮ মিষ্ট, এবং চক্ষুর পক্ষে সূর্য্যদর্শন ভাল। হাঁ,
কোন মনুষ্য যদি অনেক বৎসর জীবিত থাকে,
তবে সেই সকলে আনন্দ করুক, কিন্তু অন্ধকারের
দিন সকল মনে রাখুক ; কেননা সেই সকল দিন
অনেক হইবে। যাহা যাহা ঘটে, সে সকলই
অসার।

Digitized by Google

যৌবনকালে ঈশ্বরকে ভয় করিতে উপদেশ।

৯ হে যুবক, তুমি আপন তরুণাবস্থায় আনন্দ
কর, যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আহ্লা-
দিত করুক, তুমি আপন হৃদ্গত পথে ও আপন
চক্ষুর দৃষ্টিতে চল ; কিন্তু জানিও, ঈশ্বর এই সকল
১০ ধরিয়া তোমাকে বিচারে আনিবেন। অতএব
আপন হৃদয় হইতে বিরক্তি দূর কর, শরীর
হইতে দুঃখ অপসারণ কর, কেননা তরুণকাল ও
অরুণোদয়কাল অসার।

১২ আর তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টি-
কর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতুক দুঃসময় আসি-
তেছে, এবং যে সকল বৎসরে তুমি বলিবে,
ইহাতে আমার প্রীতি নাই, সেই বৎসর সকল
২ সন্নিকট হইতেছে। তৎকালে সূর্য্য, দীপ্তি, চন্দ্র
ও তারাগণ অন্ধকারময় হইবে, এবং বৃষ্টির পরে
৩ পুনর্ব্বার মেঘ হইবে। সেই দিনে গৃহের রক্ষকেরা
কম্পিত হইবে, পরাক্রমিগণ নত হইবে, ও পেষি-
কারা অল্প হইয়াছে বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবে,
এবং গবাক্ষ দিয়া দর্শনকারিণীরা অন্ধীভূতা
৪ হইবে ; আর পথের দিকের দ্বার রুদ্ধ হইবে, ও
যাঁতার শব্দ অতি সূক্ষ্ম হইবে, এবং পক্ষীর রবে
লোকে গাত্রোত্থান করিবে, ও বাদ্যকারিণী কন্যারা
৫ ক্ষীণ হইবে ; এবং লোকে উচ্চ স্থান হইতে ভীত
হইবে, ও পথে ত্রাস হইবে, কদম্ব পুষ্পিত হইবে,
ফড়িঙ্গ আপন ভারে ভারগ্রস্ত হইবে, ও কামনা
নিস্তেজ হইবে, কেননা মানুষ আপন নিত্যস্থায়ী
নিবাসে প্রয়াণ করিবে, ও বিলাপকারীরা পথে
৬ বেড়াইবে। সেই সময়ে রৌপ্যের তার জীর্ণ
হইবে, সুবর্ণের পানপাত্র ভাঙ্গিবে, এবং উনুইর
ধারে কলস খণ্ড খণ্ড হইবে, ও কূপে চক্র ভগ্ন
৭ হইবে। আর ধূলা পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকাতে লীন
হইবে ; এবং আত্মা যাঁহার দান, সেই ঈশ্বরের
৮ কাছে প্রতিগমন করিবে। উপদেশক কহিতেছেন,
অসারের অসার, সকলই অসার।

উপসংহার।

৯ আর উপদেশক জ্ঞানবান ছিলেন ; অধিকন্তু
তিনি অনুক্ষণ লোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন,
এবং অবধান ও বিবেচনা করিয়া অনেক প্রবাদ
১০ বিন্যাস করিতেন। উপদেশক মনোহর বাক্য,
এবং যাহা সরল ভাবে লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ
সত্যের বাক্য, প্রাপ্ত হইবার জন্য অনুসন্ধান
১১ করিতেন। জ্ঞানবানদের বাক্য সকল অঙ্কুশস্বরূপ,
ও সভাপতিগণের [বাক্য] পোঁতা গোঁজস্বরূপ,
১২ তাহারা একই পালক দ্বারা দত্ত হইয়াছে। আর
শেষ কথা এই, হে বৎস, তুমি এই সকল হইতে
উপদেশ গ্রহণ কর ; বহুপুস্তক রচনার শেষ হয়
না, এবং অধ্যয়নের আধিক্যে শরীরের ক্লান্তি
১৩ হয়। আইস, আমরা সমস্তের উপসংহার শুনি ;
ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন
১৪ কর, কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কারণ
ঈশ্বর যাবতীয় ক্রিয়া এবং ভাল হউক, কি মন্দ
হউক, যাবতীয় গুপ্ত বিষয় বিচারে আনিবেন।

শলোমনের পরমগীত।

---

১ ১ শলোমনের পরমগীত।

শূলম্মীয়ার ও যিরূশালেম-কন্যাদের কথোপকথন।

২ তিনি নিজ মুখচুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন ;
কারণ তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতেও উত্তম।
৩ তোমার সুগন্ধি তৈল সৌরভে উৎকৃষ্ট ;
তোমার নাম সেচিত সুগন্ধি তৈলস্বরূপ ;
তন্নিমিত্ত কুমারীগণ তোমাকে প্রেম করে।
৪ আমাকে আকর্ষণ কর ; আমরা তোমার পশ্চাৎ
ধাবমান হইব ;
রাজা আপন অন্তঃপুরে আমাকে আনিয়াছেন।
আমরা তোমাতে উল্লাসিতা হইব, আনন্দ করিব,
দ্রাক্ষারস হইতেও তোমার প্রেমের অধিক উল্লেখ
করিব ;
লোকে ন্যায়তঃ তোমাকে প্রেম করে।

---

৫ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ!
আমি কৃষ্ণবর্ণা, কিন্তু সুন্দরী,
কেদরের তাম্বুর ন্যায়, শলোমনের যবনিকার
ন্যায়।
৬ আমি কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া আমার প্রতি হেয় দৃষ্টি
করিও না,
সূর্য্যই আমাকে বিবর্ণা করিয়াছে।

Digitized by Google

আমার মাতৃপুত্রগণ আমার প্রতি কুপিত হইল,
আমাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকলের রক্ষিকা করিল,
আমার নিজ দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমি রক্ষা করি নাই।
৭ হে আমার প্রাণবল্লভ! আমাকে বল,
তুমি [পাল] কোথায় চরাইতেছ? মধ্যাহ্নকালে কোথায় শয়ন করাইতেছ?
তোমার সখাদের পালের নিকটে
আমি কেন অবগুণ্ঠনবতীর ন্যায় হইব?

---

৮ অয়ি নারীকুল-সুন্দরি! তুমি যদি না জান,
তবে পালের পদচিহ্ন ধরিয়া গমন কর,
এবং পালকদের তাম্বুচয়ের নিকটে তোমার ছাগ-বৎসদিগকে চরাও।

শলোমনের ও শূলম্মীয়ার কথোপকথন।

৯ ফরৌণের রথের অশ্বিনীর সহিত,
অয়ি মম প্রিয়তমে! আমি তোমার তুলনা করিয়াছি!
১০ বেণী দ্বারা তোমার কপোলযুগল,
হার দ্বারা তোমার কণ্ঠদেশ, শোভাযুক্ত হইতেছে।
১১ আমরা তোমার জন্য সুবর্ণ-বেণী প্রস্তুত করিব,
তাহা রৌপ্যের গ্রন্থিবিশিষ্ট হইবে।

---

১২ যখন রাজা সভায় বসিলেন,
আমার জটামাংসীর সৌরভ বিস্তারিত হইল।
১৩ মম প্রিয় আমার কাছে কর্পূর তরুগুচ্ছবৎ,
যাহা আমার কুচযুগলের মধ্যে থাকে।
১৪ মম প্রিয় আমার কাছে মেঁদির পুষ্পগুচ্ছবৎ,
যাহা ঐন-গদীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে [জন্মে]।

---

১৫ অয়ি মম প্রিয়ে! দেখ, তুমি সুন্দরী, দেখ, তুমি সুন্দরী,
তোমার নেত্রযুগল কপোতের সদৃশ।

---

১৬ হে আমার প্রিয়! দেখ, তুমি সুন্দর, হাঁ, তুমি মনোহর;
আমাদের শয্যা হরিদ্বর্ণ।
১৭ এরসবৃক্ষ আমাদের গৃহের কড়িকাষ্ঠ,
দেবদারু সকল আমাদের বরগা।

২ আমি শারোণের গোলাপ,
তলভূমির শোশন পুষ্প।

---

২ যেমন কণ্টকবন মধ্যে শোশন পুষ্প,
তেমনি যুবতীগণ মধ্যে আমার প্রিয়া।

---

৩ যেমন বনতরুগণ মধ্যে নাগরঙ্গ বৃক্ষ,
তেমনি যুবকগণ মধ্যে আমার প্রিয়;
আমি পরমহর্ষে তাঁহার ছায়াতে বসিলাম,
তাঁহার ফল আমার মুখে সুস্বাদু লাগিল।
৪ তিনি আমাকে পান-শালাতে লইয়া গেলেন,
আমার উপরে প্রেমই তাঁহার পতাকা হইল।
৫ তোমরা দ্রাক্ষাপূপ দ্বারা আমাকে সুস্থির কর, নাগরঙ্গ দ্বারা আমার প্রাণ জুড়াও;
কেননা আমি প্রেম-পীড়িতা।
৬ তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকে,
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করে।
৭ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ! আমি তোমাদিগকে শপথ দিয়া বলিতেছি,
মৃগী ও মাঠের হরিণীদিগের দিব্য দিয়া বলিতেছি,
তোমরা প্রেমকে জাগাইও না, উত্তেজনা করিও না,
যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা না হয়।

শূলম্মীয়ার উক্তি।

৮ ঐ মম প্রিয়ের রব! দেখ, তিনি আসিতেছেন,
পর্ব্বতগণের উপর দিয়া, উপপর্ব্বতগণের উপর দিয়া, লম্ফে ঝম্ফে আসিতেছেন।
৯ আমার প্রিয় মৃগের ও তরুণ হরিণের সদৃশ;
ঐ দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া আছেন,
বাতায়ন দিয়া উকি মারিতেছেন,
জাল দিয়া কটাক্ষ করিতেছেন।
১০ আমার প্রিয় কথা কহিলেন, আমাকে বলিলেন,
অয়ি মম প্রিয়ে! উঠ, অয়ি মম সুন্দরি এস;
১১ দেখ, শীতকাল অতীত হইয়াছে,
বর্ষা শেষ হইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে,
১২ ক্ষেত্রে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে,
[পক্ষিগণের] গানের সময় হইয়াছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর রব শুনা যাইতেছে।
১০ ডুমুরগাছের ফল রসযুক্ত হইতেছে,
দ্রাক্ষালতা সকল মুকুলিত হইয়াছে,
সেগুলি সৌরভ বিস্তার করিতেছে।
অয়ি মম প্রিয়ে! উঠ, অয়ি মম সুন্দরি! এস।
১৪ অয়ি মম কপোতি! তুমি শৈলের ফাটালে, ভূধরের গুপ্ত স্থানে রহিয়াছ,
আমাকে তোমার রূপ দেখিতে দেও, তোমার স্বর শুনিতে দেও,

Digitized by Google

কেননা তোমার স্বর মিষ্ট ও তোমার রূপ মনোহর।
১৫ তোমরা আমাদের নিমিত্তে শৃগালদিগকে, ক্ষুদ্র শৃগালদিগকে ধর,
যাহারা দ্রাক্ষার উদ্যান সকল নষ্ট করে ;
কারণ আমাদের উদ্যানে দ্রাক্ষা মুকুলিত হইয়াছে।
১৬ আমার প্রিয় আমারই, আমি তাঁহারই ;
তিনি শোশন পুষ্পবনে [পাল] চরান।
১৭ যাবৎ দিবস শীতল না হয়, ও ছায়া সকল পলায়ন না করে,
হে আমার প্রিয়! তাবৎ তুমি ফিরিয়া আইস,
আর মৃগের কিম্বা হরিণশাবকের সদৃশ হও,
বেথর পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে।

৩ রাত্রিকালে আমি আপন শয্যায় মম প্রাণবল্লভের অন্বেষণ করিতেছিলাম,
কিন্তু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না।
২ [বলিলাম], আমি এখন উঠিয়া নগরে ভ্রমণ করিব,
গলিতে গলিতে ও চকে চকে ভ্রমণ করিব ;
আমার প্রাণবল্লভের অন্বেষণ করিব ;
কিন্তু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না।
৩ নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখিতে পাইল,
[আমি বলিলাম], তোমরা কি আমার প্রাণবল্লভকে দেখিয়াছ ?
৪ আমি তাহাদের নিকট হইতে একটু অগ্রসর হইলাম,
অমনি আমার প্রাণবল্লভকে পাইলাম,
তাঁহাকে ধরিলাম, ছাড়িলাম না,
যাবৎ আপন মাতার গৃহে না আনিলাম,
আমার জননীর অন্তঃপুরে না আনিলাম।

৫ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
মৃগী ও মাঠের হরিণীদিগের দিব্য দিয়া বলিতেছি,
তোমরা প্রেমকে জাগাইও না, উত্তেজনা করিও না,
যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা না হয়।

যিরূশালেম-কন্যাদের উক্তি।

৬ গন্ধরস ও কুন্দুরুতে সুবাসিত হইয়া,
বণিকদের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যে সুবাসিত হইয়া,
ধূমস্তম্ভের ন্যায় প্রান্তর হইতে আসিতেছেন, উনি কে ?
৭ দেখ, উহা শলোমনের শিবিকা,
উহার চারিদিকে ষষ্টি জন বীর আছেন,
উঁহারা ইস্রায়েলের বীরগণের মধ্যে গণ্য।
৮ উঁহারা সকলে খড়্গধারী ও রণকুশল ;
রাত্রিকালীন বিভীষিকা প্রযুক্ত
উঁহাদের প্রত্যেকের কটিদেশে স্ব স্ব খড়্গ বাঁধা আছে।
৯ শলোমন রাজা আপনার জন্য এক চতুর্দ্দোল নির্ম্মাণ করিলেন,
লিবানোনের কাষ্ঠ দিয়া করিলেন।
১০ তিনি রৌপ্য দিয়া তাহার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন,
সুবর্ণের উপাধান ও বেগুনে রঙ্গের আসন করিলেন,
এবং যিরূশালেমের কন্যাগণ কর্ত্তৃক
প্রেমে তাহার ভিতর খচিত হইল।
১১ অয়ি সিয়োন-কন্যাগণ! তোমরা বাহিরে গিয়া মুকুটে ভূষিত শলোমন রাজাকে নিরীক্ষণ কর ;
তাঁহার মাতা তাঁহার বিবাহের দিনে,
তাঁহার চিত্তের আনন্দের দিনে, সেই মুকুট তাঁহার মস্তকে দিয়াছেন।

শলোমন ও শূলম্মীয়ার কথোপকথন।

৪ অয়ি মম প্রিয়ে! দেখ, তুমি সুন্দরী, দেখ, তুমি সুন্দরী ;
ঘোমটার মধ্যে তোমার নেত্রযুগল কপোতের ন্যায় ;
তোমার কেশপাশ ছাগপালের ন্যায়,
গিলিয়দের পার্শ্ববিহারী ছাগপালের ন্যায়।
২ তোমার দন্তশ্রেণী ছিন্নলোমা মেষীর পালবৎ,
যাহারা স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে,
যাহারা সকলে যমজ-শাবকবিশিষ্টা,
যাহাদের মধ্যে একটীও মৃতবৎসা নাই।
৩ তব ওষ্ঠাধর সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায়,
তোমার বদন অতি মনোহর,
তোমার ঘোমটার মধ্যে
তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়।
৪ তোমার গলদেশ দায়ূদের সেই দুর্গের সদৃশ,
যাহা অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত,
যাহার মধ্যে এক সহস্র চর্ম্ম টাঙ্গান আছে,
সে সমস্তই বীরগণের ঢাল।
৫ তোমার কুচযুগল দুই হরিণশাবকের ন্যায়,
যাহারা শোশন পুষ্পবনে চরে।

---

৬ যাবৎ দিবস শীতল না হয় ও ছায়া সকল পলায়ন না করে,
তাবৎ আমি গন্ধরসের পর্ব্বতে যাইব,
কুন্দুরুর পর্ব্বতে যাইব।

Digitized by Google

৭ অয়ি মম প্রিয়ে। তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,
তোমাতে কোন দোষ নাই।
৮ কান্তে! আমার সঙ্গে লিবানোন হইতে আইস;
আমার সঙ্গে লিবানোন হইতে আইস;
আমানার শৃঙ্গ হইতে,
শনীর ও হর্ম্মোণ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে,
সিংহদের বাসস্থান হইতে,
চিত্রব্যাঘ্রদের পর্ব্বত হইতে অবলোকন কর।
৯ অয়ি মম ভগিনি! মম কান্তে! তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ,
তোমার এক নয়ন-কটাক্ষে আমার মন হরণ করিয়াছ,
তোমার কণ্ঠের এক সূত্র দ্বারা হরণ করিয়াছ।
১০ অয়ি মম ভগিনি! মম কান্তে! তোমার প্রেম কেমন মনোরম!
তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতে কত উৎকৃষ্ট!
তোমার তৈলের সৌরভ যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট!
১১ কান্তে! তোমার ওষ্ঠাধর হইতে ফোঁটা ফোঁটা মধু ক্ষরে,
তোমার জিহ্বার তলে মধু ও দুগ্ধ আছে;
তোমার বস্ত্রের গন্ধ লিবানোনের গন্ধের ন্যায়।
১২ মম ভগিনী, মম কান্তা অর্গলবদ্ধ উপবন,
অর্গলবদ্ধ জলাকর, মুদ্রাঙ্কিত উৎস।
১৩ তোমার চারাগুলি উপবনস্বরূপ, তন্মধ্যে আছে দাড়িম্ব ও সুস্বাদু ফল,
জটামাংসীর সহিত মেঁদি,
১৪ জটামাংসী ও কুঙ্কুম,
বচ, দারুচিনী ও সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধি ধূনার বৃক্ষ,
গন্ধরস, অগুরু ও প্রধান প্রধান যাবতীয় সুগন্ধির তরু।
১৫ তুমি উপবননিচয়ের উৎস,
তুমি জীবন্ত জলের কূপ,
লিবানোন-প্রবাহিত স্রোতোমালা।

---

১৬ হে উত্তরীয় বায়ু, জাগ্রত হও, হে দক্ষিণ বায়ু, আইস,
আমার উপবনে বহ; তাহাতে উপবনের সুগন্ধি বহিবে,
আমার প্রিয় আপন উদ্যানে আইসুন,
আপন উপাদেয় ফল ভোজন করুন।

---

১৭ অয়ি মম ভগিনি! মম কান্তে! আমি আপন উপবনে আসিয়াছি,
আপন গন্ধরস ও সুগন্ধি দ্রব্য চয়ন করিয়াছি,
আপন মধুসহ মধুক্রম চুষিয়াছি,
আপন দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ পান করিয়াছি।
হে বন্ধুগণ! ভোজন কর;
পান কর, হে প্রিয়েরা, যথেষ্ট পান কর।

শূলম্মীয়ার ও যিরূশালেম-কন্যাদের কথোপকথন।

৫ আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জাগ্রত ছিল;
আমার প্রিয়ের স্বর, তিনি দ্বারে আঘাত করিয়া কহিলেন,
২ 'অয়ি মম ভগিনি! মম প্রিয়ে! মম কপোতি! মম অকলঙ্কে! আমায় দুয়ার খুলিয়া দেও;
কারণ আমার মস্তক শিশিরে,
আমার কেশপাশ রাত্রির জলবিন্দুতে, পরিপূর্ণ হইয়াছে।'
৩ 'আমি আমার অঙ্গরক্ষিণী খুলিয়াছি, কেমন করিয়া পরিধান করিব?
আমি পা দুখানি ধুইয়াছি, কেমন করিয়া মলিন করিব?'
৪ আমার প্রিয় গবাক্ষ দিয়া হস্ত বিস্তার করিলেন,
তাঁহার জন্য আমার অন্তর উচাটন হইল।
৫ আমি আপন প্রিয়ের নিমিত্তে দ্বার খুলিতে উঠিলাম;
তখন গন্ধরসে আমার হস্ত ভিজিল,
আমার অঙ্গুলি দ্রব গন্ধরসে ভিজিল,
অর্গলের হাতলের উপরে।
৬ আমি আপন প্রিয়ের জন্য দ্বার খুলিয়া দিলাম
কিন্তু আমার প্রিয় চলিয়া গিয়াছিলেন;
তিনি কথা কহিলে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল;
কিন্তু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না,
আমি তাঁহাকে ডাকিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না।
৭ নগর-ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখিতে পাইল,
তাহারা আমাকে প্রহার করিল, ক্ষতবিক্ষত করিল,
প্রাচীরের প্রহরিবর্গ আমার ঘোমটা কাড়িয়া লইল।
৮ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ! আমি তোমাদিগকে দিব্য দিয়া বলিতেছি,
তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও,
তবে তাঁহাকে বলিও যে, আমি প্রেম-পীড়িতা।

---

৯ অন্য প্রিয় হইতে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট?
অয়ি নারীকুল-সুন্দরি!

Digitized by Google

অন্য প্রিয় হইতে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট
যে, তুমি আমাদিগকে এরূপ দিব্য দিতেছ ?

---

১০ আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ ;
তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য।
১১ তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়,
তাঁহার কেশপাশ কুঞ্চিত ও দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।
১২ তাঁহার নেত্রযুগল জলপ্রণালীর তীরস্থ কপোতের ন্যায়,
দুগ্ধে স্নাত ও পয়ঃপূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট কপোতযুগলের ন্যায়।
১৩ তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ওষধির চৌকা ও আমোদকারী লতার স্তম্ভস্বরূপ ;
তাঁহার ওষ্ঠাধর দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারী শোশন পুষ্পের ন্যায়।
১৪ তাঁহার হস্ত বৈদূর্য্যমণিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীয়স্বরূপ ;
তাঁহার কায় নীলকান্তমণিতে খচিত গজদন্তময় শিল্পকর্ম্মের ন্যায়।
১৫ তাঁহার ঊরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেতপ্রস্তরময় স্তম্ভদ্বয়ের ন্যায় ;
তাঁহার দৃশ্য লিবানোনের সদৃশ ও এরসবৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট।
১৬ তাঁহার তালু অতীব মধুর ; তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর।
অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ !
এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।

---

৬ অয়ি নারীকুল-সুন্দরি !
তোমার প্রিয় কোথায় গিয়াছেন ?
তোমার প্রিয় কোন্ দিকের পথ ধরিয়াছেন ?
আমরা তোমার সঙ্গে তাঁহার অন্বেষণ করিব।

---

২ আমার প্রিয়তম আপন উপবনে সুগন্ধি ওষধির চৌকাতে গিয়াছেন,
উপবনে [পাল] চরাইতে ও শোশন পুষ্প চয়ন করিতে গিয়াছেন।
৩ আমি মম প্রিয়ের ও মম প্রিয় আমার ;
তিনি শোশন পুষ্পবনে [পাল] চরান।

শলোমনের উক্তি।

৪ অয়ি মম প্রিয়ে ! তুমি তির্সার ন্যায় সুন্দরী,
যিরূশালেমের ন্যায় রূপবতী,
সপতাকা বাহিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী।
৫ তুমি আমা হইতে তোমার নয়ন ফিরাও,
কেননা উহা আমাকে উদ্বিগ্ন করে ;
তোমার কেশপাশ ছাগপালের ন্যায়,
গিলিয়দের পার্শ্ববিহারী ছাগপালের ন্যায়।
৬ তোমার দন্তশ্রেণী ছিন্নলোমা মেষীর পালবৎ,
যাহারা স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে,
যাহারা সকলে যমজ-শাবকবিশিষ্টা,
যাহাদের মধ্যে একটীও মৃতবৎসা নাই।
৭ তোমার ঘোমটার মধ্যে
তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়।
৮ ষষ্টি রাণী ও অশীতি উপপত্নী আছে,
আর অসংখ্য যুবতী আছে।
৯ আমার কপোতী, আমার শুদ্ধমতি অদ্বিতীয়া ;
সে আপন মাতার একমাত্র দুহিতা,
আপন জননীর স্নেহপাত্রী ;
কন্যাগণ তাহাকে দেখিয়া ধন্যা বলিল,
রাণীগণ ও উপপত্নীগণ তাহার প্রশংসা করিল।

যিরূশালেম-কন্যাদের ও শূলম্মীয়ার কথোপকথন।

১০ অরুণের ন্যায় উদীয়মানা,
চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী,
সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী,
সপতাকা বাহিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী উনি কে ?

---

১১ আমি উপত্যকার নবীন তরুচয় দেখিতে,
দ্রাক্ষালতা পল্লবিতা হয় কি না দেখিতে,
দাড়িম্বপুষ্প ফুটে কি না দেখিতে,
আকরোটের উপবনে গমন করিলাম।
১২ আমার প্রাণ অকস্মাৎ আমাকে রাখিল,
আমার মহোদয় জাতির রথের মধ্যে রাখিল।

---

১৩ ফির ফির, অয়ি শূলম্মীয়ে ;
ফির ফির, আমরা তোমাকে দেখিব।

শূলম্মীয়াকে তোমরা কেন দেখিবে ?
মহনয়িমস্থ নৃত্যের ন্যায় কেন দেখিবে ?

---

৭ অয়ি রাজকন্যে ! পাদুকায় তোমার চরণ কিবা শোভা পাইতেছে !
তোমার ঊরুগ্রন্থি স্বর্ণহারস্বরূপ !
নিপুণ শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত স্বর্ণহারস্বরূপ।
২ তোমার নাভিদেশ এমন গোল বাটির ন্যায়,
যাহাতে মিশ্রিত দ্রাক্ষারসের অভাব নাই।
তোমার উদর এমন গোধূমরাশির ন্যায়,
যাহা শোশন পুষ্পশ্রেণীতে শোভিত।
৩ তোমার কুচযুগল দুই হরিণশাবকের ন্যায়,
হরিণীর যমজ বৎসের ন্যায়।

Digitized by Google

৪ তোমার গলদেশ গজদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায় ;
তোমার নয়নযুগল হিশ্‌বোনের বৎ-রব্বীম পুর-
দ্বারসমীপস্থ সরোবরদ্বয়ের ন্যায় ;
তোমার নাসিকা লিবানোনের সেই উচ্চগৃহের
ন্যায়,
যাহা দম্মেশকের দিকে সম্মুখীন।
৫ তোমার মস্তক কর্ম্মিল পর্ব্বতের ন্যায় ;
তোমার মস্তকের কেশপাশ বেগুনে রঙের ন্যায়,
তোমার কেশদামে রাজা বদ্ধ আছেন।

শলোমনের উক্তি।

৬ অয়ি প্রেমস্বরূপে ! তুমি সোহাগ প্রযুক্ত
কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী !
৭ তোমার এই দীর্ঘতা খর্জ্জুরবৃক্ষের ন্যায়,
তোমার কুচযুগল দ্রাক্ষাগুচ্ছস্বরূপ।
৮ আমি কহিলাম, আমি খর্জ্জুরবৃক্ষে আরোহিব,
তাহার বাগুড়া ধরিব ;
তোমার কুচযুগ দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ হউক,
তোমার নিশ্বাসের আঘ্রাণ নাগরঙ্গের ন্যায়
হউক ;
৯ তোমার তালুকা উত্তম দ্রাক্ষারসের ন্যায় হউক,

শূলম্মীয়ার উক্তি।

তাহা সহজে মম প্রিয়ের গলাধঃকরণ হয়,
নিদ্রাগতদের ওষ্ঠকে কথা কহায়।

১০ আমি আমার প্রিয়ের,
তাঁহার বাসনা আমার প্রতি।
১১ হে আমার প্রিয়, চল, আমরা জনপদে যাই,
পল্লীগ্রামে কাল যাপন করি।
১২ চল, প্রত্যূষে উঠিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাই,
দ্রাক্ষালতা পল্লবিত হইয়াছে কি না, তাহার মুকুল
ধরিয়াছে কি না, তাহা দেখি,
দাড়িম্বের পুষ্প ফুটিয়াছে কি না, তাহা দেখি ;
সেখানে তোমাকে আমার প্রেম প্রদান করিব।
১৩ দূদাফল সৌরভ বিস্তার করিতেছে ;
আমাদের দ্বারোপরি নবীন ও পুরাতন সর্ব্ব-
প্রকার উত্তম উত্তম ফল আছে ;
হে আমার প্রিয়, আমি তোমারই নিমিত্তে তাহা
রাখিয়াছি।

৮ আহা, তুমি যদি আমার সহোদরের ন্যায়
হইতে,
যে আমার মাতার স্তন্যপান করিত, তাহার ন্যায়
হইতে,
তবে আমি তোমাকে সড়কে পাইলে চুম্বিতাম,
তথাপি কেহ আমাকে তুচ্ছ করিত না।
২ আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া আমার মাতার
গৃহে লইয়া যাইতাম ;
তুমি আমাকে শিক্ষা প্রদান করিতে,
আমি তোমাকে সুগন্ধিমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান
করাইতাম,
আমার দাড়িম্বের মিষ্ট রস পান করাইতাম।
৩ তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকুক,
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করুক।

৪ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ ! আমি তোমা-
দিগকে দিব্য দিয়া বলিতেছি,
তোমরা প্রেমকে জাগাইও না, উত্তেজনা করিও
না,
যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা না হয়।

উপস্থিত লোকদের উক্তি।

৫ ঐ রমণী কে, যে প্রান্তর হইতে আসিতেছে,
নিজ প্রিয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া আসিতেছে ?

শলোমনের উক্তি।

আমি নাগরঙ্গ বৃক্ষতলে তোমাকে জাগাইলাম,
সেখানে তোমার মাতা তোমাকে প্রসবিলেন,
সেখানে তোমার জননী তোমাকে প্রসবিলেন।

শূলম্মীয়ার উক্তি।

৬ তুমি আমাকে মোহরের ন্যায় তোমার হৃদয়ে,
মোহরের ন্যায় তোমার বাহুতে ধারণ
কর ;
কেননা প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান ;
অন্তর্জ্বালা পাতালের ন্যায় দৃঢ় ;
তাহার শিখা অগ্নির শিখা,
সদাপ্রভুরই অগ্নি।
৭ বহু জল প্রেম নির্ব্বাণ করিতে পারে না,
স্রোতস্বতীগণ তাহা ডুবাইয়া দিতে পারে না ;
কেহ যদি প্রেমের জন্য গৃহের সর্ব্বস্ব দেয়,
সে কেবল তুচ্ছাস্পদ হয়।

শূলম্মীয়ার ভ্রাতৃগণের উক্তি।

৮ আমাদের একটী ছোট ভগিনী আছে,
তাহার কুচ নাই ;
আমরা নিজ ভগিনীর জন্য সে দিন কি করিব,
যে দিনে লোকে তাহাকে চাহিবে ?

Digitized by Google

৯ সে যদি ভিত্তিস্বরূপা হয়,
তাহার উপরে রৌপ্যের গবাক্ষ নির্ম্মাণ করিব,
সে যদি দ্বারস্বরূপা হয়,
এরসকাষ্ঠের কবাট দিয়া তাহা আবরণ করিব।

শূলম্মীয়ার উক্তি।

১০ আমি ভিত্তিস্বরূপা, এবং আমার কুচযুগল তাহার
উচ্চগৃহের ন্যায় ;
তখন তাঁহার গোচরে শান্তিপ্রাপ্তার ন্যায়
হইলাম।
১১ বাল-হামোনে শলোমনের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল,
তিনি তাহা কৃষকদিগকে জমা দিয়াছেন ;
তাহার ফলের মূল্য প্রত্যেক রক্ষক এক এক সহস্র
মুদ্রা দিবে।
১২ আমারই দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমার সম্মুখে আছে ;
হে শলোমন, সেই সহস্র মুদ্রা তোমারই হইবে,
দুই শত মুদ্রা কৃষকদিগের থাকিবে।

শলোমনের উক্তি।

১৩ অয়ি উপবনবাসিনি !
বয়স্যগণ তোমার স্বরে অবধান করিতেছে,
আমাকে তাহা শুনিতে দেও।

শূলম্মীয়ার উক্তি।

১৪ হে আমার প্রিয়, শীঘ্র চল,
মৃগের কিম্বা হরিণশাবকের সদৃশ হও,
সুগন্ধিময় পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে।

যিশায়াহ ভাববাদীর পুস্তক।

ইস্রায়েলের পাপ। ঈশ্বরের অনুযোগ।

১ আমোসের পুত্র যিশায়াহের দর্শন ; তিনি
যিহূদা-রাজ উষিয়, যোথম, আহস, ও হিষ্কি-
য়ের সময়ে যিহূদার ও যিরূশালেমের বিষয়ে এই
দর্শন পান।
২ হে গগনমণ্ডল, শ্রবণ কর, হে পৃথিবি, কর্ণ-
পাত কর, কেননা সদাপ্রভু কহিতেছেন। আমি
সন্তানদিগকে প্রতিপালন ও ভরণপোষণ করি-
য়াছি, কিন্তু তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ
৩ করিয়াছে। গোরু আপন স্বামীকে ও গর্দ্দভ
আপন প্রভুর যাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল
জানে না, আমার প্রজাগণ বিবেচনা করে না।
৪ আহা পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক,
দুষ্কর্ম্মকারীদের বংশ, নষ্টাচারী সন্তানগণ!
তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, ইস্রায়েলের
পবিত্রতমকে অবজ্ঞা করিয়াছে, ও পরাঙ্মুখ হই-
৫ য়াছে। তোমরা আর কেন প্রহারিত হইবে?
হইলে অধিক বিদ্রোহাচরণ করিবে ; সমুদয়
মস্তক ব্যথিত ও সমস্ত হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে।
৬ পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে
স্বাস্থ্য নাই ; সর্ব্বত্র ক্ষত, কালশিরা ও নূতন ঘা,
তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈল দ্বারা
৭ কোমলও করা যায় নাই। তোমাদের দেশ ধ্বংস-
স্থান, তোমাদের নগর সকল অগ্নিতে দগ্ধ ;
তোমাদের ভূমি—বিদেশিগণ তোমাদের সাক্ষাতে
তাহা ভোগ করিতেছে, তাহা বিদেশিগণ কর্ত্তৃক
৮ বিনষ্ট ভূমির ন্যায় ধ্বংসস্থান হইয়াছে। দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের কুটীর, শশাক্ষেত্রের কুড়িয়া কিম্বা অবরুদ্ধ
নগর যেমন, সিয়োন-কন্যা তেমনি হইয়া পড়ি-
৯ য়াছে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু যদি আমাদের
জন্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট না রাখিতেন, তবে
আমরা সদোমের সদৃশ ও ঘমোরার তুল্য
হইতাম।
১০ হে সদোমীয় শাসনকর্ত্তারা, সদাপ্রভুর বাক্য
শ্রবণ কর ; হে ঘমোরীয় প্রজাগণ, আমাদের ঈশ্ব-
১১ রের ব্যবস্থায় কর্ণপাত কর। সদাপ্রভু কহিতে-
ছেন, তোমাদের বলিদান-বাহুল্যে আমার প্রয়ো-
জন কি? মেষাহুতিতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার
আর রুচি নাই ; বৃষ কি মেষ কি ছাগের রক্তে
১২ আমার কিছু প্রীতি নাই। তোমরা যে আমার
সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আমার প্রাঙ্গণ সকল
পদতলে দলিত কর, ইহা তোমাদের কাছে কে
১৩ চাহিয়াছে? অসার নৈবেদ্য আর আনিও না ;
ধূপদাহ আমার ঘৃণিত, অমাবস্যা, বিশ্রামবার,
সভার ঘোষণা—এই প্রকার অধর্ম্মযুক্ত পর্ব্বদিন
১৪ আমি সহিতে পারি না। আমার প্রাণ তোমাদের

Digitized by Google

অমাবস্যা ও নিরূপিত উৎসব সকল ঘৃণা করে ;
সে সকল আমার পক্ষে ক্লেশকর, আমি সে সকল
১৫ বহনে পরিশ্রান্ত হইয়াছি। তোমরা হস্ত প্রসারণ
করিলে আমি তোমাদের হইতে আমার চক্ষু
আচ্ছাদন করিব ; যদ্যপি বিস্তর প্রার্থনা কর,
তথাপি শুনিব না ; তোমাদের হস্ত রক্তে পরি-
১৬ পূর্ণ। তোমরা আপনাদিগকে ধৌত কর, বিশুদ্ধ
হও, আমার নেত্রগোচর হইতে তোমাদের ক্রিয়ার
১৭ দুষ্টতা দূর কর ; কদাচরণ ত্যাগ কর ; সদাচরণ
শিক্ষা কর, ন্যায়বিচারের অনুশীলন কর, উপ-
দ্রুতকে স্বচ্ছ কর, পিতৃহীনের বিচার নিষ্পত্তি
কর, বিধবার বিবাদ পরিষ্কার কর।

১৮ সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর
প্রত্যুত্তর করি ; তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ
হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে ; লাক্ষার
ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় হইবে।
১৯ তোমরা যদি সম্মত ও আজ্ঞাবহ হও, তবে দেশের
২০ উত্তম উত্তম ফল ভোগ করিবে। কিন্তু যদি অস-
ম্মত ও বিরুদ্ধাচারী হও, তবে খড়্গভক্ষ্য হইবে ;
কেননা সদাপ্রভুর মুখ এই কথা কহিয়াছে।

২১ সতী নগরী কেমন বেশ্যা হইয়াছে! সে ন্যায়-
বিচারে পূর্ণা ছিল, ধর্ম্ম তাহাতে বাস করিত,
২২ কিন্তু এখন হত্যাকারিগণ থাকে। তোমার রৌপ্য
খাদ হইয়া পড়িয়াছে, তোমার দ্রাক্ষারস জলে
২৩ মিশ্রিত হইয়াছে। তোমার জনাধ্যক্ষগণ বিদ্রোহী
এবং চোরের সখা ; তাহাদের প্রত্যেক জন উৎ-
কোচ ভাল বাসে ও পারিতোষিকের অনুধাবন
করে ; তাহারা পিতৃহীনের বিচার করে না, এবং
বিধবার বিবাদ তাহাদের নিকটে আসিতে
পায় না।

২৪ এই জন্য প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রা-
য়েলের একবীর কহেন, আহা, আমি আপন
বিপক্ষদিগকে [দণ্ড দিয়া] শান্তি পাইব, ও
২৫ আমার শত্রুদিগকে প্রতিশোধ দিব। আর তোমার
প্রতি পুনর্ব্বার হস্ত বিস্তার করিয়া ক্ষার দ্বারা
তোমার খাদ উড়াইয়া দিব, ও তোমার সমস্ত
২৬ সীসা দূর করিব। আর পূর্ব্বকালের ন্যায় পুন-
র্ব্বার তোমাকে বিচারকর্ত্তৃগণ দিব, প্রথম কালের
ন্যায় মন্ত্রিগণ দিব, তৎপরে তুমি ধর্ম্মপুরী ও
২৭ সতী নগরী নামে বিখ্যাত হইবে। সিয়োন
ন্যায়বিচার দ্বারা ও তাহার প্রত্যাবৃত্ত লোকেরা
২৮ ধার্ম্মিকতা দ্বারা মুক্তি পাইবে। কিন্তু অধর্ম্মাচারী
ও পাপী সকলের বিনাশ যুগপৎ ঘটিবে, ও যাহারা
সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে, তাহারা বিনষ্ট হইবে.।
২৯ বস্তুতঃ লোকে তোমাদের অভীষ্ট এলাবৃক্ষ সক-
লের বিষয়ে লজ্জা পাইবে, এবং তোমরা আপ-
নাদের মনোনীত উদ্যান সকলের বিষয়ে হতাশ
৩০ হইবে। কেননা তোমরা শুষ্কপত্র এলাবৃক্ষ ও
৩১ নির্জ্জল উদ্যানের ন্যায় হইবে। আর বিক্রমী
ব্যক্তি কোষ্টাপাটের ন্যায়, ও তাহার কার্য্য অগ্নি-
কণার ন্যায় হইবে ; তাহাতে উভয়ই একেবারে
প্রজ্বলিত হইবে, কেহ নির্ব্বাণ করিবে না।

শেষকালে ঈশ্বরের মহিমা ও
দুষ্টদের অবনতি।

২ আমোসের পুত্র যিশায়াহ যিহূদার ও
যিরূশালেমের বিষয়ে যে দর্শন পান, তাহার
বৃত্তান্ত।
২ অন্তিমকালে এইরূপ ঘটিবে ; সদাপ্রভুর গৃহের
পর্ব্বত পর্ব্বতগণের শিখরের উপরে স্থাপিত
হইবে, উপপর্ব্বতগণ হইতে উচ্চীকৃত হইবে ;
আর যাবতীয় জাতি স্রোতের ন্যায় তাহার দিকে
৩ ধাবমান হইবে। আর অনেক জাতি যাইতে
যাইতে বলিবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর পর্ব্বতে,
যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে, গমন করি ; তিনি
আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন,
আর আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব। বস্তুতঃ
সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম হইতে
৪ সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে। আর তিনি
জাতিগণের মধ্যে বিচার করিবেন, এবং অনেক
জাতির সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবেন ; তাহাতে
তাহারা আপন আপন খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের
ফাল গড়িবে, ও আপন আপন বড়শা ভাঙ্গিয়া
কাস্ত্যা গড়িবে ; এক জাতি অন্য জাতির বিপ-
রীতে আর খড়্গ উত্তোলন করিবে না, তাহারা
আর যুদ্ধ শিখিবে না।
৫ হে যাকোবের কুল, চল, আমরা সদাপ্রভুর
৬ দীপ্তিতে গমন করি। বস্তুতঃ তুমি আপন প্রজা-
দিগকে, যাকোবের কুলকে, ত্যাগ করিয়াছ, কারণ
তাহারা পূর্ব্বদেশের প্রথায় পরিপূর্ণ ও পলে-
ষ্টীয়দের ন্যায় গণক হইয়াছে, এবং বিজাতীয়
৭ সন্তানদের হস্ত ধরিয়াছে। আর তাহাদের দেশ
রৌপ্য ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ, তাহাদের ধনরাশির
সীমা নাই ; তাহাদের দেশ অশ্বে পরিপূর্ণ, এবং
৮ তাহাতে কত রথ, তাহার সংখ্যা নাই। আর
তাহাদের দেশ প্রতিমায় পরিপূর্ণ, তাহারা আপ-
নাদের হস্তকৃত, আপনাদের অঙ্গুলীনির্ম্মিত বস্তুর
৯ কাছে প্রণিপাত করে। আর সামান্য লোক
অধোমুখ হয়, মান্য লোক নত হয় ; অতএব
১০ তাহাদিগকে ক্ষমা করিও না। তোমরা সদাপ্রভুর
ভয়ানকত্ব হইতে ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তা
হইতে শৈলে প্রবেশ কর, ও ধূলিতে লুক্কায়িত
১১ হও। সামান্য লোকের উন্নত দৃষ্টি অবনত হইবে,
মান্য লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, এবং সেই দিন

Digitized by Google

১২ কেবল সদাপ্রভুই উন্নত হইবেন। কেননা যাহা
কিছু গর্ব্বিত ও উদ্ধত এবং যাহা কিছু উচ্চীকৃত,
সেই সমস্তের প্রতিকূলে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর
১৩ এক দিন আসিতেছে ; তাহা নত হইবে। সে দিন
লিবানোনের উচ্চ ও উন্নত সমস্ত এরস্‌বৃক্ষের
প্রতিকূল, বাশন দেশের সমস্ত অলোন বৃক্ষের
১৪ প্রতিকূল, যাবতীয় উচ্চ পর্ব্বতের প্রতিকূল, যাব-
১৫ তীয় উন্নত উপপর্ব্বতের প্রতিকূল, যাবতীয় উচ্চ
দুর্গের প্রতিকূল, যাবতীয় দৃঢ় প্রাচীরের প্রতিকূল,
১৬ তর্শীশগামী যাবতীয় জাহাজের প্রতিকূল, এবং
যাবতীয় মনোহর শিল্পকর্ম্মের প্রতিকূল হইবে।
১৭ আর সামান্য মনুষ্যের উচ্চতা অবনত হইবে, ও
মান্য লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে ; এবং সেই দিনে
১৮ কেবল সদাপ্রভুই উন্নত হইবেন। আর প্রতিমা
১৯ সকল নিঃশেষে লুপ্ত হইবে। যখন সদাপ্রভু
পৃথিবীকে বিকম্পিত করিতে উঠিবেন, তখন
লোকেরা সদাপ্রভুর ভয়ানকত্ব হইতে ও তাঁহার
মহিমার আদরণীয়তা হইতে শৈলের গুহাতে ও
২০ ধূলির গর্ত্তে প্রবেশ করিবে। সেই দিনে মনুষ্য
ভজনার্থে নির্ম্মিত আপনার রৌপ্যময় প্রতিমা ও
স্বর্ণময় প্রতিমা সকল ইন্দুরের ও চামচিকার কাছে
২১ নিক্ষেপ করিবে। আর পৃথিবীকে বিকম্পিত
করিতে উদ্যত সদাপ্রভুর ভয়ানকত্ব হইতে ও
তাঁহার মহিমার আদরণীয়তা হইতে [লোকে]
গিরি-গহ্বরে ও শৈলগণের ফাটালে প্রবেশ
২২ করিবে। তোমরা মনুষ্যের আশ্রয় ছাড়িয়া যাও,
যাহার নাসাগ্রে প্রাণবায়ু ; কেননা সে কিসের
মধ্যে গণ্য ?

৩ বস্তুতঃ দেখ, প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু
যিরূশালেম ও যিহূদা হইতে যষ্টি ও যষ্টিকা,
অন্নরূপ সমস্ত যষ্টি ও জলরূপ সমস্ত যষ্টি, দূর
২ করিবেন। বীর ও যোদ্ধা, বিচারকর্ত্তা, ভাববাদী,
৩ মন্ত্রজ্ঞ ও প্রাচীন, পঞ্চাশৎপতি, সম্ভ্রান্ত মনুষ্য,
মন্ত্রী, নিপুণ শিল্পী ও বশীকরণে জ্ঞানী, [এই
৪ সকলে দূরীকৃত হইবে]। আর আমি বালক-
গণকে তাহাদের অধিপতি করিব, শিশুরা তাহা-
৫ দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। প্রজারা উপদ্রুত
হইবে, এক জন অন্যের দ্বারা হইবে, প্রত্যেক জন
প্রতিবাসীর দ্বারা হইবে ; বালক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে,
ও নীচ লোক মহতের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতার ব্যবহার
৬ করিবে। কেহ কেহ আপন পিতৃকুলজাত ভ্রাতাকে
ধরিয়া কহিবে, তোমার বস্ত্র আছে, তুমি আমা-
দের শাসনকর্ত্তা হও, এই পতনোন্মুখ [রাজ্য]
৭ তোমার হস্তসাৎ হউক ; সেই দিনে সে শপথ
করিয়া কহিবে, আমি চিকিৎসক হইব না, আমার
বাটীতে খাদ্য কি বস্ত্র কিছুই নাই ; আমাকে
৮ লোকদের শাসনকর্ত্তা করিও না। বস্তুতঃ যিরূ-
শালেম বিনষ্ট ও যিহূদা পতিত হইল, কেননা
তাহাদের জিহ্বা ও কার্য্য সদাপ্রভুর প্রতিকূল,
তাঁহার প্রতাপবিশিষ্ট নয়নের ক্রোধোদ্দীপক।
৯ তাহাদের মুখের আকার তাহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য
দিতেছে ; সদোমের ন্যায় তাহারা আপনাদের
পাপ প্রচার করে, গোপন করে না ; তাহাদের
প্রাণের সন্তাপ হইবে ! কেননা তাহারা আপনা-
১০ দের অপকার আপনারাই করিয়াছে। তোমরা
ধার্ম্মিকের বিষয় বল, তাহার মঙ্গল হইবে ;
কেননা তাহারা আপন আপন ক্রিয়ার ফলভোগ
১১ করিবে। দুষ্ট লোকের সন্তাপ হইবে, অমঙ্গল
ঘটিবে ; কেননা তাহার হস্তকৃত কার্য্যের [পরি-
১২ শোধ] তাহার প্রতি করা যাইবে। আমার
প্রজাগণ! বালকেরা তাহাদের প্রতি উপদ্রব
করে, ও স্ত্রীলোকেরা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে।
হে আমার প্রজা, তোমার পথপ্রদর্শকেরা তোমাকে
ভ্রমণ করায়, ও তোমার গমনের পথ নষ্ট করে।
১৩ সদাপ্রভু বিবাদ করিতে উঠিয়াছেন, তিনি
১৪ জাতিগণের বিচার করিতে দণ্ডায়মান। সদাপ্রভু
আপন প্রজাদের প্রাচীনবর্গের ও অধ্যক্ষগণের
সহিত বিচারে উপস্থিত হইবেন ; [বলিবেন,]
তোমরাই আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র গ্রাস করিয়াছ,
দুঃখী লোক হইতে অপহৃত বস্তু তোমাদের গৃহে
১৫ আছে। তোমাদের কি হইল যে, আমার প্রজা-
গণকে দলাইতেছ, ও দুঃখীদের মুখ ঘষি-
তেছ ? প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, এই কথা
কহিতেছেন।
১৬ সদাপ্রভু আরও কহিলেন, সিয়োন-কন্যাগণ
অহঙ্কারিণী, এবং তাহারা আপন আপন গলা
বাড়াইয়া কটাক্ষ করিয়া বেড়ায়, লঘু পাদসঞ্চার
১৭ করতঃ চলে, ও চরণে রুণ্‌ রুণ্‌ শব্দ করে। অতএব
প্রভু সিয়োন-কন্যাগণের মস্তক টাকপড়া করি-
বেন, ও সদাপ্রভু তাহাদের গুহ্যদেশ অনাবৃত
১৮ করিবেন। সেই দিন প্রভু তাহাদের নূপুর, জালি-
১৯,২০ বস্ত্র, চন্দ্রহার, ঝুমকা, চুড়ি, ঘোমটা, ললাট-
ভূষণ, পাদশৃঙ্খল, হেলিয়া, আতরের কৌটা,
২১,২২ বাজু, অঙ্গুরীয়ক, নথ, চিত্রবস্ত্র, ঘাগরা, উড়নী,
২৩ গেঁজিয়া, দর্পণ, মসিনাবস্ত্র, উষ্ণীষ ও আবরক
২৪ বস্ত্র প্রভৃতি বেশভূষা খুলিয়া লইবেন। অধিকন্তু
সুগন্ধির পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধ ক্লেদ, হেলিয়ার পরি-
বর্ত্তে রজ্জু, সুন্দর কেশবিন্যাসের পরিবর্ত্তে টাক,
প্রাবারের পরিবর্ত্তে চটের পটুকা, ও সৌন্দর্য্যের
২৫ পরিবর্ত্তে দাগ দিবেন। তোমার পুরুষেরা খড়্গা-
ঘাতে, ও তোমার বিক্রমিগণ সংগ্রামে পতিত
২৬ হইবে। তাহার পুরদ্বার সকল ক্রন্দন ও বিলাপ
করিবে ; আর সে উৎসন্না হইয়া ভূমিতে বসিবে।

৪ আর সেই দিন সাত জন স্ত্রী এক পুরুষকে
ধরিয়া বলিবে, আমরা আপনাদেরই অন্ন
ভোজন করিব, আপনাদেরই বস্ত্র পরিধান

Digitized by Google

করিব ; কেবল আমাদিগকে তোমার নামে
আখ্যাত হইবার অনুমতি দেও, তুমি আমাদের
অপমান দূর কর।
২ সেই দিন ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা বাঁচিবে,
সদাপ্রভুর পল্লব তাহাদের ভূষণ ও প্রতাপ হই-
বেন, এবং দেশের ফল তাহাদের শোভা ও মুকুট-
৩ স্বরূপ হইবে। আর সিয়োনে যে কেহ অবশিষ্ট
থাকিবে, ও যিরূশালেমে যে কেহ থাকিবে, অর্থাৎ
যিরূশালেমে জীবনাধিকারীদের খাতায় যে
কাহারও নাম লিখিত আছে, সে পবিত্র বলিয়া
৪ আখ্যাত হইবে। অগ্রে প্রভু বিচারের আত্মা ও
দাহের আত্মা দ্বারা সিয়োন-কন্যাগণের মল
ধৌত করিবেন, এবং যিরূশালেমের মধ্য হইতে
৫ তাহার রক্ত দূর করিয়া দিবেন। আর সদাপ্রভু
সিয়োন পর্ব্বতস্থ যাবতীয় আবাসের ও তাহার
যাবতীয় ধর্ম্মসভার উপরে দিনে মেঘ ও ধূম, এবং
রাত্রিতে প্রজ্বলিত অগ্নির তেজ সৃষ্টি করিবেন,
বস্তুতঃ, সকল প্রতাপের উপরে চন্দ্রাতপ থাকিবে।
৬ তাহা তাম্বুস্বরূপ হইয়া দিনে গ্রীষ্মনিবারক ছায়া
দিবে, এবং ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে আশ্রয় ও আচ্ছা-
দনস্থান হইবে।

ঈশ্বরীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত।

৫ আমি এক বার আপন প্রিয়ের উদ্দেশে
তাঁহার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয়ে আমার প্রিয়ের
একটী গীত গান করিব। অতি উর্ব্বর-গিরিশৃঙ্গে
২ আমার প্রিয়ের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। তিনি
তাহা খনন করিয়া প্রস্তর বাহির করিলেন, উত্তম
দ্রাক্ষালতা তাহাতে রোপণ করিলেন, তাহার
মধ্যে উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং দ্রাক্ষা-কুণ্ডও
খুদিলেন ; পরে এই অপেক্ষায় থাকিলেন যে,
দ্রাক্ষাফল ধরিবে, কিন্তু তাহাতে আম্রাতক ফল
৩ ফলিল। এখন বিনয় করি, হে যিরূশালেম-
নিবাসিগণ ও যিহূদার লোক সকল, তোমরা
আমার ও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিচার
৪ কর ; আমি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাইট যেরূপ করি-
য়াছি, তাহার অধিক আর কি করিতে পারা
যায় ? আমি যখন অপেক্ষা করিলাম যে, দ্রাক্ষা-
ফল ধরিবে, তখন কেন তাহাতে আম্রাতক ফল
৫ ফলিল ? অতএব এখন শুন, আমি আপন দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের প্রতি যাহা করিব, তাহা তোমাদিগকে
জ্ঞাত করি ; আমি তাহার বেড়া দূর করিব, তাহা
ভক্ষিত হইবে, আমি তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
৬ তাহা দলিত হইতে দিব। আমি তাহা উচ্ছিন্ন
করিব, তাহার লতা পরিষ্কার কি ভূমি খনন
করা যাইবে না, তাহা শ্যাকুল ও কণ্টকবৃক্ষের
জঙ্গল হইবে, এবং আমি মেঘ সকলকে তাহার
৭ উপরে জল বর্ষণ করিতে নিষেধ করিব। ফলতঃ
ইস্রায়েল-কুল বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র, এবং যিহূদার লোকেরা তাঁহার রমণীয়
চারা ; তিনি ন্যায়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন,
কিন্তু দেখ, রক্তপাত ; তিনি ধার্ম্মিকতার অপেক্ষা
করিতেছিলেন, কিন্তু দেখ, ক্রন্দন।
৮ তোমরা যেন দেশের মধ্যে একাকী বাসস্থান-
প্রাপ্ত থাক, এই আশয়ে [শূন্য] স্থান না রাখিয়া
তোমরা যাহারা গৃহের সঙ্গে গৃহ ও ক্ষেত্রের সঙ্গে
ক্ষেত্র যোগ করিতেছ, তোমরা সন্তাপের পাত্র।
৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমার কর্ণগোচরে কহেন,
নিশ্চয়ই অনেক গৃহ ধ্বংসস্থান হইবে, বৃহৎ ও
১০ সুন্দর বাটী সকল নিবাসিবিহীন হইবে। বস্তুতঃ
দশ বিঘা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে এক মণ দ্রাক্ষারস উৎপন্ন
হইবে, ও দশ মণ বীজে এক মণ শস্য উৎপন্ন
হইবে।
১১ যাহারা সুরাপানের চেষ্টায় প্রত্যূষে উঠে, এবং
দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত অনেক রাত্রি
১২ বসিয়া থাকে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। তাহাদের
ভোজে বীণা, নেবল, তবল, বাঁশী ও দ্রাক্ষারসের
আয়োজন হয়, কিন্তু তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য
নিরীক্ষণ করে না, ও তাঁহার হস্তের ক্রিয়া দেখে
১৩ নাই। এই কারণ আমার প্রজারা জ্ঞানাভাব
প্রযুক্ত নির্ব্বাসিত, তাহাদের মহোদয়গণ ক্ষুধার্ত্ত,
ও তাহাদের লোকারণ্য তৃষ্ণাতে শোষিত হয়।
১৪ এই কারণ পাতাল আপন উদর বিস্তার করিয়াছে,
অপরিমিতরূপে মুখ ব্যাদান করিয়াছে ; আর
উহাদের আদরণীয়গণ ও লোকারণ্য এবং কলহ-
কারী ও তত্রত্য উল্লাসকারী সকল তথায় নামিয়া
১৫ যাইবে। আর সামান্য লোক অধোমুখ হইবে,
মান্য লোক নত হইবে, এবং দর্পীদের দৃষ্টি নত
১৬ হইবে। কিন্তু বাহিনীগণের সদাপ্রভু বিচারে
উন্নত হইবেন, এবং পবিত্রতম ঈশ্বর ধার্ম্মিকতায়
১৭ পবিত্ররূপে মান্য হইবেন। তৎকালে মেষশাবক-
গণ যেমন আপনাদের চরাণিতে চরে, তেমনি
চরিবে, ও বিদেশিগণ হৃষ্টপুষ্ট লোকদের ধ্বংস-
স্থান সকল উপভোগ করিবে।
১৮ যাহারা অলীকতার রজ্জুতে অপরাধ ও শকটের
স্থূল রজ্জুতে পাপ আকর্ষণ করে, তাহারা সন্তাপের
১৯ পাত্র। তাহারা বলে, তিনি ত্বরা করুন ; আমরা
যেন তাহা দেখি, তজ্জন্য তিনি আপন কার্য্য সত্বর
করুন ; ইস্রায়েলের পবিত্রতমের মন্ত্রণা উপস্থিত
হউক, সিদ্ধ হউক, যেন আমরা তাহা জানিতে
পারি।
২০ যাহারা মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলে,
যাহারা আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলো
মনে করে, যাহারা মিষ্টকে তিক্ত ও তিক্তকে মিষ্ট

Digitized by Google

২১ মনে করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। যাহারা
আপন আপন দৃষ্টিতে জ্ঞানবান ও আপন আপন
জ্ঞানে বুদ্ধিমান, তাহারা সন্তাপের পাত্র।
২২ যাহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে শূর, ও মদ্য
২৩ মিশ্রিত করিতে বীর্য্যবান; যাহারা উৎকোচের
জন্য দুষ্টকে নির্দ্দোষ করে, ও ধার্ম্মিকের ধার্ম্মি-
কতা তাহা হইতে দূর করে, তাহারা সন্তাপের
২৪ পাত্র। অতএব অগ্নির জিহ্বা যেমন নাড়া গ্রাস
করে, অগ্নিশিখা যেমন শুষ্ক তৃণ ভস্মসাৎ করে,
তেমনি তাহাদের মূল জীর্ণ কাষ্ঠের ন্যায় হইবে,
ও তাহাদের পুষ্প ধূলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে।
কেননা তাহারা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর ব্যবস্থা
অগ্রাহ্য করিয়াছে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমের বাক্য
অবজ্ঞা করিয়াছে।
২৫ এই কারণ আপন প্রজাগণের বিপরীতে সদা
প্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের
প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, এবং
তাহাদিগকে আঘাত করিয়াছেন; তাই উপ-
পর্ব্বতগণ উদ্বিগ্ন হইল, ও উহাদের শব সড়কের
মধ্যে জঞ্জালের ন্যায় হইল। এই সকলেও তাঁহার
ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ
২৬ বিস্তারিত রহিয়াছে। আর তিনি দূরদেশীয়
জাতিগণের প্রতি ধ্বজা তুলিবেন, ও পৃথিবীর
সীমা হইতে তাহাদিগের জন্য শীস দিবেন;
আর দেখ, তাহারা দ্রুতগমন করিয়া শীঘ্র আসিবে।
২৭ তাহাদের মধ্যে ক্লান্ত কি পতনোদ্যত কেহই নাই;
তাহারা ঢলিয়া পড়ে না, ও নিদ্রা যায় না;
তাহাদের কটিবন্ধন খুলিয়া যায় না, ও পাদুকার
২৮ সূতা ছিঁড়ে না। তাহাদের বাণ তীক্ষ্ন, তাহাদের
যাবতীয় ধনুক আকর্ষিত; তাহাদের অশ্বগণের
খুর চকমকি প্রস্তরের ন্যায়, ও রথচক্র সকল
২৯ ঘূর্ণবায়ুর ন্যায়। তাহাদের হুঙ্কার সিংহীর হুঙ্কা-
রের তুল্য; তাহারা সিংহশাবকের ন্যায় হুঙ্কার
করিবে, ও গর্জ্জন করিয়া শিকার ধরিয়া লইয়া
৩০ যাইবে, কেহ উদ্ধার করিবে না। তাহারা সেই
দিন এই লোকদের উপরে সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায়
গর্জ্জন করিবে; তাহাতে লোকে যদি দেশের প্রতি
দৃষ্টি করে, তবে দেখ, অন্ধকার ও সঙ্কট; আর
আলোক মেঘমণ্ডলে অন্ধকারময় হইবে।

যিশায়াহের দর্শন ও ভাববাদিপদে প্রতিষ্ঠা।

৬ যে বৎসর উষিয় রাজার মৃত্যু হয়, সেই
বৎসর আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত
সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার রাজ-
বস্ত্রের অঞ্চলে সমস্ত মন্দির ব্যাপ্ত হইয়াছিল।
২ তাঁহার উপরে সরাফগণ দণ্ডায়মান ছিলেন;
তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক জন ছয় ছয় পক্ষবিশিষ্ট,
তাঁহারা দুই পক্ষ দ্বারা আপন আপন মুখ আচ্ছা-
দন করেন, দুই পক্ষ দ্বারা চরণ আচ্ছাদন করেন,
৩ ও দুই পক্ষ দ্বারা উড্ডীয়মান হন। আর তাঁহারা
পরস্পর ডাকিয়া কহিলেন, "পবিত্র, পবিত্র,
পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী
৪ তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ।" তখন ঘোষণাকারীর
রবে শিলামূল সকল কাঁপিতে লাগিল, গৃহ ধূমে
৫ পরিপূর্ণ হইল। তখন আমি কহিলাম, হায়, আমি
নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অশুচি-ওষ্ঠাধর মনুষ্য,
এবং অশুচি-ওষ্ঠাধর জাতির মধ্যে বাস করিতেছি,
তথাপি আমার নেত্রযুগল রাজাকে, বাহিনীগণের
সদাপ্রভুকে, দেখিতে পাইয়াছে।
৬ পরে ঐ সরাফগণের মধ্যে এক জন আমার
কাছে উড়িয়া আসিলেন, তাঁহার হস্তে একখানি
জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল, তিনি যজ্ঞবেদির উপর হইতে
৭ চিমটা দ্বারা তাহা লইয়াছিলেন। আর তিনি
আমার মুখে তাহা স্পর্শ করাইয়া কহিলেন, দেখ,
ইহা তোমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়াছে, অতএব
তোমার অপরাধ ঘুচিল ও তোমার পাপমোচন
৮ হইল। পরে আমি প্রভুর রব শুনিতে পাইলাম;
তিনি বলিলেন, আমি কাহাকে পাঠাইব? আমা-
দের পক্ষে কে যাইবে? তাহাতে আমি কহিলাম,
৯ এই আমি, আমাকে পাঠাও। তখন তিনি বলি-
লেন; তুমি যাও, এই জাতিকে বল, তোমরা
অনুক্ষণ শুনিও, কিন্তু বুঝিও না; এবং অনুক্ষণ
১০ দেখিও, কিন্তু জানিও না। তুমি এই জাতির
অন্তঃকরণ স্থূল কর, ইহার কর্ণ ভারী কর ও ইহার
চক্ষু বন্ধ কর, পাছে চক্ষে দেখিয়া কর্ণে শুনিয়া
অন্তঃকরণে বুঝিয়া তাহারা মন ফিরায় ও সুস্থ হয়।
১১ তখন আমি কহিলাম, হে প্রভো, কত দিন? তিনি
কহিলেন, যাবৎ নগর সকল নিবাসিবিহীন ও
বাটী সকল নরশূন্য হইয়া উৎসন্ন না হয়, এবং
ভূমি ধ্বংসস্থান হইয়া উৎসন্ন না হয়, তাবৎ
১২ থাকিবে। ফলতঃ সদাপ্রভু মনুষ্যকে দূর করিবেন,
১৩ দেশের মধ্যে অনেক ভূমি অস্বামিক হইবে। যদ্যপি
তাহার দশমাংশও থাকে, তথাপি তাহাকে পুনর্ব্বার
বিনষ্ট হইতে হইবে; কিন্তু যেমন এলা ও অলোন
বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও তাহার গুঁড়ি থাকে, তেমনি
এই জাতির গুঁড়িস্বরূপ এক পবিত্র বংশ থাকিবে।

যিহূদা এবং মশীহবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

৭ যিহূদা-রাজ উষিয়ের পৌত্র যোথমের পুত্র
আহসের সময়ে অরামের রৎসীন রাজা ও
রমলিয়ের পুত্র পেকহ নামে ইস্রায়েলের রাজা,

Digitized by Google

এই দুই রাজা যুদ্ধার্থে যিরূশালেমে আসিলেন,
কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন
২ না। তখন দায়ূদের কুলপতিকে জ্ঞাত করা গেল
যে, অরাম ইফ্রয়িমের সহায় হইয়াছে। তাহাতে
তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার প্রজাদের হৃদয় বায়ুর
সম্মুখে আলোড়িত বনবৃক্ষের ন্যায় আলোড়িত
হইল।

৩ তখন সদাপ্রভু যিশায়াহকে কহিলেন, তুমি ও
তোমার পুত্র শার-যাশূব উভয়ে আহসের সহিত
সাক্ষাৎ করণার্থে উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীর
মুখের নিকটে রজকদের ক্ষেত্রস্থ রাজপথে যাও,
৪ এবং তাহাকে বল, সাবধান, সুস্থির হও; এই
ধূমময় কাষ্ঠদ্বয়ের পুচ্ছ হইতে, রৎসীন ও অরা-
মের এবং রমলিয়ের পুত্রের ক্রোধানল হইতে,
ভীত হইও না, তোমার হৃদয়কে দ্রব হইতে দিও
৫ না। অরাম, ইফ্রয়িম ও রমলিয়ের পুত্র তোমার
৬ বিরুদ্ধে এই হিংসার মন্ত্রণা করিয়াছে, বলিয়াছে,
আইস, আমরা যিহূদার বিরুদ্ধে যাত্রা করি,
তাহাকে অধৈর্য্য করি, ও আপনাদের জন্য [রাজ-
ধানীকে] ভগ্নপ্রাচীর করিয়া তাহার মধ্যে রাজত্ব
৭ করিতে টাবেলের পুত্রকে রাজা করি। প্রভু সদা-
প্রভু এই কথা কহিতেছেন, তাহা স্থির থাকিবে
৮ না, এবং সিদ্ধও হইবে না। কেননা অরামের
মস্তক দম্মেশক ও দম্মেশকের মস্তক রৎসীন।
পরন্তু আর পঁয়ষট্টি বৎসর গত হইলে ইফ্রয়িম
৯ উচ্ছিন্ন হইবে, আর জাতি থাকিবে না। আর
ইফ্রয়িমের মস্তক শমরিয়া, ও শমরিয়ার মস্তক
রমলিয়ের পুত্র। স্থিরবিশ্বাসী না হইলে, তোমরা
কোন ক্রমে স্থির থাকিতে পারিবে না।

১০, ১১ সদাপ্রভু আহসকে আবার কহিলেন, তুমি
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে কোন অভিজ্ঞান
প্রার্থনা কর, অধোলোকে কি ঊর্দ্ধলোকে [অভি-
১২ জ্ঞান] প্রার্থনা কর। কিন্তু আহস কহিলেন, আমি
এমন প্রার্থনা করিব না, সদাপ্রভুর পরীক্ষাও
১৩ করিব না। তিনি কহিলেন, হে দায়ূদের কুল, এক
বার শুন, মনুষ্যকে ক্লান্ত করা তোমাদের দৃষ্টিতে
ক্ষুদ্র বিষয় বলিয়া কি আমার ঈশ্বরকেও ক্লান্ত
১৪ করিবে? অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক
অভিজ্ঞান দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া
পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল
১৫ [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে। যাহা মন্দ
তাহা অগ্রাহ্য করিবার, এবং যাহা ভাল তাহা
মনোনীত করিবার জ্ঞান পাওয়া পর্য্যন্ত বালকটী
১৬ দধি ও মধু খাইবে। কেননা মন্দকে অগ্রাহ্য ও
ভালকে মনোনীত করিবার জ্ঞান বালকটীর না
হইতে, যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ঘৃণা করি-
১৭ তেছ, সে দেশ পরিত্যক্ত হইবে। যিহূদা হইতে
ইফ্রয়িমের পৃথক্ হওয়ার দিনাবধি যাদৃশ সময়
কখনও হয় নাই, সদাপ্রভু তোমার প্রতি, তোমার
প্রজাদের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি
তাদৃশ সময় উপস্থিত করিবেন, অশূরের রাজাকে
আনিবেন।

১৮ আর সেই দিনে সদাপ্রভু মিসরদেশীয় নদী
সকলের প্রান্তস্থ মক্ষিকার প্রতি ও অশূরদেশীয়
১৯ ভ্রমরের প্রতি শীস দিবেন। তাহাতে তাহারা
সকলে আসিয়া উৎসন্ন উপত্যকাসমূহে, শৈল-
ছিদ্র সকলে, কন্টকবনে ও মাঠে মাঠে বসিবে।
২০ সেই দিনে প্রভু [ফরাৎ] নদীর পারস্থ অশূর-
রাজরূপ ভাড়াটিয়া ক্ষুর দ্বারা মস্তক ও পদের লোম
ক্ষৌর করিবেন, এবং তদ্দ্বারা শ্মশ্রুও ফেলিবেন
২১ সেই দিনে যদি কেহ একটী যুবতী গাভী ও দুইটী
২২ মেষ পোষে, তবে সে তাহাদের প্রদত্ত দুগ্ধের
আধিক্যে দধি খাইবে; বস্তুতঃ দেশের মধ্যে অব-
শিষ্ট সমস্ত লোক দধি ও মধু খাইবে।

২৩ আর যে যে স্থানে সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের
দ্রাক্ষালতা আছে, সেই সকল স্থান তৎকালে
২৪ শ্যাকুল ও কন্টকময় হইবে; লোকে তীর ধনুক
লইয়া সে স্থানে যাইবে, কেননা সমস্ত দেশ শ্যাকু-
২৫ লের ও কন্টকের জঙ্গল হইবে; এবং যে সকল
পার্ব্বত্য ভূমি কোদালি দ্বারা খনন করা যায়,
সেই সকল স্থানে শ্যাকুলের ও কাঁটার ভয়ে তুমি
গমন করিবে না; তাহা বলদের চরাণিস্থান ও
মেষের পদতলে দলিত হইবার স্থান হইবে।

৮ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি
একখান বৃহৎ ফলক লইয়া প্রচলিত অক্ষরে
তাহাতে এই কথা লিখ, মহের-শালল-হাশ-বস
২ [লুট ত্বরান্বিত, লুটিত দ্রব্য দ্রুতগামী]। ইহার
প্রমাণের জন্য আমি ঊরিয় যাজক ও যিবেরি-
খিয়ের পুত্র সখরিয়, এই দুই বিশ্বস্ত পুরুষকে
৩ আপনার সাক্ষী করিলাম। পরে আমি [আপন
স্ত্রী] ভাববাদিনীতে গমন করিলে তিনি গর্ব্ভবতী
হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন; তখন সদাপ্রভু
আমাকে কহিলেন, উহার নাম মহের-শালল-হাশ-
৪ বস রাখ। কেননা বালকটীর বাপ, মা, এই কথা
উচ্চারণ করিবার জ্ঞান না হইতে হইতে লোকে
দম্মেশকের ধন ও শমরিয়ার লুট অশূর-রাজের
অগ্রে অগ্রে বহন করিবে।

৫ পরে সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, দেখ,
৬ এই লোকেরা শীলোহের মন্দগামী স্রোত অগ্রাহ্য
করিয়া রৎসীনে ও রমলিয়ের পুত্রে আনন্দ করি-
৭ তেছে। এই কারণ দেখ, প্রভু [ফরাৎ] নদীর
প্রবল ও প্রচুর জলস্বরূপ অশূর-রাজকে ও তাহার
সমস্ত প্রতাপকে তাহাদের উপরে বহাইবেন; সে
ফাঁপিয়া সমস্ত খাল পূর্ণ করিবে, ও সমস্ত তীর-
৮ ভূমির উপর দিয়া গমন করিবে। সে যিহূদার

Digitized by Google

দেশ দিয়া বেগে বহিবে, উথলিয়া উঠিয়া বাড়িতে
থাকিবে, কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠিবে; হে ইম্মানূয়েল,
তোমার দেশের প্রস্থ তাহার পক্ষদ্বয়ের বিস্তার
দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে।
৯ হে জাতিগণ, তোমরা কোলাহল কর, কিন্তু ভগ্ন
হইবে; হে দূরদেশীয় লোক সকল, কর্ণপাত কর;
তোমরা খড়্গ বাঁধ, কিন্তু ভগ্ন হইবে, খড়্গ বাঁধ,
১০ কিন্তু ভগ্ন হইবে। একসঙ্গে মন্ত্রণা কর, কিন্তু তাহা
নিষ্ফল হইবে; কথা কহ, কিন্তু তাহা স্থির থাকিবে
না, কেননা আমাদের সহিত ঈশ্বর আছেন।
১১ কারণ সদাপ্রভু প্রবল হস্ত অর্পণপূর্ব্বক আমাকে
এই কথা কহিলেন, এবং এই লোকদের পথে গমন
করা আমার অকর্ত্তব্য, এই আদেশ দিয়া আমাকে
১২ বলিলেন, এই লোকেরা যে সমস্তকে চক্রান্ত বলে,
তোমরা সে সমস্তকে চক্রান্ত বলিও না; এবং ইহা-
দের ভয়ে ভীত হইও না, ত্রাসযুক্ত হইও না।
১৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভুকেই পবিত্র করিয়া মান,
তিনিই তোমাদের ভয়স্থান ও ত্রাসভূমি হউন।
১৪ তাহা হইলে তিনি পবিত্র আশ্রয় হইবেন; কিন্তু
ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য তিনি বিঘ্নজনক
প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ হইবেন, এবং যিরূ-
শালেম-নিবাসীদের জন্য পাশ ও ফাঁদস্বরূপ হই-
১৫ বেন। আর তাহাদের মধ্যে অনেক লোক বিঘ্ন
পাইয়া পতিত ও ভগ্ন হইবে, এবং ফাঁদে বদ্ধ
হইয়া ধরা পড়িবে।
১৬ তুমি সাক্ষ্যের কথা বদ্ধ কর, আমার শিষ্যগণের
১৭ মধ্যে ব্যবস্থা মুদ্রাঙ্কিত কর। আর যিনি যাকো-
বের কুল হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করেন,
আমি সেই সদাপ্রভুর আকাঙ্ক্ষা করিব, ও তাঁহার
১৮ অপেক্ষাতে থাকিব। এই দেখ, আমি ও সদা-
প্রভু কর্ত্তৃক দত্ত আমার সন্তানগণ; সিয়োনপর্ব্বত-
নিবাসী বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নিরূপণক্রমে
আমরা ইস্রায়েলের মধ্যে অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত
লক্ষণস্বরূপ।
১৯ আর যখন তাহারা তোমাদিগকে বলে, তোমরা
ভূতড়িয়া ও গুণীদিগের নিকটে, যাহারা বিড় বিড়
ও ফুস ফুস করিয়া বকে, তাহাদের নিকটে অন্বে-
ষণ কর, [তখন বলিবে,] লোকেরা কি আপনা-
দের ঈশ্বরের কাছে অন্বেষণ করিবে না? তাহারা
কি মৃতদের কাছে গিয়া জীবিতদের [অন্বেষণ
২০ করিবে]? ব্যবস্থার ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ
কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে,
২১ তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই। কিন্তু
তাহারা ক্লিষ্ট ও ক্ষুধিত হইয়া দেশের মধ্য দিয়া
গমন করিবে, এবং ক্ষুৎপীড়িত হইলে রাগ করিয়া
আপনাদের রাজার ও আপনাদের ঈশ্বরের নামে
২২ শাপ দিবে, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃক্‌পাত করিবে; আর
তাহারা ভূমি নিরীক্ষণ করিবে; এবং দেখ, সঙ্কট
ও অন্ধকার, ক্লেশজনক তিমির; আর তাহারা
নিবিড় অন্ধকারে দূরীকৃত হইবে।

৯ কিন্তু যে [দেশ] পূর্ব্বে ক্লিষ্ট ছিল, তাহা
তিমিরাবৃত থাকিবে না; তিনি পূর্ব্বকালে
সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ তুচ্ছাস্পদ করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী সেই
পথ, যর্দ্দনের তীরস্থ প্রদেশ, জাতিগণের গালী-
২ লকে সম্রান্ত করিয়াছেন। যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ
করিত, তাহারা মহা আলোক দেখিতে পাইয়াছে;
যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের
৩ উপরে আলোক উদিত হইয়াছে। তুমি সেই
জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহাদের আনন্দ বাড়াই-
য়াছ; তাহারা তোমার সাক্ষাতে শস্যচ্ছেদন-
সময়ের ন্যায় আহ্লাদ করে, যেমন লুট বিভাগ
৪ করিবার সময়ে লোকেরা উল্লাসিত হয়। কারণ
তুমি মিদিয়নের দিনে যেমন করিয়াছিলে, সেই-
রূপ তাহার ভারের যোঁয়ালি, স্কন্ধের বাঁক ও তাহার
৫ উপদ্রবকারীর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ। বস্তুতঃ
তুমুল যুদ্ধে সজ্জিত ব্যক্তির সমস্ত সজ্জা ও রক্তে
লুণ্ঠিতবস্ত্র সকল জ্বলনীয় দ্রব্য হইয়া অগ্নির
৬ ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে। কেননা আমাদের নিমিত্তে
এক বালক জন্মিয়াছেন, আমাদিগকে এক পুত্র
দত্ত হইয়াছেন; তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তৃত্ব-
ভার থাকিবে; এবং তাঁহার নাম আশ্চর্য্য, মন্ত্রী,
বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা ও শান্তিরাজ
৭ হইবে। কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে
না; তিনি দায়ূদের সিংহাসনের ও রাজ্যের কর্ত্তা
হইয়া ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতায় এখন অবধি
অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় রাখি-
বেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ এই
কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

যিহূদার ভাবী দণ্ডবিষয়ক কথা।

৮ প্রভু যাকোবের কাছে এক বচন প্রেরণ করি-
য়াছেন, তাহা ইস্রায়েলের উপরে পতিত হই-
৯ য়াছে। আর দেশের সমস্ত লোক, অর্থাৎ ইফ্রয়িম
ও শমরিয়ার নিবাসিগণ তাহা জানিতে পাইবে;
১০ তাহারা দর্পে ও চিত্তের গর্ব্বে কহিতেছে, ইট
পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তক্ষিত প্রস্তরে
গাঁথিব; ডুমুরবৃক্ষ সকল কাটা গিয়াছে বটে,
কিন্তু আমরা তাহার পরিবর্ত্তে এরসবৃক্ষ দিব।
১১ অতএব সদাপ্রভু রৎসীনের বিপক্ষদিগকে তাহার
প্রতিকূলে উন্নত করিবেন, ও তাহার শত্রুদিগকে
১২ উত্তেজিত করিবেন; সম্মুখে অরাম ও পশ্চাতে
পলেষ্টীয়েরা ব্যাদিত মুখে ইস্রায়েলকে গ্রাস
করিবে। এই সকলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না,
কিন্তু তাঁহার হস্ত পূর্ব্বৎ বিস্তারিত রহিয়াছে।

Digitized by Google

১৩ আর যিনি [দেশের] লোকদিগকে প্রহার
করিয়াছেন, তাঁহার কাছে তাহারা ফিরে নাই,
১৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে নাই। এই
জন্য সদাপ্রভু এক দিনে ইস্রায়েলের মস্তক ও
পুচ্ছ, বাগড়া ও খাগড়া কাটিয়া ফেলিবেন।
১৫ প্রাচীন ও সম্মানিত লোক সেই মস্তক, এবং
১৬ মিথ্যাশিক্ষাদায়ী ভাববাদী সেই পুচ্ছ। কারণ
এই জাতির পথপ্রদর্শকেরা ভ্রান্তিজনক হইয়াছে,
এবং যাহারা তাহাদের দ্বারা পথে নীত হয়,
১৭ তাহারা সংহারিত হইতেছে। এই জন্য প্রভু
তাহাদের যুবকগণে আনন্দ করিবেন না, এবং
তাহাদের পিতৃহীন বালক ও বিধবাদিগকে অনু-
কম্পা করিবেন না; কেমনা তাহারা সকলে
পামর ও দুরাচার, ও প্রত্যেক মুখ মূঢ়তাভাষী।
এই সকলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু
তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তারিত রহিয়াছে।
১৮ বাস্তবিক দুষ্টতা অগ্নিবৎ জ্বলে, তাহা শ্যাকুল
ও কণ্টক দগ্ধ করিয়া নিবিড় বনে লাগিয়াছে,
তাহা ঘূর্ণায়মান ঘন ধূমস্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে।
১৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর ক্রোধে দেশ দগ্ধ, এবং
লোকেরা অগ্নির ভক্ষ্য হইয়াছে; কেহ আপন
২০ ভ্রাতার প্রতি মমতা করে না। কেহ দক্ষিণ হস্তে
আহরণ করে, তথাপি ক্ষুধিত থাকে; আবার
কেহ বাম হস্তে গ্রাস করে, কিন্তু তৃপ্ত হয় না;
প্রতিজন আপন আপন বাহুর মাংস ভোজন
২১ করে; মনঃশি ইফ্রয়িমকে ও ইফ্রয়িম মনঃশিকে,
এবং উভয়ে একসঙ্গে যিহূদাকে আক্রমণ করে;
এই সকলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু
তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তারিত রহিয়াছে।

১০ যে ব্যবস্থাপকেরা অধর্ম্মের ব্যবস্থা স্থাপন
করে, ও যে লেখকেরা উপদ্রব লেখে, তাহারা
২ সন্তাপের পাত্র। তাহারা দরিদ্রগণকে ন্যায়বিচার
হইতে ফিরাইয়া দেয়, ও আমার দুঃখী প্রজাদের
অধিকার হরণ করে, এইরূপে বিধবাদিগকে
আপনাদের চোরা বস্তু করিতে ও পিতৃহীনদিগকে
৩ লুট দ্রব্য করিতে চাহে। প্রতিফল দিবার দিনে ও
দূর হইতে আগমনকারী বিনাশের দিনে তোমরা
কি করিবে? সাহায্যের নিমিত্ত কাহার কাছে
পলাইবে? আর তোমাদের প্রতাপ কোথায়
৪ রাখিবে? তাহারা বন্দিগণের পদতলে অধোমুখ
ও নিহতগণের নীচে পতিত হইবে, এই মাত্র।
এই সকলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু
তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তারিত রহিয়াছে।

অশূরীয়দের ভাবী পতন।

৫ যে অশূর আমার ক্রোধরূপ দণ্ড, সেই যষ্টি,
যাহার হস্তে আমার কোপ আছে, সে সন্তাপের
৬ পাত্র। আমি তাহাকে লুট করিবার ও লুটিত
দ্রব্য লইয়া যাইবার ও [মনুষ্যদিগকে] পথের
কর্দ্দমের ন্যায় দলিত করিবার জন্যই এক পামর
জাতির বিপরীতে পাঠাইব, ও আমার ক্রোধপাত্র
৭ লোকবৃন্দের বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিব। কিন্তু তাহার
সঙ্কল্প সেই প্রকার নয়, এবং তাহার হৃদয় তাহা
ভাবে না; বরঞ্চ সর্ব্বনাশ করা এবং অনেক
৮ জাতিকে উচ্ছিন্ন করা তাহার মনস্কল্পনা। কারণ
সে বলে, "আমার অধ্যক্ষগণ কি সকলে রাজা
৯ নহেন? কল্নো কি কর্কমীশের তুল্য নয়? হমাৎ
কি অর্পদের তুল্য নয়? শমরিয়া কি দম্মেশকের
১০ তুল্য নয়? যে সকল প্রতিমা-রাজ্যের খোদিত
মূর্ত্তিসমূহ শমরিয়ার ও যিরূশালেমের মূর্ত্তি সকল
অপেক্ষা উত্তম, সে সকল রাজ্য আমার হস্তগত
১১ হইয়াছে। অতএব আমি শমরিয়াকে ও তাহার
প্রতিমা সকলকে যাদৃশ করিয়াছি, যিরূশালেমকে
ও তাহার বিগ্রহ সকলকেও কি তাদৃশ করিব না?"
১২ অতএব এইরূপ ঘটিবে; সিয়োন পর্ব্বতে ও
যিরূশালেমে প্রভুর সমস্ত কার্য্য তাঁহার দ্বারা
সমাপ্ত হইলে পর আমি অশূর-রাজের চিত্ত-
স্ফীতিরূপ ফলের ও তাহার উচ্চদৃষ্টিরূপ আড়ম্ব-
১৩ রের প্রতিফল দিব। কেননা সে বলিয়াছে,
"আমার হস্তের বল ও আমার বিজ্ঞতা দ্বারা
আমি কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছি, কেননা আমি
বুদ্ধিমান; আমি জাতিগণের সীমা দূর করিয়াছি,
ও তাহাদের সঞ্চিত ধন লুট করিয়াছি; এবং নর-
বৃষের ন্যায় আমি সিংহাসনাসীনদিগকে নীচে
১৪ নামাইয়াছি। আর পক্ষীর বাসার ন্যায় জাতি-
গণের ধন আমার হস্তগত হইয়াছে; লোকে যেমন
পরিত্যক্ত ডিম্ব কুড়ায়, তেমনি আমি সমস্ত
পৃথিবীকে সংগ্রহ করিয়াছি; পক্ষ নাড়িতে কি
চঞ্চু খুলিতে কি চিঁচিঁ শব্দ করিতে কেহ ছিল
১৫ না।" কুড়ালী কি ছেদকের বিপরীতে দর্প করিতে
পারে? করপত্র কি করপত্রী হইতে আপনাকে
শ্রেষ্ঠ মানিতে পারে? যাহারা দণ্ড তুলে, দণ্ড কি
তাহাদিগকে চালনা করিবে? যে কাষ্ঠ নয়, যষ্টি
১৬ কি তাহাকে উঠাইবে? অতএব প্রভু, বাহিনী-
গণের প্রভু, তাহার স্থূলকায় লোকদের মধ্যে
কৃশতা প্রেরণ করিবেন, ও তাহার প্রতাপের নীচে
১৭ অগ্নিদাহের ন্যায় দাহ হইবে। ফলতঃ ইস্রা-
য়েলের জ্যোতিঃ অগ্নিস্বরূপ হইবেন, ও তাঁহার
পবিত্রতম শিখাসদৃশ হইবেন; তাহা এক দিনে
উহার শ্যাকুল ও কণ্টক দগ্ধ করিয়া ভক্ষ করিবে।
১৮ আর তিনি তাহার বনের ও উদ্যানের গৌরবকে
প্রাণ ও শরীরশুদ্ধ সংহার করিবেন; তাহাতে সে
১৯ রোগীর ন্যায় ক্ষয় পাইবে। আর তাহার বনের
অবশিষ্ট বৃক্ষ এমন অল্প হইবে যে, বালক তাহা
গণনা করিয়া লিখিতে পারিবে।

Digitized by Google

২০ সেই দিনে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও
যাকোব-কুলের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা আপনাদের
প্রহারকারীর উপরে আর নির্ভর করিবে না;
কিন্তু সত্যভাবে ইস্রায়েলের পবিত্রতম সদাপ্রভুর
২১ উপরে নির্ভর করিবে। অবশিষ্টাংশ ফিরিয়া
আসিবে, যাকোবের অবশিষ্টাংশ বিক্রমশালী
২২ ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আসিবে। বস্তুতঃ, হে
ইস্রায়েল, তোমার লোকেরা সমুদ্রের বালির
তুল্য হইলেও তাহাদের অবশিষ্টাংশই ফিরিয়া
আসিবে; উচ্ছিন্নতা নিরূপিত, তাহা ধার্ম্মিকতার
২৩ বন্যাস্বরূপ হইবে। কেননা প্রভু কর্ত্তৃক, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু কর্ত্তৃক উচ্ছিন্নতা নিরূপিত হই-
য়াছে, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে তাহা সিদ্ধ
করিবেন।

২৪ অতএব প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন,
হে আমার সিয়োন-নিবাসী প্রজাগণ, অশূর
হইতে ভীত হইও না; সে যদিও মিসরের ন্যায়
তোমাকে দণ্ডাঘাত করে ও তোমার বিপরীতে
২৫ যষ্টি উঠায়; তথাপি আর অত্যল্প কাল অতীত
হইলে ক্রোধ সিদ্ধ হইবে, আমার কোপ উহার
২৬ সংহারে সিদ্ধ হইবে। আর বাহিনীগণের সদা-
প্রভু তাহার বিপরীতে কশা উত্তোলন করিবেন,
যেমন ওরেব শৈলে মিদিয়নের হত্যাকাণ্ডে
করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার যষ্টি সাগরের উপরে
থাকিবে, যেমন মিসরে করিয়াছিলেন, তেমনি
২৭ তিনি তাহা উত্তোলন করিবেন। সেই দিনে
তোমার স্কন্ধ হইতে তাহার ভার ও তোমার গ্রীবা
হইতে তাহার যোঁয়ালি সরিয়া পড়িবে, এবং
মেদের বৃদ্ধি প্রযুক্ত যোঁয়ালি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২৮ সে অয়াতে আসিয়াছে, মিগ্রোণ পশ্চাৎ
ফেলিয়াছে; মিক্মসে নিজ দ্রব্যসামগ্রী রাখি-
২৯ য়াছে; তাহারা ঘাট ছাড়িয়া আসিয়াছে, [বলি-
তেছে,] গেবাতে রাত্রি যাপন করিব; রামা
কাঁপিতেছে, শৌলের গিবিয়া পলায়ন করি-
৩০ তেছে। অয়ি গল্লীম-কন্যে, তুমি আপন স্বরে উচ্চ-
শব্দ কর। লয়িশা, কর্ণপাত কর। হায়! দুঃখিনী
৩১ অনাথোৎ! মদ্‌মেনার লোক পলাতক; গেবীম-
৩২ নিবাসিগণ সকলই স্থানান্তরে লইয়া গেল। সে
অদ্যই নোবে বিলম্ব করিতেছে, সে সিয়োন-
কন্যার পর্ব্বতের, যিরূশালেম-গিরির প্রতিকূলে
হস্ত নাড়িতেছে।

৩৩ দেখ, প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, মহাভয়-
ঙ্কররূপে শাখা ভঙ্গ করিবেন; তাহাতে অতি উচ্চ-
মস্তক [বৃক্ষ] সকল ছিন্ন হইবে, ও অতি উন্নত
৩৪ [তরু] সকল ভূমিসাৎ হইবে। তিনি লৌহ দ্বারা
বনের ঝাড় সকল কাটিয়া ফেলিবেন, এবং লিবা-
নোন মহাপরাক্রমীর [আঘাত] দ্বারা নিপাতিত
হইবে।

মশীহ ও তাঁহার রাজত্ব।

১১ পরন্তু যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক শাখা
নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন
২ এক চারা ফল প্রদান করিবেন। আর সদাপ্রভুর
আত্মা, প্রজ্ঞা ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণা ও
পরাক্রমের আত্মা, সদাপ্রভুবিষয়ক জ্ঞান ও ভয়ের
৩ আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। তিনি সদা-
প্রভুর ভয়ে আমোদিত হইবেন; তিনি চক্ষুর
দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, কর্ণের
৪ শ্রবণানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন না। কিন্তু তিনি
ধর্ম্মে দীনহীনদের বিচার করিবেন, সারল্যে
পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষ্পত্তি করিবেন; তিনি
আপন মুখস্থিত দণ্ড দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত
করিবেন, আপন ওষ্ঠাধরের বায়ু দ্বারা দুষ্টকে
৫ বধ করিবেন। আর ধর্ম্ম তাঁহার কটিদেশের
পটুকা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কক্ষের পটুকা হইবে।
৬ আর কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত একত্র বাস
করিবে, চিতাব্যাঘ্র ছাগবৎসের সহিত শয়ন
করিবে, গোবৎস, যুবসিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু
একত্র থাকিবে, এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে
৭ চালাইবে। ধেনু ও ভল্লুকী চরিবে, তাহাদের
বৎস সকল একত্র শয়ন করিবে, এবং সিংহ বল-
৮ দের ন্যায় বিচালি খাইবে। আর স্তন্যপায়ী শিশু
কেউটিয়া সর্পের গর্ত্তের উপরে খেলা করিবে,
স্তন্যত্যক্ত বালক কৃষ্ণসর্পের বিবরের উপরে হস্ত
৯ প্রসারণ করিবে। সে সকল আমার পবিত্র
পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ
করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুবিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ
হইবে।

১০ আর সেই দিনে জাতিগণের ধ্বজারূপে যিশয়ের
মূল দণ্ডায়মান থাকায় সর্ব্বজাতীয় লোক তাঁহার
অন্বেষণ করিবে; তাহাতে তাঁহার বিশ্রামস্থান
১১ প্রতাপান্বিত হইবে। আর সেই দিনে প্রভু আপন
প্রজাগণের অবশিষ্টাংশকে, অর্থাৎ অশূর হইতে,
মিসর হইতে, পথ্রোষ হইতে, কূশ হইতে, এলম
হইতে, শিনিয়র হইতে, হমাৎ হইতে, ও সমু-
দ্রের দ্বীপসমূহ হইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে মুক্ত
করিয়া আনিবার জন্য দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ
১২ করিবেন; আর তিনি জাতিগণের নিমিত্তে ধ্বজা
তুলিবেন, পৃথিবীর চতুষ্কোণ হইতে ইস্রায়েলের
তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিবেন, ও যিহূদার
১৩ ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ করিবেন। অধি-
কন্তু ইফ্রয়িমের ঈর্ষা দূর হইবে, ও যিহূদার ক্লেশ-
দায়কগণ উচ্ছিন্ন হইবে; ইফ্রয়িম যিহূদার উপর
ঈর্ষা করিবে না, ও যিহূদা ইফ্রয়িমকে ক্লেশ দিবে

Digitized by Google

১৪ না। আর তাহারা উড়িয়ে পশ্চিমদিকে পলেষ্টীয়-
দের স্কন্ধদেশে ছোঁ মারিবে, ও একত্র হইয়া পূর্ব্ব-
দেশীয় লোকদের দ্রব্য লুট করিবে; তাহারা
ইদোম ও মোয়াবের উপরে হস্তক্ষেপ করিবে,
এবং আম্মোন-সন্তানেরা তাহাদের আজ্ঞাবহ
১৫ হইবে। আর সদাপ্রভু মিস্রীয় সমুদ্রের জিহ্বাকৃতি
ভাগ নিঃশেষে বিনষ্ট করিবেন, [ফরাৎ] নদীর
উপরে নিজ উত্তপ্ত বায়ু সহকারে হস্ত দোলাই-
বেন, তাহাকে প্রহার করিয়া সপ্ত প্রণালী করি-
বেন, ও লোকদিগকে সপাদুক চরণে পার করি-
১৬ বেন। আর মিসরদেশ হইতে নির্গমনকালে
যেমন ইস্রায়েলের নিমিত্তে পথ হইয়াছিল,
তেমনি তাঁহার প্রজাদের অবশিষ্টাংশের অর্থাৎ
অশূর হইতে অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্তে এক
রাজপথ হইবে।

১২ সেই দিনে তুমি বলিবে, হে সদাপ্রভো,
আমি তোমার স্তবগান করিব; কেননা তুমি
আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলে, কিন্তু তোমার ক্রোধ
নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিতেছ।
২ দেখ, ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ; আমি সাহস
করিব, ভীত হইব না; কেননা সদাপ্রভু যাঃ
আমার বল ও গান; তিনি আমার পরিত্রাণ
৩ হইয়াছেন। অতএব তোমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পরি-
৪ ত্রাণের উনুই সকল হইতে জল তুলিবে। সেই
দিনে তোমরা বলিবে, সদাপ্রভুর স্তবগান কর,
তাঁহার নামে ডাক, জাতিগণের মধ্যে তাঁহার
ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর, তাঁহার নাম উন্নত বলিয়া
৫ কীর্ত্তন কর। সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত কর,
কেননা তিনি মহিমার কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা
৬ সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানগোচর হউক। হে সিয়োন-
নিবাসিনি, তুমি উচ্চৈঃস্বর ও আনন্দগান কর;
কেননা যিনি ইস্রায়েলের পবিত্রতম, তিনি
তোমার মধ্যে মহান।

বাবিলবিষয়ক ভাববাণী।

১৩ বাবিলবিষয়ক ভারবাণী; আমোসের
পুত্র যিশায়াহ এই দর্শন পান।
২ তোমরা বৃক্ষশূন্য পর্ব্বতের উপরে ধ্বজা তুল,
লোকদের নিমিত্তে উচ্চধ্বনি কর, হস্ত দোলাও;
তাহারা দেশাধ্যক্ষদের পুরদ্বারে প্রবেশ করুক।
৩ আমি আপনার পবিত্রীকৃতদিগকে আদেশ করি-
য়াছি, আমি আমার ক্রোধ সফল করণার্থে
আমার বীরগণকে, আমার দর্পিত উল্লাসকারি-
৪ গণকে, আহ্বান করিয়াছি। পর্ব্বতগণে লোকা-
রণ্যের রব, যেন মহাজনতার শব্দ! একত্রীকৃত
জাতিগণের রাজ্যসমূহের কলরব! বাহিনীগণের
সদাপ্রভু সংগ্রামের নিমিত্তে বাহিনী রচনা
৫ করিতেছেন। দূরদেশ হইতে, আকাশমণ্ডলের
প্রান্ত হইতে সদাপ্রভু ও তাঁহার ক্রোধের অস্ত্র-
নিচয় সমস্ত পৃথিবী উচ্ছিন্ন করিতে আসিতে-
৬ ছেন। তোমরা হাহাকার কর, কেননা সদাপ্রভুর
দিন নিকটবর্ত্তী; সর্ব্বশক্তিমানের নিকট হইতে
৭ যেন সর্ব্বনাশ আসিতেছে। অতএব সকলের হস্ত
দুর্ব্বল হইবে, মর্ত্ত্যমাত্রের হৃদয় দ্রব হইবে;
৮ সকলে বিহ্বল হইবে, নানা যন্ত্রণা ও ব্যথাগ্রস্ত
হইবে, তাহারা প্রসবকারিণীর ন্যায় বেদনার্ত্ত
হইবে; তাহাদের এক জন অন্যের প্রতি একাগ্র
দৃষ্টি করিবে, তাহাদের মুখ অগ্নিশিখার ন্যায়
৯ [হইবে।] দেখ, সদাপ্রভুর দিন আসিতেছে;
পৃথিবীকে ধ্বংসস্থান করিতে ও পাপীদিগকে
তাহার মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিতে সেই দিন
দারুণ এবং ক্রোধ ও প্রজ্বলিত কোপসমন্বিত।
১০ বস্তুতঃ নভোমণ্ডলের তারাগণ ও নক্ষত্ররাশি দীপ্তি
দিবে না; সূর্য্য উদয়সময়ে নিস্তেজ হইবে, ও
১১ চন্দ্র আপন জ্যোৎস্না প্রকাশ করিবে না। আমি
জগতের উপরে দুর্বৃত্তির ফল ও দুষ্টগণের উপরে
অপরাধের ফল বর্ত্তাইব; আমি অহঙ্কারীদের
দপ শেষ করিব, ভীমবিক্রমীদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।
১২ আমি উত্তম সুবর্ণ হইতে মর্ত্ত্যকে, ওফীরের কাঞ্চন
১৩ হইতে মনুষ্যকে দুর্লভ করিব। এই জন্য গগন-
মণ্ডলকে কম্পান্বিত করিব, এবং বাহিনীগণের
সদাপ্রভুর ক্রোধে ও তাঁহার প্রজ্বলিত কোপের
১৪ দিনে পৃথিবী টলিয়া স্থানভ্রষ্ট হইবে। তাহাতে
তাড়িত হরিণের ন্যায়, অরক্ষক মেষের ন্যায়
লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন জাতির প্রতি
ফিরিবে, প্রত্যেকে আপন আপন দেশের দিকে
১৫ পলায়ন করিবে। যে কাহারও উদ্দেশ পাওয়া
যাইবে, সে অস্ত্রবিদ্ধ হইবে; ও যে কেহ ধরা
১৬ পড়িবে, সে খড়্গে পতিত হইবে। আর তাহাদের
চক্ষের সামনে তাহাদের শিশুগণকে আছড়ান
যাইবে, তাহাদের গৃহ লুণ্ঠিত হইবে, ও তাহাদের
১৭ স্ত্রীগণ বলাৎকৃত হইবে। দেখ, আমি তাহাদের
বিরুদ্ধে মাদীয়দিগকে উত্তেজিত করিব; তাহারা
রৌপ্য তুচ্ছ করিবে, ও সুবর্ণে প্রীত হইবে না।
১৮ তাহাদের ধনুর্দ্ধরেরা যুবকগণকে চূর্ণ করিবে, এবং
তাহারা গর্ভফলের প্রতি করুণা করিবে না,
১৯ বালকদের প্রতি মমতা করিবে না। আর রাজ্য
সকলের রত্ন ও কল্দীয়দের শ্লাঘার লাবণ্যস্বরূপ
বাবিল ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপাটিত সদোম ও ঘমোরার
২০ সদৃশ হইবে। তাহার মধ্যে আর কখনও বসতি
হইবে না, পুরুষপুরুষানুক্রমে তথায় কেহ বাস
করিবে না, আরবিও সে স্থানে তাম্বু ফেলিবে না,
মেষপালকেরাও সেখানে আপন আপন পাল
২১ শয়ন করাইবে না। কিন্তু সেই স্থানে বন্য পশু-

গণ শয়ন করিবে ; আর তাহাদের গৃহ সকল
চীৎকারকারী জন্তুতে পরিপূর্ণ হইবে, উষ্ট্রপক্ষী
সেখানে বাসা করিবে, ও ছাগেরা নৃত্য করিবে।
২২ আর তাহার অট্টালিকাতে বৃকগণ শব্দ করিবে,
বিলাসপ্রাসাদে শৃগালেরা বাস করিবে ; হাঁ,
তাহার কাল শীঘ্র উপস্থিত হইবে ; তাহার দিন-
চয় দীর্ঘ হইবে না।

১৪ কারণ সদাপ্রভু যাকোবের প্রতি করুণা
করিবেন, ইস্রায়েলকে পুনর্ব্বার মনোনীত
করিবেন, এবং তাহাদের দেশে তাহাদিগকে
বসাইবেন, তাহাতে বিদেশী লোক তাহাদিগেতে
আসক্ত হইবে, তাহারা যাকোবের কুলের সহিত
২ সংযুক্ত হইবে। আর জাতিগণ তাহাদিগকে
লইয়া তাহাদের স্থানে পঁহুছাইয়া দিবে, এবং
ইস্রায়েলের কুল সদাপ্রভুর দেশে তাহাদিগকে
দাসদাসীর ন্যায় অধিকার করিবে। হাঁ, আপ-
নারা যাহাদের কাছে বন্দি ছিল, তাহাদিগকে
বন্দি করিবে, আপনাদের উপদ্রবকারীদের উপরে
কর্ত্তৃত্ব করিবে।

৩ যে দিন সদাপ্রভু তোমাকে দুঃখ ও উদ্বেগ
হইতে, এবং যে কঠোর দাসত্বে তুমি বদ্ধ ছিলে,
৪ তাহা হইতে বিশ্রাম দিবেন, সেই দিনে তুমি
বাবিল-রাজের বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্তকথা লইয়া
বলিবে, আহা, উপদ্রবকারী কেমন শেষ হইয়াছে!
৫ স্বর্ণাপহারিণী কেমন শেষ হইয়াছে! সদাপ্রভু
দুষ্টদের দণ্ড, হাঁ, শাসনকর্ত্তাদের যষ্টি ভগ্ন করিয়া-
৬ ছেন। সে ক্রোধে প্রজাদিগকে আঘাত করিত,
আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইত না, কোপে জাতি-
গণকে শাসন করিত, অনিবারিতরূপে তাড়না
৭ করিত। সমস্ত পৃথিবী শান্ত ও সুস্থির হইয়াছে,
৮ সকলে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিতেছে। দেব-
দারু ও লিবানোনের এরসবৃক্ষ সকলও তোমার
বিষয়ে আনন্দ করে, বলে, যদবধি তুমি ভূমিসাৎ
হইয়াছ, তদবধি আমাদের নিকটে কোন
৯ ছেদনকর্ত্তা আইসে না। তোমার আগমনকালে
তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে অধঃস্থ পাতাল
উদ্বিগ্ন হয়, তাহা তোমার নিমিত্তে প্রেতগণকে,
পৃথিবীর প্রধান সকলকে সচেতন করে, তাহা
জাতিগণের রাজা সকলকে আপন আপন সিংহা-
১০ সন হইতে উঠায়। তাহারা সকলে উত্তর করিয়া
তোমাকে বলে, তুমিও কি আমাদের ন্যায় ক্ষীণ-
বল হইলে? তুমিও কি আমাদের সমান হইলে?
১১ তোমার ঘটা ও তোমার নেবল যন্ত্রের মধুর বাদ্য
পাতালে অবরোহিত হইল ; কীট তোমার নীচে
পাতিত বিছানা, ও কৃমি তোমার লেপ হইল।
১২ হে প্রভাতি তারা! উষা-নন্দন! তুমি কিবা স্বর্গ-
ভ্রষ্ট হইয়াছ! হে জাতিগণের নিপাতকারিন্,
১৩ তুমি কিবা ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছ! তুমি মনে
মনে বলিয়াছিলে, “আমি স্বর্গারোহণ করিব,
ঈশ্বরীয় নক্ষত্রগণের ঊর্দ্ধে আমার উচ্চ সিংহাসন
স্থাপন করিব, সমাগম-পর্ব্বতে, উত্তরদিকের
১৪ প্রান্তে, উপবিষ্ট হইব ; আমি মেঘরূপ উচ্চ-
স্থলীতে উঠিব, আমি পরাৎপরের তুল্য হইব।”
১৫ তুমি ত পাতালে গর্ত্তের তলে অবরোহিত হইবে।
১৬ যাহারা তোমাকে দেখে, তাহারা একদৃষ্টিতে
তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিবে, তোমার বিষয়ে
বিবেচনা করিবে, বলিবে, “এ কি সেই পুরুষ,
যে পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিত, রাজ্য সকল
১৭ বিচলিত করিত, জগৎকে নির্জ্জন স্থানের ন্যায়
করিত, তথাকার নগর সকল উৎপাটন করিত, ও
১৮ বন্দিদিগকে বাটী যাইতে দিত না?” জাতিগণের
সমুদয় রাজা, হাঁ, তাঁহারা সকলেই সসম্মানে
১৯ আপন আপন আগারে শয়ন করিতেছেন। কিন্তু
তুমি আপন কবরস্থান হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত,
কুৎসিত পল্লবের সদৃশ, সেই নিহতদের দ্বারা
আচ্ছাদিত, যাহারা খড়্গবিদ্ধ হইয়া গর্ত্তের
প্রস্তররাশিতে অবরোহণ করে ; তুমি পদদলিত
২০ শবের তুল্য হইয়াছ। তুমি উহাঁদের সহিত কব-
রস্থ হইবে না ; কারণ তুমি স্বদেশ উচ্ছিন্ন করি-
য়াছ, আপন প্রজাদিগকে বধ করিয়াছ ; দুরাচার-
দের বংশ অনন্তকালতরে আখ্যাত হইবে না।
২১ তোমরা উহাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ প্রযুক্ত
উহার সন্তানগণের জন্য হত্যার স্থান প্রস্তুত কর ;
তাহারা উঠিয়া পৃথিবী অধিকার না করুক, ও
২২ জগতীতলকে নগরে পরিপূর্ণ না করুক। আর
বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের
বিরুদ্ধে উঠিব ; সদাপ্রভু কহেন, আমি বাবিলের
নাম ও অবশিষ্টাংশ, পুত্র ও পৌত্রকে উচ্ছিন্ন
২৩ করিব। আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন,
আমি ঐ নগর শজারুর অধিকার করিব, জলা-
ভূমি করিব, সংহাররূপ মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন
করিব।

২৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু শপথ করিয়া বলিয়া-
ছেন, আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তদ্রূপ
অবশ্য ঘটিবে ; আমি যে মন্ত্রণা করিয়াছি, তাহা
২৫ স্থির থাকিবে। ফলতঃ আমার দেশে অশূরীয়কে
ভগ্ন ও আমার পর্ব্বতে পদদলিত করিব ; তাহাতে
লোকদের স্কন্ধ হইতে তাহার যোঁয়ালি দূর হইবে,
এবং তাহাদের গ্রীবা হইতে তাহার ভার নীত
২৬ হইবে। সমস্ত পৃথিবীর বিষয়ে এই মন্ত্রণা স্থির
হইয়াছে, ও সমস্ত জাতির উপরে এই হস্ত
২৭ বিস্তীর্ণ আছে। কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভুই
মন্ত্রণা করিয়াছেন, কে তাহা ব্যর্থ করিবে?
তাঁহারই হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে, কে তাহা
ফিরাইবে?

Digitized by Google

পলেষ্টীয়াবিষয়ক ভাববাণী।

২৮ যে বৎসর আহস রাজার মৃত্যু হয়, সেই বৎ-
সরের এই ভারবাণী।
২৯ হে পলেষ্টিয়ে, যে দণ্ড তোমাকে প্রহার করিত,
তাহা ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে আনন্দ
করিও না; কেননা সেই মূল সর্প হইতে কেউটিয়া
সর্প উৎপন্ন হইবে, এবং জ্বলন্ত উড্ডয়নশীল সর্প
৩০ তাহার ফল হইবে। দীনহীনদের জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা
ভোজন করিবে, ও দরিদ্রগণ নির্ভয়ে শয়ন
করিবে; আর আমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা তোমার মূল
হনন করিব, এবং তোমার অবশিষ্টাংশ মারা
৩১ পড়িবে। হে পুরদ্বার, হাহাকার কর; হে নগর,
ক্রন্দন কর; হে পলেষ্টীয়ে, তুমি বিলীন, তোমার
সমুদয় বিলীন; কেননা উত্তরদিক্ হইতে ধূম
আসিতেছে, আর আপন নিরূপিত সময়ে কেহ
৩২ পৃথক্ থাকে না। আর এই জাতির দূতগণকে কি
উত্তর দেওয়া যাইবে? সদাপ্রভু সিয়োনের ভিত্তি-
মূল স্থাপন করিয়াছেন; এবং তাঁহার দুঃখী প্রজা-
গণ তাহার মধ্যে আশ্রয় লইবে।

মোয়াববিষয়ক ভারবাণী।

১৫ আহা, রাত্রির মধ্যে আর-মোয়াব নষ্ট ও
ধ্বংসিত হইল; আহা, রাত্রির মধ্যে কীর-
২ মোয়াব নষ্ট ও ধ্বংসিত হইল। সে রোদন কর-
ণার্থে দেবালয়ে ও দীবনে, উচ্চস্থলীতে গমন
করিতেছে; নবোর ও মেদবার উপরে মোয়াব
হাহাকার করিতেছে, তাহাদের সকলের মস্তক
মুণ্ডন হইয়াছে, প্রতিজনের শ্মশ্রু কাটা গিয়াছে।
৩ তাহাদের সকল সড়কে লোক চট পরিধান করি-
য়াছে, তাহার সকল ছাদের উপরে ও চকের মধ্যে
সমস্ত লোক হাহাকার করিতেছে, রোদন করিয়া
৪ যেন গলিয়া পড়িতেছে। হিশ্‌বোন ও ইলিয়ালী
ক্রন্দন করিতেছে; তাহাদের রব যহস পর্য্যন্ত
শুনা যাইতেছে; তজ্জন্য মোয়াবের যোদ্ধগণ
আর্ত্তনাদ করিতেছে; তাহার প্রাণ তাহার মধ্যে
৫ কম্পিত হইতেছে। মোয়াবের জন্য আমার হৃদয়
ক্রন্দন করিতেছে; তাহার পলাতকেরা সোয়র
পর্য্যন্ত, ইগ্লৎ-শলেশীয়ায় যাইতেছে; তাহারা
রোদন করতঃ লূহীতের ঘাট দিয়া আরোহণ করি-
তেছে, হোরোণয়িমের মার্গে বিনাশ প্রযুক্ত
৬ আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিম্রীমের জলসমূহ মরু-
স্থান হইল; হাঁ, ঘাস শুষ্ক হইল, নবীন তৃণ শেষ
৭ হইল, হরিদ্বর্ণ কিছুই জন্মে না। এই জন্য তাহারা
আপনাদের রক্ষিত ধন ও সঞ্চিত দ্রব্য বাইশী
বৃক্ষের স্রোতোমার্গের পারে লইয়া যাইতেছে।
৮ আহা, ক্রন্দন-রব মোয়াবের পরিসীমা বেষ্টন
করিয়াছে; তাহার হাহাকার ইগ্লয়িম পর্য্যন্ত,
হাঁ, তাহার হাহাকার বের-এলীম পর্য্যন্ত শুনা
৯ যাইতেছে। কারণ দীমোনের জলসমূহ রক্তময়
হইল; এবং আমি দীমোনের উপরে আরও দুঃখ,
মোয়াবের পলাতকের উপরে ও দেশের অব-
শিষ্টাংশের উপরে সিংহ আনয়ন করিব।
১৬ “তোমরা প্রান্তরের অভিমুখস্থ সেলা হইতে
সিয়োন-কন্যার পর্ব্বতে দেশাধ্যক্ষকে পুষ্ট মেষ
২ পাঠাইয়া দেও।” যেমন ভ্রমণকারী পক্ষিগণ,
যেমন বিক্ষিপ্ত বাসা, মোয়াব-কন্যাগণ অর্ণোনের
৩ ঘাটসমূহে তদ্রূপ হইবে। “মন্ত্রণা দেও, বিচার কর,
মধ্যাহ্নকালে আপনার ছায়াকে রাত্রিকালের ন্যায়
কর, বহিষ্কৃতদিগকে লুকাইয়া রাখ, ভ্রমণকারী-
৪ দিগকে নির্দ্দেশ করিও না। মোয়াব হইতে বহি-
ষ্কৃত আমার লোকদিগকে প্রবাসার্থ স্থান দেও,
বিনাশকের সম্মুখ হইতে তাহাদের অন্তরাল
হও;” কেননা উৎপীড়ক শেষ হইল, অপহার সমাপ্ত
হইল; যাহারা লোকদিগকে পদতলে দলিত
৫ করিত, তাহারা দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইল। আর
দয়াতে এক সিংহাসন স্থাপিত হইবে, এক জন
সত্যের প্রভাবে দায়ূদের তাম্বুতে সেই আসনে
বসিবেন; তিনি বিচারকর্ত্তা, বিচারে যত্নবান ও
ধর্ম্ম সাধনে সত্বর হইবেন।
৬ আমরা মোয়াবের অহঙ্কারের কথা শুনিয়াছি,
সে অত্যন্ত গর্ব্বিত; তাহার অভিমান, অহঙ্কার ও
ক্রোধের কথা শুনিয়াছি; তাহার দর্প কিছু নয়।
৭ তজ্জন্য মোয়াবের নিমিত্তে মোয়াব হাহাকার
করিবে, তাহার সমস্ত লোক হাহাকার করিবে;
তোমরা কীর-হরেসেতের দ্রাক্ষাপিষ্টকের নিমিত্তে
৮ কাকূক্তি করিবে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। কারণ
হিশ্‌বোনের ক্ষেত্র সকল ও সিব্‌মার দ্রাক্ষালতা
ম্লান হইল; জাতিগণের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক তাহার
চারা সকল পদাহত হইল; সেগুলি যাসের
পর্য্যন্ত গমন করিত, ও প্রান্তরে যাইত, তাহার
শাখা সকল চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, সে
৯ সকল সমুদ্র পার হইয়াছিল। অতএব যাসেরের
রোদনকালে আমি সিব্‌মার দ্রাক্ষালতার নিমিত্তে
রোদন করিব; হে হিশ্‌বোন, হে ইলিয়ালি,
আমি নেত্রজলে তোমাকে সিক্ত করিব; কেননা
তোমার গ্রীষ্মের ফল ও তোমার শস্যের উপরে
১০ সিংহনাদরূপ বজ্রপাত হইল। আর ফলশালী
ক্ষেত্র হইতে আনন্দ ও উল্লাস দূরীকৃত হইল;
দ্রাক্ষাক্ষেত্রেও লোকেরা আর আনন্দগান বা হর্ষ-
নাদ করে না; কেহ পদ দ্বারা চাপ দিয়া কুণ্ডে
আর দ্রাক্ষারস বাহির করে না, আমি [দ্রাক্ষা-
১১ পেষণের] গান নিবৃত্ত করাইয়াছি। এই কারণ
আমার নাড়ী মোয়াবের জন্য, আমার অন্তর
কীর-হেরসের জন্য বীণার ন্যায় বাজিতেছে।

Digitized by Google

১২ যদ্যপি মোয়াব উপস্থিত হয়, উচ্চস্থলীতে
আপনাকে ক্লান্ত করে, ও প্রার্থনা করণার্থে
আপন ধর্ম্মধামে প্রবেশ করে, তথাপি সে কৃতার্থ
হইবে না।
১৩ সদাপ্রভু মোয়াবের বিষয়ে পূর্ব্বে এই কথা
১৪ বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সদাপ্রভু এই কথা
কহিতেছেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় তিন
বৎসরের মধ্যে আপন বৃহৎ লোকারণ্যশুদ্ধ
মোয়াবের গৌরব লাঘব হইবে, এবং অবশিষ্টাংশ
অতি অল্প ও ক্ষীণবল হইবে।

দম্মেশকবিষয়ক ভারবাণী।

১৭ দেখ, দম্মেশক আর নগর না থাকিয়া
অপসারিত হইল, তাহা কাঁথড়ার ঢিবি হইবে।
২ অরোয়েরের নগর সকল পরিত্যক্ত হইবে, পশু-
পালদের অধিকার হইবে; তাহারা সেই স্থানে
শয়ন করিবে, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে
৩ না। আর ইফ্রয়িমের দুর্গ ও দম্মেশকের রাজ্য
এবং অরামের অবশিষ্টাংশ লুপ্ত হইবে; বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু কহেন, সে সকল ইস্রায়েল-সন্তান-
গণের গৌরবের তুল্য হইবে।
৪ আর সেই দিনে যাকোবের গৌরব ক্ষীণ হইবে,
ও তাহার মাংসের স্থূলতা কৃশ হইয়া পড়িবে।
৫ আর যেমন কেহ ক্ষেত্রস্থ শস্য সংগ্রহ করে, হাত
বাড়াইয়া শীষ কাটে, কিম্বা যেমন কেহ রফায়ীম
তলভূমিতে পতিত শীষ কুড়ায়, তেমনি হইবে।
৬ তথাপি তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিবে;
জিতবৃক্ষের ফল ঝাড়িয়া লইবার পরেও যেমন
তাহার উচ্চতম স্থানে গোটা দুই তিন ফল, কিম্বা
ফলবান বৃক্ষের শাখাতে গোটা চারি পাঁচ ফল
থাকে [তেমনি হইবে]; ইহা ইস্রায়েলের ঈশ্বর
৭ সদাপ্রভু বলেন। সেই দিন মনুষ্য আপন নির্ম্মা-
তার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ও তাহার চক্ষু ইস্রা-
য়েলের পবিত্রতমের প্রতি চাহিয়া থাকিবে।
৮ সে আপন হস্তকৃত যজ্ঞবেদিসমূহের প্রতি দৃষ্টি
রাখিবে না, ও তাহার চক্ষু আপন অঙ্গুলিকৃত
বস্তু, আশেরা-মূর্ত্তি বা সূর্য্যপ্রতিমা সকল দেখিবে
৯ না। সেই দিন তাহার দৃঢ় নগর সকল ইস্রায়েল-
সন্তানগণের ভয়ে পরিত্যক্ত বনের কিম্বা পর্ব্বত-
শিখরের ন্যায় হইবে; আর দেশ ধ্বংসস্থান
১০ হইবে। কারণ তুমি আপন ত্রাণেশ্বরকে বিস্মৃত
হইয়াছ, ও তোমার দুর্গস্বরূপ অচলকে স্মরণ কর
নাই; এই জন্য সুন্দর সুন্দর চারা রোপণ করি-
১১ তেছ, ও বিদেশীয় কলম লাগাইতেছ। তুমি
রোপণের দিনে তাহাতে বেড়া দেও, ও প্রাতঃ-
কালে তোমার চারা পুষ্পিত হয়, তথাপি দুর্ভা-
গ্যের ও অপ্রতিকার্য্য দুঃখের দিনে তাহার ফল
উড়িয়া যাইবে।
১২ হায়, হায়, অনেক জাতির কোলাহল! তাহারা
সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় কল্লোলধ্বনি করিতেছে;
লোকবৃন্দের গর্জ্জন! তাহারা প্রবল বন্যার ন্যায়
১৩ গর্জ্জন করিতেছে। লোকবৃন্দ প্রবল বন্যার ন্যায়
গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ধমক্
দিবেন, তাহারা দূরে পলায়ন করিবে; এবং বায়ুর
সম্মুখে পর্ব্বতস্থ তুষির ন্যায়, কিম্বা ঘূর্ণবায়ুর
১৪ অগ্রবর্ত্তী ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইবে। দেখ,
সন্ধ্যাকালে বিহ্বলতা উপস্থিত হইবে, প্রভাতের
পূর্ব্বে সকলে নিরুদ্দেশ হইবে; এই আমাদের
সর্ব্বস্বহরণকারীদের অধিকার, এই আমাদের
লুটকারীদের ভাগ্য।

কূশীয়দের প্রতি ভাববাণী।

১৮ আহা, কূশদেশীয় নদীগণের পরপারস্থ,
পক্ষের ঝিঁঝীশব্দবিশিষ্ট, দেশ। সে সমুদ্র-
পথে নলনির্ম্মিত নৌকাতে জলের উপর দিয়া
দূতগণকে প্রেরণ করে, [বলে,] হে দ্রুতগামী
দূতগণ, যে জাতি দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ, যে জন-
বৃন্দ আদি হইতে ভয়ঙ্কর, যে জাতি পরিমাণ করে
ও দলিত করে, যাহার দেশ নদনদী দ্বারা বিভক্ত,
৩ তাহার নিকটে গমন কর। হে জগন্নিবাসিগণ, হে
পৃথিবীর অধিবাসিগণ, যখন পর্ব্বতগণের উপরে
ধ্বজা উঠিবে, দৃষ্টিপাত করিও, এবং যখন তূরী
৪ বাজিবে, শ্রবণ করিও। কেননা, সদাপ্রভু আমাকে
এইরূপ কহিলেন, যাবৎ নির্ম্মল আকাশে সতেজ
রৌদ্র থাকে, যাবৎ শস্যচ্ছেদনের গ্রীষ্মসময়ে
শিশিরযুক্ত মেঘ থাকে, তাবৎ আমি আপন
৫ বাসস্থানে ক্ষান্ত থাকিয়া নিরীক্ষণ করিব। কারণ
দ্রাক্ষা সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে মুকুল
পরিণত হইবে, পুষ্প হইতে দ্রাক্ষাফল জন্মিয়া পক্ব
হইবে, সেই সময়ে তিনি কাস্ত্যা দিয়া তাহার ডগা
কাটিবেন, ও তাহার সকল শাখা দূর করিবেন,
৬ ছেদন করিবেন। পর্ব্বতস্থ হিংস্র পক্ষীদের ও বন্য
পশুদের নিমিত্তে সে সকল পরিত্যক্ত হইবে; এবং
হিংস্র পক্ষিগণ তাহার উপরে গ্রীষ্মকাল যাপন
করিবে, ও সকল বন্য পশু তাহার উপরে শীত-
৭ কাল যাপন করিবে। তৎকালে বাহিনীগণের
সদাপ্রভুর নিকটে ঐ দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ জাতি
উপহার বলিয়া আনীত হইবে; হাঁ, সেই যে
জনবৃন্দ আদি হইতে ভয়ঙ্কর, যে জাতি পরিমাণ
করে ও দলিত করে, যাহার দেশ নদনদী দ্বারা
বিভক্ত, সেই জাতি হইতে বাহিনীগণের সদা-
প্রভুর নামবিশিষ্ট স্থানে, সিয়োন পর্ব্বতে,
[উপহার আনীত হইবে]।

মিসরবিষয়ক ভারবাণী।

১৯ দেখ, সদাপ্রভু দ্রুতগামী মেঘে আরূঢ় হইয়া
মিসরে গমন করিতেছেন; মিসরের প্রতিমাগণ

Digitized by Google

তাঁহার সাক্ষাতে কম্পান্বিত, ও মিসরের অন্তরস্থ
২ হৃদয় দ্রব হইবে। আর আমি মিস্রীয়দিগকে
মিস্রীয়দের বিপরীতে উত্তেজিত করিব; তাহারা
প্রত্যেকে আপন আপন ভ্রাতার ও প্রত্যেকে
আপন আপন বন্ধুর সহিত, এক নগর অন্য নগ-
রের সহিত, ও এক রাজ্য অন্য রাজ্যের সহিত
৩ সংগ্রাম করিবে। আর মিসরের অন্তরস্থ আত্মা
শূন্য হইয়া যাইবে, এবং আমি তাহার মন্ত্রণা
গ্রাস করিব; তাহারা প্রতিমা, ভেল্কীকর, ভূত-
৪ ড়িয়া ও গুণীদের নিকটে অন্বেষণ করিবে। আর
আমি মিস্রীয়দিগকে কঠিন প্রভুর হস্তে সমর্পণ
করিব, এক উগ্র রাজা তাহাদের উপরে রাজত্ব
করিবে, ইহা প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।
৫ আর সমুদ্র নির্জ্জল হইবে, ও নদী চড়া পড়িয়া
৬ শুষ্ক হইবে। তাহার স্রোত সকল দুর্গন্ধ হইবে,
এবং মিসরের খাল সকল ছোট হইয়া চড়া
৭ পড়িবে; নল ও খাগড়া ম্লান হইবে। নীলনদীর
নিকটস্থ, নীলনদীর তীরস্থ মাঠ সকল ও নীল-
নদীর নিকটে উপ্ত বীজ সকল শুষ্ক ধূলি হইয়া
৮ উড়িয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে না। ধীবরগণও
হাহাকার করিবে; এবং যে সকল লোক নীল-
নদীতে বড়শী ফেলে, তাহারা বিলাপ করিবে;
এবং যাহারা জলের মুখে জাল পাতে, তাহারা
৯ অবসন্ন হইবে। আর যাহারা মসিনার সংস্কার
প্রস্তুত করে, কিম্বা শুক্লবস্ত্র বুনে, তাহারা লজ্জিত
১০ হইবে। আর তাহার স্তম্ভ সকল চূর্ণ হইবে;
যাহারা বেতনের জন্য কার্য্য করে, তাহারা সকলে
১১ দুঃখিত হইবে। সোয়নের প্রধানবর্গ নিতান্ত
অজ্ঞান; ফরৌণের বিজ্ঞবর মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা
পশুবৎ হইল। তোমরা কেমন করিয়া ফরৌণকে
বলিতে পার, আমি জ্ঞানীদের পুত্র ও প্রাচীন
১২ রাজাদের সন্তান? তোমার সেই জ্ঞানবানেরা
কোথায়? তাহারা এক বার তোমাকে সংবাদ
দিউক; আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু মিসরের
প্রতিকূলে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহা তাহারা
১৩ জানুক। সোয়নের প্রধানবর্গ অজ্ঞান হইল;
নোফের প্রধানবর্গ মুগ্ধ হইল; যাহারা মিস্রীয়
বংশগণের কোণের প্রস্তর, তাহারা মিসরকে ভ্রান্ত
১৪ করে। সদাপ্রভু মিসরের অভ্যন্তরে ভ্রান্তিরূপ মদ্য
ঢালিয়া দিয়াছেন; মত্ত ব্যক্তি যেমন আপন
বমিতে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ উহারা মিসরকে
১৫ তাহার সমস্ত কর্ম্মে ভ্রান্ত করে। মিসরের জন্য
মস্তকের কি পুচ্ছের, শাখার কি খাগড়ার কর্ত্তব্য
কোন কার্য্য হইবে না।
১৬ সেই দিনে মিসর স্ত্রীলোকের ন্যায় হইবে;
বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহার উপরে হস্ত
দোলাইবেন, সেই দোলন প্রযুক্ত সে কাঁপিবে
১৭ ও ত্রাসযুক্ত হইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহা-
দের বিপরীতে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহার
জন্য যিহূদা দেশ মিসরের ত্রাসজনক হইবে,
কাহারও কাছে তাহার নামমাত্র করিলে সে
ত্রাসযুক্ত হইবে।
১৮ সেই দিন মিসরদেশের মধ্যে পাঁচ নগর কনা-
নীয় ভাষাবাদী হইবে, এবং বাহিনীগণের সদা-
প্রভুর নামে শপথ করিবে। [তাহার] এক নগর
উৎপাটন-নগর নামে আখ্যাত হইবে।
১৯ সেই দিন মিসরদেশের মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর
এক যজ্ঞবেদি হইবে, এবং তাহার সীমার নিকটে
সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক স্তম্ভ স্থাপিত হইবে।
২০ তাহা মিসরদেশে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অভি-
জ্ঞান ও সাক্ষিস্বরূপ হইবে; কেননা তাহারা উপ-
দ্রবীদের ভয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিবে,
এবং তিনি এক জন তারক ও মহল্লোককে পাঠাইয়া
২১ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। আর সদাপ্রভু
মিসরকে আপনার পরিচয় দিবেন; এবং সেই
দিন মিস্রীয়েরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হইবে; তাহারা
বলিদান ও নৈবেদ্য দ্বারা আরাধনা করিবে, ও
সদাপ্রভুর কাছে মানত করিয়া পালন করিবে।
২২ আর সদাপ্রভু মিসরকে প্রহার করিবেন, প্রহার
করিয়া সুস্থ করিবেন; তাহারা সদাপ্রভুর কাছে
ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে তিনি তাহাদের
বিনতি গ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিবেন।
২৩ সেই দিন মিসর হইতে অশূরে যাইবার এক
রাজপথ হইবে; তাহাতে অশূরীয় মিসরে ও
মিস্রীয় অশূরে যাতায়াত করিবে, এবং মিস্রী-
য়েরা অশূরীয়দের সঙ্গে আরাধনা করিবে।
২৪ সেই দিন ইস্রায়েল মিসরের ও অশূরের
সহিত তৃতীয় হইবে, পৃথিবীর মধ্যে আশীর্ব্বাদ-
২৫ পাত্র হইবে; ফলতঃ বাহিনীগণের সদাপ্রভু
তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, বলিবেন,
আমার প্রজা মিসর, আমার হস্তকৃত অশূর,
ও আমার অধিকার ইস্রায়েল আশীর্ব্বাদযুক্ত
হউক।

২০ অশূর-রাজ সর্গোনের প্রেরিত তর্ত্তন
[সেনাপতি] অস্দোদ আক্রমণ করিয়া হস্ত-
গত করিলেন, অস্দোদে তাঁহার উপস্থিতির
২ বৎসরে [এই ঘটিল]; তৎকালে সদাপ্রভু আমো-
সের পুত্র যিশাইয় দ্বারা এই কথা কহিলেন,
তুমি যাইয়া আপন কটিদেশ হইতে চট মুক্ত
কর, ও পদ হইতে পাদুকা খুল; তাহাতে তিনি
তাহা করিলেন। বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া ভ্রমণ
৩ করিতে লাগিলেন। তখন সদাপ্রভু কহিলেন,
আমার দাস যিশাইয় যেমন মিসর ও কূশ
দেশের বিষয়ে তিন বৎসরের অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত
লক্ষণের জন্য বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া ভ্রমণ

Digitized by Google

৪ করিয়াছে, সেইরূপ অশূরের রাজা মিস্রীয়দের
লজ্জার জন্য আবালবৃদ্ধ মিস্রীয় বন্দি ও কূশীয়
নির্ব্বাসিত লোকদিগকে বিবস্ত্র, শূন্যপদ ও অনা-
৫ বৃতনিতম্ব করিয়া চালাইবে। তাহাতে লোকেরা
আপনাদের বিশ্বাসভূমি কূশ ও আপনাদের
গৌরবাস্পদ মিসরের বিষয়ে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত
৬ হইবে। সেই দিন এই উপকূল-নিবাসীরা বলিবে,
অশূর-রাজ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমরা
যাহার কাছে সাহায্য লাভার্থে পলায়ন করিয়া-
ছিলাম, দেখ, এই আমাদের সেই বিশ্বাসভূমি;
তবে আমরা কি প্রকারে বাঁচিব ?

২১ সাগরসমীপস্থ প্রান্তরবিষয়ক ভারবাণী।
দক্ষিণাঞ্চলে যেমন ঝটিকা মহাবেগে অগ্রসর
হয়, তেমনি প্রান্তর হইতে, ভয়ঙ্কর দেশ হইতে
২ [বিপদ] আসিতেছে। এক নিদারুণ দর্শন
আমাকে জ্ঞাত করা হইল ; বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাস-
ঘাতকতা করিতেছে, বিনাশক বিনাশ করিতেছে।
হে এলম, উঠিয়া যাও ; হে মাদিয়া, অবরোধ
৩ কর ; আমি সমস্ত বিলাপ নিবৃত্ত করিব। ইহাতে
আমার সমস্ত কটিদেশে অঙ্গগ্রহ হইল, প্রসব-
কারিণীর বেদনার ন্যায় বেদনা আমাকে ধরিল ;
আমি এমন অবনত যে শুনিতে পাই না, আমি
৪ এমন বিহ্বল যে দেখিতে পাই না। আমার
হৃদয় দুপ্ দুপ্ করিতেছে ; মহাত্রাস আমাকে
ক্ষুব্ধ করিতেছে ; আমি যে সন্ধ্যাকাল ভাল
বাসিয়াছিলাম, তাহা তিনি আমার পক্ষে ভয়া-
৫ নক করিলেন। মেজ প্রস্তুত, প্রহরিগণ নিযুক্ত,
ভোজন পান চলিতেছে ; হে সেনাপতিগণ, উঠ,
৬ আপন আপন ঢাল তৈলাক্ত কর। বস্তুতঃ প্রভু
আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, এক জন প্রহরী
নিযুক্ত কর ; সে যাহা যাহা দেখিবে, তাহার
৭ সংবাদ দিউক। যখন সে সমারোহ দেখে, দুই
দুই জন করিয়া অশ্বারোহী, গর্দ্দভারোহী ও
উষ্ট্রারোহী লোকদের সমারোহ দেখে, তখন সে
৮ যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিবে। আর সে
সিংহবৎ উচ্চৈঃশব্দ করিয়া কহিল, হে প্রভো,
আমি দিনমানে নিরন্তর প্রহরি-দুর্গে থাকি, এবং
কয়েক দিন সমস্ত রাত্রি আপন পাহারা-স্থানে
৯ দণ্ডায়মান রহিয়াছি। আর দেখ, এক সমারোহ
আসিল ; দুই দুই জন অশ্বারোহী পুরুষ আসিল।
আর সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, "পড়িল, বাবিল
পড়িল, এবং তাহার খোদিত প্রতিমা সকল
১০ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল।" হে আমার মর্দ্দনীয়
শস্য, আমার খামারের সন্তান, ইস্রায়েলের
ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর কাছে আমি
যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত
করিলাম।

১১ দূমাবিষয়ক ভারবাণী।
কেহ সেয়ীর হইতে আমাকে ডাকিয়া কহিতেছে,
১২ প্রহরি, রাত্রি কত ? প্রহরি, রাত্রি কত ? প্রহরী
বলিল, প্রাতঃকাল আসিতেছে এবং রাত্রিও
আসিতেছে ; যদি জিজ্ঞাসা করিবে, তবে জিজ্ঞাসা
করিও ; ফিরিয়া আসিও।

১৩ আরববিষয়ক ভারবাণী।
হে দদানীয় পথিকদল সকল, তোমরা আরবে
১৪ বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। তাহারা তৃষি-
তের কাছে জল আনিল ; টেমা দেশবাসীরা অন্ন
১৫ লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। কেননা
তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষ খড়্গের
আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে
১৬ পলায়ন করিল। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা
কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক
বৎসরকাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত
১৭ হইবে ; আর কেদর-বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প
ধনুর্দ্ধরমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন।

২২ দর্শনোপত্যকাবিষয়ক ভারবাণী।
এখন তোমার কি হইয়াছে যে, তোমার
২ নিবাসিগণ সকলে গৃহের ছাদে উঠিয়াছে ? হে
কলরবপূর্ণে, কোলাহলযুক্তে ও উল্লাসপ্রিয়ে পুরি,
তোমার নিহতগণ খড়্গাহত নয়, তাহারা যুদ্ধে
৩ মৃত নয়। তোমার শাসনকর্ত্তারা সকলে একেবারে
পলায়ন করিল, ধনুর্দ্ধরগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইল ;
তোমার মধ্যে যে সকল লোক পাওয়া গেল,
তাহারা এককালে বদ্ধ হইল, তাহারা দূরে পলা-
৪ য়ন করিল। এই নিমিত্তে আমি বলিলাম,
আমাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমি
তীব্র রোদন করিব ; আমার জাতির কন্যার
সর্ব্বনাশ বিষয়ে আমাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা
৫ করিও না। কেননা দর্শনোপত্যকায় প্রভুর,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, প্রেরিত কোলাহলের,
দলনের ও ব্যাকুলতার দিন উপস্থিত হইল ; ভিত্তি
ভগ্ন হইতেছে ও আর্ত্তনাদ পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাই-
৬ তেছে। আর এলম তূণ ধারণ করিল, তাহার
পদাতিক ও অশ্বারূঢ়গণের সমারোহ [আসিল];
এবং কীরের লোক ঢাল অনাবৃত করিল।
৭ তোমার উত্তম উত্তম তলভূমি রথে পরিপূর্ণ ছিল,
ও অশ্বারূঢ়গণ পুরদ্বারের অভিমুখে সসজ্জ ছিল।
৮ আর তিনি যিহূদার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন ;
আর সেই দিন তুমি বনগৃহে রণসজ্জার প্রতি
৯ দৃষ্টি করিলে। আর দায়ূদ-নগরের অনেক স্থান
ভগ্ন আছে বলিয়া তোমরা সে সকল সন্দর্শন
করিলে, ও নীচস্থ সরোবরের জল একত্র করিলে ;

Digitized by Google

১০ এবং যিরূশালেমস্থ বাটী সকল গণনা করিলে, ও
১১ প্রাচীর দৃঢ় করণার্থে গৃহ ভাঙ্গিলে। আর
তোমরা পুরাতন পুষ্করিণীর জলের জন্য দুই
ভিত্তির মধ্যস্থানে সরোবর প্রস্তুত করিলে; কিন্তু
যিনি এই ঘটনা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিলে না; যিনি দীর্ঘকালাবধি ইহার
১২ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাকে মানিলে না। আর
সেই দিন প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু রোদন,
বিলাপ, মস্তকমুণ্ডন ও কটিদেশে চট বন্ধন ঘোষণা
১৩ করিলেন; কিন্তু দেখ, আমোদ প্রমোদ, বলদ
ঘাতন, ও মেষ হনন, মাংস ভক্ষণ ও দ্রাক্ষারস
পান! "আইস, আমরা ভোজন পান করি,
১৪ কেননা কল্য মরিব।" আর আমার কর্ণগোচরে
বাহিনীগণের সদাপ্রভু স্বয়ং প্রকাশ করিলেন,
মরণকাল পর্য্যন্ত তোমাদের এই অপরাধের ক্ষমা
হইবে না, ইহা প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু
কহেন।

১৫ প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, এইরূপ কহেন,
তুমি ঐ কোষাধ্যক্ষের নিকটে, অর্থাৎ বাটীর
অধ্যক্ষ শিব্‌নের নিকটে গিয়া তাহাকে বল,
১৬ এখানে তোমার কি আছে, এখানে তোমার কেই
বা আছে যে, তুমি আপনার জন্য এখানে কবর
খনন করিয়াছ? তুমি ত উচ্চস্থানে আত্ম-কবর
খনন করিয়াছ, আপনার নিমিত্তে শৈলে আগার
১৭ খনন করিয়াছ। দেখ, বীরের ন্যায় সদাপ্রভু
তোমাকে ছুঁড়িবেন, তিনি দৃঢ়রূপে তোমাকে
১৮ ধরিবেন। তিনি ভাঁটার ন্যায় তোমাকে নিশ্চয়
ঘুরাইয়া প্রশস্ত দেশে নিক্ষেপ করিবেন; সেই
স্থানে তুমি মরিবে, এবং সেই স্থানে তোমার
প্রতাপ-রথ সকল থাকিবে; তুমি আপন প্রভুর
১৯ কুলকলঙ্কমাত্র। আমি তোমার পদ হইতে তোমাকে
ঠেলিয়া দিব, ও তোমার স্থান হইতে তোমাকে
২০ উৎপাটিয়া ফেলিব। আর সেই দিন আমি
আপন দাসকে, হিল্কিয়ের পুত্র ইলীয়াকীমকে
২১ ডাকিব, আর তোমার অঙ্গরক্ষক-বস্ত্র তাহাকে
পরিধান করাইব, তোমার পটুকা দিয়া তাহাকে
বলবান করিব, ও তোমার কর্ত্তৃত্বাধিকার তাহার
হস্তে সমর্পণ করিব; সে যিরূশালেম-নিবাসীদের
২২ ও যিহূদা-কুলের পিতা হইবে। আর আমি
দায়ূদ-কুলের চাবি তাহার স্কন্ধে দিব; সে খুলিলে
কেহ রুদ্ধ করিবে না, ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলিবে
২৩ না। যেমন লোকে দৃঢ় স্থানে দাণ্ডা বদ্ধ করে,
তেমনি তাহাকে বদ্ধ করিব; সে আপন পিতৃ-
২৪ কুলের প্রতাপ-সিংহাসনস্বরূপ হইবে। কিন্তু
তাহার পিতৃকুলের সমস্ত গৌরব, সন্তানসন্ততি ও
পানপাত্র অবধি কুপা পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্ষুদ্র পাত্র
২৫ ঐ দাণ্ডাতে ঝুলান যাইবে। বাহিনীগণের সদা-
প্রভু কহেন, যে দাণ্ডা দৃঢ় স্থানে বদ্ধ ছিল, তাহা
সেই দিন সরিয়া যাইবে, তাহা ছিন্ন হইয়া
পতিত হইবে, ও তদবলম্বী ভার নষ্ট হইবে
কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

২৩ সোরবিষয়ক ভারবাণী।
হে তর্শীশের জাহাজ সকল, হাহাকার
কর, কেননা সর্ব্বনাশ হইল, গৃহ কিম্বা প্রবেশের
পথমাত্র নাই; এই সমাচার কিত্তীম দেশ হইতে
২ উহাদের প্রতি প্রকাশিত হইল। হে উপকূল-
নিবাসিগণ, নীরব হও; তোমাদের দেশ সমুদ্র-
৩ পারগামী সীদোনীয় বণিকগণে পূর্ণ ছিল; এবং
তাহার মহাজলরাশিতে কালো নদীর বীজ, নীল-
নদীর শস্য লাভ হইত, এবং তাহা জাতিগণের
৪ হট্টস্বরূপ ছিল। হে সীদোন, লজ্জিত হও, কেননা
সাগর, সমুদ্রের অতি সুদৃঢ় দুর্গ, এই কথা কহি-
তেছে, প্রসবযন্ত্রণা ভুগি নাই, প্রসব করি নাই,
যুবকদিগের প্রতিপালন কি যুবতীদিগের ভরণ-
৫ পোষণ করি নাই। ঐ জনশ্রুতি মিসরে পঁহু-
ছিবামাত্র লোকে সোরের সংবাদে ব্যথিত হইবে।
৬ তোমরা পার হইয়া তর্শীশে গমন কর; হে উপ-
৭ কূল-নিবাসিগণ, হাহাকার কর। এই কি তোমা-
দের আনন্দ-নগরী? ইহা না প্রাচীনকালেও
প্রাচীনা ছিল, এবং ইহার চরণ না দূরদেশে
৮ প্রবাস করণার্থে ইহাকে লইয়া যাইত? মুকুট-
বিতরণকারিণী সোরের বণিকেরা রাজতুল্য,
মহাজনেরা চক্রবর্ত্তিতুল্য, তাহার বিপরীতে এই
৯ মন্ত্রণা কে করিয়াছে? বাহিনীগণের সদাপ্রভুই
এই মন্ত্রণা করিয়াছেন; তিনি যাবতীয় ভূষণের
অহঙ্কার অশুচি করিবার ও চক্রবর্ত্তিতুল্য সকলকে
অবমাননার পাত্র করিবার জন্য ইহা করিয়া-
১০ ছেন। হে তর্শীশ-কন্যে, তুমি নীলনদীর ন্যায়
আপন দেশ আপ্লাবন কর, তোমার কটিবন্ধন
১১ আর নাই। তিনি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার
করিয়াছেন, তিনি রাজ্য সকল কম্পমান করি-
য়াছেন; সদাপ্রভু কনানের দৃঢ় দুর্গ সকল উচ্ছিন্ন
করিতে তাহার প্রতিকূলে আজ্ঞা করিয়াছেন।
১২ আর তিনি কহিলেন, হে সীদোন-কন্যে, হে
বলাৎকৃতে কুমারি, তুমি আর উল্লাস করিবে না;
উঠিয়া পার হইয়া কিত্তীমে যাও; সে স্থানেও
১৩ তোমার বিশ্রাম হইবে না। ঐ দেখ, কল্‌দীয়দের
দেশ, সেই জাতি আর নাই; অশূর বনবাসীদের
জন্য উহা নিরূপণ করিয়াছে, তাহারা উচ্চ দুর্গ
করিয়া তাহার অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ ও নগর
১৪ ভগ্নস্তূপ করিয়াছে। হে তর্শীশের জাহাজ
সকল, হাহাকার কর, কেননা তোমাদের সুদৃঢ়
আশ্রয়ের সর্ব্বনাশ হইল।
১৫ সেই দিনে এইরূপ ঘটিবে, এক রাজার অধি-

Digitized by Google

কার সময়ানুসারে সোর সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত
স্মৃতিবহির্ভূত থাকিবে ; সত্তর বৎসরের শেষে
সোরের দশা বেশ্যাবিষয়ক এই গীতের অনুযায়ী
১৬ হইবে ; "হে চিরবিস্মৃতে বেশ্যে, বীণা লইয়া
নগরে ভ্রমণ কর ; মধুর তালে বাজাও, বিস্তর গান
১৭ কর, তাহাতে আবার স্মৃতিপথে আসিবে।" পরন্তু
সত্তর বৎসরের শেষে সদাপ্রভু সোরের তত্ত্বানু-
সন্ধান করিবেন ; পরে সে পুনর্ব্বার আপন লাভ-
জনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, এবং ভূমণ্ডলের
সর্ব্বত্র পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের সহিত বেশ্যা-
১৮ বৃত্তি করিবে। কিন্তু তাহার লভ্য ও আয় সদা-
প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে ; তাহা কোষে রাখা
কিম্বা সঞ্চয় করা যাইবে না ; কেননা যাহারা
সদাপ্রভুর সম্মুখে বাস করে, তাহাদের তৃপ্তি-
জনক ভক্ষ্যের ও সুন্দর পরিচ্ছদের নিমিত্তে
তাহার লভ্য দত্ত হইবে।

পাপহেতু যিহূদীদের শাস্তি ও তাহার শুভ ফল।

২৪ দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীকে শূন্য করিতে-
ছেন, উৎসন্ন করিতেছেন, উল্টাইয়া ফেলি-
তেছেন, তাহার নিবাসীদিগকে ছড়াইয়া ফেলি-
২ তেছেন। এইরূপে প্রজা ও যাজক, দাস ও প্রভু,
দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা ও বিক্রেতা, অধমর্ণ ও উত্ত-
মর্ণ, কুসীদদায়ক ও কুসীদগ্রাহী, সকলে সমান
৩ হইবে। পৃথিবী নিতান্ত শূন্যীকৃত ও লুটিত হইবে,
৪ কেননা সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন। পৃথিবী
শোকান্বিত ও নিস্তেজ হইল, জগৎ ম্লান ও নিস্তেজ
হইল, জনপদস্থ লোকদের উচ্চতমেরা ম্লান
৫ হইল। পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে
অপবিত্র হইল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা সকল
লঙ্ঘন করিয়াছে, বিধি অন্যথা করিয়াছে, অনন্ত-
৬ কালস্থায়ী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। এই জন্য অভি-
শাপ পৃথিবীকে গ্রাস করিল, ও তন্নিবাসিগণ
দণ্ডনীয় হইল; এই কারণ পৃথিবী-নিবাসীরা দগ্ধ
৭ হইল, অত্যল্প লোক অবশিষ্ট আছে। নূতন
দ্রাক্ষারস শোকার্ত্ত হইয়াছে, দ্রাক্ষালতা ম্লান
হইয়াছে, প্রফুল্লচিত্ত সকলে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ
৮ করিতেছে। তম্বুরের আমোদ নিবৃত্ত হইল,
উল্লাসকারীদের কোলাহল শেষ হইল, বীণার
৯ আমোদ নিবৃত্ত হইল। লোকে আর গান সহ-
কারে দ্রাক্ষারস পান করে না ; সুরাপায়ীদের
১০ মুখে সুরা তিক্ত লাগে। উৎসন্নতার নগর ভগ্ন
হইয়া পড়িল, সমস্ত গৃহ রুদ্ধ হইল, ভিতরে
১১ যাওয়া যায় না। দ্রাক্ষারসের জন্য সড়কে চীৎ-
কার হয় ; যাবতীয় আমোদ অবসান হইল ;
১২ দেশের বিলাস নির্ব্বাসিত হইল। নগর ধ্বংসাব-
শিষ্ট হইল, পুরদ্বার খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া
১৩ পড়িতেছে। বস্তুতঃ ভূমণ্ডলে জাতিগণের মধ্যে
এইরূপ ঘটনা হইবে ; জিতবৃক্ষ ঝাড়িবার ন্যায়,
ফলসংগ্রহ সমাপ্তির পরে দ্রাক্ষাফল চয়নের ন্যায়,
১৪ ঘটিবে। তাহারা উচ্চরব করিবে, আনন্দগান
করিবে, সদাপ্রভুর মহিমা প্রযুক্ত তাহারা সমুদ্র
১৫ হইতে উচ্চধ্বনি শুনাইবে। অতএব তোমরা পূর্ব্ব
দেশে সদাপ্রভুর গৌরব কর, সমুদ্রের দ্বীপগণেও
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম [কীর্ত্তন] কর।
১৬ আমরা পৃথিবীর প্রান্ত হইতে সঙ্গীত শুনি-
য়াছি, "ধর্ম্মবানই শোভা পান"। কিন্তু আমি
কহিলাম, আমি ক্ষীণ হইতেছি! আমি ক্ষীণ
হইতেছি। আমি সন্তাপের পাত্র! বিশ্বাসঘাত-
কেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, হাঁ, বিশ্বাস-
ঘাতকেরা অতিশয় বিশ্বাসঘাতকতা করি-
১৭ য়াছে। হে পৃথিবী-নিবাসিন্, তোমার জন্য ত্রাস,
১৮ খাত ও ফাঁদ প্রস্তুত আছে। যে কেহ ত্রাসের
জনশ্রুতিতে পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে পড়িবে ;
যে খাত হইতে উঠিয়া আসিবে, সে ফাঁদে ধরা
পড়িবে; কারণ ঊর্দ্ধস্থ বাতায়ন সকল মুক্ত হইবে,
১৯ ও পৃথিবীর মূল সকল কম্পমান হইবে। পৃথিবী
বিদীর্ণ, বিদীর্ণ হইবে ; পৃথিবী ফাটিয়া, ফাটিয়া
যাইবে ; পৃথিবী বিচলিত, বিচলিত হইবে।
২০ পৃথিবী মত্ত লোকের ন্যায় টলটলায়মান হইবে,
টোঙ্গের ন্যায় দুলিবে ; আপন অধর্ম্মভারে
ভারগ্রস্ত হইবে, পতিত হইবে, আর উঠিতে
পারিবে না।
২১ সেই দিনে সদাপ্রভু ঊর্দ্ধলোকে ঊর্দ্ধলোকীয়
সৈন্যসামন্তকে ও ভূমণ্ডলে রাজগণকে প্রতিফল
২২ দিবেন। তাহাতে তাহারা কূপে একত্রীকৃত বন্দি-
গণের ন্যায় একত্রীকৃত হইবে, ও কারাগারে বদ্ধ
হইবে, পরে অনেক দিন গত হইলে তাহাদের
২৩ তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবে। আর চন্দ্র মলিন ও
সূর্য্য লজ্জিত হইবে, কেননা বাহিনীগণের সদা-
প্রভু সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে রাজত্ব করি-
বেন ; এবং তাঁহার প্রাচীনবর্গের সম্মুখে প্রতাপ
থাকিবে।

ঈশ্বরীয় পরিত্রাণের বর্ণনা।

২৫ হে সদাপ্রভো, তুমি আমার ঈশ্বর ; আমি
তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, তোমার নামের
প্রশংসা করিব; কেননা তুমি আশ্চর্য্য ক্রিয়া
করিয়াছ; বিশ্বস্ততায় ও সত্যে পুরাকালীন মন্ত্রণা
২ সকল সাধন করিয়াছ। কারণ তুমি নগরকে
ঢিবি, দৃঢ় নগরকে প্রস্তররাশিতে পরিণত করি-

Digitized by Google

য়াছ ; বিদেশীদের রাজপুরীকে পুরীত্ববিহীন করি-
৩ য়াছ ; তাহা কখনও পুনর্নির্ম্মিত হইবে না। এই
জন্য বলবান লোকেরা তোমার গৌরব করিবে,
ভীমবিক্রমী জাতিগণের নগরও তোমাকে ভয়
৪ করিবে। কেননা তুমি দরিদ্রের দুর্গ, সঙ্কটে দীন-
হীনের দুর্গ, ঝটিকানিবারক আশ্রয়, রৌদ্রনিবা-
রক ছায়া হইয়াছ—যখন ভীমবিক্রমদের শ্বাস-
৫ বায়ু ভিত্তিতে ঝটিকার ন্যায় হয়। যেমন শুষ্ক
দেশে রৌদ্রকে, তেমনি তুমি বিদেশীদের কোলা-
হল থামাইবে ; যেমন ছায়াদায়ক মেঘের সঞ্চারে
রৌদ্র, তেমনি ভীমবিক্রমীদের হর্ষগান ক্ষান্ত
৬ হইবে। আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই পর্ব্বতে
যাবতীয় জাতির নিমিত্তে উত্তম উত্তম খাদ্য
দ্রব্যের এক ভোজ, পুরাতন দ্রাক্ষারসের, মেদযুক্ত
উত্তম খাদ্য দ্রব্যের ও নির্ম্মলীকৃত পুরাতন দ্রাক্ষা-
৭ রসের এক ভোজ প্রস্তুত করিবেন। আর সর্ব্ব-
দেশীয় লোকেরা যে ঘোমটাতে আচ্ছাদিত আছে,
ও সর্ব্বজাতীয় লোকদের সম্মুখে যে আবরক বস্ত্র
টাঙ্গান আছে, সদাপ্রভু এই পর্ব্বতে তাহার
৮ সংহার করিবেন। তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের
নিমিত্ত গ্রাস করিয়াছেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সক-
লের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিয়া দিবেন ;
এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের
দুর্নাম দূর করিবেন ; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা
কহিয়াছেন।

৯ সেই দিনে লোকে বলিবে, এই দেখ, আমা-
দের ঈশ্বর ; আমরা ইঁহারই অপেক্ষায় ছিলাম,
ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন ; ইনিই সদা-
প্রভু ; আমরা ইঁহারই অপেক্ষায় ছিলাম, আমরা
ইঁহার কৃত পরিত্রাণে উল্লাসিত হইব, আনন্দ
১০ করিব। কেননা সদাপ্রভুর হস্ত এই পর্ব্বতে অধি-
ষ্ঠিত থাকিবে ; আর যেমন পোয়াল সারকুণ্ডের
জলে পদতলে দলিত হয়, তেমনি মোয়াব স্বস্থানে
১১ দলিত হইবে। আর সন্তরণকারী যেমন সন্তর-
ণের জন্য হস্তদ্বয় বিস্তার করে, তেমনি সে তাহার
মধ্যে হস্ত বিস্তার করিবে ; কিন্তু তিনি তাহার
১২ হস্তকৌশল শুদ্ধ তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন। তিনি
তোমার উচ্চ প্রাচীরযুক্ত দৃঢ় দুর্গ নিপাত করি-
বেন, নত করিবেন, তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ধূলি-
শায়ী পর্য্যন্ত করিবেন।

সদাপ্রভুর প্রতি ধার্ম্মিকগণের শ্রদ্ধা।

২৬ সেই দিনে লোকে যিহূদা দেশে এই গীত
গান করিবে ; আমাদের এক দৃঢ় নগর
আছে, [ঈশ্বর] পরিত্রাণকে তাহার প্রাচীর ও
২ পরিখাস্বরূপ করিয়াছেন। তোমরা পুরদ্বার
সকল মুক্ত কর, তাহাতে বিশ্বস্ততাপালনকারী
৩ ধার্ম্মিক জাতি প্রবেশ করিবে। যাহার মন
তোমাতে নিষ্ঠ, তুমি তাহাকে শান্তিতে, শান্তি-
তেই রাখিবে, কেননা তোমাতে তাহার নির্ভর
৪ আছে। তোমরা যুগে যুগে সদাপ্রভুতে নির্ভর
রাখ, কেননা যাঃ সদাপ্রভুতে যুগানুক্রমের অচল
৫ আছে। বস্তুতঃ তিনি ঊর্দ্ধলোক-নিবাসীদিগকে,
উন্নত নগরকে অবনত করিয়াছেন ; তিনি তাহা
অবনত করিয়া ভূমিসাৎ করেন, ধূলিশায়ী
৬ পর্য্যন্ত করেন। লোকদের চরণ, দুঃখীদের পদ
ও দরিদ্রদের পাদবিক্ষেপ তাহা দলিত করে।
৭ ধার্ম্মিকের পথ সারল্য ; তুমি ধার্ম্মিকের মার্গ
৮ সমান করিয়া সরল করিতেছ। হে সদাপ্রভো,
আমরা তোমার শাসনপথেই তোমার অপেক্ষায়
রহিয়াছি ; আমাদের প্রাণ তোমার নামের ও
৯ তোমার স্মরণ-চিহ্নের আকাঙ্ক্ষা করে। রাত্রি-
কালে আমি প্রাণের সহিত তোমার আকাঙ্ক্ষা
করিয়াছি ; হাঁ, সযত্নে আমার অন্তরস্থ আত্মা
দ্বারা তোমার অন্বেষণ করিব, কেননা পৃথিবীতে
তোমার শাসনকলাপ প্রচলিত হইলে জগন্নি-
১০ বাসীরা ধর্ম্ম শিক্ষা পাইবে। দুষ্ট লোক কৃপা
পাইলেও ধর্ম্ম শিখে না ; সরলতার দেশেও
সে অন্যায় করে, সদাপ্রভুর মহিমা দেখে না।

১১ হে সদাপ্রভো, তোমার হস্ত উত্তোলিত হই-
য়াছে, তবু তাহারা তাহা দেখে না ; কিন্তু তাহারা
প্রজাগণের পক্ষে তোমার উদ্যোগ দেখিবে ও
লজ্জা পাইবে, হাঁ, অগ্নি তোমার বিপক্ষদিগকে
১২ দগ্ধ করিবে। হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের
নিমিত্তে শান্তিজনক নিষ্পত্তি করিবে, কেননা
আমাদের নিমিত্তে তুমি আমাদের যাবতীয়
১৩ কার্য্যই সাধন করিয়া আসিতেছ। হে আমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি ব্যতীত অন্য প্রভুরা
আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিল ; কিন্তু
কেবল তোমা দ্বারাই আমরা তোমার নামের
১৪ কীর্ত্তন করিব। উহারা মরিয়াছে, আর জীবিত
হইবে না ; প্রেতগণ আর উঠিবে না ; এই জন্য
তুমি প্রতিফল দিয়া উহাদিগকে সংহার করি-
য়াছ, উহাদের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়াছ।
১৫ তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ, হে সদাপ্রভো,
তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ ; তুমি মহিমা-
ন্বিত হইয়াছ, দেশের সীমা সকল বিস্তার
করিয়াছ।

১৬ হে সদাপ্রভো, সঙ্কটের সময়ে লোকেরা
তোমার অপেক্ষায় ছিল, তোমা দ্বারা শাস্তি
১৭ পাওয়াতে মৃদু স্বরে বিনয় করিত। যে গর্ভবতী
আসন্নপ্রসবকালে গড়াগড়ি দেয়, ব্যথিতা হইয়া
ক্রন্দন করে, হে সদাপ্রভো, আমরা তোমার
১৮ সাক্ষাতে তাহার ন্যায় ছিলাম। আমরা যেন
গর্ভিণী ও ব্যথিতা হইয়া বায়ু প্রসব করিয়াছি ;

Digitized by Google

আমাদের দ্বারা দেশের পরিত্রাণ সিদ্ধ হয়
১৯ নাই, জগন্নিবাসীরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই। তোমার
মৃতেরা পুনর্জ্জীবিত হইবে, আমার [স্বজাতীয়-
দের] শব উঠিবে ; হে ধূলি-নিবাসীরা, তোমরা
জাগ্রত হও, আনন্দ গান কর ; কেননা তোমার
শিশির প্রত্যূষের শিশির তুল্য, এবং ভূমি
প্রেতদিগকে [পুনরায়] ভূমিষ্ঠ করিবে।
২০ হে আমার জাতি, চল, তোমার অন্তরাগারে
প্রবেশ কর, তোমার দ্বার সকল রুদ্ধ কর ; অল্প-
ক্ষণ লুকায়িত থাক, যে পর্য্যন্ত ক্রোধ অতীত
২১ না হয়। কেননা দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবী-নিবাসী-
দের অপরাধের অনুসন্ধানার্থে আপন স্থান হইতে
নির্গমন করিতেছেন ; পৃথিবী আপনার [উপরে
পাতিত] রক্ত প্রকাশ করিবে, আপনার নিহত-
দিগকে আর আচ্ছাদিত রাখিবে না।

২৭ সেই দিনে সদাপ্রভু আপনার নিদারুণ,
বৃহৎ ও সতেজ খড়্গ দ্বারা দ্রুতগামী সর্প
লিবিয়াথনকে, হাঁ, বক্রগামী সর্প লিবিয়াথনকে
প্রতিফল দিবেন, এবং সমুদ্রস্থ প্রকাণ্ড জলচর
নষ্ট করিবেন।
২ সেই দিনে ; এক মনোরম্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র,
৩ তোমরা তাহার বিষয়ে গান করিও। আমি
সদাপ্রভু তাহার রক্ষক, আমি নিমিষে নিমিষে
তাহাতে জল সেচন করিব ; কিছুতে যেন তাহার
হানি না করে, তজ্জন্য দিবারাত্র তাহা রক্ষা
৪ করিব। আমার ক্রোধ নাই ; আঃ! কণ্টক ও
শ্যাকুলসমূহ যদি যুদ্ধে আমার বিপক্ষ হইত!
আমি সে সকল আক্রমণ করিয়া একেবারে দগ্ধ
৫ করিতাম। আহা, সে বরং আমার পরাক্রমের
শরণাগত হউক, আমার সহিত মিলন করুক,
৬ হাঁ, আমার সহিত মিলনই করুক। ভাবী কালে
যাকোব মূল বাঁধিবে, ইস্রায়েল মুকুলিত ও
প্রফুল্ল হইবে, এবং তাহারা ভূতলকে ফলে
পরিপূর্ণ করিবে।
৭ তিনি ইস্রায়েলের প্রহারককে যেমন প্রহার
করিয়াছেন, তদ্রূপ কি তাহাকেও প্রহার করি-
লেন? কিম্বা তৎকর্ত্তৃক নিহত লোকদের হত্যার
৮ ন্যায় সেও কি হত হইল? তুমি স্থানান্তর করণ
কালে পরিমাণে পরিমাণে তাহার সহিত বিবাদ
করিলে। তিনি পূর্ব্বীয় বায়ুর দিনে নিজ প্রবল
বায়ুর দ্বারা তাহাকে ঝাড়িয়া দূর করিলেন।
৯ সুতরাং ইহা দ্বারা যাকোবের অপরাধ মোচন
হইবে, এবং ইহা তাহার পাপ দূর করিবার
সমস্ত ফল ; সে চূণের ভগ্ন প্রস্তরগুলির ন্যায়
যজ্ঞবেদির সমস্ত প্রস্তর চূর্ণ করিবে, আশেরা-মূর্ত্তি
১০ ও সূর্য্যপ্রতিমা সকল আর উঠিবে না। বস্তুতঃ
সুদৃঢ় নগর নির্জ্জন, বাসভূমি নরবর্জ্জিত ও
প্রান্তরের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে ; সেই স্থানে
গোবৎস চরে ও শয়ন করে এবং বৃক্ষের পত্র
১১ সকল আহার করে। তথাকার ডালপালা শুষ্ক
হইলে ভাঙ্গা যায়, স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাহাতে
অগ্নি দেয়। কারণ সেই জাতি নির্ব্বোধ বলিয়া
তাহার নির্ম্মাতাও তাহার প্রতি করুণা করেন না,
তাহার গঠনকর্ত্তাও তাহার প্রতি কৃপা করেন না।
১২ সেই দিনে সদাপ্রভু [ফরাৎ] নদীর লহরী
অবধি মিসরের স্রোত পর্য্যন্ত ফল পাড়িবেন ;
এইরূপে, হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমাদিগকে
একে একে কুড়ান যাইবে।
১৩ আর সেই দিনে এক বৃহৎ তূরী বাজিবে ;
তাহাতে যাহারা অশূর দেশে নষ্টকল্প ও যাহারা
মিসরদেশে নিরস্ত রহিয়াছে, তাহারা আসিবে ;
এবং যিরূশালেমে পবিত্র পর্ব্বতে সদাপ্রভুর কাছে
প্রণিপাত করিবে।

অবিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরের অনুযোগ।

২৮ হায়! ইফ্রয়িমের মাতালদের দর্প-মুকুট ;
হায়! তাহার সুন্দর উষ্ণীষের ম্লানপ্রায়
পুষ্প, যাহা দ্রাক্ষারসে পরাভূতদের ফলশালী
২ উপত্যকার মস্তকে বদ্ধ আছে। দেখ, প্রভুর এক
জন বলবান ও বীর্য্যশালী লোক আছে ; সে
শিলাযুক্ত ধারাসম্পাতের, প্রলয়কারী ঝটিকার
ও অতি বেগে ধাবমান প্রবল বন্যাজনক ধারা-
সম্পাতের ন্যায় বলপূর্ব্বক [সকলই] ভূমিতে
৩ নিক্ষেপ করিবে। ইফ্রয়িমের মাতালদের দর্প-
৪ মুকুট পদতলে দলিত হইবে ; এবং তাহাদের
ফলশালী উপত্যকার মস্তকে বদ্ধ সুন্দর উষ্ণীষের
ম্লানপ্রায় যে পুষ্প, তাহা ফলসংগ্রহকালের পূর্ব্বে
আগুপক্ব এমন ডুমুরফলের সদৃশ হইবে, যাহা
লোকে দেখিবামাত্র লক্ষ্য করে, করতলে করিবা-
৫ মাত্র গ্রাস করে। সেই দিনে বাহিনীগণের সদা-
প্রভুই আপন প্রজাদের অবশিষ্টাংশের জন্য
সুন্দর মুকুট ও শোভাকর কিরীটস্বরূপ হইবেন ;
৬ আর বিচারার্থে উপবিষ্ট ব্যক্তির বিচারজনক
আত্মা, ও যাহারা নগরদ্বারে যুদ্ধ ফিরায়, তাহা-
৭ দের বিক্রমস্বরূপ হইবেন। কিন্তু ইহারাও দ্রাক্ষা-
রসে ভ্রান্ত ও সুরাপানে টলটলায়মান হইয়াছে ;
যাজক ও ভাববাদী সুরাপানে ভ্রান্ত হইয়াছে ;
তাহারা দ্রাক্ষারসে পরাভূত ও সুরাপানে টল-
টলায়মান হয়, তাহারা দর্শনে ভ্রান্ত ও বিচারে
৮ বিচলিত হয়। বস্তুতঃ যাবতীয় মেজ বমিতে ও
৯ মলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, স্থানমাত্র নাই। "সে
কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে? কাহাকে বার্ত্তা
বুঝাইয়া দিবে? কি দুগ্ধত্যাগী ও স্তন্যপান

Digitized by Google

১০ নিবৃত্ত শিশুদিগকে ? কেননা বিধির উপরে বিধি,
বিধির উপরে বিধি ; পাঁতির উপরে পাঁতি,
পাঁতির উপরে পাঁতি ; এখানে একটুকু, সেখানে
১১ একটুকু।” বস্তুতঃ তিনি অস্ফুটবাক্ ওষ্ঠ ও পর-
ভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা
১২ কহিবেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “এই
বিশ্রামস্থান, তোমরা ক্লান্তকে বিশ্রাম করাও,
আর এই প্রাণ জুড়াইবার স্থান,” তথাপি তাহারা
১৩ শুনিতে সম্মত হইল না। সেই জন্য তাহাদের
উপরে সদাপ্রভুর বাক্য “বিধির উপরে বিধি,
বিধির উপরে বিধি ; পাঁতির উপরে পাঁতি,
পাঁতির উপরে পাঁতি ; এখানে একটুকু, সেখানে
একটুকু” হইবে ; তাহাতে তাহারা যাইয়া পশ্চাৎ
পড়িয়া ভগ্ন হইবে, ও ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধৃত
হইবে।

১৪ অতএব, হে নিন্দাপ্রিয় লোকেরা, হে যিরূ-
শালেমস্থ এই জাতির শাসনকর্ত্তৃগণ, সদাপ্রভুর
১৫ বাক্য শুন। তোমরা বলিয়াছ, “আমরা মৃত্যুর
সহিত এক নিয়ম ও পাতালের সহিত এক সন্ধি
স্থির করিয়াছি ; জলপ্রলয়রূপ কশা যখন উপ-
নীত হইবে, তখন আমাদের কাছে আসিবে না,
কেননা আমরা অলীকতাকে আপনাদের আশ্রয়,
ও মিথ্যা ছলকে আপনাদের অন্তরাল করিয়াছি।”
১৬ এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের নিমিত্তে এক প্রস্তর
স্থাপন করিলাম ; তাহা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রস্তর,
বহুমূল্য কোণের প্রস্তর, অতি দৃঢ়রূপে বসান ;
যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে, সে চঞ্চল হইবে না।
১৭ আর আমি ন্যায়বিচারকে মানরজ্জু, ও ধার্ম্মি-
কতাকে ওলোন-সূত্র করিব ; শিলাবৃষ্টি ঐ অলী-
কতারূপ আশ্রয় ফেলিয়া দিবে, এবং বন্যা ঐ
১৮ অন্তরাল ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আর মৃত্যুর
সহিত কৃত তোমাদের নিয়মলিপি মুছিয়া ফেলা
যাইবে, ও পাতালের সহিত তোমাদের সন্ধি
স্থির থাকিবে না ; জলপ্রলয়রূপ কশা যখন উপ-
নীত হইবে, তখন তোমরা তদ্দ্বারা দলিত হইবে।
১৯ তাহা যত বার উপনীত হইবে, তত বার তোমা-
দিগকে ধরিবে, ফলতঃ সে প্রতিপ্রভাতে এবং দিনে
ও রাত্রিতে উপনীত হইবে ; আর এই বার্ত্তার
২০ অনুভূতি কেবল ত্রাসজনক হইবে। হাঁ, গাত্র
বিস্তার করিবার পক্ষে বিছানা খাট, ও সর্ব্বাঙ্গে
২১ জড়াইবার পক্ষে লেপ ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ সদাপ্রভু
যেমন পরাসীম পর্ব্বতে, তেমনি উঠিবেন ; যেমন
গিবিয়োনের তলভূমিতে, তেমনি ক্রোধ করি-
বেন ; এইরূপে তিনি আপন কার্য্য, আপন অস-
ম্ভব কার্য্য সিদ্ধ করিবেন ; আপন ব্যাপার, আপন
২২ বিজাতীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন। অতএব
তোমরা নিন্দায় রত হইও না, পাছে তোমাদের
বন্ধন দৃঢ়তর হয় ; কেননা প্রভুর মুখে, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভুরই মুখে আমি সমস্ত পৃথিবীর
জন্য নিরূপিত উচ্ছিন্নতার কথা শুনিয়াছি।
২৩ তোমরা কর্ণপাত কর, আমার রব শ্রবণ কর ;
২৪ অবধান কর, আমার বাক্য শ্রবণ কর। বীজ বপন
করিতে গেলে কৃষক কি সমস্ত দিন হাল বহে, ও
২৫ সীতা কাটিয়া ভূমির ঢেলা ভাঙ্গে ? ভূমিতল সমান
করিলে পর সে কি মহুরী ছড়ায় না, ও জীরা
বপন করে না ? এবং শ্রেণী শ্রেণী করিয়া গোম,
নিরূপিত স্থানে যব ও ক্ষেত্রের সীমাতে জনার কি
২৬ বুনে না ? কারণ তাহার ঈশ্বর তাহাকে যথার্থ
শিক্ষা দিয়াছেন ; তিনি তাহাকে জ্ঞান দিয়া-
২৭ ছেন। ফলতঃ মহুরী হাতগাড়ি দ্বারা মর্দ্দন করা
যায় না, এবং জীরার উপরে গাড়ির চক্র ঘূরে
না, কিন্তু মহুরী দণ্ড দিয়া ও জীরা যষ্টি দিয়া
২৮ মাড়া যায়। রুটীর শস্য চূর্ণ করিতে হয় ; সে
চিরকাল তাহা মর্দ্দন করে না ; আর সে তাহার
উপর দিয়া গাড়ির চক্র চালায় বটে, কিন্তু আপ-
২৯ নার অশ্বগণকে তাহা চূর্ণ করিতে দেয় না। ইহাও
বাহিনীগণের সদাপ্রভু হইতে হয় ; তিনি মন্ত্র-
ণাতে আশ্চর্য্য ও বুদ্ধি-কৌশলে মহান।

যিহূদীদের তৎকালীন অবাধ্যতা ও ভাবিকালীন অনুতাপ।

২৯ অহো, অরীয়েল, অরীয়েল, হে দায়ূদের
শিবির-নগর। তোমরা এক বৎসরে অন্য
বৎসর যোগ কর, এবং উৎসবচক্র ঘূরিয়া আই-
২ সুক। তথাপি আমি অরীয়েলের প্রতি দুঃখ
ঘটাইব, তাহাতে শোক ও বিলাপ হইবে ; তথাপি
সে আমার পক্ষে অরীয়েলের [ঈশ্বরীয় সিংহের
৩ বা উননের] ন্যায় থাকিবে। ফলতঃ আমি
তোমার চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন করাইব, ও
প্রহরিদল দ্বারা তোমাকে বেষ্টন করাইব, এবং
তোমার বিরুদ্ধে অবরোধযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইব,
৪ তাহাতে তুমি অবনত হইবে, মৃত্তিকা হইতে কথা
কহিবে, ও ধূলা হইতে মৃদুস্বরে আপনার বক্তব্য
বলিবে ; ভূতড়িয়ার ন্যায় তোমার রব মৃত্তিকা
হইতে নির্গত হইবে, ও ধূলা হইতে তোমার
৫ বক্তব্যের ফুস্ ফুস্ শব্দ উঠিবে। কিন্তু তোমার
শত্রুদের লোকারণ্য সূক্ষ্ম ধূলার ন্যায় হইবে,
এবং ভীমবিক্রমীদের লোকারণ্য উড্ডীয়মান
তুষির ন্যায় হইবে ; ইহা অকস্মাৎ ও হঠাৎ
৬ ঘটিবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু মেঘগর্জ্জন, ভূমি-
কম্প, কঠোর শব্দ, ঘূর্ণবায়ু, ঝঞ্ঝা ও সর্ব্বগ্রাসক
৭ অগ্নিশিখা সহকারে তাহার তত্ত্ব লইবেন। তাহাতে
সর্ব্বজাতির যে লোকারণ্য অরীয়েলের বিরুদ্ধে

Digitized by Google

যুদ্ধযাত্রা করে, হাঁ, যে সকল লোক তাহার ও
তদীয় দুর্গের প্রতিকূলে যুদ্ধ করে, ও তাহাকে
সঙ্কটাপন্ন করে, তাহারা স্বপ্নবৎ ও রাত্রিকালীন
৮ দর্শনের ন্যায় হইবে; আর যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তি
স্বপ্ন দেখে, দেখ, সে ভোজন করে; কিন্তু জাগ্রত
হইলে পর তাহার প্রাণ শূন্য থাকে; অথবা
যেমন পিপাসিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, দেখ, সে পান
করে; কিন্তু সে জাগ্রত হইলে পর, দেখ, সে
দুর্ব্বল থাকে, তাহার প্রাণে পিপাসা থাকে;
সিয়োন পর্ব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সর্ব্বজাতির
লোকারণ্য তেমনি হইবে।
৯ তোমরা চমৎকৃত ও স্তব্ধ হও; বিলাসরত হও
ও অন্ধ হও; উহারা মত্ত, কিন্তু দ্রাক্ষারসে নয়;
উহারা টলটলায়মান, কিন্তু সুরাপানে নয়।
১০ বস্তুতঃ সদাপ্রভু তোমাদের উপরে ঘোর নিদ্রা-
জনক আত্মা ঢালিয়া দিয়াছেন, ও তোমাদের
ভাববাদিবর্গরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং
তোমাদের দর্শকবর্গরূপ মস্তক ঢাকিয়া রাখিয়া-
১১ ছেন। যাবতীয় দর্শন তোমাদের পক্ষে মুদ্রাঙ্কবদ্ধ
পত্রের কথাস্বরূপ হইয়াছে; কেহ যদি বিদিতা-
ক্ষর লোককে তাহা দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া
ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে, আমি
১২ পারি না, কারণ ইহা মুদ্রাঙ্কে বদ্ধ। আবার যদি
সে নিরক্ষর লোককে সেই পত্র দিয়া বলে, অনু-
গ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে,
আমি লেখা পড়া জানি না।
১৩ প্রভু আরও কহিলেন, এই লোকেরা আমার
নিকটবর্ত্তী হয়, এবং আপন আপন মুখে ও ওষ্ঠা-
ধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু আপন আপন
অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে রাখে, এবং আমা
হইতে তাহাদের যে ভয়, তাহাও তাহাদের মুখস্থ
১৪ করা, মানুষের সূত্র। অতএব দেখ, আমি এই
জাতির সহিত পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য ব্যবহার, এমন
কি, আশ্চর্য্য ও চমৎকার ব্যবহার করিব;
এবং তাহাদের জ্ঞানবানদের জ্ঞান বিনষ্ট,
ও বিবেচক লোকদের বিবেচনা অন্তর্হিত
হইবে।
১৫ যাহারা গভীর মন্ত্রণা করতঃ সদাপ্রভু হইতে
তাহা গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করে, অন্ধকারে কর্ম্ম
করিয়া বলে, আমাদিগকে কে দেখিতে পায়?
কে আমাদিগকে চিনিতে পারে? তাহারা সন্তা-
১৬ পের পাত্র। তোমাদের কেমন বিপরীত বুদ্ধি!
কুম্ভকার কি মৃত্তিকার সমান বলিয়া গণ্য? কিম্বা
ঐ ব্যক্তি আমাকে নির্ম্মাণ করে নাই, নির্ম্মিত
বস্তু কি নির্ম্মাতার বিষয়ে এ কথা কহিতে
পারে? কিম্বা, উহার বুদ্ধি নাই, গঠিত বস্তু কি
আপন গঠনকারীর উদ্দেশে ইহা বলিতে পারে?
১৭ অতি অল্প কাল গত হইলে লিবানোন কি
উদ্যানে পরিণত হইবে না? আর উদ্যান কি
১৮ অরণ্য বলিয়া গণ্য হইবে না? সেই দিনে
বধিরগণ পুস্তকের বাক্য শুনিবে, এবং তিমির ও
অন্ধকার ঘুচিয়া যাওয়াতে অন্ধদের চক্ষু দেখিতে
১৯ পাইবে। নম্রগণ সদাপ্রভুতে উত্তরোত্তর আন-
ন্দিত হইবে, ও মনুষ্যদের মধ্যবর্ত্তী দরিদ্রগণ
২০ ইস্রায়েলের পবিত্রতমে উল্লাস করিবে। কেননা
ভীমবিক্রমী কেহ আর থাকিবে না, নিন্দক লুপ্ত
হইবে, যে সকল লোক অধর্ম্মে উৎসুক, তাহারা
২১ উচ্ছিন্ন হইবে। তাহারা ত বাক্‌কৌশলে মানু-
ষকে দোষী করে, পুরদ্বারে দোষবক্তার জন্য ফাঁদ
পাতে, অকারণে ধার্ম্মিকের প্রতি অন্যায় করে।
২২ অতএব অব্রাহামের মুক্তিদাতা সদাপ্রভু যাকো-
বের কুলের বিষয়ে এই কথা কহেন, যাকোব
এখন লজ্জিত হইবে না, তাহার মুখ মলিন
২৩ থাকিবে না। কেননা তাহার সন্তানগণ যখন
তাহার মধ্যে আমার হস্তকৃত কর্ম্ম দেখিবে, তখন
আমার নাম পবিত্র বলিয়া মানিবে, যাকোবের
পবিত্রতমকে পবিত্র বলিয়া মানিবে, ইস্রায়েলের
২৪ ঈশ্বরকে সম্ভ্রম করিবে। আর ভ্রান্তমনা লোকেরা
বিবেচনার কথা বুঝিবে, বচসাকারীরা তত্ত্বকথা
শিখিবে।

৩০ সদাপ্রভু কহেন, সেই বিদ্রোহী সন্তানগণ
সন্তাপের পাত্র, যাহারা মন্ত্রণা গ্রহণ করে,
কিন্তু আমার কাছে নয়, এবং সন্ধি করে, কিন্তু
আমার আত্মার আবেশে নয়, উদ্দেশ্য এই, যেন
২ পাপের উপরে পাপ করিতে পারে। আমাকে
জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা ফরৌণের পরাক্রমে
পরাক্রমী হইতে ও মিসরের ছায়াতে আশ্রয়
৩ লইতে মিসরে যাইবার জন্য যাত্রা করে। তজ্জন্য
ফরৌণের পরাক্রম তোমাদের লজ্জাজনক হইবে,
এবং মিসরের ছায়াতে আশ্রয় লওয়া তোমাদের
৪ অপমানজনক হইবে। কারণ তাহার অধ্যক্ষগণ
৫ সোয়নে ও দূতগণ হানেষে উপস্থিত। তাহারা
সকলে অনুপকারী জাতির বিষয়ে লজ্জিত
হইবে; সেই জাতি সাহায্যকারী কি উপকার-
জনক নয়, বরং লজ্জা ও দুর্নামস্বরূপ।
৬ দক্ষিণের পশুগণবিষয়ক ভারবাণী।
সঙ্কটের ও সঙ্কোচের যে দেশ সিংহীর ও কেশ-
রীর, কালসর্পের ও উড্ডয়নশীল সর্পের জন্ম-
ভূমি, সেই দেশ দিয়া তাহারা অনুপকারী এক
জাতির কাছে গর্দ্দভের স্কন্ধে করিয়া আপনাদের
ধন, ও উষ্ট্রের কুঁটিতে করিয়া আপনাদের
৭ সম্পত্তি বহন করে। কারণ মিস্রীয়েরা বাষ্প-
স্বরূপ, তাহাদের সাহায্য মিথ্যা; এই নিমিত্তে
আমি সেই জাতির এই নাম রাখিলাম, "উপ-
৮ বেশনশীল রহব [অর্থাৎ দাম্ভিক]।" তুমি
এখন আইস, উহাদের সাক্ষাতে এই কথা ফল-

Digitized by Google

কের উপরে লিখ, ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর;
তাহাতে তাহা উত্তরকাল পর্য্যন্ত, হাঁ, অনন্তকাল
৯ থাকিবে। কেননা উহারা বিদ্রোহী জাতি ও
মিথ্যাবাদী সন্তান; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা
১০ শুনিতে অসম্মত সন্তান। তাহারা দর্শকদিগকে
বলে, তোমরা দর্শন করিও না; লক্ষণবেত্তাদিগকে
বলে, তোমরা আমাদের জন্য যথার্থ লক্ষণ বলিও
না; আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য বল, মায়াযুক্ত
১১ লক্ষণ বল; পথ হইতে ফির, মার্গ ত্যাগ কর,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে আমাদের দৃষ্টিপথ
১২ হইতে দূর কর। অতএব ইস্রায়েলের পবিত্রতম
কহেন, তোমরা এই বাক্য হেয়জ্ঞান করিয়াছ,
এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপরে নির্ভর
১৩ দিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন করিয়াছ; অতএব
সেই অপরাধ তোমাদের জন্য উচ্চ ভিত্তির পতন-
শীল ফুলা ফাটার ন্যায় হইবে, যাহার ভঙ্গ হঠাৎ
১৪ একেবারে উপস্থিত হয়। আর যেমন কুম্ভকারের
পাত্র ভাঙ্গা যায়, তেমনি তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া
ফেলিবেন, চূর্ণ করিবেন, মমতা করিবেন না;
তাহাতে চুলা হইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা কূপ
হইতে জল তুলিতে একখান খোলাও পাওয়া
১৫ যাইবে না। বস্তুতঃ, প্রভু সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের
পবিত্রতম, এই কথা বলিয়াছিলেন, ফিরিয়া
আসিয়া শান্ত হইলে তোমরা পরিত্রাণ পাইবে,
সুস্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরা-
ক্রম হইবে, কিন্তু তোমরা অসম্মত হইলে।
১৬ তোমরা কহিলে, তাহা নয়, আমরা অশ্বে চড়িয়া
পলায়ন করিব; তজ্জন্য তোমরা পলায়ন করিবে।
আরও [কহিলে], আমরা দ্রুতগামী বাহনে গমন
করিব, তজ্জন্য তোমাদের তাড়নাকারীরা দ্রুত-
১৭ গামী হইবে। একের তর্জ্জনে তোমাদের সহস্র
লোক পলায়ন করিবে, পাঁচের তর্জ্জনে তোমরা
পলায়ন করিবে; তাহাতে তোমাদের অব-
শিষ্টাংশ পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত মাস্তুলের ন্যায়
কিম্বা উপপর্ব্বতের উপরিস্থ পতাকাদণ্ডের ন্যায়
১৮ হইবে। আর সেই জন্য সদাপ্রভু তোমাদের
প্রতি অনুগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করি-
তেছেন, আর সেই জন্য তোমাদের প্রতি করুণা
করিবার আকাঙ্ক্ষায় ঊর্দ্ধে আছেন; কেননা সদা-
প্রভু ন্যায়বিচারের ঈশ্বর; ধন্য তাহারা সকলে,
যাহারা তাঁহার অপেক্ষা করে।
১৯ বস্তুতঃ সিয়োনে, যিরূশালেমে প্রজাগণ বাস
করিবে; তুমি আর রোদন করিবে না; তোমার
ক্রন্দনের রবে তিনি অবশ্য তোমাকে কৃপা করি-
বেন, শুনিবামাত্রই তোমাকে উত্তর দিবেন।
২০ আর প্রভু তোমাদিগকে সঙ্কটের খাদ্য ও কষ্টের
জল দিবেন, কিন্তু তোমার শিক্ষকগণ আর গুপ্ত
থাকিবে না, বরং তোমার চক্ষু তোমার শিক্ষক-
২১ গণকে দেখিতে পাইবে। আর দক্ষিণে কি বামে
ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎ হইতে এই
বাণী শুনিতে পাইবে, এই পথ, তোমরা এই
২২ পথেই চল। আর তোমরা আপনাদের খোদিত
রৌপ্যপ্রতিমার সাজ ও ছাঁচে ঢালা স্বর্ণপ্রতিমার
আভরণ অশুচি করিবে, তুমি তাহা অশুচি বস্তুর
২৩ ন্যায় ফেলিয়া দিবে, বলিবে, দূর, দূর। আর
তিনি তোমার বীজের জন্য বৃষ্টি দিবেন, যেন
তুমি ভূমিতে বপন করিতে পার; এবং ভূমিজাত
ভক্ষ্য দিবেন, তাহা উত্তম ও পুষ্টিকর হইবে;
সেই দিনে তোমার পশুপাল প্রশস্ত মাঠে চরিবে।
২৪ চাসকারী গোরু ও গর্দ্দভ সকল কুলাতে ও
চালুনীতে ঝাড়া ও সুস্বাদু দ্রব্যে মিশ্রিত কলায়
২৫ খাইবে। পরন্তু যে মহাহত্যার দিনে দুর্গ সকল
পতিত হইবে, সেই দিনে প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও
প্রত্যেক উন্নত গিরিতে জলপ্রবাহী স্রোত হইবে।
২৬ আর যে দিনে সদাপ্রভু আপন প্রজাদের ভগ্ন
অবয়ব যোড়া দিবেন, ও প্রহারজাত ক্ষত সুস্থ
করিবেন, সেই দিনে নিশাপতির জ্যোৎস্না
দিবাকরের তেজের তুল্য হইবে, এবং দিবাকরের
তেজ সপ্তগুণ অধিক অর্থাৎ সপ্ত দিবসের
দীপ্তির সমান হইবে।
২৭ দেখ, সদাপ্রভুর নাম দূর হইতে আসিতেছে,
তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিতেছে, তাঁহার ধূমরাশি
অতি ভারী; তাঁহার ওষ্ঠাধর তাপে পরিপূর্ণ,
২৮ তাঁহার জিহ্বা সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিস্বরূপ। তাঁহার
শ্বাসবায়ু প্লাবক বন্যার সদৃশ, তাহা কণ্ঠ পর্য্যন্ত
উঠিবে; তাহা সর্ব্বদেশীয়দিগকে অলীকতার
কুলাতে ঝাড়িতে উদ্যত; আর জাতিগণের মুখে
২৯ ভ্রান্তিজনক বল্গা দেওয়া যাইবে। কিন্তু পবিত্র
উৎসব-রাত্রির ন্যায় তোমাদের গীত হইবে, এবং
লোকে যেমন সদাপ্রভুর পর্ব্বতে ইস্রায়েলের
অচলের কাছে গমনকালে বাঁশী বাজায়, তদ্রূপ
৩০ তোমাদের চিত্তের আনন্দ হইবে। সদাপ্রভু
প্রচণ্ড ক্রোধ, সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা, ঝাঞ্ঝা, ধারা-
সম্পাত ও করকা দ্বারা আপনার প্রতাপান্বিত রব
শুনাইবেন, ও আপনার হস্তাবতারণ দেখাইবেন।
৩১ কারণ অশূর সদাপ্রভুর রবে ভগ্ন হইবে, তিনি
৩২ তাহাকে দণ্ডাঘাত করিবেন। আর সদাপ্রভু যে
নিরূপিত দণ্ড তাহার উপরে অবতারণ করিবেন,
তাহার পুনঃ পুনঃ প্রপতনে তবল ও বীণা
বাজিবে; এবং তিনি ঐ জাতির সহিত তুমুল
৩৩ যুদ্ধ করিবেন। কেননা তোফৎ [অগ্নিকুণ্ড] পূর্ব্ব-
কালাবধি সাজান রহিয়াছে, তাহা রাজার জন্যও
প্রস্তুত আছে; তিনি তাহা গভীর ও প্রশস্ত
করিয়াছেন; তাহার চিতা অগ্নি ও প্রচুর কাষ্ঠ-
ময়; তাহার মধ্যে সদাপ্রভুর ফুৎকার গন্ধক-
স্রোতের ন্যায় দাহ করিবে।

Digitized by Google

৩১ যাহারা সাহায্যের জন্য মিসরে নামিয়া
যায়, অশ্বগণে বিশ্বাস করে, রথের প্রচু-
রতা প্রযুক্ত রথে নির্ভর করে, অতি বলবান
বলিয়া অশ্বারূঢ়গণে নির্ভর করে, কিন্তু ইস্রা-
য়েলের পবিত্রতমের মুখপানে চাহে না, এবং
সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না, তাহারা সন্তাপের
২ পাত্র। পরন্তু তিনিও জ্ঞানবান; তিনি অমঙ্গল
ঘটাইবেন, এবং আপন বাক্য অন্যথা করিবেন
না; তিনি দুরাচারদের কূলের বিরুদ্ধে ও
অধর্ম্মাচারীদের সহায়গণের বিরুদ্ধে উঠিবেন।
৩ পরন্তু মিস্রীয়গণ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নয়; তাহা-
দের অশ্বগণ মাংসমাত্র, আত্মা নয়; এবং সদা-
প্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিলে শরণ্য স্খলিত
হইবে, ও শরণাগত ব্যক্তি পতিত হইবে, সকলে
৪ একসঙ্গে নষ্ট হইবে। কারণ সদাপ্রভু আমাকে
এই কথা কহিলেন, যেমন মৃগরাজ কিম্বা যুবসিংহ
পশু ধরিলে পর গর্জ্জন করে, এবং তাহার বিরুদ্ধে
মেষপালকদের অনেককে ডাকিয়া একত্র করি-
লেও তাহাদের রবে উদ্বিগ্ন কিম্বা তাহাদের
কোলাহলে অবনত হয় না, সেইরূপ বাহিনীগণের
সদাপ্রভু যুদ্ধ করণার্থে সিয়োন পর্ব্বতের ও তদ্-
৫ গিরির উপরে নামিয়া আসিবেন। যেমন পক্ষি-
দম্পতী [বাসার উপরে] ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ
বাহিনীগণের সদাপ্রভু যিরূশালেমকে আবৃত
রাখিবেন, আবৃত রাখিয়া উদ্ধার করিবেন, এবং
নিস্তার করিয়া রক্ষা করিবেন।
৬ হে ইস্রায়েল-সন্তানবর্গ, তোমরা যাঁহা হইতে
ঘোর বিপথে চলিয়া গিয়াছ, তাঁহার কাছে
৭ ফিরিয়া আইস। বস্তুতঃ সেই দিনে তোমরা
প্রত্যেক জন আপন আপন হস্তকৃত রৌপ্যপ্রতিমা
৮ ও স্বর্ণপ্রতিমারূপ পাপবস্তু নিরস্ত করিবে। আর
অশূর খড়্গে পতিত হইবে, কিন্তু মনুষ্যের খড়্গে
নয়; সে খড়্গে ভক্ষিত হইবে, কিন্তু মানবের
খড়্গে নয়; আর সে খড়্গের সম্মুখ হইতে
পলাইবে, ও তাহার যুবকগণ করাধীন হইবে।
৯ আর ত্রাস প্রযুক্ত তাহার অচল চলিয়া যাইবে,
তাহার সেনাপতিগণ ধ্বজাতে ক্ষুব্ধ হইবে;
সিয়োনে যাঁহার অগ্নি ও যিরূশালেমে যাঁহার
তুন্দুর আছে, সেই সদাপ্রভু এই কথা
কহেন।

মশীহ রাজার মহত্ত্ব ও তাঁহার প্রজাদের সুখ।

৩২ দেখ, এক রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করি-
বেন, ও শাসনকর্তৃগণ ন্যায়ানুরূপ শাসন
২ করিবেন। যেমন বাত্যা হইতে আচ্ছাদন ও
ধারাসম্পাত হইতে অন্তরাল, কিম্বা শুষ্ক স্থানে
জলস্রোত ও শ্রান্তিজনক ভূমিতে কোন প্রকাণ্ড
শৈলের ছায়া, এক জন মনুষ্য তদ্রূপ হইবেন।
৩ তাহাতে দর্শকদের চক্ষু মুদ্রিত থাকিবে না,
৪ শ্রোতাদের কর্ণ অবধান করিবে। আর চপলের
চিত্ত জ্ঞান পাইবে, এবং তোৎলার জিহ্বা সহজে
৫ স্পষ্ট কথা কহিবে। মূঢ়কে আর মহাত্মা বলা
যাইবে না, এবং খল আর উদার বলিয়া বিখ্যাত
৬ হইবে না। কেননা মূঢ় মূঢ়তার কথা কহিবে, ও
তাহার মন দুষ্টতার কল্পনা করিবে; বস্তুতঃ
পামরতা করা ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ভ্রান্তির কথা
কহা, ক্ষুধার্ত্ত লোকের প্রাণ শূন্য রাখা, তৃষ্ণার্ত্ত
৭ লোকের জল বারণ করা, তাহার অভিপ্রেত। আর
খলের যন্ত্র সকল মন্দ; সে মিথ্যাকথা দ্বারা
নম্রদিগকে নষ্ট করণার্থে, যখন দরিদ্র ব্যক্তি
সত্য বলে, তখনও কুসঙ্কল্পের মন্ত্রণা করে।
৮ কিন্তু মহাত্মা মাহাত্ম্যের মন্ত্রণা করে, এবং সে
মাহাত্ম্যের চেষ্টায় স্থির থাকে।

৯ হে নিশ্চিন্তা মহিলা সকল, উঠ, আমার রব
শ্রবণ কর; হে নিঃশঙ্কা যুবতি সকল, আমার
১০ বাক্যে কর্ণপাত কর। হে নিঃশঙ্কারা, বৎসরের
পরে কিছু দিন গত হইলে তোমরা উদ্বিগ্ন হইবে,
কেননা দ্রাক্ষাফলের সংহার হইবে, ফল পাড়ি-
১১ বার সময় আসিবে না। হে নিশ্চিন্তারা, কম্পা-
ন্বিতা হও; হে নিঃশঙ্কারা, উদ্বিগ্না হও; পরি-
চ্ছদ খুলিয়া বিবস্ত্রা হও, কটিদেশে চট বাঁধ।
১২ সকলে বুক চাপড়িয়া মনোরম্য ক্ষেত্রের ও ফল-
১৩ বতী দ্রাক্ষালতার জন্য বিলাপ করিবে। আমার
প্রজাদের ভূমি কাঁটার ও শেয়ালকাঁটার জঙ্গল
হইয়া উঠিবে; উল্লাসপ্রিয় নগরের যাবতীয়
১৪ আনন্দ-গৃহেও তাহা জন্মিবে; কারণ রাজপুরী
পরিত্যক্ত হইবে, লোকারণ্যের নগর নির্জ্জন
হইয়া পড়িবে; ওফল গিরি ও প্রহরিদুর্গ চির-
কাল গুহাময় থাকিয়া বনগর্দ্দভের বিলাসস্থান
১৫ ও পশুপালের চরাণিস্থান হইবে, যে পর্য্যন্ত
ঊর্দ্ধলোক হইতে আমাদের উপরে আত্মা সেচিত
না হন, প্রান্তর ফলবৃক্ষের উদ্যানে পরিণত না
হয়, ও ফলশালী ক্ষেত্র অরণ্য বলিয়া গণ্য না
১৬ হয়। তখন সেই প্রান্তরে ন্যায়বিচার বাস করিবে,
সেই ফলশালী ক্ষেত্রে ধার্ম্মিকতা বসতি করিবে।
১৭ আর শান্তিই ধার্ম্মিকতার কার্য্য হইবে, এবং
চিরস্থায়ী সুস্থিরতা ও নিঃশঙ্কতা ধার্ম্মিকতার
১৮ ফল হইবে। আর আমার প্রজাগণ শান্তির
আশ্রমে, নিঃশঙ্কতার আবাসে ও নিশ্চিন্ততার
১৯ বিশ্রামস্থানে বাস করিবে। কিন্তু অরণ্য শিলা-
বৃষ্টিতে ভূমিসাৎ হইবে, নগর সম্পূর্ণরূপে নিপা-
২০ তিত হইবে। ধন্য তোমরা, যাহারা যাবতীয়

Digitized by Google

জলপ্রবাহের ধারে বীজ বপন কর, এবং গোরু
ও গর্দ্দভকে চরিতে দেও।

ঈশ্বরের বিপক্ষদের বিনাশ ও ভক্তগণের মঙ্গল।

৩৩ আপনি ধ্বংসিত না হইয়াও ধ্বংস করি-
তেছ, আপনি প্রতারিত না হইয়াও প্রতারণা
করিতেছ যে তুমি, তুমি সন্তাপের পাত্র ; ধ্বংস-
কার্য্যের সমাপ্তি করিলে পর তুমি ধ্বংসিত
হইবে, প্রতারণা করিয়া শেষ করিলে পর লোকে
২ তোমাকে প্রতারণা করিবে। হে সদাপ্রভো,
আমাদের প্রতি কৃপা কর, আমরা তোমার
অপেক্ষায় রহিয়াছি ; তুমি প্রতিপ্রভাতে আপন
অপেক্ষাকারীদের বাহুস্বরূপ হও, এবং সঙ্কটে
৩ আমাদের ত্রাণস্বরূপ হও। কোলাহলের রবে
জাতিগণ পলায়ন করিল, তুমি উঠিলে বিদেশি-
৪ গণ ছিন্নভিন্ন হইল। পতঙ্গ যেমন সংগ্রহ করে,
তেমনি লোকে তোমাদের লুট সংগ্রহ করিবে ;
ফড়িঙ্গেরা যেমন লাফায়, তেমনি তাহার উপরে
৫ লাফাইবে। সদাপ্রভু উন্নত ; কেননা তিনি ঊর্দ্ধ-
লোকে বাস করেন, তিনি সিয়োনকে ন্যায়বিচারে
৬ ও ধার্ম্মিকতায় পূর্ণ করেন। আর তোমার সময়ে
সুস্থিরতা হইবে, ত্রাণের, প্রজ্ঞার ও জ্ঞানের বাহুল্য
হইবে ; সদাপ্রভুর ভয় তাঁহার ধনকোষ।
৭ দেখ, উহাদের পুরুষসিংহেরা সড়কে ক্রন্দন
করিতেছে, সন্ধির অন্বেষণকারী দূতগণ তীব্র
৮ রোদন করিতেছে। রাজপথ সকল নরশূন্য
হইয়াছে, পথিকমাত্র নাই ; [সে ব্যক্তি] নিয়ম
ভঙ্গ করিয়াছে, নগর সকল তুচ্ছ করিয়াছে,
৯ মর্ত্ত্যকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে। দেশ শোকান্বিত ও
মলিন হইয়াছে, লিবানোন লজ্জা পাইয়াছে ও
ম্লান হইয়াছে, শারোণ মরুভূমির সমান, এবং
১০ বাশন ও কর্ম্মিল পত্রশূন্য হইয়াছে। সদাপ্রভু
কহেন, আমি এখন উঠিব, এখন উন্নত হইব,
১১ এখন মহিমান্বিত হইব। তোমরা চিটারূপ গর্ভ
ধারণপূর্ব্বক নাড়া প্রসব করিবে ; তোমাদেরই
শ্বাসবায়ু অগ্নির ন্যায় তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।
১২ আর জাতিগণ ভাঁটিতে ভস্মীকৃত চূণের ন্যায়
হইবে, অগ্নিতে দগ্ধ কণ্টকের কুটির ন্যায় হইবে।
১৩ হে দূরবর্ত্তী লোক সকল, তোমরা আমার কৃত
কর্ম্মের কথা শুন ; হে নিকটস্থ লোকেরা, আমার
১৪ পরাক্রম জ্ঞাত হও। সিয়োনে পাপিগণ কাঁপি-
তেছে, পামরগণ ত্রাসাপন্ন হইয়াছে। আমাদের
মধ্যে কে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে ?
আমাদের মধ্যে কে অনন্তকালস্থায়ী অগ্নিশিখা-
১৫ সমূহের নিকটে থাকিতে পারে ? যে জন ধার্ম্মি-
কতারূপ পথে চলে, ও সরল ভাবের কথা কহে ;
যে উপদ্রবজাত লাভ ঘৃণা করে, ও উৎকোচের
স্পর্শ হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করে ; যে বধ করিবার
পরামর্শ শুনিলে কর্ণ রোধ করে, ও দুষ্কর্ম্মের
১৬ দর্শন হইতে চক্ষু মুদ্রিত করে ; সে উচ্চ স্থানে
বাস করিবে, শৈলগণের দুরাক্রম স্থান তাহার
দুর্গস্বরূপ হইবে ; তাহাকে ভক্ষ্য বিতরণ করা
১৭ যাইবে, তাহার জলকষ্ট হইবে না। তোমার
নেত্রযুগল স্বীয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রাজাকে দর্শন
১৮ করিবে, দূরব্যাপী দেশ দেখিবে। তোমার চিত্ত
[বিগত] ভয়ের বিষয় আন্দোলন করিবে ;
কোথায় সেই লিপিকর্ত্তা, কোথায় সেই মুদ্রাতোল-
১৯ কারী ? কোথায় সেই দুর্গগণনাকারী ? সেই ক্রূর
জাতি, সেই অজ্ঞেয় গভীর ভাষাবাদী ও অবোধ্য
অস্ফুটবাক্যবাদী লোকদিগকে তুমি আর দেখিতে
২০ পাইবে না। আমাদের পর্ব্বপুরী সিয়োনের
প্রতি দৃষ্টি কর ; তোমার নেত্রযুগল শান্তিযুক্ত
বসতিস্বরূপ যিরূশালেমকে দেখিবে ; তাহা অটল
তাম্বুস্বরূপ, তাহার গোজ কখনও উৎপাটিত
হইবে না ; এবং তাহার কোন রজ্জু ছিঁড়িবে
২১ না। বস্তুতঃ সেখানে সদাপ্রভু সপ্রতাপে আমা-
দের সহবর্ত্তী হইবেন, বৃহৎ নদনদী ও বিস্তীর্ণ
স্রোতোমালাস্বরূপ হইবেন ; তথায় দাঁড়যুক্ত
পোত গমনাগমন করিবে না, ও ভয়ঙ্কর জাহাজ
২২ তাহা পার হইয়া আসিবে না। কেননা সদাপ্রভু
আমাদের বিচারকর্ত্তা, সদাপ্রভু আমাদের ব্যব-
স্থাপক, সদাপ্রভু আমাদের রাজা ; তিনিই
আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।
২৩ তোমার রজ্জু সকল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে,
লোকে আপনাদের মাস্তুলের গোড়া শক্ত কিম্বা
পাইল বিস্তীর্ণ রাখিতে পারে না ; তখন বিস্তর
লুটের সামগ্রী বিভাগ করা গেল ; পঙ্গুরা লুট
২৪ দ্রব্য ধরিল। পরন্তু নগরবাসী কেহ বলিবে না,
আমি পীড়িত ; তন্নিবাসী প্রজাদের অপরাধ
ক্ষমা হইবে।

৩৪ হে জাতিগণ, নিকটে আসিয়া শ্রবণ কর ;
হে লোকবৃন্দ, অবধান কর ; পৃথিবী ও তৎ-
পূর্ণতা শ্রবণ করুক, জগৎ ও তদুৎপন্ন সকল
২ পদার্থ শুনুক। কেননা জাতিমাত্রের প্রতিকূলে
সদাপ্রভুর ক্রোধ, তাহাদের সৈন্যসামন্তের প্রতি-
কূলে তাঁহার প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত হইল ; তিনি
তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন, তাহা-
৩ দিগকে বধে সমর্পণ করিলেন। আর তাহাদের
নিহতগণ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাদের শব
হইতে দুর্গন্ধ উঠিবে, তাহাদের রক্তে পর্ব্বতগণ
৪ গলিত হইবে। আর নভোমণ্ডলের সমস্ত বাহিনী
ক্ষয় পাইবে, গগন লিপিপত্রের ন্যায় জড়ান

Digitized by Google

যাইবে ; এবং যেমন দ্রাক্ষালতার জীর্ণ পত্র ও
ডুমুর বৃক্ষের জীর্ণ পল্লব, তদ্রূপ তাহার সমস্ত
৫ বাহিনী জীর্ণ হইয়া পড়িবে। কেননা আমার
খড়্গ স্বর্গে পরিতৃপ্ত হইয়াছে : দেখ, বিচার
সাধনার্থে তাহা ইদোম দেশের উপরে, আমার
৬ শাপে অভিশপ্ত লোকদের উপরে পড়িবে। সদা-
প্রভুর খড়্গ রক্তে তৃপ্ত ও মেদে আপ্যায়িত হই-
য়াছে ; মেষশাবকের ও ছাগের রক্তে এবং মেষ-
দের মেটিয়ার মেদে [তৃপ্ত হইয়াছে]। কেননা
বস্রাতে সদাপ্রভুর এক যজ্ঞ, ইদোম দেশে বিস্তর
৭ পশুহত্যা হইবে। তাহাদের সহিত গবয়, ও
ষাঁড়ের সহিত যুববৃষ নামিয়া আসিবে, এবং
তাহাদের ভূমি রক্তে পরিতৃপ্ত, ও ধূলা মেদে
৮ সারাল হইবে। কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতি-
শোধের দিন, এ সিয়োনের বিবাদ সম্বন্ধীয় প্রতি-
৯ ফলদানের বৎসর। তথাকার প্রবাহ সকল আল্-
কাতরায়, তথাকার ধূলি গন্ধকে পরিণত হইবে,
তথাকার সমস্ত ভূমি প্রজ্বলিত আল্‌কাতরা
১০ হইবে। তাহা দিবারাত্র কদাচ নির্ব্বাণ হইবে
না, চিরকাল তাহার ধূম উঠিবে ; তাহা পুরুষানু-
ক্রমে মরুভূমি হইয়া থাকিবে, তাহার মধ্য দিয়া
১১ অনন্তকালেও কেহ কখনও যাইবে না। কিন্তু
পানিভেলা ও শজারু তাহা অধিকার করিবে,
এবং মহাপেচক ও দাঁড়কাক তাহার মধ্যে বাস
করিবে ; হাঁ, তাহার উপরে অবস্তুতারূপ মানরজ্জু
১২ ও শূন্যতারূপ ওলোনসূত্র ধরা যাইবে। তথাকার
কুলীনেরা ! রাজত্ব ঘোষণা করিতে কেহই
থাকিবে না ; তথাকার প্রধানবর্গ সর্ব্বতোভাবে
১৩ লুপ্ত হইবে। তাহার অট্টালিকা সকল কণ্টকে,
তাহার দুর্গ সকল বিছুটীতে ও শেয়ালকাঁটাতে
ব্যাপ্ত হইবে, এবং সে দেশ শৃগালের বাসস্থান,
১৪ উষ্ট্রপক্ষীর মাঠ হইবে। আর সে স্থানে বনপশু-
গণ বৃকগণের সহিত মিলিবে, এবং ছাগেরা
আপন আপন মিত্রকে আহ্বান করিয়া আনিবে ;
আর সেখানে নিশাচরী বাস করিয়া বিশ্রামের
১৫ স্থান পাইবে। সে স্থানে বেতাছড়া সর্প বাসা
করিয়া ডিম্ব প্রসব করিবে, তাহা ফুটাইয়া
শাবকদিগকে আপন ছায়াতে একত্র করিবে ;
এবং সেখানে চিলেরা প্রত্যেকে আপন আপন
১৬ সঙ্গিনীর সহিত একত্র হইবে। তোমরা সদা-
প্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান করিয়া পাঠ কর, ইহার
একেরও অভাব হইবে না, তাহারা কেহ আপন
সঙ্গিনীবিহীন থাকিবে না ; কেননা আমার মুখ
দ্বারা তিনিই ইহা বলিয়াছেন, এবং তিনিই
আপন আত্মা দ্বারা তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া-
১৭ ছেন। আর তিনি গুলিবাঁটপূর্ব্বক তাহাদিগকে
সেই অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার হস্ত মানরজ্জু
দ্বারা প্রত্যেকের অংশ নিরূপণ করিয়াছে ; তাহারা
চিরকাল তাহা অধিকার করিবে, তাহারা পুরু-
ষানুক্রমে সে স্থানে বাস করিবে।

৩৫ প্রান্তর ও জনশূন্য স্থান আমোদ করিবে,
এবং মরুভূমি উল্লাসিত হইবে, গোলাপের
২ ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। সে পুষ্পবাহুল্যে প্রফুল্ল
হইবে, হাঁ, উল্লাসপূর্ব্বক আনন্দগান করিবে ;
লিবানোনের প্রতাপ, কর্ম্মিলের ও শারোণের
শোভা তাহাকে দত্ত হইবে ; তাহারা সদাপ্রভুর
প্রতাপ ও আমাদের ঈশ্বরের শোভা দেখিতে
পাইবে।
৩ তোমরা দুর্ব্বল হস্ত সবল কর, কম্পিত জানু
৪ সুস্থির কর। চপলচিত্তদিগকে বল, সাহস কর,
ভয় করিও না ; ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর প্রতি-
শোধসহ, ঈশ্বরীয় প্রতীকারসহ আসিতেছেন,
তিনিই আসিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণ করি-
৫ বেন। তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে,
৬ বধিরদের কর্ণ মুক্ত হইবে। তৎকালে খঞ্জ হরি-
ণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা
আনন্দরব করিবে ; কেননা প্রান্তরে জল ও মরু-
ভূমির নানা স্থানে প্রবাহ উৎসারিত হইবে।
৭ আর মরীচিকা জলাশয় হইয়া যাইবে, ও শুষ্ক
ভূমি জলের উনুইতে পরিপূর্ণ হইবে ; শৃগাল-
দিগের নিবাসে, তাহাদের শয়নস্থানে, নল খাগ-
৮ ড়ার বন হইবে। আর সেই স্থানে এক জাঙ্গাল
ও রাজপথ হইবে ; তাহা পবিত্র মার্গ বলিয়া
আখ্যাত হইবে ; তাহা দিয়া কোন অশুচি লোক
যাতায়াত করিবে না, কিন্তু তাহা কেবল উহাদের
জন্যই হইবে ; সে পথে পথিকগণ, এমন কি,
৯ অজ্ঞানেরাও, ভ্রান্ত হইবে না। সেখানে সিংহ
থাকিবে না, কোন হিংস্রক জন্তু তাহাতে উঠিবে
না, সেখানে তাহা দেখা যাইবেই না ; কিন্তু
১০ মুক্তিপ্রাপ্তেরা তাহাতে গমন করিবে। হাঁ, সদা-
প্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে,
আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে, এবং
তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে ;
তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, এবং
খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

অশূরীয়দের আক্রমণ ও পরাভব।

৩৬ হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ বৎ-
সরে অশূর-রাজ সন্‌হেরীব যিহূদার প্রাচীর-
বেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া সে সকল
২ হস্তগত করিলেন। পরে অশূর-রাজ লাখীশ
হইতে রবশাকিকে বৃহৎ সৈন্যদলের সহিত যিরু-
শালেমে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিলেন ;
তাহাতে তিনি [আসিয়া] উচ্চতর পুষ্করিণীর

Digitized by Google

প্রণালীর কাছে রজক-ভূমির পথে অবস্থিতি
৩ করিলেন। পরে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম
নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ, শিব্ন লেখক ও আস-
ফের পুত্র যোয়াহ নামক ইতিহাস-রচক বাহির
৪ হইয়া তাঁহার কাছে গেলেন। রব্শাকি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা
বল, রাজাধিরাজ অশূর-রাজ কহেন, তুমি যে
৫ সাহস করিতেছ, সে কেমন সাহস? আমি বলি,
সংগ্রামবিষয়ক বুদ্ধি ও পরাক্রম ওষ্ঠের ধ্বনিমাত্র;
বল দেখি, তুমি কাহার উপরে বিশ্বাস করিয়া
৬ আমার বিদ্রোহী হইলে? দেখ, তুমি ঐ থেঁৎলা
নলরূপ যষ্টিতে, অর্থাৎ মিসরে বিশ্বাস করি-
তেছ; কিন্তু যে কেহ তাহার উপরে নির্ভর দেয়,
সে তাহার হস্তে ফুটিয়া তাহা বিদ্ধ করে; যত
লোক তাহাতে বিশ্বাস করে, সেই সকলের পক্ষে
৭ মিসর-রাজ ফরৌণ তদ্রূপ। আর যদি বল,
আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি,
তবে তিনি কি সেই নহেন, যাহার উচ্চস্থলী ও
যজ্ঞবেদি সকল হিষ্কিয় দূর করিয়া যিহূদার ও
যিরূশালেমের লোকদিগকে বলিয়াছে, তোমরা
৮ এই যজ্ঞবেদির কাছে প্রণিপাত করিও? তুমি
এক বার আমার প্রভু অশূর-রাজের সহিত পণ
কর দেখি; আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিই,
৯ তুমি কি তদারোহী লোক দিতে পার? তবে
কেমন করিয়া আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসগণের
মধ্যে এক জন সেনাপতির মুখ ফিরাইবে? কেমন
করিয়া তুমি রথ ও অশ্বের জন্য মিসরে বিশ্বাস
১০ করিতেছ? বল দেখি, আমি কি সদাপ্রভুর
সম্মতি ব্যতিরেকে এই দেশ ধ্বংস করিতে আসি-
য়াছি? সদাপ্রভুই আমাকে বলিয়াছেন, তুমি
১১ ঐ দেশে গিয়া উহা ধ্বংস কর। তখন ইলিয়া-
কীম, শিব্ন ও যোয়াহ রব্শাকিকে কহিলেন,
বিনয় করি, আপনকার দাসদিগকে অরামীয়
ভাষায় বলুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে
পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে
আমাদের কাছে যিহূদী ভাষায় কথা বলিবেন
১২ না। কিন্তু রব্শাকি বলিলেন, আমার প্রভু কি
তোমার প্রভুরই কাছে এবং তোমারই কাছে এই
কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে
লোকেরা তোমাদের সহিত আপন আপন বিষ্ঠা
খাইতে ও আপন আপন মূত্র পান করিতে প্রাচী-
রের উপরে বসিয়া আছে, উহাদেরই কাছে কি
১৩ তিনি পাঠান নাই? পরে রব্শাকি দণ্ডায়মান
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষায় বলিতে লাগি-
লেন, তোমরা রাজাধিরাজ অশূর-রাজের কথা
১৪ শুন। রাজা এই কথা কহিতেছেন, হিষ্কিয়
তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মাউক; কেননা তোমা-
১৫ দিগকে রক্ষা করিতে তাহার সাধ্য নাই। আর
হিষ্কিয় এই বলিয়া সদাপ্রভুতে তোমাদের বিশ্বাস
না জন্মাউক যে, সদাপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই
উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনও অশূর-রাজের
১৬ হস্তগত হইবে না। তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনিও
না; কেননা অশূর-রাজ এই কথা কহেন, তোমরা
আমার সঙ্গে সন্ধি কর, বাহির হইয়া আমার
কাছে আইস; এবং তোমরা প্রত্যেক জন আপন
আপন দ্রাক্ষাফল ও ডুমুর ফল ভোজন কর, এবং
১৭ আপন আপন কূপের জল পান কর; পরে আমি
আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের ন্যায় শস্য ও
দ্রাক্ষারসবিশিষ্ট, রুটী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রবিশিষ্ট,
১৮ কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। সদা-
প্রভু আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই বলিয়া
যেন হিষ্কিয় তোমাদিগকে না ভুলায়। জাতি-
গণের দেবতারা কি কেহ অশূর-রাজের হস্ত হইতে
১৯ আপন আপন দেশ রক্ষা করিয়াছে? হমাতের ও
অর্পদের দেবগণ কোথায়? সফর্বয়িমের দেবগণ
কোথায়? উহারা কি আমার হস্ত হইতে শম-
২০ রিয়াকে রক্ষা করিয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের
সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতারা আমার হস্ত
হইতে আপনাদের দেশ উদ্ধার করিয়াছে? তবে
সদাপ্রভু আমার হস্ত হইতে যিরূশালেমকে
২১ উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সম্ভব? কিন্তু লোকেরা
নীরব হইয়া থাকিল, তাহার এক কথারও উত্তর
করিল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ছিল যে,
২২ তাহাকে উত্তর দিও না। পরে হিল্কিয়ের পুত্র
রাজবাটীর অধ্যক্ষ, ইলিয়াকীম, শিব্ন লেখক ও
আসফের পুত্র ইতিহাস-রচক যোয়াহ আপন
আপন বস্ত্র চিরিয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া
রব্শাকির কথা জ্ঞাত করিলেন।

৩৭ তাহা শুনিবামাত্র হিষ্কিয় রাজা আপন
বস্ত্র চিরিয়া চট পরিধান করিয়া সদা-
২ প্রভুর গৃহে গমন করিলেন। আর রাজবাটীর
অধ্যক্ষ ইলিয়াকীমকে ও শিব্ন লেখককে এবং
যাজকদের প্রাচীনবর্গকে চট পরিধান করাইয়া
আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদীর নিকটে
৩ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন,
হিষ্কিয় এই কথা বলেন, অদ্যকার দিবস
সঙ্কটের, অনুযোগের ও অপমানের দিবস,
কেননা বালকগণ প্রসবদ্বারে উপস্থিত, কিন্তু
৪ প্রসব করিবার শক্তি নাই। হয় ত, জীবৎ
ঈশ্বরকে টিট্কারি দিবার জন্য আপন প্রভু
অশূর-রাজের প্রেরিত রব্শাকি যে সকল কথা
কহিয়াছে, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা
শুনিবেন, এবং আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই
যে সকল কথা শুনিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে
অনুযোগ করিবেন; অতএব যে অবশিষ্টাংশ
এখনও আছে, আপনি তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা

Digitized by Google

৫ উৎসর্গ করুন। তখন হিষ্কিয় রাজার দাসগণ
৬ যিশায়াহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যিশায়াহ
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কর্ত্তাকে এই
কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি
যাহা শুনিয়াছ, ও যাহা বলিয়া অশূর-রাজের
ভৃত্যগণ আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল
৭ কথায় ভীত হইও না। দেখ, আমি তাহার
মধ্যে এক আত্মা দিব, এবং সে কোন সংবাদ
শুনিবে, শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে,
পরে আমি তাহারই দেশে তাহাকে খড়্গ দ্বারা
নিপাত করিব।
৮ পরে রব্‌শাকি ফিরিয়া গেলেন, গিয়া অশূর-
রাজের সহিত মিলিলেন; আর দেখিলেন,
তিনি লিব্‌নার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন;
বস্তুতঃ তিনি লাখীশ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন,
৯ ইহা রব্‌শাকি শুনিয়াছিলেন। পরে তিনি
কূশদেশীয় তির্হক রাজার বিষয়ে এই সংবাদ
শুনিলেন, তিনি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে
বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি
হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে পাঠাইলেন, বলি-
১০ লেন, তোমরা যিহূদার রাজা হিষ্কিয়কে এই
কথা বল, তোমার বিশ্বাস-ভূমি ঈশ্বর এই
বলিয়া তোমার ভ্রান্তি না জন্মাউন যে, যিরূ-
শালেম অশূর-রাজের হস্তে সমর্পিত হইবে
১১ না। দেখ, সমুদয় দেশ নিঃশেষে বিনষ্ট করণ
দ্বারা অশূর-রাজগণ সমস্ত দেশের প্রতি যাহা
যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে
১২ তুমি কি উদ্ধার পাইবে? আমার পিতৃপুরুষগণ
দ্বারা বিনষ্ট জাতিদের, গোষন, হারণ ও রেৎ-
সফের এবং তলঃসর-নিবাসী এদন সন্তানদের
১৩ দেবগণ কি তাহাদিকে উদ্ধার করিয়াছে? হমা-
তের রাজা, অর্পদের রাজা, এবং সফর্বয়িম নগ-
রের, হেনার ও ইব্বার রাজা কোথায়?
১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্ত হইতে পত্রখানা
লইয়া পাঠ করিলেন; পরে হিষ্কিয় সদাপ্রভুর
গৃহে উঠিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে
১৫ তাহা বিস্তার করিলেন। আর হিষ্কিয় সদা-
১৬ প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিলেন, হে ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর করূবদ্বয়ে আসীন বাহিনীগণের
সদাপ্রভো, কেবল তুমিই পৃথিবীর যাবতীয়
রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবী রচনা
১৭ করিয়াছ। হে সদাপ্রভো, কর্ণ পাতিয়া শুন;
হে সদাপ্রভো, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ।
জীবৎ ঈশ্বরকে টিট্‌কারি দিবার জন্য সন্হেরীব
যে সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা শুন।
১৮ হে সদাপ্রভো, সত্য বটে, অশূর-রাজগণ সর্ব্ব-
দেশীয় লোকদিগকে ও তাহাদের দেশ সকল
১৯ বিনষ্ট করিয়াছে, এবং তাহাদের দেবগণকে
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, কারণ তাহারা ঈশ্বর
নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তের কার্য্য, কাষ্ঠ ও প্রস্তর;
এই জন্য উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করি-
২০ য়াছে। অতএব এখন, হে আমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভো, তুমি তাহার হস্ত হইতে আমাদিগকে
নিস্তার কর; তাহাতে তুমি, কেবল তুমিই যে
সদাপ্রভু, ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের
লোকেরা জ্ঞাত হইবে।
২১ পরে আমোসের পুত্র যিশায়াহ হিষ্কিয়ের
নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন; ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন,
তুমি অশূরের রাজা সন্হেরীবের বিষয়ে
২২ আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছ, এই জন্য
তাহার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অনূঢ়া
সিয়োন-কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে, ও
তোমাকে পরিহাস করিতেছে; যিরূশালেম-
কন্যা তোমার দিকে শিরশ্চালন করিতেছে।
২৩ তুমি কাহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ? কাহার নিন্দা
করিয়াছ? কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি
করিয়াছ? ইস্রায়েলের পবিত্রতমেরই বিরুদ্ধে!
২৪ তুমি আপন দাসগণের দ্বারা প্রভুকে টিট্‌কারি
দিয়াছ, বলিয়াছ, আমি নিজ রথ-বাহুল্য দ্বারা
পর্ব্বতগণের উচ্চ মস্তকে, লিবানোনের নিভৃত
স্থানে আরোহণ করিয়াছি, আমি তাহার দীর্ঘ-
কায় এরসবৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন
করিব, তাহার প্রান্তভাগস্থ উচ্চস্থানে, উর্ব্বর
২৫ ক্ষেত্রের কাননে গমন করিব। আমি খননপূর্ব্বক
জল পান করিয়াছি, আমি আপন পদতল দ্বারা
২৬ মিসরের সমস্ত খাল শুষ্ক করিব। তুমি কি শুন
নাই যে, আমি দীর্ঘকালাবধি ইহা নিরূপণ
করিয়াছিলাম, পূর্ব্বকালে ইহা স্থির করিয়া-
ছিলাম? আমি এখন তাহা সিদ্ধ করিলাম,
তোমা দ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া
২৭ ঢিবি করিলাম। এই কারণ তন্নিবাসিগণ ক্ষীণ-
হস্ত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল; তাহারা ক্ষেত্রের
শাক ও নবীন তৃণ, ছাদের উপরিস্থ ঘাস ও
২৮ অপক্ব শস্যবিশিষ্ট ক্ষেত্রের ন্যায় হইল। তোমার
উপবেশন, তোমার বাহিরে গমন, তোমার
ভিতরে আগমন আমি জানি; আমার বিরুদ্ধে
২৯ তোমার ক্রোধ প্রকাশও জানি। তোমার ক্রোধ
প্রযুক্ত, আমার বিরুদ্ধে তোমার যে দর্প আমার
কর্ণগোচর হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত, আমি তোমার
নাসিকাতে আমার কড়া ও তোমার ওষ্ঠাধরে
আমার বল্‌গা দিব, এবং তুমি যে পথ দিয়া
আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব।
৩০ আর [হে হিষ্কিয়,] তোমার জন্য এই অভিজ্ঞান
হইবে, তোমরা এই বৎসর স্বয়ং উৎপন্ন শস্য ও
দ্বিতীয় বৎসর তাহার মূলোৎপন্ন শস্য ভোজন

Digitized by Google

করিবে ; পরে তোমরা তৃতীয় বৎসরে বীজ
বপন করিয়া শস্য কাটিবে, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র
৩১ করিয়া তাহার ফলভোগ করিবে। যিহূদা-কুলের
যে উত্তীর্ণগণ অবশিষ্ট আছে, তাহারা আবার
৩২ নীচে মূল বাঁধিবে, ও উপরে ফল দিবে। কেননা
যিরূশালেম হইতে অবশিষ্টগণ, সিয়োন পর্ব্বত
হইতে উত্তীর্ণগণ নির্গত হইবে, বাহিনীগণের
৩৩ সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সাধন করিবে। অতএব
অশূর-রাজের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না, এখানে বাণ
ছাড়িবে না, ঢাল লইয়া ইহার সম্মুখে আসিবে
না, এবং ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে না।
৩৪ সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই পথ দিয়াই
ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না,
৩৫ ইহা সদাপ্রভু কহেন ; কারণ আমি আপনার
নিমিত্তে ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই
নগরের রক্ষার্থে ইহার ঢালস্বরূপ হইব।
৩৬ পরে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়-
দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোক
নিহনন করিলেন ; লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল,
৩৭ আর দেখ, সমস্তই মৃত দেহ। অতএব অশূর-
রাজ সনুহেরীব প্রস্থান করিলেন, এবং নীনবীতে
৩৮ প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিলেন। পরে তিনি
যখন আপনার নিষ্রোক দেবতার গৃহে প্রণিপাত
করিতেছিলেন, তখন অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর
নামক তাঁহার দুই পুত্র খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে হনন
করিল ; পরে তাহারা অরারটদেশে পলায়ন
করিল। আর তাঁহার পুত্র এসর-হদ্দোন তাঁহার
পদে রাজা হইলেন।

হিষ্কিয়ের পীড়া, আরোগ্যলাভ ও প্রশংসাগান।

৩৮ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া
হইয়াছিল। তখন আমোসের পুত্র যিশা-
য়াহ ভাববাদী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহি-
লেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন
বাটীর ব্যবস্থা করিয়া রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু
২ হইবে, তুমি বাঁচিবে না। তাহাতে হিষ্কিয়
ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া সদাপ্রভুর কাছে
৩ প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভো, বিনয়
করি, এখন স্মরণ কর ; আমি তোমার সাক্ষাতে
সত্যে ও সিদ্ধ চিত্তে চলিয়াছি, এবং তোমার
দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি। আর
হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন।
৪ তখন যিশায়াহের নিকটে সদাপ্রভুর এই
৫ বাক্য উপস্থিত হইল, যাও, হিষ্কিয়কে বল,
তোমার পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম,
ও তোমার নেত্রজল দেখিলাম ; দেখ, আমি
৬ তোমার আয়ু পঞ্চদশ বৎসর বৃদ্ধি করিব। আর
আমি অশূর-রাজের হস্ত হইতে তোমাকে ও এই
নগরকে উদ্ধার করিব ; আমি এই নগরের ঢাল-
৭ স্বরূপ হইব। আর সদাপ্রভু যে আপনার কথিত
বাক্য সফল করিবেন, তাহার এই অভিজ্ঞান
৮ সদাপ্রভু হইতে আপনাকে দেওয়া যাইবে। দেখ,
আহসের সূর্য্যঘটিকায় সূর্য্যের ছায়া যত অংশ
গিয়াছে, আমি তাহার দশ অংশ পীছে ফিরা-
ইব। পরে সূর্য্যের ছায়া যত অংশ গিয়াছিল,
তাহার দশ অংশ পীছে ফিরিয়া গেল।
৯ যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের লিপি ; তিনি পীড়িত
হইয়া যখন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করেন,
তখনকার।
১০ আমি আমার আয়ুর সাম্যকালে বলিলাম, আমি
পাতালের পুরদ্বারে প্রবেশ করিব,
আমার বৎসরশ্রেণীর অবশিষ্টাংশে বঞ্চিত
হইলাম।
১১ আমি বলিলাম, আমি সদাপ্রভুকে, জীবিতদের
দেশে সদাপ্রভুকে, আর দেখিব না,
জগন্নিবাসীদের সঙ্গে মনুষ্যকেও আর দেখিব না।
১২ মেষপালকের তাম্বুর ন্যায় আমার আবাস
উঠাইয়া আমা হইতে স্থানান্তর করা
গেল ;
আমি তন্তুবায়ের ন্যায় আপন আয়ু জড়াইলাম ;
তিনি তাঁত হইতে আমাকে কাটিয়া
ফেলিবেন, .
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ
করিবে।
১৩ আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নীরব থাকিলাম ;
সিংহ যেমন করে, তেমনি তিনি আমার
অস্থি সকল চূর্ণ করেন ;
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ
করিবে ;
১৪ আমি তালচোঁচের ন্যায়, সারসের ন্যায়, চিঁচিঁ
শব্দ করিতেছিলাম,
ঘুঘুর ন্যায় কাতরোক্তি করিতেছিলাম ; ঊর্দ্ধ-
দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে আমার চক্ষু
ক্ষীণ হইল ;
হে সদাপ্রভো, আমি উপক্রুত, তুমি আমার
প্রতিভূ হও।
১৫ আমি কি বলিব ? তিনি আমাকে কহিলেন,
এবং নিজেই সাধন করিলেন ;
আমার প্রাণের তিক্ততা প্রযুক্ত অবশিষ্ট বৎসর
সকল আমি ধীরে ধীরে গমন করিব।
১৬ হে প্রভো, এই সকলের দ্বারা লোকেরা জীবিত
থাকে,

Digitized by Google

কেবল ইহাতেই আমার আত্মার জীবনলাভ হয়;
হাঁ, তুমি আমাকে আরোগ্য প্রদান করিবে,
আমাকে সঞ্জীবিত করিবে।
১৭ দেখ, আমার শান্তির নিমিত্তেই আমার দুঃখ
এত দুঃখজনক হইল;
কিন্তু তুমি প্রেমে আমার প্রাণকে বিনাশকূপ
হইতে উদ্ধার করিলে,
আমার সমস্ত পাপ তোমার পশ্চাতে নিক্ষেপ
করিলে।
১৮ পাতাল ত তোমার স্তবগান করে না; মৃত্যু
তোমার প্রশংসা করে না;
গর্ত্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না।
১৯ অদ্য আমি যেমন করিতেছি, তেমনি জীবিত
লোক, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান
করিবে;
পিতা সন্তানগণকে তোমার সত্য জ্ঞাত করিবে।
২০ সদাপ্রভু আমার পরিত্রাণ করিতে সম্মত;
অতএব আইস, আমরা যত দিন জীবিত থাকি,
তত দিন সদাপ্রভুর গৃহে আমার সঙ্গীত তারযুক্ত
যন্ত্রে গান করি।
২১ যিশায়াহ বলিয়াছিলেন, ডুমুরফলের চাপ
লইয়া ছেঁচিয়া স্ফোটকের উপরে দেওয়া হউক,
২২ তাহাতে তিনি বাঁচিবেন। আর হিষ্কিয় বলিয়া-
ছিলেন, আমি যে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া যাইব,
ইহার অভিজ্ঞান কি?

বাবিলীয় রাজদূতগণের আগমন।

৩৯ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র বাবিল-রাজ
মরোদক-বলদন হিষ্কিয়ের নিকটে পত্র ও
উপঢৌকনদ্রব্য পাঠাইলেন, কারণ তিনি তাঁহার
পীড়া ও আরোগ্যের সংবাদ পাইয়াছিলেন।
২ তাহাতে হিষ্কিয় তাহাদের [আগমনে] আনন্দিত
হইয়া আপনার সমস্ত কোষ, রৌপ্য, স্বর্ণ, সুগন্ধি
দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগারের ও
ভাণ্ডারের সমস্ত বস্তু তাহাদিগকে দেখাইলেন।
হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইলেন, এমন কোন
সামগ্রী তাঁহার বাটীতে বা তাঁহার সমস্ত রাজ্যে
ছিল না।
৩ পরে যিশায়াহ ভাববাদী হিষ্কিয় রাজার
নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ
লোকেরা কি বলিল? আর কোথা হইতে
আপনকার নিকটে আসিল? হিষ্কিয় কহিলেন,
উহারা দূরদেশ বাবিল হইতে আমার কাছে
৪ আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা
আপনকার বাটীতে কি কি দেখিয়াছে? হিষ্কিয়
কহিলেন, আমার বাটীতে যাহা যাহা আছে,
সকলই দেখিয়াছে; তাহাদিগকে না দেখাই-
য়াছি, আমার ধনাগারের মধ্যে এমন কোন
৫ দ্রব্য নাই। পরে যিশায়াহ হিষ্কিয়কে বলিলেন,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করুন।
৬ দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমার
বাটীতে যে কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃ-
পুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা সঞ্চিত
হইতেছে, সকলই বাবিলে নীত হইবে; কিছুই
অবশিষ্ট থাকিবে না, সদাপ্রভু এই কথা কহেন।
৭ আর তোমা হইতে উৎপন্ন তোমার ঔরসজাত
সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন নীত হইবে; আর
তাহারা বাবিলের রাজপ্রাসাদে নপুংসক হইবে।
৮ তখন হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিলেন, আপনি
সদাপ্রভুর যে বাক্য কহিলেন, তাহা উত্তম।
তিনি আরও কহিলেন, কারণ আমার সময়ে
শান্তি ও সত্য থাকিবে।

ঈশ্বরের প্রজাগণের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য।

৪০ তোমরা সান্ত্বনা কর, আমার প্রজাদিগকে
সান্ত্বনা কর, তোমাদের ঈশ্বর ইহা বলেন।
২ যিরূশালেমকে চিত্তপ্রবোধক কথা কহ; আর
তাহার নিকটে ইহা প্রচার কর যে, তাহার যুদ্ধ
সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য
হইয়াছে; তাহার যত পাপ, তাহার দ্বিগুণ
[ফল] সে সদাপ্রভুর হস্ত হইতে পাইয়াছে।
৩ এই বাক্যপ্রচারক এক জনের রব, তোমরা
প্রান্তরে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমির
মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সমান
৪ কর। প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হইবে, প্রত্যেক
পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত নিম্ন হইবে; বক্র স্থান
সরল হইবে, উচ্চনীচ ভূমি সমস্থলী হইবে।
৫ আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, যাবতীয়
মর্ত্ত্য এক সঙ্গে তাহা দেখিবে, কারণ সদাপ্রভুর
৬ মুখ ইহা বলিয়াছে। এই বাক্যবাদী এক জনের
রব, "ঘোষণা কর"; তাহাতে কেহ কহিল,
"কি ঘোষণা করিব?" "মাংসমাত্র তৃণস্বরূপ;
৭ ও তাহার সমস্ত কান্তি ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের তুল্য। তৃণ
শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কারণ
তাহার উপরে সদাপ্রভুর শ্বাসবায়ু বহে; হাঁ,
৮ লোকেরা নিতান্তই তৃণস্বরূপ। তৃণ শুষ্ক হইয়া
যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের
ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকাল থাকিবে।"
৯ সিয়োনের কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিণি!
উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ কর; যিরূশালেমের
কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিণি! সবলে উচ্চৈঃ-
স্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না; যিহূদার
নগর সকলকে বল, ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর।

Digitized by Google

১০ দেখ, প্রভু সদাপ্রভু সপরাক্রমে আসিতেছেন,
তাঁহার বাহু তাঁহার জন্য কর্তৃত্ব করে ; দেখ,
তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বেতন আছে, ও তাঁহার
১১ অগ্রে তাঁহার পুরস্কার আছে। তিনি মেষপালকের
ন্যায় আপন পাল চরাইবেন, শাবকদিগকে
বাহুতে সংগ্রহ করিবেন, কোলে করিয়া বহন
করিবেন ; তিনি দুগ্ধবতী সকলকে [ধীরে ধীরে]
চালাইবেন।

১২ কে আপন করতলে জলরাশি পরিমাণ করি-
য়াছে, বিঘত দ্বারা আকাশমণ্ডল মাপিয়াছে,
পৃথিবীর সমস্ত ধূলা পালিতে ভরিয়াছে,
নিক্তিতে পর্ব্বতগণকে, ও পাল্লাতে উপপর্ব্বত-
১৩ গণকে তৌল করিয়াছে? কে সদাপ্রভুর আত্মার
তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে? কিম্বা তাঁহার মন্ত্রী
১৪ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে? তিনি কাহার
কাছে মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছেন? কে তাঁহাকে
বুদ্ধি দিয়াছে, ও বিচারপথ দেখাইয়াছে, কিম্বা
তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে, ও বিবেচনার
১৫ মার্গ জানাইয়াছে? দেখ, জাতিগণ কলশের
গাত্রস্থ জলবিন্দুর কিম্বা নিক্তিতে লগ্ন ধূলিকণার
ন্যায় গণ্য ; দেখ, তিনি দ্বীপ সকলকে একটী
১৬ পরমাণুর ন্যায় তুলেন। হাঁ, জ্বাল দিবার
নিমিত্তে লিবানোনে, হোমবলির নিমিত্তে তাহার
১৭ জন্তু সকলে কুলায় না। তাঁহার সমক্ষে সমস্ত
জাতি নগণ্য, তিনি তাহাদিগকে অবস্তু ও অসার
১৮ হইতেও লঘু জ্ঞান করেন। তবে তোমরা কাহার
সহিত ঈশ্বরের তুলনা দিবে? তাঁহার সদৃশ
১৯ বলিয়া কি প্রকার মূর্ত্তি উপস্থিত করিবে? শিল্প-
কর প্রতিমা ছাঁচে ঢালে, স্বর্ণকার তাহা স্বর্ণপত্রে
মোড়ে, ও তাহার নিমিত্তে রৌপ্যের শৃঙ্খল
২০ প্রস্তুত করে। যে ব্যক্তি মূল্যবান উপহার দিতে
অসমর্থ, সে দুষ্পচ্য কোন কাষ্ঠ মনোনীত করে ;
আপনার জন্য অটল এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ
করাইবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ শিল্পকরের অন্বেষণ
২১ করে। তোমরা কি জ্ঞাত হও নাই, শুন নাই?
পূর্ব্বকালাবধি কি তোমাদিগকে সংবাদ দেওয়া
হয় নাই? পৃথিবীর পত্তনাবধি তোমরা কি বুঝ
২২ নাই? তিনি ভূমণ্ডলের উপরে সমাসীন ; তন্নি-
বাসিগণ ফড়িঙ্গস্বরূপ ; তিনি চন্দ্রাতপের ন্যায়
আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন, বাসতাম্বুর
২৩ ন্যায় তাহা টাঙ্গাইয়াছেন। তিনি ভূপতিদিগকে
লুপ্ত করেন, পৃথিবীর বিচারকর্তাদিগকে অবস্তুবৎ
২৪ করেন। হাঁ, তাহারা রোপিত হয় নাই ; হাঁ,
তাহারা উপ্ত হয় নাই ; হাঁ, ভূমিতে তাহাদের
কাণ্ড বদ্ধমূল হয় নাই ; আবার তিনি তাহাদের
উপরে ফুৎকার দিবামাত্র তাহারা শুকাইয়া যায়,
২৫ ঘূর্ণবায়ু তাহাদিগকে নাড়ার ন্যায় উড়ায়। অত-
এব পবিত্রতম কহেন, তোমরা কাহার সহিত
আমার উপমা দিলে আমি তাহার সদৃশ হইব?
২৬ ঊর্দ্ধলোকের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঐ সকলের
সৃষ্টি কে করিয়াছে? তিনি বাহিনীর ন্যায়
সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে বাহির করিয়া
আনেন, সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে
আহ্বান করেন ; তাঁহার সামর্থ্যের আধিক্য ও
শক্তির প্রাবল্য প্রযুক্ত তাহাদের একটাও অনু-
পস্থিত থাকে না।

২৭ হে যাকোব, তুমি কেন কহিতেছ, হে ইস্রা-
য়েল, তুমি কেন বলিতেছ, আমার পথ সদাপ্রভু
হইতে অন্তর্হিত, আমার বিচার আমার ঈশ্বরের
২৮ জ্ঞানাতীত? তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি
কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু,
পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা, ক্লান্ত হন
না, শ্রান্ত হন না ; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান
২৯ করা যায় না। তিনি ক্লান্তদিগকে শক্তি দেন,
৩০ ও শক্তিহীনদিগের বল বৃদ্ধি করেন। তরুণেরা
ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়, যুবকেরা নিতান্ত স্খলিত হয় ;
৩১ কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা
উত্তর উত্তর নূতন শক্তি পায় ; তাহারা উৎক্রোশ
পক্ষীর ন্যায় পক্ষ সহকারে ঊর্দ্ধে উড়ে ; তাহারা
দৌড়িলে শ্রান্ত হয় না, তাহারা গমন করিলে
ক্লান্ত হয় না।

৪১ হে দ্বীপগণ, আমার সাক্ষাতে নীরব হও ;
লোকবৃন্দ নূতন নূতন বল প্রাপ্ত হউক ;
তাহারা নিকটে আইসুক, পরে কথা বলুক ;
২ আমরা একত্র হইয়া বিচার করিব। কে পূর্ব্বদিক্
হইতে এক জনকে উৎপন্ন করিল? যিনি ধর্ম্ম-
স্বরূপ, তিনি তাহাকে ডাকিয়া আপনার অনুগামী
করেন ; তিনি তাহার সম্মুখস্থ জাতিগণকে
[তাহাকে] দিবেন, রাজগণকে [তাহার] বশী-
ভূত করিবেন ; তিনি তাহার খড়্গের অগ্রে [উহা-
দিগকে] ধূলির সদৃশ করিবেন, তাহার ধনুকের
৩ অগ্রে চালিত নাড়ার সদৃশ করিবেন। সে তাহা-
দের পশ্চাৎ ধাবমান হইবে ; এবং যে পথে কখ-
নও পদার্পণ করে নাই, সেই পথে নিরাপদে
৪ অগ্রসর হইবে। এ সকল কাহার কৃত, কাহার
সাধিত? কে পুরুষাবলিকে পূর্ব্বাবধি আহ্বান
করে? আমি সদাপ্রভু আদি, এবং সেই আমি
৫ শেষকালীন লোকদের সহবর্ত্তী। দ্বীপগণ দৃষ্টি-
পাত করিয়া ভীত হইল, পৃথিবীর প্রান্ত সকল
ত্রাসযুক্ত হইল ; তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া
৬ আসিল। তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতি-
বাসীর সাহায্য করিল, আপন আপন ভ্রাতাকে
৭ কহিল, সাহস কর। শিল্পকর স্বর্ণকারকে আশ্বাস
দিল, এবং হাতুড়িতে সমানকারী লোক নেহাইর
উপরে আঘাতকারীকে যোড়ের বিষয়ে কহিল,
উত্তম হইয়াছে ; এবং [প্রতিমাটা] যেন না নড়ে,

Digitized by Google

যুদ্ধযাত্রা করে, হাঁ, যে সকল লোক তাহার ও
তদীয় দুর্গের প্রতিকূলে যুদ্ধ করে, ও তাহাকে
সঙ্কটাপন্ন করে, তাহারা স্বপ্নবৎ ও রাত্রিকালীন
৮ দর্শনের ন্যায় হইবে ; আর যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তি
স্বপ্ন দেখে, দেখ, সে ভোজন করে ; কিন্তু জাগ্রত
হইলে পর তাহার প্রাণ শূন্য থাকে ; অথবা
যেমন পিপাসিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, দেখ, সে পান
করে ; কিন্তু সে জাগ্রত হইলে পর, দেখ, সে
দুর্ব্বল থাকে, তাহার প্রাণে পিপাসা থাকে ;
সিয়োন পর্ব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সর্ব্বজাতির
লোকারণ্য তেমনি হইবে।
৯ তোমরা চমৎকৃত ও স্তব্ধ হও ; বিলাসরত হও
ও অন্ধ হও ; উহারা মত্ত, কিন্তু দ্রাক্ষারসে নয় ;
উহারা টলটলায়মান, কিন্তু সুরাপানে নয়।
১০ বস্তুতঃ সদাপ্রভু তোমাদের উপরে ঘোর নিদ্রা-
জনক আত্মা ঢালিয়া দিয়াছেন, ও তোমাদের
ভাববাদিবর্গরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং
তোমাদের দর্শকবর্গরূপ মস্তক ঢাকিয়া রাখিয়া-
১১ ছেন। যাবতীয় দর্শন তোমাদের পক্ষে মুদ্রাঙ্কবদ্ধ
পত্রের কথাস্বরূপ হইয়াছে ; কেহ যদি বিদিতা-
ক্ষর লোককে তাহা দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া
ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে, আমি
১২ পারি না, কারণ ইহা মুদ্রাঙ্কে বদ্ধ। আবার যদি
সে নিরক্ষর লোককে সেই পত্র দিয়া বলে, অনু-
গ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে,
আমি লেখা পড়া জানি না।
১৩ প্রভু আরও কহিলেন, এই লোকেরা আমার
নিকটবর্ত্তী হয়, এবং আপন আপন মুখে ও ওষ্ঠা-
ধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু আপন আপন
অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে রাখে, এবং আমা
হইতে তাহাদের যে ভয়, তাহাও তাহাদের মুখস্থ
১৪ করা, মানুষের সূত্র। অতএব দেখ, আমি এই
জাতির সহিত পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য ব্যবহার, এমন
কি, আশ্চর্য্য ও চমৎকার ব্যবহার করিব ;
এবং তাহাদের জ্ঞানবানদের জ্ঞান বিনষ্ট,
ও বিবেচক লোকদের বিবেচনা অন্তর্হিত
হইবে।
১৫ যাহারা গভীর মন্ত্রণা করতঃ সদাপ্রভু হইতে
তাহা গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করে, অন্ধকারে কর্ম্ম
করিয়া বলে, আমাদিগকে কে দেখিতে পায় ?
কে আমাদিগকে চিনিতে পারে ? তাহারা সন্তা-
১৬ পের পাত্র। তোমাদের কেমন বিপরীত বুদ্ধি!
কুম্ভকার কি মৃত্তিকার সমান বলিয়া গণ্য ? কিম্বা
ঐ ব্যক্তি আমাকে নির্ম্মাণ করে নাই, নির্ম্মিত
বস্তু কি নির্ম্মাতার বিষয়ে এ কথা কহিতে
পারে ? কিম্বা, উহার বুদ্ধি নাই, গঠিত বস্তু কি
আপন গঠনকারীর উদ্দেশে ইহা বলিতে পারে ?
১৭ অতি অল্প কাল গত হইলে লিবানোন কি
উদ্যানে পরিণত হইবে না ? আর উদ্যান কি
১৮ অরণ্য বলিয়া গণ্য হইবে না ? সেই দিনে
বধিরগণ পুস্তকের বাক্য শুনিবে, এবং তিমির ও
অন্ধকার ঘুচিয়া যাওয়াতে অন্ধদের চক্ষু দেখিতে
১৯ পাইবে। নম্রগণ সদাপ্রভুতে উত্তরোত্তর আন-
ন্দিত হইবে, ও মনুষ্যদের মধ্যবর্ত্তী দরিদ্রগণ
২০ ইস্রায়েলের পবিত্রতমে উল্লাস করিবে। কেননা
ভীষবিক্রমী কেহ আর থাকিবে না, নিন্দক লুপ্ত
হইবে, যে সকল লোক অধর্ম্মে উৎসুক, তাহারা
২১ উচ্ছিন্ন হইবে। তাহারা ত বাক্কৌশলে মানু-
ষকে দোষী করে, পুরদ্বারে দোষবক্তার জন্য ফাঁদ
পাতে, অকারণে ধার্ম্মিকের প্রতি অন্যায় করে।
২২ অতএব অব্রাহামের মুক্তিদাতা সদাপ্রভু যাকো-
বের কুলের বিষয়ে এই কথা কহেন, যাকোব
এখন লজ্জিত হইবে না, তাহার মুখ মলিন
২৩ থাকিবে না। কেননা তাহার সন্তানগণ যখন
তাহার মধ্যে আমার হস্তকৃত কর্ম্ম দেখিবে, তখন
আমার নাম পবিত্র বলিয়া মানিবে, যাকোবের
পবিত্রতমকে পবিত্র বলিয়া মানিবে, ইস্রায়েলের
২৪ ঈশ্বরকে সম্ভ্রম করিবে। আর ভ্রান্তমনা লোকেরা
বিবেচনার কথা বুঝিবে, বচসাকারীরা তত্ত্বকথা
শিখিবে।

৩০ সদাপ্রভু কহেন, সেই বিদ্রোহী সন্তানগণ
সন্তাপের পাত্র, যাহারা মন্ত্রণা গ্রহণ করে,
কিন্তু আমার কাছে নয়, এবং সন্ধি করে, কিন্তু
আমার আত্মার আবেশে নয়, উদ্দেশ্য এই, যেন
২ পাপের উপরে পাপ করিতে পারে। আমাকে
জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা ফরৌণের পরাক্রমে
পরাক্রমী হইতে ও মিসরের ছায়াতে আশ্রয়
৩ লইতে মিসরে যাইবার জন্য যাত্রা করে। তজ্জন্য
ফরৌণের পরাক্রম তোমাদের লজ্জাজনক হইবে,
এবং মিসরের ছায়াতে আশ্রয় লওয়া তোমাদের
৪ অপমানজনক হইবে। কারণ তাহার অধ্যক্ষগণ
৫ সোয়নে ও দূতগণ হানেষে উপস্থিত। তাহারা
সকলে অনুপকারী জাতির বিষয়ে লজ্জিত
হইবে ; সেই জাতি সাহায্যকারী কি উপকার-
জনক নয়, বরং লজ্জা ও দুর্নামস্বরূপ।
৬ দক্ষিণের পশুগণবিষয়ক ভারবাণী।
সঙ্কটের ও সঙ্কোচের যে দেশ সিংহীর ও কেশ-
রীর, কালসর্পের ও উড্ডয়নশীল সর্পের জন্ম-
ভূমি, সেই দেশ দিয়া তাহারা অনুপকারী এক
জাতির কাছে গর্দ্দভের স্কন্ধে করিয়া আপনাদের
ধন, ও উষ্ট্রের কুঁটিতে করিয়া আপনাদের
৭ সম্পত্তি বহন করে। কারণ মিস্রীয়েরা বাষ্প-
স্বরূপ, তাহাদের সাহায্য মিথ্যা ; এই নিমিত্তে
আমি সেই জাতির এই নাম রাখিলাম, "উপ-
৮ বেশনশীল রহব [অর্থাৎ দাম্ভিক]।" তুমি
এখন আইস, উহাদের সাক্ষাতে এই কথা ফল-

Digitized by Google

ফলকের উপরে লিখ, ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর;
তাহাতে তাহা উত্তরকাল পর্য্যন্ত, হাঁ, অনন্তকাল
৯ থাকিবে। কেননা উহারা বিদ্রোহী জাতি ও
মিথ্যাবাদী সন্তান; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা
১০ শুনিতে অসম্মত সন্তান। তাহারা দর্শকদিগকে
বলে, তোমরা দর্শন করিও না; লক্ষণবেত্তাদিগকে
বলে, তোমরা আমাদের জন্য যথার্থ লক্ষণ বলিও
না; আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য বল, মায়াযুক্ত
১১ লক্ষণ বল; পথ হইতে ফির, মার্গ ত্যাগ কর,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে আমাদের দৃষ্টিপথ
১২ হইতে দূর কর। অতএব ইস্রায়েলের পবিত্রতম
কহেন, তোমরা এই বাক্য হেয়জ্ঞান করিয়াছ,
এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপরে নির্ভর
১৩ দিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন করিয়াছ; অতএব
সেই অপরাধ তোমাদের জন্য উচ্চ ভিত্তির পতন-
শীল ফুলা কাটার ন্যায় হইবে, যাহার ভঙ্গ হঠাৎ
১৪ একেবারে উপস্থিত হয়। আর যেমন কুম্ভকারের
পাত্র ভাঙ্গা যায়, তেমনি তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া
ফেলিবেন, চূর্ণ করিবেন, মমতা করিবেন না;
তাহাতে চুলা হইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা কূপ
হইতে জল তুলিতে একখান খোলাও পাওয়া
১৫ যাইবে না। বস্তুতঃ, প্রভু সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের
পবিত্রতম, এই কথা বলিয়াছিলেন, ফিরিয়া
আসিয়া শান্ত হইলে তোমরা পরিত্রাণ পাইবে,
সুস্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরা-
ক্রম হইবে, কিন্তু তোমরা অসম্মত হইলে।
১৬ তোমরা কহিলে, তাহা নয়, আমরা অশ্বে চড়িয়া
পলায়ন করিব; তজ্জন্য তোমরা পলায়ন করিবে।
আরও [কহিলে], আমরা দ্রুতগামী বাহনে গমন
করিব, তজ্জন্য তোমাদের তাড়নাকারীরা দ্রুত-
১৭ গামী হইবে। একের তর্জ্জনে তোমাদের সহস্র
লোক পলায়ন করিবে, পাঁচের তর্জ্জনে তোমরা
পলায়ন করিবে; তাহাতে তোমাদের অব-
শিষ্টাংশ পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত মাস্তুলের ন্যায়
কিম্বা উপপর্ব্বতের উপরিস্থ পতাকাদণ্ডের ন্যায়
১৮ হইবে। আর সেই জন্য সদাপ্রভু তোমাদের
প্রতি অনুগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করি-
তেছেন, আর সেই জন্য তোমাদের প্রতি করুণা
করিবার আকাঙ্ক্ষায় ঊর্দ্ধে আছেন; কেননা সদা-
প্রভু ন্যায়বিচারের ঈশ্বর; ধন্য তাহারা সকলে,
যাহারা তাঁহার অপেক্ষা করে।
১৯ বস্তুতঃ সিয়োনে, যিরূশালেমে প্রজাগণ বাস
করিবে; তুমি আর রোদন করিবে না; তোমার
ক্রন্দনের রবে তিনি অবশ্য তোমাকে কৃপা করি-
বেন, শুনিবামাত্রই তোমাকে উত্তর দিবেন।
২০ আর প্রভু তোমাদিগকে সঙ্কটের খাদ্য ও কষ্টের
জল দিবেন, কিন্তু তোমার শিক্ষকগণ আর গুপ্ত
থাকিবে না, বরং তোমার চক্ষু তোমার শিক্ষক-
২১ গণকে দেখিতে পাইবে। আর দক্ষিণে কি বামে
ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎ হইতে এই
বাণী শুনিতে পাইবে, এই পথ, তোমরা এই
২২ পথেই চল। আর তোমরা আপনাদের খোদিত
রৌপ্যপ্রতিমার সাজ ও ছাঁচে ঢালা স্বর্ণপ্রতিমার
আভরণ অশুচি করিবে, তুমি তাহা অশুচি বস্তুর
২৩ ন্যায় ফেলিয়া দিবে, বলিবে, দূর, দূর। আর
তিনি তোমার বীজের জন্য বৃষ্টি দিবেন, যেন
তুমি ভূমিতে বপন করিতে পার; এবং ভূমিজাত
ভক্ষ্য দিবেন, তাহা উত্তম ও পুষ্টিকর হইবে;
সেই দিনে তোমার পশুপাল প্রশস্ত মাঠে চরিবে।
২৪ চাসকারী গোরু ও গর্দ্দভ সকল কুলাতে ও
চালুনীতে ঝাড়া ও সুস্বাদু দ্রব্যে মিশ্রিত কলায়
২৫ খাইবে। পরন্তু যে মহাহত্যার দিনে দুর্গ সকল
পতিত হইবে, সেই দিনে প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও
প্রত্যেক উন্নত গিরিতে জলপ্রবাহী স্রোত হইবে।
২৬ আর যে দিনে সদাপ্রভু আপন প্রজাদের ভগ্ন
অবয়ব যোড়া দিবেন, ও প্রহারজাত ক্ষত সুস্থ
করিবেন, সেই দিনে নিশাপতির জ্যোৎস্না
দিবাকরের তেজের তুল্য হইবে, এবং দিবাকরের
তেজ সপ্তগুণ অধিক অর্থাৎ সপ্ত দিবসের
দীপ্তির সমান হইবে।
২৭ দেখ, সদাপ্রভুর নাম দূর হইতে আসিতেছে,
তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিতেছে, তাঁহার ধূমরাশি
অতি ভারী; তাঁহার ওষ্ঠাধর তাপে পরিপূর্ণ,
২৮ তাঁহার জিহ্বা সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিস্বরূপ। তাঁহার
শ্বাসবায়ু প্লাবক বন্যার সদৃশ, তাহা কণ্ঠ পর্য্যন্ত
উঠিবে; তাহা সর্ব্বদেশীয়দিগকে অলীকতার
কুলাতে ঝাড়িতে উদ্যত; আর জাতিগণের মুখে
২৯ ভ্রান্তিজনক বল্গা দেওয়া যাইবে। কিন্তু পবিত্র
উৎসব-রাত্রির ন্যায় তোমাদের গীত হইবে, এবং
লোকে যেমন সদাপ্রভুর পর্ব্বতে ইস্রায়েলের
অচলের কাছে গমনকালে বাঁশী বাজায়, তদ্রূপ
৩০ তোমাদের চিত্তের আনন্দ হইবে। সদাপ্রভু
প্রচণ্ড ক্রোধ, সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা, বাত্যা, ধারা-
সম্পাত ও করকা দ্বারা আপনার প্রতাপান্বিত রব
শুনাইবেন, ও আপনার হস্তাবতারণ দেখাইবেন।
৩১ কারণ অশূর সদাপ্রভুর রবে ভগ্ন হইবে, তিনি
৩২ তাহাকে দণ্ডাঘাত করিবেন। আর সদাপ্রভু যে
নিরূপিত দণ্ড তাহার উপরে অবতারণ করিবেন,
তাহার পুনঃ পুনঃ প্রপতনে তবল ও বীণা
বাজিবে; এবং তিনি ঐ জাতির সহিত তুমুল
৩৩ যুদ্ধ করিবেন। কেননা তোফৎ [অগ্নিকুণ্ড] পূর্ব্ব-
কালাবধি সাজান রহিয়াছে, তাহা রাজার জন্যও
প্রস্তুত আছে; তিনি তাহা গভীর ও প্রশস্ত
করিয়াছেন; তাহার চিতা অগ্নি ও প্রচুর কাষ্ঠ-
ময়; তাহার মধ্যে সদাপ্রভুর ফুৎকার গন্ধক-
স্রোতের ন্যায় দাহ করিবে।

Digitized by Google

৩১ যাহারা সাহায্যের জন্য মিসরে নামিয়া
যায়, অশ্বগণে বিশ্বাস করে, রথের প্রচু-
রতা প্রযুক্ত রথে নির্ভর করে, অতি বলবান
বলিয়া অশ্বারূঢ়গণে নির্ভর করে, কিন্তু ইস্রা-
য়েলের পবিত্রতমের মুখপানে চাহে না, এবং
সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না, তাহারা সন্তাপের
২ পাত্র। পরন্তু তিনিও জ্ঞানবান; তিনি অমঙ্গল
ঘটাইবেন, এবং আপন বাক্য অন্যথা করিবেন
না; তিনি দুরাচারদের কুলের বিরুদ্ধে ও
অধর্ম্মাচারীদের সহায়গণের বিরুদ্ধে উঠিবেন।
৩ পরন্তু মিস্রীয়গণ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নয়; তাহা-
দের অশ্বগণ মাংসমাত্র, আত্মা নয়; এবং সদা-
প্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিলে শরণ্য স্খলিত
হইবে, ও শরণাগত ব্যক্তি পতিত হইবে, সকলে
৪ একসঙ্গে নষ্ট হইবে। কারণ সদাপ্রভু আমাকে
এই কথা কহিলেন, যেমন মৃগরাজ কিম্বা যুবসিংহ
পশু ধরিলে পর গর্জ্জন করে, এবং তাহার বিরুদ্ধে
মেষপালকদের অনেককে ডাকিয়া একত্র করি-
লেও তাহাদের রবে উদ্বিগ্ন কিম্বা তাহাদের
কোলাহলে অবনত হয় না, সেইরূপ বাহিনীগণের
সদাপ্রভু যুদ্ধ করণার্থে সিয়োন পর্ব্বতের ও তদ্-
৫ গিরির উপরে নামিয়া আসিবেন। যেমন পক্ষি-
দম্পতী [বাসার উপরে] ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ
বাহিনীগণের সদাপ্রভু যিরূশালেমকে আবৃত
রাখিবেন, আবৃত রাখিয়া উদ্ধার করিবেন, এবং
নিস্তার করিয়া রক্ষা করিবেন।
৬ হে ইস্রায়েল-সন্তানবর্গ, তোমরা যাঁহা হইতে
ঘোর বিপথে চলিয়া গিয়াছ, তাঁহার কাছে
৭ ফিরিয়া আইস। বস্তুতঃ সেই দিনে তোমরা
প্রত্যেক জন আপন আপন হস্তকৃত রৌপ্যপ্রতিমা
৮ ও স্বর্ণপ্রতিমারূপ পাপবস্তু নিরস্ত করিবে। আর
অশূর খড়্গে পতিত হইবে, কিন্তু মনুষ্যের খড়্গে
নয়; সে খড়্গে ভক্ষিত হইবে, কিন্তু মানবের
খড়্গে নয়; আর সে খড়্গের সম্মুখ হইতে
পলাইবে, ও তাহার যুবকগণ করাধীন হইবে।
৯ আর ত্রাস প্রযুক্ত তাহার অচল চলিয়া যাইবে,
তাহার সেনাপতিগণ ধ্বজাতে ক্ষুব্ধ হইবে;
সিয়োনে যাঁহার অগ্নি ও যিরূশালেমে যাঁহার
তুন্দুর আছে, সেই সদাপ্রভু এই কথা
কহেন।

মশীহ রাজার মহত্ত্ব ও তাঁহার প্রজাদের সুখ।

৩২ দেখ, এক রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করি-
বেন, ও শাসনকর্ত্তৃগণ ন্যায়ানুরূপ শাসন
২ করিবেন। যেমন বাত্যা হইতে আচ্ছাদন ও
ধারাসম্পাত হইতে অন্তরাল, কিম্বা শুষ্ক স্থানে
জলস্রোত ও শ্রান্তিজনক ভূমিতে কোন প্রকাণ্ড
শৈলের ছায়া, এক জন মনুষ্য তদ্রূপ হইবেন।
৩ তাহাতে দর্শকদের চক্ষু মুদ্রিত থাকিবে না,
৪ শ্রোতাদের কর্ণ অবধান করিবে। আর চপলের
চিত্ত জ্ঞান পাইবে, এবং তোৎলার জিহ্বা সহজে
৫ স্পষ্ট কথা কহিবে। মূঢ়কে আর মহাত্মা বলা
যাইবে না, এবং খল আর উদার বলিয়া বিখ্যাত
৬ হইবে না। কেননা মূঢ় মূঢ়তার কথা কহিবে, ও
তাহার মন দুষ্টতার কল্পনা করিবে; বস্তুতঃ
পামরতা করা ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ভ্রান্তির কথা
কহা, ক্ষুধার্ত্ত লোকের প্রাণ শূন্য রাখা, তৃষ্ণার্ত্ত
৭ লোকের জল বারণ করা, তাহার অভিপ্রেত। আর
খলের যন্ত্র সকল মন্দ; সে মিথ্যাকথা দ্বারা
নম্রদিগকে নষ্ট করণার্থে, যখন দরিদ্র ব্যক্তি
সত্য বলে, তখনও কুসঙ্কল্পের মন্ত্রণা করে।
৮ কিন্তু মহাত্মা মাহাত্ম্যের মন্ত্রণা করে, এবং সে
মাহাত্ম্যের চেষ্টায় স্থির থাকে।

৯ হে নিশ্চিন্তা মহিলা সকল, উঠ, আমার রব
শ্রবণ কর; হে নিঃশঙ্কা যুবতি সকল, আমার
১০ বাক্যে কর্ণপাত কর। হে নিঃশঙ্কারা, বৎসরের
পরে কিছু দিন গত হইলে তোমরা উদ্বিগ্ন হইবে,
কেননা দ্রাক্ষাফলের সংহার হইবে, ফল পাড়ি-
১১ বার সময় আসিবে না। হে নিশ্চিন্তারা, কম্পা-
ন্বিতা হও; হে নিঃশঙ্কারা, উদ্বিগ্না হও; পরি-
চ্ছদ খুলিয়া বিবস্ত্রা হও, কটিদেশে চট বাঁধ।
১২ সকলে বুক চাপড়িয়া মনোরম্য ক্ষেত্রের ও ফল-
১৩ বতী দ্রাক্ষালতার জন্য বিলাপ করিবে। আমার
প্রজাদের ভূমি কাঁটার ও শেয়ালকাঁটার জঙ্গল
হইয়া উঠিবে; উল্লাসপ্রিয় নগরের যাবতীয়
১৪ আনন্দ-গৃহেও তাহা জন্মিবে; কারণ রাজপুরী
পরিত্যক্ত হইবে, লোকারণ্যের নগর নির্জ্জন
হইয়া পড়িবে; ওফল গিরি ও প্রহরিদুর্গ চির-
কাল গুহাময় থাকিয়া বনগর্দ্দভের বিলাসস্থান
১৫ ও পশুপালের চরাণিস্থান হইবে, যে পর্য্যন্ত
ঊর্দ্ধলোক হইতে আমাদের উপরে আত্মা সেচিত
না হন, প্রান্তর ফলবৃক্ষের উদ্যানে পরিণত না
হয়, ও ফলশালী ক্ষেত্র অরণ্য বলিয়া গণ্য না
১৬ হয়। তখন সেই প্রান্তরে ন্যায়বিচার বাস করিবে,
সেই ফলশালী ক্ষেত্রে ধার্ম্মিকতা বসতি করিবে।
১৭ আর শান্তিই ধার্ম্মিকতার কার্য্য হইবে, এবং
চিরস্থায়ী সুস্থিরতা ও নিঃশঙ্কতা ধার্ম্মিকতার
১৮ ফল হইবে। আর আমার প্রজাগণ শান্তির
আশ্রমে, নিঃশঙ্কতার আবাসে ও নিশ্চিন্ততার
১৯ বিশ্রামস্থানে বাস করিবে। কিন্তু অরণ্য শিলা-
বৃষ্টিতে ভূমিসাৎ হইবে, নগর সম্পূর্ণরূপে নিপা-
২০ তিত হইবে। ধন্য তোমরা, যাহারা যাবতীয়

Digitized by Google

জলপ্রবাহের ধারে বীজ বপন কর, এবং গোরু
ও গর্দ্দভকে চরিতে দেও।

ঈশ্বরের বিপক্ষদের বিনাশ ও ভক্তগণের মঙ্গল।

৩৩ আপনি ধ্বংসিত না হইয়াও ধ্বংস করি-
তেছ, আপনি প্রতারিত না হইয়াও প্রতারণা
করিতেছ যে তুমি, তুমি সন্তাপের পাত্র ; ধ্বংস-
কার্য্যের সমাপ্তি করিলে পর তুমি ধ্বংসিত
হইবে, প্রতারণা করিয়া শেষ করিলে পর লোকে
২ তোমাকে প্রতারণা করিবে। হে সদাপ্রভো,
আমাদের প্রতি কৃপা কর, আমরা তোমার
অপেক্ষায় রহিয়াছি ; তুমি প্রতিপ্রভাতে আপন
অপেক্ষাকারীদের বাহুস্বরূপ হও, এবং সঙ্কটে
৩ আমাদের ত্রাণস্বরূপ হও। কোলাহলের রবে
জাতিগণ পলায়ন করিল, তুমি উঠিলে বিদেশি-
৪ গণ ছিন্নভিন্ন হইল। পতঙ্গ যেমন সংগ্রহ করে,
তেমনি লোকে তোমাদের লুট সংগ্রহ করিবে ;
ফড়িঙ্গেরা যেমন লাফায়, তেমনি তাহার উপরে
৫ লাফাইবে। সদাপ্রভু উন্নত ; কেননা তিনি ঊর্দ্ধ-
লোকে বাস করেন, তিনি সিয়োনকে ন্যায়বিচারে
৬ ও ধার্ম্মিকতায় পূর্ণ করেন। আর তোমার সময়ে
সুস্থিরতা হইবে, ত্রাণের, প্রজ্ঞার ও জ্ঞানের বাহুল্য
হইবে ; সদাপ্রভুর ভয় তাঁহার ধনকোষ।
৭ দেখ, উহাদের পুরুষসিংহেরা সড়কে ক্রন্দন
করিতেছে, সন্ধির অন্বেষণকারী দূতগণ তীব্র
৮ রোদন করিতেছে। রাজপথ সকল নরশূন্য
হইয়াছে, পথিকমাত্র নাই ; [সে ব্যক্তি] নিয়ম
ভঙ্গ করিয়াছে, নগর সকল তুচ্ছ করিয়াছে,
৯ মর্ত্ত্যকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে। দেশ শোকান্বিত ও
মলিন হইয়াছে, লিবানোন লজ্জা পাইয়াছে ও
ম্লান হইয়াছে, শারোণ মরুভূমির সমান, এবং
১০ বাশন ও কর্ম্মিল পত্রশূন্য হইয়াছে। সদাপ্রভু
কহেন, আমি এখন উঠিব, এখন উন্নত হইব,
১১ এখন মহিমান্বিত হইব। তোমরা চিটারূপ গর্ভ
ধারণপূর্ব্বক নাড়া প্রসব করিবে ; তোমাদেরই
শ্বাসবায়ু অগ্নির ন্যায় তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।
১২ আর জাতিগণ ভাঁটিতে ভস্মীকৃত চূণের ন্যায়
হইবে, অগ্নিতে দগ্ধ কণ্টকের কুচির ন্যায় হইবে।
১৩ হে দূরবর্ত্তী লোক সকল, তোমরা আমার কৃত
কর্ম্মের কথা শুন ; হে নিকটস্থ লোকেরা, আমার
১৪ পরাক্রম জ্ঞাত হও। সিয়োনে পাপিগণ কাঁপি-
তেছে, পামরগণ ত্রাসাপন্ন হইয়াছে। আমাদের
মধ্যে কে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে ?
আমাদের মধ্যে কে অনন্তকালস্থায়ী অগ্নিশিখা-
১৫ সমূহের নিকটে থাকিতে পারে ? যে জন ধার্ম্মি-
কতারূপ পথে চলে, ও সরল ভাবের কথা কহে ;
যে উপদ্রবজাত লাভ ঘৃণা করে, ও উৎকোচের
স্পর্শ হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করে ; যে বধ করিবার
পরামর্শ শুনিলে কর্ণ রোধ করে, ও দুষ্কর্ম্মের
১৬ দর্শন হইতে চক্ষু মুদ্রিত করে ; সে উচ্চ স্থানে
বাস করিবে, শৈলগণের দুরাক্রম স্থান তাহার
দুর্গস্বরূপ হইবে ; তাহাকে ভক্ষ্য বিতরণ করা
১৭ যাইবে, তাহার জলকষ্ট হইবে না। তোমার
নেত্রযুগল স্বীয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রাজাকে দর্শন
১৮ করিবে, দূরব্যাপী দেশ দেখিবে। তোমার চিত্ত
[বিগত] ভয়ের বিষয় আন্দোলন করিবে ;
কোথায় সেই লিপিকর্ত্তা, কোথায় সেই মুদ্রাতোল-
১৯ কারী ? কোথায় সেই দুর্গগণনাকারী ? সেই ক্রূর
জাতি, সেই অজ্ঞেয় গভীর ভাষাবাদী ও অবোধ্য
অস্ফুটবাক্যবাদী লোকদিগকে তুমি আর দেখিতে
২০ পাইবে না। আমাদের পর্ব্বপুরী সিয়োনের
প্রতি দৃষ্টি কর ; তোমার নেত্রযুগল শান্তিযুক্ত
বসতিস্বরূপ যিরূশালেমকে দেখিবে ; তাহা অটল
তাম্বুস্বরূপ, তাহার গোঁজ কখনও উৎপাটিত
হইবে না ; এবং তাহার কোন রজ্জু ছিঁড়িবে
২১ না। বস্তুতঃ সেখানে সদাপ্রভু সপ্রতাপে আমা-
দের সহবর্ত্তী হইবেন, বৃহৎ নদনদী ও বিস্তীর্ণ
স্রোতোমালাস্বরূপ হইবেন ; তথায় দাঁড়যুক্ত
পোত গমনাগমন করিবে না, ও ভয়ঙ্কর জাহাজ
২২ তাহা পার হইয়া আসিবে না। কেননা সদাপ্রভু
আমাদের বিচারকর্ত্তা, সদাপ্রভু আমাদের ব্যব-
স্থাপক, সদাপ্রভু আমাদের রাজা ; তিনিই
আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।
২৩ তোমার রজ্জু সকল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে,
লোকে আপনাদের মাস্তুলের গোড়া শক্ত কিম্বা
পাইল বিস্তীর্ণ রাখিতে পারে না ; তখন বিস্তর
লুটের সামগ্রী বিভাগ করা গেল ; পঙ্গুরা লুট
২৪ দ্রব্য ধরিল। পরন্তু নগরবাসী কেহ বলিবে না,
আমি পীড়িত ; তন্নিবাসী প্রজাদের অপরাধ
ক্ষমা হইবে।

৩৪ হে জাতিগণ, নিকটে আসিয়া শ্রবণ কর ;
হে লোকবৃন্দ, অবধান কর ; পৃথিবী ও তৎ-
পূর্ণতা শ্রবণ করুক, জগৎ ও তদুৎপন্ন সকল
২ পদার্থ শুনুক। কেননা জাতিমাত্রের প্রতিকূলে
সদাপ্রভুর ক্রোধ, তাহাদের সৈন্যসামন্তের প্রতি-
কূলে তাঁহার প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত হইল ; তিনি
তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন, তাহা-
৩ দিগকে বধে সমর্পণ করিলেন। আর তাহাদের
নিহতগণ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাদের শব
হইতে দুর্গন্ধ উঠিবে, তাহাদের রক্তে পর্ব্বতগণ
৪ গলিত হইবে। আর নভোমণ্ডলের সমস্ত বাহিনী
ক্ষয় পাইবে, গগন লিপিপত্রের ন্যায় জড়ান

Digitized by Google

যাইবে; এবং যেমন দ্রাক্ষালতার জীর্ণ পত্র ও
ডুমুর বৃক্ষের জীর্ণ পল্লব, তদ্রূপ তাহার সমস্ত
৫ বাহিনী জীর্ণ হইয়া পড়িবে। কেননা আমার
খড়্গ স্বর্গে পরিতৃপ্ত হইয়াছে: দেখ, বিচার
সাধনার্থে তাহা ইদোম দেশের উপরে, আমার
৬ শাপে অভিশপ্ত লোকদের উপরে পড়িবে। সদা-
প্রভুর খড়্গ রক্তে তৃপ্ত ও মেদে আপ্যায়িত হই-
য়াছে; মেষশাবকের ও ছাগের রক্তে এবং মেষ-
দের মেটিয়ার মেদে [তৃপ্ত হইয়াছে]। কেননা
বস্রাতে সদাপ্রভুর এক যজ্ঞ, ইদোম দেশে বিস্তর
৭ পশুহত্যা হইবে। তাহাদের সহিত গবয়, ও
ষাঁড়ের সহিত যুববৃষ নামিয়া আসিবে, এবং
তাহাদের ভূমি রক্তে পরিতৃপ্ত, ও ধূলা মেদে
৮ সারাল হইবে। কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতি-
শোধের দিন, এ সিয়োনের বিবাদ সম্বন্ধীয় প্রতি-
৯ ফলদানের বৎসর। তথাকার প্রবাহ সকল আল্-
কাতরায়, তথাকার ধূলি গন্ধকে পরিণত হইবে,
তথাকার সমস্ত ভূমি প্রজ্বলিত আল্‌কাতরা
১০ হইবে। তাহা দিবারাত্র কদাচ নির্ব্বাণ হইবে
না, চিরকাল তাহার ধূম উঠিবে; তাহা পুরুষানু-
ক্রমে মরুভূমি হইয়া থাকিবে, তাহার মধ্য দিয়া
১১ অনন্তকালেও কেহ কখনও যাইবে না। কিন্তু
পানিভেলা ও শজারু তাহা অধিকার করিবে,
এবং মহাপেচক ও দাঁড়কাক তাহার মধ্যে বাস
করিবে; হাঁ, তাহার উপরে অবস্তুতারূপ মানরজ্জু
১২ ও শূন্যতারূপ ওলোনসূত্র ধরা যাইবে। তথাকার
কুলীনেরা! রাজত্ব ঘোষণা করিতে কেহই
থাকিবে না; তথাকার প্রধানবর্গ সর্ব্বতোভাবে
১৩ লুপ্ত হইবে। তাহার অট্টালিকা সকল কণ্টকে,
তাহার দুর্গ সকল বিছুটীতে ও শেয়ালকাঁটাতে
ব্যাপ্ত হইবে, এবং সে দেশ শৃগালের বাসস্থান,
১৪ উষ্ট্রপক্ষীর মাঠ হইবে। আর সে স্থানে বনপশু-
গণ বৃকগণের সহিত মিলিবে, এবং ছাগেরা
আপন আপন মিত্রকে আহ্বান করিয়া আসিবে;
আর সেখানে নিশাচরী বাস করিয়া বিশ্রামের
১৫ স্থান পাইবে। সে স্থানে বেতাছড়া সর্প বাসা
করিয়া ডিম্ব প্রসব করিবে, তাহা ফুটাইয়া
শাবকদিগকে আপন ছায়াতে একত্র করিবে;
এবং সেখানে চিলেরা প্রত্যেকে আপন আপন
১৬ সঙ্গিনীর সহিত একত্র হইবে। তোমরা সদা-
প্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান করিয়া পাঠ কর, ইহার
একেরও অভাব হইবে না, তাহারা কেহ আপন
সঙ্গিনীবিহীন থাকিবে না; কেননা আমার মুখ
দ্বারা তিনিই ইহা বলিয়াছেন, এবং তিনিই
আপন আত্মা দ্বারা তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া-
১৭ ছেন। আর তিনি গুলিবাঁটপূর্ব্বক তাহাদিগকে
সেই অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার হস্ত মানরজ্জু
দ্বারা প্রত্যেকের অংশ নিরূপণ করিয়াছে; তাহারা
চিরকাল তাহা অধিকার করিবে, তাহারা পুরু-
ষানুক্রমে সে স্থানে বাস করিবে।

৩৫ প্রান্তর ও জনশূন্য স্থান আমোদ করিবে,
এবং মরুভূমি উল্লাসিত হইবে, গোলাপের
২ ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। সে পুষ্পবাহুল্যে প্রফুল্ল
হইবে, হাঁ, উল্লাসপূর্ব্বক আনন্দগান করিবে:
লিবানোনের প্রতাপ, কর্ম্মিলের ও শারোণের
শোভা তাহাকে দত্ত হইবে; তাহারা সদাপ্রভুর
প্রতাপ ও আমাদের ঈশ্বরের শোভা দেখিতে
পাইবে।
৩ তোমরা দুর্ব্বল হস্ত সবল কর, কম্পিত জানু
৪ সুস্থির কর। চপলচিত্তদিগকে বল, সাহস কর,
ভয় করিও না; ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর প্রতি-
শোধসহ, ঈশ্বরীয় প্রতীকারসহ আসিতেছেন,
তিনিই আসিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণ করি-
৫ বেন। তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে,
৬ বধিরদের কর্ণ মুক্ত হইবে। তৎকালে খঞ্জ হরি-
ণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙাদের জিহ্বা
আনন্দরব করিবে; কেননা প্রান্তরে জল ও মরু-
ভূমির নানা স্থানে প্রবাহ উৎসারিত হইবে।
৭ আর মরীচিকা জলাশয় হইয়া যাইবে, ও শুষ্ক
ভূমি জলের উনুইতে পরিপূর্ণ হইবে; শৃগাল-
দিগের নিবাসে, তাহাদের শয়নস্থানে, নল খাগ-
৮ ড়ার বন হইবে। আর সেই স্থানে এক জাঙ্গাল
ও রাজপথ হইবে; তাহা পবিত্র মার্গ বলিয়া
আখ্যাত হইবে; তাহা দিয়া কোন অশুচি লোক
যাতায়াত করিবে না, কিন্তু তাহা কেবল উহাদের
জন্যই হইবে; সে পথে পথিকগণ, এমন কি,
৯ অজ্ঞানেরাও, ভ্রান্ত হইবে না। সেখানে সিংহ
থাকিবে না, কোন হিংস্রক জন্তু তাহাতে উঠিবে
না, সেখানে তাহা দেখা যাইবেই না; কিন্তু
১০ মুক্তিপ্রাপ্তেরা তাহাতে গমন করিবে। হাঁ, সদা-
প্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে,
আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে, এবং
তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে;
তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, এবং
খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

অশূরীয়দের আক্রমণ ও পরাভব।

৩৬ হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ বৎ-
সরে অশূর-রাজ সন্‌হেরীব যিহূদার প্রাচীর-
বেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া সে সকল
২ হস্তগত করিলেন। পরে অশূর-রাজ লাখীশ
হইতে রবশাকিকে বৃহৎ সৈন্যদলের সহিত যিরূ-
শালেমে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিলেন;
তাহাতে তিনি [আসিয়া] উচ্চতর পুষ্করিণীর

Digitized by Google

প্রণালীর কাছে রজক-ভূমির পথে অবস্থিতি
৩ করিলেন। পরে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম
নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ, শিব্‌ন লেখক ও আস-
ফের পুত্র যোয়াহ নামক ইতিহাস-রচক বাহির
৪ হইয়া তাঁহার কাছে গেলেন। রব্‌শাকি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা
বল, রাজাধিরাজ অশূর-রাজ কহেন, তুমি যে
৫ সাহস করিতেছ, সে কেমন সাহস? আমি বলি,
সংগ্রামবিষয়ক বুদ্ধি ও পরাক্রম ওষ্ঠের ধ্বনিমাত্র;
বল দেখি, তুমি কাহার উপরে বিশ্বাস করিয়া
৬ আমার বিদ্রোহী হইলে? দেখ, তুমি ঐ থেঁৎলা
নলরূপ যষ্টিতে, অর্থাৎ মিসরে বিশ্বাস করি-
তেছ; কিন্তু যে কেহ তাহার উপরে নির্ভর দেয়,
সে তাহার হস্তে ফুটিয়া তাহা বিদ্ধ করে; যত
লোক তাহাতে বিশ্বাস করে, সেই সকলের পক্ষে
৭ মিসর-রাজ ফরৌণ তদ্রূপ। আর যদি বল,
আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি,
তবে তিনি কি সেই নহেন, যাহার উচ্চস্থলী ও
যজ্ঞবেদি সকল হিষ্কিয় দূর করিয়া যিহূদার ও
যিরূশালেমের লোকদিগকে বলিয়াছে, তোমরা
৮ এই যজ্ঞবেদির কাছে প্রণিপাত করিও? তুমি
এক বার আমার প্রভু অশূর-রাজের সহিত পণ
কর দেখি; আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিই,
৯ তুমি কি তদারোহী লোক দিতে পার? তবে
কেমন করিয়া আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসগণের
মধ্যে এক জন সেনাপতির মুখ ফিরাইবে? কেমন
করিয়া তুমি রথ ও অশ্বের জন্য মিসরে বিশ্বাস
১০ করিতেছ? বল দেখি, আমি কি সদাপ্রভুর
সম্মতি ব্যতিরেকে এই দেশ ধ্বংস করিতে আসি-
য়াছি? সদাপ্রভুই আমাকে বলিয়াছেন, তুমি
১১ ঐ দেশে গিয়া উহা ধ্বংস কর। তখন ইলিয়া-
কীম, শিব্‌ন ও যোয়াহ রব্‌শাকিকে কহিলেন,
বিনয় করি, আপনকার দাসদিগকে অরামীয়
ভাষায় বলুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে
পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে
আমাদের কাছে যিহূদী ভাষায় কথা বলিবেন
১২ না। কিন্তু রব্‌শাকি বলিলেন, আমার প্রভু কি
তোমার প্রভুরই কাছে এবং তোমারই কাছে এই
কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে
লোকেরা তোমাদের সহিত আপন আপন বিষ্ঠা
খাইতে ও আপন আপন মূত্র পান করিতে প্রাচী-
রের উপরে বসিয়া আছে, উহাদেরই কাছে কি
১৩ তিনি পাঠান নাই? পরে রব্‌শাকি দণ্ডায়মান
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষায় বলিতে লাগি-
লেন, তোমরা রাজাধিরাজ অশূর-রাজের কথা
১৪ শুন। রাজা এই কথা কহিতেছেন, হিষ্কিয়
তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মাউক; কেননা তোমা-
১৫ দিগকে রক্ষা করিতে তাহার সাধ্য নাই। আর
হিষ্কিয় এই বলিয়া সদাপ্রভুতে তোমাদের বিশ্বাস
না জন্মাউক যে, সদাপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই
উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনও অশূর-রাজের
১৬ হস্তগত হইবে না। তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনিও
না; কেননা অশূর-রাজ এই কথা কহেন, তোমরা
আমার সঙ্গে সন্ধি কর, বাহির হইয়া আমার
কাছে আইস; এবং তোমরা প্রত্যেক জন আপন
আপন দ্রাক্ষাফল ও ডুমুর ফল ভোজন কর, এবং
১৭ আপন আপন কূপের জল পান কর; পরে আমি
আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের ন্যায় শস্য ও
দ্রাক্ষারসবিশিষ্ট, রুটী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রবিশিষ্ট,
১৮ কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। সদা-
প্রভু আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই বলিয়া
যেন হিষ্কিয় তোমাদিগকে না ভুলায়। জাতি-
গণের দেবতারা কি কেহ অশূর-রাজের হস্ত হইতে
১৯ আপন আপন দেশ রক্ষা করিয়াছে? হমাতের ও
অর্পদের দেবগণ কোথায়? সফর্বয়িমের দেবগণ
কোথায়? উহারা কি আমার হস্ত হইতে শম-
২০ রিয়াকে রক্ষা করিয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের
সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন্‌ দেবতারা আমার হস্ত
হইতে আপনাদের দেশ উদ্ধার করিয়াছে? তবে
সদাপ্রভু আমার হস্ত হইতে যিরূশালেমকে
২১ উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সম্ভব? কিন্তু লোকেরা
নীরব হইয়া থাকিল, তাহার এক কথারও উত্তর
করিল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ছিল যে,
২২ তাহাকে উত্তর দিও না। পরে হিল্কিয়ের পুত্র
রাজবাটীর অধ্যক্ষ, ইলিয়াকীম, শিব্‌ন লেখক ও
আসফের পুত্র ইতিহাস-রচক যোয়াহ আপন
আপন বস্ত্র চিরিয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া
রব্‌শাকির কথা জ্ঞাত করিলেন।

৩৭ তাহা শুনিবামাত্র হিষ্কিয় রাজা আপন
বস্ত্র চিরিয়া চট পরিধান করিয়া সদা-
২ প্রভুর গৃহে গমন করিলেন। আর রাজবাটীর
অধ্যক্ষ ইলিয়াকীমকে ও শিব্‌ন লেখককে এবং
যাজকদের প্রাচীনবর্গকে চট পরিধান করাইয়া
আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদীর নিকটে
৩ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন,
হিষ্কিয় এই কথা বলেন, অদ্যকার দিবস
সঙ্কটের, অনুযোগের ও অপমানের দিবস,
কেননা বালকগণ প্রসবদ্বারে উপস্থিত, কিন্তু
৪ প্রসব করিবার শক্তি নাই। হয় ত, জীবৎ
ঈশ্বরকে টিট্‌কারি দিবার জন্য আপন প্রভু
অশূর-রাজের প্রেরিত রব্‌শাকি যে সকল কথা
কহিয়াছে, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা
শুনিবেন, এবং আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই
যে সকল কথা শুনিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে
অনুযোগ করিবেন; অতএব যে অবশিষ্টাংশ
এখনও আছে, আপনি তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা

Digitized by Google

৫ উৎসর্গ করুন। তখন হিষ্কিয় রাজার দাসগণ
৬ যিশায়াহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যিশায়াহ
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কর্ত্তাকে এই
কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি
যাহা শুনিয়াছ, ও যাহা বলিয়া অশূর-রাজের
ভৃত্যগণ আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল
৭ কথায় ভীত হইও না। দেখ, আমি তাহার
মধ্যে এক আত্মা দিব, এবং সে কোন সংবাদ
শুনিবে, শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে,
পরে আমি তাহারই দেশে তাহাকে খড়্গ দ্বারা
নিপাত করিব।
৮ পরে রব্‌শাকি ফিরিয়া গেলেন, গিয়া অশূর-
রাজের সহিত মিলিলেন; আর দেখিলেন,
তিনি লিব্‌নার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন;
বস্তুতঃ তিনি লাখীশ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন,
৯ ইহা রব্‌শাকি শুনিয়াছিলেন। পরে তিনি
কূশদেশীয় তির্হক রাজার বিষয়ে এই সংবাদ
শুনিলেন, তিনি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে
বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি
হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে পাঠাইলেন, বলি-
১০ লেন, তোমরা যিহূদার রাজা হিষ্কিয়কে এই
কথা বল, তোমার বিশ্বাস-ভূমি ঈশ্বর এই
বলিয়া তোমার ভ্রান্তি না জন্মাউন যে, যিরূ-
শালেম অশূর-রাজের হস্তে সমর্পিত হইবে
১১ না। দেখ, সমুদয় দেশ নিঃশেষে বিনষ্ট করণ
দ্বারা অশূর-রাজগণ সমস্ত দেশের প্রতি যাহা
যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে
১২ তুমি কি উদ্ধার পাইবে? আমার পিতৃপুরুষগণ
দ্বারা বিনষ্ট জাতিদের, গোষন, হারণ ও রেৎ-
সফের এবং তলঃসর-নিবাসী এদন-সন্তানদের
১৩ দেবগণ কি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে? হমা-
তের রাজা, অর্পদের রাজা, এবং সর্ব্বয়িম নগ-
রের, হেনার ও ইব্বার রাজা কোথায়?
১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্ত হইতে পত্রখানা
লইয়া পাঠ করিলেন; পরে হিষ্কিয় সদাপ্রভুর
গৃহে উঠিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে
১৫ তাহা বিস্তার করিলেন। আর হিষ্কিয় সদা-
১৬ প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিলেন, হে ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর করূবদ্বয়ে আসীন বাহিনীগণের
সদাপ্রভো, কেবল তুমিই পৃথিবীর যাবতীয়
রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবী রচনা
১৭ করিয়াছ। হে সদাপ্রভো, কর্ণ পাতিয়া শুন;
হে সদাপ্রভো, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ।
জীবৎ ঈশ্বরকে টিট্‌কারি দিবার জন্য সন্হেরীব
যে সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা শুন।
১৮ হে সদাপ্রভো, সত্য বটে, অশূর-রাজগণ সর্ব্ব-
দেশীয় লোকদিগকে ও তাহাদের দেশ সকল
১৯ বিনষ্ট করিয়াছে, এবং তাহাদের দেবগণকে
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, কারণ তাহারা ঈশ্বর
নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তের কার্য্য, কাষ্ঠ ও প্রস্তর;
এই জন্য উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করি-
২০ য়াছে। অতএব এখন, হে আমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভো, তুমি তাহার হস্ত হইতে আমাদিগকে
নিস্তার কর; তাহাতে তুমি, কেবল তুমিই যে
সদাপ্রভু, ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের
লোকেরা জ্ঞাত হইবে।
২১ পরে আমোসের পুত্র যিশায়াহ হিষ্কিয়ের
নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন; ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন,
তুমি অশূরের রাজা সন্হেরীবের বিষয়ে
২২ আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছ, এই জন্য
তাহার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অনূঢ়া
সিয়োন-কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে, ও
তোমাকে পরিহাস করিতেছে; যিরূশালেম-
কন্যা তোমার দিকে শিরশ্চালন করিতেছে।
২৩ তুমি কাহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ? কাহার নিন্দা
করিয়াছ? কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি
করিয়াছ? ইস্রায়েলের পবিত্রতমেরই বিরুদ্ধে!
২৪ তুমি আপন দাসগণের দ্বারা প্রভুকে টিট্‌কারি
দিয়াছ, বলিয়াছ, আমি নিজ রথ-বাহুল্য দ্বারা
পর্ব্বতগণের উচ্চ মস্তকে, লিবানোনের নিভৃত
স্থানে আরোহণ করিয়াছি, আমি তাহার দীর্ঘ-
কায় এরসবৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন
করিব, তাহার প্রান্তভাগস্থ উচ্চস্থানে, উর্ব্বর
২৫ ক্ষেত্রের কাননে গমন করিব। আমি খননপূর্ব্বক
জল পান করিয়াছি, আমি আপন পদতল দ্বারা
২৬ মিসরের সমস্ত খাল শুষ্ক করিব। তুমি কি শুন
নাই যে, আমি দীর্ঘকালাবধি ইহা নিরূপণ
করিয়াছিলাম, পূর্ব্বকালে ইহা স্থির করিয়া-
ছিলাম? আমি এখন তাহা সিদ্ধ করিলাম,
তোমা দ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া
২৭ ঢিবি করিলাম। এই কারণ তন্নিবাসিগণ ক্ষীণ-
হস্ত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল; তাহারা ক্ষেত্রের
শাক ও নবীন তৃণ, ছাদের উপরিস্থ ঘাস ও
২৮ অপক্ব শস্যবিশিষ্ট ক্ষেত্রের ন্যায় হইল। তোমার
উপবেশন, তোমার বাহিরে গমন, তোমার
ভিতরে আগমন আমি জানি; আমার বিরুদ্ধে
২৯ তোমার ক্রোধ প্রকাশও জানি। তোমার ক্রোধ
প্রযুক্ত, আমার বিরুদ্ধে তোমার যে দর্প আমার
কর্ণগোচর হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত, আমি তোমার
নাসিকাতে আমার কড়া ও তোমার ওষ্ঠাধরে
আমার বল্‌গা দিব, এবং তুমি যে পথ দিয়া
আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব।
৩০ আর [হে হিষ্কিয়,] তোমার জন্য এই অভিজ্ঞান
হইবে, তোমরা এই বৎসর স্বয়ং উৎপন্ন শস্য ও
দ্বিতীয় বৎসর তাহার মূলোৎপন্ন শস্য ভোজন

Digitized by Google

করিবে ; পরে তোমরা তৃতীয় বৎসরে বীজ
বপন করিয়া শস্য কাটিবে, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র
৩১ করিয়া তাহার ফলভোগ করিবে। যিহূদা-কুলের
যে উত্তীর্ণগণ অবশিষ্ট আছে, তাহারা আবার
৩২ নীচে মূল বাঁধিবে, ও উপরে ফল দিবে। কেননা
যিরূশালেম হইতে অবশিষ্টগণ, সিয়োন পর্ব্বত
হইতে উত্তীর্ণগণ নির্গত হইবে, বাহিনীগণের
৩৩ সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সাধন করিবে। অতএব
অশূর-রাজের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না, এখানে বাণ
ছাড়িবে না, ঢাল লইয়া ইহার সম্মুখে আসিবে
না, এবং ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে না।
৩৪ সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই পথ দিয়াই
ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না,
৩৫ ইহা সদাপ্রভু কহেন ; কারণ আমি আপনার
নিমিত্তে ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই
নগরের রক্ষার্থে ইহার ঢালস্বরূপ হইব।
৩৬ পরে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়-
দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোক
নিহনন করিলেন ; লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল,
৩৭ আর দেখ, সমস্তই মৃত দেহ। অতএব অশূর-
রাজ সন্হেরীব প্রস্থান করিলেন, এবং নীনবীতে
৩৮ প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিলেন। পরে তিনি
যখন আপনার নিস্রোক দেবতার গৃহে প্রণিপাত
করিতেছিলেন, তখন অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর
নামক তাঁহার দুই পুত্র খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে হনন
করিল ; পরে তাহারা অরারটদেশে পলায়ন
করিল। আর তাঁহার পুত্র এসর-হদ্দোন তাঁহার
পদে রাজা হইলেন।

হিষ্কিয়ের পীড়া, আরোগ্যলাভ ও প্রশংসাগান।

৩৮ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া
হইয়াছিল। তখন আমোসের পুত্র যিশা-
য়াহ ভাববাদী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহি-
লেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন
বাটীর ব্যবস্থা করিয়া রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু
২ হইবে, তুমি বাঁচিবে না। তাহাতে হিষ্কিয়
ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া সদাপ্রভুর কাছে
৩ প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভো, বিনয়
করি, এখন স্মরণ কর ; আমি তোমার সাক্ষাতে
সত্যে ও সিদ্ধ চিত্তে চলিয়াছি, এবং তোমার
দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি। আর
হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন।
৪ তখন যিশায়াহের নিকটে সদাপ্রভুর এই
৫ বাক্য উপস্থিত হইল, যাও, হিষ্কিয়কে বল,
তোমার পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম,
ও তোমার নেত্রজল দেখিলাম ; দেখ, আমি
৬ তোমার আয়ু পঞ্চদশ বৎসর বৃদ্ধি করিব। আর
আমি অশূর-রাজের হস্ত হইতে তোমাকে ও এই
নগরকে উদ্ধার করিব ; আমি এই নগরের ঢাল-
৭ স্বরূপ হইব। আর সদাপ্রভু যে আপনার কথিত
বাক্য সফল করিবেন, তাহার এই অভিজ্ঞান
৮ সদাপ্রভু হইতে আপনাকে দেওয়া যাইবে। দেখ,
আহসের সূর্য্যঘটিকায় সূর্য্যের ছায়া যত অংশ
গিয়াছে, আমি তাহার দশ অংশ পীছে ফিরা-
ইব। পরে সূর্য্যের ছায়া যত অংশ গিয়াছিল,
তাহার দশ অংশ পীছে ফিরিয়া গেল।
৯ যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের লিপি ; তিনি পীড়িত
হইয়া যখন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করেন,
তখনকার।

১০ আমি আমার আয়ুর সাম্যকালে বলিলাম, আমি
পাতালের পুরদ্বারে প্রবেশ করিব,
আমার বৎসরশ্রেণীর অবশিষ্টাংশে বঞ্চিত
হইলাম।
১১ আমি বলিলাম, আমি সদাপ্রভুকে, জীবিতদের
দেশে সদাপ্রভুকে, আর দেখিব না,
জগন্নিবাসীদের সঙ্গে মনুষ্যকেও আর দেখিব না।
১২ মেষপালকের তাম্বুর ন্যায় আমার আবাস
উঠাইয়া আমা হইতে স্থানান্তর করা
গেল ;
আমি তন্তুবায়ের ন্যায় আপন আয়ু জড়াইলাম ;
তিনি তাঁত হইতে আমাকে কাটিয়া
ফেলিবেন,
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ
করিবে।
১৩ আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নীরব থাকিলাম ;
সিংহ যেমন করে, তেমনি তিনি আমার
অস্থি সকল চূর্ণ করেন ;
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ
করিবে ;
১৪ আমি তালচোঁচের ন্যায়, সারসের ন্যায়, চিঁচিঁ
শব্দ করিতেছিলাম,
ঘুঘুর ন্যায় কাতরোক্তি করিতেছিলাম ; ঊর্দ্ধ-
দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে আমার চক্ষু
ক্ষীণ হইল ;
হে সদাপ্রভো, আমি উপদ্রুত, তুমি আমার
প্রতিভূ হও।
১৫ আমি কি বলিব? তিনি আমাকে কহিলেন,
এবং নিজেই সাধন করিলেন ;
আমার প্রাণের তিক্ততা প্রযুক্ত অবশিষ্ট বৎসর
সকল আমি ধীরে ধীরে গমন করিব।
১৬ হে প্রভো, এই সকলের দ্বারা লোকেরা জীবিত
থাকে,

Digitized by Google

কেবল ইহাতেই আমার আত্মার জীবনলাভ হয় ;
হাঁ, তুমি আমাকে আরোগ্য প্রদান করিবে,
আমাকে সঞ্জীবিত করিবে।
১৭ দেখ, আমার শান্তির নিমিত্তেই আমার দুঃখ
এত দুঃখজনক হইল ;
কিন্তু তুমি প্রেমে আমার প্রাণকে বিনাশকূপ
হইতে উদ্ধার করিলে,
আমার সমস্ত পাপ তোমার পশ্চাতে নিক্ষেপ
করিলে।
১৮ পাতাল ত তোমার স্তবগান করে না ; মৃত্যু
তোমার প্রশংসা করে না ;
গর্ত্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না।
১৯ অদ্য আমি যেমন করিতেছি, তেমনি জীবিত
লোক, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান
করিবে ;
পিতা সন্তানগণকে তোমার সত্য জ্ঞাত করিবে।
২০ সদাপ্রভু আমার পরিত্রাণ করিতে সম্মত ;
অতএব আইস, আমরা যত দিন জীবিত থাকি,
তত দিন সদাপ্রভুর গৃহে আমার সঙ্গীত তারযুক্ত
যন্ত্রে গান করি।
২১ যিশায়াহ বলিয়াছিলেন, ডুমুরফলের চাপ
লইয়া ছেঁচিয়া স্ফোটকের উপরে দেওয়া হউক,
২২ তাহাতে তিনি বাঁচিবেন। আর হিষ্কিয় বলিয়া-
ছিলেন, আমি যে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া যাইব,
ইহার অভিজ্ঞান কি ?

বাবিলীয় রাজদূতগণের আগমন।

৩৯ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র বাবিল-রাজ
মরোদক-বলদন হিষ্কিয়ের নিকটে পত্র ও
উপঢৌকনদ্রব্য পাঠাইলেন, কারণ তিনি তাঁহার
পীড়া ও আরোগ্যের সংবাদ পাইয়াছিলেন।
২ তাহাতে হিষ্কিয় তাহাদের [আগমনে] আনন্দিত
হইয়া আপনার সমস্ত কোষ, রৌপ্য, স্বর্ণ, সুগন্ধি
দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগারের ও
ভাণ্ডারের সমস্ত বস্তু তাহাদিগকে দেখাইলেন।
হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইলেন, এমন কোন
সামগ্রী তাঁহার বাটীতে বা তাঁহার সমস্ত রাজ্যে
ছিল না।
৩ পরে যিশায়াহ ভাববাদী হিষ্কিয় রাজার
নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ
লোকেরা কি বলিল ? আর কোথা হইতে
আপনকার নিকটে আসিল ? হিষ্কিয় কহিলেন,
উহারা দূরদেশ বাবিল হইতে আমার কাছে
৪ আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা
আপনকার বাটীতে কি কি দেখিয়াছে ? হিষ্কিয়
কহিলেন, আমার বাটীতে যাহা যাহা আছে,
সকলই দেখিয়াছে ; তাহাদিগকে না দেখাই-
য়াছি, আমার ধনাগারের মধ্যে এমন কোন
৫ দ্রব্য নাই। পরে যিশায়াহ হিষ্কিয়কে বলিলেন,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করুন।
৬ দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমার
বাটীতে যে কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃ-
পুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা সঞ্চিত
হইতেছে, সকলই বাবিলে নীত হইবে ; কিছুই
অবশিষ্ট থাকিবে না, সদাপ্রভু এই কথা কহেন।
৭ আর তোমা হইতে উৎপন্ন তোমার ঔরসজাত
সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন নীত হইবে ; আর
তাহারা বাবিলের রাজপ্রাসাদে নপুংসক হইবে।
৮ তখন হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিলেন, আপনি
সদাপ্রভুর যে বাক্য কহিলেন, তাহা উত্তম।
তিনি আরও কহিলেন, কারণ আমার সময়ে
শান্তি ও সত্য থাকিবে।

ঈশ্বরের প্রজাগণের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য।

৪০ তোমরা সান্ত্বনা কর, আমার প্রজাদিগকে
সান্ত্বনা কর, তোমাদের ঈশ্বর ইহা বলেন।
২ যিরূশালেমকে চিত্তপ্রবোধক কথা কহ ; আর
তাহার নিকটে ইহা প্রচার কর যে, তাহার যুদ্ধ
সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য
হইয়াছে ; তাহার যত পাপ, তাহার দ্বিগুণ
[ফল] সে সদাপ্রভুর হস্ত হইতে পাইয়াছে।
৩ এই বাক্যপ্রচারক এক জনের রব, তোমরা
প্রান্তরে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমির
মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সমান
৪ কর। প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হইবে, প্রত্যেক
পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত নিম্ন হইবে ; বক্র স্থান
সরল হইবে, উচ্চনীচ ভূমি সমস্থলী হইবে।
৫ আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, যাবতীয়
মর্ত্ত্য এক সঙ্গে তাহা দেখিবে, কারণ সদাপ্রভুর
৬ মুখ ইহা বলিয়াছে। এই বাক্যবাদী এক জনের
রব, "ঘোষণা কর" ; তাহাতে কেহ কহিল,
"কি ঘোষণা করিব ?" "মাংসমাত্র তৃণস্বরূপ ;
৭ ও তাহার সমস্ত কান্তি ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের তুল্য। তৃণ
শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কারণ
তাহার উপরে সদাপ্রভুর শ্বাসবায়ু বহে ; হাঁ,
৮ লোকেরা নিতান্তই তৃণস্বরূপ। তৃণ শুষ্ক হইয়া
যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের
ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকাল থাকিবে।"
৯ সিয়োনের কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিণি !
উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ কর ; যিরূশালেমের
কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিণি ! সবলে উচ্চৈঃ-
স্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না ; যিহূদার
নগর সকলকে বল, ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর।

Digitized by Google

১০ দেখ, প্রভু সদাপ্রভু সপরাক্রমে আসিতেছেন,
তাঁহার বাহু তাঁহার জন্য কর্তৃত্ব করে ; দেখ,
তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বেতন আছে, ও তাঁহার
১১ অগ্রে তাঁহার পুরস্কার আছে। তিনি মেষপালকের
ন্যায় আপন পাল চরাইবেন, শাবকদিগকে
বাহুতে সংগ্রহ করিবেন, কোলে করিয়া বহন
করিবেন ; তিনি দুগ্ধবতী সকলকে [ধীরে ধীরে]
চালাইবেন।
১২ কে আপন করতলে জলরাশি পরিমাণ করি-
য়াছে, বিঘত দ্বারা আকাশমণ্ডল মাপিয়াছে,
পৃথিবীর সমস্ত ধূলা পালিতে ভরিয়াছে,
নিক্তিতে পর্ব্বতগণকে, ও পাল্লাতে উপপর্ব্বত-
১৩ গণকে তৌল করিয়াছে ? কে সদাপ্রভুর আত্মার
তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে ? কিম্বা তাঁহার মন্ত্রী
১৪ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে ? তিনি কাহার
কাছে মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছেন ? কে তাঁহাকে
বুদ্ধি দিয়াছে, ও বিচারপথ দেখাইয়াছে, কিম্বা
তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে, ও বিবেচনার
১৫ মার্গ জানাইয়াছে ? দেখ, জাতিগণ কলশের
গাত্রস্থ জলবিন্দুর কিম্বা নিক্তিতে লগ্ন ধূলিকণার
ন্যায় গণ্য ; দেখ, তিনি দ্বীপ সকলকে একটী
১৬ পরমাণুর ন্যায় তুলেন। হাঁ, জ্বাল দিবার
নিমিত্তে লিবানোনে, হোমবলির নিমিত্তে তাহার
১৭ জন্তু সকলে কুলায় না। তাঁহার সমক্ষে সমস্ত
জাতি নগণ্য, তিনি তাহাদিগকে অবস্তু ও অসার
১৮ হইতেও লঘু জ্ঞান করেন। তবে তোমরা কাহার
সহিত ঈশ্বরের তুলনা দিবে ? তাঁহার সদৃশ
১৯ বলিয়া কি প্রকার মূর্ত্তি উপস্থিত করিবে ? শিল্প-
কর প্রতিমা ছাঁচে ঢালে, স্বর্ণকার তাহা স্বর্ণপত্রে
মোড়ে, ও তাহার নিমিত্তে রৌপ্যের শৃঙ্খল
২০ প্রস্তুত করে। যে ব্যক্তি মূল্যবান উপহার দিতে
অসমর্থ, সে দুষ্পচ্য কোন কাষ্ঠ মনোনীত করে ;
আপনার জন্য অটল এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ
করাইবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ শিল্পকরের অন্বেষণ
২১ করে। তোমরা কি জ্ঞাত হও নাই, শুন নাই ?
পূর্ব্বকালাবধি কি তোমাদিগকে সংবাদ দেওয়া
হয় নাই ? পৃথিবীর পত্তনাবধি তোমরা কি বুঝ
২২ নাই ? তিনি ভূমণ্ডলের উপরে সমাসীন ; তন্নি-
বাসিগণ ফড়িঙ্গস্বরূপ ; তিনি চন্দ্রাতপের ন্যায়
আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন, বাসতাম্বুর
২৩ ন্যায় তাহা টাঙ্গাইয়াছেন। তিনি ভূপতিদিগকে
লুপ্ত করেন, পৃথিবীর বিচারকর্তাদিগকে অবস্তুবৎ
২৪ করেন। হাঁ, তাহারা রোপিত হয় নাই ; হাঁ,
তাহারা উপ্ত হয় নাই ; হাঁ, ভূমিতে তাহাদের
কাণ্ড বদ্ধমূল হয় নাই ; আবার তিনি তাহাদের
উপরে ফুৎকার দিবামাত্র তাহারা শুকাইয়া যায়,
২৫ ঘূর্ণবায়ু তাহাদিগকে নাড়ার ন্যায় উড়ায়। অত-
এব পবিত্রতম কহেন, তোমরা কাহার সহিত
আমার উপমা দিলে আমি তাহার সদৃশ হইব ?
২৬ ঊর্দ্ধলোকের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঐ সকলের
সৃষ্টি কে করিয়াছে ? তিনি বাহিনীর ন্যায়
সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে বাহির করিয়া
আনেন, সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে
আহ্বান করেন ; তাঁহার সামর্থ্যের আধিক্য ও
শক্তির প্রাবল্য প্রযুক্ত তাহাদের একটাও অনু-
পস্থিত থাকে না।
২৭ হে যাকোব, তুমি কেন কহিতেছ, হে ইস্রা-
য়েল, তুমি কেন বলিতেছ, আমার পথ সদাপ্রভু
হইতে অন্তর্হিত, আমার বিচার আমার ঈশ্বরের
২৮ জ্ঞানাতীত ? তুমি কি জ্ঞাত হও নাই ? তুমি
কি শুন নাই ? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু,
পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, ক্লান্ত হন
না, শ্রান্ত হন না ; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান
২৯ করা যায় না। তিনি ক্লান্তদিগকে শক্তি দেন,
৩০ ও শক্তিহীনদিগের বল বৃদ্ধি করেন। তরুণেরা
ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়, যুবকেরা নিতান্ত স্খলিত হয় ;
৩১ কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা
উত্তর উত্তর নূতন শক্তি পায় ; তাহারা উৎক্রোশ
পক্ষীর ন্যায় পক্ষ সহকারে ঊর্দ্ধে উড়ে ; তাহারা
দৌড়িলে শ্রান্ত হয় না, তাহারা গমন করিলে
ক্লান্ত হয় না।

৪১ হে দ্বীপগণ, আমার সাক্ষাতে নীরব হও ;
লোকবৃন্দ নূতন নূতন বল প্রাপ্ত হউক ;
তাহারা নিকটে আইসুক, পরে কথা বলুক ;
২ আমরা একত্র হইয়া বিচার করিব। কে পূর্ব্বদিক্
হইতে এক জনকে উৎপন্ন করিল ? যিনি ধর্ম্ম-
স্বরূপ, তিনি তাহাকে ডাকিয়া আপনার অনুগামী
করেন ; তিনি তাহার সম্মুখস্থ জাতিগণকে
[তাহাকে] দিবেন, রাজগণকে [তাহার] বশী-
ভূত করিবেন ; তিনি তাহার খড়্গের অগ্রে [উহা-
দিগকে] ধূলির সদৃশ করিবেন, তাহার ধনুকের
৩ অগ্রে চালিত নাড়ার সদৃশ করিবেন। সে তাহা-
দের পশ্চাৎ ধাবমান হইবে ; এবং যে পথে কখ-
নও পদার্পণ করে নাই, সেই পথে নিরাপদে
৪ অগ্রসর হইবে। এ সকল কাহার কৃত, কাহার
সাধিত ? কে পুরুষাবলিকে পূর্ব্বাবধি আহ্বান
করে ? আমি সদাপ্রভু আদি, এবং সেই আমি
৫ শেষকালীন লোকদের সহবর্ত্তী। দ্বীপগণ দৃষ্টি-
পাত করিয়া ভীত হইল, পৃথিবীর প্রান্ত সকল
ত্রাসযুক্ত হইল ; তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া
৬ আসিল। তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতি-
বাসীর সাহায্য করিল, আপন আপন ভ্রাতাকে
৭ কহিল, সাহস কর। শিল্পকর স্বর্ণকারকে আশ্বাস
দিল, এবং হাতুড়িতে সমানকারী লোক নেহাইর
উপরে আঘাতকারীকে যোড়ের বিষয়ে কহিল,
উত্তম হইয়াছে ; এবং [প্রতিমাটা] যেন না নড়ে,

Digitized by Google

এ কারণ স্থানে স্থানে প্রেক দিয়া তাহা দৃঢ়
করিল।
৮ কিন্তু হে আমার দাস ইস্রায়েল, আমার মনো-
নীত যাকোব, আমার বন্ধু অব্রাহামের বংশ,
৯ আমি আপন হস্তে ধরিয়া পৃথিবীর প্রান্ত হইতে
তোমাকে আনিয়াছি, পৃথিবীর সীমা হইতে
আহ্বান করিয়া বলিয়াছি, তুমি আমার দাস,
আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, নিরস্ত করি
১০ নাই। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে
সঙ্গে আছি; ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি
তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে পরাক্রম দিব,
আমি তোমার সাহায্য করিব; হাঁ, আপন ধর্ম্ম-
স্বরূপ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব।
১১ দেখ, যাহারা তোমার প্রতি কুপিত, তাহারা
সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইবে; তোমার বিপক্ষ-
১২ গণ অবস্তুর ন্যায় হইবে, বিনষ্ট হইবে। যাহারা
তোমার সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগকে তুমি
অন্বেষণ করিবে, কিন্তু দেখিতে পাইবে না;
যাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তাহারা অবস্তু
১৩ ও অকিঞ্চন হইবে। কেননা তোমার ঈশ্বর আমি
সদাপ্রভু তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিব;
আমি তোমাকে বলিব, ভয় করিও না, আমি
১৪ তোমার সাহায্যকারী। হে কীটস্বরূপ যাকোব,
হে ইস্রায়েলের নরগণ, ভয় করিও না; সদাপ্রভু
কহেন, আমি তোমার সাহায্যকারী; এবং তোমার
১৫ মুক্তিদাতা ইস্রায়েলের পবিত্রতম। দেখ, আমি
তোমাকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ছুরিকাবিশিষ্ট শস্যমাড়া
নূতন ঢেঁকির ন্যায় করিব; তুমি পর্ব্বতগণকে
মাড়িয়া চূর্ণ করিবে, উপপর্ব্বতগণকে তুষের
১৬ সমান করিবে। তুমি তাহাদিগকে ঝাড়িলে বায়ু
উড়াইয়া লইবে, ঘূর্ণবায়ু তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন
করিবে; আর তুমি সদাপ্রভুতে উল্লাস করিবে,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমের শ্লাঘা করিবে।
১৭ দুঃখী দরিদ্রগণ জল অন্বেষণ করে, কিন্তু জল
নাই, তাহাদের জিহ্বা তৃষ্ণাতে শুষ্ক হইয়াছে;
আমি সদাপ্রভু তাহাদিগকে উত্তর দিব, আমি
ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করিব না।
১৮ আমি বৃক্ষশূন্য গিরিশ্রেণীতে নদনদী, ও সম-
স্থলীর মধ্যে স্থানে স্থানে উনুই খুলিব; আমি
প্রান্তরকে জলাশয় ও শুষ্ক ভূমিকে জলের প্রস্রবণ
১৯ করিব। আমি প্রান্তরে এরস, বাবল, গুলমেঁদি
ও জিতবৃক্ষ রোপণ করিব; আমি মরুভূমিতে
দেবদারু, তিধর ও তাশূর বৃক্ষ একত্র লাগাইব;
২০ যেন তাহারা দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া
একেবারে নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, সদাপ্রভুর
হস্ত এই কার্য্য করিয়াছে, ইস্রায়েলের পবিত্রতম
ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন।
২১ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আপনাদের বিবাদ
উপস্থিত কর; যাকোবের রাজা কহেন, তোমরা
আপনাদের দৃঢ় প্রমাণ সকল সম্মুখে আন।
২২ উহারা সে সমস্ত লইয়া নিকটে আইসুক, যাহা
যাহা ঘটিবে, আমাদিগকে জ্ঞাত করুক; কি কি
প্রথম, তোমরা তাহা বল; তাহা হইলে আমরা
বিবেচনা করিয়া তাহার চরম ফল জানিতে
পারিব; কিম্বা উহারা আগামী ঘটনা সকল
২৩ আমাদের কর্ণগোচর করুক। উত্তরকালে কি কি
ঘটিবে, তোমরা তাহা জ্ঞাত কর; তাহা করিলে
তোমরা যে ঈশ্বর, তাহা বুঝিতে পারিব; হাঁ,
তোমরা মঙ্গল বা অমঙ্গল কর, তাহাতে আমরা
আলোচনা করিয়া একত্র তাহা নিরীক্ষণ করিব।
২৪ দেখ, তোমরা অবস্তু হইতেও অবস্তু, তোমাদের
কার্য্য অকিঞ্চন হইতেও অকিঞ্চন; যে জন তোমা-
দিগকে মনোনীত করে, সে ঘৃণাস্পদ।
২৫ আমি উত্তরদিক্ হইতে এক ব্যক্তিকে উৎপন্ন
করিলাম, সে উপস্থিত, সূর্য্যোদয়ের দিক্ হইতে
সে আমার নামে আহ্বান করে; যেমন কেহ
কর্দ্দম মর্দ্দন করে, ও কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দলন
করে, তেমনি সে দেশাধ্যক্ষগণকে দলিত করিবে।
২৬ কে পূর্ব্বে ইহার সংবাদ দিয়াছে, যেন আমরা
জানিতে পারি? কে অগ্রে বলিয়াছে, যেন আমরা
বলিতে পারি, সে ধার্ম্মিক? সংবাদ-দাতা ত
কেহই নাই; ঘোষণাকারী কেহই নাই; হাঁ,
২৭ তোমাদের বাক্যের শ্রোতা কেহই নাই। প্রথমে
আমি সিয়োনকে বলিব, দেখ, ইহাদিগকে দেখ;
আর যিরূশালেমে সুসমাচার-প্রচারককে দান
২৮ করিব। আমি দেখিতেছি, কেহই নাই; উহা-
দের মধ্যে মন্ত্রণাদাতা এমন কেহ নাই যে, আমি
জিজ্ঞাসা করিলে একটী কথা উত্তর দিতে পারে।
২৯ দেখ, উহারা সকলে অসার, উহাদের কর্ম্ম সকল
মিথ্যা, উহাদের ছাঁচে ঢালা প্রতিমা সকল বায়ু
ও অবস্তুমাত্র।

সদাপ্রভুর দাস ও তাঁহার সাধিত পরিত্রাণের বর্ণনা।

৪২ ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ
করি; তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ
তাঁহাতে প্রীত; আমি তাঁহার উপরে আপন
আত্মাকে স্থাপন করিলাম, তিনি জাতিগণের
২ মধ্যে ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। তিনি চীৎ-
কার কিম্বা উচ্চশব্দ করিবেন না, সড়কে আপন
৩ রব শুনাইবেন না। তিনি থেঁৎলা নল ভাঙ্গি-
বেন না; সধূম সলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না;
সত্যে তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন।
৪ তিনি যাবৎ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন না

Digitized by Google

করেন, তাবৎ নিস্তেজ কি ভগ্নোৎসাহ হইবেন
না ; আর দ্বীপগণ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষাতে
থাকিবে।
৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর, যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করি-
য়াছেন ও তাহা বিস্তার করিয়াছেন, যিনি ভূতল
ও তদুৎপন্ন সমস্তই বিছাইয়াছেন, তন্নিবাসী
সকলকে নিশ্বাস প্রশ্বাস দেন, ও তন্মধ্যস্থ যাব-
তীয় জনমকে জীবাত্মা দেন, তিনি এই কথা
৬ কহেন, আমি সদাপ্রভু ধর্ম্মে তোমাকে আহ্বান
করিয়াছি ; আমি তোমার হস্ত ধরিব, তোমাকে
রক্ষা করিব ; এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়ম-
স্বরূপ ও জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত
৭ করিব ; তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবে, এবং বন্ধন
হইতে বন্দিদিগকে ও কারাগার হইতে অন্ধকার-
৮ বাসিগণকে বাহির করিয়া আনিবে। আমি
সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম ; আমি আপন
গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা খোদিত
৯ প্রতিমাগণকে দিব না। দেখ, প্রথম বিষয় সকল
সিদ্ধ হইল ; আমি নূতন নূতন ঘটনা জ্ঞাত করি,
অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে তাহা
জানাই।
১০ হে সমুদ্রগামীরা, সাগরস্থ সকলে, দ্বীপগণ ও
তন্নিবাসীরা, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন
গীত গান কর, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে তাঁহার
১১ প্রশংসা গাও। প্রান্তর ও তথাকার নগর সকল,
কেদরের বসতি-গ্রাম সকল উচ্চৈঃস্বর করুক,
সেলা-নিবাসীরা আনন্দরব করুক, তাহারা পর্ব্বত-
১২ গণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক ; তাহারা
সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার করুক, দ্বীপগণের মধ্যে
১৩ তাঁহার প্রসংসা প্রচার করুক। সদাপ্রভু বীরের
ন্যায় যাত্রা করিবেন, তিনি যোদ্ধার ন্যায় আপন
উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন ; তিনি জয়ধ্বনি
করিবেন, হাঁ, মহানাদ করিবেন ; তিনি আপন
১৪ শত্রুদের বিপরীতে পরাক্রম দেখাইবেন। আমি
অনেক দিন চুপ করিয়া আছি, নীরব আছি,
ক্ষান্ত রহিয়াছি ; এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায়
নিশ্বাস টানিয়া এককালে উচ্ছ্বাস করতঃ ফুৎকার
১৫ করিব। আমি পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণকে ধ্বংসিত
করিব, তদুপরিস্থ সমস্ত তৃণ শুষ্ক করিব, এবং
নদনদীকে দ্বীপ, ও জলাশয়কে শুষ্ক করিব।
১৬ আমি অন্ধদিগকে তাহাদের অবিদিত পথ দিয়া
লইয়া যাইব, যে সকল মার্গ তাহারা জানে না,
সেই সকল মার্গ দিয়া তাহাদিগকে চালাইব ;
আমি তাহাদের অগ্রে অন্ধকারকে আলোক, ও
বক্র ভূমিকে সরল করিব ; এই সমস্ত আমি সিদ্ধ
১৭ করিব, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। যাহারা
খোদিত বিগ্রহে নির্ভর করে, ও ছাঁচে ঢালা
প্রতিমাকে বলে, তোমরা আমাদের ঈশ্বর, তাহা-
দিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত
লজ্জিত হইবে।
১৮ হে বধিরগণ, শুন ; হে অন্ধ সকল, দেখিবার
১৯ জন্য চক্ষু মেল। আমার দাস বই আর অন্ধ কে?
আমার প্রেরিত দূতের ন্যায় বধির কে? শ্রদ্ধাশীল
ব্যক্তির ন্যায় অন্ধ কে? সদাপ্রভুর দাসের ন্যায়
২০ অন্ধ কে? তুমি অনেক বিষয় দেখ, কিন্তু মনে
রাখ না ; তাহার কর্ণ খোলা রহিয়াছে, কিন্তু
২১ সে শুনে না। সদাপ্রভু আপন ধর্ম্মের অনু-
রোধে ব্যবস্থাকে মহৎ ও সম্ভ্রান্ত করিতে প্রীত
হইলেন।
২২ তথাপি তাহারা হৃতধন ও লুটিত জাতি ;
তাহারা সকলে গর্ত্তে পাশবদ্ধ ও কারাগারে
লুক্কায়িত আছে ; তাহারা হৃতধন হইলেও উদ্ধার-
কর্ত্তা কেহ নাই ; এবং লুটিত হইলেও ফিরাইয়া
২৩ দেও, এমন আজ্ঞা দিবার কেহ নাই। তোমাদের
মধ্যে কে এই কথায় কর্ণপাত করিবে, এবং অব-
ধান করিয়া ভাবিকালের নিমিত্তে তাহা শুনিয়া
২৪ রাখিবে? কে যাকোবকে লুটিত হইতে দিয়াছে,
ইস্রায়েলকে অপহারকদের হস্তে দিয়াছে?
আমরা যাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, সেই
সদাপ্রভু কি নয়? লোকেরা তাঁহার পথে গমন
করিতে অসম্মত ছিল, তাঁহার ব্যবস্থা মানিত
২৫ না। তজ্জন্য তিনি তাহাদের উপরে আপন
ক্রোধের তাপ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ঢালিয়া দিলেন ;
তাহাতে তাহাদের চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,
কিন্তু তাহারা মানিল না ; অগ্নি তাহাদের
দাহ জন্মাইল, তথাপি তাহারা মনোযোগ
করিল না।

৪৩ কিন্তু এখন, হে যাকোব, তোমার সৃষ্টি-
কর্ত্তা, হে ইস্রায়েল, তোমার নির্ম্মাণকর্ত্তা
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ভয় করিও না, কেননা
আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, আমি তোমার
নাম ধরিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি
২ আমার। তুমি যখন জলের মধ্য দিয়া গমন
করিবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব ; যখন
নদনদীর মধ্য দিয়া গমন করিবে, সে সকল
তোমাকে মগ্ন করিবে না ; যখন অগ্নির মধ্য
দিয়া চলিবে, তুমি দগ্ধ হইবে না, তাহার শিখা
৩ তোমার দাহ জন্মাইবে না। কেননা আমি সদা-
প্রভু তোমার ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পবিত্রতম,
তোমার ত্রাণকর্ত্তা ; আমি তোমার মুক্তির মূল্য
বলিয়া মিসর, তোমার পরিবর্ত্তে কূশ ও সবা
৪ দিয়াছি। তুমি আমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য ও
সম্ভ্রান্ত, আমি তোমাকে প্রেম করিয়াছি, তজ্জন্য
আমি তোমার পরিবর্ত্তে মনুষ্যগণকে, ও তোমার
৫ প্রাণের পরিবর্ত্তে লোকবৃন্দকে দিব। ভয় করিও
না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ;

Digitized by Google

আমি পূর্ব্বদিক্ হইতে তোমার বংশকে আনিব,
ও পশ্চিমদিক্ হইতে তোমাকে সংগ্রহ করিব।
৬ আমি উত্তরদিক্‌কে কহিব, ছাড়িয়া দেও; দক্ষিণ-
দিক্‌কেও বলিব, রুদ্ধ রাখিও না; আমার পুত্র-
গণকে দূর হইতে, ও আমার কন্যাদিগকে পৃথি-
৭ বীর প্রান্ত হইতে আনিয়া দেও; আমার নামে
আখ্যাত ও আমার গৌরবার্থে আমা কর্তৃক সৃষ্ট
প্রত্যেক ব্যক্তিকে [আনিয়া দেও], আমি তাহাকে
গঠন করিয়াছি, আমি তাহাকে নির্ম্মাণ করি-
৮ য়াছি। সেই অন্ধ জাতি বাহিরে আনীত হউক,
যাহারা চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট; সেই বধিরেরা [আনীত
৯ হউক], যাহারা কর্ণবিশিষ্ট। জাতিগণ সকলে
একত্র হউক, লোকবৃন্দ সমবেত হউক: তাহাদের
মধ্যে কে ইহার সংবাদ দিতে পারে, ও প্রথম
বিষয় আমাদিগকে শুনাইতে পারে? তাহারা
আপনাদের সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করুক, তাহাতে
নির্দ্দোষীকৃত হইবে, অথবা তাহারা শ্রবণ করুক
১০ ও বলুক, সত্য বটে। সদাপ্রভু কহেন, তোমরাই
আমার সাক্ষী, এবং আমার মনোনীত দাস;
অতএব জ্ঞানবান হও, আমাতে বিশ্বাস কর, এবং
আমিই তিনি, ইহা বুঝ; আমার পূর্ব্বে কোন
ঈশ্বর নির্ম্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও
১১ হইবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি
১২ ব্যতীত অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই। আমিই সংবাদ
দিয়াছি, আমি পরিত্রাণ করিয়াছি, আমি
ঘোষণা করিয়াছি, কোন ইতর [দেবতা] তোমা-
দের মধ্যে ছিল না; অতএব সদাপ্রভু কহেন,
তোমরাই আমার সাক্ষী, আর আমিই ঈশ্বর।
১৩ হাঁ, দিবসের পূর্ব্বাবধি আমিই তিনি, এবং
আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই; আমি
কার্য্য করিব, কে তাহা অন্যথা করিবে?
১৪ সদাপ্রভু, তোমাদের মুক্তিদাতা, ইস্রায়েলের
পবিত্রতম, এই কথা কহেন, আমি তোমাদের
জন্য বাবিলে লোক পাঠাইয়াছি, তাহাদের সক-
লকে পলাতকের ন্যায় আনয়ন করিব, কল্‌দীয়-
দিগকে তাহাদের আনন্দগানের নৌকায় করিয়া
১৫ আনিব। আমি সদাপ্রভু, তোমাদের পবিত্রতম,
১৬ ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাদের রাজা। যিনি
সমুদ্রে পথ ও প্রচণ্ড জলরাশিতে মার্গ করিয়া
১৭ দেন, যিনি রথ, অশ্ব, সৈন্য ও বীরগণকে বাহিরে
আনয়ন করেন,—তাহারা এককালে নিদ্রাগত
হয়, আর উঠিতে পারিবে না, তাহারা পাটের
ন্যায় মিট্‌মিট্ করতঃ নিবিয়া যায়,—সেই সদা-
১৮ প্রভু এই কথা কহেন, তোমরা প্রথম কার্য্য সকল
মনে করিও না, পুরাতন ক্রিয়া সকল আলোচনা
১৯ করিও না। দেখ, আমি এক নূতন কার্য্য করিব,
তাহা এখনই অঙ্কুরিত হইতেছে; তোমরা কি
তাহা জানিবে না? হাঁ, আমি প্রান্তরের মধ্যে
২০ পথ, ও মরুভূমিতে নদনদী করিয়া দিব। বন্য
জন্তুগণ, শৃগাল ও উষ্ট্র পক্ষী সকল আমার গৌরব
করিবে; কেননা আমি আপন মনোনীত প্রজা-
বৃন্দের পানার্থে প্রান্তর মধ্যে জল ও মরুভূমিতে
২১ নদনদী যোগাই; সেই যে প্রজাবৃন্দকে আমি
আপনার নিমিত্তে গঠন করিয়াছি, তাহারা
আমার প্রশংসা প্রচার করিবে।
২২ কিন্তু হে যাকোব, তুমি আমাকে আহ্বান কর
নাই; হে ইস্রায়েল, তুমি আমার বিষয়ে ক্লান্ত
২৩ হইয়াছ। তুমি আমার কাছে হোমার্থ মেষ আন
নাই, বলিদান দ্বারা আমার সমাদর কর নাই।
আমি নৈবেদ্যের চেষ্টায় তোমাকে দাস্যকর্ম্ম
করাই নাই, ধূপের চেষ্টায় তোমাকে ক্লান্ত করি
২৪ নাই। তুমি আমার নিমিত্তে রৌপ্যমূল্যে সুগন্ধি
বচ ক্রয় কর নাই, তোমার বলির মেদে আমাকে
তৃপ্ত কর নাই; কিন্তু তোমার পাপ দ্বারা আমাকে
দাস্যকর্ম্ম করাইয়াছ, তোমার অপরাধ দ্বারা
২৫ আমাকে ক্লান্ত করিয়াছ। আমি, আমিই আপ-
নার অনুরোধে তোমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা
করি, তোমার পাপ সকল মনে রাখিব না।
২৬ [তোমার বিষয়] আমাকে স্মরণ করাও; আইস,
আমরা পরস্পর বিচার করি; তুমি যেন
নির্দ্দোষীকৃত হও, তজ্জন্য আপনার কথা বল।
২৭ তোমার আদিপিতা পাপ করিয়াছে, তোমার
মধ্যস্থগণ আমার বিপরীতে অধর্ম্ম করিয়াছে।
২৮ এই জন্য আমি পবিত্র স্থানের অধ্যক্ষগণকে অপ-
বিত্র করিলাম, এবং যাকোবকে অভিশাপে ও
ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সমর্পণ করিলাম।

পবিত্র আত্মাবিষয়ক প্রতিজ্ঞা। প্রতিমা-পূজার অসঙ্গতত্তা।

৪৪ কিন্তু হে আমার দাস যাকোব, হে আমার
মনোনীত ইস্রায়েল, তুমি সম্প্রতি শ্রবণ
২ কর। তোমার নির্ম্মাতা, গর্ভাবধি তোমার গঠন-
কারী ও তোমার সাহায্যকারী সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, হে আমার দাস যাকোব, হে আমার
৩ মনোনীত যিশুরূণ, ভয় করিও না। কেননা আমি
তৃষিত ভূমির উপরে জল ঢালিব, শুষ্ক স্থানের
উপরে জলপ্রবাহ অবতারণ করিব; আমি তোমার
বংশের উপরে আপন আত্মা, তোমার সন্তানদের
৪ উপরে আপন আশীর্ব্বাদ, ঢালিব। জলস্রোতের
ধারে যেমন বাইশী বৃক্ষ, তেমনি তৃণের মধ্যে
৫ তাহারা অঙ্কুরিত হইবে। এক জন কহিবে, আমি
সদাপ্রভুর; আর এক জন যাকোবের নামে
অভিহিত হইবে; এবং কেহ বা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
স্বহস্তে স্বাক্ষর করিবে, ও ইস্রায়েল নামের শ্লাঘা
করিবে।

Digitized by Google

৬ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তাহার মুক্তি-
দাতা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমি আদি, আমি অন্ত, আমা ভিন্ন কোন ঈশ্বর
৭ নাই। আমার ন্যায় কে আহ্বান করিবে, ও
তাহা জ্ঞাত করিবে, এবং আমা কর্তৃক পুরাকালীন
প্রজাবৃন্দের স্থাপনাবধি আমার জন্য তাহা
বিন্যাস করিবে? আর যাহা যাহা আসন্ন, এবং
যাহা যাহা ঘটিবে, উহারা তাহা জ্ঞাত করুক।
৮ তোমরা কম্পান্বিত হইও না, ভয় করিও না;
আমি কি পূর্ব্বাবধি তোমাদিগকে শুনাই নাই ও
জানাই নাই? তোমরাই আমার সাক্ষী। আমা
ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর কি আছে? অন্য অচল
৯ নাই, আমি কাহাকেও জানি না। খোদিত
প্রতিমার নির্ম্মাতারা সকলে অবস্তু, তাহাদের
পুত্তলিরস্তু সকল উপকারী নয়; এবং তাহাদের
নিজের সাক্ষিগণ দেখে না, জানে না, তাহারা
১০ লজ্জাপ্রাপ্ত হইবে। কে দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে,
১১ বা অনুপকারী বিগ্রহ ঢালিয়াছে? দেখ, তাহার
সমস্ত সহায় লজ্জিত হইবে; সেই শিল্পকারীরা
মর্ত্ত্যমাত্র, তাহারা সকলে একত্র হইয়া দাঁড়াউক;
তাহারা একেবারে কম্পান্বিত ও লজ্জিত হইবে।
১২ কর্ম্মকার লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ করে, সে তপ্ত অঙ্গারে
পরিশ্রম করে, হাতুড়ি দ্বারা তাহা গড়ে, নিজ
বলবান বাহু দ্বারা তাহা প্রস্তুত করে, এবং
ক্ষুধিত হইয়া দুর্ব্বল হয়, জল পান না করিয়া
১৩ ক্লান্ত হয়। সূত্রধর সূত্রপাত করে, সে সিন্দুর দ্বারা
তাহার আকৃতি লেখে, তাহাতে রেঁদা বুলায়,
কম্পাস দিয়া তাহার আকার নিরূপণ করে,
এবং বাটীতে বাস করাইবার জন্য পুরুষের
আকৃতি ও মনুষ্যের সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহা
১৪ নির্ম্মাণ করে। কেহ আপনার নিমিত্তে এরসবৃক্ষ
ছেদন করে, তর্সা ও অলোন বৃক্ষ গ্রহণ করে,
বনতরুগণের মধ্যে কোন দৃঢ় বৃক্ষ মনোনীত করে;
সে শরল বৃক্ষ রোপণ করে, আর বৃষ্টি তাহা
১৫ পালন করে। পরে তাহা জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া
মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে; সে তাহার কিছু
লইয়া আগুন পোহায়, আর তুন্দুর তপ্ত করিয়া
রুটী পাক করে, আবার এক দেবতা নির্ম্মাণ
করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করে, এক প্রতিমা
১৬ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে দণ্ডবৎ হয়। সে
তাহার এক অংশ অগ্নিতে দগ্ধ করে, অন্য অংশ
দ্বারা মাংস [পাক করিয়া] ভোজন করে, শূল্য
মাংস প্রস্তুত করিয়া তৃপ্ত হয়, এবং আগুন
পোহাইয়া বলে, আহা, আমি উষ্ণ হইলাম,
১৭ তাপ অনুভব করিলাম! অনন্তর সে তাহার
অবশিষ্টাংশ দ্বারা এক দেবতা, আপনার জন্য
এক প্রতিমা, নির্ম্মাণ করে, সে তাহার কাছে
দণ্ডবৎ হয় ও প্রণিপাত করে, এবং তাহার কাছে
প্রার্থনা করিয়া বলে, আমাকে উদ্ধার কর, কেননা
১৮ তুমি আমার দেবতা। তাহারা জানে না ও বিবে-
চনা করে না; কেননা তিনি তাহাদের চক্ষু বন্ধ
করাতে তাহারা দেখিতে পায় না, তাহাদের
চিত্ত বন্ধ করাতে তাহারা বুঝিতে পারে না।
১৯ কেহই মনে করে না, কাহারও এমন জ্ঞান কি
বুদ্ধি নাই যে বলিবে, আমি ইহার এক খণ্ড
আগুনে দিয়াছি, আমি ইহার তপ্ত অঙ্গারে রুটী
পাক করিয়াছি, আমি মাংস দগ্ধ করিয়া ভোজন
করিয়াছি, তবে ইহার অবশিষ্টাংশ দ্বারা কি
বীভৎস পদার্থ নির্ম্মাণ করিব? কাষ্ঠখণ্ডের
২০ কাছে কি দণ্ডবৎ হইব? সে ভস্মভোজী, মুগ্ধ
চিত্ত তাহাকে ভ্রান্ত করিয়াছে; সে আপন প্রাণ
উদ্ধার করিতে পারে না, এবং ইহাও বলে না
যে, আমার দক্ষিণ হস্তে কি মিথ্যা কথা নাই?
২১ হে যাকোব, হে ইস্রায়েল, তুমি এই সকল
স্মরণ কর, কেননা তুমি আমার দাস, আমি
তোমাকে গঠন করিয়াছি; তুমি আমার দাস;
হে ইস্রায়েল, তুমি আমার স্মরণ হইতে ভ্রষ্ট
২২ হইবে না। আমি তোমার অধর্ম্ম সকল কুজ্ঝটি-
কার ন্যায়, তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায়
ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি; তুমি আমার প্রতি ফির,
২৩ কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি। হে স্বর্গ
সকল, তোমরা আনন্দরব কর, কেননা সদাপ্রভু
কার্য্য সাধন করিয়াছেন; হে পৃথিবীর অধঃস্থান
সকল, জয় জয় ধ্বনি কর; হে পর্ব্বতগণ, হে
কানন ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বৃক্ষ, উচ্চৈঃস্বরে
আনন্দগান কর, কেননা সদাপ্রভু যাকোবকে
মুক্ত করিয়াছেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে আপ-
নাকে শোভান্বিত দেখাইতেছেন।

ঈশ্বর-নিরূপিত নিস্তারকর্ত্তার কথা।

২৪ তোমার মুক্তিদাতা এবং গর্ভাবধি তোমার
গঠনকারী সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি
সদাপ্রভু সর্ব্বকার্য্যসাধক, আমি একাকী গগন-
মণ্ডল বিস্তার করিয়াছি, ভূতল বিছাইয়াছি;
২৫ আমার সঙ্গী কে? [সদাপ্রভু] বাচালদিগের
অভিজ্ঞান সকল ব্যর্থ করেন, মন্ত্রজ্ঞদিগকে উন্মত্ত
করেন, জ্ঞানবানদিগকে হটাইয়া দেন, তাহাদের
২৬ জ্ঞান মূর্খতাস্বরূপ করেন। তিনি আপন দাসের
বাক্য স্থির করেন, আপন দূতগণের মন্ত্রণা সিদ্ধ
করেন; তিনি যিরূশালেমের বিষয়ে কহেন,
তাহা বসতিবিশিষ্ট হইবে, যিহূদার নগর সক-
লের বিষয়ে কহেন, সেগুলি পুনর্নির্ম্মিত হইবে,
আমি দেশের উৎসন্ন স্থান সকল পুনর্ব্বার উঠা-
২৭ইব। তিনি অগাধ জলকে কহেন, শুষ্ক হও,
২৮ আমি তোমার নদনদী শুষ্ক করিব। তিনি

Digitized by Google

কোরসের উদ্দেশে কহেন, সে আমার পালরক্ষক,
সে আমার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিবে; তিনি
যিরূশালেমের বিষয়ে বলেন, সে পুনর্নির্ম্মিত
হইবে, এবং মন্দিরকে বলেন, তোমার ভিত্তিমূল
স্থাপিত হইবে।

৪৫ সদাপ্রভু আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ
কোরসের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি
তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াছি, আমি তাহার
সম্মুখে নানা জাতিকে পরাভব করিব, রাজগণের
কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলিব; এইরূপে আমি তাহার
অগ্রে কবাট সকল মুক্ত করিব, পুরদ্বার সকল বদ্ধ
২ থাকিবে না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন
করিয়া উচ্চনীচ পথ সরল করিব, পিত্তলের
কবাট ভগ্ন করিব, লৌহের হুড়কা কাটিয়া
৩ ফেলিব। আর তোমাকে অন্ধকারাবৃত ধনকোষ
ও গুপ্ত স্থানে সঞ্চিত নিধি দিব; যেন তুমি
জানিতে পার, তোমার নামে আহ্বানকারী আমি
৪ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর। আমার দাস যাকো-
বের ও আমার মনোনীত ইস্রায়েলের নিমিত্তে
আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি;
তুমি আমাকে না জানিলেও তোমার উপাধি
৫ দিয়াছি। আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নাই;
আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে
না জানিলেও আমি তোমার কটি বন্ধন করিব;
৬ যেন সূর্য্যোদয়ের স্থানাবধি পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত
লোকে জানিতে পারে যে, আমি ব্যতীত অন্য
নাই; আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নাই।
৭ [আমি] দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টি-
কর্ত্তা, শান্তির রচনাকারী ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা;
আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্ত্তা।
৮ হে গগনমণ্ডল, উপর হইতে শিশির বর্ষণ কর,
মেঘগণ ধর্ম্মবৃষ্টি করুক, ভূমি বিদীর্ণ হউক, মেঘ-
গণ পরিত্রাণ উৎপন্ন করুক, পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গে
ধার্ম্মিকতা অঙ্কুরিত করুক; আমি সদাপ্রভু
ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।
৯ যে ব্যক্তি আপন নির্ম্মাতার সহিত বিবাদ
করে, সে সন্তাপের পাত্র; সে ত মাটীর খোলার
মধ্যবর্ত্তী খোলামাত্র। মৃত্তিকা কি কুম্ভকারকে
বলিতে পারে, "তুমি কি নির্ম্মাণ করিতেছ?"
তোমার রচিত বস্তু কি বলিতে পারে, "উঁহার
১০ হস্ত নাই?" "তুমি কি জন্মাইতেছ?" এই কথা
আপন পিতাকে, কিম্বা "তুমি কি প্রসব করি-
তেছ?" এই কথা স্ত্রীলোককে যে বলে, সে
১১ সন্তাপের পাত্র। সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের পবিত্রতম
ও তাহার রচনাকারী এই কথা কহেন, তোমরা
আগামী ঘটনাচয়ের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা
কর; আমার সন্তানদের ও আমার হস্তকৃত
১২ কার্য্যের বিষয়ে আমাকে আদেশ দেও। আমি
পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছি, পৃথিবীর উপরে মনু-
ষ্যের সৃষ্টি করিয়াছি; আমারই হস্তদ্বয় গগন-
মণ্ডল বিস্তীর্ণ করিয়াছে, এবং আমি গগনের
১৩ সৈন্যসামন্তকে আজ্ঞা দিয়া আসিতেছি। আমি
উঁহাকে ধার্ম্মিকতায় উৎপন্ন করিয়াছি, আর
উঁহার সকল পথ সরল করিব, আমার নগরটী
সেই গাঁথিবে, এবং বিনামূল্যে ও বিনা পুরস্কারে
আমার নির্ব্বাসিত লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে,
এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
১৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মিসরের উপার্জ্জিত
সম্পত্তি ও কূশের বাণিজ্যের লভ্য এবং দীর্ঘকায়
সবায়ীয়গণ তোমার কাছে আসিবে, তাহারা
তোমারই হইবে; তাহারা তোমার পশ্চাদ্গামী
হইবে; শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আগমন করিবে;
আর তোমার কাছে প্রণিপাত করিয়া এই নিবে-
দন করিবে, "কেবল তোমারই মধ্যে ঈশ্বর
আছেন, তিনি অদ্বিতীয়, আর কোন ঈশ্বর
১৫ নাই।" হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, হে ত্রাণকর্ত্তা,
১৬ সত্য, তুমি আত্মগোপনকারী ঈশ্বর। পুত্তলি-
নির্ম্মাতারা সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইবে,
তাহারা একসঙ্গে অপমানগ্রস্ত হইয়া চলিয়া
১৭ যাইবে। কিন্তু ইস্রায়েল সদাপ্রভু কর্ত্তৃক অনন্ত-
কালস্থায়ী পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে; তোমরা অনন্ত-
কালেও কখন লজ্জিত কি বিষণ্ণ হইবে না।
১৮ কেননা গগনমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা সদাপ্রভু, যিনি
ঈশ্বর, যিনি পৃথিবীকে সংগঠন করিয়া নির্ম্মাণ
করিয়াছেন, তাহা স্থাপন করিয়াছেন, ও অনর্থক
সৃষ্টি না করিয়া বাসস্থানার্থে নির্ম্মাণ করিয়াছেন,
তিনি এই কথা কহেন, আমিই সদাপ্রভু, আর
১৯ কেহ নাই। আমি গোপনে পৃথিবীর অন্ধকারময়
স্থানে কথা কহি নাই; "তোমরা অনর্থক আমার
অন্বেষণ কর," এই বাক্য আমি যাকোবের বংশকে
কহি নাই; আমি সদাপ্রভু ধর্ম্মবাদী; সারল্যের
২০ কথা কহি। হে জাতিগণের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ
লোক সকল, তোমরা একত্র হইয়া আইস, এক
সঙ্গে নিকটে আইস; যাহারা আপনাদের প্রতি-
মার কাষ্ঠ বহিয়া বেড়ায়, পরিত্রাণ প্রদানে অস-
মর্থ দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, তাহারা কিছুই
২১ জানে না। তোমরা সংবাদ দেও, কথা উপস্থিত
কর; হাঁ, সকলে পরস্পর মন্ত্রণা করুক। পূর্ব্ব
হইতে এ কথা কে জ্ঞাত করিয়াছে? প্রথমাবধি
কে সংবাদ দিয়াছে? আমি সদাপ্রভু কি করি
নাই? আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; আমি
ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারী ঈশ্বর, আমি ব্যতীত অন্য
২২ নাই। হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি
দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, কেননা আমিই
২৩ ঈশ্বর, আর কেহ নাই। আমি আপন নামে
শপথ করিয়াছি, আমার মুখ হইতে একটী ধর্ম্ম-

Digitized by Google

বাক্য নির্গত হইয়াছে, সেই বাক্য ফিরিয়া
আসিবে না, ফলতঃ আমার কাছে প্রত্যেক হাঁটু
পাতিত হইবে, প্রত্যেক জিহ্বা শপথ করিবে।
২৪ লোকে আমার উদ্দেশে বলিবে, কেবল সদাপ্রভু-
তেই ধার্ম্মিকতা ও শক্তি বিদ্যমান; তাঁহারই
কাছে লোকেরা আসিবে, এবং যে সকল লোক
২৫ তাঁহাতে বিরক্ত, তাহারা লজ্জিত হইবে। সদা-
প্রভুতেই ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ ধার্ম্মিকীকৃত
হইবে, শ্লাঘা করিবে।

বাবিল ও তাহার দেবগণের বিনাশ।

৪৬ বেল অবনত, নবো উবুড় হইল; তাহা-
দের প্রতিমাগণ জন্তুদিগকে ও পশুদিগকে
সমর্পিত হইল; তোমরা যাহাদিগকে বহিয়া
বেড়াইতে, তাহারা [উহাদের] বোঝা হইল,
২ ক্লান্তিজনক ভার হইল। তাহারা একসঙ্গে উবুড়
হইল, অবনত হইয়া পড়িল, বোঝা রক্ষা করিতে
পারে না, বরং আপনারা বন্দিদশাগ্রস্ত হইয়া
দূরদেশে গমন করে।
৩ হে যাকোবের কুল, হে ইস্রায়েল-কুলের সমস্ত
অবশিষ্টাংশ, আমার কথা শুন; গর্ভাবস্থা অবধি
তোমাদিগকে আমি বহন করিয়া আসিতেছি;
মাতার উদরাবধি তোমাদিগকে বহন করা যাই-
৪ তেছে। আর তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমি
যে সেই [থাকিব], পক্ককেশ হওয়া পর্য্যন্ত আমিই
তুলিয়া বহন করিব; আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি,
আমিই বহন করিব; হাঁ, আমিই তুলিয়া বহন
৫ করিব, উদ্ধার করিব। তোমরা আমাকে কাহার
সদৃশ ও কাহার সমান বলিলে, কিম্বা কাহার
সহিত আমার উপমা দিলে আমরা পরস্পর
৬ সমান হইব? তাহারা তোড়া হইতে স্বর্ণ ঢালে,
নিক্তিতে রৌপ্য তৌল করে, তাহারা স্বর্ণকারকে
বানি দিয়া তাহা দ্বারা এক দেবতা নির্ম্মাণ করায়,
৭ পরে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণিপাত করে। তাহারা
তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া বহন করে, স্বস্থানে বসাইয়া
দেয়, তাহাতে সে দণ্ডায়মান থাকে, আপন স্থান
হইতে সরে না; আবার এক জন তাহার কাছে
ক্রন্দন করে, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারে না,
কাহাকেও সঙ্কট হইতে নিস্তার করিতে পারে না।
৮ তোমরা ইহা স্মরণ কর, ও পুরুষত্ব দেখাও;
৯ হে অধর্ম্মাচারিগণ, মনোযোগ কর। সেকালের
পুরাতন কার্য্য সকল স্মরণ কর; কারণ আমিই
ঈশ্বর, আর কেহ নাই; আমিই ঈশ্বর, আমার
১০ তুল্য কেহ নাই। আমি চরম বিষয় আদি অবধি
জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে
[জানাই], আর বলি, আমার মন্ত্রণা স্থির
থাকিবে, আমি আপনার যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধ
১১ করিব। আমি পূর্ব্বদিক্ হইতে উৎক্রোশ পক্ষীকে,
দূরদেশ হইতে আমার মন্ত্রণার মনুষ্যকে, আহ্বান
করি; আমি বলিয়াছি, আর আমি সফল করিব;
আমি কল্পনা করিয়াছি, আর আমি সিদ্ধ
১২ করিব। হে কঠিনচিত্তেরা, হে ধার্ম্মিকতা হইতে
১৩ দূরবর্ত্তীরা, আমার কথা শুন; আমি নিজ ধার্ম্মি-
কতা নিকটস্থ করিলাম; তাহা দূরে থাকিবে না,
আমার পরিত্রাণের বিলম্ব হইবে না; আমার
শোভাস্বরূপ ইস্রায়েলের জন্য আমি সিয়োনে
পরিত্রাণ স্থাপন করিব।

৪৭ হে অনূঢ়ে বাবিল-কন্যে, তুমি নামিয়া
ধূলিতে বস; হে কল্‌দীয়দের কন্যে, ভূমিতে
বস; সিংহাসন নাই; কেননা লোকে তোমাকে
আর কোমলা ও সুখভোগিনী বলিয়া ডাকিবে
২ না। যাঁতা লইয়া শস্য পিষ, তোমার ঘোমটা
খুল, পদের বস্ত্র তুল, জঙ্ঘা অনাবৃত কর, পদব্রজে
৩ নদনদী পার হও। তোমার নগ্নতা প্রকাশিত
হইবে, হাঁ, তোমার লজ্জার বিষয় দৃশ্য হইবে;
আমি প্রতিশোধ দিব, কাহারও অনুরোধ মানিব
৪ না। আমাদের মুক্তিদাতা, তাঁহার নাম বাহি-
নীগণের সদাপ্রভু, তিনি ইস্রায়েলের পবিত্রতম।
৫ হে কল্‌দীয়দের কন্যে, মৌনভাবে বস, অন্ধকারে
আশ্রয় লও, কেননা তুমি আর রাজ্য সকলের
৬ ঠাকুরাণী বলিয়া আখ্যাতা হইবে না। আমি
আপন প্রজাবৃন্দের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন
অধিকার অপবিত্র করিয়াছিলাম, তোমার হস্তে
তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলাম; তুমি তাহা-
দের প্রতি করুণা কর নাই, তোমার যোঁয়ালি অতি
৭ ভারী করিয়া বৃদ্ধ লোকের উপরেও দিয়াছ। আর
তুমি বলিলে, আমি চিরকাল ঠাকুরাণী থাকিব;
তুমি এ সকলে মনোযোগ কর নাই, তোমার চরম
ফলও বিবেচনা কর নাই।
৮ অতএব এখন, হে সুখভোগিনি, ইহা শুন,
তুমি নির্ভয়ে বসিয়া আছ, মনে মনে কহিতেছ,
আমিই আছি, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই, আমি
কখনও বিধবা হইব না, সন্তানবিরহ জ্ঞাত হইব
৯ না। কিন্তু সন্তানবিরহ ও বৈধব্য, এই উভয়ই
অকস্মাৎ এক দিনে তোমার প্রতি ঘটিবে; তোমার
মায়াবিদ্যের আধিক্য ও বিবিধ ইন্দ্রজালের প্রাচুর্য্য
থাকিলেও তদুভয় সম্পূর্ণ বলে তোমাকে আক্রমণ
১০ করিবে। তুমি আপন দুষ্টতায় নির্ভর করিয়াছ,
তুমি বলিয়াছ, কেহ আমাকে দেখিতে পায় না;
তোমার বিদ্যা ও তোমার জ্ঞান তোমাকে বিপথ-
গামিনী করিয়াছে; তুমি মনে মনে বলিয়াছ,
আমিই আছি, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই।
১১ অতএব তোমার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তুমি
তাহার প্রভাত দেখিতে পাইবে না; তোমার
উপরে বিপৎপাত হইবে, তুমি তাহার প্রতিবিধান

Digitized by Google

করিতে পারিবে না; এবং তোমার উপরে হঠাৎ
বিনাশ উপস্থিত হইবে, তুমি তাহার কিছু
১২ জান না। যে বিবিধ ইন্দ্রজালে ও মায়াবিদ্যের
বাহুল্যে তুমি বাল্যকালাবধি শ্রম করিয়া আসি-
তেছ, সেই সকলে এখন নির্ভর দেও; দেখি,
উপকার পাও কি না, ভীমবিক্রান্তা হও কি না।
১৩ তুমি আপনার অনেক মন্ত্রণায় ক্লান্ত হইয়াছ;
তবে জ্যোতির্ব্বেত্তারা, নক্ষত্রদর্শীরা, মাসদৈবজ্ঞেরা
দণ্ডায়মান হইয়া, তোমার প্রতি যাহা যাহা
ঘটিবে, তাহা হইতে তোমাকে নিস্তার করুক।
১৪ দেখ, তাহারা খড়ের ন্যায় হইল; অগ্নি তাহা-
দিগকে দগ্ধ করিল; তাহারা অগ্নিশিখার বল
হইতে আপন আপন প্রাণ উদ্ধার করিতে
পারিবে না; উষ্ণ হইবার নিমিত্তে একখান
অঙ্গার, কিম্বা সম্মুখে বসিবার নিমিত্তে কিছুমাত্র
১৫ অগ্নি নাই। তুমি যে সকল বিষয়ে পরিশ্রম
করিয়াছ, সে সকল তোমার পক্ষে এইরূপ হইল;
তুমি যাহাদের সহিত যৌবনাবধি বাণিজ্য
করিয়াছ, তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন পথে
ভ্রান্ত হইল, তোমার নিস্তারকারী কেহ নাই।

বাবিল হইতে ইস্রায়েলের নিস্তার।

৪৮ হে যাকোবের কুল, এই কথা শুন;
তোমরা ত ইস্রায়েল নামে আখ্যাত ও
যিহূদা-জলাশয় হইতে নিঃসৃত; তোমরা সদা-
প্রভুর নাম লইয়া শপথ করিয়া থাক, ও ইস্রায়ে-
লের ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাক, কিন্তু সত্যে ও
২ ধার্ম্মিকতায় নয়। কারণ তাহারা পবিত্র নগরের
লোক বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং ইস্রায়েলের
ঈশ্বরে নির্ভর করে; তাঁহার নাম বাহিনীগণের
৩ সদাপ্রভু। পূর্ব্ব কথা সকল আমি ইতিপূর্ব্বে
জ্ঞাত করিয়াছি; তাহা আমার মুখ হইতে
নির্গত হইত, আমি তাহা জ্ঞাত করিতাম; আমি
অকস্মাৎ সাধন করিলাম, সেগুলি উপস্থিত
৪ হইল। কারণ আমি জানিতাম যে, তুমি অবাধ্য,
তোমার গ্রীবা লৌহশলাকাবৎ, ও তোমার কপাল
৫ পিত্তলময়; এই জন্য আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে
তাহার সংবাদ দিয়াছি, উপস্থিত হইবার অগ্রে
তাহা তোমাকে শুনাইয়াছি; পাছে তুমি বল,
আমার পুত্তলি ইহা করিয়াছে, আমার খোদিত
কি ছাঁচে ঢালা প্রতিমা ইহার আজ্ঞা দিয়াছে।
৬ তুমি শুনিয়াছ, এই সমস্ত দেখ; তোমরা কি
তাহা স্বীকার করিবে না? এখন অবধি আমি
তোমাকে নূতন কথা শুনাই, তাহা নিগূঢ় ও
৭ তোমার জ্ঞানের বহির্ভূত। তাহা এখনই সৃষ্ট
হইল, ইতিপূর্ব্বে ছিল না; অদ্যকার পূর্ব্বে
তুমি তাহা শুন নাই; অতএব বলিও না যে,
৮ আমি সে সকলই জ্ঞাত ছিলাম। তুমি ত তাহা
শুন নাই, জ্ঞাতও হও নাই, এবং ইতিপূর্ব্বে
তোমার কর্ণ খোলাও ছিল না; কেননা আমি
জানিয়াছিলাম, তুমি নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও
৯ গর্ভ হইতে অধর্ম্মাচারী বলিয়া আখ্যাত। আমি
আপন নামের অনুরোধে ক্রোধ সম্বরণ করিব,
এবং আপনার প্রশংসার্থে তোমার প্রতি সংযত
১০ হইব, তোমাকে উচ্ছেদ করিব না। দেখ, আমি
তোমাকে অগ্নিতে খাঁটী করিয়াছি, কিন্তু রৌপ্য
বলিয়া নয়; দুঃখরূপ হাফরের মধ্যে তোমাকে
১১ পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়াছি। আমি আপনার নিমিত্ত,
কেবল আপনারই নিমিত্ত কার্য্য করিব, কেননা
[আমার নাম] কেন অপবিত্রীকৃত হইবে? আমি
ত আপন প্রতাপ অন্যকে দিব না।
১২ হে যাকোব, হে আমার আহূত ইস্রায়েল,
আমার বাক্যে অবধান কর; আমিই তিনি,
১৩ আমি আদি, আবার আমি অন্ত। আমারই হস্ত
পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছে, আমার
দক্ষিণ হস্ত গগনমণ্ডল বিস্তার করিয়াছে; আমি
তাহাদিগকে ডাকিলে সে সমস্ত একেবারে উপ-
১৪ স্থিত হইয়া দাঁড়ায়। তোমরা সকলে একত্র হইয়া
শুন, উহাদের মধ্যে কে এ সকলের সংবাদ
দিয়াছে? সদাপ্রভু ঐ যে ব্যক্তিকে প্রেম করেন,
সে বাবিলের সম্বন্ধে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ
করিবে, তাহার বাহু কল্‌দীয়দের উপরে
১৫ [স্থাপিত হইবে]। আমি, আমিই কথা কহি-
লাম, হাঁ, আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া আনি-
লাম, আর সে আপন পথে কৃতার্থ হইবে।
১৬ তোমরা আমার নিকটে আসিয়া এই কথা শুন,
আমি প্রথমাবধি গোপনে কহি নাই; যদবধি
সেই ঘটনা হইতেছে, তদবধি আমি তথায় বর্ত্ত-
মান আছি; এবং এখন প্রভু সদাপ্রভু ও তাঁহার
আত্মা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
১৭ সদাপ্রভু, তোমার মুক্তিদাতা, ইস্রায়েলের
পবিত্রতম, এই কথা কহেন, তোমার ঈশ্বর আমি
সদাপ্রভু, তোমার উপকারজনক শিক্ষা দান করি,
ও তোমার গন্তব্য পথে তোমাকে গমন করাই।
১৮ আহা! তুমি কেন আমার আজ্ঞাতে অবধান কর
নাই? করিলে তোমার শান্তি নদীর ন্যায়,
তোমার ধার্ম্মিকতা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় হইত;
১৯ আর তোমার বংশ বালুকার ন্যায় হইত, তোমার
সন্তান তাহার কণাসমূহের ন্যায় হইত, তাহার
নাম উচ্ছিন্ন ও আমার সম্মুখ হইতে লুপ্ত
হইত না।
২০ তোমরা বাবিল হইতে নির্গত হও, কল্‌দীয়দের
মধ্য হইতে পলায়ন কর, আনন্দগানের রব সহ-
কারে ইহা প্রচার কর, এই সংবাদ দেও; পৃথি-
বীর সীমা পর্য্যন্ত এ বিষয় উল্লেখ কর; তোমরা
বল, সদাপ্রভু আপন দাস যাকোবকে মুক্ত করি-

Digitized by Google

২১ য়াছেন। তিনি যখন শুষ্ক স্থান দিয়া তাহাদিগকে
লইয়া গেলেন, তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইল না, তিনি
তাহাদের জন্য শৈল হইতে স্রোত বহাইলেন ;
তিনি শৈল ভেদ করিয়া জল প্রবাহিত করিলেন।
২২ সদাপ্রভু কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি
হয় না।

মশীহ ও তাঁহার প্রজাগণের বিষয়।

৪৯ হে দ্বীপগণ, আমার বাক্য শুন ; হে দূরস্থ
লোকবৃন্দ, অবধান কর। আমার গর্ব্ভস্থ
হওয়া অবধি সদাপ্রভু আমাকে আহ্বান করিয়া-
ছেন, মাতার উদর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি
২ আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আমার
মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গস্বরূপ করিয়াছেন, আপন হস্তের
ছায়াতে আমাকে লুক্কায়িত করিয়াছেন, এবং
আমাকে শাণিত বাণস্বরূপ করিয়া আপন তূণের
৩ মধ্যে রাখিয়াছেন। আর তিনি আমাকে বলি-
য়াছেন, তুমি আমার দাস ইস্রায়েল, তোমাতেই
৪ আমি মহিমান্বিত হইব। কিন্তু আমি কহিলাম,
আহা! আমি পণ্ডশ্রম করিয়াছি, অনর্থক ও
অসারতার জন্য আপন শক্তি ব্যয় করিয়াছি ;
তথাপি আমার বিচার সদাপ্রভুর সহিত, ও
আমার শ্রমের ফল আমার ঈশ্বরের সহিত রহি-
৫ য়াছে। আর এখন সদাপ্রভু কহেন ; যিনি
আমাকে গর্ব্ভাশয়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
যেন আমি তাঁহার দাস হইয়া যাকোবকে তাঁহার
কাছে পুনরানয়ন করি, ইস্রায়েল যেন তাঁহার
কাছে সংগৃহীত হয় ;—হাঁ, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে
আমি সম্মানিত, এবং আমার ঈশ্বর আমার বল
৬ হইয়াছেন ;—তিনি কহেন, তুমি যে যাকোবের
বংশদিগকে উত্থাপন করণার্থে ও ইস্রায়েলের
রক্ষিত লোকদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন করণার্থে
আমার দাস হও, ইহা ক্ষুদ্র বিষয় ; আমি
তোমাকে জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিব, যেন
তুমি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত আমার পরিত্রাণ-
স্বরূপ হও।
৭ যে ব্যক্তি মনুষ্যের অবজ্ঞাত, প্রজাবৃন্দের
ঘৃণাস্পদ ও কর্ত্তৃত্বকারীদের দাস, তাহাকে ইস্রা-
য়েলের মুক্তিদাতা ও তাহার পবিত্রতম সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, রাজারা তোমাকে দেখিলে
উঠিবে, অধ্যক্ষেরা প্রণিপাত করিবে ; সদাপ্রভুর
নিমিত্তেই করিবে, তিনি ত বিশ্বসনীয় ; ইস্রা-
য়েলের পবিত্রতমের নিমিত্ত করিবে, তিনি ত
৮ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন। সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমি গ্রাহ্য সময়ে তোমার প্রার্থ-
নার উত্তর দিয়াছি, এবং পরিত্রাণের দিবসে
তোমার সাহায্য করিয়াছি ; আর আমি
তোমাকে রক্ষা করিব, ও প্রজাবৃন্দের সন্ধিরূপে
নিযুক্ত করিব ; তাহাতে তুমি দেশের উন্নতি
সাধন করিবে, ও ধ্বংসিত দায়াংশ সকল অধি-
৯ কারীদের অধীন করিবে ; তুমি বন্দিগণকে
বলিবে, বাহিরে আইস ; অন্ধকারাবৃত লোক-
দিগকে বলিবে, প্রত্যক্ষ হও। তাহারা পথে
চরিবে, ও বৃক্ষশূন্য গিরি সকল তাহাদের
১০ চরাণিস্থান হইবে। তাহারা ক্ষুধিত কি পিপা-
সিত হইবে না ; এবং মরীচিকা কি রৌদ্র দ্বারা
আহত হইবে না ; কেননা যিনি তাহাদের প্রতি
অনুকম্পাকারী, তিনি তাহাদিগকে চরাইবেন,
১১ জলের উনুইয়ের নিকটে লইয়া যাইবেন। আর
আমি আমার সমস্ত পর্ব্বত পথ করিব, আর
১২ আমার রাজপথ সকল উচ্চ হইবে। দেখ, ইহারা
দূর হইতে আসিবে ; দেখ, উহারা উত্তর ও
পশ্চিমদিক্ হইতে আসিবে ; আর ঐ লোকেরা
১৩ সীনীম দেশ হইতে আসিবে। হে গগনমণ্ডল,
আনন্দরব কর ; হে পৃথিবি, উল্লাসিত হও ; হে
পর্ব্বতগণ, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর ; কেননা
সদাপ্রভু আপন প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিয়াছেন,
এবং আপন ক্লিষ্টদের প্রতি করুণা করিবেন।
১৪ কিন্তু সিয়োন কহিল, সদাপ্রভু আমাকে ত্যাগ
করিয়াছেন, প্রভু আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন।
১৫ স্ত্রীলোক কি আপন গর্ব্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ
করিবে না, সে কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে
বিস্মৃত হইতে পারে ? হাঁ, বরং তাহারা বিস্মৃত
হইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত
১৬ হইব না। দেখ, আমি আপন হস্তদ্বয়ের তালুতে
তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, তোমার প্রাচীর
১৭ সর্ব্বদা আমার সম্মুখে আছে। তোমার পুত্রেরা
ত্বরা করিতেছে, তোমার উৎপাটনকারীরা ও
উৎসন্নকারীরা তোমার মধ্য হইতে নির্গত হইবে।
১৮ তুমি চতুর্দ্দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখ, এই সকলে
একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে। সদা-
প্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তুমি ভূষণের
ন্যায় এই সকলকে পরিধান করিবে, কন্যার
১৯ মেখলার ন্যায় এই সকলকে ধারণ করিবে। কারণ
তোমার উৎসন্ন ও ধ্বংসিত স্থান সকল এবং
তোমার নষ্ট দেশের [বিষয় বলিতেছি] ;
এক্ষণে তুমি নিবাসীদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইবে,
এবং তোমার গ্রাসকারিগণ দূরে থাকিবে।
২০ তোমার বিরহের সন্তানগণ পুনর্ব্বার তোমার
কর্ণগোচরে কহিবে, আমার পক্ষে এই স্থান অতি
সঙ্কীর্ণ ; সরিয়া যাও, আমাকে বাস করিতে
২১ দেও। তাহাতে তুমি মনে মনে কহিবে, আমার
এই সকলকে কে জন্ম দিয়াছে ? আমি ত সন্তান-
বিরহিতা ও বন্ধ্যা, নির্ব্বাসিতা ও পরিভ্রান্তা
ছিলাম ; আর ! কে ইহাদিগকে প্রতিপালন

Digitized by Google

করিয়াছে? দেখ, আমি একাকিনী অবশিষ্টা
ছিলাম, ইহারা কোথায় ছিল?
২২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
জাতিগণের প্রতি হস্ত তুলিব, লোকবৃন্দের প্রতি
আপন ধ্বজা তুলিব, তাহাতে তাহারা তোমার
পুত্রগণকে কোলে করিয়া, ও তোমার কন্যা-
২৩ দিগকে স্কন্ধে করিয়া আনিয়া দিবে। আর রাজ-
গণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণকারী দাস ও তাহাদের
রাণীগণ তোমার ধাত্রী হইবে; তাহারা ভূমিতে
মুখ দিয়া তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে, ও
তোমার চরণের ধূলি চাটিবে; তাহাতে তুমি
জানিতে পারিবে, আমিই সদাপ্রভু, যাহারা
আমার অপেক্ষা করে, তাহারা লজ্জিত হইবে
২৪ না। বীর হইতে কি যুদ্ধে ধৃত প্রাণী হরণ করা
যায়? কিম্বা ন্যায্য বন্দিকে কি মুক্ত করা যায়?
২৫ কিন্তু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবশ্য বীরের
বন্দিগণ উদ্ধৃত হইবে, ও ভীম বিক্রান্তের ধৃত
প্রাণী মুক্ত করা যাইবে; কারণ তোমার প্রতি-
বাদীর সহিত আমিই বিবাদ করিব, তোমার
২৬ পুত্রদিগকে আমিই ত্রাণ করিব। আর আমি
তোমার উপদ্রবকারিগণকে তাহাদেরই মাংস
ভোজন করাইব; তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসের
ন্যায় আপন আপন রক্তে মত্ত হইবে; তাহাতে
মর্ত্ত্যমাত্র জানিতে পারিবে যে, আমিই সদাপ্রভু
তোমার ত্রাণকর্ত্তা, তোমার মুক্তিদাতা, যাকো-
বের একবীর।

সদাপ্রভুর দাস মশীহের
জ্ঞান ও স্থৈর্য্য।

৫০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে পত্র
দ্বারা তোমাদের মাতাকে ত্যাগ করিয়াছি,
তাহার সেই ত্যাগপত্র কোথায়? কিম্বা আমার
মহাজনদের মধ্যে কাহার কাছে তোমাদিগকে
বিক্রয় করিয়াছি? দেখ, তোমাদের অপরাধ
প্রযুক্ত তোমরা বিক্রীত হইয়াছ, এবং তোমাদের
অধর্ম্ম প্রযুক্ত তোমাদের মাতা ত্যক্তা হইয়াছে।
২ আমি আসিলে কেহ উপস্থিত হইল না কেন?
আমি ডাকিলে কেহ উত্তর দিল না কেন? আমার
হস্ত কি এমন খাট হইয়াছে যে, আমি মুক্ত
করিতে পারি না? আমার কি উদ্ধার করিবার
ক্ষমতা নাই? দেখ, আমি ধমকে সমুদ্র শুষ্ক
করি, নদনদী প্রান্তরে পরিণত করি, তথাকার
মৎস্যগণ জলাভাবে দুর্গন্ধ হয়, পিপাসায় মারা
৩ পড়ে। আমি গগনমণ্ডলকে কালিমা পরাই, ও
চট তাহার আচ্ছাদন করি।
৪ "আমি যেন ক্লান্ত লোককে বাক্য দ্বারা সুস্থির
করিতে পারি, এই নিমিত্ত প্রভু সদাপ্রভু আমাকে
শিক্ষিত লোকদের জিহ্বা দিয়াছেন; তিনি
প্রতিপ্রভাতে [আমাকে] জাগরিত করেন;
শিক্ষিত লোকদের ন্যায় অবধান করাইবার জন্য
৫ আমার কর্ণ প্রবুদ্ধ করেন। প্রভু সদাপ্রভু আমার
কর্ণ খুলিয়াছেন, এবং আমিও বিরুদ্ধাচারী হই
৬ নাই, পরাঙ্মুখ হই নাই। আমি প্রহারকদের
প্রতি আপন পৃষ্ঠ, শ্মশ্রু উৎপাটকদের প্রতি
আপন গাল পাতিয়া দিলাম, অপমান ও থুথু
হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলাম না।
৭ কারণ প্রভু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করিবেন,
সেই জন্য আমি বিহ্বল হই নাই, সেই জন্য
চক্‌মকি পাতরের ন্যায় আপন মুখ স্থাপন করি-
য়াছি, এবং আমি জানি যে, লজ্জিত হইব না।
৮ যিনি আমাকে ধার্ম্মিক করেন, তিনি নিকটবর্ত্তী;
কে আমার সহিত বিবাদ করিবে? আইস,
আমরা একত্র দাঁড়াই; কে আমার প্রতিবাদী?
৯ সে নিকটে আইসুক। দেখ, প্রভু সদাপ্রভু আমার
সাহায্য করিবেন, কে আমাকে দোষী করিবে?
দেখ, তাহারা সকলে বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে,
কীটেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।"
১০ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সদা-
প্রভুকে ভয় করে, ও তাঁহার দাসের বাক্যে অব-
ধান করে? যে অন্ধকারে চলে, যাহার দীপ্তি
নাই, সে সদাপ্রভুর নামে বিশ্বাস করুক, আপন
১১ ঈশ্বরে নির্ভর দিউক। দেখ, অগ্নি জ্বালাইতেছ
ও শিখামণ্ডলে আপনাদিগকে বেষ্টন করিতেছ
যে তোমরা, তোমরা সকলে আপনাদের অগ্নির
আলোকে ও আপনাদের প্রজ্বলিত শিখামণ্ডলে
গমন কর। আমার হস্তে এই ফল পাইবে,
তোমরা দুঃখে শয়ন করিবে।

জাগ্রত হইবার জন্য আহ্বান।

৫১ হে ধর্ম্মের অনুগামিগণ, হে সদাপ্রভুর
অন্বেষণকারিগণ, আমার বাক্যে অবধান
কর; তোমরা যে শৈল হইতে তক্ষিত ও যে
কূপের ছেদ হইতে খনিত হইয়াছ, তাহার প্রতি
২ দৃষ্টি কর। তোমাদের পিতা অব্রাহাম ও তোমা-
দের প্রসবকারিণী সারার প্রতি দৃষ্টি কর; ফলতঃ
যখন সে একাকী ছিল, তখন আমি তাহাকে
ডাকিয়া আশীর্ব্বাদযুক্ত ও বহুবংশ করিলাম।
৩ বস্তুতঃ সদাপ্রভু সিয়োনকে সান্ত্বনা করিয়াছেন,
তিনি তাহার যাবতীয় উৎসন্ন স্থানকে সান্ত্বনা
করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রান্তর এদনের ন্যায়,
ও তাহার শুষ্ক ভূমি সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়
করিয়াছেন; তাহার মধ্যে আমোদ ও আনন্দ,
স্তবগান ও সঙ্গীতের ধ্বনি পাওয়া যাইবে।

Digitized by Google

৪ হে আমার প্রজাগণ, আমার বাক্যে অবধান
কর ; হে আমার জনবৃন্দ, আমার বচনে কর্ণপাত
কর ; কেননা আমা হইতে ব্যবস্থা উদিত হইবে,
লোকবৃন্দের দীপ্তির জন্য আমি আপন বিচার
৫ স্থাপন করিব। আমার ধর্ম্ম নিকটবর্ত্তী ; আমার
পরিত্রাণ উদিত হইল, এবং আমার বাহু জাতি-
গণের বিচার নিষ্পন্ন করিবে ; দ্বীপগণ আমারই
অপেক্ষাতে থাকিবে, ও আমার বাহুতে প্রত্যাশা
৬ রাখিবে। তোমরা ঊর্দ্ধস্থিত গগনমণ্ডলের প্রতি
দৃষ্টিপাত কর, অধঃস্থিত ভূমণ্ডল নিরীক্ষণ কর ;
কেননা গগনমণ্ডল ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে,
ভূমণ্ডল বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, এবং তন্নি-
বাসিগণ সেইরূপে মারা পড়িবে ; কিন্তু আমার
পরিত্রাণ অনন্তকাল থাকিবে, আমার ধার্ম্মিকতা
বিনষ্ট হইবে না।
৭ হে ধর্ম্মজ্ঞানীরা, তোমাদের অন্তরে আমার
ব্যবস্থা আছে, তোমরা আমার কথা শুন ; মর্ত্ত্যের
টিট্কারিতে ভয় করিও না, তাহাদের বিদ্রূপে
৮ উদ্বিগ্ন হইও না। কেননা বস্ত্রের ন্যায় তাহারা
কীটভক্ষিত হইবে, ও কৃমিরা তাহাদিগকে মেষ-
লোমের ন্যায় খাইয়া ফেলিবে ; কিন্তু আমার
ধার্ম্মিকতা অনন্তকাল ও আমার পরিত্রাণ পুরু-
ষানুক্রমে থাকিবে।
৯ হে সদাপ্রভুর বাহু, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও,
বল পরিধান কর ; যেমন পূর্ব্বকালে, চিরন্তন
পুরুষপরম্পরার কালে হইয়াছিলে, তেমনি জাগ্রত
হও। তুমিই কি রহবকে কুচি কুচি করিয়া কাট
১০ নাই, নাগকে বিদ্ধ কর নাই ? তুমিই কি সমুদ্র,
মহাজলধির জল, শুষ্ক কর নাই ? মুক্তিপ্রাপ্ত-
দের পার হইবার জন্য কি সমুদ্রের গভীর
১১ স্থানকে পথ কর নাই ? হাঁ, সদাপ্রভুর নিস্তারিত
লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, আনন্দগান পুরঃসর
সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের মস্তকে নিত্য-
স্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে ; তাহারা আমোদ ও
আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে
পলায়ন করিবে।
১২ আমি, আমিই তোমাদের সান্ত্বনাকর্ত্তা। তুমি
কে যে, মৃত্যুর অধীন মর্ত্ত্যকে ও তৃণের ন্যায়
১৩ ভবিতব্য মনুষ্য-সন্তানকে ভয় করিতেছ, এবং
তোমার নির্ম্মাতা সদাপ্রভু, যিনি গগনমণ্ডল
বিস্তার করিয়াছেন, ভূমণ্ডলের ভিত্তিমূল স্থাপন
করিয়াছেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছ ? এবং
উপদ্রবী বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া
তাহার ক্রোধ হইতে সমস্ত দিন অবিরত ভয়
পাইতেছ ? সেই উপদ্রবীর ক্রোধ কোথায় ?
১৪ কুব্জ বন্দি মুক্ত হইতে ত্বরান্বিত ; সে কূপে মরিবে
১৫ না, তাহার খাদ্যের অভাব হইবে না। হাঁ, আমি
সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, আমি সমুদ্রকে ব্যস্ত
করিলে তাহার তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি করে ; বাহিনী-
১৬ গণের সদাপ্রভু, এই আমার নাম। আর আমি
আপন বাক্য তোমার মুখে রাখিলাম, আপন
হস্তের ছায়ায় তোমাকে আচ্ছাদন করিলাম।
আমার উদ্দেশ্য, গগনমণ্ডল রোপণ করি, পৃথি-
বীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি, এবং তুমি আমার
প্রজা, এই কথা সিয়োনকে বলি।
১৭ হে যিরূশালেম, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও,
গাত্রোত্থান কর, তুমি সদাপ্রভুর হস্ত হইতে
তাঁহার ক্রোধরূপ পাত্রে পান করিয়াছ, মত্ততা-
জনক বৃহৎ পানপাত্রে পান করিয়াছ, তলানি
১৮ চাটিয়া খাইয়াছ। [ঐ পুরী] যে সকল পুত্র
প্রসব করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া
যাইবার কেহই নাই ; যে সকল পুত্র প্রতিপালন
করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাহার হস্ত ধরিবার
১৯ কেহই নাই। এই দুই তোমার প্রতি ঘটিয়াছে ;
কে তোমার নিমিত্তে বিলাপ করিবে ? ধনাপহার
ও বিনাশ, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ ; আমি কিরূপে
২০ তোমাকে সান্ত্বনা করিব ? জালে বদ্ধ হরিণের
ন্যায় তোমার পুত্রগণ মূর্চ্ছিত হইয়াছে, প্রতি
সড়কের মাথায় পড়িয়া আছে ; তাহারা সদা-
প্রভুর ক্রোধে, তোমার ঈশ্বরের ধমকে, পরিপূর্ণ
২১ অতএব হে দুঃখিনি, বিনা দ্রাক্ষারসে মত্তা
২২ তুমি, তুমি এই কথা শুন। তোমার প্রভু সদা-
প্রভু, আপন প্রজাদের পক্ষবাদী তোমার ঈশ্বর,
এই কথা কহেন, দেখ, আমি মত্ততাজনক পান-
পাত্র, আমার ক্রোধরূপ বৃহৎ পানপাত্র, তোমার
হস্ত হইতে লইলাম ; সেই পানপাত্রে তুমি আর
২৩ পান করিবে না। আর আমি তোমার সেই
ক্লেশদাতাদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিব, যাহারা
তোমার প্রাণকে বলিয়াছে, "হেঁট হও, আমরা
তোমার উপর দিয়া গমন করি," আর তুমি
ভূমির ন্যায় ও সড়কের ন্যায় পথিকদের কাছে
আপন পিঠ পাতিয়া দিয়াছ।

৫২ হে সিয়োন, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও,
আপন বল পরিধান কর ; হে পবিত্র নগরি
যিরূশালেম, তুমি আপনার রম্য বস্ত্র সকল পরি-
ধান কর, কেননা এখন অবধি তোমার মধ্যে
অচ্ছিন্নত্বক্ কি অশুচি লোক আর প্রবেশ করিবে
২ না। হে যিরূশালেম, তুমি আপন গাত্রের ধূলা
ঝাড়িয়া ফেল, উঠ, উপবেশন কর ; হে বন্দি
সিয়োন কন্যে, তোমার গ্রীবার বন্ধন সকল
খুলিয়া ফেল।
৩ কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা
বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়াছিলে, আর বিনা-
৪ রৌপ্যে মুক্ত হইবে। কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমার প্রজারা পূর্ব্বে মিসরে প্রবাস
করণার্থে তথায় নামিয়া গিয়াছিল ; আবার

Digitized by Google

অশূর অকারণে তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল।
৫ অতএব সদাপ্রভু কহেন, এখন এই স্থানে আমার
কি আছে? কেননা আমার প্রজাগণ অমনি
স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। সদাপ্রভু কহেন,
তাহাদের কর্ত্তারা চীৎকার করিতেছে, এবং
আমার নাম সমস্ত দিন অবিরত নিন্দিত হই-
৬ তেছে। অতএব আমার প্রজাগণ আমার নাম
জ্ঞাত হইবে, হাঁ, সেই দিনে [জ্ঞাত হইবে] যে,
আমিই কথা কহিতেছি ; দেখ, এই আমি।
৭ আহা! পর্ব্বতগণের উপরে সুসমাচার-প্রচা-
রকের চরণ কেমন শোভা পাইতেছে! সে শান্তি
জ্ঞাপন করে, মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে,
পরিত্রাণ জ্ঞাপন করে ; সে সিয়োনকে কহে,
৮ "তোমার ঈশ্বর রাজত্ব করেন।" তোমার প্রহরি-
গণের রব! তাহারা উচ্চধ্বনি করিতেছে, এক-
স্বরে আনন্দগান করিতেছে, কেননা সদাপ্রভু
যখন সিয়োনে ফিরিয়া আইসেন, তখন তাহারা
৯ প্রত্যক্ষ দেখিবে। হে যিরূশালেমের উৎসন্ন
স্থান সকল, উচ্চরব কর, একস্বরে আনন্দগান কর,
কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে সান্ত্বনা
করিয়াছেন, যিরূশালেমকে মুক্ত করিয়াছেন।
১০ সদাপ্রভু সর্ব্বজাতির দৃষ্টিতে আপন পবিত্র বাহু
অনাবৃত করিয়াছেন, আর পৃথিবীর আদ্যন্তস্থিত
সকলে আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিবে।
১১ চল চল, এই স্থান হইতে বাহির হও, অশুচি
বস্তু স্পর্শ করিও না, ইহার মধ্য হইতে বাহির
হও; হে সদাপ্রভুর পাত্রবাহকগণ, তোমরা বিশুদ্ধ
১২ হও। কেননা তোমরা যে ত্বরান্বিত হইয়া বাহিরে
যাইবে, কিম্বা পলায়নের দ্বারা গমন করিবে,
তাহা নয় ; কারণ সদাপ্রভু তোমাদের অগ্রে অগ্রে
গমন করিবেন, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমা-
দের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন।

মশীহের দুঃখভোগ ও তৎপরবর্ত্তী গৌরব।

১৩ দেখ, আমার দাস বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবেন। তিনি
১৪ উন্নত, উচ্চপদপ্রাপ্ত ও মহামহিম হইবেন। মনুষ্য
অপেক্ষা তাঁহার আকৃতি, মানব-সন্তানগণ অপেক্ষা
তাঁহার রূপ ; বিকারপ্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে
১৫ তাঁহার বিষয়ে চমৎকৃত হইত, তেমনি তিনি
অনেক জাতিকে চকিত করিবেন, তাঁহার সম্মুখে
রাজারা বদ্ধমুখ হইবে ; কেননা পূর্ব্বে তাহাদের
কাছে যাহা প্রচারিত ছিল না, তাহারা তাহা
দেখিতে পাইবে ; তাহারা যাহা কখনও শুনে
নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে।
৫৩ আমাদের বার্ত্তা কে বিশ্বাস করিয়াছে?
সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত
২ হইয়াছে? কারণ তিনি তাঁহার সমক্ষে চারার
ন্যায় এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায়
উঠিলেন ; তাঁহার রূপ কি শোভা নাই ; এবং
তাঁহাকে দেখিলে আমরা যে তাঁহাকে ভাল বাসি,
৩ এমন আকৃতি নাই। তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্য-
দের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা-পরিচিত,
এবং লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে,
তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর
আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই।
৪ সত্য, তিনি আমাদের যাতনা সকল তুলিয়া
লইয়াছেন, ও আমাদের ব্যথা সকল বহন করিয়া-
ছেন ; তাহাতে আমরা তাঁহাকে আহত, ঈশ্বর
৫ কর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত্ত মনে করিলাম। কিন্তু
তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষতবিক্ষত
হইলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হই-
লেন ; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে
বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের
৬ আরোগ্য লাভ হইল। আমরা সকলে মেষ-
গণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন
আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি ; আর সদাপ্রভু
আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে
বর্ত্তাইয়াছেন।
৭ তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু তিনি দুঃখভোগ
স্বীকার করিলেন, মুখ খুলিলেন না ; তিনি বধ্য-
স্থানে নীয়মান মেষশাবকের ন্যায়, এবং লোম-
চ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব মেষীর ন্যায় হইলেন,
৮ তিনি মুখ খুলিলেন না। তিনি উপদ্রব ও বিচার
দ্বারা অপনীত হইলেন ; আর তৎকালের লোক-
দের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি
জীবিত লোকদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন?
আমার জাতির অধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার উপরে
৯ আঘাত পড়িল। আর লোকে দুষ্টগণের সহিত
তাঁহার কবর নিরূপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি
ধনবানের সঙ্গী হইলেন ; তবু তিনি দৌরাত্ম্য
করেন নাই, তাঁহার মুখে ছল ছিল না।
১০ তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুর মনো-
রথ হইল ; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন।
তাঁহার প্রাণ দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিলে পর
তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ু হইবেন,
এবং তাঁহার হস্ত দ্বারা সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ
১১ হইবে। তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন,
তৃপ্ত হইবেন ; আমার ধার্ম্মিক দাস আপনার
জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্ম্মিক করিবেন, এবং
তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।
১২ অতএব আমি মহৎদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ
দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ
করিয়া লইবেন ; কারণ তিনি মৃত্যুমুখে আপন
প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, অধর্ম্মীদের সহিত
গণিত হইলেন ; হাঁ, তিনি অনেকের পাপভার

Digitized by Google

লইয়াছেন, আর অধর্ম্মীদের জন্য অনুরোধ
করিতেছেন।

প্রজাগণের প্রতি সদাপ্রভুর অলোপ্য প্রেম।

৫৪ অয়ি বন্ধ্যে, অপ্রসূতে, তুমি আনন্দগান
কর, অয়ি গর্ভব্যথারহিতে, তুমি উচ্চৈঃস্বরে
আনন্দগান ও হর্ষনাদ কর ; কেননা সধবার সন্তান
অপেক্ষা অনাথার সন্তান অধিক, ইহা সদাপ্রভু
২ কহেন। তুমি আপন তাম্বুর স্থান পরিসর কর,
আপন শিবিরের যবনিকা বিস্তার কর, ন্যূনতা
করিও না ; তোমার রজ্জু সকল দীর্ঘ ও গোঁজ
৩ সকল দৃঢ় কর। কেননা তুমি দক্ষিণে ও বামে
বিস্তীর্ণা হইবে, তোমার বংশ জাতিগণের অধি-
কার পাইবে, এবং ধ্বংসিত নগরসমূহে লোক
৪ বসাইবে। ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা
পাইবে না ; বিষণ্নবদনা হইও না, কেননা তুমি
অপ্রতিভ হইবে না. হাঁ, তুমি আপন কৌমার্য্য-
কালের অপমান বিস্মৃত হইবে, এবং তোমার
৫ বৈধব্যের দুর্নাম স্মরণে থাকিবে না। কেননা
তোমার নির্ম্মাতা তোমার পতি, বাহিনীগণের
সদাপ্রভু তাঁহার নাম ; এবং ইস্রায়েলের পবিত্র-
তম তোমার মুক্তিদাতা, তিনি সমস্ত পৃথিবীর
৬ ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইবেন। কারণ সদাপ্রভু
তোমাকে ত্যক্তা ও ক্ষুণ্নাত্মা স্ত্রীর ন্যায়, কিম্বা
নিগৃহীতা যৌবনকালীয় ভার্য্যার ন্যায় আহ্বান
৭ করিয়াছেন ; ইহা তোমার ঈশ্বর কহেন। আমি
ক্ষুদ্র নিমেষ কালের জন্য তোমাকে ত্যাগ করিয়া-
ছিলাম, কিন্তু মহাকরুণায় তোমাকে সংগ্রহ
৮ করিব। আমি কোপাবেশে এক নিমেষমাত্র
তোমা হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু
অনন্তকালস্থায়ী দয়াতে তোমার প্রতি করুণা
করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন।
৯ বস্তুতঃ আমার নিকটে ইহা নোহের জলের
সদৃশ ; কারণ আমি যেমন শপথ করিয়াছি যে,
নোহের জল আর ভূতল আপ্লাবন করিবে না,
তেমনি এই শপথ করিলাম যে, তোমার প্রতি
আর ক্রুদ্ধ হইব না, এবং তোমাকে আর ভর্ৎসনা
১০ করিব না। বস্তুতঃ পর্ব্বতগণ সরিয়া যাইবে,
উপপর্ব্বতগণ টলিবে ; কিন্তু আমার দয়া তোমা
হইতে সরিয়া যাইবে না, এবং আমার শান্তি-
নিয়ম টলিবে না, ইহা তোমার প্রতি অনুকম্পা-
কারী সদাপ্রভু কহেন।
১১ অয়ি দুঃখিনি, অয়ি ঝটিকাদুলিতে ও সান্ত্বনা-
বিহীনে, দেখ, আমিই সিন্দূর দিয়া তোমার
প্রস্তর বসাইব, নীলমণি দ্বারা তোমার ভিত্তিমূল
১২ স্থাপন করিব ; আর পদ্মরাগমণি দ্বারা তোমার
আলিশা, ও সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা তোমার পুর-
দ্বার সকল ও মনোহর প্রস্তরনিচয় দ্বারা তোমার
১৩ সমস্ত পরিসীমা নির্ম্মাণ করিব। আর তোমার
পুত্রগণ সকলে সদাপ্রভু কর্তৃক শিক্ষিত হইবে,
১৪ তোমার সন্তানদের পরম শান্তি হইবে। তুমি
ধার্ম্মিকতায় স্থিরীকৃত হইবে ; তুমি উপদ্রব
হইতে দূরে থাকিবে, কেননা তুমি ভীত হইবে
না ; এবং ত্রাস হইতে দূরে থাকিবে, কেননা
১৫ তাহা তোমার নিকটে আসিবে না। দেখ, লোকে
যদি দল বাঁধে, তাহা আমা হইতে হয় না ; যে
কেহ তোমার বিপক্ষে দল বাঁধে, সে তোমা হেতু
১৬ পতিত হইবে। দেখ, যে কর্ম্মকার যাঁতা দ্বারা
কয়লাতে অগ্নি করে, আপন কার্য্যের জন্য অস্ত্র
গঠন করে, আমি তাহার সৃষ্টি করিয়াছি, এবং
বিনাশ করণার্থে নাশকের সৃষ্টিও আমি করি-
১৭ য়াছি। যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত
হয়, তাহা সার্থক হইবে না ; যে কোন জিহ্বা
বিচারে তোমার প্রতিবাদিনী হয়, তাহাকে
তুমি দোষী করিবে। সদাপ্রভুর দাসদের এই
অধিকার, এবং আমা হইতে তাহাদের এই
ধার্ম্মিকতা লাভ হয়, এই কথা সদাপ্রভু কহেন।

পরিত্রাণ গ্রহণার্থে নিমন্ত্রণ।

৫৫ অহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের
কাছে আইস ; যাহার রৌপ্য নাই, সে
আইসুক ; তোমরা আইস, খাদ্য ক্রয় কর ও
ভোজন কর ; হাঁ, আইস, বিনারৌপ্যে খাদ্য,
২ বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর। কেন
অখাদ্য দ্রব্যের নিমিত্তে রৌপ্য তৌল করিতেছ,
ও অতৃপ্তিকর সামগ্রীর নিমিত্তে আপন আপন
শ্রমফল দিতেছ ? অবধান করিয়া আমার কথা
শুন, উত্তম ভক্ষ্য ভোজন করিবে, পুষ্টিকর দ্রব্যে
৩ প্রাণ আপ্যায়িত করিবে। কর্ণপাত কর, আমার
নিকটে আইস ; শ্রবণ কর, তোমাদের প্রাণ
সঞ্জীবিত হইবে ; ফলতঃ আমি তোমাদের সহিত
এক নিত্যস্থায়ী নিয়ম, অর্থাৎ দায়ূদের প্রতি
৪ কৃত অটল দয়া স্থির করিব। দেখ, আমি তাঁহাকে
লোকবৃন্দের সাক্ষীরূপে, লোকবৃন্দের নায়ক ও
৫ আদেষ্টারূপে নিযুক্ত করিলাম। দেখ, তুমি যে
জাতিকে জান না, তাহাকে আহ্বান করিবে ; যে
জাতি তোমাকে জ্ঞাত হয় নাই, সে তোমার
কাছে দৌড়িয়া আসিবে ; ইহা তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নিমিত্তে ও ইস্রায়েলের পবিত্রতমের
নিমিত্তে ঘটিবে, কেননা তিনি তোমাকে গৌরবা-
ন্বিত করিয়াছেন।
৬ যাবৎ সদাপ্রভুকে পাওয়া যায়, তাবৎ তাঁহার
অন্বেষণ কর ; যাবৎ তিনি নিকটে থাকেন,

Digitized by Google

৭ তাবৎ তাঁহাকে আহ্বান কর। দুষ্ট আপনার
পথ, ও অন্যায়ী আপনার সঙ্কল্প সকল ত্যাগ
করুক ; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আই-
সুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করি-
বেন ; আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আই-
সুক, কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।
৮ কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও
তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমা-
দের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়।
৯ কিন্তু ভূতল হইতে গগনমণ্ডল যত উচ্চ, তোমা-
দের সকল পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদের
সকল সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ।
১০ হাঁ, যেমন বৃষ্টি বা হিম আকাশ হইতে নামিয়া
আইসে, আর সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু
ভূমি আর্দ্র করিয়া ফলবতী ও উদ্ভিজ্জে ভূষিতা
করে, এবং বপনকারীকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য
১১ দেয়, আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে ;
তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া
আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা
সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি,
১২ সে বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে। বস্তুতঃ তোমরা
আনন্দপূর্ব্বক বহির্গমন করিবে, এবং শান্তিতে
অগ্রে অগ্রে নীত হইবে। পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণ
তোমাদের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিবে,
১৩ এবং ক্ষেত্রস্থ সমস্ত বৃক্ষ হাততালি দিবে। কণ্টক-
বৃক্ষের পরিবর্ত্তে দেবদারু, ও শ্যাকুলের পরিবর্ত্তে
গুলমেঁদি উৎপন্ন হইবে ; আর তাহা সদাপ্রভুর
কীর্ত্তিস্বরূপ এবং অলোপ্য নিত্যস্থায়ী অভিজ্ঞান
হইবে।

৫৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ন্যায়-
বিচার রক্ষা কর, ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান কর,
কেননা আমার পরিত্রাণ আগতপ্রায়, এবং আমার
২ ধার্ম্মিকতার প্রকাশ সন্নিকট। ধন্য সেই ব্যক্তি,
যে এইরূপ আচরণ করে, এবং সেই মানব-সন্তান,
যে ইহা অবলম্বন করে, যে বিশ্রামবার পালন
করে, অশুচি করে না, এবং যাবতীয় দুষ্ক্রিয়া
৩ হইতে আপন হস্ত রক্ষা করে। সদাপ্রভুতে
আসক্ত বিজাতি-সন্তান এ কথা না বলুক যে,
সদাপ্রভু আপন প্রজাবৃন্দ হইতে আমাকে নিশ্চ-
য়ই বিভিন্ন করেন, এবং নপুংসক না বলুক, দেখ,
৪ আমি শুষ্ক বৃক্ষ। কেননা সদাপ্রভু নপুংসক-
দিগকে এই কথা কহেন, [তোমাদের মধ্যে]
যাহারা আমার বিশ্রামবার পালন করে, আমার
সন্তোষকর বিষয় মনোনীত করে, ও আমার
৫ নিয়ম অবলম্বন করে, তাহাদিগকে আমি আমার
গৃহমধ্যে ও আমার প্রাচীরের ভিতরে পুত্রকন্যা
অপেক্ষা উত্তম স্থান ও নাম দিব : আমি তাহা-
দিগকে অনন্তকালস্থায়ী নাম দিব, তাহা কখন
৬ কাটা যাইবে না। আর যে বিজাতি-সন্তানগণ
সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য, তাঁহার নাম
প্রেম করণার্থে ও তাঁহার দাস হইবার জন্য
সদাপ্রভুতে আসক্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ বিশ্রাম-
বার পালন করে, অশুচি করে না, ও আমার
৭ নিয়ম অবলম্বন করে, তাহাদিগকে আমি আপন
পবিত্র পর্ব্বতে আনিব, এবং আমার প্রার্থনা-গৃহে
তাহাদিগকে আনন্দিত করিব ; আমি তাহাদের
হোমবলি ও অন্য বলি সকল আমার যজ্ঞবেদির
উপরে গ্রাহ্য করিব, যেহেতুক আমার গৃহ সর্ব্ব-
৮ জাতির প্রার্থনা-গৃহ বলিয়া খ্যাত হইবে। ইস্রা-
য়েলের দূরীকৃত লোকদের সংগ্রহকারী প্রভু সদা-
প্রভু কহেন, আমি আরও অধিক সংগ্রহ করতঃ
তাহার সংগৃহীত লোকদিগেতে [যোগ করিব]।

পাপীদের প্রতি চেতনা বাক্য।

৯ হে মাঠের সমস্ত পশু, হে সমস্ত বনপশু,
১০ গ্রাস করিতে আইস। তাহার প্রহরিগণ অন্ধ,
সকলেই অজ্ঞান ; তাহারা সকলে গোঙ্গা কুকুর,
তাহারা ঘেউ ঘেউ করিতে পারে না ; তাহারা
১১ স্বপ্নদর্শী, নিদ্রালু ও তন্দ্রাপ্রিয়। সেই কুকুরগণ
উদরম্ভরি, তাহাদের কখন তৃপ্তি বোধ হয় না ;
আর ইহারা বিবেচনাহীন পালক ; সকলে
আপন আপন লাভের চেষ্টায় নির্ব্বিশেষে আপন
১২ আপন পথের দিকে ফিরে। [প্রত্যেক জন বলে,]
চল, আমি দ্রাক্ষারস আনি, আমরা সুরাপানে
মত্ত হইব, এবং যেমন অদ্য, তেমনি কল্যকার
দিনও হইবে ; তাহা আত্যন্তিক আধিক্যের
মহাদিন হইবে।

৫৭ ধার্ম্মিক বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু কেহ সে
বিষয়ে মনোযোগ করে না ; সাধু মনুষ্য-
গণকে চয়ন করা যাইতেছে, কিন্তু বিপদের
সম্মুখ হইতে ধার্ম্মিককে চয়ন করা যাইতেছে,
২ ইহা কেহ বিবেচনা করে না। সে শান্তিতে
প্রবেশ করে ; সরলপথগামীরা প্রত্যেকে আপন
আপন শয্যার উপরে বিশ্রাম করে।
৩ গণিকার পুত্রগণ, পারদারিকের ও বেশ্যার
সন্তানগণ, তোমরা নিকটবর্ত্তী হইয়া এখানে
৪ আইস। তোমরা কাহাকে উপহাস কর ? কাহাকে
দেখিয়া মুখ বক্র ও জিহ্বা বাহির কর ? তোমরা
কি অধর্ম্মের সন্তান ও মিথ্যাকথার বংশ নও ?
৫ তোমরা এলা বৃক্ষগণের মধ্যে যাবতীয় হরিৎপর্ণ
বৃক্ষের তলে [দেবকামে] জ্বলিয়া থাক, এবং
নানা স্রোতোমার্গে ও শৈলস্থ দরীর তলে আপন
৬ আপন বালকগণকে হনন করিয়া থাক। স্রোতো-
মার্গের চিক্কণ প্রস্তর সকলের মধ্যে তোমার অংশ,
সেইগুলিই তোমার অধিকার ; হাঁ, তাহাদেরই

Digitized by Google

উদ্দেশে তুমি পেয় দ্রব্য ঢালিয়াছ, নৈবেদ্য উৎ-
সর্গ করিয়াছ। এই সকল বিষয়ে আমি কি তুষ্ট
৭ হইব? তুমি উচ্চ ও উন্নত পর্ব্বতের উপরে
তোমার শয্যা পাতিয়াছ; হাঁ, তুমি বলিদান
৮ করিতে সে স্থানে উঠিয়াছিলে। তোমার স্মৃতি-
চিহ্ন কবাটের ও চৌকাঠের পশ্চাতে রাখিয়াছ;
কেননা তুমি আমাকে ছাড়িয়া আর এক জনকে
পাইয়া বস্ত্র খুলিয়া খাটে উঠিয়াছ, আপন শয্যা
বৃদ্ধি করিয়া উহাদের সহিত নিয়ম করিয়াছ, ও
উহাদের শয্যা দেখিয়া তাহা ভাল বাসিয়াছ।
৯ অধিকন্তু তুমি তৈল মাখিয়া রাজার নিকটে গমন
করিয়াছিলে, প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করি-
য়াছিলে, দূরদেশে আপন দূতগণকে প্রেরণ করি-
য়াছিলে, এবং পাতাল পর্য্যন্ত আপনাকে অব-
১০ নত করিয়াছিলে। আর তোমার যাতায়াতের
আধিক্য প্রযুক্ত পথশ্রান্তা হইয়াছিলে, তথাপি,
এ মিথ্যা আশা, ইহা বল নাই; তোমার হস্তের
নাড়ী টের পাইতেছ বলিয়া তুমি ক্লান্তা হও
১১ নাই। বল দেখি, কাহা হইতে ত্রাসযুক্তা ও
ভীতা হইয়া এমন মিথ্যাকথা বলিতেছ,
এবং আমাকে বিস্মৃতা হইয়াছ, মনে স্থান দেও
নাই? আমি কি চিরকালাবধি নীরব রহি নাই,
১২ তাই বুঝি আমাকে ভয় কর না? আমি তোমার
ধার্ম্মিকতা প্রচার করিব; আহা, তোমার কার্য্য
সকল! সে সকল তোমার উপকারী হইবে না।
১৩ তুমি যখন ক্রন্দন কর, তখন তোমার সঞ্চিত
[পুত্তলিগণ] তোমাকে উদ্ধার করুক। কিন্তু
বায়ু সে সকলকে উড়াইয়া লইবে, একটী নিশ্বাস
তাহাদিগকে লইয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি
আমার শরণাপন্ন, সে দেশাধিকার পাইবে,
ও আমার পবিত্র পর্ব্বত অধিকার করিবে।
১৪ আর উক্ত হইবে, উচ্চ কর, উচ্চ কর, পথ পরি-
ষ্কার কর, আমার প্রজাগণের পথ হইতে বিঘ্ন
১৫ দূর করিয়া দেও। কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত,
যিনি অনন্তকাল-নিবাসী, যাঁহার নাম "পবিত্র",
তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্দ্ধলোকে ও পবিত্র
স্থানে বাস করি, চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও
বাস করি, যেন নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত
করি ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি।
১৬ কারণ আমি নিত্য বিবাদ করিব না, সর্ব্বদা
ক্রোধ করিব না; করিলে আত্মা এবং আমার
নির্ম্মিত প্রাণী সকল আমার সম্মুখে মূর্চ্ছাপন্ন
১৭ হইবে। আমি তাহার লোভরূপ অপরাধে ক্রুদ্ধ
হইয়া তাহাকে আঘাত করিলাম, আপন [মুখ]
লুকাইয়া ক্রোধ করিতে থাকিলাম; তথাপি সে
পরাঙ্মুখ থাকিয়া আপনার মনোভিলষিত পথে
১৮ চলিল। আমি তাহার গতি দেখিয়াছি, এবং
তাহাকে সুস্থ করিব; আমি তাহার পথপ্রদর্শক
হইব, এবং তাহাকে ও তাহার শোকাকুলদিগকে
১৯ সান্ত্বনারূপ ধন দিব। আমি ওষ্ঠাধরের ফল সৃষ্টি
করি; শান্তি, নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী উভয়েরই
শান্তি, ইহা সদাপ্রভু কহেন; হাঁ, আমি তাহাকে
২০ সুস্থ করিব। কিন্তু দুষ্টগণ আলোড়িত সমুদ্রের
তুল্য, কেননা তাহা স্থির হইতে পারে না, ও
২১ তাহার জলে পঙ্ক ও কর্দ্দম উঠে। আমার ঈশ্বর
কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না।

ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা ও তাহার ফল।

৫৮ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর, রব সংযত করিও
না, তূরীর ন্যায় উচ্চধ্বনি কর; আমার
প্রজাদিগকে তাহাদের অধর্ম্ম, যাকোবের কুলকে
২ তাহাদের পাপ সকল জানাও। তাহারা ত দিন
দিন আমার অন্বেষণ করে, আমার পথবিষয়ক
জ্ঞানে প্রীত হয়, এবং যে জাতি ধার্ম্মিকতার
অনুষ্ঠান করে ও আপন ঈশ্বরের শাসন ত্যাগ
করে নাই, এমন জাতির ন্যায় আমাকে ধর্ম্মশাসন
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, এবং ঈশ্বরের নিকটে
৩ থাকিতে ভাল বাসে। [আর বলে,] "আমরা
উপবাস করিয়াছি, তুমি কেন দৃষ্টি কর না?
আমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিয়াছি,
তুমি কেন তাহা জানিতে অস্বীকার কর?" দেখ,
তোমাদের উপবাসদিনে তোমরা সুখের চেষ্টা ও
আপন আপন কর্ম্মচারীদের প্রতি দৌরাত্ম্য
৪ করিয়া থাক। দেখ, তোমরা বিবাদ ও কলহের
জন্য, এবং দুষ্টতার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে
করিতে উপবাস করিয়া থাক; অদ্যকার ন্যায়
উপবাস করিলে তোমরা ঊর্দ্ধলোকে আপনাদের
৫ রব শুনাইতে পার না। আমার মনোনীত উপ-
বাস কি এই প্রকার? মনুষ্যের আপন প্রাণকে
দুঃখ দিবার দিন কি এই প্রকার? নলের ন্যায়
মস্তক হেঁট করণ এবং শয্যার্থে চট ও ভস্ম পাতন,
তুমি কি ইহাকেই উপবাস এবং সদাপ্রভুর গ্রাহ্য
৬ দিন বল? আমার মনোনীত উপবাস কি এই
নয়? দুষ্টতার গাঁইট সকল খুলিয়া দেওয়া,
যোঁয়ালির খিল মুক্ত করা, এবং দলিত লোক-
দিগকে স্বাধীন করিয়া বিদায় করা, ও প্রত্যেক
৭ যোঁয়ালি ভগ্ন করা কি নয়? ক্ষুধিত লোককে
তোমার খাদ্য বন্টন করা, তাড়িত দুঃখীদিগকে
গৃহে আশ্রয় দেওয়া, ইহা কি নয়? উলঙ্গকে
দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, তোমার নিজ
মাংস হইতে আপনাকে লুক্কায়িত না রাখা, ইহা
৮ কি নয়? ইহা করিলে অরুণের ন্যায় তোমার
দীপ্তি প্রকাশ পাইবে, তোমার আরোগ্য শীঘ্রই
অঙ্কুরিত হইবে; আর তোমার ধর্ম্ম তোমার
অগ্রগামী হইবে; সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার

Digitized by Google

৯ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। তৎকালে তুমি আহ্বান করিবে
ও সদাপ্রভু উত্তর দিবেন; তুমি আর্ত্তনাদ করিবে,
ও তিনি কহিবেন, এই যে আমি। যদি তুমি
আপনার মধ্য হইতে যোঁয়ালি, অঙ্গুলিতর্জ্জন
১০ ও অধর্ম্মবাক্য দূর কর, যদি ক্ষুধিত লোককে
তোমার প্রাণের ইষ্ট ভক্ষ্য দেও, দুঃখার্ত্ত প্রাণীকে
আপ্যায়িত কর, তবে অন্ধকারে তোমার দীপ্তি
উদিত হইবে, ও তোমার তিমির মধ্যাহ্নের সমান
১১ হইবে। আর সদাপ্রভু নিয়ত তোমাকে পথ
প্রদর্শন করিবেন, মরুভূমিতে তোমার প্রাণ তৃপ্ত
করিবেন, ও তোমার অস্থি সকল বলবান করি-
বেন, তাহাতে তুমি সুসিক্ত উদ্যানের ন্যায়
হইবে, এবং যাহা কখন শুকাইয়া যায় না, এমন
১২ জলপ্রস্রবণের ন্যায় হইবে। তোমার বংশীয়
লোকেরা চিরকালের উৎসন্ন গৃহ সকল পুন-
র্নির্ম্মাণ করিবে; তুমি পূর্ব্বকালের ভিত্তিমূলের
উপরে গাঁথিবে, এবং জীর্ণোদ্ধারকারী ও নিবা-
সার্থ পথ প্রস্তুতকারী বলিয়া বিখ্যাত হইবে।
১৩ তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘন হইতে আপন পা
ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভি-
লাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে সুখ-
দায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত
বল, এবং তোমার নিজ কার্য্য সাধন না করিয়া,
নিজ অভিলাষ চেষ্টা না করিয়া, নিজ কথা না
১৪ কহিয়া যদি তাহা গৌরবান্বিত কর, তবে তুমি
সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে, এবং আমি
তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলীর উপরে আরোহণ
করাইব, এবং তোমার পিতা যাকোবের অধি-
কার ভোগ করাইব, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা
বলিয়াছে।

মনুষ্যের পাপ এবং ঈশ্বরীয় পরিত্রাণ।

৫৯ দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমন খাট নয় যে,
তিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন না; তাঁহার
কর্ণ এমন ভারী নয় যে, তিনি শুনিতে পান না।
২ কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের
সহিত তোমাদের বিচ্ছেদজনক হইয়াছে, তোমা-
দের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার
শ্রীমুখ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে, এই জন্য তিনি শুনেন
৩ না। বস্তুতঃ তোমাদের করতল রক্তে ও তোমাদের
অঙ্গুলি সকল অপরাধে অশুচি হইয়াছে, তোমা-
দের ওষ্ঠ মিথ্যা কথা কহে, তোমাদের জিহ্বা
৪ দুষ্টতা উদ্গারণ করে। কেহ ধর্ম্মতঃ অভিযোগ
করে না, কেহ বিশ্বস্ত ভাবে হেতুবাদ করে না;
তাহারা অবস্তুতে নির্ভর করে, ও মিথ্যাকথা
কহে, অনিষ্ট গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব
৫ করে। তাহারা কালসর্পের ডিম্ব ফুটায়, মাকড়-
সার জাল বুনে; তাহাদের ডিম্ব খাইলে মৃত্যু
৬ হয়, তাহা ফুটিলে কালসর্প বাহির হয়। তাহা-
দের জালেতে বস্ত্র হইবে না, তাহাদের কর্ম্মে কেহ
আচ্ছাদিত হইবে না; তাহাদের কর্ম্ম সকল
অধর্ম্মের কর্ম্ম, তাহাদের হস্তে দৌরাত্ম্যরূপ
৭ কার্য্য থাকে। তাহাদের চরণ দুষ্কর্ম্মের দিকে
ধাবমান, তাহারা নির্দ্দোষের রক্তপাত করিতে
ত্বরান্বিত; তাহাদের চিন্তা সকল অধর্ম্মের চিন্তা,
এবং তাহাদের পথে অপহার ও বিনাশ থাকে।
৮ তাহারা শান্তির পথ জানে না, তাহাদের মার্গে
বিচার নাই; তাহারা আপনাদের পথ বক্র
করিয়াছে; তাহার কোন পথিক শান্তি জানে
৯ না। এই জন্য বিচার আমাদের হইতে দূরে
থাকে, ধার্ম্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারে
না; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু দেখ,
অন্ধকার; আলোকের অপেক্ষা করি, কিন্তু তিমিরে
১০ ভ্রমণ করি। আমরা অন্ধ লোকদের ন্যায় ভিত্তি
ধরিবার জন্য হাঁতড়াই, চক্ষুহীন লোকদের ন্যায়
হাঁতড়াই; যেমন সন্ধ্যাকালে তেমনি মধ্যাহ্নে
আমাদের চরণ স্খলিত হয়, মৃতদের ন্যায় আমরা
১১ অন্ধকারস্থানে থাকি। আমরা সকলে ভল্লুকের
ন্যায় গর্জ্জন করি, ঘুঘুর ন্যায় দারুণ আর্ত্তরব
করি; আমরা বিচারের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা
নাই; ত্রাণের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা আমাদের
১২ হইতে দূরবর্ত্তী। কেননা তোমার সাক্ষাতে
আমাদের অধর্ম্ম অনেক হইয়াছে, আমাদের
পাপসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে;
হাঁ, আমাদের অধর্ম্ম সকল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে
আছে, আর আমরা আপনাদের অপরাধ জ্ঞাত
১৩ আছি। তাহা অপরাধ ও সদাপ্রভুকে অস্বীকার,
আপন ঈশ্বরের অনুগমন হইতে পরাঙ্মুখতা,
উপদ্রবের ও অপসরণের কথাবার্ত্তা, মিথ্যাবাক্য
১৪ গর্ভে ধারণ ও হৃদয় হইতে বাহির করণ। আর
বিচার নিরস্ত হইয়া পশ্চাতে হটিয়াছে, এবং
ধার্ম্মিকতা দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বস্তুতঃ
চকে সত্য স্খলিত হইতেছে, ও সরলতা প্রবেশ
১৫ করিতে পায় না। হাঁ, সত্য হারাইয়া গিয়াছে,
দুষ্কর্ম্মত্যাগী লোক লুটিত হইতেছে। আর সদা-
প্রভু দৃষ্টিপাত করিলেন, ন্যায়বিচার না থাকাতে
১৬ অসন্তুষ্ট হইলেন; তিনি দেখিলেন, কোন পুরুষ
বর্ত্তমান নাই; এবং চমকিত হইলেন, কেননা
অনুরোধকারী কেহ নাই; অতএব তাঁহারই বাহু
তাঁহার জন্য পরিত্রাণ সাধন করিল, তাঁহারই
১৭ ধার্ম্মিকতা তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল। তিনি
ধার্ম্মিকতারূপ বুকপাটা বাঁধিলেন, মস্তকে ত্রাণরূপ
শিরস্ত্র ধারণ করিলেন, তিনি প্রতিশোধরূপ বস্ত্র
পরিধান করিলেন, উদ্যোগপ্রাবার গাত্রে জড়াই-
১৮ লেন। তিনি কার্য্যানুসারেই প্রতিফল দিবেন;

Digitized by Google

তিনি আপন বিপক্ষদিগকে ক্রোধের, আপন
শত্রুদিগকে অপকারের দণ্ড দিবেন, দ্বীপ সকলকে
১৯ অপকারের প্রতিফল দিবেন। তাহাতে সদা-
প্রভুর নাম হইতে পশ্চিম দেশীয়েরা, তাঁহার
প্রতাপ হইতে সূর্য্যোদয়স্থানের লোকেরা ভীত
হইবে ; বিপক্ষ যখন বন্যার ন্যায় আসিবে,
তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহার নিবারণার্থে
২০ ধ্বজা তুলিবেন। আর সিয়োনের জন্য, যাকো-
বের মধ্যে যাহারা অধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া আইসে,
তাহাদের জন্য এক মুক্তিদাতা আসিবেন, ইহা
২১ সদাপ্রভু কহেন। সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের
সহিত আমার নিয়ম এই, আমার যে আত্মা
তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, ও আমার
যে সকল বাক্য আমি তোমার মুখে দিয়াছি,
সে তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ
হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে
অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত সে সকল কখনও
দূর করা যাইবে না ; সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

সত্য ইস্রায়েলের কুশল,
শুচিতা ও সুখ।

৬০ উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার
দীপ্তি উপস্থিত, সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার
২ উপরে উদিত হইল। কেননা দেখ, অন্ধকার
পৃথিবীকে, ঘোর তিমির লোকবৃন্দকে সমাচ্ছন্ন
করিতেছে ; কিন্তু তোমার উপরে সদাপ্রভু উদিত
হইবেন, তোমার উপরে তাঁহার প্রতাপ দৃষ্ট
৩ হইবে। আর জাতিগণ তোমার দীপ্তির কাছে,
রাজগণ তোমার সূর্য্যোদয়ের আলোর কাছে
৪ আগমন করিবে। তুমি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখ,
উহারা সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে
আসিতেছে ; তোমার পুত্রগণ দূর হইতে আসি-
তেছে, তোমার কন্যাগণ কক্ষে করিয়া আনীত
৫ হইতেছে। তখন তুমি তাহা দেখিয়া প্রফুল্ল-
বদনা হইবে, এবং তোমার হৃদয় স্পন্দন করিয়া
বিকসিত হইবে ; কেননা সমুদ্রের দ্রব্যরাশি
তোমার প্রতি ফিরান যাইবে, জাতিগণের ঐশ্বর্য্য
৬ তোমার কাছে আসিবে। উষ্ট্রযূথ, মিদিয়নের ও
ঐফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ তোমাকে আবৃত করিবে ;
তাহারা সকলে শিবাদেশ হইতে আসিবে ;
তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, এবং সদাপ্রভুর
৭ প্রশংসার মঙ্গলসমাচার প্রচার করিবে। কেদ-
রের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্রীকৃত
হইবে, নবায়োতের মেষগণ তোমার পরিচর্য্যা
করিবে ; তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে
উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার
৮ ভূষণস্বরূপ গৃহ ভূষিত করিব। মেঘের ন্যায়,
আপন আপন খোপের প্রতি কপোতের ন্যায়,
৯ এ কাহারা উড়িয়া আসিতেছে ? সত্যই, দ্বীপগণ
আমার অপেক্ষা করিবে, তর্শীশের জাহাজ সকল
অগ্রগামী হইয়া দূর হইতে আপনাদের রৌপ্য
ও সুবর্ণের সহিত তোমার সন্তানদিগকে লইয়া
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের জন্য, ইস্রা-
য়েলের পবিত্রতমের জন্য আসিবে, কেননা তিনি
১০ তোমাকে শোভিত করিলেন। আর বিজাতি-
সন্তানগণ তোমার প্রাচীর গাঁথিবে, তাহাদের
রাজগণ তোমার পরিচর্য্যা করিবে ; কেননা আমি
কোপভরে তোমাকে প্রহার করিয়াছি, কিন্তু
অনুগ্রহ বশতঃ তোমার প্রতি করুণা করিলাম।
১১ আর তোমার পুরদ্বার সকল নিরন্তর খোলা
থাকিবে, দিবারাত্রে কখনও রুদ্ধ হইবে না ;
জাতিগণের ঐশ্বর্য্য ও তৎসহ তাহাদের রাজ-
গণকে তোমার কাছে আনয়ন করা যাইবে।
১২ বস্তুতঃ যে জাতি কিম্বা যে রাজ্য তোমার দাসত্ব
স্বীকার না করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে ; হাঁ,
১৩ সেই জাতিগণ নিঃশেষে ধ্বংসিত হইবে। লিবা-
নোনের গৌরব তোমার কাছে আসিবে, দেব-
দারু, তিধর ও তাশূর বৃক্ষ একত্র আসিবে, আমার
পবিত্র স্থান শোভিত করণার্থে আসিবে, এবং
আমি আপন পাদপীঠের স্থান গৌরবান্বিত
১৪ করিব। আর তোমার দুঃখদায়ীদের সন্তানগণ
হেঁট হইয়া তোমার নিকটে আসিবে ; এবং
যাহারা তোমাকে হেয়জ্ঞান করিত, তাহারা
সকলে তোমার পদতলে প্রণিপাত করিবে, এবং
তোমাকে সদাপ্রভুর নগরী, ইস্রায়েলের পবিত্র-
১৫ তমের সিয়োন বলিয়া সম্বোধন করিবে। তুমি
পরিত্যক্তা ও ঘৃণিতা ছিলে, তোমার মধ্য দিয়া
কেহ যাতায়াত করিত না, তৎপরিবর্ত্তে আমি
তোমাকে অনন্তকালস্থায়ী শ্লাঘার, পুরুষানুক্রমে
১৬ আনন্দের পাত্র করিব। আর তুমি জাতিগণের
দুগ্ধ পান করিবে, এবং রাজগণের স্তন চুষিবে ;
তাহাতে তুমি জানিতে পারিবে যে, আমি সদা-
প্রভুই তোমার ত্রাণকর্ত্তা, তোমার মুক্তিদাতা,
১৭ যাকোবের একবীর। আমি পিত্তলের পরিবর্ত্তে
সুবর্ণ আনিব, ও লৌহের পরিবর্ত্তে রৌপ্য
আনিব, কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পিত্তল, ও প্রস্তরের
পরিবর্ত্তে লৌহ আনিব ; আর আমি তোমার
অধ্যক্ষপদে শান্তিকে ও তোমার করগ্রাহিপদে
১৮ ধার্ম্মিকতাকে নিযুক্ত করিব। তোমার দেশে
উপদ্রবের কথা, তোমার সীমার মধ্যে ধনা-
পহারের ও ধ্বংসের কথা, আর শুনা যাইবে না ;
কিন্তু তুমি আপন প্রাচীরের নাম পরিত্রাণ, ও
আপন পুরদ্বারের নাম প্রশংসা রাখিবে।
১৯ তোমার জন্য সূর্য্য আর দিবসের জ্যোতিঃ হইবে
না, এবং আলোকের জন্য চন্দ্র তোমাকে জ্যোৎস্না

Digitized by Google

দিবে না, কিন্তু সদাপ্রভুই তোমার অনন্তকাল-
স্থায়ী জ্যোতিঃ এবং তোমার ঈশ্বরই তোমার
২০ শোভাস্বরূপ হইবেন। তোমার সূর্য্য আর অস্ত-
মিত হইবে না, তোমার চন্দ্র আর ক্ষীণ হইবে
না ; কেননা সদাপ্রভু তোমার অনন্তকালস্থায়ী
জ্যোতিঃ হইবেন, এবং তোমার শোকের দিন
২১ সমাপ্ত হইবে। আর তোমার প্রজারা সকলে
ধার্ম্মিক হইবে, তাহারা অনন্তকালতরে দেশ
অধিকার করিবে ; আমার শোভার্থে তাহারা
আমার রোপিত তরুর শাখা, আমার হস্তের
২২ কার্য্য। যে ছোট, সে সহস্র হইয়া উঠিবে,
আর যে ক্ষুদ্র, সে বলবান জাতি হইয়া উঠিবে ;
আমি সদাপ্রভু যথাকালে ইহা সম্পন্ন করিতে
সত্বর হইব।

মশীহের ঘোষণা ও তাঁহার প্রজা-
বৃন্দের সুখ।

৬১ প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান
করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার
প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষিক্ত
করিয়াছেন ; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণদিগের ক্ষত বাঁধিয়া দিই ;
বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোক-
২ দের কাছে কারামোচন প্রচার করি ; সদাপ্রভুর
গ্রাহ্য বৎসর ও আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের
দিন ঘোষণা করি ; যাবতীয় শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা
৩ করি ; সিয়োনের শোকার্ত্ত লোকদিগকে বর
দিই, তাহাদিগকে ভস্মের পরিবর্ত্তে ভূষণ, শো-
কের পরিবর্ত্তে আনন্দ-তৈল, অবসন্ন আত্মার
পরিবর্ত্তে প্রশংসারূপ পরিচ্ছদ দান করি ; যেন
তাহারা ধর্ম্মবৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত তাঁহার
৪ শোভার্থক উদ্যান বলিয়া আখ্যাত হয়। তাহারা
চিরধ্বংসিত স্থান সকল গাঁথিবে, পূর্ব্বকালের
উৎসন্ন স্থান সকল উঠাইবে, এবং ধ্বংসিত ও
পুরুষানুক্রমে উৎসন্ন নগর সকল নূতন করিবে।
৫ আর বিদেশিগণ দাঁড়াইয়া তোমাদের পাল
চরাইবে, বিজাতি-সন্তানেরা তোমাদের শস্য-
৬ ক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কৃষক হইবে। কিন্তু
তোমরা সদাপ্রভুর যাজক বলিয়া আখ্যাত হইবে,
লোকে তোমাদিগকে আমাদের ঈশ্বরের পরি-
চারক বলিবে ; তোমরা জাতিগণের ঐশ্বর্য্য ভোগ
করিবে, ও তাহাদের প্রতাপে শ্লাঘা করিবে।
৭ তোমাদের লজ্জার পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ সম্মান হইবে ;
অপমানের পাত্রেরা আপন আপন অধিকারে
আনন্দরব করিবে, তজ্জন্য আপনাদের দেশে
দ্বিগুণ অংশ পাইবে ; তাহাদের অনন্তকাল-
৮ স্থায়ী আহ্লাদ হইবে। কেননা আমি সদা-
প্রভু ন্যায়বিচার ভাল বাসি, অধর্ম্মসংযুক্ত অপ-
হরণ ঘৃণা করি ; আর আমি সত্যে তাহাদের
ক্রিয়ার ফল দিব, ও তাহাদের সহিত অনন্তকাল-
৯ স্থায়ী এক নিয়ম করিব। হাঁ, তাহাদের বংশ
জাতিগণের মধ্যে, ও তাহাদের সন্তানগণ লোক-
বৃন্দের মধ্যে বিখ্যাত হইবে ; দেখিবামাত্র সকলে
তাহাদিগকে চিনিবে যে, তাহারা সদাপ্রভুর
আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ।
১০ "আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব,
আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরে উল্লাস করিবে ;
কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জা দ্বারা আপনাকে
বিভূষিত করে, কন্যা যেমন আপন রত্ন দ্বারা
আপনাকে অলঙ্কৃতা করে, তেমনি তিনি আমাকে
পরিত্রাণ-বস্ত্র পরাইয়াছেন, ধার্ম্মিকতা-প্রাবারে
১১ পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন।" বস্তুতঃ ভূমি যেমন
আপন উদ্ভিজ্জ নির্গত করে, উদ্যান যেমন আপ-
নাতে রোপিত চারা অঙ্কুরিত করে, তেমনি প্রভু
সদাপ্রভু যাবতীয় জাতির সাক্ষাতে ধার্ম্মিকতা ও
প্রশংসা অঙ্কুরিত করিবেন।

৬২ সিয়োনের নিমিত্ত আমি নীরব থাকিব
না, যিরূশালেমের নিমিত্ত মৌনী থাকিব
না, যাবৎ আলোকের ন্যায় তাহার ধর্ম্ম, জ্বলন্ত
প্রদীপের ন্যায় তাহার পরিত্রাণ উদিত না হয়।
২ হাঁ, জাতিগণ তোমার ধর্ম্ম, ও যাবতীয় রাজা
তোমার প্রতাপ দর্শন করিবে ; এবং তুমি সদা-
প্রভুর মুখ দ্বারা নির্ণীত এক নূতন নামে আখ্যাত
৩ হইবে। তুমি সদাপ্রভুর হস্তস্থিত শোভার্থক
মুকুট, তোমার ঈশ্বরের করস্থিত রাজকিরীটস্বরূপ
৪ হইবে। লোকে তোমাকে আর পরিত্যক্তা বলিবে
না, এবং তোমার ভূমিকে আর অনাথা বলিবে
না ; কিন্তু তুমি হিফ্সী-বা [উহাতে আমার
প্রীতি], ও তোমার ভূমি বিয়ূলা [বিবাহিতা]
নামে আখ্যাতা হইবে ; কেননা সদাপ্রভু তোমাতে
প্রীত হইবেন, এবং তোমার ভূমি বিবাহিতা
৫ হইবে। বস্তুতঃ যুবা যেমন কুমারীকে বিবাহ
করে, তেমনি তোমার পুত্রগণ তোমাকে বিবাহ
করিবে ; এবং বর যেমন কন্যাতে আমোদ করে,
তেমনি তোমার ঈশ্বর তোমাতে আমোদ
করিবেন।
৬ হে যিরূশালেম, আমি তোমার প্রাচীরের
উপরে প্রহরিগণকে নিযুক্ত করিয়াছি ; তাহারা
কি দিন কি রাত্রি কদাচ নীরব থাকিবে না। হে
সদাপ্রভুকে স্মরণ করাইতে নিযুক্ত লোকেরা,
৭ তোমরা ক্ষান্ত থাকিও না ; তিনি যাবৎ যিরূ-
শালেমকে স্থাপন না করেন, ও পৃথিবীর মধ্যে
তাহাকে প্রশংসার পাত্ররূপে প্রতিপন্ন না করেন,
৮ তাবৎ তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে দিও না। সদাপ্রভু
আপন দক্ষিণ হস্ত ও আপন বলবান বাহু

Digitized by Google

[তুলিয়া] শপথ করিয়াছেন, আমি অন্নের
নিমিত্তে তোমার শত্রুদিগকে তোমার গোম আর
দিব না, এবং বিজাতি-সন্তানেরা তোমার পরি-
শ্রম দ্বারা প্রস্তুত তোমার দ্রাক্ষারস আর পান
৯ করিতে পাইবে না। কিন্তু যাহারা উহা সঞ্চয়
করিবে, তাহারাই ভোজন করিয়া সদাপ্রভুর
প্রশংসা করিবে; এবং যাহারা ইহা সংগ্রহ
করিবে, তাহারাই আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে পান
করিবে।

১০ তোমরা অগ্রসর হও, পুরদ্বার দিয়া অগ্রসর
হও, লোকদের জন্য পথ পরিষ্কার কর; উচ্চ
কর, রাজপথ উচ্চ কর, প্রস্তর সকল সরাইয়া
ফেল, এবং জাতিগণের জন্য ধ্বজা তুলিয়া ধর।
১১ দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই রব
শুনাইতেছেন, তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,
দেখ, তোমার পরিত্রাণ উপস্থিত; দেখ, তাঁহার
সঙ্গে তাঁহার বেতন আছে, ও তাঁহার অগ্রে
১২ তাঁহার পুরস্কার আছে। আর তাহারা "পবিত্র
প্রজা, সদাপ্রভুর মুক্ত লোক" বলিয়া আখ্যাত
হইবে; এবং তুমি "অন্বেষিতা" এবং "অপরি-
ত্যক্তা নগরী" বলিয়া আখ্যাতা হইবে।

বিজয়ী মশীহের বর্ণনা।

৬৩ ইদোম হইতে, রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া
বস্রা হইতে, আসিতেছেন, উনি কে? ঐ
যে ব্যক্তি আপন পরিচ্ছদে প্রতাপান্বিত, আপন
শক্তির আধিক্যে অঙ্গচালন করিতেছেন,
উনি কে?

"ধর্ম্মবাদী ও পরিত্রাণ করণে বলবান আমি।"
২ আপনকার পরিচ্ছদ রক্তবর্ণ, আপনকার বস্ত্র
কুণ্ডে দ্রাক্ষামর্দ্দকের বস্ত্রের ন্যায় কেন?
৩ "আমি একাকী কুণ্ডস্থ দ্রাক্ষা দলন করিয়াছি,
জাতিগণের মধ্যে কেহই আমার সঙ্গে ছিল না।
আমি ক্রোধে তাহাদিগকে দলন করিতেছিলাম,
কোপভরে তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতেছিলাম;
এমন সময়ে আমার বস্ত্রে তাহাদের রসের ছিটা
লাগিল, আমার সমস্ত পরিচ্ছদ মলিন হইল।
৪ কেননা প্রতিশোধের দিন আমার চিত্তে উপস্থিত,
ও আমার মোচনীয় লোকদের বৎসর উপস্থিত।
৫ আমি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সহকারী কেহ
ছিল না; আমি চমৎকার জ্ঞান করিলাম,
কিন্তু সহায় কেহ ছিল না; অতএব আমারই
বাহু আমার জন্য পরিত্রাণ সাধন করিল, ও
৬ আমার ক্রোধ আমাকে তুলিয়া ধরিল। আর
আমি ক্রোধে লোকবৃন্দকে দলন করিলাম,
কোপে তাহাদিগকে মত্ত করিলাম, ও মৃত্তিকাতে
তাহাদের রস পাত করিলাম।

সদাপ্রভুর প্রজাগণের পাপস্বীকার ও প্রার্থনা।

৭ আমি সদাপ্রভুর নানাবিধ দয়া কীর্ত্তন করিব;
সদাপ্রভু আমাদের যে সকল উপকার করি-
য়াছেন, এবং আপনার নানাবিধ করুণা ও প্রচুর
দয়ানুসারে ইস্রায়েল-কুলের যে প্রচুর মঙ্গল
করিয়াছেন, তদনুসারে আমি সদাপ্রভুর প্রশংসা
৮ কীর্ত্তন করিব। কারণ তিনি কহিলেন, উহারা
অবশ্য আমার প্রজা, উহারা এমন সন্তান যাহারা
মিথ্যাবাদী হইবে না, এইরূপে তিনি তাহাদের
৯ ত্রাণকর্ত্তা হইলেন। তাহাদের যাবতীয়
তিনি দুঃখিত হইতেন, তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত
তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন; তিনি আপন
প্রেমে ও স্নেহে তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন, এবং
পুরাকালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া
১০ বহন করিতেন। কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী হইয়া
তাঁহার পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিত,
তাহাতে তিনি ফিরিয়া তাহাদের শত্রু হইলেন,
আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
১১ তখন তাঁহার প্রজাগণ পুরাকাল, মোশির কাল,
স্মরণ করিয়া কহিল, তিনি কোথায়, যিনি
আপন পালের রক্ষকগণ সহকারে তাহাদিগকে
সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন? তিনি
কোথায়, যিনি তাহাদের অন্তরে আপন পবিত্র
১২ আত্মা রাখিয়াছিলেন, যিনি মোশির দক্ষিণে
আপন প্রতাপান্বিত বাহু গমন করাইয়াছিলেন,
যিনি আপনার জন্য অনন্তকালস্থায়ী নাম স্থাপ-
নার্থে তাহাদের সম্মুখে জল বিভাগ করিয়া-
১৩ ছিলেন, যিনি তাহাদিগকে প্রান্তরে [ধাবমান]
অশ্বের ন্যায় জলধির মধ্য দিয়া গমন করাইয়া-
১৪ ছিলেন, স্খলিত হইতে দেন নাই? পশুপাল
যেমন সমস্থলীতে অবরোহণ করে, তেমনি
প্রভুর আত্মা তাহাদিগকে বিশ্রাম করাইয়া-
ছিলেন; আপনার জন্য প্রতাপান্বিত নাম স্থাপ
নার্থে তুমি আপন প্রজাগণকে ঐ প্রকারে লইয়া
গিয়াছিলে।
১৫ তুমি স্বর্গ হইতে অবলোকন কর, তোমার
পবিত্রতার ও প্রতাপের বসতি হইতে দৃষ্টিপাত
কর। তোমার উদ্যোগ ও বিক্রম-কার্য্য সকল
কোথায়? আমার প্রতি তোমার অন্তরস্থ বাৎ-
১৬ সল্যের ও স্নেহের স্বর ক্ষান্ত হইয়াছে। তুমি ত
আমাদের পিতা; যদ্যপি অব্রাহাম আমাদিগকে
জানেন না, ইস্রায়েল আমাদিগকে স্বীকার করেন
না, তথাপি তুমি সদাপ্রভু আমাদের পিতা,
এবং চিরকালাবধি আমাদের মুক্তিদাতা, এই
১৭ তোমার নাম। হে সদাপ্রভো, তুমি কেন আমা-

Digitized by Google

দিগকে তোমার পথ ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইতে দিতেছ ?
তোমাকে ভয় না করিতে আমাদের অন্তঃকরণকে
কেন কঠিন করিতেছ ? তুমি আপন দাসদের,
আপন অধিকারস্বরূপ বংশগণের জন্য ফির।
১৮ তোমার পবিত্র প্রজাগণ অল্প কালমাত্র আপন
অধিকার ভোগ করিয়াছে ; আমাদের বিপক্ষগণ
তোমার ধর্ম্মধাম পদতলে দলিত করিয়াছে।
১৯ তুমি যাহাদের উপরে পুরাকালাবধি কখনও
কর্তৃত্ব কর নাই, ও তোমার নামে যাহারা
আখ্যাত হয় নাই, আমরা তাহাদের সমান
হইয়াছি।

৬৪ আহা, তুমি গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া
নামিয়া আইস, পর্ব্বতগণ তোমার সাক্ষাতে
২ কম্পিত হউক ; যেমন অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত
করে, যেমন অগ্নি জল ফুটায় [তদ্রূপ হউক] ;
আপন বিপক্ষদিগকে তোমার নাম জ্ঞাত কর ;
তোমার সাক্ষাতে জাতিগণ কম্পমান হউক।
৩ তুমি আমাদের অনপেক্ষিত ভয়ানক ক্রিয়া
করিয়াছিলে, তুমি নামিয়া আসিয়াছিলে,
তোমার সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ কম্পিত হইয়াছিল।
৪ কারণ আপন অপেক্ষাকারীর পক্ষে কার্য্যসাধক
যে তুমি, পুরাকালাবধি তোমা ভিন্ন অন্য ঈশ্বর
মনুষ্যেরা শুনে নাই, কর্ণে টের পায় নাই, এবং
৫ কোন চক্ষু দেখিতে পায় নাই। যে জন আনন্দ-
পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে, যাহারা তোমার পথে
তোমাকে স্মরণ করে, সে সকলের সহিত তুমি
সাক্ষাৎ করিয়া থাক ; দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ ও আমরা
পাপিষ্ঠ, চিরকালাবধি এই অবস্থাতে আছি,
৬ তবে আমরা কি পরিত্রাণ পাইব ? আমরা ত
সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের
যাবতীয় ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান ; আর
আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের
অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া
৭ লইয়া যায়। পরন্তু কেহ তোমার নামে ডাকে
না, তোমার হস্ত ধরিতে উৎসুক হয় না ; কেননা
তুমি আমাদের হইতে আপন মুখ লুক্কায়িত
রাখিয়াছ, আমাদের অপরাধের প্রভাবে আমা-
৮ দিগকে গলিয়া যাইতে দিতেছ। কিন্তু এখন,
হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের পিতা ; আমরা
মৃত্তিকাস্বরূপ, তুমি আমাদের কুম্ভকার ; আমরা
৯ সকলে তোমার হস্তকৃত বস্তু। হে সদাপ্রভো,
বিষম ক্রুদ্ধ হইও না, চিরকাল অপরাধ মনে
রাখিও না ; বিনতি করি, দেখ, দৃষ্টি কর, আমরা
১০ সকলে তোমার প্রজা। তোমার পবিত্র নগর
সকল প্রান্তর হইয়া গিয়াছে; সিয়োন প্রান্তর
হইয়া গিয়াছে, যিরূশালেম ধ্বংসস্থান হইয়া
১১ গিয়াছে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেখানে
তোমার প্রশংসা করিতেন, আমাদের শোভা-
স্বরূপ সেই পবিত্র গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে,
এবং আমাদের মনোরম্য যাবতীয় বস্তু উচ্ছিন্ন
১২ হইয়াছে। হে সদাপ্রভো, এই সকল দেখিয়াও
তুমি কি ক্ষান্ত থাকিবে ? মৌনাবলম্বন করিয়া কি
আমাদিগকে বিষম দুঃখ দিবে ?

প্রার্থনা-শ্রবণকারী ঈশ্বরের উত্তর।

৬৫ যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, তাহারা
আমার কাছে অনুসন্ধান করে ; যাহারা
আমার অন্বেষণ করে নাই, তাহারা আমাকে
পাইয়াছে ; যে জাতি আমার নামে আখ্যাত
হয় নাই, তাহার কাছে আমি কহিলাম, "দেখ
২ এই আমি, দেখ এই আমি।" অবাধ্য প্রজা-
বৃন্দের প্রতি আমি সমস্ত দিন আপন অঞ্জলি
বিস্তার করিয়া আছি ; তাহারা আপন আপন
কল্পনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুপথে গমন করে।
৩ সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য নিত্য
আমাকে অসন্তুষ্ট করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান
করে, ইষ্টকার উপরে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালায়।
৪ তাহারা কবরস্থানে বসে, নিভৃত স্থানে রাত্রি
যাপন করে ; তাহারা শূকরের মাংস ভোজন
করে, ও আপন আপন পাত্রে ঘৃণার্হ মাংসের
৫ ঝোল রাখে ; তাহারা বলে, স্বস্থানে থাক,
আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা
অপেক্ষা আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার
৬ ধূমস্বরূপ, সমস্ত দিন প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। দেখ,
আমার সম্মুখে ইহা লিখিত আছে ; আমি
নীরব থাকিব না, সম্পূর্ণ প্রতিফল দিব, ইহাদের
৭ কোলেই প্রতিফল দিব ; সদাপ্রভু কহেন, আমি
একেবারে তোমাদের কৃত অপরাধ, এবং তোমা-
দের পিতৃপুরুষদের কৃত অপরাধ সকলের প্রতিফল
দিব ; তাহারা পর্ব্বতগণের উপরে সুগন্ধি দ্রব্য
জ্বালাইত, উপপর্ব্বতগণের উপরে আমাকে
টিট্‌কারি দিত, তজ্জন্য আমি অগ্রে তাহাদের
ক্রিয়ার পরিমাণ করিয়া তাহাদের কোলে দিব।
৮ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দ্রাক্ষাগুচ্ছে ফলের
রস দেখিলে লোকে যেমন বলে, ইহা বিনষ্ট
করিও না, কেননা ইহাতে আশীর্ব্বাদ আছে :
তদ্রূপ আমি আপন দাসদের নিমিত্তে করিব,
৯ সমুদয়ের বিনাশ করিব না। পরন্তু আমি
যাকোব হইতে এক বংশকে, এবং যিহূদা হইতে
আমার পর্ব্বতগণের এক অধিকারীকে উৎপন্ন
করিব, ফলতঃ আমার মনোনীত লোকেরা তাহা
অধিকার করিবে, ও আমার দাসেরা সেখানে
১০ বসতি করিবে। আর আমার যে প্রজাবৃন্দ আমার
অন্বেষণ করিয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শারোণ
মেষপালের খোঁয়াড় হইবে, এবং আখোর উপ-

Digitized by Google

১১ তুমি গোপালের শয়নস্থান হইবে। কিন্তু যে
সদাপ্রভু-ত্যাগিগণ, আমার পবিত্র পর্ব্বত-বিস্মৃত-
গণ, ভাগ্য [দেবের] জন্য মেজ সাজাইয়া থাক,
এবং নিয়তী [দেবীর] উদ্দেশে পেয়নৈবেদ্য
১২ প্রস্তুত করিয়া থাক যে তোমরা, তোমাদিগকে
আমি খড়্গের জন্য নিরূপণ করিলাম; হাঁ,
তোমরা সকলে বধ্যস্থানে অবনত হইবে ; কারণ
আমি ডাকিলে তোমরা উত্তর দিতে না, আমি
কথা কহিলে শুনিতে না ; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে
যাহা মন্দ তাহাই করিতে, এবং যাহাতে আমার
প্রীতি নাই, তাহাই মনোনীত করিতে।
১৩ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমার দাসেরা ভোজন করিবে, কিন্তু তোমরা
ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে ; দেখ, আমার দাসেরা পান
১৪ করিবে, কিন্তু তোমরা তৃষ্ণার্ত্ত থাকিবে ; দেখ,
আমার দাসেরা আনন্দ করিবে, কিন্তু তোমরা,
লজ্জিত হইবে ; দেখ, আমার দাসেরা চিত্তের
সুখে আনন্দরব করিবে, কিন্তু তোমরা চিত্তের
দুঃখে ক্রন্দন করিবে, আত্মার ক্ষোভ প্রযুক্ত
১৫ হাহাকার করিবে। আর তোমরা আমার মনো-
নীত লোকদের নিকটে তোমাদের নাম শাপাস্পদ-
রূপে রাখিয়া যাইবে; এবং প্রভু সদাপ্রভু
তোমাকে বধ করিবেন, আর তিনি আপন দাস-
১৬ দের অন্য নাম রাখিবেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে
আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, সে সত্যের ঈশ্বরের
নামে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে ; এবং যে
ব্যক্তি পৃথিবীতে শপথ করিবে, সে সত্যের
ঈশ্বরের নামে শপথ করিবে ; কেননা পূর্ব্ব-
কালীন সমস্ত সঙ্কট স্মৃতি-বহির্ভূত হইবে, ও
১৭ আমার দৃষ্টি হইতে তাহা অন্তর্হিত হইবে। কারণ
দেখ, আমি নূতন গগনমণ্ডলের ও নূতন পৃথি-
বীর সৃষ্টি করি ; এবং পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা
স্মরণে থাকিবে না, আর মনে পড়িবে না।
১৮ হাঁ, আমি যাহা সৃষ্টি করি, তোমরা তাহাতে
চিরকাল আমোদ ও উল্লাস কর ; কারণ দেখ,
আমি যিরূশালেমকে উল্লাস-ভূমি ও তাহার
প্রজাদিগকে আনন্দের পাত্র করিয়া সৃষ্টি করি।
১৯ আমি যিরূশালেমে উল্লাস করিব, আমার প্রজা-
গণে আমোদ করিব ; এবং তাহার মধ্যে রোদ-
নের শব্দ কি ক্রন্দনের শব্দ আর শুনা যাইবে
২০ না। সে স্থান হইতে অল্প দিনের কোন শিশু
কিম্বা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ [কবরস্থানে নীত]
হইবে না ; বরং বালকই এক শত বৎসর বয়ঃ-
ক্রমে মরিবে ; এবং পাপী এক শত বৎসর বয়স্ক
২১ হইলে শাপাহত হইবে। আর লোকেরা গৃহ
নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসতি করিবে, দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে।
২২ তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অন্যে তাহাতে
বাস করিবে না, কিম্বা রোপণ করিলে অন্যে
তাহার ফল ভোগ করিবে না ; বস্তুতঃ আমার
প্রজাদের আয়ু বৃক্ষের আয়ুর তুল্য হইবে, এবং
আমার মনোনীতগণ দীর্ঘকাল আপন আপন
২৩ হস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে। তাহারা বৃথা
পরিশ্রম করিবে না, বিহ্বলতার নিমিত্তে সন্তা-
নের জন্ম দিবে না, কারণ তাহারা ও তাহাদের
সহবর্ত্তী সন্তানগণ উভয়ে সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ-
২৪ প্রাপ্ত বংশ। আর তাহাদের ডাকিবার পূর্ব্বে
আমি উত্তর দিব, তাহাদের কথা সমাপ্ত হইতে
২৫ না হইতে আমি শ্রবণ করিব। কেন্দুয়াব্যাঘ্র
ও মেষশাবক একত্র চরিবে, সিংহ গোরুর ন্যায়
বিচালি ভোজন করিবে ; আর ধূলাই সর্পের
খাদ্য হইবে। তাহারা আমার পবিত্র পর্ব্বতের
কোন স্থানেই হিংসা কি বিনাশ করিবে না,
ইহা সদাপ্রভু কহেন।

ঈশ্বরের প্রজাগণের সুখ ও শত্রুদের বিনাশ।

৬৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, স্বর্গ আমার
সিংহাসন, পৃথিবী আমার পাদপীঠ ;
তোমরা কোথায় আমার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ
করিবে? আমার বিশ্রামার্থক স্থান কোথায়?
২ এ সকলই ত আমার হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত, তাই
এই সকল উৎপন্ন হইল, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ দুঃখী, চূর্ণমনা
ও আমার বাক্যে যে কম্পিত, তাহার প্রতি আমি
৩ দৃষ্টিপাত করিব। যে ব্যক্তি গো হনন করে,
সে নরহত্যা করে ; যে ব্যক্তি মেষশাবক বলিদান
করে, সে কুক্কুরের গলা টিপিয়া মারে ; যে ব্যক্তি
নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, সে শূকরের রক্ত দেয় ;
যে ব্যক্তি সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, সে মিথ্যাদেবের
ধন্যবাদ করে ; হাঁ, তাহারা আপন আপন পথ
মনোনীত করিয়াছে, এবং তাহাদের প্রাণ আপন
৪ আপন বীভৎস পদার্থে প্রীত হয় ; আমিও তাহা-
দের নানা মায়া মনোনীত করিব, এবং তাহাদের
নিজ ত্রাসের বিষয় তাহাদের প্রতি ঘটাইব ;
কারণ আমি ডাকিলে কেহ উত্তর দিত না, আমি
কথা কহিলে তাহারা শুনিত না, কিন্তু আমার
দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিত, এবং যাহাতে
আমার প্রীতি নাই, তাহাই মনোনীত করিত।
৫ সদাপ্রভুর বাক্যে কম্পমান যে তোমরা, তোমরা
তাঁহার বাক্য শুন ; তোমাদের যে ভ্রাতৃগণ
তোমাদিগকে ঘৃণা করে, আমার নাম প্রযুক্ত
তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেয়, তাহারা বলি-
য়াছে, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন, যেন আমরা
তোমাদের আনন্দ দেখিতে পাই ; কিন্তু উহারাই

Digitized by Google

৬ লজ্জিত হইবে। নগর হইতে কলহের রব
মন্দির হইতে রব [শুনা যাইতেছে] ; উহা
সদাপ্রভুর রব, যিনি শত্রুদিগকে অপকারের
৭ প্রতিফল দেন। [সিয়োন] বেদনার পূর্ব্বে প্রসব
হইল ; তাহার গর্ভযন্ত্রণার পূর্ব্বে পুত্রসন্তান
৮ ভূমিষ্ঠ হইল। এমন কথা কে শুনিয়াছে ? এমন
কার্য্য কে দেখিয়াছে ? এক দিবসে কি কোন
দেশের জন্ম হইবে ? কোন জাতি কি একেবারে
ভূমিষ্ঠ হইবে ? বস্তুতঃ গর্ভবেদনা হইবামাত্র
সিয়োন আপন সন্তানগণকে প্রসব করিল।
৯ সদাপ্রভু কহেন, আমি প্রসবকাল উপস্থিত
করিয়া শেষে কি প্রসব হইতে দিব না ? তোমার
ঈশ্বর কহেন, জন্ম দেওয়াই যে আমি, আমি কি
গর্ভ রোধ করিব ?
১০ হে যিরূশালেম-প্রিয়গণ, তোমরা সকলে তাহার
সহিত আনন্দ কর, তাহার বিষয়ে উল্লাস কর ;
হে তাহার জন্য শোকান্বিত সকলে, তোমরা
১১ তাহার সহিত আমোদে প্রফুল্ল হও ; তাহাতে
তোমরা তাহার সান্ত্বনারূপ স্তন চুষিয়া তৃপ্ত
হইবে, ও তাহাকে দোহন করিয়া তাহার প্রতাপ-
১২ বাহুল্যে সুখী হইবে। কারণ সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, আমি তাহার দিকে নদীর ন্যায়
শান্তি ও উথলিত বন্যার ন্যায় জাতিগণের
প্রতাপ বহাইব, তাহাতে তোমরা স্তন্য পান
করিবে, কক্ষদেশে করিয়া তোমাদিগকে বহন
১৩ করা যাইবে, হাঁটুর উপরে নাচান যাইবে। যেমন
মাতা আপন পুত্রকে সান্ত্বনা করে, তেমনি আমি
তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব ; তোমরা যিরূ-
১৪ শালেমে সান্ত্বনা পাইবে। এই সকল দেখিলে
তোমাদের হৃদয় প্রফুল্ল হইবে, তোমাদের অস্থি
সকল নবীন তৃণের ন্যায় সতেজ হইবে ; এবং
সদাপ্রভুর হস্ত আপন দাসদের পক্ষে আত্ম-
পরিচয় দিবে, আর তিনি আপন শত্রুদের প্রতি
১৫ কুপিত হইবেন। কারণ দেখ, সদাপ্রভু অগ্নিসহ
আগমন করিবেন, তাঁহার রথ সকল ঘূর্ণবায়ুর
ন্যায় হইবে ; তিনি মহাতাপে আপন ক্রোধ,
প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা আপন তর্জ্জনা কার্য্যে
১৬ পরিণত করিবেন। কেননা সদাপ্রভু অগ্নি দ্বারা
ও আপন খড়্গ দ্বারা যাবতীয় মর্ত্ত্যের সহিত
আপনার বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন ; সদাপ্রভু
১৭ কর্ত্তৃক অনেক লোক নিহত হইবে। সদাপ্রভু
কহেন, যাহারা মধ্যবর্ত্তী এক ব্যক্তির পশ্চাৎ
পশ্চাৎ উদ্যানে [যাইবার জন্য] আপনাদিগকে
পবিত্র ও শুচি করে, শূকরের মাংস, ঘৃণ্য দ্রব্য
ও মূষিক খায়, তাহারা এক সঙ্গে বিনষ্ট হইবে।
১৮ আমিই তাহাদের ক্রিয়া ও কল্পনা সকল
[জানি]। আমি যে সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বভাষা-
বাদী লোককে সংগ্রহ করিব, [সেই সময়]
উপস্থিত ; তাহারা আসিয়া আমার প্রতাপ
১৯ দর্শন করিবে। আর আমি তাহাদের মধ্যে এক
অভিজ্ঞান স্থাপন করিব ; ফলতঃ তাহাদের মধ্য
হইতে উত্তীর্ণ লোকদিগকে জাতিগণের কাছে,
তর্শীশ, পূল ও ধনুর্দ্ধর লূদ, এবং তূবল ও যবন
প্রভৃতি যে দূরস্থ দ্বীপগণ কখনও আমার খ্যাতি
শুনে নাই ও আমার প্রতাপ দেখে নাই, তাহাদের
কাছে প্রেরণ করিব ; এবং তাহারা জাতিগণের
২০ মধ্যে আমার প্রতাপ জ্ঞাত করিবে। আর
তাহারা সর্ব্বজাতির মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত
ভ্রাতাকে সদাপ্রভুর কাছে নৈবেদ্য বলিয়া আন-
য়ন করিবে ; সদাপ্রভু কহেন, ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ যেমন শুচি পাত্রে করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে
নৈবেদ্য আনে, তেমনি উহারা তাহাদিগকে অশ্ব,
শকট, ডুলি, অশ্বতর ও উষ্ট্রে করিয়া আমার
২১ পবিত্র পর্ব্বত যিরূশালেমে আনিবে। আর আমি
তাহাদের মধ্যেও কতক লোককে যাজক ও লেবীয়
হইবার নিমিত্ত গ্রহণ করিব, ইহা সদাপ্রভু
২২ কহেন। কারণ আমি যে নূতন গগনমণ্ডল ও
নূতন পৃথিবী গঠন করিব, তাহা যেমন আমার
সম্মুখে থাকিবে, তেমনি তোমাদের বংশ ও
তোমাদের নাম থাকিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
২৩ আর প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি বিশ্রামবারে
যাবতীয় মর্ত্ত্য আমার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে
২৪ আসিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। আর তাহারা
বাহিরে যাইয়া, যাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্ম
করিয়াছে, তাহাদের শব নিরীক্ষণ করিবে ;
কারণ তাহাদের কীট মরিবে না, ও তাহাদের
অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না, এবং তাহারা মর্ত্ত্যমাত্রের
ঘৃণাস্পদ হইবে।

Digitized by Google

যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক।

যিরমিয়ের ভাববাদিপদে নিয়োগ।

১ যিরমিয়ের বাক্য ; তিনি বিন্যামীন প্রদে-
শীয় অনাথোৎ-নিবাসী যাজকদের মধ্যে
২ হিল্কিয়ের পুত্র। আমোনের পুত্র যিহূদা-রাজ
যোশিয়ের সময়ে, তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ
বৎসরে, সদাপ্রভুর বাক্য যিরমিয়ের নিকটে
৩ উপস্থিত হইল। আর যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-
রাজ যিহোয়াকীমের রাজত্বকালে, যোশিয়ের
পুত্র যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের রাজত্বকালের
একাদশ বৎসরের সমাপ্তি পর্য্যন্ত, পঞ্চম মাসে
যিরূশালেমের নির্ব্বাসিত হওয়া পর্য্যন্ত [বাক্য]
উপস্থিত হইল।
৪ সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত
৫ হইল, উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করিবার
পূর্ব্বে আমি তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম, তুমি গর্ভ
হইতে নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বে তোমাকে পবিত্র
করিয়াছিলাম ; আমি তোমাকে জাতিগণের
৬ কাছে ভাববাদী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছি। তখন
আমি কহিলাম, হায় হায়, হে প্রভো সদাপ্রভো,
দেখ, আমি কথা কহিতে জানি না, কেননা
৭ আমি বালক। কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন,
"আমি বালক," এমন কথা বলিও না ; কিন্তু
আমি তোমাকে যাহার কাছে পাঠাইব, তাহারই
কাছে তুমি যাইবে, এবং তোমাকে যাহা আজ্ঞা
৮ করিব, তাহাই বলিবে। উহাদের হইতে ভীত
হইও না, কেননা সদাপ্রভু কহেন, তোমার
উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।
৯ পরে সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আমার
মুখ স্পর্শ করিলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে
কহিলেন, দেখ, আমি আপন বাক্য তোমার
১০ মুখে দিলাম ; দেখ, উৎপাটন, ভঙ্গ, বিনাশ ও
নিপাত করিবার নিমিত্ত, গাঁথন ও রোপণ করি-
বার নিমিত্ত আমি জাতিগণের ও রাজ্য সকলের
উপরে অদ্য তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।
১১ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, যিরমিয়, তুমি কি দেখিতেছ ?
আমি কহিলাম, আমি [আশু জাগ্রত] বাদাম
১২ গাছের এক শাখা দেখিতেছি। তখন সদাপ্রভু
আমাকে কহিলেন, ভাল দেখিয়াছ, কেননা
আমি আপন বাক্য সফল করিতে জাগ্রত আছি।
১৩ পরে দ্বিতীয় বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার
নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, তুমি কি দেখি-
তেছ ? আমি কহিলাম, ধূমযুক্ত এক পাকস্থলী
দেখিতেছি ; তাহার মুখ উত্তরদিক্ হইতে
১৪ [হেলিয়া আছে।] তখন সদাপ্রভু আমাকে
কহিলেন, উত্তরদিক্ হইতে এই দেশনিবাসী
সকলের উপরে অমঙ্গলরূপ বন্যা প্রবাহিত
১৫ হইবে। কারণ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি
উত্তরদিকস্থ নানা রাজ্যনিবাসী যাবতীয় গোষ্ঠীকে
আহ্বান করিব ; তাহারা আসিয়া যিরূশালেমের
পুরদ্বারের প্রবেশস্থানে, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত
প্রাচীরের সম্মুখে, এবং যিহূদার যাবতীয় নগরের
সম্মুখে, আপন আপন সিংহাসন স্থাপন করিবে।
১৬ আর আমি ইহাদের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার জন্য ইহা-
দের বিরুদ্ধে নিজ শাসন প্রচার করিব ; কেননা
ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইতর দেবতা-
দের নিকটে ধূপ জ্বালাইয়াছে, ও আপন আপন
১৭ হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করিয়াছে। অতএব
তুমি কটিবন্ধন কর, উঠ ; আমি তোমাকে যাহা
যাহা আজ্ঞা করি, সে সমস্ত তাহাদিগকে বল ;
তাহাদের হইতে উদ্বিগ্ন হইও না, পাছে আমি
১৮ তাহাদের সাক্ষাতে তোমাকে উদ্বিগ্ন করি। আর
দেখ, আমি অদ্য সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে, যিহূদার
রাজগণ, অধ্যক্ষবর্গ, যাজকগণ ও দেশের লোক-
সাধারণের বিরুদ্ধে, তোমাকে দৃঢ় নগর, লৌহ-
১৯ স্তম্ভ ও পিত্তল-প্রাচীরস্বরূপ করিলাম। তাহারা
তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে
পরাভব করিতে পারিবে না ; কারণ সদাপ্রভু
কহেন, তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে
সঙ্গে আছি।

পাপহেতু যিহূদীদের প্রতি অনুযোগ।

২ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, তুমি যাও, যিরূশালেমের
কর্ণগোচরে এই কথা প্রচার কর, সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তোমার পক্ষে তোমার যৌবনাবস্থার
ভক্তি ও বিবাহকালের প্রেম আমার স্মরণ হয় ;
তুমি আমার পশ্চাতে প্রান্তরে, অনুপ্ত দেশে গমন
৩ করিয়াছিলে। ইস্রায়েল সদাপ্রভুর উদ্দেশে
পবিত্র, তাঁহার আয়ের অগ্রিমাংশস্বরূপ ; যে
সকল লোক তাহাকে গ্রাস করিবে, তাহারা
দোষী হইবে ; তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে,
ইহা সদাপ্রভু বলেন।
৪ হে যাকোবের কুল, হে ইস্রায়েল-কুলের যাব-
৫ তীয় গোষ্ঠী, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। সদাপ্রভু

Digitized by Google

এই কথা কহেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার
কি অন্যায় দেখিয়াছে যে, তাহারা আমা হইতে
দূরে গিয়াছে, অসারতার অনুগামী হইয়া অসার
৬ হইয়াছে ? তাহারা বলে নাই যে, সেই সদাপ্রভু
কোথায়, যিনি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে
আনিয়াছিলেন, যিনি প্রান্তরের মধ্য দিয়া,
মরুভূমি ও গর্ত্তময় ভূমি দিয়া, নির্জ্জল ও
মৃত্যুচ্ছায়ার ভূমি দিয়া, পথিকবিহীন ও
নিবাসিবর্জ্জিত ভূমি দিয়া, আমাদিগকে লইয়া
৭ আনিয়াছিলেন ? আমি তোমাদিগকে এই
প্রাচুর্য্যময় দেশে আনিয়াছিলাম, যেন তোমরা
এখানকার ফল ও উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন
কর ; কিন্তু তোমরা প্রবেশ করিয়া আমার দেশ
অশুচি করিলে, আমার অধিকার ঘৃণাস্পদ
৮ করিলে। "সদাপ্রভু কোথায় ?" এমন কথা
যাজকেরা বলে নাই, এবং যাহারা ব্যবস্থা হাতে
করে, তাহারা আমাকে জানে নাই, পালকেরা
আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, ভাববাদি-
গণ বাল [দেবের] নাম লইয়া ভাবোক্তি প্রচার
করিয়াছে, এবং অনুপকারী পদার্থের পশ্চাদ্গামী
৯ হইয়াছে। অতএব সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমা-
দের সহিত আরও বিবাদ করিব, এবং তোমাদের
১০ পুত্রপৌত্রগণেরও সহিত বিবাদ করিব। বস্তুতঃ
তোমরা পার হইয়া কিত্তীয়দের সকল দ্বীপে যাও,
দেখ ; আর কেদরে লোক পাঠাও, সূক্ষ্ম বিবে-
১১ চনা কর, দেখ, এমন কি হইয়াছে ? দেবগণ
যদ্যপি ঈশ্বর নয়, তথাপি কোন জাতি কি
আপনাদের দেবগণের পরিবর্ত্ত করিয়াছে ? কিন্তু
আমার প্রজাগণ অনুপকারী বস্তুর সহিত আপ-
১২ নাদের গৌরবের পরিবর্ত্ত করিয়াছে। হে গগন-
মণ্ডল, ইহাতে স্তম্ভিত হও, রোমাঞ্চিত হও,
নিতান্ত অসাড় হইয়া পড়, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৩ কেননা আমার প্রজাবৃন্দ দুই দোষ করিয়াছে,
তাহারা জীবন্ত জলের উনুইস্বরূপ আমাকে ত্যাগ
করিয়াছে ; আর আপনাদের জন্য কূপ খুদি-
য়াছে, সেগুলি ভগ্ন কূপ, জলধারণে অসমর্থ।
১৪ ইস্রায়েল কি দাস ? সে কি গৃহজাত [কিঙ্কর] ?
১৫ সে কেন লুটদ্রব্য হইয়াছে ? যুবসিংহগণ তাহার
উপরে গর্জ্জন ও হুঙ্কার করিয়াছে; তাহারা
তাহার দেশ ধ্বংসিত করিয়াছে; তাহার নগর
সকল দগ্ধ হইয়া নিবাসিবিহীন হইয়াছে।
১৬ অধিকন্তু নোফের ও তফনহেষের লোকেরা তোমার
১৭ মাথা মুড়াইয়াছে। তুমি কি আপনি আপনার
প্রতি ইহা ঘটাও নাই ? তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
যখন তোমাকে পথ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন,
তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া [ইহা ঘটাই-
১৮ য়াছ]। এখন কালো নদীর জল পান করিতে
মিসরের পথে কেন যাইতেছ ? অথবা ফরাৎ
নদীর জল পান করিতে অশূরের পথে কেন
১৯ যাইতেছ ? তোমারই দুষ্টতা তোমাকে শাস্তি
দিবে, এবং তোমার বিপথগামিত্ব তোমাকে অনু-
যোগ করিবে ; অতএব জ্ঞাত হও, দেখ, তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুকে পরিত্যাগ করা ও মনের মধ্যে
আমার ভয়কে স্থান না দেওয়া মন্দ ও তিক্ত, ইহা
২০ প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। বস্তুতঃ
দীর্ঘকাল হইল তুমি আপনা যোঁয়ালি ভগ্ন
করিয়াছিলে, আপন বন্ধন সকল ছেদন করিয়া-
ছিলে, বলিয়াছিলে, আমি দাসত্ব করিব না ;
বাস্তবিক যাবতীয় উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও যাব-
তীয় হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে তুমি নত হইয়া
২১ ব্যভিচার করিয়া আসিতেছ। আমি ত সর্ব্বতো-
ভাবে প্রকৃত বীজোৎপন্ন উত্তম দ্রাক্ষালতা করিয়া
তোমাকে রোপণ করিয়াছিলাম, তুমি কেমন
করিয়া বিকৃত হইয়া আমার কাছে বিজাতীয়
২২ দ্রাক্ষালতার শাখা হইলে ? প্রভু সদাপ্রভু
কহেন, যদ্যপি সোরা দিয়া তুমি আপনাকে
ধৌত কর ও অনেক সাবন লাগাও, তথাপি
আমার দৃষ্টিতে তোমার অপরাধ চিহ্নিত রহি-
২৩ য়াছে। তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, আমি
অশুচি নহি, বাল [দেবগণের] পশ্চাদ্গামী হই
নাই ? উপত্যকাতে তোমার পথ দেখ ; যাহা
করিয়াছ, তাহা জ্ঞাত হও ; তুমি আপন পথে
২৪ ইতস্ততঃ ভ্রমণকারিণী উষ্ট্রী ; তুমি প্রান্তরপরি-
চিতা বন্য গর্দ্দভী, যাহা অভিলাষক্রমে বায়ু
আহার করে ; তাহার কামাবেশ শান্ত করা
কাহার সাধ্য ? যাহারা তাহার অন্বেষণ করে,
তাহারা আপনাদিগকে ক্লান্ত করিবে না, তাহার
২৫ [নিয়মিত] মাসে তাহাকে পাইবে। তুমি আপন
চরণ পাদুকারহিত ও গলার নলী শুষ্ক হইতে
দিও না। কিন্তু তুমি বলিয়াছ, এ মিথ্যা আশা,
কেননা আমি বিদেশীদিগকে প্রেম করিয়া আসি-
২৬ তেছি, তাহাদেরই পশ্চাদ্গামিনী হইব। চোর
ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি ইস্রায়েল-
কুল, আপনারা ও তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষবর্গ,
২৭ যাজকগণ ও ভাববাদিগণ লজ্জিত হয় ; ফলতঃ
তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা ;
শিলাকে বলে, তুমি আমার জননী ; তাহারা
আমাকে মুখ না দেখাইয়া পৃষ্ঠ দেখায় ; কিন্তু
বিপৎকালে তাহারা বলিবে, "তুমি উঠিয়া
২৮ আমাদিগকে নিস্তার কর।" কিন্তু, তুমি আপ-
নার জন্য যাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছ, তোমার
সেই দেবতারা কোথায় ? তাহারা কি উঠিয়া
যদি পারে, তবে বিপৎকালে তোমাকে নিস্তার
করুক ; কেননা হে যিহূদা, তোমার যত নগর,
তত দেবতা।
২৯ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা কেন আমার সঙ্গে

Digitized by Google

বিবাদ করিতেছ? সকলেই আমার বিরুদ্ধে
৩০ অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ। আমি তোমাদের সন্তান-
গণকে বৃথা আঘাত করিয়াছি; তাহারা ত শাস্তি
গ্রাহ্য করিল না; তোমাদেরই খড়্গ বিনাশক
সিংহের ন্যায় তোমাদের ভাববাদিগণকে গ্রাস
৩১ করিয়াছে। হে বর্ত্তমান লোক সকল, তোমরা
সদাপ্রভুর বাক্য আলোচনা কর; ইস্রায়েলের
কাছে আমি কি প্রান্তর কিম্বা অন্ধকারময় দেশ-
স্বরূপ হইয়াছি? তবে আমার প্রজারা কেন
বলে, আমরা ভ্রমণকারী হইয়াছি, তোমার
৩২ নিকটে আর আসিব না? কুমারী কি আপন
ভূষণ, ও কন্যা কি আপন মেখলা ভুলিয়া যাইতে
পারে? কিন্তু আমার লোক অসংখ্য দিন আমাকে
৩৩ ভুলিয়া রহিয়াছে। তুমি প্রেমের অনুসন্ধান
করিতে আপন পথ কেমন প্রস্তুত করিয়াছ!
এই কারণ দুষ্টাদিগকেও তোমার পথ শিখা-
৩৪ ইয়াছ। আর তোমার বস্ত্রের অঞ্চলে নির্দ্দোষ
দীনহীন প্রাণী সকলের রক্ত পাওয়া যাইতেছে;
তুমি তাহাদিগকে সিঁধ কাটিবার সময়ে ধর নাই,
কিন্তু ঐ সকলের উপরে [এই দুষ্ক্রিয়াও করি-
৩৫ য়াছ]; তথাপি কহিতেছ, আমি নির্দ্দোষ,
অবশ্য আমা হইতে তাঁহার ক্রোধ ফিরিয়াছে।
দেখ, "আমি পাপ করি নাই," তোমার এই
কথার জন্য আমি তোমার সহিত বিবাদ করিব।
৩৬ তুমি আপন পথ পরিবর্ত্তন করিতে কেন এত
ব্যগ্র হইতেছ? অশূরের বিষয়ে যেমন লজ্জিতা
হইয়াছিলে, মিসরের বিষয়েও তদ্রূপ লজ্জিতা
৩৭ হইবে। অবশ্য তাহার নিকট হইতেও মস্তকের
উপরে হস্তদ্বয় দিয়া প্রস্থান করিবে, কেননা
সদাপ্রভু তোমার বিশ্বাসপাত্রদিগকে অগ্রাহ্য
করিয়াছেন, তাহাদের সাহায্যে তুমি কৃতকার্য্য
হইবে না।

৩ লোকে বলে, কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ
করিলে পর ঐ স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া
যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে তাহার স্বামী কি
পুনর্ব্বার তাহার কাছে গমন করিবে? করিলে
কি সেই দেশ নিতান্ত অশুচি হইবে না? কিন্তু
সদাপ্রভু কহেন, তুমি অনেক কান্তের সহিত
ব্যভিচার করিয়াছ, তবু কি আমার কাছে
২ ফিরিয়া আসিবে? চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষশূন্য গিরি
সকল দেখ, কোন্ স্থানে তোমার সতীত্বলঙ্ঘন
না হইয়াছে? তুমি উহাদের জন্য প্রান্তরস্থ
আরবীয়ের ন্যায় রাজপথে বসিয়াছ, তুমি আপন
ব্যভিচার ও দুষ্টক্রিয়া দ্বারা দেশ অশুচি করি-
৩ য়াছ। এই নিমিত্ত বৃষ্টিধারা নিবারিত হইয়াছে,
এবং শেষী বর্ষাও হয় নাই; তথাপি তুমি
বেশ্যার ললাট ধারণ করিয়াছ, লজ্জিতা হইতে
৪ অসম্মতা হইয়াছ। তুমি অদ্যাবধি কি আমাকে
ডাকিয়া বলিবে না, "হে আমার পিতঃ, তুমিই
৫ আমার বাল্যকালের মিত্র? তিনি কি অনন্তকাল
ক্রুদ্ধ থাকিবেন, নিত্য নিত্য [কোপ] রক্ষা
করিবেন?" দেখ, তুমি মন্দ কথা বলিয়াছ, মন্দ
কার্য্য করিয়াছ, ও তাহা সিদ্ধ করিয়াছ।

ইস্রায়েল ও যিহূদার প্রতি দোষারোপ।

৬ যোশিয় রাজার সময়ে সদাপ্রভু আমাকে
কহিলেন, বিপথগামিনী ইস্রায়েল যাহা করি-
য়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক
উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের
তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করি-
৭ য়াছে। সে এই সকল কর্ম্ম করিলে পর আমি
কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে,
কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না; এবং তাহার
বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা তাহা দেখিল।
৮ আর আমি দেখিলাম, বিপথগামিনী ইস্রায়েল
ব্যভিচার করিয়াছিল, এই কারণ প্রযুক্তই
যদ্যপি আমি তাহাকে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ
করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার বিশ্বাসঘাতিনী
ভগিনী যিহূদা ভয় করিল না, কিন্তু আপনিও
৯ গিয়া ব্যভিচার করিল। সে ব্যভিচার লঘু জ্ঞান
করায় দেশ অশুচি হইয়াছিল; সে প্রস্তর ও
১০ কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার করিত। এমন হইলেও
তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা সমস্ত
অন্তঃকরণের সহিত নয়, কেবল কপটভাবে
আমার প্রতি ফিরিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১১ আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিশ্বাস-
ঘাতিনী যিহূদা অপেক্ষা বিপথগামিনী ইস্রায়েল
১২ আপনাকে ধার্ম্মিক দেখাইয়াছে। তুমি যাও,
এই সকল কথা উত্তরদিকে প্রচার কর, বল,
সদাপ্রভু কহেন, হে বিপথগামিনি ইস্রায়েল,
ফিরিয়া আইস; আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধ-
দৃষ্টি করিব না; যেহেতুক সদাপ্রভু কহেন,
১৩ আমি দয়াবান, সর্ব্বদা ক্রোধ রাখিব না। সদা-
প্রভু কহেন, কেবল তোমার অপরাধ স্বীকার
কর, কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ
বৃক্ষের তলে বিদেশীদের সহিত আপন আচার
ভ্রষ্ট করিয়াছ; আর তোমরা আমার বাক্যে
১৪ অবধান কর নাই। সদাপ্রভু কহেন, হে বিপথ-
গামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইস, কেননা আমি
তোমাদের স্বামী; আমি নগর হইতে একজন
ও গোষ্ঠী হইতে দুই জন করিয়া তোমাদিগকে
১৫ গ্রহণ করিব, ও সিয়োনে আনিব; আর তোমা-
দিগকে আপন মনের মত পালকগণ দিব, তাহারা
জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় তোমাদিগকে চরাইবে।

Digitized by Google

১৬ সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে যখন তোমরা
দেশে বর্দ্ধিত ও বহুপ্রজ হইবে, তখন "সদা-
প্রভুর নিয়মসিন্দুক," এ কথা লোকে আর
বলিবে না, তাহা মনে আসিবে না, তাহারা
তাহা স্মরণে আনিবে না, তাহার বিরহে দুঃখিত
হইবে না, এবং তাহা আর নির্ম্মাণ করা যাইবে
১৭ না। সেই সময়ে যিরূশালেম সদাপ্রভুর সিংহা-
সন বলিয়া আখ্যাত হইবে, এবং যাবতীয় জাতি
তাহার নিকটে, সদাপ্রভুর নামের কাছে যিরূ-
শালেমে, একত্রীকৃত হইবে ; তাহারা আর
আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্য অনুসারে
১৮ চলিবে না। তৎকালে যিহূদা-কুল ইস্রায়েল-
কুলের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে, এবং তাহারা
এক সঙ্গে উত্তর দেশ ছাড়িয়া, যে দেশ আমি
অধিকারের জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে
১৯ দিয়াছি, সেই দেশে আসিবে। আর আমিই
বলিয়াছিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে
কেমন স্থান দিব ! হাঁ, মনোরম্য এক দেশ,
জাতিগণের পরমরত্নস্বরূপ অধিকার তোমাকে
দান করিব। আমি বলিয়াছিলাম, তুমি আমাকে
পিতা বলিয়া ডাকিবে, এবং আমার পশ্চাদ্গমন
২০ হইতে ফিরিয়া যাইবে না। সদাপ্রভু কহেন,
হে ইস্রায়েল-কুল, সত্যই যে ভার্য্যা বিশ্বাস-
ঘাতকতাপূর্ব্বক আপন স্বামীকে ছাড়িয়া যায়,
তাহার ন্যায় তোমরাও আমার কাছে বিশ্বাস-
২১ ঘাতকতা করিয়াছ। বৃক্ষশূন্য গিরিরাজির উপরে
উচ্চরব, ইস্রায়েল-সন্তানদের রোদন ও কাকুক্তি
শুনা যাইতেছে ; কারণ তাহারা কুটিলপথগামী
হইয়াছে, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত
২২ হইয়াছে। হে বিপথগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া
আইস, আমি তোমাদের বিপথগমন-রোগ ভাল
করিব। "দেখ, আমরা তোমার কাছে আসি-
লাম, কেননা তুমিই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।
২৩ সত্যই, উপপর্ব্বতস্থ সমস্ত, গিরিস্থ কোলাহল
মিথ্যামাত্র, সত্যই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে
২৪ ইস্রায়েলের পরিত্রাণ। কিন্তু বাল্যকালাবধি
আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রম-ফল, তাঁহাদের
মেষগবাদি পাল ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ, সেই
২৫ লজ্জাস্পদের গ্রাসে পড়িয়াছে। আইস, আমরা
নিজ লজ্জাতে শয়ন করি, এবং আমাদের অপ-
মান আমাদিগকে আচ্ছাদন করুক : কেননা
আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা বাল্যাবধি
অদ্য পর্য্যন্ত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
পাপ করিয়াছি, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
বাক্যে অবধান করি নাই।"

৪ সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল, তুমি যদি
ফিরিয়া আসিতে চাহ, তবে আমারই
কাছে ফিরিয়া আইস ; এবং যদি আমার দৃষ্টি
হইতে তোমার বীভৎস বস্তু সকল দূর কর, তবে
২ আর বিচলিত হইবে না। আর তুমি সত্যে,
ন্যায়ে ও ধার্ম্মিকতায় 'জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য'
বলিয়া শপথ করিবে, আর জাতিগণ তাঁহাতেই
আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাঁহারই
শ্লাঘা করিবে।
৩ কারণ সদাপ্রভু যিহূদার ও যিরূশালেমের
লোকদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা আপনা-
দের পতিত ভূমি চাস কর, কণ্টকবন মধ্যে বীজ
৪ বপন করিও না। হে যিহূদার লোক, হে যিরূ-
শালেম-নিবাসিগণ, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
ছিন্নত্বক্ হও, আপন আপন হৃদয়ের ত্বক্ দূর
করিয়া ফেল, নতুবা তোমাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা
প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিবে,
এবং এমন দাহ করিবে যে, নির্ব্বাণকারী কেহ
৫ থাকিবে না। তোমরা যিহূদা দেশে প্রচার কর,
যিরূশালেমে ঘোষণা কর ; বল, তোমরা দেশে
তূরীধ্বনি কর, চীৎকার করিয়া বল, তোমরা
একত্র হও, আইস, আমরা দৃঢ় নগর সকলে
৬ প্রবেশ করি। সিয়োনের দিকে ধ্বজা তুল,
পলায়ন কর, বিলম্ব করিও না ; কেননা আমি
উত্তরদিক্ হইতে অমঙ্গল ও মহাধ্বংস আনিব।
৭ সিংহ উঠিয়া আপন গহ্বর হইতে আসিতেছে,
জাতিগণের বিনাশক আসিতেছে ; সে পথে
আছে, সে স্বস্থান হইতে নির্গত হইয়াছে,
তোমার দেশ ধ্বংসস্থান করণার্থে আসিতেছে ;
যেন তোমার নগর সকল উচ্ছিন্ন ও নিবাসি-
৮ বিহীন হয়। অতএব তোমরা চট পরিধান কর,
বিলাপ ও হাহাকার কর, কেননা সদাপ্রভুর
৯ জ্বলন্ত ক্রোধ আমাদের হইতে ফিরে নাই। পরন্তু
সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন রাজার হৃদয় ও
অধ্যক্ষগণের হৃদয় ক্ষয় পাইবে, যাজকগণ চমৎ-
কৃত হইবে, ও ভাববাদিগণ স্তম্ভিত হইবে।
১০ তখন আমি কহিলাম, হায় হায়! হে প্রভো
সদাপ্রভো, তুমি এই লোকদিগকে ও যিরূ-
শালেমকে নিতান্ত ভ্রান্ত হইতে দিয়াছ, তুমি
বলিয়াছ, তোমাদের শান্তি হইবে, কিন্তু তাহা-
১১ দের প্রাণ পর্য্যন্ত খড়্গ প্রবেশ করিতেছে। তৎ-
কালে এই লোকদিগকে ও যিরূশালেমকে এই
কথা বলা যাইবে, প্রান্তরস্থ বৃক্ষশূন্য গিরিরাজি
হইতে উষ্ণ বায়ু আমার জাতির কন্যার দিকে
আসিতেছে, তাহা শস্য ঝাড়িবার কি পরিষ্কার
১২ করিবার নিমিত্তে নয়। তদপেক্ষা অধিক প্রচণ্ড
বায়ু আমার আজ্ঞাতে আসিতেছে, এখন আমিই
লোকদের বিরুদ্ধে শাসন প্রচার করিতেছি।
১৩ দেখ, সে মেঘমালার ন্যায় আসিতেছে, তাহার
রথ সকল ঘূর্ণবায়ুস্বরূপ, তাহার অশ্বগণ উৎক্রোশ
পক্ষী হইতেও দ্রুতগামী ; হায় হায়, আমরা নষ্ট

Digitized by Google

১৪ হইলাম। হে যিরূশালেম, পরিত্রাণ পাইবার
জন্য হৃদয় ধুইয়া তোমার দুষ্টতা ঘুচাও; কত
দিন তোমার অন্তরে দুশ্চিন্তা বাস করিবে?
১৫ বস্তুতঃ দান নগর হইতে কোন প্রচারকের রব
আসিতেছে, ইফ্রয়িম পর্ব্বত হইতে কেহ দুর্ঘটনার
১৬ কথা ঘোষণা করিতেছে। তোমরা জাতিগণের
কাছে উল্লেখ কর; দেখ, যিরূশালেমের বিরুদ্ধে
ঘোষণা কর; দূর দেশ হইতে অবরোধকারিগণ
আসিতেছে, তাহারা যিহূদার নগর সকলের
১৭ বিরুদ্ধে হুঙ্কার করিতেছে। তাহারা ক্ষেত্ররক্ষক-
দের ন্যায় যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকে থাকিবে,
কেননা সে আমার প্রতিকূলাচারিণী হইয়াছে,
১৮ ইহা সদাপ্রভু কহেন। তোমার পথ ও তোমার
ক্রিয়া সকল তোমার বিরুদ্ধে ইহা ঘটাইয়াছে;
এ তোমার দুষ্টতার ফল, হাঁ, ইহা তিক্ত, হাঁ,
ইহা তোমার মর্ম্মভেদী।
১৯ "হায় হায়, আমার অন্ত্র! আমার অন্ত্র!
আমি হৃদয়ে ব্যথিত; আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্
করিতেছে; আমি নীরব থাকিতে পারি না;
কেননা, হে আমার প্রাণ, তুমি তূরীর রব ও
২০ যুদ্ধের সিংহনাদ শুনিতেছ। ভঙ্গের উপরে ভঙ্গ
প্রচারিত হইতেছে, হাঁ, সমুদয় দেশ উচ্ছিন্ন
হইতেছে; অকস্মাৎ আমার তাম্বু, ও নিমিষ
কাল মধ্যে আমার যবনিকা সকল উচ্ছিন্ন হইল।
২১ আমি কত দিন পতাকা দেখিব ও তূরীর রব
২২ শুনিব?" বস্তুতঃ আমার প্রজারা অজ্ঞান, তাহারা
আমাকে জানে না; তাহারা নির্ব্বোধ বালক,
তাহাদের বিবেচনা নাই; তাহারা কদাচারে পটু,
কিন্তু সদাচারে অজ্ঞান।
২৩ "আমি পৃথিবী নিরীক্ষণ করিলাম, দেখ,
তাহা ঘোর ও শূন্য ছিল; আমি গগনমণ্ডল
[নিরীক্ষণ করিলাম], তাহার দীপ্তি ছিল না।
২৪ আমি পর্ব্বতগণ নিরীক্ষণ করিলাম, দেখ, সে
সকল কাঁপিতেছে, ও উপপর্ব্বত সকল টল-
২৫ টলায়মান হইতেছে। আমি নিরীক্ষণ করিলাম,
আর দেখ, মনুষ্যমাত্র নাই, এবং আকাশের সমস্ত
২৬ পক্ষী পলাইয়া গিয়াছে। আমি নিরীক্ষণ করি-
লাম, আর দেখ, সদাপ্রভুর সম্মুখে ও তাঁহার
জলন্ত ক্রোধের সম্মুখে উদ্যান মরুভূমি হইয়া
পড়িয়াছে, ও তাহার যাবতীয় নগর ভগ্ন হই-
২৭ য়াছে।" কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সমস্ত
দেশ ধ্বংসের স্থান হইবে, তথাপি আমি নিঃশেষে
২৮ সংহার করিব না। এই জন্য ভূতল শোক করিবে,
উপরিস্থ গগনমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইবে; কারণ আমি
ইহা বলিয়াছি, ইহা মনে স্থির করিয়াছি, এ
বিষয়ে অনুতাপ করি নাই, ইহা হইতে ফিরিব
২৯ না। অশ্বারোহীদের ও ধনুর্দ্ধরদের রবে সমস্ত
নগর পলায়ন করে, তাহারা নিবিড় বনে প্রবেশ
করে ও শৈলে উঠে; সমস্ত নগর পরিত্যক্ত
৩০ তাহাদের মধ্যে বাসকারী মনুষ্যমাত্র নাই। [হে
পুরি,] তুমি উচ্ছিন্ন হইলে কি করিবে? যদ্যপি
লোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিধান কর, যদ্যপি সুবর্ণের
আভরণে আপনাকে ভূষিতা কর, যদ্যপি অঞ্জন
দ্বারা নেত্রদ্বয় চির, তথাপি সৌন্দর্য্যের চেষ্টা
অলীক হইবে; জারেরা তোমাকে অগ্রাহ্য করে,
৩১ তোমার প্রাণনাশেরই চেষ্টা করে। বস্তুতঃ স্ত্রীর
প্রসবকালের রব ও প্রথম প্রসবকালের আর্ত্ত-
নাদের ন্যায় আমি সিয়োন-কন্যার রব শুনি-
তেছি; সে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অঞ্জলি বিস্তার
করিয়া কহিতেছে, হায় হায়, হত্যাকারীদের
সম্মুখে আমার প্রাণ অবসন্ন হইল।

৫ তোমরা যিরূশালেমের সড়কে সড়কে ইত-
স্ততঃ গমন কর, মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ
কর, এবং তথাকার সকল চকে অন্বেষণ কর;
ন্যায়াচারী ও সত্যের অনুশীলনকারী এক জনকেও
যদি পাইতে পার, তবে আমি নগরকে ক্ষমা
২ করিব। তাহারা যদ্যপি বলে, জীবৎ সদাপ্রভুর
৩ দিব্য, তথাপি তাহারা মিথ্যা শপথ করে। হে
সদাপ্রভো, তোমার দৃষ্টি কি সত্যের প্রতি নয়?
তুমি তাহাদিগকে প্রহার করিলেও তাহারা
দুঃখার্ত্ত হইল না; তাহাদিগকে জীর্ণ করিলেও
তাহারা শাসন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল;
তাহারা আপন আপন মুখ পাষাণ হইতেও কঠিন
করিল; তাহারা ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার
৪ করিল। তখন আমি কহিলাম, ইহারা কেবল
দরিদ্র; ইহারা অজ্ঞান, কারণ সদাপ্রভুর পথ ও
৫ আপনাদের ঈশ্বরের বিচার জানে না; আমি
একবার মহৎ লোকদের নিকটে গিয়া তাহাদের
কাছে কথা কহিব, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর পথ
ও আপনাদের ঈশ্বরের বিচার জানে। কিন্তু
উহারা একযোগে যোঁয়ালি ভগ্ন করিয়াছে, বন্ধন
৬ ছেদন করিয়াছে। এই নিমিত্ত বন হইতে সিংহ
আসিয়া তাহাদিগকে বধ করিবে, জঙ্গলের
কেন্দুয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, চিতা ব্যাঘ্র
তাহাদের নগরের নিকটে প্রহরী হইবে, যে কেহ
নগর হইতে বাহির হইবে, সে বিদীর্ণ হইবে;
কারণ তাহাদের অধর্ম্ম অধিক ও তাহাদের
৭ বিপথগমন গুরুতর। আমি কিরূপে তোমাকে
ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ
করিয়াছে, অনীশ্বরদের নাম লইয়া শপথ করি-
য়াছে; আমি তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলে তাহারা
ব্যভিচার করিল, ও দলে দলে বেশ্যার বাটীতে
৮ গিয়া একত্র হইল। তাহারা কামাতুর
অশ্বের ন্যায় প্রত্যূষে উঠিল, প্রত্যেক জন পর-
৯ স্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করিল। সদাপ্রভু কহেন,
আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না?

Digitized by Google

আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির প্রতিশোধ
দিবে না ?

১০ তোমরা যিরূশালেমের প্রাচীরে উঠিয়া
[উদ্যান] নষ্ট কর, কিন্তু নিঃশেষে সংহার করিও
না ; তাহার পল্লব সকল দূর কর, সে সকল
১১ সদাপ্রভুর নয়। কেননা সদাপ্রভু কহেন, ইস্রা-
য়েল-কুল ও যিহূদা-কুল আমার বিপরীতে অত্যন্ত
১২ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাহারা সদাপ্রভুকে
অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে, "উনি তিনি নন ;
আর আমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে না, আমরা
১৩ খড়্গ কি দুর্ভিক্ষ দর্শন করিব না ; আর ভাববাদি-
গণ বায়ুবৎ হইবে ; তাহাদের মধ্যে বাক্য নাই,
১৪ তাহাদেরই প্রতি এইরূপ করা যাইবে।" এই
কারণ বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন,
ইহারা এই কথা বলে, এজন্য দেখ, আমি তোমার
মুখস্থিত আপন বাক্যকে অগ্নিস্বরূপ ও এই
জাতিকে কাষ্ঠস্বরূপ করিব, উহা ইহাদিগকে গ্রাস
১৫ করিবে। সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল,
দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দূর হইতে এক
জাতিকে আনিব ; সে বলবান জাতি, সে প্রাচীন
জাতি ; তুমি সেই জাতির ভাষা জান না, তাহা-
১৬ দের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিবে না। তাহাদের
তূণ খোলা কবরের ন্যায়, তাহারা সকলে বীর
১৭ পুরুষ। তাহারা তোমার পক্ক শস্য ও তোমার
অন্ন গ্রাস করিবে, তোমার পুত্রকন্যাগণের খাদ্য
গ্রাস করিবে ; তাহারা তোমার মেষপাল ও
গোপাল গ্রাস করিবে ; তোমার দ্রাক্ষালতা ও
ডুমুরবৃক্ষ গ্রাস করিবে ; তুমি যে সকল প্রাচীর-
বেষ্টিত নগরে বিশ্বাস করিতেছ, সে সকল তাহারা
১৮ খড়্গ দ্বারা চূরমার করিবে। কিন্তু সদাপ্রভু
কহেন, সেই সময়েও আমি নিঃশেষে তোমাদের
১৯ সংহার করিব না। আর যখন তাহারা বলিবে,
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের প্রতি এ
সকল কেন করিলেন ? তখন তুমি তাহাদিগকে
বলিবে, তোমরা যেমন আমাকে ত্যাগ করিয়া
স্বদেশে বিজাতীয় দেবতাদের দাসত্ব করিয়াছ,
তেমনি বিদেশে বিদেশীদের দাসত্ব করিবে।

২০ তোমরা যাকোবের কুলকে এ কথা জানাও,
২১ যিহূদার মধ্যে ইহা প্রচার কর, বল, হে অজ্ঞান
ও নির্ব্বোধ জাতি, চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে
২২ বধির যে তোমরা, তোমরা এই কথা শুন। সদা-
প্রভু কহেন, তোমরা কি আমাকে ভয় করিবে
না ? আমার সাক্ষাতে কি কম্পমান হইবে না ?
আমি ত বালুকা দ্বারা সমুদ্রের সীমা নিত্যস্থায়ী
বিধিক্রমে স্থির করিয়াছি ; সে তাহা উল্লঙ্ঘন
করিতে পারে না ; তাহার তরঙ্গ আস্ফালন করি-
লেও কৃতার্থ হয় না, কল্লোলধ্বনি করিলেও সীমা
২৩ অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু এই লোকদের
চিত্ত নিতান্ত অবাধ্য ও প্রতিকূলাচারী, তাহারা
২৪ অবাধ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা মনে
মনে বলে না, আইস, আমরা আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুকে ভয় করি ; তিনিই উপযুক্ত কালে
অগ্রিম ও উত্তর বর্ষার জল দেন ; আমাদের জন্য
শস্যচ্ছেদনের নিয়মিত সপ্তাহনিচয় রক্ষা করেন।
২৫ তোমাদের অপরাধ এই সকল অন্যথা করিয়াছে,
তোমাদের পাপ তোমাদের মঙ্গল নিবারণ করি-
২৬ য়াছে। কারণ আমার প্রজাদের মধ্যে দুষ্ট লোক
পাওয়া যায়, তাহারা ব্যাধের ন্যায় হেঁট হইয়া
লুকায়িত থাকে, তাহারা ফাঁদ পাতে ও মনুষ্য
২৭ ধরে। পিঞ্জর যেমন পক্ষীতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ
তাহাদের বাটী ছলে পরিপূর্ণ ; এই জন্য তাহারা
২৮ উন্নত ও উত্তর উত্তর ধনবান হইয়াছে। তাহারা
স্থূলকায় ও চাকচক্যশালী হইয়াছে ; হাঁ, তাহারা
দুষ্টতার রীতি অপেক্ষাও পাপ করে, তাহারা
বিচার করে না, পিতৃহীনের কল্যাণার্থে বিচার
করে না, ও দরিদ্রদের বিচার নিষ্পত্তি করে না।
২৯ সদাপ্রভু কহেন, আমি কি এই সকলের প্রতিফল
দিব না ? আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির
প্রতিশোধ দিবে না ?

৩০ দেশের মধ্যে ভয়ানক ও রোমাঞ্চজনক ব্যাপার
৩১ সাধিত হয়। ভাববাদিগণ মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার
করে, যাজকগণ তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তৃত্ব
করে ; আমার প্রজারা এই রীতি ভাল বাসে ;
কিন্তু ইহার পরিণামে তোমরা কি করিবে ?

৬ হে বিন্যামীন-সন্তানগণ, তোমরা যিরূ-
শালেমের মধ্য হইতে পলায়ন কর, তিকোয়
[নগরে] তূরী বাজাও, বৈৎ-হক্কেরমে ধ্বজা তুল,
কেননা উত্তর দিক্ হইতে অমঙ্গল ও মহাধ্বংস দেখা
২ দিতেছে। সুন্দরী সুখভোগিনী সিয়োন-কন্যাকে
৩ আমি সংহার করিব। মেষপালকগণ আপন
আপন পাল সঙ্গে লইয়া তাহার কাছে আসিবে ;
তাহারা তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে আপন আপন
তাম্বু স্থাপন করিবে, প্রত্যেকে আপন আপন
৪ স্থানে পাল চরাইবে। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের
আয়োজন কর ; উঠ, আমরা মধ্যাহ্নকালে যাত্রা
করি। আমাদের সন্তাপ ! কেননা দিবাবসান
হইতেছে, সন্ধ্যাকালের ছায়া দীর্ঘ হইতেছে।
৫ উঠ, আমরা রাত্রিযোগে যাত্রা করি, তাহার
৬ অট্টালিকা সকল নষ্ট করি। বস্তুতঃ বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন, তোমরা বৃক্ষ
কাটিয়া যিরূশালেমের প্রতিকূলে জাঙ্গাল বাঁধ ;
সেই নগর প্রতিফল পাইবে ; তাহার অভ্যন্তরে
৭ সকলই উপদ্রব। যেমন উনুই আপন জল নির্গত
করে, তেমনি সে আপন দুষ্টতা নির্গত করে ;
তাহার মধ্যে দৌরাত্ম্য ও ধনাপহারের শব্দ শুনা
যায় ; পীড়া ও ক্ষত নিয়ত আমার দৃষ্টিগোচর

Digitized by Google

৮ রহিয়াছে। হে যিরূশালেম, শাসন গ্রহণ কর,
পাছে আমার প্রাণ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়,
পাছে আমি তোমাকে ধ্বংসস্থান ও নিবাসি-
বিহীন ভূমি করি।
৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, উহারা
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে শেষ দ্রাক্ষাফলের
ন্যায় পাড়িবে; তুমি দ্রাক্ষাফল চয়নকারীর ন্যায়
১০ ঝুড়িতে পুনঃ পুনঃ হাত দেও। আমি কাহাকে
বলিলে, কাহাকে সাক্ষ্য দিলে উহারা মনোযোগ
করিবে? দেখ, তাহাদের কর্ণ অচ্ছিন্নত্বক্,
তাহারা শুনিতে পায় না। দেখ, সদাপ্রভুর বাক্য
তাহাদের টিট্‌কারির বিষয় হইয়াছে; সে বাক্যে
১১ তাহাদের কিছুই সন্তোষ হয় না। আহা! আমি
সদাপ্রভুর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছি; সম্বরণ
করিতে করিতে ক্লান্ত হইলাম; সড়কে বালক-
দের উপরে ও যুবকগণের সভাতে একেবারে তাহা
ঢালিয়া দেও; কারণ স্বামী ও স্ত্রী এবং বৃদ্ধ ও
১২ জরাতুর সকলেই ধরা পড়িবে। আর ভূমি ও
স্ত্রীশুদ্ধ তাহাদের বাটী সকল পরের অধিকার
হইবে; কারণ, সদাপ্রভু কহেন, আমি এই
দেশনিবাসীদের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার
১৩ করিব। কেননা তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই
লোভে লুব্ধ; ভাববাদী ও যাজকবৃন্দ সকলে
১৪ কপটাচার করে। তাহারা আমার জাতির ক্ষত
কেবল একটুমাত্র সুস্থ করিয়াছে; যখন শান্তি
১৫ নাই, তখন শান্তি শান্তি বলিয়াছে। তাহারা
বীভৎস কার্য্য করিয়াছে বলিয়া কি লজ্জিত
হইল? তাহাদের লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক,
তাহারা বিষণ্ণবদন হইতে জানেও না; তজ্জন্য
তাহারা পতিতগণের মধ্যে পতিত হইবে; আমি
যখন তাহাদের প্রতিফল দিব, তখন তাহাদের
নিপাত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পথে পথে
দাঁড়াইয়া দেখ; এবং কোন্‌টা কোন্‌টা চিরন্তন
মার্গ, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বল, উত্তম পথ
কোথায়? আর সেই পথে চল, তাহাতে তোমরা
আপন আপন প্রাণে বিশ্রাম পাইবে। কিন্তু
তাহারা কহিল, আমরা [সে পথে] চলিব না।
১৭ আর আমি তোমাদের উপরে প্রহরিগণকে রাখি-
লাম, [বলিলাম,] "তোমরা তূরীধ্বনিতে অব-
ধান কর:" কিন্তু তাহারা বলিল, অবধান করিব
১৮ না। অতএব হে জাতিগণ, শ্রবণ কর; হে মণ্ডলি,
১৯ তাহাদের মধ্যে কি কি আছে, জ্ঞাত হও। হে
পৃথিবি, শুন, দেখ, আমি এই জাতির উপরে
অমঙ্গল আনিব, তাহাদের কল্পনাসমূহের ফল
বর্ত্তাইব, কারণ তাহারা আমার বাক্যে অবধান
করে নাই; আর আমার ব্যবস্থা, তাহারা তাহা
২০ হেয়জ্ঞান করিয়াছে। শিবা হইতে আমার কাছে
কেন ধূপ আইসে? কেন দূরদেশ হইতে মিষ্ট
বচ আইসে? তোমাদের হোমবলি সকল আমার
গ্রাহ্য নয়, তোমাদের বলিদানও আমার তুষ্টি-
২১ জনক নয়। অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, আমি এই জাতির সম্মুখে নানা বিঘ্ন
স্থাপন করিব, আর পিতারা ও পুত্রেরা একসঙ্গে
সেই বিঘ্নে উছোট খাইবে; প্রতিবাসী ও তাহার
বন্ধু বিনষ্ট হইবে।
২২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, উত্তর দেশ
হইতে এক জনবৃন্দ আসিতেছে, পৃথিবীর প্রান্ত-
ভাগ হইতে এক মহাজাতি উঠিয়া আসিতেছে।
২৩ তাহারা ধনুক ও বড়শাধারী, নিষ্ঠুর ও করুণা-
রহিত, তাহারা সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করে,
এবং তাহারা অশ্বারোহী। অয়ি সিয়োন-কন্যে,
তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা
২৪ যোদ্ধার ন্যায় সুসজ্জ হইয়াছে। আমরা তাহা-
দের বিষয়ে জনশ্রুতি শুনিতেছি, আমাদের হস্ত
ক্ষীণ হইল; যন্ত্রণা, প্রসবকারিণীর ন্যায় বেদনা,
২৫ আমাদিগকে ধরিল। মাঠে যাইও না, পথে গমন
করিও না, কেননা শত্রুর খড়্গ আছে, চারিদিকেই
২৬ আশঙ্কা। হে আমার জাতির কন্যে, তুমি চট
পরিধান কর, ভস্মে লুণ্ঠিত হও, একমাত্র পুত্র-
বিয়োগ জন্য শোকের ন্যায় শোক কর, তীব্র
বিলাপ কর; কেননা বিনাশক অকস্মাৎ আমা-
দের নিকটে আসিবে।
২৭ আমি আপন প্রজাগণের মধ্যে তোমাকে পরী-
ক্ষক করিয়া দুর্গরূপে স্থাপন করিয়াছি; যেন
তুমি তাহাদের পথ জ্ঞাত হও ও পরীক্ষা কর।
২৮ তাহারা সকলে দারুণ অবাধ্য, চুকলি করিয়া
বেড়ায়; তাহারা পিত্তল ও লৌহস্বরূপ; তাহারা
২৯ সকলেই ভ্রষ্টাচারী। যাঁতা দগ্ধ হইয়াছে, সীসা
অগ্নিতে শেষ হইয়াছে; অনর্থক তাহা খাঁটী
করিবার চেষ্টা হইতেছে; দুষ্টগণকে ত বাহির
৩০ করা যায় না। তাহাদিগকে অগ্রাহ্য রৌপ্য বলা
যাইবে, কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে অগ্রাহ্য
করিয়াছেন।

৭ যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
উপস্থিত হইল, তুমি সদাপ্রভুর গৃহের দ্বারে
দাঁড়াও, তথায় এই কথা প্রচার কর, বল, হে
যিহূদার লোক সকল, সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত
করণার্থে এই সকল দ্বারে প্রবেশ করিয়া থাক
যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন।
৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তোমরা আপন আপন আচার ব্যব-
হার শুদ্ধ কর, তাহাতে আমি তোমাদিগকে এই
৪ স্থানে বাস করাইব। তোমরা এ মিথ্যাকথায়
বিশ্বাস করিও না, যথা, সদাপ্রভুর মন্দির, সদা-

Digitized by Google

প্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির এই সকল।
৫ যদি তোমরা আপন আপন আচার ব্যবহার
সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কর ; যদি বাদী প্রতিবাদীর
৬ বিচার নিষ্পত্তি কর ; যদি বিদেশী, পিতৃহীন ও
বিধবাদের প্রতি উপদ্রব না কর, এই স্থানে
নির্দ্দোষের রক্তপাত না কর, এবং আপনাদের
অমঙ্গলের নিমিত্তে ইতর দেবগণের পশ্চাদ্গামী
৭ না হও, তবে আমি এই স্থানে, তোমাদের পিতৃ-
পুরুষদিগকে দত্ত এই দেশে, তোমাদিগকে যুগে
৮ যুগে চিরকাল বাস করিতে দিব। দেখ, তোমরা
মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করিতেছ, তাহা অনুপ-
৯ কারী। তোমরা কি চুরী, নরহত্যা, ব্যভিচার,
মিথ্যাশপথ এবং বালের উদ্দেশে ধূপদাহ ও
আপনাদের অপরিচিত ইতর দেবগণের পশ্চাদ্গ-
১০ মন করিবে, আর এখানে আসিয়া, এই যে গৃহ
আমার নামে আখ্যাত হইয়াছে, এই গৃহে
আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া বলিবে, আমরা
উদ্ধার পাইলাম ; যেন ঐ ঘৃণ্য ক্রিয়া সকল
১১ তোমরা করিতে পার ? এই যে গৃহ আমার নামে
আখ্যাত হইয়াছে, এই গৃহ কি তোমাদের দৃষ্টিতে
দস্যুগণের গহ্বর হইয়াছে ? দেখ, আমি, আমিই
১২ উহা দেখিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু
শীলোতে আমার যে স্থান ছিল, যেখানে আমি
পূর্ব্বে আপন নাম বাস করাইয়াছিলাম, তোমরা
একবার তথায় গমন কর, এবং আমার প্রজা
ইস্রায়েলের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমি সেই স্থানের
১৩ প্রতি যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ। সদা-
প্রভু কহেন, তোমরা এই সকল ক্রিয়া করিয়াছ,
এবং আমি প্রত্যূষে উঠিয়া তোমাদিগকে কথা
কহিলেও তোমরা শুন নাই, আমি তোমাদিগকে
১৪ ডাকিলে তোমরা উত্তর দেও নাই। অতএব এই
যে গৃহ আমার নামে আখ্যাত হইয়াছে, ও
যাহাতে তোমরা বিশ্বাস করিতেছ, এবং এই যে
স্থান আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পিতৃ-
পুরুষদিগকে দিয়াছি, ইহার প্রতিও আমি সেই
শীলোর প্রতি কৃত কর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করিব ;
১৫ আর তোমাদের ভ্রাতৃসমূহকে, ইফ্রয়িমের সমস্ত
বংশকে, যেমন বাহির করিয়া দিয়াছি, তেমনি
তোমাদিগকেও আমার সম্মুখ হইতে বাহির
করিয়া দিব।
১৬ অতএব তুমি এই জাতির নিমিত্ত প্রার্থনা
করিও না, তাহাদের জন্য আমার কাছে কাত-
রোক্তি ও প্রার্থনা উৎসর্গ করিও না, অনুরোধও
করিও না ; কেননা আমি তোমার কথা শুনিব
১৭ না। তাহারা যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূ-
শালেমের সড়কে সড়কে যাহা করিতেছে, তাহা
১৮ কি তুমি দেখিতেছ না ? নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে
পিষ্টক পাক ও ইতর দেবতাদের উদ্দেশে পেয়
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার জন্য বালকেরা কাষ্ঠ
কুড়ায়, পিতারা অগ্নি জ্বালায়, স্ত্রীলোকেরা
ময়দা ছানে, এইরূপে তাহারা আমার অসন্তোষ
১৯ জন্মায়। সদাপ্রভু কহেন, তাহারা কি আমারই
অসন্তোষ জন্মায় ? বরং আপনাদের মুখের
বিবর্ণতার নিমিত্তে কি আপনাদেরই অসন্তোষ
২০ জন্মায় না ? অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, এই স্থানের উপরে, মনুষ্য, পশু
এবং ক্ষেত্রের বৃক্ষ ও ভূমির ফল, এই সকলের
উপরে, আমার ক্রোধ ও কোপ ঢালা যাইবে ;
আর তাহা দাহন করিবে, নিবিয়া যাইবে না।
২১ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন ; তোমরা আপনাদের অন্য অন্য
বলির সহিত হোমবলি যোগ কর, তাহার মাংস
২২ খাইয়া ফেল। বস্তুতঃ যে দিন আমি তোমাদের
পিতৃপুরুষদিগকে মিসরদেশ হইতে আনিয়া-
ছিলাম, তৎকালে হোমের কিম্বা বলিদানের
বিষয়ে তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, কিম্বা আজ্ঞা
২৩ দিয়াছিলাম, এমন নয় ; বরং তাহাদিগকে এই
আজ্ঞা দিয়াছিলাম, তোমরা আমার বাক্যে অব-
ধান কর, তাহাতে আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব,
ও তোমরা আমার প্রজা হইবে ; এবং আমি
তোমাদিগকে যে পথে [চলিতে] আজ্ঞা করি,
সেই পথেই গমন করিও, যেন তোমাদের মঙ্গল
২৪ হয়। কিন্তু তাহারা মনোযোগ বা কর্ণপাত না
করিয়া আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্য ও
কুপরামর্শ অনুসারে আচরণ করিল, তাহারা
২৫ অগ্রসর না হইয়া পীছে হটিয়া গেল। মিসরদেশ
হইতে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নির্গমন দিনা-
বধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া
আপনার সমস্ত দাসকে অর্থাৎ ভাববাদিগণকে
তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া আসিতেছি।
২৬ তথাপি লোকেরা আমার বাক্যে অবধান করে
নাই, কর্ণপাতও করে নাই, কিন্তু আপন আপন
গ্রীবা শক্ত করিয়া পিতৃপুরুষগণ অপেক্ষাও অধিক
দুরাচার হইয়াছে।
২৭ আর তুমি তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিবে,
কিন্তু তাহারা তোমার বাক্য শুনিবে না ; তুমি
তাহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু তাহারা তোমাকে
২৮ উত্তর দিবে না। তখন তুমি তাহাদিগকে বলিও,
এ সেই জাতি, যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে
অবধান করে নাই, শাসন গ্রহণ করে নাই ;
বিশ্বস্ততা নষ্ট ও ইহাদের মুখ হইতে উচ্ছিন্ন
হইয়াছে।
২৯ [হে যিরূশালেম], তুমি আপনার চুল কাটিয়া
[দূরে] ফেলিয়া দেও, বৃক্ষশূন্য গিরি সকলের
উপরে উঠিয়া বিলাপ কর, কেননা সদাপ্রভু
আপন ক্রোধের পাত্র [এই] বংশকে অগ্রাহ্য করি-

Digitized by Google

৩০ য়াছেন, পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ যিহূদার
সন্তানগণ আমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই
করিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন; এই যে গৃহ
আমার নামে আখ্যাত হইয়াছে, ইহা অশুচি
করণার্থে তাহারা ইহার মধ্যে আপনাদের
৩১ বীভৎস পদার্থ সকল রাখিয়াছে। আর তাহারা
আপন আপন পুত্রকন্যাগণকে অগ্নিতে দগ্ধ
করণার্থে হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকায় তোফতের
উচ্চস্থলী প্রস্তুত করিয়াছে; ইহা আমি আজ্ঞা
করি নাই, আমার মনেও ইহা উদয় হয় নাই।
৩২ তজ্জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসি-
তেছে, যখন ঐ স্থান আর তোফৎ [চিতা] কিম্বা
হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকা নামে আখ্যাত হইবে
না, কিন্তু হত্যার উপত্যকা বলিয়া আখ্যাত
হইবে; কারণ লোকেরা স্থানাভাব প্রযুক্ত ঐ
৩৩ তোফতে কবর দিবে। আর এই জাতির শব খেচর
পক্ষিগণের ও ভূচর পশুগণের আহারীয় দ্রব্য
হইবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার কেহ
৩৪ থাকিবে না। তখন আমি যিহূদার সকল নগরে
ও যিরূশালেমের সকল সড়কে আমোদের ধ্বনি
ও আনন্দের ধ্বনি এবং বরকন্যার ধ্বনি নিবৃত্ত
করিব; কেননা দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া পড়িবে।

৮ সদাপ্রভু কহেন, তৎকালে লোকেরা যিহূ-
দার রাজগণের অস্থি, তাহার অধ্যক্ষবর্গের
অস্থি, যাজকগণের অস্থি, ভাববাদিগণের অস্থি
ও যিরূশালেম-নিবাসী লোকদের অস্থি তাহা-
২ দের কবর হইতে বাহির করিবে। আর তাহারা
সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি নভোমণ্ডলস্থ যে বাহিনীকে
ভক্তি ও পূজা করিত, যাহার অনুগামী হইত,
যাহাকে অন্বেষণ করিত, ও যাহার কাছে প্রণি-
পাত করিত, তাহার সম্মুখে সে সকল অস্থি
ছড়ান যাইবে; তাহা আর একত্রীকৃত কিম্বা কবরে
স্থাপিত হইবে না; সারের ন্যায় ভূমির উপরে
৩ থাকিবে। আর এই দুষ্ট গোষ্ঠীর অবশিষ্ট যে
সমস্ত লোক থাকিবে,—যে সকল স্থানে আমি
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি, সে সমস্ত স্থানে
থাকিবে,—তাহারা জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছ-
নীয় জ্ঞান করিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু
কহেন।

৪ তুমি তাহাদিগকে আরও বলিবে, সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, মনুষ্য পতিত হইলে কি আর
উঠে না? বিপথে গেলে কি আর ফিরিয়া
৫ আইসে না? তবে যিরূশালেমের এই জাতি কেন
নিত্যস্থায়ী বিপথগমনার্থে বিপথগামী হইয়াছে?
তাহারা ছলতাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিয়াছে,
৬ ফিরিয়া আসিতে অসম্মত। আমি মনোযোগ
করিয়া শুনিলাম, কিন্তু তাহারা যথার্থ কথা
কহিল না; এবং 'হায়, আমি কি করিলাম!'
ইহা বলিয়া কেহ আপন দুষ্টতার জন্য অনুতাপ
করে না; অশ্ব যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে যুদ্ধে দৌড়িয়া
যায়, তেমনি প্রত্যেক জন আপন ধাবনপথে
৭ ফিরে। গগনে হাড়গিলা আপনার সময় জানে,
এবং ঘুঘু, তালচোঁচ ও বক আপন আপন প্রত্যা-
গমনের কাল রক্ষা করে, কিন্তু আমার প্রজারা
৮ সদাপ্রভুর বিচার জানে না। তোমরা কেমন
করিয়া বলিতে পার, আমরা জ্ঞানী, এবং আমা-
দের কাছে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা আছে? দেখ,
শাস্ত্রীদের মিথ্যালেখনী তাহা মিথ্যা করিয়া
৯ ফেলিয়াছে। জ্ঞানীরা লজ্জিত হইল, ক্ষুব্ধ ও ধৃত
হইল; দেখ, তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য
করিয়াছে, তবে তাহাদের প্রজ্ঞা কি প্রকার?
১০ এই জন্য আমি অন্য লোকদিগকে তাহাদের স্ত্রী
সকল, এবং অন্য অধিকারীদিগকে তাহাদের
ক্ষেত্র সকল দিব; কেননা ক্ষুদ্র কি মহান সকলেই
লোভে লুব্ধ, ভাববাদী ও যাজকশুদ্ধ সমস্ত লোক
১১ প্রবঞ্চনায় রত। তাহারা আমার জাতির কন্যার
ক্ষত কেবল একটুমাত্র সুস্থ করিয়াছে, যখন শান্তি
১২ নাই, তখন শান্তি শান্তি বলিয়াছে। তাহারা
ঘৃণার্হ ক্রিয়া করিয়াছে বলিয়া কি লজ্জিত হইল?
তাহাদের লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা
বিষণ্ণবদন হইতে জানেও না। সদাপ্রভু কহেন,
তজ্জন্য তাহারা পতিতগণের মধ্যে পতিত হইবে;
আমি যখন তাহাদের প্রতিফল দিব, তখন
১৩ তাহাদের নিপাত হইবে। সদাপ্রভু কহেন,
আমি তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিব;
দ্রাক্ষালতায় দ্রাক্ষাফল, কিম্বা ডুমুরবৃক্ষে ডুমুরফল
থাকিবে না, এবং পত্রও জীর্ণ হইবে; হাঁ, আমি
তাহাদের জন্য আক্রমণকারী লোকদিগকে নিরূ-
১৪ পণ করিয়াছি। আমরা কেন বসিয়া থাকি?
আইস, আমরা একত্র হইয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগরে
প্রবেশ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হই; কেননা আমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে ক্ষয়ের পাত্র করি-
লেন, ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইলেন, কারণ
আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।
১৫ আমরা শান্তির অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কিছুই
মঙ্গল হইল না, আরোগ্যকালের অপেক্ষা করি-
১৬ লাম, কিন্তু দেখ, উদ্বেগ উপস্থিত। দান নগর
হইতে শত্রুর অশ্বগণের নাসারব শুনা যাইতেছে;
তাহার বাজীদের হ্রেষাশব্দে সমস্ত দেশ কাঁপি-
তেছে; তাহারা আসিয়াছে, জনপদ ও তন্মধ্যস্থ
যাবতীয় দ্রব্য এবং নগর ও তন্নিবাসিবর্গকে
১৭ গ্রাস করিয়াছে। বস্তুতঃ দেখ, আমি তোমাদের
মধ্যে সর্প, কালসর্প প্রেরণ করিব, তাহারা কোন
মন্ত্র মানিবে না, তোমাদিগকে দংশন করিবে,
ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৮ আহা, আমি যদি দুঃখে সান্ত্বনা পাইতাম!

Digitized by Google

১৯ আমার মধ্যে হৃদয় মূর্চ্ছিত। দেখ, দূরদেশ হইতে
আমার জাতির কন্যার আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে ;
সদাপ্রভু কি সিয়োনে নাই ? তাহার রাজা কি
তাহার মধ্যবর্ত্তী নাই ? তাহারা আপনাদের
খোদিত প্রতিমা ও বিজাতীয় অসার বস্তুসমূহ
২০ দ্বারা আমাকে কেন অসন্তুষ্ট করিয়াছে ? শস্য-
চ্ছেদনের সময় গেল, ফলচয়নের কাল শেষ
২১ হইল, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ হয় নাই। আমি
আমার জাতির কন্যার ভগ্নতা প্রযুক্ত ভগ্ন হই-
য়াছি, আমি মলিন ও ক্ষোভগ্রস্ত হইয়াছি।
২২ গিলিয়দে কি তরুসার নাই ? সেখানে কি
চিকিৎসক নাই ? তবে আমার জাতির কন্যার
স্বাস্থ্য কেন ফিরিয়া আসে নাই ?

লোকদের ভ্রষ্টতা ও ভাবী দণ্ড জন্য বিলাপ।

৯ হায় হায়, আমার মস্তক কেন জলময়
হইল না ! আমার চক্ষু কেন অশ্রুর উনুই-
স্বরূপ হইল না ! তাহা হইলে আমি আমার
জাতির কন্যার নিহতদের বিষয়ে দিবারাত্র
২ রোদন করিতে পারিতাম। হায় হায়, প্রান্তরে
পথিকদের রাত্রিবাসার্থক কুটীরের ন্যায় কেন
আমার কুটীর হয় নাই ! হইলে আমি স্বজাতীয়-
দিগকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারি-
তাম ! কেননা তাহারা সকলে ব্যভিচারী ও
৩ বিশ্বাসঘাতকদের সমাজ। তাহারা জিহ্বারূপ
ধনুকে মিথ্যারূপ বাণ যোজনা করে ; এবং দেশে
বিশ্বস্ততার পক্ষে তাহাদের বিক্রম প্রকাশ হয়
নাই, বরং তাহারা দুষ্টতা হইতে দুষ্টতার প্রতি
অগ্রসর হয় ; এবং তাহারা আমাকে জানে না,
৪ ইহা সদাপ্রভু কহেন। তোমরা প্রত্যেকে আপন
আপন বন্ধু হইতে সাবধান থাক, কোন ভ্রাতাকেও
বিশ্বাস করিও না, কেননা প্রত্যেক ভ্রাতা নিতান্তই
ঠকামি করে, প্রত্যেক বন্ধু চুকলি করিয়া বেড়ায়।
৫ প্রত্যেক জন আপন আপন বন্ধুকে প্রবঞ্চনা করে,
সত্য কহে না ; তাহারা আপন আপন জিহ্বাকে
মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দিয়াছে, তাহারা অপরাধ
৬ করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করে। তুমি ছলনার
মধ্যস্থানে বাস করিতেছ ; সদাপ্রভু কহেন,
তাহারা ছলনা প্রযুক্ত আমাকে জানিতে অস্বী-
কার করে।
৭ অতএব বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে গলাইব, তাহা-
দের পরীক্ষা করিব ; বস্তুতঃ আমার জাতির
৮ কন্যাহেতু আর কি করিব ? তাহাদের জিহ্বা
প্রাণনাশক বাণস্বরূপ ; তাহা ছলের কথা কহে ;
লোকে মুখে বন্ধুর সহিত প্রেমালাপ করে, কিন্তু
৯ অন্তরে তাহার জন্য ঘাঁটি বসায়। সদাপ্রভু
কহেন, আমি কি তাহাদিগকে এই সকলের
প্রতিফল দিব না ? আমার প্রাণ কি এই প্রকার
জাতির প্রতিশোধ দিবে না ?
১০ আমি পর্ব্বতগণের বিষয়ে রোদন ও হাহাকার
করিব, প্রান্তরস্থ চরাণিস্থানের বিষয়ে বিলাপ
করিব, কেননা সে সকল দগ্ধ ও পথিকবিহীন
হইল ; পশুপালের রব আর শুনা যায় না,
আকাশের পক্ষিগণ ও পশু সকল পলায়ন করি-
১১ য়াছে, চলিয়া গিয়াছে। আমি যিরূশালেমকে
ঢিবি ও শৃগালদের বাসস্থান করিব ; আমি
যিহূদার নগর সকল নিবাসিবিহীন ধ্বংসস্থান
১২ করিব। এই সকল বুঝিতে পারে, এমন জ্ঞানী
লোক কে ? সদাপ্রভুর মুখে বাক্য শুনিয়া জ্ঞাত
করিতে পারে, এমন ব্যক্তি কে ? দেশ কি জন্য
বিনষ্ট ও মরুভূমির ন্যায় দগ্ধ ও পথিকশূন্য
হইল ?
১৩ সদাপ্রভু কহেন, কারণ এই, তাহারা আমার
ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়াছে ; আমি তাহাদিগের
সমক্ষে তাহা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা
আমার রবে অবধান করে নাই, সে পথে চলে
১৪ নাই ; কিন্তু আপন আপন হৃদয়ের কাঠিন্যের ও
বাল্‌দেবগণের অনুগমন করিয়াছে, তাহাদের
পিতৃপুরুষেরা তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিল।
১৫ অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদা-
প্রভু, এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই লোক-
দিগকে নাগদানা ভোজন করাইব, বিষবৃক্ষের
১৬ রস পান করাইব। তাহারা ও তাহাদের পিতৃ-
পুরুষেরা যাহাদিগকে জানে নাই, এমন জাতি-
গণের মধ্যে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব, এবং
যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ আমি
তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ খড়্গ প্রেরণ করিব।
১৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তোমরা বিবেচনা কর, বিলাপকারিণীদিগকে
ডাক, তাহারা আইসুক ; জ্ঞানবতীদের কাছে
১৮ লোক পাঠাও, তাহারা আইসুক। তাহারা ত্বরায়
আসিয়া আমাদের নিমিত্তে হাহাকার করুক ;
যেন আমাদের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যায়, আমা-
দের চক্ষুর পক্ষ্ম দিয়া জলধারা নির্গত হয়।
১৯ কারণ সিয়োন হইতে এই হাহাকার শব্দ শুনা
যাইতেছে, আমরা কেমন হৃতসর্ব্বস্ব হইলাম !
আমরা অতিশয় লজ্জিত হইলাম ; হাঁ, আমা-
দিগকে দেশত্যাগী হইতে হইল, [শত্রুরা]
আমাদের আবাস সকল ভূমিসাৎ করিল।
২০ আহা ! হে অঙ্গনাগণ, সদাপ্রভুর কথা শুন,
তাঁহার মুখের বাক্য কর্ণে গ্রহণ কর, এবং আপন
আপন কন্যাদিগকে হাহাকার শিক্ষা দেও,
প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসিনীকে বিলাপ

Digitized by Google

২১ করিতে শিক্ষা দেও। কেমনা মৃত্যু বাতায়নে
উঠিয়া আমাদের অট্টালিকাতে প্রবেশ করিল ;
সে সড়ক হইতে বালকদিগকে ও চক হইতে
২২ যুবকদিগকে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত। তুমি বল,
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মনুষ্যগণের শব সারের
ন্যায় ক্ষেত্রে পতিত থাকিবে, ছেদকের পশ্চাৎ যে
শস্যগুচ্ছ পড়িয়া থাকে, তাহার তুল্য হইবে,
কেহ তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবে না।
২৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান আপন
জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক; বিক্রমী আপন বিক্রমের
শ্লাঘা না করুক, ধনবান আপন ধনের শ্লাঘা না
২৪ করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই
বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে, ও
আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদা-
প্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি,
কারণ সদাপ্রভু কহেন, ঐ সকলে আমি প্রীত।
২৫ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে,
যে সময়ে আমি অচ্ছিন্নত্বক্ বলিয়া ছিন্নত্বক্‌
২৬ দিগকে প্রতিফল দিব ; আমি মিসরকে, যিহূ-
দাকে, ইদোমকে, অম্মোন-সন্তানগণকে, মোয়া-
বকে এবং প্রান্তরবাসী ছিন্নগুম্ফ সকলকে [প্রতি-
ফল দিব] ; কেমনা সমস্ত জাতি অচ্ছিন্নত্বক্,
আর ইস্রায়েলের সমস্ত কুল অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয়-
বিশিষ্ট।

প্রতিমাপূজার অলীকতা।

১০ হে ইস্রায়েল-কুল, সদাপ্রভু তোমাদের
বিষয়ে যে কথা কহেন, তাহা শুন। সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তোমরা জাতিগণের ব্যব-
হার শিখিও না, আকাশের নানা অভিজ্ঞান
হইতে ভীত হইও না ; বাস্তবিক জাতিগণই তাহা
৩ হইতে ভীত হয়। কেমনা জাতিগণের বিধি
সকল অসার ; লোকে বনে যে কাষ্ঠ ছেদন করে,
তাহাই বাটালি সহকারে কারুকরের হস্তকৃত
৪ কর্ম্ম হইয়া উঠে। লোকে তাহা রৌপ্য ও সুবর্ণে
অলঙ্কৃত করে ; এবং যেন না নড়ে, তজ্জন্য হাতুড়ি
৫ দিয়া প্রেক মারিয়া তাহা দৃঢ় করে। সে সকল
শশাক্ষেত্রের স্তম্ভস্বরূপ ; কথা কহিতে পারে না ;
তাহাদিগকে বহন করিতে হয়, কারণ তাহারা
হাঁটিতে পারে না। তোমরা তাহাদের হইতে
ভীত হইও না ; কারণ তাহারা অহিত করিতে
পারে না, হিত করিতেও তাহাদের সাধ্য নাই।
৬ হে সদাপ্রভো, তোমার তুল্য কেহই নাই ; তুমি
৭ মহান, তোমার নামও পরাক্রমে মহৎ। হে
জাতিগণের রাজন্, তোমাকে কে-না ভয় করিবে ?
তাহা তোমারই পাওনা, কেননা জাতিগণের
জ্ঞানী লোকদের মধ্যে তাহাদের যাবতীয় রাজ্যের
৮ মধ্যে, তোমার তুল্য কেহ নাই। তাহারা নির্ব্বি-
শেষে পশুবৎ ও স্থূলবুদ্ধি ; অসারগণের শিক্ষা
৯ কাষ্ঠমাত্র। তর্শীশ হইতে রৌপ্যের পাত ও উফস
হইতে স্বর্ণ আনীত হয় ; [পুত্তলিগণ] কারু-
করের কৃত ও স্বর্ণকারের হস্তনির্ম্মিত ; তাহাদের
পরিচ্ছদ নীল ও ধূম্রবর্ণ, তাহাদের সকলই
১০ শিল্পনিপুণ লোকদের কৃত কর্ম্ম। কিন্তু সদাপ্রভু
সত্য ঈশ্বর ; তিনিই জীবৎ ঈশ্বর ও অনন্তকাল-
স্থায়ী রাজা ; তাঁহার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত
হয়, এবং তাঁহার কোপ জাতিগণ সহিতে
পারে না।
১১ তোমরা উহাদিগকে এই কথা বল, যে দেবগণ
গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল গঠন করে নাই, তাহারা
ভূমণ্ডল হইতে ও গগনমণ্ডলের অধঃ হইতে
১২ উচ্ছিন্ন হইবে। তিনি আপন শক্তি দ্বারা পৃথিবী
গঠন করিয়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন
করিয়াছেন, নিজ বুদ্ধিতে গগনমণ্ডল বিস্তারিত
১৩ করিয়াছেন। তিনি নিজ রব উদ্গীরণ করিলে
আকাশে জলরাশির শব্দ হয়, এবং তিনি পৃথি-
বীর প্রান্ত হইতে বাষ্প উত্থাপন করেন, বৃষ্টির
নিমিত্তে বিদ্যুৎ গঠন করেন, আপন ভাণ্ডার
১৪ হইতে বায়ু বাহির করিয়া আনেন। যাবতীয়
মনুষ্য পশুবৎ ও জ্ঞানহীন ; যাবতীয় স্বর্ণকার
প্রতিমা দ্বারা লজ্জিত হয় ; কারণ তাহার ছাঁচে
ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে প্রাণবায়ু
১৫ নাই। সে সকল অসার, বিদ্রূপের কর্ম্মমাত্র ;
প্রতিফলদানের সময়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে।
১৬ যিনি যাকোবের অধিকার, তিনি তদ্রূপ নহেন ;
কারণ তিনি সর্ব্বসংগঠক, এবং ইস্রায়েল তাঁহার
অধিকাররূপ বংশ ; তাঁহার নাম বাহিনীগণের
সদাপ্রভু।
১৭ হে অবরুদ্ধস্থান-নিবাসিনি ! তুমি ভূমি হইতে
১৮ আপন সামগ্রী কুড়াইয়া লও। কেননা সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই সময়ে দেশীয়
লোকদিগকে ফিঙ্গার প্রস্তরের ন্যায় নিক্ষেপ
করিব, এবং তাহাদিগকে এমন সঙ্কটাপন্ন করিব
১৯ যে, তাহারা [চেতনা] পাইবে। হায় হায়,
আমার কেমন ক্ষুণ্নতা ! আমার ক্ষত অতি বেদনা-
যুক্ত ; তথাপি আমি কহিলাম, ইহা আমার
২০ পীড়া, আমি ইহা সহ্য করিব। আমার তাম্বু বিনষ্ট
হইল ; আমার সমস্ত রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল ;
আমার পুত্রেরা আমার নিকট হইতে প্রস্থান
করিল, তাহারা আর নাই। আমার তাম্বু পুন-
র্ব্বার টাঙ্গাইতে ও আমার যবনিকা ঝুলাইতে
২১ এক জনও নাই। কেননা পালকগণ পশুবৎ হই-
য়াছে, সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে নাই, এ জন্য
বুদ্ধিপূর্ব্বক চলে নাই, তাহাদের সমস্ত পাল ছিন্ন-
২২ ভিন্ন হইয়াছে। কোলাহলের রব ! দেখ, তাহা

Digitized by Google

১৩ সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন,
তুমি যাইয়া মসিনার এক পটুকা ক্রয় কর,
ও তাহা কটিদেশে বাঁধ, তাহা জলে দিও না।
২ তাহাতে আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে এক
পটুকা ক্রয় করিলাম, ও আপন কটিদেশে বাঁধি-
৩ লাম। পরে দ্বিতীয় বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার
৪ নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, তুমি যে পটুকা ক্রয়
করিয়া কটিদেশে বাঁধিয়াছ, উঠ, তাহা লইয়া
ফরাৎ নদীর নিকটে যাইয়া তথাকার কোন
৫ শৈলচ্ছিদ্রে লুকাইয়া রাখ। তাহাতে আমি
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে গমন করিলাম, ও ফরাৎ
৬ নদীর কাছে তাহা লুকাইয়া রাখিলাম। পরে
বহুদিন গতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি
উঠিয়া ফরাতের নিকটে গমন কর, এবং আমার
আজ্ঞাতে তথায় যে পটুকা লুকাইয়া রাখিয়াছ,
৭ তাহা তথা হইতে তুলিয়া লও। অতএব আমি
ফরাতের নিকটে যাইয়া খনন করিয়া যে স্থানে
পটুকাটী লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তথা হইতে
তাহা তুলিয়া লইলাম, কিন্তু দেখ, সে পটুকা
নষ্ট হইয়াছে, আর কোন কার্য্যের যোগ্য নাই।
৮ তখন সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত
৯ হইল, যথা, সদাপ্রভু কহেন, এইরূপে আমি যিহূ-
দার দর্প ও যিরূশালেমের মহাদর্প সর্ব্বতোভাবে
১০ চূর্ণ করিব। এই যে দুষ্ট জাতি আমার কথা
শুনিতে অস্বীকার করে, আপন আপন হৃদয়ের
কাঠিন্য অনুসারে চলে, এবং ইতর দেবগণের
পূজা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করণার্থে
তাহাদের অনুগামী হয়, তাহারা এই অকর্ম্মণ্য
১১ পটুকার ন্যায় হইবে। কেননা মনুষ্যের কটিদেশে
যেমন পটুকা জড়ান থাকে, তদ্রূপ আমি সমস্ত
ইস্রায়েল-কুলকে ও সমস্ত যিহূদা-কুলকে আমার
প্রজা, এবং কীর্ত্তি, প্রশংসা ও শোভাস্বরূপ করণার্থে
আপনাতে জড়াইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা
১২ শুনিতে চাহিল না। অতএব তুমি তাহাদিগকে
এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, প্রত্যেক কলশ দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা
যাইবে ; তাহাতে তাহারা তোমাকে বলিবে,
প্রত্যেক কলশ যে দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা যাইবে,
১৩ তাহা আমরা কি বিলক্ষণ জানি না ? তখন তুমি
তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, আমি এই দেশনিবাসী সমস্ত লোককে,
অর্থাৎ দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণকে
এবং যাজকগণ, ভাববাদিবর্গ ও যিরূশালেম-
নিবাসী সমস্ত লোককে মত্ততাতে পূর্ণ করিব।
১৪ আমি এক জনকে অন্য জনের বিরুদ্ধে, হাঁ, পিতা-
দিগকে ও পুত্রদিগকে একসঙ্গে আছড়াইব, ইহা
সদাপ্রভু কহেন ; মমতা কি কৃপা কি করুণা না
করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিব।

১৫ তোমরা অবধান কর, কর্ণপাত কর, অহঙ্কার
করিও না, কেননা সদাপ্রভুই কথা কহিতেছেন।
১৬ তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৌরব
স্বীকার কর, নতুবা তিনি অন্ধকার উপস্থিত করি-
বেন, আর তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বতে তোমাদের চরণে
উছোট লাগিবে, এবং তোমরা আলোর অপেক্ষা
করিলে তিনি তাহা মৃত্যুচ্ছায়াতে পরিণত করি-
১৭ বেন, ঘোর অন্ধকারস্বরূপ করিবেন। তোমরা যদি
এ কথা না শুন, তবে তোমাদের দর্প প্রযুক্ত
আমার মন নিরালায় রোদন করিবে, এবং সদা-
প্রভুর পাল বন্দি হইয়া অপনীত হইল, এই জন্য
আমার চক্ষু অশ্রুপাত করিতে করিতে জলময়
১৮ হইয়া পড়িবে। তুমি রাজাকে ও রাজ্ঞীকে বল,
তোমরা অবনত হও, বস, কেননা তোমাদের
উষ্ণীষ, তোমাদের চারু মুকুট খসিয়া পড়িল।
১৯ দক্ষিণ প্রদেশীয় নগর সকল রুদ্ধ হইল, তাহা
খুলিয়া দেয়, এমন কেহই নাই ; সমস্ত যিহূদা
নির্ব্বাসিত হইল, তাহার যাবতীয় মনুষ্য নির্ব্বা-
সিত হইল।
২০ তোমরা চক্ষু তুলিয়া দেখ, উহারা উত্তরদিক্
হইতে আসিতেছে ; তোমাকে যে মেষপাল দত্ত
হইয়াছিল, তোমার সেই চারু মেষপাল কোথায় ?
২১ তুমি যাহাদিগকে আত্মীয়রূপে আপনার উপরে
[প্রভুত্ব করিতে] শিক্ষা দিয়াছ, যখন তিনি
তাহাদিগকে মস্তকরূপে তোমার উপরে নিযুক্ত
করিবেন, তৎকালে কি বলিবে ? প্রসবকালে
যেমন স্ত্রীলোক, তেমনি তুমি কি যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবে
২২ না ? আর যদি তুমি মনে মনে বল, আমার এমন
দশা কেন ঘটিল ? [তবে শুন,] তোমার অপ-
রাধের বাহুল্যে তোমার পরিচ্ছদের অন্ত উঠা-
ইয়া দেওয়া হইবে, তোমার পাদমূলের প্রতি
২৩ অশিষ্ট ব্যবহার করা যাইবে। কূশীয় কি আপন
ত্বক্, কিম্বা চিতা বাঘ কি আপন চিত্রবৈচিত্র্য
পরিবর্ত্তন করিতে পারে ? তাহা হইলে দুষ্কর্ম্ম
অভ্যাস করিয়াছ যে তোমরা, তোমাদেরও সৎ-
২৪ কর্ম্ম করা সম্ভবে। আমি ইহাদিগকে প্রান্তরস্থ
বায়ুর সম্মুখে উড্ডীয়মান নাড়ার ন্যায় উড়াইয়া
২৫ দিব। সদাপ্রভু কহেন, ইহাই তোমার নির্দ্দিষ্ট
অংশ, আমা দ্বারা নিরূপিত তোমার ভাগ্য ;
যেহেতুক তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ, এবং
২৬ মিথ্যাতে বিশ্বাস করিয়াছ। অতএব আমিও
তোমার পরিচ্ছদের অন্ত মুখের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত
তুলিয়া দিব, তাহাতে তোমার লজ্জা দেখা
২৭ যাইবে। আমি ক্ষেত্রস্থ পর্ব্বতগণের উপরে
তোমার বীভৎস পদার্থ সকল, তোমার ব্যভিচার,
হ্রেষা, বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধীয় কুকর্ম্ম দেখিয়াছি ; হে
যিরূশালেম, তুমি সন্তাপের পাত্রী ! তুমি শুচি
হইতে চাহ না ; আর কত দিন এমন থাকিবে ?

Digitized by Google

স্বজাতীয়দের জন্য যিরমিয়ের অনুরোধ।

১৪ ভারী অনাবৃষ্টির বিষয়ে যিরমিয়ের কাছে
সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।
২ যিহূদা শোক করিতেছে, তাহার নগরদ্বার
সকল জীর্ণ হইতেছে, সে সকল মলিন হইয়া
ভূমিতে লগ্ন হইতেছে; যিরূশালেমের আর্ত্তরব
৩ ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। তাহাদের প্রধানেরা আপন
আপন অধীনদিগকে জলের জন্য পাঠায়, কিন্তু
তাহারা গর্ত্ত সকলের নিকটে আসিয়া কিছুমাত্র
জল না পাওয়াতে শূন্য পাত্র হস্তে করিয়া
ফিরিয়া যায়; তাহারা লজ্জিত ও বিষণ্ন হইয়া
৪ মস্তক ঢাকিয়া রাখে। দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে
ভূমি নিরাশা হইয়াছে বলিয়া কৃষকেরা লজ্জা
পাইয়া আপন আপন মস্তক ঢাকিয়া রাখে।
৫ হাঁ, তৃণ নাই বলিয়া হরিণীও মাঠে প্রসব করিয়া
৬ শিশু ত্যাগ করিয়া যায়। বনগর্দ্দভ সকল বৃক্ষ-
শূন্য গিরিতে দাঁড়াইয়া শৃগালের ন্যায় বায়ু
আহার করে; ঘাস না থাকাতে তাহাদের চক্ষু
ক্ষীণ হইয়াছে।
৭ হে সদাপ্রভো, যদ্যপি আমাদের অপরাধ
সকল আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে, তথাপি
তুমি আপন নামের অনুরোধে কার্য্য কর; বস্তুতঃ
আমাদের বিপথগমন বহুবিধ; আমরা তোমারই
৮ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। হে ইস্রায়েলের আশা-
ভূমি, সঙ্কটকালে তাহার ত্রাণকর্ত্তা, কেন তুমি
এই দেশে প্রবাসীর ন্যায়, কিম্বা রাত্রিবাসার্থী
৯ পথিকের ন্যায় হও? কেন তুমি স্তম্ভিত মানুষের
ন্যায়, ত্রাণ করিতে অসমর্থ বীরের ন্যায় হও?
তথাপি, হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের মধ্যবর্ত্তী,
আমরা তোমার নামে আখ্যাত; আমাদিগকে
পরিত্যাগ করিও না।
১০ সদাপ্রভু এই জাতির বিষয়ে এই কথা কহেন,
তাহারা অমনি ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, আপন
আপন চরণ সংযত করে নাই; এই কারণ সদা-
প্রভু তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না; তিনি এখন
তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, তাহাদের
১১ পাপ সকলের সমুচিত প্রতিফল দিবেন। সদা-
প্রভু আমাকে আরও কহিলেন, তুমি এই জাতির
১২ পক্ষে মঙ্গল প্রার্থনা করিও না। তাহারা উপবাস
করিলেও আমি তাহাদের কাতরোক্তি শুনিব
না, হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেও তাহা-
দিগকে গ্রাহ্য করিব না, কিন্তু আপনি খড়্গ,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা তাহাদিগকে সংহার
১৩ করিব। তখন আমি কহিলাম, হায়! প্রভো
সদাপ্রভো, দেখ, ভাববাদিগণ তাহাদিগকে বলি-
তেছে, তোমরা খড়্গ দেখিবে না, তোমাদের
প্রতি দুর্ভিক্ষ ঘটিবে না, কারণ আমি এ স্থানে
১৪ তোমাদিগকে সত্য শান্তি দিব। তখন সদাপ্রভু
আমাকে কহিলেন, সেই ভাববাদীরা আমার
নামে মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করে; আমি
তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই, তাহাদিগকে
আজ্ঞা দিই নাই, তাহাদের কাছে কথা কহি
নাই; তাহারা তোমাদের নিকটে মিথ্যা দর্শন
ও মন্ত্র, অবস্তু ও আপন আপন হৃদয়ের প্রতারণা-
১৫ মূলক ভাবোক্তি প্রচার করে। অতএব আমা
দ্বারা প্রেরিত না হইয়া যে ভাববাদিগণ আমার
নামে ভাবোক্তি প্রচার করে, ও বলে, এ দেশে
খড়্গ কি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, তাহাদের
বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ
১৬ দ্বারা সেই ভাববাদিগণের বিনাশ হইবে। আর
তাহারা যে জাতির কাছে ভাবোক্তি প্রচার করে,
সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ প্রযুক্ত যিরূশালেমের
সড়কে সড়কে পড়িয়া থাকিবে, এবং তাহাদিগকে
ও তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে কবর দিবার
জন্য কেহ থাকিবে না; কারণ আমি তাহাদের
দুষ্টতাকে তাহাদিগের উপরে ঢালিয়া দিব।
১৭ আর তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, দিবারাত্র
আমার চক্ষু হইতে জলধারা পড়ুক, তাহা ক্ষান্ত
না হউক, কেননা আমার জাতির অনূঢ়া কন্যা
মহাভঙ্গে ও মহাদুঃখদায়ক আঘাতে ভগ্ন হইল।
১৮ আমি যদি বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাই, সেখানে
খড়্গাহত লোক দেখিতে পাই; যদি নগরে প্রবেশ
করি, সেখানে ক্ষুধাপীড়িত লোক দেখিতে পাই;
হাঁ, ভাববাদী ও যাজক উভয়ে দেশ পর্য্যটন করে,
কিছুই জানে না।
১৯ তুমি কি যিহূদাকে নিতান্তই অগ্রাহ্য করি-
য়াছ? তোমার প্রাণ কি সিয়োনকে ঘৃণা করি-
য়াছে? তুমি আমাদিগকে এমন অচিকিৎস্যরূপে
কেন মারিলে? আমরা শান্তির অপেক্ষা করিলাম,
কিছুই মঙ্গল হইল না; চিকিৎসার অপেক্ষা
২০ করিলাম, দেখ, ত্রাস উপস্থিত হইল। হে সদা-
প্রভো, আমরা আপনাদের দুষ্টতা ও পৈতৃক
অপরাধ স্বীকার করিতেছি; কারণ আমরা তোমার
২১ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। তুমি আপন নামের
অনুরোধে আমাদিগকে ঘৃণা করিও না, আপন
প্রতাপের সিংহাসন অনাদরের পাত্র করিও না;
আমাদের সহিত তোমার যে নিয়ম আছে, তাহা
২২ স্মরণ কর, ভঙ্গ করিও না। জাতিগণের অসার
দেবতাদের মধ্যে বৃষ্টি দিতে পারে, এমন কেহ কি
আছে? কিম্বা আকাশ কি আপনি জল বর্ষণ
করিতে পারে? হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো,
তুমিই কি বৃষ্টিদাতা নহ? অতএব আমরা তোমার
অপেক্ষাতে থাকিব, কেননা তুমিই এই সমস্তের
উৎপাদক।

Digitized by Google

১৫ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যদ্যপি
মোশি ও শমূয়েল আমার সম্মুখে দাঁড়াইত,
তথাপি আমার মন এই জাতির অনুকূল হইত
না ; তুমি আমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে
২ বিদায় কর, তাহারা চলিয়া যাউক। আর যদি
তাহারা তোমাকে বলে, কোথায় চলিয়া যাইব ?
তবে তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর স্থানে, খড়্গের পাত্র
খড়্গের স্থানে, দুর্ভিক্ষের পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে,
ও বন্দিত্বের পাত্র বন্দিত্বের স্থানে গমন করুক।
৩ সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদিগকে বধ করিতে
খড়্গ, ও টানাটানি করিতে কুকুরগণ, ভক্ষণ ও
বিনাশ করিতে খেচর পক্ষিগণ ও ভূচর পশুগণ,
এই চারি গোষ্ঠী তাহাদের উপরে নিযুক্ত করিব।
৪ আর যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশির
নিমিত্ত, যিরূশালেমে ক্বত তাহার কার্য্যের
নিমিত্ত, আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর যাবতীয়
৫ রাজ্যে সঞ্চালন করাইব। বস্তুতঃ, হে যিরূ-
শালেম, কে তোমাকে দয়া করিবে ? কে তোমার
নিমিত্ত বিলাপ করিবে ? কে তোমার মঙ্গল
৬ জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে ? সদাপ্রভু কহেন,
তুমিই আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, তুমি পিছাইয়া
পড়িয়াছ, এই জন্য আমি তোমার বিরুদ্ধে
আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তোমাকে নষ্ট করি-
য়াছি ; আমি ক্ষমা করিতে করিতে ক্লান্ত হই-
৭ লাম। আমি তাহাদিগকে দেশের পুরদ্বারসমূহে
কুলাতে করিয়া ঝাড়িয়াছি, তাহাদিগকে পুত্র-
বিরহিত করিয়াছি ; আমার প্রজাগণকে বিনষ্ট
করিয়াছি, তাহারা আপনাদের পথ হইতে ফিরে
৮ নাই। আমার সমক্ষে তাহাদের বিধবাসমূহ সমু-
দ্রের বালি হইতেও বহুসংখ্যক হইয়াছে ; আমি
তাহাদের মধ্যে যুবকগণের জননীর বিরুদ্ধে মধ্যাহ্ন-
কালে বিনাশক এক জনকে আনিয়াছি, অকস্মাৎ
তাহার প্রতি দুঃখ ও বিহ্বলতা উপস্থিত করি-
৯ য়াছি। সপ্তপুত্রপ্রসূতা ক্ষীণা হইয়া প্রাণত্যাগ
করিয়াছে, দিন থাকিতে তাহার দিনপতি অস্তগমন
করিয়াছে, সে লজ্জিতা ও হতাশা হইয়াছে ; আর
আমি তাহাদের অবশিষ্টাংশকেও শত্রুদের স-
ম্মুখে খড়্গে সমর্পণ করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১০ হায় হায়, হে আমার মাতঃ, আমি সমস্ত
পৃথিবীর বিরোধের ও বিবাদের পাত্র, তুমি
আমাকে কেন প্রসব করিয়াছ ? আমি ত কাহা-
কেও সুদের জন্য ঋণ দিই নাই, আমাকেও কেহ
দেয় নাই, তথাপি সকলে আমাকে শাপ
১১ দিতেছে। সদাপ্রভু কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই
তোমাকে মুক্ত করিয়া তোমার মঙ্গল করিব ;
নিশ্চয়ই সঙ্কটকালে ও দুর্দ্দশার সময়ে শত্রুগণকে
তোমার কাছে বিনতি করাইব।
১২ লৌহ, বিশেষতঃ উত্তর দেশীয় লৌহ ও পিত্তল
১৩ কি ভাঙ্গিতে পারা যায় ? আমি তোমার ঐশ্বর্য্য
ও ধনকোষ সকল লুটিত দ্রব্য করিয়া বিনামূল্যে
বিতরণ করিব ; হাঁ, তোমার পাপসমূহের জন্য
তোমার সীমার সর্ব্বত্রই [তাহা বিতরণ করিব]।
১৪ আর শত্রু দ্বারা তোমার অজ্ঞাত এক দেশে
তাহা লইয়া যাইব ; কেননা আমার ক্রোধরূপ
অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহা তোমাদিগকে দগ্ধ
করিবে।
১৫ হে সদাপ্রভো, তুমিই জ্ঞাত আছ ; আমাকে
স্মরণ কর, আমার তত্ত্বানুসন্ধান কর, আমার
তাড়নাকারীদিগকে অন্যায়ের প্রতিশোধ দেও,
তোমার দীর্ঘসহিষ্ণুতায় আমাকে হরণ করিও না ;
জানিও, আমি তোমার নিমিত্ত টিট্‌কারি সহ
১৬ করিতেছি। তোমার বাক্য পাইবামাত্র আমি
তাহা ভক্ষণ করিতাম, তোমার বাক্য আমার
আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল ; কেননা, হে
বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি তোমার
১৭ নামে আখ্যাত। আমি বিদ্রূপকারীদের সভাতে
বসি নাই, উল্লাস করি নাই, কিন্তু তোমার হস্ত
প্রযুক্ত একাকী বসিতাম, কেননা তুমি আমাকে
১৮ ক্রোধে পূর্ণ করিয়াছ। আমার যাতনা নিত্য-
স্থায়ী ও আমার ক্ষত অপ্রতীকার্য্য কেন ? তাহা
চিকিৎসা অগ্রাহ্য করিতেছে। তুমি কি আমার
কাছে মিথ্যা স্রোত ও অস্থায়ী জলস্বরূপ
হইবে ?
১৯ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি
ফিরিয়া আইস, তবে আমি তোমাকে ফিরাইয়া
আনিব, যেন তুমি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে
পার ; এবং যদি অপকৃষ্ট বস্তু হইতে বহুমূল্য বাহির
করিয়া লও, তবে আমার মুখস্বরূপ হইবে :
উহারা তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু
২০ তুমি উহাদের কাছে ফিরিয়া যাইবে না। আমি
এই জাতির কাছে তোমাকে পিত্তলের দৃঢ় প্রাচীর-
স্বরূপ করিব ; তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ
করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে
না, কেননা তোমার ত্রাণ ও উদ্ধারার্থে আমি
তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, ইহা সদাপ্রভু
২১ কহেন। আর আমি দুষ্টদের হস্ত হইতে তোমাকে
উদ্ধার করিব, ভীমবিক্রান্তদের করতল হইতে
তোমাকে মুক্ত করিব।

যিহূদীদের ভাবী বন্দিত্ব ও পুনঃস্থাপন।

১৬ আবার সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, যথা, তুমি এই স্থানে বিবাহ
২ করিও না, পুত্রকন্যাদের জন্ম দিও না। কেননা

Digitized by Google

এই স্থানে জাত পুত্রকন্যাদের বিষয়ে, এবং এই
দেশে তাহাদের প্রসবকারিণী মাতাদের ও জন্ম-
দাতা পিতাদের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা
৪ কহেন ; তাহারা অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে প্রাণ-
ত্যাগ করিবে, তাহাদের নিমিত্ত কেহ বিলাপ
করিবে না, কেহ তাহাদিগকে কবর দিবে না ;
তাহারা ভূমির উপরে সারের ন্যায় পড়িয়া
থাকিবে ; এবং তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা
হত হইবে ; তাহাদের শব খেচর পক্ষিগণের ও
৫ ভূচর পশুদের ভক্ষ্য হইবে। বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তুমি শোকের গৃহে প্রবেশ করিও না,
তাহাদের জন্য বিলাপ করিতে যাইও না, ক্রন্দন
করিও না ; কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি এই
জাতি হইতে আমার শান্তি, দয়া ও করুণা অপ-
৬ হরণ করিয়াছি। এই দেশে ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত
লোক প্রাণত্যাগ করিবে, কেহ তাহাদিগকে কবর
দিবে না, লোকে তাহাদের জন্য বিলাপ করিবে
না, ও তাহাদের নিমিত্তে কেহ আপন অঙ্গের
৭ কাট্‌কুট্‌ কিম্বা মস্তক মুণ্ডন করিবে না ; মৃত
লোকের নিমিত্ত শোককারীদিগকে সান্ত্বনাসূচক
[রুটী] বিতরণ করিবে না, পিতা কিম্বা মাতার
নিমিত্তে লোকে সান্ত্বনাসূচক পাত্রে পান করাইবে
৮ না। আর তুমি তাহাদের সহিত ভোজন পান
করণার্থে বসিতে কোন ভোজনালয়ে প্রবেশ করিও
৯ না। কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানে
তোমাদের দৃষ্টিগোচরে, তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে,
আমোদের ধ্বনি, আনন্দের ধ্বনি, বরের রব ও
১০ কন্যার রব নিবৃত্ত করিব। আর তুমি এই জাতির
নিকটে এই সমস্ত কথা প্রচার করিলে তাহারা
তোমাকে বলিবে, সদাপ্রভু আমাদের বিরুদ্ধে
এই সমস্ত মহাবিপদের কথা কেন বলিয়াছেন ?
আমাদের অপরাধ কি ? আমাদের পাপ কি,
যাহা আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
করিয়াছি ? তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবে,
সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে
ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইতর দেবগণের পশ্চা-
দ্গামী হইয়া তাহাদের পূজা করিয়াছে, তাহাদের
কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, এবং আমাকে ত্যাগ
করিয়াছে, আমার ব্যবস্থা পালন করে নাই।
১২ আর তোমরা আপনাদের পিতৃপুরুষগণ অপেক্ষাও
মন্দ আচরণ করিয়াছ ; কারণ দেখ, তোমরা
প্রত্যেক জন আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্য
অনুসারে চলিতেছ, আমার বাক্যে অবধান করি-
১৩ তেছ না। অতএব তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ও
তোমরা যে দেশ জান নাই, এমন এক দেশে আমি
এই দেশ হইতে তোমাদিগকে নিক্ষেপ করিব ;
সেই স্থানে তোমরা দিবারাত্র ইতর দেবগণের
পূজা করিবে, কেননা আমি তোমাদিগকে দয়া
করিব না।
১৪ অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময়
আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলিবে না,
যিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মিসরদেশ হইতে
উঠাইয়া আনিয়াছেন, সেই জীবৎ সদাপ্রভুর
১৫ দিব্য ; কিন্তু [তাহারা বলিবে], যিনি ইস্রায়েল-
সন্তানগণকে উত্তর দেশ হইতে, এবং অন্যান্য যে
সকল দেশে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া-
ছিলেন, সেই সকল দেশ হইতে উঠাইয়া
আনিয়াছেন, সেই জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য ;
ফলতঃ আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে
দেশ দিয়াছিলাম, তাহাদের সেই দেশে তাহা-
১৬ দিগকে ফিরাইয়া আনিব। সদাপ্রভু কহেন,
দেখ, আমি অনেক ধীবর আনাইব, তাহারা
মৎস্যের ন্যায় তাহাদিগকে ধরিবে ; পরে আমি
অনেক ব্যাধ আনাইব, তাহারা মৃগয়া করিয়া
প্রত্যেক পর্ব্বত, প্রত্যেক উপপর্ব্বত ও শৈলের
১৭ ছিদ্র হইতে তাহাদিগকে আনিবে। কেননা
তাহাদের সমস্ত পথে আমার দৃষ্টি আছে, তাহারা
আমার সাক্ষাৎ হইতে লুক্কায়িত নহে, এবং
তাহাদের অপরাধও আমার দৃষ্টির অগোচর
১৮ নহে। আমি অগ্রে তাহাদের অপরাধের ও
পাপের দ্বিগুণ ফল দিব ; কেননা তাহারা আপ-
নাদের ঘৃণার্হ পদার্থরূপ শবে আমার দেশ অপ-
বিত্র করিয়াছে, এবং আপনাদের বীভৎস পদার্থে
আমার অধিকার পরিপূর্ণ করিয়াছে।
১৯ হে আমার বল ও দুর্গ এবং সঙ্কটকালে আমার
আশ্রয়স্বরূপ সদাপ্রভো, পৃথিবীর প্রান্ত সকল
হইতে জাতিগণ তোমার নিকটে আসিয়া বলিবে,
"কেবল মিথ্যা বিষয়ে ও অসার বস্তুতে আমাদের
পিতৃপুরুষদের অধিকার ছিল, তাহার মধ্যে
২০ একটাও উপকারী নয়। মনুষ্য কি আপনার
নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ করিবে ? তাহারা ত
২১ ঈশ্বর নয়।" অতএব দেখ, আমি তাহাদিগকে
জ্ঞাত করিব, একটী বার তাহাদিগকে আমার হস্ত
ও পরাক্রম জ্ঞাত করিব, তাহাতে তাহারা জানিবে
যে, আমার নাম সদাপ্রভু।

১৭ যিহূদার পাপ লৌহলেখনী ও হীরকের
কন্টক দ্বারা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের
চিত্তফলকে ও তোমাদের যজ্ঞবেদির চূড়ায় তাহা
২ খোদিত হইয়াছে। আর তাহাদের বালকেরা
হরিৎপর্ণ বৃক্ষের কাছে উচ্চ গিরির উপরে তাহা-
দের যজ্ঞবেদি ও আশেরা-মূর্ত্তি সকল স্মরণ করে।
৩ হে আমার ক্ষেত্রস্থ পর্ব্বত, আমি তোমার ঐশ্বর্য্য,
তোমার সমস্ত ধনকোষ লুটদ্রব্য করিয়া বিতরণ
করিব ; পাপ প্রযুক্ত তোমার সীমার সর্ব্বত্র
তোমার উচ্চস্থলী সকলও [বিতরণ করিব]।

Digitized by Google

৪ আমি তোমাকে যে অধিকার দিয়াছিলাম, তুমি
নিজেই সেই অধিকার হইতে চ্যুত হইবে, এবং
আমি তোমার অজ্ঞাত দেশে তোমাকে দিয়া
শত্রুগণের সেবা করাইব ; কারণ তোমরা আমার
ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ, তাহা চিরকাল
জ্বলিবে।
৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি মনুষ্যে
নির্ভর করে, মাংসকে আপনার বাহু জ্ঞান করে,
ও যাহার অন্তঃকরণ সদাপ্রভু হইতে অপসৃত হয়,
৬ সে শাপগ্রস্ত। হাঁ, সে মরুভূমিস্থ ঝাউ গাছের
সদৃশ হইবে, আগামী মঙ্গলের দর্শন পাইবে
না, কিন্তু প্রান্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নিবাসিহীন
৭ লবণ-ভূমিতে বাস করিবে। ধন্য সেই ব্যক্তি,
যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সদাপ্রভু যাহার
৮ বিশ্বাসভূমি। হাঁ, সে জলের নিকটে রোপিত ও
নদীকূলে বিস্তৃতমূল বৃক্ষের ন্যায় হইবে, গ্রীষ্মের
আগমনে ভয় করিবে না, এবং তাহার পত্র সতেজ
থাকিবে ; অনাবৃষ্টির বৎসরেও সে নিশ্চিন্ত
থাকিবে, ফলদানেও নিবৃত্ত হইবে না।
৯ অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটময়, তাহার রোগ
১০ অপ্রতীকার্য্য, কে তাহা জানিতে পারে? আমি
সদাপ্রভু অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করি, আমি
মর্ম্মের পরীক্ষা করি ; হাঁ, প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন
আপন আচরণানুসারে কর্ম্মের ফল দেওয়া
১১ আমার কার্য্য। তিত্তির পক্ষী যেমন আপনার
প্রসূত ভিন্ন অন্য শাবকদিগকে সংগ্রহ করে,
অন্যায়ে ধন সঞ্চয়কারী ব্যক্তি তদ্রূপ ; সেই ধন
অর্দ্ধ বয়সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং
অন্তিমকালে সে মূঢ় হইয়া পড়িবে।
১২ আদিকালাবধি উচ্চে অবস্থিত প্রতাপসিংহা-
১৩ সন আমাদের ধর্ম্মধাম-স্থান। হে ইস্রায়েলের
প্রত্যাশা-ভূমি সদাপ্রভো, যত লোক তোমাকে
পরিত্যাগ করে, সকলেই লজ্জিত হইবে।
"যাহারা আমা হইতে অপসরণ করে, তাহাদের
নাম ধূলিতে লিখিত হইবে ; কারণ তাহারা
জীবন্ত জলের উনুই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করি-
১৪ য়াছে।" হে সদাপ্রভো, আমাকে সুস্থ কর,
তাহাতে আমি সুস্থ হইব ; আমাকে পরিত্রাণ কর,
তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব, কেমনা তুমি
১৫ আমার প্রশংসা-ভূমি। দেখ, উহারা আমাকে
বলিতেছে, সদাপ্রভুর বাক্য কোথায়? তাহা
১৬ এক বার উপস্থিত হউক। আমি ত তোমার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ পালরক্ষকের কার্য্য হইতে বিমুখ হই
নাই, এবং অপ্রতীকার্য্য বিপদের দিন আকাঙ্ক্ষা
করি নাই, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ ; আমার ওষ্ঠ
হইতে যাহা নির্গত হইত, তাহা তোমার প্রত্যক্ষ
১৭ ছিল। আমার নৈরাশ্যজনক হইও না ; বিপৎ-
১৮ কালে কেবল তুমিই আমার আশ্রয়। যাহারা
আমাকে তাড়না করে, তাহারা লজ্জিত হউক,
কিন্তু আমি যেন লজ্জিত না হই ; তাহারা নিরাশ
হউক, কিন্তু আমি যেন নিরাশ না হই ; তুমি
তাহাদের উপরে অমঙ্গলের দিন উপস্থিত কর, ও
দ্বিগুণ ভঙ্গে তাহাদিগকে ভগ্ন কর।

বিশ্রামদিনবিষয়ক চেতনাবাক্য।

১৯ সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যিহূদার
রাজগণ যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে ও নির্গমন
করে, তুমি জনসাধারণের সেই দ্বারে ও যিরু-
২০ শালেমের সকল দ্বারে গিয়া দাঁড়াও ; আর তাহা-
দিগকে বল, হে যিহূদার রাজগণ, হে সমস্ত
যিহূদা, হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, তোমরা যত
লোক এই সকল দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া থাক,
২১ সকলে সদাপ্রভুর বাক্য শুন। সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমরা আপন আপন প্রাণের বিষয়ে
সাবধান হও, বিশ্রামদিনে কোন বোঝা বহিও
না, যিরূশালেমের দ্বার দিয়া ভিতরে আনয়ন
২২ করিও না। আর বিশ্রামবারে আপন আপন
গৃহ হইতে কোন বোঝা বাহির করিও না, এবং
কোন কার্য্য করিও না ; কিন্তু বিশ্রামদিন পবিত্র
২৩ কর। আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ
আজ্ঞা দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অবধান করে
নাই, কর্ণপাত করে নাই, বরঞ্চ যেন শুনিতে কিম্বা
উপদেশ গ্রাহ্য করিতে না হয়, তজ্জন্য আপন
২৪ আপন গ্রীবা শক্ত করিয়াছিল। কিন্তু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক আমার
বাক্যে অবধান করিয়া, বিশ্রামদিনে এই নগরের
দ্বার দিয়া কোন বোঝা ভিতরে না আন, এবং
যদি সেই দিনে কোন কার্য্য না করিয়া বিশ্রামদিন
২৫ পবিত্র কর, তবে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট
রাজগণ ও প্রধানবর্গ রথে ও অশ্বে চড়িয়া আপ-
নারা, তাহাদের প্রধানগণ, যিহূদার লোক ও
যিরূশালেম-নিবাসিগণ এই নগরের দ্বার দিয়া
প্রবেশ করিবে, এবং এই নগর নিত্যস্থায়ী বাস-
২৬ স্থান হইবে। তাহাতে যিহূদার নগর সকল, যিরু-
শালেমের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত অঞ্চল, বিন্যামীন প্রদেশ,
নিম্নভূমি, পর্ব্বতীয় দেশ ও দক্ষিণ দেশ হইতে
লোকেরা হোম, বলি, নৈবেদ্য ও ধূপ লইয়া
আসিবে ; তাহারা সদাপ্রভুর গৃহে স্তবের উপ-
২৭ হার আনয়ন করিবে। কিন্তু বিশ্রামদিন পবিত্র
করা কর্ত্তব্য, বিশ্রামদিনে বোঝা বহনপূর্ব্বক যিরু-
শালেমের দ্বারে প্রবেশ করা অকর্ত্তব্য, আমার এই
আজ্ঞাতে যদি তোমরা অবধান না কর, তবে
আমি তাহার সকল দ্বারে অগ্নি জ্বালাইব ; তাহা
যিরূশালেমের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে,
নির্ব্বাণ হইবে না।

Digitized by Google

কুম্ভকারবিষয়ক দৃষ্টান্ত । যিরমিয়ের কারাবাস ।

১৮ যিরমিয়ের কাছে সদাপ্রভুর নিকট হইতে
এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি উঠিয়া
কুম্ভকারের বাটীতে নামিয়া যাও, সেখানে আমি
৩ তোমাকে আপন বাক্য শুনাইব। তখন আমি
কুম্ভকারের বাটীতে নামিয়া গেলাম, আর দেখ,
৪ সে কুলালচক্রে কর্ম্ম করিতেছিল। আর সে যে
মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা নষ্ট হইয়া
কুম্ভকারের হস্তে মৃৎপিণ্ড হইয়া পড়িল ; তাহাতে
কুম্ভকার তাহা লইয়া আপন ইচ্ছামতে আর এক
পাত্র নির্ম্মাণ করিল।
৫ পরে আমার কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপ-
৬ স্থিত হইল ; সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল,
তোমাদের সহিত আমি কি এই কুম্ভকারের ন্যায়
ব্যবহার করিতে পারি না ? হে ইস্রায়েল-কুল,
দেখ, যেমন কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা, তেমনি
৭ আমার হস্তে তোমরা। যখন আমি কোন জাতির
কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে উন্মূলনের, উৎপাটনের ও
৮ বিনাশের কথা বলি, তখন আমি যে জাতির
বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছি, সে যদি আপন দুষ্টতা
হইতে ফিরে, তবে তাহার যে অমঙ্গল করিতে
আমার মনস্থ ছিল, তাহা হইতে আমি ক্ষান্ত
৯ হইব। আর যখন আমি কোন জাতির কিম্বা
রাজ্যের বিষয়ে গাঁথিয়া তুলিবার ও রোপণ করি-
১০ বার কথা বলি, তখন সে যদি আমার রব না
মানিয়া আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করে, তবে
তাহার যে মঙ্গল করিতে আমার প্রতিজ্ঞা ছিল,
১১ তাহা হইতে আমি ক্ষান্ত হইব। অতএব এখন
তুমি গিয়া যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালেম-
নিবাসিগণকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল প্রস্তুত
করিতেছি, তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প করিতেছি ;
বিনয় করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন
কুপথ হইতে ফির, আপন আপন পথ ও আপন
১২ আপন ক্রিয়া ভাল কর। কিন্তু তাহারা বলে, এ
মিথ্যা আশা, কেননা আমরা আপনাদেরই
সঙ্কল্পানুসারে চলিব, প্রত্যেকে আপন আপন
দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্য অনুসারে কর্ম্ম করিব।
১৩ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এখন
জাতিগণের মধ্যে জিজ্ঞাসা কর, এইরূপ কথা কে
শুনিয়াছে ? ইস্রায়েল-কুমারী নিতান্ত রোমাঞ্চ-
১৪ জনক কর্ম্ম করিয়াছে। লিবানোনের হিম কি
ক্ষেত্রস্থ শৈলকে ত্যাগ করে ? কিম্বা দূর হইতে
১৫ আগত সুশীতল জলস্রোত কি লুপ্ত হয় ? বাস্তবিক
আমার প্রজাগণ আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে,
তাহারা অলীক [দেবগণের] উদ্দেশে ধূপ জ্বালা-
ইয়াছে, এবং তাহাদের পথে, চিরন্তন মার্গে,
তাহাদের বিঘ্ন ঘটিয়াছে, তাহারা বিপথের,
১৬ অপ্রস্তুত মার্গের, পথিক হইয়াছে। ইহাতে
তাহারা আপন দেশকে বিস্ময়ের ও নিত্য শীস
শব্দের বিষয় করে ; যে কেহ তাহার নিকট দিয়া
গমন করিবে, সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাথা নাড়িবে।
১৭ যেমন পূর্ব্বীয় বায়ু করে, তেমনি আমি শত্রুদের
সম্মুখে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব ; তাহাদের
বিপদের সময়ে তাহাদের প্রতি অভিমুখ না
হইয়া বিমুখ হইব।
১৮ তখন তাহারা কহিল, চল, আমরা যিরমিয়ের
প্রতিকূলে পরামর্শ করি, কেননা যাজকের নিকট
হইতে ব্যবস্থা, জ্ঞানবানের নিকট হইতে মন্ত্রণা
ও ভাববাদীর নিকট হইতে বাক্য লুপ্ত হইবে না ;
চল, আমরা জিহ্বা দ্বারা উহাকে প্রহার করি,
উহার কোন কথায় মনোযোগ করিব না।
১৯ হে সদাপ্রভো, আমার প্রতি মনোযোগ কর,
২০ আমার বিপক্ষগণের কথা শুন। উপকারের পরি-
শোধে কি অপকার করা হইবে ? কেননা তাহারা
আমার প্রাণের জন্য গর্ত্ত খনন করিয়াছে। স্মরণ
কর, তাহাদের হইতে তোমার ক্রোধ ফিরাইবার
চেষ্টায় আমি তাহাদের পক্ষে হিতবাক্য বলিবার
২১ জন্য তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতাম। অতএব তুমি
তাহাদের সন্তানগণকে দুর্ভিক্ষে সমর্পণ কর,
তাহাদিগকে খড়্গের হস্তগত কর ; আর তাহাদের
স্ত্রীগণ পুত্রহীনা ও বিধবা হউক, তাহাদের পুরু-
ষেরা মারীতে বিনষ্ট ও যুবকগণ সংগ্রামে খড়্গাহত
২২ হউক। তুমি তাহাদের প্রতি অকস্মাৎ সৈন্য-
দল উপস্থিত করিলে তাহাদের গৃহ সকল হইতে
ক্রন্দনের রব শুনা যাউক ; কেননা তাহারা আমাকে
ধরিবার জন্য গর্ত্ত খনন করিয়াছে, ও আমার
২৩ চরণ বদ্ধ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে। আর
হে সদাপ্রভো, প্রাণনাশার্থে আমার প্রতিকূলে
তাহাদের কৃত সমস্ত মন্ত্রণা তুমি জ্ঞাত আছ ;
তুমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিও না, তাহা-
দের পাপ তোমার সম্মুখ হইতে মুছিয়া ফেলিও
না ; তাহারা তোমার সম্মুখে নিপাতিত হউক ;
তুমি আপন ক্রোধের সময়ে তাহাদের প্রতি
কার্য্য কর।

১৯ সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তুমি যাও,
কুম্ভকারের এক ঘট ক্রয় কর, এবং প্রজাদের
কতিপয় প্রাচীন লোক ও যাজকদের কতিপয়
২ প্রাচীন লোক [সঙ্গে করিয়া লও]। আর কুম্ভ-
কারদ্বারের প্রবেশস্থানের নিকটে হিন্নোমের
পুত্রের যে উপত্যকা আছে, সেই স্থানে গমন কর ;
পরে আমি তোমাকে যে কথা কহিব, তাহা সেই

Digitized by Google

৩ স্থানে প্রচার কর। এই কথা বল, হে যিহূদার
রাজগণ, হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, সদাপ্রভুর
বাক্য শুন; ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের
প্রতি এমন অমঙ্গল ঘটাইব যে, তাহা যে শুনিবে,
৪ তাহারই কর্ণ শিহরিয়া উঠিবে। কারণ তাহারা
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থান বিজাতীয়
[স্থান] করিয়াছে, এবং আপনারা, আপনাদের
পিতৃপুরুষেরা ও যিহূদার রাজগণ যাহাদিগকে
জ্ঞাত ছিল না, এমন ইতর দেবগণের উদ্দেশে
এই স্থানে ধূপ জ্বালাইয়াছে, আর নির্দ্দোষদের
৫ রক্তে এই স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছে। বিশেষতঃ
বালের উদ্দেশে হোমবলিরূপে আপন আপন
পুত্রগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করণার্থে তাহারা বালের
জন্য উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহা আমি
আজ্ঞা করি নাই, উচ্চারণ করি নাই, এবং তাহা
৬ আমার মনেও উদয় হয় নাই। এই কারণ সদা-
প্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন
এই স্থান তোফৎ কিম্বা হিন্নোমের পুত্রের উপ-
ত্যকা নামে আখ্যাত হইবে না, হত্যার উপত্যকা
৭ নামে আখ্যাত হইবে। আর আমি এই স্থানে
যিহূদার ও যিরূশালেমের পরামর্শ বিফল করিব,
এবং শত্রুগণের সম্মুখে খড়্গ দ্বারা ও তাহাদের
প্রাণনাশার্থী লোকদের হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে
নিপাত করিব; আমি তাহাদের শব খাদ্যের
নিমিত্তে খেচর পক্ষিগণকে ও ভূচর পশুদিগকে
৮ দিব। আর আমি এই নগর বিস্ময়ের ও শীস
শব্দের বিষয় করিব, যে কেহ তাহার নিকট দিয়া
গমন করিবে, সে বিস্মিত হইবে, ও তাহার [প্রতি
৯ ঘটিত] সকল উৎপাত দেখিয়া শীস দিবে। আর
শত্রুগণ ও প্রাণনাশার্থিগণ দ্বারা ঘটিত তাহাদের
অবরোধ ও সঙ্কটকালে আমি তাহাদিগকে আপন
আপন পুত্রকন্যাদের মাংস ভোজন করাইব,
এবং প্রত্যেকে আপন আপন বন্ধুর মাংস
১০ খাইবে। পরে তুমি আপনার সঙ্গী পুরুষদের
১১ সাক্ষাতে সেই ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিও, এবং তাহা-
দিগকে বলিও, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, যেমন কুম্ভকারের কোন পাত্র ভাঙ্গিয়া
ফেলিলে আর তাহা যোড়া দিতে পারা যায় না,
তেমনি আমি এই জাতি ও এই নগর ভাঙ্গিয়া
ফেলিব; তাহাতে কবর দিবার জন্য স্থানের
অভাব হইলে লোকে তোফতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
১২ করিবে। সদাপ্রভু কহেন, আমি এই স্থানের ও
এতন্নিবাসীদের প্রতি এই কার্য্য করিব, আমি এই
১৩ নগর তোফতের সদৃশ করিব। তাহাতে যিরূ-
শালেমের গৃহ সকল ও যিহূদার রাজগণের গৃহ
সকল, অর্থাৎ যে সমস্ত গৃহের ছাদে তাহারা
নভোমণ্ডলের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ
জ্বালাইত, এবং ইতর দেবগণের উদ্দেশে পেয়
নৈবেদ্য ঢালিত, সেই সকল গৃহ তোফতের ন্যায়
অশুচি স্থান হইবে।
১৪ পরে সদাপ্রভু যিরমিয়কে ভাবোক্তি প্রচার
করণার্থে যে তোফতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি
তথা হইতে আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে
১৫ দাঁড়াইয়া সমস্ত লোককে কহিলেন, ইস্রায়েলের
ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, আমি এই নগরের বিষয়ে ও ইহার নিকটস্থ
নগর সকলের বিষয়ে যে সকল অমঙ্গলের কথা
বলিয়াছি, সেই সকল তাহাদের উপরে ঘটাইব,
কারণ আমার বাক্য শুনিবার অনিচ্ছাতে
তাহারা আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিয়াছে।

২০ যিরমিয় যখন ঐ সকল ভাবোক্তি প্রচার
করিতেছিলেন, তখন ইম্মেরের পুত্র পশ্হূর
যাজক, যে সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ ছিল,
২ সে তাহা শ্রবণ করিল। আর সেই পশ্হূর যির-
মিয় ভাববাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহ-
গামী বিন্যামীনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাড়ি-
৩ কাঠে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পরদিবস
পশ্হূর যিরমিয়কে হাড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিল।
তখন যিরমিয় তাহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু
তোমার নাম পশ্হূর রাখেন নাই, কিন্তু মাগোর-
মিষাবীব [চারিদিকেই আশঙ্কা] রাখিয়াছেন
৪ কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে
তোমাকে আশঙ্কাজনক করিব। ফলতঃ তাহারা
শত্রুদের খড়্গাধারে পতিত হইবে, ও তুমি স্বচক্ষে
তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত যিহূদাকে
বাবিল-রাজের হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে সে
তাহাদিগকে নির্ব্বাসনার্থে বাবিলে লইয়া যাইবে.
৫ ও খড়্গাঘাত করিবে। আর আমি এই নগরের
সমস্ত সম্পত্তি, শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ, বহুমূল্য বস্তু
ও যিহূদার রাজগণের ধনকোষ সকল শত্রুগণের
হস্তগত করিব; আর তাহারা সে সমস্ত লুট
৬ করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে। পরন্তু হে পশ্হূর,
তুমি ও তোমার গৃহনিবাসিগণ সকলে বন্দিত্ব-
স্থানে যাইবে; হাঁ, তুমি বাবিলে উপস্থিত হইবে,
সেই স্থানে মরিবে, ও সেই স্থানে কবরপ্রাপ্ত
হইবে, এবং যাহাদের কাছে তুমি মিথ্যা
ভাবোক্তি প্রচার করিতে, তোমার সেই সমস্ত
বন্ধুরও [সেই গতি হইবে]
৭ হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে প্রবর্ত্তনা করিলে
আমি প্রবর্ত্তিত হইলাম; তুমি আমা হইতে বল-
বান, তুমি প্রবল হইয়াছ। আমি সমস্ত দিন
উপহাসের পাত্র হই, সকলেই আমাকে ঠাট্টা
৮ করে। বস্তুতঃ যত বার আমি কথা কহি, তত বার
আমাকে ক্রন্দন করিতে হয়, ‘দৌরাত্ম্য ও ধ্বংস-

Digitized by Google

হার' বলিয়া উচ্চৈঃস্বর করিতে হয়; হাঁ, সদা-
প্রভুর বাক্যপ্রযুক্ত সমস্ত দিন আমাকে টিট্‌কা-
৯ রি দেওয়া ও বিদ্রূপ করা হয়। যদি বলি,
তাঁহাকে আর স্মরণ করিব না, তাঁহার নামে
আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয়ে যেন
দাহকারী অথচ অস্থিমধ্যে রুদ্ধ অগ্নির সঞ্চার
হয়; তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত
১০ হইয়া পড়ি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। ফলতঃ
আমি অনেকের পরীবাদ শুনিতেছি, চতুর্দ্দিকে
আশঙ্কা রহিয়াছে। "তোমরা অভিযোগ কর,
এবং আমরাও উহার নামে অভিযোগ করিব।"
আমার সমস্ত মিত্র আমার স্খলনের অপেক্ষা
করিয়া বলে, "কি জানি, সে প্ররোচিত হইবে,
তাহা হইলে আমরা তাহাকে পরাভব করিয়া
১১ প্রতিশোধ দিব।" কিন্তু সদাপ্রভু ভীমবিক্রান্ত
বীরের ন্যায় আমার সঙ্গে থাকেন, তজ্জন্য
আমার তাড়নাকারিগণ উছোট খাইবে, প্রবল
হইবে না, বুদ্ধিপূর্ব্বক না চলাতে তাহারা মহা-
লজ্জিত হইবে; সেই অপমান নিত্য থাকিবে,
১২ কখন স্মৃতিবহির্ভূত হইবে না। কিন্তু হে ধার্ম্মি-
কের পরীক্ষক, মর্ম্মের ও হৃদয়ের পরিদর্শক,
বাহিনীগণের সদাপ্রভো, তুমি তাহাদিগকে
প্রতিশোধ দেও, আমি দেখি, কেননা আমি আপন
বিবাদের ভার তোমারই কাছে সমর্পণ করিলাম।
১৩ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর, সদাপ্রভুর
প্রশংসা কর, কারণ তিনি দুরাচারদের হস্ত হইতে
দরিদ্র লোকের প্রাণ উদ্ধার করিয়াছেন।
১৪ আমি যে দিনে জন্মিয়াছিলাম, সেই দিন
শাপগ্রস্ত হউক; আমার মাতা যে দিন
আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দিন আশী-
১৫ র্ব্বাদবিহীন হউক। 'তোমার পুত্রসন্তান হইল,'
এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে
পরমানন্দিত করিয়াছিল, সে শাপগ্রস্ত হউক।
১৬ সদাপ্রভু ক্ষমা না করিয়া যে সকল নগর উৎসন্ন
করিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি সেই সকল নগরের
ন্যায় হউক; সে প্রাতঃকালে ক্রন্দন ও মধ্যাহ্ন-
১৭ কালে চীৎকার শুনুক। তিনি কেন আমাকে
গর্ভের মধ্যে মারিয়া ফেলিলেন না? তাহা হইলে
আমার জননী আমার কবর হইতেন, তাঁহার
১৮ গর্ভ নিত্য গুরু থাকিত। লজ্জায় জীবন কাটাই-
বার জন্য আমি আয়াস ও খেদ দেখিতে কেন
গর্ভ হইতে নির্গত হইলাম?

সিদিকিয় রাজার প্রতি যিরমিয়ের কথা।

২১ সিদিকিয় রাজা যে সময়ে মল্কিয়ের পুত্র
পশ্‌হূরকে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজককে
যিরমিয়ের নিকটে এই কথা বলিবার জন্য
২ প্রেরণ করিলেন, যথা, তুমি আমাদের জন্য
সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা কর, কেননা বাবিল-
রাজ নবূখদ্রিৎসর আমাদের সহিত যুদ্ধ করি-
তেছেন; হয় ত সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য্য
ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন,
তাহা হইলে ঐ রাজা আমাদের নিকট হইতে
উঠিয়া যাইবেন, তৎকালে যিরমিয়ের নিকটে
সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।
৩ যিরমিয় তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সিদি-
৪ কিয়কে এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমরা আপন
আপন হস্তস্থিত যে সকল যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা বাবিল-
রাজের সহিত ও তোমাদের অবরোধকারী কল্‌-
দীয়দিগের সহিত প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধ করি-
তেছ, আমি সেই সকলের মুখ ফিরাইয়া দিব,
এবং এই নগরের মধ্যে সে সকল সংগ্রহ করিব।
৫ আমি আপনি বিস্তারিত হস্ত ও বলবান বাহু
দ্বারা, ক্রোধে, রোষে ও মহাকোপে তোমাদের
৬ সহিত যুদ্ধ করিব। আমি এই নগরবাসী মনুষ্য
ও পশু সকলকে সংহার করিব; তাহারা মহা-
৭ মারীতে প্রাণত্যাগ করিবে। আর, সদাপ্রভু
কহেন, তৎপরে আমি যিহূদার রাজা সিদি-
কিয়কে, তাহার দাসগণকে ও প্রজাদিগকে, হাঁ,
এই নগরের যে সকল লোক মারী, খড়্গ ও ক্ষুধা
হইতে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে বাবিল-
রাজ নবূখদ্রিৎসরের হস্তে, তাহাদের শত্রুগণের
হস্তে ও তাহাদের প্রাণনাশার্থী লোকদের হস্তে
সমর্পণ করিব; সেই রাজা খড়্গ-ধারে তাহা-
দিগকে বধ করিবে, তাহাদের প্রতি মমতা করিবে
৮ না, ক্ষমা কি করুণা করিবে না। আর তুমি এই
লোকদিগকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও
৯ মৃত্যুর পথ রাখিতেছি। যে ব্যক্তি এই নগরে
থাকিবে, সে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা
পড়িবে; কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমা-
দের অবরোধকারী কল্‌দীয়দের পক্ষে দাঁড়াইবে,
সে রক্ষা পাইবে, এবং তাহার প্রাণ তাহার পক্ষে
১০ লুটদ্রব্যের ন্যায় হইবে। কেননা সদাপ্রভু কহেন,
আমি অমঙ্গলের নিমিত্ত এই নগরের বিপরীতে
আপন মুখ রাখিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্তে নয়;
ইহা বাবিল-রাজের হস্তগত হইবে, এবং সে ইহা
অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।
১১ আর তুমি যিহূদার রাজকুলকে [বল], তোমরা
১২ সদাপ্রভুর বাক্য শুন; হে দায়ূদের কুল, সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তোমরা প্রভাতে বিচার নিষ্পত্তি
কর, এবং লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে উপদ্রবীর হস্ত হইতে
উদ্ধার কর, নতুবা তোমাদের আচরণের দুষ্টতা
প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নির ন্যায় বহির্গত

Digitized by Google

হইবে, এবং এমন দাহ করিবে যে, কেহ তাহা
১৩ নির্ব্বাণ করিবে না। হে তলভূমি-নিবাসিনি,
সমস্থলীর শৈলবাসিনি, সদাপ্রভু কহেন, দেখ,
আমি তোমার প্রতিকূল; তোমরা কহিতেছ,
আমাদের বিপরীতে কে নামিয়া আসিবে?
১৪ আমাদের নিবাসে কে প্রবেশ করিবে? সদাপ্রভু
কহেন, আমি তোমাদের কর্ম্মের ফলানুসারে
তোমাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব; আমি তাহার
বনে অগ্নি জ্বালাইব, উহা তাহার চতুর্দ্দিকে
সকলই গ্রাস করিবে।

ভিন্ন ভিন্ন যিহূদীয় রাজার প্রতি অনুযোগ।

২২ সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তুমি যিহূ-
দার রাজবাটীতে গিয়া সেই স্থানে এই কথা
২ বল। তুমি বল, হে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট
যিহূদা-রাজ, তুমি, তোমার দাসগণ ও এই সকল
দ্বারে যাতায়াতকারী তোমার প্রজাগণ সদাপ্রভুর
৩ বাক্য শুন। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা
ন্যায়বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান কর, এবং
লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে উপদ্রবীর হস্ত হইতে উদ্ধার কর;
বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অন্যায় অত্যা-
চার করিও না, এবং এই স্থানে নিরপরাধের রক্ত-
৪ পাত করিও না। কেননা তোমরা যদি এই কথা
যত্নপূর্ব্বক পালন কর, তবে দায়ূদের সিংহাসনে
উপবিষ্ট রাজগণ আপন দাসগণের ও প্রজাগণের
সহিত রথারূঢ় ও অশ্বারূঢ় হইয়া এই বাটীর দ্বার
৫ দিয়া প্রবেশ করিবে। কিন্তু, তোমরা যদি এই
সকল বাক্য না শুন, তবে, সদাপ্রভু কহেন, আমি
আপন নামে শপথ করিতেছি যে, এই বাটী
৬ উৎসন্ন স্থান হইবে। কেননা সদাপ্রভু যিহূদার
রাজবাটীর বিষয়ে এই কথা কহেন, তুমি আমার
কাছে গিলিয়দ ও লিবানোনের শৃঙ্গস্বরূপ; কিন্তু
অবশ্য আমি তোমাকে প্রান্তরস্বরূপ ও নিবাসি-
৭ বিহীন নগরসমূহের সমান করিব। আর তোমার
বিপরীতে বিনাশক পুরুষগণকে প্রত্যেকের অস্ত্র-
সহ প্রস্তুত করিব; তাহারা তোমার মনোনীত
এরসবৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ
৮ করিবে। আর অনেক জাতীয় লোক এই নগরের
নিকট দিয়া যাইতে যাইতে আপন আপন
সঙ্গীকে বলিবে, সদাপ্রভু কি জন্য এই মহা-
৯ নগরের প্রতি এমন ব্যবহার করিয়াছেন? তখন
তাহারা উত্তর করিবে, কারণ এই, লোকেরা
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম ত্যাগ করিয়া
ইতর দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিত, ও
তাহাদের পূজা করিত।

১০ তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করিও না,
তাহার জন্য বিলাপ করিও না; যে ব্যক্তি
প্রস্থান করিতেছে, বরং তাহারই জন্য অতিশয়
রোদন কর; কেননা সে আর ফিরিয়া আসিবে
১১ না, বা আপন জন্মদেশ আর দেখিবে না। বস্তুতঃ
যিহূদা-রাজ যোশিয়ের পুত্র যে শল্লুম আপন
পিতা যোশিয়ের পদে রাজত্ব করিয়াছিল ও
এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার বিষয়ে
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এই স্থানে আর
১২ ফিরিয়া আসিবে না; কিন্তু নির্ব্বাসার্থে যে স্থানে
নীত হইয়াছে, সেই স্থানে মরিবে, এ দেশ আর
দেখিবে না।

১৩ যে ব্যক্তি অধর্ম্ম দ্বারা আপন বাটী ও অন্যায়
দ্বারা আপন উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করে, বিনা
বেতনে আপন প্রতিবাসীকে দিয়া সেবা করায়,
১৪ ও তাহার শ্রমের ফল তাহাকে দেয় না, আর
বলে, “আমি আপনার নিমিত্তে এক বৃহৎ বাটী
ও প্রশস্ত উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করিব,” আর আপ-
নার নিমিত্তে গবাক্ষ-দ্বার কাটে, এবং এরসকাষ্ঠ
দিয়া ঘর মুড়ে, ও সিন্দূরবর্ণ রঙ্গ লেপন করে, সে
১৫ সন্তাপের পাত্র। এরসকাষ্ঠের বিষয়ে জিগীষু
হওয়াতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার
পিতা কি ভোজন পান করিত না, বিচার ও
ধর্ম্মাচরণ কি করিত না? তাই তাহার মঙ্গল
১৬ হইল। সে দুঃখী দীনহীনের বিচার করিত, তাই
মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমাবিষয়ক
১৭ জ্ঞান কি তাহাই নয়? কিন্তু তোমার চক্ষু ও
অন্তঃকরণ আপনার লাভ, নির্দ্দোষের রক্তপাত
এবং উপদ্রবের ও দৌরাত্ম্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে
১৮ আর কিছুই লক্ষ্য করে না। অতএব যোশিয়ের
পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের বিষয়ে সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তাহার বিষয়ে লোকেরা
‘হায় আমার ভ্রাতা,’ কিম্বা ‘হায় ভগিনী’ বলিয়া
বিলাপ করিবে না, এবং ‘হায় প্রভু,’ কিম্বা ‘হায়
তাঁহার গৌরব’ বলিয়াও বিলাপ করিবে না।
১৯ গর্দ্দভের কবরের ন্যায় তাহার কবর হইবে;
লোকে তাহাকে টানিয়া যিরূশালেমের দ্বারের
বাহিরে নিক্ষেপ করিবে।

২০ তুমি লিবানোনে উঠ, ক্রন্দন কর; বাশনে
উচ্চৈঃস্বর কর; এবং অবারীম হইতে ক্রন্দন কর;
কেননা তোমার প্রেমিকেরা সকলে বিনষ্ট হইল।
২১ তোমার শান্তির সময়ে আমি তোমার কাছে
কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বলিয়াছিলে,
আমি শুনিব না; তোমার বাল্যাবধি এই রীতি
দাঁড়াইয়াছে, তুমি আমার বাক্যে অবধান কর
২২ নাই। বায়ু তোমার সমস্ত পালককে ভক্ষণ
করিবে; তোমার প্রেমিকেরা বন্দিত্বস্থানে গমন
করিবে; বস্তুতঃ তখন তুমি আপনার সমস্ত দুষ্কর্ম্ম

Digitized by Google

২৩ প্রযুক্ত লজ্জিতা ও বিষণ্ণা হইবে। হে লিবানোন-
নিবাসিনি, এরসবৃক্ষের বনে বাসা করিয়াছ যে
তুমি, তুমি যখন প্রসবযন্ত্রণার ন্যায় যন্ত্রণা
২৪ পাইবে, তখন কেমন কাতরোক্তি করিবে! সদা-
প্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, যিহূদা-রাজ
যিহোয়াকীমের পুত্র কনিয় আমার দক্ষিণ হস্ত-
স্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে
২৫ তথা হইতে ফেলিয়া দিব। আর যাহারা তোমার
প্রাণের অন্বেষণ করে, ও যাহাদের হইতে তুমি
উদ্বিগ্ন হইতেছ, তাহাদের হস্তে, অর্থাৎ বাবিল-
রাজ নবূখদ্রিৎসরের হস্তে ও কল্দীয়দের হস্তে
২৬ তোমাকে সমর্পণ করিব। আর তোমাকে ও তোমার
প্রসবিনী মাতাকে তুলিয়া তোমাদের জন্মভূমি
ভিন্ন অন্য দেশে নিক্ষেপ করিব; সেই স্থানে
২৭ তোমরা প্রাণত্যাগ করিবে। আপন দেশে ফিরিয়া
আসিতে মনোবাঞ্ছা করিলেও তাহারা ফিরিয়া
২৮ আসিতে পারিবে না। এই কনিয় কি তুচ্ছ ভঙ্গুর
পাত্র? এ কি অপ্রীতিজনক পাত্র? এ ব্যক্তি এবং
ইহার বংশ কেন উত্তোলিত হইয়া আপনাদের
২৯ অজ্ঞাত দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? হে দেশ, দেশ,
৩০ দেশ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, এই ব্যক্তির বিষয়ে লিখ, এ নিঃসন্তান, এ
পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য্য হইবে না; কারণ
ইহার বংশের কোন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইবে না,
দায়ূদের সিংহাসনে উপবেশন ও যিহূদার উপরে
কর্তৃত্ব করিবে না।

২৩ সদাপ্রভু কহেন, যে পালকগণ আমার
পালের মেষদিগকে নষ্ট ও ছিন্নভিন্ন করে,
২ তাহারা সন্তাপের পাত্র। এই জন্য ইস্রায়েলের
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজাগণের পালনকারী
পালকদের বিরুদ্ধে এই কথা কহেন, তোমরা
আমার মেষদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ, তাহা-
দিগকে তাড়াইয়া দিয়াছ, তাহাদের তত্ত্বাবধান
কর নাই; দেখ, আমি তোমাদের আচরণের
দুষ্টতার প্রতিফল তোমাদিগকে দিব, ইহা সদা-
৩ প্রভু কহেন। আর আমি যে সকল দূরদেশে
আপন পাল লইয়া গিয়াছি, তথা হইতে তাহার
অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিব, পুনর্ব্বার তাহাদিগকে
খোঁয়াড়ে আনিব, এবং তাহারা প্রজাবন্ত ও বহু-
৪ বংশ হইবে। আর আমি তাহাদের উপরে
পালকগণকে নিযুক্ত করিব, তাহারা তাহাদিগকে
চরাইবে; তখন তাহারা আর ভীত কি নিরাশ
হইবে না, এবং কেহ নিরুদ্দেশ হইবে না, ইহা
সদাপ্রভু কহেন।
৫ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে,
যে সময়ে আমি দায়ূদের বংশে এক ধার্ম্মিক
পল্লব উৎপন্ন করিব; তিনি রাজা হইয়া রাজত্ব
করিবেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবেন, এবং দেশে ন্যায়-
৬ বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার
সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও ইস্রায়েল
নির্ভয়ে বাস করিবে, এবং "সদাপ্রভু আমাদের
৭ ধর্ম্ম" এই নামে তিনি বিখ্যাত হইবেন। এই
জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসি-
তেছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলিবে না, সেই
জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, যিনি ইস্রায়েল-সন্তান-
গণকে মিসরদেশ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন,
৮ কিন্তু [তাহারা বলিবে], সেই জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, যিনি ইস্রায়েলের কুলজাত বংশকে উত্তর
দেশ হইতে, এবং অন্যান্য যে সকল দেশে আমি
তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলাম, সেই সকল
দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছেন, উঠাইয়া
আনিয়াছেন; আর তাহারা আপন দেশে বাস
করিবে।

ভাক্ত ভাববাদীদের প্রতি অনুযোগ।

৯ ভাববাদিগণের বিষয়। আমার অন্তরস্থ হৃদয়
ভগ্ন হইতেছে, আমার সমস্ত অস্থি বিচল হই-
তেছে; সদাপ্রভুর কাছে ও তাঁহার পবিত্র বাক্যের
কাছে আমি মত্ত লোকের ন্যায়, দ্রাক্ষারসে পরা-
১০ জিত ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছি। কেননা দেশ ব্যভি-
চারিগণে পরিপূর্ণ; হাঁ, অভিশাপের কারণ দেশ
শোক করিতেছে; প্রান্তরস্থ চরাণিস্থান সকল
শুষ্ক হইয়াছে, এবং লোকদের দৌড়াদৌড়ি
হিংসাযুক্ত হইয়াছে, ও তাহাদের পরাক্রম ন্যায়-
১১ সঙ্গত নয়। কেননা ভাববাদী ও যাজক উভয়ে
পামর হইয়াছে; সদাপ্রভু কহেন, আমার গৃহেও
১২ আমি তাহাদের দুষ্ক্রিয়া দেখিয়াছি। এ কারণ
তাহাদের পক্ষে তাহাদের পথ অন্ধকারাবৃত
পিচ্ছিল স্থান হইবে; তাহারা তাড়িত হইয়া
তাহার মধ্যে পতিত হইবে; কেননা তাহাদিগকে
প্রতিফল দিবার বৎসরে আমি তাহাদের প্রতি
অমঙ্গল উপস্থিত করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৩ আমি শমরিয়ার ভাববাদিগণের মধ্যে অসঙ্গত
ব্যাপার দেখিয়াছি; তাহারা বালের নামে
ভাবোক্তি প্রচার করিত ও আমার প্রজা ইস্রা-
১৪ য়েলকে ভ্রান্ত করিত। আর যিরূশালেমের ভাব-
বাদিগণের মধ্যে রোমাঞ্চজনক ব্যাপার দেখি-
য়াছি; তাহারা পরদারগমন ও কাপট্যাচার করে,
এবং কদাচারীদের হস্ত এমন বলবান করে যে,
কেহ আপন কুপথ হইতে ফিরে না; তাহারা
সকলে আমার কাছে সদোমের তুল্য, এবং নগর-
নিবাসীরা ঘমোরার সমান হইয়াছে:
১৫ অতএব বাহিনীগণের সদাপ্রভু সেই ভাব-

Digitized by Google

বাদিগণের বিষয়ে এই কথা কহেন, দেখ, আমি
তাহাদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব, বিষ-
বৃক্ষের রস পান করাইব, কেননা যিরূশালেমের
ভাববাদিগণ হইতে উৎপন্ন পামরতা সমস্ত দেশ
১৬ ব্যাপিয়াছে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, ঐ যে ভাববাদিগণ তোমাদের কাছে
ভাবোক্তি প্রচার করে, তাহাদের কথা শুনিও
না; তাহারা তোমাদিগকে ভুলায়; তাহারা আপন
আপন হৃদয়ের দর্শন বলে, সদাপ্রভুর মুখে
১৭ শুনিয়া বলে না। যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে,
তাহাদের কাছে তাহারা অবিরত বলে, সদাপ্রভু
কহেন, তোমাদের শান্তি হইবে; এবং যাহারা
আপন আপন হৃদয়ের কাঠিন্য অনুসারে চলে,
তাহাদের প্রত্যেক জনকে বলে, অমঙ্গল তোমা-
১৮ দের কাছে আসিবে না। কিন্তু কে সদাপ্রভুর
সভাতে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষে তাঁহার বাক্য শুনি-
য়াছে? কে তাঁহার বাক্যে কর্ণ দিয়া তাহা শুনিতে
১৯ পাইয়াছে? দেখ, সদাপ্রভুর ঝটিকা, তাঁহার
প্রচণ্ড ক্রোধ, হাঁ, ঘূর্ণায়মান ঝটিকা নির্গত হই-
য়েছে; সেই ঝটিকা দুষ্টদের মস্তকে লাগিবে।
২০ যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আপন মনের অভিপ্রায়
সফল ও সিদ্ধ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোধ
ফিরিবে না; তোমরা উত্তরকালে তাহা সম্পূর্ণ-
২১ রূপে বুঝিতে পারিবে। আমি সেই ভাববাদি-
গণকে প্রেরণ করি নাই, তাহারা আপনারা
দৌড়িয়াছে; আমি তাহাদিগকে বলি নাই,
তাহারা আপনারা ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছে।
২২ কিন্তু তাহারা যদি আমার সভায় দণ্ডায়মান
হইত, তবে আমার প্রজাদিগকে আমার বাক্য
শুনাইত, এবং তাহাদের কুপথ হইতে ও ক্রিয়ার
দুষ্টতা হইতে তাহাদিগকে ফিরাইত।
২৩ সদাপ্রভু কহেন, আমি কি নিকটে ঈশ্বর, দূরে
২৪ কি ঈশ্বর নহি? সদাপ্রভু কহেন, আমি যেখানে
দেখিতে না পাইব, এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ
লুকাইতে পারে? সদাপ্রভু কহেন, আমি কি
২৫ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ভাববাদীরা
যাহা বলিয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি, তাহারা
আমার নামে মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করিয়া
বলে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি।
২৬ যে ভাববাদিগণ মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করে,
যাহারা নিজ অন্তঃকরণের কাপট্যের ভাববাদী,
তাহাদের অন্তঃকরণে ইহা কত কাল থাকিবে?
২৭ তাহাদের পিতৃপুরুষেরা বালের অনুরাগে যেমন
আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহারা
আপন আপন প্রতিবাসীর কাছে আপন আপন
স্বপ্নের বৃত্তান্ত কথন দ্বারা আমার প্রজাদিগকে
আমার নাম বিস্মৃত করাইবে, এই তাহাদের
২৮ সঙ্কল্প। যে ভাববাদী স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে
স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলুক; এবং যে আমার বাক্য
পাইয়াছে, সে সত্যরূপে আমার বাক্যই বলুক।
সদাপ্রভু কহেন, শস্যের কাছে পোয়াল কি?
২৯ সদাপ্রভু কহেন, আমার বাক্য কি অগ্নিস্বরূপ নয়?
পাষাণ খণ্ডবিখণ্ডকারী হাতুড়ির তুল্য কি নয়?
৩০ অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে সকল ভাব-
বাদী আপন আপন প্রতিবাসী হইতে আমার
৩১ বাক্য হরণ করে, আমি তাহাদের বিপক্ষ। সদা-
প্রভু বলেন, দেখ, যে সকল ভাববাদী আপন
আপন জিহ্বা ব্যবহার করিয়া বলে, "তিনিই
৩২ বলেন," আমি তাহাদের বিপক্ষ। সদাপ্রভু
বলেন, দেখ, আমি তাহাদের বিপক্ষ, যাহারা
মিথ্যা স্বপ্নের ভাবোক্তি প্রচার করে ও তাহার
বৃত্তান্ত বলে, আপনাদের মিথ্যাকথা ও দাম্ভি-
কতা দ্বারা আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে: কিন্তু
আমি তাহাদিগকে পাঠাই নাই, কোন আজ্ঞা
দিই নাই; পরন্তু তাহারা এই লোকদের কিছু-
মাত্র উপকারী হইতে পারে না, ইহা সদাপ্রভু
বলেন।
৩৩ আর যে সময়ে এই লোকেরা কিম্বা কোন
ভাববাদী বা যাজক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,
সদাপ্রভুর ভারবাণী কি? তখন তুমি তাহাদিগকে
বলিবে, ভারবাণী কি! সদাপ্রভু বলেন, আমি
৩৪ তোমাদিগকে দূর করিয়া দিব। আর 'সদাপ্রভুর
ভারবাণী,' এই কথা যে ভাববাদী, যাজক বা
সামান্য লোক বলিবে, তাহাকে ও তাহার কুলকে
৩৫ আমি প্রতিফল দিব। তোমরা প্রত্যেক জন আপন
আপন প্রতিবাসীকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে
এই কথা বলিও, সদাপ্রভু কি উত্তর দিয়াছেন!
৩৬ বা, সদাপ্রভু কি বলিয়াছেন? কিন্তু 'সদাপ্রভুর
ভারবাণী,' এই কথার উচ্চারণ আর করিও না;
কারণ প্রত্যেক জনের নিজ বাক্যই তাহার পক্ষে
ভারবাণী হইবে; কেননা তোমরা জীবৎ ঈশ্বরের,
আমাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, বাক্য
৩৭ বিপরীত করিয়াছ। তোমরা ভাববাদীকে বলিও,
সদাপ্রভু তোমাকে কি উত্তর দিয়াছেন? বা,
৩৮ সদাপ্রভু কি বলিয়াছেন? কিন্তু 'সদাপ্রভুর ভার-
বাণী,' এই কথা যদি বল, তবে তৎপ্রযুক্ত সদা-
প্রভু বলেন, আমি তোমাদের কাছে লোক
প্রেরণ করিয়া, 'সদাপ্রভুর ভারবাণী' এই কথা
বলিতে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তোমরা বলি-
৩৯ তেছ, 'সদাপ্রভুর ভারবাণী'। অতএব দেখ, আমি
তোমাদিগকে একেবারে বিস্মৃত হইব, এবং
তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে নগর দিয়াছি,
তাহা শুদ্ধ তোমাদিগকে আপনার নিকট হইতে
৪০ দূর করিয়া দিব। আর যাহা লোকে বিস্মৃত হইবে
না, এমন নিত্যস্থায়ী দুর্নাম ও নিত্যস্থায়ী বিষাদ
দ্বারা তোমাদিগকে ভারগ্রস্ত করিব।

Digitized by Google

যিহূদা ও বাবিলস্থ যিহূদীদের ভাবী দশা।

২৪ বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসর যিহোয়াকী-
মের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীনকে, যিহূ-
দার অধ্যক্ষগণকে, শিল্পকর ও কর্ম্মকারদিগকে
যিরূশালেম হইতে বাবিলে বন্দি করিয়া লইয়া
গেলে পর সদাপ্রভু আমাকে [দর্শন] দেখাই-
লেন ; আর দেখ, সদাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে
২ দুই ডালা ডুমুরফল স্থাপিত। তাহার মধ্যে এক
ডালায় আশুপক্ক ডুমুরফলের ন্যায় অতি উত্তম
ফল ছিল, আর এক ডালায় যাহা কুরস বলিয়া
৩ খাওয়া যায় না, এমন মন্দ ফল ছিল। তখন
সদাপ্রভু আমাকে বলিলেন, যিরমিয়, তুমি কি
দেখিতেছ ? আমি কহিলাম, ডুমুরফল ; তাহার
মধ্যে উত্তম ফল অতি উত্তম, এবং মন্দ ফল এমন
মন্দ যে কুরস বলিয়া তাহা খাওয়া যায় না।
৪ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপ-
৫ স্থিত হইল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমি যে নির্ব্বাসিত যিহূদীদিগকে এই
স্থান হইতে কল্‌দীয়দের দেশে পাঠাইয়াছি,
তাহাদিগকে এই উত্তম ডুমুরফলের সদৃশ করিয়া
৬ মঙ্গলার্থে লক্ষ্য করিব। কারণ আমি তাহাদের
প্রতি মঙ্গলার্থে দৃষ্টি রাখিব, ও পুনর্ব্বার তাহা-
দিগকে এই দেশে আনিব ; তাহাদিগকে গাঁথিব,
আর উৎপাটন করিব না ; রোপণ করিব, আর
৭ উন্মূলন করিব না। আর আমিই যে সদাপ্রভু,
তাহা জানিবার মন তাহাদিগকে দিব ; আর
তাহারা আমার প্রজা হইবে ও আমি তাহাদের
ঈশ্বর হইব ; কেননা তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার
৮ প্রতি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যিহূদার রাজা
সিদিকিয়কে, তাহার অমাত্যগণকে ও যিরূশালে-
মের অবশিষ্টাংশকে, অর্থাৎ দেশে অবশিষ্ট কিম্বা
মিসরদেশে প্রবাসকারী লোকদিগকে আমি ঐ
মন্দ ডুমুরফলের সমান করিব, যাহা কুরস বলিয়া
৯ খাওয়া যায় না ; ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি
অমঙ্গলার্থে তাহাদিগকে পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্যে
সঞ্চালন করাইব ; এবং যে সকল স্থানে তাড়না
করিব, সেই সকল স্থানে তাহাদিগকে টিট্‌কারি,
১০ প্রবাদ, বিদ্রূপ ও অভিশাপের পাত্র করিব। আর
আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে
যে দেশ দিয়াছি, তথা হইতে তাহারা যে পর্য্যন্ত
নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের
বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব।

যিহূদীদের বন্দিত্ব ও জাতিগণের দণ্ড।

২৫ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকী-
মের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে, বাবিল-রাজ
নবূখদ্রিৎসরের অধিকারের প্রথম বৎসরে,
যিহূদার সমস্ত লোকের বিষয়ে [সদাপ্রভুর]
২ বাক্য যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল ; যির-
মিয় ভাববাদী যিহূদার সমস্ত লোকের ও যিরূ-
শালেম-নিবাসী সকলের নিকটে তাহা প্রচার
৩ করিয়া কহিলেন, আমোনের পুত্র যিহূদা-রাজ
যোশিয়ের অধিকারের ত্রয়োদশ বৎসরাবধি অদ্য
পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এই ত্রয়োবিংশতি বৎসরাবধি
সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হই-
য়াছে, এবং আমি প্রত্যূষে উঠিয়া তোমাদিগকে
তাহা বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা অবধান কর নাই।
৪ আর সদাপ্রভু প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সমস্ত
দাসকে অর্থাৎ ভাববাদিগণকে তোমাদের নিকটে
প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা শুন নাই, শুনি-
৫ বার জন্য কর্ণপাতও কর নাই। তাঁহারা বলিয়া-
ছেন, বিনয় করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন
আপন কুপথ হইতে ও আপন আপন আচরণের
দুষ্টতা হইতে ফির, তাহাতে সদাপ্রভু তোমা-
দিগকে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ
দিয়াছেন, তোমরা তথায় যুগে যুগে চিরকাল
৬ বাস করিতে পাইবে। আর ইতর দেবগণের সেবা
ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিবার জন্য
তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইও না, আপনাদের হস্ত-
কৃত বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিও না ;
তাহাতে আমি তোমাদের অমঙ্গল করিব না।
৭ কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার কথায়
অবধান কর নাই, এইরূপে আপনাদের হস্তকৃত
বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়া আপনাদের
৮ অমঙ্গল ঘটাইতেছ। অতএব বাহিনীগণের সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আমার বাক্যে
৯ অবধান কর নাই, এই জন্য দেখ, আমি লোক
পাঠাইয়া উত্তরদিক্‌স্থ যাবতীয় গোষ্ঠীকে, বিশে-
ষতঃ আমার দাস বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসরকে
আনাইয়া এই দেশের বিরুদ্ধে, এতন্নিবাসীদিগের
বিরুদ্ধে ও ইহার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত জাতি সকলের
বিরুদ্ধে উপস্থিত করিব ; এবং ইহাদিগকে
নিঃশেষে বিনষ্ট করিব, এবং বিস্ময়ের ও শীস
শব্দের বিষয় ও অনন্তকালার্থে উৎসন্ন স্থান
১০ করিব। আর ইহাদের মধ্য হইতে আমোদের
ধ্বনি, আনন্দের ধ্বনি, বরের রব, কন্যার রব,
যাঁতার শব্দ ও প্রদীপের আলো সংহার করিব।
১১ তাহাতে এই সমগ্র দেশ উৎসন্ন-স্থান ও বিস্ময়ের
বিষয় হইবে ; এবং এই জাতি সকল সত্তর বৎ-
সর বাবিল-রাজের দাসত্ব করিবে।
১২ সদাপ্রভু আরও কহেন, সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ
হইলে আমি বাবিল-রাজকে ও সেই জাতিকে
তাহাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল দিব,
কল্‌দীয়দের দেশকে [দিব], এবং তাহা চির-
১৩ তরে ধ্বংসস্থান করিব। আর সেই দেশের বিরুদ্ধে

Digitized by Google

আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, এই পুস্তকে যাহা
যাহা লিখিত আছে, যিরমিয় যাবতীয় জাতির
বিরুদ্ধে যে ভাবোক্তি বলিয়াছে, আমার সেই
সমস্ত বাক্য আমি ঐ দেশের প্রতি সফল করিব।
১৪ বস্তুতঃ অনেক জাতি ও মহান রাজারা তাহা-
দিগকে দাসত্ব করাইবে, এবং আমি তাহাদের
ক্রিয়ানুরূপ ও হস্তের কার্য্যানুরূপ প্রতিফল তাহা-
দিগকে দিব।
১৫ বাস্তবিক ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে
এই কথা কহিলেন, তুমি এই ক্রোধরূপ দ্রাক্ষা-
রসের পাত্র আমার হস্ত হইতে গ্রহণ কর, এবং
যে সমস্ত জাতির নিকটে আমি তোমাকে পাঠাই,
১৬ তুমি তাহাদিগকে তাহা পান করাও। তাহারা
পান করিবে, টলটলায়মান হইবে, এবং তাহা-
দের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাইব, তৎপ্রযুক্ত
১৭ উন্মত্ত হইবে। তখন আমি সদাপ্রভুর হস্ত হইতে
সেই পানপাত্র গ্রহণ করিলাম, এবং সদাপ্রভু
যে সমস্ত জাতির কাছে আমাকে পাঠাইলেন,
১৮ তাহাদিগকে পান করাইলাম; ফলতঃ উৎসন্ন-
স্থান এবং বিস্ময়ের, শীস শব্দের ও অভিশাপের
বিষয় হইবার জন্য যিরূশালেমকে ও যিহূদার
সকল নগরকে এবং তাহার রাজগণ ও অমাত্য-
গণকে [পান করাইলাম], অদ্য সেইরূপ হই-
১৯ তেছে। মিসরের রাজা ফরৌণ, তাহার দাসগণ,
২০ অমাত্যগণ ও সমস্ত প্রজা; এবং মিশ্রিত জাতি-
সমূহ, ঊষ দেশের সমস্ত রাজা, ও পলেষ্টীয়দের
দেশের সমস্ত রাজা, এবং অস্কিলোন, ঘসা,
২১ ইক্রোণ ও অস্‌দোদের অবশিষ্টাংশ; ইদোম,
২২ মোয়াব ও অম্মোন-সন্তানগণ, এবং সোরের সমস্ত
রাজা, সীদোনের সমস্ত রাজা, ও সমুদ্রপারস্থ
২৩ দ্বীপের সমস্ত রাজা; দদান, টেমা, বূষ, ও ছিন্ন-
২৪ গুম্ফ সমস্ত লোক; এবং আরবের সমস্ত রাজা, ও
প্রান্তরবাসী মিশ্রিত জাতিগণের সমস্ত রাজা,
২৫ এবং সিম্রীর সমস্ত রাজা, এলমের সমস্ত রাজা, ও
২৬ মাদীয়দের সমস্ত রাজা, এবং উত্তরদিকের নিক-
টস্থ ও দূরস্থ যাবতীয় রাজা, নির্ব্বিশেষে এই
সকলকে, হাঁ, ভূমণ্ডলে যত রাজ্য আছে, পৃথি-
বীস্থ সেই সকল রাজ্যকে [পান করাইলাম];
অন্য সকলের পরে শেশকের রাজা পান করিবে।
২৭ আর তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের
ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তোমরা পান করিয়া মত্ত হইয়া বমন কর, এবং
তোমাদের মধ্যে আমার প্রেরিত খড়্গ প্রযুক্ত
২৮ পতিত হও, আর উঠিও না। আর যদি তাহারা
তোমার হস্ত হইতে পানার্থে পাত্রটী গ্রহণ করিতে
অসম্মত হয়, তবে তাহাদিগকে বলিও, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু কহেন, তোমাদিগকে অবশ্য পান
২৯ করিতে হইবে। কেননা দেখ, আমি প্রথমতঃ
আমার নামে আখ্যাত নগরের অমঙ্গল করি;
অতএব তোমরা কি নিতান্ত অদণ্ডিত থাকিবে?
তোমরা অদণ্ডিত থাকিবে না; কারণ আমি
পৃথিবী-নিবাসিমাত্রের বিরুদ্ধে খড়্গ আহ্বান
করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
৩০ অতএব তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ভাববাদীরূপে এই
সমস্ত কথা প্রচার কর, তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু
ঊর্দ্ধলোক হইতে হুঙ্কার করিবেন, আপন পবিত্র
বাসস্থান হইতে আপন রব শুনাইবেন; তিনি
আপন বাথানের বিরুদ্ধে ভারী হুঙ্কার করিবেন;
তিনি পৃথিবী-নিবাসিমাত্রের বিপরীতে দ্রাক্ষা-
৩১ মর্দ্দকের ন্যায় সিংহনাদ করিবেন। পৃথিবীর
সীমা পর্য্যন্ত নির্ঘোষ ব্যাপিবে, কেননা জাতি-
গণের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে; তিনি
মর্ত্ত্যমাত্রের বিচার করিবেন; যাহারা দুষ্ট,
তাহাদিগকে তিনি খড়্গে সমর্পণ করিবেন, ইহা
সদাপ্রভু কহেন।
৩২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
এক জাতির পরে অন্য জাতির প্রতি অমঙ্গল
উপস্থিত হইবে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত হইতে
৩৩ প্রচণ্ড ঘূর্ণবায়ু উঠিবে। তৎকালে সদাপ্রভুর
নিহত লোক সকল পৃথিবীর আদ্যন্ত পর্য্যন্ত দেখা
যাইবে, কেহ তাহাদের নিমিত্তে বিলাপ করিবে
না, এবং তাহাদিগকে সংগ্রহ করা কি কবর
দেওয়া যাইবে না, তাহারা ভূমির উপরে সারের
৩৪ ন্যায় পতিত থাকিবে। মেষপালকগণ, তোমরা
হাহাকার ও ক্রন্দন কর; মেষাগ্রগামিগণ, তোমরা
ধূলিতে লুণ্ঠিত হও, কেননা তোমাদের হত্যার
সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আমি তোমাদিগকে
ছিন্নভিন্ন করিব, তোমরা মনোহর পাত্রের ন্যায়
৩৫ পতিত হইবে। মেষপালকদের রক্ষাস্থান কিম্বা
৩৬ মেষাগ্রগামীদের উত্তরণস্থান থাকিবে না। মেষ-
পালকদের ক্রন্দনের শব্দ ও মেষাগ্রগামীদের হাহা-
কার শুনা যাইতেছে, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের
৩৭ চরাণিস্থান উচ্ছিন্ন করিতেছেন। আর সদাপ্রভুর
জ্বলন্ত ক্রোধ দ্বারা শান্তিযুক্ত বাথান সকল বিনষ্ট
৩৮ হইতেছে। যুব সিংহ যেন আপন। গহ্বর
ছাড়িয়া আসিয়াছে; বস্তুতঃ উৎপীড়ক [খড়্গের]
রোষ ও উঁহার জ্বলন্ত ক্রোধ প্রযুক্ত তাহাদের
দেশ বিস্ময়ের স্থান হইল।

মন্দিরের ভাবী বিনাশ। যিরমিয়ের সঙ্কট।

২৬ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়া-
কীমের রাজত্বের আরম্ভে এই বাক্য সদাপ্রভু
২ হইতে উপস্থিত হইল, যথা, সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তুমি সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান
হও, এবং সদাপ্রভুর গৃহে প্রণিপাত করণার্থে

Digitized by Google

আগত যিহূদার সমস্ত নগরবাসীদিগকে যে সকল
কথা বলিতে আমি তোমাকে আজ্ঞা করি, সে
সমস্ত তাহাদিগকে বল, এক কথাও চাপিয়া
৩ রাখিও না। হয় ত, তাহারা অবধান করিয়া
প্রত্যেকে আপন আপন কুপথ হইতে ফিরিবে ;
তাহা হইলে তাহাদের আচরণের দুষ্টতা প্রযুক্ত
আমি তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে মনস্থ
৪ করিয়াছি, তাহা হইতে ক্ষান্ত হইব। তুমি
তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তোমরা যদি তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার
৫ ব্যবস্থাপথে চলিতে সম্মত না হও, আমি তোমা-
দের কাছে যাহাদিগকে পাঠাইয়া আসিতেছি,
কিন্তু প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠাইলেও যাহাদের
কথায় তোমরা অবধান কর নাই, আমার দাস
সেই ভাববাদীদের বাক্য সকলে অবধান করিতে
৬ যদি সম্মত না হও, তবে আমি এই গৃহ শীলোর
সমান করিব, এবং এই নগর পৃথিবীস্থ যাবতীয়
জাতির অভিশাপাস্পদ করিব।

৭ যখন যিরমিয় সদাপ্রভুর গৃহে এই সকল কথা
কহিলেন, তখন যাজকগণ, ভাববাদিগণ ও সমস্ত
৮ প্রজা লোক তাহা শুনিল। আর যিরমিয় সমস্ত
লোকের কাছে সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত সকল কথা
বলিয়া সাঙ্গ করিলে পর যাজকগণ, ভাববাদিগণ
ও সমস্ত প্রজা লোক তাঁহাকে ধরিয়া কহিল,
৯ তোমাকে অবশ্য মরিতে হইবে ; তুমি কেন সদা-
প্রভুর নাম করিয়া এই ভাবোক্তি প্রচার করি-
য়াছ যে, এই গৃহ শীলোর সমান হইবে, এবং
এই নগর উৎসন্ন ও নিবাসিবিহীন হইবে? আর
সমস্ত লোক সদাপ্রভুর গৃহে যিরমিয়ের কাছে
একত্র হইল।

১০ তখন যিহূদার অধ্যক্ষগণ এ কথা শুনিয়া রাজ-
বাটী হইতে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া আসিলেন,
এবং সদাপ্রভুর গৃহের নূতন দ্বারের প্রবেশস্থানে
১১ বসিলেন। পরে যাজকগণ ও ভাববাদিগণ
অধ্যক্ষদিগকে ও সমস্ত প্রজা লোককে কহিল, এই
ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য, কেননা এ এই নগরের
বিপরীতে ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছে, তোমরা
১২ স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছ। তখন যিরমিয় সমস্ত
অধ্যক্ষকে ও সমস্ত প্রজা লোককে কহিলেন,
তোমরা যে সকল কথা শুনিলে, এই গৃহের ও
নগরের বিপরীতে সেই সমস্ত ভাবোক্তি প্রচার
করিতে সদাপ্রভুই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
১৩ অতএব এখন তোমরা আপন আপন পথ ও
ক্রিয়া শুদ্ধ কর, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
বাক্যে অবধান কর ; তাহা হইলে সদাপ্রভু
তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়া-
১৪ ছেন, তাহা করিতে ক্ষান্ত হইবেন। আর দেখ,
আমি তোমাদের হস্তগত ; তোমাদের দৃষ্টিতে
যাহা ভাল ও যথার্থ, তাহাই আমার প্রতি কর।
১৫ কেবল নিশ্চয় জানিও, যদি তোমরা আমাকে বধ
কর, তবে আপনাদের উপরে, এই নগরের উপরে
ও এতন্নিবাসীদের উপরে নির্দ্দোষ রক্তের অপ-
রাধ বর্ত্তাইবে, কেননা সত্যই ঐ সমস্ত কথা
তোমাদের কর্ণগোচরে বলিবার জন্য সদাপ্রভু
আমাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।
১৬ তখন অধ্যক্ষগণ ও সমস্ত প্রজা লোক যাজক-
দিগকে ও ভাববাদিগণকে কহিল, এ ব্যক্তি
প্রাণদণ্ডের যোগ্য নন, কেননা ইনি আমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে আমাদের কাছে কথা
১৭ বলিয়াছেন। তখন দেশের প্রাচীনবর্গের মধ্যে
কয়েক জন উঠিয়া লোকদের সমস্ত সমাজকে কহি-
১৮ লেন, যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের সময়ে মোরেষ্টীয়
মীখা ভাবোক্তি প্রচার করিতেন ; তিনি যিহূদার
সমস্ত লোককে বলিয়াছিলেন, "বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সিয়োন ক্ষেত্রের ন্যায়
কর্ষিত হইবে, যিরূশালেম প্রস্তরের ঢিবি হইয়া
যাইবে ; এবং যে পর্ব্বতে মন্দির আছে, তাহা
১৯ বনস্থ উচ্চস্থলীর সমান হইবে।" বল দেখি,
যিহূদা-রাজ হিষ্কিয় ও সমস্ত যিহূদা কি তাহাকে
বধ করিয়াছিলেন? হিষ্কিয় কি সদাপ্রভু
হইতে ভীত হইয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি
করিলেন না? তাহা করাতে সদাপ্রভু তাঁহা-
দের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলিয়া-
ছিলেন, তাহা করিতে ক্ষান্ত হইলেন। আমরা ত
আপন আপন প্রাণের প্রতিকূলে ভারী অমঙ্গল
করিতেছি।

২০ অধিকন্তু সদাপ্রভুর নামে ভাবোক্তি-প্রচারক
আর এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কিরিয়ৎ-যিয়ারী-
মস্থ শময়িয়ের পুত্র ঊরিয় ; তিনি যিরমিয়ের
সমস্ত বাক্যের ন্যায় এই নগর ও এই দেশের
২১ প্রতিকূলে ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। আর
যখন যিহোয়াকীম রাজা, তাঁহার সমস্ত যুদ্ধবীর
ও সমস্ত অধ্যক্ষ সেই ব্যক্তির কথা শুনিতে পাই-
লেন, তখন রাজা তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা
করিলেন, কিন্তু ঊরিয় তাহা শুনিতে পাইয়া ভীত
২২ হইয়া মিসরে পলাইয়া গেলেন। তখন যিহো-
য়াকীম রাজা অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথনকে এবং
তাহার সহিত অন্য কয়েক জন লোককে মিসরে
২৩ প্রেরণ করিলেন। তাহারা ঊরিয়কে মিসর হইতে
আনিয়া যিহোয়াকীম রাজার কাছে উপস্থিত
করিল ; রাজা তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়া
সামান্য লোকের কবরস্থানে তাঁহার শব নিক্ষেপ
করাইলেন।

২৪ যাহা হউক, শাফনের পুত্র অহীকামের হস্ত
যিরমিয়ের সপক্ষ থাকায় নিহত হইবার জন্য
লোকদের হস্তে তিনি সমর্পিত হইলেন না।

Digitized by Google

৮ কার শান্তিতে তোমাদের শান্তি হইবে। বস্তুতঃ
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত তোমাদের
ভাববাদিগণ ও মন্ত্রজ্ঞ লোকেরা তোমাদিগকে
না ভুলাউক; এবং আপনাদের স্বপ্ন সকলে, যে
সকল তোমরা দর্শন করাও, সেই স্বপ্ন সকলে
৯ মনোযোগ করিও না। কেননা তাহারা তোমাদের
কাছে মিথ্যা করিয়া আমার নামে ভাবোক্তি
প্রচার করে; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি
নাই, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১০ বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের
সম্বন্ধে সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি
তোমাদের তত্ত্বাবধান করিব, এবং তোমাদের
পক্ষে আমার মঙ্গলবাক্য সিদ্ধ করিব, তোমা-
দিগকে পুনর্ব্বার এই স্থানে ফিরাইয়া আনিব।
১১ কেননা সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে
যে সকল সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, তাহা আমিই
জানি, সে সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের
নয়, তোমাদিগকে চরম ফল ও প্রত্যাশার
১২ সিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প। আর তোমরা আমাকে
আহ্বান করিবে, এবং গিয়া আমার কাছে
প্রার্থনা করিবে, তাহাতে আমি তোমাদের কথায়
১৩ অবধান করিব। আর তোমরা আমার অন্বেষণ
করিয়া আমাকে পাইবে; কারণ তোমরা
১৪ সর্ব্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে। সদাপ্রভু
বলেন, তোমাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে
দিব; এবং আমি তোমাদিগকে বন্দিত্ব হইতে
ফিরাইয়া আনিব, এবং যে সকল জাতির মধ্যে ও
যে সকল স্থানে তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি,
সেই সকল স্থান হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ
করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; এবং যে স্থান
হইতে তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করাইয়াছি,
সেই স্থানে তোমাদিগকে পুনর্ব্বার আনিব।
১৫ তোমরা বলিয়াছ, সদাপ্রভু বাবিলে আমাদের
নিমিত্তে ভাববাদিগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন।
১৬ দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার বিষয়ে ও
এই নগরবাসী সমস্ত লোকের বিষয়ে, তোমাদের
যে ভ্রাতৃগণ তোমাদের সহিত নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান
করে নাই, সেই সকলের বিষয়ে সদাপ্রভু এই
১৭ কথা কহেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, আমি তাহাদের উপরে খড়্গ,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব; এবং ঘৃণা-
জনক যে ডুমুরফল অতি কুরস বলিয়া খাওয়া
১৮ যায় না, তাহার ন্যায় তাহাদিগকে করিব। হাঁ,
আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লইয়া তাহা-
দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইব, এবং পৃথিবীর
সমস্ত রাজ্যে তাহাদিগকে সঞ্চালন করাইব;
এবং যে সকল জাতির মধ্যে তাহাদিগকে তাড়া-
ইয়া দিয়াছি, সেই সমস্ত জাতির নিকটে তাহা-
দিগকে অভিশাপের, বিস্ময়ের, শীস শব্দের ও
১৯ টিট্‌কারির পাত্র করিব। কারণ, সদাপ্রভু কহেন,
আমি প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাদের নিকটে আপন
দাস ভাববাদিগণকে পাঠাইলেও তাহারা আমার
বাক্যে অবধান করে নাই; সদাপ্রভু বলেন,
২০ আমার বাক্যে তোমরা অবধান কর নাই। অত-
এব তোমরা যত নির্ব্বাসিত লোক আমা দ্বারা
যিরূশালেম হইতে বাবিলে প্রেরিত হইয়াছ,
তোমরা সকলে সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান কর।
২১ কোলায়ের পুত্র আহাব ও মাসেয়ের পুত্র
সিদিকিয় মিথ্যা করিয়া আমার নামে তোমাদের
কাছে ভাবোক্তি প্রচার করে, তাহাদের বিষয়ে
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে বাবিল-
রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের হস্তে সমর্পণ করিব; সে
তোমাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে নিহনন করিবে।
২২ আর বাবিলে যিহূদার যত নির্ব্বাসিত লোক
আছে, তাহাদের মধ্যে ঐ দুই ব্যক্তির উপলক্ষে
এই অভিশাপের কথা প্রচলিত হইবে, "বাবিল-
রাজ যে সিদিকিয়কে ও আহাবকে অগ্নিতে
ভাজিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যায় সদাপ্রভু তো-
২৩ মাকে করুন।" কেননা তাহারা ইস্রায়েলের
মধ্যে মূঢ়তার কার্য্য করিয়াছে, আপন আপন
প্রতিবাসীর ভার্য্যার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে,
এবং মিথ্যা করিয়া আমার নামে, আমি যাহা
আজ্ঞা করি নাই, এমন কথা বলিয়াছে: সদা-
প্রভু কহেন, আমিই জানি, আমিই সাক্ষী।
২৪ আর তুমি নিহিলামীয় শময়িয়ের বিষয়ে এই
২৫ কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তুমি যিরূশালেমস্থ যাবতীয়
লোকের কাছে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজক
প্রভৃতি সমস্ত যাজকের কাছে আপনার নামে
২৬ এই পত্র প্রেরণ করিয়াছ, যথা, "যে কোন ব্যক্তি
ক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে ভাববাদী বলিয়া দেখায়,
তাহার দমনার্থে যেন সদাপ্রভুর গৃহে রক্ষকগণ
থাকে, ও তুমি যেন তাহাকে হাড়িকাঠে ও কারা-
কূপে বদ্ধ করিতে পার, তজ্জন্য সদাপ্রভু যিহো-
য়াদা যাজকের পরিবর্ত্তে তোমাকে যাজকপদে
২৭ নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব অনাথোতীয় যে
যিরমিয় তোমাদের কাছে আপনাকে ভাববাদী
বলিয়া দেখায়, তাহাকে তুমি কেন তর্জ্জন কর
২৮ নাই? না করাতেই সে বাবিলে আমাদের
নিকটে একখান পত্র প্রেরণ করিয়াছে, বলিয়াছে,
বিলম্ব হইবে, তোমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস
কর, উপবন রোপণ করিয়া ফল ভোগ কর।"
২৯ আর সফনিয় যাজক যিরমিয় ভাববাদীর কর্ণ-
৩০ গোচরে সেই পত্র পাঠ করিয়াছিল। পরে যির-

Digitized by Google

মিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত
৩১ হইল, তুমি নির্ব্বাসিত সকল লোকের কাছে এই
কথা বলিয়া পাঠাও, সদাপ্রভু নিহিলামীয়
শময়িয়ের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি শম-
য়িয়কে প্রেরণ না করিলেও সে তোমাদের কাছে
ভাবোক্তি প্রচার করিয়া মিথ্যাকথায় তোমাদের
৩২ বিশ্বাস জন্মাইয়াছে। তজ্জন্য সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, আমি নিহিলামীয় শময়িয়কে ও
তাহার বংশকে দণ্ড দিব ; তাহার কোন সন্তান
এই জাতির মধ্যে বাস করিবে না ; আর আমি
আপন প্রজাদের যে মঙ্গল করিব, তাহা সে
দেখিতে পাইবে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন ;
কারণ সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অপসরণের কথা
কহিয়াছে।

নূতন নিয়ম সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা।

৩০ সদাপ্রভু হইতে এই বাক্য যিরমিয়ের
নিকটে উপস্থিত হইল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার কাছে যে
সকল কথা বলিয়াছি, সে সমস্ত একখানি পুস্তকে
২ লিখিয়া রাখ। কেননা সদাপ্রভু কহেন, দেখ,
আমি যে সময়ে আপন প্রজা ইস্রায়েলকে ও যিহূ-
দাকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব, এমন সময়
আসিতেছে ; হাঁ, আমি তাহাদের পিতৃপুরুষ-
দিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে
ফিরাইয়া আনিব, এবং তাহারা তাহা অধিকার
করিবে।
৪ ইস্রায়েল ও যিহূদার বিষয়ে সদাপ্রভুর কথিত
৫ বাক্যের বৃত্তান্ত এই। সদাপ্রভু এই কথা কহেন ;
আমরা ভয়ের, কম্পনের শব্দ শুনিয়াছি, শান্তির
৬ নয়। তোমরা এক বার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ,
পুরুষের কি প্রসববেদনা হয় ? প্রসবকালে যেমন
স্ত্রীলোকের, তেমনি আমি প্রত্যেক পুরুষের কটি-
দেশে হস্ত ও সকলের মুখ বিষাদে ম্লান কেন
৭ দেখিতেছি ? হায় ! এই দিন মহৎ, ইহার তুল্য
দিন আর নাই ; এ যাকোবের সঙ্কটকাল, কিন্তু
৮ ইহা হইতে সে নিস্তার পাইবে। বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সেই দিন
তোমার গ্রীবা হইতে উহার যোঁয়ালি ভগ্ন করিব,
তোমার বন্ধন সকল ছেদন করিব, এবং বিদেশি-
৯ গণ তাহাকে আর দাসত্ব করাইবে না। কিন্তু
তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর, ও আপনা-
দের রাজা দায়ূদের দাসত্ব করিবে, আমি তাহা-
১০ দের জন্য তাঁহাকেই উৎপন্ন করিব। অতএব
সদাপ্রভু কহেন, হে আমার দাস যাকোব, ভয়
করিও না ; হে ইস্রায়েল, নিরাশ হইও না ;
কেননা দেখ, আমি দূর হইতে তোমাকে ও বন্দিত্ব-
দেশ হইতে তোমার বংশকে নিস্তার করিব ;
যাকোব ফিরিয়া আসিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত
১১ থাকিবে, কেহ তাহাকে ভয় দেখাইবে না। কেননা
সদাপ্রভু কহেন, তোমার পরিত্রাণার্থে আমি
তোমার সহবর্ত্তী ; হাঁ, আমি যাহাদের মধ্যে
তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই সমস্ত জাতিকে
নিঃশেষে সংহার করিব ; কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে
সংহার করিব না, পরন্তু বিচারানুরূপ শাস্তি
দিব, কোন মতে অদণ্ডিত রাখিব না।
১২ কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার
ভঙ্গ অপ্রতীকার্য্য, ও তোমার ক্ষত ব্যথাজনক।
১৩ তোমার পক্ষ সমর্থন করিবার কেহই নাই ;
তোমার ব্রণ ভাল করিবার ঔষধ নাই, তোমার
১৪ পটীও নাই। তোমার প্রেমকারিগণ সকলে
তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছে, তাহারা তোমার
অন্বেষণ করে না ; কারণ তোমার অপরাধের
বাহুল্য ও পাপের প্রাবল্য হেতু আমি শত্রুর
ন্যায় তোমাকে আঘাত করিয়াছি ও দারুণ শাস্তি
১৫ দিয়াছি। তোমার ভঙ্গ প্রযুক্ত কেন ক্রন্দন কর ?
তোমার বেদনা অপ্রতীকার্য্য ; তোমার অপরাধের
বাহুল্য ও পাপের প্রাবল্য হেতু আমিই তোমার
১৬ প্রতি এই সকল করিয়াছি। অতএব যাহারা
তোমাকে গ্রাস করে, তাহারা সকলে গ্রাসিত
হইবে ; তোমার বিপক্ষগণ সকলেই বন্দিত্বের
স্থানে যাইবে ; এবং যাহারা তোমার সম্পত্তি
লুট করে, তাহারা লুটিত হইবে ; ও যাহারা
তোমার দ্রব্য হরণ করে, সেই সকলের দ্রব্য
১৭ আমি হরণ করাইব। কারণ আমি তোমার স্বাস্থ্য
ফিরাইয়া আনিব, ও তোমার ক্ষত সকল ভাল
করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, কেননা তাহারা
বলে, এ দূরীকৃতা, এ সেই সিয়োন, যাহার অন্বে-
১৮ ষণ কেহ করে না। সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, আমি যাকোবের তাম্বু সকল বন্দিত্ব হইতে
ফিরাইয়া আনিব, ও তাহার আবাস সকলের
প্রতি করুণা করিব ; তাহাতে নগর আপন উপ-
পর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত হইবে, ও রাজপুরীতে
১৯ রীতিমতে মানুষের বসতি হইবে। আর সেই
স্থানের মধ্য হইতে স্তবগান ও আনন্দকারীদের
ধ্বনি নির্গত হইবে ; আর আমি লোকদের বৃদ্ধি
করিব, তাহারা হ্রাস পাইবে না ; আমি তাহা-
দিগকে গৌরবান্বিত করিব, তাহারা আর লঘু
২০ থাকিবে না। আর পূর্ব্বমত তাহাদের সন্তান-
সন্ততি হইবে, তাহাদের মণ্ডলী আমার সম্মুখে
স্থিরীকৃত হইবে ; এবং আমি তাহাদের প্রতি
২১ উপদ্রবকারী সকলকে দণ্ড দিব। তাহাদের অধি-
পতি তাহাদেরই মধ্যে এক জন হইবেন, ও
তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন এক ব্যক্তি তাহাদের
শাসনকর্ত্তা হইবেন ; আর আমি তাঁহাকে আপ-

Digitized by Google

নার নিকটস্থ করিব, তিনি আমার নিকটে
আসিবেন ; কেননা তিনি কে, যিনি আমার
নিকটে আসিতে সাহস পাইয়াছেন ? ইহা
২২ সদাপ্রভু কহেন। আর তোমরা আমার প্রজা
হইবে, এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব।
২৩ দেখ, সদাপ্রভুর ঝটিকা, তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ,
হাঁ, হুহু শব্দকারী ঝটিকা নির্গত হইতেছে ; তাহা
২৪ দুষ্টদের মস্তকে লাগিবে। যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু
আপন মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন,
সে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রজ্বলিত ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে
না ; তোমরা অন্তিমকালে তাহা বুঝিতে পারিবে।

৩১ সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে আমি ইস্রা-
য়েলের যাবতীয় গোষ্ঠীর ঈশ্বর হইব, এবং
২ তাহারা আমার প্রজা হইবে। সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, খড়্গ হইতে রক্ষিত লোকেরা প্রান্তরে
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইল ; সে ইস্রায়েল, আমি তাহাকে
৩ বিশ্রাম দিতে গমন করিলাম। সদাপ্রভু দূর
হইতে আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি ত
চিরপ্রেমে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি,
এই জন্য আমি তোমার প্রতি চিরস্থায়ী দয়া
৪ করিলাম। হে ইস্রায়েল-কুমারি, আমি তোমাকে
পুনর্ব্বার গাঁথিব, তুমি গাঁথা হইবে, তুমি পুন-
র্ব্বার আপন তবলে বিভূষিতা হইবে, এবং আনন্দ-
কারীদের শ্রেণীতে নৃত্য করিতে করিতে গমন
৫ করিবে। তুমি শমরিয়ার পর্ব্বতে পুনর্ব্বার দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে ; রোপকেরা দ্রাক্ষালতা
রোপণ করিবে, ও তাহার ফল ভোগ করিবে।
৬ হাঁ, এমন দিন উপস্থিত হইবে, যে দিন প্রহরিগণ
ইফ্রয়িম পর্ব্বতে ঘোষণা করিয়া বলিবে, উঠ,
চল, আমরা সিয়োনে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
৭ নিকটে গমন করি। বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমরা যাকোবের নিমিত্ত আনন্দরব
কর, জাতিগণের অগ্রগণ্যের উদ্দেশে উচ্চধ্বনি
কর, উচ্চরবে প্রশংসা করিয়া বল, হে সদাপ্রভো,
তোমার প্রজাদিগকে, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে
৮ পরিত্রাণ কর। দেখ, আমি তাহাদিগকে উত্তর
দেশ হইতে আনিব, পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে
সংগ্রহ করিব ; তাহারা অন্ধ, খঞ্জ, গর্ব্ভবতী ও
প্রসূতাশুদ্ধ মহাসমাজ হইয়া এই স্থানে ফিরিয়া
৯ আসিবে। তাহারা রোদন করিতে করিতে আ-
সিবে, এবং বিনয় সহকারে আমা দ্বারা চালিত
হইবে ; আমি তাহাদিগকে জলস্রোতের নিকট
দিয়া সরল পথে গমন করাইব, সে পথে তাহারা
উছোট খাইবে না, যেহেতুক আমি ইস্রায়েলের
পিতা, এবং ইফ্রয়িম আমার প্রথমজাত পুত্র।
১০ হে জাতি সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন,
এবং দূরস্থ দ্বীপে তাহা প্রচার কর ; আর বল,
যিনি ইস্রায়েলকে ছড়াইয়াছেন, তিনিই তাহাকে
সংগ্রহ করিবেন, আর রক্ষক যেমন নিজ পালকে
১১ রক্ষা করে, তেমনি রক্ষা করিবেন। বস্তুতঃ সদা-
প্রভু যাকোবকে উদ্ধার করিয়াছেন, তদপেক্ষা
অধিক বলবানের হস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করি-
১২ য়াছেন। তাহারা আসিয়া সিয়োন-শৃঙ্গে আনন্দ-
গান করিবে, এবং স্রোতের ন্যায় ধাবমান হইয়া
সদাপ্রভুর প্রসাদের নিকটে, গোমের, দ্রাক্ষা-
রসের, তৈলের, মেষবৎসদের ও গোবৎসদের
নিকটে আসিবে, এবং তাহাদের প্রাণ সুসিক্ত
উদ্যানের ন্যায় হইবে ; তাহারা আর অবসন্ন
১৩ হইবে না। তখন নৃত্যকারিণী কন্যারা, এবং
যুবকগণ ও বৃদ্ধেরা একত্র হইয়া আনন্দ করিবে ;
কারণ আমি তাহাদের শোক আমোদে পরিণত
করিব, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব, ও দুঃখ ঘুচা
১৪ ইয়া আহ্লাদিত করিব। আর আমি পুষ্টিকর
দ্রব্য দ্বারা যাজকদের প্রাণ আপ্যায়িত করিব,
এবং আমার প্রসাদ দ্বারা আমার প্রজাগণ তৃপ্ত
হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, রামায় হাহাকার ও
তীব্র রোদনের শব্দ শুনা যাইতেছে ; রাহেল
আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছে, সে
আপন সন্তানদের বিষয়ে প্রবোধ কথা মানে না,
১৬ কেননা তাহারা নাই। সদাপ্রভু বলেন, তোমার
রোদনের শব্দ ও চক্ষের জল নিবৃত্ত কর ; কেননা
সদাপ্রভু বলেন, তোমার কার্য্যের পুরস্কার দত্ত
হইবে, আর তাহারা শত্রুর দেশ হইতে ফিরিয়া
১৭ আসিবে। তোমার চরমকালের বিষয়ে প্রত্যাশা
আছে, ইহা সদাপ্রভু বলেন ; হাঁ, তোমার সন্তান-
গণ আপনাদের অঞ্চলে ফিরিয়া আসিবে।
১৮ আমি ইফ্রয়িমের স্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি ;
সে খেদোক্তি করিয়া বলিয়াছে, "আমি অনভ্যস্ত
গোবৎসের সদৃশ বলিয়া তুমি আমাকে শাস্তি
দিয়াছ, এবং আমি শাস্তি ভোগ করিয়াছি ;
আমাকে ফিরাও, তাহাতে আমি ফিরিব, কেনন
১৯ তুমিই আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু। আমি ফিরিলে
পর অনুতাপ করিলাম, ও শিক্ষা পাইলে পর
উরুদেশে আঘাত করিলাম ; আমি লজ্জিত ও
নিতান্ত বিষণ্ণ হইলাম, কেননা নিজ যৌবনা-
২০ বস্থার অপযশ বহন করিলাম।" ইফ্রয়িম কি
আমার প্রিয় পুত্র ? সে কি আনন্দদায়ী বালক ?
হাঁ, যত বার আমি তাহার বিরুদ্ধে কথা কহি,
তত বার পুনরায় তাহাকে সাগ্রহে স্মরণ করি ;
এই কারণ তাহার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল
হয় ; অবশ্য আমি তাহার প্রতি করুণা করিব,
ইহা সদাপ্রভু বলেন।
২১ তুমি স্থানে স্থানে আপনার জন্য পথের চিহ্ন
রাখ, স্তম্ভ স্থাপন কর, যে পথে গমন করিয়া-
ছিলে, সেই রাজপথে মনোনিবেশ কর। হে

Digitized by Google

ইস্রায়েল-কুমারি, ফিরিয়া আইস ; তোমার এই
২২ সকল নগরে ফিরিয়া আইস। অয়ি বিপথ-
গামিনি কন্যে, কত কাল ভ্রমণ করিবে? সদাপ্রভু
ত পৃথিবীতে এক নূতন বিষয় সৃষ্টি করিলেন;
নারী পুরুষকে বেষ্টন করিবে।
২৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমি যখন এই লোকদিগকে বন্দিত্ব
হইতে ফিরাইয়া আনিব, তখন তাহারা যিহূদা
দেশে ও তথাকার সকল নগরে পুনর্ব্বার এই কথা
বলিবে, "হে ধর্ম্মনিবাস, হে পবিত্র পর্ব্বত, সদা-
২৪ প্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" যিহূদা ও
তাহার নগর সকল এবং কৃষক ও মেষপালকগণ
২৫ তথায় একত্র বাস করিবে। কারণ আমি আপ্যা-
য়িত করিয়াছি ক্লান্ত প্রাণকে, এবং প্রত্যেক অব-
২৬ সন্ন প্রাণকে তৃপ্ত করিয়াছি। ইহাতে আমি
জাগ্রৎ হইয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর আমার
নিদ্রা সুখদায়ক ছিল।
২৭ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে,
যে সময়ে আমি ইস্রায়েল-কুল ও যিহূদা-কুলরূপ
ক্ষেত্রে মনুষ্যরূপ বীজ ও পশুরূপ বীজ বপন
২৮ করিব; আর যেমন আমি তাহাদের উন্মূলন, উৎ-
পাটন, নিপাত, বিনাশ ও অমঙ্গল করিতে
জাগরূক ছিলাম, তেমনি তাহাদিগকে গাঁথিতে ও
রোপণ করিতেও জাগরূক হইব, ইহা সদাপ্রভু
২৯ বলেন। তৎকালে লোকে আর বলিবে না, পিতারা
অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিলেন, তাই সন্তানদের
৩০ দাঁত টকিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন
অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে; যে ব্যক্তি অম্ল দ্রাক্ষাফল
খাইবে, তাহারই দাঁত টকিয়া যাইবে।
৩১ সদাপ্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে,
যে সময়ে আমি ইস্রায়েল-কুলের ও যিহূদা-কুলের
৩২ সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিব। মিসরদেশ
হইতে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির
করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্তগ্রহণ করি-
বার দিনে আমি তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির
করিয়াছিলাম, সেই নিয়মানুসারে নয়; সদা-
প্রভু কহেন, আমি তাহাদের স্বামী হইলেও
৩৩ তাহারা আমার সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিল। কিন্তু
সদাপ্রভু কহেন, সেই সকল দিনের পর আমি
ইস্রায়েল-কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব,
আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব, ও
তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব; এবং আমি
তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা
৩৪ হইবে। আর, "তোমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হও,"
এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন
প্রতিবাসীকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে আর
শিক্ষা দিবে না; কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান্
সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে, ইহা সদাপ্রভু
কহেন; কেননা আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা
করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব
৩৫ না। যিনি দিনমানে জ্যোতির জন্য সূর্য্যকে, এবং
রাত্রিকালে জ্যোতির জন্য চন্দ্রের ও নক্ষত্রগণের
বিধিকলাপ যোগাইয়া দেন, যিনি সমুদ্রকে
আস্ফালন করাইয়া তাহার তরঙ্গ গর্জ্জন করান,
সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন; "বাহিনীগণের
৩৬ সদাপ্রভু" তাঁহার নাম; যদি এই সকল বিধি
আমার গোচর হইতে বিচলিত হয়,—ইহা
সদাপ্রভু বলেন,—তবে আমার সাক্ষাতে নিত্য-
স্থায়ী জাতিরূপে ইস্রায়েল-বংশের অবস্থিতিও
৩৭ শেষ হইবে। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যদি
ঊর্দ্ধে গগনমণ্ডল পরিমাণ করা যায়, নিম্নে পৃথি-
বীর মূল যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে আমিও
তাহাদের কৃত সকল ক্রিয়া প্রযুক্ত ইস্রায়েলের
সমস্ত বংশকে দূর করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
৩৮ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে,
যে সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হননেলের দুর্গাবধি
৩৯ কোণের দ্বার পর্য্যন্ত নগরটী নির্ম্মিত হইবে, এবং
তথা হইতে মানরজ্জু সম্মুখস্থ গারেব উপ-
পর্ব্বতের উপর দিয়া টানা যাইবে, ও ঘুরিয়া
৪০ গোয়াতে উপস্থিত হইবে। আর শবের ও ভস্মের
সমুদয় তলভূমি ও কিদ্রোণ স্রোত পর্য্যন্ত সকল
ক্ষেত্র, পূর্ব্বদিক্‌স্থ অশ্বদ্বারের কোণ পর্য্যন্ত, সদা-
প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে; তাহা কোন
কালেও আর উন্মূলিত বা নিপাতিত হইবে না।

যিহূদীদের ভাবী উদ্ধার ও মঙ্গল।

৩২ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের অধিকারের দশম
বৎসরে, অর্থাৎ নবূখদ্রিৎসরের অধিকারের
অষ্টাদশ বৎসরে, সদাপ্রভু হইতে যে বাক্য যির-
মিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।
২ সেই সময়ে বাবিল-রাজের সৈন্যসামন্ত যিরূ-
শালেম অবরোধ করিতেছিল, এবং যিরমিয়
ভাববাদী যিহূদার রাজবাটীস্থিত রক্ষীদের
৩ প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিলেন। যেহেতুক যিহূদা-রাজ
সিদিকিয় তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন,
বলিয়াছিলেন, তুমি কেন ভাবোক্তি প্রচার
করিয়া বলিতেছ, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দেখ, আমি এই নগর বাবিল-রাজের হস্তে সম-
৪ র্পণ করিব, এবং সে ইহা হস্তগত করিবে; আর
যিহূদা-রাজ সিদিকিয় কল্‌দীয়দের হস্ত হইতে
উত্তীর্ণ হইবে না, কিন্তু বাবিল-রাজের হস্তে সম-
র্পিত হইবে, এবং সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাহার
সহিত কথা কহিবে, ও স্বচক্ষে তাহার চক্ষু
৫ দেখিবে; আর সে সিদিকিয়কে বাবিলে লইয়া
যাইবে; এবং আমি যে পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাব-

Digitized by Google

ধান না করিব, তাবৎ সে সেই স্থানে থাকিবে,
ইহা সদাপ্রভু বলেন ; তোমরা কল্‌দীয়দের
সহিত সংগ্রাম করিয়াও কৃতকার্য্য হইবে না।”
৬ যিরমিয় কহিলেন, সদাপ্রভুর এই বাক্য আ-
৭ মার নিকটে উপস্থিত হইল, দেখ, তোমার
পিতৃব্য শল্লুমের পুত্র হনমেল তোমার নিকটে
আসিয়া এই কথা কহিবে, অনাথোতে আমার
যে ক্ষেত্র আছে, তাহা তুমি আপনার জন্য ক্রয়
কর, কেননা ক্রয় দ্বারা তাহা মুক্ত করিবার অধি-
৮ কার তোমার আছে। পরে সদাপ্রভুর বাক্যানু-
সারে আমার পিতৃব্যের পুত্র হনমেল রক্ষীদের
প্রাঙ্গণে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে কহিল,
বিনয় করি, বিন্যামীন প্রদেশস্থ অনাথোতে
আমার যে ক্ষেত্র আছে, তাহা তুমি ক্রয় কর ;
কেননা দায়াধিকার তোমার, ও মুক্ত করিবার
অধিকার তোমার আছে ; তুমি আপনার জন্য
তাহা ক্রয় কর। তখন আমি বুঝিলাম, ইহা
৯ সদাপ্রভুর বাক্য। অতএব আমি আপন পিতৃ-
ব্যের পুত্র হনমেলের নিকটে অনাথোতে স্থিত
সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, ও তাহার মূল্য সপ্তদশ
১০ শেকল রৌপ্য তাহাকে তৌল করিয়া দিলাম। আর
আমি ক্রয়পত্রে স্বাক্ষর করিলাম, মুদ্রাঙ্ক করিলাম
ও সাক্ষী রাখিলাম, এবং তাহাকে সেই রৌপ্য
১১ নিক্তিতে তৌল করিয়া দিলাম। পরে বিধি ও
নিয়ম সম্বলিত ক্রয়পত্রের দুই কেতা, অর্থাৎ
মুদ্রাঙ্কিত এক পত্র ও খোলা এক পত্র লইলাম।
১২ পরে আমার জ্ঞাতি হনমেলের সাক্ষাতে, ক্রয়-
পত্রে স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের সাক্ষাতে এবং রক্ষী-
দের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট সমস্ত যিহূদীর সাক্ষাতে
আমি সেই ক্রয়পত্র মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের
১৩ পুত্র বারূকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আর
তাহাদের সাক্ষাতে বারূককে এই আজ্ঞা করি-
১৪ লাম, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তুমি এই মুদ্রাঙ্কিত ও
খোলা দুই খান ক্রয়পত্র লইয়া, যেন অনেক
দিন থাকে, এই জন্য এক মৃত্তিকার পাত্রে
১৫ রাখ। কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাটীর, ক্ষেত্রের ও
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ক্রয় বিক্রয় এই দেশে আবার
চলিবে।
১৬ নেরিয়ের পুত্র বারূককে সেই ক্রয়পত্র দিলে
পর আমি সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করি-
১৭ লাম, হা প্রভো সদাপ্রভো! দেখ, তুমিই আপন
মহাপরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা গগনমণ্ডল
ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছ ; তোমার অসাধ্য
১৮ কিছুই নাই। তুমি সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত
দয়াকারী ; আর পিতৃপুরুষদের অপরাধের প্রতি-
ফল তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী সন্তানদের ক্রোড়ে
দিয়া থাক ; তুমি মহান ও পরাক্রান্ত ঈশ্বর,
১৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু তোমার নাম। তুমি
মন্ত্রণায় মহান ও ক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ ; প্রত্যেক জনকে
আপন আপন পথ ও ক্রিয়ানুসারে সমুচিত
ফল দিবার জন্য মনুষ্য-সন্তানদের যাবতীয়
পথের প্রতি তোমার চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে।
২০ তুমি মিসরদেশে নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত
লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলে, অদ্য পর্য্যন্তও
ইস্রায়েল ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে করিয়া
আসিতেছ ; আর আপনার জন্য অদ্যকার ন্যায়
২১ কীর্ত্তি সাধন করিয়াছ। তুমি অভিজ্ঞান, অদ্ভুত
লক্ষণ, বলবান হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও মহৎ
ভয়ানকত্ব দ্বারা আপন প্রজা ইস্রায়েলকে মিসর-
২২ দেশ হইতে বাহির করিয়াছিলে। আর এই
যে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ দিতে তাহাদের পিতৃ-
পুরুষদের নিকটে শপথ করিয়াছিলে, ইহা
২৩ তাহাদিগকে দিয়াছিলে ; এবং তাহারা আসিয়া
ইহা অধিকার করিল, কিন্তু তোমার রবে অবধান
করে নাই, তোমার ব্যবস্থাপথেও চলে নাই,
এবং তুমি যাহা পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছ,
তাহার কিছুই পালন করে নাই ; এই জন্য তুমি
তাহাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটাইয়াছ।
২৪ ঐ সকল জাঙ্গাল দেখ, উহারা জয় করণার্থে
নগরের কাছে আসিয়াছে, এবং খড়্গ, দুর্ভিক্ষ
ও মহামারী দ্বারা এতদ্বিপরীতে যুদ্ধকারী কল্‌-
দীয়দের হস্তে নগর দত্ত হইতেছে ; তুমি যাহা
বলিয়াছ, তাহা সফল হইতেছে ; আর দেখ,
২৫ এই সকল তুমি দেখিতেছ। আর হে প্রভো
সদাপ্রভো, তুমি আমাকে বলিয়াছ, তুমি রৌপ্য
দিয়া ক্ষেত্র ক্রয় কর, ও সাক্ষী রাখ, কিন্তু এই
নগর কল্‌দীয়দের হস্তে দেওয়া হইল।
২৬ পরে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
২৭ উপস্থিত হইল, দেখ, আমিই সদাপ্রভু যাবতীয়
মর্ত্ত্যের ঈশ্বর ; আমার অসাধ্য কি কিছু আছে?
২৮ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
কল্‌দীয়দের হস্তে ও বাবিল-রাজ নবূখদ্‌-
রিৎসরের হস্তে এই নগর সমর্পণ করিব, তাহাতে
২৯ সে তাহা হস্তগত করিবে। আর যে কল্‌দীয়েরা
এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা
প্রবেশ করিয়া এই নগরে অগ্নি লাগাইবে ;
এবং আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে যে সকল গৃহের
ছাদে লোকেরা বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত,
ও ইতর দেবগণের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য ঢালিয়া
দিত, সেই সকল গৃহশুদ্ধ এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ
৩০ করিবে। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও যিহূদা-
সন্তানগণ বাল্যকালাবধি আমার সাক্ষাতে কেবল
যাহা মন্দ, তাহাই করিয়া আসিতেছে ; হাঁ,
ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের হস্তকৃত বস্তু

Digitized by Google

দ্বারা আমাকে কেবল অসন্তুষ্ট করিয়াছে, ইহা
৩১ সদাপ্রভু কহেন। কারণ এই নগর নির্ম্মিত
হইবার দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহা আমার
ক্রোধের ও কোপের কারণ হইয়া আসিতেছে;
তৎপ্রযুক্ত ইহা আমার সম্মুখ হইতে দূরীকৃত
৩২ হইবার যোগ্য হইয়াছে। কেননা ইস্রায়েল-
সন্তানগণ ও যিহূদা-সন্তানগণ, অর্থাৎ তাহারা,
তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষগণ, যাজকগণ, ভাব-
বাদিগণ, যিহূদার লোকেরা ও যিরূশালেম-
নিবাসিগণ আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে নানা
৩৩ প্রকার দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে। তাহারা আমার
প্রতি মুখ না ফিরাইয়া পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে;
আমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, প্রত্যূষে উঠিয়া
শিক্ষা দিলেও তাহারা উপদেশ গ্রহণার্থে অব-
৩৪ ধান করে নাই। কিন্তু যে গৃহ আমার নামে
আখ্যাত, তাহা অশুচি করিতে তাহার মধ্যে
আপনাদের বীভৎস পদার্থ সকল স্থাপন করি-
৩৫ য়াছে। আর যে বীভৎস কার্য্য করিতে আমি
আজ্ঞা করি নাই, এবং যাহা আমার মনেও উদয়
হয় নাই, তাহাই করণার্থে, অর্থাৎ যিহূদাকে
পাপ করাইবার জন্য মোলকের উদ্দেশে আপন
আপন পুত্রকন্যাদিগকে হোম করণার্থে, তাহারা
হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকায় বালের উচ্চস্থলী
নির্ম্মাণ করিয়াছে।
৩৬ অতএব এখন, তোমরা যে নগরের বিষয়ে
বলিয়া থাক, খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা
এই নগর বাবিল-রাজের হস্তগত হইল, এই নগ-
রের বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
৩৭ কহেন; দেখ, আমি আপন ক্রোধ, কোপ ও
প্রচণ্ড রোষে তাহাদিগকে যে সকল দেশে ছিন্ন-
ভিন্ন করিয়াছি, সেই সকল দেশ হইতে তাহা-
দিগকে সংগ্রহ করিব, এবং পুনর্ব্বার এই স্থানে
৩৮ আনিয়া নির্ভয়ে বাস করাইব। তাহাতে তাহারা
আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহাদের
৩৯ ঈশ্বর হইব। আর আমি তাহাদের ও তাহা-
দের পরে তাহাদের সন্তানদের কল্যাণের
নিমিত্তে তাহাদিগকে এক চিত্ত ও এক পথ
দিব, যেন তাহারা চিরকাল আমাকে ভয়
৪০ করে। আমি তাহাদের মঙ্গলার্থে তাহাদের প্রতি
কখনও বিমুখ হইব না, এই ভাবের নিত্যস্থায়ী
নিয়ম তাহাদের সহিত স্থির করিব, এবং তাহারা
যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে, এই জন্য আমা-
বিষয়ক ভয় তাহাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিব।
৪১ আমি তাহাদের মঙ্গলার্থে তাহাদের বিষয়ে
আনন্দ করিব, এবং সত্যভাবে সর্ব্বান্তঃকরণের ও
সমস্ত প্রাণের সহিত তাহাদিগকে এই দেশে
৪২ রোপণ করিব। কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমি যেমন এই লোকদের উপরে এই সমস্ত মহৎ
অমঙ্গল আনিয়াছি, তেমনি তাহাদের যে সমস্ত
মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্তও উপস্থিত
৪৩ করিব। আর এই যে দেশের বিষয়ে তোমরা
বলিতেছ, ইহা নরশূন্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থান
হইয়াছে, কল্‌দীয়দের হস্তগত হইয়াছে, ইহার
৪৪ মধ্যে আবার ক্ষেত্রের ক্রয় বিক্রয় চলিবে। বিন্যা-
মীন প্রদেশে, যিরূশালেমের চতুর্দ্দিক্‌স্থ স্থানে,
যিহূদার সকল নগরে, পার্ব্বত্য অঞ্চলের সকল
নগরে, নিম্নভূমির সকল নগরে ও দক্ষিণের
সকল নগরে লোকেরা রৌপ্য দিয়া ক্ষেত্র ক্রয়
করিবে, ক্রয়পত্রে লিখিয়া দিবে, মুদ্রাঙ্ক করিবে,
ও তাহার সাক্ষী রাখিবে; কেননা সদাপ্রভু
কহেন, আমি তাহাদিগকে বন্দিত্ব হইতে ফিরা-
ইয়া আনিব।

৩৩ যে সময়ে যিরমিয় পূর্ব্ববৎ রক্ষীদের
প্রাঙ্গণে রুদ্ধ ছিলেন, তৎকালে সদাপ্রভুর
বাক্য দ্বিতীয় বার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল,
২ যথা, এই কার্য্যের কর্ত্তা সদাপ্রভু, যিনি ইহা
সুস্থির করিবার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন, সেই
সদাপ্রভু এই কথা কহেন; সদাপ্রভু তাঁহার
৩ নাম; তুমি আমাকে আহ্বান করিবে, আর
আমি তোমাকে উত্তর দিব, এবং তোমার অজ্ঞাত
মহৎ ও অগম্য নানা বিষয় তোমাকে জানাইব।
৪ বস্তুতঃ এই নগরের যে সকল বাটী ও যিহূদার
রাজগণের যে সকল বাটী জাঙ্গাল ও খড়্গ সহ-
কারে উৎপাটিত হইয়াছে, সেই সকলের বিষয়ে
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
৫ লোকেরা কল্‌দীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে আইসে,
কিন্তু ঐ সকল বাটী সেই মনুষ্যদের শবে পরি-
পূর্ণ হইবে, যাহাদিগকে আমি ক্রোধে ও প্রচণ্ড
কোপে আঘাত করিয়াছি, এবং যাহাদের সমস্ত
দুষ্টতা প্রযুক্ত এই নগর হইতে আপন মুখ
৬ লুকাইয়াছি। দেখ, আমি এই নগরের ক্ষত
বাঁধিয়া ইহার চিকিৎসা করিব, তাহাদিগকে
সুস্থ করিব, ও তাহাদের কাছে প্রচুর শান্তি ও
৭ সত্য প্রকাশ করিব। আর আমি যিহূদাকে ও
ইস্রায়েলকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব,
এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনর্ব্বার তাহাদিগকে
৮ গাঁথিব। আর তাহারা যে সকল অপরাধ করিয়া
আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহা হইতে
আমি তাহাদিগকে শুচি করিব; এবং তাহারা
যে সকল অপরাধ করিয়া আমার বিরুদ্ধে পাপ ও
অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, সে সকল আমি ক্ষমা
৯ করিব। আর আমি তাহাদের যে সমস্ত মঙ্গল
করিব, তাহা যাহারা শ্রবণ করিবে, পৃথিবীস্থ সেই
যাবতীয় জাতির সম্মুখে এই নগর আমার পক্ষে
আনন্দের কীর্ত্তি, প্রশংসা ও শোভাস্বরূপ হইবে,
এবং আমি তাহার যে সমস্ত মঙ্গল ও শান্তি

Digitized by Google

বিধান করিব, তৎপ্রযুক্ত তাহারা থরথর করিয়া
১০ কাঁপিবে। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এই
যে স্থানকে ধ্বংসিত, নরশূন্য ও পশুশূন্য বলিয়া
থাক, হাঁ, যিহূদার যে নগরসমূহ ও যিরূশালে-
মের যে পথ সকল উৎসন্ন, নরশূন্য, নিবাসি-
১১ বর্জ্জিত ও পশুবিহীন হইয়াছে, এই স্থানে পুন-
র্ব্বার আমোদের রব, আনন্দের ধ্বনি, বরের রব
ও কন্যার রব শুনা যাইবে, এবং তাহাদেরও রব
শুনা যাইবে, যাহারা বলে, 'বাহিনীগণের সদা-
প্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ,
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী,' আর যাহারা
সদাপ্রভুর গৃহে স্তবগানরূপ উপহার আনয়ন
করে। কেননা পূর্ব্বকালের ন্যায় আমি এই দেশের
বন্দিত্ব মোচন করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
১২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই নর-
শূন্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থানে এবং ইহার সমস্ত
নগরে আবার পাল-শয়ানকারক রাখালদের
১৩ বাথান হইবে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের সকল নগরে,
নিম্নভূমির সকল নগরে, দক্ষিণের সকল নগরে,
বিন্যামীন দেশে ও যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকস্থ
অঞ্চলে, হাঁ, যিহূদার সকল নগরে মেষগণনাকারী
লোকের হস্তের নীচে দিয়া মেষপালগণ পুনরায়
চলিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৪ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি ইস্রায়েল-কুলের
ও যিহূদা-কুলের সম্বন্ধে যে মঙ্গলের কথা বলি-
য়াছি, যে সময় তাহা সফল করিব, সেই সকল
১৫ দিন আসিতেছে। সেই সকল দিনে ও সেই
সময়ে আমি দায়ূদের বংশে ধার্ম্মিকতার এক
পল্লবকে উৎপন্ন করিব; তিনি পৃথিবীতে ন্যায়-
১৬ বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন। সেই
সকল দিনে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, যিরূশালেম
নির্ভয়ে বাস করিবে, এবং "সদাপ্রভু আমাদের
১৭ ধর্ম্ম," এই নামে বিখ্যাত হইবে। কেননা সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল-কুলের সিংহাসনে
উপবিষ্ট হইতে দায়ূদের সম্পর্কীয় পুরুষের
১৮ অভাব হইবে না। আর নিত্য আমার সম্মুখে
হোম উৎসর্গ, ভক্ষ্য নৈবেদ্য দাহ ও বলিদান
করিতে লেবীয় যাজকদের সম্পর্কীয় লোকের
অভাব হইবে না।
১৯ পরে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
২০ উপস্থিত হইল, সদাপ্রভু কহেন, তোমরা যদি
দিবস সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম কিম্বা রাত্রি সম্ব-
ন্ধীয় আমার নিয়ম এরূপ ভঙ্গ করিতে পার যে,
২১ যথাসময়ে দিবস কি রাত্রি না হয়, তবে আমার
দাস দায়ূদের সহিত আমার যে নিয়ম আছে,
তাহাও ভঙ্গ করা যাইবে, ও তাহার সিংহাসনে
বসিতে তাহার বংশজাত লোকের অভাব হইবে;
এবং আমার পরিচারক লেবীয় যাজকদের সহিত
[কৃত] আমার নিয়মও [ভঙ্গ করা হইবে]।
২২ গগনমণ্ডলের বাহিনী যেমন অগণ্য ও সমুদ্রের
বালি যেমন অপরিমেয়, তেমনি আমি আপন
দাস দায়ূদের বংশকে ও আমার পরিচারক
২৩ লেবীয়দিগকে বৃদ্ধি করিব। আবার যিরমিয়ের
নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল,
২৪ এই লোকেরা কি বলিয়াছে, তাহা কি তুমি টের
পাও নাই? তাহারা বলিয়াছে, সদাপ্রভু আপ-
নার মনোনীত এই দুই গোষ্ঠীকে অগ্রাহ্য করিয়া-
ছেন। হাঁ, তাহারা আমার প্রজাবৃন্দকে তুচ্ছজ্ঞান
করে, তাহাদের সমক্ষে তাহারা আর জাতি
২৫ বলিয়া গণ্য হয় না। সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
যদি দিবস ও রাত্রি সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম না
থাকে, যদি আমি আকাশের ও পৃথিবীর বিধি
২৬ সকল নিরূপণ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে
আমি যাকোবের ও আপন দাস দায়ূদের বংশকে
অগ্রাহ্য করিয়া অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকো-
বের বংশের শাসনকর্ত্তা করণার্থে তাহার বংশ
হইতে লোক গ্রহণ করিব না; বস্তুতঃ আমি
তাহাদিগকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব ও
তাহাদের প্রতি করুণা করিব।

সিদিকিয় রাজার মরণাদিবিষয়ক ভাববাণী।

৩৪ বাবিল-রাজ নবূখদ্নিৎসর, তাঁহার সমস্ত
সৈন্য ও তাঁহার হস্তের কর্ত্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডের
সমস্ত রাজ্য, এবং সকল জাতি যৎকালে যিরূ-
শালেম ও তাহার সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিতেছিল, তৎকালে যিরমিয়ের নিকটে সদা-
২ প্রভু হইতে এই বাক্য উপস্থিত হইল, ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি
যাও, যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের সহিত আলাপ
করিয়া তাহাকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, আমি বাবিল-রাজের হস্তে এই
নগর সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহা অগ্নিতে
৩ দগ্ধ করিবে। তুমিও তাহার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ
হইবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই ধৃত হইবে ও তাহার
হস্তে সমর্পিত হইবে; এবং তোমার চক্ষু বাবিল-
রাজের চক্ষু দেখিবে, ও সে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া
তোমার সঙ্গে কথা কহিবে, আর তুমি বাবিলে
৪ গমন করিবে। তথাপি, হে যিহূদা-রাজ সিদি-
কিয়, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন; সদাপ্রভু
তোমার বিষয়ে কহেন, তুমি খড়্গ দ্বারা মরিবে
৫ না; তুমি শান্তিতে মরিবে, এবং তোমার পিতৃ-
লোকদের জন্য, তোমার পূর্ব্বগত রাজাদের জন্য,
যেমন দাহ হইয়াছিল, তেমনি লোকে তোমার
জন্যও দাহ করিবে, এবং হায় প্রভো, হায় প্রভো,

Digitized by Google

বলিয়া তোমার জন্য বিলাপ করিবে ; কেননা
৬ সদাপ্রভু কহেন, আমি এই কথা কহিলাম। অন-
ন্তর যিরমিয় ভাববাদী যিরূশালেমে যিহূদা-রাজ
৭ সিদিকিয়কে ঐ সকল কথা কহিলেন ; তৎকালে
বাবিল-রাজের সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে, ও
যিহূদার অবশিষ্ট সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে, লাখীশ
ও অসেকার বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করিতেছিল ; বাস্তবিক
যিহূদা দেশস্থ নগরের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত সেই
দুইটী মাত্র নগর অবশিষ্ট ছিল।

দাসদের প্রতি অন্যায়ের জন্য অনুযোগ।

৮ সিদিকিয় রাজা যিরূশালেমস্থ যাবতীয়
লোকের সহিত মুক্তি ঘোষণার নিয়ম স্থির
করিলে পর সদাপ্রভু হইতে যে বাক্য যিরমিয়ের
৯ নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। ফলতঃ
প্রত্যেক জন আপন আপন ইব্রীয় দাসকে কি
ইব্রীয়া দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিবে, কেহ
তাহাদিগকে অর্থাৎ আপনার যিহূদী ভ্রাতাকে
দাসত্ব করাইবে না, [ইহা স্থির হইয়াছিল]।
১০ আর অধ্যক্ষগণ ও সমস্ত লোক সম্মত হইয়াছিল ;
তাহারা এই নিয়মে বদ্ধ হইয়াছিল যে, প্রত্যেকে
আপন আপন দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায়
করিবে, আর দাসত্ব করাইবে না ; তাহারা সম্মত
হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিয়া-
১১ ছিল। কিন্তু তৎপরে তাহারা ফিরিয়া বসিল,
যাহাদিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিয়াছিল,
সেই দাস দাসীদিগকে আবার আনাইয়া আপ-
নাদের দাস দাসী করিবার জন্য বশীভূত করিল।
১২ অতএব সদাপ্রভু হইতে এই বাক্য যিরমিয়ের
১৩ নিকটে উপস্থিত হইল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, মিসরদেশ হইতে, দাসগৃহ
হইতে, তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির
করিয়া আনিবার সময়ে আমিই তাহাদের সহিত
১৪ এই নিয়ম করিয়াছিলাম, "তোমার কোন ইব্রীয়
ভ্রাতা যদি তোমার কাছে বিক্রীত হয়, তবে সপ্ত
বৎসরের শেষে তুমি তাহাকে মুক্ত করিবে ; সে
ছয় বৎসর তোমার দাসত্ব করিলে পর তুমি
তাহাকে মুক্ত করিয়া আপনার নিকট হইতে
যাইতে দিবে।" কিন্তু তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
আমার বাক্য মানিল না এবং কর্ণপাত করিল
১৫ না। সম্প্রতি তোমরা ফিরিয়াছিলে, আমার দৃষ্টিতে
যাহা ন্যায্য, তাহাই করিয়াছিলে; অর্থাৎ প্রত্যেক
জন আপন আপন প্রতিবাসীর মুক্তি ঘোষণা
করিয়াছিলে, এবং আমার নামে আখ্যাত গৃহ-
মধ্যে আমার সম্মুখে নিয়ম স্থির করিয়াছিলে।
১৬ কিন্তু এক্ষণে তোমরা ফিরিয়া বসিয়াছ, আমার
নাম অপবিত্র করিয়াছ, ফলতঃ যাহাদিগকে মুক্ত
করিয়া তাহাদের বাঞ্ছামতে বিদায় দিয়াছিলে,
আপনাদের সেই দাস দাসীদিগকে আবার
আনাইয়া আপনাদের দাস দাসী করিবার জন্য
১৭ বশীভূত করিয়াছ। এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমরা আপন আপন ভ্রাতার ও প্রতি-
বাসীর মুক্তি ঘোষণা করিতে আমার বাক্যে
অবধান কর নাই ; অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ,
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গ, মহামারী ও
দুর্ভিক্ষের মুক্তি ঘোষণা করিতেছি, আমি পৃথি-
বীস্থ যাবতীয় রাজ্যে সঞ্চালিত হইবার জন্য
১৮ তোমাদিগকে সমর্পণ করিব। যে লোকেরা আমার
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, আমার সাক্ষাতে নিয়ম
করিয়া তাহার কথা পালন করে নাই ; যাহারা
গোবৎসকে দুই খণ্ড করিয়া তন্মধ্য দিয়া গমন
করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে সমর্পণ করিব ;
১৯ ফলতঃ যিহূদার অধ্যক্ষগণ, যিরূশালেমের অধ্যক্ষ-
গণ, নপুংসকগণ, যাজকগণ ও দেশের সমস্ত
প্রজা, যাহারা গোবৎসটীর দুই খণ্ডের মধ্য দিয়া
২০ গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি তাহাদের
শত্রুগণের হস্তে ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের
হস্তে সমর্পণ করিব ; তাহাতে তাহাদের শব খেচর
২১ পক্ষিগণের ও ভূচর পশুদের খাদ্য হইবে। আর
যিহূদা-রাজ সিদিকিয়কে ও তাহার অধ্যক্ষগণকে
আমি তাহাদের শত্রুগণের ও প্রাণনাশে সচেষ্ট
লোকদের হস্তে, হাঁ, বাবিল-রাজের যে সৈন্যগণ
তোমাদের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা-
২২ দের হস্তে সমর্পণ করিব। সদাপ্রভু কহেন, দেখ,
আমি আজ্ঞা দ্বারা তাহাদিগকে এই নগরে ফিরা-
ইয়া আনিব ; তাহাতে তাহারা এই নগরের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইহা হস্তগত ও অগ্নিতে দগ্ধ
করিবে ; আর আমি যিহূদার সকল নগরকে
নিবাসিবিহীন ধ্বংসস্থান করিব।

রেখবীয়দের বাধ্যতা ও ইস্রায়েলের অবাধ্যতা।

৩৫ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকী-
মের অধিকার সময়ে সদাপ্রভু হইতে এই
২ বাক্য যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি
রেখবীয় কুলজাত লোকদের নিকটে গিয়া তাহা-
দের সহিত আলাপ কর, এবং সদাপ্রভুর গৃহের
এক কুঠরীতে আনিয়া তাহাদিগকে পানার্থে
৩ দ্রাক্ষারস দেও। তখন আমি হবৎসিনিয়ের
পৌত্র যিরমিয়ের পুত্র যাসিনিয়কে, তাহার
ভ্রাতৃগণকে ও সকল পুত্রকে এবং রেখবীয়দের
৪ সমস্ত কুলকে সঙ্গে লইলাম ; আমি তাহাদিগকে
সদাপ্রভুর গৃহে ঈশ্বরের লোক যিগদলিয়ের পুত্র
হাননের পুত্রদের কুঠরীতে লইয়া গেলাম ; সদ্র-

Digitized by Google

মের পুত্র মাসেয় নামক দ্বারপালের কুঠরীর
উপরে অধ্যক্ষগণের যে কুঠরী আছে, [উক্ত
৫ কুঠরী] তাহার পার্শ্বে স্থিত। পরে আমি দ্রাক্ষা-
রসে পূর্ণ কতিপয় ভাণ্ড ও কতকগুলি বাটি রেখ-
বীয় কুলজাত লোকদের সম্মুখে রাখিয়া তাহা-
দিগকে কহিলাম, তোমরা দ্রাক্ষারস পান কর।
৬ কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা দ্রাক্ষারস পান
করিব না, কেমনা আমাদের পিতৃপুরুষ রেখবের
পুত্র যিহোনাদব আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়া-
ছেন, তোমরা ও তোমাদের সন্তানগণ কেহ কখনও
৭ দ্রাক্ষারস পান করিও না ; আর গৃহ নির্ম্মাণ,
বীজ বপন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র চাস করিও না, এবং এই
সকলের অধিকারী হইও না, কিন্তু যাবজ্জীবন
তাম্বুতে বাস করিও ; তাহাতে তোমরা যে স্থানে
প্রবাস করিতেছ, সেই দেশে দীর্ঘজীবী হইবে।
৮ অতএব আমাদের পিতৃপুরুষ রেখবের পুত্র
যিহোনাদব আমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়া-
ছেন, তদনুসারে আমরা তাঁহার বাক্য পালন
করিয়া আসিতেছি ; ফলতঃ দ্রাক্ষারস পান করা
যাবজ্জীবন আমাদের ও আমাদের স্ত্রী পুত্র
৯ কন্যাদের অকর্ত্তব্য, এবং বাস করণার্থে গৃহ
নির্ম্মাণ করা কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্র ও বীজ
প্রভৃতির অধিকারী হওয়া আমাদের অনুচিত ;
১০ কিন্তু আমরা তাম্বুবাসী, এবং আমাদের পিতৃ-
পুরুষ যিহোনাদব আমাদিগকে যে সমস্ত আজ্ঞা
দিয়াছেন, সেই সকল মানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম
১১ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বাবিল-রাজ নবূখদ্-
রিৎসর যখন এই দেশের মধ্যে আসিলেন, তখন
আমরা কহিলাম, আইস, আমরা কল্‌দীয়
সৈন্যের সম্মুখ হইতে ও অরামীয় সৈন্যের
সম্মুখ হইতে যিরূশালেমে প্রবেশ করি ; এই
জন্য আমরা যিরূশালেমে বাস করিতেছি।
১২ পরে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
১৩ উপস্থিত হইল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের
সদাপ্রভু, এই কথা কহেন, তুমি গিয়া যিহূদার
লোকদিগকে ও যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে বল,
সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার বাক্য পালন
করিবার জন্য কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?
১৪ রেখবের পুত্র যিহোনাদব আপন সন্তানদিগকে
দ্রাক্ষারস পান করিতে বারণ করিলে তাহার সেই
বাক্য অটল হইয়াছে ; অদ্যাবধি তাহারা দ্রাক্ষা-
রস পান করে না, কারণ তাহারা আপনাদের
পিতৃপুরুষের আজ্ঞা মানে ; কিন্তু আমি তোমা-
দিগকে বলিয়াছি, প্রত্যূষে উঠিয়া বলিয়াছি,
তথাপ তোমরা আমার বাক্য পালন কর নাই।
১৫ ফলতঃ আমি আপনার সমস্ত দাসকে অর্থাৎ
ভাববাদিগণকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করি-
য়াছি, প্রত্যূষে উঠিয়া প্রেরণ করিয়া তোমাদিগকে
বলিয়াছি, তোমরা এক বার আপন আপন কুপথ
হইতে ফির, আপন আপন আচার ব্যবহার শুদ্ধ
কর, এবং ইতর দেবগণের সেবা করণার্থে তাহা-
দের পশ্চাদ্গামী হইও না ; তাহাতে আমি তোমা-
দিগকে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ
দিয়াছি, তাহার মধ্যে তোমরা বাস করিবে ;
কিন্তু তোমরা কর্ণপাত কর নাই, এবং আমার
১৬ বাক্য পালনও কর নাই। রেখবের পুত্র যিহো-
নাদব যাহা আজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার সন্তানেরা
তাহাই অটলরূপে পালন করিতেছে ; কিন্তু এই
১৭ জাতি আমার বাক্য পালন করে নাই। এই জন্য
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের ঈশ্বর, সদাপ্রভু
এই কথা বলেন, দেখ, আমি যিহূদার বিপরীতে
ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলের বিপরীতে যে
অমঙ্গলের কথা বলিয়াছি, সে সমস্ত তাহাদের
প্রতি ঘটাইব ; কারণ আমি তাহাদের কাছে কথা
বলিয়াছি, কিন্তু তাহারা শুনে নাই, এবং তাহা-
দিগকে আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু তাহারা উত্তর
দেয় নাই।
১৮ পরে যিরমিয় রেখবীয় কুলকে কহিলেন,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তোমরা আপনাদের পিতৃপুরুষ
যিহোনাদবের আজ্ঞায় অবধান করিয়াছ, তাহার
সমস্ত আদেশ পালন করিয়াছ, ও তাহার সমস্ত
১৯ আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়াছ ; এই জন্য ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, রেখবের পুত্র যিহোনাদবের জন্য আমার
সম্মুখে দাঁড়াইবার লোকের অভাব কখনও
হইবে না।

যিহোয়াকীম রাজা যিরমিয়ের ভাববাণী-পুস্তক পোড়াইয়া ফেলেন।

৩৬ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়া-
কীমের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে এই বাক্য
সদাপ্রভু হইতে যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত
২ হইল, যথা, তুমি একখানি জড়ান পুস্তক লও,
এবং আমি যে দিন তোমার কাছে কথা বলিয়া-
ছিলাম, তদবধি অর্থাৎ যোশিয়ের অধিকারাবধি
অদ্য পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের, যিহূদার ও সমস্ত
জাতির বিরুদ্ধে তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছি,
৩ সেই সমস্ত বাক্য উহাতে লিখ। কি জানি, আমি
যিহূদা-কুলের উপরে যে সকল অমঙ্গল ঘটাইবার
সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহারা সেই সমস্ত অমঙ্গলের
কথা শুনিয়া প্রত্যেকে আপন আপন কুপথ হইতে
ফিরিতে পারে ; ফিরিলে আমি তাহাদের অপ-
৪ রাধ ও পাপ মার্জ্জনা করিব। পরে যিরমিয়

Digitized by Google

নেরিয়ের পুত্র বারূককে আহ্বান করিলেন ; এবং
বারূক যিরমিয়ের প্রতি কথিত সদাপ্রভুর বাক্য
সকল তাঁহার মুখে শুনিয়া এক জড়ান পুস্তকে
৫ লিখিলেন। পরে যিরমিয় বারূককে আজ্ঞা করি-
লেন, বলিলেন, আমি রুদ্ধ আছি, সদাপ্রভুর গৃহে
৬ যাইতে পারি না। অতএব তুমি যাও, এবং
আমার মুখে শুনিয়া যাহা যাহা এই পুস্তকে
লিখিয়াছ, সদাপ্রভুর সেই সকল বাক্য উপবাস-
দিনে সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ
কর, এবং আপন আপন নগর হইতে আগত
৭ সমস্ত যিহূদার সাক্ষাতেও পাঠ কর। কি জানি,
সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহারা বিনতি উপস্থিত
করিবে, এবং প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ
হইতে ফিরিবে, কেননা সদাপ্রভু এই জাতির
বিরুদ্ধে অতি বড় ক্রোধের ও রোষের কথা বলি-
৮ য়াছেন। পরে নেরিয়ের পুত্র বারূক যিরমিয়
ভাববাদীর আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিলেন,
ঐ পুস্তকে লিখিত সদাপ্রভুর বাক্য সদাপ্রভুর
গৃহে পাঠ করিলেন।

৯ পরে যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকী-
মের অধিকারের পঞ্চম বৎসরের নবম মাসে
যিরূশালেমস্থ সমস্ত লোক, এবং যিহূদার নগর-
সমূহ হইতে যিরূশালেমে আগত সকল লোক
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপবাস ঘোষণা করিল।
১০ তখন বারূক সদাপ্রভুর গৃহে, উপরিস্থ প্রাঙ্গণে,
সদাপ্রভুর গৃহের নূতন দ্বারের প্রবেশস্থানে,
শাফনের পুত্র গমরিয় লেখকের কুঠরীতে ঐ পুস্তক
লইয়া সমস্ত লোকের কর্ণগোচরে যিরমিয়ের
১১ কথা সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন শাফ-
নের পৌত্র গমরিয়ের পুত্র মীখায় সেই পুস্তকে
১২ লিখিত সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য শুনিলেন, তখন
তিনি রাজবাটীতে নামিয়া লেখকের কুঠরীতে
গেলেন ; আর দেখ, সেই স্থানে অধ্যক্ষগণ, অর্থাৎ
ইলীশামা লেখক, সময়িয়ের পুত্র দলায়া, অক্-
বোরের পুত্র ইল্‌নাথন, শাফনের পুত্র গমরিয় ও
হনানিয়ের পুত্র সিদিকিয় প্রভৃতি সমস্ত অধ্যক্ষ
১৩ উপবিষ্ট ছিলেন। লোকদের কর্ণগোচরে যখন
বারূক ঐ পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, তখন মীখায়
যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগকে
১৪ জ্ঞাত করিলেন। তাহাতে অধ্যক্ষগণ কূশির
প্রপৌত্র শেলিমিয়ের পৌত্র নথনিয়ের পুত্র
যিহূদী দ্বারা বারূককে এই কথা বলিয়া পাঠাই-
লেন, তুমি লোকদের কর্ণগোচরে যে পুস্তক পাঠ
করিয়াছ, তাহা হস্তে করিয়া আইস ; অতএব
নেরিয়ের পুত্র বারূক পুস্তকখানি হস্তে লইয়া
১৫ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা
কহিলেন, বিনয় করি, তুমি বসিয়া আমাদের
কর্ণগোচরে উহা পাঠ কর ; তাহাতে বারূক
তাঁহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিতে লাগিলেন।
১৬ তখন ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলে ভয়
প্রযুক্ত পরস্পর তাকাতাকি করিলেন, এবং বারূ-
ককে কহিলেন, আমরা এই সকল কথার বিষয়
১৭ অবশ্য রাজাকে জানাইব। পরে তাঁহারা বারূককে
জিজ্ঞাসিলেন, বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া
তাঁহার মুখে শুনিয়া এই সকল কথা লিখিয়া-
১৮ ছিলে? বারূক উত্তর করিলেন, তিনি মুখে
আমার নিকটে এই সকল কথা উচ্চারণ করিতে-
ছিলেন, এবং আমি কালী দিয়া এই পুস্তকে সে
১৯ সমস্ত লিখিতেছিলাম। তখন অধ্যক্ষগণ বারূককে
কহিলেন, তুমি ও যিরমিয় যাইয়া লুকাইয়া
থাক ; কেহ যেন তোমাদের সন্ধান না পায়।

২০ পরে তাঁহারা ইলীশামা লেখকের কুঠরীতে
পুস্তকখানি রাখিয়া প্রাঙ্গণে রাজার নিকটে গিয়া
তাঁহার কর্ণগোচরে ঐ সকল কথা কহিলেন।
২১ তাহাতে রাজা পুস্তকখানি আনিবার জন্য যিহূ-
দীকে পাঠাইলে যিহূদী ইলীশামা লেখকের
কুঠরী হইতে তাহা আনিয়া রাজার কর্ণগোচরে
ও তাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান অধ্যক্ষগণের কর্ণ-
২২ গোচরে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে
নবম মাসে রাজা শীতকাল যাপনের গৃহে বসি-
য়াছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে জ্বলন্ত আগুনের
২৩ আঙ্গটা ছিল। অনন্তর যিহূদী তিন চারি পাতা
পাঠ করিলে পর [রাজা] লেখকের ছুরিকা দ্বারা
পুস্তকখানি কাটিয়া ঐ আঙ্গটার আগুনে ফেলিয়া
দিতে লাগিলেন ; এইরূপে শেষে পুস্তকখানির
২৪ সমুদয় আঙ্গটার আগুনে ভস্মসাৎ হইল। রাজা
ও তাঁহার দাসগণ ঐ সকল বাক্য শুনিয়াও কেহ
ভীত হইলেন না, ও আপন আপন বস্ত্র চিরি-
২৫ লেন না। যদ্যপি ইল্‌নাথন, দলায় ও গমরিয়,
পুস্তকখানি যেন পোড়ান না হয়, সে জন্য রাজাকে
বিনয় করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাদের
২৬ কথা শুনিলেন না। আর রাজা রাজপুত্র যিরহ-
মেলকে, অস্রীয়েলের পুত্র সরায়কে ও অব্দি-
য়েলের পুত্র শেলিমিয়কে আজ্ঞা করিলেন,
তোমরা বারূক লেখককে ও যিরমিয় ভাববাদীকে
ধর ; কিন্তু সদাপ্রভু তাঁহাদিগকে লুক্কায়িত
করিয়াছিলেন।

২৭ যিরমিয়ের মুখে শুনিয়া বারূক যে সকল বাক্য
লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বলিত পুস্তকখানি রাজা
দগ্ধ করিলে পর সদাপ্রভুর এই বাক্য যিরমিয়ের
২৮ নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি পুনর্ব্বার আর এক
পুস্তক গ্রহণ কর ; এবং ঐ প্রথম বাক্য সকল,
অর্থাৎ যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীম কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত
সেই প্রথম পুস্তকে যাহা যাহা লিখিত ছিল, সে
২৯ সমস্ত তন্মধ্যে লিখ। আর যিহূদা-রাজ যিহোয়া-
কীমের বিষয়ে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,

Digitized by Google

তুমি এই পুস্তক দগ্ধ করিয়াছ, বলিয়াছ, তুমি
কেন ইহার মধ্যে এই কথা লিখিয়াছ যে, বাবিল-
রাজ আসিয়া এই দেশ অবশ্য নষ্ট করিবেন, এবং
৩০ মনুষ্যহীন ও পশুশূন্য করিবেন? অতএব যিহূদা-
রাজ যিহোয়াকীমের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দায়ূদের সিংহাসনে উপবেশন করিতে
তাহার কেহ থাকিবে না, এবং তাহার শব দিবসে
রৌদ্রে ও রাত্রিকালে হিমে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত
৩১ থাকিবে। আর আমি তাহাকে, তাহার বংশকে
ও তাহার দাসগণকে তাহাদের অপরাধের প্রতি-
ফল দিব, আর তাহাদের প্রতিকূলে এবং যিরূ-
শালেম-নিবাসীদের ও যিহূদার লোকদের প্রতি-
কূলে যে সমস্ত অমঙ্গলের কথা বলিলেও তাহারা
অবধান করে নাই, আমি তাহাদের উপরে সেই
৩২ সমস্ত অমঙ্গল ঘটাইব। পরে যিরমিয় আর
একখানি পুস্তক লইয়া নেরিয়ের পুত্র বারূক
লেখককে দিলেন, তাহাতে যিহূদা-রাজ যিহো-
য়াকীম যে পুস্তক অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন,
তাহার সমস্ত কথা তিনি পুনর্ব্বার যিরমিয়ের
মুখে শুনিয়া লিখিলেন; তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার আর
আর অনেক কথাও তাহাতে লিখিত হইল।

যিরমিয়ের বাক্যহেতু কারাবাস

৩৭ পরে যিহোয়াকীমের পুত্র কনিয়ের পদে
যোশিয়ের পুত্র সিদিকিয় রাজা হইয়া রাজত্ব
করিলেন; বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসর তাঁহাকেই
২ যিহূদা দেশের রাজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি,
তাঁহার দাসগণ ও দেশীয় লোকেরা যিরমিয় ভাব-
বাদী দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান
করিতেন না।
৩ পরে সিদিকিয় রাজা শেলিমিয়ের পুত্র যিহূ-
খলকে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজককে যির-
মিয় ভাববাদীর নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিলেন,
বিনয় করি, আপনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
৪ কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। সেই সময়ে
যিরমিয় লোকদের মধ্যে যাতায়াত করিতেন,
কারণ তৎকালে তিনি কারাগারে বদ্ধ হন নাই।
৫ আর ফরৌণের সৈন্য মিসর হইতে বাহির হইয়া
আসিয়াছিল; এবং যিরূশালেম অবরোধকারী
কল্দীয়েরা তাহাদের সমাচার শ্রবণ করাতে
যিরূশালেম হইতে চলিয়া গিয়াছিল।
৬ তখন যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে সদাপ্রভুর
৭ এই বাক্য উপস্থিত হইল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যিহূদার যে রাজা
আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে
পাঠাইয়াছে, তাহাকে এই কথা বল, দেখ,
ফরৌণের যে সৈন্য তোমাদের সাহায্যার্থে যাত্রা
করিয়াছে, তাহারা মিসরে আপন দেশে ফিরিয়া
৮ যাইবে। আর কল্দীয়েরা পুনর্ব্বার আসিবে,
এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, এবং ইহা হস্ত-
৯ গত করণপূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তোমরা এই কথা বলিয়া আপ-
নাদের প্রাণকে বঞ্চনা করিও না যে, কল্দীয়েরা
আমাদের নিকট হইতে অবশ্য চলিয়া যাইবে;
১০ কেননা তাহারা চলিয়া যাইবে না। হাঁ, যে
কল্দীয়েরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে,
তোমরা তাহাদের সমস্ত সৈন্য হতাহত করিলে
যদ্যপি কতকগুলি খড়্গবিদ্ধ লোকমাত্র অবশিষ্ট
থাকে, তথাপি তাহারাই আপন আপন তাম্বুতে
উঠিয়া এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।
১১ কল্দীয়দের সৈন্যদল যে সময়ে ফরৌণের
সৈন্যদলের ভয়ে যিরূশালেম হইতে উঠিয়া
১২ গিয়াছিল, সেই সময়ে যিরমিয় বিন্যামীন
প্রদেশে যাইবার ও তথায় লোকদের মধ্যে আপ-
নার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় যিরূ-
১৩ শালেম হইতে নির্গমন করিলেন। যখন তিনি
বিন্যামীন নামক পুরদ্বারে উপস্থিত হন, তখন
সেই স্থানে রক্ষকদের যে অধ্যক্ষ ছিল, হনানিয়ের
পৌত্র শেলিমিয়ের পুত্র যিরিয় নামে সেই ব্যক্তি
যিরমিয় ভাববাদীকে ধরিয়া কহিল, তুমি কল্-
১৪ দীয়দের পক্ষে যাইতেছ। যিরমিয় কহিলেন, এ
মিথ্যাকথা, আমি কল্দীয়দের পক্ষে যাইতেছি
না। তথাপি যিরিয় তাঁহার কথা না শুনিয়া
যিরমিয়কে ধরিয়া অধ্যক্ষদের নিকটে লইয়া
১৫ গেল। সেই অধ্যক্ষগণ যিরমিয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ
হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিল, এবং যোনাথন
লেখকের বাটীতে স্থিত কারাগারে রাখিল,
কেননা তাহারা তাহাই কারাগার করিয়াছিল।
১৬ সেই কারাকূপে ও কারাকক্ষে প্রবেশ করিবার
পর যিরমিয় সেই স্থানে অনেক দিন যাপন
১৭ করিলেন; পরে সিদিকিয় রাজা লোক পাঠাইয়া
তাঁহাকে আনাইলেন; আর রাজা আপন বাটীতে
তাঁহাকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদাপ্রভুর
কোন বাক্য কি আছে? যিরমিয় কহিলেন, হাঁ,
আছে। তিনি আরও কহিলেন, আপনি বাবিল-
১৮ রাজের হস্তে সমর্পিত হইবেন। যিরমিয় সিদি-
কিয় রাজাকে ইহাও কহিলেন, আপনকার বিরুদ্ধে,
আপনকার দাসগণের বিরুদ্ধে কিম্বা এই লোক-
দের বিরুদ্ধে আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে,
আপনারা আমাকে কারাগারে রাখিয়াছেন?
১৯ পরন্তু যাহারা আপনাদের নিকটে এই ভাবোক্তি
প্রচার করিত যে, বাবিল-রাজ আপনাদের কিম্বা
এই দেশের বিরুদ্ধে আসিবেন না, আপনাদের
২০ সেই ভাববাদিগণ কোথায়? এখন, হে আমার
প্রভো মহারাজ, বিনয় করি, শ্রবণ করুন; আমি

Digitized by Google

যোনাথন লেখকের বাটীতে যেন না মরি, এই
জন্য আপনি সে স্থানে আমাকে আর পাঠাইবেন
না ; বিনয় করি, আমার এই বিনতি আপনকার
২১ সাক্ষাতে গ্রাহ্য হউক। তখন লোকেরা সিদিকিয়
রাজার আজ্ঞাতে যিরমিয়কে রক্ষীদের প্রাঙ্গণে
রাখিল, এবং যে পর্য্যন্ত নগরের সমস্ত রুটী শেষ
না হইল, সে পর্য্যন্ত প্রতিদিন রুটিওয়ালাদের
পল্লী হইতে এক একখান রুটী লইয়া তাঁহাকে
দেওয়া যাইত। এই প্রকারে যিরমিয় রক্ষীদিগের
প্রাঙ্গণে থাকিলেন।

৩৮ অনন্তর মত্তনের পুত্র শফটিয়, পশ্হূরের
পুত্র গদলিয়, শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখল ও
মল্কিয়ের পুত্র পশ্হূর লোকসমূহের নিকটে
২ যিরমিয়ের কথিত এই বাক্য শুনিল, "সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, যে কেহ এই নগরে থাকিবে, সে
খড়্গে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে বিনষ্ট হইবে ;
কিন্তু যে কেহ বাহির হইয়া কল্‌দীয়দের নিকটে
যাইবে, সে রক্ষা পাইবে, এবং লুটদ্রব্যের ন্যায়
৩ আপন প্রাণ লাভ করিয়া বাঁচিবে। সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, এই নগর অবশ্য বাবিল-রাজের
সৈন্যগণের হস্তে সমর্পিত হইবে, ও সে ইহা
৪ হস্তগত করিবে।" পরে অধ্যক্ষগণ রাজাকে
কহিল, এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হউক,
কেননা এ লোকদের কাছে এই প্রকার কথা
বলিয়া এই নগরে অবশিষ্ট যোদ্ধাদের হস্ত ও
প্রজা সকলের হস্ত দুর্ব্বল করিতেছে ; বস্তুতঃ সেই
ব্যক্তি এই জাতির মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া কেবল
৫ অমঙ্গল চেষ্টা করে। তখন সিদিকিয় রাজা
কহিলেন, দেখ, সে তোমাদেরই হস্তে আছে ;
কারণ তোমাদের বিরুদ্ধে রাজার কিছু করিবার
৬ সাধ্য নাই। তখন তাঁহারা যিরমিয়কে ধরিয়া
রক্ষীদের প্রাঙ্গণে স্থিত রাজপুত্র মল্কিয়ের কূপ-
মধ্যে ফেলিয়া দিল, ফলতঃ রজ্জুতে করিয়া যির-
মিয়কে নামাইয়া দিল ; সেই কূপে জল ছিল না,
কিন্তু পঙ্ক ছিল, এবং যিরমিয় পঙ্কে মগ্নপ্রায়
হইলেন।

৭ ইতিমধ্যে যিরমিয় কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন,
রাজবাটীস্থিত এবদ্‌-মেলক নামে এক জন কূশীয়
নপুংসক এই কথা শুনিল ; তখন রাজা বিন্যা-
৮ মীনের দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন ; এবদ্‌-মেলক
রাজবাটী হইতে নির্গত হইয়া রাজাকে কহিল,
৯ হে আমার প্রভো মহারাজ, এই লোকেরা যির-
মিয় ভাববাদীর প্রতি নিতান্ত মন্দ ব্যবহার
করিয়াছেন ; তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দিয়াছেন ;
তিনি ত সে স্থানে ক্ষুধায় ম্রিয়মাণ হইয়াছেন,
১০ কেননা নগরে আর রুটী নাই। তখন রাজা কূশীয়
এবদ্‌-মেলককে আজ্ঞা করিলেন, তুমি এই স্থান
হইতে ত্রিশ জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া গিয়া যির-
মিয় ভাববাদী না মরিতে মরিতে তাঁহাকে কূপ
১১ হইতে উত্তোলন কর। তখন এবদ্‌-মেলক ঐ সকল
লোককে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে গিয়া ভাণ্ডারের
নীচস্থান হইতে কতকগুলিন জীর্ণ বস্ত্র ও জীর্ণ
পটী লইয়া রজ্জু দ্বারা কূপে যিরমিয়ের কাছে
১২ নামাইয়া দিল। আর কূশীয় এবদ্‌-মেলক যির-
মিয়কে কহিল, এই জীর্ণ বস্ত্র ও পটীগুলা তোমার
১৩ বগলে রজ্জুর নীচে দেও। তাহাতে যিরমিয়
তাহা করিলে উহারা ঐ রজ্জু ধরিয়া টানিয়া কূপ
হইতে তাঁহাকে তুলিল ; এবং যিরমিয় রক্ষীদের
প্রাঙ্গণে থাকিলেন।

১৪ পরে সিদিকিয় রাজা লোক পাঠাইয়া যিরমিয়
ভাববাদীকে আনাইয়া সদাপ্রভুর গৃহের তৃতীয়
প্রবেশস্থানে আপনার নিকটে উপস্থিত করি-
লেন ; আর রাজা যিরমিয়কে কহিলেন, আমি
আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার
১৫ কাছে কিছুই গোপন করিবেন না। যিরমিয়
সিদিকিয়কে কহিলেন, আমি যদি আপনাকে
তাহা জানাই, তবে আপনি কি আমাকে নিশ্চয়ই
বধ করিবেন না ? আর আমি যদি আপনাকে
পরামর্শ দিই, আপনি আমার কথা অগ্রাহ্য
১৬ করিবেন। তাহাতে সিদিকিয় রাজা গোপনে
যিরমিয়ের কাছে শপথ করিয়া কহিলেন, আমা-
দের এই জীবাত্মার নির্ম্মাতা জীবৎ সদাপ্রভুর
দিব্য, আমি আপনাকে বধ করিব না, এবং
আপনার প্রাণনাশার্থে সচেষ্ট এই লোকদের
১৭ হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিব না। তখন যির-
মিয় সিদিকিয়কে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
বাহিনীগণের ঈশ্বর, সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তুমি যদি বাহির হইয়া বাবিল-রাজের প্রধান-
বর্গের নিকটে যাও, তবে তোমার প্রাণ বাঁচিবে,
এই নগরও অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, এবং তুমিও
১৮ সপরিবারে বাঁচিবে। কিন্তু যদি বাবিল-রাজের
প্রধানবর্গের নিকটে না যাও, তবে এই নগর
কল্‌দীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবে, এবং তাহারা
ইহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, আর তুমিও তাহাদের
১৯ হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবে না। সিদিকিয় রাজা
যিরমিয়কে কহিলেন, যে যিহূদীরা কল্‌দীয়দের
পক্ষে গিয়াছে, তাহাদিগকে আমি ভয় করি ;
কি জানি, আমি তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইব,
তাহা হইলে তাহারা আমার অপমান করিবে।
২০ যিরমিয় কহিলেন, আপনি সমর্পিত হইবেন না ;
বিনয় করি, আমি আপনাকে যাহা বলি, সে
বিষয়ে আপনি সদাপ্রভুর বাক্য মান্য করুন ;
তাহাতে আপনকার মঙ্গল হইবে, আপনকার
২১ প্রাণ বাঁচিবে। কিন্তু আপনি যদি যাইতে অস-
ম্মত হন, তবে সদাপ্রভু আমাকে যাহা জ্ঞাত
২২ করিয়াছেন, সেই কথা এই ; দেখুন, যিহূদার

Digitized by Google

রাজবাটীতে অবশিষ্ট যাবতীয় মহিলা বাবিল-
রাজের প্রধানবর্গের কাছে নীত হইবে। আর
তাহারা বলিবে, তোমার মিত্রগণ তোমাকে ভুলা-
ইয়া পরাভব করিয়াছে, এবং তোমার চরণ পঙ্ক-
মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, তাই উহারা তোমা হইতে
২৩ পরাঙ্মুখ হইয়াছে। আর লোকেরা আপন-
কার যাবতীয় ভার্য্যা ও আপনকার সন্তানগণকে
বাহিরে কল্‌দীয়দের কাছে লইয়া যাইবে; এবং
আপনিও তাহাদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবেন
না, কিন্তু বাবিল-রাজের হস্তে ধৃত হইবেন, এবং
আপনি এই নগরকে অগ্নিতে দগ্ধ করাইবেন।
২৪ পরে সিদিকিয় যিরমিয়কে কহিলেন, এই
সকল কথা কেহ জ্ঞাত না হউক, তাহাতে আপনি
২৫ মরিবেন না। কিন্তু আমি যে আপনকার সহিত
কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, অধ্যক্ষগণ যদি তাহা
শুনিতে পায়, এবং আপনকার কাছে আসিয়া
বলে, তুমি রাজাকে কি কি বলিয়াছ, তাহা
আমাদিগকে জানাও, আমাদের হইতে কিছুই
গোপন করিও না, তাহাতে আমরা তোমাকে বধ
করিব না, আর রাজা তোমাকে কি কি বলিয়া-
২৬ ছেন, [তাহাও বল,] তবে আপনি তাহাদিগকে
এই কথা বলিবেন, রাজা যেন আমার মৃত্যুর জন্য
আমাকে যোনাথনের বাটীতে পুনর্ব্বার প্রেরণ
না করেন, রাজার কাছে আমি এই বিনতি
২৭ করিয়াছিলাম। পরে অধ্যক্ষেরা সকলে যির-
মিয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল;
তাহাতে তিনি রাজার আজ্ঞানুসারে ঐ সকল কথা
তাহাদিগকে কহিলেন। তখন তাহারা তাঁহার
সহিত বাক্যালাপ ত্যাগ করিল; বস্তুতঃ সেই
২৮ কথা রাষ্ট্র হইল না। তদবধি যিরূশালেমের
পরাজয়-দিন পর্য্যন্ত যিরমিয় রক্ষীদের প্রাঙ্গণে
থাকিলেন।

নবূখদ্‌নিৎসর যিরূশালেম হস্তগত করেন।

৩৯ যিরূশালেমের পরাজয় এইরূপে হইয়া-
ছিল।
যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের অধিকারের নবম
বৎসরের দশম মাসে বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসর
ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে
২ আসিয়া তাহা অবরোধ করিলেন। পরে সিদি-
কিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসরের চতুর্থ
মাসের নবম দিনে নগরের এক স্থান ভগ্ন হইল।
৩ তখন বাবিল-রাজের সমস্ত প্রধানবর্গ, অর্থাৎ
নের্গল-শরেৎসর, সম্‌গর-নবো, প্রধান নপুংসক
শর্সখীম ও প্রধান গণক নের্গল-শরেৎসর প্রভৃতি
বাবিল-রাজের সমস্ত প্রধানবর্গ প্রবেশ করিয়া
৪ মধ্যম দ্বারে বসিলেন। পরে যিহূদা-রাজ সিদি-
কিয় ও সমস্ত যোদ্ধা তাঁহাদিগকে দেখিয়া পলা-
য়ন করিলেন, রাত্রিকালে রাজোদ্যানের পথে
দুই প্রাচীরের মধ্যস্থিত দ্বার দিয়া নগরের
বাহিরে গেলেন; আর তিনি অরাবা তলভূমির
৫ পথে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য
তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যিরীহোর সম-
ভূমিতে সিদিকিয় রাজার নাগাইল পাইল; ও
তাঁহাকে ধরিয়া হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে বাবিল-রাজ
নবূখদ্রিৎসরের নিকটে আনিল; তাহাতে তিনি
৬ তাঁহার দণ্ডবিধান করিলেন। আর বাবিল-রাজ
রিব্লাতে সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাঁহার পুত্রগণকে
হনন করিলেন, বাবিল-রাজ যিহূদার সমস্ত
৭ অধ্যক্ষকেও হনন করিলেন। আর তিনি সিদি-
কিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে বাবিলে
লইয়া যাইবার জন্য পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ
করিলেন।
৮ পরে কল্‌দীয়েরা রাজবাটী ও সামান্য লোক-
দের ঘরবাড়ী অগ্নিতে দগ্ধ করিল, এবং যিরূ-
৯ শালেমের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন করিল। আর
নবূষরদন রক্ষকসেনাপতি, যাহারা নগরে অব-
শিষ্ট ছিল, সেই লোকদিগকে, ও যাহারা পক্ষা-
ন্তরে গিয়া তাঁহার সপক্ষ হইয়াছিল, তাহা-
দিগকে এবং অন্য অবশিষ্ট লোকদিগকে নির্ব্বা-
১০ সনে বাবিলে লইয়া গেলেন। তথাপি নবূষরদন
রক্ষকসেনাপতি কতকগুলিন দীন দরিদ্র লোককে
যিহূদা দেশে অবশিষ্ট রাখিলেন, এবং সেই
দিন তাহাদিগকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ভূমি প্রদান
করিলেন।
১১ বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসর যিরমিয়ের বিষয়ে
নবূষরদন রক্ষকসেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়া-
১২ ছিলেন, তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার
তত্ত্বাবধান করিও, তাঁহার কিছুই হানি করিও
না; বরঞ্চ তিনি তোমাকে যেরূপ বলিবেন,
১৩ তাঁহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিও। অতএব
নবূষরদন রক্ষকসেনাপতি, প্রধান নপুংসক
নবূশস্‌বন ও প্রধান গণক নের্গল-শরেৎসর এবং
১৪ বাবিল-রাজের সমস্ত প্রধানবর্গ লোক প্রেরণ
করিয়া রক্ষীদিগের প্রাঙ্গণ হইতে যিরমিয়কে
লইয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে বাটীতে লইয়া
যাইবার জন্য শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র
গদলিয়ের কাছে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে
তিনি লোকদের মধ্যে বাস করিলেন।
১৫ যে সময়ে যিরমিয় রক্ষীদিগের প্রাঙ্গণে বদ্ধ
ছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই
১৬ বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি যাইয়া কূশীয়
এবদ্‌-মেলককে বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, মঙ্গলের

Digitized by Google

নিমিত্ত নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্ত আমি এই
নগরের উপরে আপন বাক্য সকল সফল করিব,
সেই দিন তোমার সাক্ষাতে সে সমস্ত সফল
১৭ হইবে। কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন আমি
তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি যে লোকদের
বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছ, তাহাদের হস্তে তুমি
১৮ সমর্পিত হইবে না। আমি তোমাকে অবশ্য রক্ষা
করিব ; তুমি খড়্গে পতিত হইবে না, কিন্তু
লুটিত দ্রব্যের ন্যায় তোমার প্রাণলাভ হইবে ;
কেননা তুমি আমাতে বিশ্বাস করিয়াছ, ইহা
সদাপ্রভু কহেন।

যিরমিয়ের মুক্তি। গদলিয়ের হত্যা ও যিহূদীদের মিসরে পলায়ন।

৪০ রামা হইতে নবূষরদন রক্ষকসেনাপতি
কর্তৃক বিদায়প্রাপ্ত হইবার পর যিরমিয়ের
নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল,
তাহার বৃত্তান্ত। [নবূষরদন] যখন তাঁহাকে গ্রহণ
করিলেন, তখন তিনি শৃঙ্খলে বদ্ধ, এবং যিরূ-
শালেমের ও যিহূদার যে সমস্ত লোক নির্ব্বাসার্থে
বাবিলে নীত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে উপ-
২ স্থিত ছিলেন। রক্ষকসেনাপতি যিরমিয়কে গ্রহণ
করিয়া কহিলেন, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
স্থানের বিষয়ে এই অমঙ্গলের কথা বলিয়া-
৩ ছিলেন, আর সেই সদাপ্রভু আপন বাক্যানু-
সারে তাহা ঘটাইয়াছেন, সিদ্ধ করিয়াছেন।
বস্তুতঃ তোমরা সদাপ্রভুর কথা না মানিয়া তাঁহার
বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ, এই জন্য তোমাদের
৪ প্রতি ইহা ঘটিল। এখন দেখ, অদ্য আমি
তোমার হস্তের শৃঙ্খল হইতে তোমাকে মুক্ত করি-
লাম ; তুমি যদি আমার সহিত বাবিলে যাইতে
ইচ্ছা কর, তবে আইস, আমি তোমার প্রতি
অনুগ্রহদৃষ্টি রাখিব ; আর যদি আমার সহিত
বাবিলে যাইতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে
ক্ষান্ত হও ; দেখ, সমস্ত দেশ তোমার সম্মুখে
আছে ; যে স্থানে যাওয়া তোমার উত্তম ও বিহিত
৫ বোধ হয়, সেই স্থানে যাও। তিনি তখনও
ফিরিতেছেন না [দেখিয়া কহিলেন], "বরঞ্চ
শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের
কাছে ফিরিয়া যাও, বাবিল-রাজ তাঁহাকেই
যিহূদার নগরসমূহের কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন,
তুমি লোকদের মধ্যে তাঁহার সহিত বাস কর ;
কিম্বা যে কোন স্থানে যাওয়া তোমার বিহিত
বোধ হয়, সেই স্থানে যাও।" পরে রক্ষকসেনা-
পতি তাঁহাকে পাথেয় ও উপঢৌকন দিয়া বিদায়
৬ করিলেন। তাহাতে যিরমিয় মিস্পাতে অহী-
কামের পুত্র গদলিয়ের নিকটে গিয়া দেশে অব-
শিষ্ট লোকদের মধ্যে তাঁহার সহিত বাস করিতে
লাগিলেন।

৭ পরে বাবিল-রাজ অহীকামের পুত্র গদলিয়কে
দেশের কর্তৃত্বভার দিয়াছেন, এবং যাহারা প্রবা-
সার্থে বাবিলে নীত হয় নাই, সেই সকল পুরুষ,
স্ত্রী, বালকবালিকা ও জনপদস্থ দরিদ্র লোক-
দিগকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়াছেন, মাঠে
অবস্থিত সমস্ত সেনাপতি ও তাহাদের লোকেরা
৮ যখন এই সংবাদ শুনিল, তখন মিস্পাতে গদ-
লিয়ের কাছে উপস্থিত হইল, অর্থাৎ নথনিয়ের
পুত্র ইশ্মায়েল এবং যোহানন ও যোনাথন নামে
কারেহের দুই পুত্র, তন্‌হূমতের পুত্র সরায়,
নটোফাতীয় একয়ের পুত্রগণ ও মাখাথীয়ের পুত্র
যাসনিয়, ইহারা আপন আপন লোকদের সহিত
৯ [উপস্থিত হইল]। আর শাফনের পৌত্র অহী-
কামের পুত্র গদলিয় তাহাদের কাছে ও তাহাদের
লোকদের কাছে শপথ করিয়া বলিলেন, তোমরা
কল্‌দীয়দের দাস হইতে ভয় করিও না, দেশে
বাস করিয়া বাবিল-রাজের দাস হও, তাহাতে
১০ তোমাদের মঙ্গল হইবে। আর দেখ, যে কল্‌-
দীয়েরা আমাদের এখানে আসিবে, তাহাদের
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য আমি এই
মিস্পাতে বাস করিব, কিন্তু তোমরা দ্রাক্ষারস,
ফল ও তৈল সঞ্চয় করিয়া আপন আপন পাত্রে
রাখ, এবং যে সকল নগর তোমাদের হস্তগত
১১ হইয়াছে, তাহাতে বাস কর। আর মোয়াবে,
অম্মোন-সন্তানদের মধ্যে, ইদোমে ও অন্যান্য
দেশে যে সকল যিহূদী ছিল, তাহারা যখন
শুনিল যে, বাবিল-রাজ যিহূদার এক অংশ অব-
শিষ্ট রাখিয়াছেন, এবং শাফনের পৌত্র অহী-
কামের পুত্র গদলিয়কে তাহাদের উপরে নিযুক্ত
১২ করিয়াছেন, তখন সেই যিহূদীরা সকলে যে সকল
স্থানে বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্থান
হইতে ফিরিয়া আসিল, যিহূদা দেশে মিস্পাতে
গদলিয়ের নিকটে [উপস্থিত হইল], এবং অপ-
র্য্যাপ্ত দ্রাক্ষারস ও ফল সঞ্চয় করিতে লাগিল।
১৩ আর কারেহের পুত্র যোহানন ও মাঠে অব-
স্থিত সমস্ত সেনাপতি মিস্পাতে গদলিয়ের
১৪ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, আপনি কি
জানেন, অম্মোন-সন্তানদের রাজা বালীস আপন-
কার প্রাণ নাশ করিতে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মা-
য়েলকে প্রেরণ করিয়াছেন? কিন্তু অহীকামের
পুত্র গদলিয় তাহাদের কথায় প্রত্যয় করিলেন
১৫ না। পরে কারেহের পুত্র যোহানন মিস্পাতে
গদলিয়কে গোপনে কহিল, যদি আপনকার
অনুমতি হয়, তবে আমি গিয়া নথনিয়ের পুত্র
ইশ্মায়েলকে বধ করি, কেহ তাহা জানিতে পারিবে

Digitized by Google

; সে কেন আপনকার প্রাণ নষ্ট করিবে?
করিলে আপনকার নিকটে সংগৃহীত সমস্ত
যিহূদী ছিন্নভিন্ন, এবং যিহূদার অবশিষ্টাংশ
১৬ নষ্ট হইবে। কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয়
কারেহের পুত্র যোহাননকে কহিলেন, এ কার্য্য
করিও না; কেননা ইশ্মায়েলের বিষয়ে তুমি
যাহা বলিতেছ, তাহা মিথ্যা।

৪১ পরে সপ্তম মাসে রাজার অমাত্যদের মধ্যে
গণিত রাজবংশীয় ইলীশামার পৌত্র নথ-
নিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল দশ জন পুরুষকে সঙ্গে
লইয়া মিস্পাতে অহীকামের পুত্র গদলিয়ের
নিকটে আসিল; আর তাহারা মিস্পাতে একত্র
২ ভোজন করিল। পরে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল
ও তাহার ঐ দশ জন সঙ্গী উঠিয়া বাবিল-রাজের
নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষকে, শাফনের পৌত্র অহীকামের
৩ পুত্র গদলিয়কে, খড়্গাঘাতে বধ করিল। আর
মিস্পাতে গদলিয়ের সঙ্গে যে সমস্ত যিহূদী ছিল,
এবং যে কল্‌দীয়দিগকে সেখানে পাওয়া গেল,
তাহাদিগকে, অর্থাৎ যোদ্ধা সকলকে ইশ্মায়েল
৪ বধ করিল। সে গদলিয়কে বধ করিলে তাহার
৫ পর দিন সেই বিষয় কাহারও জ্ঞানগোচর না
হইতে হইতে শিখিম, শীলো ও শমরিয়া হইতে
আশী জন পুরুষ আগমন করিতেছিল; তাহারা
শ্মশ্রু মুণ্ডন, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও আপন আপন
অঙ্গ কাট্‌কুট্‌ করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে উৎসর্গ
করণার্থে নৈবেদ্য ও ধূপ হস্তে লইয়া [আসিতে-
৬ ছিল]। আর নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল তাহা-
দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিস্পা হইতে
নির্গত হইয়া রোদন করিতে করিতে বাহিরে
গেল, এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে
তাহাদিগকে কহিল, অহীকামের পুত্র গদলিয়ের
৭ কাছে চল। পরে তাহারা নগরের মধ্যস্থানে
আসিলে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল ও তাহার
সঙ্গী পুরুষেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া তথাকার
৮ কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে
বিদ্যমান দশ জন ইশ্মায়েলকে কহিল, আমা-
দিগকে বধ করিও না, কেননা ক্ষেত্রে আমাদের
গোম, যব, তৈল ও মধুর গুপ্ত নিধি আছে;
তাহাতে সে ক্ষান্ত হইল, তাহাদের ভ্রাতৃগণের
৯ মধ্যে তাহাদিগকে বধ করিল না। ঐ লোকদিগকে
বধ করিলে পর ইশ্মায়েল যে কূপে তাহাদের শব
গদলিয়ের পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা
আসা রাজা ইস্রায়েল-রাজ বাশার ভয়ে প্রস্তুত
করিয়াছিলেন; নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল তাহাই
১০ নিহতগণের শবে পরিপূর্ণ করিল। পরে ইশ্মা-
য়েল মিস্পাতে অবশিষ্ট সমস্ত লোককে বন্দিরূপে
লইয়া গেল, রাজকুমারীগণ ও যে সমস্ত লোক
মিস্পাতে অবশিষ্ট ছিল, যাহাদিগকে নবূষরদন
রক্ষকসেনাপতি অহীকামের পুত্র গদলিয়ের
কাছে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নথ-
নিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল বন্দি করিয়া অম্মোন-
সন্তানদের কাছে যাইবার জন্য প্রস্থান করিল।
১১ কিন্তু কারেহের পুত্র যোহানন ও তাহার সঙ্গী
সেনাপতিরা সকলে যখন শুনিতে পাইল যে,
নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল এই সকল দুষ্ক্রিয়া
১২ করিয়াছে, তখন তাহারা সমস্ত লোককে লইয়া
নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে
গেল, এবং গিবিয়োনে স্থিত বৃহৎ জলাশয়ের
১৩ নিকটে তাহার দেখা পাইল। তখন ইশ্মায়েলের
সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তাহারা কারেহের
পুত্র যোহাননকে ও তাহার সঙ্গী সেনাপতিদিগকে
১৪ দেখিয়া আনন্দিত হইল। আর ইশ্মায়েল সেই
যে সকল লোককে বন্দি করিয়া মিস্পা হইতে
লইয়া যাইতেছিল, তাহারা ঘুরিয়া কারেহের
১৫ পুত্র যোহাননের নিকটে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু
নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল আট জন লোকের
সহিত যোহাননের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া
১৬ অম্মোন-সন্তানদের কাছে গেল। নথনিয়ের পুত্র
যে ইশ্মায়েল অহীকামের পুত্র গদলিয়কে বধ
করিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে কারেহের পুত্র
যোহানন ও তাহার সঙ্গী সেনাপতিগণ যে সকল
অবশিষ্ট লোককে মিস্পা হইতে ফিরাইয়া
আনিয়াছিল, তাহাদিগকে অর্থাৎ যুদ্ধকুশল
পুরুষদিগকে এবং গিবিয়োন হইতে আনীত
স্ত্রীলোক, বালকবালিকা ও নপুংসকদিগকে
১৭ সঙ্গে লইল; আর তাহারা কল্‌দীয়দের ভয়
প্রযুক্ত মিসরে যাইবার জন্য বৈৎলেহমের পার্শ্বে
কিম্‌হমের যে উত্তরণীয় গৃহ আছে, তথায় প্রবাস
১৮ করিল। কেননা নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল
বাবিল-রাজের নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষ অহীকামের
পুত্র গদলিয়কে বধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা
কল্‌দীয়দের হইতে ভীত হইয়াছিল।

৪২ পরে সমস্ত সেনাপতি এবং কারেহের পুত্র
যোহানন ও হোশয়িয়ের পুত্র যাসনিয়,
আর ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোক নিকটে আসিল,
২ এবং যিরমিয় ভাববাদীকে কহিল, আমাদের
এই বিনতি আপনকার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হউক;
আপনি আমাদের নিমিত্তে অর্থাৎ এই সমস্ত
অবশিষ্ট লোকের নিমিত্তে আপন ঈশ্বর সদা-
প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন; কেননা আপনি
স্বচক্ষে আমাদিগকে দেখিতেছেন, আমরা অনেকে
৩ ছিলাম, এক্ষণে অল্পই অবশিষ্ট আছি। অত-
এব কোন্‌ পথ আমাদের গন্তব্য, কি করা আমা-
দের কর্ত্তব্য, তাহা আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু
৪ আমাদিগকে জ্ঞাত করুন। তখন যিরমিয় ভাব-
বাদী তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের

Digitized by Google

কথা শুনিলাম, দেখ, তোমাদের বাক্যানুসারে
আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা
করিব, এবং সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে কোন
উত্তর দিবেন, তাহার সমস্ত কথা তোমাদিগকে
জ্ঞাত করিব, কিছুই তোমাদের কাছে গোপন
৫ করিব না। তাহারা যিরমিয়কে কহিল, সদা-
প্রভু আমাদের মধ্যে সত্য ও বিশ্বাস্য সাক্ষী
হউন। আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনকার
দ্বারা যে কোন কথা আমাদের কাছে বলিয়া
পাঠাইবেন, তদনুসারে আমরা অবশ্য করিব।
৬ ভাল হউক, কি মন্দ হউক, আমরা যাঁহার কাছে
আপনাকে প্রেরণ করিতেছি, আমাদের ঈশ্বর
সেই সদাপ্রভুর বাক্য আমরা মানিব ; কেননা
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য মানিলেই
আমাদের মঙ্গল হইবে।

৭ পরে দশ দিন গত হইলে সদাপ্রভুর বাক্য
৮ যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাতে
তিনি কারেহের পুত্র যোহাননকে ও তাহার সঙ্গী
সেনাপতিগণকে এবং ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোককে
৯ আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা যাঁহার কাছে
আপনাদের বিনতি উপস্থিত করণার্থে আমাকে
প্রেরণ করিয়াছিলে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই
১০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি স্থির
হইয়া এই দেশে বাস কর, তবে আমি তোমা-
দিগকে গাঁথিব, উৎপাটন করিব না, তোমাদিগকে
রোপণ করিব, উন্মূলন করিব না ; কেননা তোমা-
দের যে অমঙ্গল করিয়াছি, তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হই-
১১ লাম। তোমরা যে বাবিল-রাজ হইতে ভীত
হইয়াছ, তাহা হইতে ভীত হইও না ; সদাপ্রভু
কহেন, তাহা হইতে ভীত হইও না ; কেননা
তোমাদের নিস্তার করিতে ও তাহার হস্ত হইতে
তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে আমি তোমাদের
১২ সহবর্ত্তী আছি। আর আমি তোমাদের প্রতি
করুণা বর্ত্তাইব, তাহাতে সে তোমাদের প্রতি
করুণা করিয়া তোমাদের দেশে তোমাদিগকে
১৩ প্রত্যাগমন করাইবে। কিন্তু যদি তোমরা বল,
আমরা এ দেশে বাস করিব না, এইরূপে যদি
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য মানিতে
১৪ অসম্মত হইয়া বল, "না, আমরা মিসরদেশে
যাইব, সেই স্থানে যুদ্ধ দেখিতে, তূরীবাদ্য শ্রবণ
করিতে ও খাদ্যাভাবে ক্ষুধাভোগ করিতে হইবে
১৫ না, আর আমরা তথায় বাস করিব," তবে এখন
হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, তোমরা সদা-
প্রভুর বাক্য শুন ; ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি
মিসরে প্রবেশ করিতে নিতান্তই উন্মুখ হও, ও
১৬ সেখানে প্রবাস করিতে যাও, তাহা হইলে যে
খড়্গের ভয় করিতেছ, তাহা মিসরদেশেই তোমা-
দের লাগাইল পাইবে, আর যে দুর্ভিক্ষে ব্যাকুল
হইতেছ, তাহা মিসরদেশে তোমাদের অনুবর্ত্তী
১৭ হইবে, তাহাতে তোমরা সেখানে মরিবে। যে
সকল লোক মিসরে প্রবাস করিতে যাইবার
জন্য উন্মুখ হইয়াছে, তাহারা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও
মহামারী দ্বারা মারা পড়িবে ; আমি তাহাদের
প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাইব, তাহা হইতে তাহাদের
মধ্যে কেহই উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে না।
১৮ কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, যিরূশালেম-নিবাসীদের
উপরে যেমন আমার ক্রোধ ও প্রচণ্ড কোপ ঢালা
গিয়াছে, তোমরা মিসরে গমন করিলে তোমা-
দের উপরে তেমনি আমার প্রচণ্ড ক্রোধ ঢালা
যাইবে, তোমরা অভিসম্পাত, বিস্ময়, শাপ ও
টিট্‌কারির পাত্র হইবে ; এই স্থান আর কখনও
১৯ দেখিতে পাইবে না। হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক
সকল, সদাপ্রভু তোমাদিগকে বলিয়াছেন ;
তোমরা মিসরে প্রবেশ করিও না ; নিশ্চয়
জানিও, আমি অদ্য তোমাদিগকে এই সাক্ষ্য
২০ দিলাম। বস্তুতঃ তোমরা আপনাদের প্রাণের
বিরুদ্ধে প্রতারণা করিয়াছ, কেননা তোমরা
আমাকে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রেরণ
করিয়াছিলে, বলিয়াছিলে, "তুমি আমাদের
নিমিত্তে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা
কর, তাহাতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহা
যাহা বলিবেন, তদনুসারে তুমি আমাদিগকে জা-
২১ নাইবে, আমরা তাহা করিব।" আর অদ্য আমি
তোমাদিগকে তাহা জানাইলাম ; কিন্তু তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু যে সকল বিষয়ের জন্য আমাকে
তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন, তাহার কোন
বিষয়ে তোমরা তাঁহার রবে অবধান করিলে
২২ না। অতএব এখন নিশ্চয় জানিও, তোমরা যে
স্থানে প্রবাস করণার্থে যাইতে বাঞ্ছা করিতেছ,
সে স্থানে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা মারা
পড়িবে।

৪৩ যিরমিয় যখন সকল লোকের কাছে তাহা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য—যে সকল
বাক্য বলিবার জন্য তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
তাঁহাকে তাহাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন,
২ সেই সকল বাক্য—সাঙ্গ করিলেন, তখন হোশয়ি-
য়ের পুত্র অসরিয় ও কারেহের পুত্র যোহানন
প্রভৃতি দাম্ভিকেরা সকলে যিরমিয়কে কহিল,
তুমি মিথ্যা কহিতেছ ; মিসরে প্রবাস করিতে
যাইও না, এই কথা বলিতে আমাদের ঈশ্বর
৩ সদাপ্রভু তোমাকে পাঠান নাই। কিন্তু কল্‌দী-
য়েরা যেন আমাদিগকে বধ করে, কিম্বা নির্ব্বা-
সার্থে যেন বাবিলে লইয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে
তাহাদের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিবার

Digitized by Google

জন্য নেরিয়ের পুত্র বারূক আমাদের বিরুদ্ধে
৪ তোমাকে প্রবর্ত্তনা করিয়াছে। অতএব কারেহের
পুত্র যোহানন এবং সেনাপতিরা সকলে ও সমস্ত
লোক যিহূদা দেশে বাস করিবার সম্বন্ধে সদা-
৫ প্রভুর রবে অবধান করিল না। কিন্তু কারেহের
পুত্র যোহানন এবং সেনাপতিরা সকলে যিহূ-
দার সমস্ত অবশিষ্টাংশকে লইয়া, অর্থাৎ জাতি-
গণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইলে পর যিহূদা দেশে
প্রবাস করণার্থে যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল,
৬ সেই পুরুষ, স্ত্রী ও বালকবালিকা সকলকে, এবং
রাজকুমারীগণকে, ও যে সকল লোককে নবূষরদন
রক্ষকসেনাপতি শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র
গদলিয়ের কাছে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা-
দিগকে, এবং যিরমিয় ভাববাদীকে ও নেরিয়ের
পুত্র বারূককে লইয়া মিসরদেশে প্রবেশ করিল;
৭ ফলতঃ তাহারা সদাপ্রভুর রবে অবধান করিল
না; তাহারা তফন্‌হেষ পর্য্যন্ত গেল।

মিসরস্থ যিহূদীদের প্রতি ঈশ্বরীয় বাণী।

৮ পরে তফন্‌হেষে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর
৯ এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি আপন হস্তে
কতকগুলিন বৃহৎ প্রস্তর লইয়া তফন্‌হেষে ফরৌ-
ণের বাটীর প্রবেশস্থানে যে ইটের গাঁথনি আছে,
তাহার সুরকীর মধ্যে যিহূদীদের সাক্ষাতে ঐ
প্রস্তরগুলা লুকাইয়া রাখ, আর তাহাদিগকে বল,
১০ ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, আমি [আদেশ] প্রেরণ
করিয়া আপন দাস বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসরকে
আনাইব, এবং এই যে সকল প্রস্তর লুকাইয়া
রাখিলাম, ইহার উপরে তাহার সিংহাসন স্থাপন
করিব, আর সে ইহার উপরে আপনার রাজকীয়
১১ চন্দ্রাতপ বিস্তার করিবে। সে আসিয়া মিসর-
দেশে আঘাত করিবে, মৃত্যুর পাত্রকে মৃত্যুতে,
বন্দিত্বের পাত্রকে বন্দিত্বে, ও খড়্গের পাত্রকে
১২ খড়্গে সমর্পণ করিবে। আর আমি মিসরস্থ
দেবালয়সমূহে আগুন লাগাইব, ফলতঃ সে তাহা-
দের কতকগুলিকে দগ্ধ করিবে, ও কতকগুলিকে
বন্দি করিয়া লইয়া যাইবে; এবং মেষপালক
যেমন আপন গাত্রে বস্ত্র জড়ায়, তদ্রূপ সে এই
মিসরদেশ দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিবে;
এবং সে এই স্থান হইতে শান্তিতে প্রস্থান
১৩ করিবে। আর সে মিসরদেশীয় সূর্য্যপুরীর স্তম্ভ
সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও মিসরস্থ দেবালয়
সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

44 মিসরদেশে বাসকারী, মিগ্‌দোলে, তফন্‌-
হেষে, নোফে ও পথ্রোষ প্রদেশে বাসকারী
যিহূদীদের বিষয়ে যিরমিয়ের নিকটে এই বাক্য
২ উপস্থিত হইল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যিরূশালেমের উপরে
ও যিহূদার সমুদয় নগরের উপরে আমি যে সমস্ত
অমঙ্গল উপস্থিত করিয়াছি, তাহা তোমরা দেখি-
য়াছ; দেখ, আজ সে সকল উৎসন্ন স্থান, তথায়
৩ কেহ বাস করে না; ইহার কারণ লোকদের
দুষ্টতা, যাহা আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে তাহারা
করিত, তাহাদের, তোমাদের ও তোমাদের পিতৃ-
পুরুষদের অপরিচিত ইতর দেবগণের পূজা
করণার্থে তাহাদের উদ্দেশে ধূপদাহ করিতে
৪ গমন করিত। তথাপি আমি প্রত্যূষে উঠিয়া
আমার সমস্ত দাসকে অর্থাৎ ভাববাদিগণকে
তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া অনুনয়পূর্ব্বক
কহিতাম, তোমরা আমার ঘৃণিত এই বীভৎস
৫ কার্য্য করিও না। কিন্তু তাহারা অবধান করিত
না, এবং আপন আপন দুষ্ক্রিয়া হইতে ফিরিবার
আশয়ে, ইতর দেবগণের উদ্দেশে আর ধূপ না
৬ জ্বালাইবার আশয়ে, কর্ণপাত করিত না। এই
জন্য আমার কোপ ও ক্রোধ বর্ষিত হইয়া যিহূদার
নগরে নগরে ও যিরূশালেমের পথে পথে জ্বলিয়া
উঠিল, তাহাতে সে সকল অদ্যাবধি যেমন আছে,
৭ তেমনি উৎসন্ন ও ধ্বংসিত হইয়াছে। অতএব
এখন ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের ঈশ্বর
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কেন আপন
আপন প্রাণের বিরু[দ্ধে] মহাপাপ করিতেছ?
এ কার্য্যে ত আপনাদের সম্পর্কীয় পুরুষ, স্ত্রী,
বালক ও স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে যিহূদার মধ্য
হইতে উচ্ছিন্ন করিবে, আপনাদের কাহাকেও
৮ অবশিষ্ট রাখিবে না। তোমরা এই যে মিসর-
দেশে প্রবাসার্থে আসিয়াছ, এখানে ইতর দেব-
গণের উদ্দেশে ধূপদাহ করিয়া কেন আপনাদের
হস্তকৃত কর্ম্ম দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিতেছ!
তোমরা উচ্ছিন্ন হইবে, এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয়
জাতির মধ্যে শাপের ও টিট্‌কারির পাত্র হইবে।
৯ তোমাদের পিতৃপুরুষদের দুষ্ক্রিয়া, যিহূদার
রাজাদের দুষ্ক্রিয়া, তাহাদের ভার্য্যাদের দুষ্ক্রিয়া,
তোমাদের নিজের দুষ্ক্রিয়া ও তোমাদের ভার্য্যা-
দের দুষ্ক্রিয়া, যাহা যিহূদা দেশে ও যিরূশালে-
মের পথে পথে করা হইত, সে সমস্ত কি বিস্মৃত
১০ হইয়াছ? এই লোকেরা অদ্যাপি চূর্ণমনা হয়
নাই, ভয়ও করে নাই, এবং আমি আপনার যে
ব্যবস্থা ও বিধিকলাপ তোমাদের সম্মুখে ও
তোমাদের পিতৃপুরুষদের সম্মুখে রাখিয়াছি,
১১ ইহারা তদনুসারে আচরণ করে নাই। অতএব
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের অমঙ্গল
করিতে ও সমস্ত যিহূদাকে উচ্ছিন্ন করিতে উন্মুখ
১২ হইলাম। আর যিহূদার অবশিষ্টাংশকে, অর্থাৎ

Digitized by Google

প্রবাসার্থে মিসরদেশে গমনোন্মুখ লোক সকলকে
ধরিব ; তাহারা সকলে লুপ্ত হইবে, মিসরদেশেই
পতিত হইবে ; তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা লুপ্ত
হইবে, ক্ষুদ্র ও মহান সকলে খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে
মারা পড়িবে, এবং অভিসম্পাত, বিস্ময়, শাপ ও
১৩ টিট্‌কারির পাত্র হইবে। আমি যেমন খড়্গ,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা যিরূশালেমকে দণ্ড
দিয়াছি, তদ্রূপ মিসরদেশ-নিবাসীদিগকে দণ্ড
১৪ দিব ; তাহাতে যিহূদার যে অবশিষ্ট লোক
মিসরে প্রবাস করিতে আসিয়াছে, তাহাদের
মধ্যে উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত, যিহূদা দেশে প্রত্যা-
গমনে সমর্থ, কেহই থাকিবে না ; তাহারা সেখানে
বাস করিবার জন্য তথায় ফিরিয়া যাইতে বাঞ্ছা
করিতেছে, কিন্তু কতকগুলি পলাতক ভিন্ন আর
কেহ ফিরিয়া যাইবে না।
১৫ তখন যে সকল পুরুষ জ্ঞাত ছিল যে, তাহাদের
স্ত্রীরা ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাই-
য়াছে, তাহারা এবং নিকটে দণ্ডায়মান স্ত্রীলোক-
দের মহাসমাজ, অর্থাৎ মিসরের পথ্রোষ প্রদেশে
বাসকারী সমস্ত লোক যিরমিয়কে উত্তর দিয়া
১৬ কহিল, তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাদিগকে যে
কথা কহিয়াছ, তোমার সে কথা আমরা শুনিব
১৭ না ; কিন্তু আমাদেরই মুখনির্গত সমস্ত বাক্যানু-
রূপ কার্য্য করিব, ফলতঃ নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে
ধূপ জ্বালাইব ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিব ; আমরা
ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ, আমাদের রাজগণ ও
অধ্যক্ষগণ যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের
পথে পথে তাহাই করিতাম, আর তৎকালে
আমরা ভক্ষ্য দ্রব্যে তৃপ্ত হইতাম, এবং সুখে
১৮ ছিলাম, কোন অমঙ্গল দেখিতাম না। কিন্তু
যদবধি আমরা নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালান
ও পেয় নৈবেদ্য ঢালা ছাড়িয়া দিয়াছি, তদবধি
আমাদের যাবতীয় বস্তুর অভাব হইতেছে, এবং
আমরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা লুপ্ত হইতেছি।
১৯ আর আমরা যখন নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে ধূপ
জ্বালাইতাম ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতাম, তখন
কি আপন আপন স্বামী ব্যতিরেকে তাঁহার পূজার
জন্য পূপ প্রস্তুত করিতাম, ও তাঁহার উদ্দেশে
পেয় নৈবেদ্য ঢালিতাম ?
২০ পরে যিরমিয় সমস্ত লোককে ঐ প্রত্যুত্তরকারী
পুরুষ কি স্ত্রী সমস্ত লোককে, এই কথা কহিলেন,
২১ যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের পথে
পথে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, তোমা-
দের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ, এবং জনপদস্থ প্রজা-
গণ যে ধূপদাহ করিতে, সদাপ্রভু কি সেই ধূপ-
দাহ স্মরণ করেন নাই, তাহা কি তাঁহার মনে
২২ পড়ে নাই ? সদাপ্রভু তোমাদের আচারের
দুষ্টতা ও তোমাদের কৃত বীভৎস ক্রিয়া প্রযুক্ত
আর সহ্য করিতে পারিলেন না, এই জন্য তোমা-
দের দেশ অদ্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি উৎসন্ন
বিস্ময়জনক, শাপগ্রস্ত ও নিবাসিবিহীন হইল।
২৩ তোমরা ধূপদাহ করিয়াছ, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
পাপ করিয়াছ, সদাপ্রভুর রবে অবধান কর নাই,
এবং তাঁহার ব্যবস্থা, বিধি ও সাক্ষ্যানুসারে চল
নাই, তজ্জন্যই অদ্যাপি যেমন আছে, তেমনি
তোমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিয়াছে।
২৪ যিরমিয় সমস্ত পুরুষলোককে এবং সমস্ত স্ত্রী-
লোককে আরও কহিলেন, হে মিসরদেশস্থ সমস্ত
২৫ যিহূদি, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন ; ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা মুখে যাহা
বলিয়াছ, হস্ত দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়াছ,
তোমরা বলিয়াছ, "আমরা নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে
ধূপদাহ করিবার ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিবার যে
মানত করিয়াছি, তাহা অবশ্য সিদ্ধ করিব ;"
তোমাদের মানত অটল কর, তোমাদের মানত
২৬ সিদ্ধ কর। অতএব, হে মিসরদেশ-নিবাসী সমস্ত
যিহূদি, সদাপ্রভুর বাক্য শুন ; সদাপ্রভু কহেন,
দেখ, আমি আপন মহানামে শপথ করিতেছি,
"জীবৎ প্রভু সদাপ্রভুর দিব্য," এই কথা বলিয়া
মিসরদেশস্থ কোন যিহূদী আমার নাম আর
২৭ মুখে আনিবে না। দেখ, আমি তাহাদের অমঙ্গ-
লের নিমিত্ত জাগরূক থাকিব, মঙ্গলের নিমিত্ত ১
নয় ; তাহাতে মিসরদেশস্থ সমস্ত যিহূদার লোক
খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা নিঃশেষে লুপ্ত
২৮ হইবে। খড়্গ হইতে উত্তীর্ণ অতি অল্প লোক
মিসরদেশ হইতে যিহূদা দেশে ফিরিয়া যাইবে ;
ইহাতে যিহূদার অবশিষ্ট সমস্ত লোক, যাহারা
মিসরদেশে প্রবাস করণার্থে সেখানে গিয়াছে,
তাহারা জানিতে পারিবে যে, কাহার বাক্য
২৯ অটল থাকিবে, আমার কি তাহাদের। সদাপ্রভু
কহেন, তোমাদের কাছে ইহাই অভিজ্ঞান হইবে
যে, আমি এই স্থানে তোমাদিগকে প্রতিফল দিব,
যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমাদের অমঙ্গ-
লের নিমিত্ত আমার বাক্য অবশ্য অটল থাকিবে।
৩০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যেমন
যিহূদা-রাজ সিদিকিয়কে তাহার প্রাণনাশার্থী
শত্রু বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসরের হস্তে সমর্পণ
করিয়াছি, তেমনি মিসররাজ ফরৌণ-হফ্রাকেও
তাহার প্রাণনাশার্থী শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিব।

বারূককে আশ্বাস প্রদান।

৪৫ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়া-
কীমের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে যখন
নেরিয়ের পুত্র বারূক এই সমস্ত কথা যিরমিয়ের

Digitized by Google

মুখে শুনিয়া পুস্তকে লিখিলেন, তখন যিরমিয়
২ ভাববাদী তাঁহার কাছে এই কথা কহিলেন, হে
বারূক, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার
৩ বিষয়ে এই কথা কহেন, তুমি বলিয়াছ, হায়
হায়, আমি সন্তাপের পাত্র, কেমনা সদাপ্রভু
আমার ব্যথার উপরে দুঃখ যোগ করিয়াছেন;
আমি কোঁকাইতে কোঁকাইতে শ্রান্ত হইতেছি,
৪ কিছুমাত্র বিশ্রাম পাইতেছি না। তুমি তাহাকে
এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি যাহা গাঁথিয়াছি, তাহা আমি ভাঙ্গিয়া
ফেলিব; যাহা রোপণ করিয়াছি, তাহা আমি
উৎপাটন করিব; হাঁ, এই সমগ্র দেশে [উহা
৫ করিব]। তবে তুমি কি আপনার জন্য মহত্ত্বের
চেষ্টা করিবে? সে চেষ্টা করিও না; কেননা
সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের প্রতি
অমঙ্গল ঘটাইব; কিন্তু তুমি যে সকল স্থানে
যাইবে, সে সকল স্থানে লুট-দ্রব্যের ন্যায় তোমার
প্রাণ তোমাকে দিব।

জাতিগণের বিষয়ে ভাববাণী।

৪৬ জাতিগণের বিষয়ে যিরমিয় ভাববাদীর
নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল,
তাহার বৃত্তান্ত।
২ মিসরের বিষয়। যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ
যিহোয়াকীমের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে বাবিল-
রাজ নবূখদ্রিৎসর মিসর-রাজ ফরৌণ-নখোর
যে সৈন্যসামন্তকে পরাজয় করিলেন, ফরাৎ নদীর
তীরস্থ কর্কমীশে উপস্থিত সেই সৈন্যসামন্ত-
বিষয়ক কথা।
৩ তোমরা চর্ম্মঢাল ও ফলক প্রস্তুত কর, এবং
৪ যুদ্ধ করণার্থে নিকটে আইস। অশ্বগণকে সজ্জিত
কর, হে অশ্বারোহিগণ, অশ্বারোহণ কর, এবং
শিরস্ত্রাণ পরিয়া সম্মুখে দাঁড়াও, বড়শা চকচকে
৫ কর, বর্ম্ম পরিধান কর। আমি কি জন্য ইহা
দেখিতেছি? তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পৃষ্ঠ ফিরাই-
তেছে, তাহাদের বীরগণ চূর্ণ হইতেছে, পলায়ন
করিতে করিতে ফিরিয়া চাহে না; চতুর্দ্দিকে
৬ আশঙ্কা, ইহা সদাপ্রভু কহেন। দ্রুতগামী লোক
পলায়ন করিতে পারে না, বীর উত্তীর্ণ হইতে
পারে না; উত্তরদিকে ফরাৎ নদীর নিকটে
৭ তাহারা উছোট খাইয়া পড়িয়াছে। ঐ কে নীল
নদের ন্যায় উঠিয়া আসিতেছে, নদীসমূহের
৮ ন্যায় জলরাশি আস্ফালিত করিতেছে? মিসর
নীল নদের ন্যায় উঠিয়া আসিতেছে, নদীসমূহের
ন্যায় জলরাশি আস্ফালিত করিতেছে। আর
সে বলে, আমি উথলিয়া উঠিব, ভূতল আপ্লাবন
করিব, আমি নগর ও তন্নিবাসীদিগকে বিনষ্ট
৯ করিব। হে অশ্বগণ, উঠিয়া যাও; হে রথ সকল,
উন্মত্তের ন্যায় হও; বীরগণ, ঢালবাহক কূশ ও
পূট এবং ধনুর্দ্ধর ও ধনুকে চাড়াদায়ী লূদীয়গণ
১০ বহির্গত হউক। হাঁ, এই দিন প্রভুর, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভুর, প্রতিশোধ দিবার ও বিপক্ষ-
দিগকে প্রতিফল দিবার দিন; খড়্গ গ্রাস
করিয়া তৃপ্ত হইবে, তাহাদের রক্তপানে পরিতৃপ্ত
হইবে, কেননা উত্তরদেশে ফরাৎ নদীর নিকটে
প্রভুর, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এক যজ্ঞ হই-
১১ তেছে। হে অমূঢ়ে মিসর-কন্যে, তুমি গিলিয়দে
উঠিয়া গিয়া তরুসার গ্রহণ কর; তুমি বৃথাই
অনেক ঔষধ ব্যবহার করিতেছ; তোমার আরোগ্য
১২ নাই। জাতিগণ তোমার অপমানের কথা শুনি-
য়াছে, তোমার কাতরোক্তিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ
হইতেছে, কেননা বীর বীরে উছোট খাইয়াছে,
তাহারা উভয়ে একসঙ্গে পতিত হইল।
১৩ মিসরদেশ পরাজয় করণার্থে বাবিল-রাজ
নবূখদ্রিৎসরের আগমন বিষয়ে সদাপ্রভু যির-
মিয়কে এই কথা কহিলেন।
১৪ তোমরা মিসরে প্রচার কর, মিগ্‌দোলে
ঘোষণা কর, এবং নোফ ও তফন্‌হেষে ঘোষণা
কর, বল, তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, আপনাকে প্রস্তুত
কর, কেননা খড়্গ তোমার চতুর্দ্দিকস্থ সকলকে
১৫ গ্রাস করিয়াছে। তোমার বলবানেরা কেন
ভাসিয়া গেল? তাহারা স্থির থাকিতে পারিল
না, যেহেতুক সদাপ্রভু তাহাদিগকে অধঃপতিত
১৬ করিলেন। তিনি অনেককে উছোট খাওয়াইলেন.
হাঁ, তাহারা এক জন অন্যের উপরে পতিত
হইল; আর তাহারা বলিল, উঠ, আমরা এই
উৎপীড়ক খড়্গ হইতে ফিরিয়া স্বজাতির নিকটে
১৭ ও আমাদের জন্মভূমিতে যাই। সে স্থানে
লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, মিসর-রাজ ফরৌণ
শব্দমাত্র, সে সময় বহিয়া যাইতে দিয়াছে।
১৮ বাহিনীগণের সদাপ্রভু যাঁহার নাম, সেই রাজা
কহেন, আমার জীবনের দিব্য, পর্ব্বতগণের মধ্যে
তাবোরের সদৃশ কিম্বা সমুদ্রের নিকটস্থ কর্ম্মি-
১৯ লের সদৃশ এক ব্যক্তি আসিবে। হে মিসর-
নিবাসিনি কন্যে, নির্ব্বাসনের জন্য সম্বল প্রস্তুত
কর; কেননা নোফ ধ্বংসিত, দগ্ধ ও নিবাসি-
২০ বিহীন হইবে। মিসর অতি সুন্দরী তরুণী গাভী,
কিন্তু দংশক আসিতেছে, উত্তরদিক্‌ হইতে
২১ আসিতেছে। মিসরের মধ্যবর্ত্তী বেতন-গ্রাহীরাও
পুষ্ট গোবৎস-স্বরূপ, হাঁ, তাহারাও ফিরিয়া
গিয়াছে, একযোগে পলায়ন করিয়াছে, স্থির
থাকে নাই, কেননা তাহাদের বিপদের দিন,
প্রতিফল পাইবার সময়, তাহাদের কাছে উপ-
২২ স্থিত। তাহার শব্দ সর্পের ন্যায় অগ্রসর হইবে;
কারণ উহারা সসৈন্যে অগ্রসর হইবে, এবং

Digitized by Google

কাঠুরিয়াদের ন্যায় কুড়ালি লইয়া তাহার বিরুদ্ধে
২৩ আসিবে। সদাপ্রভু কহেন, উহারা তাহার অরণ্য
কাটিয়া ফেলিবে, তাহার অনুসন্ধান করা যায়
না, বাস্তবিক উহারা পঙ্গপাল অপেক্ষাও অধিক,
২৪ উহারা অসংখ্য। মিসর-কন্যা লজ্জিতা হইবে,
সে উত্তর দেশীয়দের হস্তে সমর্পিতা হইবে।
২৫ ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, আমি নোর আমোন
দেবকে, ফরৌণ ও মিসরকে এবং তাহার দেব-
গণ ও রাজগণকে, হাঁ, ফরৌণ ও তাহার শরণা-
২৬ পন্ন সকলকে প্রতিফল দিব; আর তাহা-
দের প্রাণনাশার্থী লোকদের, অর্থাৎ বাবিল-
রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের ও তাহার দাসগণের হস্তে
তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; কিন্তু তৎপরে
সেই দেশ পূর্ব্বকালের ন্যায় নিবাসবিশিষ্ট
হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
২৭ পরন্তু, হে আমার দাস যাকোব, তুমি ভয়
করিও না; হে ইস্রায়েল, নিরাশ হইও না;
কেননা দেখ, আমি দূর হইতে তোমাকে, বন্দিত্ব-
দেশ হইতে তোমার বংশকে, নিস্তার করিব;
যাকোব ফিরিয়া আসিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত
২৮ থাকিবে, কেহ তাহাকে ভয় দেখাইবে না। সদা-
প্রভু কহেন, হে আমার দাস যাকোব, তুমি ভয়
করিও না, কেননা আমি তোমার সহবর্ত্তী; হাঁ,
যাহাদের মধ্যে আমি তোমাকে দূর করিয়াছি,
সেই সমস্ত জাতিকে নিঃশেষে সংহার করিব,
কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে সংহার করিব না;
তথাপি বিচারানুরূপ শাস্তি দিব, কোন মতে
অদণ্ডিত রাখিব না।

পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ভাববাণী।

৪৭ ফরৌণ ঘসা পরাজয় করিবার পূর্ব্বে পলে-
ষ্টীয়দের বিষয়ে যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে
সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার
বৃত্তান্ত।
২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, উত্তরদিক্
হইতে জল উথলিয়া আসিতেছে, তাহা প্লাবন-
কারী বন্যা হইয়া উঠিবে, দেশ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত
বস্তু, নগর ও তন্নিবাসীদিগকে, আপ্লাবিত করিবে,
তাহাতে মনুষ্যগণ ক্রন্দন করিবে, দেশনিবাসীরা
৩ সকলে হাহাকার করিবে। শত্রুর বাজীদের
খুরের খট্‌খটানিতে, রথের ঘর্ঘরাণিতে ও চক্রের
শব্দে পিতারা হস্তদ্বয়ের অবশতা প্রযুক্ত আপন
আপন বালকদের প্রতিও ফিরিয়া দেখিবে না।
৪ কেননা সমস্ত পলেষ্টীয়কে ছিন্নসর্ব্বস্ব করিবার,
সোর ও সীদোনের সহকারী প্রত্যেক অবশিষ্ট
লোককে উচ্ছিন্ন করিবার দিন আসিতেছে;
কারণ সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দিগকে, কপ্তোর দ্বীপের
৫ অবশিষ্ট লোককে ছিন্নসর্ব্বস্ব করিবেন। ঘসার
মস্তকে টাক পড়িল, অস্কিলোন, তাহাদের তল-
ভূমির অবশিষ্টাংশ; নীরব হইল; তুমি কত
৬ কাল আপনার অঙ্গ কাটকুট্ করিবে? হে সদা-
প্রভুর খড়্গ, তুমি আর কত কাল পরে ক্ষান্ত
হইবে? তুমি আপন কোষে প্রবেশ কর, শান্ত
৭ হও, ক্ষান্ত হও। তুমি কি প্রকারে ক্ষান্ত হইতে
পার? সদাপ্রভু ত তোমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন।
তিনি অস্কিলোনের বিরুদ্ধে ও সমুদ্রবক্ষের বিরুদ্ধে
তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মোয়াববিষয়ক ভাববাণী।

৪৮ মোয়াবের বিষয়। ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
হায় হায়, নবো উচ্ছিন্ন হইল; কিরিয়াথয়িম
লজ্জিত হইল, ধৃত হইল; মিস্‌গব লজ্জিত
২ হইল, ক্ষুব্ধ হইল। মোয়াবের প্রশংসা আর
নাই, লোকেরা হিশ্‌বোনে তাহার অমঙ্গলার্থ
মন্ত্রণা করিয়া বলিয়াছে, "আইস, আমরা
তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করি, জাতি থাকিতে দিব
না।" হে মদ্‌মেনা, তুমিও নিস্তব্ধ হইবে, খড়্গ
৩ তোমার পশ্চাদ্গামী হইবে। হোরোণয়িম হইতে
৪ ক্রন্দনের শব্দ, ধনাপহার ও মহাবিনাশ। মোয়াব
ভগ্ন হইল; তাহার ক্ষুদ্র লোকদের ক্রন্দনের শব্দ
৫ শুনা যাইতেছে। লূহীতের ঊর্দ্ধগামী পথে লোকে
রোদন করিতে করিতে উঠিতেছে; কেননা
হোরোণয়িমের অধোগামী পথে বিনাশ জন্য
৬ সঙ্কটসূচক ক্রন্দন শুনা যাইতেছে। "পলায়ন
কর, আপন আপন প্রাণ রক্ষা কর, প্রান্তরস্থ
৭ ঝাউ গাছের ন্যায় হও।" তুমি আপন কার্য্যে
ও আপন ধনকোষে নির্ভর করিতে, এই জন্য
তুমিও ধৃত হইবে, এবং কমোশ আপন যাজক-
গণের ও অধ্যক্ষগণের সহিত নির্ব্বাসার্থে গমন
৮ করিবে। প্রত্যেক নগরের উপরে বিনাশক
আসিবে, কোন নগর রক্ষা পাইবে না; সদা-
প্রভু যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে তলভূমি
৯ বিনষ্ট হইবে, সমভূমি উচ্ছিন্ন হইবে। মোয়া-
বকে পক্ষযুগল দেও, যেন সে উড়িয়া পলাইয়া
যায়; তাহার নগর সকল ধ্বংসিত হইবে,
১০ তন্মধ্যে বাসকারী কেহ থাকিবে না। যে ব্যক্তি
শিথিলভাবে সদাপ্রভুর কার্য্য করে, সে শাপগ্রস্ত
হউক; যে জন আপন খড়্গকে রক্তপাত করিতে
১১ বারণ করে, সে শাপগ্রস্ত হউক। মোয়াব বাল্য-
কালাবধি নিশ্চিন্ত ও আপন গাদের উপরে
সুস্থির আছে, এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা
হয় নাই, ও নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান করে নাই;

Digitized by Google

এই জন্য তাহার স্বাদ তাহার মধ্যেই রহি-
১২ য়াছে, ও তাহার গন্ধ বিকৃত হয় নাই। অত-
এব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন দিন আসি-
তেছে, যে দিন আমি তাহার নিকটে ঢালকদিগকে
পাঠাইব, তাহারা তাহাকে ঢালিয়া ফেলিবে, তাহার
পাত্র সকল শূন্য করিবে, এবং তাহাদের কুপা
১৩ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাহাতে ইস্রায়েল-কুল যেমন
বিশ্বাসভূমি বৈথেলের বিষয়ে লজ্জিত হইত
ছিল, তেমনি মোয়াব কমোশের বিষয়ে
১৪ লজ্জিত হইবে। তোমরা কেমন করিয়া বলিতে
পার, আমরা বীর ও যুদ্ধের জন্য বলবান!
১৫ মোয়াব উচ্ছিন্ন হইল, তাহার নগর সকল
ধূমরূপে উঠিয়াছে, ও তাহার মনোনীত
যুবকগণ হত হইবার জন্য নামিয়াছে ; বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু যাঁহার নাম, সেই রাজা এই কথা
১৬ কহেন। মোয়াবের বিপদ আসন্নপ্রায় ও তাহার
১৭ অমঙ্গল অতি ত্বরান্বিত। তাহার চতুর্দিকস্থিত
নিবাসী তাহার নাম জান যে তোমরা, তোমরা
সকলে তাহার জন্য বিলাপ কর, বল, এই দৃঢ়
১৮ দণ্ড ও সুন্দর যষ্টি কেমন ভগ্ন হইয়াছে! হে
দীবোন-নিবাসিনি কন্যা, তুমি আপন প্রতাপ
হইতে নামিয়া আইস, শুষ্ক ভূমিতে বস ;
কেননা মোয়াবের বিনাশক তোমার বিরুদ্ধে
উঠিয়া আসিয়াছে, তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল নষ্ট
১৯ করিয়াছে। হে অরোয়েরে-নিবাসিনি, তুমি
পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবলোকন কর, এবং
পলায়মানকে ও রক্ষার্থিনী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, কি
২০ হইয়াছে? মোয়াব লজ্জিত হইয়াছে, কেননা সে
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; তোমরা হাহাকার ও ক্রন্দন
কর ; অর্ণোনে এই কথা প্রচার কর, "মোয়াব
২১ উৎসন্ন হইল"। আর সমভূমির উপরে, হোলন,
২২ যহস, মেফাৎ, দীবোন, নবো, বৈৎ-দিব্লা-
২৩ থয়িম, কিরিয়াথয়িম, বৈৎ-গামূল, বৈৎ-মিয়োন,
২৪ করিয়োৎ ও বস্রা প্রভৃতি মোয়াব দেশীয় দূরস্থ
কি নিকটস্থ যাবতীয় নগরের উপরে বিচার-দণ্ড
২৫ উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু কহেন, মোয়াবের
২৬ শৃঙ্গ ছিন্ন, ও তাহার বাহু ভগ্ন হইল। তোমরা
তাহাকে মত্ত কর, কারণ সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
অভিমান করিত, আর মোয়াব বমন করিয়া
লুণ্ঠন করিবে, এবং আপনিও হাস্যাস্পদ হইবে।
২৭ ইস্রায়েল কি তোমার পরিহাসের বিষয় ছিল
না? সে কি চোরের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল?
তুমি তাহার বিষয় যত বার কথা বল, তত বার
২৮ শিরশ্চালন করিয়া থাক। হে মোয়াব-নিবাসি-
গণ, তোমরা নগর সকল ত্যাগ কর, শৈলে গিয়া
বাস কর, গর্তের মুখের ধারে বাসকারী কপো-
২৯ তের ন্যায় হও। আমরা মোয়াবের অহঙ্কারের
কথা শুনিয়াছি, সে বড় অহঙ্কারী ; তাহার

গর্বিতা, দাম্ভিকতা, উদ্ধত ভাব ও চিত্তগর্বের
৩০ [কথা শুনিয়াছি]। সদাপ্রভু কহেন, আমি
তাহার ক্রোধ জানি, তাহা অমূলক ; তাহার দর্প
৩১ কিছুই করে নাই। এই জন্য আমি মোয়াবের বিষয়ে
হাহাকার করিব, সমস্ত মোয়াবের জন্য ক্রন্দন
করিব ; কীর-হেরসের লোকদের বিষয়ে শোক করা
৩২ যাইবে। হে সিব্‌মার দ্রাক্ষালতা, আমি
যাসেরের ক্রন্দন অপেক্ষা তোমার বিষয়ে অধিক
ক্রন্দন করিব ; তোমার শাখা সকল সমুদ্রের
পার হইয়া গিয়াছে, যাসের সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত
হইত ; তোমার গ্রীষ্মকালীন ফল সকলের
সময়ে ও দ্রাক্ষাফল চয়ন করিবার সময়ে বিনাশক
৩৩ উপস্থিত হইল। মোয়াবের উর্বর ক্ষেত্র ও ভূমি
হইতে আনন্দ ও উল্লাস দূরীকৃত হইল, এবং
আমি দ্রাক্ষাকুণ্ড দ্রাক্ষারস রহিত করিলাম ; লোকে
হর্ষধ্বনি সহকারে আর দ্রাক্ষা দলন করিবে না ;
৩৪ সেই ধ্বনি হর্ষের হইবে না। হিষ্‌বোন অবধি
ইলিয়ালী পর্যন্ত এবং চীৎকার উঠিতেছে,
তাহার শব্দ যহস পর্যন্ত যাইতেছে ; সোয়র
অবধি হোরোণয়িম পর্যন্ত, ইগ্লৎ-শালিশীয়া
পর্যন্ত, [শব্দ যাইতেছে], কেননা নিম্রীমের জল-
৩৫ সমূহও মরুস্থান হইল। সদাপ্রভু আরও কহেন,
আমি মোয়াবের মধ্যে উচ্চস্থলীতে বলিদানকারী
ও তাহার দেবের উদ্দেশে ধূপদাহকারী লোকের
৩৬ লোপ করিব। তাই মোয়াবের জন্য আমার হৃদয়
বংশীর ন্যায় বাজিতেছে, কীর-হেরসের লোক-
দের বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ বংশীর ন্যায়
বাজিতেছে ; কেননা তাহার অর্জিত ধনসম্পত্তি
৩৭ নষ্ট হইল। হাঁ, প্রত্যেক মস্তক টাকপড়া ও
প্রত্যেক শ্মশ্রু মুণ্ডিত হইল, সকলের হস্তে কাটা-
৩৮ কুটি ও কটিতে চট দেখা যায়। মোয়াবের সমস্ত
ছাদে ও তাহার চকের সর্বত্র বিলাপ শুনা
যাইতেছে, কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি মোয়া-
বকে কোন অপ্রীতিজনক পাত্রের ন্যায় ভাঙ্গিয়া
৩৯ ফেলিলাম। সে কেমন ভগ্ন হইল! লোকে কেমন
হাহাকার করিতেছে! মোয়াব লজ্জা প্রযুক্ত
কেমন পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে! এইরূপে মোয়াব
আপন চতুর্দিকস্থিত যাবতীয় লোকের হাস্যা-
৪০ স্পদ ও ত্রাসস্থান হইবে। হাঁ, সদাপ্রভু কহেন,
দেখ, সে ঈগলের ন্যায় উড়িয়া আসিতেছে,
এবং মোয়াবের উপরে আপন পক্ষ বিস্তার করি-
৪১ তেছে। নগর সকল হস্তগত, দুর্গ সকল চমকিত
হইল ; হাঁ, মোয়াবের বীরগণের চিত্ত সেই দিন
প্রসববেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের সমান হইবে।
৪২ মোয়াব লুপ্ত হইল, আর জাতি থাকিবে না,
কেননা সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিমান করি-
৪৩ য়াছে। সদাপ্রভু কহেন, হে মোয়াব-নিবাসিন্,
তোমার জন্য ত্রাস, খাত ও ফাঁদ প্রস্তুত আছে।

Digitized by Google

৪৪ যে কেহ ত্রাস প্রযুক্ত পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে
পড়িবে; যে কেহ খাত হইতে উঠিয়া বাঁচিবে, সে
ফাঁদে ধরা পড়িবে; কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি
তাহার উপরে, অর্থাৎ মোয়াবের উপরে প্রতি-
৪৫ফলদানের বৎসর আনিব। হিশ্‌বোনের ছায়া-
তলে পলাতকেরা শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া
আছে, কারণ হিশ্‌বোন হইতে অগ্নি ও সীহো-
নের মধ্য হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইল; তাহা
মোয়াবের পার্শ্ব ও কলহকারীদের মস্তক গ্রাস
৪৬ করিল। হে মোয়াব, তুমি সন্তাপের পাত্র!
কমোশের প্রজা লোক বিনষ্ট হইল, কারণ
তোমার পুত্রগণ বন্দি হইল, তোমার কন্যাগণ
৪৭ বন্দিত্বস্থানে নীত হইল। কিন্তু সদাপ্রভু কহেন,
চরমকালে আমি মোয়াবকে বন্দিত্ব হইতে
ফিরাইয়া আনিব। মোয়াবের বিচারের কথা
এই পর্য্যন্ত।

অম্মোন প্রভৃতি নানা জাতি-
বিষয়ক বাক্য।

৪৯ অম্মোন-সন্তানগণের বিষয়। সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের কি পুত্র নাই?
তাহার উত্তরাধিকারী কি কেহ নাই? তবে
মিল্‌কম কেন গাদের ভূমি অধিকার করে, ও
তাহার প্রজারা উহার নগরসমূহে বাস করে?
২ এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময়
আসিতেছে, যে সময়ে আমি অম্মোন-সন্তানদের
রব্বা [নগরে] যুদ্ধের সিংহনাদ শুনাইব; তখন
তাহা ধ্বংসস্থানীয় স্তূপ হইবে, এবং তাহার
কন্যাগণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; তৎকালে ইস্রা-
য়েল আপনার অধিকার-গ্রাসকারীদিগকে অধি-
৩ কারচ্যুত করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। হে
হিশ্‌বোন, হাহাকার কর, কেননা অয় উচ্ছিন্ন
হইল; হে রব্বার কন্যাগণ, ক্রন্দন কর, চট
পরিধান কর, বিলাপ কর, প্রস্তরময় প্রাচীর
সকলের মধ্যে ইতস্ততঃ ধাবমান হও, কেননা
মিল্‌কম, তাহার যাজকগণ ও অধ্যক্ষগণ একসঙ্গে
৪ নির্ব্বাসার্থে গমন করিবে। হে বিপথগামিনি
কন্যে, তুমি কেন আপন তলভূমি সকলের শ্লাঘা
কর? তোমার তলভূমি বিলীন হইবে। অয়ি
স্বধনে বিশ্বাসকারিণি, তুমি কেন বলিতেছ,
৫ আমার বিরুদ্ধে কে আসিবে? প্রভু, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
তোমার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সীমা হইতে তোমার প্রতি
ত্রাস উপস্থিত করিব; তোমরা প্রত্যেকে আপন
আপন সম্মুখস্থ পথে বিতাড়িত হইবে, কেহ
৬ পরিভ্রান্তকে সংগ্রহ করিবে না। তথাপি সদাপ্রভু
কহেন, অতঃপর আমি অম্মোন-সন্তানদিগকে
বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব।

৭ ইদোমের বিষয়। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তৈমনে কি আর প্রজ্ঞা নাই? বুদ্ধি-
মানদের মধ্যে কি পরামর্শের লোপ হইয়াছে?
৮ তাহাদের জ্ঞান কি অন্তর্হিত হইয়াছে? হে দদান-
নিবাসিগণ, তোমরা পলায়ন কর, মুখ ফিরাও,
গভীরে গিয়া বাস কর, কেননা আমি এষৌর
উপরে তাহার বিপদ, হাঁ, তাহাকে প্রতিফল
৯ দিবার সময় উপস্থিত করিব। যদি দ্রাক্ষাসঞ্চয়-
কারিগণ তোমার নিকটে আইসে, তাহারা কিছু
ফল অবশিষ্ট রাখিবে না; যদি রাত্রিকালে চোর
আইসে, তবে তাহারা যথেষ্ট পাওয়া পর্য্যন্ত
১০ ক্ষতি করিবে। বস্তুতঃ আমি এষৌকে পত্রহীন
করিয়াছি, ও তাহার অন্তরাল সকল এমন অনা-
বৃত করিয়াছি যে, সে কোন প্রকারে লুক্কায়িত
থাকিতে পারিবে না; তাহার বংশ, ভ্রাতৃগণ ও
প্রতিবাসিগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, সে আর নাই।
১১ তুমি আপন পিতৃহীন বালকদিগকে ত্যাগ কর,
আমি তাহাদিগকে বাঁচাইব; তোমার বিধবা-
১২ গণও আমাতে বিশ্বাস করুক। কেননা সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, দেখ, সেই পাত্রে পান করা
যাহাদের উচিত ছিল না, তাহাদিগকে সেই
পাত্রে পান করিতে হইবে, তবে তুমি কি নিতা-
ন্তই অদণ্ডিত থাকিবে? তুমি অদণ্ডিত থাকিবে
১৩ না, অবশ্য পান করিবে। কেননা সদাপ্রভু
কহেন, আমি আপন নামে এই দিব্য করিয়াছি,
বস্রা বিস্ময়, টিট্‌কারি, উৎসন্নতা ও অভিশাপের
পাত্র হইবে; তাহার সমস্ত নগর চিরকাল উৎ-
১৪ সন্নস্থান থাকিবে। আমি সদাপ্রভুর নিকট হইতে
এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং জাতিগণের কাছে
[এই কথার জন্য] দূত প্রেরিত হইয়াছে;
তোমরা একত্র হও, ইহার বিপক্ষে যাত্রা কর ও
১৫ যুদ্ধ করণার্থে গাত্রোত্থান কর; কেননা দেখ,
আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মনুষ্যের
১৬ মধ্যে অবজ্ঞাত করিয়াছি। হে শৈলদরী-বাসিনি,
পর্ব্বত-শৃঙ্গ অবলম্বিনি, তোমার ভয়ঙ্করতার বিষয়ে
তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা
করিয়াছে; তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায়
উচ্চ স্থানে বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে
তথা হইতে নামাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৭ আর ইদোম বিস্ময়ের পাত্র হইবে, যাহারা
তাহার নিকট দিয়া গমন করে, সকলে বিস্মিত
হইবে, ও তাহার সকল দণ্ড প্রযুক্ত শীস দিবে।
১৮ সদাপ্রভু কহেন, সদোমের, ঘমোরার ও তন্নিকট-
বর্ত্তী নগরসমূহের উৎপাটনহেতু যেমন হইয়া-
ছিল, তেমনি হইবে, কেহ সেখানে থাকিবে না,

Digitized by Google

কোন মানব-সন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে
১৯ না। দেখ, সে সিংহের ন্যায় যর্দ্দনের শোভা-
স্থান হইতে উঠিয়া সেই অচল বাথানের বিরুদ্ধে
আসিতেছে; বস্তুতঃ আমি চক্ষুর নিমিষে তাহাকে
তথা হইতে দূর করিয়া দিব, এবং তাহার উপরে
মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। কেননা
আমার তুল্য কে? আমার সময় নিরূপণ কে
করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, এমন
২০ পালক কোথায়? অতএব সদাপ্রভু ইদোমের
বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা ও তৈমন-নিবাসীদের বিপক্ষে
যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা শুন; লোকেরা
অবশ্য তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে,
পালের শাবকদিগকেও লইয়া যাইবে; তিনি
তাহাদের বাথান অবশ্য তাহাদের সহিত উৎসন্ন
২১ করিবেন। তাহাদের পতনের শব্দে পৃথিবী
কাঁপিতেছে, সূফসাগর পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রব শুনা
২২ যাইতেছে। দেখ, সে উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায়
উঠিয়া উড়িয়া আসিবে, বস্রার বিপরীতে আপন
পক্ষ বিস্তার করিবে; আর ইদোমের বীরগণের
চিত্ত সেই দিন প্রসব-বেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের
সমান হইবে।

২৩ দম্মেশকের বিষয়: হমাৎ ও অর্পদ লজ্জিত
হইল, বস্তুতঃ তাহারা অমঙ্গলের বার্ত্তা শুনিয়া
বিগলিত হইল, সাগরে উদ্বেগ দেখা যাইতেছে,
২৪ তাহা সুস্থির হইতে পারে না। দম্মেশক ক্ষীণবল
হইয়া পলায়নার্থে ফিরিতেছে, ও ত্রাসযুক্ত
হইয়াছে; যেমন প্রসবকালে স্ত্রীলোকের, তেমনি
২৫ তাহার যন্ত্রণা ও ব্যথা ধরিয়াছে। এই প্রশংসিত
নগর ও আমার আনন্দজনক পুরী কেন পরিত্যক্ত
২৬ হয় নাই? অতএব সেই দিন তাহার যুবকগণ
তাহার চকে পতিত ও সমস্ত যোদ্ধা স্তব্ধীকৃত
২৭ হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। আর
আমি দম্মেশকের প্রাচীরে অগ্নি লাগাইব, তাহা
বিন্‌হদদের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

২৮ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর কর্ত্তৃক পরাজিত
কেদরের ও হাৎসোর রাজ্যসমূহের বিষয়।
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা গাত্রোত্থান
কর, উঠিয়া কেদরে যাও, এবং পূর্ব্ব দেশীয় লোক-
২৯ দিগকে হৃতসর্ব্বস্ব কর। লোকে তাহাদের তাম্বু ও
পশুপাল সকল লইয়া যাইবে; তাহাদের যব-
নিকা, তাহাদের যাবতীয় পাত্র ও তাহাদের উষ্ট্র-
দিগকে আপনাদের নিমিত্তে লইয়া যাইবে;
এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের বিষয়ে বলিবে, চারি-
৩০ দিকেই আশঙ্কা। সদাপ্রভু কহেন, হে হাৎসোর-
নিবাসিগণ, পলায়ন কর, দূরে চলিয়া যাও,
গভীরে বাস কর, কেননা বাবিল-রাজ নবূখদ্-
রিৎসর তোমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিয়াছে,
তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে।
৩১ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা উঠ, যে শান্তিযুক্ত জাতি
নির্ভয়ে বাস করে, যাহার কবাট নাই, হুড়কা
নাই, যে একাকী থাকে, সেই জাতির বিরুদ্ধে
৩২ যাত্রা কর। তাহাদের উষ্ট্রগণ লুটবস্তু হইবে,
তাহাদের বিপুল পশুধন লুঠিত দ্রব্য হইবে, এবং
যে লোকেরা জুলফ ছিন্ন করে, তাহাদিগকে আমি
যাবতীয় বায়ুর দিকে উড়াইয়া দিব, এবং চারি-
দিক্ হইতে তাহাদের বিপদ আনিব, ইহা সদা-
৩৩ প্রভু কহেন। আর হাৎসোর শৃগালদের বসতি,
ও চিরকালীয় ধ্বংসস্থান হইবে; সেখানে কেহ
থাকিবে না, কোন মানব-সন্তান তাহার মধ্যে
প্রবাস করিবে না।

৩৪ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের অধিকারের আরম্ভ-
কালে এলমের বিষয়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য
যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইল;—
৩৫ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি এলমের ধনু, তাহাদের বলের অগ্রিমাংশ,
৩৬ ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আর আকাশের চারি দিক্
হইতে চারি বায়ু এলমের উপরে বহাইব, এবং
ঐ সকল বায়ুর দিকে তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব;
হাঁ, দূরীকৃত এলমীয়গণ যাহার কাছে না যাইবে,
৩৭ এমন জাতি থাকিবে না। আর আমি এলমীয়-
দিগকে তাহাদের শত্রুগণের সম্মুখে ও তাহাদের
প্রাণনাশার্থীদের সম্মুখে উদ্বিগ্ন করিব; সদাপ্রভু
কহেন, আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল অর্থাৎ
আমার প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি উপস্থিত করিব; এবং
যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ তাহা-
৩৮ দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ খড়্গ পাঠাইব; আর আমি
নিজ সিংহাসন এলমে স্থাপন করিব, এবং সে
স্থান হইতে রাজাকে ও অধ্যক্ষগণকে উচ্ছিন্ন
৩৯ করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু অন্তিমকালে
আমি এলমকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব,
ইহা সদাপ্রভু কহেন।

বাবিলের বিনাশ ও ইস্রায়েলের উদ্ধার।

৫০ সদাপ্রভু যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা বাবি-
লের বিষয়ে, কল্‌দীয়দের দেশের বিষয়ে,
যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত।
২ তোমরা জাতিগণের মধ্যে জ্ঞাত কর, প্রচার
কর, ধ্বজা তুলিয়া ধর; প্রচার কর, গুপ্ত রাখিও
না। এই কথা বল, বাবিল পরহস্তগত হইল,
বেল লজ্জিত হইল, মরোদক চূর্ণ হইল; তাহার

Digitized by Google

প্রতিমা সকল লজ্জিত হইল, পুত্তলি সকল চূর্ণ
৩ হইল। কেননা উত্তরদিক্ হইতে এক জাতি তাহার
বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিল ; সে তাহার দেশ ধ্বংস
করিবে, তাহার মধ্যে কেহ বাস করিবে না ;
মনুষ্য ও পশু পলায়ন করিল, চলিয়া গেল।
৪ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন ও সেই সময় ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ ও যিহূদা-সন্তানগণ একত্র হইয়া
আসিবে, রোদন করিতে করিতে গমন করিবে,
ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবে।
৫ তাহারা সিয়োনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই
দিকে মুখ রাখিয়া [বলিবে], চল, তোমরা
অনন্তকালস্থায়ী অবিস্মরণীয় নিয়ম দ্বারা সদা-
প্রভুতে আসক্ত হও।
৬ আমার প্রজারা হারাণ মেষ, তাহাদের পালক-
গণ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, নানা পর্ব্বতে
পথহারা করিয়া ফেলিয়াছে ; উহারা পর্ব্বত
হইতে উপপর্ব্বতে গমন করিয়াছে, আপনাদের
৭ শয়নস্থান বিস্মৃত হইয়াছে। যাহারা তাহা-
দিগকে পাইয়াছে, তাহারা গ্রাস করিয়াছে ;
তাহাদের বিপক্ষগণ বলিয়াছে, আমাদের দোষ
হয় নাই, কারণ উহারা ধর্ম্মনিবাস সদাপ্রভুর,
আপনাদের পিতৃপুরুষগণের আশাভূমি সদা-
প্রভুর, বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে।
৮ তোমরা সত্বর বাবিলের মধ্য হইতে বাহির
হইয়া পড়, কল্দীয়দের দেশ হইতে নির্গমন
কর, এবং পালের অগ্রগামী ছাগের ন্যায় হও।
৯ কেননা দেখ, আমি উত্তর দেশ হইতে মহাজাতি-
সমাজ উত্তেজিত করিয়া বাবিলের বিরুদ্ধে গমন
করাইব, তাহারা বাবিলের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা
করিবে, তাহাতে তাহা শত্রুহস্তগত হইবে ; তাহা-
দের বাণ কৌশলপরায়ণ বীরের ন্যায় হইবে,
১০ বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিবে না। কল্দিয়া
লুটবস্তু হইবে ; সদাপ্রভু কহেন, যে সকল লোক
১১ সেই দেশ লুট করিবে, তাহারা তৃপ্ত হইবে। হে
আমার অধিকারাপহারিণি, তুমি তুষ্টা ও উল্লা-
সিতা ; তুমি শস্যমর্দ্দনকারিণী গাভীর ন্যায়
নাচিতেছ, তেজস্বী অশ্বের ন্যায় শব্দ করিতেছ ;
১২ এই জন্য তোমাদের মাতা অতি লজ্জিতা, তোমা-
দের জননী হতাশা হইবে ; দেখ, জাতিগণের
মধ্যে সে অন্ত্য হইবে, প্রান্তর, শুষ্ক স্থান ও মরু-
১৩ ভূমি হইবে। সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত সে আর
বসতিবিশিষ্ট হইবে না, সম্পূর্ণ ধ্বংসস্থান
হইবে ; যে কেহ বাবিলের নিকট দিয়া যাইবে,
সে বিস্মিত হইবে, ও তাহার যাবতীয় দণ্ড
১৪ দেখিয়া শীস দিবে। হে ধনুকে চাড়াদায়ী লোক
সকল, তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে
সৈন্যরচনা কর, তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর,
বাণব্যয়ে কাতর হইও না, কেননা সে সদাপ্রভুর
১৫ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে
সিংহনাদ কর, সে হাত যোড় করিয়াছে, তাহার
ভিত্তি সকল পতিত ও প্রাচীর সকল উৎপাটিত
হইয়াছে ; কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধ গ্রহণ ;
তোমরা উহার প্রতিশোধ লও ; সে যেমন করি-
১৬ য়াছে, তাহার প্রতি তদ্রূপ কর। তোমরা বাবিল
হইতে বীজবাপককে ও শস্যের সময়ে কাস্ত্যা-
ধারী লোককে উচ্ছিন্ন কর ; উৎপীড়ক খড়্গের
ভয়ে তাহারা প্রত্যেকে ফিরিয়া আপন আপন
জাতির কাছে যাইবে, ও আপন আপন দেশের
দিকে পলায়ন করিবে।
১৭ ইস্রায়েল ছিন্নভিন্ন মেষস্বরূপ ; সিংহগণ
তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে ; প্রথমতঃ অশূর-রাজ
তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, এখন শেষে এই
বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসর তাহার অস্থি সকল
১৮ ভগ্ন করিয়াছে। অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি অশূর-রাজকে যেমন প্রতিফল দিয়াছি,
বাবিল-রাজ ও তাহার দেশকেও তেমনি প্রতি-
১৯ ফল দিব। আর ইস্রায়েলকে তাহার বাথানে
ফিরাইয়া আনিব ; সে কর্ম্মিলের ও বাশনের
উপরে চরিবে, এবং ইফ্রয়িম পর্ব্বতে ও গিলিয়দে
২০ তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইবে। সদাপ্রভু কহেন, সেই
দিন ও সেই সময় ইস্রায়েলের অপরাধের অনু-
সন্ধান করা যাইবে, কিন্তু পাওয়া যাইবে না ;
এবং যিহূদার পাপের [অনুসন্ধান করা যাইবে],
কিন্তু পাওয়া যাইবে না ; কেননা আমি যাহা-
দিগকে অবশিষ্ট রাখিব, তাহাদিগকে ক্ষমা
করিব।
২১ সদাপ্রভু কহেন, তুমি মরাথয়িম [দ্বিগুণদ্রোহ]
দেশের বিরুদ্ধে ও পকোদ [প্রতিফলপুর] নিবা-
সীদের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাও, তাহাদের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ যাইয়া তাহাদিগকে নিহনন কর,
নিঃশেষে বিনষ্ট কর ; আমি তোমাকে যাহা
যাহা করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে কর।
২২ দেশে সংগ্রামের ও মহাভঙ্গের শব্দ শুনা যাই-
২৩ তেছে। সমস্ত পৃথিবীর মুদ্গর কেমন ছিন্ন ও ভগ্ন
হইল ! জাতিগণের মধ্যে বাবিল কেমন উৎসন্ন
২৪ হইল ! হে বাবিল, আমি তোমার জন্য ফাঁদ
পাতিয়াছি, আর তুমি না জানিয়া তাহাতে ধৃত
হইয়াছ ; তুমি ধরা পড়িলে ও বদ্ধ হইলে,
২৫ কেননা সদাপ্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ। সদাপ্রভু
আপন অস্ত্রাগার খুলিয়া নিজ ক্রোধের অস্ত্র
সকল বাহির করিয়া আনিলেন, কেননা কল্দীয়-
দের দেশে প্রভুর, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর কার্য্য
২৬ আছে। তোমরা প্রান্ত সীমা হইতে তাহার বিরুদ্ধে
আইস, তাহার শস্যভাণ্ডার সকল খুলিয়া দেও,
রাশির ন্যায় তাহাকে ঢিবি কর, ও নিঃশেষে

বিনষ্ট কর ; তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না।
২৭ তাহার যাবতীয় বৃষ বধ কর, তাহারা বধ্যস্থানে
নামিয়া যাউক ; হায় হায়, তাহাদের দিন,
২৮ তাহাদের প্রতিফলের সময়, উপস্থিত! যে
পলাতকেরা ও বাবিল দেশ হইতে উত্তীর্ণ লোকেরা
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিশোধের, হাঁ,
তাঁহার মন্দিরনিমিত্তক প্রতিশোধের বিষয়
সিয়োনে জ্ঞাত করিতে যাইতেছে, ঐ তাহাদের
২৯ রব। তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে ধনুর্দ্ধারীদিগকে,
ধনুকে চাড়াদায়ী সকলকে, আহ্বান কর ; চারি-
দিকে তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, কাহা-
কেও উত্তীর্ণ হইতে দিও না ; তাহার ক্রিয়ানু-
যায়ী ফল তাহাকে দেও ; সে যেমন করিয়াছে,
তাহার প্রতি তেমনি কর ; কেননা সে সদাপ্রভুর
বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমের বিরুদ্ধে, দর্প
৩০ করিয়াছে। অতএব সেই দিন তাহার যুবকগণ
তাহার চকে পতিত হইবে, ও তাহার সমস্ত যোদ্ধা
৩১ স্তব্ধীকৃত হইবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন। হে দর্পি.
প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি
তোমার বিপক্ষ, কেননা তোমার দিন, তোমাকে
৩২ প্রতিফল দিবার সময়, উপস্থিত। তখন ঐ দর্পী
উছোট খাইয়া পড়িবে, কেহ তাহাকে উঠাইবে
না ; এবং আমি তাহার সকল নগরে অগ্নি
লাগাইব, সে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সকলই গ্রাস
করিবে।

৩৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ যিহূদা-সন্তানগণ নির্ব্বিশেষে
উপদ্রুত হইতেছে ; এবং যাহারা তাহাদিগকে
বন্দিত্বে লইয়া গিয়াছে, তাহারা তাহাদিগকে
দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে, বিদায় করিতে অস-
৩৪ ম্মত রহিয়াছে। [কিন্তু] তাহাদের মুক্তিদাতা
বলবান ; বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার নাম ;
তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন,
যেন তিনি পৃথিবীকে শান্ত ও বাবিল-নিবাসী-
৩৫ দিগকে কম্পমান করেন। সদাপ্রভু কহেন, কল্-
দীয়দের উপরে, বাবিল-নিবাসীদের উপরে,
বাবিলের অধ্যক্ষদের উপরে ও তাহার জ্ঞানবান-
৩৬ দের উপরে খড়্গ রহিয়াছে। বাচালদিগের
উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহারা হতবুদ্ধি হইবে ;
তাহার বীরগণের উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহারা
৩৭ ক্ষুব্ধ হইবে। তাহার ঘোটকদের উপরে, তাহার
রথসমূহের উপরে ও তন্মধ্যগত যাবতীয় মিশ্রিত
লোকের উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহারা অবলা-
দিগের সমান হইবে ; তাহার সকল ধনকোষের
উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহা লুটিত হইবে।
৩৮ তাহার জলাকর সকল উত্তাপাহত হইয়া শুষ্ক
হইবে ; কেননা সে খোদিত প্রতিমার দেশ, ও
তথাকার লোকেরা আপন আপন বিভীষিকা-
৩৯ গণের বিষয়ে উন্মত্ত। এই নিমিত্ত সেখানে বন-
পশু ও বৃকগণ বাস করিবে, এবং উষ্ট্রপক্ষিগণ
বাসা করিবে ; তাহা আর কখন লোকালয় হইবে
না, পুরুষানুক্রমে সে স্থানে বসতি হইবে না।
৪০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঈশ্বর যখন সদোম,
ঘমোরা ও তন্নিকটস্থ নগর সকলের উৎপাটন
করিয়াছিলেন, তখন যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ
হইবে ; কোন ব্যক্তি সেই স্থানে বাস করিবে না,
কোন মানব-সন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে
৪১ না। দেখ, উত্তরদিক্ হইতে এক বংশ আসি-
তেছে, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে এক মহাজাতি ও
৪২ অনেক রাজা উঠিয়া আসিতেছে। তাহারা ধনু ও
বড়শাধারী, নিষ্ঠুর ও করুণারহিত ; তাহাদের রব
সমুদ্র-গর্জ্জনের তুল্য, তাহারা অশ্বারোহণে
আসিতেছে ; হে বাবিল-কন্যে, তোমারই বিপ-
রীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা সকলে যোদ্ধার ন্যায়
৪৩ সুসজ্জিত হইয়াছে। বাবিল-রাজ তাহাদের
খ্যাতি শুনিয়াছে, তাহার হস্ত অবশ হইয়াছে,
স্ত্রীলোকের প্রসববন্ত্রণার ন্যায় তাহার যন্ত্রণা ও
৪৪ ব্যথা ধরিয়াছে। দেখ, সে সিংহের ন্যায় যর্দ্দ-
নের শোভাস্থান হইতে উঠিয়া সেই অচল বাসা-
নের বিরুদ্ধে আসিতেছে ; কিন্তু আমি চক্ষুর
নিমিষে তাহাকে তথা হইতে দূর করিয়া দিব,
এবং তাহার উপরে মনোনীত লোককে নিযুক্ত
করিব। কেননা আমার তুল্য কে? আমার সময়
নিরূপণ কে করিবে? আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে,
৪৫ এমন পালক কোথায়? অতএব সদাপ্রভু বাবিলের
বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, কল্দীয়দের
দেশের বিরুদ্ধে যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা
শুন। লোকেরা অবশ্য তাহাদিগকে টানিয়া
লইয়া যাইবে, পালের শাবকদিগকেও লইয়া
যাইবে ; তিনি তাহাদের বাথান অবশ্য তাহাদের
৪৬ সহিত উৎসন্ন করিবেন। বাবিল পরহস্তগত
হইয়াছে, এই শব্দে পৃথিবী কাঁপিতেছে, ও জাতি-
গণের মধ্যে ক্রন্দনের রব শুনা যাইতেছে।

৫১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
বাবিলের বিরুদ্ধে ও লেব-কামাই [আমার
প্রতিরোধিগণের অন্তঃকরণ] নিবাসীদের বিরুদ্ধে
২ এক বিনাশক বায়ু উৎপন্ন করিব। আর আমি
বাবিলে ঝাড়কদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা
তাহাকে ঝাড়িয়া তাহার দেশ শূন্য করিবে,
হাঁ, বিপদের দিনে চতুর্দ্দিকে তাহার প্রতিকূল
৩ হইয়া উঠিবে। ধনুর্দ্ধর ধনুকে চাড়া না দিউক ;
সে বর্ম্ম সজ্জায় উত্থিত না হউক ; তোমরা তাহার
যুবকদের প্রতি দয়া করিও না, তাহার সমস্ত
৪ সৈন্য নিঃশেষে বিনষ্ট কর। তাহারা কল্দীয়দের
দেশে নিহত ও চকে খড়্গবিদ্ধ হইয়া পতিত

Digitized by Google

৫ হইবে। কারণ ইস্রায়েল কিম্বা যিহূদা যে আপন
ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত,
তাহা নয় ; তথাপি উহাদের দেশ ইস্রায়েলের
৬ পবিত্রতমের বিরুদ্ধে দোষে পরিপূর্ণ। তোমরা
বাবিলের মধ্য হইতে পলায়ন কর, প্রত্যেক জন
আপন আপন প্রাণ রক্ষা কর ; তাহার অপরাধে
তোমরা উচ্ছিন্ন হইও না ; কেননা এ সদাপ্রভুর
প্রতিশোধ গ্রহণের সময়, তিনি তাহাকে অপ-
৭ কারের প্রতিফল দিতে উদ্যত। সদাপ্রভুর হস্তে
বাবিল নিখিলভুবন-মত্তকারী সুবর্ণ পাত্রস্বরূপ
ছিল, জাতিগণ তাহার মদ্যপান করিয়াছে,
৮ তজ্জন্য জাতিগণ উন্মত্ত হইয়াছে। বাবিল অক-
স্মাৎ পতিত ও ভগ্ন হইল ; তাহার জন্য হাহাকার
কর, তাহার ব্যথার প্রতীকারার্থে তরুসার গ্রহণ
৯ কর ; কি জানি সে সুস্থ হইবে। আমরা বাবি-
লকে সুস্থ করিতে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু সে সুস্থ
হইল না ; আইস, আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া
প্রত্যেক জন আপন আপন দেশে যাই, কেননা
উহার বিচার গগনস্পর্শী, আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চী-
১০ কৃত। সদাপ্রভু আমাদের ধার্ম্মিকতা প্রকাশ
করিয়াছেন, আইস, আমরা সিয়োনে গিয়া
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কার্য্য প্রচার করি।
১১ তোমরা বাণে শাণ দেও, ঢাল ধর ; সদাপ্রভু
মাদীয় রাজগণের মন উত্তেজিত করিয়াছেন,
কেননা তাঁহার সঙ্কল্প বাবিলের প্রতিকূল, তাহার
বিনাশার্থক ; বস্তুতঃ এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধ
গ্রহণ, তাঁহার মন্দিরনিমিত্তক প্রতিশোধ গ্রহণ।
১২ তোমরা বাবিলের প্রাচীরের বিরুদ্ধে পতাকা
স্থাপন কর, রক্ষকগণকে সাহস দেও, প্রহরিগণকে
নিযুক্ত কর, গোপনস্থানে সৈন্য রাখ ; কেননা
সদাপ্রভু বাবিল-নিবাসীদের বিষয়ে যাহা বলি-
য়াছেন, তাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, সিদ্ধও করিয়া-
১৩ ছেন। হে জলরাশির উপরে বাসকারিণি ! ধন-
কোষে ঐশ্বর্য্যশালিনি ! তোমার চরমকাল,
তোমার ধনাপহরণের পরিণাম উপস্থিত।
১৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন নামে এই শপথ
করিয়াছেন, সত্যই আমি তোমাকে পঙ্গপালবৎ
জনগণে পরিপূর্ণ করিয়াছি, তাহারা তোমার
বিরুদ্ধে সিংহনাদ ছাড়িবে।
১৫ তিনি আপন শক্তি দ্বারা পৃথিবী নির্ম্মাণ করি-
য়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন,
নিজ বুদ্ধিতে গগনমণ্ডল বিস্তারিত করিয়াছেন।
১৬ তিনি নিজ রব ছাড়িলে আকাশে জলরাশির
শব্দ হয়, তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বাষ্প
উত্থাপন করেন ; তিনি বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ
নির্ম্মাণ করেন, তিনি আপন ভাণ্ডার হইতে বায়ু
১৭ বাহির করিয়া আনেন। প্রত্যেক মনুষ্য পশুবৎ
হইয়াছে, সে জ্ঞানহীন ; প্রত্যেক স্বর্ণকার আপন
প্রতিমা দ্বারা লজ্জিত হয় ; কারণ তাহার ছাঁচে
ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে শ্বাসবায়ু
১৮ নাই। সে সকল অসার, মায়ার কর্ম্মমাত্র ; তাহা-
দের প্রতিফল দানকালে তাহারা বিনষ্ট হইবে।
১৯ যিনি যাকোবের অধিকার, তিনি তদ্রূপ নহেন ;
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর গঠনকারী, এবং [ইস্রা-
য়েল] তাঁহার অধিকাররূপ বংশ ; তাঁহার নাম
বাহিনীগণের সদাপ্রভু।
২০ তুমি আমার মুদ্গর ও যুদ্ধের অস্ত্রস্বরূপ ;
তোমা দ্বারা আমি জাতিগণকে চূর্ণ করিব, তোমা
২১ দ্বারা রাজ্য সকল সংহার করিব ; তোমা দ্বারা
অশ্ব ও তদারোহীকে চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা রথ
২২ ও তদারোহীকে চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা পুরুষ ও
স্ত্রীকে চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা বৃদ্ধ ও বালককে
চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা যুবক ও যুবতীকে চূর্ণ
২৩ করিব, তোমা দ্বারা পালরক্ষক ও তাহার পাল
চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা কৃষক ও তাহার বলদ-
যুগল চূর্ণ করিব, এবং তোমা দ্বারা দেশাধ্যক্ষ ও
২৪ শাসনকর্ত্তৃগণকে চূর্ণ করিব। আর আমি বাবি-
লকে ও কল্দীয় দেশনিবাসী সকলকে সিয়োনে
তোমাদের দৃষ্টিগোচরে কৃত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতি-
ফল দিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
২৫ হে নিখিলভুবন-বিনাশি বিনাশক পর্ব্বত,
সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ,
আমি তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিব, শৈল
হইতে তোমাকে গড়াইয়া ফেলিয়া দিব, ও
২৬ তোমাকে জলন্ত পর্ব্বত করিব। কোণের কিম্বা
ভিত্তিমূলের জন্য কেহ তোমা হইতে প্রস্তর লইবে
না, তুমি চিরকালীন ধ্বংসস্থান থাকিবে, ইহা
২৭ সদাপ্রভু কহেন। তোমরা দেশে ধ্বজা তুল,
জাতিগণের মধ্যে তূরী বাজাও, তাহার প্রতিকূলে
নানা জাতিকে প্রস্তুত কর, অরারট, মিন্নি ও
অস্কিনস রাজ্যত্রয়কে তাহার বিপক্ষে আহ্বান
কর, তাহার বিরুদ্ধে সেনাপতিবরকে নিযুক্ত কর,
২৮ পঙ্গপালের ন্যায় অশ্বগণকে প্রেরণ কর। তাহার
বিরুদ্ধে জাতিগণকে, মাদীয়দের রাজগণকে,
তাহাদের দেশাধ্যক্ষগণকে, শাসনকর্ত্তৃগণকে ও
তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন সমস্ত দেশের লোককে প্রস্তুত
২৯ কর। পৃথিবী কম্পিতা ও উদ্বিগ্না হইতেছে ;
কেননা বাবিল দেশকে ধ্বংসিত ও নিবাসিশূন্য
করণার্থে বাবিলের বিপরীতে সদাপ্রভুর সঙ্কল্প
৩০ সকল হইতেছে। বাবিলের বীরগণ যুদ্ধে বিরত
হইয়াছে, তাহারা আপনাদের গড়ের মধ্যে
রহিয়াছে ; তাহাদের তেজ শুকাইয়া গিয়াছে ;
তাহারা অবলাদিগের সমান হইয়াছে ; তাহার
আবাস সকল দগ্ধ, তাহার হুড়কা সকল ভগ্ন
৩১ হইয়াছে। 'নগর চারিদিকে পরহস্তগত হইল,'
এই সংবাদ বাবিল-রাজকে দিবার জন্য এক ধাবক

Digitized by Google

অন্য ধাবকের কাছে ও এক বার্ত্তাবহ অন্য বার্ত্তা-
৩২ বহের কাছে ধাবিত হইতেছে ; এবং পারঘাট
সকল পরহস্তগত, নলবন অনলে দগ্ধ, ও যোদ্ধা
৩৩ সকল বিহ্বল হইয়াছে। কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিল-
কন্যা শস্যমর্দ্দনকালীন খামারস্বরূপ ; স্বল্পকাল
মধ্যে তাহার জন্য শস্যচ্ছেদনের সময় উপস্থিত
৩৪ হইবে। বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসর আমাকে
গ্রাস করিয়াছেন, আমাকে চূর্ণ করিয়াছেন,
আমাকে শূন্যপাত্রস্বরূপ করিয়াছেন, আমাকে
নাগবৎ গ্রাস করিয়াছেন, ও আমার উপাদেয়
ভক্ষ্য দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করিয়াছেন, আমাকে
৩৫ দূর করিয়াছেন। আমার প্রতি ও আমার মাংসের
প্রতি কৃত দৌরাত্ম্যের ফল বাবিলের উপরে বর্ত্তুক,
ইহা সিয়োন-নিবাসিনী কহিতেছে ; এবং আমার
রক্ত কল্‌দীয় দেশনিবাসীদের উপরে বর্ত্তুক, ইহা
৩৬ যিরূশালেম বলিতেছে। অতএব সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিবাদ নিষ্পন্ন
করিব ; তোমার জন্য প্রতিশোধ লইব, এবং
তাহার সমুদ্রকে জলশূন্য, ও তাহার উনুইকে
৩৭ শুষ্ক করিব। আর বাবিল ঢিবিময়, শৃগালদের
বাসস্থান, বিস্ময়াস্পদ, শীস শব্দের বিষয় ও
৩৮ নিবাসিবিহীন হইবে। তাহারা একত্র সিংহবৎ
গর্জ্জন করিবে, সিংহশাবকদের ন্যায় ঘোর নাদ
৩৯ করিবে। তাহারা উগ্র হইলে পর আমি তাহাদের
ভোজ প্রস্তুত করিব, ও তাহাদিগকে মত্ত করিব ;
তাহাতে তাহারা উল্লাস করিবে ও চিরনিদ্রায়
নিদ্রিত হইবে, আর জাগরিত হইবে না, ইহা
৪০ সদাপ্রভু কহেন। আমি তাহাদিগকে পুষ্ট মেষ-
দের ন্যায়, ছাগদের সহিত মেষদের ন্যায় বধ্য-
৪১ স্থানে নামাইয়া আনিব। শেশক কেমন পরহস্ত-
গত, ও নিখিলভুবনের প্রশংসাপাত্র কেমন পরা-
জিত হইয়াছে! জাতিসমূহের মধ্যে বাবিল
৪২ কেমন ধ্বংসস্থান হইয়াছে! বাবিলের উপরে
সমুদ্র উঠিয়াছে, সে তাহার লহরীর কল্লোলে
৪৩ আচ্ছাদিত। তাহার নগর সকল ধ্বংসস্থান,
শুষ্ক ভূমি ও প্রান্তর হইয়া পড়িল ; সেই দেশে
কেহ বাস করিবে না, কোন মানব-সন্তান তাহার
৪৪ মধ্যে গমনাগমন করিবে না। আর আমি বাবিলে
বেলদেবকে প্রতিফল দিব, তাহার মুখ হইতে
তাহার গিলিত দ্রব্য বাহির করিব ; এবং জাতি-
গণ আর তাহার নিকটে ধাবমান হইবে না ;
বাবিলের প্রাচীরও পতিত হইবে।
৪৫ হে আমার প্রজাগণ, তোমরা তাহার মধ্য
হইতে বাহির হও, প্রত্যেক জন সদাপ্রভুর প্রজ্ব-
লিত ক্রোধ হইতে আপন আপন প্রাণ রক্ষা কর।
৪৬ আর তোমাদের হৃদয়কে দ্রব হইতে দিও না,
এবং দেশের মধ্যে যে জনরব শুনা যাইবে,
তাহাতে ভীত হইও না, কেননা এক বৎসর এক
জনরব উঠিবে, তৎপরে আর এক বৎসর এক
জনরব উঠিবে ; দেশে দৌরাত্ম্য, এক শাসনকর্ত্তা
৪৭ অন্য শাসনকর্ত্তার বিপক্ষ হইবে। অতএব দেখ,
এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি বাবি-
লের খোদিত প্রতিমাগণকে প্রতিফল দিব ; আর
তাহার সমস্ত দেশ লজ্জিত হইবে, ও তথাকার
নিহতগণ সকলে তাহার মধ্যে পতিত হইবে।
৪৮ আর স্বর্গ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকলে বাবি-
লের বিষয়ে আনন্দগান করিবে, কেননা সদাপ্রভু
কহেন, বিনাশকগণ উত্তরদিক্ হইতে তাহার
৪৯ বিরুদ্ধে আসিবে। বাবিল যেমন ইস্রায়েলের
নিহতগণকে নিপাত করিয়াছে, সেইরূপ সমুদয়
৫০ দেশের নিহতগণ বাবিলে পতিত হইবে। হে
খড়্গোত্তীর্ণ লোকেরা, চল, বিলম্ব করিও না ;
দূরদেশে সদাপ্রভুকে স্মরণ কর, এবং যিরূ-
৫১ শালেমকে মনে কর। আমরা টিট্‌কারি শুনি-
য়াছি, তাই লজ্জিত হইয়াছি, আমাদের মুখ
অপমানে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কেননা বিদেশীরা
সদাপ্রভুর গৃহের সকল পবিত্র স্থানে প্রবেশ
৫২ করিয়াছিল। অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ,
এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি তাহার
খোদিত প্রতিমাগণকে প্রতিফল দিব, আর
তাহার দেশের সর্ব্বত্র খড়্গাহতগণ কোঁকাইবে।
৫৩ বাবিল যদ্যপি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে, যদ্যপি
আপনার উচ্চ দুর্গ পরের অগম্য করে, তথাপি
আমার আজ্ঞায় নাশকেরা তাহার বিরুদ্ধে গমন
৫৪ করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। বাবিলের মধ্য
হইতে ক্রন্দনের রব ও কল্‌দীয়দের দেশ হইতে
৫৫ মহাভঙ্গের শব্দ উঠিতেছে। কেননা সদাপ্রভু
বাবিলকে উচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাহার মধ্যবর্ত্তী
মহাশব্দকে ক্ষান্ত করিতেছেন ; উহাদের তরঙ্গ
সকল জলরাশির ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে ; তাহা-
৫৬ দের কল্লোলধ্বনি শুনা যাইতেছে। কারণ তাহার
উপরে, বাবিলের উপরে, এক বিনাশক আসি-
য়াছে, তাহার বীরগণ ধৃত হইল, তাহাদের ধনুক
সকল ভগ্ন হইল ; কেননা সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা,
৫৭ তিনি অবশ্য সমুচিত ফল দিবেন। হাঁ, আমি
তাহার অধ্যক্ষগণকে, তাহার জ্ঞানবানদিগকে,
তাহার দেশাধ্যক্ষগণকে, তাহার শাসনকর্ত্তৃগণকে
ও তাহার বীরগণকে মত্ত করিব ; তাহাতে তাহারা
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে, আর জাগরিত হইবে
না, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু যাঁহার নাম,
৫৮ সেই রাজা বলেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, বাবিলের প্রশস্ত প্রাচীর একে-
বারে ভগ্ন হইবে, এবং তাহার উচ্চ দ্বার সকল
অগ্নিতে দগ্ধ হইবে ; হাঁ, লোকবৃন্দ কেবল অসা-
রতার জন্য, ও জাতিগণ কেবল অগ্নির নিমিত্ত

Digitized by Google

পরিশ্রম করিয়াছে ; এবং তাহারা অবসন্ন
হইয়াছে ।

৫৯ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের অধিকারের চতুর্থ
বৎসরে মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র সরায়
যে সময়ে রাজার সহিত বাবিলে গমন করেন,
তৎকালে যিরমিয় ভাববাদী সরায়কে যাহা আজ্ঞা
করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত। উক্ত সরায় রাজ-
৬০ বাটীর প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। আর বাবিলের
ভাবী অমঙ্গলের কথা, অর্থাৎ বাবিলের প্রতিকূল
এই যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা যিরমিয়
৬১ একখান পুস্তকে লিখিয়াছিলেন। আর যিরমিয়
সরায়কে কহিলেন, বাবিলে উপস্থিত হইলে পর
তুমি যত্নবান হইয়া এই সকল কথা পাঠ করিবে,
৬২ আর বলিবে, হে সদাপ্রভো, তুমি এই স্থানকে
উচ্ছিন্ন করিবার কথা কহিয়াছ, বলিয়াছ যে,
এখানে মনুষ্য বা পশু কিছুই বাস করিবে না,
৬৩ ইহা চিরধ্বংসস্থান হইবে। পরে এই পুস্তকের
পাঠ সাঙ্গ হইলে তুমি ইহার সঙ্গে একখান প্রস্তর
বাঁধিয়া ফরাৎ নদীর মাঝখানে ইহা নিক্ষেপ
৬৪ করিবে ; আর তুমি বলিবে, আমি [সদাপ্রভু]
বাবিলের যে অতিশয় অমঙ্গল ঘটাইব, তৎ-
প্রযুক্ত বাবিল এইরূপ মগ্ন থাকিবে, আর কখনও
উঠিবে না ; "এবং তাহারা অবসন্ন হইয়াছে।"
এই পর্য্যন্ত যিরমিয়ের বাক্য।

যিরূশালেমের পতন ও বিনাশ।

৫২ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করেন, তিনি একাদশ বৎসর
পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করেন ; তাঁহার মাতার
নাম হমূটল, তিনি লিব্‌না-নিবাসী যিরমিয়ের
২ কন্যা। যিহোয়াকীমের সকল কর্ম্মানুসারে সিদি-
কিয়ও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা মন্দ তাহাই
৩ করিতেন। কারণ যিরূশালেমে ও যিহূদায় সদা-
প্রভুর ক্রোধজনিত ঘটনা হইল,—যে পর্য্যন্ত তিনি
আপনার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া
না দিলেন ; আর সিদিকিয় বাবিল-রাজের
বিদ্রোহী হইলেন।
৪ অনন্তর তাঁহার অধিকারের নবম বৎসরের
দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌রিৎসর ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালে-
মের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন,
ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে উচ্চগৃহ গাঁথিলেন।
৫ আর সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসর
৬ পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল। চতুর্থ মাসে,
মাসের নবম দিনে নগরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল,
দেশের লোকদের জন্য খাদ্য দ্রব্য কিছুই রহিল
৭ না। তখন নগরের এক স্থান ভগ্ন হইল, ও সমস্ত
যোদ্ধা রাত্রিকালে নগর হইতে নির্গমন করতঃ
রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের
পথে পলায়ন করিল—তখন কল্‌দীয়েরা নগরের
বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে ছিল—আর উহারা অরাবা
৮ তলভূমির পথে গেল। কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য
রাজার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যিরীহোর তল-
ভূমিতে সিদিকিয়ের লাগাইল পাইল, তাহাতে
তাঁহার সমস্ত সৈন্য তাঁহার নিকট হইতে ছিন্ন-
৯ ভিন্ন হইল। তখন তাহারা রাজাকে ধরিয়া
হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে বাবিল-রাজের নিকটে
লইয়া গেল, আর তিনি তাঁহার দণ্ডবিধান করি-
১০ লেন। আর বাবিল-রাজ সিদিকিয়ের সাক্ষাতে
তাঁহার পুত্রগণকে হনন করিলেন ; এবং যিহূদার
১১ সমস্ত অধ্যক্ষকেও রিব্লাতে হনন করিলেন। পরে
বাবিল-রাজ সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করি-
লেন ; এবং তাঁহাকে পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে
বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেলেন, এবং
তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ
রাখিলেন।
১২ পঞ্চম মাসে, মাসের দশম দিনে, বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌রিৎসরের অধিকারের ঊনবিংশ বৎসরে,
বাবিল-রাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান নবূষরদন
নামক রক্ষক-সেনাপতি যিরূশালেমে প্রবেশ
১৩ করিলেন ; আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী
দগ্ধ করিলেন, এবং যিরূশালেমের গৃহ ও বৃহৎ
১৪ অট্টালিকা সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। আর
রক্ষক-সেনাপতির অনুগামী কল্‌দীয় সৈন্যগণ
যিরূশালেমের চারিদিকের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন
১৫ করিল। আর নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি কতক-
গুলি দীনদরিদ্র লোককে, নগরের অবশিষ্ট
লোকদিগকে, ও যাহারা পক্ষান্তরে গিয়াছিল,
বাবিল-রাজের সপক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে
এবং জনসমূহের অবশিষ্ট লোকদিগকে নির্ব্বা-
১৬ সার্থে লইয়া গেলেন। কিন্তু দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও
ভূমিকর্ষণার্থে নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি দেশের
১৭ কতকগুলি দীনদরিদ্র লোককে রাখিলেন। আর
সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ, পীঠ সকল
ও সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় সমুদ্রপাত্র, কল্‌-
দীয়েরা খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সকলের সমস্ত
১৮ পিত্তল বাবিলে লইয়া গেল। আর স্থালী, হাতা,
কর্ত্তরী, বাটি ও চমস প্রভৃতি পরিচর্য্যার্থক
পিত্তলময় পাত্র সকল তাহারা লইয়া গেল।
১৯ আর ভাবর, অঙ্গারধানী, বাটি, স্থালী, দীপবৃক্ষ,
চমস ও সেকপাত্র প্রভৃতি স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও
রৌপ্যময় পাত্রের রৌপ্য রক্ষক-সেনাপতি লইয়া
২০ গেলেন। যে দুই স্তম্ভ, এক সমুদ্রপাত্র ও তাহার
নীচে দ্বাদশ পিত্তলের বৃষরূপ পীঠ শলোমন রাজা

Digitized by Google

সদাপ্রভুর গৃহের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
সেই সমস্ত পাত্রের পিত্তলের পরিমাণ অপরিমিত
২১ ছিল। ফলতঃ ঐ স্তম্ভদ্বয়ের প্রত্যেকের উচ্চতা
অষ্টাদশ হস্ত ও পরিধি দ্বাদশ হস্ত ছিল, এবং
তাহা চারি অঙ্গুলি পুরু ছিল; তাহা ফাঁপা
২২ ছিল। আর তাহার উপরে পাঁচ হস্ত পরিমাণ
উচ্চ পিত্তলের মাথলা ছিল, মাথলার উপরে
চতুর্দ্দিকে জালকার্য্য ও দাড়িম্বাকৃতি ছিল; সে
সকলও পিত্তলময়; এবং তাহার দ্বিতীয় স্তম্ভেরও
২৩ ঐ মত আকার ও দাড়িম্ব ছিল। পার্শ্বে ছিয়া-
নব্বই দাড়িম্ব ছিল, চারিদিকের জালকার্য্যের
২৪ উপরে শ্রেণীবদ্ধ এক শত দাড়িম্ব ছিল। পরে
রক্ষক-সেনাপতি সরায় মহাযাজককে, দ্বিতীয়
যাজক সফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে
২৫ ধরিলেন। আর তিনি নগর হইতে যোদ্ধাদের
উপরে নিযুক্ত একজন অধ্যক্ষকে, নগরে প্রাপ্ত
সাত জন রাজসভাসদ্‌কে, দেশের লোকদের
সৈন্যের গণনাকারী প্রধান লেখককে ও নগর
মধ্যে প্রাপ্ত দেশের লোকদের মধ্যে ষষ্টি জনকে
২৬ ধরিলেন। নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি তাহাদিগকে
ধরিয়া রিব্লাতে বাবিল-রাজের কাছে লইয়া
২৭ গেলেন। পরে বাবিল-রাজ হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে
তাহাদিগকে আঘাত করাইয়া বধ করিলেন।
এইরূপে যিহূদা আপন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত
হইল।

২৮ নবূখদ্‌রিৎসর কর্ত্তৃক নির্ব্বাসার্থে নীত লোক-
দের সংখ্যা; সপ্তম বৎসরে তিন সহস্র তেইশ
২৯ জন যিহূদী; নবূখদ্‌রিৎসরের অধিকারের অষ্টা-
দশ বৎসরে তিনি যিরূশালেম হইতে আট শত
৩০ বত্রিশ জনকে নির্ব্বাসার্থ লইয়া যান। নবূখদ্‌-
রিৎসরের ত্রয়োবিংশ বৎসরে নবূষরদন রক্ষক-
সেনাপতি সাত শত পঁয়তাল্লিশ জন যিহূদীকে
নির্ব্বাসার্থে লইয়া যান; ইহারা সর্ব্বশুদ্ধ চারি
সহস্র ছয় শত প্রাণী।

৩১ পরে যিহূদার যিহোয়াখীন রাজার নির্ব্বাসের
সপ্তত্রিংশ বৎসরের দ্বাদশ মাসে, মাসের পঞ্চ-
বিংশ দিবসে, অর্থাৎ বাবিল-রাজ ইবিল-মরো-
দক যে বৎসরে রাজত্ব পাইলেন, সেই বৎসরে
তিনি যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীনের মস্তক উঠাই-
লেন, ও তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করি-
৩২ লেন। আর তিনি তাঁহাকে প্রীতিবাক্য বলিয়া,
তাঁহার সহিত যত রাজা বাবিলে ছিলেন, সকলের
আসন হইতে তাঁহার আসন উচ্চে স্থাপন করি-
৩৩ লেন। আর তিনি তাঁহার কারাবাসের বস্ত্র পরি-
বর্ত্তন করাইলেন; এবং ইনি যাবজ্জীবন নিত্য
তাঁহার সহিত ভোজনপান করিতে লাগিলেন।
৩৪ আর তাঁহার মরণদিন পর্য্যন্ত বাবিল-রাজের
আজ্ঞায় তাঁহাকে নিত্য বৃত্তি দেওয়া যাইত,
অর্থাৎ তাঁহার যাবজ্জীবন এক এক দিনের উপ-
যুক্ত খাদ্য দ্রব্য প্রতিদিন দেওয়া যাইত।

যিরমিয়ের বিলাপ।

যিরূশালেমের অপমান। যিহূদীদের
পাপ ও শাস্তি।

১ হায়, প্রজাপরিপূর্ণা নগরী কেমন একাকিনী
বসিয়া আছে!
সে বিধবার ন্যায় হইয়াছে!
জাতিগণের মধ্যে যে প্রধানা ছিল,
প্রদেশসমূহের মধ্যে যে রাজ্ঞী ছিল,
সে করদায়িনী হইয়াছে!
২ সে রাত্রে অতিশয় রোদন করে; তাহার গণ্ডে
অশ্রু পড়িতেছে;
তাহাকে সান্ত্বনা করিবে, তাহার সমস্ত প্রেমিকের
মধ্যে এমন এক জনও নাই;
বন্ধুরা সকলে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে,
তাহারা তাহার শত্রু হইয়াছে।
৩ যিহূদা দুঃখে ও মহাদাসত্বে নির্ব্বাসিত
হইয়াছে;
সে জাতিগণের মধ্যে বাস করিতেছে, সে বিশ্রাম
পায় না;
তাহার তাড়নাকারিগণ সকলে সঙ্কীর্ণ পথে
তাহার সঙ্গ ধরিয়াছিল।
৪ পর্ব্বগামী যাত্রীর অভাবে সিয়োনের পথ সকল
শোক করিতেছে;
তাহার সমস্ত দ্বার শূন্য; তাহার যাজকগণ দীর্ঘ-
নিশ্বাস ত্যাগ করে,
তাহার কুমারীগণ খেদান্বিত, সে আপনি মনঃ-
পীড়া পাইতেছে।
৫ তাহার বিপক্ষগণ মস্তকস্বরূপ হইয়াছে, তাহার
শত্রুবর্গ ভাগ্যবান হইয়াছে;
কেননা তাহার অধর্ম্মের বাহুল্য-প্রযুক্ত সদাপ্রভু
তাহাকে খেদে মগ্ন করিয়াছেন;

Digitized by Google

তাহার শিশু বালকেরা বন্দি হইয়া বিপক্ষের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছে।
৬ হাঁ, সিয়োন-কন্যার সমস্ত শোভা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে;
তাহার অধ্যক্ষগণ এমন হরিণদিগের ন্যায় হইয়াছে, যাহারা চরাণিস্থান পায় না;
তাহারা শক্তিহীন হইয়া পশ্চাদ্ধাবকের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছে।
৭ নিজ দুঃখের ও দুর্গতির সময়ে
যিরূশালেম আপনার পূর্ব্বকালাগত মনোহর সামগ্রী সকল স্মরণ করিতেছে;
তাহার লোকেরা বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছে, তাহার সাহায্যকারী কেহ নাই,
বিপক্ষগণ তাহাকে দেখিয়াছে, তাহার উৎসন্নতায় উপহাস করিয়াছে।
৮ যিরূশালেম অতিশয় পাপ করিয়াছে, এই জন্য ঘৃণাস্পদ হইল;
যাহারা তাহাকে সম্মান করিত, তাহারা তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে, কারণ তাহার উলঙ্গতা দেখিতে পাইয়াছে;
সে আপনিও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, মুখ পিছনে ফিরাইতেছে।
৯ তাহার অশৌচ বস্ত্রের অঞ্চলে ছিল, সে আপনার চরম দশা মনে করিত না,
এই জন্য আশ্চর্য্যরূপে অধঃপতিত হইল;
তাহাকে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই;
হে সদাপ্রভো, আমার দুঃখ দেখ, কারণ শত্রু দর্প করিয়াছে।
১০ বিপক্ষ তাহার যাবতীয় মনোহর দ্রব্যে হস্তার্পণ করিয়াছে;
হাঁ, যে জাতিদিগকে তুমি আপনার সমাজে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছ,
তাহারা তাহার দৃষ্টিগোচরে তাহার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছে।
১১ তাহার সমস্ত প্রজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, ও অন্নের চেষ্টা করিতেছে,
প্রাণরক্ষার্থে খাদ্যের পরিবর্ত্তে আপন আপন মনোহর দ্রব্য সকল দিয়াছে।
হে সদাপ্রভো, দেখ, বিবেচনা কর, কেননা আমি তুচ্ছাস্পদ হইয়াছি।
১২ হে পথিক সকল, ইহাতে কি তোমাদের কিছু আইসে যায় না?
বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাকে যে ব্যথা দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুল্য ব্যথা আর কুত্রাপি কি পাওয়া যায়?
তদ্দ্বারা সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধের দিনে আমাকে বেদান্বিত করিয়াছেন।
১৩ তিনি ঊর্দ্ধলোক হইতে আমার অস্থিচয়ের মধ্যে অগ্নি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সে সকল পরাজয় করিতেছে;
তিনি আমার চরণের নিমিত্ত জাল পাতিয়াছেন, আমার মুখ পিছনে ফিরাইয়াছেন,
আমাকে অনাথা ও সমস্ত দিন মূর্চ্ছাপন্না করিয়াছেন।
১৪ আমার অধর্ম্মের যোঁয়ালি তাঁহার হস্ত দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে;
তাহা জড়াইয়া আমার ঘাড়ে উঠিল; তিনি আমার বল খর্ব্ব করিয়াছেন;
যাহাদের বিরুদ্ধে আমি উঠিতে পারি না, তাহাদেরই হস্তে প্রভু আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন।
১৫ প্রভু আমার মধ্যস্থিত যাবতীয় বীরকে নিগ্রহ করিয়াছেন,
তিনি আমার যুবকগণকে ভগ্ন করিতে আমার বিপরীতে সভা আহ্বান করিয়াছেন,
প্রভু যিহূদা-কুমারীকে দ্রাক্ষাকুণ্ডে মর্দ্দন করিয়াছেন।
১৬ এই কারণ আমি ক্রন্দন করিতেছি; আমার চক্ষু, আমার চক্ষু জলের নির্ঝর হইয়াছে;
কেননা সান্ত্বনাকারী, আমার প্রাণস্বস্থকারী, আমা হইতে দূরে গিয়াছে;
শত্রু বিজয়ী হওয়াতে আমার বালকেরা অনাথ হইয়াছে।
১৭ সিয়োন অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছে; তাহার সান্ত্বনাকারী কেহ নাই;
সদাপ্রভু যাকোবের সম্বন্ধে আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তাহার চারিদিকের লোক তাহার বিপক্ষ হউক;
যিরূশালেম তাহাদের মধ্যে ঘৃণাস্পদ।
১৮ সদাপ্রভুই ধর্ম্মবান, কেননা আমি তাঁহার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি;
হে জাতি সকল, বিনয় করি, শুন, আমার ব্যথা দেখ;
আমার কন্যাগণ ও যুবকগণ বন্দিত্বস্থানে গমন করিয়াছে।
১৯ আমি আপন প্রেমিকদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা আমাকে বঞ্চনা করিল;
আমার যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ নগরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল,
আপন আপন প্রাণরক্ষার্থে অন্নের অন্বেষণ করিতে করিতে মরিল।
২০ হে সদাপ্রভো, দৃষ্টিপাত কর, কেননা আমি সঙ্কটাপন্না; আমার অন্ত্র দগ্ধ হইতেছে
অন্তরস্থ হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ আমি অতিশয় প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি;

Digitized by Google

এই জন্য তাহার রস তাহার মধ্যেই রহি-
১২ য়াছে, ও তাহার স্বাদ বিকৃত হয় নাই। অত-
এব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন দিন আসি-
তেছে, যে দিন আমি তাহার কাছে সেচকদিগকে
পাঠাইব, তাহারা তাহাকে সেচন করিবে, তাহার
পাত্র সকল শূন্য করিবে, এবং তাহাদের কুপা
১৩ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ইস্রায়েল-কুল আপন
বিশ্বাসভূমি বৈথেলের বিষয়ে যেমন লজ্জিত
হইয়াছিল, তেমনি মোয়াব কমোশের বিষয়ে
১৪ লজ্জিত হইবে। তোমরা কেমন করিয়া বলিতে
পার, আমরা বীর ও যুদ্ধের জন্য বলবন্ত?
১৫ মোয়াব হৃতসর্ব্বস্ব হইল, তাহার নগর সকল
ধূমময় হইয়া উঠিতেছে, ও তাহার মনোনীত
যুবকেরা বধ্য স্থানে নামিয়া গয়াছে; বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু যাঁহার নাম, সেই রাজা এই কথা
১৬ কহেন। মোয়াবের বিপদ আগতপ্রায় ও তাহার
১৭ অমঙ্গল অতি ত্বরান্বিত। তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত
কিম্বা তাহার নাম জ্ঞাত যে তোমরা, তোমরা
সকলে তাহার জন্য বিলাপ কর, বল, এই দৃঢ়
১৮ দণ্ড ও চারু যষ্টি কেমন ভগ্ন হইয়াছে! হে
দীবোন-নিবাসিনি কন্যে, তুমি আপন প্রতাপ
হইতে নামিয়া আইস, শুষ্ক ভূমিতে বস;
কেননা মোয়াবের বিনাশক তোমার বিরুদ্ধে
উঠিয়া আসিয়াছে, তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল ভগ্ন
১৯ করিয়াছে। হে অরোয়ের-নিবাসিনি, তুমি
পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবলোকন কর, এবং
পলাতককে ও রক্ষার্থিনী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, কি
২০ হইয়াছে? মোয়াব লজ্জিত হইয়াছে, কেননা সে
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; তোমরা হাহাকার ও ক্রন্দন
কর; অর্ণোনে এই কথা প্রচার কর, "মোয়াব
২১ উৎসন্ন হইল"। আর সমভূমির উপরে, হোলন,
২২ যহস, মেফাৎ, দীবোন, নবো, বৈৎ-দিব্লা-
২৩ থয়িম, কিরিয়াথয়িম, বৈৎ-গামূল, বৈৎ-মিয়োন,
২৪ করিয়োৎ ও বস্রা প্রভৃতি মোয়াব দেশীয় দূরস্থ
কি নিকটস্থ যাবতীয় নগরের উপরে বিচার-দণ্ড
২৫ উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু কহেন, মোয়াবের
২৬ শৃঙ্গ ছিন্ন, ও তাহার বাহু ভগ্ন হইল। তোমরা
তাহাকে মত্ত কর, কারণ সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
অভিমান করিত, আর মোয়াব বমন করিয়া
লুণ্ঠন করিবে, এবং আপনিও হাস্যাস্পদ হইবে।
২৭ ইস্রায়েল কি তোমার পরিহাসের বিষয় ছিল
না? সে কি চোরের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল?
তুমি তাহার বিষয় যত বার কথা বল, তত বার
২৮ শিরশ্চালন করিয়া থাক। হে মোয়াব-নিবাসি-
গণ, তোমরা নগর সকল ত্যাগ কর, শৈলে গিয়া
বাস কর, গর্ত্তের মুখের ধারে বাসকারী কপো-
২৯ তের ন্যায় হও। আমরা মোয়াবের অহঙ্কারের
কথা শুনিয়াছি, সে বড় অহঙ্কারী; তাহার
অভিমান, অহঙ্কার, উদ্ধত ভাব ও চিত্ত-গরিমার
৩০ [কথা শুনিয়াছি]। সদাপ্রভু কহেন, আমি
তাহার ক্রোধ জানি, তাহা কিছু নয়; তাহার দর্প
৩১ অকিঞ্চিৎকর। এই জন্য আমি মোয়াবের বিষয়ে
হাহাকার করিব, সমস্ত মোয়াবের জন্য ক্রন্দন
করিব; কীর-হেরেসের লোকদের বিষয়ে কাকুক্তি
৩২ করা যাইবে। হে সিব্‌মার দ্রাক্ষালতে, আমি
যাসেরের রোদন অপেক্ষা তোমার বিষয়ে অধিক
রোদন করিব; তোমার শাখা সকল সমুদ্রপারে
যাইত, তাহা যাসের সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত
হইত; তোমার গ্রীষ্মকালীয় ফল পাড়িবার
সময়ে ও দ্রাক্ষাফল চয়ন করিবার সময়ে বিনাশক
৩৩ উপস্থিত হইল। মোয়াবের ফলবান ক্ষেত্র ও ভূমি
হইতে আনন্দ ও উল্লাস দূরীকৃত হইল, এবং
আমি দ্রাক্ষাকুণ্ড দ্রাক্ষারসহীন করিলাম; লোকে
হর্ষনাদ সহকারে আর দ্রাক্ষা মর্দ্দন করিবে না;
৩৪ সেই নাদ হর্ষনাদ হইবে না। হিষ্‌বোন অবধি
ইলিয়ালী পর্য্যন্ত এমন চীৎকার উঠিতেছে যে,
তাহার শব্দ যহস পর্য্যন্ত ব্যাপিতেছে; সোয়র
অবধি হোরোণয়িম পর্য্যন্ত, ইগ্লৎ-শলিশীয়া
পর্য্যন্ত, [শব্দ যাইতেছে], কেননা নিম্রীমস্থ জল-
৩৫ সমূহও মরুস্থান হইল। সদাপ্রভু আরও কহেন,
আমি মোয়াবের মধ্যে উচ্চস্থলীতে বলিদানকারী
ও তাহার দেবের উদ্দেশে ধূপদাহকারী লোকের
৩৬ লোপ করিব। তাই মোয়াবের জন্য আমার হৃদয়
বংশীর ন্যায় বাজিতেছে, কীর-হেরেসের লোক-
দের বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ বংশীর ন্যায়
বাজিতেছে; কেননা তাহার অধিকৃত ধনবাহুল্য
৩৭ নষ্ট হইল। হাঁ, প্রত্যেক মস্তক টাক্‌পড়া ও
প্রত্যেক শ্মশ্রু মুণ্ডিত হইল, সকলের হস্তে কাটা-
৩৮ কুট্‌ ও কটিতে চট দেখা যায়। মোয়াবের সমস্ত
ছাদে ও তাহার চকের সর্ব্বত্র বিলাপ শুনা
যাইতেছে, কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি মোয়া-
বকে কোন অপ্রীতিজনক পাত্রের ন্যায় ভাঙ্গিয়া
৩৯ ফেলিলাম। সে কেমন ভগ্ন হইল! লোকে কেমন
হাহাকার করিতেছে! মোয়াব লজ্জা প্রযুক্ত
কেমন পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে! এইরূপে মোয়াব
আপন চতুর্দ্দিক্‌স্থিত যাবতীয় লোকের হাস্যা-
৪০ স্পদ ও ভয়স্থান হইবে। হাঁ, সদাপ্রভু কহেন,
দেখ, সে উৎক্রোশের ন্যায় উড়িয়া আসিতেছে,
এবং মোয়াবের উপরে আপন পক্ষ বিস্তার করি-
৪১ তেছে। নগর সকল হস্তগত, দুর্গ সকল চমকিত
হইল; হাঁ, মোয়াবের বীরগণের চিত্ত সেই দিন
প্রসববেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের সমান হইবে।
৪২ মোয়াব লুপ্ত হইল, আর জাতি থাকিবে না,
কেননা সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিমান করি-
৪৩ য়াছে। সদাপ্রভু কহেন, হে মোয়াব-নিবাসিন্,
তোমার জন্য ত্রাস, খাত ও ফাঁদ প্রস্তুত আছে।

Digitized by Google

৪৪ যে কেহ ত্রাস প্রযুক্ত পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে
পড়িবে ; যে কেহ খাত হইতে উঠিয়া বাঁচিবে, সে
ফাঁদে ধরা পড়িবে ; কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি
তাহার উপরে, অর্থাৎ মোয়াবের উপরে প্রতি-
৪৫ ফলদানের বৎসর আনিব। হিশ্‌বোনের ছায়া-
তলে পলাতকেরা শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া
আছে, কারণ হিশ্‌বোন হইতে অগ্নি ও সীহো-
নের মধ্য হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইল ; তাহা
মোয়াবের পার্শ্ব ও কলহকারীদের মস্তক গ্রাস
৪৬ করিল। হে মোয়াব, তুমি সন্তাপের পাত্র !
কমোশের প্রজা লোক বিনষ্ট হইল, কারণ
তোমার পুত্রগণ বন্দি হইল, তোমার কন্যাগণ
৪৭ বন্দিত্বস্থানে নীত হইল। কিন্তু সদাপ্রভু কহেন,
চরমকালে আমি মোয়াবকে বন্দিত্ব হইতে
ফিরাইয়া আনিব। মোয়াবের বিচারের কথা
এই পর্য্যন্ত।

অম্মোন প্রভৃতি নানা জাতি-
বিষয়ক বাক্য।

৪৯ অম্মোন-সন্তানগণের বিষয়। সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের কি পুত্র নাই ?
তাহার উত্তরাধিকারী কি কেহ নাই ? তবে
মিল্‌কম কেন গাদের ভূমি অধিকার করে, ও
তাহার প্রজারা উহার নগরসমূহে বাস করে ?
২ এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময়
আসিতেছে, যে সময়ে আমি অম্মোন-সন্তানদের
রব্বা [নগরে] যুদ্ধের সিংহনাদ শুনাইব ; তখন
তাহা ধ্বংসস্থানীয় স্তূপ হইবে, এবং তাহার
কন্যাগণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে ; তৎকালে ইস্রা-
য়েল আপনার অধিকার-গ্রাসকারীদিগকে অধি-
৩ কারচ্যুত করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। হে
হিশ্‌বোন, হাহাকার কর, কেননা অয় উচ্ছিন্ন
হইল ; হে রব্বার কন্যাগণ, ক্রন্দন কর, চট
পরিধান কর, বিলাপ কর, প্রস্তরময় প্রাচীর
সকলের মধ্যে ইতস্ততঃ ধাবমান হও, কেননা
মিল্‌কম, তাহার যাজকগণ ও অধ্যক্ষগণ একসঙ্গে
৪ নির্ব্বাসার্থে গমন করিবে। হে বিপথগামিনি
কন্যে, তুমি কেন আপন তলভূমি সকলের শ্লাঘা
কর ? তোমার তলভূমি বিলীন হইবে। অয়ি
স্বধনে বিশ্বাসকারিণি, তুমি কেন বলিতেছ,
৫ আমার বিরুদ্ধে কে আসিবে ? প্রভু, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
তোমার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সীমা হইতে তোমার প্রতি
ত্রাস উপস্থিত করিব ; তোমরা প্রত্যেকে আপন
আপন সম্মুখস্থ পথে বিতাড়িত হইবে, কেহ
৬ পরিব্রাজককে সংগ্রহ করিবে না। তথাপি সদাপ্রভু
কহেন, অতঃপর আমি অম্মোন-সন্তানদিগকে
বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব।

৭ ইদোমের বিষয়। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তৈমনে কি আর প্রজ্ঞা নাই ? বুদ্ধি-
মানদের মধ্যে কি পরামর্শের লোপ হইয়াছে ?
৮ তাহাদের জ্ঞান কি অন্তর্হিত হইয়াছে ? হে দদান-
নিবাসিগণ, তোমরা পলায়ন কর, মুখ ফিরাও,
গভীরে গিয়া বাস কর, কেননা আমি এষৌর
উপরে তাহার বিপদ, হাঁ, তাহাকে প্রতিফল
৯ দিবার সময় উপস্থিত করিব। যদি দ্রাক্ষাসঞ্চয়-
কারিগণ তোমার নিকটে আইসে, তাহারা কিছু
ফল অবশিষ্ট রাখিবে না ; যদি রাত্রিকালে চোর
আইসে, তবে তাহারা যথেষ্ট পাওয়া পর্য্যন্ত
১০ ক্ষতি করিবে। বস্তুতঃ আমি এষৌকে পত্রহীন
করিয়াছি, ও তাহার অন্তরাল সকল এমন অনা-
বৃত করিয়াছি যে, সে কোন প্রকারে লুক্কায়িত
থাকিতে পারিবে না ; তাহার বংশ, ভ্রাতৃগণ ও
প্রতিবাসিগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, সে আর নাই।
১১ তুমি আপন পিতৃহীন বালকদিগকে ত্যাগ কর,
আমি তাহাদিগকে বাঁচাইব ; তোমার বিধবা-
১২ গণও আমাতে বিশ্বাস করুক। কেননা সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, দেখ, সেই পাত্রে পান করা
যাহাদের উচিত ছিল না, তাহাদিগকে সেই
পাত্রে পান করিতে হইবে, তবে তুমি কি নিতা-
ন্তই অদণ্ডিত থাকিবে ? তুমি অদণ্ডিত থাকিবে
১৩ না, অবশ্য পান করিবে। কেননা সদাপ্রভু
কহেন, আমি আপন নামে এই দিব্য করিয়াছি,
বস্রা বিস্ময়, টিট্‌কারি, উৎসন্নতা ও অভিশাপের
পাত্র হইবে ; তাহার সমস্ত নগর চিরকাল উৎ-
১৪ সন্নস্থান থাকিবে। আমি সদাপ্রভুর নিকট হইতে
এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং জাতিগণের কাছে
[এই কথার জন্য] দূত প্রেরিত হইয়াছে ;
তোমরা একত্র হও, ইহার বিপক্ষে যাত্রা কর ও
১৫ যুদ্ধ করণার্থে গাত্রোত্থান কর ; কেননা দেখ,
আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মনুষ্যের
১৬ মধ্যে অবজ্ঞাত করিয়াছি। হে শৈলদরী-বাসিন্‌,
পর্ব্বত-শৃঙ্গ অবলম্বিন্‌, তোমার ভয়ঙ্করতার বিষয়ে
তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা
করিয়াছে ; তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায়
উচ্চ স্থানে বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে
তথা হইতে নামাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৭ আর ইদোম বিস্ময়ের পাত্র হইবে, যাহারা
তাহার নিকট দিয়া গমন করে, সকলে বিস্মিত
হইবে, ও তাহার সকল দণ্ড প্রযুক্ত শীস দিবে।
১৮ সদাপ্রভু কহেন, সদোমের, ঘমোরার ও তন্নিকট-
বর্ত্তী নগরসমূহের উৎপাটনহেতু যেমন হইয়া-
ছিল, তেমনি হইবে, কেহ সেখানে থাকিবে না,

Digitized by Google

কোন মানব-সন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে
১৯ না। দেখ, সে সিংহের ন্যায় যর্দ্দনের শোভা-
স্থান হইতে উঠিয়া সেই অচল বাথানের বিরুদ্ধে
আসিতেছে; বস্তুতঃ আমি চক্ষুর নিমিষে তাহাকে
তথা হইতে দূর করিয়া দিব, এবং তাহার উপরে
মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। কেননা
আমার তুল্য কে? আমার সময় নিরূপণ কে
করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, এমন
২০ পালক কোথায়? অতএব সদাপ্রভু ইদোমের
বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা ও তৈমন-নিবাসীদের বিপক্ষে
যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা শুন; লোকেরা
অবশ্য তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে,
পালের শাবকদিগকেও লইয়া যাইবে; তিনি
তাহাদের বাথান অবশ্য তাহাদের সহিত উৎসন্ন
২১ করিবেন। তাহাদের পতনের শব্দে পৃথিবী
কাঁপিতেছে, সূফসাগর পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রব শুনা
২২ যাইতেছে। দেখ, সে উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায়
উঠিয়া উড়িয়া আসিবে, বস্রার বিপরীতে আপন
পক্ষ বিস্তার করিবে; আর ইদোমের বীরগণের
চিত্ত সেই দিন প্রসব-বেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের
সমান হইবে।

২৩ দম্মেশকের বিষয়। হমাৎ ও অর্পদ লজ্জিত
হইল, বস্তুতঃ তাহারা অমঙ্গলের বার্ত্তা শুনিয়া
বিগলিত হইল, সাগরে উদ্বেগ দেখা যাইতেছে,
২৪ তাহা সুস্থির হইতে পারে না। দম্মেশক ক্ষীণবল
হইয়া পলায়নার্থে ফিরিতেছে, ও ত্রাসযুক্ত
হইয়াছে; যেমন প্রসবকালে স্ত্রীলোকের, তেমনি
২৫ তাহার যন্ত্রণা ও ব্যথা ধরিয়াছে। এই প্রশংসিত
নগর ও আমার আনন্দজনক পুরী কেন পরিত্যক্ত
২৬ হয় নাই? অতএব সেই দিন তাহার যুবকগণ
তাহার চকে পতিত ও সমস্ত যোদ্ধা স্তব্ধীকৃত
২৭ হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। আর
আমি দম্মেশকের প্রাচীরে অগ্নি লাগাইব, তাহা
বিন্‌হদদের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

২৮ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর কর্ত্তৃক পরাজিত
কেদরের ও হাৎসোর রাজ্যসমূহের বিষয়।
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা গাত্রোত্থান
কর, উঠিয়া কেদরে যাও, এবং পূর্ব্ব দেশীয় লোক-
২৯ দিগকে হতসর্ব্বস্ব কর। লোকে তাহাদের তাম্বু ও
পশুপাল সকল লইয়া যাইবে; তাহাদের যব-
নিকা, তাহাদের যাবতীয় পাত্র ও তাহাদের উষ্ট্র-
দিগকে আপনাদের নিমিত্তে লইয়া যাইবে;
এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের বিষয়ে বলিবে, চারি-
৩০ দিকেই আশঙ্কা। সদাপ্রভু কহেন, হে হাৎসোর-
নিবাসিগণ, পলায়ন কর, দূরে চলিয়া যাও,
গভীরে বাস কর, কেননা বাবিল-রাজ নবূখদ্-
রিৎসর তোমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিয়াছে,
তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে।
৩১ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা উঠ, যে শান্তিযুক্ত জাতি
নির্ভয়ে বাস করে, যাহার কবাট নাই, হুড়কা
নাই, যে একাকী থাকে, সেই জাতির বিরুদ্ধে
৩২ যাত্রা কর। তাহাদের উষ্ট্রগণ লুটদ্রব্য হইবে,
তাহাদের বিপুল পশুধন লুঠিত দ্রব্য হইবে, এবং
যে লোকেরা শ্মশ্রু ছিন্ন করে, তাহাদিগকে আমি
যাবতীয় বায়ুর দিকে উড়াইয়া দিব, এবং চারি-
দিক্ হইতে তাহাদের বিপদ আনিব, ইহা সদা-
৩৩ প্রভু কহেন। আর হাৎসোর শৃগালদের বসতি,
ও চিরকালীয় ধ্বংসস্থান হইবে; সেখানে কেহ
থাকিবে না, কোন মানব-সন্তান তাহার মধ্যে
প্রবাস করিবে না।

৩৪ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের অধিকারের আরম্ভ-
কালে এলমের বিষয়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য
যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইল;—
৩৫ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি এলমের ধনু, তাহাদের বলের অগ্রিমাংশ,
৩৬ ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আর আকাশের চারিদিক্
হইতে চারি বায়ু এলমের উপরে বহাইব, এবং
ঐ সকল বায়ুর দিকে তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব;
হাঁ, দূরীকৃত এলমীয়গণ যাহার কাছে না যাইবে,
৩৭ এমন জাতি থাকিবে না। আর আমি এলমীয়-
দিগকে তাহাদের শত্রুগণের সম্মুখে ও তাহাদের
প্রাণনাশার্থীদের সম্মুখে উদ্বিগ্ন করিব; সদাপ্রভু
কহেন, আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল অর্থাৎ
আমার প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি উপস্থিত করিব; এবং
যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ তাহা-
৩৮ দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ খড়্গ পাঠাইব; আর আমি
নিজ সিংহাসন এলমে স্থাপন করিব, এবং সে
স্থান হইতে রাজাকে ও অধ্যক্ষগণকে উচ্ছিন্ন
৩৯ করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু অন্তিমকালে
আমি এলমকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব,
ইহা সদাপ্রভু কহেন।

বাবিলের বিনাশ ও ইস্রায়েলের উদ্ধার।

৫০ সদাপ্রভু যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা বাবি-
লের বিষয়ে, কল্‌দীয়দের দেশের বিষয়ে,
যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত।
২ তোমরা জাতিগণের মধ্যে জ্ঞাত কর, প্রচার
কর, ধ্বজা তুলিয়া ধর; প্রচার কর, গুপ্ত রাখিও
না। এই কথা বল, বাবিল পরহস্তগত হইল,
বেল লজ্জিত হইল, মরোদক ভগ্ন হইল; তাহার

Digitized by Google

প্রতিমা সকল লজ্জিত হইল, পুত্তলি সকল ক্ষুব্ধ
৩ হইল। কেননা উত্তরদিক্ হইতে এক জাতি তাহার
বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিল ; সে তাহার দেশ ধ্বংস
করিবে, তাহার মধ্যে কেহ বাস করিবে না ;
মনুষ্য ও পশু পলায়ন করিল, চলিয়া গেল।
৪ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন ও সেই সময় ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ ও যিহূদা-সন্তানগণ একত্র হইয়া
আসিবে, রোদন করিতে করিতে গমন করিবে,
ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবে।
৫ তাহারা সিয়োনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই
দিকে মুখ রাখিয়া [বলিবে], চল, তোমরা
অনন্তকালস্থায়ী অবিস্মরণীয় নিয়ম দ্বারা সদা-
প্রভুতে আসক্ত হও।
৬ আমার প্রজারা হারাণ মেষ, তাহাদের পালক-
গণ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, নানা পর্ব্বতে
পথহারা করিয়া ফেলিয়াছে ; উহারা পর্ব্বত
হইতে উপপর্ব্বতে গমন করিয়াছে, আপনাদের
৭ শয়নস্থান বিস্মৃত হইয়াছে। যাহারা তাহা-
দিগকে পাইয়াছে, তাহারা গ্রাস করিয়াছে ;
তাহাদের বিপক্ষগণ বলিয়াছে, আমাদের দোষ
হয় নাই, কারণ উহারা ধর্ম্মনিবাস সদাপ্রভুর,
আপনাদের পিতৃপুরুষগণের আশাভূমি সদা-
প্রভুর, বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে।
৮ তোমরা সত্বর বাবিলের মধ্য হইতে বাহির
হইয়া পড়, কল্‌দীয়দের দেশ হইতে নির্গমন
কর, এবং পালের অগ্রগামী ছাগের ন্যায় হও।
৯ কেননা দেখ, আমি উত্তর দেশ হইতে মহাজাতি-
সমাজ উত্তেজিত করিয়া বাবিলের বিরুদ্ধে গমন
করাইব, তাহারা বাবিলের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা
করিবে, তাহাতে তাহা শত্রুহস্তগত হইবে ; তাহা-
দের বাণ কৌশলপরায়ণ বীরের ন্যায় হইবে,
১০ বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিবে না। কল্‌দিয়া
লুটবস্তু হইবে ; সদাপ্রভু কহেন, যে সকল লোক
১১ সেই দেশ লুট করিবে, তাহারা তৃপ্ত হইবে। হে
আমার অধিকারাপহারিণি, তুমি তুষ্টা ও উল্লা-
সিতা ; তুমি শস্যমর্দ্দনকারিণী গাভীর ন্যায়
নাচিতেছ, তেজস্বী অশ্বের ন্যায় শব্দ করিতেছ ;
১২ এই জন্য তোমাদের মাতা অতি লজ্জিতা, তোমা-
দের জননী হতাশা হইবে ; দেখ, জাতিগণের
মধ্যে সে অন্ত্য হইবে, প্রান্তর, শুষ্ক স্থান ও মরু-
১৩ ভূমি হইবে। সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত সে আর
বসতিবিশিষ্ট হইবে না, সম্পূর্ণ ধ্বংসস্থান
হইবে ; যে কেহ বাবিলের নিকট দিয়া যাইবে,
সে বিস্মিত হইবে, ও তাহার যাবতীয় দণ্ড
১৪ দেখিয়া শীস দিবে। হে ধনুকে চাড়াদায়ী লোক
সকল, তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে
সৈন্যরচনা কর, তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর,
বাণব্যয়ে কাতর হইও না, কেননা সে সদাপ্রভুর
১৫ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে
সিংহনাদ কর, সে হাত যোড় করিয়াছে, তাহার
ভিত্তি সকল পতিত ও প্রাচীর সকল উৎপাটিত
হইয়াছে ; কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধ গ্রহণ ;
তোমরা উহার প্রতিশোধ লও ; সে যেমন করি-
১৬ য়াছে, তাহার প্রতি তদ্রূপ কর। তোমরা বাবিল
হইতে বীজবাপককে ও শস্যের সময়ে কাস্ত্যা-
ধারী লোককে উচ্ছিন্ন কর ; উৎপীড়ক খড়্গের
ভয়ে তাহারা প্রত্যেকে ফিরিয়া আপন আপন
জাতির কাছে যাইবে, ও আপন আপন দেশের
দিকে পলায়ন করিবে।
১৭ ইস্রায়েল ছিন্নভিন্ন মেষস্বরূপ ; সিংহগণ
তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে ; প্রথমতঃ অশূর-রাজ
তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, এখন শেষে এই
বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর তাহার অস্থি সকল
১৮ ভগ্ন করিয়াছে। অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি অশূর-রাজকে যেমন প্রতিফল দিয়াছি,
বাবিল-রাজ ও তাহার দেশকেও তেমনি প্রতি-
১৯ ফল দিব। আর ইস্রায়েলকে তাহার বাথানে
ফিরাইয়া আনিব ; সে কর্ম্মিলের ও বাশনের
উপরে চরিবে, এবং ইফ্রয়িম পর্ব্বতে ও গিলিয়দে
২০ তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইবে। সদাপ্রভু কহেন, সেই
দিন ও সেই সময় ইস্রায়েলের অপরাধের অনু-
সন্ধান করা যাইবে, কিন্তু পাওয়া যাইবে না ;
এবং যিহূদার পাপের [অনুসন্ধান করা যাইবে],
কিন্তু পাওয়া যাইবে না ; কেননা আমি যাহা-
দিগকে অবশিষ্ট রাখিব, তাহাদিগকে ক্ষমা
করিব।
২১ সদাপ্রভু কহেন, তুমি মরাথয়িম [দ্বিগুণদ্রোহ]
দেশের বিরুদ্ধে ও পকোদ [প্রতিফলপুর] নিবা-
সীদের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাও, তাহাদের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ যাইয়া তাহাদিগকে নিহনন কর,
নিঃশেষে বিনষ্ট কর ; আমি তোমাকে যাহা
যাহা করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে কর।
২২ দেশে সংগ্রামের ও মহাভঙ্গের শব্দ শুনা যাই-
২৩ তেছে। সমস্ত পৃথিবীর মুদ্গর কেমন ছিন্ন ও ভগ্ন
হইল। জাতিগণের মধ্যে বাবিল কেমন উৎসন্ন
২৪ হইল। হে বাবিল, আমি তোমার জন্য ফাঁদ
পাতিয়াছি, আর তুমি না জানিয়া তাহাতে ধৃত
হইয়াছ ; তুমি ধরা পড়িলে ও বদ্ধ হইলে,
২৫ কেননা সদাপ্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ। সদাপ্রভু
আপন অস্ত্রাগার খুলিয়া নিজ ক্রোধের অস্ত্র
সকল বাহির করিয়া আনিলেন, কেননা কল্‌দীয়-
দের দেশে প্রভুর, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর কার্য্য
২৬ আছে। তোমরা প্রান্ত সীমা হইতে তাহার বিরুদ্ধে
আইস, তাহার শস্যভাণ্ডার সকল খুলিয়া দেও,
রাশির ন্যায় তাহাকে ঢিবি কর, ও নিঃশেষে

Digitized by Google

বিনষ্ট কর ; তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না।
২৭ তাহার যাবতীয় বৃষ বধ কর, তাহারা বধ্যস্থানে
নামিয়া যাউক ; হায় হায়, তাহাদের দিন,
২৮ তাহাদের প্রতিফলের সময়, উপস্থিত! যে
পলাতকেরা ও বাবিল দেশ হইতে উত্তীর্ণ লোকেরা
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিশোধের, হাঁ,
তাঁহার মন্দিরনিমিত্তক প্রতিশোধের বিষয়
সিয়োনে জ্ঞাত করিতে যাইতেছে, ঐ তাহাদের
২৯ রব। তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে ধনুর্দ্ধারীদিগকে,
ধনুকে চাড়াদায়ী সকলকে, আহ্বান কর ; চারি-
দিকে তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, কাহা-
কেও উত্তীর্ণ হইতে দিও না ; তাহার ক্রিয়ানু-
যায়ী ফল তাহাকে দেও ; সে যেমন করিয়াছে,
তাহার প্রতি তেমনি কর ; কেননা সে সদাপ্রভুর
বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমের বিরুদ্ধে, দর্প
৩০ করিয়াছে। অতএব সেই দিন তাহার যুবকগণ
তাহার চকে পতিত হইবে, ও তাহার সমস্ত যোদ্ধা
৩১ স্তব্ধীকৃত হইবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন। হে দর্পি.
প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি
তোমার বিপক্ষ, কেননা তোমার দিন, তোমাকে
৩২ প্রতিফল দিবার সময়, উপস্থিত। তখন ঐ দর্পী
উছোট খাইয়া পড়িবে, কেহ তাহাকে উঠাইবে
না ; এবং আমি তাহার সকল নগরে অগ্নি
লাগাইব, সে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সকলই গ্রাস
করিবে।

৩৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ যিহূদা-সন্তানগণ নির্ব্বিশেষে
উপদ্রুত হইতেছে ; এবং যাহারা তাহাদিগকে
বন্দিত্বে লইয়া গিয়াছে, তাহারা তাহাদিগকে
দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে, বিদায় করিতে অস-
৩৪ ম্মত রহিয়াছে। [কিন্তু] তাহাদের মুক্তিদাতা
বলবান ; বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার নাম ;
তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন,
যেন তিনি পৃথিবীকে শান্ত ও বাবিল-নিবাসী-
৩৫ দিগকে কম্পমান করেন। সদাপ্রভু কহেন, কল্-
দীয়দের উপরে, বাবিল-নিবাসীদের উপরে,
বাবিলের অধ্যক্ষদের উপরে ও তাহার জ্ঞানবান-
৩৬ দের উপরে খড়্গ রহিয়াছে। বাচালদিগের
উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহারা হতবুদ্ধি হইবে ;
তাহার বীরগণের উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহারা
৩৭ ক্ষুব্ধ হইবে। তাহার ঘোটকদের উপরে, তাহার
রথসমূহের উপরে ও তন্মধ্যগত যাবতীয় মিশ্রিত
লোকের উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহারা অবলা-
দিগের সমান হইবে ; তাহার সকল ধনকোষের
উপরে খড়্গ রহিয়াছে, তাহা লুটিত হইবে।
৩৮ তাহার জলাকর সকল উত্তাপাহত হইয়া শুষ্ক
হইবে ; কেননা সে খোদিত প্রতিমার দেশ, ও
তত্রত্য লোকেরা আপন আপন বিভীষিকা-
৩৯ গণের বিষয়ে উন্মত্ত। এই নিমিত্ত সেখানে বন-
পশু ও বৃকগণ বাস করিবে, এবং উষ্ট্রপক্ষিগণ
বাসা করিবে ; তাহা আর কখন লোকালয় হইবে
না, পুরুষানুক্রমে সে স্থানে বসতি হইবে না।
৪০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঈশ্বর যখন সদোম,
ঘমোরা ও তন্নিকটস্থ নগর সকলের উৎপাটন
করিয়াছিলেন, তখন যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ
হইবে ; কোন ব্যক্তি সেই স্থানে বাস করিবে না,
কোন মানব-সন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে
৪১ না। দেখ, উত্তরদিক্ হইতে এক বংশ আসি-
তেছে, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে এক মহাজাতি ও
৪২ অনেক রাজা উঠিয়া আসিতেছে। তাহারা ধনু ও
বড়শাধারী. নিষ্ঠুর ও করুণারহিত ; তাহাদের রব
সমুদ্র-গর্জ্জনের তুল্য, তাহারা অশ্বারোহণে
আসিতেছে ; হে বাবিল-কন্যে, তোমারই বিপ-
রীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা সকলে যোদ্ধার ন্যায়
৪৩ সুসজ্জিত হইয়াছে। বাবিল-রাজ তাহাদের
খ্যাতি শুনিয়াছে, তাহার হস্ত অবশ হইয়াছে,
স্ত্রীলোকের প্রসবযন্ত্রণার ন্যায় তাহার যন্ত্রণা ও
৪৪ ব্যথা ধরিয়াছে। দেখ, সে সিংহের ন্যায় যর্দ্দ-
নের শোভাস্থান হইতে উঠিয়া সেই অচল বাথা-
নের বিরুদ্ধে আসিতেছে ; কিন্তু আমি চক্ষুর
নিমিষে তাহাকে তথা হইতে দূর করিয়া দিব,
এবং তাহার উপরে মনোনীত লোককে নিযুক্ত
করিব। কেননা আমার তুল্য কে? আমার সময়
নিরূপণ কে করিবে? আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে,
৪৫ এমন পালক কোথায়? অতএব সদাপ্রভু বাবিলের
বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, কল্দীয়দের
দেশের বিরুদ্ধে যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা
শুন। লোকেরা অবশ্য তাহাদিগকে টানিয়া
লইয়া যাইবে, পালের শাবকদিগকেও লইয়া
যাইবে ; তিনি তাহাদের বাথান অবশ্য তাহাদের
৪৬ সহিত উৎসন্ন করিবেন। বাবিল পরহস্তগত
হইয়াছে, এই শব্দে পৃথিবী কাঁপিতেছে, ও জাতি-
গণের মধ্যে ক্রন্দনের রব শুনা যাইতেছে।

৫১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
বাবিলের বিরুদ্ধে ও লেব-কামাই [আমার
প্রতিরোধিগণের অন্তঃকরণ] নিবাসীদের বিরুদ্ধে
২ এক বিনাশক বায়ু উৎপন্ন করিব। আর আমি
বাবিলে ঝাড়কদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা
তাহাকে ঝাড়িয়া তাহার দেশ শূন্য করিবে,
হাঁ, বিপদের দিনে চতুর্দ্দিকে তাহার প্রতিকূল
৩ হইয়া উঠিবে। ধনুর্দ্ধর ধনুকে চাড়া না দিউক ;
সে বর্ম্ম সজ্জায় উত্থিত না হউক ; তোমরা তাহার
যুবকদের প্রতি দয়া করিও না, তাহার সমস্ত
৪ সৈন্য নিঃশেষে বিনষ্ট কর। তাহারা কল্দীয়দের
দেশে নিহত ও চকে খড়্গবিদ্ধ হইয়া পতিত

Digitized by Google

৫ হইবে। কারণ ইস্রায়েল কিম্বা যিহূদা যে আপন
ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত,
তাহা নয়; তথাপি উহাদের দেশ ইস্রায়েলের
৬ পবিত্রতমের বিরুদ্ধে দোষে পরিপূর্ণ। তোমরা
বাবিলের মধ্য হইতে পলায়ন কর, প্রত্যেক জন
আপন আপন প্রাণ রক্ষা কর; তাহার অপরাধে
তোমরা উচ্ছিন্ন হইও না; কেননা এ সদাপ্রভুর
প্রতিশোধ গ্রহণের সময়, তিনি তাহাকে অপ-
৭ কারের প্রতিফল দিতে উদ্যত। সদাপ্রভুর হস্তে
বাবিল নিখিলভুবন-মত্তকারী সুবর্ণ পাত্রস্বরূপ
ছিল, জাতিগণ তাহার মদ্যপান করিয়াছে,
৮ তজ্জন্য জাতিগণ উন্মত্ত হইয়াছে। বাবিল অক-
স্মাৎ পতিত ও ভগ্ন হইল; তাহার জন্য হাহাকার
কর, তাহার ব্যথার প্রতীকারার্থে তরুসার গ্রহণ
৯ কর; কি জানি সে সুস্থ হইবে। আমরা বাবি-
লকে সুস্থ করিতে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু সে সুস্থ
হইল না; আইস, আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া
প্রত্যেক জন আপন আপন দেশে যাই, কেননা
উহার বিচার গগনস্পর্শী, আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চী-
১০ কৃত। সদাপ্রভু আমাদের ধার্ম্মিকতা প্রকাশ
করিয়াছেন, আইস, আমরা সিয়োনে গিয়া
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কার্য্য প্রচার করি।
১১ তোমরা বাণে শাণ দেও, ঢাল ধর; সদাপ্রভু
মাদীয় রাজগণের মন উত্তেজিত করিয়াছেন,
কেননা তাঁহার সঙ্কল্প বাবিলের প্রতিকূল, তাহার
বিনাশার্থক; বস্তুতঃ এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধ
গ্রহণ, তাঁহার মন্দিরনিমিত্তক প্রতিশোধ গ্রহণ।
১২ তোমরা বাবিলের প্রাচীরের বিরুদ্ধে পতাকা
স্থাপন কর, রক্ষকগণকে সাহস দেও, প্রহরিগণকে
নিযুক্ত কর, গোপনস্থানে সৈন্য রাখ; কেননা
সদাপ্রভু বাবিল-নিবাসীদের বিষয়ে যাহা বলি-
য়াছেন, তাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, সিদ্ধও করিয়া-
১৩ ছেন। হে জলরাশির উপরে বাসকারিণি! ধন-
কোষে ঐশ্বর্য্যশালিনি! তোমার চরমকাল,
তোমার ধনাপহরণের পরিণাম উপস্থিত।
১৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন নামে এই শপথ
করিয়াছেন, সত্যই আমি তোমাকে পঙ্গপালবৎ
জনগণে পরিপূর্ণ করিয়াছি, তাহারা তোমার
বিরুদ্ধে সিংহনাদ ছাড়িবে।
১৫ তিনি আপন শক্তি দ্বারা পৃথিবী নির্ম্মাণ করি-
য়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন,
নিজ বুদ্ধিতে গগনমণ্ডল বিস্তারিত করিয়াছেন।
১৬ তিনি নিজ রব ছাড়িলে আকাশে জলরাশির
শব্দ হয়, তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বাষ্প
উত্থাপন করেন; তিনি বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ
নির্ম্মাণ করেন, তিনি আপন ভাণ্ডার হইতে বায়ু
১৭ বাহির করিয়া আনেন। প্রত্যেক মনুষ্য পশুবৎ
হইয়াছে, সে জ্ঞানহীন; প্রত্যেক স্বর্ণকার আপন
প্রতিমা দ্বারা লজ্জিত হয়; কারণ তাহার ছাঁচে
ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে শ্বাসবায়ু
১৮ নাই। সে সকল অসার, মায়ার কর্ম্মমাত্র; তাহা-
দের প্রতিফল দানকালে তাহারা বিনষ্ট হইবে।
১৯ যিনি যাকোবের অধিকার, তিনি তদ্রূপ নহেন;
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর গঠনকারী, এবং [ইস্রা-
য়েল] তাঁহার অধিকাররূপ বংশ; তাঁহার নাম
বাহিনীগণের সদাপ্রভু।
২০ তুমি আমার মুদ্গর ও যুদ্ধের অস্ত্রস্বরূপ;
তোমা দ্বারা আমি জাতিগণকে চূর্ণ করিব, তোমা
২১ দ্বারা রাজ্য সকল সংহার করিব; তোমা দ্বারা
অশ্ব ও তদারোহীকে চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা রথ
২২ ও তদারোহীকে চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা পুরুষ ও
স্ত্রীকে চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা বৃদ্ধ ও বালককে
চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা যুবক ও যুবতীকে চূর্ণ
২৩ করিব, তোমা দ্বারা পালরক্ষক ও তাহার পাল
চূর্ণ করিব, তোমা দ্বারা কৃষক ও তাহার বলদ-
যুগল চূর্ণ করিব, এবং তোমা দ্বারা দেশাধ্যক্ষ ও
২৪ শাসনকর্ত্তৃগণকে চূর্ণ করিব। আর আমি বাবি-
লকে ও কল্‌দীয় দেশনিবাসী সকলকে সিয়োনে
তোমাদের দৃষ্টিগোচরে কৃত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতি-
ফল দিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
২৫ হে নিখিলভুবন-বিনাশি বিনাশক পর্ব্বত,
সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ,
আমি তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিব, শৈল
হইতে তোমাকে গড়াইয়া ফেলিয়া দিব, ও
২৬ তোমাকে জলন্ত পর্ব্বত করিব। কোণের কিম্বা
ভিত্তিমূলের জন্য কেহ তোমা হইতে প্রস্তর লইবে
না, তুমি চিরকালীন ধ্বংসস্থান থাকিবে, ইহা
২৭ সদাপ্রভু কহেন। তোমরা দেশে ধ্বজা তুল,
জাতিগণের মধ্যে তূরী বাজাও, তাহার প্রতিকূলে
নানা জাতিকে প্রস্তুত কর, অরারট, মিন্নি ও
অস্কিনস রাজ্যত্রয়কে তাহার বিপক্ষে আহ্বান
কর, তাহার বিরুদ্ধে সেনাপতিবরকে নিযুক্ত কর,
২৮ পঙ্গপালের ন্যায় অশ্বগণকে প্রেরণ কর। তাহার
বিরুদ্ধে জাতিগণকে, মাদীয়দের রাজগণকে,
তাহাদের দেশাধ্যক্ষগণকে, শাসনকর্ত্তৃগণকে ও
তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন সমস্ত দেশের লোককে প্রস্তুত
২৯ কর। পৃথিবী কম্পিতা ও উদ্বিগ্না হইতেছে;
কেননা বাবিল দেশকে ধ্বংসিত ও নিবাসিশূন্য
করণার্থে বাবিলের বিপরীতে সদাপ্রভুর সঙ্কল্প
৩০ সফল হইতেছে। বাবিলের বীরগণ যুদ্ধে বিরত
হইয়াছে, তাহারা আপনাদের গড়ের মধ্যে
রহিয়াছে; তাহাদের তেজ শুকাইয়া গিয়াছে;
তাহারা অবলাদিগের সমান হইয়াছে; তাহার
আবাস সকল দগ্ধ, তাহার হুড়কা সকল ভগ্ন
৩১ হইয়াছে। ‘নগর চারিদিকে পরহস্তগত হইল,’
এই সংবাদ বাবিল-রাজকে দিবার জন্য এক ধাবক

Digitized by Google

অন্য ধাবকের কাছে ও এক বার্ত্তাবহ অন্য বার্ত্তা-
৩২ বহের কাছে ধাবিত হইতেছে; এবং পারঘাট
সকল পরহস্তগত, নলবন অনলে দগ্ধ, ও যোদ্ধা
৩৩ সকল বিহ্বল হইয়াছে। কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিল-
কন্যা শস্যমর্দ্দনকালীন খামারস্বরূপ; স্বল্পকাল
মধ্যে তাহার জন্য শস্যচ্ছেদনের সময় উপস্থিত
৩৪ হইবে। বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসর আমাকে
গ্রাস করিয়াছেন, আমাকে চূর্ণ করিয়াছেন,
আমাকে শূন্যপাত্রস্বরূপ করিয়াছেন, আমাকে
নাগবৎ গ্রাস করিয়াছেন, ও আমার উপাদেয়
ভক্ষ্য দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করিয়াছেন, আমাকে
৩৫ দূর করিয়াছেন। আমার প্রতি ও আমার মাংসের
প্রতি কৃত দৌরাত্ম্যের ফল বাবিলের উপরে বর্ত্তুক,
ইহা সিয়োন-নিবাসিনী কহিতেছে; এবং আমার
রক্ত কল্‌দীয় দেশনিবাসীদের উপরে বর্ত্তুক, ইহা
৩৬ যিরূশালেম বলিতেছে। অতএব সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিবাদ নিষ্পন্ন
করিব; তোমার জন্য প্রতিশোধ লইব, এবং
তাহার সমুদ্রকে জলশূন্য, ও তাহার উনুইকে
৩৭ শুষ্ক করিব। আর বাবিল ঢিবিময়, শৃগালদের
বাসস্থান, বিস্ময়াস্পদ, শীস শব্দের বিষয় ও
৩৮ নিবাসিবিহীন হইবে। তাহারা একত্র সিংহবৎ
গর্জ্জন করিবে, সিংহশাবকদের ন্যায় ঘোর নাদ
৩৯ করিবে। তাহারা উগ্র হইলে পর আমি তাহাদের
ভোজ প্রস্তুত করিব, ও তাহাদিগকে মত্ত করিব;
তাহাতে তাহারা উল্লাস করিবে ও চিরনিদ্রায়
নিদ্রিত হইবে, আর জাগরিত হইবে না, ইহা
৪০ সদাপ্রভু কহেন। আমি তাহাদিগকে পুষ্ট মেষ-
দের ন্যায়, ছাগদের সহিত মেষদের ন্যায় বধ্য-
৪১ স্থানে নামাইয়া আনিব। শেশক কেমন পরহস্ত-
গত, ও নিখিলভুবনের প্রশংসাপাত্র কেমন পরা-
জিত হইয়াছে! জাতিসমূহের মধ্যে বাবিল
৪২ কেমন ধ্বংসস্থান হইয়াছে! বাবিলের উপরে
সমুদ্র উঠিয়াছে, সে তাহার লহরীর কল্লোলে
৪৩ আচ্ছাদিত। তাহার নগর সকল ধ্বংসস্থান,
শুষ্ক ভূমি ও প্রান্তর হইয়া পড়িল; সেই দেশে
কেহ বাস করিবে না, কোন মানব-সন্তান তাহার
৪৪ মধ্যে গমনাগমন করিবে না। আর আমি বাবিলে
বেলদেবকে প্রতিফল দিব, তাহার মুখ হইতে
তাহার গিলিত দ্রব্য বাহির করিব; এবং জাতি-
গণ আর তাহার নিকটে ধাবমান হইবে না;
বাবিলের প্রাচীরও পতিত হইবে।

৪৫ হে আমার প্রজাগণ, তোমরা তাহার মধ্য
হইতে বাহির হও, প্রত্যেক জন সদাপ্রভুর প্রজ্ব-
লিত ক্রোধ হইতে আপন আপন প্রাণ রক্ষা কর।
৪৬ আর তোমাদের হৃদয়কে দ্রব হইতে দিও না,
এবং দেশের মধ্যে যে জনরব শুনা যাইবে,
তাহাতে ভীত হইও না, কেননা এক বৎসর এক
জনরব উঠিবে, তৎপরে আর এক বৎসর এক
জনরব উঠিবে; দেশে দৌরাত্ম্য, এক শাসনকর্ত্তা
৪৭ অন্য শাসনকর্ত্তার বিপক্ষ হইবে। অতএব দেখ,
এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি বাবি-
লের খোদিত প্রতিমাগণকে প্রতিফল দিব; আর
তাহার সমস্ত দেশ লজ্জিত হইবে, ও তথাকার
নিহতগণ সকলে তাহার মধ্যে পতিত হইবে।
৪৮ আর স্বর্গ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকলে বাবি-
লের বিষয়ে আনন্দগান করিবে, কেননা সদাপ্রভু
কহেন, বিনাশকগণ উত্তরদিক্‌ হইতে তাহার
৪৯ বিরুদ্ধে আসিবে। বাবিল যেমন ইস্রায়েলের
নিহতগণকে নিপাত করিয়াছে, সেইরূপ সমুদয়
৫০ দেশের নিহতগণ বাবিলে পতিত হইবে। হে
খড়্গোত্তীর্ণ লোকেরা, চল, বিলম্ব করিও না;
দূরদেশে সদাপ্রভুকে স্মরণ কর, এবং যিরূ-
৫১ শালেমকে মনে কর। আমরা টিট্‌কারি শুনি-
য়াছি, তাই লজ্জিত হইয়াছি, আমাদের মুখ
অপমানে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কেননা বিদেশীয়রা
সদাপ্রভুর গৃহের সকল পবিত্র স্থানে প্রবেশ
৫২ করিয়াছিল। অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ,
এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি তাহার
খোদিত প্রতিমাগণকে প্রতিফল দিব, আর
তাহার দেশের সর্ব্বত্র খড়্গাহতগণ কোঁকাইবে।
৫৩ বাবিল যদ্যপি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে, যদ্যপি
আপনার উচ্চ দুর্গ পরের অগম্য করে, তথাপি
আমার আজ্ঞায় নাশকেরা তাহার বিরুদ্ধে গমন
৫৪ করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। বাবিলের মধ্য
হইতে ক্রন্দনের রব ও কল্‌দীয়দের দেশ হইতে
৫৫ মহাভঙ্গের শব্দ উঠিতেছে। কেননা সদাপ্রভু
বাবিলকে উচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাহার মধ্যবর্ত্তী
মহাশব্দকে ক্ষান্ত করিতেছেন; উহাদের তরঙ্গ
সকল জলরাশির ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে; তাহা-
৫৬ দের কল্লোলধ্বনি শুনা যাইতেছে। কারণ তাহার
উপরে, বাবিলের উপরে, এক বিনাশক আসি-
য়াছে, তাহার বীরগণ ধৃত হইল, তাহাদের ধনুক
সকল ভগ্ন হইল; কেননা সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা,
৫৭ তিনি অবশ্য সমুচিত ফল দিবেন। হাঁ, আমি
তাহার অধ্যক্ষগণকে, তাহার জ্ঞানবানদিগকে,
তাহার দেশাধ্যক্ষগণকে, তাহার শাসনকর্ত্তৃগণকে
ও তাহার বীরগণকে মত্ত করিব; তাহাতে তাহারা
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে, আর জাগরিত হইবে
না, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু যাঁহার নাম,
৫৮ সেই রাজা বলেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, বাবিলের প্রশস্ত প্রাচীর একে-
বারে ভগ্ন হইবে, এবং তাহার উচ্চ দ্বার সকল
অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; হাঁ, লোকবৃন্দ কেবল অসা-
রতার জন্য, ও জাতিগণ কেবল অগ্নির নিমিত্ত

Digitized by Google

পরিশ্রম করিয়াছে ; এবং তাহারা অবসন্ন
হইয়াছে ।

৫৯ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের অধিকারের চতুর্থ
বৎসরে মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র সরায়
যে সময়ে রাজার সহিত বাবিলে গমন করেন,
তৎকালে যিরমিয় ভাববাদী সরায়কে যাহা আজ্ঞা
করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত। উক্ত সরায় রাজ-
৬০ বাটীর প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। আর বাবিলের
ভাবী অমঙ্গলের কথা, অর্থাৎ বাবিলের প্রতিকূল
এই যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা যিরমিয়
৬১ একখান পুস্তকে লিখিয়াছিলেন। আর যিরমিয়
সরায়কে কহিলেন, বাবিলে উপস্থিত হইলে পর
তুমি যত্নবান হইয়া এই সকল কথা পাঠ করিবে,
৬২ আর বলিবে, হে সদাপ্রভো, তুমি এই স্থানকে
উচ্ছিন্ন করিবার কথা কহিয়াছ, বলিয়াছ যে,
এখানে মনুষ্য বা পশু কিছুই বাস করিবে না,
৬৩ ইহা চিরধ্বংসস্থান হইবে। পরে এই পুস্তকের
পাঠ সাঙ্গ হইলে তুমি ইহার সঙ্গে একখান প্রস্তর
বাঁধিয়া ফরাৎ নদীর মাঝখানে ইহা নিক্ষেপ
৬৪ করিবে ; আর তুমি বলিবে, আমি [সদাপ্রভু]
বাবিলের যে অতিশয় অমঙ্গল ঘটাইব, তৎ-
প্রযুক্ত বাবিল এইরূপ মগ্ন থাকিবে, আর কখনও
উঠিবে না ; "এবং তাহারা অবসন্ন হইয়াছে।"
এই পর্য্যন্ত যিরমিয়ের বাক্য।

যিরূশালেমের পতন ও বিনাশ।

৫২ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করেন, তিনি একাদশ বৎসর
পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করেন ; তাঁহার মাতার
নাম হমূটল, তিনি লিব্না-নিবাসী যিরমিয়ের
২ কন্যা। যিহোয়াকীমের সকল কর্ম্মানুসারে সিদি-
কিয়ও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা মন্দ তাহাই
৩ করিতেন। কারণ যিরূশালেমে ও যিহূদায় সদা-
প্রভুর ক্রোধজনিত ঘটনা হইল,—যে পর্য্যন্ত তিনি
আপনার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া
না দিলেন ; আর সিদিকিয় বাবিল-রাজের
বিদ্রোহী হইলেন।
৪ অনন্তর তাঁহার অধিকারের নবম বৎসরের
দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌রিৎসর ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালে-
মের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন,
ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে উচ্চগৃহ গাঁথিলেন।
৫ আর সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসর
৬ পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল। চতুর্থ মাসে,
মাসের নবম দিনে নগরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল,
দেশের লোকদের জন্য খাদ্য দ্রব্য কিছুই রহিল
৭ না। তখন নগরের এক স্থান ভগ্ন হইল, ও সমস্ত
যোদ্ধা রাত্রিকালে নগর হইতে নির্গমন করতঃ
রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের
পথে পলায়ন করিল—তখন কল্‌দীয়েরা নগরের
বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে ছিল—আর উহারা অরাবা
৮ তলভূমির পথে গেল। কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য
রাজার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যিরীহোর তল-
ভূমিতে সিদিকিয়ের লাগাইল পাইল, তাহাতে
তাঁহার সমস্ত সৈন্য তাঁহার নিকট হইতে ছিন্ন-
৯ ভিন্ন হইল। তখন তাহারা রাজাকে ধরিয়া
হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে বাবিল-রাজের নিকটে
লইয়া গেল, আর তিনি তাঁহার দণ্ডবিধান করি-
১০ লেন। আর বাবিল-রাজ সিদিকিয়ের সাক্ষাতে
তাঁহার পুত্রগণকে হনন করিলেন ; এবং যিহূদার
১১ সমস্ত অধ্যক্ষকেও রিব্লাতে হনন করিলেন। পরে
বাবিল-রাজ সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করি-
লেন ; এবং তাঁহাকে পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে
বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেলেন, এবং
তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ
রাখিলেন।
১২ পঞ্চম মাসে, মাসের দশম দিনে, বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌রিৎসরের অধিকারের ঊনবিংশ বৎসরে,
বাবিল-রাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান নবূষরদন
নামক রক্ষক-সেনাপতি যিরূশালেমে প্রবেশ
১৩ করিলেন ; আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী
দগ্ধ করিলেন, এবং যিরূশালেমের গৃহ ও বৃহৎ
১৪ অট্টালিকা সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। আর
রক্ষক-সেনাপতির অনুগামী কল্‌দীয় সৈন্যগণ
যিরূশালেমের চারিদিকের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন
১৫ করিল। আর নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি কতক-
গুলি দীনদরিদ্র লোককে, নগরের অবশিষ্ট
লোকদিগকে, ও যাহারা পক্ষান্তরে গিয়াছিল,
বাবিল-রাজের সপক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে
এবং জনসমূহের অবশিষ্ট লোকদিগকে নির্ব্বা-
১৬ সার্থে লইয়া গেলেন। কিন্তু দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও
ভূমিকর্ষণার্থে নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি দেশের
১৭ কতকগুলি দীনদরিদ্র লোককে রাখিলেন। আর
সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ, পীঠ সকল
ও সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় সমুদ্রপাত্র, কল্‌-
দীয়েরা খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সকলের সমস্ত
১৮ পিত্তল বাবিলে লইয়া গেল। আর স্থালী, হাতা,
কর্ত্তরী, বাটি ও চমস প্রভৃতি পরিচর্য্যার্থক
পিত্তলময় পাত্র সকল তাহারা লইয়া গেল।
১৯ আর ভাবর, অঙ্গারধানী, বাটি, স্থালী, দীপবৃক্ষ,
চমস ও সেকপাত্র প্রভৃতি স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও
রৌপ্যময় পাত্রের রৌপ্য রক্ষক-সেনাপতি লইয়া
২০ গেলেন। যে দুই স্তম্ভ, এক সমুদ্রপাত্র ও তাহার
নীচে দ্বাদশ পিত্তলের বৃষরূপ পীঠ শলোমন রাজা

Digitized by Google

সদাপ্রভুর গৃহের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
সেই সমস্ত পাত্রের পিত্তলের পরিমাণ অপরিমিত
২১ ছিল। ফলতঃ ঐ স্তম্ভদ্বয়ের প্রত্যেকের উচ্চতা
অষ্টাদশ হস্ত ও পরিধি দ্বাদশ হস্ত ছিল, এবং
তাহা চারি অঙ্গুলি পুরু ছিল; তাহা ফাঁপা
২২ ছিল। আর তাহার উপরে পাঁচ হস্ত পরিমাণ
উচ্চ পিত্তলের মাথলা ছিল, মাথলার উপরে
চতুর্দ্দিকে জালকার্য্য ও দাড়িম্বাকৃতি ছিল; সে
সকলও পিত্তলময়; এবং তাহার দ্বিতীয় স্তম্ভেরও
২৩ ঐ মত আকার ও দাড়িম্ব ছিল। পার্শ্বে ছিয়া-
নব্বই দাড়িম্ব ছিল, চারিদিকের জালকার্য্যের
২৪ উপরে শ্রেণীবদ্ধ এক শত দাড়িম্ব ছিল। পরে
রক্ষক-সেনাপতি সরায় মহাযাজককে, দ্বিতীয়
যাজক সফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে
২৫ ধরিলেন। আর তিনি নগর হইতে যোদ্ধাদের
উপরে নিযুক্ত একজন অধ্যক্ষকে, নগরে প্রাপ্ত
সাত জন রাজসভাসদ্‌কে, দেশের লোকদের
সৈন্যের গণনাকারী প্রধান লেখককে ও নগর
মধ্যে প্রাপ্ত দেশের লোকদের মধ্যে ষষ্টি জনকে
২৬ ধরিলেন। নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি তাহাদিগকে
ধরিয়া রিব্লাতে বাবিল-রাজের কাছে লইয়া
২৭ গেলেন। পরে বাবিল-রাজ হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে
তাহাদিগকে আঘাত করাইয়া বধ করিলেন।
এইরূপে যিহূদা আপন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত
হইল।

২৮ নবূখদ্রিৎসর কর্ত্তৃক নির্ব্বাসার্থে নীত লোক-
দের সংখ্যা; সপ্তম বৎসরে তিন সহস্র তেইশ
২৯ জন যিহূদী; নবূখদ্রিৎসরের অধিকারের অষ্টা-
দশ বৎসরে তিনি যিরূশালেম হইতে আট শত
৩০ বত্রিশ জনকে নির্ব্বাসার্থ লইয়া যান। নবূখদ্‌-
রিৎসরের ত্রয়োবিংশ বৎসরে নবূষরদন রক্ষক-
সেনাপতি সাত শত পঁয়তাল্লিশ জন যিহূদীকে
নির্ব্বাসার্থে লইয়া যান; ইহারা সর্ব্বশুদ্ধ চারি
সহস্র ছয় শত প্রাণী।

৩১ পরে যিহূদার যিহোয়াখীন রাজার নির্ব্বাসের
সপ্তত্রিংশ বৎসরের দ্বাদশ মাসে, মাসের পঞ্চ-
বিংশ দিবসে, অর্থাৎ বাবিল-রাজ ইবিল-মরো-
দক যে বৎসরে রাজত্ব পাইলেন, সেই বৎসরে
তিনি যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীনের মস্তক উঠাই-
লেন, ও তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করি-
৩২ লেন। আর তিনি তাঁহাকে প্রীতিবাক্য বলিয়া,
তাঁহার সহিত যত রাজা বাবিলে ছিলেন, সকলের
আসন হইতে তাঁহার আসন উচ্চে স্থাপন করি-
৩৩ লেন। আর তিনি তাঁহার কারাবাসের বস্ত্র পরি-
বর্ত্তন করাইলেন; এবং ইনি যাবজ্জীবন নিত্য
তাঁহার সহিত ভোজনপান করিতে লাগিলেন।
৩৪ আর তাঁহার মরণদিন পর্য্যন্ত বাবিল-রাজের
আজ্ঞায় তাঁহাকে নিত্য বৃত্তি দেওয়া যাইত,
অর্থাৎ তাঁহার যাবজ্জীবন এক এক দিনের উপ-
যুক্ত খাদ্য দ্রব্য প্রতিদিন দেওয়া যাইত।

যিরমিয়ের বিলাপ।

যিরূশালেমের অপমান। যিহূদীদের
পাপ ও শাস্তি।

১ হায়, প্রজাপরিপূর্ণা নগরী কেমন একাকিনী
বসিয়া আছে!
সে বিধবার ন্যায় হইয়াছে!
জাতিগণের মধ্যে যে প্রধানা ছিল,
প্রদেশসমূহের মধ্যে যে রাজ্ঞী ছিল,
সে করদায়িনী হইয়াছে!
২ সে রাত্রে অতিশয় রোদন করে; তাহার গণ্ডে
অশ্রু পড়িতেছে;
তাহাকে সান্ত্বনা করিবে, তাহার সমস্ত প্রেমিকের
মধ্যে এমন এক জনও নাই;
বন্ধুরা সকলে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে,
তাহারা তাহার শত্রু হইয়াছে।
৩ যিহূদা দুঃখে ও মহাদাসত্বে নির্ব্বাসিত
হইয়াছে;
সে জাতিগণের মধ্যে বাস করিতেছে, সে বিশ্রাম
পায় না;
তাহার তাড়নাকারিগণ সকলে সঙ্কীর্ণ পথে
তাহার সঙ্গ ধরিয়াছিল।
৪ পর্ব্বগামী যাত্রীর অভাবে সিয়োনের পথ সকল
শোক করিতেছে;
তাহার সমস্ত দ্বার শূন্য; তাহার যাজকগণ দীর্ঘ-
নিশ্বাস ত্যাগ করে,
তাহার কুমারীগণ খেদান্বিত, সে আপনি মনঃ-
পীড়া পাইতেছে।
৫ তাহার বিপক্ষগণ মস্তকস্বরূপ হইয়াছে, তাহার
শত্রুবর্গ ভাগ্যবান হইয়াছে;
কেননা তাহার অধর্ম্মের বাহুল্য প্রযুক্ত সদাপ্রভু
তাঁহাকে খেদে মগ্ন করিয়াছেন;

Digitized by Google

তাহার শিশু বালকেরা বন্দি হইয়া বিপক্ষের
অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছে।
৬ হাঁ, সিয়োন-কন্যার সমস্ত শোভা তাহাকে
ছাড়িয়া গিয়াছে;
তাহার অধ্যক্ষগণ এমন হরিণদিগের ন্যায়
হইয়াছে, যাহারা চরাণিস্থান পায়
না;
তাহারা শক্তিহীন হইয়া পশ্চাদ্ধাবকের অগ্রে
অগ্রে গমন করিয়াছে।
৭ নিজ দুঃখের ও দুর্গতির সময়ে
যিরূশালেম আপনার পূর্ব্বকালাগত মনোহর
সামগ্রী সকল স্মরণ করিতেছে;
তাহার লোকেরা বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছে,
তাহার সাহায্যকারী কেহ নাই,
বিপক্ষগণ তাহাকে দেখিয়াছে, তাহার উৎসন্নতায় উপহাস করিয়াছে।
৮ যিরূশালেম অতিশয় পাপ করিয়াছে, এই জন্য
ঘৃণাস্পদ হইল;
যাহারা তাহাকে সম্মান করিত, তাহারা তাহাকে
তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে, কারণ তাহার উলঙ্গতা দেখিতে পাইয়াছে;
সে আপনিও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, মুখ
পিছনে ফিরাইতেছে।
৯ তাহার অশৌচ বস্ত্রের অঞ্চলে ছিল, সে আপনার
চরম দশা মনে করিত না,
এই জন্য আশ্চর্য্যরূপে অধঃপতিত হইল;
তাহাকে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই;
হে সদাপ্রভো, আমার দুঃখ দেখ, কারণ শত্রু
দর্প করিয়াছে।
১০ বিপক্ষ তাহার যাবতীয় মনোহর দ্রব্যে হস্তার্পণ
করিয়াছে;
হাঁ, যে জাতিদিগকে তুমি আপনার সমাজে
প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছ,
তাহারা তাহার দৃষ্টিগোচরে তাহার পবিত্র স্থানে
প্রবেশ করিয়াছে।
১১ তাহার সমস্ত প্রজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, ও অন্নের চেষ্টা করিতেছে,
প্রাণরক্ষার্থে খাদ্যের পরিবর্ত্তে আপন আপন
মনোহর দ্রব্য সকল দিয়াছে।
হে সদাপ্রভো, দেখ; বিবেচনা কর, কেননা আমি
তুচ্ছাস্পদ হইয়াছি।
১২ হে পথিক সকল; ইহাতে কি তোমাদের কিছু
আইসে যায় না?
বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাকে যে ব্যথা দেওয়া
হইয়াছে, তাহার তুল্য ব্যথা আর
কুত্রাপি কি পাওয়া যায়?
তদ্দ্বারা সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধের দিনে
আমাকে খেদান্বিত করিয়াছেন।
১৩ তিনি ঊর্দ্ধলোক হইতে আমার অস্থিচয়ের মধ্যে
অগ্নি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সে সকল
পরাজয় করিতেছে;
তিনি আমার চরণের নিমিত্ত জাল পাতিয়াছেন,
আমার মুখ পিছনে ফিরাইয়াছেন,
আমাকে অনাথা ও সমস্ত দিন মূর্চ্ছাপন্না করিয়াছেন।
১৪ আমার অধর্ম্মের যোঁয়ালি তাঁহার হস্ত দ্বারা বদ্ধ
হইয়াছে;
তাহা জড়াইয়া আমার ঘাড়ে উঠিল; তিনি
আমার বল খর্ব্ব করিয়াছেন;
যাহাদের বিরুদ্ধে আমি উঠিতে পারি না,
তাহাদেরই হস্তে প্রভু আমাকে সমর্পণ
করিয়াছেন।
১৫ প্রভু আমার মধ্যস্থিত যাবতীয় বীরকে নিগ্রহ
করিয়াছেন,
তিনি আমার যুবকগণকে ভগ্ন করিতে আমার
বিপরীতে সভা আহ্বান করিয়াছেন,
প্রভু যিহূদা-কুমারীকে দ্রাক্ষাকুণ্ডে মর্দ্দন করিয়াছেন।
১৬ এই কারণ আমি ক্রন্দন করিতেছি; আমার চক্ষু,
আমার চক্ষু জলের নির্ঝর হইয়াছে;
কেননা সান্ত্বনাকারী, আমার প্রাণরক্ষাকারী,
আমা হইতে দূরে গিয়াছে;
শত্রু বিজয়ী হওয়াতে আমার বালকেরা অনাথ
হইয়াছে।
১৭ সিয়োন অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছে; তাহার
সান্ত্বনাকারী কেহ নাই;
সদাপ্রভু যাকোবের সম্বন্ধে আজ্ঞা দিয়াছেন যে,
তাহার চারিদিকের লোক তাহার বিপক্ষ
হউক;
যিরূশালেম তাহাদের মধ্যে ঘৃণাস্পদ।
১৮ সদাপ্রভুই ধর্ম্মবান, কেননা আমি তাঁহার আজ্ঞার
প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি;
হে জাতি সকল, বিনয় করি, শুন, আমার ব্যথা
দেখ;
আমার কন্যাগণ ও যুবকগণ বন্দিত্বস্থানে গমন
করিয়াছে।
১৯ আমি আপন প্রেমিকদিগকে আহ্বান করিলে
তাহারা আমাকে বঞ্চনা করিল;
আমার যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ নগরের মধ্যে
প্রাণত্যাগ করিল,
আপন আপন প্রাণরক্ষার্থে অন্নের অন্বেষণ
করিতে করিতে মরিল।
২০ হে সদাপ্রভো, দৃষ্টিপাত কর, কেননা আমি
সঙ্কটাপন্না; আমার অন্ত্র দগ্ধ হইতেছে
অন্তরস্থ হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ
আমি অতিশয় প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি;

Digitized by Google

বাহিরে খড়্গ আমাকে নিঃসন্তান করিতেছে,
ভিতরে যেন মৃত্যু উপস্থিত।
২১ লোকে আমার দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইয়াছে ;
আমার সান্ত্বনাকারী কেহ নাই ;
আমার শত্রুরা সকলে আমার অমঙ্গলের কথা শুনিয়াছে ; তুমিই এইরূপ করাতে তাহারা আমোদ করিতেছে ;
তুমি নিজ প্রচারিত দিন উপস্থিত করিবে, তখন তাহারা আমার সমান হইবে।
২২ তাহাদের সমস্ত দুষ্টতা তোমার দৃষ্টিগোচর হউক ;
তুমি আমার অধর্ম্মের জন্য আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর,
কেননা আমার দীর্ঘনিশ্বাস অধিক ও আমার হৃদয় মূর্চ্ছিত।

যিরূশালেমের অবরোধ, ক্লেশ ও বিনাশ।

২ প্রভু আপন ক্রোধে সিয়োন-কন্যাকে কেমন মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছেন!
তিনি ইস্রায়েলের শোভা স্বর্গ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন ;
তিনি আপন ক্রোধের দিনে আপন পাদপীঠ স্মরণ করেন নাই।
২ প্রভু যাকোবের সমস্ত বাসস্থান গ্রাস করিয়াছেন, দয়া করেন নাই ;
তিনি ক্রোধে যিহূদা-কন্যার দৃঢ় দুর্গ সকল উৎপাটন করিয়াছেন,
তিনি সে সমস্ত ভূমিসাৎ করিয়াছেন ;
তিনি রাজ্য ও তাহার অধ্যক্ষগণকে অশুচি করিয়াছেন।
৩ তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ইস্রায়েলের সমস্ত শৃঙ্গ উচ্ছেদ করিয়াছেন,
শত্রুর সম্মুখ হইতে আপন দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন,
চতুর্দ্দিক্ দগ্ধকারী অগ্নিশিখার ন্যায় তিনি যাকোবকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন।
৪ তিনি শত্রুবৎ আপন ধনুকে চাড়া দিয়াছেন,
বিপক্ষবৎ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন,
আর নয়নরঞ্জন সকলকে বধ করিয়াছেন ;
তিনি সিয়োন-কন্যার তাম্বুমধ্যে আপন ক্রোধানল ঢালিয়া দিয়াছেন।
৫ প্রভু শত্রুবৎ হইয়াছেন, ইস্রায়েলকে গ্রাস করিয়াছেন,
তাহার যাবতীয় অট্টালিকা গ্রাস করিয়াছেন,
তাহার দুর্গ সকল ধ্বংস করিয়াছেন,
তিনি যিহূদা-কন্যার শোক ও বিলাপ বৃদ্ধি করিয়াছেন।
৬ তিনি বাগানের বেড়ার ন্যায় আপন বেড়া দূর করিয়াছেন,
আপনার সমাগম-স্থান বিনষ্ট করিয়াছেন ;
সদাপ্রভু সিয়োনে পর্ব্ব ও বিশ্রামবার বিস্মৃত করাইয়াছেন,
প্রচণ্ড ক্রোধে রাজাকে ও যাজককে অবজ্ঞা করিয়াছেন।
৭ প্রভু আপন যজ্ঞবেদি দূর করিয়াছেন, আপন পবিত্র স্থান ঘৃণা করিয়াছেন ;
তিনি তাহার অট্টালিকার ভিত্তি শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন ;
তাহারা সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে পর্ব্ব-দিনের ন্যায় কোলাহল করিয়াছে।
৮ সদাপ্রভু সিয়োন-কন্যার প্রাচীর নষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ;
তিনি সূত্রপাত করিয়াছেন, লোপ করণ হইতে আপন হস্ত নিবৃত্ত করেন নাই ;
তিনি পরিখা ও প্রাচীরকে বিলাপ করাইয়াছেন, সে সকল যুগপৎ তেজোহীন হইয়াছে।
৯ পুরদ্বার সকল মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, তিনি তাহার অর্গল নষ্ট ও খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন ;
তাহার রাজা ও অধ্যক্ষগণ ব্যবস্থাবিহীন জাতিগণের মধ্যে থাকে ;
তাহার ভাববাদিগণও সদাপ্রভু হইতে কোন দর্শন পায় না।
১০ সিয়োন-কন্যার প্রাচীনেরা মৃত্তিকায় বসিয়া আছে, নীরব হইয়া রহিয়াছে ;
তাহারা আপন আপন মস্তকে ধূলি ছড়াইয়াছে, তাহারা কটিদেশে চট বাঁধিয়াছে ;
যিরূশালেম-কুমারীগণ ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক হেঁট করিতেছে।
১১ আমার নেত্রযুগল অশ্রুপাতে ক্ষীণ হইয়াছে, আমার অন্ত্র দগ্ধ হইতেছে ;
আমার জাতির কন্যার ভঙ্গ প্রযুক্ত আমার যকৃৎ মৃত্তিকায় ঢালা যাইতেছে,
কেননা নগরের চকে চকে বালকবালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু মূর্চ্ছাপন্ন হয়।
১২ তাহারা আপন আপন মাতাকে বলে, শস্য ও দ্রাক্ষারস কোথায়?
ইতিমধ্যে তাহারা নগরের চকে চকে খড়্গবিদ্ধ লোকদের ন্যায় মূর্চ্ছাপন্ন হয়,
নিজ নিজ মাতার বক্ষঃস্থলে প্রাণত্যাগ করে।

Digitized by Google

১৩ অয়ি যিরূশালেম-কন্যে, আমি কি বলিয়া তোমার কাছে সাক্ষ্য দিব? কিসের সহিত তোমার উপমা দিব?
অয়ি সিয়োন-কুমারি, আমি তব সান্ত্বনার জন্য কিসের সহিত তোমার তুলনা দিব?
কেননা তোমার ভঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তোমার চিকিৎসা করা কাহার সাধ্য?
১৪ তোমার ভাববাদিগণ তোমার নিমিত্ত অলীকতার ও মূর্খতার দর্শন পাইয়াছে;
তাহারা তোমার বন্দিত্বমোচনের চেষ্টায় তোমার অধর্ম্ম ব্যক্ত করে নাই,
তোমার নিমিত্ত দেশচ্যুতিজনক অলীক ভাবোক্তি দর্শন বলিয়া প্রচার করিয়াছে।
১৫ যে সকল লোক তোমার নিকট দিয়া যায়, তাহারা তোমার দিকে হাততালি দেয়;
তাহারা শীস দিয়া যিরূশালেম-কন্যার দিকে মাথা নাড়িয়া বলে,
যে নগর 'সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ স্থল' ও 'সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ-স্থল' নামে আখ্যাত ছিল, সে কি এই?
১৬ তোমার সমস্ত শত্রু তোমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করিয়াছে,
তাহারা শীস দিয়া দাঁত কিড়িমিড়ি করে, বলে, আমরা তাহাকে গ্রাস করিলাম,
যে দিনের আকাঙ্ক্ষা করিতাম, এ অবশ্য সেই দিন; আমরা তাহা দেখিলাম ও পাইলাম।
১৭ সদাপ্রভু যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন,
পুরাকালে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই বাক্য পূর্ণ করিয়াছেন,
তিনি নিপাত করিয়াছেন, দয়া করেন নাই,
তিনি শত্রুকে তোমার উপরে আনন্দ করিতে দিয়াছেন,
তোমার বিপক্ষদের শৃঙ্গ উচ্চ করিয়াছেন।
১৮ লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়াছে;
অহো সিয়োন-কন্যার প্রাচীর! দিবারাত্র অশ্রুধারা জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া যাউক,
আপনাকে কিছু বিশ্রাম দিও না, তোমার চক্ষুর তারাকে শান্ত হইতে দিও না।
১৯ রাত্রিকালে প্রত্যেক প্রহরের আরম্ভে উঠিয়া বিলাপ কর,
প্রভুর সম্মুখে আপন হৃদয় জলের ন্যায় ঢাল,
তোমার যে শিশুগণ প্রতিপথের মস্তকে ক্ষুধায় মূর্চ্ছাপন্ন,
তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে তাঁহার কাছে কৃতাঞ্জলি হও।
২০ হে সদাপ্রভো, দেখ, বিবেচনা কর, তুমি কাহার প্রতি এমন ব্যবহার করিয়াছ?
স্ত্রীলোকে কি আপন গর্ভফল খাইবে, যাহাদিগকে লালন পালন করিয়াছে, সেই শিশুগণকে ভোজন করিবে?
প্রভুর পবিত্র স্থানে কি যাজক ও ভাববাদী নিহত হইবে?
২১ আবালবৃদ্ধ সকলে পথে পথে ভূমিতে পড়িয়া আছে,
আমার কুমারী ও যুবকগণ খড়্গাহত হইয়া পতিত আছে;
তুমি আপন ক্রোধের দিনে তাহাদিগকে বধ করিয়াছ; দয়া না করিয়া হত্যা করিয়াছ।
২২ তুমি চারিদিক্ হইতে আমার ত্রাস সকলকে পর্ব্বদিনের ন্যায় আহ্বান করিয়াছ;
সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত কেহ রহিল না;
আমি যাহাদিগকে লালন পালন ও ভরণ পোষণ করিতাম, আমার শত্রু তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিয়াছে।

যিরমিয়ের দুঃখ ও বিশ্বাস।

৩ আমি সেই ব্যক্তি, যে তাঁহার ক্রোধের দণ্ড-ঘটিত দুঃখ দেখিয়াছে।
২ তিনি আমাকে চালাইয়াছেন, আলোকে নয়, কিন্তু অন্ধকারে গমন করাইয়াছেন।
৩ তিনি আমার বিরুদ্ধে আপন হস্ত ফিরান; সমস্ত দিন পুনঃ পুনঃ ফিরান।
৪ তিনি আমার মাংস ও চর্ম্ম জীর্ণ করিয়াছেন; তিনি আমার অস্থি সকল ভগ্ন করিয়াছেন।
৫ তিনি আমাকে অবরোধ করিয়াছেন, এবং বিষ ও শ্রান্তি দ্বারা আমাকে বেষ্টিত করিয়াছেন;
৬ তিনি আমাকে অন্ধকারে বাস করাইয়াছেন, বহুকালের মৃতদের সদৃশ করিয়াছেন।
৭ তিনি আমার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়াছেন, বাহির হইতে দেন না; তিনি আমার শৃঙ্খল ভারী করিয়াছেন।
৮ আমি যখন ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করি, তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।
৯ তিনি খোদিত প্রস্তর দ্বারা আমার পথ রোধ করিয়াছেন, তিনি আমার মার্গ সকল বক্র করিয়াছেন।
১০ আমার পক্ষে তিনি লুক্কায়িত ভল্লুক বা অন্তরালে গুপ্ত সিংহস্বরূপ।

Digitized by Google

১১ তিনি আমার পথ বিপথ করিয়াছেন, আমাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন, অনাথ করিয়াছেন।
১২ তিনি আপন ধনুকে চাড়া দিয়া আমাকে বাণের লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন।
১৩ তিনি আপন তূণের শর আমার মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়াছেন।
১৪ আমি স্বজাতীয় সকলের উপহাসের বিষয় হইয়াছি; সমস্ত দিন গানের বিষয় হইয়াছি।
১৫ তিনি আমাকে তিক্ত দ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছেন, আমাকে নাগদানায় পূরিত করিয়াছেন।
১৬ তিনি কঙ্কর দ্বারা আমার দন্ত ভাঙ্গিয়াছেন, আমাকে ভস্মে আচ্ছাদন করিয়াছেন।
১৭ তুমি আমার প্রাণ শান্তি হইতে দূর করিয়াছ; আমি মঙ্গল বিস্মৃত হইয়াছি।
১৮ আমি কহিলাম, আমার বল ও সদাপ্রভুতে আমার প্রত্যাশা নষ্ট হইয়াছে।
১৯ তুমি আমার দুঃখ ও দুর্দ্দশা স্মরণ কর, তাহা নাগদানা ও বিষস্বরূপ।
২০ আমার প্রাণ নিত্য তাহা স্মরণে রাখিতেছে, আমার অন্তরে অবসন্ন হইতেছে।
২১ আমি পুনর্ব্বার ইহা মনে করি, তাই আমার প্রত্যাশা আছে।
২২ সদাপ্রভুর বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নিঃশেষে নষ্ট হই নাই; কেননা তাঁহার করুণা শেষ হয় নাই।
২৩ তাহা প্রতিপ্রভাতে নূতন, তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ।
২৪ আমার প্রাণ বলে, সদাপ্রভুই আমার অধিকার; অতএব আমি তাঁহাতে প্রত্যাশা করিব।
২৫ সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে, তাঁহার অন্বেষী প্রাণের পক্ষে।
২৬ সদাপ্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশা করা, নীরবে অপেক্ষা করা, ইহাই মঙ্গল।
২৭ যৌবনকালে যোঁয়ালি বহন করা মানুষের মঙ্গল।
২৮ সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক, কারণ তিনি তাহার স্কন্ধে যোঁয়ালি রাখিয়াছেন।
২৯ সে ধূলাতে মুখ দিউক, তবে প্রত্যাশা হইলে হইতে পারে।
৩০ সে আপন প্রহারকের কাছে গাল পাতিয়া দিউক, যথেষ্ট অপমান স্বীকার করুক।
৩১ কেননা প্রভু চিরতরে পরিত্যাগ করিবেন না।
৩২ যদ্যপি মনস্তাপ দেন, তথাপি আপন প্রচুর দয়ানুসারে করুণা করিবেন।
৩৩ কেননা তিনি অন্তরের সহিত দুঃখ দেন না, মনুষ্য-সন্তানগণকে খেদান্বিত করেন না।
৩৪ লোকে যে পৃথিবীর বন্দি সকলকে পদতলে দলিত করে,
৩৫ কিম্বা পরাৎপরের সম্মুখে মনুষ্যের প্রতি অন্যায় করে,
৩৬ কিম্বা কাহারও বিবাদের অযথার্থ নিষ্পত্তি করে, তাহা প্রভু দেখিতে পারেন না।
৩৭ প্রভু আজ্ঞা না করিলে কাহার কোন্ বাক্য সিদ্ধ হইতে পারে?
৩৮ পরাৎপরের মুখ হইতে কি বিপদ ও সম্পদ দুই নিঃসৃত হয় না?
৩৯ জীবিত মনুষ্য কেন আক্ষেপ করে, আপন পাপের দণ্ডের জন্য আক্ষেপ করে?
৪০ আইস, আমরা আপন আপন পথের সন্ধান ও পরীক্ষা করি, এবং সদাপ্রভুর কাছে প্রত্যাগমন করি;
৪১ আইস, করপুটের সহিত হৃদয়কেও স্বর্গ-নিবাসী ঈশ্বরের দিকে উত্তোলন করি।
৪২ আমরা অধর্ম্ম ও প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি; তুমি ক্ষমা কর নাই।
৪৩ ক্রোধে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদিগকে তাড়না করিয়াছ, বধ করিয়াছ, দয়া কর নাই।
৪৪ তুমি আমাদের প্রার্থনার অভেদ্য মেঘে আপনাকে আচ্ছাদন করিয়াছ।
৪৫ তুমি জাতিগণের মধ্যে আমাদিগকে জঞ্জাল ও আবর্জ্জনার ন্যায় করিয়াছ।
৪৬ আমাদের সমস্ত শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করিয়াছে।
৪৭ ত্রাস ও খাত, গণ্ডগোল ও ভঙ্গ, আমাদের প্রতি উপস্থিত।
৪৮ আমার জাতির কন্যার ভঙ্গপ্রযুক্ত আমার চক্ষু হইতে জল-ধারা বহিতেছে।
৪৯ আমার চক্ষু অবিশ্রান্ত অশ্রুতে ভাসিতেছে, বিরাম পায় না,
৫০ যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে হেঁট হইয়া অবলোকন না করেন।
৫১ আমার নগরীর সমস্ত কন্যার নিমিত্ত আমার চক্ষু আমার প্রাণকে আর্ত্ত করে।
৫২ অকারণে যাহারা আমার শত্রু, তাহারা আমাকে পক্ষীর ন্যায় মৃগয়া করিয়াছে।
৫৩ তাহারা আমার জীবন কূপে সংহার করিয়াছে, এবং আমার উপরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছে।
৫৪ আমার মস্তকের উপর দিয়া জল বহিতেছে; আমি কহিলাম, আমি উচ্ছিন্ন হইয়াছি।
৫৫ হে সদাপ্রভো, আমি অধোলোকস্থ কূপের মধ্য হইতে তোমার নামে ডাকিয়াছি।
৫৬ তুমি আমার রব শুনিয়াছ; আমার নিশ্বাস, আমার আর্ত্তনাদ হইতে কর্ণ আচ্ছাদিত করিও না।

Digitized by Google

৫৭ যে দিন আমি তোমাকে ডাকিয়াছি, সে দিন
তুমি নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছ, ভয়
করিও না ।
৫৮ হে প্রভো, তুমি আমার প্রাণের বিবাদ সকল
নিষ্পত্তি করিয়াছ ; আমার জীবন মুক্ত
করিয়াছ ।
৫৯ হে সদাপ্রভো, তুমি আমার প্রতি উপদ্রব দেখি-
য়াছ, আমার বিচার নিষ্পত্তি কর ।
৬০ উহাদের প্রতিশোধ ও আমার প্রতিকূলে কৃত
সমস্ত সঙ্কল্প তুমি দেখিয়াছ ।
৬১ হে সদাপ্রভো, তুমি উহাদের টিট্‌কারি ও আমার
প্রতিকূলে কৃত সমস্ত সঙ্কল্প শুনিয়াছ ;
৬২ আমার প্রতিরোধীদের মুখের বচন ও আমার
প্রতিকূলে সমস্ত দিন ভণভণানি শুনিয়াছ।
৬৩ তাহাদের উপবেশন ও গাত্রোত্থান নিরীক্ষণ কর,
আমি তাহাদের গীতস্বরূপ ।
৬৪ হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদের হস্তকৃত অপ-
কারানুযায়ী প্রতিফল তাহাদিগকে দিবে ।
৬৫ তুমি তাহাদিগকে চিত্তের জড়তা দিবে, ও
তোমার অভিশাপ তাহাদের প্রতি
বর্ত্তিবে ।
৬৬ তুমি ক্রোধে তাহাদিগকে তাড়না করিবে, ও
সদাপ্রভুর স্বর্গের অধো হইতে তাহা-
দিগকে উচ্ছিন্ন করিবে ।

সর্ব্বশ্রেণীস্থ যিহূদীদের দুঃখ ।

৪ হায়, সুবর্ণ কেমন মলিন হইয়াছে ! বিমল
কাঞ্চন কেমন বিকৃত হইয়াছে !
ধর্ম্মধামের প্রস্তরগুলি প্রতিপথের মস্তকে নিক্ষিপ্ত
হইয়াছে ।
২ হায়, নির্ম্মল কাঞ্চনের ন্যায় বহুমূল্য যে সিয়োন-
পুত্রগণ,
তাহারা কুম্ভকারের হস্তকৃত মৃন্ময় ভাণ্ডের ন্যায়
গণিত হইয়াছে ।
৩ শৃগালীরাও স্তন দেয়, ও আপন আপন শিশু-
দিগকে দুগ্ধ পান করায় ;
কিন্তু আমার জাতির কন্যা প্রান্তরস্থ উষ্ট্রপক্ষীদের
ন্যায় নিষ্ঠুরা হইয়াছে ।
৪ স্তন্যপায়ী শিশুর জিহ্বা পিপাসায় তালুতে
সংলগ্ন হইয়াছে ;
বালকবালিকারা রুটী চাহিতেছে, কেহ তাহা-
দিগকে বাঁটিয়া দেয় না ।
৫ যাহারা উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিত, তাহারা
অনাথ হইয়া পথে পথে রহিয়াছে ;
যাহাদিগকে সিন্দূরবর্ণ গদীতে বহন করা
যাইত, তাহারা সারের ঢিবি অবলম্বন
করিতেছে ।
৬ হাঁ, মনুষ্যের হস্ত দ্বারা আক্রান্ত না হইয়া যে
সদোম এক নিমিষে উৎপাটিত হইয়া-
ছিল,
তাহার পাপ হইতেও আমার জাতির কন্যার
অপরাধ অধিক হইয়াছে ।
৭ তাহার অধ্যক্ষগণ হিম অপেক্ষা নির্ম্মল, দুগ্ধ
অপেক্ষা শুক্লবর্ণ ছিলেন ;
প্রবাল অপেক্ষা রক্তবর্ণ অঙ্গ তাঁহাদের ছিল,
নীলকান্তমণির ন্যায় কান্তি তাঁহাদের
ছিল ;
৮ [এখন] তাঁহাদের মুখ কালি হইতেও কাল হই-
য়াছে ; পথে তাঁহাদিগকে চেনা যায় না,
তাঁহাদের চর্ম্ম অস্থিতে সংলগ্ন হইয়াছে ; তাহা
কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়াছে ।
৯ ক্ষুধাতে নিহত লোক অপেক্ষা বরং খড়্গো নিহত
লোক ধন্য,
কেননা ইহারা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাভাবে যেন শূলে
বিদ্ধ হইয়া ক্ষয় পাইতেছে ।
১০ স্নেহবতী স্ত্রীগণের হস্ত আপন আপন শিশু রন্ধন
করিয়াছে ;
আমার জাতির কন্যার ভঙ্গপ্রযুক্ত ইহারা তাহা-
দের খাদ্য দ্রব্য হইয়াছে ।
১১ সদাপ্রভু আপন ক্রোধ সম্পন্ন করিয়াছেন, তিনি
আপন প্রচণ্ড কোপ ঢালিয়া দিয়াছেন ;
তিনি সিয়োনে অগ্নি জ্বালাইয়াছেন, তাহা
তাহার ভিত্তিমূল গ্রাস করিয়াছে ।
১২ পৃথিবীর রাজগণ কিম্বা জগন্নিবাসীদের কেহ
প্রত্যয় করিত না
যে, যিরূশালেমের দ্বারে কোন বিপক্ষ কি শত্রু
প্রবেশ করিতে পারে ।
১৩ তথাকার ভাববাদিগণের পাপ ও যাজকগণের
অপরাধ প্রযুক্ত এই সকল ঘটিয়াছে,
কেননা তাহারা তাহার মধ্যে ধার্ম্মিকগণের রক্ত-
পাত করিত ।
১৪ তাহারা অন্ধগণের ন্যায় পথে পথে বেড়াইত,
রক্তে কলুষিত হইত,
লোকেরা তাহাদের বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারিত না ।
১৫ লোকে তাহাদের উদ্দেশে চেঁচাইয়া বলিত,
সকলে পথ ছাড় ; অশুচি, পথ ছাড়, পথ
ছাড়, স্পর্শ করিও না ;
তাহারা পলায়ন করিয়া পরিভ্রান্ত হইয়াছে ;
জাতিগণের মধ্যে লোকে বলে, উহারা এই
স্থানে আর প্রবাস করিতে পাইবে না ।
১৬ সদাপ্রভুর ক্রোধদৃষ্টি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করি-
য়াছে, তিনি তাহাদিগকে আর দেখিতে
পারেন না ;
তাহারা যাজকগণের মুখাপেক্ষা করে না, প্রাচীন-
গণের প্রতি কৃপা করে না ।

Digitized by Google

১৭ এখনও মিথ্যা সাহায্যের অপেক্ষায় থাকাতে
আমাদের চক্ষু ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে ;
রক্ষা করণে অসমর্থ জাতির জন্য আমরা রক্ষি-
গৃহে থাকিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছি।
১৮ [শত্রুগণ] আমাদের পাদবিক্ষেপের অনুসরণ
করে, আমরা আপনাদের কোন পথে
বেড়াইতে পারি না ;
আমাদের কাল নিকটবর্ত্তী ও আয়ু সম্পূর্ণ হইল,
হাঁ, আমাদের শেষদশা উপস্থিত।
১৯ আমাদের তাড়নাকারিগণ আকাশের উৎক্রোশ
পক্ষী অপেক্ষা বেগগামী ;
তাহারা পর্ব্বতের উপরে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইত, প্রান্তরে আমাদিগকে
ধরিবার জন্য ঘাঁটি বসাইত।
২০ যিনি আমাদের নাসিকার বায়ুস্বরূপ, সদাপ্রভুর
অভিষিক্ত, তিনি তাহাদের গর্ত্তে ধৃত
হইলেন ;
আমরা তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছিলাম, আমরা
তাঁহার ছায়ায় জাতিগণের মধ্যে জীবন
যাপন করিব।
২১ হে উষদেশ-নিবাসিনি ইদোম-কন্যে, তুমি
আনন্দ কর ও পুলকিতা হও ;
সেই পানপাত্র তোমার নিকটেও আসিবে, তখন
তুমি মত্তা হইবে, উলঙ্গিনী হইবে।
২২ সিয়োন-কন্যে, তোমার অপরাধ শেষ হইল ;
তিনি তোমাকে আর বন্দিত্বে লইয়া যাইবেন না ;
হে ইদোম-কন্যে, তিনি তোমার অপরাধের
প্রতিফল দিবেন,
তিনি তোমার পাপ অনাবৃত করিবেন।

পাপহেতু মনস্তাপ ও ক্ষমাজন্য প্রার্থনা।

৫ হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি যাহা ঘটি-
য়াছে, তাহা স্মরণ কর,
অবলোকন করিয়া আমাদের অপমান দেখ।
২ আমাদের অধিকার বিদেশীদের হস্তে গিয়াছে,
আমাদের বাটী সকল বিজাতীয়দের হস্তগত।
৩ আমরা অনাথ ও পিতৃহীন,
আমাদের মাতারা বিধবা হইয়াছেন।
৪ আমাদের জল আমরা রৌপ্য দিয়া পান করি,
আমাদের কাষ্ঠ মূল্য দিয়া কিনিতে হয়।
৫ লোকে ঘাড় ধরিয়া আমাদিগকে তাড়না করে,
আমরা পরিশ্রান্ত, কিছুই বিশ্রাম পাই না।
৬ আমরা মিস্রীয়দের কাছে করযোড় করিয়াছি,
অশূরীয়দের কাছেও করিয়াছি, খাদ্যে তৃপ্ত
হইবার জন্য।
৭ আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করিয়াছেন, এখন
তাঁহারা নাই,
আমরাই তাঁহাদের অপরাধ বহন করিয়াছি।
৮ আমাদের উপরে দাসেরা কর্তৃত্ব করে,
তাহাদের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে,
এমন কেহ নাই।
৯ আমরা প্রাণসংশয়ে খাদ্য আহরণ করি, কেননা
প্রান্তরে খড়্গ রহিয়াছে।
১০ দুর্ভিক্ষের জ্বলন্ত তাপে
আমাদের চর্ম্ম তুন্দুরের ন্যায় জ্বলে।
১১ [শত্রুগণ] সিয়োনে রমণীগণকে ভ্রষ্টা করিল,
যিহূদার নগরসমূহে কুমারীদিগকে ভ্রষ্টা করিল।
১২ অধ্যক্ষগণের হাত [বাঁধিয়া] ফাঁসি দেওয়া গেল,
প্রাচীন লোকদের মুখ সমাদৃত হইল না।
১৩ যুবকগণকে যাঁতা বহিতে হইল,
শিশুরা কাষ্ঠভারে উছোট খাইল।
১৪ প্রাচীনেরা পুরদ্বারে উপবেশনে,
ও যুবকগণ বাদ্য বাদনে নিবৃত্ত হইয়াছে ;
১৫ আমাদের চিত্তের আনন্দ লুপ্ত হইয়াছে,
আমাদের নৃত্য শোকে পরিণত হইয়াছে।
১৬ আমাদের মস্তক হইতে মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে,
ধিক্ আমাদিগকে! কেননা আমরা পাপ
করিয়াছি।
১৭ এই জন্য আমাদের অন্তঃকরণ মূর্চ্ছিত হইয়াছে,
এই কারণ আমাদের চক্ষু নিস্তেজ হইয়াছে।
১৮ কেননা সিয়োন পর্ব্বত উচ্ছিন্ন স্থান হইয়াছে,
শৃগালগণ তদুপরি গমনাগমন করে।
১৯ হে সদাপ্রভু, তুমি অনন্তকাল সমাসীন থাকিবে ;
তোমার সিংহাসন পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
২০ কেন চিরতরে আমাদিগকে বিস্মৃত থাকিবে?
কেন এত দীর্ঘ কাল আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া
থাকিবে?
২১ হে সদাপ্রভো, তোমার প্রতি আমাদিগকে
ফিরাও, তবে আমরা ফিরিব ;
পূর্ব্বকালের সদৃশ নূতন সময় আমাদিগকে
দেও
২২ কিন্তু তুমি আমাদিগকে একেবারে অগ্রাহ্য করি-
য়াছ,
আমাদের প্রতি অতীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছ।

Digitized by Google

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক।

যিহিষ্কেলের দৃষ্ট দর্শন, ও ভাববাদিপদে প্রতিষ্ঠা।

১ ত্রিংশ বৎসরের চতুর্থ মাসে, মাসের পঞ্চম
দিবসে কবার নদীতীরে নির্ব্বাসিতগণের
মধ্যে আমার অবস্থিতি কালে স্বর্গ উন্মুক্ত হইল,
২ আর আমি ঈশ্বরীয় দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। রাজা
যিহোয়াখীনের নির্ব্বাসের পঞ্চম বৎসরের ঐ
৩ মাসের পঞ্চম দিনে কল্দীয়দের দেশে কবার
নদীতীরে বুষির পুত্র যিহিষ্কেল যাজকের নিকটে
সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে
সদাপ্রভু তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন।
৪ আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, উত্তরদিক্
হইতে ঘূর্ণবায়ু, বৃহৎ মেঘ ও জাজ্বল্যমান অগ্নি
আসিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে তেজ ও তাহার
মধ্যস্থানে অগ্নির মধ্যবর্ত্তী প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায়
৫ প্রভা ছিল। আর তাহার মধ্য হইতে চারি
প্রাণীর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল; তাহাদের আকৃতি
৬ এই; তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। আর প্রত্যেকের
চারি চারি মুখ ও প্রত্যেকের চারি চারি পক্ষ।
৭ তাহাদের চরণ ঋজু, পদতল গোবৎসের পদ-
তলের ন্যায়, এবং তাহারা পরিষ্কৃত পিত্তলের
৮ তেজের ন্যায় চাক্‌চক্যবিশিষ্ট। তাহাদের চতু-
স্পার্শ্বে পক্ষের নীচে মানব-হস্তবৎ হস্ত ছিল;
৯ চারি প্রাণীরই এইরূপ মুখ ও পক্ষ ছিল; তাহা-
দের পক্ষ পরস্পর সংযুক্ত; গমনকালে তাহারা
ফিরিত না, প্রত্যেকে সম্মুখ দিকে গমন করিত।
১০ তাহাদের মুখের আকৃতি এই; তাহাদের মান-
বের মুখ ছিল, আর দক্ষিণদিকে চারিটীর সিংহের
মুখ, এবং বামদিকে চারিটীর গোরুর মুখ,
আবার চারিটীর উৎক্রোশ পক্ষীর মুখ ছিল।
১১ উপরিভাগে তাহাদের মুখ ও পক্ষ বিভিন্ন ছিল,
এক একটীর দুই দুই পক্ষ পরস্পর যোড়া ছিল,
এবং আর দুই দুই পক্ষে গাত্র আচ্ছাদিত ছিল।
১২ আর তাহারা প্রত্যেকে সম্মুখ দিকে গমন করিত;
যে দিকে যাইতে আত্মার ইচ্ছা হইত, তাহারা
সেই দিকে গমন করিত; গমনকালে ফিরিত
১৩ না। এই মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রাণীদের আভা প্রজ্বলিত
অঙ্গার ও মশালের আভার সদৃশ; সেই অগ্নি
ঐ প্রাণীদের মধ্যে গমনাগমন করিত, সেই অগ্নি
তেজোময়, ও সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত
১৪ হইত। আর ঐ প্রাণিগণের দ্রুত যাতায়াত
বিদ্যুল্লতার আভার সদৃশ।
১৫ আমি যখন ঐ প্রাণীদিগকে অবলোকন করি-
লাম, দেখ, ভূতলে ঐ প্রাণীদের পার্শ্বে চারি
মুখের এক একটীর জন্য এক এক চক্র ছিল।
১৬ চারি চক্রের আভা ও রচনা বৈদূর্য্যমণির প্রভার
ন্যায়; চারিটীর রূপ একই, এবং তাহাদের
আভা ও রচনা চক্রের মধ্যস্থিত চক্রের ন্যায়
১৭ ছিল। গমনকালে ঐ চারি চক্র চারি পার্শ্বে
১৮ গমন করিত, গমনকালে ফিরিত না। তাহাদের
নেমি উচ্চ ও ভয়ঙ্কর, এবং তাহাদের ঐ চারি
১৯ নেমির চারিদিক্ চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল। আর
প্রাণিগণের গমনকালে তাহাদের পার্শ্বে ঐ চক্র-
গুলিও গমন করিত; এবং প্রাণিগণের ভূতল
হইতে উত্থাপিত হইবার সময়ে চক্রগুলিও
২০ উত্থাপিত হইত। যে কোন স্থানে আত্মার ইচ্ছা
হইত, সেই স্থানে তাহারা যাইত; গমন করিতে
আত্মার ইচ্ছা হইলে তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে
চক্রগুলিও উঠিত, কেননা সেই প্রাণীর আত্মা ঐ
২১ চক্রগণে ছিল। উহারা যখন চলিত, ইহারাও
তখন চলিত; এবং উহারা যখন স্থগিত হইত,
ইহারাও তখন স্থগিত হইত; আর উহারা যখন
ভূতল হইতে উত্থাপিত হইত, চক্রগুলিও তখন
পার্শ্বে পার্শ্বে উত্থাপিত হইত, কেননা সেই প্রাণীর
আত্মা ঐ চক্রগণে ছিল।
২২ আর সেই প্রাণীর মস্তকের উপরে এক আকৃতি
ছিল, ফলতঃ ভয়ঙ্কর স্ফটিকের ন্যায় আভা-
বিশিষ্ট এক বিতান তাহাদের মস্তকের উপরে
২৩ বিস্তারিত ছিল। সেই বিতানের নীচে তাহাদের
পক্ষ সকল পরস্পরের দিকে প্রসারিত হইয়া
সমান ছিল, এবং সকলের গাত্র আচ্ছাদনার্থে
প্রত্যেক প্রাণীর এদিকে দুই, ওদিকে দুই পক্ষ
২৪ ছিল। আর তাহাদের গমনকালে আমি তাহা-
দের পক্ষ সকলের ধ্বনিও শুনিলাম, তাহা মহা-
জলরাশির কল্লোলের ন্যায়, সর্ব্বশক্তিমানের
রবের ন্যায়, শিবিরের ধ্বনির ন্যায় তুমুল ধ্বনি।
দণ্ডায়মান হইবার সময় তাহারা আপন আপন
২৫ পক্ষ শিথিল করিত। তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ
বিতানের ঊর্দ্ধ হইতে শব্দ উপস্থিত হইত; দণ্ডায়-
মান হইবার সময়ে তাহারা আপন আপন পক্ষ
২৬ শিথিল করিত। আর তাহাদের মস্তকের উপ-
রিস্থ বিতানের ঊর্দ্ধে এক সিংহাসনের, নীল-

Digitized by Google

কান্তমণিবৎ আভাবিশিষ্ট এক সিংহাসনের
মূর্ত্তি ছিল, সেই সিংহাসন-মূর্ত্তির উপরে মনুষ্যের
আকৃতিবৎ এক মূর্ত্তি ছিল, তাহা তাহার ঊর্দ্ধে
২৭ ছিল। তাঁহার কটিদেশের আকৃতিতে ও তদূর্দ্ধে
আমি প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় আভা দেখিলাম;
অগ্নির আভা যেন তাহার মধ্যে চারিদিকে ছিল;
এবং তাঁহার কটির আকৃতি অবধি অধঃ পর্য্যন্ত
অগ্নিবৎ আভা দেখিলাম, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে
২৮ তেজ ছিল। বৃষ্টির দিনে মেঘে উৎপন্ন ধনুকের
যেমন আভা, তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ তেজের আভা
সেইরূপ ছিল। ইহা সদাপ্রভুর প্রতাপের মূর্ত্তির
আভা। আমি তাহা দেখিবামাত্র উবুড় হইয়া
পড়িলাম।

২ পরে বাক্যবাদী এক ব্যক্তির রব আমার
কর্ণগোচর হইল। তিনি আমাকে বলিলেন,
হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি চরণে দণ্ডায়মান হও;
২ আমি তোমার সহিত আলাপ করিব। যে সময়ে
তিনি আমাকে সম্বোধন করিলেন, তখন আত্মা
আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে চরণে দণ্ডায়মান
করিলেন; তাহাতে যিনি আমার সহিত আলাপ
৩ করিলেন, তাঁহার বাক্য আমি শুনিলাম। তিনি
আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি
ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে, যাহারা আমার
বিদ্রোহী হইয়াছে, সেই বিদ্রোহী জাতিগণের
কাছে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি; তাহারা ও
তাহাদের পিতৃপুরুষেরা অদ্য পর্য্যন্ত আমার
৪ বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছে। উক্ত
সন্তানগণ দৃঢ়কপাল ও কঠিনচিত্ত, আমি তাহা-
দের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি; তুমি
তাহাদিগকে বলিও, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
৫ কহেন। তাহারা বিদ্রোহী কুল, তৎপ্রযুক্ত শুনুক
বা না শুনুক, তথাপি তাহাদের মধ্যে এক জন
ভাববাদী উপস্থিত হইল, ইহা জ্ঞাত হইবে।
৬ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি তাহাদের হইতে ভীত
হইও না, তাহাদের বাক্য হইতেও ভীত হইও
না। বটে, তাহারা তোমার নিকটে শ্যাকুল ও
কণ্টকের তুল্য, এবং তুমি বৃশ্চিকের মধ্যে বাস
করিতেছ; কিন্তু যদ্যপি তাহারা বিদ্রোহী কুল
হয়, তথাপি তাহাদের বাক্যে ভয় করিও না,
ও তাহাদের মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না।
৭ তাহারা অত্যন্ত বিদ্রোহী, তৎপ্রযুক্ত শুনুক বা না
শুনুক, তথাপি তাহাদের কাছে আমার বাক্য
৮ সকল বলিও। হে মনুষ্যের সন্তান, আমি
তোমাকে যাহা বলি, তুমি শুন; তুমি সেই
বিদ্রোহী কুলের ন্যায় বিদ্রোহী হইও না; আমি
তোমাকে যাহা দিই, তুমি মুখ খুলিয়া তাহা
৯ ভোজন কর। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম,
আর দেখ, একখানি হস্ত আমার প্রতি প্রসারিত
হইল, আর দেখ, তাহার মধ্যে একখানি জড়ান
১০ পুস্তক ছিল। তিনি আমার সম্মুখে তাহা বিস্তার
করিলেন, সেই পুস্তকখানির ভিতরে বাহিরে
লেখা, ফলতঃ বিলাপ, খেদোক্তি ও সন্তাপের
কথা তাহাতে লেখা ছিল।

৩ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনু-
ষ্যের সন্তান, তোমার কাছে যাহা উপস্থিত,
তাহা ভোজন কর, এই পুস্তকখানি ভোজন কর,
এবং ইস্রায়েল-কুলের নিকটে গিয়া তাহাদের
২ সহিত আলাপ কর। তখন আমি মুখ খুলিলে
তিনি আমাকে সেই পুস্তক ভোজন করাইলেন,
৩ আর আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান,
আমি তোমাকে যে পুস্তক দিলাম, উহা জঠরে
গ্রহণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ কর। তখন আমি
তাহা ভোজন করিলাম; আর তাহা আমার মুখে
মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল।
৪ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের
সন্তান, তুমি এখন ইস্রায়েল-কুলের নিকটে
যাইয়া তাহাদিগকে আমার বাক্য সকল বল।
৫ বস্তুতঃ তুমি গভীর ও কঠিন ভাষাবাদী কোন
জাতির কাছে প্রেরিত নও, কিন্তু ইস্রায়েল-কুলের
৬ নিকটে প্রেরিত হইয়েছ। তোমার বোধের অগম্য
গভীর ও কঠিন ভাষাবাদী জাতিগণের কাছে
তুমি প্রেরিত নও; আমি তাহাদের নিকটে
তোমাকে পাঠাইলে তাহারা তোমার কথা অবশ্য
৭ শুনিত। কিন্তু ইস্রায়েল-কুল তোমার কথা শুনিতে
সম্মত হইবে না, যেহেতুক তাহারা আমার কথা
শুনিতে সম্মত নয়; কারণ ইস্রায়েল-কুল সক-
৮ লেই দৃঢ়কপাল ও কঠিনচিত্ত। দেখ, আমি
তাহাদের মুখের প্রতিকূলে তোমার মুখ, এবং
তাহাদের কপালের প্রতিকূলে তোমার কপাল
৯ দৃঢ় করিলাম। যে হীরক চকমকি পাথর হইতেও
দৃঢ়, তাহার ন্যায় আমি তোমার কপাল দৃঢ়
করিলাম; তাহারা যদ্যপি বিদ্রোহী কুল, তথাপি
তাহাদিগকে ভয় করিও না, ও তাহাদের মুখ
১০ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। পুনশ্চ তিনি আমাকে
কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে
যাহা যাহা বলি, সেই সকল বাক্য তুমি অন্তঃ-
১১ করণে গ্রহণ কর, কর্ণকুহরে স্থান দেও। আর
যাও, ঐ নির্ব্বাসিতদিগের, তোমার স্বজাতি-
সন্তানদিগের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল;
তাহারা শুনুক বা না শুনুক, তথাপি তাহাদিগকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন।
১২ পরে আত্মা আমাকে তুলিয়া লইলে আমি
আমার পশ্চাৎ দিকে “ধন্য সদাপ্রভুর প্রতাপ,”
এই বাক্য মহানির্ঘোষের শব্দের ন্যায় তাঁহার
১৩ স্থান হইতে শুনিলাম। আর ঐ প্রাণীদের
পরস্পরের পক্ষসমাঘাতের শব্দ, তাহাদের পার্শ্বে

Digitized by Google

চক্রের শব্দ, এই মহানির্ঘোষের শব্দ শুনিলাম।
১৪ আর আত্মা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলে আমি
মনস্তাপে দুঃখিত হইয়া গমন করিলাম; আর
সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে বলবৎ ছিল।

যিহূদীদের ভাবী ক্লেশ।

১৫ অনন্তর আমি তেল-আবীবস্থ নির্ব্বাসিত-
দিগের, কবার নদীতীর-বাসীদিগের, কাছে
আসিলাম, এবং তাহারা যে স্থানে বাস করিত,
সেই স্থানে সাত দিন স্তব্ধ থাকিয়া তাহাদের
১৬ মধ্যে বসিয়া রহিলাম। সপ্ত দিন গত হইলে পর
সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত
১৭ হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে
ইস্রায়েল-কুলের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলাম;
তুমি আমার মুখে কথা শুনিবে, এবং আমার
১৮ নামে তাহাদিগকে চেতনা দিবে। তুমি অবশ্য
মরিবে, এই কথা আমি দুষ্ট লোককে বলিলে
তুমি যদি তাহাকে চেতনা না দেও, এবং তাহার
প্রাণরক্ষার্থে চেতনা দিবার জন্য সেই দুষ্ট
লোককে তাহার কুপথের বিষয় কিছু না বল,
তবে সেই দুষ্ট লোক নিজ অপরাধে মরিবে,
কিন্তু আমি তোমার হস্ত হইতে তাহার রক্তের
১৯ প্রতিশোধ লইব। কিন্তু তুমি দুষ্টকে চেতনা
দিলে সে যদি আপন দুষ্টতা ও কুপথ হইতে
না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু
২০ তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিলে। আর কোন
ধার্ম্মিক লোক যদি আপন ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া
অধর্ম্ম করে, আর আমি তাহার সম্মুখে বাধা
রাখি, তবে সে মরিবে; তুমি তাহাকে চেতনা
না দিলে সে নিজ পাপে মরিবে, এবং তাহার
কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল আর স্মরণে আসিবে না;
কিন্তু আমি তোমার হস্ত হইতে তাহার রক্তের
২১ প্রতিশোধ লইব। আর তুমি ধার্ম্মিক লোককে
পাপ না করিতে চেতনা দিলে সে যদি পাপ না
করে, তবে সচেতন হওয়াতে সে অবশ্য বাঁচিবে,
এবং তুমিও আপন প্রাণ রক্ষা করিলে।
২২ আর সেই স্থানে সদাপ্রভু আমার উপরে
হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, উঠ, বাহির হইয়া
সমস্থলীতে যাও, আমি সেখানে তোমার সহিত
২৩ আলাপ করিব। তাহাতে আমি উঠিয়া সম-
স্থলীতে গমন করিলাম, আর দেখ, কবার নদী-
তীরে যে প্রতাপ দেখিয়াছিলাম, সে স্থানে
সদাপ্রভুর সেইরূপ প্রতাপ দণ্ডায়মান; তখন
২৪ আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম। পরে আত্মা
আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে চরণে দণ্ডায়মান
করিলেন; তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া
আমাকে কহিলেন, যাও, তুমি আপন গৃহের দ্বার
২৫ রুদ্ধ করিয়া ভিতরে থাক। কিন্তু হে মনুষ্যের
সন্তান, দেখ, লোকেরা রজ্জু দিয়া তোমাকে বদ্ধ
করিবে, তাহাতে তুমি বাহিরে তাহাদের মধ্যে
২৬ যাইতে পারিবে না। আমিও তোমার জিহ্বা
মুখের তালুতে লগ্ন করিব, তাহাতে তুমি বোবা
হইবে, তাহাদের কাছে দোষবক্তা হইবে না,
২৭ কেননা তাহারা বিদ্রোহী কুল। কিন্তু তোমার
সঙ্গে আলাপ করিবার সময় আমি তোমার মুখ
খুলিয়া দিব, তাহাতে তুমি তাহাদিগকে এই
কথা কহিবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
যে শুনে সে শুনুক, যে না শুনে সে না শুনুক;
কেননা তাহারা বিদ্রোহী কুল।

৪ আর হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি একখানি
ইষ্টক লইয়া তোমার সম্মুখে রাখ, ও তাহার
উপরে এক নগরের অর্থাৎ যিরূশালেমের ছবি
২ আঁক। আর তাহা সৈন্যে বেষ্টিত কর, তাহার
বিরুদ্ধে উচ্চগৃহ গাঁথ, তাহার বিপরীতে জাঙ্গাল
বাঁধ, স্থানে স্থানে তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন
কর, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরভেদক
৩ যন্ত্র স্থাপন কর। আর একখান লোহার তাওয়া
লইয়া তোমার ও নগরের মধ্যস্থলে লৌহ-
প্রাচীরের ন্যায় তাহা স্থাপন কর, এবং তোমার
মুখ তাহার প্রতিকূলে রাখ, তাহাতে তাহা
অবরুদ্ধ হইবে, ও তুমি তাহা অবরোধ করিয়া
থাকিবে। ইস্রায়েল-কুলের জন্য ইহা অভিজ্ঞান-
স্বরূপ হইবে।
৪ পরে তুমি বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া ইস্রায়েল-
কুলের অপরাধ তাহার উপরে রাখ; যত দিন
তুমি তাহাতে শয়ন করিবে, তত দিন তাহাদের
৫ অপরাধ বহন করিবে। আর আমি তাহাদের
অপরাধ-বৎসরের সংখ্যা তোমার জন্য দিনের
সংখ্যা করিলাম; তুমি তিন শত নব্বই দিন
পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ বহন করিবে।
৬ সেই সকল সমাপ্ত করিলে পর তুমি আপন
দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে, এবং চল্লিশ দিন
পর্য্যন্ত যিহূদা-কুলের অপরাধ বহন করিবে;
আমি এক এক বৎসর তোমার জন্য এক এক দিন
৭ করিলাম। আর তুমি আপন মুখ যিরূশালেমের
অবরোধের দিকে রাখিবে, আপন বাহু অনাবৃত
করিবে, ও তাহার বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার
৮ করিবে। আর দেখ, আমি রজ্জু দিয়া তোমাকে
বদ্ধ করিব, তাহাতে যাবৎ তোমার অবরোধের
দিন সমাপ্ত না করিবে, তাবৎ তুমি এক পার্শ্ব
হইতে অন্য পার্শ্বে ফিরিতে পারিবে না।
৯ আর তুমি আপনার কাছে গোম, যব, মাষ,
মসুরি, কঙ্গু ও জনরা লইয়া সকলই এক পাত্রে
রাখ, এবং তাহা দ্বারা রুটী প্রস্তুত কর; যত দিন
পার্শ্বে শয়ন করিবে, তত দিন অর্থাৎ তিন শত

Digitized by Google

১০ নব্বই দিন তাহা ভোজন করিও। তোমার দ্রব্য
পরিমাণপূর্ব্বক, অর্থাৎ দিন দিন বিংশতি তোলা
করিয়া ভোজন করিতে হইবে ; তুমি বিশেষ
১১ বিশেষ সময়ে তাহা ভোজন করিবে। আর জলও
পরিমাণপূর্ব্বক, অর্থাৎ হিনের ষষ্ঠাংশ করিয়া
পান করিতে হইবে ; তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে
১২ তাহা পান করিবে। আর ঐ [খাদ্য দ্রব্য] যবের
পিষ্টক করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের
দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবে।
১৩ আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি ইস্রায়েল-সন্তান-
দিগকে যে জাতিগণের মধ্যে দূর করিয়া দিব,
তাহাদের মধ্যে তাহারা সেই প্রকারে আপন
১৪ আপন রুটী অশুচি খাইবে। তখন আমি কহি-
লাম, আহা, প্রভো সদাপ্রভো, দেখ, আমার
প্রাণ অশুচি হয় নাই ; আমি বাল্যকাল অবধি
অদ্য পর্য্যন্ত স্বয়ং মৃত কিম্বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ
কিছুই খাই নাই, ঘৃণার্হ মাংস কখনও আমার
১৫ মুখে প্রবিষ্ট হয় নাই। তখন তিনি আমাকে
কহিলেন, দেখ, আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে
তোমাকে গোময় দিলাম, তুমি তাহা দিয়া
১৬ আপন রুটী পাক করিবে। অনন্তর তিনি আমাকে
কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, আমি
যিরূশালেমে অন্নরূপ যষ্টি ভগ্ন করিব, তাহাতে
তাহারা পরিমাণপূর্ব্বক ভাবনা সহকারে অন্ন
ভোজন করিবে, পরিমাণপূর্ব্বক ও বিস্ময় সহ-
১৭ কারে জল পান করিবে ; ফলতঃ তাহাদিগকে
অন্নের ও জলের অভাবে পরস্পর বিস্ময়াপন্ন ও
আপন আপন অপরাধে ক্ষীণ হইতে হইবে।

৫ আর হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি একখান
তীক্ষ্ণ অস্ত্র অর্থাৎ নাপিতের ক্ষুর লইয়া
আপন মস্তক ও শ্মশ্রু ক্ষৌরি কর ; পরে নিক্তি
২ লইয়া সেই কেশ সকল ভাগ ভাগ কর। পরে
নগরের অবরোধ কাল সাঙ্গ হইলে তাহার
তৃতীয়াংশ নগরের মধ্যে অগ্নিতে দগ্ধ কর, এবং
তৃতীয়াংশ লইয়া নগরের চতুর্দ্দিকে খড়্গ দ্বারা
কাট্‌কুট্‌ কর, অপর তৃতীয়াংশ বায়ুতে উড়াইয়া
দেও, পরে আমি তৎপশ্চাৎ খড়্গ নিষ্কোষ
৩ করিব। আবার তুমি তাহার অল্পসংখ্যক কেশ
লইয়া আপন বস্ত্রের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ।
৪ পরে তাহারও কিছু লইয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া
দগ্ধ কর, তাহা হইতেই অগ্নি নির্গত হইয়া
সমস্ত ইস্রায়েল-কুলে লাগিবে।
৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এ যিরূশালেম ;
আমি ইহাকে জাতিগণের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি,
এবং ইহার চারিদিকে নানা দেশ রহিয়াছে ;
৬ কিন্তু সেই জাতিগণ অপেক্ষা এ আমার শাসন-
কলাপ, ও আপনার চতুর্দ্দিকস্থ দেশের লোক
অপেক্ষা আমার বিধিকলাপ দুষ্টতার সহিত
পরিবর্ত্তন করিয়াছে ; বস্তুতঃ ইহারা আমার
শাসনকলাপ অগ্রাহ্য করিয়াছে, এবং আমার
৭ বিধিপথে চলে নাই। এ জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তোমরা চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণ
হইতেও অধিক গণ্ডগোল করিয়াছ, আমার
বিধিপথে গমন কর নাই, আমার শাসনকলাপ
পালন কর নাই, এবং আপনাদের চতুর্দ্দিকস্থ
৮ জাতিগণের শাসনানুসারেও চল নাই। অতএব
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমিও
তোমার বিপক্ষ হইব ; আমি জাতিগণের
সাক্ষাতে তোমার মধ্যে বিচার সাধন করিব।
৯ হাঁ, যাহা কখনও করি নাই, এবং যাহার ন্যায়
আর কখনও করিব না, তাহাই তোমার বীভৎস
কার্য্য সকলের নিমিত্ত তোমার মধ্যে করিব।
১০ এ কারণ তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানগণকে
ভোজন করিবে, ও সন্তানেরা আপন আপন
পিতাকে ভোজন করিবে, এই প্রকারে আমি
তোমার মধ্যে বিচার সাধন করিব, ও তোমার
সমস্ত অবশিষ্টাংশকে চারিদিকে বায়ুর মুখে
১১ উড়াইয়া দিব। অতএব প্রভু সদাপ্রভু কহেন,
আমার জীবনের দিব্য, তুমি যখন আপনার
সকল বীভৎস বস্তু ও ঘৃণার্হ ক্রিয়া দ্বারা আমার
পবিত্র স্থান অশুচি করিয়াছ, তখন আমিও
সংহার করিব, চক্ষুর্লজ্জা করিব না, আমিও
১২ কিছু দয়া করিব না। তোমার তৃতীয়াংশ *লোক*
তোমার মধ্যে মহামারীতে মরিবে, অথবা
তোমার মধ্যে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ক্ষয় পাইবে ; অপর
তৃতীয়াংশ তোমার চতুর্দ্দিকে খড়্গে পতিত
হইবে ; এবং শেষ তৃতীয়াংশকে আমি যাবতীয়
বায়ুর মুখে উড়াইয়া দিয়া তাহাদের পশ্চাতে
১৩ খড়্গ নিষ্কোষ করিব। এই প্রকারে আমার ক্রোধ
সম্পন্ন হইবে, এবং আমি তাহাদের উপরে
আপন কোপ চরিতার্থ করিয়া শান্ত হইব ;
তাহাদের প্রতি আমার কোপ সম্পন্ন হইলে
তাহারা জানিতে পারিবে যে, আমি সদাপ্রভু
১৪ আপন অন্তর্জ্বালায় এই কথা বলিয়াছি ; আর
আমি তোমাকে পথিকমাত্রের দৃষ্টিতে উৎসন্ন
স্থান ও চারিদিকের জাতিগণের টিট্‌কারির পাত্র
১৫ করিব। হাঁ, তুমি আপন চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণের
কাছে টিট্‌কারি, কটুবাক্য, উপদেশ ও বিস্ময়ের
বিষয় হইবে ; কেননা আমি ক্রোধ, কোপ ও
কোপযুক্ত ভর্ৎসনা দ্বারা তোমার মধ্যে বিচার
সাধন করিব, আমি সদাপ্রভুই এই কথা কহি-
১৬ লাম। আমি তথাকার লোকদের প্রতি দুর্ভিক্ষ-
রূপ হিংস্র বাণ সকল নিক্ষেপ করিব, সে সকল
বিনাশার্থক বাণ, আমি তোমাদিগকে বিনষ্ট
করণার্থে সে সমস্ত নিক্ষেপ করিব ; এবং তোমা-
দের উপরে দুর্ভিক্ষের ভার বৃদ্ধি করিব, ও

Digitized by Google

১৭ তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আমি
তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও হিংস্র জন্তুদিগকে
পাঠাইব ; তাহারা তোমাকে নিঃসন্তান করিবে ;
আর মহামারী ও রক্ত তোমার মধ্য দিয়া গমনা-
গমন করিবে, আর আমি তোমার বিরুদ্ধে
খড়্গ আনাইব ; আমি সদাপ্রভুই এই কথা
কহিলাম।

যিহূদীদের প্রতি অনুযোগ।

৬ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের দিকে মুখ রাখিয়া
৩ তাহাদের কাছে ভাবোক্তি প্রচার কর। এই কথা
বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা প্রভু
সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু পর্ব্বত-
গণকে, উপপর্ব্বতগণকে, স্রোতোমার্গ ও উপত্যকা
সকলকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি, আমিই
তোমাদের উপরে এক খড়্গ আনিব, ও তোমাদের
৪ উচ্চস্থলী সকল বিনষ্ট করিব। তোমাদের যজ্ঞ-
বেদি সকল ধ্বংসিত, ও সূর্য্যপ্রতিমা সকল ভগ্ন
হইবে ; এবং আমি তোমাদের নিহতগণকে
তোমাদের পুত্তলিগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব।
৫ আমি ইস্রায়েল-সন্তানদের শব তাহাদের পুত্তলি-
গণের সম্মুখে রাখিব, এবং তোমাদের যজ্ঞবেদি
সকলের চতুর্দ্দিকে তোমাদের অস্থি ছড়াইব।
৬ তোমাদের যাবতীয় বসতিস্থানে নগর সকল
উৎসন্ন হইবে, উচ্চস্থলী সকল ধ্বংসিত হইবে ;
তাহাতে তোমাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎসন্ন ও
দণ্ডপ্রাপ্ত, এবং তোমাদের পুত্তলি সকল ভগ্ন
হইবে, আর থাকিবে না, আর তোমাদের
সূর্য্যপ্রতিমা সকল উচ্ছিন্ন হইবে, এবং তোমা-
দের নির্ম্মিত বস্তু সকল লোপ পাইবে।
৭ আর তোমাদের মধ্যে নিহতগণ পতিত
হইবে ; তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।
৮ তথাপি আমি এক অবশিষ্টাংশ রাখিব,
ফলতঃ দেশবিদেশে তোমাদের ছিন্নভিন্ন হইবার
সময়ে তোমাদের কোন কোন লোক জাতিগণের
৯ মধ্যে খড়্গ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর তোমা-
দের সেই উত্তীর্ণ লোকেরা যাহাদের কাছে বন্দি
হইবে, সেই জাতিগণের মধ্যে আমাকে স্মরণ
করিবে ; কারণ তাহাদের যে ব্যভিচারী হৃদয়
আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ও তাহাদের
যে ব্যভিচারী চক্ষু আপন আপন পুত্তলিদের
অনুগামী হইয়াছে, তাহা আমি দমন করিব ;
তাহাতে তাহারা আপন আপন বীভৎস আচার
ব্যবহারক্রমে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে,
তজ্জন্য আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে ঘৃণা
১০ করিবে। আর তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু ; আমি তাহাদের প্রতি এই অমঙ্গল
ঘটাইবার কথা বৃথা কহি নাই।
১১ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি করে
করাঘাত ও ভূমিতে পদাঘাত কর, এবং ইস্রা-
য়েল-কুলের যাবতীয় ঘৃণার্হ দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্তে
হাহাকার কর, কেননা তাহারা খড়্গে, দুর্ভিক্ষে
১২ ও মহামারীতে পতিত হইবে। দূরবর্ত্তী লোক
মহামারীতে মরিবে, নিকটবর্ত্তী লোক খড়্গে
পতিত হইবে, এবং অবশিষ্ট ও রক্ষিত লোক
দুর্ভিক্ষে মরিবে ; এই প্রকারে আমি তাহা-
১৩ দিগেতে আপন ক্রোধ সম্পন্ন করিব। আমিই
যে সদাপ্রভু, ইহা তোমরা সেই সময়ে জ্ঞাত
হইবে, যখন যাবতীয় উচ্চ গিরিতে, পর্ব্বতশৃঙ্গে,
হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে ও প্রত্যেক ঝোপাল এলা
বৃক্ষের তলে, যে সকল স্থানে তাহারা আপন
আপন পুত্তলিগণের উদ্দেশে সৌরভার্থক নৈবেদ্য
উৎসর্গ করিত, সেই সকল স্থানে তাহাদের যজ্ঞ-
বেদির চতুর্দ্দিকে পুত্তলিগণের মধ্যে তাহাদের
১৪ নিহত লোকেরা থাকিবে। আর আমি তাহাদের
প্রতিকূলে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং তাহা-
দের সমস্ত বসতিস্থানে প্রান্তর হইতে দিব্লা
পর্য্যন্ত দেশ ধ্বংসিত ও উৎসন্ন করিব ; তাহাতে
তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৭ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, প্রভু
সদাপ্রভু ইস্রায়েল দেশের বিষয়ে এই কথা
কহেন, পরিণাম, দেশের চারি কোণে পরিণাম
৩ আসিতেছে। এখন তোমার পরিণাম উপস্থিত ;
আমি তোমার প্রতিকূলে আপন ক্রোধ প্রেরণ
করিব, তোমার আচারানুসারে বিচার করিব,
তোমার যাবতীয় বীভৎস কার্য্যের ফল তোমার
৪ উপরে রাখিব। আমি তোমার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা
করিব না, দয়াও করিব না, কিন্তু তোমার কার্য্যের
ফল তোমার উপরে রাখিব, ও তোমার বীভৎস
কার্য্য সকল তোমার মধ্যস্থায়ী হইবে ; তাহাতে
তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।
৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অমঙ্গল, অম-
৬ ঙ্গলমাত্র, দেখ, তাহা আসিতেছে। পরিণাম
আসিতেছে ; সেই পরিণাম আসিতেছে ; তাহা
তোমার বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিল ; দেখ, তাহা
৭ আসিতেছে ; হে দেশনিবাসি লোক, তোমার
পালা আসিতেছে, কাল আসিতেছে, দিবস
সন্নিকট হইতেছে ; সে কোলাহলের দিন, পর্ব্বতের
৮ উপরে আনন্দধ্বনির দিন নয়। আমি এখন
অবিলম্বে তোমার উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া
দিব, তোমার প্রতি আপন কোপ সাধন করিব,

Digitized by Google

তোমার আচারানুসারে বিচার করিব, তোমার
সমস্ত বীভৎস কার্য্যের ফল তোমার উপরে
৯ রাখিব। আমি চক্ষুর্লজ্জা করিব না, দয়াও করিব
না, তোমার কার্য্যানুরূপ ফল তোমার উপরে
রাখিব, এবং তোমার বীভৎস কার্য্য সকল
তোমার মধ্যে স্থায়ী হইবে; তাহাতে তোমরা
১০ জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু আঘাতকারী। ঐ
দেখ সেই দিন; দেখ, তাহা আসিতেছে; পালা
উপস্থিত, দণ্ড পুষ্পিত, দর্প বিকশিত হইয়াছে।
১১ দৌরাত্ম্য বাড়িয়া দুষ্টতার দণ্ড হইয়া উঠি-
তেছে; তাহাদের কেহই থাকিবে না, তাহাদের
লোকারণ্য বা তাহাদের ধন থাকিবে না;
১২ তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতাও থাকিবে না। কাল
আসিতেছে, দিন সন্নিকট হইল; ক্রেতা আনন্দ
না করুক, বিক্রেতা শোক না করুক; কেননা
তথাকার সমস্ত লোকারণ্যের প্রতি ক্রোধ উপ-
১৩ স্থিত। বস্তুতঃ উভয়ে জীবিত অবস্থায় থাকিলেও
বিক্রেতা বিক্রীত [অধিকারের] নিকটে ফিরিয়া
যাইবে না, কেননা এই দর্শন তথাকার সমস্ত
লোকারণ্যবিষয়ক; কেহ ফিরিয়া যাইবে না;
আপন জীবনের অপরাধে কেহ আপন জীবাত্মা
১৪ সবল করিতে পারিবে না। তাহারা তূরী বাজা-
ইয়া সকল প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু কেহ যুদ্ধে
গমন করে না, কেননা আমার ক্রোধ তথাকার
১৫ সমস্ত লোকারণ্যের প্রতি উপস্থিত। বাহিরে
খড়্গ এবং ভিতরে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। যে ব্যক্তি
ক্ষেত্রে থাকিবে, সে খড়্গে মরিবে, যে নগরে
থাকিবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাহাকে গ্রাস
১৬ করিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা উত্তীর্ণ
হয়, তাহারা রক্ষা পাইবে, তাহারা পর্ব্বতের
উপরে থাকিয়া সকলে আপন আপন অপরাধের
নিমিত্তে উপত্যকাস্থ ঘুঘুর ন্যায় বিলাপ করিবে।
১৭ সকলের হস্ত দুর্ব্বল হইবে, সকলের হাঁটু জলবৎ
১৮ দ্রব হইবে। তাহারা কটিদেশে চট বাঁধিবে,
মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইবে, সকলের মুখে কালি
পড়িবে, তাহাদের সকলের মস্তকে টাক পড়িবে।
১৯ তাহারা আপন আপন রৌপ্য চকে ফেলিয়া
দিবে, তাহাদের সুবর্ণ অশৌচস্বরূপ হইবে;
সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তাহাদের স্বর্ণ কি রৌপ্য
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না; তাহা
তাহাদের প্রাণ তৃপ্ত, কিম্বা তাহাদের উদর পূর্ণ
করিবে না, কেননা তাহাই তাহাদের অপরাধ-
২০ জনক বিঘ্ন হইয়াছে। তাহারা আপনাদের
মনোহর আভরণের শ্লাঘা করিত, এবং তাহা
দিয়া আপন আপন বীভৎস বস্তু সকলের প্রতিমা
ও ঘৃণিত বস্তু গড়িত, এ কারণ আমি তাহা
২১ তাহাদের অশৌচস্বরূপ করিলাম। আর আমি
তাহা মৃগয়ার বস্তুরূপে বিদেশীয়দের হস্তে, ও
লুটদ্রব্যরূপে পৃথিবীর দুষ্ট লোকদের হস্তে সম-
২২ র্পণ করিব, তাহারা তাহা অপবিত্র করিবে। আর
আমি তাহাদের হইতে বিমুখ হইব, তাহাতে
আমার নিভৃত স্থান অপবিত্রীকৃত হইবে, ফলতঃ
দস্যুগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপ-
২৩ বিত্র করিবে। তুমি শৃঙ্খল প্রস্তুত কর, কেননা
দেশ রক্তপাতরূপ অপরাধে পরিপূর্ণ, এবং নগর
২৪ দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ। তজ্জন্য আমি জাতিগণের
মধ্যে দুষ্টতমদিগকে আনিব, তাহারা উহাদের
গৃহ সকল অধিকার করিবে; আমি বলবানদিগের
শ্লাঘা চূর্ণ করিব; তাহাতে তাহাদের পবিত্র স্থান
সকল অপবিত্র হইবে।
২৫ সংহার আসিতেছে, তাহারা শান্তির অন্বেষণ
২৬ করিবে, কিন্তু তাহা মিলিবে না। বিপদের উপরে
বিপদ ঘটিবে, জনরবের উপরে জনরব হইবে;
তৎকালে তাহারা ভাববাদীর নিকটে দর্শনের
চেষ্টা করিবে, কিন্তু যাজকের ব্যবস্থা-জ্ঞান ও
২৭ প্রাচীন লোকদের পরামর্শ লোপ পাইবে। রাজা
শোকাকুল ও অমাত্য উৎসন্নতারূপ পরিচ্ছদে
পরিচ্ছন্ন হইবে, ও দেশের প্রজাগণের হস্ত
কাঁপিবে; আমি তাহাদের প্রতি তাহাদের
আচারানুরূপ ব্যবহার করিব, ও তাহাদের বিচা-
রানুসারে তাহাদের বিচার করিব; তাহাতে
তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

যিহূদীদের পাপ ও শাস্তি-বিষয়ক দর্শন।

৮ ষষ্ঠ বৎসরের ষষ্ঠ মাসে, মাসের পঞ্চম
দিনে আমি আপন গৃহে উপবিষ্ট ছিলাম,
এবং যিহূদার প্রাচীনবর্গ আমার সম্মুখে উপবিষ্ট
ছিল, এমন সময়ে প্রভু সদাপ্রভু সেই স্থানে
২ আমার উপরে হস্তার্পণ করিলেন। তাহাতে আমি
অবলোকন করিলাম, আর দেখ, অগ্নির আভার
ন্যায় এক মূর্ত্তি; তাঁহার কটির আকৃতি অবধি
অধঃ পর্য্যন্ত অগ্নিময়, এবং কটির ঊর্দ্ধে যেন
৩ জ্যোতির আকৃতি ও প্রতপ্ত ধাতুর প্রভা। তিনি
এক হস্তমূর্ত্তি বিস্তার করিয়া আমার মস্তকের
কেশগুচ্ছ ধরিলেন, তাহাতে আত্মা আমাকে
তুলিয়া পৃথিবী ও আকাশের মধ্যপথে লইয়া
গেলেন, এবং ঈশ্বরীয় দর্শনক্রমে যিরূশালেমে
উত্তরাভিমুখ ভিতরদ্বারের প্রবেশস্থানে [বসাই-
লেন]; সেই স্থানে অন্তর্জ্বালা-জনক অন্তর্জ্বালার
৪ প্রতিমা স্থাপিত ছিল। আর দেখ, সমস্থলীতে
যে দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সে স্থানে
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সেইরূপ প্রতাপ বিদ্যমান।
৫ তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান,
তুমি চক্ষু তুলিয়া উত্তরদিকে দৃষ্টি কর; তাহাতে

Digitized by Google

আমি উত্তরদিকে চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম, যজ্ঞ-
বেদির দ্বারের উত্তরে অর্থাৎ প্রবেশস্থানে ঐ অন্ত-
৬ র্জ্বালার প্রতিমা রহিয়াছে। অনন্তর তিনি
আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, ইহারা
কি করে, তুমি কি দেখিতেছ? ইস্রায়েল-কুল
আমার ধর্ম্মধাম হইতে আমাকে দূর করণার্থে
এখানে মহা মহা বীভৎস কার্য্য করিতেছে। কিন্তু
ইহার পরেও তুমি আবার কত মহা বীভৎস
কার্য্য দেখিবে।

৭ তখন তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের দ্বারসমীপে
আনিলেন, তাহাতে আমি অবলোকন করিলাম,
৮ আর দেখ, ভিত্তির মধ্যে এক ছিদ্র। তখন তিনি
আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই ভিত্তি
খুদ; যখন আমি সেই ভিত্তি খুদিলাম, দেখ,
৯ একটী দ্বার। তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি
ভিতরে গিয়া দেখ, তাহারা এখানে কি কি দুষ্ট
১০ বীভৎস কার্য্য করিতেছে। তাহাতে আমি ভিতরে
যাইয়া নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ, সর্ব্বপ্রকার
সরীসৃপের ও ঘৃণ্য পশুর প্রতিমূর্ত্তি এবং ইস্রা-
য়েল-কুলের পুত্তলি সকল চতুর্দ্দিকে ভিত্তির গাত্রে
১১ অঙ্কিত রহিয়াছে; আর তাহাদের সম্মুখে
ইস্রায়েল-কুলের প্রাচীনবর্গের সত্তর জন পুরুষ
দণ্ডায়মান, এবং তাহাদের মধ্যস্থানে শাফনের
পুত্র যাসনিয় দণ্ডায়মান, আর প্রত্যেকের হস্তে
এক এক ধূনাচি; আর ধূপ-মেঘের সৌরভ ঊর্দ্ধে
১২ উঠিতেছে। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে
মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল-কুলের প্রাচীনবর্গ
প্রত্যেকে আপন আপন ঠাকুরঘরে অন্ধকারে কি
কি কার্য্য করে, তাহা কি তুমি দেখিলে? বস্তুতঃ
তাহারা বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে দেখিতে
পান না, সদাপ্রভু পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন।
১৩ তিনি আমাকে আরও কহিলেন, ইহার পরেও
তুমি আবার তাহাদের কৃত কত মহা বীভৎস
১৪ কার্য্য দেখিবে। পরে তিনি সদাপ্রভুর গৃহের
উত্তরদিকের দ্বারের প্রবেশস্থানে আমাকে আনি-
লেন; আর দেখ, সেখানে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া
১৫ তম্মূষ [দেবের] জন্য রোদন করিতেছে। তখন
তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান,
তুমি কি ইহা দেখিলে? ইহার পরেও তুমি
আবার এতদপেক্ষা কত মহা বীভৎস কার্য্য
১৬ দেখিবে। পরে তিনি আমাকে সদাপ্রভুর গৃহের
ভিতরপ্রাঙ্গণে আনিলেন, আর দেখ, সদাপ্রভুর
মন্দিরের প্রবেশস্থানে, বারাণ্ডার ও যজ্ঞবেদির
মধ্যস্থানে, অনুমান পঁচিশ জন পুরুষ, তাহারা
সদাপ্রভুর মন্দিরের দিকে পৃষ্ঠ ও পূর্ব্বদিকে মুখ
ফিরাইয়া পূর্ব্বমুখে সূর্য্যের কাছে প্রণিপাত
১৭ করিতেছে। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, হে
মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিলে? এখানে
যিহূদা-কুল যে সকল বীভৎস কার্য্য করিতেছে,
তাহাদের পক্ষে কি তাহা লঘু বিষয়? কারণ
তাহারা দেশকে দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে,
এবং আমাকেও কত বার বিরক্ত করিয়াছে; আর
দেখ, তাহারা আপন আপন নাসিকায় পল্লব
১৮ দিতেছে। অতএব আমিও কোপাবেশে কার্য্য
করিব, চক্ষুর্লজ্জা করিব না, দয়াও করিব না;
তাহারা যদ্যপি আমার কর্ণগোচরে উচ্চৈঃস্বরে
চেঁচায়, তথাপি তাহাদের কথা শুনিব না।

৯ পরে তাঁহার এই উচ্চরব আমার কর্ণকুহরে
উপস্থিত হইল, হে নগরে নিযুক্ত কর্ম্মচারি-
গণ, নিকটে আইস, প্রত্যেকে আপন আপন
২ বিনাশক অস্ত্র হস্তে করিয়া আইস। আর দেখ,
উত্তরদিক্‌স্থ উচ্চতর দ্বার হইতে ছয় জন পুরুষ
আসিল, তাহাদের প্রত্যেক জনের হস্তে সংহারক
অস্ত্র ছিল, এবং তাহাদের মধ্যস্থলে শুক্ল পরি-
চ্ছদান্বিত এক পুরুষ ছিল; তাহার কটিদেশে
লেখকের মস্যাধার ছিল; তাহারা আসিয়া
পিত্তলময় যজ্ঞবেদির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।
৩ তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ যে করূবের
উপরে ছিল, তাহা হইতে উঠিয়া গৃহের গোব-
রাটের নিকটে গেল; এবং তিনি ঐ শুক্ল পরি-
চ্ছদান্বিত ও কটিদেশে লেখকের মস্যাধার-
৪ বিশিষ্ট পুরুষকে ডাকিলেন। আর সদাপ্রভু
তাহাকে কহিলেন, তুমি নগরের মধ্য দিয়া,
যিরূশালেমের মধ্য দিয়া, গমন করিয়া তাহার
মধ্যে কৃত সমস্ত বীভৎস কার্য্যের বিষয়ে যে সকল
লোক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ও কোঁকায়,
৫ তাহাদের প্রত্যেকের কপালে চিহ্ন দেও। পরে
আমি শুনিলাম, তিনি অবশিষ্টদিগকে এই
আজ্ঞা দিলেন, তোমরা নগর দিয়া ইহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ যাও, এবং হত্যা কর, চক্ষুর্লজ্জা করিও
৬ না, দয়াও করিও না। বৃদ্ধ, যুবক, কুমারী,
শিশু ও স্ত্রীলোক সকলকে নিঃশেষে বধ কর,
কিন্তু যাহাদের কপালে চিহ্নটী দেখা যায়,
তাহাদের কাহারও নিকটে যাইও না; আর
আমার ধর্ম্মধাম অবধি আরম্ভ কর। তাহাতে
তাহারা গৃহের সম্মুখস্থিত প্রাচীনগণ অবধি
৭ আরম্ভ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, গৃহ অশুচি কর, প্রাঙ্গণ সকল নিহতগণে
পরিপূর্ণ কর; বাহির হও। তাহাতে তাহারা
বাহিরে যাইয়া নগরের মধ্যে নিহনন করিতে
৮ লাগিল। আর তাহারা যখন নিহনন করিতে-
ছিল, তখন আমি অবশিষ্ট রহিলাম, আমি
উবুড় হইয়া ক্রন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,
আহা, প্রভো সদাপ্রভো, তুমি যিরূশালেমের
উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া দিবার সময়ে কি
ইস্রায়েলের সমস্ত অবশিষ্টাংশকে নষ্ট করিবে?

Digitized by Google

৯ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, ইস্রায়েল ও
যিহূদা-কুলের অপরাধ অতি ভারী; এবং তাহা-
দের দেশ রক্তে পরিপূর্ণ ও নগর অত্যাচারে
পরিপূর্ণ; কারণ তাহারা বলে, সদাপ্রভু পৃথিবী
ত্যাগ করিয়াছেন, সদাপ্রভু দেখিতে পান না।
১০ অতএব আমিও চক্ষুর্লজ্জা করিব না, দয়াও
করিব না; তাহাদের কার্য্যের ফল তাহাদের
১১ উপরে বর্ত্তাইব। আর দেখ, শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত
ও কটিদেশে মস্যাধারবিশিষ্ট ঐ পুরুষ এই সং-
বাদ দিল, আমাকে আপনি যেমন আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, আমি তদ্রূপ করিয়াছি।

১০ পরে আমি অবলোকন করিলাম, আর
দেখ, করূবদের মস্তকের উপরিস্থ বিতানে
যেন নীলকান্তমণি বিদ্যমান, সিংহাসনের মূর্ত্তি-
বিশিষ্ট এক আকৃতি তাহাদের উপরে প্রকাশ
২ পাইল। পরে তিনি ঐ শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত
ব্যক্তিকে কহিলেন, তুমি ঐ ঘূর্ণায়মান চক্রগুলির
মধ্যস্থানে করূবের নীচে প্রবেশ কর, এবং করূবদের
মধ্যস্থান হইতে এক অঞ্জলি প্রজ্বলিত অঙ্গার
লইয়া নগরের উপরে ছড়াইয়া দেও; তাহাতে
সে ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে সেখানে প্রবেশ
৩ করিল। যখন সেই পুরুষ প্রবেশ করিল, তখন
করূবগণ গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, এবং
৪ ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘে পরিপূর্ণ ছিল। ফলতঃ
সদাপ্রভুর প্রতাপ করূবের উপর হইতে গৃহের
গোবরাটে গিয়াছিল, তাহাতে গৃহ মেঘে পরি-
পূর্ণ ও প্রাঙ্গণ সদাপ্রভুর প্রতাপের তেজে ব্যাপ্ত
৫ হইয়াছিল; আর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথন-
কালীন রবের ন্যায় করূবদের পক্ষের শব্দ বহিঃ-
৬ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছিল। আর 'তুমি এই
ঘূর্ণায়মান [চক্রগুলির] মধ্য হইতে, করূবদের
মধ্যস্থান হইতে অগ্নি লও,' এই কথা বলিয়া
তিনি ঐ শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত পুরুষকে আজ্ঞা
দিলে সে প্রবেশ করিয়া এক চক্রের পার্শ্বে
৭ দাঁড়াইল। তখন এক করূব করূবদের মধ্য
হইতে তাহাদের মধ্যস্থিত অগ্নি পর্য্যন্ত হাত
বাড়াইয়া তাহার কিছু লইয়া ঐ শুক্ল পরিচ্ছদা-
ন্বিত পুরুষের অঞ্জলিতে দিল, আর সে তাহা
৮ লইয়া বাহিরে গেল। আর করূবদের পক্ষ
সকলের অধঃস্থানে মানব-হস্তের আকৃতি প্রকাশ
পাইল।
৯ পরে আমি নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ,
এক করূবের পার্শ্বে এক চক্র, অন্য করূবের পার্শ্বে
অন্য চক্র, এইরূপে চারি করূবের পার্শ্বে চারি
চক্র; ঐ চক্র সকলের আভা বৈদূর্য্যমণির প্রভার
১০ ন্যায়। তাহাদের আকৃতি এই, চারিটীর রূপ
একই ছিল; যেন চক্রের মধ্যে চক্র রহিয়াছে।
১১ গমনকালে তাহারা আপনাদের চারি পার্শ্বে গমন
করিত; গমনকালে ফিরিত না; যে স্থান মস্ত-
কের সম্মুখ, সেই স্থানে তাহারা তাহার পশ্চাৎ
১২ গমন করিত, গমনকালে ফিরিত না। আর তাহা-
দের পৃষ্ঠ, হস্ত ও পক্ষাদি সর্ব্বাঙ্গ এবং চক্র সকল
চারিদিক্ চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল, চারিটীর চক্র
১৩ চক্ষু ছিল। আর আমি শুনিলাম, সেই চক্র-
গুলিকে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ঘূর্ণায়মান
১৪ [চক্র]। প্রত্যেক প্রাণীর চারি মুখ; প্রথম মুখ
করূবের মুখ, দ্বিতীয় মুখ মানবের মুখ, তৃতীয়
সিংহের মুখ, ও চতুর্থ উৎক্রোশপক্ষীর মুখ।
১৫ তখন করূবেরা ঊর্দ্ধে উঠিল। আমি কবার নদী-
১৬ তীরে সেই প্রাণীকে দেখিয়াছিলাম। করূবদের
গমনকালে চক্রগুলিও তাহাদের পার্শ্বে গমন
যাইত; এবং করূবেরা যখন ভূতল হইতে ঊর্দ্ধ
গমনার্থে আপন আপন পক্ষ উঠাইত, চক্রগুলি
১৭ তখন তাহাদের পার্শ্ব ছাড়িত না। উহারা
দাঁড়াইলে ইহারাও দাঁড়াইত, এবং উহারা
উঠিলে ইহারাও একসঙ্গে উঠিত, কেননা
চক্রগুলিতে সেই প্রাণীর আত্মা ছিল।
১৮ পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ গৃহের গোবরাটের
ঊর্দ্ধ হইতে প্রস্থান করিয়া করূবদের উপরে অব-
১৯ স্থান করিল। তখন করূবেরা আমার দৃষ্টিগোচরে
প্রস্থান করতঃ পক্ষ বিস্তার করিয়া ভূতল হইতে
ঊর্দ্ধগমন করিল, এবং তাহাদের পার্শ্বে চক্রগুলি
গমন করিল; পরে করূবেরা সদাপ্রভুর গৃহের
পূর্ব্বদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়াইল; তখন ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ তাহাদের উপরে অব-
২০ স্থিত ছিল। আমি কবার নদীর নিকটে ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বরের বাহন সেই প্রাণীকে দেখিয়া-
ছিলাম; অতএব ইহারা যে করূব, তাহা জানি-
২১ লাম। তাহাদের প্রত্যেক প্রাণীর চারি মুখ ও
চারি পক্ষ, এবং পক্ষের নীচে মানব-হস্তের মূর্ত্তি
২২ ছিল। আমি কবার নদীর নিকটে যে যে মুখ
দেখিয়াছিলাম, তাহার এবং ইহাদের মুখের
মূর্ত্তি একই; ইহারা তাহাদেরই আকৃতিবিশিষ্ট,
বাস্তবিক ইহারা সেই প্রাণী; প্রত্যেক প্রাণী
সম্মুখ দিকেই গমন করিত।

১১ অনন্তর আত্মা আমাকে উঠাইয়া সদা-
প্রভুর গৃহের পূর্ব্বাভিমুখ পূর্ব্বদ্বারের নিকটে
আনিলেন; আর দেখ, সেই দ্বারের প্রবেশস্থানে
পঁচিশ জন পুরুষ; এবং তাহাদের মধ্যস্থানে
আমি অসূরের পুত্র যাসনিয় ও বনায়ের পুত্র
পলটিয়, লোকদের অধ্যক্ষ এই দুই জনকে দেখি-
২ লাম। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনু-
ষ্যের সন্তান, এই নগরের মধ্যে ইহারা অধর্ম্ম-
৩ সঙ্কল্পকারী ও কুমন্ত্রণাদায়ক; ইহারাই বলে,
গৃহ গাঁথিবার সময় সন্নিকট হয় নাই; এই
৪ নগর হাঁড়ী, ও আমরা মাংস। অতএব ইহাদের

Digitized by Google

বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর; হে মনুষ্যের
৫ সন্তান, ভাবোক্তি প্রচার কর। তখন সদাপ্রভুর
আত্মা আমাতে নামিয়া আসিলেন, আর তিনি
কহিলেন, তুমি বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন;
হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা অমুক অমুক কথা
বলিয়াছ; তোমাদের মনে যাহা যাহা উঠিয়াছে,
৬ সে সকল আমি জানি। তোমরা এই নগরে
আপনাদের নিহতগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছ,
তোমরা নিহত লোকে এখানকার চক সকল পরি-
৭ পূর্ণ করিয়াছ। এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমাদের যে নিহতদিগকে তোমরা
নগরের মধ্যে রাখিয়াছ, তাহারাই মাংস, এবং
এই [নগর] হাঁড়ী; কিন্তু তোমাদিগকে ইহার
৮ মধ্য হইতে বাহির করা যাইবে। তোমরা খড়্গের
ভয় করিয়াছ, আর প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি
৯ তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গই আনিব; আর তোমা-
দিগকে ইহার মধ্য হইতে বাহির করিয়া বিদেশী-
দের হস্তে সমর্পণ করিব, এবং তোমাদিগের মধ্যে
১০ বিচার সাধন করিব। তোমরা খড়্গে পতিত
হইবে; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের
বিচার করিব; তাহাতে তোমরা জানিবে যে,
১১ আমিই সদাপ্রভু। এই নগর তোমাদের জন্য
হাঁড়ী হইবে না, এবং তোমরা ইহার মধ্যস্থিত
মাংস হইবে না; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে
১২ তোমাদের বিচার করিব। আর তোমরা জানিবে
যে, আমিই সদাপ্রভু; কেননা তোমরা আমার
বিধিপথে চল নাই, আমার শাসন পালন কর
নাই, কিন্তু তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণের
শাসনানুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ।
১৩ অনন্তর আমি ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলাম,
এমন সময়ে বনায়ের পুত্র পলটিয় মরিল; তাহাতে
আমি উবুড় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলাম,
বলিলাম, আহা! প্রভো সদাপ্রভো, তুমি কি
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে নিতান্তই সংহার
১৪ করিবে? পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
১৫ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান,
তোমার ভ্রাতৃগণ, হাঁ, তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার
জ্ঞাতিগণ ও ইস্রায়েলের সমুদয় কুল, ইহাদের
সকলকে যিরূশালেম-নিবাসিগণ বলে, তোমরা
সদাপ্রভু হইতে দূরে যাও, এই দেশ অধিকারার্থে
১৬ আমাদিগকেই দত্ত হইয়াছে। অতএব তুমি বল,
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদ্যপি
তাহাদিগকে জাতিগণের কাছে দূর করিয়াছি,
দেশবিদেশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, তথাপি তাহারা
যে সকল দেশে গিয়াছে, সেই সকল দেশে আমি
১৭ কিয়ৎকাল তাহাদের ধর্ম্মধাম হইব। অতএব তুমি
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি জাতি-
গণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব,
ও তোমরা যে সকল দেশে ছিন্নভিন্ন হইয়াছ,
সেই সকল দেশ হইতে একত্র করিব, এবং ইস্রা-
১৮ য়েল দেশ তোমাদিগকে দিব। তাহারা সে দেশে
যাইবে, তথাকার যাবতীয় ঘৃণার্হ বস্তু ও তথাকার
যাবতীয় বীভৎস পদার্থ তথা হইতে দূর করিবে।
১৯ আমি তাহাদিগকে একই হৃদয় দান করিব, ও
তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন
করিব; আর তাহাদের মাংস হইতে প্রস্তরময়
হৃদয় দূর করিব, তাহাদিগকে মাংসময় হৃদয়
২০ দিব। উদ্দেশ্য এই যেন তাহারা আমার বিধি-
পথে চলে, আমার শাসন সকল মান্য করে,
পালন করে; আর তাহারা আমার প্রজা হইবে,
২১ এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। কিন্তু যাহা-
দের হৃদয় আপনাদের ঘৃণার্হ বস্তু সকলের ও
বীভৎস পদার্থ সকলের হৃদয়ের অনুগমন করে,
তাহাদের কার্য্যের ফল আমি তাহাদের মস্তকে
দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।
২২ পরে করূবগণ আপন আপন পক্ষ উঠাইল,
তখন চক্রগুলিও তাহাদের পার্শ্বে ছিল, এবং
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ তাহাদের উপরে
২৩ অধিষ্ঠিত ছিল। পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ নগরের
মধ্য হইতে ঊর্দ্ধগমন করিয়া নগরের পূর্ব্বস্থিত
২৪ পর্ব্বতের উপরে স্থগিত হইল। অনন্তর আত্মা
আমাকে তুলিয়া দর্শনক্রমে ঈশ্বরের আত্মার
প্রভাবে কল্‌দীয়দের দেশে নির্ব্বাসিত লোকদের
কাছে আনিলেন, আর আমি যাহা দর্শন করিয়া-
ছিলাম, তাহা আমার নিকট হইতে ঊর্দ্ধগমন
২৫ করিল। পরে সদাপ্রভু আমাকে যে সকল বিষয়
দেখাইয়াছিলেন, সে সমস্তই আমি নির্ব্বাসিত
লোকদিগকে বলিলাম।

যিহূদীদের ভাবী ক্লেশ ও বন্দিত্ব।

১২ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
বিদ্রোহী কুলের মধ্যে বাস করিতেছ; দেখিবার
চক্ষু থাকিলেও তাহারা দেখে না, শুনিবার কর্ণ
থাকিলেও শুনে না, কেননা তাহারা বিদ্রোহী
৩ কুল। অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপনার
জন্য নির্ব্বাসার্থক সামগ্রী প্রস্তুত কর, দিনের
বেলা তাহাদের সাক্ষাতে নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান
কর, ও নির্ব্বাসার্থে তাহাদের দৃষ্টিগোচরে স্বস্থান
হইতে অন্য স্থানে যাও; হয় ত তাহারা বুঝিতে
৪ পারিবে যে, তাহারা বিদ্রোহী কুল। তুমি দিনের
বেলা তাহাদের দৃষ্টিগোচরে নির্ব্বাসার্থক সাম-
গ্রীর ন্যায় তোমার সামগ্রী বাহির কর; লোকে
যেমন নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান করে, তেমনি সন্ধ্যা-
৫ কালে তাহাদের দৃষ্টিগোচরে প্রস্থান কর। তুমি

Digitized by Google

তাহাদের সাক্ষাতে গৃহের ভিত্তিতে গর্ত্ত করিয়া
৬ তাহা দিয়া সকলই বাহির কর। তাহাদের
সাক্ষাতে তাহা স্কন্ধে তুলিয়া অন্ধকার সময়ে
লইয়া যাও ; তোমার মুখ আচ্ছাদন কর, তুমি
দেখিও না ; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েল-
কুলের জন্য অভিজ্ঞানস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি।
৭ তখন আমি সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলাম ;
নির্ব্বাসার্থক সামগ্রীর ন্যায় আমার সামগ্রী
দিনের বেলা বাহির করিলাম, পরে সন্ধ্যাকালে
স্বহস্তে ভিত্তিতে গর্ত্ত করিলাম, এবং অন্ধকার
হইলে আপন স্কন্ধে তুলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে
সকলই লইয়া গেলাম।
৮ পরে প্রাতঃকালে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
৯ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রা-
য়েল-কুল,—সেই বিদ্রোহী কুল,—কি তোমাকে
১০ বলে নাই, তুমি কি করিতেছ ? তাহাদিগকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ভার
দ্বারা যিরূশালেমস্থ নরপতিকে ও উহারা যাহার
মধ্যবর্ত্তী, সেই সমস্ত ইস্রায়েল-কুলকে [বুঝায়]।
১১ তুমি বল, আমি তোমাদের পক্ষে অভিজ্ঞান-
স্বরূপ ; আমি যেমন করিলাম, তদ্রূপ তাহাদের
প্রতিও করা যাইবে ; তাহারা নির্ব্বাসিত হইয়া
১২ বন্দিত্বস্থানে যাইবে। আর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী
নরপতি অন্ধকার সময়ে [ভার] স্কন্ধে করিয়া
বহির্গমন করিবে, লোকে সকলই বাহির করণার্থে
প্রাচীর খুদিবে, সে আপন মুখ আচ্ছাদন
১৩ করিবে, কারণ চক্ষে ভূমি দেখিবে না। আর আমি
তাহার উপরে আমার জাল বিস্তার করিব,
তাহাতে সে আমার ফাঁদে ধৃত হইবে, আমি
কল্দীয়দের দেশ বাবিলে তাহাকে লইয়া যাইব ;
তথাপি সে তাহা দেখিতে পাইবে না, অথচ সেই
১৪ স্থানে মরিবে। আমি তাহার চতুর্দ্দিকস্থিত সহ-
কারী সমস্ত লোকজনকে ও তাহার সৈন্যসামন্তকে
যাবতীয় বায়ুর মুখে উড়াইয়া দিব, এবং তাহা-
১৫ দের পশ্চাৎ খড়্গ নিষ্কোষ করিব। তখন আমি
তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ও নানা-
দেশে বিকীর্ণ করিলে তাহারা জানিবে যে, আমিই
১৬ সদাপ্রভু। তথাপি আমি তাহাদের কতকগুলি
লোককে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতে অব-
শিষ্ট রাখিব ; কেননা তাহারা যে জাতিগণের
কাছে যাইবে, তাহাদের মধ্যে তাহাদিগকে
আপনাদের সমস্ত বীভৎস কার্য্য প্রচার করিতে
হইবে ; তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।
১৭ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৮ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার রুটী ভোজন কর, এবং
উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত হইয়া তোমার জল পান
১৯ কর। আর দেশের লোকদিগকে এই কথা বল,
ইস্রায়েল দেশস্থ যিরূশালেম-নিবাসীদের বিষয়ে
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা চিন্তাযুক্ত
হইয়া আপন আপন রুটী ভোজন করিবে, ত্রাসিত
হইয়া আপন আপন জল পান করিবে ; কেন
নিবাসিগণের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাদের দেশ
২০ ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্বস্বের ধ্বংস হইবে। আর বসতি
বিশিষ্ট নগর সকল উৎসন্ন ও দেশ ধ্বংসস
হইবে ; তখন তোমরা জানিবে যে, আমি
সদাপ্রভু।
২১ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকট
২২ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, "কা
বিলম্ব হইতেছে, প্রত্যেক দর্শন বিফল হইল
ইস্রায়েল দেশে তোমাদের মধ্যে প্রচলিত
২৩ কেমন প্রবাদ ? তুমি তাহাদিগকে বল, প্র
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি এই প্রব
লোপ করিব ; ইহা প্রবাদ বলিয়া ইস্রায়েলে
মধ্যে আর চলিবে না ; কিন্তু তাহাদিগকে স
কাল এবং যাবতীয় দর্শনের সফলতা সন্নিকট
২৪ বস্তুতঃ অলীক দর্শন কিম্বা চাটুবাদের মন্ত্র
২৫ ইস্রায়েল-কুলের মধ্যে আর থাকিবে না। কেন
আমি সদাপ্রভু, আমি কথা কহিব ; আমি যে
কোন কথা কহিব, তাহা অবশ্য সফল হইবে,
বিলম্ব আর হইবে না ; বস্তুতঃ, হে বিদ্রোহী
কুল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের বর্ত্তমান
সময়ে আমি কথা কহিব, এবং তাহা সফল
করিব।
২৬ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকট
২৭ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ,
ইস্রায়েল-কুল বলে, ঐ ব্যক্তি যে দর্শন পা
সে অনেক বিলম্বের কথা ; সে দূরবর্ত্তী কালে
২৮ বিষয়ে ভাবোক্তি প্রচার করিতেছে। অতএ
তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই ক
কহেন, আমার সমস্ত বাক্য সফল হইতে আ
বিলম্ব হইবে না ; আমি যে বাক্য বলিব, তা
সফল হইবে ; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

মিথ্যা ভাববাদীদের দণ্ড।

১৩ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকট
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রা-
য়েলের যে ভাববাদীরা ভাবোক্তি প্রচার করে,
তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর,
এবং যাহারা নিজ নিজ হৃদয় হইতে ভাবোক্তি
প্রচার করে, তাহাদিগকে বল, তোমরা সদা-
৩ প্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, যে নির্ব্বোধ ভাববাদিগণ আপন আপন
আত্মার এবং অপ্রাপ্ত দর্শনের অনুগমন করে,

Digitized by Google

৪ তাহারা সন্তাপের পাত্র। হে ইস্রায়েল, তোমার
ভাববাদিগণ উৎসন্ন স্থানের শৃগালের তুল্য।
৫ তোমরা প্রাচীরের কোন ফাটালে উঠ নাই, এবং
সদাপ্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াইবার জন্য ইস্রা-
৬ য়েল-কুলের নিমিত্ত বেড়াও দৃঢ় কর নাই। সদা-
প্রভু কর্তৃক প্রেরিত না হইলেও যাহারা বলে,
ইহা সদাপ্রভু বলেন, এবং সেই বাক্য সিদ্ধ
হইবে বলিয়া আশা করে, তাহারা অলীক দর্শন
৭ পায়, ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে। তোমরা কি অলীক
দর্শন পাও নাই? মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র কি পড়
নাই? কেননা আমি না বলিলেও তোমরা বলি-
তেছ, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
৮ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তোমরা অলীক বাক্য কহিতেছ, ও মিথ্যাকথারূপ
দর্শন পাইতেছ; এই নিমিত্ত দেখ, আমি তোমা-
৯ দের প্রতিকূল, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন। ফলতঃ
আমার হস্ত অলীক দর্শনপ্রাপ্ত ও মিথ্যামন্ত্রপাঠক
ভাববাদীদের প্রতিকূল হইবে; তাহারা আমার
প্রজাদের মন্ত্রিসভায় থাকিবে না, এবং ইস্রায়েল-
কুলের বংশাবলিপত্রে লিখিত হইবে না, আর
ইস্রায়েল দেশে প্রবেশ করিবে না; তাহাতে
তোমরা জানিবে যে, আমিই প্রভু সদাপ্রভু।
১০ শান্তি না হইলেও তাহারা শান্তি শান্তি বলিয়া
আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে; এবং কেহ
ভিত্তি নির্ম্মাণ করিলে, দেখ, তাহারা কলি দিয়া
১১ তাহা লেপন করে। অতএব যাহারা কলি দিয়া
তাহা লেপন করে, তাহাদিগকে বল, তাহা পতিত
হইবে, প্লাবনকারী বৃষ্টি আসিবে; হে বৃহৎ
করকা সকল, তোমরা পড়িবে, এবং প্রচণ্ড বাত্যা
১২ তাহা বিদারণ করিবে। দেখ, সেই ভিত্তি যখন
পতিত হইবে, তখন এই কথা কি তোমাদিগকে
বলা যাইবে না, তোমরা যাহা দিয়া লেপন
১৩ করিয়াছ, সেই প্রলেপ কোথায়? অতএব প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই আপন ক্রোধে
প্রচণ্ড বাত্যা দ্বারা তাহা বিদারণ করিব, আমার
কোপে প্লাবনকারী বৃষ্টি আসিবে, ও আমার
১৪ রোষে বৃহৎ করকা উহা বিনাশ করিবে। এই
প্রকারে তোমরা কলি দিয়া যে ভিত্তি লেপন
করিয়াছ, তাহা আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব, ভূমিসাৎ
করিব, তাহাতে তাহার মূল অনাবৃত হইবে;
তাহা পড়িবে, আর তাহার মধ্যে তোমাদেরও
সংহার হইবে; তাহাতে তোমরা জানিবে যে,
১৫ আমিই সদাপ্রভু। এই প্রকারে আমি সেই
ভিত্তিতে এবং কলি দিয়া তাহা লেপনকারী
ব্যক্তিদিগেতে আপন ক্রোধ সম্পন্ন করিব, এবং
তোমাদিগকে বলিব, সেই ভিত্তি আর নাই, এবং
১৬ তাহার লেপনকারিগণও নাই; অর্থাৎ যাহারা
যিরূশালেমের বিষয়ে ভাবোক্তি প্রচার করে, এবং
শান্তি না হইলেও তাহার জন্য শান্তির দর্শন
পায়, ইস্রায়েলের সেই ভাববাদিগণও নাই;
ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১৭ আর হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার জাতির
কন্যাগণ আপন আপন হৃদয় হইতে ভাবোক্তি
প্রচার করে, তুমি তাহাদের প্রতিকূলে তোমার
মুখ স্থাপন কর, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি
১৮ প্রচার কর; বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
যে স্ত্রীলোকেরা প্রাণের মৃগয়ার্থে যাবতীয় কনুই-
য়ের জন্য বালিশ সেলাই করে, ও সর্ব্ব আকৃতির
লোকের মাথার জন্য আবরণী প্রস্তুত করে,
তাহারা সন্তাপের পাত্রী। তোমরা কি আমার
প্রজাদের প্রাণ মৃগয়া করিয়া আপনাদের প্রাণ
১৯ রক্ষা করিবে? তোমরা ত দুই এক মুষ্টি যব ।
দুই এক খণ্ড রুটীর জন্য আমার প্রজাদের কাছে
আমাকে অপবিত্র করিয়াছ, ফলতঃ যে সকল
প্রাণী বধের যোগ্য নয়, তাহাদিগকে বধ করি-
বার, ও যে সকল প্রাণী বাঁচিবার যোগ্য নয়,
তাহাদিগকে বাঁচাইবার। অভিপ্রায়ে তোমরা
মিথ্যাকথা শ্রবণকারী আমার প্রজাদিগকে মিথ্যা-
২০ কথা বলিয়া থাক। অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, তোমাদের যে যে বালিশ
দ্বারা তোমরা পক্ষী শিকারের ন্যায় প্রাণ মৃগয়া
করিয়া থাক, আমি সেই সকলের প্রতিকূল;
আমি তোমাদের ভুজ হইতে সেই সকল বালিশ
লইয়া চিরিয়া ফেলিব; এবং তোমরা যাহাদিগকে
পক্ষীবৎ মৃগয়া করিয়াছ, আমি সেই সকল
২১ প্রাণকে মুক্ত করিব; আর আমি তোমাদের
আবরণী চিরিয়া ফেলিব, ও তোমাদের হস্ত হইতে
আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিব; তাহারা
মৃগয়াতে ধৃত হইবার জন্য তোমাদের হস্তগত
আর থাকিবে না; তাহাতে তোমরা জানিবে যে,
২২ আমিই সদাপ্রভু। কেননা আমি যে ধার্ম্মিককে
বিষণ্ন করি নাই, তোমরা মিথ্যাকথা দ্বারা তাহার
অন্তঃকরণ দুঃখার্ত্ত করিয়াছ, এবং দুষ্ট লোক
যাহাতে জীবনপ্রাপ্তির নিমিত্তে আপন কুপথ
হইতে না ফিরে, তদর্থে তাহার হস্ত সবল
২৩ করিয়াছ। অতএব তোমরা অলীক দর্শন আর
দেখিবে না, মন্ত্র আর পড়িবে না; এবং আমি
তোমাদের হস্ত হইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার
করিব, তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।

যিহূদীদের দুষ্টতা হেতু ভাবী দণ্ড।

১৪ পরে ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে কতক-
গুলি পুরুষ আমার নিকটে আসিয়া আমার
২ সম্মুখে বসিল। তখন সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার

Digitized by Google

৩ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, ঐ
লোকেরা আপন আপন পুত্তলিকে আপন আপন
হৃদয়ে উঠিতে দিয়াছে, ও আপন আপন দৃষ্টির
সম্মুখে আপনাদের অপরাধজনক বিঘ্ন রাখিয়াছে;
আমি কি কোন মতে উহাদিগকে আমার কাছে
৪ অনুসন্ধান করিতে দিব? অতএব তুমি উহাদের
সহিত আলাপ করিয়া উহাদিগকে বল, প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল-কুলের যে
কোন ব্যক্তি আপন পুত্তলিকে হৃদয়ে উঠিতে দেয়,
ও আপন দৃষ্টির সম্মুখে আপনার অপরাধজনক
বিঘ্ন রাখে, এবং ভাববাদীর কাছে আইসে, সেই
ব্যক্তিকে আমি সদাপ্রভু তাহার পুত্তলিগণের
৫ বাহুল্যানুসারে তদ্বিষয়ে উত্তর দিব। এইরূপে
আমি ইস্রায়েল-কুলকে তাহাদের হৃদয়রূপ
ফাঁদে ধরিব, কেননা আপন আপন পুত্তলিগণের
অনুরাগে তাহারা সকলে আমা হইতে পরাঙ্মুখ
হইয়াছে।
৬ অতএব তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ফির, তোমাদের
পুত্তলিগণ হইতে বিমুখ হও, তোমাদের সমস্ত
৭ বীভৎস কার্য্য হইতে বিমুখ হও। কেননা ইস্রা-
য়েল-কুলের মধ্যে ও ইস্রায়েলে প্রবাসকারী
বিদেশীদের মধ্যে যে কেহ আমা হইতে আপনাকে
বিভিন্ন করে, আপন পুত্তলিগণকে হৃদয়ে উঠিতে
দেয়, ও আপন দৃষ্টির সম্মুখে অপরাধজনক বিঘ্ন
রাখে, সে যদি আমার কাছে অনুসন্ধান করিবার
জন্য ভাববাদীর কাছে আইসে, তবে আমি
৮ সদাপ্রভু আপনি তাহাকে উত্তর দিব। ফলতঃ
আমি সেই মনুষ্যের প্রতিকূলে মুখ রাখিব, এবং
তাহাকে অভিজ্ঞান ও দৃষ্টান্তের জন্য বিস্ময়াস্পদ
করিব, এবং আমার প্রজাদের মধ্য হইতে তাহাকে
উচ্ছিন্ন করিব; তাহাতে তোমরা জানিবে যে,
৯ আমিই সদাপ্রভু। কোন ভাববাদী যদি প্ররো-
চনায় সম্মত হইয়া কথা কহে, তবে [জানিও,]
আমিই সদাপ্রভু সেই ভাববাদীকে প্ররোচনা
করিয়াছি; আমি তাহার বিরুদ্ধে আপন হস্ত
বিস্তার করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্য
১০ হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। এইরূপে তাহারা
আপন আপন অপরাধের ভার বহিবে; ঐ অনু-
সন্ধানার্থী ব্যক্তি ও ভাববাদী উভয়ের সমান দশা
১১ হইবে। ইহার অভিপ্রায় এই, যেন ইস্রায়েল-
কুল আর আমা হইতে বিপথগামী না হয়, এবং
আপনাদের সমস্ত অধর্ম্ম দ্বারা আর আপনা-
দিগকে অশুচি না করে; তাহাতে তাহারা আমার
প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব,
ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।
১২ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৩ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, কোন দেশ
সত্যলঙ্ঘন দ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিলে
যখন আমি তাহার প্রতিকূলে আপন হস্ত বিস্তার
করি, তাহার অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গি, ও তাহার মধ্যে
দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিয়া তথাকার মনুষ্য ও পশুগণকে
১৪ উচ্ছিন্ন করি; তখন তাহার মধ্যে যদি নোহ,
দানিয়েল ও ইয়োব এই তিন ব্যক্তি থাকে,
তবে তাহারা আপন আপন ধার্ম্মিকতায় আপন
আপন প্রাণমাত্র রক্ষা করিবে, ইহা প্রভু সদা-
১৫ প্রভু কহেন। আমি যদি দেশের সর্ব্বত্র হিংস্র
পশুদিগকে প্রেরণ করি, ও তাহারা লোকদিগকে
নিঃসন্তান করে, এবং দেশ ধ্বংসস্থান ও পশুর
১৬ ভয়ে পথিকহীন হয়, অথচ তাহার মধ্যে ঐ তিন
ব্যক্তি থাকে, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার
জীবনের দিব্য, তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে
উদ্ধার করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই
উদ্ধার পাইবে, কিন্তু দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া
১৭ যাইবে। অথবা 'দেশের সর্ব্বত্র খড়্গ গমন করুক,'
এই আজ্ঞা করিয়া যদি আমি দেশের বিরুদ্ধে
খড়্গ আনিয়া তথাকার মনুষ্য ও পশু সকল
১৮ উচ্ছিন্ন করি, অথচ তাহার মধ্যে ঐ তিন ব্যক্তি
থাকে, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের
দিব্য, তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে উদ্ধার
করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই উদ্ধার
১৯ পাইবে। অথবা আমি যদি দেশে মহামারী
প্রেরণ করি, এবং তথাকার মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন
করিবার জন্য তাহার উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া
২০ রক্ত বহাই, অথচ দেশের মধ্যে নোহ, দানিয়েল
ও ইয়োব থাকে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমার জীবনের দিব্য, তাহারাও পুত্র কি কন্যাকে
উদ্ধার করিতে পারিবে না; আপন আপন
ধার্ম্মিকতায় আপন আপন প্রাণমাত্র উদ্ধার
২১ করিবে। কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
এমন যদি হয়, তবে আমি মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন
করণার্থে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আমার চারি
মহাদণ্ড, অর্থাৎ খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র পশু ও
২২ মহামারী প্রেরণ করিলে কি না ঘটিবে? তথাপি
দেখ, তাহার মধ্যে রক্ষাপ্রাপ্ত কতকগুলি পুত্রকন্যা
বাহিরে আনীত হইবে, দেখ, তাহারা তোমাদের
কাছে আসিবে, এবং তোমরা তাহাদের আচার
ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড দেখিবে; তাহাতে আমি
যিরূশালেমের উপরে যে সকল অমঙ্গল বর্ত্তাই-
য়াছি, তাহার উপরে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত
করিয়াছি, তাহার বিষয়ে তোমরা সান্ত্বনা প্রাপ্ত
২৩ হইবে। ফলতঃ উহারা তোমাদিগকে সান্ত্বনা
করিবে; কেননা তাহাদের আচার ব্যবহার ও
ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া তোমরা বুঝিবে, আমি তাহার
মধ্যে যাহা করিয়াছি, তাহার কিছুই অকারণে
করি নাই, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

Digitized by Google

১৫ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, অন্য
সকল গাছ অপেক্ষা দ্রাক্ষালতার গাছ, বনজ
বৃক্ষগণের মধ্যে দ্রাক্ষালতার শাখা, কিসে শ্রেষ্ঠ ?
৩ কোন কার্য্যের নিমিত্তে কি তাহা হইতে কাষ্ঠ
গ্রহণ করা যায় ? কিম্বা কোন পাত্র ঝুলাইবার
৪ জন্য কি তাহাতে দাণ্ডা নির্ম্মিত হয় ? দেখ, তাহা
ভক্ষ্যরূপে অগ্নিতে দেওয়া যায় ; অগ্নি তাহার
দুই অগ্রভাগ গ্রাস করিল, মধ্যদেশ দগ্ধ হইল ;
৫ তাহা কি আর কোন কার্য্যে লাগিবে ? দেখ,
অবিকল থাকিতে যাহা কোন কার্য্যে লাগিত না,
যখন অগ্নিভক্ষিত হইল, দগ্ধ হইল, তখন তাহা
আর কি কোন কার্য্যে লাগিতে পারিবে ?
৬ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি
যেমন অগ্নিভক্ষিত হইবার জন্য বনের গাছ
সকলের মধ্যে দ্রাক্ষালতার গাছ নিরূপণ করি-
য়াছি, তেমনি যিরূশালেম-নিবাসী লোকদিগকে
৭ নিরূপণ করিলাম। আমি তাহাদের প্রতিকূলে
মুখ রাখিব ; অগ্নি হইতে উত্তীর্ণ হইলেও অগ্নি
তাহাদিগকে গ্রাস করিবে, তাহাতে আমি তাহা-
দের প্রতিকূলে মুখ রাখিলে তোমরা জানিবে যে,
৮ আমিই সদাপ্রভু। আর আমি দেশ ধ্বংসস্থান
করিব, কারণ তাহারা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছে ; ইহা
প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

ভ্রষ্টা স্ত্রীর উপমায় যিহূদীদের ভ্রষ্টতার বর্ণনা।

১৬ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
যিরূশালেমকে তাহার বীভৎস কার্য্য সকল জ্ঞাত
৩ কর। তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু যিরূশালেমকে
এই কথা কহেন, তোমার উৎপত্তি ও জন্মস্থান
কনানীয়দের দেশ, তোমার পিতা ইমোরীয় ও
৪ মাতা হিত্তীয়া। তোমার জন্মের বৃত্তান্ত এই ; তুমি
যে দিন জন্মিয়াছিলে, তোমার নাড়ী কাটা হয়
নাই, এবং তোমাকে পরিষ্কার করণার্থে জলে স্নান
করান হয় নাই, তুমি লবণে মক্ষিতা বা পটিতে
৫ বেষ্টিতা হও নাই। তোমার প্রতি কেহ স্নেহদৃষ্টি
করিয়া কৃপা সহকারে ইহার কোন কার্য্য করে নাই,
কিন্তু তুমি জন্মদিনে আপন স্বাভাবিক ঘৃণার্হ
৬ অবস্থাতে মাঠে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলে। তখন আমি
তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে
তোমার রক্তমধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিলাম, এবং
'তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও,'
এই কথা তোমাকে কহিলাম ; হাঁ, 'তুমি নিজ
রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও,' এই কথা কহি-
৭ লাম। আমি তোমাকে ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিজ্জের ন্যায়
অতি বর্দ্ধিতা করিলাম, তাহাতে তুমি বৃদ্ধি পাইয়া
বড় হইয়া উঠিলে, গণ্ডদেশের প্রফুল্লতা প্রাপ্তা
হইলে, তোমার স্তনযুগল পীন ও কেশ দীর্ঘ হইল ;
৮ কিন্তু তুমি বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলে। তখন আমি
তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে অব-
লোকন করিলাম, দেখ, তোমার সময় প্রেমের
সময়, এই জন্য আমি তোমার উপরে আপন বস্ত্র
বিস্তার করিয়া তোমার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করি-
লাম ; এবং প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি শপথ
করিয়া তোমার সহিত নিয়ম স্থির করিলাম,
৯ তাহাতে তুমি আমার হইলে। অনন্তর আমি
তোমাকে জলে স্নান করাইলাম, তোমার গাত্র
হইতে সমস্ত রক্ত ধৌত করিলাম, আর তৈল
১০ মর্দ্দন করিলাম। পরে আমি তোমাকে বিচিত্র
পরিচ্ছদ পরাইলাম, তহশচর্ম্মের পাদুকা পরাই-
লাম, এবং তোমাকে শুভ্র ক্ষৌম শিরোবেষ্টনে
আচ্ছাদিতা ও পট্টবস্ত্রে বিভূষিতা করিলাম।
১১ পরে তোমাকে আভরণ পরাইলাম, তোমার হস্তে
১২ কঙ্কণ ও গলদেশে হার দিলাম। আমি নাসিকাতে
১৩ নথ, কর্ণে দুল ও মস্তকে চারু মুকুট দিলাম। এই
প্রকারে তুমি স্বর্ণে ও রৌপ্যে বিভূষিতা হইলে ;
তোমার বস্ত্র শুভ্র ক্ষৌম সূত্র ও পট্ট দ্বারা নির্ম্মিত
এবং শিল্পকর্ম্মে বিচিত্র হইল, তুমি উত্তম সূজী,
মধু ও তৈল ভোজন করিতে, এবং পরম সুন্দরী
১৪ হইয়া অবশেষে রাজ্ঞীর পদ প্রাপ্ত হইলে। আর
তোমার সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তি জাতিগণের মধ্যে
ব্যাপিল, কেননা প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি
তোমাকে যে শোভা দিয়াছিলাম, তাহা দ্বারা
তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল।
১৫ পরে তুমি আপন সৌন্দর্য্যে নির্ভর করিয়া নিজ
কীর্ত্তির অভিমানে ব্যভিচারিণী হইলে ; যে কেহ
তোমার নিকট দিয়া যাইত, তাহার উপরে আপ-
নার ব্যভিচাররূপ জল সেচন করিতে ; তাহার
১৬ ভোগ হইত। আর তুমি আপনার কোন কোন
বস্ত্র লইয়া আপনার জন্য চিত্রবিচিত্র উচ্চস্থলী
প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে বেশ্যাক্রিয়া করিতে,
১৭ কিন্তু এরূপ হইবেও না, হইবারও নয়। আর
আমার সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত যে সকল
চারু আভরণ আমি তোমাকে দিয়াছিলাম, তুমি
তাহা লইয়া পুরুষাকৃতি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া
১৮ তাহাদের সহিত ব্যভিচার করিতে। আর তুমি
আপন বিচিত্র বস্ত্র সকল লইয়া তাহাদিগকে
পরিধান করাইতে, এবং আমার তৈল ও ধূপ
১৯ তাহাদের সম্মুখে রাখিতে। আর আমি আপ-
নার সূক্ষ্ম সূজী, তৈল ও মধু প্রভৃতি যে সমস্ত
খাদ্য তোমাকে খাইতে দিয়াছিলাম, তাহা তুমি
সৌরভার্থে তাহাদের সম্মুখে রাখিতে ; তাহা
২০ সত্য, ইহা সদাপ্রভু কহেন। আর তুমি, আমার

Digitized by Google

জন্য প্রসূত তোমার যে পুত্রকন্যাগণ, তাহাদিগকে
লইয়া ভক্ষ্যরূপে উহাদের কাছে উৎসর্গ করিয়াছ।
২১ তোমার ব্যভিচার কি ক্ষুদ্র বিষয় যে, তুমি আমার
বালকগণকেও হনন করিয়া উৎসর্গ করিয়াছ
উহাদের জন্য [অগ্নির মধ্য দিয়া] গমন করাই-
২২ য়াছ? আপনার সমস্ত বীভৎস কার্য্যে ও ব্যভিচারে
মগ্ন হওয়াতে তুমি আপন যৌবনাবস্থার সময়,
অর্থাৎ যে সময়ে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলে,
নিজ রক্তে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলে, তাহা মনে কর
২৩ নাই। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, ধিক্‌, ধিক্‌ তোমাকে!
২৪ কেননা তোমার এই সকল দৌর্জন্যের পরে তুমি
আপনার নিমিত্ত টিকরস্থান নির্ম্মাণ, ও প্রত্যেক
২৫ চকে উচ্চস্থান প্রস্তুত করিয়াছ। প্রত্যেক পথের
মস্তকে তুমি আপনার উচ্চস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ,
আপন শ্রী বিশ্রী করিয়াছ, প্রত্যেক পথিকের জন্য
আপনার পাদদ্বয় বিস্তার করিয়াছ, এবং আপন
২৬ বেশ্যাক্রিয়া বাড়াইয়াছ। আরও তুমি আপনার
প্রতিবাসী স্থূলমাংস মিস্রীয়দের সহিত ব্যভি-
চার করিয়াছ, এবং আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে
২৭ তোমার বেশ্যাক্রিয়া আরও বাড়াইয়াছ। অতএব
দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়া
তোমার প্রাত্যহিক বৃত্তি ন্যূন করিলাম; এবং
তোমার বৈরিণীদের ইচ্ছায়, অর্থাৎ যে পলেষ্টীয়-
দের কন্যারা তোমার কুকর্ম্মের ব্যবহারে লজ্জিতা
হইয়াছে, তাহাদের ইচ্ছায় তোমাকে সমর্পণ
২৮ করিলাম। আরও তুমি তৃপ্ত না হওয়াতে অশূ-
রীয়দের সহিত বেশ্যাক্রিয়া করিয়াছ; কিন্তু
তাহাদের সহিত ব্যভিচার করিলেও তৃপ্ত হও
২৯ নাই। আর তুমি কনান দেশে, কল্‌দিয়া পর্য্যন্ত
আপন ব্যভিচার বৃদ্ধি করিয়াছ, কিন্তু ইহাতেও
৩০ তৃপ্ত হইলে না। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আহা!
তোমার হৃদয় কেমন কামাতুর! তজ্জন্য তুমি
স্বৈরিণী বেশ্যার যোগ্য এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ;
৩১ তুমি প্রত্যেক পথের মস্তকে আপন টিকরস্থান
নির্ম্মাণ, ও প্রত্যেক চকে আপন উচ্চস্থান প্রস্তুত
করিয়াছ; তুমি বেশ্যাবৎ না হইয়া পণ অবজ্ঞা
৩২ করিয়াছ। ব্যভিচারিণী স্ত্রী! তুমি আপন স্বামীর
৩৩ পরিবর্ত্তে জারগণকে গ্রহণ করিতে। লোকে
বেশ্যামাত্রকেই মুদ্রা দেয়, কিন্তু তুমি আপনার
প্রেমিকমাত্রকেই উপহার দিয়াছ, এবং তোমার
বেশ্যাবৃত্তিক্রমে তাহারা যেন সর্ব্বদিক্‌ হইতে
তোমার কাছে আইসে, এই জন্য তাহাদিগকে
৩৪ উৎকোচ দিয়াছ। ইহাতে অন্যান্য স্ত্রী হইতে
তোমার বেশ্যাবৃত্তি বিপরীত, ফলতঃ লোকেরা
ব্যভিচারার্থে তোমার পশ্চাদ্গামী হয় না, আর
তুমি কিছু পণ না লইয়া পণ দিয়া থাক, ইহাতেই
তোমার ক্রিয়া বিপরীত হইয়াছে।
৩৫ অতএব হে বেশ্যে, সদাপ্রভুর বাক্য শুন;
৩৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার তাম্র
ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তোমার প্রেমিক-
গণের সহিত তোমার ব্যভিচার হেতু তোমার
উলঙ্গতা অনাবৃত হইয়াছে, সে জন্য, এবং তোমার
যাবতীয় বীভৎস পুত্তলির জন্য, আর তুমি তাহা-
দিগকে যে রক্ত দিয়াছ, তোমার সন্তানগণের সেই
৩৭ রক্তের জন্য, দেখ, তুমি যাহাদের সঙ্গে রমণ
করিয়াছ, তোমার সেই সমস্ত প্রেমিককে, এবং
তোমার প্রেমের কিম্বা দ্বেষের পাত্র সকলকে আমি
একত্র করিব; হাঁ, তোমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিক্‌
হইতে তাহাদিগকে একত্র করিব, পরে তাহাদের
সম্মুখে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করিব, তাহাতে
৩৮ তাহারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখিবে। আর
সতীধর্ম্মভ্রষ্টা ও রক্তপাতকারিণী স্ত্রীলোকদিগের
বিচারের ন্যায় আমি তোমার বিচার করিব,
এবং ক্রোধের ও অন্তর্জ্বালার রক্ত তোমার উপরে
৩৯ উপস্থিত করিব। আমি তাহাদের হস্তে তোমাকে
সমর্পণ করিব, তাহাতে তাহারা তোমার টিকর-
স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তোমার উচ্চস্থান সকল
উৎপাটন করিবে, তোমাকে বিবস্ত্রা করিবে, এবং
তোমার চারু আভরণ সকল হরণ করিবে; তাহারা
তোমাকে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী করিয়া রাখিবে।
৪০ আর তাহারা তোমার বিরুদ্ধে সমাজ আনিবে,
প্রস্তরাঘাতে তোমাকে বধ করিবে, ও আপন
৪১ আপন খড়্গ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিবে; এবং তোমার
গৃহ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, ও অনেক স্ত্রীলো-
কের সাক্ষাতে তোমাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিবে;
এইরূপে আমি তোমার ব্যভিচারক্রিয়া ক্ষান্ত
৪২ করাইব, তুমি আর পণ দিবে না। আমি তোমার
প্রতি আপন কোপ শমিত করিব, তাহাতে
তোমার উপর হইতে আমার অন্তর্জ্বালা যাইবে,
৪৩ আমি ক্ষান্ত হইব, আর অসন্তুষ্ট হইব না। তুমি
আপন যৌবনাবস্থা স্মরণ না করিয়া এই সকল
বিষয়ে আমাকে ক্রোধান্বিত করিয়াছ; অতএব
দেখ, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমিও তোমার
কার্য্যের ফল তোমার মস্তকে দিব; ঐ সকল
বীভৎস আচরণের পরে তোমাকে আর কুকর্ম্ম
করিতে দিব না।
৪৪ দেখ, যে কেহ প্রবাদ ব্যবহার করে, সে তোমার
বিরুদ্ধে এই প্রবাদ ব্যবহার করিবে, যেমন মাতা
৪৫ তেমনি কন্যা। তুমি নিজ মাতার কন্যা, সেও
আপন স্বামীকে ও বালকগণকে ঘৃণা করিত;
এবং তুমি নিজ ভগিনীদের ভগিনী, তাহারাও
আপন আপন স্বামী ও বালকগণকে ঘৃণা করিত;
তোমাদের মাতা হিত্তীয়া ও পিতা ইমোরীয়
৪৬ ছিল। তোমার বড় ভগিনী শমরিয়া আপন
কন্যাগণের সহিত তোমার বামদিকে বসতি
করে; এবং তোমার ছোট ভগিনী সদোম আপন

Digitized by Google

কন্যাগণের সহিত তোমার দক্ষিণে বসতি করে।
৪৭ কিন্তু তুমি যে তাহাদের পথে গমন করিয়াছ ও
তাহাদের বীভৎস ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করিয়াছ,
তাহা নহে, বরং উহা লঘু বিষয় বলিয়া আপনার
সমস্ত আচার ব্যবহারে তাহাদের হইতেও ভ্রষ্টা
৪৮ হইয়াছ। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের
দিব্য, তোমার ভগিনী সদোম ও তাহার কন্যাগণ
তোমার মত ও তোমার কন্যাদের মত ক্রিয়া করে
৪৯ নাই। দেখ, তোমার ভগিনী সদোমের এই
অপরাধ ছিল; তাহার ও তাহার কন্যাদিগের
দর্প, ভক্ষ্যের পূর্ণতা এবং নিশ্চিন্ততাযুক্ত শান্তি
ছিল; আর সে দুঃখী ও দরিদ্রের হস্ত সবল
৫০ করিত না। তাহারা অহঙ্কারিণী ছিল ও আমার
সাক্ষাতে বীভৎস কার্য্য করিত, অতএব আমি
৫১ তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে দূর করিলাম। আর
শমরিয়া তোমার পাপের অর্দ্ধেক পাপও করে
নাই, কিন্তু তুমি আপন বীভৎস ক্রিয়া তাহাদের
হইতেও অধিক বাড়াইয়াছ, এবং আপনার কৃত
সমস্ত বীভৎস ক্রিয়া দ্বারা আপন ভগিনীদিগকে
৫২ ধার্ম্মিক করিয়াছ। তুমি আপন অপমান ভোগ
কর, কেননা তুমি তোমার ভগিনীদের পক্ষে
বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছ; তুমি যে সকল পাপ-
কার্য্য দ্বারা তাহাদের অপেক্ষা অধিক ঘৃণার্হ
হইয়াছ, তৎপ্রযুক্ত তাহারা তোমা অপেক্ষা
ধার্ম্মিক হইয়াছে; অতএব তুমিও লজ্জিতা হও,
নিজ অপমান ভোগ কর, কেননা তুমি আপন
৫৩ ভগিনীদিগকে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন করিয়াছ। আমি
তাহাদিগকে বন্দিত্ব হইতে, অর্থাৎ সদোম ও
তাহার কন্যাদিগকে বন্দিত্ব হইতে, এবং শমরিয়া
ও তাহার কন্যাদিগকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া
আনিব, এবং তাহাদের মধ্যে তোমার বন্দিদিগকে
৫৪ বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব। তাহাতে তুমি
আপন ভগিনীদের সান্ত্বনার কারণ হইয়া যাহা
যাহা করিয়াছ, সেই সকল ক্রিয়া প্রযুক্ত আপন
৫৫ অপমান ভোগ করতঃ অপমানিত হইবে। তোমার
ভগিনীরা, সদোম ও তাহার কন্যাগণ, পূর্ব্বদশা
প্রাপ্ত হইবে, এবং শমরিয়া ও তাহার কন্যাগণ
পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইবে, এবং তুমি ও তোমার
৫৬ কন্যাগণ পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইবে। তোমার আত্ম-
শ্লাঘার সময়ে তুমি আপন ভগিনী সদোমের
৫৭ নাম জিহ্বাগ্রে আনিতে না; তখন তোমার
দৌর্জন্য প্রকাশ পায় নাই; [পাইলে পর]
তোমার তুচ্ছকারিণী অরামের কন্যারা ও তাহার
চতুর্দ্দিক্-নিবাসিনী সকলে, পলেষ্টীয়দের
কন্যারা, চারিদিকে তোমাকে টিট্‌কারি দিল।
৫৮ সদাপ্রভু কহেন, তুমি আপন কুকর্ম্মের ও আপন
বীভৎস আচরণেরই ভার বহন করিয়াছ।
৫৯ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি শপথ
অবজ্ঞা করিয়া নিয়ম ভঙ্গ করাতে যেরূপ কর্ম্ম
করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার
৬০ করিব। তথাপি তোমার যৌবনাবস্থায় তোমার
সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা আমি
স্মরণ করিব, এবং তোমার পক্ষে অনন্তকালস্থায়ী
৬১ এক নিয়ম করিব। তখন তুমি আপন আচার
ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হইবে; কেননা
আপনার ভগিনীদিগকে, বড় ও ছোট উভয়কে,
গ্রহণ করিবে; আর আমি তাহাদিগকে কন্যা-
দের ন্যায় তোমাকে দিব, কিন্তু তোমার নিয়ম-
৬২ ক্রমে নয়। এইরূপে আমিই তোমার সহিত
আপন নিয়ম স্থির করিব; তাহাতে তুমি জানিবে
৬৩ যে, আমিই সদাপ্রভু। আমি যখন তোমার
ক্রিয়া সকল মার্জ্জনা করিব, তখন তুমি [তাহা]
স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হইবে, ও নিজ অপমান
প্রযুক্ত আর এক কথাও কহিবে না, ইহা প্রভু
সদাপ্রভু বলেন।

যিহূদার রাজকীয় কুলের ভোগ্য শাস্তি।

১৭ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল; হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
ইস্রায়েল-কুলের কাছে নিগূঢ় বাক্য ও উপমা
৩ উত্থাপন কর। তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, এক প্রকাণ্ড উৎক্রোশ পক্ষী ছিল;
তাহার পক্ষ বৃহৎ ও পালখ সকল দীর্ঘ ও চিত্র-
বিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ; ঐ পক্ষী লিবানোনে
আসিয়া এরসবৃক্ষের উচ্চতম শাখা লইয়া গেল;
৪ সে তাহার পল্লবের অগ্রভাগ কাটিয়া বাণিজ্যের
দেশে লইয়া গিয়া ব্যবসায়ীদের এক নগরে
৫ রাখিল; আর সে ঐ ভূমির একটী বীজ গ্রহণ
করিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্রে লাগাইয়া দিল; সে জল-
রাশির সমীপে তাহা রাখিল; বাইশী বৃক্ষের
৬ ন্যায় তাহা রোপণ করিল; পরে তাহা বৃদ্ধি
পাইয়া খর্ব্ব অথচ বিস্তারিত দ্রাক্ষালতা হইল;
তাহার শাখা ঐ উৎক্রোশ পক্ষীর অভিমুখ
হইল, ও সেই পক্ষীর নীচে তাহার মূল থাকিল;
এই প্রকারে সে দ্রাক্ষালতা হইয়া শাখাবিশিষ্ট ও
৭ পল্লবিত হইল। কিন্তু বৃহৎ পক্ষ ও অনেক লোম-
বিশিষ্ট আর এক প্রকাণ্ড উৎক্রোশ পক্ষী ছিল,
আর দেখ, ঐ দ্রাক্ষালতা জলে সেচিত হইবার
জন্য আপনার রোপণস্থান কেয়ারী হইতে তাহার
দিকে মূল বক্র করিয়া আপন শাখা বিস্তার
৮ করিল। সে জলরাশির নিকটে উর্ব্বরা ভূমিতে
রোপিত হইয়াছিল, সুতরাং বহুশাখায় ভূষিতা
ও ফলবতী হইয়া উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষালতা হইতে
৯ পারিত। তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা

Digitized by Google

কহেন, সে কি কৃতকার্য্য হইবে ? তাহার মূল কি
উৎপাটিত হইবে না ? তাহার ফল কি কাটা
যাইবে না ? সে শুষ্ক হইবে, ও তাহার পল্লবের
নবীন ডগা সকল ম্লান হইবে। তাহার মূল হইতে
তাহাকে তুলিয়া লইতে বলবান হস্তের ও অনেক
১০ সৈন্যেরও সাধ্য হইবে না। আর দেখ, সে
রোপিত হইয়াছে বলিয়া কি কৃতকার্য্য হইবে ?
পূর্ব্বীয় বায়ুস্পর্শে সে কি একেবারে শুষ্ক হইবে
না ? সে আপন প্ররোহস্থান ঐ কেয়ারীতে অবশ্য
শুষ্ক হইয়া পড়িবে।
১১ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১২ উপস্থিত হইল, তুমি সেই বিদ্রোহী কুলকে এই
কথা বল, তোমরা কি ইহার তাৎপর্য্য জান না ?
তাহাদিগকে বল, দেখ, বাবিল-রাজ যিরূশালেমে
আসিয়া তাহার রাজাকে ও অধ্যক্ষগণকে স্বস্থান
১৩ বাবিলে লইয়া গেল। আর সে রাজবংশের একটী
বীজ লইয়া তাহার সহিত নিয়ম করিল, শপথ
দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিল, এবং দেশের পরাক্রমী
১৪ লোকদিগকে লইয়া গেল ; যেন রাজ্যটী খর্ব্ব হয়,
অভিমানী না হয়, কিন্তু তাহার নিয়ম পালন
১৫ করিয়া যেন স্থির থাকে। কিন্তু সে তাহার
বিদ্রোহী হইয়া অশ্ব ও অনেক সৈন্য পাইবার
জন্য মিসরে দূত পাঠাইয়া দিল। সে কি কৃত-
কার্য্য হইবে ? এমন কার্য্য যে করে, সে কি রক্ষা
পাইবে ? সে ত নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, তবে কি
১৬ নিস্তার পাইবে ? প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমার জীবনের দিব্য, যে রাজা তাহাকে রাজা
করিল, যাহার শপথ সে তুচ্ছ করিল, ও যাহার
নিয়ম সে ভঙ্গ করিল, সেই রাজার বাসস্থানে ও
তাহারই নিকটে বাবিলের মধ্যে সে মরিবে।
১৭ আর অনেক লোকের প্রাণ বিনাশার্থে জাঙ্গাল
বদ্ধ ও উচ্চগৃহ নির্ম্মিত হইলে ফরৌণ পরাক্রান্ত
বাহিনী ও মহাসমাজ দ্বারা যুদ্ধে তাহার সাহায্য
১৮ করিবে না। সে ত শপথ অবজ্ঞা করিয়া নিয়ম
ভঙ্গ করিয়াছে ; হাঁ, দেখ, হাত যোড় করিবার
পরেও সে এই সকল কার্য্য করিয়াছে, সে রক্ষা
১৯ পাইবে না। অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমার জীবনের দিব্য, সে আমারই শপথ
অবজ্ঞা করিয়াছে, আমারই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে,
অতএব আমি ইহার ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইব।
২০ আর আমি আপন জাল তাহার উপরে পাতিব,
সে আমার ফাঁদে ধৃত হইবে ; আমি তাহাকে
বাবিলে লইয়া যাইব, এবং সে আমার বিরুদ্ধে
যে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছে, তন্নিমিত্ত সেখানে
২১ আমি তাহার বিচার করিব। তাহার সকল
সৈন্যের মধ্যে যত লোক পলাইবে, সকলেই খড়্গে
পতিত হইবে, এবং অবশিষ্ট লোকেরা যাবতীয়
বায়ুর দিকে ছিন্নভিন্ন হইবে ; তাহাতে
তোমরা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু এই কথা
বলিয়াছি।
২২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই এরস-
বৃক্ষের উচ্চতম শাখার একটী কলম লইয়া রোপণ
করিব, হাঁ, তাহার পল্লব সকলের অগ্র হইতে
অতি কোমল একটী পল্লব ভাঙ্গিয়া লইয়া উচ্চ ও
২৩ উন্নত পর্ব্বতে রোপণ করিব। ফলতঃ ইস্রায়েলের
উচ্চতার পর্ব্বতে তাহা রোপণ করিব ; তাহাতে
তাহা বহুশাখ ও ফলবান হইয়া বিশাল এরসবৃক্ষ
হইয়া উঠিবে ; তাহার তলে সর্ব্বজাতীয় সকল
পক্ষী বাসা করিবে, তাহার শাখার ছায়াতেই
২৪ বাসা করিবে। তাহাতে ক্ষেত্রের যাবতীয় বৃক্ষ
জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু উচ্চ বৃক্ষকে খর্ব্ব, ও
খর্ব্ব বৃক্ষকে উচ্চ করি, এবং সতেজ বৃক্ষকে শুষ্ক,
ও শুষ্ক বৃক্ষকে সতেজ করি ; আমি সদাপ্রভু ইহা
বলিলাম, আর ইহা সিদ্ধ করিব।

ঈশ্বরের বিচার। মনঃপরিবর্ত্তনার্থ আহ্বান।

১৮ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, 'পিতৃপুরুষেরা অম্ল দ্রাক্ষা-
ফল খাইলে সন্তানদের দাঁত টকিয়া যায়,' এই
যে প্রবাদ তোমরা ইস্রায়েল দেশের বিষয়ে বল,
৩ ইহাতে তোমাদের অভিপ্রায় কি ? প্রভু সদাপ্রভু
কহেন, আমার জীবনের দিব্য, ইস্রায়েলের মধ্যে
তোমাদের এই প্রবাদের ব্যবহার আর করিতে
৪ হইবে না। দেখ, যাবতীয় প্রাণ আমার ; যেমন
পিতার প্রাণ আমার, তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও
আমার ; যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে।
৫ পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ধার্ম্মিক হয় এবং ন্যায়
৬ ও ধর্ম্মাচরণ করে, পর্ব্বতের উপরে ভোজন কি
ইস্রায়েল-কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত না
করে, আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে ভ্রষ্টা না করে,
৭ ও ঋতুমতী স্ত্রীর নিকটেও না যায় ; এবং কাহারও
প্রতি দৌরাত্ম্য না করে, ঋণীকে বন্ধক ফিরাইয়া
দেয়, কাহারও দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ না করে,
৮ ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দেয়, সুদের লোভে
ঋণ না দেয়, কিছু বৃদ্ধি না লয়, অন্যায় হইতে
আপন হস্ত ফিরায় ; মনুষ্যদের মধ্যে যথার্থ
বিচার করে, আমার বিধিমতে আচরণ করে,
৯ এবং সত্য আচরণের উদ্দেশ্যে আমার শাসন-
কলাপ পালন করে, তবে সেই ব্যক্তি ধার্ম্মিক ;
প্রভু সদাপ্রভু কহেন, সে অবশ্য বাঁচিবে।
১০ কিন্তু সেই ব্যক্তির পুত্র যদি দস্যু ও রক্তপাত-
কারী হয়, এবং পরের প্রতি সেই প্রকার কোন
১১ একটা কার্য্য করে ; অর্থাৎ পিতা যাহা যাহা করে
নাই, [তাহা যদি করে,] যদি পর্ব্বতের উপরে

Digitized by Google

ভোজন করে, ও আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে ভ্রষ্টা
১২ করে, দুঃখী দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করে, পরের
দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, বন্ধক দ্রব্য
ফিরাইয়া না দেয়, এবং পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টি-
১৩ পাত করে ও বীভৎস কার্য্য করে; যদি সুদের
লোভে ঋণ দেয়, ও বৃদ্ধি লয়, তবে সে কি
বাঁচিবে? সে বাঁচিবে না; সে এই সকল বীভৎস
কার্য্য করিয়াছে; সে অবশ্য মরিবে; তাহার রক্ত
তাহারই উপরে বর্ত্তিবে।

১৪ আবার দেখ, ইহার পুত্র যদি আপন পিতার
কৃত সমস্ত পাপ দেখিয়া বিবেচনা করে, ও তদনু-
১৫ যায়ী কার্য্য না করে, পর্ব্বতের উপরে ভোজন
না করে, ইস্রায়েল-কূলের পুত্তলিগণের প্রতি
দৃষ্টিপাত না করে, আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে
১৬ ভ্রষ্টা না করে, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য না করে,
বন্ধক দ্রব্য না রাখে, কাহারও দ্রব্য বলপূর্ব্বক
অপহরণ না করে, কিন্তু ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে
১৭ বস্ত্র দান করে, দুঃখী লোকের উপদ্রব হইতে
আপন হস্ত নিবারণ করে, সুদ বা বৃদ্ধি না লয়,
আমার শাসন সকল পালন করে, ও আমার
বিধিপথে গমন করে, তবে সে আপন পিতার
১৮ অপরাধে মরিবে না, সে অবশ্য বাঁচিবে। কিন্তু
তাহার পিতা ভারী উপদ্রব করিত, ভ্রাতার দ্রব্য
বলপূর্ব্বক অপহরণ করিত, স্বজাতীয় লোকদের
মধ্যে অসৎকর্ম্ম করিত; তাই দেখ, সে আপন
১৯ অপরাধে মরিল। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, "সেই
পুত্র কেন পিতার অপরাধ বহন করে না?" যখন
পুত্র ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, এবং আমার বিধি
সকল রক্ষা করে ও পালন করে; সে অবশ্য
২০ বাঁচিবে। যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে;
পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের
অপরাধ পিতা বহন করিবে না, ধার্ম্মিকের ধার্ম্মি-
কতা ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে।
২১ অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপনার কৃত সমস্ত
পাপ হইতে ফিরে, ও আমার বিধি সকল পালন
করে, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সে
২২ অবশ্য বাঁচিবে; সে মরিবে না। তাহার পূর্ব্বকৃত
কোন অধর্ম্ম তাহার বলিয়া স্মরণে আনা যাইবে
না; সে যে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, তাহা দ্বারা
২৩ বাঁচিবে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দুষ্ট
লোকের মরণে কি আমার কিছু প্রীতি আছে?
বরং সে আপন কুপথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে,
২৪ ইহাতে কি আমার প্রীতি হয় না? আর ধার্ম্মিক
লোক যদি আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া
অন্যায় করে, ও দুষ্টের কৃত সমস্ত বীভৎস
ক্রিয়ানুরূপ আচরণ করে, তবে সে কি বাঁচিবে?
তাহার কৃত কোন ধর্ম্মকর্ম্ম স্মরণে আনা যাইবে
না; সে যে সত্যলঙ্ঘন ও পাপ করে, তদ্দ্বারাই
২৫ মরিবে। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, প্রভুর পথ
সরল নয়। হে ইস্রায়েল-কুল, এক বার শুন;
আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদের পথ কি
২৬ অসরল নয়? ধার্ম্মিক লোক যখন আপন ধার্ম্মি-
কতা হইতে ফিরিয়া অন্যায় করে ও তাহাতে
২৭ মরে, তখন আপনার কৃত অন্যায়েই মরে। আর
দুষ্ট লোক যখন আপনার কৃত দুষ্টতা হইতে
ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তখন আপন
২৮ প্রাণ বাঁচায়। সে বিবেচনা করিয়া আপনার
কৃত সমস্ত অধর্ম্ম হইতে ফিরে, এই জন্য সে অবশ্য
২৯ বাঁচিবে; সে মরিবে না। কিন্তু ইস্রায়েল-কুল
বলিতেছে, প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েল-
কুল, আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদের পথ
৩০ কি অসরল নয়? অতএব হে ইস্রায়েল-কুল, আমি
তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহারানুসারে
তোমাদের বিচার করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু
বলেন। তোমরা ফির, আপনাদের কৃত সমস্ত
অধর্ম্ম হইতে বিমুখ হও, তাহাতে তাহা তোমা-
৩১ দের অপরাধজনক বিঘ্ন হইবে না। তোমরা
আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্ম আপনাদের হইতে
দূরে ফেলিয়া দেও, এবং আপনাদের জন্য নূতন
হৃদয় ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর; কেননা, হে
৩২ ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে? বস্তুতঃ যে
মরে, তাহার মরণে আমার কিছু প্রীতি নাই,
ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; অতএব তোমরা মন
ফিরাইয়া বাঁচ।

যিহূদার রাজকুলের জন্য বিলাপ।

১৯ তুমি ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের বিষয়ে
বিলাপ কর। বল, তোমার মাতা কি ছিল?
সে ত সিংহী ছিল; সিংহগণের মধ্যে শয়ন
করিত, যুবসিংহদের মধ্যে আপন বৎসদিগকে
৩ প্রতিপালন করিত। তাহার প্রতিপালিত এক
বৎস যুবসিংহ হইয়া উঠিল, সে মৃগয়া করিতে
শিখিয়া মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল।
৪ জাতিগণও তাহার বিষয় শুনিতে পাইল; সে
তাহাদের গর্ত্তে ধরা পড়িল; আর তাহারা তাহার
৫ নাক ফুঁড়িয়া মিসরদেশে লইয়া গেল। অতএব ঐ
সিংহী যখন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাকে হতাশা
দেখিল, তখন আপনার আর একটা শাবককে
৬ লইয়া যুবসিংহ করিয়া তুলিল। পরে সে সিংহ-
দের সঙ্গে গতায়াত করিতে করিতে যুবসিংহ
হইয়া উঠিল, সে মৃগয়া করিতে শিখিয়া মনুষ্য-
৭ দিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। সে তাহাদের
বিধবাগণকে ভ্রষ্টা করিত, তাহাদের নগর সকল
উৎসন্ন করিত; তাহার গর্জ্জনে ধরণী ও তন্মধ্য-
৮ স্থিত সকলই স্তম্ভিত হইত। তখন চতুর্দ্দিকস্থ

Digitized by Google

জাতিগণ নানা প্রদেশ হইতে তাহার বিপক্ষে
দাঁড়াইল, তাহার উপরে আপনাদের জাল
পাতিল; সে তাহাদের গর্ত্তে ধরা পড়িল।
৯ তাহারা তাহার নাক ফুঁড়িয়া পিঞ্জরে পূরিল,
তাহাকে বাবিল-রাজের নিকটে লইয়া গেল;
ইস্রায়েলের কোন পর্ব্বতে যেন তাহার হুঙ্কার
আর শুনিতে পাওয়া না যায়, তাই তাহাকে
১০ দুর্গের মধ্যে রাখিল। তোমার রক্তে তোমার
মাতা জলরাশির নিকটে রোপিত দ্রাক্ষালতাস্বরূপ
ছিল, সে অনেক জল প্রযুক্ত ফলে ও শাখায় পূর্ণ
১১ হইল। আর তাহার শাখাদণ্ড দৃঢ় ও কর্ত্তৃত্বকারী-
দের রাজদণ্ড হইবার যোগ্য হইল; সে দীর্ঘতায়
মেঘস্পর্শী, এবং উচ্চতায় ও শাখাবাহুল্যে
১২ বিরাজমান হইল। কিন্তু কোপে সে উৎপাটিত
হইল, ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল; পূর্ব্বীয় বায়ুতে
তাহার ফল শুষ্ক হইয়া পড়িল; তাহার দৃঢ়
শাখা সকল ভগ্ন, শুষ্ক ও অগ্নিভক্ষিত হইল;
১৩ এখন সে প্রান্তরমধ্যে নির্জ্জল ও শুষ্ক ভূমিতে
১৪ রোপিত হইয়াছে। তাহার শাখাদণ্ড হইতে
অগ্নি নির্গত হইয়া তাহার ফল গ্রাস করিয়াছে;
রাজদণ্ডের জন্য একটী দৃঢ় শাখাও তাহাতে
নাই। এ বিলাপ, এবং ইহা বিলাপের জন্য
থাকিবে।

ইস্রায়েলের পূর্ব্বকৃত পাপাচরণ ও ভাবী দয়াপ্রাপ্তি।

২০ সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসে, মাসের দশম
দিনে ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে কয়েক
জন পুরুষ সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করিবার জন্য
২ আসিয়া আমার সম্মুখে বসিল। তখন সদাপ্রভুর
৩ এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে
মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের
সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কি আমার
কাছে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছ? প্রভু সদাপ্রভু
কহেন, আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমা-
দিগকে আমার কাছে অন্বেষণ করিতে দিব না।
৪ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি তাহাদের বিচার
করিবে? তুমি কি তাহাদের বিচার করিবে?
তবে তাহাদের পিতৃপুরুষদের বীভৎস ক্রিয়া
৫ সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। আর তাহাদিগকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে
দিন ইস্রায়েলকে মনোনীত করিয়াছিলাম,
যাকোবের কুলজাত বংশের পক্ষে হস্ত উত্তোলন
করিয়াছিলাম, মিসরদেশে তাহাদের কাছে
আপনার পরিচয় দিয়াছিলাম, এবং তাহাদের
পক্ষে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়াছিলাম,
৬ আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; সেই দিন
তাহাদের পক্ষে হস্ত উত্তোলন করিয়া [বলিয়া-
ছিলাম] যে, আমি তাহাদিগকে মিসরদেশ
হইতে বাহির করিব, এবং তাহাদের জন্য যে দেশ
অনুসন্ধান করিয়াছি, সর্ব্বদেশের ভূষণস্বরূপ
৭ সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে লইয়া যাইব। আর
আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা
প্রত্যেক জন আপন আপন চক্ষুর অভিরাম
বীভৎস বস্তু সকল দূর কর, এবং মিসরের পুত্তলি-
গণ দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না;
৮ আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। কিন্তু তাহারা
আমার বিপরীতাচারী হইল, আমার কথা
শুনিতে অসম্মত হইল, আপন আপন চক্ষুর
অভিরাম বীভৎস বস্তু সকল দূর করিল না, এবং
মিসরের পুত্তলিগণকেও ছাড়িল না; তাহাতে
আমি বলিলাম, আমি মিসরদেশের মধ্যে তাহা-
দিগেতে আপন ক্রোধ সাধন করণার্থে তাহাদের
৯ উপরে আপন কোপ ঢালিব। কিন্তু আমি আপন
নামের অনুরোধে কর্ম্ম করিলাম; ফলতঃ তাহারা
যাহাদের মধ্যে বাস করিতেছিল, ও যাহাদের
সাক্ষাতে আমি তাহাদিগকে মিসরদেশ হইতে
বাহির করিয়া আনাতে আপনার পরিচয় দিয়া-
ছিলাম, সেই জাতিগণের মধ্যে আমার নাম
অপবিত্র হইতে দিলাম না।
১০ পরে আমি তাহাদিগকে মিসরদেশ হইতে
১১ বাহির করিয়া প্রান্তরে আনিলাম। আর আমি
তাহাদিগকে আমার বিধিকলাপ দিলাম, ও
আমার শাসনকলাপ জ্ঞাত করিলাম, যাহা পালন
১২ করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্য বাঁচে। আর আমিই যে
তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু ইহা জানাইবার
জন্য আমার ও তাহাদের মধ্যে অভিজ্ঞানস্বরূপে
আমার বিশ্রামদিনও তাহাদিগকে দিলাম।
১৩ কিন্তু ইস্রায়েল-কুল সেই প্রান্তরে আমার
বিপরীতাচারী হইল; আমার বিধিপথে চলিল
না, এবং আমার শাসনকলাপ অগ্রাহ্য করিল,
যাহা পালন করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্য বাঁচে; আর
তাহারা আমার বিশ্রামদিনকে অতি অপবিত্র
করিল; তখন আমি কহিলাম, আমি তাহাদিগকে
সংহার করিবার জন্য প্রান্তরে তাহাদের উপরে
১৪ আপন কোপ ঢালিব। কিন্তু আমি আপন নামের
অনুরোধে কর্ম্ম করিলাম, ফলতঃ যাহাদের
সাক্ষাতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া-
ছিলাম, সেই জাতিগণের কাছে আমার নাম
১৫ অপবিত্র হইতে দিলাম না। অধিকন্তু আমি
প্রান্তরে তাহাদের বিপক্ষে হস্ত উত্তোলন করি-
লাম, বলিলাম, আমি সর্ব্বদেশের ভূষণ যে
দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ তাহাদিগকে প্রদান করি-
য়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইব না;

Digitized by Google

১৬ কারণ তাহারা আমার শাসনকলাপ অগ্রাহ্য
করিত, আমার বিধিপথে চলিত না, ও আমার
বিশ্রামদিন অপবিত্র করিত, কেননা তাহাদের
অন্তঃকরণ তাহাদের পুত্তলিগণের অনুগামী ছিল।
১৭ কিন্তু তাহাদিগের বিনাশ করিতে আমার চক্ষু-
র্লজ্জা হইল, এই জন্য আমি সেই প্রান্তরে তাহা-
১৮ দিগকে সংহার করিলাম না। আর সেই প্রান্তরে
আমি তাহাদের সন্তানগণকে কহিলাম, তোমরা
আপন আপন পিতাদের বিধিপথে চলিও না,
তাহাদের শাসনকলাপ মানিও না, ও তাহাদের
পুত্তলিগণ দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও
১৯ না; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমা-
রই বিধিপথে চল, ও আমারই শাসনকলাপ
২০ রক্ষা কর, পালন কর; আর আমার বিশ্রামদিন
পবিত্র কর: আমি যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু,
ইহা জানাইবার জন্য তাহাই আমার ও তোমা-
২১ দের মধ্যে অভিজ্ঞানস্বরূপ হইবে। তথাপি সেই
সন্তানগণ আমার বিপরীতাচারী হইল; তাহারা
আমার বিধিপথে চলিল না, এবং আমার
শাসনকলাপ পালনার্থে রক্ষা করিল না, যাহা
পালন করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্য বাঁচে; তাহারা
আমার বিশ্রামদিনও অপবিত্র করিল; অতএব
আমি কহিলাম, প্রান্তরে তাহাদিগেতে আপন
ক্রোধ সাধন করণার্থে তাহাদের উপরে আপন
২২ কোপ ঢালিব। তথাপি আমি হস্ত আকর্ষণ
করিলাম, আপন নামের অনুরোধে কার্য্য করি-
লাম, ফলতঃ যাহাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে
বাহির করিয়াছিলাম, সেই জাতিগণের কাছে
২৩ আমার নাম অপবিত্র হইতে দিলাম না। অধি-
কন্তু আমি প্রান্তরে তাহাদের বিপক্ষে হস্ত উত্তো-
লন করিলাম, বলিলাম, তাহাদিগকে জাতিগণের
মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও নানা দেশে বিকীর্ণ করিব।
২৪ কারণ তাহারা আমার শাসনকলাপ পালন করিল
না, আমার বিধিকলাপ অগ্রাহ্য করিল, আমার
বিশ্রামদিন অপবিত্র করিল, ও আপন আপন
পিতাদের পুত্তলিগণে তাহাদের চক্ষু আসক্ত
২৫ থাকিল। অধিকন্তু যাহা মঙ্গলজনক নয়, এমন
বিধিকলাপ এবং যদ্দ্বারা মনুষ্য বাঁচিতে পারে
না, এমন শাসনকলাপ তাহাদিগকে দিলাম।
২৬ তাহারা গর্ভ উন্মোচক যাবতীয় সন্তানকে [অগ্নির
মধ্য দিয়া] গমন করাইত, তাই আমি তাহাদিগকে
আপন আপন উপহারে অশুচি হইতে দিলাম,
যেন আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করি, যেন তাহারা
জানিতে পারে যে, আমিই সদাপ্রভু।
২৭ অতএব, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল-
কুলের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে বল,
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পিতৃ-
পুরুষেরা আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছে,
২৮ ইহাতেই আমার নিন্দা করিয়াছে। কারণ আমি
তাহাদিগকে যে দেশ দিব বলিয়া হস্ত উত্তোলন
করিয়াছিলাম, যখন সেই দেশে আনিলাম, তখন
তাহারা যে কোন স্থানে কোন উচ্চ পর্ব্বত কিম্বা
কোন ঝোপাল বৃক্ষ দেখিতে পাইল, সেই স্থানে
বলিদান করিল, সেই স্থানে [আমার] অসন্তোষ-
জনক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল, সেই স্থানে আপনা-
দের সৌরভার্থক দ্রব্য রাখিল, ও সেই স্থানে
২৯ আপনাদের পেয় নৈবেদ্য ঢালিল। তাহাতে
আমি তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা যে উচ্চ-
স্থলীতে উঠিয়া যাও, উহা কি? এইরূপে অদ্য
পর্য্যন্ত তাহার নাম বামা [উচ্চস্থলী] হইয়া
৩০ রহিয়াছে। অতএব তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল,
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কি আপন
আপন পিতৃপুরুষদের রীতিতে আপনাদিগকে
অশুচি করিতেছ? ব্যভিচারী হইয়া তাহাদের
বীভৎস বস্তু সকলের অনুগমন করিতেছ?
৩১ তোমরা কি আপন উপহারে, আপন আপন
সন্তানদিগকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইয়া
অদ্য পর্য্যন্ত আপনাদের সমস্ত পুত্তলির জন্য
আপনাদিগকে অশুচি করিতেছ? তবে হে
ইস্রায়েল-কুল, আমি কি তোমাদিগকে আমার
কাছে অন্বেষণ করিতে দিব? প্রভু সদাপ্রভু কহেন,
আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমাদিগকে
৩২ আমার কাছে অন্বেষণ করিতে দিব না। আর
'আমরা কাষ্ঠ ও প্রস্তরের পরিচর্য্যা করিয়া জাতি-
দের ও দেশবিদেশ-নিবাসী গোষ্ঠীদের তুল্য
হইব,' এই যে কথা তোমাদের হৃদয়ে উপস্থিত
হইয়াছে ও যাহা তোমরা বলিয়া থাক, তাহা
৩৩ কখনও হইবে না। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমার জীবনের দিব্য, আমি বলবান হস্ত, বিস্তা-
রিত বাহু ও কোপের বর্ষণ দ্বারা তোমাদের উপরে
৩৪ রাজত্ব করিব। আমি বলবান হস্ত, বিস্তারিত
বাহু ও কোপের বর্ষণ দ্বারা জাতিগণের মধ্য
হইতে তোমাদিগকে বাহির করিব, এবং যে সকল
স্থানে তোমরা ছিন্নভিন্ন রহিয়াছ, সেই সকল
৩৫ দেশ হইতে তোমাদিগকে একত্র করিব। আমি
জাতিসমূহরূপ প্রান্তরে আনিয়া সম্মুখাসম্মুখি
হইয়া সেই স্থানে তোমাদের সহিত বিচার
৩৬ করিব। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি মিসর-
দেশের প্রান্তরে যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের
সহিত বিচার করিয়াছিলাম, তোমাদের সহিত
৩৭ তেমনি বিচার করিব। আর আমি তোমাদিগকে
পাঁচনীর নীচে দিয়া গমন করাইব, ও নিয়মরূপ
৩৮ বন্ধনে আবদ্ধ করিব। পরে বিদ্রোহী ও আমার
বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচারী সকলকে ঝাড়িয়া তোমাদের
মধ্য হইতে দূর করিব; তাহারা যে দেশে প্রবাস
করে, তথা হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া

Digitized by Google

আনিব বটে, কিন্তু তাহারা ইস্রায়েল দেশে
প্রবেশ করিবে না; তাহাতে তোমরা জানিবে
যে, আমিই সদাপ্রভু।
৩৯ পরন্তু, হে ইস্রায়েল-কুল, প্রভু সদাপ্রভু তোমা-
দের বিষয়ে এই কথা বলেন, তোমরা যাও,
প্রত্যেকে আপন আপন পুত্তলিগণের সেবা কর;
কিন্তু উত্তরকালে তোমরা আমার কথায় অবধান
করিবেই করিবে; তখন আপন আপন উপহার
ও পুত্তলিগণ দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপ-
৪০ বিত্র করিবে না। বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমার পবিত্র পর্ব্বতে, ইস্রায়েলের উচ্চ-
তার পর্ব্বতে, ইস্রায়েলের সমস্ত কুল, তাহারা
সকলেই দেশমধ্যে আমার সেবা করিবে; সেই
স্থানে আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব, সেই স্থানে
যাবতীয় পবিত্র বস্তুসহ তোমাদের উত্তোলনীয়
উপহার ও তোমাদের নৈবেদ্যের অগ্রিমাংশ
৪১ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিব। যখন আমি জাতি-
গণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে আনিব, এবং
তোমরা যে সকল স্থানে ছিন্নভিন্ন রহিয়াছ, সেই
সকল দেশ হইতে সংগ্রহ করিব, তৎকালে আমি
সৌরভার্থক দ্রব্যের ন্যায় তোমাদিগকে গ্রাহ্য
করিব ও তোমাদের দ্বারা জাতিগণের সাক্ষাতে
৪২ পবিত্রীকৃত হইব। আর আমি তোমাদের পিতৃ-
পুরুষদিগকে যে দেশ দিব বলিয়া হস্ত উত্তোলন
করিয়াছিলাম, সেই ইস্রায়েল দেশে যখন
তোমাদিগকে আনিব, তখন তোমরা জানিবে যে,
৪৩ আমিই সদাপ্রভু। আর তোমরা যদ্দ্বারা আপনা-
দিগকে অশুচি করিয়াছ, আপনাদের সেই
আচার ব্যবহার ও সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড সেখানে
স্মরণ করিবে; আর আপনাদের কৃত সমস্ত
৪৪ কুক্রিয়া প্রযুক্ত আপনাদিগকে ঘৃণা করিবে। হে
ইস্রায়েল-কুল, আমি যখন তোমাদের মন্দ
আচার ব্যবহার অনুসারে নয় ও তোমাদের দুষ্ট
ক্রিয়াকাণ্ড অনুসারে নয়, কিন্তু আপন নামের
অনুরোধে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিব, তখন
তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, ইহা প্রভু
সদাপ্রভু বলেন।

যিরূশালেমের আশুভবিতব্য বিনাশ।

৪৫ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপ-
৪৬ স্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি দক্ষিণ-
দিকে আপন মুখ রাখ, দক্ষিণ দেশের দিকে
বাক্য বর্ষণ কর, ও দক্ষিণ প্রান্তরস্থ অরণ্যের বিপ-
৪৭ রীতে ভাবোক্তি প্রচার কর। আর দক্ষিণের
অরণ্যকে বল, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন; প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার
মধ্যে অগ্নি জ্বালাইব, তাহাতে তোমার মধ্যে
যাবতীয় সতেজ বৃক্ষ ও যাবতীয় শুষ্ক বৃক্ষ দগ্ধ
হইবে; সেই জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না;
দক্ষিণ অবধি উত্তর পর্য্যন্ত সমুদয় মুখ তদ্দ্বারা
৪৮ ভস্মসাৎ হইবে। তাহাতে সমস্ত প্রাণী দেখিবে
যে, আমি সদাপ্রভু তাহা প্রজ্বলিত করিয়াছি;
৪৯ তাহা নির্ব্বাণ হইবে না। তখন আমি কহিলাম,
হা প্রভো সদাপ্রভো, তাহারা আমার বিষয়ে
কহে, ঐ ব্যক্তি কি উপমাকথা বলে না?

২১ সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপ-
স্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি যিরূ-
শালেমের দিকে আপন মুখ রাখ, পবিত্রস্থানের
দিকে বাক্য বর্ষণ কর, ও ইস্রায়েল দেশের বিরুদ্ধে
৩ ভাবোক্তি প্রচার কর। তুমি ইস্রায়েল দেশকে
বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
তোমার প্রতিকূল; আমি কোষ হইতে আপন
খড়্গ বাহির করিয়া তোমার মধ্য হইতে ধার্ম্মিক
৪ ও দুষ্টকে উচ্ছিন্ন করিব। আমি তোমার মধ্য
হইতে ধার্ম্মিক ও দুষ্টকে উচ্ছিন্ন করিব, তজ্জন্য
আমার খড়্গ কোষ হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণা-
বধি উত্তর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীর বিরুদ্ধে
৫ যাইবে; তাহাতে সমস্ত প্রাণী জানিবে যে, আমি
সদাপ্রভু কোষ হইতে আপন খড়্গ বাহির
৬ করিয়াছি, তাহা আর ফিরিবে না। পরন্তু, হে
মনুষ্যের সন্তান, তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস *ত্যাগ কর*;
কটিদেশ ভাঙ্গিয়া মনস্তাপপূর্ব্বক তাহাদের
৭ সাক্ষাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর। আর, "কেন
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ?" এই কথা যখন
তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন বলিও, বার্ত্তার
নিমিত্ত, কেননা তাহা আসিতেছে; তৎকালে
যাবতীয় হৃদয় গলিয়া যাইবে, যাবতীয় হস্ত
দুর্ব্বল হইবে, যাবতীয় মন নিস্তেজ হইবে, ও
যাবতীয় জানু জলবৎ হইয়া পড়িবে; দেখ, তাহা
আসিতেছে, তাহা সফলও হইবে, ইহা প্রভু
সদাপ্রভু বলেন।
৮ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
৯ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, ভাবোক্তি
প্রচার করিয়া বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন;
তুমি বল, খড়্গ, খড়্গ, উহা শাণিত ও মার্জ্জিত
১০ হইয়াছে। ভারী হত্যা করণার্থে উহা শাণিত
করা গিয়াছে, চাক্‌চক্যের নিমিত্ত মার্জ্জিত করা
গিয়াছে; তবে আমরা কি আমোদ করিব?
আমার পুত্রের রাজদণ্ড যাবতীয় কাষ্ঠকে তুচ্ছ
১১ করে। তাহা যেন হাত দিয়া ধরা যায়, তজ্জন্য
তিনি তাহা মার্জ্জিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন;
হন্তার হস্তে দিবার জন্য খড়্গ শাণিত ও মার্জ্জিত
১২ করা গিয়াছে। হে মনুষ্যের সন্তান, ক্রন্দন ও
হাহাকার কর, কেননা উহা আমার প্রজাদের
বিরুদ্ধে ও ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে

Digitized by Google

উপস্থিত হইয়াছে ; তাহারা আমার প্রজাদের
সহিত খড়্গে সমর্পিত হইয়াছে ; অতএব তুমি
১৩ আপন উরুদেশে আঘাত কর। বস্তুতঃ পরীক্ষা
করা গিয়াছে ; সেই তুচ্ছকারী রাজদণ্ড যদি
আর না থাকে, তাহাতে কি ? ইহা প্রভু সদাপ্রভু
১৪ বলেন। অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
ভাবোক্তি প্রচার কর, ও করে করাঘাত কর ; সে
খড়্গ, আহত লোকদের খড়্গ, দুই বরং তিনটী
খড়্গ হইয়া উঠিবে ; তাহা আহত মহল্লোকের
খড়্গ, তাহা চতুর্দ্দিকে তাহাদিগকে ঘেরিবে।
১৫ তাহাদের অন্তঃকরণ যেন গলিয়া যায়, ও তাহা-
দের বিস্তর বিঘ্ন হয়, এই জন্য আমি তাহাদের
যাবতীয় নগরদ্বারে খড়্গের ত্রাস রাখিলাম।
আঃ ! তাহা বিদ্যুতের ন্যায় নির্ম্মিত, তাহা
১৬ হত্যার জন্য শাণিত হইয়াছে। [হে খড়্গ,]
একাগ্র হইয়া দক্ষিণদিকে ফির, প্রস্তুত হইয়া
বামদিকে ফির ; যে দিকে তোমার মুখ রাখা
১৭ যায়, [সেই দিকে গমন কর]। আমিও করে
করাঘাত করিয়া আপন ক্রোধ শমিত করিব ;
আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম।
১৮ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৯ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, বাবিল-
রাজের খড়্গ আসিবে বলিয়া তুমি দুই পথ
আঁক ; সে দুই পথ এক দেশ হইতে আসিবে ;
আর তুমি হস্তাকৃতি এক চিহ্ন খুদ, নগরগামী
২০ পথের মস্তকে তাহা খুদ। খড়্গের জন্য অম্মোন-
সন্তানদের রব্বা নগরগামী এক পথ, ও যিহূদার
প্রাচীরবেষ্টিত যিরূশালেম নগরগামী অন্য পথ
২১ আঁক। কেননা বাবিল-রাজ মন্ত্রপূত করিবার
জন্য দুই পথের সঙ্গমস্থানে অর্থাৎ সেই দুই
পথের মস্তকে দণ্ডায়মান হইল ; সে বাণ সকল
সঞ্চালন করিল, ঠাকুরদের কাছে অনুসন্ধান
২২ করিল, ও যকৃৎ নিরীক্ষণ করিল। তাহার দক্ষিণ-
দিকে মন্ত্র উঠিল, “যিরূশালেম,” [সেই স্থানে]
প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন করিতে, বধের আজ্ঞা
দিতে, উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে, নগরদ্বার
সকলের বিরুদ্ধে প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন
করিতে, জাঙ্গাল বাঁধিতে ও উচ্চ গৃহ প্রস্তুত
২৩ করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রটী তাহাদের দৃষ্টিতে
অলীক বোধ হইবে ; তাহারা উহাদের কাছে
পুনঃ পুনঃ শপথ করিয়াছিল, আর তাহারা যেন
ধৃত হয়, তজ্জন্য তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণীয়
করিবেন।
২৪ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা
আপন আপন অপরাধ স্মরণীয় করিয়াছ, কেননা
তোমাদের অধর্ম্ম সকল অনাবৃত হইল, তাই
তোমাদের যাবতীয় কার্য্যে তোমাদের পাপ
প্রত্যক্ষ হয়, তোমরা স্মরণীয় হওয়াতে হস্তে ধৃত
২৫ হইবে। আর হে আহত দুষ্ট ইস্রায়েল-নরপতি,
অন্তক অপরাধের সময়ে তোমার দিন উপস্থিত
২৬ হইল। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, উষ্ণীষ
অপসারণ কর ও রাজমুকুট দূর কর ; যাহা আছে,
তাহা আর থাকিবে না ; যাহা খর্ব্ব তাহা উচ্চ
২৭ হউক, ও যাহা উচ্চ তাহা খর্ব্ব হউক। আমি
বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয় করিব ; বিচারের
অধিকারী যাবৎ না আইসেন, তাবৎ যাহা
আছে, তাহাও থাকিবে না ; পরে আমি তাঁহাকে
তাহা দিব।
২৮ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভাবোক্তি প্রচার
করিয়া বল, প্রভু সদাপ্রভু অম্মোন-সন্তানদের
বিষয়ে ও তাহাদের টিট্‌কারির বিষয়ে এই কথা
কহেন ; তুমি বল, খড়্গ, খড়্গ নিষ্কোষ হইয়াছে,
উহা হত্যার নিমিত্ত ও গ্রাস করণার্থে বিদ্যুৎস্বরূপ
২৯ হইবার জন্য মার্জ্জিত হইয়াছে। যদ্যপি লোকেরা
তোমার জন্য অলীক দর্শন পায়, ও মিথ্যা মন্ত্র
পাঠ করে, তথাপি অন্তক অপরাধের সময়ে
যাহাদের দিন উপস্থিত হয়, এমন আহত দুষ্ট-
গণের গ্রীবার উপরে তাহা তোমাকেও নিক্ষেপ
৩০ করিবে। উহা পুনর্ব্বার কোষে স্থাপন কর ;
তুমি যে স্থানে সৃষ্ট ও যে দেশে উৎপন্ন হইয়া-
ছিলে, তথায় আমি তোমার বিচার করিব।
৩১ আর আমি তোমার উপরে আপন ক্রোধ ঢালিব ;
আমি তোমার বিরুদ্ধে আপন কোপাগ্নিতে
দিব, এবং পশুবৎ ও বিনাশ সাধনে নিপুণ
৩২ লোকদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। তুমি
অগ্নির কাষ্ঠস্বরূপ হইবে ; তোমার রক্ত দেশের
মধ্যে [পাতিত] হইবে ; তুমি আর কখন স্মৃতি-
পথে আসিবে না, কেননা আমি সদাপ্রভু ইহা
কহিলাম।

যিহূদা ও যিরূশালেমের পাপ ও দণ্ড।

২২ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি
বিচার করিবে ? সেই রক্তলিপ্তা নগরীর বিচার
কি করিবে ? তবে তাহার সমস্ত বীভৎস ক্রিয়া
৩ তাহাকে জ্ঞাত কর। তুমি বলিবে, প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, হে নগরি, তুমি আপনার কাল
উপস্থিত করিবার জন্য আপনার মধ্যে রক্তপাত
করিয়া থাক, ও আপনাকে অশুচি করণার্থে আপ-
নার জন্য পুত্তলিগণকে নির্ম্মাণ করিয়া থাক।
৪ তোমা কর্ত্তৃক পাতিত রক্ত দ্বারা তুমি দণ্ডনীয়া
হইয়াছ, ও আপনার নির্ম্মিত পুত্তলিগণ দ্বারা
অশুচি হইয়াছ ; এবং তুমি আপনার দিন
আসন্ন করিয়াছ, ও আপন আয়ুর অন্তে উপস্থিত
হইয়াছ ; অতএব আমি তোমাকে জাতিগণের

Digitized by Google

কাছে টিট্‌কারির পাত্র ও সকল দেশের কাছে
৫ বিক্রপের পাত্র করিলাম। তোমার নিকটস্থ ও
দূরস্থ সকলে তোমাকে বিক্রপ করিয়া বলিবে,
৬ তুমি অশুচিনামিকা ও কলহপূর্ণা। দেখ, ইস্রা-
য়েলের অধ্যক্ষগণ প্রত্যেকে আপন আপন ক্ষমতা
অনুসারে তোমার মধ্যে রক্তপাত করিবার জন্য
৭ থাকিয়া আসিয়াছে। তোমার মধ্যে মাতাপিতাকে
তুচ্ছ করা হইয়াছে; তোমার মধ্যে বিদেশীর
প্রতি উপদ্রব করা হইয়াছে; তোমার মধ্যে পিতৃ-
হীনের ও বিধবার প্রতি দৌরাত্ম্য করা হইয়াছে।
৮ তুমি আমার পবিত্র বস্তু সকল অবজ্ঞা করিয়াছ,
৯ ও আমার বিশ্রামদিন অপবিত্র করিয়াছ। রক্ত-
পাত করণার্থে তোমার মধ্যে কর্ণেজপ লোক
থাকিয়া আসিয়াছে; এবং তোমার মধ্যে লোকে
পর্ব্বতের উপরে ভোজন করিয়াছে; তোমার মধ্যে
১০ লোকে কুকর্ম্ম করিয়াছে; তোমার মধ্যে লোকে
পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করিয়াছে; তোমার
মধ্যে লোকে ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার
১১ করিয়াছে; তোমার মধ্যে কেহ আপন প্রতি-
বাসীর ভার্য্যার সহিত বীভৎস কার্য্য করিয়াছে;
কেহ বা আপন পুত্রবধূকে কুকর্ম্মে অশুচি করি-
য়াছে; আর কেহ বা আপনার ভগিনীকে, আপন
১২ পিতার কন্যাকে, বলাৎকার করিয়াছে। রক্তপাত
করণার্থে তোমার মধ্যে লোকে উৎকোচ গ্রহণ
করিয়াছে; তুমি সুদ ও বৃদ্ধি লইয়াছ, উপদ্রব
করিয়া লোভে প্রতিবাসীর কাছে লাভ করিয়াছ,
এবং আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, ইহা প্রভু সদা-
১৩ প্রভু বলেন। অতএব দেখ, তুমি যে অন্যায়
লাভ করিয়াছ, ও তোমার মধ্যে যে রক্তপাত
হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি হাততালি দিয়াছি।
১৪ আমি যে দিন তোমার কাছে নিকাশ লইব, সেই
দিন তোমার অন্তঃকরণ কি সুস্থির থাকিবে?
তোমার হস্তদ্বয় কি সবল থাকিবে? আমি সদা-
প্রভু ইহা বলিলাম, আর ইহা সিদ্ধ করিব।
১৫ আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও
নানাদেশে বিকীর্ণ করিব, এবং তোমার মধ্য
১৬ হইতে তোমার অশুচিতা দূর করিব। তুমি জাতি-
গণের সাক্ষাতে আপনার দোষে অপবিত্রা
হইবে; তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।

১৭ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৮ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল-
কুল আমার কাছে খাদস্বরূপ হইয়াছে; তাহারা
সকলে হাফরের মধ্যে পিত্তল, দস্তা, লৌহ ও
সীসাস্বরূপ; তাহারা রৌপ্যের খাদস্বরূপ হই-
১৯ য়াছে। অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তোমরা সকলে খাদস্বরূপ হইয়াছ, এই জন্য
দেখ, আমি তোমাদিগকে যিরূশালেমের মধ্যে
২০ একত্র করিব। যেমন লোকে অগ্নিতে ফুঁ দিয়া
গলাইবার জন্য রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ, সীসা ও
দস্তা হাফরের মধ্যে একত্র করে, তদ্রূপ আমি
আপন ক্রোধে ও প্রচণ্ড কোপে তোমাদিগকে
২১ একত্র করিব, এবং তথায় রাখিয়া গলাইব। হাঁ,
আমি তোমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া আপন
ক্রোধাগ্নিতে ফুঁ দিব, তাহাতে তাহার মধ্যে
২২ তোমরা গলিয়া যাইবে। যেমন হাফরের মধ্যে
রৌপ্য গলান যায়, তেমনি তাহার মধ্যে তোমা-
দিগকে গলান যাইবে; তাহাতে তোমরা জানিবে
যে, আমি সদাপ্রভু তোমাদের উপরে আপন
কোপ ঢালিলাম।

২৩ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপ-
২৪ স্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি দেশকে
বল, যে দেশ পরিষ্কৃত হয় নাই ও ক্রোধের দিনে
২৫ বৃষ্টিতে সিক্ত হয় নাই, সেই দেশ তুমি। তথা-
কার ভাববাদিগণ তথায় চক্রান্ত করে; তাহারা
মৃগবিদারণে ব্যাপৃত গর্জ্জনকারী সিংহের তুল্য;
তাহারা প্রাণীদিগকে গ্রাস করিয়াছে, তাহারা
ধন ও বহুমূল্য বস্তু হরণ করে তাহারা তথায়
২৬ অনেক স্ত্রীকে বিধবা করিয়াছে। তথাকার যাজক-
গণ আমার ব্যবস্থার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে,
ও আমার পবিত্র বস্তু সকল অপবিত্র করিয়াছে,
পবিত্র ও সামান্যের কিছু বিশেষ রাখে নাই,
শুচি অশুচির কোন প্রভেদ শিক্ষা দেয় নাই, ও
আমার বিশ্রামবারের প্রতি চক্ষু মুদিয়াছে, আর
আমি তাহাদের মধ্যে অপবিত্রীকৃত হইতেছি
২৭ তথাকার অধ্যক্ষগণ অন্যায় লাভের চেষ্টায় রক্ত-
পাত করিতে ও প্রাণ বিনাশ করিতে তথায় মৃগ-
২৮ বিদারণে ব্যাপৃত কেন্দুয়ার তুল্য। আর তথাকার
ভাববাদিগণ তাহাদের জন্য কলি দিয়া [ভিত্তি]
লেপন করিয়াছে, তাহারা অলীক দর্শন পায়,
ও তাহাদের জন্য মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র পড়ে;
সদাপ্রভু কথা না কহিলেও তাহারা বলে,
২৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন। দেশের প্রজারা
ভারী উপদ্রব করিয়াছে, পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক
অপহরণ করিয়াছে, দুঃখী দরিদ্রের প্রতি
দৌরাত্ম্য করিয়াছে, এবং বিদেশীর প্রতি অন্যায়-
৩০ পূর্ব্বক উপদ্রব করিয়াছে। পরন্তু আমি যেন
দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্য তাহাদের মধ্যে
এমন এক জন পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, যে
তাহার প্রাচীর সারাইবে ও আমার সম্মুখে
তাহার কাটালে দাঁড়াইবে, কিন্তু পাইলাম না
৩১ অতএব আমি তাহাদের উপরে আপন রোষ
ঢালিলাম; আমি আপন কোপাগ্নি দ্বারা তাহা-
দিগকে সংহার করিলাম; তাহাদের কার্য্যের ফল
তাহাদের মস্তকে দিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু
বলেন।

Digitized by Google

ইস্রায়েলের ও যিহূদার পাপ ও দণ্ড।

২৩ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, এক
৩ মাতার দুই কন্যা ছিল। তাহারা মিসরে ব্যভি-
চার করিল, যৌবনকালেই ব্যভিচার করিল; সে-
খানে তাহাদের স্তন মর্দ্দিত হইত, সেখানে লো-
কেরা তাহাদের কৌমার্য্যকালীন চুচুক টিপিত।
৪ তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম অহলা [তাহার
তাম্বু], ও তাহার ভগিনীর নাম অহলীবা [তাহার
মধ্যে আমার তাম্বু]; তাহারা আমার হইল, এবং
পুত্রকন্যা প্রসব করিল; তাহাদের নামের তাৎ-
পর্য্য এই, অহলা শমরিয়া, ও অহলীবা যিরূ-
৫ শালেম। আমার থাকিতে অহলা ব্যভিচার
করিল, নিকটবর্ত্তী অশূর দেশস্থ প্রেমিকগণে
৬ কামাসক্তা হইল; ইহারা নীলাম্বর, দেশাধ্যক্ষ ও
শাসনকর্ত্তা, সকলেই মনোহর যুবক ও অশ্বা-
৭ রোহী যোদ্ধা। সে তাহাদের অর্থাৎ সমস্ত
মনোনীত অশূর-সন্তানের সহিত ব্যভিচার করিত,
এবং যাহাদিগেতে কামাসক্তা হইত, তাহাদের
সকলকার যাবতীয় পুত্তলি দ্বারা ভ্রষ্টা হইত।
৮ অধিকন্তু সে মিসর হইতে আপনার ব্যভিচার
ত্যাগ করে নাই; কেননা তাহার যৌবনকালে
তাহারাই তাহার সহিত শয়ন করিত, তাহার
কৌমার্য্যকালীন চুচুক টিপিত, ও তাহার সহিত
৯ রতিক্রিয়া করিত। অতএব আমি তাহার প্রেমিক-
দের হস্তে, অর্থাৎ সে যাহাদিগেতে কামাসক্তা
ছিল, সেই অশূর-সন্তানদের হস্তে তাহাকে সম-
১০ র্পণ করিলাম। তাহারা তাহার উলঙ্গতা অনাবৃত
করিল, তাহার পুত্রকন্যাদিগকে হরণ করিয়া
তাহাকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল; এইরূপে
স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহার অখ্যাতি হইল, কারণ
লোকেরা তাহাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিল।
১১ এই সকল দেখিয়াও তাহার ভগিনী অহলীবা
আপন কামাসক্তিতে তাহা অপেক্ষা, হাঁ, বেশ্যা-
ক্রিয়ায় সেই ভগিনী অপেক্ষা অধিক ভ্রষ্টা হইল।
১২ সে নিকটবর্ত্তী অশূর-সন্তানগণে,—দেশাধ্যক্ষ-
গণে ও শাসনকর্ত্তৃগণে,—কামাসক্তা হইল;
তাহারা দিব্য পরিচ্ছদান্বিত অশ্বারোহী যোদ্ধা,
১৩ সকলেই মনোহর যুবক। আর আমি দেখিলাম,
সেও অশুচি, উভয়ে একই পথে চলিতেছে।
১৪ আর সে আপন বেশ্যাক্রিয়া বাড়াইল, কেননা সে
ভিত্তিতে চিত্রিত পুরুষদিগকে অর্থাৎ কল্‌দীয়দের
১৫ সিন্দুরচিত্রিত প্রতিরূপ দেখিল; তাহারা পটু-
কাতে বদ্ধকটি, তাহাদের মস্তকে রঙ্গে ডুবান দীর্ঘ
উষ্ণীষ, তাহারা সকলে দেখিতে সেনানীদের
ন্যায়, কল্‌দীয় দেশজাত বাবিল-সন্তানদের রূপ-
১৬ বিশিষ্ট। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সে কামা-
সক্তা হইয়া কল্‌দীয় দেশে তাহাদের কাছে দূত
১৭ প্রেরণ করিল। তাহাতে বাবিল-সন্তানেরা তাহার
কাছে আসিয়া প্রেম-শয্যায় শয়ন করিল, ও
ব্যভিচার করিয়া তাহাকে ভ্রষ্টা করিল; কিন্তু
তাহাদের দ্বারা অশুচি হইলে পর তাহাদের
১৮ প্রতি তাহার প্রাণে ঘৃণা বোধ হইল। সে আপন
বেশ্যাক্রিয়া প্রকাশ করিল, আপন উলঙ্গতা
অনাবৃত করিল; তাহাতে আমার প্রাণে যেমন
তাহার ভগিনীর প্রতি ঘৃণা বোধ হইয়াছিল,
১৯ তেমনি তাহার প্রতিও ঘৃণা বোধ হইল। আর সে
যে সময়ে মিসরদেশে বেশ্যাক্রিয়া করিত, আপ-
নার সেই যৌবনকাল স্মরণ করিয়া আপন
২০ বেশ্যাক্রিয়া সকল বাড়াইল। কেননা গর্দ্দভের
ন্যায় মাংসবিশিষ্ট ও অশ্বের ন্যায় রেতোবিশিষ্ট
তাহাদের শৃঙ্গারকারিগণে সে কামাসক্তা হইল।
২১ হাঁ, মিস্রীয়েরা যে সময়ে কৌমার্য্যকালীন স্তন
বলিয়া তোমার চুচুক টিপিত, তুমি পুনর্ব্বার সেই
যৌবনকালীয় কুকর্ম্মের চেষ্টা করিয়াছ।
২২ অতএব হে অহলীবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, তোমার প্রাণে যাহাদের প্রতি ঘৃণা
বোধ হইয়াছে, তোমার সেই প্রেমিকদিগকে
আমি তোমার বিরুদ্ধে উঠাইব, চারিদিক্ হইতে
২৩ তাহাদিগকে তোমার বিরুদ্ধে আনিব। বাবিল-
সন্তানেরা এবং কল্‌দীয়েরা সকলে, পকোদ,
শোয়া ও কোয়া এবং তাহাদের সঙ্গে সমস্ত অশূর-
সন্তান [আনীত হইবে]; তাহারা সকলে মনো-
হর যুবক, দেশাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা, সেনানী ও
সমাহূত লোক, সকলে অশ্বারোহী যোদ্ধা।
২৪ তাহারা অস্ত্রশস্ত্র, রথ, চক্র ও জাতিসমাজ সঙ্গে
লইয়া তোমার বিরুদ্ধে আসিবে, চর্ম্ম, ঢাল ও
টোপর ধরিয়া তোমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে উপ-
স্থিত হইবে; এবং আমি তাহাদের হাতে বিচার-
ভার সমর্পণ করিব, তাহারা আপনাদের
২৫ বিচারানুসারে তোমার বিচার করিবে। আর
আমি আমার অন্তর্জ্বালা তোমার বিরুদ্ধে স্থাপন
করিব; তাহারা তোমার প্রতি প্রচণ্ড কোপে
ব্যবহার করিবে; তাহারা তোমার নাসিকা ও
কর্ণ কাটিয়া ফেলিবে, ও তোমার অবশিষ্টেরা
খড়্গে পতিত হইবে; তাহারা তোমার পুত্র-
কন্যাগণকে হরণ করিবে, ও তোমার অবশিষ্টগণ
২৬ অগ্নিভক্ষিত হইবে। তাহারা তোমাকে বিবস্ত্রা
করিবে, ও তোমার চারু আভরণ সকল হরণ
২৭ করিবে। এইরূপে আমি তোমার কুকর্ম্ম ও
মিসরদেশ হইতে [অভ্যস্ত] তোমার বেশ্যাক্রিয়া
নিবৃত্ত করিব, তাহাতে তুমি উহাদের প্রতি আর
দৃষ্টিপাত করিবে না, এবং মিসরকেও আর স্মরণ
২৮ করিবে না। কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, তুমি যাহাদিগকে দ্বেষ করিতেছ,

Digitized by Google

যাহাদের প্রতি তোমার প্রাণে ঘৃণা বোধ হই-
য়াছে, তাহাদের হস্তে আমি তোমাকে সমর্পণ
২৯ করিব। তাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ ব্যবহার
করিবে, ও তোমার সমস্ত শ্রমফল হরণ করিবে,
এবং তোমাকে উলঙ্গিনী ও বিবস্ত্রা করিয়া পরি-
ত্যাগ করিবে, তাহাতে তোমার ব্যভিচারঘটিত
উলঙ্গতা—তোমার কুকর্ম্ম ও তোমার বেশ্যা-
৩০ ক্রিয়া—অনাবৃত হইবে। তুমি বেশ্যার ন্যায়
জাতিগণের অনুগামিনী হইয়াছ, তাহাদের
পুত্তলিগণ দ্বারা অশুচি হইয়াছ, এই নিমিত্ত এ
৩১ সকল তোমার প্রতি করা যাইবে। তুমি আপন
ভগিনীর পথে গমন করিয়াছ, অতএব আমি
৩২ তাহার পানপাত্র তোমার হস্তে দিব। প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন ভগিনীর
সেই গভীর ও বৃহৎ পাত্রে পান করিবে; তুমি
পরিহাসের ও বিদ্রূপের বিষয় হইবে; সেই
৩৩ পাত্রে অনেকটা ধরে। তুমি মত্ততায় ও খেদে
পরিপূর্ণা হইবে, বিস্ময় ও ধ্বংসপাত্রে, তোমার
৩৪ ভগিনী শমরিয়ার পাত্রে, পান করিবে। তুমি
তাহাতে পান করিবে, গাদও খাইয়া ফেলিবে,
এবং তাহার খোলা চাটিতে চাটিতে আপন স্তন
বিদীর্ণ করিবে; কেননা আমি ইহা কহিলাম;
৩৫ ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। অতএব প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তুমি আমাকে বিস্মৃতা হইয়াছ,
পিছনে ফেলিয়াছ, তজ্জন্য তুমি আপন কুকর্ম্মের
ও বেশ্যাক্রিয়ার ভার বহন কর।

৩৬ সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, হে মনু-
ষ্যের সন্তান, তুমি কি অহলার ও অহলীবার
বিচার করিবে? তবে তাহাদের বীভৎস ক্রিয়া
৩৭ সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। কেননা তাহারা
ব্যভিচার কার্য্য করিয়াছে, ও তাহাদের হস্তে রক্ত
আছে; তাহারা আপন পুত্তলিগণের সহিত
ব্যভিচার করিয়াছে, এবং আমা হইতে জাত
আপন সন্তানগণকেও উহাদের আহারার্থে
৩৮ [অগ্নির মধ্য দিয়া] গমন করাইয়াছে। তাহারা
আমার প্রতি আরও অপকার্য্য করিয়াছে; একই
দিনে আমার ধর্ম্মধাম অশুচি ও আমার বিশ্রাম-
৩৯ দিন অপবিত্র করিয়াছে। কারণ যখন তাহারা
আপনাদের পুত্তলিগণের উদ্দেশে আপন আপন
বালকগণকে হনন করিত, তখন সেই দিন আমার
ধর্ম্মধামে আসিয়া তাহা অপবিত্র করিত; হাঁ,
দেখ, আমার গৃহমধ্যে তাহারা এই প্রকার
৪০ করিয়াছে। অধিকন্তু তোমরা দূরস্থ পুরুষদিগকে
আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছ; দূত প্রেরিত
হইলে, দেখ, তাহারা আসিল; তুমি তাহাদের
নিমিত্তে স্নান করিলে, চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, ও
৪১ অলঙ্কারে আপনাকে বিভূষিতা করিলে; পরে
রাজকীয় শয্যায় বসিয়া তৎসম্মুখে মেজ সাজা-
ইয়া তাহার উপরে আমার ধূপ ও আমার তৈল
৪২ রাখিলে। আর তাহার সহিত নিশ্চিন্ত লোকা-
রণ্যের কলরব হইল, এবং সাধারণ লোকদের
সহিত প্রান্তর হইতে মদ্যপায়ীরা আনীত হইল,
তাহারা ঐ দুই রমণীর হস্তে কঙ্কণ ও মস্তকে চারু
৪৩ মুকুট দিল। তখন ব্যভিচার ক্রিয়াতে যে জীর্ণা,
সেই স্ত্রীর বিষয়ে আমি কহিলাম, এখন তাহারা
ইহার সহিত, এবং এ তাহাদের সহিত, ব্যভিচার
৪৪ কার্য্য করিবে। আর পুরুষেরা যেমন বেশ্যার
কাছে গমন করে, তেমনি তাহারা উহার কাছে
গমন করিত; এইরূপে তাহারা অহলার ও অহ-
লীবার, সেই কুকর্ম্মান্বিতা রমণীদ্বয়ের কাছে গমন
৪৫ করিত। কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ব্যভিচারিণী ও
রক্তপাতকারিণীদের বিচারানুসারে তাহাদের
বিচার করিবে; কেননা তাহারা ব্যভিচারিণী, ও
৪৬ তাহাদের হস্তে রক্ত আছে। বস্তুতঃ প্রভু সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে
জনসমাজ আনিব, এবং তাহাদিগকে সঞ্চালিত
৪৭ করাইব ও লুটদ্রব্য হইতে দিব। সেই সমাজ
তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে, ও আপনাদের
খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিবে; তাহারা তাহাদের পুত্র-
কন্যাদিগকে বধ করিবে, এবং অগ্নিতে তাহাদের
৪৮ গৃহ দগ্ধ করিবে। এই প্রকারে আমি দেশ হইতে
কুকর্ম্ম নিবৃত্ত করিব, তাহাতে যাবতীয় স্ত্রীলোক
শিক্ষা পাইবে, তোমাদের কুকর্ম্মের ন্যায় আচ-
৪৯ রণ করিবে না। আর লোকেরা তোমাদের কুক-
র্ম্মের বোঝা তোমাদের উপরে রাখিবে, এবং
তোমরা আপনাদের পুত্তলিগণসম্বন্ধীয় পাপ
সকল বহন করিবে; তাহাতে তোমরা জানিবে
যে, আমিই প্রভু সদাপ্রভু।

যিরূশালেমের আশুভবিতব্য পতন।

২৪ আর নবম বৎসরের দশম মাসে, মাসের
দশম দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
এই দিনের, অদ্যকার এই দিনের নাম লিখিয়া
রাখ, অদ্যকার এই দিনে বাবিল-রাজ যিরূশালে-
৩ মের কাছে আসিল। তুমি সেই বিদ্রোহী কুলের
উদ্দেশে দৃষ্টান্তকথা প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি চড়াও,
৪ হাঁড়ী চড়াও, তাহার মধ্যে জলও দেও। তাহার
মাংসখণ্ড সকল, উরু ও স্কন্ধ প্রভৃতি উত্তম খণ্ড
সকল তাহার মধ্যে একত্র কর; উৎকৃষ্ট অস্থি
৫ সকলে তাহা পূর্ণ কর। পালের মধ্যে যে মেষ
উৎকৃষ্ট তাহা গ্রহণ কর, এবং হাঁড়ীর নীচে অস্থি
সাজাও, তাহা সুসিদ্ধ কর, এবং তাহার মধ্যে
অস্থি সকলও পাক হউক।

Digitized by Google

৬ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ধিক্
সেই রক্তপূর্ণা পুরীকে, সেই হাঁড়ীকে, যাহার
মধ্যে কলঙ্ক আছে, ও যাহার কলঙ্ক তাহার মধ্য
হইতে নির্গত হয় নাই। তুমি খণ্ড খণ্ড করিয়া
তাহার সমুদয় বাহির কর, তাহার বিষয়ে গুলি-
৭ বাঁট করা হয় নাই। কেননা তাহার রক্ত তাহার
মধ্যে আছে; সে শুষ্ক পাষাণের উপরে তাহা
রাখিয়াছে, ধূলি দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবার
৮ জন্য মৃত্তিকার উপরে তাহা ঢালে নাই। ক্রোধ
উৎপাদনার্থে প্রতিশোধ লইবার জন্য, আমি
তাহার রক্ত শুষ্ক পাষাণের উপরে রাখিয়াছি,
৯ যেন আচ্ছাদিত না হয়। অতএব প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, ধিক্ সেই রক্তপূর্ণা পুরীকে!
১০ আমিও বিশাল রাশি সাজাইব। বিস্তর কাষ্ঠ
দেও, অগ্নি প্রজ্বলিত কর, মাংস সুসিদ্ধ কর,
১১ সুরস ঝোল কর, অস্থি সকলও দগ্ধ হউক। পরে
হাঁড়ী শূন্য হইলে তাহার অঙ্গারের উপরে তাহা
স্থাপন কর, যেন তাহা তপ্ত হইলে তাহার পিত্তল
দগ্ধ হয়, এবং তাহার মধ্যে তাহার অশৌচ
গলিয়া যায়, ও তাহার কলঙ্ক নিঃশেষিত হয়।
১২ সে পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছে, তাহার বিষম কলঙ্ক
তাহার মধ্য হইতে নির্গত হয় না, তাহার কলঙ্ক
১৩ অগ্নিসাৎ হইয়াছে। তোমার অশৌচে কুকর্ম্ম
আছে; আমি তোমাকে শুচি করিলেও তুমি
শুচি হইলে না, এই জন্য যাবৎ আমি তোমাতে
নিজ ক্রোধ প্রশমিত না করিব, তাবৎ তুমি আপন
১৪ অশৌচ হইতে আর শুচীকৃতা হইবে না। আমি
সদাপ্রভু ইহা কহিলাম; ইহা সফল হইবে,
আমি ইহা সাধন করিব, ক্ষান্ত হইব না, দয়া
করিব না, অনুতাপও করিব না। তোমার যেরূপ
আচরণ ও যেরূপ ক্রিয়া, সেইরূপ বিচার করা
যাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১৫ আরও সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৬ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, আমি
আঘাত দ্বারা তোমার নয়নের প্রীতিপাত্রকে
তোমা হইতে হরণ করিব; তথাপি তুমি বিলাপ
কি রোদন করিবে না, এবং তোমার অশ্রুপাতও
১৭ হইবে না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হও,
মৃতের জন্য বিলাপ করিও না; তুমি মস্তকে
শিরোভূষণ বাঁধ, ও পায়ে পাদুকা দেও; তুমি
ওষ্ঠাধর আচ্ছাদন করিও না, ও লোকদের
১৮ [প্রেরিত] রুটী খাইও না। তখন আমি প্রাতঃ-
কালে লোকদের সঙ্গে কথা কহিলাম; পরে
সন্ধ্যাকালে আমার ভার্য্যা মরিল; তাহাতে
প্রাতঃকালে আমি প্রাপ্ত আদেশানুযায়ী কর্ম্ম
১৯ করিলাম। আর লোকেরা আমাকে কহিল, এ
সকলের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি যে, তুমি
এরূপ করিতেছ? তাহা কি আমাদিগকে জ্ঞানা-
২০ ইবে না? তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম,
সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত
২১ হইল, তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, দেখ, আমার যে ধর্ম্মধাম
তোমাদের বলের গর্ব্ব, তোমাদের নয়নের প্রীতি-
পাত্র ও তোমাদের প্রাণের অভিলষিত বস্তু,
তাহাই আমি অপবিত্র করিব, এবং তোমাদের
পরিত্যক্ত পুত্রকন্যাগণ খড়্গে পতিত হইবে।
২২ তখন তোমরা আমার এই কর্ম্মের মত কর্ম্ম
করিবে, ওষ্ঠাধর আচ্ছাদন করিবে না, ও লোক-
২৩ দের [প্রেরিত] রুটী খাইবে না। তোমরা মস্তকে
শিরোভূষণ ও চরণে পাদুকা দিবে, বিলাপ কি
রোদন করিবে না, কিন্তু আপন আপন অপরাধে
ক্ষীণ হইয়া যাইবে, এবং এক জন অন্য জনের
২৪ কাছে কোঁকাইবে। এইরূপে যিহিষ্কেল তোমাদের
জন্য অভিজ্ঞানস্বরূপ হইবে; সে যেমন করিল,
তোমরা সর্ব্বথা তদ্রূপ করিবে; ইহা যখন
ঘটিবে, তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই প্রভু
সদাপ্রভু।
২৫ পরন্তু, হে মনুষ্যের সন্তান, যে দিন আমি
তাহাদের বল, তাহাদের শোভার আমোদ,
নয়নের প্রীতিপাত্র ও প্রাণের অভিলষিত বস্তু,
তাহাদের পুত্রকন্যাগণ, তাহাদের হইতে হরণ
২৬ করিব, সেই দিন কি তাহা তোমার কর্ণগোচর
করিবার নিমিত্তে পলাতক ব্যক্তি তোমার নিকটে
২৭ আসিবে না? সেই দিন পলাতকের কাছে
তোমার মুখ খোলা যাইবে, তাহাতে তুমি কথা
কহিবে, আর বোবা থাকিবে না; এইরূপে তুমি
তাহাদের জন্য অভিজ্ঞানস্বরূপ হইবে; তাহাতে
তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

নানা জাতির উদ্দেশে দণ্ড ঘোষণা।

২৫ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
অম্মোন-সন্তানদের দিকে মুখ রাখিয়া তাহাদের
৩ বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর। তুমি অম্মোন-
সন্তানদিগকে বল, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য
শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আমার
ধর্ম্মধাম অপবিত্রীকৃত দেখিয়া তাহার বিষয়ে,
ইস্রায়েলের ভূমি ধ্বংসিত দেখিয়া তাহার
বিষয়ে, এবং যিহূদার কুল নির্ব্বাসার্থে যাত্রা
করিয়াছে দেখিয়া তাহার বিষয়ে, বলিয়াছ,
৪ ‘বাহবা, বাহবা’; এই জন্য দেখ, আমি তোমাকে
অধিকাররূপে পূর্ব্ব দেশীয় লোকদের হস্তে সমর্পণ
করিব, তাহারা তোমার মধ্যে আপন আপন
শিবির স্থাপন করিবে, ও তোমার মধ্যে আপন
আপন তাম্বু ফেলিবে; তাহারাই তোমার ফল

Digitized by Google

ভক্ষণ করিবে, ও তোমার দুগ্ধ পান করিবে।
৫ আর আমি রব্বাকে উষ্ট্রের বাথান, ও অম্মোন-
সন্তানদের [দেশকে] মেষাদি পালের শয়নস্থান
করিব ; তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই
৬ সদাপ্রভু। কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তুমি ইস্রায়েল দেশের প্রতিকূলে হাততালি
দিয়াছ, পদাঘাত করিয়াছ, ও প্রাণের সহিত
৭ সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভাবে আনন্দ করিয়াছ। এই জন্য
দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে নিজ হস্ত বিস্তার
করিয়াছি, জাতিগণের লুটদ্রব্যরূপে তোমাকে
সমর্পণ করিব, জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাকে
কাটিয়া ফেলিব, দেশসমূহের মধ্য হইতে তোমাকে
উচ্ছিন্ন করিব ; আমি তোমাকে লুপ্ত করিব,
তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।
৮ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মোয়াব ও
সেয়ীর কহিতেছে, দেখ, যিহূদা-কুল অন্য সকল
৯ জাতির তুল্য ; এই জন্য দেখ, আমি মোয়াবের
স্কন্ধ নগর সকলের দিকে খুলিয়া দিব, অর্থাৎ
চতুর্দ্দিকস্থ তাহার সকল নগরে, বিশেষতঃ দেশের
ভূষণ বৈৎ-যিশীমোতে, বাল্‌মিয়োনে ও কিরিয়া-
১০ থয়িমে, অম্মোন-সন্তানদের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব দেশীয়
লোকদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দেশ অধিকা-
রার্থে দিব, এইরূপে জাতিগণের মধ্যে অম্মোন-
১১ সন্তানেরা আর স্মৃতিপথে আসিবে না। আর
আমি মোয়াবকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব, তাহাতে
তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।
১২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইদোম প্রতি-
শোধ লইবার ভাবে যিহূদা-কুলের প্রতি ব্যবহার
করিয়াছে, ও তাহাদিগের প্রতিশোধ লইয়া
১৩ নিতান্ত দণ্ডনীয় হইয়াছে। এই জন্য প্রভু সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, আমি ইদোমের বিরুদ্ধে
আপন হস্ত বিস্তার করিব, তাহার মধ্য হইতে
মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করিব, আমি তৈমন অবধি
তাহার দেশ উৎসন্ন স্থান করিব, ও দদান পর্য্যন্ত
১৪ তাহার লোক খড়্গে পতিত হইবে। আর ইদো-
মের উপরে আমার প্রতিশোধ লইবার ভার
আমার প্রজা ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিব,
তাহাতে আমার যেরূপ ক্রোধ ও যেরূপ কোপ,
তাহারা ইদোমের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিবে,
তখন উহারা আমার প্রতিশোধগ্রহণ জ্ঞাত
হইবে ; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পলেষ্টীয়েরা
প্রতিশোধ লইবার ভাবে কর্ম্ম করিয়াছে, হাঁ,
চিরশত্রুতা প্রযুক্ত বিনাশ করণার্থে প্রাণের অব-
১৬ জ্ঞার সহিত প্রতিশোধ লইয়াছে, এই জন্য প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি পলেষ্টীয়-
দের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিব, করেথীয়-
দিগকে কর্ত্তন করিব, এবং সমুদ্রোপকূলের অব-
১৭ শিষ্ট সকলকে নষ্ট করিব। আর আমি কোপ-
জনিত বিবিধ ভর্ৎসনা দ্বারা তাহাদিগের ভারী
প্রতিশোধ লইব ; আমি তাহাদিগের প্রতিশোধ
লইলে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

সোর ও সীদোনের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি।

২৬ পরে একাদশ বৎসরে, মাসের প্রথম
দিবসে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
২ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, যিরূশালে-
মের বিষয়ে সোর বলিয়াছে, ‘বাহবা, জাতিগণের
পুরদ্বার ভগ্ন হইল ; সে আমার দিকে ফিরিয়াছে ;
এবার আমি পূর্ণা হইব, সে উচ্ছিন্ন হইয়াছে ;’
৩ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে
সোর, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল ; সমুদ্র
যেমন তরঙ্গ উঠায়, তেমনি তোমার বিপক্ষে আমি
৪ অনেক জাতিকে উঠাইব। তাহারা সোরের প্রাচীর
বিনষ্ট করিবে, তাহার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া
ফেলিবে ; এবং আমি সেই নগরের ধূলি তাহা
হইতে চাঁচিয়া ফেলিব, ও তাহাকে শুষ্ক পাষাণ
৫ করিব। সে সমুদ্রের মধ্যে জাল বিস্তার করিবার
স্থান হইয়া থাকিবে, কেননা আমিই ইহা কহি-
লাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন ; আর সে জাতি-
৬ গণের লুটদ্রব্য হইবে। আর জনপদে তাহার যে
কন্যাগণ আছে, তাহারা খড়্গে নিহত হইবে ;
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।
৭ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি উত্তরদিক্‌ হইতে অশ্ব, রথ ও অশ্বারোহি-
গণের এবং সমাজের ও অনেক সৈন্যের সহিত
রাজাধিরাজ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরকে আনা-
৮ ইয়া সোরে উপস্থিত করিব। সে জনপদে অব-
স্থিতা তোমার কন্যাদিগকে খড়্গাঘাতে বধ
করিবে, তোমার বিরুদ্ধে উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিবে,
তোমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে, ও তোমার
৯ বিরুদ্ধে ঢাল উত্তোলন করিবে। আর সে তোমার
প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র স্থাপন করিবে, ও আপন
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তোমার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া
১০ ফেলিবে। তাহার অশ্বগণের বাহুল্য প্রযুক্ত
তাহাদের ধূলি তোমাকে আচ্ছাদন করিবে ; সে
যখন ভগ্নপ্রাচীর নগরে প্রবেশের ন্যায় তোমার
দ্বার সকলের ভিতরে যাইবে, তখন তাহার অশ্বা-
রোহীদের, চক্রের ও রথের শব্দে তোমার প্রাচীর
১১ কাঁপিবে। সে আপন অশ্বগণের খুরে তোমার
যাবতীয় পথ দলিত করিবে, খড়্গ দ্বারা তোমার
প্রজাদিগকে বধ করিবে, ও তোমার পরাক্রম-
১২ সূচক স্তম্ভ সকল ভূমিসাৎ হইবে। উহারা তোমার
সম্পত্তি লুট করিবে, তোমার বাণিজ্যদ্রব্য হরণ

Digitized by Google

করিবে, তোমার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও
তোমার মনোরম্য গৃহ সকল ধ্বংস করিবে ; এবং
তাহারা তোমার প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধূলি জলমধ্যে
১৩ নিক্ষেপ করিবে। আর আমি তোমার গানের
শব্দ নিবৃত্ত করিব ; এবং তোমার বীণাধ্বনি আর
১৪ শুনা যাইবে না। আর আমি তোমাকে শুষ্ক
পাষাণ করিব ; তুমি জাল বিস্তার করিবার স্থান
হইবে ; তুমি পুনরায় নির্ম্মিত হইবে না ; কেননা
আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদা-
প্রভু বলেন।
১৫ প্রভু সদাপ্রভু সোরের বিষয়ে এই কথা কহেন,
তোমার পতনের শব্দে, তোমার মধ্যে আহতগণের
কোঁকানিতে ও ভয়ানক নরহত্যায় দ্বীপ সকল কি
১৬ কাঁপিবে না ? তখন সমুদ্রের অধ্যক্ষগণ সকলে
আপন আপন সিংহাসন হইতে নামিবে, আপন
আপন প্রাবার ত্যাগ করিবে, শিল্পকর্ম্মের বস্ত্র
সকল খুলিয়া ফেলিবে ; তাহারা ত্রাস পরিধান
করিবে ; তাহারা ভূমিতে বসিবে, অনুক্ষণ ত্রাস-
যুক্ত থাকিবে, ও তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন
১৭ হইবে। আর তাহারা তোমার বিষয়ে বিলাপ
করিয়া তোমাকে বলিবে, হে সমুদ্রোৎপন্ন স্থান-
নিবাসিনি, তুমি কিরূপ বিনষ্ট হইলে ! সেই
বিখ্যাতা পুরী স্বনিবাসীদের সহিত সমুদ্রে পরা-
ক্রান্তা ছিল, তাহারা তাহার সমস্ত অধিবাসীর
১৮ উপর তাহাদের ভয়ার্ত্তা অর্পণ করিত। এখন
তোমার পতনের দিনে দ্বীপ সকল কাঁপিতেছে,
তোমার শেষগতিতে সমুদ্রে স্থিত দ্বীপ সকল
১৯ বিহ্বল হইতেছে। কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, যখন আমি নিবাসিহীন নগর সকলের
ন্যায় তোমাকে উচ্ছিন্ন নগর করিব, তোমার
উপরে জলধি উঠাইলে যখন মহৎ জলরাশি
২০ তোমাকে আচ্ছাদন করিবে, তখন আমি তোমাকে
গর্ত্তগামীদের সঙ্গে প্রাক্কালীন লোকদের নিকটে
নামাইব, এবং অধোভুবনে চিরোৎসন্ন স্থানে,
গর্ত্তগামী সকলের সঙ্গে বাস করাইব, তাহাতে
তুমি আর বসতিস্থান হইবে না ; কিন্তু জীবিত-
২১ দিগের দেশে আমি শোভা স্থাপন করিব। আমি
তোমাকে ত্রাসস্থান করিব, তুমি আর থাকিবে
না ; লোকেরা তোমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু
আর কখন তোমাকে পাইবে না, ইহা প্রভু সদা-
প্রভু বলেন।

২৭ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান,
৩ তুমি সোরের বিষয়ে বিলাপ কর। সোরকে বল,
হে সমুদ্রের প্রবেশস্থান-নিবাসিনি, অনেক দ্বীপে
জাতিগণের বণিক, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
হে সোর, তুমি বলিতেছ, আমি পরমসুন্দরী।
৪ সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে তোমার রাজ্য আছে ;
তোমার নির্ম্মাণকারীরা তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ
৫ করিয়াছে। তাহারা সনীরীয় দেবদারু কাষ্ঠে
তোমার সমস্ত তক্তা প্রস্তুত করিয়াছে, তোমার
মাস্তল প্রস্তুত করণার্থে লিবানোন হইতে এরস-
৬ বৃক্ষ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বাশন দেশীয়
অল্লোন বৃক্ষ হইতে তোমার দাঁড় প্রস্তুত করি-
য়াছে ; কিত্তীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত তাশূর
কাষ্ঠে খচিত হস্তিদন্ত দ্বারা তোমার দাঁড়ীদের
৭ আসন নির্ম্মাণ করিয়াছে। তোমার ধ্বজা হই-
বার জন্য মিসর হইতে আনীত সূচীকর্ম্মে চিত্রিত
শুক্ল ক্ষৌম বস্ত্র তোমার পাইল ছিল ; ইলীশা
দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত নীল ও ধূম্রবর্ণ বস্ত্র
৮ তোমার আচ্ছাদন ছিল। সীদোন ও অর্বদ্-
নিবাসিগণ তোমার দণ্ডবাহক ছিল ; হে সোর,
তোমার জ্ঞানবানেরা তোমার মধ্যে তোমার কর্ণ-
৯ ধার ছিল। গবালের প্রাচীনবর্গ ও জ্ঞানবানেরা
তোমার মধ্যে তোমার ছিদ্রপ্রতীকারক ছিল।
সমুদ্রগামী যাবতীয় জাহাজ ও তাহাদের নাবিক-
গণ তোমার বাণিজ্য-দ্রব্যের বিনিময় করিবার
১০ জন্য তোমার মধ্যে ছিল। পারস, লূদ ও পূট
দেশীয়েরা তোমার সৈন্যসামন্তের মধ্যে তোমার
যোদ্ধা ছিল ; তাহারা তোমার মধ্যে ঢাল ও
শিরস্ত্র টাঙ্গাইয়া রাখিত ; তাহারাই তোমার
১১ শোভা সম্পাদন করিয়াছে। অর্বদের লোক
তোমার সৈন্যসামন্তসহ চতুর্দ্দিকে তোমার প্রাচী-
রের উপরে ছিল, যুদ্ধবীরেরা তোমার সকল উচ্চ-
গৃহে ছিল ; তাহারা চতুর্দ্দিকে তোমার প্রাচীরে
আপন আপন ঢাল টাঙ্গাইত ; তাহারাই তোমার
১২ সৌন্দর্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। যাবতীয় ধনের প্রাচুর্য্য
প্রযুক্ত তর্শীশ তোমার বণিক্ ছিল, তাহারা
রৌপ্য, লৌহ, দস্তা ও সীসা দিয়া তোমার পণ্য
১৩ পরিশোধ করিত। যবন, তূবল ও মেশক তোমার
ব্যবসায়ী ছিল ; তাহারা মনুষ্যের প্রাণ ও তৈজস
পাত্র দিয়া তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময়
১৪ করিত। তোগর্ম্ম-কুলের লোকেরা ঘোটক, যুদ্ধাশ্ব
ও অশ্বতর আনিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ
১৫ করিত। দদান-সন্তানেরা তোমার ব্যবসায়ী ছিল,
অনেক দ্বীপ তোমার করায়ত্ত হট্ট ছিল ; তাহারা
হস্তিদন্তের শৃঙ্গ ও আবলুস কাষ্ঠ তোমার মূল্য-
১৬ রূপে আনিত। তোমার নির্ম্মিত দ্রব্যের বাহুল্য
প্রযুক্ত অরাম তোমার বণিক্ ছিল ; তথাকার
লোকেরা তাম্রমণি, ধূম্রবর্ণ ও বুটাদার বস্ত্র, ক্ষৌম
বস্ত্র এবং প্রবাল ও পদ্মরাগমণি দিয়া তোমার
১৭ পণ্য পরিশোধ করিত। যিহূদা এবং ইস্রায়েল
দেশ তোমার ব্যবসায়ী ছিল ; তথাকার লোকেরা
মিন্নীতের গোধূম, পক্কান্ন, মধু, তৈল ও তরুসার
দিয়া তোমার বাণিজ্য-দ্রব্যের বিনিময় করিত।
১৮ যাবতীয় ধনবাহুল্যক্রমে তোমার নির্ম্মিত দ্রব্যের

Digitized by Google

প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত দম্মেশক তোমার বণিক্ ছিল,
তথাকার লোকেরা হিল্‌বোনের দ্রাক্ষারস ও শুক্ল
১৯ মেষলোম আনিত। বদান ও যবন উষল হইতে
আসিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত; তোমার
বিনিময় দ্রব্যের মধ্যে কাস্তলোহ, কাশ ও দারু-
২০ চিনি থাকিত। দদান রথে বিস্তরণীয় দুলিচা
২১ সম্বন্ধে তোমার ব্যবসায়ী ছিল। আরব, এবং
কেদরের অধ্যক্ষেরা সকলে তোমার করায়ত্ত বণিক্
ছিল, মেষশাবক, মেষ ও ছাগ, এই সকল বিষয়ে
২২ তাহারা তোমার বণিক্ ছিল। শিবার ও রয়মার
ব্যবসায়ীরাও তোমার ব্যবসায়ী ছিল; তাহারা
সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গন্ধদ্রব্য ও সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য
প্রস্তর এবং স্বর্ণ দিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ
২৩ করিত। হারণ, কন্নী, এদন, শিবার এই ব্যব-
সায়ীরা, এবং অশূর ও কিল্‌মদ তোমার ব্যব-
২৪ সায়ী ছিল। ইহারা তোমার ব্যবসায়ী ছিল;
ইহারা অপূর্ব্ব বস্ত্র এবং নীলবর্ণ ও বুটাদার
প্রাবরণ ও শিল্পিত বস্ত্ররূপ ধন রজ্জুবদ্ধ এরস-
কাষ্ঠময় সিন্দুকে করিয়া তোমার বিক্রয়-স্থানে
২৫ আনয়ন করিত। তর্শীশের জাহাজ সকল দ্রব্য-
বিনিময়ে তোমার কাফিলা ছিল; এইরূপে তুমি
পরিপূর্ণা ছিলে, সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে অতিশয়
প্রতাপান্বিতা ছিলে।
২৬ তোমার দাঁড়ীরা তোমাকে প্রশস্ত জলে লইয়া
গিয়াছে; পূর্ব্বীয় বায়ু সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে
২৭ তোমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তোমার ধন,
পণ্যদ্রব্যসমূহ ও বিনিময় দ্রব্য সকল, তোমার
নাবিকগণ, কর্ণধারেরা, ছিদ্রপ্রতীকারকগণ ও দ্রব্য
বিনিময়কারীরা, এবং তোমার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত
যোদ্ধা তোমার মধ্যস্থিত জনসমাজের সঙ্গে তোমার
পতনের দিন সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে পতিত হইবে।
২৮ তোমার কর্ণধারদের ক্রন্দনের শব্দে উপনগর
২৯ সকল কম্পিত হইবে। আর যাবতীয় দাঁড়ী ও
নাবিকগণ, সমুদ্রগামী সমস্ত কর্ণধার আপন
আপন জাহাজ হইতে নামিয়া স্থলে দণ্ডায়মান
৩০ হইবে, তোমার উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে তীব্র ক্রন্দন
করিবে, আপন আপন মস্তকে ধূলা দিবে ও ভস্মে
৩১ লুণ্ঠন করিবে। আর তাহারা তোমার উদ্দেশে
মস্তক মুণ্ডন করিবে, ও কটিদেশে চট বাঁধিবে,
এবং তোমার উদ্দেশে মনস্তাপে রোদন করতঃ
৩২ তীব্র বিলাপ করিবে। আর তাহারা শোক করিয়া
তোমার উদ্দেশে বিলাপ করিবে, তোমার বিষয়ে
এই বলিয়া বিলাপ করিবে, "সমুদ্রের মধ্যস্থানে
৩৩ নিস্তব্ধা সোর পুরীর তুল্য কে? যখন সমুদ্র হইতে
তোমার পণ্য সকল স্থানে স্থানে যাইত, তখন
তুমি বহুসংখ্যক জাতিকে তৃপ্ত করিতে; তোমার
ধনের ও বিনিময় দ্রব্যের বাহুল্যে তুমি পৃথি-
৩৪ বীর রাজগণকে ধনী করিতে। এখন তুমি সমুদ্র
দ্বারা গভীর জলে ভগ্ন হইলে, তোমার বিনিময়ের
দ্রব্য ও তোমার সমস্ত সমাজ তোমার মধ্যেই
৩৫ পতিত হইল। দ্বীপনিবাসিগণ সকলে তোমার
অবস্থায় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, ও তাহাদের রাজ-
গণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিকৃত-বদন হইয়াছে।
৩৬ জাতিগণের মধ্যবর্ত্তী বণিক্‌গণ তোমার উদ্দেশে
শীস দেয়; তুমি ত্রাসস্থান হইলে, এবং তুমি
কোন কালে আর হইবে না।"

২৮ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
সোরের অধ্যক্ষকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে, তুমি
বলিয়াছ, আমি ঈশ্বর, আমি সমুদ্রগণের মধ্য-
স্থলে ঈশ্বরের আসনে বসিয়া আছি, কিন্তু তুমি
ত মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহ, তথাপি আপন চিত্তকে
৩ ঈশ্বরের চিত্তের তুল্য বলিয়া মানিতেছ; দেখ,
তুমি দানিয়েল অপেক্ষাও জ্ঞানী, কোন নিগূঢ়
৪ কথা তোমার কাছে তিমিরাবৃত নয়; তোমার
জ্ঞানে, তোমার বুদ্ধিতে তুমি আপনার জন্য
ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছ, আপন কোষে স্বর্ণ ও
৫ রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াছ; তোমার জ্ঞানের মহত্ত্বে
বাণিজ্য দ্বারা আপনার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছ,
তাই তোমার ঐশ্বর্য্যে তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হই-
৬ য়াছে; এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তুমি আপনার চিত্তকে ঈশ্বরের চিত্তের তুল্য
৭ বলিয়া মানিতেছ, তজ্জন্য দেখ, আমি তোমার
বিরুদ্ধে বিদেশীদিগকে আনিব, জাতিগণের মধ্যে
তাহারা ভীমবিক্রান্ত, তাহারা তোমার জ্ঞান-
কান্তির বিরুদ্ধে আপন আপন খড়্গ নিষ্কোষ
করিবে, ও তোমার দ্যুতি অপবিত্র করিবে।
৮ তাহারা তোমাকে কূপে নামাইবে; তুমি নিহত
লোকদের ন্যায় সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে মরিবে।
৯ তোমার বধকারীর সাক্ষাতে তুমি কি বলিবে,
'আমি ঈশ্বর'? তোমার নিহননকারীর হস্তে ত
১০ তুমি মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহ। তুমি বিদেশীদের
হস্ত দ্বারা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের ন্যায় মরিবে,
কেননা আমি ইহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদা-
প্রভু বলেন।
১১ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১২ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সোরের
রাজার উদ্দেশে বিলাপ কর, তাহাকে বল, প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সৌষ্ঠবের মুদ্রাঙ্ক,
১৩ তুমি পূর্ণজ্ঞান, তুমি সৌন্দর্য্যে সিদ্ধ; তুমি ঈশ্ব-
রের উদ্যান এদনে ছিলে; চুণি, পীতমণি, হীরক,
বৈদূর্য্যমণি, গোমেদক, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, হরি-
ন্মণি ও মরকত প্রভৃতি যাবতীয় বহুমূল্য প্রস্তর ও
স্বর্ণ তোমার আচ্ছাদন ছিল, তোমার তবলার ও
বাঁশীর কারুকার্য্য তোমার মধ্যে ছিল; তোমার

Digitized by Google

১৪ সৃষ্টিদিনে এ সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। তুমি
অভিষিক্ত আচ্ছাদক করূব ছিলে, আমি তোমাকে
স্থাপন করিয়াছিলাম, তুমি ঈশ্বরের পবিত্র
পর্ব্বতে ছিলে; তুমি অগ্নিময় প্রস্তর সকলের
১৫ মধ্যে গমনাগমন করিতে। তোমার সৃষ্টিদিনাবধি
তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলে; শেষে তোমার
১৬ মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল। তোমার বাণিজ্য-
বাহুল্যে তোমার অভ্যন্তর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ
হইল, তুমি পাপ করিলে, তাই আমি তোমাকে
ঈশ্বরের পর্ব্বত হইতে ভ্রষ্ট করিলাম, এবং হে
আচ্ছাদক করূব, তোমাকে অগ্নিময় প্রস্তর সক-
১৭ লের মধ্য হইতে লুপ্ত করিলাম। সৌন্দর্য্যে
তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছিল; তুমি নিজ
দ্যুতি প্রযুক্ত আপন জ্ঞান নষ্ট করিয়াছ; আমি
তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম, রাজগণের
সম্মুখে রাখিলাম, যেন তাহারা তোমাকে দেখিতে
১৮ পায়। তোমার অপরাধের বাহুল্যে তুমি নিজ
বাণিজ্যবিষয়ক অন্যায় দ্বারা আপনার সকল
পবিত্র স্থান অপবিত্র করিয়াছ; অতএব আমি
তোমার মধ্য হইতে অগ্নি উদ্গত করিলাম, সে
তোমাকে গ্রাস করিল; এবং আমি তোমাকে
দর্শনকারী সকলের সাক্ষাতে ভস্ম করিয়া ভূমিতে
১৯ ফেলিয়া দিলাম। জাতিগণের মধ্যে যত লোক
তোমাকে চিনে, তাহারা সকলে তোমার বিষয়ে
বিস্ময়াপন্ন হইল; তুমি ত্রাসস্থান হইলে, এবং
তুমি কোন কালে আর হইবে না।

২০ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
২১ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সীদো-
নের দিকে মুখ রাখ, ও তাহার বিরুদ্ধে ভাবোক্তি
২২ প্রচার কর, আর বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, হে সীদোন, দেখ, আমি তোমার প্রতি-
কূল; আমি তোমার মধ্যে মহিমান্বিত হইব;
তাহাতে লোকেরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,
কেননা আমি সেই নগরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব,
ও তাহার মধ্যে পবিত্ররূপে প্রতিপন্ন হইব।
২৩ আমি তাহার মধ্যে মহামারী ও তাহার চকে চকে
রক্ত প্রেরণ করিব, এবং চতুর্দ্দিকে আক্রমণকারী
খড়্গে আহত লোকেরা তাহার মধ্যে পতিত
হইবে, তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই
২৪ সদাপ্রভু। তখন ইস্রায়েল-কুলের জ্বালাজনক
কোন হুল কিম্বা ব্যথাজনক কোন কণ্টক তাহাদের
অবজ্ঞাকারী চতুর্দ্দিকস্থ কোন লোকের মধ্যে আর
উৎপন্ন হইবে না; তাহাতে তাহারা জানিবে যে,
আমিই প্রভু সদাপ্রভু।

২৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে জাতিগণের
মধ্যে ইস্রায়েল-কুল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহাদের
মধ্য হইতে যখন আমি তাহাদিগকে সংগ্রহ
করিব, তখন জাতিগণের সাক্ষাতে তাহাদিগেতে
পবিত্ররূপে প্রতিপন্ন হইব; এবং আমি নিজ
দাস যাকোবকে যে ভূমি দিয়াছি, তাহারা আপ-
২৬ নাদের সেই ভূমিতে বাস করিবে। তাহারা
নির্ভয়ে তথায় বাস করিবে; তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ
করিবে, ও দ্রাক্ষার উদ্যান করিবে; হাঁ, আমি
তাহাদের অবজ্ঞাকারী চতুর্দ্দিকস্থ সকল লোককে
বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিলে তাহারা নির্ভয়ে বাস
করিবে, এবং তাহারা জানিবে যে, আমিই তাহা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

মিসরবিষয়ক ভাবোক্তি।

২৯ দশম বৎসরের দশম মাসে, মাসের দ্বাদশ
দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
২ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি মিসর-
রাজ ফরৌণের প্রতিকূলে মুখ রাখ, এবং তাহার
বিরুদ্ধে ও সমস্ত মিসরের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি
৩ প্রচার কর। তুমি এই কথা বল, প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, হে মিসর-রাজ ফরৌণ, দেখ,
আমি তোমার প্রতিকূল; তুমি সেই প্রকাণ্ড
কুম্ভীর, যে আপন স্রোতঃসমূহের মধ্যে শয়ন
করে, বলে, আমার নদী আমারই, আমিই
৪ আপনার জন্য ইহা সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু আমি
তোমার হনূদ্বয় ফুঁড়িব, তোমার স্রোতঃসমূহের
মৎস্য সকল তোমার আঁইসে সংলগ্ন করিব, এবং
তোমার স্রোতঃসমূহের মধ্য হইতে তোমাকে
তুলিব; তোমার স্রোতঃসমূহের মৎস্য সকল
৫ তখনও তোমার আঁইসে লাগিয়া থাকিবে। আর
আমি তোমার স্রোতঃসমূহের সমস্ত মৎস্যশুদ্ধ
তোমাকে প্রান্তরে ফেলিয়া যাইব; তুমি মাঠের
পৃষ্ঠে পতিত থাকিবে, আর সংগৃহীত কি সঞ্চিত
হইবে না; আমি তোমাকে ভূচর পশুদের ও
খেচর পক্ষীদের ভক্ষ্য করিয়া নিরূপণ করিলাম।
৬ তাহাতে মিসর-নিবাসী সকলে জানিবে যে,
আমিই সদাপ্রভু, যেহেতুক তাহারা ইস্রায়েল-
৭ কুলের পক্ষে নলের যষ্টি হইয়াছিল; যখন
তাহারা তোমাকে হস্তে ধরিত, তখন তুমি ফাটিয়া
তাহাদের সমস্ত স্কন্ধ বিদীর্ণ করিতে; এবং যখন
তাহারা তোমার উপরে নির্ভর দিত, তখন তুমি
ভাঙ্গিয়া তাহাদের সমস্ত কটিদেশ অসাড় করিতে;
৮ সেই জন্য, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনিব, ও তোমার
৯ মধ্য হইতে মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করিব। মিসর-
দেশ ধ্বংসিত ও উৎসন্ন স্থান হইবে; তাহাতে
তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, যেহেতুক
তুমি বলিতে, নদী আমার, আমিই তাহা সৃষ্টি
১০ করিয়াছি। এই জন্য দেখ, আমি তোমার ও
তোমার স্রোতঃসমূহের প্রতিকূল; আমি মিগ্-

Digitized by Google

দোল অবধি সিবেনী পর্য্যন্ত, ও কূশ দেশের
সীমা পর্য্যন্ত মিসরদেশ নিতান্ত উৎসন্ন ও ধ্বংস-
১১ স্থান করিব। মনুষ্যের চরণ তাহা দিয়া যাতায়াত
করিবে না, ও পশুর চরণ তাহা দিয়া যাতায়াত
করিবে না ; এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তথায়
১২ বসতি হইবে না। আর আমি মিসরদেশকে
ধ্বংসিত দেশসমূহের মধ্যে ধ্বংসস্থান করিব, এবং
উচ্ছিন্ন নগরসমূহের মধ্যে তাহার নগর সকল
চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ধ্বংসস্থান থাকিবে ; আর
আমি মিস্রীয়দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন
১৩ ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিব। কেননা প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে সকল জাতির মধ্যে
মিস্রীয়েরা ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহাদের মধ্য হইতে
আমি চল্লিশ বৎসরের শেষে তাহাদিগকে সংগ্রহ
১৪ করিব। আর মিস্রীয়দিগকে বন্দিত্ব হইতে
ফিরাইয়া আনিব, ও তাহাদের উৎপত্তিস্থান
পথ্রোষ দেশে তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করাইব,
১৫ তথায় তাহারা খর্ব্ব এক রাজ্য হইবে। অন্যান্য
রাজ্য অপেক্ষা তাহা খর্ব্ব হইবে, এবং আপনাকে
আর জাতিগণের উপরে বড় করিয়া তুলিবে না ;
আমি তাহাদিগকে ন্যূন করিব, তাহারা আর
১৬ জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না। মিসর
আর ইস্রায়েল-কুলের বিশ্বাসভূমি হইবে না,
তথাকার লোকদের অনুগমনরূপ অপরাধ স্মরণ
করাইবার উপায়ও হইবে না ; তাহাতে তাহারা
জানিবে যে, আমিই প্রভু সদাপ্রভু।

১৭ আর সপ্তবিংশ বৎসরের প্রথম মাসে, মাসের
প্রথম দিবসে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৮ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, বাবিল-রাজ
নবূখদ্‌রিৎসর আপন সৈন্যসামন্তকে সোরের
বিরুদ্ধে ভারী পরিশ্রম করাইয়াছে ; সকলের
মস্তক টাকপড়া ও স্কন্ধ জীর্ণত্বক্‌ হইয়াছে ; কিন্তু
সোরের বিরুদ্ধে সে যে পরিশ্রমের অনুষ্ঠান করি-
য়াছে, তাহার বেতন সে কিম্বা তাহার সৈন্য
১৯ সোর হইতে পায় নাই। অতএব প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিল-রাজ নবূ-
খদ্‌রিৎসরকে মিসরদেশ দিব ; সে তাহার
লোকারণ্য লইয়া যাইবে, তাহার দ্রব্য লুট
করিবে, ও তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবে ;
২০ তাহাই তাহার সৈন্যের বেতন হইবে। সে যাহার
জন্য পরিশ্রম করিয়াছে, সেই বেতন বলিয়া
আমি মিসরদেশ তাহাকে দিলাম, কেননা তাহারা
আমারই জন্য কার্য্য করিয়াছে, ইহা প্রভু সদা-
প্রভু বলেন।

২১ সেই দিন আমি ইস্রায়েল-কুলের নিমিত্ত এক
শৃঙ্গ প্ররোহণ করাইব, এবং তাহাদের মধ্যে
তোমার মুখ খুলিয়া দিব ; তাহাতে তাহারা
জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩০ পুনশ্চ সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
ভাববোক্তি প্রচার কর, ও বল, প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তোমরা হাহাকার করিয়া বল, হায় !
৩ সে কেমন দিন ! কেননা সেই দিন নিকটবর্ত্তী,
হাঁ, সদাপ্রভুর দিন, সেই মেঘাচ্ছন্ন দিন নিকট-
৪ বর্ত্তী ; তাহা জাতিগণের কাল হইবে। মিসরে
খড়্গ প্রবেশ করিবে, ও কূশে যাতনা হইবে ;
কেননা মিসরে নিহতগণ পতিত হইবে, তাহার
সমারোহ অপহৃত হইবে, ও তাহার ভিত্তিমূল
৫ সকল উৎপাটিত হইবে। কূশ, পূট ও লূদ এবং
সমস্ত মিশ্রিত লোক, আর কূব ও মিত্র দেশীয়
লোকেরা তাহাদের সহিত খড়্গে পতিত হইবে

৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যাহারা মিসরের
স্তম্ভস্বরূপ, তাহারাও পতিত হইবে, এবং তাহার
পরাক্রমের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে ; মিগ্‌দোল অবধি
সিবেনী পর্য্যন্ত তথাকার লোকেরা খড়্গে পতিত
৭ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। তাহারা
ধ্বংসিত দেশসমূহের মধ্যে ধ্বংসিত হইবে, এবং
তাহাদের নগর সকল উচ্ছিন্ন নগরসমূহের মধ্যে
৮ থাকিবে। তখন তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু, কেননা আমি মিসরে অগ্নি লাগাইব,
এবং তাহার সহকারীরা সকলে ভগ্ন হইয়াছে।
৯ সেই দিন নিশ্চিন্ত কূশকে উদ্বিগ্ন করণার্থে দূতগণ
নৌকাযোগে আমার নিকট হইতে নির্গত হইবে,
তাহাতে মিসরের দিনে যেমন হইয়াছিল, তেমনি
তাহাদের মধ্যে যাতনা হইবে ; বস্তুতঃ দেখ,
১০ তাহা আসিতেছে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমি বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের হস্ত
১১ দ্বারা মিসরের সমারোহ শেষ করিব। সে এবং
জাতিগণের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত তাহার প্রজারা
দেশের বিনাশার্থে আনীত হইবে, এবং মিসরের
বিরুদ্ধে আপন আপন খড়্গ নিষ্কোষ করিবে, ও
১২ নিহতগণে দেশ পূর্ণ করিবে। আর আমি স্রোত-
সমূহকে শুষ্ক স্থান করিব, দেশকে দুর্বৃত্ত লোকদের
হস্তে বিক্রয় করিব, ও বিদেশীদের হস্ত দ্বারা দেশ
ও তৎপূরক সকলই ধ্বংস করিব ; আমি সদাপ্রভু
ইহা কহিলাম।

১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি পুত্তলি
সকলও বিনষ্ট করিব, নোফ হইতে অবস্তু সকল
শেষ করিব, মিসরদেশ হইতে কোন অধ্যক্ষ আর
উৎপন্ন হইবে না, এবং আমি মিসরদেশে ভয়
১৪ জন্মাইব। আর আমি পথ্রোষকে ধ্বংস করিব,
সোয়নে অগ্নি লাগাইব, ও নো-নগরে বিচারসিদ্ধ
১৫ দণ্ড দিব। আর মিসরের বলস্বরূপ সীনের উপরে
আমার ক্রোধ ঢালিব, ও নো-নগরের সমারোহ
১৬ উচ্ছিন্ন করিব। আমি মিসরে অগ্নি লাগাইব ;
যাতনাতে সীন ছট্‌ফট্‌ করিবে, নো-নগর ভগ্ন

Digitized by Google

হইবে, এবং লোকে শত্রুরা দিনমানে আসিবে।
১৭ আবেন ও পী-বেশতের যুবকগণ খড়্গে পতিত
হইবে, এবং সেই সকল পুরী বন্দিত্বস্থানে গমন
১৮ করিবে। তখন তফন্‌হেষে দিবস অন্ধকার হইয়া
যাইবে, কেননা সেই স্থানে আমি মিসরের
যোঁয়ালি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিব; তাহাতে তাহার
মধ্যে তাহার পরাক্রমের ছটা শেষ হইবে; সে
আপনি মেঘাচ্ছন্ন হইবে, ও তাহার কন্যাগণ
১৯ বন্দিত্বস্থানে যাইবে। হাঁ, আমি মিসরকে
বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব, তাহাতে তাহারা জানিবে
যে, আমিই সদাপ্রভু।
২০ একাদশ বৎসরের প্রথম মাসে, মাসের সপ্তম
দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপ-
২১ স্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি মিসর-
রাজ ফরৌণের বাহু ভাঙ্গিয়াছি, আর দেখ,
ক্ষতপ্রতীকারের নিমিত্ত, পটি দিয়া তাহা বাঁধি-
বার নিমিত্ত, খড়্গধারণের উপযুক্ত শক্তি দিবার
২২ নিমিত্ত তাহা বাঁধা হয় নাই। এই জন্য প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি মিসর-রাজ
ফরৌণের প্রতিকূল, আমি তাহার বলবান ও ভগ্ন
উভয় বাহু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এবং খড়্গকে তাহার
২৩ হস্ত হইতে খসাইব। আর আমি মিস্রীয়দিগকে
জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও নানাদেশে বিকীর্ণ
২৪ করিব। আর আমি বাবিল-রাজের বাহুযুগল
বলবান করিব, ও তাহারই হস্তে আমার খড়্গ
সমর্পণ করিব; কিন্তু ফরৌণের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া
ফেলিব, তাহাতে সে উহার সাক্ষাতে আহত
লোকের কাতরোক্তির মত কাতরোক্তি করিবে।
২৫ হাঁ, আমি বাবিল-রাজের বাহুযুগল বলবান
করিব, কিন্তু ফরৌণের বাহুদ্বয় ঝুলিয়া পড়িবে;
তখন লোকেরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,
কেননা আমি বাবিল-রাজের হস্তে আমার খড়্গ
সমর্পণ করিব, এবং সে মিসরদেশের বিরুদ্ধে
২৬ তাহা বিস্তার করিবে। আর আমি মিস্রীয়দিগকে
জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও নানাদেশে বিকীর্ণ
করিব; তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।

৩১ একাদশ বৎসরের তৃতীয় মাসে, মাসের
প্রথম দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান,
মিসর-রাজ ফরৌণকে ও তাহার লোকারণ্যকে
৩ বল, তুমি তোমার মহিমায় কাহার তুল্য? দেখ,
অশূর লিবানোনস্থ এরসবৃক্ষস্বরূপ ছিল, তাহার
সুন্দর ডাল, ঘন ছায়া ও উচ্চ দৈর্ঘ্য ছিল;
৪ তাহার শিখর মেঘমালার মধ্যবর্ত্তী ছিল। সে
জলে বর্দ্ধিত ও জলধিতে উচ্চ হইয়াছিল; তাহার
স্রোতঃসমূহ উদ্যানের চারিদিকে বহিত, এবং সে
ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকলের কাছে আপন প্রণালী পাঠা-
৫ ইত। এই কারণ ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ অপেক্ষা
তাহার দৈর্ঘ্য উচ্চতম হইল, এবং সে ডাল পালা
মেলিলে প্রচুর জলহেতু তাহার পল্লব বৃদ্ধি
৬ পাইল ও তাহার শাখা দীর্ঘ হইল। তাহার
ডালে আকাশের সকল পক্ষী বাসা করিত, এবং
তাহার শাখার নীচে মাঠের সকল পশু প্রসব
করিত, এবং তাহার ছায়াতে মহাজাতি সকল
৭ বসতি করিত। সে আপন মহত্ত্বে ও ডালের
দীর্ঘতায় মনোহর ছিল, কেননা তাহার মূল প্রচুর
৮ জলের পার্শ্বে ছিল। ঈশ্বরের উদ্যানে এরসবৃক্ষ
সকল তাহাকে গোপন করিতে পারিত না, দেব-
দারু সকল পল্লবে তাহার সমান ছিল না, এবং
অর্মোণ বৃক্ষ সকল তাহার ন্যায় শাখাবিশিষ্ট
ছিল না; ঈশ্বরের উদ্যানে স্থিত কোন বৃক্ষ
৯ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য ছিল না। আমি ডালের
প্রাচুর্য্য দিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়াছিলাম, এবং
এদনে ঈশ্বরের উদ্যানে স্থিত সমস্ত বৃক্ষ তাহার
উপরে ঈর্ষা করিত।
১০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই
বৃক্ষ দৈর্ঘ্যে উচ্চ হইল, মেঘমালার মধ্যে আপন
শিখর উঠাইল, ও উচ্চতাতে তাহার অন্তঃকরণ
১১ উদ্ধত হইল; এই জন্য আমি তাহাকে জাতি-
গণের মধ্যে বলীয়ানের হস্তে সমর্পণ করিব, সে
তাহার সহিত উচিত ব্যবহার করিবে; আমি
তাহার দুষ্টতা প্রযুক্ত তাহাকে দূর করিলাম।
১২ তাহাতে জাতিগণের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত বিদেশী
লোকেরা তাহাকে কাটিয়া ফেলিল, ও ছাড়িয়া
গেল; পর্ব্বতগণের উপরে ও উপত্যকা সকলে
তাহার ডাল পড়িয়া আছে, এবং দেশের জল-
প্রবাহ সকলে তাহার শাখা ভগ্ন হইল, পৃথিবীর
জাতি সকল তাহার ছায়া হইতে প্রস্থান করিল,
১৩ তাহাকে ছাড়িয়া গেল। তাহার পতিত কাণ্ডে
আকাশের সকল পক্ষী বাস করিবে, এবং তাহার
শাখার নিকটে মাঠের সকল পশু থাকিবে।
১৪ ইহার ভাব এই, যেন জলের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ
সকল আপন আপন উচ্চতায় উদ্ধত না হয়,
আপন আপন শিখর মেঘমালার মধ্যে স্থাপন
না করে, তাহাদের তেজীয়ানেরা, জলপায়ী
সকলে, যেন স্ব স্ব উচ্চতায় দণ্ডায়মান না হয়;
কেননা তাহারা সকলে মৃত্যুতে, অধোভুবনে,
মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে, গর্ত্তগামীদের নিকটে
সমর্পিত হইয়াছে।
১৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পাতালে তাহার
অবরোহণ দিনে আমি শোক নিরূপণ করিলাম;
আমি তাহার জন্য জলধিকে আচ্ছাদন করিলাম,
ও তাহার স্রোতঃসমূহ নিবৃত্ত করিলাম, তাহাতে
জলরাশি রুদ্ধ হইল; এবং আমি তাহার জন্য
লিবানোনকে কৃষ্ণবর্ণ করিলাম, ও ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ

Digitized by Google

১৬ সকল তাহার জন্য জীর্ণ হইল। যখন আমি
তাহাকে পাতালে গর্ত্তগামীদের নিকটে ফেলিয়া
দিলাম, তখন তাহার পতনের শব্দে জাতিগণকে
কম্পিত করিলাম; আর এদনের সমস্ত বৃক্ষ,
লিবানোনের মনোনীত উত্তম জলপায়ী সকলে,
১৭ অধোভুবনে সান্ত্বনা পাইল। তাহার সহিত
তাহারাও পাতালে খড়্গে নিহত লোকদের কাছে
নামিয়াছে; তাহারা তাহার বাহুস্বরূপ হইয়া
তাহারই ছায়াতে জাতিগণের মধ্যে বাস
করিয়াছিল।
১৮ এইরূপে তুমি প্রতাপে ও মহত্ত্বে এদনস্থ বৃক্ষ-
সমূহের মধ্যে কাহার তুল্য? এদনস্থ বৃক্ষগণের
সহিত তুমিও অধোভুবনে অবনীত হইবে;
অচ্ছিন্নত্বক্ সকলের মধ্যে খড়্গে নিহত লোকদের
সহিত শয়ন করিবে। ফরৌণ ও তাহার সমস্ত
লোকারণ্য এইরূপ হইবে; ইহা প্রভু সদা-
প্রভু বলেন।

৩২ দ্বাদশ বৎসরের দ্বাদশ মাসে, মাসের
প্রথম দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
মিসর-রাজ ফরৌণের জন্য বিলাপ কর, আর
তাহাকে বল, জাতিগণের যুবসিংহের সহিত
তোমার তুলনা করা গিয়াছিল; কিন্তু তুমি জল-
চর কুম্ভীরের সদৃশ; তুমি আপন নদীগণের
মধ্যে উৎপাত করিতে, নিজ চরণ দ্বারা জল মলিন
করিতে, ও তথাকার নদনদী পদতলে মর্দ্দন
৩ করিতে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি
বহু জাতির সমাজে তোমার উপরে আপন জাল
বিস্তার করিব, তাহারা আমার টানা জালে
৪ তোমাকে তুলিবে। পরে আমি তোমাকে স্থলে
ছাড়িয়া দিব, তোমাকে মাঠের পৃষ্ঠে ফেলিয়া
দিব; আকাশের পক্ষী সকলকে তোমার উপরে
বসাইব, সমস্ত ভূতলের পশুদিগকে তোমা দ্বারা
৫ তৃপ্ত করাইব। আমি পর্ব্বতগণের উপরে তোমার
মাংস ফেলিব, ও তোমার দীর্ঘ শবে উপত্যকা
৬ সকল পূর্ণ করিব। আর তুমি যেখানে সাঁতার
দিতেছ, সেই দেশকে পর্ব্বত পর্য্যন্ত তোমার রক্তে
সিক্ত করিব, আর জলপ্রবাহ সকল তোমাতে
৭ পরিপূর্ণ হইবে। তোমাকে নির্ব্বাণ করিবার
সময়ে আমি গগন আচ্ছাদন করিব, তাহার
নক্ষত্র সকল কৃষ্ণবর্ণ করিব; আমি সূর্য্যকে মেঘা-
৮ চ্ছন্ন করিব, ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না। আকাশে
যত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আছে, সেই সকলকে আমি
তোমার উপরে কৃষ্ণবর্ণ করিব, তোমার দেশের
উপরে অন্ধকার ব্যাপ্ত করিব; ইহা প্রভু সদাপ্রভু
৯ বলেন। আর আমি বহু জাতির মনস্তাপ জন্মা-
ইব, কেমনা তোমার অজ্ঞাত নানাদেশে জাতি-
গণের মধ্যে তোমার ভঙ্গের বার্ত্তা উপস্থিত
১০ করিব। হাঁ, তোমার বিষয়ে বহু জাতিকে
বিস্ময়াপন্ন করিব, তাহাদের রাজগণ তোমার
জন্য রোমাঞ্চিত হইবে; কেমনা তাহাদের সাক্ষা-
তেই আমি আমার খড়্গ চালাইব, তাহারা
অনুক্ষণ কম্পান্বিত হইবে, তোমার পতনদিনে
প্রতিজন আপন আপন প্রাণের বিষয়ে কম্পান্বিত
১১ হইবে। কেমনা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
বাবিল-রাজের খড়্গ তোমাকে আক্রমণ করিবে
১২ আমি বীরগণের খড়্গ দ্বারা তোমার লোকা-
রণ্যকে নিপাত করিব; তাহারা সকলে জাতি-
গণের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত; তাহারা মিসরের দর্প
চূর্ণ করিবে; খন তাহার সমস্ত লোকারণ্যের
১৩ সংহার হইবে। আর আমি জলসমূহের সমীপ
হইতে তাহার সকল পশু উচ্ছিন্ন করিব:
তাহাতে মনুষ্যের চরণ তাহা আর মলিন করিবে
না, পশুগণের খুরও তাহা মলিন করিবে না।
১৪ তৎকালে আমি তথাকার জল স্বচ্ছ করিব, ও
তথাকার নদনদীচয় তৈলের ন্যায় প্রবাহিত
১৫ করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। যখন আমি
মিসরদেশ ধ্বংসস্থান ও উৎসন্ন করিব, এবং ভূমি
তৎপূরক বস্তুবিহীন হইবে, যখন তন্নিবাসী
সকলে আমা দ্বারা নিহত হইবে, তখন তাহারা
১৬ জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু। এ বিলাপ-গীত,
লোকে ইহা গান করিবে; জাতিগণের কন্যাগণ
ইহা গান করিবে; তাহারা মিসরের উদ্দেশে ও
তাহার সমস্ত লোকারণ্যের উদ্দেশে ইহা গান
করিবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১৭ আর দ্বাদশ বৎসরে, সেই মাসের পঞ্চদশ দিনে
সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত
১৮ হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি মিসরের লোকা-
রণ্যের বিষয়ে হাহাকার কর, এবং তাহাদিগকে
অর্থাৎ সেই জাতিকে ও পরাক্রমী জাতিদের
কন্যাগণকে অধোভুবনে গর্ত্তগামীদের কাছে
১৯ নামাইয়া দেও। তুমি কাহা অপেক্ষা সুন্দর?
নামিয়া যাও, অচ্ছিন্নত্বক্‌দের সহিত শায়িত হও।
২০ তাহারা খড়্গে নিহত লোকদের সহিত পতিত
হইবে; সে খড়্গে সমর্পিত হইয়াছে; তোমরা
সেই জাতি ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যকে টানিয়া
২১ লইয়া যাও। বলীয়ান বীরগণ পাতালের মধ্যে
থাকিয়া তাহার সহকারীদের সহিত তাহার
কাছে কথা বলিবে; অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেরা খড়্গে
২২ নিহত হইয়া নামিয়া গিয়া শুইয়া আছে। সেই
স্থানে অশূর ও তাহার সমস্ত জনসমাজ আছে;
তাহার কবর সকল তাহার চতুর্দ্দিকে আছে:
তাহারা সকলে নিহত, খড়্গে পতিত হইয়াছে।
২৩ গর্ত্তের নিম্নতম স্থানে তাহাদের কবর দেওয়া
গিয়াছে, এবং তাহার সমাজ তাহার কবরের
চতুর্দ্দিকে আছে; তাহারা সকলে নিহত, খড়্গে

Digitized by Google

পতিত হইয়াছে, জীবিতদের দেশে তাহারা
২৪ আপনাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত করিয়াছিল। সেই
স্থানে এলম ও তাহার কবরের চতুর্দ্দিকে তাহার
সমস্ত লোকারণ্য আছে ; তাহারা সকলে নিহত,
খড়্গে পতিত হইয়াছে, অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়
অধোভুবনে নামিয়া গিয়াছে। জীবিতদের দেশে
তাহারা আপনাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত করিয়া-
ছিল, এখন গর্ত্তগামীদের সঙ্গে আপনাদের
২৫ অপমান ভোগ করিতেছে। নিহত লোকদের
মধ্যে তাহার সমস্ত লোকারণ্যসুদ্ধ তাহার শয্যা
পাতিত হইয়াছে ; তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার কবর
সকল রহিয়াছে ; তাহারা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্
অবস্থায় খড়্গে নিহত হইয়াছে ; কেননা জীবিত-
দের দেশে তাহাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত ছিল,
এখন তাহারা গর্ত্তগামীদের সঙ্গে আপনাদের
অপমান ভোগ করিতেছে ; নিহত লোকদের
২৬ মধ্যেই তাহাকে রাখা গিয়াছে। সেই স্থানে
মেশক, তূবল ও তাহার সমস্ত লোকারণ্য রহি-
য়াছে ; তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার কবর সকল
রহিয়াছে ; তাহারা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়
খড়্গে নিহত হইয়াছে ; কেননা জীবিতদের দেশে
তাহারা আপনাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত করিয়া-
২৭ ছিল। কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে যে বীর-
গণ পতিত হইয়া আপন আপন যুদ্ধসজ্জাসুদ্ধ
পাতালে অবনীত হইল, ও যাহাদের প্রত্যেকের
খড়্গ তাহার মস্তকের নীচে রাখা গেল, উহারা
তাহাদের সহিত শয়ন করিবে না ; তাহাদের
অপরাধ তাহাদের অস্থিতে আবেশ করিল,
কেননা জীবিতদের দেশে তাহারা বীরগণের
২৮ ত্রাসভূমি ছিল। তুমিও অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের
মধ্যে ভগ্ন হইবে, ও খড়্গে নিহতদের সহিত
২৯ শয়ন করিবে। সেই স্থানে ইদোম, তাহার রাজ-
গণ ও তাহার যাবতীয় অধ্যক্ষ রহিয়াছে ; পরা-
ক্রান্ত হইলেও খড়্গে নিহত লোকদের সহিত
তাহাদিগকে রাখা গিয়াছে ; তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্
লোকদের সঙ্গে ও গর্ত্তগামীদের সঙ্গে শয়ন
৩০ করিবে। সেই স্থানে উত্তর দেশীয় যাবতীয় অধ্যক্ষ
ও সীদোনীয় সকল লোক আছে ; তাহারা নিহত
লোকদের কাছে নামিয়াছে ; আপনাদের পরা-
ক্রমে ভয়ানক হইলেও তাহারা লজ্জাপন্ন হই-
য়াছে ; তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় খড়্গে নিহত
লোকদের কাছে শুইয়া রহিয়াছে, এবং গর্ত্ত-
গামীদের সঙ্গে আপনাদের অপমান ভোগ করি-
৩১ তেছে। ফরৌণ সেই সকলকে দেখিবে, এবং
আপন সমস্ত লোকারণ্যের বিষয়ে সান্ত্বনা
পাইবে ; ফরৌণ ও তাহার সমস্ত সৈন্য খড়্গে
নিহত হইয়াছে ; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
৩২ কেননা আমি জীবিতদের দেশে তাহার ভয়ান-
কতা ব্যাপ্ত করিয়াছি ; আর অচ্ছিন্নত্বক্ লোক-
দের মধ্যে খড়্গে নিহতদের সঙ্গে ফরৌণ ও তাহার
সমস্ত লোকারণ্য শায়িত হইবে ; ইহা প্রভু সদা-
প্রভু বলেন।

ধর্ম্মাচরণ করিতে চেতনাবাক্য।

৩৩ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
আপন জাতির সন্তানদের সহিত আলাপ কর,
তাহাদিগকে বল, আমি কোন দেশের বিরুদ্ধে
খড়্গ আনিলে যদি সেই দেশের লোকেরা আপ-
নাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তিকে লইয়া আপ-
৩ নাদের প্রহরী নিযুক্ত করে ; সে খড়্গকে দেশের
বিরুদ্ধে আসিতে দেখিলে যদি তূরী বাজাইয়া
৪ লোকদিগকে সচেতন করে, কিন্তু কোন শ্রোতা
তূরীর শব্দ শুনিয়াও সচেতন না হয়, এবং খড়্গ
উপস্থিত হইয়া তাহাকে সংহার করে, তবে
৫ তাহার রক্ত তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে। সে তূরীর
শব্দ শুনিয়াও সচেতন হয় নাই ; তাহার রক্ত
তাহারই উপরে বর্ত্তিবে ; যদি সচেতন হইত,
৬ তবে নিজ প্রাণ বাঁচাইত। কিন্তু সেই প্রহরী
খড়্গ আসিতে দেখিলে যদি তূরী না বাজায়,
এবং লোকেরা সচেতন না হয়, আর যদি খড়্গ
উপস্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যে কোন প্রাণীকে
সংহার করে, তবে তাহার অপরাধ প্রযুক্ত তাহার
সংহার হইবে, কিন্তু আমি সেই প্রহরীর হস্ত
হইতে তাহার রক্তের পরিশোধ লইব।
৭ হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রা-
য়েল-কুলের প্রহরী নিযুক্ত করিলাম ; অতএব
তুমি আমার মুখে বাক্য শ্রবণ কর, ও আমার
৮ নামে তাহাদিগকে সচেতন কর। আমি যখন দুষ্ট
লোককে বলি, হে দুষ্ট, তোমাকে নিশ্চয় মরিতে
হইবে, তখন তুমি তাহার পথের বিষয়ে সেই
দুষ্ট লোককে সচেতন করিবার নিমিত্তে যদি
কিছু না বল, তবে সেই দুষ্ট নিজ অপরাধ প্রযুক্ত
মরিবে ; কিন্তু আমি তোমার হস্ত হইতে তাহার
৯ রক্তের পরিশোধ লইব। পরন্তু তুমি সেই
দুষ্টকে তাহার পথের বিষয়ে সচেতন করিয়া
তাহা হইতে তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্তে চেষ্টা
করিলে যদি সে আপন পথ হইতে না ফিরে,
তবে সে নিজ অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে, কিন্তু তুমি
আপন প্রাণ রক্ষা করিবে।
১০ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল-
কুলকে কহ, তোমরা বলিয়া থাক, আমাদের অধ-
র্ম্মের ও পাপের ভার আমাদের উপরে আছে,
এবং তাহাতেই আমরা ক্ষয় পাইতেছি, তবে
১১ কেমন করিয়া বাঁচিব ? তুমি তাহাদিগকে বল,

Digitized by Google

প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য,
দুষ্ট লোকের মরণে আমার প্রীতি নাই ; বরঞ্চ
দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে,
[ইহাতেই আমার প্রীতি]। ফির, আপন আপন
কুপথ হইতে ফির ; কারণ হে ইস্রায়েল-কুল,
১২ তোমরা কেন মরিবে ? আর, হে মনুষ্যের সন্তান,
তুমি আপন জাতির সন্তানদিগকে বল, ধার্ম্মিকের
ধার্ম্মিকতা তাহার অধর্ম্মের দিনে তাহাকে রক্ষা
করিবে না ; আবার দুষ্টের যে দুষ্টতা, তাহাতে
স আপন দুষ্টতা হইতে ফিরিবার দিনে স্খলিত
হইবে না ; এবং ধার্ম্মিক লোক পাপ করিবার
১৩ দিনে ধার্ম্মিকতা দ্বারা বাঁচিবে না। যখন আমি
ধার্ম্মিকের উদ্দেশে বলি, সে অবশ্য বাঁচিবে,
তখন যদি সে আপন ধার্ম্মিকতায় নির্ভর করিয়া
অন্যায় করে, তবে তাহার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম আর
স্মরণ হইবে না ; সে যে অন্যায় করিয়াছে, তাহা-
১৪ তেই মরিবে। যখন আমি দুষ্টকে বলি, তুমি
অবশ্য মরিবে, আর তখন যদি সে আপন পাপ
১৫ হইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, সেই দুষ্ট
যদি বন্ধক ফিরাইয়া দেয়, অপহৃত দ্রব্য পরি-
শোধ করে, এবং অন্যায় না করিয়া জীবনদায়ক
বিধিপথে চলে, তবে অবশ্য বাঁচিবে, সে মরিবে
১৬ না। তাহার কৃত সমস্ত পাপ আর তাহার বলিয়া
স্মরণ হইবে না ; সে ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করি-
১৭ য়াছে, অবশ্য বাঁচিবে। তথাপি তোমার জাতির
সন্তানেরা বলিতেছে, প্রভুর পথ সরল নয় ;
১৮ কিন্তু তাহাদেরই পথ অসরল। ধার্ম্মিক লোক
যখন আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া অন্যায়
১৯ করে, তখন সে তাহাতেই মরিবে। আর দুষ্ট
লোক যখন আপন দুষ্টতা হইতে ফিরিয়া ন্যায়
ও ধর্ম্মাচরণ করে, তখন সে তৎপ্রযুক্তই বাঁচিবে।
২০ তথাপি তোমরা কহিতেছ, প্রভুর পথ সরল নয়।
হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের
আচার ব্যবহার অনুসারে তোমাদের বি-
চার করিব।

যিহূদী বন্দিগণের বিষয়।

২১ পরে আমাদের নির্ব্বাসনের দ্বাদশ বৎসরের
দশম মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে এক জন পলা-
তক যিরূশালেম হইতে আমার নিকটে আসিয়া
২২ কহিল, নগর পরাজিত হইয়াছে। আর সেই
পলাতকের আগমনের পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে সদাপ্রভু
আমার উপরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, এবং
প্রাতঃকালে সেই পলাতকের উপস্থিত হইবার
অপেক্ষায় তিনি আমার মুখ খুলিয়া দিলেন,
তদবধি আমার মুখ খুলিয়া গেল, এবং আমি
আর বোবা রহিলাম না।

২৩ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
২৪ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল
দেশে যাহারা সেই সকল উৎসন্ন স্থানে বাস
করে, তাহারা কহিতেছে, অব্রাহাম একমাত্র
ছিলেন, তথাপি দেশের অধিকার পাইয়াছিলেন :
কিন্তু আমরা অনেক লোক, আমাদিগকেই দেশ
২৫ অধিকারার্থে দত্ত হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা-
দিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তোমরা রক্তযুক্ত [মাংস] খাইয়া থাক, আপন
আপন পুত্তলিগণের প্রতি চক্ষু তুলিয়া থাক, ও
রক্তপাত করিয়া থাক ; তোমরা কি দেশের অধি-
২৬ কারী হইবে ? তোমরা আপন আপন খড়্গে
নির্ভর করিয়া থাক, বীভৎস আচরণ করিয়া
থাক, ও প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর
ভার্য্যাকে অশুচি করিয়া থাক ; তোমরা কি
২৭ দেশের অধিকারী হইবে ? তুমি তাহাদিগকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার
জীবনের দিব্য, যাহারা সেই সকল উৎসন্ন স্থানে
আছে, তাহারা খড়্গে পতিত হইবে ; এবং যে
কেহ মাঠে আছে, তাহাকে আমি ভক্ষ্যরূপে পশু-
দিগের কাছে সমর্পণ করিলাম ; এবং যাহারা
দুর্গে কি গুহাতে থাকে, তাহারা মহামারীতে
২৮ মরিবে। আর আমি দেশকে ধ্বংসিত ও বিস্ম-
য়ের স্থান করিব, তাহাতে তাহার পরাক্রমের
গর্ব্ব নিবৃত্ত হইবে, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ
ধ্বংসিত হইবে, কেহ তাহা দিয়া গমন করিবে
২৯ না। তখন তাহারা জানিবে যে, আমিই সদা-
প্রভু, কেননা আমি তাহাদের কৃত সমস্ত বীভৎস
ক্রিয়াহেতু দেশকে ধ্বংসিত ও বিস্ময়ের স্থান
করিব।

৩০ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার জাতির
সন্তানেরা ভিত্তির নিকটে ও গৃহ সকলের দ্বার-
দেশে তোমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে, ও প্রত্যেকে
আপন আপন প্রতিবাসীকে ও ভ্রাতাকে বলে,
চল, আমরা [গিয়া] সদাপ্রভু হইতে নির্গত
৩১ বাক্য কি, তাহা শ্রবণ করি। আর প্রজাদের
সমাগমের মত তাহারা তোমার নিকটে আগমন
করে, আমার প্রজা বলিয়া তোমার সম্মুখে বসে,
ও তোমার বাক্য সকল শুনে, কিন্তু তাহা পালন
করে না ; কেননা মুখে তাহারা বিলক্ষণ প্রেম
দেখায় ; কিন্তু তাহাদের চিত্ত তাহাদের লভ্যের
৩২ অনুগামী। আর দেখ, তাহাদের নিকটে তুমি
মধুর স্বরবিশিষ্ট নিপুণ বাদ্যকরের সুচারু
সঙ্গীতস্বরূপ ; তাহারা তোমার বাক্য শুনে,
৩৩ কিন্তু পালন করে না। ইহার সিদ্ধি যখন
আসিবে—দেখ আসিতেছে—তখন তাহারা
জানিবে যে, তাহাদের মধ্যে এক জন ভাব-
বাদী ছিল।

Digitized by Google

দুষ্ট শাসকদের বিষয় ও মশীহের কথা।

৩৪ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান,
তুমি ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি
প্রচার কর, ভাবোক্তি প্রচার কর, ও সেই পালক-
দিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
ইস্রায়েলের ঐ পালকগণ সন্তাপের পাত্র, তাহারা
আপনাদিগকেই পালন করিতেছে; মেষগণকে
৩ পালন করা কি পালকদের কর্ত্তব্য নয়? তোমরা
মেদ খাইয়া থাক, মেষলোম পরিধান করিয়া
থাক, পুষ্ট মেষ বলিদান করিয়া থাক, কিন্তু পাল
৪ পালন কর না। তোমরা দুর্ব্বলদিগকে সবল কর
নাই, পীড়িতের চিকিৎসা কর নাই, ভগ্নাঙ্গের
ক্ষত বাঁধ নাই, দূরীকৃতকে ফিরাইয়া আন নাই,
হারাণের অন্বেষণ কর নাই, কিন্তু বল ও উপদ্রব-
৫ পূর্ব্বক শাসন করিয়াছ। আর পালকের অভাবে
মেষগণ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে; তাহারা বন্য পশু
সকলের খাদ্য হইয়াছে, ছিন্নভিন্ন হইয়া
৬ গিয়াছে। আমার মেষেরা পর্ব্বতে পর্ব্বতে, এবং
উচ্চ গিরি সকলের উপরে ভ্রমণ করিতেছে;
সমস্ত ভূতলে আমার মেষগণ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে;
তাহাদের অন্বেষণ কি অনুগমন করে, এমন কেহ
নাই।
৭ অতএব হে পালকগণ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন।
৮ প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য,
পালকের অভাবে আমার পাল লুটদ্রব্য হইয়াছে,
এবং আমার মেষগণ বন্য পশু সকলের খাদ্য
হইয়াছে; আমার পালকেরা আমার মেষগণের
অন্বেষণ করে নাই; বরং সেই পালকেরা আপনা-
দিগকে পালন করিয়াছে, আমার মেষগণকে
৯ পালন করে নাই; এই জন্য, হে পালকগণ,
১০ তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, দেখ, আমি সেই পালকদের
প্রতিকূল; আমি তাহাদের হস্ত হইতে আমার
মেষগণকে আদায় করিব, এবং তাহাদিগকে মেষ-
পালকের কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিব, সেই পালকেরা
আর আপনাদিগকে পালন করিবে না; আর
আমি নিজ মেষগণকে তাহাদের মুখ হইতে
উদ্ধার করিব, তাহাদের খাদ্য হইতে দিব না।
১১ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমিই আপন মেষগণের অন্বেষণ ও তত্ত্বানু-
১২ সন্ধান করিব। কোন পালক আপন ছিন্নভিন্ন
মেষগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবার দিনে যেমন
আপন পালের তত্ত্বানুসন্ধান করে, তেমনি আমি
নিজ মেষগণের তত্ত্বানুসন্ধান করিব, এবং সেই
মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় দিবসে ছিন্নভিন্ন হওয়াতে
যে সকল স্থানে তাহারা আছে, সেই সকল স্থান
১৩ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। আর জাতি-
গণের মধ্য হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া
আনিব, নানাদেশ হইতে সংগ্রহ করিব; এবং
তাহাদের নিজ ভূমিতে তাহাদিগকে আনিব;
আর আমি ইস্রায়েলের সকল পর্ব্বতে ও জল-
প্রবাহের কাছে এবং দেশের সকল বসতিস্থানে
১৪ তাহাদিগকে চরাইব। আমি উত্তম চরাণীতে
তাহাদিগকে চরাইব, এবং ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ
পর্ব্বতে তাহাদের বাথান হইবে; তাহারা সেই
স্থানে উত্তম বাথানে শয়ন করিবে, এবং ইস্রা-
১৫ য়েলের পর্ব্বতে হরিৎ চরাণীতে চরিবে। আমিই
আপন মেষদিগকে চরাইব, আমিই তাহাদিগকে
১৬ শয়ন করাইব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আমি
হারাণের অন্বেষণ করিব, দূরীকৃতকে ফিরাইয়া
আনিব, ভগ্নাঙ্গের ক্ষত বাঁধিব, ও পীড়িতকে বল-
বান করিব, এবং হৃষ্টপুষ্ট ও বলবানকে সংহার
করিব; আমি বিচারমতে তাহাদিগকে পালন
১৭ করিব। হে আমার মেষপাল, প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, দেখ, আমি এক এক করিয়া পালের
বিচার করিব, আমি মেষদের ও ছাগদের [বিচার
১৮ করিব]। ইহা কি তোমাদের কাছে তুচ্ছ বিষয়
বোধ হয় যে, উত্তম চরাণীতে চরিতেছ, আবার
আপনাদের উচ্ছিষ্ট তৃণ পদতলে দলিত করি-
তেছ? এবং নির্ম্মল জল পান করিয়া অবশিষ্টকে
১৯ চরণে মলিন করিতেছ? আমার মেষগণকে
তোমাদের পদতলে দলিত [তৃণ] ভোজন করিতে
ও তোমাদের চরণে মলিনীকৃত [জল] পান
করিতে হয়।
২০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু তাহাদের বিষয়ে এই
কথা কহেন, দেখ, আমিই হৃষ্টপুষ্ট মেষের ও
২১ কৃশ মেষের মধ্যে বিচার করিব। তোমরা পার্শ্ব
ও স্কন্ধ দিয়া দুর্ব্বল সকলকে ঠেলিতেছ, শৃঙ্গ দিয়া
ঢুষাইতেছ, তাহাদিগকে বাহিরে ছিন্নভিন্ন না
২২ করিয়া ক্ষান্ত হও না। এই জন্য আমি আপন
মেষপালের পরিত্রাণ করিব, তাহারা আর লুট-
দ্রব্য হইবে না; এবং আমি এক এক করিয়া
২৩ পালের বিচার করিব। আর আমি তাহাদের
উপরে একমাত্র পালককে উৎপন্ন করিব, তিনি
তাহাদিগকে পালন করিবেন, তিনি আমার দাস
দায়ূদ; তিনিই তাহাদিগকে চরাইবেন, এবং
২৪ তিনিই তাহাদের পালক হইবেন। আর আমি
সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর হইব, এবং আমার
দাস দায়ূদ তাহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ হইবেন;
২৫ আমি সদাপ্রভুই ইহা কহিলাম। আমি তাহাদের
পক্ষে শান্তির নিয়ম স্থির করিব, ও হিংস্র পশু-
দিগকে দেশ হইতে শেষ করিব; তাহাতে তাহারা
নির্ভয়ে প্রান্তরে বাস করিবে ও বনে নিদ্রা

Digitized by Google

২৬ যাইবে। আর আমি তাহাদিগকে ও আমার
গিরির চতুর্দ্দিক্‌স্থ পরিসীমাকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ
করিব ; এবং স্বসময়ে জলধারা বর্ষাইব, তাহা
২৭ আশীর্ব্বাদের ধারা হইবে। আর ক্ষেত্রের বৃক্ষ ফল
উৎপন্ন করিবে, ও ভূমি শস্যধন দিবে ; এবং
তাহারা নির্ভয়ে স্বদেশে থাকিবে ; তখন তাহারা
জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু ; কেননা আমি
তাহাদের যোঁয়ালির খিল ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এবং
যাহারা তাহাদিগকে দাসত্ব করাইয়াছে, তাহা-
দের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব।
২৮ তাহারা আর জাতিগণের লুটদ্রব্য হইবে না,
এবং বন্য পশুগণ তাহাদিগকে আর গ্রাস করিবে
না ; কিন্তু তাহারা নির্ভয়ে বাস করিবে, কেহ
২৯ তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিবে না। আর আমি
তাহাদের জন্য যশস্কর ফলবৃক্ষ উৎপন্ন করিব ;
তাহাতে দেশের মধ্যে ক্ষুধায় তাহাদের সংহার
আর হইবে না, এবং তাহারা জাতিগণের কৃত
৩০ অপমান আর ভোগ করিবে না। আর তাহারা
জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু তাহাদের সহবর্ত্তী
ঈশ্বর, ও তাহারা আমার প্রজা ইস্রায়েল-কুল,
৩১ ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর তোমরা আমার
মেষ, আমার চরাণীর মেষ ; তোমরা মনুষ্য,
আমিই তোমাদের ঈশ্বর ; ইহা প্রভু সদা-
প্রভু বলেন।

ইদোমের বিনাশ। ইস্রায়েলের প্রতি দয়া।

৩৫ আরও সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান,
তুমি সেয়ীর পর্ব্বতের প্রতিকূলে মুখ রাখ, তাহার
৩ বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর ; আর তাহাকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সেয়ীর
পর্ব্বত, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল, আমি
তোমার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং
৪ তোমাকে ধ্বংসিত ও বিস্ময়াস্পদ করিব। আমি
তোমার নগর সকল উৎসন্ন স্থান করিব, এবং
তুমি ধ্বংসিত হইবে, তাহাতে তুমি জানিবে যে,
৫ আমিই সদাপ্রভু। তোমার চিরন্তন শত্রুভাব
আছে, এবং তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বিপৎ-
কালে অর্থাৎ অন্তক অপরাধের কালে খড়্গের
৬ হস্তে সমর্পণ করিয়াছ ; এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু
কহেন, আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমাকে
রক্তময় করিব, এবং রক্ত তোমার অনুধাবন
করিবে ; তুমি রক্ত ঘৃণা কর নাই, তাই রক্ত
৭ তোমার অনুধাবন করিবে। আর আমি সেয়ীর
পর্ব্বতকে বিস্ময়াস্পদ ও ধ্বংসস্থান করিব, এবং
গমনাগমনকারী লোককে তাহার মধ্য হইতে
৮ উচ্ছিন্ন করিব। আমি তাহার নিহতগণে তাহার
গিরি সকল পূর্ণ করিব ; তোমার উপপর্ব্বতে,
উপত্যকায় ও জলপ্রবাহ সকলে খড়্গনিহত
৯ লোকেরা পতিত হইবে। আমি তোমাকে চিরন্তন
ধ্বংসস্থান করিব, এবং তোমার নগর সকল
নিবাসিহীন হইবে ; তাহাতে তোমরা জানিবে
১০ যে, আমিই সদাপ্রভু। এই দুই জাতির ও দুই
দেশের বিষয়ে তুমি বলিয়াছ, তাহারা আমার
হইবে, এবং আমরা তাহাদের অধিকারী হইব,
১১ তথাপি তখন সদাপ্রভু সেই স্থানে ছিলেন ; এই
জন্য প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের
দিব্য, তুমি যেমন তাহাদের প্রতি নিজ দ্বেষানু-
যায়ী কর্ম্ম করিয়াছ, তেমনি আমি তোমার সেই
ক্রোধ ও ঈর্ষানুযায়ী কর্ম্ম করিব, এবং যখন
তোমার বিচার করিব, তখন তাহাদের মধ্যে
১২ আপনার পরিচয় দিব। আর তুমি জানিবে যে,
আমি সদাপ্রভু তোমার সকল নিন্দাবাদ শুনি-
য়াছি ; ফলতঃ তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের
বিষয়ে বলিয়াছ, সে সকল ধ্বংসস্থান, সেগুলি
১৩ গ্রাসার্থে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে। এইরূপে
তোমরা আমার বিপরীতে আপন মুখে দর্প
করিয়াছ, এবং আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা
১৪ বলিয়াছ ; আমি তাহা শুনিয়াছি। প্রভু সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ-
১৫ কালে আমি তোমাকে ধ্বংসিত করিব। তুমি
ইস্রায়েল-কুলের অধিকার ধ্বংসিত দেখিয়া যেরূপ
আনন্দ করিয়াছ, আমি তোমার সহিত সেইরূপ
ব্যবহার করিব ; হে সেয়ীর পর্ব্বত, হে সমস্ত
ইদোম, তুমি ধ্বংসিত হইবে ; তাহাতে লোকে
জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩৬ আর হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রা-
য়েলের পর্ব্বতগণের কাছে ভাবোক্তি প্রচার
করিয়া বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, সদাপ্রভুর
২ বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, শত্রু
তোমাদের বিরুদ্ধে বলিয়াছে, 'বাহবা!' আর,
'সেই চিরন্তন উচ্চস্থলী সকল আমাদের অধিকার
৩ হইল ;' অতএব তুমি ভাবোক্তি প্রচার করিয়া
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, লোকেরা
তোমাদিগকে জাতিগণের অবশিষ্টাংশের অধি-
কার করণার্থে চতুর্দ্দিকে ধ্বংস ও গ্রাস করিয়াছে,
এবং তোমরা লোকদের ওষ্ঠগত ও জিহ্বাস্থিত
৪ নিন্দার আস্পদ হইয়াছ ; এই জন্য, হে ইস্রা-
য়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য
শুন ; প্রভু সদাপ্রভু সেই পর্ব্বত, উপপর্ব্বত, জল-
প্রবাহ ও উপত্যকা সকলকে এবং সেই ধ্বংসিত
কাঁথড়া ও পরিত্যক্ত নগর সকলকে কহেন,
তোমরা চতুর্দ্দিক্‌স্থ জাতিগণের অবশিষ্টাংশের
৫ লুটদ্রব্য ও হাস্যাস্পদ হইয়াছ ; এই জন্য প্রভু

Digitized by Google

সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবশ্য আমি সেই
জাতিগণের অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ
সমস্ত ইদোমের বিরুদ্ধে আমার অন্তর্জ্বালার
অগ্নিতে কথা কহিয়াছি, কেননা তাহারা তাহা-
দের সমস্ত চিত্তের হর্ষে ও প্রাণের অবজ্ঞায় লুটের
আশায় শূন্য করণার্থে আমার দেশ আপনাদের
৬ অধিকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে। অতএব
তুমি ইস্রায়েল-ভূমির বিষয়ে ভাবোক্তি প্রচার
কর, এবং সেই পর্ব্বত, উপপর্ব্বত, জলপ্রবাহ ও
উপত্যকা সকলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, আমি নিজ অন্তর্জ্বালায় ও কোপে
বলিয়াছি, তোমরা জাতিগণের কাছে অপমান
৭ বহন করিয়াছ, এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমি নিজ হস্ত তুলিয়া শপথ করিয়াছি,
তোমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাতিগণ আছে, তাহা-
৮ রাই আপনাদের অপমান বহন করিবে। পরন্তু
হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা তোমাদের
শাখা বাড়াইয়া আমার প্রজা ইস্রায়েলকে আপন
আপন ফল দিবে, কেননা তাহাদের আগমন
৯ সন্নিকট। কারণ দেখ, আমি তোমাদের সপক্ষ
এবং তোমাদের প্রতি ফিরিব ; তাহাতে তোমা-
১০ দিগেতে চাস ও বীজবপন হইবে। আর আমি
তোমাদের উপরে মনুষ্যদিগকে, সমস্ত ইস্রায়েল-
কুলকে, সর্ব্বতোভাবে বহুসংখ্যক করিব ; আর
নগর সকল বসতিবিশিষ্ট হইবে, এবং ধ্বংসিত
১১ স্থান সকল আবার নির্ম্মিত হইবে। আর আমি
তোমাদের উপরে মনুষ্য ও পশুকে বহুসংখ্যক
করিব, তাহাতে তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুপ্রজ হইবে ;
এবং আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বকালের ন্যায়
নিবাসিগণে পরিপূর্ণ করিব, তোমাদের আদিম
দশা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল তোমাদিগকে দিব ;
তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।
১২ আর আমি তোমাদের উপর দিয়া মনুষ্যদিগকে,
অর্থাৎ আমার প্রজা ইস্রায়েলকে, যাতায়াত করা-
ইব ; তাহারা তোমাকে ভোগ করিবে, ও তুমি
তাহাদের অধিকারভূমি হইবে, এখন হইতে
তাহাদিগকে আর সন্ততিবিহীন করিবে না।
১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা তোমাকে
মনুষ্যগ্রাসক ও নিজ জাতির সন্ততিনাশক বলে ;
১৪ তজ্জন্য তুমি আর মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিবে না,
এবং নিজ জাতিকে আর সন্ততিবিহীন করিবে
১৫ না, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আমি তোমাকে
আর জাতিগণের অপমানবাক্য শুনাইব না, তুমি
আর লোকদিগের টিট্‌কারির ভার বহন করিবে
না, এবং তোমার জাতির বিঘ্ন আর জন্মাইবে
না, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১৬ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৭ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল-
কুল যখন আপনাদের ভূমিতে বাস করিত, তখন
আপন আপন আচরণ ও ক্রিয়া দ্বারা তাহা
অশুচি করিত ; তাহাদের আচরণ আমার দৃষ্টিতে
স্ত্রীলোকের পৃথক্‌স্থিতিকালীন অশৌচের তুল্য
১৮ বোধ হইল। অতএব সেই দেশে তাহাদের সেচিত
রক্ত প্রযুক্ত, এবং তাহাদের পুত্তলিগণ দ্বারা
দেশ অশুচি করণ প্রযুক্ত, আমি তাহাদের উপরে
১৯ আপন কোপ সেচন করিলাম। আমি তাহা-
দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিলাম, এবং
তাহারা নানা দেশে বিকীর্ণ হইল ; তাহাদের
আচরণ ও ক্রিয়া অনুসারে আমি তাহাদের
২০ বিচার করিলাম। আর তাহারা যেখানে গেল,
সেখানে জাতিগণের নিকটে গিয়া আমার পবিত্র
নাম অপবিত্র করিল ; কেননা লোকে তাহাদের
বিষয়ে বলিত, উহারা সদাপ্রভুর প্রজা এবং
২১ তাঁহারই দেশ হইতে নির্গত লোক। কিন্তু আমি
আমার সেই পবিত্র নামের অনুরোধে দয়ার্দ্র
হইলাম, যাহা ইস্রায়েল-কুল অপবিত্র করি-
য়াছে, জাতিগণের মধ্যে যেখানে গিয়াছে,
সেখানে [অপবিত্র করিয়াছে]।
২২ অতএব তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল, আমি
তোমাদের নিমিত্ত কার্য্য করিব তাহা নয়, কিন্তু
তোমরা যথায় গিয়াছ, তথায় জাতিগণের মধ্যে
যাহা অপবিত্র করিয়াছ, আমার সেই পবিত্র
২৩ নামের অনুরোধে কার্য্য করিব। আমি আমার
সেই মহৎ নাম পবিত্র করিব, যাহা জাতি-
গণের মধ্যে অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, যাহা তোমরা
জাতিগণের মধ্যে অপবিত্র করিয়াছ ; তখন
জাতিগণ জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, কেননা
আমি তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদিগেতে পবিত্রী-
২৪ কৃত হইব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর
আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ
করিব, দেশসমূহ হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ
করিব, ও তোমাদেরই দেশে তোমাদিগকে উপ-
২৫ স্থিত করিব। আর আমি তোমাদের উপরে শুচি
জল ছিটাইয়া দিব, তাহাতে তোমরা শুচি
হইবে ; আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও
তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে
২৬ শুচি করিব। আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয়
দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন
করিব ; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময়
হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয়
২৭ দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে
স্থাপন করিব, এবং যাহাতে তোমরা আমার
বিধিপথে চল, এবং আমার শাসন সকল রক্ষা
২৮ কর ও পালন কর, তাহাই করিব। আর আমি
তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি,

Digitized by Google

সেই দেশে তোমরা বাস করিবে ; তোমরা আমার
প্রজা হইবে, এবং আমিই তোমাদের ঈশ্বর
২৯ হইব। আমি তোমাদের যাবতীয় অশুচিতা
হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব ; এবং
গোধূম আহ্বান করিয়া প্রচুর করিয়া দিব,
তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষ-ভার অর্পণ করিব না।
৩০ আমি বৃক্ষের ফল ও ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর
করিয়া দিব, তাহাতে জাতিগণের মধ্যে তোমরা
আর দুর্ভিক্ষজন্য টিট্‌কারি ভোগ করিবে না।
৩১ তখন তোমরা আপনাদের মন্দ আচরণ ও অসৎ-
ক্রিয়া সকল স্মরণ করিবে, এবং আপনাদের
অপরাধ ও বীভৎস কার্য্য প্রযুক্ত আপনাদের
৩২ দৃষ্টিতে আপনারা ঘৃণাস্পদ হইবে। প্রভু সদাপ্রভু
বলেন, আমি যে তোমাদের নিমিত্ত এ কার্য্য
করিব, তাহা নয়, ইহা তোমাদের জানা উচিত ;
হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা আপনাদের আচরণ
৩৩ প্রযুক্ত লজ্জিত ও বিষণ্ণ হও। প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, যে দিন আমি তোমাদের সকল অপ-
রাধ হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব, সেই দিন
নগর সকল বসতিবিশিষ্ট করিব, এবং উৎসন্ন
৩৪ স্থান সকল পুনরায় নির্ম্মিত হইবে। আর যে
দেশ পথিক সকলের সাক্ষাতে ধ্বংসস্থান ছিল,
৩৫ সেই ধ্বংসিত দেশে কৃষিকার্য্য চলিবে। আর
লোকে বলিবে, এই ধ্বংসিত দেশ এদন উদ্যানের
তুল্য হইল, এবং উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত ও উৎপাটিত
নগর সকল প্রাচীরবেষ্টিত ও বসতিস্থান হইল।
৩৬ তখন তোমাদের চতুর্দ্দিকে অবশিষ্ট জাতিগণ
জ্ঞাত হইবে যে, আমি সদাপ্রভু উৎপাটিত স্থান
সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছি, ও ধ্বংসিত স্থান
উদ্যান করিয়াছি ; আমি সদাপ্রভু ইহা বলি-
৩৭ য়াছি, এবং ইহা সিদ্ধ করিব। প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তাহাদের পক্ষে ইহা করিবার
জন্য আমি আমার কাছে ইস্রায়েল-কুলের আরও
প্রার্থনা অপেক্ষা করি ; আমি তাহাদিগকে মেষ-
৩৮ পালের ন্যায় মনুষ্যে বর্দ্ধিষ্ণু করিব। যেমন পবিত্র
মেষপালে, যিরূশালেমের পার্ব্বণিক মেষপালে,
তেমনি মনুষ্যপালে এই উচ্ছিন্ন নগর সকল
পরিপূর্ণ হইবে ; তাহাতে তাহারা জানিবে যে,
আমিই সদাপ্রভু।

ইস্রায়েলের ভাবী মনঃপরিবর্ত্তন ও পুনঃস্থাপন।

৩৭ পরে সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত
হইল, এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মায়
আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে
২ রাখিলেন ; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ। পরে তিনি
চারিদিকে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন
করাইলেন ; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে
বিস্তর অস্থি ছিল ; এবং দেখ, সে সকল অতিশয়
৩ শুষ্ক। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনু-
ষ্যের সন্তান, এই সকল অস্থি কি জীবিত হইবে ?
আমি কহিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, আপনি
৪ জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি
এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাবোক্তি প্রচার কর,
তাহাদিগকে বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল, সদাপ্রভুর
৫ বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে
এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে
আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত
৬ হইবে। আর আমি তোমাদের উপরে শিরা
দিব, মাংস উৎপন্ন করিব, ত্বক্ দ্বারা তোমাদিগকে
আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব,
তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে, এবং আমি যে
৭ সদাপ্রভু, তাহা জানিবে। তখন আমি যেমন
আজ্ঞা পাইয়াছিলাম, তদনুসারে ভাবোক্তি
প্রচার করিলাম ; তাহাতে আমার প্রচারকালে
শব্দ হইল, আর দেখ, মড়মড়ধ্বনি হইল, এবং
সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন
৮ আপন অস্থির সহিত সংযুক্ত হইল। পরে আমি
নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ, তাহাদিগের
শিরা ও মাংস উৎপন্ন হইল, এবং ত্বক্ তাহা-
দিগকে আচ্ছাদন করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে
৯ আত্মা ছিল না। পরে তিনি আমাকে কহিলেন,
আত্মার উদ্দেশে ভাবোক্তি প্রচার কর, হে মনু-
ষ্যের সন্তান, ভাবোক্তি প্রচার কর, এবং আত্মাকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে আত্মন্,
চারি বায়ু হইতে আইস, এবং এই নিহত লোক-
১০ দের উপরে বহ, যেন তাহারা জীবিত হয়। তখন
আমি প্রাপ্ত আদেশানুসারে ভাবোক্তি প্রচার
করিলাম ; তাহাতে আত্মা তাহাদিগেতে প্রবেশ
করিল, এবং তাহারা জীবিত হইল, ও আপন
আপন চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইল, সে অতিশয়
মহতী বাহিনী।
১১ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের
সন্তান, এই সকল অস্থি সমস্ত ইস্রায়েল-কুল ;
দেখ, তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থি সকল
শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং আমাদের আশার
১২ নষ্ট হইয়াছে ; আমরা উচ্ছিন্ন হইলাম। অত-
এব তুমি ভাবোক্তি প্রচার করিয়া তাহাদিগকে
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি
তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, হে আমার
প্রজা সকল, তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে
উত্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে ইস্রায়েল
১৩ দেশে লইয়া যাইব। তখন তোমরা জানিবে যে,
আমিই সদাপ্রভু, কেননা আমি তোমাদের কবর
সকল খুলিয়া দিব, এবং হে আমার প্রজা সকল

Digitized by Google

তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন
১৪ করিব। আর সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের
মধ্যে আপন আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা
জীবিত হইবে ; এবং আমি তোমাদের দেশে
তোমাদিগকে বসাইব, তাহাতে তোমরা জানিবে
যে, আমি সদাপ্রভু ইহা বলিয়াছি, এবং ইহা
সিদ্ধ করিয়াছি।

১৫ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১৬ উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপ-
নার জন্য একখানি কাষ্ঠ লইয়া তাহার উপরে
এই কথা লিখ, "যিহূদার জন্য, এবং তাহার
সখা ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য।" পরে আর
একখানি কাষ্ঠ লইয়া তাহার উপরে লিখ,
"যোষেফের জন্য, ইহা ইফ্রয়িমের ও তাহার সখা
১৭ সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের কাষ্ঠ।" পরে সেই দুই-
খানি কাষ্ঠ পরস্পর যোড়া দিয়া তোমার জন্য
একখানিমাত্র কাষ্ঠ কর, দুইখানি তোমার হস্তে
১৮ একীভূত হউক। আর যখন তোমার জাতির
সন্তানেরা তোমাকে বলিবে, ইহাতে আপনকার
অভিপ্রায় কি, তাহা কি আমাদিগকে জানাইবেন
১৯ না ? তখন তুমি তাহাদিগকে বলিও, প্রভু সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, দেখ, ইফ্রয়িমের হস্তে
যোষেফের যে কাষ্ঠ আছে, আমি তাহা [গ্রহণ
করিব], ও তাহার সখা ইস্রায়েলের বংশদিগকে
গ্রহণ করিব, তাহাদিগকে উহার অর্থাৎ যিহূদার
কাষ্ঠের সহিত যোড়া দিব, এবং তাহাদিগকে
একমাত্র কাষ্ঠ করিব ; সে সকল আমার হস্তে
একীভূত হইবে।

২০ আর তুমি সেই যে দুই কাষ্ঠে লিখিবে, তাহা
২১ তাহাদের সমক্ষে তোমার হস্তে থাকিবে। আর
তুমি তাহাদিগকে বলিও, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানেরা যেখানে যেখানে
গমন করিয়াছে, আমি তথাকার জাতিগণের
মধ্য হইতে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং চতু-
র্দ্দিক্ হইতে তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের
২২ দেশে লইয়া যাইব। আর আমি সেই দেশে
ইস্রায়েলের সকল পর্ব্বতে তাহাদিগকে একই
জাতি করিব, ও একই রাজা তাহাদের সকলের
রাজা হইবেন ; তাহারা আর দুই জাতি হইবে
না, আর কখন দুই রাজ্যে বিভক্ত হইবে না।
২৩ তাহারা আপনাদের পুত্তলি ও বীভৎস বস্তু দ্বারা
এবং আপনাদের কোন অধর্ম্ম দ্বারা আপনা-
দিগকে আর অশুচি করিবে না ; হাঁ, যে সকল
স্থানে তাহারা পাপ করিয়াছে, তাহাদের সেই
সকল বাসস্থান হইতে আমি তাহাদিগকে নিস্তার
করিব, এবং তাহাদিগকে শুচি করিব ; তাহাতে
তাহারা আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহা-
২৪ দের ঈশ্বর হইব। আর আমার দাস দায়ূদ তাহা-
দের উপরে রাজা হইবেন ; তাহাদের সকলকার
এক পালক হইবে, এবং তাহারা আমার শাসন-
পথে চলিবে, আর আমার বিধিকলাপ রক্ষা
২৫ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিবে। আর আমি
আপন দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়াছি, ও
যাহার মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা বাস
করিত, সেই দেশে তাহারা ও তাহাদের পুত্র-
পৌত্রগণ চিরকাল বাস করিবে, এবং আমার
দাস দায়ূদ চিরকালতরে তাহাদের অধ্যক্ষ হই-
২৬ বেন। আর আমি তাহাদের জন্য শান্তির এক
নিয়ম স্থির করিব ; তাহাদের সহিত তাহা চির-
কালীন নিয়ম হইবে ; আমি তাহাদিগকে বসা-
ইব ও বাড়াইব, এবং আপন ধর্ম্মধাম চিরকাল-
২৭ তরে তাহাদের মধ্যে স্থাপন করিব। আর আমার
আবাস তাহাদের উপরে অবস্থিতি করিবে, এবং
আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার
২৮ প্রজা হইবে। তখন আমি যে ইস্রায়েলের
পবিত্রকারী সদাপ্রভু, তাহা জাতিগণ জ্ঞাত
হইবে, কেননা আমার ধর্ম্মধাম তাহাদের মধ্যে
চিরকাল থাকিবে।

শত্রুদের উপরে ইস্রায়েলের জয়লাভ।

৩৮ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি
রোশের, মেশকের ও তূবলের অধ্যক্ষ মাগোগ
দেশীয় গোগের দিকে মুখ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে
৩ ভাবোক্তি প্রচার কর, তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, হে রোশের, মেশকের ও তূবলের
অধ্যক্ষ গোগ, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল ;
৪ এবং তোমাকে এদিক্ ওদিক্ ফিরাইব, ও তোমার
হনু ফুঁড়িব, আর তোমাকে ও তোমার সমস্ত
সৈন্যকে, অশ্বগণকে ও নির্ব্বিশেষে বস্ত্র পরি-
চ্ছদান্বিত অশ্বারোহিগণকে এবং ঢাল ও ফলক-
ধারী অথচ নির্ব্বিশেষে খড়্গহস্ত মহাসমাজকে
৫ বাহিরে আনিব। পারস্য, কূশ ও পূট তাহাদের
সঙ্গী হইবে ; ইহারা সকলে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ-
৬ ধারী। গোমর ও তাহার সকল সৈন্যদল, এবং
উত্তরদিকের প্রান্তবাসী তোগর্ম্মের কুল ও তাহার
সকল সৈন্যদল প্রভৃতি নানা মহাজাতি তোমার
৭ সঙ্গী হইবে। প্রস্তুত হও, আপনাকে প্রস্তুত কর ;
তুমি ও তোমার নিকটে সমাগত তোমার সমস্ত
সমাজ প্রস্তুত হও, এবং তুমি তাহাদের রক্ষক
৮ হও। বহুদিন অতীত হইলে তোমার তত্ত্বাবধান
করা যাইবে ; বৎসরপর্য্যায়ের পরিণামে তুমি
এই দেশে, খড়্গ হইতে পুনরানীত এবং মহা-
জাতিগণ হইতে সংগৃহীত লোকদের নিকটে,
ইস্রায়েলের চিরোৎসন্ন এই সকল পর্ব্বতে

Digitized by Google

আসিবে; তাহারা জাতিগণের মধ্য হইতে
বাহিরে আনীত হইবে, এবং সকলে নির্ভয়ে বাস
৯ করিবে। কিন্তু তুমি উঠিয়া ঝঞ্ঝার ন্যায়
আসিবে, মেঘের ন্যায় তুমি ও তোমার সহিত
তোমার সকল সৈন্যদল ও নানা মহাজাতি সেই
১০ দেশ আচ্ছাদন করিবে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, সেই দিন নানা কথা তোমার মনে
পড়িবে, এবং তুমি অনিষ্টের সঙ্কল্প করিবে।
১১ তুমি কহিবে, আমি সেই অপ্রাচীর গ্রামপূর্ণ
দেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, আমি সেই শান্ত
লোকদিগকে আক্রমণ করিব; তাহারা সকলে
নির্ভয়ে বাস করিতেছে; তাহারা প্রাচীরহীন
স্থানে বাস করিতেছে; এবং তাহাদের অর্গল কি
১২ কবাট নাই। [তোমার অভিপ্রায় এই] যে, লুট
কর ও দ্রব্য হরণ কর; [পূর্ব্বে] উৎসন্ন সেই
বসতিস্থান সকলের প্রতি, এবং জাতিগণের মধ্য
হইতে সংগৃহীত, আর পশু ও ধন প্রাপ্ত এবং
ভূমণ্ডলের নাভি-নিবাসী জাতির প্রতি হস্তার্পণ
১৩ কর। শিবা, দদান ও তর্শীশের বণিকগণ এবং
তথাকার সকল যুবসিংহ তোমাকে বলিবে, তুমি
কি লুট করিবার জন্য আসিলে? দ্রব্য হরণার্থে
আপনার নিকটে এই জনসমাজকে একত্র করিলে?
স্বর্ণ ও রৌপ্য লইয়া যাওয়া, পশু ও ধন হরণ
করা, বিস্তর লুট করা, কি তোমার অভিপ্রায়?
১৪ অতএব, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভাবোক্তি
প্রচার করিয়া গোগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, সেই দিন যখন আমার প্রজা ইস্রা-
য়েল নির্ভয়ে বাস করিবে, তখন তুমি কি তাহা
১৫ জ্ঞাত হইবে না? আর তুমি আপন স্থান হইতে
অর্থাৎ উত্তরদিকের প্রান্ত হইতে আসিবে, এবং
অনেক জাতি তোমার সঙ্গে আসিবে; তাহারা
সকলে অশ্বারোহী, মহাসমাজ ও বিক্রমী সৈন্য-
১৬ সামন্ত হইবে। আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশ
আচ্ছাদন করিবার জন্য আমার প্রজা ইস্রায়েল
লোকদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে; ইহা উত্তরকালে
ঘটিবে, ফলতঃ হে গোগ, জাতিগণের সমক্ষে
তোমাতে আমি পবিত্রীকৃত হইলে যেন তাহারা
আমাকে জ্ঞাত হয়, তজ্জন্যই আমি তোমাকে
১৭ আমার দেশে আনয়ন করিব। প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তুমি কি সেই ব্যক্তি, যাহার
বিষয়ে আমি আমার দাসগণ দ্বারা, অর্থাৎ
যাহারা সেই সময়ে অনেক বৎসর ব্যাপিয়া
ভাবোক্তি কহিত, সেই ইস্রায়েলীয় ভাববাদিগণ
দ্বারা এই কথা কহিতাম যে, আমি তাহাদের
১৮ বিরুদ্ধে তোমাকে আনাইব? সেই দিন যখন
গোগ ইস্রায়েল দেশের বিরুদ্ধে আসিবে, তখন
আমার নাসিকায় কোপাগ্নি উঠিবে, ইহা প্রভু
১৯ সদাপ্রভু বলেন। আর আমি নিজ অন্তর্জ্বালায় ও
রোষানলে কহিতেছি, অবশ্য সেই দিন ইস্রায়েল
২০ দেশে মহাকম্প হইবে। তাহাতে সমুদ্রের মৎস্য-
গণ, আকাশের পক্ষিগণ, বনের পশুগণ, ভূচর
সরীসৃপ সকল এবং ভূতলস্থ মনুষ্য সকল আমার
সাক্ষাতে কম্পমান হইবে, পর্ব্বত সকল উৎপাটিত
হইবে, শৈলাগ্র সকল পতিত হইবে, এবং সমস্ত
২১ প্রাচীর ভূতলশায়ী হইবে। আর আমি আপনার
সকল পর্ব্বতে তাহার প্রতিকূলে খড়্গ আহ্বান
করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; প্রত্যেকের
২২ খড়্গ তাহার ভ্রাতার প্রতিকূল হইবে। আর আমি
মহামারী ও রক্ত দ্বারা বিচারে তাহার সহিত
বিবাদ করিব, এবং তাহার উপরে, তাহার সকল
সৈন্যদলের উপরে ও তাহার সঙ্গী অনেক জাতির
উপরে প্লাবনকারী ধারাসম্পাত ও বড় বড় করকা,
২৩ অগ্নি ও গন্ধক বর্ষাইব। আর আমি আপনার
মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিয়া বহুসংখ্যক
জাতির সমক্ষে আপনার পরিচয় দিব; তাহাতে
তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩৯ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি গোগের
বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর, বল, প্রভু
সদাপ্রভু কহেন, হে রোশের, মেশকের ও তূবলের
অধিপতি গোগ, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল।
২ আমি তোমাকে এদিক্ ওদিক্ ফিরাইব, তোমাকে
চালাইব, উত্তরদিকের প্রান্ত হইতে তোমাকে
আনাইব, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতসমূহে তোমাকে
৩ উপস্থিত করিব। আর আমি আঘাত করিয়া
তোমার ধনু তোমার বাম হস্ত হইতে খসাইব, ও
তোমার দক্ষিণ হস্ত হইতে তোমার তীর সকল
৪ নিপাত করিব। ইস্রায়েলের পর্ব্বতসমূহে তুমি,
তোমার সকল সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী জাতিগণ
পতিত হইবে; আমি তোমাকে কবলিত হইবার
জন্য সর্ব্বজাতীয় হিংস্র পক্ষী ও বনপশুদের
৫ কাছে দিব। তুমি মাঠে পড়িয়া থাকিবে, কেননা
আমি ইহা কহিলাম; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
৬ আর আমি মাগোগের মধ্যে ও নিশ্চিন্ত দ্বীপ-
নিবাসীদের মধ্যে অগ্নি প্রেরণ করিব, তাহাতে
৭ তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু। হাঁ,
আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্যে আপন
পবিত্র নাম জ্ঞাত করিব, আমার পবিত্র নাম
আর অপবিত্র হইতে দিব না; তাহাতে জাতিগণ
জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের মধ্যে
৮ পবিত্রতম। দেখ, ইহা আসিতেছে ও সিদ্ধি
পাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; আমি যে
৯ দিনের কথা বলিয়াছি, এ সেই দিন। তখন
ইস্রায়েলের সকল নগরনিবাসী লোকেরা বাহিরে
যাইবে, এবং ঢাল ও ফলক, ধনু ও বাণ, এবং
যষ্টি ও শূল, এই সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অগ্নি
জ্বালাইবে ও দাহ করিবে; তাহারা সাত বৎসর

Digitized by Google

পর্য্যন্ত সেই সকল লইয়া অগ্নি জ্বালাইবে।
১০ তাহারা মাঠ হইতে কাষ্ঠ আনিবে না, বনের বৃক্ষ
কাটিবে না; কেননা তাহারা সেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া
অগ্নি জ্বালাইবে; তাহারা আপন লুটকারীদের
ধন লুট করিবে, ও যাহারা তাহাদের সম্পত্তি
অপহরণ করিয়াছিল, তাহাদের সম্পত্তি অপ-
হরণ করিবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১১ আর সেই দিন আমি তথায় ইস্রায়েলের
মধ্যে গোগকে কবরস্থান দিব, তাহা সমুদ্রের
পূর্ব্বদিকস্থ পথিকদের উপত্যকা; এবং তাহা
পথিকদের গমন রোধ করিবে; সেই স্থানে
লোকে গোগকে ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যকে
কবর দিবে, এবং তাহার গে-হামোন-গোগ
[গোগীয় লোকারণ্যের উপত্যকা] এই নাম
১২ রাখিবে। দেশ শুচি করিবার নিমিত্ত ইস্রায়েল-
কুল তাহাদিগকে কবর দিতে সাত মাস ব্যস্ত
১৩ থাকিবে। আর দেশের সকল লোক তাহাদিগকে
কবর দিবে, এবং আমার নিজ গৌরব প্রতিপন্ন
করিবার দিনে সেই কর্ম্ম তাহাদের পক্ষে যশস্কর
১৪ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর যাহারা
নিত্য কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাদিগকে তাহারা পৃথক্
করিয়া দিবে, উহারা দেশ পর্য্যটন করিবে,
পর্য্যটনকারীদের সঙ্গে ভূমির পৃষ্ঠে অবশিষ্ট
সকলকে দেশ শুচি করণার্থে কবর দিবে; সপ্ত
১৫ মাস গতে তাহারা অনুসন্ধান করিবে। আর সেই
দেশ পর্য্যটনকারীদের মধ্যে যদি কেহ পর্য্যটন-
কালে মনুষ্যের অস্থি দেখে, তবে তাহার পার্শ্বে
এক চিহ্ন গাঁথিবে; পরে কবরদায়ীরা গে-
১৬ হামোন-গোগে তাহার কবর দিবে। অধিকন্তু
এক নগরের নাম হামোনা [লোকারণ্য] হইবে;
এইরূপে তাহারা দেশ শুচি করিবে।
১৭ আর হে মনুষ্যের সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, তুমি সর্ব্বজাতীয় পক্ষিগণকে এবং
যাবতীয় বনপশুকে বল, তোমরা একত্র হইয়া
আইস, সর্ব্বদিক্ হইতে আমার যজ্ঞে সমবেত
হও, কেননা আমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের
উপরে তোমাদের জন্য এক মহাযজ্ঞ করিব;
তাহাতে তোমরা মাংস খাইবে ও রক্ত পান
১৮ করিবে। তোমরা বীরগণের মাংস খাইবে ও
ভূপতিদের রক্ত পান করিবে, তাহারা সকলে
বাশন দেশীয় হৃষ্টপুষ্ট পুংমেষ, মেষবৎস, ছাগ ও
১৯ বৃষস্বরূপ। আর আমি তোমাদের জন্য যে যজ্ঞ
প্রস্তুত করিব, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত
মেদ ভোজন ও মত্ত হওয়া পর্য্যন্ত রক্ত পান
২০ করিবে। আর আমার মেজে অশ্ব, রথী, বীর ও
সর্ব্ববিধ যোদ্ধৃগণকে খাইয়া তৃপ্ত হইবে; ইহা
২১ প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর আমি জাতিগণের
মধ্যে আপন গৌরব স্থাপন করিব, এবং আমি
যে শাসন করিব ও তাহাদিগেতে যে হস্তার্পণ
২২ করিব, তাহা সমস্ত জাতি দেখিবে। আর সেই
দিনে ও তৎপশ্চাৎ ইস্রায়েল-কুল জানিবে যে,
২৩ আমি সদাপ্রভুই তাহাদের ঈশ্বর। আর জাতি-
গণ জানিবে যে, ইস্রায়েল-কুল নিজ অপরাধ
প্রযুক্ত নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, ফলতঃ তাহারা
আমার উদ্দেশে সত্যলঙ্ঘন করাতে আমি তাহা-
দের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, ও
তাহাদিগকে বিপক্ষগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া-
ছিলাম, তাহাতে তাহারা সকলে খড়্গাঘাতে
২৪ পতিত হইয়াছিল। তাহাদের যেরূপ অশুচিতা
ও যেরূপ অধর্ম্ম আমি তাহাদের প্রতি তদ্রূপ
ব্যবহার করিয়াছিলাম; আমি তাহাদের হইতে
আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম।
২৫ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এখন
আমি যাকোবকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া
আনিব, সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের প্রতি করুণা
করিব, আর আমি আপন পবিত্র নামের পক্ষে
২৬ উদ্যোগী হইব। তাহারা আপনাদের অপমান ও
আমার বিরুদ্ধে কৃত আপনাদের সত্যলঙ্ঘনের
ভার বহিবে; তখন তাহারা নির্ভয়ে আপন দেশে
বাস করিবে, কেহ তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিবে
২৭ না। আর আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তাহা-
দিগকে প্রত্যাগমন করাইব, ও তাহাদের শত্রু-
দিগের সকল দেশ হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ
করিব, এবং বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে তাহা-
২৮ দিগেতে আমি পবিত্রীকৃত হইব। তখন তাহারা
জানিবে যে, আমি তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু,
কেননা জাতিগণের নিকটে তাহাদিগকে নির্ব্বা-
সিত করিলে পর আমি তাহাদেরই দেশে তাহা-
দিগকে একত্র করিব, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও
২৯ আর তথায় অবশিষ্ট রাখিব না। আর আমি
তাহাদের হইতে আপন মুখ আর লুকাইব না,
কারণ আমি ইস্রায়েল-কুলের উপরে নিজ
আত্মাকে ঢালিয়া দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু
বলেন।

নূতন মন্দিরবিষয়ক দর্শন।

৪০ আমাদের নির্ব্বাসের পঞ্চবিংশ বৎসরে,
বৎসরের আরম্ভে, মাসের দশম দিনে অর্থাৎ
নগর নিপাতিত হইবার পরে চতুর্দ্দশ বৎসরের
উক্ত দিবসে সদাপ্রভু আমাতে হস্তার্পণ করিয়া
২ আমাকে সেই স্থানে উপস্থিত করিলেন। তিনি
ঈশ্বরীয় দর্শনযোগে আমাকে ইস্রায়েল দেশে
উপস্থিত করিয়া অতিশয় উচ্চ কোন এক পর্ব্বতে
বসাইলেন; তাহার উপরে দক্ষিণদিকে যেন এক
৩ নগরের গাঁথনি ছিল। তিনি আমাকে সেই স্থানে

তাহার পাঁচ হস্ত বেধ ছিল, এবং অবশিষ্ট [শূন্য]
স্থান গৃহের পার্শ্বস্থ সেই সকল কুঠরীর স্থান
১০ ছিল। কুঠরী সকলের মধ্যে গৃহের চারিদিকে
১১ সর্ব্বত্র বিংশতি হস্ত প্রস্থ স্থান ছিল। আর
কুঠরীশ্রেণীর দ্বার সেই শূন্য স্থানের দিকে ছিল,
তাহার এক দ্বার উত্তরদিকে, অন্য দ্বার দক্ষিণ-
দিকে ছিল; এবং চারিদিকে সেই শূন্য স্থানের
১২ বিস্তার পাঁচ হস্ত ছিল। আর ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের
সম্মুখে পশ্চিমদিকে যে গাঁথনি ছিল, তাহা
সত্তর হস্ত বিস্তৃত ছিল, এবং চারিদিকে সেই
গাঁথনির ভিত্তির বেধ পাঁচ হস্ত; এবং তাহার
১৩ দীর্ঘতা নব্বই হস্ত ছিল। পরে তিনি গৃহের
দীর্ঘতা এক শত হস্ত, এবং ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের,
গাঁথনির ও তাহার ভিত্তির দীর্ঘতা এক শত হস্ত
১৪ মাপিলেন। আর পূর্ব্বদিকে গৃহের ও ব্যবচ্ছিন্ন
স্থলের অগ্রদেশ এক শত হস্ত প্রস্থ ছিল।
১৫ এইরূপে তিনি ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রদেশে
স্থিত গাঁথনির দীর্ঘতা, অর্থাৎ উহার পশ্চাৎ
যাহা ছিল, তাহা এবং এদিকে ওদিকে উহার
অপ্রশস্ত বারাণ্ডা এক শত হস্ত মাপিলেন, এবং
ভিতর-মন্দির ও প্রাঙ্গণের বারাণ্ডা সকল [মাপি-
১৬ লেন]। এই তিনের চতুর্দ্দিকে গোবরাট, জালবদ্ধ
বাতায়ন এবং অপ্রশস্ত বারাণ্ডা ছিল, এক এক
গোবরাটের সম্মুখে চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠের তিরস্ক-
রিণী ভূমি হইতে বাতায়ন পর্য্যন্ত ছিল; আর
১৭ বাতায়নগুলি আচ্ছাদিত ছিল: আর প্রবেশ-
স্থানের ঊর্দ্ধস্থ দেশ, অন্তর্গৃহ, বাহিরের স্থান ও
সমস্ত ভিত্তি, চারিদিকে ভিতরে ও বাহিরে যাহা
যাহা ছিল, সকলের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ
১৮ [নিরূপিত হইল]। আর উহাতে করূবের ও
খর্জ্জূরের শিল্পকর্ম্ম ছিল, দুই দুই করূবের
মধ্যে এক এক খর্জ্জূর বৃক্ষ, এবং এক এক করূবের
১৯ দুই দুই মুখ ছিল। ফলতঃ এক পার্শ্বস্থ খর্জ্জূরের
দিকে মনুষ্যের মুখ, এবং অন্য পার্শ্বস্থ খর্জ্জূরের
দিকে সিংহের মুখ চারিদিকে সমস্ত গৃহে
২০ শিল্পিত ছিল। ভূমি অবধি দ্বারের উপরিভাগ
পর্য্যন্ত সেই করূব ও খর্জ্জূর বৃক্ষ শিল্পিত ছিল;
২১ ইহা মন্দিরের ভিত্তি। মন্দিরের দ্বারকাষ্ঠ সকল
চতুষ্কোণ, এবং পবিত্র স্থানের অগ্রদেশের আকৃতি
২২ সেই আকৃতির তুল্য ছিল। বেদি কাষ্ঠনির্ম্মিত,
তিন হস্ত উচ্চ ও দুই হস্ত দীর্ঘ; এবং তাহার
কোণ, পায়া ও গাত্র কাষ্ঠময় ছিল। পরে তিনি
আমাকে কহিলেন, ইহা সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ
২৩ মেজ। আর মন্দিরের ও ধর্ম্মধামের দুই দ্বার,
২৪ এবং এক এক দ্বারের দুই দুই কপাট ছিল; দুই
দুই ঘূরণীয় কপাট ছিল, অর্থাৎ এক দ্বারের দুই
২৫ কপাট ও অন্য দ্বারের দুই কপাট ছিল। সেই
সকলে, মন্দিরের সেই সকল কপাটে, ভিত্তির
শিল্পকর্ম্মের ন্যায় করূব ও খর্জ্জূর শিল্পিত
ছিল। আর বহিঃস্থ বারাণ্ডার অগ্রদেশে কাষ্ঠের
২৬ ঝিলিমিলি ছিল। বারাণ্ডার দুই বগলে এবং
গৃহের পার্শ্বস্থ সকল কুঠরীতে ও ঝিলিমিলিতে
জালবদ্ধ বাতায়ন, এবং তাহার এদিকে ওদিকে
খর্জ্জূরাকৃতি ছিল।

৪২ পরে তিনি আমাকে উত্তরদিক্‌স্থ পথে
বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন; এবং ব্যবচ্ছিন্ন
স্থলের সম্মুখে ও গাঁথনির সম্মুখে উত্তরদিক্‌স্থ
২ কুঠরীশ্রেণীর নিকটে উপস্থিত করিলেন। আমার
সম্মুখস্থ তাহার দীর্ঘতা এক শত হস্ত পরিমিত,
এবং দ্বার উত্তরদিকে ছিল, ও বিস্তার পঞ্চাশ
৩ হস্ত পরিমিত। তাহা অন্তঃপ্রাঙ্গণের বিংশতি
হস্ত [পরিমিত স্থানের] সম্মুখে এবং বহিঃপ্রাঙ্গ-
ণের প্রস্তরবাঁধা ভূমির সম্মুখে ছিল, এবং এক
অপ্রশস্ত বারাণ্ডার অনুরূপ অন্য অপ্রশস্ত বারাণ্ডা
৪ তৃতীয় তালা পর্য্যন্ত ছিল। আর কুঠরী সকলের
অগ্রে ভিতরের দিকে দশ হস্ত প্রস্থ এক মার্গ এবং
এক হস্ত প্রস্থ এক পথ ছিল, এবং সকলের দ্বার
৫ উত্তরদিকে ছিল। উপরিস্থ কুঠরীগুলি ক্ষুদ্র
ছিল, কেননা গাঁথনির অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত
কুঠরী হইতে ইহাদের স্থান অপ্রশস্ত বারাণ্ডার
৬ দ্বারা ন্যূনীকৃত ছিল। কেননা তাহাদের তিন
থাক ছিল, আর প্রাঙ্গণস্তম্ভের সদৃশ স্তম্ভ ছিল
না, তজ্জন্য অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত অপেক্ষা ইহা-
৭ দের ভূমি সঙ্কুচিত ছিল। আর বাহিরে কুঠরী
সকলের অনুবর্ত্তী অথচ বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে
কুঠরী সকলের অগ্রে এক বেড়া ছিল, তাহা পঞ্চাশ
৮ হস্ত দীর্ঘ। কারণ বহিঃপ্রাঙ্গণের [পার্শ্বে] কুঠরী-
গুলির দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ছিল, কিন্তু দেখ,
৯ মন্দিরের অগ্রে তাহা এক শত হস্ত ছিল। বহিঃ-
প্রাঙ্গণ হইতে তথায় গেলে প্রবেশস্থান এই কুঠ-
১০ রীর নীচে পূর্ব্বদিকে পড়িত। প্রাঙ্গণের বেড়ার
প্রশস্ত পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রে
১১ এবং গাঁথনির অগ্রে কুঠরীশ্রেণী ছিল। আর
তাহাদের অগ্রে যে পথ ছিল, দীর্ঘতা, বিস্তার,
নির্গমনস্থান, গঠন, দ্বার, এই সকল লইয়া
তাহার আকার উত্তরদিক্‌স্থ কুঠরী সকলের ন্যায়
১২ ছিল। দক্ষিণদিকের কুঠরীর প্রবেশস্থান সক-
লের ন্যায় প্রবেশস্থান পথের মুখে ছিল; সেই
পথ তথাকার বেড়ার অগ্রে, যে আসিত, তাহার
১৩ পূর্ব্বদিকে পড়িত। পরে তিনি আমাকে কহি-
লেন, ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রে উত্তর ও দক্ষিণ-
দিকের যে সকল কুঠরী আছে, তাহা পবিত্র
কুঠরী। যে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত
হয়, তাহারা সেই স্থানে অতি পবিত্র দ্রব্য সকল
ভোজন করিবে; সেই স্থানে তাহারা অতি পবিত্র
দ্রব্য সকল, এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্য, পাপার্থক বলি ও

Digitized by Google

দোষার্থক বলি রাখিবে, কেননা স্থানটী পবিত্র।
১৪ যে সময় যাজকেরা প্রবেশ করে, সেই সময়ে
তাহারা পবিত্র স্থান হইতে বহিঃপ্রাঙ্গণে নির্গমন
করিবে না ; তাহারা যে যে বস্ত্র পরিয়া পরিচর্য্যা
করে, সেই সকল বস্ত্র তথায় রাখিবে, কেননা
সে সকল পবিত্র ; তাহারা অন্য বস্ত্র পরিধান
করিবে, পরে প্রজাগণের স্থানে গমন করিবে।
১৫ ভিতরের গৃহের পরিমাপ সমাপ্ত করিলে পর
তিনি আমাকে পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের দিকে বাহিরে
লইয়া গেলেন, এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ মাপিলেন।
১৬ তিনি মাপিবার নল দিয়া পূর্ব্ব পার্শ্ব মাপিলেন,
মাপিবার নলে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত নল
১৭ পরিমিত। আর উত্তর পার্শ্ব মাপিলেন, মাপি-
বার নলে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত নল পরিমিত।
১৮ আর দক্ষিণ পার্শ্ব মাপিলেন, মাপিবার নলে
১৯ তাহা পাঁচ শত নল পরিমিত। পরে তিনি
পশ্চিম পার্শ্বের দিকে ফিরিয়া মাপিবার নল
২০ দিয়া পাঁচ শত নল মাপিলেন। এইরূপে তিনি
তাহার চারি পার্শ্ব মাপিলেন ; পবিত্র ও সামান্য
স্থানের মধ্যে বিচ্ছেদ করণার্থে তাহার চতুর্দ্দিকে
প্রাচীর ছিল ; তাহা পাঁচ শত নল দীর্ঘ ও পাঁচ
শত নল প্রস্থ ছিল।

৪৩ পরে তিনি আমাকে পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের
নিকটে আনিলেন ; আর দেখ, পূর্ব্বদিক্
হইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ আসিতেছে ;
তাঁহার শব্দ জলরাশির শব্দের ন্যায়, এবং তাঁহার
৩ প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তিময় হইল। আমি যে দৃশ্য
দেখিয়াছিলাম, অর্থাৎ নগরের বিনাশার্থে আগ-
মনকালে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এ তদ্রূপ দৃশ্য,
আর কবার নদীর তীরে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম,
তদ্রূপ দৃশ্য ; তখন আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম।
৪ আর সদাপ্রভুর প্রতাপ পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের মুখ
৫ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। পরে আত্মা আমাকে
উঠাইয়া অন্তঃপ্রাঙ্গণে আনিলেন ; আর দেখ,
৬ গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল। আর
আমি শুনিলাম, গৃহের মধ্য হইতে এক জন
আমার কাছে কথা বলিতেছেন ; তখন এক ব্যক্তি
৭ আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আমাকে
কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, ইহা আমার
সিংহাসনের স্থান, এবং ইহাই আমার পদতল
রাখিবার স্থান, এই স্থানে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
মধ্যে আমি চিরকাল বাস করিব ; এবং ইস্রায়েল-
কুল, তাহারা বা তাহাদের রাজগণ আপন আপন
ব্যভিচার দ্বারা ও তাহাদের উচ্চস্থলীতে রাজ-
গণের শব দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অশুচি
৮ করিবে না। তাহারা আমার গোবরাটের কাছে
আপনাদের গোবরাট, ও আমার চৌকাঠের
পার্শ্বে আপনাদের চৌকাঠ দিয়া, এবং আমার ও
আপনাদের মধ্যে কেবল এক ভিত্তি রাখিয়া
আপনাদের কৃত বীভৎস ক্রিয়া দ্বারা আমার
পবিত্র নাম অশুচি করিত, এই নিমিত্ত আমি নিজ
৯ ক্রোধানলে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছি। এখন
তাহারা আপনাদের ব্যভিচার ও আপনাদের
রাজাদের শব সকল আমা হইতে দূর করুক,
তাহাতে আমি চিরকাল তাহাদের মধ্যে বাস
করিব।
১০ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল-কুলকে এই
গৃহের কথা জ্ঞাত কর, তাহারা আপন আপন
অপরাধের জন্য লজ্জিত হউক, এবং ইহার সাকল্য
১১ পরিমাণ করুক। যদি তাহারা আপনাদের কৃত
সমস্ত কর্ম্ম প্রযুক্ত লজ্জিত হয়, তবে তুমি তাহা-
দিগকে গৃহের আকার, গঠন, নির্গমনস্থান ও
প্রবেশস্থান সকল, তাহার সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত
বিধি, সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত ব্যবস্থা জ্ঞাত কর,
আর তাহাদের সমক্ষে লিখ ; এবং তাহারা তাহার
সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত বিধি রক্ষা করিয়া তদনু-
১২ যায়ী কর্ম্ম করুক। গৃহের ব্যবস্থা এই ; পর্ব্বতের
শিখরে চারিদিকে তাহার সমস্ত পরিসীমা অতি
পবিত্র। দেখ, ইহাই সেই গৃহের ব্যবস্থা।
১৩ প্রত্যেক হস্ত এক হস্ত চারি অঙ্গুলি পরিমিত,
এই হস্তানুসারে যজ্ঞবেদির পরিমাণ সকল এই।
তাহার মূল এক হস্ত [উচ্চ] ও এক হস্ত প্রস্থ,
এবং চতুর্দ্দিকে তাহার প্রান্তে স্থিত নিকাল এক
১৪ বিতস্তি পরিমিত ; ইহা যজ্ঞবেদির তল। আর
ভূমিস্থ মূলাবধি অধঃস্থ সোপানাকৃতি পর্য্যন্ত দুই
হস্ত ও তাহার পরিসর এক হস্ত ; আবার সেই
ক্ষুদ্র সোপানাকৃতি অবধি বৃহৎ সোপানাকৃতি
পর্য্যন্ত চারি হস্ত, ও তাহার পরিসর এক হস্ত।
১৫ আর উপরিস্থ বেদি চারি হস্ত ; এবং পুণ্যচুল্লী
১৬ হইতে তাহার ঊর্দ্ধে চারি শৃঙ্গ হইবে। আর সেই
পুণ্যচুল্লী বার হস্ত দীর্ঘ ও বার হস্ত প্রস্থ, চারি-
১৭ দিকে সমান হইবে। সোপানটী চতুর্দ্দশ হস্ত
দীর্ঘ ও চতুর্দ্দশ হস্ত প্রস্থ চতুরস্র, এবং তাহার
চারিদিকে স্থিত নিকাল অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত, এবং
তাহার মূল চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত হইবে,
এবং তাহার ধাপগুলি পূর্ব্বাভিমুখ হইবে।
১৮ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের
সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই
যজ্ঞবেদিতে হোমবলিদান ও রক্তপ্রোক্ষণ করণার্থে
যে দিন তাহা প্রস্তুত করা যাইবে, সেই দিনের
১৯ জন্য তৎসংক্রান্ত বিধি এই। প্রভু সদাপ্রভু কহেন,
সাদোক বংশজাত যে লেবীয় যাজকগণ আমার
পরিচর্য্যা করিতে আমার নিকটে উপস্থিত হয়,
তাহাদিগকে তুমি পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
২০ যুব ষণ্ড দিবে। পরে তাহার রক্তের কিয়দংশ
লইয়া বেদির চারি শৃঙ্গে, সোপানের চারি প্রান্তে

Digitized by Google

ও চারিদিকে তাহার নিকালে সেচন করিয়া বেদি
মুক্তপাপ করিবে, ও তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত
২১ করিবে। পরে ঐ পাপার্থক বৃষ লইয়া ধর্ম্মধামের
২২ বাহিরে গৃহের নিরূপিত স্থানে দগ্ধ করিবে। আর
দ্বিতীয় দিনে পাপার্থক বলিরূপে এক নির্দ্দোষ
ছাগ উৎসর্গ করিবে; তাহাতে [যাজকেরা] বৃষ
দ্বারা যেমন করিয়াছিল, তেমনি যজ্ঞবেদি মুক্ত-
২৩ পাপ করিবে। তাহা মুক্তপাপ করণ সমাপ্ত
করিলে পর তুমি নির্দ্দোষ এক যুববৃষ ও পালের
২৪ নির্দ্দোষ এক মেষ উৎসর্গ করিবে। তুমি তাহা-
দিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে, এবং
যাজকগণ তাহাদের উপরে লবণ প্রক্ষেপ করিয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে তাহাদিগকে বলি-
২৫ দান করিবে। সপ্তাহ কাল প্রত্যহ তুমি পাপার্থক
বলিরূপে এক এক ছাগ উৎসর্গ করিবে; আর
তাহারা নির্দ্দোষ এক যুব বৃষ ও পালের এক মেষ
২৬ উৎসর্গ করিবে। সপ্তাহ কাল তাহারা যজ্ঞবেদির
জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহা শুচি করিবে ও
২৭ সংস্কার দ্বারা পূত করিবে। সেই সকল দিন
অতীত হইলে পর অষ্টম দিনাবধি যাজকেরা
সেই যজ্ঞবেদিতে তোমাদের হোমার্থক ও মঙ্গলা-
র্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তাহাতে আমি তোমা-
দিগকে গ্রাহ্য করিব; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

44 পরে তিনি ধর্ম্মধামের পূর্ব্বাভিমুখ বহি-
র্দ্বারের দিকে আমাকে ফিরাইয়া আনিলেন;
২ তখন সেই দ্বার রুদ্ধ ছিল। পরে সদাপ্রভু
আমাকে কহিলেন, এই দ্বার রুদ্ধ থাকিবে, খোলা
যাইবে না; এবং ইহা দিয়া কেহ প্রবেশ করিবে
না; কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইহা
দিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত ইহা রুদ্ধ
৩ থাকিবে। অধ্যক্ষ বলিয়া কেবল অধ্যক্ষই সদা-
প্রভুর সম্মুখে আহার করণার্থে ইহার মধ্যে
বসিবেন; তিনি এই দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া
ভিতরে আসিবেন, ও সেই পথ দিয়া বাহিরে
যাইবেন।

নূতন মন্দির সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

পরে তিনি উত্তরদ্বারের পথে আমাকে গৃহের
সম্মুখে আনিলেন; তাহাতে আমি দৃষ্টিপাত
করিলাম, আর দেখ, সদাপ্রভুর গৃহ সদাপ্রভুর
প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল। তখন আমি উবুড় হইয়া
৫ পড়িলাম। সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, হে মনু-
ষ্যের সন্তান, সদাপ্রভুর গৃহের সমস্ত বিধি ও
সমস্ত ব্যবহার বিষয়ে যাহা যাহা আমি তোমাকে
বলিব, তুমি তাহাতে মনোযোগ কর, চক্ষুতে
তাহা নিরীক্ষণ কর ও কর্ণে স্থান দান কর, এবং
ধর্ম্মধামের সকল নির্গমনস্থান দিয়া মন্দিরে
৬ প্রবেশ করণ বিষয়ে মনোযোগ কর। আর সেই
বিদ্রোহী দলকে, ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল,
তোমাদের বীভৎস ক্রিয়া যথেষ্ট হইয়াছে।
৭ বস্তুতঃ তোমরা অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় ও অচ্ছিন্নত্বক্
মাংসবিশিষ্ট বিজাতীয় লোকদিগকে আমার
ধর্ম্মধামে থাকিতে ও আমার সেই গৃহ অপবিত্র
করিতে ভিতরে আনয়ন করিয়াছ, কেননা তোমরা
আমার উদ্দেশে ভক্ষ্য, মেদ ও রক্ত উৎসর্গ করি-
য়াছ, আর তাহারাও আমার নিয়ম ভঙ্গ করি-
য়াছে, তোমাদের সকল বীভৎস ক্রিয়া ছাড়া
৮ ইহা করিয়াছে। আর তোমরা আমার সকল
পবিত্র বিষয়ের রক্ষণীয় রক্ষা কর নাই; কিন্তু
আপনাদের ইচ্ছামতে আমার ধর্ম্মধামে রক্ষণীয়ের
রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছ।
৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্যে যে সকল বিজাতীয় লোক
আছে, তাহাদের মধ্যে অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় ও
অচ্ছিন্নত্বক্ মাংসবিশিষ্ট কোন বিজাতীয় লোক
১০ আমার ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিবে না। অধিকন্তু
ইস্রায়েল যখন বিপথে গিয়াছিল, আপন
পুত্তলিদিগের অনুগমনার্থে আমাকে ছাড়িয়া
বিপথে গিয়াছিল, তখন যে লেবীয়গণ আমা
হইতে দূরে গিয়াছিল, তাহারাও আপন আপন
১১ পাপ বহন করিবে। তাহারা আমার ধর্ম্মধামে
পরিচারক হইবে, গৃহের সকল দ্বারে দ্বারী ও
গৃহের পরিচারক হইবে: তাহারা প্রজাগণের
জন্য হোমবলি ও অন্য বলি হনন করিবে, এবং
তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে তাহাদের সম্মুখে
১২ দণ্ডায়মান হইবে। কেননা তাহাদের পুত্তলিগণের
সাক্ষাতে তাহারা প্রজাগণের পরিচর্য্যা করিত,
এবং ইস্রায়েল-কুলের অপরাধজনক বিঘ্নস্বরূপ
হইত, তজ্জন্য আমি তাহাদের প্রতিকূলে আপন
হস্ত তুলিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন;
তাহারা আপম আপন পাপ বহন করিবে।
১৩ আমার যাজন কর্ম্ম করিতে তাহারা আমার
নিকটবর্ত্তী হইবে না; এবং আমার পবিত্র দ্রব্য
সকলের, বিশেষতঃ আমার অতি পবিত্র দ্রব্য
সকলের নিকটে আসিবে না, কিন্তু আপনাদের
অপমান ও আপনাদের কৃত বীভৎস ক্রিয়ার ভার
১৪ বহন করিবে। আমি তাহাদিগকে গৃহের সমস্ত
সেবাকর্ম্মে ও তন্মধ্যে কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্মে তৎ-
সংক্রান্ত রক্ষণীয়ের রক্ষক করিব।
১৫ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন আমাকে ছাড়িয়া
বিপথে গেল, তখন সাদোকের সন্তান যে লেবীয়
যাজকেরা আমার ধর্ম্মধামের রক্ষণীয় রক্ষা করিত,
তাহারাই আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আমার

Digitized by Google

নিকটবর্ত্তী হইবে, এবং আমার উদ্দেশে মেদ ও
রক্ত উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান
১৬ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। তাহারাই
আমার ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিবে, এবং তাহারাই
আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আমার মেজের নিকটে
১৭ আসিবে, ও আমার রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। অন্তঃ-
প্রাঙ্গণের দ্বারে প্রবেশ করিবার সময়ে তাহারা
মসিনার বস্ত্র পরিধান করিবে; অন্তঃপ্রাঙ্গণের
সকল দ্বারে ও গৃহমধ্যে পরিচর্য্যা করিবার সময়
তাহাদের গাত্রে মেষলোমের বস্ত্র উঠিবে না।
১৮ তাহাদের মস্তকে মসিনার শিরোভূষণ ও কটি-
দেশে মসিনার জাঙ্গিয়া থাকিবে, তাহারা ঘর্ম্ম-
১৯ জনক কিছুতে বক্ষকটি হইবে না। যখন তাহারা
বহিঃপ্রাঙ্গণে অর্থাৎ প্রজাবর্গের সমীপে বহিঃ-
প্রাঙ্গণে নির্গমন করিবে, তখন আপনাদের পরি-
চর্য্যার বস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া পবিত্র কুঠরীতে
রাখিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে; আপনাদের
ঐ বস্ত্র দ্বারা প্রজা লোকদিগকে পবিত্র করিবে
২০ না। তাহারা মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ও কেশ
দীর্ঘ হইতে দিবে না, কেবল মস্তকের কেশ ছেদন
২১ করিবে। আর অন্তঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার
সময়ে যাজকদের মধ্যে কেহই দ্রাক্ষারস পান
২২ করিবে না। তাহারা বিধবাকে কিম্বা পরিত্যক্তা
স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না, কিন্তু ইস্রায়েল-কুলজাত
অনূঢ়া কন্যাকে কিম্বা মৃত যাজকের বিধবাকে
২৩ বিবাহ করিবে। আর তাহারা আমার প্রজাগণকে
পবিত্র ও সামান্যের প্রভেদ শিক্ষা দিবে, এবং
২৪ শুচি অশুচির প্রভেদ জানাইবে। আর বিবাদ
হইলে তাহারা বিচারার্থে উপস্থিত হইবে;
আমার সকল শাসনানুসারে বিচার নিষ্পন্ন
করিবে; এবং আমার সমস্ত পর্ব্বে আমার ব্যবস্থা
ও আমার বিধি সকল পালন করিবে, এবং
২৫ আমার বিশ্রামদিন সকল পবিত্র করিবে। অশৌ-
চের ভয়ে তাহারা কোন মৃত লোকের শব-সমীপে
যাইবে না, কেবল পিতা কি মাতা, পুত্র কি কন্যা,
ভ্রাতা কি অনূঢ়া ভগিনীর জন্য তাহারা অশুচি
২৬ হইতে পারিবে। যাজক শুচি হইলে পর তাহার
২৭ জন্য সাত দিন গণিত হইবে। পরে যে দিন সে
ধর্ম্মধামের মধ্যে পরিচর্য্যা করণার্থে ধর্ম্মধামে
অর্থাৎ অন্তঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবে, সেই দিন
আপনার জন্য পাপার্থক বলি উৎসর্গ করিবে,
২৮ ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর তাহাদের এক
রিক্থ হইবে, আমিই তাহাদের রিক্থ; তোমরা
ইস্রায়েলের মধ্যে তাহাদিগকে কোন অধিকার
২৯ দিবে না, আমিই তাহাদের অধিকার। ভক্ষ্য
নৈবেদ্য, পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলি সকল
তাহাদের খাদ্য হইবে, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে
৩০ যাবতীয় বর্জ্জিত দ্রব্য তাহাদের হইবে। আর
যাবতীয় আশুপক্ব শস্যাদির মধ্যে প্রত্যেকের
অগ্রিমাংশ, এবং তোমাদের যাবতীয় উপহারের
মধ্যে প্রত্যেক উপহারের সকলই যাজকদের
হইবে; এবং তোমরা আপন আপন ছানা ময়দার
অগ্রিমাংস যাজককে দিবে, তাহা করিলে আপন
৩১ আপন গৃহে আশীর্ব্বাদ অবস্থিতি করাইবে। আর
পক্ষী হউক কি পশু হউক, স্বয়ং মৃত কিম্বা বিদীর্ণ
কিছুই যাজকদের খাদ্য হইবে না।

৪৫ আর যে সময়ে তোমরা অধিকার নিরূ-
পণার্থে গুলিবাঁট করিয়া দেশ বিভাগ
করিবে, সেই সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক পবিত্র
ভূমিখণ্ড উপহার বলিয়া নিবেদন করিবে; তাহার
দীর্ঘতা পঁচিশ সহস্র নল ও প্রস্থ দশ সহস্র নল
হইবে; ইহা চারিদিকে ইহার সমস্ত পরিসীমার
২ মধ্যে পবিত্র হইবে। তাহার মধ্যে পাঁচ শত নল
দীর্ঘ ও পাঁচ শত নল প্রস্থ, চারিদিকে সমান
ভূমি ধর্ম্মধামের জন্য থাকিবে; আবার তাহার
বহির্ভাগে চারিদিকে পঞ্চাশ হস্ত পরিমিত পরি-
৩ সর থাকিবে। ঐ পরিমিত অংশের মধ্যে তুমি
পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ
ভূমি মাপিবে; তাহারই মধ্যে ধর্ম্মধাম অতি
৪ পবিত্র স্থান হইবে। দেশের এই অংশ পবিত্র;
ইহা যাজকদের, ধর্ম্মধামের পরিচারকদের,
যাহারা সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে নিকটে আগমন
করে, তাহাদের হইবে; ইহা তাহাদের জন্য গৃহ
নির্ম্মাণের স্থান ও ধর্ম্মধামের জন্য পবিত্র স্থান
৫ হইবে। আবার পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ
সহস্র নল প্রস্থ ভূমি গৃহের পরিচারক লেবীয়দের
জন্য হইবে, বিংশতি কুঠরীর নিমিত্ত তাহাদের
৬ অধিকারার্থ হইবে। অধিকন্তু নগরের অধিকারের
নিমিত্ত তোমরা পবিত্র উপহারের পার্শ্বে পাঁচ
সহস্র নল প্রস্থ ও পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ভূমি
দিবে, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের জন্য হইবে।
৭ আবার পবিত্র উপহারের এবং নগরের অধি-
কারের উভয় পার্শ্বে সেই পবিত্র উপহারের অগ্রে
ও নগরের অধিকারের অগ্রে অর্থাৎ পশ্চিম
প্রান্তের পশ্চিমে ও পূর্ব্ব প্রান্তের পূর্ব্বে এবং দীর্ঘ-
তায় পশ্চিম সীমা হইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত
বিস্তৃত অংশ সকলের মধ্যে কোন অংশের সমান
৮ ভূমি অধ্যক্ষকে দিবে। ইহা তাঁহার ভূমি এবং
ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁহার অধিকার হইবে; এবং
আমার নিযুক্ত অধ্যক্ষেরা আর আমার প্রজাদের
উপরে দৌরাত্ম্য করিবে না, কিন্তু ইস্রায়েল-
কুলকে আপন আপন বংশানুসারে [সমস্ত]
দেশ দিবে।

৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের
অধ্যক্ষগণ, তোমাদের যথেষ্ট হইয়াছে; তোমরা
দৌরাত্ম্য ও ধনাপহার দূর কর, ন্যায় ও ধার্ম্মি-

Digitized by Google

কতার অনুষ্ঠান কর, আমার প্রজাদিগকে তাড়া-
ইয়া দিতে ক্ষান্ত হও, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১০ ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য বাৎ তোমাদের
১১ হউক। ঐফার ও বাতের একই পরিমাণ হইবে;
বাৎ হোমরের দশমাংশ, ঐফাও হোমরের দশ-
মাংশ, এই উভয়ের পরিমাণ হোমরের অনুরূপ
১২ হইবে। আর শেকল বিংশতি গেরা পরিমিত
হইবে; বিংশতি শেকলে, পঁচিশ শেকলে, ও
পনর শেকলে তোমাদের মানি হইবে।
১৩ তোমাদের উৎসৃজ্য উপহার এই। তোমরা
গোমের হোমর হইতে ঐফার ষষ্ঠাংশ, ও যবের
১৪ হোমর হইতে ঐফার ষষ্ঠাংশ দিবে। আর তৈলের,
বাৎসম্বন্ধীয় তৈলের নির্দ্দিষ্ট অংশ এক কোর
হইতে বাতের দশমাংশ; [কোর] দশ বাৎ পরি-
মিত অথচ হোমরের সমান, কেননা দশ বাতে
১৫ হোমর হয়। আর ইস্রায়েলের জলসিক্ত ভূমিতে
চরে, এমন মেষাদি পাল হইতে দুই শত মেষের
মধ্যে এক মেষ; লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর-
ণার্থে তাহাই ভক্ষ্য নৈবেদ্যের, হোমবলির ও
মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্ত হইবে, ইহা প্রভু সদা-
১৬ প্রভু বলেন। দেশের সমস্ত প্রজা ইস্রায়েলের
১৭ অধ্যক্ষকে এই উপহার দিতে বাধ্য হইবে। আর
পর্ব্বে, অমাবস্যায় ও বিশ্রামবারে, ইস্রায়েল-
কুলের সমস্ত উৎসবে, হোমবলি এবং ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্য উৎসর্গ করা অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য হইবে;
ইস্রায়েল-কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পাপা-
র্থক বলিদান ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ এবং হোম
ও মঙ্গলার্থক বলিদান তিনি করিবেন।
১৮ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রথম মাসের
প্রথম দিনে তুমি নির্দ্দোষ এক গোবৎস লইয়া
১৯ ধর্ম্মধাম মুক্তপাপ করিবে। আর যাজক সেই
পাপার্থক বলির রক্তের কিয়দংশ লইয়া গৃহের
চৌকাঠে, যজ্ঞবেদির সোপানের চারি প্রান্তে,
২০ এবং অন্তঃপ্রাঙ্গণের দ্বারের চৌকাঠে দিবে। আর
যে কেহ প্রমাদী ও অবোধ, তাহার জন্য তুমি
মাসের সপ্তম দিনেও তদ্রূপ করিবে, এই প্রকারে
২১ তোমরা গৃহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রথম
মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে তোমাদের নিস্তারপর্ব্ব
হইবে, তাহা সপ্ত দিনের উৎসব; তাড়ীশূন্য রুটী
২২ খাইতে হইবে। সেই দিনে অধ্যক্ষ আপনার জন্য
ও দেশস্থ সকল প্রজা লোকের জন্য পাপার্থক
২৩ বলিরূপে এক বৃষ উৎসর্গ করিবেন। সেই উৎ-
সবের সপ্তাহ ব্যাপিয়া তিনি সপ্ত দিনের মধ্যে
প্রতিদিন নির্দ্দোষ সপ্ত বৃষ ও সপ্ত মেষ দিয়া
সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থক বলিদান করিবেন,
এবং প্রতিদিন এক ছাগ দিয়া পাপার্থক বলিদান
২৪ করিবেন। আর ভক্ষ্য নৈবেদ্যের নিমিত্ত বৃষের
প্রতি এক ঐফা ও মেষের প্রতি এক ঐফা পরিমিত
সূজী, ও ঐফার প্রতি এক হিন তৈল দিবেন।
২৫ সপ্তম মাসে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, পর্ব্বের সময়ে
তিনি সাত দিন পর্য্যন্ত সেইরূপ করিবেন;
পাপার্থক ও হোমার্থক বলি এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্য
ও তৈল উৎসর্গ করিবেন।

৪৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অন্তঃ-
প্রাঙ্গণের পূর্ব্বাভিমুখ দ্বার কার্য্যের ছয় দিন
বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু বিশ্রামদিনে খোলা হইবে,
২ এবং অমাবস্যার দিনেও খোলা হইবে। আর
অধ্যক্ষ বাহির হইতে দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া
প্রবেশ করিয়া দ্বারের চৌকাঠের নিকটে দণ্ডায়-
মান হইবেন, এবং যাজকগণ তাঁহার হোমার্থক ও
মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, এবং তিনি
দ্বারের গোবরাটে প্রণিপাত করিবেন, পরে
নির্গমন করিবেন, কিন্তু সন্ধ্যা না হইলে দ্বার
৩ বদ্ধ করা যাইবে না। আর দেশের প্রজা লোক
সকল বিশ্রামবারে ও অমাবস্যায় সেই দ্বারের
প্রবেশস্থানে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিবে।
৪ সদাপ্রভুর উদ্দেশে অধ্যক্ষকে এই হোমবলি
উৎসর্গ করিতে হইবে, বিশ্রামবারে নির্দ্দোষ ছয়
৫ মেষশাবক ও নির্দ্দোষ এক মেষ। আর ভক্ষ্য
নৈবেদ্যরূপে মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী],
এবং মেষশাবকদিগের জন্য তাঁহার হাতে যতটা
৬ উঠিবে, এবং ঐফার প্রতি এক হিন তৈল। আর
অমাবস্যার দিনে এক নির্দ্দোষ গোবৎস, এবং
ছয় মেষশাবক ও এক মেষ, ইহারাও নির্দ্দোষ
৭ হইবে। আর ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে তিনি গোবৎসের
প্রতি এক ঐফা, মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী],
ও মেষশাবকদের জন্য তাঁহার হাতে যতটা উঠিবে,
৮ এবং ঐফার প্রতি এক হিন তৈল দিবেন। আর
অধ্যক্ষ যখন আসিবেন, তখন দ্বারের বারাণ্ডার
পথ দিয়া প্রবেশ করিবেন, এবং সেই পথ দিয়া
৯ নির্গমন করিবেন। আর দেশের প্রজা লোক সকল
পর্ব্বসময়ে যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে আসিবে, তখন
প্রণিপাত করণার্থে যে ব্যক্তি উত্তরদ্বারের পথ
দিয়া প্রবেশ করিবে, সে দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়া
নির্গমন করিবে; এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণদ্বারের
পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, সে উত্তরদ্বারের পথ
দিয়া নির্গমন করিবে; যে ব্যক্তি যে দ্বারের পথ
দিয়া প্রবেশ করিবে, সে তথায় ফিরিয়া যাইবে
না, কিন্তু আপনার সম্মুখস্থ পথ দিয়া নির্গমন
১০ করিবে। আর অধ্যক্ষ তাহাদের মধ্যে থাকিয়া
তাহাদের প্রবেশকালে প্রবেশ করিবেন, ও তাহা-
১১ দের নির্গমনকালে নির্গমন করিবেন। আর উৎ-
সবে ও পর্ব্বে ভক্ষ্য নৈবেদ্য গোবৎসের প্রতি এক
ঐফা, মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], ও মেষ-
শাবকদের জন্য তাঁহার হাতে যতটা উঠিবে, এবং
১২ ঐফার প্রতি এক হিন তৈল লাগিবে। আর

Digitized by Google

অধ্যক্ষ যখন স্বেচ্ছাদত্ত দান, সদাপ্রভুর উদ্দেশে
হোমবলি বা মঙ্গলার্থক বলিরূপ স্বেচ্ছাকৃত দান,
উৎসর্গ করিবেন, তখন তাঁহার জন্য পূর্ব্বাভিমুখ
দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। আর তিনি বিশ্রাম-
বারে যেমন করেন, তেমনি আপন হোমবলি ও
মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবেন, পরে নির্গমন
করিবেন, এবং তাঁহার নির্গমনের পর সেই দ্বার
১৩ বন্ধ করা যাইবে। আর তুমি প্রত্যহ সদাপ্রভুর
উদ্দেশে হোমবলির জন্য একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক
মেষশাবক উৎসর্গ করিবে ; প্রত্যহ প্রাতে তাহা
১৪ উৎসর্গ করিবে। আর প্রত্যহ প্রাতে তৎসহকারে
ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে ঐফার ষষ্ঠাংশ সূজী, ও তাহা
আর্দ্র করণার্থে হিনের তৃতীয়াংশ তৈল, এই ভক্ষ্য
নৈবেদ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে, এই
১৫ বিধি চিরকাল নিত্যস্থায়ী। অতএব প্রত্যহ প্রাতে
সেই মেষশাবক, নৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করা
যাইবে ; ইহা নিত্য হোমবলি।

১৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অধ্যক্ষ যদি
আপন পুত্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে কিছু
দান করেন, তবে তাহা তাহার রিক্থ হইবে,
তাহা তাঁহার পুত্রদের হইবে ; তাহা রিক্থ
বলিয়া পুত্রপৌত্রানুক্রমে তাহাদের অধিকার
১৭ হইবে। কিন্তু তিনি যদি আপনার কোন দাসকে
আপন রিক্থের কিছু দান করেন, তবে তাহা
মুক্তিবৎসর পর্য্যন্ত তাহার থাকিবে, পরে পুনর্ব্বার
অধ্যক্ষের হইবে ; কেবল তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার
১৮ রিক্থ পাইবে। আর অধ্যক্ষ প্রজাদিগকে
দৌরাত্ম্যপূর্ব্বক অধিকারচ্যুত করণার্থে তাহাদের
রিক্থ হইতে কিছু লইবেন না ; তিনি আপনারই
অধিকারের মধ্য হইতে আপন পুত্রদিগকে রিক্থ
দিবেন ; যেন আমার প্রজারা আপন আপন
অধিকার হইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া না যায়।

১৯ পরে তিনি দ্বারের পার্শ্বস্থ প্রবেশের পথ দিয়া
আমাকে যাজকদের উত্তরাভিমুখ পবিত্র কুঠরী-
শ্রেণীতে আনিলেন ; আর দেখ, পশ্চিমদিকে
২০ পশ্চাতে এক স্থান ছিল। তখন তিনি আমাকে
কহিলেন, এই। স্থানে যাজকেরা দোষার্থক ও
পাপার্থক বলি পাক করিবে ও নৈবেদ্য ভর্জ্জন
করিবে ; প্রজাদিগকে পবিত্র করণার্থে তাহারা
২১ যেন তাহা বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া না যায়। পরে
তিনি আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গণে আনিয়া সেই প্রাঙ্গ-
ণের চারি কোণ দিয়া গমন করাইলেন ; আর
দেখ, ঐ প্রাঙ্গণের প্রত্যেক কোণে এক এক প্রাঙ্গণ
২২ ছিল। প্রাঙ্গণের চারি কোণে চল্লিশ [হস্ত] দীর্ঘ
ও ত্রিশ [হস্ত] প্রস্থ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণ ছিল ;
সেই চারি কোণের প্রাঙ্গণগুলির একই পরিমাণ
২৩ ছিল। চারিটির মধ্যে প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে গাঁথনি-
শ্রেণী ছিল, এবং ঐ চতুর্দ্দিকস্থ গাঁথনি-শ্রেণীর
২৪ তলে উনন পাতা ছিল। তখন তিনি আমাকে
কহিলেন, এ সকল পাচকদের গৃহ, এই স্থানে
গৃহের পরিচারকেরা প্রজা লোকদের বলি সিদ্ধ
করিবে।

পবিত্র ভূমি ও পবিত্র নগর।

৪৭ পরে তিনি আমাকে ঘুরাইয়া গৃহের
প্রবেশস্থানে আনিলেন ; আর দেখ, গৃহের
গোবরাটের নীচে হইতে জল নির্গত হইয়া
পূর্ব্বদিকে বহিতেছে, কেননা গৃহের সম্মুখ ভাগ
পূর্ব্বদিকে ছিল ; আর সেই জল নীচে হইতে
গৃহের দক্ষিণ বগল দিয়া যজ্ঞবেদির দক্ষিণে
২ নামিয়া বহিতেছিল। পরে তিনি আমাকে
উত্তরদ্বারের পথ দিয়া নির্গমন করাইলেন, এবং
ঘুরাইয়া বাহিরের পথ দিয়া, পূর্ব্বাভিমুখ পথ
দিয়া, বহির্দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন ; আর
দেখ, দক্ষিণ বগল দিয়া জল চোঁয়াইয়া পড়িতে-
৩ ছিল। সে ব্যক্তি যখন পূর্ব্বদিকে নির্গমন
করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে এক মানসূত্র
ছিল ; তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিলেন, এবং
আমাকে জলের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন ;
৪ তখন গোঁড়ালি পর্য্যন্ত জল উঠিল। আবার তিনি
এক সহস্র হস্ত মাপিয়া আমাকে জলের মধ্য
দিয়া গমন করাইলেন, তখন হাঁটু পর্য্যন্ত জল
উঠিল। আবার তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিয়া
আমাকে জলের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন ;
৫ তখন কটি পর্য্যন্ত জল উঠিল। আবার তিনি এক
সহস্র হস্ত মাপিলে তাহা আমার অগম্য নদী
হইল ; কারণ জল বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সাঁতার
জল, পদব্রজে পার হওয়া যায় না, এমন নদী
হইয়াছিল।

৬ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের
সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিলে? পরে তিনি
আমাকে পুনরায় ঐ নদীর তীরে লইয়া গেলেন।
৭ অনন্তর আমি যখন ফিরিয়া গেলাম, তখন দেখ,
সেই নদীর তীরে এপারে ওপারে বহুসংখ্যক বৃক্ষ
৮ ছিল। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই জল
পূর্ব্বদিকস্থ অঞ্চলে বহিতেছে, অরাবা তলভূমিতে
নামিয়া যাইবে, এবং সমুদ্রে প্রবেশ করিবে ;
ইহা সমুদ্রে প্রবেশিত হওয়াতে তাহার জল
৯ উত্তম হইবে। আর এই স্রোতের জল যে কোন
স্থানে বহিবে, সে স্থানের অগণনীয় জীবজন্তু
বাঁচিবে ; আর যার পর নাই প্রচুর মৎস্য
হইবে ; কেননা এই জল সেখানে গিয়াছে বলিয়া
সেখানকার [জল] উত্তম হইবে ; এবং এই
স্রোত যে কোন স্থান দিয়া বহিবে, সেই স্থানের
১০ সকলই সঞ্জীবিত হইবে। আর তাহার তীরে

Digitized by Google

ধীবরগণ দাঁড়াইবে, ঐন-গদী অবধি ঐন-ইগ্লয়িম
পর্য্যন্ত জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে; মহা-
সমুদ্রের মৎস্যের ন্যায় নানাজাতীয় মৎস্য জন্মিয়া
১১ যার পর নাই প্রচুর হইবে। কিন্তু তাহার পঙ্ক-
স্থান ও গর্ত্ত সকলের প্রতীকার হইবে না; তাহা
১২ লবণার্থে নিরূপিত। আর নদীর ধারে এপারে
ওপারে সর্ব্বপ্রকার ভোজনার্থ ফলের বৃক্ষ হইবে,
তাহার পত্র ম্লান হইবে না, ও ফল শেষ হইবে
না; প্রতিমাসে তাহার ফল পাকিবে, কেননা
তাহার [সেচনের] জল ধর্ম্মধাম হইতে নির্গত;
আর তাহার ফল আহারার্থ, ও পত্র আরোগ্য-
দানার্থ হইবে।
১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ইস্রা-
য়েলের দ্বাদশ বংশকে যে দেশ রিক্থের জন্য
দিবে, তাহার সীমা এই; যোষেফের দুই অংশ
১৪ হইবে। আর তোমরা সকলে সমানাংশে রিক্থ
বলিয়া তাহা পাইবে, কারণ আমি তোমাদের
পিতৃপুরুষদিগকে এই দেশ দিব বলিয়া হস্ত
উত্তোলন করিয়াছিলাম, অতএব এই দেশ রিক্থ
১৫ বলিয়া তোমাদের হইবে। আর দেশের সীমা
এই; উত্তরদিক্স্থ সীমা মহাসমুদ্র হইতে সদাদের
১৬ প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত হিৎলোনের পথ; পরে হমাৎ,
বরোথা, দম্মেশকের ও হমাতের সীমার মধ্যস্থিত
সিব্রয়িম, হোরণের সীমার নিকটস্থ হৎসর-
১৭ হত্তীকোন। আর সমুদ্র হইতে সীমা দম্মেশকের
সীমাস্থ হৎসোর-ঐনন পর্য্যন্ত যাইবে, আর
১৮ উত্তরদিকে হমাতের সীমা; এই উত্তরসীমা। আর
পূর্ব্বসীমা হোরণ, দম্মেশক ও গিলিয়দের এবং
ইস্রায়েল দেশের মধ্যবর্ত্তী যর্দ্দন; তোমরা [উত্তর]
সীমা অবধি পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত মাপিবে; এই
১৯ পূর্ব্বসীমা। আর দক্ষিণসীমা দক্ষিণে তামর
অবধি কাদেশস্থ মরীবৎ নামক জল, [মিসরের]
স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত; দক্ষিণদিকের
২০ এই দক্ষিণসীমা। আর পশ্চিমসীমা মহাসমুদ্র;
[দক্ষিণ] সীমা অবধি হমাতের সম্মুখস্থান
২১ পর্য্যন্ত; এই পশ্চিমসীমা। এইরূপে তোমরা
ইস্রায়েলের বংশানুসারে আপনাদের মধ্যে এই
দেশ বিভাগ করিবে।
২২ তোমরা আপনাদের নিমিত্তে, এবং যে বিদেশী
লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়া তোমা-
দের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাদেরও
নিমিত্তে তাহা রিক্থার্থে গুলিবাঁট দ্বারা বিভাগ
করিবে; এবং ইহারা ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে
স্বজাতীয়ের ন্যায় গণিত হইবে, এবং তোমাদের
সহিত ইস্রায়েল-বংশ সকলের মধ্যে রিক্থ
২৩ পাইবে। তোমাদের যে বংশের মধ্যে যে বিদেশী
লোক প্রবাস করিবে, তাহার মধ্যে তোমরা তা-
হাকে অধিকার দিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

৪৮ বংশগুলির নাম এই এই। উত্তরদিক্স্থ
প্রান্তভাগে হিৎলোনের পথের পার্শ্ব ও
হমাতের প্রবেশস্থানের নিকট দিয়া হৎসর-ঐনন
পর্য্যন্ত দম্মেশকের সীমান্তে, উত্তরদিকে হমাতের
পার্শ্বে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত দান
২ এক অংশ [পাইবে]। আর দানের সীমার কাছে
পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত আশের এক
৩ অংশ, আশেরের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে
৪ পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত নপ্তালি এক অংশ, নপ্তালির
সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত
৫ মনঃশি এক অংশ, মনঃশির সীমার কাছে পূর্ব্ব-
প্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ইফ্রয়িম এক
৬ অংশ, ইফ্রয়িমের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে
৭ পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত রূবেণ এক অংশ, এবং রূবে-
ণের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত
পর্য্যন্ত যিহূদা এক অংশ [পাইবে]।
৮ যিহূদার সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে
পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত উপহার-ভূমি থাকিবে;
তোমরা প্রস্থে পঁচিশ সহস্র নল ও পূর্ব্বপ্রান্ত
হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘতায় অন্য অন্য
অংশের তুল্য এক অংশ উপহারার্থে নিবেদন
করিবে, ও তাহার মধ্যস্থানে ধর্ম্মধাম হইবে।
৯ সদাপ্রভুর উদ্দেশে তোমরা যে উপহার-ভূমি
নিবেদন করিবে, তাহা পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও
১০ দশ সহস্র নল প্রস্থ হইবে। সেই পবিত্র উপহার-
ভূমি যাজকদের জন্য হইবে; তাহা উত্তরদিকে
পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ, পশ্চিমদিকে দশ সহস্র
নল প্রস্থ, পূর্ব্বদিকে দশ সহস্র নল প্রস্থ, ও
দক্ষিণদিকে পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ; তাহার
১১ মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর ধর্ম্মধাম থাকিবে। তাহা
সাদোক-সন্তানদের মধ্যে পবিত্রীকৃত যাজকদের
জন্য হইবে, তাহারা আমার রক্ষণীয় রক্ষা করি-
য়াছে; ইস্রায়েল-সন্তানদের ভ্রান্তির সময়ে লেবী-
য়েরা যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিল, উহারা তেমন ভ্রান্ত
১২ হয় নাই। লেবীয়দের সীমার কাছে দেশের
উপহার-ভূমি হইতে উদ্ধৃত সেই উপহার-ভূমি
১৩ তাহাদের হইবে, তাহা অতি পবিত্র। আর
যাজকদের সীমার সম্মুখে লেবীয়েরা পঁচিশ সহস্র
নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ [ভূমি] পাইবে;
সমুদায়ের দীর্ঘতা পঁচিশ সহস্র ও প্রস্থ দশ
১৪ সহস্র নল হইবে। তাহারা তাহার কিছু বিক্রয়
করিবে না, বা পরিবর্ত্ত করিবে না; এবং দেশের
[সেই] অগ্রিমাংশ হস্তান্তরীকৃত হইবে না,
১৫ কেননা তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। আর
পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ সেই ভূমির সম্মুখে প্রস্থ
পরিমাণে যে পাঁচ সহস্র নল অবশিষ্ট থাকে,
তাহা সাধারণ স্থান বলিয়া নগরের, বসতির ও
পরিসরের জন্য হইবে; নগরটী তাহার মধ্য-

Digitized by Google

১৬ স্থানে থাকিবে। তাহার পরিমাণ এইরূপ হইবে;
উত্তরপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত নল, দক্ষিণপ্রান্ত
চারি সহস্র পাঁচ শত নল, পূর্ব্বপ্রান্ত চারি সহস্র
পাঁচ শত নল, ও পশ্চিমপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ
১৭ শত নল হইবে। আর নগরের [বহিঃস্থিত]
পরিসর ভূমি থাকিবে; উত্তরদিকে দুই শত
পঞ্চাশ নল, দক্ষিণদিকে দুই শত পঞ্চাশ নল,
পূর্ব্বদিকে দুই শত পঞ্চাশ নল, ও পশ্চিমদিকে
১৮ দুই শত পঞ্চাশ নল থাকিবে। আর পবিত্র
উপহার-ভূমির দীর্ঘ পরিমাণে পূর্ব্বদিকে দশ
সহস্র নল ও পশ্চিমে দশ সহস্র নল পরিমিত
যে দুই অবশিষ্ট স্থান পবিত্র উপহার-ভূমির
সম্মুখে থাকিবে, তদুৎপন্ন দ্রব্য নগরের কর্ম্মচারী
১৯ লোকদের ভক্ষ্যের নিমিত্ত হইবে। আর ইস্রা-
য়েলের যাবতীয় বংশের মধ্য হইতে নগরের শ্রম-
২০ জীবীরা তাহা চাস করিবে। সেই উপহার-ভূমি
সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও পঁচিশ সহস্র
নল প্রস্থ হইবে; তোমরা নগরের অধিকার-
শুদ্ধ চতুষ্কোণ পবিত্র উপহার-ভূমি নিবেদন
করিবে।

২১ পবিত্র উপহার-ভূমির ও নগরের অধিকারের
দুই পার্শ্বে যে সকল অবশিষ্ট ভূমি, তাহা অধ্য-
ক্ষের হইবে; অর্থাৎ পঁচিশ সহস্র নল পরিমিত
উপহার-ভূমি অবধি পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত, ও পশ্চিম-
দিকে পঁচিশ সহস্র নল পরিমিত সেই উপহার-
ভূমি অবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত অন্য সকল
অংশের কাছে অধ্যক্ষের [অংশ] হইবে, এবং
পবিত্র উপহার-ভূমি ও গৃহের ধর্ম্মধাম তাহার
২২ মধ্যস্থিত হইবে। অধিকন্তু অধ্যক্ষের প্রাপ্তব্য
অংশের মধ্যস্থিত লেবীয়দের অধিকার ও নগরের
অধিকার ছাড়া যাহা যিহূদার ও বিন্যামীনের
সীমার মধ্যে আছে, তাহা অধ্যক্ষের হইবে।
২৩ আর অবশিষ্ট বংশগুলির এই সকল অংশ
হইবে; পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত
২৪ বিন্যামীন এক অংশ, বিন্যামীনের সীমার কাছে
পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত শিমিয়োন
২৫ এক অংশ, শিমিয়োনের সীমার কাছে পূর্ব্ব-
প্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ইষাখর এক
২৬ অংশ, ইষাখরের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে
২৭ পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত সবূলূন এক অংশ, এবং
সবূলূনের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম-
২৮ প্রান্ত পর্য্যন্ত গাদ এক অংশ [পাইবে]। আর
গাদের সীমার কাছে দক্ষিণপ্রান্তের দিকে তামর
অবধি কাদেশস্থ মরীবৎ নামক জল, [মিসরের]
স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত দক্ষিণসীমা
২৯ হইবে। তোমরা ইস্রায়েল-বংশ সকলের অধি-
কারার্থে যে দেশ গুলিবাঁট দ্বারা বিভাগ করিবে,
তাহা এই; এবং তাহাদের ঐ সকল অংশ হইবে,
ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

৩০ আর নগরের এই কয়েকটী নির্গমনস্থান হইবে;
উত্তর পার্শ্বে চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত।
৩১ আর নগরের দ্বার সকল ইস্রায়েল-বংশগুলির
নামানুসারে হইবে; তিন দ্বার উত্তরদিকে
থাকিবে; রূবেণের এক দ্বার, যিহূদার এক দ্বার
৩২ ও লেবির এক দ্বার। পূর্ব্ব পার্শ্বে চারি সহস্র
পাঁচ শত নল, আর তিন দ্বার হইবে; যোষেফের
এক দ্বার, বিন্যামীনের এক দ্বার ও দানের এক
৩৩ দ্বার। দক্ষিণ পার্শ্বে চারি সহস্র পাঁচ শত নল
পরিমিত, আর তিন দ্বার হইবে; শিমিয়োনের
এক দ্বার, ইষাখরের এক দ্বার ও সবূলূনের এক
৩৪ দ্বার। আর পশ্চিম পার্শ্বে চারি সহস্র পাঁচ শত
নল ও তাহার তিন দ্বার হইবে; গাদের এক
দ্বার, আশেরের এক দ্বার ও নপ্তালির এক দ্বার
৩৫ হইবে। পরিধি আঠার সহস্র নল পরিমিত
হইবে; আর সেই দিন অবধি নগরটীর এই নাম
হইবে, "সদাপ্রভু তত্র।"

দানিয়েলের পুস্তক।

দানিয়েল ও তাঁহার তিন বন্ধু।

১ যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের রাজত্বের
তৃতীয় বৎসরে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর
যিরূশালেমে আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন।
২ আর প্রভু যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমকে এবং
ঈশ্বরের গৃহের কতকগুলি পাত্র তাঁহার হস্তে
সমর্পণ করিলেন; আর তিনি সেই সমস্ত শিনিয়র
দেশে আপন দেবালয়ে লইয়া গেলেন; এবং
পাত্রগুলি আপন দেবের ভাণ্ডার-গৃহে রাখিলেন।
৩ পরে রাজা আপন নপুংসকাধ্যক্ষ অস্পনসকে
আজ্ঞা করিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে বিশে-
৪ ষতঃ রাজবংশের ও প্রধানবর্গের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক,
সুন্দর ও যাবতীয় বিদ্যায় তৎপর, বুদ্ধিতে বিচ-

Digitized by Google

ক্ষণ, জ্ঞানে বিজ্ঞ ও রাজপ্রাসাদে দণ্ডায়মান
হইবার যোগ্য কয়েক জন যুবক আনীত এবং
৫ কল্‌দীয় গ্রন্থে ও ভাষায় শিক্ষিত হউক। পরে
রাজা নিরূপণ করিলেন যে, তাহাদের জন্য
রাজার আহারীয় দ্রব্য ও তাঁহার পানীয় দ্রাক্ষা-
রস হইতে প্রাত্যহিক অংশ দিতে, এবং তাহা-
দিগকে পরিপোষণ করিতে হইবে; আর তিন
বৎসরান্তে রাজার নিকট দণ্ডায়মান করাইতে
৬ হইবে। তাহাদের মধ্যে যিহূদা-বংশীয় দানি-
য়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয় ছিলেন।
৭ আর সেই নপুংসকাধ্যক্ষ তাঁহাদের নাম রাখি-
লেন; তিনি দানিয়েলকে বেল্টশৎসর, হনা-
নিয়কে শদ্রক, মীশায়েলকে মৈশক, ও অসরিয়কে
অবেদ্‌-নগো নাম দিলেন।

৮ পরন্তু দানিয়েল মনে স্থির করিলেন যে, তিনি
রাজার আহারীয় দ্রব্যে ও তাঁহার পানীয় দ্রাক্ষা-
রসে আপনাকে অশুচি করিবেন না; অতএব
আপনাকে যেন অশুচি করিতে না হয়, এই অনু-
মতি নপুংসকাধ্যক্ষের কাছে প্রার্থনা করিলেন।
৯ তখন ঈশ্বর সেই নপুংসকাধ্যক্ষের কাছে দানি-
য়েলকে অনুগ্রহের ও করুণার পাত্র করিলেন।
১০ তাহাতে সেই নপুংসকাধ্যক্ষ দানিয়েলকে উত্তর
করিলেন, আমি আমার প্রভু মহারাজকে ভয়
করি, তিনিই তোমাদের ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য
নিরূপণ করিয়াছেন; তিনি তোমাদের সমবয়স্ক
যুবকগণের মুখাপেক্ষা তোমাদের মুখ কেন শুষ্ক
দেখিবেন? ইহাতে তোমরা রাজার নিকটে
১১ আমার মস্তক সংশয়স্থল করিবে। পরে নপুং-
সকাধ্যক্ষ দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অস-
রিয়ের উপরে যে গৃহাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিয়া-
১২ ছিলেন, তাঁহাকে দানিয়েল কহিলেন, আপনি
অনুগ্রহ করিয়া দশ দিন আপনকার দাসদের
পরীক্ষা করুন; ভোজন পান করিবার নিমিত্ত
আমাদিগকে আনাজ ও জল দিতে আজ্ঞা হউক;
১৩ পরে আপনকার সম্মুখে আমাদের কান্তির এবং
রাজকীয় ভক্ষ্য-ভোগী যুবকগণের কান্তির পরীক্ষা
হউক; পরে আপনি যেমন দেখিবেন, তদনুসারে
আপনকার এই দাসদের সহিত ব্যবহার করি-
১৪ বেন। তখন তিনি তাঁহাদের এই কথা গ্রাহ্য
করিয়া দশ দিন পর্যন্ত তাঁহাদের পরীক্ষা করি-
১৫ লেন। দশ দিন অন্তে দেখা গেল, রাজার আহা-
রীয় দ্রব্যভোজী সকল যুবক অপেক্ষা ইহাঁরা
১৬ সুরূপ ও মাংসল। অতএব গৃহাধ্যক্ষ তাঁহাদের ঐ
আহারীয় দ্রব্য ও পানীয় দ্রাক্ষারস রহিত করিয়া
তাঁহাদিগকে আনাজ দিতে লাগিলেন।
১৭ আর ঈশ্বর সেই চারি জন যুবককে যাবতীয়
গ্রন্থে ও বিদ্যায় জ্ঞান ও পারদর্শিতা দিলেন;
আর যাবতীয় দর্শন ও স্বপ্নকথায় দানিয়েল
১৮ বুদ্ধিমান হইলেন। পরে রাজা যে সময়ের পরে
সকলকে আনিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই
সময় উত্তীর্ণ হইলে নপুংসকাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে
নবূখদ্‌নিৎসরের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।
১৯ তখন রাজা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন,
তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে দানিয়েল, হনানিয়,
মীশায়েল ও অসরিয়, এই কয়েক জনের সমকক্ষ
কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না; অতএব
তাঁহারা রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।
২০ আর জ্ঞান ও বুদ্ধি সংক্রান্ত যে কোন কথা রাজা
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ে আপ-
নার সমগ্র রাজ্যস্থ যাবতীয় মন্ত্রবেত্তা ও গণক
হইতে তাঁহাদের বিজ্ঞতা দশ গুণ অধিক দেখিতে
২১ পাইলেন। দানিয়েল কোরস রাজার প্রথম
বৎসর পর্যন্ত থাকিলেন।

নবূখদ্‌নিৎসর রাজার স্বপ্ন ও তাহার অর্থ।

২ নবূখদ্‌নিৎসর আপন রাজত্বের দ্বিতীয়
বৎসরে স্বপ্ন দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার আত্মা
২ উদ্বিগ্ন হইল, ও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে
রাজা আদেশ করিলেন, যেন তাঁহাকে ঐ স্বপ্ন
বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মন্ত্রবেত্তা, গণক, মায়াবী
ও কল্‌দীয়দিগকে আহ্বান করা হয়। তাহারা
৩ আসিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন
রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, আমি একটা স্বপ্ন
দেখিয়াছি, সেই স্বপ্ন বুঝিবার জন্য আমার
৪ আত্মা উদ্বিগ্ন হইয়াছে। তখন কল্‌দীয়েরা অরা-
মীয় ভাষায় রাজাকে বলিল, মহারাজ চিরজীবী
হউন; আপনকার এই দাসদিগকে স্বপ্নটি জ্ঞাত
৫ করুন, আমরা তাৎপর্য্য বলিব। রাজা উত্তর
করিয়া কল্‌দীয়দিগকে কহিলেন, আমার এই
আদেশবাক্য বাহির হইয়াছে, তোমরা যদি সেই
স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য উভয়ই আমাকে জ্ঞাত না
কর, তবে খণ্ডবিখণ্ড হইবে ও তোমাদের গৃহ
৬ সকল সারের ঢিবি করা যাইবে; কিন্তু যদি সেই
স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত কর, তবে আমার
কাছে দান, পারিতোষিক ও উৎকৃষ্ট সমাদর
পাইবে; অতএব সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য
৭ আমাকে জ্ঞাত কর। তাহারা পুনর্ব্বার উত্তর
করিয়া বলিল, মহারাজ, আপনকার দাসদিগকে
স্বপ্নটী জ্ঞাত করুন, আমরা তাৎপর্য্য বলিব।
৮ রাজা উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি নিশ্চয়
জানিলাম, আমার আদেশবাক্য বাহির হইয়াছে
দেখিয়া তোমরা কাল বিলম্ব করিতে চাহিতেছ;
৯ কিন্তু যদি তোমরা সেই স্বপ্ন আমাকে জ্ঞাত না

Digitized by Google

কর, তবে তোমাদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা রহিল;
কেননা সময়ের পরিবর্ত্তন হওয়া পর্য্যন্ত আমার
সাক্ষাতে মিথ্যাকথা ও বঞ্চনাবাক্য বলিবার
মন্ত্রণা তোমরা করিতেছ; তোমরা আমাকে স্বপ্নটী
বল, তাহাতে জানিব, স্বপ্নের তাৎপর্য্যও আমাকে
১০ জানাইতে পার। কল্‌দীয়েরা রাজার সম্মুখে
উত্তর করিয়া বলিল, মহারাজের স্বপ্নকথা
জানাইতে পারে, পৃথিবীতে এমন কেহই নাই;
বাস্তবিক মহান কি পরাক্রান্ত কোন রাজা কখন
কোন মন্ত্রবেত্তাকে কি গণককে কি কল্‌দীয়কে
১১ এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মহারাজ যে
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা দুরূহ; ফলতঃ
যাঁহারা মাংসদেহে বাস করেন না, সেই দেবগণ
ব্যতিরেকে আর কেহ নাই যে, মহারাজের সম্মুখে
১২ ইহা জানাইতে পারে। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ ও কোপান্বিত হইয়া বাবিলের যাবতীয়
বিদ্বান লোককে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন।
১৩ তখন এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, বিদ্বান-
দিগকে নিহত হইতে হইবে; আর লোকেরা
দানিয়েলকে ও তাঁহার বয়স্যদিগকে বধ করণার্থে
তাঁহাদের অন্বেষণ করিল।

১৪ তখন যে অরিয়োক রাজসেনাপতি বাবিলীয়
বিদ্বানগণের বধার্থে নির্গত হইয়াছিলেন, তাঁহার
কাছে দানিয়েল বিবেচনা ও জ্ঞান সহকারে কথা
১৫ কহিলেন। তিনি অরিয়োক রাজসেনাপতিকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজার আদেশ এত প্রচণ্ড
কেন? তাহাতে অরিয়োক দানিয়েলকে বৃত্তান্ত
১৬ জ্ঞাত করিলেন। তখন দানিয়েল রাজার নিকটে
গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, মহারাজকে স্বপ্নটীর
তাৎপর্য্য জ্ঞাত করণার্থে আমাকে কিছু অবকাশ
১৭ দিতে আজ্ঞা হউক। পরে দানিয়েল গৃহে গিয়া
আপনার বয়স্য হনানিয়, মীশায়েল ও অসরি-
১৮ য়কে সেই কথা জ্ঞাত করিলেন; যেন তাঁহারা
ঐ নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে
করুণা প্রার্থনা করেন; দানিয়েল ও তাঁহার
বয়স্যগণ যেন বাবিলের অন্য বিদ্বানদের সঙ্গে
বিনষ্ট না হন।

১৯ অনন্তর রাত্রিকালীন দর্শনে দানিয়েলের কাছে
ঐ নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল; তাহাতে দানি-
২০ য়েল স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। দানি-
য়েল কহিলেন, ঈশ্বরের নাম যুগে যুগে চিরকাল
ধন্য হউক, কেননা জ্ঞান ও পরাক্রম তাঁহারই।
২১ তিনি কাল ও ঋতু পরিবর্ত্তন করেন; তিনি রাজা-
দিগকে পদভ্রষ্ট করেন, ও রাজাদিগকে পদস্থ
করেন; তিনি জ্ঞানীদিগকে জ্ঞান ও বিবেচক-
২২ দিগকে বিবেচনা দেন। তিনি গভীর ও গুপ্ত
বিষয় প্রকাশ করেন, তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়
জানেন, এবং তাঁহার কাছে জ্যোতি বাস করে।
২৩ হে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, আমি তোমার
ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি, তুমি আমাকে জ্ঞান ও
সামর্থ্য দিয়া সম্প্রতি আমাদের প্রার্থিত বিষয়
জানাইলে; বস্তুতঃ রাজার স্বপ্ন আমাদিগকে
জ্ঞাত করিলে।

২৪ পরে বাবিলের বিদ্বানদিগকে বধ করিবার জন্য
রাজার নিযুক্ত অরিয়োকের নিকটে দানিয়েল
প্রবেশ করিলেন; তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি বাবিলের
বিদ্বানদিগকে বধ করিবেন না; রাজার নিকটে
আমাকে লইয়া চলুন; আমি রাজাকে তাৎপর্য্য
২৫ জ্ঞাত করিব। তখন অরিয়োক সত্বর দানিয়েলকে
রাজার নিকটে লইয়া গিয়া রাজাকে এই কথা
কহিলেন, নির্ব্বাসিত যিহূদীদের মধ্যে এই এক
ব্যক্তিকে পাইলাম; ইনি মহারাজকে তাৎপর্য্য
২৬ জ্ঞাত করিবেন। রাজা বেল্টশৎসর নামে আখ্যাত
দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দৃষ্ট
স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য তুমি কি আমাকে জানা-
২৭ ইতে পার? দানিয়েল রাজার সাক্ষাতে উত্তর
করিয়া কহিলেন, মহারাজ যে নিগূঢ় কথা
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা মহারাজকে জানাইতে
কোন বিদ্বান কি গণক কি মন্ত্রবেত্তা কি জ্যোতি-
২৮ র্ব্বেত্তার সাধ্য নাই। কিন্তু নিগূঢ়প্রকাশক এক
ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, আর অন্তিমকালে যাহা যাহা
ঘটিবে, তাহা তিনি মহারাজ নবূখদ্‌নিৎসরকে
জ্ঞাত করিয়াছেন। আপনকার স্বপ্ন এবং শয্যার
২৯ উপরে আপনকার মনের দর্শন এই। হে মহা-
রাজ, শয্যার উপরে আপনকার মনে ভাবী ঘটনা-
বিষয়ক চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল; আর যিনি
নিগূঢ়প্রকাশক, তিনি আপনকার কাছে ভাবী
৩০ ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু অন্য অন্য
জীবিত লোক অপেক্ষা আমার অধিক জ্ঞান
আছে বলিয়া যে আমার কাছে এই নিগূঢ় বিষয়
প্রকাশিত হইল তাহা নয়, কিন্তু মহারাজকে
তাৎপর্য্য জানাইবার জন্য ও মনের চিন্তা বুঝাই-
৩১ বার জন্য ইহা প্রকাশিত হইল। হে মহারাজ,
আপনি নিরীক্ষণ করিয়া এক প্রকাণ্ড প্রতিমা
দেখিয়াছিলেন; সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং অতিশয়
তেজোবিশিষ্ট; তাহা আপনকার সম্মুখে দাঁড়া-
৩২ ইয়াছিল; আর তাহার দৃশ্য ভয়ঙ্কর। সেই
প্রতিমার বৃত্তান্ত এই; তাহার মস্তক সুবর্ণময়,
বক্ষঃ ও বাহু রৌপ্যময়, উদর ও কটিদেশ পিত্তল-
৩৩ ময়; তাহার জঙ্ঘা লৌহময়, এবং চরণ কিছু
৩৪ লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। আপনি
নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে শেষে বিনা হস্তে
খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃন্ময়
দুই চরণে আঘাত করিয়া তাহা চূর্ণ করিল।
৩৫ তখন সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও

Digitized by Google

সুবর্ণ এক সঙ্গে চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীন খামারের
তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ু সে সকল উড়াইয়া
লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান
পাওয়া গেল না। কিন্তু যে প্রস্তরখানি ঐ প্রতি-
মাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহা-
পর্ব্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ
করিল।
৩৬ স্বপ্নটী এই; এখন আমরা মহারাজের সাক্ষাতে
৩৭ ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত করি। হে মহারাজ,
আপনি রাজাধিরাজ, স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে
রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়াছেন।
৩৮ আর যে কোন স্থানে মনুষ্য-সন্তানগণ বাস করে,
সেই স্থানে তিনি ভূচর পশু ও খেচর পক্ষিগণকে
আপনকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহা-
দের সকলের উপরে আপনাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন;
৩৯ আপনিই সেই স্বর্ণময় মস্তক। আপনকার পশ্চাৎ
আপনা হইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে;
তাহার পরে পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে,
৪০ তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। আর
চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; ফলতঃ লৌহ
যেমন সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করে,
তদ্রূপ বস্তুমাত্র চূর্ণকারী লৌহসদৃশ সেই রাজ্য
৪১ সকলই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে। আর আপনি
দেখিয়াছেন, চরণদ্বয় ও চরণের অঙ্গুলি সকল
কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের,
ইহাতে বিভক্ত রাজ্য [বুঝায়]; কিন্তু সেই
রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে, কেননা আপনি
৪২ কর্দ্দমে মিশ্রিত লৌহ দেখিয়াছেন। আর চরণের
অঙ্গুলি সকল যেরূপ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃণ্ময়
ছিল, তদ্রূপ রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ
৪৩ ভঙ্গুর হইবে। আর আপনি যেমন কর্দ্দমে-মিশ্রিত
লৌহ দেখিয়াছেন, তদ্রূপ সেই রাজ্যীয় লোকেরা
মনুষ্যের বীর্য্য দ্বারা পরস্পর মিশ্রিত হইবে;
কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে
না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে না।
৪৪ আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক
রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট
হইবে না, এবং সেই রাজ্য অন্য জাতির হস্তে
সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও
৪৫ বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে। কারণ
আপনি দেখিয়াছেন, পর্ব্বত হইতে বিনাহস্তে
খনিত প্রস্তর ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও
সুবর্ণকে চূর্ণ করিল। মহান ঈশ্বর মহারাজকে
ভাবী ঘটনা জ্ঞাত করিয়াছেন; স্বপ্নটী নিশ্চিত ও
তাহার তাৎপর্য্য সত্য।
৪৬ তখন রাজা নবূখদ্নিৎসর উবুড় হইয়া দানি-
য়েলকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশে
নৈবেদ্য ও ধূপ উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন।
৪৭ রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, তুমি এই নিগূঢ়
বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছ, অতএব
সত্যই তোমাদের ঈশ্বর ঈশ্বরদের ঈশ্বর, রাজা-
৪৮ দের প্রভু ও নিগূঢ়প্রকাশক। তখন রাজা দানি-
য়েলকে মহান করিয়া অনেক বহুমূল্য উপহার
দিলেন, এবং বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব-
পদে ও বাবিলস্থ যাবতীয় বিদ্বান লোকের
প্রধান আধিপত্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।
৪৯ পরে দানিয়েল রাজার নিকটে নিবেদন করিলে
রাজা শদ্রককে, মৈশককে ও অবেদ-নগোকে
বাবিল প্রদেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু
দানিয়েল রাজদ্বারে থাকিতেন।

শদ্রক, মৈশক ও অবেদ-নগোর স্থৈর্য্য।

৩ রাজা নবূখদ্নিৎসর ষাটি হস্ত উচ্চ ও ছয়
হস্ত স্থূল এক স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করি-
লেন; তিনি তাহা বাবিল প্রদেশের দূরা সম-
২ স্থলীতে স্থাপন করিলেন। পরে রাজা নবূখদ্-
নিৎসর ঐ যে প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন,
তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে আসিবার জন্য ক্ষিতি-
পাল, প্রতিনিধি ও দেশাধ্যক্ষগণকে, মহাবিচার-
কর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক ও বিচারকর্ত্তৃগণকে
এবং যাবতীয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণকে একত্র
করিতে রাজা নবূখদ্নিৎসর লোক প্রেরণ করি-
৩ লেন। আর ক্ষিতিপাল, প্রতিনিধি, দেশাধ্যক্ষ,
মহাবিচারকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক ও বিচার-
কর্ত্তৃগণ, এবং যাবতীয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ
রাজা নবূখদ্নিৎসরের স্থাপিত সেই প্রতিমার
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একত্র হইলেন। পরে
তাঁহারা নবূখদ্নিৎসরের স্থাপিত প্রতিমার
৪ সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে
কহিল, হে লোকবৃন্দ, জাতিগণ ও নানা ভাষা-
বাদিগণ, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা দত্ত হই-
৫ তেছে। যে সময়ে তোমরা শৃঙ্গ, বংশী, বীণ,
চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার
যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, তৎকালে রাজা নবূখদ্নিৎ-
সরের স্থাপিত সুবর্ণময় প্রতিমার সম্মুখে উবুড়
৬ হইয়া প্রণাম করিবে। যে কোন ব্যক্তি উবুড়
হইয়া প্রণাম না করিবে, সে তদ্দণ্ডেই প্রজ্বলিত
৭ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব সমস্ত লোক
যখন শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী ও পরিবাদিনী
প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিল, তখন
সমস্ত লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদিগণ উবুড়
হইয়া রাজা নবূখদ্নিৎসরের স্থাপিত স্বর্ণময়
প্রতিমাকে প্রণাম করিল।

Digitized by Google

৮ তৎকালে কতকগুলি কল্‌দীয় লোক নিকটে
আসিয়া যিহূদীদের উপরে দোষারোপ করিল ।
৯ তাহারা রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের কাছে এই কথা
১০ কহিল, হে রাজন্‌, চিরজীবী হউন । হে রাজন্‌,
আপনি এই আজ্ঞা করিয়াছেন, ‘যে কেহ শৃঙ্গ,
বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ
প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, সে
উবুড় হইয়া ঐ স্বর্ণময় প্রতিমারে প্রণাম করিবে ;
১১ যে কোন ব্যক্তি উবুড় হইয়া প্রণাম না করিবে,
১২ সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে ।’ বাবিল
প্রদেশের রাজকর্ম্মে আপনকার নিযুক্ত কয়েক
জন যিহূদী আছে, শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-
নগো ; হে রাজন্‌, সেই ব্যক্তিরা আপনাকে মানে
না ; তাহারা আপনকার দেবগণের সেবা করে
না, এবং আপনি যে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন
১৩ করিয়াছেন, তাহারও পূজা করে না । তখন নবূ-
খদ্‌নিৎসর ক্রোধে ও কোপে শদ্রক, মৈশক ও
অবেদ্‌-নগোকে আনিতে আদেশ করিলেন ;
তাহাতে সেই তিন জন রাজার সমক্ষে আনীত
১৪ হইলেন । নবূখদ্‌নিৎসর তাঁহাদিগকে কহিলেন,
হে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-নগো, এই কি তোমা-
দের মনস্থ যে, আমার দেবতার সেবা করিবে না,
আমার স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমার পূজা করিবে
১৫ না ? এখনও যদি তোমরা শৃঙ্গ, বংশী, বীণা,
চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার
যন্ত্রের বাদ্য শ্রবণকালে আমার নির্ম্মিত স্বর্ণ-
প্রতিমাকে উবুড় হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত হও,
ভালই ; কিন্তু যদি প্রণাম না কর, তবে তদণ্ডেই
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে ; আর আমার
হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে, এমন
১৬ কোন্‌ দেবতা আছে ? তখন শদ্রক, মৈশক ও
অবেদ্‌-নগো রাজাকে উত্তর করিলেন, হে নবূখদ্‌-
নিৎসর, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া
১৭ আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন । আমরা যাঁহার
সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর প্রজ্বলিত
অগ্নিকুণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে
সমর্থ আছেন, আর হে রাজন্‌, তিনি আপনকার
হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেও করিতে
১৮ পারেন ; যদি নাও করেন, তবু হে রাজন্‌,
আপনি জানিবেন, আমরা আপনকার দেবগণের
সেবা করিব না, এবং আপনকার স্থাপিত স্বর্ণ-
প্রতিমার পূজা করিব না ।

১৯ তখন নবূখদ্‌নিৎসর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন,
এবং শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-নগোর প্রতিকূলে
তাঁহার মুখ বিকটাকার হইল ; আর তিনি অগ্নি-
কুণ্ডকে যথাযথ পরিমাণ অপেক্ষা সপ্ত গুণ প্রজ্ব-
২০ লিত করিতে আজ্ঞা দিলেন ; আর আপন
সৈন্যের মধ্যে কতকগুলি বীর্য্যবান পুরুষকে
[ডাকিয়া] শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-নগোকে
বন্ধনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে
২১ আজ্ঞা দিলেন । তখন ঐ পুরুষেরা আপন আপন
জামা, আঙ্গরাখা, প্রাবার প্রভৃতি পরিচ্ছদসুদ্ধ
২২ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন । আর
রাজার আজ্ঞা প্রচণ্ড ও অগ্নিকুণ্ড অতি উত্তপ্ত
ছিল, তৎপ্রযুক্ত যে পুরুষেরা শদ্রক, মৈশক ও
অবেদ্‌-নগোকে নিক্ষেপ করিল, তাহারাই অগ্নি-
২৩ শিখায় হত হইল । আর শদ্রক, মৈশক ও
অবেদ্‌-নগো, এই তিন ব্যক্তি বদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত
অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইলেন ।

২৪ পরে রাজা নবূখদ্‌নিৎসর চমৎকৃত হইলেন, ও
সত্বর উঠিলেন ; তিনি আপন মন্ত্রীদিগকে কহি-
লেন, আমরা কি তিন জন পুরুষকে বন্ধন করিয়া
অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করি নাই ? তাঁহারা উত্তর
২৫ করিয়া কহিলেন, হাঁ, মহারাজ । তখন রাজা
কহিলেন, দেখ, আমি চারি ব্যক্তিকে দেখি-
তেছি ; উহারা মুক্ত হইয়া অগ্নির মধ্যে গমনা-
গমন করিতেছে, উহাদের কোন হানি হয় নাই ;
২৬ আর চতুর্থ ব্যক্তির মূর্ত্তি দেবপুত্রের সদৃশ । তখন
নবূখদ্‌নিৎসর সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দ্বার-
সমীপে গিয়া কহিলেন, হে পরাৎপর ঈশ্বরের
দাস শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-নগো, বাহিরে
হইয়া আইস । তখন শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-
২৭ নগো অগ্নির মধ্য হইতে নির্গত হইলেন । পরে
ক্ষিতিপাল, প্রতিনিধি, দেশাধ্যক্ষ ও রাজমন্ত্রি-
গণ একত্র হইয়া ঐ তিন ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ
করিয়া দেখিলেন, অগ্নি তাঁহাদের শরীরের উপর
কিছুই শক্তি প্রকাশ করে নাই, তাঁহাদের মস্ত-
কের কেশও দগ্ধ হয় নাই, বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই,
এবং গাত্রে অগ্নির গন্ধও নাই ।

২৮ তখন নবূখদ্‌নিৎসর এই কথা কহিলেন, শদ্র-
কের, মৈশকের ও অবেদ্‌-নগোর ঈশ্বর ধন্য,
তিনি আপন দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহার যে
দাসেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, এবং রাজাজ্ঞা
লঙ্ঘন করিয়া, আপনাদের ঈশ্বর ব্যতিরেকে যেন
অন্য কোন দেবের সেবা ও পূজা করিতে না
হয়, তন্নিমিত্ত আপন আপন শরীর দিল,
২৯ তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন । অতএব আমি
এই নিয়ম স্থাপন করিতেছি, যে কোন দেশের
লোক, জাতি ও ভাষাবাদী শদ্রকের, মৈশকের
ও অবেদ্‌-নগোর ঈশ্বরের প্রতিকূলে কোন
ভ্রান্তির কথা বলিবে, সে খণ্ডবিখণ্ড হইবে,
এবং তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে ;
কেননা এ প্রকার উদ্ধার করিতে সমর্থ আর
৩০ কোন দেবতা নাই । তখন রাজা বাবিল প্রদেশে
শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ্‌-নগোকে উচ্চপদস্থ
করিলেন ।

Digitized by Google

নবূখদ্‌নিৎসরের দ্বিতীয় স্বপ্ন, তাহার অর্থ ও ফল।

৪ পৃথিবী-নিবাসী সমস্ত লোক, জাতি ও
ভাষাবাদীর প্রতি নবূখদ্‌নিৎসর রাজার
বিজ্ঞাপন। তোমাদের মহতী শান্তি হউক।
২ পরাৎপর ঈশ্বর আমার পক্ষে যে সকল অভি-
জ্ঞান ও আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা
৩ আমি প্রচার করা বিহিত বুঝিলাম। আহা!
তাঁহার অভিজ্ঞান কেমন মহৎ! তাঁহার আশ্চর্য্য
কার্য্য কেমন প্রভাববিশিষ্ট! তাঁহার রাজ্য
অনন্তকালীন রাজ্য, ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব পুরুষানু-
ক্রমে স্থায়ী।
৪ আমি নবূখদ্‌নিৎসর আপন গৃহে শান্তিযুক্ত ও
৫ আপন প্রাসাদে তেজস্বী ছিলাম, এমন সময়ে
এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা আমার ত্রাসজনক
হইল, এবং শয্যার উপরে নানা চিন্তা ও মনের
৬ দর্শন আমাকে বিহ্বল করিল। অতএব সেই
স্বপ্নের তাৎপর্য্য আমাকে জানাইবার জন্য আমি
বাবিলের সমস্ত বিদ্বান লোককে আমার নিকটে
৭ আনিতে আজ্ঞা করিলাম। পরে মন্ত্রবেত্তা, গণক,
কল্‌দীয়গণ ও জ্যোতির্ব্বেত্তারা আমার কাছে
আসিলে আমি তাহাদের কাছে সেই স্বপ্ন বলি-
লাম; কিন্তু তাহারা আমাকে তাহার তাৎপর্য্য
৮ বলিতে পারিল না। অবশেষে আমার দেবের
নামানুসারে বেল্টশৎসর নামবিশিষ্ট যে দানি-
য়েলের অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন,
সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমি তাহার
কাছে সেই স্বপ্ন বলিলাম; যথা—
৯ হে মন্ত্রবেত্তৃগণের অধ্যক্ষ বেল্টশৎসর, আমি
জানি, পবিত্র দেবগণের আত্মা তোমাতে আছেন,
এবং কোন নিগূঢ় বাক্য তোমার পক্ষে কষ্টকর
নহে; অতএব আমি স্বপ্নে যে যে দর্শন পাই-
য়াছি, তাহা ও তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত
১০ কর। শয্যার উপরে আমার মনের দর্শন এই;
আমি নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ, যেন ভূমণ্ড-
লের মধ্যস্থলে এক বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা উচ্চে
১১ বিশাল। সেই বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া অতি বলবান ও
উচ্চতায় গগনস্পর্শী হইল, সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত
১২ পর্য্যন্ত দৃশ্যমান হইল। তাহার সুন্দর সুন্দর পত্র
ও বিস্তর ফল ছিল; তাহার মধ্যে সকলের জন্য
খাদ্য ছিল, তাহার তলে মাঠের পশুগণ ছায়া
প্রাপ্ত হইত, তাহার শাখায় আকাশের পক্ষিগণ
বাস করিত, এবং প্রাণীমাত্র তাহা হইতে খাদ্য
১৩ পাইত। পরে আমি আমার শয্যার উপরে মনের
দর্শনে নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ, এক জন
প্রহরী, এক পবিত্র ব্যক্তি, স্বর্গ হইতে নামিলেন।
১৪ তিনি উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলেন, বৃক্ষটী
ছেদন কর, উহার শাখা কাটিয়া ফেল, উহার পত্র
ঝাড়িয়া ফেল, এবং উহার ফল ছড়াইয়া দেও;
উহার তল হইতে পশুগণ ও উহার শাখা হইতে
১৫ পক্ষিগণ পলায়ন করুক। কিন্তু ভূমিতে উহার
মূলের কাণ্ডকে লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ
করিয়া ক্ষেত্রের কোমল তৃণমধ্যে রাখ; তাহাতে
সে আকাশের শিশিরে ভিজিবে; এবং পশুদের
সহিত পৃথিবীর তৃণে তাহার অংশ হইবে।
১৬ তাহার হৃদয় মানবীয় না থাকিয়া পরিবর্ত্তিত
হইবে, ও তাহাকে পশুর হৃদয় দত্ত হইবে; এবং
১৭ তাহার উপরে সাত কাল যুরিবে। এই বার্ত্তা
প্রহরিবর্গের আদেশে, ও এই বিষয়টী পবিত্র-
গণের কথায় দত্ত হইল, অভিপ্রায় এই, যেন
জীবিত লোকেরা জানিতে পারে যে, মনুষ্যদের
রাজ্যে পরাৎপর কর্ত্তৃত্ব করেন, যাহাকে তাহা
দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন, ও মনুষ্য-
দের মধ্যে অতি নীচ লোককে তাহার উপরে
১৮ নিযুক্ত করেন। আমি রাজা নবূখদ্‌নিৎসর এই
স্বপ্ন দেখিয়াছি; এখন হে বেল্টশৎসর, তুমি
তাৎপর্য্য বল, কেননা আমার রাজ্যস্থ কোন
বিদ্বান আমাকে তাৎপর্য্য বলিতে পারে নাই,
কিন্তু তুমি বলিতে পার, কেননা তোমার অন্তরে
পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন।
১৯ তখন বেল্টশৎসর নামবিশিষ্ট দানিয়েল
কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, ভাবনাতে
বিহ্বল হইলেন। রাজা কহিলেন, হে বেল্টশৎ-
সর, সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য তোমাকে
বিহ্বল না করুক। বেল্টশৎসর উত্তর করিলেন,
হে আমার প্রভো, এই স্বপ্ন আপনকার শত্রুগণের
জন্য হউক, ও আপনকার বিপক্ষদের প্রতি ইহার
২০ তাৎপর্য্য ঘটুক। আপনকার দৃষ্ট যে বৃক্ষ বৃদ্ধি
পাইয়া বলবান, উচ্চতায় গগনস্পর্শী ও সমস্ত
২১ পৃথিবীতে দৃশ্যমান হইল; যাহার পত্র সুন্দর ও
ফল বিস্তর ছিল, যাহাতে সকলের জন্য খাদ্য
ছিল, যাহার তলে পশুগণ বাস করিত, এবং
যাহার শাখাতে আকাশের পক্ষিগণ বসতি
২২ করিত; হে রাজন্, সেই বৃক্ষ আপনি; কেননা
আপনি বৃদ্ধি পাইয়া বলবান হইয়াছেন, আপন-
কার মহিমা মহৎ ও গগনস্পর্শী হইয়াছে, এবং
আপনকার কর্ত্তৃত্ব পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপি-
২৩ য়াছে। আর মহারাজ দেখিয়াছেন, একজন
প্রহরী, এক পবিত্র ব্যক্তি, স্বর্গ হইতে নামিয়া
আসিতেছেন, আর বলিতেছেন, "বৃক্ষটা ছেদন
কর ও বিনষ্ট কর, কিন্তু ভূমিতে উহার মূলের
কাণ্ডকে লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া
ক্ষেত্রের কোমল তৃণমধ্যে রাখ; তাহাতে সে
আকাশের শিশিরে ভিজিবে, ক্ষেত্রস্থ পশুদের
সহিত তাহার অংশ হইবে, ও তাহার উপরে

Digitized by Google

২৪ সাত কাল ঘুরিবে।” হে রাজন্, ইহার তাৎপর্য্য
এই ; আর আমার প্রভু মহারাজের বিষয়ে
২৫ পরাৎপরের নিরূপণ এই। আপনি মানবসমাজ
হইতে দূরীকৃত হইবেন, ক্ষেত্রস্থ পশুদের সহিত
বাস করিবেন, বলদের ন্যায় আপনাকে তৃণ
ভোজন করান যাইবে, আপনি আকাশের
শিশিরে ভিজিবেন, এবং আপনকার উপরে সাত
কাল ঘুরিবে ; শেষে আপনি জানিবেন যে,
মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও
যাহাকে তাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা
২৬ দেন। পরন্তু বৃক্ষমূলের কাণ্ড রাখিবার আজ্ঞা
প্রদত্ত হইয়াছিল ; স্বর্গই কর্ত্তৃত্বের অধিকারী,
আপনি ইহা জ্ঞাত হইলে পর আপনকার হস্তে
২৭ আপনকার রাজত্ব স্থির হইবে। অতএব হে
রাজন্, আপনি আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করুন ;
আর আপনি ধার্ম্মিকতা দ্বারা আপন পাপ
সকল, ও দুঃখীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন দ্বারা
আপন অপরাধ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলুন ; হয় ত
আপনকার শান্তিকাল বৃদ্ধি পাইবে।
২৮ সে সমস্তই রাজা নবূখদ্‌নিৎসরে ফলিল।
২৯ বার মাসের শেষে তিনি বাবিলের রাজপ্রাসাদের
৩০ উপরে বেড়াইতেছিলেন। রাজা এই কথা কহি-
লেন, আমি আপন বলের প্রভাবে ও আপন
প্রতাপের মহিমার্থে রাজধানী করিবার জন্য
যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছি, এ কি সেই মহতী
৩১ বাবিল নয় ? রাজার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত
হইতে না হইতে এই আকাশবাণী হইল, হে
রাজন্ নবূখদ্‌নিৎসর ! তোমাকে বলা হইতেছে,
৩২ তোমার রাজত্ব গেল। তুমি মানবসমাজ হইতে
দূরীকৃত হইবে, ক্ষেত্রস্থ পশুদের সহিত বাস
করিবে, বলদের ন্যায় তোমাকে তৃণ ভোজন
করান যাইবে, ও তোমার উপরে সাত কাল
ঘুরিবে ; শেষে তুমি জানিবে যে, মনুষ্যদের
রাজ্যে পরাৎপর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে তাহা
৩৩ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন। তদ্দণ্ডে
নবূখদ্‌নিৎসরের সম্বন্ধে সেই বাক্য সিদ্ধ হইল ;
তিনি মানবসমাজ হইতে দূরীকৃত হইলেন,
বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিলেন, তাঁহার শরীর
আকাশের শিশিরে ভিজিল, এবং তাঁহার কেশ
উৎক্রোশ পক্ষীর পালখের ন্যায়, ও তাঁহার নখ
৩৪ পক্ষীর নখের ন্যায় হইল। আর সেই সময়ের
শেষে আমি নবূখদ্‌নিৎসর স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি
করিলাম, ও আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া
আসিল ; তাহাতে আমি পরাৎপরের ধন্যবাদ
করিলাম, এবং অনন্তজীবীর প্রশংসা ও সমাদর
করিলাম ; কারণ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন
কর্ত্তৃত্ব ও তাঁহার রাজ্য পুরুষানুক্রমে স্থায়ী ;
৩৫ আর পৃথিবী-নিবাসিগণ সকলে অবস্তুবৎ গণ্য ;
তিনি স্বর্গীয় সৈন্যের ও পৃথিবী-নিবাসীদের
মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন ; এবং
এমন কেহ নাই যে, তাঁহার হস্ত স্থগিত করিবে,
৩৬ কিম্বা তাঁহাকে বলিবে, তুমি কি করিতেছ ? সেই
সময়ে আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আসিল,
এবং আমার রাজ্যের গৌরবার্থে আমার প্রতাপ ও
তেজ আমাতে ফিরিয়া আসিল ; আর আমার
মন্ত্রিগণ ও মহল্লোক সকল আমার অন্বেষণ
করিল, এবং আমি আপন রাজ্যে পুনঃস্থাপিত
হইলাম, ও আমার মহিমা অতিশয় বৃদ্ধি
৩৭ পাইল। সম্প্রতি আমি নবূখদ্‌নিৎসর সেই স্বর্গ-
রাজের প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ও সমাদর করিতেছি ;
কেননা তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া সত্য, ও তাঁহার পথ
সকল ন্যায্য ; আর গর্ব্বাচারীদিগকে খর্ব্ব করিতে
তাঁহার ক্ষমতা আছে।

বেল্‌শৎসরের ভোজ ও বাবিল-রাজ্যের পতন।

৫ রাজা বেল্‌শৎসর আপনার সহস্র মহ-
ল্লোকের নিমিত্ত মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন,
এবং সেই সহস্রের সাক্ষাতে দ্রাক্ষারস পান করি-
২ লেন। পরে দ্রাক্ষারসের স্বাদ গ্রহণ করিতে
করিতে বেল্‌শৎসর আপন পিতা নবূখদ্‌নিৎসর
কর্ত্তৃক যিরূশালেমস্থ মন্দির হইতে অপহৃত স্বর্ণের
ও রৌপ্যের পাত্র সকল আনিতে আজ্ঞা করি-
লেন, যেন রাজা ও তাঁহার মহল্লোকেরা, তাঁহার
পত্নী ও উপপত্নীগণ সেই সকল পাত্রে পান
৩ করিতে পারেন। তখন যিরূশালেমস্থ মন্দির
হইতে, ঈশ্বরের গৃহ হইতে, অপহৃত ঐ সুবর্ণ
পাত্র সকল আনীত হইল, আর রাজা ও তাঁহার
মহল্লোকেরা, তাঁহার পত্নী ও উপপত্নীগণ সেই
৪ সকল পাত্রে পান করিলেন। তাঁহারা দ্রাক্ষারস
পান করিতে করিতে সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, পিত্তল-
ময়, লৌহময়, কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় দেবগণের
৫ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই দণ্ডে মনুষ্য-
হস্তের অঙ্গুলি-কলাপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের
ভিত্তির প্রলেপের উপরে দীপাধারের সম্মুখে
লিখিতে লাগিল ; এবং যে হস্তাগ্র লিখিতেছিল,
৬ তাহা রাজা দেখিলেন। তখন রাজার মুখ বিবর্ণ
হইল, তিনি ভাবনাতে বিহ্বল হইলেন ; তাঁহার
কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল, এবং
৭ তাঁহার জানুতে জানু ঠেকিতে লাগিল। রাজা
উচ্চৈঃস্বরে গণক, কল্‌দীয় ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকে
আনিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা বাবিলের
বিদ্বানদিগকে কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি এই
লেখা পড়িয়া ইহার তাৎপর্য্য আমাকে জানা-
ইবে, সে বেগুনিয়া বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইবে, তাহার

Digitized by Google

কণ্ঠে সুবর্ণের হার দত্ত হইবে, এবং সে রাজ্যের
৮ তৃতীয় কর্ত্তা হইবে। তখন রাজার বিদ্বানগণ
সকলে ভিতরে আসিল; কিন্তু সেই লেখা
পড়িতে কিম্বা রাজাকে তাহার তাৎপর্য্য জানা-
৯ ইতে পারিল না। তখন বেল্‌শৎসর রাজা অতি-
শয় বিহ্বল হইলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল,
ও তাঁহার মহল্লোকেরা উদ্বিগ্ন হইলেন।
১০ রাজার ও তাঁহার মহল্লোকদের সেই কথা
শুনিয়া রাণী ভোজনশালায় আসিলেন। রাণী
বলিলেন, হে রাজন্‌, চিরজীবী হউন; চিন্তায়
বিহ্বল হইবেন না, এবং মুখ বিবর্ণ হইতে
১১ দিবেন না। আপনকার রাজ্যের মধ্যে পবিত্র
দেবগণের আত্মাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আছেন;
আপনকার পিতার সময়ে তাঁহার মধ্যে প্রতিভা,
বুদ্ধিকৌশল ও দেবগণের জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান
লক্ষিত হইয়াছিল, এবং আপনকার পিতা রাজা
নবূখদ্‌নিৎসর, হাঁ, রাজন্‌, আপনকার পিতা
তাঁহাকে মন্ত্রবেত্তাদের, গণকদের, কল্‌দীয়দের ও
জ্যোতির্ব্বেত্তাদের প্রধান করিয়া নিযুক্ত করিয়া-
১২ ছিলেন; কেননা তাঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মা, জ্ঞান
এবং স্বপ্নার্থকারী ও গূঢ় বাক্যপ্রকাশক সন্দেহ-
ভঞ্জক বুদ্ধিকৌশল পাওয়া গিয়াছিল; তাঁহার
নাম দানিয়েল, রাজা তাঁহাকে বেল্টশৎসর নাম
দিয়াছিলেন। অতএব সেই দানিয়েলকে আহ্বান
করা হউক, তিনি তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিবেন।
১৩ তখন দানিয়েল রাজার নিকটে আনীত হই-
লেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, আমার
পিতা মহারাজ যিহূদা দেশ হইতে যাহাদিগকে
আনিয়াছিলেন, সেই নির্ব্বাসিত যিহূদী লোক-
দের মধ্যে যে দানিয়েল ছিল, সে কি তুমি?
১৪ তোমার বিষয়ে আমি শুনিতে পাইয়াছি যে,
তোমার অন্তরে দেবগণের আত্মা আছেন, এবং
তোমার মধ্যে প্রতিভা, কৌশল ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান
১৫ লক্ষিত হয়। আর সম্প্রতি এই লেখা পাঠ
করিতে ও ইহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত করিতে
বিদ্বান ও গণকেরা আমার কাছে আনীত হইয়া-
ছিল; তাহারা লেখার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত
১৬ করিতে পারে নাই। কিন্তু তোমার বিষয়ে
শুনিয়াছি যে, তুমি তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে
ও সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পার; এখন যদি তুমি
এই লেখা পাঠ করিতে ও ইহার তাৎপর্য্য
আমাকে জ্ঞাত করিতে পার, তবে বেগুনিয়া বস্ত্রে
বস্ত্রান্বিত হইবে, তোমার কণ্ঠে সুবর্ণের হার
দত্ত হইবে, এবং তুমি রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা
১৭ হইবে। তখন দানিয়েল উত্তর করিয়া রাজার
সম্মুখে বলিলেন, আপনকার দান আপনকারই
থাকুক, আপনকার পুরস্কার অন্যকে দিউন;
কিন্তু আমি মহারাজের নিকটে এই লিপি পাঠ
করিব, এবং ইহার তাৎপর্য্য তাঁহাকে জ্ঞাত
১৮ করিব। হে রাজন্‌, পরাৎপর ঈশ্বর আপনকার
পিতা নবূখদ্‌নিৎসরকে রাজ্য, মহিমা, গৌরব ও
১৯ প্রতাপ দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে যে মহিমা
দিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সমস্ত লোকবৃন্দ, জাতি
ও ভাষাবাদিগণ তাঁহার সাক্ষাতে কাঁপিত ও ভয়
করিত; তিনি আপন ইচ্ছায় কাহাকে বধ
করিতেন, আপন ইচ্ছায় কাহাকে সজীব রাখি-
তেন; এবং আপন ইচ্ছায় কাহাকে উচ্চপদ
দিতেন, আপন ইচ্ছায় কাহাকে অবনত করি-
২০ তেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উন্নত হইলে ও
তাঁহার আত্মা কঠিন হইয়া পড়িলে তিনি দুঃসা-
হসী হইলেন, তাই আপন রাজসিংহাসন হইতে
চ্যুত হইলেন, ও তাঁহা হইতে গৌরব অপহৃত
২১ হইল। তিনি মনুষ্য-সন্তানদের নিকট হইতে
দূরীকৃত হইলেন, তাঁহার হৃদয় পশুর সমান
হইল, ও বন্য গর্দ্দভের সহিত তাঁহার বাস
হইল; তিনি বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করি-
তেন, এবং তাঁহার শরীর আকাশের শিশিরে
ভিজিত; শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে,
মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব করেন,
ও তাহার উপরে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নিযুক্ত
২২ করেন। হে বেল্‌শৎসর, তাঁহারই পুত্র যে
আপনি, আপনি এই সকল জ্ঞাত হইলেও
২৩ আপন অন্তঃকরণ নম্র করেন নাই। কিন্তু স্বর্গাধি-
পতির বিরুদ্ধে আপনাকে উন্নত করিয়াছেন;
এবং তাঁহার গৃহের নানা পাত্র আপনকার সম্মুখে
আনীত হইলে আপনি, আপনকার মহল্লো-
কেরা, আপনকার পত্নী ও উপপত্নীগণ সেই সকল
পাত্রে দ্রাক্ষারস পান করিয়াছেন, এবং রৌপ্য-
ময়, সুবর্ণময়, পিত্তলময়, লৌহময়, কাষ্ঠময় ও
প্রস্তরময় যে দেবগণ দেখিতে পায় না, শুনিতে
পায় না, কিছু জানিতেও পারে না, তাহাদের
প্রশংসা আপনি করিয়াছেন; কিন্তু আপনকার
নিশ্বাস যাঁহার হস্তগত ও আপনকার সকল পথ
যাঁহার অধীন, আপনি সেই ঈশ্বরের সমাদর
২৪ করেন নাই। এই জন্য তাঁহার সম্মুখ হইতে এই
হস্তাগ্র প্রেরিত ও এই কথা লিখিত হইল।
২৫ লিখিত কথাটী এই, "মিনে, মিনে, তকেল,
উপারসীন," [গণিত, গণিত, তুলাতে পরিমিত,
২৬ ও খণ্ডীকৃত]। ইহার তাৎপর্য্য এই, "গণিত,"
ঈশ্বর আপনকার রাজ্যের গণনা করিয়াছেন,
২৭ তাহা শেষ করিয়াছেন; "তুলাতে পরিমিত,"
আপনি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে নির্ণীত
২৮ হইয়াছেন; "খণ্ডীকৃত," আপনকার রাজ্য
খণ্ডীকৃত হইয়া মাদীয় ও পারসীকদিগকে দত্ত
২৯ হইবে। তখন বেল্‌শৎসরের আজ্ঞায় দানিয়েল
বেগুনিয়া বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইলেন, ও তাঁহার

Digitized by Google

কণ্ঠে সুবর্ণের হার দেওয়া গেল, এবং এই কথা
ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, তিনি রাজ্যের
৩০ তৃতীয় কর্ত্তা হইলেন। সেই রাত্রিতে কল্দীয়
৩১ রাজা বেল্শৎসর হত হন। পরে মাদীয় দারিয়া-
বস রাজ্য প্রাপ্ত হন; তখন তাঁহার প্রায় বাষট্টি
বৎসর বয়স হইয়াছিল।

সিংহদের খাত হইতে দানিয়েলের উদ্ধার।

৬ দারিয়াবস রাজ্যের সর্ব্বস্থানে এক শত
বিংশতি জন ক্ষিতিপালকে রাজ্যের উপরে
২ নিযুক্ত করিতে, এবং সেই ক্ষিতিপালেরা যেন
হিসাব দেন ও রাজার ক্ষতি না হয়, এই নিমিত্ত
তাঁহাদের উপরে তিন জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে
বিহিত বুঝিলেন; সেই তিন জনের মধ্যে দানি-
৩ য়েল এক জন ছিলেন। আর দানিয়েলের অন্তরে
শ্রেষ্ঠ আত্মা থাকাতে তিনি অধ্যক্ষগণ ও ক্ষিতি-
পালগণ হইতে বিশিষ্ট ছিলেন; এই জন্য
রাজা তাঁহাকে সমুদয় রাজ্যের উপরে নিযুক্ত
করিতে মনস্থ করিলেন।
৪ তখন অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজকর্ম্মের
বিষয়ে দানিয়েলের দোষ অনুসন্ধান করিলেন
বটে, কিন্তু কোন দোষ বা অপরাধ পাইলেন না;
কেননা তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁহার মধ্যে কোন
৫ ভ্রান্তি কিম্বা অপরাধ পাওয়া গেল না। তখন
সেই ব্যক্তিরা কহিলেন, আমরা ঐ দানিয়েলের
অন্য কোন দোষ পাইব না; কেবল তাহার
ঈশ্বরের ব্যবস্থা লইয়া যদি তাহার কোন দোষ
৬ পাই। পরে সেই অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা
ব্যগ্রতাপূর্ব্বক রাজার নিকটে গিয়া এই কথা
কহিলেন, মহারাজ দারিয়াবস চিরজীবী হউন।
৭ হে রাজন্, রাজ্যের অধ্যক্ষগণ, প্রতিনিধিগণ,
ক্ষিতিপালগণ, মন্ত্রিগণ ও দেশাধ্যক্ষগণ সকলে
মন্ত্রণা করিয়া এমন রাজাজ্ঞা স্থাপন ও দৃঢ় প্রতি-
ষেধবিধি প্রচার করিতে বিহিত বুঝিয়াছেন
যে, যদি কেহ ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত মহারাজ
ব্যতিরেকে কোন দেবতার কিম্বা মানুষের কাছে
প্রার্থনা করে, তবে সে সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত
৮ হইবে। এখন মহারাজ সেই প্রতিষেধবিধি
স্থির করুন, এবং বিধিপত্রে স্বাক্ষর করুন, যেন
মাদীয়দের ও পারসীকদের অলোপ্য ব্যবস্থানু-
৯ সারে তাহা অপরিবর্ত্তনীয় হয়। অতএব দারি-
য়াবস রাজা সেই পত্র ও প্রতিষেধবিধিতে স্বাক্ষর
করিলেন।
১০ পত্রখানি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহা দানিয়েল
অবগত হইলে পর আপনার গৃহে গমন করিলেন;
তাঁহার কুঠরির বাতায়ন যিরূশালেমের দিকে
খোলা ছিল; তিনি পূর্ব্বে যেমন করিতেন,
তেমনি দিনের মধ্যে তিন বার জানু পাতিয়া
আপন ঈশ্বরের সম্মুখে প্রার্থনা ও স্তবগান করি-
১১ লেন। তখন সেই লোকেরা ব্যগ্রতাপূর্ব্বক সমা-
গত হইয়া দেখিলেন, দানিয়েল আপন ঈশ্বরের
১২ নিকটে অনুরোধ ও বিনতি করিতেছেন। তখন
তাঁহারা রাজ-সমীপে গিয়া রাজকীয় প্রতিষেধের
বিষয়ে রাজার কাছে এই নিবেদন করিলেন; হে
রাজন্, যে কোন ব্যক্তি ত্রিশ দিনের মধ্যে মহা-
রাজ ব্যতীত কোন দেবতার বা মানুষের কাছে
প্রার্থনা করে, সে সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে,
এই প্রতিষেধপত্রে আপনি কি স্বাক্ষর করেন
নাই? রাজা উত্তর করিলেন, হাঁ, মাদীয়দের ও
পারসীকদের অলোপ্য ব্যবস্থানুসারে তাহা স্থির
১৩ হইয়াছে। তখন তাঁহারা রাজার সম্মুখে কহি-
লেন, হে রাজন্, নির্ব্বাসিত যিহূদীদের মধ্যবর্ত্তী
দানিয়েল আপনাকে এবং আপনকার স্বাক্ষরিত
প্রতিষেধ মান্য করে না, কিন্তু প্রতিদিন তিন বার
১৪ প্রার্থনা করে। রাজা এ কথা শুনিয়া অতিশয়
ক্ষুণ্ণমনা হইলেন, এবং দানিয়েলকে উদ্ধার করি-
বার জন্য চেষ্টা পাইলেন; সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত
তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনেক যত্ন করিলেন।
১৫ তাহাতে ঐ লোকেরা ব্যগ্রতাপূর্ব্বক রাজার নিকটে
গিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ জানিবেন,
যে কোন প্রতিষেধ কি বিধি রাজা স্থির করিয়া-
ছেন, তাহা অন্যথা হইতে পারে না, মাদীয়দের
১৬ ও পারসীকদের এই ব্যবস্থা। তখন রাজা আজ্ঞা
করিলে তাঁহারা দানিয়েলকে আনিয়া সিংহদের
খাতে নিক্ষেপ করিলেন; রাজা দানিয়েলকে
কহিলেন, তুমি অবিরত যাঁহার সেবা কর,
তোমার সেই ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন।
১৭ পরে একখান প্রস্তর আনীত ও খাতের মুখে
স্থাপিত হইল, এবং দানিয়েলের বিষয়ে যেন
কিছু পরিবর্ত্তন না হয়, এই জন্য রাজা আপনার
মুদ্রাতে ও আপন মহল্লোকদের মুদ্রাতে তাহা
অঙ্কিত করিলেন।
১৮ পরে রাজা আপন প্রাসাদে গিয়া উপবাসে
রাত্রি যাপন করিলেন, আপনার সম্মুখে কোন
উপভোগের সামগ্রী আনিতে দিলেন না, তাঁহার
১৯ নিদ্রাও হইল না। পরে রাজা অতি প্রত্যূষে
উঠিয়া সত্বর সিংহদের খাতসমীপে গেলেন।
২০ আর খাতের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি আর্ত্তস্বর
করিয়া দানিয়েলকে ডাকিলেন; রাজা দানিয়ে-
লকে বলিলেন, হে জীবৎ ঈশ্বরের সেবক দানি-
য়েল, তুমি অবিরত যাঁহার সেবা কর, তোমার
সেই ঈশ্বর কি সিংহদের মুখ হইতে তোমাকে
২১ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তখন দানিয়েল
রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্, চিরজীবী হউন।

Digitized by Google

২২ আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের
মুখ বন্ধ করিয়াছেন, তাহারা আমার হিংসা
করে নাই; কেননা তাঁহার সাক্ষাতে আমার
নির্দ্দোষতা লক্ষিত হইল; এবং হে রাজন্‌,
আপনকার সাক্ষাতেও আমি কোন অপরাধ
২৩ করি নাই। তখন রাজা অতিশয় আহ্লাদিত
হইয়া দানিয়েলকে খাত হইতে তুলিতে আজ্ঞা
করিলেন; তাহাতে দানিয়েল খাত হইতে
উত্তোলিত হইলে তাঁহার শরীরে কোন প্রকার
আঘাত দৃষ্ট হইল না, কারণ তিনি আপন ঈশ্বরে
বিশ্বাস করিয়াছিলেন।
২৪ পরে রাজার আজ্ঞানুসারে দানিয়েলের অপ-
বাদকারিগণ আনীত হইয়া আপন আপন বালক
ও স্ত্রীগণশুদ্ধ সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইল;
তাহারা খাতের তল স্পর্শ করিতে না করিতে
সিংহগণ তাহাদিগকে পরাভব করিয়া তাহাদের
সমস্ত অস্থি চূর্ণ করিল।
২৫ তখন দারিয়াবস রাজা সমস্ত পৃথিবী-নিবাসী
সমস্ত লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীদিগকে এই
পত্র লিখিলেন, তোমাদের মহতী শান্তি হউক।
২৬ আমি এই আজ্ঞা করিতেছি, আমার রাজ্যের
অধীন সর্ব্বস্থানে লোকেরা দানিয়েলের ঈশ্বরের
সাক্ষাতে কম্পমান হউক ও তাঁহাকে ভয় করুক;
কেননা তিনি জীবৎ ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী,
এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য, ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব
২৭ শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। তিনি নিস্তারকর্ত্তা ও
উদ্ধারকর্ত্তা, এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে অভি-
জ্ঞান ও অদ্ভুত কার্য্য করেন; তিনি দানিয়েলকে
সিংহদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
২৮ এইরূপে দানিয়েল দারিয়াবসের ও পারসীক
কোরসের রাজত্বকালে ভাগ্যবান থাকিলেন।

দানিয়েলের চারি জন্তুবিষয়ক দর্শন।

৭ বাবিল-রাজ বেল্‌শৎসরের অধিকারের
প্রথম বৎসরে শয্যার উপরে দানিয়েল স্বপ্ন
ও মনের দর্শন প্রাপ্ত হইলেন; তখন তিনি সেই
স্বপ্ন লিখিয়া কথার সার প্রকাশ করিলেন;
২ দানিয়েল এই বিবরণ কহিলেন, আমি রাত্রি-
কালে আমার দর্শনে দেখিলাম, আর দেখ,
মহাসমুদ্রের উপরে আকাশের চারি বায়ু প্রচণ্ড-
৩ বেগে বহিতেছে। আর সমুদ্র হইতে প্রকাণ্ড চারি
জন্তু নির্গত হইল, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন।
৪ প্রথম জন্তু সিংহাকার; এবং উৎক্রোশ পক্ষীর
ন্যায় তাহার পক্ষ ছিল; আমি দেখিতে দেখিতে
তাহার সেই পক্ষ উৎপাটিত হইল, পরে সে
ভূমি হইতে উত্থাপিত হইয়া মনুষ্যের মত দুই
চরণে স্থাপিত হইল, এবং মানবহৃদয় তাহাকে
৫ দত্ত হইল। পরে, দেখ, আর এক জন্তু; সেই
দ্বিতীয় জন্তু ভল্লুকের সদৃশ, সে এক পার্শ্বের
চরণে দাঁড়াইল, এবং তাহার মুখে দন্তের মধ্যে
তিন খান পঞ্জরের অস্থি ছিল; আর তাহাকে
এই বলা হইল, উঠ, যথেষ্ট মাংস ভোজন কর।
৬ তৎপরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ,
আর এক জন্তু, সে চিত্রব্যাঘ্রের সদৃশ, তাহার
পৃষ্ঠে পক্ষীর ন্যায় চারি পক্ষ ছিল; আবার
সেই জন্তুর চারি মস্তক ছিল, এবং তাহাকে
৭ কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল। তৎপরে আমি রাত্রিকালীয়
দর্শনে দেখিলাম, আর দেখ, চতুর্থ এক জন্তু,
সে ভয়ঙ্কর, ক্ষমতাপন্ন ও অতিশয় শক্তিমান:
এবং তাহার দন্ত লৌহময় অথচ বৃহৎ, সে
ভক্ষণ করিল ও চূর্ণ করিল, এবং উচ্ছিষ্টকে
পদতলে দলিত করিল; পরন্তু পূর্ব্বকার সকল
জন্তু হইতে সে ভিন্ন, ও তাহার দশটি শৃঙ্গ
৮ ছিল। আমি সেই শৃঙ্গের বিষয় ভাবিতে-
ছিলাম, আর দেখ, তাহাদের মধ্যে আর এক
ক্ষুদ্র শৃঙ্গ উঠিল, তাহার সম্মুখে পূর্ব্ব শৃঙ্গ-
গুলির তিন শৃঙ্গ সমূলে উৎপাটিত হইল; আর
দেখ, ঐ শৃঙ্গে মানুষের চক্ষুর মত চক্ষু ও দর্প-
বাক্যবাদী মুখ ছিল।
৯ আমি নিরীক্ষণ করিতে করিতে কয়েকটী
সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং অনেক দিনের
বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ হিমা-
নীর ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং তাঁহার মস্তকের কেশ
বিশুদ্ধ মেষলোমের তুল্য; তাঁহার সিংহাসন
অগ্নিশিখাময়, তাহার চক্র সকল জ্বলন্ত অগ্নি;
১০ তাঁহার সম্মুখ হইতে অগ্নির স্রোত নির্গত হইয়া
বহিতেছিল; সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্য্যা
করিতেছিল, এবং অযুতের অযুত তাঁহার সম্মুখে
দণ্ডায়মান ছিল; বিচারসভা বসিল এবং পুস্তক
১১ সকল খোলা হইল। আমি ঐ শৃঙ্গের ভারিত
দর্পবাক্যের রব প্রযুক্ত নিরীক্ষণ করিতে থাকি-
লাম, আমি দেখিলাম, শেষে সে জন্তু হত ও
তাহার শরীর বিনষ্ট হইয়া অগ্নি শিখাতে
১২ নিক্ষিপ্ত হইল। আর অন্য সকল জন্তু হইতেও
কর্ত্তৃত্ব নীত হইল, তথাপি কিয়ৎ কাল ও সময়
পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আয়ুর দীর্ঘতা দত্ত হইয়া-
১৩ ছিল। আমি রাত্রিকালীন দর্শনে নিরীক্ষণ
করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘসহকারে
মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, ঐ
অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন,
১৪ তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে
কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; সমস্ত লোক-
বৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদিগণকে তাঁহার সেবা
করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন

Digitized by Google

কর্ত্তৃত্ব, তাহার লোপ হইবে না, এবং তাঁহার
রাজ্য অবিনাশ্য।
১৫ আমি দানিয়েল আপন দেহমধ্যে আত্মায়
বিষণ্ণ হইলাম, ও আমার মনের দর্শন আমাকে
১৬ বিহ্বল করিল। পরে আমি এই বচনের তথ্য
জিজ্ঞাসা করণার্থে, যাঁহারা নিকটে দণ্ডায়মান
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের কাছে গমন
করিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে এই কথা
১৭ বলিয়া বিষয়টীর তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিলেন, ঐ
চারি বৃহৎ জন্তু চারি রাজা, তাহারা পৃথিবীতে
১৮ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু পরাৎপরের পবিত্রগণ
রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং চিরকাল, যুগে যুগে
১৯ চিরকাল, রাজত্ব ভোগ করিবে। তখন অন্য
সকল হইতে ভিন্ন ও অতি ভয়ানক অথচ
লৌহদন্ত ও পিত্তলের নখবিশিষ্ট যে চতুর্থ
জন্তু ভক্ষণ করিয়াছিল, চূর্ণ করিয়াছিল, ও
যাহা উচ্ছিষ্ট তাহা পদতলে দলিত করিয়া-
ছিল, তাহার তথ্য আমি জানিতে চাহিলাম।
২০ আর তাহার মস্তকের দশ শৃঙ্গের তথ্য, ও
যে অন্য শৃঙ্গ উঠিয়াছিল, যাহার সাক্ষাতে
তিন শৃঙ্গ পড়িয়া গেল; যাহার চক্ষু ও দর্প-
বাক্যবাদী মুখ ছিল, সহবর্ত্তিগণ অপেক্ষা যাহার
ভয়ানক আকার ছিল, সেই শৃঙ্গের তথ্য জানিতে
২১ চাহিলাম। আমি দেখিলাম, সেই শৃঙ্গ পবিত্র-
গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয়
২২ করিল; কিন্তু শেষে ঐ অনেক দিনের বৃদ্ধ
আসিলেন, আর পরাৎপরের পবিত্রগণের হস্তে
বিচারভার দত্ত হইল, এবং পবিত্রগণের রাজত্ব
২৩ ভোগের সময় উপস্থিত হইল। তিনি এইরূপ
কথা কহিলেন, ঐ চতুর্থ জন্তু পৃথিবীর চতুর্থ
রাজ্য; সে রাজ্য সকল রাজ্য হইতে ভিন্ন
হইবে, এবং সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে,
২৪ মর্দ্দন করিবে ও চূর্ণ করিবে। আর তাহার দশ
শৃঙ্গের তাৎপর্য্য; ঐ রাজ্য হইতে দশ রাজা
উৎপন্ন হইবে; তাহাদের পরে আর এক জন
উঠিবে, সে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের হইতে ভিন্ন
২৫ হইবে, এবং তিন রাজাকে নিপাত করিবে। সে
পরাৎপরের বিপরীতে কথা কহিবে, পরাৎপরের
পবিত্রগণকে শীর্ণ করিবে, এবং নিরূপিত সময়ের
ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে, এবং
এক কাল, [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত
২৬ তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। পরে
বিচারসভা বসিবে, তাহার কর্ত্তৃত্ব তাহা হইতে
নীত হইবে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার ক্ষয় ও বিনাশ
২৭ করা যাইবে। আর রাজত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও সমস্ত গগন-
মণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের
পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে; তাঁহার রাজ্য
অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য, এবং যাবতীয় শাসনকর্ত্তা
তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ
হইবে।
২৮ এই পর্য্যন্ত বৃত্তান্তের শেষ। আমি দানিয়েল
ভাবনায় অত্যন্ত বিহ্বল হইলাম, ও আমার মুখ
বিবর্ণ হইল; কিন্তু আমি সেই কথা মনে
রাখিলাম।

মেষ ও ছাগবিষয়ক দর্শন।

৮ বেল্‌শৎসর রাজার রাজত্বের তৃতীয় বৎ-
সরে আমি দানিয়েল প্রথম দর্শনের পরে
২ আর এক দর্শন পাইলাম। দর্শনক্রমে নিরীক্ষণ
করিতে করিতে দেখিলাম, যেন আমি এলম
প্রদেশস্থ শূশন রাজবাটীতে আছি; আবার
দর্শনক্রমে দেখিলাম, যেন আমি ঊলয় নদীর
৩ তীরে আছি। পরে আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত
করিলাম, আর দেখ, নদীর সম্মুখে এক মেষ
দণ্ডায়মান, তাহার দুই শৃঙ্গ, এবং সেই দুই শৃঙ্গ
উচ্চ, কিন্তু এক শৃঙ্গ অন্যটী অপেক্ষা অধিক উচ্চ;
ও যেটী উচ্চতর, সেটী পশ্চাৎ উৎপন্ন হইল।
৪ আমি দেখিলাম, ঐ মেষ পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-
দিকে ঢুঁষ মারিল, তাহার সম্মুখে কোন জন্তু
দাঁড়াইতে পারিল না, এবং তাহার হস্ত হইতে
উদ্ধার করিতে পারে, এমন কেহ ছিল না, আর
সে স্বেচ্ছামত কর্ম্ম করিত, আর আত্মগরিমা
৫ করিত। আমি এই বিষয় বিবেচনা করিতে-
ছিলাম, আর দেখ, পশ্চিমদিক্‌ হইতে এক ছাগ
সমস্ত পৃথিবী পার হইয়া আসিল, ভূমি স্পর্শ
করিল না; আর সেই ছাগের দুই চক্ষুর মধ্য-
৬ স্থানে বিলক্ষণ একটা শৃঙ্গ ছিল। পরে দুই
শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষকে আমি নদীর সম্মুখে
দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম, তাহার কাছে
আসিয়া সে আপন বলের ব্যগ্রতায় তাহার
৭ দিকে ধাবমান হইল। আর আমি দেখিলাম, সে
মেষের কাছে আসিল, এবং তাহার উপরে ক্রোধে
উত্তেজিত হইল, মেষকে আঘাত করিল, ও
তাহার দুই শৃঙ্গ ভগ্ন করিল, তাহার সম্মুখে
দাঁড়াইবার শক্তি ঐ মেষের আর রহিল না;
অতএব সে তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া পদতলে
দলিতে লাগিল; তাহার হস্ত হইতে ঐ মেষটীকে
৮ উদ্ধার করে, এমন কেহ ছিল না। পরে ঐ ছাগ
অতিশয় আত্মগরিমা করিল, কিন্তু বলবান
হইলে পর সেই বৃহৎ শৃঙ্গ ভগ্ন হইল, এবং
তাহার স্থানে আকাশের চারি বায়ুর দিকে
৯ চারিটী বিলক্ষণ শৃঙ্গ উৎপন্ন হইল। আর
তাহাদের একটীর মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতম এক শৃঙ্গ
উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে এবং দেশ-
১০ রত্নের দিকে অতিশয় বর্দ্ধমান হইল। আর সে

Digitized by Google

গগনমণ্ডলের বাহিনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, এবং
সেই বাহিনীর ও তারাগণের কিয়দংশ ভূমিতে
১১ নিপাত করিয়া পদতলে দলিতে লাগিল। সে
বাহিনীপতির বিপক্ষেও আত্মগরিমা করিল, ও
তাঁহা হইতে নিত্য নৈবেদ্য অপহরণ করিল,
এবং তাঁহার ধর্ম্মধাম-স্থান নিপাতিত হইল।
১২ আর অধর্ম্ম প্রযুক্ত নিত্য নৈবেদ্যের সহিত এক
বাহিনী তাহার হস্তে সমর্পিত হইল, এবং সে
সত্যকে ভূমিতে নিপাত করিল ও কর্ম্ম করিয়া
কৃতার্থ হইল।
১৩ পরে আমি এক পবিত্র ব্যক্তির বাক্য শুনি-
লাম, এবং যিনি কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে
আর এক পবিত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, নিত্য
নৈবেদ্য ও ধ্বংসকারী অধর্ম্ম এবং দলিত হইবার
জন্য ধর্ম্মধামের ও বাহিনীর সমর্পণবিষয়ক যে
১৪ দর্শন, সে কত কালের নিমিত্ত? তিনি আমাকে
কহিলেন, দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাতঃ-
কালের নিমিত্ত; পরে ধর্ম্মধাম পরিষ্কৃত
হইবে।
১৫ আমি দানিয়েল এইরূপ দর্শন পাইলে পর
তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম; আর দেখ,
পুরুষাকৃতি এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া
১৬ দাঁড়াইলেন; এবং আমি ঊলয়ের মধ্য হইতে
মনুষ্যের রব শুনিলাম, সেই রব উচ্চৈঃস্বরে
কহিল, হে গাব্রিয়েল, ইহাকে দর্শনের তাৎপর্য্য
১৭ বুঝাইয়া দেও। তাহাতে আমি যে স্থানে দণ্ডায়-
মান ছিলাম, তিনি সেই স্থান-সমীপে আসি-
লেন; তিনি আসিলে আমি উদ্বিগ্ন হইলাম,
উবুড় হইয়া পড়িলাম; কিন্তু তিনি আমাকে
কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, বুঝিয়া লও, কারণ
১৮ এই দর্শন শেষকালবিষয়ক। যখন তিনি আমার
সহিত আলাপ করিলেন, তখন আমি ঘোর
নিদ্রায় ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িলাম; কিন্তু
তিনি আমাকে স্পর্শ করিয়া স্বস্থানে দণ্ডায়মান
১৯ করিলেন, আর কহিলেন, দেখ, ক্রোধের পরি-
ণামে যাহা ঘটিবে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত
করি, কেননা এ নিরূপিত শেষকালের কথা।
২০ তুমি দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষ দেখিলে, সে
২১ মাদীয় ও পারসীক রাজা। আর সেই লোমশ
ছাগ যবন দেশের রাজা, এবং তাহার দুই চক্ষুর
২২ মধ্যস্থানে যে বৃহৎ শৃঙ্গ, সে প্রথম রাজা। আর
তাহার ভগ্ন হওয়া, ও তৎপরিবর্ত্তে আর চারি
শৃঙ্গ উৎপন্ন হওয়া, ইহার মর্ম্ম এই, সেই জাতি
হইতে চারি রাজ্য উৎপন্ন হইবে, কিন্তু উহার
২৩ ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট হইবে না। তাহাদের
রাজ্যের পরিণামে অধর্ম্মীদের মাত্রা পূর্ণ হইলে
ভীষণবদন ও গূঢ়বাক্যবিৎ এক রাজা উৎপন্ন
২৪ হইবে। সে বলে পরাক্রান্ত হইবে, কিন্তু নিজ
বলে নহে, এবং সে আশ্চর্য্যরূপে বিনাশ
করিবে; আর কৃতকার্য্য হইয়া কর্ম্ম সকল
করিবে, এবং শক্তিমানদিগকে ও পবিত্র প্রজা-
২৫ দিগকে বিনাশ করিবে। তাহার কৌশল প্রযুক্ত
তাহার হস্তে ছল সকল হইবে; সে চিত্তে আত্ম-
গরিমা করিবে, ও নিশ্চিন্ত অবস্থায় অনেককে
বিনষ্ট করিবে, এবং অধিপতিগণের অধিপতির
প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, কিন্তু সে বিনা হস্তে
২৬ ভগ্ন হইবে। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের বিষয়ে
কথিত দর্শন সত্য; কিন্তু তুমি এই দর্শন মুদ্রা-
২৭ ঙ্কিত কর, কেননা এ অনেক দিনের কথা। অনন্তর
আমি দানিয়েল কিছু দিন ক্লান্ত ও পীড়িত
ছিলাম, তাহার পর উঠিয়া রাজার কর্ম্ম করি-
লাম; আর সেই দর্শনে চমৎকৃত হইলাম, কিন্তু
কেহ তাহা বুঝিল না।

দানিয়েলের প্রার্থনা ও তাহার উত্তর।

৯ মাদীয় বংশজাত অক্ষশ্বেরশের পুত্র যে
দারিয়াবস কল্দীয় রাজ্যে রাজা হইলেন,
২ তাঁহার প্রথম বৎসরে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম
বৎসরে, আমি দানিয়েল গ্রন্থ দ্বারা বৎসরের
সংখ্যা বুঝিলাম, অর্থাৎ যিরূশালেমের উৎসন্ন
দশা সমাপনে সত্তর বৎসর লাগিবে, সদাপ্রভুর
এই যে বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে উপ-
স্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিলাম।
৩ পরে আমি উপবাস, চট পরিধান ও ভস্ম
লেপন করিয়া প্রার্থনার ও বিনতির চেষ্টায় প্রভু
৪ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। আর আমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনাপূর্ব্বক পাপ
স্বীকার করিয়া কহিলাম, আহা, প্রভো, তুমিই
মহান ও ভয়ানক ঈশ্বর, যাহারা তোমাকে প্রেম
করে ও তোমার আজ্ঞা পালন করে, তুমি তাহা-
৫ দের প্রতি নিয়ম ও দয়া রক্ষাকারী। আমরা
পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, অধর্ম্মী ও বিদ্রোহী
হইয়াছি, তোমার বিধি ও শাসনপথ ত্যাগ
৬ করিয়াছি; আর তোমার যে দাস ভাববাদিগণ
আমাদের রাজগণকে, অধ্যক্ষগণকে, পিতৃপুরুষ-
গণকে ও জনপদস্থ প্রজা সকলকে তোমার নামে
কথা কহিতেন, তাঁহাদের কথায়ও আমরা অবধান
৭ করি নাই। হে প্রভো, ধার্ম্মিকতা তোমার; কিন্তু
আমরা মুখমণ্ডলের বিবর্ণতার পাত্র, ইহা
অদ্যাপি প্রত্যক্ষ; যিহূদার লোক ও যিরূশালেম-
নিবাসিগণ এবং তোমার বিরুদ্ধে কৃত সত্যলঙ্ঘন
প্রযুক্ত তোমা কর্ত্তৃক সর্ব্ব দেশে ছিন্নভিন্ন নিকট-
বর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী সমস্ত ইস্রায়েল [বিবর্ণতার
৮ পাত্র]। হে প্রভো, আমরা, আমাদের রাজগণ,
অধ্যক্ষগণ ও পিতৃপুরুষগণ সকলে মুখমণ্ডলের

Digitized by Google

বিবর্ণতার পাত্র, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে
৯ পাপ করিয়াছি। করুণা ও ক্ষমা আমাদের প্রভু
ঈশ্বরের ; বস্তুতঃ আমরা তাঁহার বিদ্রোহী হই-
১০ য়াছি ; এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে
অবধান করি নাই, তিনি আপন দাস ভাববাদি-
গণ দ্বারা আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত ব্যবস্থা
১১ রাখিয়াছেন, আমরা সে পথে চলি নাই। হাঁ,
সমস্ত ইস্রায়েল তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে,
তোমার বাক্যে অবধান করিবার অনিচ্ছায়
বিপথগামী হইয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বরের দাস
মোশির ব্যবস্থায় লিখিত অভিশাপ ও শপথ
আমাদের উপরে বর্ষিত হইয়াছে, কারণ আমরা
১২ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আর আমা-
দের বিরুদ্ধে, ও যে বিচারকর্তৃগণ আমাদের
বিচার করিতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি আপ-
নার কথিত বাক্য সফল করিয়া আমাদের উপরে
ভারী অমঙ্গল বর্ত্তাইয়াছেন ; কেননা যিরূশালে-
মের প্রতি যেরূপ করা গিয়াছে, গগনমণ্ডলের
নীচে আর কোথাও তদ্রূপ করা যায় নাই।
১৩ মোশির ব্যবস্থায় যেরূপ লিখিত আছে, তদনু-
সারে এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদিগের উপরে
উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি আমরা আপন
আপন অপরাধ হইতে ফিরিবার কিম্বা তোমার
সত্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবার জন্য আপনাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি নাই।
১৪ অতএব সদাপ্রভু অমঙ্গলার্থে জাগ্রত হইয়া
আমাদের উপরে তাহা উপস্থিত করিয়াছেন,
কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার
কৃত সকল কার্য্যে ধর্ম্মবান, কিন্তু আমরা তাঁহার
১৫ বাক্যে অবধান করি নাই। এখন, হে প্রভো,
আমাদের ঈশ্বর, তুমি বলবন্ত হস্ত দ্বারা মিসর-
দেশ হইতে আপন প্রজাদিগকে আনিয়া কীর্ত্তি-
লাভ করিয়াছ, ইহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ ; আমরা
১৬ পাপ ও অধর্ম্ম করিয়াছি। হে প্রভো, বিনয়
করি, তোমার সমস্ত ধার্ম্মিকতা অনুসারে তোমার
নগর যিরূশালেম—তোমার পবিত্র পর্ব্বত—
হইতে তোমার ক্রোধ ও কোপ নিবৃত্ত হউক ;
কেননা আমাদের পাপ ও আমাদের পিতৃপুরুষ-
দের অপরাধ প্রযুক্ত যিরূশালেম ও তোমার প্রজা
আমরা চতুর্দ্দিক্‌স্থিত যাবতীয় লোকের টিট্‌-
১৭ কারির পাত্র হইয়াছি। অতএব, হে আমাদের
ঈশ্বর, এখন তোমার এই দাসের প্রার্থনায় ও
বিনতিতে অবধান কর, এবং তোমার ধ্বংসিত
ধর্ম্মধামের প্রতি তোমার নিজের অনুরোধে
১৮ তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। হে আমার ঈশ্বর,
কর্ণপাত কর, শুন, চক্ষু উন্মীলন কর, এবং
আমাদের ধ্বংসিত স্থান সকলের প্রতি, ও যাহা
তোমার নামে আখ্যাত হইয়াছে, সেই নগরের
প্রতি দৃষ্টিপাত কর ; কারণ আমরা নিজ ধার্ম্মি-
কতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু তোমার মহাকরুণা প্রযুক্ত
তোমার সম্মুখে আপনাদের বিনতি উপস্থিত
১৯ করিলাম। হে প্রভো, শুন ; হে প্রভো, ক্ষমা
কর ; হে প্রভো, মনোযোগ করিয়া কর্ম্ম কর,
বিলম্ব করিও না ; হে আমার ঈশ্বর, তোমার
নিজের অনুরোধে তাহা কর, কেননা তোমার
নগর ও তোমার প্রজাগণ তোমার নামে আখ্যাত
হইয়াছে।
২০ এইরূপে আমি নিবেদন ও প্রার্থনা করিতে-
ছিলাম, এবং আমার পাপ ও আমার জাতি
ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করিতেছিলাম, এবং
আমার ঈশ্বরের পবিত্র পর্ব্বতের জন্য আমার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে বিনতি উপস্থিত করিতে-
২১ ছিলাম ; আমার প্রার্থনার কথা শেষ না হইতে
হইতে, আমি প্রথমে যে মনুষ্যের দর্শন পাইয়া-
ছিলাম, সেই গাব্রিয়েল বেগে উড়িয়া আসিয়া
সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্যের সময়ে আমাকে স্পর্শ
২২ করিলেন। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং
আমার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন, হে
দানিয়েল, আমি এক্ষণে তোমাকে বুদ্ধিকৌশল
২৩ দিতে আসিয়াছি। তোমার বিনতির আরম্ভ
সময়ে আজ্ঞা নির্গত হইয়াছে, তাই আমি
তোমাকে সংবাদ দিতে আসিলাম, কেননা তুমি
প্রীতির পাত্র ; অতএব এই বিষয় বিবেচনা কর,
২৪ ও এই দর্শন বুঝিয়া লও। অধর্ম্ম রুদ্ধ করিতে,
পাপ মুদ্রাঙ্কিত করিতে, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত
করিতে, অনন্তকালস্থায়ী ধর্ম্ম আনয়ন করিতে,
দর্শন ও ভাববাণী মুদ্রাঙ্কিত করিতে, এবং মহা-
পবিত্রকে অভিষেক করিতে তোমার জাতির ও
তোমার পবিত্র নগরের জন্য সত্তর সপ্তাহ নিরূ-
২৫ পিত হইয়াছে। অতএব তুমি জ্ঞাত হও, বুঝিয়া
লও, যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্ম্মাণ করি-
বার আজ্ঞা প্রকাশ করণাবধি অভিষিক্ত ব্যক্তি—
নায়ক—পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ
হইবে, উহা চক ও পরিখাসহ সঙ্কটকালেই
২৬ পুনরায় নির্ম্মিত হইবে। সেই বাষট্টি সপ্তাহের
পরে অভিষিক্ত ব্যক্তি উচ্ছিন্ন হইবেন, এবং
তিনি অকিঞ্চন হইবেন ; আর আগামী নায়কের
প্রজারা নগর ও ধর্ম্মধাম বিনষ্ট করিবে, ও প্লাবন
দ্বারা তাহার শেষ হইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ
২৭ হইবে ; ধ্বংস বিধ্বংস নিরূপিত। এক সপ্তাহ
পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত দৃঢ় নিয়ম করিবেন ;
সেই সপ্তাহের অর্দ্ধকালে তিনি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য
নিবৃত্ত করিবেন ; পরে বীভৎস বস্তু সকলের
পক্ষের উপরে ধ্বংসক আসিবে ; এবং উচ্ছিন্নতা,
অর্থাৎ নিরূপিত ফল, পর্য্যন্ত ধ্বংসকের উপরে
[ক্রোধ] বর্ষিত হইবে।

Digitized by Google

ভাবী কাল সম্বন্ধীয় দর্শন ও ভাববাণী।

১০ পারস্য-রাজ কোরসের অধিকারের তৃতীয়
বৎসরে বেল্টশৎসর নামে আখ্যাত দানি-
য়েলের নিকটে এক বাক্য প্রকাশিত হইল ; সেই
বাক্য সত্য, ও মহাযুদ্ধসূচক ; তিনি বাক্য বুঝি-
লেন, সেই দর্শনও বুঝিতে পারিলেন।
২ সেই সময়ে আমি দানিয়েল পূর্ণ তিন সপ্তাহ
৩ শোক করিতেছিলাম ; সেই পূর্ণ তিন সপ্তাহ
যাবৎ সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন
করিলাম না, মাংস কি দ্রাক্ষারস আমার মুখে
প্রবেশ করিল না, এবং আমি তৈল মর্দ্দন করি-
৪ লাম না। পরে প্রথম মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে
যখন আমি হিদ্দেকল নামক মহানদীর তীরে
৫ ছিলাম, তখন চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলাম, আর
দেখ, শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও ঊফসের উত্তম স্বর্ণে
৬ বদ্ধকটি এক ব্যক্তি ; তাঁহার শরীর বৈদূর্য্যমণির
ন্যায়, তাঁহার মুখ বিদ্যুতের প্রভার ন্যায়, তাঁহার
চক্ষু জ্বলন্ত উল্কার ন্যায়, তাঁহার হস্ত পদ
পরিষ্কৃত পিত্তলের আভাবিশিষ্ট, এবং তাঁহার
৭ বাক্যের রব লোকারণ্যের শব্দের ন্যায়। আমি
দানিয়েল একাকী সেই দর্শন পাইলাম ; কারণ
আমার সঙ্গীরা সেই দর্শন পাইল না, কিন্তু
অতিশয় কম্পান্বিত হইয়া আপনাদিগকে লুকাই-
৮ বার জন্য পলায়ন করিয়াছিল। অতএব আমি
একা থাকিয়া সেই মহৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম,
আর আমার সমস্ত বল গেল ; আমার তেজ ক্ষয়ে
পরিণত হইল, আমি কিছুমাত্র বল রক্ষা করিতে
৯ পারিলাম না। অনন্তর আমি তাঁহার বাক্যের
রব শুনিলাম, আর সেই বাক্যের রব শুনিবামাত্র
আমি ঘোর নিদ্রায় উবুড় হইয়া পড়িলাম।
১০ আর দেখ, এক হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার
জানু ও করতলদ্বয়ের উপরে নির্ভর করাইল।
১১ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে প্রীতির পাত্র
দানিয়েল, আমি তোমাকে যে যে কথা বলিব,
সে সকল বুঝিয়া লও, এবং উঠিয়া দাঁড়াও,
কেননা আমি এখন তোমার কাছে প্রেরিত হই-
লাম। তিনি আমাকে এই কথা কহিলে আমি
১২ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন
তিনি আমাকে কহিলেন, হে দানিয়েল, ভয়
করিও না, কেননা যে প্রথম দিন তুমি বুঝিবার
জন্য ও তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে
বিনত করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিয়াছিলে,
সেই দিন হইতে তোমার বাক্য শ্রুত হইয়াছে ;
এবং তোমার বাক্য প্রযুক্ত আমি আসিয়াছি।
১৩ কিন্তু পারস্য-রাজ্যের অধ্যক্ষ একবিংশতি দিন
পর্য্যন্ত আমার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিল ; পরে
দেখ, প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল নামক
এক জন আমার সাহায্য করিতে আসিলেন ;
আর আমি সে স্থানে পারস্যের রাজগণের কাছে
১৪ রহিলাম। এখন, অন্তিমকালে তোমার জাতির
প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা আমি তোমাকে বুঝা-
ইয়া দিতে আসিয়াছি ; কেননা দর্শনটী এখনও
১৫ দীর্ঘ কালের অপেক্ষা করিতেছে। তিনি আমাকে
এই কথা বলিলে পর আমি ভূমিতে উবুড় হইয়া
১৬ অবাক্ হইয়া রহিলাম। আর দেখ, মনুষ্য-সন্তা-
নের আকৃতিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আমার ওষ্ঠ
স্পর্শ করিলেন ; তখন আমি মুখ খুলিয়া কথা
কহিলাম, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে
কহিলাম, হে আমার প্রভো, এই দর্শন প্রযুক্ত
মর্ম্মবেদনা আমাকে ধরিয়াছে, আমি কিছুমাত্র
১৭ বল রক্ষা করিতে পারিতেছি না। কারণ আমার
প্রভুর এই দাস কি প্রকারে আমার এই প্রভুর
সহিত কথা কহিতে পারে ? এক্ষণে আমার কিছু-
১৮ মাত্র বল নাই, আমার মধ্যে শ্বাসও নাই। তখন
সেই মনুষ্যাকৃতি ব্যক্তি পুনর্ব্বার স্পর্শ করিয়া
১৯ আমাকে সবল করিলেন। আর তিনি কহিলেন,
হে প্রীতির পাত্র, ভয় করিও না, তোমার শান্তি
হউক, সবল হও, সবল হও। তিনি আমার
সহিত আলাপ করিলে আমি সবল হইলাম,
আর বলিলাম, হে আমার প্রভো, বলুন, কেননা
২০ আপনিই ত আমাকে সবল করিয়াছেন। তখন
তিনি কহিলেন, আমি কি জন্য তোমার কাছে
আসিয়াছি, তাহা কি জান ? এখন আমি পার-
স্যের অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে ফিরিয়া
যাইব ; আর দেখ, আমি চলিয়া গেলে যবনের
২১ অধ্যক্ষ আসিবে। যাহা হউক, সত্যের গ্রন্থে যাহা
লিখিত আছে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করি ;
উহাদের প্রতিকূলে আমার সাহায্য করিতে
তোমাদের অধ্যক্ষ মীখায়েল ব্যতিরেকে আর
কেহ নাই।

১১ আর মাদীয় দারিয়াবসের অধিকারের
প্রথম বৎসরে আমিই তাঁহাকে সবল ও
শক্তিমান করিতে দাঁড়াইয়াছিলাম।
২ যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে সত্য কথা
জ্ঞাত করিব। দেখ, পারস্যে আর তিন রাজা
উৎপন্ন হইবে, আর চতুর্থ রাজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক
ধনশালী হইবে, এবং আপন ধনে শক্তিমান
হইলে যবন-রাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত
৩ করিবে। পরে বীর্য্যবান এক রাজা উৎপন্ন হইবে,
সে মহাকর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট কর্ত্তা হইবে ও স্বেচ্ছানু-
৪ সারে কর্ম্ম করিবে। সে উৎপন্ন হইলে তাহার
রাজ্য ভগ্ন হইবে, আকাশের চারি বায়ুর দিকে
বিভক্ত হইবে, কিন্তু তাহার বংশের নিমিত্ত নয়,
এবং তাহার ন্যায় কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট কর্ত্তার নিমিত্ত

Digitized by Google

নয়; বস্তুতঃ তাহার রাজ্য উৎপাটিত হইয়া
৫ উহাদের নয়, কিন্তু অন্যদের হইবে। পরে
দক্ষিণ দেশের রাজা বলবান হইবে, কিন্তু তাহার
অধ্যক্ষদের মধ্যে এক জন তাহা হইতেও বলবান
হইয়া প্রভুত্ব পাইবে, তাহার প্রভুত্ব মহাপ্রভুত্ব
৬ হইবে। আর বৎসরনিচয়ের শেষে তাহারা পর-
স্পর সম্বন্ধ পাতাইবে, আর মিলন করণার্থে
দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যা উত্তর দেশীয় রাজার
কাছে গমন করিবে; কিন্তু সে কন্যা নিজের বাহু-
বল রক্ষা করিবে না, এবং সে রাজা ও তাহার
বাহু স্থায়ী হইবে না; কিন্তু সেই মহিলা, এবং
যাহারা তাহাকে আনিয়াছিল, আর যে তাহার
জন্ম দিয়াছিল, ও যে তৎকালে তাহাকে বল
৭ দিয়াছিল, সকলে সমর্পিত হইবে। তথাপি
তাহার মূলের এক পল্লব হইতে এক জন স্বপদে
উৎপন্ন হইবে, আর সৈন্যের বিরুদ্ধে আসিয়া
উত্তর দেশীয় রাজার দুর্গে প্রবেশ করিবে, এবং
সেই সকলের বিপক্ষে ব্যাপৃত হইয়া পরাক্রম
৮ দেখাইবে। আর সে ঢালা প্রতিমাশুদ্ধ তাহাদের
দেবগণকে বন্দি করিয়া রৌপ্য ও স্বর্ণের রমণীয়
পাত্রের সহিত মিসরে লইয়া যাইবে, পরে কয়েক
বৎসর উত্তর দেশের রাজা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।
৯ আর সে দক্ষিণ দেশের রাজার রাজ্যে প্রবেশ
১০ করিবে, কিন্তু নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবে। তাহার
পুত্রগণ যুদ্ধ করিবে, ফলতঃ বিপুল বলসমারোহ
সংগ্রহ করিবে; তাহারা প্রবেশ করিবে, আপ্লা-
বন করিয়া প্রবাহিত হইবে, এবং তাহারা ফিরিয়া
আসিবে, ও তাহার দুর্গ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে।
১১ তাহাতে দক্ষিণ দেশের রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইবে,
এবং যাত্রা করিয়া তাহার সহিত, উত্তর দেশের
রাজার সহিত, সংগ্রাম করিবে; সেও মহাসমা-
রোহ একত্র করিবে, কিন্তু সেই সমারোহ উহার
১২ হস্তে সমর্পিত হইবে। ঐ সমারোহ উত্থাপিত
হইলে সে উদ্ধতচিত্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোককে
নিপাত করিবে, তথাপি প্রবল থাকিবে না।
১৩ আর উত্তর দেশের রাজা পুনর্বার গিয়া প্রথম
সমারোহ অপেক্ষাও বৃহৎ সমারোহ একত্র
করিবে; আর কালপর্য্যায়ের শেষে, বৎসরনিচ-
য়ের শেষে, মহাসৈন্য ও প্রচুর সামগ্রী লইয়া
১৪ প্রবেশ করিবে। তৎকালে দক্ষিণ দেশের রাজার
বিরুদ্ধে অনেক লোক উঠিবে; এবং এই দর্শন
যাহাতে সফল হয়, তন্নিমিত্ত তোমার জাতির
মধ্যে দুর্জনসন্তানেরা আপনাদিগকে উন্নত করিবে,
১৫ কিন্তু তাহারা পতিত হইবে। ফলতঃ উত্তর
দেশের রাজা প্রবেশ করিবে, জাঙ্গাল বাঁধিবে,
এবং সুদৃঢ় নগর হস্তগত করিবে; তাহাতে
দক্ষিণ দেশের সহায়গণ ও মনোনীত লোকেরা
স্থির থাকিবে না, স্থির থাকিতে তাহাদের
১৬ শক্তি হইবে না। কিন্তু যে তাহার বিরুদ্ধে
আসিবে, সে স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবে,
তাহার সাক্ষাতে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না;
আর সে দেশরত্নে দণ্ডায়মান হইবে, ও তাহার
১৭ হস্তে বিনাশ থাকিবে। পরে সে উন্মুখ হইয়া
আপন সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম সঙ্গে করিয়া
আসিবে ও সরল লোকেরা তাহার সঙ্গে
আসিবে; আর সে কৃতকার্য্য হইবে, এবং উহাকে
নারীগণের কন্যা দিবে, যেন সে বিনষ্টা হয়,
কিন্তু সে যুবতী স্থির থাকিবে না, ও তাহার
১৮ হইবে না। পরে সে দ্বীপগণের বিরুদ্ধে গিয়া
অনেককে হস্তগত করিবে; কিন্তু এক শাসনকর্ত্তা
তাহার কৃত টিট্‌কারি নিবৃত্ত করিবে, অধিকন্তু
সে তাহার টিট্‌কারি তাহারই উপরে ফিরাইয়া
১৯ দিবে। তখন সে আপন দেশের দুর্গ সকলের
প্রতি ফিরিবে; কিন্তু উছোট খাইয়া পড়িবে,
২০ তাহার উদ্দেশ আর পাওয়া যাইবে না। পরে
এমন এক জন তাহার পদ প্রাপ্ত হইবে, যে
রাজ্যের শোভাস্থানে প্রজাপীড়ককে প্রেরণ করিবে,
কিন্তু সে অল্প দিনের মধ্যে বিনষ্ট হইবে,
ক্রোধেও নয়, যুদ্ধেও নয়।
২১ পরে এক জন তুচ্ছ ব্যক্তি তাহার পদ পাইবে;
তাহাকে রাজ্যের প্রতাপ দত্ত হয় নাই, কিন্তু সে
নিশ্চিন্ততার সময়ে প্রবেশ করিয়া চাটুবাক্য
২২ দ্বারা রাজ্য লাভ করিবে। তাহা দ্বারা আপ্লাবন-
কারী সৈন্য সকল আপ্লাবিত হইবে, ভগ্ন হইবে,
২৩ এবং নিয়মের নায়কও ভগ্ন হইবে। তাহার
সহিত মিত্রতার কথা স্থির করণাবধি সে ছলনা
করিবে, কারণ সে আসিয়া অল্প লোক দ্বারা
২৪ পরাক্রমী হইবে। সে নিশ্চিন্ততার সময়ে দেশের
অত্যুত্তম স্থানে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার
পিতা পিতামহ যাহা করে নাই, তাহা করিবে;
সে তথাকার লুটদ্রব্য, হৃতবস্তু এবং ধন বিকীর্ণ
করিবে, কিছু কাল দৃঢ় দুর্গ সকলের বিরুদ্ধে
২৫ কৌশল কল্পনা করিবে। আর সে অনেক সৈন্য
সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে
আপন বল ও চিত্ত উত্তেজিত করিবে; তাহাতে
দক্ষিণ দেশের রাজা অতি পরাক্রান্ত বিস্তর সৈন্য
সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিবে, কিন্তু স্থির থাকিবে না,
কেননা তাহারা তাহার বিরুদ্ধে নানা কৌশল
২৬ কল্পনা করিবে। যাহারা তাহার আহারীয়
দ্রব্যের ভাগী, তাহারাই তাহাকে বিনষ্ট করিবে,
ও তাহার সৈন্য আপ্লাবন করিবে; এবং অনেকে
২৭ নিহত হইয়া পড়িবে। আর এই দুই রাজার
চিত্ত হিংসার্থী হইবে, এবং তাহারা এক মেজে
বসিয়া মিথ্যাকথা কহিবে, কিন্তু তাহা সফল
হইবে না, কেননা তখনও পরিণাম নিরূপিত
২৮ কালের অপেক্ষা করিবে। তখন সে অনেক

Digitized by Google

নার দৃষ্টি হইতে আপন বেশ্যাচার, এবং আপ-
নার স্তনদ্বয়ের মধ্য হইতে ব্যভিচার দূর করুক।
৩ নতুবা আমি তাহাকে বিবস্ত্রা করিব, সে জন্ম-
দিনে যেমন ছিল, তেমনি করিয়া তাহাকে
রাখিব, এবং তাহাকে প্রান্তরের সমান ও মরু-
৪ ভূমির তুল্য করিব, তৃষ্ণাতে বধ করিব। আর
তাহার সন্তানগণকে অনুকম্পা করিব না, কারণ
৫ তাহারা ব্যভিচারে কলঙ্কিত সন্তান। বাস্তবিক
তাহাদের মাতা ব্যভিচার করিয়াছে, ও তাহাদের
গর্ভধারিণী লজ্জাকর কর্ম্ম করিয়াছে; কেননা
সে বলিল, আমার যে প্রেমিকগণ আমাকে অন্ন
ও জল, মেষলোম ও মসিনা, তৈল ও পানীয়
দ্রব্য দেয়, আমি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
৬ করিব। অতএব দেখ, আমি কণ্টক দ্বারা তাহার
পথ রোধ করিব, ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর
গাঁথিব, তাহাতে সে আপন পথের সন্ধান
৭ পাইবে না। সে আপন প্রেমিকদের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ধাবমান হইবে, কিন্তু তাহাদের লাগাইল
পাইবে না; সে তাহাদের অন্বেষণ করিবে,
কিন্তু সন্ধান পাইবে না। তখন সে বলিবে, আমি
ফিরিয়া আমার প্রথম কান্তের নিকটে যাইব;
কেননা এখন অপেক্ষা তখন আমার পক্ষে মঙ্গল
৮ ছিল। সে ত বুঝিত না যে, আমিই তাহাকে
সেই শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল দিতাম, এবং
তাহার রৌপ্য ও স্বর্ণের বৃদ্ধি করিতাম, কিন্তু
তাহারা সেই স্বর্ণ বাল-দেবের জন্য ব্যয় করি-
৯ য়াছে। অতএব আমি শস্যের সময়ে ও দ্রাক্ষা-
রসের ঋতুতে আপন শস্য ও দ্রাক্ষারস ফিরাইয়া
লইব, এবং যাহা তাহার উলঙ্গতা আচ্ছাদনা-
র্থক ছিল, আমার সেই মেষলোম ও মসিনা
১০ তুলিয়া লইব। এখন আমি তাহার প্রেমিকদের
সাক্ষাতে তাহার ভ্রষ্টতা প্রকাশ করিব; কেহ
তাহাকে আমার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে না।
১১ পরন্তু আমি তাহার সমস্ত আমোদ, তাহার
উৎসব, অমাবস্যা, বিশ্রামদিন ও পর্ব্ব সকল
১২ রহিত করিব। আর আমি তাহার দ্রাক্ষালতা ও
ডুমুরবৃক্ষ সকল বিনষ্ট করিব; কেননা সে বলে,
আমার প্রেমিকেরা পণ বলিয়া এই সকল
আমাকে দিয়াছে; কিন্তু আমি এ সকল অরণ্য
করিব, তাহাতে বনপশুগণ সে সকল ভোজন
১৩ করিবে। আর যে যে দিন সে বাল-দেবগণের
উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে
আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রেমিকদের পশ্চাৎ
গমন করিত, এবং আমাকে ভুলিয়া থাকিত,
সেই সকল দিনের প্রতিফল আমি তাহাকে
ভোগ করাইব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
১৪ অতএব দেখ, আমি তাহাকে প্ররোচনা করিয়া
প্রান্তরে আনিয়া চিত্তপ্রবোধক কথা কহিব।
১৫ আর আমি সে স্থান হইতে তাহার দ্রাক্ষাক্ষেত্র
এবং আশা-দ্বার বলিয়া আখোর [ব্যাকুলতার]
তলভূমি তাহাকে দিব; এবং সে যেমন যৌবন
কালে, যেমন মিসর হইতে আগমন কালে,
উত্তর করিয়াছিল, তেমনি সেখানে উত্তর করিবে।
১৬ আর সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে সে আমাকে
ঈশী [আমার কান্ত] বলিয়া সম্বোধন করিবে;
কিন্তু বালী [আমার নাথ] বলিয়া আর সম্বো-
১৭ ধন করিবে না। কারণ আমি তাহার মুখ হইতে
বাল-দেবগণের নাম সকল দূর করিব, তাহাদের
নাম লইয়া তাহাদিগকে আর স্মরণ করা হইবে
১৮ না। আর সেই দিন আমি লোকদের নিমিত্ত
মাঠের পশু, আকাশের পক্ষী ও ভূমিস্থ সরীসৃপ
সকলের সহিত নিয়ম করিব, এবং ধনুক, খড়্গ
ও রণসজ্জা ভাঙ্গিয়া দেশের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
করিব, ও তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে শয়ন করাইব।
১৯ আর আমি চিরকালের জন্য তোমাকে বাগ্দান
করিব; হাঁ, ধর্ম্মে, ন্যায়বিচারে, দয়াতে ও
২০ অনুকম্পায় তোমাকে বাগ্দান করিব। আমি
বিশ্বস্ততাতেই তোমাকে বাগ্দান করিব, তাহাতে
২১ তুমি সদাপ্রভুকে জানিবে। অধিকন্তু সদাপ্রভু
কহেন, সেই দিনে আমি নিবেদনের উত্তর দিব;
আমি আকাশকে উত্তর দিব, আকাশ ভূতলকে
২২ উত্তর দিবে; ভূতল শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈলকে
উত্তর দিবে, এবং এই সকল যিষ্রিয়েলকে উত্তর
২৩ দিবে। আমি আপনার জন্য তাহাকে দেশে
রোপণ করিব, ও যে 'অনুকম্পিতা নয়,' তাহাকে
অনুকম্পা করিব, এবং যে 'আমার প্রজা নয়,'
তাহাকে বলিব, তুমি আমার প্রজা; এবং সে
বলিবে, তুমি আমার ঈশ্বর।

৩ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি
পুনশ্চ যাইয়া কান্তের প্রিয়া অথচ ব্যভি-
চারিণী এক স্ত্রীকে প্রেম কর; যেমন ইস্রায়েল-
সন্তানগণ ইতর দেবগণের প্রতি ফিরিলেও,
দ্রাক্ষাপূপ ভাল বাসিলেও, সদাপ্রভু তাহাদিগকে
২ প্রেম করেন। তাহাতে আমি পনের রৌপ্যমুদ্রায়
এবং এক হোমর ও অর্দ্ধ হোমর যবে তাহাকে
৩ আপনার নিমিত্ত ক্রয় করিলাম। আর আমি
তাহাকে কহিলাম, "তুমি অনেক দিন পর্য্যন্ত
আমার নিমিত্ত বসিয়া থাকিবে, ব্যভিচার
করিবে না, ও কোন পুরুষের স্ত্রী হইবে না; এবং
আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিব।"
৪ কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ রাজাহীন, অধ্যক্ষ-
হীন, যজ্ঞহীন, স্তম্ভহীন, এফোদ বা ঠাকুরহীন
হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে।
৫ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ফিরিয়া আসিবে,
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও আপনাদের
রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে, এবং অন্তিমকালে

Digitized by Google

সভয়ে সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রসাদের আশ্রয়
লইবে।

ইস্রায়েলীয়দের অজ্ঞানতা ও দুষ্টতা।

৪ হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা সদাপ্রভুর
বাক্য শুন; কেননা দেশনিবাসীদের সহিত
সদাপ্রভুর বিবাদ আছে, কারণ দেশে সত্য বা
২ দয়া বা ঈশ্বরীয় জ্ঞান নাই। শপথ, মিথ্যাবাক্য,
নরহত্যা, চুরী ও ব্যভিচার চলিতেছে, লোকেরা
আততায়ী, এবং রক্তপাতের উপরে রক্তপাত
৩ হয়। এই জন্য দেশ শোকাকুল হইবে, এবং
মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষিশুদ্ধ দেশনিবাসি-
গণ সকলে ম্লান হইবে, আর সমুদ্রস্থ মৎস্য-
৪ দেরও সংহার হইবে। তথাপি কেহ বিবাদ না
করুক, ও কেহ অনুযোগ না করুক; কারণ তোমার
জাতি যাজকের সহিত বিবাদকারী লোক-
৫ দের তুল্য। আর তুমি দিবাতে উছোট খাইবে,
ও ভাববাদী রাত্রিকালে তোমার সহিত উছোট
খাইবে, এবং আমি তোমার মাতাকে বিনাশ
৬ করিব। জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ
বিনষ্ট হইতেছে; কেননা [হে যাজক,] তুমি
জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, তজ্জন্য আমিও তোমাকে
নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আর আমার
যাজক থাকিবে না; তুমি আপন ঈশ্বরের
ব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়াছ, আমিও তোমার সন্তান-
৭ গণকে বিস্মৃত হইব। তাহারা যত অধিক বৃদ্ধি
পাইত, আমার বিরুদ্ধে তত অধিক পাপ করিত;
আমি তাহাদের সম্মান অপমানে পরিণত
৮ করিব। আমার প্রজাদের পাপ ইহাদের উপ-
জীবিকা, আর ইহারা তাহাদের অপরাধে মন
৯ আসক্ত করে। অতএব যেমন প্রজা তেমনি
যাজক, এইরূপ হইবে; আমি তাহাদিগকে
প্রত্যেকের পথানুযায়ী দণ্ড দিব, ও প্রত্যেকের
১০ কার্য্যের প্রতিফল দিব। ভোজন করিলেও
তাহারা তৃপ্ত হইবে না, ব্যভিচার করিলেও বহু-
বংশ হইবে না, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর প্রতি
১১ যত্ন ত্যাগ করিয়াছে। ব্যভিচার, মদ্য ও নূতন
১২ দ্রাক্ষারস, এই সকল বুদ্ধি হরণ করে। আমার
প্রজাগণ আপনাদের কাষ্ঠখণ্ডের নিকটে পরামর্শ
জিজ্ঞাসা করে, ও তাহাদের যষ্টি তাহাদিগকে
সংবাদ দেয়; বস্তুতঃ ব্যভিচারের আত্মা তাহা-
দিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে; তজ্জন্য তাহারা আপন
ঈশ্বরের অধীনতা ছাড়িয়া ব্যভিচার করিতেছে।
১৩ তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে যজ্ঞ করে, এবং
উপপর্ব্বতের উপরে অলোন, লিব্‌নী ও এলা
বৃক্ষের তলে ধূপ জ্বালায়, কেননা তাহার ছায়া
উত্তম। এইজন্য তাহাদের কন্যাগণ বেশ্যা হয় ও
১৪ তাহাদের পুত্রবধূগণ ব্যভিচার করে। তাহাদের
কন্যারা বেশ্যা হইলেও এবং পুত্রবধূগণ ব্যভি-
চার করিলেও আমি তাহাদের দণ্ড দিব না,
কেননা তাহারা আপনারাও বেশ্যাদের সহিত
নিভৃত স্থানে যায়, ও গণিকাদের সহিত যজ্ঞ
করে; এই নির্ব্বোধ জাতি নিপাতিত হইবে।
১৫ হে ইস্রায়েল, তুমি যদ্যপি ব্যভিচারী হও,
তথাপি যিহূদা দণ্ডনীয় না হউক: হাঁ, তোমরা
গিল্‌গলে পদার্পণ করিও না, বৈৎ-আবনে উপ-
স্থিত হইও না, এবং 'জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য,'
১৬ বলিয়া শপথ করিও না। বস্তুতঃ স্বেচ্ছাচারিণী
গাভীর ন্যায় ইস্রায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে;
এখন প্রশস্ত মাঠে যেমন মেষশাবককে, তেমনি
১৭ সদাপ্রভু তাহাদিগকে চরাইবেন। ইফ্রয়িম
প্রতিমাগণে আসক্ত; তাহাকে থাকিতে দেও।
১৮ তাহাদের মদিরা টকিয়া গিয়াছে, তাহারা
অবিরত বেশ্যাগমন করে; তাহার চালেরা অপ-
১৯ মান অতিশয় ভাল বাসে। বায়ু আপন পক্ষদ্বয়ে
সেই জাতিকে তুলিয়াছে, তাহাতে তাহারা
আপনাদের যজ্ঞের বিষয়ে লজ্জিত হইবে।

৫ হে যাজকগণ, এই কথা শুন; হে ইস্রা-
য়েল-কুল, অবধান কর; হে রাজকুল, কর্ণ-
পাত কর, কারণ তোমাদেরই বিচার হইতেছে;
কেননা তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ ও তাবোরে
২ বিস্তৃত জালস্বরূপ হইয়াছ। অত্যাচারীরা হত্যা-
কার্য্যে গভীরে নামিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদের
৩ সকলকে শাস্তি দিব। আমি ইফ্রয়িমকে জানি,
ইস্রায়েলও আমার অগোচর নয়; বস্তুতঃ, হে
ইফ্রয়িম, তুমি এখন বেশ্যা হইয়াছ, ইস্রায়েল
৪ অশুচি হইয়াছে। তাহাদের কার্য্য সকল তাহা-
দিগকে তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে দেয়
না, কেননা তাহাদের অন্তরে ব্যভিচারের আত্মা
থাকে, এবং তাহারা সদাপ্রভুকে জানে না।
৫ আর ইস্রায়েলের দর্প তাহার মুখের উপরে
প্রমাণ দিতেছে, অতএব ইস্রায়েল ও ইফ্রয়িম
আপনাদের অপরাধে নিপতিত হইবে, এবং
তাহাদের সহিত যিহূদাও নিপতিত হইবে।
৬ তাহারা আপন আপন গোমেষপাল লইয়া সদা-
প্রভুর অন্বেষণ করিতে যাইবে, কিন্তু তাঁহার
উদ্দেশ পাইবে না; তিনি তাহাদের নিকট
৭ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহারা সদাপ্রভুর
প্রতিকূলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কারণ
বিজাতীয় সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে; এখন অমা-
বস্যা তাহাদিগকে ও তাহাদের অধিকার গ্রাস
করিবে।
৮ তোমরা গিবিয়াতে তূরীধ্বনি কর, রামাতে
ভেরী বাজাও, বৈৎ-আবনে সিংহনাদ করিয়া
বল, হে বিন্যামীন, তোমার পশ্চাৎ [শত্রু]।

Digitized by Google

৯ ভর্ৎসনার দিনে ইফ্রয়িম ধ্বংসস্থান হইবে ; যাহা
নিশ্চয় ঘটিবে, তাহাই আমি ইস্রায়েল-বংশ-
১০ গণের মধ্যে জ্ঞাত করিয়াছি। যিহূদার অধ্যক্ষগণ
সীমার চিহ্ন স্থানান্তরকারীদের সমান হইয়াছে,
তাহাদের উপরে আমি জলের ন্যায় আপন
১১ ক্রোধ ঢালিব। ইফ্রয়িম উপদ্রুত ও বিচারে
মর্দ্দিত হইতেছে, কারণ সে আপন ইচ্ছায়
১২ [মিথ্যা] বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব
আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে কীটস্বরূপ, যিহূদা-কুলের
১৩ পক্ষে ক্ষয়স্বরূপ হইয়াছি। যখন ইফ্রয়িম আপন
রোগ ও যিহূদা আপন ক্ষত জ্ঞাত হইল, তখন
ইফ্রয়িম অশূরের কাছে গমন করিল, ও বিবাদ-
রাজের নিকটে লোক পাঠাইল ; কিন্তু সে তোমা-
দিগকে সুস্থ করিতে পারে না, তোমাদের ক্ষত
১৪ আরোগ্য করিবে না। কারণ আমি ইফ্রয়িমের
পক্ষে সিংহের তুল্য, ও যিহূদা-কুলের পক্ষে
যুবকেশরীর সদৃশ হইব ; আমি, আমিই
বিদীর্ণ করিয়া গমন করিব ; আমি লইয়া যাইব,
১৫ কেহ উদ্ধার করিবে না। তাহারা যে পর্য্যন্ত
উচিত দণ্ড পাইয়া আমার শ্রীমুখের অন্বেষণ না
করে, সে পর্য্যন্ত আমি আপন স্থানে ফিরিয়া
যাইব ; সঙ্কটের সময়ে তাহারা সযত্নে আমার
অন্বেষণ করিবে।

৬ চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া
যাই, কারণ তিনি আমাদিগকে বিদীর্ণ
করিয়াছেন, তিনি সুস্থও করিবেন ; তিনি প্রহার
করিয়াছেন, তিনি আমাদের ক্ষত বন্ধনও করি-
২ বেন। দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে সঞ্জী-
বিত করিবেন, তৃতীয় দিনে উঠাইবেন, তাহাতে
আমরা তাঁহার সাক্ষাতে বাঁচিয়া থাকিব।
৩ আইস, আমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হই, জ্ঞাত
হইবার জন্য অনুধাবন করি ; অরুণোদয়ের
ন্যায় তাঁহার উদয় নিশ্চিত ; হাঁ, তিনি আমা-
দের নিকটে বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন, ভূমিসেচন-
কারী অন্তিম বর্ষার ন্যায় আসিবেন।

ইস্রায়েলের চঞ্চলতা ও ভক্তিহীনতা।

৪ হে ইফ্রয়িম, তোমার জন্য আমি কি করিব ?
হে যিহূদা, তোমার জন্য কি করিব ? তোমাদের
সাধুতা ত প্রাতঃকালীন মেঘের তুল্য, প্রত্যূষে
৫ অন্তর্হিত শিশিরের তুল্য। এই জন্য আমি ভাব-
বাদিগণ দ্বারা লোকদিগকে তক্ষিত করিয়াছি,
আপন মুখের বাক্য দ্বারা বধ করিয়াছি ; এবং
তোমার দণ্ডাজ্ঞা বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হয়।
৬ ফলতঃ আমি বলিদান ভাল বাসি না, দয়াই
ভাল বাসি ; এবং হোম অপেক্ষা ঈশ্বরবিষয়ক
৭ জ্ঞান [ভাল বাসি]। কিন্তু ইহারা আদমের
ন্যায় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে ; ঐ স্থানে আমার
৮ প্রতিকূলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। গিলিয়দ
অধর্ম্মাচারীদের নগর, তাহা রক্তে অঙ্কিত।
৯ যেমন দস্যুদল মানুষের অপেক্ষায় ঘাঁটি বসাইয়া
থাকে, তদ্রূপ যাজকদল শিখিমে যাইবার পথে
নরহত্যা করে, বস্তুতঃ তাহারা কুকর্ম্ম করিয়াছে।
১০ আমি ইস্রায়েল-কুলে রোমাঞ্চজনক ব্যাপার
দেখিয়াছি ; ঐ স্থানে ইফ্রয়িমের বেশ্যাবৃত্তি
১১ প্রচলিত, ইস্রায়েল অশুচীভূত। আর হে যিহূদা,
আমি যখন আপন প্রজাদিগকে বন্দিত্ব হইতে
ফিরাইয়া আনিব, তখন তোমার জন্যও শস্য-
চ্ছেদন নিরূপিত।

৭ আমি যখন ইস্রায়েলকে সুস্থ করিতে চাহি,
তখন ইফ্রয়িমের অপরাধ ও শমরিয়ার দৌর্জন্য
প্রকাশ পায় ; ফলতঃ তাহারা প্রতারণার কার্য্য
করে ; ভিতরে চোর প্রবেশ করে, বাহিরে
২ দস্যুদল লুণ্ঠন করে। আর তাহাদের সমস্ত
দুষ্টতা যে আমার স্মরণে আছে, ইহা তাহারা
অন্তঃকরণে বিবেচনা করে না ; এখন তাহাদের
কার্য্য সকল তাহাদিগকে ঘেরিয়াছে, আমারই
৩ দৃষ্টিগোচরে সে সকল রহিয়াছে। তাহারা
আপনাদের দুষ্টতা দ্বারা রাজাকে ও আপনাদের
মিথ্যাবাক্য দ্বারা অধ্যক্ষগণকে আনন্দিত করে।
৪ তাহারা সকলে পারদারিক, রুটীওয়ালার উত্তপ্ত
তুন্দুরস্বরূপ ; ময়দা ছানিলে পর তাড়ী মাতিয়া
উঠা পর্য্যন্ত রুটীওয়ালা আগুন না উস্কাইয়া
৫ নিবৃত্ত থাকে। আমাদের রাজার উৎসবদিনে
অধ্যক্ষগণ পীড়িত হওয়া পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত
হইল, সে নিন্দকদের সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিল।
৬ কারণ তাহারা ঘাঁটি বসায়, আর তুন্দুরের ন্যায়
আপন হৃদয় প্রস্তুত করে, তাহাদের রুটীওয়ালা
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়, প্রাতঃকালে সে [তুন্দুর]
৭ যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে জ্বলে। তাহারা সকলে
তুন্দুরের ন্যায় উত্তপ্ত, এবং আপনাদের বিচার-
কর্ত্তাদিগকে গ্রাস করে ; তাহাদের রাজগণ
সকলে পতিত হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে কেহই
৮ আমাকে আহ্বান করে না। ইফ্রয়িম জাতিগণের
সহিত মিশ্রিত হইয়াছে ; ইফ্রয়িম এক পিঠ
৯ চোঁয়া পিষ্টকস্বরূপ। বিদেশিগণ তাহার বল
গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু সে তাহা জানে না ;
তাহার মস্তকের স্থানে স্থানে চুল পাকিয়াছে,
১০ কিন্তু সে তাহাও জানে না। ইস্রায়েলের দর্প
তাহার মুখের উপরে প্রমাণ দিতেছে : এমন
হইলেও তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
প্রতি ফিরে নাই, ও তাঁহার অন্বেষণ করে নাই।
১১ হাঁ, ইফ্রয়িম অবোধ কপোতের ন্যায় বুদ্ধিহীন
হইয়াছে, লোকেরা মিসরকে আহ্বান করে,
১২ অশূরে গমন করে। তাহারা যখন যাইবে, আমি

Digitized by Google

তাঁহাদের উপরে আপন জাল বিস্তার করিব ;
আকাশের পক্ষীর ন্যায় তাহাদিগকে নামাইয়া
আনিব ; তাহাদের মণ্ডলী যেমন শ্রবণ করি-
য়াছে, তেমনি আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিব ।
১৩ তাহারা সন্তাপের পাত্র, যেহেতুক তাহারা আমার
নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে ; তাহাদের সর্ব্বনাশ
ঘটিবে, কেননা তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মা-
চরণ করিয়াছে ; আমি তাহাদিগকে মুক্ত করি-
তাম, কিন্তু তাহারা আমার প্রতিকূলে মিথ্যাকথা
১৪ বলিয়াছে । তাহারা অন্তঃকরণের সহিত আমার
কাছে ক্রন্দন করে নাই, কিন্তু আপন আপন
শয্যাতে হাহাকার করে ; তাহারা শস্য ও দ্রাক্ষা-
রসের জন্য একত্র হয়, ও আমাকে ছাড়িয়া
১৫ বিপথগমন করে । আমিই ত শিক্ষা দিয়া
তাহাদের বাহু সবল করিয়াছি ; তথাপি
তাহারা আমারই বিরুদ্ধে কুকল্পনা করে ।
১৬ তাহারা ফিরিয়া আইসে বটে, কিন্তু ঊর্দ্ধস্থের
প্রতি নয় ; তাহারা বঞ্চক ধনুকের সদৃশ ;
তাহাদের অধ্যক্ষগণ আপন আপন জিহ্বার
দুঃসাহস প্রযুক্ত খড়্গে পতিত হইবে ; ইহাই
মিসরদেশে তাহাদের পক্ষে উপহাস হইবে ।

ইস্রায়েলের পাপ ও তাহার দণ্ড ।

৮ তুমি আপন মুখে তূরী দেও ; সে সদা-
প্রভুর গৃহের উপরে উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায়
আসিতেছে, কেননা লোকেরা আমার নিয়ম
লঙ্ঘন করিয়াছে, ও আমার ব্যবস্থার প্রতিকূলে
২ অধর্ম্ম করিয়াছে । তাহারা আমার কাছে ক্রন্দন
করিয়া বলিবে, হে আমার ঈশ্বর, আমরা
৩ ইস্রায়েল, তোমাকে জানি । ইস্রায়েল, যাহা
ভাল তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, শত্রু তাহার
৪ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে । তাহারা আমার সম্মতি
ব্যতিরেকে রাজগণকে স্থাপন করিয়াছে, আমাকে
না জানাইয়া অধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছে,
তাহারা আপনাদের সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা
আপনাদের জন্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে,
৫ যেন তাহারা উচ্ছিন্ন হয় । হে শমরিয়ে, তিনি
তোমার বৎস-প্রতিমা দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন ;
উহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল ;
৬ উহারা কত কাল পরে বিশুদ্ধ হইবে ? কেননা
ইস্রায়েল হইতেই ঐ বৎস হইয়াছে ; কোন
শিল্পকর তাহা গড়িয়াছে, তাহা ঈশ্বর নয় ;
বস্তুতঃ শমরিয়ার বৎস খণ্ডবিখণ্ড হইবে ।
৭ কেননা তাহারা বায়ুরূপ বীজ বপন করে, ঝঞ্ঝা-
রূপ শস্য কাটিবে ; তাহা ঝাড় বাঁধিবে না ;
সেই চারা শস্য দিবে না ; শস্য দিলেও বিদেশি-
৮ গণ তাহা গ্রাস করিবে । ইস্রায়েল গ্রাসিত
হইল ; সম্প্রতি তাহারা অপ্রীতিকর পাত্রের ন্যায়
৯ জাতিগণের মধ্যে আছে । একাকী বন্য গর্দ্দভবৎ
উহারা অশূরে গেল, ইফ্রয়িম প্রেমিকদিগকে
১০ পণ দিয়াছে । যদ্যপি তাহারা জাতিগণের মধ্যে
[লোকদিগকে] পণ দেয়, তথাপি আমি এখন
ইহাদিগকে একত্র করিব ; রাজাধিরাজের কর্তৃত্ব-
ভারে তাহারা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িতেছে ।
১১ ইফ্রয়িম পাপের চেষ্টায় অনেক যজ্ঞবেদি করি-
য়াছে, এই জন্য যজ্ঞবেদি সকল তাহার পক্ষে
১২ পাপস্বরূপ হইয়াছে । আমি তাহার জন্য আপন
ব্যবস্থার দশ সহস্র কথা লিখিয়াছি, তথাপি
১৩ সে সকল বিজাতীয়রূপে গণিত হয় । আমার
উপহার-বলি লইয়া তাহারা মাংস বলি দেয়
ও তাহা খাইয়া ফেলে ; সদাপ্রভু তাহাদিগকে
গ্রাহ্য করেন না ; এখন তিনি তাহাদের অপরাধ
স্মরণ করিয়া তাহাদের পাপের প্রতিফল দিবেন,
১৪ তাহারা পুনর্ব্বার মিসরে গমন করিবে । কারণ
ইস্রায়েল আপন নির্ম্মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছে,
স্থানে স্থানে প্রাসাদ গাঁথিয়াছে ; এবং যিহূদা
অনেক প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রস্তুত করিয়াছে ;
কিন্তু আমি তাহার সকল নগরে অগ্নি নিক্ষেপ
করিব, সে তথাকার অট্টালিকা সকল গ্রাস
করিবে ।

৯ হে ইস্রায়েল, জাতিগণের ন্যায় তুমি
উল্লাসে আনন্দ করিও না, কেননা তুমি
আপন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ব্যভিচার করিতেছ,
ও শস্যপূর্ণ প্রত্যেক খামারে পণ ভাল বাসিতেছ ।
২ খামার কিম্বা দ্রাক্ষাপেষণ-স্থান তাহাদের উদর
পূর্ণ করিবে না ; তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসে বঞ্চিত
৩ হইবে । তাহারা সদাপ্রভুর দেশে বাস করিবে
না ; ইফ্রয়িম পুনর্ব্বার মিসরে যাইবে, আর
অশূরে [গিয়া] অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে ।
৪ তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে দ্রাক্ষারস নিবেদন
করিবে না, এবং তাহাদের বলিদান সকল
তাঁহার তুষ্টিজনক হইবে না, তাহাদের পক্ষে সে
সকল শোককারীদের খাদ্যের সমান হইবে ;
যাহারা তাহা ভোজন করিবে, তাহারা সকলে
অশুচি হইবে ; বস্তুতঃ তাহাদের খাদ্য তাহা-
দেরই জন্য হইবে, তাহা সদাপ্রভুর গৃহে উপস্থিত
৫ হইবে না । পর্ব্বদিনে ও সদাপ্রভুর উৎসবদিনে
৬ তোমরা কি করিবে ? বাস্তবিক দেখ, তাহারা
ধ্বংসস্থান হইতে পলায়ন করিল, [তথাপি]
মিসর তাহাদিগকে একত্র করিবে, মোফ তাহা-
দিগকে কবর দিবে, তাহাদের রৌপ্যরত্ন বিছুটি-
বৃক্ষের অধিকার হইবে, তাহাদের তাম্বু সকলে
৭ কণ্টকবৃক্ষ জন্মিবে । প্রতিফলদানের দিন উপ-
স্থিত, দণ্ডের দিন উপস্থিত, ইহা ইস্রায়েল জ্ঞাত
হইবে ; ভাববাদী অজ্ঞান, আত্মাবিষ্ট লোক

Digitized by Google

উন্মত্ত ; ইহার কারণ তোমার অপরাধের বাহুল্য
৮ ও বিদ্বেষের আধিক্য। ইফ্রয়িম আমার ঈশ্বরের
সহিত প্রহরী [ছিল], ভাববাদী,—ব্যাধের
ফাঁদ তাহার সকল পথে রহিয়াছে, তাহার
৯ ঈশ্বরের গৃহে বিদ্বেষ বিদ্যমান। তাহারা গিবি-
য়ার সময়ের ন্যায় অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে ; তিনি
তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, তাহাদের
১০ পাপ সকলের প্রতিফল দিবেন। আমি প্রান্তরে
দ্রাক্ষাফলের ন্যায় ইস্রায়েলকে পাইয়াছিলাম ;
আমি ডুমুরবৃক্ষের অগ্রিম আশুপক্ব ফলের ন্যায়
তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে দেখিয়াছিলাম ;
কিন্তু তাহারা বাল-পিয়োরের কাছে গিয়া সেই
লজ্জাস্পদের উদ্দেশে পৃথক্‌কৃত হইল, এবং
আপনাদের সেই জারের ন্যায় বীভৎস হইয়া
১১ গেল। ইফ্রয়িমের গৌরব পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া
যাইবে ; তাহার প্রসব কিম্বা গর্ত্ত কিম্বা গর্ত্ত-
১২ ধারণ হইবে না। যদ্যপি তাহারা সন্তানসন্ততি
পালন করে, তথাপি আমি তাহাদিগকে নিঃ-
সন্তান করিব, তাহাতে এক জন মানুষও থাকিবে
না ; যখন আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব,
১৩ তখন তাহাদের সন্তাপ হইবে। সোরকে আমি
যেমন দেখিয়াছি, ইফ্রয়িমও সেই প্রকার রম্য
স্থানে রোপিত ; কিন্তু ইফ্রয়িম আপন সন্তান-
গণকে বাহিরে ঘাতকের নিকটে লইয়া যাইবে।
১৪ হে সদাপ্রভো, তাহাদিগকে দেও ; তুমি কি দিবে?
তাহাদিগকে গর্ত্তস্রাবী জঠর ও শুষ্ক স্তন দেও।
১৫ গিল্‌গলে তাহাদের সমস্ত দৌর্জন্য [দেখা যায়],
বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণা
জন্মিয়াছে ; আমি তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের দুষ্টতা
প্রযুক্ত আপন গৃহ হইতে তাহাদিগকে তাড়া-
ইয়া দিব, আর স্নেহ করিব না, তাহাদের
১৬ অধ্যক্ষগণ সকলে বিদ্রোহী। ইফ্রয়িম আহত,
তাহাদের মূল শুষ্কীভূত, তাহারা আর ফলিবে
না ; যদ্যপি তাহারা সন্তানের জন্ম দেয়, তথাপি
আমি তাহাদের প্রিয় গর্ত্তফল মারিয়া ফেলিব।
১৭ আমার ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন,
কেননা তাহারা তাঁহার বাক্য মানে নাই ; তাহারা
জাতিগণের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে।

১০ ইস্রায়েল দীর্ঘপল্লবা দ্রাক্ষালতাস্বরূপ,
তাহার ফল ধরে ; সে আপন ফলের আধিক্য
অনুসারে অধিক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছে,
এবং আপন দেশের উৎকর্ষানুসারে উৎকৃষ্ট
২ উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাদের অন্তঃ-
করণ বিভক্ত ; এখন তাহারা দণ্ডনীয়। তিনিই
তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল ভগ্ন করিবেন, তাহা-
৩ দের স্তম্ভ সকল নষ্ট করিবেন। অবশ্য এখন
তাহারা বলিবে, আমাদের রাজা নাই, কারণ
আমরা সদাপ্রভুকে ভয় করি না ; তবে রাজা
৪ আমাদের জন্য কি করিতে পারে? তাহারা
[অলীক] কথা বলে, নিয়ম করিবার সময়
মিথ্যা শপথ করে ; তাই বিচার ক্ষেত্রের আলিস্থ
৫ বিষবৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়। শমরিয়া-নিবাসি-
গণ বৈৎ-আবনের বৎসপ্রতিমার নিমিত্তে উদ্বিগ্ন
হইবে ; তাহার প্রজাগণ তাহার নিমিত্তে শোকার্ত্ত
হইবে, এবং তাহার পুরোহিতেরা তাহার গৌর-
বের নিমিত্তে ম্লান হইবে, কারণ গৌরব তাহাকে
৬ ছাড়িয়া নির্ব্বাসিত হইবে। সেও বিবাদ-রাজের
উপঢৌকন দ্রব্য বলিয়া অশূরে নীত হইবে ;
ইফ্রয়িম লজ্জা পাইবে, এবং ইস্রায়েল আপন
৭ মন্ত্রণায় লজ্জিত হইবে। শমরিয়ার রাজা উচ্ছিন্ন
হইল, সে জলোপরিস্থ ফেনের সদৃশ হইল।
৮ আর ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ আবনের উচ্চস্থলী
সকলও বিনষ্ট হইবে, তাহাদের যজ্ঞবেদির
উপরে কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে ; এবং
তাহারা পর্ব্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে
ঢাকিয়া রাখ ; ও উপপর্ব্বতগণকে বলিবে, আমা-
৯ দের উপরে পড়। হে ইস্রায়েল, গিবিয়ার সময়
অবধি তুমি পাপ করিয়া আসিতেছ ; [তোমার]
লোকেরা যেন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ;
অন্যায়ী বংশের প্রতিকূলে কৃত যুদ্ধ কি গিবিয়াতে
১০ তাহাদিগকে ধরিবে না? আমি যখন ইচ্ছা,
তাহাদিগকে শাস্তি দিব ; আর তাহাদের দুইটী
অপরাধরূপ যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইবার সময়ে তাহা-
১১ দের বিপক্ষে জাতিগণ সংগৃহীত হইবে। আর
ইফ্রয়িম এমন শিক্ষিতা গাভীস্বরূপ, যে [শস্য]
মর্দ্দন করিতে ভাল বাসে, কিন্তু আমি তাহার
সুন্দর গ্রীবায় হস্তার্পণ করিয়াছি, আমি ইফ্র-
য়িমের উপরে এক আরোহীকে বসাইব ; যিহূদা
হাল টানিবে, যাকোব তাহার ঢেলা ভাঙ্গিবে।
১২ তোমরা আপনাদের জন্য ধার্ম্মিকতায় বীজ বপন
কর, দয়ানুযায়ী শস্য কাট, আপনাদের জন্য
পতিত ভূমি তোল ; কেননা যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু
আসিয়া তোমাদের উপরে ধার্ম্মিকতা না বর্ষান,
তাবৎ তাঁহার অন্বেষণ করিবার সময় আছে।
১৩ তোমরা দুষ্টতারূপ চাস করিয়াছ, অধর্ম্মরূপ
শস্য কাটিয়াছ, মিথ্যাকথার ফল ভোজন করি-
য়াছ ; কারণ তুমি আপনার পথে ও আপনার
১৪ বীরসমূহে বিশ্বাস করিয়াছ। এই নিমিত্তে
তোমার স্বজাতীয়দের মধ্যে কোলাহল উঠিবে ;
তোমার দৃঢ় দুর্গ সকলের সর্ব্বনাশ হইবে ; যেমন
যুদ্ধের দিনে শল্‌মন বৈৎ-অর্ব্বেলের সর্ব্বনাশ
করিয়াছিল, মাতাকে ও বালকগণকে আছাড়ে
১৫ খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল। তোমাদের মহাদুষ্টতা
প্রযুক্ত বৈথেল তোমাদের প্রতি ইহা ঘটাইবে ;
ইস্রায়েলের রাজা অরুণোদয়কালে উচ্ছিন্ন
হইবে।

Digitized by Google

ইস্রায়েলের অকৃতজ্ঞতা। তাহার সহিত ঈশ্বরের বিচার।

১১ ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাহাকে
স্নেহ করিলাম, এবং মিসর হইতে আপন
২ পুত্রকে ডাকিলাম। তাহার লোকদিগকে ডাকিলে
তাহারা দৃষ্টিপথ হইতে দূরে গেল; বালগণের
উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, এবং প্রতিমাগণের উদ্দেশে
৩ ধূপ জ্বালাইল। আমিই ত ইফ্রয়িমকে হাঁটিতে
শিখাইয়াছিলাম, আমি তাহাদিগকে কোলে
করিতাম; কিন্তু আমি যে তাহাদিগকে সুস্থ করি-
৪ লাম, ইহা তাহারা বুঝিল না। আমি মনুষ্যের
বন্ধনী অর্থাৎ প্রেমরজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে
আকর্ষণ করিতাম, এবং তাহাদের হনু হইতে
যোঁয়ালি উত্তোলনকারীর ন্যায় তাহাদের পক্ষে
ছিলাম, আমি তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতাম।
৫ সে মিসরদেশে ফিরিয়া যাইবে না, কিন্তু অশূর
তাহার রাজা হইবে, কেননা তাহারা ফিরিয়া
৬ আসিতে অসম্মত হইল। আর তাহাদের মন্ত্রণা
প্রযুক্ত তাহাদের নগর সকলের উপরে খড়্গ
পতিত হইবে, তাহাদের অর্গল সকল সংহার
৭ করিবে, [তাহাদিগকে] গ্রাস করিবে। আমার
প্রজাগণ আমা হইতে বিপথগমনে কৃতসঙ্কল্প;
ঊর্দ্ধদিকে আহূত হইলে তাহারা এক মুখে উঠিতে
৮ অস্বীকার করে। হে ইফ্রয়িম, আমি কিরূপে
তোমাকে ত্যাগ করিব? হে ইস্রায়েল, কিরূপে
তোমাকে পরহস্তে সমর্পণ করিব? কিরূপে
তোমাকে অদ্মার তুল্য করিব? কিরূপে
তোমাকে সবোয়িমের ন্যায় রাখিব? আমার
অন্তরে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে, আমার
৯ সম্পূর্ণ মনস্তাপ জন্মিতেছে। আমি আপন
প্রচণ্ড ক্রোধ সফল করিব না, ইফ্রয়িমের সর্ব্বনাশ
করিতে ফিরিব না, কেননা আমি ঈশ্বর, মনুষ্য
নহি; আমি তোমার মধ্যবর্ত্তী পবিত্রতম, কোপে
১০ উপস্থিত হইব না। তাহারা সদাপ্রভুর অনু-
গমন করিবে; তিনি সিংহের ন্যায় ডাকিবেন;
হাঁ, তিনি ডাকিবেন, তাহাতে পশ্চিমদিক্ হইতে
১১ সন্তানগণ কাঁপিতে কাঁপিতে আসিবে। তাহারা
মিসর হইতে চটকপক্ষীর ন্যায়, অশূর দেশ
হইতে কপোতের ন্যায় সকম্পে আসিবে; তাহাতে
আমি তাহাদের বাটীতে তাহাদিগকে বাস
করাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১২ ইফ্রয়িম মিথ্যাকথায় ও ইস্রায়েল-কুল
ছলনায় আমাকে বেষ্টন করে; এবং
যিহূদা এখনও ঈশ্বরের কাছে, বিশ্বস্ত পবিত্র-
তমের কাছে, চঞ্চল আছে। ইফ্রয়িম পবনাশী ও
পূর্ব্বীয় বায়ুর অনুধাবক; সে সমস্ত দিন মিথ্যা-
কথা ও ধনাপহার বৃদ্ধি করে, অশূরের সহিত
নিয়ম স্থির করে, এবং মিসরে তৈল পাঠাইয়া
২ দেয়। আর যিহূদার সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ
আছে, তিনি যাকোবকে তাহার পথানুসারে দণ্ড
দিবেন, তাহার কার্য্যানুযায়ী প্রতিফল দিবেন।
৩ জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভ্রাতার পাদমূল ধরিয়া-
ছিল, ও আপন বলে ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া-
৪ ছিল। হাঁ; সে দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী
হইয়াছিল; সে তাঁহার নিকটে রোদন ও বিনতি
করিয়াছিল; সে বৈথেলে তাঁহাকে পাইয়াছিল,
ও তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিলেন।
৫ সেই সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর; সদাপ্রভু
৬ তাঁহার স্মরণীয় [নাম]। অতএব তুমি আপন
ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস; দয়া ও ন্যায়-
বিচার রক্ষা কর; নিত্য আপন ঈশ্বরের অপে-
ক্ষায় থাক।
৭ সে ব্যবসায়ী, তাহার হস্তে ছলনার নিক্তি,
৮ সে ঠকাইতে ভাল বাসে। আর ইফ্রয়িম বলি-
য়াছে, আমি ত ঐশ্বর্য্যবান হইলাম, আপনার
নিমিত্ত সংস্থান করিলাম; আমার যাবতীয় শ্রমে
কোন পাপ, কোন অপরাধ পাওয়া যাইবে না।
৯ কিন্তু আমিই মিসরদেশ অবধি তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু; আমি পর্ব্বদিনের ন্যায় তোমাকে
১০ পুনর্ব্বার তাম্বুতে বাস করাইব। আমি ভাববাদি-
গণের কাছে কথা বলিয়াছি, আমি দর্শনের
বৃদ্ধি করিয়াছি, ও ভাববাদিগণ দ্বারা দৃষ্টান্ত-
১১ কথা ব্যবহার করিয়াছি। গিলিয়দ কি অধর্ম্ম-
ময়? তাহারা অলীকমাত্র; গিল্গলে তাহারা
বৃষ বলিদান করে; অধিকন্তু ক্ষেত্রের আলিতে
স্থিত পাথরের ঢিবির ন্যায় স্থানে স্থানে তাহা-
১২ দের যজ্ঞবেদি আছে। আর যাকোব অরাম
দেশে পলাইয়া গিয়াছিল; ইস্রায়েল ভার্য্যার
জন্য দাসের কর্ম্ম, ও ভার্য্যার জন্য পশুপালকের
১৩ কার্য্য করিয়াছিল। সদাপ্রভু এক জন ভাববাদী
দ্বারা মিসর হইতে ইস্রায়েলকে আনিলেন;
আর এক জন ভাববাদী দ্বারা সে পালিত হইল।
১৪ ইফ্রয়িম [তাঁহাকে] অতিশয় বিরক্ত করিয়াছে;
অতএব তাহার রক্ত তাহারই উপরে থাকিবে,
আর তাহার প্রভু তাহার টিট্কারি তাহার প্রতি
ফিরাইয়া দিবেন।

ইস্রায়েলের পাপ ও পরাভব।

১৩ ইফ্রয়িম কথা কহিলে লোকের ত্রাস
জন্মিত, ইস্রায়েলে সে উন্নত হইয়াছিল,
কিন্তু বালের বিষয়ে দোষী হওয়াতে সে মরিল।
২ আর এখন তাহারা উত্তরোত্তর আরও পাপ করি-
তেছে, তাহারা আপন আপন নৈপুণ্যে রৌপ্য
দ্বারা আপনাদের নিমিত্ত ছাঁচে ঢালা প্রতিমা

Digitized by Google

নির্ম্মাণ করিয়াছে; সেই সকল বিগ্রহ শিল্পকর-
দের কর্ম্মমাত্র; তাহাদেরই বিষয়ে উহারা বলে,
মনুষ্যদের মধ্যে যাহারা যজ্ঞ করে, তাহারা গো-
৩ বৎসদিগকে চুম্বন করুক। এই নিমিত্ত তাহারা
প্রাতঃকালের মেঘ, প্রত্যূষে অন্তর্হিত শিশির,
ঘূর্ণবায়ু দ্বারা খামার হইতে চালিত তুষ ও
বাতায়ন হইতে নির্গত ধূমের ন্যায় হইবে।
৪ তথাপি আমিই মিসরদেশ অবধি তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু; আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বরকে
তুমি জানিবে না, এবং আমা ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর
৫ কেহ নাই। আমি প্রান্তরে ও মহাতৃষ্ণার দেশে
৬ তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম। চরাণী পাওয়াতে
তাহারা তৃপ্ত হইল, ও তৃপ্ত হইয়া গর্ব্বিতচিত্ত
হইল, এই নিমিত্ত তাহারা আমাকে ভুলিয়া
৭ গিয়াছে। এই জন্য আমি তাহাদের পক্ষে
সিংহের ন্যায় হইলাম; আমি পথের পার্শ্বে
৮ চিতাব্যাঘ্রের ন্যায় অপেক্ষায় থাকিব। আমি
হৃতবৎসা ভল্লূকীর ন্যায় তাহাদের সম্মুখীন
হইব, তাহাদের হৃৎপদ্ম বিদীর্ণ করিব, সিংহীর
ন্যায় সেই স্থানে তাহাদিগকে গ্রাস করিব;
৯ বনপশুগণ তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিবে। হে
ইস্রায়েল, এ তোমার সর্ব্বনাশ যে, তুমি আমার
১০ বিপক্ষ, নিজ সহায়ের বিপক্ষ। বল দেখি,
তোমার সকল নগরে তোমাকে ত্রাণ করিবার জন্য
তোমার রাজা কোথায়? তোমার বিচারকর্ত্তৃ-
গণই বা কোথায়? তুমি ত বলিতে, আমাকে
১১ রাজা ও অধ্যক্ষগণ দেও। আমি ক্রোধ করিয়া
তোমাকে রাজা দিয়াছি, আর কোপ করিয়া
১২ তাহাকে হরণ করিয়াছি। ইফ্রয়িমের অপরাধ
[বোচ্‌কাতে] বদ্ধ, তাহার পাপ সঞ্চিত আছে।
১৩ প্রসবকারিণীর ন্যায় যন্ত্রণা তাহাকে ধরিবে;
শিশুটি অজ্ঞান, উপযুক্ত সময়ে অপত্যদ্বারে
১৪ উপস্থিত হয় না। আমি পাতালের হস্ত হইতে
তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, আমি মৃত্যু হইতে
তাহাদিগকে মুক্ত করিব। হে মৃত্যো, তোমার
মহামারী কোথায়? হে পাতাল, তোমার সংহার
কোথায়? অনুশোচনা আমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত
১৫ থাকিবে। যদ্যপি ইফ্রয়িম ভ্রাতৃগণের মধ্যে ফল-
বান হয়, তথাপি এক পূর্ব্বীয় বায়ু আসিবে,
সদাপ্রভুর শ্বাস প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিবে;
তাহাতে তাহার উনুই শুষ্ক হইবে, ও তাহার
প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি তাহার
ভাণ্ডার হইতে যাবতীয় মনোরম্য পাত্র লুট
১৬ করিবে। শমরিয়া দণ্ডনীয়া, কারণ সে আপন
ঈশ্বরের বিপরীতাচারিণী হইয়াছে; তাহার
লোকেরা খড়্গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশু-
গণকে আছাড়িয়া খণ্ড খণ্ড করা যাইবে,
তাহাদের গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ
হইবে।

১৪ হে ইস্রায়েল, তুমি তোমার ঈশ্বর সদা-
প্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস; কেননা তুমি
২ নিজ অপরাধে উছোট খাইয়াছ। তোমরা বাক্য
সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস;
তাঁহাকে বল, অপরাধ সমুদয় হরণ কর; যাহা
উত্তম, তাহা গ্রহণ কর; তাহাতে আমরা আপন
আপন ওষ্ঠাধর বৃষরূপে দিয়া মঙ্গলার্থক বলিদান
৩ করিব। অশূর আমাদের পরিত্রাণ করিবে না,
আমরা অশ্বারোহণ করিব না, এবং আপনাদের
হস্তকৃত বস্তুকে আর কখন আমাদের ঈশ্বর বলিয়া
সম্বোধন করিব না; কেননা তোমারই নিকটে
পিতৃহীন করুণা পায়।
৪ আমি তাহাদের বিপথগমনের প্রতীকার করিব,
আমি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে প্রেম করিব; কেননা
আমার ক্রোধ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।
৫ আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায় হইব;
সে শোশন পুষ্পের ন্যায় ফুটিবে, লিবানোনের
৬ ন্যায় মূল বাঁধিবে। তাহার পল্লব সকল বিস্তা-
রিত হইবে, জিত বৃক্ষের ন্যায় তাহার শোভা
এবং লিবানোনের ন্যায় তাহার সৌরভ হইবে।
৭ যাহারা তাহার ছায়াতলে বাস করে, তাহারা
প্রত্যাগমন করিবে, শস্যবৎ সঞ্জীবিত হইবে,
দ্রাক্ষালতার ন্যায় ফুটিবে, লিবানোনীয় দ্রাক্ষা-
৮ রসের ন্যায় তাহার সুখ্যাতি হইবে। ইফ্রয়িম
[বলিবে], আমাতে ও প্রতিমাগণে আর কি
সম্পর্ক? আমি উত্তর দিলাম, আর আমি তাহার
প্রতি দৃষ্টি রাখিব; আমি সতেজ দেবদারুর
ন্যায়; আমাতেই তোমার ফল পাওয়া যায়।
৯ জ্ঞানবান কে? সে এই সকল বুঝিবে; বুদ্ধিমান
কে? সে এই সকল জ্ঞাত হইবে; কেননা সদা-
প্রভুর পথ সকল সরল; এবং ধার্ম্মিকগণ তাহা
দিয়া গমন করে, কিন্তু অধর্ম্মাচারিগণ তাহার
মধ্যে উছোট খায়।

Digitized by Google

যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক।

ঈশ্বরের প্রেরণীয় শাস্তিবিষয়ক ভাববাণী।

১ পথূয়েলের পুত্র যোয়েলের কাছে সদা-
প্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।
২ হে প্রাচীনগণ, এই কথা শুন; আর হে দেশ-
নিবাসী সকল, কর্ণপাত কর; তোমাদের সময়ে
এমন ঘটনা কি হইয়াছে? কিম্বা তোমাদের
৩ পিতৃপুরুষদের সময়ে কি হইয়াছে? তোমরা
আপন আপন সন্তানগণকে ইহার বৃত্তান্ত বল, এবং
তাহারা আপন আপন সন্তানগণকে বলুক, আবার
সেই সন্তানেরা ভাবী পুরুষপরম্পরাকে বলুক।
৪ শূককীটের উচ্ছিষ্ট পঙ্গপালে খাইয়াছে, পঙ্গ-
পালের উচ্ছিষ্ট পতঙ্গে খাইয়াছে, পতঙ্গের
৫ উচ্ছিষ্ট ঘুর্ঘুরিয়াতে খাইয়াছে। হে মত্তগণ, জা-
গিয়া উঠ ও রোদন কর; হে মদ্যপায়ী সকলে,
মিষ্ট দ্রাক্ষারসের জন্য হাহাকার কর; কেননা তাহা
৬ তোমাদের মুখ হইতে অপহৃত হইয়াছে। কারণ
আমার দেশের বিরুদ্ধে এক জাতি উঠিয়া আসি-
য়াছে, সে বলবান ও অসংখ্য; তাহার দন্তরাজি
সিংহ-দন্তের ন্যায়, তাহার কষের দন্ত সিংহীর
৭ কষের দন্তের ন্যায়। সে আমার দ্রাক্ষালতা ধ্বংস
করিয়াছে, আমার ডুমুরবৃক্ষ ত্বক্‌শূন্য করিয়াছে;
সে ছাল খুলিয়া তাহাকে ত্বগ্‌বিহীন করিয়া
ফেলিয়া দিয়াছে; তাহার শাখা সকল শুক্ল
৮ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি যৌবনকালীন কান্তের
শোকে চটপরিহিতা কন্যার ন্যায় বিলাপ কর।
৯ সদাপ্রভুর গৃহ হইতে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য অপ-
হৃত, সদাপ্রভুর পরিচারক যাজকগণ শোকান্বিত
১০ হইয়াছে। ক্ষেত্র বিনষ্ট, ভূমি শোকান্বিত,
কেননা শস্য বিনষ্ট হইয়াছে, নূতন দ্রাক্ষারস
১১ শুষ্ক এবং তৈল লুপ্ত হইয়াছে। হে কৃষকগণ,
লজ্জিত হও, হে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পালকগণ, হাহা-
কার কর, গোধূম ও যবের বিষয়ে [হাহাকার
কর]; কেননা ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইয়াছে।
১২ দ্রাক্ষালতা শুষ্ক ও ডুমুরবৃক্ষ ম্লান হইয়াছে,
দাড়িম, খর্জ্জূর ও নাগরঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রের যাব-
তীয় বৃক্ষ শুষ্ক হইয়াছে, বস্তুতঃ মনুষ্য-সন্তানদের
১৩ মধ্যে আমোদ শুকাইয়া গিয়াছে। হে যাজকগণ,
তোমরা বস্ত্রকটি হইয়া বিলাপ কর; হে যজ্ঞ-
বেদির পরিচারকগণ, হাহাকার কর; হে আমার
ঈশ্বরের পরিচারকগণ, আইস, চট পরিয়া সমস্ত
রাত্রি যাপন কর; কেননা তোমাদের ঈশ্বরের
গৃহে ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্যের অভাব
১৪ হইয়াছে। তোমরা পবিত্র উপবাস নিরূপণ কর,
পর্ব্বদিন ঘোষণা কর, আপনাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর গৃহে প্রাচীনবর্গ প্রভৃতি দেশনিবাসী
সকল লোককে একত্র করিয়া সদাপ্রভুর কাছে
১৫ ক্রন্দন কর। হায়, হায়, এ কেমন দিন! কারণ
সদাপ্রভুর দিন আসন্ন; সর্ব্বশক্তিমানের নিকট
১৬ হইতে যেন প্রলয় উপস্থিত হইতেছে। আমাদের
দৃষ্টি হইতে খাদ্য ও আমাদের ঈশ্বরের গৃহ
হইতে আনন্দ ও উল্লাস কি উচ্ছিন্ন হয় নাই?
১৭ বীজ সকল আপন আপন ঢেলার নীচে পচিয়া
যাইতেছে; গোলা সকল ধ্বংসিত, শস্যাগার
সকল উৎপাটিত; কারণ শস্য ম্লান হইয়াছে।
১৮ পশুগণ কেমন কোঁকাইতেছে! বৃষপাল ব্যাকুল
হইতেছে! কেননা তাহাদের চরাণিস্থান নাই;
১৯ মেষপালও দণ্ডভোগ করিতেছে। হে সদাপ্রভো,
আমি তোমাকেই ডাকিতেছি, কেননা অগ্নি প্রান্ত-
রের চরাণী সকল গ্রাস করিয়াছে, তাহার শিখা
২০ ক্ষেত্রের যাবতীয় বৃক্ষ দগ্ধ করিয়াছে। মাঠের
পশুগণও তোমার কাছে ক্রন্দন করে; কেননা
জলপ্রণালী সকল শুষ্ক হইয়াছে, ও অগ্নি প্রান্ত-
রস্থ চরাণী সকল গ্রাস করিয়াছে।

২ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, আমার
পবিত্র পর্ব্বতে সিংহনাদ কর, দেশনিবাসি-
মাত্র উদ্বিগ্ন হউক; কেননা সদাপ্রভুর দিন আসি-
২ তেছে, হাঁ, সে দিন আসন্ন। সে তিমির ও অন্ধ-
কারময় দিন, মেঘাবৃত ও ঘোর অন্ধকারময় দিন।
পর্ব্বতগণের উপরে অরুণের ন্যায় তাহা ব্যাপ্ত
হইতেছে। বলবতী এক মহাজাতি; তাহার
তুল্য জাতি যুগের আরম্ভাবধি হয় নাই, এবং
তাহার পরে পুরুষানুক্রমের বৎসরপর্য্যায়েও
৩ হইবে না। তাহার অগ্রে অগ্নি গ্রাস করে, পশ্চাৎ
বহ্নিশিখা জ্বলে; তাহার অগ্রে দেশ যেন এদ-
নের উদ্যান, কিন্তু পশ্চাৎ ধ্বংসিত প্রান্তর;
৪ তাহা হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত কিছুই নাই। উহাদের
আকার অশ্বগণের আকৃতির ন্যায়, এবং তাহারা
৫ অশ্বারোহীদের ন্যায় ধাবমান হয়। তাহাদের
লম্ফের শব্দ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে রথসমূহের
শব্দের ন্যায়, চাল দগ্ধকারী অগ্নিশিখার শব্দের
ন্যায়; তাহারা যুদ্ধার্থে শ্রেণীবদ্ধ বলবত্তী জাতির
৬ তুল্য। তাহার সম্মুখে জাতিগণ যন্ত্রণাগ্রস্ত, সক-
৭ লেরই মুখ কালিমাযুক্ত হয়। তাহারা বীরগণের

Digitized by Google

ন্যায় দৌড়ে, যোদ্ধাদের ন্যায় প্রাচীরে উঠে,
প্রত্যেক জন আপন আপন পথে অগ্রসর হয় ;
৮ আপনাদের মার্গ জটিল করে না। তাহারা এক
জন অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না ; সকলেই
আপন আপন মার্গে অগ্রসর হয়, এবং শূলাগ্রের
৯ উপরে পড়িলেও ভগ্নপংক্তি হয় না। তাহারা
নগরের উপর লম্ফ দেয়, প্রাচীরের উপরে দৌড়ে,
গৃহমধ্যে উঠে, চোরের ন্যায় গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ
১০ করে। তাহাদের সম্মুখে পৃথিবী কম্পান্বিত হয়,
গগনমণ্ডল কম্পিত হয়, চন্দ্র ও সূর্য্য অন্ধকারময়
হয়, নক্ষত্রগণ আপন আপন তেজ পরিহার করে।
১১ সদাপ্রভু নিজ সৈন্যসামন্তের অগ্রে আপন রব
শুনাইতেছেন ; কেননা তাঁহার শিবির অতি
মহৎ ; কেননা তাঁহার বাক্যসাধক বলবান ;
কেননা সদাপ্রভুর দিন মহৎ ও অতি ভয়ানক ;
১২ আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে ? কিন্তু সদা-
প্রভু বলেন, এখনও তোমরা উপবাস, রোদন ও
বিলাপ সহকারে সর্ব্বান্তঃকরণে আমার কাছে
১৩ ফিরিয়া আইস। আর আপন আপন বস্ত্র না
চিরিয়া অন্তঃকরণ চির, আপনাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস ; কেননা তিনি
কৃপাবান ও স্নেহময়, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান,
১৪ এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী। কে
জানে যে, তিনি ফিরিয়া অনুশোচনা করিবেন
না, আপনার পশ্চাতে আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ তোমা-
দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও
পেয় নৈবেদ্য রাখিয়া যাইবেন না ?
১৫ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, পবিত্র উপবাস
১৬ নিরূপণ কর, পর্ব্বদিন ঘোষণা কর ; প্রজা লোক-
দিগকে একত্র কর, পবিত্র সমাজ নিরূপণ কর,
প্রাচীনগণকে আহ্বান কর, বালকবালিকাদিগকে
ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে একত্র কর ; বর আপন
বাসরগৃহ হইতে, কন্যা আপন অন্তঃপুর হইতে
১৭ নির্গত হউক। বারাণ্ডার ও বেদির মধ্যস্থানে
সদাপ্রভুর পরিচারক যাজকগণ রোদন করুক,
তাহারা বলুক, হে সদাপ্রভো, তুমি আপন প্রজা-
গণের প্রতি মমতা কর, আপন অধিকারকে টিট্-
কারির বিষয় করিও না ; তাহাদের বিষয়ে পর-
জাতিগণকে গল্প করিতে দিও না ; "উহাদের
ঈশ্বর কোথায় ?" এই কথা জাতিদের মধ্যে কেন
প্রচলিত হইবে ?

ঈশ্বরের দয়া, তাঁহার সেবকদের মঙ্গল,
এবং শত্রুদের বিনাশ।

১৮ অনন্তর সদাপ্রভু আপন দেশের জন্য উদ্যোগী
ও আপন প্রজাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইলেন।
১৯ ফলতঃ সদাপ্রভু উত্তর দিয়া আপন প্রজাদিগকে
কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিকটে শস্য,
দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রেরণ করিব, তোমরা তাহাতে
তৃপ্ত হইবে ; এবং আমি জাতিগণের মধ্যে তোমা-
২০ দিগকে আর টিট্কারির পাত্র করিব না। আর
আমি তোমাদের নিকট হইতে উত্তর দেশীয়
[সৈন্য] দূর করিব, এবং পূর্ব্ব সমুদ্রের দিকে
তাহার অগ্রভাগ, ও পশ্চিম সমুদ্রের দিকে তাহার
পশ্চাদ্ভাগ ফেলিয়া তাহাকে শুষ্ক ও ধ্বংসিত
দেশে তাড়াইয়া দিব ; তাহাতে তাহার দুর্গন্ধ
উঠিবে ও পূতি নির্গত হইবে, কারণ সে মহৎ কর্ম্ম
২১ করিয়াছে। হে দেশ, ভয় করিও না, উল্লাসিত
হও, আনন্দ কর, কেননা সদাপ্রভু মহৎ কর্ম্ম করি-
২২ য়াছেন। হে ক্ষেত্রের পশুগণ, ভয় করিও না ;
কেননা প্রান্তরস্থ চরাণিস্থান তৃণভূষিত হইতেছে,
বৃক্ষ ফলবান হইতেছে, ডুমুরবৃক্ষ ও দ্রাক্ষালতা
২৩ আপন আপন তেজ সফল করিতেছে। আর হে
সিয়োন-সন্তানগণ, তোমরা উল্লাসিত হও, আপন
ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, কেননা তিনি
তোমাদিগকে যথাপরিমাণে অগ্রিম বৃষ্টি দিলেন,
এবং প্রথমতঃ তোমাদের নিমিত্ত অগ্রিম ও উত্তর
২৪ বর্ষার জল বর্ষাইলেন। এইরূপে তোমাদের
খামার সকল শস্যে পরিপূর্ণ হইবে, দ্রাক্ষারস ও
২৫ তৈলে তোমাদের কুণ্ড উথলিয়া উঠিবে। আর
তোমাদের কাছে প্রেরিত আমার মহাসৈন্য
অর্থাৎ পঙ্গপাল, পতঙ্গ, ঘুর্ঘুরিয়া ও শূককীট যে
যে বৎসরের শস্যাদি খাইয়াছে, আমি তাহা
২৬ পরিশোধ করিয়া তোমাদিগকে দিব। তোমরা
ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং তোমাদের
ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করিবে,
যিনি তোমাদের প্রতি আশ্চর্য্য ব্যবহার করিয়া-
ছেন ; আর আমার প্রজাগণ কদাচ লজ্জিত
২৭ হইবে না। তাহাতে তোমরা জানিবে, আমি
ইস্রায়েলের মধ্যবর্ত্তী, এবং আমি তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু, অন্য কেহ নাই, এবং আমার
প্রজারা কদাচ লজ্জিত হইবে না।
২৮ আর তৎপরে আমি সমুদয় প্রাণীর উপরে
আপন আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের
পুত্রকন্যাগণ ভাবোক্তি প্রচার করিবে, তোমাদের
প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা
২৯ দর্শন পাইবে ; আর তৎকালে আমি দাসদাসী-
দিগেরও উপরে আপন আত্মা সেচন করিব।
৩০ আর আকাশে ও পৃথিবীতে অদ্ভুত লক্ষণ—রক্ত,
৩১ অগ্নি ও ধূমস্তম্ভ—দেখাইব। সদাপ্রভুর ঐ মহৎ
ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকার
৩২ ও চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে। আর যে কেহ সদা-
প্রভুর নামে আহ্বান করিবে, সেই পরিত্রাণ
পাইবে ; কেননা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে
সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে পরিত্রাণপ্রাপ্ত

Digitized by Google

দল, এবং রক্ষিত সকলের মধ্যে এমন লোক
থাকিবে, যাহাদিগকে সদাপ্রভু আহ্বান
করিবেন ।

৩ কারণ দেখ, সেই দিনে ও সেই সময়ে
যখন আমি যিহূদা ও যিরূশালেমকে বন্দিত্ব
২ হইতে ফিরাইয়া আনিব, তখন যাবতীয় জাতিকে
সংগ্রহ করিয়া যিহোশাফট [সদাপ্রভুর বিচার]
তলভূমিতে নামাইব, এবং আমার প্রজাগণ ও
অধিকার ইস্রায়েলের বিষয়ে তাহাদের সহিত
বিচার করিব, কেননা তাহারা তাহাদিগকে জাতি-
গণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, ও আমার দেশ
৩ বিভাগ করিয়া লইয়াছে । আর তাহারা আমার
প্রজাদের জন্য গুলিবাঁট করিয়াছে, এবং বালক
দিয়া বেশ্যা ভোগ করিয়াছে, বালিকা দিয়া
৪ দ্রাক্ষারস ক্রয় করিয়া পান করিয়াছে । অধিকন্তু
হে সোর, হে সীদোন, হে পলেষ্টীয়দের অঞ্চল
সকল, আমার কাছে তোমরা কি ? তোমরা কি
প্রতিফল বলিয়া আমার অপকার করিবে ?
আমার অপকার করিলে আমি অবিলম্বে ও অতি
শীঘ্র সেই অপকারের ফল তোমাদের মস্তকে
৫ বর্ত্তাইব । কেননা তোমরা আমার রৌপ্য ও সুবর্ণ
হরণ করিয়াছ, এবং আমার উৎকৃষ্ট রত্ন সকল
৬ আপন আপন মন্দিরে লইয়া গিয়াছ ; আর
যিহূদা-সন্তানগণকে ও যিরূশালেম-সন্তানগণকে
তাহাদের সীমা হইতে দূর করণার্থে যবন-সন্তান-
৭ দের কাছে বিক্রয় করিয়াছ । দেখ, তোমরা যে
স্থানে [পাঠাইবার জন্য] তাহাদিগকে বিক্রয়
করিয়াছ, তথা হইতে আমি তাহাদিগকে জাগা-
ইয়া উদ্ধার করিব, এবং তোমাদের অপকারের
৮ ফল তোমাদেরই মস্তকে বর্ত্তাইব । আর তোমা-
দের পুত্রকন্যাগণকেও যিহূদার সন্তানদের হস্তে
বিক্রয় করিব, তাহারা তাহাদিগকে দূরস্থ শিবা-
য়ীয় জাতির কাছে বিক্রয় করিবে, কেননা ইহা
সদাপ্রভু বলিয়াছেন ।
৯ তোমরা জাতিগণের মধ্যে এই কথা প্রচার
কর, যুদ্ধ নিরূপণ কর, বীরগণকে জাগ্রত কর,
যোদ্ধা সকল নিকটে আসিয়া উপস্থিত হউক ।
১০ তোমরা আপন আপন লাঙ্গলের ফাল ভাঙ্গিয়া
খড়্গ গঠন কর, আপন আপন কাস্ত্যা ভাঙ্গিয়া
বড়শা [নির্ম্মাণ কর] ; দুর্ব্বল বলুক, আমি বীর ।
১১ হে চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণ, তোমরা সকলে ত্বরা কর,
আইস, একত্র হও ; হে সদাপ্রভো, তুমিও সে
১২ স্থানে আপন বীরগণকে নামাইয়া দেও । জাতি-
গণ জাগিয়া উঠুক, যিহোশাফট তলভূমিতে
আইসুক, কেননা সে স্থানে আমি চতুর্দ্দিকস্থ
১৩ সমস্ত জাতির বিচার করিতে বসিব । তোমরা
কাস্ত্যা লাগাও, কেননা শস্য পাকিয়াছে ; আইস,
দ্রাক্ষাফল দলন কর, কেননা কুণ্ড পূর্ণ হইয়াছে,
রসের আধার সকল উথলিয়া উঠিতেছে ; কেননা
১৪ তাহাদের দৌর্জ্জন্য অতি বড় । দণ্ডাজ্ঞার তল-
ভূমিতে সমারোহ, সমারোহ ! কেননা দণ্ডাজ্ঞার
১৫ তলভূমিতে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট । সূর্য্য ও
চন্দ্র অন্ধকার হইতেছে, নক্ষত্রগণ আপন আপন
১৬ তেজ হরণ করিতেছে । সদাপ্রভু সিয়োন হইতে
গর্জ্জন করিবেন, যিরূশালেম হইতে আপন রব
শুনাইবেন ; এবং গগনমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত
হইবে ; কিন্তু সদাপ্রভু আপন প্রজাদের আশ্রয়
ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের দুর্গস্বরূপ হইবেন ।
১৭ তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি তোমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি আমার পবিত্র সিয়োন
পর্ব্বতে বাস করি ; তখন যিরূশালেম পবিত্র
হইবে ; বিদেশীরা আর তাহার মধ্য দিয়া যাতা-
য়াত করিবে না ।
১৮ সেই দিন পর্ব্বতগণ হইতে মিষ্ট দ্রাক্ষারস
ক্ষরিবে, উপপর্ব্বতগণ হইতে দুগ্ধস্রোত বহিবে,
এবং যিহূদার যাবতীয় প্রণালীতে জল বহিবে ;
আর সদাপ্রভুর গৃহ হইতে এক প্রস্রবণ নির্গত
হইবে, তাহা শিটীমের স্রোতোমার্গকে জলাভি-
১৯ ষিক্ত করিবে । যিহূদা-সন্তানদের প্রতি কৃত
উপদ্রব হেতু মিসর ধ্বংসস্থান হইবে, ইদোম
ধ্বংসিত প্রান্তর হইবে, কেননা তাহারা আপন
আপন দেশে নির্দ্দোষের রক্তপাত করিয়াছে ।
২০ কিন্তু যিহূদা চিরকাল ও যিরূশালেম পুরুষানুক্রমে
২১ বসতিবিশিষ্ট থাকিবে । আর আমি তাহাদের যে
রক্ত পরিষ্কার করি নাই, তাহা পরিষ্কার করিব ;
কারণ সদাপ্রভু সিয়োনে বাস করেন ।

Digitized by Google

আমোষ ভাববাদীর পুস্তক।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপরে ঐশিক শাসন।

১ তকোয়স্থ গোপালকদের মধ্যবর্ত্তী আমো-
ষের বাক্য; তিনি যিহূদা-রাজ উষিয়ের
অধিকার কালে এবং যোয়াশের পুত্র ইস্রায়েল-
রাজ যারবিয়ামের অধিকার কালে, ভূমিকম্পের
দুই বৎসর পূর্ব্বে, ইস্রায়েলের সম্বন্ধে এই সকল
দর্শন পান।
২ তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সিয়োন হইতে গর্জ্জন
করিবেন, যিরূশালেম হইতে আপন রব শুনাই-
বেন; তাহাতে মেষপালকদের চরাণিস্থান সকল
শোকান্বিত হইবে, কর্ম্মিলের শিখর শুষ্ক হইয়া
যাইবে।
৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দম্মেশকের তিন ও
চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ
করিব না; কেননা তাহারা লৌহময় শস্যমর্দ্দন-
৪ যন্ত্রে গিলিয়দকে মর্দ্দন করিয়াছে। অতএব
আমি হসায়েল-কুলে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা
বিন্‌হদদের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।
৫ আর আমি দম্মেশকের অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিব,
আবনের সমস্থলী হইতে নিবাসীকে, ও বৈৎ-
এদন হইতে রাজদণ্ডধারীকে উচ্ছিন্ন করিব; এবং
অরামের লোকেরা নির্ব্বাসিত হইয়া কীরে
যাইবে; ইহা সদাপ্রভু কহেন।
৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঘসার তিন ও চারি
অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব
না; কেননা তাহারা ইদোমের কাছে সমর্পণ
করিবার জন্য সমস্ত লোককে বন্দি করিয়া লইয়া
৭ গিয়াছিল। অতএব আমি ঘসার প্রাচীরে অগ্নি
নিক্ষেপ করিব, তাহা তাহার অট্টালিকা সকল
৮ গ্রাস করিবে। আর আমি অস্‌দোদ হইতে
নিবাসীকে ও অস্কিলোন হইতে রাজদণ্ড-ধারীকে
উচ্ছিন্ন করিব; ইক্রোণের বিপক্ষে আপন হস্ত
বিস্তার করিব, পলেষ্টীয়দের শেষাংশও বিনষ্ট
হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।
৯ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সোরের তিন ও চারি
অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব
না; কেননা তাহারা সমস্ত লোককে ইদোমের হস্তে
সমর্পণ করিয়াছিল, ভ্রাতৃনিয়ম স্মরণ করিল না।
১০ অতএব আমি সোরের প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ
করিব, তাহা তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস
করিবে।
১১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইদোমের তিন ও
চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ
করিব না; কেননা সে খড়্গহস্ত হইয়া আপন
ভ্রাতাকে তাড়না করিয়াছিল, করুণার পথ রুদ্ধ
করিয়াছিল; তাহার ক্রোধ নিত্য বিদারক,
১২ তাহার কোপ নিরন্তর প্রস্তুত থাকিত। অতএব
আমি তৈমনের উপরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব,
তাহা বস্রার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।
১৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অম্মোন-সন্তানদের
তিন ও চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহাদের দণ্ড
নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা আপনাদের
সীমা বৃদ্ধি করণার্থে গিলিয়দস্থ গর্ভবতীদের
১৪ উদর বিদীর্ণ করিয়াছিল। অতএব আমি রব্বার
প্রাচীরে অগ্নি জ্বালাইব; তাহা যুদ্ধের দিনে
সিংহনাদ ও ঘূর্ণবায়ুর দিনে প্রচণ্ড ঝটিকা সহ-
কারে তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।
১৫ আর তাহাদের রাজা ও তাহার অমাত্যগণ এক
সঙ্গে নির্ব্বাসনার্থে যাত্রা করিবে; ইহা সদাপ্রভু
কহেন।

২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মোয়াবের তিন
ও চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড
নিবারণ করিব না; কেননা সে ইদোমের রাজার
অস্থি দগ্ধ করিয়া চূণে পরিণত করিয়াছিল।
২ অতএব আমি মোয়াবের উপরে অগ্নি নিক্ষেপ
করিব, তাহা করিয়োতের অট্টালিকা সকল গ্রাস
করিবে, এবং কোলাহল, সিংহনাদ ও তূরীধ্বনি
সহকারে মোয়াবের লোকেরা প্রাণত্যাগ করিবে।
৩ আর আমি তাহার মধ্য হইতে বিচারকর্ত্তাকে
উচ্ছিন্ন করিব, এবং তাহার সহিত তাহার সকল
অধ্যক্ষকেও সংহার করিব; ইহা সদাপ্রভু কহেন।
৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যিহূদার তিন ও
চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ
করিব না; কেননা তাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা
অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাঁহার বিধি সকল পালন করে
নাই, কিন্তু তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যে মিথ্যা
বস্তুর অনুগামী হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আপনারাও
৫ ভ্রান্ত হইয়াছে। অতএব আমি যিহূদার উপরে
অগ্নি নিক্ষেপ করিব; তাহা যিরূশালেমের
অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

Digitized by Google

৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের তিন
ও চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ
করিব না ; কেননা তাহারা রৌপ্য লইয়া ধার্ম্মি-
কদে, ও এক যোড়া পাদুকার জন্য দরিদ্রকে বিক্রয়
৭ করিয়াছে। তাহারা দীনহীনদের মস্তকে ভূমির
ধূলির আকাঙ্ক্ষা করে, ও নম্র লোকদের পথ বক্র
করে ; এবং আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করণার্থে
৮ পিতা ও পুত্র এক যুবতীতে গমন করে। আর
তাহারা যাবতীয় বেদির কাছে বন্ধক বস্ত্রের
উপরে শয়ন করে, ও দণ্ডিত লোকদের দ্রাক্ষারস
৯ আপনাদের ঈশ্বরের গৃহে পান করে। আমিই ত
এরসবৃক্ষবৎ দীর্ঘকায় ও অলোন্ বৃক্ষবৎ বলিষ্ঠ
ইমোরীয়কে তাহাদের সম্মুখে উচ্ছিন্ন করিয়া-
ছিলাম, এবং ঊর্দ্ধে তাহার ফল, ও নীচে তাহার
১০ মূল উচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম। আর ইমোরীয়ের
দেশ অধিকারার্থ দিবার জন্য আমিই তোমা-
দিগকে মিসরদেশ হইতে আনিয়াছিলাম, ও
চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে গমন করাইয়া-
১১ ছিলাম। আর আমি তোমাদের পুত্রগণের মধ্যে
কাহাকে কাহাকে ভাববাদী করিয়া, ও তোমাদের
যুবকগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে নাসরীয়
করিয়া উৎপন্ন করিতাম। সদাপ্রভু কহেন,
হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, ইহা কি সত্য নহে ?
১২ কিন্তু তোমরা সেই নাসরীয়দিগকে দ্রাক্ষারস পান
করাইতে, এবং সেই ভাববাদীদিগকে ভাবোক্তি
১৩ প্রচার করিতে নিষেধ করিতে। দেখ, শস্যের
আটিতে পরিপূর্ণ শকট যেমন [যাস] চেপ্টায়,
তেমনি আমি তোমাদিগকে তোমাদের স্থানে
১৪ চেপ্টাইব। তৎকালে দ্রুতগামীর পলায়নের
উপায় নষ্ট হইবে, বলবান আপন বল দৃঢ়
করিবে না, ও বীর নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না ;
১৫ আর ধনুর্দ্ধর দণ্ডায়মান থাকিবে না, ও দ্রুতপদ
রক্ষা পাইবে না, এবং অশ্বারোহীও নিজ প্রাণ
১৬ রক্ষা করিবে না। আর বীরগণের মধ্যে যে জন
সাহসিকচিত্ত, সেও সেই দিন উলঙ্গ হইয়া
পলায়ন করিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

ইস্রায়েলের প্রতি অনুযোগ।

৩ হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা এই বাক্য
১ শুন, যাহা তোমাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু
বলিয়াছেন,—আমি মিসরদেশ হইতে যাহাকে
বাহির করিয়া আনিয়াছি, সেই সমস্ত গোষ্ঠীর
২ বিরুদ্ধে [বলিয়াছি],—আমি পৃথিবীস্থ যাব-
তীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তোমাদেরই পরিচয় লইয়াছি,
এই জন্য তোমাদের যাবতীয় অপরাধ ধরিয়া
৩ তোমাদিগকে প্রতিফল দিব। একপরামর্শ না
৪ হইলে দুই ব্যক্তি কি একত্র গমন করে ? মৃগ না
পাইলে বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জ্জন করে ?
কোন পশু না ধরিলে গহ্বরে যুবকেশরী কি
৫ হুঙ্কার করে ? ফাঁদ না পাতিলে পক্ষী কি ফাঁদে
বদ্ধ হইয়া ভূমিতে পড়ে ? কিছু ধরা না পড়িলে
৬ ভূমি হইতে কি ফাঁদ উঠে ? নগরমধ্যে তূরী
বাজিলে লোকেরা কি কাঁপে না ? সদাপ্রভু না
৭ ঘটাইলে নগরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে ? বস্তুতঃ
প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদিগণের
নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া
৮ কিছুই করেন না। সিংহ গর্জ্জন করিল, কে না
ভয় করিবে ? প্রভু সদাপ্রভু কথা কহিলেন, কে
না ভাবোক্তি প্রচার করিবে ?
৯ তোমরা অস্দোদস্থ অট্টালিকা সকলের উপর
দিয়া ও মিসরদেশস্থ অট্টালিকা সকলের উপর
দিয়া ঘোষণা কর, আর বল, তোমরা শমরিয়ার
পর্ব্বতগণের উপরে একত্র হও ; আর দেখ, তাহার
মধ্যে কত মহাকোলাহল ! তাহার মধ্যে কত
১০ উপদ্রব ! সদাপ্রভু কহেন, উহারা ন্যায়াচরণ
করিতে জানে না, আপন আপন অট্টালিকায়
১১ দৌরাত্ম্য ও ধনাপহার সঞ্চয় করে। অতএব প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এক জন বিপক্ষ ! সে
দেশ বেষ্টন করিবে, সে তোমা হইতে তোমার
শক্তি ফেলিয়া দিবে, এবং তোমার অট্টালিকা
১২ সকল লুটিত হইবে। সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
সিংহের মুখ হইতে যেমন মেষপালক দুই খানা
পা কিম্বা একটী কর্ণমূল উদ্ধৃত করে, শমরিয়ায়
শয্যার কোণে কিম্বা খট্টার শিল্পিত চাদরে
সুখাসীন ইস্রায়েল-সন্তানেরা তেমনি উদ্ধৃত
১৩ হইবে। তোমরা শ্রবণ কর, যাকোবের কুলের
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেও, ইহা বাহিনীগণের ঈশ্বর
১৪ প্রভু সদাপ্রভু কহেন। কেননা আমি যে দিন
ইস্রায়েলকে তাহার অধর্ম্ম সকলের প্রতিফল দিব,
সেই দিন বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদি সকলেরও প্রতিফল
দিব, তাহাতে বেদির চূড়া সকল ভগ্ন হইয়া
১৫ ভূমিতে পড়িবে। আমি শীতকালের গৃহকে ও
গ্রীষ্মকালের গৃহকে আঘাত করিব ; হস্তিদন্তের
গৃহ সকল নষ্ট, এবং অনেক গৃহ লুপ্ত হইবে,
ইহা সদাপ্রভু বলেন।

৪ হে শমরিয়ার গিরিবিহারিণী বাশনের
১ গাভী সকল, এই বাক্য শুন ; তোমরা দীন-
হীনদের প্রতি উপদ্রব করিতেছ, দরিদ্রগণকে
চূর্ণ করিতেছ, এবং আপনাদের কর্ত্তাকে বলি-
২ তেছ, আন, আমরা পান করি। প্রভু সদাপ্রভু
আপন পবিত্রতার শপথ করিয়া কহেন, দেখ,
তোমাদের উপরে এমন সময় আসিতেছে, যে
সময়ে লোকে তোমাদিগকে আঁকড়া দ্বারা ও
তোমাদের শেষাংশকে ধীবরের বড়শী দ্বারা
৩ টানিয়া লইয়া যাইবে। আর তোমরা প্রত্যেকে

Digitized by Google

আপন আপন সম্মুখস্থ ভগ্ন স্থান দিয়া বাহির
হইবে, এবং হর্ম্মোণে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা
সদাপ্রভু বলেন।
৪ তোমরা বৈথেলে গিয়া অধর্ম্ম কর, গিল্গলে
গিয়া অধর্ম্মের বৃদ্ধি কর, এবং প্রতিপ্রভাতে
আপন আপন বলি, ও তিন তিন দিবসান্তে
৫ আপন আপন দশমাংশ উৎসর্গ কর। আর
স্তবার্থে তাড়ীযুক্ত দ্রব্য দগ্ধ কর, এবং স্বেচ্ছাদত্ত
উপহারের বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর; কেননা
হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা এই প্রকার করি-
৬ তেই ভাল বাস, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর
আমিও তোমাদের যাবতীয় নগরে দন্তাবলির
নির্ম্মলতা ও তোমাদের যাবতীয় বাসস্থানে অন্না-
ভাব তোমাদিগকে দিলাম; তথাপি তোমরা
আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে না, ইহা সদা-
৭ প্রভু বলেন। আর শস্য পাকিবার তিন মাস
পূর্ব্বে আমিও তোমাদের হইতে বৃষ্টি নিবারণ
করিলাম; এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনা-
বৃষ্টি করিলাম; এক ক্ষেত্র জলসিক্ত হইল, অন্য
৮ ক্ষেত্র জলাভাবে শুষ্ক হইয়া গেল। তাই জল
পানার্থে দুই তিন নগরের লোক টলিতে টলিতে
অন্য এক নগরে যাইত, কিন্তু তৃপ্ত হইত না;
তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে
৯ না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি শস্যের শোষ
ও ম্লানি দ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিলাম;
শূককীট তোমাদের বহুসংখ্যক উদ্যান, দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র, ডুমুরবৃক্ষ ও জিতবৃক্ষ খাইয়া ফেলিল;
তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে
১০ না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি তোমাদের
মধ্যে মিসরদেশের মহামারীর ন্যায় মহামারী
পাঠাইলাম; খড়্গ দ্বারা তোমাদের যুবকগণকে
বধ করাইলাম, ও তোমাদের অশ্বগণকে লইয়া
গেলাম; আর তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমা-
দের নাসিকাতে প্রবেশ করাইলাম; তথাপি
তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে না, ইহা
১১ সদাপ্রভু বলেন। আমি তোমাদের কতক [স্থান]
ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপাটিত সদোমের ও ঘমোরার
ন্যায় উৎপাটন করিলাম, তাহাতে তোমরা দাহ
হইতে উদ্ধৃত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় হইলে;
তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে
১২ না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। হে ইস্রায়েল, এই
জন্য আমি তোমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিব;
আর তোমার প্রতি আমি এমন ব্যবহার করিব,
তজ্জন্য, হে ইস্রায়েল, তুমি আপন ঈশ্বরের
১৩ সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হও। কেননা দেখ,
তিনি পর্ব্বতগণের নির্ম্মাতা, বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও
মানুষের কাছে তাঁহার চিন্তার প্রকাশক; তিনি
অরুণকে অন্ধকার করেন, ও পৃথিবীর উচ্চস্থলী
সকলের উপর দিয়া গমনাগমন করেন; বাহিনী-
গণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এই তাঁহার নাম।

৫ হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের বিষয়ে
এই যে বিলাপ-বাক্য প্রণয়ন করি, তাহা
২ শুন। ইস্রায়েল-কুমারী পতিতা হইয়াছে, সে
আর উঠিবে না; সে আপন ভূমিতে আছাড়
খাইয়াছে; তাহাকে উঠাইবার কেহ নাই।
৩ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে নগরের
লোকেরা সহস্র হইয়া বহির্গত হয়, ইস্রায়েল-
কুলের জন্য তাহার এক শত অবশিষ্ট থাকিবে;
আর যেখানকার লোকেরা এক শত হইয়া বহি-
র্গত হয়, তাহার দশ জন অবশিষ্ট থাকিবে।
৪ কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েল-কুলকে এই কথা কহেন,
তোমরা আমার অন্বেষণ কর, তাহাতে বাঁচিবে।
৫ কিন্তু বৈথেলের অন্বেষণ করিও না, গিল্গলে
প্রবেশ করিও না, ও বের্‌শেবাতে যাইও না;
কেননা গিল্গল অবশ্য নির্ব্বাসিত হইবে, বৈথেল
৬ অসার হইয়া পড়িবে। সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর,
তাহাতে বাঁচিবে; নতুবা তিনি যোষেফের কুলে
অগ্নিবৎ লাগিবেন, আর সেই অগ্নি গ্রাস করিবে,
বৈথেলে নির্ব্বাণ করিবার কেহই থাকিবে না।
৭ তোমরা বিচারকে নাগদানায় পরিণত করিতেছ,
৮ ও ধার্ম্মিকতাকে ভূমিসাৎ করিতেছ। [তাঁহার
অন্বেষণ কর,] যিনি কৃত্তিকা ও মৃগশীর্ষ নির্ম্মাণ
করিয়াছেন, যিনি মৃত্যুচ্ছায়াকে প্রভাতে পরি-
ণত করেন, যিনি দিনকে রাত্রির ন্যায় অন্ধকার-
ময় করেন, যিনি সমুদ্রের জলসমূহকে আহ্বান
করিয়া স্থলের উপর দিয়া বহান; তাঁহার নাম
৯ সদাপ্রভু। তিনি বলবানের প্রতি হঠাৎ সর্ব্বনাশ
উপস্থিত করেন, তাহাতে সর্ব্বনাশ দুর্গকে আক্রম
১০ করে। যে নগরদ্বারে অনুযোগ করে, তাহার
প্রতি দ্বেষ করা হয়, যথার্থবাদী লোক ঘৃণিত
১১ হয়। তোমরা দীনহীনকে পদতলে দলিতেছ,
ও তাহা হইতে গোমরূপ দর্শনী গ্রহণ করিতেছ;
এই জন্য, তোমরা পাষাণের গৃহ নির্ম্মাণ করি-
য়াছ বটে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে
না; তোমরা রম্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিয়াছ
বটে, কিন্তু তদুৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করিতে
১২ পাইবে না। কেননা আমি জানি, তোমাদের
অধর্ম্ম বহুবিধ, তোমাদের পাপ কঠোর;
তোমরা ধার্ম্মিককে ক্লেশ দিতেছ, উৎকোচ গ্রহণ
করিতেছ, এবং নগরদ্বারে দরিদ্রদের প্রতি অন্যায়
১৩ করিতেছ। এই জন্য এমন সময়ে বুদ্ধিমান
১৪ লোক চুপ করে, কেননা এ দুঃসময়। তোমরা
যাহা মন্দ তাহার চেষ্টা না করিয়া, যাহা ভাল
তাহারই চেষ্টা কর, যেন বাঁচিতে পার; তাহাতে
তোমাদের প্রবাদানুসারে বাহিনীগণের ঈশ্বর
১৫ সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। মন্দকে

Digitized by Google

ঘৃণা করিয়া ভালকে ভাল বাস, ও নগরদ্বারে
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত কর; তাহাতে বাহিনী-
গণের ঈশ্বর সদাপ্রভু যোষেফের অবশিষ্টাংশের
১৬ প্রতি কৃপা করিলে করিতে পারেন। এই জন্য
প্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, যাবতীয় চকে বিলাপ হইবে, এবং
লোকে যাবতীয় পথে হায় হায় করিবে; হাঁ,
তাহারা চেঁচাইয়া কৃষককে বিলাপ করিতে
বলিবে, বিলাপ-নিপুণদিগকে হাহাকার করিতে
১৭ বলিবে। আর যাবতীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিলাপ
হইবে, কেননা আমি তোমার মধ্য দিয়া গমন
১৮ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন। হায় হায় সদা-
প্রভুর দিনাকাঙ্ক্ষিগণ, সদাপ্রভুর দিন তোমরা
কি জন্য চাহিতেছ? তাহা অন্ধকার, আলোক
১৯ নহে। কোন ব্যক্তি যেন সিংহ হইতে পলায়ন
করিল, আর ভল্লুকীর সম্মুখে পড়িল; অথবা
গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিত্তিতে হস্তার্পণ করিলে সর্প
২০ তাহাকে দংশন করিল। সদাপ্রভুর দিন কি
আলোক, অন্ধকার কি নয়? তাহা কি ঘোর
অন্ধকার নয়, তাহাতে কি দীপ্তি থাকিবে?
২১ আমি তোমাদের উৎসব সকল ঘৃণা করি,
অগ্রাহ্য করি, আমি তোমাদের পর্ব্বদিনের গন্ধ
২২ ঘ্রাণ করিব না। বস্তুতঃ তোমরা আমার নিকটে
হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে আমি তাহা
গ্রাহ্য করিব না, এবং তোমাদের পুষ্ট পশুর
মঙ্গলার্থক বলিদানেও দৃক্‌পাত করিব না।
২৩ আমার নিকট হইতে তোমার গানের গোল
দূর কর, আমি তোমার নেবল যন্ত্রের বাদ্য
২৪ শুনিব না। কিন্তু বিচার জলবৎ প্রবাহিত হউক,
ধার্ম্মিকতা চিরপ্রবহমাণ স্রোতের ন্যায় বহুক।
২৫ হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর
পর্য্যন্ত কি আমারই উদ্দেশে বলিদান ও নৈবেদ্য
২৬ উৎসর্গ করিয়াছিলে? বরং তোমরা তোমাদের
রাজা সিক্কৎকে ও কীয়ুন নামক তোমাদের
প্রতিমাগণকে, তোমাদের নির্ম্মিত দেবের তারা,
২৭ তুলিয়া বহন করিতে। অতএব আমি তোমা-
দিগকে নির্ব্বাসার্থে দম্মেশকের ওদিকে গমন
করাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; তাঁহার নাম
বাহিনীগণের ঈশ্বর।

৬ সিয়োনের নিশ্চিন্ত লোকেরা ও শমরিয়া
পর্ব্বতের দুঃসাহসিগণ, জাতিগণের শ্রেষ্ঠাং-
শের মধ্যে যাহারা প্রসিদ্ধ, ইস্রায়েল-কুল যাহা-
২ দের শরণাগত, তাহারা সন্তাপের পাত্র। তোমরা
কল্নীতে গিয়া দেখ, ও তথা হইতে বড় হমাতে
গমন কর, পরে পলেষ্টীয়দের গাতে নামিয়া
যাও: সেই সকল রাজ্য কি এই দুই রাজ্য হইতে
উত্তম? কিম্বা তাহাদের সীমা কি তোমাদের
৩ সীমা হইতে বড়? এই লোকেরা অমঙ্গলের
দিনকে আপনাদের হইতে দূরে রাখিয়া দৌরা-
৪ ত্ম্যের আসন নিকটবর্ত্তী করিতেছে; তাহারা
হস্তিদন্তের শয্যায় শয়ন করে, খট্টার উপরে
আপন আপন গাত্র লম্বা করে, এবং পালের মধ্য
হইতে মেষশাবকদিগকে, ও গোষ্ঠের মধ্য হইতে
৫ গোবৎসদিগকে আনিয়া ভোজন করে; তাহারা
নেবলযন্ত্রের বাদ্যে বিষম গান করে, দায়ূদের
ন্যায় আপনাদের নিমিত্তে নানা বাদ্যযন্ত্রের
৬ সৃষ্টি করে, তাহারা বড় বড় ভাণ্ডে দ্রাক্ষারস
পান করে, এবং উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে লেপন করে,
কিন্তু তাহারা যোষেফের ক্লেশে দুঃখিত হয় না;
৭ এই জন্য এখন তাহারা প্রথম নির্ব্বাসিত লোক-
দের সহিত নির্ব্বাসিত হইবে, ও গাত্রলম্বকারী-
দের হর্ষনাদ লুপ্ত হইবে।
৮ প্রভু সদাপ্রভু আপনার নামে শপথ করিয়া-
ছেন, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমি যাকোবের দর্প ঘৃণা করি, ও তাহার
অট্টালিকা সকল দেখিতে পারি না; অতএব
আমি নগর ও তন্মধ্যস্থিত সকলকে পরহস্তে সম-
৯ র্পণ করিব। তাহাতে এক গৃহে দশ জন মানুষ
১০ অবশিষ্ট থাকিলেও সকলেই মরিবে। আর গৃহ
হইতে অস্থি সকল বাহির করণার্থে কোন ব্যক্তির
পিতৃব্য ও শবদাহকারী তাহাকে তুলিলে পর
গর্ভাগারস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, এখনও কি
তোমার কাছে আর কেহ আছে? সে বলিবে,
কেহ নাই। তখন সে কহিবে, চুপ কর; সদা-
১১ প্রভুর নাম উচ্চারণ করিবার নহে। বস্তুতঃ দেখ,
সদাপ্রভু আজ্ঞা করেন, আর বৃহৎ গৃহ খণ্ড বিখণ্ড,
ও ক্ষুদ্র গৃহ কুচি কুচি করা যাইবে।
১২ শৈলে কি অশ্বগণ দৌড়িতে, কিম্বা মানুষে
বলদ লইয়া হাল বহিতে পারে? তবে তোমরা
কেন বিচারকে বিষস্বরূপ, ও ধার্ম্মিকতার ফলকে
১৩ নাগদানাস্বরূপ করিয়াছ? তোমরা অবস্তুতে
আনন্দ করিতেছ, বলিতেছ, আমরা কি আপনা-
১৪ দের বলে শৃঙ্গদ্বয় লাভ করি নাই? বস্তুতঃ, হে
ইস্রায়েল-কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
এক জাতি উঠাইব, ইহা বাহিনীগণের ঈশ্বর
সদাপ্রভু কহেন; তাহারা হমাতের প্রবেশস্থান
অবধি অরাবা তলভূমির স্রোতোমার্গ পর্য্যন্ত
তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিবে।

ভাবী দণ্ডবিষয়ক নানা দর্শন, ও তাহার ব্যাখ্যা।

৭ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এইরূপ দেখাই-
লেন; দেখ, পশ্চাজ্জাত তৃণের অঙ্কুরারম্ভে
তিনি পঙ্গপালদিগকে গঠন করিলেন; আর
২ দেখ, রাজার তৃণ কাটিবার পরে সেই তৃণ [উৎ-

Digitized by Google

আপন আপন সম্মুখস্থ ভগ্ন স্থান দিয়া বাহির
হইবে, এবং হর্ম্মোণে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা
সদাপ্রভু বলেন।
৪ তোমরা বৈথেলে গিয়া অধর্ম্ম কর, গিল্গলে
গিয়া অধর্ম্মের বৃদ্ধি কর, এবং প্রতিপ্রভাতে
আপন আপন বলি, ও তিন তিন দিবসান্তে
৫ আপন আপন দশমাংশ উৎসর্গ কর। আর
স্তবার্থে তাড়ীযুক্ত দ্রব্য দগ্ধ কর, এবং স্বেচ্ছাদত্ত
উপহারের বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর; কেননা
হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা এই প্রকার করি-
৬ তেই ভাল বাস, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর
আমিও তোমাদের যাবতীয় নগরে দন্তাবলির
নির্ম্মলতা ও তোমাদের যাবতীয় বাসস্থানে অন্না-
ভাব তোমাদিগকে দিলাম; তথাপি তোমরা
আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে না, ইহা সদা-
৭ প্রভু বলেন। আর শস্য পাকিবার তিন মাস
পূর্ব্বে আমিও তোমাদের হইতে বৃষ্টি নিবারণ
করিলাম; এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনা-
বৃষ্টি করিলাম; এক ক্ষেত্র জলসিক্ত হইল, অন্য
৮ ক্ষেত্র জলাভাবে শুষ্ক হইয়া গেল। তাই জল
পানার্থে দুই তিন নগরের লোক টলিতে টলিতে
অন্য এক নগরে যাইত, কিন্তু তৃপ্ত হইত না;
তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে
৯ না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি শস্যের শোষ
ও ম্লানি দ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিলাম;
শূককীট তোমাদের বহুসংখ্যক উদ্যান, দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র, ডুমুরবৃক্ষ ও জিতবৃক্ষ খাইয়া ফেলিল;
তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে
১০ না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি তোমাদের
মধ্যে মিসরদেশের মহামারীর ন্যায় মহামারী
পাঠাইলাম; খড়্গ দ্বারা তোমাদের যুবকগণকে
বধ করাইলাম, ও তোমাদের অশ্বগণকে লইয়া
গেলাম; আর তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমা-
দের নাসিকাতে প্রবেশ করাইলাম; তথাপি
তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে না, ইহা
১১ সদাপ্রভু বলেন। আমি তোমাদের কতক [স্থান]
ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপাটিত সদোমের ও ঘমোরার
ন্যায় উৎপাটন করিলাম, তাহাতে তোমরা দাহ
হইতে উদ্ধৃত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় হইলে;
তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে
১২ না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। হে ইস্রায়েল, এই
জন্য আমি তোমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিব;
আর তোমার প্রতি আমি এমন ব্যবহার করিব,
তজ্জন্য, হে ইস্রায়েল, তুমি আপন ঈশ্বরের
১৩ সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হও। কেননা দেখ,
তিনি পর্ব্বতগণের নির্ম্মাতা, বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও
মানুষের কাছে তাহার চিন্তার প্রকাশক; তিনি
অরুণকে অন্ধকার করেন, ও পৃথিবীর উচ্চস্থলী
সকলের উপর দিয়া গমনাগমন করেন; বাহিনী-
গণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এই তাঁহার নাম।

৫ হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের বিষয়ে
এই যে বিলাপ-বাক্য প্রণয়ন করি, তাহা
২ শুন। ইস্রায়েল-কুমারী পতিতা হইয়াছে, সে
আর উঠিবে না; সে আপন ভূমিতে আছাড়
খাইয়াছে; তাহাকে উঠাইবার কেহ নাই।
৩ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে নগরের
লোকেরা সহস্র হইয়া বহির্গত হয়, ইস্রায়েল-
কুলের জন্য তাহার এক শত অবশিষ্ট থাকিবে;
আর যেখানকার লোকেরা এক শত হইয়া বহি-
র্গত হয়, তাহার দশ জন অবশিষ্ট থাকিবে।
৪ কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েল-কুলকে এই কথা কহেন,
তোমরা আমার অন্বেষণ কর, তাহাতে বাঁচিবে।
৫ কিন্তু বৈথেলের অন্বেষণ করিও না, গিল্গলে
প্রবেশ করিও না, ও বের্‌শেবাতে যাইও না;
কেননা গিল্গল অবশ্য নির্ব্বাসিত হইবে, বৈথেল
৬ অসার হইয়া পড়িবে। সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর,
তাহাতে বাঁচিবে; নতুবা তিনি যোষেফের কুলে
অগ্নিবৎ লাগিবেন, আর সেই অগ্নি গ্রাস করিবে,
বৈথেলে নির্ব্বাণ করিবার কেহই থাকিবে না।
৭ তোমরা বিচারকে নাগদানায় পরিণত করিতেছ,
৮ ও ধার্ম্মিকতাকে ভূমিসাৎ করিতেছ। [তাঁহার
অন্বেষণ কর,] যিনি কৃত্তিকা ও মৃগশীর্ষ নির্ম্মাণ
করিয়াছেন, যিনি মৃত্যুচ্ছায়াকে প্রভাতে পরি-
ণত করেন, যিনি দিনকে রাত্রির ন্যায় অন্ধকার-
ময় করেন, যিনি সমুদ্রের জলসমূহকে আহ্বান
করিয়া স্থলের উপর দিয়া বহান; তাঁহার নাম
৯ সদাপ্রভু। তিনি বলবানের প্রতি হঠাৎ সর্ব্বনাশ
উপস্থিত করেন, তাহাতে সর্ব্বনাশ দুর্গকে আক্রম
১০ করে। যে নগরদ্বারে অনুযোগ করে, তাহার
প্রতি দ্বেষ করা হয়, যথার্থবাদী লোক ঘৃণিত
১১ হয়। তোমরা দীনহীনকে পদতলে দলিতেছ,
ও তাহা হইতে গোমরূপ দর্শনী গ্রহণ করিতেছ;
এই জন্য, তোমরা পাষাণের গৃহ নির্ম্মাণ করি-
য়াছ বটে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে
না; তোমরা রম্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিয়াছ
বটে, কিন্তু তদুৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করিতে
১২ পাইবে না। কেননা আমি জানি, তোমাদের
অধর্ম্ম বহুবিধ, তোমাদের পাপ কঠোর;
তোমরা ধার্ম্মিককে ক্লেশ দিতেছ, উৎকোচ গ্রহণ
করিতেছ, এবং নগরদ্বারে দরিদ্রদের প্রতি অন্যায়
১৩ করিতেছ। এই জন্য এমন সময়ে বুদ্ধিমান
১৪ লোক চুপ করে, কেননা এ দুঃসময়। তোমরা
যাহা মন্দ তাহার চেষ্টা না করিয়া, যাহা ভাল
তাহারই চেষ্টা কর, যেন বাঁচিতে পার; তাহাতে
তোমাদের প্রবাদানুসারে বাহিনীগণের ঈশ্বর
১৫ সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। যখকে

Digitized by Google

ঘৃণা করিয়া ভালকে ভাল বাস, ও নগরদ্বারে
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত কর ; তাহাতে বাহিনী-
গণের ঈশ্বর সদাপ্রভু যোষেফের অবশিষ্টাংশের
১৬ প্রতি কৃপা করিলে করিতে পারেন। এই জন্য
প্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, যাবতীয় চকে বিলাপ হইবে, এবং
লোকে যাবতীয় পথে হায় হায় করিবে ; হাঁ,
তাহারা চেঁচাইয়া কৃষককে বিলাপ করিতে
বলিবে, বিলাপ-নিপুণদিগকে হাহাকার করিতে
১৭ বলিবে। আর যাবতীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিলাপ
হইবে, কেননা আমি তোমার মধ্য দিয়া গমন
১৮ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন। হায় হায় সদা-
প্রভুর দিনাকাঙ্ক্ষিগণ, সদাপ্রভুর দিন তোমরা
কি জন্য চাহিতেছ ? তাহা অন্ধকার, আলোক
১৯ নহে। কোন ব্যক্তি যেন সিংহ হইতে পলায়ন
করিল, আর ভল্লুকীর সম্মুখে পড়িল ; অথবা
গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিত্তিতে হস্তার্পণ করিলে সর্প
২০ তাহাকে দংশন করিল। সদাপ্রভুর দিন কি
আলোক, অন্ধকার কি নয় ? তাহা কি ঘোর
অন্ধকার নয়, তাহাতে কি দীপ্তি থাকিবে ?
২১ আমি তোমাদের উৎসব সকল ঘৃণা করি,
অগ্রাহ্য করি, আমি তোমাদের পর্ব্বদিনের গন্ধ
২২ ঘ্রাণ করিব না। বস্তুতঃ তোমরা আমার নিকটে
হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে আমি তাহা
গ্রাহ্য করিব না, এবং তোমাদের পুষ্ট পশুর
মঙ্গলার্থক বলিদানেও দৃক্‌পাত করিব না।
২৩ আমার নিকট হইতে তোমার গানের গোল
দূর কর, আমি তোমার নেবল যন্ত্রের বাদ্য
২৪ শুনিব না। কিন্তু বিচার জলবৎ প্রবাহিত হউক,
ধার্ম্মিকতা চিরপ্রবহমাণ স্রোতের ন্যায় বহুক।
২৫ হে ইস্রায়েল-কূল, তোমরা প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর
পর্য্যন্ত কি আমারই উদ্দেশে বলিদান ও নৈবেদ্য
২৬ উৎসর্গ করিয়াছিলে ? বরং তোমরা তোমাদের
রাজা সিক্কৎকে ও কীয়ূন নামক তোমাদের
প্রতিমাগণকে, তোমাদের নির্ম্মিত দেবের তারা,
২৭ তুলিয়া বহন করিতে। অতএব আমি তোমা-
দিগকে নির্ব্বাসার্থে দম্মেশকের ওদিকে গমন
করাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন ; তাঁহার নাম
বাহিনীগণের ঈশ্বর।

৬ সিয়োনের নিশ্চিন্ত লোকেরা ও শমরিয়া
পর্ব্বতের দুঃসাহসিগণ, জাতিগণের শ্রেষ্ঠাং-
শের মধ্যে যাহারা প্রসিদ্ধ, ইস্রায়েল-কূল যাহা-
২ দের শরণাগত, তাহারা সন্তাপের পাত্র। তোমরা
কল্নীতে গিয়া দেখ, ও তথা হইতে বড় হমাতে
গমন কর, পরে পলেষ্টীয়দের গাতে নামিয়া
যাও ; সেই সকল রাজ্য কি এই দুই রাজ্য হইতে
উত্তম ? কিম্বা তাহাদের সীমা কি তোমাদের
৩ সীমা হইতে বড় ? এই লোকেরা অমঙ্গলের
দিনকে আপনাদের হইতে দূরে রাখিয়া দৌরা-
৪ ত্ম্যের আসন নিকটবর্ত্তী করিতেছে ; তাহারা
হস্তিদন্তের শয্যায় শয়ন করে, খট্টার উপরে
আপন আপন গাত্র লম্বা করে, এবং পালের মধ্য
হইতে মেষশাবকদিগকে, ও গোষ্ঠের মধ্য হইতে
৫ গোবৎসদিগকে আনিয়া ভোজন করে ; তাহারা
নেবলযন্ত্রের বাদ্যে বিষম গান করে, দায়ূদের
ন্যায় আপনাদের নিমিত্তে নানা বাদ্যযন্ত্রের
৬ সৃষ্টি করে, তাহারা বড় বড় ভাণ্ডে দ্রাক্ষারস
পান করে, এবং উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে লেপন করে,
কিন্তু তাহারা যোষেফের ক্লেশে দুঃখিত হয় না ;
৭ এই জন্য এখন তাহারা প্রথম নির্ব্বাসিত লোক-
দের সহিত নির্ব্বাসিত হইবে, ও গাত্রলম্বকারী-
দের হর্ষনাদ লুপ্ত হইবে।
৮ প্রভু সদাপ্রভু আপনার নামে শপথ করিয়া-
ছেন, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, আমি যাকোবের দর্প ঘৃণা করি, ও তাহার
অট্টালিকা সকল দেখিতে পারি না ; অতএব
আমি নগর ও তন্মধ্যস্থিত সকলকে পরহস্তে সম-
৯ র্পণ করিব। তাহাতে এক গৃহে দশ জন মানুষ
১০ অবশিষ্ট থাকিলেও সকলেই মরিবে। আর গৃহ
হইতে অস্থি সকল বাহির করণার্থে কোন ব্যক্তির
পিতৃব্য ও শবদাহকারী তাহাকে তুলিলে পর
গর্ভাগারস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, এখনও কি
তোমার কাছে আর কেহ আছে ? সে বলিবে,
কেহ নাই। তখন সে কহিবে, চুপ কর ; সদা-
১১ প্রভুর নাম উচ্চারণ করিবার নহে। বস্তুতঃ দেখ,
সদাপ্রভু আজ্ঞা করেন, আর বৃহৎ গৃহ খণ্ড বিখণ্ড,
ও ক্ষুদ্র গৃহ কুচি কুচি করা যাইবে।
১২ শৈলে কি অশ্বগণ দৌড়িতে, কিম্বা মানুষে
বলদ লইয়া হাল বহিতে পারে ? তবে তোমরা
কেন বিচারকে বিষস্বরূপ, ও ধার্ম্মিকতার ফলকে
১৩ নাগদানাস্বরূপ করিয়াছ ? তোমরা অবস্তুতে
আনন্দ করিতেছ, বলিতেছ, আমরা কি আপনা-
১৪ দের বলে শৃঙ্গদ্বয় লাভ করি নাই ? বস্তুতঃ, হে
ইস্রায়েল-কূল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
এক জাতি উঠাইব, ইহা বাহিনীগণের ঈশ্বর
সদাপ্রভু কহেন ; তাহারা হমাতের প্রবেশস্থান
অবধি অরাবা তলভূমির স্রোতোমার্গ পর্য্যন্ত
তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিবে।

ভাবী দণ্ডবিষয়ক নানা দর্শন, ও তাহার ব্যাখ্যা।

৭ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এইরূপ দেখাই-
লেন ; দেখ, পশ্চাজ্জাত তৃণের অঙ্কুরারম্ভে
তিনি পঙ্গপালদিগকে গঠন করিলেন ; আর
দেখ, রাজার তৃণ কাটিবার পরে সেই তৃণ [উৎ-

Digitized by Google

২ পর] হইতেছিল। তাহারা ভূমির ঔষধি নিঃশেষে
ভোজন করিলে আমি কহিলাম, হে প্রভো সদা-
প্রভো, বিনয় করি, ক্ষমা কর ; যাকোব কিরূপে
৩ তিষ্ঠিবে ? কেননা সে ক্ষুদ্র। সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে
অনুশোচনা করিলেন ; সদাপ্রভু বলিলেন, ইহা
হইবে না।
৪ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এইরূপ দেখাইলেন,
দেখ, প্রভু সদাপ্রভু প্রতিফল দিবার জন্য অগ্নিকে
আহ্বান করিলেন, আর সে মহাজলধিকে গ্রাস
৫ করিয়া ভূমি গ্রাস করিতে লাগিল। তাহাতে
আমি কহিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, বিনয়
করি, ক্ষান্ত হও ; যাকোব কিরূপে তিষ্ঠিবে ?
৬ কেননা সে ক্ষুদ্র। সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে অনুশোচনা
করিলেন ; প্রভু সদাপ্রভু বলিলেন, ইহাও
হইবে না।
৭ তিনি আমাকে এইরূপ দেখাইলেন, দেখ,
প্রভু ওলোন হস্তে লইয়া ওলোনের দ্বারা প্রস্তুত
৮ এক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছেন। অনন্তর
সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, আমোষ, তুমি কি
দেখিতেছ ? তাহাতে আমি কহিলাম, ওলোন
দেখিতেছি। তখন প্রভু কহিলেন, দেখ, আমি
আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্যে ওলোনসূত্র লাগা-
ইব, তাহাদিগকে আর অমনি ছাড়িয়া যাইব
৯ না। হাঁ, ইস্‌হাকের উচ্চস্থলী সকল ধ্বংসিত
হইবে, ইস্রায়েলের ধর্ম্মধাম সকল উৎসন্ন হইবে,
এবং আমি খড়্গ লইয়া যারবিয়ামের কুলের
বিরুদ্ধে উঠিব।
১০ তখন বৈথেলের যাজক অমৎসিয় ইস্রায়েল-
রাজ যারবিয়ামের কাছে এই কথা বলিয়া পাঠা-
ইল, আমোষ ইস্রায়েল-কুলের মধ্যে আপনকার
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছে, দেশ তাহার কোন
১১ বাক্যই সহিতে পারে না। কেননা আমোষ এই
কথা কহিতেছে, যারবিয়াম খড়্গে নিহত হইবেন,
ও ইস্রায়েল স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে।
১২ আর অমৎসিয় আমোষকে কহিল, হে দর্শক, তুমি
যাও, যিহূদা দেশে পলায়ন কর, সেই স্থানে রুটী
ভোজন কর, ও সেই স্থানে ভাবোক্তি প্রচার কর ;
১৩ কিন্তু বৈথেলে আর কখনও ভাবোক্তি প্রচার
করিও না, কেননা এ রাজার ধর্ম্মধাম ও রাজপুরী।
১৪ তখন আমোষ উত্তর করিয়া অমৎসিয়কে কহিলেন,
আমি নিজে ভাববাদী ছিলাম না, ভাববাদীর
পুত্রও ছিলাম না, কেবল গোপালক ও ডুমুরফল
১৫ সংগ্রাহক ছিলাম। কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে পশু-
পালের অনুগমন হইতে লইলেন, এবং সদাপ্রভু
আমাকে কহিলেন, যাও, আমার প্রজা ইস্রা-
১৬ য়েলের কাছে ভাবোক্তি প্রচার কর। অতএব
এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন, তুমি কহিতেছ,
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার করিও না,
১৭ ইস্‌হাক-কুলের বিপরীতে বাক্য বর্ষাইও না। এই
জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার ভার্য্যা
নগরের মধ্যে বেশ্যা হইবে, তোমার পুত্রকন্যা-
গণ খড়্গে পতিত হইবে, তোমার ভূমি মানরজ্জু
দ্বারা বিভক্ত হইবে, এবং তুমি নিজে অশুচি
দেশে মরিবে, এবং ইস্রায়েল স্বদেশ হইতে অবশ্য
নির্ব্বাসিত হইবে।

৮ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এইরূপ দেখা-
ইলেন ; দেখ, এক চুপড়ী পরিপক্ব ফল।
২ আর তিনি কহিলেন, আমোষ, তুমি কি দেখি-
তেছ ? আমি কহিলাম, এক চুপড়ী পরিপক্ব ফল।
তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, আমার প্রজা
ইস্রায়েলের কাছে পরিণাম আসিল ; আমি
তাহাদিগকে আর অমনি ছাড়িয়া যাইব না।
৩ সেই দিন প্রাসাদের গান সকল হাহাকার হইয়া
যাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন ; অনেক শব
থাকিবে, লোকে সকল স্থানে তাহাদিগকে
নিক্ষেপ করিবে। চুপ !
৪ হে দরিদ্রের গ্রাসকারিগণ, হে দেশস্থ নম্রদিগের
৫ লোপকারিগণ, তোমরা এই বাক্য শুন। তোমরা
বলিয়া থাক, অমাবস্যা কখন্ গত হইবে !
আমরা শস্য বিক্রয় করিতে চাহি ; বিশ্রামদিন
কখন্ গত হইবে ? আমরা গোমের ব্যবসায়
করিতে চাহি ; ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী করিয়া
৬ ছলনাতে নিক্তি অন্যথা করিব ; রৌপ্য দিয়া
দীনহীনদিগকে ও এক যোড়া পাদুকার জন্য
দরিদ্রকে ক্রয় করিব, এবং ত্যাজ্য শস্য বিক্রয়
৭ করিব। সদাপ্রভু যাকোবের মহিমাস্থলের নাম
লইয়া এই শপথ করিয়াছেন, ইহাদের কোন
৮ ক্রিয়া আমি কখন বিস্মৃত হইব না। ইহার
নিমিত্ত কি দেশ উদ্বিগ্ন হইবে না ? তন্নিবাসী
সকলে কি শোকান্বিত হইবে না ? তৎসমুদয়
নদীর ন্যায় উথলিবে, মিস্রীয় নদীর ন্যায় ক্ষুব্ধ
৯ হইয়া আবার নামিয়া যাইবে। প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, সেই দিন আমি মধ্যাহ্নকালে
সূর্য্যকে অস্তগত করিব, এবং দীপ্তির দিনে
১০ দেশকে অন্ধকারময় করিব। আমি তোমাদের
উৎসব সকল শোকে, তোমাদের যাবতীয় গীত
বিলাপে পরিণত করিব ; মনুষ্যমাত্রের কটিদেশ
চটপরিহিত করিব, ও মনুষ্যমাত্রের মস্তকে টাক
পড়াইব ; একমাত্র পুত্রশোকের ন্যায় দেশকে
শোক করাইব, এবং তাহার অন্তিমকাল তীব্র
১১ দুঃখের দিন হইবে। প্রভু সদাপ্রভু কহেন,
দেখ, এমন দিন আসিতেছে, যে দিনে আমি
এই দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিব ; তাহা অন্নের
দুর্ভিক্ষ কিম্বা জলের পিপাসা নয়, কিন্তু সদা-
১২ প্রভুর বাক্য শ্রবণের। লোকেরা টলিতে টলিতে
এক সমুদ্র অবধি অন্য সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং উত্তর

Digitized by Google

হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে, তাহারা সদা-
প্রভুর বাক্যের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবমান হইবে,
১৩ কিন্তু তাহা পাইবে না। সেই দিন সুন্দরী যুবতী-
১৪ গণ ও যুবকেরা তৃষ্ণাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে। যাহারা
শমরিয়ার পাপ লইয়া শপথ করে, বলে, "হে
দান, তোমার জীবৎ ঈশ্বরের দিব্য, বের্‌শেবার
জীবৎ পথের দিব্য," তাহারা পতিত হইবে,
আর কখন উঠিবে না।

৯ আমি প্রভুকে দেখিলাম, তিনি যজ্ঞবেদির
কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি কহিলেন,
তুমি মাথলাতে আঘাত কর, দ্বারের গোবরাট
বিকম্পিত হউক, তুমি সকলকার মস্তকে তাহা
ভাঙ্গিয়া ফেল; আর তাহাদের শেষাংশকে
আমি খড়্গে বধ করিব; তাহাদের মধ্যে এক
জনও পলাইতে পারিবে না, এক জনও রক্ষা
২ পাইতে পারিবে না। তাহারা পাতাল পর্য্যন্ত
খুঁড়িয়া গেলে তথা হইতে আমার হস্ত তাহা-
দিগকে তুলিবে, এবং গগন পর্য্যন্ত উঠিলে আমি
৩ তথা হইতেও তাহাদিগকে নামাইব। আর
তাহারা কর্ম্মিলের শৃঙ্গে গিয়া লুকাইলে আমি
সে স্থানেও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ধরিব;
আমার গোচর হইতে সমুদ্রের তলে গিয়া
লুক্কায়িত হইলে আমি সেখানেও সর্পকে আজ্ঞা
৪ দিব, সে তাহাদিগকে দংশন করিবে। আর
তাহারা শত্রুদের সম্মুখে বন্দিত্ব স্থানে গেলে
আমি সেখানেও খড়্গকে আজ্ঞা দিব, আর সে
তাহাদিগকে বধ করিবে; হাঁ, তাহাদের মঙ্গলার্থে
নহে, কিন্তু অমঙ্গলার্থে আমি তাহাদের প্রতি
৫ দৃষ্টি রাখিব। তিনিই প্রভু, বাহিনীগণের সদা-
প্রভু, যিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করিলে তাহা গলিয়া
যায়, ও তন্নিবাসী সকলে শোকান্বিত হয়; এবং
তাহার সমুদয় নদীর ন্যায় উথলিবে, ও মিস্রীয়
৬ নদীর ন্যায় নামিয়া যাইবে। তিনি গগনে
আপন উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর
ঊর্দ্ধে আপন চন্দ্রাতপ স্থাপন করিয়াছেন; তিনি
সমুদ্রের জলসমূহকে ডাকিয়া স্থলের উপর দিয়া
৭ বহান; সদাপ্রভু তাঁহার নাম। সদাপ্রভু কহেন,
হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা কি আমার
নিকটে কূশীয়দের সন্তানগণের তুল্য নহ? আমি
কি মিসরদেশ হইতে ইস্রায়েলকে, কপ্তোর হইতে
পলেষ্টীয়দিগকে, এবং কীর হইতে অরামীয়-
৮ দিগকে আনি নাই? দেখ, প্রভু সদাপ্রভুর চক্ষু
এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে রহিয়াছে; হাঁ, আমি
ভূতল হইতে ইহা উচ্ছিন্ন করিব, তথাপি যাকো-
বের কুলকে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করিব না, ইহা
৯ সদাপ্রভু বলেন। কারণ দেখ, আমি আজ্ঞা দিব,
আর যেমন কুলাতে শস্য নাচায়, তদ্রূপ আমি
যাবতীয় জাতির মধ্যে ইস্রায়েল-কুলকে নাচাইব,
১০ তথাপি এক কণাও ভূমিতে পড়িবে না। আমার
সেই পাপী প্রজাগণ সকলে খড়্গে নিহত হইবে,
যাহারা বলিতেছে, অমঙ্গল আমাদের নিকট
পর্য্যন্ত আসিবে না, আমাদের সম্মুখবর্ত্তী
হইবে না।
১১ সেই দিন আমি দায়ূদের পতিত কুটীর
উত্থাপন করিব, তাহার ফাটা বুজাইয়া দিব,
ও উৎপাটিত স্থান সকল উঠাইব, এবং পূর্ব্ব-
১২ কালের ন্যায় তাহা নির্ম্মাণ করিব। তাহাতে
ইদোমের অবশিষ্ট লোক প্রভৃতি যত জাতি
আমার নামে আখ্যাত হইয়াছে, সকলে তাহা-
দের অধিকার হইবে; ইহার সাধনকর্ত্তা সদা-
১৩ প্রভু এই কথা কহেন। সদাপ্রভু বলেন, দেখ,
এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে হালবাহক
শস্যচ্ছেদকের সহিত, ও দ্রাক্ষাপেষক বীজ-
বাপকের সহিত মিলিবে; পর্ব্বতগণ হইতে
মিষ্ট দ্রাক্ষারস ক্ষরিবে, এবং সকল উপপর্ব্বত
১৪ গলিয়া যাইবে। আর আমি আপন প্রজা
ইস্রায়েলকে বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব;
তাহারা ধ্বংসিত নগর সকল পুনর্নির্ম্মাণ
করিয়া তথায় বাস করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত
করিয়া তাহার দ্রাক্ষারস পান করিবে, এবং
উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে।
১৫ আর আমি তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে
রোপণ করিব; আমি তাহাদিগকে যে ভূমি
দিয়াছি, তথা হইতে তাহারা আর উৎপাটিত
হইবে না; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন।

Digitized by Google

ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক।

ইদোমের বিনাশ। ইস্রায়েলের মঙ্গল।

১ ওবদিয়ের দর্শন।
প্রভু সদাপ্রভু ইদোমের বিষয়ে এই কথা
কহেন। আমরা সদাপ্রভুর প্রেরিত বার্ত্তা শুনি-
য়াছি, জাতিগণের কাছে এক দূত প্রেরিত হই-
য়াছে;—গাত্রোত্থান কর, চল, আমরা তাহার
২ বিপক্ষে যুদ্ধ করণার্থে উঠিয়া যাই। দেখ, আমি
তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র করিলাম; তুমি
৩ নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র। হে শৈলদরী-বাসিন্,
হে উচ্চস্থান-বাসিন্, তোমার অন্তঃকরণের অহ-
ঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; তুমি মনে মনে
৪ কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে? সদা-
প্রভু কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায়
উচ্চে আরোহণ কর, ও তারাগণের মধ্যে তোমার
বাসা স্থাপিত হয়, তথাপি আমি তোমাকে তথা
৫ হইতে নামাইব। তোমার নিকটে যদি চোরেরা
আসিত, রাত্রিকালীয় বিনাশকেরা আসিত—
তুমি কেমন উচ্ছিন্ন!—তবে তাহারা প্রয়োজন
মত চুরি করিয়া কি ক্ষান্ত হইত না? তোমার
নিকটে যদি দ্রাক্ষা-সঞ্চয়কারিগণ আসিত, তাহারা
৬ কি কিছু ফল অবশিষ্ট রাখিত না? এষৌর
সম্পত্তি কেমন অন্বেষণ করা যাইতেছে! তাহার
৭ গুপ্ত ধনের কেমন অনুসন্ধান হইতেছে! যে সকল
লোক তোমার সহিত নিয়ম করিয়াছে, তাহারা
তোমাকে সীমা পর্য্যন্ত বিদায় দিয়াছে; তোমার
মিত্রগণ তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পরাভব করি-
য়াছে; যাহারা তোমার অন্ন ভোজন করে,
তাহারা তোমার নীচে ফাঁদ পাতে; ইদোমে
৮ কিছু বিবেচনা নাই। সদাপ্রভু কহেন, সে দিন
আমি কি ইদোমের জ্ঞানবানদিগকে বিনষ্ট
করিব না? এষৌর পর্ব্বত হইতে কি বুদ্ধি দূর
৯ করিব না? হে তৈমন, তোমার বীরগণ ক্ষুব্ধ
হইবে, যেন নরহত্যায় এষৌর পর্ব্বত হইতে
মনুষ্যমাত্র উচ্ছিন্ন হয়।
১০ তোমার ভ্রাতা যাকোবের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য
প্রযুক্ত তুমি লজ্জায় আচ্ছন্ন হইবে ও চিরকাল
১১ উচ্ছিন্ন থাকিবে। যে দিন তুমি অন্য পক্ষে
দণ্ডায়মান হইয়াছিলে, যে দিন বিদেশিগণ
তাহার সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, ও
বিজাতিরা তাহার পুরদ্বারে পুরদ্বারে প্রবেশ
করিয়াছিল, এবং যিরূশালেমের উপরে গুলিবাঁট
করিয়াছিল, সে দিন তুমিও তাহাদের এক জনের
১২ সদৃশ ছিলে। কিন্তু তোমার ভ্রাতার দিনে, তাহার
বিষম দুর্দ্দশার দিনে, তাহার দিকে দৃষ্টি করিও
না; যিহূদার সন্তানদের বিনাশের দিনে তাহা-
দের বিষয়ে আনন্দ করিও না, এবং সঙ্কটের
১৩ দিনে দর্পকথা বলিও না। আমার প্রজাগণের
বিপত্তির দিনে তাহাদের পুরদ্বারে প্রবেশ করিও
না; তুমি তাহাদের বিপত্তির দিনে তাহাদের
অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি করিও না, এবং তাহাদের
বিপত্তির দিনে তাহাদের সম্পত্তিতে হস্তার্পণ
১৪ করিও না। আর তাহাদের পলাতকদিগকে বধ
করিবার জন্য ত্রিমস্তক পথে দাঁড়াইও না; এবং
সঙ্কটের দিনে তাহাদের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে
১৫ [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিও না। কেননা সর্ব্ব-
জাতির উপরে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; তুমি
যেরূপ করিয়াছ, তোমার প্রতিও সেইরূপ করা
যাইবে, তোমার অপকারের ফল তোমার মস্তকে
১৬ বর্ত্তিবে। কেননা আমার পবিত্র পর্ব্বতে তোমরা
যেরূপ পান করিয়াছ, তদ্রূপ সমুদয় জাতি নিত্য
নিত্য পান করিবে, পান করিতে করিতে গিলিবে,
পরে অজাতের ন্যায় হইবে।
১৭ কিন্তু সিয়োন পর্ব্বতে রক্ষাপ্রাপ্ত দল থাকিবে,
আর তাহা পবিত্র স্থান হইবে, এবং যাকোবের
১৮ কুল আপনাদের অধিকার গ্রহণ করিবে। আর
যাকোবের কুল অগ্নিস্বরূপ ও যোষেফের কুল
বহ্নিশিখাস্বরূপ হইবে, আর এষৌর কুল নাড়া-
স্বরূপ হইবে; তাহার মধ্যে উহারা দাহ করিয়া
তাহাকে গ্রাস করিবে; তাহাতে এষৌর কুলে
রক্ষাপ্রাপ্ত কেহ থাকিবে না, যেহেতুক সদাপ্রভু
১৯ ইহা কহেন। তখন দক্ষিণের লোকেরা এষৌর
পর্ব্বত, ও নিম্নভূমির লোকেরা পলেষ্টীয়দের
দেশ অধিকার করিবে; আর লোকেরা ইফ্রয়িমের
ভূমি ও শমরিয়ার ভূমি অধিকার করিবে
এবং বিন্যামীন গিলিয়দকে অধিকার করিবে।
২০ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের নির্ব্বাস হইতে
প্রত্যাগত কনানীয়দের মধ্যবর্ত্তী এই সৈন্যসামন্ত
সারিফৎ পর্য্যন্ত [অধিকার করিবে], এবং যিরূ-
শালেমের যে নির্ব্বাসিত লোকেরা সফারদে
আছে, তাহারা দক্ষিণের নগর সকল অধিকার
২১ করিবে। আর এষৌর পর্ব্বতের বিচার করণার্থে
নিস্তারকর্ত্তৃগণ সিয়োন পর্ব্বতে আরোহণ করিবে,
এবং রাজ্য সদাপ্রভুর হইবে।

Digitized by Google

যোনাহ ভাববাদীর পুস্তক।

মৎস্যের উদর হইতে যোনাহের উদ্ধার।

১ অমিত্তয়ের পুত্র যোনাহের কাছে সদাপ্রভুর
এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি উঠ, নীনবী
মহানগরে যাও, নগরের বিরুদ্ধে ঘোষণা কর,
কেননা তন্নিবাসীদের দুষ্টতা আমার সম্মুখে
৩ উঠিয়া আসিয়াছে। তখন যোনাহ সদাপ্রভুর
সাক্ষাৎ হইতে তর্শীশে পলাইয়া যাইবার নিমিত্ত
উঠিলেন; তিনি যাফোতে নামিয়া গিয়া তর্শীশ-
গামী এক জাহাজ পাইলেন; আর জাহাজের
ভাড়া দিয়া নাবিকদের সহিত সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ
হইতে তর্শীশে যাইবার জন্য সেই জাহাজে
৪ আরোহণ করিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু সমুদ্রে
প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করিলেন, তাহাতে সমুদ্রে এমন
প্রবল ঝড় উঠিল যে, জাহাজ ভাঙ্গিবার উপক্রম
৫ হইল। অতএব নাবিকেরা ভীত হইয়া প্রত্যেক
জন আপন আপন দেবতার কাছে ক্রন্দন করিতে
লাগিল, আর ভার লাঘবের নিমিত্ত জাহাজস্থ
দ্রব্যসামগ্রী সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু
যোনাহ জাহাজের খোলে নামিয়াছিলেন, শয়ন
৬ করিয়া ঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। তখন
জাহাজাধ্যক্ষ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন,
হে নিদ্রাতুর, কি করিতেছ? উঠ, তোমার
ঈশ্বরকে ডাক; হয় ত সেই ঈশ্বর আমাদের
বিষয়ে চিন্তা করিবেন, ও আমরা বিনষ্ট হইব
৭ না। পরে নাবিকেরা পরস্পর কহিল, আইস,
আমরা গুলিবাঁট করি, তাহা হইলে জানিতে
পারিব, কাহার দোষে আমাদের প্রতি এই
অমঙ্গল ঘটিতেছে। পরে তাহারা গুলিবাঁট
৮ করিলে যোনাহের নামে গুলি উঠিল। তখন
তাহারা তাঁহাকে কহিল, বল দেখি, কাহার
দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিতেছে?
তুমি কোন্ ব্যবসায়ী? কোথা হইতে আসিয়াছ?
৯ তুমি কোন্ দেশের লোক? কোন্ জাতীয়? তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ইব্রীয়; যিনি
সমুদ্রের ও স্থলের নির্ম্মাতা, সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর
১০ সদাপ্রভুকে আমি ভয় করি। তখন সেই লোকেরা
মহাভীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি এ কি
কর্ম্ম করিয়াছ? ফলতঃ তিনি যে সদাপ্রভুর
সাক্ষাৎ হইতে পলাইতেছেন, ইহা তাহারা জ্ঞাত
ছিল, কারণ তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন।
১১ অনন্তর তাহারা তাঁহাকে বলিল, আমরা তোমাকে
কি করিলে সমুদ্র আমাদের প্রতি শান্ত হইতে
পারে? কেননা সমুদ্র উত্তর উত্তর প্রচণ্ড হইয়া
১২ উঠিতেছে। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
আমাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেও, তাহাতে
সমুদ্র তোমাদের পক্ষে শান্ত হইবে; কেননা
আমি জানি, আমারই দোষে তোমাদের উপরে
১৩ এই প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি
সেই লোকেরা জাহাজ ফিরাইয়া ডাঙ্গায় লইয়া
যাইবার জন্য ঢেউ কাটিতে যত্ন করিল, কিন্তু
পারিল না, কারণ সমুদ্র তাহাদের প্রতিকূলে
১৪ উত্তর উত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল। অতএব
তাহারা সদাপ্রভুকে ডাকিতে লাগিল, আর
বলিল, বিনতি করি, হে সদাপ্রভো, বিনতি করি,
এই ব্যক্তির প্রাণের নিমিত্ত আমাদের বিনাশ
না হউক, এবং আমাদের উপরে নির্দ্দোষের রক্ত
অর্পণ করিও না; কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমি
১৫ আপন ইচ্ছামত কর্ম্ম করিয়াছ। পরে তাহারা
যোনাহকে ধরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, তাহাতে
সমুদ্র আপন প্রচণ্ডতা হইতে নিবৃত্ত হইল।
১৬ তখন সেই লোকেরা সদাপ্রভু হইতে অতিশয়
ভীত হইল; আর তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে
১৭ বলিদান করিল, এবং নানা মানত করিল। কিন্তু
সদাপ্রভু যোনাহকে গ্রাস করণার্থে একটা বৃহৎ
মৎস্য নিরূপণ করিয়াছিলেন; সেই মৎস্যের
উদরে যোনাহ তিন দিবারাত্র যাপন করিলেন।

২ তখন যোনাহ ঐ মৎস্যের উদরে থাকিয়া
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা
২ করিলেন। তিনি কহিলেন,
আমি সঙ্কটপ্রযুক্ত সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
আর তিনি আমাকে উত্তর দিলেন;
আমি পাতালের উদর হইতে আর্ত্তনাদ করিলাম,
তুমি আমার রব শ্রবণ করিলে।
৩ তুমি আমাকে গভীর জলে, সমুদ্র-গর্ব্ভে, নিক্ষেপ
করিলে,
আর স্রোত আমাকে বেষ্টন করিল,
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ, আমার
উপর দিয়া গেল।
৪ আমি কহিলাম, আমি তোমার নয়নগোচর
হইতে দূরীকৃত,
তথাপি পুনরায় তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে
দৃষ্টিপাত করিব।
৫ জলরাশি প্রাণস্পর্শী হইয়া আমাকে ঘেরিল,
জলধি আমাকে বেষ্টন করিল,
মৃণাল আমার মস্তকে জড়াইল।

৬ আমি পর্ব্বতগণের মূল পর্য্যন্ত নামিয়া গেলাম ;
আমার পশ্চাতে পৃথিবীর অর্গল সকল চিরতরে
বদ্ধ হইল ;
তথাপি, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি
আমার প্রাণকে কূপ হইতে উঠাইলে।
৭ আমার মধ্যে প্রাণ ক্ষুণ্ণ হইলে আমি সদাপ্রভুকে
স্মরণ করিলাম,
আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে তোমার পবিত্র
মন্দিরে উপস্থিত হইল।
৮ যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে,
তাহারা নিজ দয়ানিধিকে পরিত্যাগ করে ;
৯ কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবধ্বনিসহ বলি-
দান করিব ;
আমি যে মানত করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিব;
পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে।
১০ পরে সদাপ্রভু সেই মৎস্যকে বলিলে সে যোনা-
হকে শুষ্ক ভূমির উপরে উদ্গীরণ করিয়া দিল।

যোনাহের নীনবীতে ঘোষণা ও তাহার ফল।

৩ পরে দ্বিতীয় বার যোনাহের কাছে সদা-
প্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, তুমি উঠ,
নীনবী মহানগরে যাও, আর আমি যাহা ঘোষণা
করিতে বলি, তাহা সেই নগরের উদ্দেশে ঘোষণা
৩ কর। তখন যোনাহ উঠিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানু-
সারে নীনবীতে গেলেন। নীনবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
মহানগর, [তথায়] যাতায়াত করিতে তিন দিন
৪ লাগে। পরে যোনাহ নগরে প্রবেশ করিতে
আরম্ভ করিয়া এক দিনের পথ গেলেন, এবং
উচ্চৈঃস্বরে এই কথা ঘোষণা করিলেন, ‘আর
চল্লিশ দিন গতে নীনবী উৎপাটিত হইবে।’
৫ তখন নীনবীয় লোকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস
করিল ; তাহারা উপবাস ঘোষণা করিল, এবং
৬ মহান কি ক্ষুদ্র সকলে চট পরিধান করিল। আর
সেই বার্ত্তা নীনবী-রাজের নিকটে পঁহুছিলে
তিনি আপন সিংহাসন হইতে উঠিলেন, গাত্রের
শাল রাখিয়া দিলেন, এবং চট পরিধানপূর্ব্বক
৭ ভস্মে বসিলেন। আর তিনি নীনবীর সর্ব্বত্র
রাজার ও অধ্যক্ষগণের আজ্ঞাতে এই কথা উচ্চৈঃ-
স্বরে প্রচার করাইলেন, মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু
কেহ কিছু আস্বাদন না করুক, ভোজন কি জল
৮ গ্রহণ না করুক ; কিন্তু মনুষ্য ও পশু চট পরিধান
করিয়া যথাশক্তি ঈশ্বরকে ডাকুক, আর প্রত্যেক
মনুষ্য আপন আপন কুপথ ও হস্তস্থিত দৌরাত্ম্য
৯ হইতে বিমুখ হউক। কি জানি, ঈশ্বর ক্ষান্ত
হইবেন, অনুশোচনা করিবেন, ও আপন প্রজ্ব-
লিত ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে
আমরা বিনষ্ট হইব না।

১০ তখন ঈশ্বর তাহাদের সেই ক্রিয়া অর্থাৎ
তাহারা যে আপন আপন কুপথ ত্যাগ করিল,
তাহা দেখিলেন, আর তাহাদের যে অমঙ্গল
করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনু-
শোচনা করিলেন, তাহা করিলেন না।

৪ কিন্তু ইহাতে যোনাহ মহাবিরক্ত ও ক্রুদ্ধ
হইলেন। তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা
করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভো, বিনতি করি,
আমি স্বদেশে থাকিতে কি ইহাই বলি নাই ?
সেই জন্য ত্বরা করিয়া তর্শীশে পলাইতে গিয়া-
ছিলাম ; কেননা আমি জানিতাম, তুমি কৃপাময়
ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান,
৩ এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী। অতএব
এখন, হে সদাপ্রভো, বিনতি করি, আমা হইতে
আমার প্রাণ হরণ কর, কেননা আমার জীবন
৪ অপেক্ষা মরণ ভাল। সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি
৫ ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ ? তখন যোনাহ
নগরের বাহিরে গিয়া নগরের পূর্ব্বদিকে বসিয়া
রহিলেন ; সেখানে তিনি আপনার নিমিত্ত এক
কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নীচে ছায়াতে
বসিয়া, নগরের কি দশা হয়, দেখিবার অপেক্ষা
৬ করিতেছিলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর এক কুমড়া
গাছ নিরূপণ করিলেন ; যোনাহের মস্তকের
উপরে যেন ছায়া হয়, তজ্জন্য সেই গাছটী
বাড়াইয়া তাঁহার উপরে আনিলেন ; তাঁহার
দুর্গতি হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করণার্থে [এইরূপ
করিলেন]। আর যোনাহ সেই কুমড়া গাছটীর
৭ জন্য বড় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু পরদিন
অরুণোদয়কালে ঈশ্বর এক কীট নিরূপণ করি-
লেন, সে ঐ কুমড়া গাছটীকে দংশন করিলে তাহা
৮ শুষ্ক হইয়া পড়িল। পরে সূর্য্যোদয় সময়ে ঈশ্বর
উষ্ণ পূর্ব্বীয় বায়ু নিরূপণ করিলেন, তাহাতে
যোনাহের মস্তকে এমন রৌদ্র লাগিল যে, তিনি
পরিক্লান্ত হইয়া আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া
কহিলেন, আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল।
৯ তখন ঈশ্বর যোনাহকে কহিলেন, তুমি কুমড়া
গাছটীর নিমিত্ত ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ ?
তিনি কহিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার ক্রোধ করাই
১০ ভাল। সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি এই কুমড়া
গাছের নিমিত্তে কোন শ্রম কর নাই, এবং ইহার
বৃদ্ধিও করাও নাই ; ইহা এক রাত্রিতে উৎপন্ন ও
এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইল, তথাপি তুমি ইহার
১১ প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছ। তবে আমি কি নীনবীর
প্রতি, ঐ মহানগরের প্রতি, দয়ার্দ্র হইব না ?
তথায় এমন এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক
মনুষ্য আছে, যাহারা দক্ষিণ হস্ত হইতে
বাম হস্তের প্রভেদ জানে না ; আর অনেক
পশুও আছে।

Digitized by Google

মীখা ভাববাদীর পুস্তক।

শমরিয়া ও যিরূশালেমের ভাবী দণ্ড।

১ যিহূদা-রাজ যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের
অধিকার সময়ে মোরেষ্টীয় মীখার কাছে
সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল; তিনি
শমরিয়া ও যিরূশালেমের বিষয় দর্শন পাইলেন।
২ হে জাতিগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর; হে
পৃথিবী ও তৎপূরক সকল, অবধান কর। আর
প্রভু সদাপ্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হউন,
প্রভু আপন পবিত্র মন্দির হইতে [সাক্ষী হউন]।
৩ কেননা দেখ, সদাপ্রভু আপন স্থান হইতে নির্গমন
করিতে উদ্যত, তিনি নামিয়া পৃথিবীর উচ্চস্থলী
৪ সকলের উপর দিয়া গমন করিবেন। যেমন
অগ্নির উত্তাপে মোম গলিয়া যায়, গড়ান স্থানে
যেমন জল বহিয়া পড়ে, তদ্রূপ তাঁহার পদতলে
পর্ব্বতগণ গলিয়া যাইবে, তলভূমি সকল বিদীর্ণ
৫ হইবে। যাকোবের অধর্ম্ম ও ইস্রায়েল-কুলের
বিবিধ পাপ প্রযুক্ত এই সকল হইতেছে। যাকো-
বের অধর্ম্ম কি? শমরিয়া কি নয়? যিহূদার
৬ উচ্চস্থলী কি? যিরূশালেম কি নয়? অতএব
আমি শমরিয়াকে ক্ষেত্রস্থ কাঁথড়ার ঢিবি করিব,
দ্রাক্ষালতার উদ্যান করিব; আমি তাহার প্রস্তর
সকল উপত্যকায় ফেলিয়া তাহার ভিত্তিমূল অনা-
৭ বৃত করিব। আর তাহার যাবতীয় খোদিত
প্রতিমা খণ্ডবিখণ্ড করা যাইবে, ও তাহার পারি-
তোষিক দ্রব্য সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, এবং
আমি তাহার সকল পুত্তলিকা ধ্বংস করিব,
কেননা সে বেশ্যার পারিতোষিক দ্বারা তাহা
সঞ্চয় করিয়াছে, এবং তাহা পুনরায় বেশ্যার
৮ পারিতোষিক হইয়া যাইবে। এই জন্য আমি
বিলাপ ও হাহাকার করিব, আমি ছিন্নবস্ত্র ও
উলঙ্গ হইয়া বেড়াইব, আমি শৃগালের ন্যায়
বিলাপ করিব, উষ্ট্রপক্ষিণীর ন্যায় শোকধ্বনি
৯ করিব। কেননা তাহার ক্ষত অচিকিৎস্য; বস্তুতঃ
তাহা যিহূদা পর্য্যন্ত উপস্থিত; আমার জাতির
পুরদ্বার যিরূশালেম পর্য্যন্ত উপস্থিত।
১০ তোমরা গাতে এ কথা জ্ঞাত করিও না, উচ্চৈঃ-
স্বরে রোদন করিও না, বৈৎ-লি-অফ্রায় আমি
১১ ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়াছি। হে শাফীর-নিবাসিনি,
তুমি নগ্না ও লজ্জিতা হইয়া চলিয়া যাও; সানন-
নিবাসিনী বাহিরে যাইতে পারে না; বৈৎেৎস-
লের বিলাপ তোমাদের হইতে তাহার অবলম্বন
১২ হরণ করিবে। মারোৎ-নিবাসিনী মঙ্গল হারাই-
বার ভয়ে অতিশয় পীড়িতা, কেননা সদাপ্রভু
হইতে যিরূশালেমের দ্বার পর্য্যন্ত অমঙ্গল উপ-
১৩ স্থিত। হে লাখীশ-নিবাসিনি, তুমি শকটে দ্রুত-
গামী পশু যোগ কর; সে সিয়োন-কন্যার অগ্রিম
পাপস্বরূপ ছিল, কেননা তোমার মধ্যে ইস্রা-
১৪ য়েলের অধর্ম্ম সকল পাওয়া গেল। অতএব তুমি
মোরেষৎ-গাৎকে দানসামগ্রী দিবে; ইস্রায়েলের
রাজগণের পক্ষে অক্ষীবের গৃহ সকল মিথ্যা
১৫ জলস্বরূপ হইবে। হে মারেশা-নিবাসিনি, আমি
পুনর্ব্বার তোমার বিরুদ্ধে এক অধিকারীকে
আনিব; ইস্রায়েলের গৌরব অদুল্লম পর্য্যন্ত
১৬ আসিবে। তুমি আপন বাৎসল্যের পাত্র শিশু-
দের নিমিত্তে মস্তক মুণ্ডন কর, চুল কাটিয়া ফেল,
শকুনীর ন্যায় আপন টাক বৃদ্ধি কর, কেননা
তাহারা তোমার নিকট হইতে নির্ব্বাসে গিয়াছে।

যিরূশালেমের পাপ, দণ্ড ও পুনঃস্থাপন।

২ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা আপন আপন
শয্যায় অধর্ম্ম কল্পনা করে ও কুকর্ম্ম স্থির
করে! তাহারা রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তাহা
সাধন করে, কেননা তাহা তাহাদের হস্তের
২ ক্ষমতাধীন। তাহারা ক্ষেত্রের প্রতি লোভ করিয়া
সবলে তাহা গ্রহণ করে, এবং ঘরের প্রতিও
লোভ করিয়া তাহা হরণ করে; এইরূপে তাহারা
পুরুষের ও তাহার ঘরের প্রতি, মনুষ্যের ও তাহার
৩ পৈতৃক অধিকারের প্রতি দৌরাত্ম্য করে। অত-
এব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমন অমঙ্গলের কল্পনা করি,
যাহা হইতে তোমরা আপন আপন গ্রীবা বাহির
করিতে পারিবে না, এবং গর্ব্ব করিয়া চলিতে
পারিবে না; কেননা সেই সময় দুঃসময়।
৪ সেই দিন লোকেরা তোমাদের বিষয়ে এক
প্রবাদ প্রণয়ন করিবে, এবং আর্ত্তনাদ সহকারে
বিলাপ করিবে, বলিবে, আমাদের নিতান্তই
সর্ব্বনাশ হইল, তিনি আমার জাতির অধিকার
হস্তান্তর করেন; তিনি কেমন করিয়া আমা হইতে
তাহা দূর করেন, তিনি আমাদের ক্ষেত্র বণ্টন

৫ করিয়া ধর্ম্মত্যাগীকে দেন! অতএব গুলিবাঁটক্রমে
মানরজ্জু ক্ষেপণ করিতে সদাপ্রভুর সমাজে
৬ তোমার কেহ থাকিবে না। তোমরা বাক্য বর্ষাইও
না, এইরূপে তাহারা বাক্য বর্ষায়। ইহাদের
কাছে তাহারা বাক্য বর্ষাইবে না; অপমান
৭ ঘুচিবে না। হে যাকোবের কুল নামধারী [জাতি],
সদাপ্রভুর আত্মা কি সঙ্কুচিত হইয়াছেন? এ
সকল কি তাঁহার কর্ম্ম? সরলাচারী লোকের
৮ পক্ষে আমার বাক্য কি মঙ্গলজনক নহে? কিন্তু
আমি কালি আমার প্রজাগণ শত্রুবৎ উঠিয়া
দাঁড়াইয়াছে; তোমরা যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ
নিশ্চিন্ত পথিকদের গাত্রীয় বস্ত্র হইতে শাল
৯ কাড়িয়া লইতেছ; তোমরা আমার প্রজাদের
নারীগণকে তাহাদের প্রীতিজনক গৃহ হইতে
তাড়াইয়া দিতেছ, ও তাহাদের শিশুগণ হইতে
আমার দত্ত শোভা চিরকালার্থে আত্মসাৎ করি-
১০ তেছ। উঠ, প্রস্থান কর, এ ত বিশ্রামের স্থান
নয়, কেননা অশুচিতা বিনাশ করিতেছে, আর
১১ সেই বিনাশ ভয়ানক। বায়ুর ও মিথ্যাকথার
অনুগামী কোন লোক যদি মিথ্যা করিয়া বলে,
আমি দ্রাক্ষারস ও সুরার বিষয়ে তোমার পক্ষে
বাক্য বর্ষাইব, তবে সে এই লোকদের বাক্য-
বর্ষক হইবে।
১২ হে যাকোব, আমি অবশ্য তোমার যাবতীয়
লোককে একত্র করিব, আমি ইস্রায়েলের অব-
শিষ্টাংশকে সংগ্রহ করিব; আমি তাহাদিগকে
বস্রার মেষগণের ন্যায় একত্র করিব; নিজ বাথান
মধ্যে যেমন পাল, তেমনি তাহারা মনুষ্যবাহুল্য
১৩ প্রযুক্ত অতিশয় শব্দ করিবে। ভঞ্জক উঠিয়া
তাহাদের অগ্রগামী হইলেন; তাহারা বেড়া
ভাঙ্গিয়া দ্বারে অগ্রসর হইয়া তাহা দিয়া বহি-
র্গত হইল, এবং তাহাদের রাজা তাহাদের সম্মুখ
দিয়া চলিয়া গেলেন; আর সদাপ্রভু তাহাদের
অগ্রগামী হইলেন।

ইস্রায়েলের ভ্রষ্টতা ও ভাবী কুশল। মশীহের আগমন।

৩ আর আমি বলিলাম, হে যাকোবের প্রধান-
বর্গ ও ইস্রায়েল-কুলের অধ্যক্ষগণ, তোমরা
এক বার শ্রবণ কর, ন্যায়বিচার জ্ঞাত হওয়া কি
২ তোমাদের উচিত নয়? কিন্তু তোমরা সৎকর্ম্ম
ঘৃণা করিয়া দুষ্কর্ম্ম ভাল বাসিতেছ, লোকদের
গাত্র হইতে চর্ম্ম ও অস্থি হইতে মাংস ছাড়াইয়া
৩ লইতেছ। তোমরা আমার প্রজাগণের মাংস
খাইতেছ; তাহাদের চর্ম্ম খুলিয়া অস্থি ভাঙ্গিয়া
ফেলিতেছ; যেমন হাঁড়ীর জন্য খাদ্য দ্রব্য,
কিম্বা কটাহের জন্য মাংস, তেমনি তাহা খণ্ড
৪ খণ্ড করিয়া কুটিয়া দিতেছ। সেই সময়ে এই
লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিবে, কিন্তু
তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিবেন না; বরং
তাহাদের দুষ্ট ক্রিয়ার যথোচিত ফলস্বরূপে সেই
সময়ে তাহাদের হইতে আপন মুখ লুকায়িত
করিবেন।
৫ যে ভাববাদিগণ আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত
করে, এবং দন্ত দিয়া দংশন করিতে করিতে
বলিয়া উঠে, 'শান্তি,' কিন্তু তাহাদের মুখে যে
ব্যক্তি কিছু না দেয়, তাহার সহিত যুদ্ধ নিরূপণ
করে, তাহাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু এই কথা
৬ কহেন; এই কারণ তোমাদের কাছে দর্শনরহিত
রাত্রি ও মন্ত্ররহিত তিমির উপস্থিত হইবে; এই
ভাববাদীদের উপরে সূর্য্য অস্তগত হইবে, ও
৭ ইহাদের উপরে দিন কৃষ্ণবর্ণ হইবে। তাহাতে
এই দর্শকেরা লজ্জিত ও এই মন্ত্রপাঠকেরা হতাশ
হইবে, সকলে আপন আপন ওষ্ঠাধর আচ্ছাদন
৮ করিবে, কেননা ঈশ্বর উত্তর দিবেন না। কিন্তু
যাকোবকে তাহার অধর্ম্ম ও ইস্রায়েলকে তাহার
পাপ জ্ঞাত করণার্থে আমি সত্যই সদাপ্রভুর
আত্মার দত্ত শক্তিতে, ন্যায়বিচারে ও বিক্রমে
৯ পরিপূর্ণ। হে যাকোব-কুলের প্রধানবর্গ ও ইস্রা-
য়েল-কুলের অধ্যক্ষগণ, এক বার তোমরা ইহা
শ্রবণ কর; তোমরা ন্যায়বিচার ঘৃণা করিতেছ,
১০ ও যাহা কিছু সরল তাহা বক্র করিতেছ। তোমরা
প্রত্যেকে সিয়োনকে রক্তে ও যিরূশালেমকে দৌ-
১১ রাত্ম্যে গাঁথিতেছ। তথাকার প্রধানবর্গ উৎকোচ
লইয়া বিচার করে, তথাকার যাজকগণ বেতন
লইয়া শিক্ষা দেয়, ও তথাকার ভাববাদিগণ
রৌপ্য লইয়া মন্ত্র পড়ে; আবার সদাপ্রভুর
উপরে নির্ভর করিয়া বলে, আমাদের মধ্যে কি
সদাপ্রভু নাই? কোন অমঙ্গল আমাদের কাছে
১২ আসিবে না। অতএব তোমাদের নিমিত্ত সিয়োন
ক্ষেত্রের ন্যায় চাসিত হইবে, ও যিরূশালেম
কাঁথড়ার ঢিবি হইয়া যাইবে, এবং গৃহের পর্ব্বত
বনস্থ উচ্চস্থলীর সমান হইবে।

৪ কিন্তু অন্তিমকালে এইরূপ ঘটিবে; সদা-
প্রভুর গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের শিখরের
উপরে স্থাপিত হইবে, উপপর্ব্বতগণ হইতে উচ্চী-
কৃত হইবে; তাহাতে জাতিগণ স্রোতের ন্যায়
২ তাহার দিকে প্রবাহিত হইবে। আর অনেক
জাতি যাইতে যাইতে বলিবে, “চল, আমরা
সদাপ্রভুর পর্ব্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে, গমন
করি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে
শিক্ষা দিবেন, আর আমরা তাঁহার মার্গে গমন
করিব;” বস্তুতঃ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূ-
শালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে।
৩ আর তিনি অনেক জাতির মধ্যে বিচার করিবেন,

Digitized by Google

এবং দূরস্থিত বলবান জাতিদের সম্বন্ধে নিষ্পত্তি
করিবেন ; তাহাতে তাহারা আপন আপন খড়্গ
ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়িবে, ও আপন আপন
বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গড়িবে ; এক জাতি অন্য
জাতির বিপরীতে খড়্গ উত্তোলন করিবে না,
৪ তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না। কিন্তু প্রত্যেকে
আপন আপন দ্রাক্ষালতার ও ডুমুরবৃক্ষের তলে
বসিবে ; কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না ;
কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলি-
৫ য়াছে। বস্তুতঃ জাতিমাত্র প্রত্যেকে আপন আপন
দেবের নামে চলে ; আমরাও যুগে যুগে চিরকাল
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে চলিব।
৬ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি খঞ্জকে
সংগ্রহ করিব, এবং যে তাড়িতা হইয়াছে ও
যাহাকে আমি দুঃখ দিয়াছি, তাহাকে একত্র
৭ করিব। আর খঞ্জকে অবশিষ্টাংশ করিয়া
রাখিব, ও দূরীকৃতাকে বলবতী জাতি করিব ;
এবং সদাপ্রভু অদ্যাবধি চিরকাল সিয়োন পর্ব্বতে
৮ তাহাদের উপরে রাজত্ব করিবেন। পরন্তু হে
পালের দুর্গ, হে সিয়োন-কন্যার গিরি, তোমার
কাছে [শ্রী] আসিবে, হাঁ, পূর্ব্বকালীন কর্তৃত্ব,
৯ যিরূশালেম-কন্যার রাজ্য, আসিবে। তুমি এখন
কেন ঘোর চীৎকার করিতেছ? তোমার মধ্যে কি
রাজা নাই? তোমার মন্ত্রী কি বিনষ্ট হইল?
তাই বলিয়া কি স্ত্রীর প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা
১০ তোমাকে ধরিয়াছে? হে সিয়োন-কন্যে, তুমি
প্রসবকারিণীর ন্যায় ব্যথিতা হইয়া কোঁকাও ;
কেননা এখন তোমাকে নগর ছাড়িয়া মাঠে বাস
করিতে ও বাবিল পর্য্যন্ত যাইতে হইবে ; সেখানে
তুমি উদ্ধার পাইবে, সেখানে সদাপ্রভু তোমাকে
তোমার শত্রুগণের হস্ত হইতে মুক্ত করিবেন।
১১ এখন অনেক জাতি তোমার বিরুদ্ধে একত্র হইল ;
তাহারা বলে, সিয়োন অশুচি হউক, আমাদের
১২ চক্ষু সিয়োনের দশা দেখুক। কিন্তু তাহারা সদা-
প্রভুর সঙ্কল্প সকল জানে না ও তাঁহার মন্ত্রণা
বুঝে না ; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে আটির ন্যায়
১৩ খামারে একত্র করিয়াছেন। হে সিয়োন-কন্যে,
উঠ, শস্য মর্দ্দন কর ; কেননা আমি তোমার শৃঙ্গ
লৌহময় ও খুর পিত্তলময় করিয়া দিব, তুমি
অনেক জাতিকে চূর্ণ করিবে ; এবং আমি সদা-
প্রভুর উদ্দেশে তাহাদের লুটদ্রব্য, ও সমস্ত
ভূমণ্ডলাধিপতির উদ্দেশে তাহাদের সম্পত্তি
নিবেদন করিব।

৫ হে সৈন্যদল-কন্যে, এখন তুমি সৈন্যদল-
স্বরূপা হইবে ; [শত্রু] আমাদের প্রতিকূলে
অবরোধ করিল, লোকে ইস্রায়েলের বিচার-
কর্ত্তার হনুতে দণ্ডাঘাত করিবে।
২ কিন্তু হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, ক্ষুদ্রা বলিয়া
যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে অগণিতা যে তুমি,
তোমা হইতে ইস্রায়েলের কর্তা হইবার জন্য
আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন ;
প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে, তাঁহার
৩ উৎপত্তি। অতএব প্রসবকারিণী যে পর্য্যন্ত প্রসব
না করে, সেই সময় পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগকে
ত্যাগ করিবেন, পরে তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ
ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে ফিরিয়া আসিবে।
৪ আর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর শক্তিতে,
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের মহিমাতে [আপন
পাল] চরাইবেন ; তাহারা [সুখে] বাস করিবে,
কেননা তৎকালে তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত
৫ মহীয়ান হইবেন। আর ইনিই সন্ধি হইবেন ;
অশূর আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের অট্টা-
লিকা সকলে পদার্পণ করিলে আমরা তাহার
বিপক্ষে সাত জন পালরক্ষক ও আট জন নরপতি
৬ উত্থাপন করিব। তাহারা খড়্গ দ্বারা অশূরের
দেশ, এবং নগরদ্বারে নিম্রোদের দেশ শাসন
করিবে ; অশূর আমাদের দেশে আসিয়া আমা-
দের সীমাতে পদার্পণ করিলে তিনি তাহা হইতে
৭ আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। আর সদাপ্রভুর
নিকট হইতে আগত যে শিশির কিম্বা তৃণের
উপরে পতিত যে মেঘের জল মনুষ্যের জন্য
বিলম্ব করে না ও মনুষ্য-সন্তানদের অপেক্ষা করে
না, তাহার ন্যায় অনেক জাতির মধ্যে যাকোবের
৮ অবশেষ থাকিবে। আবার বনপশুর মধ্যে যেমন
সিংহ, কিম্বা মেষপালের মধ্যে যেমন যুব সিংহ
অগ্রসর হইয়া দলন করে, ও বিদীর্ণ করে, উদ্ধার-
কারী কেহ থাকে না, তেমনি জাতিগণের মধ্যে,
অনেক জাতির মধ্যে, যাকোবের অবশেষ
৯ থাকিবে। তোমার বিপক্ষগণের উপরে তোমার
হস্ত উন্নত হউক, তোমার সমস্ত শত্রু উচ্ছিন্ন
হউক।
১০ পরন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন আমি
তোমার মধ্য হইতে তোমার অশ্বগণকে উচ্ছিন্ন
১১ করিব, ও তোমার রথ সকল নষ্ট করিব ; আর
আমি তোমার দেশের নগর সকল উচ্ছিন্ন
করিব, ও তোমার দুর্গ সকল নিপাত করিব ;
১২ আমি তোমার হস্তের মধ্য হইতে মায়াবিত্ব
উচ্ছিন্ন করিব, গণক তোমার মধ্যে আর থাকিবে
১৩ না। আমি তোমার মধ্য হইতে তোমার খোদিত
প্রতিমা ও তোমার স্তম্ভ সকল উচ্ছিন্ন করিব ;
তুমি আর আপন হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত
১৪ করিবে না। আমি তোমার মধ্য হইতে তোমার
আশেরা-মূর্ত্তি সকল উৎপাটন করিব, ও তোমার
১৫ নগর সকল বিনষ্ট করিব। আর আমি ক্রোধে ও
প্রচণ্ডতায় অনাজ্ঞাবহ জাতিগণের কাছে প্রতি-
শোধ লইব।

Digitized by Google

ইস্রায়েলের ভ্রষ্টতা। ভাবী কালে ঈশ্বরের দয়া।

৬ তোমরা এক বার শ্রবণ কর, সদাপ্রভু কি
বলিতেছেন; তুমি উঠ, পর্ব্বতগণের সম্মুখে
বিবাদ কর, উপপর্ব্বতগণ তোমার রব শুনুক।
২ হে পর্ব্বতগণ, হে পৃথিবীর অটল ভিত্তিমূল সকল,
তোমরা সদাপ্রভুর বিবাদবাক্য শুন; কেননা
আপন প্রজাগণের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ
হইতেছে, তিনি ইস্রায়েলের সহিত বিসংবাদ
৩ করিতেছেন। হে আমার প্রজা, আমি তোমার
কি করিলাম? কিসে তোমাকে ক্লান্ত করিলাম?
৪ আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দেও। আমি মিসরদেশ
হইতে তোমাকে আনিয়াছিলাম, দাসগৃহ হইতে
মুক্ত করিয়াছিলাম, এবং তোমার অগ্রে মোশিকে,
৫ হারোণকে ও মরিয়মকে পাঠাইয়াছিলাম। হে
আমার প্রজা, এক বার স্মরণ কর, মোয়াবের
রাজা বালাক কি মন্ত্রণা করিয়াছিল, ও বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিল;
শিটীম অবধি গিল্গল পর্য্যন্ত [কি ঘটিয়াছিল,
তাহা স্মরণ কর], তাহাতে তুমি সদাপ্রভুর ন্যায্য
কর্ম্ম সকল জ্ঞাত হইবে।
৬ "আমি কি লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত
হইব, ঊর্দ্ধস্থ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইব? আমি
কি হোমবলিরূপে একবর্ষীয় গোবৎসদিগকে
৭ লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব? সহস্র
সহস্র মেষে ও অযুত অযুত তৈলপ্রবাহে কি
সদাপ্রভু প্রসন্ন হইবেন? আমি আপন অধর্ম্মের
নিমিত্ত কি আপনার প্রথমজাত পুত্রকে দিব?
আমার প্রাণের পাপ প্রযুক্ত কি শরীরের ফল
৮ দান করিব?" হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি
তোমাকে জানাইয়াছেন; ফলতঃ ন্যায্য আচরণ,
দয়াতে অনুরাগ ও নম্রভাবে আপন ঈশ্বরের
সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু
তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?
৯ সদাপ্রভুর রব নগরকে আহ্বান করিতেছে;
আর প্রজ্ঞাবান তোমার নাম দেখিবে; তোমরা
১০ দণ্ড ও তন্নিরূপণকারীকে মান। দুষ্টের গৃহে কি
এখনও দুষ্টতার ভাণ্ডার, ও ঘৃণিত হীন ঐফা
১১ আছে? দুষ্টতার নিক্তিতে ও ছলনার বাট্খারায়
১২ আমি কি বিশুদ্ধ হইব? তথাকার ধনবান
লোকেরা দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ও তন্নিবাসিগণ
মিথ্যাকথা বলিয়াছে, তাহাদের মুখমধ্যে জিহ্বা
১৩ প্রবঞ্চক। অতএব আমিও সাংঘাতিকরূপে
তোমাকে প্রহার করিয়াছি, তোমার পাপ প্রযুক্ত
১৪ তোমাকে ধ্বংস করিয়াছি। তুমি আহার
করিবে, তথাপি তৃপ্ত হইবে না, কিন্তু উদরে
ক্ষীণতা থাকিবে; তুমি স্থানান্তর করিবে; কিন্তু
কিছু বাঁচাইতে পারিবে না; যাহা বাঁচাইবে,
১৫ তাহা আমি খড়্গকে দিব। বীজ বুনিয়াও তুমি
শস্য কাটিতে পাইবে না, জিতফল পেষণ করিয়াও গাত্রে তৈল লেপন করিতে পাইবে না,
এবং দ্রাক্ষা নিষ্পীড়ন করিয়াও দ্রাক্ষারস পান
১৬ করিতে পাইবে না। কারণ অম্রির বিধি ও
আহাব-কুলের ক্রিয়া সকল পালিত হইতেছে,
এবং তোমরা তাহাদের পরামর্শানুসারে চলিতেছ। তজ্জন্য আমি তোমাকে বিস্ময়ের বিষয়,
ও তোমার নিবাসীদিগকে শীসশব্দের বিষয়
করিব; আর তোমরা আমার প্রজাদের টিট্কারির ভার বহন করিবে।

৭ হায়, আমি সন্তাপের পাত্র, কেননা আমি
গ্রীষ্মকালীন ফল পাড়িবার কিম্বা দ্রাক্ষাচয়নের পরে চয়নকারীদের সদৃশ হইয়াছি;
খাইবার যোগ্য একটী দ্রাক্ষাগুচ্ছ নাই; আমার
প্রাণ আশুপক্ক ডুমুরফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।
২ পৃথিবী হইতে সাধু উচ্ছিন্ন হইয়াছে, মনুষ্যদের
মধ্যে সরল লোক একেবারে নাই; সকলেই
রক্তপাত করণার্থে ঘাঁটি বসায়; প্রত্যেক জন
আপন আপন ভ্রাতাকে জালে বদ্ধ করিতে চেষ্টা
৩ করে। যাহা মন্দ, তাহা সযত্নে করিবার জন্য
তাহাদের উভয় হস্ত ব্যতিব্যস্ত; অধ্যক্ষ অর্থ
চাহে, বিচারকর্ত্তা মূল্য গ্রহণে প্রস্তুত; এবং বড়
মানুষ আপন প্রাণের দুষ্টতা মুখে ব্যক্ত করে;
৪ তাহারা তাহা রজ্জুবৎ পাকায়। তাহাদের মধ্যে
যে ব্যক্তি উত্তম, সে শ্যাকুলের ন্যায়; আর যে
সরল, সে কণ্টকময় বেড়া হইতে [মন্দ]; তোমার
প্রহরিগণের দিন, তোমার সমুচিত দণ্ড, আসিতেছে; এখন তাহাদের ব্যাকুলতা জন্মিবে।
৫ তোমরা সখাতে প্রত্যয় করিও না; আত্মীয়েতেও
বিশ্বাস করিও না; তোমার বক্ষঃস্থলে শয়নকারিণী স্ত্রীর কাছেও আপন মুখের দ্বার রক্ষা
৬ কর। কেননা পুত্র পিতাকে লঘুজ্ঞান করে, কন্যা
আপন মাতার, ও পুত্রবধূ আপন শাশুড়ীর
বিরুদ্ধে উঠে, আপন আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু।
৭ কিন্তু আমি সদাপ্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখিব,
আমার ত্রাণেশ্বরের অপেক্ষা করিব; আমার
৮ ঈশ্বর আমার বাক্য শুনিবেন। হে আমার শত্রু,
আমার প্রতিকূলে আনন্দ করিও না; কেননা
পতিত হইলেও আমি উঠিব, অন্ধকারে বসিলেও
৯ সদাপ্রভু আমার আলোকস্বরূপ হইবেন। আমি
সদাপ্রভুর ক্রোধ বহন করিব, কারণ আমি
তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; শেষে তিনি
আমার বিবাদে পক্ষবাদী হইয়া আমার বিচার
নিষ্পত্তি করিবেন; তিনি আমাকে বাহির
করিয়া আলোকে আনিবেন, আমি তাঁহার ধার্ম্মি-

Digitized by Google

১০ কন্যা সন্দর্শন করিব। তাহা দেখিয়া আমার শত্রু
লজ্জায় আচ্ছন্না হইবে; যে আমাকে বলিত,
'তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়?' আমি
স্বচক্ষে তাহাকে দেখিব; এখন সে পথের কর্দ্দমের
ন্যায় পদতলে দলিতা হইবে।
১১ "তোমার বেড়া বাঁধিবার দিন! সেই দিন
১২ বিধান দূরে অন্তরিত হইবে। সেই দিন তোমার
কাছে লোকেরা আসিবে, অশূর হইতে ও মিস-
রের নগরসমূহ হইতে, মিসর হইতে [ফরাৎ]
নদী পর্য্যন্ত ও এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র
পর্য্যন্ত, এবং এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত
১৩ [আসিবে]। তথাপি অধিবাসিগণের দোষে,
তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের ফলরূপে, দেশ ধ্বংসস্থান
হইয়া যাইবে।"
১৪ তুমি আপন পাঁচনী লইয়া আপন প্রজা-
গণকে, স্বতন্ত্র বাসকারী আপনার অধিকারস্বরূপ
পালকে, কর্ম্মিলের মধ্যস্থিত অরণ্যে চরাও;
পূর্ব্বকালে যেমন চরিত, তেমনি তাহারা বাশনে
ও গিলিয়দে চরুক।
১৫ "মিসরদেশ হইতে তোমার নির্গমন-দিনের ন্যায়
আমি তাহাদিগকে নানা আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইব।"
১৬ জাতিগণ তাহা দেখিয়া আপনাদের সমস্ত
পরাক্রমের বিষয়ে লজ্জিত হইবে; তাহারা মুখে
হস্ত দিবে, ও তাহাদের কর্ণ বধির হইবে।
১৭ তাহারা সর্পের ন্যায় ধূলা চাটিবে, তাহারা
কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিস্থ কিঞ্চুলুকার ন্যায়
আপন আপন গোপনীয় স্থান হইতে বহির্গমন
করিবে; তাহারা সভয়ে আমাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর নিকটে আসিবে ও তোমা হইতে ভীত
হইবে।
১৮ কে তোমার তুল্য ঈশ্বর?—অপরাধ ক্ষমা-
কারী, ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের
অধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষাকারী! তিনি চিরকাল
ক্রোধ রাখেন না, কারণ তিনি দয়াতে প্রীত।
১৯ তিনি ফিরিয়া আমাদের প্রতি করুণা করিবেন;
তিনি আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিত
করিবেন। হাঁ, তুমি আপন লোকদের যাবতীয়
পাপ সমুদ্রের অগাধ জলে নিক্ষেপ করিবে।
২০ তুমি পূর্ব্বকালাবধি আমাদের পিতৃপুরুষদের
কাছে যাহা শপথ করিয়াছ, তাহা দিয়া
যাকোবকে সত্য ও অব্রাহামকে দয়া প্রাপ্ত
করিবে।

নহূম ভাববাদীর পুস্তক।

আপন শত্রুদের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার।

১ নীনবী-বিষয়ক ভারবাণী। ইল্‌কোশীয় নহূ-
মের দর্শনপুস্তক।
২ সদাপ্রভু [স্বগৌরব-রক্ষণে] উদ্যোগী ঈশ্বর,
তিনি প্রতিফলদাতা; সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা ও
ক্রোধকারী; সদাপ্রভু আপন বিপক্ষগণকে প্রতি-
ফল দেন, আপন শত্রুগণের জন্য ক্রোধ সঞ্চয়
৩ করেন। সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান,
তিনি অবশ্য পাপের দণ্ড দেন; ঘূর্ণবায়ু ও ঝড়
সদাপ্রভুর পথ, এবং মেঘ তাঁহার পদধূলিস্বরূপ।
৪ তিনি সমুদ্রকে ধম্‌কাইয়া শুষ্ক করেন, নদনদী
সকল নির্জ্জল করেন, বাশন ও কর্ম্মিল ম্লান হয়,
৫ লিবানোনের পুষ্পশোভা ম্লান হয়। তাঁহার ভয়ে
পর্ব্বতগণ কাঁপে, উপপর্ব্বতগণ গলিয়া যায়, এবং
তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পৃথিবী, জগৎ ও তন্নি-
৬ বাসী সকলে উঠিয়া যায়। তাঁহার ক্রোধের
সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? তাঁহার কোপের
প্রদাহে কে তিষ্ঠিতে পারে? তাঁহার ক্রোধ অগ্নির
ন্যায় সেচিত হয়, তাঁহার দ্বারা শৈলগণ ফাটিয়া
৭ যায়। সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি
দুর্গ; আর তিনি আপনার শরণাগতদিগকে জ্ঞাত
৮ আছেন। কিন্তু তিনি প্লাবনকারী বন্যা দ্বারা সেই
স্থান সংহার করিবেন, এবং আপন শত্রুগণকে
৯ অন্ধকারে তাড়াইয়া দিবেন। তোমরা সদাপ্রভুর
বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছ? তিনি একেবারে শেষ
করিবেন, দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইবে না।
১০ কেননা জড়িত কণ্টকের ন্যায় ও মদ্যপানে আর্দ্র
হইলেও তাহারা শুষ্ক খড়ের ন্যায় নিঃশেষে
১১ অগ্নিভক্ষিত হইবে। [হে নীনবি,] সদাপ্রভুর
প্রতিকূলে কুসঙ্কল্পকারী এক পাষণ্ড মন্ত্রী তোমা
১২ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
পূর্ণশক্তি ও বহুসংখ্যক হইলেও তাহারা অমনি
ছিন্ন হইবে, এবং [রাজা] অতীত হইবে। [হে
যিহূদা,] আমি তোমাকে নত করিয়াছি, আর
১৩ নত করিব না। আমি এক্ষণে তোমার স্কন্ধস্থিত
তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিব, ও তোমার বন্ধন ছেদন

Digitized by Google

১৪ করিব। আর [হে শত্রো,] তোমার বিষয়ে সদা-
প্রভু এই আজ্ঞা করিলেন, তোমার নামীয় বীজ
আর উপ্ত হইবে না, আমি তোমার দেবালয়
হইতে খোদিত ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা উচ্ছিন্ন
করিব, আমি তোমার কবর প্রস্তুত করিব, কেমনা
তুমি পামর।
১৫ দেখ, পর্ব্বতগণের উপরে সুসমাচার-প্রচার-
কারীর—শান্তিজ্ঞাপনকারীর—চরণ; হে যিহূদা,
তুমি আপন পর্ব্ব সকল পালন কর, আপন মানত
সকল পূর্ণ কর, কেমনা পাষণ্ড আর তোমার
মধ্যে যাতায়াত করিবে না; সে সর্ব্বতোভাবে
উচ্ছিন্ন হইল।

নীনবীর অবরোধ ও পতন।

২ খণ্ডবিখণ্ডকারী তোমার বিরুদ্ধে উঠিয়া
আসিয়াছে; তুমি দুর্গ রক্ষা কর, পথ নিরী-
ক্ষণ কর, কটিদেশ কষিয়া বাঁধ, আপনাকে অতি-
২ শয় বলবান কর। কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের
শ্রীর ন্যায় যাকোবের শ্রীকে পুনরায় সতেজ
করিতে উদ্যত; কারণ শূন্যকারীরা তাহাদিগকে
[তাণ্ডবৎ] শূন্য করিয়াছে, ও তাহাদের দ্রাক্ষা-
৩ লতা সকল বিনষ্ট করিয়াছে। তাঁহার বীরগণের
ঢাল রক্তীকৃত, বিক্রমিগণ লোহিতবর্ণ বস্ত্রপরি-
হিত, তাঁহার আয়োজন-দিনে রথ সকল অয়সে
৪ উজ্জ্বল ও বড়শা সকল চালিত হয়। পথে পথে
রথ সকল উন্মত্তের ন্যায় গমনাগমন করে, প্রশস্ত
চকে দৌড়িতে দৌড়িতে পরস্পর আঘাত করে;
তাহাদের আভা উল্কার ন্যায়, তাহারা বিদ্যুতের
৫ ন্যায় ধাবমান হয়। [রাজা] আপন প্রতাপা-
ন্বিতদিগকে স্মরণ করেন, তাহারা গমনে স্খলিত
হয়; প্রাচীরের দিকে দৌড়াদৌড়ি হইতেছে,
৬ অবরোধ-যন্ত্র স্থাপন করা গিয়াছে। নদীদ্বার
৭ সকল খুলিয়া গেল; প্রাসাদ বিলীন হইল। হাঁ,
ইহা নিরূপিত; [নীনবী] বিবস্ত্রা হইয়া অপ-
সারিতা হইতেছে, ও তাহার দাসীগণ বক্ষঃস্থলে
করাঘাত করিয়া কপোতের ধ্বনির ন্যায় শোক-
৮ ধ্বনি করিতেছে। নীনবী ত জন্মাবধি জলপূর্ণ
পুষ্করিণীস্বরূপা, কিন্তু সকলে পলায়ন করিতেছে;
থাক, থাক, বলিলেও কেহ মুখ ফিরায় না।
৯ তোমরা রৌপ্য লুট কর, স্বর্ণ লুট কর; কেমনা
আয়োজিত সামগ্রীর সীমা নাই; সর্ব্বপ্রকার
১০ রত্নের প্রতাপ। সে শূন্য, শূন্যীকৃত ও উৎসন্ন;
আর হৃদয় গলিত ও জানুতে জানুতে ঠেকাঠেকি
হইল; এবং সকলের কটিদেশে অত্যগ্রহ ও
১১ মনুষ্যমাত্রের মুখ কালিমাযুক্ত। সিংহগণের গর্ত্ত
কোথায়? যুব কেশরীদের ভোজনস্থান কোথায়?
যে স্থানে সিংহ, সিংহী ও সিংহশাবক বিহার
করিত, ভয় দেখাইবার কেহ ছিল না, সে স্থান
১২ কোথায়? সিংহ আপন শাবকদের জন্য যথেষ্ট
পশু বিদীর্ণ করিত, আপন সিংহীদের জন্য
অনেকের গলা টিপিয়া মারিত, আপন গুহা
সকল হৃত পশুতে, ও গহ্বর সকল বিদীর্ণ পশুতে
১৩ পরিপূর্ণ করিত। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন,
দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল, আমি তোমার
রথসমূহ দগ্ধ করিয়া ধূমে লীন করিব, এবং খড়্গ
তোমার যুব কেশরীদিগকে গ্রাস করিবে; হাঁ,
আমি পৃথিবী হইতে তোমার লুট দ্রব্য উচ্ছিন্ন
করিব; এবং তোমার দূতগণের রব আর শুনা
যাইবে না।

৩ ঐ রক্তপাতী নগর সন্তাপের পাত্র! সে
একেবারে মিথ্যায় ও দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ;
২ লুট ছাড়ে না। কশার শব্দ, ঘূর্ণায়মান চক্র
সকলের শব্দ; প্লবমান অশ্ব ও লম্ফমান রথ;
৩ অশ্বারোহী যোদ্ধা, চাক্‌চক্যবিশিষ্ট খড়্গ, বজ্র-
তুল্য বড়শা; নিহতগণের রাশি ও মৃত দেহের
ঢিবি; শবসমূহের গণনা করা যায় না, উহাদের
৪ শবের উপরে লোকে উছোট খায়। পরমসুন্দরী
যে মায়াবিনী বেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়ায় জাতি-
দিগকে ও আপন মায়াতে গোষ্ঠীদিগকে বিক্রয়
করিত, তাহার বেশ্যাক্রিয়ার আধিক্যই ইহার
৫ কারণ। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ,
আমি তোমার প্রতিকূল, আমি তোমার বস্ত্রের
অঞ্চল তুলিয়া তোমার মুখের উপরে টানিয়া
দিব, জাতিগণকে তোমার উলঙ্গতা ও নানা
রাজ্যের লোকদিগকে তোমার লজ্জা দেখাইব।
৬ আমি তোমার উপরে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিয়া
তোমাকে বিরূপ করিব, ও কৌতুকাস্পদ বলিয়া
৭ স্থাপন করিব। যে কেহ তোমাকে দেখিবে, সে
তোমা হইতে পলায়ন করিবে, আর বলিবে,
নীনবী হৃতসর্ব্বস্বা হইল; তাহার বিষয়ে কে
বিলাপ করিবে? আমি কোথায় গিয়া তোমার
৮ নিমিত্ত সান্ত্বনাকারীদের অন্বেষণ করিব? নো-
আমোন হইতে তুমি কি শ্রেষ্ঠ? সে ত নদীগণের
মধ্যে সুখাসীনা ও চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিতা ছিল;
জলনিধি তাহার পরিখা, সমুদ্র তাহার প্রাচীর
৯ ছিল। কূশ ও মিসর তাহার বলস্বরূপ, তাহা
অসীম; পুট ও লূবীয়গণ তাহার সহকারী ছিল।
১০ তথাপি সেও নির্ব্বাসিতা হইয়া বন্দিত্বদেশে
গেল, তাহার শিশুদিগকেও সমস্ত পথের মাথায়
আছাড় মারিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইল; শত্রুরা
তাহার মান্য পুরুষদের নিমিত্ত গুলিবাঁট করিল,
এবং তাহার মহল্লোকেরা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।
১১ তুমিও মত্তা হইবে, লুক্কায়িতা হইবে; তুমিও
১২ শত্রুভয় প্রযুক্ত আশ্রয় চেষ্টা করিবে। তোমার
দৃঢ় দুর্গ সকল আদ্যপক্ক ফলবিশিষ্ট ডুমুরবৃক্ষের

Digitized by Google

ন্যায় হইবে ; সঞ্চালিত হইলে তাহার ফল ভক্ষ-
১৩ কের মুখে পড়ে। দেখ, তোমার মধ্যস্থিত প্রজারা
স্ত্রীলোক ; তোমার দেশের পুরদ্বার সকল শত্রু-
গণের জন্য খোলা গিয়াছে, অগ্নি তোমার অর্গল
১৪ সকল গ্রাস করিয়াছে। তুমি অবরোধ-সময়ের
জন্য জল তোল, তোমার দুর্গ সকল দৃঢ় কর,
ইটখোলাতে গিয়া কাদা ছান, ইটের পাঁজা
১৫ সাজাও। সেখানে অগ্নি তোমাকে গ্রাস করিবে ;
খড়্গ তোমাকে ছেদন করিবে, তাহা পতঙ্গের
ন্যায় তোমাকে খাইয়া ফেলিবে ; তুমি পতঙ্গের
ন্যায় বড় ঝাঁক হও, পঙ্গপালের ন্যায় বড় ঝাঁক
১৬ হও। তুমি আকাশের তারা হইতেও আপন
বণিকগণের বৃদ্ধি করিয়াছ ; পতঙ্গ ঝাঁক বাঁধিয়া
১৭ উড়িয়া যাইতেছে। তোমার কিরীটিগণ পঙ্গ-
পালের তুল্য, তোমার সেনাপতিরা অগণ্য
ফড়িঙ্গের তুল্য ; ফড়িঙ্গ শীতের দিনে বেড়ায়
আশ্রয় লয়, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে উড়িয়া যায় ;
১৮ কোন্ স্থানে গেল, তাহা জানা যায় না। হে
অশূর-রাজ, তোমার পালরক্ষকেরা নিদ্রা গিয়াছে,
তোমার প্রতাপান্বিতেরা বিশ্রাম করিতেছে,
তোমার প্রজারা পর্ব্বতগণের উপরে ছিন্নভিন্ন
১৯ রহিয়াছে, সংগ্রহ করিবার কেহ নাই। তোমার
ভঙ্গের প্রতীকার নাই ; তোমার ক্ষত সাংঘাতিক ;
যাহারা তোমার বার্ত্তা শুনিবে, তাহারা তোমার
উপরে হাততালী দিবে ; কেননা তোমার হিংসা
কাহার উপরে না অবিরত রহিয়াছে ?

হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তক।

কল্‌দীয়দের দৌরাত্ম্য ও দণ্ড।

১ হবক্কূক ভাববাদীর প্রাপ্ত দর্শনগত ভার-
বাণী।
২ হে সদাপ্রভো, কত কাল আমি আর্ত্তনাদ
করিব, আর তুমি শুনিবে না ? আমি দৌরাত্ম্যের
বিষয়ে তোমার কাছে কাঁদিব, আর তুমি নিস্তার
৩ করিবে না ? তুমি কেন আমাকে অধর্ম্ম দেখাই-
তেছ, দৌর্জ্জন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ ?
আমার সম্মুখে ধনাপহার ও দৌরাত্ম্য হইতেছে,
বিরোধ উপস্থিত ও বিসংবাদ বাড়িয়া উঠিতেছে।
৪ তাই ব্যবস্থা নিস্তেজ হইতেছে, বিচার কোন মতে
নিষ্পন্ন হইতেছে না ; কারণ দুর্জ্জনেরা ধার্ম্মিককে
ঘেরিয়া থাকে, তজ্জন্য বিচার বিপরীত হইয়া
পড়ে।
৫ তোমরা জাতিগণের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর, নিরী-
ক্ষণ কর, এবং চমৎকার জ্ঞান করিয়া হতবুদ্ধি
হও ; যেহেতুক তোমাদের সময়ে আমি এক কর্ম্ম
করিব, তাহার বৃত্তান্ত কেহ তোমাদিগকে জ্ঞাত
৬ করিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে না। কারণ দেখ,
আমি কল্‌দীয়দিগকে উঠাইব ; তাহারা সেই
নিষ্ঠুর ও ত্বরান্বিত জাতি, যে পরের নিবাস সকল
অধিকার করণার্থে পৃথিবীর বিস্তারের সর্ব্বত্র
৭ বিহার করে। তাহারা ত্রাসজনক ও ভয়ঙ্কর,
তাহাদের শাসন ও উন্নতি তাহাদের আপনাদের
৮ কার্য্য। তাহাদের অশ্বগণ চিতাবাঘ হইতেও
দ্রুতগামী ও সায়ংকালীন কেন্দুয়া হইতেও উগ্র ;
তাহাদের অশ্বারোহিগণ বেগবান ; তাহাদের
অশ্বারোহিগণ দূর হইতে আগত ; তাহারা ভক্ষ-
ণার্থে দ্রুতগামী উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায় উড়ে।
৯ তাহারা সকলে দৌরাত্ম্য করিতে আইসে, তাহারা
অগ্রসর হইতে উন্মুখ ; এবং তাহারা বন্দিদিগকে
১০ বালুকার ন্যায় একত্র করে। সেই জাতি রাজগণকে
বিদ্রূপ করে, এবং অধ্যক্ষগণ তাহার উপহাসা-
স্পদ ; সে দৃঢ় দুর্গ সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে, ও ধূলি
১১ রাশীকৃত করিয়া তাহা হস্তগত করে। এইরূপে সে
প্রচণ্ড বায়ুবৎ হঠাৎ বহিয়া অগ্রসর হইবে, আর
দণ্ডনীয় হইবে, নিজ শক্তিই তাহার দেবতা।
১২ হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমার পবিত্রতম,
তুমি কি অনাদিকালাবধি নহ ? আমরা মারা
পড়িব না ; হে সদাপ্রভু, তুমি শাসনার্থেই
উহাকে নিরূপণ করিয়াছ ; হে অচল, তুমি অনু-
১৩ যোগার্থেই উহাকে স্থাপন করিয়াছ। তুমি এমন
নির্ম্মলচক্ষু যে মন্দ দেখিতে পার না, এবং
দৌর্জ্জন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পার না, তবে
বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ ?
আর দুর্জ্জন আপনার অপেক্ষা ধার্ম্মিক লোককে
১৪ গ্রাস করিলে কেন নীরব থাক ? আর মনুষ্যদিগকে
সমুদ্রের মৎস্য কিম্বা অস্বামিক কীটের তুল্য কেন
১৫ কর ? সে সকলকে বড়শীতে তুলে, তাহাদিগকে
নিজ জালে ধরে, খালুইতে একত্র করে ; তাই সে
১৬ আনন্দিত ও উল্লাসিত হয়। তজ্জন্য সে আপন
জালের উদ্দেশে বলিদান করে, ও আপন খালুই-
য়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায় ; কেননা তদ্দ্বারা তাহার

অংশ পুষ্ট ও তাহার খাদ্য মেদোযুক্ত হয়।
১৭ অতএব সে কি আপন জালের মধ্য হইতে মৎস্য
বাহির করিতে থাকিবে? ও নিরন্তর মমতা না
করিয়া জাতিগণকে বধ করিবে?

২ আমি আপন প্রহরিস্থানে দাঁড়াইব, দুর্গের
উপরে অবস্থিত থাকিব; আমার আবেদনের
বিষয়ে তিনি আমাকে কি বলিবেন, এবং আমি
কি উত্তর দিব, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিব।
২ তখন সদাপ্রভু উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন,
এই দর্শনের কথা লেখ, সুস্পষ্ট করিয়া ফলকে
খুদ, যে পাঠ করে, সে যেন দৌড়িতে পারে।
৩ কেননা এই দর্শন এখনও নিরূপিত কালের
অপেক্ষা ও পরিণামের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে,
আর মিথ্যা হইবে না; তাহার বিলম্ব হইলেও
তাহার অপেক্ষা কর, কেননা তাহা অবশ্য উপ-
স্থিত হইবে, যথাকালে বিলম্ব করিবে না।
৪ দেখ, তাহার প্রাণ তাহার মধ্যে দর্পে স্ফীত,
সরল নয়, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস
৫ দ্বারা বাঁচিবে। পরন্তু মদ বিশ্বাসঘাতক; বীর
অভিমানী, সে ঘরে বিশ্রাম পায় না; সে পাতা-
লের ন্যায় অপরিমিত লোভী, সে মৃত্যুর সদৃশ,
কখন তৃপ্ত হয় না, কিন্তু সর্ব্বজাতিকে একত্র
করিয়া আত্মসাৎ করে, এবং সর্ব্ব লোকবৃন্দকে
৬ আপনার বশে সংগ্রহ করে। তাহার প্রতিকূলে
কি তাহারা সকলে উপমাকথা প্রণয়ন করিবে
না? এবং তাহার বিষয়ে কি পরিহাসজনক
প্রবাদ [রচনা করিবে না]? লোকে বলিবে,
“ধিক্ তাহাকে, যে পরধনে বর্দ্ধিষ্ণু হয়,—কত
দিন হইবে?—ও বন্ধক দ্রব্যের ভারে ভারী হয়!
৭ যাহারা তোমাকে দংশন করিবে, তাহারা কি
হঠাৎ উঠিবে না? যাহারা তোমাকে সঞ্চালন
করিবে, তাহারা কি শীঘ্র জাগ্রত হইবে না? তখন
৮ তুমি তাহাদের লুটিত বস্তু হইবে। তুমি অনেক
জাতির সর্ব্বস্ব লুট করিয়াছ; তজ্জন্য জাতিগণের
সমস্ত শেষাংশ তোমার সম্পত্তি লুট করিবে;
মনুষ্যদের রক্তপাত এবং দেশ, নগর ও তন্নি-
বাসীদের প্রতি [তোমার] দৌরাত্ম্য প্রযুক্তই
করিবে।
৯ যে জন উর্দ্ধলোকে বাসা করিতে ও বিপদের
হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে আপন কুলের নিমিত্ত
১০ কুলাভ সংগ্রহ করে, সে সন্তাপের পাত্র। অনেক
জাতিকে উচ্ছিন্ন করাতে তুমি আপন কুলের
লজ্জাজনক মন্ত্রণা করিয়াছ, ও আপন প্রাণের
১১ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ। কেননা ভিত্তির মধ্য
হইতে প্রস্তর ক্রন্দন করে, কাষ্ঠের মধ্য হইতে
বরগা তাহার উত্তর দেয়।
১২ যে জন রক্তপাত দ্বারা পুরী গাঁথে, অন্যায়
দ্বারা নগরের মূল স্থাপন করে, সে সন্তাপের
১৩ পাত্র। দেখ, লোকবৃন্দের পরিশ্রম কেবল অগ্নির
নিমিত্ত, ও জাতিগণের ক্লান্তি কেবল বৃথা হইবে,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর আজ্ঞায় কি এমন
১৪ ঘটিবে না? বস্তুতঃ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে
পরিপূর্ণ হইবে।
১৫ যে জন আপন প্রতিবাসীর উলঙ্গতা দেখিবার
জন্য তাহাকে পান করায়, তাতে নিজ বিষ মিশা-
১৬ ইয়া তাহাকে মত্ত করে, সে সন্তাপের পাত্র। তুমি
সম্মানের স্থানে অপমানেই পরিপূর্ণ হইয়াছ;
তুমিও পান করিয়া অচ্ছিন্নত্বকের ন্যায় হও;
সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্তস্থিত পানপাত্র তোমার
দিকে ফিরান যাইবে, ও তোমার গৌরবের উপরে
১৭ জঘন্য লজ্জা উপস্থিত হইবে। কারণ লিবানোনের
প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য ও পশুগণের ত্রাসজনক সংহার
তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে; মনুষ্যদের রক্তপাত
এবং দেশ, নগর ও তন্নিবাসীদের প্রতি দৌরাত্ম্য
প্রযুক্তই করিবে।
১৮ খোদিত প্রতিমায় কি উপকার হয় যে, তাহার
নির্ম্মাতা তাহা খোদন করে? ছাঁচে ঢালা প্রতি-
মায় ও মিথ্যার গুরুতে বা [কি উপকার হয়]
যে, আপনার নির্ম্মিত বস্তুর নির্ম্মাতা তাহাতে
১৯ বিশ্বাস করিয়া অবাক্ অবস্তু নির্ম্মাণ করে? যে
জন কাষ্ঠকে বলে, তুমি জাগ্রত হও, অবাক্ প্রস্ত-
রকে বলে, তুমি উঠ, সে সন্তাপের পাত্র। সে কি
উপদেশ দিতে পারে? দেখ, সে সুবর্ণ ও রৌপ্যে
মণ্ডিত, তাহার অন্তরে শ্বাসবায়ুর লেশও নাই।
২০ কিন্তু সদাপ্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন;
সমস্ত ভুবন, তাঁহার সম্মুখে নীরব থাক।

হবক্কূকের স্তোত্র।

৩ হবক্কূক ভাববাদীর প্রার্থনা। স্বর, শিগি-
য়োনোৎ।
২ হে সদাপ্রভো, আমি তোমার বার্ত্তা শুনিয়া ভীত
হইলাম;
হে সদাপ্রভো, বৎসরনিচয়ের মধ্যে আপন কর্ম্ম
সজীব কর,
বৎসরনিচয়ের মধ্যে তাহা জ্ঞাত কর;
ক্রোধের সময়ে করুণা স্মরণ কর।
৩ ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন,
যিনি পবিত্রতম, তিনি পারণপর্ব্বত হইতে আগ-
মন করিতেছেন। সেলা।
গগনমণ্ডল তাঁহার প্রতাপে সমাচ্ছন্ন,
পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।
৪ তাঁহার তেজ দীপ্তির তুল্য,
তাঁহার করযুগ্ম রশ্মিময়;
ঐ স্থানে তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল।

Digitized by Google

৫ তাঁহার অগ্রে অগ্রে মহামারী চলে,
তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া জ্বলদঙ্গার গমন করে।
৬ তিনি দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে পরিমাণ করিলেন,
তিনি দৃক্‌পাত করিয়া জাতিগণকে কম্পমান
করিলেন;
সনাতন পর্ব্বত সকল খণ্ডবিখণ্ড হইল;
চিরন্তন উপপর্ব্বতগণ নত হইল;
অনাদিকালাবধি [এই] তাঁহার গতি।
৭ আমি দেখিলাম, কূশনের তাম্বু সকল ক্লিষ্ট;
মিদিয়ন দেশীয় যবনিকা সকল কম্পিত হইল।
৮ সদাপ্রভু কি নদনদীগণের প্রতি বিরক্ত হইলেন?
তোমার ক্রোধ কি নদনদীগণের উপরে বর্ত্তিল?
সমুদ্রের প্রতি কি তোমার কোপ হইল যে,
তুমি আপনার অশ্বগণে আরোহণ করিলে?
আপনার ত্রাণরথে আরোহণ করিলে?
৯ তোমার ধনুক অনাবৃত,
বাক্যময় দণ্ড সকল শপথ দ্বারা স্থিরীকৃত। সেলা।
তুমি ভূতলকে বিদীর্ণ করিয়া নদনদীময় করিলে।
১০ পর্ব্বতগণ তোমাকে দেখিয়া কম্পান্বিত হইল,
প্রচণ্ড জলরাশি বহিয়া গেল,
বারিনাথ আপন রব শুনাইল,
আপন হস্তদ্বয় উচ্চে উঠাইল।
১১ সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব স্ব বাসস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল,—
তোমার দ্রুতগামী বাণসমূহের দীপ্তিতে,
তোমার বজ্ররূপ বড়শার তেজে।
১২ তুমি ক্রোধে ভূতল দিয়া গমন করিলে,
কোপে জাতিগণকে [শস্যবৎ] মর্দ্দন করিলে।
১৩ তুমি যাত্রা করিলে,—আপন প্রজাগণের পরি-
ত্রাণার্থে,
আপন অভিষিক্তের পরিত্রাণার্থে;
তুমি দুষ্টের গৃহের মস্তক চূর্ণ করিলে,
কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত তাহার মূল অনাবৃত করিলে। সেলা।
১৪ তুমি তাহার যোদ্ধাদের মস্তক তাহারই দণ্ড দ্বারা
বিদ্ধ করিলে;
তাহারা ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় আমাকে ছিন্নভিন্ন করিতে
আসিয়াছিল;
তাহারা দুঃখীকে গোপনে গ্রাস করিতে আনন্দ
করিত।
১৫ তুমি আপন অশ্বগণ লইয়া সমুদ্র দিয়া গমন
করিলে,
সেই মহাজলরাশি দিয়া গেলে।

১৬ আমি শুনিলাম, আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল,
সেই রবে আমার ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইল,
আমার অস্থি ক্লেদাবিষ্ট হইল, আমি স্বস্থানে
কম্পিত হইলাম,
যেহেতুক সঙ্কটের দিনের অপেক্ষায় আমাকে
বিশ্রাম করিতে হইবে,
যে দিন এই জাতিকে আক্রমণকারী শত্রু
আসিবে।
১৭ যদিও ডুমুরবৃক্ষ ফলিত হইবে না,
দ্রাক্ষালতায় ফল ধরিবে না,
জিতবৃক্ষের তেজ অকিঞ্চিৎকর হইবে,
ও ক্ষেত্রে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইবে না,
খোঁয়াড় হইতে মেষপাল উচ্ছিন্ন হইবে,
গোষ্ঠে গোরু থাকিবে না;
১৮ তথাপি আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব,
আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লাসিত হইব।
১৯ প্রভু সদাপ্রভুই আমার বলস্বরূপ,
তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণ সদৃশ করেন,
তিনি আমার উচ্চস্থলী দিয়া আমাকে গমন
করাইবেন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য; আমার তারযুক্ত যন্ত্রে।

সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক।

যিহূদীদের উপরে দণ্ড।

১ আমোনের পুত্র যিহূদা-রাজ যোশিয়ের অধিকার সময়ে হিষ্কিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অমরিয়ের প্রপৌত্র গদলিয়ের পৌত্র কূশির পুত্র সফনিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।
২ আমি ভূতল হইতে বস্তুমাত্র সংহার করিব,
৩ ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি মনুষ্য ও পশুগণকে সংহার করিব, আমি আকাশের পক্ষিগণকে, সমুদ্রের মৎস্যগণকে ও দুষ্টগণসমেত বিঘ্ন সকল সংহার করিব; হাঁ, আমি ভূতল হইতে মনুষ্যকে
৪ উচ্ছিন্ন করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন। আর আমি যিহূদার প্রতিকূলে ও যিরূশালেম-নিবাসী সক-

Digitized by Google

লের প্রতিকূলে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং
এই স্থান হইতে বালের অবশেষ উচ্ছিন্ন করিব,
৫ আর যাজকগণসহ পুরোহিতদের নাম; এবং
যাহারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর কাছে
প্রণিপাত করে, এবং যাহারা সদাপ্রভুর কাছে
শপথ করে, অথচ মোলকের নামেও শপথ করিয়া
৬ প্রণিপাত করে, এবং যাহারা সদাপ্রভুর অনুগমন
হইতে পরাঙ্মুখ হয়, ও যাহারা সদাপ্রভুর অন্বে-
ষণ করে নাই, ও তাঁহার অনুসন্ধান করে নাই,
সেই সকলকে [আমি উচ্ছিন্ন করিব]।
৭ তুমি প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নীরব হও;
কেননা সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; কেননা সদাপ্রভু
এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া আপন নিমন্ত্রিত-
৮ দিগের সংস্কার করিয়াছেন। সদাপ্রভুর সেই
যজ্ঞের দিনে আমি অধ্যক্ষগণকে, রাজকুমার-
দিগকে ও বিজাতীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত সকল
৯ লোককে দণ্ড দিব। আর যাহারা লম্ফ দিয়া
গোবরাট উল্লঙ্ঘন করে, যাহারা আপনাদের
প্রভুর গৃহ দৌরাত্ম্য ও ছলনায় পরিপূর্ণ করে,
১০ সেই দিন আমি তাহাদিগকে দণ্ড দিব। সদাপ্রভু
বলেন, সে দিন মৎস্যদ্বার হইতে ক্রন্দনের শব্দ,
উপনগর হইতে হাহাকার, ও উপপর্ব্বতগণ হইতে
১১ মহাভঙ্গের শব্দ শুনা যাইবে। হে মক্তেশ [উদূ-
খল] নিবাসিগণ, তোমরা হাহাকার কর, কেননা
সমস্ত কনানীয় জাতি চূর্ণ হইয়াছে, সকল রৌপ্য-
১২ বাহক বিনাশ পাইয়াছে। সেই সময়ে আমি
প্রদীপ জ্বালিয়া যিরূশালেমের সন্ধান করিব;
আর যে লোকেরা নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন গাদের
উপরে বসিয়া থাকে, ও মনে মনে বলে, সদাপ্রভু
মঙ্গল কি অমঙ্গল কিছুই করিবেন না, তাহা-
১৩ দিগকে আমি প্রতিফল দিব। তাহাদের সম্পদ
লুটিত হইবে, ও তাহাদের গৃহ সকল ধ্বংসস্থান
হইবে; তাহারা বাটী নির্ম্মাণ করিলেও তাহাতে
বাস করিতে পাইবে না; দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত
করিলেও তদুৎপন্ন দ্রাক্ষার রস পান করিতে
১৪ পাইবে না। সদাপ্রভুর মহাদিন নিকটবর্ত্তী,
তাহা নিকটবর্ত্তী, অতি শীঘ্র আসিতেছে; ঐ
সদাপ্রভুর দিনের শব্দ; বীর মনস্তাপে আর্ত্তরব
১৫ করিতেছে। সেই দিন ক্রোধের দিন, সঙ্কটের
ও সঙ্কোচের দিন, নাশের ও সর্ব্বনাশের দিন,
অন্ধকারের ও তমিস্রের দিন, মেঘের ও গাঢ়
তিমিরের দিন, তূরীধ্বনির ও রণনাদের দিন।
১৬ প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও উচ্চ চূড়া সকলের বিপক্ষে
১৭ তাহা উপস্থিত হইবে। আমি মনুষ্যদিগকে দুঃখ
দিব; তাহারা অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিবে, কারণ
তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে;
তাহাদের রক্ত ধূলার ন্যায় ও তাহাদের মাংস
১৮ মলের ন্যায় ঢালা যাইবে। সদাপ্রভুর ক্রোধের
দিনে তাহাদের রৌপ্য কি তাহাদের সুবর্ণ তাহা-
দিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; কিন্তু তাঁহার
অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত দেশ অগ্নিভক্ষিত হইবে,
কেননা তিনি দেশনিবাসী সকলের সংহার, হাঁ,
ভয়ানক সংহার করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের উপরে দণ্ড।

২ হে লজ্জাহীন জাতি, তোমরা একত্র হও,
হাঁ, একত্র হও, নতুবা দণ্ডাজ্ঞা সফল হইবে;
দিন-ত তুষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে; নতুবা
সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি তোমাদের উপরে আসিবে,
সদাপ্রভুর ক্রোধের দিন তোমাদের উপরে
৩ আসিবে। হে দেশস্থ নম্র লোকেরা, তাঁহার
শাসন পালন করিয়াছ যে তোমরা, তোমরা
সকলে সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের অনুশীলন
কর, নম্রতার অনুশীলন কর; কি জানি, সদাপ্রভুর
ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাইবে।
৪ ঘসা পরিত্যক্ত, ও অস্কিলোন ধ্বংসস্থান
হইবে; অস্‌দোদের লোকেরা মধ্যাহ্নকালে
৫ তাড়িত হইবে, ও ইক্রোণ উন্মূলিত হইবে। হে
সমুদ্রের উপকূল-নিবাসিগণ, হে করেথীয়গণের
জাতি, তোমরা সন্তাপের পাত্র; হে কনান,
পলেষ্টীয়দের দেশ, সদাপ্রভুর বাক্য তোমাদের
প্রতিকূল; আমি তোমাকে এমন উচ্ছিন্ন করিব
৬ যে, তোমাতে আর কেহ বসতি করিবে না। আর
সমুদ্রের উপকূল বাথানে, মেষপালকদের গহ্বরে
৭ ও মেষের খোঁয়াড়ে পরিণত হইবে। সেই উপ-
কূল যিহূদা-কুলের শেষাংশের অধিকার হইবে:
তাহারা তাহার উপরে [আপন আপন পাল]
চরাইবে; সন্ধ্যাকালে অস্কিলোনের গৃহে গৃহে
শয়ন করিবে; কেননা তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু
তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন, ও তাহাদিগকে
বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিবেন।
৮ আমি মোয়াবের টিট্‌কারি ও অম্মোন-সন্তান-
দের কটূক্তি শুনিয়াছি; তাহারা আমার
প্রজাদিগকে টিট্‌কারি দিয়াছে, আর তাহাদের
সীমার প্রতিকূলে আপনাদিগকে বড় করিয়াছে।
৯ তজ্জন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, আমার জীবনের দিব্য, মোয়াব
অবশ্য সদোমের তুল্য, এবং অম্মোন-সন্তানেরা
ঘমোরার তুল্য হইবে; বিছুটির আশ্রয়, লবণের
আকর ও নিত্য ধ্বংসস্থান হইবে; আমার প্রজা-
গণের শেষাংশ তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবে, ও
আমার জাতির অবশিষ্ট লোকেরা তাহাদের
১০ অধিকার পাইবে। এই তাহাদের গর্ব্বের প্রতি-
ফল; কেননা তাহারা টিট্‌কারি দিয়াছে, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভুর প্রজাদের বিরুদ্ধে আপনা-

Digitized by Google

১১ দিগকে বড় করিয়াছে। উহাদের প্রতি সদাপ্রভু
ভয়ঙ্কর হইবেন, কারণ তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয়
দেবতাকে ক্ষীণ করিবেন, এবং মনুষ্যেরা সকলে
আপন আপন স্থান হইতে তাঁহার কাছে প্রণি-
পাত করিবে, জাতিগণের দ্বীপেরা সকলে
করিবে।
১২ হে কূশীয়গণ, তোমরাও আমার খড়্গে নিহত
১৩ হইবে। অধিকন্তু তিনি উত্তরদিকের বিরুদ্ধে
আপন হস্ত বিস্তার করিবেন,- অশূরকে বিনষ্ট
করিবেন, এবং নীনবীকে ধ্বংসিত ও প্রান্তরের
১৪ ন্যায় জলহীন স্থান করিবেন। তাহাতে তাহার
মধ্যে পশুপাল ও সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় জীবের
ঝাঁক শয়ন করিবে, পাণিভেলা ও শজারু তাহার
স্তম্ভের মাথলার উপরে রাত্রি যাপন করিবে;
বাতায়নের মধ্য দিয়া তাহাদের গানের রব শুনা
যাইবে; গোবরাটের উপরে উৎসন্নতা থাকিবে;
কেননা তিনি তাহার এরসকাষ্ঠের কর্ম্ম অনাবৃত
১৫ করিয়াছেন। এই সেই উল্লাসকারিণী নগরী, যে
নির্ভয়ে বাস করিত, মনে মনে বলিত, আমিই
আছি, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই; সে কেমন
ধ্বংসের আস্পদ হইল, পশুদের শয়নস্থান হইল।
যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইবে, সে শীস
দিবে, আপন হস্ত সঞ্চালিত করিবে।

যিহূদীদের পাপ ও ভাবী কুশল।

৩ বিদ্রোহিণী ও ভ্রষ্টা যে নগরী অত্যাচার
করে, সে সন্তাপের পাত্রী। সে রব শুনে নাই,
শাসন গ্রহণ করে নাই, সদাপ্রভুতে নির্ভর করে
নাই, আপন ঈশ্বরের নিকটে আইসে নাই।
৩ তাহার মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ গর্জ্জনকারী সিংহ,
তাহার বিচারকর্ত্তৃগণ সায়ংকালীন কেন্দুয়া ব্যাঘ্র;
তাহারা প্রাতঃকালের জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট
৪ রাখে না। তাহার ভাববাদিগণ দাম্ভিক ও
বিশ্বাসঘাতক, তাহার যাজকগণ পবিত্রকে অপ-
বিত্র করিয়াছে, তাহারা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যা-
৫ চার করিয়াছে। তাহার মধ্যবর্ত্তী সদাপ্রভু ধর্ম্ম-
বান; তিনি অন্যায় করেন না, প্রতিপ্রভাতে
আপন বিচার আলোকে স্থাপন করেন, ত্রুটি
করেন না; তথাপি অন্যায়াচারী লোক লজ্জা
৬ জানে না। আমি জাতিগণকে উচ্ছিন্ন করিয়াছি,
তাহাদের চূড়া সকল ধ্বংসিত হইয়াছে; আমি
তাহাদের পথ এমন শূন্য করিয়াছি যে, তাহা
দিয়া কেহ আর গমনাগমন করে না; তাহাদের
নগর সকল লুপ্ত হইয়াছে, তথায় মনুষ্য নাই,
৭ কোন বাসকারী আর নাই। আমি কহিলাম,
তুমি অবশ্য আমাকে ভয় করিবে, তুমি শাসন
গ্রহণ করিবে, তাহাতে তাহার নিবাস উচ্ছিন্ন
হইবে না; ইহা তাহার বিরুদ্ধে আমার নিরূ-
পিত বিষয়ের সাকল্য; কিন্তু তন্নিবাসীরা প্রত্যূষে
উঠিয়া আপনাদের সকল কার্য্যে দুষ্টতা করিতে
থাকিল।
৮ অতএব সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার
অপেক্ষায় থাক, যে দিন আমি হরণ করিতে
উঠিব, সেই দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষায় থাক; কেননা
আমার শাসন এই, আমি জাতিগণকে সংগ্রহ
করিয়া ও রাজ্য সকল একত্র করিয়া তাহাদের
উপরে আপন ক্রোধ ও সম্পূর্ণ কোপাগ্নি ঢালিয়া
দিব; বস্তুতঃ আমার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত
৯ পৃথিবী অগ্নিভক্ষিত হইবে। কেননা আমি তৎ-
কালে জাতিগণকে বিশুদ্ধ ওষ্ঠ দিব, যেন তাহারা
সদাপ্রভুর নামে ডাকে, ও একযোগে তাঁহার
১০ আরাধনা করে। কূশ দেশস্থ নদীগণের পার
হইতে আমার উপাসকগণ, আমার ছিন্নভিন্ন
প্রজা-কন্যা, আমার নৈবেদ্য আনয়ন করিবে।
১১ তুমি আপনার যে সকল ক্রিয়াতে আমার কাছে
অপরাধিনী হইয়াছ, তৎপ্রযুক্ত সে দিন লজ্জিতা
হইবে না; কেননা সেই সময়ে আমি তোমার
দর্পযুক্ত উল্লাসকারী লোকদিগকে তোমার মধ্য
হইতে হরণ করিব; তাহাতে তুমি আমার পবিত্র
১২ পর্ব্বতে আর অহঙ্কার করিবে না। আর আমি
তোমার মধ্যে দীনদুঃখী এক জাতিকে অবশিষ্ট
রাখিব; তাহারা সদাপ্রভুর নামের শরণ লইবে।
১৩ ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোকে অন্যায় করিবে না,
মিথ্যাকথা বলিবে না, এবং তাহাদের মুখে
প্রতারক জিহ্বা থাকিবে না; বস্তুতঃ তাহারা
চরিবে ও শয়ন করিবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাই-
বার কেহ থাকিবে না।
১৪ হে সিয়োন-কন্যে, আনন্দগান কর; হে ইস্রা-
য়েল, জয়ধ্বনি কর; হে যিরূশালেম-কন্যে, আনন্দ
১৫ কর, সর্ব্বান্তঃকরণে উল্লাস কর। সদাপ্রভু তোমার
দণ্ড সকল দূর করিয়াছেন, তোমার শত্রুকে লোপ
করিয়াছেন; ইস্রায়েলের রাজা সদাপ্রভু তোমার
মধ্যবর্ত্তী; তুমি আর অমঙ্গল দেখিতে পাইবে
১৬ না। সেই দিন যিরূশালেমকে এই কথা বলা
যাইবে, ভয় করিও না; হে সিয়োন, তোমার
১৭ হস্ত শিথিল না হউক। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তোমার মধ্যবর্ত্তী; সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন,
তিনি তোমার বিষয়ে পরম আনন্দ করিবেন;
তিনি স্নেহভরে মৌনী হইবেন, আনন্দগান দ্বারা
১৮ তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন। যাহারা পর্ব্ব-
বিরহে খেদ করে, তাহাদিগকে আমি একত্র
করিব; তাহারা তোমা হইতে উৎপন্ন অথচ
১৯ ধিক্কারে ভারগ্রস্ত। দেখ, যে সকল লোক তোমাকে
দুঃখ দেয়, সেই সময়ে আমি তাহাদের প্রতি
যাহা করিবার, তাহা করিব; আর আমি খঞ্জকে

Digitized by Google

পরিত্রাণ করিব, ও দূরীকৃতাকে সংগ্রহ করিব;
এবং যাহাদের লজ্জা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপিয়াছে,
আমি তাহাদিগকে প্রশংসার ও কীর্ত্তির পাত্র
২০ করিব। সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে আনিব,
সেই সময়ে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব; কারণ
আমি পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির মধ্যে তোমা
দিগকে কীর্ত্তির ও প্রশংসার পাত্র করিব; কেননা
তখন আমি তোমাদের দৃষ্টিগোচরে তোমাদিগকে
বন্দিত্ব হইতে ফিরাইয়া আনিব, ইহা সদাপ্রভু
কহেন।

হগয় ভাববাদীর পুস্তক।

মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ বিষয়ে হগয়ের ভাববাণী।

১ দারিয়াবস রাজার অধিকারের দ্বিতীয়
বৎসরের ষষ্ঠ মাসে, মাসের প্রথম দিনে হগয়
ভাববাদী দ্বারা সদাপ্রভুর এই বাক্য শল্টীয়েলের
পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদীয় দেশাধ্যক্ষের
কাছে এবং যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহা-
যাজকের কাছে উপস্থিত হইল।
২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই
লোকেরা বলিতেছে, [কার্য্যে] আসিবার সময়,
সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণের সময়, উপস্থিত হয়
৩ নাই। তখন হগয় ভাববাদী দ্বারা সদাপ্রভুর
৪ এই বাক্য উপস্থিত হইল; হে লোক সকল,
এই কি তোমাদের আপন আপন ফলকমণ্ডিত
গৃহে বাস করিবার সময়? এই গৃহ ত উৎসন্ন
৫ রহিয়াছে। অতএব এখন বাহিনীগণের সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন পথ
৬ আলোচনা কর। তোমরা অনেক বীজ বপন
করিয়াও অল্প সঞ্চয় করিতেছ, আহার করিয়াও
তৃপ্ত হইতেছ না, পান করিয়াও আপ্যায়িত
হইতেছ না, পরিচ্ছদ পরিয়াও উষ্ণ হইতেছ
না, এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন
৭ সঞ্চয় করে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা
৮ কর। পর্ব্বতে উঠিয়া গিয়া কাষ্ঠ আন, এই গৃহ
নির্ম্মাণ কর, তাহাতে আমি এই গৃহের প্রতি
প্রসন্ন হইব, এবং আমার মহিমা প্রকাশ করিব,
৯ ইহা সদাপ্রভু কহেন। তোমরা বাহুল্যের অপেক্ষা
করিলেও, দেখ, অল্প পাইতেছ; এবং যাহা
গৃহে সঞ্চয় কর, তাহার উপরে আমি ফুঁ দিতেছি;
বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, ইহার কারণ কি?
কারণ এই যে, আমার গৃহ উৎসন্ন রহিয়াছে,
তথাপি তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহের
১০ বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছ। এই জন্য তোমাদের
উপরিস্থ আকাশ রুদ্ধ হইয়াছে, শিশির বর্ষায়
১১ না, ও ভূমি রুদ্ধ হইয়াছে, ফল দেয় না। আর
আমি দেশের ও পর্ব্বতগণের উপরে, শস্য, দ্রাক্ষা
রস ও তৈল প্রভৃতি ভূমির উৎপন্ন বস্তুর উপরে
এবং মনুষ্য, পশু ও তোমাদের হস্তকৃত যাবতীয়
কার্য্যের উপরে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করিলাম।
১২ তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল, যিহো-
ষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক এবং লোকদের
সমস্ত অবশিষ্টাংশ আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
রবে, এবং আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্ত্তৃক
প্রেরিত হগয় ভাববাদীর সকল বাক্যে মনোযোগ
করিলেন; লোকেরাও সদাপ্রভু হইতে ভীত
১৩ হইল। তখন সদাপ্রভুর দূত হগয় সদাপ্রভুর
দৌত্যকার্য্যক্রমে লোকদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু
১৪ কহেন, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। পরে
সদাপ্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক
যিহূদীয় দেশাধ্যক্ষের আত্মাকে ও যিহোষাদকের
পুত্র যিহোশূয় মহাযাজকের আত্মাকে এবং
লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের আত্মাকে উত্তে-
১৫ জিত করিলেন; তাঁহারা দারিয়াবস রাজার
অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাসের চতুর্বিংশ
দিনে আসিয়া আপনাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের
সদাপ্রভুর গৃহে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

২ সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে হগয় ভাব-
বাদী দ্বারা সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত
২ হইল, তুমি এখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল
নামক যিহূদীয় দেশাধ্যক্ষকে, যিহোষাদকের পুত্র
যিহোশূয় মহাযাজককে ও লোকদের অবশিষ্টাং-
৩ শকে এই কথা বল, তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট
এমন কে আছে যে, পূর্ব্ব প্রতাপের অবস্থায় এই
গৃহ দেখিয়াছে? আর এখন তোমরা ইহা কি
অবস্থায় দেখিতেছ? ইহা কি তোমাদের দৃষ্টিতে
৪ অবস্তুবৎ নহে? কিন্তু এখন, হে সরুব্বাবিল,
তুমি সাহস কর, ইহা সদাপ্রভু বলেন, আর হে
যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক, তুমি

Digitized by Google

বলবান হও ; এবং দেশের সমস্ত লোক, তোমরা
বলবান হও, ইহা সদাপ্রভু বলেন, আর কার্য্য
কর ; কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি,
৫ ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। বস্তুতঃ মিসর
হইতে তোমাদের নির্গমনকালে আমি তোমাদের
সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, [তাহা
স্মরণ কর,] এবং আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে
অধিষ্ঠান করিতেছেন ; তোমরা ভয় করিও না।
৬ কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
অল্পকালের মধ্যে আমি আর এক বার গগনমণ্ডল
ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমিকে কম্পা-
৭ ন্বিত করিব। আর আমি সর্ব্বজাতিকে কম্পমান
করিব ; এবং সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জন-বস্তু সকল
আসিবে ; আর আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ
করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।
৮ রৌপ্য আমারই, স্বর্ণও আমারই, ইহা বাহিনী-
৯ গণের সদাপ্রভু বলেন। এই গৃহের পূর্ব্ব প্রতাপ
অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে, ইহা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন ; আর এই স্থানে
আমি শান্তি প্রদান করিব, ইহা বাহিনীগণের
সদাপ্রভু বলেন।
১০ দারিয়াবসের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের
নবম মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে হগয় ভাববাদী
দ্বারা সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল ;
১১ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তুমি
এক বার যাজকদিগকে ব্যবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা
১২ কর, বল, কেহ আপন বস্ত্রের অঞ্চলে পবিত্র
মাংস বহন করিলে যদি সেই অঞ্চলে রুটী কি
সিদ্ধ শবজি কি দ্রাক্ষারস কি তৈল কি অন্য
কোন খাদ্য দ্রব্য স্পৃষ্ট হয়, তবে সে দ্রব্য কি
পবিত্র হইবে ? যাজকগণ উত্তর করিয়া বলিলেন,
১৩ না। তখন হগয় কহিলেন, শবের স্পর্শে অশুচি
কোন লোক যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য স্পর্শ
করে, তবে তাহা কি অশুচি হইবে ? যাজকগণ
উত্তর করিয়া বলিলেন, তাহা অশুচি হইবে।
১৪ তখন হগয় উত্তর করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু
বলেন, আমার সম্মুখে এই বংশ ও এই জাতি
তদ্রূপ ; তাহাদের হস্তের যাবতীয় কর্ম্মও তদ্রূপ ;
এবং ঐ স্থানে তাহারা যাহা উৎসর্গ করে, তাহা
১৫ অশুচি। এখন, বিনতি করি, অদ্যকার দিনের
পূর্ব্বে যত দিন সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রস্তরের উপরে
প্রস্তর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন আলো-
১৬ চনা কর। সেই সকল দিনে তোমাদের মধ্যে
কেহ বিংশতি কাঠা শস্যরাশির নিকটে আসিলে
কেবল দশ কাঠা হইত, এবং কুণ্ড হইতে পঞ্চাশ
পূরা পরিমাণ দ্রাক্ষারস লইতে আসিলে কেবল
১৭ বিংশতি পূরা হইত। আমি শস্যের শোষ,
ম্লানি ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের হস্তের যাব-
তীয় কার্য্যে তোমাদিগকে আঘাত করিতাম,
তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরিতে না, ইহা
১৮ সদাপ্রভু বলেন। অদ্যকার দিনাবধি, এবং ইহার
পরেও আলোচনা কর, নবম মাসের চতুর্ব্বিংশ
দিনাবধি, সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের
১৯ দিনাবধি, আলোচনা কর। গোলায় কি কিছু
বীজ অবশিষ্ট আছে ? আর দ্রাক্ষালতা, ডুমুর,
দাড়িম্ব ও জিতবৃক্ষও ফলে নাই। অদ্যাবধি আমি
আশীর্ব্বাদ করিব।
২০ অনন্তর মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে সদাপ্রভুর
বাক্য দ্বিতীয় বার হগয়ের নিকটে উপস্থিত
২১ হইল ; যথা, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষ সরুব্বাবিলকে
এই কথা বল, আমি গগনমণ্ডল ও পৃথিবীকে
২২ কম্পান্বিত করিব ; আর রাজগণের সিংহাসন
উল্টাইয়া ফেলিব, জাতিগণের সকল রাজ্যের
পরাক্রম নষ্ট করিব, রথ ও রথারোহীদিগকে
উল্টাইয়া ফেলিব, এবং অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ
আপন আপন ভ্রাতার খড়্গে ভূমিসাৎ হইবে।
২৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, হে শল্টীয়েলের
পুত্র, আমার দাস, সরুব্বাবিল, সেই দিনে আমি
তোমাকে গ্রহণ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন ;
আমি তোমাকে মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়স্বরূপ রাখিব ;
কেননা আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, ইহা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।

সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক।

সখরিয়ের দৃষ্ট দুই দর্শনের বৃত্তান্ত।

১ দারিয়াবসের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের
অষ্টম মাসে ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র
সখরিয় ভাববাদীর নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
২ উপস্থিত হইল ; সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষ-
দের প্রতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন।
৩ অতএব তুমি এই লোকদিগকে বল, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন ; তোমরা আমার
প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন,

Digitized by Google

আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব, ইহা বাহিনী-
৪ গণের সদাপ্রভু বলেন। তোমরা তোমাদের
পিতৃপুরুষদের সদৃশ হইও না, তাহাদিগকে পূর্ব্ব-
কালীন ভাববাদিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিত, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন
আপন কুপথ হইতে ও আপন আপন কুকার্য্য
হইতে ফির ; কিন্তু তাহারা শুনিত না, আমার
কথায় কর্ণপাত করিত না, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
৫ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কোথায় ? এবং ভাব-
৬ বাদিগণ কি নিত্যজীবী ? কিন্তু আমি আপন
দাস ভাববাদিগণকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়া-
ছিলাম, আমার সেই সকল বাক্য ও বিধান কি
তোমাদের পিতৃপুরুষদিগের নাগাইল পায়
নাই ? তখন তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও
ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার
করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি
তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

৭ দারিয়াবসের দ্বিতীয় বৎসরের একাদশ
মাসের, অর্থাৎ শবাট মাসের, চতুর্ব্বিংশ দিনে
ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাব-
বাদীর নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল ;
৮ ফলতঃ আমি রাত্রিকালে দর্শন পাইলাম, আর
দেখ, রক্তবর্ণ অশ্বে আরূঢ় এক পুরুষ, তিনি
নিম্নভূমিস্থ গুলমেঁদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দণ্ডায়-
মান ছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ রক্তবর্ণ, পাণ্ডর
৯ ও শ্বেতবর্ণ কতিপয় অশ্ব ছিল। তখন আমি
কহিলাম, হে আমার প্রভো, ইহারা কে ?
তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারী দূত আমাকে
কহিলেন, ইহারা কে, তাহা আমি তোমাকে
১০ জ্ঞাত করিব। পরে গুলমেঁদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে
দণ্ডায়মান ব্যক্তি কহিলেন, সদাপ্রভু ইহাদিগকে
পৃথিবীতে গমনাগমন করিতে পাঠাইয়াছেন।
১১ তখন তাহারা উত্তর করিয়া গুলমেঁদিবৃক্ষ সকলের
মধ্যে দণ্ডায়মান সদাপ্রভুর দূতকে কহিল, আমরা
পৃথিবীতে গমনাগমন করিয়াছি, আর দেখ,
সমস্ত পৃথিবী সুস্থির ও বিশ্রান্ত।

১২ তখন সদাপ্রভুর দূত কহিলেন, হে বাহিনী-
গণের সদাপ্রভো, তুমি এই সত্তর বৎসর যাহাদের
উপরে ক্রোধাবিষ্ট রহিয়াছ, সেই যিরূশালেমের
প্রতি, ও যিহূদার নগর সকলের প্রতি করুণা
১৩ করিতে কত কাল বিলম্ব করিবে ? তখন সদাপ্রভু
আমার সহিত আলাপকারী দূতকে উত্তর দিয়া
নানা মঙ্গলকথা, নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা কহি-
১৪ লেন। পরে আমার সহিত আলাপকারী দূত
আমাকে কহিলেন, তুমি ঘোষণা করিয়া বল,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যিরূ-
শালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে আমি মহা
১৫ অন্তর্জ্বালায় জ্বালাযুক্ত হইয়াছি। আর নিশ্চিন্ত
জাতিগণের প্রতি আমি মহাক্রোধাবিষ্ট হই-
য়াছি ; কেননা আমি যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট
হইলে তাহারা অমঙ্গলার্থে সাহায্য করিল।
১৬ অতএব সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি করুণা-
সহ যিরূশালেমের অভিমুখে ফিরিলাম ; তাহার
মধ্যে আমার গৃহ নির্ম্মিত হইবে, ইহা বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু বলেন ; হাঁ, যিরূশালেমে সূত্রপাত
১৭ হইবে। তুমি আরও ঘোষণা করিয়া বল,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার
নগর সকল পুনর্ব্বার মঙ্গলে আপ্লাবিত হইবে,
এবং সদাপ্রভু সিয়োনকে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা
করিবেন, ও যিরূশালেমকে পুনর্ব্বার মনোনীত
করিবেন।

১৮ পরে আমি চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলাম,
১৯ আর দেখ, চারি শৃঙ্গ। তখন আমি আমার সঙ্গে
আলাপকারী দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এগুলি
কি ? তিনি আমাকে কহিলেন, যাহারা যিহূদা,
ইস্রায়েল এবং যিরূশালেমকে ছড়াইয়া ফেলি-
২০ য়াছে, এ সেই সকল শৃঙ্গ। পরে সদাপ্রভু আমাকে
২১ চারি জন কর্ম্মকার দেখাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা
করিলাম, ইহারা কি করিতে আসিতেছে ? তিনি
কহিলেন, ঐ শৃঙ্গ সকল যিহূদাকে এমন ছড়াইয়া
ফেলিয়াছে যে, কেহই মস্তক তুলিতে পারে
নাই ; আর যে জাতিগণ যিহূদা দেশকে ছড়াইয়া
ফেলিবার জন্য শৃঙ্গ উঠাইয়াছে, তাহাদিগকে
ভয় দেখাইতে ও তাহাদের শৃঙ্গ সকল ভাঙ্গিয়া
ফেলিতে ইহারা আসিতেছে।

সখরিয়ের তৃতীয় দর্শন।

২ পরে আমি চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলাম,
আর দেখ, পরিমাণরজ্জু হস্তে এক পুরুষ।
২ তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায়
যাইতেছেন ? তিনি আমাকে কহিলেন, যিরূ-
শালেম মাপিতে, তাহার প্রস্থ কত, ও তাহার
৩ দীর্ঘতা কত, তাহা দেখিতে যাইতেছি। আর
দেখ, আমার সহিত আলাপকারী দূত অগ্রসর
হইলেন ; আর এক জন দূত তাঁহার সহিত
৪ সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি উঁহাকে কহিলেন,
তুমি দৌড়িয়া গিয়া ঐ যুবককে বল, যিরূ-
শালেমের মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যদের ও পশুদের আধিক্য
প্রযুক্ত প্রাচীরবিহীন গ্রামসমূহের ন্যায় তাহার
৫ বসতি হইবে ; কারণ, সদাপ্রভু কহেন, আমিই
তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিময় প্রাচীরস্বরূপ হইব,
এবং আমি তাহার মধ্যবর্ত্তী প্রতাপস্বরূপ হইব।
৬ অহো ! অহো ! উত্তর দেশ হইতে পলায়ন কর,
ইহা সদাপ্রভু কহেন ; কেননা আমি তোমা-

Digitized by Google

দিগকে আকাশের চারি বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত
৭ করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু বলেন। অহো,
সিয়োন, বাবিল-কন্যার সহনিবাসিনি ! রক্ষার্থে
৮ পলায়ন কর। কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন ; প্রতাপের পরে তিনি আমাকে সেই
জাতিগণের কাছে পাঠাইলেন, যাহারা তোমা-
দিগকে লুট করিয়াছে ; কেননা যে ব্যক্তি তোমা-
দিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ
৯ করে। বস্তুতঃ দেখ, আমি তাহাদের উপরে
আপন হস্ত চালাইব, তাহাতে তাহারা আপন
দাসগণের লুটবস্তু হইবে, আর তোমরা জানিবে
যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে পাঠাই-
য়াছেন।
১০ সিয়োন-কন্যে, আনন্দগান কর, আহ্লাদ কর,
কেননা দেখ, আমি আসিতেছি, আর আমি
তোমার মধ্যে বাস করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
১১ সেই দিনে অনেক জাতি সদাপ্রভুতে আসক্ত
হইবে, আমার প্রজা হইবে ; এবং আমি তোমার
মধ্যে বাস করিব, তাহাতে তুমি জানিবে যে,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে তোমার
১২ নিকটে পাঠাইয়াছেন। আর সদাপ্রভু পবিত্র
দেশে আপনার অংশ বলিয়া যিহূদাকে অধিকার
করিবেন, ও যিরূশালেমকে আবার মনোনীত
১৩ করিবেন। সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রাণিমাত্র নীরব
হউক, কেননা তিনি আপন পবিত্র আবাসের
মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন।

সখরিয়ের চতুর্থ দর্শন।

৩ পরে তিনি আমাকে যিহোশূয় মহাযাজককে
দেখাইলেন ; ইনি সদাপ্রভুর দূতের সম্মুখে
দণ্ডায়মান ছিলেন, আর তাঁহার বিপক্ষতা করি-
বার জন্য শয়তান [বিপক্ষ] তাঁহার দক্ষিণে
২ দণ্ডায়মান ছিল। তখন সদাপ্রভু শয়তানকে
কহিলেন, হে শয়তান, সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা
করুন ; হাঁ, যিনি যিরূশালেমকে মনোনীত
করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা
করুন ; এই ব্যক্তি কি অগ্নি হইতে উদ্ধৃত অর্দ্ধ-
৩ দগ্ধ কাষ্ঠস্বরূপ নয় ? তখন যিহোশূয় মলিন
বস্ত্র পরিহিত হইয়া দূতের সম্মুখে দণ্ডায়মান
৪ ছিলেন। তাহাতে সেই দূত আপনার সম্মুখে
দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, ইঁহার গাত্র
হইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল। পরে
তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমার
অপরাধ তোমা হইতে অপসারণ করিব, ও
৫ তোমাকে উৎসব-বস্ত্র পরিহিত করিব। তখন
আমি কহিলাম, ইঁহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ
দিতে আজ্ঞা হউক। তখন তাঁহারা তাঁহার
মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দিলেন, এবং তাঁহাকে বস্ত্র
পরিধান করাইলেন, আর সদাপ্রভুর দূত নিকটে
৬ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে সদাপ্রভুর দূত যিহো-
৭ শূয়কে দৃঢ়রূপে কহিলেন, বাহিনীগণের সদা-
প্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি আমার পথে
চল, ও আমার রক্ষণীয় রক্ষা কর, তবে তুমিও
আমার বাটীর বিচার করিবে, এবং আমার
প্রাঙ্গণের রক্ষকও হইবে, আর আমি তোমাকে
এই দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যে গমনাগমন করি-
৮ বার অধিকার দিব। হে যিহোশূয় মহাযাজক,
তুমি শুন, এবং তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট তোমার
সখাগণও শুনুক, কেননা তাহারা অদ্ভুত লক্ষণ-
স্বরূপ লোক ; কারণ দেখ, আমি আপন দাস
৯ পল্লবকে আনয়ন করিব। দেখ, যিহোশূয়ের
সম্মুখে আমি এই প্রস্তর স্থাপন করিয়াছি ; এক
প্রস্তরের উপরে সাত চক্ষু আছে ; দেখ, আমি
তাহার মুদ্রা খুদিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু
বলেন ; এবং আমি এক দিনে সেই দেশের
১০ অপরাধ দূর করিব। বাহিনীগণের সদাপ্রভু
বলেন, সেই দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপন
আপন প্রতিবাসীকে দ্রাক্ষালতার তলে ও ডুমুর-
বৃক্ষের তলে নিমন্ত্রণ করিবে।

সখরিয়ের পঞ্চম দর্শন।

৪ পরে আমার সহিত আলাপকারী দূত পুন-
রায় আসিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত মনুষ্যের
২ ন্যায় আমাকে জাগাইলেন। আর তিনি আমাকে
কহিলেন, কি দেখিতেছ ? আমি কহিলাম, আমি
নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ, স্বর্ণময় এক দীপ-
বৃক্ষ ; তাহার মাথার ঊর্দ্ধে তৈলাধার, ও তাহার
উপরে সাত প্রদীপ, এবং তাহার মাথার উপরে
৩ প্রত্যেক প্রদীপের জন্য সাত নল ; তাহার নিকটে
ঐ তৈলাধারের দক্ষিণে ও বামে দুই জিতবৃক্ষ।
৪ তখন আমি আমার সঙ্গে আলাপকারী দূতকে
জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রভো, এই সকল
৫ কি ? তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারী দূত
উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এই সকল কি,
তাহা কি জান না ? আমি কহিলাম, হে আমার
৬ প্রভো, জানি না। তখন তিনি উত্তর করিয়া
আমাকে কহিলেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদা-
প্রভুর বাক্য, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও
নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনী-
৭ গণের সদাপ্রভু বলেন। হে বৃহৎ পর্ব্বত, তুমি
কে ? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হইবে,
এবং "প্রীতি, উহাতে প্রীতি," এই হর্ষধ্বনি
পুরঃসর সে মস্তকস্বরূপ প্রস্তরখানি বাহির করিয়া
৮ আনিবে। পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার

Digitized by Google

৯ কাছে উপস্থিত হইল, সরুব্বাবিলের হস্ত এই
গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছে, আবার
তাহারই হস্ত ইহা সমাপ্ত করিবে; তাহাতে
তুমি জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই
তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন।
১০ বস্তুতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দিনকে কে তুচ্ছ
জ্ঞান করিয়াছে? সরুব্বাবিলের হস্তে ওলোন
দেখিয়া ঐ সপ্ত [প্রাণী] ত আনন্দ করিতেছেন;
তাঁহারা সদাপ্রভুর চক্ষু, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন
করেন।
১১ পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দীপ-
বৃক্ষটীর দক্ষিণে ও বামে দুই দিকে স্থিত ঐ দুই
১২ জিতবৃক্ষের তাৎপর্য্য কি? পুনশ্চ তাঁহাকে
জিজ্ঞাসিলাম, স্বর্ণময় যে দুই নল আপনা
হইতে স্বর্ণবর্ণ তৈল নির্গত করে, তৎপার্শ্বে
জিতফলের যে দুই গুচ্ছ আছে, তাহার তাৎপর্য্য
১৩ কি? তিনি আমাকে উত্তর করিয়া কহিলেন,
এ সকল কি, তাহা কি জান না? আমি কহি-
১৪ লাম, হে আমার প্রভো, জানি না। তখন তিনি
কহিলেন, উহাঁরা সেই দুই তৈল-কুমার, যাঁহারা
সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।

সখরিয়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম দর্শন।

৫ পরে আমি আবার চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ
করিলাম, আর দেখ, একখানি জড়ান পত্র
২ উড়িতেছে। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, কি
দেখিতেছ? আমি উত্তর করিলাম, একখানি
জড়ান পত্র উড়িতে দেখিতেছি; তাহা বিংশতি
৩ হস্ত দীর্ঘ ও দশ হস্ত প্রস্থ। তিনি আমাকে কহি-
লেন, উহা সমস্ত দেশের উপরে নির্গত অভি-
শাপ; ফলতঃ যে কেহ চুরি করে, সে উহার
এক পৃষ্ঠের বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হইবে, এবং
যে কেহ শপথ করে, সে উহার অন্য পৃষ্ঠের
৪ বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হইবে। বাহিনীগণের
সদাপ্রভু কহেন, আমি উহাকে বাহির করিয়া
আনিব, উহা চোরের বাটীতে ও আমার নামে
মিথ্যা শপথকারীর বাটীতে প্রবেশ করিবে, এবং
তাহার বাটীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কাষ্ঠ ও
প্রস্তরসুদ্ধ বাটী বিনাশ করিবে।
৫ পরে আমার সহিত আলাপকারী দূত বাহিরে
আসিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি চক্ষু তুলিয়া
৬ দেখ, ঐ কি বহির্গমন করিতেছে? তখন আমি
জিজ্ঞাসিলাম, ও কি? তিনি কহিলেন, ও নির্গ-
মনকারী ঐফাপাত্র; আরও কহিলেন, ও সমস্ত
৭ দেশে তাহাদের আকৃতিস্বরূপ। আর দেখ, এক
মণ পরিমিত সীসার [ঢাকনী] উত্থাপিত হইল,
৮ ঐফার মধ্যে এক স্ত্রী উপবিষ্টা। পরে তিনি
কহিলেন, এ দুষ্টতা। পরে তিনি ঐ স্ত্রীকে
ঐফার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে সেই
৯ সীসার ঢাকনী দিলেন। তখন আমি চক্ষু তুলিয়া
দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, দুই স্ত্রী বহির্গমন
করিল; তাহাদের পক্ষপুটে বায়ু আশ্রয় লইয়া-
ছিল, আর হাড়গিলার পক্ষের ন্যায় তাহাদের
পক্ষ ছিল, তাহারা পৃথিবীর ও গগনের মধ্যপথে
১০ সেই ঐফা উঠাইয়া লইয়া গেল। তখন আমি
আমার সহিত আলাপকারী দূতকে জিজ্ঞাসা
করিলাম, উহারা ঐফা কোথায় লইয়া যাই-
১১ তেছে? তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা শিনি-
য়র দেশে উহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে;
তাহা প্রস্তুত হইলে তথায় উহাকে আপন স্থানে
স্থাপন করা যাইবে।

সখরিয়ের অষ্টম দর্শন।

৬ পরে আমি পুনর্ব্বার চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ
করিলাম, আর দেখ, দুই পর্ব্বতের মধ্য হইতে
চারি রথ নির্গত হইল; সেই পর্ব্বত পিত্তলের
২ পর্ব্বত। প্রথম রথে রক্তবর্ণ অশ্বগণ, দ্বিতীয়
৩ রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ, তৃতীয় রথে শ্বেতবর্ণ অশ্ব-
গণ ও চতুর্থ রথে বিন্দুচিত্রিত বলবান অশ্বগণ
৪ ছিল। তখন আমার সহিত আলাপকারী দূতকে
আমি কহিলাম, হে আমার প্রভো, এ সকল কি?
৫ সে দূত উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, ইহাঁরা
স্বর্গের চারি বায়ু, সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভুর সাক্ষাতে
দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে নির্গমন করিতেছেন।
৬ যে রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ আছে, তাহা উত্তর
দেশে গমন করিতেছিল; ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ
তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিতেছিল, এবং বিন্দু-
চিত্রিত অশ্বগণ দক্ষিণ দেশে গমন করিতেছিল।
৭ আর বলবান অশ্বগণ বহির্গমন করিল, এবং
পৃথিবীতে গমনাগমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা
করিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, চলিয়া যাও,
পৃথিবীতে গমনাগমন কর; তাহাতে তাহারা
৮ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিল। তখন তিনি
আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, যাহারা উত্তর
দেশে গমন করিতেছে, তাহারা উত্তর দেশে
আমার আত্মাকে সুস্থির করিয়াছে।
৯ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে
১০ উপস্থিত হইল, তুমি নির্ব্বাসিত লোকদের কাছে,
অর্থাৎ হিল্‌দয়, টোবিয় ও যিদায়ের কাছে
[রৌপ্য ও স্বর্ণ] গ্রহণ কর; এই দিনে তুমি
সফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের বাটীতে গমন কর,
১১ বাবিল হইতে তাহারা তথায় আসিয়াছে; তুমি
রৌপ্য ও স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া বিবিধ মুকুট নির্ম্মাণ
১২ করতঃ যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজ-

Digitized by Google

১২ কের মস্তকে দেও। আর তাহাকে বল, বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, পল্লব
নামে বিখ্যাত পুরুষ ; উনি আপন স্থানে পল্লবের
ন্যায় বৃদ্ধি পাইবেন, এবং সদাপ্রভুর মন্দির
১৩ গাঁথিবেন। হাঁ, তিনিই সদাপ্রভুর মন্দির গাঁথি-
বেন, তিনি প্রভা ধারণ করিবেন, আপন সিংহা-
সনে বসিয়া রাজত্ব করিবেন, এবং যাজক হইয়া
আপন সিংহাসনে সমাসীন হইবেন, তাহাতে
১৪ এই দুইয়ের মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকিবে। পরন্তু
হেলেমের, টোবিয়ের ও যিদায়ের নিমিত্ত, এবং
সফনিয়ের পুত্রের সৌজন্যের নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ
মুকুট স্মরণার্থে সদাপ্রভুর মন্দিরে থাকিবে।
১৫ আর দূরস্থ লোকেরা আসিয়া সদাপ্রভুর মন্দির-
নির্ম্মাণে সাহায্য করিবে ; তাহাতে তোমরা
জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই তোমাদের
কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা যত্ন-
পূর্ব্বক আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে মনো-
যোগ করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে।

উপবাস-বিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

৭ আর দারিয়াবস রাজার চতুর্থ বৎসরে
কিস্‌লেব নামক নবম মাসের চতুর্থ দিনে
সখরিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত
২ হইল। তৎকালে বৈথেলস্থ [সমাজ] শরেৎ-
সরকে, রেগম্মেলককে ও তাহার লোকদিগকে
সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিতে প্রেরণ করিল,
৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহস্থিত যাজকদিগকে
এবং ভাববাদিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইল
যে, আমি এত বৎসর যেরূপ করিতেছি, তদ্রূপ
পঞ্চম মাসে আপনাকে পৃথক্ করিয়া কি বিলাপ
৪ করিব ? তখন আমার নিকটে বাহিনীগণের
৫ সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি দেশের
সকল লোককে ও যাজকগণকে এই কথা বল,
তোমরা সত্তর বৎসরাবধি পঞ্চম ও সপ্তম মাসে
যে উপবাস ও বিলাপ করিতেছ, তাহা কি আমার,
৬ আমারই উদ্দেশে করিয়া থাক ? আর যখন
ভোজন পান কর, তখন কি আপনারাই ভোজন
৭ পান কর না ? যিরূশালেম ও তাহার চতুর্দ্দিক্স্থ
নগর সকল যখন বসতিবিশিষ্ট ও কুশলবিশিষ্ট
ছিল, এবং দক্ষিণ দেশ ও নিম্নভূমি যখন বসতি-
বিশিষ্ট ছিল, তৎকালে সদাপ্রভু পূর্ব্বকার ভাব-
বাদিগণ দ্বারা যে সকল কথা ঘোষণা করাইতেন,
তাহা কি তোমরা শুনিবে না ?
৮ আর সখরিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য
৯ উপস্থিত হইল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
বলিয়াছেন, তোমরা যথার্থ বিচার কর, এবং
প্রত্যেকে আপন আপন ভ্রাতার সহিত সদয়
১০ ও করুণ ব্যবহার কর ; এবং বিধবা, পিতৃহীন,
বিদেশী ও দুঃখিগণের প্রতি উপদ্রব করিও না,
এবং তোমরা কেহ মনে মনে আপন ভ্রাতার
১১ অনিষ্ট চিন্তা করিও না। কিন্তু তাহারা অবধান
করিতে অসম্মত হইয়া ঘাড় ফিরাইত, এবং যেন
শুনিতে না পায়, তজ্জন্য আপন আপন কর্ণ ভারী
১২ করিত। হাঁ, পাছে ব্যবস্থা শুনিতে হয়, কিম্বা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপনার আত্মা দ্বারা
পূর্ব্বকার ভাববাদিগণের হস্তে যে সকল বাক্য
প্রেরণ করিতেন, পাছে তাহা শুনিতে হয়,
তজ্জন্য তাহারা আপন আপন অন্তঃকরণ হীরকের
ন্যায় কঠিন করিত, এই জন্য বাহিনীগণের
সদাপ্রভু হইতে মহাক্রোধ উপস্থিত হইল।
১৩ তখন তিনি ডাকিলে তাহারা যেমন শুনিত না,
তদনুসারে বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহিলেন, তাহারা ডাকিলে আমিও শুনিব না ;
১৪ আর আমি ঘূর্ণবায়ু দ্বারা তাহাদিগকে অপরি-
চিত সর্ব্বজাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব। এইরূপে
তাহাদের পরে দেশ এমন ধ্বংসিত হইয়াছে যে,
তাহা দিয়া কেহ গমনাগমন করে নাই। এইরূপে
তাহারা দেশরত্নকে ধ্বংসস্থান করিয়াছে।
৮ পরে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই বাক্য
উপস্থিত হইল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমি মহৎ অন্তর্জ্বালায় সিয়োনের
জন্য জ্বলিয়াছি, আর আমি তাহার জন্য মহা-
৩ ক্রোধে জ্বলিয়াছি। সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
আমি সিয়োনে প্রত্যাগমন করিয়াছি, আমি
যিরূশালেমের মধ্যে বাস করিব ; আর যিরূ-
শালেম সত্যপুরী নামে, এবং বাহিনীগণের
সদাপ্রভুর পর্ব্বত পবিত্র পর্ব্বত নামে আখ্যাত
৪ হইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
যাহারা অতিশয় বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত প্রত্যেকে লাঠি
হাতে করে, এমন প্রাচীনেরা ও প্রাচীনারা পুন-
৫ র্ব্বার যিরূশালেমের চকে বসিবে। আর চকে
ক্রীড়া করে, এমন বালক বালিকাতে নগরের চক
৬ সকল পরিপূর্ণ হইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, এই লোকদের অবশিষ্টাংশের
দৃষ্টিতে তাহা তৎকালে অসম্ভব বোধ হইবে
বলিয়া তাহা কি আমার দৃষ্টিতেও অসম্ভব বোধ
হইবে ? ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।
৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ,
আমি সূর্য্যোদয়ের দেশ হইতে ও সূর্য্যাস্তগমনের
দেশ হইতে আপন প্রজাদিগকে নিস্তার করিব ;
৮ আর আমি তাহাদিগকে আনিব, তাহাতে তাহারা
যিরূশালেমের মধ্যে বাস করিবে ; এবং সত্যে ও
ন্যায়ে তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি
তাহাদের ঈশ্বর হইব।

Digitized by Google

৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন-
কালীন ভাববাদীদের মুখে এই বর্ত্তমান কালে
এই সকল কথা শুনিতে পাইতেছ যে তোমরা,
তোমাদের হস্ত সবল হউক; মন্দির নির্ম্মিত
১০ হইবে। বস্তুতঃ সেই দিনের পূর্ব্বে মনুষ্যের বেতন
ছিল না, পশুর ভাড়াও ছিল না; এবং যে কেহ
ভিতরে আসিত কিম্বা বাহিরে যাইত, বিপক্ষের
জন্য তাহার কিছুই শান্তি হইত না; আর আমি
প্রত্যেক জনকে আপন আপন প্রতিবাসীর বিপক্ষে
১১ প্রেরণ করিতাম। কিন্তু এখন আমি এই লোকদের
অবশিষ্টাংশের প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিব না,
১২ ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। কেননা
শান্তিযুক্ত বীজ হইবে, দ্রাক্ষালতা ফলবতী হইবে,
ভূমি আপন শস্য উৎপন্ন করিবে, ও আকাশ
আপন শিশির দান করিবে; হাঁ, আমি এই
লোকদের অবশিষ্টাংশকে এই সকলের অধিকারী
১৩ করিব। আর হে যিহূদা-কুল ও ইস্রায়েল-কুল,
জাতিগণের মধ্যে তোমরা যেমন অভিশাপস্বরূপ
ছিলে, তেমনি আমা দ্বারা নিস্তারিত হইয়া
আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইবে; ভয় করিও না; তোমা-
১৪ দের হস্ত সবল হউক। কেননা বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পিতৃপুরু-
ষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে আমি যেমন তোমা-
দের অমঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করিলাম, অনু-
১৫ শোচনা করিলাম না, বাহিনীগণের সদাপ্রভু
কহেন, পুনশ্চ তেমনি এই সময়ে যিরূশালেমের
ও যিহূদা-কুলের মঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করিলাম;
১৬ তোমরা ভয় করিও না। তোমরা এই সকল কার্য্য
করিও, আপন আপন প্রতিবাসীর কাছে সত্য
বলিও, আপন আপন নগরদ্বারে যথার্থ ও শান্তি-
১৭ জনক ন্যায়বিচার করিও। আর মনে মনে আপন
আপন প্রতিবাসীর অনিষ্ট চিন্তা করিও না, এবং
মিথ্যা দিব্য ভাল বাসিও না; কেননা এই সকল
আমি ঘৃণা করি, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
১৮ পরে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই বাক্য
১৯ আমার নিকটে উপস্থিত হইল, বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম
ও দশম মাসের যে সকল উপবাস, সে সকল যি-
হূদা-কুলের জন্য আনন্দ, আমোদ এবং মঙ্গলোৎ-
সব হইয়া উঠিবে; অতএব তোমরা সত্য ও শান্তি
২০ ভাল বাসিও। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, ইহার পরে নানা জাতি এবং অনেক
২১ নগরের নিবাসীরা আসিবে। এক নগরের
নিবাসীরা অন্য নগরে গিয়া এই কথা বলিবে,
চল, আমরা সদাপ্রভুর অনুগ্রহ যাচ্ঞা করণার্থে
ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অন্বেষণার্থে শীঘ্র
২২ যাই; আমিও যাইব। আর অনেক দেশের
লোক ও বলবান জাতিগণ বাহিনীগণের সদা-
প্রভুর অন্বেষণ করিতে ও সদাপ্রভুর অনুগ্রহ
২৩ যাচ্ঞা করিতে যিরূশালেমে আসিবে। বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তৎকালে জাতি-
গণের সর্ব্ব ভাষাবাদী দশ দশ পুরুষ এক এক
যিহূদী পুরুষের বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া এই কথা
কহিবে, আমরা তোমাদের সহিত যাইব, কেননা
আমরা শুনিলাম, ঈশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী।

নানা দেশের কথা। মশীহ রাজার বর্ণনা।

৯ হস্রক দেশের উপরে সদাপ্রভুর বাক্যের
ভারবাণী, এবং দম্মেশক তাহার আশ্রয়:
কেননা মনুষ্যের এবং সমস্ত ইস্রায়েল-বংশের
২ চক্ষু সদাপ্রভুর প্রতি রহিয়াছে। আর তৎ-
পার্শ্বস্থিত হমাৎ এবং প্রচুর জ্ঞানবিশিষ্ট সোর
৩ ও সীদোনও তাহার ভাগী হইবে। হাঁ, সোর
আপনার জন্য দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং
ধূলার ন্যায় রৌপ্য ও পথের কর্দ্দমের ন্যায়
৪ উত্তম স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়াছে। দেখ, প্রভু তাহাকে
অধিকারচ্যুত করিবেন, ও তাহার বল আঘাত
করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন, এবং সে অগ্নি-
৫ ভক্ষিত হইবে। তাহা দেখিয়া অস্কিলোন ভয়
পাইবে, ঘসাও দেখিয়া অতি কম্পান্বিত হইবে,
এবং ইক্রোণও তদ্রূপ হইবে, কেননা তাহার
আশাভূমি লজ্জাজনক হইবে, ঘসা হইতে রাজা
উচ্ছিন্ন হইবে, ও অস্কিলোনে বসতি থাকিবে
৬ না। আর অস্‌দোদে জারজ বংশ বাস করিবে,
৭ এবং আমি পলেষ্টীয়দের দর্প চূর্ণ করিব। হাঁ,
আমি তাহার মুখ হইতে তাহার পেয় রক্ত, ও
দন্তের মধ্য হইতে তাহার বীভৎস বস্তু অপসারণ
করিব; আর সে অবশিষ্ট থাকিয়া আপনিও
আমাদের ঈশ্বরের লোক হইবে; সে যিহূদার
মধ্যে অধ্যক্ষতুল্য হইবে, এবং ইক্রোণ যিবূষী-
৮ য়ের তুল্য হইবে। আর আমি সৈন্যসামন্তের
বিরুদ্ধে আপন কুলের চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন
করিব, যেন কেহ গমনাগমন না করে; তাহাতে
কোন প্রজাপীড়নকারী আর তাহাদের নিকট
দিয়া যাইবে না; কারণ এখন আমি স্বচক্ষে
অবলোকন করিলাম।
৯ হে সিয়োন-কন্যে, অতিশয় উল্লাস কর;
হে যিরূশালেম-কন্যে, জয়ধ্বনি কর। দেখ,
তোমার রাজা তোমার কাছে আসিতেছেন;
তিনি ধর্ম্মময় ও পরিত্রাণযুক্ত, তিনি নম্রশীল ও
১০ গর্দ্দভারূঢ়, বরং গর্দ্দভীর শাবকারূঢ়। আর আমি
ইফ্রয়িম হইতে রথ ও যিরূশালেম হইতে অশ্ব
উচ্ছিন্ন করিব, যুদ্ধ-ধনু ভগ্ন হইবে; এবং তিনি

Digitized by Google

জাতিদিগকে শান্তির কথা কহিবেন ; আর তাঁহার
কর্ত্তৃত্ব এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত,
ও নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিবে।
১১ আর তোমার বিষয়ে বলিতেছি, তোমার নিয়-
মের রক্তপ্রযুক্ত আমি তোমার বন্দিদিগকে
সেই নির্জ্জল কূপের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়াছি।
১২ হে আশার বন্দিগণ, তোমরা ফিরিয়া দৃঢ় দুর্গে
আইস ; আমি অদ্যই অঙ্গীকার করিতেছি,
১৩ আমি তোমাকে দ্বিগুণ মঙ্গল দিব। ফলতঃ
আমি আপনার জন্য যিহূদাকে ধনুরূপে আকর্ষণ
করিয়াছি, বাণরূপে ইফ্রয়িমকে সন্ধান করি-
য়াছি ; আর হে সিয়োন, আমি তোমার সন্তান-
দিগকে, হে যবন, তোমার সন্তানদের বিরুদ্ধে
উত্তেজিত করিব, ও তোমাকে বীরের খড়্গস্বরূপ
১৪ করিব। আর সদাপ্রভু তাহাদের ঊর্দ্ধে দর্শন
দিবেন, ও তাঁহার বাণ বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত
হইবে ; এবং প্রভু সদাপ্রভু তূরী বাজাইবেন,
আর দক্ষিণের ঘূর্ণবায়ু সহকারে গমন করিবেন।
১৫ বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাদিগকে রক্ষা করি-
বেন, তাহাতে তাহারা গ্রাস করিবে, ও ফিঙ্গার
প্রস্তর সকল পদতলে দলিত করিবে ; আর
তাহারা পান করিবে, এবং দ্রাক্ষারসে মত্ত লোকের
ন্যায় শব্দ করিবে ; আর তাহারা বৃহৎ পান-
পাত্রের ন্যায় পূর্ণ হইবে, যজ্ঞবেদির কোণের
১৬ ন্যায় হইবে। আর সেই দিন তাহাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে মেষপালের ন্যায়
নিস্তার করিবেন, বস্তুতঃ তাঁহার দেশে তাহারা
মুকুটস্থ মণির ন্যায় চাকচক্যবিশিষ্ট হইবে।
১৭ আঃ ! তাহাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা !
শস্য যুবকদিগকে, ও নূতন দ্রাক্ষারস যুবতীদিগকে
সতেজ করিবে।

ইস্রায়েলের কুশল।

১০ তোমরা অন্তিম বর্ষার সময়ে সদাপ্রভুর
কাছে বৃষ্টি যাচ্ঞা কর ; সদাপ্রভু বিদ্যুতের
উৎপাদক ; তিনিই প্রচুর বৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক
প্রত্যেক জনের ক্ষেত্রে তৃণ উৎপন্ন করিবেন।
২ কেননা ঠাকুরগণ অসারতার কথা বলিয়াছে,
মন্ত্রপাঠকেরা মিথ্যা দর্শন পাইয়াছে ও মিথ্যা
স্বপ্নের কথা বলিয়াছে ; তাহারা বৃথাই সান্ত্বনা
দেয় ; এই কারণ লোকেরা মেষপালের ন্যায়
স্থানান্তরীকৃত হয় ও রক্ষকবিহীন হইয়া দুঃখ
৩ পায়। পালরক্ষকদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হইতেছে, আর আমি ছাগদিগকে প্রতিফল
দিব ; যেহেতুক বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন
পাল যিহূদা-কুলের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, এবং
তাহাকে আপনার সতেজ যুদ্ধাশ্বস্বরূপ করিবেন।
৪ তাহা হইতে কোণের প্রস্তর, তাহা হইতে দাণ্ডা,
তাহা হইতে যুদ্ধ-ধনু, তাহা হইতে যাবতীয়
৫ শাসনকর্ত্তা উৎপন্ন হইবে। বীরগণের ন্যায়
তাহারা যুদ্ধে [শত্রুদিগকে পথের কর্দ্দমে মর্দ্দন
করিবে ; তাহারা যুদ্ধ করিবে, কেননা সদাপ্রভু
তাহাদের সহবর্ত্তী ; আর অশ্বারোহিগণ লজ্জিত
৬ হইবে। অধিকন্তু আমি যিহূদা-কুলকে বিক্রমী
করিব, যোষেফ-কুলকে ত্রাণপ্রাপ্ত করিব ও তাহা-
দিগকে বাস করাইব ; কেননা আমি তাহাদের
প্রতি করুণা করিব, এবং যাহারা কখন আমা
কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই, এমন লোকদের ন্যায়
তাহারা হইবে ; কারণ আমি তাহাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভু, আর আমি তাহাদিগকে প্রার্থনার উত্তর
৭ দিব। আর ইফ্রয়িম বীরের তুল্য হইবে, এবং
দ্রাক্ষারস দ্বারা যেমন আনন্দ হয়, তাহাদের
অন্তঃকরণে তেমনি আনন্দ জন্মিবে ; তাহা দেখিয়া
তাহাদের সন্তানগণ আহ্লাদিত হইবে, তাহাদের
৮ অন্তঃকরণ সদাপ্রভুতে উল্লাস করিবে। আমি
শীস দিয়া তাহাদিগকে ডাকিব, তাহাদিগকে
একত্র করিব, কারণ আমি তাহাদিগকে মুক্ত
করিয়াছি, এবং তাহারা যেমন বহুবংশ ছিল,
৯ তেমনি বহুবংশ হইবে। আর আমি জাতিগণের
মধ্যে তাহাদিগকে বপন করিব ; তাহারা নানা
দূরদেশে আমাকে স্মরণ করিবে ; আর তাহারা
আপন আপন সন্তানগণসহ জীবিত থাকিবে ও
১০ ফিরিয়া আসিবে। আমি তাহাদিগকে মিসর
দেশ হইতে ফিরাইয়া আনিব, অশূর হইতে
সংগ্রহ করিব ; আমি তাহাদিগকে গিলিয়দ
দেশে ও লিবানোনে আনিব, সেখানেও তাহাদের
১১ স্থানের অকুলান হইবে। আর তিনি সঙ্কট-সাগর
পার হইবেন, তরঙ্গময় সমুদ্রকে প্রহার করিবেন,
তাহাতে নীল নদের গভীর স্থান সকল শুষ্ক,
অশূরের গর্ব্ব খর্ব্ব, ও মিসরের রাজদণ্ড দূরীকৃত
১২ হইবে। আর আমি তাহাদিগকে সদাপ্রভুতে
বিক্রমী করিব, এবং তাহারা তাঁহার নামে গমনা-
গমন করিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

অবাধ্যদের দণ্ড।

১১ হে লিবানোন, তোমার কবাট সকল মুক্ত
কর, অগ্নি তোমার এরসবৃক্ষ সকল গ্রাস
২ করুক। হে দেবদারু, হাহাকার কর, কেননা এরস-
বৃক্ষ পতিত, তরুরাজ সকল নষ্ট হইল ; হে
বাশনের অলোন বৃক্ষ সকল, হাহাকার কর,
৩ কেননা দুর্গম বন ভূমিসাৎ হইল। মেষরক্ষকদের
হাহাকার ! কারণ তাহাদের গৌরব নষ্ট হইল ;
যুবসিংহদের গর্জ্জন ! কেননা যর্দ্দনের শোভা-
স্থান নষ্ট হইল।

Digitized by Google

৪ আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন,
৫ তুমি এই বধ্য মেষপাল চরাও; তাহাদের অধি-
কারিগণ তাহাদিগকে বধ করে, তথাপি দণ্ডের
পাত্র হয় না; এবং তাহাদের বিক্রয়কারীরা
প্রত্যেক জন বলে, ধন্য সদাপ্রভু, আমি ধনী
হইলাম; এবং তাহাদের রক্ষকগণ তাহাদের
৬ প্রতি দয়ার্দ্র হয় না। বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন,
আমি দেশনিবাসীদের প্রতি আর দয়ার্দ্র হইব
না, কিন্তু দেখ, আমি মনুষ্যদের মধ্যে প্রত্যেক
জনকে তাহার প্রতিবাসীর হস্তগত কিম্বা তাহার
রাজার হস্তগত করিব; তাহারা দেশকে চূর্ণ
করিবে, আর আমি তাহাদের হস্ত হইতে
কাহাকেও উদ্ধার করিব না।
৭ অতএব আমি সেই বধ্য মেষপালকে, সত্য,
সেই দুঃখী মেষদিগকে, চরাইতে লাগিলাম।
আর আমি আপনার জন্য দুই পাঁচনী লইয়া
তাহার একটীর নাম প্রীতি, অন্যটীর নাম
বন্ধনী রাখিলাম; এইরূপে আমি সেই মেষ-
৮ পালকে চরাইলাম। আর আমি এক মাসের
মধ্যে তাহার তিন জন রক্ষককে উচ্ছিন্ন করিলাম;
কারণ আমার প্রাণ তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণু
হইল, এবং তাহাদের প্রাণও আমাকে ঘৃণা
৯ করিল। তখন আমি কহিলাম, আমি তোমা-
দিগকে চরাইব না; যে মরে সে মরুক, ও যে
উচ্ছিন্ন হয় সে উচ্ছিন্ন হউক, এবং অবশিষ্টেরা
১০ এক জন অন্যের মাংস গ্রাস করুক। পরে আমি
আপন প্রীতি নামক পাঁচনী লইলাম, তাহা খণ্ড
খণ্ড করিলাম, যেন সর্ব্বজাতির সহিত কৃত আমার
১১ নিয়ম ভঙ্গ করি। আর সেই দিন তাহা ভগ্ন
হইলে পালের মধ্যে যে সকল দুঃখী আমাতে
মনোযোগ করিত, তাহারা জ্ঞাত হইল যে, ইহা
১২ সদাপ্রভুর বাক্য। তখন আমি তাহাদিগকে
কহিলাম, যদি তোমাদের ভাল বোধ হয়, তবে
আমার বেতন দেও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব
তাহারা আমার বেতন বলিয়া ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা
১৩ তৌল করিয়া দিল। তখন সদাপ্রভু আমাকে
কহিলেন, উহা কুম্ভকারের কাছে ফেলিয়া দেও,
বিলক্ষণ মূল্য, উহাদের বিচারে আমি ঈদৃশ
মূল্যবান; আর আমি সেই ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা
লইয়া সদাপ্রভুর গৃহে কুম্ভকারের কাছে ফেলিয়া
১৪ দিলাম। পরে বন্ধনী নামক আমার অন্য পাঁচনী
খণ্ড খণ্ড করিলাম, যেন যিহূদার ও ইস্রায়েলের
ভ্রাতৃভাব ভঞ্জন করি।
১৫ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, এবার তুমি
এক নির্ব্বোধ পালরক্ষকের সামগ্রী গ্রহণ কর।
১৬ কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক পালরক্ষককে
উঠাইব, যে উচ্ছিন্নদিগের তত্ত্বাবধান করিবে না,
ছিন্নভিন্নদিগের অন্বেষণ করিবে না, ভগ্নাঙ্গকে
সুস্থ করিবে না, সুস্থিরেরও ভরণপোষণ করিবে
না, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষদের মাংস খাইবে, এবং
১৭ তাহাদের খুর ছিঁড়িবে। যে অকিঞ্চিৎকর রক্ষক
পাল ত্যাগ করে, সে সন্তাপের পাত্র; তাহার
বাহুতে ও দক্ষিণ চক্ষুতে খড়্গ পড়িবে। তাহার
বাহু নিতান্তই শুষ্ক হইয়া যাইবে, ও তাহার
দক্ষিণ চক্ষু নিতান্তই অন্ধীভূত হইবে।

ঈশ্বরের শত্রুগণের বিনাশ ও প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধি।

১২ ইস্রায়েলের বিষয়ে সদাপ্রভুর বাক্যের
ভারবাণী।
গগনমণ্ডলের বিস্তারকর্ত্তা, পৃথিবীর ভিত্তিমূল
স্থাপনকর্ত্তা এবং মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মার উৎ-
২ পাদক সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি চতুর্দ্দিক্-
স্থিত সর্ব্বজাতির পক্ষে যিরূশালেমকে টলন-জনক
পানপাত্রস্বরূপ করিব, এবং যিরূশালেমের অব-
৩ রোধকালে ইহা যিহূদাতেও সফল হইবে। সেই
দিন আমি যিরূশালেমকে সর্ব্বজাতির বোঝা-
স্বরূপ প্রস্তর করিব; যত লোক সেই বোঝা
লইবে, তাহারা ক্ষতবিক্ষত হইবে; আর তাহার
প্রতিকূলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি একত্র হইবে।
৪ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন আমি যাবতীয়
অশ্বকে স্তব্ধতায় আহত ও তদারোহীকে উন্মাদে
আহত করিব, এবং যিহূদা-কুলের প্রতি আপন
চক্ষু উন্মীলিত করিব, কিন্তু জাতিগণের যাবতীয়
৫ অশ্বকে অন্ধতায় আহত করিব। আর যিহূদার
অধ্যক্ষগণ মনে মনে কহিবে, যিরূশালেম-নিবা-
সীরা আপনাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর
৬ সাহায্যে আমার বলস্বরূপ। সেই দিন আমি
যিহূদার অধ্যক্ষগণকে কাষ্ঠরাশির মধ্যস্থিত
অগ্নির আঙ্গটার সদৃশ ও আঁটির মধ্যস্থিত প্রজ্ব-
লিত মশালের ন্যায় করিব; তাহারা দক্ষিণ ও
বামদিকে চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল জাতিকে গ্রাস
করিবে, এবং যিরূশালেম পুনরায় আপন স্থানে,
৭ যিরূশালেমে, বসতি করিবে। আর সদাপ্রভু
প্রথমে যিহূদার তাম্বু সকল নিস্তার করিবেন,
যেন দায়ূদ-কুলের শোভা ও যিরূশালেম-নিবাসী-
দের শোভা যিহূদার উপরে অভিমানী না হয়।
৮ সেই দিন সদাপ্রভু যিরূশালেম-নিবাসিগণকে
রক্ষা করিবেন; আর সেই দিন তাহাদের মধ্য-
বর্ত্তী পতনোন্মুখ লোক দায়ূদের সদৃশ হইবে,
এবং দায়ূদের কুল ঈশ্বরের সদৃশ, হাঁ, সদাপ্রভুর
যে দূত তাহাদের অগ্রগামী, তাঁহার সদৃশ হইবে।
৯ আর সেই দিন আমি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে
আগত যাবতীয় জাতিকে নষ্ট করিতে চেষ্টা
করিব।

Digitized by Google

১০ আর দায়ূদ-কুলের ও যিরূশালেম-নিবাসীদের
উপরে আমি অনুগ্রহ ও বিনতির আত্মা সেচন
করিব; তাহাতে তাহারা আমার প্রতি অর্থাৎ
যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিবে, এবং একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করি-
বার ন্যায় তাঁহার জন্য বিলাপ করিবে, ও প্রথম-
জাত পুত্রের বিয়োগে মনুষ্য যেমন মনস্তাপ
১১ পায়, তেমনি মনস্তাপ পাইবে। মগিদ্দোন সম-
স্থলীতে হদদ-রিম্মোণের বিলাপের ন্যায় সেই
১২ দিন যিরূশালেমে অতিশয় বিলাপ হইবে। হাঁ,
দেশীয় প্রত্যেক গোষ্ঠী পৃথক্ পৃথক্ বিলাপ
করিবে; দায়ূদ-কুলের গোষ্ঠী পৃথক্ ও তাহাদের
স্ত্রীরা পৃথক্; নাথন-কুলের গোষ্ঠী পৃথক ও
১৩ তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্; লেবি-কুলের গোষ্ঠী
পৃথক্ ও তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্; শিমিয়ির
১৪ গোষ্ঠী পৃথক্ ও তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্; অবশিষ্ট
যাবতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক গোষ্ঠী পৃথক, ও
তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্ পৃথক্ বিলাপ করিবে।

১৩ সেই দিন দায়ূদ-কুলের ও যিরূশালেম-
নিবাসীদের জন্য পাপ ও অশৌচ [হর-
২ ণার্থে] এক উন্মুই খোলা যাইবে। আর বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন আমি দেশ
হইতে প্রতিমাগণের নাম লোপ করিব, তাহাদের
বিষয় আর কাহারও স্মরণে থাকিবে না; অধি-
কন্তু আমি ভাববাদীদিগকে ও অশুচিতার
৩ আত্মাকে দেশ হইতে নিঃসারণ করিব। তখন
যদি কেহ ভাবোক্তি প্রচার করে, তবে তাহার
জন্মদাতা মাতা পিতা তাহাকে কহিবে, তুমি
বাঁচিবে না, কেননা তুমি সদাপ্রভুর নাম করিয়া
মিথ্যা কহিতেছ; এবং সে ভাবোক্তি প্রচার
করিলে তাহার জন্মদাতা মাতাপিতা তাহাকে
৪ অস্ত্রবিদ্ধ করিবে। আর সেই দিন ভাববাদীরা
ভাবোক্তি প্রচারকালে আপন আপন দর্শনের
বিষয়ে লজ্জিত হইবে, এবং প্রতারণা করণার্থে
৫ লোমশ বস্ত্র আর পরিধান করিবে না। কিন্তু
প্রত্যেক জন বলিবে, আমি ভাববাদী নহি,
আমি কৃষীবল; বাল্যকালাবধি ক্রীত দাস।
৬ আর যখন কেহ তাহাকে বলিবে, তোমার দুই
হস্তের মধ্যে এই সকল ক্ষতের দাগ কি? তখন
সে উত্তর করিবে, আমার আত্মীয়দের বাটীতে
যে সকল আঘাত পাইয়াছি, এ সেই সকল
আঘাত।

মশীহের দুঃখভোগ ও রাজত্ব।

৭ হে খড়্গ, তুমি আমার পালরক্ষকের, আমার
সজাতীয় মনুষ্যের, বিরুদ্ধে জাগ্রত হও, ইহা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; পালরক্ষককে
আঘাত কর, তাহাতে পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন
হইয়া যাইবে; আর আমি ক্ষুদ্রগণের প্রতি
৮ আপন হস্ত ফিরাইব। সদাপ্রভু কহেন, সমস্ত
দেশের দুই অংশ লোক উচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ
করিবে; কিন্তু তৃতীয়াংশ তাহার মধ্যে অবশিষ্ট
৯ থাকিবে। সেই তৃতীয়াংশকে আমি অগ্নিমধ্যে
প্রবেশ করাইব, যেমন রৌপ্য খাঁটী করা যায়,
তেমনি খাঁটী করিব, ও যেমন সুবর্ণ পরীক্ষিত
হয়, তেমনি তাহাদের পরীক্ষা করিব; তাহারা
আমার নামে ডাকিবে, এবং আমি তাহাদিগকে
উত্তর দিব; আমি বলিব, এ আমার প্রজা; আর
তাহারা বলিবে, সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর।

১৪ দেখ, সদাপ্রভুর এক দিন আসিতেছে;
সেই দিন তোমার মধ্যে তোমার সম্পত্তি
২ লুটিত হইয়া বিভক্ত হইবে। ফলতঃ আমি
যাবতীয় জাতিকে যুদ্ধার্থে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে
সংগ্রহ করিব; তাহাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল
গৃহের দ্রব্য লুটিত, ও স্ত্রীলোকেরা বলাৎকৃত
হইবে, এবং নগরের অর্দ্ধেক লোক নির্ব্বাসনে
যাইবে; আর অবশিষ্ট প্রজারা নগর হইতে
৩ উচ্ছিন্ন হইবে না। তখন সদাপ্রভু নির্গত হই-
বেন, এবং সংগ্রামের দিনে যেমন যুদ্ধ করিয়া-
ছিলেন, তেমনি ঐ জাতিগণের সহিত যুদ্ধ করি-
৪ বেন। সেই দিন পূর্ব্বদিকে যিরূশালেমের সম্মু-
খস্থ জৈতুন নামক পর্ব্বতের উপরে তাঁহার চরণ
অবস্থিত হইবে; তাহাতে জৈতুন পর্ব্বতের
মধ্যদেশ পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে বিদীর্ণ হইয়া
অতি বৃহৎ উপত্যকা হইয়া যাইবে, ফলতঃ
পর্ব্বতের অর্দ্ধেক উত্তরদিকে ও অর্দ্ধেক দক্ষিণ-
৫ দিকে সরিয়া যাইবে। তখন তোমরা আমার
পর্ব্বতগণের উপত্যকা দিয়া পলায়ন করিবে;
কেননা পর্ব্বতগণের সেই উপত্যকা আৎসল
পর্য্যন্ত যাইবে; এবং তোমরা যিহূদা-রাজ উষি-
য়ের সময়ে ভূমিকম্পের সম্মুখ হইতে যেমন
পলায়ন করিয়াছিলে, তেমনি পলায়ন করিবে;
আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার সকল
৬ পবিত্র লোককে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। আর
সেই দিন আলো হইবে না, জ্যোতির্গণ সঙ্কুচিত
৭ হইবে। সে অনুপম দিন হইবে, সদাপ্রভুই
তাহার তত্ত্ব জানেন; তাহা দিবসও হইবে না,
রাত্রিও হইবে না, কিন্তু সন্ধ্যাকালে দীপ্তি
৮ হইবে। আর সেই দিন যিরূশালেম হইতে
জীবন্ত জল নির্গত হইবে, তাহার অর্দ্ধেক পূর্ব্ব-
সমুদ্রের দিকে ও অর্দ্ধেক পশ্চিমসমুদ্রের দিকে
যাইবে; তাহা গ্রীষ্ম ও শীতকালে থাকিবে।
৯ আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হই-
বেন; সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং
১০ তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে। গেবা অবধি

Digitized by Google

যিরূশালেমের দক্ষিণস্থ রিম্মোণ পর্য্যন্ত সমস্ত
দেশ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অরাবা তলভূমির ন্যায়
হইবে ; এবং নগরটী উন্নত হইয়া আপন স্থানে
বসতিবিশিষ্ট হইবে ; বিন্যামীনের দ্বার অবধি
প্রথম দ্বারের স্থান পর্য্যন্ত, কোণের দ্বার পর্য্যন্ত,
এবং হননেলের দুর্গ অবধি রাজার দ্রাক্ষাযন্ত্র
১১ পর্য্যন্ত সেইরূপ হইবে। আর লোকেরা তাহার
মধ্যে বাস করিবে ; আর কখনও অভিশাপ
হইবে না, কিন্তু যিরূশালেম নির্ভয়ে বসতি
করিবে।
১২ আর যে সকল জাতি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে
যুদ্ধযাত্রা করিবে, সদাপ্রভু এইরূপ আঘাতে
তাহাদিগকে আহত করিবেন ; চরণে দণ্ডায়মান
হইবার সময়ে তাহাদের মাংস ক্ষয় পাইবে,
কোটরে চক্ষু দুটী ক্ষয় পাইবে, ও মুখে জিহ্বা
১৩ ক্ষয় পাইবে। আর সেই দিন তাহাদের মধ্যে
সদাপ্রভু হইতে মহাকোলাহল হইবে ; তাহারা
প্রত্যেক জন আপন আপন প্রতিবাসীর হস্ত
ধরিবে, এবং প্রত্যেকের হস্ত আপন আপন
১৪ প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে। যিহূ-
দাও যিরূশালেমে যুদ্ধ করিবে, এবং চতুর্দ্দিকস্থিত
যাবতীয় জাতির স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্রস্বরূপ ধন
১৫ অতিশয় প্রচুররূপে সঞ্চয় করা যাইবে। আর
সেই সকল শিবিরে উপস্থিত অশ্ব, অশ্বতর,
উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি সকল পশুর প্রতি আঘাত
ঐ আঘাতের ন্যায় হইবে।
১৬ আর যিরূশালেমের প্রতিকূলে আগত যাব
তীয় জাতির মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে,
তাহারা বৎসর বৎসর বাহিনীগণের সদাপ্রভু
রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে ও কুটীরোৎসব
১৭ পালন করিতে আসিবে। আর পৃথিবীর গোষ্ঠী
সকলের মধ্যে যাহারা বাহিনীগণের সদাপ্রভু
রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে যিরূশালেমে না
আইসে, তাহাদের উপরে বৃষ্টি হইবে না
১৮ মিসরের গোষ্ঠী যদি না আইসে, উপস্থিত না
হয়, তবে তাহাদের উপরে [বৃষ্টি হইবে] না ;
যে সকল জাতি কুটীরোৎসব পালন করিতে না
আসিবে, তাহাদিগকে সদাপ্রভু যে আঘাতে
আহত করিবেন, সেই আঘাত [উহাদের প্রতিও
১৯ ঘটিবে। ইহা মিসরের দণ্ড হইবে, এবং যে সকল
জাতি কুটীরোৎসব পালন করিতে না আসিবে,
তাহাদের সকলের সেই দণ্ড হইবে।
২০ সেই দিন "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র" এই
কথা অশ্বগণের ঘণ্টিকাতে থাকিবে, এবং সদা-
প্রভুর গৃহে স্থিত যাবতীয় হাঁড়ী যজ্ঞবেদির
২১ সম্মুখস্থ পাত্র সকলের তুল্য হইবে। আর
যিরূশালেমের ও যিহূদার সমস্ত হাঁড়ী বাহিনী-
গণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে ; এবং
যজমানেরা সকলে আসিয়া তাহার মধ্যে কোন
কোন হাঁড়ী লইয়া তাহাতে পাক করিবে ; আর
সেই দিন বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহে কোন
কনানীয় আর থাকিবে না।

মালাখি ভাববাদীর পুস্তক।

ইস্রায়েলের অকৃতজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা।

১ মালাখির দ্বারা ইস্রায়েলের প্রতি সদা-
প্রভুর বাক্যের ভারবাণী।
২ আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ইহা
সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে
তুমি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছ? সদাপ্রভু
কহেন, এষৌ কি যাকোবের ভ্রাতা নয়? তথাপি
৩ আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি ; কিন্তু এষৌকে
অপ্রেম করিয়াছি, তাহার পর্ব্বতগণকে ধ্বংস-
স্থান করিয়াছি, ও তাহার অধিকার প্রান্তরস্থ
৪ শৃগালদের বাসস্থান করিয়াছি। আর যদি
ইদোম বলে, আমরা চূর্ণ হইয়াছি বটে, কিন্তু
ফিরিয়া উৎসন্ন স্থান সকল গাঁথিব, তাহা হইলে
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা
গাঁথিবে, কিন্তু আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব ; এবং
তাহারা দুষ্টতার অঞ্চল ও ঈশ্বরের নিত্য ক্রোধ-
৫ পাত্রস্বরূপ জাতি বলিয়া আখ্যাত হইবে। আর
তোমাদের চক্ষু তাহা দেখিবে, এবং তোমরা
বলিবে, ইস্রায়েলের সীমার বাহিরেও সদাপ্রভু
মহীয়ান।
৬ পুত্র পিতাকে এবং দাস প্রভুকে সমাদর করে ;
কিন্তু আমি যদি পিতা হই, তবে আমার সমাদর
কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমা
হইতে ভয় কোথায়? হে আমার নাম অবজ্ঞা-
কারী যাজকগণ, তোমাদিগকেই বাহিনীগণের
সদাপ্রভু ইহা কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ,
৭ কিসে তোমার নাম অবজ্ঞা করিয়াছি? তোমরা

Digitized by Google

আমার যজ্ঞবেদির উপরে অশুচি খাদ্য নিবেদন
করিতেছ ; তথাপি বলিতেছ, কিসে তোমাকে
অশুচি করিয়াছি ? সদাপ্রভুর মেজ তুচ্ছ, এই
৮ বাক্য দ্বারা তাহা করিতেছ। আর যখন তোমরা
যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ধ পশু উৎসর্গ কর, সেটী মন্দ
নয় ! এবং যখন খঞ্জ ও রোগী পশু উৎসর্গ কর,
সেটী মন্দ নয় ! এক বার তোমার দেশাধ্যক্ষের
কাছে উহা উৎসর্গ কর ; সে কি তোমার প্রতি
প্রসন্ন হইবে ? কিম্বা তোমাকে গ্রাহ্য করিবে ?
৯ ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। এখন বিনয়
করি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্ঞা কর, যেন তিনি
আমাদের প্রতি সদয় হন ; তোমাদের হস্ত দ্বারা
ঐ কার্য্য হইয়াছে, তোমাদের মধ্যে কি তিনি
কাহাকেও গ্রাহ্য করিবেন ? ইহা বাহিনীগণের
১০ সদাপ্রভু কহেন। আঃ ! তোমাদেরই মধ্যে এক
জন কবাট রুদ্ধ করুক, তাহা হইলে আমার যজ্ঞ-
বেদির উপরে আর বৃথা অগ্নি জ্বালিবে না।
তোমাদিগেতে আমার কিছু প্রীতি নাই, ইহা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন ; এবং তোমাদের
১১ হস্ত হইতে আমি নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিব না। বস্তুতঃ
সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি তাহার অস্তগমনস্থান
পর্য্যন্ত জাতিগণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, এবং
প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপদাহ ও
শুচি নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইতেছে ; কেননা জাতি-
গণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, ইহা বাহিনী-
১২ গণের সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা তাহা
অপবিত্র করিতেছ ; কেননা তোমরা বলিতেছ,
সদাপ্রভুর মেজ অশুচি, তাহার ফল, অর্থাৎ
১৩ তাঁহার খাদ্য তুচ্ছ। আরও বলিতেছ, দেখ,
কেমন বিড়ম্বনা ! আর তোমরা তাহার উপরে
ফুঁ দিয়াছ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
আর তোমরা লুটিত, খঞ্জ ও পীড়িত পশুকে উপ-
স্থিত করিয়াছ, এই প্রকারে নৈবেদ্য উপস্থিত
করিতেছ ; আমি কি তোমাদের হস্ত হইতে ইহা
১৪ গ্রাহ্য করিব ? ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু
পালের মধ্যে পুংপশু থাকিলেও যে প্রতারক
মানত করিয়া প্রভুর উদ্দেশে সদোষ পশু উৎসর্গ
করে, সে শাপগ্রস্ত ; কেননা আমি মহান রাজা,
ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন ; এবং জাতি-
গণের মধ্যে আমার নাম ভয়ঙ্কর।

২ অতএব এখন, হে যাজকগণ, তোমাদের
প্রতি এই আজ্ঞা। বাহিনীগণের সদাপ্রভু
কহেন, যদি তোমরা কথা না শুন ও আমার
নামের মহিমা স্বীকার করিবার জন্য মনোযোগ
২ না কর, তবে আমি তোমাদের উপরে অভিশাপ
প্রেরণ করিব, ও তোমাদের আশীর্ব্বাদ সকলকে
শাপ দিব ; বরঞ্চ তোমাদের অমনোযোগ প্রযুক্ত
৩ সে সমস্তকে শাপ দিয়াছি। দেখ, তোমাদের
জন্য আমি বীজকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমাদের
মুখে বিষ্ঠা অর্থাৎ তোমাদের উৎসব সকলের
বিষ্ঠা ছড়াইব, এবং লোকেরা তাহার সহিত
৪ তোমাদিগকে লইয়া যাইবে। আর তোমরা
জানিবে, লেবির সহিত যেন আমার নিয়ম থাকে,
সেই জন্য আমি তোমাদের নিকটে এই আজ্ঞা
পাঠাইলাম, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
৫ তাহার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা
জীবন ও শান্তির [নিয়ম], আর আমি তাহাকে
উভয়ই দিতাম, যেন সে ভয় করে, আর সে
আমাকে ভয় করিত, এবং আমার নামে বিনত
৬ হইত। তাহার মুখে সত্যের ব্যবস্থা ছিল, ও
তাহার ওষ্ঠাধরে অন্যায় পাওয়া যাইত না ; সে
শান্তিতে ও সরলতায় আমার সহিত গমনাগমন
করিত, এবং অনেককে অপরাধ হইতে ফিরাইত।
৭ বস্তুতঃ যাজকের ওষ্ঠাধর জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাহার
মুখে লোকেরা ব্যবস্থার অন্বেষণ করে, ইহা উপ-
যুক্ত ; কেননা সে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দূত।
৮ কিন্তু তোমরা পথ হইতে বহির্গত হইয়াছ, ব্যব-
স্থার ব্যবহারে অনেককে উছোট খাওয়াইয়াছ,
তোমরা লেবির নিয়ম নষ্ট করিয়াছ, ইহা
৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। এই জন্য আমিও
সকল প্রজা লোকের সাক্ষাতে তোমাদিগকে তুচ্ছ
ও নীচ করিলাম, কারণ তোমরা আমার পথ
রক্ষা না করিয়া ব্যবস্থার ব্যবহারে মুখাপেক্ষা
করিয়া থাক।
১০ আমাদের সকলের কি এক পিতা নহেন ? এক
ঈশ্বরই কি আমাদের সৃষ্টি করেন নাই ? তবে
আমরা আপনাদের পৈতৃক নিয়ম অপবিত্র
করিয়া কেন প্রত্যেক জন আপন আপন ভ্রাতার
১১ প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি ? যিহূদা বিশ্বাস-
ঘাতকতা করিয়াছে, এবং ইস্রায়েলে ও যিরূ-
শালেমে বীভৎস ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে ; কেননা
যিহূদা সদাপ্রভুর প্রিয় ধর্ম্মধাম অপবিত্র করি-
য়াছে, ও এক বিজাতীয় দেবের কন্যাকে বিবাহ
১২ করিয়াছে। যে কেহ এই কর্ম্ম করে, সদাপ্রভু
যাকোবের তাম্বু সকল হইতে তাহার সম্পর্কীয় যে
কেহ জাগায় ও যে কেহ উত্তর দেয়, এবং যে কেহ
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনয়ন
১৩ করে, তাহাকে উচ্ছিন্ন করিবেন। আর তোমাদের
দ্বিতীয় অপকর্ম্ম এই, তোমরা নেত্রজলে, রোদনে
ও আর্ত্তস্বরে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি আচ্ছন্ন করিয়া
থাক, তজ্জন্য তিনি আর নৈবেদ্যের প্রতি দৃক্‌পাত
করেন না, ও তোমাদের হস্ত হইতে তুষ্টিজনক
১৪ বলিয়া কিছু গ্রাহ্য করেন না। তথাপি তোমরা
জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহার কারণ কি ? কারণ
এই, সদাপ্রভু তোমার যৌবনকালীন ভার্য্যার ও
তোমার মধ্যে সাক্ষী হইয়াছেন ; ফলতঃ তুমি

Digitized by Google

তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ ; কিন্তু
সে তোমার সখী ও তোমার নিয়মের ভার্য্যা।
১৫ 'যে ব্যক্তি আত্মার শেষাংশের অধিকারী, সেই
এক ব্যক্তি কি তাহাই করেন নাই ?' ভাল, সেই
এক ব্যক্তি কি করিতেছিলেন ? তিনি ঈশ্বরীয়
বংশের চেষ্টা করিতেছিলেন। অতএব তোমরা
আপন আপন আত্মার বিষয়ে সাবধান হও,
এবং কেহ আপন যৌবনকালীন ভার্য্যার প্রতি
১৬ বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। কেননা আমি স্ত্রী-
ত্যাগ ঘৃণা করি, ইহা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু
কহেন ; আর যে আপন পরিচ্ছদ দৌরাত্ম্যে
আচ্ছাদন করে, [তাহাকে ঘৃণা করি,] ইহা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। অতএব তোমরা
আপন আপন আত্মার বিষয়ে সাবধান হও,
বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

যিহূদীদের প্রতি অনুযোগ ; মশীহ-বিষয়ক ভাববাণী।

তোমরা আপন আপন বাক্য দ্বারা সদাপ্রভুকে
ক্লান্ত করিয়াছ ; তথাপি বলিয়া থাক, কিসে
তাঁহাকে ক্লান্ত করিয়াছি ? এই কথায় করিতেছ,
তোমরা বলিতেছ, যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করে, সে
সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম ; তিনি তাহাদিগেতে
প্রীত ; যদি তাহা না হয়, তবে বিচারকর্ত্তা
ঈশ্বর কোথায় ?

৩ দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে
আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে ; এবং তোমরা
যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তিনি অকস্মাৎ
আপন মন্দিরে আসিবেন ; হাঁ, যাঁহাতে তোমা-
দের প্রীতি, দেখ, নিয়মের সেই দূত আসিতেছেন,
২ ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তাঁহার
আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে ? আর
তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে ? কেননা
তিনি রৌপ্য-পরিষ্কারকের অগ্নি ও রজকের ক্ষার-
৩ স্বরূপ। তিনি রৌপ্য-পরিষ্কারকের ও শুচিকারকের
ন্যায় বসিবেন, লেবির সন্তানদিগকে শুচি করি-
বেন, এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে
বিশুদ্ধ করিবেন ; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে ধার্ম্মিকতায় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবে।
৪ তখন যিহূদার ও যিরূশালেমের নৈবেদ্য পূর্ব্ব-
কালের ন্যায়, আদিকালীন বৎসরসমূহের ন্যায়,
৫ সদাপ্রভুর তুষ্টিজনক হইবে। আর আমি বিচার
করিতে তোমাদের নিকটে আসিব ; এবং মায়াবী,
পারদারিক ও মিথ্যা শপথকারিগণের প্রতিকূলে,
ও যাহারা বেতনজীবীর বেতন বিষয়ে অত্যাচার
করে এবং বিধবা ও পিতৃহীনের প্রতি অত্যাচার
করে, বিদেশীর প্রতি অন্যায় করে, ও আমাকে
ভয় করে না, তাহাদের বিরুদ্ধে আমি সত্বর
সাক্ষী হইব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
৬ কেননা আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্ত্তন নাই ;
তাই তোমরা, হে যাকোব-সন্তানগণ, বিনষ্ট
হইতেছ না।
৭ তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়াবধি তোমরা
আমার বিধি সকল লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছ,
সে সকল পালন কর নাই। আমার কাছে
ফিরিয়া আইস, আমিও তোমাদের কাছে
ফিরিয়া আসিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু
কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কি
৮ রূপে ফিরিব ? মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে ?
তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক। কিন্তু
তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি ?
৯ দশমাংশে ও উপহারে। তোমরা অভিশাপে
শাপগ্রস্ত ; হাঁ, তোমরা, এই সমস্ত জাতি, আমা-
১০ কেই ঠকাইতেছ। তোমরা অবিকল দশমাংশ
ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে ;
হাঁ, তোমরা এক বার ইহাতে আমার পরীক্ষা কর,
ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন ; অবশ্য আমি
গগনস্থ দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের জন্য
১১ অপরিমেয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিব ; আর আমি
তোমাদের নিমিত্তে গ্রাসকারীকে ভর্ৎসনা করিব,
তাহাতে সে তোমাদের ভূমির ফল আর বিনষ্ট
করিবে না, এবং ক্ষেত্রে তোমাদের দ্রাক্ষালতার
ফল অকালে ঝরিবে না, ইহা বাহিনীগণের সদা-
১২ প্রভু কহেন। আর যাবতীয় জাতি তোমাদিগকে
ধন্য বলিবে, কেননা তোমরা প্রীতিজনক দেশ
হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
১৩ আমার প্রতিকূলে তোমাদের বাক্য সকল
সবল হইয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু
তোমরা বলিতেছ, আমরা কিসে তোমার বিরুদ্ধে
১৪ কথা কহিয়াছি ? তোমরা বলিয়াছ, ঈশ্বরের
সেবা করা অনর্থক ; এবং তাঁহার রক্ষণীয় রক্ষা
করাতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর সমক্ষে শোক-
বেশে গমনাগমন করাতে আমাদের লাভ কি
১৫ হইল ? আমরা এখন দর্পীদিগকে ধন্য বলি ;
হাঁ, দুষ্টাচারীরা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঈশ্বরের
পরীক্ষা করিয়াও রক্ষা পায়।
১৬ তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা
পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু অবধান
করিয়া তাহা শুনিলেন ; আর যাহারা সদাপ্রভুকে
ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের
জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক পুস্তক
১৭ লেখা হইল। আর তাহারা আমার হইবে, ইহা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন ; আমার কার্য্য
করিবার দিনে তাহারা আমার নিজস্ব হইবে ;
এবং কোন মনুষ্য যেমন আপনার সেবাকারী

Digitized by Google

পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তাহাদের প্রতি
১৮ তেমনি মমতা করিব। তখন তোমরা ফিরিয়া
আসিবে, এবং ধার্ম্মিক ও দুষ্ট,—যে ঈশ্বরের সেবা
করে, ও যে তাঁহার সেবা না করে,—তাহাদের
প্রভেদ দেখিবে।

৪ কারণ দেখ, সেই দিন আসিতেছে, তাহা
তুন্দুরের ন্যায় জ্বলিবে, এবং দর্পী ও দুষ্টা-
চারীরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; আর সেই
যে দিন আসিতেছে, তাহা তাহাদিগকে দগ্ধ
করিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; সে
দিন তাহাদের মূল কি পল্লব কিছুই অবশিষ্ট
২ রাখিবে না। কিন্তু আমার নাম ভয় করিয়া থাক
যে তোমরা, তোমাদের প্রতি ধার্ম্মিকতারূপ সূর্য্য
উদিত হইবেন, তাঁহার কিরণ আরোগ্যদায়ক;
এবং তোমরা বাহির হইয়া হৃষ্টপুষ্ট গোবৎসদের
৩ ন্যায় নাচিবে। আর তোমরা দুষ্টদিগকে মর্দ্দন
করিবে; কেননা আমার কার্য্য করিবার দিনে
তাহারা তোমাদের পদতলের অধঃস্থিত ভস্ম
হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
৪ তোমরা আমার দাস মোশির ব্যবস্থা স্মরণ
কর; তাহাকে আমি হোরেবে সমস্ত ইস্রায়েলের
জন্য সেই বিধি ও শাসনকলাপ আদেশ করিয়া-
৫ ছিলাম। দেখ, সদাপ্রভুর মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের
আগমনের পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয়
৬ ভাববাদীকে প্রেরণ করিব। সে সন্তানদের প্রতি
পিতৃগণের হৃদয়, ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের
হৃদয় ফিরাইবে; পাছে আমি আসিয়া পৃথি-
বীকে অভিশাপে আঘাত করি।

পুরাতন নিয়ম সমাপ্ত।

Digitized by Google

Digitized by Google

ত্রাণকর্ত্তা

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

নূতন নিয়ম।

THE

NEW TESTAMENT

OF

OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST,

IN BENGALI.

Digitized by Google

Digitized by Google

মথিলিখিত সুসমাচার।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র।

১ যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি দায়ূদের
সন্তান, অব্রাহামের সন্তান।
২ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক; ইস্‌হাকের পুত্র
যাকোব; যাকোবের পুত্র যিহূদা ও তাঁহার ভ্রাতৃ-
৩ গণ; যিহূদার পুত্র, তামরের গর্ভজাত, পেরস
ও সেরহ; পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; হিষ্রোণের
৪ পুত্র অরাম; অরামের পুত্র অম্মীনাদব; অম্মী-
নাদবের পুত্র নহশোন: নহশোনের পুত্র সল্‌-
৫ মোন; সল্‌মোনের পুত্র, রাহবের গর্ভজাত,
বোয়স; বোয়সের পুত্র, রূতের গর্ভজাত, ওবেদ;
৬ ওবেদের পুত্র যিশয়; যিশয়ের পুত্র দায়ূদ রাজা।
দায়ূদের পুত্র, ঊরিয়ের স্ত্রীর গর্ভজাত, শলো-
৭ মন; শলোমনের পুত্র রহবিয়াম; রহবিয়ামের
৮ পুত্র অবিয়; অবিয়ের পুত্র আসা; আসার পুত্র
যিহোশাফট; যিহোশাফটের পুত্র যোরাম;
৯ যোরামের সন্তান ঊষিয়: ঊষিয়ের পুত্র যোথম;
যোথমের পুত্র আহস: আহসের পুত্র হিষ্কিয়;
১০ হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি; মনঃশির পুত্র আ-
১১ মোন; আমোনের পুত্র যোশিয়; যোশিয়ের
সন্তান, বাবিলে নীত হইবার সময়ে জাত,
যিহোয়াখীন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ।
১২ আর বাবিলে নীত হইবার পরে যিহোয়া-
খীনের পুত্র শল্টীয়েলের জন্ম হয়; শল্টীয়েলের
১৩ পুত্র সরুব্বাবিল; সরুব্বাবিলের পুত্র অবীহূদ;
অবীহূদের পুত্র ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমের
১৪ পুত্র আসোর; আসোরের পুত্র সাদোক;
সাদোকের পুত্র আখীম; আখীমের পুত্র ইলী-
১৫ হূদ; ইলীহূদের পুত্র ইলীয়াসর; ইলীয়াসরের
১৬ পুত্র মত্তন; মত্তনের পুত্র যাকোব; যাকোবের
পুত্র যোষেফ; তিনি মরিয়মের স্বামী; এই
মরিয়মের গর্ভে যীশু জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহাকে
খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত] বলে।
১৭ এইরূপে অব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-
শুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নীত
হওয়া পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নীত
হওয়া অবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

প্রভু যীশুর জন্মের বৃত্তান্ত।

১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল।
তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা
হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল,
তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে।
১৯ আর তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক হওয়াতে,
ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দাস্পদ করিতে
ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস
২০ করিলেন। তিনি এই সকল ভাবিতেছিলেন,
এমন সময়ে, দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে
দর্শন দিয়া কহিলেন, হে দায়ূদ-সন্তান যোষেফ,
তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও
না, কেননা তাঁহার গর্ভ পবিত্র আত্মা হইতে
২১ হইয়াছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং
তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে;
কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের
২২ পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। এই সকল ঘটিল,
যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য
২৩ সফল হয়, "দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হইয়া
পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম ইম্মানূ-
য়েল রাখা যাইবে;" ইহার অর্থ, 'আমাদের
২৪ সহিত ঈশ্বর'। পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে
উঠিয়া, প্রভুর দূত তাঁহাকে যেরূপ আদেশ
করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিলেন, আপন স্ত্রীকে
২৫ গ্রহণ করিলেন; আর যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব
না করিলেন, তাবৎ যোষেফ তাঁহার পরিচয়
লইলেন না; আর তিনি পুত্রের নাম যীশু
রাখিলেন।

প্রভু যীশুর শৈশবাবস্থার বিবরণ।

২ হেরোদ রাজার সময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহম
নগরে যীশুর জন্ম হইলে পর, দেখ, পূর্ব্বদেশ
হইতে কয়েক জন পণ্ডিত যিরূশালেমে আসিয়া
২ কহিলেন, যিহূদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন,
তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্ব্বদেশে তাঁহার
তারা দেখিয়াছি, তাই তাঁহাকে প্রণাম করিতে
৩ আসিয়াছি। এ কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা
উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং তাঁহার সহিত সমুদয়
৪ যিরূশালেম উদ্বিগ্ন হইল; আর তিনি সমস্ত
প্রধান যাজক ও লোকসাধারণের অধ্যাপকদিগকে
একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কোথায়
৫ জন্মিবেন? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূদি-
য়ার বৈৎলেহমে, কেননা ভাববাদী দ্বারা এইরূপ
৬ লিখিত আছে, "হে যিহূদা দেশস্থ বৈৎলেহম,
যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে তুমি কোন মতে ক্ষুদ্র-

Digitized by Google

তম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন
হইবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন
৭ করিবেন।” তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতগণকে
গোপনে ডাকিয়া ঐ তারা কোন সময়ে দেখা
গিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের নিকটে বিশেষ
৮ করিয়া জানিয়া লইলেন। পরে তিনি তাঁহা-
দিগকে বৈৎলেহমে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন,
তোমরা গিয়া বিশেষ করিয়া সেই শিশুর অন্বে-
ষণ কর ; দেখা পাইলে আমাকে সংবাদ দিও ;
যেন আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে
৯ পারি। রাজার কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রস্থান
করিলেন, আর দেখ, পূর্ব্বদেশে তাঁহারা যে
তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অগ্রে
অগ্রে গিয়া, যে স্থানে শিশুটী ছিলেন, তাহার
১০ উপরে স্থগিত হইয়া রহিল। তারাটী দেখিয়া
১১ তাঁহারা মহানন্দে উল্লাসিত হইলেন। পরে
তাঁহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মাতা
মরিয়মের সহিত শিশুটীকে দেখিতে পাইলেন,
ও দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং
আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধ-
১২ রস তাঁহাকে উপহার দিলেন। পরে হেরোদের
নিকটে ফিরিয়া যাইতে স্বপ্নে নিবারিত হইয়া
তাঁহারা অন্য পথ দিয়া আপনাদের দেশে
প্রস্থান করিলেন।

১৩ তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর, দেখ, প্রভুর এক
দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন,
উঠ, শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে
পলায়ন কর ; আর আমি যাবৎ তোমাকে না
বলিব, তাবৎ সেই স্থানে থাক ; কেননা হেরোদ
শিশুটীকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার অনু-
১৪ সন্ধান করিবে। তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রি-
যোগে শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া
মিসরে প্রস্থান করিলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু
১৫ পর্য্যন্ত তথায় থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বারা
কথিত প্রভুর এই বাক্য সফল হয়, “আমি মিসর
হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম।”

১৬ পরে হেরোদ পণ্ডিতগণ কর্তৃক আপনাকে
বঞ্চিত দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পণ্ডিত-
দের নিকটে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া
লইয়াছিলেন, তদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার
ন্যূনবয়স্ক যত বালক বৈৎলেহম ও তাহার সমস্ত
পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে
১৭ সকলকে বধ করাইলেন। তখন যিরমিয় ভাব-
বাদী দ্বারা কথিত এই বাক্য সফল হইল,
১৮ “রামায় হাহাকার ও তীব্র রোদনের শব্দ শুনা
যাইতেছে ; রাহেল আপন সন্তানদের জন্য
রোদন করিতেছে, সে প্রবোধ মানে না, কেননা
তাহারা নাই।”

১৯ কিন্তু হেরোদের মৃত্যু হইলে পর, দেখ, প্রভুর
এক দূত মিসরে যোষেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া
২০ কহিলেন, উঠ, শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে
লইয়া ইস্রায়েল দেশে গমন কর ; কারণ যাহারা
শিশুটীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা
২১ মরিয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি উঠিয়া শিশু-
টীকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে
২২ আসিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাইলেন
যে, যিহূদিয়াতে আর্খিলায় নিজ পিতা হেরো-
দের পদে রাজত্ব করিতেছেন, তখন সেই স্থানে
যাইতে ভীত হইলেন ; পরে স্বপ্নে আদেশ
২৩ পাইয়া গালীল প্রদেশে প্রস্থান করিলেন, এবং
নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন ;
যেন ভাববাদিগণ দ্বারা উক্ত এই কথা সফল হয়
যে, তিনি নাসরীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।

যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারাদি কার্য্য।

৩ সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত
হইয়া, যিহূদিয়ার প্রান্তরে ঘোষণা করিয়া
২ বলিতে লাগিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-
৩ রাজ্য সন্নিকট হইল। বস্তুতঃ এ সেই ব্যক্তি,
যাঁহার বিষয়ে যিশায়াহ ভাববাদী দ্বারা এই
বাক্য কথিত হইয়াছিল, “প্রান্তরে এই বাক্য-
প্রচারক এক জনের রব, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত
৪ কর, তাঁহার মার্গ সকল সরল কর।” যোহন
উষ্ট্র-লোমের বস্ত্র পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে
চর্ম্মপটুকা, ও তাঁহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু
৫ ছিল। তখন যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া, এবং
যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের লোকেরা বাহির
৬ হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল ; আর
আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে
তাঁহা দ্বারা বাপ্তাইজিত হইল।

৭ আর অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী তাঁহার কাছে
বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া তিনি তাহা-
দিগকে কহিলেন, হে সর্পের বংশ, আগামী
কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে
৮ চেতনা দিয়াছে ? মনঃপরিবর্ত্তনের উপযোগী
৯ ফলে ফলবান হও। আর ভাবিও না যে, তোমরা
মনে মনে বলিতে পার, অব্রাহাম আমাদের
পিতা ; কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য এই সকল প্রস্তর হইতেও
১০ সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর বৃক্ষসকলের
মূলে এখনই কুঠার লাগান আছে ; অতএব যে
কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া
১১ অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। আমি মনঃ-
পরিবর্ত্তনার্থে তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ
করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি

Digitized by Google

আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান;
আমি তাঁহার পাদুকা বহন করিবারও যোগ্য
নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও
১২ অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। তাঁহার কুলা
তাঁহার হস্তে আছে, আর তিনি আপন খামার
সুপরিষ্কৃত করিয়া আপনার গোম গোলায়
সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ
করিবেন।

যীশুর বাপ্তিস্ম, পরীক্ষা ও গালীলে ভ্রমণ।

১৩ তৎকালে যীশু যোহন কর্ত্তৃক বাপ্তাইজিত
হইবার জন্য গালীল হইতে যর্দ্দনে তাঁহার কাছে
১৪ আসিলেন। কিন্তু যোহন তাঁহাকে নিবারণ
করিতে লাগিলেন, বলিলেন, আপনকার দ্বারা
আমার বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক, আর
১৫ আপনি আমার কাছে আসিতেছেন? কিন্তু
যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এখন
সম্মত হও, কেননা এই প্রকারে সমস্ত ধার্ম্মিকতা
সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। তখন
১৬ তিনি সম্মত হইলেন। পরে যীশু বাপ্তাইজিত
হইয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ,
তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি
ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার
১৭ উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর দেখ,
স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনি আমার প্রিয়
পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।'

৪ তখন যীশু দিয়াবল কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার
নিমিত্ত আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।
২ আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া
৩ শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের
পুত্র হও, তবে বল, যেন এই প্রস্তরগুলা রুটী
৪ হইয়া যায়। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, লেখা
আছে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু
ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত প্রত্যেক বাক্য দ্বারাই
৫ বাঁচিবে।" তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে
লইয়া ধর্ম্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল,
৬ আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র
হও, তবে এ স্থান হইতে নীচে পড়, কেননা
লেখা আছে,

"তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা
দিবেন;
তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন,
পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।"

৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে,
"তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।"
৮ পুনশ্চ দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে
লইয়া গেল, এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহার
৯ প্রতাপ দেখাইয়া তাঁহাকে কহিল, যদি দণ্ডবৎ
হইয়া আমার ভজনা কর, তবে এই সমস্তই
১০ তোমাকে দিব। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, "তুমি
তোমার ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিবে, এবং কেবল
১১ তাঁহারই আরাধনা করিবে।" তখন দিয়াবল
তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, আর দেখ, দূতগণ
আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।
১২ পরে যোহন সমর্পিত হইয়াছেন শুনিয়া,
১৩ তিনি গালীলে প্রস্থান করিলেন। আর তিনি
নাসরৎ ত্যাগ করিয়া সবূলূন ও নপ্তালির অঞ্চলে
স্থিত সমুদ্রতীরস্থ কফরনাহূমে গিয়া বাস করি-
১৪ লেন, যেন যিশায়াহ ভাববাদী দ্বারা কথিত এই
১৫ বাক্য সফল হয়, "সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ,
সমুদ্রের পথে, যর্দ্দনের পরপারে, জাতিগণের
১৬ গালীল, যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা
মহা আলোক দেখিতে পাইল, যাহারা মৃত্যুর
দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে
আলোক উদিত হইল।"
১৭ তদবধি যীশু ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন,
তিনি বলিতে লাগিলেন, মন ফিরাও, কারণ স্বর্গ-
রাজ্য সন্নিকট হইল।
১৮ পরে তিনি গালীল-সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে
বেড়াইতে দেখিলেন, দুই ভ্রাতা—পিতর নামে
আখ্যাত শিমোন ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়—
সমুদ্রে জাল ফেলিতেছেন; কেননা তাঁহারা
১৯ মৎস্যধারী ছিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমা-
২০ দিগকে মনুষ্যধারী করিব। তাহাতে তৎক্ষণাৎ
তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্-
২১ গামী হইলেন। পরে তিনি তথা হইতে অগ্রে
গিয়া দেখিলেন, আর দুই ভ্রাতা—সিবদিয়ের
পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহন — আপনা-
দের পিতা সিবদিয়ের সহিত নৌকায় জাল
সারিতেছেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে ডাকি-
২২ লেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা নৌকা ও
আপনাদের পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার
পশ্চাদ্গামী হইলেন।
২০ পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে
করিতে লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে,
রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে, এবং লোক-
দের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া ভাল
২৪ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার জনরব সমুদয়
সুরিয়া দেশে ব্যাপিল; এবং সমস্ত পীড়িত
লোক, নানা প্রকার রোগ ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট,
ভূতগ্রস্ত ও মৃগীরোগী এবং পক্ষাঘাতী লোক সকল

Digitized by Google

তাঁহার নিকটে আনীত হইল, আর তিনি তাহা-
২৫ দিগকে সুস্থ করিলেন। আর গালীল, দিকা-
পলি, যিরূশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের পরপার
হইতে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিল।

পর্ব্বতে দত্ত যীশুর উপদেশ।

৫ অনন্তর তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্ব্বতে
উঠিলেন; আর তিনি বসিলে পর তাঁহার
২ শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিলেন। তখন তিনি
মুখ খুলিয়া তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিতে
লাগিলেন;

৩ ধন্য দীনাত্মারা, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই।
৪ ধন্য শোকার্ত্তেরা, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।
৫ ধন্য মৃদুশীলেরা, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী
হইবে।
৬ ধন্য ধার্ম্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিতেরা, কারণ
তাহারা তৃপ্ত হইবে।
৭ ধন্য দয়াশীলেরা, কারণ তাহারা দয়া পাইবে।
৮ ধন্য নির্ম্মলচিত্তেরা, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন
পাইবে।
৯ ধন্য মিলনকারীরা, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান
বলিয়া আখ্যাত হইবে।
১০ ধন্য ধার্ম্মিকতার জন্য তাড়িতেরা, কারণ স্বর্গ-
১১ রাজ্য তাহাদেরই। ধন্য তোমরা, যখন লোকে
আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না
করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিপরীতে
১২ সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লা-
সিত হও, কেননা স্বর্গে মহাপুরস্কার পাইবে;
কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে ভাববাদিগণ ছিলেন,
তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত।
১৩ তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ
যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণত্বযুক্ত
করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্য্যে লাগে
না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের
১৪ পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়। তোমরা
জগতের দীপ্তি; পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত নগর
১৫ গুপ্ত থাকিতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ
জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপা-
ধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহস্থিত
১৬ সকল লোককে আলো দেয়। তদ্রূপ মনুষ্যদের
সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক, যেন
তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের
স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করে।
১৭ মনে করিও না, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী-
দের গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি
লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে
১৮ আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত
না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি
এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।
১৯ অতএব যে কেহ এই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন
একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেই-
রূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে ক্ষুদ্রতম
বলা যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করে
ও তদ্রূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান
২০ বলা যাইবে। কেননা আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমা-
দের ধার্ম্মিকতা অধিক না হইলে তোমরা কোন
মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।
২১ তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোকদের
নিকটে উক্ত হইয়াছিল, "তুমি নরহত্যা করিও
না; আর যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে
২২ পড়িবে।" কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
যে কেহ (অকারণে) আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ
করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; এবং যে কেহ
আপন ভ্রাতাকে বলে, রে নির্ব্বোধ, সে মহাসভার
দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ বলে, রে মূঢ়, সে
২৩ অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে। অতএব তুমি
যখন যজ্ঞবেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ
করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে,
তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার *কোন কথা*
২৪ আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সম্মুখে আপন
নৈবেদ্য রাখিয়া গিয়া প্রথমে আপন ভ্রাতার
সহিত সম্মিলিত হও, পরে আসিয়া আপন
২৫ নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও। তুমি যখন বিপক্ষের
সঙ্গে পথে থাক, তখন তাহার সহিত শীঘ্র মিলন
করিও, পাছে বিপক্ষ তোমাকে বিচারকর্তার
হস্তে সমর্পণ করে, ও বিচারকর্ত্তা তোমাকে পদা-
তিকের হস্তে সমর্পণ করে, আর তুমি কারাগারে
২৬ নিক্ষিপ্ত হও। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি,
যাবৎ শেষ কড়িটী পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিবে,
তাবৎ তুমি কোন মতে তথা হইতে বাহিরে
আসিতে পাইবে না।
২৭ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "তুমি
২৮ ব্যভিচার করিও না।" কিন্তু আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি
কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে
২৯ তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। আর তোমার
দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা
উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা
তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া
অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার
৩০ ভাল। আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার
বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া

Digitized by Google

দেও ; যেহেতুক তোমার সমস্ত শরীর নরকে
যাওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া
৩১ তোমার ভাল। আর উক্ত হইয়াছিল, "যে কেহ
আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগ-
৩২ পত্র দিউক।" কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে
আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভি-
চারিণী করে ; এবং যে ব্যক্তি সেই ত্যক্তা স্ত্রীকে
বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।
৩৩ পুনশ্চ তোমরা শুনিয়াছ; পূর্ব্বকালীন লোক-
দের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, "তুমি মিথ্যা
দিব্য করিও না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে আপন
৩৪ দিব্য সকল পালন করিও।" কিন্তু আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিও না ;
স্বর্গের দিব্য করিও না, কেননা তাহা ঈশ্বরের
৩৫ সিংহাসন ; এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না,
কেননা তাহা তাঁহার পাদপীঠ ; আর যিরূশালে-
মের দিব্য করিও না, কেননা তাহা মহান রাজার
৩৬ পুরী। আর আপন মস্তকের দিব্য করিও না,
যেহেতুক একটী কেশ শুক্ল কি কৃষ্ণবর্ণ করিতে
৩৭ তোমার সাধ্য নাই। কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ,
হাঁ, না, না, হউক ; ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা
মন্দ হইতে জন্মে।
৩৮ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "চক্ষুর
৩৯ পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত"। কিন্তু
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুর্জ্জনের
প্রতিরোধ করিও না ; বরং যে কেহ তোমার
দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে
৪০ ফিরাইয়া দেও। আর যে কেহ তোমার সহিত
বিচারস্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙ্রাখা
লইতে চাহে, তাহাকে চোগাও লইতে দেও।
৪১ আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়া-
৪২ পীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে
ব্যক্তি তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও ;
এবং যে কেহ তোমার নিকটে ধার লইতে চাহে,
তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইও না।
৪৩ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "তোমার
প্রতিবাসীকে প্রেম করিও, এবং তোমার শত্রুকে
৪৪ দ্বেষ করিও।" কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম
করিও ; (এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়,
তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিও ; ও যাহারা তোমা-
দিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল করিও ;)
এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের
৪৫ নিমিত্ত প্রার্থনা করিও, যেন তোমরা আপনাদের
স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল মন্দ
লোকদের উপরে আপনার সূর্য্য উদিত করেন,
এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে জল বর্ষান।
৪৬ যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই
প্রেম করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে ?
৪৭ করগ্রাহীরাও কি সেই মত করে না ? আর
তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভ্রাতৃগণকে
মঙ্গলবাদ কর, তবে অধিক কি কর্ম্ম কর ? পর-
৪৮ জাতীয়েরাও কি সেইরূপ করে না ? অতএব
তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও
তেমনি সিদ্ধ হইবে।

৬ সাবধান, লোককে দেখাইবার নিমিত্ত
তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম করিও
না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে
তোমাদের পুরস্কার নাই।
২ অতএব তুমি যখন দান কর, তখন কপটীরা
লোকের কাছে প্রশংসা পাইবার জন্য সমাজ-
গৃহে ও চকে যেমন করিয়া থাকে, তুমি তেমনি
আপনার অগ্রে তূরী বাজাইও না ; আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের
৩ পুরস্কার পাইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন দান কর,
তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা
৪ তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না। এইরূপে
তোমার দান যেন গোপনে হয় ; তাহাতে তোমার
পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে
ফল দিবেন।
৫ আর যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন কপটী-
দের ন্যায় হইও না ; কারণ তাহারা সমাজগৃহে ও
চকের কোণে দাঁড়াইয়া লোক দেখান প্রার্থনা
করিতে ভাল বাসে ; আমি তোমাদিগকে সত্য
বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাই-
৬ য়াছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন
তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, পরে দ্বার রুদ্ধ
করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বিদ্যমান,
তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও ; তাহাতে তোমার
পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে
(প্রকাশ্যরূপে) ফল দিবেন।
৭ আর প্রার্থনাকালে তোমরা পরজাতীয়দের
ন্যায় অনর্থক পুনরুক্তি করিও না ; কেননা
তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থ-
৮ নার উত্তর পাইবে। অতএব তোমরা তাহাদের
মত হইও না, যেহেতুক তোমাদের কি কি প্রয়ো-
জন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের
৯ পিতা (ঈশ্বর) জানেন। অতএব তোমরা এই
মত প্রার্থনা করিও ; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
১০ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। তোমার
রাজ্য আইসুক। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন,
১১ পৃথিবীতেও তেমনি সিদ্ধ হউক। আমাদের
১২ প্রয়োজনীয় খাদ্য অদ্য আমাদিগকে দেও। আর
আমরা যেমন আপন আপন অপরাধীদিগকে
ক্ষমা করিয়াছি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ

Digitized by Google

১৩ সকল ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে
আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর; (যেহে-
তুক রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার;
১৪ আমেন।) বস্তুতঃ তোমরা যদি লোকের অপরাধ
ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমা-
১৫ দিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি
লোকের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের
পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।
১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন কপটী-
দের ন্যায় বিষণ্ণবদন হইও না; যেহেতুক তাহারা
লোককে উপবাস দেখাইবার নিমিত্ত আপনাদের
মুখ মলিন করে; আমি তোমাদিগকে সত্য
বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাই-
১৭ য়াছে। কিন্তু তুমি উপবাসী হইলে মস্তকে তৈল
১৮ মাখিও, ও মুখ ধুইও; যেন লোকে তোমার
উপবাস না দেখিতে পায়, কিন্তু তোমার পিতা
যিনি গোপনে বিদ্যমান, তিনিই দেখিতে পান;
তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন,
তিনি তোমাকে ফল দিবেন।
১৯ তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয়
করিও না, কেননা এই স্থানে কীটে ও মর্চ্চ্যায়
ক্ষয় করে, এবং চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে।
২০ কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর, কেননা
সে স্থানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না, চোরেও
২১ সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। কারণ যে স্থানে
তোমার ধন, সেই স্থানে তোমার মনও থাকিবে।
২২ চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি
সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময়
২৩ হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে
তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। অতএব
তোমার আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকার হয়, তবে
২৪ সেই অন্ধকার কত বড়! কোন ব্যক্তি দুই কর্ত্তার
দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত এক
ব্যক্তিকে ঘৃণা করিয়া অপরকে প্রেম করিবে,
নয় ত এক ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া অপরকে তুচ্ছ
করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব
করিতে পার না।
২৫ অতএব আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি
ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের
বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিধান করিব' বলিয়া
শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে
২৬ প্রাণ, ও বস্ত্র হইতে শরীর কি শ্রেষ্ঠ নয়? আকা-
শের পক্ষীদিগকে নিরীক্ষণ কর; তাহারা বুনে
না, কাটে না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি
তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার
দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ
২৭ নও? আর তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাবিত
হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে
২৮ পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও?
ক্ষেত্রের কাণুড় পুষ্প কেমন বাড়ে, তাহা বিবেচনা
কর; সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটে না।
২৯ তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলো-
মনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির
৩০ ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। অতএব ক্ষেত্রের যে
তৃণ অদ্য আছে ও কল্য চুলায় নিক্ষিপ্ত হইবে,
তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে
অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক
৩১ পরাইবেন না? অতএব আমরা কি ভোজন
করিব, কি পান করিব, বা কি পরিধান করিব,
৩২ বলিয়া ভাবিত হইও না। কেননা এই সকল
বিষয়ে পরজাতীয়েরাই সচেষ্ট; বস্তুতঃ এই সকল
দ্রব্যে যে তোমাদের প্রয়োজন আছে, তাহা
৩৩ তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। কিন্তু তোমরা
প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার
চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমা-
৩৪ দিগকে দত্ত হইবে। অতএব কল্যকার নিমিত্ত
ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয়ে
আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের
জন্যই যথেষ্ট।

৭ তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না
হও। কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার
কর, তদ্রূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে;
এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে
তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।
৩ আর তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে,
তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের
চক্ষুতে যে কড়িকাষ্ঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া
৪ দেখ না? অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন
ভ্রাতাকে বলিবে, এস, আমি তোমার চক্ষু হইতে
কুটা বাহির করিয়া দিই? আর দেখ, তোমার
৫ নিজের চক্ষুতে কড়িকাষ্ঠ রহিয়াছে। হে কপটি,
অগ্রে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাষ্ঠ বাহির
করিয়া ফেল, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে
কুটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিবে।
৬ তোমরা কুকুরদিগকে পবিত্র বস্তু দিও না, এবং
তোমাদের মুক্তা শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিও
না; পাছে তাহারা পদ দ্বারা তাহা দলায়, এবং
ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদীর্ণ করে।
৭ যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে;
অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমা-
৮ দের জন্য দ্বার খোলা যাইবে। কেননা যে কেহ
যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ
করে, সে পায়; আর যে দ্বারে আঘাত করে,
৯ তাহার জন্য দ্বার খোলা যাইবে। তোমাদের
মধ্যে এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটী
১০ চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দিবে, কিম্বা মৎস্য

Digitized by Google

১১ চাহিলে তাহাকে সর্প দিবে ? অতএব তোমরা
মন্দ হইয়াও যদি আপন আপন সন্তানদিগকে
উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে তোমা-
দের স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক [নিশ্চয়], যাহারা
তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম
১২ উত্তম দ্রব্য দান করিবেন। অতএব তোমরা সর্ব্ব-
বিষয়ে তোমাদের প্রতি মনুষ্যদের যেরূপ ব্যবহার
বাঞ্ছা কর, তোমরাও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ
ব্যবহার করিও; যেহেতুক ইহাই ব্যবস্থা ও
ভাববাদি-গ্রন্থের সার।
১৩ সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা সর্ব্ব-
নাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং
১৪ অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করে। কেননা জীবনে
যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প
লোকেই তাহা পায়।
১৫ ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান; তাহারা
মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু
১৬ অন্তরে তাহারা গ্রাসকারী কেন্দুয়া ব্যাঘ্র। তোমরা
তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে
পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল,
কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে ?
১৭ সেই প্রকারে যাবতীয় উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল
১৮ ফলে, এবং মন্দ বৃক্ষে মন্দ ফল ফলে। উত্তম বৃক্ষে
মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ বৃক্ষেও উত্তম
১৯ ফল ধরিতে পারে না। যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল
ধরে না, তাহা কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া
২০ যায়। অতএব তোমরা ফল দ্বারাই তাহাদিগকে
২১ চিনিতে পারিবে। যাহারা আমাকে প্রভো !
প্রভো ! বলে, তাহারা সকলে যে স্বর্গ-রাজ্যে
প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি
আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই
২২ পাইবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে,
প্রভো ! প্রভো ! আপনকার নামে আমরা কি
ভাবোক্তি প্রচার করি নাই ? আপনকার নামে
কি ভূত ছাড়াই নাই ? এবং আপনকার নামে
২৩ কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই ? তখন
আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি তোমা-
দিগকে কখনও জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারীরা,
আমার নিকট হইতে দূর হও।
২৪ অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য
শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধি-
মান লোকের সদৃশ বলিতে হইবে, যে পাষাণের
২৫ উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি
নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই
গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ
পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত
২৬ হইয়াছিল। আর যে কেহ আমার এই সকল
বাক্য শুনিয়া পালন না করে, তাহাকে এমন এক
জন নির্ব্বোধ লোকের সদৃশ বলিতে হইবে, যে
বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল।
২৭ পরে বৃষ্টি পড়িল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল,
এবং সেই গৃহে লাগিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া
গেল, ও তাহার পতন ঘোরতর হইল।
২৮ যীশুর এই সকল বাক্য শেষ হইলে লোক-
সমূহ তাঁহার উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল;
২৯ যেহেতুক তিনি তাহাদের অধ্যাপকদের ন্যায়
নয়, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে
উপদেশ দিতেন।

যীশুর নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়ার বর্ণনা।

৮ আর তিনি পর্ব্বত হইতে নামিলে বিস্তর
লোক তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল।
২ আর দেখ, এক জন কুষ্ঠী নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, প্রভো, যদি
আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি
৩ করিতে পারেন। তখন তিনি হস্ত বিস্তার করিয়া
তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা,
তুমি শুচীকৃত হও; আর তৎক্ষণাৎ সে কুষ্ঠ হইতে
৪ শুচীকৃত হইল। পরে যীশু তাহাকে কহিলেন,
সাবধান, কাহাকেও বলিও না, কিন্তু যাজকের
নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং তাহাদের
কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য মোশির নিরূপিত
নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।
৫ আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে এক
জন শতসেনাপতি তাঁহার নিকটে আসিয়া
৬ বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো, আমার দাস
গৃহে পক্ষাঘাতে শয্যাগত আছে, ভয়ানক যাতনা
৭ পাইতেছে। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমি
৮ গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব। শতপতি উত্তর করি-
লেন, প্রভো, আপনি যে আমার গৃহমধ্যে পদা-
র্পণ করেন, এমন যোগ্যপাত্র আমি নহি; কেবল
বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।
৯ যেহেতুক আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীন লোক, আবার
সৈনিকেরা আমার অধীন; আমি তাহাদের এক
জনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস
বলিলে সে আইসে; আর আমার দাসকে এই
১০ কর্ম্ম কর বলিলে সে তাহা করে। এই কথা
শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং
পশ্চাদ্গামী লোকদিগকে কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও
১১ এমন বিশ্বাস পাই নাই। আর আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, অনেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্
হইতে আসিয়া অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের
১২ সহিত স্বর্গ-রাজ্যে একত্র বসিবে; কিন্তু রাজ্যের

Digitized by Google

সন্তানেরা বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে;
১৩ সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। পরে যীশু
সেই শতপতিকে কহিলেন, যাও, যেমন বিশ্বাস
করিলে, তেমনই তোমার প্রতি হউক; তাহাতে
তদ্দণ্ডেই সেই দাস সুস্থ হইল।
১৪ আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া দেখিলেন,
১৫ তাঁহার শাশুড়ী জ্বরে শয্যাগত আছেন। পরে
তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলে জ্বরত্যাগ হইল;
তখন তিনি উঠিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে
১৬ লাগিলেন। আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক
ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি
বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং
১৭ সকল পীড়িতকে সুস্থ করিলেন; যেন যিশায়াহ
ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বাক্য সফল হয়,
"তিনিই আমাদের দুর্ব্বলতা সকল ধারণ করি-
লেন ও ব্যাধি সকল বহন করিলেন।"
১৮ আর যীশু আপনার চতুর্দ্দিকে বিস্তর লোক
দেখিয়া পরপারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।
১৯ তখন এক জন অধ্যাপক আসিয়া তাঁহাকে কহিল,
হে গুরো, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন,
২০ আমিও আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। যীশু
তাহাকে কহিলেন, শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে এবং
আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্য-
২১ পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। শিষ্যদের
মধ্যে আর এক জন তাঁহাকে বলিল, প্রভো,
অগ্রে আমার পিতাকে কবর দিয়া আসিতে অনু-
২২ মতি করুন। যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার
পশ্চাৎ আইস; মৃতেরাই আপন আপন মৃতদের
কবর দিউক।
২৩ আর তিনি নৌকায় উঠিলে তাঁহার শিষ্যগণ
২৪ তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিলেন। আর দেখ, সমুদ্রে
ভারী ঝড় উঠিল, এমন কি, নৌকা তরঙ্গে আচ্ছন্ন
হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন।
২৫ তখন তাঁহারা তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে
জাগাইয়া কহিলেন, প্রভো! রক্ষা করুন, আমরা
২৬ মারা পড়িলাম। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
হে অল্পবিশ্বাসীরা, কেন ভয়শীল হও? তখন
তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে ধমক্ দিলেন;
২৭ তাহাতে মহাশান্তি হইল। আর সেই ব্যক্তিরা
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিলেন, আঃ! ইনি কেমন
লোক, বায়ু ও সমুদ্রও যে ইঁহার আজ্ঞা মানে!
২৮ পরে তিনি পরপারে গাদারীয়দের দেশে
উপস্থিত হইলে দুই জন ভূতগ্রস্ত লোক কবরস্থান
হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত
হইল; তাহারা এমন প্রচণ্ড যে, ঐ পথ দিয়া
২৯ কেহই যাইতে পারিত না। আর দেখ, তাহারা
চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, হে ঈশ্বরের পুত্র,
আপনকার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি
কি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদিগকে যন্ত্রণা
৩০ দিতে এ স্থানে আসিলেন? তখন তাহাদের কিছু
৩১ দূরে বৃহৎ এক শূকরপাল চরিতেছিল। তাহাতে
ভূতেরা বিনতি করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি
আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ শূকরপালে পাঠা-
৩২ ইয়া দিউন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
যাও; তখন তাহারা বহির্গত হইয়া সেই শূকর-
পালে প্রবেশ করিল; আর দেখ, সমুদয় শূকর
মহাবেগে দৌড়িয়া শৈলাগ্র হইতে সমুদ্রে পড়িল,
৩৩ জলে ডুবিয়া মরিল। তখন রক্ষকেরা পলায়ন
করিল, এবং নগরে গিয়া সমস্ত বিষয়, বিশেষতঃ
৩৪ সেই ভূতগ্রস্তদের বিষয় বর্ণনা করিল। আর
দেখ, নগরের সমস্ত লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ
করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল, এবং
তাঁহাকে দেখিয়া আপনাদের সীমা হইতে প্রস্থান
করিতে বিনতি করিল।

৯ পরে তিনি নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন,
এবং নিজ নগরে আসিলেন। আর দেখ,
কয়েকটী লোক তাঁহার নিকটে এক জন পক্ষা-
ঘাতীকে আনিল, সে খাটের উপরে শয়ান
ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই
পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর,
৩ তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। আর দেখ,
কয়েক জন অধ্যাপক মনে মনে কহিল, এ ব্যক্তি
৪ ঈশ্বরনিন্দা করিতেছে। তখন যীশু তাহাদের
চিন্তা বুঝিয়া কহিলেন, তোমরা কেন মনে মনে
৫ কুচিন্তা করিতেছ? কারণ কোন্‌টা সহজ,
'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'তুমি
৬ উঠিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ-
মোচন করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা
যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—তিনি
সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন,—উঠ, তোমার
৭ শয্যা তুলিয়া গৃহে গমন কর। তখন সে উঠিয়া
৮ আপন গৃহে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া
লোকসমূহ ভীত হইল, আর ঈশ্বর মনুষ্যকে
এমন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার
প্রশংসা করিল।
৯ আর সে স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু
করগ্রহণস্থানে উপবিষ্ট মথি নামে এক ব্যক্তিকে
দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ
আইস; তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্-
গমন করিল।
১০ পরে যীশু গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিলে,
দেখ, অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া তাঁহার
১১ এবং তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বসিল। তাহা
দেখিয়া ফরীশীরা তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল,
তোমাদের গুরু কি জন্য করগ্রাহী ও পাপীদের
১২ সহিত ভোজন করেন? তাহা শুনিয়া তিনি

Digitized by Google

কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন
১৩ নাই, কিন্তু পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু
তোমরা যাও, এই বচনের তাৎপর্য্য শিক্ষা কর,
"আমি দয়াই ভাল বাসি, বলিদান নয় ;"
কেননা আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপী-
দিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।
১৪ তখন যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে
আসিয়া কহিল, ফরীশীরা ও আমরা অনেক
বার উপবাস করি, কিন্তু আপনকার শিষ্যগণ
১৫ উপবাস করে না, ইহার কারণ কি ? যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে কি বাসর-
ঘরের লোকে বিলাপ করিতে পারে ? কিন্তু
এমন সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট
হইতে বর নীত হইবেন ; তখন তাহারা উপ-
১৬ বাস করিবে। পুরাতন বস্ত্রে কেহ কোরা কাপ-
ড়ের তালী দেয় না, কেননা তাহার তালীতে
বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়।
১৭ আর লোকে পুরাতন কুপায় নূতন দ্রাক্ষারস
ভরিয়া রাখে না ; রাখিলে কুপাগুলি ফাটিয়া
যায়, আর দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, এবং কুপা-
গুলিও নষ্ট হয় ; কিন্তু লোকে নূতন কুপায় নূতন
দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।
১৮ তিনি তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিতে-
ছেন, আর দেখ, এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমার কন্যাটী
এখনই মরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু আপনি আসিয়া
তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন, তাহাতে সে
১৯ বাঁচিবে। তখন যীশু উঠিয়া তাহার পশ্চাদ্গমন
২০ করিলেন, তাঁহার শিষ্যগণও চলিলেন। আর
দেখ, দ্বাদশ বৎসরাবধি প্রদররোগগ্রস্ত একটী
স্ত্রীলোক তাঁহার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া তাঁহার
২১ বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল ; কারণ সে মনে মনে
বলিতেছিল, উঁহার বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিতে পারি-
২২ লেই আমি সুস্থ হইব। তখন যীশু মুখ ফিরা-
ইয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, বৎসে, সাহস
কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।
সেই দণ্ড অবধি স্ত্রীলোকটী সুস্থ হইল।
২৩ পরে যীশু যখন সেই অধ্যক্ষের বাটীতে
আসিয়া দেখিলেন, বংশীবাদকগণ রহিয়াছে,
ও লোকেরা কোলাহল করিতেছে, তখন বলি-
২৪ লেন, সরিয়া যাও ; কন্যাটী ত মরে নাই,
নিদ্রিতা আছে। তখন তাহারা তাঁহাকে উপ-
২৫ হাস করিল। কিন্তু লোক সকল বহিষ্কৃত হইলে
তিনি ভিতরে গিয়া কন্যাটীর হস্ত ধারণ করি-
২৬ লেন, তাহাতে সে উঠিল। আর এই জনরব
সেই দেশময় ব্যাপিল।
২৭ পরে যীশু সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে
দুই জন অন্ধ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল,
আর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-
২৮ সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তিনি গৃহ-
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর সেই অন্ধেরা তাঁহার
নিকটে আসিল ; তখন যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি
ইহা করিতে পারি ? তাহারা তাঁহাকে বলিল,
২৯ হাঁ, প্রভো। তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ
করিয়া কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে
৩০ তোমাদের প্রতি হউক। তখন তাহাদের চক্ষু
খুলিয়া গেল। পরে যীশু দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, সাবধান, কেহ ইহা
৩১ জ্ঞাত না হউক। কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিয়া
সেই দেশময় তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ করিল।
৩২ তাহারা বাহিরে যাইতেছে, আর দেখ,
লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত গোঁগাকে তাঁহার নিকটে
৩৩ আনিল। আর ভূত ছাড়ান হইলে সে গোঁগা
কথা কহিতে লাগিল ; তাহাতে লোক সকল
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে
৩৪ এমন কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু ফরীশীরা
বলিতে লাগিল, ভূতগণের অধিপতির দ্বারা
সে ভূত ছাড়ায়।

যীশু দ্বাদশ জনকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করেন।

৩৫ আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে
করিতে তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে ও
রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে এবং সর্ব্ব-
প্রকার রোগ ও ব্যাধির প্রতীকার করিতে লাগি-
৩৬ লেন। কিন্তু লোকসমূহকে দেখিয়া তিনি তাহা-
দের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা
অরক্ষক মেষের ন্যায় ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল।
৩৭ তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শস্য
প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প।
৩৮ অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা
কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী
প্রেরণ করেন।

১০ পরে তিনি আপনার দ্বাদশ শিষ্যকে নিকটে
ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মা ছাড়াই-
বার জন্য তাহাদের উপরে ক্ষমতা, এবং সর্ব্ব-
প্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিবার
ক্ষমতা দিলেন।
২ সেই দ্বাদশ জন প্রেরিতের নাম এই। প্রথম
শিমোন, যাঁহাকে পিতর বলে, এবং তাঁহার
ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের পুত্র যাকোব এবং
৩ তাঁহার ভ্রাতা যোহন, ফিলিপ ও বর্থলময়,
থোমা ও করগ্রাহী মথি, আল্‌ফেয়ের পুত্র
৪ যাকোব ও থদ্দেয়, কানানী শিমোন, এবং

Digitized by Google

ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা; এই ব্যক্তি তাঁহাকে
৫ [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করে। এই দ্বাদশ জনকে
যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই
আদেশ করিলেন,
তোমরা জাতিগণের পথে যাইও না, এবং
শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না;
৬ বরং ইস্রায়েল-কুলের হারাণ মেষগণের কাছে
৭ যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা
ঘোষণা করিও, ‘স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।’
৮ রোগীকে সুস্থ করিও, মৃতকে উত্থাপন করিও,
কুষ্ঠীকে শুচি করিও, ভূত ছাড়াইও; তোমরা
বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও।
৯ তোমাদের কটিবন্ধনে স্বর্ণ কি রৌপ্য কি তাম্র,
১০ এবং যাত্রার জন্য ঝুলি কিম্বা দুইখান আঙ্রাখা
অথবা পাদুকা কিম্বা যষ্টি, এ সকলের আয়োজন
করিও না; কেননা কার্য্যকারী ভরণপোষণের
১১ যোগ্য। আর তোমরা যে নগরে কি গ্রামে
প্রবেশ করিবে, তথাকার কোন্ ব্যক্তি যোগ্য,
তাহা অনুসন্ধান করিও, পরে অন্য স্থানে যাই-
১২ বার সময় পর্য্যন্ত তাহার কাছে থাকিও। আর
তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার সময় সেই গৃহকে
১৩ মঙ্গলবাদ করিও। তাহাতে সেই গৃহ যদি যোগ্য
হয়, তবে তোমাদের শান্তি তাহার প্রতি বর্ত্তুক;
কিন্তু যদি যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের শান্তি
১৪ তোমাদের কাছে ফিরিয়া আইসুক। আর যে
ব্যক্তি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, এবং তোমা-
দের কথা না শুনে, সেই গৃহ কিম্বা নগর হইতে
প্রস্থান করিবার সময়ে আপন আপন পদধূলি
১৫ ঝাড়িয়া ফেলিও। আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, বিচারদিনে সেই নগরের দশা
অপেক্ষা বরং সদোম ও ঘমোরা প্রদেশের দশা
সহনীয় হইবে।
১৬ দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ, তদ্রূপ
আমি তোমাদিগকে পাঠাইতেছি; অতএব
তোমরা সর্পবৎ সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমা-
১৭ য়িক হও। কিন্তু লোকদের হইতে সাবধান
থাক; কেননা তাহারা তোমাদিগকে বিচার-
সভায় সমর্পণ করিবে, এবং আপনাদের সমাজ-
১৮ গৃহে কোড়া মারিবে। এমন কি, আমার জন্য
তোমরা দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের সম্মুখে, তাহা-
দের ও জাতিগণের কাছে সাক্ষ্য প্রদানার্থে,
১৯ নীত হইবে। কিন্তু যখন লোকে তোমাদিগকে
সমর্পণ করিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি
বলিবে, তদ্বিষয়ে ভাবিত হইও না; যেহেতুক
তোমাদের যাহা বলিবার, তাহা তদ্দণ্ডেই
২০ তোমাদিগকে দান করা যাইবে। কেননা তোমরা
বক্তা নহ, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা
তোমাদের অন্তরে কথা কহেন, তিনিই বক্তা।
২১ আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে
সমর্পণ করিবে এবং সন্তানেরা আপন আপন
মাতা পিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ
২২ করাইবে। আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা
সকলের বিদ্বেষপাত্র হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ
পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।
২৩ আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে
তাড়না করিবে, তখন তোমরা অন্য নগরে পলা-
য়ন করিও। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য
বলিতেছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের
কার্য্য সমাপ্ত হইতে না হইতে মনুষ্যপুত্রের
আগমন হইবে।
২৪ গুরু হইতে শিষ্য বড় নয়, এবং কর্ত্তা হইতে
২৫ দাস বড় নয়। শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস
আপন কর্ত্তার তুল্য হইলেই তাহার পক্ষে
যথেষ্ট। তাহারা যখন গৃহের কর্ত্তাকে বেল্‌সবূব
বলিয়াছে, তখন তাঁহার পরিজনগণকে আরও
২৬ কি না বলিবে? অতএব তোমরা তাহাদিগকে
ভয় করিও না, কেননা এমন আচ্ছাদিত কিছুই
নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে না, এবং এমন গুপ্ত
২৭ কিছুই নাই, যাহা জানা যাইবে না। আমি
যাহা তোমাদিগকে অন্ধকারে বলি, তাহা তোমরা
আলোকে বলিও; এবং কাণে কাণে যাহা শুন,
২৮ তাহা ছাদের উপরে প্রচার করিও। আর
যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে
পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু
যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট
২৯ করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর। দুই
চটকপক্ষী কি এক পয়সায় বিক্রীত হয় না?
তথাচ তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহা-
৩০ দের একটীও ভূমিতে পড়ে না। কিন্তু তোমাদের
৩১ মস্তকের কেশগুলিও গণিত আছে। অতএব ভয়
করিও না; তোমরা অনেক চটকপক্ষী হইতে
৩২ শ্রেষ্ঠ। অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে
আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ
৩৩ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব। কিন্তু
যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার
করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে
তাহাকে অস্বীকার করিব।
৩৪ মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি
দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে নয়, কিন্তু খড়্গ
৩৫ দিতে আসিয়াছি। কেননা আমি পিতার
সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, এবং
শাশুড়ীর সহিত বধূর বিরোধ জন্মাইতে আসি-
৩৬ য়াছি; আর আপন আপন পরিজনই মনুষ্যের
৩৭ শত্রু হইবে। যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা
হইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য
নয়; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা

Digitized by Google

হইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য
৩৮ নয়। আর যে কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া আমার
পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার যোগ্য নয়।
৩৯ যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারা-
ইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ
হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।
৪০ যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই
গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে
৪১ আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই গ্রহণ করে। যে ভাব-
বাদী বলিয়া ভাববাদীকে গ্রহণ করে, সে ভাব-
বাদীর পুরস্কার পাইবে; এবং যে ধার্ম্মিক
বলিয়া ধার্ম্মিককে গ্রহণ করে, সে ধার্ম্মিকের
৪২ পুরস্কার পাইবে। আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের
মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলিয়া পানার্থে
কেবল এক বাটী শীতল জল দেয়, আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন
পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না।

১১ এইরূপে যীশু আপন দ্বাদশ শিষ্যের প্রতি
আদেশ সমাপ্ত করিবার পর তাঁহাদের নগরে
নগরে উপদেশ দিবার ও প্রচার করিবার জন্য
সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর।

২ পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের
বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে
৩ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ‘যাঁহার আগমন
হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা
৪ অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব?’ যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও,
যাহা যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার
৫ সংবাদ যোহনকে দেও। অন্ধেরা দৃষ্টি পাইতেছে,
খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইতেছে,
বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, মৃতেরা উত্থাপিত
হইতেছে ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচা-
৬ রিত হইতেছে; আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে
আমাতে বিঘ্ন না পায়।
৭ তাহারা চলিয়া গেলে পর যীশু লোকসমূহকে
যোহনের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন, তোমরা
প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি বায়ু-
৮ কম্পিত নল? তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি
সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যাহারা
সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে, তাহারা রাজবাটীতে
৯ থাকে। তবে কি জন্য গিয়াছিলে? কি এক জন
ভাববাদীকে দেখিবার জন্য? হাঁ, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ
১০ ব্যক্তিকে। ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে এই
কথা লিখিত আছে, “দেখ, আমি আপন
দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি; সে তোমার
১১ অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।” আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ভ-
জাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে
মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই, তথাপি স্বর্গ-
রাজ্যে ক্ষুদ্রতর যে ব্যক্তি, সে তাঁহা হইতেও
১২ মহান। পরন্তু যোহন বাপ্তাইজকের কাল
অবধি এখন পর্য্যন্ত স্বর্গ-রাজ্য বলাক্রান্ত হই-
তেছে, এবং আক্রমী লোকে সবলে তাহা অধি-
১৩ কার করিতেছে। বস্তুতঃ সমস্ত ভাববাদী ও
ব্যবস্থা যোহন পর্য্যন্ত ভাবোক্তি প্রকাশ করি-
১৪ য়াছে। আর তোমরা যদি এই কথা গ্রাহ্য করিতে
সম্মত হও, তবে [জানিবে], যে এলিয়ের আগ-
১৫ মন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি। যাহার শুনিতে
১৬ কর্ণ থাকে, সে শুনুক। কিন্তু আমি কাহার
সহিত এই কালের লোকদের তুলনা দিব?
তাহারা এমন বালকদের সদৃশ, যাহারা বাজারে
বসিয়া আপনাদের সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলে,
১৭ ‘তোমাদের নিকটে আমরা বাঁশী বাজাইলাম,
কিন্তু তোমরা নাচিলে না; বিলাপ করিলাম,
১৮ কিন্তু তোমরা বুক চাপড়াইলে না।’ বস্তুতঃ
যোহন আসিয়া ভোজন পান করেন নাই;
১৯ তাহাতে লোকেরা বলে, সে ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র
আসিয়া ভোজন পান করেন; তাহাতে বলে, ঐ
দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহকদের
ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা নিজ কর্ম্ম দ্বারা
ধার্ম্মিকা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অবিশ্বাসীদের প্রতি ভর্ৎসনা; পাপীদের প্রতি নিমন্ত্রণ।

২০ তখন যে যে নগরে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক
পরাক্রম-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তিনি সেই
সকল নগরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কেননা
২১ তন্নিবাসীরা মনঃপরিবর্ত্তন করে নাই। তিনি
বলিলেন, কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎসৈদা,
ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে
সকল পরাক্রম-কার্য্য করা গিয়াছে, সে সমস্ত
যদি সোর ও সীদোনে করা যাইত, তবে অনেক
দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন
২২ ফিরাইত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
বিচারদিনে তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও
২৩ সীদোনের দশা সহনীয় হইবে। অহো কফর-
নাহূম, তুমি না কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে?
তুমি পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে; কেননা যে
সকল পরাক্রম-কার্য্য তোমার মধ্যে করা গিয়াছে,
সে সকল যদি সদোমে করা যাইত, তবে তাহা
২৪ অদ্য পর্য্যন্ত থাকিত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে

Digitized by Google

বলিতেছি, বিচারদিনে তোমার দশা হইতে বরং
সদোমের দশা সহনীয় হইবে।
২৫ সেই সময়ে যীশু এই কথা কহিলেন, হে
পিতঃ, স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভো, আমি তোমার
ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধি-
মানদের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া
২৬ শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ; হাঁ, পিতঃ,
কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল।
২৭ সকলই আমার পিতা কর্তৃক আমাকে সমর্পিত
হইয়াছে; এবং পিতা ভিন্ন আর কেহ পুত্রকে
জানে না, ও পুত্র ভিন্ন আর কেহ পিতাকে জানে
না; কেবল পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ
২৮ করিতে মানস করেন, সে তাঁহাকে জানে। হে
পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার
নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম
২৯ দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে
ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর,
কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে
তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম
৩০ পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও
আমার ভার লঘু।

যীশুর ছুইটী অলৌকিক কার্য্য ও তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ।

১২ তৎকালে যীশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া
গমন করিলেন; আর তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত
হওয়াতে শীষ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগি-
২ লেন। কিন্তু ফরীশীরা তাহা দেখিয়া তাঁহাকে
কহিল, দেখ, বিশ্রামবারে যাহা করা বিহিত
৩ নয়, তাহাই তোমার শিষ্যগণ করিতেছে। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা
ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা
৪ কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি ত ঈশ্বরের
গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শনীয় রুটী তাঁহার
ও তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করা বিহিত ছিল
না, কেবল যাজকবর্গেরই বিহিত ছিল, তাহাই
৫ ভোজন করিয়াছিলেন। আর বিশ্রামবারে যাজ-
কেরা ধর্ম্মধামের মধ্যে বিশ্রামবারের নিয়ম
লঙ্ঘন করে, তথাপি নির্দ্দোষ থাকে, ইহা কি
৬ ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই? কিন্তু আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, এই স্থানে ধর্ম্মধাম হইতে
৭ মহান এক ব্যক্তি আছেন। কিন্তু "আমি দয়াই
চাহি, বলিদান নয়," এই বচনের তাৎপর্য্য
যদি তোমরা জানিতে, তবে নির্দ্দোষদিগকে
৮ দোষী করিতে না। কেননা মনুষ্যপুত্র বিশ্রাম-
বারের কর্ত্তা।
৯ পরে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তাহা-
১০ দের সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। আর দেখ,
একটী লোক উপস্থিত ছিল, তাহার একখানি
হাত শুকাইয়া গিয়াছিল। তখন যীশুর নামে
অভিযোগ করিবার নিমিত্ত তাহারা জিজ্ঞাসা
করিল, বিশ্রামবারে কি সুস্থ করা বিহিত?
১১ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে
এমন ব্যক্তি কে, যে একটী মেষ রাখে, আর সেটী
যদি বিশ্রামবারে গর্ত্তে পড়ে, তবে সে কি তাহা
১২ ধরিয়া তুলিবে না? তবে মেষ হইতে মনুষ্য
আরও কত শ্রেষ্ঠ! অতএব বিশ্রামবারে সৎকর্ম
১৩ করা বিহিত। পরে তিনি সেই লোকটীকে কহি-
লেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে
বিস্তার করিলে তাহা অন্যটীর ন্যায় পুনরায়
সুস্থ হইল।
১৪ তখন ফরীশীরা বাহিরে গিয়া কি প্রকারে
তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে, তাঁহার বিরুদ্ধে এমন
১৫ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কিন্তু যীশু তাহা জানিয়া
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; তাহাতে অনেক
লোক তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল; আর তিনি
১৬ সকলকে সুস্থ করিলেন, এবং এই দৃঢ় আজ্ঞা
১৭ দিলেন, তোমরা আমার পরিচয় দিও না। এই-
রূপে যিশায়াহ ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বাক্য
১৮ সফল হইল, "দেখ, আমার দাস, তিনি আমার
মনোনীত, আমার প্রিয়, আমার প্রাণ তাঁহাতে
প্রীত। আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মা
স্থাপন করিব, আর তিনি জাতিগণকে ন্যায়-
১৯ বিচার জ্ঞাত করিবেন। তিনি কলহ কিম্বা উচ্চ-
শব্দ করিবেন না, পথে কেহ তাঁহার রব শুনিতে
২০ পাইবে না। তিনি থেঁৎলা নল ভাজিবেন না, ও
সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না,—যে পর্য্যন্ত
২১ ন্যায়বিচার জয়ীরূপে প্রচলিত না করেন। আর
তাঁহার নামে জাতিগণ প্রত্যাশা রাখিবে।"
২২ তখন এক জন ভূতগ্রস্ত অন্ধ গোঁগা তাঁহার
নিকটে আনীত হইল; আর তিনি তাহাকে সুস্থ
করিলেন, তাহাতে সেই গোঁগা কথা কহিতে ও
২৩ দেখিতে লাগিল। ইহাতে সমস্ত লোক বিস্ময়া-
পন্ন হইয়া বলিতে লাগিল, ইনিই কি দায়ূদ-
২৪ সন্তান? কিন্তু ফরীশীরা তাহা শুনিয়া কহিল, এ
ব্যক্তি আর কিছুতে নয়, কেবল ভূতগণের অধি-
২৫ পতি বেল্সবূবের দ্বারাই ভূত ছাড়ায়। তখন
তিনি তাহাদের চিন্তা জানিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে বিভক্ত
হয়, তাহা উচ্ছিন্ন হয়; এবং যে কোন নগর
কিম্বা পরিবার আপনার বিপক্ষে বিভক্ত হয়,
২৬ তাহা স্থির থাকিবে না। আর শয়তান যদি শয়-
তানকে ছাড়ায়, সে ত আপনারই বিপক্ষে বিভক্ত
হইল; তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির
২৭ থাকিবে? আর আমি যদি বেল্সবূবের দ্বারা

Digitized by Google

ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার
দ্বারা ছাড়ায়? অতএব তাহারাই তোমাদের
২৮ বিচারকর্ত্তা হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের
আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য
২৯ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। আর
অগ্রে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বাঁধিয়া কে
কেমন করিয়া তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার
দ্রব্যাদি লুট করিতে পারিবে? বাঁধিলে পর সে
৩০ তাহার ঘর লুট করিবে। যে কেহ আমার সপক্ষ
নহে, সে আমার বিপক্ষ; এবং যে আমার
৩১ সহিত সংগ্রহ করে না, সে ছড়াইয়া ফেলে। অত-
এব আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যদের
সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু [পবিত্র]
৩২ আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর যে কেহ
মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে;
কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে,
তাহার ক্ষমা ইহলোকে কি পরলোকে কখনও
৩৩ হইবে না। হয় বৃক্ষকে ভাল বল, এবং তাহার
ফলকেও ভাল বল; নয় বৃক্ষকে মন্দ বল, এবং
তাহার ফলকেও মন্দ বল; কেননা ফল দ্বারা বৃক্ষ
৩৪ চেনা যায়। হে সর্পের বংশ, তোমরা মন্দ হইয়া
কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে পার? যেহেতুক
হৃদয় ছাপিয়া উঠিলে মুখ দিয়া কথা বাহির
৩৫ হয়। ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল দ্রব্য
বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে
৩৬ মন্দ দ্রব্য বাহির করে। আর আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা কহে,
বিচারদিবসে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে।
৩৭ কারণ তুমি আপনার বাক্য দ্বারা ধার্ম্মিক কিম্বা
আপনার বাক্য দ্বারা দোষী প্রতিপন্ন হইবে।
৩৮ তখন কয়েক জন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহাকে
বলিল, গুরো, আমরা আপনকার কাছে কোন
৩৯ অভিজ্ঞান দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট
ও ব্যভিচারী লোকে অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে,
কিন্তু যোনাহ ভাববাদীর অভিজ্ঞান ব্যতিরেকে
অন্য অভিজ্ঞান ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।
৪০ কারণ যোনাহ যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ
মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন
৪১ দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ব্ভে থাকিবেন। বিচারে
নীনবীর লোকেরা এই কালের লোকদের সহিত
উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা তাহারা
যোনাহের প্রচারে মন ফিরাইয়াছিল, আর দেখ,
যোনাহ হইতে মহত্তর এক ব্যক্তি এস্থানে
৪২ আছেন। দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের
লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করি-
বেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার
জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন,
কিন্তু দেখ, শলোমন হইতেও মহত্তর এক ব্যক্তি
৪৩ এস্থানে আছেন। আর অশুচি আত্মা মনুষ্য
হইতে বহির্গত হইলে পর জলবিহীন স্থান দিয়া
ভ্রমণ করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহা
৪৪ পায় না। তখন সে বলে, আমি যেখান হইতে
বাহির হইয়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া
যাই; পরে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা শূন্য,
৪৫ মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে। তখন সে গিয়া
আপনা হইতে দুষ্টতর আর সাত আত্মাকে সঙ্গে
লইয়া আইসে, তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ
করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রথম
দশা হইতে শেষ দশা আরও মন্দ হয়। এই
কালের দুষ্ট লোকদের প্রতি তাহাই ঘটিবে।
৪৬ তিনি লোকসমূহকে এই সকল কথা কহিতে-
ছেন, এমন সময়ে দেখ, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ
তাঁহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে
৪৭ দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে
কহিল, দেখুন, আপনকার মাতা ও ভ্রাতৃগণ
আপনকার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে
৪৮ দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু যে এই কথা বলিল,
তাহাকে তিনি উত্তর করিলেন, আমার মাতা
৪৯ কে? আমার ভ্রাতৃগণই বা কে? পরে আপন
শিষ্যগণের দিকে হস্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন,
এই দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ;
৫০ কেননা যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা
পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী
ও মাতা।

ঈশ্বরের রাজ্য-বিষয়ক সপ্ত দৃষ্টান্ত।

১৩ সেই দিন যীশু গৃহ হইতে বাহির হইয়া
গিয়া সমুদ্রের কূলে বসিলেন। আর তাঁহার
নিকটে বিস্তর লোকের সমাগম হওয়াতে তিনি
একখানি নৌকায় উঠিয়া বসিলেন, এবং সমস্ত
৩ লোক তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তিনি
দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক কথা কহিতে
লাগিলেন। তিনি কহিলেন, দেখ, বীজবাপক
৪ বীজ বপন করিতে গেল। বপনের সময়ে কতক
বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা
৫ আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক
বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণময় স্থানে পড়িল,
তাহাতে অল্প মৃত্তিকা প্রযুক্ত তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত
৬ হইয়া উঠিল; কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ
হইল, এবং তাহার মূল না থাকাতে শুষ্ক হইয়া
৭ গেল। আর কতক বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়িল,
তাহাতে কণ্টক সকল বাড়িয়া তাহা চাপিয়া
৮ রাখিল। আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল
ও ফল উৎপন্ন করিল; কতক শত গুণ, কতক

Digitized by Google

৯ ষষ্টি গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ। যাহার (শুনিতে)
কর্ণ থাকে সে শুনুক।
১০ পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন দৃষ্টান্ত দ্বারা
১১ উহাদের নিকটে কথা কহিতেছেন? তিনি উত্তর
করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের
নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া
হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।
১২ কেননা যাহার আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, ও
তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই,
তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট
১৩ হইতে নীত হইবে। এই জন্য আমি তাহা-
দিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছি, কারণ তাহারা
দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, এবং
১৪ বুঝেও না। আর তাহাদিগেতে যিশায়াহের এই
ভাববাণী সফল হইতেছে, "তোমরা শ্রবণে
শুনিবে, কিন্তু কোন মতে বুঝিবে না; এবং
চক্ষুতে দেখিবে, কিন্তু কোন মতে জানিবে না;
১৫ কেননা এই লোকদের হৃদয় স্থূল হইয়াছে,
শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে, ও তাহারা
চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চক্ষুতে
দেখে, কর্ণে শুনে, হৃদয়ে বুঝে, ও ফিরিয়া
আইসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।"
১৬ কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, কেননা তাহা দেখে;
এবং ধন্য তোমাদের কর্ণ, কেননা তাহা শুনে।
১৭ বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি,
তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা অনেক
ভাববাদী ও ধার্ম্মিক লোক দেখিতে বাঞ্ছা করি-
য়াও দেখিতে পায় নাই; এবং তোমরা যাহা
যাহা শুনিতেছ, তাহা তাহারা শুনিতে বাঞ্ছা
করিয়াও শুনিতে পায় নাই।
১৮ অতএব তোমরা বীজবাপকের দৃষ্টান্ত শ্রবণ
১৯ কর। যখন কেহ রাজ্যের কথা শুনিয়া না বুঝে,
তখন পাপাত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয়ে যাহা
বপন করা হইয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া লয়;
২০ এ সেই, যে পথের পার্শ্বে উপ্ত। আর যে পাষাণ-
ময় ভূমিতে উপ্ত, সে বাক্য শুনিবামাত্র আহ্লাদ-
২১ পূর্ব্বক গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে
মূল নাই, সে অল্প কালমাত্র স্থির থাকে; পরে
সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে
২২ তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। আর যে কন্টকের মধ্যে
উপ্ত, সে বাক্য শুনে বটে, কিন্তু সংসারের চিন্তা
ও ধনের মোহ ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে
২৩ সে ফলহীন হয়। আর যে উত্তম ভূমিতে উপ্ত,
সে বাক্য শুনিয়া তাহা বুঝে; সে বাস্তবিক
ফলবান হয়, এবং কতক শত গুণ, কতক ষষ্টি
গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ ফল ফলে।
২৪ পরে তিনি আর এক দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন এক
ব্যক্তির সদৃশ, যিনি আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ
২৫ বপন করিলেন। কিন্তু লোকে নিদ্রা গেলে পর
তাঁহার শত্রু আসিয়া ঐ গোমের মধ্যে শ্যামা-
২৬ ঘাসের বীজ বপন করিয়া চলিয়া গেল। পরে
যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল উৎপন্ন করিল,
২৭ তখন শ্যামাঘাসও দেখা দিল। তাহাতে সেই
গৃহকর্ত্তার দাসেরা আসিয়া তাঁহাকে কহিল,
মহাশয়, আপনি কি নিজ ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন
নাই? তবে শ্যামাঘাস কোথা হইতে হইল?
২৮ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কোন শত্রু ইহা
করিয়াছে। দাসেরা তাঁহাকে কহিল, তবে আমরা
গিয়া তাহা উপড়াইয়া ফেলি, আপনি কি এমন
২৯ ইচ্ছা করেন? তিনি কহিলেন, না, কি জানি,
শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিবার সময় তোমরা তাহার
৩০ সহিত গোমও উপড়াইয়া ফেলিবে। শস্যচ্ছেদ-
নের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দেও
পরে ছেদনের সময় আমি ছেদকদিগকে বলিব,
তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সকল একত্র করিয়া
দগ্ধ করিবার জন্য বোঝা বোঝা বাঁধিয়া রাখ,
কিন্তু গোম আমার গোলাতে সংগ্রহ কর।
৩১ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন একটী সর্ষপ-
বীজের সদৃশ, যাহা কোন ব্যক্তি লইয়া আপন
৩২ ক্ষেত্রে বপন করিল। সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ
অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বৃদ্ধি পাইলে পর তাহা
শাক হইতে বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া
উঠে যে, আকাশের পক্ষিগণ তাহার শাখাতে
আসিয়া বাসা করে।
৩৩ তিনি তাহাদিগকে আর এক দৃষ্টান্ত কহিলেন,
স্বর্গ-রাজ্য এমন তাড়ীর সদৃশ, যাহা কোন স্ত্রী-
লোক লইয়া তিন মান ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া
রাখিলে ক্রমশঃ সমুদয় তাড়ীময় হইয়া উঠিল।
৩৪ যীশু দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকসমূহকে এই সমস্ত
কথা কহিলেন, দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদিগকে
৩৫ কোন কথাই কহিলেন না; যেন ভাববাদী দ্বারা
কথিত এই বাক্য সফল হয়,

"আমি দৃষ্টান্তকথায় মুখ খুলিব,
জগতের পত্তনাবধি যাহা যাহা গুপ্ত আছে,
সে সকল ব্যক্ত করিব।"

৩৬ তখন তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া গৃহে
আসিলেন, আর তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া
কহিলেন, ক্ষেত্রের শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত আমা-
৩৭ দিগকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। তিনি উত্তর করিয়া
কহিলেন, যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি
৩৮ মনুষ্যপুত্র। ক্ষেত্র জগৎ; ভাল বীজ রাজ্যের
সন্তানগণ; শ্যামাঘাস পাপাত্মার সন্তানগণ,
৩৯ যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল; ছেদ-

Digitized by Google

৪০ নের সময় যুগান্ত ; ছেদকেরা স্বর্গদূত। অতএব
যেমন শ্যামাঘাস একত্র করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ
৪১ করা যায়, তেমনি যুগান্তে হইবে। মনুষ্যপুত্র
আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন ; তাঁহারা
তাঁহার রাজ্য হইতে যাবতীয় বিঘ্নজনক বিষয়
৪২ এবং অধর্ম্মাচারীদিগকে একত্র করিবেন, এবং
তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন, সেই
৪৩ স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। তখন ধার্ম্মি-
কেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের
ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। যাহার কর্ণ থাকে
সে শুনুক।

৪৪ স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমন ধনের সদৃশ,
কোন ব্যক্তি যাহার সন্ধান পাইয়া গোপন করে,
পরে সানন্দে গিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই
ক্ষেত্র ক্রয় করিল।

৪৫ পুনশ্চ স্বর্গ-রাজ্য উত্তম উত্তম মুক্তা অন্বেষণ-
৪৬ কারী এমন বণিকের সদৃশ, যে একটী মহামূল্য
মুক্তার সন্ধান পাইয়া গিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া
তাহা ক্রয় করিল।

৪৭ পুনশ্চ স্বর্গ-রাজ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ও সর্ব্বপ্রকার
৪৮ জলচর সংগ্রহকারী টানা জালের সদৃশ। তাহা
পরিপূর্ণ হইলে লোকে তাহা কূলে তুলিয়া লইল,
আর বসিয়া বসিয়া যাহা যাহা ভাল, সে সকল
কুড়াইয়া পাত্রে রাখিল, এবং যাহা যাহা মন্দ,
৪৯ সে সকল ফেলিয়া দিল। তেমনি যুগান্তে হইবে ;
দূতগণ আসিয়া ধার্ম্মিকদের মধ্য হইতে দুষ্ট-
দিগকে পৃথক্ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি-
৫০ বেন ; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।

৫১ তোমরা কি এ সকল বুঝিয়াছ? তাঁহারা
৫২ কহিলেন, হাঁ। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, এই জন্য স্বর্গ-রাজ্যের সম্বন্ধে শিক্ষিত
প্রত্যেক অধ্যাপক এমন গৃহকর্ত্তার সদৃশ, যে
আপন ভাণ্ডার হইতে নূতন ও পুরাতন দ্রব্য
বাহির করে।

৫৩ এই সকল দৃষ্টান্ত সমাপ্ত করিবার পর যীশু
৫৪ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আর তিনি
স্বদেশে আসিয়া লোকদের সমাজগৃহে তাহা-
দিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন ; তাহাতে
তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমন
বিজ্ঞান ও এমন পরাক্রম-কার্য্য কোথা হইতে
৫৫ হইল? এ কি সূত্রধরের পুত্র নহে? ইহার
মাতার নাম কি মরিয়ম নয়? এবং যাকোব,
যোষি, শিমোন ও যিহূদা কি ইহার ভ্রাতা
৫৬ নহে? আর ইহার ভগিনীরা কি সকলে আমা-
দের এখানে নাই? তবে এ কোথা হইতে এই
সমস্ত পাইল? এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন
৫৭ পাইল। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
আপনার দেশ ও আপনার বাটী ব্যতিরেকে
৫৮ আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না। আর
তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সে স্থানে
বিস্তর পরাক্রম-কার্য্য করিলেন না।

যোহনের হত্যা। যীশুর দুইটী অলৌকিক কর্ম্ম।

১৪ ঐ সময়ে হেরোদ রাজা যীশুর বার্ত্তা শুনিয়া
আপনার দাসগণকে কহিলেন, সেই ব্যক্তি
২ যোহন বাপ্তাইজক ; তিনি মৃতদের মধ্য হইতে
উঠিয়াছেন, তাই এই সকল পরাক্রম তাঁহাতে
৩ কার্য্য সাধন করিতেছে। বস্তুতঃ হেরোদ আপন
ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার নিমিত্তে
যোহনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কারাগারে রাখিয়া-
৪ ছিলেন। কেননা যোহন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,
৫ উহাকে রাখা আপনকার বিহিত নয়। আর
তিনি তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেও লোক-
সমূহকে ভয় করিতেন, যেহেতুক লোকে যোহনকে
৬ ভাববাদী বলিয়া মানিত। কিন্তু হেরোদের
জন্মদিনের উৎসব উপস্থিত হইলে, হেরোদিয়ার
কন্যা সভামধ্যে নৃত্য করিয়া হেরোদের প্রীতি
৭ জন্মাইল। এই জন্য তিনি শপথপূর্ব্বক এই
প্রতিজ্ঞা করিলেন, তুমি যাহা যাচ্ঞা করিবে,
৮ তাহাই তোমাকে দিব। তখন সে আপন মাতার
প্রবর্ত্তনায় কহিল, যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক
৯ থালাতে করিয়া এখানে আমাকে দিউন। ইহাতে
রাজা দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আপন শপথ হেতু
এবং ভোজে উপবিষ্ট সঙ্গীদের ভয়ে তাহা দিতে
১০ আজ্ঞা করিলেন ; তিনি কারাগারে লোক পাঠা-
১১ ইয়া যোহনের মস্তক ছেদন করাইলেন। আর
তাঁহার মুণ্ডটী একথানি থালায় করিয়া সেই
কন্যাকে দেওয়া হইল ; সে তাহা মাতার নিকটে
১২ লইয়া গেল। পরে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া
দেহটী লইয়া গিয়া তাঁহার কবর দিল, এবং
যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল।

১৩ যীশু তাহা শুনিয়া তথা হইতে নৌকাযোগে
বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে প্রস্থান করিলেন ;
আর লোকসমূহ তাহা শুনিয়া সকল নগর হইতে
আসিয়া পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।
১৪ তখন তিনি বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া
তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহা-
১৫ দের পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ করিলেন। পরে
সন্ধ্যা হইলে শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, এ নির্জ্জন স্থান, বেলাও গিয়াছে ;
লোকদিগকে বিদায় করুন, যেন উহারা গ্রামে
গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য
১৬ ক্রয় করে। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, উহা-
দের যাইবার প্রয়োজন নাই, তোমরাই উহা-

Digitized by Google

১৭ দিগকে আহার দেও। তাঁহারা তাঁহাকে কহি-
লেন, আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানি রুটী ও
দুইটী মৎস্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই।
১৮ তিনি কহিলেন, তাহাই এখানে আমার নিকটে
১৯ আন। পরে তিনি লোকসমূহকে ঘাসের উপরে
বসিতে আজ্ঞা করিলেন; আর সেই পাঁচখানি
রুটী ও দুইটী মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি
করিয়া ধন্যবাদ করিলেন, পরে রুটী কয়খানি
ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন, এবং শিষ্যেরা
২০ লোকদিগকে দিলেন। তাহাতে সকলে আহার
করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অবশিষ্ট
গুঁড়াগাঁড়া পূর্ণ বার ডালা উঠাইয়া লইলেন।
২১ যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও
শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।
২২ আর যীশু তৎক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে নৌকায়
উঠিতে, এবং আপনি যাবৎ লোকদিগকে বিদায়
করেন, তাবৎ আপনার অগ্রে অন্য পারে যাইতে
২৩ দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিলেন। পরে তিনি লোক-
দিগকে বিদায় করিয়া বিরলে প্রার্থনা করিবার
নিমিত্ত পর্ব্বতে উঠিলেন; আর সন্ধ্যা হইলে
২৪ তিনি সেই স্থানে একাকী থাকিলেন। কিন্তু
নৌকাখানি তখন সমুদ্রের মধ্যস্থানে ছিল,
তরঙ্গে টলমল্ করিতেছিল, কারণ বাতাস প্রতি-
২৫ কূল ছিল। পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে যীশু
সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকটে
২৬ উপস্থিত হইলেন। তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে
সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত
হইয়া কহিলেন, এ যে অপচ্ছায়া! এবং ভয়ে
২৭ চেঁচাইতে লাগিলেন। কিন্তু যীশু তৎক্ষণাৎ
তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন,
২৮ সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না। তখন
পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো,
যদি আপনি হন, তবে আমাকে জলের উপরে
২৯ আপনকার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন। তিনি
বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর নৌকা হইতে
নামিয়া যীশুর কাছে যাইবার জন্য জলের উপর
৩০ দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। কিন্তু বাতাস দেখিয়া
তিনি ভয় পাইলেন, এবং ডুবিয়া যাইতে যাইতে
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, প্রভো, আমাকে
৩১ রক্ষা করুন। যীশু তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার করিয়া
তাঁহাকে ধরিলেন, আর কহিলেন, হে অল্প-
৩২ বিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলে? পরে তাঁহারা
৩৩ নৌকায় উঠিলে বাতাস নিবৃত্ত হইল। তখন
যাহারা নৌকায় ছিল, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে
প্রণাম করিয়া কহিল, সত্যই আপনি ঈশ-
রের পুত্র।
৩৪ পার হইলে পর তাঁহারা গিনেষরৎ প্রদেশে
৩৫ উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে
চিনিতে পারিয়া সেই দেশের চতুর্দ্দিকে সংবাদ
পাঠাইয়া যত পীড়িত লোক ছিল, সকলকে
৩৬ তাঁহার নিকটে আনাইল। আর উহারা যেন
তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়,
এমন বিনতি করিল; তাহাতে যত লোক স্পর্শ
করিল, সকলে সুস্থ হইল।

অশুচিতা-বিষয়ক উপদেশ। আরও অলৌকিক ক্রিয়া।

১৫ তৎকালে যিরূশালেম হইতে ফরীশী ও
অধ্যাপকেরা যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল,
২ তোমার শিষ্যগণ কি জন্য প্রাচীনদের পরম্পরা-
গত বিধি লঙ্ঘন করে? কেননা আহার করিবার
৩ সময় তাহারা হস্ত প্রক্ষালন করে না। তিনি
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও
আপনাদের পরম্পরাগত বিধির নিমিত্ত ঈশ-
৪ রের আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন কর? কেননা ঈশ্বর
বলিয়াছেন, "তুমি আপন পিতাকে ও আপন
মাতাকে সম্ভ্রম কর;" আর "যে কেহ আপন
পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড
৫ অবশ্য হইবে।" কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যে
ব্যক্তি পিতাকে কিম্বা মাতাকে বলে, 'আমা
হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার হইতে
পারিত, তাহা [ঈশ্বরকে] দত্ত হইল,' সে আপন
পিতাকে (বা মাতাকে) আর মান্য করিবে না।
৬ এইরূপে তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত
বিধির নিমিত্তে ঈশ্বরের বাক্য লোপ করিয়াছ।
৭ কপটীরা, যিশায়াহ তোমাদের বিষয়ে সুন্দর
৮ ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছেন, যথা, "এই
লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু
ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে;
৯ এবং ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে,
যেহেতুক ইহারা মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র
বলিয়া শিক্ষা দেয়।"
১০ পরে তিনি লোকদিগকে কাছে ডাকিয়া কহি-
১১ লেন, তোমরা শুনিয়া বুঝ। মুখের ভিতরে যাহা
যায়, তাহা মনুষ্যকে অশুচি করে না, কিন্তু মুখ
হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি
১২ করে। তখন শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, এই কথা শুনিয়া ফরীশীরা বিঘ্ন
১৩ পাইল, ইহা কি আপনি জানেন? কিন্তু তিনি
উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার স্বর্গীয় পিতা
যে সকল চারা রোপণ করেন নাই, সে সকল
১৪ উপড়ান যাইবে। উহাদিগকে থাকিতে দেও,
উহারা অন্ধ পথপ্রদর্শক; যদি অন্ধ অন্ধকে পথ
১৫ দেখায়, উভয়েই গর্ত্তে পড়িবে। পিতর উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই প্রবাদটী আমা-

Digitized by Google

১৬ দিগকে বুঝাইয়া দিউন। তিনি কহিলেন, তোম-
১৭ রাও কি এখন পর্য্যন্ত অবোধ রহিয়াছ? ইহা
কি বুঝ না যে, মুখের ভিতরে যাহা যায়, তাহা
১৮ উদরে পড়িয়া বহির্দ্দেশে গিয়া পড়ে; কিন্তু
মুখ হইতে যাহা যাহা বাহির হয়, তাহা অন্তঃ-
করণ হইতে নির্গত হয়, আর তাহাই মনুষ্যকে
১৯ অশুচি করে? কেননা অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা,
নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যা-
২০ সাক্ষ্য, নিন্দা, এই সকল নির্গত হয়। এই সকল
বিষয় মনুষ্যকে অশুচি করে; কিন্তু অধৌত হস্তে
ভোজন করিলে মনুষ্য অশুচি হয় না।
২১ পরে যীশু তথা হইতে চলিয়া গেলেন, এবং
সোর ও সীদোন প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।
২২ আর দেখ, ঐ অঞ্চল হইতে একটী কনানীয়া
স্ত্রীলোক আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, প্রভো,
দায়ুদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার
কন্যাটী ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে।
২৩ কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না।
তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা
এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে।
২৪ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের
হারাণ মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি
২৫ প্রেরিত হই নাই। কিন্তু সে স্ত্রীলোক আসিয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, প্রভো, আমার
২৬ উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন,
সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া
২৭ দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে সে কহিল, হাঁ,
প্রভো, কেননা কুকুরেরাও আপন আপন কর্ত্তাদের
২৮ মেজ হইতে পতিত গুঁড়াগাঁড়া খায়। তখন যীশু
উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, নারি, তোমার
বড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন মনোবাঞ্ছা, তেমনি
তোমার প্রতি হউক। তাহাতে সেই দণ্ড অবধি
তাহার কন্যা সুস্থ হইল।
২৯ পরে যীশু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গালীল-
সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং পর্ব্বতে
৩০ উঠিয়া সেই স্থানে বসিলেন। আর বিস্তর লোক
তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল, তাহারা খঞ্জ,
অন্ধ, বোবা, নুলা প্রভৃতি অনেক লোককে সঙ্গে
লইয়া তাঁহার চরণের নিকটে ফেলিয়া দিল;
৩১ আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। এই-
রূপে বোবা কথা কহিতেছে, নুলা সুস্থ হইতেছে,
খঞ্জ গমন করিতেছে ও অন্ধ দৃষ্টি করিতেছে,
দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; এবং
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা করিল।
৩২ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে নিকটে ডা-
কিয়া কহিলেন, এই লোকসমূহের প্রতি আমার
করুণা হইতেছে; কেননা ইহারা আজ তিন
দিবস আমার সঙ্গে রহিয়াছে, এবং ইহাদের
নিকটে খাদ্য কিছুই নাই; আর আমি ইহা-
দিগকে অনাহারে বিদায় করিতে ইচ্ছা করি
না, পাছে ইহারা পথের মধ্যে মূর্চ্ছা পড়ে।
৩৩ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, এত লোককে
তৃপ্ত করিতে আমরা এই নির্জ্জন স্থানে কোথায়
৩৪ রুটী পাইব? যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন,
তোমাদের কাছে কত রুটী আছে? তাঁহারা
কহিলেন, সাতখান, আর কয়েকটী ক্ষুদ্র মৎস্য।
৩৫ তখন তিনি লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা
৩৬ করিলেন। পরে তিনি সেই সাতখান রুটী এবং
মৎস্যগুলি লইলেন, ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া
শিষ্যদিগকে দিলেন, এবং শিষ্যেরা লোকদিগকে
৩৭ দিলেন। তখন সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল;
এবং যে সকল গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট রহিল, তা-
হাতে পূর্ণ সাত ঝুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া লইলেন।
৩৮ যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও
৩৯ শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ। পরে তিনি
লোকসমূহকে বিদায় করিয়া নৌকায় উঠিয়া
মগদনের সীমাতে উপস্থিত হইলেন।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

১৬ পরে ফরীশীরা ও সদ্দূকীরা আসিয়া তাঁহার
পরীক্ষা করতঃ আকাশ হইতে কোন অভিজ্ঞান
২ দেখাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সন্ধ্যা হইলে
তোমরা বলিয়া থাক, পরিষ্কার দিন হইবে,
৩ কারণ আকাশ লাল হইয়াছে। আর প্রাতঃকালে
বলিয়া থাক, অদ্য ঝড় হইবে, কারণ আকাশ
লাল ও ঘোর হইয়াছে। তোমরা আকাশের
ভাব বুঝিতে পার, কিন্তু এই কালের লক্ষণ
৪ বুঝিতে পার না। এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী
লোকেরা অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা-
হের অভিজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কোন অভিজ্ঞান
তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। তখন তিনি
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।
৫ পরে শিষ্যেরা অন্য পারে উপস্থিত হইলেন,
আর তাঁহারা রুটী লইতে ভুলিয়া গেলেন।
৬ যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সতর্ক হও,
ফরীশী ও সদ্দূকীদের তাড়ী হইতে সাবধান থাক।
৭ তখন তাঁহারা পরস্পর তর্ক করিয়া কহিতে লাগি-
৮ লেন, আমরা যে রুটী আনি নাই। তাহা বুঝিয়া
যীশু কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদের
রুটী নাই বলিয়া কেন পরস্পর তর্ক করিতেছ?
৯ এখনও কি বুঝ না, মনে কি পড়ে না, পাঁচ সহস্রের
খাদ্য পাঁচখানি রুটী, আর কত ডালা তুলিয়া
১০ লইয়াছিলে? এবং চারি সহস্রের খাদ্য সাত-

Digitized by Google

থামি রুটী, আর কত ঝুড়ি তুলিয়া লইয়াছিলে?
১১ আমি তোমাদিগকে রুটীর বিষয় বলি নাই,
ইহা কেন বুঝ না? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও
১২ সদ্দূকীদের তাড়ী হইতে সাবধান থাক। তখন
তাঁহারা বুঝিলেন, তিনি রুটীর তাড়ী হইতে নয়,
কিন্তু ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা হইতে সাবধান
থাকিবার কথা কহিলেন।
১৩ পরে যীশু কৈসরিয়া-ফিলিপীর অঞ্চলে গিয়া
আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য-
১৪ পুত্র কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে? তাঁহারা
কহিলেন, কেহ কেহ বলে, আপনি যোহন
বাপ্তাইজক; কেহ কেহ বলে, আপনি এলিয়;
আর কেহ কেহ বলে, আপনি যিরমিয় কিম্বা
১৫ ভাববাদিগণের কোন এক জন। তিনি তাঁহা-
দিগকে বলিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি
১৬ কে? শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন,
১৭ আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। তদু-
ত্তরে যীশু তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র
শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার
নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার
১৮ স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আর আমিও
তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই
পাতরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব,
আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে
১৯ প্রবল হইবে না। আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের
চাবি সকল দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা
কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং
পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে
২০ মুক্ত হইবে। তখন তিনি শিষ্যদিগকে এই
আজ্ঞা দিলেন, আমি যে সেই খ্রীষ্ট, এ কথা
কাহাকেও বলিও না।
২১ সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে
স্পষ্টই কহিতে লাগিলেন, আমাকে যিরূশালেমে
যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের, প্রধান যাজক-
দের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ
করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর
২২ তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইতে হইবে। ইহাতে
পিতর তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া অনুযোগ
করিলেন, বলিলেন, প্রভো, ইহা আপনা হইতে
দূরে থাকুক, ইহা আপনকার প্রতি কখনও
২৩ ঘটিবে না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে
কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়-
তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা
ঈশ্বরের তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই
২৪ তুমি ভাবিতেছ। তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে
বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক,
আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাৎ
২৫ আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা
করিতে বাঞ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে
কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে
২৬ তাহা পাইবে। বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ
লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার
কি লাভ হইবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের
২৭ পরিবর্ত্তে কি দিবে? কেননা মনুষ্যপুত্র আপন
দূতগণের সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসি-
বেন, এবং তৎকালে প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার
২৮ ক্রিয়ানুযায়ী প্রতিফল দিবেন। আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, এই স্থানে দণ্ডায়মান
লোকদের মধ্যে কয়েক জন আছে, যাহারা মনুষ্য-
পুত্রকে স্বরাজ্যে আসিতে না দেখিলে মৃত্যুর
আস্বাদ পাইবে না।

যীশুর রূপান্তর গ্রহণ ও অলৌকিক কর্ম্ম সাধন।

১৭ ছয় দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও
তাঁহার ভ্রাতা যোহনকে সঙ্গে করিয়া বিরলে
২ এক উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। পরে তাঁহাদের
সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন; তাঁহার মুখ
সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, এবং তাঁহার বস্ত্র
৩ দীপ্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল। আর দেখ, মোশি
ও এলিয় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে
৪ করিতে তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন। তখন পিতর
যীশুকে কহিলেন, প্রভো, এ স্থানে আমাদের
থাকা ভাল; যদি আপনকার অভিমত হয়, তবে
আমি এই স্থানে তিনটী কুটীর নির্ম্মাণ করি,
একটী আপনকার জন্য, একটী মোশির জন্য এবং
৫ একটী এলিয়ের জন্য। তিনি কথা কহিতেছেন,
এমন সময়ে দেখ, একখানি উজ্জ্বল মেঘ তাঁহা-
দিগকে ছায়া করিল, আর দেখ, সেই মেঘ
হইতে এই বাণী হইল, ‘ইনি আমার প্রিয়
পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত, ইহাঁর বাক্যে অব-
৬ ধান কর।’ এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা উবুড়
হইয়া পড়িলেন, এবং অত্যন্ত ভীত হইলেন।
৭ পরে যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ
৮ করিয়া কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না। তখন
তাঁহারা চক্ষু তুলিয়া কেবল যীশু ব্যতিরেকে আর
কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।
৯ পর্ব্বত হইতে নামিবার সময়ে যীশু তাঁহা-
দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, যে পর্য্যন্ত মৃত-
গণের মধ্য হইতে মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়,
সে পর্য্যন্ত তোমরা এই দর্শনের কথা কাহাকেও
১০ বলিও না। তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে,
১১ প্রথমে এলিয়ের আগমন হইবে? তিনি উত্তর

Digitized by Google

করিলেন, এলিয় আসিবেন, এবং সকল বিষয়ের
১২ সুধারা পুনঃস্থাপন করিবেন, ইহা সত্য ; কিন্তু
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া
গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই,
বরং তাঁহার প্রতি আপনাদের ইচ্ছামত ব্যবহার
করিয়াছে ; তাহাদের হইতে মনুষ্যপুত্রকেও
১৩ তদ্রূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তখন শিষ্যেরা
বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বলিয়াছেন।

১৪ পরে তাঁহারা লোকসমূহের নিকটে আসিলে
এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া জানু পাতিয়া
১৫ কহিল, প্রভো, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন,
কেননা সে মৃগীরোগগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে ; কারণ সে বার বার আগুনে ও বার বার
১৬ জলে পড়িয়া থাকে। আর আমি আপনকার
শিষ্যদের নিকটে তাহাকে আনিয়াছিলাম, কিন্তু
তাঁহারা তাহাকে সুস্থ করিতে পারিলেন না।
১৭ যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, হে অবিশ্বাসী
ও বিপথগামী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব ? কত কাল তোমাদের
প্রতি সহিষ্ণুতা করিব ? তোমরা উহাকে এই
১৮ স্থানে আমার কাছে আন। পরে যীশু তাহাকে
ধমক্ দিলেন, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া
গেল, আর বালকটী সেই দণ্ড অবধি সুস্থ হইল।
১৯ অনন্তর শিষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া
কহিলেন, আমরা উহা কেন ছাড়াইতে পারিলাম
২০ না ? তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের
বিশ্বাস অল্প বলিয়া ; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী
সর্ষপ-বীজের ন্যায় বিশ্বাস হয়, তবে তোমরা
এই পর্ব্বতকে 'এ স্থান হইতে ঐ স্থানে চল'
বলিলে সে চলিবে, এবং তোমাদের অসাধ্য
২১ কিছুই থাকিবে না। (কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস
ভিন্ন আর কিছুতেই এ জাতি বাহির হয় না।)

২২ গালীলে তাঁহাদের অবস্থিতি কালে যীশু
তাঁহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে
২৩ সমর্পিত হইবেন ; এবং তাহারা তাঁহাকে বধ
করিবে, পরে তৃতীয় দিবসে তিনি উত্থাপিত হইবেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

২৪ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে আসিলে, যাহারা
আধুলি আদায় করিত, তাহারা পিতরের নিকটে
আসিয়া বলিল, তোমাদের গুরু কি আধুলি দেন
২৫ না ? তিনি কহিলেন, দিয়া থাকেন। পরে তিনি
গৃহমধ্যে আসিলে যীশু অগ্রেই তাঁহাকে কহিলেন, শিমোন, তোমার কেমন বোধ হয় ? পৃথিবীর রাজারা কাহাদের হইতে কর বা রাজস্ব
গ্রহণ করিয়া থাকেন ? কি আপন সন্তানদের
২৬ হইতে ? না অন্য লোক হইতে ? পিতর কহিলেন, অন্য লোক হইতে। তখন যীশু তাঁহাকে
২৭ কহিলেন, তবে সন্তানেরা স্বাধীন। তথাপি
আমরা যেন উহাদের বিঘ্ন না জন্মাই, এই জন্য
তুমি সমুদ্রে গিয়া বড়শী ফেল, তাহাতে প্রথমে
যে মৎস্যটী উঠিবে, সেইটী ধরিয়া তাহার মুখ
খুলিলে একটী টাকা পাইবে ; সেইটী লইয়া
আমার এবং তোমার নিমিত্ত উহাদিগকে দেও।

মৃদুশীলতা সম্বন্ধে উপদেশ।

১৮ সেই দণ্ডে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে
২ শ্রেষ্ঠ কে ? তাহাতে তিনি একটী শিশুকে আপনার নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড়
৩ করাইয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের
ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে
৪ প্রবেশ করিতে পাইবে না। অতএব যে কেহ
আপনাকে এই শিশুর মত নত করে, সেই স্বর্গ-
৫ রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যে কেহ আমার নামে ইহার
মত একটী শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই
৬ গ্রহণ করে। কিন্তু যে কেহ আমাতে বিশ্বাসকারী
এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়,
বরং তাহার গলদেশে বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া সমুদ্রের অগাধ জলে তাহাকে ডুবাইয়া দেওয়া
৭ তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিঘ্ন প্রযুক্ত জগতের সন্তাপ
হইবে ; কেননা বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে ;
কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, সে
৮ সন্তাপের পাত্র। আর তোমার হস্ত কিম্বা চরণ
যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া
দূরে ফেলিয়া দেও ; দুই হস্ত কিম্বা দুই চরণ
বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া
অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিম্বা নুলা হইয়া জীবনে
৯ প্রবেশ করা তোমার ভাল। আর তোমার চক্ষু
যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন
করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও ; দুই চক্ষুবিশিষ্ট
হইয়া অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা
বরং একচক্ষু হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার
১০ ভাল। সাবধান, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটীকেও
তুচ্ছ করিও না ; কেননা আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, স্বর্গে তাহাদের দূতগণ নিয়ত আমার
১১ স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। (বস্তুতঃ যাহা
হারাণ ছিল, তাহার পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র
১২ আসিয়াছেন।) তোমাদের কেমন বোধ হয় ?
কোন ব্যক্তির যদি এক শত মেষ থাকে, আর
তাহার মধ্যে একটী ভ্রান্ত হইয়া যায়, তবে সে কি
অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্ব্বতে গিয়া ঐ
১৩ ভ্রান্তটীর অন্বেষণ করে না ? আর যদি সে কোন

Digitized by Google

ক্রমে তাহা প্রাপ্ত হয়, তবে, আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, যে নিরানব্বইটা ভ্রান্ত হয় নাই,
তাহাদের অপেক্ষা সেইটার নিমিত্ত অধিক আনন্দ
১৪ করে। তদ্রূপ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনও যে
নষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়।
১৫ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন
অপরাধ করে, তবে যাও, তুমি ও সে একা
থাকিলে সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও।
যদি সে তোমার কথা শুনে, তবে তুমি আপন
১৬ ভ্রাতাকে লাভ করিলে। কিন্তু যদি সে না শুনে,
তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাও,
যেন "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত
১৭ কথা নিষ্পন্ন হয়।" আর যদি সে তাহাদের
কথা অমান্য করে, তবে মণ্ডলীকে জ্ঞাত কর ;
আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, তবে সে
তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহ-
১৮ কের তুল্য হইবে। আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ
করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে ; এবং পৃথিবীতে
যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।
১৯ পুনশ্চ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পৃথিবীতে
তোমাদের দুই জন যদি আপনাদের প্রার্থনীয়
কোন বিষয়ে একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ
পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা সম্পন্ন হইবে।
২০ কেননা যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে
সমবেত হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের
মধ্যে বিদ্যমান।
২১ তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন,
হে প্রভো, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কতবার
অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ? কি
২২ সাত বার পর্য্যন্ত ? যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর
২৩ গুণ সাত বার পর্য্যন্ত। এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন
এক রাজার সদৃশ, যিনি আপন দাসগণের কাছে
২৪ হিসাব লইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি হিসাব
আরম্ভ করিলে, এক জন তাঁহার নিকটে আনীত
হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তোড়া ধারিত।
২৫ কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না
থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী
পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে
২৬ আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে
পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে প্রভো,
আমার প্রতি ধৈর্য্য করুন, আমি আপনকার
২৭ সমস্তই পরিশোধ করিব। তখন সে দাসের প্রভু
করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও
২৮ তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু সেই দাস
বাহিরে গিয়া তাহার এমন এক জন সহদাসকে
দেখিতে পাইল, যে তাহার এক শত দীনার
ধারিত ; সে তাহাকে ধরিয়া গলাটিপি দিয়া
কহিল, আমার যাহা ধারিস, তাহা পরিশোধ
২৯ কর। তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া
বিনতিপূর্ব্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য্য কর,
৩০ আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। তথাচ সে
সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া যাবৎ সে ঋণ পরি-
শোধ না করে, তাবৎ তাহাকে কারাগারে বদ্ধ
৩১ রাখিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহ-
দাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের
প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল।
৩২ তখন তাহার প্রভু আপনার কাছে তাহাকে
ডাকাইয়া কহিলেন, হে দুষ্ট দাস, তুমি আমার
কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ
৩৩ ক্ষমা করিয়াছিলাম ; তবে আমি যেমন তোমার
প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহ-
দাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল
৩৪ না ? পরে তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া, যাবৎ সে
সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে, তাবৎ উৎপীড়ন-
কারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন।
৩৫ তোমরা যদি প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন
আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গীয়
পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

১৯ এই সকল কথা সমাপ্ত করিলে পর যীশু
গালীল হইতে প্রস্থান করিয়া যর্দ্দনের পর-
পারস্থ যিহূদিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন।
২ আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল,
এবং তিনি সেখানে তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।
৩ আর ফরীশীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষা
ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে সে কারণে
৪ কি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিহিত ? তিনি উত্তর
করিলেন, তোমরা কি ইহা পাঠ কর নাই যে,
সৃষ্টিকর্ত্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া মনুষ্য-
দিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর বলিয়া-
৫ ছিলেন, "এই কারণ মনুষ্য আপন মাতাপিতাকে
ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে,
৬ এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে" ? সুতরাং
তাহারা আর দুই নহে, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব
ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য
৭ তাহার বিয়োগ না করুক। তাহারা তাঁহাকে
কহিল, তবে মোশি কেন ত্যাগপত্র দিয়া স্ত্রীকে
৮ পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন ? তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণের
কাঠিন্য প্রযুক্ত মোশি তোমাদিগকে স্ব স্ব স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু
৯ আদি হইতে এরূপ ছিল না। আর আমি

Digitized by Google

তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতি-
রেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া
অন্যাকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে ; এবং
যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে,
১০ সেও ব্যভিচার করে। শিষ্যেরা তাঁহাকে কহি-
লেন, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরূপ
১১ সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করা ভাল নয়। তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, সকলে এই কথা গ্রাহ্য
করে না, কিন্তু যাহাদিগকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে,
১২ তাহারাই গ্রাহ্য করে। ফলতঃ এমন নপুংসক
আছে, যাহারা মাতার উদর হইতে তদ্রূপ হইয়া
জন্মিয়াছে ; এবং এমন নপুংসক আছে, যাহা-
দিগকে মানুষে নপুংসক করিয়াছে ; আর এমন
নপুংসকও আছে, যাহারা স্বর্গ-রাজ্যের নিমিত্তে
আপনাদিগকে নপুংসক করিয়াছে। যে গ্রাহ্য
করিতে পারে, সে গ্রাহ্য করুক।
১৩ তখন কতকগুলি শিশু তাঁহার নিকটে আনীত
হইল, যেন তিনি তাহাদের উপরে হস্তার্পণ
করেন ও প্রার্থনা করেন ; তাহাতে শিষ্যেরা
১৪ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু যীশু
কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে
দেও, বারণ করিও না ; কেমনা স্বর্গ-রাজ্য এই
১৫ মত লোকদেরই। পরে তিনি তাহাদের উপরে
হস্তার্পণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।
১৬ আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে
বলিল, গুরো, অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্ত
১৭ আমার কি সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ? তিনি তাহাকে
কহিলেন, আমাকে সত্তের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা
কর ? সৎ এক জন মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি
যদি জীবনে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে
আজ্ঞা সকল পালন কর। সে কহিল, কোন্ কোন্
১৮ আজ্ঞা ? যীশু বলিলেন, "নরহত্যা করিও না,
ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য
১৯ দিও না, মাতাপিতাকে সম্ভ্রম করিও, এবং
তোমার প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম কর।"
২০ সেই যুবক তাঁহাকে কহিল, আমি এ সকল পালন
২১ করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটী আছে ? যীশু
তাহাকে কহিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে বাঞ্ছা কর,
তবে যাও, আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্র-
দিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে ;
২২ আর আইস, আমার পশ্চাদ্গামী হও। এই কথা
শুনিয়া সেই যুবক দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল,
কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।
২৩ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন,
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের
২৪ পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার
তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধন-
বানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র
২৫ দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। ইহা শুনিয়া শিষ্যের
অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, তবে
২৬ কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে ? তাহাতে যীশু
তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তাহা
মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলই
২৭ সাধ্য। তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহি-
লেন, দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া
আপনকার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি ; আমরা তবে
২৮ কি পাইব ? যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন
আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে
যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে
বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে
বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।
২৯ আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী
কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা (কি স্ত্রী)
কি সন্তান কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে
তাহার শত গুণ পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের
৩০ অধিকারী হইবে। কিন্তু যাহারা প্রথম, এমন
অনেক লোক শেষে পড়িবে ; এবং যাহারা
শেষের, এমন অনেক লোক প্রথম হইবে।

২০ কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন গৃহকর্ত্তার
সদৃশ, যিনি প্রভাতকালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
২ মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। তিনি
মজুরদের সহিত দিন এক দীনার বেতন স্থির
করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ
৩ করিলেন। পরে তিনি তৃতীয় ঘটিকায় গিয়া
বাজারে নিষ্কর্ম্মে দণ্ডায়মান অন্য কয়েক জনকে
৪ দেখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য তাহা তোমাদিগকে
৫ দিব ; তাহাতে তাহারা গেল। পুনশ্চ তিনি ষষ্ঠ
ও নবম ঘটিকায়ও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন।
৬ পরে এগার ঘটিকায় বাহিরে গিয়া আর কয়েক
জনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, কি জন্য
সমস্ত দিন এই স্থানে নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ ?
৭ তাহারা তাঁহাকে বলিল, কেহই আমাদিগকে
কর্ম্মে লাগায় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
৮ তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। পরে সন্ধ্যা হইলে
সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা আপন দেওয়ানকে
কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া শেষ জন অবধি
আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে
৯ বেতন দেও। তাহাতে যাহারা এগার ঘটিকায়
আসিয়াছিল, তাহারা আসিয়া প্রত্যেক জন এক
১০ এক দীনার পাইল। পরে প্রথম নিযুক্ত লোকেরা
আসিয়া অনুমান করিল, আমরা অধিক পাইব ;
১১ কিন্তু তাহারাও এক এক দীনার পাইল। পাইয়া
তাহারা সেই গৃহকর্ত্তার বিপরীতে বচসা করিয়া
১২ কহিতে লাগিল, শেষের ইহারা ত এক ঘণ্টামাত্র

Digitized by Google

খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও
রৌদ্রে পুড়িয়াছি, তুমি ইহাদিগকে আমাদের
১৩ সমান করিলে। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের
এক জনকে কহিলেন, মিত্র, আমি তোমার প্রতি
কিছু অন্যায় করি নাই; আমার নিকটে তুমি
১৪ কি এক দীনারে স্বীকার কর নাই? তোমার যা
পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা,
তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব।
১৫ আমার যাহা তাহা আপনার ইচ্ছামতে ব্যবহার
করিতে কি আমার অধিকার নাই? না, আমি
দয়ালু বলিয়া তোমার চোক টাটাইতেছে?
১৬ এইরূপে যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম
হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে
পড়িবে। (কেননা অনেকে আহূত, কিন্তু অল্পই
মনোনীত।)
১৭ পরে যীশু যিরূশালেমে যাইবার সময়ে দ্বাদশ
শিষ্যকে বিরলে লইয়া গেলেন, আর পথিমধ্যে
১৮ তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে
যাইতেছি; আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের
ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন;
১৯ তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিবে, এবং বিদ্রূপ
করিবার, কোড়া মারিবার ও ক্রুশে দিবার
নিমিত্ত পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ
করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত
হইবেন।
২০ তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার
দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া
প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার কাছে কিছু অনুগ্রহ
২১ যাচ্ঞা করিলেন। যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
তোমার বাঞ্ছা কি? তিনি কহিলেন, আজ্ঞা
করুন, যেন আপনকার রাজ্যে আমার এই দুই
পুত্রের এক জন আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর
২২ এক জন বাম পার্শ্বে বসিতে পায়। কিন্তু যীশু
উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমরা যাহা যাচ্ঞা
করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান
করিতে যাইতেছি, তাহাতে কি তোমরা পান
২৩ করিতে পার? তাঁহারা বলিলেন, পারি। তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার পাত্রে
পান করিবে, কিন্তু যাহাদের নিমিত্তে আমার
পিতাকর্ত্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা-
দের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে
ও বাম পার্শ্বে বসাইতে আমার অধিকার নাই।
২৪ এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন ঐ দুই ভ্রাতার
২৫ প্রতি রুষ্ট হইলেন। কিন্তু যীশু আপনার নিকটে
তাঁহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান,
পরজাতীয়দের ভূপতিরা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব
করে, এবং যাহারা মহান, তাহারা তাহাদের
২৬ উপরে কর্ত্তৃত্ব করে। তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ
হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহান
হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের পরিচারক
২৭ হইবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান
হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের দাস হইবে।
২৮ সেইরূপে মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয়,
কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরি-
বর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে
আসিয়াছেন।

অন্ধকে চক্ষুর্দান। যীশুর যিরূ-
শালেমে গমন।

২৯ পরে যিরীহো হইতে তাঁহাদের বহির্গমন
সময়ে অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৩০ গমন করিল। আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের
পার্শ্বে বসিয়া ছিল; সেই পথ দিয়া যীশু
যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল,
প্রভো, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।
৩১ তাহাতে সমাগত লোকেরা চুপ চুপ বলিয়া
তাহাদিগকে ধমক্ দিল; কিন্তু তাহারা আরও
অধিক চেঁচাইয়া বলিল, প্রভো, দায়ূদ-সন্তান,
৩২ আমাদের প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত
হইলেন ও তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,
তোমাদের বাঞ্ছা কি? তোমাদের নিমিত্ত আমি
৩৩ কি করিব? তাহারা তাঁহাকে কহিল, প্রভো,
৩৪ আমাদের চক্ষু যেন খুলিয়া যায়। তখন যীশু
করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন,
তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহারা দেখিতে পাইল ও
তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল।

২১ পরে যখন তাঁহারা যিরূশালেমের নিকট-
বর্ত্তী হইয়া জৈতুন পর্ব্বতে, বৈৎফগী গ্রামে
আসিলেন, তখন যীশু দুই জন শিষ্যকে পাঠা-
২ ইয়া দিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলেন, ঐ সম্মুখস্থ
গ্রামে যাও, অমনি সবৎসা এক গর্দ্দভী বাঁধা
দেখিবে, তাহাদিগকে খুলিয়া আমার নিকটে
৩ আন। আর যদি কেহ তোমাদিগকে কিছু বলে,
তবে বলিবে, ইহাদিগেতে প্রভুর প্রয়োজন
আছে; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে
৪ পাঠাইয়া দিবে। এইরূপ ঘটিল, যেন ভাববাদী
৫ দ্বারা কথিত এই বাক্য সফল হয়, "তোমরা
সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা
তোমার নিকটে আসিতেছেন; তিনি মৃদুশীল ও
৬ গর্দ্দভারূঢ়, গর্দ্দভীর শাবকারূঢ়।" পরে ঐ
শিষ্যেরা গিয়া যীশুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করি-
৭ লেন, গর্দ্দভী ও শাবককে আনিলেন, এবং তাহা-
দের পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া দিলেন,
৮ তাহাতে তিনি তাহার উপরে বসিলেন। আর
জনতার অধিকাংশ লোক আপন আপন বস্ত্র

Digitized by Google

পথে পাতিয়া দিল, এবং অন্য অন্য লোক বৃক্ষের
৯ শাখা কাটিয়া পথে বিস্তার করিল। আর অগ্র-
পশ্চাদ্গামী লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে বলিতে
লাগিল, হোশান্না দায়ূদ-সন্তান; ধন্য তিনি,
যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন; ঊর্দ্ধলোকে
১০ হোশান্না। আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ
করিলে নগরময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সকলে
১১ কহিল, উনি কে? তাহাতে লোকসমূহ কহিল,
উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরতীয় যীশু।
১২ পরে যীশু ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলেন,
এবং যত লোক ধর্ম্মধামে ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল,
সেই সকলকে বাহির করিয়া দিলেন, এবং
পোদ্দারদিগের মেজ ও কপোত-বিক্রেতাদের
১৩ আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন। আর তাহা-
দিগকে কহিলেন, লেখা আছে, "আমার গৃহ
প্রার্থনাগৃহ বলিয়া আখ্যাত হইবে," কিন্তু
১৪ তোমরা তাহা দস্যুর গহ্বর করিতেছ। পরে
অন্ধ ও খঞ্জেরা ধর্ম্মধামে তাঁহার নিকট আসিল,
১৫ আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। কিন্তু
প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য
ক্রিয়া সকল দেখিয়া, আর যে বালকেরা
'হোশান্না দায়ূদ-সন্তান' বলিয়া ধর্ম্মধামে চীৎ-
কার করিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া রুষ্ট
১৬ হইল; এবং তাঁহাকে কহিল, শুনিতেছ, ইহারা
কি বলিতেছে? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
হাঁ, তোমরা কি কখন পাঠ কর নাই যে, "তুমি
শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে স্তব সম্পন্ন
১৭ করিয়াছ"? পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া
নগরের বাহিরে বৈথনিয়াতে গিয়া সেই স্থানে
রাত্রি যাপন করিলেন।
১৮ প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে
১৯ তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। পথের পার্শ্বে একটা
ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গিয়া
পত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন
না। তাহাতে তিনি গাছটীকে কহিলেন, আর
কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; তাহাতে তৎ-
ক্ষণাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুষ্ক হইয়া গেল।
২০ শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া
কহিলেন, ডুমুর গাছটা এত শীঘ্র শুষ্ক হইল
২১ কিরূপে? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি
তোমাদের বিশ্বাস থাকে, আর সন্দেহ না কর,
তবে তোমরা কেবল ডুমুরগাছের প্রতি এইরূপ
করিতে পারিবে, তাহা নয়, কিন্তু এই পর্ব্বতকেও
যদি বল, 'উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত
২২ হও,' তবে তাহাও হইবে। আর তোমরা প্রার্থ-
নায় বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সে
সকলই পাইবে।

যীশু যিরূশালেমে শিক্ষা দেন।

২৩ পরে তিনি ধর্ম্মধামে আসিলে পর, তাঁহার
উপদেশ দিবার সময়ে প্রধান যাজকেরা ও লোক-
দের প্রাচীনবর্গ নিকটে আসিয়া বলিল, তুমি
কি ক্ষমতায় এই সকল করিতেছ? আর কেই বা
২৪ তোমাকে এমন ক্ষমতা দিয়াছে? যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমিও তোমা-
দিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; তাহা যদি
আমাকে বল, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এ সকল
২৫ করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। যোহনের
বাপ্তিস্ম কোথা হইতে হইয়াছিল? স্বর্গ হইতে
না মনুষ্য হইতে? তখন তাহারা পরস্পর তর্ক
করিল, বলিল, যদি বলি স্বর্গ হইতে, তাহা
হইলে এ আমাদিগকে বলিবে, তবে তোমরা
২৬ তাঁহাতে বিশ্বাস কর নাই কেন? আর যদি বলি,
মনুষ্য হইতে, লোকসমূহকে ভয় করি; কেননা
২৭ সকলে যোহনকে ভাববাদী বলিয়া মানে। অত-
এব তাহারা যীশুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমরা
জানি না। তিনিও তাহাদিগকে কহিলেন, তবে
আমিও কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি, তাহা
২৮ তোমাদিগকে বলিব না। কিন্তু তোমাদের কেমন
বোধ হয়? কোন ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তিনি
এক জনের নিকটে গিয়া কহিলেন, বৎস, যাও,
২৯ অদ্য দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর। সে উত্তর করিল,
আমার ইচ্ছা নাই; তথাপি পরে অনুতাপ
৩০ করিয়া গমন করিল। পরে তিনি দ্বিতীয় জনের
নিকটে গিয়া সেইরূপ কহিলেন। সে উত্তর
করিল, যে আজ্ঞা, মহাশয়; কিন্তু গেল না।
৩১ সেই দুইয়ের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন
করিল? তাহারা কহিল, প্রথম জন। যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, করগ্রাহক ও বেশ্যাগণ তোমাদের
৩২ অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। কেননা
যোহন ধার্ম্মিকতার পথে তোমাদের নিকটে
আসিলেন, আর তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে
না; কিন্তু করগ্রাহক ও বেশ্যাগণ তাঁহাতে বিশ্বাস
করিল; তাহা দেখিয়া তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস
করণার্থে পরে অনুতাপও করিলে না।
৩৩ আর একটী দৃষ্টান্ত শুন; এক জন গৃহকর্ত্তা
ছিলেন, তিনি দ্রাক্ষার উদ্যান করিয়া তাহার
চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তন্মধ্যে দ্রাক্ষা
পেষণার্থ কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ
নির্ম্মাণ করিলেন; পরে কৃষকদিগকে উদ্যান
৩৪ জমা দিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। আর
ফলের সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন ফল
গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের নিকটে নিজ দাস-
৩৫ দিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন কৃষকেরা তাঁহার

Digitized by Google

দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকে প্রহার, কাহাকে বধ
৩৬ ও কাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল। পুনশ্চ তিনি
পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাস প্রেরণ করিলেন; তাহা-
দের প্রতিও তাহারা সেই মত ব্যবহার করিল।
৩৭ অবশেষে তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের
নিকটে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন, তাহারা
৩৮ আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা
পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ত উত্তরাধি-
কারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার
৩৯ অধিকার হস্তগত করি। পরে তাহারা তাঁহাকে
ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল।
৪০ অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা যখন আসিবেন, তখন
৪১ সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন? তাহারা তাঁহাকে
বলিল, সেই দুরাত্মাদিগকে নিদারুণরূপে নষ্ট
করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে
জমা দিবেন, যাহারা যথাসময়ে তাঁহাকে ফল
৪২ দিবে। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
কি কখন শাস্ত্রে পাঠ কর নাই,

"গাঁথকেরা যে প্রস্তরখান অগ্রাহ্য করিয়াছে,
তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল;
ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে,
ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত"?

৪৩ অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমা-
দের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া
যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে,
৪৪ যে তাহার ফল দিবে। আর সেই প্রস্তরের উপরে
যে ব্যক্তি পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু যাহার
উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে, তাহাকে চূরমার
৪৫ করিয়া ফেলিবে। তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্ত
শুনিয়া প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা বুঝিল যে,
৪৬ তিনি তাহাদের বিষয় বলিতেছেন। আর তাহারা
তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু লোক-
সাধারণকে ভয় করিল, কেননা লোকে তাঁহাকে
ভাববাদী বলিয়া মানিত।

২২ যীশু পুনর্ব্বার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে
কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার
সদৃশ, যিনি আপন পুত্রের বিবাহ-ভোজের
৩ আয়োজন করিলেন। সেই ভোজে নিমন্ত্রিত
লোকদিগকে ডাকিতে তিনি আপন দাসদিগকে
প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা আসিতে অ-
৪ সম্মত হইল। তাহাতে তিনি পুনশ্চ অন্য দাস-
দিগকে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন, নিমন্ত্রিত
লোকদিগকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত
করিয়াছি, আমার বৃষাদি হৃষ্টপুষ্ট পশু সকল
মারা হইয়াছে, সকলই প্রস্তুত আছে, তোমরা
৫ বিবাহের ভোজে আইস। তথাচ তাহারা অব-
হেলা করিয়া কেহ আপন ক্ষেত্রে, কেহ বা আপন
৬ ব্যাপারে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট সকলে তাঁহার
দাসদিগকে ধরিয়া অপমান করিল ও বধ করিল।
৭ তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত
পাঠাইয়া সেই হত্যাকারীদিগকে বিনষ্ট ও
৮ তাহাদের নগর দগ্ধ করিলেন। পরে তিনি
আপন দাসদিগকে কহিলেন, বিবাহের ভোজ
প্রস্তুত আছে, কিন্তু ঐ নিমন্ত্রিত লোকেরা যোগ্য
৯ ছিল না; অতএব তোমরা রাজপথের সংযোগ-
স্থানে গিয়া যত লোকের দেখা পাও, সকলকে
১০ বিবাহের ভোজে নিমন্ত্রণ কর। তাহাতে ঐ
দাসেরা রাজপথে গিয়া ভাল মন্দ যত লোকের
দেখা পাইল, সকলকেই সংগ্রহ করিয়া আনিল,
তাহাতে অভ্যাগত লোকে বিবাহের বাটী পরি-
১১ পূর্ণ হইল। পরে রাজা অভ্যাগতদিগকে সন্দর্শন
করিতে ভিতরে আসিয়া সেই স্থানে বিবাহবস্ত্র-
১২ হীন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন; তিনি
তাহাকে কহিলেন, মিত্র, তুমি কেমন করিয়া
বিবাহবস্ত্র বিনা এ স্থানে প্রবেশ করিলে?
১৩ তাহাতে সে নিরুত্তর হইল। তখন রাজা পরি-
চারকদিগকে কহিলেন, উহাকে হস্তচরণে বাঁধিয়া
বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষেপ কর; সেই স্থানে
১৪ রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। কেননা অনেকে
আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।
১৫ তখন ফরীশীরা গিয়া তাঁহাকে কোন মতে
কথার ফাঁদে ফেলিতে পারে, এমন মন্ত্রণা করিল।
১৬ পরে তাহারা হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের
শিষ্যগণকে দিয়া তাঁহার নিকটে বলিয়া পাঠা-
ইল, গুরো, আমরা জানি, আপনি সত্য, এবং
সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দিতেছেন, কাহা-
রও বিষয়ে ভীত নহেন, বস্তুতঃ আপনি মনুষ্যের
১৭ মুখাপেক্ষা করেন না। অতএব আমাদিগকে
বলুন, আপনকার মত কি? কৈসরকে কর দেওয়া
১৮ বিধেয় কি না? কিন্তু যীশু তাহাদের খলতা
বুঝিয়া কহিলেন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা
কেন করিতেছ? সেই কর-মুদ্রা আমাকে দেখাও।
১৯ তখন তাহারা তাঁহার নিকটে একটী দীনার
২০ আনিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই
২১ মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার? তাহারা বলিল,
কৈসরের। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, আর
২২ ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও। এই কথা
শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং
তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।
২৩ সেই দিন সদ্দূকীরা—যাহারা বলে, পুন-
রুত্থান নাই—তাঁহার কাছে আসিল; এবং
২৪ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, মোশি বলিয়া-
ছেন, কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে
তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া
২৫ আপন ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন করিবে। ভাল,

Digitized by Google

আমাদের মধ্যে সাতটী ভাই ছিল ; আর জ্যেষ্ঠ
বিবাহের পর মরিয়া গেল, এবং নিঃসন্তান
হওয়াতে আপন ভ্রাতার জন্য নিজ স্ত্রীকে রাখিয়া
২৬ গেল। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সপ্তম জন পর্য্যন্ত
২৭ তদ্রূপ করিল। সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিয়া
২৮ গেল। অতএব পুনরুত্থানে ঐ সাত জনের মধ্যে
সে কাহার স্ত্রী হইবে? যেহেতুক সকলেই
২৯ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, শাস্ত্র এবং ঈশ্-
বরের পরাক্রম না জানাতে তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ।
৩০ কেননা পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করে না, এবং
বিবাহিতাও হয় না, কিন্তু স্বর্গে (ঈশ্বরের) দূত-
৩১ গণের ন্যায় থাকে। পরন্তু মৃতদের পুনরুত্থান
বিষয়ে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের উক্তি কি
৩২ তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলিয়াছিলেন,
"আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর,
ও যাকোবের ঈশ্বর;" ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর
৩৩ নহেন, কিন্তু জীবিতদের। এ কথা শুনিয়া
সমাগত লোকেরা তাঁহার উপদেশে চমৎকার
জ্ঞান করিল।

৩৪ এইরূপে তিনি সদ্দূকীদিগকে নিরুত্তর করি-
৩৫ য়াছেন শুনিয়া ফরীশীরা একত্র হইল। আর
তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি, এক জন ব্যবস্থাবেত্তা,
৩৬ পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরো,
৩৭ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা মহৎ? তিনি তাহাকে
কহিলেন, "তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ ও
সমস্ত চিত্ত দিয়া আপন ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম
৩৮,৩৯ করিবে," এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর
দ্বিতীয়টী ইহার সদৃশ; "তুমি আপন প্রতি-
৪০ বাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিবে।" এই দুই
আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থার ও ভাববাদিগ্রন্থের
ভার রহিয়াছে।

৪১ পরে ফরীশীরা একত্রীভূত হইলে যীশু
৪২ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্টের বিষয়ে
তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার
৪৩ সন্তান? তাহারা উত্তর করিল, দায়ূদের। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তবে দায়ূদ কি প্রকারে
আত্মার আবেশে তাঁহাকে প্রভু বলেন?
যথা,

৪৪ "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি
আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদ-
পীঠ না করি।"

৪৫ অতএব দায়ূদ যখন তাঁহাকে প্রভু বলেন, তখন
৪৬ তিনি কি প্রকারে তাঁহার সন্তান? তখন কেহ
তাঁহাকে কোন উত্তর দিতে পারিল না; আর
সেই দিবস অবধি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিতে কাহারও সাহস হইল না।

ফরীশীদের ও অধ্যাপকদের প্রতি যীশুর অনুযোগ।

২৩ তখন যীশু লোকসমূহকে ও নিজ শিষ্য-
দিগকে কহিলেন, অধ্যাপক ও ফরীশীরা
২ মোশির আসনে বসিয়া আছে; অতএব তাহারা
তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করে, তাহা
৩ পালন করিও, মানিও; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের
মত কর্ম্ম করিও না; কেননা তাহারা বলে, কিন্তু
৪ করে না। ফলতঃ তাহারা ভারী দুর্ব্বহ বোঝা
বাঁধিয়া মনুষ্যদের স্কন্ধের উপরে অর্পণ করে,
কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও তাহা সরা-
৫ ইতে চাহে না। তাহারা কেবল লোককে দেখাই-
বার জন্য আপনাদের সমস্ত কর্ম্ম করে। ফলতঃ
তাহারা আপনাদের কবচ প্রশস্ত করে, এবং
৬ বস্ত্রের থোপ বড় করে; আর ভোজে প্রধান প্রধান
৭ স্থান ও সমাজগৃহে প্রধান প্রধান আসন, এবং
হাট বাজারে মঙ্গলবাদ, এবং লোকের কাছে
রব্বি [গুরু] বলিয়া সম্ভাষণ, এই সকল ভাল
৮ বাসে। কিন্তু তোমরা রব্বি বলিয়া সম্ভাষিত
হইও না, যেহেতুক তোমাদের এক গুরু, এবং
৯ তোমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা। আর পৃথিবীতে
কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না,
কেননা তোমাদের এক পিতা, তিনি সেই স্বর্গ-
১০ বাসী। তোমরা আচার্য্য বলিয়া সম্ভাষিত হইও
না, কেননা তোমাদের এক আচার্য্য, তিনি খ্রীষ্ট।
১১ কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমা-
১২ দের পরিচারক হইবে। আর যে কেহ আপনাকে
উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে কেহ
আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।
১৩ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, তোমরা
সন্তাপের পাত্র! কারণ তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে
স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাক; আপনারাও
তন্মধ্যে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ
করিতে উদ্যত, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে
১৪ দেও না। (হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা,
তোমরা সন্তাপের পাত্র! কারণ তোমরা বিধবা-
দিগের বাটী গ্রাস করিয়া ছলে দীর্ঘ প্রার্থনা
করিয়া থাক; এই জন্য বিচারে ঘোরতর দণ্ড
১৫ পাইবে।) হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা,
তোমরা সন্তাপের পাত্র! কারণ এক জনকে
যিহুদি-ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা জলস্থল
পরিভ্রমণ করিয়া থাক, আর যখন কেহ হয়,
তখন তাহাকে আপনাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ
১৬ নারকী করিয়া তুল। হা অন্ধ পথপ্রদর্শকেরা,
তোমরা সন্তাপের পাত্র। তোমরা বলিয়া থাক,
কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়,
কিন্তু যে কেহ মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য করিল, সে

Digitized by Google

১৭ আবদ্ধ হইল। মূঢ়েরা ও অন্ধেরা, বল দেখি,
কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? স্বর্ণ, কিম্বা সেই মন্দির, যাহা
১৮ স্বর্ণকে পবিত্র করিয়াছে? আরও [বলিয়া থাক],
কেহ যজ্ঞবেদির দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়,
কিন্তু যে কেহ তদুপরিস্থ উপহারের দিব্য করিল,
১৯ সে আবদ্ধ হইল। হা অন্ধেরা, বল দেখি,
কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? উপহার, কিম্বা সেই যজ্ঞবেদি,
২০ যাহা উপহারকে পবিত্র করে? যে ব্যক্তি যজ্ঞ-
বেদির দিব্য করিল, সে ত বেদির ও তদুপরিস্থ
২১ সমস্তের দিব্য করিল। আর যে মন্দিরের দিব্য
করিল, সে মন্দিরের ও যিনি তথায় বাস করেন,
২২ তাঁহার দিব্য করিল। আর যে স্বর্গের দিব্য
করিল, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের এবং যিনি
তাহাতে উপবেশন করেন, তাঁহারও দিব্য
২৩ করিল। হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা,
তোমরা সন্তাপের পাত্র! কারণ তোমরা পোদিনা,
মহুরী ও জীরার দশমাংশ দিয়া থাক; আর
ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয় যে ন্যায়বিচার,
দয়া ও বিশ্বাস, এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছ;
কিন্তু এ সকল পালন করা এবং উহাও পরিত্যাগ
২৪ না করা তোমাদের উচিত ছিল। অন্ধ পথ-
প্রদর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু
২৫ উষ্ট্র গ্রাস করিয়া থাক। হা অধ্যাপক ও ফরীশী-
গণ, কপটীরা, তোমরা সন্তাপের পাত্র! কারণ
তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ
শুচি করিয়া থাক, কিন্তু সেগুলির অন্তর্ভাগ
২৬ দৌরাত্ম্য ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ থাকে। অন্ধ
ফরীশী, অগ্রে পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের অন্ত-
র্ভাগ শুচি কর, যেন তাহার বহির্ভাগও শুচি
২৭ হয়। হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা,
তোমরা সন্তাপের পাত্র! কারণ তোমরা শুক্লীকৃত
কবরের তুল্য; ফলতঃ তাহার বহির্ভাগ দেখিতে
সুন্দর বটে, কিন্তু অন্তর্ভাগ শবের অস্থি ও সর্ব্ব-
২৮ প্রকার মালিন্যে পরিপূর্ণ। তদ্রূপ তোমরাও
বাহিরে লোকদের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া দেখাও,
কিন্তু অন্তরে তোমরা কাপট্য ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ।
২৯ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, তোমারা
সন্তাপের পাত্র! কারণ তোমরা ভাববাদিগণের
কবর নির্ম্মাণ করিয়া থাক, এবং ধার্ম্মিকগণের
৩০ কবরস্থান শোভিত করিয়া থাক, আর বলিয়া
থাক, আমরা যদি আপনাদের পিতৃপুরুষদের
সময়ে থাকিতাম, তবে ভাববাদিগণের রক্তপাতে
৩১ তাঁহাদের সহভাগী হইতাম না। ইহাতে তোমরা
আপনাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে,
৩২ তোমরা ভাববাদি-ঘাতকদের সন্তান। তোমরাও
তবে আপন পিতৃপুরুষদের পরিমাণ পূর্ণ কর।
৩৩ সর্পেরা, কালসর্পের বংশ, তোমরা কেমন করিয়া
বিচারে নরক-দণ্ড এড়াইবে?
৩৪ অতএব দেখ, আমি তোমাদের নিকটে ভাব-
বাদী, বিজ্ঞ ও অধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব,
তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে তোমরা বধ
করিবে, ও ক্রুশে দিবে, কাহাকে কাহাকে তোমা-
দের সমাজগৃহে কোড়া মারিবে এবং নগরে নগরে
৩৫ তাড়না করিবে, যেন ধার্ম্মিক হেবলের রক্তপাত
অবধি বরখিয়ের পুত্র যে সখরিয়কে তোমরা
মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছ,
তাঁহার রক্তপাত পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ধার্ম্মিক
লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত
৩৬ তোমাদিগেতে বর্ত্তে। আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদিগেতে ঐ
সকল বর্ত্তিবে।
৩৭ হা যিরূশালেম, যিরূশালেম, ভাববাদি-
ঘাতিনি! আপনার নিকটে প্রেরিত লোকদের
প্রতি প্রস্তরাঘাত-কারিণি! কুক্কুটী যেমন আপন
শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ
আমিও তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে
কত বার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত
৩৮ হইলে না। দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের
৩৯ নিমিত্ত উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। কেননা আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যে পর্য্যন্ত না
বলিবে, ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতে-
ছেন! সে পর্য্যন্ত আমাকে আর দেখিতে
পাইবে না।

মন্দিরের বিনাশ, ও যীশুর পুনরাগমন-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

২৪ পরে যীশু ধর্ম্মধাম হইতে বাহির হইয়া
গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার
শিষ্যেরা তাঁহাকে ধর্ম্মধামের গাঁথনি সকল
২ দেখাইবার জন্য নিকটে আসিলেন। কিন্তু তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি এই সকল
দেখিতেছ না? আমি তোমাদিগকে সত্য কহি-
তেছি, এই স্থানের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের
উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।
৩ পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতের উপরে বসিলে
শিষ্যেরা বিরলে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলি-
লেন, আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা
কখন্ হইবে? আর আপনকার আগমনের এবং
৪ যুগান্তের চিহ্ন কি? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, দেখিও, কেহ যেন তোমা-
৫ দিগকে না ভুলায়। কেননা অনেকে আমার নাম
ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট,
৬ আর অনেক লোককে ভুলাইবে। আর তোমরা
যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; দেখিও,
যেন ব্যাকুল হইও না, কেননা এ সকল অবশ্যই

Digitized by Google

৭ ঘটিবে, কিন্তু তখনও পরিণাম হইবে না। কারণ
জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য
উঠিবে, এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প
৮ হইবে। এ সকল যাতনার উপক্রম।
৯ সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ ভোগ করাইবার
জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে, ও তোমা-
দিগকে বধ করিবে; আর আমার নাম প্রযুক্ত
তোমরা সমুদয় জাতির বিদ্বেষ-পাত্র হইবে।
১০ আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইবে, এক জন
অন্যকে সমর্পণ করিবে, এক জন অন্যকে দ্বেষ
১১ করিবে। আর অনেক ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া
১২ অনেককে ভুলাইবে। আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হও-
য়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া
১৩ যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে,
১৪ সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর সর্ব্বজাতির কাছে
সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার
সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন
পরিণাম হইবে।
১৫ অতএব ধ্বংসের যে বীভৎস বস্তু দানিয়েল
ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহা যখন পবিত্র
স্থানে দণ্ডায়মান দেখিবে,—যে জন পাঠ করে,
১৬ সে বুঝুক,—তখন যাহারা যিহূদিয়া দেশে থাকে,
১৭ তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক; এবং যে কেহ
ছাদের উপরে থাকে, সে গৃহ হইতে জিনিষপত্র
১৮ লইবার জন্য নীচে না নামুক; আর যে কেহ
ক্ষেত্রে থাকে, সেও আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত
১৯ ফিরিয়া না যাউক। হায়, সেই সময়ে গর্ব্ভবতী
২০ এবং স্তন্যদাত্রী স্ত্রীদিগের সন্তাপ হইবে। আর
প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পলায়ন শীতকালে
২১ কিম্বা বিশ্রামবারে না ঘটে। কেননা তৎকালে
এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের
আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও
২২ হইবেও না। আর সেই দিনের সংখ্যা যদি
কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবে কোন প্রাণীই
রক্ষা পাইত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই
২৩ দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে। সেই
সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, দেখ, খ্রীষ্ট
এই স্থানে আছেন, কিম্বা ঐ স্থানে আছেন,
২৪ তোমরা তাহা বিশ্বাস করিও না। কেননা
অনেক ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া
এমন মহৎ মহৎ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ
প্রদর্শন করিবে যে, যদি সম্ভব হয়, তবে মনো-
২৫ নীতদিগেরও ভ্রান্তি জন্মাইবে। দেখ, আমি
২৬ পূর্ব্বেই তোমাদিগকে জানাইলাম। অতএব
লোকে যদি তোমাদিগকে বলে, ‘দেখ, তিনি
প্রান্তরে আছেন,’ তোমরা বাহিরে গমন করিও
না; ‘দেখ, তিনি অন্তরাগারে আছেন,’ তোমরা
২৭ বিশ্বাস করিও না। কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক্
হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া
প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন
২৮ হইবে। যে স্থানে শব থাকে, সেই স্থানে শকু-
নীরা একত্র হইবে।
২৯ আর সেই সময়ের ক্লেশের অব্যবহিত পরে সূর্য্য
অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ
হইতে নক্ষত্রগণের পতন হইবে ও গগনমণ্ডলের
৩০ পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। তখন আকাশ
মধ্যে মনুষ্যপুত্রের অভিজ্ঞান দেখা যাইবে, আর
তখন পৃথিবীর যাবতীয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে,
এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রমে
৩১ ও মহাপ্রতাপে আসিতে দেখিবে। আর তিনি
মহাতূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ
করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি
অন্য সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার
মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।
৩২ পরন্তু ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ; তাহার
শাখা কোমল হইয়া পত্র নির্গত করিলে তোমরা
৩৩ জানিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; আর সেইরূপ
তোমরা ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিবে, তিনি
৩৪ সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এ সমস্ত সিদ্ধ না
হইলে এ কালের লোকদের লোপ হইবে না।
৩৫ গগনের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার
৩৬ বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। আর সেই
দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ
দূতগণও জানেন না, (পুত্রও জানেন না,) কেবল
৩৭ পিতা জানেন। আর নোহের সময় যেরূপ ছিল,
৩৮ মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে। কারণ
জলপ্লাবনের পূর্ব্বকালে জাহাজে নোহের প্রবেশ
দিন পর্য্যন্ত লোকে যেমন ভোজন পান করিত,
৩৯ বিবাহ করিত ও বিবাহ দিত, এবং যাবৎ বন্যা
আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া না লইয়া গেল,
তাবৎ বুঝিতে পারিল না, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের
৪০ আগমন হইবে। তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিলে
এক জনকে গ্রহণ করা যাইবে, এবং অন্য জনকে
৪১ ত্যাগ করা যাইবে। দুই স্ত্রী যাঁতা পিষিলে এক
জনকে গ্রহণ করা যাইবে, এবং অন্য জনকে ত্যাগ
করা যাইবে।
৪২ অতএব তোমরা জাগ্রত থাক, কেননা তোমাদের
৪৩ প্রভু কোন্ দিন আসিবেন, তাহা জান না। কিন্তু
ইহা জানিও, চোর কোন্ প্রহরে আসিবে, তাহা
যদি গৃহকর্ত্তা জানিত, তবে জাগ্রত থাকিত, নিজ
৪৪ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না। অতএব তোমরাও
প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ড তোমরা মনে করিবে
না, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।
৪৫ পরন্তু এমন বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস কে, যাহাকে
তাহার প্রভু নিজ পরিজনকে যথাসময়ে খাদ্য

Digitized by Google

দিবার জন্য তাহাদের অধ্যক্ষ করিয়াছেন ?
৪৬ ধন্য সেই দাস, যাহাকে প্রভু আসিয়া সেইরূপ
৪৭ করিতে দেখিবেন। আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব্বস্বের
৪৮ অধ্যক্ষ করিবেন। কিন্তু 'আমার প্রভুর আগমনের
বিলম্ব আছে,' সেই দুষ্ট দাস যদি মনে মনে ইহা
৪৯ বলে, আর যদি আপন সহদাসদিগকে মারিতে
এবং মত্ত লোকদের সঙ্গে ভোজন পান করিতে
৫০ প্রবৃত্ত হয়, তবে যে দিন সে অপেক্ষা না করিবে,
এবং যে দণ্ড সে না জানিবে, এমন সময়ে সেই
৫১ দাসের প্রভু আসিবেন; আর তাহাকে দ্বিখণ্ড
করিয়া কপটিবর্গের মধ্যে তাহার অংশ নিরূপণ
করিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।

বিচার-দিনের বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা।

২৫ তখন স্বর্গ-রাজ্য এমন দশটী কন্যার সদৃশ
হইবে, যাহারা আপন আপন প্রদীপ লইয়া
বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল।
২ তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন নির্বুদ্ধি, আর পাঁচ জন
৩ সুবুদ্ধি ছিল। যাহারা নির্বুদ্ধি, তাহারা আপন
আপন প্রদীপ লইয়া সঙ্গে তৈল লইল না;
৪ কিন্তু সুবুদ্ধিরা আপন আপন প্রদীপের সহিত
৫ পাত্রে করিয়া তৈল লইল। অনন্তর বর বিলম্ব
করাতে সকলে ঢুলিতে ঢুলিতে নিদ্রাপিতা হইল।
৬ পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে এই উচ্চরব হইল, দেখ,
বর! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও।
৭ তাহাতে সেই কন্যারা সকলে উঠিয়া আপন
৮ আপন প্রদীপ সাজাইল। আর নির্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধি-
দিগকে বলিল, তোমাদের তৈল হইতে আমা-
দিগকে কিছু দেও, কেননা আমাদের প্রদীপ
৯ নিবিয়া যাইতেছে। কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিয়া
কহিল, হয় ত তোমাদের ও আমাদের জন্য
কুলাইবে না; তোমরা বরং বিক্রেতাদের নিকটে
১০ গিয়া আপনাদের জন্য ক্রয় কর। পরে তাহারা
ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে বর আসিলেন;
এবং যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে
বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল; আর দ্বার রুদ্ধ
১১ হইল। শেষে অন্য সকল কন্যাও আসিয়া কহিতে
লাগিল, প্রভো, প্রভো, আমাদিগের নিমিত্তে
১২ দ্বার খুলিয়া দিউন। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া
কহিলেন, আমি সত্য কহিতেছি, আমি তোমা-
১৩ দিগকে চিনি না। অতএব জাগ্রত থাক; কারণ
তোমরা সেই দিন বা সেই দণ্ড জান না।
১৪ মনে কর, বিদেশে যাত্রা করিতে উদ্যত কোন
ব্যক্তি যেন আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ
১৫ সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি
এক জনকে পাঁচ তোড়া, অন্য জনকে দুই তোড়া,
এবং আর এক জনকে এক তোড়া, যাহার যেরূপ
ক্ষমতা, তাহাকে তদনুসারে দিলেন; পরে যাত্রা
১৬ করিলেন। যে পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে তৎ-
ক্ষণাৎ গেল, তাহা দিয়া বাণিজ্য করিয়া আর পাঁচ
১৭ তোড়া বৃদ্ধি করিল। যে দুই তোড়া পাইয়াছিল,
সেও তদ্রূপ করিয়া আর দুই তোড়া লাভ করিল।
১৮ কিন্তু যে এক তোড়া পাইয়াছিল, সে গিয়া মৃত্তি-
কাতে গর্ত্ত করিয়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া
১৯ রাখিল। দীর্ঘকালের পর সেই দাসদিগের প্রভু
আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লই-
২০ লেন। তখন যে পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে
আসিয়া আর পাঁচ তোড়াও আনিয়া কহিল,
প্রভো, আপনি আমার নিকটে পাঁচ তোড়া সম-
র্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, আর পাঁচ তোড়া
২১ লাভ করিলাম। তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন,
ধন্য উত্তম বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে
বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের
অধ্যক্ষ করিব; তুমি আপন প্রভুর আনন্দের
২২ ভাগী হও। পরে যে দুই তোড়া পাইয়াছিল,
সেও আসিয়া কহিল, প্রভো, আপনি আমার
নিকটে দুই তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন;
২৩ দেখুন, আর দুই তোড়া লাভ করিলাম। তাহার
প্রভু তাহাকে কহিলেন, ধন্য উত্তম বিশ্বস্ত দাস;
তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে; আমি তোমাকে
বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তুমি আপন প্রভুর
২৪ আনন্দের ভাগী হও। পরে যে এক তোড়া পাইয়া-
ছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভো, আমি জানি-
তাম, আপনি কঠিন লোক; যে স্থানে বুনেন
নাই, সে স্থানে কাটিয়া থাকেন, ও যে স্থানে
২৫ ছড়ান নাই, সেই স্থানে কুড়াইয়া থাকেন। অত-
এব আমি ভীত হইয়া গিয়া আপনকার তোড়া
ভূমির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দেখুন,
২৬ আপনকার নিজস্ব আপনি পাইলেন। কিন্তু
তাহার প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন,
ওহে দুষ্ট অলস দাস, আমি যে স্থানে বুনি নাই
সে স্থানে কাটি, এবং যে স্থানে ছড়াই নাই সেই
২৭ স্থানে কুড়াই, ইহা না কি জানিয়াছিলে? তবে
পোদ্দারদের হস্তে আমার টাকা সমর্পণ করা
তোমার উচিত ছিল; তাহা করিলে আমি
আসিয়া সুদের সহিত আমার টাকা পাইতাম।
২৮ অতএব ইহার নিকট হইতে ঐ তোড়া লও, এবং
২৯ যাহার দশ তোড়া আছে, তাহাকে দেও। কেননা
যে কাহারও নিকটে আছে, তাহাকে দত্ত হইবে,
তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার
নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট
৩০ হইতে নীত হইবে। আর তোমরা ঐ অনুপযোগী
দাসকে বহিঃস্থ অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেই
স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।

Digitized by Google

৩১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া
আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি স্বীয়
৩২ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর যাবতীয়
জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে ; পরে
পালরক্ষক যেমন ছাগ হইতে মেষ পৃথক্ করে,
তদ্রূপ তিনিও তাহাদের এক হইতে অন্যকে পৃথক্
৩৩ করিবেন ; এবং মেষগণকে আপনার দক্ষিণদিকে
৩৪ ও ছাগ সকলকে বামদিকে রাখিবেন। পরে
রাজা আপনার দক্ষিণদিকে স্থিত লোকদিগকে
বলিবেন ; আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদ
পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের
জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও।
৩৫ কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা
আমাকে আহার দিয়াছিলে ; পিপাসিত হইয়া-
ছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে ;
অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয়
৩৬ দিয়াছিলে ; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর
আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে ; পীড়িত হইয়াছি-
লাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে ;
কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিকটে
৩৭ আসিয়াছিলে। তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে বলিবে, প্রভো, কবে আপনাকে ক্ষুধিত
দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিম্বা পিপা-
সিত দেখিয়া আপনাকে পান করাইয়াছিলাম ?
৩৮ কবে বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয়
দিয়াছিলাম, কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া আপনাকে
৩৯ বস্ত্র পরাইয়াছিলাম ? কবে বা আপনাকে পীড়িত
কিম্বা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনকার নিকট
৪০ গিয়াছিলাম ? তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহি-
তেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের—এই ক্ষুদ্রতম-
দিগের—মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়া-
৪১ ছিলে; তাহা আমারই প্রতি করিয়াছিলে। পরে
তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন,
ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর
হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে
অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে
৪২ যাও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম,
তোমরা আমাকে আহার দেও নাই ; পিপাসিত
হইয়াছিলাম, আমাকে পান করাও নাই ;
৪৩ অতিথি হইয়াছিলাম, আশ্রয় দেও নাই ; বস্ত্র-
হীন হইয়াছিলাম, বস্ত্র পরাও নাই ; পীড়িত ও
কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আমার তত্ত্বাবধান কর
৪৪ নাই। তখন তাহারাও উত্তর করিবে, প্রভো,
কোন্ সময়ে আপনাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত;
কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারা-
গারস্থ দেখিয়া আপনকার পরিচর্য্যা করি নাই ?
৪৫ তখন তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিবেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্র-
তমদিগের মধ্যে কোন এক জনের প্রতি যাহা কর
৪৬ নাই, তাহা আমারই প্রতি কর নাই। পরে
ইহারা অনন্ত দণ্ড, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন
ভোগ করিতে যাইবে।

যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

২৬ এই সকল কথা শেষ করিলে পর যীশু
আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা
২ জান, দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব্ব আসিতেছে,
আর মনুষ্যপুত্র ক্রুশারোপিত হইবার জন্য সম-
৩ র্পিত হইতেছেন। তৎকালে প্রধান যাজকেরা
ও লোকদের প্রাচীনবর্গ কায়াফা নামক মহাযাজ-
৪ কের প্রাঙ্গণে একত্র হইল; আর এই মন্ত্রণা
করিল, যেন ছলে যীশুকে ধরিয়া বধ করিতে
৫ পারে। কিন্তু তাহারা কহিল, পর্ব্বের সময়ে নয়,
পাছে লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে।
৬ যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমোনের গৃহে
৭ ছিলেন, তখন একটী স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের
পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার নিকটে
আসিলেন, এবং তিনি ভোজনে বসিলে তাঁহার
৮ মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তাহা দেখিয়া
৯ শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এ অপব্যয়
কেন ? ইহা অনেক টাকায় বিক্রয় করিতে ও
১০ তাহা দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত। কিন্তু
যীশু তাহা জানিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, স্ত্রী-
লোকটীকে কেন দুঃখ দিতেছ ? এ ত আমার
১১ প্রতি সৎকর্ম্ম করিল। কেননা তোমাদের সঙ্গে
দরিদ্রেরা সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু আমাকে সর্ব্বদা
১২ পাইবে না। বস্তুতঃ আমার দেহের উপরে এই
সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দেওয়াতে এ আমার সমা-
১৩ ধির উপযোগী কর্ম্ম করিল। আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, জগৎ সমুদয়ের মধ্যে যে কোন
স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই
স্থানে ইহার স্মরণার্থে ইহার এই কর্ম্মের কথাও
কথিত হইবে।
১৪ পরে বারো জনের মধ্যে এক জন, ঈষ্করিয়োতীয়
যিহূদা নামক ব্যক্তি, প্রধান যাজকদিগের নিকটে
১৫ গিয়া কহিল, আমি তাহাকে আপনাদের হস্তে
সমর্পণ করিলে আপনারা আমাকে কি দিতে
সম্মত আছেন ? তাহারা তাঁহাকে ত্রিশ রৌপ্য-
১৬ মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। আর সেই সময় অবধি
সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ
করিতে লাগিল।
১৭ পরে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিবসে
শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন, আপনকার নিমিত্ত আমরা কোথায় নিস্তার-

Digitized by Google

পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব ? আপনকার ইচ্ছা
১৮ কি ? তিনি কহিলেন, তোমরা নগরে অমুক
ব্যক্তির নিকট গিয়া বল, গুরু কহিতেছেন,
আমার কাল সন্নিকট ; আমি তোমারই গৃহে
আমার শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্ব পালন
১৯ করিব। তাহাতে শিষ্যেরা যীশুর আদেশ অনু-
সারে কর্ম্ম করিলেন ; আর নিস্তারপর্ব্বের ভোজ
প্রস্তুত করিলেন।
২০ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের
২১ সহিত ভোজনে বসিলেন। আর তিনি ভোজন
সময়ে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে
২২ সমর্পণ করিবে। তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত
হইয়া প্রত্যেক জন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,
২৩ প্রভো, সে কি আমি ? তিনি উত্তর করিলেন,
যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হস্ত ডুবাইল,
২৪ সেই আমাকে সমর্পণ করিবে। মনুষ্যপুত্রের
বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তেমনি তিনি
যাইতেছেন ; কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যপুত্র
সমর্পিত হন, সে সন্তাপের পাত্র ; সেই মানুষের
২৫ জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল হইত। তখন,
যে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সেই যিহূদা কহিল,
রব্বি, সে কি আমি ? তিনি তাহাকে কহিলেন,
তুমিই তাহা বলিলে।
২৬ পরে তাঁহাদের ভোজন সময়ে যীশু রুটী লইয়া
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, এবং শিষ্যদিগকে
দিয়া কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা আমার
২৭ শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ
করিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা
২৮ সকলে ইহা হইতে পান কর ; কারণ ইহা আমার
রক্ত, (নূতন) নিয়মের রক্ত, যাহা পাপমোচনের
২৯ নিমিত্ত অনেকের জন্য পাতিত হয়। আর আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, যে দিন আমি আপন
পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে নূতন পান
করিব, এখন অবধি সেই দিন পর্য্যন্ত এই দ্রাক্ষা-
ফলের রস আর কখনও পান করিব না।
৩০ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে
৩১ গমন করিলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন
পাইবে ; কেননা লেখা আছে, "আমি পাল-
রক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে পালের মেষগণ
৩২ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।" কিন্তু উত্থাপিত
হইলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে
৩৩ যাইব। পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
যদ্যপি সকলে আপনাতে বিঘ্ন পায়, তথাপি
৩৪ আমি পাইব না। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি
তোমাকে সত্য কহিতেছি, এই রাত্রিতে কুক্কুটা-
ডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার
৩৫ করিবে। পিতর তাঁহাকে কহিলেন, যদি
আপনকার সহিত মরিতেও হয়, তথাপি কোন
মতে আপনাকে অস্বীকার করিব না। সেইরূপ
সকল শিষ্যই কহিলেন।
৩৬ পরে যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানী নামক
এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, আমি যাবৎ ঐ স্থানে গিয়া প্রার্থনা
৩৭ করি, তাবৎ তোমরা এখানে বসিয়া থাক। পরে
তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে
লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও উৎকণ্ঠিত হইতে
৩৮ লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে,
তোমরা এই স্থানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া
৩৯ থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড়
হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন,
আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পান-
পাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক ; তথাপি
আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত
৪০ হউক। অনন্তর তিনি শিষ্যদের নিকটে আসি-
লেন, এবং তাঁহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতরকে
কহিলেন, এ কি ? তোমরা কি এক ঘণ্টাও আমার
৪১ সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে পারিলে না ? জাগিয়া
থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়;
৪২ আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। পুনর্ব্বার
তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন,
হে আমার পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি
ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা
৪৩ সিদ্ধ হউক। পরে তিনি আসিয়া তাঁহাদিগকে
পুনর্ব্বার নিদ্রাগত দেখিলেন, কেননা তাঁহাদের
৪৪ চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল। পরে তিনি তাঁহা-
দিগকে ছাড়িয়া পুনরায় গিয়া তৃতীয় বার পুনঃ
৪৫ সেই কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি
শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন শেষ
নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর ; দেখ, সময় উপস্থিত,
৪৬ মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ,
আমরা যাই ; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে
সমর্পণ করিবে, সে নিকটবর্ত্তী।
৪৭ তিনি যখন কথা কহিতেছেন, দেখ, যিহূদা,
সেই দ্বাদশ জনের এক জন, উপস্থিত হইল, এবং
তাহার সঙ্গে খড়্গ ও যষ্টি লইয়া বিস্তর লোক
প্রধান যাজকদের ও লোকদের প্রাচীনবর্গের
৪৮ নিকট হইতে আসিল। যে তাঁহাকে সমর্পণ
করিবে, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল,
আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি,
৪৯ তোমরা তাহাকেই ধরিবে। সে তৎক্ষণাৎ যীশুর
নিকট গিয়া বলিল, রব্বি, নমস্কার, আর তাঁহাকে
৫০ চুম্বন করিল। যীশু তাহাকে কহিলেন, মিত্র,
যাহা করিতে আসিয়াছ, [কর]। তখন তাহারা

Digitized by Google

নিকটে আসিয়া যীশুর উপরে হস্তার্পণ করিয়া
৫১ তাঁহাকে ধরিল। আর দেখ, যীশুর সঙ্গীদের
মধ্যে এক ব্যক্তি হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক খড়্গ নিষ্কোষ
করিলেন, এবং মহাযাজকের দাসকে আঘাত
৫২ করিয়া তাহার কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। তখন
যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার খড়্গ পুনরায়
স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ
৫৩ করে, তাহারা খড়্গ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। আর
তুমি কি মনে কর, আমি আপন পিতার কাছে
নিবেদন করিলে তিনি এখনই আমাকে দ্বাদশ
বাহিনী অপেক্ষা অধিক দূত পাঠাইয়া দিবেন
৫৪ না? কিন্তু তাহা করিলে কেমন করিয়া শাস্ত্রীয়
এই উক্তি সকল সিদ্ধ হইবে যে, এরূপ হওয়া
৫৫ আবশ্যক। সেই সময়ে যীশু লোকসমূহকে কহি-
লেন, যেমন দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা
খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে ধরিতে আসিলে?
আমি ত উপদেশ দিতে প্রতিদিন ধর্ম্মধামে
৫৬ বসিতাম, তখন আমাকে ধরিলে না। কিন্তু ভাব-
বাদিগণের লিখিত বচন যেন সফল হয়,
তজ্জন্যই এ সকল হইল। তখন শিষ্যেরা সকলে
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।
৫৭ আর যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা
তাঁহাকে কায়াফা নামক মহাযাজকের নিকট
লইয়া গেল: সেই স্থানে অধ্যাপকেরা ও প্রাচীন-
৫৮ বর্গ একত্র হইয়াছিল। আর পিতর দূরে থাকিয়া
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযাজকের বাটী পর্য্যন্ত
গমন করিলেন, এবং শেষে কি হয়, তাহা দেখিবার
জন্য ভিতরে গিয়া পদাতিকগণের সঙ্গে বসিলেন।
৫৯ তখন প্রধান যাজকগণ এবং সমস্ত মহাসভা
যীশুকে বধ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা-
৬০ সাক্ষ্য পাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অনেক মিথ্যা-
৬১ সাক্ষী আসিলেও তাহা পাইল না। অবশেষে
দুই জন আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল,
আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিতে, এবং তিন দিনের
৬২ মধ্যে পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে পারি। তখন মহা-
যাজক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি
কি কিছুই উত্তর দিবে না? তোমার বিপরীতে
ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? কিন্তু যীশু নীরব
৬৩ রহিলেন। তাহাতে মহাযাজক কহিলেন, আমি
তোমাকে জীবৎ ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, তুমি
আমাদিগকে বল, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র সেই
৬৪ খ্রীষ্ট? যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই তাহা
বলিলে; পরন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের
দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের
৬৫ মেঘরথে আসিতে দেখিবে। তখন মহাযাজক
আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বরনিন্দা
করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন?
দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বরনিন্দা শুনিলে; তোমা-
৬৬ দের কি বিবেচনা হয়? তাহারা উত্তর করিয়া
৬৭ কহিল, এ প্রাণদণ্ডের যোগ্য। তখন তাহারা
তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুসি মারিল;
৬৮ আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়া কহিল,
রে খ্রীষ্ট, ভাবোক্তি দ্বারা আমাদিগকে বল্, কে
তোকে মারিল?
৬৯ ইতিমধ্যে পিতর বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়া-
ছিলেন; আর এক দাসী তাঁহার নিকট আসিয়া
কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে
৭০ ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার
করিয়া কহিলেন, তোমার কথা আমি বুঝিতে
৭১ পারিলাম না। তিনি বহির্দ্বারের নিকটে গেলে
আর এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের
লোকদিগকে কহিল, এও সেই নাসরতীয় যীশুর
৭২ সঙ্গে ছিল। তিনি দিব্যসহকারে পুনর্ব্বার অস্বী-
কার করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি
৭৩ না। আর কিঞ্চিৎ কাল পরে, যাহারা দাঁড়াইয়া-
ছিল, তাহারা আসিয়া পিতরকে কহিল, অবশ্য
তুমিও তাহাদের এক জন, কেননা তোমার ভাষা
৭৪ তোমার পরিচয় দিতেছে। তখন তিনি অভি-
শাপপূর্ব্বক দিব্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,
আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না। তখনই কুকুড়া
৭৫ ডাকিয়া উঠিল। তাহাতে ‘কুকুড়াডাকের অগ্রে
তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে,’ এই
যে কথা যীশু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা
পিতরের মনে পড়িল; এবং তিনি বাহিরে গিয়া
অত্যন্ত রোদন করিলেন।

২৭ প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোক-
দের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার
২ নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল। পরে
তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলা-
তের নিকটে সমর্পণ করিল।
৩ তখন যিহূদা, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল
সে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া, অনুতাপ
করিয়া প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে
সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা ফিরাইয়া লইয়া গিয়া
৪ কহিল, নির্দ্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া আমি পাপ
করিয়াছি। তাহারা বলিল, তাহাতে আমাদের
৫ কি? তুমি তাহা বুঝ। তখন সে ঐ মুদ্রা সকল
মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল,
৬ গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। পরে প্রধান
যাজকেরা সেই সকল মুদ্রা লইয়া কহিল, ইহা
ভাণ্ডারে রাখা বিহিত নয়, কারণ ইহা রক্তের
৭ মূল্য। পরে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশীদের
কবর দিবার জন্য ঐ টাকা দিয়া কুম্ভকারের ক্ষেত্র
৮ ক্রয় করিল। এই জন্য অদ্যাপি সেই ক্ষেত্রকে
৯ রক্তক্ষেত্র বলে। তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা

Digitized by Google

কথিত এই বাক্য সফল হইল, "যাঁহার মূল্য
স্থির করা গিয়াছিল, ইস্রায়েল-সন্তানদের কতক
১০ লোক যাঁহার মূল্য স্থির করিয়াছিল, তাঁহার
মূল্য সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইয়া তাহারা কুম্ভ-
কারের ক্ষেত্রের জন্য দিল, যেমন প্রভু আমার
প্রতি নিরূপণ করিয়াছিলেন।"
১১ ইতিমধ্যে যীশু দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান
হইলেন। দেশাধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
তুমি কি যিহূদীদের রাজা? যীশু তাঁহাকে কহি-
১২ লেন, তুমিই তাহা বলিলে। আর প্রধান যাজ-
কেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ
১৩ করিলে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। তখন
পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি শুনিতেছ
না, উহারা তোমার বিপক্ষে কত সাক্ষ্য দিতেছে?
১৪ তথাপি তিনি তাঁহাকে এক কথারও উত্তর দিলেন
না; ইহাতে দেশাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিলেন।
১৫ আর দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল যে, সেই
পর্ব্বে তিনি জনসমূহের অনুরোধে তাহাদের
১৬ বাঞ্ছিত এক জন বন্দিকে মুক্ত করিতেন। সেই
সময়ে তাহাদের বারাব্বা নামে এক জন প্রসিদ্ধ
১৭ বন্দি ছিল। অতএব তাহারা একত্র হইলে পীলাত
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি,
আমি কাহাকে মুক্ত করিব? বারাব্বাকে, না
১৮ খ্রীষ্ট নামে আখ্যাত যীশুকে? কেননা তাহারা
যে হিংসা বশতঃ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল,
তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন।
১৯ আর তিনি বিচারাসনে বসিয়া আছেন, এমন
সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,
সেই ধার্ম্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করিও না;
যেহেতুক আমি অদ্য স্বপ্নে তাঁহার জন্য অনেক
২০ দুঃখ পাইয়াছি। আর প্রধান যাজকেরা ও
প্রাচীনবর্গ বারাব্বাকে চাহিয়া লইতে ও যীশুকে
বিনষ্ট করিতে সমাগত লোকদিগকে প্রবৃত্তি
২১ দিল। পরে দেশাধ্যক্ষ তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দুই জনের মধ্যে
কাহাকে মুক্ত করিব? তাহারা কহিল, বারা-
২২ ব্বাকে। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তবে
খ্রীষ্ট নামে আখ্যাত যীশুকে কি করিব? তাহারা
সকলেই কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক।
২৩ তিনি কহিলেন, কেন? সে কি অপরাধ করি-
য়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া বলিল,
২৪ উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। পীলাত যখন দেখি-
লেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল, বরং আরও গোল-
যোগ হইতেছে, তখন জল লইয়া লোকদের
সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্ম্মিকের
রক্তপাতে আমি নির্দ্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝ।
২৫ তাহাতে সমস্ত লোক উত্তর করিল, উহার রক্ত

আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপ
২৬ বর্ত্তুক। তখন তিনি তাহাদের অনুরোধে বা
ব্বাকে মুক্ত করিলেন, এবং যীশুকে কোড়া মারি
ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন।
২৭ পরে দেশাধ্যক্ষের সৈনিকেরা যীশুকে রা
বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে সমু
২৮ সৈন্যদল একত্র করিল। আর তাহারা তাঁ
বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখান লোহি
২৯ রাজবস্ত্র পরিধান করাইল। আর কণ্টকের মু
গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, ও তাঁহার দ
হস্তে এক গাছ নল দিল; পরে তাঁহার সম্
জানু পাতিয়া, 'যিহূদি-রাজ, নমস্কার!'
৩০ বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।
তাহারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও সেই
৩১ লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল।
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর রাজবস্ত্র
খুলিয়া তাহারা পুনশ্চ তাঁহার নিজের বস্ত্র প
ইয়া তাঁহাকে ক্রুশে দিতে লইয়া চলিল।
৩২ আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন না
এক জন কুরীণীয় লোকের দেখা পাইল;
৩৩ কেই তাঁহার ক্রুশ বহনার্থে বেগার ধরিল।
গল্‌গথা অর্থাৎ মাথার খুলির স্থল নামক
৩৪ উপস্থিত হইয়া তাহারা পানার্থে তাঁহাকে পি
মিশ্রিত দ্রাক্ষারস দিল; কিন্তু তিনি তাহা আ
দন করিয়া পান করিতে অস্বীকার করিলেন
৩৫ পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাঁহার বস্ত্র
৩৬ সকল গুলিবাঁট দ্বারা অংশ করিয়া লইল;
সে স্থানে বসিয়া তাঁহার প্রহরি-কার্য্য করি
৩৭ আর তাহারা তাঁহার মস্তকের উপরে তাঁ
বিরুদ্ধে এই দোষের কথা লিখিয়া লাগা
৩৮ দিল, 'এ যীশু যিহূদীদের রাজা'। তখন দুই
দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল, এক
দক্ষিণ পার্শ্বে, এক জন বাম পার্শ্বে।
৩৯ তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া
যাত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে না
৪০ তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, ওহে মন্দির
কারি, ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণক
আপনাকে রক্ষা কর; তুমি যদি ঈশ্বরের পু
৪১ হও, তবে ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস।
সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকদের
৪২ প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহি
ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত,
নাকে রক্ষা করিতে পারে না। ও ত ইস্রায়েল
রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস
তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্
৪৩ করিব; ও ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখে; ঈশ্বর য
উহাকে ভাল বাসেন, তবে এখন উহাকে নিস্তা
করুন; কেননা ও বলিয়াছে, আমি ঈশ্বরের পু

Digitized by Google

৪৪ আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ
হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তির-
স্কার করিল।
৪৫ পরে বেলা ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে নবম ঘটিকা
পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃত হইয়া রহিল।
৪৬ আর নবম ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিয়া কহিলেন, এলী এলী লামা শবক্তানী,
অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কি জন্য
৪৭ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" তাহাতে সে
স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ কেহ
সেই কথা শুনিয়া কহিল, ও এলিয়কে ডাকি-
৪৮ তেছে। আর তাহাদের এক জন তখনই দৌড়িয়া
গেল, একখান স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে সিরকা
ভরিল, এবং নলে লাগাইয়া পানার্থে তাঁহাকে
৪৯ দিল। অন্যেরা কহিল, থাক্, দেখি, এলিয়
উহাকে রক্ষা করিতে আইসেন কি না।
৫০ পরে যীশু পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণ-
৫১ ত্যাগ করিলেন। আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী
উপরিভাগ অবধি নীচে পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান
হইল; ভূমিকম্প হইল; ও শৈল বিদীর্ণ হইল;
৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল; আর অনেক
নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল;
৫৩ এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর
হইতে বহির্গত হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ
৫৪ করিয়া অনেক লোককে দেখা দিলেন। সেই
ভূমিকম্পাদি ঘটনা দেখিয়া যীশুর প্রহরি-কার্য্যে
নিযুক্ত শতপতি ও তাঁহার সঙ্গীরা বড় ভীত হইয়া
কহিলেন, সত্য, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।
৫৫ আর অনেক স্ত্রীলোক দূর হইতে নিরীক্ষণ
করিতেছিলেন; তাঁহারা যীশুর পরিচর্য্যা করিতে
করিতে গালীল হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৫৬ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মগ্দলীনী
মরিয়ম, যাকোবের ও যোষির মাতা মরিয়ম,
এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিলেন।
৫৭ পরে সন্ধ্যা হইলে অরিমাথিয়ার যোষেফ
নামে এক জন ধনবান্ লোক আসিলেন, তিনি
৫৮ নিজেও যীশুর শিষ্য ছিলেন। তিনি পীলাতের
নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন। তখন
৫৯ পীলাত তাহা দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে
যোষেফ দেহটী লইয়া পরিষ্কার চাদরে জড়াই-
৬০ লেন, এবং আপনার নূতন কবরে রাখিলেন—
তিনি তাহা শৈলে খুদিয়াছিলেন—আর কবর-
দ্বারে একখান বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া প্রস্থান
৬১ করিলেন। আর মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরি-
য়ম সেই স্থানে উপস্থিতা এবং কবরের সম্মুখে
উপবিষ্টা ছিলেন।
৬২ পরদিনে, অর্থাৎ আয়োজনদিনের পরদিবসে,
প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলাতের নিকটে
৬৩ একত্র হইয়া কহিল, প্রভো, আমাদের মনে পড়ি-
তেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়া-
ছিল, তিন দিনের পরে আমি পুনরায় উঠিব।
৬৪ অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবর রক্ষা
করিতে আজ্ঞা করুন; পাছে তাহার শিষ্যেরা
আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, আর
লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে
উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা
৬৫ শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে। পীলাত তাহা-
দিগকে বলিলেন, তোমাদের নিকটে প্রহরিবর্গ
আছে; তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা কর।
৬৬ তাহাতে তাহারা গিয়া প্রহরিবর্গ সহকারে সেই
প্রস্তরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া কবর সুরক্ষিত করিল।

কবর হইতে যীশুর উত্থান ও শিষ্যদের
প্রতি শেষ আজ্ঞা।

২৮ বিশ্রামদিন অবসান হইলে, সপ্তাহের
প্রথম দিনের উষারম্ভে, মগ্দলীনী মরিয়ম
২ ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে গেলেন। আর
দেখ, মহাভূমিকম্প হইল; কেননা প্রভুর এক
দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া তথায় আসিয়া সেই
প্রস্তরখান সরাইয়া তাহার উপরে বসিলেন।
৩ তাঁহার আভা বিদ্যুতের সদৃশ, এবং তাঁহার বস্ত্র
৪ হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তাঁহার ভয়ে প্রহরিবর্গ
কাঁপিতে লাগিল, ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল।
৫ সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টীকে কহিলেন, তোমরা
ভয় করিও না, কেননা আমি জানি, তোমরা ক্রুশে
৬ হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। তিনি এ স্থানে
নাই; কেননা তিনি যেমন বলিয়াছিলেন,
তেমনি উঠিয়াছেন; আইস, প্রভু যে স্থানে
৭ শয়ান ছিলেন, তাহা দর্শন কর। আর শীঘ্র
গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে বল, তিনি মৃতদের
মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, এবং দেখ, তোমাদের
অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেই স্থানে তাঁহাকে
দেখিতে পাইবে; দেখ, আমি তোমাদিগকে
৮ বলিলাম। তখন তাঁহারা সভয়ে ও মহানন্দে
শীঘ্র কবর হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্য-
দিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন।
৯ আর দেখ, যীশু তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া
কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক; তখন তাঁহারা
নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করি-
১০ লেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয়
করিও না; তোমরা গিয়া আমার ভ্রাতাদিগকে
সংবাদ দেও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সে
স্থানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে।
১১ তাঁহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, প্রহরি-
বর্গের কেহ কেহ নগরে গিয়া, যাহা যাহা ঘটিয়া-

Digitized by Google

ছিল, তাহার সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে
১২ জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত
একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক
১৩ টাকা দিল, এবং কহিল, তোমরা বলিও, তাহার
শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা
নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া
১৪ লইয়া গিয়াছে। আর যদি এ কথা দেশাধ্যক্ষের
কর্ণগোচর হয়, তবে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া
১৫ তোমাদিগকে শঙ্কাহীন করিব। তখন তাহারা
সেই টাকা লইয়া, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল,
সেইরূপ কার্য্য করিল; তাহাতে যিহূদীদের
মধ্যে সেই জনরব রটিয়া গেল, তাহা অদ্যাপি
রহিয়াছে।

১৬ পরে একাদশ শিষ্য গালীলে যীশুর নিরূপি
১৭ পর্ব্বতে গমন করিলেন। আর তাঁহাকে দেখি
প্রণাম করিলেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করি-
১৮ লেন। তখন যীশু তাঁহাদের নিকটে আসি
তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে
ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।
১৯ অতএব তোমরা গিয়া যাবতীয় জাতিকে শি
কর; পিতার, পুত্রের ও পবিত্র আত্মার না
২০ তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তো
দিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সম
পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আ
দেখ, যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদে
সঙ্গে সঙ্গে আছি।

মার্কলিখিত সুসমাচার।

যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা।

১ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ; তিনি
ঈশ্বরের পুত্র। যিশায়াহ ভাববাদীর গ্রন্থে
যেমন লেখা আছে, "দেখ, আমি আপন দূতকে
তোমার অগ্রে প্রেরণ করিতেছি; সে তোমার
৩ পথ প্রস্তুত করিবে; প্রান্তরে এই বাক্য-প্রচারক
এক জনের রব, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
৪ তাঁহার মার্গ সকল সরল কর;" তদনুসারে
যোহন উপস্থিত হইলেন, এবং প্রান্তরে বাপ্তাইজ
করিতে ও পাপমোচনার্থ মনঃপরিবর্ত্তনের
৫ বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতে
সমস্ত যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেম-নিবাসী
সকলে তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল; আর
তাহারা আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া
তাঁহার দ্বারা যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হইল;
৬ সেই যোহন উষ্ট্রলোমের বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত ও চর্ম্ম-
পটুকায় বদ্ধকটি ছিলেন, এবং পঙ্গপাল ও বন-
৭ মধু ভোজন করিতেন। তিনি প্রচার করিয়া
বলিতেন, আমা অপেক্ষা শক্তিমান এক ব্যক্তি
আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, আমি নত হইয়া
তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবারও যোগ্য নহি।
৮ আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিলাম,
কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তা-
ইজ করিবেন।
৯ সেই সময়ে যীশু গালীলের নাসরৎ হইতে
আসিয়া যোহন কর্ত্তৃক যর্দ্দনে বাপ্তাইজিত হই-
১০ লেন। পরে তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে উঠি
বার সময়ে দেখিলেন, স্বর্গ বিদীর্ণ হইতেছে,
এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে
১১ নামিয়া আসিতেছেন। আর স্বর্গ হইতে এই
বাণী হইল, 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমা-
তেই আমি প্রীত।'
১২ আর তৎক্ষণাৎ আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরে প্রে
১৩ করিলেন। সেই প্রান্তরে তিনি চল্লিশ দি
থাকিয়া শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন; আ
তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে রহিলেন, এবং [স্বর্গ
দূতগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।

যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ।

১৪ অনন্তর যোহন [কারাগারে] সমর্পিত হইলে
পর যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বরের সুসমা
১৫ প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, কাল সম্পূ
হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোম
মন ফিরাও, সুসমাচারে বিশ্বাস কর।
১৬ পরে গালীল-সমুদ্রের তীর দিয়া যাই
যাইতে তিনি দেখিলেন, শিমোন ও তাঁহা
ভ্রাতা আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলিতেছেন, কে
১৭ তাঁহারা মৎস্যধারী ছিলেন। যীশু তাঁহাদিগ
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোম
১৮ দিগকে মনুষ্যধারী করিব। তাহাতে তাঁহা
তৎক্ষণাৎ জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চা
১৯ গামী হইলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গি

Digitized by Google

সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা
যোহনকে দেখিলেন; তাঁহারাও নৌকাতে
২০ ছিলেন, জাল সারিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ
তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, তাহাতে তাঁহারা আপনা-
দের পিতা সিবদিয়কে বেতনজীবীদের সঙ্গে
নৌকায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী
হইলেন।
২১ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন,
আর তিনি বিশ্রামবারে অমনি সমাজগৃহে গিয়া
২২ উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে লোকে
তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল, কারণ তিনি
অধ্যাপকদের ন্যায় নয়, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির
২৩ ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। তখন
তাহাদের সেই সমাজগৃহে অশুচি আত্মাবিষ্ট
২৪ এক ব্যক্তি ছিল; সে চীৎকার করিয়া কহিল,
হে নাসরতীয় যীশু, আপনকার সহিত আমাদের
সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদিগকে নষ্ট
করিতে আসিলেন? আপনি কে, আমি জানি;
২৫ আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। তখন
যীশু তাহাকে ধমক্ দিয়া কহিলেন, নীরব হও,
২৬ এবং উহা হইতে বাহির হও। তাহাতে সেই
অশুচি আত্মা তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃ-
২৭ স্বরে চীৎকার করিয়া বহির্গত হইল। ইহাতে
সকলের চমৎকার বোধ হইল, আর তাহারা
পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিল, আঃ! এ কি? এ
কেমন নূতন উপদেশ! উনি ক্ষমতা সহকারে
অশুচি আত্মাদিগকেও আজ্ঞা দেন, এবং তাহারা
২৮ উঁহার আজ্ঞা মানে। তাহাতে তাঁহার বার্ত্তা
শীঘ্রই সমুদয় গালীল প্রদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
২৯ সমাজগৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র তাঁহারা
যাকোব ও যোহনের সহিত শিমোন ও আন্দ্রি-
৩০ য়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তখন শিমোনের
শাশুড়ী জ্বরে শয্যাগতা ছিলেন; তাই তাঁহারা
৩১ শীঘ্র তাঁহার কথা তাঁহাকে জানাইলেন; তাহাতে
তিনি নিকটে গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে
উঠাইলেন। তখন তাঁহার জ্বরত্যাগ হইল, আর
তিনি তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।
৩২ পরে সন্ধ্যাকালে, সূর্য্য অস্ত গেলে লোকেরা
পীড়িত ও ভূতগ্রস্ত সকলকে তাঁহার নিকটে
৩৩ আনিল। আর নগরের সকল লোক দ্বারে একত্র
৩৪ হইল। তাহাতে তিনি নানা প্রকার রোগে
পীড়িত অনেক লোককে সুস্থ করিলেন, এবং
অনেক ভূত ছাড়াইলেন, আর তিনি ভূতদিগকে
কথা কহিতে দিলেন না, যেহেতুক তাহারা
৩৫ তাঁহাকে চিনিত। পরে অতি প্রত্যূষে, রাত্রি
পোহাইবার অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, তিনি উঠিয়া
বাহিরে গেলেন, এবং নির্জ্জন স্থানে গিয়া তথায়
৩৬ প্রার্থনা করিলেন। পরে শিমোন ও তাঁহার
৩৭ সঙ্গীরা তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন। তাঁহারা তাঁহাকে
পাইয়া কহিলেন, সমস্ত লোক আপনকার অন্বে-
৩৮ ষণ করিতেছে। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
চল, আমরা অন্য অন্য স্থানে, নিকটবর্ত্তী সকল
গ্রামে যাই, আমি সে সকল স্থানেও প্রচার করিব,
৩৯ কেননা তন্নিমিত্তই বাহির হইয়াছি। পরে তিনি
সমস্ত গালীল দেশে তাহাদের সমাজগৃহে গিয়া
প্রচার করিতে ও ভূত ছাড়াইতে লাগিলেন।
৪০ একদা এক জন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে
বিনতি করিয়া ও হাঁটু পাতিয়া কহিল, যদি
আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করিতে
৪১ পারেন। তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া হস্ত বিস্তার-
পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিলেন ও কহিলেন,
৪২ আমার ইচ্ছা, শুচীকৃত হও। তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগ
৪৩ তাহাকে ছাড়িয়া গেল, সে শুচীকৃত হইল। তখন
তিনি তাহাকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া বিদায় করিলেন,
বলিলেন, সাবধান, কাহাকেও কিছু বলিও না;
৪৪ কিন্তু যাও, যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে
দেখাও, এবং তাহাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার
নিমিত্ত তোমার শুচীকরণ জন্য মোশির নিরূপিত
৪৫ উপহার উৎসর্গ কর। কিন্তু সে বাহিরে গিয়া
সেই কথা এমন অধিক প্রচার করিতে ও চারি-
দিকে বলিতে লাগিল যে, যীশু পুনর্ব্বার প্রকাশ্য-
রূপে কোন নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না,
কিন্তু বাহিরে নির্জ্জন স্থানে থাকিলেন; আর
লোকেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার নিকটে আসিতে
লাগিল।

যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম ও উপদেশ।

২ কয়েক দিবস পরে তিনি পুনর্ব্বার কফর-
নাহূমে প্রবেশ করিলে জনরব হইল যে,
২ তিনি ঘরে আছেন। আর এত লোক তাঁহার
নিকটে একত্র হইল যে, দ্বারের নিকটেও আর
স্থান হইল না। আর তিনি তাহাদের কাছে বাক্য
প্রচার করিতে লাগিলেন।
৩ তখন লোকেরা চারি জন লোক দিয়া এক জন
পক্ষাঘাতীকে বহন করাইয়া তাঁহার কাছে
৪ আনিতে ছিল। কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাঁহার নিকটে
আসিতে না পারাতে, যে স্থানে তিনি ছিলেন,
তাহার উপরে ছাদ খুলিয়া ফেলিল, আর ছিদ্র
করিয়া, যে খাটে পক্ষাঘাতী শুইয়াছিল, তাহা
৫ নামাইয়া দিল। তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু
সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, তোমার পাপ
৬ সকল ক্ষমা হইল। কিন্তু সে স্থানে কয়েক জন
অধ্যাপক উপবিষ্ট ছিল; তাহারা মনে মনে
৭ এইরূপ তর্ক করিতে লাগিল। এ ব্যক্তি এমন

Digitized by Google

কথা কেন বলিতেছে ? এ যে ঈশ্বরনিন্দা করি-
তেছে ; সেই এক জন, অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরেকে
৮ আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে ? তাহারা মনে
মনে এইরূপ তর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ
আপন আত্মাতে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করিতেছ ?
৯ পক্ষাঘাতীকে কোন্ কথা বলা সহজ, 'তোমার
পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না, 'উঠ, তোমার শয্যা
১০ তুলিয়া বেড়াও' বলা ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ
ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা
যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—তিনি
১১ সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন—তোমাকে বলি-
তেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া গৃহে
১২ গমন কর। তাহাতে সে উঠিল, ও তৎক্ষণাৎ খাট
তুলিয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া
গেল ; তখন সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল, আর এই
বলিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিল যে, এমন ত কথ-
নও দেখি নাই।

১৩ পরে তিনি পুনর্ব্বার বাহির হইয়া সমুদ্রতীরে
গমন করিলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে
আসিল, আর তিনি তাহাদিগকে উপদেশ
১৪ দিলেন। পরে তিনি যাইতে যাইতে আল্‌ফেয়ের
পুত্র লেবিকে করগ্রহণ স্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস ;
তাহাতে তিনি উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করি-
১৫ লেন। পরে তিনি তাঁহার গৃহমধ্যে ভোজন করিতে
বসিলেন, আর অনেক করগ্রাহী ও পাপী যীশুর ও
তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বসিল ; যেহেতুক
অনেকে উপস্থিত ছিল, তাহারা তাঁহার পশ্চাদ্-
১৬ গমন করিতেছিল। কিন্তু তিনি পাপী ও কর-
গ্রাহীদের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন, দেখিয়া
ফরীশীদের অধ্যাপকেরা তাঁহার শিষ্যদিগকে
কহিল, উনি করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন
১৭ পান করেন। যীশু তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন
নাই, পীড়িত লোকদেরই প্রয়োজন আছে ;
আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই
আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

১৮ তৎকালে যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীরা উপ-
বাস করিতেছিল। আর তাহারা যীশুর নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে কহিল, যোহনের শিষ্যেরা ও
ফরীশীদের শিষ্যেরা উপবাস করে, কিন্তু আপন-
কার শিষ্যেরা উপবাস করে না, ইহার কারণ
১৯ কি ? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বর সঙ্গে
থাকিতে কি বাসরঘরের লোকে উপবাস করিতে
পারে ? তাহাদের সঙ্গে বর যাবৎ থাকে, তাবৎ
২০ তাহারা উপবাস করিতে পারে না। কিন্তু এমন
সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট হইতে
বর নীত হইবেন ; সেই দিন তাহারা উপবা
২১ করিবে। পুরাতন বস্ত্রে কেহ কোরা কাপড়
তালী দেয় না ; দিলে সেই নূতন তালীতে
পুরাতন বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও ম
২২ ছিদ্র হয়। আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূত
দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখিলে দ্রাক্ষারসে কু
ফাটিয়া যায় ; তাহাতে দ্রাক্ষারস নষ্ট হয়, কু
গুলিও নষ্ট হয় ; কিন্তু নূতন দ্রাক্ষারস নূত
কুপাতে রাখে।

২৩ আর তিনি বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া গ
করিতেছিলেন ; এবং তাঁহার শিষ্যেরা চলি
২৪ চলিতে শীষ ছিঁড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ফ
শীরা তাঁহাকে কহিল, দেখ, যে কর্ম বিহিত ন
তাহা উহারা বিশ্রামবারে কেন করিতেছে
২৫ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহা
সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তি
যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখ
২৬ পাঠ কর নাই ? তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজক
সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শনী
রুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভো
করা বিহিত নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলে
এবং আপনার সঙ্গীদিগকেও দিয়াছিলে
২৭ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রাম
মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারে
২৮ নিমিত্ত হয় নাই, সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রা-
বারেরও কর্ত্তা।

৩ আর তিনি পুনর্ব্বার সমাজগৃহে প্রবেশ করি-
লেন ; সেখানে একটী লোক উপস্থিত ছি
তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছি
২ তখন লোকেরা, তিনি বিশ্রামবারে তাহা
সুস্থ করেন কি না, দেখিবার জন্য তাঁহার প্রতি
দৃষ্টি রাখিল ; যেন তাঁহার নামে অভিযো
৩ করিতে পারে। তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত লো
৪ টীকে কহিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াও। পরে তা
দিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে কি করা বিহি
ভাল কর্ম্ম না মন্দ কর্ম্ম ? প্রাণরক্ষা না বধ
৫ কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া রহিল। তখন তি
তাহাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্যে দুঃখিত হই
সক্রোধে চারিদিকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি
করিয়া সেই লোকটীকে কহিলেন, তোমার হ
বিস্তার কর ; সে তাহা বিস্তার করিল, আ
তাহার হস্ত আগে যেমন ছিল, তেমনি হইল।
৬ পরে ফরীশীরা বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ হেরো-
দীয়দের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করি
যেন তাঁহাকে বিনাশ করে।
৭ পরে যীশু আপন শিষ্যদের সহিত সমুদ্র
নিকটে প্রস্থান করিলেন ; তাহাতে গালীল হই
৮ অনেক লোক তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। আ

Digitized by Google

যিহুদিয়া, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দ্দনের পারস্থ
দেশ এবং সোর ও সীদোনের চারিদিক্ হইতে
অনেক লোক তাঁহার সকল কর্ম্মের সংবাদ শুনিয়া
৯ তাঁহার নিকটে আসিল। তখন তিনি আপন
শিষ্যদিগকে বলিলেন, যেন ভিড় প্রযুক্ত এক-
খানি নৌকা তাঁহার জন্য প্রস্তুত থাকে, পাছে
লোকে তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়ে।
১০ কেননা অনেক লোককে সুস্থ করাতে ব্যাধিগ্রস্ত
সকলে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় তাঁহার
১১ গায়ের উপরে পড়িতেছিল। আর অশুচি
আত্মারা তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার সম্মুখে
পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিত, আপনি ঈশ্বরের পুত্র;
১২ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া
দিতেন, যেন তাহারা তাঁহার পরিচয় না দেয়।
১৩ পরে তিনি পর্ব্বতে উঠিয়া, আপনি যাঁহাকে
যাঁহাকে ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাকে তাঁহাকে
নিকটে ডাকিলেন; তাহাতে তাঁহারা তাঁহার
১৪ কাছে আসিলেন। আর তিনি দ্বাদশ জনকে
নিযুক্ত করিলেন, যেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে
সঙ্গে থাকেন, যেন তিনি তাঁহাদিগকে প্রচার
১৫ করিবার জন্য প্রেরণ করেন, এবং যেন তাঁহারা
১৬ ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আর তিনি
১৭ শিমোনকে পিতর এই উপনাম দিলেন, এবং
সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও সেই যাকোবের ভ্রাতা
যোহন, এই দুই জনকে বনেরগশ অর্থাৎ মেঘ-
১৮ ধ্বনির পুত্র, এই উপনাম দিলেন। আর আন্দ্রিয়,
ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আল্‌ফেয়ের
১৯ পুত্র যাকোব, থদ্দেয় ও কানানী শিমোন, এবং
যে তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করে, সেই
ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।
২০ পরে তিনি গৃহে আসিলেন, আর পুনর্ব্বার
এত লোকের সমাগম হইল যে, তাঁহারা আহার
২১ করিতেও পারিলেন না। ইহা শুনিয়া তাঁহার
আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে বাহির
হইল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হই-
২২ য়াছে। আর যিরূশালেম হইতে আগত অধ্যা-
পকেরা কহিল, বেল্‌সবূব তাহাকে আশ্রয় করি-
য়াছে, সেই ভূতপতির দ্বারাই সে ভূত ছাড়ায়।
২৩ তখন তিনি তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া দৃষ্টান্ত
দিয়া কহিলেন, শয়তান কি প্রকারে শয়তানকে
২৪ ছাড়াইতে পারে? কোন রাজ্য যদি আপনার
বিপক্ষে বিভক্ত হয়, তবে সেই রাজ্য স্থির
২৫ থাকিতে পারে না। আর কোন পরিবার যদি
আপনার বিপক্ষে বিভক্ত হয়, তবে সেই পরি-
২৬ বার স্থির থাকিতে পারে না। আর শয়তান
যদি আপনার বিপক্ষে উঠে, ও বিভক্ত হয়,
তবে সেও স্থির থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহার
২৭ শেষ হয়। আর অগ্রে সেই বলবান ব্যক্তিকে
না বাঁধিলে কেহ তাহার ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া
দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে না; কিন্তু বাঁধিলে
২৮ পর সে তাহার ঘর লুট করিবে। আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, মনুষ্য-সন্তানেরা যে সমস্ত
পাপকার্য্য ও ঈশ্বরনিন্দা করে, সেই সকলের ক্ষমা
২৯ হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা
করে, অনন্ত কালেও তাহার ক্ষমা নাই, সে বরং
৩০ অনন্ত পাপের দায়ী। উহাকে অশুচি আত্মা
আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত
[তিনি এরূপ কহিলেন]।
৩১ ইতিমধ্যে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আসিলেন;
এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাই-
৩২ লেন। তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে লোক বসিয়া-
ছিল; তাহারা তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপন-
কার মাতা ও ভ্রাতৃগণ বাহিরে আপনকার অন্বে-
৩৩ ষণ করিতেছেন। তিনি উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, আমার মাতা কে? আমার
৩৪ ভ্রাতৃগণই বা কে? পরে তিনি আপনার চারি-
দিকে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
কহিলেন, এই দেখ, আমার মাতা ও আমার
৩৫ ভ্রাতৃগণ! কেননা যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন
করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

যীশুর তিনটী দৃষ্টান্ত।

৪ পরে তিনি পুনর্ব্বার সমুদ্রের তীরে উপদেশ
দিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে
বিস্তর লোক সমাগত হওয়াতে তিনি একখানি
নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে বসিলেন, এবং সমাগত
২ লোক সকল সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল। তখন
তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক উপদেশ
দিতে লাগিলেন; আর উপদেশের মধ্যে তিনি
৩ তাহাদিগকে বলিলেন, শুন; দেখ, এক জন
৪ বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল; বপনের
সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে
৫ পক্ষিগণ আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর
কতক বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণময় স্থানে
পড়িল; তাহাতে অল্প মৃত্তিকা প্রযুক্ত তাহা
৬ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সূর্য্যোদয়
হইলে দগ্ধ হইল, এবং তাহার মূল না থাকায়
৭ শুষ্ক হইয়া গেল। আর কতক বীজ কণ্টকের
মধ্যে পড়িল, তাহাতে কণ্টক সকল বাড়িয়া
তাহা চাপিয়া রাখিল, তাহার ফল ধরিল না।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা
অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়া ফল দিল; কতক
ত্রিশ গুণ কতক ষষ্টি গুণ, ও কতক শত গুণ ফল
৯ উৎপন্ন করিল। পরে তিনি কহিলেন, যাহার
শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।

Digitized by Google

১০ পরে যখন তিনি নির্জ্জনে ছিলেন, তাঁহার
সঙ্গীরা সেই বারজন জনের সহিত তাঁহাকে দৃষ্টান্ত
১১ কয়টীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়
তত্ত্ব তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ
বহিঃস্থ লোকদের নিকটে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা
১২ বলা হয়; যেন তাহারা দেখিয়া দেখে, কিন্তু
টের না পায়; এবং শুনিয়া শুনে, কিন্তু না বুঝে,
পাছে তাহারা মন ফিরায়, ও তাহাদিগকে ক্ষমা
১৩ করা যায়। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
সেই দৃষ্টান্ত কি বুঝ না? তবে কেমন করিয়া
১৪ সকল দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারিবে? সেই বীজবাপক
১৫ বাক্য-বীজ বপন করে। পথের পার্শ্বস্থেরা এমন
লোক, যাহাদের নিকটে বাক্য-বীজ বপন করা
যায়; পরে তাহারা শুনিবামাত্র শয়তান আসিয়া
তাহাদের অন্তরে যাহা বপন করা হইয়াছিল,
১৬ সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া যায়। আর তদ্রূপ
যাহারা পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন
লোক, যাহারা বাক্যটী শুনিবামাত্র আহ্লাদ-
১৭ পূর্ব্বক গ্রহণ করে; আর তাহাদের অন্তরে মূল
নাই, কিন্তু তাহারা অল্প কালমাত্র স্থির থাকে,
পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে
১৮ অমনি বিঘ্ন পায়। আর অন্য যাহারা কন্টকের
মধ্যে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা বাক্যটী
১৯ শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মোহ ও
অন্যান্য বিষয়ঘটিত অভিলাষ প্রবিষ্ট হইয়া
ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে তাহা ফল-
২০ হীন হয়। আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উপ্ত,
তাহারা এমন লোক, যাহারা বাক্যটী শ্রবণ করিয়া
গ্রাহ্য করে, এবং কেহ ত্রিশ গুণ, কেহ ষষ্টি গুণ ও
কেহ শত গুণ ফল উৎপন্ন করে।

২১ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, কাঠার
নীচে কিম্বা খাটের নীচে রাখিবার নিমিত্ত কেহ
কি প্রদীপ আনে? না দীপাধারের উপরে রাখি-
২২ বার নিমিত্ত আনে? কেননা এমন গুপ্ত কিছুই
নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে না; এমন লুক্কায়িত
২৩ কিছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না। যাহার
২৪ শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক। আর তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা দেখিও, কি শুন;
তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরি-
মাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে;
২৫ এবং তোমাদিগকে অধিক দত্ত হইবে। কারণ
যাহার আছে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে; আর
যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার
নিকট হইতে নীত হইবে।

২৬ তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এই-
রূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বপন করে;
২৭ পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও গাত্রোত্থান করে,
ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পা
২৮ কিরূপে, তাহা সে জানে না। ভূমি আপ
আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে পত্র, তৎপর
২৯ শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কি
ফল পাকিলে সে অমনি কাস্ত্যা লাগায়, কেন
শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।

৩০ আর তিনি কহিলেন, আমরা কিসের সহি
ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করিব? কোন্ দৃষ্টা
৩১ দ্বারাই বা তাহা ব্যক্ত করিব? তাহা একটী সর্ষ
বীজের তুল্য; সেই বীজ ভূমিতে বপনের সম
ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে;
৩২ কিন্তু উপ্ত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সক
শাক হইতে বড় হইয়া উঠে, এবং বড় বড় ডা
ফেলে; তাহাতে আকাশের পক্ষীগণ আসি
তাহার ছায়ার নীচে বাসা করে।

৩৩ এই প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তা
দের শুনিবার ক্ষমতা অনুসারে তাহাদের কা
৩৪ বাক্য প্রচার করিতেন; আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরে
তাহাদিগকে কিছুই বলিতেন না; পরে বিরল
আপন শিষ্যদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন।

যীশুর কতকগুলি অলৌকিক কর্ম্ম

৩৫ সেই দিন সন্ধ্যা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে
৩৬ বলিলেন, চল, আমরা ওপারে যাই। তখন
তাঁহারা লোকদিগকে বিদায় করিয়া, তিনি নৌক
থাকিতে যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁহাকে লই
প্রস্থান করিলেন; এবং আরও নৌকা তাঁহার স
৩৭ ছিল। পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গ
নৌকায় এমনি আঘাত করিল যে, নৌকা জ
৩৮ পূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকা
পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা
ছিলেন; আর তাঁহারা তাঁহাকে জাগাইয়া ক
লেন, গুরো আমরা মারা পড়িলাম, ইহাতে
৩৯ আপনকার চিন্তা হইতেছে না? তখন তি
জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্র
বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে ব
৪০ নিবৃত্ত হইল, এবং মহাশান্তি হইল। পরে তি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভয়শীল হও ক
৪১ এখনও তোমাদের বিশ্বাস হয় নাই? তাহা
তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া পরস্পর কহি
লাগিলেন, ইনি তবে কে যে, বায়ু এবং সমু
ইহাঁর আজ্ঞা মানে?

৫ পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গেরাসে
নীদের দেশে উপস্থিত হইলেন। তি
২ নৌকা হইতে বাহির হইবামাত্র অশুচি আত্ম
বিষ্ট এক ব্যক্তি কবরস্থান হইতে আসিয়া তাঁহা
৩ সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে কবরমধ্যে ব

Digitized by Google

করিত, এবং কেহ তাঁহাকে শৃঙ্খলেও আর বাঁধিয়া
৪ রাখিতে পারিত না। কেননা লোকে বার বার
তাহাকে বেড়ী ও শৃঙ্খলে দিয়া বদ্ধ করিয়াছিল,
কিন্তু সে শৃঙ্খল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত, এবং
বেড়ী ভাঙ্গিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিত; তাহাকে বশী-
৫ ভূত করিতে কাহারও শক্তি ছিল না। আর সে
দিবারাত্র সর্ব্বদা কবরে ও পর্ব্বতে থাকিয়া চীৎ-
কার করিত, এবং পাতর দিয়া আপনি আপনাকে
৬ কাটিত। সে দূর হইতে যীশুকে দেখিবামাত্র
৭ দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং
উচ্চ রবে চেঁচাইয়া কহিল, হে পরাৎপর ঈশ্বরের
পুত্র যীশু, আপনকার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে
৮ যন্ত্রণা দিবেন না। কেননা তিনি তাহাকে বলিয়া-
ছিলেন; হে অশুচি আত্মা, এই মনুষ্য হইতে
৯ বাহির হও। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, আমার নাম
১০ বাহিনী, কারণ আমরা অনেকে আছি। পরে সে
বিস্তর বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে
১১ সেই অঞ্চল হইতে পাঠাইয়া না দেন। সেই
স্থানে পর্ব্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ শূকর-পাল
১২ চরিতেছিল; আর তাহারা বিনতি করিয়া কহিল,
ঐ শূকরগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগকে
১৩ পাঠাইয়া দিউন। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি
দিলেন। তখন সেই অশুচি আত্মারা বহির্গত
হইয়া শূকরগণের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহাতে
সেই শূকর-পাল, ন্যূনাধিক দুই সহস্র শূকর,
মহাবেগে দৌড়িয়া শৈলাগ্র হইতে সমুদ্রে গিয়া
পড়িল; এবং সমুদ্রে শ্বাসবদ্ধ হইয়া মরিল।
১৪ তখন রক্ষকেরা পলায়ন করিয়া নগরে ও পল্লী-
গ্রামে গিয়া সংবাদ দিল। তখন কি ঘটিয়াছে,
১৫ লোকেরা তাহা দেখিতে আসিল; এবং যীশুর
নিকটে আসিয়া দেখিল, সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি,
যাহাকে বাহিনীভূতে পাইয়াছিল, সে বস্ত্র
পরিয়া সুবোধ হইয়া বসিয়া আছে; ইহাতে
১৬ তাহারা ভীত হইল। আর ঐ ভূতগ্রস্ত লোকটীর
ও শূকর-পালের ঘটনা যাহারা দেখিয়াছিল,
১৭ তাহারা তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। তখন
তাহারা আপনাদের সীমা হইতে প্রস্থান করিতে
১৮ তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিল। পরে তিনি
নৌকায় উঠিতেছেন, এমন সময়ে যে ব্যক্তিকে
ভূতে পাইয়াছিল, সে তাঁহাকে বিনতি করিল,
১৯ যেন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি
তাহাকে অনুমতি না দিয়া কহিলেন, তুমি
বাটীতে তোমার আত্মীয়গণের নিকটে যাও, এবং
প্রভু তোমার জন্য যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, ও
তোমার প্রতি যে কৃপা করিয়াছেন, তাহা তাহা-
২০ দিগকে জ্ঞাত কর। তখন সে প্রস্থান করিয়া, যীশু
তাহার জন্য যে মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা
দিকাপলিতে প্রচার করিতে লাগিল; তাহাতে
সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

২১ পরে যীশু নৌকাযোগে পুনরায় পার হইয়া
আসিলে তাঁহার নিকটে বিস্তর লোকের সমাগম
২২ হইল; তখন তিনি সমুদ্রতীরে ছিলেন। আর
সমাজাধ্যক্ষদের মধ্যে যায়ীর নামে এক জন
আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িল,
২৩ এবং অনেক বিনতি করিয়া কহিল, আমার
কন্যাটী মৃতপ্রায় হইয়াছে, আপনি আসিয়া
তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন, যেন সে সুস্থ হইয়া
২৪ বাঁচে। তখন তিনি তাহার সঙ্গে চলিলেন; এবং
অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, ও তাঁহার
উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতে লাগিল।

২৫ আর দ্বাদশ বৎসরাবধি প্রদর রোগে শীর্ণা
একটী স্ত্রীলোক অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর
২৬ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, এবং সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও
কিছু উপশম পায় নাই, বরং আরও পীড়িত
২৭ হইয়াছিল। সে যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে
তাঁহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ
২৮ করিল। কেননা সে কহিল, আমি যদি উঁহার বস্ত্র-
২৯ মাত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব। আর
তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রোত শুষ্ক হইয়া গেল;
আর আপনি যে ঐ ব্যাধি হইতে মুক্তা হইয়াছে,
৩০ ইহা শরীরে অনুভব করিল। তখন আপনা হইতে
পরাক্রম নির্গত হইয়াছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ
অন্তরে জানিয়া ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিল?
৩১ তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি দেখিতেছেন,
লোকেরা আপনকার উপরে চাপাচাপি করিয়া
পড়িতেছে, তবু বলিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ
৩২ করিল? কিন্তু এ কর্ম্ম যে করিয়াছিল, তাহাকে
দেখিবার জন্য তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি-
৩৩ লেন। তাহাতে সে স্ত্রী ভীতা ও কম্পিতা হইয়া,
তাহার প্রতি কি করা হইয়াছে জানাতে তাঁহার
সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক সমস্ত সত্য
৩৪ বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল। তখন তিনি তাহাকে
কহিলেন, বৎসে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ
করিল, শান্তিতে প্রস্থান কর, ও তোমার ব্যাধি
হইতে মুক্ত থাক।

৩৫ তিনি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে সমাজা-
ধ্যক্ষের বাটী হইতে লোক আসিয়া কহিল, আপন-
কার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর কেন
৩৬ ক্লেশ দিতেছেন? কিন্তু যীশু সে কথায় কর্ণপাত
না করিয়া সমাজাধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও
৩৭ না, কেবল বিশ্বাস কর। আর পিতর, যাকোব
এবং যাকোবের ভ্রাতা যোহন, এই তিন জন
ব্যতিরেকে তিনি আর কাহাকেও আপনার সঙ্গে

Digitized by Google

৩৮ যাইতে দিলেন না। পরে তাঁহারা সমাজাধ্যক্ষের
বাটীতে আসিলেন, আর তিনি দেখিলেন, কোলা-
হল হইতেছে, লোকেরা অত্যন্ত রোদন ও বিলাপ
৩৯ করিতেছে। তিনি ভিতরে গিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ
কেন? বালিকাটী মরে নাই, নিদ্রিতা আছে।
৪০ ইহাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু
তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া, বালিকার
মাতাপিতাকে এবং আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া,
যে স্থানে বালিকাটী ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ
৪১ করিলেন। পরে তিনি বালিকার হস্ত ধরিয়া
তাহাকে কহিলেন, টালিথা কূমী; ইহার অর্থ
৪২ এই, বালিকে, তোমাকে বলিতেছি, উঠ। তাহাতে
বালিকাটী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল,
কেননা তাহার বয়স বার বৎসর ছিল। ইহাতে
তাহারা একেবারে মহাবিস্ময়ে চমৎকৃত হইল।
৪৩ পরে তিনি তাহাদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন,
যেন কেহ ইহা জানিতে না পায়, আর কন্যাটীকে
কিছু আহার দিতে কহিলেন।

৬ পরে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া
আপন দেশে আসিলেন, এবং তাঁহার
২ শিষ্যেরা তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিলেন। বিশ্রাম-
বার উপস্থিত হইলে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ
দিতে লাগিলেন; তাহাতে অনেক লোক তাঁহার
কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এ
সকল কোথা হইতে হইয়াছে? ইহাকে যে জ্ঞান
দত্ত হইয়াছে, এবং ইহার হস্ত দ্বারা যে এরূপ
৩ পরাক্রম-কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়, এই বা কি? এ
কি মরিয়মের পুত্র সেই সূত্রধর নয়? যাকোব,
যোষি, যিহূদা ও শিমোনের ভ্রাতা নয়? এবং
ইহার ভগিনীরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নাই?
৪ এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইল। তখন
যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও
আত্মীয় স্বজন এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর
৫ কোথাও ভাববাদী অসমাদৃত হন না। তিনি সে
স্থানে আর কোন পরাক্রম-কার্য্য করিতে পারি-
লেন না, কেবল কয়েক জন ব্যাধিগ্রস্ত লোকের
৬ উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ
করিলেন। আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে তিনি চারিদিকে
গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিলেন।

যীশু দ্বাদশ জনকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করেন। যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যু।

৭ আর তিনি সেই দ্বাদশ জনকে ডাকিয়া দুই
দুই জন করিয়া তাহাদিগকে প্রেরণ করিতে
আরম্ভ করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে অশুচি
৮ আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দান করিলেন; আর
আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাত্রার জন্য এক এক
যষ্টি ব্যতিরেকে আর কিছু লইও না, রুটীও না,
৯ ঝুলীও না, কটিবন্ধে পয়সাও না; কিন্তু পায়ে
পাদুকা দাও, আর দুই দুই আঙরাখা পরিও
১০ না। তিনি তাঁহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা
যে কোন স্থানে যে বাটীতে প্রবেশ করিবে, সেই
স্থান হইতে প্রস্থান করা পর্য্যন্ত সেই বাটীতে
১১ থাকিবে। আর যে কোন স্থানের লোকে তোমা-
দিগকে গ্রহণ না করে, এবং তোমাদের কথাও না
শুনে, তথা হইতে প্রস্থান করিবার সময় তাহা-
দের উদ্দেশে সাক্ষ্যের নিমিত্ত আপন আপন
১২ পদতলের ধূলা ঝাড়িয়া দিও। পরে তাঁহারা
প্রস্থান করিয়া, লোকেরা মন পরিবর্ত্তন করুক
১৩ এই কথা প্রচার করিলেন। আর তাঁহারা অনেক
ভূত ছাড়াইলেন, ও অনেক পীড়িত লোকের গাত্রে
তৈল মর্দ্দন করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।
১৪ আর হেরোদ রাজা [তাঁহার কথা] শুনিতে
পাইলেন, কেননা তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়া-
ছিল। তখন তিনি বলিলেন, যোহন বাপ্তাইজক
মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, তাই এই সকল
১৫ পরাক্রম তাঁহাতে কার্য্য সাধন করিতেছে। কিন্তু
কেহ কেহ বলিল, উনি এলিয়; এবং কেহ কেহ
বলিল, উনি এক জন ভাববাদী কিম্বা ভাববাদী-
১৬ দের মধ্যে কোন এক জনের সদৃশ। কিন্তু হেরোদ
[তাঁহার কথা] শুনিয়া বলিলেন, আমি যে
যোহনের মস্তক ছেদন করাইয়াছি, তিনিই
১৭ উঠিয়াছেন। কেননা হেরোদ আপন ভ্রাতা
ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন বলিয়া তাহার উপরোধে আপনি লোক
পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ
১৮ করিয়াছিলেন। কারণ যোহন হেরোদকে বলিয়া-
ছিলেন, ভ্রাতৃবধূকে রাখা আপনকার বিধেয়
১৯ নয়। আর হেরোদিয়া তাঁহার প্রতি কুপিত
হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু
২০ পারিয়া উঠে নাই। কারণ হেরোদ যোহনকে
ধার্ম্মিক ও পবিত্র লোক জানিয়া ভয় করিতেন ও
তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। আর তাঁহার কথা
শুনিয়া তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেন, এবং
২১ তাঁহার কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। পরে
সুবিধার দিন উপস্থিত হইল, আপনার জন্ম-
দিনে হেরোদ আপন মহল্লোকদের, সেনাপতি-
গণের এবং গালীলের প্রধান লোকদিগের নিমিত্ত
২২ এক রাত্রিভোজ প্রস্তুত করিলেন; আর হেরো-
দিয়ার কন্যা ভিতরে আসিয়া নৃত্য করিয়া হেরোদের
এবং তাঁহার সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের প্রীতি
জন্মাইল; তাহাতে রাজা সেই কন্যাকে কহিলেন,
তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে যাচ্ঞা

Digitized by Google

২৩ কর, আমি তোমাকে দিব। আর তিনি দিব্য
করিয়া তাহাকে কহিলেন, অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত
হউক, আমার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিবে,
২৪ তাহাই তোমাকে দিব। তাহাতে সে বাহিরে
গিয়া আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি যাচ্ঞা
করিব? সে বলিল, যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক।
২৫ সে তখনই সত্বর রাজার নিকটে আসিয়া যাচ্ঞা
করিল, বলিল, আমি চাই যে, আপনি এখনই
যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক একখান থালায়
২৬ করিয়া আমাকে দিউন। তখন রাজা অতিশয়
দুঃখার্ত্ত হইলেন, তথাপি আপন শপথ হেতু
এবং ভোজে উপবিষ্ট সঙ্গীদের ভয়ে তাহাকে
২৭ ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন না। অতএব রাজা
তৎক্ষণাৎ এক জন সৈনিককে পাঠাইয়া যোহনের
মস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন; সে কারাগারে
২৮ গিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিল, পরে তাঁহার
মুণ্ডটী থালায় করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে
২৯ দিল, এবং কন্যা আপন মাতাকে দিল। এই
সংবাদ পাইয়া তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার
দেহ লইয়া গিয়া কবর দিল।

যীশুর আরও কতকগুলি অলৌকিক কর্ম্ম।

৩০ পরে প্রেরিতেরা যীশুর নিকটে আসিয়া
একত্র হইলেন; আর তাঁহারা যাহা কিছু করিয়া-
ছিলেন, ও যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে
৩১ সমস্তই তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে
আসিয়া কিছু কাল বিশ্রাম কর। কারণ অনেক
লোক আসা যাওয়া করিতেছিল, তাই তাঁহাদের
৩২ আহার করিবারও অবকাশ ছিল না। পরে
তাঁহারা নৌকাযোগে বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে
৩৩ যাত্রা করিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে যাইতে
দেখিল, এবং অনেকে তাঁহাদিগকে চিনিতে
পারিল, তাই সকল নগর হইতে পদব্রজে সেখানে
৩৪ দৌড়িয়া তাঁহাদের অগ্রে গেল। তখন যীশু
বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের
প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, যেহেতুক তাহারা
অরক্ষক মেষদিগের ন্যায় ছিল; আর তিনি
তাহাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন।
৩৫ পরে দিবা প্রায় অবসান হইলে তাঁহার শিষ্য-
গণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এ নির্জ্জন
৩৬ স্থান, এবং দিবাও অবসানপ্রায়; ইহাদিগকে
বিদায় করুন, যেন ইহারা চারিদিকে পল্লীতে
পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত
৩৭ খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে
আহার দেও। তাঁহারা কহিলেন, আমরা গিয়া
কি দুই শত দীনারের রুটী ক্রয় করিয়া উহা-
৩৮ দিগকে খাইতে দিব? তখন তিনি তাঁহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকটে কত রুটী
আছে? গিয়া দেখ। তাঁহারা দেখিয়া কহিলেন,
৩৯ পাঁচখানি রুটী এবং দুইটী মৎস্য আছে। তখন
তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে
৪০ বসাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা শত
শত ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি
৪১ বসিয়া গেল। পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটী ও
দুইটী মৎস্য লইয়া স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া
আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সেই রুটী কয়খানি
ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে পরিবেষণ করণার্থে শিষ্য-
দিগকে দিলেন; আর সেই দুইটী মৎস্যও অংশ
৪২ করিয়া সকলকে দিলেন। তাহাতে সকলে আহার
৪৩ করিয়া তৃপ্ত হইল। পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায়
ভরা বার ডালা এবং মৎস্যও কিছু উঠাইয়া
৪৪ লইলেন। যাহারা সেই রুটী ভোজন করিয়াছিল,
তাহারা পাঁচ সহস্র পুরুষ।
৪৫ পরে তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে নৌকায়
উঠিতে, এবং আপনি যে পর্য্যন্ত লোকসমূহকে
বিদায় করেন, সে পর্য্যন্ত আপনার অগ্রে ওপারে
বৈৎসৈদার দিকে যাইতে দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করি-
৪৬ লেন। লোকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি প্রার্থনা
৪৭ করণার্থে পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। যখন সন্ধ্যা
হইল, তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মধ্যস্থানে ছিল,
৪৮ এবং তিনি একাকী স্থলে ছিলেন। পরে সম্মুখ
বাতাস প্রযুক্ত তাঁহারা নৌকা বাহিতে বাহিতে
কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া তিনি প্রায় চতুর্থ
প্রহর রাত্রিতে সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া
তাঁহাদের নিকটে আসিলেন, এবং তাঁহাদের
৪৯ অগ্রে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সমুদ্রের
উপর দিয়া তাঁহাকে হাঁটিতে দেখিয়া তাঁহারা
অপচ্ছায়া মনে করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন;
কারণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন ও
৫০ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ
তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, তাঁহাদিগকে
বলিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না।
৫১ পরে তিনি তাঁহাদের নিকটে নৌকায় উঠিলেন,
আর বাতাস নিবৃত্ত হইল; তাহাতে তাঁহারা
৫২ মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কেননা
রুটীর বিষয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই,
তাঁহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।
৫৩ পরে তাঁহারা পার হইয়া গিনেষরৎ প্রদেশে
৫৪ আসিয়া নৌকা লাগাইলেন। আর নৌকা হইতে
বাহির হইলে লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া
সমুদয় অঞ্চলে চারিদিকে দৌড়িতে লাগিল,
৫৫ আর পীড়িত লোকদিগকে খাটের উপরে করিয়া,
তিনি যে কোন স্থানে আছেন শুনিল, সেই

Digitized by Google

৫৬ স্থানে আনিতে লাগিল। আর গ্রামে কি নগরে কি
পল্লীতে, যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করিলেন,
সেই সকল স্থানে তাহারা পীড়িতদিগকে বাজারে
বসাইল; এবং তাহারা যেন তাঁহার বস্ত্রের
থোপমাত্রও স্পর্শ করিতে পায়, এমত বিনতি
করিল; তাহাতে যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ
করিল, সকলেই সুস্থ হইল।

অশুচিতা-বিষয়ক উপদেশ।

৭ আর ফরীশীরা ও কয়েক জন অধ্যাপক তাঁহার
নিকটে একত্র হইল; তাহারা যিরূশালেম
হইতে আসিয়াছিল, আর তাঁহার কয়েক জন
শিষ্যকে অশুচি অর্থাৎ অধৌত হস্তে আহার
৩ করিতে দেখিয়াছিল। ফরীশীগণ ও সমস্ত যিহূদী
প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি মান্য করায় ভাল
৪ করিয়া হাত না ধুইয়া আহার করে না। আর
বাজার হইতে আসিলে তাহারা স্নান না করিয়া
আহার করে না; এবং তাহারা আরও অনেক
বিষয় মানিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা,
৫ ঘটী, ভাঁড় ও পিত্তলের পাত্র ধৌত করা। পরে
ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল,
তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি
অনুসারে আচরণ না করিয়া অশুচি হস্তে আহার
৬ করে কেন? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কপ-
টীরা, যিশায়াহ তোমাদের বিষয়ে সুন্দর
ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছেন, যেমন লেখা আছে,
"এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে,
কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে।
৭ ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, কেননা
ইহারা মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্ম-সূত্র বলিয়া শিক্ষা
৮ দেয়।" তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া
মনুষ্যদের পরম্পরাগত বিধি রক্ষা করিতেছ।
৯ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা
আপনাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের নিমিত্ত
ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য করিতেছ।
১০ কেননা মোশি বলিয়াছেন, "তুমি আপন
পিতাকে ও আপন মাতাকে সম্ভ্রম কর," আর
"যে কেহ আপন পিতার কি মাতার নিন্দা করে,
১১ তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।" কিন্তু তোমরা
বলিয়া থাক, মনুষ্য যদি আপন পিতাকে কিম্বা
মাতাকে বলে, 'আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার
উপকার হইতে পারিত, তাহা কর্ব্বান্ অর্থাৎ
১২ [ঈশ্বরকে] দত্ত হইল,' তোমরা তাহাকে পিতার
কি মাতার জন্য আর কিছুই করিতে দেও না।
১৩ এইরূপে তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত বিধি
দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য লোপ করিতেছ; আর এই
১৪ প্রকার অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক। পরে তিনি
লোকসমূহকে পুনরায় কাছে ডাকিয়া কহিলেন,
১৫ তোমরা সকলে আমার বাক্য শুন ও বুঝ। মনু-
ষ্যের বাহিরে এমন কিছুই নাই, যাহা ভিতরে
গিয়া তাহাকে অশুচি করিতে পারে। কিন্তু যাহা
যাহা মনুষ্য হইতে বাহির হয়, সেই সকলই
১৬ মনুষ্যকে অশুচি করে। (যাহার শুনিতে কর্ণ
থাকে, সে শুনুক।)
১৭ পরে তিনি লোকসমূহের নিকট হইতে গৃহমধ্যে
আসিলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সেই দৃষ্টান্ত-
১৮ টীর ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমরাও কি এমন অবোধ? তোমরা
কি বুঝ না যে, যাহা কিছু বাহির হইতে মনুষ্যের
ভিতরে যায়, তাহা তাহাকে অশুচি করিতে পারে
১৯ না? তাহা ত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না,
কিন্তু উদরে প্রবেশ করে, এবং বহির্দ্দেশে গিয়া
পড়ে। এ কথায় তিনি সমস্ত খাদ্য দ্রব্যকে শুচি
২০ বলিলেন। তিনি আরও কহিলেন, মনুষ্য হইতে
যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে।
২১ কেননা অন্তর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে,
কুচিন্তা, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, নরহত্যা, ব্যভিচার,
২২ লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা,
২৩ অভিমান, ও মূর্খতা নির্গত হয়। এই সকল মন্দ
বিষয় অন্তর হইতে নির্গত হয়, এবং মনুষ্যকে
অশুচি করে।

যীশুর আরও অলৌকিক ক্রিয়া।

২৪ তিনি সে স্থান হইতে উঠিয়া সোর ও সীদো-
নের অঞ্চলে গমন করিলেন। আর তিনি এক
বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ইচ্ছা করিলেন, যেন
কেহ জানিতে না পারে, কিন্তু গুপ্ত থাকিতে
২৫ পারিলেন না। কারণ তৎক্ষণাৎ একটী স্ত্রীলোক,
যাহার অশুচি আত্মাবিষ্টা এক কন্যা ছিল,
তাঁহার বিষয় শুনিতে পাইয়া আসিয়া তাঁহার
২৬ চরণে পড়িল। সে স্ত্রীলোকটী গ্রীক, জাতিতে
সুরফৈনীকী। সে তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন
২৭ তিনি তাহার কন্যার ভূত ছাড়াইয়া দেন। তিনি
তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হউক,
কেননা সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে
২৮ ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়। কিন্তু স্ত্রীলোকটী
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হাঁ, প্রভো, সত্য,
আর মেজের নীচে কুকুরেরা ছেলেদের খাদ্যের
২৯ গুঁড়াগাঁড়া খায়। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন,
এই বাক্য প্রযুক্ত চলিয়া যাও, তোমার কন্যার
৩০ ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে। পরে সে গৃহে গিয়া
দেখিল, কন্যাটী শয্যায় শুইয়া আছে, এবং ভূত
বাহির হইয়া গিয়াছে।
৩১ পুনশ্চ তিনি সোর অঞ্চল হইতে বাহির হই-

Digitized by Google

লেন, এবং সীদোন হইয়া দিকাপলির সীমার
মধ্য দিয়া গালীল-সাগরের নিকটে আসিলেন।
৩২ তখন লোকেরা এক জন বধির তোৎলাকে তাঁহার
নিকটে আনিয়া তাঁহাকে তাহার উপরে হস্তার্পণ
৩৩ করিতে বিনতি করিল। তিনি তাহাকে ভিড়ের
মধ্য হইতে বিরলে এক পার্শ্বে আনিয়া তাহার
দুই কর্ণে আপন অঙ্গুলী দিলেন, থুথু ফেলিলেন
৩৪ ও তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিলেন। আর তিনি
স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস
ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, ইপ্‌ফাথা অর্থাৎ
৩৫ খুলিয়া যাউক। তাহাতে তাহার শ্রোত্র খুলিয়া
গেল, জিহ্বার বন্ধন মুক্ত হইল, আর সে স্পষ্ট
৩৬ কথা কহিতে লাগিল। পরে তিনি তাহাদিগকে
আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এ কথা কাহাকেও
বলিও না; কিন্তু তিনি যত বারণ করিলেন, ততই
৩৭ তাহারা আরও অধিক প্রচার করিল। আর
তাহারা যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া বলিল,
ইনি সকলই উত্তমরূপে করিয়াছেন; ইনি
বধিরদিগকে শুনিবার শক্তি, এবং বোবাদিগকে
কথা কহিবার শক্তি দান করেন।

৮ সেই সময়ে যখন পুনর্ব্বার লোকের মহা-
সমারোহ হইল, আর তাহাদের কাছে কিছু
খাদ্য সামগ্রী ছিল না, তখন তিনি আপন শিষ্য-
২ দিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, এই লোক-
সমূহের প্রতি আমার করুণা হইতেছে; কেননা
আজ তিন দিবস ইহারা আমার সঙ্গে রহিয়াছে,
৩ এবং ইহাদের নিকটে খাদ্য কিছুই নাই। আর
আমি যদি ইহাদিগকে অনাহারে গৃহে বিদায়
করি, তবে ইহারা পথে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে; আবার
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে আসিয়াছে।
৪ তাঁহার শিষ্যেরা উত্তর করিলেন, এখানে প্রান্ত-
রের মধ্যে কে কোথা হইতে রুটী দিয়া এ সকল
৫ লোককে তৃপ্ত করিতে পারিবে? তিনি তাঁহা-
দিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের কাছে কত
৬ রুটী আছে? তাঁহারা কহিলেন, সাতখান। পরে
তিনি লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করি-
লেন, এবং সেই সাতখানি রুটী লইয়া ধন্যবাদ-
পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া পরিবেষণার্থে শিষ্যদিগকে
দিলেন; তাঁহারা লোকদিগকে পরিবেষণ করি-
৭ লেন। তাঁহাদের নিকটে কয়েকটী ক্ষুদ্র মৎস্যও
ছিল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া সেগুলিও পরি-
৮ বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে লোকেরা
আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অব-
শিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সাত ঝুড়ি উঠাইয়া লইলেন।
৯ তাহারা ন্যূনাধিক চারি সহস্র লোক; পরে
১০ তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। আর তৎ-
ক্ষণাৎ তিনি শিষ্যগণের সহিত নৌকায় উঠিয়া
দল্‌মনুথা প্রদেশে আসিলেন।

১১ পরে ফরীশীরা বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত
বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষা ভাবে তাঁহার
নিকটে আকাশ হইতে এক অভিজ্ঞান দেখিতে
১২ চাহিল। তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস
ছাড়িয়া কহিলেন, এই কালের লোকেরা কেন
অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন অভি-
১৩ জ্ঞান দেওয়া যাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে
ছাড়িয়া পুনশ্চ নৌকায় উঠিয়া অন্য পারে প্রস্থান
করিলেন।

১৪ তখন শিষ্যগণ রুটী লইতে ভুলিয়া গেলেন,
নৌকামধ্যে তাঁহাদের কাছে কেবল একখানি বই
১৫ আর রুটী ছিল না। পরে তিনি তাঁহাদিগকে আজ্ঞা
করিলেন, সাবধান, তোমরা ফরীশীদের তাড়ীর
বিষয়ে ও হেরোদের তাড়ীর বিষয়ে সতর্ক থা-
১৬ কিও। তাহাতে তাঁহারা পরস্পর তর্ক করিয়া
বলিতে লাগিলেন, আমাদের কাছে ত রুটী নাই।
১৭ তাহা বুঝিয়া যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমাদের কাছে রুটী নাই বলিয়া কেন তর্ক
করিতেছ? তোমরা কি এখনও কিছু জানিতেছ
না, বুঝিতেছ না? তোমাদের অন্তঃকরণ কি
১৮ কঠিন হইয়া রহিয়াছে? চক্ষু থাকিতে কি
দেখিতে পাও না? কর্ণ থাকিতে কি শুনিতে
১৯ পাও না? আর স্মরণও কি হয় না? আমি যখন
পাঁচ সহস্র জনের মধ্যে পাঁচখান রুটী ভাঙ্গিয়া
দিয়াছিলাম, তখন তোমরা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা
কত ডালা উঠাইয়া লইয়াছিলে? তাঁহারা কহি-
২০ লেন, বার ডালা। আর যখন চারি সহস্র জনের
মধ্যে সাতখান রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন
গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ঝুড়ি উঠাইয়া লইয়া-
২১ ছিলে? তাঁহারা কহিলেন, সাত ঝুড়ি। তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তবে এখনও কি বুঝিতে
পারিতেছ না?

২২ পরে তাঁহারা বৈৎসৈদাতে আসিলেন; আর
লোকেরা এক জন অন্ধকে তাঁহার নিকটে আনিয়া
তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাকে স্পর্শ
২৩ করেন। তখন তিনি সেই অন্ধের হস্ত গ্রহণ করিয়া
তাহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গেলেন; পরে
তাহার চক্ষুতে থুথু দিয়া ও তাহার উপরে হস্তা-
র্পণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কিছু দেখিতে
২৪ পাইতেছ? সে চক্ষু তুলিয়া চাহিল ও কহিল,
মানুষ দেখিতেছি, গাছের মতন দেখিতেছি,
২৫ বেড়াইতেছে। তখন তিনি তাহার চক্ষুর উপরে
আবার হস্ত দিলেন, তাহাতে সে স্থির দৃষ্টি
করিল, ও সুস্থ হইল, স্পষ্টরূপে সকলই দেখিতে
২৬ পাইল। পরে তিনি তাহাকে তাহার বাটীতে
পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন, এই গ্রামে প্রবেশও
করিও না।

Digitized by Google

যীশুর ভাবী মৃত্যুর কথা।

২৭ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যাত্রা করিয়া
কৈসরিয়া-ফিলিপী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গেলেন।
আর পথিমধ্যে তিনি আপন শিষ্যদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকে
২৮ কি বলে? তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, অনেকে
বলে, আপনি যোহন বাপ্তাইজক; আর কেহ
কেহ বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ কেহ বলে,
২৯ আপনি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন। তিনি
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু তোমরা কি
৩০ বল? আমি কে? পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট। তখন তিনি
তাঁহার কথা কাহাকেও কহিতে তাঁহাদিগকে দৃঢ়-
রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন।
৩১ পরে তিনি তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা দিতে
আরম্ভ করিলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ
ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান
যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে
হইবে, হত হইতে হইবে, আর তিন দিন পরে
৩২ পুনরুত্থান করিতে হইবে। এই কথা তিনি স্পষ্ট-
রূপেই কহিলেন। তাহাতে পিতর তাঁহাকে লইয়া
৩৩ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি মুখ
ফিরাইয়া আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া
পিতরকে অনুযোগ করিলেন, বলিলেন, আমার
সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান; কেননা যাহা
ঈশ্বরের তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই
৩৪ তুমি ভাবিতেছ। পরে তিনি আপন শিষ্যগণের
সহিত লোকসমূহকেও ডাকিয়া কহিলেন, যে কেহ
আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, সে আপ-
নাকে অস্বীকার করুক, এবং আপন ক্রুশ তুলিয়া
৩৫ লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। কেননা যে
কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করে, সে
তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার এবং
সুসমাচারের নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে
৩৬ তাহা রক্ষা করিবে। বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয়
জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে
৩৭ তাহার কি ফল দর্শিবে? কিম্বা মনুষ্য আপন
৩৮ প্রাণের পরিবর্ত্তে কি দিতে পারে? কেননা যে
কেহ এই কালের ব্যভিচারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের
মধ্যে আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয়
জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র দূতগণের
সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, তখন
তিনিও সেই ব্যক্তিকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান
করিবেন।

৯ তিনি তাঁহাদিগকে আরও কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই স্থানে দণ্ডায়-
মান লোকদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে,
যাহারা ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সহিত উপস্থিত
না দেখিয়া মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।

যীশু রূপান্তরিত হন।

২ ছয় দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও যোহ-
নকে সঙ্গে করিয়া নির্জ্জনে এক উচ্চ পর্ব্বতে
গেলেন, এবং তাঁহাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত
৩ হইলেন। আর তাঁহার বস্ত্র উজ্জ্বল, এবং অতি-
শয় শুভ্রবর্ণ হইল, পৃথিবীস্থ কোন রজক যেই-
৪ রূপ শুভ্রবর্ণ করিতে পারে না। আর এলিয় ও
মোশি তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন; তাঁহারা
৫ যীশুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন
পিতর যীশুকে কহিলেন, রব্বি, এস্থানে আমা-
দের থাকা ভাল; আমরা তিনটী কুটীর নির্ম্মাণ
করি, একটী আপনকার জন্য, একটী মোশির
৬ জন্য, এবং একটী এলিয়ের জন্য। বস্তুতঃ কি
বলিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিলেন না, কেননা
৭ তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে
একখানি মেঘ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছায়া
করিল; আর সেই মেঘ হইতে এই বাণী হইল,
'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইঁহার কথা শুন।'
৮ পরে হঠাৎ তাঁহারা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া আপ-
নাদের সহিত একা যীশু ব্যতিরেকে কাহাকেও
আর দেখিতে পাইলেন না।
৯ পর্ব্বত হইতে নামিবার সময় তিনি তাঁহা-
দিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা যাহা
যাহা দেখিলে, যাবৎ মৃতগণের মধ্য হইতে
মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়, তাবৎ সে সকল
১০ কাহাকেও বলিও না। তখন, মৃতগণের মধ্য
হইতে উত্থান কি, তাঁহারা এই বিষয় পরস্পর
জিজ্ঞাসাবাদ করতঃ সেই কথা আপনাদের মধ্যে
১১ রাখিয়া দিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, বলিলেন, অধ্যাপকেরা ত বলেন, প্রথমে
১২ এলিয়ের আগমন হইবে। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের
সুধারা পুনঃস্থাপন করিবেন; আর মনুষ্যপুত্রের
বিষয়ে কিরূপেই বা লেখা রহিয়াছে যে, তাঁহাকে
অনেক দুঃখ পাইতে ও অবজ্ঞাত হইতে হইবে?
১৩ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এলিয়ের
বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে, তদনুসারে তিনি
আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি
আপনাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছে।

এক জন ভূতগ্রস্ত বালককে সুস্থ করেন।

১৪ পরে তাঁহারা শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া
দেখিলেন, তাঁহাদের চারিদিকে অনেক লোক,

Digitized by Google

আর অধ্যাপকেরা তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ
১৫ করিতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সমস্ত লোক
অতিশয় চমৎকৃত হইল, ও তাঁহার নিকটে
১৬ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে মঙ্গলবাদ করিল। তিনি
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের সঙ্গে
১৭ তোমরা কিসের বাদানুবাদ করিতেছ? তাহাতে
লোকদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, গুরো,
আমার পুত্রটীকে আপনকার কাছে আনিয়া-
ছিলাম, তাহাকে বোবা আত্মায় পাইয়াছে;
১৮ আর সেটী তাহাকে যেখানে ধরে, সেই খানে
আছাড় মারে, আর তাহার মুখে ফেনা উঠে, এবং
সে দাঁত কিড়মিড় করে ও কাঠ হইয়া যায়; সেই
আত্মা ছাড়াইবার জন্য আমি আপনকার শিষ্য-
দের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু
১৯ তাঁহারা পারিলেন না। তিনি উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, হে অবিশ্বাসি বংশ, আমি
কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব? কত কাল
তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? উহাকে
২০ আমার নিকটে আন। তাহারা তাহাকে তাঁহার
নিকটে আনিল; তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই
আত্মা তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া ধরিল, আর
সে ভূমিতে পড়িয়া ফেনা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি দিতে
২১ লাগিল। তখন তিনি তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা
২২ করিলেন, ইহার এমন কত দিন হইয়াছে? সে
কহিল, শিশুকাল অবধি। আর সেই আত্মা ইহাকে
বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনেক বার আগুনে ও
অনেক বার জলে ফেলিয়া দিয়াছে; কিন্তু আপনি
যদি কিছু করিতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি
২৩ দয়া করিয়া উপকার করুন। যীশু তাহাকে
কহিলেন, 'যদি পারেন!' যে বিশ্বাস করে,
২৪ তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য। অমনি সেই বাল-
কের পিতা চীৎকার করিয়া (অশ্রুপাত করিতে
করিতে) কহিল, বিশ্বাস করিতেছি, আমার
২৫ অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন। পরে লোকেরা
দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া যীশু সেই অশুচি
আত্মাকে ধমকাইয়া কহিলেন, হে বধির গোঁগা
আত্মা, আমিই তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা
হইতে বাহির হও, আর কখনও ইহার মধ্যে
২৬ প্রবেশ করিও না। তখন সে চীৎকার করিয়া
তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া বহির্গত হইল;
তাহাতে বালকটী মৃতবৎ হইয়া পড়িল, এমন কি,
অধিকাংশ লোক বলিল, সে মরিয়া গিয়াছে।
২৭ কিন্তু যীশু তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলে
২৮ সে উঠিল। পরে তিনি গৃহে আসিলে তাঁহার
শিষ্যেরা বিজনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
আমরা কেন সেটা ছাড়াইতে পারিলাম না?
২৯ তিনি কহিলেন, প্রার্থনা (ও উপবাস) ভিন্ন
আর কিছুতেই এই জাতি বাহির হয় না।
৩০ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহারা গালী-
লের মধ্য দিয়া গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার
ইচ্ছা ছিল না যে, কেহ তাহা জানিতে পায়।
৩১ কেননা তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া
বলিতেন, মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত
হইবেন; তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে; হত
৩২ হইলে পর তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন। কিন্তু
তাঁহারা সেই কথা বুঝিলেন না, এবং তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করিলেন।

যীশুর নানাবিধ উপদেশ।

৩৩ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে আসিলেন; আর
গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, পথে তোমরা কিসের তর্ক
৩৪ বিতর্ক করিতেছিলে? তাঁহারা চুপ করিয়া রহি-
লেন, কারণ কে শ্রেষ্ঠ, পথে পরস্পর এই বিষয়ে
৩৫ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বসিয়া
সেই দ্বাদশ জনকে ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি
প্রথম হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের অন্ত্য
৩৬ ও সকলের পরিচারক হইবে। পরে তিনি একটী
শিশুকে লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড় করাইলেন,
এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে
৩৭ কহিলেন, যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন
শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে;
আর যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে
নয়, আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই গ্রহণ করে।
৩৮ যোহন তাঁহাকে কহিলেন, গুরো, আমরা এক
ব্যক্তিকে আপনকার নামে ভূত ছাড়াইতে
দেখিয়াছিলাম; সে আমাদের অনুগামী হই-
তেছে না বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়াছি।
৩৯ যীশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না, কারণ
আমার নামে পরাক্রম-কার্য্য করিয়া সহজে
আমার নিন্দা করিতে পারে, এমন কেহ নাই।
৪০ কারণ যে কেহ আমাদের বিপক্ষ নহে, সে আমা-
৪১ দের সপক্ষ। আর যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের
লোক বলিয়া এক বাটী জল পান করিতে দেয়,
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে কোন
৪২ প্রকারে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না। আর
যে কেহ আমাতে বিশ্বাসকারী এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে
এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, বরং তাহার গলদেশে
বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া
৪৩ দিলেও তাহার পক্ষে ভাল। আর তোমার হস্ত
যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া
৪৪ ফেল। দুই হস্তবিশিষ্ট হইয়া নরকে, সেই
অনির্ব্বাণ অগ্নিতে, যাওয়া অপেক্ষা বরং নুলা
হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।
৪৫ আর তোমার চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়,

Digitized by Google

তবে তাহা কাটিয়া ফেল; দুই চরণবিশিষ্ট
হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ
৪৬ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। আর
তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে
৪৭ তাহা বাহির করিয়া ফেল; দুই চক্ষুবিশিষ্ট
হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক-
চক্ষু হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার
৪৮ পক্ষে ভাল; নরকে লোকদের কীট মরে না,
৪৯ এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। বস্তুতঃ প্রত্যেক
ব্যক্তিকে অগ্নিরূপ লবণে লবণাক্ত করা যাইবে;
(এবং প্রত্যেক বলিকে লবণে লবণাক্ত করা
৫০ যাইবে)। লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব
বিহীন হয়, তবে তোমরা কিসে তাহা আস্বাদ-
যুক্ত করিবে? তোমরা আপন আপন অন্তরে
লবণ রাখ, এবং পরস্পর শান্তিতে থাক।

১০ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি যিহূদি-
য়ার সীমায় ও যর্দ্দনের পরপারে আসি-
লেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে পুনর্ব্বার লোক
সমাগত হইতে লাগিল, এবং তিনি নিজ রীতি
অনুসারে পুনশ্চ তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।
২ তখন ফরীশীরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষাভাবে
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, স্ত্রী পরিত্যাগ করা
৩ কি পুরুষের পক্ষে বিহিত? তিনি উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, মোশি তোমাদিগকে কি
৪ আজ্ঞা দিয়াছেন? তাহারা কহিল, ত্যাগপত্র
লিখিয়া আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করি-
৫ বার অনুমতি মোশি দিয়াছেন। যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য
৬ প্রযুক্ত তিনি এই বিধি লিখিয়াছেন; কিন্তু
সৃষ্টির আদি হইতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া
৭ মনুষ্যদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "এই
কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া
আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন
৮ একাঙ্গ হইবে।" সুতরাং তাহারা আর দুই নহে,
৯ কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া
দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক।
১০ পরে শিষ্যেরা গৃহে পুনর্ব্বার সেই বিষয়ের কথা
১১ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ
করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে
১২ ব্যভিচার করে; আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে
পরিত্যাগ করিয়া আর এক জনকে বিবাহ করে,
তবে সেও ব্যভিচার করে।

১৩ পরে লোকেরা শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে
আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন;
তাহাতে শিষ্যেরা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে
১৪ লাগিলেন। কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট
হইলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, শিশু-
দিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ
করিও না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোক-
১৫ দেরই। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ
না করে, সে কোন মতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে
১৬ পাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন
করিয়া তাহাদের উপরে হস্তাপণপূর্ব্বক আশী-
র্ব্বাদ করিলেন।

১৭ পরে তিনি বাহির হইয়া পথে যাইতেছেন,
এমন সময়ে এক জন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার
সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্-
গুরো, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য
১৮ আমি কি করিব? যীশু তাহাকে কহিলেন,
আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? এক জন, অর্থাৎ
১৯ ঈশ্বর ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই। এই সকল
আজ্ঞা তুমি জান, "নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার
করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না,
বঞ্চনা করিও না, তোমার পিতা মাতাকে সমাদর
২০ করিও"। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, গুরো,
আমি বাল্যকাল অবধি এই সকল পালন করিয়া
২১ আসিতেছি। যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
তাহাকে প্রীতি করিলেন, এবং কহিলেন, এক
বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তোমার সর্ব্বস্ব
বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে
স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদ্-
২২ গামী হও। এ কথায় সে বিষণ্ণ হইল, দুঃখিত
হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর
সম্পত্তি ছিল।

২৩ তখন যীশু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে
প্রবেশ করা ধনবানদের পক্ষে কেমন দুষ্কর!
২৪ তাঁহার কথায় শিষ্যেরা চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু
যীশু পুনর্ব্বার উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, বৎসগণ, যাহারা ধনে নির্ভর করে, ঈশ্ব-
রের রাজ্যে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে কেমন
২৫ দুষ্কর! ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা
অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন
২৬ করা সহজ। তখন তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন
হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তবে কাহার পরিত্রাণ
২৭ হইতে পারে? যীশু তাঁহাদের প্রতি অবলোকন
করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে,
কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, যেহেতুক ঈশ্বরের
২৮ সকলই সাধ্য। তখন পিতর তাঁহাকে বলিতে
লাগিলেন, দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ
২৯ করিয়া আপনকার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি। যীশু
বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
এমন কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও সুসমা-
চারের নিমিত্ত গৃহ কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি মাতা

Digitized by Google

কি পিতা কি সন্তান কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করি-
৩০ য়াছে, অথচ এখন ইহকালে তাহার শতগুণ না
পাইবে ; সে গৃহ, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান
ও ক্ষেত্র, তাড়নার সহিত এই সকল পাইবে, এবং
৩১ আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে। কিন্তু
যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে,
ও যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে।
৩২ একদা তাঁহারা পথে ছিলেন, যিরূশালেমে
যাইতেছিলেন, এবং যীশু তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে
চলিতেছিলেন, তখন তাঁহারা চমৎকার জ্ঞান
করিলেন ; আর যাঁহারা পশ্চাতে চলিতেছিলেন,
তাঁহারা ভীত হইলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার
সেই দ্বাদশ জনকে লইয়া আপনার প্রতি যাহা
যাহা ঘটিবে, তাহা তাঁহাদিগকে বলিতে লাগি-
৩৩ লেন। তিনি বলিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে
যাইতেছি, আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজক ও
অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন ; এবং
তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিয়া পরজাতীয়-
৩৪ দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। আর ইহারা
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, তাঁহার মুখে থুথু দিবে,
তাঁহাকে কোড়া মারিবে ও বধ করিবে ; আর তিন
দিন পরে তিনি পুনরায় উঠিবেন।
৩৫ পরে সিবদিয়ের দুই পুত্র, যাকোব ও যোহন,
তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, গুরো, আমা-
দের বাঞ্ছা এই, আমরা যাহা যাচ্ঞা করিব,
৩৬ আপনি তাহা আমাদের জন্য করুন। তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বাঞ্ছা কি?
৩৭ তোমাদের নিমিত্ত আমি কি করিব? তাঁহারা
কহিলেন, আমাদিগকে [এই বর] দান করুন,
আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হইলে আমাদের এক জন
যেন আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জন
৩৮ বাম পার্শ্বে বসিতে পায়। যীশু তাঁহাদিগকে
বলিলেন, তোমরা কি যাচ্ঞা করিতেছ, তাহা বুঝ
না : আমি যে পাত্রে পান করি, তাহাতে কি
তোমরা পান করিতে পার, এবং আমি যে
বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে কি তোমরা
বাপ্তাইজিত হইতে পার? তাঁহারা বলিলেন,
৩৯ পারি। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি যে
পাত্রে পান করি, তাহাতে তোমরা পান করিবে ;
এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে
৪০ তোমরাও বাপ্তাইজিত হইবে ; কিন্তু যাহাদের
নিমিত্ত স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের
ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণে কি বামে
৪১ বসাইতে আমার অধিকার নাই। এই কথা
শুনিয়া অন্য দশ জন যাকোব ও যোহনের প্রতি
৪২ রুষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু যীশু তাঁহাদিগকে
কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান, জাতি-
গণের মধ্যে যাহারা ভূপতি বলিয়া মান্য, তাহারা
তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা মহান,
৪৩ তাহারা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। কিন্তু
তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ নয় ; তোমাদের মধ্যে
যে ব্যক্তি মহান হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের
৪৪ পরিচারক হইবে ; এবং তোমাদের মধ্যে যে
প্রধান হইতে ইচ্ছা করে, সে সকলের দাস
৪৫ হইবে। কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা
পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনে-
কের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে
দিতে আসিয়াছেন।

অন্ধ বরতীময়কে চক্ষুর্দান।

৪৬ পরে তাঁহারা যিরীহোতে উপস্থিত হইলেন।
আর তিনি যখন আপন শিষ্যগণের ও বিস্তর
লোকের সহিত যিরীহো হইতে বহির্গমন করেন,
তখন তীময়ের পুত্র বরতীময় নামে এক জন অন্ধ
৪৭ ভিক্ষুক পথের পার্শ্বে বসিয়াছিল। নাসরতীয়
যীশু উপস্থিত শুনিয়া, সে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে
লাগিল, হে দায়ূদ-সন্তান যীশু, আমার প্রতি
৪৮ দয়া করুন। তখন অনেক লোক চুপ চুপ বলিয়া
তাহাকে ধমক দিল; কিন্তু সে আরও অধিক
চেঁচাইয়া বলিল, হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি
৪৯ দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া বলিলেন,
উহাকে ডাক ; তাহাতে লোকেরা সেই অন্ধকে
ডাকিয়া বলিল, ওহে, সাহস কর, উঠ, উনি
৫০ তোমাকে ডাকিতেছেন। তখন সে আপনার বস্ত্র
ফেলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া যীশুর নিকটে গেল।
৫১ যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি?
তোমার নিমিত্ত আমি কি করিব? অন্ধ তাঁহাকে
৫২ কহিল, রব্বূণি, যেন দেখিতে পাই। যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস
তোমাকে সুস্থ করিল। তখনই সে দেখিতে
পাইল, এবং পথ দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিতে লাগিল।

যিরূশালেমে যীশুর গমন।

১১ পরে তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটে জৈতুন
পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়া
পর্য্যন্ত আসিলে তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে
২ দুই জনকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন, ঐ সম্মু-
খস্থ গ্রামে যাও ; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র একটী
গর্দ্দভশাবক বাঁধা দেখিতে পাইবে, যাহার উপরে
কোন মনুষ্য কখনও বসে নাই ; তাহাকে খুলিয়া
৩ আন। আর যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, এ
কর্ম্ম কেন করিতেছ? তবে বলিও, ইহাতে প্রভুর
প্রয়োজন আছে ; তাহাতে সে ব্যক্তি তখনই

Digitized by Google

৪ সেটাকে এখানে পাঠাইয়া দিবে। তখন তাঁহারা
গিয়া পথে কোন দ্বারের পার্শ্বে বাঁধা একটী
গর্দ্দভশাবক দেখিতে পাইয়া খুলিতে লাগিলেন।
৫ তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে
কেহ কেহ বলিল, গর্দ্দভশাবকটী খুলিয়া কি করি-
৬ তেছ? তাহাতে যীশু যেমন বলিয়াছিলেন,
তাঁহারা সেই মত বলিলেন, আর উহারা তাঁহা-
৭ দিগকে যাইতে দিল। পরে তাঁহারা সেই গর্দ্দভ-
শাবককে যীশুর নিকটে আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে
আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া দিলেন; আর তিনি
৮ তাহার উপরে বসিলেন। তখন অনেকে আপন
আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল, ও অন্যেরা ক্ষেত্র
হইতে বৃক্ষের পল্লব কাটিয়া পথে ছড়াইল।
৯ আর যে সকল লোক অগ্রে ও পশ্চাৎ যাইতেছিল,
তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হোশান্না!
ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন!
১০ ধন্য যে রাজ্য আসিতেছে, আমাদের পিতা
১১ দায়ূদের রাজ্য; ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না। পরে
তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মধামে
গেলেন, আর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলই
দেখিয়া বেলা অবসান হওয়াতে সেই দ্বাদশের
সঙ্গে বাহির হইয়া বৈথনিয়াতে গমন করিলেন।
১২ পরদিবসে তাঁহারা বৈথনিয়া হইতে নির্গত
১৩ হইলে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন; এবং দূরে
সপত্র এক ডুমুরগাছ দেখিয়া, হয় ত তাহা হইতে
কিছু ফল পাইবেন বলিয়া কাছে গেলেন; কিন্তু
নিকটে গেলে পত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই
দেখিতে পাইলেন না; কেননা তখন ডুমুরফলের
১৪ সময় ছিল না। তিনি উত্তর করিয়া গাছটীকে
বলিলেন, অদ্যাবধি কেহ কখনও তোমার ফল
ভোজন না করুক। এ কথা তাঁহার শিষ্যেরা
শুনিতে পাইলেন।
১৫ পরে তাঁহারা যিরূশালেমে আসিলেন, আর
তিনি ধর্ম্মধামের মধ্যে গিয়া তথাকার ক্রয়বিক্রয়-
কারী সকলকে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন,
এবং পোদ্দারদের মেজ ও কপোত-বিক্রেতাদের
১৬ আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন। আর ধর্ম্ম-
ধামের মধ্য দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র বহন
১৭ করিতে দিলেন না। তিনি উপদেশ দিয়া তাহা-
দিগকে বলিলেন, ইহা কি লেখা নাই, "আমার
গৃহ সর্ব্বজাতির প্রার্থনাগৃহ বলিয়া আখ্যাত
হইবে"? কিন্তু তোমরা ইহা দস্যুর গহ্বর করি-
১৮ য়াছ। এ কথা শুনিয়া প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা
কিরূপে তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে, তাহারই উপায়
দেখিতে লাগিল, কেননা তাহারা তাঁহাকে ভয়
করিত, কারণ তাঁহার উপদেশে সমস্ত লোক
১৯ চমৎকৃত হইয়াছিল। আর সন্ধ্যা হইলে তিনি
নগরের বাহিরে যাইতেন।
২০ প্রাতঃকালে তাঁহারা যাইতে যাইতে দেখিলেন,
সেই ডুমুরগাছটী সমূলে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।
২১ তখন পিতর পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, রব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছ-
টীকে শাপ দিয়াছিলেন, উহা শুষ্ক হইয়া
২২ গিয়াছে। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহি-
২৩ লেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, কেহ যদি এই পর্ব্বতকে বলে,
তুমি উৎপাটিত হইয়া গিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হও,
এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু যাহা বলে
তাহা ঘটিবে, এমন বিশ্বাস যদি করে, তবে
২৪ তাহার জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি
তোমাদিগকে বলি, যাহা যাহা তোমরা প্রার্থনা
ও যাচ্ঞা কর, তাহা সকলই পাইয়াছ, এমন
২৫ বিশ্বাস করিও, তাহাতে প্রাপ্ত হইবে। আর
প্রার্থনা করিতে দাঁড়াইলে যদি কোন ব্যক্তির
বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে
ক্ষমা করিও; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও
তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন।
২৬ (কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমা-
দের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা
করিবেন না।)

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

২৭ অনন্তর তাঁহারা পুনর্ব্বার যিরূশালেমে আসি-
লেন; পরে তিনি ধর্ম্মধামের মধ্যে বেড়াইতে-
ছেন, এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকগণ
ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
২৮ বলিল, তুমি কি ক্ষমতায় এই সকল কর্ম্ম করি-
তেছ? এ সকল কর্ম্ম করিতে তোমাকে এই ক্ষমতা
২৯ কেই বা দিয়াছে? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
আমিও তোমাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,
তোমরা আমাকে উত্তর দেও, তাহা হইলে আমি
তোমাদিগকে বলিব, কি ক্ষমতায় এ সকল কর্ম্ম
৩০ করিতেছি। যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ হইতে হইয়া-
ছিল, না মনুষ্য হইতে? আমাকে উত্তর দেও
৩১ তখন তাহারা পরস্পর এইরূপ তর্ক করিতে
লাগিল, যদি বলি, স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে এ
বলিবে, তবে তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস কর নাই
৩২ কেন? কিন্তু মনুষ্য হইতে হইল, ইহা কি বলিব?
তাহারা লোকদিগকে ভয় করিত, যেহেতুক
সকলে যোহনকে সত্যই ভাববাদী বলিয়া
মানিত। অতএব তাহারা যীশুকে এই উত্তর
৩৩ দিল, আমরা জানি না। তখন যীশু তাহা-
দিগকে বলিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায়
এ সকল করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে
বলিব না।

Digitized by Google

১২ পরে তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের কাছে
কথা কহিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি দ্রাক্ষার
উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, তাহার চারিদিকে বেড়া
দিলেন, দ্রাক্ষা পেষণার্থ কুণ্ড খনন করিলেন,
এবং উচ্চগৃহও নির্ম্মাণ করিলেন; আর কৃষক-
দিগকে উদ্যান জমা দিয়া দেশান্তরে গমন করি-
২ লেন। পরে কৃষকদের কাছে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের
অংশ পাইবার নিমিত্ত তাহাদের নিকটে উপযুক্ত
৩ সময়ে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; তাহারা
তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিল, ও রিক্ত হস্তে
৪ বিদায় করিয়া দিল। পুনর্ব্বার তিনি তাহাদের
নিকট আর এক দাসকে পাঠাইলেন; তাহারা
তাহার মাথা ভাজিয়া দিল ও তাহার অপমান
৫ করিল। পরে তিনি আর এক জনকে পাঠাই-
লেন; তাহারা তাহাকে বধ করিল; এবং আর
আর অনেকের মধ্যে কাহাকেও প্রহার, কাহাকেও
৬ বা বধ করিল। তখন তাঁহার আর এক জন মাত্র,
প্রিয়তম পুত্র, অবশিষ্ট ছিলেন; তিনি তাহা-
দের নিকটে শেষে তাঁহাকেই পাঠাইলেন, বলি-
লেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে।
৭ কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর বলিল, এই ত উত্তরাধি-
কারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করি, তাহাতে
৮ অধিকার আমাদেরই হইবে। পরে তাহারা
তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিল এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের
৯ বাহিরে ফেলিয়া দিল। অতএব সেই দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের কর্ত্তা কি করিবেন? তিনি আসিয়া ঐ
কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং ক্ষেত্র অন্য
১০ লোকদিগকে দিবেন। আর তোমরা কি এই
শাস্ত্রীয় বচনও পাঠ কর নাই?

"গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,
তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল;
১১ ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে,
ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।"

১২ তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল,
কিন্তু লোকসাধারণকে ভয় করিল, কেননা তিনি
যে তাহাদেরই উদ্দেশে ঐ দৃষ্টান্তটী বলিয়া-
ছিলেন, ইহা তাহারা বুঝিল; পরে তাঁহাকে
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

১৩ পরে তাহারা কথার ফাঁদে তাঁহাকে ধরিবার
নিমিত্ত কয়েক জন ফরীশী ও হেরোদীয়কে তাঁহার
১৪ নিকটে পাঠাইয়া দিল। তাহারা আসিয়া
তাঁহাকে কহিল, গুরো, আমরা জানি, আপনি
সত্য, কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন; কারণ
আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু
সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দিয়া থাকেন;
কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কি না? আমরা
১৫ দিব কি না দিব? তিনি তাহাদের কাপট্য
বুঝিয়া কহিলেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ?
১৬ একটী দীনার আনিয়া আমাকে দেখাও। তাহারা
আনিল; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই
মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার? তাহারা বলিল,
১৭ কৈসরের। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, কৈস-
রের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের
যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও। তখন তাহারা তাঁহার
বিষয়ে অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

১৮ পরে সদ্দূকীরা—যাহারা বলে, পুনরুত্থান
নাই—তাঁহার কাছে আসিল, এবং তাঁহাকে
১৯ জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, মোশি আমাদের উদ্দেশে
লিখিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হইয়া
স্ত্রী রাখিয়া মরিয়া যায়, তবে তাহার ভ্রাতা
তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার জন্য
২০ বংশ উৎপন্ন করিবে। সাতটী ভাই ছিল; প্রথম
জন একটী স্ত্রীকে বিবাহ করিল, আর সে সন্তান
২১ না রাখিয়া মরিয়া গেল। পরে দ্বিতীয় জন
তাহাকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও সন্তান না
রাখিয়া মরিল; পরে তৃতীয় জনও তদ্রূপ হইল।
২২ এইরূপে সাত জনই সন্তান রাখিয়া যায় নাই;
২৩ সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিয়া গেল। পুনরুত্থানে
সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? যেহেতুক
তাহারা সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল।
২৪ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা শাস্ত্র জান
না, ঈশ্বরের পরাক্রমও জান না, ইহা কি তোমা-
২৫ দের ভ্রান্তির কারণ নয়? মৃতদের মধ্য হইতে
উঠিলে পর তাহারা ত বিবাহ করে না, এবং
বিবাহিতাও হয় না, কিন্তু স্বর্গে দূতগণের ন্যায়
২৬ থাকে। পরন্তু মৃতদের বিষয়ে, তাহারা যে উত্থিত
হয়, এই বিষয়ে তোমরা মোশির গ্রন্থে ঝোপের
বৃত্তান্তে, ঈশ্বর তাঁহাকে কিরূপ বলিয়াছিলেন,
তাহা কি পাঠ কর নাই? তিনি বলিয়াছিলেন,
"আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও
২৭ যাকোবের ঈশ্বর।" তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন,
কিন্তু জীবিতদের। তোমরা বড়ই ভ্রান্তিতে
পড়িয়াছ।

২৮ অধ্যাপকদের এক জন নিকটে আসিয়া, তাঁহা-
দিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া এবং যীশু
তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে
২৯ কোন্‌টী প্রথম? যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটী
এই, "হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর
৩০ প্রভু একই প্রভু; এবং তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ,
সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন ও সমস্ত শক্তি দিয়া
৩১ তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।" দ্বিতীয়টী
এই, "তোমার প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম
করিবে।" এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর
৩২ কোন আজ্ঞা নাই। অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল,
সত্য, গুরু, আপনি বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি

Digitized by Google

৩৩ এক; তিনি ব্যতীত অন্য নাই; আর সমস্ত
অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া
তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য
প্রেম করা যাবতীয় হোম ও বলিদান হইতে
৩৪ শ্রেষ্ঠ। সে বুদ্ধিপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু
তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি
দূরবর্ত্তী নও। তদবধি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিতে আর কাহারও সাহস হইল না।
৩৫ আর ধর্ম্মধামে উপদেশ দিবার সময়ে যীশু
উত্তর করিয়া বলিলেন, অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া
৩৬ বলে যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? দায়ূদ আপনি ত
পবিত্র আত্মার আবেশে এই কথা কহিয়াছেন,

“প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার
দক্ষিণে বস,
যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ
না করি।”

৩৭ দায়ূদ আপনি তাঁহাকে প্রভু বলেন, তবে তিনি
কিরূপে তাঁহার সন্তান হইলেন? আর সাধারণ
লোকে প্রীতি সহকারে তাঁহার কথা শুনিত।
৩৮ পরে তিনি উপদেশ দিতে দিতে তাহাদিগকে
বলিলেন, অধ্যাপকদের হইতে সাবধান, তাহারা
দীর্ঘ পরিচ্ছদে পরিভ্রমণ, হাটে বাজারে লোক-
৩৯ দের মঙ্গলবাদ, সমাজগৃহে প্রধান আসন এবং
ভোজে প্রধান স্থান, এই সকল ভাল বাসে।
৪০ এই যে লোকেরা বিধবাদিগের বাটী গ্রাস করে,
আর ছলে দীর্ঘ প্রার্থনা করে, ইহারা বিচারে
ঘোরতর দণ্ড পাইবে।
৪১ আর তিনি ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া, লোকেরা
ভাণ্ডারের মধ্যে কিরূপে মুদ্রা রাখিতেছে, তাহা
নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তখন অনেক ধনবান
৪২ তাহার মধ্যে বিস্তর মুদ্রা রাখিল। পরে এক
দরিদ্রা বিধবা আসিয়া দুইটী ক্ষুদ্র মুদ্রা তাহাতে
৪৩ রাখিল, যাহার মূল্য সিকি পয়সা। তখন তিনি
আপন শিষ্যগণকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ভাণ্ডারে যাহারা
মুদ্রা রাখিতেছে, তাহাদের সকল অপেক্ষা এই
৪৪ দরিদ্রা বিধবা অধিক রাখিল; কেমনা অন্য
সকলে আপন আপন অতিরিক্ত ধন হইতে কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ রাখিয়াছে, কিন্তু এ নিজ অনাটন হইতে,
যাহা কিছু ছিল, সমস্ত জীবনোপায় রাখিল।

যিরূশালেমের বিনাশ ও যীশুর পুনরাগমন-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

১৩ পরে ধর্ম্মধাম হইতে বহির্গমন সময়ে
তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে
কহিলেন, গুরো, দেখুন, কেমন প্রস্তর ও কেমন
২ গাঁথনি! যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি এই
সকল বড় বড় গাঁথনি দেখিতেছ? ইহার এক
প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলই
ভূমিসাৎ হইবে।
৩ পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতে ধর্ম্মধামের সম্মুখে
বসিলে পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয়
৪ বিরলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগকে
বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন্ হইবে? আর
এই সমস্তের সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী হইবার লক্ষণই বা
৫ কি? যীশু তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,
সাবধান, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়।
৬ অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে,
আমিই তিনি, আর অনেক লোককে ভুলাইবে।
৭ কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব
শুনিবে, তখন ব্যাকুল হইও না; এ সকল অব-
শ্যই হইবে, কিন্তু তখনও পরিণাম হইবে না।
৮ কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি, ও রাজ্যের বিপক্ষে
রাজ্য উঠিবে; স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হইবে;
দুর্ভিক্ষ হইবে; এ সকল যাতনার আরম্ভ।
৯ তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান, কেননা
লোকে তোমাদিগকে বিচার-সভায় সমর্পণ
করিবে, এবং তোমরা সমাজগৃহে প্রহারিত
হইবে; আর আমার জন্য তোমরা দেশাধ্যক্ষদের
রাজাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাদের
১০ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। আর অগ্রে সর্ব্ব
জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হওয়া আব-
১১ শ্যক। কিন্তু লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ
করিতে লইয়া যাইবে, তখন কি বলিবে, অগ্রে
সে জন্য ভাবিত হইও না। সেই দণ্ডে যে কথা
তোমাদিগকে দান করা যাইবে, তাহাই বলিও;
কেননা তোমরা বক্তা নহ, কিন্তু পবিত্র আত্মাই
১২ বক্তা। তখন ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে
মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন
আপন মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে
১৩ বধ করাইবে। আর তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত
সকলের বিদ্বেষপাত্র হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ
পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।
১৪ পরন্তু ধ্বংসের সেই বীভৎস বস্তু যখন তোমরা
অনুপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান দেখিবে — যে জন
পাঠ করে, সে বুঝুক, — তখন যাহারা যিহূদিয়া
দেশে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক;
১৫ এবং যে কেহ ছাদের উপরে থাকে, সে আপন
গৃহ হইতে কোন বস্তু লইতে না নামুক ও তন্মধ্যে
১৬ প্রবেশ না করুক; এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে,
সেও আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত ফিরিয়া না
১৭ যাউক। হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী এবং স্তন্য-
১৮ দাত্রী স্ত্রীদিগের সন্তাপ হইবে! আর প্রার্থনা
১৯ করিও, যেন এ সকল শীতকালে না হয়। কেননা
তৎকালে এরূপ ক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ ক্লেশ

Digitized by Google

ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টির আদিকালাবধি এ পর্য্যন্ত
২০ হয় নাই, কখনও হইবেও না। আর প্রভু যদি
সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া না দিতেন, তবে
কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না; কিন্তু তিনি যাহা-
দিগকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই মনোনীত-
দের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দিলেন।
২১ আর সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে
বলে, দেখ, খ্রীষ্ট এই স্থানে আছেন, কিম্বা দেখ,
ঐ স্থানে, তোমরা তাহা বিশ্বাস করিও না।
২২ কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা
উঠিবে, এবং অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ সকল
প্রদর্শন করিবে যেন, যদি সম্ভব হয়, তবে
২৩ মনোনীতদিগকেও বিপথগামী করে। যাহা হউক,
তোমরা সাবধান থাকিও। দেখ, আমি পূর্ব্বেই
তোমাদিগকে সকলই জানাইলাম।
২৪ আর ঐ সময়ে, সেই ক্লেশের পরে, সূর্য্য
২৫ অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না; আকাশ
হইতে নক্ষত্রগণের পতন হইবে, ও গগনমণ্ডলের
২৬ পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। আর তখন
লোকেরা মনুষ্যপুত্রকে মহাপরাক্রম ও প্রতাপ
২৭ সহকারে মেঘযোগে আসিতে দেখিবে। তখন
তিনি দূতগণকে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর প্রান্ত
অবধি আকাশের প্রান্ত পর্য্যন্ত চারি বায়ু হইতে
আপনার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।
২৮ আর ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ; তাহার
শাখা কোমল হইয়া পত্র নির্গত করিলে তোমরা
২৯ জানিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; সেইরূপ যখন
এই সকল ঘটিতেছে দেখিবে, তখন তোমরা
জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপ-
৩০ স্থিত। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এ
সমস্ত সিদ্ধ না হইলে এই কালের লোকদের লোপ
৩১ হইবে না। আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হইবে,
কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।
৩২ আর সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই
জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও
৩৩ জানেন না, কেবল পিতা জানেন। সাবধান,
জাগ্রত থাকিও ও প্রার্থনা করিও; কেননা সে
৩৪ সময় কবে হইবে, তাহা জান না। কোন ব্যক্তি
যেন আপন বাটী ছাড়িয়া ও নিজ দাসদিগকে
ক্ষমতা দিয়া প্রত্যেকের কর্ম্ম নিরূপণ করিয়া দিয়া
এবং দ্বারীকে জাগ্রত থাকিতে আজ্ঞা করিয়া
৩৫ বিদেশে প্রবাস করিতেছেন। অতএব জাগ্রত
থাকিও, কেননা তোমরা জান না, গৃহের কর্ত্তা
সায়ংকালে, কি দুই প্রহর রাত্রিতে, কি কুকুড়া-
ডাকের সময়ে, কি প্রাতঃকালে, কখন্ আসিবেন।
৩৬ তিনি যেন হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে নিদ্রাগত
৩৭ না দেখেন। আর আমি তোমাদিগকে যাহা বলি-
তেছি, তাহাই সকলকে বলি, জাগ্রত থাকিও।

যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

১৪ দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব্ব ও তাড়ীশূন্য
রুটীর পর্ব্ব; এমন সময়ে প্রধান যাজক ও
অধ্যাপকেরা কিরূপে তাঁহাকে কৌশলে ধরিয়া বধ
করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।
২ কেননা তাহারা বলিল, পর্ব্বের সময়ে নয়, পাছে
লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়।
৩ যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমোনের গৃহে
ছিলেন, তখন তিনি ভোজনে বসিলে একটী
স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য প্রকৃত
জটামাংসীর তৈল লইয়া উপস্থিত হইলেন;
তিনি পাত্রটী ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকে তৈল
৪ ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু উপস্থিত কোন কোন
ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, তৈল এরূপ
৫ অপব্যয় করা হইল কেন? এই তৈল বিক্রয়
করিলে তিন শত দীনারেরও অধিক পাওয়া
যাইত, এবং তাহা দরিদ্রদিগকে দিতে পারা
যাইত। আর তাহারা সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি
৬ বিরক্তি প্রকাশ করিল। কিন্তু যীশু কহিলেন,
ইহাকে থাকিতে দেও, কেন ইহাকে দুঃখ দিতেছ?
৭ এ আমার প্রতি সৎকার্য্য করিল। কেননা
তোমাদের সঙ্গে দরিদ্রেরা সর্ব্বদাই আছে, যখন
ইচ্ছা কর, তাহাদের উপকার করিতে পার;
৮ কিন্তু আমাকে সর্ব্বদা পাইবে না। ইহার যাহা
সাধ্য, এ তাহাই করিল; অগ্রে আসিয়া সমাধির
উপলক্ষে আমার দেহে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিল।
৯ আর আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সমস্ত
জগতের মধ্যে যে কোন স্থানে সুসমাচার প্রচারিত
হইবে, সেই স্থানে ইহার স্মরণার্থে ইহার এই
কর্ম্মের কথাও কথিত হইবে।
১০ পরে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, সেই দ্বাদশের
মধ্যে এক জন, প্রধান যাজকদের হস্তে যীশুকে
সমর্পণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের নিকটে গেল।
১১ তাহারা শুনিয়া আনন্দিত হইল, এবং তাহাকে
মুদ্রা দিতে স্বীকার করিল; তখন সে কোন্
সুযোগে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহারই চেষ্টা
করিতে লাগিল।
১২ তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিন, যে দিন
নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবক বলিদান করা হইত,
সেই দিন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন,
আমরা কোথায় গিয়া আপনকার জন্য নিস্তার-
পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? আপনকার ইচ্ছা
১৩ কি? তখন তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে দুই
জনকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা নগরে
যাও, এক কলশী জল লইয়া যাইতেছে, এমন
এক জন লোক তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত
১৪ হইবে; তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইও; আর

Digitized by Google

সে যে বাটীতে প্রবেশ করে, সেই বাটীর কর্ত্তাকে
বলিও, গুরু কহিতেছেন, আমি যেখানে শিষ্য-
গণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে
পারি, আমার সেই অতিথিশালা কোথায়?
১৫ তাহাতে সে ব্যক্তি সজ্জিত ও প্রস্তুত উপরিস্থ এক
বড় কুঠরী দেখাইয়া দিবে; সেই স্থানে আমাদের
১৬ জন্য প্রস্তুত করিও। পরে শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া
নগরে গেলেন, আর তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন,
সেইরূপই দেখিতে পাইলেন, পরে তাঁহারা
নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।
১৭ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই দ্বাদশ জনের
১৮ সহিত উপস্থিত হইলেন। আর সকলে বসিয়া
যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন যীশু বলি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
তোমাদের এক জন, যে আমার সহিত ভোজন
১৯ করিতেছে, আমাকে সমর্পণ করিবে। তখন
তাঁহারা দুঃখিত হইয়া একে একে তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সে কি আমি?
২০ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, এই দ্বাদশ জনের
মধ্যে এক জন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে
২১ হাত ডুবাইতেছে, সেই। কেননা মনুষ্যপুত্রের
বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তেমনি তিনি যাই-
তেছেন; কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বারা মনুষ্যপুত্র সমর্পিত
হন, সে সন্তাপের পাত্র; সেই ব্যক্তির জন্ম না
হইলে তাহার পক্ষে ভাল হইত।
২২ তাঁহাদের ভোজন সময়ে তিনি রুটী লইয়া
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন এবং তাঁহাদিগকে
দিলেন; আর কহিলেন, তোমরা লও, ইহা
২৩ আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া
ধন্যবাদ করিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন; এবং
তাঁহারা সকলেই তাহা হইতে পান করিলেন।
২৪ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার
রক্ত, (নূতন) নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের
২৫ নিমিত্ত পাতিত হয়। আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যে দিন ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা নূতন
পান করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত আমি দ্রাক্ষাফলের
রস আর কখন পান করিব না।
২৬ অনন্তর তাঁহারা গীত গান করিয়া জৈতুন
পর্ব্বতে গমন করিলেন।
২৭ তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
সকলে বিঘ্ন পাইবে; কেননা লেখা আছে,
"আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে
২৮ মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।" কিন্তু উত্থা-
পিত হইবার পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে
২৯ যাইব। পিতর তাঁহাকে কহিলেন, যদ্যপি সকলে
৩০ বিঘ্ন পায়, তথাপি আমি পাইব না। যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য কহি-
তেছি, অদ্য, এই রাত্রিতেই, কুক্কুটের দ্বিতীয়
ডাকের পূর্ব্বে তুমিই তিন বার আমাকে অস্বীকার
৩১ করিবে। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত ব্যগ্রতা সহকারে
বলিতে লাগিলেন, যদি আপনকার সহিত মরি-
তেও হয়, তথাপি কোন মতে আপনাকে অস্বী-
কার করিব না। অন্য সকলেও তদ্রূপ কহিলেন।
৩২ পরে তাঁহারা গেৎশিমানী নামক এক স্থানে
আসিলেন; আর তিনি আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা করি, তোমরা
৩৩ এই স্থানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতর,
যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং
অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগি-
৩৪ লেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার
প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা
৩৫ এই স্থানে থাক, জাগিয়া থাক। পরে তিনি
কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ভূমিতে পড়িলেন, এবং এই
প্রার্থনা করিলেন, যদি হইতে পারে, তবে যেন
সেই সময় তাঁহার নিকট হইতে অতীত হয়।
৩৬ তিনি কহিলেন, আব্বা, পিতঃ, সকলই তোমার
সাধ্য; আমার নিকট হইতে এই পানপাত্র দূর
কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার
৩৭ ইচ্ছামত হউক। পরে তিনি আসিয়া তাঁহা-
দিগকে নিদ্রাগত দেখিলেন, আর পিতরকে
কহিলেন, শিমোন, তুমি কি নিদ্রা যাইতেছ!
এক ঘণ্টাও কি জাগিয়া থাকিতে পারিলে না!
৩৮ তোমরা জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরী-
ক্ষাতে না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর
৩৯ দুর্ব্বল। আর তিনি পুনরায় গিয়া সেই কথা
৪০ বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে আবার আসিয়া
তাঁহাদিগকে নিদ্রাগত দেখিলেন; কারণ তাঁহা-
দের চক্ষু বড়ই ভারী হইয়া পড়িয়াছিল, এবং
তাঁহাকে কি উত্তর দিবেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে
৪১ পারিলেন না। পরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া
তাঁহাদিগকে কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও,
বিশ্রাম কর; যথেষ্ট হইয়াছে; সময় উপস্থিত;
দেখ, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন।
৪২ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে
সমর্পণ করিবে, সে নিকটবর্ত্তী।
৪৩ আর তৎক্ষণাৎ, তিনি যখন কথা কহিতেছেন,
যিহূদা, সেই দ্বাদশ জনের এক জন, উপস্থিত
হইল; এবং তাহার সঙ্গে খড়্গ ও যষ্টি লইয়া
অনেক লোক প্রধান যাজকদের, অধ্যাপকগণের
৪৪ ও প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে আসিল। যে
তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সে পূর্ব্বে তাহাদিগকে
এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন
করিব, সেই ঐ ব্যক্তি; তোমরা তাহাকেই ধরিয়া
৪৫ সাবধানে লইয়া যাইবে। সে আসিয়া অমনি
তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, রব্বি; আর তাঁহাকে
৪৬ চুম্বন করিল। তখন তাহারা তাঁহার উপরে হস্ত-

Digitized by Google

৪৭ পর্শ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু পার্শ্বে দণ্ডায়-
মান লোকদের মধ্যে এক জন আপন খড়্গ
নিষ্কোষ করিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত
করিলেন, তাহার একটী কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন।
৪৮ পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যেমন দস্যু
ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও যষ্টি
৪৯ লইয়া আমাকে ধরিতে আসিলে? আমি ত প্রতি-
দিন ধর্ম্মধামে তোমাদের নিকটে থাকিয়া উপ-
দেশ দিয়াছি, তখন আমাকে ধরিলে না; কিন্তু
৫০ শাস্ত্রের বচনগুলি সফল হওয়া আবশ্যক। তখন
[শিষ্যেরা] সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলা-
য়ন করিলেন।

৫১ আর, এক জন যুবক উলঙ্গ শরীরে সরু চাদর
জড়াইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল;
৫২ তাহারা তাহাকে ধরিল, কিন্তু সে সেই চাদরখানি
ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল।

যীশুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ও মৃত্যু।

৫৩ পরে তাহারা যীশুকে মহাযাজকের নিকটে
লইয়া গেল; তাঁহার সঙ্গে প্রধান যাজকগণ,
প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকেরা সকলে সভাস্থ হইল।
৫৪ আর পিতর দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ভিতরে, মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গেলেন,
এবং পদাতিকদের সহিত বসিয়া আগুন পোহা-
ইতে লাগিলেন।

৫৫ তখন প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভা
যীশুকে বধ করিবার জন্য তাঁহার বিপক্ষে
৫৬ সাক্ষ্যের অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। কেননা
অনেকে তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে,
৫৭ কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। অবশেষে
কয়েক জন দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য
৫৮ দিয়া কহিল, আমরা উহাকে এই কথা বলিতে
শুনিয়াছি, আমি এই হস্তকৃত মন্দির ভাঙ্গিয়া
ফেলিব, আর তিন দিনের মধ্যে অহস্তকৃত আর
৫৯ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিব। ইহাতেও তাহাদের
৬০ সাক্ষ্য মিলিল না। তখন মহাযাজক মধ্যস্থানে
দাঁড়াইয়া যীশুকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি কিছুই
উত্তর দিবে না? তোমার বিপক্ষে ইহারা কি
৬১ সাক্ষ্য দিতেছে? কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন,
কোন উত্তর দিলেন না। পুনশ্চ মহাযাজক
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি
৬২ সেই খ্রীষ্ট, পরমধন্যের পুত্র? যীশু কহিলেন,
আমি সেই; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরা-
ক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকা-
৬৩ শের মেঘসহ আসিতে দেখিবে। তখন মহা-
যাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, আর
৬৪ সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? তোমরা ত
ঈশ্বরনিন্দা শুনিলে; কি বিবেচনা কর? তাহারা
সকলে তাঁহাকে দোষী করিয়া বলিল, এ প্রাণ-
৬৫ দণ্ডের যোগ্য। তখন কেহ কেহ তাঁহার গাত্রে
থুথু দিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখ আচ্ছাদন
করিয়া তাঁহাকে ঘুষি মারিতে ও বলিতে লাগিল,
ভাবোক্তি বল না। পরে পদাতিকগণ প্রহার
করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল।

৬৬ পিতর যখন নীচে প্রাঙ্গণে ছিলেন, তখন
মহাযাজকের এক দাসী আসিল; সে পিতরকে
আগুন পোহাইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিরী-
৬৭ ক্ষণ করিয়া কহিল, তুমিও ত সেই নাসরতীয়ের,
৬৮ সেই যীশুর, সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি অস্বীকার
করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা
আমি জানিও না, বুঝিও না। পরে তিনি বাহির
হইয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে গেলেন, আর কুকুড়া ডাকিয়া
৬৯ উঠিল। কিন্তু দাসী তাঁহাকে দেখিয়া পুনরায়
নিকটে দণ্ডায়মান লোকদিগকে বলিতে লাগিল,
৭০ এ তাহাদেরই এক জন। তিনি পুনর্ব্বার অস্বী-
কার করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে নিকটে
দণ্ডায়মান লোকেরা পিতরকে পুনর্ব্বার বলিল,
সত্যই তুমি তাহাদের এক জন, কেননা তুমি
৭১ গালীলীয়। কিন্তু তিনি অভিশাপ দিয়া, শপথ
করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা যে ব্যক্তির
৭২ কথা বলিতেছ, তাহাকে আমি চিনি না। তখনই
দ্বিতীয় বার কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল; তাহাতে
কুকুড়ার দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার
আমাকে অস্বীকার করিবে, এই যে কথা যীশু
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা পিতরের মনে
পড়িল; এবং তিনি সেই বিষয় চিন্তা করিয়া
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

১৫ পরে প্রভাতকালেই প্রাচীনবর্গ ও অধ্যা-
পকদের সঙ্গে প্রধান যাজকগণ এবং সমস্ত
মহাসভা মন্ত্রণা করিয়া যীশুকে বাঁধিয়া লইয়া
২ গিয়া পীলাতের নিকটে সমর্পণ করিল। তখন
পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি
যিহূদীদের রাজা? তিনি উত্তর করিয়া তাঁহাকে
৩ কহিলেন, তুমিই তাহা বলিলে। পরে প্রধান
যাজকেরা তাঁহার উপরে অনেক দোষারোপ
৪ করিতে লাগিল। পীলাত তাঁহাকে পুনর্ব্বার
জিজ্ঞাসা করিলেন, কহিলেন, তুমি কি কিছুই
উত্তর দিবে না? দেখ, ইহারা তোমার উপরে
৫ কত দোষারোপ করিতেছে। কিন্তু যীশু আর
কিছু উত্তর করিলেন না; তাহাতে পীলাতের
আশ্চর্য্য বোধ হইল।

৬ সেই পর্ব্বের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এক
জন বন্দিকে,—যাহাকে তাহারা চাহিত, তাহাকে
৭ —মুক্ত করিয়া দিতেন। সেই সময়ে বারাব্বা
নামে এক ব্যক্তি উপপ্লবকারীদের সঙ্গে কারাবদ্ধ

Digitized by Google

ছিল, তাহারা উপপ্লবক্রমে নরহত্যাও করিয়া-
৮ ছিল। তখন লোকসমূহ উপরে গেল, আর তিনি
তাহাদের জন্য যাহা করিতেন, তাহা যাচ্ঞা
৯ করিতে লাগিল। পীলাত উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, তবে আমি কি তোমাদের
জন্য যিহূদীদের রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব, এই
১০ কি তোমাদের বাঞ্ছা? কেননা প্রধান যাজকেরা
যে হিংসা প্রযুক্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল,
১১ তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। কিন্তু প্রধান
যাজকেরা জনতাকে উত্তেজিত করিয়া বরং
আপনাদের জন্য বারাব্বার মুক্তি চাহিতে
১২ বলিল। পরে পীলাত পুনর্ব্বার উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে বলিলেন, তবে তোমরা যাহাকে
যিহূদীদের রাজা বল, ইহাকে কি করিব?
১৩ তাহারা পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল, উহাকে
১৪ ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন,
কেন? এ কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা
অতিশয় চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেও।
১৫ তখন পীলাত লোকসমূহকে তুষ্ট করিবার মানসে
তাহাদের ইচ্ছামতে বারাব্বাকে মুক্ত করিলেন,
এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য
সমর্পণ করিলেন।

১৬ পরে সৈন্যগণ প্রাঙ্গণের মধ্যে অর্থাৎ রাজ-
বাটীর ভিতরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সমস্ত সৈন্য-
১৭ দলকে ডাকিয়া একত্র করিল। পরে তাঁহাকে
বেগুনিয়া বস্ত্র পরিধান করাইল, এবং কণ্টকের
১৮ মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, আর হে
যিহুদি-রাজ, নমস্কার, ইহা বলিয়া তাঁহার বন্দনা
১৯ করিতে লাগিল। আর তাঁহার মস্তকে নলাঘাত
করিল, তাঁহার মুখে থুথু দিল, ও হাঁটু পাতিয়া
২০ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাঁহাকে বিদ্রূপ করি-
বার পর তাহারা ঐ বেগুনিয়া বস্ত্র খুলিয়া
পুনশ্চ তাঁহার নিজ বস্ত্র পরাইয়া দিল। পরে
তাহারা ক্রুশে দিবার জন্য তাঁহাকে বাহিরে
লইয়া গেল।

২১ আর সিকন্দরের ও রূফের পিতা শিমোন নামে
এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে সেই
পথ দিয়া আসিতেছিল, তাহাকেই তাহারা
২২ যীশুর ক্রুশ বহনার্থে বেগার ধরিল। পরে তাহারা
তাঁহাকে গল্‌গথা অর্থাৎ মাথার খুলির স্থল
২৩ নামক স্থানে লইয়া গেল। আর তাহারা তাঁহাকে
গন্ধরসে মিশ্রিত দ্রাক্ষারস দিতে চাহিল; কিন্তু
২৪ তিনি গ্রহণ করিলেন না। পরে তাহারা তাঁহাকে
ক্রুশে দিল, এবং তাঁহার বস্ত্র সকল অংশ করিয়া
লইল; প্রত্যেক জন কি লইবে, তাহার নির্ণয়ার্থে
২৫ গুলিবাঁট করিল। তৃতীয় ঘটিকার সময়ে তাহারা
২৬ তাঁহাকে ক্রুশে দিল। আর তাঁহার উপরে দোষ-
সূচক এই অধিলিপি লিখিত হইল, 'যিহূদীদের
২৭ রাজা।' আর তাহারা তাঁহার সহিত দুই জন
দস্যুকে ক্রুশে দিল, এক জনকে তাঁহার দক্ষিণে,
২৮ এক জনকে তাঁহার বামে। (তাহাতে "তিনি
অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন," শাস্ত্রের এই
২৯ বচন সফল হইল।) আর যে সকল লোক ঐ পথ
দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা
৩০ নাড়িয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিল, ওহে তুমি
না মন্দির ভগ্ন করিয়া তিন দিনের মধ্যে নির্ম্মাণ
করিবে? আপনাকে রক্ষা কর, ক্রুশ হইতে নাম।
৩১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকদের
সহিত আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া
কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত,
৩২ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; খ্রীষ্ট, ইস্রা-
য়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আই-
সুক, দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিব। আর
যাহারা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশারোপিত হইয়াছিল,
তাহারাও তাঁহাকে তিরস্কার করিল।

৩৩ পরে বেলা ষষ্ঠ ঘটিকা হইলে, সমস্ত দেশ অন্ধ-
কারাবৃত হইয়া নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত সেইরূপ
৩৪ রহিল। নবম ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিয়া কহিলেন, এলোই, এলোই, লামা শব-
ক্তানী, ইহার অর্থ এই, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর
আমার, কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ!'
৩৫ ইহা শুনিয়া তথায় দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে
কেহ কেহ বলিল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকিতেছে।
৩৬ আর, এক জন দৌড়িয়া একখান স্পঞ্জে সিরকা
ভরিয়া তাহা নলে লাগাইয়া পানার্থে তাঁহাকে
দিয়া কহিল, থাক, দেখি, এলিয় উহাকে নাম-
৩৭ ইতে আইসেন কি না। পরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে
৩৮ ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন মন্দিরের
তিরস্করিণী উপরিভাগ অবধি নীচে পর্য্যন্ত
৩৯ চিরিয়া দুইখান হইল। আর তিনি এই প্রকারে
(উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া) প্রাণত্যাগ করিলেন
দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান শতপতি কহি-
লেন, সত্য, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

৪০ আর স্ত্রীলোকেরা দূরে থাকিয়া নিরীক্ষণ
করিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরি-
য়ম, ছোট যাকোবের ও যোশির মাতা মরিয়ম
৪১ এবং শালোমী ছিলেন; যখন তিনি গালীলে
ছিলেন, তখন ইঁহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। আরও
অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে
যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন।

যীশুর সমাধি।

৪২ পরে সন্ধ্যা হইলে, সেই দিন আয়োজন দি
৪৩ অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব্বদিন বলিয়া অরি

Digitized by Google

মাখিয়ার যোষেফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী
আসিলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বর-রাজ্যের অপেক্ষা
করিতেন; আর তিনি সাহসপূর্ব্বক পীলাতের
৪৪ নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু
তিনি এত শীঘ্র মরিয়াছেন, পীলাত ইহাতে
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং সেই শতপতিকে
ডাকাইয়া, তিনি ইহার মধ্যেই মরিয়াছেন কি
৪৫ না, জিজ্ঞাসা করিলেন; পরে শতপতির নিকট
হইতে অবগত হইয়া যোষেফকে দেহটী দান
৪৬ করিলেন। যোষেফ একখানি সরু চাদর ক্রয়
করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া ঐ চাদরে বেষ্টন করি-
লেন এবং শৈলে খোদিত এক কবরে রাখিলেন;
পরে কবরের দ্বারে একখান পাতর গড়াইয়া
৪৭ দিলেন। তাঁহাকে যে স্থানে রাখা হইল, তাহা
মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির মাতা মরিয়ম
নিরীক্ষণ করিলেন।

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ।

১৬ বিশ্রামদিন অতীত হইলে পর মগ্দলীনী
মরিয়ম, যাকোবের মাতা মরিয়ম এবং
শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিলেন, যেন গিয়া
২ তাঁহাকে মাখাইতে পারেন। পরে সপ্তাহের
প্রথম দিন তাঁহারা অতি প্রত্যূষে, সূর্য্য উদিত
৩ হইলে, কবরের নিকটে আসিলেন। তাঁহারা
পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন, কবরের দ্বার
হইতে কে আমাদের জন্য পাতরখান সরাইয়া
৪ দিবে? ইতোমধ্যে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়া
দেখিলেন, পাতরখানা সরান গিয়াছে; কেননা
৫ তাহা অতি বৃহৎ ছিল। পরে তাঁহারা কবরের
ভিতরে গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্লবস্ত্র
পরিহিত এক জন যুবক বসিয়া আছেন; তাহাতে
৬ তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইলেন। তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, বিস্ময়াপন্না হইও না,
তোমরা ক্রুশে হত নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ
করিতেছ; তিনি উঠিয়াছেন, এখানে নাই;
দেখ, এই স্থানে তাঁহাকে রাখা গিয়াছিল;
৭ কিন্তু তোমরা যাও, তাঁহার শিষ্যগণকে, বিশে-
ষতঃ পিতরকে বল, তিনি তোমাদের অগ্রে
গালীলে যাইতেছেন; তিনি তোমাদিগকে
যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সে স্থানে
৮ তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন তাঁহারা
বাহির হইয়া কবর হইতে পলায়ন করিলেন,
কারণ তাঁহারা কম্পান্বিতা ও বিস্ময়াপন্না হইয়া-
ছিলেন; আর তাঁহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন
না; কেননা তাঁহারা ভীতা হইয়াছিলেন।

৯ সপ্তাহের প্রথম দিবসে যীশু প্রত্যূষে পুন-
রুত্থান করিয়া প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে
দর্শন দিলেন, যাঁহা হইতে তিনি সাত ভূত
১০ ছাড়াইয়াছিলেন। তিনিই গিয়া, যাঁহারা যীশুর
সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলেন;
তখন তাঁহারা শোক ও রোদন করিতেছিলেন।
১১ যখন তাঁহারা শুনিলেন, তিনি জীবিত আছেন,
ও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন, তখন অবিশ্বাস
করিলেন।
১২ তৎপরে তাঁহাদের দুই জন যখন পল্লীগ্রামে
যাইতেছিলেন, তখন তিনি রূপান্তর গ্রহণ করিয়া
১৩ তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা
গিয়া অন্য সকলকে জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের
কথাতেও তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না।
১৪ তৎপরে সেই একাদশ শিষ্য ভোজনে বসিলে
তিনি তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, এবং
তাঁহাদের অবিশ্বাস ও মনের কাঠিন্য প্রযুক্ত
তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; কেননা যাঁহারা
তাঁহাকে পুনরুত্থিত দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের
কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই।
১৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমা-
১৬ চার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত
হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস
১৭ করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাহারা
বিশ্বাস করে, এই অভিজ্ঞানগুলি তাহাদের অনু-
বর্ত্তী হইবে। তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়া-
ইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,
১৮ তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কোন বস্তু
পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের
হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে
হস্তার্পণ করিলে পীড়িতেরা সুস্থ হইবে।
১৯ এইরূপে তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর
প্রভু যীশু ঊর্দ্ধে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্ব-
২০ রের দক্ষিণে বসিলেন। আর তাঁহারা প্রস্থান
করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু
সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী অভিজ্ঞান সকল
দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। আমেন।

Digitized by Google

লূকলিখিত সুসমাচার।

আভাষ। যোহন বাপ্তাইজকের জন্ম বিষয়ে আগম-সংবাদ।

১ যাঁহারা আদি অবধি স্বয়ং সাক্ষী ও বাক্যের
সেবক ছিলেন, তাঁহারা আমাদের মধ্যে সম্পন্ন
সমস্ত বিষয় আমাদের কাছে যেমন সমর্পণ
২ করিয়াছেন, তদনুসারে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত রচনায়
৩ অনেকেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; সেই জন্য,
হে মহামহিম থিয়ফিল, আমিও প্রথম হইতে
সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি
বলিয়া আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আপনাকে লিখিতে
৪ বিহিত বুঝিলাম; যেন, আপনি যে সকল
বিষয় শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা জ্ঞাত
হইতে পারেন।

৫ যিহুদিয়ার হেরোদ রাজার সময়ে অবিয়ের
পালার মধ্যে সখরিয় নামে এক জন যাজক
ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী হারোণের বংশোদ্ভবা,
৬ তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
ইঁহারা দুই জন ধার্ম্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত
আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দ্দোষরূপে চলিতেন।
৭ ইঁহাদের সন্তান ছিল না, কেননা ইলীশাবেৎ
বন্ধ্যা ছিলেন, এবং ইঁহাদের দুই জনেরই অধিক
৮ বয়স হইয়াছিল। একদা যখন সখরিয় নিজ
পালার অনুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয়
৯ কার্য্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয় কার্য্যের
প্রথানুসারে গুলিবাঁটক্রমে তাঁহাকে প্রভুর
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল।
১০ সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে
১১ থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। তখন প্রভুর এক
দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া
১২ তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সখ-
১৩ রিয় উদ্বিগ্ন ও ভয়গ্রস্ত হইলেন। কিন্তু দূত
তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়, ভয় করিও না,
কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, তোমার
স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবে,
১৪ ও তুমি তাহার নাম যোহন রাখিবে। আর
তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে, এবং তাহার
১৫ জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ প্রভুর
গোচরে সে মহান হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা
কিছুই পান করিবে না; আর সে মাতার গর্ভ
১৬ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে। সে
ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের
১৭ ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে। সে এলিয়ের
আত্মা ও পরাক্রম-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার অগ্রে
গমন করিবে। সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয়
ফিরাইবে, অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্ম্মিকদের বিজ্ঞ-
তায় চালাইবে, প্রভুর নিমিত্ত সুসজ্জিত এক
১৮ প্রজাবর্গ প্রস্তুত করিবে। তখন সখরিয় দূতকে
কহিলেন, কিসে ইহা জানিব? কেননা আমি
বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে।
১৯ দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি
গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকি,
তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এই
২০ সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আর
দেখ, এই সকল যে দিন ঘটিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত
তুমি মৌনী থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না;
যেহেতুক আমার এই যে বাক্য যথাসময়ে সফল
২১ হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস করিলে না। আর
লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল,
এবং মন্দিরের মধ্যে তিনি বিলম্ব করাতে
২২ তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে
তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা
কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল,
মন্দিরের মধ্যে তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন;
আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা সঙ্কেত করিতে
২৩ থাকিলেন, এবং বোবা হইয়া রহিলেন। পরে
তাঁহার উপাসনার সময় সম্পূর্ণ হইলে তিনি
২৪ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। এই সময়ের পরে
তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হইলেন;
তাহাতে তিনি পাঁচ মাস সংগোপনে থাকিলেন.
২৫ বলিলেন, লোকদের মধ্যে আমার অপযশ খণ্ড-
ইবার নিমিত্ত এই সময়ে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু
আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম বিষয়ে আগম-সংবাদ।

২৬ পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট
হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে
২৭ একটী কন্যার নিকটে প্রেরিত হইলেন, সেই কন্যা
দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি
বাগদত্তা হইয়াছিলেন; কন্যাটীর নাম মরিয়ম।
২৮ দূত গৃহমধ্যে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন,
ওগো মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক; প্রভু তোমার
২৯ সহবর্ত্তী, (নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা)। কিন্তু
তিনি সেই বাক্যে সাতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন.

Digitized by Google

আর মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন,
৩০ এ কেমন মঙ্গলবাদ ? দূত তাঁহাকে কহিলেন,
মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের
৩১ নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ভ-
বতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু
৩২ রাখিবে। তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে
পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে ; আর প্রভু ঈশ্বর
তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন ;
৩৩ তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব
করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।
৩৪ তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে
৩৫ হইবে ? আমি ত পুরুষকে জানি না। দূত
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা
তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের
শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে ; এই কারণ
(তোমার) সেই গর্ভফলকে পবিত্র, ঈশ্বরের পুত্র,
৩৬ বলা যাইবে। আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে
ইলীশাবেৎ, সেও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান গর্ভে
ধারণ করিয়াছে ; লোকে যাহাকে বন্ধ্যা বলিত,
৩৭ এই তাহার ষষ্ঠ মাস। কেননা ঈশ্বরের কোন
৩৮ বাক্য শক্তিবিহীন হইবে না। তখন মরিয়ম
কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী ; আমার
প্রতি আপনকার বাক্যানুসারে ঘটুক। পরে দূত
তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।
৩৯ তৎকালে মরিয়ম উঠিয়া সত্বর পর্ব্বতময়
প্রদেশে, যিহূদার এক নগরে, গমন করিলেন,
৪০ এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইলী-
৪১ শাবেৎকে মঙ্গলবাদ করিলেন। মরিয়মের মঙ্গল-
বাদ ইলীশাবেৎ শুনিবামাত্র তাঁহার উদর মধ্যে
শিশুটী নাচিয়া উঠিল ; আর ইলীশাবেৎ পবিত্র
৪২ আত্মায় পরিপূর্ণা হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে
মহাশব্দ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নারীগণের
মধ্যে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভের ফল।
৪৩ আর আমার প্রভুর মাতা আমার কছে আসিবেন,
৪৪ আমার এমন সৌভাগ্য কিসে হইল ? কেননা
দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের ধ্বনি আমার কর্ণে
প্রবিষ্ট হইবামাত্র শিশুটী আমার উদরমধ্যে
৪৫ উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। আর যিনি বিশ্বাস
করিলেন, তিনি ধন্যা ; যেহেতুক প্রভু হইতে যাহা
যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সে সমস্ত সিদ্ধ
৪৬ হইবে। তখন মরিয়ম কহিলেন,
আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে,
৪৭ আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরে উল্লা-
সিত হইয়াছে।
৪৮ কারণ তিনি নিজ দাসীর দীনতার প্রতি দৃষ্টি-
পাত করিয়াছেন ;
কেননা দেখ, অদ্যাবধি পুরুষপরম্পরা সকলে
আমাকে ধন্যা বলিবে।
৪৯ কারণ যিনি পরাক্রান্ত, তিনি আমার জন্য মহৎ
মহৎ কার্য্য করিয়াছেন,
এবং তাঁহার নাম পবিত্র।
৫০ আর যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের পুরুষ-
পরম্পরায় তাঁহার দয়া বর্ত্তে।
৫১ তিনি আপন বাহু দ্বারা বিক্রম-কার্য্য করিয়াছেন ;
যাহারা আপন আপন হৃদয়ের কল্পনায় অভি-
মানী, তাহাদিগকে তিনি ছিন্ন ভিন্ন
করিয়াছেন।
৫২ তিনি বিক্রমীদিগকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়াছেন,
নীচদিগকে উন্নত করিয়াছেন।
৫৩ তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ
করিয়াছেন,
ধনবানদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিয়াছেন।
৫৪ তিনি আমাদের পিতৃগণের কাছে যেমন প্রতিজ্ঞা
করিয়াছেন,
৫৫ তদনুসারে অব্রাহামের ও তাঁহার বংশের পক্ষে
অনন্তকাল পর্য্যন্ত দয়া স্মরণার্থে
নিজ দাস ইস্রায়েলের উপকার করিয়াছেন।
৫৬ অনন্তর মরিয়ম মাস তিনেক ইলীশাবেতের নি-
কটে রহিলেন, পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

যোহনের জন্ম।

৫৭ পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে
৫৮ তিনি পুত্র প্রসব করিলেন। তখন, প্রভু তাঁহার
প্রতি মহাদয়া করিয়াছেন, শুনিয়া প্রতিবাসিগণ
ও জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাঁহার সহিত আনন্দ করিল।
৫৯ পরে তাহারা অষ্টম দিনে বালকটীর ত্বক্‌ছেদ
করিতে আসিল, আর তাহার পিতার নামানু-
সারে তাহার নাম সখরিয় রাখিতে উদ্যত
৬০ হইল। কিন্তু তাহার মাতা উত্তর করিয়া কহি-
লেন, তাহা নয়, ইহার নাম যোহন রাখা
৬১ যাইবে। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনকার
গোষ্ঠীর মধ্যে এ নামে ত কাহাকেও ডাকা হয়
৬২ না। পরে তাহার পিতাকে তাহারা সঙ্কেতে
জিজ্ঞাসা করিল, আপনকার ইচ্ছা কি ? ইহার
৬৩ কি নাম রাখা যাইবে ? তিনি একখান লিপি-
পত্র চাহিয়া লইয়া লিখিলেন, ইহার নাম
যোহন। তাহাতে সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।
৬৪ আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ খুলিয়া গেল, তাঁহার
জিহ্বা মুক্ত হইল, আর তিনি কথা কহিলেন,
৬৫ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে
চতুর্দ্দিকস্থ প্রতিবাসীরা সকলে ভয়গ্রস্ত হইল,
আর যিহূদিয়ার পর্ব্বতময় প্রদেশের সর্ব্বত্র
লোকে এই সমস্ত কথা বলাবলি করিতে লাগিল।
৬৬ আর যত লোক তাহা শুনিল, সকলে তাহা
হৃদয়ে স্থান দিয়া বলিতে লাগিল, এ বালকটী

Digitized by Google

তবে কি হইবে? কারণ প্রভুর হস্ত তাহার সহ-
বর্ত্তী ছিল।
৬৭ তাহার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পরি-
পূর্ণ হইয়া ভাবোক্তি প্রচার করিলেন, বলিলেন,
৬৮ ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর;
কেননা তিনি তত্ত্বাবধান করিয়া আপন প্রজাদের
জন্য মুক্তি সাধন করিয়াছেন,
৬৯ আর তিনি আমাদের জন্য এক ত্রাণ-শৃঙ্গ নিজ
দাস দায়ূদের কূলে উত্থাপন করিয়াছেন;
৭০ — যেমন তিনি যুগের আরম্ভাবধি আপন পবিত্র
ভাববাদিগণের শ্রীমুখাৎ বলিয়া আসি-
য়াছেন;—
৭১ আমাদের শত্রুগণ হইতে ও আমাদের প্রতি দ্বেষ-
কারী সকলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ;
৭২ আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি কৃপা করিবার
জন্য,
আপন পবিত্র নিয়ম স্মরণ করিবার জন্য।
৭৩ তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহামের কাছে
সেই শপথ করিয়াছিলেন,
৭৪ তিনি এই বর দিয়াছিলেন যে, আমরা শত্রুগণের
হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া,
নির্ভয়ে তাঁহার আরাধনা করিতে পারিব,
৭৫ তাঁহার সাক্ষাতে সাধুতায় ও ধার্ম্মিকতায়
যাবজ্জীবন করিতে পারিব।
৭৬ আর, হে বালক, তুমি পরাৎপরের ভাববাদী
বলিয়া আখ্যাত হইবে,
কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করণার্থে তাঁহার
শ্রীমুখের অগ্রে অগ্রে গমন করিবে;
৭৭ যেন তাঁহার প্রজাদের পাপমোচনে তাহাদিগকে
পরিত্রাণের জ্ঞান দেও।
৭৮ ইহার মূল আমাদের ঈশ্বরের সেই কৃপাযুক্ত স্নেহ,
যদ্দ্বারা ঊর্দ্ধ হইতে উষা আমাদের তত্ত্বাবধান
করিবে,
৭৯ যেন অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়ায় উপবিষ্টদের উপরে
দীপ্তি দেয়,
যেন আমাদের চরণ শান্তিপথে চালায়।
৮০ পরে বালকটী বাড়িয়া উঠিতে এবং আত্মায়
বলবান হইতে লাগিল; আর সে যত দিন
ইস্রায়েলের নিকটে প্রকাশিত না হইল, তত
দিন প্রান্তরে বাস করিল।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, ও বাল্যকাল।

২ সেই সময়ে আগস্ত কৈসরের এই আদেশ
বাহির হইল যে, সমুদয় পৃথিবী নাম লিখিয়া
২ দিবে। সুরিয়া দেশের অধ্যক্ষ কুরীণিয়ের সময়ের
প্রথম বলিয়া এই নাম লিখিয়া দেওয়া হইয়া-
৩ ছিল। অতএব নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্ত
লোক সকল আপন আপন নগরে গমন করিল।
৪ আর যোষেফও গালীলস্থ নাসরৎ নগর হইতে
যিহূদিয়ায় বৈৎলেহম নামক দায়ূদের নগরে
গেলেন, যেহেতুক তিনি দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠী-
৫ জাত ছিলেন; তিনি আপনার বাগ্দত্তা স্ত্রী মরি-
য়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন;
৬ তখন মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারা সেই
স্থানে ছিলেন, এমন সময় মরিয়মের প্রসবকাল
৭ সম্পূর্ণ হইল। আর তিনি আপনার প্রথমজাত
পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাঁহাকে পটিকাতে
বেষ্টন করিয়া যাবপাত্রে রাখিলেন, কারণ পান্থ-
শালায় তাঁহাদের জন্য স্থান ছিল না।
৮ ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে থাকিয়া রাত্রি-
কালে আপন আপন পালের প্রহরি-কার্য্য
৯ করিতেছিল। আর তাহাদের নিকটে প্রভুর এক
দূত দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তাহাদের চারি-
দিকে প্রভুর প্রতাপ দেদীপ্যমান হইল; তাহাতে
১০ তাহারা অতিশয় ভীত হইল। তখন দূত তাহা-
দিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা দেখ,
আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানা-
ইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে;
১১ ফলতঃ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য
১২ ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। আর
তোমাদের জন্য ইহাই অভিজ্ঞান, তোমরা
পটিকাবেষ্টিত একটী শিশুকে যাবপাত্রে শয়ান
১৩ দেখিতে পাইবে। অনন্তর অকস্মাৎ স্বর্গবাহিনীর
এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের
স্তবগান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,
১৪ ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃথিবীতে [তাঁহার] প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের
মধ্যে শান্তি।
১৫ দূতগণ তাহাদের নিকট হইতে স্বর্গে গেলে পর
মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, আইস, আমরা
এক বার বৈৎলেহম পর্য্যন্ত যাই, এবং এই যে
ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহা প্রভু আমাদিগকে
১৬ জানাইলেন, তাহা দেখি। পরে তাহারা সত্বর
গমন করিয়া মরিয়মের ও যোষেফের এবং যাব-
১৭ পাত্রে শয়ান শিশুটীর দেখা পাইল। দেখিয়া
বালকটীর বিষয়ে যে কথা তাহাদিগকে বলা
১৮ গিয়াছিল, তাহা প্রচার করিল। তাহাতে যত
লোক মেষপালকগণের মুখে ঐ কথা শুনিল,
১৯ সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কিন্তু মরিয়ম সেই
সকল কথা হৃদয়মধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে
২০ মনে রাখিলেন। পরে মেষপালকদিগকে যেরূপ
বলা গিয়াছিল, তদ্রূপ সকলই দেখিয়া শুনিয়া
তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও স্তবগান করিতে
করিতে ফিরিয়া গেল।
২১ অনন্তর বালকটীর ত্বক্ছেদনের জন্য আট দিন

Digitized by Google

পূর্ণ হইলে তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল ; এই
নাম তাঁহার গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে দূতের দ্বারা
রাখা হইয়াছিল।
২২ পরে যখন মোশির ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদের
২৩ শুচি হইবার কাল সম্পূর্ণ হইল, তখন "গর্ভ
উন্মোচক প্রত্যেক পুরুষসন্তান প্রভুর উদ্দেশে
পবিত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে," প্রভুর ব্যবস্থাতে
লিখিত এই আজ্ঞানুসারে শিশুটীকে প্রভুর
২৪ নিকটে উপস্থিত করিবার জন্য, এবং "এক যোড়া
ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক" প্রভুর ব্যবস্থার
এই উক্তিমতে বলি উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁহারা
২৫ তাঁহাকে যিরূশালেমে লইয়া গেলেন। আর
দেখ, যিরূশালেমে শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি
ছিলেন, তিনি ধার্ম্মিক ও ভক্ত, ইস্রায়েলের
সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিতেন, এবং পবিত্র
২৬ আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিতেন। আর পবিত্র
আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল
যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখিতে না পাইলে
২৭ মৃত্যু দেখিবেন না। তিনি আত্মার আবেশে
ধর্ম্মধামে আসিলেন, এবং শিশু যীশুর মাতা
পিতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থার রীতি অনু-
যায়ী কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে ভিতরে
২৮ আনিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে করিলেন
আর ঈশ্বরের ধন্যবাদপূর্ব্বক কহিলেন,
২৯ হে স্বামিন্, এক্ষণে নিজ বাক্য অনুসারে,
তুমি আপন দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ।
৩০ কেননা আমার নেত্রযুগল তোমার পরিত্রাণ
দেখিতে পাইল,
৩১ যাহা তুমি সকল জাতির সম্মুখে প্রস্তুত
করিয়াছ,
৩২ জাতিগণের প্রতি প্রকাশিত হইবার জ্যোতিঃ,
ও তোমার প্রজা ইস্রায়েলের গৌরব।
৩৩ তাঁহার বিষয়ে কথিত এই সকল বাক্যে তাঁহার
৩৪ মাতা পিতা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছিলেন। তখন
শিমিয়োন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,
এবং তাঁহার মাতা মরিয়মকে কহিলেন, দেখ,
ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের
নিমিত্ত, এবং যাহার প্রতীবাদ করা যাইবে, এমন
৩৫ অভিজ্ঞান হইবার নিমিত্ত ইনি নিযুক্ত; আর
তোমার নিজের প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হইবে, যেন
৩৬ অনেক হৃদয়ের বিতর্ক প্রকাশিত হয়। আর
আশের-বংশীয়া পনূয়েলের কন্যা হান্না নাম্নী এক
ভাববাদিনী ছিলেন; তাঁহার অনেক বয়স
হইয়াছিল, তিনি কৌমার্য্যের পর সাত বৎসর
৩৭ স্বামীর সহিত বাস করেন, পরে চৌরাশী বৎসর
বিধবা হইয়া থাকেন ; তিনি ধর্ম্মধাম হইতে
প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে
৩৮ রাত দিন উপাসনা করিতেন। তিনি সেই দণ্ডে
উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং
যত লোক যিরূশালেমের মুক্তি অপেক্ষা করিতে-
ছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা বলিতে লাগি-
৩৯ লেন। আর প্রভুর ব্যবস্থানুরূপ সমস্ত কার্য্য
সাধন করিবার পর তাঁহারা গালীলে, তাঁহাদের
নিজ নগর নাসরতে ফিরিয়া গেলেন।
৪০ পরে বালকটী বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান
হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন ;
আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল।
৪১ তাঁহার মাতাপিতা প্রতিবৎসর নিস্তার পর্ব্বের
৪২ সময়ে যিরূশালেমে যাইতেন। আর তাঁহার বার
বৎসর বয়স হইলে তাঁহারা পর্ব্বের রীতি
৪৩ অনুসারে যিরূশালেমে গেলেন ; এবং পর্ব্বের
সময় অতিবাহিত করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতে-
ছিলেন, তখন বালক যীশু যিরূশালেমে রহি-
লেন ; আর তাঁহার মাতাপিতা তাহা জানিতেন
৪৪ না ; কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন,
মনে করিয়া তাঁহারা এক দিনের পথ গেলেন ;
পরে জ্ঞাতি ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁহার
৪৫ অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে না পাইয়া
তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে যিরূশালেমে
৪৬ ফিরিয়া গেলেন। তিন দিনের পর তাঁহারা
তাঁহাকে ধর্ম্মধামে পাইলেন ; তিনি গুরুদিগের
মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন ও
৪৭ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ; আর
যাহারা তাঁহার কথা শুনিতেছিল, তাহারা সকলে
তাঁহার বুদ্ধি ও উত্তরে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল।
৪৮ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন, এবং
তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, আমা-
দের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করিলে ? দেখ,
তোমার পিতা এবং আমি ব্যথিত হইয়া তোমার
৪৯ অন্বেষণ করিতেছিলাম। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, কেন আমার অন্বেষণ করিলে ? আমার
পিতার গৃহে থাকা আমার উচিত, ইহা কি
৫০ জানিতে না ? কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে যাহা বলি-
৫১ লেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। পরে
তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে নামিয়া নাসরতে চলিয়া
গেলেন, ও তাঁহাদের বশীভূত থাকিলেন ; আর
তাঁহার মাতা সমস্ত কথা আপন হৃদয়ে রাখিলেন।
৫২ পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনু-
ষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন।

যোহন বাপ্তাইজকের কর্ম্ম।
যীশুর বাপ্তিস্ম।

৩ তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পঞ্চদশ
বৎসরে যখন পন্তীয় পীলাত যিহূদিয়ার
অধ্যক্ষ, হেরোদ গালীলের রাজা, তাঁহার ভ্রাতা

Digitized by Google

ফিলিপ ইতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের
২ রাজা, এবং লুষাণিয় অবিলীনীর রাজা, তখন
হানন ও কায়াফার মহাযাজকত্ব কালে ঈশ্বরের
বাক্য প্রান্তরে সখরিয়ের পুত্র যোহনের নিকটে
৩ উপস্থিত হইল. তাহাতে তিনি যর্দ্দনের নিকট-
বর্ত্তী সমস্ত দেশে আসিয়া পাপমোচনার্থক মনঃ-
পরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন;
৪ যেমন যিশায়াহ ভাববাদীর বাক্যসঘলিত গ্রন্থে
লিখিত আছে, "প্রান্তরে প্রচারকারী এক জনের
রব. তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁহার মার্গ
৫ সকল সরল কর; প্রত্যেক উপত্যকা পরিপূরিত
হইবে, প্রত্যেক পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত নিম্ন করা
যাইবে, বক্র স্থান সরল হইবে, ও অসমান পথ
৬ সমান হইবে, এবং যাবতীয় মর্ত্ত্য ঈশ্বরের পরি-
৭ ত্রাণ দেখিবে।" অতএব যে সকল লোক তাঁহার
দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে বাহির হইয়া আসিল,
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে সর্পের বংশ,
আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমা-
৮ দিগকে কে চেতনা দিল? অতএব মনঃপরিবর্ত্তনের
উপযুক্ত ফলে ফলবান হও; এবং মনে মনে
বলিতে আরম্ভ করিও না, অব্রাহাম আমাদের
পিতা; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য এই সকল প্রস্তর হইতেও
৯ সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর বৃক্ষ সকলের
মূলে এখনই কুঠার লাগান আছে; অতএব যে
কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া
১০ অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। তখন লোকেরা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমাদের কর্ত্তব্য
১১ কি? তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
যাহার দুইটী আঙ্রাখা আছে, সে বস্ত্রহীন
ব্যক্তিকে একটী দান করুক; আর যাহার কাছে
১২ খাদ্য দ্রব্য আছে, সেও তদ্রূপ করুক। আর কর-
গ্রাহীরাও বাপ্তাইজিত হইতে আসিল, এবং
তাঁহাকে কহিল, গুরো, আমাদের কর্ত্তব্য কি?
১৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, নিরূপিতের অধিক
১৪ আদায় করিও না। আর সৈনিকেরাও তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, আমাদেরই বা কর্ত্তব্য কি? তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য
করিও না, অন্যায়পূর্ব্বক কিছু আদায়ও করিও
না, এবং আপনাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।
১৫ আর লোকেরা অপেক্ষায় থাকাতে, এবং ইনিই
বা সেই খ্রীষ্ট, যোহনের বিষয়ে সকলে ইহা মনে
মনে আন্দোলন করাতে যোহন উত্তর করিয়া
১৬ সকলকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে জলে
বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু যিনি আমা
অপেক্ষা শক্তিমান, আমি যাঁহার পাদুকার বন্ধন
খুলিবার যোগ্য নহি, তিনি আসিতেছেন;
তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে
১৭ বাপ্তাইজ করিবেন। তাঁহার কুলা তাঁহার হস্তে
আছে; তিনি আপন খামার সুপরিষ্কৃত করিয়া
গোম নিজ গোলাতে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ
অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।
১৮ আরও অনেক উপদেশ কথা বলিয়া তিনি
লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতেন।
১৯ কিন্তু হেরোদ রাজা আপন ভ্রাতার স্ত্রী হেরো-
দিয়ার বিষয় এবং আপনার সমস্ত দুষ্কর্ম্ম হেতু
২০ যোহন কর্ত্তৃক অনুযুক্ত হইলে পাপের উপরে পাপ
করিলেন, যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন।
২১ পরে সকল লোকের বাপ্তাইজিত হইবার
সময়ে যীশুও বাপ্তাইজিত হইয়া প্রার্থনা করি-
২২ তেছেন, এমন সময়ে স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং
পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায়
তাঁহার উপরে নামিয়া আসিলেন, আর স্বর্গ
হইতে এই বাণী হইল, 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র.
তোমাতেই আমি প্রীত।'

যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র।

২৩ আর যীশু নিজে যখন তিনি কার্য্য আরম্ভ
করেন, ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন;
লৌকিক জ্ঞানে তিনি যোষেফের পুত্র, যোষেফ
২৪ এলির পুত্র, এলি মত্ততের পুত্র, মত্তৎ
লেবির পুত্র, লেবি মল্কির পুত্র, মল্কি যান্নায়ের
২৫ পুত্র, যান্নায় যোষেফের পুত্র, যোষেফ মত্তথিয়ের
পুত্র, মত্তথিয় আমোসের পুত্র, আমোস নহূমের
পুত্র, নহূম ইষ্‌লির পুত্র, ইষ্‌লি নগির পুত্র,
২৬ নগি মাটের পুত্র, মাট মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয়
শিমিয়ির পুত্র, শিমিয়ি যোষেখের পুত্র, যোষেখ
২৭ যূদার পুত্র, যূদা যোহানার পুত্র, যোহানা রীষার
পুত্র, রীষা সরুব্বাবিলের পুত্র, সরুব্বাবিল
২৮ শল্টীয়েলের পুত্র, শল্টীয়েল নেরির পুত্র, নেরি
মল্কির পুত্র, মল্কি অদ্দীর পুত্র, অদ্দী কোষমের
পুত্র, কোষম ইল্‌মাদমের পুত্র, ইল্‌মাদম এরের
২৯ পুত্র, এর যীশুর পুত্র, যীশু ইলীয়েষরের পুত্র,
ইলীয়েষর যোরীমের পুত্র, যোরীম মত্ততের পুত্র,
৩০ মত্তৎ লেবির পুত্র, লেবি শিমিয়োনের পুত্র,
শিমিয়োন যূদার পুত্র, যূদা যোষেফের পুত্র,
যোষেফ যোনমের পুত্র, যোনম ইলিয়াকীমের
৩১ পুত্র, ইলিয়াকীম মিলেয়ার পুত্র, মিলেয়া মিন্নার
পুত্র, মিন্না মত্তথের পুত্র, মত্তথ নাথনের পুত্র,
৩২ নাথন দায়ূদের পুত্র, দায়ূদ যিশয়ের পুত্র, যিশয়
ওবেদের পুত্র, ওবেদ বোয়সের পুত্র, বোয়স সল্-
৩৩ মোনের পুত্র, সল্মোন নহশোনের পুত্র, নহ-
শোন অম্মীনাদবের পুত্র, অম্মীনাদব অর্ণির
পুত্র, অর্ণি হিষ্রোণের পুত্র, হিষ্রোণ পেরসের
৩৪ পুত্র, পেরস যিহূদার পুত্র, যিহূদা যাকোবের

Digitized by Google

পুত্র, যাকোব ইস্‌হাকের পুত্র, ইস্‌হাক অব্রা-
হামের পুত্র, অব্রাহাম তেরহের পুত্র, তেরহ
৩৫ নাহোরের পুত্র, নাহোর সরূগের পুত্র, সরূগ
রিয়ূর পুত্র, রিয়ূ পেলগের পুত্র, পেলগ এবরের
৩৬ পুত্র, এবর শেলহের পুত্র, শেলহ কৈননের পুত্র,
কৈনন অর্ফক্‌ষদের পুত্র, অর্ফক্‌ষদ শেমের পুত্র,
৩৭ শেম নোহের পুত্র, নোহ লেমকের পুত্র, লেমক
মথূশেলহের পুত্র, মথূশেলহ হনোকের পুত্র,
হনোক যেরদের পুত্র, যেরদ মহললেলের পুত্র,
৩৮ মহললেল কৈননের পুত্র, কৈনন ইনোশের পুত্র,
ইনোশ শেথের পুত্র, শেথ আদমের পুত্র, আদম
ঈশ্বরের পুত্র।

যীশুর পরীক্ষা।

৪ যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া যর্দ্দন
হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চল্লিশ দিন
পর্য্যন্ত আত্মা দ্বারা প্রান্তর মধ্যে চালিত ও
২ দিয়াবল কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন। সেই সকল
দিন তিনি কিছুই আহার করেন নাই; পরে
সেই সকল দিন শেষ হইলে ক্ষুধিত হইলেন।
৩ তখন দিয়াবল তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ-
রের পুত্র হও, তবে এই প্রস্তরখানিকে বল, যেন
৪ ইহা রুটী হইয়া যায়। যীশু তাহাকে উত্তর
করিলেন, লেখা আছে, “মনুষ্য কেবল রুটীতে
৫ বাঁচিবে না।” আর সে তাঁহাকে উপরে লইয়া
গিয়া নিমেষ কাল মধ্যে জগতের যাবতীয় রাজ্য
৬ দেখাইল। আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, এই
সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও ইহার প্রতাপ আমি তোমাকে
দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হই-
য়াছে; আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান
৭ করি; অতএব তুমি যদি আমার ভজনা কর, তবে
৮ এ সকলই তোমার হইবে। যীশু উত্তর করিয়া
তাহাকে কহিলেন, লেখা আছে, “তুমি আপন
ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিবে, এবং কেবল তাঁহারই
৯ আরাধনা করিবে।” আর সে তাঁহাকে যিরূ-
শালেমে লইয়া গেল, ও ধর্ম্মধামের চূড়ার উপরে
দাঁড় করাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র
১০ হও, তবে এ স্থান হইতে নীচে পড়; কেননা
লেখা আছে,
“তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে
আজ্ঞা দিবেন;”
১১ আর
“তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন,
পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।”
১২ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, উক্ত
আছে, “তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা
করিও না।”
১৩ এইরূপে দিয়াবল সমস্ত পরীক্ষা সমাপন
করিয়া কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার নিকট হইতে
চলিয়া গেল।

নাসরতে যীশুর উপদেশ।

১৪ তখন যীশু আত্মার প্রভাবে গালীলে ফিরিয়া
গেলেন, এবং তাঁহার কীর্ত্তি চারিদিকে সমুদয়
১৫ অঞ্চলে ব্যাপিল। আর তিনি তাহাদের সকল
সমাজগৃহে উপদেশ দিয়া সকলের দ্বারা প্রশংসিত
হইলেন।
১৬ আর তিনি যে স্থানে পালিত হইয়াছিলেন,
সেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন
রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রবেশ
১৭ করিলেন, ও পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। তখন
যিশাইয় ভাববাদীর গ্রন্থ তাঁহার হস্তে সমর্পিত
হইল, আর তিনি গ্রন্থখানি খুলিয়া এই বচন যে
১৮ স্থানে লেখা আছে, সেই স্থান পাইলেন, “প্রভুর
আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা তিনি
দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে
আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন; তিনি আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি বন্দিগণের কাছে
মুক্তি ও অন্ধদিগের কাছে চক্ষুর্দানের কথা প্রচার
করি, যেন উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায়
১৯ করি, যেন প্রভুর গ্রাহ্য বৎসর ঘোষণা করি।”
২০ পরে তিনি গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া ভৃত্যের হস্তে
দিয়া বসিলেন। তাহাতে সমাজগৃহে সকলে
২১ তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। আর
তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, অদ্য
তোমাদের কর্ণগোচরে এই শাস্ত্রীয় বচন সিদ্ধ
২২ হইল। তাহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য
দিল, ও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত প্রীতিবাক্যে
আশ্চর্য্য বোধ করিল; আর কহিল, এ কি
২৩ যোষেফের পুত্র নহে? তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা আমাকে অবশ্য এই প্রবাদবাক্য
বলিবে, চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর;
কফরনাহূমে যাহা যাহা করা হইয়াছে শুনিয়াছি,
২৪ সে সকল এই স্বদেশেও কর। তিনি আরও কহি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, কোন
২৫ ভাববাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এলিয়ের সময়ে
যখন সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আকাশ রুদ্ধ
ছিল, ও সমুদয় দেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত
হইয়াছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক
২৬ বিধবা ছিল; কিন্তু এলিয় তাহাদের মধ্যে
কাহারও নিকটে প্রেরিত হন নাই, কেবল সীদোন
দেশের সারিফতে এক বিধবা স্ত্রীর নিকটে
২৭ প্রেরিত হইয়াছিলেন। আর ইলীশায় ভাববাদীর

Digitized by Google

সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক কুষ্ঠী ছিল, কিন্তু
তাহাদের মধ্যে কেহই শুচীকৃত হয় নাই, কেবল
২৮ সুরীয় নামান শুচীকৃত হইয়াছিল। এই কথা
শুনিয়া সমাজগৃহে উপস্থিত লোকেরা সকলে
২৯ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল ; আর তাহারা উঠিয়া
তাঁহাকে নগরের বাহিরে লইয়া চলিল, এবং যে
পর্ব্বতে তাহাদের নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল,
তাঁহাকে নীচে ফেলিয়া দিবার জন্য তাহার অগ্র-
৩০ ভাগ পর্য্যন্ত লইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাহাদের
মধ্য দিয়া গমন করিয়া চলিয়া গেলেন।

যীশুর নানা অলৌকিক ক্রিয়া।

৩১ পরে তিনি গালীলের কফরনাহূম নগরে
নামিয়া আসিলেন। আর তিনি বিশ্রামবারে
৩২ লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন ; এবং
লোকে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল ; কারণ
৩৩ তাঁহার বাক্য ক্ষমতাবিশিষ্ট ছিল। তখন ঐ
সমাজগৃহে অশুচি ভূতের আত্মাবিষ্ট একটা
৩৪ লোক ছিল ; সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া
কহিল, আহা, নাসরতীয় যীশু, আপনকার সহিত
আমাদের সম্পর্ক কি ? আপনি কি আমাদিগকে
নষ্ট করিতে আসিলেন ? আপনি কে, তাহা
আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র
৩৫ লোক। তখন যীশু তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন,
নীরব হও, এবং উহা হইতে বাহির হও ; তাহাতে
সেই ভূত তাহাকে মধ্যস্থানে ফেলিয়া দিয়া কিছু
হানি না করিয়া তাহা হইতে বাহির হইয়া গেল।
৩৬ তখন সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে
লাগিল, এ কেমন কথা ? ইনি ক্ষমতায় ও পরা-
ক্রমে অশুচি আত্মাদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা
৩৭ বাহির হইয়া যায়। পরে চতুর্দ্দিকস্থ অঞ্চলের
সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপিল।
৩৮ অনন্তর তিনি সমাজগৃহ হইতে উঠিয়া শিমো-
নের বাটীতে প্রবেশ করিলেন ; তখন শিমোনের
শাশুড়ী ভারী জ্বরে পীড়িতা ছিলেন, তাই
তাঁহারা তাঁহার নিমিত্তে তাঁহাকে বিনতি করি-
৩৯ লেন। তখন তিনি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া
জ্বরকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বর
ছাড়িয়া গেল ; আর তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া
তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।
৪০ পরে সূর্য্য অস্ত গেলে, নানা রোগে রোগী
যাহাদের ছিল, তাহারা সকলে তাহাদিগকে
তাঁহার নিকটে আনিল ; তাহাতে তিনি প্রত্যেক
জনের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ
৪১ করিলেন। আর অনেক লোক হইতে ভূতও
বহির্গত হইল, তাহারা চীৎকার শব্দ করিয়া
কহিল, আপনি ঈশ্বরের পুত্র ; কিন্তু তিনি তাহা-
দিগকে ধমক্ দিয়া কথা কহিতে দিলেন না,
কারণ তিনি যে সেই খ্রীষ্ট, ইহা তাহারা জা
৪২ ছিল। পরে প্রভাত হইলে তিনি বাহির হইয়া
কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন ; তাহাতে
লোকেরা তাঁহার অন্বেষণ করিল, এবং তাঁহার
নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে
চাহিল, যেন তিনি তাহাদের নিকট হইতে
৪৩ প্রস্থান না করেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের
রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে ; কেননা
৪৪ তন্নিমিত্তই আমি প্রেরিত হইয়াছি। পরে তিনি
গালীলের নানা সমাজগৃহে প্রচার করিতে
লাগিলেন।

৫ একদা যখন লোকসমূহ তাঁহার উপরে
চাপাচাপি করিয়া পড়িয়া ঈশ্বরের বাক্য
শুনিতেছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে
২ দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি দেখিলেন, হ্রদের
ধারে দুইখান নৌকা রহিয়াছে, কিন্তু মৎস্য-
৩ ধারীরা নামিয়া গিয়া জাল ধুইতেছিল। তাহাতে
তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের
নৌকাতে, উঠিয়া কূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে
তাঁহাকে বিনতি করিলেন ; আর তিনি নৌকাতে
বসিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।
৪ পরে কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে কহি-
লেন, গভীর জলে গিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য
৫ তোমাদের জাল নিক্ষেপ কর। শিমোন উত্তর
করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম
করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনকার
৬ আজ্ঞায় আমি জাল ফেলিব। তাঁহারা সেইরূপ
করিলে মৎস্যের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহা-
৭ দের জাল ছিঁড়িতে লাগিল ; তাহাতে তাঁহারা
অন্য নৌকাস্থিত অংশীদারদিগকে সঙ্কেত করি-
লেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য
করেন। তাঁহারা আসিয়া মৎস্যে দুইখান নৌকা
এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা ডুবিবার মত
৮ হইল। তাহা দেখিয়া শিমোন পিতর যীশুর
চরণে পড়িয়া কহিলেন, আমার নিকট হইতে
প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভো, আমি পাপী
৯ কারণ জালে পতিত মৎস্যের ঝাঁকে তিনি ও
১০ তাঁহার সঙ্গীরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন ; আর
শিমোনের অংশীদারেরা, অর্থাৎ সিবদিয়ের পুত্র
যাকোব ও যোহনও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়া-
ছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয়
করিও না, এখন অবধি তুমি মনুষ্যধারী হইবে।
১১ অনন্তর তাঁহারা নৌকা কূলে আনিয়া সকলই
পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন।
১২ একদা তিনি কোন নগরে আছেন, এমন সময়ে,
দেখ, এক জন সর্ব্বাঙ্গকুষ্ঠ ; আর সে যীশুকে

Digitized by Google

দেখিয়া ভূমিতে অধোমুখ হইয়া বিনতিপূর্ব্বক
বলিল, প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, আমাকে
১৩ শুচি করিতে পারেন। তখন তিনি হস্তবিস্তার
করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার
ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও ; আর তৎক্ষণাৎ তাহার
১৪ কুষ্ঠরোগ ঘুচিয়া গেল। পরে তিনি তাহাকে
আজ্ঞা দিলেন, এই কথা কাহাকেও বলিও না,
কিন্তু যাও, যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে
দেখাও, এবং তাহাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার
নিমিত্ত তোমার শুচীকরণ জন্য মোশির আজ্ঞানু-
১৫ সারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। তথাপি তাঁহার
বিষয়ে জনরব আরও অধিক ব্যাপিতে লাগিল ;
আর তাঁহার বাক্য শুনিবার এবং আপন আপন
রোগ হইতে সুস্থ হইবার জন্য বিস্তর লোক
১৬ সমাগত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি নির্জ্জন
স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিলেন।
১৭ আর এক দিবস যীশু উপদেশ দিতেছিলেন,
এবং ফরীশীরা ও ব্যবস্থার গুরুরা নিকটে উপবিষ্ট
ছিল ; তাহারা গালীল ও যিহূদিয়ার যাবতীয়
গ্রাম হইতে এবং যিরূশালেম হইতে আসিয়া-
ছিল ; আর লোকদিগকে সুস্থ করিবার জন্য
১৮ প্রভুর শক্তি উপস্থিত ছিল। আর দেখ, কয়েকটী
লোক এক জন পক্ষাঘাতীকে খাটে করিয়া
আনিল ; তাহারা তাহাকে ভিতরে আনিয়া
১৯ তাঁহার সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু
ভিড় প্রযুক্ত ভিতরে আনিবার পথ না পাওয়াতে
ঘরের ছাদে উঠিল, এবং টালি খুলিয়া শয্যা-
শুদ্ধ তাহাকে মধ্যস্থানে যীশুর সম্মুখে নামা-
ইয়া দিল।
২০ তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি কহিলেন,
হে মনুষ্য, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল।
২১ তখন অধ্যাপকগণ ও ফরীশীরা এই তর্ক করিতে
লাগিল, এই যে ব্যক্তি ঈশ্বরনিন্দা করে, এ কে ?
একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা
২২ করিতে পারে ? যীশু তাহাদের তর্ক জানিয়া
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
২৩ মনে মনে কেন তর্ক করিতেছ ? কোন্ কথাটী
সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না
২৪ 'তুমি উঠিয়া বেড়াও' বলা ? কিন্তু পৃথিবীতে
পাপ মোচন করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে,
ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই নিমিত্ত—
তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন,— তোমাকে
বলিতেছি, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া
২৫ গৃহে গমন কর। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ তাহাদের
সাক্ষাতে উঠিল, এবং আপন শয্যা তুলিয়া লইয়া
ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে নিজ গৃহে
২৬ চলিয়া গেল। তখন সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল,
আর ঈশ্বরের প্রশংসা করিল, এবং ভয়ে পরিপূর্ণ
হইয়া বলিতে লাগিল, অদ্য আমরা অসম্ভব
ব্যাপার দেখিলাম।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

২৭ তৎপরে তিনি বাহিরে গেলেন, এবং করগ্রহণ
স্থানে উপবিষ্ট লেবি নামে এক জন করগ্রাহীকে
দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ
২৮ আইস। তাহাতে সে সকলই পরিত্যাগ করিয়া
২৯ উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। পরে লেবি
আপন বাটীতে তাঁহার নিমিত্ত বড় এক ভোজ
প্রস্তুত করিল, এবং অনেক করগ্রাহী ও অন্য অন্য
লোক তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিয়া ছিল।
৩০ তখন ফরীশীরা ও তাহাদের অধ্যাপকেরা তাঁহার
শিষ্যদের প্রতিকূলে বচসা করিয়া কহিতে
লাগিল, করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে তোমরা
৩১ কেন ভোজন পান করিতেছ ? যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে
প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়ো-
৩২ জন আছে। আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু
মনঃপরিবর্ত্তনার্থে পাপীদিগকেই আহ্বান করিতে
৩৩ আসিয়াছি। পরে তাহারা তাঁহাকে কহিল,
যোহনের শিষ্যগণ বার বার উপবাস ও প্রার্থনা
করে, ফরীশীদের শিষ্যেরাও সেইরূপ করে ;
কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করিয়া
৩৪ থাকে। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বর সঙ্গে
থাকিতে তোমরা কি বাসর-ঘরের লোকদিগকে
৩৫ উপবাস করাইতে পার ? কিন্তু সময় আসিবে ;
আর যখন বর তাহাদের নিকট হইতে নীত
হইবেন, সেই সময় তাহারা উপবাস করিবে।
৩৬ আরও তিনি তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্তও কহি-
লেন ; কেহ নূতন বস্ত্র হইতে টুকরা ছিঁড়িয়া
পুরাতন বস্ত্রে দেয় না ; তাহা করিলে নূতন
বস্ত্রও কাটিতে হয়, এবং পুরাতন বস্ত্রেও সেই
৩৭ নূতনের তালী মিলিবে না। আর পুরাতন কুপায়
কেহ নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না ; রাখিলে নূতন
দ্রাক্ষারসে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহাতে
দ্রাক্ষারসও পড়িয়া যাইবে, কুপাগুলিও নষ্ট
৩৮ হইবে। কিন্তু নূতন কুপাতেই নূতন দ্রাক্ষারস
৩৯ রাখা কর্ত্তব্য। আর পুরাতন দ্রাক্ষারস পান
করিয়া কেহ নূতনের বাঞ্ছা করে না, কেননা
সে বলে, পুরাতনই ভাল।
৬ এক দিন বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্রের
মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে
তাঁহার শিষ্যেরা শীষ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাতে
২ মাড়িয়া খাইতে লাগিলেন। তাহাতে কয়েক জন
ফরীশী কহিল, বিশ্রামবারে যাহা করা বিহিত
৩ নয়, তোমরা তাহা কেন করিতেছ ? যীশু উত্তর

Digitized by Google

করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার
সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি কি করিয়াছিলেন,
৪ তাহাও কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি ঈশ-
রের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শনীয় রুটী কেবল
যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা
বিহিত নয়, তাহা লইয়া আপনি ভোজন করিয়া-
৫ ছিলেন, এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন। পরে
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রাম-
বারের কর্ত্তা।
৬ আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ
করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন; সেই স্থানে
একটী লোক ছিল, তাহার দক্ষিণ হস্ত শুকাইয়া
৭ গিয়াছিল। আর অধ্যাপক ও ফরীশীরা, তিনি
বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না, দেখিবার জন্য
তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল, যেন তাঁহার নামে
৮ অভিযোগ করিবার সূত্র পায়। কিন্তু তিনি
তাহাদের তর্ক জ্ঞাত ছিলেন, আর সেই শুষ্কহস্ত
ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠ, মধ্যস্থানে দাঁড়াও।
৯ তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,
বিশ্রামবারে কি করা বিহিত? ভাল কর্ম্ম না
১০ মন্দ কর্ম্ম? প্রাণরক্ষা না প্রাণনাশ? পরে তিনি
চারিদিকে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই
লোকটীকে বলিলেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর।
সে তাহা করিল, আর তাহার হস্ত আগে যেমন
১১ ছিল, তেমনি হইল। কিন্তু তাহারা উন্মত্ততায়
পূর্ণ হইল, আর যীশুর প্রতি কি করিবে, তাহাই
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল।

প্রেরিতগণকে নিযুক্ত করণ। যীশুর উপদেশ।

১২ তৎকালে তিনি একদা প্রার্থনা করণার্থে বাহির
হইয়া পর্ব্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে
প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করি-
১৩ লেন। পরে প্রভাত হইলে তিনি আপন শিষ্য-
গণকে ডাকিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে
দ্বাদশ জনকে মনোনীত করিলেন, আর তাঁহা-
১৪ দিগকে 'প্রেরিত' নাম দিলেন;—শিমোন,
যাঁহাকে তিনি আবার পিতর উপনাম দিলেন,
ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং যাকোব ও যোহন,
১৫ ফিলিপ ও বর্থলময়, মথি ও থোমা, আল্‌ফেয়ের
[পুত্র] যাকোব ও উদ্‌যোগী আখ্যাত শিমোন,
১৬ যাকোবের [ভ্রাতা] যিহূদা, এবং যে তাঁহাকে
[শত্রুহস্তে] সমর্পণ করে, সেই ঈষ্করিয়োতীয়
১৭ যিহূদা। পরে তিনি তাঁহাদের সহিত নামিয়া
এক সমান ভূমির উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন;
তাহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য এবং সমস্ত যিহূ-
দিয়া ও যিরূশালেম এবং সমুদ্রের নিকটস্থ সোর
ও সীদোন দেশ হইতে অনেক লোক তাঁহার
বাক্য শ্রবণার্থে ও আপন আপন রোগ হইতে
মুক্ত হইবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া
১৮ উপস্থিত হইল; এবং যাহারা অশুচি আত্মা
দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিল, তাহারা সুস্থ হইল।
১৯ আর, সমস্ত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা
করিল, কেননা তাঁহা হইতে শক্তি নির্গত হইয়া
সকলকে সুস্থ করিতেছিল।
২০ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া কহিলেন, ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্ব-
২১ রের রাজ্য তোমাদেরই। ধন্য তোমরা, যাহারা
এক্ষণে ক্ষুধিত, কারণ তোমরা তৃপ্ত হইবে। ধন্য
তোমরা, যাহারা এক্ষণে রোদন কর, কারণ তোমরা
২২ হাসিবে। ধন্য তোমরা, যখন লোকে মনুষ্য-
পুত্রের নিমিত্ত তোমাদিগকে দ্বেষ করে, এবং
পৃথক্ করিয়া দেয়, ও নিন্দা করে, এবং তোমা-
২৩ দের নাম মন্দ বলিয়া দূর করিয়া দেয়। সেই দিন
আনন্দ ও নৃত্য করিও, কেননা দেখ, তোমরা স্বর্গে
মহা পুরস্কার পাইবে; যেহেতুক তাহাদের পিতৃ-
পুরুষেরা ভাববাদিগণের প্রতি তাহাই করিত।
২৪ কিন্তু হা ধনবানেরা, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কারণ
২৫ তোমরা আপনাদের সান্ত্বনা পাইয়াছ। হা তো-
মরা, যাহারা এক্ষণে পরিতৃপ্ত, তোমরা সন্তাপের
পাত্র, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইবে; হা তোমরা,
যাহারা এক্ষণে হাস্য কর, তোমরা সন্তাপের পাত্র,
২৬ কারণ তোমরা বিলাপ ও রোদন করিবে। সকল
লোকে যখন তোমাদের সুখ্যাতি করে, তখন তো-
মরা সন্তাপের পাত্র, কারণ তাহাদের পিতৃপুরু-
ষেরা ভাক্ত ভাববাদীদের প্রতি তাহাই করিত।
২৭ কিন্তু তোমরা যে শুনিতেছ, তোমাদিগকে
আমি বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রু-
দিগকে প্রেম করিও; যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ
২৮ করে, তাহাদের মঙ্গল করিও; যাহারা তোমা-
দিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিও;
যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের
২৯ নিমিত্ত প্রার্থনা করিও। কেহ তোমার এক গালে
চড় মারিলে অন্য গালও তাহার দিকে ফিরাইয়া
দিও; এবং কেহ তোমার চোগা হরণ করিলে
তাহাকে আঙ্গরাখাটীও লইতে বারণ করিও না।
৩০ যে কেহ তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে
দিও; এবং যে তোমার বিষয় হরণ করে, তাহার
৩১ কাছে তাহা ফিরিয়া চাহিও না। আর তোমাদের
প্রতি লোকের যেরূপ ব্যবহার তোমরা বাঞ্ছা কর,
তোমরাও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিও।
৩২ আর যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহা-
দিগকে প্রেম করিলে তোমরা কিরূপ সাধুবাদ
পাইবে? কেননা পাপীরাও আপন আপন প্রেম-

Digitized by Google

৩৩ কারীদিগকে প্রেম করে। আর যদি তোমরা
উপকারীদিগেরই উপকার কর, তবে কিরূপ
সাধুবাদ পাইবে? কেননা পাপীরাও তাহাই
৩৪ করে। আর যাহাদের কাছে পাইবার আশা
থাকে, তাহাদিগকেই ধার দিলে কিরূপ সাধুবাদ
পাইবে? উপযুক্ত পরিমাণে ফিরিয়া পাইবার
৩৫ আশায় পাপীরাও পাপীদিগকে ধার দেয়। কিন্তু
তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও,
তাহাদের উপকার করিও, এবং কখনও নিরাশ না
হইয়া ধার দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহা-
পুরস্কার হইবে, এবং তোমরা পরাৎপরের সন্তান
হইবে, যেহেতুক তিনি অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদের
৩৬ প্রতিও কৃপাবান। তোমাদের পিতা যেমন করুণা-
৩৭ ময়, তোমারাও তেমনি করুণাময় হও। আর
তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে তোমরা বিচা-
রিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে
তোমরাও দোষীকৃত হইবে না; তোমরা ছাড়িয়া
দিও, তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া
৩৮ যাইবে। দান করিও, তাহাতে তোমরাও দান
পাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁ-
করিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ
তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরি-
মাণে তোমাদের নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে।
৩৯ পরে তিনি তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্তও কহি-
লেন, অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে?
৪০ উভয়েই কি গর্ত্তে পড়িবে না? গুরু হইতে শিষ্য
বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়, সে আপন
৪১ গুরুর তুল্য হইবে। আর তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে
যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু
তোমার নিজ চক্ষুতে যে কড়িকাট আছে, তাহা
৪২ কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না? অথবা তোমার
চক্ষুতে যে কড়িকাট আছে, তাহা যখন দেখিতেছ
না, তখন তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে
বলিতে পার, ভাই, এস, আমি তোমার চক্ষু
হইতে কুটাটী বাহির করিয়া দিই? হে কপটি,
অগ্রে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির
করিয়া ফেল, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে
কুটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিবে।
৪৩ কারণ এমন উত্তম বৃক্ষ নাই যাহাতে মন্দ ফল
ধরে, এবং এমন মন্দ বৃক্ষও নাই, যাহাতে উত্তম
৪৪ ফল ধরে। স্ব স্ব ফল দ্বারাই প্রত্যেক বৃক্ষ
চেনা যায়; লোকে ত কাঁটাবন হইতে ডুমুর
সংগ্রহ করে না, এবং শ্যাকুলের ঝোপ হইতে
৪৫ দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করে না। ভাল মানুষ আপন
হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার হইতে যাহা ভাল, তাহাই
বাহির করে; এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে
যাহা মন্দ, তাহাই বাহির করে; যেহেতুক হৃদয়
ছাপিয়া উঠিলে মুখ দিয়া কথা বাহির হয়।

৪৬ আর তোমরা কেন আমাকে প্রভো, প্রভো,
বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা
৪৭ কর না? যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার
বাক্য শুনিয়া পালন করে, সে কাহার তুল্য,
৪৮ তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি। সে
এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে গৃহ নির্ম্মাণ সময়ে
গভীর খাত করিল, ও পাষাণের উপরে ভিত্তিমূল
স্থাপন করিল; পরে বন্যা আসিলে সেই গৃহে
জলস্রোত বেগে বহিল, কিন্তু তাহা হেলাইতে
পারিল না; কারণ তাহা উত্তমরূপে নির্ম্মিত
৪৯ হইয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি শুনিয়া পালন না
করে, সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য যে ভিত্তিমূল
ব্যতিরেকে মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিল;
পরে জলস্রোত বেগে বহিয়া সেই গৃহে লাগিল,
আর অমনি তাহা পড়িয়া গেল, এবং সেই
গৃহের ভঙ্গ ঘোরতর হইল।

যীশু কর্ত্তৃক পীড়িতকে আরোগ্য ও মৃতকে জীবন দান।

৭ লোকদের কর্ণগোচরে আপনার সকল কথা
সমাপ্ত করিয়া তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ
করিলেন।
২ এক জন শতপতির একটী প্রিয় দাস পীড়িত
৩ হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিল। তিনি যীশুর সংবাদ
শুনিয়া যিহূদীদের কয়েক জন প্রাচীনকে দিয়া
তাঁহার কাছে বিনতি করিয়া পাঠাইলেন, যেন
৪ তিনি আসিয়া তাঁহার দাসকে বাঁচান। তাঁহারা
যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া আগ্রহপূর্ব্বক
বিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি যে
তাঁহাকে এই অনুগ্রহ করেন, তিনি এমন যোগ্য;
৫ কেননা তিনি আমাদের জাতিকে প্রেম করেন,
আর আমাদের সমাজগৃহ তিনি আপনি নির্ম্মাণ
৬ করিয়া দিয়াছেন। তখন যীশু তাঁহাদের সঙ্গে
গমন করিলেন, আর তিনি বাটীর অনতিদূরে
থাকিতেই শতপতি কয়েক জন বন্ধু দ্বারা তাঁহার
নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভো, আপনাকে
কষ্ট দিবেন না; কেননা আপনি যে আমার
ছাদের নীচে আগমন করেন, এমন যোগ্য আমি
৭ নহি; সেই জন্য আপনকার নিকটে যাইতে
আমাকেও যোগ্য বুঝিলাম না; আপনি বাক্যে
বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।
৮ যেহেতুক আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীনে নিযুক্ত লোক,
আবার সৈনিকেরা আমার অধীন; আমি তাহা-
দের এক জনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং আর
এক জনকে আইস বলিলে সে আইসে, আর
আমার দাসকে এই কর্ম্ম কর বলিলে সে তাহা
৯ করে। এই সকল কথা শুনিয়া যীশু তাঁহার

Digitized by Google

বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরা-
ইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকদিগকে কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও
১০ এমন বিশ্বাস পাই নাই। পরে যাঁহাদিগকে
পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়া
সেই দাসটীকে সুস্থ দেখিতে পাইলেন।
১১ কিয়ৎকাল পরে তিনি নায়িন নামক নগরে
যাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা ও বিস্তর
১২ লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল। যখন তিনি
নগরের দ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন, দেখ,
লোকেরা একটী মরা মানুষকে বাহিরে লইয়া
যাইতেছিল, সে আপন মাতার একমাত্র পুত্র,
এবং মাতা বিধবা; আর নগরের অনেক লোক
১৩ তাহার সঙ্গে ছিল। তাহাকে দেখিয়া প্রভু করুণা-
বিষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, কাঁদিও
১৪ না। পরে নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন;
তখন বাহকেরা স্থগিত হইয়া দাঁড়াইল। তিনি
কহিলেন, হে যুবক, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।
১৫ তাহাতে সেই মরা মানুষটী উঠিয়া বসিল, এবং
কথা কহিতে লাগিল; পরে তিনি তাহার মাতার
১৬ হস্তে তাহাকে দিলেন। তখন সকলে ভয়গ্রস্ত
হইল, এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিতে
লাগিল, আমাদের মধ্যে এক মহাভাববাদীর
উদয় হইয়াছে, আর ঈশ্বর আপন প্রজাদের
১৭ তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। পরে সমুদয় যিহূদি-
য়াতে এবং চারিদিকে সমস্ত অঞ্চলে তাঁহার
বিষয়ে এই কথা ব্যাপ্ত হইল।

যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর।

১৮ অনন্তর যোহনের শিষ্যগণ তাঁহাকে এই সকল
১৯ কথা জ্ঞাত করিল। তাহাতে যোহন আপনার
দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদের দ্বারা প্রভুর
নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, 'যাঁহার
আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না,
২০ আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?' পরে সেই
দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল,
যোহন বাপ্তাইজক আমাদের দ্বারা আপনকার
কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যাঁহার
আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না,
২১ আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব? সেই দণ্ডে
তিনি অনেক লোককে রোগ ব্যাধি ও অনেক দুষ্ট
আত্মা হইতে সুস্থ করেন, এবং অনেক অন্ধকে
২২ চক্ষু দান করেন। পরে তিনি ঐ দুই জনকে এই
উত্তর দিলেন, তোমরা যাও, যাহা দেখিতে ও
শুনিতে পাইলে, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও;
অন্ধেরা দৃষ্টি পাইতেছে, খঞ্জেরা চলিতেছে,
কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইতেছে, বধিরেরা শ্রবণ করি-
তেছে, মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, দরিদ্রের
২৩ নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে। আর ধন্য
সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্ন না পায়।
২৪ যোহনের দূতগণ প্রস্থান করিলে পর তিনি
লোকদিগকে যোহনের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন,
তোমরা প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি
২৫ বায়ুকম্পিত নল? তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে?
কি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ,
যাহারা জাঁকজমকের পোষাক পরিয়া সুখ ভোগে
কাল যাপন করে, তাহারা রাজবাটীতে থাকে।
২৬ তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি এক জন ভাব-
বাদীকে? হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
২৭ ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তিকে। ইনি সেই
ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে এই সকল কথা লিখিত
আছে, "দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে
প্রেরণ করি, সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত
২৮ করিবে।" আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্ত্রী-
লোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন হইতে
মহান কেহই নাই; তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে
ক্ষুদ্রতর যে ব্যক্তি, সে তাঁহা হইতেও মহান।
২৯ আর সমস্ত লোক ও করগ্রাহিবর্গ কথা শুনিয়া
যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হওয়াতে ঈশ্বরকে
৩০ ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিল; কিন্তু ফরীশীরা
ও ব্যবস্থাবেত্তারা তাঁহা দ্বারা বাপ্তাইজিত না
হওয়াতে আপনাদের বিষয়ে ঈশ্বরের মন্ত্রণা
৩১ বিফল করিল। তবে আমি কাহার সহিত এই
কালের লোকদের তুলনা দিব? তাহারা কাহার
৩২ সদৃশ? তাহারা এমন বালকগণের সদৃশ, যাহারা
বাজারে বসিয়া এক জন আর এক জনকে
ডাকিয়া বলে, 'তোমাদের নিকটে আমরা
বাঁশী বাজাইলাম, কিন্তু তোমরা নাচিলে না;
বিলাপ করিলাম, কিন্তু তোমরা কাঁদিলে না।'
৩৩ কারণ যোহন বাপ্তাইজক আসিয়া রুটী খান
নাই, দ্রাক্ষারসও পান করেন নাই, আর
৩৪ তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র আসিয়া
ভোজন পান করেন, আর বল, দেখ, এক জন
পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের ও পাপীদের
৩৫ বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা আপনার সকল সন্তান দ্বারা
ধার্ম্মিকা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি যীশুর দয়া।

৩৬ আর ফরীশীদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে তাহার
সঙ্গে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে
তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া
৩৭ ভোজনে বসিলেন। আর দেখ, সেই নগরে এক
পাপিষ্ঠা স্ত্রী ছিল; যখন সে জানিতে পাইল,
তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে ভোজনে বসিয়া-

Digitized by Google

৩৮ লেন, তখন একটী শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি
তৈল লইয়া আসিল, এবং তাঁহার পশ্চাতে
চরণের নিকটে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে
চক্ষের জলে তাঁহার চরণ ভিজাইতে লাগিল,
এবং নিজ মস্তকের কেশ দিয়া মুছাইয়া দিল,
আর তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া সেই সুগন্ধি তৈল
৩৯ মাখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, যে তাঁহাকে
নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেই ফরীশী মনে মনে
কহিল, এ যদি ভাববাদী হইত, তবে ইহাকে যে
স্পর্শ করিতেছে, সে কে এবং কি প্রকার স্ত্রীলোক,
ফলে সে যে পাপিষ্ঠা, তাহা জানিতে পারিত।
৪০ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন,
শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলিবার আছে;
৪১ সে কহিল, গুরো, বলুন। এক মহাজনের দুই
জন ঋণী ছিল; এক জন পাঁচ শত দীনার, আর
৪২ এক জন পঞ্চাশ দীনার ধারিত। তাহাদের পরি-
শোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তিনি উভয়-
কেই ক্ষমা করিলেন; অতএব তাহাদের মধ্যে কে
৪৩ তাঁহাকে অধিক প্রেম করিবে? শিমোন উত্তর
করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ
ক্ষমা করিলেন, সেই+তিনি তাহাকে কহিলেন,
৪৪ যথার্থ বিচার করিলে। আর তিনি সেই স্ত্রীলো-
কের দিকে ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, এই
স্ত্রীলোকটীকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটীতে
প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল
দিলে না; কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী চক্ষের জলে
আমার পা ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া
৪৫ তাহা মুছাইয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন
করিলে না, কিন্তু যে অবধি আমি ভিতরে আসি-
য়াছি, এ আমার চরণ চুম্বন করিতে ক্ষান্ত হয়
৪৬ নাই। তুমি তৈল দিয়া আমার মস্তক অভি-
ষিক্ত করিলে না, কিন্তু এ সুগন্ধি দ্রব্যে আমার
৪৭ চরণ অভিষিক্ত করিল। এই জন্য তোমাকে
কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ তাহার ক্ষমা
হইয়াছে; কেননা এ অধিক প্রেম করিল; কিন্তু
যাহাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম
৪৮ করে। পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন,
৪৯ তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। তখন যাহারা
তাঁহার সঙ্গে ভোজনে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা
আপনাদের মধ্যে বলিতে লাগিল, এ কে যে
৫০ পাপ ক্ষমাও করে? কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীলোককে
কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ
করিয়াছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।

৮ ইহার পরেই তিনি ঘোষণা করিতে করিতে
এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে
করিতে, নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ
২ করিলেন, আর সেই দ্বাদশ জন, এবং যাঁহারা
দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগ হইতে মুক্তা হইয়াছিলেন,
এমন কয়েকটী স্ত্রীলোকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন;—
যাঁহা হইতে সাত ভূত বহির্গত হইয়াছিল,
৩ সেই মগ্দলীনী নামিকা মরিয়ম, হেরোদের
বিষয়াধ্যক্ষ কূষের ভার্য্যা যোহানা, শোশন্না
এবং অন্য অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিলেন,
তাঁহারা আপন আপন সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের
পরিচর্য্যা করিতেন।

বীজবাপকের দৃষ্টান্ত।

৪ অনন্তর বিস্তর লোক সমাগত হইলে, এবং
প্রত্যেক নগর হইতে লোকেরা তাঁহার নিকট
৫ আসিলে, তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা কহিলেন, বীজ-
বাপক আপন বীজ বপন করিতে গেল; বপনের
সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে
তাহা পদ-দলিত হইল, ও আকাশের পক্ষিগণ
৬ তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ পাষাণের
উপরে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হইলেই
৭ রসের অভাব প্রযুক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। আর
কতক বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কণ্টক
সকল সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা
অঙ্কুরিত হইয়া শত গুণ ফল উৎপন্ন করিল।
এই কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।
৯ পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
১০ করিলেন, ঐ দৃষ্টান্তের ভাব কি? তিনি কহি-
লেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমা-
দিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আর
সকলের নিকটে দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যাইতেছে;
যেন তাহারা দেখিয়াও না দেখে, এবং শুনিয়াও
১১ না বুঝে। দৃষ্টান্তটীর ভাব এই, সেই বীজ ঈশ্ব-
১২ রের বাক্য। আর উহারা পথের পার্শ্বের লোক,
যাহারা শুনিয়াছে, পরে দিয়াবল আসিয়া
তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া
লয়, পাছে তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ
১৩ পায়। আর উহারা পাষাণের উপরের লোক,
যাহারা বাক্য শুনিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করে,
কিন্তু উহাদের মূল নাই, উহারা অল্প কালমাত্র
বিশ্বাস করে, আর পরীক্ষার সময়ে সরিয়া পড়ে।
১৪ আর যাহা কণ্টকের মধ্যে পড়িল, তাহা এমন
লোক, যাহারা শুনিয়াছে, কিন্তু চলিতে চলিতে
জীবনের চিন্তা, ধন ও সুখভোগের দ্বারা চাপা
১৫ পড়ে, এবং পক্ক ফল উৎপন্ন করে না। আর
উত্তম ভূমিতে যাহা পড়িল, তাহা এমন
লোক, যাহারা সৎ ও সাধু হৃদয়ে বাক্যটী
শুনিয়া রক্ষা করে, এবং ধৈর্য্যপূর্ব্বক ফল
উৎপন্ন করে।

Digitized by Google

১৬ আর প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র দিয়া ঢাকে
না, কিম্বা খাটের নীচে রাখে না, কিন্তু দীপা-
ধারের উপরেই রাখে, যেন যাহারা ভিতরে যায়,
১৭ আলো দেখিতে পায়। কারণ এমন গুপ্ত কিছুই
নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে না; এবং এমন
লুক্কায়িত কিছুই নাই, যাহা জ্ঞানা যাইবে না ও
১৮ প্রকাশ পাইবে না; অতএব দেখিও, তোমরা
কিরূপে শ্রবণ কর; কেননা যাহার আছে,
তাহাকে দত্ত হইবে; আর যাহার নাই, তাহার
বোধে যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে
নীত হইবে।

১৯ আর যীশুর মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে
আসিলেন, কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাঁহার সহিত
২০ সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। পরে তাঁহাকে
জানান হইল, আপনকার মাতা ও ভ্রাতারা আপ-
নাকে দেখিবার বাসনায় বাহিরে দাঁড়াইয়া
২১ আছেন। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, এই যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া
পালন করে, ইহারাই আমার মাতা এবং
ভ্রাতৃগণ।

যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম।

২২ এক দিন তিনি স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্যগণ এক-
খানি নৌকায় উঠিলেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে
বলিলেন, আইস, আমরা হ্রদের ওপারে যাই;
২৩ তাহাতে তাঁহারা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা
নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি নিদ্রা গেলেন। পরে
হ্রদে বড় ঝড় উঠিল, তাহাতে নৌকা জলে পূর্ণ
হইতে লাগিল, ও তাঁহাদের প্রাণসংশয় হইল।
২৪ তখন তাঁহারা নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া
কহিলেন, নাথ, নাথ, আমরা মারা পড়িলাম।
তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলের
তরঙ্গকে ধমক্ দিলেন, আর উভয়ই ক্ষান্ত হইল,
২৫ তাহাতে শান্তি হইল। পরে তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তাহাতে
তাঁহারা ভীত হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন,
পরস্পর কহিলেন, ইনি তবে কে যে বায়ু ও
জলকেও আজ্ঞা দেন, আর তাহারা ইঁহার
আজ্ঞা মানে?

২৬ পরে তাঁহারা গালীলের আড়পারস্থ গেরা-
২৭ সেনীদের অঞ্চলে পঁহুছিলেন। আর তিনি তটে
নামিলে ঐ নগরের একটী ভূতগ্রস্ত লোক তাঁহার
সম্মুখে উপস্থিত হইল; সে অনেক দিন হইতে
কাপড় পড়িত না, ও গৃহে বাস না করিয়া কবরে
২৮ থাকিত। যীশুকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার
করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র
যীশু, আপনকার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
২৯ বিনতি করি, আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না। কার(ণ)
তিনি সেই অশুচি আত্মাকে সেই লোকটী হইতে
বাহির হইয়া আসিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন;
কেননা ঐ আত্মা দীর্ঘকাল অবধি তাহাকে ধরিয়া
ছিল, তাহাতে সে শৃঙ্খল ও বেড়ী দ্বারা ব(দ্ধ)
হইয়া রক্ষিত হইলেও বন্ধন ছিঁড়িয়া ভূতের বশে
৩০ প্রান্তরে চালিত হইত। পরে যীশু তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে
কহিল, বাহিনী; যেহেতুক অনেক ভূত তাহার
৩১ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পরে তাহারা তাঁহাকে
বিনয় করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে রসাতলে
৩২ চলিয়া যাইতে আজ্ঞা না দেন। সেই স্থানে
পর্ব্বতের উপরে এক বৃহৎ শূকর-পাল চরিতে
ছিল; তাহাতে ভূতগণ তাঁহাকে বিনতি করিল,
যেন তিনি তাহাদিগকে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ
করিতে অনুমতি দেন; তখন তিনি তাহাদিগকে
৩৩ অনুমতি দিলেন। পরে ভূতগণ সেই লোকটী
হইতে বাহির হইয়া শূকরদিগের মধ্যে প্রবেশ
করিল, তাহাতে সেই পাল বেগে দৌড়ি(য়া)
শৈলাগ্র হইতে হ্রদে পড়িয়া খাসরুদ্ধ হই(য়া)
৩৪ মরিল। এই ঘটনা দেখিয়া রক্ষকেরা পলায়(ন)
করিল, এবং নগরে ও পল্লীগ্রামে সংবাদ দিল।
৩৫ তখন কি ঘটিয়াছে, দেখিবার জন্য লোকে(রা)
বাহির হইল, এবং যীশুর নিকটে উপস্থিত
হইয়া দেখিল, যে লোকটী হইতে ভূতগণ বাহির
হইয়াছে, সে বস্ত্রান্বিত ও সুবোধ হইয়া যীশুর
চরণতলে বসিয়া আছে, তাহাতে তাহারা ভ(য়)
৩৬ পাইল। আর যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা
সেই ভূতগ্রস্ত কিরূপে সুস্থ হইয়াছিল, তাহা
৩৭ তাহাদিগকে কহিল। তাহাতে চারিদিকে গেরা-
সেনীদের প্রদেশের সমস্ত লোক তাঁহাকে আপ-
নাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিতে বিনতি
করিল; কেননা তাহারা মহাভয়ে আক্রান্ত হই-
য়াছিল; তখন তিনি নৌকায় উঠিয়া ফিরিয়া
৩৮ আসিলেন। আর যাহা হইতে ভূতগণ বাহির
হইয়াছিল, সেই লোকটী তাঁহার সঙ্গে থাকিবা(র)
৩৯ অনুমতি প্রার্থনা করিল; কিন্তু তিনি তাহাকে
বিদায় করিয়া কহিলেন, তুমি তোমার গৃ(হে)
ফিরিয়া যাও, এবং তোমার নিমিত্ত ঈশ্বর
যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত
লোকদিগকে বল। তাহাতে সে প্রস্থান
করিয়া তাহার জন্য যীশু যে যে মহৎ কার্য্য
করিয়াছেন, তাহা নগরের সর্ব্বত্র প্রচার
করিতে লাগিল।

৪০ পরে যীশু ফিরিয়া আসিলে লোকেরা তাঁহাকে
সাদরে গ্রহণ করিল; যেহেতুক সকলে তাঁহার
৪১ অপেক্ষা করিতেছিল। আর দেখ, যায়ীর নামে

Digitized by Google

এক ব্যক্তি আসিল। সে সমাজগৃহের অধ্যক্ষ;
সে যীশুর চরণে পড়িয়া আপন গৃহে আসিতে
৪২ তাঁহাকে বিনতি করিল; কারণ তাহার একটী-
মাত্র কন্যা ছিল, বয়স ন্যূনাধিক দ্বাদশ বৎসর,
আর সে মৃতকল্পা হইয়াছিল। তিনি যখন
যাইতেছিলেন, লোকেরা তাঁহার উপরে চাপা-
৪৩ চাপি করিয়া পড়িতে লাগিল। আর দ্বাদশ
বৎসরাবধি প্রদররোগগ্রস্ত একটী স্ত্রীলোক, যে
চিকিৎসকদের পিছনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও
৪৪ কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, সে পশ্চা-
দ্দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ
করিল; আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ
৪৫ হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ
করিল? সকলে অস্বীকার করিলে পিতর ও
তাঁহার সঙ্গীরা বলিলেন, নাথ, লোকসমূহ
চাপাচাপি করিয়া আপনকার উপরে পড়ি-
৪৬ তেছে। কিন্তু যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ
স্পর্শ করিয়াছে, কেমনা আমি টের পাইয়াছি,
৪৭ আমা হইতে শক্তি নির্গত হইল। স্ত্রীলোকটী
যখন দেখিল, সে গুপ্তা নহে, তখন কাঁপিতে
কাঁপিতে আসিল, এবং তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত
করিয়া, কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল,
এবং কি প্রকারে তৎক্ষণাৎ সুস্থা হইয়াছিল,
তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা করিল।
৪৮ তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, বৎসে,
তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; তুমি
শান্তিতে প্রস্থান কর।
৪৯ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সমা-
জাধ্যক্ষের বাটী হইতে এক জন আসিয়া তাহাকে
কহিল, আপনকার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে
৫০ ক্লেশ দিবেন না। তাহা শুনিয়া যীশু তাহাকে
উত্তর করিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস
৫১ কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। পরে তিনি সেই
বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর, যাকোব ও
যোহন এবং বালিকাটীর মাতাপিতা ব্যতিরেকে
আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না।
৫২ সকলে তাহার জন্য কাঁদিতেছিল, ও বিলাপ
করিতেছিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, কাঁদিও
না; কেমনা সে মরে নাই, নিদ্রিতা আছে।
৫৩ তখন সে মরিয়াছে, ইহা জানাতে তাহারা
৫৪ তাঁহাকে উপহাস করিল। কিন্তু তিনি তাহার
হস্ত ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন, বালিকে, উঠ।
৫৫ তাহাতে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিল, ও সে
তৎক্ষণাৎ উঠিল; আর তিনি তাহাকে কিছু
৫৬ আহার দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে তাহার
মাতাপিতা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু তিনি তাহা-
দিগকে আজ্ঞা করিলেন, এ ঘটনার কথা কাহা-
কেও বলিও না।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা ও কার্য্য।

৯ পরে তিনি সেই দ্বাদশ জনকে একত্র ডাকিয়া
তাহাদিগকে যাবতীয় ভূতের উপরে শক্তি ও
কর্ত্তৃত্ব এবং রোগ ভাল করিবার ক্ষমতা দিলেন।
২ আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে এবং রোগী-
দিগকে সুস্থ করিতে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করি-
৩ লেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, যাত্রার
নিমিত্ত যষ্টি কি ঝুলি কি খাদ্য কি টাকা, ইহার
কিছুই সঙ্গে লইও না, দুইটা আঙ্রাখাও লইও
৪ না। আর তোমরা যে বাটীতে প্রবেশ কর,
তথায় থাকিও, এবং তথা হইতে প্রস্থান করিও।
৫ আর যে সকল লোক তোমাদিগকে গ্রহণ না করে,
সেই নগর হইতে প্রস্থানকালে তাহাদের বিরুদ্ধে
সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের পদধূলি ঝাড়িয়া দিও।
৬ পরে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন ও গ্রামে গ্রামে
ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রচার এবং
আরোগ্য প্রদান করিতে লাগিলেন।
৭ আর, যাহা যাহা হইতেছিল, হেরোদ রাজা
সমস্তই শুনিতে পাইলেন; এবং তিনি বড় অস্থির
হইলেন, কারণ কেহ কেহ বলিত, যোহন মৃতদের
৮ মধ্য হইতে উঠিয়াছেন; আর, কেহ কেহ বলিত,
এলিয় দর্শন দিয়াছেন; এবং আর কেহ কেহ
বলিত, পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণের এক জন পুন-
৯ রায় উঠিয়াছেন। হেরোদ কহিলেন, যোহনের ত
আমিই মস্তক ছেদন করিয়াছি; কিন্তু এই যে
ব্যক্তির বিষয়ে এরূপ কথা শুনিতে পাইতেছি,
ইনি কে আর তিনি তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা
করিতে লাগিলেন।
১০ অনন্তর প্রেরিতেরা ফিরিয়া আসিয়া, যে সকল
কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত যীশুকে
কহিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া
১১ বিরলে বৈৎসৈদা নামক নগরে গেলেন। কিন্তু
লোকেরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ
গমন করিল, আর তিনি তাহাদিগকে সদয়
ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের কাছে ঈশ্বরের
রাজ্যের কথা কহিলেন, এবং যাহাদের সুস্থ
হইবার প্রয়োজন ছিল, তাহাদিগকে সুস্থ করি-
১২ লেন। পরে দিবাবসান হইতে লাগিল, আর
সেই দ্বাদশ জন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহি-
লেন, আপনি এই লোকসমূহকে বিদায় করুন,
যেন ইহারা চারিদিকে গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া
রাত্রিবাস করে ও খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া লয়,
কেননা এখানে আমরা নির্জ্জন স্থানে আছি।
১৩ কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই
ইহাদিগকে আহার দেও। তাঁহারা বলিলেন,
আমাদের কাছে কেবল পাঁচখান রুটী ও দুইটী
মৎস্য আছে; কিন্তু আমরা গিয়া এই সমস্ত

Digitized by Google

লোকের জন্য খাদ্য কিনিয়া আনিলে হইতে
১৪ পারে। কারণ তাহারা অনুমান পাঁচ সহস্র
পুরুষ ছিল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া উহা-
১৫ দিগকে সারি সারি বসাইয়া দেও। তাঁহারা
সেইরূপ করিলেন, সকলকে বসাইয়া দিলেন।
১৬ পরে তিনি সেই পাঁচখান রুটী ও দুইটী মৎস্য
লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ
করিলেন, ও ভাঙ্গিলেন; আর লোকদিগকে
১৭ পরিবেষণ করিতে শিষ্যগণকে দিলেন। তাহাতে
সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং তাহারা
যাহা অবশিষ্ট রাখিল, সেই সকল গুঁড়াগাঁড়া
কুড়াইলে পর বার ডালা হইল।
১৮ একদা বিজনে তাঁহার প্রার্থনা করিবার সময়ে
শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; তিনি তাঁহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে
১৯ লোকসমূহ কি বলে? তাঁহারা উত্তর করিয়া
কহিলেন, যোহন বাপ্তাইজক; কিন্তু কেহ কেহ
বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ কেহ বলে,
পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণের এক জন পুনরায়
২০ উঠিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? তখন পিতর
উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।
২১ তখন তিনি তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে বলিয়া দিলেন
ও আজ্ঞা করিলেন, এ কথা কাহাকেও বলিও না;
২২ তিনি কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ
করিতে হইবে, প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও
অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, এবং
হত হইতে হইবে; আর তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত
২৩ হইতে হইবে। আর তিনি সকলকে বলিলেন,
কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে,
তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন
আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং আমার পশ্চাৎ
২৪ আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা
করিতে বাঞ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু
যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়,
২৫ সে তাহা রক্ষা করিবে। কারণ মনুষ্য যদি সমু-
দয় জগৎ লাভ করিয়া আপনাকে নষ্ট করে কিম্বা
২৬ হারায়, তবে তাহার লাভ কি হইল? কেননা যে
কেহ আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয়
জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র যখন আপনার ও পিতার
এবং পবিত্র দূতগণের প্রতাপে আসিবেন, তখন
সেই ব্যক্তিকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন।
২৭ কিন্তু আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই
স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এমন কয়েক
ব্যক্তি আছে, যাহারা ঈশ্বরের রাজ্য যাবৎ না
দেখিবে, তাবৎ কোন মতেই মৃত্যুর আস্বাদ
পাইবে না।
২৮ এই সকল কথার পরে অনুমান আট দিন গত
হইলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে
২৯ লইয়া প্রার্থনা করণার্থ পর্ব্বতে উঠিলেন। আর
তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার
মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র
৩০ উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ হইল। আর দেখ, দুই জন পুরুষ
তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন;
৩১ তাঁহারা মোশি এবং এলিয়; তাঁহারা সপ্রতাপে
দেখা দিয়া, যিরূশালেমে তিনি যে প্রয়াণ সমা-
পন করিতে উদ্যত ছিলেন, তদ্বিষয়ের কথা
৩২ কহিলেন। তখন পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা
নিদ্রাতে ভারাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু জাগিয়া
উঠিয়া, তাঁহার প্রতাপ এবং তাঁহার সহিত
৩৩ দণ্ডায়মান ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখিলেন। পরে
তাঁহার নিকট হইতে ঐ দুই ব্যক্তির প্রস্থান
সময়ে পিতর যীশুকে কহিলেন, নাথ, আমাদের
এ স্থানে থাকা ভাল; আমরা তিনটী কুটীর
নির্ম্মাণ করি; একটী আপনকার জন্য, একটী
মোশির জন্য, আর একটী এলিয়ের জন্য; কিন্তু
৩৪ তিনি কি বলিলেন, তাহা বুঝিলেন না। তিনি
এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে একখানি মেঘ
উপস্থিত হইয়া উহাঁদিগকে ছায়া করিল;
তাহাতে উহাঁরা সেই মেঘে প্রবেশ করিলে
৩৫ তাঁহারা ভীত হইলেন। আর সেই মেঘ হইতে
এই বাণী হইল, 'ইনি আমার পুত্র, আমার
৩৬ মনোনীত, ইহাঁর বাক্যে অবধান কর।' এই বাণী
হইবামাত্র একা যীশুকে দেখা গেল। আর
তাঁহারা নীরব রহিলেন, যাহা যাহা দেখিয়া-
ছিলেন, তাহার কিছুই তৎকালে কাহাকেও জ্ঞাত
করিলেন না।
৩৭ পরদিন যখন তাঁহারা সেই পর্ব্বত হইতে
নামিলেন, তখন বিস্তর লোক তাঁহার সহিত
৩৮ সাক্ষাৎ করিল। আর দেখ, ভিড়ের মধ্য হইতে
এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কহিল, গুরো, বিনয় করি,
আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, কেননা এটী
৩৯ আমার একমাত্র সন্তান। আর দেখুন, একটা
আত্মা ইহাকে আক্রমণ করে, আর এ হঠাৎ
চেঁচাইয়া উঠে; সেটা ইহাকে মুচড়াইয়া ধরে,
তাহাতে এ ফেনা বাহির করে, আর সে ইহাকে
৪০ ক্ষতবিক্ষত করিয়া কষ্টে ছাড়িয়া যায়। আর
আমি সেটা ছাড়াইতে আপনকার শিষ্যগণের
নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা
৪১ পারিলেন না। তখন যীশু উত্তর করিয়া কহি-
লেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, কত
কাল আমি তোমাদের নিকটে থাকিব ও তোমা-
দের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? তোমার পুত্রকে এ
৪২ স্থানে আন। সে আসিতেছে, এমন সময়ে ঐ
ভূত তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া ভয়ানক মুচড়াইয়া

Digitized by Google

ধরিল। কিন্তু যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক্
দিলেন, বালকটীকে সুস্থ করিলেন, ও তাহার
পিতার কাছে তাহাকে আবার সমর্পণ করিলেন।
৪৩ তখন সকলে ঈশ্বরের মহিমায় চমৎকৃত হইল।
৪৪ আর তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন,
তাহাতে সকল লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি
আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, তোমরা এই সকল
কথা কর্ণকুহরে স্থান দান কর; কেননা মনুষ্যপুত্র
৪৫ মনুষ্যদের হস্তে শীঘ্রই সমর্পিত হইবেন। কিন্তু
তাঁহারা এ কথা বুঝিলেন না, এবং ইহা তাঁহা-
দের হইতে গুপ্ত থাকিল, যেন তাঁহারা ইহা
বুঝিতে না পারেন, এবং তাঁহার নিকটে এ কথার
ভাব জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাদের ভয় হইল।
৪৬ আর তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই তর্ক তাঁহা-
৪৭ দের মধ্যে উপস্থিত হইল। তখন যীশু তাঁহাদের
হৃদয়ের তর্ক দেখিয়া একটী শিশুকে ধরিয়া আপ-
নার পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে
৪৮ কহিলেন, যে কেহ আমার নামে এই শিশুটীকে
গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে; এবং যে
কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণ-
কর্ত্তাকে গ্রহণ করে, কারণ তোমাদের মধ্যে যে
ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান।
৪৯ পরে যোহন কহিলেন, নাথ, আমরা এক
ব্যক্তিকে আপনকার নামে ভূত ছাড়াইতে
দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের সহিত অনু-
গমন করে না বলিয়া তাহাকে বারণ করিতে-
৫০ ছিলাম। কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলিলেন, বারণ
করিও না, কেননা যে তোমাদের বিপক্ষ নহে, সে
তোমাদের সপক্ষ।
৫১ আর তাঁহার ঊর্দ্ধে নীত হইবার সময় প্রায়
উপস্থিত হইলে তিনি একান্ত মনে যিরূশালেমে
যাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেন, এবং আপনার
৫২ অগ্রে দূতগণ পাঠাইলেন; তাঁহারা গিয়া তাঁহার
জন্য আয়োজন করণার্থে শমরীয়দের কোন
৫৩ গ্রামে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি যিরূশালেমে
যাইতে উন্মুখ ছিলেন বলিয়া লোকেরা তাঁহাকে
৫৪ গ্রহণ করিল না। তাহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্য
যাকোব ও যোহন বলিলেন, প্রভো, (এলিয়
যেমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ) আমরা আজ্ঞা
দিয়া আকাশ হইতে অগ্নি নামাইয়া উহাদিগকে
৫৫ ভস্ম করি, আপনি কি এমন ইচ্ছা করেন? কিন্তু
তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে ধমক্ দিলেন,
(আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার
৫৬ লোক, তাহা জান না। কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্য-
দের প্রাণ নাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু
পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছেন।) পরে তাঁহারা
অন্য গ্রামে গমন করিলেন।
৫৭ তাঁহারা পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক
ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, আপনি যে কোন স্থানে
যাইবেন, আমিও আপনকার পশ্চাৎ যাইব।
৫৮ যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালদিগের গর্ত্ত
আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে,
কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।
৫৯ আর এক জনকে তিনি বলিলেন, আমার পশ্চাৎ
আইস। কিন্তু সে কহিল, প্রভো, অগ্রে আমাকে
গিয়া পিতাকে কবর দিয়া আসিতে অনুমতি
৬০ করুন। তিনি তাহাকে বলিলেন, মৃতেরাই
আপন আপন মৃতদের কবর দিউক; তুমি গিয়া
৬১ ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার কর। আর এক জন
কহিল, প্রভো, আমি আপনকার পশ্চাৎ যাইব,
কিন্তু অগ্রে নিজ বাটীস্থিত লোকদের নিকটে
৬২ বিদায় লইয়া আসিতে অনুমতি করুন। কিন্তু
যীশু তাহাকে কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে
হাত দিয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্ব-
রের রাজ্যের উপযোগী নহে।

যীশু সত্তর জনকে পাঠাইবার সময়ে বিবিধ শিক্ষা দেন।

১০ তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত
করিলেন, আর আপনি যেখানে যেখানে
যাইতে উদ্যত ছিলেন, সেই সমস্ত নগরে ও
স্থানে আপনার অগ্রে দুই দুই জন করিয়া তাহা-
২ দিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগকে
বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী
অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে
প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্য-
৩ কারী প্রেরণ করেন। তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়া-
ব্যাঘ্রদিগের মধ্যে যেমন মেষবৎস, তদ্রূপ তোমা-
৪ দিগকে পাঠাইতেছি। তোমরা থলী কি ঝুলি
কি পাদুকা সঙ্গে লইয়া যাইও না, এবং পথের
৫ মধ্যে কাহাকেও মঙ্গলবাদ করিও না। আর যে
কোন বাটীতে প্রবেশ করিবে, প্রথমে বলিও,
৬ এই গৃহের শান্তি হউক। তাহাতে তথায় যদি
শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি
তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে, নতুবা তোমা-
৭ দের প্রতি ফিরিয়া আসিবে। আর তোমরা সেই
বাটীতেই থাকিও, এবং তাহারা যাহা যাহা দেয়,
তাহাই ভোজন পান করিও; কেননা কার্য্যকারী
আপন বেতনের যোগ্য। এক বাটী হইতে অন্য
৮ বাটীতে যাইও না। আর তোমরা যে কোন নগরে
প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ
করে, তবে যাহা তোমাদের সম্মুখে রাখা হইবে,
৯ তাহাই ভোজন করিও। আর সেখানকার পীড়িত-
দিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও,
১০ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল। কিন্তু

Digitized by Google

তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, তথাকার
লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, তবে
১১ তাহার চকে চকে গিয়া এই কথা বলিও, তোমা-
দের নগরের যে ধূলা আমাদের পায়ে লাগি-
য়াছে, তাহাও তোমাদের প্রতিকূলে ঝাড়িয়া
দিই; তথাপি ইহা জানিও যে, ঈশ্বরের রাজ্য
১২ সন্নিকট হইল। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
সেই দিনে সেই নগরের দশা হইতে বরং সদো-
১৩ মের দশা সহনীয় হইবে। কোরাসীন, ধিক্
তোমাকে! বৈৎসৈদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা
তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য করা
হইয়াছে, সে সমস্ত যদি সোরে ও সীদোনে
করা যাইত, তবে অনেক দিন পূর্ব্বে তাহারা
১৪ চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত। কিন্তু
বিচারে তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও
১৫ সীদোনের দশা সহনীয় হইবে। অহো কফরনা-
হূম, তুমি কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি
১৬ পাতাল পর্য্যন্ত অধঃপাতিত হইবে। যে তোমা-
দিগকে মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে
তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য
করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে আমার
প্রেরণকর্ত্তাকেই অগ্রাহ্য করে।
১৭ পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া
কহিল, প্রভো, আপনকার নামে ভূতগণও আমা-
১৮ দের বশীভূত হয়। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে
১৯ পতিত দেখিতেছিলাম। দেখ, সর্প ও বৃশ্চিক
এবং শত্রুর সমস্ত পরাক্রম পদতলে দলন করি-
বার ক্ষমতা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি; কিছু-
তেই কোনমতে তোমাদের হানি করিবে না।
২০ তথাপি আত্মাগণ যে তোমাদের বশীভূত হয়,
ইহাতে আনন্দ করিও না; কিন্তু স্বর্গে তোমাদের
নাম লিখিত আছে বলিয়া আনন্দ কর।
২১ সেই দণ্ডে তিনি পবিত্র আত্মায় উল্লাসিত
হইয়া কহিলেন, হে পিতঃ, স্বর্গের ও পৃথিবীর
প্রভো, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা
তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল
বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ
করিয়াছ। হাঁ, পিতঃ, কেননা ইহাই তোমার
২২ দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল। সকলই আমার
পিতা কর্ত্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; এবং
পুত্র কে, তাহা পিতা ভিন্ন আর কেহ জানে না;
আর পিতা কে তাহা পুত্র ভিন্ন আর কেহ জানে
না; কেবল পুত্র যাহার নিকটে [তাঁহাকে]
প্রকাশ করিতে মানস করেন, সে [তাঁহাকে]
২৩ জানে। পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া
গোপনে কহিলেন, ধন্য সেই সকল চক্ষু, যাহারা,
তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা দেখে।
২৪ কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা
যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা অনেক ভাববাদী
ও রাজা দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পায়
নাই; এবং তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ,
তাহা তাহারা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে
পায় নাই।
২৫ আর দেখ, এক জন ব্যবস্থাবেত্তা উঠিয়া তাঁহার
পরীক্ষা করিয়া কহিল, গুরো, কি করিলে আমি
২৬ অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? তিনি তাহাকে
কহিলেন, ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? কিরূপ
২৭ পাঠ করিতেছ? সে উত্তর করিয়া কহিল, "তুমি
তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও
সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম
করিবে, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য
২৮ প্রেম করিবে।" তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ
উত্তর করিলে; তাহাই কর, তাহাতে বাঁচিবে।
২৯ কিন্তু সে আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইবার বাঞ্ছায়
যীশুকে বলিল, ভাল, আমার প্রতিবাসী কে?
৩০ যীশু উত্তর করিলেন, এক ব্যক্তি যিরূশালেম
হইতে যিরীহোতে নামিয়া যাইতেছিল, এমন
সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল; তাহারা তাহার
বস্ত্র খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া
৩১ মৃতপ্রায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে
এক জন যাজক সেই পথ দিয়া নামিয়া যাইতে-
ছিল; সে তাহাকে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব
৩২ দিয়া চলিয়া গেল। পরে সেইরূপে এক জন
লেবীয়ও সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং
তাহাকে দেখিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল।
৩৩ কিন্তু এক জন শমরীয় পথে চলিতে চলিতে
তাহার নিকটে উপস্থিত হইল; আর সে তাহাকে
৩৪ দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল, এবং নিকটে গিয়া
তাহার ক্ষতে তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া
তাহা বন্ধন করিল; পরে নিজ বাহনের উপরে
তাহাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া
৩৫ তাহার প্রতি যত্ন করিল। পরদিবসে দুইটী
দীনার বাহির করিয়া পান্থশালার কর্ত্তাকে দিয়া
বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও, তাহাতে
অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরিয়া
৩৬ আসি, তখন তাহা পরিশোধ করিব। তোমার
কেমন বোধ হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ
দস্যু-হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী হইয়া
৩৭ উঠিল? সে কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া
করিল, সেই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
তুমিও গিয়া সেইরূপ কর।
৩৮ তাঁহাদের গমনকালে তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ
করিলেন, আর মার্থা নামে একটী স্ত্রীলোক
৩৯ আপন গৃহে তাঁহার আতিথ্য করিলেন। তাঁহার
মরিয়ম নাম্নী এক ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রভুর

Digitized by Google

চরণসমীপে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লাগি-
৪০ লেন। কিন্তু মার্থা অধিক পরিচর্য্যাকার্য্যেই
ব্যতিব্যস্তা ছিলেন; আর তিনি নিকটে আসিয়া
কহিলেন, প্রভো, আপনি কি কিছু মনে করিতে-
ছেন না? আমার ভগিনী পরিচর্য্যার ভার একা
আমার উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। অতএব
৪১ উহাকে বলুন, যেন আমার সাহায্য করে। কিন্তু
প্রভু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মার্থা,
মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না
৪২ আছ; কিন্তু একটী বিষয় আবশ্যক; বাস্তবিক
মরিয়ম সেই উত্তম অংশটী মনোনীত করিয়াছে,
যাহা তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে না।

প্রার্থনাদির বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

১১ একদা তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করিতে-
ছিলেন; তিনি বিরত হইলে তাঁহার শিষ্য-
দের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো,
যোহন যেমন আপন শিষ্যদিগকে প্রার্থনা করিতে
শিক্ষা দিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ আমাদিগকে
২ শিক্ষা দিউন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন বলিও, (হে
আমাদের স্বর্গস্থ) পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র
বলিয়া মান্য হউক। তোমার রাজ্য আইসুক।
(তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি
৩ সিদ্ধ হউক।) আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতি-
৪ দিন আমাদিগকে দেও। আর আমাদের পাপ
সকল ক্ষমা কর; কেননা আমরাও আপনাদের
প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি। আর আমা-
দিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, (কিন্তু মন্দ হইতে
রক্ষা কর।)
৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমা-
দের মধ্যে যাহার বন্ধু আছে, সে যদি অর্দ্ধ রাত্র
সময়ে তাহার নিকটে গিয়া বলে, মিত্র, আমাকে
৬ তিনখান রুটী ধার দেও; কেননা পথযাত্রা
হইতে আমার বাটীতে এক বন্ধু আসিয়াছেন,
তাঁহার সম্মুখে দিবার আমার কিছুই নাই;
৭ তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া কি
এমন উত্তর দিবে, আমাকে কষ্ট দিও না, এখন
দ্বার বদ্ধ, এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে
শুইয়া আছে, আমি উঠিয়া তোমাকে দিতে
৮ পারি না? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সে
যদ্যপি বন্ধু বলিয়া তাহা দিতে না উঠে, তথাপি
উহার আগ্রহ প্রযুক্ত উঠিয়া উহার যত প্রয়োজন,
৯ তাহা দিবে। আর আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে;
অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমা-
১০ দের জন্য দ্বার খোলা যাইবে। কেননা যে কেহ
যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ
করে, সে পায়; আর যে দ্বারে আঘাত করে,
১১ তাহার জন্য দ্বার খোলা যাইবে। তোমাদের
মধ্যে কে পিতা হইয়া পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে
প্রস্তর দিবে? কিম্বা মৎস্য চাহিলে মৎস্যের
১২ পরিবর্ত্তে সর্প দিবে। কিম্বা ডিম্ব চাহিলে তাহাকে
১৩ বৃশ্চিক দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি
আপন আপন সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য
দান করিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা
আরও কত অধিক [নিশ্চয়], যাহারা তাঁহার
নিকটে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা
দিবেন।
১৪ একদা তিনি এক গোঁগা ভূত ছাড়াইয়া-
ছিলেন। আর ভূত বহির্গত হইলে সেই গোঁগা
কথা কহিতে লাগিল; তখন লোকেরা আশ্চর্য্য
১৫ জ্ঞান করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ
বলিল, এ ব্যক্তি ভূতগণের অধিপতি বেল্‌স-
১৬ বূবের দ্বারা ভূত ছাড়ায়। আর কেহ কেহ তাঁহার
পরীক্ষার্থে তাঁহার কাছে আকাশ হইতে কোন
১৭ অভিজ্ঞান চাহিল। কিন্তু তিনি তাহাদের চিন্তা
জানাতে তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন রাজ্য
আপনার বিপক্ষে বিভক্ত হয়, তাহা উচ্ছিন্ন
হইয়া যায়, এবং গৃহ গৃহের বিরুদ্ধ হইলে
১৮ পতিত হয়। আর শয়তান যদি আপনার বিপক্ষে
বিভক্ত হয়, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির
থাকিবে? কেননা তোমরা বলিতেছ, আমি
১৯ বেল্‌সবূবের দ্বারা ভূত ছাড়াই। আর আমি
যদি বেল্‌সবূবের দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে তোমা-
দের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? অতএব
২০ তাহারাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে। কিন্তু
আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই,
তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের নিকটে উপস্থিত
২১ হইয়াছে। সেই বলবান ব্যক্তি যত কাল সজ্জী-
ভূত থাকিয়া আপন বাটী রক্ষা করে, তত কাল
২২ তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। কিন্তু যিনি
তাহা হইতে অধিক বলবান, তিনি আসিয়া যখন
তাহাকে পরাজয় করেন, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ-
রক্ষক যে সজ্জায় তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহা
হরণ করিয়া লন, ও তাহার লুট দ্রব্য বিতরণ
২৩ করেন। যে আমার সপক্ষ নহে, সে আমার
বিপক্ষ, এবং যে আমার সহিত সংগ্রহ না করে,
২৪ সে ছড়াইয়া ফেলে। অশুচি আত্মা মনুষ্য হইতে
বহির্গত হইলে পর জলশূন্য স্থান দিয়া ভ্রমণ
করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে; কিন্তু না পাইয়া
বলে, আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া আসি-
২৫ য়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। পরে
২৬ আসিয়া তাহা মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে; তখন
সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্টতর আর সাত

Digitized by Google

বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরা-
ইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকদিগকে কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও
১০ এমন বিশ্বাস পাই নাই। পরে যাঁহাদিগকে
পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়া
সেই দাসটীকে সুস্থ দেখিতে পাইলেন।
১১ কিয়ৎকাল পরে তিনি নায়িন নামক নগরে
যাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা ও বিস্তর
১২ লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল। যখন তিনি
নগরের দ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন, দেখ,
লোকেরা একটী মরা মানুষকে বাহিরে লইয়া
যাইতেছিল, সে আপন মাতার একমাত্র পুত্র,
এবং মাতা বিধবা; আর নগরের অনেক লোক
১৩ তাহার সঙ্গে ছিল। তাহাকে দেখিয়া প্রভু করুণা-
বিষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, কাঁদিও
১৪ না। পরে নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন;
তখন বাহকেরা স্থগিত হইয়া দাঁড়াইল। তিনি
কহিলেন, হে যুবক, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।
১৫ তাহাতে সেই মরা মানুষটী উঠিয়া বসিল, এবং
কথা কহিতে লাগিল; পরে তিনি তাহার মাতার
১৬ হস্তে তাহাকে দিলেন। তখন সকলে ভয়গ্রস্ত
হইল, এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিতে
লাগিল, আমাদের মধ্যে এক মহাভাববাদীর
উদয় হইয়াছে, আর ঈশ্বর আপন প্রজাদের
১৭ তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। পরে সমুদয় যিহূদি-
য়াতে এবং চারিদিকে সমস্ত অঞ্চলে তাঁহার
বিষয়ে এই কথা ব্যাপ্ত হইল।

যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর।

১৮ অনন্তর যোহনের শিষ্যগণ তাঁহাকে এই সকল
১৯ কথা জ্ঞাত করিল। তাহাতে যোহন আপনার
দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদের দ্বারা প্রভুর
নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, 'যাঁহার
আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না,
২০ আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?' পরে সেই
দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল,
যোহন বাপ্তাইজক আমাদের দ্বারা আপনকার
কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন. যাঁহার
আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না,
২১ আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব? সেই দণ্ডে
তিনি অনেক লোককে রোগ ব্যাধি ও অনেক দুষ্ট
আত্মা হইতে সুস্থ করেন, এবং অনেক অন্ধকে
২২ চক্ষু দান করেন। পরে তিনি ঐ দুই জনকে এই
উত্তর দিলেন, তোমরা যাও, যাহা দেখিতে ও
শুনিতে পাইলে, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও;
অন্ধেরা দৃষ্টি পাইতেছে, খঞ্জেরা চলিতেছে,
কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইতেছে, বধিরেরা শ্রবণ করি-
তেছে, মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, দরিদ্রের
২৩ নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে। আর ধন্য
সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্ন না পায়।
২৪ যোহনের দূতগণ প্রস্থান করিলে পর তিনি
লোকদিগকে যোহনের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন,
তোমরা প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি
২৫ বায়ুকম্পিত নল? তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে?
কি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ,
যাহারা জাঁকজমকের পোষাক পরিয়া সুখ ভোগে
কাল যাপন করে, তাহারা রাজবাটীতে থাকে।
২৬ তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি এক জন ভাব-
বাদীকে? হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
২৭ ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তিকে। ইনি সেই
ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে এই সকল কথা লিখিত
আছে, "দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে
প্রেরণ করি, সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত
২৮ করিবে।" আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্ত্রী-
লোকের গর্ব্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন হইতে
মহান কেহই নাই; তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে
ক্ষুদ্রতর যে ব্যক্তি, সে তাঁহা হইতেও মহান।
২৯ আর সমস্ত লোক ও করগ্রাহিবর্গ কথা শুনিয়া
যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হওয়াতে ঈশ্বরকে
৩০ ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিল; কিন্তু ফরীশীরা
ও ব্যবস্থাবেত্তারা তাঁহা দ্বারা বাপ্তাইজিত না
হওয়াতে আপনাদের বিষয়ে ঈশ্বরের মন্ত্রণা
৩১ বিফল করিল। তবে আমি কাহার সহিত এই
কালের লোকদের তুলনা দিব? তাহারা কাহার
৩২ সদৃশ? তাহারা এমন বালকগণের সদৃশ, যাহারা
বাজারে বসিয়া এক জন আর এক জনকে
ডাকিয়া বলে, 'তোমাদের নিকটে আমরা
বাঁশী বাজাইলাম, কিন্তু তোমরা নাচিলে না;
বিলাপ করিলাম, কিন্তু তোমরা কাঁদিলে না।'
৩৩ কারণ যোহন বাপ্তাইজক আসিয়া রুটী খান
নাই, দ্রাক্ষারসও পান করেন নাই, আর
৩৪ তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র আসিয়া
ভোজন পান করেন, আর বল, দেখ, এক জন
পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের ও পাপীদের
৩৫ বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা আপনার সকল সন্তান দ্বারা
ধার্ম্মিকা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি যীশুর দয়া।

৩৬ আর ফরীশীদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে তাহার
সঙ্গে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে
তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া
৩৭ ভোজনে বসিলেন। আর দেখ, সেই নগরে এক
পাপিষ্ঠা স্ত্রী ছিল; যখন সে জানিতে পাইল,
তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে ভোজনে বসিয়া-

Digitized by Google

৩৮ ছেন, তখন একটী শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি
তৈল লইয়া আসিল, এবং তাঁহার পশ্চাতে
চরণের নিকটে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে
চক্ষের জলে তাঁহার চরণ ভিজাইতে লাগিল,
এবং নিজ মস্তকের কেশ দিয়া মুছাইয়া দিল,
আর তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া সেই সুগন্ধি তৈল
৩৯ মাখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, যে তাঁহাকে
নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেই ফরীশী মনে মনে
কহিল, এ যদি ভাববাদী হইত, তবে ইহাকে যে
স্পর্শ করিতেছে, সে কে এবং কি প্রকার স্ত্রীলোক,
ফলে সে যে পাপিষ্ঠা, তাহা জানিতে পারিত।
৪০ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন,
শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলিবার আছে;
৪১ সে কহিল, গুরো, বলুন। এক মহাজনের দুই
জন ঋণী ছিল; এক জন পাঁচ শত দীনার, আর
৪২ এক জন পঞ্চাশ দীনার ধারিত। তাহাদের পরি-
শোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তিনি উভয়-
কেই ক্ষমা করিলেন; অতএব তাহাদের মধ্যে কে
৪৩ তাঁহাকে অধিক প্রেম করিবে? শিমোন উত্তর
করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ
ক্ষমা করিলেন, সেই+তিনি তাহাকে কহিলেন,
৪৪ যথার্থ বিচার করিলে। আর তিনি সেই স্ত্রীলো-
কের দিকে ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, এই
স্ত্রীলোকটীকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটীতে
প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল
দিলে না; কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী চক্ষের জলে
আমার পা ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া
৪৫ তাহা মুছাইয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন
করিলে না, কিন্তু যে অবধি আমি ভিতরে আসি-
য়াছি, এ আমার চরণ চুম্বন করিতে ক্ষান্ত হয়
৪৬ নাই। তুমি তৈল দিয়া আমার মস্তক অভি-
ষিক্ত করিলে না, কিন্তু এ সুগন্ধি দ্রব্যে আমার
৪৭ চরণ অভিষিক্ত করিল। এই জন্য তোমাকে
কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ তাহার ক্ষমা
হইয়াছে; কেননা এ অধিক প্রেম করিল; কিন্তু
যাহাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম
৪৮ করে। পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন,
৪৯ তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। তখন যাহারা
তাঁহার সঙ্গে ভোজনে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা
আপনাদের মধ্যে বলিতে লাগিল, এ কে যে
৫০ পাপ ক্ষমাও করে? কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীলোককে
কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ
করিয়াছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।

৮ ইহার পরেই তিনি ঘোষণা করিতে করিতে
এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে
করিতে, নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ
২ করিলেন, আর সেই দ্বাদশ জন, এবং যাঁহারা
দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগ হইতে মুক্তা হইয়াছিলেন,
এমন কয়েকটী স্ত্রীলোকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন;—
যাঁহা হইতে সাত ভূত বহির্গত হইয়াছিল,
৩ সেই মগ্দলীনী নামিকা মরিয়ম, হেরোদের
বিষয়াধ্যক্ষ কূষের ভার্য্যা যোহানা, শোশন্না
এবং অন্য অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিলেন,
তাঁহারা আপন আপন সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের
পরিচর্য্যা করিতেন।

বীজবাপকের দৃষ্টান্ত।

৪ অনন্তর বিস্তর লোক সমাগত হইলে, এবং
প্রত্যেক নগর হইতে লোকেরা তাঁহার নিকট
৫ আসিলে, তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা কহিলেন, বীজ-
বাপক আপন বীজ বপন করিতে গেল; বপনের
সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে
তাহা পদ-দলিত হইল, ও আকাশের পক্ষিগণ
৬ তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ পাষাণের
উপরে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হইলেই
৭ রসের অভাব প্রযুক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। আর
কতক বীজ কন্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কন্টক
সকল সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা
অঙ্কুরিত হইয়া শত গুণ ফল উৎপন্ন করিল।
এই কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।
৯ পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
১০ করিলেন, ঐ দৃষ্টান্তের ভাব কি? তিনি কহি-
লেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমা-
দিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আর
সকলের নিকটে দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যাইতেছে;
যেন তাহারা দেখিয়াও না দেখে, এবং শুনিয়াও
১১ না বুঝে। দৃষ্টান্তটীর ভাব এই, সেই বীজ ঈশ্ব-
১২ রের বাক্য। আর উহারা পথের পার্শ্বের লোক,
যাহারা শুনিয়াছে, পরে দিয়াবল আসিয়া
তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া
লয়, পাছে তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ
১৩ পায়। আর উহারা পাষাণের উপরের লোক,
যাহারা বাক্য শুনিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করে,
কিন্তু উহাদের মূল নাই, উহারা অল্প কালমাত্র
বিশ্বাস করে, আর পরীক্ষার সময়ে সরিয়া পড়ে।
১৪ আর যাহা কন্টকের মধ্যে পড়িল, তাহা এমন
লোক, যাহারা শুনিয়াছে, কিন্তু চলিতে চলিতে
জীবনের চিন্তা, ধন ও সুখভোগের দ্বারা চাপা
১৫ পড়ে, এবং পক্ক ফল উৎপন্ন করে না। আর
উত্তম ভূমিতে যাহা পড়িল, তাহা এমন
লোক, যাহারা সৎ ও সাধু হৃদয়ে বাক্যটী
শুনিয়া রক্ষা করে, এবং ধৈর্য্যপূর্ব্বক ফল
উৎপন্ন করে।

Digitized by Google

১৬ আর প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র দিয়া ঢাকে
না, কিম্বা খাটের নীচে রাখে না, কিন্তু দীপা-
ধারের উপরেই রাখে, যেন যাহারা ভিতরে যায়,
১৭ আলো দেখিতে পায়। কারণ এমন গুপ্ত কিছুই
নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে না; এবং এমন
লুক্কায়িত কিছুই নাই, যাহা জানা যাইবে না ও
১৮ প্রকাশ পাইবে না; অতএব দেখিও, তোমরা
কিরূপে শ্রবণ কর; কেননা যাহার আছে,
তাহাকে দত্ত হইবে; আর যাহার নাই, তাহার
বোধে যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে
নীত হইবে।
১৯ আর যীশুর মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে
আসিলেন, কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাঁহার সহিত
২০ সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। পরে তাঁহাকে
জানান হইল, আপনকার মাতা ও ভ্রাতারা আপ-
নাকে দেখিবার বাসনায় বাহিরে দাঁড়াইয়া
২১ আছেন। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, এই যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া
পালন করে, ইহারাই আমার মাতা এবং
ভ্রাতৃগণ।

যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম।

২২ এক দিন তিনি স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্যগণ এক-
খানি নৌকায় উঠিলেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে
বলিলেন, আইস, আমরা হ্রদের ওপারে যাই;
২৩ তাহাতে তাঁহারা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা
নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি নিদ্রা গেলেন। পরে
হ্রদে বড় ঝড় উঠিল, তাহাতে নৌকা জলে পূর্ণ
হইতে লাগিল, ও তাঁহাদের প্রাণসংশয় হইল।
২৪ তখন তাঁহারা নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া
কহিলেন, নাথ, নাথ, আমরা মারা পড়িলাম।
তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলের
তরঙ্গকে ধমক দিলেন, আর উভয়ই ক্ষান্ত হইল,
২৫ তাহাতে শান্তি হইল। পরে তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তাহাতে
তাঁহারা ভীত হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন,
পরস্পর কহিলেন, ইনি তবে কে যে বায়ু ও
জলকেও আজ্ঞা দেন, আর তাহারা ইঁহার
আজ্ঞা মানে?
২৬ পরে তাঁহারা গালীলের আড়পারস্থ গেরা-
২৭ সেনীদের অঞ্চলে পঁহুছিলেন। আর তিনি তটে
নামিলে ঐ নগরের একটী ভূতগ্রস্ত লোক তাঁহার
সম্মুখে উপস্থিত হইল; সে অনেক দিন হইতে
কাপড় পড়িত না, ও গৃহে বাস না করিয়া কবরে
২৮ থাকিত। যীশুকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার
করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র
যীশু, আপনকার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
২৯ বিনতি করি, আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না। কারণ
তিনি সেই অশুচি আত্মাকে সেই লোকটী হইতে
বাহির হইয়া আসিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন;
কেননা ঐ আত্মা দীর্ঘকাল অবধি তাহাকে ধরিয়া
ছিল, তাহাতে সে শৃঙ্খল ও বেড়ী দ্বারা বদ্ধ
হইয়া রক্ষিত হইলেও বন্ধন ছিঁড়িয়া ভূতের বশে
৩০ প্রান্তরে চালিত হইত। পরে যীশু তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে
কহিল, বাহিনী; যেহেতুক অনেক ভূত তাহার
৩১ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পরে তাহারা তাঁহাকে
বিনয় করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে রসাতলে
৩২ চলিয়া যাইতে আজ্ঞা না দেন। সেই স্থানে
পর্ব্বতের উপরে এক বৃহৎ শূকর-পাল চরিতে-
ছিল; তাহাতে ভূতগণ তাঁহাকে বিনতি করিল,
যেন তিনি তাহাদিগকে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ
করিতে অনুমতি দেন; তখন তিনি তাহাদিগকে
৩৩ অনুমতি দিলেন। পরে ভূতগণ সেই লোকটী
হইতে বাহির হইয়া শূকরদিগের মধ্যে প্রবেশ
করিল, তাহাতে সেই পাল বেগে দৌড়িয়া
শৈলাগ্র হইতে হ্রদে পড়িয়া শ্বাসবদ্ধ হইয়া
৩৪ মরিল। এই ঘটনা দেখিয়া রক্ষকেরা পলায়ন
করিল, এবং নগরে ও পল্লীগ্রামে সংবাদ দিল।
৩৫ তখন কি ঘটিয়াছে, দেখিবার জন্য লোকেরা
বাহির হইল, এবং যীশুর নিকটে উপস্থিত
হইয়া দেখিল, যে লোকটী হইতে ভূতগণ বাহির
হইয়াছে, সে বস্ত্রান্বিত ও সুবোধ হইয়া যীশুর
চরণতলে বসিয়া আছে, তাহাতে তাহারা ভয়
৩৬ পাইল। আর যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা
সেই ভূতগ্রস্ত কিরূপে সুস্থ হইয়াছিল, তাহা
৩৭ তাহাদিগকে কহিল। তাহাতে চারিদিকে গেরা-
সেনীদের প্রদেশের সমস্ত লোক তাঁহাকে আপ-
নাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিতে বিনয়
করিল; কেননা তাহারা মহাভয়ে আক্রান্ত হই-
য়াছিল; তখন তিনি নৌকায় উঠিয়া ফিরিয়া
৩৮ আসিলেন। আর যাহা হইতে ভূতগণ বাহির
হইয়াছিল, সেই লোকটী তাঁহার সঙ্গে থাকিবার
৩৯ অনুমতি প্রার্থনা করিল; কিন্তু তিনি তাহাকে
বিদায় করিয়া কহিলেন, তুমি তোমার গৃহে
ফিরিয়া যাও, এবং তোমার নিমিত্ত ঈশ্বর যে
যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত
লোকদিগকে বল। তাহাতে সে প্রস্থান
করিয়া তাহার জন্য যীশু যে যে মহৎ কার্য্য
করিয়াছেন, তাহা নগরের সর্ব্বত্র প্রচার
করিতে লাগিল।
৪০ পরে যীশু ফিরিয়া আসিলে লোকেরা তাঁহাকে
সাদরে গ্রহণ করিল; যেহেতুক সকলে তাঁহার
৪১ অপেক্ষা করিতেছিল। আর দেখ, যায়ীর নামে

Digitized by Google

এক ব্যক্তি আসিল। সে সমাজগৃহের অধ্যক্ষ;
সে যীশুর চরণে পড়িয়া আপন গৃহে আসিতে
৪২ তাঁহাকে বিনতি করিল; কারণ তাহার একটী-
মাত্র কন্যা ছিল, বয়স ন্যূনাধিক দ্বাদশ বৎসর,
আর সে মৃতকল্পা হইয়াছিল। তিনি যখন
যাইতেছিলেন, লোকেরা তাঁহার উপরে চাপা-
৪৩ চাপি করিয়া পড়িতে লাগিল। আর দ্বাদশ
বৎসরাবধি প্রদররোগগ্রস্ত একটী স্ত্রীলোক, যে
চিকিৎসকদের পিছনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও
৪৪ কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, সে পশ্চা-
দ্দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ
করিল; আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ
৪৫ হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ
করিল? সকলে অস্বীকার করিলে পিতর ও
তাঁহার সঙ্গীরা বলিলেন, নাথ, লোকসমূহ
চাপাচাপি করিয়া আপনকার উপরে পড়ি-
৪৬ তেছে। কিন্তু যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ
স্পর্শ করিয়াছে, কেমনা আমি টের পাইয়াছি,
৪৭ আমা হইতে শক্তি নির্গত হইল। স্ত্রীলোকটী
যখন দেখিল, সে গুপ্তা নহে, তখন কাঁপিতে
কাঁপিতে আসিল, এবং তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত
করিয়া, কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল,
এবং কি প্রকারে তৎক্ষণাৎ সুস্থা হইয়াছিল,
তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা করিল।
৪৮ তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, বৎসে,
তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; তুমি
শান্তিতে প্রস্থান কর।
৪৯ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সমা-
জাধ্যক্ষের বাটী হইতে এক জন আসিয়া তাহাকে
কহিল, আপনকার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে
৫০ ক্লেশ দিবেন না। তাহা শুনিয়া যীশু তাহাকে
উত্তর করিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস
৫১ কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। পরে তিনি সেই
বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর, যাকোব ও
যোহন এবং বালিকাটীর মাতাপিতা ব্যতিরেকে
আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না।
৫২ সকলে তাহার জন্য কাঁদিতেছিল, ও বিলাপ
করিতেছিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, কাঁদিও
না; কেমনা সে মরে নাই, নিদ্রিতা আছে।
৫৩ তখন সে মরিয়াছে, ইহা জানাতে তাহারা
৫৪ তাঁহাকে উপহাস করিল। কিন্তু তিনি তাহার
হস্ত ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন, বালিকে, উঠ।
৫৫ তাহাতে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিল, ও সে
তৎক্ষণাৎ উঠিল; আর তিনি তাহাকে কিছু
৫৬ আহার দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে তাহার
মাতাপিতা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু তিনি তাহা-
দিগকে আজ্ঞা করিলেন, এ ঘটনার কথা কাহা-
কেও বলিও না।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা ও কার্য্য।

৯ পরে তিনি সেই দ্বাদশ জনকে একত্র ডাকিয়া
তাহাদিগকে যাবতীয় ভূতের উপরে শক্তি ও
কর্তৃত্ব এবং রোগ ভাল করিবার ক্ষমতা দিলেন।
২ আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে এবং রোগী-
দিগকে সুস্থ করিতে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করি-
৩ লেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, যাত্রার
নিমিত্ত যষ্টি কি ঝুলি কি খাদ্য কি টাকা, ইহার
কিছুই সঙ্গে লইও না, দুইটা আঙ্রাখাও লইও
৪ না। আর তোমরা যে বাটীতে প্রবেশ কর,
তথায় থাকিও, এবং তথা হইতে প্রস্থান করিও।
৫ আর যে সকল লোক তোমাদিগকে গ্রহণ না করে,
সেই নগর হইতে প্রস্থানকালে তাহাদের বিরুদ্ধে
সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের পদধূলি ঝাড়িয়া দিও।
৬ পরে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন ও গ্রামে গ্রামে
ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রচার এবং
আরোগ্য প্রদান করিতে লাগিলেন।
৭ আর, যাহা যাহা হইতেছিল, হেরোদ রাজা
সমস্তই শুনিতে পাইলেন; এবং তিনি বড় অস্থির
হইলেন, কারণ কেহ কেহ বলিত, যোহন মৃতদের
৮ মধ্য হইতে উঠিয়াছেন; আর, কেহ কেহ বলিত,
এলিয় দর্শন দিয়াছেন; এবং আর কেহ কেহ
বলিত, পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণের এক জন পুন-
৯ রায় উঠিয়াছেন। হেরোদ কহিলেন, যোহনের ত
আমিই মস্তক ছেদন করিয়াছি; কিন্তু এই যে
ব্যক্তির বিষয়ে এরূপ কথা শুনিতে পাইতেছি,
ইনি কে আর তিনি তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা
করিতে লাগিলেন।
১০ অনন্তর প্রেরিতেরা ফিরিয়া আসিয়া, যে সকল
কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত যীশুকে
কহিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া
১১ বিরলে বৈৎসৈদা নামক নগরে গেলেন। কিন্তু
লোকেরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ
গমন করিল, আর তিনি তাহাদিগকে সদয়
ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের কাছে ঈশ্বরের
রাজ্যের কথা কহিলেন, এবং যাহাদের সুস্থ
হইবার প্রয়োজন ছিল, তাহাদিগকে সুস্থ করি-
১২ লেন। পরে দিবাবসান হইতে লাগিল, আর
সেই দ্বাদশ জন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহি-
লেন, আপনি এই লোকসমূহকে বিদায় করুন,
যেন ইহারা চারিদিকে গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া
রাত্রিবাস করে ও খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া লয়,
কেননা এখানে আমরা নির্জ্জন স্থানে আছি।
১৩ কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই
ইহাদিগকে আহার দেও। তাঁহারা বলিলেন,
আমাদের কাছে কেবল পাঁচখান রুটী ও দুইটী
মৎস্য আছে; কিন্তু আমরা গিয়া এই সমস্ত

Digitized by Google

লোকের জন্য খাদ্য কিনিয়া আনিলে হইতে
১৪ পারে। কারণ তাহারা অনুমান পাঁচ সহস্র
পুরুষ ছিল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া উহা-
১৫ দিগকে সারি সারি বসাইয়া দেও। তাঁহারা
সেইরূপ করিলেন, সকলকে বসাইয়া দিলেন।
১৬ পরে তিনি সেই পাঁচখান রুটী ও দুইটী মৎস্য
লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ
করিলেন, ও ভাঙ্গিলেন; আর লোকদিগকে
১৭ পরিবেষণ করিতে শিষ্যগণকে দিলেন। তাহাতে
সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং তাহারা
যাহা অবশিষ্ট রাখিল, সেই সকল গুঁড়াগাঁড়া
কুড়াইলে পর বার ডালা হইল।

১৮ একদা বিজনে তাঁহার প্রার্থনা করিবার সময়ে
শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; তিনি তাঁহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে
১৯ লোকসমূহ কি বলে? তাঁহারা উত্তর করিয়া
কহিলেন, যোহন বাপ্তাইজক; কিন্তু কেহ কেহ
বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ কেহ বলে,
পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণের এক জন পুনরায়
২০ উঠিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? তখন পিতর
উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।
২১ তখন তিনি তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে বলিয়া দিলেন
ও আজ্ঞা করিলেন, এ কথা কাহাকেও বলিও না;
২২ তিনি কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ
করিতে হইবে, প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও
অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, এবং
হত হইতে হইবে; আর তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত
২৩ হইতে হইবে। আর তিনি সকলকে বলিলেন,
কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে,
তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন
আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং আমার পশ্চাৎ
২৪ আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা
করিতে বাঞ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু
যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়,
২৫ সে তাহা রক্ষা করিবে। কারণ মনুষ্য যদি সমু-
দয় জগৎ লাভ করিয়া আপনাকে নষ্ট করে কিম্বা
২৬ হারায়, তবে তাহার লাভ কি হইল? কেননা যে
কেহ আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয়
জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র যখন আপনার ও পিতার
এবং পবিত্র দূতগণের প্রতাপে আসিবেন, তখন
সেই ব্যক্তিকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন।
২৭ কিন্তু আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই
স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এমন কয়েক
ব্যক্তি আছে, যাহারা ঈশ্বরের রাজ্য যাবৎ না
দেখিবে, তাবৎ কোন মতেই মৃত্যুর আস্বাদ
পাইবে না।

২৮ এই সকল কথার পরে অনুমান আট দিন গত
হইলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে
২৯ লইয়া প্রার্থনা করণার্থ পর্ব্বতে উঠিলেন। আর
তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার
মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র
৩০ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ হইল। আর দেখ, দুই জন পুরুষ
তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন;
৩১ তাঁহারা মোশি এবং এলিয়; তাঁহারা সপ্রতাপে
দেখা দিয়া, যিরূশালেমে তিনি যে প্রয়াণ সম্পা-
দন করিতে উদ্যত ছিলেন, তদ্বিষয়ের কথা
৩২ কহিলেন। তখন পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা
নিদ্রাতে ভারাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু জাগিয়া
উঠিয়া, তাঁহার প্রতাপ এবং তাঁহার সহিত
৩৩ দণ্ডায়মান ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখিলেন। পরে
তাঁহার নিকট হইতে ঐ দুই ব্যক্তির প্রস্থান
সময়ে পিতর যীশুকে কহিলেন, নাথ, আমাদের
এ স্থানে থাকা ভাল; আমরা তিনটী কুটীর
নির্ম্মাণ করি; একটী আপনকার জন্য, একটী
মোশির জন্য, আর একটী এলিয়ের জন্য; কিন্তু
৩৪ তিনি কি বলিলেন, তাহা বুঝিলেন না। তিনি
এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে একখানি মেঘ
উপস্থিত হইয়া উঁহাদিগকে ছায়া করিল;
তাহাতে উঁহারা সেই মেঘে প্রবেশ করিলে
৩৫ তাঁহারা ভীত হইলেন। আর সেই মেঘ হইতে
এই বাণী হইল, 'ইনি আমার পুত্র, আমার
৩৬ মনোনীত, ইঁহার বাক্যে অবধান কর।' এই বাণী
হইবামাত্র একা যীশুকে দেখা গেল। আর
তাঁহারা নীরব রহিলেন, যাহা যাহা দেখিয়া-
ছিলেন, তাহার কিছুই তৎকালে কাহাকেও জ্ঞাত
করিলেন না।

৩৭ পরদিন যখন তাঁহারা সেই পর্ব্বত হইতে
নামিলেন, তখন বিস্তর লোক তাঁহার সহিত
৩৮ সাক্ষাৎ করিল। আর দেখ, ভিড়ের মধ্য হইতে
এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কহিল, গুরো, বিনয় করি,
আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, কেননা এটি
৩৯ আমার একমাত্র সন্তান। আর দেখুন, একটা
আত্মা ইহাকে আক্রমণ করে, আর এ হঠাৎ
চেঁচাইয়া উঠে; সেটা ইহাকে মুচড়াইয়া ধরে,
তাহাতে এ ফেনা বাহির করে, আর সে ইহাকে
৪০ ক্ষতবিক্ষত করিয়া কষ্টে ছাড়িয়া যায়। আর
আমি সেটা ছাড়াইতে আপনকার শিষ্যগণের
নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা
৪১ পারিলেন না। তখন যীশু উত্তর করিয়া কহি-
লেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, কত
কাল আমি তোমাদের নিকটে থাকিব ও তোমা-
দের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? তোমার পুত্রকে এ
৪২ স্থানে আন। সে আসিতেছে, এমন সময়ে ঐ
ভূত তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া ভয়ানক মুচড়াইয়া

Digitized by Google

ধরিল। কিন্তু যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক্
দিলেন, বালকটীকে সুস্থ করিলেন, ও তাহার
পিতার কাছে তাহাকে আবার সমর্পণ করিলেন।
৪৩ তখন সকলে ঈশ্বরের মহিমায় চমৎকৃত হইল।
৪৪ আর তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন,
তাহাতে সকল লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি
আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, তোমরা এই সকল
কথা কর্ণকুহরে স্থান দান কর ; কেননা মনুষ্যপুত্র
৪৫ মনুষ্যদের হস্তে শীঘ্রই সমর্পিত হইবেন। কিন্তু
তাঁহারা এ কথা বুঝিলেন না, এবং ইহা তাঁহা-
দের হইতে গুপ্ত থাকিল, যেন তাঁহারা ইহা
বুঝিতে না পারেন, এবং তাঁহার নিকটে এ কথার
ভাব জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাদের ভয় হইল।
৪৬ আর তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই তর্ক তাঁহা-
৪৭ দের মধ্যে উপস্থিত হইল। তখন যীশু তাঁহাদের
হৃদয়ের তর্ক দেখিয়া একটী শিশুকে ধরিয়া আপ-
নার পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে
৪৮ কহিলেন, যে কেহ আমার নামে এই শিশুটীকে
গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে ; এবং যে
কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণ-
কর্ত্তাকে গ্রহণ করে, কারণ তোমাদের মধ্যে যে
ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান।
৪৯ পরে যোহন কহিলেন, নাথ, আমরা এক
ব্যক্তিকে আপনকার নামে ভূত ছাড়াইতে
দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের সহিত অনু-
গমন করে না বলিয়া তাহাকে বারণ করিতে-
৫০ ছিলাম। কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলিলেন, বারণ
করিও না, কেননা যে তোমাদের বিপক্ষ নহে, সে
তোমাদের সপক্ষ।
৫১ আর তাঁহার ঊর্দ্ধে নীত হইবার সময় প্রায়
উপস্থিত হইলে তিনি একান্ত মনে যিরূশালেমে
যাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেন, এবং আপনার
৫২ অগ্রে দূতগণ পাঠাইলেন ; তাঁহারা গিয়া তাঁহার
জন্য আয়োজন করণার্থে শমরীয়দের কোন
৫৩ গ্রামে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি যিরূশালেমে
যাইতে উন্মুখ ছিলেন বলিয়া লোকেরা তাঁহাকে
৫৪ গ্রহণ করিল না। তাহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্য
যাকোব ও যোহন বলিলেন, প্রভো, (এলিয়
যেমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ) আমরা আজ্ঞা
দিয়া আকাশ হইতে অগ্নি নামাইয়া উহাদিগকে
৫৫ ভস্ম করি, আপনি কি এমন ইচ্ছা করেন ? কিন্তু
তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে ধমক্ দিলেন,
(আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার
৫৬ লোক, তাহা জান না। কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্য-
দের প্রাণ নাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু
পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছেন।) পরে তাঁহারা
অন্য গ্রামে গমন করিলেন।
৫৭ তাঁহারা পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক
ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, আপনি যে কোন স্থানে
যাইবেন, আমিও আপনকার পশ্চাৎ যাইব।
৫৮ যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালদিগের গর্ত্ত
আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে,
কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।
৫৯ আর এক জনকে তিনি বলিলেন, আমার পশ্চাৎ
আইস। কিন্তু সে কহিল, প্রভো, অগ্রে আমাকে
গিয়া পিতাকে কবর দিয়া আসিতে অনুমতি
৬০ করুন। তিনি তাহাকে বলিলেন, মৃতেরাই
আপন আপন মৃতদের কবর দিউক ; তুমি গিয়া
৬১ ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার কর। আর এক জন
কহিল, প্রভো, আমি আপনকার পশ্চাৎ যাইব,
কিন্তু অগ্রে নিজ বাটীস্থিত লোকদের নিকটে
৬২ বিদায় লইয়া আসিতে অনুমতি করুন। কিন্তু
যীশু তাহাকে কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে
হাত দিয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্ব-
রের রাজ্যের উপযোগী নহে।

যীশু সত্তর জনকে পাঠাইবার সময়ে বিবিধ শিক্ষা দেন।

১০ তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত
করিলেন, আর আপনি যেখানে যেখানে
যাইতে উদ্যত ছিলেন, সেই সমস্ত নগরে ও
স্থানে আপনার অগ্রে দুই দুই জন করিয়া তাহা-
২ দিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগকে
বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী
অল্প ; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে
প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্য-
৩ কারী প্রেরণ করেন। তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়া-
ব্যাঘ্রদিগের মধ্যে যেমন মেষবৎস, তদ্রূপ তোমা-
৪ দিগকে পাঠাইতেছি। তোমরা থলী কি ঝুলি
কি পাদুকা সঙ্গে লইয়া যাইও না, এবং পথের
৫ মধ্যে কাহাকেও মঙ্গলবাদ করিও না। আর যে
কোন বাটীতে প্রবেশ করিবে, প্রথমে বলিও,
৬ এই গৃহের শান্তি হউক। তাহাতে তথায় যদি
শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি
তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে, নতুবা তোমা-
৭ দের প্রতি ফিরিয়া আসিবে। আর তোমরা সেই
বাটীতেই থাকিও, এবং তাহারা যাহা যাহা দেয়,
তাহাই ভোজন পান করিও ; কেননা কার্য্যকারী
আপন বেতনের যোগ্য। এক বাটী হইতে অন্য
৮ বাটীতে যাইও না। আর তোমরা যে কোন নগরে
প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ
করে, তবে যাহা তোমাদের সম্মুখে রাখা হইবে,
৯ তাহাই ভোজন করিও। আর সেখানকার পীড়িত-
দিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও,
১০ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল। কিন্তু

Digitized by Google

তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, তথাকার
লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, তবে
১১ তাহার চকে চকে গিয়া এই কথা বলিও, তোমা-
দের নগরের যে ধূলা আমাদের পায়ে লাগি-
য়াছে, তাহাও তোমাদের প্রতিকূলে ঝাড়িয়া
দিই; তথাপি ইহা জানিও যে, ঈশ্বরের রাজ্য
১২ সন্নিকট হইল। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
সেই দিনে সেই নগরের দশা হইতে বরং সদো-
১৩ মের দশা সহনীয় হইবে। কোরাসীন, ধিক্
তোমাকে! বৈৎসৈদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা
তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য করা
হইয়াছে, সে সমস্ত যদি সোরে ও সীদোনে
করা যাইত, তবে অনেক দিন পূর্ব্বে তাহারা
১৪ চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত। কিন্তু
বিচারে তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও
১৫ সীদোনের দশা সহনীয় হইবে। অহো কফরনা-
হূম, তুমি কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি
১৬ পাতাল পর্য্যন্ত অধঃপাতিত হইবে। যে তোমা-
দিগকে মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে
তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য
করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে আমার
প্রেরণকর্ত্তাকেই অগ্রাহ্য করে।
১৭ পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া
কহিল, প্রভো, আপনকার নামে ভূতগণও আমা-
১৮ দের বশীভূত হয়। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে
১৯ পতিত দেখিতেছিলাম। দেখ, সর্প ও বৃশ্চিক
এবং শত্রুর সমস্ত পরাক্রম পদতলে দলন করি-
বার ক্ষমতা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি; কিছু-
তেই কোনমতে তোমাদের হানি করিবে না।
২০ তথাপি আত্মাগণ যে তোমাদের বশীভূত হয়,
ইহাতে আনন্দ করিও না; কিন্তু স্বর্গে তোমাদের
নাম লিখিত আছে বলিয়া আনন্দ কর।
২১ সেই দণ্ডে তিনি পবিত্র আত্মায় উল্লাসিত
হইয়া কহিলেন, হে পিতঃ, স্বর্গের ও পৃথিবীর
প্রভো, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা
তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল
বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ
করিয়াছ। হাঁ, পিতঃ, কেননা ইহাই তোমার
২২ দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল। সকলই আমার
পিতা কর্ত্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; এবং
পুত্র কে, তাহা পিতা ভিন্ন আর কেহ জানে না;
আর পিতা কে তাহা পুত্র ভিন্ন আর কেহ জানে
না; কেবল পুত্র যাহার নিকটে [তাঁহাকে]
প্রকাশ করিতে বাসনা করেন, সে [তাঁহাকে]
২৩ জানে। পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া
গোপনে কহিলেন, ধন্য সেই সকল চক্ষু, যাহারা,
তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা দেখে।
২৪ কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা
যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা অনেক ভাববাদী
ও রাজা দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পায়
নাই; এবং তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ,
তাহা তাহারা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে
পায় নাই।
২৫ আর দেখ, এক জন ব্যবস্থাবেত্তা উঠিয়া তাঁহার
পরীক্ষা করিয়া কহিল, গুরো, কি করিলে আমি
২৬ অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? তিনি তাহাকে
কহিলেন, ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? কিরূপ
২৭ পাঠ করিতেছ? সে উত্তর করিয়া কহিল, "তুমি
তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও
সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম
করিবে, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য
২৮ প্রেম করিবে।" তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ
উত্তর করিলে; তাহাই কর, তাহাতে বাঁচিবে।
২৯ কিন্তু সে আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইবার বাঞ্ছায়
যীশুকে বলিল, ভাল, আমার প্রতিবাসী কে?
৩০ যীশু উত্তর করিলেন, এক ব্যক্তি যিরূশালেম
হইতে যিরীহোতে নামিয়া যাইতেছিল, এমন
সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল; তাহারা তাহার
বস্ত্র খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া
৩১ মৃতপ্রায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে
এক জন যাজক সেই পথ দিয়া নামিয়া যাইতে-
ছিল; সে তাহাকে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব
৩২ দিয়া চলিয়া গেল। পরে সেইরূপে এক জন
লেবীয়ও সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং
তাহাকে দেখিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল।
৩৩ কিন্তু এক জন শমরীয় পথে চলিতে চলিতে
তাহার নিকটে উপস্থিত হইল; আর সে তাহাকে
৩৪ দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল, এবং নিকটে গিয়া
তাহার ক্ষতে তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া
তাহা বন্ধন করিল; পরে নিজ বাহনের উপরে
তাহাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া
৩৫ তাহার প্রতি যত্ন করিল। পরদিবসে দুইটী
দীনার বাহির করিয়া পান্থশালার কর্ত্তাকে দিয়া
বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও, তাহাতে
অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরিয়া
৩৬ আসি, তখন তাহা পরিশোধ করিব। তোমার
কেমন বোধ হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ
দস্যু-হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী হইয়া
৩৭ উঠিল? সে কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া
করিল, সেই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
তুমিও গিয়া সেইরূপ কর।
৩৮ তাঁহাদের গমনকালে তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ
করিলেন, আর মার্থা নামে একটী স্ত্রীলোক
৩৯ আপন গৃহে তাঁহার আতিথ্য করিলেন। তাঁহার
মরিয়ম নাম্নী এক ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রভুর

Digitized by Google

চরণসমীপে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লাগি-
৪০ লেন। কিন্তু মার্থা অধিক পরিচর্য্যাকার্য্যেই
ব্যতিব্যস্তা ছিলেন ; আর তিনি নিকটে আসিয়া
কহিলেন, প্রভো, আপনি কি কিছু মনে করিতে-
ছেন না ? আমার ভগিনী পরিচর্য্যার ভার একা
আমার উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। অতএব
৪১ উহাকে বলুন, যেন আমার সাহায্য করে। কিন্তু
প্রভু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মার্থা,
মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না
৪২ আছ ; কিন্তু একটী বিষয় আবশ্যক ; বাস্তবিক
মরিয়ম সেই উত্তম অংশটী মনোনীত করিয়াছে,
যাহা তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে না।

প্রার্থনাদির বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

১১ একদা তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করিতে-
ছিলেন ; তিনি বিরত হইলে তাঁহার শিষ্য-
দের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো,
যোহন যেমন আপন শিষ্যদিগকে প্রার্থনা করিতে
শিক্ষা দিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ আমাদিগকে
২ শিক্ষা দিউন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন বলিও, (হে
আমাদের স্বর্গস্থ) পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র
বলিয়া মান্য হউক। তোমার রাজ্য আইসুক।
(তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি
৩ সিদ্ধ হউক।) আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতি-
৪ দিন আমাদিগকে দেও। আর আমাদের পাপ
সকল ক্ষমা কর ; কেননা আমরাও আপনাদের
প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি। আর আমা-
দিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, (কিন্তু মন্দ হইতে
রক্ষা কর।)

৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমা-
দের মধ্যে যাহার বন্ধু আছে, সে যদি অর্দ্ধ রাত্র
সময়ে তাহার নিকটে গিয়া বলে, মিত্র, আমাকে
৬ তিনখান রুটী ধার দেও ; কেননা পথযাত্রা
হইতে আমার বাটীতে এক বন্ধু আসিয়াছেন,
তাঁহার সম্মুখে দিবার আমার কিছুই নাই ;
৭ তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া কি
এমন উত্তর দিবে, আমাকে কষ্ট দিও না, এখন
দ্বার বদ্ধ, এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে
শুইয়া আছে, আমি উঠিয়া তোমাকে দিতে
৮ পারি না ? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সে
যদ্যপি বন্ধু বলিয়া তাহা দিতে না উঠে, তথাপি
উহার আগ্রহ প্রযুক্ত উঠিয়া উহার যত প্রয়োজন,
৯ তাহা দিবে। আর আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে ;
অন্বেষণ কর, পাইবে ; দ্বারে আঘাত কর, তোমা-
১০ দের জন্য দ্বার খোলা যাইবে। কেননা যে কেহ
যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে ; এবং যে অন্বেষণ
করে, সে পায় ; আর যে দ্বারে আঘাত করে,
১১ তাহার জন্য দ্বার খোলা যাইবে। তোমাদের
মধ্যে কে পিতা হইয়া পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে
প্রস্তর দিবে ? কিম্বা মৎস্য চাহিলে মৎস্যের
১২ পরিবর্ত্তে সর্প দিবে। কিম্বা ডিম্ব চাহিলে তাহাকে
১৩ বৃশ্চিক দিবে ? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি
আপন আপন সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য
দান করিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা
আরও কত অধিক [নিশ্চয়], যাহারা তাঁহার
নিকটে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা
দিবেন।

১৪ একদা তিনি এক গোঁগা ভূত ছাড়াইয়া-
ছিলেন। আর ভূত বহির্গত হইলে সেই গোঁগা
কথা কহিতে লাগিল ; তখন লোকেরা আশ্চর্য্য
১৫ জ্ঞান করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ
বলিল, এ ব্যক্তি ভূতগণের অধিপতি বেল্‌স-
১৬ বূবের দ্বারা ভূত ছাড়ায়। আর কেহ কেহ তাঁহার
পরীক্ষার্থে তাঁহার কাছে আকাশ হইতে কোন
১৭ অভিজ্ঞান চাহিল। কিন্তু তিনি তাহাদের চিন্তা
জানাতে তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন রাজ্য
আপনার বিপক্ষে বিভক্ত হয়, তাহা উচ্ছিন্ন
হইয়া যায়, এবং গৃহ গৃহের বিরুদ্ধ হইলে
১৮ পতিত হয়। আর শয়তান যদি আপনার বিপক্ষে
বিভক্ত হয়, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির
থাকিবে ? কেননা তোমরা বলিতেছ, আমি
১৯ বেল্‌সবূবের দ্বারা ভূত ছাড়াই। আর আমি
যদি বেল্‌সবূবের দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে তোমা-
দের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায় ? অতএব
২০ তাহারাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে। কিন্তু
আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই,
তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের নিকটে উপস্থিত
২১ হইয়াছে। সেই বলবান ব্যক্তি যত কাল সজ্জী-
ভূত থাকিয়া আপন বাটী রক্ষা করে, তত কাল
২২ তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। কিন্তু যিনি
তাহা হইতে অধিক বলবান, তিনি আসিয়া যখন
তাহাকে পরাজয় করেন, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ-
রক্ষক যে সজ্জায় তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহা
হরণ করিয়া লন, ও তাহার লুট দ্রব্য বিতরণ
২৩ করেন। যে আমার সপক্ষ নহে, সে আমার
বিপক্ষ, এবং যে আমার সহিত সংগ্রহ না করে,
২৪ সে ছড়াইয়া ফেলে। অশুচি আত্মা মনুষ্য হইতে
বহির্গত হইলে পর জলশূন্য স্থান দিয়া ভ্রমণ
করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে ; কিন্তু না পাইয়া
বলে, আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া আসি-
২৫ য়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। পরে
২৬ আসিয়া তাহা মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে ; তখন
সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্টতর আর সাত

Digitized by Google

আত্মাকে সঙ্গে করিয়া আনে, এবং তাহারা
সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে ; তাহাতে
সেই ব্যক্তির প্রথম দশা হইতে শেষ দশা আরও
মন্দ হয়।
২৭ তিনি এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে
জনতার মধ্য হইতে কোন একটী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃ-
স্বরে তাঁহাকে বলিল, ধন্য সেই গর্ভ, যাহা
আপনাকে ধারণ করিয়াছিল, আর সেই স্তন,
২৮ যাহা আপনি পান করিয়াছিলেন। তিনি কহি-
লেন, সত্য, কিন্তু বরং ধন্য তাহারাই, যাহারা
ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে।
২৯ পরে তাঁহার নিকটে উত্তর উত্তর অনেক
লোকের সমাগম হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন,
এই কালের লোকেরা দুষ্ট লোক, ইহারা অভি-
জ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনাহের অভিজ্ঞান
ব্যতিরেকে আর কোন অভিজ্ঞান ইহাদিগকে
৩০ দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনাহ যেমন নীন-
বীয়দের কাছে অভিজ্ঞানস্বরূপ হইয়াছিলেন,
তেমনি মনুষ্যপুত্রও এই কালের লোকদের নিকটে
৩১ হইবেন। বিচারে দক্ষিণ দেশের রাণী এই কালের
লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী
করিবেন, কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা
শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে
আসিয়াছিলেন ; আর দেখ, শলোমন হইতেও
৩২ মহত্তর এক জন এ স্থানে আছেন। আর নীনবীয়
লোকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সহিত
উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে ; কেননা তাহারা
যোনাহের প্রচারে মন ফিরাইয়াছিল, আর দেখ,
যোনাহ হইতেও মহত্তর এক জন এ স্থানে
আছেন।
৩৩ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ ভূঁইঘরাতে কিম্বা কাঠার
নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে,
যেন যাহারা ভিতরে যায়, আলো দেখিতে পায়।
৩৪ তোমার শরীরের প্রদীপ তোমার চক্ষু ; তোমার
চক্ষু যখন সরল হয়, তখন তোমার সমুদয়
শরীরও দীপ্তিময় হয় ; কিন্তু চক্ষু মন্দ হইলে
৩৫ তোমার শরীরও অন্ধকারময় হয়। অতএব
দেখিও, তোমার অন্তরস্থ জ্যোতিঃ অন্ধকার কি
৩৬ না। বাস্তবিক তোমার সমুদয় শরীর যদি দীপ্তি-
ময় হয়, কোনও অংশ অন্ধকারময় না থাকে,
তবে প্রদীপ যেমন নিজ তেজে তোমাকে দীপ্তি
দান করে, তেমনি তোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে
দীপ্তিময় হইবে।
৩৭ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে এক জন
ফরীশী তাঁহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ
করিল ; আর তিনি ভিতরে গিয়া ভোজনে বসি-
৩৮ লেন। তাহা দেখিয়া সেই ফরীশী, ভোজনের অগ্রে
৩৯ তিনি স্নান না করাতে, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। প্রভু
তাহাকে কহিলেন, তোমরা ফরীশীরা ত পানপাত্র
ও ভোজন পাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া
থাক, কিন্তু তোমাদের অন্তর্ভাগ অপহারে ও খল-
৪০ তায় পূর্ণ। নির্ব্বোধেরা, যিনি বহির্ভাগ নির্ম্মাণ
করিয়াছেন, তিনি কি অন্তর্ভাগও নির্ম্মাণ করেন
৪১ নাই ? যাহা হউক, অন্তরে যাহা আছে, তাহা
দান কর, তাহা হইলে দেখ, তোমাদের পক্ষে
৪২ সকলই শুচি। কিন্তু হা ফরীশীরা, ধিক্ তোমা-
দিগকে, কেননা তোমরা পোদিনা, আরুদ ও যাব-
তীয় শাকের দশমাংশ দান করিয়া থাক, আর
ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম উপেক্ষা
করিয়া থাক ; কিন্তু এ সকল পালন করা এবং
উহাও পরিত্যাগ না করা তোমাদের উচিত ছিল।
৪৩ হা ফরীশীরা, ধিক্ তোমাদিগকে, কেননা তোমরা
সমাজগৃহে প্রধান আসন, ও হাটে বাজারে লোক-
৪৪ দের মঙ্গলবাদ ভাল বাস। ধিক্ তোমাদিগকে,
কেননা লোকে না জানিয়া যে কবরের উপর দিয়া
গমনাগমন করে, তোমরা এমন গুপ্ত কবরের
সদৃশ।
৪৫ তখন ব্যবস্থাবেত্তাদিগের মধ্যে এক জন উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিল, গুরো, এরূপ বলাতে
৪৬ আপনি আমাদেরও অপমান করিতেছেন। তিনি
কহিলেন, হা ব্যবস্থাবেত্তারা, ধিক্ তোমাদিগকে,
কেননা তোমরা মনুষ্যদের উপরে দুর্ব্বহ বোঝা
চাপাইয়া দিয়া থাক, কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি
৪৭ দিয়াও সেই সকল বোঝা স্পর্শ কর না। ধিক্
তোমাদিগকে, কেননা তোমরা ভাববাদীদের কবর
নির্ম্মাণ করিয়া থাক, আর তোমাদের পিতৃ-
৪৮ পুরুষেরা তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল। এইরূপে
তোমরা সাক্ষী হইতেছ, এবং আপন পিতৃপুরুষ-
দের কর্ম্মের অনুমোদন করিতেছ ; কেননা তাহারা
তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল, আর তোমরা তাঁহা-
৪৯ দের কবর নির্ম্মাণ করিয়া থাক। এই কারণ ঈশ্ব-
রের প্রজ্ঞাও কহিলেন, আমি তাহাদের নিকটে
ভাববাদী ও প্রেরিতদিগকে পাঠাইব, আর তাহা-
দিগের মধ্যে তাহারা কাহাকে কাহাকেও বধ
৫০ করিবে, ও তাড়না করিবে, যেন জগতের পত্তনা-
বধি যত ভাববাদীর রক্তপাত হইয়াছে, তাহার
প্রতিশোধ এই কালের লোকদের কাছে লওয়া
৫১ যায় ; হেবলের রক্ত অবধি যে সখরিয় যজ্ঞবেদি
ও মন্দিরের মধ্যস্থানে নিহত হইয়াছিলেন,
তাঁহার রক্ত পর্য্যন্ত ; হাঁ, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, এই কালের লোকদের কাছে তাহার
৫২ প্রতিশোধ লওয়া যাইবে। হা ব্যবস্থাবেত্তারা,
ধিক্ তোমাদিগকে, কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি
হরণ করিয়াছ ; আপনারা প্রবেশ করিলে না,
এবং যাহারা প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকেও
নিবারণ করিলে।

Digitized by Google

৫৩ তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলে
অধ্যাপক ও ফরীশীগণ তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি
করিতে, ও তিনি যেন নানা বিষয়ে কথা বলেন,
৫৪ এই জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিল; তাঁহার
মুখের কথা ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রহিল।

কাপট্য ও লোভাদির বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

১২ ইতি মধ্যে যখন সহস্র সহস্র লোক সমা-
গত হইয়া এক জন অন্যের উপর চাপিয়া
পড়িতে লাগিল, তখন তিনি প্রথমে আপন
শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা ফরীশী-
দের তাড়ী হইতে সাবধান থাক, তাহা কাপট্য।
২ কিন্তু এমন আচ্ছাদিত কিছুই নাই, যাহা প্রকা-
শিত হইবে না, এবং এমন গুপ্ত কিছুই নাই,
৩ যাহা জানা যাইবে না। অতএব তোমরা অন্ধ-
কারে যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা আলোতে শুনা
যাইবে; এবং অন্তরাগারে কাণে কাণে যাহা
বলিয়াছ, তাহা ছাদের উপরে প্রচারিত হইবে।
৪ আর হে আমার বন্ধুরা, তোমাদিগকে আমি
বলিতেছি, যাহারা শরীর বধ করিয়া পশ্চাৎ
আর কিছু করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয়
৫ করিও না। তবে কাহাকে ভয় করিবে, তাহা
বলি; বধ করিয়া পশ্চাৎ নরকে নিক্ষেপ করিতে
যাঁহার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকেই ভয় কর; হাঁ
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাঁহাকেই ভয়
৬ কর। পাঁচটী চটকপক্ষী কি দুই পয়সাতে বিক্রয়
হয় না? তথাপি তাহাদের মধ্যে একটীকেও ঈশ্বর
৭ ভুলিয়া যান না। এমন কি, তোমাদের মস্তকের
কেশগুলিও গণিত আছে। ভয় করিও না, তোমরা
৮ অনেক চটকপক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ। আর আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ মনুষ্যদের
সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্রও ঈশ-
রের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিবেন;
৯ কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বী-
কার করে, ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে
১০ অস্বীকার করা যাইবে। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের
বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু
যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা
১১ পাইবে না। আর লোকে যখন তোমাদিগকে
সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষদের
সম্মুখে লইয়া যাইবে, তখন কিরূপে কি উত্তর
দিবে, অথবা কি বলিবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিও
১২ না; কেননা যাহা যাহা বলিবার, তাহা পবিত্র
আত্মা সেই দণ্ডে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।
১৩ পরে জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে
বলিল, গুরো, আমার ভ্রাতাকে বলুন, যেন
১৪ আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করে। কিন্তু
তিনি তাহাকে কহিলেন, মনুষ্য, তোমাদের উপরে
বিচারকর্তা বা বিভাগকর্তা করিয়া আমাকে কে
১৫ নিযুক্ত করিয়াছে? পরে তিনি তাহাদিগকে বলি-
লেন, সাবধান, যাবতীয় লোভ হইতে আপনা-
দিগকে রক্ষা কর, কেননা উপচিয়া পড়িলেও
১৬ মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না। আর
তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন,
এক জন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন
১৭ হইয়াছিল। তাহাতে সে মনে মনে বিবেচনা
করিতে লাগিল, কি করি? আমার শস্য রাখি-
১৮ বার ত স্থান নাই। পরে কহিল, এইরূপ করিব,
আমার গোলাঘর সকল ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলা-
ঘর নির্মাণ করিব, এবং তাহার মধ্যে আমার
১৯ সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্য রাখিব। আর আমি
আপন প্রাণকে বলিব, প্রাণ, বহুবৎসরের নিমিত্ত
তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম
কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর।
২০ কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, ওহে নির্বোধ,
অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা হইতে দাবি
করিয়া লওয়া যাইবে, তাহাতে এই যে আয়োজন
২১ করিলে, এ সকল কাহার হইবে? যে কেহ আপ-
নার জন্য ধন সঞ্চয় করে, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে
ধনবান নয়, সে এইরূপ।
২২ পরে তিনি আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, এই
কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কি ভোজন
করিব বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, অথবা কি পরিধান
করিব বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না।
২৩ কেননা ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর
২৪ শ্রেষ্ঠ। কাকদের বিষয় আলোচনা কর; তাহারা
বুনে না, কাটে না; তাহাদের ভাণ্ডার নাই,
গোলাঘরও নাই; তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে
আহার দিতেছেন; পক্ষিগণ হইতে তোমরা কত
২৫ অধিক শ্রেষ্ঠ! আর তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি
ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি
২৬ করিতে পারে? অতএব অতি ক্ষুদ্র কর্মও যদি
তোমাদের অসাধ্য হয়, তবে অন্য অন্য বিষয়ে
২৭ কেন ভাবিত হও? কামুদপুষ্প কেমন বাড়ে,
তাহা বিবেচনা কর; সে সকল কোন শ্রম করে
না, সূতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে
ইহার একটী পুষ্পের ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন
২৮ না। ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ অদ্য আছে, কল্য
চুলাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে যদি ঈশ্বর
এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা,
তোমাদিগকে কত অধিক [নিশ্চয়] বস্ত্র পরাই-
২৯ বেন! আর তোমরা কি ভোজন করিবে, কি পান
করিবে, এ বিষয়ে সচেষ্ট হইও না, এবং সন্দিগ্ধ-
৩০ চিত্ত হইও না। কেননা জগতের জাতিগণ এই

Digitized by Google

আরোগ্য সাধন করিতেছি, এবং তৃতীয় দিবসে
৩৩ সিদ্ধ হইব। যাহা হউক, অদ্য, কল্য ও পরশ্ব
আমাকে গমন করিতে হইবে; যেহেতুক যিরূ-
শালেমের বাহিরে কোন ভাববাদীর বিনাশ
৩৪ সম্ভবে না। হা যিরূশালেম, যিরূশালেম, ভাব-
বাদি-ঘাতিনি! এবং আপনার নিকটে প্রেরিত
লোকদের প্রতি প্রস্তরাঘাত-কারিণি! কুক্কুটী যেমন
আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে,
তদ্রূপ আমিও তোমার সন্তানদিগকে একত্র
করিতে কত বার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা
৩৫ সম্মত হও নাই। দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের
নিমিত্ত [উৎসন্ন] পড়িয়া রহিল। আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, তোমরা যে পর্য্যন্ত না বলিবে,
"ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন",
সে পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে পাইবে না।

১৪ আর তিনি এক বিশ্রামবারে প্রধান ফরী-
শীদের এক জন অধ্যক্ষের বাটীতে আহার
করিতে গমন করিলে তাহারা তাঁহার উপরে
২ দৃষ্টি রাখিল। আর দেখ, এক জন জলোদরী
৩ তাঁহার সম্মুখে ছিল। যীশু উত্তর করিয়া ব্যবস্থা-
বেত্তৃগণকে ও ফরীশীদিগকে কহিলেন, বিশ্রাম-
৪ বারে আরোগ্য করা বিহিত কি না? কিন্তু তাহারা
নীরব থাকিল। তখন তিনি তাহাকে লইয়া সুস্থ
৫ করিয়া বিদায় করিলেন। আর তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের কাহারও গর্দ্দভ কিম্বা বলদ
যদি কূপে পড়ে, তবে সে বিশ্রামবারে কি
তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া উদ্ধার করিবে
৬ না? তাহারা এই সকল কথার উত্তর দিতে
পারিল না।

৭ আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কিরূপে প্রধান প্রধান
আসন মনোনীত করিতেছে, তাহা দর্শন করিয়া
তিনি তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্ত কহিলেন; তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, কেহ তোমাকে বিবাহ-
ভোজে নিমন্ত্রণ করিলে প্রধান আসনে বসিও
৮ না। কি জানি, তোমা হইতে অধিক মর্য্যাদাপন্ন
৯ আর কোন লোক তাঁহার নিমন্ত্রিত আছে, তাহা
হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে ও তাহাকে নিমন্ত্রণ
করিয়াছে, সে আসিয়া তোমাকে বলিবে, ইঁহাকে
স্থান দেও; আর তখন তুমি লজ্জাপন্ন হইয়া
১০ নিম্নতম স্থানে বসিতে উদ্যত হইবে। কিন্তু তুমি
নিমন্ত্রিত হইলে নিম্নতম স্থানে গিয়া বসিও;
তাহাতে যে ব্যক্তি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে,
সে আসিয়া তোমাকে বলিবে, বন্ধু, উচ্চতর
স্থানে গিয়া বস; তখন তোমার সহিত ভোজনে
উপবিষ্ট সকলের সাক্ষাতে তোমার গৌরব হইবে।
১১ কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে
নত করা যাইবে, আর যে আপনাকে নত করে,
তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।

১২ আর যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল,
তাহাকেও তিনি বলিলেন, তুমি যখন মধ্যাহ্ন-
ভোজ কিম্বা রাত্রি-ভোজ প্রস্তুত কর, তখন
তোমার বন্ধুগণ, ভ্রাতৃবর্গ, জ্ঞাতি কুটুম্ব কিম্বা ধনী
প্রতিবাসিগণকে ডাকিও না; পাছে তাহারা
আবার তোমাকে নিমন্ত্রণ করে, আর তুমি প্রতি-
১৩ দান পাও। কিন্তু তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত কর,
তখন দরিদ্র, নূলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ
১৪ করিও; তাহাতে ধন্য হইবে, কেননা তোমার
প্রতিদান করিতে তাহাদের কিছু নাই; বস্তুতঃ
ধার্ম্মিকগণের পুনরুত্থান সময়ে তুমি প্রতিদান
পাইবে।

১৫ এই সকল কথা শুনিয়া ভোজনে উপবিষ্ট
লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করিবে।
১৬ তিনি তাহাকে কহিলেন, এক ব্যক্তি মহারাত্রি-
ভোজ প্রস্তুত করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করেন।
১৭ পরে ভোজনের সময়ে আপন দাস দ্বারা নিম-
ন্ত্রিতদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, আইস, এখন
১৮ সকলই প্রস্তুত। কিন্তু তাহারা একই ভাবে ক্ষমা
প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রথম জন তাহাকে
কহিল, আমি একখানি ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম,
তাহা দেখিতে না গেলে নয়; বিনতি করি,
১৯ আমাকে ক্ষমা দিতে হইবে। আর এক জন
কহিল, আমি পাঁচ যোড়া বলদ কিনিলাম, তাহা-
দের পরীক্ষা করিতে যাইতেছি; বিনতি করি,
২০ আমাকে ক্ষমা দিতে হইবে। আর এক জন
কহিল, আমি বিবাহ করিলাম, এই জন্য যাইতে
২১ পারিলাম না। পরে সে দাস আসিয়া আপন
প্রভুকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তাহাতে
গৃহকর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া আপন দাসকে কহিলেন,
ত্বরায় নগরের পথে পথে ও গলীতে গলীতে
যাও, দরিদ্র, নূলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এ স্থানে
২২ আন। পরে সে দাস কহিল, প্রভো, আপনি
যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করা গেল,
২৩ তথাপি এখনও স্থান আছে। তখন প্রভু দাসকে
কহিলেন, বাহির হইয়া রাজপথে রাজপথে ও
বেড়ায় বেড়ায় যাও, এবং লোকদিগকে পীড়াপীড়ি
করিয়া আন, যেন আমার গৃহ পরিপূর্ণ হয়।
২৪ কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ঐ নিম-
ন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনও আমার ভোজের
আস্বাদ পাইবে না।

২৫ আর বিস্তর লোক তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে-
ছিল; তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে
২৬ কহিলেন, যদি কেহ আমার নিকটে আইসে,
আর আপন পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তানগণ, ভ্রাতৃ-
গণ ও ভগিনীগণকে, এমন কি, নিজ প্রাণকেও
অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য

Digitized by Google

২৭ হইতে পারে না। যে কেহ আপন ক্রুশ বহন
করিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার
২৮ শিষ্য হইতে পারে না। কেননা উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ
করিবার ইচ্ছা হইলে তোমাদের মধ্যে কে না
অগ্রে বসিয়া ব্যয় হিসাব করিয়া দেখিবে,
সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না?
২৯ নচেৎ ভিত্তিমূল বসাইলে পর যদি সে সমাপ্ত
করিতে না পারে, তবে যত লোক তাহা দেখিবে,
সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিবে,
৩০ বলিবে, এ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া-
৩১ ছিল, কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারিল না। অথবা
কোন্ রাজা অন্য রাজার সহিত যুদ্ধে সমাঘাত
করিতে যাইবার সময় অগ্রে বসিয়া পরামর্শ
করিবেন না, যিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া
আমার বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আমি দশ সহস্র
৩২ লইয়া কি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারি? যদি
না পারেন, তবে শত্রু দূরে থাকিতে তিনি দূত
প্রেরণ করিয়া সন্ধির নিয়ম জিজ্ঞাসা করিবেন।
৩৩ ভাল, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার
সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি না দেয়, সে আমার শিষ্য
৩৪ হইতে পারে না। লবণ ত উত্তম দ্রব্য; কিন্তু
যদি লবণের স্বাদ যায়, তবে তাহা কিসে আস্বাদ-
৩৫ যুক্ত করা যাইবে? তাহা না ভূমির, না সার-
ঢিবির উপযোগী; লোকে তাহা বাহিরে ফেলিয়া
দেয়। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।

হারাণ মেষাদির তিনটী দৃষ্টান্ত।

১৫ একদা করগ্রাহী ও পাপীরা সকলে যীশুর
বাক্য শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে আসিতে-
২ ছিল। তাহাতে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা বচসা
করিয়া বলিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তি পাপীদিগকে
গ্রহণ করে, ও তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার
৩ করে। তখন তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত
৪ কহিলেন। তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি, যাহার
এক শত মেষ আছে, ও সেই সকলের মধ্যে একটী
হারাইয়া যায়, নিরানব্বইটা প্রান্তরে ছাড়িয়া,
যে পর্য্যন্ত সেই হারাণটী না পায়, সে পর্য্যন্ত
৫ তাহার অন্বেষণ করিতে যাইবে না? আর তাহা
পাইলে সে আনন্দপূর্ব্বক স্কন্ধে তুলিয়া লয়।
৬ পরে ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসীদিগকে
ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ
আমার যে মেষটী হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা
৭ পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তদ্রূপ এক জন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ
হইবে; যাহাদের মনঃপরিবর্ত্তন করা অনাবশ্যক,
এমন নিরানব্বই জন ধার্ম্মিকের বিষয়ে তত
আনন্দ হইবে না।

৮ অথবা কোন্ স্ত্রীলোক, যাহার দশটী সিকি
আছে ও একটী হারাইয়া যায়, প্রদীপ জ্বালিয়া
ঘর ঝাঁটি দিয়া যে পর্য্যন্ত তাহা না পায়, সে
৯ পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ করে না? আর পাইলে
পর সে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া
বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে
সিকিটী হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা পাই-
১০ য়াছি। তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের
সাক্ষাতে আনন্দ হয়।
১১ তিনি আরও কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র
১২ ছিল; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে
কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে
পড়ে, তাহা আমাকে দেও; তাহাতে তিনি তাহা-
১৩ দিগকে নিজ ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্প
দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া
লইয়া দূরদেশে প্রস্থান করিল; তথায় সে অমি-
১৪ তাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত
ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে প্রবল
দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল।
১৫ তখন সে গিয়া সে দেশের এক জন পুরবাসীর
আশ্রয় হইল; আর সে তাহাকে শূকর-পাল
১৬ চরাইতে আপনার মাঠে পাঠাইয়া দিল; তখন
শূকরে যে শুঁটী খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ
করিতে আকাঙ্ক্ষা করিত, আর কেহই তাহাকে
১৭ দিত না। কিন্তু যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন
সে বলিল, আমার পিতার কত বেতনজীবী দাস
অতিরিক্ত খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে
১৮ ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার
নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের
বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ
১৯ করিয়াছি; আমি তোমার পুত্র বলিয়া আখ্যাত
হইবার যোগ্য আর নহি; তোমার এক জন
২০ বেতনজীবীর মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া
আপন পিতার নিকটে গমন করিল। সে দূরে
থাকিতে তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া
করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহার
২১ গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। তখন পুত্র
তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার
সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি তোমার
পুত্র বলিয়া খ্যাত হইবার যোগ্য আর নহি।
২২ কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র
সর্ব্বোত্তম বস্ত্র আনিয়া ইহাকে পরাও, এবং
২৩ ইহার হস্তে অঙ্গুরীয় ও পায়ে পাদুকা দেও; আর
হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী আনিয়া মার; আমরা ভোজন
২৪ করিয়া আমোদ প্রমোদ করি; কারণ আমার
এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, আবার বাঁচিল;
হারাইয়া গিয়াছিল, পাওয়া গেল। তাহাতে

Digitized by Google

২৫ তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। তখন
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল; পরে সে আসিতে
আসিতে বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বাদ্য ও
২৬ নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে দাসদের
এক জনকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল
২৭ কি? সে তাহাকে বলিল, তোমার ভাই আসিয়াছে,
এবং তোমার পিতা তাহাকে সুস্থ শরীরে প্রাপ্ত
২৮ হওয়াতে হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিয়াছেন। তাহাতে
সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভিতরে যাইতে অসম্মত হইল;
তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে
২৯ সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর
করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর আমি
তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখনও তোমার
আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমি যেন নিজ
মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি,
এই জন্য এক বারও একটী ছাগবৎস আমাকে দেও
৩০ নাই; কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের
সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে, সে আসিবা-
মাত্র তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিলে।
৩১ তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি সর্ব্বদাই
আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার,
৩২ সকলই তোমার। কিন্তু আমোদ প্রমোদ করা ও
আহ্লাদিত হওয়া উচিত বটে, কারণ তোমার
এই ভ্রাতা মরিয়া গিয়াছিল, বাঁচিল; হারা-
ইয়া গিয়াছিল, পাওয়া গেল।

ধনাদি সম্বন্ধে যীশুর উপদেশ।

১৬ আর তিনি শিষ্যদিগকেও কহিলেন, এক
জন ধনবান লোক ছিল, তাহার এক দেওয়ান
ছিল; সে স্বামীর ধন অপচয় করিতেছে বলিয়া
২ তাহার নিকটে অপবাদিত হইল। পরে সে
তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি
কথা শুনিতেছি? তোমার দেওয়ানী-কার্য্যের
হিসাব দেও, কেননা তুমি আর দেওয়ান থাকিতে
৩ পারিবে না। তখন সেই দেওয়ান মনে মনে
কহিল, কি করিব? আমার প্রভু ত আমাকে দেও-
য়ানী পদ হইতে চ্যুত করিতেছেন; মাটী কাটি-
বার বল আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার
৪ লজ্জা হয়। আমি দেওয়ানী পদ হইতে চ্যুত
হইলে লোকে যেন আপন আপন গৃহে আমাকে
গ্রহণ করে, এজন্য যাহা করিব, তাহা বুঝিলাম।
৫ পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণীকে ডাকিয়া
প্রথম জনকে কহিল, তুমি আমার প্রভুর কত
৬ ধার? সে বলিল, এক শত মণ তৈল। তখন সে
তাহাকে কহিল, তোমার ঋণপত্র লও, এবং শীঘ্র
৭ বসিয়া পঞ্চাশ লেখ। পরে সে আর এক জনকে
বলিল, তুমি কত ধার? সে বলিল, এক শত বিশি
গোম। তখন সে কহিল, তোমার ঋণপত্র লইয়া
৮ আশী লেখ। তাহাতে কর্ত্তা সেই অযাথার্থিক
দেওয়ানের প্রশংসা করিল, কারণ সে বুদ্ধিমানের
কর্ম্ম করিয়াছিল; কেননা এই যুগের সন্তানেরা
নিজ জাতির সম্বন্ধে জ্যোতির সন্তানগণ অপেক্ষা
৯ বুদ্ধিমান। আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তোমরা অযাথার্থ্যের ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর,
যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে
১০ অনন্তকালীন আবাসে গ্রহণ করে। যে কেহ ক্ষুদ্র-
তম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত
হয়; আর যে কেহ ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অযাথার্থিক,
১১ সে প্রচুর বিষয়েও অযাথার্থিক হয়। অতএব
তোমরা যদি অযথার্থ ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক,
তবে কে তোমাদের কাছে যথার্থ ধন গচ্ছিত
১২ রাখিবে? আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না
হইয়া থাক, তবে কে তোমাদের নিজ বিষয়
১৩ তোমাদিগকে দিবে? কোন দাস দুই কর্ত্তার দাসত্ব
করিতে পারে না, কেননা সে হয় এক জনকে ঘৃণা
করিয়া অন্যকে প্রেম করিবে, নয় ত এক জনের
প্রতি আসক্ত হইয়া অন্যকে তুচ্ছ করিবে;
তোমরা ঈশ্বর ও ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে
পার না।
১৪ তখন ফরীশীরা, যাহারা টাকা ভাল বাসিত, এ
সকল কথা শুনিতেছিল, আর তাহারা তাঁহাকে
১৫ উপহাস করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমরা মনুষ্যদের নিকটে
আপনাদিগকে ধার্ম্মিক দেখাইতেছ, কিন্তু ঈশ্বর
তোমাদের হৃদয় জানেন; কেননা মনুষ্যদের মধ্যে
১৬ যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। ব্যবস্থা
ও ভাববাদিগণ যোহন পর্য্যন্ত; সেই অবধি
ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে,
এবং প্রত্যেক জন ব্যগ্র হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ
১৭ করিতেছে। কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দুর লোপ
হওয়া অপেক্ষা বরং আকাশের ও পৃথিবীর
১৮ লোপ হওয়া সহজ। যে কেহ আপনার স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে
ব্যভিচার করে; এবং যে কেহ স্বামীত্যক্তা স্ত্রীকে
বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে;
১৯ এক জন ধনবান ছিল, সে বেগুনিয়া কাপড়
ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিত, এবং প্রতিদিন
জাঁকজমকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত।
২০ তাহার দ্বারদেশে লাসার নামে এক জন কাঙ্গা-
লীকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, সে সর্ব্বাঙ্গে
২১ ক্ষতযুক্ত ছিল। এবং ধনবানের মেজ হইতে
পতিত গুঁড়াগাঁড়া খাইতে বাসনা করিত, আর
২২ কুকুরগণও আসিয়া তাহার ক্ষত চাটিত। কাল-
ক্রমে ঐ কাঙ্গালী মরিল, এবং স্বর্গদূতগণ তাহাকে
লইয়া অব্রাহামের ক্রোড়ে বসাইলেন। পরে সেই

Digitized by Google

২৩ ধনবানও মরিল, এবং কবরপ্রাপ্ত হইল। পাতালে
আপনি যাতনার মধ্যে থাকিয়া সে চক্ষু তুলিয়া
দূরে অব্রাহামকে এবং তাঁহার ক্রোড়ে লাসারকে
২৪ দেখিতে পাইল। তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল,
পিতঃ অব্রাহাম, আমার প্রতি কৃপা করিয়া
লাসারকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির
অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল
করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা
২৫ পাইতেছি। কিন্তু অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, স্মরণ
কর; তোমার সুখ তুমি জীবনকালে পাইয়াছ,
আর লাসার তদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছে; সম্প্রতি সে
এই স্থানে সান্ত্বনা পাইতেছে, আর তুমি যন্ত্রণা
২৬ পাইতেছ। আর এ সকল ছাড়া আমাদের ও
তোমাদের মধ্যে বৃহৎ এক শূন্যস্থলী স্থিরীকৃত
হইয়াছে, যেন এখান হইতে যাহারা তোমাদের
কাছে যাইতে বাঞ্ছা করে, তাহারা না পারে,
কিম্বা ওখান হইতে আমাদের কাছে কেহ পার
২৭ হইয়া আসিতে না পারে। তখন সে কহিল, পিতঃ,
তবে আমি আপনাকে বিনয় করি, আমার পিতৃ-
২৮ গৃহে উহাকে পাঠাইয়া দিউন; কেননা আমার
পাঁচটী ভ্রাতা আছে; তাহারাও যেন এই যাতনা-
স্থানে না আইসে, এই নিমিত্ত সে তাহাদের
২৯ কাছে সাক্ষ্য দিউক। কিন্তু অব্রাহাম কহিলেন,
তাহাদের নিকটে মোশি ও ভাববাদিগণ আছেন;
৩০ তাঁহাদেরই কথা তাহারা শুনুক। তখন সে বলিল,
পিতঃ অব্রাহাম, তাহা নহে, কিন্তু মৃতদের মধ্য
হইতে যদি কোন ব্যক্তি তাহাদের নিকটে যায়,
৩১ তাহা হইলে তাহারা মন ফিরাইবে। কিন্তু তিনি
তাহাকে কহিলেন, তাহারা যদি মোশির ও ভাব-
বাদিগণের কথা না শুনে, তবে মৃতগণের মধ্য
হইতে কোন এক জন উঠিলেও তাহারা
মানিবে না।

ক্ষমা প্রভৃতি বিষয়ক উপদেশ।

১৭ যীশু আপন শিষ্যদিগকে আরও কহিলেন,
বিঘ্ন উপস্থিত না হইবে, এমন হইতে পারে
না; কিন্তু যাহার দ্বারা উপস্থিত হইবে, সে
২ সন্তাপের পাত্র। এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনের
বিঘ্নজনক হওয়া অপেক্ষা বরং তাহার গলদেশে
যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে
৩ তাহার পক্ষে ভাল। তোমরা আপনাদের বিষয়ে
সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে,
তাহাকে অনুযোগ করিও; আর সে যদি পরামমন
৪ করে, তাহাকে ক্ষমা করিও। আর যদি সে এক
দিনের মধ্যে সাত বার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে,
আর সাত বার ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে বলে,
পরামমন করিলাম, তবে তাহাকে ক্ষমা করিও।

৫ আর প্রেরিতেরা প্রভুকে কহিলেন, আমাদের
৬ বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন। প্রভু কহিলেন, একটী
সর্ষপ-বীজের মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকিত,
তবে এই সুকামিন বৃক্ষকে 'তুমি সমূলে উৎপাটিত
হইয়া সমুদ্রে রোপিত হও,' বলিলে সে তোমা-
৭ দের আজ্ঞাবহ হইত। আর তোমাদের মধ্যে
এমন কে আছে, যাহার দাস হাল বহিয়া কিম্বা
মেষ চরাইয়া ক্ষেত্র হইতে আসিলে সে তাহাকে
বলিবে, তুমি একেবারে আসিয়া ভোজনে বস?
৮ বরং তাহাকে কি বলিবে না, 'আমার ভোজনের
আয়োজন কর, এবং আমি যাবৎ ভোজন পান
করি, তাবৎ কটি বাঁধিয়া আমার পরিচর্য্যা কর,
৯ তৎপরে তুমি ভোজন পান করিবে'? সেই দাস
আজ্ঞাপিত কার্য্য করিল বলিয়া সে কি তাহার
১০ অনুগ্রহ স্বীকার করিবে? সেই প্রকারে আজ্ঞা-
পিত সমস্ত কার্য্য করিলে পর তোমরাও বলিও,
আমরা অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য
ছিলাম, তাহাই করিলাম।
১১ যিরূশালেমে যাইবার সময়ে তিনি শমরিয়া
ও গালীল দেশের মধ্য দিয়া গমন করিলেন।
১২ তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, এমন
সময়ে দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার সম্মুখে পড়িল,
১৩ তাহারা দূরে দাঁড়াইল; আর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে
বলিতে লাগিল, যীশু, নাথ, আমাদিগকে দয়া
১৪ করুন! তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি কহিলেন,
যাও, যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে
দেখাও। যাইতে যাইতে তাহারা শুচীকৃত হইল।
১৫ তখন তাহাদের এক জন আপনাকে আরোগ্য-
প্রাপ্ত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা
১৬ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল, এবং যীশুর
চরণে উবুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহার ধন্যবাদ
১৭ করিতে লাগিল; সেই ব্যক্তি শমরিয়। যীশু
উত্তর করিয়া কহিলেন, দশ জন কি শুচীকৃত হয়
১৮ নাই? তবে আর নয় জন কোথায়? ঈশ্বরের
প্রশংসা করণার্থে ফিরিয়া আসিয়াছে, এই
অন্যজাতীয় লোকটী ভিন্ন এমন কাহাকেও কি
১৯ পাওয়া গেল না? পরে তিনি তাহাকে বলি-
লেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস
তোমাকে সুস্থ করিল।
২০ ঈশ্বরের রাজ্য কবে আসিবে, ফরীশীরা এই
কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য প্রত্যক্ষরূপে
২১ আইসে না; আর লোকে বলিবে না, দেখ,
এ স্থানে! কিম্বা ও স্থানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের
রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।
২২ আর তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, এমন সময়
আসিবে, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রের এক দিন
দেখিতে ইচ্ছা করিবে, কিন্তু দেখিতে পাইবে না।

Digitized by Google

২৩ তখন লোকেরা তোমাদিগকে বলিবে, 'দেখ,
ঐ স্থানে ! দেখ, এই স্থানে !' যাইও না, পশ্চাদ্-
২৪ গমন করিও না। কেননা বিদ্যুৎ যেমন আকাশের
নীচে একদিক্ হইতে চমকাইলে আকাশের নীচে
অন্যদিক্ পর্য্যন্ত আলোকিত হয়, মনুষ্যপুত্র
২৫ আপনার দিনে সেইরূপ হইবেন। কিন্তু প্রথমে
তাঁহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে এবং এই
২৬ কালের লোক কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে। আর
নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের
২৭ সময়েও তদ্রূপ হইবে। নোহ যে দিন জাহাজে
প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন পর্য্যন্ত লোকে
ভোজন পান করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহিতা
হইত ; পরে জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়া সকলকে
২৮ বিনষ্ট করিল। সেইরূপ লোটের সময়ে যেমন
হইয়াছিল—লোকে ভোজন পান, ক্রয় বিক্রয়,
২৯ বৃক্ষ রোপণ ও গৃহনির্ম্মাণ করিত ; কিন্তু যে দিন
লোট সদোম হইতে বাহির হইলেন, সেই দিন
আকাশ হইতে অগ্নি ও গন্ধক বর্ষিয়া সকলকে
৩০ বিনষ্ট করিল—মনুষ্যপুত্র যে দিন প্রকাশিত
৩১ হইবেন, সে দিনেও সেইরূপ হইবে। সেই দিন
যে কেহ ছাদের উপরে থাকিবে, আর তাহার
দ্রব্যসামগ্রী গৃহমধ্যে থাকিবে, সে তাহা লইবার
জন্য নীচে না নামুক ; এবং যে কেহ ক্ষেত্রে
৩২ থাকিবে, সেও ফিরিয়া না আইসুক। লোটের
৩৩ স্ত্রীকে মনে রাখিও। যে কেহ আপন প্রাণ লাভ
করিতে চেষ্টা করে, সে তাহা হারাইবে ; আর যে
৩৪ কেহ প্রাণ হারায়, সে তাহা বাঁচাইবে। আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, সেই রাত্রিতে দুই জন
এক শয্যায় থাকিলে তাহাদের এক জনকে গ্রহণ
৩৫ করা যাইবে, অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে। দুই
স্ত্রী একত্র যাঁতা পিষিলে তাহাদের এক জনকে
গ্রহণ করা যাইবে, অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে।
৩৬ (দুই পুরুষ ক্ষেত্রে থাকিলে তাহাদের এক জনকে
গ্রহণ করা যাইবে, অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে।)
৩৭ তখন তাঁহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,
হে প্রভো, কোথায় ? তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
যে স্থানে শব থাকে, সেই স্থানে শকুনীরাও
একত্র হইবে।

১৮ আর তিনি তাঁহাদিগকে এই ভাবের একটী
দৃষ্টান্ত কহিলেন যে, নিরুৎসাহ না হইয়া
২ সর্ব্বদা প্রার্থনা করা তাহাদের উচিত। তিনি
বলিলেন, কোন নগরে এক বিচারকর্ত্তা ছিল, সে
ঈশ্বরকে ভয় করিত না, মানুষকেও মানিত না।
৩ আর সেই নগরে এক বিধবা ছিল, সে তাহার
নিকটে আসিয়া বলিত, অন্যায়ের প্রতীকার
করিয়া আমার বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার
৪ কর। তাহাতে সে কিছু কাল পর্য্যন্ত সম্মত হইল
না ; কিন্তু পরে মনে মনে কহিল, যদ্যপি আমি
ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও মানি না,
৫ তথাপি এই বিধবা আমাকে ক্লেশ দিতেছে, এ
জন্য অন্যায় হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব, পাছে
নিত্য আসিয়া শেষে আমাকে জ্বালাতন করিয়া
৬ তুলে। পরে প্রভু কহিলেন, শুন, ঐ অযথার্থ
৭ বিচারকর্ত্তা কি বলে ? তবে ঈশ্বর কি আপনার
সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার
করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে
রোদন করে, যাহাদের বিষয়ে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু ?
৮ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি ত্বরায়
তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন।
কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসিবেন, তখন কি পৃথি-
বীতে বিশ্বাস পাইবেন ?
৯ আর যাহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক মনে
করিয়া অন্য সকলকে হেয়জ্ঞান করিত, এমন
আত্মাভিমানী কয়েক জনকে তিনি এই দৃষ্টান্ত
১০ কহিলেন ; দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে ধর্ম্মধামে
গেল ; এক জন ফরীশী, আর এক জন করগ্রাহী।
১১ ফরীশী দণ্ডায়মান হইয়া আপনা আপনি এই-
রূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি তোমার
ধন্যবাদ করিতেছি ; কেননা আমি অন্য সকল
লোকের মত উপদ্রবী, অন্যায়ী, ব্যভিচারী, কিম্বা
১২ ঐ করগ্রাহীর মত নহি ; আমি সপ্তাহের মধ্যে
দুই বার উপবাস করি, আমি সমস্ত আয়ের
১৩ দশমাংশ দান করি। কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া
স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না,
কিন্তু সে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে
কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এ পাপীর প্রতি
১৪ সদয় হও। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
প্রথম ব্যক্তি নয়, কেবল এই ব্যক্তি ধার্ম্মিকীকৃত
হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল ; কেননা যে কেহ
আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে ;
কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ
করা যাইবে।
১৫ আর লোকেরা আপনাদের শিশুদিগকেও
তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে
স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে
১৬ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যীশু তাঁহা-
দিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, শিশুগণকে
আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না,
কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই।
১৭ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে কেহ
শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে
কোন মতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।
১৮ আর এক জন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
হে সদ্গুরো, কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের
১৯ অধিকারী হইব ? যীশু তাহাকে কহিলেন,
আমাকে সৎ কেন বলিতেছ ? এক জন ব্যতিরেকে

Digitized by Google

২০ সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর। তুমি আজ্ঞা
সকল জ্ঞাত আছ, "ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা
করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না,
২১ মাতাপিতাকে সম্ভ্রম করিও।" সে কহিল, বাল্য-
কাল অবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি।
২২ এ কথা শুনিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, এখনও
এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে; তোমার যাহা
কিছু আছে, সমস্ত বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে
বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর
২৩ আইস, আমার পশ্চাদ্গামী হও। কিন্তু এ কথা
শুনিয়া সে অতিশয় দুঃখিত হইল, কারণ সে
২৪ অতি ধনবান ছিল। তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি
করিয়া যীশু কহিলেন, যাহাদের ধন আছে,
তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা
২৫ কেমন দুষ্কর! বস্তুতঃ ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের
প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া
২৬ উষ্ট্রের গমন করা সহজ। যাহারা শুনিল, তাহারা
বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে?
২৭ তিনি কহিলেন, যাহা মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা
২৮ ঈশ্বরের সাধ্য। তখন পিতর কহিলেন, দেখুন,
আমরা নিজস্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনকার
২৯ পশ্চাদ্গামী হইয়াছি। তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এমন
কেহ নাই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্ত বাটী কি
স্ত্রী কি ভ্রাতা কি মাতাপিতা কি সন্তান ত্যাগ
৩০ করিলে ইহকালে তাহার বহুগুণ এবং আগামী
যুগে অনন্ত জীবন না পাইবে।
৩১ পরে তিনি সেই দ্বাদশ জনকে কাছে লইয়া
কহিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি;
আর ভাববাদিগণ দ্বারা যাহা যাহা লিখিত
হইয়াছে, সে সমস্ত মনুষ্যপুত্রে সিদ্ধ হইবে।
৩২ কারণ তিনি পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হই-
বেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে,
তাঁহার অপমান করিবে, তাঁহার গাত্রে থুথু
৩৩ দিবে; এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধ
করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায়
৩৪ উঠিবেন। এই সকলের কিছুই তাঁহারা বুঝিলেন
না; এই কথা তাঁহাদের হইতে গুপ্ত রহিল, এবং
কি বলা যাইতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারি-
লেন না।

যিরূশালেমে যীশুর শেষ যাত্রা।

৩৫ আর যখন তিনি যিরীহোর নিকটবর্ত্তী হই-
লেন, একজন অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা
৩৬ করিতেছিল; সে লোকদের গমনের শব্দ শুনিয়া
৩৭ জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কারণ কি? লোকে তাহাকে
৩৮ বলিল, নাসরতীয় যীশু যাইতেছেন। তখন সে
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার
৩৯ প্রতি দয়া করুন। যাহারা আগে আগে যাইতে-
ছিল, তাহারা চুপ চুপ বলিয়া তাহাকে ধমক্
দিল, কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিতে
লাগিল, হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া
৪০ করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া আপনার
নিকটে তাহাকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন; পরে
সে নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে
৪১ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি? তোমার
নিমিত্ত আমি কি করিব? সে কহিল, প্রভো,
৪২ যেন দেখিতে পাই। যীশু তাহাকে কহিলেন,
দেখিতে পাও: তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ
৪৩ করিল। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইল,
এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার
পশ্চাদ্গমন করিল; তাহা দেখিয়া সকল লোক
ঈশ্বরের স্তব করিল।

১৯ পরে তিনি যিরীহোতে প্রবেশ করিয়া
তাহার মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।
২ আর দেখ, সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি; সে এক জন
৩ প্রধান করগ্রাহী, এবং সে ধনবান ছিল। আর
কে যীশু, সে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু
ভিড় প্রযুক্ত পারিল না, কেননা সে খর্ব্বকায়
৪ ছিল। সে অগ্রে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে দেখি-
বার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠিল, কারণ তিনি
৫ সেই পথে যাইতেছিলেন। পরে যীশু যখন সেই
স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া
তাহাকে কহিলেন, সক্কেয়, শীঘ্র নামিয়া আইস,
কেননা অদ্য আমাকে তোমার গৃহে বাস করিতে
৬ হইবে। তাহাতে সে শীঘ্র নামিয়া আসিল, এবং
৭ আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তাহা
দেখিয়া সকলে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল,
উনি রাত্রিবাসার্থে এক জন পাপীর গৃহে প্রবেশ
৮ করিলেন। তখন সক্কেয় দাঁড়াইয়া প্রভুকে কহিল,
প্রভো, দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমি
দরিদ্রদিগকে দান করি; আর যদি অন্যায়পূর্ব্বক
কাহারও কিছু হরণ করিয়া থাকি, তাহার চতুর্গুণ
৯ ফিরাইয়া দিই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
অদ্য এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল; যে-
১০ হেতুক এ ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান। কারণ
যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও
পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।
১১ যখন তাহারা এই সকল কথা শুনিতেছিল,
তখন তিনি একটী দৃষ্টান্তও কহিলেন, কারণ
তিনি যিরূশালেমের নিকটে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন; আর তাহারা অনুমান করিতেছিল
যে, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ তখনই হইবে।
১২ অতএব তিনি কহিলেন, ভদ্রবংশীয় এক ব্যক্তি
আপনার জন্য রাজত্বপদ লইয়া ফিরিয়া আসি-

Digitized by Google

১৩ যার অভিপ্রায়ে দূরদেশে যাত্রা করিলেন। আর
তিনি আপনার দশ জন দাসকে ডাকিয়া দশটী
স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিলেন, আমার আগমন পর্য্যন্ত
১৪ ব্যবসায় কর। কিন্তু তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে
দ্বেষ করিত, তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ দূত পাঠাইয়া
দিল, কহিল, আমরা চাহি না যে, এ ব্যক্তি
১৫ আমাদের রাজা হয়। অনন্তর তিনি রাজত্ব প্রাপ্ত
হইয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহারা
ব্যবসায়ে কে কি লাভ করিয়াছে, তাহা জানিবার
নিমিত্ত তিনি সেই যে দাসদিগকে টাকা দিয়া-
ছিলেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা
১৬ করিলেন। তখন প্রথম ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে
আসিয়া কহিল, প্রভো, আপনকার মুদ্রায় আর
১৭ দশ মুদ্রা হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে কহিলেন,
ধন্য! উত্তম দাস, তুমি অতি অল্প বিষয়ে
বিশ্বস্ত হইলে; এ জন্য দশ নগরের উপরে কর্ত্তৃত্ব
১৮ কর। পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া কহিল, প্রভো,
আপনকার মুদ্রায় আর পাঁচ মুদ্রা হইয়াছে।
১৯ তিনি তাহাকেও কহিলেন, তুমিও পাঁচ নগরের
২০ কর্ত্তা হও। পরে আর এক জন আসিয়া কহিল,
প্রভো, দেখুন, এই আপনকার মুদ্রা; আমি ইহা
২১ রুমালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। কারণ আমি
আপনা হইতে ভীত ছিলাম; কেননা আপনি
কঠিন লোক, যাহা রাখেন নাই, তাহা তুলিয়া
লইয়া থাকেন, এবং যাহা বুনেন নাই, তাহা
২২ কাটিয়া থাকেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, দুষ্ট
দাস, আমি তোমার নিজ মুখের প্রমাণে তোমার
বিচার করিব। তুমি জানিতে, আমি কঠিন
লোক, যাহা রাখি নাই তাহা তুলিয়া লই,
২৩ এবং যাহা বুনি নাই তাহা কাটি; তবে আমার
টাকা পোদ্দারদের কাছে কেন সমর্পণ কর
নাই? তাহা করিলে আমি আসিয়া সুদের
২৪ সহিত তাহা আদায় করিতাম। আর যাহারা
নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বলি-
লেন, ইহার নিকট হইতে ঐ মুদ্রা লও, এবং
২৫ যাহার দশ মুদ্রা আছে, তাহাকে দেও। তাহারা
তাঁহাকে কহিল, প্রভো, উহার দশ মুদ্রা আছে।
২৬ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কাহারও
নিকটে আছে, তাহাকে দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার
কাছে নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার
২৭ নিকট হইতে নীত হইবে। পরন্তু আমার এই
যে শত্রুগণ চাহে নাই যে, আমি ইহাদের উপরে
রাজত্ব করি, ইহাদিগকে এই স্থানে আন, আমার
সাক্ষাতে বধ কর।

২৮ এই কথা বলিবার পর তিনি যিরূশালেম-
২৯ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন। পরে জৈতুন নামক
পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়ার নিকটে
উপস্থিত হইলে তিনি দুই জন শিষ্যকে পাঠাইয়া
৩০ দিলেন, বলিলেন, ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও;
তথায় প্রবেশ করিবামাত্র একটী গর্দ্দভশাবক
বাঁধা দেখিতে পাইবে, যাহাতে কোন মনুষ্য
৩১ কখনও বসে নাই; সেটী খুলিয়া আন। আর
যদি কেহ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, এটী কেন
খুলিতেছ? তবে বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন
৩২ আছে। তখন যাঁহাদিগকে পাঠান হইল, তাঁহারা
গিয়া, তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই
৩৩ দেখিতে পাইলেন। গর্দ্দভশাবকটী খুলিবার
সময়ে তাহার স্বামীরা তাঁহাদিগকে বলিল,
৩৪ গর্দ্দভশাবকটী খুলিতেছ কেন? তাঁহারা কহি-
৩৫ লেন, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। পরে
তাঁহারা সেটীকে যীশুর নিকটে লইয়া আসিলেন,
এবং তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া
৩৬ তদুপরি যীশুকে বসাইলেন। পরে তাঁহার
গমন সময়ে লোকেরা আপন আপন বস্ত্র পথে
৩৭ পাতিয়া দিতে লাগিল। আর তিনি সন্নিকট
হইতেছেন, জৈতুন পর্ব্বত হইতে নামিবার স্থানে
উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে, সমুদয় শিষ্য-
দল যে সকল পরাক্রম-কার্য্য দেখিয়াছিল, সেই
সমস্তের জন্য আনন্দপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের
৩৮ প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল, 'ধন্য সেই
রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন। স্বর্গে
৩৯ শান্তি এবং ঊর্দ্ধলোকে মহিমা।' তখন লোক-
সমূহের মধ্য হইতে কয়েক জন ফরীশী তাঁহাকে
কহিল, গুরো, আপনকার শিষ্যদিগকে ধমক
৪০ দিউন। তিনি উত্তর করিলেন, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, ইহারা নীরব হইলে প্রস্তর
সকল চেঁচাইয়া উঠিবে।

৪১ পরে যখন তিনি নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন
নগর দেখিয়া তজ্জন্য ক্রন্দন করিয়া কহিলেন,
৪২ হায়, হায়, আজ তুমি, তুমিই যদি শান্তিজনক
বিষয়গুলি জানিতে। কিন্তু এখন সে সকল
৪৩ তোমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত রহিল। বস্তুতঃ তোমার
প্রতি এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে
তোমার শত্রুবর্গ তোমার চারিদিকে জাঙ্গাল
বাঁধিবে, তোমাকে বেষ্টন করিবে, তোমাকে সর্ব্ব-
৪৪ দিকে অবরোধ করিবে, এবং তোমার মধ্যবর্ত্তী
তোমার বৎসগণের সহিত তোমাকে ভূমিসাৎ
করিবে, তোমার মধ্যে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর
থাকিতে দিবে না; যেহেতুক তোমার তত্ত্বাব-
ধানের সময় তুমি বুঝ নাই।

৪৫ পরে তিনি ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলেন, এবং
বিক্রেতাদিগকে বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন,
৪৬ তাহাদিগকে কহিলেন, লেখা আছে, "আমার
গৃহ প্রার্থনা-গৃহ হইবে," কিন্তু তোমরা ইহা
দস্যুর গহ্বর করিয়া তুলিয়াছ।

৪৭ আর তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে উপদেশ দিতেন।

Digitized by Google

কিন্তু প্রধান যাজকগণ, অধ্যাপকবর্গ এবং লোক-
দের প্রধানেরা তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা
৪৮ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই করিবার উপায়
দেখিতে পাইল না, কেননা লোকেরা সকলে
একাগ্র মনে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিত।

যিরূশালেমে দত্ত যীশুর উপদেশ।

২০ এক দিন তিনি ধর্ম্মধামে লোকদিগকে
উপদেশ দিতেছেন ও সুসমাচার প্রচার করি-
তেছেন, ইতিমধ্যে প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ
২ প্রাচীনবর্গের সঙ্গে আসিয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে
কহিল, আমাদিগকে বল, তুমি কি ক্ষমতায় এই
সকল করিতেছ? তোমাকে যে এই ক্ষমতা
৩ দিয়াছে, সেই বা কে? তিনি উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটী
৪ কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বল; যোহনের
বাপ্তিস্ম স্বর্গ হইতে হইয়াছিল, না মনুষ্য হইতে?
৫ তখন তাহারা পরস্পর তর্ক করিল, বলিল, যদি
বলি, স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে এ বলিবে,
৬ তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস কর নাই কেন? আর
যদি বলি, মনুষ্য হইতে, তবে লোকেরা সকলে
আমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে; কারণ তাহা-
দের মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, যোহন ভাব-
৭ বাদী ছিলেন। অতএব তাহারা উত্তর করিল,
৮ আমরা জানি না, কোথা হইতে। যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এ
সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে
বলিব না।
৯ পরে তিনি লোকদিগকে এই দৃষ্টান্ত কহিতে
লাগিলেন; কোন ব্যক্তি দ্রাক্ষার উদ্যান প্রস্তুত
করিয়াছিলেন, পরে তাহা কৃষকদিগকে জমা
দিয়া দীর্ঘকালের জন্য দেশান্তরে গমন করিলেন।
১০ পরে যথাসময়ে কৃষকদের নিকটে এক দাসকে
পাঠাইয়া দিলেন, যেন তাহারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের
ফলের অংশ তাঁহাকে দেয়; কিন্তু কৃষকেরা
তাহাকে প্রহার করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল।
১১ পরে তিনি আর এক দাসকে পাঠাইলেন,
তাহারা তাহাকেও প্রহার করিয়া অপমানপূর্ব্বক
১২ রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। পরে তিনি তৃতীয় এক
জনকে পাঠাইলেন, তাহাকেও তাহারা ক্ষত-
১৩ বিক্ষত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। তখন
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের স্বামী কহিলেন, আমি কি করিব?
আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাইব; তাহারা তাঁহাকে
১৪ সমাদর করিলেও করিতে পারে। কিন্তু কৃষকেরা
তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর এই তর্ক করিতে
লাগিল, এ ত উত্তরাধিকারী; আইস, আমরা
ইহাকে বধ করি, যেন অধিকার আমাদেরই হয়।
১৫ পরে তাহারা তাঁহাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে
ফেলিয়া বধ করিল। এক্ষণে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের স্বামী
১৬ তাহাদের প্রতি কি করিবেন? তিনি আসিয়া
এই কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং ক্ষেত্র
অন্য লোকদিগকে দিবেন। এই কথা শুনিয়া
১৭ তাহারা কহিল, এমন না হউক। কিন্তু তিনি
তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তবে
এ কি লেখা রহিয়াছে,

"গাঁথকেরা যে প্রস্তরখান অগ্রাহ্য করিয়াছে,
তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল"?

১৮ সেই প্রস্তরের উপরে যে কেহ পড়িবে, সে ভগ্ন
হইবে; কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে,
তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে।
১৯ সেই দণ্ডে অধ্যাপক ও প্রধান যাজকেরা তাঁহার
উপরে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিল; আর
তাহারা লোকদিগকে ভয় করিল; কেননা তিনি
যে তাহাদের বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলিয়াছিলেন,
২০ ইহা তাহারা বুঝিয়াছিল। তখন তাঁহারা তাঁহার
উপরে দৃষ্টি রাখিল, এবং রাজদ্বারে ও দেশা-
ধ্যক্ষের কর্ত্তৃত্বে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার অভি-
প্রায়ে তাঁহার বাক্যের ছিদ্র ধরিবার জন্য কয়েক
জন ধার্ম্মিকবেশধারী চরকে পাঠাইয়া দিল।
২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, আমরা
জানি, আপনি যথার্থ কথা কহেন ও যথার্থ শিক্ষা
দেন, কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু সত্য-
২২ রূপে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দিতেছেন। কৈসরকে
২৩ কর দেওয়া আমাদের বিধেয় কি না? কিন্তু তিনি
২৪ তাহাদের ধূর্ত্ততা বুঝিয়া বলিলেন, আমাকে
একটী দীনার দেখাও। ইহাতে কাহার মূর্ত্তি ও
২৫ নাম আছে? তাহারা কহিল, কৈসরের। তখন
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কৈসরের
যাহা তাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা
২৬ তাহা ঈশ্বরকে দেও। ইহাতে তাহারা লোক-
দিগের সাক্ষাতে তাঁহার কথার কোন ছিদ্র ধরিতে
পারিল না, বরং তাঁহার উত্তরে আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিয়া নীরব হইয়া রহিল।
২৭ আর সদ্দূকীদের—যাহারা বলে, পুনরুত্থান
নাই; তাহাদের—কয়েক জন নিকটে আসিয়া
২৮ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, মোশি আমাদের
জন্য লিখিয়াছেন, কাহারও ভ্রাতা যদি স্ত্রী
রাখিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে সে তাহার
স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার জন্য বংশ
২৯ উৎপন্ন করিবে। ভাল, সাতটী ভাই ছিল; আর
জ্যেষ্ঠ বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল।
৩০ পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি সেই স্ত্রীকে বিবাহ
৩১ করিল; এইরূপে সাত জনই নিঃসন্তান হইয়া
৩২,৩৩ মরিল। তৎপরে সে স্ত্রীও মরিল। অতএব
পুনরুত্থানে সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী

Digitized by Google

হইবে? যেহেতুক তাহারা সাত জনই তাহাকে
৩৪ বিবাহ করিয়াছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
এই যুগের সন্তানেরা বিবাহ করে এবং বিবাহিতা
৩৫ হয়। কিন্তু যাহারা সেই যুগের এবং মৃতগণের
মধ্য হইতে পুনরুত্থানের অধিকারী হইবার
যোগ্য গণিত হইয়াছে, তাহারা বিবাহ করে না
৩৬ এবং বিবাহিতাও হয় না। আর তাহারা পুনর্ব্বার
মরিতেও পারে না, কেননা তাহারা দূতগণের
সমতুল্য, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে
৩৭ ঈশ্বরের সন্তান। আবার মৃতগণ যে উত্থাপিত
হয়, ইহা মোশিও ঝোপের বৃত্তান্তে দেখাইয়া-
ছেন; কেননা তিনি প্রভুকে "অব্রাহামের ঈশ্বর,
ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর" বলেন।
৩৮ তিনি ত মৃতদের ঈশ্বর নহেন; কিন্তু জীবিতদের;
কেননা তাঁহার নিকটে সকলেই জীবিত আছে।
৩৯ তখন কয়েক জন অধ্যাপক কহিল, গুরো, আপনি
৪০ বেশ বলিয়াছেন। বাস্তবিক সেই অবধি তাঁহাকে
আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদের সাহস
হইল না।

৪১ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, লোকে
কেমন করিয়া খ্রীষ্টকে দায়ূদের সন্তান বলে?
৪২ দায়ূদ ত আপনি গীতসংহিতায় বলেন,
"সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার
দক্ষিণে বস,
৪৩ যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদ-
পীঠ না করি।"
৪৪ অতএব দায়ূদ তাঁহাকে প্রভু বলেন, তবে তিনি
কি প্রকারে তাঁহার সন্তান?

৪৫ পরে তিনি সকল লোকের কর্ণগোচরে আপন
৪৬ শিষ্যদিগকে কহিলেন, অধ্যাপকগণ হইতে
সাবধান, তাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদে বেড়াইতে
চাহে, এবং হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ,
সমাজগৃহে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে
৪৭ প্রধান প্রধান স্থান ভাল বাসে। তাহারা
বিধবাদিগের বাটী গ্রাস করে, এবং ছলে দীর্ঘ
প্রার্থনা করে; তাহারা বিচারে আরও অধিক
দণ্ড পাইবে।

২১ পরে তিনি চক্ষু তুলিয়া ধনবানদিগকে
আপন আপন দান ভাণ্ডারে রাখিতে দেখি-
২ লেন। আর তিনি এক দীনহীনা বিধবাকেও
সেই স্থানে দুইটী ক্ষুদ্র মুদ্রা রাখিতে দেখিলেন।
৩ তখন তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
বলিতেছি, এই দরিদ্রা বিধবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক
৪ রাখিল; কেননা উহারা সকলে আপন আপন
অতিরিক্ত ধনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দানের মধ্যে
রাখিল, কিন্তু এ আপনার অনাটনের মধ্যেও
আপনার যাহা কিছু ছিল, সমুদয় জীবনোপায়
রাখিল।

আপন পুনরাগমন বিষয়ে যীশুর
ভবিষ্যদ্বাক্য।

৫ পরে কেহ কেহ তাঁহাকে ধর্ম্মধামের কথা,
অর্থাৎ তাহা উত্তম প্রস্তরে ও নিবেদিত দ্রব্যে
কেমন সুশোভিত, ইহা বলিলে তিনি কহিলেন,
৬ তোমরা এই যে সকল দেখিতেছ, ইহার এক
প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলই
ভূমিসাৎ হইবে, এমন সময় আসিতেছে।
৭ তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো, এ
সকল কবে হইবে? আর যখন এ সকল সফল
হইবার সময় হইবে, তখন তাহার অভিজ্ঞানই
৮ বা কি হইবে? তিনি কহিলেন, সাবধান,
ভ্রান্ত হইও না; কেননা অনেকে আমার নাম
ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই তিনি ও
সময় সন্নিকট; তোমরা তাহাদের পশ্চাদ্গামী
৯ হইও না। আর যুদ্ধ এবং উপপ্লবের সংবাদ
শুনিলে ত্রাসযুক্ত হইও না, কেননা প্রথমে এই
সকল সংঘটন আবশ্যক, কিন্তু তখনই পরিণাম
হইবে না।

১০ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, জাতির
বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে।
১১ মহা মহা ভূমিকম্প এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও
মহামারী হইবে, আর আকাশমণ্ডলে ভয়ঙ্কর
ভয়ঙ্কর লক্ষণ ও মহৎ মহৎ অভিজ্ঞান বিদ্যমান
১২ হইবে; কিন্তু এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা
তোমাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিবে, তোমাদিগকে
তাড়না করিবে, সমাজগৃহে ও কারাগারে সমর্পণ
করিবে; আমার নামের নিমিত্ত তোমরা রাজাদের
১৩ ও দেশাধ্যক্ষদের সম্মুখে নীত হইবে। সাক্ষ্যের
১৪ জন্য এই সকল তোমাদের প্রতি ঘটিবে। অতএব
কি উত্তর দিতে হইবে, তাহার নিমিত্ত অগ্রে
১৫ চিন্তা করিব না, ইহা মনে স্থির করিও। কেননা
আমি তোমাদিগকে এমন মুখ ও প্রজ্ঞা দিব যে,
তোমাদের বিপক্ষেরা কেহ প্রতিরোধ করিতে কি
১৬ উত্তর দিতে পারিবে না। আর তোমরা মাতা-
পিতা, ভ্রাতৃগণ, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ কর্তৃকও সমর্পিত
হইবে, এবং তোমাদের কাহাকে কাহাকে তাহারা
১৭ বধ করাইবে। আর তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত
১৮ সকলের বিদ্বেষপাত্র হইবে। কিন্তু তোমাদের
১৯ মস্তকের একটী কেশও নষ্ট হইবে না। তোমরা
নিজ নিজ ধৈর্য্যে আপন আপন প্রাণ লাভ
করিবে।

২০ আর যখন তোমরা যিরূশালেমকে সৈন্যসামন্ত
দ্বারা বেষ্টিত দেখিবে, তখন তাহার উৎসন্ন যে
২১ সন্নিকট, ইহা জানিবে। তখন যাহারা যিহূ-
দিয়াতে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক,
এবং যাহারা নগরের মধ্যে থাকে, তাহারা বাহিরে

Digitized by Google

যাউক ; আর যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা
২২ নগরে প্রবেশ না করুক। কেননা সে প্রতিশোধের
সময়, যে সমস্ত কথা লিখিত আছে, সেই সমস্ত
২৩ পূর্ণ হইবার সময়। হায়, তৎকালে গর্ব্ভবতী ও
স্তন্যদাত্রী স্ত্রীদিগের সন্তাপ হইবে! যেহেতুক
দেশে বিষম দুর্গতি এবং এই জাতির প্রতি ক্রোধ
২৪ বর্ত্তিবে। তাহারা খড়্গাধারে পতিত হইবে, এবং
বন্দি হইয়া যাবতীয় জাতির মধ্যে নীত হইবে ;
আর পরজাতীয়দের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া
পর্য্যন্ত যিরূশালেম পরজাতীয়দের পদতলে
২৫ দলিত হইবে। আর সূর্য্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্র-
গণে নানা অভিজ্ঞান বিদ্যমান হইবে, এবং
পৃথিবীতে সমুদ্রের ও তরঙ্গের তর্জ্জনে উদ্বিগ্ন
২৬ জাতিগণের ক্লেশ হইবে। মনুষ্যেরা ভয়ে এবং
ভূমণ্ডলে যাহা যাহা ঘটিবে, তাহার আশঙ্কায়
মূর্চ্ছা যাইবে ; কেননা গগনমণ্ডলের পরা-
২৭ ক্রম সকল বিচলিত হইবে। আর তৎকালে
তাহারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপ
২৮ সহকারে মেঘযোগে আসিতে দেখিবে। কিন্তু
এ সকল ঘটনা আরম্ভ হইলে তোমরা ঊর্দ্ধ-
দৃষ্টি করিও, মস্তক তুলিও, যেহেতুক তোমাদের
মুক্তি সন্নিকট।
২৯ আর তিনি তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্ত কহি-
৩০ লেন, ডুমুর ও আর সকল বৃক্ষ দেখ ; যখন
সেগুলি পল্লবিত হয়, তখন তাহা দেখিয়া তোমরা
আপনারাই বুঝিতে পার যে, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট।
৩১ সেইরূপ তোমরাও যখন এই সকল ঘটিতেছে
দেখিবে, তখন জানিবে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট।
৩২ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যাবৎ সমস্ত
সিদ্ধ না হয়, তাবৎ এই কালের লোকদের
৩৩ লোপ হইবে না। আকাশ ও পৃথিবীর লোপ
হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও
হইবে না।
৩৪ কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও ;
পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার
চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই
দিন অকস্মাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপরে
৩৫ আসিয়া পড়ে। কেননা সে দিন সমস্ত ভূতল-
৩৬ নিবাসী সকলের উপরে উপস্থিত হইবে। কিন্তু
তোমরা সর্ব্ব সময়ে জাগ্রত থাকিয়া প্রার্থনা
করিও, যেন এই যে সকল ঘটনা হইবে, তাহা
উত্তীর্ণ হইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে
সক্ষম হও।
৩৭ তৎকালে তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে উপদেশ
দিতেন, আর প্রতিরাত্রে বহির্গমন করিয়া জৈতুন
৩৮ নামক পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেন। আর প্রত্যূষে
লোক সকল তাঁহার বাক্য শ্রবণার্থে ধর্ম্মধামে
তাঁহার নিকটে আসিত।

যীশুর শত্রুহস্তগত ও হত হইবার বিবরণ।

২২ তৎকালে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব, যাহাকে
নিস্তারপর্ব্ব বলে, নিকটবর্ত্তী হইতেছিল ;
২ আর প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা কি প্রকারে
তাঁহাকে বধ করিতে পারে, তাহারই উপায়
দেখিতেছিল, কেননা তাহারা লোকদিগকে
ভয় করিত।
৩ আর দ্বাদশ জনের মধ্যে গণিত ঈষ্করিয়োতীয়
নামক যে যিহূদা, শয়তান তাহার ভিতরে প্রবেশ
৪ করিল। তাহাতে সে গিয়া কি প্রকারে যীশুকে
তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবে, এই বিষয়ে প্রধান
যাজকদের ও সেনাপতিদের সহিত কথোপকথন
৫ করিল। তখন তাহারা আনন্দিত হইয়া তাহাকে
৬ টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করিল। তাহাতে সে সম্মত
হইল, এবং জনতার অগোচরে তাঁহাকে তাহা-
দের হস্তে সমর্পণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ
করিতে লাগিল।
৭ অনন্তর তাড়ীশূন্য রুটীর দিন, অর্থাৎ যে দিন
নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবক বলিদান করিতে হইত,
৮ সেই দিন উপস্থিত হইল। তখন তিনি পিতর
ও যোহনকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা
গিয়া আমাদের জন্য নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত
৯ কর, আমরা ভোজন করিব। তাঁহারা বলিলেন,
কোথায় প্রস্তুত করিব? আপনকার ইচ্ছা কি?
১০ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা
নগরে প্রবেশ করিলে এক কলশী জল লইয়া
যাইতেছে, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে
উপস্থিত হইবে ; তোমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ,
যে বাটীতে সে প্রবেশ করিবে, তথায় যাইবে।
১১ আর তোমরা বাটীর কর্ত্তাকে বলিবে, গুরু আপ-
নাকে বলিতেছেন, আমি যে স্থানে আমার শিষ্য
গণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে
১২ পারি, সে অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে সে
তোমাদিগকে সজ্জিত উপরিস্থ বড় একটী কুঠরী
দেখাইয়া দিবে ; সেই স্থানে প্রস্তুত করিও।
১৩ তাহাতে তাঁহারা গিয়া, তিনি যেরূপ বলিয়া-
ছিলেন, সেইরূপ দেখিতে পাইলেন ; আর
নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।
১৪ পরে সময় উপস্থিত হইলে তিনি ও তাঁহার
১৫ সঙ্গে প্রেরিতগণ ভোজনে বসিলেন। তখন তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার দুঃখভোগের
পূর্ব্বে তোমাদের সহিত এই নিস্তারপর্ব্বের ভোজ
ভোজন করিতে আমি একান্তই বাঞ্ছা করিয়াছি।
১৬ কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাবৎ
ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা সিদ্ধ না হয়, তাবৎ আমি
১৭ ইহা আর ভোজন করিব না। পরে তিনি পান-

Digitized by Google

পাত্র গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক কহিলেন, ইহা
১৮ লও, এবং আপনাদের মধ্যে বিভাগ কর ; কেননা
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অদ্যাবধি যাবৎ
ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না হয়, তাবৎ আমি
১৯ দ্রাক্ষাফলের রস আর পান করিব না। পরে
তিনি রুটী লইয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন,
এবং তাঁহাদিগকে দিয়া বলিলেন, ইহা আমার
শরীর, যাহা তোমাদের নিমিত্ত প্রদত্ত হয় ; ইহা
২০ আমার স্মরণার্থে করিও। সেই প্রকারে তিনি
ভোজন শেষ হইলে পানপাত্রও [লইয়া] কহি-
লেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম,
২১ যে রক্ত তোমাদের নিমিত্ত পাতিত হয়। কিন্তু
দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিবে, তাহার
হস্ত আমার সহিত মেজের উপরে রহিয়াছে।
২২ কেননা যে প্রকার নিরূপিত আছে, তদনুসারে
মনুষ্যপুত্র যাত্রা করিতেছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি
দ্বারা তিনি সমর্পিত হইবেন, সে সন্তাপের
২৩ পাত্র। তখন তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এমন
কর্ম্ম করিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা পরস্পর প্রশ্ন
করিতে লাগিলেন।
২৪ আর তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত,
২৫ এই বিষয়েও তাঁহাদের বাদানুবাদ হইল। কিন্তু
তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, জাতিগণের রাজারা
তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদের
শাসনকর্তৃগণ হিতকারী বলিয়া আখ্যাত হয়।
২৬ কিন্তু তোমরা তদ্রূপ হইবে না ; তোমাদের মধ্যে
যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক ; এবং যে
২৭ প্রধান সে পরিচারকের ন্যায় হউক। কারণ,
কে শ্রেষ্ঠ ? যে ভোজনে বসে, না যে পরিচর্য্যা
করে ? যে ভোজনে বসে, সেই কি শ্রেষ্ঠ নয় ?
কিন্তু আমি পরিচারকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে
২৮ আছি। তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
২৯ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ ; আর আমার
পিতা যেমন আমার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন,
আমিও তেমনি তোমাদের জন্য এক রাজ্য নিরূ-
৩০ পণ করিতেছি, যেন তোমরা আমার রাজ্যে
আমার মেজে ভোজন পান কর ; আর তোমরা
সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের
৩১ বিচার করিবে। শিমোন, শিমোন, দেখ, গোমের
ন্যায় চালিবার জন্য শয়তান তোমাদিগকে
৩২ আপনার বলিয়া চাহিয়াছে ; কিন্তু আমি
তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি, যেন তোমার
বিশ্বাস লোপ না পায় ; আর তুমিও এক বার
ফিরিলে পর আপন ভ্রাতৃগণকে সুস্থির করিও।
৩৩ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো, আপনকার সঙ্গে
আমি কারাগারে যাইতে এবং মৃত্যু ভোগ
৩৪ করিতেও প্রস্তুত আছি। তিনি কহিলেন, পিতর,
আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি যে আমাকে
চিন, ইহা যাবৎ তিন বার অস্বীকার না কর,
তাবৎ অদ্য কুক্কুড়া ডাকিবে না।
৩৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি
যখন থলী, ঝুলী ও পাদুকা ব্যতিরেকে তোমা-
দিগকে পাঠাইয়াছিলাম, তখন তোমাদের কি
কিছুর অভাব হইয়াছিল ? তাহারা কহিল,
৩৬ কিছুরই নয়। তখন তিনি কহিলেন, কিন্তু এখন
যাহার থলী আছে, সে তাহা গ্রহণ করুক, সেই-
রূপ ঝুলীও গ্রহণ করুক ; এবং যাহার নাই, সে
আপন চোগা বিক্রয় করিয়া খড়্গ ক্রয় করুক।
৩৭ কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, "তিনি
অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন," এই যে বচন
লিখিত আছে, তাহা আমাতে সিদ্ধ হইতে
হইবে ; যেহেতুক আমার সম্বন্ধীয় যাহা, তাহা
৩৮ সিদ্ধি পাইতেছে। তখন তাঁহারা কহিলেন,
প্রভো, এই দেখুন, দুই খান খড়্গ আছে। তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, যথেষ্ট।
৩৯ পরে তিনি বহির্গত হইয়া আপন রীতি
অনুসারে জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন, এবং শিষ্য-
৪০ গণও তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিলেন। সেই স্থানে
উপস্থিত হইলে পর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,
৪১ প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষাতে না পড়। পরে
তিনি তাঁহাদের হইতে অনুমান এক ঢেলার পথ
অন্তরে গেলেন, এবং জানু পাতিয়া এই প্রার্থনা
৪২ করিলেন, পিতঃ, যদি তোমার অভিমত হয়,
আমা হইতে এই পানপাত্র দূর কর ; তথাপি
আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।
৪৩ তখন স্বর্গ হইতে এক দূত তাঁহাকে দর্শন দিয়া
৪৪ সবল করিলেন। পরে তিনি মর্ম্মভেদী দুঃখে মগ্ন
হইয়া আরও একাগ্রভাবে প্রার্থনা করিলেন;
আর তাঁহার ঘর্ম্ম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড়
৪৫ ফোঁটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল। অনন্তর
তিনি প্রার্থনা হইতে উঠিয়া শিষ্যদের নিকটে
আসিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ হেতু নিদ্রিত দেখি-
৪৬ লেন, আর তাঁহাদিগকে বলিলেন, কেন নিদ্রা
যাইতেছ ? উঠ, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষাতে
না পড়।
৪৭ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দেখ,
অনেক লোক, এবং যাহার নাম যিহূদা,—দ্বা-
দশের মধ্যে এক জন—সে তাহাদের অগ্রে অগ্রে
আসিতেছে ; সে যীশুকে চুম্বন করিবার জন্য
৪৮ তাঁহার নিকটে আসিল। কিন্তু যীশু তাহাকে
কহিলেন, যিহূদা, চুম্বন দ্বারা কি মনুষ্যপুত্রকে
৪৯ সমর্পণ করিতেছ ? তখন কি কি ঘটিবে, তাহা
দেখিয়া যাঁহারা তাঁহার কাছে ছিলেন, তাঁহারা
কহিলেন, প্রভো, আমরা কি খড়্গাঘাত করিব ?
৫০ আর তাঁহাদের মধ্যে এক জন মহাযাজকের দাসকে
আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলি-

Digitized by Google

৫১ লেন। কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, এই পর্য্যন্ত
হইতে দেও। পরে তিনি সেই ব্যক্তির কর্ণ স্পর্শ
৫২ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন। আর প্রধান
যাজকগণ, ধর্ম্মধামের সেনাপতিগণ ও প্রাচীন-
বর্গ, যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আসিয়াছিল, যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, খড়্গ ও লাঠি লইয়া
যেমন দস্যুর বিরুদ্ধে যায়, তেমনি কি তোমরা
৫৩ আসিলে? আমি যখন প্রতিদিন ধর্ম্মধামে
তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে
হস্ত বিস্তার কর নাই; কিন্তু এই তোমাদের সময়
এবং অন্ধকারের অধিকার।

৫৪ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মহাযাজকের
গৃহে লইয়া গেল; এবং পিতর দূরে থাকিয়া
৫৫ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। পরে লোকেরা
প্রাঙ্গণের মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া একত্র বসিলে
৫৬ পিতর তাহাদের মধ্যে বসিলেন। তিনি সেই
আলোর নিকটে বসিলে এক দাসী তাঁহাকে
দেখিয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল,
৫৭ এ ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু তিনি
অস্বীকার করিয়া কহিলেন, না, নারি! আমি
৫৮ তাহাকে চিনি না। ক্ষণেক কাল পরে আর এক
জন তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও তাহাদের
এক জন। পিতর কহিলেন, না হে, আমি নহি।
৫৯ ঘণ্টা থানেক পরে আর এক জন দৃঢ়রূপে বলিল,
সত্য, এ ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে ছিল, কেননা এ
৬০ গালীলীয় লোক। তখন পিতর কহিলেন, ওহে,
তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারি না।
তিনি এই কথা কহিতেছেন, অমনি কুক্কুড়া
৬১ ডাকিয়া উঠিল; আর প্রভু মুখ ফিরাইয়া পিত-
রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে 'অদ্য
কুক্কুড়া ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে
অস্বীকার করিবে' প্রভুর এই বাক্য পিতরের
৬২ স্মরণ হইল। আর তিনি বাহিরে গিয়া অত্যন্ত
রোদন করিলেন।

৬৩ আর যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল।
৬৪ আর তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাব-
৬৫ বাণী বল্ দেখি, কে তোকে মারিল? ভদ্ভিন্ন
তাহারা নিন্দা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আরও
অনেক কথা কহিতে লাগিল।

৬৬ প্রভাত হইলে লোকদের প্রাচীনবর্গের সমাজ,
প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকগণ সকলে একত্র
হইল, এবং আপনাদের সভার মধ্যে তাঁহাকে
আনাইয়া বলিল, তুমি যদি সেই খ্রীষ্ট হও, তবে
৬৭ আমাদিগকে বল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
৬৮ বলিলেও তোমরা বিশ্বাস করিবে না; আর
তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর
৬৯ দিবে না; কিন্তু এখন অবধি মনুষ্যপুত্ত্র ঈশ্বরের
পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবেন।
৭০ তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কি
ঈশ্বরের পুত্ত্র? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
৭১ তোমরাই বলিতেছ যে, আমি সেই। তখন
তাহারা বলিল, আর সাক্ষ্যে আমাদের কি
প্রয়োজন? আমরা আপনারাই ত ইহার মুখে
শুনিলাম।

২৩ পরে তাহারা দলশুদ্ধ সকলে উঠিয়া
তাঁহাকে পীলাতের সম্মুখে লইয়া গেল।
২ আর তাহারা তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ করিয়া
বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ
ব্যক্তি আমাদের এই জাতির রাজভক্তি-নাশক,
কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে
৩ যে, আমি খ্রীষ্ট রাজা। তখন পীলাত তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা?
তিনি তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমিই
৪ তাহা বলিলে। তখন পীলাত প্রধান যাজকগণকে
ও সমাগত লোকদিগকে কহিলেন, আমি এই
৫ ব্যক্তির কোন দোষই পাইতেছি না। কিন্তু
তাহারা আরও দৃঢ়রূপে কহিল, এ ব্যক্তি সমুদয়
যিহূদিয়া দেশে এবং গালীল অবধি এই স্থান
পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত করে।
৬ ইহা শুনিয়া পীলাত জিজ্ঞাসা করিলেন, এ
৭ ব্যক্তি কি গালীলীয়? আর তিনি যে হেরোদের
কর্তৃত্বাধীন লোক, ইহা জ্ঞাত হইয়া পীলাত
তাঁহাকে হেরোদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন,
কেননা সেই সময়ে তিনিও যিরূশালেমে ছিলেন।
৮ যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আহ্লাদিত
হইলেন; কেননা তিনি তাঁহার বিষয় শ্রবণ করাতে
অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা
করিতেছিলেন, এবং তাঁহার প্রদর্শিত কোন
অভিজ্ঞান দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন।
৯ তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,
কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না।
১০ প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ দাঁড়াইয়া একাগ্র-
চিত্তে তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ করিতেছিল।
১১ আর নিজ সৈনিকদের সহিত হেরোদ তাঁহাকে
তুচ্ছ ও বিদ্রূপ করিলেন, এবং জমকাল পোষাক
পরাইয়া তাঁহাকে পীলাতের নিকটে ফিরিয়া
১২ পাঠাইলেন। সেই দিন হেরোদ ও পীলাত
পরস্পর বন্ধু হইয়া উঠিলেন, কেননা পূর্ব্বে তাঁহা-
দের মধ্যে শত্রুভাব ছিল।

১৩ পরে পীলাত প্রধান যাজকগণ, শাসনকর্তৃগণ
ও প্রজা লোকদিগকে একত্র ডাকিয়া তাহাদিগকে
১৪ কহিলেন, এ ব্যক্তি প্রজাদিগের রাজভক্তি-নাশক
বলিয়া তোমরা ইহাকে আমার নিকটে আনি-
য়াছ; কিন্তু দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে
বিচার করিলেও তোমাদের আরোপিত দোষের

Digitized by Google

মধ্যে এই ব্যক্তির কোন দোষই পাইলাম না;
১৫ আর হেরোদও পান নাই, কেননা তিনি ইহাকে
আমাদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়াছেন; আর
দেখ, এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কর্ম্মই করে
১৬ নাই। অতএব আমি ইহাকে শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া
১৭ দিব। (ঐ পর্ব্বসময়ে তাহাদের জন্য এক জনকে
১৮ তাঁহার ছাড়িয়া দিতেই হইত।) তখন তাহারা
সকলে একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে দূর
কর, আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দেও।
১৯ নগরের মধ্যে উপপ্লব ও নরহত্যা হওয়া প্রযুক্ত
২০ সেই ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছিল। পরে পীলাত
যীশুকে মুক্ত করিবার বাসনায় পুনর্ব্বার বক্তৃতা
২১ করিলেন। কিন্তু তাহারা, উহাকে ক্রুশে দেও,
২২ ক্রুশে দেও, বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। পরে
তিনি তৃতীয় বার তাহাদিগকে কহিলেন, কেন?
এ কি অপরাধ করিয়াছে? আমি ইহার প্রাণ-
দণ্ডের যোগ্য কোন দোষই পাই নাই, অতএব
২৩ শাস্তি দিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তাহারা
উচ্চ রবে উগ্রভাবে, তাঁহাকে যেন ক্রুশে দেওয়া
হয়, ইহাই চাহিতে থাকিল; আর তাহাদের
২৪ রব বিজয়ী হইল। তখন পীলাত তাহাদের
২৫ যাচ্ঞানুসারে করিতে আজ্ঞা দিলেন; উপপ্লব ও
নরহত্যা প্রযুক্ত কারাবদ্ধ যে ব্যক্তিকে তাহারা
চাহিল, তিনি তাহাকে মুক্ত করিলেন, কিন্তু
যীশুকে তাহাদের ইচ্ছাধীনে সমর্পণ করিলেন।
২৬ পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, ইতি-
মধ্যে শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লী-
গ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহারা তাহাকে
ধরিয়া যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহনার্থে তাহার
২৭ স্কন্ধে ক্রুশ রাখিল। আর লোকদের মহাজনতা
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; এবং অনেকগুলি
স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা তাঁহার জন্য হাহাকার ও
২৮ বিলাপ করিতেছিল। কিন্তু যীশু তাহাদের দিকে
ফিরিয়া কহিলেন, ওগো যিরূশালেমের কন্যা-
গণ, আমার নিমিত্ত রোদন করিও না, বরং
আপনাদের এবং আপন আপন সন্তানদের নিমিত্ত
২৯ রোদন কর। কেননা দেখ, এমন সময় আসি-
তেছে, যে সময়ে লোকে বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রী-
লোকেরা, যাহারা বন্ধ্যা, যাহাদের উদর কখনও
প্রসব করে নাই, যাহাদের স্তন কখনও দুগ্ধ দেয়
৩০ নাই। সেই সময়ে লোকেরা পর্ব্বতগণকে বলিতে
আরম্ভ করিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং
উপপর্ব্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া
৩১ রাখ। যেহেতুক লোকেরা সরস বৃক্ষের প্রতি যদি
এমন করে, তবে শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটিবে?
৩২ আরও দুই জন লোক হত হইবার জন্য তাঁহার
সঙ্গে নীত হইল, তাহারা দুষ্কর্ম্মকারী।
৩৩ পরে মাথার খুলি নামক স্থানে উপস্থিত
হইয়া তাহারা তথায় তাঁহাকে এবং দুষ্কর্ম্মকারী-
দের এক জনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ও অন্য
৩৪ জনকে বাম পার্শ্বে ক্রুশে দিল। তখন যীশু
কহিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা
ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না। পরে
তাহারা তাঁহার বস্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া গুলি-
৩৫ বাঁট করিল। লোকসমূহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল।
অধ্যক্ষেরাও তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল,
ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত; ও
যদি ঈশ্বরের খ্রীষ্ট, তাঁহার মনোনীত হয়, তবে
৩৬ আপনাকে রক্ষা করুক। আর সেনাগণও তাঁহাকে
বিদ্রূপ করিল, অম্লরস দিতে তাঁহার নিকটে
৩৭ গিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যদি যিহূদীদের
৩৮ রাজা হও, তবে আপনাকে রক্ষা কর। আর
তাঁহার ঊর্দ্ধে এই অধিলিপি ছিল, ‘এ যিহূদী-
দের রাজা।’
৩৯ আর যে দুই দুষ্কর্ম্মকারীকে ক্রুশে টাঙ্গান
গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে
নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি না কি সেই খ্রীষ্ট!
৪০ আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর। কিন্তু অন্য
জন উত্তর দিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল,
ঈশ্বরকেও কি তুমি ভয় কর না? তুমি ত একই
৪১ দণ্ড পাইতেছ। আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড
পাইতেছি; যাহা যাহা করিয়াছি, তাহারই
সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি অপকার্য্য
৪২ কিছুই করেন নাই। পরে সে কহিল, যীশু,
আপনি স্বরাজ্যে আসিলে আমাকে স্মরণ করি-
৪৩ বেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে
সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার
কাছে উপস্থিত হইবে।
৪৪ তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা, তদবধি নবম
ঘটিকা পর্য্যন্ত অন্ধকার সমস্ত দেশ আচ্ছাদন
৪৫ করিয়া রহিল, সূর্য্যের আলো রহিল না। আর
মন্দিরের তিরস্করিণী মাঝামাঝি চিরিয়া গেল।
৪৬ আর যীশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন,
পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ
করি; আর এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করি-
৪৭ লেন। এই ঘটনা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরের
মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, সত্য, এই ব্যক্তি
৪৮ ধার্ম্মিক ছিলেন। আর যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য
দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহারা এই
সকল দর্শন করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে
৪৯ করিতে ফিরিয়া গেল। আর তাঁহার পরিচিত
সকলে এবং যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সঙ্গে গালীল
হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া
এই সমস্ত দেখিতেছিলেন।
৫০ আর দেখ, যিহূদীদের মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রী
যোষেফ নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

Digitized by Google

৫১ তিনি মন্ত্রী, এক জন সৎ ও ধার্ম্মিক লোক, তিনি
তাঁহাদের মন্ত্রণাতে ও ক্রিয়াতে সম্মত হন নাই ;
তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেছিলেন।
৫২ তিনি পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা
৫৩ করিলেন ; পরে তাহা নামাইয়া সরু চাদরে
বেষ্টন করিলেন, এবং যাহাতে কখনও কাহাকেও
রাখা যায় নাই, শৈলে খোদিত এমন এক কবর-
৫৪ মধ্যে তাঁহাকে রাখিলেন। সেই দিন আয়ো-
জনের দিন, এবং বিশ্রামবারের আরম্ভ সন্নিকট
৫৫ হইতেছিল। আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সহিত
গালীল হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গিয়া সেই কবর, এবং কি প্রকারে তাঁহার
৫৬ দেহ রাখা যায়, তাহা নিরীক্ষণ করিলেন ; পরে
ফিরিয়া গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত
করিলেন।

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ।

২৪ বিশ্রামবারে তাঁহারা বিধিমতে বিশ্রাম
করিলেন। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি
প্রত্যূষে, তাঁহারা যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া-
ছিলেন, তাহা লইয়া কবরের নিকটে আসিলেন ;
২ আর দেখিলেন, কবর হইতে প্রস্তরখান সরান
৩ গিয়াছে। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রভু
৪ যীশুর দেহ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা
সন্দিহান হইয়া এ বিষয় ভাবিতেছেন, এমন
সময়ে, দেখ, দেদীপ্যমান বস্ত্র পরিহিত দুই
পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন।
৫ তখন তাঁহারা ভীত হইয়া ভূমিতে অধোমুখী
হইলে সেই দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
মৃতদের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ ?
৬ তিনি এখানে নাই, কিন্তু উঠিয়াছেন। গালীলে
থাকিতে থাকিতেই তিনি তোমাদিগকে যাহা
৭ বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর ; তিনি ত
বলিয়াছিলেন, মনুষ্যপুত্রকে পাপী মনুষ্যদের
হস্তে সমর্পিত হইতে, ক্রুশারোপিত হইতে এবং
৮ তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিতে হইবে। তখন
৯ তাঁহার সেই বাক্য তাঁহাদের মনে পড়িল ; আর
তাঁহারা কবর হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই একাদশ
জনকে ও অন্য সকলকে এই সকল সংবাদ
১০ দিলেন। ইঁহারা মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা
ও যাকোবের মাতা মরিয়ম ; আর ইঁহাদের সঙ্গে
অন্য স্ত্রীলোকেরাও প্রেরিতদিগকে এই সকল
১১ সংবাদ দিলেন ; কিন্তু এই সকল কথা তাঁহাদের
কাছে গল্পতুল্য বোধ হইল ; তাঁহারা তাঁহাদের
১২ কথায় অবিশ্বাস করিলেন। তথাপি পিতর
উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়িয়া গেলেন, এবং
হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে পটিকামাত্র দেখি-
লেন ; আর যাহা ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।
১৩ আর দেখ, সেই দিবসে তাঁহাদের দুই জন
যিরূশালেম হইতে চারি ক্রোশ দূরস্থ ইম্মায়ু
১৪ নামক গ্রামে যাইতেছিলেন, আর তাঁহারা ঐ
সকল ঘটনার বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন
১৫ করিতেছিলেন। তাঁহারা কথোপকথন ও পরস্পর
জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু
আপনি নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গমন
১৬ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহারা যেন তাঁহাকে
চিনিতে না পারেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের দৃষ্টি
১৭ রুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা চলিতে চলিতে পরস্পর যে সকল কথা
বলাবলি করিতেছ, সে সকল কি ? তাঁহারা বিষণ্ণ-
১৮ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; আর ক্লিয়পা নামে
তাঁহাদের এক জন উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহি-
লেন, একা আপনি কি যিরূশালেমে প্রবাস
করিলেও এই কয়েক দিনের মধ্যে তথায় যে সকল
১৯ ঘটনা হইয়াছে, তাহা জানেন না ? তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, কি কি প্রকার ঘটনা ? তাঁহারা
তাঁহাকে বলিলেন, নাসরতীয় যীশুবিষয়ক ঘটনা,
যিনি ঈশ্বরের ও সকল লোকের সাক্ষাতে কার্য্যে
২০ ও বাক্যে ক্ষমতাপন্ন ভাববাদী ছিলেন ; আর কি-
রূপে প্রধান যাজকেরা ও আমাদের অধ্যক্ষেরা
প্রাণদণ্ডাজ্ঞার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন,
২১ ও ক্রুশে দিলেন। কিন্তু আমরা আশা করিতে-
ছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রা-
য়েলকে মুক্ত করিবেন। আর এতদ্ভিন্ন অদ্য তিন
২২ দিন হইল এ সকল ঘটিয়াছে। আবার আমা-
দের কয়েকটী স্ত্রীলোক আমাদিগকে চমৎকৃত
করিলেন ; তাঁহারা প্রত্যূষে তাঁহার কবরে গিয়া-
২৩ ছিলেন, আর তাঁহার দেহ দেখিতে না পাইয়া
আসিয়া কহিলেন, স্বর্গদূতদেরও দর্শন পাই-
য়াছি, তাঁহারা বলেন, তিনি জীবিত আছেন।
২৪ আর আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ কবরের
নিকটে গমন করিয়া, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন
বলিয়াছিলেন, তেমনি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু
২৫ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে অবোধেরা, এবং ভাব-
বাদিগণ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সেই সকলে
২৬ বিশ্বাস করণে শিথিলচিত্তেরা, খ্রীষ্টের কি আব-
শ্যক ছিল না যে, এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করেন ও
২৭ আপন প্রতাপে প্রবিষ্ট হন ? পরে তিনি মোশি
অবধি ও সমুদয় ভাববাদি অবধি সমুদয় শাস্ত্রে
তাঁহার বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহা-
২৮ দিগকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে তাঁহারা যেখানে
যাইতেছিলেন, সেই গ্রামের নিকটে উপস্থিত
হইলেন ; আর তিনি অগ্রে যাইবার লক্ষণ

Digitized by Google

২৯ দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধ্যসাধনা করিয়া
কহিলেন, আমাদের সঙ্গে থাকুন, কারণ সন্ধ্যা
হইয়া আসিল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহাতে
তিনি তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থিতি করিবার জন্য
৩০ গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরে যখন তিনি তাঁহা-
দের সহিত ভোজনে বসিলেন, তখন রুটী লইয়া
আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে
৩১ দিলেন। তখন তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল,
তাঁহারা তাঁহাকে চিনিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহা-
৩২ দের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাঁহারা
পরস্পর কহিলেন, পথের মধ্যে যখন তিনি
আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, আমাদের
কাছে শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন
আমাদের অন্তরে চিত্ত কি উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে-
৩৩ ছিল না? আর তাঁহারা সেই দণ্ডে উঠিয়া যিরূ-
শালেমে ফিরিয়া গেলেন; এবং সমবেত সেই
একাদশ জনকে ও তাঁহাদের সঙ্গীদিগকে দেখিতে
৩৪ পাইলেন, তাঁহারাও বলিলেন, সত্য বটে, প্রভু
উঠিয়াছেন, এবং শিমোনকে দর্শন দিয়াছেন।
৩৫ পরে সেই দুই জন পথের ঘটনার বিষয়,
এবং রুটী ভাঙ্গিবার সময় কি প্রকারে তাঁহার
পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত
বলিলেন।
৩৬ তাঁহারা পরস্পর এই সকল কথোপকথন
করিতেছেন, ইতোমধ্যে তিনি আপনি তাঁহাদের
মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, ও তাঁহাদিগকে বলিলেন,
৩৭ তোমাদের শান্তি হউক। ইহাতে তাঁহারা মহা-
ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া মনে করিলেন, আত্মা
৩৮ দেখিতেছি। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমাদের হৃদয়ে বিতর্কের
৩৯ উদয়ই বা কেন হইতেছে? আমার হাত ও
আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ
কর, আর দেখ; কারণ আমার যেমন দেখিতেছ,
৪০ আত্মার তদ্রূপ অস্থি মাংস নাই। ইহা বলিয়া
তিনি তাঁহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন।
৪১ তখনও তাঁহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিলে
এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলে তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, এ স্থানে তোমাদের কি কিছু খাদ্য
৪২ দ্রব্য আছে? তাহাতে তাঁহারা তাঁহাকে একখণ্ড
৪৩ দগ্ধ মৎস্য (ও মধুচাক) দিলেন। আর তিনি
তাহা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।
৪৪ পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা
বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির
ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহি-
তায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে,
৪৫ সে সকল অবশ্য সফল হইবে। পরে তাঁহারা
যেন শাস্ত্র বুঝিতে পারেন, এই নিমিত্ত তিনি
৪৬ তাঁহাদের বুদ্ধিদ্বার খুলিয়া দিলেন; আর তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, এইরূপ লিখিত আছে
যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে
৪৭ মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিবেন; আর
যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয়
জাতির কাছে তাঁহার নামে মনঃপরিবর্ত্তনের ও
৪৮ পাপমোচনের কথা প্রচারিত হইবে। তোমরা
৪৯ এ সকলের সাক্ষী। আর দেখ, আমার পিতা
যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমা-
দের নিকটে পাঠাইয়া দিতেছি; কিন্তু তোমরা
ঊর্দ্ধ হইতে যাবৎ শক্তিপরিহিত না হও, তাবৎ
এই নগরে অবস্থিতি কর।
৫০ পরে তিনি তাঁহাদিগকে বৈথনিয়ার সম্মুখ
পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন; এবং হস্ত তুলিয়া তাঁহা-
৫১ দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর আশীর্ব্বাদ
করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ হইলেন,
৫২ এবং ঊর্দ্ধে স্বর্গে নীত হইলেন। আর তাঁহারা
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহানন্দে যিরূশালেমে
৫৩ ফিরিয়া গেলেন; এবং নিরন্তর ধর্ম্মধামে থাকিয়া
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন।

যোহনলিখিত সুসমাচার।

ঈশ্বরের বাক্য; যীশুর মহত্ত্ব ও অবতার।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের
কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।
২ তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন।
৩ সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, এবং যাহা হই-
য়াছে, তাহার মধ্যে কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে
৪ হয় নাই। তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই
৫ জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতিঃ ছিল। আর সেই
জ্যোতিঃ অন্ধকারমধ্যে দীপ্তি দিতেছে, আর
অন্ধকার তাহা গ্রাহ্য করিল না।
৬ ঈশ্বরপ্রেরিত এক জন মনুষ্য উপস্থিত হইলেন,
৭ তাঁহার নাম যোহন। তিনি সাক্ষ্যের জন্য, সেই
জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিয়া-

Digitized by Google

ছিলেন, যেন সকলে তাঁহার দ্বারা বিশ্বাস করে।
৮ তিনি সেই জ্যোতিঃ ছিলেন না, কিন্তু সেই
জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিলেন।
৯ প্রকৃত জ্যোতিঃ ছিলেন, যিনি সকল মনুষ্যকে
১০ দীপ্তি দেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন। তিনি
জগতে ছিলেন, এবং জগত তাঁহার দ্বারা হইয়া-
১১ ছিল, আর জগত তাঁহাকে চিনিল না। তিনি
নিজ অধিকারে আসিলেন, আর তাঁহার নিজের
১২ লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। কিন্তু যত
লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তাহাদিগকে, অর্থাৎ
যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে, সেই সকলকে
তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।
১৩ তাহাদের জন্ম রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা
হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু
১৪ ঈশ্বর হইতে হইল। আর সেই বাক্য মাংসে
মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস
করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম,
সেই মহিমা পিতার নিকট হইতে [আগত]
একজাত পুত্রের উপযুক্ত; তিনি অনুগ্রহে ও
১৫ সত্যে পরিপূর্ণ। যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য
দিলেন, এবং এই কথা ঘোষণা করিলেন, ইনি
সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম,
আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার
অগ্রগণ্য হইলেন, যেহেতুক তিনি আমার অগ্রে
১৬ ছিলেন। কারণ তাঁহার সেই পূর্ণতা হইতে
আমরা সকলে পাইয়াছি, আর অনুগ্রহের উপরে
১৭ অনুগ্রহ পাইয়াছি। কারণ মোশি দ্বারা ব্যবস্থা
দত্ত হইয়াছিল, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্য
১৮ উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে
নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে
থাকেন, তিনি [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন।
১৯ আর যোহনের দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই।
যিহূদিগণ যখন কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে
দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা
২০ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে?' তখন
তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না;
তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি খ্রীষ্ট নহি।
২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি?
আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি
নহি। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর
২২ করিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল,
তবে আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠা-
ইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ত উত্তর দিতে হইবে।
২৩ আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি কহি-
লেন, যিশাইয় ভাববাদী যেমন বলিয়াছিলেন,
তদ্রূপ আমি "প্রান্তরে এই বাক্য প্রচারক এক
২৪ জনের রব, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর"। তাহারা
২৫ ফরীশীগণ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর
তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি
খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও
২৬ নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? যোহন
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি জলে
বাপ্তাইজ করিতেছি, কিন্তু তোমরা যাঁহাকে জান
না, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান
২৭ আছেন। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি আমার
পশ্চাৎ আসিতেছেন; যাঁহার পাদুকার বন্ধন
২৮ খুলিতেও আমি যোগ্য নহি। যর্দ্দনের পরপারস্থ
বৈথনিয়াতে, যে স্থানে যোহন বাপ্তাইজ করিতে-
ছিলেন, সেই স্থানে এই সকল ঘটিল।
২৯ পরদিন তিনি যীশুকে আপনার নিকটে
আসিতে দেখিলেন, আর কহিলেন, ঐ দেখ,
ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার
৩০ লইয়া যান। উনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে
আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ এমন এক
ব্যক্তি আসিতেছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য হই-
৩১ লেন, যেহেতুক ইনি আমার অগ্রে ছিলেন। আর
আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু তিনি যেন
ইস্রায়েলের নিকট প্রকাশিত হন, এই নিমিত্ত
৩২ আমি আসিয়া জলে বাপ্তাইজ করিতেছি। আর
যোহন সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, আমি আত্মাকে
কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিয়াছি;
৩৩ তিনি তাঁহার উপরে অবস্থিতি করিলেন। আর
আমি তাঁহাকে চিনিতাম না; কিন্তু যিনি
আমাকে জলে বাপ্তাইজ করিতে প্রেরণ করিয়া-
ছেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, যাঁহার উপরে
আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবে,
তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তা-
৩৪ ইজ করেন। আর আমি দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য
দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।
৩৫ পরদিন পুনরায় যোহন ও তাঁহার দুই জন
৩৬ শিষ্য দণ্ডায়মান ছিলেন; আর তিনি যীশুর
বেড়াইবার সময়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
৩৭ কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক। তাঁহার
কথা শুনিয়া সেই দুই শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গমন
৩৮ করিলেন। তাহাতে যীশু মুখ ফিরাইয়া তাঁহা-
দিগকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, কিসের অন্বেষণ করিতেছ? তাঁহারা
তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি,—ইহার অর্থ গুরু,—
৩৯ আপনি কোথায় থাকেন? তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আইস, তোমরা দেখিতে পাইবে।
অতএব তাঁহারা গিয়া, তিনি যে স্থানে থাকেন,
সেই স্থান দেখিলেন; এবং সেই দিন তাঁহার
কাছে থাকিলেন; তখন বেলা অনুমান দশম
৪০ ঘটিকা। যে দুই জন যোহনের কথা শুনিয়া
যীশুর পশ্চাদ্গামী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে
৪১ এক জন শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয়। তিনি

Digitized by Google

প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের সাক্ষাৎ পাইয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আমরা মশীহকে পাইয়াছি।
৪২ এই শব্দের অর্থ খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]। পরে তিনি
তাঁহাকে যীশুর নিকটে আনিলেন। যীশু তাঁহার
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি যোহনের
পুত্র শিমোন, তোমার নাম কৈফা হইবে। এই
নামের অর্থ পিতর [পাষাণ]।
৪৩ পরদিবস যীশু গালীলে যাইবার মানস করি-
লেন, আর ফিলিপের দেখা পাইয়া তাঁহাকে
৪৪ কহিলেন, আমার পশ্চাদ্গামী হও। ফিলিপের
বাসস্থান বৈৎসৈদা; আন্দ্রিয় ও পিতরও সেই
৪৫ নগরের লোক। ফিলিপ নথনেলের সাক্ষাৎ
পাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মোশি ব্যবস্থায় ও
ভাববাদিগণ যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাকে
আমরা পাইয়াছি; তিনি নাসরতীয় যীশু, যোষে-
৪৬ ফের পুত্র। নথনেল তাঁহাকে কহিলেন, নাসরৎ
হইতে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হইতে পারে?
ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, আসিয়া দেখ।
৪৭ যীশু আপনার নিকটে নথনেলকে আসিতে
দেখিয়া তাঁহার বিষয়ে কহিলেন, ঐ দেখ, এক
জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার অন্তরে ছল নাই।
৪৮ নথনেল তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কিসে
আমাকে চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকিবার পূর্ব্বে
যখন তুমি সেই ডুমুরগাছের তলে ছিলে, তখন
৪৯ তোমাকে দেখিয়াছিলাম। নথনেল তাঁহাকে
উত্তর করিলেন, রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র,
৫০ আপনিই ইস্রায়েলের রাজা। যীশু উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, সেই ডুমুরগাছের তলে
তোমাকে দেখিয়াছিলাম, আমার এই বাক্য হেতু
কি বিশ্বাস করিলে? ইহা হইতেও মহৎ মহৎ
৫১ ব্যাপার দেখিবে। আর তিনি তাঁহাকে কহিলেন,
সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা
দেখিবে, স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের
দূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও
নামিতেছেন।

যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ।

২ পরে তৃতীয় দিবসে গালীলের কান্না নগরে
এক বিবাহ হইল, এবং যীশুর মাতা সেই
২ স্থানে ছিলেন। আর সেই বিবাহে যীশুর ও
৩ তাঁহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। পরে
দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যীশুর মাতা তাঁহাকে
৪ কহিলেন, উহাদের দ্রাক্ষারস নাই। যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, হে নারি, আমার সঙ্গে তোমার বিষয়
কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।
৫ তাঁহার মাতা পরিচারকদিগকে কহিলেন, উনি
তোমাদিগকে যে কিছু বলেন, তাহাই ক
৬ সেই স্থানে যিহূদীদের শুচীকরণ ব্যবহার অনু-
সারে দুই তিন মণ জল ধরে, পাথরের এম
৭ ছয়টা জালা ছিল। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন,
ঐ সকল জালায় জল পূর; তাহাতে তাহা
৮ সেগুলি কাণায় কাণায় পূর্ণ করিল। পরে তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, এখন উহা হইতে কি
তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও
৯ তাহারা লইয়া গেল। ভোজাধ্যক্ষ যখন সে
জল—যাহা দ্রাক্ষারস হইয়া গিয়াছিল—আস্বা-
দন করিলেন, এবং তাহা কোথা হইতে আসি
তাহা জ্ঞাত ছিলেন না; (কিন্তু যে পরিচারকে
১০ জল তুলিয়াছিল, তাহারা জ্ঞাত ছিল;) তখ
ভোজাধ্যক্ষ বরকে ডাকিয়া কহিলেন, সক
লোকেই প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেশন কর
এবং যথেষ্ট পান করা হইলে পর তাহা হই
কিছু মন্দ পরিবেশন করে; তুমি উত্তম দ্রাক্ষা
১১ এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ। এইরূপে যীশু গা
লের কান্নাতে অভিজ্ঞান আরম্ভ করিয়া নি
মহিমা প্রকাশ করিলেন; আর তাঁহার শিষ্যে
তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেন।
১২ তৎপরে তিনি, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ এ
তাঁহার শিষ্যবর্গ কফরনাহূমে নামিয়া গেলে
কিন্তু অধিক দিন সে স্থানে থাকিলেন না।
১৩ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট ছিল
১৪ আর যীশু যিরূশালেমে গেলেন। পরে তিনি
ধর্ম্মধামের মধ্যে গো, মেষ ও কপোত-বিক্রে-
তৃগণকে এবং পোদ্দারদিগকে উপবিষ্ট দেখিলেন
১৫ আর তৃণ দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত করিয়া
মেষ সমস্তই ধর্ম্মধাম হইতে বাহির করি
দিলেন, এবং পোদ্দারদিগের মুদ্রা ছড়াইয়া
১৬ মেজ উল্টাইয়া ফেলিলেন; আর কপোত
বিক্রেতাদিগকে কহিলেন, এ স্থান হইতে এসব
লইয়া যাও; আমার পিতার গৃহকে বাণিজ্যে
১৭ গৃহ করিও না। তাঁহার শিষ্যগণের স্মরণ হই
যে, লেখা আছে, "তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্যোগ
আমাকে গ্রাস করিবে।"
১৮ তখন যিহূদীরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহি
তুমি ত এই সকল করিতেছ, আমাদিগকে কি
১৯ অভিজ্ঞান দেখাইতে পার? যীশু উত্তর করি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দি
ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ই
২০ তুলিয়া দিব। যিহূদীরা কহিল, এই মন্দি
নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে
তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা তুলিয়া দিবে
২১ কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষ
২২ বলিতেছিলেন। অতএব যখন তিনি মৃতগণে
মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তখন তাঁহার

Digitized by Google

শিষ্যদিগের স্মরণ হইল যে, তিনি এই কথা
বলিয়াছিলেন; আর তাঁহারা শাস্ত্রে এবং যীশুর
কথিত বাক্যে বিশ্বাস করিলেন।
২০ নিস্তারপর্ব্বে যিরূশালেমে অবস্থিতিকালে
তিনি যে সকল অভিজ্ঞান-কার্য্য করিলেন, তাহা
দেখিয়া অনেকে তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল।
২৪ কিন্তু যীশু আপনি তাহাদের হস্তে আপনাকে
সমর্পণ করিলেন না, যেহেতুক তিনি সকলকে
২৫ জানিতেন, এবং কেহ যে মনুষ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য
দেয়, তাঁহার প্রয়োজন ছিল না; কেননা মনু-
ষ্যের অন্তরে কি আছে, তাহা তিনি আপনি
জানিতেন।

নীকদীমের সহিত যীশুর কথোপকথন।

৩ ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে এক ব্যক্তি
ছিলেন, তিনি যিহূদীদের এক জন অধ্যক্ষ।
২ তিনি রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বর হইতে
আগত গুরু; কেননা এই যে সকল অভিজ্ঞান-
কার্য্য আপনি করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্ত্তী না
৩ থাকিলে এ সকল কেহ করিতে পারে না। যীশু
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি
তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ
৪ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন পাইতে পারে না। নীক-
দীম তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন
করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি দ্বিতীয়
বার মাতার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে পারে?
৫ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে
বলিতেছি, জল এবং আত্মা হইতে না জন্মিলে
কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।
৬ মাংস হইতে যাহা জন্মে, তাহা মাংসই; আর
৭ আত্মা হইতে যাহা জন্মে, তাহা আত্মাই। তোমা-
দের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, এই যে কথা
তোমাকে কহিলাম, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও
৮ না। বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে,
এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু সে
কোথা হইতে আইসে, আর কোথায়ই বা যায়,
তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেকে
৯ সেইরূপ। নীকদীম উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহি-
১০ লেন, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? যীশু উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের
১১ গুরু, তবু এ সকল বুঝিতেছ না? সত্য সত্য,
আমি তোমাকে বলিতেছি, আমরা যাহা জানি
তাহা বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহার সাক্ষ্য
দিই; আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর
১২ না। আমি পার্থিব বিষয়ের কথা কহিলে তোমরা
যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা
১৩ কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? আর
স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে
নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র; তিনি স্বর্গে
১৪ থাকেন। আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে
উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও
১৫ উচ্চীকৃত হইতে হইবে, যেন যে কেহ বিশ্বাস
করে, সে তাঁহাতে অনন্ত জীবন পায়।
১৬ কেননা ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে,
আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন,
যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না
১৭ হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর
জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে পাঠান
নাই; কিন্তু তাঁহা দ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়,
১৮ এই নিমিত্ত। যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার
বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার
বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের
১৯ একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। আর
সেই বিচার এই যে, জগতে জ্যোতিঃ আসিয়াছে,
কিন্তু মনুষ্যেরা জ্যোতিঃ হইতে অন্ধকারকে অধিক
ভাল বাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম্ম সকল মন্দ
২০ ছিল। কারণ যে কেহ কদাচরণ করে, সে জ্যোতিঃ
ঘৃণা করে, এবং জ্যোতির নিকটে আইসে না,
পাছে তাহার কর্ম্ম সকলের দোষ ব্যক্ত হয়।
২১ কিন্তু যে সত্যের অনুষ্ঠান করে, সে জ্যোতির
নিকটে আইসে, যেন তাহার কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে
সাধিত বলিয়া সপ্রকাশ হয়।

যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।

২২ তৎপরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যিহূদিয়া
দেশে আসিলেন, এবং তিনি তাঁহাদের সহিত
সে স্থানে থাকিয়া বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন।
২০ আর যোহনও শালীমের নিকটবর্ত্তী ঐনোনে
বাপ্তাইজ করিতেছিলেন, কারণ সেই স্থানে
অনেক জল ছিল; আর লোকেরা আসিয়া
২৪ বাপ্তাইজিত হইত। কারণ তৎকালে যোহন
২৫ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন নাই। অতএব এক জন
যিহূদীর সহিত শুচীকরণ বিষয়ে যোহনের শিষ্য-
২৬ দের একটী তর্ক উপস্থিত হইল। পরে তাহারা
যোহনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, রব্বি,
যিনি যর্দ্দনের ওপারে আপনকার সহিত ছিলেন,
যাহার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়াছেন, দেখুন,
তিনি বাপ্তাইজ করিতেছেন এবং সকলে তাঁহারই
২৭ নিকটে যাইতেছে। যোহন উত্তর করিয়া কহি-
লেন, স্বর্গ হইতে মনুষ্যকে যাহা দত্ত হইয়াছে,
তাহা ছাড়া সে আর কিছুই গ্রহণ করিতে পারে
২৮ না। তোমরা আপনারাই আমার সাক্ষী যে, আমি

Digitized by Google

বলিয়াছি, আমি সেই খ্রীষ্ট নহি, কিন্তু তাঁহার
২৯ অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি কন্যাকে পাই-
য়াছে, সেই বর; কিন্তু বরের যে মিত্র দাঁড়াইয়া
তাঁহার কথা শুনে, সে বরের রবে অতিশয় আন-
ন্দিত হয়; অতএব আমার এই আনন্দ পূর্ণ হইল।
৩০ উঁহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস
পাইতে হইবে।
৩১ যিনি ঊর্দ্ধ হইতে আইসেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান;
যে পৃথিবী হইতে উৎপন্ন, সে পার্থিব, এবং
পৃথিবী সম্বন্ধীয় কথা কহে; যিনি স্বর্গ হইতে
৩২ আইসেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান। তিনি যাহা দেখি-
য়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহারই বিষয়ে সাক্ষ্য
দিতেছেন, আর তাঁহার সাক্ষ্য কেহ গ্রহণ করে
৩৩ না। যে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে, ঈশ্বর যে
৩৪ সত্য, ইহাতে সে মুদ্রাঙ্ক দিয়াছে। কারণ ঈশ্বর
যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের বাক্য
বলেন; যেহেতুক (ঈশ্বর) আত্মাকে পরিমাণ-
৩৫ পূর্ব্বক দেন না। পিতা পুত্রকে প্রেম করেন, এবং
৩৬ তাঁহার হস্তে সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন। যে
কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাই-
য়াছে; যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীব-
নের দর্শন পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার
উপরে অবস্থিতি করে।

শমরীয়া নারীর সহিত যীশুর কথোপকথন।

৪ প্রভু যখন জানিলেন যে, ফরীশীরা শুনি-
য়াছে, যীশু যোহন হইতে অধিক শিষ্য করেন
২ এবং বাপ্তাইজ করেন—কিন্তু যীশু আপনি বাপ্তা-
ইজ করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণই করিতেন—
৩ তখন তিনি যিহূদিয়া ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার
৪ গালীলে প্রস্থান করিলেন। আর শমরিয়ার
৫ মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। তাহাতে
তিনি শুখর নামক শমরিয়ার এক নগরের নিকটে
আসিলেন; যাকোব আপন পুত্র যোষেফকে যে
ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই নগর তাহার
নিকটবর্ত্তী, আর সেই স্থানে যাকোবের কূপ ছিল।
৬ তখন যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে অমনি ঐ কূপের
পার্শ্বে বসিলেন। বেলা তখন অনুমান ষষ্ঠ
৭ ঘটিকা। এমন সময়ে শমরিয়ার একটী স্ত্রীলোক
জল তুলিতে আসিল। যীশু তাহাকে কহিলেন,
৮ আমাকে পান করিবার জন্য জল দেও। কেননা
তাঁহার শিষ্যেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে নগরে
৯ গিয়াছিলেন। শমরীয়া স্ত্রীলোকটী কহিল, তুমি
যিহূদী হইয়া কেমন করিয়া আমার কাছে পান
করিবার জন্য জল চাহিতেছ? আমি ত শমরীয়া
স্ত্রীলোক:—কেননা শমরীয়দের সহিত যিহূদী-
১০ দের ব্যবহার নাই।—যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে
কহিলেন, ঈশ্বরের দান কি, আর 'আমাকে পান
করিবার জন্য জল দেও,' এই কথাই বা কে
তোমাকে বলিতেছেন, তাহা যদি জানিতে, তবে
তাঁহারই নিকটে তুমি যাচ্ঞা করিতে, এবং তিনি
১১ তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে
কহিল, মহাশয়, জল তুলিবার জন্য আপনকার
কাছে কিছুই নাই, কূপটিও গভীর; অতএব সেই
১২ জীবন্ত জল কোথা হইতে পাইলেন? আমাদের
পিতৃপুরুষ যাকোব হইতে কি আপনি মহান্?
তিনি আমাদিগকে এই কূপ দিয়াছেন, আর
ইহার জল তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ পান করি-
১৩ তেন, এবং তাঁহার পশুপালও পান করিত। যীশু
উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে কেহ এই
জল পান করে, সে পুনর্ব্বার তৃষ্ণার্ত্ত হইবে;
১৪ কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান
করে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না; বরং
আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে
অনন্ত জীবনে উৎস্রবমান জলের উনুই হইবে।
১৫ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে কহিল, মহাশয়, সেই জল
আমাকে দিউন, যেন আমার পিপাসা না পায়,
এবং জল তুলিবার জন্য এতটা পথ হাঁটিয়া
১৬ আসিতে না হয়। যীশু তাহাকে বলিলেন, যাও,
১৭ তোমার স্বামীকে এখানে ডাকিয়া আন। স্ত্রী-
লোকটী উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমার
১৮ স্বামী নাই। যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার
স্বামী নাই, এ কথা ভাল বলিলে; কেননা তোমার
পাঁচটা স্বামী হইয়া গিয়াছে, আর এখন যে
আছে, সে তোমার স্বামী নয়; এ কথা সত্য
১৯ বলিলে। সেই স্ত্রীলোক তাঁহাকে কহিল, মহা-
শয়, আমি দেখিতেছি, আপনি ভাববাদী।
২০ আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্ব্বতে ভজনা
করিতেন, আর আপনারা বলিয়া থাকেন, যে
স্থানে ভজনা করা উচিত, সে স্থানটী যিরূশালেমে
২১ আছে। যীশু তাহাকে কহিলেন, হে নারি,
আমার কথায় বিশ্বাস কর; এমন সময় আসি-
তেছে, যখন তোমরা পিতার ভজনা এই পর্ব্বতেও
২২ করিবে না, যিরূশালেমেও করিবে না। তোমরা
যাহা জান না, তাহার ভজনা করিতেছ; আমরা
যাহা জানি, তাহার ভজনা করিতেছি, যেহেতুক
২৩ যিহূদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ। কিন্তু এমন
সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যে
সময়ে প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে
পিতার ভজনা করিবে, কেননা পিতার চেষ্টা এই
যেন তাঁহার ভজনাকারীরা এইরূপ লোক হয়।
২৪ ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে,
তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে
২৫ হইবে। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, আমি

Digitized by Google

জানি, মশীহ—যাঁহাকে খ্রীষ্ট বলে—আসিতে-
ছেন ; তিনি যখন আসিবেন, তখন আমা-
২৬ দিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন। যীশু তাহাকে
কহিলেন, তোমার সহিত কথা কহিতেছি যে
আমি, আমিই তিনি।

২৭ ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যগণ আসিলেন, এবং
তিনি স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছেন
দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, তথাপি কেহ
বলিলেন না, আপনি কি চাহেন? কিম্বা, কি
২৮ জন্য উহার সহিত কথা কহিতেছেন? পরে সে
স্ত্রীলোকটী আপন কলশী ফেলিয়া রাখিয়া নগরে
২৯ গিয়া লোকদিগকে কহিল, আইস, একটী মানু-
ষকে দেখ, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি
সকলই আমাকে বলিলেন, তিনিই কি সেই
৩০ খ্রীষ্ট নহেন? তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া
৩১ তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে
শিষ্যেরা বিনতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি,
৩২ আহার করুন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলি-
লেন, তোমরা যাহা জান না, আহারের জন্য
৩৩ আমার এমন খাদ্য আছে। অতএব শিষ্যেরা
পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ইহাঁকে কি কেহ
৩৪ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিয়াছে? যীশু তাঁহাদিগকে
বলিলেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
তাঁহার ইচ্ছা পালন ও তাঁহার কার্য্য সাধন
৩৫ করাই আমার খাদ্য। তোমরা কি বল না, আর
চারি মাস পরে শস্য কাটিবার সময় হইবে?
দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া
ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য এখনই কাটিবার
৩৬ মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। যে কাটে সে বেতন পায়,
এবং অনন্ত জীবনের নিমিত্ত শস্য সংগ্রহ করে;
যেন, যে বুনে ও যে কাটে, উভয়ে একত্র আনন্দ
৩৭ করে। কেননা এ স্থলে এই কথা সত্য, এক জন
৩৮ বুনে, আর এক জন কাটে। তোমরা যাহার জন্য
পরিশ্রম কর নাই, এমন শস্য কাটিতে আমি
তোমাদিগকে প্রেরণ করিলাম; অন্যেরা পরিশ্রম
করিয়াছে, এবং তোমরা তাহাদের শ্রম-ক্ষেত্রে
প্রবিষ্ট হইয়াছ।

৩৯ সেই নগরের শমরীয়েরা অনেকে সেই স্ত্রী-
লোকের কথা প্রযুক্ত তাঁহাতে বিশ্বাস করিল,
যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, আমি যাহা কিছু করি-
য়াছি, তিনি আমাকে সকলই বলিয়া দিলেন।
৪০ অতএব সেই শমরীয়েরা যখন তাঁহার নিকটে
আসিল, তখন আপনাদের কাছে থাকিতে
তাঁহাকে বিনয় করিল; তাহাতে তিনি দুই
৪১ দিবস সে স্থানে রহিলেন। তখন আরও অনেক
লোক তাঁহার বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল;
৪২ আর তাহারা সেই স্ত্রীলোককে কহিল, এখন
আমরা আর তোমার কথা প্রযুক্ত বিশ্বাস করি-
তেছি না, কেননা আপনারা শুনিয়াছি ও জানিতে
পারিয়াছি যে, ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

এক জন রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তি।

৪৩ সেই দুই দিনের পর তিনি তথা হইতে
৪৪ গালীলে গমন করিলেন। কারণ যীশু আপনি
এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, ভাববাদী নিজ দেশে
৪৫ সমাদর পান না। অতএব তিনি যখন গালীলে
আসিলেন, তখন গালীলীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ
করিল, কারণ যিরূশালেমে পর্ব্বের সময়ে তিনি
যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত তাহারা
দেখিয়াছিল; কেননা তাহারাও সেই পর্ব্বে
গিয়াছিল।
৪৬ আর তিনি গালীলের যে কান্না নগরে জলকে
দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুনর্ব্বার
৪৭ আসিলেন। আর, এক জন রাজপুরুষ ছিলেন,
তাঁহার পুত্র কফরনাহূমে পীড়িত ছিল। যীশু
যিহূদিয়া হইতে গালীলে আসিয়াছেন, শুনিয়া
তিনি তাঁহার নিকটে গেলেন, এবং বিনতি করি-
লেন, যেন যীশু নামিয়া গিয়া তাঁহার পুত্রকে
সুস্থ করেন; কেননা সে মৃতকল্প হইয়াছিল।
৪৮ তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, অভিজ্ঞান এবং
অদ্ভুত লক্ষণ না দেখিলে তোমরা কোন মতে
৪৯ বিশ্বাস করিবে না। সেই রাজপুরুষ তাঁহাকে
কহিলেন, প্রভো, আমার ছেলেটী না মরিতে
৫০ মরিতে নামিয়া আইসুন। যীশু তাঁহাকে কহি-
লেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচিল। সেই ব্যক্তি
যীশুর এই কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেলেন।
৫১ তিনি নামিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার
দাসেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, আপন-
৫২ কার বালকটী বাঁচিল। তখন তিনি তাহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঘটিকায় তাহার উপ-
শম আরম্ভ হইয়াছিল? তাহারা তাঁহাকে
বলিল, কল্য সপ্তম ঘটিকার সময়ে তাহার জ্বর
৫৩ ছাড়িয়া গিয়াছে। অতএব পিতা বুঝিলেন, যীশু
সেই ঘটিকাতেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার
পুত্র বাঁচিল; আর তিনি আপনি ও তাঁহার
৫৪ সমস্ত পরিবার বিশ্বাস করিলেন। যিহূদিয়া
হইতে গালীলে আসিবার পর যীশু আবার এই
দ্বিতীয় অভিজ্ঞান-কার্য্য করিলেন।

আর এক জন রোগীকে আরোগ্য প্রদান, ও তৎসংক্রান্ত উপদেশ।

৫ ইহার পরে যিহূদীদের একটী পর্ব্ব উপস্থিত
হইল; আর যীশু যিরূশালেমে গেলেন।
২ যিরূশালেমে মেষদ্বারের নিকটে একটী পুষ্করিণী

Digitized by Google

আছে, ইব্রীয় ভাষায় তাহার নাম বৈথেস্‌দা,
৩ তাহার পাঁচটী চাঁদনি ঘাট। সেই ঘাটে রোগী,
অন্ধ, খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গ প্রভৃতি অনেক লোক
পড়িয়া থাকিত। (তাহারা জলকম্পনের অপে-
৪ ক্ষায় থাকিত। কেননা বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ
পুষ্করিণীতে প্রভুর এক দূত নামিয়া জলকম্পন
করিতেন; সেই জলকম্পনের পরে যে কেহ প্রথমে
জলে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, সে
৫ তাহা হইতে মুক্তি পাইত।) আর আটত্রিশ
বৎসরাবধি রোগগ্রস্ত একটী লোক সেই স্থানে
৬ ছিল। যীশু তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া
ও দীর্ঘকাল সেই অবস্থায় রহিয়াছে জানিয়া
কহিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে বাঞ্ছা কর?
৭ রোগী উত্তর করিল, মহাশয়, আমার এমন কোন
লোক নাই যে, জলকম্পনকালে আমাকে পুষ্ক-
রিণীতে নামাইয়া দেয়; আমি যাইতে যাইতে
৮ আর এক জন আমার অগ্রে নামিয়া পড়ে। যীশু
তাহাকে কহিলেন, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া
৯ লইয়া চলিয়া বেড়াও। তাহাতে সে ব্যক্তি তৎ-
ক্ষণাৎ সুস্থ হইল, এবং আপনার খাট তুলিয়া
লইয়া চলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

১০ সে দিন বিশ্রামবার। অতএব যিহূদিগণ সেই
আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কহিল, অদ্য বিশ্রাম-
বার, খাট বহন করা তোমার পক্ষে বিধেয় নয়।
১১ কিন্তু সে উত্তর করিল, যিনি আমাকে সুস্থ করি-
লেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, তোমার খাট
১২ তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও। তাহারা তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমাকে বলিয়াছে, খাট
তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও, সেই ব্যক্তি কে?
১৩ কিন্তু তিনি কে, তাহা সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি
জানিত না, কারণ সে স্থানে অনেক লোক
থাকাতে যীশু চলিয়া গিয়াছিলেন।

১৪ তৎপরে যীশু ধর্ম্মধামে তাহার দেখা পাইলেন,
আর তাহাকে বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইলে;
আর পাপ করিও না, পাছে তোমার আরও
১৫ অধিক মন্দ ঘটে। সে ব্যক্তি গিয়া, যিহূদী-
দিগকে বলিল যে, যীশুই তাহাকে সুস্থ করিয়া-
১৬ ছেন। আর এই কারণ যিহূদীরা যীশুকে তাড়না
করিতে লাগিল, কেননা তিনি বিশ্রামবারে এই
১৭ সকল করিতেন। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে এই
উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্য্যন্ত কার্য্য
১৮ করিতেছেন, আমিও করিতেছি। এই কারণ
যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা
পাইল; যেহেতুক তিনি বিশ্রামবার লঙ্ঘন
করিতেন, কেবল তাহা নয়, অধিকন্তু ঈশ্বরকে
তিনি আপনার পিতা বলিয়া আপনাকে ঈশ্বরের
সমান করিতেন।

১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহা ব্যতিরেকে
পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না;
কেননা তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই
২০ সকল তদ্রূপ করেন। কারণ পিতা পুত্রকে ভাল
বাসেন, এবং আপনি যাহা যাহা করেন, সকলই
তাঁহাকে দেখান; আর ইহা হইতেও মহৎ মহৎ
কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাইবেন, যেন তোমরা আশ্চর্য্য
২১ মনে কর। কেননা পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠান,
ও তাহাদিগকে জীবন দান করেন, তদ্রূপ পুত্রও
২২ যাহাদিগকে ইচ্ছা, জীবন দান করেন। কারণ
পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত
২৩ বিচার-ভার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন, যেন
সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি
পুত্রকেও সমাদর করে। পুত্রকে যে সমাদর
করে না, সে তাঁহার প্রেরণকর্ত্তা পিতাকে সমাদর
২৪ করে না। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনিয়া
আমার প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত
জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয়
না, কিন্তু মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে।
২৫ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত,
যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং
২৬ যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে। কেননা
পিতা যেমন স্বয়ংজীবী, তেমনি তিনি পুত্রকেও
২৭ স্বয়ংজীবী হইবার অধিকার দিয়াছেন। আর
তিনি তাঁহাকে বিচার করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন,
২৮ কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র। ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে,
যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং
২৯ বাহির হইয়া আসিবে — সদাচারিগণ জীবনের
পুনরুত্থান জন্য ও দুরাচারগণ বিচারের পুন-
রুত্থান জন্য।

৩০ আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি
না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর
আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপনার
অভীষ্ট চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার
৩১ অভীষ্ট চেষ্টা করি। আমি যদি আপনার বিষয়ে
আপনি সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য সত্য
৩২ নয়। আমার বিষয়ে আর এক জন সাক্ষ্য দিতে-
ছেন; এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে তিনি
৩৩ যে সাক্ষ্য দিতেছেন, সেই সাক্ষ্য সত্য। তোমরা
যোহনের নিকটে লোক পাঠাইয়াছ, আর তিনি
৩৪ সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু আমি যে
সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তাহা মনুষ্য হইতে নয়; তথাপি
তোমরা যেন পরিত্রাণ পাও, তন্নিমিত্ত এ সকল
৩৫ কহিতেছি। তিনি জলন্ত ও জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ

Digitized by Google

ছিলেন, এবং তোমরা তাঁহার আলোকে ক্ষণেক
৩৬ আনন্দ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে। কিন্তু
যোহনের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য
আছে ; কেননা পিতা আমাকে যে সকল কার্য্য
সম্পন্ন করিতে দিয়াছেন, যে সকল কার্য্য আমি
করিতেছি, সেই সকল আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য
দিতেছে যে, পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
৩৭ আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আপনি আমার
বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন ; তাঁহার রব তোমরা
কখন শুন নাই, তাঁহার আকারও দেখ নাই।
৩৮ আর তাঁহার বাক্য তোমাদের অন্তরে অবস্থিতি
করে না ; যেহেতুক তিনি যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন,
৩৯ তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর না। তোমরা শাস্ত্র
অনুসন্ধান করিয়া থাক ; কারণ তোমরা মনে
করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত
জীবন রহিয়াছে ; আর তাহাই আমার বিষয়ে
৪০ সাক্ষ্য দিতেছে ; আর তোমরা জীবন পাইবার
নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না।
৪১ আমি মনুষ্যদের হইতে গৌরব গ্রহণ করি না।
৪২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে জানি, তোমাদের
৪৩ অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম নাই। আমি আপন পিতার
নামে আসিয়াছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ
কর না ; অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে.
৪৪ তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিবে। তোমরা যখন
পরস্পরের নিকটে গৌরব গ্রহণ করিতেছ, এক-
মাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে যে গৌরব আইসে,
তাহার চেষ্টা কর না, তখন তোমরা কিরূপে
৪৫ বিশ্বাস করিতে পার ? মনে করিও না যে, আমি
পিতার নিকটে তোমাদের নামে অভিযোগ
করিব ; তোমাদের নামে অভিযোগকারী এক
ব্যক্তি আছেন ; তিনি মোশি, যাঁহার উপরে
৪৬ তোমরা প্রত্যাশা স্থাপন করিয়াছ। কারণ যদি
তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও
বিশ্বাস করিতে, যেহেতুক তিনি আমারই বিষয়ে
৪৭ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখায় যদি বিশ্বাস
না কর, তবে আমার কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস
করিবে ?

যীশুর আর দুইটী অলৌকিক কার্য্য ও তৎসংক্রান্ত উপদেশ।

৬ ইহার পরে যীশু গালীল-সাগরের অর্থাৎ
তিবিরিয়া-সাগরের অন্য পারে প্রস্থান করি-
২ লেন। আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাদ্গমন
করিতে লাগিল, কেননা তিনি রোগীদের উপরে
যে সকল অভিজ্ঞান কার্য্য করিতেন, সে সকল
৩ তাহারা দেখিত। আর যীশু পর্ব্বতে উঠিলেন,
এবং সেখানে আপন শিষ্যদের সহিত বসিলেন।
৪ তৎকালে যিহূদীদের পর্ব্ব, নিস্তার পর্ব্ব, সন্নিকট
৫ ছিল। অতএব যীশু চক্ষু তুলিয়া, বিস্তর লোক
তাঁহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়া ফিলিপকে
বলিলেন, উহাদের আহারার্থে আমরা কোথায়
৬ রুটী ক্রয় করিতে পাইব ? এ কথা তিনি তাঁহার
পরীক্ষার নিমিত্ত বলিলেন ; কেননা কি করিবেন,
৭ তাহা তিনি আপনি জানিতেন। ফিলিপ উত্তর
করিলেন, উহাদের জন্য দুই শত দীনারের রুটীও
এরূপ যথেষ্ট নয় যে, প্রত্যেক জন কিছু কিছু
৮ পাইতে পারে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন,
শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয়, তাঁহাকে কহি-
৯ লেন, এ স্থানে একটী বালক আছে, তাহার কাছে
যবের পাঁচখান রুটী এবং দুইটী মৎস্য আছে ;
কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাহাতে কি হইবে ?
১০ যীশু বলিলেন, লোকদিগকে বসাইয়া দেও।
সেখানে অনেক ঘাস ছিল। তাহাতে পুরুষেরা,
সংখ্যায় অনুমান পাঁচ সহস্র জন, বসিয়া গেল।
১১ তখন যীশু সেই রুটী কয়খানি লইলেন, এবং
ধন্যবাদপূর্ব্বক সেই উপবিষ্ট লোকদিগকে ভাগ
করিয়া দিলেন ; সেইরূপে মৎস্য হইতেও,
১২ তাহারা যত ইচ্ছা করিল, দিলেন। আর তাহারা
তৃপ্ত হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন,
অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সকল সংগ্রহ কর, যেন
১৩ কিছুই নষ্ট না হয়। অতএব তাঁহারা সংগ্রহ
করিয়া ঐ পাঁচখান যবের রুটীর গুঁড়াগাঁড়ায়
সেই লোকদের ভোজনের পর যাহা বাঁচিয়াছিল,
১৪ তাহাতে বার ডালা পূর্ণ করিলেন। অতএব সেই
লোকেরা তাঁহার কৃত অভিজ্ঞান-কার্য্য দেখিয়া
বলিতে লাগিল, জগতে যাঁহার আগমন হইবে,
১৫ উনি সত্যই সেই ভাববাদী। অতএব রাজা করি-
বার জন্য তাহারা আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত
হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া যীশু একাকী পুনরায়
পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।
১৬ সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সমুদ্রতীরে
১৭ নামিয়া গেলেন, এবং একখানি নৌকায় উঠিয়া
সমুদ্রপারে কফরনাহূমের দিকে গমন করিতে
লাগিলেন। সে সময় অন্ধকার হইয়াছিল, এবং
যীশু তখনও তাঁহাদের নিকটে আইসেন নাই।
১৮ আর প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সমুদ্র উচ্চও
১৯ হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে দেড় বা দুই
ক্রোশ বাহিয়া গেলে পর তাঁহারা যীশুকে
দেখিতে পাইলেন, তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া
হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আসিতেছিলেন ; ইহাতে
২০ তাঁহারা ভীত হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে
২১ কহিলেন, এ আমি, ভয় করিও না। তখন তাঁহারা
তাঁহাকে নৌকাতে গ্রহণ করিতে চাহিলেন ; আর
তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন, নৌকা অমনি
সেই স্থলে উপস্থিত হইল।

Digitized by Google

২২ পরদিন যে জনসমূহ সমুদ্রের পরপারে দাঁড়া-
ইয়াছিল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, সেখানে
একখানি বই আর নৌকা নাই, এবং যীশু শিষ্য-
দের সহিত সেই নৌকাতে উঠেন নাই, কেবল
২৩ তাঁহার শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়াছিলেন। —কিন্তু
তিবিরিয়া হইতে কয়েকখানি নৌকা আসিয়া,
যে স্থানে প্রভু ধন্যবাদ করিলে লোকে রুটী
খাইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে উপস্থিত হইল।
২৪ —অতএব জনসমূহ যখন দেখিল, যীশু সে স্থানে
নাই, এবং তাঁহার শিষ্যেরাও নাই, তখন তাহারা
নৌকায় চড়িয়া যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূমে
২৫ আসিল। আর সমুদ্রের পারে তাঁহাকে পাইয়া
কহিল, রব্বি, আপনি এ স্থানে কখন্ আসিয়া-
২৬ ছেন? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
সত্য, সত্য, আমি তোমাদিকে বলিতেছি,
তোমরা অভিজ্ঞান দেখিয়াছ বলিয়া আমার
অন্বেষণ করিতেছ, তাহা নয়; কিন্তু সেই রুটী
২৭ খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলে বলিয়া। নশ্বর ভক্ষ্যের
নিমিত্ত শ্রম করিও না, কিন্তু যে ভক্ষ্য অনন্ত
জীবন পর্য্যন্ত থাকে, তাহার নিমিত্ত শ্রম কর;
সেই ভক্ষ্য মনুষ্যপুত্র তোমাদিগকে দিবেন,
কেননা পিতা অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে মুদ্রাঙ্কিত
২৮ করিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, আমরা যেন ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারি,
২৯ এ জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে? যীশু
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের
কার্য্য এই, যেন তাঁহাকে তোমরা বিশ্বাস
৩০ কর, যাহাকে তিনি পাঠাইয়াছেন। তখন তাহারা
তাঁহাকে কহিল, ভাল, আপনি এমন কি অভি-
জ্ঞান-কার্য্য করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমরা
আপনাকে বিশ্বাস করিব? আপনি কি কার্য্য
৩১ করিতেছেন? আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে
মান্না ভোজন করিয়াছিলেন, যেমন লেখা আছে,
"তিনি ভোজনার্থে তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে
৩২ খাদ্য দিলেন।" যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
মোশি তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে সেই খাদ্য দেন
নাই, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ
৩৩ হইতে প্রকৃত খাদ্য দেন। কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য
সেই, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া জগৎকে জীবন
৩৪ দান করে। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, প্রভো,
৩৫ সেই খাদ্য আমাদিগকে চিরকাল দিউন। যীশু
তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই জীবনদায়ক
খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে
কোন মতে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; এবং যে আমাতে
৩৬ বিশ্বাস করে, সে কখন তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। কিন্তু
আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, তোমরা
আমাকে দেখিয়াছ, তথাপি বিশ্বাস কর না।
৩৭ পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই
কাছে আসিবে; এবং যে আমার কাছে আসিবে,
তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব
৩৮ না। কেননা আমার ইচ্ছা সাধনার্থে আমি স্বর্গ
হইতে নামিয়া আসি নাই; কিন্তু আমার প্রেরণ-
৩৯ কর্ত্তার ইচ্ছা [সাধনার্থে]। আর আমার প্রেরণ-
কর্ত্তার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যে সমস্ত দিয়া-
ছেন, তাহার কিছুই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ
৪০ দিনে যেন তাহা উত্থাপন করি। কারণ আমার
পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে দর্শন করে ও
তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়;
আর শেষ দিনে আমি তাহাকে উত্থাপন করিব।
৪১ অতএব যিহূদীরা তাঁহার বিষয়ে বচসা করিতে
লাগিল, কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, আমিই
সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি-
৪২ য়াছে। তাহারা বলিল, এ কি যোষেফের পুত্র
সেই যীশু নয়, যাহার পিতা মাতাকে আমরা
জানি? তবে এ এখন কেমন করিয়া বলে, আমি
৪৩ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছি? যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে
৪৪ বচসা করিও না। আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা
কর্ত্তৃক আকর্ষিত না হইলে কেহ আমার কাছে
আসিতে পারে না; আর [যে আসিবে,]
তাহাকে আমি শেষ দিনে উত্থাপন করিব।
৪৫ ভাববাদিগণের গ্রন্থে লেখা আছে, "তাহারা
সকলে ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাইবে।" যে কেহ
পিতার নিকটে শুনিয়া শিক্ষা পাইয়াছে, সেই
৪৬ আমার কাছে আইসে। কেহ পিতাকে দেখি-
য়াছে, তাহা নয়; যিনি ঈশ্বর হইতে [আগত],
৪৭ কেবল তিনিই পিতাকে দেখিয়াছেন। সত্য,
সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে বিশ্বাস
৪৮ করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে। আমিই
৪৯ জীবনদায়ক খাদ্য। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিল, এবং তাহারা মরিয়া
৫০ গিয়াছে। এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে
নামিয়া আইসে, যেন লোকে তাহা খায়, ও না
৫১ মরে। আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ
হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য
ভোজন করে, তবে সে অনন্তজীবী হইবে, আর
আমি যে খাদ্য দিব, তাহা জগতের জীবনার্থ
আমার মাংস।
৫২ অতএব যিহূদীরা পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া
বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভোজ-
নার্থে আমাদিগকে আপনার মাংস দিতে পারে?
৫৩ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যদি মনুষ্য-
পুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না
৫৪ কর, তোমাদের মধ্যে জীবন নাই। যে আমার

Digitized by Google

মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে
অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং শেষ দিনে আমি
৫৫ তাহাকে উত্থাপন করিব। যেহেতুক আমার
মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পেয়।
৫৬ যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান
করে, সে আমাতে থাকে, এবং আমি তাহাতে
৫৭ থাকি। যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ
করিয়াছেন, এবং পিতার গুণে আমি জীবিত
আছি, তদ্রূপ যে কেহ আমাকে ভোজন করে,
৫৮ সেও আমার গুণে জীবিত হইবে। এ সেই
খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে,
পিতৃপুরুষেরা যেমন খাইয়াছিল, এবং মরিয়া-
ছিল, সেইরূপ নয় ; এই খাদ্য যে ভোজন করে,
৫৯ সে অনন্তজীবী হইবে। এই সকল কথা তিনি
কফরনাহূমে উপদেশ দিবার সময়ে সমাজগৃহে
কহিলেন।
৬০ এ কথা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে
অনেকে বলিল, এ কঠিন কথা, কে ইহা শুনিতে
৬১ পারে ? কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা এই বিষয়ে বচসা
করিতেছে, যীশু তাহা অন্তরে জ্ঞাত হইয়া তাঁহা-
দিগকে বলিলেন, এই কথায় কি তোমাদের বিঘ্ন
৬২ জন্মে ? তবে মনুষ্যপুত্র পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন,
সেখানে তোমরা তাঁহাকে উঠিতে দেখিলে [কি
৬৩ বলিবে] ? আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু
উপকারী নয় ; আমি তোমাদিগকে যে সকল
কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবনস্বরূপ ;
৬৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছে, যাহারা
বিশ্বাস করে না। কেননা কে কে বিশ্বাস করে না,
এবং কেই বা তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ
করিবে, তাহা যীশু প্রথমাবধি জ্ঞাত ছিলেন ;
৬৫ তিনি আরও কহিলেন, এই জন্য আমি তোমা-
দিগকে বলিয়াছি, পিতা [আসিবার ক্ষমতা] না
দিলে কেহ আমার নিকটে আসিতে পারে না।
৬৬ ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য পিছাইয়া পড়িল,
৬৭ তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না। অতএব
যীশু সেই দ্বাদশ জনকে কহিলেন, তোমরাও কি
৬৮ চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ ? শিমোন পিতর
তাঁহাকে উত্তর করিলেন, প্রভো, কাহার কাছে
যাইব ? আপনকার নিকটে অনন্ত জীবনের কথা
৬৯ আছে ; আর আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি,
ইহা আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং জ্ঞাত হই-
৭০ য়াছি। যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন,
তোমরা এই যে দ্বাদশটী, আমি কি তোমাদিগকে
মনোনীত করি নাই ? তথাপি তোমাদের মধ্যেও
৭১ এক জন দিয়াবল আছে। এই কথা তিনি ইষ্ক-
রিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার উদ্দেশে
কহিলেন, কারণ দ্বাদশের মধ্যে গণিত সেই ব্যক্তি
তাঁহাকে সমর্পণ করে।

যিরূশালেমে দত্ত যীশুর উপদেশ।

৭ ইহার পরে যীশু গালীলে ভ্রমণ করিলেন,
কেননা যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা
করায় তিনি যিহূদিয়াতে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা
২ করিলেন না। অনন্তর যিহূদীদের কুটীরবাস পর্ব্ব
৩ সন্নিকট হইল। অতএব তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে
কহিল, তুমি যাহা যাহা করিতেছ, তোমার সেই
সকল ক্রিয়া যেন তোমার শিষ্যেরাও দেখিতে
পায়, এই জন্য এখান হইতে প্রস্থান করিয়া
৪ যিহূদিয়াতে যাও। কারণ আপনি সপ্রকাশ
হইতে চেষ্টা করিলে কেহ গোপনে কর্ম্ম করে
না। যখন তুমি এই সকল কর্ম্ম করিতেছ,
তখন আপনাকে জগতের কাছে প্রকাশ কর।
৫ কারণ তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাতে বিশ্বাস করিত
৬ না। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার
সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তোমাদের
৭ সময় সর্ব্বদাই উপস্থিত। জগৎ তোমাদিগকে
দ্বেষ করিতে পারে না, কিন্তু আমাকে দ্বেষ করে,
যেহেতুক আমি তাহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য
৮ দিতেছি যে, তাহার কর্ম্ম মন্দ। তোমরাই পর্ব্বে
যাও ; আমি এখনও এই পর্ব্বে যাইতেছি না,
কেননা আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।
৯ তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তিনি গালীলে
১০ রহিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ পর্ব্বে গেলে
পর তিনিও গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু এক
১১ প্রকার গোপনে। অতএব যিহূদিগণ পর্ব্বে তাঁহার
অন্বেষণ করিল, আর কহিল, সেই ব্যক্তি
১২ কোথায় ? আর সমাগত লোকেরা তাঁহার বিষয়ে
ফুস্ ফুস্ করিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল।
কেহ কেহ বলিল, তিনি ভাল মানুষ ; আর
কেহ কেহ বলিল, তাহা নয়, বরং সে লোক-
১৩ সমূহকে ভুলাইতেছে। কিন্তু যিহূদিগণের
ভয়ে কেহ তাঁহার বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে কিছু
বলিল না।
১৪ অনন্তর পর্ব্বের মধ্যসময়ে যীশু ধর্ম্মধামে
১৫ গেলেন, এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে
যিহূদীরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি
শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া
১৬ উঠিল ? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি
১৭ আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার। যদি কেহ
তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে বাঞ্ছা করে, তবে
এই উপদেশ ঈশ্বর হইতে, কিম্বা আমি আপনা
১৮ হইতে বলি, তাহা সে জ্ঞাত হইবে। যে আপনা
হইতে বলে, সে আপনারই গৌরব চেষ্টা করে ;
কিন্তু যিনি প্রেরণকর্ত্তার গৌরব চেষ্টা করেন,
তিনি সত্যবাদী, আর তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই।

Digitized by Google

১৯ মোশি তোমাদিগকে কি ব্যবস্থা দেন নাই?
তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহই সেই ব্যবস্থা
পালন করে না। কেন আমাকে বধ করিতে চেষ্টা
২০ করিতেছ? লোকসমূহ উত্তর করিল, তুমি ভূত-
গ্রস্ত, কে তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছে?
২১ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি
একটী কার্য্য করিয়াছি, আর সে জন্য তোমরা
২২ সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। মোশি তোমা-
দিগকে ত্বক্‌ছেদ-বিধি দিয়াছেন;—তাহা যে
মোশি হইতে হইয়াছে, এমন নয়, পিতৃপুরুষদের
হইতে হইয়াছে,—এবং তোমরা বিশ্রামবারে
২৩ মনুষ্যের ত্বক্‌ছেদ করিয়া থাক। মোশির ব্যবস্থা
লঙ্ঘন যেন না হয়, তজ্জন্য যদি বিশ্রামবারে
মানুষে ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তবে আমি বিশ্রাম-
বারে একটী মানুষকে সর্ব্বাঙ্গ সুস্থ করিয়াছি
বলিয়া আমার উপরে কি ক্রোধ করিতেছ?
২৪ বাহ্য দৃশ্য অনুসারে বিচার করিও না, যথার্থ
বিচার কর।

২৫ তখন যিরূশালেম-নিবাসীদের মধ্যে কয়েক
জন কহিল, এ কি সেই নহে, যাহাকে তাহারা
২৬ বধ করিতে চেষ্টা করে? আর দেখ, এ প্রকাশ্য-
রূপে কথা কহিতেছে, তথাপি তাহারা ইহাকে
কিছুই বলে না; অধ্যক্ষগণ কি বাস্তবিক জানেন
২৭ যে, এ সেই খ্রীষ্ট? কিন্তু এ কোথা হইতে আসিল,
তাহা আমরা জানি; খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, তখন
তিনি কোথা হইতে আসিবেন, তাহা কেহ জানে
২৮ না। তখন যীশু ধর্ম্মধামে উপদেশ দিতে দিতে
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমরা আমাকে জান,
এবং আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, তাহাও
জান। আমি ত আপনা হইতে আসি নাই;
কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি
২৯ সত্য; তোমরা তাঁহাকে জান না। আমি তাঁহাকে
জানি, কেননা আমি তাঁহার নিকট হইতে
[আগত], আর তিনিই আমাকে পাঠাইয়া-
৩০ ছেন। অতএব লোকেরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা
করিল, তথাপি কেহ তাঁহার উপরে হস্তার্পণ
করিল না, যেহেতুক তখন তাঁহার সময় উপস্থিত
৩১ হয় নাই। কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে
বিশ্বাস করিল, আর কহিল, খ্রীষ্ট যখন আসি-
বেন, তখন ইঁহার কৃত কার্য্য অপেক্ষা কি অধিক
অভিজ্ঞান-কার্য্য করিবেন?

৩২ ফরীশীরা তাঁহার বিষয়ে লোকদিগকে এই
সকল কথা ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিতে শুনিল;
আর প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা তাঁহাকে
ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত পদাতিকদিগকে পাঠা-
৩৩ ইয়া দিল। অতএব যীশু কহিলেন, আমি এখন
কিঞ্চিৎ কাল তোমাদের সঙ্গে আছি, পরে আমার
৩৪ প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইতেছি। তোমরা আমার
অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না;
আর আমি যেখানে থাকি, সেখানে তোমরা
৩৫ উপস্থিত হইতে পার না। তখন যিহূদীরা
পরস্পর বলিতে লাগিল, এ কোথায় যাইতে
উদ্যত হইয়াছে যে, আমরা ইহাকে পাইতে
পারিব না? এ কি গ্রীকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন
লোকদের নিকটে যাইবে, ও গ্রীকদিগকে উপদেশ
৩৬ দিবে? এ যে বলিল, আমার অন্বেষণ করিবে,
কিন্তু আমাকে পাইবে না, এবং আমি যেখানে
থাকি, সেখানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার
না, এ কি কথা?

৩৭ শেষ দিন, পর্ব্বের প্রধান দিন, যীশু দাঁড়া-
ইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়,
৩৮ তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। যে
আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার
৩৯ অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা
তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে
পাইবে, সেই আত্মার উদ্দেশে তিনি এই কথা
কহিলেন; কারণ তখনও (পবিত্র) আত্মা
[দত্ত] হন নাই, কেননা তৎকালে যীশু মহিমা-
৪০ প্রাপ্ত হন নাই। সেই কথা শুনিয়া লোকসমূহের
মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যই সেই ভাব-
৪১ বাদী। আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট।
কিন্তু কেহ কেহ বলিল, কেমন? খ্রীষ্ট কি গালীল
৪২ হইতে আসিবেন? শাস্ত্রে কি বলে নাই, খ্রীষ্ট
দায়ূদের বংশ হইতে, এবং দায়ূদ যেখানে ছিলেন,
৪৩ সেই বৈৎলেহম হইতে আসিবেন? এই প্রকারে
তাঁহাকে লইয়া লোকসমূহের মধ্যে মতভেদ
৪৪ হইল। আর তাহাদের কতকগুলি লোক তাঁহাকে
ধরিতে বাঞ্ছা করিতেছিল, তথাপি কেহ তাঁহার
উপরে হস্তার্পণ করিল না।

৪৫ তখন পদাতিকগণ প্রধান যাজকদের ও ফরীশী-
দের নিকটে আসিল। ইহারা তাহাদিগকে বলিল,
৪৬ তাহাকে আন নাই কেন? পদাতিকেরা উত্তর
করিল, মনুষ্য কখনও এরূপ কথা কহে নাই।
৪৭ ফরীশীরা তাহাদিগকে উত্তর করিল, তোমরাও কি
৪৮ ভ্রান্ত হইলে? অধ্যক্ষদের মধ্যে কিম্বা ফরীশীদের
৪৯ মধ্যে কি কেহ উহাতে বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু
ঐ যে লোকসমূহ ব্যবস্থা জানে না, উহারা
৫০ শাপগ্রস্ত। তখন নীকদীম তাহাদের মধ্যবর্ত্তী
এক জন, যিনি পূর্ব্বে তাঁহার কাছে আসিয়া-
৫১ ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অগ্রে
মানুষের নিজের কথা না শুনিয়া, ও সে কি
করে, না জানিয়া আমাদের ব্যবস্থা কি কাহারও
৫২ বিচার করে? তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিল, তুমিও কি গালীলের লোক? অনুসন্ধান
করিয়া দেখ, গালীল হইতে ভাববাদীর উদয়
হয় না।

Digitized by Google

৮ (পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে
চলিয়া গেল, কিন্তু যীশু জৈতুন পর্ব্বতে গমন
২ করিলেন। আর প্রত্যূষে তিনি পুনর্ব্বার ধর্ম্মধামে
আসিলেন; তাহাতে সকল লোক তাঁহার নিকটে
আসিল, আর তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ
৩ দিতে লাগিলেন। তখন অধ্যাপক ও ফরীশিগণ
ব্যভিচারে ধৃতা একটী স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে
আনিল, ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে
৪ কহিল, গুরো, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারে, সেই
৫ ক্রিয়াতেই, ধরা পড়িয়াছে। ব্যবস্থায় মোশি
এ প্রকার লোককে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবার
আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন; অতএব ইহার
৬ বিষয়ে আপনি কি বলেন? তাঁহার নামে অভি-
যোগ করিবার সূত্র পাইবার আশয়ে তাহারা
পরীক্ষাভাবেই এই কথা কহিল। কিন্তু যীশু হেঁট
হইয়া অঙ্গুলী দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন।
৭ পরে তাহারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি
মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে
৮ ইহাকে প্রস্তরাঘাত করুক। পরে তিনি পুনর্ব্বার
হেঁট হইয়া অঙ্গুলী দিয়া ভূমিতে লিখিতে লাগি-
৯ লেন। আর সেই কথা শুনিয়া তাহারা প্রাচীন
লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন পর্য্যন্ত একে
একে সকলেই বাহিরে গেল; তাহাতে কেবল
যীশু অবশিষ্ট থাকিলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটী
মধ্যস্থানে যেখানে ছিল, সেখানেই রহিল।
১০ তখন যীশু মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাকে কহি-
লেন, হে নারি, তাহারা কোথায়? কেহ কি
১১ তোমাকে দোষী করে নাই? সে কহিল, না,
প্রভো, কেহ করে নাই। তখন যীশু বলিলেন,
আমিও তোমাকে দোষী করি না; যাও, এখন
অবধি আর পাপ করিও না।)

১২ যীশু আবার লোকদিগকে কহিলেন; আমি
জগতের জ্যোতিঃ; যে আমার পশ্চাদ্গামী হয়,
সে কোন মতে অন্ধকারে যাতায়াত করিবে না,
১৩ কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে। অতএব ফরীশীরা
তাঁহাকে কহিল, তুমি আপনার বিষয়ে আপনি
১৪ সাক্ষ্য দিতেছ; তোমার সাক্ষ্য সত্য নহে। যীশু
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদ্যপি
আমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিই,
তথাপি আমার সাক্ষ্য সত্য; কারণ আমি
কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা যাই-
তেছি, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমি কোথা
হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা যাইতেছি,
১৫ তাহা তোমরা জান না। তোমরা মাংস অনুযায়ী
বিচার করিতেছ; আমি কাহারও বিচার করি
১৬ না। আর যদি আমি বিচার করি, আমার
বিচার সত্য, কেননা আমি একা নহি, কিন্তু
আমি আছি এবং আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা
১৭ আছেন। আর তোমাদের ব্যবস্থাতেও লিখিত
১৮ আছে, দুই জনের সাক্ষ্য সত্য। আমার বিষয়ে
আমি আপনি সাক্ষ্য দিই, আর আমার প্রেরণ-
১৯ কর্ত্তা পিতা আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তখন
তাহারা তাঁহাকে বলিল, তোমার পিতা কোথায়?
যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা আমাকেও জান না,
আমার পিতাকেও জান না; যদি আমাকে
২০ জানিতে, আমার পিতাকেও জানিতে। এই সকল
কথা তিনি ধর্ম্মধামে উপদেশ দিবার সময়ে
ভাণ্ডার-গৃহে কহিলেন; এবং কেহ তাঁহাকে
ধরিল না, কারণ তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত
হয় নাই।
২১ পরে তিনি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি যাইতেছি, আর তোমরা আমার অন্বেষণ
করিবে, কিন্তু নিজ পাপে মরিবে; আমি
যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা উপস্থিত
২২ হইতে পার না। তখন যিহূদীরা বলিল, এ কি
আত্মঘাতী হইবে? তাই বলিতেছে, আমি
যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা আসিতে
২৩ পার না? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
অধঃস্থানের লোক, আমি ঊর্দ্ধস্থানের; তোমরা
২৪ এ জগতের, আমি এ জগতের নহি। এই জন্য
তোমাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা নিজ পাপ-
সমূহে মরিবে; কেননা আমি সেই ব্যক্তি, ইহা
যদি বিশ্বাস না কর, তবে নিজ পাপসমূহে
২৫ মরিবে। তখন তাহারা কহিল, তুমি কে? যীশু
তাহাদিগকে বলিলেন, তাহাই ত প্রথমাবধি
২৬ তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমাদের বিষয়ে
বলিবার ও বিচার করিবার অনেক কথা আমার
আছে; যাহা হউক, আমার প্রেরণকর্ত্তা সত্য,
এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি,
২৭ তাহাই জগৎকে বলিতেছি। তিনি যে তাহা-
দিগকে পিতার বিষয় বলিতেছিলেন, ইহা
২৮ তাহারা বুঝিল না। অতএব যীশু কহিলেন,
তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উচ্চে উঠাইলে পর জানিবে
যে, আমি সেই ব্যক্তি, আর আমি আপনা
হইতে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা আমাকে
যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে এই সকল
২৯ কথা কহি। আর আমার প্রেরণকর্ত্তা আমার
সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে ত্যাগ করেন
নাই, কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিজনক
কার্য্য করি।
৩০ তিনি এই সকল কথা কহিলে অনেকে তাঁহাতে
৩১ বিশ্বাস করিল। অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে
বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন,
৩২ আমার বাক্যে যদি স্থির থাক, তাহা হইলে

Digitized by Google

৩২ সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা
সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমাদিগকে
৩৩ স্বাধীন করিবে। তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল,
আমরা অব্রাহামের বংশ, কখনও কাহারও দাস
হই নাই; অতএব তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ
৩৪ যে, তোমাদিগকে স্বাধীন করা যাইবে? যীশু
তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ পাপাচরণ
৩৫ করে, সে পাপের দাস। আর দাস বাটীতে
চিরকাল থাকে না; পুত্র চিরকাল থাকেন।
৩৬ অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন,
৩৭ তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে। আমি
জানি, তোমরা অব্রাহামের বংশ; কিন্তু আমাকে
বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ, কারণ আমার বাক্য
৩৮ তোমাদের অন্তরে সচল নয়। আমার পিতার
কাছে আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই
বলিতেছি; আর তোমাদের পিতার কাছে
তোমরা যাহা যাহা শুনিয়াছ, তাহাই করিতেছ।
৩৯ তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিল, আমাদের
পিতা অব্রাহাম। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন,
তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হইতে, তবে
৪০ অব্রাহামের কর্ম্ম করিতে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে
সত্য শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইয়াছি যে আমি,
সেই আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ;
অব্রাহাম এরূপ করেন নাই। তোমাদের পিতারই
৪১ কার্য্য তোমরা করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে
কহিল, আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের
৪২ একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর। যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের
পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম
করিতে, কেননা আমি ঈশ্বর হইতে নির্গত হইয়া
আসিয়াছি; আমি ত আপনা হইতে আসি
নাই, কিন্তু তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
৪৩ তোমরা আমার কথা বুঝ না কেন? কারণ এই
৪৪ যে, আমার বাক্য শুনিতে পার না। তোমরা
আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের
পিতার অভিলাষ সকল পূর্ণ করাই তোমাদের
ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে
দাঁড়ায় নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই।
সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনার নিজের
হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার
৪৫ পিতা। কিন্তু আমি সত্য বলি, তাই তোমরা
৪৬ আমাকে বিশ্বাস কর না। তোমাদের মধ্যে কে
আমাকে পাপী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে?
যদি আমি সত্য কহি, তবে কেন আমাকে বিশ্বাস
৪৭ কর না? যে কেহ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের কথা
সকল শুনে; তোমরা তাহা শুন না, কারণ
৪৮ তোমরা ঈশ্বরের নহ। যিহূদীরা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিল, আমরা কি ভালই বলি না যে,
৪৯ তুমি এক জন শমরীয় ও ভূতগ্রস্ত? যীশু উত্তর
করিলেন, আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন
পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা আমাকে
৫০ অনাদর কর। কিন্তু আমি আপনার গৌরব
অন্বেষণ করি না; এক জন আছেন, যিনি অন্বে
৫১ ষণ করেন ও বিচার করেন। সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, কেহ যদি আমার বাক্য
পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিতে পাইবে
৫২ না। যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, এখন জানিলাম,
তুমি ভূতগ্রস্ত; অব্রাহাম ও ভাববাদিগণ মরিয়া
গিয়াছেন; আর তুমি বলিতেছ, কেহ যদি
আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর
৫৩ আস্বাদ পাইবে না। আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রা-
হাম অপেক্ষা কি তুমি বড়? তিনি ত মরিয়া-
ছেন, এবং ভাববাদিগণও মরিয়াছেন; তুমি
৫৪ আপনাকে কি বল? যীশু উত্তর করিলেন, আমি
যদি আপনাকে গৌরবান্বিত করি, তবে আমার
গৌরব কিছুই নয়; আমার পিতাই আমাকে
গৌরবান্বিত করিতেছেন; যাঁহার বিষয়ে তোমরা
৫৫ বলিয়া থাক যে, তিনি তোমাদের ঈশ্বর। তথাপি
তোমরা তাঁহাকে জান নাই; কিন্তু আমি তাঁহাকে
জানি; আর আমি যদি বলি যে তাঁহাকে জানি
না, তবে তোমাদেরই ন্যায় মিথ্যাবাদী হইব;
কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার বাক্য
৫৬ পালন করি। তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম
আমার দিন দেখিবার প্রত্যাশায় উল্লাসিত
হইয়াছিলেন, এবং তাহা দেখিয়া আনন্দ করি-
৫৭ লেন। তখন যিহূদীয়া তাঁহাকে কহিল, তোমার
বয়স পঞ্চাশ বৎসরও নহে, তুমি কি অব্রাহামকে
৫৮ দেখিয়াছ? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য
সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের
৫৯ জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি। তখন তাহারা
তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তর তুলিল,
কিন্তু যীশু আপনাকে সঙ্গোপন করিলেন,
(তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া) ধর্ম্মধাম হইতে
বাহিরে গেলেন, (এইরূপে তথা হইতে স্থানা-
ন্তরে গেলেন)।

যীশু এক জন জন্মান্ধকে চক্ষু দেন।

৯ আর যাইতে যাইতে তিনি একটী লোককে
দেখিতে পাইলেন, সে জন্মান্ধ। তাঁহার
শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রব্বি,
কে পাপ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি, না ইহার মাতা-
৩ পিতা, যাহাতে এ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে? যীশু
উত্তর করিলেন, পাপ এ করিয়াছে, কিম্বা ইহার
মাতাপিতা করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু এই

Digitized by Google

ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কার্য্য যেন প্রকাশিত হয়,
৪ [তাই এমন হইয়াছে]। যতক্ষণ দিনমান আছে,
আমার প্রেরণকর্ত্তার কার্য্য আমাদিগকে করিতে
হইবে; রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য
৫ করিতে পারে না। আমি যখন জগতে আছি,
৬ তখন জগতের জ্যোতিঃ হইয়াছি। এই কথা
বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই থুথু
দিয়া কর্দ্দম করিলেন; পরে ঐ অন্ধের দুই
চক্ষুতে সেই কর্দ্দম লেপন করিয়া তাহাকে কহি-
৭ লেন, যাও, শীলোহ সরোবরে গিয়া ধুইয়া
ফেল। এই নামের তাৎপর্য্য প্রেরিত। তাহাতে
সে গিয়া ধুইয়া ফেলিল, এবং দৃষ্টি করিতে
করিতে ফিরিয়া আসিল।
৮ অমনই প্রতিবাসীরা এবং যাহারা পূর্ব্বে
তাহাকে দেখিয়াছিল যে, সে ভিক্ষুক, তাহারা
বলিতে লাগিল, যে বসিয়া ভিক্ষা চাহিত, এ কি
৯ সেই নহে? কেহ কেহ বলিল, সেই বটে; আর
কেহ কেহ বলিল, না, কিন্তু তাহারই মত। সে
১০ বলিল, আমি সেই বটে। তখন তাহারা তাহাকে
বলিল, তবে কি প্রকারে তোমার চক্ষু খুলিয়া
১১ গেল? সে উত্তর করিল, যাঁহার নাম যীশু, সেই
ব্যক্তি কাদা করিয়া আমার চক্ষুতে লেপন করি-
লেন, আর আমাকে বলিলেন, শীলোহে গিয়া
ধুইয়া ফেল; তাহাতে আমি গিয়া ধুইয়া ফেলি-
১২ লাম ও দৃষ্টি পাইলাম। তাহারা তাহাকে কহিল,
সে ব্যক্তি কোথায়? সে বলিল, তাহা জানি না।
১৩ আর যে পূর্ব্বে অন্ধ ছিল, তাহাকে তাহারা
১৪ ফরীশীদের নিকটে লইয়া গেল। যে দিন যীশু
কাদা করিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া দেন, সেই দিন
১৫ বিশ্রামবার। অতএব ফরীশীরাও আবার তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিরূপে দৃষ্টি পাইলে?
সে তাহাদিগকে কহিল, তিনি আমার চক্ষুর
উপরে কাদা দিলেন, পরে আমি ধুইয়া ফেলি-
১৬ লাম, আর দেখিতে পাইতেছি। তখন কয়েক
জন ফরীশী বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে
[আগত] নয়, কেননা সে বিশ্রামবার পালন
করে না। আর কেহ কেহ বলিল, যে ব্যক্তি
পাপী, সে কি প্রকারে এমন সকল অভিজ্ঞান-
কার্য্য করিতে পারে? এইরূপে তাহাদের মধ্যে
১৭ মতভেদ হইল। পরে তাহারা পুনরায় সেই
অন্ধকে কহিল, সে যে তোমার চক্ষু খুলিয়া
দিয়াছে, ইহাতে তুমি তাহার বিষয়ে কি বল?
১৮ সে কহিল, তিনি ভাববাদী। যিহূদীরা তাহার
সম্বন্ধে বিশ্বাস করিল না যে, সে অন্ধ ছিল, আর
দৃষ্টি পাইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা ঐ দৃষ্টি-
প্রাপ্ত ব্যক্তির মাতাপিতাকে ডাকাইয়া তাহা-
১৯ দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তোমাদের পুত্র,
যাহাকে তোমরা জন্মান্ধ বল? তবে এখন কি
২০ প্রকারে দেখিতে পাইতেছে? তাহার মাতাপিতা
উত্তর করিয়া কহিল, এ আমাদের পুত্র, এবং
২১ জন্মান্ধ, তাহা আমরা জানি; কিন্তু এখন কি
প্রকারে দেখিতে পাইতেছে, তাহা জানি না,
এবং কেই বা ইহার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, তাহাও
জানি না; ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, এ বয়ঃ-
২২ প্রাপ্ত, আপনার কথা আপনি বলিবে। তাহার
মাতাপিতা যিহূদীদিগকে ভয় করিত, সেই জন্যই
ইহা কহিল; কেননা যিহূদীরা তৎপূর্ব্বে স্থির
করিয়াছিল, কেহ যদি তাঁহাকে খ্রীষ্ট বলিয়া
স্বীকার করে, তাহা হইলে সে সমাজচ্যুত হইবে;
২৩ এই কারণ তাহার মাতাপিতা কহিল, এ বয়ঃ-
প্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।
২৪ অতএব যে অন্ধ ছিল তাহারা দ্বিতীয় বার
তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার
২৫ কর; আমরা জানি যে, সেই ব্যক্তি পাপী। সে
উত্তর করিল, তিনি পাপী কি না, তাহা আমি
জানি না; একটী বিষয় জানি, আমি অন্ধ
২৬ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি। তাহারা
তাহাকে বলিল, সে তোমার প্রতি কি করিয়া-
ছিল? কি প্রকারে তোমার চক্ষু খুলিয়া দিল?
২৭ সে উত্তর করিল, এক বার আপনাদিগকে বলি-
য়াছি, আপনারা শুনেন নাই; তবে আবার
শুনিতে চাহেন কেন? আপনারাও কি তাঁহার
২৮ শিষ্য হইতে বাঞ্ছা করেন? তখন তাহারা
তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, তুই তাহার
২৯ শিষ্য; আমরা মোশির শিষ্য। আমরা জানি,
ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা কহিয়াছেন; কিন্তু এ
৩০ কোথাকার লোক, তাহা জানি না। সেই ব্যক্তি
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, ইহার মধ্যে ত
আশ্চর্য্য এই যে, তিনি কোথাকার লোক, তাহা
আপনারা জানেন না, তথাপি তিনি আমার
৩১ চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, ঈশ্বর
পাপীদের কথা শুনেন না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি
ঈশ্বরভক্ত হয়, আর তাঁহার ইচ্ছা পালন করে,
৩২ তিনি তাহারই কথা শুনেন। যুগের আরম্ভাবধি
কখনও শুনা যায় নাই যে, কেহ জন্মান্ধের চক্ষু
৩৩ খুলিয়া দিয়াছে। তিনি যদি ঈশ্বর হইতে
[আগত] না হইতেন, তবে কিছুই করিতে
৩৪ পারিতেন না। তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে
কহিল, তুই একেবারে পাপেই জন্মিয়াছিস্, আর
তুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস্? পরে তাহারা
তাহাকে বাহির করিয়া দিল।
৩৫ যীশু শুনিলেন যে, তাহারা তাহাকে বাহির
করিয়া দিয়াছে; আর তিনি তাহার দেখা
পাইয়া বলিলেন, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস
৩৬ করিতেছ? সে উত্তর করিয়া কহিল, প্রভো,
তিনি কে? আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি।

Digitized by Google

৩৭ যীশু কহিলেন, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ; আর
তিনিই তোমার সহিত কথোপকথন করিতে-
৩৮ ছেন। সে কহিল, বিশ্বাস করিতেছি, প্রভো।
আর সে তাঁহার ভজনা করিল।
৩৯ তখন যীশু বলিলেন, বিচারার্থে আমি এ
জগতে আসিয়াছি, যেন যাহারা দেখে না,
তাহারা দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখে,
৪০ তাহারা যেন অন্ধ হয়। ফরীশীদের মধ্যে যাহারা
তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা এই সকল কথা
শুনিয়া তাঁহাকে কহিল, আমরাও কি অন্ধ না
৪১ কি? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যদি অন্ধ
হইতে, তবে তোমাদের পাপ থাকিত না; কিন্তু
তোমরা বলিয়া থাক, আমরা দেখিতেছি;
তোমাদের পাপ রহিয়াছে।

১০ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, যে দ্বার দিয়া মেষগণের খোঁয়াড়ে
প্রবেশ না করে, কিন্তু আর কোন দিক্ দিয়া উঠে,
২ সে চোর ও দস্যু। কিন্তু যে দ্বার দিয়া প্রবেশ
৩ করে, সে মেষগণের পালক। তাহার জন্য দ্বারী
দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং মেষগণ তাহার রব শুনে;
এবং সে নিজ মেষদিগকে নাম ধরিয়া ডাকে, ও
৪ বাহির করিয়া লইয়া যায়। সে নিজের সকল-
গুলিকে বাহির করিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে
গমন করে; আর মেষগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৫ চলে, কারণ তাহারা তাহার রব জানে। কিন্তু
তাহারা কোন মতে অপর লোকের পশ্চাদ্গামী
হইবে না, বরং তাহার নিকট হইতে পলায়ন
করিবে; কারণ অপর লোকদের রব তাহারা
৬ জানে না। যীশু তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত কহি-
লেন, কিন্তু তিনি কি বলিলেন, তাহা তাহারা
বুঝিল না।
৭ অতএব যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন,
সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
৮ আমিই মেষগণের দ্বার। আমার পূর্ব্বে যাহারা
আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু
৯ মেষগণ তাহাদের রব শুনে নাই। আমিই দ্বার,
আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ
পাইবে, এবং ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিবে,
১০ ও চরাণী পাইবে। চোর আইসে কেবল চুরি, বধ
ও বিনাশ করিবার জন্য; আমি আসিয়াছি,
যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।
১১ আমিই উত্তম মেষপালক; উত্তম মেষপালক
১২ মেষগণের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে। যে
বেতনজীবী, মেষপালক নয়, মেষ সকল যাহার
নিজের নহে, সে কেন্দুয়া আসিতে দেখিলে
মেষগণকে ফেলিয়া পলায়ন করে; তাহাতে
কেন্দুয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, ও ছিন্ন-
১৩ ভিন্ন করিয়া ফেলে; [সে পলায়ন করে,] কারণ
সে বেতনজীবী, মেষদিগের জন্য চিন্তা করে না।
১৪ আমিই উত্তম মেষপালক; আমার নিজের
সকলকে আমি জানি, এবং আমার নিজের
১৫ সকলে আমাকে জানে, যেমন পিতা আমাকে
জানেন, ও আমি পিতাকে জানি; এবং মেষ-
দিগের জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি।
১৬ আর এই খোঁয়াড়ের মেষ ভিন্ন আমার অন্য
মেষ আছে; সে সকলও আমাকে আনিতে হইবে,
এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে
১৭ তাহারা এক পাল ও এক পালক হইবে। পিতা
আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ
১৮ ত্যাগ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ
আমা হইতে তাহা হরণ করে না, আমি আপনা
হইতেই তাহা সমর্পণ করি; তাহা সমর্পণ
করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা
গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ
আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি।
১৯ এই সকল বাক্য হেতু যিহূদীদের মধ্যে পুনরায়
২০ মতভেদ হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে কহিল,
ঐ ব্যক্তি ভূতগ্রস্ত ও ক্ষিপ্ত, উহার কথা কেন
২১ শুনিতেছ? অন্যেরা বলিল, এ সকল ত ভূত-
গ্রস্তের কথা নহে; ভূত কি অন্ধদিগের চক্ষু
খুলিয়া দিতে পারে?
২২ আর যিরূশালেমে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপ-
২৩ স্থিত হইল। তখন শীতকাল। আর যীশু ধর্ম্ম-
ধামে শলোমনের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছিলেন।
২৪ তাহাতে যিহূদীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া কহিল, আর
কত কাল আমাদের প্রাণ সন্দিহান রাখিবে?
যদি তুমি খ্রীষ্ট হও, তবে স্পষ্ট করিয়া আমা-
২৫ দিগকে বল। যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমা-
দিগকে বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না;
আমার পিতার নামে যে সকল ক্রিয়া করিতেছি,
সেই সমস্ত আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।
২৬ কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা
২৭ আমার মেষগণের মধ্যে নহ। আমার মেষগণ
আমার রব শুনে; আর আমি তাহাদিগকে জানি,
২৮ এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্গমন করে; আর
আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা
কখনই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্ত
২৯ হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না। আমার
পিতা, যিনি সে সকল আমাকে দিয়াছেন, তিনি
সর্ব্বাপেক্ষা মহান; এবং কেহ পিতার হস্ত হইতে
৩০ তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতে পারে না। আমি
৩১ এবং পিতা এক। যিহূদীরা পুনর্ব্বার তাঁহাকে
৩২ মারিবার জন্য প্রস্তর তুলিল। যীশু তাহাদিগকে
উত্তর করিলেন, পিতা হইতে তোমাদিগকে
অনেক সৎকর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার কোন্
৩৩ কর্ম্ম প্রযুক্ত আমাকে প্রস্তরাঘাত কর? যিহূদীরা

Digitized by Google

তাঁহাকে এই উত্তর দিল, সৎকর্ম্মের জন্য
তোমাকে প্রস্তরাঘাত করি না; কিন্তু ঈশ্বর-
নিন্দার জন্য, বিশেষতঃ তুমি মানুষ হইয়া
আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ, এই জন্য।
৩৪ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমাদের
ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই, "আমি বলিলাম,
৩৫ তোমরা ঈশ্বর"? যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের
বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি যদি তাহা-
দিগকে ঈশ্বর বলিলেন—আর শাস্ত্রের খণ্ডন ত
৩৬ হইতে পারে না—তবে যাঁহাকে পিতা পবিত্র
করিলেন ও জগতে পাঠাইলেন, তোমরা কি
তাঁহাকে বলিতেছ যে, তুমি ঈশ্বরনিন্দা কর,
কেননা আমি বলিলাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র?
৩৭ আমার পিতার কার্য্য যদি না করি, তবে আমাকে
৩৮ বিশ্বাস করিও না। কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে
বিশ্বাস না করিলেও কার্য্যে বিশ্বাস কর; যেন
তোমরা জানিতে পার ও বুঝিতে পার যে, পিতা
আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি।
৩৯ তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল,
কিন্তু তিনি তাহাদের হস্ত হইতে বাহির হইয়া
গেলেন।
৪০ পরে তিনি পুনরায় যর্দ্দনের পরপারে, যে
স্থানে যোহন প্রথমে বাপ্তাইজ করিতেন, সেই
৪১ স্থানে গেলেন; আর তথায় রহিলেন। তাহাতে
অনেকে তাঁহার কাছে আসিল, এবং বলিল,
যোহন কোন অভিজ্ঞান-কার্য্য করেন নাই, কিন্তু
এ ব্যক্তির বিষয়ে যোহন যে সকল কথা বলিয়া-
৪২ ছিলেন, সে সকলই সত্য। আর সে স্থানে
অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

যীশু কর্তৃক মৃত লাসারকে জীবনদান।

১১ এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন, বৈথনিয়ার
লাসার; ইনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগিনী
২ মার্থার গ্রামের লোক। এ সেই মরিয়ম, যিনি
প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া আপন কেশ
দিয়া তাঁহার চরণ মুছিয়া দিলেন; তাঁহারই
৩ ভ্রাতা লাসার পীড়িত ছিলেন। অতএব ভগিনীরা
তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভো, দেখুন,
আপনি যাহাকে ভাল বাসেন, সে পীড়িত আছে।
৪ যীশু ইহা শুনিয়া কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর
জন্য হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার নিমিত্ত,
৫ ঈশ্বরের পুত্র যেন তদ্দ্বারা মহিমান্বিত হন। যীশু
মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে এবং লাসারকে
৬ প্রেম করিতেন। যখন তিনি শুনিলেন যে,
তাঁহার পীড়া হইয়াছে, তখন যে স্থানে ছিলেন,
৭ সেই স্থানে আর দুই দিবস রহিলেন। তৎপরে
তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, আইস, আমরা
৮ আবার যিহূদিয়াতে যাই। শিষ্যেরা তাঁহাকে
কহিলেন, রব্বি, সম্প্রতি যিহূদীরা আপনাকে
প্রস্তরাঘাত করিবার চেষ্টা করিতে ছিল; তবু
৯ আপনি আবার সেখানে যাইতেছেন? যীশু
উত্তর করিলেন, দিবসে কি বার ঘণ্টা নয়? কেহ
যদি দিবসে যাতায়াত করে, সে উছোট খায় না,
১০ কেননা সে এই জগতের দীপ্তি দেখে। কিন্তু যদি
কেহ রাত্রিতে গমনাগমন করে, সে উছোট খায়,
যেহেতুক দীপ্তি তাহার অন্তরে নাই।
১১ তিনি এই কথা কহিলেন; তৎপরে তাঁহাদিগকে
বলিলেন, আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রাগত হই-
য়াছে, কিন্তু আমি নিদ্রা হইতে তাহাকে জাগা-
১২ ইতে যাইতেছি। শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন,
প্রভো, সে যদি নিদ্রাগত হইয়া থাকে, তবে রক্ষা
১৩ পাইবে। যীশু তাঁহার মৃত্যুর বিষয় বলিয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অনুমান করিলেন যে,
তিনি নিদ্রাঘটিত বিশ্রামের কথা বলিতেছেন।
১৪ অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে কহি-
১৫ লেন, লাসার মরিয়াছে। আর আমি সেখানে
ছিলাম না, ইহাতে তোমাদের নিমিত্ত আনন্দ
করিতেছি, যেন তোমরা বিশ্বাস কর; তথাপি
১৬ আইস, আমরা তাহার কাছে যাই। তখন
থোমা, যাহাকে দিদুমঃ [যমজ] বলে, তিনি
সহশিষ্যদিগকে কহিলেন, চল, আমরাও যাই,
যেন তাঁহার সঙ্গে মরি।
১৭ যীশু আসিয়া জানিতে পাইলেন, লাসার চারি
১৮ দিন কবরে আছেন। বৈথনিয়া যিরূশালেমের
১৯ সন্নিকট, অনুমান এক ক্রোশ দূর; আর মার্থা ও
মরিয়মকে ভ্রাতার বিষয়ে সান্ত্বনা করিতে যিহূ-
দীদের অনেকে তাঁহাদের নিকটে আসিয়াছিল।
২০ যীশু আসিতেছেন, শুনিবামাত্র মার্থা গিয়া
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু মরিয়ম
২১ গৃহে বসিয়া রহিলেন। পরে মার্থা যীশুকে
কহিলেন, প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন,
২২ তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। আর এখনও
আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যে কিছু
যাচ্ঞা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে দিবেন।
২৩ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার ভ্রাতা আবার
২৪ উঠিবে। মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, আমি জানি,
শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে আবার উঠিবে।
২৫ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও
জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও
২৬ জীবিত থাকিবে; আর যে কেহ জীবিত আছে
এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে
২৭ না; ইহা কি বিশ্বাস কর? তিনি কহিলেন, হাঁ,
প্রভো, আমি বিশ্বাস করিয়াছি, আপনি সেই
খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, জগতে যাঁহার আগমন
২৮ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আর

Digitized by Google

আপন ভগিনী মরিয়মকে গোপনে ডাকিয়া
কহিলেন, গুরু উপস্থিত, এবং তোমাকে ডাকিতে-
২৯ ছেন। ইহা শুনিয়া তিনি শীঘ্র উঠিয়া তাঁহার
৩০ নিকটে গেলেন। যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে
প্রবেশ করেন নাই; যে স্থানে মার্থা তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই
৩১ স্থানেই ছিলেন। অতএব যে যিহূদীরা মরিয়মের
সঙ্গে গৃহমধ্যে ছিল ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে-
ছিল, তাহারা তাঁহাকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে
যাইতে দেখিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল,
মনে করিল, তিনি কবরের নিকটে রোদন করিতে
৩২ যাইতেছেন। যীশু যে স্থানে ছিলেন, মরিয়ম
যখন সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে
দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলেন, প্রভো,
আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার
৩৩ ভ্রাতা মরিত না। যীশু যখন দেখিলেন, তিনি
বিলাপ করিতেছেন, ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে
যিহূদীরা আসিয়াছিল, তাহারাও বিলাপ করি-
তেছে, তখন আত্মাতে উকাইয়া কাঁপিয়া উঠি-
লেন, আর কহিলেন, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ?
৩৪ তাঁহারা কহিলেন, প্রভো, আসিয়া দেখুন।
৩৫,৩৬ যীশু কাঁদিলেন। অতএব যিহূদীরা কহিল,
৩৭ দেখ, ইনি তাঁহাকে কেমন ভাল বাসিতেন। কিন্তু
তাহাদের কেহ কেহ বলিল, এই যে ব্যক্তি অন্ধের
চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, ইনি কি উহার মৃত্যুও
৩৮ নিবারণ করিতে পারিতেন না? তাহাতে যীশু
পুনর্ব্বার অন্তরে উকাইয়া কবরের নিকটে আসি-
লেন। সেই কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার
৩৯ মুখে একখান প্রস্তর ছিল। যীশু বলিলেন,
তোমরা প্রস্তরখান সরাইয়া ফেল। মৃত ব্যক্তির
ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো, এখন
উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা আজ চারি দিন
৪০ হইয়াছে। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি কি
তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে
৪১ ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন তাহারা
প্রস্তরখান সরাইয়া ফেলিল। পরে যীশু ঊর্দ্ধ-
দিকে চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার
ধন্যবাদ করি, যে তুমি আমার নিবেদন শুনিলে।
৪২ আর আমি জানিতাম, তুমি সর্ব্বদা আমার কথা
শুনিয়া থাক; কিন্তু এই যে সকল লোক চতু-
র্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের নিমিত্তে এই
কথা কহিলাম, যেন ইহারা বিশ্বাস করে যে,
৪৩ তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ইহা বলিয়া
তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, লাসার, বাহিরে
৪৪ আইস। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে
আসিলেন। তাঁহার চরণ ও হস্ত কবরবস্ত্রে বদ্ধ
ও মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দেও, ও যাইতে দেও।

৪৫ তখন যে যিহূদীরা মরিয়মের নিকটে আসিয়া-
ছিল, এবং যীশুর এই কার্য্য দেখিয়াছিল, তাহা-
দের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।
৪৬ কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ফরীশীদের নিকটে
গেল, এবং যীশু যাহা যাহা করিয়াছিলেন,
তাহাদিগকে বলিল।
৪৭ অতএব প্রধান যাজকগণ ও ফরীশিবর্গ সভা
করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা কি করি? এ
ব্যক্তি অনেক অভিজ্ঞান-কার্য্য করিতেছে।
৪৮ আমরা যদি ইহাকে এইরূপ থাকিতে দিই, তবে
সকলে ইহাতে বিশ্বাস করিবে; আর রোমীয়েরা
আসিয়া আমাদের স্থান ও জাতি উভয়ই কাড়িয়া
৪৯ লইবে। তখন তাহাদের মধ্যে এক জন, সেই
বৎসরের মহাযাজক কায়াফা, তাহাদিগকে কহি-
৫০ লেন, তোমরা কিছুই বুঝ না, আর বিবেচনাও
কর না যে, সমস্ত জাতির বিনাশ অপেক্ষা বরং
প্রজাবৃন্দের নিমিত্ত এক জনের মৃত্যু তোমাদের
৫১ পক্ষে ভাল। এই কথা যে তিনি আপনা হইতে
বলিলেন, তাহা নয়; কিন্তু সেই বৎসরের মহা-
যাজক হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী বলিলেন
যে, সেই জাতির জন্য যীশু মরিতে উদ্যত
৫২ ছিলেন। আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়,
কিন্তু ঈশ্বরের ছিন্নভিন্ন সন্তানদিগকে একত্র
৫৩ করিয়া যেন এক করেন, এই জন্য। অতএব সেই
দিন অবধি তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা
৫৪ করিল। এই জন্য যীশু আর প্রকাশ্যরূপে
যিহূদীদের মধ্যে যাতায়াত করিলেন না, কিন্তু
তথা হইতে প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে, ইফ্রয়িম
নামক নগরে গেলেন, আর তথায় শিষ্যদের
সহিত অবস্থিতি করিলেন।

যীশু নিস্তারপর্ব্বে যিরূশালেমে যান ও উপদেশ দেন।

৫৫ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট ছিল,
এবং অনেক লোক আপনাদিগকে শুচি করিবার
জন্য পর্ব্বের পূর্ব্বে জনপদ হইতে যিরূশালেমে
৫৬ গেল। তাহারা যীশুর অন্বেষণ করিতে লাগিল,
এবং ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া পরস্পর কহিল, তোমা-
দের কেমন বোধ হয়? তিনি কি পর্ব্বে আসিবেন
৫৭ না? আর প্রধান যাজকেরা ও ফরীশিবর্গ আজ্ঞা
করিয়াছিল যে, তিনি কোথায় আছেন, তাহা
যদি কেহ জানে, তবে দেখাইয়া দিউক, যেন
তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারে।

১২ পরে নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিন পূর্ব্বে যীশু
বৈথনিয়াতে আসিলেন। যীশু যে লাসারকে
মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন,
২ তিনি তথায় ছিলেন। তাহাতে সেই স্থানে

Digitized by Google

তাঁহার নিমিত্ত রাত্রিভোজ প্রস্তুত করা হইল ;
মার্থা পরিচর্য্যা করিলেন, এবং যাহারা ভোজনে
বসিয়াছিল, লাসার তাহাদের মধ্যে এক জন
৩ ছিলেন। তখন মরিয়ম অর্দ্ধ সের বহুমূল্য জটা-
মাংসীর আতর আনিয়া যীশুর চরণ অভিষেক
করিলেন, এবং আপন কেশ দ্বারা তাঁহার চরণ
মুছাইয়া দিলেন ; তাহাতে আতরের সৌরভে
৪ বাটী পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু ঈষ্করিয়োতীয়
যিহূদা, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন, যে
তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে, সে কহিল,
৫ এই আতর তিন শত দীনারে বিক্রয় করিয়া কেন
৬ দরিদ্রদিগকে দেওয়া গেল না ? সে যে দরিদ্র
লোকদের জন্য চিন্তা করিত বলিয়া এই কথা
কহিল, তাহা নয় ; কিন্তু কারণ এই, সে চোর,
আর তাহার নিকটে টাকার থলী থাকাতে
তাহার মধ্যে যাহা রাখা যাইত, তাহা হরণ
৭ করিত। তখন যীশু কহিলেন, আমার সমাধি-
৮ দিনের জন্য ইহাকে উহা রাখিতে দেও। কেননা
তোমাদের কাছে দরিদ্রেরা সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু
আমাকে সর্ব্বদা পাইবে না।

৯ যিহূদীদের সাধারণ লোকেরা জানিতে পারিল
যে, তিনি সেই স্থানে আছেন ; আর তাহারা
আসিল, কেবল যীশুর নিমিত্ত আসিল, তাহা
নয়, তিনি যাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থা-
পন করিয়াছিলেন, সেই লাসারকেও দেখিবার
১০ নিমিত্ত। কিন্তু প্রধান যাজকেরা লাসারকেও বধ
১১ করিতে মন্ত্রণা করিল ; কেননা তাঁহারই নিমিত্ত
যিহূদীদের মধ্যে অনেকে গিয়া যীশুতে বিশ্বাস
করিতে লাগিল।

১২ পরদিনে পর্ব্বে আগত বিস্তর লোক, যীশু
যিরূশালেমে আসিতেছেন, শুনিতে পাইয়া
১৩ খর্জ্জূরপত্র লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
বাহির হইল, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,
হোশান্না, ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে
১৪ আসিতেছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা। তখন
যীশু একটী গর্দ্দভশাবক পাইয়া তাহার উপরে
১৫ বসিলেন, যেমন লেখা আছে, "অয়ি সিয়োন-
কন্যে, ভয় করিও না, দেখ, তোমার রাজা গর্দ্দ-
১৬ ভীর শাবকারূঢ় হইয়া আসিতেছেন।" তাঁহার
শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝিলেন না, কিন্তু
যীশু যখন মহিমান্বিত হইলেন, তখন তাঁহাদের
স্মরণ হইল যে, তাঁহার বিষয়ে এই সকল
লিখিত ছিল, আর লোকেরা তাঁহার প্রতি এই
১৭ সকল করিয়াছে। তিনি যখন লাসারকে কবর
হইতে আসিতে ডাকিয়া মৃতগণের মধ্য হইতে
উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন যে লোকসমূহ
তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা সাক্ষ্য দিতে লাগিল।
১৮ আর এই কারণ লোকসমূহ গিয়া তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিল, কেননা তাহারা শুনিয়াছিল যে,
১৯ তিনি সেই অভিজ্ঞান-কার্য্য করিয়াছেন। তখন
ফরীশীরা পরস্পর বলিতে লাগিল, তোমরা
দেখিতেছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল ; দেখ,
জগৎসংসার উহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে।

২০ যাহারা ভজনা করণার্থে পর্ব্বে আসিয়াছিল,
২১ তাহাদের মধ্যে কয়েক জন গ্রীক ছিল ; ইহারা
গালীলস্থ বৈৎসৈদা-নিবাসী ফিলিপের নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে বিনতি করিল, মহাশয়,
২২ আমরা যীশুকে দেখিতে বাঞ্ছা করি। ফিলিপ
আসিয়া আন্দ্রিয়কে বলিলেন, আন্দ্রিয় ও
২৩ ফিলিপ আসিয়া যীশুকে বলিলেন। তখন যীশু
উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, মনুষ্যপুত্ত্রের
২৪ মহিমান্বিত হইবার সময় উপস্থিত হইল। সত্য,
সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, গোমের
বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া যদি না মরে, তবে তাহা
একটীমাত্র থাকে ; কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক
২৫ ফল উৎপন্ন করে। যে আপন প্রাণ ভাল বাসে,
সে তাহা হারায় ; আর যে এই জগতে আপন
প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের
২৬ নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবে। কেহ যদি আমার
পরিচর্য্যা করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী
হউক ; তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার
পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে ; যে আমার
পরিচর্য্যা করে, পিতা তাহার সম্মান করিবেন।

২৭ সম্প্রতি আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে, ইহাতে
কি বলিব ? পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে
রক্ষা কর। কিন্তু ইহারই নিমিত্ত আমি এই
২৮ সময় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি। পিতঃ, তোমার
নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ হইতে এই
বাণী আসিল, "আমি তাহা মহিমান্বিত করি-
২৯ য়াছি, আবার মহিমান্বিত করিব।" যে লোক-
সমূহ দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল, তাহারা বলিল,
মেঘগর্জ্জন হইল ; আর কেহ কেহ বলিল, কোন
৩০ স্বর্গদূত ইহাঁর সহিত কথা কহিলেন। যীশু
উত্তর করিয়া কহিলেন, ঐ বাণী আমার জন্য হয়
৩১ নাই, কিন্তু তোমাদেরই জন্য। এখন এ জগতের
বিচার উপস্থিত, এখন এ জগতের অধিপতি
৩২ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর আমি ভূতল
হইতে উচ্চীকৃত হইলে সকলকে আমার নিকটে
৩৩ আকর্ষণ করিব। তিনি যে কি প্রকার মৃত্যু ভোগ
করিবেন, তাহা এই বাক্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করি-
৩৪ লেন। তখন লোকসমূহ তাঁহাকে উত্তর করিল,
আমরা ব্যবস্থা হইতে শুনিয়াছি, খ্রীষ্ট অনন্ত
কাল থাকেন ; তবে আপনি কি প্রকারে বলিতে-
ছেন, মনুষ্যপুত্ত্রকে উচ্চীকৃত হইতে হইবে ? সেই
৩৫ মনুষ্যপুত্ত্র কে ? তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
আর অল্প কালমাত্র জ্যোতিঃ তোমাদের মধ্যে

Digitized by Google

আছে। যাবৎ তোমাদের কাছে জ্যোতিঃ আছে,
গমনাগমন কর, যেন অন্ধকার তোমাদিগকে
আক্রমণ না করে; আর যে ব্যক্তি অন্ধকারে
গমনাগমন করে, সে কোথায় যায়, তাহা জানে
৩৬ না। যাবৎ তোমাদের কাছে জ্যোতিঃ আছে,
সেই জ্যোতিতে বিশ্বাস কর, যেন তোমরা জ্যোতির
সন্তান হইতে পার।

যীশু এই সকল কথা বলিলেন, আর প্রস্থান
করিয়া তাহাদের হইতে আপনাকে সঙ্গোপন
৩৭ করিলেন। যদ্যপি তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত
অভিজ্ঞান-কার্য্য করিয়াছিলেন, তথাচ তাহারা
৩৮ তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না; যেন যিশায়াহ
ভাববাদীর এই বাক্য সফল হয়, "হে প্রভো,
আমাদের বার্ত্তা কে বিশ্বাস করিয়াছে? আর
প্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে?"
৩৯ এই কারণ তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে নাই,
৪০ যেহেতুক যিশায়াহ আবার বলিয়াছেন, "তিনি
তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয়
কঠিন করিয়াছেন, পাছে তাহারা চক্ষুতে দেখে,
হৃদয়ে বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে, আর আমি
৪১ তাহাদিগকে সুস্থ করি।" যিশায়াহ তাঁহার
প্রতাপ দেখিয়াছিলেন, তাই এ কথা বলিয়া-
ছিলেন; ফলে তিনি তাঁহারই বিষয় বলিয়া-
৪২ ছিলেন। তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে
তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে
৪৩ স্বীকার করিল না, পাছে সমাজচ্যুত হয়; কেননা
ঈশ্বরের কাছে গৌরব অপেক্ষা তাহারা মনুষ্যদের
কাছে গৌরব অধিক ভাল বাসিত।

৪৪ যীশু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, যে আমাতে বিশ্বাস
করে, সে আমাতে নয়, কিন্তু আমার প্রেরণ-
৪৫ কর্ত্তাতেই বিশ্বাস করে; এবং যে আমাকে দর্শন
করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই দর্শন করে।
৪৬ আমি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া এই জগতে আসি-
য়াছি, যেন যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে
৪৭ অন্ধকারে না থাকে। আর যদি কেহ আমার কথা
শুনিয়া পালন না করে, তাহার বিচার আমি
করি না, যেহেতুক আমি জগতের বিচার করিতে
আসি নাই, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে
৪৮ আসিয়াছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং
আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্ত্তা
আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ
৪৯ দিনে তাহার বিচার করিবে। যেহেতুক আমি
আপনা হইতে বলি নাই; কিন্তু কি কহিব ও কি
বলিব, তাহা আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আপনি
৫০ আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। আর আমি জানি,
তাঁহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন; অতএব আমি যাহা
যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন কহিয়া-
ছেন, তেমনি বলি।

যীশুর মৃত্যুর পূর্ব্বে শিষ্যদের কাছে তাঁহার প্রবোধবাক্য।

১৩ পরে নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে যীশু এই জগৎ
হইতে পিতার কাছে আপনার প্রস্থান
করিবার সময় উপস্থিত জানিয়া জগতে অবস্থিত
আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন,
২ তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন। আর
রাত্রিভোজের সময়—দিয়াবল তাঁহাকে সমর্পণ
করিবার সঙ্কল্প শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয়
৩ যিহূদার হৃদয়ে স্থাপন করিলে পর—তিনি,
পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন,
ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন,
৪ আর ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন জানিয়া, ভোজ
হইতে উঠিলেন, এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখি-
লেন; আর একখানি গামছা লইয়া কটিবন্ধ
৫ করিলেন। পরে পাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদের
পা ধোয়াইতে, এবং যে গামছা দ্বারা কটিবন্ধ
করিয়াছিলেন, তাহা দিয়া মুছাইয়া দিতে লাগি-
৬ লেন। এইরূপে তিনি শিমোন পিতরের নিকট
আসিলেন; পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভো,
৭ আপনি কি আমার পা ধুইয়া দিবেন? যীশু
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি যাহা
করিতেছি, তাহা তুমি সম্প্রতি জান না, কিন্তু
৮ ইহার পরে বুঝিবে। পিতর তাঁহাকে বলিলেন,
আপনি কখনও আমার পা ধুইয়া দিবেন না।
যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি
তোমাকে ধৌত না করি, তবে আমার সহিত
৯ তোমার কোন অংশ নাই। শিমোন পিতর বলি-
লেন, প্রভো, তবে কেবল পা নয়, আমার হস্ত
১০ মাথাও ধুইয়া দিউন। যীশু তাঁহাকে বলিলেন,
যে স্নান করিয়াছে, পা ধোয়া ভিন্ন আর কিছুতে
তাহার প্রয়োজন নাই, সে ত সর্ব্বাঙ্গে শুচি;
১১ আর তোমরা শুচি, কিন্তু সকলে নহ। কেননা যে
ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকে তিনি
জানিতেন; এই জন্য বলিলেন, তোমরা সকলে
শুচি নহ।

১২ যখন তিনি তাঁহাদের পা ধুইয়া দিলেন, আর
আপনার উপরের বস্ত্র পরিধান করিয়া পুনর্ব্বার
বসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি
১৩ তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান? তোমরা
আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া
থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি
১৪ সেই। ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন
তোমাদের পা ধোয়াইলাম, তখন তোমাদেরও
১৫ পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত। কেননা আমি
তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম; তোমাদের
প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও সে

Digitized by Google

১৬ তদ্রূপ কর। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, দাস নিজ প্রভু হইতে বড় নয়, ও
১৭ প্রেরিত নিজ প্রেরণকর্ত্তা হইতে বড় নয়। এ সকল
যদি তোমরা জান, তবে ধন্য তোমরা, যদি এ
১৮ সকল পালন কর। তোমাদের সকলের বিষয়ে
আমি বলিতেছি না; আমি যাহাদিগকে মনো-
নীত করিয়াছি, তাহাদিগকে জানি; কিন্তু
শাস্ত্রের এই বচন সফল হওয়া আবশ্যক, "যে
আমার রুটী খায়, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল
১৯ উঠাইয়াছে।" ঘটিবার পূর্ব্বে এখন অবধি আমি
তোমাদিগকে জানাইতেছি, যেন, ঘটিলে পর
২০ তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমি সেই। সত্য,
সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার
প্রেরিত কোন ব্যক্তিকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে
গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে
আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রহণ করে।

২১ এই কথা বলিয়া যীশু আত্মাতে কোঁকাইলেন,
আর সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন
২২ আমাকে সমর্পণ করিবে। তিনি কাহার বিষয়
বলিলেন, স্থির করিতে না পারিয়া শিষ্যেরা এক
২৩ জন অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন
যীশুর শিষ্যদের এক জন, যাঁহাকে যীশু প্রেম
করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে হেলান দিয়া
২৪ উপবিষ্ট ছিলেন। অতএব শিমোন পিতর
তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি
২৫ যাহার বিষয় বলিতেছেন, সে কে? তাহাতে
তিনি যেমন ছিলেন, সেই ভাবে যীশুর বক্ষঃ-
স্থলে ঠেস দিয়া বলিলেন, প্রভো, সে কে?
২৬ যীশু উত্তর করিলেন, রুটীখণ্ড ডুবাইয়া যাহাকে
দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া লইয়া
ইষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন।
২৭ সেই রুটীখণ্ডের পরেই শয়তান তাহার মধ্যে
প্রবেশ করিল; তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
২৮ যাহা করিবে, শীঘ্র কর। কিন্তু তিনি কি ভাবে
তাহাকে এ কথা কহিলেন, তাহা ভোজে উপবিষ্ট-
২৯ দের মধ্যে কেহ বুঝিলেন না; বস্তুতঃ যিহূদার
কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ কেহ মনে করি-
লেন, যীশু তাহাকে পর্ব্বের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়
দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে, কিম্বা দরিদ্র-
৩০ দিগকে কিছু বিতরণ করিতে বলিলেন। রুটীখণ্ড
গ্রহণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল; তখন
রাত্রিকাল।

৩১ সে বাহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন, এখন
মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হইলেন, এবং ঈশ্বর
৩২ তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন। আর ঈশ্বর
তাঁহাকে আপনাতে মহিমান্বিত করিবেন, শীঘ্রই
৩৩ মহিমান্বিত করিবেন। বৎসেরা, আর কিঞ্চিৎ
কালমাত্র আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা
আমার অন্বেষণ করিবে; কিন্তু আমি যেমন
যিহূদীদিগকে বলিয়াছিলাম, যে স্থানে আমি
যাইতেছি, সে স্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে
পার না, তদ্রূপ এখন তোমাদিগকেও বলিতেছি।
৩৪ আমি এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দিতেছি,
তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন
তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, যেন তোমরাও
৩৫ তেমনি পরস্পর প্রেম কর। যদি তোমরা আপনা-
দের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই
সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।

৩৬ শিমোন পিতর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো,
আপনি কোথায় যাইতেছেন? যীশু উত্তর
করিলেন, আমি যে স্থানে যাইতেছি, সেই স্থানে
তুমি সম্প্রতি আমার পশ্চাদ্গমন করিতে পার
না; কিন্তু পরে আমার পশ্চাদ্গমন করিবে।
৩৭ পিতর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো, সম্প্রতি কি জন্য
আপনকার পশ্চাদ্গমন করিতে পারি না? আপ-
৩৮ নার নিমিত্ত আমি প্রাণ দান করিব। যীশু
উত্তর করিলেন, আমার নিমিত্ত তুমি প্রাণ দান
করিবে? সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি,
যাবৎ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর,
তাবৎ কুক্কুড়া ডাকিবে না।

১৪ তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরে
বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার
পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, নতুবা
তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের
৩ জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি
গিয়া যদি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি,
তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আমার নিকটে তোমা-
দিগকে গ্রহণ করিব; যেন আমি যে স্থানে থাকি,
৪ তোমরাও সেই স্থানে থাক। আর আমি যে
স্থানে যাইতেছি, তোমরা তাহার পথ জান।
৫ থোমা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো, আপনি কোথায়
যাইতেছেন, তাহা আমরা জানি না, তবে পথ
৬ কিসে জানিব? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই
পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না গেলে
৭ কেহ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না। আমাকে
যদি তোমরা জানিতে, তবে আমার পিতাকেও
জানিতে, এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং
৮ তাঁহাকে দেখিয়াছ। ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন,
প্রভো, আমাদিগকে পিতাকে দেখাউন, তাহাই
৯ আমাদের যথেষ্ট। যীশু তাঁহাকে বলিলেন,
ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি,
তথাপি আমাকে কি জান না? যে আমাকে
দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন
করিয়া বলিতেছ, আমাদিগকে পিতাকে দেখাউন?
১০ আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে

Digitized by Google

আছেন, ইহা কি বিশ্বাস কর না? আমি তোমা-
দিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে
বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপ-
১১ নার কার্য্য সাধন করেন। আমি পিতাতে আছি,
এবং পিতা আমাতে আছেন, আমার এই কথায়
বিশ্বাস কর; নতুবা সেই কার্য্য প্রযুক্তই আমাকে
১২ বিশ্বাস কর। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে
সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ
সকল হইতেও মহৎ মহৎ কার্য্য করিবে;
১৩ যেহেতুক আমি পিতার নিকটে যাইতেছি। আর
তোমরা আমার নামে যে কিছু যাচ্ঞা করিবে,
তাহা আমি সিদ্ধ করিব, যেন পুত্রে পিতা
১৪ মহিমান্বিত হন। যদি আমার নামে আমার
কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা
সিদ্ধ করিব।
১৫ তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার
১৬ আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার
নিকটে বিনতি করিব, তাহাতে পিতা আর এক
সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল
১৭ তোমাদের সহিত থাকেন; তিনি সত্যস্বরূপ
আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না,
কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও
না; তোমরা তাঁহাকে জান, যেহেতুক তিনি
তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের
১৮ অন্তরে থাকিবেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ
রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে
১৯ আসিতেছি। আর অল্প কাল গেলে জগৎ আর
আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা
দেখিতে পাইবে; কারণ আমি জীবিত আছি,
২০ তজ্জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে। সেই দিন
তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে
আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি
২১ তোমাদিগেতে আছি। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা
সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, সেই
আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে,
সে আমার পিতার প্রেমের পাত্র হইবে; এবং
আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর আপনাকে
২২ তাহার কাছে প্রকাশ করিব। তখন ইস্করিয়োতীয় ভিন্ন অন্য যিহূদা তাঁহাকে বলিলেন, প্রভো,
কি হইয়াছে যে আপনি জগতের কাছে নয়,
আমাদেরই কাছে আপনাকে প্রকাশ করিবেন?
২৩ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কেহ যদি
আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন
করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও
২৪ তাহার সহিত বাস করিব। যে আমাকে প্রেম
করে না, সে আমার বাক্য পালন করে না। আর
তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার
নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার।
২৫ তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি
২৬ এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়,
পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে
প্রেরণ করিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে
শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা
যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া
২৭ দিবেন। শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া
যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান
করিতেছি; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেরূপ
দান করি না; তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক,
২৮ ভয়শীল না হউক। আমি যাইতেছি, আবার
তোমাদের কাছে আসিতেছি, আমার উক্ত এই
কথা তোমরা শুনিয়াছ; যদি তোমরা আমাকে
প্রেম করিতে, তবে আনন্দ করিতে, কেননা আমি
পিতার নিকটে যাইতেছি; কারণ পিতা আমা
২৯ অপেক্ষা মহান। আর এখন ঘটিবার পূর্ব্বে আমি
তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা
৩০ বিশ্বাস কর। আমি আর তোমাদের সহিত
বিস্তর কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি
আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই;
৩১ কিন্তু জগৎ যেন জ্ঞাত হয় যে, আমি পিতাকে
প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা
দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করি। উঠ, আমরা
এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

১৫ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং আমার
পিতা কৃষক। আমাতে স্থিত যে কোন শাখায়
ফল না ধরে, তাহা তিনি দূর করিয়া দেন; এবং
যে কোন শাখায় ফল ধরে, তাহা পরিষ্কার করেন,
৩ যেন তাহাতে আরও অধিক ফল ধরে। আমি
তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত
৪ তোমরা পরিষ্কৃত হইয়াছ। আমাতে থাক, আর
আমি তোমাদিগেতে থাকি; দ্রাক্ষালতায় না
থাকিলে শাখা যেমন আপনা আপনি ফল ধরিতে
পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও
৫ ফলবান হইতে পার না। আমি দ্রাক্ষালতা,
তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে
আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়;
কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার
৬ না। কেহ যদি আমাতে না থাকে, তাহা হইলে
সে শাখার ন্যায় বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় ও শুকাইয়া যায়, এবং লোকে সেগুলি কুড়াইয়া আগুনে
ফেলিয়া দেয়, আর সে সকল পুড়িয়া যায়।
৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার কথা
যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা
ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা
৮ করা যাইবে। ইহাতেই আমার পিতা মহিমা-

Digitized by Google

স্থিত হন, যেন তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও;
৯ আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে। পিতা যেমন
আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেমনি
তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি; তোমরা আমার
১০ প্রেমে অবস্থিতি কর। আমার আজ্ঞা পালন
করিলে তোমরা আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে,
যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা পালন
করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করি-
১১ তেছি। তোমাদিগকে এই সকল বলিলাম, যেন
তোমাদিগেতে আমার আনন্দ থাকে, এবং তোমা-
১২ দের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়। আমার আজ্ঞা
এই, আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি,
১৩ তেমনি তোমরাও পরস্পর প্রেম কর। কেহ
আপন বন্ধুদের নিমিত্ত প্রাণ অর্পণ করে, ইহা
১৪ অপেক্ষা মহত্তর প্রেম কাহারও নাই। আমি
তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, সে সকল
যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।
১৫ আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না; কেননা
প্রভু কি করেন, দাস তাহা জানে না, কিন্তু
আমি তোমাদিগকে বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমি
পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, সকলই
১৬ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। তোমরা যে
আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু
আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি;
আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন
তোমরা গিয়া ফলবান হও, এবং তোমাদের ফল
যেন স্থায়ী হয়; তোমরা আমার নামে পিতার
নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা যেন তিনি
তোমাদিগকে দেন।
১৭ তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর, এই জন্য
আমি তোমাদিগকে এই সকল আজ্ঞা দিলাম।
১৮ জগৎ যদি তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তোমরা ত
জান, সে তোমাদের অগ্রে আমাকে দ্বেষ করি-
১৯ য়াছে। তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ
আপনার নিজস্ব ভাল বাসিত; কিন্তু তোমরা ত
জগতের নহ, আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য
হইতে মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এই জন্য
২০ জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে। আমি তোমা-
দিগকে যাহা বলিয়াছি, আমার সেই বাক্য
স্মরণে রাখিও, 'প্রভু হইতে দাস বড় নয়;'
তাহারা যখন আমাকে তাড়না করিয়াছে, তখন
তোমাদিগকেও তাড়না করিবে; তাহারা যদি
আমার বাক্য পালন করিত, তোমাদের বাক্যও
২১ পালন করিত। কিন্তু তাহারা আমার নাম প্রযুক্ত
তোমাদের প্রতি এই সমস্ত ব্যবহার করিবে,
কারণ তাহারা আমার প্রেরণকর্ত্তাকে জানে না।
২২ আমি যদি তাহাদের নিকটে আসিয়া কথা না
বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু
এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই।
২৩ যে আমাকে দ্বেষ করে, সে আমার পিতাকেও
২৪ দ্বেষ করে। যেরূপ কার্য্য আর কেহ কখনও করে
নাই, তদ্রূপ কার্য্য যদি আমি তাহাদের মধ্যে না
করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু
এখন তাহারা আমাকে এবং আমার পিতাকেও
২৫ দেখিয়াছে, ও দ্বেষ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের
ব্যবস্থায় লিখিত এই বাক্য সফল হওয়া চাই যে,
"তাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে"।
২৬ কিন্তু সেই সহায়, যাঁহাকে আমি পিতার নিকট
হইতে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিব, সেই
সত্যস্বরূপ আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে
নির্গমন করেন, তিনি যখন আসিবেন, তখন
২৭ আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও
সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথমাবধি আমার সঙ্গে
সঙ্গে আছ।

১৬ তোমরা যেন বিঘ্ন না পাও, এই জন্য
তোমাদিগকে এই সকল কথা কহিলাম।
২ লোকে তোমাদিগকে সমাজচ্যুত করিবে; এমন
কি, সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমা-
দিগকে বধ করে, সে মনে করিবে, আমি ঈশ্বরের
উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করিলাম।
৩ তাহারা এই সকল করিবে, কারণ তাহারা না
৪ পিতাকে, না আমাকে জ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু
আমি তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম, যেন
এই সকলের সময় উপস্থিত হইলে তোমরা
স্মরণ কর যে, আমি তোমাদিগকে ইহা বলি-
য়াছি। প্রথমাবধি এই কথা তোমাদিগকে বলি
নাই, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।
৫ কিন্তু এখন আমার প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইতেছি,
আর তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা
৬ করে না, কোথায় যাইতেছেন? কিন্তু তোমা-
দিগকে এই সকল কথা কহিলাম, তজ্জন্য তোমা
৭ দের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তথাপি
আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার
যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, যেহেতুক আমি
না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসি-
বেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের
৮ নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি
আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও
বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষের প্রমাণ দিবেন।
৯ পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস
১০ করে না। ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার
নিকটে যাইতেছি, ও তোমরা আর আমাকে
১১ দেখিতে পাইবে না। বিচারের সম্বন্ধে, কেননা
এ জগতের অধিপতির বিচার করা গিয়াছে।
১২ তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক
কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল বহন

Digitized by Google

১৩ করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যস্বরূপ আত্মা,
যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমা-
দিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ
তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু
যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই বলিবেন, এবং
আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন।
১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা
যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে
১৫ জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই
আমার ; এ জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি
তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাই-
১৬ বেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা আমাকে আর
দেখিতে পাইবে না ; এবং আবার কিঞ্চিৎ কাল
১৭ পরে আমাকে দেখিতে পাইবে। ইহাতে শিষ্য-
দের মধ্যে কয়েক জন পরস্পর বলাবলি করিতে
লাগিলেন, উনি আমাদিগকে এ কি বলিতেছেন,
'কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে
পাইবে না, এবং আবার কিঞ্চিৎ কাল পরে
আমাকে দেখিতে পাইবে,' আর, 'কারণ আমি
১৮ পিতার নিকটে যাইতেছি' ? অতএব তাহারা
কহিল, ইনি এ কি বলিতেছেন, 'কিঞ্চিৎ কাল' ?
১৯ ইনি কি বলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। যীশু
জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিতে চাহিতেছেন ; তাই তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমি যে বলিয়াছি, কিঞ্চিৎ কাল
পরে আমাকে দেখিতে পাইবে না, এবং আবার
কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে,
এই বিষয় কি পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছ ?
২০ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে, কিন্তু জগৎ
আনন্দ করিবে ; তোমরা দুঃখার্ত্ত হইবে, কিন্তু
২১ তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে। প্রসব-
কালে নারী দুঃখ পায়, কারণ তাহার সময়
উপস্থিত, কিন্তু সন্তান প্রসব করিলে পর জগতে
একটী মনুষ্য জন্মিল, এই আনন্দে তাহার ক্লেশ
২২ আর মনে থাকে না। ভাল, তোমরাও সম্প্রতি
দুঃখ পাইতেছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আবার
দেখিব, তাহাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দিত
হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহ তোমা-
২৩ দের হইতে অপহরণ করে না। আর সেই দিনে
তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।
সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর,
তবে তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা
২৪ দিবেন। এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু
যাচ্ঞা কর নাই ; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবে,
যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।
২৫ আমি উপমা দ্বারা এই সকল বিষয় তোমা-
দিগকে বলিলাম ; এমন সময় আসিতেছে, যখন
উপমা দ্বারা আর বলিব না, কিন্তু তোমাদিগকে
২৬ স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় জানাইব। সেই দিন
তোমরা আমার নামে যাচ্ঞা করিবে, আর আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, তোমাদের নিমিত্ত
২৭ আমিই পিতাকে বিনতি করিব ; কারণ পিতা
আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন, কেনন
তোমরা আমাকে ভাল বাসিয়াছ, এবং আমি যে
ঈশ্বরের নিকট হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি,
২৮ ইহা বিশ্বাস করিয়াছ। আমি পিতার নিকট
হইতে নির্গত হইয়া জগতে আসিয়াছি ; আবার
জগৎ পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকটে যাই-
২৯ তেছি। তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, দেখুন,
সম্প্রতি আপনি স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, উপমা
৩০ কথা বলিতেছেন না। এখন আমরা জানি, আপনি
সকলই জানেন, কেহ যে আপনাকে জিজ্ঞাসা
করে, ইহা আপনকার আবশ্যক করে না : ইহাতে
আমরা বিশ্বাস করিতেছি যে, আপনি ঈশ্বরের
৩১ নিকট হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন। যীশু
তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, এখন বিশ্বাস
৩২ করিতেছ ? দেখ, এমন সময় আসিতেছে, বরং
আসিয়াছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া
প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে যাইবে, এবং
আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে ; তথাপি
আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সঙ্গে
৩৩ আছেন। আমি তোমাদিগকে এই সকল কহি-
লাম, যেন তোমরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও।
জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ ; কিন্তু সাহস কর,
আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা।

১৭ যীশু এই সকল কথা কহিলেন ; আর
স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, পিতঃ,
সময় উপস্থিত হইল ; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত
কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন।
২ যেমন তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব
দিয়াছ, যেন তুমি যে সকল তাঁহাকে দিয়াছ,
৩ তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দেন। আর
ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র
মাত্র সত্য ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাই-
৪ য়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জ্ঞাত হয়। তুমি
আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত
করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত
৫ করিয়াছি। আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হই-
বার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা
ছিল, তুমি সেই মহিমা দিয়া তোমার নিজ
কাছে আমাকে মহিমান্বিত কর।

Digitized by Google

৬ জগতের মধ্য হইতে যে লোকদিগকে তুমি
আমাকে দিয়াছ, আমি তোমার নাম তাহাদের
কাছে প্রকাশ করিয়াছি ; তাহারা তোমারই
ছিল, এবং তুমি আমাকে তাহাদিগকে দিয়াছ,
আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে।
৭ এখন তাহারা জানে, তুমি আমাকে যাহা কিছু
৮ দিয়াছ, সে সকলই তোমা হইতে ; কেননা তুমি
আমাকে যে সকল বচন দিয়াছ, তাহা আমি
তাহাদিগকে দিয়াছি ; আর তাহারা গ্রহণও
করিয়াছে, এবং আমি যে তোমার নিকট হইতে
নির্গত হইয়া আসিয়াছি, ইহা সত্যই জানি-
য়াছে, এবং তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ,
৯ ইহাও বিশ্বাস করিয়াছে। আমি তাহাদেরই
নিমিত্ত বিনতি করিতেছি ; জগতের নিমিত্ত
বিনতি করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সকল
আমাকে দিয়াছ, তাহাদের নিমিত্ত ; কেননা
১০ তাহারা তোমারই। আর যাহা যাহা আমার,
সে সকলই তোমার, এবং যাহা যাহা তোমার
সে সকলই আমার ; আর আমি তাহাদিগেতে
১১ মহিমান্বিত হইয়াছি। আমি আর জগতে নাই,
কিন্তু ইহারা জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার
নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পিতঃ, তোমার
নামে—যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ, সেই
নামে—তাহাদিগকে রক্ষা কর, যেন আমরা
১২ যেমন, তাহারাও তেমনি এক হয়। তাহাদের
সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তাহাদিগকে
তোমার নামে—যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ,
সেই নামে—রক্ষা করিয়া আসিয়াছি ; আমি
তাহাদিগকে সাবধানে রাখিয়াছি, তাহাদের
মধ্যে কেহ বিনষ্ট হয় নাই ; কেবল সেই বিনা-
শের সন্তান [বিনষ্ট হইল], যেন শাস্ত্রের বচন
১৩ সফল হয়। কিন্তু এখন আমি তোমার নিকটে
আসিতেছি, আর আমি জগতে এই সকল কথা
কহিতেছি, যেন তাহারা আমার আনন্দ আপনা-
১৪ দিগেতে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। আমি তাহা-
দিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি ; আর জগৎ
তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ আমি যেমন
জগতের নহি, তেমনি তাহারাও জগতের নহে।
১৫ আমি বিনতি করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে
জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে
১৬ পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর। আমি যেমন জগতের
১৭ নহি, তদ্রূপ তাহারাও জগতের নহে। তাহা-
দিগকে সত্যে পবিত্র কর ; তোমার বাক্যই
১৮ সত্য। তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ
করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে
১৯ প্রেরণ করিয়াছি। আর আমি তাহাদের নিমিত্ত
আপনাকে পবিত্র করি, যেন তাহারাও সত্যই
পবিত্রীকৃত হয়।

২০ আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত বিনতি
করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা
যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও
২১ করিতেছি ; যেন তাহারা সকলে এক হয় ; পিতঃ,
যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি
তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে ; যেন জগৎ
বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।
২২ আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা
আমি তাহাদিগকে দিয়াছি ; যেন আমরা যেমন
২৩ এক, তাহারাও তেমনি এক হয় ; আমি তাহা-
দিগেতে ও তুমি আমাতে, যেন তাহারা সিদ্ধ
হইয়া একীভূত হয় ; যেন জগৎ জানিতে পারে
যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে
যেমন প্রেম করিয়াছ, তেমনি তাহাদিগকেও
২৪ প্রেম করিয়াছ। পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি
যে স্থানে থাকি, তুমি আমাকে যাহাদিগকে
দিয়াছ, তাহারাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে
থাকে, যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে
পায়, যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগৎ
পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছ।
২৫ ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু
আমি তোমাকে জ্ঞাত আছি, এবং তুমি যে
আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহারাও তাহা জ্ঞাত
২৬ হইয়াছে। আর আমি ইহাদিগকে তোমার নাম
জানাইয়াছি, এবং আরও জানাইব ; যেন তুমি
যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, তাহা তাহা-
দিগেতে থাকে, এবং আমি তাহাদিগেতে থাকি।

যীশুর দুঃখভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও সমাধি।

১৮ এই সমস্ত কথা কহিয়া যীশু আপন
শিষ্যগণের সহিত বাহির হইয়া কিদ্রোণ
স্রোত পার হইলেন ; সেই স্থানে এক উদ্যান
ছিল, তাহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ
২ প্রবেশ করিলেন। আর যে তাঁহাকে সমর্পণ
করিল, সেই যিহূদাও সেই স্থান জ্ঞাত ছিল,
কারণ যীশু আপন শিষ্যগণের সঙ্গে অনেক বার
৩ সেই স্থানে সমবেত হইতেন। অতএব যিহূদা
সৈন্যদলকে, এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশী-
দের নিকট হইতে পদাতিকগণকে প্রাপ্ত হইয়া
তামস, প্রদীপ ও অস্ত্রের সহিত সেই স্থানে
৪ উপস্থিত হইল। তখন যীশু, আপনার প্রতি
যাহা যাহা ঘটিবে, সমস্তই জানিয়া বাহির হইয়া
আসিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার
৫ অন্বেষণ করিতেছ ? তাহারা উত্তর করিল, নাস-
রতীয় যীশুর। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
আমিই সেই। আর যে তাঁহাকে সমর্পণ করিল,

Digitized by Google

সেই যিহূদাও তাহাদের সহিত দণ্ডায়মান ছিল।
৬ তখন আমিই সেই, তিনি তাহাদিগকে এই কথা
বলিবামাত্র তাহারা পিছাইয়া ভূমিতে পড়িল।
৭ পরে তিনি তাহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করি-
লেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল,
৮ নাসরতীয় যীশুর। যীশু উত্তর করিলেন, আমি
ত তোমাদিগকে বলিলাম, আমিই সেই;
অতএব আমার অন্বেষণ যদি কর, তবে ইহা-
৯ দিগকে যাইতে দেও; যেন তাঁহার উক্ত এই কথা
সফল হয়, 'তুমি আমাকে যে সকল লোক দিয়াছ,
১০ আমি তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই।' তখন
শিমোন পিতরের নিকটে খড়্গ থাকাতে তিনি
তাহা খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত
করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন।
১১ সেই দাসের নাম মল্ক। তখন যীশু পিতরকে
কহিলেন, খড়্গ কোষে রাখ; আমার পিতা
আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমি
কি পান করিব না?
১২ তখন সৈন্যদল, এবং সহস্রপতি ও যিহূদি-
গণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিয়া বন্ধন করিল,
১৩ এবং প্রথমে হাননের কাছে লইয়া গেল। কারণ
যে কায়াফা সেই বৎসর মহাযাজক ছিলেন, ঐ
১৪ হানন তাঁহার শ্বশুর। আর কায়াফাই যিহূদি-
গণকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রজাবৃন্দের
নিমিত্ত এক জনের মৃত্যু ভাল।
১৫ আর শিমোন পিতর এবং আর এক জন শিষ্য
যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; সেই শিষ্য
মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন, এবং যীশুর
সহিত মহাযাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।
১৬ কিন্তু পিতর বাহিরে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহি-
লেন; অতএব মহাযাজকের পরিচিত সেই দ্বিতীয়
শিষ্য বাহিরে আসিয়া দ্বাররক্ষিকাকে বলিয়া
১৭ পিতরকে ভিতরে লইয়া গেলেন। তখন সেই
দ্বাররক্ষিকা দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি
সেই ব্যক্তির শিষ্যদের এক জন? তিনি কহি-
১৮ লেন, আমি নহি। আর দাসেরা ও পদাতিকেরা
কয়লার আগুন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ
তখন শীত পড়িয়াছিল, তাই তাহারা আগুন
পোহাইতেছিল; এবং পিতরও তাহাদের সঙ্গে
ছিলেন, দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিলেন।
১৯ ইতিমধ্যে মহাযাজক যীশুকে তাঁহার শিষ্য-
গণের ও শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।
২০ যীশু তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি
স্পষ্টরূপে জগতের কাছে কথা কহিয়াছি; আমি
সর্ব্বদা সমাজগৃহে ও ধর্ম্মধামে, যে স্থানে যিহূ-
দীরা সকলে একত্র হয়, এমন স্থানে শিক্ষা
২১ দিয়াছি, গোপনে কিছু কহি নাই। আমাকে
কেন জিজ্ঞাসা কর? যাহারা শুনিয়াছে, তাহা-
দের কাছে কি বলিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা কর;
দেখ, আমি কি কি বলিয়াছি, ইহারা তাহা
২২ জানে। তিনি এই কথা কহিলে নিকটে দণ্ডায়-
মান এক জন পদাতিক যীশুকে প্রহার করিয়া
২৩ কহিল, মহাযাজককে এমন উত্তর দিলি? যীশু
তাহাকে উত্তর দিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি,
তবে সেই মন্দের সাক্ষ্য দেও; কিন্তু যদি ভাল
বলিয়া থাকি, তবে কি জন্য আমাকে মার?
২৪ আর হানন বন্ধনের অবস্থায় তাঁহাকে কায়াফা
মহাযাজকের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।
২৫ শিমোন পিতর দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতে-
ছিলেন। তাহাতে কেহ কেহ তাঁহাকে কহিল,
তুমিও কি উহার শিষ্যদের এক জন? তিনি
২৬ অস্বীকার করিয়া কহিলেন, আমি নহি। মহা-
যাজকের এক দাস, পিতর যাহার কাণ কাটিয়া
দিয়াছিলেন, তাহার এক জন কুটুম্ব কহিল, আমি
কি উদ্যানে উহার সঙ্গে তোমাকে দেখি নাই?
২৭ তাহাতে পিতর আবার অস্বীকার করিলেন, এবং
তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।
২৮ পরে তাহারা যীশুকে কায়াফার নিকট হইতে
রাজবাটীতে লইয়া গেল; তখন প্রত্যূষ কাল;
আর তাহারা যেন অশুচি না হয়, কিন্তু নিস্তার-
পর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে পারে, এই জন্য
২৯ আপনারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিল না। অত-
এব পীলাত বাহিরে তাহাদের কাছে আসিয়া
কহিলেন, তোমরা এ ব্যক্তির নামে কি অভিযোগ
৩০ উপস্থিত করিতেছ? তাহারা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিল, এ যদি দুষ্কর্ম্মকারী না হইত,
তবে আমরা আপনকার হস্তে ইহাকে সমর্পণ
৩১ করিতাম না। তাহাতে পীলাত তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরাই ইহাকে লইয়া গিয়া
আপনাদের ব্যবস্থামতে বিচার কর। যিহূদিগণ
তাঁহাকে কহিল, কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতে
৩২ আমাদের অধিকার নাই; যেন যীশুর সেই বাক্য
সফল হয়, যাহা বলিয়া তিনি দেখাইয়া দিয়া-
ছিলেন, তাঁহার কি প্রকার মৃত্যু হইবে।
৩৩ পীলাত পুনর্ব্বার রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন,
এবং যীশুকে ডাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি
৩৪ কি যিহূদীদের রাজা? যীশু উত্তর করিলেন,
তুমি কি ইহা আপনা হইতে বলিতেছ? না
অন্যেরা আমার বিষয়ে তোমাকে ইহা বলিয়া
৩৫ দিয়াছে? পীলাত উত্তর করিলেন, আমি কি
যিহূদী? তোমারই স্বজাতীয়েরা, ও প্রধান যাজ-
কেরা আমার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে;
৩৬ তুমি কি করিয়াছ? যীশু উত্তর করিলেন, আমার
রাজ্য এ জগতের নহে; যদি আমার রাজ্য এ
জগতের হইত, তবে আমি যেন যিহূদীদের হস্তে
সমর্পিত না হই, তন্নিমিত্ত আমার অনুচরেরা

Digitized by Google

প্রাণপণ করিত; কিন্তু এখন আমার রাজ্য
৩৭ এখানকার নয়। তখন পীলাত তাঁহাকে বলি-
লেন, তবে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তর করি-
লেন, তুমিই বলিতেছ যে, আমি রাজা। আমি
যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই, তন্নিমিত্ত জন্ম
গ্রহণ করিয়াছি ও তন্নিমিত্ত এই জগতে আসি-
য়াছি। যে কেহ সত্যের, সে আমার রব শুনে।
৩৮ পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, সত্য কি? ইহা
বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার বাহিরে যিহূদিগণের
কাছে গিয়া কহিলেন, আমি ইহার কোন দোষ
৩৯ পাইতেছি না। কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি
আছে যে, আমি নিস্তারপর্ব্বের সময়ে তোমাদের
জন্য এক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিই; অতএব তোমা-
দের ইচ্ছা কি? আমি তোমাদের জন্য কি যিহূ-
৪০ দীদের রাজাকে ছাড়িয়া দিব? তাহারা পুনর্ব্বার
চেঁচাইয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে।
সেই বারাব্বা দস্যু ছিল।

১৯ অতএব তখন পীলাত যীশুকে লইয়া
কোড়া প্রহার করাইলেন। আর সেনাগণ
কন্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, এবং
৩ তাঁহাকে বেগুনিয়া বস্ত্র পরাইল; আর তাঁহার
নিকটে আসিয়া বলিল, যিহূদি-রাজ, নমস্কার,
৪ এবং তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন
পীলাত পুনর্ব্বার বাহিরে গিয়া লোকদিগকে
কহিলেন, দেখ, আমি ইহার কোন দোষ পাই-
তেছি না, তাহা তোমাদিগকে জানাইবার নিমিত্ত
তোমাদের নিকটে ইহাকে বাহিরে আনিয়া
৫ দিলাম। অতএব যীশু সেই কন্টকের মুকুট ও বেগু-
নিয়া বস্ত্র পরিহিত হইয়া বাহিরে আসিলেন;
তাহাতে পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, এ
৬ সেই মনুষ্য। তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রধান যাজ-
কেরা ও পদাতিকগণ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,
উহাকে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও। পীলাত তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমরা আপনারা ইহাকে
লইয়া ক্রুশে দেও; কেননা আমি ইহার কোন
৭ দোষ পাইতেছি না। যিহূদিগণ উত্তর করিল,
আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে
তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, যেহেতুক সে
আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া তুলিয়াছে।
৮ এ কথা শুনিয়া পীলাত আরও ভীত হইলেন;
এবং পুনর্ব্বার রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া যীশুকে
৯ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসি-
য়াছ? কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন
১০ না। অতএব পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, আমার
সহিত কি তুমি কথা কহিবে না? তুমি কি জান
না যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার ক্ষমতা
আছে, এবং তোমাকে ক্রুশে দিতেও আমার
১১ ক্ষমতা আছে? যীশু উত্তর করিলেন, ঊর্দ্ধ হইতে
তোমাকে দত্ত না হইলে আমার বিরুদ্ধে তোমার
কোন ক্ষমতা হইত না; এই জন্য যে ব্যক্তি
তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহা-
১২ রই পাপ অধিক। এই হেতু পীলাত তাঁহাকে
ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যিহূদিগণ
চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, আপনি যদি উহাকে
ছাড়িয়া দেন, তবে আপনি কৈসরের মিত্র নহেন;
যে কেহ আপনাকে রাজা করিয়া তুলে, সে কৈস-
রের প্রতিকূলে কথা কহে।
১৩ এই কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে
আনিলেন, এবং শিলাস্তরণ নামক স্থানে বিচারা-
সনে বসিলেন; সেই স্থানের ইব্রীয় নাম গব্বথা।
১৪ সেই দিন নিস্তার পর্ব্বের আয়োজনের দিন;
বেলা প্রায় ষষ্ঠ ঘটিকা। পীলাত যিহূদিগণকে
১৫ বলিলেন, এই দেখ, তোমাদের রাজা। তাহাতে
তাহারা চেঁচাইয়া কহিল, দূর কর, দূর কর,
উহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দিব? প্রধান
যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ব্যতীত অন্য রাজা
১৬ আমাদের নাই। অতএব তিনি তখন যীশুকে ক্রুশে
দিবার জন্য তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।
১৭ তখন তাহারা তাঁহাকে লইল; এবং তিনি
আপন ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া
মাথার খুলির স্থল নামক স্থানে গেলেন। ইব্রীয়
১৮ ভাষায় সেই স্থানকে গল্‌গথা বলে। তথায়
তাহারা তাঁহাকে, এবং তাঁহার সহিত আর দুই
জনকে ক্রুশে দিল, দুই পার্শ্বে দুই জনকে, ও যীশুকে
১৯ মধ্যস্থানে দিল। আর পীলাত একখান দোষপত্র
লিখিয়া ক্রুশের উপরিভাগে লাগাইয়া দিলেন।
তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল, 'নাসরতীয়
২০ যীশু, যিহূদীদের রাজা।' তখন যিহূদীরা
অনেকে সেই দোষপত্র পাঠ করিল, কারণ যে
স্থানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, সেই
স্থান নগরের সন্নিকট, এবং উহা ইব্রীয়, গ্রীক
২১ ও রোমীয় ভাষায় লিখিত ছিল। অতএব যিহূদী-
দের প্রধান যাজকেরা পীলাতকে কহিল, 'যিহূদী-
দের রাজা,' এমন কথা লিখিবেন না, কিন্তু
লিখুন যে, 'এ ব্যক্তি বলিল, আমি যিহূদীদের
২২ রাজা'। পীলাত উত্তর করিলেন, যাহা লিখি-
য়াছি, তাহা লিখিয়াছি।
২৩ যীশুকে ক্রুশে দিয়া সৈনিকেরা তাঁহার বস্ত্র
সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সৈনিককে
এক এক অংশ দিল, এবং আঙ্রাখাটীও
লইল; ঐ আঙ্রাখায় সেলাই ছিল না, উপর
২৪ হইতে সমস্তই বোনা। অতএব তাহারা পরস্পর
বলিল, ইহা চিরিব না, আইস, আমরা গুলি-
বাঁট করিয়া দেখি, ইহা কাহার হইবে; যেন
শাস্ত্রের এই বচন সফল হয়,

Digitized by Google

"তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র বিভাগ
করিল,
আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করিল।" ।
২৫ বাস্তবিক সৈনিকেরা তাহাই করিল। আর যীশুর
ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা, ও মাতার ভগিনী,
ক্লোপার [স্ত্রী] মরিয়ম, এবং মগ্দলীনী মরিয়ম,
২৬ ইহাঁরা দাঁড়াইয়াছিলেন। যীশু মাতাকে দেখিয়া,
এবং যাঁহাকে প্রেম করিতেন, সেই শিষ্যকে
নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া মাতাকে কহিলেন,
২৭ হে নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র। পরে তিনি
সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ, তোমার মাতা।
তাহাতে সেই দণ্ড অবধি ঐ শিষ্য তাঁহাকে আপন
গৃহে লইয়া গেলেন।
২৮ ইহার পরে যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত হইল
জানিয়া, শাস্ত্রের বচন যেন সফল হয়, তজ্জন্য
২৯ কহিলেন, আমার পিপাসা পাইয়াছে। সেই
স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটী পাত্র ছিল; তাহাতে
লোকেরা সিরকায় পূর্ণ একটী স্পঞ্জ এসোব নলে
৩০ লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকটে ধরিল। সিরকা
গ্রহণ করিবার পর যীশু কহিলেন, সমাপ্ত হইল;
পরে মস্তক নমনপূর্ব্বক আত্মা সমর্পণ করিলেন।
৩১ সেই দিন আয়োজনের দিন, অতএব বিশ্রাম-
বারে সেই দেহগুলি যেন ক্রুশের উপরে না থাকে,
—কেননা ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল,— এই
নিমিত্ত যিহুদিগণ পীলাতের নিকটে বিনতি
করিল, যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে
৩২ স্থানান্তর করা হয়। অতএব সৈনিকেরা আসিয়া
যীশুর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ ঐ প্রথম ও দ্বিতীয়
৩৩ ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল; কিন্তু যীশুর নিকটে
আসিলে, তিনি তখন মরিয়া গিয়াছেন, দেখিয়া
৩৪ তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। কিন্তু এক জন সৈনিক
বড়শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল;
তাহাতে তৎক্ষণাৎ রক্ত ও জল নির্গত হইল।
৩৫ যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং
তাহার সাক্ষ্য যথার্থ; আর সে জানে যে, সে
সত্য কহিতেছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর।
৩৬ কারণ এই সকল ঘটিল, যেন এই শাস্ত্রীয় বচন
সফল হয়, "তাঁহার একখানি অস্থিও ভগ্ন
৩৭ হইবে না।" আবার শাস্ত্রের আর একটী বচন
এই, "তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।"
৩৮ ইহার পরে অরিমাথিয়ার যোষেফ, যিনি
যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু যিহুদিগণের ভয়ে
গুপ্তভাবেই ছিলেন, তিনি পীলাতের নিকটে
গিয়া যীশুর দেহ লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা
করিলেন; এবং পীলাত অনুমতি দিলেন,
তাহাতে তিনি আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া
৩৯ গেলেন। আর নীকদীমও, যিনি প্রথমে রাত্রি-
যোগে তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনিও
আসিলেন, গন্ধরসে মিশ্রিত প্রায় পঞ্চাশ সের
৪০ অগুরু আনিলেন। পরে তাঁহারা যীশুর দেহ
লইয়া যিহুদীদের কবর দিবার রীতি অনুসারে ঐ
সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত সরু কাপড় দিয়া বাঁধিলেন।
৪১ আর যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়, সেই
স্থানে এক উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে
এমন এক নূতন কবর ছিল, যাহাতে কাহাকেও
৪২ কখনও রাখা হয় নাই। অতএব ঐ দিন যিহুদী-
দের আয়োজনের দিন বলিয়া, তাঁহারা সেই
কবরমধ্যে যীশুকে রাখিলেন, কেননা সেই কবর
নিকটবর্ত্তী ছিল।

যীশুর পুনরুত্থান ও শিষ্যদিগকে বার বার দর্শন দান।

২০ পরে সপ্তাহের প্রথম দিবসে অতি প্রত্যূষে
অন্ধকার থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম সেই
কবরের নিকটে আসিয়া দেখেন, কবর হইতে
২ প্রস্তরখান সরান হইয়াছে। তাহাতে তিনি
দৌড়িয়া শিমোন পিতরের নিকটে এবং যীশু
যাঁহাকে ভাল বাসিতেন, সেই অন্য শিষ্যের
নিকটে আসিয়া কহিলেন, লোকে প্রভুকে কবর
হইতে লইয়া গিয়াছে; তাঁহাকে কোথায় রাখি-
৩ য়াছে, আমরা জানি না। অতএব পিতর ও সেই
অন্য শিষ্য বাহির হইয়া কবরের দিকে গমন
৪ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে একসঙ্গে দৌড়িলেন,
আর সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া
৫ অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং
হেঁট হইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন, কাপড়-
গুলি পড়িয়া রহিয়াছে; তথাপি ভিতরে প্রবেশ
৬ করিলেন না। শিমোন পিতরও তাঁহার পশ্চাৎ
আসিলেন, আর তিনি কবরে প্রবেশ করিলেন;
এবং দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে,
৭ আর যে রুমালখানি তাঁহার মস্তকের উপরে
ছিল, তাহা সেই কাপড়ের সহিত নাই, স্বতন্ত্র
৮ এক স্থানে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। পরে সেই
অন্য শিষ্য, যিনি কবরের নিকটে প্রথমে আসি-
য়াছিলেন, তিনিও প্রবেশ করিলেন এবং দেখিয়া
৯ বিশ্বাস করিলেন। যেহেতুক মৃতগণের মধ্য
হইতে তাঁহাকে উত্থান করিতে হইবে, শাস্ত্রের
এ কথা তখনও তাঁহাদের বোধগম্য হয় নাই।
১০ পরে ঐ দুই শিষ্য স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।
১১ কিন্তু মরিয়ম রোদন করিতে করিতে কবরের
বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; এবং রোদন করিতে
করিতে হেঁট হইয়া কবরের ভিতরে দৃষ্টিপাত
১২ করিলেন; আর দেখিলেন, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত

Digitized by Google

দুই জন স্বর্গদূত বসিয়া আছেন,—যীশুর দেহ যে
স্থানে রাখা হইয়াছিল, এক জন তাহার শিয়রে,
১৩ অন্য জন পায়ের দিকে। তাঁহারা তাঁহাকে বলি-
লেন, নারি, রোদন করিতেছ কেন? তিনি তাঁহা-
দিগকে বলিলেন, লোকে আমার প্রভুকে লইয়া
গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে, তাহা জানি না।
১৪ ইহা বলিয়া তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন, আর
দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে
১৫ পারিলেন না যে, তিনি যীশু। যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহার
অন্বেষণ করিতেছ? তিনি তাঁহাকে উদ্যানপাল
মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনি যদি এ
স্থান হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, তবে
কোথায় রাখিয়াছেন, আমাকে বলুন; আমি
১৬ তাঁহাকে লইয়া যাইব। যীশু তাঁহাকে বলিলেন,
মরিয়ম! তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাঁহাকে
১৭ কহিলেন, রব্বুণি! ইহার অর্থ, হে গুরো। যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না,
কেননা এখনও আমি পিতার নিকটে ঊর্দ্ধগমন
করি নাই; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে
গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও
তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমা-
দের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্দ্ধগমন করি।
১৮ তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে
গিয়া এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখি-
য়াছি, আর তিনি আমাকে এই এই কথা
বলিয়াছেন।
১৯ সেই দিন,—সপ্তাহের প্রথম দিন,—সন্ধ্যা
হইলে, শিষ্যগণ যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানের
দ্বার সকল যিহূদিগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল, এমন
সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, এবং
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক।
২০ ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপনার দুই
হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন; অতএব প্রভুকে
দেখিতে পাইয়া শিষ্যেরা আনন্দিত হইলেন।
২১ তখন যীশু পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমাদের শান্তি হউক; পিতা যেমন আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে
২২ প্রেরণ করি। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে
ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র
২৩ আত্মা গ্রহণ কর; তোমরা যাহাদের পাপ মোচন
করিবে, তাহাদের মোচিত হইবে; যাহাদের পাপ
রাখিবে, তাহাদের রাখা যাইবে।
২৪ যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন থোমা,
দ্বাদশের মধ্যে এক জন, যাঁহাকে দিদুমঃ বলে,
২৫ তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন না। অতএব অন্য
শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে
দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,
আমি যদি তাঁহার হস্তে প্রেকের চিহ্ন না দেখি,
ও প্রেকের সেই চিহ্নমধ্যে আমার অঙ্গুলি না
দিই, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হস্ত না
দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।
২৬ আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহ-
মধ্যে ছিলেন, এবং থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।
দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিয়া
মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, তোমাদের
২৭ শান্তি হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এ-
দিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হস্ত
দেখ, আর তোমার হস্ত বাড়াইয়া দেও, আমার
কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও; এবং অবিশ্বাসী হইও না,
২৮ বিশ্বাসী হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, হে আমার প্রভো, হে আমার ঈশ্বর!
২৯ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিতে
পাওয়াতে বিশ্বাস করিলে? ধন্য তাহারা, যাহারা
না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।
৩০ যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক অভি-
জ্ঞান-কার্য্য করিয়াছিলেন; সে সকল এই পুস্তকে
৩১ লিখিত হয় নাই। কিন্তু যীশু যে সেই খ্রীষ্ট,
ঈশ্বরের পুত্র, ইহা যেন তোমরা বিশ্বাস কর, এবং
বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত
হও, এই নিমিত্ত এ সকল লেখা গিয়াছে।

২১ তৎপরে যীশু তিবিরিয়া-সমুদ্রের তীরে
পুনর্ব্বার শিষ্যদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ
করিলেন; আর তিনি এইরূপে প্রকাশ করি-
২ লেন। শিমোন পিতর, থোমা, যাঁহাকে দিদুমঃ
বলে, গালীলের কান্নানিবাসী নথনেল, সিব-
দিয়ের দুই পুত্র, এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে
৩ আর দুই জন, ইঁহারা একত্র ছিলেন। শিমোন
পিতর তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি মৎস্য
ধরিতে যাই। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন,
আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। তখন তাঁহারা
বাহির হইয়া নৌকায় উঠিলেন, কিন্তু সেই
৪ রাত্রিতে কিছু ধরিতে পারিলেন না। পরে প্রভাত
হইয়া আসিতেছে, এমন সময় যীশু জলের ধারে
দাঁড়াইলেন, কিন্তু শিষ্যেরা চিনিতে পারিলেন
৫ না যে, তিনি যীশু। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন,
বৎসেরা, তোমাদের নিকটে কিছু খাবার আছে?
৬ তাঁহারা উত্তর করিলেন, না। তখন তিনি কহি-
লেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ফেল, তাহাতে
পাইবে। অতএব তাঁহারা জাল ফেলিলে এত
মৎস্য পড়িল যে, তাঁহারা আর তাহা টানিয়া
৭ তুলিতে পারিলেন না। অতএব যীশু যাঁহাকে
প্রেম করিতেন, সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন,
উনি প্রভু। তাহাতে 'উনি প্রভু,' এই কথা শুনিয়া
শিমোন পিতর উলঙ্গতা প্রযুক্ত কটিদেশে আঙ্-
৮ রাখা জড়াইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু অন্য

Digitized by Google

শিষ্যেরা মৎস্যপূর্ণ জাল টানিতে টানিতে ছোট
নৌকাতে করিয়া আসিলেন ; কেননা তাঁহারা স্থল
হইতে দূর ছিলেন না, অনুমান দুই শত হস্ত
৯ ছিলেন। স্থলে উঠিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সে
স্থানে কয়লার আগুন, তাহার উপরে মৎস্য
১০ রহিয়াছে, আর রুটী। যীশু তাঁহাদিগকে বলি-
লেন, যে মৎস্য এখন ধরিলে, তাহার কিছু আন।
১১ অতএব শিমোন পিতর উঠিয়া জাল স্থলে
টানিয়া তুলিলেন, তাহা এক শত তিপ্পান্নটা
বড় মৎস্যে পরিপূর্ণ ছিল, আর এত মৎস্যেও
১২ জাল ছিঁড়িল না। যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন,
আইস, আহার কর। তখন, আপনি কে? এমন
কথা জিজ্ঞাসা করিতে শিষ্যদিগের কাহারও
সাহস হইল না ; কেননা তিনি যে প্রভু, ইহা
১৩ তাঁহারা জানিতে পারিলেন। যীশু আসিয়া ঐ
রুটী লইয়া তাঁহাদিগকে দিলেন, সেইরূপে
১৪ মৎস্যও দিলেন। মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত
হইলে পর যীশু তখন তৃতীয় বার আপন শিষ্য-
দিগকে দর্শন দিলেন।

১৫ তাঁহারা ভোজন করিলে পর যীশু শিমোন
পিতরকে কহিলেন, হে যোহনের [পুত্র] শিমোন,
ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম
কর? তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভো ; আপনি
জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি
১৬ কহিলেন, আমার মেষশাবকগণকে চরাও। পরে
তিনি দ্বিতীয় বার তাঁহাকে কহিলেন, হে যোহ-
নের [পুত্র] শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম
কর? তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভো ; আপনি
জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি
১৭ কহিলেন, আমার মেষগণকে পালন কর। তিনি
তৃতীয় বার তাঁহাকে কহিলেন, হে যোহনের
[পুত্র] শিমোন, তুমি কি আমাকে ভাল বাস?
তখন তিনি তৃতীয় বার, 'তুমি কি আমাকে ভাল
বাস?' এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে পিতর দুঃখিত
হইলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো, আপনি
সকলই জানেন ; আমি আপনাকে ভাল বাসি,
ইহা আপনি জ্ঞাত আছেন। যীশু তাঁহাকে কহি-
১৮ লেন, আমার মেষগণকে চরাও। সত্য, সত্য,
আমি তোমাকে কহিতেছি, যখন তুমি যুবা
ছিলে, তখন আপনি আপনার কটি বন্ধন করিতে
এবং যেখানে ইচ্ছা, বেড়াইতে ; কিন্তু বৃদ্ধ হইলে
পর তোমার হস্ত বিস্তার করিবে, এবং অন্যে
তোমার কটি বন্ধন করিয়া, যেখানে যাইতে
তোমার ইচ্ছা নাই, সেই স্থানে তোমাকে লইয়া
১৯ যাইবে। কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা তিনি ঈশ্বরের
গৌরব করিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত
তিনি এই কথা কহিলেন। এই কথা বলিবার পর
তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।
২০ পিতর মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই শিষ্য
পশ্চাৎ আসিতেছেন, যাঁহাকে যীশু প্রেম করি-
তেন, যিনি রাত্রিভোজের সময়ে তাঁহার বক্ষ-
স্থলে হেলন দিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভো, কে আপ-
২১ নাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে? অতএব
তাঁহাকে দেখিয়া পিতর যীশুকে বলিলেন, প্রভো,
২২ উঁহার কি হইবে? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমি
যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে,
তাহাতে তোমার কি? তুমি আমার পশ্চাৎ
২৩ আইস। অতএব ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই কথা
রটিয়া গেল যে, সেই শিষ্য মরিবেন না, কিন্তু
তিনি মরিবেন না, এমন কথা যীশু তাঁহাকে
বলেন নাই ; বলিয়াছিলেন, আমি যদি ইচ্ছা
করি, এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে
তোমার কি?

২৪ সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে-
ছেন, এবং এই সকল লিখিয়াছেন ; আর তাঁহার
২৫ সাক্ষ্য যে সত্য, ইহা আমরা জানি। এতদ্ভিন্ন
যীশু আরও অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন ; সে
সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে
আমার বোধ হয়, এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগ-
তেও তাহা ধরে না।

প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ।

আভাষ। প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ।

১ হে থিয়ফিল, প্রথম প্রবন্ধটী আমি সেই
সকল বিষয় লইয়া রচনা করিয়াছি, যাহা
যীশু সাধন করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি-
২ য়াছিলেন,—সেই দিন পর্য্যন্ত, যে দিনে তিনি
আপনার মনোনীত প্রেরিতদিগকে পবিত্র আত্মা
৩ দ্বারা আজ্ঞা দিয়া ঊর্দ্ধে গৃহীত হইলেন। আপন
দুঃখভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণ দ্বারা
তাঁহাদের নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাইলেন,

Digitized by Google

ফলতঃ চল্লিশ দিন যাবৎ তাঁহাদিগকে দর্শন
দিলেন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলিলেন।
৪ আর তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া এই
আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালেম হইতে অন্যত্র
গমন করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের
কথা আমার মুখে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায়
৫ থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন
বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র
আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে।
৬ পরে তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, প্রভো, আপনি কি এই সময়ে ইস্রা-
৭ য়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন? তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, যে সকল সময় কি কাল
পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীনে রাখিয়াছেন, তাহা
৮ তোমাদের জানিবার অধিকার নাই। কিন্তু
পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা
শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে,
সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথি-
৯ বীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে। এই
কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচরে ঊর্দ্ধে
নীত হইলেন, এবং একখানি মেঘ আসিয়া
তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল।
১০ তিনি যাইতেছেন, আর তাঁহারা আকাশের
দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে,
দেখ, শুক্লবস্ত্রপরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের
১১ নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন; আর তাঁহারা কহি-
লেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের
দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? ঐ যে
যীশু তোমাদের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে স্বর্গে গৃহীত
হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে
দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন।
১২ তখন তাঁহারা জৈতুন নামক পর্ব্বত হইতে
যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন। সেই পর্ব্বত
যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী, বিশ্রামবারের পথ।
১৩ নগরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহারা যেখানে
অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই উপরের কুঠরীতে
গেলেন; — পিতর, যোহন ও যাকোব, এবং
আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি,
আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব ও উদ্যোগী শিমোন
১৪ এবং যাকোবের [ভ্রাতা] যিহূদা; ইহাঁরা সকলে
স্ত্রীলোকদের, এবং যীশুর মাতা মরিয়মের ও
তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে একচিত্তে প্রার্থনায়
নিবিষ্ট রহিলেন।

যিহূদার পদে প্রেরিত-নিয়োগ।

১৫ তৎকালে এক দিন পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে,
সমাগত ন্যূনাধিক এক শত বিংশতি জনের মধ্যে,
১৬ দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, যাহারা যীশুকে
ধরিয়াছিল, তাহাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল যে
যিহূদা, তাহার বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ূদের
প্রমুখাৎ অগ্রে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রীয়
১৭ বচন সফল হওয়া আবশ্যক ছিল। কেননা সে
ব্যক্তি আমাদের মধ্যে গণিত, এবং এই পরি-
১৮ চর্য্যায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। — সে অধর্ম্মের
বেতন দ্বারা একখান ক্ষেত্র লাভ করিল; এবং
অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার উদর
ফাটিয়া যাওয়াতে নাড়ী ভুড়ী সকল নির্গত হইল।
১৯ আর যিরূশালেম-নিবাসী সকল লোক তাহা
জানিতে পারিয়াছিল, এই জন্য তাহাদের ভাষায়
ঐ ক্ষেত্র হকলদামা অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র নামে
২০ আখ্যাত। — বস্তুতঃ গীতসংহিতায় লিখিত আছে,
"তাহার নিবাস শূন্য হউক,
তাহাতে কেহ বাস না করুক;"
এবং
"অন্য ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক।"
২১ অতএব যোহনের বাপ্তিস্ম অবধি আরম্ভ করিয়া
যে দিন প্রভু যীশু আমাদের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে
গৃহীত হন, সেই দিন পর্য্যন্ত যত দিন তিনি
আমাদের কাছে ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন
করিতেন, তত দিন সর্ব্বদা যাঁহারা আমাদের
২২ সহচর ছিলেন, তাঁহাদের এক ব্যক্তি যে আমা-
দের সহিত তাঁহার পুনরুত্থানের সাক্ষী হন, ইহা
২৩ আবশ্যক। তখন যোষেফ, যাঁহাকে বার্শব্বা
বলিয়া ডাকে, যাঁহার উপাধি যুষ্ট, — এবং মত্ত-
থিয়, তাঁহারা এই দুই জনকে দাঁড় করাইলেন;
২৪ আর তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, হে
সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ প্রভো, যিহূদা নিজ স্থানে যাইবার
জন্য এই যে পরিচর্য্যা ও প্রেরিতত্ব ছাড়িয়া
২৫ গিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তুমি এ
দুইয়ের মধ্যে যাহাকে মনোনীত করিয়াছ,
২৬ তাহাকে দেখাইয়া দেও। পরে তাঁহারা উভয়ের
জন্য গুলিবাঁট করিলেন, আর মত্তথিয়ের নামে
গুলি উঠিল; তাহাতে তিনি একাদশ প্রেরিতের
সহিত গণিত হইলেন।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ।

২ পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে
তাঁহারা সকলে এক স্থানে একত্র ছিলেন।
২ আর অকস্মাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর
বেগের ন্যায় একটা শব্দ আসিয়া, যে গৃহে
তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই গৃহের সর্ব্বত্র
৩ ব্যাপিল। পরে অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে,
এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টি-

Digitized by Google

গোচর হইল ; এবং তাঁহাদের প্রত্যেক জনের
৪ উপরে বসিল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহা-
দিগকে যেরূপ উচ্চারণ দান করিলেন, তদনুসারে
অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।
৫ ঐ সময়ে আকাশের নিম্নস্থ যাবতীয় জাতি
হইতে আগত ভক্ত যিহূদিগণ যিরূশালেমে বাস
৬ করিতেছিল। আর সেই ধ্বনি হইলে অনেক
লোক সমাগত হইল, এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া
পড়িল, কারণ তাহারা উহাঁদের মুখে প্রত্যেকে
আপন আপন ভাষায় কথা শুনিতে পাইল।
৭ ইহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন ও চমৎকৃত হইয়া
বলিতে লাগিল, দেখ, এই যে লোকেরা কথা
কহিতেছে, ইহারা সকলে কি গালীলীয় নহে ?
৮ তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন নিজ নিজ
৯ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা শুনিতেছি ? পার্থীয়,
মাদীয় ও এলমীয় লোক এবং মিসপতামিয়া,
যিহূদিয়া ও কাপ্পদকিয়া, পন্ত ও আশিয়া,
১০ ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর, এবং লুবিয়া
দেশস্থ কুরীণীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলনিবাসী, এবং
প্রবাসকারী রোমীয় কি যিহূদী কি যিহূদীধর্ম্মা-
বলম্বী লোক, এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে
১১ আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাঁদিগকে
ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্ম্মের কথা বলিতে শুনি-
১২ তেছি। এইরূপে তাহারা সকলে বিস্ময়াপন্ন ও
সন্দিহান হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহার
১৩ ভাব কি ? কিন্তু অন্য লোকেরা পরিহাস করিয়া
বলিল, উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে।
১৪ কিন্তু পিতর একাদশ জনের সহিত দণ্ডায়মান
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া
কহিলেন, হে যিহূদী লোকেরা, হে যিরূশালেম-
নিবাসী সকলে, তোমরা ইহা জ্ঞাত হও, এবং
১৫ আমার কথায় কর্ণপাত কর। কেননা তোমরা
যেরূপ অনুমান করিতেছ, ইহারা মত্ত নয়, কারণ
১৬ এখন বেলা তিন ঘটিকামাত্র। কিন্তু এ সেই
ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত
১৭ হইয়াছে, যথা, "ঈশ্বর বলিতেছেন, শেষ কালে
এইরূপ হইবে, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আপন
আত্মা সেচন করিব ; তাহাতে তোমাদের পুত্র
কন্যাগণ ভাবোক্তি প্রচার করিবে, তোমাদের
যুবকেরা দর্শন পাইবে, ও তোমাদের প্রাচীনেরা
১৮ স্বপ্ন দেখিবে। আর তৎকালে আমি আপনার
দাস দাসীদের উপরেও আমার আত্মা সেচন
করিব, তাহাতে তাহারা ভাবোক্তি প্রচার করিবে।
১৯ আমি ঊর্দ্ধে আকাশে অদ্ভুত লক্ষণ ও নিম্নে পৃথি-
বীতে অভিজ্ঞান, রক্ত, অগ্নি ও ধূম-বাষ্প দেখা-
২০ ইব। প্রভুর সেই মহৎ ও প্রসিদ্ধ দিনের আগ-
মনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হইয়া
২১ যাইবে ; আর যে কেহ প্রভুর নামে ডাকিবে, সেই
পরিত্রাণ পাইবে।"
২২ হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই সকল কথা শুন।
নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও
অভিজ্ঞানসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর
কর্ত্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য ; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর
তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন ;
২৩ আর তোমরা নিজেই তাহা জান ; সেই ব্যক্তি
ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে
সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে অধর্ম্মীদের হস্ত
২৪ দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছ। ঈশ্বর মৃত্যুর
যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন করিয়াছেন;
যেহেতুক তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য
২৫ ছিল না। কারণ দায়ূদ তাঁহার বিষয়ে বলেন,
"আমি প্রভুকে নিয়তই সম্মুখে দেখিতাম ;
কেননা তিনি আমার দক্ষিণে আছেন, যেন আমি
বিচলিত না হই।
২৬ তন্নিমিত্ত আমার চিত্ত আনন্দিত ও আমার জিহ্বা
উল্লাসিত হইল ;
আর আমার মাংসও প্রত্যাশায় প্রবাস করিবে।
২৭ যেহেতুক তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ
করিবে না,
আর নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না।
২৮ তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিয়াছ,
তোমার শ্রীমুখে আমাকে আনন্দে পূর্ণ করিবে।"
২৯ ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে
আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে,
তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবরও প্রাপ্ত
হইয়াছেন, আর তাঁহার কবর অদ্যাপি আমাদের
৩০ নিকটে বিদ্যমান আছে। ভাল, তিনি ভাববাদী
ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্ব্বক
তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে,
তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে
৩১ বসাইবেন ; অতএব পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া তিনি
খ্রীষ্টেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা কহিলেন
যে, তাঁহাকে পাতালে পরিত্যাগও করা হয় নাই,
৩২ তাঁহার মাংস ক্ষয়ও দেখে নাই। এই যীশুকেই
ঈশ্বর উত্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা
৩৩ সকলেই সাক্ষী। অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ
হস্ত দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়াতে, এবং পিতার নিকট
হইতে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে,
এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা
৩৪ তিনি সেচন করিলেন। কেননা দায়ূদ স্বর্গারোহণ
করেন নাই, কিন্তু আপনি এই কথা কহেন,
"সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার
দক্ষিণে বস,
৩৫ যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদ-
পীঠ না করি।"

Digitized by Google

৩৬ অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক
যে, ঈশ্বর সেই যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করিয়াছেন,
যাঁহাকে তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে।
৩৭ এই কথা শুনিয়া তাহারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইল,
এবং পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদিগকে বলিতে
৩৮ লাগিল, ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব? তখন
পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং
প্রত্যেক জন পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের
নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র
৩৯ আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা
তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য
এবং দূরবর্ত্তী সকলের, যত লোককে আমাদের
ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন, সেই সকলের
৪০ জন্য। আর আর অনেক কথায় তিনি সাক্ষ্য
দিলেন, ও তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন,
এই কালের কুটিল লোকদের হইতে তোমরা
৪১ আপনাদিগকে রক্ষা কর। তখন যাহারা তাঁহার
কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল;
তাহাতে সেই দিন ন্যূনাধিক তিন সহস্র প্রাণী
৪২ [তাঁহাদের সহিত] সংযুক্ত হইল। আর তাহারা
প্রেরিতদের উপদেশে ও সহভাগিতে, রুটী ভাঙ্গায়
ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল।
৪৩ আর, সমস্ত লোক ভয়াবিষ্ট হইল, এবং
প্রেরিতগণ কর্ত্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও অভি-
৪৪ জ্ঞান-কার্য্য সাধিত হইত। আর বিশ্বাসিগণ
সকলে এক সঙ্গে থাকিত, এবং সমস্তই সাধারণে
৪৫ রাখিত; আর তাহারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি
বিক্রয় করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনু-
৪৬ সারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা
প্রতিদিন একচিত্তে ধর্ম্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া
এবং বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের
৪৭ সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত; তাহারা ঈশ্বরের
প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র
হইল। আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু
দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত
করিতেন।

এক জন জন্মখঞ্জকে সুস্থ করণ। পিতর ও যোহনের কারাবাস।

৩ এক দিন প্রার্থনার ঘটিকায়, নবম ঘটি-
কায়, পিতর ও যোহন ধর্ম্মধামে যাইতে-
২ ছিলেন; এমন সময়ে লোকেরা এক ব্যক্তিকে
বহন করিয়া আনিতেছিল, সে মাতার গর্ভ
হইতে খঞ্জ; ধর্ম্মধামে যাহারা যাইত, তাহাদের
কাছে ভিক্ষা চাহিবার নিমিত্তে তাহাকে প্রতিদিন
ধর্ম্মধামের সুন্দর নামক দ্বারে রাখিয়া দেওয়া
৩ হইত। সে পিতরকে ও যোহনকে ধর্ম্মধামে
প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া ভিক্ষা পাইবার
৪ জন্য বিনতি করিতে লাগিল। তাহাতে যোহনের
সহিত পিতর তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া
কহিলেন, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।
৫ তাহাতে সে তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু পাই-
বার আশায় তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া
৬ রহিল। কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ
আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে
দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া
৭ বেড়াও। পরে তিনি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া
তাহাকে তুলিলেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার
৮ চরণ ও গুল্ফ সবল হইল; আর সে লম্ফ দিয়া
উঠিয়া দাড়াইল, ও হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল,
এবং বেড়াইতে বেড়াইতে, লম্ফ দিতে দিতে,
ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত
৯ ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিল। সমস্ত লোক তাহাকে
বেড়াইতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে দেখিল;
১০ আর তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল যে, এ
সেই ব্যক্তি, যে ধর্ম্মধামের সুন্দর দ্বারে বসিয়া
ভিক্ষা করিত; আর তাহার প্রতি যাহা ঘটিয়া-
ছিল; তদ্বিষয়ে নিতান্ত চমৎকৃত ও বিস্ময়া-
পন্ন হইল।
১১ আর সে পিতরকে ও যোহনকে ধরিয়া থাকাতে
লোক সকল অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের
নিকটে শলোমনের নামে আখ্যাত বারাণ্ডায়
১২ দৌড়িয়া আসিল। তাহা দেখিয়া পিতর লোক-
সমূহকে কহিলেন, হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই
ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ?
অথবা আমরাই যে নিজ ক্ষমতা বা ভক্তিগুণে,
ইহাকে চলিবার শক্তি দিয়াছি, ইহা মনে করিয়া
কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহি-
১৩ য়াছ? অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের
ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, আপনার
দাস সেই যীশুকে মহিমান্বিত করিয়াছেন,
যাঁহাকে তোমরা [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিয়া-
ছিলে, এবং পীলাত যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে
স্থির করিয়াছিলেন, তখন তোমরা তাঁহার
১৪ সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়াছিলে। তোমরা সেই
পবিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়া-
ছিলে, এবং চাহিয়াছিলে যেন তোমাদের জন্য
১৫ এক জন নরঘাতককে দেওয়া হয়। তোমরা
জীবনের আদিকর্ত্তাকে বধ করিয়াছিলে; কিন্তু
ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া-
১৬ ছেন, ইহার সাক্ষী আমরা আছি। আর তাঁহার
নামে বিশ্বাস হেতু, এই যে ব্যক্তিকে তোমরা
দেখিতেছ ও জান, তাঁহারই নাম ইহাকে বলবান
করিয়াছে; তাঁহারই উৎপাদিত বিশ্বাস তোমা-
দের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা

Digitized by Google

১৭ দিয়াছে। এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি জানি,
তোমাদের অধ্যক্ষেরা ও তোমরা অজ্ঞানতাবশতঃ
১৮ সেই কর্ম করিয়াছ। কিন্তু ঈশ্বর আপনার খ্রীষ্টের
দুঃখভোগের যে কথা সমস্ত ভাববাদীর মুখদ্বারা
পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে পূর্ণ
১৯ করিয়াছেন। অতএব তোমরা মন ফিরাও, পরা-
মুখ হও; যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা
হয়, আর এইরূপে প্রভুর সম্মুখ হইতে তাপ-
২০ শান্তির সময় উপস্থিত হয়, এবং তোমাদের
নিমিত্ত পূর্ব্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, অর্থাৎ যীশুকে,
২১ তিনি যেন পাঠাইয়া দেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর যুগের
আরম্ভাবধি নিজ পবিত্র ভাববাদিগণের মুখদ্বারা
যে সময়ের কথা বলিয়া আসিয়াছেন, সকলের
সুখস্থা পুনঃস্থাপনের সেই সময় পর্য্যন্ত স্বর্গ
২২ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া রাখিবেই। মোশি ত
বলিয়াছিলেন, "প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য
তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ
এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমা-
দিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে
২৩ তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে; কিন্তু যে কোন
প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে
আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"
২৪ আর শমূয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া কালানুক্রমে
যত ভাববাদী কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে
২৫ এই কালের কথা বলিয়াছেন। তোমরা ভাব-
বাদিগণের সন্তান, আর সেই নিয়মেরও সন্তান,
যাহা ঈশ্বর অব্রাহামকে এই কথা বলিয়া তোমা-
দের পিতৃপুরুষদের সহিত স্থাপন করিয়াছিলেন,
"আর তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় পিতৃ-
২৬ কুল আশীর্ব্বাদ পাইবে।" ঈশ্বর আপন দাসকে
উৎপন্ন করিয়া প্রথমে তোমাদেরই নিকটে
তাঁহাকে পাঠাইলেন, যেন তিনি তোমাদের অধর্ম্ম
সকল হইতে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরাইয়া
তদ্দ্বারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন।

৪ তাঁহারা লোকদের নিকটে কথা কহিতে-
ছেন, এমন সময়ে যাজকেরা ও ধর্ম্মধামের
সেনাপতি এবং সদ্দূকীরা হঠাৎ তাঁহাদের নিকটে
২ আসিয়া উপস্থিত হইল, কেননা তাঁহারা লোক-
দিগকে উপদেশ দিতেন এবং যীশুতেই মৃতগণের
মধ্য হইতে পুনরুত্থান প্রচার করিতেন বলিয়া
৩ তাহারা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। আর
তাহারা তাঁহাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া পর-
দিবস পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল, কেননা
৪ তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। তথাপি যে সকল লোক
বাক্য শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে
বিশ্বাস করিল; তাহাতে [বিশ্বাসীদের] সংখ্যা
ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ হইল।
৫ পরদিবসে লোকদের অধ্যক্ষেরা, প্রাচীনবর্গ ও
৬ অধ্যাপকগণ যিরূশালেমে একত্র হইলেন, এবং
হানন মহাযাজক, কায়াফা, যোহন ও আলেক্-
সান্দর, আর মহাযাজকের গোষ্ঠীর সকলেও উপ-
৭ স্থিত ছিলেন। তাঁহারা ঐ দুই ব্যক্তিকে মধ্য-
স্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ক্ষম-
তায় অথবা কি নামে তোমরা এই কর্ম করিয়াছ!
৮ তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া
৯ তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে লোকদের অধ্যক্ষগণ
ও প্রাচীনবর্গ, এক জন দুর্ব্বল মনুষ্যের উপকার
সম্বন্ধে বিচারে যদি অদ্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা
১০ করা হয়, কি প্রকারে এ সুস্থ হইয়াছে, তবে
আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল ইহা জানু-
ন, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে
আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর
মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন,
তাঁহারই গুণে, এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে
১১ সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনিই সেই
প্রস্তর, যাহা গাঁথকেরা যে আপনারা, আপনা-
দের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াছিল, যাহা কোণের
১২ প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। আর অন্য কাহারও
নিকটে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশমণ্ডলের
নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত অন্য কোন নাম নাই,
যাহার দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।
১৩ তখন পিতরের ও যোহনের সাহস দেখিয়া
এবং ইঁহারা যে অশিক্ষিত সামান্য লোক, ইহা
বুঝিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং
ইঁহারা যীশুর সঙ্গী ছিলেন, বলিয়া ইঁহাদিগকে
১৪ চিনিতে পারিলেন। পরন্তু ঐ আরোগ্যপ্রাপ্ত
ব্যক্তিকে ইঁহাদের সঙ্গে দণ্ডায়মান দেখিয়া
১৫ বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে
উঁহাদিগকে সভা হইতে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা
দিয়া তাঁহারা পরস্পর এই পরামর্শ করিতে
১৬ লাগিলেন, এই লোকদের প্রতি কি করিব!
কেননা উঁহাদের কর্তৃক যে একটা প্রসিদ্ধ অতি-
জ্ঞান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যিরূশালেম-
নিবাসী সকলের নিকটে প্রকাশ আছে, এবং
১৭ আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু
কথাটা যেন লোকদের মধ্যে আরও ব্যাপিয়া না
যায়, এই নিমিত্ত উঁহাদিগকে ভয় দেখান যাউক,
যেন আর কোন মনুষ্যকে এই নামে কিছু না
১৮ বলে। পরে তাঁহারা উঁহাদিগকে ডাকিয়া এই
আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যীশুর নামে কদাচ কোন
কথা বলিও না, এবং কোন উপদেশও দিও না।
১৯ কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে
কহিলেন, ঈশ্বরের কথা অপেক্ষা আপনাদের কথা
মান্য করা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিহিত কি না, তাহা
২০ আপনারা বিবেচনা করুন। যাহা হউক, আমরা
যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা না বলিয়া

Digitized by Google

২১ থাকিতে পারি না। পরে তাঁহারা উহাঁদিগকে
আরও ভয় দেখাইয়া ছাড়িয়া দিলেন, বাস্তবিক
লোকভয়বশতঃ উহাঁদিগকে দণ্ড দিবার পথ
২২ পাইতে পারিলেন না, কারণ যাহা করা হইয়া-
ছিল, তৎপ্রযুক্ত সকল লোক ঈশ্বরের প্রশংসা
করিতেছিল। কেননা সেই আরোগ্যদানরূপ
অভিজ্ঞান-কার্য্য যে ব্যক্তিতে সাধিত হইয়াছিল,
তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের অধিক
হইয়াছিল।
২৩ উহাঁদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পর
উহাঁরা আপন সঙ্গীদের নিকটে গেলেন, এবং
প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ উহাঁদিগকে যাহা
যাহা বলিয়াছিলেন, সে সকলই জানাইলেন।
২৪ তাহা শুনিয়া সকলে একচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে স্বামিন্, আকাশ-
মণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এই সকলের মধ্যে
যাহা কিছু আছে, তুমি সকলের নির্ম্মাণকর্ত্তা;
২৫ তোমার দাস আমাদের পিতা দায়ূদের প্রমুখাৎ
তুমি পবিত্র আত্মা দ্বারা এই কথা বলিয়াছিলে,
যথা,
“জাতিগণ কেন কলহ করিল?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করিল?
২৬ পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হইল,
শাসনকর্ত্তৃগণ একত্র হইল—
প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্তের
বিরুদ্ধে।”
২৭ কেননা বাস্তবিক তোমার পবিত্র দাস যীশু,
যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত করিয়াছ, তাঁহার প্রতি-
কূলে হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত এবং পরজাতীয়-
গণ ও ইস্রায়েল-বংশীয়েরা সকলে এই নগরে
২৮ একত্র হইয়া তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্রণা দ্বারা
২৯ পূর্ব্বাবধি নিরূপিত কার্য্য করিয়াছে। অতএব
এখন, হে প্রভো, উহাদের ভয়প্রদর্শনের প্রতি
দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই দাসদিগকে
সম্পূর্ণ সাহসপূর্ব্বক তোমার বাক্য বলিতে দেও,
৩০ আর আরোগ্যদানার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর;
আর তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন
৩১ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়। তাঁহারা
প্রার্থনা করিলে, যে স্থানে তাঁহারা সমবেত
হইয়াছিলেন, সেই স্থান কাঁপিতে লাগিল;
এবং সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া
সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য কহিতে লাগিলেন।

শিষ্যদের প্রেম। প্রেরিতদের ক্ষমতা
ও সাহস।

৩২ আর বিশ্বাসী লোকসমূহ একচিত্ত ও একপ্রাণ
ছিল; তাহাদের কেহই আপন সম্পত্তির মধ্যে
কিছুই নিজের বলিত না; কিন্তু তাহাদের সকল
৩৩ বিষয় সাধারণে থাকিত। আর প্রেরিতেরা মহা-
পরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য
দিতেন, এবং তাহাদের সকলকার প্রতি মহা
৩৪ অনুগ্রহ বর্ত্তিত। বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কেহই
দীনহীন ছিল না; কারণ যাহারা ভূমির অথবা
বাটীর অধিকারী ছিল, তাহারা তাহা বিক্রয়
করিয়া, বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য আনিয়া প্রেরিত-
৩৫ দের চরণে রাখিত; পরে যাহার যেমন প্রয়ো-
জন, তাহাকে তদনুসারে দত্ত হইত।
৩৬ আর যোষেফ, যাঁহাকে প্রেরিতেরা বার্ণবা
অর্থাৎ প্রবোধের সন্তান, নাম দিয়াছিলেন,
৩৭ যিনি লেবীয় এবং জাতিতে কুপ্রীয়, তাঁহার এক
খণ্ড ভূমি থাকাতে তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া
তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে
রাখিলেন।
৫ কিন্তু অননিয় নামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী
সাফীরার সহিত একটী সম্পত্তি বিক্রয় করিল,
২ এবং আপন স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তাহার মূল্যের এক
অংশ রাখিয়া দিয়া কিয়দংশ আনিয়া প্রেরিত-
৩ দের চরণে রাখিল। তখন পিতর কহিলেন,
অননিয়, শয়তান কেন তোমাকে পবিত্র আত্মার
কাছে মিথ্যা বলিবার এবং ভূমির মূল্য হইতে
কিছু রাখিয়া দিবার জন্য তোমার হৃদয় পূর্ণ
৪ করিয়াছে? সেই ভূমি থাকিতে কি তোমারই
ছিল না? এবং বিক্রীত হইলে পর তাহার মূল্য
কি তোমার নিজ অধিকারে ছিল না? তবে
এমন কর্ম্ম আপন হৃদয়ে কেন কল্পনা করিলে;
তুমি মনুষ্যদের কাছে মিথ্যা কথা কহিলে, এমন
৫ নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কহিলে। এই বাক্য শুনিবা-
মাত্র অননিয় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; আর
যাহারা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।
৬ পরে যুবকেরা উঠিয়া তাহাকে বস্ত্রে জড়াইল, ও
বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দিল।
৭ আর প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে তাহার স্ত্রীও
উপস্থিত হইল, কিন্তু কি ঘটিয়াছে, তাহা সে
৮ জ্ঞাত ছিল না। তখন পিতর তাহাকে কহিলেন,
বল দেখি, তোমরা সেই ভূমি কি এত টাকাতে
বিক্রয় করিয়াছিলে? সে বলিল, হাঁ, এত
৯ টাকাতেই বটে। তাহাতে পিতর তাহাকে কহি-
লেন, তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করিবার
জন্য কেন একপরামর্শ হইয়াছ? দেখ, যাহারা
তোমার স্বামীর কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারে
পদার্পণ করিতেছে, এবং তোমাকেও বাহিরে
১০ লইয়া যাইবে। আর সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণে
পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; পরে ঐ যুবকেরা
ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃত দেখিল, এবং
বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার স্বামীর পার্শ্বে কবর

Digitized by Google

১১ দিল। তখন সমস্ত মণ্ডলী, এবং যত লোক এই
কথা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।

১২ আর প্রেরিতদের হস্ত দ্বারা লোকদের মধ্যে
অনেক অতিআশ্চর্য্য-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত
হইত; এবং তাঁহারা সকলে একচিত্তে শলো-
১৩ মনের বারাণ্ডাতে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু অন্য
লোকদের মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে
কাহারও সাহস হইত না, তথাপি লোকেরা
১৪ তাঁহাদিগকে সমাদর করিত। আর উত্তর উত্তর
অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বিশ্বাসী হইয়া প্রভুতে
১৫ সংযুক্ত হইতে লাগিল। এমন কি, পিতর
আসিলে অন্ততঃ তাঁহার ছায়া যেন কাহারও
কাহারও গায়ে লাগে, এই আশয়ে লোকেরা
রোগীদিগকে বাহিরে চকে চকে আনিয়া শয্যায়
১৬ ও খট্টাতে করিয়া রাখিত। আর যিরূশালেমের
চতুর্দ্দিকস্থ নগর হইতেও অনেক লোক রোগী-
দিগকে এবং অশুচি আত্মা দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তি-
দিগকে আনিয়া সমাগত হইত, আর সেই সকল-
কেই সুস্থ করা যাইত।

১৭ পরে মহাযাজক এবং তাঁহার সঙ্গীরা সকলে,
অর্থাৎ সদ্দূকি-দল উঠিলেন, তাঁহারা ঈর্ষাতে
১৮ পরিপূর্ণ হইলেন, এবং প্রেরিতদিগকে ধরিয়া
১৯ সাধারণ কারাগারে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু রাত্রি-
যোগে প্রভুর এক দূত কারাগারের দ্বার খুলিয়া
দিলেন, ও তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া কহি-
২০ লেন, তোমরা যাও, ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া লোক-
২১ দিগকে এই জীবনের সমস্ত বাক্য বল। ইহা
শুনিয়া তাঁহারা প্রভাত কালে ধর্ম্মধামে প্রবেশ
করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে
মহাযাজক ও তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া মহাসভাকে
এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে
ডাকিয়া একত্র করিলেন, এবং উহাঁদিগকে আনা-
ইবার নিমিত্ত কারাগারে লোক পাঠাইলেন।
২২ কিন্তু যে পদাতিকেরা গেল, তাহারা কারাগারে
তাঁহাদিগকে পাইল না; তখন ফিরিয়া আসিয়া
২৩ এই সংবাদ দিল, আমরা দেখিলাম, কারাগার
সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ, দ্বারে দ্বারে রক্ষকেরা দাঁড়াইয়া
আছে, কিন্তু দ্বার খুলিলে ভিতরে কাহাকেও
২৪ পাইলাম না। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মধামের
সেনাপতি এবং প্রধান যাজকেরা, ইহার পরিণাম
কি হইবে, ভাবিয়া তাঁহাদের বিষয়ে সন্দিহান
২৫ হইলেন। ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া
তাঁহাদিগকে এই সংবাদ দিল, দেখুন, আপনারা
যে লোকদিগকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন,
তাহারা ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ
২৬ দিতেছে। তখন সেনাপতি পদাতিকগণকে সঙ্গে
করিয়া তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন,
কিন্তু বলেতে নয়, কেননা তাঁহারা লোকদিগকে
২৭ ভয় করিলেন, পাছে প্রস্তরাহত হন। পরে তাঁহারা
তাঁহাদিগকে আনিয়া মহাসভার মধ্যে দাঁড়
করাইলেন; আর মহাযাজক তাঁহাদিগকে
২৮ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা তোমাদিগকে ঐ
নামে উপদেশ দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া-
ছিলাম; তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের
উপদেশে যিরূশালেম পরিপূর্ণ করিয়াছ, এবং
সেই ব্যক্তির রক্ত আমাদের উপরে বর্ত্তাইতে
২৯ মনস্থ করিতেছ। কিন্তু পিতর প্রভৃতি প্রেরিতগণ
উত্তর করিলেন, মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের
৩০ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। আমাদের পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর সেই যীশুকে উত্থাপন করিয়া-
ছেন, যাঁহাকে আপনারা গাছে টাঙ্গাইয়া বধ
৩১ করিয়াছিলেন। আর ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মনঃ-
পরিবর্ত্তন ও পাপমোচন দান করণার্থে তাঁহাকে
অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত
৩২ দ্বারা উন্নত করিয়াছেন। আর এই সকল কথার
বিষয়ে আমরা সাক্ষী, এবং ঈশ্বর আপনার
আজ্ঞাবহদিগকে যে পবিত্র আত্মা দিয়াছেন,
তিনিও সাক্ষী।

৩৩ এ কথা শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহা-
৩৪ দিগকে বধ করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু মহা-
সভায় উপস্থিত এক জন ফরীশী, অর্থাৎ গম-
লীয়েল নামক যে ব্যবস্থা-গুরু সকল লোকের
নিকটে মান্য ছিলেন, তিনি উঠিয়া ঐ লোক-
দিগকে কিছু ক্ষণের নিমিত্ত বাহির করিবার
৩৫ আজ্ঞা দিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে বলি-
লেন, হে ইস্রায়েলীয়েরা, সেই লোকদের বিষয়ে
তোমরা কি করিতে উদ্যত হইতেছ, তদ্বিষয়ে
৩৬ সাবধান হও। কেননা ইহার পূর্ব্বে থূদা উঠিয়া
আপনাকে মহাপুরুষ করিয়া বলিয়াছিল, এবং
অনুমান চারি শত জন তাহার পক্ষ হইয়াছিল;
পরে সে হত হইল, এবং তাহার আজ্ঞাকারী যত
লোক, সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল, কেহ
৩৭ রহিল না। সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখিয়া
দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা উঠিয়া কতক
গুলি লোককে আপনার পশ্চাৎ টানিয়া লইয়া-
ছিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হইল, এবং তাহার
আজ্ঞাকারী যত লোক, সকলে ছিন্নভিন্ন হইল।
৩৮ এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা
এই লোকদের হইতে ক্ষান্ত হও, তাহাদিগকে
নিবারণ করিও না; কেননা এই মন্ত্রণা কিম্বা এই
ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া থাকে, তবে
৩৯ লোপ পাইবে; কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া
থাকে, তবে তাহাদিগকে লোপ করা তোমাদের
সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাইবে যে, তোমরা
৪০ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ। তখন তাঁহারা
তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন, আর প্রেরিত-

Digitized by Google

দিগকে কাছে ডাকিয়া প্রহার করিলেন, এবং
যীশুর নামে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া
৪১ ছাড়িয়া দিলেন। অতএব সেই নামের নিমিত্ত
অপমানগ্রস্ত হইবার যোগ্য গণিত হওয়াতে
তাঁহারা আনন্দ করিতে করিতে মহাসভার সম্মুখ
৪২ হইতে প্রস্থান করিলেন। আর তাঁহারা প্রতিদিন
ধর্ম্মধামে এবং বাটীতে উপদেশ দিতে ও যীশুই
যে খ্রীষ্ট, ইহা বলিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে
ক্ষান্ত হইলেন না।

সাত জন পরিচারক নিরূপণ।

৬ আর এই সময়ে, যখন শিষ্যগণের সংখ্যা
বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন গ্রীক ভাষাবাদী
১ যিহূদীরা ইব্রীয়দের বিপক্ষে বচসা করিতে
লাগিল, কেননা দৈনিক পরিচর্য্যায় তাহাদের
২ বিধবারা উপেক্ষিত হইতেছিল। তখন দ্বাদশ
[প্রেরিত] শিষ্যসমূহকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন,
আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করিয়া মেজের
৩ পরিচর্য্যা করি, ইহা উপযুক্ত নহে। অতএব, হে
ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সুখ্যাতি-
পন্ন এবং [পবিত্র] আত্মায় ও বিজ্ঞতায় পরি-
পূর্ণ সাত জনকে দেখিয়া লও; তাহাদিগকে
৪ আমরা এই কার্য্যের ভার দিব। কিন্তু আমরা
প্রার্থনায় ও বাক্যের পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট থাকিব।
৫ এই কথায় সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হইল, আর তাহারা
বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ স্তিফানকে,
এবং ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পার্ম্মিনা
ও যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী আন্তিয়খিয়াস্থ নিকলায়কে
মনোনীত করিয়া প্রেরিতগণের সম্মুখে দাঁড়
৬ করাইল, এবং তাঁহারা প্রার্থনা করিয়া ইহাঁদের
উপরে হস্তার্পণ করিলেন।
৭ আর ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপিয়া গেল, এবং যিরূ-
শালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল; আর যাজকদের মধ্যে বিস্তর লোক
বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইল।

স্তিফানের বিবরণ।

৮ আর স্তিফান অনুগ্রহে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ
হইয়া লোকদের মধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত লক্ষণ
ও অভিজ্ঞান-কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন।
৯ কিন্তু যাহাকে লিবর্ত্তীনদের সমাজ বলে, সেই
সমাজের কয়েক জন, এবং কুরীণীয় ও আলেক্-
সান্দ্রীয়দের এবং কিলিকিয়া ও আশিয়ার সমাজ-
ভুক্ত কতকগুলি লোক উঠিয়া স্তিফানের সহিত
১০ বাদানুবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি যে
বিজ্ঞতায় এবং আত্মার গুণে কথা কহিতেছিলেন,
তাহার প্রতিরোধ করিতে তাহাদের সাধ্য হইল
১১ না। তখন কয়েক জনকে সাজাইলে তাহারা এই
কথা কহিল, আমরা ইহার মুখে মোশির ও ঈশ্ব-
১২ রের নিন্দা শুনিয়াছি। আর উহারা লোক
সাধারণকে এবং প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকগণকে
উত্তেজিত করিয়া তুলিল, এবং তাঁহাকে আক্রমণ
করিয়া ধরিল, আর মহাসভাতে লইয়া গেল;
১৩ এবং মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাইয়া দিল, ইহারা
কহিল, এই ব্যক্তি এই পবিত্র স্থানের ও ব্যবস্থার
১৪ বিরুদ্ধে কথা কহিতে ক্ষান্ত হয় না। ফলতঃ
আমরা ইহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সেই
নাসরতীয় যীশু এই স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং
মোশি আমাদের কাছে যে সকল নিয়মপ্রণালী
সমর্পণ করিয়াছেন, সে সকল পরিবর্ত্তন করিবে।
১৫ তখন মহাসভায় উপবিষ্ট সকলে তাঁহার প্রতি
একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার মুখ স্বর্গদূতের মুখের
তুল্য দেখিল।

৭ পরে মহাযাজক বলিলেন, এই সকল কথা
কি সত্য? তিনি কহিলেন,
হে ভ্রাতারা ও পিতারা, শুনুন। আমাদের
পিতা অব্রাহাম হারোণে বসতি করিবার পূর্ব্বে
যে সময়ে মিসপতামিয়া দেশে ছিলেন, তৎকালে
প্রতাপের ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন,
৩ আর বলিয়াছিলেন, "তুমি স্বদেশ হইতে ও
আপন জ্ঞাতিকুটুম্বদের মধ্য হইতে বাহির হও,
এবং যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।"
৪ তখন তিনি কল্দীয়দের দেশ হইতে বাহির
হইয়া হারোণে বসতি করিলেন; আর তাঁহার
পিতার মৃত্যু হইলে পর [ঈশ্বর] তাঁহাকে তথা
হইতে, যে দেশে আপনারা এখন বাস করিতে-
৫ ছেন, এই দেশে আনিলেন; কিন্তু এই দেশ-
মধ্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অধিকার দিলেন না,
এক পদ পরিমিত ভূমিও দিলেন না; আর
যখন তাঁহার সন্তান ছিল না, তখনও অধি-
কারার্থে তাঁহাকে ও তাঁহার ভাবী বংশকে তাহা
৬ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। আর ঈশ্বর এইরূপ
বলিলেন যে, তাঁহার বংশ চারি শত বৎসর
পর্য্যন্ত বিদেশে প্রবাস করিবে, এবং লোকে
তাহাদিগকে দাসত্ব করাইবে ও তাহাদের প্রতি
৭ দৌরাত্ম্য করিবে। আর ঈশ্বর কহিলেন,
"তাহারা যে জাতির দাস হইবে, আমি তাহার
বিচার করিব; তৎপরে তাহারা বহির্গত হইয়া
আসিবে, এবং এই স্থানে আমার আরাধনা
৮ করিবে।" আর তিনি তাঁহাকে ত্বক্‌ছেদের
নিয়মও দিলেন; আর এইরূপে অব্রাহাম ইস্-
হাককে জন্ম দিলেন এবং অষ্টম দিবসে তাঁহার
ত্বক্‌ছেদ করিলেন; পরে ইস্‌হাক যাকোবের,
এবং যাকোব সেই দ্বাদশ পিতৃকুলপতির জন্ম

Digitized by Google

৯ দিলেন। পিতৃকুলপতিরা যোষেফের প্রতি ঈর্ষা
করিয়া মিসরদেশে নীত হইবার জন্য তাঁহাকে
১০ বিক্রয় করিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে
ছিলেন, এবং সমস্ত ক্লেশ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার
করিলেন, আর মিসর-রাজ ফরৌণের সাক্ষাতে
অনুগ্রহ ও বিজ্ঞতা প্রদান করিলেন; তাহাতে
ফরৌণ তাঁহাকে মিসরের ও আপন সমস্ত গৃহের
১১ অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে সমস্ত
মিসর ও কনানে দুর্ভিক্ষ হইল, বড়ই দুর্দ্দশা
ঘটিল, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের ভক্ষ্যের
১২ অভাব হইল। কিন্তু মিসরে শস্য আছে শুনিয়া
যাকোব আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে প্রথমবার
১৩ পাঠাইয়া দিলেন। পরে দ্বিতীয়বারে যোষেফ
আপন ভ্রাতাদের পরিচিত হইলেন, এবং ফরৌণ
১৪ যোষেফের কুলপরিচয় পাইলেন। পরে যোষেফ
আপন পিতা যাকোবকে এবং আপনার সমস্ত
জ্ঞাতিকে, পঁচাত্তর প্রাণীকে, আপনার নিকটে
১৫ ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে যাকোব মিসরে
গেলেন, পরে তাঁহার ও আমাদের পিতৃপুরুষদের
১৬ মৃত্যু হইল। আর তাঁহারা শিখিমে নীত হই-
লেন, এবং যে কবর অব্রাহাম রৌপ্যমূল্য দিয়া
শিখিমে হমোরের পুত্রদিগের নিকটে ক্রয়
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সমাহিত হইলেন।
১৭ পরে ঈশ্বর অব্রাহামের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময়
সন্নিকট হইলে লোকেরা মিসরে বৃদ্ধি পাইয়া
১৮ বহুসংখ্যক হইল। অবশেষে যোষেফকে জানি-
তেন না, মিসরের উপরে এমন আর এক জন
১৯ রাজা উৎপন্ন হইলেন; তিনি আমাদের জাতির
সহিত ধূর্ত্ত ব্যবহার করিলেন, ও আমাদের
পিতৃপুরুষদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলেন, উদ্দেশ্য
এই যে, তাঁহাদের শিশু সকলকে বাহিরে
ফেলিয়া দেওয়া হয়, যেন তাহারা জীবিত না
২০ থাকে। সেই সময়ে মোশির জন্ম হয়। তিনি
ঈশ্বরের সাক্ষাতে মনোহর ছিলেন, এবং তিন
মাস পর্য্যন্ত পিতার বাটীতে পালিত হইলেন।
২১ পরে তাঁহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইলে
ফরৌণের কন্যা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আপনার
২২ পুত্র করিয়া প্রতিপালন করিলেন। আর মোশি
মিস্রীয়দের যাবতীয় বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন,
এবং তিনি বাক্যে ও ক্রিয়াতে পরাক্রমী ছিলেন।
২৩ পরে তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম
হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের, ইস্রায়েল-সন্তানগণের,
তত্ত্বাবধান করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে জন্মিল।
২৪ পরে তাহাদের এক জনের প্রতি অন্যায় করা
হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে রক্ষা করিলেন,
সেই মিস্রীয় ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া উপদ্রুতের
২৫ পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিলেন। তিনি মনে
করিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ বুঝিয়াছে যে,
তাঁহার হস্ত দ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে উদ্ধার
২৬ করিতেছেন; কিন্তু তাহারা বুঝিল না। আর
পরদিবস তাহারা যখন মারামারি করিতেছিল,
তখন তিনি তাহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া
মিলন করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন,
তোমরা পরস্পর ভ্রাতা, এক জন অন্যের প্রতি
২৭ অন্যায় করিতেছ কেন? তাহাতে প্রতিবাসীর
প্রতি অন্যায় করিতেছিল যে ব্যক্তি, সে তাঁহাকে
ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, তোরে অধ্যক্ষ ও
বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত
২৮ করিয়াছে? কাল যেমন সেই মিস্রীয়কে বধ
করিলি, তেমনি কি আমাকেও বধ করিতে
২৯ চাহিস্। এই কথায় মোশি পলায়ন করিলেন,
আর মিদিয়ন দেশে প্রবাসী হইলেন; সে
৩০ স্থানে তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম হইল। পরে
চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে সীনয় পর্ব্বতের প্রান্তরে
[প্রভুর] এক দূত একটা প্রজ্বলিত ঝোপের অগ্নি
৩১ শিখায় তাঁহাকে দর্শন দিলেন। মোশি দেখিয়া
সেই দৃশ্যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, আর ভাল
করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নিকটে যাইতেছেন,
৩২ এমন সময়ে প্রভুর এই বাণী হইল, "আমি
তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইস্-
হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর।" তখন মোশি
ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভাল করিয়া দেখিতে সাহস
৩৩ করিলেন না। পরে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন,
"তোমার পদ হইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল;
কেননা তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র
৩৪ ভূমি। আমি মিসরে স্থিত আমার প্রজাদের
দুঃখ দেখিয়াছি, তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনিয়াছি,
আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে নামিয়া আসি-
য়াছি, এখন আইস, আমি তোমাকে মিসরে
৩৫ পাঠাই।" এই যে মোশিকে তাহারা অস্বীকার
করিয়াছিল, বলিয়াছিল, তোরে অধ্যক্ষ ও
বিচারকর্ত্তা করিয়া কে নিযুক্ত করিয়াছে? তাঁহা-
কেই ঈশ্বর, যে দূত ঝোপে তাঁহার কাছে দর্শন
দিয়াছিলেন, সেই দূতের হস্তসহ অধ্যক্ষ ও মুক্তি
৩৬ দাতা করিয়া পাঠাইলেন। তিনিই মিসরে,
লোহিত সমুদ্রে ও প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত
নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ ও অভিজ্ঞান-কার্য্য সম্পন্ন
করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন।
৩৭ সেই মোশিই ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা
বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমা-
দের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক
৩৮ জন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন।" তিনিই
প্রান্তরে মণ্ডলীতে ছিলেন; যে দূত সীনয় পর্ব্বতে
তাঁহার কাছে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত
এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত ছিলেন;

Digitized by Google

তিনি আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত জীবনময়
৩৯ বচনকলাপ পাইয়াছিলেন। আমাদের পিতৃ-
পুরুষেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে চাহিলেন না,
বরং তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিলেন, আর মনে মনে
৪০ পুনরায় মিসরের দিকে ফিরিলেন, হারোণকে
কহিলেন, "আমাদের জন্য দেবতা নির্ম্মাণ কর,
তাঁহারাই আমাদের অগ্রগামী হইবেন, কেননা
এই যে মোশি মিসরদেশ হইতে আমাদিগকে
বাহির করিয়া আনিলেন, তাঁহার প্রতি কি
৪১ ঘটিল, তাহা আমরা জানি না।" আর সেই
সময়ে তাঁহারা একটা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া
সেই মূর্ত্তির উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিলেন, এবং
আপনাদের হস্তকৃত বস্তুতে আমোদ করিতে
৪২ লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বর বিমুখ হইলেন, তাঁহা-
দিগকে আকাশের বাহিনী পূজা করিবার জন্য
সমর্পণ করিলেন; যেমন ভাববাদিগণের গ্রন্থে
লেখা আছে, যথা, "হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা
প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কি আমার উদ্দেশে
৪৩ নিহত পশু ও বলি উৎসর্গ করিয়াছিলে? বরং
মোলকের তাম্বু ও রিফন দেবতার তারা,—তোমরা
যে মূর্ত্তিদ্বয় ভজনার্থে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,
তাহা—তুলিয়া বহন করিয়াছিলে; আর আমি
তোমাদিগকে নির্ব্বাসনার্থে বাবিলের ওদিকে
গমন করাইব।"

৪৪ যিনি মোশিকে তাঁহার দৃষ্ট আদর্শানুসারে
এক তাম্বু নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহার
আজ্ঞায় সেই সাক্ষ্যের তাম্বু প্রান্তরে আমাদের
৪৫ পিতৃপুরুষদের কাছে রহিল। আর আমাদের
পিতৃপুরুষেরা সময়ানুক্রমে উহা প্রাপ্ত হইয়া
যখন সেই জাতিগণের অধিকারে প্রবেশ করেন,
যাহাদিগকে ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের
সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, তখন যিহো-
শূয়ের সহিত আনিয়া দায়ূদের সময় পর্য্যন্ত
৪৬ [উহা রাখিলেন]। ইনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনু-
গ্রহ প্রাপ্ত হইলেন, এবং যাকোবের ঈশ্বরের
নিমিত্ত এক আবাসের তত্ত্ব পাইবার অনুমতি
৪৭ যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু শলোমন তাঁহার জন্য এক
৪৮ গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। তথাপি যিনি পরাৎপর,
তিনি হস্তকৃত গৃহে বাস করেন না। যেমন ভাব-
৪৯ বাদী বলেন, "স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী
আমার পাদপীঠ; প্রভু কহেন, তোমরা আমার
৫০ নিমিত্ত কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে? অথবা
আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়? এ সকল বস্তু
কি আমার হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই?"

৫১ হে শক্তগ্রীবেরা এবং হৃদয়ে ও কর্ণে অচ্ছিন্ন-
ত্বকেরা, তোমরা সর্ব্বদা পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ
করিয়া থাক; তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন,
৫২ তোমরাও তেমনি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
কোন্ ভাববাদীকে তাড়না না করিয়াছে? যাঁহারা
সেই ধার্ম্মিকের আগমন পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিতেন,
তাঁহাদিগকে তাহারা বধ করিয়াছিল; এবং
সম্প্রতি তোমরা তাঁহাকেই [শত্রুহস্তে] সমর্পণ ও
৫৩ বধ করিয়াছ; তোমরা যাহারা দূতগণের দ্বারা
আদিষ্ট ব্যবস্থা পাইয়াছিলে, কিন্তু পালন
কর নাই।

৫৪ এই কথা শুনিয়া তাহারা মর্ম্মাহত হইয়া
৫৫ তাঁহার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল। কিন্তু তিনি পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গের প্রতি একদৃষ্টে
চাহিয়া ঈশ্বরের প্রতাপ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে
৫৬ দণ্ডায়মান যীশুকে দেখিতে পাইলেন, আর
বলিলেন, দেখ, আমি স্বর্গ খোলা এবং মনুষ্য-
পুত্রকে ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান দেখিতেছি।
৫৭ কিন্তু তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, আপন
আপন কর্ণ রুদ্ধ করিল, এবং একচিত্তে বেগে
৫৮ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আর তাঁহাকে নগর
হইতে বাহির করিয়া প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল;
এবং সাক্ষিগণ আপন আপন বস্ত্র খুলিয়া শৌল
৫৯ নামে এক যুবকের চরণতলে রাখিল। এদিকে
তাহারা স্তিফানকে প্রস্তরাঘাত করিতেছিল, আর
তিনি [প্রভুকে] ডাকিলেন, বলিলেন, প্রভো
৬০ যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। পরে তিনি
হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে প্রভো,
এই পাপ ইহাদের বিপক্ষে ধরিও না। ইহা
বলিয়া তিনি নিদ্রাগত হইলেন। আর শৌল
তাঁহার হত্যার অনুমোদন করিতেছিলেন।

ফিলিপের প্রচার কার্য্য।

৮ সেই দিন যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর প্রতি
বড়ই তাড়না উপস্থিত হইল, তাহাতে
প্রেরিতবর্গ ব্যতীত অন্য সকলে যিহূদিয়ার ও
শমরিয়ার জনপদে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল।
২ আর, কয়েক জন ভক্ত লোক স্তিফানের কবর
দিলেন, ও তাঁহার নিমিত্ত মহাবিলাপ করিলেন।
৩ কিন্তু শৌল ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া মণ্ডলীর
উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলেন, স্ত্রী ও পুরুষ-
গণকে টানিয়া আনিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতে
লাগিলেন।

৪ তখন যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, তাহারা
চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সুসমাচারের বাক্য
৫ প্রচার করিল। আর ফিলিপ শমরিয়ার এক
নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার
৬ করিতে লাগিলেন। আর লোকসমূহ ফিলিপের
কথা শুনিয়া ও তাঁহার কৃত অভিজ্ঞান-কার্য্য
সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান
৭ করিল। কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক

Digitized by Google

হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া
নির্গত হইল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ
৮ হইল ; তাহাতে ঐ নগরে মহানন্দ হইল।
৯ কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে
পূর্ব্বাবধি সেই নগরে যাদুক্রিয়া করিত ও শম-
রীয় জাতিকে চমৎকৃত করিত, আপনাকে এক জন
১০ মহাপুরুষ বলিত ; তাহার কথায় ক্ষুদ্র ও মহান
সকলে অবধান করিত, বলিত, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের
১১ মহতী নাম্নী শক্তি। তাহারা যে তাহার কথায়
অবধান করিত, তাহার কারণ এই যে, বহুকাল
অবধি সে আপন যাদুক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে
১২ চমৎকৃত করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ফিলিপ
ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করিলে
তাহাদের যখন বিশ্বাস জন্মিল, তখন কি স্ত্রী কি
পুরুষ, তাহারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।
১৩ আর শিমোন আপনিও বিশ্বাস করিল, এবং
বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই
থাকিল ; আর অনেক অভিজ্ঞান ও মহাপরাক্রম-
কার্য্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া চমৎকৃত হইল।
১৪ যিরূশালেমে প্রেরিতগণ যখন শুনিতে পাই-
লেন যে, শমরীয়েরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করি-
য়াছে, তখন তাঁহারা পিতর ও যোহনকে তাঁহাদের
১৫ নিকটে প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা গিয়া তাহাদের
নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা পবিত্র
১৬ আত্মা পায়। কেননা এ পর্য্যন্ত তাহাদের কাহারও
উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হন নাই ; কেবল
তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইয়া-
১৭ ছিল। তখন তাঁহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ
করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহারা পবিত্র আত্মা
১৮ পাইল। আর প্রেরিতদিগের হস্তার্পণ দ্বারা
পবিত্র আত্মা দত্ত হইতেছেন, দেখিয়া শিমোন
১৯ তাঁহাদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, আমা-
কেও এই ক্ষমতা দিউন, যেন আমি কোন ব্যক্তির
উপরে হস্তার্পণ করিলে সে পবিত্র আত্মা পায়
২০ কিন্তু পিতর তাহাকে বলিলেন, তোমার রৌপ্য
তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হউক, যেহেতুক ঈশ্বরের
দান তুমি টাকা দিয়া ক্রয় করিতে মনস্থ করি-
২১ য়াছ। এই বিষয়ে তোমার অংশ কি অধিকার
কিছুই নাই ; কারণ ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমার
২২ হৃদয় সরল নয়। অতএব তোমার এই দুষ্ট্রভাব
হইতে মন ফিরাও ; এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা
কর, কি জানি, যদি সম্ভব হয়, তোমার হৃদয়ের
২৩ কল্পনার ক্ষমা হইবে ; কেননা আমি দেখিতেছি,
তুমি কটুতাবরূপ পিত্তে ও অধর্ম্মরূপ বন্ধনে
২৪ পড়িয়া আছ। তখন শিমোন উত্তর করিয়া
কহিল, আপনাদের উক্ত কোন কথা আমাতে
যেন না ফলে, এই নিমিত্ত আপনারাই আমার
২৫ জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। অনন্তর তাঁহারা
সাক্ষ্য দিয়া ও প্রভুর বাক্য বলিয়া যিরূশালেমে
ফিরিয়া যাইতে যাইতে শমরীয়দের অনেক গ্রামে
সুসমাচার প্রচার করিলেন।
২৬ পরে প্রভুর এক দূত ফিলিপকে এই কথা
কহিলেন, উঠ, দক্ষিণদিকে যে পথ যিরূশালেম
হইতে ঘসার দিকে নামিয়া গিয়াছে, সেই পথে
২৭ গমন কর ; সেই স্থান প্রান্তর। তাহাতে তিনি
উঠিয়া গমন করিলেন ; আর দেখ, কূশদেশের
এক ব্যক্তি, কূশীয়দের কান্দাকি রাণীর অধীন
উচ্চপদস্থ এক জন নপুংসক, যিনি রাণীর সমস্ত
সম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ভজনা করিবার
২৮ জন্য যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন ; পরে ফিরিয়া
যাইতেছিলেন এবং আপন রথে বসিয়া যিশা-
২৯ য়াহ ভাববাদীর গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। তখন
আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, নিকটে গিয়া ঐ
৩০ রথের সঙ্গ ধর। তাহাতে ফিলিপ দৌড়িয়া
নিকটে গিয়া শুনিলেন, তিনি যিশায়াহ ভাব-
বাদীর গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন ; আর কহিলেন,
যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে
৩১ পারিতেছেন ? তিনি কহিলেন, কেহ আমাকে
বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব ?
পরে তিনি ফিলিপকে আপনার কাছে উঠিয়া
৩২ বসিতে নিবেদন করিলেন। শাস্ত্রের যে স্থান
তিনি পড়িতেছিলেন, তাহা এই, "তিনি হত
হইবার জন্য মেষের ন্যায় নীত হইলেন, এবং
লোমচ্ছেদকের সম্মুখে মেষশাবক যেমন নীরব
৩৩ থাকে, সেইরূপ তিনি মুখ খুলেন না। তাঁহার
হীনাবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধীয় বিচার অপনীত
হইল, তাঁহার সমকালীন লোকদের বর্ণনা কে
করিতে পারে ? যেহেতুক তাঁহার জীবন পৃথিবী
৩৪ হইতে অপনীত হইল।" নপুংসক ফিলিপকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, নিবেদন করি, ভাববাদী
কাহার বিষয়ে এই কথা কহেন ? নিজের বিষয়ে,
৩৫ না অন্য কাহারও বিষয়ে ? তখন ফিলিপ মুখ
খুলিয়া শাস্ত্রের সেই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া
৩৬ যীশুকে তাঁহার কাছে প্রচার করিলেন। পরে
পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা কোন এক জলা-
শয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন ; তখন নপুংসক
কহিলেন, এই দেখুন, জল আছে ; আমার
৩৭ বাপ্তাইজিত হইবার বাধা কি ? (ফিলিপ কহি-
লেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস
করেন, তবে বাধা নাই। তাহাতে তিনি উত্তর
করিয়া কহিলেন, যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র,
৩৮ ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি।) পরে তিনি রথ
স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন, আর ফিলিপ ও
নপুংসক উভয়ে জলমধ্যে নামিলেন, এবং ফিলিপ
৩৯ তাঁহাকে বাপ্তাইজ করিলেন। আর তাঁহারা জলের
মধ্য হইতে উঠিলে পর প্রভুর আত্মা ফিলিপকে

Digitized by Google

হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, এবং নপুংসক আর
তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, কেননা তিনি
আনন্দ করিতে করিতে আপন পথে চলিয়া
৪০ গেলেন। কিন্তু ফিলিপকে অস্দোদে দেখিতে
পাওয়া গেল ; আর তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ
করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে শেষে
কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইলেন।

শৌলের মনঃপরিবর্ত্তন, পিতরের অলৌকিক কার্য্য।

৯ শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের প্রতিকূলে
ভয় প্রদর্শন ও হত্যার নিশ্বাস টানিতেছিলেন ;
২ আর তিনি মহাযাজকের নিকটে গিয়া দম্মেশক
স্থ সমাজ সকলের কাছে পত্র যাচ্ঞা করিলেন,
যেন সেই পথাবলম্বী স্ত্রী কি পুরুষ যে সমস্ত
লোককে পান, তাহাদিগকে বাঁধিয়া যিরূশালেমে
৩ আনিতে পারেন। পরে তিনি যাইতে যাইতে
দম্মেশকের নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন
অকস্মাৎ আকাশ হইতে জ্যোতিঃ তাঁহার চারি-
৪ দিকে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে তিনি ভূমিতে
পড়িয়া তাঁহার প্রতি উক্ত এই বাণী শুনিতে
পাইলেন, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না
৫ করিতেছ ? তিনি কহিলেন, প্রভো, আপনি কে ?
প্রভু কহিলেন, আমি যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না
৬ করিতেছ ; কিন্তু উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে
৭ কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে। আর
তাঁহার সহপথিকেরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া
রহিল, তাহারা ঐ রব শুনিল বটে, কিন্তু কাহা-
৮ কেও দেখিতে পাইল না। পরে শৌল ভূমি
হইতে উঠিলেন, কিন্তু চক্ষু মেলিলে পর কিছুই
দেখিতে পাইলেন না ; তাহাতে তাহারা তাঁহার
৯ হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে দম্মেশকে লইয়া গেল। আর
তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিলেন,
এবং কিছুই ভোজন পান করিলেন না।
১০ দম্মেশকে অননিয় নামে এক জন শিষ্য
ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শনযোগে কহিলেন,
অননিয়। তিনি বলিলেন, প্রভো, দেখুন, এই
১১ আমি। তখন প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি
উঠিয়া সরল নামক পথে গিয়া যিহূদার বাটীতে
তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর ;
১২ কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে ; আর সে
দেখিয়াছে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি আসিয়া
তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি
১৩ প্রাপ্ত হয়। অননিয় উত্তর করিলেন, প্রভো, সেই
ব্যক্তি যিরূশালেমে তোমার পবিত্রগণের প্রতি
কত উপদ্রব করিয়াছে, তাহা আমি অনেকের
১৪ মুখে শুনিয়াছি। আর এই স্থানেও, যত লোক
তোমার নামে ডাকে, সেই সকলকে বন্ধন করি-
বার ক্ষমতা সে প্রধান যাজকদের নিকটে পাই-
১৫ য়াছে। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাও,
কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-
সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে
১৬ আমার মনোনীত পাত্র ; কেননা আমার নামের
জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে,
১৭ তাহা আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব। পরে
অননিয় চলিয়া গিয়া সেই বাটীতে প্রবেশ
করিলেন, এবং তাঁহার উপরে হস্তার্পণপূর্ব্বক
কহিলেন, ভ্রাতঃ শৌল, প্রভু অর্থাৎ যিনি তোমার
আসিবার পথে তোমাকে দর্শন দিলেন, সেই
যীশু আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তুমি দৃষ্টি
১৮ পাও এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও। আর
তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষু হইতে যেন আঁইশ খসিয়া
পড়িল, তাহাতে তিনি দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এবং
১৯ উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইলেন, পরে আহার
করিয়া বল প্রাপ্ত হইলেন।
২০ আর তিনি কয়েক দিন দম্মেশকস্থ শিষ্যগণের
সঙ্গে থাকিলেন ; এবং একেবারে সমাজগৃহে
যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া প্রচার করিতে
২১ লাগিলেন। আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিল,
তাহারা সকলে চমৎকৃত হইয়া কহিল, যাহারা
এই নামে ডাকে, এ কি সেই ব্যক্তি নয়, যে
তাহাদিগকে যিরূশালেমে উৎপাটন করিত, এবং
তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজকদের
নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্তই এ স্থানে
২২ আসিয়াছিল ? কিন্তু শৌল উত্তর উত্তর শক্তি-
মান হইয়া উঠিলেন, এবং ইনিই যে সেই খ্রীষ্ট,
ইহার প্রমাণ দিয়া দম্মেশক-নিবাসী যিহূদী-
দিগকে নিরুত্তর করিতে লাগিলেন।
২৩ আর, অনেক দিন অতিবাহিত হইলে যিহূ-
২৪ দীরা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল ; কিন্তু
শৌল তাহাদের চক্রান্ত জানিতে পারিলেন।
আর তাহারা যেন তাঁহাকে বধ করিতে পারে,
এই জন্য নগরদ্বার সকলও দিবারাত্র চৌকি
২৫ দিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে
রাত্রে লইয়া একটী ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীর দিয়া
নামাইয়া দিল।
২৬ পরে তিনি যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া শিষ্য-
বর্গের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু
সকলে তাঁহা হইতে ভীত হইল, তিনি যে শিষ্য,
২৭ ইহা বিশ্বাস করিল না। তখন বার্ণবা তাঁহাকে
ধরিয়া প্রেরিতদের নিকটে লইয়া গেলেন, এবং
পথের মধ্যে তিনি কিরূপে প্রভুকে দেখিতে
পাইয়াছিলেন, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলিয়া-
ছিলেন, এবং তিনি দম্মেশকে যীশুর নামে
কেমন সাহসপূর্ব্বক কথা বলিয়াছিলেন, এ সমস্ত

Digitized by Google

২৮ বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন। আর শৌল
যিরূশালেমে তাঁহাদের সঙ্গে ভিতরে ও বাহিরে
২৯ গমনাগমন করিতেন, প্রভুর নামে সাহসপূর্ব্বক
প্রচার করিতেন; আর তিনি গ্রীক ভাষাবাদী
যিহূদীদের সহিত কথোপকথন ও বাদানুবাদ
করিতেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার
৩০ জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল। ভ্রাতৃগণ ইহা
জানিতে পাইয়া তাঁহাকে কৈসরিয়াতে লইয়া
গিয়া তার্ষ নগরে পাঠাইয়া দিলেন।
৩১ তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্ব্বত্র
মণ্ডলী সংগ্রথিত হইয়া শান্তিভোগ করিতেছিল,
এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে
চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল।
৩২ আর পিতর সকল অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে
লুদ্দানিবাসী পবিত্রগণের নিকটেও উপস্থিত
৩৩ হইলেন। সেই স্থানে ঐনিয় নামে এক ব্যক্তির
সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে আট বৎসর শয্যাগত
ছিল, কারণ তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল।
৩৪ পিতর তাহাকে কহিলেন, ঐনিয়, যীশু খ্রীষ্ট
তোমাকে সুস্থ করিলেন, উঠ, তোমার শয্যা পাত।
৩৫ তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিল। তখন লুদ্দা ও
শারোণ-নিবাসী সমস্ত লোক তাহাকে দেখিয়া
প্রভুর প্রতি ফিরিল।
৩৬ আর যাফোতে টাবিথা অর্থাৎ দর্কা [হরিণী]
নামে এক শিষ্যা বাস করিতেন; তিনি নানা
৩৭ সৎক্রিয়া ও দানকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। ঘটনা-
ক্রমে সেই সময়ে তিনি পীড়িত হইয়া মারা
পড়েন। তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে ধৌত করিয়া
৩৮ উপরিস্থ কুঠরীতে শয়ন করাইয়া রাখিল। আর
লুদ্দা যাফোর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে পিতর লুদ্দায়
আছেন শুনিয়া, শিষ্যগণ তাঁহার কাছে দুই জন
পুরুষকে পাঠাইয়া বিনতি করিল, আপনি আমা-
দের এখান পর্য্যন্ত আসিতে বিলম্ব করিবেন না।
৩৯ তখন পিতর উঠিয়া তাহাদের সহিত চলিলেন।
তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে
উপরিস্থ কুঠরীতে লইয়া গেল, আর বিধবারা
সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল, এবং দর্কা
যখন তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, তখন আঙরাখা
প্রভৃতি যত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রোদন
করিতে করিতে সেই সকল বস্ত্র দেখাইতে
৪০ লাগিল। কিন্তু পিতর সকলকে বাহির করিয়া
দিয়া হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন; পরে
সেই দেহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, অয়ি
টাবিথে, উঠ। তাহাতে তিনি চক্ষু মেলিলেন,
৪১ এবং পিতরকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। পরে
তিনি হাত দিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, এবং পবিত্র-
গণকে ও বিধবাদিগকে ডাকিয়া তাঁহাকে জীবিত
৪২ দেখাইলেন। এই কথা যাফোর সর্ব্বত্র প্রকাশ
হইল, এবং অনেক লোক প্রভুতে বিশ্বাস করিল।
৪৩ আর পিতর অনেক দিন যাফোতে শিমোন
নামক এক জন চর্ম্মকারের বাটীতে অবস্থিতি
করিলেন।

মণ্ডলীতে পরজাতীয়দের প্রবেশ।

১০ কৈসরিয়াতে কর্ণীলিয় নামে এক ব্যক্তি
ছিলেন, তিনি ইতালীয় নামক সৈন্যদল-
২ ভুক্ত এক জন শতপতি। তিনি ভক্ত ছিলেন,
এবং সপরিবারে ঈশ্বরকে ভয় করিতেন, তিনি
[যিহূদী] লোকদিগকে বিস্তর দান করিতেন, এবং
৩ সর্ব্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেন। এক
দিন বেলা অনুমান নবম ঘটিকার সময়ে তিনি
এক দর্শনে স্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, ঈশ্বরের এক
দূত তাঁহার নিকটে ভিতরে আসিয়া বলিতেছেন,
৪ কর্ণীলিয়। তখন তিনি তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে
চাহিয়া ভীত হইয়া কহিলেন, প্রভো, কি আজ্ঞা
করেন? দূত তাঁহাকে বলিলেন, তোমার প্রার্থনা
ও দান সকল স্মরণীয়রূপে ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সম্মুখে
৫ উপস্থিত হইয়াছে। আর এখন তুমি যাফোতে
লোক পাঠাইয়া পিতর নামে আখ্যাত যে শিমোন,
৬ তাহাকে ডাকাইয়া আন; সে শিমোন নামে
এক জন চর্ম্মকারের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে,
৭ তাহার গৃহ সমুদ্রের ধারে। কর্ণীলিয়ের সহিত
যে দূত কথা কহিলেন, তিনি প্রস্থান করিলে
পর কর্ণীলিয় আপন দাসদের মধ্যে দুই জনকে
এবং নিয়ত তাঁহার সেবাকার্য্যে নিবিষ্ট সেনা-
গণের মধ্যে এক জন ভক্ত সেনাকে ডাকিলেন,
৮ আর তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া যাফোতে
পাঠাইয়া দিলেন।
৯ পরদিবস তাহারা পথে যাইতে যাইতে যখন
নগরের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন পিতর
অনুমান ছয় ঘটিকার সময়ে প্রার্থনা করিবার
১০ নিমিত্ত ছাদের উপরে গেলেন। অনন্তর তাঁহার
ক্ষুধা লাগিলে তিনি আহার করিতে চাহিলেন।
করিলেন। কিন্তু লোকেরা খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে,
এমন সময়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন,
১১ আর দেখিলেন, স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং এক-
খান বড় চাদরের মত কোন পাত্র নামিয়া
আসিতেছে, তাহা চারি কোণে ধরিয়া পৃথিবীতে
১২ নামাইয়া দেওয়া হইতেছে; আর তন্মধ্যে পৃথি-
বীর সর্ব্বপ্রকার চতুষ্পদ ও সরীসৃপ এবং আকা-
১৩ শের পক্ষী আছে। পরে তাঁহার প্রতি এই বাণী
হইল, উঠ, পিতর, বধ করিয়া ভোজন কর
১৪ কিন্তু পিতর কহিলেন, প্রভো, এমন না হউক;
আমি কখন কোন সামান্য কিম্বা অশুচি দ্রব্য
১৫ ভোজন করি নাই। তখন দ্বিতীয় বার তাঁহার প্রতি

Digitized by Google

এই বাণী হইল, ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন,
১৬ তুমি তাহা সামান্য বলিও না। এইরূপ তিন
বার হইল, পরে তৎক্ষণাৎ ঐ পাত্র স্বর্গে গৃহীত
হইল।
১৭ পিতর সেই যে দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার
অর্থ কি, এ বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতে-
ছিলেন, ইতিমধ্যে দেখ, কর্ণীলিয়ের প্রেরিত
লোকেরা শিমোনের বাটীর অনুসন্ধান করিয়া
১৮ দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, আর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, পিতর নামে আখ্যাত শিমোন কি
১৯ এখানে অবস্থিতি করেন ? আর পিতর সেই
দর্শনের বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় আত্মা
তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, তিনটী লোক তোমার
২০ অন্বেষণ করিতেছে। কিন্তু তুমি উঠিয়া নীচে
যাও, তাহাদের সহিত গমন কর, কিছুমাত্র সন্দেহ
করিও না, কারণ আমিই তাহাদিগকে পাঠাই-
২১ য়াছি। তখন পিতর সেই লোকদের নিকটে
নামিয়া গিয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা যাহার
অন্বেষণ করিতেছ, আমি সেই ব্যক্তি; তোমরা
২২ কি নিমিত্ত আসিয়াছ ? তাহারা কহিল, কর্ণী-
লিয় নামক শতপতি, যিনি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরভীত
এবং সমস্ত যিহূদী জাতির মধ্যে যাঁহার সুখ্যাতি
আছে, তিনি যেন আপনাকে ডাকাইয়া নিজ
গৃহে আনিয়া আপনকার মুখে কথা শুনেন,
পবিত্র দূতের দ্বারা এমন আদেশ পাইয়াছেন।
২৩ তখন পিতর তাহাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া
তাহাদের আতিথ্য করিলেন।
পরদিন উঠিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে চলি-
লেন; আর যাফো-নিবাসী ভ্রাতৃগণের মধ্যে
২৪ কয়েক জনও তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। পর-
দিন তাঁহারা কৈসরিয়াতে প্রবেশ করিলেন;
তখন কর্ণীলিয় আপন জ্ঞাতিবর্গ ও আত্মীয় বন্ধু-
বর্গকে ডাকিয়া একত্র করিয়া তাঁহাদের অপেক্ষায়
২৫ ছিলেন। পরে পিতর যখন প্রবেশ করিলেন,
তখন কর্ণীলিয় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার
২৬ চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু পিতর
তাঁহাকে উঠাইলেন, বলিলেন, উঠুন; আমিও
২৭ মনুষ্য। পরে তিনি তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেক
২৮ লোক সমাগত হইয়াছে। তখন তিনি তাহা-
দিগকে কহিলেন, আপনারা জানেন, অন্যজাতীয়
কোন লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া কিম্বা তাহার
কাছে আসা যিহূদী লোকের পক্ষে কেমন অবি-
ধেয়; কিন্তু আমাকে ঈশ্বর দেখাইয়া দিয়াছেন
যে, কোন মনুষ্যকে সামান্য কিম্বা অশুচি জ্ঞান
২৯ করা অনুচিত। এই নিমিত্ত আমাকে ডাকিয়া
পাঠান হইলে আমি কোন আপত্তি না করিয়া
আসিয়াছি; এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা
কিসের জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন ?
৩০ তখন কর্ণীলিয় কহিলেন, অদ্য চারি দিন হইল,
আমি এই ঘটিকা পর্য্যন্ত, নিজ গৃহমধ্যে নবম
ঘটিকার প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে,
দেখ, তেজোময় বস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ আমার
৩১ সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, কর্ণীলিয়, তোমার
প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, এবং তোমার দান সকল
৩২ ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ করা হইয়াছে। অতএব
যাফোতে লোক পাঠাইয়া পিতর নামে আখ্যাত
শিমোনকে ডাকাইয়া আন; সে সমুদ্রের ধারে
শিমোন চর্ম্মকারের বাটীতে অবস্থিতি করি-
৩৩ তেছে। এই নিমিত্ত আমি তৎক্ষণাৎ আপনকার
নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম; আপনি
আসিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। অতএব এখন
আমরা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত আছি;
প্রভু আপনাকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন,
তাহা শুনিব।
৩৪ তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিলেন, সত্য,
আমি বুঝিলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না;
৩৫ কিন্তু যাবতীয় জাতির মধ্যে যে তাঁহাকে ভয়
করে ও ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়।
৩৬ তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে এক বাক্য
প্রেরণ করিয়াছেন; যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা সন্ধির
সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন; ইনিই সকলের
৩৭ প্রভু। আপনারা সেই কথা জানেন, যাহা যোহন
কর্ত্তৃক প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর গালীল হইতে
আরম্ভ হইয়া সমুদয় যিহূদিয়াতে ব্যাপিয়া গেল;
৩৮ ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর
তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক
করিয়াছিলেন; তিনি স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া
হিতকার্য্য সাধন করিতেন এবং দিয়াবল কর্ত্তৃক
প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ
৩৯ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন। আর তিনি
যিহূদীদের জনপদে ও যিরূশালেমে যাহা যাহা
করিয়াছেন, আমরা সেই সকলের সাক্ষী;
আবার লোকে তাঁহাকে গাছে টাঙ্গাইয়া বধ
৪০ করিল। তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁহাকে উত্থাপন
৪১ করিলেন, এবং প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন; সকল
লোকের প্রত্যক্ষ, এমন নয়, কিন্তু পূর্ব্বে ঈশ্বর
কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাক্ষীদের, অর্থাৎ মৃতদের মধ্য
হইতে তাঁহার পুনরুত্থান হইলে পর তাঁহার
সহিত ভোজন পান করিয়াছি যে আমরা, আমা-
৪২ দেরই প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন। আর তিনি
আদেশ করিলেন, যেন আমরা সেই লোকদের
কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তিনিই
জীবিত ও মৃত উভয় লোকদের বিচারকর্ত্তারূপে
৪৩ ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যক্তি। তাঁহার পক্ষে ভাব-
বাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তাঁহাতে

Digitized by Google

বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপ-
মোচন পায়।
৪৪ পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে
যত লোক বাক্য শ্রবণ করিতেছিল, সকলের
৪৫ উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তখন
পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী ছিন্নত্বক্ লোক
সকল চমৎকৃত হইলেন, কারণ পরজাতীয়দের
উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন হইল।
৪৬ কেননা তাঁহারা উহাদিগকে নানা ভাষায় কথা
কহিতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনি-
৪৭ লেন। তখন পিতর উত্তর করিলেন, এই যে
লোকেরা আমাদের ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত
হইয়াছেন, কেহ কি জল নিবারণ করিয়া ইহাঁ-
দের বাপ্তাইজিত হওয়া নিষেধ করিতে পারে?
৪৮ পরে তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে তাঁহাদিগকে
বাপ্তাইজিত হইবার আজ্ঞা দিলেন। তখন
তাঁহারা কয়েক দিন অবস্থিতি করিতে তাঁহাকে
বিনতি করিলেন।

১১ পরে প্রেরিতেরা এবং যিহূদিয়া দেশস্থ
ভ্রাতৃবর্গ শুনিতে পাইলেন যে, পরজাতীয়
লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে।
২ আর পিতর যিরূশালেমে আসিলে ছিন্নত্বক্
লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কহিলেন,
৩ তুমি অছিন্নত্বক্ লোকদের গৃহে প্রবেশ করিয়া
তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিয়াছ।
৪ কিন্তু পিতর আরম্ভ করিয়া তাঁহাদিগকে আনু-
পূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলেন, কহিলেন,
৫ যাফো নগরে আমি প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন
সময়ে অভিভূত হইয়া দর্শন পাইলাম, দেখি-
লাম, বড় চাদরের মত কোন পাত্র নামিয়া
আসিতেছে, তাহা চারি কোণে ধরিয়া স্বর্গ হইতে
নামাইয়া দেওয়া হইতেছে, এবং তাহা আমার
৬ নিকট পর্য্যন্ত আসিল। আমি তাহার প্রতি
একদৃষ্টে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম,
তন্মধ্যে পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু, আর বন্য পশু,
সরীসৃপ ও আকাশের পক্ষী সকল রহিয়াছে;
৭ আর আমার প্রতি উক্ত এই বাণীও শুনিতে
পাইলাম, উঠ, পিতর, বধ করিয়া ভোজন কর।
৮ কিন্তু আমি কহিলাম, প্রভো, এমন না হউক;
যেহেতুক সামান্য বা অশুচি কোন দ্রব্য কখনও
৯ আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। কিন্তু আকাশ
হইতে বাণী দ্বিতীয় বার উত্তর করিল, 'ঈশ্বর
যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি তাহা সামান্য
১০ বলিও না।' তিন বার এইরূপ হইল; পরে সে
সমস্ত পুনর্ব্বার আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল।
১১ আর দেখ, তৎক্ষণাৎ তিন জন পুরুষ আসিয়া,
যে বাটীতে আমরা ছিলাম, তথায় উপস্থিত
হইল; তাহারা কৈসরিয়া হইতে আমার নিকটে
১২ প্রেরিত হইয়াছিল। আর আত্মা আমাকে
নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত যাইতে আজ্ঞা
করিলেন। আর এই ছয় জন ভ্রাতাও আমার
সহিত গমন করিলেন। পরে আমরা সেই ব্যক্তির
১৩ গৃহে প্রবেশ করিলাম; তিনি আমাদিগকে বলি-
লেন যে, তিনি এক দূতের দর্শন পাইয়াছিলেন,
সেই দূত তাঁহার গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
যাফোতে লোক পাঠাইয়া পিতর নামে আখ্যাত
১৪ শিমোনকে ডাকাইয়া আন; সে তোমাকে এমন
কথা বলিবে, যাহা দ্বারা তোমার ও তোমার
১৫ সমস্ত পরিবারের পরিত্রাণ হইবে। পরে আমি
কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, যেমন আদৌ আমা-
দের উপরে হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদের উপরেও
১৬ পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তাহাতে প্রভুর
সেই বাক্য আমার স্মরণ হইল, যাহা তিনি
বলিয়াছিলেন, 'যোহন জলে বাপ্তাইজ করিয়া-
ছেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত
১৭ হইবে।' অতএব প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী
হইলে পর যদি আমাদিগকে এবং সেই লোক-
দিগকে ঈশ্বর সমান বর দান করিলেন, তবে
আমি কে, যে ঈশ্বরকে নিবারণ করিতে পারি?
১৮ এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া
রহিলেন, এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিলেন,
তবে ত ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদিগকেও জীব-
নার্থক মনঃপরিবর্ত্তন দান করিয়াছেন।
১৯ ইতিমধ্যে স্তিফানের উপলক্ষে যে ক্লেশ ঘটি-
য়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া
গিয়াছিল, তাহারা ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তিয়-
খিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া কেবল যিহূদীদেরই
নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে লাগিল।
২০ কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়েক জন কুপ্রীয় ও কুরীণীয়
লোক ছিল; ইহারা আন্তিয়খিয়াতে আসিয়া
গ্রীক লোকদের নিকটেও প্রভু যীশুকে প্রচার
২১ করিয়া কথা কহিতে লাগিল। আর প্রভুর হস্ত
তাহাদের সহকারী ছিল, এবং বহুসংখ্যক লোক
২২ বিশ্বাস করিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল। পরে
তাহাদের কথা যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর কর্ণগোচর
হইল; তাহাতে তাহারা আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত
২৩ বার্ণবাকে প্রেরণ করিল। তিনি তথায় উপ-
স্থিত হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখিয়া আনন্দ
করিলেন; এবং সকলকে হৃদয়ের একাগ্রতায়
প্রভুর আশ্রয়ে স্থির থাকিতে আশ্বাস দিলেন;
২৪ যেহেতুক তিনি সৎ লোক এবং পবিত্র আত্মায় ও
বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আর অনেক লোক
প্রভুতে সংযুক্ত হইল।
২৫ পরে তিনি শৌলের অন্বেষণ করিতে তার্ষে
গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে পাইয়া আন্তিয়-
২৬ খিয়াতে আনিলেন। পরে তাঁহারা সম্পূর্ণ এক

Digitized by Google

বৎসর যাবৎ মণ্ডলীতে একত্র হইতেন, এবং
অনেক লোককে উপদেশ দিতেন। আর প্রথমে
আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা খ্রীষ্টীয়ান নামে
আখ্যাত হইল।
২৭ সেই সময়ে কয়েক জন ভাববাদী যিরূশালেম
হইতে আন্তিয়খিয়াতে আগমন করিলেন।
২৮ তাঁহাদের মধ্যে আগাব নামে এক ব্যক্তি উঠিয়া
আত্মার আবেশে জানাইলেন যে, সাম্রাজ্যের
সর্ব্বত্র মহাদুর্ভিক্ষ হইবে। ক্লৌদিয়ের অধিকার
২৯ সময়ে তাহা ঘটিল। তাহাতে শিষ্যেরা প্রতিজন
স্ব স্ব সঙ্গতি অনুসারে যিহূদিয়া-নিবাসী ভ্রাতৃ-
গণের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহাদের কাছে সাহায্য
৩০ প্রেরণ করিতে স্থির করিলেন; এবং তদনুযায়ী
কার্য্যও করিলেন, বার্ণব্বার ও শৌলের হস্ত দ্বারা
প্রাচীনবর্গের নিকটে অর্থ পাঠাইয়া দিলেন।

যাকোবের বধ ও পিতরের উদ্ধার।

১২ তৎকালে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েক
জনের প্রতি উপদ্রব করিবার জন্য হস্তক্ষেপ
২ করিলেন; তিনি যোহনের ভ্রাতা যাকোবকে
৩ খড়্গ দ্বারা বধ করিলেন। আর যিহূদীরা ইহাতে
সন্তুষ্ট হইল দেখিয়া তিনি তদ্রূপ পিতরকেও
ধরিলেন। তখন তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের সময়
৪ ছিল। তিনি তাঁহাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়া
চারি সেনাচতুষ্টয়ের নিকটে রক্ষার্থে সমর্পণ
করিলেন; নিস্তারপর্ব্ব গত হইলে লোকদের
কাছে তাঁহাকে উপস্থিত করিতে তাঁহার মানস
৫ ছিল। এইরূপে পিতর কারাবদ্ধ থাকিলেন, কিন্তু
মণ্ডলী কর্ত্তৃক তাঁহার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে
৬ একাগ্রভাবে প্রার্থনা হইতেছিল। পরে হেরোদ
যে দিন তাঁহাকে বাহিরে আনাইবেন, তাহার
পূর্ব্বরাত্রিতে পিতর দুই জন সেনার মধ্যস্থানে
দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া নিদ্রাগত ছিলেন, এবং
দ্বারদেশে কয়েক জন প্রহরী কারাগার রক্ষা
৭ করিতেছিল। আর দেখ, প্রভুর এক দূত পার্শ্বে
দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কারাগৃহমধ্যে আলোক
প্রকাশ পাইল। তিনি পিতরের কুক্ষিদেশে
আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন,
শীঘ্র উঠ। আর তাঁহার হস্ত হইতে শৃঙ্খল খসিয়া
৮ পড়িল। পরে সেই দূত তাঁহাকে কহিলেন, কটি
বন্ধন কর, ও পায়ে পাদুকা দেও। তিনি তাহা
করিলেন। পরে দূত তাঁহাকে কহিলেন, গাত্রে
বস্ত্র দিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।
৯ তাহাতে তিনি বাহির হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন
করিতে লাগিলেন; কিন্তু দূতের দ্বারা যাহা করা
হইল, তাহা যে বাস্তবিক, ইহা তিনি বুঝিতে
পারিলেন না, বরঞ্চ মনে করিলেন, তিনি দর্শন
১০ পাইতেছেন। পরে তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয়
প্রহরিদল পশ্চাৎ ফেলিয়া, যে লৌহদ্বার দিয়া
নগরে যাওয়া যায়, তাহার কাছে উপস্থিত হই-
লেন; সেই দ্বারের কবাট তাঁহাদের সম্মুখে
আপনি খুলিয়া গেল; তাহাতে তাঁহারা নির্গত
হইয়া একটা রাস্তার শেষ পর্য্যন্ত গমন করিলেন,
আর তৎক্ষণাৎ দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান
১১ করিলেন। তখন পিতর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহি-
লেন, এখন আমি নিশ্চয় জানিলাম, প্রভু নিজ
দূতকে প্রেরণ করিয়া হেরোদের হস্ত হইতে এবং
যিহূদী লোকদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা হইতে আমাকে
১২ উদ্ধার করিয়াছেন। এই বিষয় চিন্তা করিয়া
তিনি মার্ক নামে আখ্যাত যোহনের মাতা মরিয়-
মের বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন; সেই স্থানে
অনেকে একত্র হইয়াছিল ও প্রার্থনা করিতেছিল।
১৩ পরে তিনি কটকের দুয়ারে আঘাত করিলে
১৪ রোদা নাম্নী এক দাসী শুনিতে আসিল; এবং
পিতরের স্বর জানিয়া আনন্দবশতঃ দ্বার খুলিল
না, কিন্তু ভিতরে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, পিতর
১৫ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহারা তাহাকে
কহিল, তুমি পাগল হইয়াছ; কিন্তু সে দৃঢ়রূপে
বলিতে লাগিল, না, তাহাই বটে! তখন তাহারা
১৬ কহিল, এ তাঁহার দূত হইবে। কিন্তু পিতর
আঘাত করিতে থাকিলেন; তখন তাহারা দ্বার
১৭ খুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তাহাতে
তিনি হস্ত দ্বারা নীরব হইবার জন্য সঙ্কেত
করিয়া, প্রভু কিরূপে তাঁহাকে কারাগার হইতে
উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত তাহা-
দিগকে জানাইলেন; আর বলিলেন, তোমরা
যাকোবকে ও ভ্রাতৃগণকে এই সমাচার দিও;
পরে বাহির হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।
১৮ দিন হইলে পর, পিতর কি হইল, বলিয়া সেনা-
গণের মধ্যে সামান্য হুলস্থূল পড়িয়া যায় নাই।
১৯ পরে হেরোদ তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া উদ্দেশ
না পাওয়াতে রক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া
তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন। আর
তিনি যিহূদিয়া হইতে নামিয়া কৈসরিয়াতে
গিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন।
২০ আর তিনি সোরীয় ও সীদোনীয়দের উপরে
কুপিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা একচিত্ত হইয়া
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং রাজার
শয়নাগারের অধ্যক্ষ ব্লাস্তকে আপনাদের সপক্ষ
করিয়া সন্ধি যাচ্ঞা করিল, কারণ রাজার দেশ
হইতে তাহাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী আসিত।
২১ তখন এক নিরূপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র
পরিধানপূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের
২২ কাছে বক্তৃতা করিলেন। তখন লোকসমূহ উচ্চৈঃ-
স্বরে বলিতে লাগিল, এ ঈশ্বরের বাণী, মানুষের

Digitized by Google

২৩ নয়। আর প্রভুর এক দূত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে
আঘাত করিলেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের গৌরব
স্বীকার করিলেন না ; তাহাতে তিনি কীটভক্ষিত
হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।
২৪ কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পাইতে ও প্রবল
২৫ হইতে থাকিল। আর বার্ণব্বা ও শৌল আপনা-
দের পরিচর্য্যা-কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর মার্ক
নামে আখ্যাত যোহনকে সঙ্গে করিয়া যিরু-
শালেম হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

সুসমাচার প্রচারার্থে পৌলের প্রথম যাত্রা।

১৩ তৎকালে আন্তিয়খিয়ায়, তথাকার মণ্ড-
লীতে, কয়েক জন ভাববাদী ও শিক্ষক
ছিলেন,—বার্ণব্বা, এবং যাঁহাকে নিগ্র বলে সেই
শিমোন, কুরীণীয় লূকিয়, হেরোদ্ রাজার সঙ্গে
২ প্রতিপালিত মনহেম, এবং শৌল। তাঁহারা
প্রভুর উপাসনা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন
সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণব্বা ও
শৌলকে যে কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি, সেই
কার্য্যের নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাহাদিগকে
৩ পৃথক্ করিয়া দেও। তখন তাঁহারা উপবাস ও
প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া
তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন।
৪ এইরূপে তাঁহারা পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত
হইয়া সিলূকিয়াতে গেলেন, এবং তথা হইতে
৫ সমুদ্রপথে কুপ্র দ্বীপে গমন করিলেন। তাঁহারা
সালামীতে উপস্থিত হইয়া যিহূদীদের সমাজ-
গৃহে সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে
লাগিলেন ; এবং যোহনও ভৃত্যরূপে তাঁহাদের
৬ সঙ্গে ছিলেন। আর তাঁহারা সমস্ত দ্বীপের মধ্য
দিয়া গমন করিয়া পাফঃ নগরে উপস্থিত হইলে
বর-যীশু নামক এক জন যিহূদী মায়াবী ও ভাক্ত
৭ ভাববাদীকে দেখিতে পাইলেন ; সে দেশাধ্যক্ষ
সর্জিয় পৌলের সঙ্গে ছিল ; তিনি এক জন
বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বার্ণব্বা ও
শৌলকে কাছে ডাকিয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে
৮ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইলুমা, সেই মায়াবী—
কেননা ইহাই তাহার নামের অর্থ—সেই দেশা-
ধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে বিপথগামী করিবার
চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।
৯ কিন্তু শৌল, যাঁহাকে পৌলও বলে, পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে
১০ চাহিয়া কহিলেন, হে যাবতীয় ছলে ও কুচাতুরীতে
পরিপূর্ণ দিয়াবল-সন্তান, হে সর্ব্বধার্ম্মিকতার
শত্রু, তুমি প্রভুর সকল পথ বিপরীত করিতে কি
১১ নিবৃত্ত হইবে না ? অতএব এখন দেখ, প্রভুর হস্ত
তোমার উপরে উঠিয়াছে, তুমি অন্ধ হইবে,
উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত সূর্য্য দেখিতে পাইবে না।
আর তৎক্ষণাৎ কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে
আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে সে হাত ধরিয়া চালাই-
বার লোকের অন্বেষণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।
১২ তখন এই ঘটনা দেখিয়া দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপ-
দেশে চমৎকৃত হইয়া বিশ্বাস করিলেন।
১৩ পরে পৌল ও তাঁহার সঙ্গিগণ পাফঃ হইতে
সমুদ্রপথে পাম্ফুলিয়ার পর্গা নগরে উপস্থিত
হইলেন ; তখন যোহন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া
১৪ যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন ; কিন্তু তাঁহারা পর্গা
হইতে অগ্রসর হইয়া পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায়
উপস্থিত হইলেন ; এবং বিশ্রামবারে সমাজ-
১৫ গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিলেন। ব্যবস্থা ও ভাব-
বাদি-গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাজাধ্যক্ষেরা
তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, ভ্রাতৃগণ,
লোকদের কাছে আপনাদের কোন উপদেশ কথা
১৬ যদি থাকে, তবে তাহা বলুন। তখন পৌল
দাঁড়াইয়া হস্ত নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন,—
হে ইস্রায়েল লোকেরা, হে ঈশ্বর-ভীতগণ ! শ্রবণ
১৭ কর। এই ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের
পিতৃপুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লইয়া-
ছিলেন, এবং তাহারা যখন মিসরদেশে প্রবাস
করিতেছিল, তখন তাহাদিগকে উন্নত করিলেন,
ও ঊর্দ্ধ বাহু সহকারে তথা হইতে বাহির করিয়া
১৮ আনিলেন। আর তিনি প্রান্তরে প্রায় চল্লিশ
বৎসর পরিমিত কাল পর্য্যন্ত শিশুপালকের মত
১৯ তাহাদিগকে বহন করিলেন। পরে তিনি কনান
দেশে সাত জাতিকে উৎপাটন করিয়া অধিকা-
রার্থে সেই সকল জাতির দেশ তাহাদিগকে
দিলেন। এইরূপে অনুমান চারি শত পঞ্চাশ
২০ বৎসর অতীত হইল। তাহার পরে তিনি শমূয়েল
ভাববাদীর সময় পর্য্যন্ত বিচারকর্ত্তৃগণকে দিলেন।
২১ তৎপরে তাহারা এক জন রাজা চাহিল, তাহাতে
ঈশ্বর তাহাদিগকে বিন্যামীন বংশজাত কীশের
পুত্র শৌলকে দিয়া চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাখি-
২২ লেন। পরে তিনি তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া তাহা-
দের রাজা হইবার জন্য দায়ূদকে উৎপন্ন করি-
লেন, যাঁহার পক্ষে তিনি এই সাক্ষ্যও দিলেন,
“আমি আপন মনের মত এক ব্যক্তিকে, যিশ-
য়ের পুত্র দায়ূদকে পাইয়াছি, সে আমার সমস্ত
২৩ ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।” তাঁহারই বংশ হইতে ঈশ্বর
আপন প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের নিমিত্ত এক
ত্রাণকর্ত্তাকে, যীশুকে, উপস্থিত করিয়াছেন ;
২৪ তাঁহার আগমনের অগ্রে যোহন যাবতীয় ইস্রা-
য়েল জাতির কাছে মনঃপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম
২৫ প্রচার করিয়াছিলেন। আর যোহন আপন
ধাবন সম্পন্ন করিতে করিতে এই কথা কহিতেন,

Digitized by Google

তোমরা আমাকে কোন্ ব্যক্তি বলিয়া মনে কর?
আমি তিনি নহি; কিন্তু দেখ, আমার পশ্চাৎ
এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, যাঁহার চরণের
পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য নহি।
২৬ হে ভ্রাতৃগণ, অব্রাহাম-বংশের সন্তানগণ, ও
তোমরা যত লোক ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাদেরই
নিকট এই পরিত্রাণের কথা প্রেরিত হইয়াছে।
২৭ কেননা যিরূশালেম-নিবাসীরা এবং তাহাদের
অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে না জানাতে এবং ভাববাদি-
গণের যে সকল বচন প্রতিবিশ্রামবারে পঠিত
হয়, সে সকলও না জানাতে তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা
২৮ করিয়া সে সকল সফল করিল। আর প্রাণদণ্ডের
যোগ্য কোন দোষ না পাইলেও তাহারা পীলা-
তের নিকটে যাচ্ঞা করিল যেন তিনি হত হন।
২৯ আর তাঁহার বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত ছিল,
তাহা সকল করিলে পর তাঁহাকে গাছ হইতে
৩০ নামাইয়া কবরে শয়ন করাইল। কিন্তু ঈশ্বর মৃত-
গণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন।
৩১ আর যে সকল লোক তাঁহার সহিত গালীল হইতে
যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি
অনেক দিন পর্য্যন্ত দর্শন দিলেন; তাহারাই
৩২ সম্প্রতি লোকদের কাছে তাঁহার সাক্ষী। আর
পিতৃগণের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা
তোমাদিগকে এই সুসমাচার জানাইতেছি যে,
৩৩ ঈশ্বর যীশুকে উত্থাপন করাতে আমাদের সন্তান-
গণের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করিয়াছেন,
যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, "তুমি আমার
৩৪ পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" আর
তিনি যে তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থা-
পন করিলেন, এবং তাঁহাকে আর ক্ষয়স্থানে
ফিরিয়া যাইতে হইবে না, এ বিষয়ে ঈশ্বর এই-
রূপ বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে দায়ূদের
৩৫ সাধু ও অটল বর সকল প্রদান করিব।" এই
জন্য তিনি অন্য গীতেও বলেন, "তুমি নিজ
৩৬ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না।" বস্তুতঃ দায়ূদ
আপন সমকালীন লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের
মন্ত্রণা অনুযায়ী কার্য্য করিবার পর নিদ্রাগত
হইলেন, এবং নিজ পিতৃপুরুষদের নিকটে সংগৃ-
৩৭ হীত হইয়া ক্ষয় দেখিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে
উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি ক্ষয় দেখেন নাই।
৩৮ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নিশ্চয় জানিও,
এই ব্যক্তি দ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে
৩৯ জ্ঞাত করা যাইতেছে; আর মোশির ব্যবস্থাতে
তোমরা যে সকল বিষয় হইতে [মুক্ত হইয়া]
ধার্ম্মিকীকৃত হইতে পারিতে না, বিশ্বাসকারী
প্রত্যেক জন সেই সকল বিষয় হইতে [মুক্ত
৪০ হইয়া] এই ব্যক্তিতেই ধার্ম্মিকীকৃত হয়। অত-
এব সাবধান হও; পাছে ভাববাদিগণের গ্রন্থে
৪১ লিখিত এই বচন তোমাদের প্রতি বর্ত্তে, "হে
অবজ্ঞাকারিগণ, দেখ, চমকিয়া উঠ এবং অন্তর্হিত
হও; যেহেতুক তোমাদের সময়ে আমি এক কর্ম্ম
করিব, সেই কর্ম্মের কথা কেহ তোমাদের কাছে
বর্ণনা করিলেও তোমরা কোন মতে বিশ্বাস
করিবে না।"
৪২ তাঁহাদের বাহিরে যাইবার সময়ে লোক সকল
বিনতি করিল, যেন পরবিশ্রামবারে সেই কথা
৪৩ তাহাদের কাছে বলা হয়। আর সমাজ ভঙ্গ
হইলে অনেক যিহূদী ও যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত
লোক পৌল ও বার্ণব্বার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল; এবং তাঁহারা তাহাদের সহিত কথা
কহিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকিতে তাহা-
দিগকে প্রবৃত্তি দিলেন।
৪৪ পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সমস্ত লোক
৪৫ ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে সমাগত হইল। কিন্তু
লোকসমারোহ দেখিয়া যিহূদীরা ঈর্ষাতে পরি-
পূর্ণ হইল, এবং নিন্দা করিতে করিতে পৌলের
বাক্য সকলের প্রতিকূল কথা কহিতে লাগিল।
৪৬ আর পৌল ও বার্ণব্বা সাহসপূর্ব্বক কথা কহি-
লেন, বলিলেন, প্রথমে তোমাদেরই নিকটে
ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা যায়, ইহা আবশ্যক
ছিল; তোমরা যখন তাহা ঠেলিয়া ফেলিতেছ,
এবং আপনাদিগকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য
বিবেচনা করিতেছ, তখন দেখ, আমরা পর-
৪৭ জাতিগণের দিকে ফিরিতেছি। কেননা প্রভু
আমাদিগকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, "আমি
তোমাকে জাতিগণের জ্যোতিঃস্বরূপ করিয়াছি,
যেন তুমি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিত্রাণস্বরূপ
৪৮ হও।" ইহা শুনিয়া পরজাতীয়েরা আহ্লাদিত
হইল, ও ঈশ্বরের বাক্যের গৌরব স্বীকার করিতে
লাগিল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনার্থে নিরূ-
৪৯ পিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল। আর
প্রভুর বাক্য সেই দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া গেল।
৫০ কিন্তু যিহূদীরা ভক্ত ভদ্র মহিলাদিগকে ও নগ-
রের প্রধানবর্গকে উত্তেজিত করিয়া পৌলের ও
বার্ণব্বার প্রতি তাড়না ঘটাইল, এবং আপনাদের
সীমা হইতে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিল।
৫১ তখন তাঁহারা তাহাদের প্রতিকূলে আপন আপন
পদের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ইকনিয়ে গেলেন।
৫২ আর শিষ্যগণ আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরি-
পূর্ণ হইল।

১৪ পরে ইকনিয়ে তাঁহারা এক সঙ্গে যিহূদী-
দের সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং এমন
কথা কহিলেন যে, যিহূদী ও গ্রীকদের বিস্তর লোক
২ বিশ্বাস করিল। কিন্তু অবাধ্য যিহূদীরা ভ্রাতৃ-
গণের বিপক্ষে পরজাতীয়দের মনকে উত্তেজিত
৩ করিয়া হিংসার্থী করিল। অতএব তাঁহারা সেই

Digitized by Google

স্থানে অনেক দিন অবস্থিতি করিলেন, প্রভুতে
সাহসী হইয়া কথা কহিতে লাগিলেন; আর
তিনি আপন অনুগ্রহের বাক্যের পক্ষে সাক্ষ্য
দিতে লাগিলেন, তাঁহাদের হস্ত দ্বারা নানা অভি-
জ্ঞান-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শিত হইতে
৪ দিলেন। আর নগরের লোকসমূহ দুই দলে
বিভক্ত হইল, এক দল যিহুদীদের, অন্য দল
৫ প্রেরিতদের পক্ষে রহিল। আর পরজাতীয়েরা
ও যিহুদীরা অধ্যক্ষদের সহিত তাঁহাদিগকে
অপমান ও প্রস্তরাঘাত করিতে সচেষ্ট হইলে,
৬ তাঁহারা তাহা বুঝিয়া পলায়ন করিলেন. লুকায়-
নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী নগরে এবং চতুর্দ্দিকস্থ
৭ অঞ্চলে গেলেন; আর তথায় সুসমাচার প্রচার
করিতে লাগিলেন।

৮ লুস্ত্রায় এক ব্যক্তি বসিয়া থাকিত, তাহার
পায়ে বল ছিল না, সে মাতৃগর্ভ হইতে খঞ্জ, কখনও
৯ চলে নাই। সেই ব্যক্তি পৌলের কথা শুনিতে-
ছিল; তিনি তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া
সুস্থ হইবার জন্য তাহার বিশ্বাস আছে দেখিয়া
১০ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমার পায়ে ভর দিয়া
সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লম্ফ দিয়া
১১ উঠিল ও হাঁটিতে লাগিল। পৌলের কৃত সেই
কার্য্য দেখিয়া সমাগত লোকেরা লুকায়নীয়
ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, দেবতারা
মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ
১২ হইয়াছেন। আর তাহারা বার্ণব্বাকে দ্যুপিতর
বলিল, এবং পৌল প্রধান বক্তা, এই জন্য তাঁহাকে
১৩ মর্কুরিয় বলিল। আর নগরের সম্মুখে যাহার
মন্দির ছিল, সেই দ্যুপিতরের যাজক কতক-
গুলিন বৃষ ও মালা দ্বারদেশে আনিয়া লোকদের
১৪ সহিত বলিদান করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু
প্রেরিতেরা বার্ণব্বা ও পৌল, তাহা শুনিয়া আপন
আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া
লোকদের মধ্যে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগি-
১৫ লেন, মহাশয়েরা, এ সকল কেন করিতেছেন?
আমরাও আপনাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য;
আমরা আপনাদিগকে সুসমাচার জানাইতেছি,
যেন আপনারা এই সকল অলীক বস্তু হইতে
জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি ফিরেন; যিনি আকাশ-
মণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী
১৬ যাবতীয় বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি অতীত
পুরুষপরম্পরায় যাবতীয় জাতিকে আপন আপন
১৭ পথে গমন করিতে দিয়াছেন; তথাপি তিনি
আপনাকে সাক্ষীবিহীন রাখেন নাই, কেননা
তিনি মঙ্গল করিলেন, আকাশ হইতে বৃষ্টি এবং
শস্যাদিজনক ঋতুগণ আপনাদিগকে দিয়া ভক্ষ্যে
ও আনন্দে আপনাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া
১৮ আসিতেছেন। এই সকল কথা বলিয়া তাঁহারা
কষ্টে আপনাদের উদ্দেশে বলিদান করণ হইতে
লোকসমূহকে নিবৃত্ত করিলেন।
১৯ কিন্তু আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় হইতে কয়েক
জন যিহূদী আসিল; আর তাহারা লোকসমূহকে
প্রবৃত্তি দিয়া পৌলকে প্রস্তরাঘাত করিল, এবং
নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল, মনে
২০ করিল, তিনি মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শিষ্যগণ
তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইলে তিনি উঠিয়া নগর-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং পরদিন বার্ণব্বার
২১ সহিত দর্বীতে যাত্রা করিলেন। আর সেই নগরে
সুসমাচার প্রচার করিয়া এবং অনেক লোককে
শিষ্য করিয়া তাঁহারা লুস্ত্রা, ইকনিয় ও আন্তিয়-
খিয়ায় ফিরিয়া গেলেন, যাইতে যাইতে শিষ্য-
২২ দের মন সুস্থির করিলেন, এবং তাহারা যেন
বিশ্বাসে স্থির থাকে, এমন আশ্বাস দিলেন,
আর কহিলেন, আমাদিগকে অনেক ক্লেশের মধ্য
দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।
২৩ আর তাঁহারা তাহাদের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতে
প্রাচীনবর্গকে নিযুক্ত করিয়া, এবং উপবাস-
পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া, যে প্রভুতে তাহারা
বিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহার হস্তে তাহাদিগকে
২৪ সমর্পণ করিলেন। পরে তাঁহারা পিষিদিয়া
দেশের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাম্ফুলিয়া দেশে
২৫ উপস্থিত হইলেন। আর তাঁহারা পর্গাতে বাক্য
প্রচার করিয়া অত্তালিয়াতে নামিয়া গেলেন;
২৬ এবং তথা হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া, আপনাদের
সাধিত কার্য্যের নিমিত্ত যে নগরে তাঁহারা ঈশ্ব-
রের অনুগ্রহে সমর্পিত হইয়াছিলেন, সেই
২৭ আন্তিয়খিয়াতে গমন করিলেন। তাঁহারা যখন
উপস্থিত হইলেন, ও মণ্ডলীকে একত্র করিলেন,
তখন ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল
কার্য্য করিয়াছিলেন, আর তিনি যে পরজাতীয়-
দের নিমিত্তে বিশ্বাসদ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন,
২৮ সেই সকলের বৃত্তান্ত জানাইলেন। পরে তাঁহারা
অনেক দিন পর্য্যন্ত শিষ্যদের সঙ্গে থাকিলেন।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যিহুদী ও পরজাতীয়দের সমকক্ষতার মীমাংসা।

১৫ পরে যিহুদিয়া হইতে কয়েক জন লোক
আসিয়া ভ্রাতৃগণকে এইরূপ শিক্ষা দিতে
লাগিল, মোশির বিধান অনুসারে ছিন্নত্বক্ না
হইলে তোমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না।
২ আর তাহাদের সহিত পৌলের ও বার্ণব্বার অনেক
বাগ্‌যুদ্ধ ও বিবাদ হইলে পর [ভ্রাতৃগণ] স্থির
করিলেন, সেই তর্কের মীমাংসার্থে পৌল ও
বার্ণব্বা এবং তাঁহাদের আরও কয়েক জন যিরূ-
শালেমে প্রেরিতগণের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে

Digitized by Google

৩ যাইবেন। অতএব তাঁহারা মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রস্থা-
পিত হইয়া ফৈনীকিয়া ও শমরিয়া দেশ দিয়া
গমন করিতে করিতে পরজাতীয়দের পরাবর্ত্তনের
বর্ণনা করিলেন, এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের পরম
৪ আহ্লাদ জন্মাইলেন। পরে যিরূশালেমে উপ-
স্থিত হইয়া মণ্ডলী, প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ
কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে
থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, সে
৫ সমস্তই বর্ণনা করিলেন। কিন্তু ফরীশিদলের
কয়েক জন বিশ্বাসী উঠিয়া বলিতে লাগিল,
সেই লোকদের ত্বক্‌ছেদ করা এবং মোশির ব্যবস্থা
পালনের আজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক।
৬ পরে এই বিষয়ের আলোচনার্থে প্রেরিতগণ ও
৭ প্রাচীনবর্গ সভাস্থ হইলেন। আর অনেক বাদানু-
বাদ হইলে পিতর উঠিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে
লাগিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জান, ইহার
অনেক দিন পূর্ব্বে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে
[আমাকে] মনোনীত করিয়াছেন, যেন আমার
মুখাৎ পরজাতীয়েরা সুসমাচারের বাক্য
৮ শুনিয়া বিশ্বাস করে। আর অন্তর্যামী ঈশ্বর
তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমাদিগকে
যেমন তেমনি তাহাদিগকেও পবিত্র আত্মা দান
৯ করিয়াছেন; এবং আমাদের ও তাহাদের মধ্যে
ইতর বিশেষ না রাখিয়া বিশ্বাস দ্বারাই তাহা-
১০ দের চিত্ত শুচি করিয়াছেন। অতএব সম্প্রতি
তোমরা কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়া শিষ্যগণের
গ্রীবাতে সেই যোঁয়ালি দিবে, যাহার ভার না
আমাদের পিতৃপুরুষেরা, না আমরা সহ্য করিতে
১১ সক্ষম হইয়াছি? কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি,
উঁহারা যেমন, আমরাও তেমনি প্রভু যীশুর অনু-
গ্রহ দ্বারাই পরিত্রাণ পাইব।
১২ তখন সমস্ত লোক নীরব হইয়া রহিল; আর
পৌল ও বার্ণবার দ্বারা পরজাতিগণের মধ্যে
ঈশ্বর কি কি অভিজ্ঞান-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ
সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে তাহার
১৩ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। তাঁহাদের কথা সাঙ্গ হইলে
পর যাকোব এই উত্তর করিলেন,
১৪ হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথা শুন। ঈশ্বর আপন
নামের জন্য পরজাতিগণের মধ্য হইতে এক দল
প্রজা গ্রহণার্থে প্রথমে কিরূপে তাহাদের তত্ত্বা-
বধান করিয়াছিলেন, তাহা শিমোন বর্ণনা
১৫ করিয়াছেন। আর ভাববাদিগণের বাক্য তাহার
১৬ সহিত মিলে, যেমন লিখিত আছে, "ইহার পরে
আমি ফিরিয়া আসিব, দায়ূদের পতিত কুটীর
পুনর্ব্বার গাঁথিব, এবং তাহার উৎপাটিত স্থান
১৭ সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিব, ও তাহা উঠাইব; যেন
অবশিষ্ট লোক সকল, ও যে পরজাতিগণ আমার
নামে আখ্যাত হইয়াছে, সেই সকলে প্রভুর
১৮ অনুসন্ধান করে; প্রভু এই কথা কহেন, তিনি
যুগের আরম্ভ অবধি এই সকল বিষয় জ্ঞাত
১৯ করেন।" অতএব আমার বিচার এই, পরজাতি-
গণের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, তাহা-
২০ দিগকে আমরা আর ভারগ্রস্ত করিব না, কেবল
তাহাদিগকে লিখিব, যেন তাহারা প্রতিমা
সংক্রান্ত অশুচিতা হইতে, ব্যভিচার হইতে, গলা
টিপিয়া মারা প্রাণীর মাংস হইতে এবং রক্ত হইতে
২১ স্বতন্ত্র থাকে। কেননা প্রতিনগরে অতি দীর্ঘ-
কালাবধি মোশির এমন লোক আছে, যাহারা
তাঁহাকে প্রচার করে, প্রতিবিশ্রামবারে সমাজ-
গৃহে সমাজগৃহে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ হইতেছে।
২২ তখন প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ সমস্ত মণ্ডলীর
সহযোগে আপনাদের মধ্য হইতে মনোনীত
কোন কোন লোককে, অর্থাৎ বার্শব্বা নামে
আখ্যাত যিহূদা, এবং সীল, ভ্রাতৃগণের মধ্যে
অগ্রগণ্য এই দুই জনকে, পৌল ও বার্ণবার সহিত
আন্তিয়খিয়ায় প্রেরণ করিতে বিহিত বুঝিলেন;
২৩ এবং তাঁহাদের হস্তে এইরূপ লিখিয়া পাঠাই-
লেন, 'আন্তিয়খিয়া, সুরিয়া ও কিলিকিয়া-
নিবাসী পরজাতীয় ভ্রাতৃগণের নিকটে প্রেরিত-
গণের ও প্রাচীনগণের, ভ্রাতৃগণের, মঙ্গলবাদ।
২৪ আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, আমরা যাহা-
দিগকে কোন আজ্ঞা দিই নাই, এমন কয়েক
ব্যক্তি আমাদের মধ্য হইতে গিয়া কথা দ্বারা
তোমাদের প্রাণ ক্ষুব্ধ করিয়া তোমাদিগকে অস্থির
২৫ করিয়াছে। তন্নিমিত্ত আমরা একমত হইয়া
আপনাদের কোন কোন লোককে মনোনীত
২৬ করিয়া, আমাদের প্রিয় যে বার্ণবা ও পৌল
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের নিমিত্ত
প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তোমাদের
২৭ নিকটে প্রেরণ করিতে বিহিত বুঝিলাম। অত-
এব যিহূদা ও সীলকে পাঠাইলাম, ইঁহারাও
বাচনিক তোমাদিগকে সেই সকল কথা জ্ঞাত
২৮ করিবেন। কারণ পবিত্র আত্মার এবং আমা-
দের ইহা বিহিত বোধ হইল, যেন এই কয়েকটী
প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর
২৯ কোন ভার না দিই, ফলে প্রতিমার প্রসাদ এবং
রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণীর মাংস ও ব্যভি-
চার হইতে স্বতন্ত্র থাকা তোমাদের উচিত; এই
সকল হইতে আপনাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিলে
তোমাদের কুশল হইবে। তোমাদের মঙ্গল
হউক।'
৩০ তখন তাঁহারা বিদায় হইয়া আন্তিয়খিয়ায়
আসিলেন, এবং শিষ্যসমূহকে একত্র করিয়া পত্র-
৩১ খানি সমর্পণ করিলেন। তাহা পাঠ করিয়া
শিষ্যেরা সেই আশ্বাসের কথায় আনন্দিত
৩২ হইল। আর যিহূদা ও সীল আপনারাও ভাব-

Digitized by Google

বাদী ছিলেন বলিয়া অনেক কথা দ্বারা ভ্রাতৃগণকে
৩৩ আশ্বাস দিলেন ও সুস্থির করিলেন। এই প্রকারে
কিছু কাল যাপন করিয়া শেষে, যাঁহারা তাঁহা-
দিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের
কাছে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত শান্তিতে ভ্রাতৃ-
৩৪ গণের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। (কিন্তু
সীল সে স্থানে থাকিতে বিহিত বোধ করিলেন।)
৩৫ আর পৌল ও বার্ণব্বা আন্তিয়খিয়াতে অবস্থিতি
করিয়া অন্য অন্য অনেক লোকের সহিত প্রভুর
বাক্য শিক্ষা দিতেন ও প্রচার করিতেন।

সুসমাচার প্রচারার্থে পৌলের দ্বিতীয় যাত্রা।

৩৬ কতক দিন পরে পৌল বার্ণব্বাকে কহিলেন,
চল, আমরা যে সকল নগরে প্রভুর বাক্য প্রচার
করিয়াছিলাম, সেই সকল নগরে এখন ফিরিয়া
গিয়া, ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধান করি, দেখি, তাঁহারা
৩৭ কেমন আছে। আর মার্ক নামে আখ্যাত
যোহনকেও সঙ্গে লইতে বার্ণব্বার মানস ছিল;
৩৮ কিন্তু যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়া দেশে তাঁহাদিগকে
ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের সহিত কার্য্যে
গমন করে নাই, এমন লোককে সঙ্গে করিয়া
৩৯ লওয়া পৌলের অনুচিত বোধ হইল। ইহাতে
এমন বিতণ্ডা হইল যে, তাঁহারা পরস্পর পৃথক্
হইলেন; ফলতঃ বার্ণব্বা মার্ককে সঙ্গে করিয়া
৪০ জলপথে কুপ্র দ্বীপে গমন করিলেন; কিন্তু
পৌল সীলকে মনোনীত করিলেন, এবং ভ্রাতৃ-
গণের দ্বারা প্রভুর অনুগ্রহে সমর্পিত হইয়া প্রস্থান
৪১ করিলেন। তিনি সুরিয়া ও কিলিকিয়া দেশ দিয়া
গমন করিতে করিতে মণ্ডলীগণকে সুস্থির
করিলেন।

১৬ পরে তিনি দর্বীতে ও লুস্ত্রায় উপস্থিত
হইলেন। আর দেখ, সে স্থানে তীমথিয়
নামে এক শিষ্য ছিলেন; তিনি এক বিশ্বাসিনী
যিহূদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তাঁহার পিতা গ্রীক;
২ লুস্ত্রা ও ইকনিয়-নিবাসী ভ্রাতৃগণ তাঁহার পক্ষে
৩ সাক্ষ্য দিত। পৌলের ইচ্ছা হইল, যেন সে ব্যক্তি
তাঁহার সঙ্গে গমন করেন; আর তিনি ঐ সকল
অঞ্চলের যিহূদীদের নিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া
তাঁহার ত্বক্ছেদ করিলেন; কেননা তাঁহার
৪ পিতা যে গ্রীক, ইহা সকলে জ্ঞাত ছিল। আর
তাঁহারা নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে যিরূ-
শালেমস্থ প্রেরিতগণের ও প্রাচীনবর্গের নিরূ-
পিত নিয়মাবলি পালনার্থে ভ্রাতৃগণকে সমর্পণ
৫ করিলেন। তখন মণ্ডলীগণ বিশ্বাসে দৃঢ়ীকৃত
হইতে এবং দিন দিন সংখ্যাতে বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল।

৬ তাঁহারা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া দেশ দিয়া
গমন করিলেন, কেননা আশিয়া দেশে বাক্য
প্রচার করিতে পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিবারিত
৭ হইয়াছিলেন; আর মুশিয়া দেশের নিকটে
উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বিথুনিয়ায় যাইতে
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁহাদিগকে
৮ যাইতে দিলেন না। তখন তাঁহারা মুশিয়া দেশ
৯ ছাড়িয়া ত্রোয়াতে নামিয়া গেলেন। অনন্তর
রাত্রিকালে পৌল এক দর্শন পাইলেন; এক
মাকিদনীয় পুরুষ দাঁড়াইয়া বিনতিপূর্ব্বক তাঁহাকে
বলিতেছে, পার হইয়া মাকিদনিয়া দেশে
১০ আসিয়া আমাদের উপকার করুন। তিনি সেই
দর্শন পাইলে আমরা অবিলম্বে মাকিদনিয়া
দেশে যাইতে চেষ্টা করিলাম, বুঝিলাম, তথাকার
লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে ঈশ্বর
আমাদিগকে ডাকিয়াছেন।
১১ অতএব আমরা ত্রোয়া হইতে জলযাত্রা করিয়া
সোজা পথে সামথ্রাকীতে, এবং তাহার পরদিন
১২ নিয়াপলিতে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে
ফিলিপীতে গেলাম; উহা মাকিদনিয়ার ঐ
বিভাগের প্রধম নগর, [রোমীয়] উপনিবেশ।
সেই নগরে আমরা কয়েক দিন অবস্থিতি করি-
১৩ লাম। আর বিশ্রামবারে নগর-দ্বারের বাহিরে
নদীতীরে গেলাম, অনুমান করিলাম, সেখানে
প্রার্থনা-স্থান আছে; আর তথায় বসিয়া আমরা
সমাগত স্ত্রীলোকদের কাছে কথা কহিতে লাগি-
১৪ লাম। আর ঈশ্বরের ভজনাকারিণী লুদিয়া নাম্নী
একটী স্ত্রীলোক কথা শুনিতেছিলেন; তিনি
থুয়াতীরা নগরের লোক, এবং বেগুনিয়া কাপড়
বিক্রয় করিতেন; প্রভু তাঁহার হৃদয় খুলিয়া
দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথিত বাক্যে
১৫ মনোযোগ করেন। তিনি ও তাঁহার পরিবার
বাপ্তাইজিত হইলে পর তিনি বিনতিপূর্ব্বক
কহিলেন, আপনারা যদি আমাকে প্রভুতে
বিশ্বাসিনী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন,
তবে আমার গৃহে আসিয়া বাস করুন।
আর তিনি আগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে লইয়া
গেলেন।

১৬ এক দিন আমরা সেই প্রার্থনা-স্থানে গমন
করিতেছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা
এক দাসী আমাদের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল; সে
গণনা করাতে তাহার কর্ত্তাদের বিস্তর লাভ হইত।
১৭ সে পৌলের এবং আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিতে চলিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, এই
লোকেরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, ইহাঁরা তোমা-
১৮ দিগকে পরিত্রাণের পথ জানাইতেছেন। সে
অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিল; কিন্তু পৌল
ব্যথিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই আত্মাকে কহি-

Digitized by Google

লেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা
দিতেছি, ইহা হইতে নির্গত হও ; তাহাতে সে
১৯ দণ্ডেই তাহা হইতে নির্গত হইল। কিন্তু তাহা-
দের লাভের প্রত্যাশা নির্গত হইল দেখিয়া তাহার
কর্ত্তারা পৌলকে ও সীলকে ধরিয়া বাজারে অধ্যক্ষ-
২০ দের সম্মুখে টানিয়া লইয়া গেল ; এবং শাসন-
কর্ত্তাদের নিকটে তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিয়া
বলিল, এই ব্যক্তিরা আমাদের নগর অতিশয়
২১ অস্থির করিয়া তুলিতেছে, ইহারা যিহূদী ; আর
রোমীয় যে আমরা, আমাদের যেরূপ রীতিনীতি
গ্রহণ কি পালন করিতে নাই, তাহাই প্রচার
২২ করিতেছে। তাহাতে লোকসমূহ তাঁহাদের প্রতি-
কূলে উঠিল, এবং শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের বস্ত্র
ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা
২৩ দিলেন। আর তাঁহাদিগকে বিস্তর প্রহার করা
হইলে পর তাঁহারা তাঁহাদিগকে কারাগারে
নিক্ষেপ করিলেন, এবং সাবধানে রক্ষা করিতে
২৪ কারারক্ষককে আজ্ঞা দিলেন। এই প্রকার আদেশ
প্রাপ্ত হওয়াতে সে তাঁহাদিগকে অন্তরস্থ কারা-
গারে বদ্ধ করিল, এবং তাঁহাদের পায়ে হাড়ি
২৫ দিয়া রাখিল। কিন্তু অর্দ্ধরাত্র সময়ে পৌল ও
সীল প্রার্থনা ও ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তোত্র গান
করিতেছিলেন, এবং বন্দিগণ তাঁহাদের গান
২৬ শুনিতেছিল। তখন অকস্মাৎ এমন মহাভূমিকম্প
হইল যে, কারাগারের ভিত্তিমূল টলটলায়মান
হইল ; এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্বার মুক্ত হইল, ও
২৭ সকলের বন্ধন খুলিয়া গেল। তাহাতে কারারক্ষক
নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া কারাগারের দ্বার
সকল মুক্ত দেখাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আপ-
নার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল, অনুমান
২৮ করিল, বন্দিগণ পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু পৌল
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, ওহে, আপনার
হিংসা করিও না, কেননা আমরা সকলেই এ
২৯ স্থানে আছি। তখন সে প্রদীপ আনিতে বলিয়া
ভিতরে দৌড়িয়া গেল, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে
৩০ পৌলের ও সীলের সম্মুখে পড়িল ; আর তাঁহা-
দিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল, মহাশয়েরা,
পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে
৩১ হইবে ? তাঁহারা কহিলেন, প্রভু যীশুতে বিশ্বাস
কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে, তুমি ও তোমার
৩২ পরিবার। পরে তাঁহারা তাহাকে এবং তাহার
বাটীতে উপস্থিত সকল লোককে প্রভুর বাক্য
৩৩ বলিলেন। আর রাত্রির সেই দণ্ডেই সে তাঁহা-
দিগকে লইয়া তাঁহাদের প্রহারের ক্ষত সকল
ধৌত করিল ; এবং আপনি ও তাহার সকল
৩৪ লোক অবিলম্বে বাপ্তাইজিত হইল। পরে সে
তাঁহাদিগকে উপরে আপন গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া
তাঁহাদের সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য রাখিল ; এবং
সে সমস্ত পরিবারের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস
করাতে আহ্লাদিত হইল।
৩৫ দিবস হইলে শাসনকর্ত্তারা বেত্রধরদিগকে
পাঠাইয়া দিয়া এই আজ্ঞা করিলেন, ঐ লোক-
৩৬ দিগকে ছাড়িয়া দেও। তাহাতে কারারক্ষক
পৌলকে এই সংবাদ দিয়া কহিল, শাসনকর্ত্তৃগণ
আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা পাঠাইয়া-
ছেন, অতএব আপনারা এখন বাহির হইয়া
৩৭ শান্তিতে প্রস্থান করুন। কিন্তু পৌল তাহাদিগকে
কহিলেন, আমরা রোমীয়, তাঁহারা আমাদের
বিচার না করিয়া সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে আমা-
দিগকে প্রহার করাইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করি-
য়াছেন, এক্ষণে কি গোপনে আমাদিগকে বাহির
করিয়া দিতেছেন ? তাহা হইবে না ; তাঁহারা
নিজে আসিয়া আমাদিগকে বাহিরে লইয়া
৩৮ যাউন। তখন বেত্রধরেরা শাসনকর্ত্তৃগণকে এই
কথার সংবাদ দিল। তাহাতে উঁহারা যে রোমীয়,
এ কথা শুনিয়া শাসনকর্ত্তৃগণ ভীত হইলেন, এবং
নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয়
৩৯ করিলেন, আর বাহিরে লইয়া গিয়া নগর হইতে
৪০ প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তাঁহারা
কারাগার হইতে বাহির হইয়া লুদিয়ার বাটীতে
প্রবেশ করিলেন ; পরে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে দেখা
হইলে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া তথা হইতে
প্রস্থান করিলেন।

১৭ পরে তাঁহারা আম্ফিপলি ও আপল্লো-
নিয়া দিয়া গমন করিয়া থিষলনীকীতে
আসিলেন। সেই স্থানে যিহূদীদের এক সমাজ-
২ গৃহ ছিল ; আর পৌল আপন রীতি অনুসারে
তথায় তাহাদের কাছে গেলেন, এবং তিনি
বিশ্রামবারে তাহাদের সহিত শাস্ত্রের কথা লইয়া
৩ প্রসঙ্গ করিলেন, স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন যে,
খ্রীষ্টের মৃত্যুভোগ ও মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরু-
ত্থান করা আবশ্যক ছিল, এবং এই যে যীশুকে
আমি তোমাদের কাছে প্রচার করিতেছি, তিনিই
৪ সেই খ্রীষ্ট। তাহাতে তাহাদের মধ্যে কয়েক জন
এবং বহুসংখ্যক ভক্ত গ্রীক ও অনেক প্রধানা মহিলা
বুঝিতে পারিয়া পৌল ও সীলের সপক্ষ হইলেন।
৫ কিন্তু যিহূদীরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া বাজারের
কয়েক জন দুষ্ট লোককে সঙ্গে লইয়া জনতা
করিয়া নগরে গোলযোগ বাধাইয়া দিল, এবং
যাসোনের বাটী আক্রমণ করিয়া লোকদের কাছে
আনিবার জন্য তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিল।
৬ কিন্তু তাঁহাদিগকে না পাওয়াতে তাহারা যাসোন
এবং আর কয়েক ভ্রাতাকে নগরাধ্যক্ষদের সম্মুখে
টানিয়া লইয়া গেল, চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,
এই যে লোকেরা জগৎসংসারকে লণ্ডভণ্ড করি-
৭ য়াছে, ইহারা এ স্থানেও উপস্থিত হইল ; যাসোন

Digitized by Google

ইহাদিগের আতিথ্য করিয়াছে। আর ইহারা
সকলে কৈসরের রাজশাসনের বিপরীতাচরণ
করে, বলে, যীশু নামে আর এক ব্যক্তি রাজা
৮ আছে। এই প্রকার কথা শুনাইয়া তাহারা জন-
৯ তাকে ও নগরাধ্যক্ষদিগকে উদ্বিগ্ন করিল। তখন
তাঁহারা যাসোনের ও আর সকলের [illegible]
লইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।
১০ পরে ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে পৌলকে ও সীলকে
রাত্রিযোগে বিরয়াতে পাঠাইয়া দিলেন। তথায়
উপস্থিত হইয়া তাঁহারা যিহূদীদের সমাজগৃহে
১১ গমন করিলেন। থিষলনীকীর যিহূদীদের
অপেক্ষা ইহারা সুশীল ছিল; কেননা ইহারা
সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্ব্বক বাক্য গ্রহণ করিয়া, এ সকল
বাস্তবিকই এইরূপ কি না, তাহা জানিবার
নিমিত্ত প্রতিদিন শাস্ত্র আলোচনা করিত।
১২ অতএব তাহাদের মধ্যে অনেকে এবং গ্রীকদিগের
মধ্যেও অনেক ভদ্র মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাস
১৩ করিলেন। কিন্তু থিষলনীকীর যিহূদীরা যখন
জানিতে পাইল যে, বিরয়াতেও পৌল কর্তৃক
ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তখন তাহারা
আসিয়া সে স্থানেও লোকসমূহকে অস্থির ও
১৪ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। তখন ভ্রাতৃগণ
অবিলম্বে পৌলকে সমুদ্র পর্য্যন্ত যাইবার জন্য
প্রস্থাপন করিলেন; আর সীল ও তীমথিয় সে
১৫ স্থানে রহিলেন। আর পৌলের পথপ্রদর্শকেরা
তাঁহাকে আথীনী পর্য্যন্ত লইয়া গেল; পরে,
তোমরা সীলকে ও তীমথিয়কে অতি সত্বর আমার
কাছে আসিতে বলিবে, এই আজ্ঞা পাইয়া
প্রস্থান করিল।
১৬ পৌল যখন তাঁহাদের অপেক্ষায় আথীনীতে
ছিলেন, তখন সেই নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ
১৭ দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা উত্তপ্ত হইল। অত-
এব তিনি সমাজগৃহে যিহূদী ও ভক্ত লোকদের
সহিত, এবং বাজারে প্রতিদিন যাহাদের সহিত
দেখা হইত, তাহাদের সহিত কথা প্রসঙ্গ করি-
১৮ তেন। আবার কয়েক জন ইপিকূরেয় ও স্তোয়িকীয়
দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার সহিত তর্ক-
বিতর্ক করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ কহিল,
এ বাচালটা কি বলিতে চায়? আর কেহ কেহ
বলিল, উহাকে বিজাতীয় দেবতাদের প্রচারক
বলিয়া বোধ হয়; কারণ তিনি যীশু ও পুনরুত্থান-
১৯ বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিতেন। শেষে
তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া আরেয়পাগে লইয়া
গিয়া কহিল, এই যে নূতন শিক্ষা আপনি প্রচার
করিতেছেন, ইহা কি প্রকার, তাহা আমরা কি
২০ জানিতে পারিব? কেননা আপনি অদ্ভুত বিষ-
য়ের কথা আমাদের কর্ণগোচর করিতেছেন;
অতএব এ সকল কথার অর্থ কি, তাহা আমরা
২১ জানিতে বাসনা করিতেছি। আথীনীর সকল
লোক ও তথায় প্রবাসী বিদেশীরা কেবল নূতন
কোন কথা প্রচার কি শ্রবণ করিতে করিতে
২২ কালক্ষেপ করিত। তখন পৌল আরেয়পাগের
মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
হে আথীনীর লোকেরা, আমি দেখিতেছি
২৩ তোমরা সর্ব্ববিষয়ে বড়ই দেবতাভক্ত। বিশেষতঃ
বেড়াইবার সময়ে তোমাদের পূজ্য বস্তু সকল
নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক যজ্ঞবেদিও দেখি-
লাম, যাহার উপরে 'অবিদিত ঈশ্বরের উদ্দেশে,'
এই কথা লিখিত আছে। অতএব তোমরা না
জানিয়া যাঁহার ভজনা করিতেছ, তাঁহাকে আমি
২৪ তোমাদের নিকটে প্রচার করি। ঈশ্বর, যিনি
জগতের ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর নির্ম্মাণকর্ত্তা,
তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু বলিয়া হস্তকৃত
২৫ মন্দিরে বাস করেন না; কোন কিছুর অভাব
প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না,
কেননা তিনি আপনি সকলকে জীবন ও শ্বাস
২৬ প্রভৃতি সমস্তই দিতেছেন। আর তিনি সমস্ত
ভূমণ্ডলে বাস করাইবার জন্য এক ব্যক্তি হইতে
মনুষ্যদের যাবতীয় জাতিকে উৎপন্ন করিয়া
তাহাদের নিরূপিত কাল ও নিবাসের সীমা স্থির
২৭ করিয়াছেন; যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ
করিতে করিতে হাঁতড়িয়া হাঁতড়িয়া কোন মতে
তাঁহার উদ্দেশ পায়। তথাপি তিনি আমাদের
২৮ কাহারও হইতে দূরে নহেন; বস্তুতঃ তাঁহাতেই
আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা; যেমন তোমাদের
কয়েক জন কবিও বলিয়াছেন, যথা, 'আমরাও
২৯ তাঁহার বংশ'। অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের
বংশ, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যদের কৌশল
ও কল্পনা অনুসারে খোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের
কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য
৩০ নহে। আর ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা
করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্ব্বস্থানের সকল
মনুষ্যকে মনঃপরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতে-
৩১ ছেন; যেহেতুক তিনি এমন এক দিন স্থির
করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি
দ্বারা ন্যায়ে জগৎসংসারের বিচার করিবেন;
এবং তাঁহার বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ
দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে
উত্থাপন করিয়াছেন।
৩২ তখন মৃতগণের পুনরুত্থানের কথা শুনিয়া
কেহ কেহ উপহাস করিতে লাগিল; কিন্তু অন্য
কেহ কেহ বলিল, আপনকার কাছে এ বিষয়
৩৩ আর এক বার শুনিব। এইরূপে পৌল তাহাদের
৩৪ মধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। তথাপি কোন
কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গ ধরিয়া বিশ্বাস করিল;
আর তাহাদের মধ্যে আরেয়পাগীয় দিয়নুষিয়

Digitized by Google

এবং দামারী নামে একটী স্ত্রীলোক, ও তাঁহাদের
সহিত আর কয়েক জন ছিল।

১৮ তৎপরে পৌল আথীনী হইতে প্রস্থান
করিয়া করিন্থে আসিলেন। আর তিনি
আকিলা নামে এক যিহূদীর দেখা পাইলেন;
ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন পূর্ব্বে আপন
ভার্য্যা প্রিষ্কিল্লার সহিত ইতালিয়া হইতে
আসিয়াছিলেন, কেননা ক্লৌদিয় সমুদয় যিহূ-
দীকে রোম হইতে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করিয়া-
৩ ছিলেন। পৌল তাঁহাদের কাছে গেলেন। আর
তিনি সমব্যবসায়ী হওয়াতে তাঁহাদের সঙ্গে বাস
করিলেন, আর তাঁহারা কর্ম্ম করিতেন, কেননা
৪ তাঁহারা তাম্বু নির্ম্মাণ ব্যবসায়ী ছিলেন। আর
প্রতিবিশ্রামবারে তিনি সমাজগৃহে কথা প্রসঙ্গ
করিয়া যিহূদী ও গ্রীকদিগকে বিশ্বাস করিতে
প্রবৃত্তি দিতেন।

৫ আর যখন সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়া হইতে
আসিলেন, তখন পৌল বাক্যে নিবিষ্ট থাকিয়া,
যীশুই যে খ্রীষ্ট, ইহার প্রমাণ যিহূদীদিগকে
৬ দিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা প্রতিরোধ ও নিন্দা
করাতে তিনি বস্ত্র ঝাড়িয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মস্তকে [বর্ত্তুক],
আমি শুচি; অদ্যাবধি আমি পরজাতীয়দের
৭ নিকটে চলিলাম। পরে তিনি তথা হইতে
প্রস্থানপূর্ব্বক তীত যুষ্ট নামে এক ব্যক্তির বাটীতে
প্রবেশ করিলেন। ইনি ঈশ্বরের ভজনা করিতেন,
৮ ইঁহার বাটী সমাজগৃহের পার্শ্বে ছিল। আর
সমাজাধ্যক্ষ ক্রীষ্প সমস্ত পরিবারের সহিত
প্রভুতে বিশ্বাস করিলেন; এবং করিন্থীয়দের
মধ্যে অনেক লোক শুনিয়া বিশ্বাস করিল, ও
৯ বাপ্তাইজিত হইল। আর প্রভু রাত্রিকালীন
দর্শনে পৌলকে কহিলেন, ভয় করিও না, কথা
১০ বল, নীরব থাকিও না; কারণ আমি তোমার
সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার হিংসা করণার্থে
কেহই তোমাকে আক্রমণ করিবে না; কেননা এ
১১ নগরে আমার অনেক প্রজা আছে। তাহাতে
তিনি দেড় বৎসর অবস্থিতি করিয়া তাহাদের
মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।

১২ আর গাল্লিয়ো যখন আখায়ার দেশাধিপতি
হন, তখন যিহূদিরা একযোগে পৌলের বিপক্ষে
উঠিয়া তাঁহাকে বিচারাসনের সম্মুখে লইয়া
১৩ গিয়া কহিল, এই ব্যক্তি ব্যবস্থার বিপরীতে
ঈশ্বরের ভজনা করিতে লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি
১৪ দেয়। কিন্তু যখন পৌল মুখ খুলিতে উদ্যত হই-
লেন, তখন গাল্লিয়ো যিহূদীদিগকে কহিলেন,
কোন প্রকার অপরাধ কিম্বা বদমায়েসি যদি
হইত, তবে, হে যিহূদীরা, আমি যথাযুক্তি
১৫ তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিতাম; কিন্তু বাক্য
বা নাম বা তোমাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যদি
হয়, তবে তোমরা আপনারাই তাহা দেখিয়া
লও, আমি সেই প্রকার বিষয়ের বিচারকর্ত্তা
১৬ হইতে চাহি না। পরে তিনি তাঁহাদিগকে বিচা-
১৭ রাসন হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহাতে সকলে
সমাজাধ্যক্ষ সোস্থিনিকে ধরিয়া বিচারাসনের
সম্মুখে প্রহার করিতে লাগিল; আর গাল্লিয়ো
সে সকল বিষয়ে কিছু মনোযোগ করি-
লেন না।

১৮ অনন্তর পৌল আরও অনেক দিন অবস্থিতি
করিবার পর ভ্রাতৃগণের নিকটে বিদায় লইয়া
সমুদ্রপথে সুরিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, এবং
তাঁহার সঙ্গে প্রিষ্কিল্লা ও আকিলাও গেলেন;
তিনি কিংক্রিয়াতে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন,
১৯ কেননা তাঁহার এক মানত ছিল। আর তাঁহারা
ইফিষে উপস্থিত হইলে তিনি ঐ দুই জনকে সে
স্থানে রাখিলেন; কিন্তু আপনি সমাজগৃহে
প্রবেশ করিয়া যিহূদীদের কাছে কথা প্রসঙ্গ
২০ করিলেন। আর তাহারা আপনাদের নিকটে আর
কিছু দিন থাকিতে তাঁহাকে বিনয় করিলে তিনি
২১ সম্মত হইলেন না; কিন্তু তাহাদের কাছে বিদায়
লইলেন, বলিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি
আর এক বার তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব।
পরে তিনি জলপথে ইফিষ হইতে প্রস্থান
২২ করিলেন। আর কৈসরিয়ায় উপস্থিত হইয়া
[যিরূশালেমে] গিয়া মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ করিয়া
২৩ তথা হইতে আন্তিয়খিয়ায় গেলেন। কিছু কাল
অতিবাহিত করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন,
এবং ক্রমে গালাতিয়া ও ফরুগিয়া দেশে ভ্রমণ
করিতে করিতে শিষ্য সকলের মন সুস্থির
করিলেন।

ইফিষে পৌলের প্রচার।

২৪ আর আপল্লো নামক এক জন যিহূদী ইফিষে
আসিলেন; তিনি জাতিতে আলেকসান্দ্রীয়, এক
২৫ জন সুবক্তা, এবং শাস্ত্রে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি
প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং
আত্মাতে উত্তপ্ত হওয়াতে যীশুবিষয়ক কথা
সূক্ষ্মরূপে বলিতেন ও শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কেবল
২৬ যোহনের বাপ্তিস্ম জ্ঞাত ছিলেন। তিনি সমাজ-
গৃহে সাহসপূর্ব্বক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন;
তাহাতে প্রিষ্কিল্লা ও আকিলা তাঁহার উপদেশ
শুনিয়া আপনাদের নিকটে তাঁহাকে আনিলেন,
এবং ঈশ্বরের পথ আরও সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া
২৭ দিলেন। পরে তিনি আখায়াতে যাইবার মানস
করিলে ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন, আর
তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে শিষ্যদিগকে পত্র লিখি-

Digitized by Google

লেন; তাহাতে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া,
যাহারা অনুগ্রহ দ্বারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা-
২৮ দের বিস্তর উপকার করিলেন; কারণ যীশুই যে
খ্রীষ্ট, ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া
তিনি ক্ষমতার সহিত সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে
যিহূদিগণকে নিরুত্তর করিলেন।

১৯ আপল্লো যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সে
সময়ে পৌল সমুদ্র হইতে দূরস্থ ঐ সকল
অঞ্চল দিয়া গমন করিয়া ইফিষে আসিলেন।
তথায় কয়েক জন শিষ্যের দেখা পাইলেন;
২ আর তাহাদিগকে বলিলেন, বিশ্বাসী হইবার
সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে?
তাহারা তাঁহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে
৩ আছেন, তাহা আমরা শুনিও নাই। তিনি কহি-
লেন, তবে কিসে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলে?
৪ তাহারা কহিল, যোহনের বাপ্তিস্মে। পৌল
কহিলেন, যোহন মনঃপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্মে
বাপ্তাইজ করিতেন, লোকদিগকে বলিতেন, যিনি
তাঁহার পরে আসিবেন, তাঁহাতে অর্থাৎ যীশুতে
৫ তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। এ কথা
শুনিয়া তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত
৬ হইল। আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ
করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসি-
লেন, তাহাতে তাহারা নানা ভাষা কহিতে এবং
৭ ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। তাহারা
সর্ব্বশুদ্ধ অনুমান দ্বাদশ জন পুরুষ ছিল।
৮ পরে তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া তিন
মাস সাহসপূর্ব্বক কথা কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য
সম্বন্ধীয় বিষয়ে কথা প্রসঙ্গ করিতে ও প্রবৃত্তি
৯ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক জন যখন কঠিন-
মনা ও অনাজ্ঞাবহ হইয়া লোকসমূহের সাক্ষাতে
সেই পথের নিন্দা করিতে লাগিল, তখন তিনি
তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া শিষ্যগণকে
পৃথক্ করিলেন, প্রতিদিন তুরাণ্নের বিদ্যালয়ে
১০ কথা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুই
বৎসর যাবৎ চলিল; তাহাতে আশিয়া-নিবাসী
যিহূদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে
১১ পাইল। আর পৌলের হস্ত দ্বারা ঈশ্বর অসামান্য
১২ পরাক্রম-কার্য্য সাধন করিতেন; এমন কি, তাঁহার
গাত্র হইতে রুমাল কিম্বা উত্তরীয় বস্ত্র পীড়িত
লোকদের নিকটে আনিলে ব্যাধি তাহাদিগকে
ছাড়িয়া যাইত, এবং দুষ্ট আত্মারা নির্গত
হইত।
১৩ আর পর্য্যটনকারী কয়েক জন যিহূদী ভূত-
ঝাড়িয়া দুষ্ট আত্মাবিষ্ট লোকদের কাছে প্রভু
যীশুর নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত হইল, বলিতে
লাগিল, পৌল যাঁহাকে প্রচার করেন, সেই
যীশুর দিব্য দিয়া তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি।
১৪ আর স্কিবা নামে এক জন যিহূদী প্রধান যাজ-
১৫ কের সাত পুত্র এই প্রকার করিত। তাহাতে
দুষ্ট আত্মা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল,
যীশুকে আমি জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু
১৬ তোমরা কে? আর সেই দুষ্ট আত্মাবিষ্ট ব্যক্তি
তাহাদের উপরে লাফ দিয়া পড়িল, দুই জনকেই
পরাভব করিল এবং তাহাদের উপরে বল প্রকাশ
করিতে লাগিল; তাহাতে তাহারা উলঙ্গ ও
ক্ষতবিক্ষত হইয়া সেই গৃহ হইতে পলায়ন
১৭ করিল। আর ইহা ইফিষ-নিবাসী যিহূদী ও
গ্রীক সকলেই জানিতে পারিল, তাহাতে সকলে
ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত
১৮ হইতে লাগিল। আর যাহারা বিশ্বাসী হইয়া-
ছিল, তাহাদের অনেকে আসিয়া আপন আপন
১৯ ক্রিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং
যাহারা যাদুক্রিয়া করিত, তাহাদের মধ্যে
অনেকে আপন আপন গ্রন্থ আনিয়া একত্র
করিয়া সকলের সাক্ষাতে পোড়াইয়া ফেলিল.
সে সকলের মূল্য গণনা করিলে দেখা গেল,
২০ পঞ্চাশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা। এইরূপে প্রভুর
বাক্য পরাক্রম সহকারে বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল
হইল।
২১ এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে পৌল মাকি-
দনিয়া ও আখায়া দিয়া গমন করিয়া যিরু-
শালেমে যাইতে আত্মায় সঙ্কল্প করিলেন, আর
কহিলেন, তথায় যাইবার পর আমাকে রোম
২২ নগরও দেখিতে, হইবে। আর যাহারা তাঁহার
পরিচর্য্যা করিতেন, তাঁহাদের দুই জনকে, তীম-
থিয় ও ইরাস্তকে, মাকিদনিয়াতে প্রেরণ করিয়া
তিনি আপনি আর কিছু কাল আশিয়ায়
রহিলেন।
২৩ আর সেই সময়ে এই পথের বিষয়ে মহা
২৪ হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কারণ দীমীত্রিয় নামে
এক জন স্বর্ণকার ছিল, সে দীয়ানার রৌপ্যময়
মন্দির নির্ম্মাণ করাইত, এবং শিল্পকরদিগকে
২৫ যথেষ্ট কাজ যোগাইয়া দিত। সেই ব্যক্তি
তাহাদিগকে এবং সেই ব্যবসায়ের কারিকর-
দিগকে ডাকিয়া কহিল, হে মহাশয়েরা, আপনারা
জানেন, এই ব্যবসায় দ্বারা আমাদের ধনাগম
২৬ হয়। আর আপনারা দেখিতেছেন ও শুনিতে-
ছেন, কেবল এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত আশি-
য়ায় এই পৌল লোকসমূহকে প্রবৃত্তি দিয়া
অনেকের মতান্তর করিয়াছে, এই বলিয়া কহি-
য়াছে যে, যাহারা হস্তনির্ম্মিত, তাহারা ঈশ্বর
২৭ নয়। ইহাতে আমাদের এই ব্যবসায়ের অপযশ
হইবার আশঙ্কা হইয়াছে, শুধু তাহা নয়; কিন্তু
দীয়ানা মহাদেবীর মন্দির তুচ্ছাস্পদ হইবে,
এবং সমস্ত আশিয়া, এমন কি, জগৎসংসার

Digitized by Google

যাহার পূজা করে, তিনিও মহিমাচ্যুত হইবেন,
২৮ ইহা সম্ভাবনীয়। এই কথা শুনিয়া তাহারা
রোষে পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে
লাগিল, ইফিষীয়দের দীয়ানা মহাদেবী।
২৯ তাহাতে নগর গণ্ডগোলে পরিপূর্ণ হইল ; পরে
তাহারা মাকিদনিয়ার গায় ও আরিষ্টার্খ নামে
পৌলের দুই জন সহযাত্রীকে ধরিয়া লইয়া
৩০ একযোগে রঙ্গভূমিতে বেগে দৌড়িল। তখন
পৌল লোকদের কাছে যাইবার মানস করিলে,
৩১ শিষ্যগণ তাঁহাকে যাইতে দিল না। আর আশি-
য়ার অধ্যক্ষদের মধ্যে কয়েক জন তাঁহার বন্ধু
হওয়াতে তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়া, তিনি
যেন রঙ্গভূমিতে আপনার বিপদ ঘটাইতে না
৩২ যান, এই নিবেদন করিলেন। তখন নানা লোক
নানা কথা বলিয়া চেঁচাইতেছিল, কেননা সভা
গোলযোগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ; কি জন্য
সমাগত হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ লোক
৩৩ জানিত না। তখন যিহূদীরা আলেক্‌সান্দারকে
সম্মুখে উপস্থিত করায় লোকেরা জনতার মধ্য
হইতে তাহাকে বাহির করিল ; তাহাতে আলেক্‌-
সান্দার হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া লোকসমূহের
৩৪ কাছে পক্ষসমর্থন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু
যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, সে যিহূদী,
তখন সকলে একস্বরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত
'ইফিষীয়দের দীয়ানা মহাদেবী' বলিয়া চেঁচা-
৩৫ ইতে থাকিল। শেষে নগরের কার্য্যসম্পাদক
জনতাকে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, হে ইফিষীয়
লোক সকল, বল দেখি, ইফিষীয়দের নগরী যে
দীয়ানা মহাদেবীর, এবং দ্যুপিতর হইতে পতিত
প্রতিমার গৃহমার্জ্জিকা, ইহা মনুষ্যদের মধ্যে
৩৬ কে না জানে ? অতএব এ কথা অখণ্ডনীয় হও-
য়াতে ক্ষান্ত থাকা, এবং অবিবেচনায় কোন কার্য্য
৩৭ না করা তোমাদের উচিত। কারণ এই যে লোক-
দিগকে তোমরা এ স্থানে আনিয়াছ, ইহারা ত
মন্দির অপহারক কিম্বা আমাদের দেবীর নিন্দক
৩৮ নহে। পরন্তু যদি কাহারও বিরুদ্ধে দীমীত্রিয়ের
ও তাহার সঙ্গী শিল্পকরদের কোন কথা থাকে,
তবে আদালত খোলা আছে, দেশাধ্যক্ষগণও
আছেন, তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ
৩৯ করুক। কিন্তু তোমাদের অন্য কোন দাবী দাওয়া
যদি থাকে, তবে নিয়মিত সভাতে তাহার
৪০ নিষ্পত্তি হইবে। বস্তুতঃ অদ্যকার ঘটনা প্রযুক্ত
উপপ্লবদোষে দোষী বলিয়া আমাদের নামে
অভিযোগ হইবার সম্ভাবনাও আছে ; যেহেতুক
ইহার কোন কারণ নাই, এই জনসমাগমের
বিষয়ে উত্তর দিবার উপায়মাত্র আমাদের
৪১ নাই। ইহা বলিয়া তিনি সভাকে বিদায়
করিলেন।

পৌলের প্রথমে গ্রীসদেশে, পরে যিরূশালেমে যাত্রা।

২০ সেই কোলাহল নিবৃত্ত হইলে পর পৌল
শিষ্যগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং
উপদেশ দিয়া মঙ্গলবাদপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ
করিয়া মাকিদনিয়াতে যাইবার নিমিত্ত প্রস্থান
২ করিলেন। পরে সেই অঞ্চল দিয়া গমন করিতে
করিতে অনেক কথা দ্বারা শিষ্যদিগকে উপদেশ
৩ দিয়া গ্রীস দেশে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে
তিন মাস যাপন করিয়া যখন তিনি জলপথে
সুরিয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন যিহূ-
দীরা তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করাতে, মাকিদনিয়া
৪ দেশ দিয়া ফিরিয়া যাওয়া স্থির হইল। আর
বিরয়া নগরীয় পুর্হের পুত্র সোপাত্র, থিষল-
নীকীয় আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্বীর গায়, তীম-
থিয়, এবং আশিয়ার তুখিক ও ত্রফিম, ইহাঁরা
৫ আশিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন। ইহাঁরা
অগ্রসর হইয়া ত্রোয়াতে আমাদের অপেক্ষা
৬ করিতেছিলেন। পরে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বদিন
গত হইলে আমরা ফিলিপী হইতে জলপথে
প্রস্থান করিয়া পাঁচ দিনে ত্রোয়াতে তাঁহাদের
নিকটে উপস্থিত হইলাম ; সে স্থানে সাত দিন
অবস্থিতি করিলাম।
৭ আর সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটী ভাঙ্গি-
বার জন্য একত্র হইলে পৌল পরদিন প্রস্থান
করিতে উদ্যত ছিলেন বলিয়া শিষ্যদের কাছে
কথা প্রসঙ্গ করিলেন, দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত
৮ বক্তৃতা করিলেন। তখন আমরা যে উপরিস্থ কুঠ-
রীতে সভা করিয়াছিলাম, সে স্থানে অনেক
৯ প্রদীপ ছিল। আর বাতায়নে উপবিষ্ট উতুখ
নামে এক জন যুবক ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হইল ;
এবং পৌল আরও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথা প্রসঙ্গ
করিলে সে নিদ্রায় মগ্ন হওয়াতে তেতালা হইতে
নীচে পড়িয়া গেল, তাহাতে লোকেরা তাহাকে
১০ মৃত অবস্থায় তুলিল। তখন পৌল নামিয়া গিয়া
তাহার গাত্রে পড়িয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া
কহিলেন, তোমরা কোলাহল করিও না ; কেননা
১১ ইহার মধ্যে প্রাণ আছে। পরে তিনি উপরে
গিয়া রুটী ভাঙ্গিয়া ভোজন করিয়া অনেক ক্ষণ
অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিলেন,
১২ এইরূপে প্রস্থান করিলেন। আর তাহারা সেই
বালককে জীবিত আনিয়া অসামান্য আশ্বাস
প্রাপ্ত হইল।
১৩ অনন্তর আমরা অগ্রসর হইয়া জাহাজে উঠিয়া
পৌলকে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত আঃসে গেলাম ;
কারণ তিনি স্থলপথে যাইতে মনস্থ করাতে ইহা
১৪ নিরূপণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি আঃসে

Digitized by Google

আমাদের সঙ্গ ধরিলে আমরা তাঁহাকে তুলিয়া
১৫ লইয়া মিতুলীনীতে আসিলাম। তথা হইতে
জাহাজ খুলিয়া পরদিনে খীয়ের সম্মুখে উপ-
স্থিত হইলাম; দ্বিতীয় দিনে সামঃ দ্বীপে
লাগাইলাম, পরে (ত্রোগুল্লিয়ে থাকিয়া) পর-
১৬ দিন মিলীতে আসিলাম। কারণ আশিয়াতে
যেন তাঁহার কাল বিলম্ব না হয়, এই জন্য পৌল
ইফিষ ফেলিয়া যাইতে স্থির করিয়াছিলেন;
কারণ সাধ্য হইলে তিনি যেন পঞ্চাশত্তমীর দিন
যিরূশালেমে উপস্থিত হইতে পারেন, সে জন্য
১৭ ত্বরা করিতেছিলেন। মিলীত হইতে তিনি
ইফিষে লোক পাঠাইয়া মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে
১৮ ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে
উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,

তোমরা জান, আশিয়া দেশে আসিয়া, আমি
প্রথম দিন অবধি তোমাদের সঙ্গে কিরূপে সমস্ত
১৯ কাল যাপন করিয়াছি, সম্পূর্ণ নম্রভাবের সহিত
অনেক অশ্রুপাতপূর্ব্বক যিহূদীদের ষড়যন্ত্র
হইতে উৎপন্ন নানা পরীক্ষার মধ্যে প্রভুর দাস্য-
২০ কর্ম্ম করিয়াছি; কোন হিতকথা গোপন না
করিয়া তোমাদিগকে সকলই জানাইতে এবং
সাধারণ্যে ও ঘরে ঘরে শিক্ষা দিতে সঙ্কুচিত হই
২১ নাই; ঈশ্বরের প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন এবং আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে
যিহূদী ও গ্রীকদের নিকটে সাক্ষ্য দিয়া আসি-
২২ তেছি। আর দেখ, সম্প্রতি আমি আত্মাতে বদ্ধ
হইয়া যিরূশালেমে গমন করিতেছি; সে স্থানে
আমার প্রতি কি কি ঘটিবে, তাহা জানি না।
২৩ এইমাত্র জানি, পবিত্র আত্মা প্রতিনগরে সাক্ষ্য
দিতেছেন যে, বন্ধন ও ক্লেশ আমার অপেক্ষা
২৪ করিতেছে। কিন্তু আমি নিজ প্রাণকেও কিছুর
মধ্যে গণ্য করি না, আমার পক্ষে মহামূল্য গণ্য
করি না, যেন আমার ধাবন সমাপ্ত করিতে, এবং
ঈশ্বরের অনুগ্রহবিষয়ক সুসমাচারের পক্ষে
সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রভু যীশু হইতে প্রাপ্ত আমার
২৫ পরিচর্য্যা সিদ্ধ করিতে পারি। আর এখন দেখ,
আমি জানি যে তোমরা, যাহাদের নিকটে আমি
(ঈশ্বরের) রাজ্য প্রচার করিতে করিতে ভ্রমণ
করিয়াছি, তোমরা সকলে আমার মুখ আর
২৬ দেখিতে পাইবে না; এই কারণ অদ্য তোমা-
দিগকে এই সাক্ষ্য দিতেছি, সকলের রক্ত হইতে
২৭ আমি শুচি; যেহেতুক আমি তোমাদিগকে ঈশ্ব-
রের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে সঙ্কুচিত হই
২৮ নাই। তোমরা আপনাদের বিষয়ে, এবং পবিত্র
আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে
নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে
সাবধান থাকিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীকে পালন কর,
যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন।
২৯ আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়া
ব্যাঘ্রেরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, পালের
৩০ প্রতি মমতা করিবে না; এবং তোমাদের মধ্য
হইতেও কোন কোন লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে
আপনাদের পশ্চাৎ টানিয়া লইবার জন্য বিপ-
৩১ রীত কথা কহিবে। অতএব জাগ্রত থাক; স্মরণ
কর, আমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত রাত দিন প্রত্যেক
জনকে অশ্রুপাতপূর্ব্বক চেতনা দিতে ক্ষান্ত হই
৩২ নাই। আর এখন ঈশ্বরের নিকটে, ও তাঁহার
অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ
করিলাম, তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে ও
পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াধিকার দিতে
৩৩ তাঁহার শক্তি আছে। আমি কাহারও স্বর্ণ কি
৩৪ রৌপ্য কি বস্ত্রের প্রতি লোভ করি নাই। তোমরা
আপনারা জান, আমার নিজের এবং আমার
সঙ্গীদের অভাব দূর করণার্থে এই হস্তদ্বয় কার্য্য
৩৫ করিয়াছে। সকল বিষয়ে আমি তোমাদিগকে
দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি; ফলতঃ এই প্রকারে কার্য্য
করিয়া দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করা ও প্রভু যীশুর
বাক্য স্মরণ করা তোমাদের উচিত, কেননা তিনি
আপনি বলিয়াছেন, গ্রহণ অপেক্ষা বরং দান
করা ধন্যবাদের বিষয়।

৩৬ এই কথা কহিয়া তিনি হাঁটু পাতিয়া সকলের
৩৭ সহিত প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সকলে বিস্তর
রোদন করিলেন, এবং পৌলের গলা ধরিয়া
৩৮ তাঁহাকে চুম্বন করিলেন; ‘আমার মুখ আর
দেখিতে পাইবে না,’ এই যে কথা তিনি বলিয়া-
ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষরূপে ব্যথিত
হইলেন। পরে জাহাজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সঙ্গে
করিয়া রাখিয়া আসিতে গেলেন।

২১ অনন্তর তাঁহাদের হইতে পৃথক্ হইয়া ও
জাহাজ খুলিয়া দিয়া আমরা সোজা পথে
কো দ্বীপে আসিলাম, পরদিবসে রোদঃ দ্বীপে,
এবং তথা হইতে পাতারায় উপস্থিত হইলাম।
২ সেই স্থানে ফৈনীকিয়া দেশগামী এক জাহাজ
পাইয়া আমরা তাহাতে উঠিয়া যাত্রা করিলাম।
৩ পরে কুপ্র দ্বীপ দেখা দিলে তাহা বামদিকে
ফেলিয়া আমরা সুরিয়া দেশে গিয়া সোরে
লাগাইলাম; কেননা সে স্থানে জাহাজের মাল
৪ ফেলিতে হইল। আর তথাকার শিষ্যগণের অনু-
সন্ধান করিয়া আমরা সাত দিন তথায় অবস্থিতি
করিলাম; ইহাঁরা আত্মার দ্বারা পৌলকে বলি-
৫ লেন, যেন তিনি যিরূশালেমে না যান। সেই
কয়েক দিন যাপন করিলে পর আমরা যাত্রা
করিলাম, তখন তাঁহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা
সকলে নগরের বাহির পর্য্যন্ত আমাদিগকে পঁহু-
ছাইয়া দিয়া গেলেন; তথায় সমুদ্রের ধারে
৬ আমরা হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলাম। পরে

Digitized by Google

পরস্পর মঙ্গলবাদপূর্ব্বক বিদায় হইয়া আমরা
জাহাজে উঠিলাম, ও তাঁহারা স্বস্থানে ফিরিয়া
গেলেন।
৭ পরে সোর হইতে আমরা জলযাত্রা শেষ
করিয়া তলিমায়িতে উপস্থিত হইলাম, এবং
তথাকার ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ করিয়া এক দিন
৮ তাঁহাদের সঙ্গে রহিলাম। পরদিন আমরা
প্রস্থান করিয়া কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইলাম,
এবং সপ্ত জনের এক জন যে ফিলিপ সুসমাচার
প্রচারক ছিলেন, তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া
৯ তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিলাম। সেই ব্যক্তির
চারিটী কুমারী কন্যা ছিলেন, তাঁহারা ভাবোক্তি
১০ প্রচার করিতেন। সেই স্থানে আমরা কতক দিন
অবস্থিতি করিলে যিহূদিয়া হইতে আগাব নামে
১১ এক জন ভাববাদী উপস্থিত হইলেন। তিনি
আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটিবন্ধন
লইয়া আপনার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন,
পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছেন, যাহার এই
কটিবন্ধন, তাহাকে যিহূদীরা যিরূশালেমে এই
প্রকার বন্ধন করিয়া পরজাতীয়দিগের হস্তে সম-
১২ র্পণ করিবে। ইহা শুনিয়া তথাকার ভ্রাতৃগণ ও
আমরা পৌলকে বিনতি করিলাম, যেন তিনি
১৩ যিরূশালেমে না যান। তখন পৌল উত্তর করি-
লেন, তোমরা কেন ক্রন্দন করিয়া আমার হৃদয়
চূর্ণ করিতেছ? আমি প্রভু যীশুর নামের নিমিত্ত
যিরূশালেমে কেবল বদ্ধ হইতে, তাহা নয়, বরং
১৪ মরিতেও প্রস্তুত আছি। এইরূপে তিনি আমা-
দের কথা শুনিতে অসম্মত হইলে আমরা ক্ষান্ত
হইয়া বলিলাম, প্রভুর ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।
১৫ এই সকল দিনের শেষে আমরা পাথেয় সামগ্রী
১৬ লইয়া যিরূশালেমে যাত্রা করিলাম। আর কৈস-
রিয়া হইতে কয়েক জন শিষ্য আমাদের সঙ্গে
চলিলেন, এবং যাঁহার বাটীতে আমাদিগকে বাস
করিতে হইবে, সেই কুপ্রীয় ম্নাসোন নামক
আদিম শিষ্যকেও সঙ্গে লইলেন।

যিরূশালেমে পৌল শৃঙ্খলে বদ্ধ হন।

১৭ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর ভ্রাতৃগণ
১৮ সানন্দে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পরদিন
পৌল আমাদের সহিত যাকোবের বাটীতে
প্রবেশ করিলেন; তথায় প্রাচীনবর্গ সকলে
১৯ উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে
মঙ্গলবাদ করিয়া, ঈশ্বর তাঁহার পরিচর্য্যা দ্বারা
পরজাতিগণের মধ্যে যে সকল কার্য্য সাধন
করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এক একটী করিয়া
২০ তাঁহাদিগকে জানাইলেন। আর তাহা শুনিয়া
তাঁহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহাকে
বলিলেন, ভ্রাতঃ, তুমি দেখিতেছ, যিহূদীদের
মধ্যে কত সহস্র লোক বিশ্বাসী হইয়াছে, আর
২১ তাহারা সকলে ব্যবস্থার পক্ষে উদ্যোগী। পরন্তু
তোমার বিষয়ে তাহারা এই সংবাদ পাইয়াছে
যে, তুমি পরজাতিদের মধ্যে প্রবাসী যাবতীয়
যিহূদীকে মোশির পথ পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা
দিয়া থাক, বলিয়া থাক, যেন তাহারা শিশুদের
২২ ত্বক্‌ছেদ না করে ও যথানিয়মে না চলে। অতএব
এখন কি করা যায়? তাহারা ত শুনিতে পাই-
২৩ বেই যে, তুমি আসিয়াছ। অতএব আমরা
তোমাকে একটী কথা বলি, তুমি তাহাই কর।
আমাদের এমন চারি জন পুরুষ আছে, যাহারা
২৪ মানত করিয়াছে; তুমি তাহাদিগকে লইয়া
তাহাদের সহিত আপনাকেও শুচি কর, এবং
তাহাদের মস্তক মুণ্ডনার্থ ব্যয় কর। তাহা করিলে
সকলে জানিবে, তোমার বিষয়ে যে সকল সংবাদ
উহারা পাইয়াছে, সে কিছু নয়, কিন্তু তুমিও
২৫ ব্যবস্থাপালন করিয়া যথারীতি চলিতেছ। পরন্তু
পরজাতিদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে,
তাহাদের বিষয়ে আমরা বিচার জানাইয়া
লিখিয়াছি যে, প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত, গলা
টিপিয়া মারা প্রাণীর মাংস এবং ব্যভিচার, এই
সকল হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা তাহাদের
২৬ কর্ত্তব্য। তখন পৌল সেই কয়েক জনকে লইয়া
পরদিন তাহাদের সহিত শুচি হইয়া ধর্ম্মধামে
প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাদের প্রত্যেকের
নিমিত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করা পর্য্যন্ত শুচীকরণ
কার্য্যে কত দিন লাগিবে, তাহা জানাইলেন।
২৭ অনন্তর সেই সপ্ত দিন প্রায় সমাপ্ত হইলে
আশিয়া দেশের যিহূদীরা ধর্ম্মধামের মধ্যে
তাঁহার দেখা পাইয়া সমস্ত জনতাকে উত্তেজিত
করিয়া তুলিল, এবং তাঁহাকে ধরিয়া চেঁচাইয়া
২৮ বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল লোক সকল,
সাহায্য কর; এ সেই ব্যক্তি, যে সর্ব্বত্র সকলকে
আমাদের জাতির ও ব্যবস্থার এবং এই স্থানের
প্রতিকূলে শিক্ষা দিতেছে; আরও এ গ্রীকদিগকে
ধর্ম্মধামের মধ্যে আনিয়া এই পবিত্র স্থান অপ-
২৯ বিত্র করিয়াছে। কারণ তাহারা পূর্ব্বে নগরের
মধ্যে ইফিষীয় ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখিয়া-
ছিল, মনে করিয়াছিল, পৌল তাহাকে ধর্ম্ম-
৩০ ধামের মধ্যে আনিয়া থাকিবে। তখন সমুদয়
নগর বিচলিত হইয়া উঠিল, লোকেরা দৌড়িয়া
গিয়া পৌলকে ধরিয়া ধর্ম্মধামের বাহিরে টানিয়া
লইয়া গেল, আর তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বার সকল
৩১ রুদ্ধ করা হইল। এইরূপে তাহারা তাঁহাকে
বধ করিতে চেষ্টা করিলে সৈন্যদলের সহস্র-
পতির কাছে এই সংবাদ আসিল যে, সমুদয়
যিরূশালেমে গণ্ডগোল উপস্থিত। তাহাতে তিনি

Digitized by Google

তৎক্ষণাৎ সৈনিক ও শতপতিদিগকে সঙ্গে লইয়া
৩২ তাহাদের নিকটে দৌড়িয়া আসিলেন। তাহাতে
লোকেরা সহস্রপতিকে ও সৈনিকদিগকে দেখিতে
পাইয়া পৌলকে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইল।
৩৩ তখন সহস্রপতি নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া
দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কে, আর এ কি করিয়াছে?
৩৪ তাহাতে জনতার মধ্যে চেঁচাইয়া কেহ কেহ এক
প্রকার, কেহ কেহ অন্য প্রকার কথা কহিল; আর
তিনি কোলাহল প্রযুক্ত কিছুই নিশ্চয় করিতে না
পারাতে তাঁহাকে দুর্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা
৩৫ দিলেন। তখন সোপানে উপস্থিত হইলে জন-
তার চণ্ডতা প্রযুক্ত সৈনিকেরা পৌলকে বহন
৩৬ করিতে লাগিল; যেহেতুক লোক সকল পশ্চাৎ
পশ্চাৎ আসিতেছিল, আর উচ্চৈঃস্বরে কহিতে-
ছিল, উহাকে দূর কর।
৩৭ যাহারা পৌলকে দুর্গের ভিতরে লইয়া যাইতে
উদ্যত হইলে, পৌল সহস্রপতিকে কহিলেন,
৩৮ আপনকার কাছে কি কিছু বলিতে পারি? তিনি
কহিলেন, তুমি কি গ্রীক জান? তবে তুমি কি
সেই মিস্রীয় নহ, যে ইহার পূর্ব্বে উপপ্লব করিয়া-
ছিল, ও গুপ্তহন্তাদের মধ্যে চারি সহস্র জনকে
৩৯ সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে গিয়াছিল? তখন পৌল
কহিলেন, আমি এক জন যিহূদী, কিলিকিয়াস্থ
তার্ষের লোক, সামান্য নগরের পৌর নহি;
আপনাকে বিনতি করি, লোকদিগের নিকটে
৪০ আমাকে কথা কহিতে অনুমতি দিউন। আর
তিনি অনুমতি দিলে পৌল সোপানের উপরে
দাঁড়াইয়া লোকদের দিকে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত
করিলেন; আর মহতী নিঃশব্দতা হইলে
তিনি তাহাদিগকে ইব্রীয় ভাষায় বলিতে
লাগিলেন,

২২ ভ্রাতারা ও পিতারা, আমি এক্ষণে আপ-
নাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি,
২ শ্রবণ করুন। তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাহাদের
কাছে কথা কহিতেছেন শুনিয়া তাহারা আরও
৩ শান্ত হইল। পরে তিনি কহিলেন, আমি যিহূদী,
কিলিকিয়ার তার্ষ নগর আমার জন্মস্থান; কিন্তু
এই নগরে গমলীয়েলের চরণে মানুষ হইয়াছি,
পৈতৃক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিয়মানুসারে শিক্ষিত
হইয়াছি; আর আপনারা সকলে অদ্যাপি যেমন
আছেন, তেমন আমিও ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যোগী
৪ ছিলাম। আমি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিয়া এই
পথের প্রতি উপদ্রব করিতাম, স্ত্রী পুরুষ সকলকে
৫ বন্ধনপূর্ব্বক কারাগারে সমর্পণ করিতাম। এ
বিষয়ে মহাযাজক ও সমস্ত প্রাচীনবর্গও আমার
সাক্ষী আছেন; তাঁহাদের নিকট হইতে আমি
ভ্রাতৃগণের কাছে পত্র লইয়া, দম্মেশকে যাহারা
ছিল, তাহাদিগকেও দণ্ডিত করিবার জন্য বাঁধিয়া
যিরূশালেমে আনিবার অভিপ্রায়ে তথায় যাত্রা
৬ করিয়াছিলাম। পরে যাইতে যাইতে দম্মেশকের
নিকটে উপস্থিত হইলে বেলা দুই প্রহরের
সময়ে অকস্মাৎ আকাশ হইতে মহা আলোক
৭ আমার চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইল। তাহাতে
আমি ভূমিতে পতিত হইলাম, এবং আমার
প্রতি উক্ত এই বাণী শুনিতে পাইলাম, শৌল
৮ শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? আমি
উত্তর করিলাম, প্রভো, আপনি কে? তিনি
আমাকে কহিলেন, আমি সেই নাসরতীয় যীশু,
৯ যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ। আর আমার
সঙ্গিগণ সেই আলোক দেখিতে পাইল বটে,
কিন্তু যিনি আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন,
১০ তাঁহার বাণী তাহারা শুনিতে পাইল না। পরে
আমি বলিলাম, প্রভো, আমি কি করিব? প্রভু
আমাকে কহিলেন, উঠিয়া দম্মেশকে যাও,
তোমার কর্ত্তব্য যাহা যাহা নিরূপিত আছে, সে
১১ সমস্তই সে স্থানে তোমাকে বলা যাইবে। পরে
আমি সেই আলোকের তেজে দৃষ্টিহীন হওয়াতে
আমার সঙ্গীরা হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া
চলিল, আর আমি দম্মেশকে উপনীত হইলাম।
১২ অনন্তর অননিয় নামে এক ব্যক্তি, যিনি ব্যবস্থা
অনুসারে ভক্ত, এবং তত্রনিবাসী সমুদয় যিহূদীর
১৩ কাছে সুখ্যাতিপন্ন ছিলেন, তিনি আমার নিকটে
আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ শৌল,
দৃষ্টিপ্রাপ্ত হও; তাহাতে আমি তদণ্ডে তাঁহার
১৪ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। পরে তিনি কহিলেন,
আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর পূর্ব্বাবধি
তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, যেন তুমি
তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাত হও, এবং সেই ধার্ম্মিককে
দেখিতে ও তাঁহার মুখের বাণী শুনিতে পাও।
১৫ কারণ যাহা যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, তদ্বি-
ষয়ে তুমি সকল মনুষ্যের নিকটে তাঁহার সাক্ষী
১৬ হইবে। আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ,
তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার
১৭ পাপ ধুইয়া ফেল। তাহার পরে আমি যিরূ-
শালেমে ফিরিয়া আসিয়া এক দিন ধর্ম্মধামে
১৮ প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত
হইয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে কহি-
লেন, ত্বরা কর, শীঘ্র যিরূশালেম হইতে বাহির
হও, যেহেতুক এই লোকেরা আমার বিষয়ে
১৯ তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবে না। আমি কহিলাম,
প্রভো, তাহারা ত জানে যে, আমি প্রত্যেক
সমাজগৃহে তোমাতে বিশ্বাসকারী লোকদিগকে
২০ কারাবদ্ধ করিতাম ও প্রহার করিতাম; আর যখন
তোমার সাক্ষী স্তিফানের রক্তপাত হয়, তখন
আমি আপনি নিকটে দাঁড়াইয়া সম্মতি দিয়া-

Digitized by Google

ছিলাম, ও যাহারা তাঁহাকে বধ করিতেছিল,
২১ তাহাদের বস্ত্র রক্ষা করিতেছিলাম। তিনি
আমাকে কহিলেন, প্রস্থান কর, কেননা আমি
তোমাকে দূরে পরজাতিগণের কাছে প্রেরণ
করিব।
২২ লোকেরা এই পর্য্যন্ত তাঁহার কথা শুনিল,
পরে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, উহাকে ভূমণ্ডল হইতে
দূর করিয়া দেও, কেননা উহার বাঁচিয়া থাকা
২৩ উচিত নয়। অনন্তর তাহারা চেঁচাইয়া বস্ত্র
ফেলিয়া দিয়া আকাশে ধূলি উড়াইতে লাগিল;
২৪ তাহাতে সহস্রপতি পৌলকে দুর্গের ভিতরে
লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন, এবং লোকে কি
দোষ দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ চেঁচাইতেছে,
ইহা জানিবার নিমিত্ত কোড়া প্রহার দ্বারা
২৫ তাঁহার পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে
যখন তাহারা কশা দিয়া তাঁহাকে বাঁধিল, তখন
পৌল নিকটে দণ্ডায়মান শতপতিকে কহিলেন,
কোন রোমীয়কে বিচারাজ্ঞা ব্যতিরেকেও প্রহার
২৬ করিতে কি আপনাদের অধিকার আছে? ইহা
শুনিয়া সেই শতপতি সহস্রপতির নিকটে গিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কি করিতে উদ্যত
২৭ হইয়াছেন? এ ব্যক্তি যে রোমীয়। তাহাতে
সহস্রপতি নিকটে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বল
দেখি, তুমি কি রোমীয়? তিনি কহিলেন, হাঁ।
২৮ সহস্রপতি উত্তর করিলেন, এই পৌরাধিকার
আমি বহু অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়াছি। আর
পৌল কহিলেন, কিন্তু আমি জন্মের দ্বারাই
২৯ রোমীয়। অতএব যাহারা তাঁহার পরীক্ষা করিতে
উদ্যত ছিল, তাহারা শীঘ্র তাঁহার নিকট হইতে
চলিয়া গেল; এবং তিনি যে রোমীয়, তাহা
জানিতে পারিয়া সহস্রপতি তাঁহাকে বাঁধিয়া-
ছিলেন বলিয়া ভীত হইলেন।
৩০ অনন্তর যিহূদীরা তাঁহার প্রতি কি জন্য
দোষারোপ করিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিবার
মানসে সহস্রপতি পরদিন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া
প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভাকে একত্র হইতে
আজ্ঞা দিলেন, এবং পৌলকে নামাইয়া তাঁহাদের
নিকটে উপস্থিত করিলেন।
২৩ আর পৌল মহাসভার দিকে একদৃষ্টে
চাহিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, অদ্য পর্য্যন্ত
আমি সর্ব্ববিষয়ে সৎসংবেদে ঈশ্বরের প্রজারূপে
২ আচরণ করিয়া আসিতেছি। তখন অননিয় মহা-
যাজক তাঁহার মুখে চপেটাঘাত করিতে নিকটস্থ
৩ লোকদিগকে আজ্ঞা দিলেন। তখন পৌল তাঁহাকে
কহিলেন, হে শুক্লীকৃত ভিত্তি, ঈশ্বর তোমাকে
আঘাত করিবেন; তুমি ব্যবস্থা অনুসারে আমার
বিচার করিতে বসিয়াছ, আর ব্যবস্থার বিপ-
রীতে আমাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিতেছ?
৪ তাহাতে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা
কহিল, তুমি ঈশ্বরের মহাযাজককে কটুবাক্য
৫ কহিতেছ? পৌল কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, উনি
যে মহাযাজক, তাহা আমি জানিতাম না;
কেননা লিখিত আছে, "তুমি স্বজাতীয় লোকদের
৬ অধ্যক্ষকে দুর্ব্বাক্য বলিও না।" কিন্তু পৌল যখন
বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের একাংশ সদ্দূকী
ও একাংশ ফরীশী, তখন সভার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে
কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ফরীশী এবং ফরী-
শীদের সন্তান; মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান
৭ সম্বন্ধে আমার বিচার হইতেছে। তিনি এই কথা
কহিলে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন
হইল, সভার মধ্যে দুই দল হইয়া উঠিল।
৮ কারণ সদ্দূকীরা বলে, পুনরুত্থান নাই, স্বর্গদূত
বা আত্মা নাই; কিন্তু ফরীশীরা উভয়ই স্বীকার
৯ করে। তখন মহাকোলাহল হইল, এবং ফরীশী
পক্ষীয় অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েক জন লোক
উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া বলিতে
লাগিল, আমরা এই ব্যক্তির কোন দোষ দেখিতে
পাই না; কোন আত্মা কিম্বা কোন দূত যদি
ইহার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, তবে কি?
১০ এইরূপে ভারী বিরোধ হইলে পাছে তাহারা
পৌলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, এই
ভয়ে সহস্রপতি সৈন্যদলকে তথায় গিয়া তাহা-
দের মধ্য হইতে পৌলকে কাড়িয়া দুর্গে লইয়া
১১ যাইতে আজ্ঞা দিলেন। পররাত্রিতে প্রভু তাঁহার
নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, সাহস কর, কেননা
আমার বিষয়ে যেমন যিরূশালেমে সাক্ষ্য দিয়াছ,
তদ্রূপ রোমেও দিতে হইবে।

কৈসরিয়াতে পৌলের বিচার।

১২ পরে দিন হইলে যিহূদীরা একপরামর্শ হইয়া,
আপনাদিগকে এক অভিশাপে আবদ্ধ করিয়া
কহিল, আমরা পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন
১৩ পান করিব না। চল্লিশ জনের অধিক লোক এক
সঙ্গে শপথ করিয়া এই প্রকার চক্রান্ত করিল।
১৪ পরে তাহারা প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের
নিকটে গিয়া কহিল, আমরা পৌলকে বধ না
করিয়া কিছুরই স্বাদ গ্রহণ করিব না, এই বিষয়ে
এক মহা অভিশাপে আপনাদিগকে আবদ্ধ
১৫ করিয়াছি। অতএব আপনারা এখন মহাসভার
সহিত সহস্রপতির কাছে এই আবেদন করুন,
যাহাতে তিনি আপনাদের কাছে তাহাকে
নামাইয়া আনিয়া দেন; [বলুন] যে, আপনারা
আরও সূক্ষ্মরূপে তাহার বিষয়ে বিচার করিতে
উদ্যত হইয়াছেন, আর সে নিকটে উপস্থিত
হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাহাকে বধ করিতে

Digitized by Google

১৬ প্রস্তুত রহিলাম। কিন্তু পৌলের ভাগিনেয়
তাহাদের এই ঘাঁটি বসাইবার কথা শুনিয়া দুর্গ-
১৭ মধ্যে গমন করিয়া পৌলকে জানাইল। তাহাতে
পৌল এক জন শতপতিকে কাছে ডাকিয়া নিবে-
দন করিলেন, সহস্রপতির নিকটে এই যুবককে
লইয়া যাউন; কারণ তাঁহার সঙ্গে ইহার কিছু
১৮ কথা আছে। তাহাতে তিনি তাহাকে সঙ্গে
লইয়া সহস্রপতির নিকটে গিয়া কহিলেন, বন্দি
পৌল আমাকে কাছে ডাকিয়া, আপনকার সহিত
এই যুবকের কিছু কথা আছে বলিয়া, আপনকার
১৯ নিকটে ইহাকে আনিতে নিবেদন করিল। তখন
সহস্রপতি তাহার হস্ত ধরিয়া এক পার্শ্বে লইয়া
গিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কাছে
২০ তোমার কি বলিবার আছে? সে কহিল, যিহূ-
দীরা আপনকার কাছে এই নিবেদন করিবার
মন্ত্রণা করিয়াছে, যেন আপনি কল্য আরও
সূক্ষ্মরূপে পৌলের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার
নিমিত্ত তাঁহাকে মহাসভার কাছে লইয়া যান।
২১ অতএব আপনি তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন
না। কেননা তাহাদের মধ্যে চল্লিশ জনের অধিক
লোক তাঁহাকে বধ না করিয়া ভোজন পান করিবে
না, এই বিষয়ে এক অভিশাপে আপনাদিগকে
বদ্ধ করিয়া তাহার জন্য ঘাঁটি বসাইয়াছে;
আর এখনই প্রস্তুত আছে, আপনকার অনুমতির
২২ অপেক্ষা করিতেছে। তখন সহস্রপতি ঐ যুবককে
বিদায় করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি যে এই
সকল আমাকে জ্ঞাত করিয়াছ, তাহা কাহাকেও
২৩ বলিও না। পরে তিনি দুই জন শতপতিকে
কাছে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, কৈসরিয়া
পর্য্যন্ত যাইবার নিমিত্ত রাত্রি এক প্রহরের সময়ে
দুই শত পদাতিক ও সত্তর জন অশ্বারোহী
সৈনিক এবং দুই শত বড়শাধারী লোক প্রস্তুত
২৪ কর। আর তিনি বাহন যোগাইতে আজ্ঞা
করিলেন, যেন তাহারা পৌলকে তদুপরি আরো-
হণ করাইয়া নির্ব্বিঘ্নে দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের
২৫ নিকটে পঁহুছাইয়া দেয়। পরে তিনি এইরূপ
২৬ কথা সম্বলিত পত্র লিখিলেন, মহামহিম শ্রীযুক্ত
দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের সমীপে ক্লৌদিয় লূষিয়ের
২৭ নমস্কার। যিহূদীরা এই ব্যক্তিকে ধরিয়া বধ
করিতে উদ্যত হইলে আমি সৈনিকগণ সহ
উপস্থিত হইয়া, এ যে রোমীয়, তাহা অবগত
২৮ হইলাম, এবং ইহাকে রক্ষা করিলাম। পরে
ইহার প্রতি তাহারা কি কারণ দোষারোপ করি-
তেছে, তাহা জানিবার মানসে তাহাদের মহা-
২৯ সভাতে ইহাকে আনাইলাম। তাহাতে আমি
বুঝিলাম, তাহাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কোন কোন
বিবাদ প্রযুক্ত ইহার প্রতি দোষারোপ হইয়াছে,
কিন্তু প্রাণদণ্ডের কিম্বা শৃঙ্খলের যোগ্য কোন
দোষ প্রযুক্ত ইহার নামে অভিযোগ হয় নাই।
৩০ আর এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইবে, এই
সমাচার পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ আপনকার
নিকটে ইহাকে প্রেরণ করিলাম, এবং ইহার
অভিযোগকারীদিগকেও আপনকার নিকটে
অভিযোগ করিতে আজ্ঞা দিলাম। (আপনকার
মঙ্গল হউক।)
৩১ পরে সৈনিকেরা প্রাপ্ত আদেশ অনুসারে
পৌলকে লইয়া রাত্রিকালে আন্তিপাত্রিতে গেল।
৩২ পরদিন তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অশ্বারোহী-
দিগকে রাখিয়া তাহারা দুর্গে ফিরিয়া আসিল।
৩৩ পরে অশ্বারোহিগণ কৈসরিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়া
দেশাধ্যক্ষের হস্তে পত্রখানি সমর্পণ করিয়া
৩৪ পৌলকেও তাঁহার কাছে উপস্থিত করিল। তখন
তিনি পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ
কোন্ প্রদেশের লোক? অনন্তর এ কিলিকিয়া
প্রদেশের লোক, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি
৩৫ কহিলেন, যখন তোমার অভিযোগকারিগণও
আসিবে, তখন তোমার কথা শুনিব। পরে তিনি
হেরোদের রাজবাটীতে তাঁহাকে রাখিতে আজ্ঞা
দিলেন।

২৪ পাঁচ দিন পরে মহাযাজক অননিয় কয়েক
জন প্রাচীন এবং তর্তুল্ল নামে এক জন
উকীলকে সঙ্গে করিয়া তথায় গেলেন, এবং
পৌলের প্রতিকূলে দেশাধ্যক্ষের নিকটে আবে-
২ দন করিলেন। তাহাতে পৌল আহূত হইলে
পর তর্তুল্ল তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ
করিতে লাগিল, হে মহামহিম ফীলিক্স, আপন-
কার দ্বারা আমরা মহাশান্তি ভোগ করিতে
পাইতেছি, এবং আপনকার পরিণামদর্শিতা
গুণে এই জাতির নানাবিধ অমঙ্গল নিবারিত
৩ হইতেছে, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র
সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি।
৪ কিন্তু কথার বাহুল্যে যেন আপনাকে ক্লেশ না
দিই, এই জন্য বিনতি করি, আপনি স্বাভাবিক
দয়াগুণে আমাদের স্বল্প কথা শ্রবণ করুন।
৫ কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম, এই ব্যক্তি
মহামারীস্বরূপ, ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় যিহূদীর মধ্যে
৬ কলহজনক, এবং নাসরতীয় দলের অগ্রণী, আর
এ ধর্ম্মধামকেও অশুচি করিবার চেষ্টা করিয়া-
ছিল; আমরা ইহাকে ধরিয়াছিলাম, (এবং
আমাদের ব্যবস্থানুসারে ইহার বিচার করিতে
৭ চাহিয়াছিলাম। কিন্তু লূষিয় সহস্রপতি আসিয়া
মহাবলে আমাদের হস্ত হইতে ইহাকে কাড়িয়া
লইলেন, এবং ইহার অভিযোগকারীদিগকে
আপনকার সমক্ষে আসিতে আজ্ঞা করিলেন।)
৮ আপনি ইহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আমরা
এই যে সকল বিষয়ে ইহার নামে অভিযোগ

Digitized by Google

করিতেছি, সে সমস্ত অবগত হইতে পারি-
৯ বেন। আর যিহূদিগণও সায় দিয়া বলিল,
এই কথা ঠিক।
১০ পরে দেশাধ্যক্ষ পৌলকে উত্তর করিবার জন্য
সঙ্কেত করিলে তিনি এই উত্তর করিলেন, আমি
জানি, আপনি বহুবৎসর অবধি এই জাতির
বিচার করিয়া আসিতেছেন, তাই আশ্বস্ত হইয়া
১১ আত্মপক্ষ-সমর্থন করিতেছি। অদ্য কেবল দ্বাদশ
দিন হইল, আমি ভজনা করণার্থে যিরূশালেমে
গিয়াছিলাম, ইহা আপনি অবগত হইতে পারি-
১২ বেন। আর ইহারা ধর্ম্মধামে কি সমাজগৃহে কি
নগরের মধ্যে কাহারও সহিত বাদ্‌বিতণ্ডা করিতে,
কিম্বা জনতাকে উত্তেজিত করিতে আমাকে
১৩ দেখিয়াছে, এমন নহে। আর এক্ষণে ইহারা
আমার নামে যে সকল অভিযোগ করিতেছে,
আপনকার কাছে সে সমস্ত সপ্রমাণ করিতে
১৪ পারে না। কিন্তু আপনকার নিকটে আমি ইহা
স্বীকার করি, ইহারা যাহাকে দল বলে, সেই
পথানুসারে আমি পৈতৃক ঈশ্বরের আরাধনা
করিয়া থাকি; যাহা যাহা ব্যবস্থার অনুযায়ী
এবং যাহা যাহা ভাববাদি-গ্রন্থে লিখিত আছে,
১৫ সে সমস্ত বিশ্বাস করি। আর ইহারা যেমন
প্রতীক্ষা করিতেছে, সেইরূপ আমি ঈশ্বরে এই
প্রত্যাশা করিতেছি যে, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয়
১৬ প্রকার লোকের পুনরুত্থান হইবে। আর এ
বিষয়ে আমিও ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের প্রতি বিঘ্ন-
হীন সংবেদ রক্ষা করিতে নিরন্তর যত্ন করিতেছি।
১৭ পরন্তু বহু বৎসরান্তে আমি স্বজাতির কাছে দান
ও নৈবেদ্য দ্রব্য আনিবার জন্য আসিয়াছিলাম;
১৮ এই কার্য্যের মধ্যে ইহারা দেখিয়াছে যে, আমি
জনতা কিম্বা কলহ বিনা ধর্ম্মধামে আপনাকে
শুচি করিয়াছিলাম; কিন্তু আশিয়া দেশের
১৯ কতকগুলি যিহূদী উপস্থিত ছিল, তাহাদেরই
উচিত ছিল, যেন আপনকার সমক্ষে এস্থানে
উপস্থিত হইয়া, আমার কোন দোষ যদি জানে,
২০ তবে অভিযোগ করে। নতুবা এই উপস্থিত
লোকেরাই বলুক, আমি মহাসভার সম্মুখে
দণ্ডায়মান হইলে ইহারা আমার কি অপরাধ
২১ পাইয়াছে? না, কেবল এই এক কথা, যাহা
তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া-
ছিলাম, মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে অদ্য তোমা-
দের সম্মুখে আমার বিচার হইতেছে।
২২ তখন ফীলিক্স সেই পথের কথা অপেক্ষাকৃত
সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হওয়াতে বিচার স্থগিত রাখি-
লেন, কহিলেন, লুষিয় সহস্রপতি আসিলে পর
২৩ আমি তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করিব। পরে
তিনি শতপতিকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি
ইহাকে বদ্ধ রাখ, কিন্তু স্বচ্ছন্দে রাখিও, এবং
ইহার কোন আত্মীয়কে ইহার সেবা করণার্থে
আসিতে বারণ করিও না।
২৪ অল্প দিন পরে ফীলিক্স দ্রুষিল্লা নাম্নী আপন
যিহূদীয়া ভার্য্যার সহিত আসিয়া পৌলকে
ডাকাইয়া তাঁহার মুখে খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি বিশ্বা-
২৫ সের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। পৌল ন্যায়পরতার,
ইন্দ্রিয়দমনের এবং আগামী বিচারের প্রসঙ্গ
করিলে ফীলিক্স ভীত হইয়া উত্তর করিলেন,
এখনকার মত যাও, উপযুক্ত সময় পাইলে আমি
২৬ তোমাকে ডাকাইব। অধিকন্তু পৌল তাঁহাকে
কিছু টাকা দিবেন, তিনি এইরূপ প্রত্যাশাও
করিতেন; এই জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ডাকা-
২৭ ইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। কিন্তু
দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে পর্কিয় ফীষ্ট
ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে ফীলিক্স
যিহূদীদের প্রীতির পাত্র হইবার বাসনা করিয়া
পৌলকে বদ্ধ রাখিয়া গেলেন।

২৫ ফীষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইবার তিন দিন
পরে কৈসরিয়া হইতে যিরূশালেমে গেলেন।
২ তাহাতে প্রধান যাজকগণ এবং যিহূদীদের প্রধান
প্রধান লোক তাঁহার নিকটে পৌলের বিপরীতে
৩ আবেদন করিলেন; আর বিনতিপূর্ব্বক তাঁহার
বিরুদ্ধে এই অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন,
যেন তিনি লোক পাঠাইয়া পৌলকে যিরূশালেমে
আনান। তাঁহারা পথিমধ্যে তাঁহাকে বধ করি-
৪ বার জন্য ঘাঁটি বসাইয়াছিলেন। কিন্তু ফীষ্ট
উত্তর করিলেন, পৌল কৈসরিয়াতে রক্ষিত
হইয়াছে; আমিও [সেখানে] অবিলম্বে প্রস্থান
৫ করিব। অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতা-
পন্ন, তাহারা আমার সহিত সে স্থানে গিয়া,
সেই ব্যক্তির কোন দোষ যদি থাকে, তবে তাহার
৬ নামে অভিযোগ করুক। আর তাঁহাদের নিকটে
আট কি দশ দিনের অনধিক কাল অবস্থিতি
করিয়া তিনি কৈসরিয়াতে নামিয়া গেলেন;
এবং পরদিন বিচারাসনে বসিয়া পৌলকে
৭ আনিতে আজ্ঞা করিলেন। আর তিনি উপস্থিত
হইলে যিরূশালেম হইতে আগত যিহূদীরা
তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপক্ষে
অনেক ভারী ভারী দোষের কথা উত্থাপন করিতে
লাগিল, কিন্তু তাহার প্রমাণ দিতে পারিল না।
৮ আর পৌল আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া এই
উত্তর করিলেন, যিহূদীদের ব্যবস্থার প্রতিকূলে,
ধর্ম্মধামের প্রতিকূলে কিম্বা কৈসরের প্রতিকূলে,
৯ আমি কোন অপরাধ করি নাই। কিন্তু ফীষ্ট
যিহূদীদের প্রীতির পাত্র হইবার বাসনা করাতে
পৌলকে উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমি কি যিরূ-
শালেমে গিয়া সেই স্থানে আমার সাক্ষাতে এই
১০ সকল বিষয়ে বিচারিত হইতে চাও? পৌল

Digitized by Google

বলিলেন, আমি কৈসরের বিচারাসনের সম্মুখে
দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এই স্থানে আমার বিচার
হওয়া উচিত; আমি যিহূদীদের প্রতি কিছু
অন্যায় করি নাই, ইহা আপনিও বিলক্ষণ
১১ জানেন। যদি আমি অপরাধী হই, এবং মৃত্যুর
যোগ্য কোন কর্ম্ম করিয়া থাকি, তবে মরিতে
অস্বীকার করি না; কিন্তু ইহারা আমার নামে
যে অভিযোগ করিতেছে, এ সকলের কিছুই যদি
সত্য না হয়, তবে ইহাদের হস্তে প্রীতি-উপহার-
রূপে আমাকে সমর্পণ করিতে কাহারও অধিকার
নাই; আমি কৈসরের নিকটে আপীল করি।
১২ তখন ফীষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া
উত্তর করিলেন, তুমি কৈসরের নিকটে আপীল
করিলে; কৈসরের কাছেই যাইবে।

আগ্রিপ্প রাজার সমক্ষে পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন।

১৩ পরে কয়েক দিন গত হইলে আগ্রিপ্প রাজা
এবং বর্ণীকী কৈসরিয়ায় উপস্থিত হইলেন, এবং
১৪ ফীষ্টকে মঙ্গলবাদ করিলেন। তাঁহারা অনেক
দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিলে ফীষ্ট রাজাকে
পৌলের কথা জানাইয়া কহিলেন, ফীলিক্স এক
১৫ জন বন্দিকে রাখিয়া গিয়াছেন; যখন আমি
যিরূশালেমে ছিলাম, তখন যিহূদীদের প্রধান
যাজক ও প্রাচীনবর্গ সেই ব্যক্তির বিষয় আবে-
দন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা যাচ্ঞা
১৬ করিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে এই উত্তর
দিয়াছিলাম, যাহার নামে অভিযোগ হয়, সে
যাবৎ অভিযোগকারীদের সহিত সম্মুখাসম্মুখি
হইয়া তাহার নামে যে অভিযোগ হয়, সে বিষয়ে
আত্মপক্ষ সমর্থনের অবসর না পায়, তাবৎ
প্রীতি-উপহাররূপে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা
১৭ রোমীয়দের প্রথা নহে। পরে তাহারা এক সঙ্গে
এ স্থানে আসিলে আমি কিছু বিলম্ব না করিয়া
পরদিন বিচারাসনে বসিয়া সেই ব্যক্তিকে
১৮ আনিতে আজ্ঞা করিলাম। পরে অভিযোগ-
কারীরা দাঁড়াইয়া, আমি যে প্রকার দোষ অনু-
মান করিয়াছিলাম, সেই প্রকার কোন দোষ
১৯ তাহার বিষয়ে উত্থাপন করিল না; কিন্তু তাহার
বিরুদ্ধে আপনাদের নিজ ধর্ম্ম বিষয়ে এবং যীশু
নামে কোন মৃত ব্যক্তির, যাহাকে পৌল জীবিত
বলিত, তাহার বিষয়ে কয়েকটী তর্ক উপস্থিত
২০ করিল। তখন এ সকল বিষয় কিরূপে অনু-
সন্ধান করিতে হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া
জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি যিরূশালেমে গিয়া
সেই স্থানে এই বিষয়ে বিচারিত হইতে চাও?
২১ তখন পৌল আপীল করিয়া সম্রাটের বিচারের
জন্য রক্ষিত থাকিতে প্রার্থনা করাতে, আমি
যাবৎ তাহাকে কৈসরের নিকটে পাঠাইয়া দিতে
না পারি, তাবৎ রক্ষিত থাকিতে আজ্ঞা দিলাম।
২২ তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিলেন, আমিও সেই
ব্যক্তির নিকটে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম।
ফীষ্ট কহিলেন, কল্য শুনিতে পাইবেন।
২৩ অতএব পরদিন আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী মহা-
সমারোহপূর্ব্বক আগমন করিয়া সহস্রপতিগণের
ও নগরস্থ প্রধান লোকদের সহিত সভাস্থলে
প্রবিষ্ট হইলে ফীষ্টের আজ্ঞায় পৌল আনীত
২৪ হইলেন। তখন ফীষ্ট কহিলেন, হে মহারাজ
আগ্রিপ্প, হে আমাদের সহিত উপস্থিত মহা-
শয়েরা, ইহাকে দেখিতেছেন, যাহার বিষয়ে
যিহূদী সমূহ লোক যিরূশালেমে এবং এই স্থানে
আমার নিকটে আবেদন করিয়া উচ্চৈস্বরে
বলিয়াছিল, উহার আর জীবিত থাকা উচিত
২৫ নয়; কিন্তু আমি দেখিতে পাইলাম, এ প্রাণ-
দণ্ডের যোগ্য কোন কর্ম্ম করে নাই, তথাপি এ
আপনি সম্রাটের নিকট আপীল করাতে ইহাকে
২৬ পাঠাইতে স্থির করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রভুর
কাছে ইহার বিষয়ে লিখিতে পারি, আমার
এমন নিশ্চিত কিছুই নাই; সেই জন্য মহাশয়-
দের সমক্ষে, বিশেষতঃ, হে মহারাজ আগ্রিপ্প,
আপনকার সমক্ষে ইহাকে উপস্থিত করিলাম;
যেন বিচার হইলে পর লিখিবার কিছু সূত্র পাই।
২৭ কেননা বন্দি পাঠাইবার সময়ে তাহার বিরুদ্ধে
অভিযোগের কথা নির্দ্দেশ না করা আমার
অসঙ্গত বোধ হয়।

২৬ অনন্তর আগ্রিপ্প পৌলকে কহিলেন,
তোমার পক্ষে যাহা বলিবার আছে,
তোমাকে বলিতে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে।
তখন পৌল হস্ত বিস্তার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন
করিতে লাগিলেন।
২ হে রাজন্ আগ্রিপ্প, যিহূদীরা আমার উপরে
যে সকল দোষারোপ করে, সে সম্বন্ধে অদ্য
আপনকার সাক্ষাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে
পাইতেছি, এজন্য আমি আমাকে ধন্য মনে
৩ করি; বিশেষ কারণ এই, যিহূদীদের সমস্ত
রীতিনীতি ও তর্ক সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ।
অতএব প্রার্থনা করি, সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক আমার
৪ নিবেদন শ্রবণ করুন। বাল্যকাল অবধি আমার
আচার ব্যবহার, যাহা আদি হইতে স্বজাতীয়দের
মধ্যে এবং যিরূশালেমে হইয়া আসিতেছে,
৫ তাহা যিহূদীরা সকলেই জানে; তাহারা প্রথমা-
বধি আমাকে জ্ঞাত হওয়াতে ইচ্ছা করিলে এ
সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে
সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাচারী দল অনুসারে আমি
৬ ফরীশী মতে জীবন যাপন করিতাম। আর

Digitized by Google

আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে ঈশ্বর কর্ত্তৃক
যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যাশা প্রযুক্ত
আমি সম্প্রতি বিচারিত হইবার জন্য দণ্ডায়-
৭ মান আছি। আমাদের দ্বাদশ বংশ রাত দিন
একাগ্র মনে আরাধনা করিতে করিতে সেই অঙ্গী-
কারের ফল পাইবার প্রত্যাশা করিতেছে ; আর
হে রাজন্, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই যিহূদিগণ
৮ কর্ত্তৃক আমার নামে অভিযোগ হইতেছে। ঈশ্বর
যদি মৃতগণকে উত্থাপন করেন, তবে ইহা
আপনাদের বিচারে কেন বিশ্বাসের অযোগ্য
৯ বোধ হয় ? আমি ত মনে করিতাম যে, নাস-
রতীয় যীশুর নামের প্রতিকূলে অনেক কার্য্য করা
১০ আমার কর্ত্তব্য। আর আমি যিরূশালেমে তাহাই
করিতাম ; প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইয়া অনেক পবিত্র লোককে কারাগারে বদ্ধ
করিতাম, ও তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি
১১ প্রকাশ করিতাম ; আর প্রত্যেক সমাজগৃহে বার
বার তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়া বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম-
নিন্দা করাইতে চেষ্টা করিতাম, এবং তাঁহাদের
বিরুদ্ধে অতিমাত্র উন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর
১২ পর্য্যন্তও তাঁহাদিগকে তাড়না করিতাম। এই
উপলক্ষে প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা ও
আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া আমি দম্মেশকে যাইতে-
১৩ ছিলাম, এমন সময়ে, হে রাজন্, মধ্যাহ্নকালে
আকাশ হইতে সূর্য্যতেজ অপেক্ষাও তেজোময়
জ্যোতিঃ পথিমধ্যে আমার ও আমার সহযাত্রীদের
১৪ চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে দেখিলাম। তখন
আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমার
প্রতি ইব্রীয় ভাষায় উক্ত এই বাণী আমি শুনি-
লাম, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করি-
তেছ ? কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার
১৫ দুষ্কর। তখন আমি বলিলাম, হে প্রভো,
আপনি কে ? তাহাতে প্রভু কহিলেন, আমি
১৬ যীশু, যাহাকে তুমি তাড়না করিতেছ। কিন্তু
উঠ, পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, কেননা আমি এই
অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম, তুমি যে
দর্শনে আমাকে দেখিয়াছ, এবং যে দর্শনে আমি
তোমাকে দর্শন দিব, এই সকল বিষয়ে যেন
১৭ তোমাকে ভৃত্য ও সাক্ষী নিযুক্ত করি। আমি
স্বজাতীয় ও পরজাতীয় লোকদের হইতে তোমাকে
উদ্ধার করিব, যাহাদের নিকটে তোমাকে পাঠাই-
১৮ তেছি, যেন তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দেও, যাহাতে
তাহারা অন্ধকার হইতে জ্যোতির প্রতি, এবং
শয়তানের কর্ত্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া
আমাতে বিশ্বাস দ্বারা পাপের মোচন ও পবিত্রী-
১৯ কৃত লোকদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব,
হে রাজন্, আগ্রিপ্প, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের
২০ অবাধ্য হইলাম না ; কিন্তু প্রথমে দম্মেশকস্থ,
পরে যিরূশালেমস্থ লোকদের নিকটে ও যিহূ-
দিয়ার সমস্ত জনপদে এবং পরজাতিদের কাছে
প্রচার করিতে লাগিলাম যে, তাহারা যেন মন
ফিরায়, এবং মনঃপরিবর্ত্তনের উপযোগী কার্য্য
২১ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ফিরে। এই কারণ যিহূ-
দীরা ধর্ম্মধামে আমাকে ধরিয়া বধ করিতে
২২ উদ্যত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ঈশ্বর হইতে সাহায্য
প্রাপ্ত হইয়া আমি অদ্যাপি সুস্থির আছি, ক্ষুদ্র
ও মহান্ সকলের কাছে সাক্ষ্য দিতেছি, ভাব-
বাদিগণ এবং মোশি যাহা ঘটিবে বলিয়া গিয়া-
ছেন, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিতেছি না।
২৩ তাহা এই, খ্রীষ্ট দুঃখভোগের পাত্র, তিনিই
প্রথমে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা যিহূদী ও পর-
জাতিগণের কাছে দীপ্তি প্রচার করিবেন।
২৪ এইরূপে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে-
ছেন, এমন সময়ে ফীষ্ট উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
পৌল, তুমি পাগল ; বহু বিদ্যাভ্যাস তোমাকে
২৫ পাগল করিয়া তুলিতেছে। পৌল কহিলেন, হে
মহামহিম ফীষ্ট, আমি পাগল নহি, কিন্তু সত্যের
২৬ ও সুবোধের উক্তি প্রচার করিতেছি। ফলতঃ
রাজা এ সমস্ত বিষয় জানেন, যাঁহার সাক্ষাতে
আমি মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতেছি ; কারণ আমার
এই ধারণা হইয়াছে যে, ইহার কিছুই রাজার
অগোচর নহে ; যেহেতুক ইহা কোণের মধ্যে
২৭ করা যায় নাই। হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আপনি
কি ভাববাদিগণের বাক্যে বিশ্বাস করেন ? আমি
২৮ জানি, আপনি বিশ্বাস করেন। তখন আগ্রিপ্প
পৌলকে কহিলেন, তুমি অল্পেই আমাকে
২৯ খ্রীষ্টীয়ান হইতে লওয়াইতেছ। পৌল কহিলেন,
অল্পে হউক কি অধিকে হউক, আপনি এবং
অন্য যত লোক অদ্য আমার কথা শুনিতেছেন,
সকলে যেন এই শৃঙ্খলবন্ধন ছাড়া আমার সদৃশ
হন, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।
৩০ তখন রাজা, দেশাধ্যক্ষ ও বর্ণীকী এবং তাঁহা-
৩১ দের সঙ্গে উপবিষ্ট লোকেরা উঠিলেন ; আর
স্থানান্তরে গিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিয়া বলি-
লেন, এই ব্যক্তি বন্ধনের কিম্বা প্রাণদণ্ডের যোগ্য
৩২ কিছুই করে না। আর আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহি-
লেন, এই ব্যক্তি যদি কৈসরের নিকটে আপীল
না করিত, তবে মুক্তি পাইতে পারিত।

পৌলের রোমে গমন ও তথাকার যিহূদী-দের নিকটে সুসমাচার প্রচার।

২৭ পরে সমুদ্রপথে আমাদের ইতালিয়া
যাওয়া স্থির হইলে পৌল এবং অন্য কয়েক
জন বন্দি আগস্তীয় সৈন্যদলভুক্ত যূলিয় নামে
এক জন শতপতির নিকটে সমর্পিত হইলেন।

Digitized by Google

২ পরে আমরা একখান আদ্রামুত্তীয় জাহাজে
আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম, সেই জাহাজ
আশিয়ার উপকূলের নানা স্থানে যাইতে উদ্যত
ছিল। মাকিদনিয়ার থিষলনীকী-নিবাসী আরি-
৩ ষ্টার্খ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পরদিন আমরা
সীদোনে লাগাইলাম ; আর যূলিয় পৌলের
প্রতি সৌজন্য ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে বন্ধুবান্ধব-
গণের নিকটে গিয়া প্রাণ জুড়াইবার অনুমতি
৪ দিলেন। পরে তথা হইতে জাহাজ খুলিয়া
সম্মুখ বাতাস হওয়াতে আমরা কুপ্র দ্বীপের
৫ আড়ালে আড়ালে চলিলাম। পরে কিলিকিয়ার
ও পাম্ফুলিয়ার সম্মুখস্থ সমুদ্র পার হইয়া
লুকিয়া দেশান্তঃপাতি মুরায় উপস্থিত হইলাম।
৬ সেই স্থানে শতপতি ইতালিয়াতে যাইতে উদ্যত
একখান আলেক্সান্দ্রীয় জাহাজ দেখিয়া আমা-
৭ দিগকে সেই জাহাজে তুলিয়া দিলেন। পরে বহু
দিবস ধীরে ধীরে গমন করিয়া কষ্টে কনীদের
সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাতাসে আর অগ্রসর
হইতে না পারাতে আমরা সল্‌মোনীর সম্মুখ
দিয়া ক্রীতী দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চলিলাম।
৮ পরে কষ্টে উপকূলের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে
সুন্দর পোতাশ্রয় নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম।
লাসেয়া নগর সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী।
৯ এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়াতে,
এবং উপবাসপর্ব্ব অতীত হইয়াছিল বলিয়া
জলযাত্রায় শঙ্কা হওয়াতে পৌল তাহাদিগকে
১০ পরামর্শ দিয়া কহিলেন, মহাশয়েরা, আমি
দেখিতেছি, এই যাত্রায় অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি
হইবে, তাহা কেবল মালের ও জাহাজের, এমন
১১ নয়, আমাদের প্রাণেরও হইবে। কিন্তু শতপতি
পৌলের বাক্য অপেক্ষা প্রধান নাবিকের ও
জাহাজের কর্ত্তার কথায় অধিক কর্ণপাত করি-
১২ লেন। আর ঐ পোতাশ্রয়ে শীতকাল যাপনের
সুবিধা না হওয়াতে অধিকাংশ লোক, সাধ্য
হইলে ফৈনীকে গিয়া শীতকাল যাপন করিবে
বলিয়া, ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিবার মন্ত্রণা
করিল। উক্ত ফৈনীক ক্রীতীর এক পোতাশ্রয়,
১৩ তাহা উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব অভিমুখীন। পরে
যখন দক্ষিণ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, তখন
তাহারা আপনাদের সঙ্কল্প সাধনের পথ পাইল
বুঝিয়া জাহাজ খুলিয়া ক্রীতীর কূলের নিকট
১৪ দিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু অল্প কাল পরে
তাহার কূল হইতে উরাকুলো নামে অতি প্রচণ্ড
১৫ এক বায়ু আঘাত করিতে লাগিল। তখন জাহাজ
সমাক্রান্ত হইয়া বায়ুর প্রতিরোধ করিতে না
পারাতে আমরা তাহা ভাসিয়া যাইতে দিলাম।
১৬ পরে কৌদা নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের আড়ালে
আড়ালে চলিয়া বহুকষ্টে নৌকাখানি আপনা-
১৭ দের বশ করিতে পারিলাম। আর নাবিকেরা
তাহা তুলিয়া নানা উপায়ে জাহাজের পার্শ্ব
বাঁধিয়া দৃঢ় করিল ; পরে পাছে সূর্ত্তি নামক
চড়াতে গিয়া পড়ে, এই ভয়ে সাজ নামাইয়া
১৮ অমনি চলিল। পর দিন ঝড়ের আতিশয্য
উৎপাত প্রযুক্ত তাহারা কতক কতক মাল জলে
১৯ ফেলিয়া দিল। আর তৃতীয় দিবসে তাহারা
২০ স্বহস্তে জাহাজের সরঞ্জাম ফেলিয়া দিল। অনন্তর
বহুদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য কি তারা প্রকাশ না পাও-
য়াতে, এবং ভারী ঝড়ে উৎপাত করাতে, আমা-
দের রক্ষা পাইবার সমস্ত আশা ক্রমে দূরী-
ভূত হইল।
২১ তখন সকলে অনেক দিন অনাহারে থাকিলে
পর পৌল তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
মহাশয়েরা, আমার কথা গ্রাহ্য করিয়া ক্রীতী
হইতে জাহাজ না খুলিলে এবং এই অনিষ্টপ্রাপ্ত
২২ ও ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে ভাল হইত। কিন্তু সম্প্রতি
আমার পরামর্শ এই, আপনারা সাহস করুন,
কেননা আপনাদের এক প্রাণীরও হানি হইবে
২৩ না, কেবল জাহাজের হইবে। কারণ আমি যে
ঈশ্বরের লোক এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার
এক দূত গত রাত্রিতে আমার নিকটে দণ্ডায়মান
২৪ হইয়া কহিলেন, পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের
সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে ; এবং
দেখ, ঈশ্বর তোমার সকল সহযাত্রীকে তোমাকে
২৫ দান করিয়াছেন। অতএব মহাশয়েরা সাহস
করুন, কেননা আমার প্রতি কথিত বাক্য অনু-
সারে ঘটিবে, ঈশ্বরে আমার এমন বিশ্বাস
২৬ আছে। কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়া আমাদিগকে
পড়িতে হইবে।
২৭ এইরূপে আদ্রিয়া সমুদ্রে ইতস্ততঃ চালিত
হইতে হইতে চতুর্দ্দশ রাত্রি উপস্থিত হইলে
মধ্যরাত্র সময়ে মাল্লারা অনুমান করিতে লাগিল,
তাহারা কোন দেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছে।
২৮ আর তাহারা জল মাপিয়া বিংশতি বাঁউ জল
পাইল ; পরে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পুনর্ব্বার জল
২৯ মাপিয়া পঞ্চদশ বাঁউ পাইল। তখন পাছে
আমরা শৈলময় স্থানে গিয়া পড়ি, এই আশঙ্কায়
তাহারা জাহাজের পশ্চাদ্ভাগ হইতে চারিটী
নঙ্গর ফেলিয়া দিবসের আকাঙ্ক্ষায় থাকিল।
৩০ অনন্তর মাল্লারা গলুইর কিঞ্চিৎ অগ্রে নঙ্গর
ফেলিবার ছল করিয়া নৌকাখানি সমুদ্রে
নামাইয়া জাহাজ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা
৩১ করিলে, পৌল শতপতিকে ও সৈনিকদিগকে
কহিলেন, উহারা জাহাজে না থাকিলে তোমা-
৩২ দের নিস্তার হইতে পারিবে না। তখন সৈনি-
কেরা নৌকাখানির রজ্জু কাটিয়া তাহা জলে
৩৩ পড়িতে দিল। পরে প্রভাত হইয়া আসিতেছে,

Digitized by Google

এমন সময়ে পৌল সকল লোককে কিছু আহার
করিতে বিনতি করিলেন, কহিলেন, অদ্য চৌদ্দ
দিন হইল, তোমরা অপেক্ষা করিয়া আছ, কিছু
খাদ্য গ্রহণ না করিয়া অনাহারে কালক্ষেপ
৩৪ করিতেছ। অতএব বিনতি করিয়া বলি, আহার
কর, কেননা তাহা তোমাদের রক্ষার জন্য উপ-
কারী হইবে ; কেননা তোমাদের কাহারও মস্ত-
৩৫ কের একটী কেশও নষ্ট হইবে না। ইহা বলিয়া
পৌল রুটী লইয়া সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করিলেন, পরে তাহা ভাঙ্গিয়া ভোজন
৩৬ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সকলে সাহস
প্রাপ্ত হইল, এবং আপনারাও আহার করিল।
৩৭ সেই জাহাজে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত ছেয়াত্তর
৩৮ প্রাণী ছিলাম। সকলে খাদ্যে তৃপ্ত হইলে পর
তাহারা সমস্ত গম সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া জাহা-
জের ভার লাঘব করিল।
৩৯ দিন হইলে তাহারা সেই স্থল চিনিতে পারিল
না ; কিন্তু সমান তীরবিশিষ্ট এক খাড়ী দেখিতে
পাইল ; আর পরামর্শ করিল, যদি পারে, তবে
সেই তীরের উপরে যেন জাহাজ তুলিয়া দেয়।
৪০ তাহারা লঙ্গর সকল কাটিয়া সমুদ্রে ত্যাগ করিল,
এবং সঙ্গে সঙ্গে হালের বন্ধন খুলিয়া দিল ;
পরে বাতাসের সম্মুখে অগ্রভাগের পাইল তুলিয়া
সেই সমান তীরের অভিমুখে চলিতে লাগিল।
৪১ কিন্তু দুই দিকে সমুদ্রাহত কোন স্থানে গিয়া
পড়াতে চড়ার উপরে জাহাজ আটকাইল,
তাহাতে গলহী বাধিয়া গিয়া অটল হইয়া
রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রবল তরঙ্গের আঘাতে
৪২ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তখন সৈনিকেরা
বন্দিদিগকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল, পাছে
৪৩ কেহ সাঁতার দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু শতপতি
পৌলকে রক্ষা করিবার বাসনায় তাহাদিগকে সেই
সঙ্কল্প হইতে ক্ষান্ত করিলেন ; আর এই আজ্ঞা
দিলেন, যাহারা সাঁতার জানে, তাহারা অগ্রে
৪৪ ঝাঁপ দিয়া সাঁতারিয়া ডাঙ্গায় উঠুক ; আর
অবশিষ্ট সকলে তক্তা কিম্বা জাহাজের যে যাহা
পায়, তাহা অবলম্বন করিয়া যাউক। এইরূপে
সকলে রক্ষা পাইয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইল।

২৮ আমরা রক্ষা পাইলে পর জানিতে পারি-
লাম যে, ঐ দ্বীপের নাম মিলিতা। আর
তথাকার বর্ব্বরেরা আমাদের প্রতি অসাধারণ
সৌজন্য প্রকাশ করিল, বস্তুতঃ উপস্থিত বৃষ্টি
ও শীত প্রযুক্ত অগ্নি জ্বালিয়া আমাদের সকলকে
৩ অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু পৌল এক বোঝা কাষ্ঠ
কুড়াইয়া ঐ অগ্নির উপরে ফেলিয়া দিলে অগ্নির
উত্তাপে একটা কালসর্প বাহির হইয়া তাঁহার
৪ হস্তে কামড়াইয়া ধরিয়া রহিল। তখন ঐ বর্ব্বরেরা
তাঁহার হস্তে সেই জন্তুটা ঝুলিতেছে দেখিয়া
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এই ব্যক্তি
নিশ্চয়ই খুনী, সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইলেও ধর্ম্ম
৫ ইহাকে বাঁচিতে দিলেন না। কিন্তু তিনি হস্ত
ঝাড়িয়া জন্তুটাকে অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিলেন,
৬ তাঁহার কিছুই হানি হইল না। তখন তাহারা
অপেক্ষা করিতে লাগিল, মনে করিল, তিনি
ফুলিয়া পড়িবেন, কিম্বা হঠাৎ মরিয়া ভূমিতে
পড়িয়া যাইবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপে-
ক্ষায় থাকিলে পর, তাঁহার প্রতি কোন বিষম
ব্যাপার ঘটিতেছে না, দেখিয়া তাহারা বিচারা-
ন্তর করিয়া বলিতে লাগিল, উনি কোন
দেবতা।
৭ ঐ স্থানের নিকটে সেই দ্বীপের পুব্লিয় নামক
প্রধানের ভূসম্পত্তি ছিল ; তিনি আমাদিগকে
নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া সৌজন্য প্রকাশ-
পূর্ব্বক তিন দিন পর্য্যন্ত আমাদের আতিথ্য
৮ করিলেন। তৎকালে পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও
আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন,
আর পৌল ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা-
পূর্ব্বক তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে
৯ সুস্থ করিলেন। এই ঘটনা হইলে পর অন্য যত
রোগী ঐ দ্বীপে ছিল, তাহারা আসিয়া সুস্থ
১০ হইল। আর তাহারা বিস্তর সমাদরে আমা-
দিগকে সমাদর করিল, এবং আমাদের প্রস্থান
সময়ে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিল।
১১ তিন মাস গত হইলে পর আমরা আলেক-
সান্দ্রীয় এক জাহাজে আরোহণ করিয়া যাত্রা
১২ করিলাম। সেই জাহাজ ঐ দ্বীপে শীতকাল
যাপন করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন দিয়স্কূরী
১৩ (মিথুন)। পরে সুরাকূষে লাগাইয়া আমরা
সেখানে তিন দিবস থাকিলাম। আর তথা
হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রীগিয়ে উপস্থিত হই-
লাম ; এক দিনের পর দক্ষিণ বাতাস উঠিল,
আর দ্বিতীয় দিন পুতিয়লীতে উপস্থিত হই-
১৪ লাম। সেই স্থানে কয়েক জন ভ্রাতার দেখা
পাইলাম, আর তাঁহারা অনুনয় বিনয় করিলে
সাত দিন তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থিতি করিলাম ;
১৫ এইরূপে আমরা রোমে উপস্থিত হই। আর তথা
হইতে ভ্রাতৃগণও আমাদের সংবাদ পাইয়া
অপ্পিয়ের হাট ও তিন সরাই পর্য্যন্ত আমাদের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ; তাঁহা-
দিগকে দেখিয়া পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া
সাহস পাইলেন।
১৬ রোমে আমাদের উপস্থিত হইবার পরে
(শতপতি বন্দিদিগকে স্কন্ধাবারের অধিপতির
নিকটে সমর্পণ করিলেন ; কিন্তু) পৌল আপন
প্রহরী সৈনিকের সহিত স্বতন্ত্র বাস করিবার
অনুমতি পাইলেন।

Digitized by Google

১৭ অনন্তর তিন দিনের পর তিনি প্রধান প্রধান
যিহূদীকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন; এবং
তাহারা সমাগত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলি-
লেন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যদিও স্বজাতীয়দের
কিম্বা পৈতৃক রীতির বিরুদ্ধে কিছুই করি নাই,
তথাপি যিরূশালেমে বন্দিরূপে রোমীয়দের হস্তে
১৮ সমর্পিত হইয়াছিলাম। আর তাহারা আমার
বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ না
পাওয়াতে আমাকে মুক্তি দিবার মানস করিয়া-
১৯ ছিল। কিন্তু যিহূদীরা প্রতীবাদ করায় আমি
কৈসরের কাছে আপীল করিতে বাধ্য হইলাম;
তথাপি স্বজাতীয়দের নামে অভিযোগ করিবার
২০ কোন কথা যে আমার ছিল, তাহা নয়। সেই
কারণ আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপ-
কথন করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করি-
লাম; কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশা হেতুই আমি
২১ এই শৃঙ্খলের ভারে ভারগ্রস্ত আছি। তখন
তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা তোমার বিষয়ে
যিহূদিয়া হইতে কোন পত্র পাই নাই; অথবা
ভ্রাতৃগণের মধ্যেও কেহ এখানে আসিয়া তোমার
বিষয়ে মন্দ সংবাদ দেয় নাই, এবং মন্দ কথাও
২২ কহে নাই। কিন্তু তোমার মত কি, তাহা আমরা
তোমার মুখে শুনিতে বাসনা করি; যেহেতুক
এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সর্ব্বত্র
লোকে ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া থাকে।
২৩ পরে তাহারা একটী দিন নিরূপণ করিয়া
সেই দিন অনেকে তাঁহার বাসায় তাঁহার কাছে
আসিল; তাহাদের কাছে পৌল প্রাতঃকাল
অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের
রাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, এবং মোশির
ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণের গ্রন্থ লইয়া যীশুর
২৪ বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিলেন। তাহাতে
কেহ কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, আর কেহ
২৫ কেহ অবিশ্বাস করিল। এইরূপে তাহাদের মধ্যে
ঐকমত্য না হওয়ায় তাহারা বিদায় হইতে
লাগিল; যাইবার পূর্ব্বে পৌল একটী কথা
বলিয়া দিলেন, পবিত্র আত্মা যিশায়াহ ভাব-
বাদীর দ্বারা তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই
২৬ কথা ভালই বলিয়াছেন, যথা, "এই লোকদের
নিকটে গিয়া বল, তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু
কোন মতে বুঝিবে না; এবং চক্ষুতে দেখিবে,
২৭ কিন্তু কোন মতে জানিবে না; কেননা এই লোক-
দের হৃদয় স্থূল হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের কর্ণ
ভারী হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করি-
য়াছে, পাছে তাহারা চক্ষুতে দেখে, কর্ণে শুনে,
হৃদয়ে বুঝে ও ফিরিয়া আইসে, আর আমি
২৮ তাহাদিগকে সুস্থ করি।" অতএব তোমরা জ্ঞাত
হও, ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ পরজাতীয়দের কাছে
২৯ প্রেরিত হইল; আর তাহারা শুনিবে। (তিনি
এই কথা কহিলে পর যিহূদীরা পরস্পর অনেক
বাদানুবাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।)
৩০ অনন্তর পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্য্যন্ত
নিজের ভাড়াটিয়া ঘরে থাকিলেন, এবং যত
লোক তাঁহার নিকটে আসিত, সকলকেই গ্রহণ
৩১ করিয়া সম্পূর্ণ সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজ্যের
কথা প্রচার করিতেন, ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কেহ তাঁহাকে বাধা
দিত না।

রোমীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

মঙ্গলাচরণ ও আভাষ।

১ পৌল, যীশু খ্রীষ্টের দাস, আহূত প্রেরিত,
ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য পৃথক্‌কৃত,—
২ যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে আপন ভাব-
বাদিগণের দ্বারা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন;
৩ তাহা তাঁহার পুত্রবিষয়ক, যিনি মাংসের সম্বন্ধে
৪ দায়ূদের বংশজাত, যিনি পবিত্রতার আত্মার
সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে
৫ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন; তিনি যীশু খ্রীষ্ট,
আমাদের প্রভু, যাঁহার দ্বারা আমরা তাঁহার
নামের পক্ষে সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাসের
আজ্ঞাবহতার উদ্দেশে অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্ব প্রাপ্ত
৬ হইয়াছি; তাহাদিগের মধ্যে তোমরাও আছ,
যীশু খ্রীষ্টের আহূত—রোমে ঈশ্বরের প্রিয়
আহূত পবিত্র লোক যত আছেন, সেই সর্ব্বজন
৭ সমীপেষু। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক।
৮ প্রথমতঃ আমি যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তোমাদের
সকলের জন্য আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি
যে, তোমাদের বিশ্বাস সমস্ত জগতে বিজ্ঞাপিত

Digitized by Google

৯ হইতেছে। বস্তুতঃ ঈশ্বর, যাঁহার সেবা আমি
আপন আত্মা দিয়া তাঁহার পুত্রের সুসমাচারে
করিয়া থাকি, তিনি আমার সাক্ষী যে, আমি
নিরন্তর তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি,
১০ আমার প্রার্থনাকালে আমি সর্ব্বদা যাচ্ঞা করি,
যেন এত কালের পরে এক্ষণে কোন প্রকারে
একবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমাদের নিকটে গমন
১১ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারি। কেননা আমি
তোমাদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি,
যেন তোমাদিগকে এমন কোন আত্মিক বর
প্রদান করি, যাহাতে তোমরা স্থিরীকৃত হও;
১২ অর্থাৎ যাহাতে তোমাদের ও আমার উভয়
পক্ষের আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারা তোমাদের সঙ্গে
তোমাদিগেতে আপনিও আশ্বাস পাই।

১৩ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, পরজাতীয় অন্য সকল
লোকের মধ্যে যেমন, তেমনি তোমাদের মধ্যেও
যেন কোন ফল প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য তোমাদের
নিকটে যাইতে বার বার স্থির করিয়াছিলাম,
কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়া আসিয়াছি, ইহা
যে তোমরা অজ্ঞাত থাক, আমার এমন ইচ্ছা
১৪ নয়। গ্রীক ও বর্ব্বর, বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ সকলের
১৫ কাছে আমি ঋণী। তদনুসারে আমার যতটা
সাধ্য, আমি রোম-নিবাসী তোমাদের কাছেও
১৬ সুসমাচার প্রচার করিতে উৎসুক। কেননা আমি
সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা
প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের
শক্তি; প্রথমতঃ যিহূদীর পক্ষে, আবার গ্রীকেরও
১৭ পক্ষে। কারণ ঈশ্বরের এক ধার্ম্মিকতা বিশ্বাস
হইতে বিশ্বাস পর্য্যন্ত উহাতে প্রকাশিত হই-
তেছে, যেমন লেখা আছে, "কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি
বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে।"

প্রতিমাপূজকদের পাপাবস্থা।

১৮ কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্য-
দের যাবতীয় ভক্তি-লঙ্ঘন ও অধার্ম্মিকতার
উপরে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহারা অধার্ম্মি-
১৯ কতায় সত্যের প্রতিরোধ করে। কারণ ঈশ্বরের
বিষয়ে যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা তাহা-
দের মধ্যে প্রকাশিত আছে, কেননা ঈশ্বর তাহা
২০ তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ
তাঁহার অদৃশ্য গুণ অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম
ও ঈশ্বরত্ব জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ
কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, যেন
২১ তাহাদের উত্তর দিবার পথ না থাকে; কারণ
ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর
বলিয়া তাঁহার গৌরব কি ধন্যবাদ করে নাই;
কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অসার হইয়া
পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার
২২ হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া
২৩ তাহারা মূর্খ হইয়াছে, এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের
এবং পক্ষীর, চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তি-
বিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয়ণীয় ঈশ্বরের
প্রতাপ পরিবর্ত্ত করিয়াছে।

২৪ এই কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে আপন আপন
হৃদয়ের অভিলাষে এমন অশুচিতায় সমর্পণ
করিলেন যে, তাহাদের দেহ তাহাদের মধ্যে
২৫ অনাদৃত হইতেছে। কারণ তাহারা মিথ্যার
সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্ত্ত করিয়াছে, এবং
সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা করিয়া সেই সৃষ্টি-
কর্ত্তাকে ছাড়িয়াছে, যিনি যুগে যুগে ধন্য।
আমেন।

২৬ এই কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে জঘন্য রিপুর
বশে সমর্পণ করিয়াছেন; ফলতঃ তাহাদের
স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যবহার অন্যথা করিয়া
২৭ স্বভাবের বিপরীত ব্যবহার করিয়াছে। আর
পুরুষেরাও তদ্রূপ স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া
পরস্পর কামানলে প্রজ্বলিত হইয়া পুরুষ পুরুষে
কুৎসিত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে, এবং আপনা-
দিগেতে নিজ ভ্রান্তির সমুচিত প্রতিফল পাই-
২৮ য়াছে। আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনা-
দের তত্ত্বজ্ঞানে ধারণ করিবার জন্য সম্মত হয়
নাই, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া
২৯ করণার্থে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন। তাহারা
যাবতীয় অধার্ম্মিকতা, খলতা, লোভ ও হিংসাতে
পরিপূরিত, মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ, ছল ও
৩০ দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ; কর্ণেজপ, পরীবাদক, ঈশ্বর-
ঘৃণিত, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ
বিষয়ের উৎপাদক, মাতাপিতার অনাজ্ঞাবহ,
৩১ নির্ব্বোধ, নিয়ম-ভঙ্গকারী, স্নেহরহিত, নির্দ্দয়।
৩২ আর যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহারা
যে মৃত্যুর যোগ্য, ঈশ্বরের এই বিচার জ্ঞাত
হইয়াও তাহারা তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা
নয়, কিন্তু তদাচারী সকলের অনুমোদনও করে।

যিহূদী প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রের পাপাবস্থা।

২ অতএব, হে মনুষ্য, তুমি যে বিচার করি-
তেছ, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দিবার
পথ নাই; কারণ যে বিষয়ে তুমি পরের বিচার
করিতেছ, সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করি-
তেছ; কেননা তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমিই
২ সেই মত আচরণ করিতেছ। আর আমরা জানি,
এতদ্রূপ আচরণকারী লোকদের প্রতিকূলে ঈশ্ব-
৩ রের বিচারাজ্ঞা সত্যের অনুযায়ী। আর হে

Digitized by Google

মনুষ্য, যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তুমি যখন
তাহাদের বিচার করিয়া থাক, আবার আপনিও
তদ্রূপ করিতেছ, তখন তুমি কি মনে করিতেছ
৪ যে, তুমিই ঈশ্বরের বিচারাজ্ঞা এড়াইবে? অথবা
তাঁহার মধুর ভাব, ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন
কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে
তোমাকে অনুতাপ করিতে লওয়াইতেছে, ইহা কি
৫ বুঝ না? কিন্তু তোমার কাঠিন্য এবং অনুতাপ-
রহিত হৃদয় অনুসারে ঈশ্বরের ক্রোধের ও ন্যায়-
বিচার প্রকাশের দিনে তুমি আপনার জন্য ক্রোধ
৬ সঞ্চয় করিতেছ; তিনি ত প্রত্যেক মনুষ্যকে
৭ তাহার ক্রিয়ানুযায়ী ফল দিবেন; বস্তুতঃ সৎ-
ক্রিয়ার ধৈর্য্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর
ও অক্ষয়তার অন্বেষণ করে, তাঁহাদিগকে তিনি
৮ অনন্ত জীবন দিবেন; কিন্তু যাহারা প্রতিযোগী,
এবং সত্য মানে না, অধার্ম্মিকতাই মানে, তাহা-
দের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট ঘটিবে;
৯ প্রথমে যিহূদীর, আবার গ্রীকের, কদাচারী মনুষ্য-
১০ মাত্রের প্রাণের উপরে বর্ত্তিবে। কিন্তু প্রথমে
যিহূদীর, আবার গ্রীকের, সদাচারী প্রত্যেক
মনুষ্যের প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও শান্তি বর্ত্তিবে।
১১,১২ কেননা ঈশ্বরের কাছে মুখাপেক্ষা নাই। কারণ
ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় যত লোক পাপ করি-
য়াছে, ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় তাহাদের বিনাশও
ঘটিবে; আর ব্যবস্থার অধীনে থাকিয়া যত
লোক পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থা দ্বারাই তাহাদের
১৩ বিচার করা যাইবে। ঈশ্বরের কাছে ত ব্যবস্থার
শ্রোতারা ধার্ম্মিক নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা
পালন করে, তাহারাই ধার্ম্মিকীকৃত হইবে।
১৪ কেননা ব্যবস্থাবিহীন জাতিগণ যখন স্বভা-
বতঃ ব্যবস্থানুযায়ী আচরণ করে, তখন সেই
ব্যবস্থাবিহীনেরা আপনাদের ব্যবস্থা আপনা-
১৫ রাই হয়। যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কার্য্য
আপন আপন হৃদয়ে লিখিত দেখাইতেছে,
তাহাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দিতেছে,
এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহা-
দিগকে দোষী করিতেছে, নয় তাহাদের পক্ষ
১৬ সমর্থন করিতেছে। যে দিন ঈশ্বর মনুষ্যদের
গুপ্ত বিষয় সকল ধরিয়া আমার সুসমাচার অনু-
সারে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা বিচার করিবেন, [সেই
দিনে এইরূপ হইবে]।
১৭ তুমি কি যিহূদী নাম ধারণ করিতেছ, ব্যব-
স্থার উপরে নির্ভর করিতেছ, ঈশ্বরের শ্লাঘা
১৮ করিতেছ, ব্যবস্থা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে
তাঁহার বাসনা জ্ঞাত আছ, এবং যাহা যাহা
১৯ শ্রেয়ঃ, সে সকল মানিতেছ, আর ব্যবস্থায়
জ্ঞানের ও সত্যের অবয়ব পাইয়াছ বলিয়া
২০ আপনাকে অন্ধদের পথপ্রদর্শক, তিমিরবাসীদের
দীপ্তি, মূর্খদের জ্ঞানদাতা, শিশুদের শিক্ষক
২১ বলিয়া নিশ্চয় জানিতেছ? তবে পরকে শিক্ষা
দিতেছ যে তুমি, তুমি কি আপনাকে শিক্ষা দেও
না? চুরি করিতে নাই বলিয়া প্রচার করিতেছ
২২ যে তুমি, তুমি কি চুরি করিতেছ? ব্যভিচার
করিতে নাই বলিয়া প্রচার করিতেছ যে তুমি,
তুমি কি ব্যভিচার করিতেছ? প্রতিমা ঘৃণা
করিতেছ যে তুমি, তুমি কি দেবালয় লুট করি-
২৩ তেছ? ব্যবস্থায় শ্লাঘা করিতেছ যে তুমি, তুমি
কি ব্যবস্থালঙ্ঘন দ্বারা ঈশ্বরের অনাদর করি-
২৪ তেছ? কেননা যেমন লিখিত আছে, সেইরূপ
তোমাদের হইতে জাতিগণের মধ্যে ঈশ্বরের নাম
২৫ নিন্দিত হইতেছে। বাস্তবিক যদি তুমি ব্যবস্থা
পালন কর, তবে ত্বক্‌ছেদে উপকার আছে
বটে; কিন্তু যদি ব্যবস্থালঙ্ঘনকারী হও, তবে
২৬ তোমার ত্বক্‌ছেদ অত্বক্‌ছেদ হইয়া পড়িল। অত-
এব অচ্ছিন্নত্বক্ লোক যদি ব্যবস্থার বিধি সকল
পালন করে, তবে তাহার অত্বক্‌ছেদ কি ত্বক্‌ছেদ
২৭ বলিয়া গণিত হইবে না? আর অক্ষর ও ত্বক্‌ছেদ
সত্ত্বে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেছ যে তুমি, স্বাভাবিক
অচ্ছিন্নত্বক্ লোক যদি ব্যবস্থা পালন করে,
তবে সে কি তোমার বিচার করিবে না?
২৮ কেননা বাহিরে যে যিহূদী সে যিহূদী নয়,
এবং বাহিরে মাংসে কৃত যে ত্বক্‌ছেদ তাহা
২৯ ত্বক্‌ছেদ নয়। কিন্তু আন্তরিক যে যিহূদী
সেই যিহূদী, এবং হৃদয়ের যে ত্বক্‌ছেদ, যাহা
অক্ষরে নয়, আত্মায়, তাহাই ত্বক্‌ছেদ; তাহার
প্রশংসা মনুষ্য হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বর
হইতে হয়।

৩ তবে যিহূদীর বেশি কি আছে? ত্বক্‌ছেদেরই
বা উপকার কি? তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রচুর;
প্রথমতঃ এই যে, ঈশ্বরের বাণী তাহাদের নিকটে
৩ গচ্ছিত হইয়াছে। কারণ কেহ কেহ যদি অবি-
শ্বাসী হইয়া থাকে, তাহাতে কি আইসে যায়?
তাহাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বাস্যতা
৪ নিষ্ফল করিবে? এমন না হউক, বরং মনুষ্যমাত্র
মিথ্যাবাদী হউক, তথাপি ঈশ্বর সত্য থাকুন;
যেমন লেখা আছে,

"তুমি যেন নিজ বাক্যে ধার্ম্মিকীকৃত হও,
এবং তোমার বিচারকালে বিজয়ী হও।"

৫ কিন্তু আমাদের অধার্ম্মিকতা যদি ঈশ্বরের
ধার্ম্মিকতা সাব্যস্ত করে, তবে কি বলিব? ঈশ্বর,
যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায়ী?
৬ আমি মানুষের মত কহিতেছি। এমন না হউক।
কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের
৭ বিচার করিবেন? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি
ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবের পক্ষে উপচিয়া
পড়ে, তবে আমি কি জন্য এখনও পাপী বলিয়া

Digitized by Google

৮ বিচারিত হই ? আর কেনই বা [বলিব] না,—
যেমন আমাদের নিন্দা আছে, এবং যেমন কেহ
কেহ বলে যে, আমরা বলিয়া থাকি—“ আইস,
কর্ম্ম করি, যেন উত্তম ফল ফলে” ? তাহাদের
দণ্ডাজ্ঞা ন্যায্য ।
৯ তবে দাঁড়াইল কি ? আমরা কি তাহাদের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? কদাচ নহি ; কারণ আমরা
ইতিপূর্ব্বে যিহূদী হউক বা গ্রীক হউক, সকল
লোককেই এই দোষ দিয়াছি যে, তাহারা সক-
১০ লেই পাপের অধীন । যেমন লিখিত আছে,
“ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই,
১১ বুদ্ধিমান কেহই নাই,
ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহই নাই ।
১২ সকলেই বিপথগামী, তাহারা এক সঙ্গে অক-
র্ম্মণ্য হইয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহই নাই, এক জনও নাই ।
১৩ তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ ;
তাহারা জিহ্বাতে ছলনা করিয়াছে ;
তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ
থাকে ;
১৪ তাহাদের মুখ অভিশাপ ও কটুকাটব্যে পূর্ণ ;
১৫ তাহাদের চরণ রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত ;
১৬ তাহাদের পথে পথে ধ্বংস ও বিনাশ,
১৭ এবং শান্তির পথ তাহারা জানে নাই ।
১৮ ঈশ্বর-ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর ।”
১৯ আমরা জানি, ব্যবস্থা যাহা কিছু বলে
তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে বলে ; যেন
প্রত্যেক মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের দণ্ডা-
২০ জ্ঞার অধীন হয় । যেহেতুক তাঁহার সাক্ষাতে
ব্যবস্থানুরূপ ক্রিয়া হেতু কোন প্রাণী ধার্ম্মিকীকৃত
হইবে না, কেননা ব্যবস্থা হইতে পাপের জ্ঞান
জন্মে ।

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসীর ধার্ম্মিকতা লাভ ।

২১ কিন্তু এখন ঈশ্বরের এক ধার্ম্মিকতা ব্যবস্থা
ব্যতিরেকেই প্রকাশিত হইয়াছে, আর ব্যবস্থা
ও ভাববাদিগণ কর্ত্তৃক তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া
২২ হইতেছে । ঈশ্বরের সেই ধার্ম্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে
বিশ্বাস দ্বারা বিশ্বাসকারী সকলের প্রতি (ও
সকলের উপরে) বর্ত্তে ; বস্তুতঃ প্রভেদ নাই ;
২৩ কারণ সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের
২৪ প্রতাপবিহীন হইয়াছে ; কিন্তু বিনামূল্যে তাঁহা-
রই অনুগ্রহে খ্রীষ্ট যীশুতে [প্রাপ্য] মুক্তি দ্বারা
২৫ ধার্ম্মিকীকৃত হয় । তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে
বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত-বলিরূপে প্রদর্শন করি-
২৬ য়াছেন ; তিনি আপন ধার্ম্মিকতা দেখাইবার
জন্য [ইহা করিয়াছেন]—কেননা ঈশ্বরের
সহিষ্ণুতায় পূর্ব্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি
উপেক্ষা করা হইয়াছিল—এক্ষণে যথাকালে
আপন ধার্ম্মিকতা দেখাইবার জন্য [ইহা করি-
য়াছেন], যেন তিনি নিজে ধার্ম্মিক হন, এবং
যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও
ধার্ম্মিক করেন ।
২৭ অতএব শ্লাঘা কোথায় রহিল ? তাহা দূরী-
কৃত হইল । কিরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ? ক্রিয়ার ব্যবস্থা
দ্বারা ? না ; কিন্তু বিশ্বাসের ব্যবস্থা দ্বারা ।
২৮ কেননা আমাদের মীমাংসা এই যে, ব্যবস্থানু-
যায়ী ক্রিয়া ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য
২৯ ধার্ম্মিকীকৃত হয় । ঈশ্বর কি কেবল যিহূদীদের
ঈশ্বর, পরজাতীয়দেরও কি নহেন ? হাঁ, পর-
৩০ জাতীয়দেরও ঈশ্বর ; যেহেতুক ঈশ্বর একই, আর
তিনি ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে বিশ্বাস হেতু, এবং
অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে বিশ্বাস দ্বারা ধার্ম্মিক
করিবেন ।
৩১ তবে বিশ্বাস দ্বারা আমরা কি ব্যবস্থা নিষ্ফল
করিতেছি ? এমন না হউক ; বরং ব্যবস্থা সংস্থা-
পন করিতেছি ।

৪ তবে কি বলিব ? মাংসের সম্বন্ধে আমাদের
আদিপিতা অব্রাহাম কি প্রাপ্ত হইয়াছেন ?
২ অব্রাহাম যদি ক্রিয়া হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হইয়া
থাকেন, তবে শ্লাঘার বিষয় তাঁহার আছে ;
৩ কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নাই । কেননা শাস্ত্রে কি
বলে ? “অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন,
এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া
৪ গণিত হইল ।” যে কার্য্য করে, তাহার বেতন ত
তাহার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলিয়া নয়, প্রাপ্য
৫ বলিয়া গণিত হয় । কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য্য করে
না, তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তি-
হীনকে ধার্ম্মিক করেন, তাহার বিশ্বাসই ধার্ম্মি-
৬ কতা বলিয়া গণিত হয় । এই প্রকারে দায়ূদও
সেই ব্যক্তিকে ধন্য বলিয়া উল্লেখ করেন, যাহার
পক্ষে ঈশ্বর ক্রিয়াব্যতিরিক্ত ধার্ম্মিকতা গণনা
৭ করেন, যথা,
“ধন্য তাহারা, যাহাদের অধর্ম্ম মোচিত হইয়াছে,
যাহাদের পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে ।
৮ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে প্রভু পাপ গণনা
করেন না ।”
৯ ভাল, এই ধন্য শব্দ কি [কেবল] ছিন্নত্বক্ লোকে
বর্ত্তে ? কিম্বা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেও বর্ত্তে ? কারণ
আমরা বলি, অব্রাহামের পক্ষে বিশ্বাস ধার্ম্মি-
১০ কতা বলিয়া গণিত হইয়াছিল । কোন্ অবস্থায়
গণিত হইয়াছিল ? যখন তিনি ছিন্নত্বক্ হইয়া-
ছিলেন, না যখন অচ্ছিন্নত্বক্ ছিলেন ? ছিন্নত্বক্
১১ অবস্থায় নয়, কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় । আর

Digitized by Google

তিনি ত্বক্‌ছেদ-চিহ্ন পাইয়াছিলেন ; ইহা সেই
বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতার মুদ্রাঙ্ক ছিল, যাহা তিনি
অচ্ছিন্নত্বক্‌ থাকিতে পাইয়াছিলেন; উদ্দেশ্য
এই, যেন অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় থাকিয়াও যাহারা
বিশ্বাস করে, তিনি তাহাদের সকলের পিতা
হন, যেন তাহাদেরও পক্ষে ধার্ম্মিকতা গণিত
১২ হয় ; আর যেন ছিন্নত্বক্‌ লোকদেরও পিতা হন,
অর্থাৎ যাহারা কেবল ছিন্নত্বক্‌ নহে, কিন্তু
অচ্ছিন্নত্বক্‌ অবস্থায় আমাদের পিতা অব্রাহামের
যে বিশ্বাস ছিল, তাহার পদচিহ্ন দিয়া যাহারা
১৩ গমনও করে, তাহাদের [পিতা হন]। কেননা
জগতের দায়াধিকারী হইবেন, এই প্রতিজ্ঞা যে
অব্রাহামের প্রতি কিম্বা তাঁহার বংশের প্রতি
ব্যবস্থা দ্বারা করা হইয়াছিল, তাহা নয়, কিন্তু
১৪ বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতা দ্বারা। কেননা যাহারা
ব্যবস্থাবলম্বী, তাহারা যদি দায়াধিকারী হয়,
তবে বিশ্বাস নিরর্থক হইল, এবং সেই প্রতিজ্ঞা
১৫ নিষ্ফল হইল। ব্যবস্থা ত ক্রোধ উৎপাদন করে ;
কিন্তু যে স্থানে ব্যবস্থা নাই, সেই স্থানে ব্যবস্থা-
১৬ লঙ্ঘনও নাই। এই জন্য উহা বিশ্বাস দ্বারা হয়,
যেন অনুগ্রহ মতে হইতে পারে ; অভিপ্রায় এই,
যেন সেই প্রতিজ্ঞা সমস্ত বংশের পক্ষে, কেবল
ব্যবস্থাবলম্বী বংশের পক্ষে নয়, কিন্তু অব্রাহামের
১৭ বিশ্বাসাবলম্বী বংশের পক্ষে অটল থাকে ; কেননা
তিনি যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, যিনি
মৃতগণকে জীবন দেন, এবং যাহা নাই তাহা
আছে বলিয়া আহ্বান করেন, সেই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে তিনি আমাদের সকলের পিতা, যেমন
লিখিত আছে, যথা, "আমি তোমাকে বহু-
১৮ জাতির পিতা করিলাম।" তিনি প্রত্যাশায়
প্রত্যাশার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এই-
রূপ তোমার বংশ হইবে' এই বচন অনুসারে
১৯ তিনি বহুজাতির পিতা হন। আর বিশ্বাসে
দুর্ব্বল না হইয়া শতেক বৎসর বয়সে মৃতপ্রায়
আপনার দেহ এবং সারার জঠরের জরা টের
২০ পাইলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি
লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন
না ; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইয়া ঈশ্বরের
২১ গৌরব স্বীকার করিলেন ; এবং ঈশ্বর যাহা
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও
২২ আছেন, ইহা নিশ্চয় জানিলেন। আর এই
কারণ তাঁহার পক্ষে উহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত
২৩ হইল। তাঁহার পক্ষে গণিত হইল, ইহা যে কেবল
তাঁহার জন্য লিখিত হইয়াছে, এমন নয়, আমা-
২৪ দেরও জন্য। কেননা যিনি আমাদের প্রভু
যীশুকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়া-
ছেন, তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতেছি বলিয়া
২৫ আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত হইবে। সেই
যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত,
এবং আমাদের ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত উত্থাপিত
হইয়াছেন।

বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্য ধার্ম্মিকতার সুমধুর ফল।

৫ অতএব বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের
২ উদ্দেশে আমাদের শান্তিলাভ হইয়াছে ; আর
আমরা তাঁহারই দ্বারা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহমধ্যে
প্রবেশলাভ করিয়াছি, যাহার মধ্যে দণ্ডায়মান
রহিয়াছি, এবং ঈশ্বরীয় প্রতাপের প্রত্যাশায়
৩ শ্লাঘা করিতেছি। কেবল তাহা নয়, কিন্তু ক্লেশেও
শ্লাঘা করিতেছি ; কারণ আমরা জানি, ক্লেশ
৪ ধৈর্য্যকে, ধৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষ-
৫ সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে ; আর প্রত্যাশা
লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত
পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের
৬ প্রেম সেচন করা গিয়াছে। কেননা যখন আমরা
শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে
৭ ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন। বস্তুতঃ ধার্ম্মি-
কের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, মঙ্গল-
কারীর নিমিত্ত হয় ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ
৮ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের
প্রতি নিজ প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন ; কারণ
আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের
৯ নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিলেন। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার
রক্তে ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমরা কত অধিক
নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা [ঈশ্বরের] ক্রোধ হইতে
১০ পরিত্রাণ পাইব। কেননা যখন আমরা শত্রু
ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু দ্বারা যদি
ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মি-
লিত হওয়াতে কত অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে
১১ পরিত্রাণ পাইব। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের শ্লাঘাও
করিতেছি, যাঁহার দ্বারা এখন আমাদের সম্মি-
লনলাভ হইয়াছে।
১২ অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ
দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল ; আর এই
প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত
১৩ হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল।—কারণ
ব্যবস্থা না থাকা পর্য্যন্ত জগতে পাপ ছিল ;
পরন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না।
১৪ কিন্তু যাহারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের সাদৃশ্যে
পাপ করে নাই, আদম অবধি মোশি পর্য্যন্ত
তাহাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করিয়াছিল।
১৫ আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ। কিন্তু

Digitized by Google

অপরাধ যাদৃশ, অনুগ্রহ-দানটী তাদৃশ নয় ।
কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে
মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আর এক
ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে দত্ত দান
অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া পড়িল ।
১৬ আর, এক ব্যক্তি পাপ করিলে যেমন [ফল
হইল], এই দান তেমন নয় ; কেননা বিচার
এক হইতে দণ্ডাজ্ঞার জন্য, কিন্তু অনুগ্রহদান
অনেক অপরাধ হইতে ধার্ম্মিকীকরণ জন্য [উপ-
১৭ স্থিত হইল]। কারণ একের অপরাধে যখন সেই
একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন যাহারা
অনুগ্রহের ও ধার্ম্মিকতা-দানের উপচয় পায়,
তাহারা একের দ্বারা, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা,
১৮ কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে । অত-
এব যেমন এক অপরাধ দ্বারা [বিচার] দণ্ডা-
জ্ঞার জন্য সকল মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল,
তেমনি ধার্ম্মিকতার একটী কার্য্য দ্বারা [দান]
জীবনের ধার্ম্মিকতার জন্য সকল মনুষ্যের কাছে
১৯ উপস্থিত হইল । কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের
অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেকে পাপী হইল, তেমনি
সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেকে
২০ ধার্ম্মিকীকৃত হইবে । অধিকন্তু ব্যবস্থা পার্শ্বে
পার্শ্বে উপস্থিত হইল, যেন অপরাধের বাহুল্য
হয় ; কিন্তু যে স্থানে পাপের বাহুল্য হইল,
সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল ;
২১ যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করিয়াছিল,
তেমনি আবার আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
অনন্ত জীবনের নিমিত্ত অনুগ্রহ ধার্ম্মিকতা দ্বারা
রাজত্ব করে ।

ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের অধীন মনুষ্যের পাপ করা অনুচিত ।

৬ তবে আমরা কি বলিব ? অনুগ্রহের বাহুল্য
যেন হয়, এই নিমিত্ত কি পাপে থাকিব ?
২ এমন না হউক । আমরা ত পাপের সম্বন্ধে মরি-
য়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপজীবী
৩ হইব ? অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা
যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত
হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাই-
৪ জিত হইয়াছি ? অতএব আমরা মৃত্যুর উদ্দেশে
বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হই-
য়াছি ; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা
মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি
৫ আমরাও জীবনের নবীনতায় চলি । কেননা যদি
আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে [তাঁহার] সহিত
একীভূত হইয়া থাকি, তবে অবশ্য পুনরুত্থানের
৬ সাদৃশ্যেও হইব । আমরা ত জানি যে, আমাদের
পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত
হইয়াছে, যেন পাপ-দেহ বিনষ্ট হয়, এইরূপে
যেন আমরা পাপের দাস আর না থাকি ।
৭ কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে [মুক্ত
৮ হইয়া] ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছে । আর আমরা
যদি খ্রীষ্টের সহিত মরিয়া থাকি, তাহা হইলে
বিশ্বাস করি যে, তাঁহার সহিত জীবনপ্রাপ্তও
৯ হইব । কারণ আমরা জানি, মৃতগণের মধ্য
হইতে উত্থাপিত খ্রীষ্ট আর কখনও মরেন না,
১০ তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্ত্তৃত্ব নাই । ফলতঃ
তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি পাপের
সম্বন্ধে এক বার মরিয়াছেন ; এবং তাঁহার যে
জীবন আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত
১১ আছেন । তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে
পাপের সম্বন্ধে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের
সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর ।
১২ অতএব পাপ তোমাদের মর্ত্ত্য দেহে রাজত্ব না
করুক—করিলে তোমরা তাহার অভিলাষের
১৩ আজ্ঞাবহ হইবে । আপন আপন অঙ্গকে অধার্ম্মি-
কতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও
না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে
জীবিতরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, এবং
আপন আপন অঙ্গকেও ধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে
১৪ ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর । কেননা পাপ তোমা-
দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না ; কারণ তোমরা
ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন ।
১৫ তবে দাঁড়াইল কি ? আমরা ব্যবস্থার অধীন
নহি, অনুগ্রহের অধীন, এই জন্য কি পাপ
১৬ করিব ? এমন না হউক । তোমরা কি জান না
যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে
আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান,
তোমরা তাহারই দাস ; হয় মৃত্যুর নিমিত্ত
পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতার নিমিত্তে আজ্ঞা-
১৭ পালনের দাস । কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক,
যেহেতুক তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, পরন্তু
শিক্ষার যে আদর্শে সমর্পিত হইয়াছ, অন্তঃ-
করণের সহিত সেই আদর্শের আজ্ঞাবহ হইয়াছ ;
১৮ এবং পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা ধার্ম্মিক-
১৯ তার দাস হইয়াছ । তোমাদের মাংসের দুর্ব্বলতা
প্রযুক্ত আমি মানুষের মত কহিতেছি । কারণ,
তোমরা যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন
আপন অঙ্গকে দাস করিয়া অশুচিতাতে ও অধর্ম্মে
সমর্পণ করিয়াছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের
নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গকে দাস করিয়া ধার্ম্মি-
২০ কতায় সমর্পণ কর । কেননা যখন তোমরা পাপের
দাস ছিলে, তখন ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে স্বাধীন
২১ ছিলে । ভাল, সম্প্রতি যে সমস্ত বিষয় লজ্জার
বিষয় বোধ হয়, তৎকালে সেই সকলেতে তোমা-

Digitized by Google

দের কি ফল হইত ? বাস্তবিক সে সকলের পরিণাম
২২ মৃত্যু। কিন্তু সম্প্রতি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
ঈশ্বরের দাস হওয়াতে তোমরা পবিত্রীকরণ জন্য
ফল পাইতেছ, এবং তাহার পরিণাম অনন্ত
২৩ জীবন। কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু
ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে
অনন্ত জীবন।

৭ অথবা হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা কি জান না—
কারণ যাহারা ব্যবস্থা জানে, আমি তাহা-
দিগকেই বলিতেছি,—মনুষ্য যত কাল জীবিত
থাকে, তত কালমাত্র ব্যবস্থা তাহার উপরে
২ কর্তৃত্ব করে ? কারণ যত দিন স্বামী জীবৎ থাকে,
তত দিন সধবা স্ত্রী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার কাছে
আবদ্ধা থাকে; কিন্তু স্বামী মরিলে সে স্বামীর
৩ ব্যবস্থা হইতে মুক্তা হয়। সুতরাং যদি সে স্বামীর
জীবৎকালে অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী
বলিয়া আখ্যাতা হইবে; কিন্তু স্বামী মরিলে ঐ
ব্যবস্থা হইতে মুক্তা হওয়াতে অন্য স্বামীর হইলেও
৪ ব্যভিচারিণী হইবে না। ভাল, হে আমার ভ্রাতৃ-
গণ, তোমরাও খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা ব্যবস্থার উদ্দেশে
হত হইয়াছ, যেন, অন্যের হও, যিনি মৃতদের
মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহারই হও;
যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি।
৫ কেননা যখন আমরা নিজ মাংসের বশে ছিলাম,
তখন ব্যবস্থার উৎপাদিত পাপমতি সকল
মৃত্যুর নিমিত্ত ফল উৎপন্ন করিবার জন্য আমা-
৬ দের অঙ্গমধ্যে কার্য্য করিত। কিন্তু আমরা
যাহাতে আবদ্ধ ছিলাম, তাহার সম্বন্ধে মরিয়াছি
বলিয়া সম্প্রতি ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি।
অতএব আমরা অক্ষরের প্রাচীনতায় নয়, কিন্তু
আত্মার নবীনতায় দাস্যকর্ম্ম করিতেছি।

ব্যবস্থাবলম্বী ব্যক্তির দুর্ভাগ্য।

৭ তবে কি বলিব ? ব্যবস্থা কি পাপ ? এমন না
হউক; বরং পাপ কি, তাহা আমি জানিতাম
না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি; কেননা
"লোভ করিও না," এই কথা যদি ব্যবস্থা না
বলিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না;
৮ কিন্তু পাপ সুযোগ পাইয়া সেই আজ্ঞা দ্বারা
আমার অন্তরে সর্ব্বপ্রকার লোভ সম্পন্ন করিল;
৯ যেহেতুক ব্যবস্থার বিরহে পাপ মৃত থাকে। আর
পূর্ব্বে আমি ব্যবস্থার বিরহে জীবিত ছিলাম,
কিন্তু আজ্ঞা উপস্থিত হইলে পাপ জীবিত হইয়া
১০ উঠিল, আর আমি মরিলাম; এবং জীবনার্থক
যে আজ্ঞা, তাহা আমার মৃত্যুজনক বলিয়া দেখা
১১ গেল। ফলতঃ পাপ সুযোগ পাইয়া আজ্ঞা দ্বারা
আমাকে প্রবঞ্চনা করিল, ও তদ্দ্বারা আমাকে বধ
১২ করিল। অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞাও
পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম।
১৩ তবে যাহা উত্তম, তাহাই কি আমার জন্য
মৃত্যুস্বরূপ হইল ? এমন না হউক। বরং পাপই
[আমার মৃত্যুস্বরূপ হইল,] যেন উত্তম বস্তু
দ্বারা আমার মৃত্যু সাধনে তাহা পাপ বলিয়া
প্রকাশ পায়, আজ্ঞা দ্বারা পাপ যেন অতিশয়
১৪ পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। কারণ আমরা জানি, ব্যবস্থা
আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসিক, আমি পাপের
১৫ অধীনে বিক্রীত। বস্তুতঃ আমি যাহা সাধন করি,
তাহা না জানিয়া [করি]; কেননা আমি যাহা
ইচ্ছা করি, কাজে তাহা করি না, যাহা ঘৃণা
১৬ করি, তাহাই করি। কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা
করি না, তাহাই যদি করি, তবে ব্যবস্থা যে
১৭ উত্তম, ইহা স্বীকার করি। অতএব সম্প্রতি সেই
কার্য্য আর আমি করি না, আমাতে বাসকারী
১৮ পাপ তাহা করে। যেহেতুক আমি জানি যে
আমাতে, অর্থাৎ আমার মাংসে, উত্তম কিছুই
বাস করে না; আমার ইচ্ছা বিদ্যমান বটে,
১৯ কিন্তু উত্তম ক্রিয়া সম্পাদন বিদ্যমান নয়। কেননা
আমি যাহা ইচ্ছা করি, সেই সৎক্রিয়া করি
না; কিন্তু যাহা ইচ্ছা করি না, সেই মন্দ আচরণ
২০ করি। পরন্তু যাহা আমি ইচ্ছা করি না, তাহা
যদি করি, তবে তাহা আর আমি সম্পন্ন করি
না, কিন্তু আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে।
২১ অতএব আমি এই ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি
যে, সৎকার্য্য করিতে চাহিলেও মন্দ আসিয়া
২২ পড়ে। বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে
২৩ আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি। কিন্তু
আমার অঙ্গমধ্যে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে
পাইতেছি; তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে, এবং আমাকে আমার অঙ্গস্থিত পাপ-
২৪ ব্যবস্থার বন্দি দাস করে। হায় হায়, দুর্ভাগা
মনুষ্য যে আমি, আমাকে এই মৃত্যুর দেহ হইতে
২৫ কে নিস্তার করিবে ? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। অতএব আমি
আপনি মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাস্যকর্ম্ম,
কিন্তু মাংস দিয়া পাপব্যবস্থার দাস্যকর্ম্ম
করিতেছি।

ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তির সৌভাগ্য।

৮ অতএব যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, এখন
তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। কেননা
খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার ব্যবস্থা আমাকে
পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।
৩ যেহেতুক ব্যবস্থা [মনুষ্যের] মাংস প্রযুক্ত দুর্ব্বল

Digitized by Google

হওয়াতে যাহা করিতে অসমর্থ ছিল, ঈশ্বর
[তাহা করিয়াছেন, ফলতঃ] নিজ পুত্রকে পাপ-
ময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে
প্রেরণ করিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়া-
৪ ছেন, যেন আমাদিগেতে ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সিদ্ধ
হয়: আমরা ত মাংসের বশে না চলিয়া আত্মার
৫ বশে চলিতেছি। কেননা যাহারা মাংসের বশ-
বর্ত্তী, তাহারা মাংসিক বিষয় ভাবে; কিন্তু
যাহারা আত্মার বশবর্ত্তী, তাহারা আত্মিক
৬ বিষয় ভাবে। বস্তুতঃ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু
৭ আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি। কেননা মাংসের
ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের
ব্যবস্থার অধীন হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও
৮ না। আর যাহারা মাংসের বশে থাকে, তাহারা
৯ ঈশ্বরের প্রীতিকর হইতে পারে না। কিন্তু
তোমাদের অন্তরে যদি ঈশ্বরের আত্মা বাস
করেন, তবে তোমরা মাংসের বশে নহ, আত্মার
বশে আছ; পরন্তু যে কেহ খ্রীষ্টের আত্মাকে
১০ পায় নাই, সে খ্রীষ্টের নহে। আর যদি খ্রীষ্ট
তোমাদিগেতে থাকেন, তবে পাপপ্রযুক্ত দেহ মৃত
বটে, কিন্তু ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত আত্মা জীবন।
১১ আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উত্থা-
পন করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমা-
দিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য
হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি
তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা
তোমাদের মর্ত্ত্য দেহও জীবিত করিবেন।
১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ঋণী, কিন্তু
মাংসের ভাবে জীবন ধারণার্থে মাংসের কাছে
১৩ নয়। যেহেতুক মাংসের ভাবে জীবন ধারণ
করিলে তোমরা মরিবে, কিন্তু আত্মাতে দেহের
ক্রিয়া সকল নিহনন করিলে জীবিত থাকিবে।
১৪ কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত
১৫ হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুতঃ তোমরা
পুনরায় ভয় করণার্থে দাসত্বের আত্মা পাইয়াছ,
তাহা নয়; কিন্তু যে আত্মার আবেশে আমরা
আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি, সেই দত্তক-
১৬ পুত্রতার আত্মাকে পাইয়াছ। আত্মা আপনিও
আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন
১৭ যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর যখন সন্তান,
তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহ-
দায়াদ। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা
আমাদের আবশ্যক, যেন তাঁহার সঙ্গে প্রতাপও
ভোগ করি।
১৮ কারণ আমার বিচার এই, আমাদের প্রতি
যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে এই
বর্ত্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়।
১৯ কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্র-
২০ গণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। কারণ
সৃষ্টি অসারতার বশীকৃত হইল, স্ব ইচ্ছায় যে
২১ হইল তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্ত্তার নিমিত্ত; এই
প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টিও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে
মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের
২২ স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, এখন
পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও
২৩ প্রসবকারিণীর ন্যায় ব্যথিতা হইতেছে। কেবল
তাহা নয়; কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি
যে আমরা, আমরা আপনারাও অন্তরে আর্ত্তস্বর
করতঃ দত্তকপুত্রতা, অর্থাৎ আপন আপন দেহের
২৪ মুক্তি, অপেক্ষা করিতেছি। কেননা প্রত্যাশায়
আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু দৃষ্টি-
গোচর যে প্রত্যাশা, তাহা প্রত্যাশাই নয়।
কেননা যে যাহা দেখে, সে আবার তাহার
২৫ প্রত্যাশা কেন করিবে? কিন্তু যাহা দেখিতে
না পাই, তাহার প্রত্যাশা যদি করি, তবে ধৈর্য্য
সহকারে তাহার অপেক্ষায় থাকি।
২৬ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার
প্রতীকার করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রকারে
প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না,
কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা
২৭ আমাদের পক্ষে সাধ্যসাধনা করেন। আর যিনি
হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন,
আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই সাধ্যসাধনা করেন।
২৮ পরন্তু আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম
করে, যাহারা [তাঁহার] সঙ্কল্প অনুসারে
আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে এক-
২৯ সঙ্গে কার্য্য করিতেছে। কারণ তিনি যাহাদিগকে
পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের
প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও
করিলেন; যেন অনেক ভ্রাতার মধ্যে তিনি
৩০ প্রথমজাত হন। আর ঈশ্বর যাহাদিগকে পূর্ব্বে
নিরূপণ করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করি-
লেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন,
তাহাদিগকে ধার্ম্মিকও করিলেন; আর যাহা-
দিগকে ধার্ম্মিক করিলেন, তাহাদিগকে প্রতা-
পান্বিতও করিলেন।
৩১ এই সকল দেখিয়া আমরা কি বলিব? ঈশ্বর
যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ
৩২ কে? যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন
না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে
সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার
সহিত সমস্তই অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিবেন না?
৩৩ ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ
করিবে? কি ঈশ্বর? তিনি ত তাহাদিগকে
৩৪ ধার্ম্মিক করেন। কে দোষী করিবে? কি খ্রীষ্ট

Digitized by Google

যীশু ? তিনি মরিলেন, বরং মৃতগণের মধ্য
হইতে উত্থাপিতও হইলেন ; আর তিনিই ঈশ-
রের দক্ষিণে আছেন, এবং আমাদের পক্ষে সাধ্য-
৩৫ সাধনা করিতেছেন। খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে
আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে ? কি ক্লেশ ? কি
সঙ্কট ? কি তাড়না ? কি দুর্ভিক্ষ ? কি উলঙ্গতা ?
৩৬ কি প্রাণ-সংশয় ? কি খড়্গ ? যেমন লেখা আছে,
"তব তরে আমরা সমস্ত দিন নিহত হইতেছি ;
আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইতেছি।"
৩৭ কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন,
তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে পরম
৩৮ বিজয়ী হই। কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি
মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য, কি
উপস্থিত বিষয়, কি ভাবী বিষয়, কি পরাক্রম,
৩৯ কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন
সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে
অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে
বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

ইস্রায়েলের পতনে ঈশ্বরের দোষ নাই।

৯ আমি খ্রীষ্টে সত্য কহিতেছি, মিথ্যা কহি-
তেছি না, আমার সংবেদও পবিত্র আত্মার
আবেশে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে যে,
২ আমার হৃদয়ে ভারী শোক ও নিরন্তর যাতনা
৩ হইতেছে। কেননা যাহারা মাংসের সম্বন্ধে
আমার স্বজাতীয়, আমার সেই ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত
আমিই যেন খ্রীষ্ট হইতে পৃথক্ থাকিয়া শাপা-
স্পদ হই, এমন কামনা করিতে পারিতাম।
৪ কারণ তাহারা ইস্রায়েলীয় ; দত্তকপুত্রতা,
প্রতাপ, ধর্ম্মনিয়ম সকল, ব্যবস্থাদান, আরাধনা
৫ ও প্রতিজ্ঞাসমূহে তাহাদেরই অধিকার। পিতৃ-
পুরুষেরাও তাহাদের ; এবং মাংসের সম্বন্ধে
তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন,
যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর [ও] যুগে যুগে ধন্য।
আমেন।
৬ পরন্তু ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল হইয়া পড়ি-
য়াছে, এমন নহে ; যেহেতুক ইস্রায়েল হইতে
৭ উৎপন্ন সকলে ইস্রায়েল হয় না ; আর অব্রাহামের
বংশ বলিয়া তাহারা যে সকলেই সন্তান, এমন
নহে, কিন্তু "ইস্‌হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত
৮ হইবে।" ইহার অর্থ এই, মাংসের সন্তানগণ ঈশ-
রের সন্তান হয় না, কিন্তু প্রতিজ্ঞারই সন্তানগণ
৯ বংশ বলিয়া গণিত হয়। কেননা "এই ঋতুতেই
আমি আসিব, তখন সারার এক পুত্র হইবে,"
১০ ইহা প্রতিজ্ঞারই বাক্য। কেবল তাহা নয়, কিন্তু
আবার রিবিকা এক ব্যক্তি হইতে, অর্থাৎ আমা-
দের পিতৃপুরুষ ইস্‌হাক হইতে গর্ভবতী হইলে
১১ পর যখন [বালকদ্বয়] ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং
ভাল মন্দ কিছুই করে নাই, তখন—কর্ম্ম হেতু
নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর [ইচ্ছা] হেতু, ঈশ্বরের
১২ নির্ব্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, এই
নিমিত্ত—তাঁহাকে বলা গিয়াছিল, যথা, "জ্যেষ্ঠ
১৩ কনিষ্ঠের দাস হইবে" ; যেমন লিখিত আছে,
"আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে
অপ্রেম করিয়াছি।"
১৪ তবে আমরা কি বলিব ? ঈশ্বরে কি অন্যায়
১৫ আছে ? এমন না হউক। কারণ তিনি মোশিকে
বলেন, "আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া
করিব ; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি
১৬ করুণা করিব।" অতএব ইহা ইচ্ছুক বা ধাবমান
ব্যক্তি হইতে হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর
১৭ হইতে হয়। কেননা শাস্ত্র ফরৌণকে বলে,
"আমি এই জন্যই তোমাকে উঠাইয়াছি, যেন
তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, আর যেন
সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্ত্তিত হয়।"
১৮ অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে
দয়া করেন ; এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে
কঠিন করেন।
১৯ ইহাতে তুমি আমাকে বলিবে, তবে তিনি
আবার দোষ ধরেন কেন ? কারণ তাঁহার ইচ্ছার
২০ প্রতিরোধ কে করে ? অহো ! হে মনুষ্য, তুমি কে
যে ঈশ্বরের প্রতীবাদ করিতেছ ? নির্ম্মিত বস্তু
কি নির্ম্মাতাকে বলিতে পারে, আমাকে এরূপ
২১ কেন করিলে ? কিম্বা মৃত্তিকার উপরে কুম্ভকারের
কি এমন কর্ত্তৃত্ব নাই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে
এক অংশ সমাদরের পাত্র, অপর অংশ অনা-
দরের পাত্র করিতে পারে ?
২২ আর ঈশ্বর আপন ক্রোধ দেখাইবার ও আপন
পরাক্রম জানাইবার ইচ্ছা করিয়া যদি বিনা-
শার্থে পরিপক্ক ক্রোধপাত্রদের প্রতি মহতী সহি-
২৩ ষ্ণুতা করিয়া থাকেন, এবং যাহাদিগকে প্রতা-
পের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই
দয়াপাত্রদিগেতে আপন প্রতাপের ধন জ্ঞাত
২৪ করিবার মানস করেন, তবে কি ? আমরা [সেই
দয়াপাত্র], যাহাদিগকে তিনি কেবল যিহূদী-
দের মধ্য হইতে নয়, কিন্তু পরজাতিদের মধ্য
২৫ হইতেও ডাকিয়াছেন। যেমন তিনি হোশেয়
গ্রন্থেও বলেন, "যাহারা আমার প্রজা নয়, তাহা-
দিগকে আমি নিজ প্রজা, এবং অপ্রিয়াকে প্রিয়া
২৬ বলিয়া ডাকিব। আর যে স্থলে তাহাদিগকে
বলা গিয়াছিল, তোমরা আমার প্রজা নহ,
সেখানে তাহারা জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া
২৭ আখ্যাত হইবে।" আর ইস্রায়েলের বিষয়ে
যিশায়াহ এই কথা ঘোষণা করেন, "ইস্রায়েল-

Digitized by Google

সন্তানগণ সমুদ্রের বালুকার ন্যায় হইলেও
২৮ অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাইবে ; যেহেতুক প্রভু
পৃথিবীতে আপন বাক্য সাধন করিবেন, তাহা
২৯ সমাপ্ত ও সংক্ষিপ্ত করিবেন।” আর যিশায়াহ
পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে “বাহিনী-
গণের প্রভু যদি আমাদের জন্য একটী বীজ অব-
শিষ্ট না রাখিতেন, তবে আমরা সদোমের ন্যায়
হইতাম, ও ঘমোরার তুল্য হইতাম।”
৩০ তবে আমরা কি বলিব ? পরজাতীয়েরা,
যাহারা ধার্ম্মিকতার অনুধাবন করিত না, তাহারা
ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে, বিশ্বাস হইতে লভ্য
৩১ ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে ; কিন্তু ইস্রায়েল ধার্ম্মি-
কতার ব্যবস্থার অনুধাবন করিয়াও সেই ব্যবস্থা
৩২ পর্য্যন্ত পঁহুছে নাই। কারণ কি ? তাহারা বিশ্বাস
দ্বারা নয়, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা [তাহার অনুধাবন
করিত]। তাহারা সেই ব্যাঘাতজনক প্রস্তরে
৩৩ ব্যাঘাত পাইল ; যেমন লেখা আছে, “ দেখ,
আমি সিয়োনে ব্যাঘাতজনক এক প্রস্তর ও বিঘ্ন-
জনক এক পাষাণ স্থাপন করিতেছি ; যে কেহ
তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত
হইবে না।”

১০ হে ভ্রাতৃগণ, আমার হৃদয়ের সুবাসনা এবং
ঈশ্বরের কাছে বিনতি ইস্রায়েলের সপক্ষ,
২ যেন তাহাদের পরিত্রাণ হয়। কেননা আমি
তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বরের
বিষয়ে তাহাদের উদ্যোগ আছে, কিন্তু তাহা
৩ জ্ঞানানুযায়ী নয়। ফলতঃ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা
না জানায়, এবং নিজ ধার্ম্মিকতা স্থাপন করিবার
চেষ্টায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার বশীভূত
৪ হয় নাই ; যেহেতুক প্রত্যেক বিশ্বাসীর ধার্ম্মি-
৫ কতার উদ্দেশে খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পরিণাম। কারণ
মোশি লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যবস্থা হইতে
লভ্য ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে, সে তদ্দ্বারা
৬ বাঁচিবে। কিন্তু বিশ্বাস হইতে লভ্য ধার্ম্মিকতা
এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, “ কে স্বর্গা-
রোহণ করিবে ?”—অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নীচে আনি-
৭ বার জন্য ;—অথবা “ কে অগাধলোকে
নামিবে ?”—অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে
৮ ঊর্দ্ধে আনিবার জন্য। বরং কি বলে ? “সেই
বাক্য তোমার নিকটবর্ত্তী, তোমার মুখে ও তোমার
হৃদয়ে রহিয়াছে,” অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই কথা,
৯ যাহা আমরা প্রচার করি। কারণ তুমি যদি মুখে
যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং ঈশ্বর
তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়া-
ছেন, ইহা যদি হৃদয়ে বিশ্বাস কর, তবে পরিত্রাণ
১০ পাইবে। যেহেতুক ধার্ম্মিকতার জন্য হৃদয়ে
বিশ্বাস করিতে হয়, এবং পরিত্রাণের জন্য মুখে
১১ স্বীকার করিতে হয়। কেননা শাস্ত্র বলে, “যে
কেহ তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত
১২ হইবে না।” কারণ যিহূদী ও গ্রীকে কিছুই
প্রভেদ নাই ; যেহেতুক সকলেরই একমাত্র প্রভু ;
যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে
১৩ তিনি ধনবান। ফলতঃ “যে কেহ প্রভুর নামে
১৪ ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।” তবে তাহারা
যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে
ডাকিবে ? আর যাঁহার কথা শুনে নাই, কেমন
করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে ? আর প্রচারক
১৫ না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে ? আর প্রেরিত
না হইলে কেমন করিয়া প্রচার করিবে ? যেমন
লিখিত আছে, “যাহারা মঙ্গলের সুসমাচার
জানায়, তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায় !”
১৬ কিন্তু সকলে সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় নাই।
বস্তুতঃ যিশায়াহ কহেন, “ হে প্রভো, আমাদের
১৭ বার্ত্তা শুনিয়া কে বিশ্বাস করিয়াছে ?” অতএব
বিশ্বাস বার্ত্তাশ্রবণ হইতে এবং বার্ত্তাশ্রবণ খ্রীষ্টের
১৮ বাক্য দ্বারা হয়। কিন্তু আমি বলি, তাহারা কি
শুনিতে পায় নাই ? পাইয়াছে বই কি ?
“ তাহাদের স্বর সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল,
তাহাদের বাক্য জগতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত
হইল।”
১৯ কিন্তু আমি বলি, ইস্রায়েল কি জানিতে পারে
নাই ? প্রথমে মোশি কহেন,
“আমি নজাতি দ্বারা তোমাদের অন্তর্জ্বালা
জন্মাইব ;
মূঢ় জাতি দ্বারা তোমাদিগকে ক্রুদ্ধ করিব।”
২০ আর যিশায়াহ অতি সাহসপূর্ব্বক বলেন,
“যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, তাহারা
আমাকে পাইয়াছে, যাহারা আমার কাছে
জিজ্ঞাসা করে নাই, তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছি।”
২১ পরন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি কহেন, “আমি
সমস্ত দিন অবাধ্য ও প্রতিকূলবাদী প্রজাবৃন্দের
প্রতি অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি।”

পতিত ইস্রায়েল শেষে পরিত্রাণ পাইবে।

১১ তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি আপন প্রজা-
বৃন্দকে তাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন ? এমন
না হউক ; আমিও ত এক জন ইস্রায়েলীয়, অব্রা-
২ হামের বংশজাত, বিন্যামীনের গোষ্ঠীজ। ঈশ্বর
আপনার যে প্রজাবৃন্দকে পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন,
তাহাদিগকে তাড়িয়া ফেলেন নাই। অথবা এলি-
য়ের ইতিহাসে শাস্ত্র কি বলে, তাহা কি তোমরা
জান না ? তিনি ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের
৩ নিকটে এইরূপ অনুরোধ করেন, “ প্রভো, তাহারা
তোমার ভাববাদিগণকে বধ করিয়াছে, তোমার

Digitized by Google

যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে, আর আমি
একাই অবশিষ্ট রহিলাম; আবার তাহারা
৪ আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।” কিন্তু
তাঁহার প্রতি ঈশ্বরীয় বাণী কি বলে? “বালের
সম্মুখে যাহারা হাঁটু পাতে নাই, এমন সাত
সহস্র লোককে আমি আপনার নিমিত্ত অবশিষ্ট
৫ রাখিয়াছি।” তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনু-
গ্রহের নির্ব্বাচন অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ
৬ রহিয়াছে। তাহা যদি অনুগ্রহে হইয়া থাকে,
তবে আর ক্রিয়া হেতু হয় নাই; নতুবা অনুগ্রহ
আর অনুগ্রহই নহে।
৭ তবে কি? ইস্রায়েল যাহার অন্বেষণ করে,
তাহা পায় নাই, কিন্তু নির্ব্বাচিতেরা তাহা পাই-
৮ য়াছে, অন্য সকলে কঠিনীভূত হইয়াছে; যেমন
লিখিত আছে, “ঈশ্বর তাহাদিগকে মূর্চ্ছাজনক
আত্মা দিয়াছেন; দেখিবে না, এমন চক্ষু, ও
শুনিবে না, এমন কর্ণ দিয়াছেন;” অদ্যাপি সেই
৯ প্রকার রহিয়াছে। আর দায়ূদ বলেন,
“তাহাদের মেজ তাহাদের জন্য ফাঁদ ও পাশ-
স্বরূপ হউক,
তাহা বিঘ্ন ও সমুচিত প্রতিফলস্বরূপ হউক।
১০ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন তাহারা দেখিতে
না পায়;
তুমি তাহাদের পৃষ্ঠদেশ নিয়ত কুব্জ কর।”
১১ তবে আমি বলি, তাহারা কি পতনের নিমিত্ত
উছোট খাইয়াছে? এমন না হউক; বরং তাহা-
দিগের অন্তর্জ্বালা জন্মাইবার জন্য তাহাদের
পাতকে পরজাতীয়দের পরিত্রাণ লাভ হইয়াছে।
১২ ভাল, উহাদের পাতকে যদি জগতের ধনাগম
হইল, এবং উহাদের ক্ষতিতে যদি পরজাতীয়দের
ধনাগম হইল, তবে উহাদের পূর্ণতায় আরও কত
অধিক না হইবে?
১৩ কিন্তু হে পরজাতীয়েরা, তোমাদিগকে বলি-
তেছি; পরজাতীয়দের প্রেরিত বলিয়া আমি
১৪ নিজ পরিচর্য্যাপদের গৌরব করিতেছি; কোন
মতে যেন আমার স্বজাতীয়দের অন্তর্জ্বালা জন্মা-
ইয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলিন লোকের পরি-
১৫ ত্রাণের কারণ হই। কারণ তাহাদের দূরীকরণে
যদি জগতের সম্মিলন হইল, তবে তাহাদিগকে
গ্রহণ করণে মৃতদের মধ্য হইতে জীবনলাভ বই
১৬ আর কি হইবে? আর [শস্যের] অগ্রিমাংশ
যদি পবিত্র হয়, তবে সূজীর তালও পবিত্র; এবং
মূল যদি পবিত্র হয়, তবে শাখা সকলও পবিত্র।
১৭ আর কতকগুলি শাখা যদি ছিন্ন হইল, এবং
তুমি বন্য জিতবৃক্ষের চারা হইলেও যদি তাহাদের
মধ্যে তোমাকে কলমরূপে লাগান গেল, আর
তুমি জিতবৃক্ষের মূলের ও রসের অংশী হইলে;
১৮ তবে সেই শাখা সকলের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও
না; আর যদি শ্লাঘা কর, তুমি মূলকে ধারণ কর
১৯ না, কিন্তু মূল তোমাকে ধারণ করিতেছে। ইহাতে
তুমি বলিবে, আমাকে কলমরূপে লাগাইবার
২০ জন্যই কতকগুলি শাখা ছিন্ন হইয়াছে। বেশ
কথা, অবিশ্বাস হেতু উহারা ছিন্ন হইয়াছে, এবং
বিশ্বাস হেতু তুমি দাঁড়াইয়া আছ। অভিমানী
২১ হইও না, বরং ভয় কর। কেননা ঈশ্বর যখন সেই
প্রকৃত শাখাগুলির প্রতি মমতা করেন নাই, তখন
২২ তোমার প্রতিও মমতা করিবেন না। অতএব
ঈশ্বরের মধুর এবং তীক্ষ্ণ উভয় ভাব নিরীক্ষণ
কর; ফলতঃ পতিতদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ ভাব, এবং
তোমার প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব ফলিতেছে;
কিন্তু সেই মধুর ভাবের শরণাপন্ন থাকা তোমার
২৩ আবশ্যক, নতুবা তুমিও উচ্ছিন্ন হইবে। আবার
উহারা যদি অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহা-
দিগকেও লাগান যাইবে, যেহেতুক ঈশ্বর উহা-
২৪ দিগকে আবার লাগাইতে সমর্থ আছেন। বস্তুতঃ
তোমাকে প্রকৃত বন্য জিতবৃক্ষ হইতে কাটিয়া
লইয়া যখন প্রকৃতির বিপরীতে উত্তম জিতবৃক্ষে
লাগান গিয়াছে, তখন প্রকৃত শাখা যে উহারা,
উহাদিগকে কি আরও অনায়াসে নিজ জিতবৃক্ষে
লাগান যাইবে না?
২৫ কারণ ভ্রাতৃগণ, তোমরা পাছে আপনাদের
জ্ঞানে বুদ্ধিমান হও, তন্নিমিত্ত আমি ইহা বাঞ্ছা
করি যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত না থাক;
যে পর্য্যন্ত পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবিষ্ট না
হইবে, সে পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে ইস্রায়েলের
২৬ কঠিনতা ঘটিয়াছে; আর এই প্রকারে সমস্ত
ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে; যেমন লিখিত
আছে, “সিয়োন হইতে মুক্তিদাতা আসিবেন,
তিনি যাকোব হইতে ভক্তিহীনতা দূর করিবেন;
২৭ আর যে সময়ে আমি তাহাদের পাপ সকল
হরণ করিব, সেই সময়ে তাহাই তাহাদের পক্ষে
২৮ আমার কৃত নিয়ম হইবে।” উহারা সুসমা-
চারের সম্বন্ধে তোমাদের নিমিত্ত শত্রু, কিন্তু
নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত প্রিয়
২৯ পাত্র। কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান সকল ও
৩০ তাঁহার আহ্বান অননুশোচনীয়। ফলতঃ তোমরা
যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু সম্প্রতি
৩১ উহাদের অবাধ্যতা প্রযুক্ত দয়া পাইয়াছ, তেমনি
তোমাদের দয়াপ্রাপ্তিতে উহারাও যেন দয়া পায়,
৩২ তজ্জন্য সম্প্রতি অবাধ্য হইয়াছে। কেননা ঈশ্বর
সকলকে দয়া করণার্থে সকলকেই অবাধ্যতার
কাছে রুদ্ধ করিয়াছেন।
৩৩ আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা, প্রজ্ঞা ও বিদ্যা
কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন
অনুপলক্ষ্য! তাঁহার পথ সকল কেমন অননু-
৩৪ সন্ধেয়! কেননা প্রভুর মন কে জানিয়াছে!

Digitized by Google

৩৫ তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে ? অথবা কে অগ্রে
তাঁহাকে কিছু দান করিয়াছে যে, তন্নিমিত্ত
৩৬ তাহার প্রত্যুপকার করিতে হইবে ? যেহেতুক
বস্তুমাত্রই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার
নিমিত্ত হইয়াছে। যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা
হউক। আমেন।

ধর্ম্মাচরণবিষয়ক নানা বিধি।

১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহু-
বিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন
করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে
জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে
উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরা-
২ ধনা। আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু
মনের নূতনীকরণ দ্বারা রূপান্তরিত হও; যেন
ঈশ্বরের বাসনা [অর্থাৎ] উত্তম, প্রীতিজনক ও
সিদ্ধ কি, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার।
৩ বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
তৎপ্রযুক্ত আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক
জনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ
করা উপযুক্ত, কেহ আপনাকে তদপেক্ষা বড়
বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরি-
মাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে
সে সুবোধ হইবারই চেষ্টায় আপনার বিষয়ে
৪ বোধ করুক। কেননা যেমন আমাদের এক দেহে
অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য্য
৫ নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা
খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ
৬ প্রত্যঙ্গ। আর আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত
হইয়াছে, তদনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ বর
প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই বর যদি ভাববাণী হয়,
তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে [ভাব-
৭ বাণী বলি]। অথবা তাহা যদি পরিচর্য্যা হয়,
তবে আইস, সেই পরিচর্য্যায় [নিবিষ্ট হই];
৮ অথবা যে শিক্ষা দেয় সে শিক্ষাদানে, কিম্বা যে
অনুনয় করে, সে অনুনয়ে [নিবিষ্ট হউক];
যে দান করে, সে সরল ভাবে [দান করুক]; যে
শাসন করে, সে যত্নপূর্ব্বক [শাসন করুক]; যে
দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে [দয়া করুক]।
৯ প্রেম নিষ্কপট হউক। যাহা মন্দ তাহা নিতা-
ন্তই ঘৃণা কর; যাহা ভাল তাহাতে আসক্ত হও।
১০ ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক
১১ জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। যত্নে নিরালস্য,
আত্মায় উত্তপ্ত, প্রভুর দাস্যকর্ম্মে ব্যাপৃত,
১২ প্রত্যাশায় আনন্দিত, ক্লেশে ধৈর্য্যশীল, প্রার্থনায়
১৩ নিবিষ্ট থাক। পবিত্রগণের অভাবের প্রতীকার
১৪ কর, অতিথিসৎকারে রত হও। যাহারা তোমা-
দিগকে তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ
১৫ কর; শাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। যাহারা
আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর;
যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন
১৬ কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ
উচ্চ বিষয়ে মন আসক্ত করিও না, বিনীত বিষয়
সকলের অনুধাবন কর। আপনাদের জ্ঞানে
১৭ বুদ্ধিমান হইও না। অপকারের প্রতিশোধে
কাহারও অপকার করিও না; সকল মনুষ্যের
১৮ দৃষ্টিতে যাহা উত্তম তাহাই চিন্তা কর। যদি
হইতে পারে, তবে তোমাদের যতদূর সম্ভব,
১৯ মনুষ্যমাত্রের সহিত ঐক্য রাখ। হে প্রিয়েরা,
তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, কিন্তু
ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, যেহেতুক
লেখা আছে, "প্রভু কহিতেছেন, প্রতিশোধ
লওয়া আমারই কর্ম্ম, আমি প্রতিফল দিব।"
২০ বরং
"তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে অন্ন
ভোজন করাও;
যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে জল পান
করাও;
কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জলন্ত
অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে।"
২১ তুমি দুরাচরণে পরাজিত হইও না, সদাচরণে
দুরাচরণকে পরাজয় কর।

রাজা ও মানব-সমাজের প্রতি ব্যবহার।

১৩ প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বের বশী-
ভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতি-
রেকে কর্ত্তৃত্ব হয় না; এবং যে সকল কর্ত্তৃত্ব
২ আছে, সে সকল ঈশ্বর-নিযুক্ত। অতএব যে কেহ
কর্ত্তৃত্বের প্রতিরোধী হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের
প্রতিরোধ করে; আর যাহারা প্রতিরোধ করে,
তাহারা আপনাদের প্রতি বিচারাজ্ঞা পাইবে।
৩ কেননা শাসনকর্ত্তারা সদাচরণের প্রতি ভয়ানক
নহেন, কিন্তু দুরাচরণের প্রতি ভয়ানক। আর
তুমি কি কর্ত্তৃত্বের কাছে নির্ভয় হইতে চাহ?
তবে সদাচরণ কর, তাহা করিলে কর্ত্তৃত্ব হইতে
৪ প্রশংসা পাইবে। কেননা সদাচরণের নিমিত্ত
তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরের পরিচারক। কিন্তু
যদি দুরাচরণ কর, তবে ভীত হও, কেননা তিনি
অকারণে খড়্গ ধারণ করেন না; বস্তুতঃ তিনি
ঈশ্বরের পরিচারক, দুরাচারের প্রতি ক্রোধ সাধ-
৫ নার্থে প্রতিশোধদাতা। অতএব বশীভূত হওয়া
আবশ্যক, কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু সংবে-
৬ দেরও নিমিত্ত। বস্তুতঃ এই জন্য তোমরা রাজ-

Digitized by Google

করও দিয়া থাক ; যেহেতুক তাঁহারা ঈশ্বরের
সেবাকারী, সেই কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন।
৭ যাহার যাহা পাওনা, তাহাকে তাহা দেও।
যাহাকে কর দিতে হয়, কর দেও ; যাহাকে
শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দেও ; যাহাকে ভয় করিতে
হয়, ভয় কর ; যাহাকে সমাদর করিতে হয়,
সমাদর কর।
৮ তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও না, কেবল
পরস্পর প্রেম ধারিও ; কেননা পরকে যে প্রেম
করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে।
৯ ফলতঃ "ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না,
চুরি করিও না, লোভ করিও না," এবং আর যে
কোন আজ্ঞা থাকুক, সে সকল এই বচনে সংক্ষেপে
সংগৃহীত হইয়াছে, "প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য
১০ প্রেম কর।" প্রেম প্রতিবাসীর অনিষ্ট সাধন
করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।
১১ আর এ বিষয়ে, তোমরা এই কাল জ্ঞাত আছ ;
ফলতঃ এখন তোমাদের নিদ্রা হইতে জাগিবার
সময় হইল ; কেননা যে সময়ে আমরা বিশ্বাস
করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমা-
১২ দের সন্নিকট। রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে।
দিবস আগতপ্রায় ; অতএব আইস, আমরা
অন্ধকারের ক্রিয়া সকল ত্যাগ করি, দীপ্তির
১৩ সজ্জা পরিধান করি। আইস, দিবসের উপ-
যুক্ত শিষ্ট ভাবে চলি। রঙ্গরস ও মত্ততা,
লম্পটতা ও স্বৈরিতা, বিবাদ ও ঈর্ষা, এ সকল
১৪ ভাবে না চলি। কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
পরিধান কর, অভিলাষ পূরণার্থে নিজ মাংসের
নিমিত্ত চিন্তা করিও না।

দুর্ব্বল বিশ্বাসী ভ্রাতাদের প্রতি কর্ত্তব্য।

১৪ বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণ কর,
কিন্তু তর্কবিতর্কের বিচারার্থে নয়। এক
ব্যক্তির বিশ্বাস আছে যে, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই
খাইতে পারে, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে শাক খায়।
৩ যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছ
না করুক, যে তাহা ভোজন করে না ; এবং যে
যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির বিচার
না করুক, যে তাহা ভোজন করে ; যেহেতুক
৪ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি কে যে
পরের দাসের বিচার কর ? নিজ প্রভুরই নিকটে
হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরঞ্চ
তাহাকে স্থির করা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে
৫ স্থির করিতে পারেন। এক জন এক দিন হইতে
অন্য দিন অধিক মান্য করে ; আর এক জন
প্রত্যেক দিনকেই [সমানরূপে] মান্য করে।
প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে কৃতনিশ্চয়
৬ হউক। দিন যে মানে, সে প্রভুর জন্যই তাহা
মানে ; আর যে ভোজন করে, সে প্রভুর জন্যই
ভোজন করে, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে ;
এবং যে যাহা ভোজন করে না, সেও প্রভুর
জন্যই তাহা ভোজন করে না, এবং ঈশ্বরের
৭ ধন্যবাদ করে। কারণ আমাদের মধ্যে কেহ
আপনার নিমিত্ত জীবিত থাকে না, এবং কেহ
৮ আপনার নিমিত্ত মরে না। কেননা যদি আমরা
জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই নিমিত্ত জীবিত
থাকি ; এবং যদি মরি, তবে প্রভুরই নিমিত্ত
মরি ; অতএব জীবিত থাকি কিম্বা মরি, আমরা
৯ প্রভুরই। যেহেতুক এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট মরিলেন
ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত
১০ সকলেরই প্রভু হন। কিন্তু তুমি কেন আপন
ভ্রাতার বিচার কর ? কেনই বা তুমি আপন
ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর ? আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের
১১ বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। কেননা লিখিত
আছে, "প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য,
আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, এবং
প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।"
১২ অতএব আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে
আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে।
১৩ অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহা-
রও বিচার আর না করি, বরং তোমরা এই
বিচার কর যে, ভ্রাতার ব্যাঘাত কি বিঘ্ন জন্মান
১৪ অকর্ত্তব্য। আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয়
বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অশুচি নয় ;
কিন্তু যে যাহা অশুচি জ্ঞান করে, তাহার নিমিত্ত
১৫ তাহাই অশুচি। বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতা যদি খাদ্য
সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তবে তুমি আর
প্রেমে চলিতেছ না। যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিয়া-
ছেন, তাহাকে তোমার খাদ্য সামগ্রী দ্বারা নষ্ট
১৬ করিও না। অতএব তোমাদের যাহা ভাল, তাহা
১৭ নিন্দার বিষয় না হউক। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য
ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা ও শান্তি এবং
১৮ পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। কেননা যে এ বিষয়ে
খ্রীষ্টের দাস্যকর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র,
এবং মনুষ্যদের কাছেও প্রামাণিক।
১৯ অতএব আইস, যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও
যে যে বিষয়ের দ্বারা আমরা পরস্পরকে গাঁথিয়া
তুলিতে পারি, সেই সকলের অনুধাবন করি।
২০ খাদ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিও না।
সকল বস্তুই শুচি বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির যাহা
ভোজন করিলে বিঘ্ন জন্মে, তাহার নিমিত্ত তাহা
২১ মন্দ। মাংসভক্ষণ কিম্বা মদ্যপান অথবা যে
কিছুতে তোমার ভ্রাতা উছোট খায়, (কি বিঘ্ন
পায়, কি দুর্ব্বল হয়,) এমন কিছুই না করা
২২ ভাল। তোমার যে বিশ্বাস আছে, তাহা আপ-

Digitized by Google

যার অন্তরে ঈশ্বরের সম্মুখে রাখ। ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে, যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাতে আপনার
২৩ বিচার না করে। কিন্তু যে কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া
ভোজন করে, সে বিশ্বাসমূলক কর্ম্ম না করাতে
দোষীকৃত হইল ; যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নহে,
তাহাই পাপ।

১৫ পরন্তু বলবান যে আমরা, আমাদের
উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতারূপ
বোঝা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না
২ করি। আমাদের প্রত্যেক জন মঙ্গলের জন্য
গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রতিবাসীর তুষ্টিকর
৩ হউক। যেহেতুক খ্রীষ্টও আপনার তুষ্টিকর
ছিলেন না, বরঞ্চ যেমন লিখিত আছে, "যাহারা
তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার
৪ আমার উপরে পড়িয়াছে।" কারণ পূর্ব্বকালে
যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকলই আমা-
দের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন
শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা
৫ প্রত্যাশাপ্রাপ্ত হই। ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর
এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর
৬ অনুরূপে পরস্পর একমনা হও, যেন তোমরা
একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
৭ ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব স্বীকার কর। অতএব
যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন,
তেমনি তোমরাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে এক জন
অন্যকে গ্রহণ কর।

৮ কেননা আমি বলি যে, ঈশ্বরের সত্যের জন্য
খ্রীষ্টকে ত্বক্‌ছেদ সম্বন্ধীয় পরিচারক করা হই-
য়াছে, যেন তিনি পিতৃপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞা
৯ সকল স্থির করেন, এবং পরজাতীয়েরা যেন ঈশ্ব-
রের দয়ার জন্যই তাঁহার গৌরব করে ; যেমন
লিখিত আছে,
"অতএব আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব
করিব,
তোমার নামের উদ্দেশে গান করিব।"
১০ আবার তিনি বলেন,
"হে জাতিগণ! তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষ-
নাদ কর।"
১১ আবার,
"হে সমস্ত জাতি, প্রভুর প্রশংসা কর,
সমস্ত লোকবৃন্দ তাঁহার প্রশংসা করুক।"
১২ আবার যিশায়াহ বলেন, "যিশয়ের মূল থাকিবে,
আর জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক জন
দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহারই উপরে জাতিগণ
১৩ প্রত্যাশা রাখিবে।" প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমা-
দিগকে বিশ্বাস দ্বারা যাবতীয় আনন্দে ও শান্তিতে
পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার
পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়।

নানা কথা ও মঙ্গলবাদ।

১৪ হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি আপনি তোমাদের
বিষয়ে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, তোমরা আপনারা
মঙ্গলভাবে ধনবান, যাবতীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ,
১৫ পরস্পরকে চেতনাপ্রদানেও সমর্থ। তথাপি
তোমাদিগকে স্মরণ করাইব বলিয়া কয়েকটী
বিষয় অপেক্ষাকৃত সাহসপূর্ব্বক লিখিলাম, কারণ
ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
১৬ যেন আমি পরজাতীয়দের নিকটে খ্রীষ্ট যীশুর
সেবক হইয়া, যাহাতে পরজাতীয়েরা পবিত্র
আত্মাতে পবিত্রীকৃত উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়,
তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের সুসমাচারের সেবা করি।
১৭ অতএব ঈশ্বরীয় কার্য্যে আমি যীশু খ্রীষ্টের
১৮ শ্লাঘা করিবার অধিকারী। কেননা পরজাতীয়-
দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট আমা দ্বারা
যাহা সাধন করেন নাই, তদ্বিষয়ে একটী কথাও
১৯ বলিতে আমি সাহস করিব না। বাক্য ও ক্রিয়া
দ্বারা, নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণের পরা-
ক্রমে, পবিত্র আত্মার পরাক্রমে, [আমি পরিশ্রম
করিতেছি] ; এমন কি, যিরূশালেম অবধি ইল্লু-
রিয়া পর্য্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার
২০ সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি। পরন্তু আমার
লক্ষ্য এই, খ্রীষ্টের নাম যে স্থানে কখন উচ্চারিত
হয় নাই, এমন স্থানে যেন সুসমাচার প্রচার
করি, পরের স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে যেন না
২১ গাঁথি ; কিন্তু যেমন লিখিত আছে, "তাঁহার
সংবাদ যাহাদিগকে দেওয়া যায় নাই, তাহারা
দেখিতে পাইবে ; এবং যাহারা শুনে নাই,
তাহারা বুঝিবে।"
২২ এই কারণ বশতঃ আমি তোমাদের নিকটে
যাইতে অনেক বার নিবারিত হইয়া আসিয়াছি।
২৩ কিন্তু সম্প্রতি এই সকল অঞ্চলে আমার [কার্য্য
করিবার] স্থান আর নাই, এবং স্পেন দেশে
যাত্রা কালে তোমাদের নিকটে গমন করিবার
আকাঙ্ক্ষা অনেক বৎসরাবধি করিয়া আসি-
২৪ তেছি ; বস্তুতঃ আমি প্রত্যাশা করি যে, আমি
যাইবার সময়ে তোমাদিগকে দেখিব, এবং প্রথমে
তোমাদের সহবাসে কতক পরিমাণে তৃপ্ত হইলে
তোমাদের দ্বারা সেই দেশে সযত্নে প্রস্থাপিত
২৫ হইব। কিন্তু সম্প্রতি পবিত্রদিগের পরিচর্য্যা
২৬ করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি। কারণ যিরূ-
শালেমস্থ পবিত্রদিগের মধ্যে যাহারা দীনহীন,
তাহাদের জন্য সহভাগিতার কিঞ্চিৎ ফলপ্রদান
করিতে মাকিদনিয়া ও আখায়া [দেশীয়দের]
২৭ সুবাসনা হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের এই
সুবাসনা হইয়াছে, আর তাহারা উহাদের কাছে
ঋণীও আছে ; কেননা যখন পরজাতীয়েরা আত্মিক

Digitized by Google

তিনি ত্বক্‌ছেদ-চিহ্ন পাইয়াছিলেন ; ইহা সেই
বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতার মুদ্রাঙ্ক ছিল, যাহা তিনি
অচ্ছিন্নত্বক্ থাকিতে পাইয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য
এই, যেন অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় থাকিয়াও যাহারা
বিশ্বাস করে, তিনি তাহাদের সকলের পিতা
হন, যেন তাহাদেরও পক্ষে ধার্ম্মিকতা গণিত
১২ হয় ; আর যেন ছিন্নত্বক্ লোকদেরও পিতা হন,
অর্থাৎ যাহারা কেবল ছিন্নত্বক্ নহে, কিন্তু
অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় আমাদের পিতা অব্রাহামের
যে বিশ্বাস ছিল, তাহার পদচিহ্ন দিয়া যাহারা
১৩ গমনও করে, তাহাদের [পিতা হন]। কেননা
জগতের দায়াধিকারী হইবেন, এই প্রতিজ্ঞা যে
অব্রাহামের প্রতি কিম্বা তাঁহার বংশের প্রতি
ব্যবস্থা দ্বারা করা হইয়াছিল, তাহা নয়, কিন্তু
১৪ বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতা দ্বারা। কেননা যাহারা
ব্যবস্থাবলম্বী, তাহারা যদি দায়াধিকারী হয়,
তবে বিশ্বাস নিরর্থক হইল, এবং সেই প্রতিজ্ঞা
১৫ নিষ্ফল হইল। ব্যবস্থা ত ক্রোধ উৎপাদন করে ;
কিন্তু যে স্থানে ব্যবস্থা নাই, সেই স্থানে ব্যবস্থা-
১৬ লঙ্ঘনও নাই। এই জন্য উহা বিশ্বাস দ্বারা হয়,
যেন অনুগ্রহ মতে হইতে পারে ; অভিপ্রায় এই,
যেন সেই প্রতিজ্ঞা সমস্ত বংশের পক্ষে, কেবল
ব্যবস্থাবলম্বী বংশের পক্ষে নয়, কিন্তু অব্রাহামের
১৭ বিশ্বাসাবলম্বী বংশের পক্ষে অটল থাকে ; কেননা
তিনি যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, যিনি
মৃতগণকে জীবন দেন, এবং যাহা নাই তাহা
আছে বলিয়া আহ্বান করেন, সেই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে তিনি আমাদের সকলের পিতা, যেমন
লিখিত আছে, যথা, “আমি তোমাকে বহু-
১৮ জাতির পিতা করিলাম।” তিনি প্রত্যাশায়
প্রত্যাশার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিলেন, যেন ‘এই-
রূপ তোমার বংশ হইবে’ এই বচন অনুসারে
১৯ তিনি বহুজাতির পিতা হন। আর বিশ্বাসে
দুর্ব্বল না হইয়া শতেক বৎসর বয়সে মৃতপ্রায়
আপনার দেহ এবং সারার জঠরের জরা টের
২০ পাইলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি
লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন
না ; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইয়া ঈশ্বরের
২১ গৌরব স্বীকার করিলেন ; এবং ঈশ্বর যাহা
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও
২২ আছেন, ইহা নিশ্চয় জানিলেন। আর এই
কারণ তাঁহার পক্ষে উহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত
২৩ হইল। তাঁহার পক্ষে গণিত হইল, ইহা যে কেবল
তাঁহার জন্য লিখিত হইয়াছে, এমন নয়, আমা-
২৪ দেরও জন্য। কেননা যিনি আমাদের প্রভু
যীশুকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়া-
ছেন, তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতেছি বলিয়া
২৫ আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত হইবে। সেই
যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত,
এবং আমাদের ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত উত্থাপিত
হইয়াছেন।

বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্য ধার্ম্মিকতার সুমধুর ফল।

৫ অতএব বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের
২ উদ্দেশে আমাদের শান্তিলাভ হইয়াছে ; আর
আমরা তাঁহারই দ্বারা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহমধ্যে
প্রবেশলাভ করিয়াছি, যাহার মধ্যে দণ্ডায়মান
রহিয়াছি, এবং ঈশ্বরীয় প্রতাপের প্রত্যাশায়
৩ শ্লাঘা করিতেছি। কেবল তাহা নয়, কিন্তু ক্লেশেও
শ্লাঘা করিতেছি ; কারণ আমরা জানি, ক্লে
৪ ধৈর্য্যকে, ধৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষ-
৫ সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে ; আর প্রত্যাশা
লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দ
পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরে
৬ প্রেম সেচন করা গিয়াছে। কেননা যখন আমরা
শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে
৭ ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন। বস্তুতঃ ধার্ম্মি-
কের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, মঙ্গল-
কারীর নিমিত্ত হয় ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ
৮ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের
প্রতি নিজ প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন ; কারণ
আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের
৯ নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিলেন। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার
রক্তে ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমরা কত অধিক
নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা [ঈশ্বরের] ক্রোধ হইতে
১০ পরিত্রাণ পাইব। কেননা যখন আমরা শত্রু
ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু দ্বারা যদি
ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মি-
লিত হওয়াতে কত অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে
১১ পরিত্রাণ পাইব। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের শ্লাঘাও
করিতেছি, যাঁহার দ্বারা এখন আমাদের সম্মি-
লনলাভ হইয়াছে।
১২ অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ
দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল ; আর এই
প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত
১৩ হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল।—কারণ
ব্যবস্থা না থাকা পর্য্যন্ত জগতে পাপ ছিল ;
পরন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না।
১৪ কিন্তু যাহারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের সাদৃশ্য
পাপ করে নাই, আদম অবধি মোশি পর্য্যন্ত
তাহাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করিয়াছিল।
১৫ আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ। কিন্তু

Digitized by Google

অপরাধ যাদৃশ, অনুগ্রহ-দানটী তাদৃশ নয়।
কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে
মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আর এক
ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে দত্ত দান
অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া পড়িল।
১৬ আর, এক ব্যক্তি পাপ করিলে যেমন [ফল
হইল], এই দান তেমন নয়; কেননা বিচার
এক হইতে দণ্ডাজ্ঞার জন্য, কিন্তু অনুগ্রহদান
অনেক অপরাধ হইতে ধার্ম্মিকীকরণ জন্য [উপ-
১৭ স্থিত হইল]। কারণ একের অপরাধে যখন সেই
একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন যাহারা
অনুগ্রহের ও ধার্ম্মিকতা-দানের উপচয় পায়,
তাহারা একের দ্বারা, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা,
১৮ কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে। অত-
এব যেমন এক অপরাধ দ্বারা [বিচার] দণ্ডা-
জ্ঞার জন্য সকল মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল,
তেমনি ধার্ম্মিকতার একটী কার্য্য দ্বারা [দান]
জীবনের ধার্ম্মিকতার জন্য সকল মনুষ্যের কাছে
১৯ উপস্থিত হইল। কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের
অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেকে পাপী হইল, তেমনি
সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেকে
২০ ধার্ম্মিকীকৃত হইবে। অধিকন্তু ব্যবস্থা পার্শ্বে
পার্শ্বে উপস্থিত হইল, যেন অপরাধের বাহুল্য
হয়; কিন্তু যে স্থানে পাপের বাহুল্য হইল,
সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল;
২১ যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করিয়াছিল,
তেমনি আবার আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
অনন্ত জীবনের নিমিত্ত অনুগ্রহ ধার্ম্মিকতা দ্বারা
রাজত্ব করে।

ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের অধীন মনুষ্যের পাপ করা অনুচিত।

৬ তবে আমরা কি বলিব? অনুগ্রহের বাহুল্য
যেন হয়, এই নিমিত্ত কি পাপে থাকিব?
২ এমন না হউক। আমরা ত পাপের সম্বন্ধে মরি-
য়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপজীবী
৩ হইব? অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা
যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত
হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাই-
৪ জিত হইয়াছি? অতএব আমরা মৃত্যুর উদ্দেশে
বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হই-
য়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা
মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি
৫ আমরাও জীবনের নবীনতায় চলি। কেননা যদি
আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে [তাঁহার] সহিত
একীভূত হইয়া থাকি, তবে অবশ্য পুনরুত্থানের
৬ সাদৃশ্যেও হইব। আমরা ত জানি যে, আমাদের
পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত
হইয়াছে, যেন পাপ-দেহ বিনষ্ট হয়, এইরূপে
যেন আমরা পাপের দাস আর না থাকি।
৭ কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে [মুক্ত
৮ হইয়া] ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছে। আর আমরা
যদি খ্রীষ্টের সহিত মরিয়া থাকি, তাহা হইলে
বিশ্বাস করি যে, তাঁহার সহিত জীবনপ্রাপ্তও
৯ হইব। কারণ আমরা জানি, মৃতগণের মধ্য
হইতে উত্থাপিত খ্রীষ্ট আর কখনও মরেন না,
১০ তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্ত্তৃত্ব নাই। ফলতঃ
তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি পাপের
সম্বন্ধে এক বার মরিয়াছেন; এবং তাঁহার যে
জীবন আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত
১১ আছেন। তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে
পাপের সম্বন্ধে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের
সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর।
১২ অতএব পাপ তোমাদের মর্ত্ত্য দেহে রাজত্ব না
করুক—করিলে তোমরা তাহার অভিলাষের
১৩ আজ্ঞাবহ হইবে। আপন আপন অঙ্গকে অধার্ম্মি-
কতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও
না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে
জীবিতরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, এবং
আপন আপন অঙ্গকেও ধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে
১৪ ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর। কেননা পাপ তোমা-
দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা
ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।
১৫ তবে দাঁড়াইল কি? আমরা ব্যবস্থার অধীন
নহি, অনুগ্রহের অধীন, এই জন্য কি পাপ
১৬ করিব? এমন না হউক। তোমরা কি জান না
যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে
আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান,
তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুর নিমিত্ত
পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতার নিমিত্তে আজ্ঞা-
১৭ পালনের দাস। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক,
যেহেতুক তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, পরন্তু
শিক্ষার যে আদর্শে সমর্পিত হইয়াছ, অন্তঃ-
করণের সহিত সেই আদর্শের আজ্ঞাবহ হইয়াছ;
১৮ এবং পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা ধার্ম্মিক-
১৯ তার দাস হইয়াছ। তোমাদের মাংসের দুর্ব্বলতা
প্রযুক্ত আমি মানুষের মত কহিতেছি। কারণ,
তোমরা যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন
আপন অঙ্গকে দাস করিয়া অশুচিতাতে ও অধর্ম্মে
সমর্পণ করিয়াছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের
নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গকে দাস করিয়া ধার্ম্মি-
২০ কতায় সমর্পণ কর। কেননা যখন তোমরা পাপের
দাস ছিলে, তখন ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে স্বাধীন
২১ ছিলে। ভাল, সম্প্রতি যে সমস্ত বিষয় লজ্জার
বিষয় বোধ হয়, তৎকালে সেই সকলেতে তোমা-

Digitized by Google

দের কি ফল হইত ? বাস্তবিক সে সকলের পরিণাম
২২ মৃত্যু। কিন্তু সম্প্রতি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
ঈশ্বরের দাস হওয়াতে তোমরা পবিত্রীকরণ জন্য
ফল পাইতেছ, এবং তাহার পরিণাম অনন্ত
২৩ জীবন। কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু
ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে
অনন্ত জীবন।

৭ অথবা হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা কি জান না—
কারণ যাহারা ব্যবস্থা জানে, আমি তাহা-
দিগকেই বলিতেছি,—মনুষ্য যত কাল জীবিত
থাকে, তত কালমাত্র ব্যবস্থা তাহার উপরে
২ কর্তৃত্ব করে ? কারণ যত দিন স্বামী জীবৎ থাকে,
তত দিন সধবা স্ত্রী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার কাছে
আবদ্ধা থাকে; কিন্তু স্বামী মরিলে সে স্বামীর
৩ ব্যবস্থা হইতে মুক্তা হয়। সুতরাং যদি সে স্বামীর
জীবৎকালে অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী
বলিয়া আখ্যাতা হইবে; কিন্তু স্বামী মরিলে ঐ
ব্যবস্থা হইতে মুক্তা হওয়াতে অন্য স্বামীর হইলেও
৪ ব্যভিচারিণী হইবে না। ভাল, হে আমার ভ্রাতৃ-
গণ, তোমরাও খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা ব্যবস্থার উদ্দেশে
হত হইয়াছ, যেন, অন্যের হও, যিনি মৃতদের
মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহারই হও;
যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি।
৫ কেননা যখন আমরা নিজ মাংসের বশে ছিলাম,
তখন ব্যবস্থার উৎপাদিত পাপমতি সকল
মৃত্যুর নিমিত্ত ফল উৎপন্ন করিবার জন্য আমা-
৬ দের অঙ্গমধ্যে কার্য্য করিত। কিন্তু আমরা
যাহাতে আবদ্ধ ছিলাম, তাহার সম্বন্ধে মরিয়াছি
বলিয়া সম্প্রতি ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি।
অতএব আমরা অক্ষরের প্রাচীনতায় নয়, কিন্তু
আত্মার নবীনতায় দাস্যকর্ম্ম করিতেছি।

ব্যবস্থাবলম্বী ব্যক্তির দুর্ভাগ্য।

৭ তবে কি বলিব ? ব্যবস্থা কি পাপ ? এমন না
হউক; বরং পাপ কি, তাহা আমি জানিতাম
না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি; কেননা
"লোভ করিও না," এই কথা যদি ব্যবস্থা না
বলিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না;
৮ কিন্তু পাপ সুযোগ পাইয়া সেই আজ্ঞা দ্বারা
আমার অন্তরে সর্ব্বপ্রকার লোভ সম্পন্ন করিল;
৯ যেহেতুক ব্যবস্থার বিরহে পাপ মৃত থাকে। আর
পূর্ব্বে আমি ব্যবস্থার বিরহে জীবিত ছিলাম,
কিন্তু আজ্ঞা উপস্থিত হইলে পাপ জীবিত হইয়া
১০ উঠিল, আর আমি মরিলাম; এবং জীবনার্থক
যে আজ্ঞা, তাহা আমার মৃত্যুজনক বলিয়া দেখা
১১ গেল। ফলতঃ পাপ সুযোগ পাইয়া আজ্ঞা দ্বারা
আমাকে প্রবঞ্চনা করিল, ও তদ্দ্বারা আমাকে বধ
১২ করিল। অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞাও
পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম।
১৩ তবে যাহা উত্তম, তাহাই কি আমার জন্য
মৃত্যুস্বরূপ হইল ? এমন না হউক। বরং পাপই
[আমার মৃত্যুস্বরূপ হইল,] যেন উত্তম বস্তু
দ্বারা আমার মৃত্যু সাধনে তাহা পাপ বলিয়া
প্রকাশ পায়, আজ্ঞা দ্বারা পাপ যেন অতিশয়
১৪ পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। কারণ আমরা জানি, ব্যবস্থা
আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসিক, আমি পাপের
১৫ অধীনে বিক্রীত। বস্তুতঃ আমি যাহা সাধন করি,
তাহা না জানিয়া [করি]; কেননা আমি যাহা
ইচ্ছা করি, কাজে তাহা করি না, যাহা ঘৃণা
১৬ করি, তাহাই করি। কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা
করি না, তাহাই যদি করি, তবে ব্যবস্থা যে
১৭ উত্তম, ইহা স্বীকার করি। অতএব সম্প্রতি সেই
কার্য্য আর আমি করি না, আমাতে বাসকারী
১৮ পাপ তাহা করে। যেহেতুক আমি জানি যে
আমাতে, অর্থাৎ আমার মাংসে, উত্তম কিছুই
বাস করে না; আমার ইচ্ছা বিদ্যমান বটে,
১৯ কিন্তু উত্তম ক্রিয়া সম্পাদন বিদ্যমান নয়। কেননা
আমি যাহা ইচ্ছা করি, সেই সৎক্রিয়া করি
না; কিন্তু যাহা ইচ্ছা করি না, সেই মন্দ আচরণ
২০ করি। পরন্তু যাহা আমি ইচ্ছা করি না, তাহা
যদি করি, তবে তাহা আর আমি সম্পন্ন করি
না, কিন্তু আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে।
২১ অতএব আমি এই ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি
যে, সৎকার্য্য করিতে চাহিলেও মন্দ আসিয়া
২২ পড়ে। বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে
২৩ আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি। কিন্তু
আমার অঙ্গমধ্যে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে
পাইতেছি; তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে, এবং আমাকে আমার অঙ্গস্থিত পাপ-
২৪ ব্যবস্থার বন্দি দাস করে। হায় হায়, দুর্ভাগ্য
মনুষ্য যে আমি, আমাকে এই মৃত্যুর দেহ হইতে
২৫ কে নিস্তার করিবে ? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। অতএব আমি
আপনি মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাস্যকর্ম্ম,
কিন্তু মাংস দিয়া পাপব্যবস্থার দাস্যকর্ম্ম
করিতেছি।

ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তির সৌভাগ্য।

৮ অতএব যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, এখন
তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। কেননা
খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার ব্যবস্থা আমাকে
পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।
৩ যেহেতুক ব্যবস্থা [মনুষ্যের] মাংস প্রযুক্ত দুর্ব্বল

Digitized by Google

হওয়াতে যাহা করিতে অসমর্থ ছিল, ঈশ্বর
[তাহা করিয়াছেন, ফলতঃ] নিজ পুত্রকে পাপ-
ময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে
প্রেরণ করিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়া-
৪ ছেন, যেন আমাদিগেতে ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সিদ্ধ
হয় ; আমরা ত মাংসের বশে না চলিয়া আত্মার
৫ বশে চলিতেছি। কেননা যাহারা মাংসের বশ-
বর্ত্তী, তাহারা মাংসিক বিষয় ভাবে ; কিন্তু
যাহারা আত্মার বশবর্ত্তী, তাহারা আত্মিক
৬ বিষয় ভাবে। বস্তুতঃ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু
৭ আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি। কেননা মাংসের
ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের
ব্যবস্থার অধীন হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও
৮ না। আর যাহারা মাংসের বশে থাকে, তাহারা
৯ ঈশ্বরের প্রীতিকর হইতে পারে না। কিন্তু
তোমাদের অন্তরে যদি ঈশ্বরের আত্মা বাস
করেন, তবে তোমরা মাংসের বশে নহ, আত্মার
বশে আছ ; পরন্তু যে কেহ খ্রীষ্টের আত্মাকে
১০ পায় নাই, সে খ্রীষ্টের নহে। আর যদি খ্রীষ্ট
তোমাদিগেতে থাকেন, তবে পাপপ্রযুক্ত দেহ মৃত
বটে, কিন্তু ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত আত্মা জীবন।
১১ আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উত্থা-
পন করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমা-
দিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য
হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি
তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা
তোমাদের মর্ত্ত্য দেহও জীবিত করিবেন।
১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ঋণী, কিন্তু
মাংসের ভাবে জীবন ধারণার্থে মাংসের কাছে
১৩ নয়। যেহেতুক মাংসের ভাবে জীবন ধারণ
করিলে তোমরা মরিবে, কিন্তু আত্মাতে দেহের
ক্রিয়া সকল নিহনন করিলে জীবিত থাকিবে।
১৪ কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত
১৫ হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুতঃ তোমরা
পুনরায় ভয় করণার্থে দাসত্বের আত্মা পাইয়াছ,
তাহা নয় ; কিন্তু যে আত্মার আবেশে আমরা
আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি, সেই দত্তক-
১৬ পুত্রতার আত্মাকে পাইয়াছ। আত্মা আপনিও
আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন
১৭ যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর যখন সন্তান,
তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহ-
দায়াদ। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা
আমাদের আবশ্যক, যেন তাঁহার সঙ্গে প্রতাপও
ভোগ করি।
১৮ কারণ আমার বিচার এই, আমাদের প্রতি
যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে এই
বর্ত্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়।
১৯ কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্র-
২০ গণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। কারণ
সৃষ্টি অসারতার বশীকৃত হইল, স্ব ইচ্ছায় যে
২১ হইল তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্ত্তার নিমিত্ত ; এই
প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টিও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে
মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের
২২ স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, এখন
পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও
২৩ প্রসবকারিণীর ন্যায় ব্যথিত হইতেছে। কেবল
তাহা নয় ; কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি
যে আমরা, আমরা আপনারাও অন্তরে আর্ত্তস্বর
করতঃ দত্তকপুত্রতা, অর্থাৎ আপন আপন দেহের
২৪ মুক্তি, অপেক্ষা করিতেছি। কেননা প্রত্যাশায়
আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু দৃষ্টি-
গোচর যে প্রত্যাশা, তাহা প্রত্যাশাই নয়।
কেননা যে যাহা দেখে, সে আবার তাহার
২৫ প্রত্যাশা কেন করিবে ? কিন্তু যাহা দেখিতে
না পাই, তাহার প্রত্যাশা যদি করি, তবে ধৈর্য্য
সহকারে তাহার অপেক্ষায় থাকি।
২৬ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার
প্রতীকার করেন ; কেননা উচিত মতে কি প্রকারে
প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না,
কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা
২৭ আমাদের পক্ষে সাধ্যসাধনা করেন। আর যিনি
হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন,
আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই সাধ্যসাধনা করেন।
২৮ পরন্তু আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম
করে, যাহারা [তাঁহার] সঙ্কল্প অনুসারে
আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে এক-
২৯ সঙ্গে কার্য্য করিতেছে। কারণ তিনি যাহাদিগকে
পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের
প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও
করিলেন ; যেন অনেক ভ্রাতার মধ্যে তিনি
৩০ প্রথমজাত হন। আর ঈশ্বর যাহাদিগকে পূর্ব্বে
নিরূপণ করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করি-
লেন ; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন,
তাহাদিগকে ধার্ম্মিকও করিলেন ; আর যাহা-
দিগকে ধার্ম্মিক করিলেন, তাহাদিগকে প্রতা-
পান্বিতও করিলেন।
৩১ এই সকল দেখিয়া আমরা কি বলিব ? ঈশ্বর
যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ
৩২ কে ? যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন
না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে
সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার
সহিত সমস্তই অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিবেন না ?
৩৩ ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ
করিবে ? কি ঈশ্বর ? তিনি ত তাহাদিগকে
৩৪ ধার্ম্মিক করেন। কে দোষী করিবে ? কি খ্রীষ্ট

Digitized by Google

যীশু ? তিনি মরিলেন, বরং মৃতগণের মধ্য
হইতে উত্থাপিতও হইলেন ; আর তিনিই ঈশ-
রের দক্ষিণে আছেন, এবং আমাদের পক্ষে সাধ্য-
৩৫ সাধনা করিতেছেন। খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে
আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে ? কি ক্লেশ ? কি
সঙ্কট ? কি তাড়না ? কি দুর্ভিক্ষ ? কি উলঙ্গতা ?
৩৬ কি প্রাণ-সংশয় ? কি খড়্গ ? যেমন লেখা আছে,
"তব তরে আমরা সমস্ত দিন নিহত হইতেছি ;
আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইতেছি।"
৩৭ কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন,
তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে পরম
৩৮ বিজয়ী হই। কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি
মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য, কি
উপস্থিত বিষয়, কি ভাবী বিষয়, কি পরাক্রম,
৩৯ কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন
সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে
অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে
বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

ইস্রায়েলের পতনে ঈশ্বরের দোষ নাই।

৯ আমি খ্রীষ্টে সত্য কহিতেছি, মিথ্যা কহি-
তেছি না, আমার সংবেদও পবিত্র আত্মার
আবেশে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে যে,
২ আমার হৃদয়ে ভারী শোক ও নিরন্তর যাতনা
৩ হইতেছে। কেননা যাহারা মাংসের সম্বন্ধে
আমার স্বজাতীয়, আমার সেই ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত
আমিই যেন খ্রীষ্ট হইতে পৃথক্ থাকিয়া শাপা-
স্পদ হই, এমন কামনা করিতে পারিতাম।
৪ কারণ তাহারা ইস্রায়েলীয় ; দত্তকপুত্রতা,
প্রতাপ, ধর্ম্মনিয়ম সকল, ব্যবস্থাদান, আরাধনা
৫ ও প্রতিজ্ঞাসমূহে তাহাদেরই অধিকার। পিতৃ-
পুরুষেরাও তাহাদের ; এবং মাংসের সম্বন্ধে
তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন,
যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর [ও] যুগে যুগে ধন্য।
আমেন।
৬ পরন্তু ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল হইয়া পড়ি-
য়াছে, এমন নহে ; যেহেতুক ইস্রায়েল হইতে
৭ উৎপন্ন সকলে ইস্রায়েল হয় না ; আর অব্রাহামের
বংশ বলিয়া তাহারা যে সকলেই সন্তান, এমন
নহে, কিন্তু "ইস্‌হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত
৮ হইবে।" ইহার অর্থ এই, মাংসের সন্তানগণ ঈশ-
রের সন্তান হয় না, কিন্তু প্রতিজ্ঞারই সন্তানগণ
৯ বংশ বলিয়া গণিত হয়। কেননা "এই ঋতুতেই
আমি আসিব, তখন সারার এক পুত্র হইবে,"
১০ ইহা প্রতিজ্ঞারই বাক্য। কেবল তাহা নয়, কিন্তু
আবার রিবিকা এক ব্যক্তি হইতে, অর্থাৎ আমা-
দের পিতৃপুরুষ ইস্‌হাক হইতে গর্ভবতী হইলে
১১ পর যখন [বালকদ্বয়] ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং
ভাল মন্দ কিছুই করে নাই, তখন—কর্ম্ম হেতু
নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর [ইচ্ছা] হেতু, ঈশ্বরের
১২ নির্ব্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, এই
নিমিত্তে—তাঁহাকে বলা গিয়াছিল, যথা, "জ্যেষ্ঠ
১৩ কনিষ্ঠের দাস হইবে" ; যেমন লিখিত আছে,
"আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে
অপ্রেম করিয়াছি।"
১৪ তবে আমরা কি বলিব ? ঈশ্বরে কি অন্যায়
১৫ আছে ? এমন না হউক। কারণ তিনি মোশিকে
বলেন, "আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া
করিব ; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি
১৬ করুণা করিব।" অতএব ইহা ইচ্ছুক বা ধাবমান
ব্যক্তি হইতে হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর
১৭ হইতে হয়। কেননা শাস্ত্র ফরৌণকে বলে,
"আমি এই জন্যই তোমাকে উঠাইয়াছি, যেন
তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, আর যেন
সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্ত্তিত হয়।"
১৮ অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে
দয়া করেন ; এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে
কঠিন করেন।
১৯ ইহাতে তুমি আমাকে বলিবে, তবে তিনি
আবার দোষ ধরেন কেন ? কারণ তাঁহার ইচ্ছার
২০ প্রতিরোধ কে করে ? অহো ! হে মনুষ্য, তুমি কে
যে ঈশ্বরের প্রতীবাদ করিতেছ ? নির্ম্মিত বস্তু
কি নির্ম্মাতাকে বলিতে পারে, আমাকে এরূপ
২১ কেন করিলে ? কিম্বা মৃত্তিকার উপরে কুম্ভকারের
কি এমন কর্ত্তৃত্ব নাই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে
এক অংশ সমাদরের পাত্র, অপর অংশ অনা-
দরের পাত্র করিতে পারে ?
২২ আর ঈশ্বর আপন ক্রোধ দেখাইবার ও আপন
পরাক্রম জানাইবার ইচ্ছা করিয়া যদি বিনা-
শার্থে পরিপক্ক ক্রোধপাত্রদের প্রতি মহতী সহি-
২৩ ষ্ণুতা করিয়া থাকেন, এবং যাহাদিগকে প্রতা-
পের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই
দয়াপাত্রদিগেতে আপন প্রতাপের ধন জ্ঞাত
২৪ করিবার মানস করেন, তবে কি ? আমরা [সেই
দয়াপাত্র], যাহাদিগকে তিনি কেবল যিহূদী-
দের মধ্য হইতে নয়, কিন্তু পরজাতিদের মধ্য
২৫ হইতেও ডাকিয়াছেন। যেমন তিনি হোশেয়
গ্রন্থেও বলেন, "যাহারা আমার প্রজা নয়, তাহা-
দিগকে আমি নিজ প্রজা, এবং অপ্রিয়াকে প্রিয়া
২৬ বলিয়া ডাকিব। আর যে স্থলে তাহাদিগকে
বলা গিয়াছিল, তোমরা আমার প্রজা নহ,
সেখানে তাহারা জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান বলি
২৭ আখ্যাত হইবে।" আর ইস্রায়েলের বিষয়ে
যিশায়াহ এই কথা ঘোষণা করেন, "ইস্রায়েল-

Digitized by Google

সন্তানগণ সমুদ্রের বালুকার ন্যায় হইলেও
২৮ অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাইবে ; যেহেতুক প্রভু
পৃথিবীতে আপন বাক্য সাধন করিবেন, তাহা
২৯ সমাপ্ত ও সংক্ষিপ্ত করিবেন।” আর যিশায়াহ
পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে “বাহিনী-
গণের প্রভু যদি আমাদের জন্য একটী বীজ অব-
শিষ্ট না রাখিতেন, তবে আমরা সদোমের ন্যায়
হইতাম, ও ঘমোরার তুল্য হইতাম।”
৩০ তবে আমরা কি বলিব ? পরজাতীয়েরা,
যাহারা ধার্ম্মিকতার অনুধাবন করিত না, তাহারা
ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে, বিশ্বাস হইতে লভ্য
৩১ ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে ; কিন্তু ইস্রায়েল ধার্ম্মি-
তার ব্যবস্থার অনুধাবন করিয়াও সেই ব্যবস্থা
৩২ পর্য্যন্ত পঁহুছে নাই। কারণ কি ? তাহারা বিশ্বাস
দ্বারা নয়, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা [তাহার অনুধাবন
করিত]। তাহারা সেই ব্যাঘাতজনক প্রস্তরে
৩৩ ব্যাঘাত পাইল ; যেমন লেখা আছে, “দেখ,
আমি সিয়োনে ব্যাঘাতজনক এক প্রস্তর ও বিঘ্ন-
জনক এক পাষাণ স্থাপন করিতেছি ; যে কেহ
তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত
হইবে না।”

১০ হে ভ্রাতৃগণ, আমার হৃদয়ের সুবাসনা এবং
ঈশ্বরের কাছে বিনতি ইস্রায়েলের সপক্ষ,
২ যেন তাহাদের পরিত্রাণ হয়। কেননা আমি
তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বরের
বিষয়ে তাহাদের উদ্যোগ আছে, কিন্তু তাহা
৩ জ্ঞানানুযায়ী নয়। ফলতঃ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা
না জানায়, এবং নিজ ধার্ম্মিকতা স্থাপন করিবার
চেষ্টায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার বশীভূত
৪ হয় নাই ; যেহেতুক প্রত্যেক বিশ্বাসীর ধার্ম্মি-
৫ কতার উদ্দেশে খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পরিণাম। কারণ
মোশি লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যবস্থা হইতে
লভ্য ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে, সে তদ্দ্বারা
৬ বাঁচিবে। কিন্তু বিশ্বাস হইতে লভ্য ধার্ম্মিকতা
এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, “কে স্বর্গা-
রোহণ করিবে ?”—অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নীচে আনি-
৭ বার জন্য ;—অথবা “কে অগাধলোকে
নামিবে ?”—অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে
৮ ঊর্দ্ধে আনিবার জন্য। বরং কি বলে ? “সেই
বাক্য তোমার নিকটবর্ত্তী, তোমার মুখে ও তোমার
হৃদয়ে রহিয়াছে,” অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই কথা,
৯ যাহা আমরা প্রচার করি। কারণ তুমি যদি মুখে
যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং ঈশ্বর
তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়া-
ছেন, ইহা যদি হৃদয়ে বিশ্বাস কর, তবে পরিত্রাণ
১০ পাইবে। যেহেতুক ধার্ম্মিকতার জন্য হৃদয়ে
বিশ্বাস করিতে হয়, এবং পরিত্রাণের জন্য মুখে
১১ স্বীকার করিতে হয়। কেননা শাস্ত্র বলে, “যে
কেহ তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত
১২ হইবে না।” কারণ যিহূদী ও গ্রীকে কিছুই
প্রভেদ নাই ; যেহেতুক সকলেরই একমাত্র প্রভু ;
যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে
১৩ তিনি ধনবান। ফলতঃ “যে কেহ প্রভুর নামে
১৪ ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।” তবে তাহারা
যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে
ডাকিবে ? আর যাঁহার কথা শুনে নাই, কেমন
করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে ? আর প্রচারক
১৫ না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে ? আর প্রেরিত
না হইলে কেমন করিয়া প্রচার করিবে ? যেমন
লিখিত আছে, “যাহারা মঙ্গলের সুসমাচার
জানায়, তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায় !”
১৬ কিন্তু সকলে সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় নাই।
বস্তুতঃ যিশায়াহ কহেন, “হে প্রভো, আমাদের
১৭ বার্ত্তা শুনিয়া কে বিশ্বাস করিয়াছে ?” অতএব
বিশ্বাস বার্ত্তাশ্রবণ হইতে এবং বার্ত্তাশ্রবণ খ্রীষ্টের
১৮ বাক্য দ্বারা হয়। কিন্তু আমি বলি, তাহারা কি
শুনিতে পায় নাই ? পাইয়াছে বই কি ?
“তাহাদের স্বর সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল,
তাহাদের বাক্য জগতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত
হইল।”
১৯ কিন্তু আমি বলি, ইস্রায়েল কি জানিতে পারে
নাই ? প্রথমে মোশি কহেন,
“আমি নজাতি দ্বারা তোমাদের অন্তর্জ্বালা
জন্মাইব ;
মূঢ় জাতি দ্বারা তোমাদিগকে ক্রুদ্ধ করিব।”
২০ আর যিশায়াহ অতি সাহসপূর্ব্বক বলেন,
“যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, তাহারা
আমাকে পাইয়াছে, যাহারা আমার কাছে
জিজ্ঞাসা করে নাই, তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছি।”
২১ পরন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি কহেন, “আমি
সমস্ত দিন অবাধ্য ও প্রতিকূলবাদী প্রজাবৃন্দের
প্রতি অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি।”

পতিত ইস্রায়েল শেষে পরিত্রাণ পাইবে।

১১ তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি আপন প্রজা-
বৃন্দকে ত্যাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন ? এমন
না হউক ; আমিও ত এক জন ইস্রায়েলীয়, অব্রা-
২ হামের বংশজাত, বিন্যামীনের গোষ্ঠীজ। ঈশ্বর
আপনার যে প্রজাবৃন্দকে পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন,
তাহাদিগকে ত্যাড়িয়া ফেলেন নাই। অথবা এলি-
য়ের ইতিহাসে শাস্ত্র কি বলে, তাহা কি তোমরা
জান না ? তিনি ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের
৩ নিকটে এইরূপ অনুরোধ করেন, “প্রভো, তাহারা
তোমার ভাববাদিগণকে বধ করিয়াছে, তোমার

Digitized by Google

যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে, আর আমি
একাই অবশিষ্ট রহিলাম; আবার তাহারা
৪ আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।" কিন্তু
তাঁহার প্রতি ঈশ্বরীয় বাণী কি বলে? "বালের
সম্মুখে যাহারা হাঁটু পাতে নাই, এমন সাত
সহস্র লোককে আমি আপনার নিমিত্ত অবশিষ্ট
৫ রাখিয়াছি।" তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনু-
গ্রহের নির্ব্বাচন অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ
৬ রহিয়াছে। তাহা যদি অনুগ্রহে হইয়া থাকে,
তবে আর ক্রিয়া হেতু হয় নাই; নতুবা অনুগ্রহ
আর অনুগ্রহই নহে।
৭ তবে কি? ইস্রায়েল যাহার অন্বেষণ করে,
তাহা পায় নাই, কিন্তু নির্ব্বাচিতেরা তাহা পাই-
৮ য়াছে, অন্য সকলে কঠিনীভূত হইয়াছে; যেমন
লিখিত আছে, "ঈশ্বর তাহাদিগকে মূর্চ্ছাজনক
আত্মা দিয়াছেন; দেখিবে না, এমন চক্ষু, ও
শুনিবে না, এমন কর্ণ দিয়াছেন;" অদ্যাপি সেই
৯ প্রকার রহিয়াছে। আর দায়ূদ বলেন,
"তাহাদের মেজ তাহাদের জন্য ফাঁদ ও পাশ-
স্বরূপ হউক,
তাহা বিঘ্ন ও সমুচিত প্রতিফলস্বরূপ হউক।
১০ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন তাহারা দেখিতে
না পায়;
তুমি তাহাদের পৃষ্ঠদেশ নিয়ত কুব্জ কর।"
১১ তবে আমি বলি, তাহারা কি পতনের নিমিত্ত
উছোট খাইয়াছে? এমন না হউক; বরং তাহা-
দিগের অন্তর্জ্বালা জন্মাইবার জন্য তাহাদের
পাতকে পরজাতীয়দের পরিত্রাণ লাভ হইয়াছে।
১২ ভাল, উহাদের পাতকে যদি জগতের ধনাগম
হইল, এবং উহাদের ক্ষতিতে যদি পরজাতীয়দের
ধনাগম হইল, তবে উহাদের পূর্ণতায় আরও কত
অধিক না হইবে?
১৩ কিন্তু হে পরজাতীয়েরা, তোমাদিগকে বলি-
তেছি; পরজাতীয়দের প্রেরিত বলিয়া আমি
১৪ নিজ পরিচর্য্যাপদের গৌরব করিতেছি; কোন
মতে যেন আমার স্বজাতীয়দের অন্তর্জ্বালা জন্মা-
ইয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলিন লোকের পরি-
১৫ ত্রাণের কারণ হই। কারণ তাহাদের দূরীকরণে
যদি জগতের সম্মিলন হইল, তবে তাহাদিগকে
গ্রহণ করণে মৃতদের মধ্য হইতে জীবনলাভ বই
১৬ আর কি হইবে? আর [শস্যের] অগ্রিমাংশ
যদি পবিত্র হয়, তবে সূজীর তালও পবিত্র; এবং
মূল যদি পবিত্র হয়, তবে শাখা সকলও পবিত্র।
১৭ আর কতকগুলি শাখা যদি ছিন্ন হইল, এবং
তুমি বন্য জিতবৃক্ষের চারা হইলেও যদি তাহাদের
মধ্যে তোমাকে কলমরূপে লাগান গেল, আর
তুমি জিতবৃক্ষের মূলের ও রসের অংশী হইলে;
১৮ তবে সেই শাখা সকলের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও
না; আর যদি শ্লাঘা কর, তুমি মূলকে ধারণ কর
১৯ না, কিন্তু মূল তোমাকে ধারণ করিতেছে। ইহাতে
তুমি বলিবে, আমাকে কলমরূপে লাগাইবার
২০ জন্যই কতকগুলি শাখা ছিন্ন হইয়াছে। বেশ
কথা, অবিশ্বাস হেতু উহারা ছিন্ন হইয়াছে, এবং
বিশ্বাস হেতু তুমি দাঁড়াইয়া আছ। অভিমানী
২১ হইও না, বরং ভয় কর। কেননা ঈশ্বর যখন সেই
প্রকৃত শাখাগুলির প্রতি মমতা করেন নাই, তখন
২২ তোমার প্রতিও মমতা করিবেন না। অতএব
ঈশ্বরের মধুর এবং তীক্ষ্ণ উভয় ভাব নিরীক্ষণ
কর; ফলতঃ পতিতদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ ভাব, এবং
তোমার প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব ফলিতেছে;
কিন্তু সেই মধুর ভাবের শরণাপন্ন থাকা তোমার
২৩ আবশ্যক, নতুবা তুমিও উচ্ছিন্ন হইবে। আবার
উহারা যদি অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহা-
দিগকেও লাগান যাইবে, যেহেতুক ঈশ্বর উহা-
২৪ দিগকে আবার লাগাইতে সমর্থ আছেন। বস্তুতঃ
তোমাকে প্রকৃত বন্য জিতবৃক্ষ হইতে কাটিয়া
লইয়া যখন প্রকৃতির বিপরীতে উত্তম জিতবৃক্ষে
লাগান গিয়াছে, তখন প্রকৃত শাখা যে উহারা,
উহাদিগকে কি আরও অনায়াসে নিজ জিতবৃক্ষে
লাগান যাইবে না?
২৫ কারণ ভ্রাতৃগণ, তোমরা পাছে আপনাদের
জ্ঞানে বুদ্ধিমান হও, তন্নিমিত্ত আমি ইহা বাঞ্ছা
করি যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত না থাক:
যে পর্য্যন্ত পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবিষ্ট না
হইবে, সে পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে ইস্রায়েলের
২৬ কঠিনতা ঘটিয়াছে; আর এই প্রকারে সমস্ত
ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে; যেমন লিখিত
আছে, "সিয়োন হইতে মুক্তিদাতা আসিবেন,
তিনি যাকোব হইতে ভক্তিহীনতা দূর করিবেন:
২৭ আর যে সময়ে আমি তাহাদের পাপ সকল
হরণ করিব, সেই সময়ে তাহাই তাহাদের পক্ষে
২৮ আমার কৃত নিয়ম হইবে।" উহারা সুসমা-
চারের সম্বন্ধে তোমাদের নিমিত্ত শত্রু, কিন্তু
নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত প্রিয়
২৯ পাত্র। কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান সকল ও
৩০ তাঁহার আহ্বান অননুশোচনীয়। ফলতঃ তোমরা
যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু সম্প্রতি
৩১ উহাদের অবাধ্যতা প্রযুক্ত দয়া পাইয়াছ, তেমনি
তোমাদের দয়াপ্রাপ্তিতে উহারাও যেন দয়া পায়,
৩২ তজ্জন্য সম্প্রতি অবাধ্য হইয়াছে। কেননা ঈশ্বর
সকলকে দয়া করণার্থে সকলকেই অবাধ্যতার
কাছে রুদ্ধ করিয়াছেন।
৩৩ আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা, প্রজ্ঞা ও বিদ্যা
কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন
অনুপলক্ষ্য! তাঁহার পথ সকল কেমন অনদু-
৩৪ সন্ধেয়! কেননা প্রভুর মন কে জানিয়াছে?

Digitized by Google

৩৫ তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে ? অথবা কে অগ্রে
তাঁহাকে কিছু দান করিয়াছে যে, তন্নিমিত্ত
৩৬ তাহার প্রত্যুপকার করিতে হইবে ? যেহেতুক
বস্তুমাত্রই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার
নিমিত্ত হইয়াছে। যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা
হউক। আমেন।

ধর্ম্মাচরণবিষয়ক নানা বিধি।

১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহু-
বিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন
করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে
জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে
উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরা-
২ ধনা। আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু
মনের নূতনীকরণ দ্বারা রূপান্তরিত হও; যেন
ঈশ্বরের বাসনা [অর্থাৎ] উত্তম, প্রীতিজনক ও
সিদ্ধ কি, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার।
৩ বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
তৎপ্রযুক্ত আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক
জনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ
করা উপযুক্ত, কেহ আপনাকে তদপেক্ষা বড়
বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরি-
মাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে
সে সুবোধ হইবারই চেষ্টায় আপনার বিষয়ে
৪ বোধ করুক। কেননা যেমন আমাদের এক দেহে
অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য্য
৫ নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা
খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ
৬ প্রত্যঙ্গ। আর আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত
হইয়াছে, তদনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ বর
প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই বর যদি ভাববাণী হয়,
তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে [ভাব-
৭ বাণী বলি]। অথবা তাহা যদি পরিচর্য্যা হয়,
তবে আইস, সেই পরিচর্য্যায় [নিবিষ্ট হই];
৮ অথবা যে শিক্ষা দেয় সে শিক্ষাদানে, কিম্বা যে
অনুনয় করে, সে অনুনয়ে [নিবিষ্ট হউক];
যে দান করে, সে সরল ভাবে [দান করুক]; যে
শাসন করে, সে যত্নপূর্ব্বক [শাসন করুক]; যে
দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে [দয়া করুক]।
৯ প্রেম নিষ্কপট হউক। যাহা মন্দ তাহা নিতা-
ন্তই ঘৃণা কর; যাহা ভাল তাহাতে আসক্ত হও।
১০ ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক
১১ জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। যত্নে নিরালস্য,
আত্মায় উত্তপ্ত, প্রভুর দাস্যকর্ম্মে ব্যাপৃত,
১২ প্রত্যাশায় আনন্দিত, ক্লেশে ধৈর্য্যশীল, প্রার্থনায়
১৩ নিবিষ্ট থাক। পবিত্রগণের অভাবের প্রতীকার
১৪ কর, অতিথিসৎকারে রত হও। যাহারা তোমা-
দিগকে তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ
১৫ কর; শাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। যাহারা
আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর;
যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন
১৬ কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ
উচ্চ বিষয়ে মন আসক্ত করিও না, বিনীত বিষয়
সকলের অনুধাবন কর। আপনাদের জ্ঞানে
১৭ বুদ্ধিমান হইও না। অপকারের প্রতিশোধে
কাহারও অপকার করিও না; সকল মনুষ্যের
১৮ দৃষ্টিতে যাহা উত্তম তাহাই চিন্তা কর। যদি
হইতে পারে, তবে তোমাদের যতদূর সম্ভব,
১৯ মনুষ্যমাত্রের সহিত ঐক্য রাখ। হে প্রিয়েরা,
তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, কিন্তু
ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, যেহেতুক
লেখা আছে, "প্রভু কহিতেছেন, প্রতিশোধ
লওয়া আমারই কর্ম্ম, আমি প্রতিফল দিব।"
২০ বরং

"তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে অন্ন
ভোজন করাও;
যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে জল পান
করাও;
কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জলন্ত
অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে।"

২১ তুমি দুরাচরণে পরাজিত হইও না, সদাচরণে
দুরাচরণকে পরাজয় কর।

রাজা ও মানব-সমাজের প্রতি ব্যবহার।

১৩ প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বের বশী-
ভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতি-
রেকে কর্ত্তৃত্ব হয় না; এবং যে সকল কর্ত্তৃত্ব
২ আছে, সে সকল ঈশ্বর-নিযুক্ত। অতএব যে কেহ
কর্ত্তৃত্বের প্রতিরোধী হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের
প্রতিরোধ করে; আর যাহারা প্রতিরোধ করে,
তাহারা আপনাদের প্রতি বিচারাজ্ঞা পাইবে।
৩ কেননা শাসনকর্ত্তারা সদাচরণের প্রতি ভয়ানক
নহেন, কিন্তু দুরাচরণের প্রতি ভয়ানক। আর
তুমি কি কর্ত্তৃত্বের কাছে নির্ভয় হইতে চাহ?
তবে সদাচরণ কর, তাহা করিলে কর্ত্তৃত্ব হইতে
৪ প্রশংসা পাইবে। কেননা সদাচরণের নিমিত্ত
তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরের পরিচারক। কিন্তু
যদি দুরাচরণ কর, তবে ভীত হও, কেননা তিনি
অকারণে খড়্গ ধারণ করেন না; বস্তুতঃ তিনি
ঈশ্বরের পরিচারক, দুরাচারের প্রতি ক্রোধ সাধ-
৫ নার্থে প্রতিশোধদাতা। অতএব বশীভূত হওয়া
আবশ্যক, কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু সংবে-
৬ দেরও নিমিত্ত। বস্তুতঃ এই জন্য তোমরা রাজ-

Digitized by Google

করও দিয়া থাক ; যেহেতুক তাঁহারা ঈশ্বরের
সেবাকারী, সেই কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন।
৭ যাহার যাহা পাওনা, তাহাকে তাহা দেও।
যাহাকে কর দিতে হয়, কর দেও ; যাহাকে
শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দেও ; যাহাকে ভয় করিতে
হয়, ভয় কর ; যাহাকে সমাদর করিতে হয়,
সমাদর কর।
৮ তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও না, কেবল
পরস্পর প্রেম ধারিও ; কেমনা পরকে যে প্রেম
করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে।
৯ ফলতঃ "ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না,
চুরি করিও না, লোভ করিও না," এবং আর যে
কোন আজ্ঞা থাকুক, সে সকল এই বচনে সংক্ষেপে
সংগৃহীত হইয়াছে, "প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য
১০ প্রেম কর।" প্রেম প্রতিবাসীর অনিষ্ট সাধন
করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।
১১ আর এ বিষয়ে, তোমরা এই কাল জ্ঞাত আছ ;
ফলতঃ এখন তোমাদের নিদ্রা হইতে জাগিবার
সময় হইল ; কেমনা যে সময়ে আমরা বিশ্বাস
করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমা-
১২ দের সন্নিকট। রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে।
দিবস আগতপ্রায় ; অতএব আইস, আমরা
অন্ধকারের ক্রিয়া সকল ত্যাগ করি, দীপ্তির
১৩ সজ্জা পরিধান করি। আইস, দিবসের উপ-
যুক্ত শিষ্ট ভাবে চলি। রঙ্গরস ও মত্ততা,
লম্পটতা ও স্বৈরিতা, বিবাদ ও ঈর্ষা, এ সকল
১৪ ভাবে না চলি। কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
পরিধান কর, অভিলাষ পূরণার্থে নিজ মাংসের
নিমিত্ত চিন্তা করিও না।

দুর্ব্বল বিশ্বাসী ভ্রাতাদের প্রতি কর্ত্তব্য।

১৪ বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণ কর,
কিন্তু তর্কবিতর্কের বিচারার্থে নয়। এক
ব্যক্তির বিশ্বাস আছে যে, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই
খাইতে পারে, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে শাক খায়।
৩ যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছ
না করুক, যে তাহা ভোজন করে না ; এবং যে
যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির বিচার
না করুক, যে তাহা ভোজন করে ; যেহেতুক
৪ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি কে যে
পরের দাসের বিচার কর ? নিজ প্রভুরই নিকটে
হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরঞ্চ
তাহাকে স্থির করা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে
৫ স্থির করিতে পারেন। এক জন এক দিন হইতে
অন্য দিন অধিক মান্য করে ; আর এক জন
প্রত্যেক দিনকেই [সমানরূপে] মান্য করে।
প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে কৃতনিশ্চয়
৬ হউক। দিন যে মানে, সে প্রভুর জন্যই তাহা
মানে ; আর যে ভোজন করে, সে প্রভুর জন্যই
ভোজন করে, কেমনা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে ;
এবং যে যাহা ভোজন করে না, সেও প্রভুর
জন্যই তাহা ভোজন করে না, এবং ঈশ্বরের
৭ ধন্যবাদ করে। কারণ আমাদের মধ্যে কেহ
আপনার নিমিত্ত জীবিত থাকে না, এবং কেহ
৮ আপনার নিমিত্ত মরে না। কেননা যদি আমরা
জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই নিমিত্ত জীবিত
থাকি ; এবং যদি মরি, তবে প্রভুরই নিমিত্ত
মরি ; অতএব জীবিত থাকি কিম্বা মরি, আমরা
৯ প্রভুরই। যেহেতুক এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট মরিলেন
ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত
১০ সকলেরই প্রভু হন। কিন্তু তুমি কেন আপন
ভ্রাতার বিচার কর ? কেনই বা তুমি আপন
ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর ? আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের
১১ বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। কেননা লিখিত
আছে, "প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য,
আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, এবং
প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।"
১২ অতএব আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে
আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে।
১৩ অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহা-
রও বিচার আর না করি, বরং তোমরা এই
বিচার কর যে, ভ্রাতার ব্যাঘাত কি বিঘ্ন জন্মান
১৪ অকর্ত্তব্য। আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয়
বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অশুচি নয় ;
কিন্তু যে যাহা অশুচি জ্ঞান করে, তাহার নিমিত্ত
১৫ তাহাই অশুচি। বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতা যদি খাদ্য
সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তবে তুমি আর
প্রেমে চলিতেছ না। যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিয়া-
ছেন, তাহাকে তোমার খাদ্য সামগ্রী দ্বারা নষ্ট
১৬ করিও না। অতএব তোমাদের যাহা ভাল, তাহা
১৭ নিন্দার বিষয় না হউক। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য
ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা ও শান্তি এবং
১৮ পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। কেননা যে এ বিষয়ে
খ্রীষ্টের দাস্যকর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরের প্রীতি পায়,
এবং মনুষ্যদের কাছেও প্রামাণিক।
১৯ অতএব আইস, যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও
যে যে বিষয়ের দ্বারা আমরা পরস্পরকে গাঁথিয়া
তুলিতে পারি, সেই সকলের অনুধাবন করি।
২০ খাদ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিও না।
সকল বস্তুই শুচি বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির যাহা
ভোজন করিলে বিঘ্ন জন্মে, তাহার নিমিত্ত তাহা
২১ মন্দ। মাংসভক্ষণ কিম্বা মদ্যপান অথবা যে
কিছুতে তোমার ভ্রাতা উছোট খায়, (কি বিঘ্ন
পায়, কি দুর্ব্বল হয়,) এমন কিছুই না করা
২২ ভাল। তোমার যে বিশ্বাস আছে, তাহা আপ-

Digitized by Google

আর অন্তরে ঈশ্বরের সম্মুখে রাখ। ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে, যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাতে আপনার
২৩ বিচার না করে। কিন্তু যে কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া
ভোজন করে, সে বিশ্বাসমূলক কর্ম্ম না করাতে
দোষীকৃত হইল ; যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নহে,
তাহাই পাপ।

১৫ পরন্তু বলবান যে আমরা, আমাদের
উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতারূপ
বোঝা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না
২ করি। আমাদের প্রত্যেক জন মঙ্গলের জন্য
গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রতিবাসীর তুষ্টিকর
৩ হউক। যেহেতুক খ্রীষ্টও আপনার তুষ্টিকর
ছিলেন না, বরঞ্চ যেমন লিখিত আছে, "যাহারা
তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার
৪ আমার উপরে পড়িয়াছে।" কারণ পূর্ব্বকালে
যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকলই আমা-
দের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন
শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা
৫ প্রত্যাশাপ্রাপ্ত হই। ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর
এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর
৬ অনুরূপে পরস্পর একমনা হও, যেন তোমরা
একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
৭ ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব স্বীকার কর। অতএব
যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন,
তেমনি তোমরাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে এক জন
অন্যকে গ্রহণ কর।

৮ কেননা আমি বলি যে, ঈশ্বরের সত্যের জন্য
খ্রীষ্টকে ত্বক্‌ছেদ সম্বন্ধীয় পরিচারক করা হই-
য়াছে, যেন তিনি পিতৃপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞা
৯ সকল স্থির করেন, এবং পরজাতীয়েরা যেন ঈশ-
রের দয়ার জন্যই তাঁহার গৌরব করে ; যেমন
লিখিত আছে,

"অতএব আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব
করিব,
তোমার নামের উদ্দেশে গান করিব।"

১০ আবার তিনি বলেন,

"হে জাতিগণ! তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষ-
নাদ কর।"

১১ আবার,

"হে সমস্ত জাতি, প্রভুর প্রশংসা কর,
সমস্ত লোকবৃন্দ তাঁহার প্রশংসা করুক।"

১২ আবার যিশায়াহ বলেন, "যিশয়ের মূল থাকিবে,
আর জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক জন
দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহারই উপরে জাতিগণ
১৩ প্রত্যাশা রাখিবে।" প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমা-
দিগকে বিশ্বাস দ্বারা যাবতীয় আনন্দে ও শান্তিতে
পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার
পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়।

নানা কথা ও মঙ্গলবাদ।

১৪ হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি আপনি তোমাদের
বিষয়ে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, তোমরা আপনারা
মঙ্গলভাবে ধনবান, যাবতীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ,
১৫ পরস্পরকে চেতনাপ্রদানেও সমর্থ। তথাপি
তোমাদিগকে স্মরণ করাইব বলিয়া কয়েকটী
বিষয় অপেক্ষাকৃত সাহসপূর্ব্বক লিখিলাম, কারণ
ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
১৬ যেন আমি পরজাতীয়দের নিকটে খ্রীষ্ট যীশুর
সেবক হইয়া, যাহাতে পরজাতীয়েরা পবিত্র
আত্মাতে পবিত্রীকৃত উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়,
তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের সুসমাচারের সেবা করি।
১৭ অতএব ঈশ্বরীয় কার্য্যে আমি যীশু খ্রীষ্টের
১৮ শ্লাঘা করিবার অধিকারী। কেননা পরজাতীয়-
দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট আমা দ্বারা
যাহা সাধন করেন নাই, তদ্বিষয়ে একটী কথাও
১৯ বলিতে আমি সাহস করিব না। বাক্য ও ক্রিয়া
দ্বারা, নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণের পরা-
ক্রমে, পবিত্র আত্মার পরাক্রমে, [আমি পরিশ্রম
করিতেছি]; এমন কি, যিরূশালেম অবধি ইল্লু-
রিয়া পর্য্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার
২০ সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি। পরন্তু আমার
লক্ষ্য এই, খ্রীষ্টের নাম যে স্থানে কখন উচ্চারিত
হয় নাই, এমন স্থানে যেন সুসমাচার প্রচার
করি, পরের স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে যেন না
২১ গাঁথি ; কিন্তু যেমন লিখিত আছে, "তাঁহার
সংবাদ যাহাদিগকে দেওয়া যায় নাই, তাহারা
দেখিতে পাইবে ; এবং যাহারা শুনে নাই,
তাহারা বুঝিবে।"
২২ এই কারণ বশতঃ আমি তোমাদের নিকটে
যাইতে অনেক বার নিবারিত হইয়া আসিয়াছি।
২৩ কিন্তু সম্প্রতি এই সকল অঞ্চলে আমার [কার্য্য
করিবার] স্থান আর নাই, এবং স্পেন দেশে
যাত্রা কালে তোমাদের নিকটে গমন করিবার
আকাঙ্ক্ষা অনেক বৎসরাবধি করিয়া আসি-
২৪ তেছি ; বস্তুতঃ আমি প্রত্যাশা করি যে, আমি
যাইবার সময়ে তোমাদিগকে দেখিব, এবং প্রথমে
তোমাদের সহবাসে কতক পরিমাণে তৃপ্ত হইলে
তোমাদের দ্বারা সেই দেশে সযত্নে প্রস্থাপিত
২৫ হইব। কিন্তু সম্প্রতি পবিত্রদিগের পরিচর্য্যা
২৬ করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি। কারণ যিরূ-
শালেমস্থ পবিত্রদিগের মধ্যে যাহারা দীনহীন,
তাহাদের জন্য সহভাগিতার কিঞ্চিৎ ফলপ্রদান
করিতে মাকিদনিয়া ও আখায়া [দেশীয়দের]
২৭ সুবাসনা হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের এই
সুবাসনা হইয়াছে, আর তাহারা উহাদের কাছে
ঋণীও আছে ; কেননা যখন পরজাতীয়েরা আত্মিক

Digitized by Google

বিষয়ে তাহাদের সহভাগী হইয়াছে, তখন
মাংসিক বিষয়ে তাহাদের সেবা করিতে বাধ্য।
২৮ অতএব সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার এবং মুদ্রাঙ্ক
দিয়া সেই ফল তাহাদিগকে দিবার পর, আমি
তোমাদের নিকট দিয়া স্পেন দেশে গমন করিব।
২৯ আর আমি জানি, যখন তোমাদের নিকটে
আসিব, তখন আমি খ্রীষ্টের আশীর্ব্বাদে পূর্ণ
হইয়া আসিব।
৩০ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা
এবং আত্মার প্রেম দ্বারা আমি তোমাদিগকে
বিনয় করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার
নিমিত্ত প্রার্থনা দ্বারা আমার সহিত প্রাণপণ
৩১ কর, যেন আমি যিহূদিয়াস্থ অবাধ্য লোকদের
হইতে রক্ষা পাই, এবং যিরূশালেমের নিমিত্ত
আমার পরিচর্য্যা যেন পবিত্রদিগের নিকটে গ্রাহ্য
৩২ হয়; [এইরূপে] ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যেন
তোমাদের নিকটে আনন্দে উপস্থিত হইয়া তোমা-
৩৩ দের সঙ্গে প্রাণ জুড়াইতে পারি। শান্তির ঈশ্বর
তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

১৬ আমাদের ভগিনী কৈবী, যিনি কিংক্রি-
য়াস্থ মণ্ডলীর পরিচারিকা, তাঁহার জন্য আমি
২ তোমাদের কাছে উপরোধ করিতেছি; যেন
তোমরা তাঁহাকে প্রভুতে পবিত্রদের যোগ্য মতে
গ্রহণ কর, এবং কোন বিষয়ে তোমাদের হইতে
যে উপকারে তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে,
তাহা কর; কেননা তিনিও অনেকের, এবং
আমারও উপকারিণী হইয়াছেন।
৩ যে প্রিষ্কিল্লা ও আকিলা খ্রীষ্ট যীশুতে আমার
৪ সহকারী, এবং আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনা-
দের গ্রীবা পাতিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে
মঙ্গলবাদ দেও। কেবল আমিই যে তাঁহাদের
ধন্যবাদ করি, এমন নয়, কিন্তু পরজাতীয়দের
সমুদয় মণ্ডলীও করে; আর তাঁহাদের গৃহস্থিত
৫ মণ্ডলীকেও মঙ্গলবাদ দেও। আমার প্রিয় যে
ইপেনিত খ্রীষ্টের উদ্দেশে আশিয়া দেশের
৬ অগ্রিমাংশ, তাঁহাকেও মঙ্গলবাদ দেও। মরিয়ম,
যিনি তোমাদের নিমিত্ত বহু পরিশ্রম করিয়া-
৭ ছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ দেও। আমার সজাতীয়
ও সহবন্দি আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে মঙ্গলবাদ
দেও; তাঁহারা প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও
৮ আমার অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত হইয়াছিলেন। প্রভুতে
আমার প্রিয় আম্প্লিয়াতকে মঙ্গলবাদ দেও।
৯ খ্রীষ্টে আমাদের সহকারী ঊর্ব্বানকে এবং আমার
১০ প্রিয় স্তাখুকে মঙ্গলবাদ দেও। খ্রীষ্টে পরীক্ষা-
সিদ্ধ আপিল্লিকে মঙ্গলবাদ দেও। আরিষ্টবুলের
১১ পরিজনবর্গকে মঙ্গলবাদ দেও। আমার সজাতীয়
হেরোদিয়োনকে মঙ্গলবাদ দেও। নার্কিসের
পরিজনবর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রভুতে আছেন,
১২ তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও। প্রভুতে পরিশ্রম-
কারিণী ত্রুফেণা ও ত্রুফোষাকে মঙ্গলবাদ দেও।
যে প্রিয়া পর্ষী প্রভুতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া-
১৩ ছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ দেও। প্রভুতে মনোনীত
রূফকে, আর যিনি তাঁহার এবং আমারও মাতা,
১৪ তাঁহাকে মঙ্গলবাদ দেও। অসুংক্রিত, ফ্লিগোন,
হর্ম্মি, পাত্রোবা, হর্ম্মা, এই সকলকে, এবং ইহাঁ-
১৫ দের সঙ্গী ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ দেও। ফিললগ
ও যূলিয়া, নীরিয় ও তাঁহার ভগিনী এবং ওলুম্প,
ইহাঁদিগকে, ও ইহাঁদের সহিত যত পবিত্র
লোক আছেন, সেই সকলকে মঙ্গলবাদ দেও।
১৬ তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবাদ কর।
খ্রীষ্টের যাবতীয় মণ্ডলী তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
করিতেছে।
১৭ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে অনুনয় করি,
তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে
যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে
চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক।
১৮ কেননা এই প্রকার লোকেরা আমাদের প্রভু
খ্রীষ্টের দাসত্ব করে না, কিন্তু আপন আপন
উদরের দাসত্ব করে, এবং মসৃণ ও চারু বাক্য
১৯ দ্বারা সরল লোকদের মন ভুলায়। কেননা তোমা-
দের আজ্ঞাবহতার কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে।
অতএব তোমাদের জন্য আমি আনন্দ করি-
তেছি; তথাপি আমার বাঞ্ছা এই যে, তোমরা
উত্তম বিষয়ে বিজ্ঞ ও মন্দ বিষয়ে অমায়িক হও।
২০ আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের
পদতলে দলিত করিবেন।
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
সহবর্ত্তী হউক।
২১ আমার সহকারী তীমথিয় এবং আমার সজা-
তীয় লূকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদিগকে
২২ মঙ্গলবাদ করিতেছেন। এই পত্রলেখক আমি
তর্ত্তিয় প্রভুতে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছি।
২৩ আমার ও সমস্ত মণ্ডলীর আতিথ্যকারী গায়
২৪ তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। এই নগ-
রের ধনাধ্যক্ষ ইরাস্ত এবং ভ্রাতা কার্ত্ত তোমা-
দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২৫ অনাদি কালাবধি অকথিত থাকিবার পর
যাহা সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ভাববাদি-
গণের লিখিত শাস্ত্র দ্বারা সনাতন ঈশ্বরের
আদেশানুসারে বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার নিমিত্তে
যাবতীয় জাতির নিকটে জ্ঞাত করা গিয়াছে,
২৬ সেই নিগূঢ়তত্ত্বের প্রকটন অনুসারে, অর্থাৎ
আমার সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টের প্রচার অনুসারে
২৭ যিনি তোমাদিগকে সুস্থির করিতে সমর্থ, এমন
যে একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।

Digitized by Google

করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্র।

মঙ্গলাচরণ, অনৈক্য প্রযুক্ত ভর্ৎসনা, সুসমাচার প্রচারের উৎকৃষ্টতা।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রীষ্টের
আহূত প্রেরিত, এবং ভ্রাতা সোস্থিনি,—
২ করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে। তোমরা
খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত, এবং যাহারা সর্ব্বস্থানে
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, সেই
সকলের সহিত আহূত পবিত্র লোক। তিনি
৩ তাঁহাদের এবং আমাদের প্রভু। আমাদের পিতা
ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও
শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৪ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদিগকে
দত্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি তোমাদের বিষয়ে
নিয়ত আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি;
৫ কেননা তাঁহাতেই তোমরা সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ
৬ সর্ব্ববিধ বক্তৃতা ও জ্ঞানধনে ধনী হইয়াছ। এই-
রূপে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে স্থিরীকৃত
৭ হইয়াছে। অতএব তোমরা কোন বরে বঞ্চিত
হও নাই; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ-
৮ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছ; আর তিনি তোমা-
দিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির রাখিবেন, যেন তোমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিবসে নির্দ্দোষ-
৯ রূপে উপস্থিত হও। ঈশ্বর বিশ্বাস্য, যাঁহার
দ্বারা তোমরা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের সহভাগিতার নিমিত্ত আহূত হইয়াছ।
১০ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া
বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের
মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক
১১ বিচারে পরিপক্ক হও। কেননা, হে আমার
ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ
আছে, এমন সংবাদ আমি ক্লোয়ীর পরিজনের
১২ দ্বারা পাইয়াছি। আমি এই কথা বলিতেছি,
তোমরা প্রতিজন বলিয়া থাক, আমি পৌলের,
আমি আপল্লোর, আমি কৈফার, আমি খ্রীষ্টের।
১৩ খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হইয়াছেন? পৌল কি তোমা-
দের নিমিত্ত ক্রুশে হত হইয়াছে? অথবা পৌলের
১৪ নামে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইয়াছ? আমি
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে, আমি তোমাদের
মধ্যে ক্রীষ্প ও গায়ঃ ব্যতীত আর কাহাকেও
১৫ বাপ্তাইজ করি নাই, পাছে কেহ বলে যে,
তোমরা আমার নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছ।
১৬ আর স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তাইজ করিয়াছি,
নতুবা আর কাহাকেও যে বাপ্তাইজ করিয়াছি,
১৭ ইহা জানি না। বস্তুতঃ খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তাইজ
করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমা-
চার প্রচার করিবার নিমিত্ত; তাহাও বাক্-
কৌশলে নয়, পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশ বিফল হয়।
১৮ কেননা ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাই-
তেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ
পাইতেছি যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা
১৯ ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ। কারণ লিখিত আছে,
"আমি বিজ্ঞদের বিজ্ঞান নষ্ট করিব, তীক্ষ্ণ-
২০ বুদ্ধিদের বুদ্ধি ব্যর্থ করিব।" বিজ্ঞ কোথায়?
অধ্যাপক কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদকারী
কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের বিজ্ঞানকে মূর্খতায়
২১ পরিণত করেন নাই? ফলতঃ ঈশ্বরের বিজ্ঞানে
জগৎ নিজ বিজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয় নাই,
এই জন্য প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের
পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল।
২২ যেহেতুক যিহূদীরা অভিজ্ঞান চাহে, এবং গ্রীকেরা
২৩ বিজ্ঞানের অন্বেষণ করে; কিন্তু আমরা ক্রুশে হত
খ্রীষ্টকে প্রচার করি: সেই খ্রীষ্ট যিহূদীদের
কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ,
২৪ কিন্তু যিহূদী কি গ্রীক, আহূত সকলেরই কাছে
২৫ ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের বিজ্ঞানস্বরূপ। কেননা
ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা
অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দুর্ব্বলতা,
তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক সবল।
২৬ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আহ্বান দেখ;
ফলতঃ মাংস অনুসারে বিজ্ঞ কিম্বা পরাক্রান্ত কি
২৭ কুলীন অনেক লোক নাই। কিন্তু ঈশ্বর বিজ্ঞ-
দিগকে লজ্জা দিবার জন্য জগতীস্থ মূর্খ বিষয়
সকল মনোনীত করিলেন; এবং শক্তিমন্ত বিষয়
সকলকে লজ্জা দিবার জন্য জগতীস্থ দুর্ব্বল বিষয়
২৮ সকল মনোনীত করিলেন; এবং জগতের যাহা
যাহা নীচ ও হেয়, এমন কি, যাহা যাহা নাই,
তাহাও ঈশ্বর মনোনীত করিলেন, যেন যাহা
২৯ যাহা আছে, সে সকল অকিঞ্চন করেন; যেন
কোন মর্ত্ত্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শ্লাঘা না করে।
৩০ পরন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে
আছ, যিনি ঈশ্বর হইতে আমাদের জন্য বিজ্ঞান,
এবং ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতালাভ ও মুক্তি হইয়া-
৩১ ছেন। অতএব, যেমন লেখা আছে, "যে ব্যক্তি
শ্লাঘা করে, সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক।"

Digitized by Google

২ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যখন তোমাদের
নিকটে আসিয়াছিলাম, তখন বাক্যের কি
বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা মতে তোমাদিগকে ঈশ্বরের
নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা
২ নয়। কেননা আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম,
তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল
যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁহাকেই ক্রুশে হত জানিব।
৩ আর আমি তোমাদের কাছে দুর্ব্বলতা, ভয় ও
৪ মহাকম্পযুক্ত ছিলাম। আর তোমাদের বিশ্বাস
মনুষ্যদের বিজ্ঞানযুক্ত না হইয়া যেন ঈশ্বরের
৫ পরাক্রমযুক্ত হয়. তজ্জন্য আমার বাক্য ও প্রচার
বিজ্ঞানের মনোহর বাক্যযুক্ত না হইয়া [ঈশ্বরের]
আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল।
৬ তথাপি আমরা সিদ্ধদের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা
কহিতেছি, কিন্তু তাহা এই যুগের বিজ্ঞান কিম্বা
এই যুগের নষ্টকল্প শাসনকর্ত্তাদের বিজ্ঞান
৭ নয়। বরঞ্চ আমরা নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের
সেই বিজ্ঞানের কথা কহিতেছি, যাহা সঙ্গোপিত
হইয়াছিল, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপার্থে
যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন।
৮ এই যুগের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ তাহা
জানে নাই; কেননা যদি জানিত, তবে প্রতা-
৯ পের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা
আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে
নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই,
যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, ঈশ্বর তাহাদের
১০ জন্য যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছেন।" পরন্তু
আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ
করিয়াছেন, যেহেতুক আত্মা সকলই অনুসন্ধান
করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান
১১ করেন। মনুষ্যের বিষয় সকল মনুষ্যদের মধ্যে
কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা তাহা
জানে। তেমনি ঈশ্বরের বিষয় সকল কেহ জানে
১২ না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। কিন্তু আমরা
জগতের আত্মাকে না পাইয়া ঈশ্বর হইতে
[নির্গত] আত্মাকে পাইয়াছি; যেন ঈশ্বর অনু-
গ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়া-
১৩ ছেন, তাহা জ্ঞাত হই। সেই সকল বিষয়েরই
কথা আমরা কহিতেছি, মানুষিক বিজ্ঞানের
শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার
শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা, এবং আত্মিক বিষয়ে
আত্মিক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহা কহিতেছি।
১৪ কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়-
গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে
সকল মূর্খতা: আর সে সকল সে জানিতে পারে
না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।
১৫ কিন্তু যে আত্মিক, সে সমস্ত বিষয়ের বিচার
করে; তথাপি তাহার বিচার কাহারও দ্বারা হয়
১৬ না। কেননা "কে প্রভুর মন জানিয়া তাঁহাকে
উপদেশ দিতে পারে?" পরন্তু খ্রীষ্টের মন
আমাদের আছে।

দলভেদের অনুপযোগিতা।

৩ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক লোকদের ন্যায়
তোমাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমার সাধ্য
হয় নাই, কিন্তু মাংসিক লোকদের ন্যায়, খ্রীষ্ট
২ সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায়। আমি তোমাদিগকে
দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম, অন্ন দিই নাই, কেননা
তৎকালে তোমাদের শক্তি হয় নাই, এমন কি,
৩ এখনও হয় নাই; কারণ এখনও তোমরা মাংসিক
রহিয়াছ; কেননা যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও
বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি মাংসিক নও
এবং মানুষের রীতিক্রমে কি চলিতেছ না?
৪ কেননা যখন তোমাদের এক জন বলে, আমি
পৌলের, আর এক জন, আমি আপল্লোর, তখন
তোমরা কি মনুষ্যমাত্র নও?
৫ ভাল, আপল্লো কি? আর পৌল কি? তাহারা
ত পরিচারকমাত্র, যাহাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী
হইয়াছ; আর ইহাতে যাহার যে প্রকার,
৬ তাহাকে প্রভু তাহা দিয়াছেন। আমি রোপণ
করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন, কিন্তু
৭ ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতেছিলেন। অতএব রোপক কিছু
নয়, সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার।
৮ পরন্তু রোপক ও সেচক উভয়েই এক, এবং যাহার
যেরূপ শ্রম, সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে।
৯ কারণ আমরা ঈশ্বরের সহিত কার্য্যকারী;
তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র, ঈশ্বরের গাঁথনিস্বরূপ।
১০ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দত্ত হইয়াছে,
তদনুসারে আমি বিজ্ঞ গাঁথকের ন্যায় ভিত্তিমূল
স্থাপন করিয়াছি: আর তাহার উপরে অন্যে
গাঁথিতেছে; কিন্তু তাহার উপরে কে কিরূপে
গাঁথে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক জন সাবধান হউক।
১১ কেননা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য
ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না। সেই
১২ ভিত্তিমূল যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু এই ভিত্তিমূলের
উপরে স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তর, কাষ্ঠ, খড়,
১৩ নাড়া দিয়া যদি কেহ গাঁথে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির
কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে। ফলতঃ সেই দিন তাহা
ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই দিনের প্রকাশ অগ্নি-
তেই হয়; আর প্রত্যেকের কর্ম্ম যে কি প্রকার,
১৪ সেই অগ্নিই তাহার পরীক্ষা করিবে। যাহার
গাঁথনিকর্ম্ম থাকিবে, সেই বেতন পাইবে।
১৫ যাহার কর্ম্ম দগ্ধ হইবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে,
কিন্তু সে আপনি পরিত্রাণ পাইবে; তথাপি
অগ্নির মধ্য দিয়া উদ্ধরণের মত পাইবে।

Digitized by Google

১৬ তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের
মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে
১৭ বাস করেন ? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট
করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন,
কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির
তোমরাই ।
১৮ কেহ আপনাকে বঞ্চনা না করুক । তোমাদের
মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে এই যুগে বিজ্ঞ
বলিয়া মানে, তবে সে বিজ্ঞ হইবার জন্য মূর্খ
১৯ হউক । যেহেতুক এই জগতের যে বিজ্ঞতা, তাহা
ঈশ্বরের নিকটে মূর্খতা । কারণ লেখা আছে,
“ তিনি বিজ্ঞদিগকে তাহাদের ধূর্ত্ততায় ধরেন ।”
২০ পুনশ্চ, “ প্রভু বিজ্ঞদের তর্কবিতর্ক জানেন যে,
২১ সে সকল অলীক ।” অতএব কেহ মনুষ্যদের
২২ শ্লাঘা না করুক । কেননা সকলই তোমাদের ।
পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি
জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবি-
২৩ ষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের ; এবং তোমরা
খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ।

৪ লোকে আমাদিগকে খ্রীষ্টের ভৃত্য ও ঈশ-
রের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের অধ্যক্ষ বলিয়া জ্ঞান
২ করুক । আর এ স্থলে ধনাধ্যক্ষের এই গুণ চাই,
৩ যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু
তোমাদের দ্বারা কিম্বা মানুষিক বিচারদিনের
[সভা] দ্বারা আমার বিচার যে হয়, তাহা আমি
নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি ; পরন্তু আমিও আপনার
৪ বিচার করি না । কারণ আমি আপনার বিরুদ্ধে
কিছু জানি না, তথাপি ইহাতে আমি নির্দ্দোষ
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি না ; যিনি প্রভু
৫ তিনিই আমার বিচারকর্ত্তা । অতএব তোমরা
সময়ের পূর্ব্বে কোন বিচার করিও না, যে পর্য্যন্ত
প্রভু না আইসেন ; তিনিই অন্ধকারাবৃত গুপ্ত
বিষয় সকল দীপ্তিতে আনিবেন, এবং হৃদয়
সকলের মন্ত্রণা ব্যক্ত করিবেন ; আর তৎকালে
ঈশ্বর হইতে প্রত্যেক জন স্ব স্ব প্রশংসা
পাইবে ।
৬ হে ভ্রাতৃগণ, আমি আপনার ও আপল্লোর
উদাহরণ দিয়া তোমাদের নিমিত্তে এই সকল
কথা কহিলাম ; যেন আমাদের উদাহরণ দ্বারা
তোমরা এই শিক্ষা পাও যে, যাহা লিখিত
আছে, তাহা অতিক্রম করিতে নাই ; তোমরা
কেহ যেন এক জনের পক্ষে অন্য জনের বিপক্ষে
৭ গর্ব্ব না কর । কেননা কে তোমাকে বিশেষ করে ?
আর যাহা [দান বলিয়া] না পাইয়াছ, এমনই
বা তোমার কি আছে ? আর যদি বাস্তবিক [দান]
পাইয়া থাক, তবে যেন [দান বলিয়া] পাও
৮ নাই, এরূপ শ্লাঘা কেন করিতেছ ? তোমরা
না কি এখন পূর্ণ হইয়াছ ! এখন ধনবান হই-
য়াছ ! আমাদের অবর্ত্তমানে রাজত্ব পাইয়াছ !
আর রাজত্ব পাইলেই ভাল হইত ; তোমাদের
৯ সহিত আমরাও যেন রাজত্ব পাইতাম । কারণ
আমার বোধ হয়, প্রেরিতগণ যে আমরা, ঈশ্বর
আমাদিগকে বধ্য লোকদের ন্যায় শেষের বলিয়া
দেখাইয়াছেন ; কেননা আমরা জগতের, স্বর্গ-
দূতগণের ও মনুষ্যদের কৌতুকাস্পদ হইয়াছি ।
১০ খ্রীষ্টের নিমিত্ত আমরা মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে
বুদ্ধিমান ; আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা বলবান ;
তোমরা গৌরবান্বিত, কিন্তু আমরা অনাদৃত ।
১১ এক্ষণকার এই দণ্ড পর্য্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত্ত,
তৃষ্ণার্ত্ত ও বস্ত্রহীন রহিয়াছি, আর মুষ্ট্যাঘাতে
আহত হইতেছি, ও বসতিবিহীন রহিয়াছি ;
১২ এবং স্বহস্তে কার্য্য করিয়া পরিশ্রম করিতেছি ;
নিন্দিত হইতে হইতে আশীর্ব্বাদ, তাড়িত হইতে
১৩ হইতে সহিষ্ণুতা, অপবাদিত হইতে হইতে বিনয়
করিতেছি । আমরা অদ্য পর্য্যন্ত যেন জগতের
আবর্জ্জনা, সকলের জঞ্জাল, হইয়া রহিয়াছি ।
১৪ আমি তোমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য এই
সকল কথা লিখিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার
প্রিয় বৎস বলিয়া তোমাদিগকে চেতনা দিবার
১৫ জন্য । কেননা যদ্যপি খ্রীষ্টে তোমাদের দশ
সহস্র শিশুপালক থাকে, তথাচ পিতা অনেক
নয় ; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আমিই সুসমাচার
১৬ দ্বারা তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি । অতএব বিনয়
১৭ করি, তোমরা আমার অনুকারী হও । এই অভি-
প্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে
পাঠাইয়াছি ; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও
বিশ্বস্ত বৎস ; আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বমণ্ডলীতে যে
শিক্ষা দিয়া থাকি, তদনুরূপে তিনি তোমাদিগকে
খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় আমার ধারা সকল স্মরণ
করাইবেন ।
১৮ আমি তোমাদের নিকটে আসিব না বলিয়া
১৯ কেহ কেহ গর্ব্বিত হইয়াছে । কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা
যদি হয়, তবে আমি অবিলম্বে তোমাদের নিকটে
আসিব, এবং সেই গর্ব্বিত লোকদের কথা নয়,
২০ কিন্তু পরাক্রম জানিব । কেননা ঈশ্বরের রাজ্য
২১ কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে । তোমাদের ইচ্ছা
কি ? আমি কি দণ্ড লইয়া তোমাদের কাছে
আসিব ? না প্রেমে ও মৃদুতার আত্মায় আসিব ?

মণ্ডলী-শাসনের কথা ।

৫ বাস্তবিক শুনা যাইতেছে যে, তোমাদের
মধ্যে ব্যভিচার আছে, পরজাতীয়দের মধ্যেও
যাদৃশ নাই তাদৃশ ব্যভিচার আছে, ফলতঃ
তোমাদের মধ্যে এক জন আপন পিতৃভার্য্যাকে
২ রাখিয়াছে । তথাচ তোমরা কি গর্ব্ব করিতেছ ?

Digitized by Google

আর যে ব্যক্তি এমন কর্ম্ম করিয়াছে, সে যেন
তোমাদের মধ্য হইতে দূরীকৃত হয়, এই জন্য
৩ বরঞ্চ শোক কর নাই? কারণ যে ব্যক্তি এই
প্রকারে সেই কার্য্য করিয়াছে, আমি দেহে অনু-
পস্থিত হইলেও আত্মাতে উপস্থিত হইয়া তাহার
বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় এই
৪ বিচার করিয়াছি; আমাদের প্রভু যীশুর নামে
তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে,
৫ আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম-সহকারে তাদৃশ
ব্যক্তিকে মাংসের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে
সমর্পণ করা কর্ত্তব্য, যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা
পরিত্রাণ পায়।

৬ তোমাদের শ্লাঘা করা ভাল নয়। তোমরা কি
জান না যে, অল্প তাড়ী সুজীর সমস্ত তাল
৭ মাতায়? তোমরা যেন সুজীর নূতন তালস্বরূপ
হও, তজ্জন্য পুরাতন তাড়ী নিঃশেষে দূর করিয়া
দেও; কেননা তোমরা তাড়ীশূন্য; কারণ আমা-
দের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি বলীকৃত
৮ হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা পুরাতন তাড়ী
দিয়া নয়, হিংসা ও খলতারূপ তাড়ী দিয়া নয়,
কিন্তু সরলতা ও সত্যরূপ তাড়ীশূন্য রুটী দিয়া
পর্ব্ব পালন করি।

৯ ব্যভিচারীদের সংসর্গে থাকিও না, এই কথা
১০ আমি পত্রে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম। এই
জগতের ব্যভিচারী কি লোভী কি পরধনগ্রাহী
কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ নিতান্তই [ত্যক্তব্য,
তাহা বলি] নাই, কেননা তাহা হইলে সুতরাং
জগতের বাহিরে যাওয়া তোমাদের আবশ্যক
১১ হইয়া পড়ে। কিন্তু এখন তোমাদিগকে লিখি-
তেছি যে, ভ্রাতৃনামধারী কোন ব্যক্তি যদি ব্যভি-
চারী কি লোভী কি প্রতিমাপূজক কি কটুভাষী
কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী হয়, তবে তাহার
সংসর্গে থাকিও না, এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তির
১২ সহিত আহার ব্যবহারও করিতে নাই। বস্তুতঃ
বাহিরের লোকদের বিচারে আমার কাজ কি?
ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না?
১৩ কিন্তু বহিঃস্থ লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন।
তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সেই দুষ্টকে
বাহির করিয়া দেও।

বিবাদ ও ব্যভিচার-বিষয়ক কথা।

৬ তোমাদের মধ্যে কি কাহারও এরূপ সাহস
হয় যে, আর এক জনের সহিত বিবাদ হইলে
তাহার বিচার পবিত্রগণের কাছে উপস্থিত না
করিয়া অধার্ম্মিকদের কাছে উপস্থিত করে?
২ অথবা তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ জগ-
তের বিচার করিবেন? আর জগতের বিচার
যদি তোমাদের দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি ক্ষুদ্র-
৩ তম বিষয়ের বিচার করিবার অযোগ্য? তোমরা
কি জান না যে, আমরা দূতগণের বিচার করিব?
৪ এ জীবন সংক্রান্ত বিষয় ত সামান্য কথা। অত-
এব তোমাদের মধ্যে যদি এ জীবন সংক্রান্ত বিষ-
য়ের বিবাদ হয়, তবে মণ্ডলীতে যাহারা কিছুরই
মধ্যে নয়, তাহাদিগকেই কি বিচারে বসাইয়া
৫ থাক? আমি তোমাদের লজ্জার নিমিত্ত এই কথা
কহিতেছি। এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি এমন
বিজ্ঞ এক জনও নাই যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ
হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারে?
৬ কিন্তু ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা বিচারস্থানে বিবাদ
করে, এবং অবিশ্বাসীদের কাছে তাহা উপস্থিত
৭ করে। তোমরা যে পরস্পর বিচারস্থানে বিবাদ
কর, ইহাতে তোমাদের নিতান্তই ত্রুটি হইতেছে।
বরং অন্যায় সহ্য কর না কেন? বরং বঞ্চিত হও
৮ না কেন? কিন্তু তোমরাই অন্যায় করিতেছ,
বঞ্চনা করিতেছ, আর তাহা ভ্রাতৃগণের প্রতিই
৯ করিতেছ। অথবা তোমরা কি জান না যে,
অন্যায়কারীরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে
না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি
প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী
১০ কি পুংমৈথুনকারী কি চোর কি লোভী কি
মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা
১১ ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। আর তোমরা
কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায়
তোমরা ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ,
ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।

১২ সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই
হিতজনক নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়,
কিন্তু আমি কিছুরই কর্তৃত্বের অধীন হইব না।
১৩ ভক্ষ্য উদরের নিমিত্ত, এবং উদর ভক্ষ্যের নিমিত্ত,
কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন। তথাপি
দেহ ব্যভিচারের নিমিত্ত নয়, কিন্তু প্রভুর
১৪ নিমিত্ত, এবং প্রভু দেহের নিমিত্ত। আর ঈশ্বর
আপন পরাক্রমের দ্বারা প্রভুকেও উত্থাপন করি-
য়াছেন, এবং আমাদিগকেও উত্থাপন করিবেন।
১৫ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের
অঙ্গ? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া
১৬ বেশ্যার অঙ্গ করিব? এমন না হউক। অথবা
তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে আসক্ত
হয়, সে [তাহার সহিত] একদেহ হয়? যেহেতুক
তিনি বলেন, "সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।"
১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে আসক্ত হয়, সে [তাঁহার
১৮ সহিত] একাত্মা হয়। তোমরা ব্যভিচার হইতে
পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে,
তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভি-

Digitized by Google

চার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।
১৯ অথবা তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ
সেই পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের
অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে
প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা আপনাদের নও,
২০ যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ। অতএব
তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।

বিবাহবিষয়ক বিধি।

৭ আবার তোমরা যে সকল কথা লিখিয়াছ,
তাহার বিষয়। স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা
২ মনুষ্যের ভাল। কিন্তু ব্যভিচারের ভয়ে প্রত্যেক
পুরুষের নিজের নিজের ভার্য্যা থাকুক, এবং
প্রত্যেক নারীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক।
৩ স্বামী ভার্য্যাকে, আর তদ্রূপ ভার্য্যা স্বামীকে
৪ তাহার প্রাপ্য দিউক। নিজ দেহের উপরে স্ত্রীর
কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্বামীর আছে; আর তদ্রূপ
নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু
৫ ভার্য্যার আছে। তোমরা এক জন অন্য জনকে
বঞ্চনা করিও না; কেবল প্রার্থনার নিমিত্তে অব-
কাশ পাইবার জন্য উভয়ে এক পরামর্শ হইয়া
কিছু দিন পৃথক্ থাকিতে পার; পরে পুনর্ব্বার
একত্র হইবে, পাছে শয়তান তোমাদের ইন্দ্রিয়-
পরতা প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলে।
৬ তথাপি আমি আজ্ঞার মত নয়, কেবল অনুমতির
৭ মত এ কথা কহিতেছি। কিন্তু আমার বাসনা এই
যে, সকল মনুষ্যই আমার মত হয়; কিন্তু এক
জন এক প্রকারে, অন্য জন অন্য প্রকারে, প্রত্যেক
জন ঈশ্বর হইতে আপন আপন বর পাইয়াছে।
৮ পরন্তু অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদিগের
কাছে আমার কথা এই, তাহারা যদি আমার মত
থাকিতে পারে, তবে তাহাদের পক্ষে তাহাই
৯ ভাল। কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে
না পারে, তবে বিবাহ করুক; যেহেতুক কামা-
নলে জ্বলা অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল।
১০ আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি;
—আমি দিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতে-
ছেন,—ভার্য্যা স্বামী হইতে পৃথক্ না হউক।
১১ যদি পৃথক্ হয়, তবে সে অবিবাহিতা থাকুক,
কিম্বা নিজ স্বামীর সহিত সম্মিলিতা হউক।
আর স্বামীও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ না করুক।
১২ পরন্তু অন্য সকলকে প্রভু বলেন না, আমি
বলিতেছি, কোন ভ্রাতার ভার্য্যা অবিশ্বাসিনী
হইলেও যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মতা
হয়, তবে সে তাহাকে পরিত্যাগ না করুক।
১৩ আবার কোন স্ত্রীর স্বামী অবিশ্বাসী হইলেও
যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মত হয়,
তবে সে আপন স্বামীকে পরিত্যাগ না করুক।
১৪ কেননা অবিশ্বাসী স্বামী সেই ভার্য্যাতে পবিত্রী-
কৃত হইয়াছে, এবং অবিশ্বাসিনী ভার্য্যা সেই
ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃতা হইয়াছে; তাহা না হইলে
তোমাদের সন্তানগণ অশুচি হইত, কিন্তু বাস্তবিক
১৫ তাহারা পবিত্র। পরন্তু অবিশ্বাসী যদি পৃথক্
হয়, পৃথক্ হউক; এমন স্থলে ঐ ভ্রাতা কি ভগিনী
দাসত্বে বদ্ধ নহে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে
১৬ শান্তিতে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ হে ভার্য্যে,
তুমি কেমন করিয়া জান যে, তোমার স্বামীর
পরিত্রাণের হেতু হইবে কি না? অথবা, হে
স্বামি, তুমি কেমন করিয়া জান যে, তোমার
১৭ ভার্য্যার পরিত্রাণের হেতু হইবে কি না? কেবল
প্রভু যাহাকে যেমন অংশ দিয়াছেন, ঈশ্বর
যাহাকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন, সে তেমনি
চলুক। আর এই প্রকার নিয়ম আমি যাবতীয়
১৮ মণ্ডলীতে করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি কি ছিন্নত্বক্
হইয়া আহূত হইয়াছে? সে ত্বক্ছেদ লোপ না
করুক। কোন ব্যক্তি কি অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়
১৯ আহূত হইয়াছে? সে ছিন্নত্বক্ না হউক। ত্বক্ছেদ
কিছু নয়, অত্বক্ছেদও কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের
২০ আজ্ঞা পালনই সার। যে ব্যক্তি যে আহ্বানে
২১ আহূত হইয়াছে, সে তাহাতেই থাকুক। তুমি
কি দাস হইয়া আহূত হইয়াছ? ভাবিত হইও
না; কিন্তু যদি স্বাধীন হইতে পার, তবে বরং
২২ তাহা অবলম্বন কর। কেননা প্রভুতে আহূত যে
দাস, সে প্রভুর স্বাধীনীকৃত লোক; তদ্রূপ আহূত
২৩ যে স্বাধীন লোক, সে খ্রীষ্টের দাস। তোমরা
মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, মনুষ্যদের দাস হইও না।
২৪ হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যে অবস্থায় আহূত
হইয়াছে, সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক।
২৫ আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন
আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু বিশ্বস্ত হইবার জন্য
প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার মত
২৬ প্রকাশ করিতেছি। ফলে আমার বোধ হয়, উপ-
স্থিত দুর্গতি প্রযুক্ত এই [অবস্থা] ভাল, অর্থাৎ
২৭ অমনি থাকা মনুষ্যের পক্ষে ভাল। তুমি কি
ভার্য্যাতে নিবদ্ধ আছ? মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও
না। অথবা কি ভার্য্যা হইতে মুক্ত আছ?
২৮ ভার্য্যার চেষ্টা করিও না। কিন্তু বিবাহ করিলেও
তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী যদি বিবাহ
করে, তবে তাহারও পাপ হয় না। তথাপি
তাদৃশ লোকদের মাংসিক ক্লেশ ঘটিবে; আর
তোমাদের প্রতি আমার মমতা হইতেছে।
২৯ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথা এই, সময়
সঙ্কুচিত, অতএব অদ্যাবধি যাহাদের ভার্য্যা
আছে, তাহারাও ভার্য্যাহীনের ন্যায় হউক;
৩০ এবং যাহারা রোদন করে, তাহারা অরোদন-

Digitized by Google

কারীর ন্যায়, যাহারা আনন্দ করে, তাহারা
নিরানন্দের ন্যায়, যাহারা ক্রয় করে, তাহারা
৩১ অনধিকারীর ন্যায় হউক ; আর যাহারা সংসার
ব্যবহার করে, তাহারা তাহার অতিব্যবহার
না করুক, যেহেতুক এই সংসারের আকার প্রকার
৩২ অতীত হইতেছে। পরন্তু আমার বাসনা এই যে,
তোমরা চিন্তারহিত হও। যে অবিবাহিত সে প্রভুর
বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া প্রভুর তুষ্টিকর হইবে,
৩৩ তাহা চিন্তা করে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে
সংসারের বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া ভার্য্যার
৩৪ তুষ্টিকর হইবে, তাহা চিন্তা করে। আর কুমা-
রীতে ও স্ত্রীতেও প্রভেদ আছে। অবিবাহিতা স্ত্রী
প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন দেহে ও আত্মাতে
পবিত্রা হয়; কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী সংসারের
বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া স্বামীর তুষ্টিকরী হইবে,
৩৫ তাহা চিন্তা করে। এই সকল কথা আমি তোমা-
দের হিতার্থে বলিতেছি, অর্থাৎ তোমাদের
গলায় রজ্জু দিবার জন্য নয়, কিন্তু তোমরা যেন
শিষ্টাচরণ কর, এবং অনন্যমনে প্রভুতে
আসক্ত থাক।
৩৬ তথাপি যদি কাহারও বোধ হয় যে, সে তাঁহার
কুমারী কন্যার প্রতি অশিষ্টাচরণ করিতেছে,
যদি সৌকুমার্য্য অতীত হইয়া থাকে, আর এই
প্রকার হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সে যাহা বাঞ্ছা
করে, তাহা করুক ; ইহাতে তাহার পাপ নাই,
৩৭ তাহারা বিবাহ করুক। কিন্তু [বিবাহ] অনা-
বশ্যক হইলে যে ব্যক্তি হৃদয়ে স্থির, এবং
আপনি আপন ইচ্ছাসম্বন্ধে কর্ত্তা, সে যদি
আপন কন্যাকে কুমারী রাখিতে হৃদয়ে স্থির
৩৮ করিয়া থাকে, তবে ভাল করে। অতএব যে
আপন কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল
করে ; এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।
৩৯ যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন ভার্য্যা
আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর
সে স্বাধীনী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার
সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল
৪০ প্রভুর অধীনে। তথাপি আমার মতানুসারে
অমনি থাকিলে, সে আরও ধন্যা। আর বোধ
হয়, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পাইয়াছি।

প্রতিমার প্রসাদ-বিষয়ক উপদেশ।

৮ আর প্রতিমার প্রসাদের বিষয় আমরা
জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে।
জ্ঞান গর্ব্বিত করে, কিন্তু প্রেমই গাঁথিয়া তুলে।
২ যদি কেহ মনে করে, আমি কিছু জানি, তবে
যেরূপ জানিতে হয়, তদ্রূপ এখনও কিছু জানে
৩ না ; কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরকে প্রেম করে, সেই
৪ তাঁহার জানা লোক। ভাল, প্রতিমার প্রসাদ
ভোজন বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা জগতে
কিছুই নয়, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় নাই।
৫ কেননা যদ্যপি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে নামধারী দেবগণ
থাকে—বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু
৬ আছে,—তথাপি আমাদের পক্ষে একমাত্র ঈশ্বর
সেই পিতা, যাঁহা হইতে যাবতীয় বস্তু হইয়াছে,
ও যাঁহার নিমিত্ত আমরা আছি ; এবং একমাত্র
প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহা দ্বারা যাবতীয় বস্তু হই-
য়াছে, এবং যাঁহা দ্বারা আমরা আছি।
৭ পরন্তু সকলের এ জ্ঞান নাই ; কিন্তু কতক
লোক অদ্যাপি প্রতিমার সংস্রবে থাকায়, প্রতি-
মার প্রসাদ বলিয়া ভোজন করে ; এবং তাহা-
৮ দের সংবেদ দুর্ব্বল বলিয়া কলুষিত হয়। কিন্তু
ভক্ষ্য দ্রব্য আমাদিগকে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য
করায় না ; ভোজন না করিলে আমাদের ক্ষতি
হয় না, ভোজন করিলেও আমাদের বৃদ্ধি হয়
৯ না। কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই ক্ষমতা যেন
১০ দুর্ব্বলদের বিঘ্নজনক না হয়। কেননা জ্ঞান-
বিশিষ্ট যে তুমি, তোমাকে যদি কেহ দেবালয়ে
ভোজনোপবিষ্ট দেখে, তবে সে দুর্ব্বল লোক
হইলে তাহার সংবেদ কি প্রতিমার প্রসাদ
১১ ভোজন করিতে সাহসিক হইবে না? বস্তুতঃ
যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, সেই দুর্ব্বল
১২ ভ্রাতা তোমার জ্ঞানে নষ্ট হইতেছে। আর এই-
রূপে ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে পাপ করিলে, তাহাদের
দুর্ব্বল সংবেদে আঘাত করিলে, তোমরা খ্রীষ্টের
১৩ বিরুদ্ধে পাপ কর। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্য যদি
আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মায়, তবে আমি অনন্ত-
কালেও মাংস ভোজন করিব না, পাছে আপন
ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই।

পৌলের প্রেরিতত্ব-বিষয়ক কথা।

৯ আমি কি স্বাধীন নহি? আমি কি এক জন
প্রেরিত নহি? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি
কি দর্শন করি নাই? তোমরাই কি প্রভুতে
২ আমার [কৃত] কর্ম্ম নহ? আমি যদ্যপি অন্য
লোকদের জন্য প্রেরিত না হই, তথাপি অন্ততঃ
তোমাদের জন্য, কেননা প্রভুতে তোমরাই আমার
৩ প্রেরিতত্বপদের মুদ্রাঙ্ক। যাহারা আমার পরীক্ষা
৪ করে, তাহাদের কাছে আমার উত্তর এই। ভোজন
পান করিবার অধিকার কি আমাদের নাই?
৫ অন্য সকল প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ এবং কৈফা,
ইহাঁদের ন্যায় কোন ধর্ম্মভগিনীকে সহধর্ম্মিণী
করিয়া সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে যাইবার অধি-
৬ কার কি আমাদের নাই? কিম্বা পরিশ্রম ত্যাগ
করিবার অধিকার কি কেবল আমার ও বার্ণব্বার

Digitized by Google

৭ নাই ? কে কখন্ আপনি ধন ব্যয় করিয়া যুদ্ধে
যায় ? কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল
না খায় ? অথবা কে পালরক্ষক হইয়া পালের
৮ দুগ্ধ না খায় ? এ সকল কথা আমি কি মনুষ্যের
রীতিক্রমে কহিতেছি ? অথবা ব্যবস্থায়ও কি
৯ ইহা বলে না ? কারণ মোশির ব্যবস্থায় লেখা
আছে, "শস্যমর্দ্দনকালে বলদের মুখে জালতি
বাঁধিও না।" ঈশ্বর কি বলদদেরই বিষয় চিন্তা
১০ করেন ? কিম্বা সর্ব্বথা আমাদের নিমিত্ত ইহা
কহেন ? বস্তুতঃ আমাদেরই নিমিত্ত ইহা লিখিত
হইয়াছে, কারণ যে চাস করে, প্রত্যাশাতেই
চাস করা তাহার কর্ত্তব্য ; এবং যে শস্য মাড়ে,
অংশী হইবার আশাতেই শস্য মাড়া তাহার
১১ কর্ত্তব্য। আমরা তোমাদের কাছে আত্মিক বীজ
বপন করিয়া যদি তোমাদের মাংসিক ফল ভোগ
১২ করি, তবে তাহা কি মহৎ বিষয় ? তোমাদের
কর্ত্তৃত্বে যদি অন্য লোকদের অধিকার থাকে, তবে
আমাদের কি আরও অধিকার থাকিবে না ?
তথাচ আমরা এই কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার করি নাই,
বরঞ্চ খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা যেন না
জন্মাই, এই জন্য সকলই সহ্য করিতেছি।
১৩ তোমরা কি জান না যে, পবিত্র বিষয়ের কার্য্য
যাহারা করে, তাহারা পবিত্র স্থানের বস্তু খায়,
এবং যজ্ঞবেদির সেবা যাহারা করে, তাহারা
১৪ যজ্ঞবেদির সহিত অংশী হয় ? সেইরূপে প্রভু
সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়া-
ছেন যে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইতে
১৫ হইবে। কিন্তু আমি ইহার কিছুই ব্যবহার করি
নাই, আর আমার সম্বন্ধে যে এরূপ করা হইবে,
সে জন্য আমি এ সকল লিখিতেছি না ; কেননা
কেহ যে আমার শ্লাঘা ব্যর্থ করিবে, তাহা
১৬ অপেক্ষা বরং আমার মরণ ভাল। কারণ আমি
যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার শ্লাঘা
করিবার কিছুই নাই ; যেহেতুক আমার উপরে
অবশ্য-কর্ত্তব্যের ভার রহিয়াছে ; সুসমাচার
১৭ প্রচার না করিলে আমি সন্তাপের পাত্র। বস্তুতঃ
ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কার্য্য করিলেই আমার বেতন
পাইলাম ; কিন্তু অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিলে ধনা-
ধ্যক্ষের কার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে।
১৮ তবে আমার বেতন কি ? তাহা এই যে, সুসমা-
চার প্রচার করিতে করিতে আমি সেই সুসমা-
চারকে ব্যয়রহিত করি, যেন সুসমাচার অনুযায়ী
যে কর্ত্তৃত্ব আমার আছে, তাহার অতিমাত্র ব্যব-
১৯ হার না করি ? কারণ সকলের অনধীন হইলেও
আমি যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি,
এই জন্য সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম।
২০ আমি যিহূদীদিগকে লাভ করিবার জন্য যিহূদী-
দের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম ; আপনি
ব্যবস্থার অনধীন হইলেও আমি ব্যবস্থার অধীন
লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাধীন-
দিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম।
২১ আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিহীন নহি, বরং খ্রীষ্টের
ব্যবস্থার বশীভূত রহিয়াছি, তথাপি ব্যবস্থা-
বিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থা-
বিহীনদের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হই-
২২ লাম। দুর্ব্বলদিগকে লাভ করিবার জন্য আমি
দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বলের ন্যায় হইলাম ; সর্ব্বথা
কতকগুলি লোককে পরিত্রাণের পাত্র করিবার
জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম।
২৩ আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন
তাহার সহভাগী হই।
২৪ তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা
দৌড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক
জন পণ পায় ? তোমরা এরূপে দৌড়, যেন পণ
২৫ পাও। আর যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব
বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। পরন্তু, তাহারা ক্ষয়-
ণীয় মুকুট পাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা
২৬ অক্ষয় মুকুট পাইবার জন্য চেষ্টান্বিত। তজ্জন্য
আমি দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না ;
মুষ্টিযুদ্ধ করিতেছি, আকাশকে আঘাত করি-
২৭ তেছি না। বরঞ্চ নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে
রাখিতেছি, পাছে অন্য লোকদের কাছে প্রচার
করিবার পর আমি আপনি অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি।

সাবধানতা ও ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি।

১০ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে,
তোমরা ইহা অজ্ঞাত থাক যে, আমাদের
পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নীচে ছিল,
ও সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল ;
২ এবং সকলে মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে
৩ বাপ্তাইজিত হইয়াছিল, এবং সকলে একই
৪ আত্মিক ভক্ষ্য ভোজন করিয়াছিল ; আর, সকলে
একই আত্মিক পেয় পান করিয়াছিল। কারণ
তাহারা অনুগামী আত্মিক শৈল হইতে পান
৫ করিত, আর সেই শৈল খ্রীষ্ট। কিন্তু তাহাদের
মধ্যে অধিকাংশ লোকেতে ঈশ্বর প্রীত হন নাই ;
ফলতঃ তাহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইল।
৬ এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্ত, তাহারা
যেমন লুব্ধ হইয়াছিল, তেমনি আমরা যেন মন্দ
৭ বিষয়ে লুব্ধ না হই। আবার তাহাদের মধ্যে
কতক লোকের ন্যায় তোমরা প্রতিমাপূজক হইও
না ; যেমন লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন
পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।"
৮ আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক ব্যভিচার-
কার্য্য করিয়াছিল, এবং এক দিনে তেইশ সহস্র

Digitized by Google

যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে, আর আমি
একাই অবশিষ্ট রহিলাম ; আবার তাহারা
৪ আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।” কিন্তু
তাঁহার প্রতি ঈশ্বরীয় বাণী কি বলে ? “বালের
সম্মুখে যাহারা হাঁটু পাতে নাই, এমন সাত
সহস্র লোককে আমি আপনার নিমিত্ত অবশিষ্ট
৫ রাখিয়াছি।” তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনু-
গ্রহের নির্ব্বাচন অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ
৬ রহিয়াছে। তাহা যদি অনুগ্রহে হইয়া থাকে,
তবে আর ক্রিয়া হেতু হয় নাই ; নতুবা অনুগ্রহ
আর অনুগ্রহই নহে।

৭ তবে কি ? ইস্রায়েল যাহার অন্বেষণ করে,
তাহা পায় নাই, কিন্তু নির্ব্বাচিতেরা তাহা পাই-
৮ য়াছে, অন্য সকলে কঠিনীভূত হইয়াছে ; যেমন
লিখিত আছে, “ঈশ্বর তাহাদিগকে মূর্চ্ছাজনক
আত্মা দিয়াছেন ; দেখিবে না, এমন চক্ষু, ও
শুনিবে না, এমন কর্ণ দিয়াছেন ;” অদ্যাপি সেই
৯ প্রকার রহিয়াছে। আর দায়ূদ বলেন,

“তাহাদের মেজ তাহাদের জন্য ফাঁদ ও পাশ-
স্বরূপ হউক,
তাহা বিঘ্ন ও সমুচিত প্রতিফলস্বরূপ হউক।
১০ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন তাহারা দেখিতে
না পায় ;
তুমি তাহাদের পৃষ্ঠদেশ নিয়ত কুব্জ কর।”

১১ তবে আমি বলি, তাহারা কি পতনের নিমিত্ত
উছোট খাইয়াছে ? এমন না হউক ; বরং তাহা-
দিগের অন্তর্জ্বালা জন্মাইবার জন্য তাহাদের
পাতকে পরজাতীয়দের পরিত্রাণ লাভ হইয়াছে।
১২ ভাল, উহাদের পাতকে যদি জগতের ধনাগম
হইল, এবং উহাদের ক্ষতিতে যদি পরজাতীয়দের
ধনাগম হইল, তবে উহাদের পূর্ণতায় আরও কত
অধিক না হইবে ?

১৩ কিন্তু হে পরজাতীয়েরা, তোমাদিগকে বলি-
তেছি ; পরজাতীয়দের প্রেরিত বলিয়া আমি
১৪ নিজ পরিচর্য্যাপদের গৌরব করিতেছি ; কোন
মতে যেন আমার স্বজাতীয়দের অন্তর্জ্বালা জন্মা-
ইয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলিন লোকের পরি-
১৫ ত্রাণের কারণ হই। কারণ তাহাদের দূরীকরণে
যদি জগতের সম্মিলন হইল, তবে তাহাদিগকে
গ্রহণ করণে মৃতদের মধ্য হইতে জীবনলাভ বই
১৬ আর কি হইবে ? আর [শস্যের] অগ্রিমাংশ
যদি পবিত্র হয়, তবে সুজীর তালও পবিত্র ; এবং
মূল যদি পবিত্র হয়, তবে শাখা সকলও পবিত্র।
১৭ আর কতকগুলি শাখা যদি ছিন্ন হইল, এবং
তুমি বন্য জিতবৃক্ষের চারা হইলেও যদি তাহাদের
মধ্যে তোমাকে কলমরূপে লাগান গেল, আর
তুমি জিতবৃক্ষের মূলের ও রসের অংশী হইলে ;
১৮ তবে সেই শাখা সকলের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও
না ; আর যদি শ্লাঘা কর, তুমি মূলকে ধারণ কর
১৯ না, কিন্তু মূল তোমাকে ধারণ করিতেছে। ইহাতে
তুমি বলিবে, আমাকে কলমরূপে লাগাইবার
২০ জন্যই কতকগুলি শাখা ছিন্ন হইয়াছে। বেশ
কথা, অবিশ্বাস হেতু উহারা ছিন্ন হইয়াছে, এবং
বিশ্বাস হেতু তুমি দাঁড়াইয়া আছ। অভিমানী
২১ হইও না, বরং ভয় কর। কেননা ঈশ্বর যখন সেই
প্রকৃত শাখাগুলির প্রতি মমতা করেন নাই, তখন
২২ তোমার প্রতিও মমতা করিবেন না। অতএব
ঈশ্বরের মধুর এবং তীক্ষ্ণ উভয় ভাব নিরীক্ষণ
কর ; ফলতঃ পতিতদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ ভাব, এবং
তোমার প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব ফলিতেছে ;
কিন্তু সেই মধুর ভাবের শরণাপন্ন থাকা তোমার
২৩ আবশ্যক, নতুবা তুমিও উচ্ছিন্ন হইবে। আবার
উহারা যদি অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহা-
দিগকেও লাগান যাইবে, যেহেতুক ঈশ্বর উহা-
২৪ দিগকে আবার লাগাইতে সমর্থ আছেন। বস্তুতঃ
তোমাকে প্রকৃত বন্য জিতবৃক্ষ হইতে কাটিয়া
লইয়া যখন প্রকৃতির বিপরীতে উত্তম জিতবৃক্ষে
লাগান গিয়াছে, তখন প্রকৃত শাখা যে উহারা,
উহাদিগকে কি আরও অনায়াসে নিজ জিতবৃক্ষে
লাগান যাইবে না ?

২৫ কারণ ভ্রাতৃগণ, তোমরা পাছে আপনাদের
জ্ঞানে বুদ্ধিমান হও, তন্নিমিত্ত আমি ইহা বাঞ্ছা
করি যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত না থাক ;
যে পর্য্যন্ত পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবিষ্ট না
হইবে, সে পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে ইস্রায়েলের
২৬ কঠিনতা ঘটিয়াছে ; আর এই প্রকারে সমস্ত
ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে ; যেমন লিখিত
আছে, “সিয়োন হইতে মুক্তিদাতা আসিবেন,
তিনি যাকোব হইতে ভক্তিহীনতা দূর করিবেন :
২৭ আর যে সময়ে আমি তাহাদের পাপ সকল
হরণ করিব, সেই সময়ে তাহাই তাহাদের পক্ষে
২৮ আমার কৃত নিয়ম হইবে।” উহারা সুসমা-
চারের সম্বন্ধে তোমাদের নিমিত্ত শত্রু, কিন্তু
নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত প্রিয়
২৯ পাত্র। কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান সকল ও
৩০ তাঁহার আহ্বান অননুশোচনীয়। ফলতঃ তোমরা
যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু সম্প্রতি
৩১ উহাদের অবাধ্যতা প্রযুক্ত দয়া পাইয়াছ, তেমনি
তোমাদের দয়াপ্রাপ্তিতে উহারাও যেন দয়া পায়,
৩২ তজ্জন্য সম্প্রতি অবাধ্য হইয়াছে। কেননা ঈশ্বর
সকলকে দয়া করণার্থে সকলকেই অবাধ্যতার
কাছে রুদ্ধ করিয়াছেন।

৩৩ আহা ! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা, প্রজ্ঞা ও বিদ্যা
কেমন অগাধ ! তাঁহার বিচার সকল কেমন
অনুপলক্ষ্য। তাঁহার পথ সকল কেমন অননু-
৩৪ সন্ধেয় ! কেননা প্রভুর মন কে জানিয়াছে ?

Digitized by Google

৩৫ তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে ? অথবা কে অগ্রে
তাঁহাকে কিছু দান করিয়াছে যে, তন্নিমিত্ত
৩৬ তাহার প্রত্যুপকার করিতে হইবে ? যেহেতুক
বস্তুমাত্রই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার
নিমিত্ত হইয়াছে । যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা
হউক । আমেন ।

ধর্ম্মাচরণবিষয়ক নানা বিধি ।

১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহু-
বিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন
করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে
জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে
উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরা-
২ ধনা । আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু
মনের নূতনীকরণ দ্বারা রূপান্তরিত হও ; যেন
ঈশ্বরের বাসনা [অর্থাৎ] উত্তম, প্রীতিজনক ও
সিদ্ধ কি, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার ।
৩ বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
তৎপ্রযুক্ত আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক
জনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ
করা উপযুক্ত, কেহ আপনাকে তদপেক্ষা বড়
বোধ না করুক ; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরি-
মাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে
সে সুবোধ হইবারই চেষ্টায় আপনার বিষয়ে
৪ বোধ করুক । কেননা যেমন আমাদের এক দেহে
অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য্য
৫ নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা
খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ
৬ প্রত্যঙ্গ । আর আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত
হইয়াছে, তদনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ বর
প্রাপ্ত হইয়াছি । সেই বর যদি ভাববাণী হয়,
তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে [ভাব-
৭ বাণী বলি] । অথবা তাহা যদি পরিচর্য্যা হয়,
তবে আইস, সেই পরিচর্য্যায় [নিবিষ্ট হই] ;
৮ অথবা যে শিক্ষা দেয় সে শিক্ষাদানে, কিম্বা যে
অনুনয় করে, সে অনুনয়ে [নিবিষ্ট হউক] ;
যে দান করে, সে সরল ভাবে [দান করুক] ; যে
শাসন করে, সে যত্নপূর্ব্বক [শাসন করুক] ; যে
দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে [দয়া করুক] ।
৯ প্রেম নিষ্কপট হউক । যাহা মন্দ তাহা নিতা-
ন্তই ঘৃণা কর ; যাহা ভাল তাহাতে আসক্ত হও ।
১০ ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও ; সমাদরে এক
১১ জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর । যত্নে নিরালস্য,
আত্মায় উত্তপ্ত, প্রভুর দাস্যকর্ম্মে ব্যাপৃত,
১২ প্রত্যাশায় আনন্দিত, ক্লেশে ধৈর্য্যশীল, প্রার্থনায়
১৩ নিবিষ্ট থাক । পবিত্রগণের অভাবের প্রতীকার
১৪ কর, অতিথিসৎকারে রত হও । যাহারা তোমা-
দিগকে তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ
১৫ কর ; শাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর । যাহারা
আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর ;
যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন
১৬ কর । তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ
উচ্চ বিষয়ে মন আসক্ত করিও না, বিনীত বিষয়
সকলের অনুধাবন কর । আপনাদের জ্ঞানে
১৭ বুদ্ধিমান হইও না । অপকারের প্রতিশোধে
কাহারও অপকার করিও না ; সকল মনুষ্যের
১৮ দৃষ্টিতে যাহা উত্তম তাহাই চিন্তা কর । যদি
হইতে পারে, তবে তোমাদের যতদূর সম্ভব,
১৯ মনুষ্যমাত্রের সহিত ঐক্য রাখ । হে প্রিয়েরা,
তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, কিন্তু
ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, যেহেতুক
লেখা আছে, "প্রভু কহিতেছেন, প্রতিশোধ
লওয়া আমারই কর্ম্ম, আমি প্রতিফল দিব ।"
২০ বরং
"তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে অন্ন
ভোজন করাও ;
যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে জল পান
করাও ;
কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জলন্ত
অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে ।"
২১ তুমি দুরাচরণে পরাজিত হইও না, সদাচরণে
দুরাচরণকে পরাজয় কর ।

রাজা ও মানব-সমাজের প্রতি ব্যবহার ।

১৩ প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বের বশী-
ভূত হউক ; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতি-
রেকে কর্ত্তৃত্ব হয় না ; এবং যে সকল কর্ত্তৃত্ব
২ আছে, সে সকল ঈশ্বর-নিযুক্ত । অতএব যে কেহ
কর্ত্তৃত্বের প্রতিরোধী হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের
প্রতিরোধ করে ; আর যাহারা প্রতিরোধ করে,
তাহারা আপনাদের প্রতি বিচারাজ্ঞা পাইবে ।
৩ কেননা শাসনকর্ত্তারা সদাচরণের প্রতি ভয়ানক
নহেন, কিন্তু দুরাচরণের প্রতি ভয়ানক । আর
তুমি কি কর্ত্তৃত্বের কাছে নির্ভয় হইতে চাহ ?
তবে সদাচরণ কর, তাহা করিলে কর্ত্তৃত্ব হইতে
৪ প্রশংসা পাইবে । কেননা সদাচরণের নিমিত্ত
তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরের পরিচারক । কিন্তু
যদি দুরাচরণ কর, তবে ভীত হও, কেননা তিনি
অকারণে খড়্গ ধারণ করেন না ; বস্তুতঃ তিনি
ঈশ্বরের পরিচারক, দুরাচারের প্রতি ক্রোধ সাধ-
৫ নার্থে প্রতিশোধদাতা । অতএব বশীভূত হওয়া
আবশ্যক, কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু সংবে-
৬ দেরও নিমিত্ত । বস্তুতঃ এই জন্য তোমরা রাজ-

Digitized by Google

করও দিয়া থাক ; যেহেতুক তাঁহারা ঈশ্বরের
সেবাকারী, সেই কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন।
৭ যাহার যাহা পাওনা, তাহাকে তাহা দেও।
যাহাকে কর দিতে হয়, কর দেও ; যাহাকে
শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দেও ; যাহাকে ভয় করিতে
হয়, ভয় কর ; যাহাকে সমাদর করিতে হয়,
সমাদর কর।
৮ তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও না, কেবল
পরস্পর প্রেম ধারিও ; কেননা পরকে যে প্রেম
করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে।
৯ ফলতঃ "ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না,
চুরি করিও না, লোভ করিও না," এবং আর যে
কোন আজ্ঞা থাকুক, সে সকল এই বচনে সংক্ষেপে
সংগৃহীত হইয়াছে, "প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য
১০ প্রেম কর।" প্রেম প্রতিবাসীর অনিষ্ট সাধন
করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।
১১ আর এ বিষয়ে, তোমরা এই কাল জ্ঞাত আছ ;
ফলতঃ এখন তোমাদের নিদ্রা হইতে জাগিবার
সময় হইল ; কেননা যে সময়ে আমরা বিশ্বাস
করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমা-
১২ দের সন্নিকট। রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে।
দিবস আগতপ্রায় ; অতএব আইস, আমরা
অন্ধকারের ক্রিয়া সকল ত্যাগ করি, দীপ্তির
১৩ সজ্জা পরিধান করি। আইস, দিবসের উপ-
যুক্ত শিষ্ট ভাবে চলি। রঙ্গরস ও মত্ততা,
লম্পটতা ও স্বৈরিতা, বিবাদ ও ঈর্ষা, এ সকল
১৪ ভাবে না চলি। কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
পরিধান কর, অভিলাষ পূরণার্থে নিজ মাংসের
নিমিত্ত চিন্তা করিও না।

দুর্ব্বল বিশ্বাসী ভ্রাতাদের প্রতি কর্ত্তব্য।

১৪ বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণ কর,
কিন্তু তর্কবিতর্কের বিচারার্থে নয়। এক
ব্যক্তির বিশ্বাস আছে যে, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই
খাইতে পারে, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে শাক খায়।
৩ যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছ
না করুক, যে তাহা ভোজন করে না ; এবং যে
যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির বিচার
না করুক, যে তাহা ভোজন করে ; যেহেতুক
৪ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি কে যে
পরের দাসের বিচার কর ? নিজ প্রভুরই নিকটে
হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরঞ্চ
তাহাকে স্থির করা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে
৫ স্থির করিতে পারেন। এক জন এক দিন হইতে
অন্য দিন অধিক মান্য করে ; আর এক জন
প্রত্যেক দিনকেই [সমানরূপে] মান্য করে।
প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে কৃতনিশ্চয়
৬ হউক। দিন যে মানে, সে প্রভুর জন্যই তাহা
মানে ; আর যে ভোজন করে, সে প্রভুর জন্যই
ভোজন করে, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে ;
এবং যে যাহা ভোজন করে না, সেও প্রভুর
জন্যই তাহা ভোজন করে না, এবং ঈশ্বরের
৭ ধন্যবাদ করে। কারণ আমাদের মধ্যে কেহ
আপনার নিমিত্ত জীবিত থাকে না, এবং কেহ
৮ আপনার নিমিত্ত মরে না। কেননা যদি আমরা
জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই নিমিত্ত জীবিত
থাকি ; এবং যদি মরি, তবে প্রভুরই নিমিত্ত
মরি ; অতএব জীবিত থাকি কিম্বা মরি, আমরা
৯ প্রভুরই। যেহেতুক এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট মরিলেন
ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত
১০ সকলেরই প্রভু হন। কিন্তু তুমি কেন আপন
ভ্রাতার বিচার কর ? কেনই বা তুমি আপন
ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর ? আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের
১১ বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। কেননা লিখিত
আছে, "প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য,
আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, এবং
প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।"
১২ অতএব আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে
আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে।
১৩ অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহা-
রও বিচার আর না করি, বরং তোমরা এই
বিচার কর যে, ভ্রাতার ব্যাঘাত কি বিঘ্ন জন্মান
১৪ অকর্ত্তব্য। আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয়
বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অশুচি নয় ;
কিন্তু যে যাহা অশুচি জ্ঞান করে, তাহার নিমিত্ত
১৫ তাহাই অশুচি। বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতা যদি খাদ্য
সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তবে তুমি আর
প্রেমে চলিতেছ না। যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিয়া-
ছেন, তাহাকে তোমার খাদ্য সামগ্রী দ্বারা নষ্ট
১৬ করিও না। অতএব তোমাদের যাহা ভাল, তাহা
১৭ নিন্দার বিষয় না হউক। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য
ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা ও শান্তি এবং
১৮ পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। কেননা যে এ বিষয়ে
খ্রীষ্টের দাস্যকর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র,
এবং মনুষ্যদের কাছেও প্রামাণিক।
১৯ অতএব আইস, যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও
যে যে বিষয়ের দ্বারা আমরা পরস্পরকে গাঁথিয়া
তুলিতে পারি, সেই সকলের অনুধাবন করি।
২০ খাদ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিও না।
সকল বস্তুই শুচি বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির যাহা
ভোজন করিলে বিঘ্ন জন্মে, তাহার নিমিত্ত তাহা
২১ মন্দ। মাংসভক্ষণ কিম্বা মদ্যপান অথবা যে
কিছুতে তোমার ভ্রাতা উছোট খায়, (কি বিঘ্ন
পায়, কি দুর্ব্বল হয়,) এমন কিছুই না করা
২২ ভাল। তোমার যে বিশ্বাস আছে, তাহা আপ-

Digitized by Google

মার অন্তরে ঈশ্বরের সম্মুখে রাখ। ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে, যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাতে আপনার
২৩ বিচার না করে। কিন্তু যে কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া
ভোজন করে, সে বিশ্বাসমূলক কর্ম্ম না করাতে
দোষীকৃত হইল ; যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নহে,
তাহাই পাপ।

১৫ পরন্তু বলবান যে আমরা, আমাদের
উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতারূপ
বোঝা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না
২ করি। আমাদের প্রত্যেক জন মঙ্গলের জন্য
গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রতিবাসীর তুষ্টিকর
৩ হউক। যেহেতুক খ্রীষ্টও আপনার তুষ্টিকর
ছিলেন না, বরঞ্চ যেমন লিখিত আছে, "যাহারা
তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার
৪ আমার উপরে পড়িয়াছে।" কারণ পূর্ব্বকালে
যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকলই আমা-
দের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন
শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা
৫ প্রত্যাশাপ্রাপ্ত হই। ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর
এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর
৬ অনুরূপে পরস্পর একমনা হও, যেন তোমরা
একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
৭ ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব স্বীকার কর। অতএব
যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন,
তেমনি তোমরাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে এক জন
অন্যকে গ্রহণ কর।

৮ কেননা আমি বলি যে, ঈশ্বরের সত্যের জন্য
খ্রীষ্টকে ত্বক্‌ছেদ সম্বন্ধীয় পরিচারক করা হই-
য়াছে, যেন তিনি পিতৃপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞা
৯ সকল স্থির করেন, এবং পরজাতীয়েরা যেন ঈশ-
রের দয়ার জন্যই তাঁহার গৌরব করে ; যেমন
লিখিত আছে,
"অতএব আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব
করিব,
তোমার নামের উদ্দেশে গান করিব।"
১০ আবার তিনি বলেন,
"হে জাতিগণ! তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষ-
নাদ কর।"
১১ আবার,
"হে সমস্ত জাতি, প্রভুর প্রশংসা কর,
সমস্ত লোকবৃন্দ তাঁহার প্রশংসা করুক।"
১২ আবার যিশাইয় বলেন," যিশয়ের মূল থাকিবে,
আর জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক জন
দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহারই উপরে জাতিগণ
১৩ প্রত্যাশা রাখিবে।" প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমা-
দিগকে বিশ্বাস দ্বারা যাবতীয় আনন্দে ও শান্তিতে
পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার
পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়।

নানা কথা ও মঙ্গলবাদ।

১৪ হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি আপনি তোমাদের
বিষয়ে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, তোমরা আপনারা
মঙ্গলভাবে ধনবান, যাবতীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ,
১৫ পরস্পরকে চেতনাপ্রদানেও সমর্থ। তথাপি
তোমাদিগকে স্মরণ করাইব বলিয়া কয়েকটী
বিষয় অপেক্ষাকৃত সাহসপূর্ব্বক লিখিলাম, কারণ
ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
১৬ যেন আমি পরজাতীয়দের নিকটে খ্রীষ্ট যীশুর
সেবক হইয়া, যাহাতে পরজাতীয়েরা পবিত্র
আত্মাতে পবিত্রীকৃত উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়,
তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের সুসমাচারের সেবা করি।
১৭ অতএব ঈশ্বরীয় কার্য্যে আমি যীশু খ্রীষ্টের
১৮ শ্লাঘা করিবার অধিকারী। কেননা পরজাতীয়-
দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট আমা দ্বারা
যাহা সাধন করেন নাই, তদ্বিষয়ে একটী কথাও
১৯ বলিতে আমি সাহস করিব না। বাক্য ও ক্রিয়া
দ্বারা, নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণের পরা-
ক্রমে, পবিত্র আত্মার পরাক্রমে, [আমি পরিশ্রম
করিতেছি] ; এমন কি, যিরূশালেম অবধি ইল্লু-
রিয়া পর্য্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার
২০ সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি। পরন্তু আমার
লক্ষ্য এই, খ্রীষ্টের নাম যে স্থানে কখন উচ্চারিত
হয় নাই, এমন স্থানে যেন সুসমাচার প্রচার
করি, পরের স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে যেন না
২১ গাঁথি ; কিন্তু যেমন লিখিত আছে, "তাঁহার
সংবাদ যাহাদিগকে দেওয়া যায় নাই, তাহারা
দেখিতে পাইবে ; এবং যাহারা শুনে নাই,
তাহারা বুঝিবে।"
২২ এই কারণ বশতঃ আমি তোমাদের নিকটে
যাইতে অনেক বার নিবারিত হইয়া আসিয়াছি।
২৩ কিন্তু সম্প্রতি এই সকল অঞ্চলে আমার [কার্য্য
করিবার] স্থান আর নাই, এবং স্পেন দেশে
যাত্রা কালে তোমাদের নিকটে গমন করিবার
আকাঙ্ক্ষা অনেক বৎসরাবধি করিয়া আসি-
২৪ তেছি ; বস্তুতঃ আমি প্রত্যাশা করি যে, আমি
যাইবার সময়ে তোমাদিগকে দেখিব, এবং প্রথমে
তোমাদের সহবাসে কতক পরিমাণে তৃপ্ত হইলে
তোমাদের দ্বারা সেই দেশে সযত্নে প্রস্থাপিত
২৫ হইব। কিন্তু সম্প্রতি পবিত্রদিগের পরিচর্য্যা
২৬ করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি। কারণ যিরূ-
শালেমস্থ পবিত্রদিগের মধ্যে যাহারা দীনহীন,
তাহাদের জন্য সহভাগিতার কিঞ্চিৎ ফলপ্রদান
করিতে মাকিদনিয়া ও আখায়া [দেশীয়দের]
২৭ সুবাসনা হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের এই
সুবাসনা হইয়াছে, আর তাহারা উহাদের কাছে
ঋণীও আছে ; কেননা যখন পরজাতীয়েরা আত্মিক

Digitized by Google

বিষয়ে তাহাদের সহভাগী হইয়াছে, তখন
মাংসিক বিষয়ে তাহাদের সেবা করিতে বাধ্য।
২৮ অতএব সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার এবং মুদ্রাঙ্ক
দিয়া সেই ফল তাহাদিগকে দিবার পর, আমি
তোমাদের নিকট দিয়া স্পেন দেশে গমন করিব।
২৯ আর আমি জানি, যখন তোমাদের নিকটে
আসিব, তখন আমি খ্রীষ্টের আশীর্ব্বাদে পূর্ণ
হইয়া আসিব।
৩০ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা
এবং আত্মার প্রেম দ্বারা আমি তোমাদিগকে
বিনয় করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার
নিমিত্ত প্রার্থনা দ্বারা আমার সহিত প্রাণপণ
৩১ কর, যেন আমি যিহূদিয়াস্থ অবাধ্য লোকদের
হইতে রক্ষা পাই, এবং যিরূশালেমের নিমিত্ত
আমার পরিচর্য্যা যেন পবিত্রদিগের নিকটে গ্রাহ্য
৩২ হয় ; [এইরূপে] ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যেন
তোমাদের নিকটে আনন্দে উপস্থিত হইয়া তোমা-
৩৩ দের সঙ্গে প্রাণ জুড়াইতে পারি। শান্তির ঈশ্বর
তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

১৬ আমাদের ভগিনী ফৈবী, যিনি কিংক্রি-
য়াস্থ মণ্ডলীর পরিচারিকা, তাঁহার জন্য আমি
২ তোমাদের কাছে উপরোধ করিতেছি ; যেন
তোমরা তাঁহাকে প্রভুতে পবিত্রদের যোগ্য মতে
গ্রহণ কর, এবং কোন বিষয়ে তোমাদের হইতে
যে উপকারে তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে,
তাহা কর ; কেননা তিনিও অনেকের, এবং
আমারও উপকারিণী হইয়াছেন।
৩ যে প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলা খ্রীষ্ট যীশুতে আমার
৪ সহকারী, এবং আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনা-
দের গ্রীবা পাতিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে
মঙ্গলবাদ দেও। কেবল আমিই যে তাঁহাদের
ধন্যবাদ করি, এমন নয়, কিন্তু পরজাতীয়দের
সমুদয় মণ্ডলীও করে ; আর তাঁহাদের গৃহস্থিত
৫ মণ্ডলীকেও মঙ্গলবাদ দেও। আমার প্রিয় যে
ইপেনিত খ্রীষ্টের উদ্দেশে আশিয়া দেশের
৬ অগ্রিমাংশ, তাঁহাকেও মঙ্গলবাদ দেও। মরিয়ম,
যিনি তোমাদের নিমিত্ত বহু পরিশ্রম করিয়া-
৭ ছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ দেও। আমার সজাতীয়
ও সহবন্দি আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে মঙ্গলবাদ
দেও ; তাঁহারা প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও
৮ আমার অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত হইয়াছিলেন। প্রভুতে
আমার প্রিয় আম্প্লিয়াতকে মঙ্গলবাদ দেও।
৯ খ্রীষ্টে আমাদের সহকারী উর্ব্বানকে এবং আমার
১০ প্রিয় স্তাখুকে মঙ্গলবাদ দেও। খ্রীষ্টে পরীক্ষা-
সিদ্ধ আপিল্লিকে মঙ্গলবাদ দেও। আরিষ্টবুলের
১১ পরিজনবর্গকে মঙ্গলবাদ দেও। আমার সজাতীয়
হেরোদিয়োনকে মঙ্গলবাদ দেও। নার্কিসের
পরিজনবর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রভুতে আছেন,
১২ তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও। প্রভুতে পরিশ্রম-
কারিণী ত্রুফেণা ও ত্রুফোষাকে মঙ্গলবাদ দেও।
যে প্রিয়া পর্ষী প্রভুতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া-
১৩ ছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ দেও। প্রভুতে মনোনীত
রূফকে, আর যিনি তাঁহার এবং আমারও মাতা,
১৪ তাঁহাকে মঙ্গলবাদ দেও। অসুঙ্কিৎ, ফ্লিগোন,
হর্ম্মি, পাত্রোবা, হর্ম্মা, এই সকলকে, এবং ইহাঁ-
১৫ দের সঙ্গী ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ দেও। ফিললগ
ও যূলিয়া, নীরিয় ও তাঁহার ভগিনী এবং ওলুম্প,
ইহাঁদিগকে, ও ইহাঁদের সহিত যত পবিত্র
লোক আছেন, সেই সকলকে মঙ্গলবাদ দেও।
১৬ তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবাদ কর।
খ্রীষ্টের যাবতীয় মণ্ডলী তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
করিতেছে।
১৭ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে অনুনয় করি,
তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে
যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে
চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক।
১৮ কেননা এই প্রকার লোকেরা আমাদের প্রভু
খ্রীষ্টের দাসত্ব করে না, কিন্তু আপন আপন
উদরের দাসত্ব করে, এবং মসৃণ ও চাটু বাক্য
১৯ দ্বারা সরল লোকদের মন ভুলায়। কেননা তোমা-
দের আজ্ঞাবহতার কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে।
অতএব তোমাদের জন্য আমি আনন্দ করি-
তেছি ; তথাপি আমার বাঞ্ছা এই যে, তোমরা
উত্তম বিষয়ে বিজ্ঞ ও মন্দ বিষয়ে অমায়িক হও।
২০ আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের
পদতলে দলিত করিবেন।
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
সহবর্ত্তী হউক।
২১ আমার সহকারী তীমথিয় এবং আমার সজা-
তীয় লূকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদিগকে
২২ মঙ্গলবাদ করিতেছেন। এই পত্রলেখক আমি
তর্ত্তিয় প্রভুতে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছি।
২৩ আমার ও সমস্ত মণ্ডলীর আতিথ্যকারী গায়ঃ
২৪ তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। এই নগ-
রের ধনাধ্যক্ষ ইরাস্ত এবং ভ্রাতা কার্ত্ত তোমা-
দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২৫ অনাদি কালাবধি অকথিত থাকিবার পর
যাহা সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ভাববাদি-
গণের লিখিত শাস্ত্র দ্বারা সনাতন ঈশ্বরের
আদেশানুসারে বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার নিমিত্তে
যাবতীয় জাতির নিকটে জ্ঞাত করা গিয়াছে,
২৬ সেই নিগূঢ়তত্ত্বের প্রকাশন অনুসারে, অর্থাৎ
আমার সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টের প্রচার অনুসারে
২৭ যিনি তোমাদিগকে সুস্থির করিতে সমর্থ, এমন
যে একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।

Digitized by Google

করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্র।

মঙ্গলাচরণ, অনৈক্য প্রযুক্ত ভর্ৎসনা,
সুসমাচার প্রচারের উৎকৃষ্টতা।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রীষ্টের
আহূত প্রেরিত, এবং ভ্রাতা সোস্থিনি,—
২ করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে। তোমরা
খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত, এবং যাহারা সর্ব্বস্থানে
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, সেই
সকলের সহিত আহূত পবিত্র লোক। তিনি
৩ তাঁহাদের এবং আমাদের প্রভু। আমাদের পিতা
ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও
শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৪ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদিগকে
দত্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি তোমাদের বিষয়ে
নিয়ত আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি;
৫ কেননা তাঁহাতেই তোমরা সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ
৬ সর্ব্ববিধ বক্তৃতা ও জ্ঞানধনে ধনী হইয়াছ। এই-
রূপে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে স্থিরীকৃত
৭ হইয়াছে। অতএব তোমরা কোন বরে বঞ্চিত
হও নাই; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ-
৮ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছ; আর তিনি তোমা-
দিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির রাখিবেন, যেন তোমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিবসে নির্দ্দোষ-
৯ রূপে উপস্থিত হও। ঈশ্বর বিশ্বাস্য, যাঁহার
দ্বারা তোমরা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের সহভাগিতার নিমিত্ত আহূত হইয়াছ।
১০ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া
বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের
মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক
১১ বিচারে পরিপক্ব হও। কেননা, হে আমার
ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ
আছে, এমন সংবাদ আমি ক্লোয়ীর পরিজনের
১২ দ্বারা পাইয়াছি। আমি এই কথা বলিতেছি,
তোমরা প্রতিজন বলিয়া থাক, আমি পৌলের,
আমি আপল্লোর, আমি কৈফার, আমি খ্রীষ্টের।
১৩ খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হইয়াছেন? পৌল কি তোমা-
দের নিমিত্ত ক্রুশে হত হইয়াছে? অথবা পৌলের
১৪ নামে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইয়াছ? আমি
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে, আমি তোমাদের
মধ্যে ক্রীষ্প ও গায়ঃ ব্যতীত আর কাহাকেও
১৫ বাপ্তাইজ করি নাই, পাছে কেহ বলে যে,
তোমরা আমার নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছ।
১৬ আর স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তাইজ করিয়াছি,
নতুবা আর কাহাকেও যে বাপ্তাইজ করিয়াছি,
১৭ ইহা জানি না। বস্তুতঃ খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তাইজ
করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমা-
চার প্রচার করিবার নিমিত্ত; তাহাও বাক্-
কৌশলে নয়, পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশ বিফল হয়।
১৮ কেননা ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাই-
তেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ
পাইতেছি যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা
১৯ ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ। কারণ লিখিত আছে,
"আমি বিজ্ঞদের বিজ্ঞান নষ্ট করিব, তীক্ষ্ণ-
২০ বুদ্ধিদের বুদ্ধি ব্যর্থ করিব।" বিজ্ঞ কোথায়?
অধ্যাপক কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদকারী
কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের বিজ্ঞানকে মূর্খতায়
২১ পরিণত করেন নাই? ফলতঃ ঈশ্বরের বিজ্ঞানে
জগৎ নিজ বিজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয় নাই,
এই জন্য প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের
পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল।
২২ যেহেতুক যিহূদীরা অভিজ্ঞান চাহে, এবং গ্রীকেরা
২৩ বিজ্ঞানের অন্বেষণ করে; কিন্তু আমরা ক্রুশে হত
খ্রীষ্টকে প্রচার করি: সেই খ্রীষ্ট যিহূদীদের
কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ,
২৪ কিন্তু যিহূদী কি গ্রীক, আহূত সকলেরই কাছে
২৫ ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের বিজ্ঞানস্বরূপ। কেননা
ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা
অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দুর্ব্বলতা,
তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক সবল।
২৬ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আহ্বান দেখ;
ফলতঃ মাংস অনুসারে বিজ্ঞ কিম্বা পরাক্রান্ত কি
২৭ কুলীন অনেক লোক নাই। কিন্তু ঈশ্বর বিজ্ঞ-
দিগকে লজ্জা দিবার জন্য জগতীস্থ মূর্খ বিষয়
সকল মনোনীত করিলেন; এবং শক্তিমন্ত বিষয়
সকলকে লজ্জা দিবার জন্য জগতীস্থ দুর্ব্বল বিষয়
২৮ সকল মনোনীত করিলেন; এবং জগতের যাহা
যাহা নীচ ও হেয়, এমন কি, যাহা যাহা নাই,
তাহাও ঈশ্বর মনোনীত করিলেন, যেন যাহা
২৯ যাহা আছে, সে সকল অকিঞ্চন করেন; যেন
কোন মর্ত্ত্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শ্লাঘা না করে।
৩০ পরন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে
আছ, যিনি ঈশ্বর হইতে আমাদের জন্য বিজ্ঞান,
এবং ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতালাভ ও মুক্তি হইয়া-
৩১ ছেন। অতএব, যেমন লেখা আছে, "যে ব্যক্তি
শ্লাঘা করে, সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক।"

Digitized by Google

২ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যখন তোমাদের
নিকটে আসিয়াছিলাম, তখন বাক্যের কি
বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা মতে তোমাদিগকে ঈশ্বরের
নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা
২ নয়। কেননা আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম,
তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল
যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁহাকেই ক্রুশে হত জানিব।
৩ আর আমি তোমাদের কাছে দুর্ব্বলতা, ভয় ও
৪ মহাকম্পযুক্ত ছিলাম। আর তোমাদের বিশ্বাস
মনুষ্যদের বিজ্ঞানযুক্ত না হইয়া যেন ঈশ্বরের
৫ পরাক্রমযুক্ত হয়, তজ্জন্য আমার বাক্য ও প্রচার
বিজ্ঞানের মনোহর বাক্যযুক্ত না হইয়া [ঈশ্বরের]
আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল।
৬ তথাপি আমরা সিদ্ধদের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা
কহিতেছি, কিন্তু তাহা এই যুগের বিজ্ঞান কিম্বা
এই যুগের নষ্টকল্প শাসনকর্ত্তাদের বিজ্ঞান
৭ নয়। বরঞ্চ আমরা নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের
সেই বিজ্ঞানের কথা কহিতেছি, যাহা সঙ্গোপিত
হইয়াছিল, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপার্থে
যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন।
৮ এই যুগের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ তাহা
জানে নাই; কেননা যদি জানিত, তবে প্রতা-
৯ পের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা
আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে
নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই,
যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, ঈশ্বর তাহাদের
১০ জন্য যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছেন।" পরন্তু
আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ
করিয়াছেন, যেহেতুক আত্মা সকলই অনুসন্ধান
করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান
১১ করেন। মনুষ্যের বিষয় সকল মনুষ্যদের মধ্যে
কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা তাহা
জানে। তেমনি ঈশ্বরের বিষয় সকল কেহ জানে
১২ না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। কিন্তু আমরা
জগতের আত্মাকে না পাইয়া ঈশ্বর হইতে
[নির্গত] আত্মাকে পাইয়াছি; যেন ঈশ্বর অনু-
গ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়া-
১৩ ছেন, তাহা জ্ঞাত হই। সেই সকল বিষয়েরই
কথা আমরা কহিতেছি, মানুষিক বিজ্ঞানের
শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার
শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা, এবং আত্মিক বিষয়ে
আত্মিক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহা কহিতেছি।
১৪ কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়-
গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে
সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে
না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।
১৫ কিন্তু যে আত্মিক, সে সমস্ত বিষয়ের বিচার
করে; তথাপি তাহার বিচার কাহারও দ্বারা হয়
১৬ না। কেননা "কে প্রভুর মন জানিয়া তাঁহাকে
উপদেশ দিতে পারে?" পরন্তু খ্রীষ্টের মন
আমাদের আছে।

দলভেদের অনুপযোগিতা।

৩ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক লোকদের ন্যায়
তোমাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমার সাধ্য
হয় নাই, কিন্তু মাংসিক লোকদের ন্যায়, খ্রীষ্ট
২ সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায়। আমি তোমাদিগকে
দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম, অন্ন দিই নাই, কেননা
তৎকালে তোমাদের শক্তি হয় নাই, এমন কি,
৩ এখনও হয় নাই; কারণ এখনও তোমরা মাংসিক
রহিয়াছ; কেননা যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও
বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি মাংসিক নও
এবং মানুষের রীতিক্রমে কি চলিতেছ না?
৪ কেননা যখন তোমাদের এক জন বলে, আমি
পৌলের, আর এক জন, আমি আপল্লোর, তখন
তোমরা কি মনুষ্যমাত্র নও?
৫ ভাল, আপল্লো কি? আর পৌল কি? তাহারা
ত পরিচারকমাত্র, যাহাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী
হইয়াছ; আর ইহাতে যাহার যে প্রকার,
৬ তাহাকে প্রভু তাহা দিয়াছেন। আমি রোপণ
করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন, কিন্তু
৭ ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতেছিলেন। অতএব রোপক কিছু
নয়, সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার।
৮ পরন্তু রোপক ও সেচক উভয়েই এক, এবং যাহার
যেরূপ শ্রম, সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে।
৯ কারণ আমরা ঈশ্বরের সহিত কার্য্যকারী;
তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র, ঈশ্বরের গাঁথনিস্বরূপ।
১০ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দত্ত হইয়াছে,
তদনুসারে আমি বিজ্ঞ গাঁথকের ন্যায় ভিত্তিমূল
স্থাপন করিয়াছি: আর তাহার উপরে অন্যে
গাঁথিতেছে; কিন্তু তাহার উপরে কে কিরূপে
গাঁথে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক জন সাবধান হউক।
১১ কেননা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য
ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না। সেই
১২ ভিত্তিমূল যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু এই ভিত্তিমূলের
উপরে স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তর, কাষ্ঠ, খড়,
১৩ নাড়া দিয়া যদি কেহ গাঁথে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির
কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে। ফলতঃ সেই দিন তাহা
ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই দিনের প্রকাশ অগ্নি-
তেই হয়; আর প্রত্যেকের কর্ম্ম যে কি প্রকার,
১৪ সেই অগ্নিই তাহার পরীক্ষা করিবে। যাহার
গাঁথনিকর্ম্ম থাকিবে, সেই বেতন পাইবে।
১৫ যাহার কর্ম্ম দগ্ধ হইবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে,
কিন্তু সে আপনি পরিত্রাণ পাইবে; তথাপি
অগ্নির মধ্য দিয়া উত্তরণের মত পাইবে।

Digitized by Google

১৬ তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের
মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে
১৭ বাস করেন ? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট
করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন,
কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির
তোমরাই।
১৮ কেহ আপনাকে বঞ্চনা না করুক। তোমাদের
মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে এই যুগে বিজ্ঞ
বলিয়া মানে, তবে সে বিজ্ঞ হইবার জন্য মূর্খ
১৯ হউক। যেহেতুক এই জগতের যে বিজ্ঞতা, তাহা
ঈশ্বরের নিকটে মূর্খতা। কারণ লেখা আছে,
"তিনি বিজ্ঞদিগকে তাহাদের ধূর্ত্ততায় ধরেন।"
২০ পুনশ্চ, "প্রভু বিজ্ঞদের তর্কবিতর্ক জানেন যে,
২১ সে সকল অলীক।" অতএব কেহ মনুষ্যদের
২২ শ্লাঘা না করুক। কেননা সকলই তোমাদের।
পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি
জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবি-
২৩ ষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের ; এবং তোমরা
খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

৪ লোকে আমাদিগকে খ্রীষ্টের ভৃত্য ও ঈশ্ব-
রের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের অধ্যক্ষ বলিয়া জ্ঞান
২ করুক। আর এ স্থলে ধনাধ্যক্ষের এই গুণ চাই,
৩ যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু
তোমাদের দ্বারা কিম্বা মানুষিক বিচারদিনের
[সভা] দ্বারা আমার বিচার যে হয়, তাহা আমি
নিতান্ত তৃণ জ্ঞান করি ; পরন্তু আমিও আপনার
৪ বিচার করি না। কারণ আমি আপনার বিরুদ্ধে
কিছু জানি না, তথাপি ইহাতে আমি নির্দ্দোষ
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি না ; যিনি প্রভু
৫ তিনিই আমার বিচারকর্ত্তা। অতএব তোমরা
সময়ের পূর্ব্বে কোন বিচার করিও না, যে পর্য্যন্ত
প্রভু না আইসেন ; তিনিই অন্ধকারাবৃত গুপ্ত
বিষয় সকল দীপ্তিতে আনিবেন, এবং হৃদয়
সকলের মন্ত্রণা ব্যক্ত করিবেন ; আর তৎকালে
ঈশ্বর হইতে প্রত্যেক জন স্ব স্ব প্রশংসা
পাইবে।
৬ হে ভ্রাতৃগণ, আমি আপনার ও আপল্লোর
উদাহরণ দিয়া তোমাদের নিমিত্তে এই সকল
কথা কহিলাম ; যেন আমাদের উদাহরণ দ্বারা
তোমরা এই শিক্ষা পাও যে, যাহা লিখিত
আছে, তাহা অতিক্রম করিতে নাই ; তোমরা
কেহ যেন এক জনের পক্ষে অন্য জনের বিপক্ষে
৭ গর্ব্ব না কর। কেননা কে তোমাকে বিশেষ করে ?
আর যাহা [দান বলিয়া] না পাইয়াছ, এমনই
বা তোমার কি আছে ? আর যদি বাস্তবিক [দান]
পাইয়া থাক, তবে যেন [দান বলিয়া] পাও
৮ নাই, এরূপ শ্লাঘা কেন করিতেছ ? তোমরা
না কি এখন পূর্ণ হইয়াছ ! এখন ধনবান হই-
য়াছ ! আমাদের অবর্ত্তমানে রাজত্ব পাইয়াছ !
আর রাজত্ব পাইলেই ভাল হইত ; তোমাদের
৯ সহিত আমরাও যেন রাজত্ব পাইতাম। কারণ
আমার বোধ হয়, প্রেরিতগণ যে আমরা, ঈশ্বর
আমাদিগকে বধ্য লোকদের ন্যায় শেষের বলিয়া
দেখাইয়াছেন ; কেননা আমরা জগতের, স্বর্গ-
দূতগণের ও মনুষ্যদের কৌতুকাস্পদ হইয়াছি।
১০ খ্রীষ্টের নিমিত্ত আমরা মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে
বুদ্ধিমান ; আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা বলবান ;
তোমরা গৌরবান্বিত, কিন্তু আমরা অনাদৃত।
১১ এক্ষণকার এই দণ্ড পর্য্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত্ত,
তৃষ্ণার্ত্ত ও বস্ত্রহীন রহিয়াছি, আর মুষ্ট্যাঘাতে
আহত হইতেছি, ও বসতিবিহীন রহিয়াছি ;
১২ এবং স্বহস্তে কার্য্য করিয়া পরিশ্রম করিতেছি ;
নিন্দিত হইতে হইতে আশীর্ব্বাদ, তাড়িত হইতে
১৩ হইতে সহিষ্ণুতা, অপবাদিত হইতে হইতে বিনয়
করিতেছি। আমরা অদ্য পর্য্যন্ত যেন জগতের
আবর্জ্জনা, সকলের জঞ্জাল, হইয়া রহিয়াছি।
১৪ আমি তোমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য এই
সকল কথা লিখিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার
প্রিয় বৎস বলিয়া তোমাদিগকে চেতনা দিবার
১৫ জন্য। কেননা যদ্যপি খ্রীষ্টে তোমাদের দশ
সহস্র শিক্ষপালক থাকে, তথাচ পিতা অনেক
নয় ; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আমিই সুসমাচার
১৬ দ্বারা তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি। অতএব বিনয়
১৭ করি, তোমরা আমার অনুকারী হও। এই অভি-
প্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে
পাঠাইয়াছি ; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও
বিশ্বস্ত বৎস ; আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বমণ্ডলীতে যে
শিক্ষা দিয়া থাকি, তদনুরূপে তিনি তোমাদিগকে
খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় আমার ধারা সকল স্মরণ
করাইবেন।
১৮ আমি তোমাদের নিকটে আসিব না বলিয়া
১৯ কেহ কেহ গর্ব্বিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা
যদি হয়, তবে আমি অবিলম্বে তোমাদের নিকটে
আসিব, এবং সেই গর্ব্বিত লোকদের কথা নয়,
২০ কিন্তু পরাক্রম জানিব। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য
২১ কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে। তোমাদের ইচ্ছা
কি ? আমি কি দণ্ড লইয়া তোমাদের কাছে
আসিব ? না প্রেমে ও মৃদুতার আত্মায় আসিব ?

মণ্ডলী-শাসনের কথা।

৫ বাস্তবিক শুনা যাইতেছে যে, তোমাদের
মধ্যে ব্যভিচার আছে, পরজাতীয়দের মধ্যেও
যাদৃশ নাই তাদৃশ ব্যভিচার আছে, ফলতঃ
তোমাদের মধ্যে এক জন আপন পিতৃভার্য্যাকে
২ রাখিয়াছে। তথাচ তোমরা কি গর্ব্ব করিতেছ ?

Digitized by Google

আর যে ব্যক্তি এমন কর্ম্ম করিয়াছে, সে যেন
তোমাদের মধ্য হইতে দূরীকৃত হয়, এই জন্য
৩ বরঞ্চ শোক কর নাই? কারণ যে ব্যক্তি এই
প্রকারে সেই কার্য্য করিয়াছে, আমি দেহে অনু-
পস্থিত হইলেও আত্মাতে উপস্থিত হইয়া তাহার
বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় এই
৪ বিচার করিয়াছি; আমাদের প্রভু যীশুর নামে
তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে,
৫ আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম-সহকারে তাদৃশ
ব্যক্তিকে মাংসের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে
সমর্পণ করা কর্ত্তব্য, যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা
পরিত্রাণ পায়।
৬ তোমাদের শ্লাঘা করা ভাল নয়। তোমরা কি
জান না যে, অল্প তাড়ী সুজীর সমস্ত তাল
৭ মাতায়? তোমরা যেন সুজীর নূতন তালস্বরূপ
হও, তজ্জন্য পুরাতন তাড়ী নিঃশেষে দূর করিয়া
দেও; কেননা তোমরা তাড়ীশূন্য; কারণ আমা-
দের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি বলীকৃত
৮ হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা পুরাতন তাড়ী
দিয়া নয়, হিংসা ও খলতারূপ তাড়ী দিয়া নয়,
কিন্তু সরলতা ও সত্যরূপ তাড়ীশূন্য রুটী দিয়া
পর্ব্ব পালন করি।
৯ ব্যভিচারীদের সংসর্গে থাকিও না, এই কথা
১০ আমি পত্রে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম। এই
জগতের ব্যভিচারী কি লোভী কি পরধনগ্রাহী
কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ নিতান্তই [ত্যক্তব্য,
তাহা বলি] নাই, কেননা তাহা হইলে সুতরাং
জগতের বাহিরে যাওয়া তোমাদের আবশ্যক
১১ হইয়া পড়ে। কিন্তু এখন তোমাদিগকে লিখি-
তেছি যে, ভ্রাতৃনামধারী কোন ব্যক্তি যদি ব্যভি-
চারী কি লোভী কি প্রতিমাপূজক কি কটুভাষী
কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী হয়, তবে তাহার
সংসর্গে থাকিও না, এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তির
১২ সহিত আহার ব্যবহারও করিতে নাই। বস্তুতঃ
বাহিরের লোকদের বিচারে আমার কাজ কি?
ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না?
১৩ কিন্তু বহিঃস্থ লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন।
তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সেই দুষ্টকে
বাহির করিয়া দেও।

বিবাদ ও ব্যভিচার-বিষয়ক কথা।

৬ তোমাদের মধ্যে কি কাহারও এরূপ সাহস
হয় যে, আর এক জনের সহিত বিবাদ হইলে
তাহার বিচার পবিত্রগণের কাছে উপস্থিত না
করিয়া অধার্ম্মিকদের কাছে উপস্থিত করে?
২ অথবা তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ জগ-
তের বিচার করিবেন? আর জগতের বিচার
যদি তোমাদের দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি ক্ষুদ্র-
৩ তম বিষয়ের বিচার করিবার অযোগ্য? তোমরা
কি জান না যে, আমরা দূতগণের বিচার করিব?
৪ এ জীবন সংক্রান্ত বিষয় ত সামান্য কথা। অত-
এব তোমাদের মধ্যে যদি এ জীবন সংক্রান্ত বিষ-
য়ের বিবাদ হয়, তবে মণ্ডলীতে যাহারা কিছুরই
মধ্যে নয়, তাহাদিগকেই কি বিচারে বসাইয়া
৫ থাক? আমি তোমাদের লজ্জার নিমিত্ত এই কথা
কহিতেছি। এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি এমন
বিজ্ঞ এক জনও নাই যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ
হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারে?
৬ কিন্তু ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা বিচারস্থানে বিবাদ
করে, এবং অবিশ্বাসীদের কাছে তাহা উপস্থিত
৭ করে। তোমরা যে পরস্পর বিচারস্থানে বিবাদ
কর, ইহাতে তোমাদের নিতান্তই ত্রুটি হইতেছে।
বরং অন্যায় সহ্য কর না কেন? বরং বঞ্চিত হও
৮ না কেন? কিন্তু তোমরাই অন্যায় করিতেছ,
বঞ্চনা করিতেছ, আর তাহা ভ্রাতৃগণের প্রতিই
৯ করিতেছ। অথবা তোমরা কি জান না যে,
অন্যায়কারীরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে
না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি
প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী
১০ কি পুংমৈথুনকারী কি চোর কি লোভী কি
মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা
১১ ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। আর তোমরা
কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায়
তোমরা ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ,
ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।
১২ সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই
হিতজনক নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়,
কিন্তু আমি কিছুরই কর্ত্তৃত্বের অধীন হইব না।
১৩ ভক্ষ্য উদরের নিমিত্ত, এবং উদর ভক্ষ্যের নিমিত্ত,
কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন। তথাপি
দেহ ব্যভিচারের নিমিত্ত নয়, কিন্তু প্রভুর
১৪ নিমিত্ত, এবং প্রভু দেহের নিমিত্ত। আর ঈশ্বর
আপন পরাক্রমের দ্বারা প্রভুকেও উত্থাপন করি-
য়াছেন, এবং আমাদিগকেও উত্থাপন করিবেন।
১৫ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের
অঙ্গ? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া
১৬ বেশ্যার অঙ্গ করিব? এমন না হউক। অথবা
তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে আসক্ত
হয়, সে [তাহার সহিত] একদেহ হয়? যেহেতুক
তিনি বলেন, "সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।"
১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে আসক্ত হয়, সে [তাঁহার
১৮ সহিত] একাত্মা হয়। তোমরা ব্যভিচার হইতে
পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে,
তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভি-

Digitized by Google

চার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।
১৯ অথবা তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ
সেই পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের
অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে
প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা আপনাদের নও,
২০ যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ। অতএব
তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।

বিবাহবিষয়ক বিধি।

৭ আবার তোমরা যে সকল কথা লিখিয়াছ,
তাহার বিষয়। স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা
২ মনুষ্যের ভাল। কিন্তু ব্যভিচারের ভয়ে প্রত্যেক
পুরুষের নিজের নিজের ভার্য্যা থাকুক, এবং
প্রত্যেক নারীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক।
৩ স্বামী ভার্য্যাকে, আর তদ্রূপ ভার্য্যা স্বামীকে
৪ তাহার প্রাপ্য দিউক। নিজ দেহের উপরে স্ত্রীর
কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্বামীর আছে; আর তদ্রূপ
নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু
৫ ভার্য্যার আছে। তোমরা এক জন অন্য জনকে
বঞ্চনা করিও না; কেবল প্রার্থনার নিমিত্তে অব-
কাশ পাইবার জন্য উভয়ে এক পরামর্শ হইয়া
কিছু দিন পৃথক্ থাকিতে পার; পরে পুনর্ব্বার
একত্র হইবে, পাছে শয়তান তোমাদের ইন্দ্রিয়-
পরতা প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলে।
৬ তথাপি আমি আজ্ঞার মত নয়, কেবল অনুমতির
৭ মত এ কথা কহিতেছি। কিন্তু আমার বাসনা এই
যে, সকল মনুষ্যই আমার মত হয়; কিন্তু এক
জন এক প্রকারে, অন্য জন অন্য প্রকারে, প্রত্যেক
জন ঈশ্বর হইতে আপন আপন বর পাইয়াছে।
৮ পরন্তু অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদিগের
কাছে আমার কথা এই, তাহারা যদি আমার মত
থাকিতে পারে, তবে তাহাদের পক্ষে তাহাই
৯ ভাল। কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে
না পারে, তবে বিবাহ করুক; যেহেতুক কামা-
নলে জ্বলা অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল।
১০ আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি;
—আমি দিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতে-
ছেন,—ভার্য্যা স্বামী হইতে পৃথক্ না হউক।
১১ যদি পৃথক্ হয়, তবে সে অবিবাহিতা থাকুক,
কিম্বা নিজ স্বামীর সহিত সম্মিলিতা হউক।
আর স্বামীও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ না করুক।
১২ পরন্তু অন্য সকলকে প্রভু বলেন না, আমি
বলিতেছি, কোন ভ্রাতার ভার্য্যা অবিশ্বাসিনী
হইলেও যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মতা
হয়, তবে সে তাহাকে পরিত্যাগ না করুক।
১৩ আবার কোন স্ত্রীর স্বামী অবিশ্বাসী হইলেও
যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মত হয়,
তবে সে আপন স্বামীকে পরিত্যাগ না করুক।
১৪ কেননা অবিশ্বাসী স্বামী সেই ভার্য্যাতে পবিত্রী-
কৃত হইয়াছে, এবং অবিশ্বাসিনী ভার্য্যা সেই
ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃতা হইয়াছে; তাহা না হইলে
তোমাদের সন্তানগণ অশুচি হইত, কিন্তু বাস্তবিক
১৫ তাহারা পবিত্র। পরন্তু অবিশ্বাসী যদি পৃথক্
হয়, পৃথক্ হউক; এমন স্থলে ঐ ভ্রাতা কি ভগিনী
দাসত্বে বদ্ধ নহে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে
১৬ শান্তিতে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ হে ভার্য্যে,
তুমি কেমন করিয়া জান যে, তোমার স্বামীর
পরিত্রাণের হেতু হইবে কি না? অথবা, হে
স্বামি, তুমি কেমন করিয়া জান যে, তোমার
১৭ ভার্য্যার পরিত্রাণের হেতু হইবে কি না? কেবল
প্রভু যাহাকে যেমন অংশ দিয়াছেন, ঈশ্বর
যাহাকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন, সে তেমনি
চলুক। আর এই প্রকার নিয়ম আমি যাবতীয়
১৮ মণ্ডলীতে করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি কি ছিন্নত্বক্
হইয়া আহূত হইয়াছে? সে ত্বক্ছেদ লোপ না
করুক। কোন ব্যক্তি কি অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়
১৯ আহূত হইয়াছে? সে ছিন্নত্বক্ না হউক। ত্বক্ছেদ
কিছু নয়, অত্বক্ছেদও কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের
২০ আজ্ঞা পালনই সার। যে ব্যক্তি যে আহ্বানে
২১ আহূত হইয়াছে, সে তাহাতেই থাকুক। তুমি
কি দাস হইয়া আহূত হইয়াছ? ভাবিত হইও
না; কিন্তু যদি স্বাধীন হইতে পার, তবে বরং
২২ তাহা অবলম্বন কর। কেননা প্রভুতে আহূত যে
দাস, সে প্রভুর স্বাধীনীকৃত লোক; তদ্রূপ আহূত
২৩ যে স্বাধীন লোক, সে খ্রীষ্টের দাস। তোমরা
মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, মনুষ্যদের দাস হইও না।
২৪ হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যে অবস্থায় আহূত
হইয়াছে, সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক।
২৫ আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন
আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু বিশ্বস্ত হইবার জন্য
প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার মত
২৬ প্রকাশ করিতেছি। ফলে আমার বোধ হয়, উপ-
স্থিত দুর্গতি প্রযুক্ত এই [অবস্থা] ভাল, অর্থাৎ
২৭ অমনি থাকা মনুষ্যের পক্ষে ভাল। তুমি কি
ভার্য্যাতে নিবদ্ধ আছ? মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও
না। অথবা কি ভার্য্যা হইতে মুক্ত আছ?
২৮ ভার্য্যার চেষ্টা করিও না। কিন্তু বিবাহ করিলেও
তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী যদি বিবাহ
করে, তবে তাহারও পাপ হয় না। তথাপি
তাদৃশ লোকদের মাংসিক ক্লেশ ঘটিবে; আর
তোমাদের প্রতি আমার মমতা হইতেছে।
২৯ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথা এই, সময়
সঙ্কুচিত, অতএব অদ্যাবধি যাহাদের ভার্য্যা
আছে, তাহারাও ভার্য্যাহীনের ন্যায় হউক;
৩০ এবং যাহারা রোদন করে, তাহারা অরোদন-

Digitized by Google

কারীর ন্যায়, যাহারা আনন্দ করে, তাহারা
নিরানন্দের ন্যায়, যাহারা ক্রয় করে, তাহারা
৩১ অনধিকারীর ন্যায় হউক ; আর যাহারা সংসার
ব্যবহার করে, তাহারা তাহার অতিব্যবহার
না করুক, যেহেতুক এই সংসারের আকার প্রকার
৩২ অতীত হইতেছে। পরন্তু আমার বাসনা এই যে,
তোমরা চিন্তারহিত হও। যে অবিবাহিত সে প্রভুর
বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া প্রভুর তুষ্টিকর হইবে,
৩৩ তাহা চিন্তা করে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে
সংসারের বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া ভার্য্যার
৩৪ তুষ্টিকর হইবে, তাহা চিন্তা করে। আর কুমা-
রীতে ও স্ত্রীতেও প্রভেদ আছে। অবিবাহিতা স্ত্রী
প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন দেহে ও আত্মাতে
পবিত্রা হয় ; কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী সংসারের
বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া স্বামীর তুষ্টিকরী হইবে,
৩৫ তাহা চিন্তা করে। এই সকল কথা আমি তোমা-
দের হিতার্থে বলিতেছি, অর্থাৎ তোমাদের
গলায় রজ্জু দিবার জন্য নয়, কিন্তু তোমরা যেন
শিষ্টাচরণ কর, এবং অনন্যমনে প্রভুতে
আসক্ত থাক।
৩৬ তথাপি যদি কাহারও বোধ হয় যে, সে তাঁহার
কুমারী কন্যার প্রতি অশিষ্টাচরণ করিতেছে,
যদি সৌকুমার্য্য অতীত হইয়া থাকে, আর এই
প্রকার হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সে যাহা বাঞ্ছা
করে, তাহা করুক ; ইহাতে তাহার পাপ নাই,
৩৭ তাহারা বিবাহ করুক। কিন্তু [বিবাহ] অনা-
বশ্যক হইলে যে ব্যক্তি হৃদয়ে স্থির, এবং
আপনি আপন ইচ্ছাসম্বন্ধে কর্ত্তা, সে যদি
আপন কন্যাকে কুমারী রাখিতে হৃদয়ে স্থির
৩৮ করিয়া থাকে, তবে ভাল করে। অতএব যে
আপন কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল
করে ; এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।
৩৯ যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন ভার্য্যা
আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর
সে স্বাধীনী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার
সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল
৪০ প্রভুর অধীনে। তথাপি আমার মতানুসারে
অমনি থাকিলে, সে আরও ধন্যা। আর বোধ
হয়, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পাইয়াছি।

প্রতিমার প্রসাদ-বিষয়ক উপদেশ।

৮ আর প্রতিমার প্রসাদের বিষয় আমরা
জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে।
জ্ঞান গর্ব্বিত করে, কিন্তু প্রেমই গাঁথিয়া তুলে।
২ যদি কেহ মনে করে, আমি কিছু জানি, তবে
যেরূপ জানিতে হয়, তদ্রূপ এখনও কিছু জানে
৩ না ; কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরকে প্রেম করে, সেই
৪ তাঁহার জানা লোক। ভাল, প্রতিমার প্রসাদ
ভোজন বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা জগতে
কিছুই নয়, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় নাই।
৫ কেননা যদ্যপি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে নামধারী দেবগণ
থাকে—বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু
৬ আছে,—তথাপি আমাদের পক্ষে একমাত্র ঈশ্বর
সেই পিতা, যাঁহা হইতে যাবতীয় বস্তু হইয়াছে,
ও যাঁহার নিমিত্ত আমরা আছি ; এবং একমাত্র
প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহা দ্বারা যাবতীয় বস্তু হই-
য়াছে, এবং যাঁহা দ্বারা আমরা আছি।
৭ পরন্তু সকলের এ জ্ঞান নাই ; কিন্তু কতক
লোক অদ্যাপি প্রতিমার সংস্রবে থাকায়, প্রতি-
মার প্রসাদ বলিয়া ভোজন করে ; এবং তাহা-
৮ দের সংবেদ দুর্ব্বল বলিয়া কলুষিত হয়। কিন্তু
ভক্ষ্য দ্রব্য আমাদিগকে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য
করায় না ; ভোজন না করিলে আমাদের ক্ষতি
হয় না, ভোজন করিলেও আমাদের বৃদ্ধি হয়
৯ না। কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই ক্ষমতা যেন
১০ দুর্ব্বলদের বিঘ্নজনক না হয়। কেননা জ্ঞান-
বিশিষ্ট যে তুমি, তোমাকে যদি কেহ দেবালয়ে
ভোজনোপবিষ্ট দেখে, তবে সে দুর্ব্বল লোক
হইলে তাহার সংবেদ কি প্রতিমার প্রসাদ
১১ ভোজন করিতে সাহসিক হইবে না? বস্তুতঃ
যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, সেই দুর্ব্বল
১২ ভ্রাতা তোমার জ্ঞানে নষ্ট হইতেছে। আর এই-
রূপে ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে পাপ করিলে, তাহাদের
দুর্ব্বল সংবেদে আঘাত করিলে, তোমরা খ্রীষ্টের
১৩ বিরুদ্ধে পাপ কর। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্য যদি
আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মায়, তবে আমি অনন্ত-
কালেও মাংস ভোজন করিব না, পাছে আপন
ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই।

পৌলের প্রেরিতত্ব-বিষয়ক কথা।

৯ আমি কি স্বাধীন নহি? আমি কি এক জন
প্রেরিত নহি? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি
কি দর্শন করি নাই? তোমরাই কি প্রভুতে
২ আমার [কৃত] কর্ম্ম নহ? আমি যদ্যপি অন্য
লোকদের জন্য প্রেরিত না হই, তথাপি অন্ততঃ
তোমাদের জন্য, কেননা প্রভুতে তোমরাই আমার
৩ প্রেরিতত্বপদের মুদ্রাঙ্ক। যাহারা আমার পরীক্ষা
৪ করে, তাহাদের কাছে আমার উত্তর এই। ভোজন
পান করিবার অধিকার কি আমাদের নাই?
৫ অন্য সকল প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ এবং কৈফা,
ইহাঁদের ন্যায় কোন ধর্ম্মভগিনীকে সহধর্ম্মিণী
করিয়া সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে যাইবার অধি-
৬ কার কি আমাদের নাই? কিম্বা পরিশ্রম ত্যাগ
করিবার অধিকার কি কেবল আমার ও বার্ণবার

Digitized by Google

৭ নাই? কে কখন্ আপনি ধন ব্যয় করিয়া যুদ্ধে
যায়? কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল
না খায়? অথবা কে পালরক্ষক হইয়া পালের
৮ দুগ্ধ না খায়? এ সকল কথা আমি কি মনুষ্যের
রীতিক্রমে কহিতেছি? অথবা ব্যবস্থায়ও কি
৯ ইহা বলে না? কারণ মোশির ব্যবস্থায় লেখা
আছে, "শস্যমর্দ্দনকালে বলদের মুখে জালতি
বাঁধিও না।" ঈশ্বর কি বলদদেরই বিষয় চিন্তা
১০ করেন? কিম্বা সর্ব্বথা আমাদের নিমিত্ত ইহা
কহেন? বস্তুতঃ আমাদেরই নিমিত্ত ইহা লিখিত
হইয়াছে, কারণ যে চাস করে, প্রত্যাশাতেই
চাস করা তাহার কর্ত্তব্য; এবং যে শস্য মাড়ে,
অংশী হইবার আশাতেই শস্য মাড়া তাহার
১১ কর্ত্তব্য। আমরা তোমাদের কাছে আত্মিক বীজ
বপন করিয়া যদি তোমাদের মাংসিক ফল ভোগ
১২ করি, তবে তাহা কি মহৎ বিষয়? তোমাদের
কর্ত্তৃত্বে যদি অন্য লোকদের অধিকার থাকে, তবে
আমাদের কি আরও অধিকার থাকিবে না?
তথাচ আমরা এই কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার করি নাই,
বরং খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা যেন না
জন্মাই, এই জন্য সকলই সহ্য করিতেছি।
১৩ তোমরা কি জান না যে, পবিত্র বিষয়ের কার্য্য
যাহারা করে, তাহারা পবিত্র স্থানের বস্তু খায়,
এবং যজ্ঞবেদির সেবা যাহারা করে, তাহারা
১৪ যজ্ঞবেদির সহিত অংশী হয়? সেইরূপে প্রভু
সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়া-
ছেন যে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইতে
১৫ হইবে। কিন্তু আমি ইহার কিছুই ব্যবহার করি
নাই, আর আমার সম্বন্ধে যে এরূপ করা হইবে,
সে জন্য আমি এ সকল লিখিতেছি না; কেননা
কেহ যে আমার শ্লাঘা ব্যর্থ করিবে, তাহা
১৬ অপেক্ষা বরং আমার মরণ ভাল। কারণ আমি
যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার শ্লাঘা
করিবার কিছুই নাই; যেহেতুক আমার উপরে
অবশ্য-কর্ত্তব্যের ভার রহিয়াছে; সুসমাচার
১৭ প্রচার না করিলে আমি সন্তাপের পাত্র। বস্তুতঃ
ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কার্য্য করিলেই আমার বেতন
পাইলাম; কিন্তু অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিলে ধনা-
ধ্যক্ষের কার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে।
১৮ তবে আমার বেতন কি? তাহা এই যে, সুসমা-
চার প্রচার করিতে করিতে আমি সেই সুসমা-
চারকে ব্যয়রহিত করি, যেন সুসমাচার অনুযায়ী
যে কর্ত্তৃত্ব আমার আছে, তাহার অতিমাত্র ব্যব-
১৯ হার না করি? কারণ সকলের অনধীন হইলেও
আমি যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি,
এই জন্য সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম।
২০ আমি যিহূদীদিগকে লাভ করিবার জন্য যিহূদী-
দের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম; আপনি
ব্যবস্থার অনধীন হইলেও আমি ব্যবস্থার অধীন
লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাধীন-
দিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম।
২১ আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিহীন নহি, বরং খ্রীষ্টের
ব্যবস্থার বশীভূত রহিয়াছি, তথাপি ব্যবস্থা-
বিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থা-
বিহীনদের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হই-
২২ লাম। দুর্ব্বলদিগকে লাভ করিবার জন্য আমি
দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বলের ন্যায় হইলাম; সর্ব্বথা
কতকগুলি লোককে পরিত্রাণের পাত্র করিবার
জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম।
২৩ আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন
তাহার সহভাগী হই।
২৪ তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা
দৌড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক
জন পণ পায়? তোমরা এরূপে দৌড়, যেন পণ
২৫ পাও। আর যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব
বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। পরন্তু, তাহারা ক্ষয়-
ণীয় মুকুট পাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা
২৬ অক্ষয় মুকুট পাইবার জন্য চেষ্টান্বিত। তজ্জন্য
আমি দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না;
মুষ্টিযুদ্ধ করিতেছি, আকাশকে আঘাত করি-
২৭ তেছি না। বরং নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে
রাখিতেছি, পাছে অন্য লোকদের কাছে প্রচার
করিবার পর আমি আপনি অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি।

সাবধানতা ও ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি।

১০ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে,
তোমরা ইহা অজ্ঞাত থাক যে, আমাদের
পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নীচে ছিল,
ও সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল;
২ এবং সকলে মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে
৩ বাপ্তাইজিত হইয়াছিল, এবং সকলে একই
৪ আত্মিক ভক্ষ্য ভোজন করিয়াছিল; আর, সকলে
একই আত্মিক পেয় পান করিয়াছিল। কারণ
তাহারা অনুগামী আত্মিক শৈল হইতে পান
৫ করিত, আর সেই শৈল খ্রীষ্ট। কিন্তু তাহাদের
মধ্যে অধিকাংশ লোকেতে ঈশ্বর প্রীত হন নাই;
ফলতঃ তাহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইল।
৬ এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্ত, তাহারা
যেমন লুব্ধ হইয়াছিল, তেমনি আমরা যেন মন্দ
৭ বিষয়ে লুব্ধ না হই। আবার তাহাদের মধ্যে
কতক লোকের ন্যায় তোমরা প্রতিমাপূজক হইও
না; যেমন লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন
পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।"
৮ আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক ব্যভিচার-
কার্য্য করিয়াছিল, এবং এক দিনে তেইশ সহস্র

Digitized by Google

জন মারা পড়িল, সেইরূপ আমরা যেন ব্যভি-
৯ চার না করি। আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক
লোক পরীক্ষা করিয়াছিল, এবং সর্পগণের দ্বারা
নষ্ট হইয়াছিল, আমরা যেন তেমনি প্রভুর
১০ পরীক্ষা না করি। আর যেমন তাহাদের মধ্যে
কতক লোক বচসা করিয়াছিল, এবং সংহারকের
দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ তোমরা বচসা
১১ করিও না। তাহাদের প্রতি এই সকল দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ ঘটিয়াছিল, এবং আমাদিগকে চেতনা
প্রদানার্থে ইহা লিখিত হইয়াছিল, ফলতঃ
আমাদের সময়ে যুগপর্য্যায়ের পরিণাম উপ-
১২ স্থিত হইয়াছে। অতএব যে কেহ আপনাকে
দণ্ডায়মান বলিয়া মনে করে, সে সাবধান হউক,
১৩ পাছে পতিত হয়। মনুষ্য যে পরীক্ষা সহ করিতে
পারে, তদ্ব্যতীত অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি
ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমা-
দের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে
দিবেন না, কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উত্তীর্ণ
হইবার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা
পরীক্ষা সহ করিতে পার।
১৪ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, প্রতিমাপূজা
১৫ হইতে পলায়ন কর। আমি তোমাদিগকে বুদ্ধি-
মান জানিয়া বলিতেছি, তোমরা আপনারা
১৬ আমার কথা বিবেচনা কর। আমরা আশীর্ব্বাদের
যে পানপাত্র আশীর্ব্বাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের
রক্তের সহভাগিতা নয়? যে রুটী ভাঙ্গি, তাহা
১৭ কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? যেহেতুক
অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটী, এক শরীর;
কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটীর অংশী।
১৮ মাংস অনুযায়ী ইস্রায়েলকে নিরীক্ষণ কর;
যাহারা বলি ভোজন করে, তাহারা কি যজ্ঞবেদির
১৯ সহভাগী নয়? তবে আমি কি বলিতেছি?
প্রতিমার প্রসাদ কি কিছুরই মধ্যে গণ্য, অথবা
প্রতিমা কি কিছুরই মধ্যে গণ্য? [তাহা নয়,]
২০ কিন্তু জাতিগণ যাহা যাহা বলিদান করে, তাহা
ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়, ভূতদের উদ্দেশে বলিদান
করে; আর আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তোমরা
২১ ভূতদের সহভাগী হও। প্রভুর পানপাত্র ও ভূত-
দের পানপাত্র, এই উভয় পাত্রে তোমরা পান
করিতে পার না; প্রভুর মেজ ও ভূতদের মেজ,
২২ এই উভয় মেজের অংশী হইতে পার না। অথবা
আমরা কি প্রভুর ঈর্ষা জন্মাইতেছি? তাঁহা
হইতে কি আমরা বলবান?
২৩ সকলই বিধেয়, কিন্তু সকলই হিতজনক নয়;
সকলই বিধেয়, কিন্তু সকলই গাঁথনিসাধক নয়।
২৪ প্রত্যেক জন আপনার [মঙ্গল] চেষ্টা না করিয়া
২৫ বরং পরের [মঙ্গল] চেষ্টা করুক। যে কোন দ্রব্য
বাজারে বিক্রয় হয়, সংবেদের জন্য কিছু
জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা ভোজন করিও;
২৬ যেহেতুক "পৃথিবী ও তৎপূর্ণতা প্রভুর।"
২৭ অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেহ তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ
করিলে যদি তোমরা যাইতে সম্মত হও, তবে
সংবেদের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে
কোন সামগ্রী তোমাদের সম্মুখে রাখা হয়,
২৮ তাহাই ভোজন করিও। কিন্তু যদি কেহ তোমা-
দিগকে বলে, এ প্রতিমার প্রসাদ, তবে যে জানা-
ইল, তাহার জন্য, এবং সংবেদের জন্য তাহা
২৯ ভোজন করিও না। যে সংবেদের কথা আমি
বলিলাম, তাহা তোমার নয়, কিন্তু পরের
সংবেদ। কারণ আমার স্বাধীনতা কেন পরের
৩০ সংবেদের দ্বারা বিচারিত হইবে? যদি আমি
ধন্যবাদের সহিত ভোজন করি, তবে যাহার
নিমিত্তে আমি ধন্যবাদ করি, তাহার জন্য আপ-
৩১ নাকে নিন্দিত হইতে দিই কেন? অতএব
তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর,
৩২ সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর। যিহূদী কি
গ্রীক কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কাহারও বিঘ্ন জন্মাইও
৩৩ না; যেমন আমিও সকল বিষয়ে সকলের প্রীতি-
কর হই, আপনার হিত চেষ্টা না করিয়া অনে-
কের হিত চেষ্টা করি, যেন তাহারা পরিত্রাণ
৩৪ পায়। আমি যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী, তোমরা
তেমনি আমার অনুকারী হও।

১১ তোমরা সকল বিষয়ে আমাকে স্মরণ করি-
তেছ, এবং শিক্ষাগুলি তোমাদের কাছে
যেরূপ সমর্পণ করিয়াছি, সেইরূপই ধারণ করি-
তেছ, এই নিমিত্ত তোমাদের প্রশংসা করিতেছি।
৩ তথাপি আমার ইচ্ছা এই যেন তোমরা জান যে,
প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর
মস্তকস্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর।
৪ যে কোন পুরুষ মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা
করে, কিম্বা ভাবোক্তি প্রচার করে, সে আপন
৫ মস্তকের অপমান করে। কিন্তু যে কোন স্ত্রী
অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে, কিম্বা ভাবোক্তি
প্রচার করে, সে আপন মস্তকের অপমান করে;
কারণ সে নির্ব্বিশেষে মুণ্ডিতার সমান হইয়া
৬ পড়ে। বস্তুতঃ স্ত্রী যদি মস্তক আবৃত না রাখে,
তবে ছিন্নকেশীও হউক; কিন্তু ছিন্নকেশী হওয়া
কি মস্তক মুণ্ডন করা যদি স্ত্রীর লজ্জাজনক হয়,
৭ তবে মস্তক আবৃত রাখুক। কেননা পুরুষ ঈশ্বরের
প্রতিমূর্ত্তি ও প্রভাস্বরূপ, তজ্জন্য মস্তক আবৃত
রাখা তাহার অনুচিত; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রভা।
৮ কারণ স্ত্রী হইতে পুরুষের উৎপত্তি হয় নাই,
৯ কিন্তু পুরুষ হইতে স্ত্রীর। আর স্ত্রীর নিমিত্ত
পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত
১০ স্ত্রীর। এই কারণ স্ত্রীর মস্তকে কর্তৃত্বের চিহ্ন
১১ রাখা কর্ত্তব্য, দূতগণের জন্য কর্ত্তব্য। তথাপি

Digitized by Google

প্রভুতে পুরুষ হইতে স্ত্রী স্বতন্ত্রা নহে, এবং স্ত্রী
১২ হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র নহে। কারণ যেমন পুরুষ
হইতে স্ত্রী, তেমনি আবার স্ত্রী দিয়া পুরুষ হই-
১৩ য়াছে, কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে। তোমরা
আপনাদের মধ্যে বিচার কর, অনাবৃত মস্তকে
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীর উপযুক্ত?
১৪ বরং প্রকৃতিও কি তোমাদিগকে শিক্ষা দেয় না
যে, দীর্ঘকেশ হওয়া পুরুষের অনাদরজনক?
১৫ কিন্তু দীর্ঘকেশী হওয়া স্ত্রীর শোভা, যেহেতুক
দীর্ঘকেশ আবরণের পরিবর্তে তাহাকে দেওয়া
১৬ হইয়াছে। কিন্তু যদি বিবাদী হওয়া কাহারও
বিহিত বোধ হয়, তবে এই প্রকার ব্যবহার আমা-
দের নাই, এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীগণেরও নাই।

প্রভুর ভোজ।

১৭ কিন্তু এই আদেশ দিবার উপলক্ষে আমি
তোমাদের প্রশংসা করি না, কারণ তোমাদের
সমাগম সুফলের জন্য নয়, কিন্তু কুফলের জন্য
১৮ হইয়া থাকে। কারণ প্রথমতঃ, যখন তোমরা
মণ্ডলীতে সমাগত হও, তখন তোমাদের মধ্যে
দলাদলি হইয়া থাকে, ইহা শুনিতে পাইতেছি,
১৯ এবং কিয়দংশে বিশ্বাস করিতেছি। কেননা
তোমাদের মধ্যে যাহারা পরীক্ষাসিদ্ধ, তাহারা
যেন ব্যক্ত হয়, তন্নিমিত্ত তোমাদের মধ্যে দল-
২০ ভেদও হওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, তোমরা
যখন এক স্থানে সমাগত হও, তখন প্রভুর ভোজ
২১ ভোজন করা হয় না; কেননা ভোজনকালে
প্রত্যেক জন অপরের অগ্রে নিজ ভোজ ভোজন
করে, তাহাতে এক জন ক্ষুধিত থাকে, আর এক
২২ জন বা মত্ত হয়। এ কেমন? ভোজন পান করি-
বার জন্য কি তোমাদের গৃহ নাই? অথবা
তোমরা কি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অবজ্ঞা করিতেছ,
এবং সঙ্গতিবিহীন লোকদিগকে লজ্জা দিতেছ?
আমি তোমাদিগকে কি বলিব? এ বিষয়ে কি
তোমাদের প্রশংসা করিব? প্রশংসা করি না।
২৩ কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাই-
য়াছি, এবং তোমাদিগকে প্রদানও করিয়াছি
যে, [শত্রুহস্তে] সমর্পিত হইবার রাত্রিতে প্রভু
২৪ যীশু রুটী লইলেন, এবং ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া
কহিলেন, "ইহা আমার শরীর, যাহা তোমা-
২৫ দের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা কর।" সেই
প্রকারে তিনি ভোজন সাঙ্গ হইলে পানপাত্রও
[লইয়া] কহিলেন, "এই পানপাত্র আমার রক্তে
নূতন নিয়ম; তোমরা যত বার [ইহা] পান
করিবে, তত বার আমার স্মরণার্থে করিও।"
২৬ বস্তুতঃ যত বার তোমরা এই রুটী ভোজন কর,
এবং এই পাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর আগ-
২৭ মন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিতেছ। অত-
এব যে কেহ অযোগ্যরূপে প্রভুর এই রুটী ভোজন
কিম্বা এই পাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের
২৮ ও রক্তের দায়ী হইবে। পরন্তু মনুষ্য আপনার
পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটী
২৯ ভোজন ও সেই পাত্রে পান করুক। কেননা যে
ব্যক্তি সেই শরীর না জানিয়া ভোজন পান করে,
৩০ সে আপনার বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে। এই
কারণ তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্ব্বল ও
পীড়িত আছে, এবং অনেকে নিদ্রাগত হইতেছে।
৩১ আমরা যদি আপনাদিগকে আপনারা জানি,
৩২ তবে আমরা বিচারিত হইব না; কিন্তু আমরা
যখন বিচারিত হই, তখন প্রভু কর্ত্তৃক শাসিত
হই, যেন জগতের সহিত দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত না হই।
৩৩ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন
ভোজনার্থে একত্র হও, তখন এক জন অন্যের
৩৪ অপেক্ষা কর। যদি কাহারও ক্ষুধা লাগে, তবে
সে বাটীতে আহার করুক; তোমাদের একত্র
হওয়া যেন বিচারাজ্ঞার হেতু না হয়। অবশিষ্ট
সকল কথার বিধান, আমি যখন উপস্থিত হইব,
তখন করিব।

পবিত্র আত্মার বিবিধ বর প্রদান।

১২ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক দান সকলের
বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, আমার এ
২ ইচ্ছা নয়। তোমরা জান, যখন তোমরা পর-
জাতীয় ছিলে, তখন যেমন চালিত হইতে,
তদনুসারে অবাক্ প্রতিমাগণের দিকেই অপনীত
৩ হইতে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি
যে, ঈশ্বরের আত্মায় কথা কহিলে, কেহ বলে না,
যীশু শাপাস্পদ, এবং পবিত্র আত্মার আবেশ
ব্যতিরেকে কেহ বলিতে পারে না, যীশু প্রভু।
৪ অনুগ্রহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক;
৫ এবং পরিচর্য্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক;
৬ এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর
এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা।
৭ পরন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার
৮ আবির্ভাব দত্ত হয়। কারণ এক জনকে সেই
আত্মা দ্বারা বিজ্ঞতার বাক্য, আর এক জনকে
৯ সেই আত্মানুসারে বিদ্যার বাক্য, আর এক
জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে
সেই এক আত্মাতে আরোগ্য দান করিবার শক্তি-
১০ রূপ বর, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক
গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে
আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক
জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর
এক জনকে নানা ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দান

Digitized by Google

১১ করা যায়। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র
আত্মা সাধন করেন : তিনি সবিশেষ বিভাগ
করিয়া যাহাকে যাহা দিতে মানস করেন,
তাহাকে তাহা দেন।
১২ কেননা যেমন দেহ এক, কিন্তু তাহার অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সেই অনেক অঙ্গের
১৩ সাকল্যে এক দেহ হয়, তেমনি খ্রীষ্ট। ফলতঃ
আমরা যিহূদী হই কি গ্রীক হই, দাস হই কি
স্বাধীন হই, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই
আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলে
১৪ এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি। কেননা
১৫ দেহ একটী অঙ্গ নয়, কিন্তু অনেক। চরণ যদি
বলে, আমি হস্ত নহি, তজ্জন্য দেহের অংশ নহি,
১৬ তবে তাহা যে দেহের অংশ নয়, এমন নয়। আর
কর্ণ যদি বলে, আমি চক্ষু নহি, তজ্জন্য দেহের
অংশ নহি, তবে তাহা যে দেহের অংশ নয়,
১৭ এমন নয়। সমস্ত দেহ যদি চক্ষু হইত, তবে
শ্রবণ কোথায় থাকিত ? এবং সমস্তই যদি শ্রবণ
১৮ হইত, তবে ঘ্রাণ কোথায় থাকিত ? কিন্তু এখন
ঈশ্বর দেহের মধ্যে আপন ইচ্ছামতে প্রত্যেককে
স্ব স্ব স্থান দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বসাইয়া-
১৯ ছেন। নতুবা সমস্তই যদি একমাত্র অঙ্গ হইত,
২০ তবে দেহ কোথায় থাকিত ? কিন্তু এখন অঙ্গ
২১ অনেক বটে, কিন্তু দেহ এক। চক্ষু হস্তকে বলিতে
পারে না, তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই ;
আবার মস্তক চরণদ্বয়কে বলিতে পারে না,
২২ তোমাদিগেতে আমার প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ
দেহের যে সকল অঙ্গকে দুর্ব্বলতর বলিয়া বোধ
২৩ হয়, সেই গুলি অধিক প্রয়োজনীয়। আর
আমরা দেহের যে সকল অঙ্গ অপেক্ষাকৃত অনা-
দরণীয় বলিয়া জ্ঞান করি, সেইগুলি অধিক
আদরে ভূষিত করি, এবং আমাদের কুরূপ অঙ্গ-
২৪ গুলি অধিকতর সুরূপ দেখায়। আমাদের যে
সকল অঙ্গ সুরূপ, সেগুলির প্রয়োজন নাই।
যাহা হউক, ঈশ্বর অসম্পূর্ণকে অধিক আদর
২৫ দিয়া সমুদয় দেহ সংগঠিত করিয়াছেন, যেন
দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল
ঐক্যভাবে একটী অন্যের হিত চিন্তা করে।
২৬ তাহাতে এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত
সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, অথবা এক অঙ্গ গৌরব
প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দ
২৭ করে। ভাল, তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক এক
২৮ জন সেই দেহের এক একটী অঙ্গস্বরূপ। আর
মণ্ডলীতে ঈশ্বর প্রথমতঃ প্রেরিতদিগকে, দ্বিতী-
য়তঃ ভাববাদীদিগকে, তৃতীয়তঃ শিক্ষাগুরুদিগকে
স্থাপন করিয়াছেন ; তৎপরে পরাক্রম-কার্য্য,
তৎপরে আরোগ্য-সাধক বর, উপকার, শাসনপদ,
২৯ নানাবিধ ভাষা [দিয়াছেন]। সকলেই কি
প্রেরিত ? সকলেই কি ভাববাদী ? সকলেই কি
শিক্ষাগুরু ? সকলেই কি পরাক্রম-কার্য্যকারী ?
৩০ সকলেই কি আরোগ্য-সাধক বর পাইয়াছে ?
সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে ? সকলেই
৩১ কি অর্থ বুঝাইয়া দেয় ? তোমরা শ্রেষ্ঠ বর সকল
প্রাপ্ত হইতে যত্নবান হও। পরন্তু আমি তোমা-
দিগকে উৎকৃষ্টতর এক পথও দেখাইতেছি।

প্রেমের উৎকৃষ্টতা।

১৩ যদি আমি মনুষ্যদের, এবং দূতগণের
ভাষা বলি, আর আমার প্রেম না থাকে,
তবে আমি শব্দকারক পিত্তল ও ঝঞ্ঝনকারী
২ করতাল হইয়া পড়িয়াছি। আর যদি ভাববাণী
প্রাপ্ত ও যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্বে ও যাবতীয় জ্ঞানে
পারদর্শী হই, এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস
থাকে, যাহাতে আমি পর্ব্বত স্থানান্তর করিতে
পারি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি
৩ কিছুই নহি। আর যদি [দরিদ্রদিগকে] ভোজন
করাইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করি, এবং দগ্ধ
হইবার জন্য আপন দেহ উৎসর্গ করি, কিন্তু
আমার প্রেম না থাকে, তবে আমার কোন ফল
দর্শে না।
৪ প্রেম চিরসহিষ্ণু ও মধুর, প্রেম ঈর্ষা করে
না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব্বিত হয় না,
৫ অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগ-
৬ ক্রোধ করে না, অপকার গণনা করে না, অধার্ম্মি-
কতায় আনন্দিত না হইয়া সত্যের সহিত আনন্দ
৭ করে ; সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে,
সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্যপূর্ব্বক
সহ্য করে।
৮ প্রেম কখনও শেষ হয় না। যদি ভাববাণী
থাকে, তবে তাহার লোপ হইবে ; যদি বিশেষ
বিশেষ ভাষা থাকে, তবে তাহার নিবৃত্তি হইবে ;
যদি জ্ঞান থাকে, তবে তাহার লোপ হইবে।
৯ কেননা আমাদের জ্ঞান খণ্ডমাত্র, এবং আমাদের
১০ ভাবোক্তি খণ্ডমাত্র। কিন্তু পূর্ণতা উপস্থিত হইলে
১১ পর সেই খণ্ড লোপ করা যাইবে। আমি যখন
বালক ছিলাম, তখন বালকের ন্যায় কথা কহি-
তাম, বালকের ন্যায় চিন্তা করিতাম, বালকের
ন্যায় বিচার করিতাম ; এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি
১২ বলিয়া বালকত্ব ত্যাগ করিয়াছি। বস্তুতঃ এখন
আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে
সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব ; এখন আমার জ্ঞান
খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন
পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব।
১৩ আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম, এই তিনটী
আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

Digitized by Google

আধ্যাত্মিক দানের বিষয় ।

১৪ তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, আবার
আত্মিক বর সকল, বিশেষতঃ ভাবোক্তি
প্রচার করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য উদ্যোগী
২ হও। কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষা বলে, সে
মনুষ্যকে না বলিয়া ঈশ্বরকে বলে ; কারণ কেহ
তাহা বুঝে না, সে আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব সকল বলে।
৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবোক্তি প্রচার করে, সে মনুষ্য-
দিগকে গাঁথিয়া তুলিবার, আশ্বাস ও সান্ত্বনা
৪ দিবার জন্য কথা কহে। যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষা
বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে
ভাবোক্তি প্রচার করে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া
৫ তুলে। আমি ইচ্ছা করিতেছি, যেন তোমরা
সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষা বলিতে পার, কিন্তু
অধিক ইচ্ছা করিতেছি, যেন ভাবোক্তি প্রচার
করিতে পার ; কেননা যে ব্যক্তি মণ্ডলীকে গাঁথিয়া
তুলিবার নিমিত্ত অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, এমন
বিশেষ বিশেষ ভাষাবাদী অপেক্ষা ভাবোক্তি
প্রচারক মহান।
৬ হে ভ্রাতৃগণ, এখন আমি তোমাদের নিকটে
উপস্থিত হইয়া যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলি,
কিন্তু প্রকাশিত বাক্য কিম্বা জ্ঞান কিম্বা ভাববাণী
কিম্বা উপদেশক্রমে কথা না বলি, তবে আমা
৭ হইতে তোমাদের কি উপকার দর্শিবে ? বাঁশী
হউক, কি বীণা হউক, ধ্বনিযুক্ত নিষ্প্রাণ বস্তুও
তাল মান না রাখিয়া যদি বাজে, তবে বাঁশীতে
কি বাজিতেছে, বীণাতে কি গাওয়া হইতেছে,
৮ তাহা কিসে জানা যাইবে ? বস্তুতঃ তূরীর ধ্বনি
যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ
৯ হইবে ? তেমনি তোমরা যদি জিহ্বা দ্বারা, যাহা
সহজে বুঝা যায়, এমন কথা না বল, তবে কি
বলা হইতেছে, তাহা কিসে জানা যাইবে ? বরঞ্চ
তোমাদের কথা আকাশকে বলার মতন হইবে।
১০ হয় ত জগতে এত প্রকার ভাষা আছে, তাহার
১১ মধ্যে অর্থবিহীন একটীও নাই। কিন্তু আমি
যদি ভাষাবিশেষের অর্থ না জানি, তবে যে জন
বলে, তাহার পক্ষে আমি বর্ব্বর হইব, এবং
১২ আমার পক্ষে সেই বক্তা বর্ব্বর হইবে। অতএব
তোমরা বিবিধ আত্মিক বরের জন্য উদ্যোগী
আছ বলিয়া চেষ্টা কর, যেন মণ্ডলীকে গাঁথিয়া
১৩ তুলিবার জন্য উপচয় প্রাপ্ত হও। এই জন্য
বিশেষ-ভাষাবাদী প্রার্থনা করুক, যেন সে অর্থ
১৪ বুঝাইয়া দিতে পারে। কেননা যদি আমি বিশেষ
ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা
১৫ করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে। তবে
কি ? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও
প্রার্থনা করিব ; আমি আত্মাতে গান করিব,
১৬ বুদ্ধিতেও গান করিব। নতুবা যদি তুমি আত্মাতে
আশীর্ব্বাদ কর, তবে যে সামান্য শ্রোতার স্থান
পূর্ণ করে, সে কেমন করিয়া তোমার ধন্যবাদে
আমেন বলিবে ? যেহেতুক তুমি কি বলিতেছ,
১৭ তাহা সে জানে না। তুমি সুন্দররূপে ধন্যবাদ
দিতেছ বটে, কিন্তু সেই ব্যক্তি সংগ্রথিত হয়
১৮ না। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, তোমাদের
সকলের অপেক্ষা আমি অধিক বিশেষ বিশেষ
১৯ ভাষাবাদী ; কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাষায়
দশ সহস্র কথা অপেক্ষা বরং অন্য লোকদিগকেও
শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটী কথা কহিতে
ভাল বাসি।
২০ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা বিচারে বালক হইও না,
বরঞ্চ হিংসাতে শিশুগণের ন্যায় হও, কিন্তু
২১ বিচারে পক্ব হও। ব্যবস্থায় লেখা আছে, "প্রভু
কহিতেছেন, আমি পরভাষাবাদিগণের দ্বারা
ও বিদেশীদের ওষ্ঠ দ্বারা এই লোকদের কাছে
কথা কহিব, কিন্তু তাহা করিলেও তাহারা আমার
২২ কথা শুনিবে না।" অতএব সেই বিশেষ বিশেষ
ভাষা বিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং অবিশ্বাসী-
দেরই নিমিত্ত অভিজ্ঞানস্বরূপ ; কিন্তু ভাববাণী
অবিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং বিশ্বাসীদেরই
২৩ নিমিত্ত। অতএব সমস্ত মণ্ডলী একত্র হইলে যদি
সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে, এবং কতক-
গুলিন সামান্য কি অবিশ্বাসী লোক প্রবেশ
করে, তবে তাহারা কি বলিবে না যে, তোমরা
২৪ ক্ষিপ্ত ? কিন্তু সকলে ভাবোক্তি প্রচার করিলে
যদি কোন অবিশ্বাসী কি সামান্য ব্যক্তি প্রবেশ
করে, তবে সে সকলের দ্বারা দোষীকৃত হয়, সে
সকলের দ্বারা বিচারিত হয়, তাহার হৃদয়ের
২৫ গুপ্ত ভাব সকল ব্যক্ত হয় ; এবং এইরূপে সে
অধোমুখে পড়িয়া, ঈশ্বর বাস্তবিকই তোমাদের
মধ্যবর্ত্তী, ইহা স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের ভজনা
করিবে।
২৬ হে ভ্রাতৃগণ, তবে দাঁড়াইল কি ? তোমরা যখন
একত্র হও, তখন কাহারও গীত, কাহারও উপ-
দেশ, কাহারও প্রকাশিত বাক্য, কাহারও বিশেষ
ভাষা, কাহারও ব্যাখ্যা থাকে ; সকলই গাঁথিয়া
২৭ তুলিবার নিমিত্ত হউক। যদি কেহ বিশেষ
ভাষা বলে, তবে দুই জন, কিম্বা অধিক
হইলে তিন জন বলুক, পালানুক্রমেই বলুক,
২৮ আর এক জন অর্থ বুঝাইয়া দিউক। কিন্তু
অর্থকারী না থাকিলে সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে
নীরব হইয়া থাকুক, কেবল আপনার ও ঈশ্ব-
২৯ রের উদ্দেশে কথা বলুক। আর ভাববাদীরা
দুই কিম্বা তিন জন করিয়া কথা বলুক, অন্য
৩০ সকলে বিচার করুক। কিন্তু উপবিষ্ট অন্য
কোন ব্যক্তির নিকটে যদি কিছু প্রকাশিত হয়,

Digitized by Google

আর যে ব্যক্তি এমন কর্ম্ম করিয়াছে, সে যেন
তোমাদের মধ্য হইতে দূরীকৃত হয়, এই জন্য
৩ বরঞ্চ শোক কর নাই? কারণ যে ব্যক্তি এই
প্রকারে সেই কার্য্য করিয়াছে, আমি দেহে অনু-
পস্থিত হইলেও আত্মাতে উপস্থিত হইয়া তাহার
বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় এই
৪ বিচার করিয়াছি; আমাদের প্রভু যীশুর নামে
তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে,
৫ আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম-সহকারে তাদৃশ
ব্যক্তিকে মাংসের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে
সমর্পণ করা কর্ত্তব্য, যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা
পরিত্রাণ পায়।

৬ তোমাদের শ্লাঘা করা ভাল নয়। তোমরা কি
জান না যে, অল্প তাড়ী সুজীর সমস্ত তাল
৭ মাতায়? তোমরা যেন সুজীর নূতন তালস্বরূপ
হও, তজ্জন্য পুরাতন তাড়ী নিঃশেষে দূর করিয়া
দেও; কেননা তোমরা তাড়ীশূন্য; কারণ আমা-
দের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি বলীকৃত
৮ হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা পুরাতন তাড়ী
দিয়া নয়, হিংসা ও খলতারূপ তাড়ী দিয়া নয়,
কিন্তু সরলতা ও সত্যরূপ তাড়ীশূন্য রুটী দিয়া
পর্ব্ব পালন করি।

৯ ব্যভিচারীদের সংসর্গে থাকিও না, এই কথা
১০ আমি পত্রে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম। এই
জগতের ব্যভিচারী কি লোভী কি পরধনগ্রাহী
কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ নিতান্তই [ত্যাজ্য,
তাহা বলি] নাই, কেননা তাহা হইলে সুতরাং
জগতের বাহিরে যাওয়া তোমাদের আবশ্যক
১১ হইয়া পড়ে। কিন্তু এখন তোমাদিগকে লিখি-
তেছি যে, ভ্রাতৃনামধারী কোন ব্যক্তি যদি ব্যভি-
চারী কি লোভী কি প্রতিমাপূজক কি কটুভাষী
কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী হয়, তবে তাহার
সংসর্গে থাকিও না, এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তির
১২ সহিত আহার ব্যবহারও করিতে নাই। বস্তুতঃ
বাহিরের লোকদের বিচারে আমার কাজ কি?
ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না?
১৩ কিন্তু বহিঃস্থ লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন।
তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সেই দুষ্টকে
বাহির করিয়া দেও।

বিবাদ ও ব্যভিচার-বিষয়ক কথা।

৬ তোমাদের মধ্যে কি কাহারও এরূপ সাহস
হয় যে, আর এক জনের সহিত বিবাদ হইলে
তাহার বিচার পবিত্রগণের কাছে উপস্থিত না
করিয়া অধার্ম্মিকদের কাছে উপস্থিত করে?
২ অথবা তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ জগ-
তের বিচার করিবেন? আর জগতের বিচার
যদি তোমাদের দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি ক্ষুদ্র-
৩ তম বিষয়ের বিচার করিবার অযোগ্য? তোমরা
কি জান না যে, আমরা দূতগণের বিচার করিব?
৪ এ জীবন সংক্রান্ত বিষয় ত সামান্য কথা। অত-
এব তোমাদের মধ্যে যদি এ জীবন সংক্রান্ত বিষ-
য়ের বিবাদ হয়, তবে মণ্ডলীতে যাহারা কিছুই
মধ্যে নয়, তাহাদিগকেই কি বিচারে বসাইয়া
৫ থাক? আমি তোমাদের লজ্জার নিমিত্ত এই কথা
কহিতেছি। এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি এমন
বিজ্ঞ এক জনও নাই যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ
হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারে!
৬ কিন্তু ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা বিচারস্থানে বিবাদ
করে, এবং অবিশ্বাসীদের কাছে তাহা উপস্থিত
৭ করে। তোমরা যে পরস্পর বিচারস্থানে বিবাদ
কর, ইহাতে তোমাদের নিতান্তই ত্রুটি হইতেছে।
বরং অন্যায় সহ কর না কেন? বরং বঞ্চিত হও
৮ না কেন? কিন্তু তোমরাই অন্যায় করিতেছ,
বঞ্চনা করিতেছ, আর তাহা ভ্রাতৃগণের প্রতি
৯ করিতেছ। অথবা তোমরা কি জান না যে,
অন্যায়কারীরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে
না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি
প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী
১০ কি পুংমৈথুনকারী কি চোর কি লোভী কি
মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা
১১ ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। আর তোমরা
কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায়
তোমরা ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ,
ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।

১২ সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই
হিতজনক নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়,
কিন্তু আমি কিছুরই কর্তৃত্বের অধীন হইব না।
১৩ ভক্ষ্য উদরের নিমিত্ত, এবং উদর ভক্ষ্যের নিমিত্ত,
কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন। তথাপি
দেহ ব্যভিচারের নিমিত্ত নয়, কিন্তু প্রভুর
১৪ নিমিত্ত, এবং প্রভু দেহের নিমিত্ত। আর ঈশ্বর
আপন পরাক্রমের দ্বারা প্রভুকেও উত্থাপন করি-
য়াছেন, এবং আমাদিগকেও উত্থাপন করিবেন।
১৫ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের
অঙ্গ? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া
১৬ বেশ্যার অঙ্গ করিব? এমন না হউক। অথবা
তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে আসক্ত
হয়, সে [তাহার সহিত] একদেহ হয়? যেহেতুক
তিনি বলেন, "সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।"
১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে আসক্ত হয়, সে [তাঁহার
১৮ সহিত] একাত্মা হয়। তোমরা ব্যভিচার হইতে
পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে,
তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যক্তি

Digitized by Google

চার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।
১৯ অথবা তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ
সেই পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের
অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে
প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা আপনাদের নও,
২০ যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ। অতএব
তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।

বিবাহবিষয়ক বিধি।

৭ আবার তোমরা যে সকল কথা লিখিয়াছ,
তাহার বিষয়। স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা
২ মনুষ্যের ভাল। কিন্তু ব্যভিচারের ভয়ে প্রত্যেক
পুরুষের নিজের নিজের ভার্য্যা থাকুক, এবং
প্রত্যেক নারীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক।
৩ স্বামী ভার্য্যাকে, আর তদ্রূপ ভার্য্যা স্বামীকে
৪ তাহার প্রাপ্য দিউক। নিজ দেহের উপরে স্ত্রীর
কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্বামীর আছে; আর তদ্রূপ
নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু
৫ ভার্য্যার আছে। তোমরা এক জন অন্য জনকে
বঞ্চনা করিও না; কেবল প্রার্থনার নিমিত্তে অব-
কাশ পাইবার জন্য উভয়ে এক পরামর্শ হইয়া
কিছু দিন পৃথক্ থাকিতে পার; পরে পুনর্ব্বার
একত্র হইবে, পাছে শয়তান তোমাদের ইন্দ্রিয়-
পরতা প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলে।
৬ তথাপি আমি আজ্ঞার মত নয়, কেবল অনুমতির
৭ মত এ কথা কহিতেছি। কিন্তু আমার বাসনা এই
যে, সকল মনুষ্যই আমার মত হয়; কিন্তু এক
জন এক প্রকারে, অন্য জন অন্য প্রকারে, প্রত্যেক
জন ঈশ্বর হইতে আপন আপন বর পাইয়াছে।
৮ পরন্তু অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদিগের
কাছে আমার কথা এই, তাহারা যদি আমার মত
থাকিতে পারে, তবে তাহাদের পক্ষে তাহাই
৯ ভাল। কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে
না পারে, তবে বিবাহ করুক; যেহেতুক কামা-
নলে জ্বলা অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল।
১০ আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি;
—আমি দিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতে-
ছেন,—ভার্য্যা স্বামী হইতে পৃথক্ না হউক।
১১ যদি পৃথক্ হয়, তবে সে অবিবাহিতা থাকুক,
কিম্বা নিজ স্বামীর সহিত সম্মিলিতা হউক।
আর স্বামীও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ না করুক।
১২ পরন্তু অন্য সকলকে প্রভু বলেন না, আমি
বলিতেছি, কোন ভ্রাতার ভার্য্যা অবিশ্বাসিনী
হইলেও যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মতা
হয়, তবে সে তাহাকে পরিত্যাগ না করুক।
১৩ আবার কোন স্ত্রীর স্বামী অবিশ্বাসী হইলেও
যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মত হয়,
তবে সে আপন স্বামীকে পরিত্যাগ না করুক।
১৪ কেননা অবিশ্বাসী স্বামী সেই ভার্য্যাতে পবিত্রী-
কৃত হইয়াছে, এবং অবিশ্বাসিনী ভার্য্যা সেই
ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃতা হইয়াছে; তাহা না হইলে
তোমাদের সন্তানগণ অশুচি হইত, কিন্তু বাস্তবিক
১৫ তাহারা পবিত্র। পরন্তু অবিশ্বাসী যদি পৃথক্
হয়, পৃথক্ হউক; এমন স্থলে ঐ ভ্রাতা কি ভগিনী
দাসত্বে বদ্ধ নহে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে
১৬ শান্তিতে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ হে ভার্য্যে,
তুমি কেমন করিয়া জান যে, তোমার স্বামীর
পরিত্রাণের হেতু হইবে কি না? অথবা, হে
স্বামি, তুমি কেমন করিয়া জান যে, তোমার
১৭ ভার্য্যার পরিত্রাণের হেতু হইবে কি না? কেবল
প্রভু যাহাকে যেমন অংশ দিয়াছেন, ঈশ্বর
যাহাকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন, সে তেমনি
চলুক। আর এই প্রকার নিয়ম আমি যাবতীয়
১৮ মণ্ডলীতে করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি কি ছিন্নত্বক্
হইয়া আহূত হইয়াছে? সে ত্বক্‌ছেদ লোপ না
করুক। কোন ব্যক্তি কি অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়
১৯ আহূত হইয়াছে? সে ছিন্নত্বক্ না হউক। ত্বক্‌ছেদ
কিছু নয়, অত্বক্‌ছেদও কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের
২০ আজ্ঞা পালনই সার। যে ব্যক্তি যে আহ্বানে
২১ আহূত হইয়াছে, সে তাহাতেই থাকুক। তুমি
কি দাস হইয়া আহূত হইয়াছ? ভাবিত হইও
না; কিন্তু যদি স্বাধীন হইতে পার, তবে বরং
২২ তাহা অবলম্বন কর। কেননা প্রভুতে আহূত যে
দাস, সে প্রভুর স্বাধীনীকৃত লোক; তদ্রূপ আহূত
২৩ যে স্বাধীন লোক, সে খ্রীষ্টের দাস। তোমরা
মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, মনুষ্যদের দাস হইও না।
২৪ হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যে অবস্থায় আহূত
হইয়াছে, সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক।
২৫ আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন
আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু বিশ্বস্ত হইবার জন্য
প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার মত
২৬ প্রকাশ করিতেছি। ফলে আমার বোধ হয়, উপ-
স্থিত দুর্গতি প্রযুক্ত এই [অবস্থা] ভাল, অর্থাৎ
২৭ অমনি থাকা মনুষ্যের পক্ষে ভাল। তুমি কি
ভার্য্যাতে নিবদ্ধ আছ? মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও
না। অথবা কি ভার্য্যা হইতে মুক্ত আছ?
২৮ ভার্য্যার চেষ্টা করিও না। কিন্তু বিবাহ করিলেও
তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী যদি বিবাহ
করে, তবে তাহারও পাপ হয় না। তথাপি
তাদৃশ লোকদের মাংসিক ক্লেশ ঘটিবে; আর
তোমাদের প্রতি আমার মমতা হইতেছে।
২৯ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথা এই, সময়
সঙ্কুচিত, অতএব অদ্যাবধি যাহাদের ভার্য্যা
আছে, তাহারাও ভার্য্যাহীনের ন্যায় হউক;
৩০ এবং যাহারা রোদন করে, তাহারা অরোদন-

Digitized by Google

কারীর ন্যায়, যাহারা আনন্দ করে, তাহারা
নিরানন্দের ন্যায়, যাহারা ক্রয় করে, তাহারা
৩১ অনধিকারীর ন্যায় হউক ; আর যাহারা সংসার
ব্যবহার করে, তাহারা তাহার অতিব্যবহার
না করুক, যেহেতুক এই সংসারের আকার প্রকার
৩২ অতীত হইতেছে। পরন্তু আমার বাসনা এই যে,
তোমরা চিন্তারহিত হও। যে অবিবাহিত সে প্রভুর
বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া প্রভুর তুষ্টিকর হইবে,
৩৩ তাহা চিন্তা করে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে
সংসারের বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া ভার্য্যার
৩৪ তুষ্টিকর হইবে, তাহা চিন্তা করে। আর কুমা-
রীতে ও স্ত্রীতেও প্রভেদ আছে। অবিবাহিতা স্ত্রী
প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন দেহে ও আত্মাতে
পবিত্রা হয়; কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী সংসারের
বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া স্বামীর তুষ্টিকরী হইবে,
৩৫ তাহা চিন্তা করে। এই সকল কথা আমি তোমা-
দের হিতার্থে বলিতেছি, অর্থাৎ তোমাদের
গলায় রজ্জু দিবার জন্য নয়, কিন্তু তোমরা যেন
শিষ্টাচরণ কর, এবং অনন্যমনে প্রভুতে
আসক্ত থাক।

৩৬ তথাপি যদি কাহারও বোধ হয় যে, সে তাঁহার
কুমারী কন্যার প্রতি অশিষ্টাচরণ করিতেছে,
যদি সৌকুমার্য্য অতীত হইয়া থাকে, আর এই
প্রকার হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সে যাহা বাঞ্ছা
করে, তাহা করুক ; ইহাতে তাহার পাপ নাই,
৩৭ তাহারা বিবাহ করুক। কিন্তু [বিবাহ] অনা-
বশ্যক হইলে যে ব্যক্তি হৃদয়ে স্থির, এবং
আপনি আপন ইচ্ছাসম্বন্ধে কর্ত্তা, সে যদি
আপন কন্যাকে কুমারী রাখিতে হৃদয়ে স্থির
৩৮ করিয়া থাকে, তবে ভাল করে। অতএব যে
আপন কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল
করে ; এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।

৩৯ যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন ভার্য্যা
আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর
সে স্বাধীনী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার
সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল
৪০ প্রভুর অধীনে। তথাপি আমার মতানুসারে
অমনি থাকিলে, সে আরও ধন্যা। আর বোধ
হয়, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পাইয়াছি।

প্রতিমার প্রসাদ-বিষয়ক উপদেশ।

৮ আর প্রতিমার প্রসাদের বিষয় আমরা
জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে।
জ্ঞান গর্ব্বিত করে, কিন্তু প্রেমই গাঁথিয়া তুলে।
২ যদি কেহ মনে করে, আমি কিছু জানি, তবে
যেরূপ জানিতে হয়, তদ্রূপ এখনও কিছু জানে
৩ না ; কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরকে প্রেম করে, সেই
৪ তাঁহার জানা লোক। ভাল, প্রতিমার প্রসাদ
ভোজন বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা জগতে
কিছুই নয়, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় নাই।
৫ কেননা যদ্যপি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে নামধারী দেবগণ
থাকে—বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু
৬ আছে,— তথাপি আমাদের পক্ষে একমাত্র ঈশ্বর
সেই পিতা, যাঁহা হইতে যাবতীয় বস্তু হইয়াছে,
ও যাঁহার নিমিত্ত আমরা আছি ; এবং একমাত্র
প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহা দ্বারা যাবতীয় বস্তু হই-
য়াছে, এবং যাঁহা দ্বারা আমরা আছি।

৭ পরন্তু সকলের এ জ্ঞান নাই ; কিন্তু কতক
লোক অদ্যাপি প্রতিমার সংস্রবে থাকায়, প্রতি-
মার প্রসাদ বলিয়া ভোজন করে ; এবং তাহা-
৮ দের সংবেদ দুর্ব্বল বলিয়া কলুষিত হয়। কিন্তু
ভক্ষ্য দ্রব্য আমাদিগকে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য
করায় না ; ভোজন না করিলে আমাদের ক্ষতি
হয় না, ভোজন করিলেও আমাদের বৃদ্ধি হয়
৯ না। কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই ক্ষমতা যেন
১০ দুর্ব্বলদের বিঘ্নজনক না হয়। কেননা জ্ঞান-
বিশিষ্ট যে তুমি, তোমাকে যদি কেহ দেবালয়ে
ভোজনোপবিষ্ট দেখে, তবে সে দুর্ব্বল লোক
হইলে তাহার সংবেদ কি প্রতিমার প্রসাদ
১১ ভোজন করিতে সাহসিক হইবে না? বস্তুতঃ
যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, সেই দুর্ব্বল
১২ ভ্রাতা তোমার জ্ঞানে নষ্ট হইতেছে। আর এই-
রূপে ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে পাপ করিলে, তাহাদের
দুর্ব্বল সংবেদে আঘাত করিলে, তোমরা খ্রীষ্টের
১৩ বিরুদ্ধে পাপ কর। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্য যদি
আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মায়, তবে আমি অনন্ত-
কালেও মাংস ভোজন করিব না, পাছে আপন
ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই।

পৌলের প্রেরিতত্ব-বিষয়ক কথা।

৯ আমি কি স্বাধীন নহি? আমি কি এক জন
প্রেরিত নহি? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি
কি দর্শন করি নাই? তোমরাই কি প্রভুতে
২ আমার [কৃত] কর্ম্ম নহ? আমি যদ্যপি অন্য
লোকদের জন্য প্রেরিত না হই, তথাপি অন্ততঃ
তোমাদের জন্য, কেননা প্রভুতে তোমরাই আমার
৩ প্রেরিতত্বপদের মুদ্রাঙ্ক। যাহারা আমার পরীক্ষা
৪ করে, তাহাদের কাছে আমার উত্তর এই। ভোজন
পান করিবার অধিকার কি আমাদের নাই?
৫ অন্য সকল প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ এবং কৈফা,
ইহাঁদের ন্যায় কোন ধর্ম্মভগিনীকে সহধর্ম্মিণী
করিয়া সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে যাইবার অধি-
৬ কার কি আমাদের নাই? কিম্বা পরিশ্রম ত্যাগ
করিবার অধিকার কি কেবল আমার ও বার্ণবার

Digitized by Google

৭ নাই ? কে কখন্‌ আপনি ধন ব্যয় করিয়া যুদ্ধে
যায় ? কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল
না খায় ? অথবা কে পালরক্ষক হইয়া পালের
৮ দুগ্ধ না খায় ? এ সকল কথা আমি কি মনুষ্যের
রীতিক্রমে কহিতেছি ? অথবা ব্যবস্থায়ও কি
৯ ইহা বলে না ? কারণ মোশির ব্যবস্থায় লেখা
আছে, "শস্যমর্দ্দনকালে বলদের মুখে জালতি
বাঁধিও না।" ঈশ্বর কি বলদদেরই বিষয় চিন্তা
১০ করেন ? কিম্বা সর্ব্বথা আমাদের নিমিত্ত ইহা
কহেন ? বস্তুতঃ আমাদেরই নিমিত্ত ইহা লিখিত
হইয়াছে, কারণ যে চাস করে, প্রত্যাশাতেই
চাস করা তাহার কর্ত্তব্য ; এবং যে শস্য মাড়ে,
অংশী হইবার আশাতেই শস্য মাড়া তাহার
১১ কর্ত্তব্য। আমরা তোমাদের কাছে আত্মিক বীজ
বপন করিয়া যদি তোমাদের মাংসিক ফল ভোগ
১২ করি, তবে তাহা কি মহৎ বিষয় ? তোমাদের
কর্ত্তৃত্বে যদি অন্য লোকদের অধিকার থাকে, তবে
আমাদের কি আরও অধিকার থাকিবে না ?
তথাচ আমরা এই কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার করি নাই,
বরঞ্চ খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা যেন না
জন্মাই, এই জন্য সকলই সহ্য করিতেছি।
১৩ তোমরা কি জান না যে, পবিত্র বিষয়ের কার্য্য
যাহারা করে, তাহারা পবিত্র স্থানের বস্তু খায়,
এবং যজ্ঞবেদির সেবা যাহারা করে, তাহারা
১৪ যজ্ঞবেদির সহিত অংশী হয় ? সেইরূপে প্রভু
সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়া-
ছেন যে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইতে
১৫ হইবে। কিন্তু আমি ইহার কিছুই ব্যবহার করি
নাই, আর আমার সম্বন্ধে যে এরূপ করা হইবে,
সে জন্য আমি এ সকল লিখিতেছি না ; কেননা
কেহ যে আমার শ্লাঘা ব্যর্থ করিবে, তাহা
১৬ অপেক্ষা বরং আমার মরণ ভাল। কারণ আমি
যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার শ্লাঘা
করিবার কিছুই নাই ; যেহেতুক আমার উপরে
অবশ্য-কর্ত্তব্যের ভার রহিয়াছে ; সুসমাচার
১৭ প্রচার না করিলে আমি সন্তাপের পাত্র। বস্তুতঃ
ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কার্য্য করিলেই আমার বেতন
পাইলাম ; কিন্তু অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিলে ধনা-
ধ্যক্ষের কার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে।
১৮ তবে আমার বেতন কি ? তাহা এই যে, সুসমা-
চার প্রচার করিতে করিতে আমি সেই সুসমা-
চারকে ব্যয়রহিত করি, যেন সুসমাচার অনুযায়ী
যে কর্ত্তৃত্ব আমার আছে, তাহার অতিমাত্র ব্যব-
১৯ হার না করি ? কারণ সকলের অনধীন হইলেও
আমি যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি,
এই জন্য সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম।
২০ আমি যিহূদীদিগকে লাভ করিবার জন্য যিহূদী-
দের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম ; আপনি
ব্যবস্থার অনধীন হইলেও আমি ব্যবস্থার অধীন
লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাধীন-
দিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম।
২১ আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিহীন নহি, বরং খ্রীষ্টের
ব্যবস্থার বশীভূত রহিয়াছি, তথাপি ব্যবস্থা-
বিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থা-
বিহীনদের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হই-
২২ লাম। দুর্ব্বলদিগকে লাভ করিবার জন্য আমি
দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বলের ন্যায় হইলাম ; সর্ব্বথা
কতকগুলি লোককে পরিত্রাণের পাত্র করিবার
জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম।
২৩ আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন
তাহার সহভাগী হই।
২৪ তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা
দৌড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক
জন পণ পায় ? তোমরা এরূপে দৌড়, যেন পণ
২৫ পাও। আর যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব
বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। পরন্তু, তাহারা ক্ষয়-
নীয় মুকুট পাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা
২৬ অক্ষয় মুকুট পাইবার জন্য চেষ্টান্বিত। তজ্জন্য
আমি দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না ;
মুষ্টিযুদ্ধ করিতেছি, আকাশকে আঘাত করি-
২৭ তেছি না। বরঞ্চ নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে
রাখিতেছি, পাছে অন্য লোকদের কাছে প্রচার
করিবার পর আমি আপনি অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি।

সাবধানতা ও ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি।

১০ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে,
তোমরা ইহা অজ্ঞাত থাক যে, আমাদের
পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নীচে ছিল,
ও সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল ;
২ এবং সকলে মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে
৩ বাপ্তাইজিত হইয়াছিল, এবং সকলে একই
৪ আত্মিক ভক্ষ্য ভোজন করিয়াছিল ; আর, সকলে
একই আত্মিক পেয় পান করিয়াছিল। কারণ
তাহারা অনুগামী আত্মিক শৈল হইতে পান
৫ করিত, আর সেই শৈল খ্রীষ্ট। কিন্তু তাহাদের
মধ্যে অধিকাংশ লোকেতে ঈশ্বর প্রীত হন নাই ;
ফলতঃ তাহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইল।
৬ এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্ত, তাহারা
যেমন লুব্ধ হইয়াছিল, তেমনি আমরা যেন মন্দ
৭ বিষয়ে লুব্ধ না হই। আবার তাহাদের মধ্যে
কতক লোকের ন্যায় তোমরা প্রতিমাপূজক হইও
না ; যেমন লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন
পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।"
৮ আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক ব্যভিচার-
কার্য্য করিয়াছিল, এবং এক দিনে তেইশ সহস্র

Digitized by Google

জন মারা পড়িল, সেইরূপ আমরা যেন ব্যভি-
৯ চার না করি। আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক
লোক পরীক্ষা করিয়াছিল, এবং সর্পগণের দ্বারা
নষ্ট হইয়াছিল, আমরা যেন তেমনি প্রভুর
১০ পরীক্ষা না করি। আর যেমন তাহাদের মধ্যে
কতক লোক বচসা করিয়াছিল, এবং সংহারকের
দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ তোমরা বচসা
১১ করিও না। তাহাদের প্রতি এই সকল দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ ঘটিয়াছিল, এবং আমাদিগকে চেতনা
প্রদানার্থে ইহা লিখিত হইয়াছিল, ফলতঃ
আমাদের সময়ে যুগপর্য্যায়ের পরিণাম উপ-
১২ স্থিত হইয়াছে। অতএব যে কেহ আপনাকে
দণ্ডায়মান বলিয়া মনে করে, সে সাবধান হউক,
১৩ পাছে পতিত হয়। মনুষ্য যে পরীক্ষা সহ্য করিতে
পারে, তদ্ব্যতীত অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি
ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমা-
দের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে
দিবেন না, কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উত্তীর্ণ
হইবার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা
পরীক্ষা সহ্য করিতে পার।

১৪ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, প্রতিমাপূজা
১৫ হইতে পলায়ন কর। আমি তোমাদিগকে বুদ্ধি-
মান জানিয়া বলিতেছি, তোমরা আপনারা
১৬ আমার কথা বিবেচনা কর। আমরা আশীর্ব্বাদের
যে পানপাত্র আশীর্ব্বাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের
রক্তের সহভাগিতা নয়? যে রুটী ভাঙ্গি, তাহা
১৭ কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? যেহেতুক
অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটী, এক শরীর;
কেমনা আমরা সকলে সেই এক রুটীর অংশী।
১৮ মাংস অনুযায়ী ইস্রায়েলকে নিরীক্ষণ কর;
যাহারা বলি ভোজন করে, তাহারা কি যজ্ঞবেদির
১৯ সহভাগী নয়? তবে আমি কি বলিতেছি?
প্রতিমার প্রসাদ কি কিছুরই মধ্যে গণ্য, অথবা
প্রতিমা কি কিছুরই মধ্যে গণ্য? [তাহা নয়,]
২০ কিন্তু জাতিগণ যাহা যাহা বলিদান করে, তাহা
ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়, ভূতদের উদ্দেশে বলিদান
করে; আর আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তোমরা
২১ ভূতদের সহভাগী হও। প্রভুর পানপাত্র ও ভূত-
দের পানপাত্র, এই উভয় পাত্রে তোমরা পান
করিতে পার না; প্রভুর মেজ ও ভূতদের মেজ,
২২ এই উভয় মেজের অংশী হইতে পার না। অথবা
আমরা কি প্রভুর ঈর্ষা জন্মাইতেছি? তাঁহা
হইতে কি আমরা বলবান?

২৩ সকলই বিধেয়, কিন্তু সকলই হিতজনক নয়;
সকলই বিধেয়, কিন্তু সকলই গাঁথনিসাধক নয়।
২৪ প্রত্যেক জন আপনার [মঙ্গল] চেষ্টা না করিয়া
২৫ বরং পরের [মঙ্গল] চেষ্টা করুক। যে কোন দ্রব্য
বাজারে বিক্রয় হয়, সংবেদের জন্য কিছু
জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা ভোজন করিও;
২৬ যেহেতুক "পৃথিবী ও তৎপূর্ণতা প্রভুর।"
২৭ অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেহ তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ
করিলে যদি তোমরা যাইতে সম্মত হও, তবে
সংবেদের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে
কোন সামগ্রী তোমাদের সম্মুখে রাখা হয়,
২৮ তাহাই ভোজন করিও। কিন্তু যদি কেহ তোমা-
দিগকে বলে, এ প্রতিমার প্রসাদ, তবে যে জানা-
ইল, তাহার জন্য, এবং সংবেদের জন্য তাহা
২৯ ভোজন করিও না। যে সংবেদের কথা আমি
বলিলাম, তাহা তোমার নয়, কিন্তু পরের
সংবেদ। কারণ আমার স্বাধীনতা কেন পরের
৩০ সংবেদের দ্বারা বিচারিত হইবে? যদি আমি
ধন্যবাদের সহিত ভোজন করি, তবে যাহার
নিমিত্তে আমি ধন্যবাদ করি, তাহার জন্য আপ-
৩১ নাকে নিন্দিত হইতে দিই কেন? অতএব
তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর,
৩২ সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর। যিহূদী কি
গ্রীক কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কাহারও বিঘ্ন জন্মাইও
৩৩ না; যেমন আমিও সকল বিষয়ে সকলের প্রীতি-
কর হই, আপনার হিত চেষ্টা না করিয়া অনে-
কের হিত চেষ্টা করি, যেন তাহারা পরিত্রাণ
৩৪ পায়। আমি যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী, তোমরা
তেমনি আমার অনুকারী হও।

১১ তোমরা সকল বিষয়ে আমাকে স্মরণ করি-
তেছ, এবং শিক্ষাগুলি তোমাদের কাছে
যেরূপ সমর্পণ করিয়াছি, সেইরূপই ধারণ করি-
তেছ, এই নিমিত্ত তোমাদের প্রশংসা করিতেছি।
৩ তথাপি আমার ইচ্ছা এই যেন তোমরা জান যে,
প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর
মস্তকস্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর।
৪ যে কোন পুরুষ মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা
করে, কিম্বা ভাবোক্তি প্রচার করে, সে আপন
৫ মস্তকের অপমান করে। কিন্তু যে কোন স্ত্রী
অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে, কিম্বা ভাবোক্তি
প্রচার করে, সে আপন মস্তকের অপমান করে;
কারণ সে নির্ব্বিশেষে মুণ্ডিতার সমান হইয়া
৬ পড়ে। বস্তুতঃ স্ত্রী যদি মস্তক আবৃত না রাখে,
তবে ছিন্নকেশীও হউক; কিন্তু ছিন্নকেশী হওয়া
কি মস্তক মুণ্ডন করা যদি স্ত্রীর লজ্জাজনক হয়,
৭ তবে মস্তক আবৃত রাখুক। কেননা পুরুষ ঈশ্বরের
প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতাবরূপ, তজ্জন্য মস্তক আবৃত
রাখা তাহার অনুচিত; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রতা।
৮ কারণ স্ত্রী হইতে পুরুষের উৎপত্তি হয় নাই,
৯ কিন্তু পুরুষ হইতে স্ত্রীর। আর স্ত্রীর নিমিত্ত
পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত
১০ স্ত্রীর। এই কারণ স্ত্রীর মস্তকে কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন
১১ রাখা কর্ত্তব্য, দূতগণের জন্য কর্ত্তব্য। তথাপি

Digitized by Google

প্রভুতে পুরুষ হইতে স্ত্রী স্বতন্ত্রা নহে, এবং স্ত্রী
১২ হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র নহে। কারণ যেমন পুরুষ
হইতে স্ত্রী, তেমনি আবার স্ত্রী দিয়া পুরুষ হই-
১৩ য়াছে, কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে। তোমরা
আপনাদের মধ্যে বিচার কর, অনাবৃত মস্তকে
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীর উপযুক্ত ?
১৪ বরং প্রকৃতিও কি তোমাদিগকে শিক্ষা দেয় না
যে, দীর্ঘকেশ হওয়া পুরুষের অনাদরজনক ?
১৫ কিন্তু দীর্ঘকেশী হওয়া স্ত্রীর শোভা, যেহেতুক
দীর্ঘকেশ আবরণের পরিবর্তে তাহাকে দেওয়া
১৬ হইয়াছে। কিন্তু যদি বিবাদী হওয়া কাহারও
বিহিত বোধ হয়, তবে এই প্রকার ব্যবহার আমা-
দের নাই, এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীগণেরও নাই।

প্রভুর ভোজ।

১৭ কিন্তু এই আদেশ দিবার উপলক্ষে আমি
তোমাদের প্রশংসা করি না, কারণ তোমাদের
সমাগম সুফলের জন্য নয়, কিন্তু কুফলের জন্য
১৮ হইয়া থাকে। কারণ প্রথমতঃ, যখন তোমরা
মণ্ডলীতে সমাগত হও, তখন তোমাদের মধ্যে
দলাদলি হইয়া থাকে, ইহা শুনিতে পাইতেছি,
১৯ এবং কিয়দংশে বিশ্বাস করিতেছি। কেননা
তোমাদের মধ্যে যাহারা পরীক্ষাসিদ্ধ, তাহারা
যেন ব্যক্ত হয়, তন্নিমিত্ত তোমাদের মধ্যে দল-
২০ ভেদও হওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, তোমরা
যখন এক স্থানে সমাগত হও, তখন প্রভুর ভোজ
২১ ভোজন করা হয় না; কেননা ভোজনকালে
প্রত্যেক জন অপরের অগ্রে নিজ ভোজ ভোজন
করে, তাহাতে এক জন ক্ষুধিত থাকে, আর এক
২২ জন বা মত্ত হয়। এ কেমন ? ভোজন পান করি-
বার জন্য কি তোমাদের গৃহ নাই ? অথবা
তোমরা কি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অবজ্ঞা করিতেছ,
এবং সঙ্গতিবিহীন লোকদিগকে লজ্জা দিতেছ ?
আমি তোমাদিগকে কি বলিব ? এ বিষয়ে কি
তোমাদের প্রশংসা করিব ? প্রশংসা করি না।
২৩ কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাই-
য়াছি, এবং তোমাদিগকে প্রদানও করিয়াছি
যে, [শত্রুহস্তে] সমর্পিত হইবার রাত্রিতে প্রভু
২৪ যীশু রুটী লইলেন, এবং ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া
কহিলেন, "ইহা আমার শরীর, যাহা তোমা-
২৫ দের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা কর।" সেই
প্রকারে তিনি ভোজন সাঙ্গ হইলে পানপাত্রও
[লইয়া] কহিলেন, "এই পানপাত্র আমার রক্তে
নূতন নিয়ম; তোমরা যত বার [ইহা] পান
করিবে, তত বার আমার স্মরণার্থে করিও।"
২৬ বস্তুতঃ যত বার তোমরা এই রুটী ভোজন কর,
এবং এই পাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর আগ-
২৭ মন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিতেছ। অত-
এব যে কেহ অযোগ্যরূপে প্রভুর এই রুটী ভোজন
কিম্বা এই পাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের
২৮ ও রক্তের দায়ী হইবে। পরন্তু মনুষ্য আপনার
পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটী
২৯ ভোজন ও সেই পাত্রে পান করুক। কেননা যে
ব্যক্তি সেই শরীর না জানিয়া ভোজন পান করে,
৩০ সে আপনার বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে। এই
কারণ তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্ব্বল ও
পীড়িত আছে, এবং অনেকে নিদ্রাগত হইতেছে।
৩১ আমরা যদি আপনাদিগকে আপনারা জানি,
৩২ তবে আমরা বিচারিত হইব না; কিন্তু আমরা
যখন বিচারিত হই, তখন প্রভু কর্ত্তৃক শাসিত
হই, যেন জগতের সহিত দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত না হই।
৩৩ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন
ভোজনার্থে একত্র হও, তখন এক জন অন্যের
৩৪ অপেক্ষা কর। যদি কাহারও ক্ষুধা লাগে, তবে
সে বাটীতে আহার করুক; তোমাদের একত্র
হওয়া যেন বিচারাজ্ঞার হেতু না হয়। অবশিষ্ট
সকল কথার বিধান, আমি যখন উপস্থিত হইব,
তখন করিব।

পবিত্র আত্মার বিবিধ বর প্রদান।

১২ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক দান সকলের
বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, আমার এ
২ ইচ্ছা নয়। তোমরা জান, যখন তোমরা পর-
জাতীয় ছিলে, তখন যেমন চালিত হইতে,
তদনুসারে অবাক্ প্রতিমাগণের দিকেই অপনীত
৩ হইতে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি
যে, ঈশ্বরের আত্মার কথা কহিলে, কেহ বলে না,
যীশু শাপাস্পদ, এবং পবিত্র আত্মার আবেশ
ব্যতিরেকে কেহ বলিতে পারে না, যীশু প্রভু।
৪ অনুগ্রহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক;
৫ এবং পরিচর্য্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক;
৬ এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর
এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা।
৭ পরন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার
৮ আবির্ভাব দত্ত হয়। কারণ এক জনকে সেই
আত্মা দ্বারা বিজ্ঞতার বাক্য, আর এক জনকে
৯ সেই আত্মানুসারে বিদ্যার বাক্য, আর এক
জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে
সেই এক আত্মাতে আরোগ্য দান করিবার শক্তি-
১০ রূপ বর, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক
গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে
আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক
জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর
এক জনকে নানা ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দান

Digitized by Google

১১ করা যায়। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র
আত্মা সাধন করেন: তিনি সবিশেষ বিভাগ
করিয়া যাহাকে যাহা দিতে মানস করেন,
তাহাকে তাহা দেন।
১২ কেননা যেমন দেহ এক, কিন্তু তাহার অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সেই অনেক অঙ্গের
১৩ সাকল্যে এক দেহ হয়, তেমনি খ্রীষ্ট। ফলতঃ
আমরা যিহূদী হই কি গ্রীক হই, দাস হই কি
স্বাধীন হই, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই
আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলে
১৪ এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি। কেননা
১৫ দেহ একটী অঙ্গ নয়, কিন্তু অনেক। চরণ যদি
বলে, আমি হস্ত নহি, তজ্জন্য দেহের অংশ নহি,
১৬ তবে তাহা যে দেহের অংশ নয়, এমন নয়। আর
কর্ণ যদি বলে, আমি চক্ষু নহি, তজ্জন্য দেহের
অংশ নহি, তবে তাহা যে দেহের অংশ নয়,
১৭ এমন নয়। সমস্ত দেহ যদি চক্ষু হইত, তবে
শ্রবণ কোথায় থাকিত? এবং সমস্তই যদি শ্রবণ
১৮ হইত, তবে ঘ্রাণ কোথায় থাকিত? কিন্তু এখন
ঈশ্বর দেহের মধ্যে আপন ইচ্ছামতে প্রত্যেককে
স্ব স্ব স্থান দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বসাইয়া-
১৯ ছেন। নতুবা সমস্তই যদি একমাত্র অঙ্গ হইত,
২০ তবে দেহ কোথায় থাকিত? কিন্তু এখন অঙ্গ
২১ অনেক বটে, কিন্তু দেহ এক। চক্ষু হস্তকে বলিতে
পারে না, তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই;
আবার মস্তক চরণদ্বয়কে বলিতে পারে না,
২২ তোমাদিগেতে আমার প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ
দেহের যে সকল অঙ্গকে দুর্ব্বলতর বলিয়া বোধ
২৩ হয়, সেই গুলি অধিক প্রয়োজনীয়। আর
আমরা দেহের যে সকল অঙ্গ অপেক্ষাকৃত অনা-
দরণীয় বলিয়া জ্ঞান করি, সেইগুলি অধিক
আদরে ভূষিত করি, এবং আমাদের কুরূপ অঙ্গ-
২৪ গুলি অধিকতর সুরূপ দেখায়। আমাদের যে
সকল অঙ্গ সুরূপ, সেগুলির প্রয়োজন নাই।
যাহা হউক, ঈশ্বর অসম্পূর্ণকে অধিক আদর
২৫ দিয়া সমুদয় দেহ সংগঠিত করিয়াছেন, যেন
দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল
ঐক্যভাবে একটী অন্যের হিত চিন্তা করে।
২৬ তাহাতে এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত
সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, অথবা এক অঙ্গ গৌরব
প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দ
২৭ করে। ভাল, তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক এক
২৮ জন সেই দেহের এক একটী অঙ্গস্বরূপ। আর
মণ্ডলীতে ঈশ্বর প্রথমতঃ প্রেরিতদিগকে, দ্বিতী-
য়তঃ ভাববাদীদিগকে, তৃতীয়তঃ শিক্ষাগুরুদিগকে
স্থাপন করিয়াছেন; তৎপরে পরাক্রম-কার্য্য,
তৎপরে আরোগ্য-সাধক বর, উপকার, শাসনপদ,
২৯ নানাবিধ ভাষা [দিয়াছেন]। সকলেই কি
প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই কি
শিক্ষাগুরু? সকলেই কি পরাক্রম-কার্য্যকারী?
৩০ সকলেই কি আরোগ্য-সাধক বর পাইয়াছে?
সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে? সকলেই
৩১ কি অর্থ বুঝাইয়া দেয়? তোমরা শ্রেষ্ঠ বর সকল
প্রাপ্ত হইতে যত্নবান হও। পরন্তু আমি তোমা-
দিগকে উৎকৃষ্টতর এক পথও দেখাইতেছি।

প্রেমের উৎকৃষ্টতা।

১৩ যদি আমি মনুষ্যদের, এবং দূতগণের
ভাষা বলি, আর আমার প্রেম না থাকে,
তবে আমি শব্দকারক পিত্তল ও ঝম্‌ঝম্‌কারী
২ করতাল হইয়া পড়িয়াছি। আর যদি ভাববাণী
প্রাপ্ত ও যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্বে ও যাবতীয় জ্ঞানে
পারদর্শী হই, এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস
থাকে, যাহাতে আমি পর্ব্বত স্থানান্তর করিতে
পারি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি
৩ কিছুই নহি। আর যদি [দরিদ্রদিগকে] ভোজন
করাইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করি, এবং দগ্ধ
হইবার জন্য আপন দেহ উৎসর্গ করি, কিন্তু
আমার প্রেম না থাকে, তবে আমার কোন ফল
দর্শে না।
৪ প্রেম চিরসহিষ্ণু ও মধুর, প্রেম ঈর্ষা করে
না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব্বিত হয় না,
৫ অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগ-
৬ ক্রোধ করে না, অপকার গণনা করে না, অধার্ম্মি-
কতায় আনন্দিত না হইয়া সত্যের সহিত আনন্দ
৭ করে; সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে,
সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্যপূর্ব্বক
সহ্য করে।
৮ প্রেম কখনও শেষ হয় না। যদি ভাববাণী
থাকে, তবে তাহার লোপ হইবে: যদি বিশেষ
বিশেষ ভাষা থাকে, তবে তাহার নিবৃত্তি হইবে;
যদি জ্ঞান থাকে, তবে তাহার লোপ হইবে।
৯ কেননা আমাদের জ্ঞান খণ্ডমাত্র, এবং আমাদের
১০ ভাবোক্তি খণ্ডমাত্র। কিন্তু পূর্ণতা উপস্থিত হইলে
১১ পর সেই খণ্ড লোপ করা যাইবে। আমি যখন
বালক ছিলাম, তখন বালকের ন্যায় কথা কহি-
তাম, বালকের ন্যায় চিন্তা করিতাম, বালকের
ন্যায় বিচার করিতাম; এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি
১২ বলিয়া বালকত্ব ত্যাগ করিয়াছি। বস্তুতঃ এখন
আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে
সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমার জ্ঞান
খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন
পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব।
১৩ আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম, এই তিনটী
আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

Digitized by Google

আধ্যাত্মিক দানের বিষয়।

১৪ তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, আবার
আত্মিক বর সকল, বিশেষতঃ ভাবোক্তি
প্রচার করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য উদ্যোগী
২ হও। কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষা বলে, সে
মনুষ্যকে না বলিয়া ঈশ্বরকে বলে; কারণ কেহ
তাহা বুঝে না, সে আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব সকল বলে।
৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবোক্তি প্রচার করে, সে মনুষ্য-
দিগকে গাঁথিয়া তুলিবার, আশ্বাস ও সান্ত্বনা
৪ দিবার জন্য কথা কহে। যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষা
বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে
ভাবোক্তি প্রচার করে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া
৫ তুলে। আমি ইচ্ছা করিতেছি, যেন তোমরা
সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষা বলিতে পার, কিন্তু
অধিক ইচ্ছা করিতেছি, যেন ভাবোক্তি প্রচার
করিতে পার; কেননা যে ব্যক্তি মণ্ডলীকে গাঁথিয়া
তুলিবার নিমিত্ত অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, এমন
বিশেষ বিশেষ ভাষাবাদী অপেক্ষা ভাবোক্তি
প্রচারক মহান।
৬ হে ভ্রাতৃগণ, এখন আমি তোমাদের নিকটে
উপস্থিত হইয়া যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলি,
কিন্তু প্রকাশিত বাক্য কিম্বা জ্ঞান কিম্বা ভাববাণী
কিম্বা উপদেশক্রমে কথা না বলি, তবে আমা
৭ হইতে তোমাদের কি উপকার দর্শিবে? বাঁশী
হউক, কি বীণা হউক, ধ্বনিযুক্ত নিষ্প্রাণ বস্তুও
তাল মান না রাখিয়া যদি বাজে, তবে বাঁশীতে
কি বাজিতেছে, বীণাতে কি গাওয়া হইতেছে,
৮ তাহা কিসে জানা যাইবে? বস্তুতঃ তূরীর ধ্বনি
যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ
৯ হইবে? তেমনি তোমরা যদি জিহ্বা দ্বারা, যাহা
সহজে বুঝা যায়, এমন কথা না বল, তবে কি
বলা হইতেছে, তাহা কিসে জানা যাইবে? বরঞ্চ
তোমাদের কথা আকাশকে বলার মতন হইবে।
১০ হয় ত জগতে এত প্রকার ভাষা আছে, তাহার
১১ মধ্যে অর্থবিহীন একটীও নাই। কিন্তু আমি
যদি ভাষাবিশেষের অর্থ না জানি, তবে যে জন
বলে, তাহার পক্ষে আমি বর্ব্বর হইব, এবং
১২ আমার পক্ষে সেই বক্তা বর্ব্বর হইবে। অতএব
তোমরা বিবিধ আত্মিক বরের জন্য উদ্যোগী
আছ বলিয়া চেষ্টা কর, যেন মণ্ডলীকে গাঁথিয়া
১৩ তুলিবার জন্য উপচয় প্রাপ্ত হও। এই জন্য
বিশেষ-ভাষাবাদী প্রার্থনা করুক, যেন সে অর্থ
১৪ বুঝাইয়া দিতে পারে। কেননা যদি আমি বিশেষ
ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা
১৫ করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে। তবে
কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও
প্রার্থনা করিব; আমি আত্মাতে গান করিব,
১৬ বুদ্ধিতেও গান করিব। নতুবা যদি তুমি আত্মাতে
আশীর্ব্বাদ কর, তবে যে সামান্য শ্রোতার স্থান
পূর্ণ করে, সে কেমন করিয়া তোমার ধন্যবাদে
আমেন বলিবে? যেহেতুক তুমি কি বলিতেছ,
১৭ তাহা সে জানে না। তুমি সুন্দররূপে ধন্যবাদ
দিতেছ বটে, কিন্তু সেই ব্যক্তি সংগ্রথিত হয়
১৮ না। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, তোমাদের
সকলের অপেক্ষা আমি অধিক বিশেষ বিশেষ
১৯ ভাষাবাদী; কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাষায়
দশ সহস্র কথা অপেক্ষা বরং অন্য লোকদিগকেও
শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটী কথা কহিতে
ভাল বাসি।
২০ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা বিচারে বালক হইও না,
বরঞ্চ হিংসাতে শিশুগণের ন্যায় হও, কিন্তু
২১ বিচারে পক্ক হও। ব্যবস্থায় লেখা আছে, "প্রভু
কহিতেছেন, আমি পরভাষাবাদিগণের দ্বারা
ও বিদেশীদের ওষ্ঠ দ্বারা এই লোকদের কাছে
কথা কহিব, কিন্তু তাহা করিলেও তাহারা আমার
২২ কথা শুনিবে না।" অতএব সেই বিশেষ বিশেষ
ভাষা বিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং অবিশ্বাসী-
দেরই নিমিত্ত অভিজ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী
অবিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং বিশ্বাসীদেরই
২৩ নিমিত্ত। অতএব সমস্ত মণ্ডলী একত্র হইলে যদি
সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে, এবং কতক-
গুলিন সামান্য কি অবিশ্বাসী লোক প্রবেশ
করে, তবে তাহারা কি বলিবে না যে, তোমরা
২৪ ক্ষিপ্ত? কিন্তু সকলে ভাবোক্তি প্রচার করিলে
যদি কোন অবিশ্বাসী কি সামান্য ব্যক্তি প্রবেশ
করে, তবে সে সকলের দ্বারা দোষীকৃত হয়, সে
সকলের দ্বারা বিচারিত হয়, তাহার হৃদয়ের
২৫ গুপ্ত ভাব সকল ব্যক্ত হয়; এবং এইরূপে সে
অধোমুখে পড়িয়া, ঈশ্বর বাস্তবিকই তোমাদের
মধ্যবর্ত্তী, ইহা স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের ভজনা
করিবে।
২৬ হে ভ্রাতৃগণ, তবে দাঁড়াইল কি? তোমরা যখন
একত্র হও, তখন কাহারও গীত, কাহারও উপ-
দেশ, কাহারও প্রকাশিত বাক্য, কাহারও বিশেষ
ভাষা, কাহারও ব্যাখ্যা থাকে; সকলই গাঁথিয়া
২৭ তুলিবার নিমিত্ত হউক। যদি কেহ বিশেষ
ভাষা বলে, তবে দুই জন, কিম্বা অধিক
হইলে তিন জন বলুক, পালানুক্রমেই বলুক,
২৮ আর এক জন অর্থ বুঝাইয়া দিউক। কিন্তু
অর্থকারী না থাকিলে সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে
নীরব হইয়া থাকুক, কেবল আপনার ও ঈশ্ব-
২৯ রের উদ্দেশে কথা বলুক। আর ভাববাদীরা
দুই কিম্বা তিন জন করিয়া কথা বলুক, অন্য
৩০ সকলে বিচার করুক। কিন্তু উপবিষ্ট অন্য
কোন ব্যক্তির নিকটে যদি কিছু প্রকাশিত হয়,

Digitized by Google

৩১ তবে প্রথম ব্যক্তি নীরব থাকুক। কেননা সকলে-
রই শিক্ষা ও আশ্বাসের নিমিত্ত এক এক করিয়া
তোমরা সকলে ভাবোক্তি প্রচার করিতে পার।
৩২ আর ভাববাদীদের আত্মা ভাববাদীদের বশে
৩৩ আছে। কেননা ঈশ্বর গোলযোগের [ঈশ্বর]
নহেন, কিন্তু শান্তির।
৩৪ যেমন পবিত্রগণের যাবতীয় মণ্ডলীতে হইয়া
থাকে, স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব হইয়া
থাকুক, কেননা কথা কহিবার অনুমতি তাহা-
দিগকে দেওয়া যায় না, বরং তাহারা বশীভূতা
৩৫ হইয়া থাকুক। ব্যবস্থাও তাহাই বলে। আর
যদি তাহারা কোন কথা জানিতে ইচ্ছা করে,
তবে নিজ নিজ স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক,
যেহেতুক মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকের কথা বলা লজ্জার
৩৬ বিষয়। বল দেখি, ঈশ্বরের বাক্য কি তোমাদের
হইতে নির্গত হইয়াছে? কিম্বা কেবল তোমা-
দেরই নিকটে উপস্থিত হইয়াছে?
৩৭ কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী কিম্বা আত্মিক
বলিয়া মনে করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমা-
দের কাছে যাহা যাহা লিখিলাম, সে সকল
৩৮ প্রভুর আজ্ঞা। কিন্তু কেহ যদি অজ্ঞান হয়, তবে
অজ্ঞান হউক।
৩৯ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাবোক্তি
প্রচার করিতে উৎসুক হও, এবং বিশেষ বিশেষ
৪০ ভাষা কহিতে বারণ করিও না। পরন্তু সকলই
শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক।

বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান।

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকটে
যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা তোমা-
দিগকে জানাইতেছি; আর তাহাই তোমরা
গ্রহণ করিয়াছ, এবং তাহাতে সুস্থিরও আছ;
২ আর তাহারই দ্বারা, আমি তোমাদের কাছে যে
কথাতে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহার
অবলম্বী যদি থাক, তবে পরিত্রাণ পাইতেছ;
৩ নচেৎ তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হইয়াছ। ফলতঃ
প্রথম স্থলে আমি আপনি যে শিক্ষা পাইয়াছি,
তদনুসারে তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছি যে,
শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য প্রাণ-
৪ ত্যাগ করিলেন, ও কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং
শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন;
৫ আর তিনি কৈফাকে, পরে দ্বাদশ শিষ্যকে দর্শন
৬ দিলেন; তাহার পরে একেবারে পাঁচ শতের
অধিক ভ্রাতাকে দর্শন দিলেন, তাহাদের মধ্যে
অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে,
৭ কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে। তাহার পরে
তিনি যাকোবকে, পরে সকল প্রেরিতকে দর্শন
৮ দিলেন। সকলের শেষে অকালজাতের ন্যায় যে
৯ আমি, আমাকেও দর্শন দিলেন। কেননা প্রেরিত-
গণের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, বরং প্রেরিত
নামে আখ্যাত হইবার অযোগ্য, কারণ আমি
১০ ঈশ্বরের মণ্ডলীর তাড়না করিতাম। কিন্তু আমি
যে আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই আছি; এবং
আমার প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়
নাই, বরঞ্চ অন্য সকল অপেক্ষা আমি অধিক
পরিশ্রম করিয়াছি; তথাপি আমি করিয়াছি,
তাহা নয়, আমার সহবর্ত্তী ঈশ্বরের অনুগ্রহই
১১ করিয়াছে। অতএব আমি কিম্বা উঁহারা, যে
হউক, আমরা এইরূপ প্রচার করি, এবং তোমরা
এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছ।
১২ ভাল, খ্রীষ্ট যদি এই বলিয়া প্রচারিত হইতে-
ছেন যে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত
হইয়াছেন, তবে তোমাদের কেহ কেহ কেমন
করিয়া বলিতেছে যে, মৃতগণের পুনরুত্থান নাই?
১৩ মৃতগণের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও ত
১৪ উত্থাপিত হন নাই। আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত
না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের
১৫ প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। অধি-
কন্তু আমরা ঈশ্বরের মিথ্যাসাক্ষী হইয়া পড়ি;
কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়াছি
যে, তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু
যদি মৃতগণের উত্থাপন না হয়, তাহা হইলে
১৬ তিনি তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই। কেননা
মৃতগণের উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও
১৭ উত্থাপিত হন নাই। আর খ্রীষ্টের উত্থাপন যদি
না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস
অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে
১৮ রহিয়াছ। সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হই-
১৯ য়াছে, তাহারাও নষ্ট হইয়াছে। শুধু এই জীবনে
যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তবে আমরা
সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিক কৃপাপাত্র।
২০ কিন্তু এখন খ্রীষ্ট নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ
হইয়া মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়া-
২১ ছেন। কেননা মনুষ্য দ্বারা মৃত্যু আসিয়াছে,
তজ্জন্য মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থানও আসি-
২২ য়াছে। ফলতঃ আদমে যেমন সকলে মরে,
২৩ তেমনি খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু
প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রি-
মাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমন-
২৪ কালে। তৎপশ্চাৎ পরিণাম হইবে, যখন তিনি
পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবেন;
তৎপূর্ব্বে তিনি যাবতীয় আধিপত্য এবং যাবতীয়
২৫ কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করিবেন। কেননা যাবৎ
তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদতলস্থ না করি-
বেন, তাবৎ [তাঁহাকে] রাজত্ব করিতে হইবে।

Digitized by Google

২৬,২৭ শেষ শত্রু বলিয়া মৃত্যুর লোপ হইবে। কারণ,
তিনি সকলই তাঁহার বশীভূত করিয়া তাঁহার পদ-
তলস্থ করিলেন। কিন্তু সকলই বশীকৃত হইয়াছে,
ইহা যখন তিনি বলেন, তখন স্পষ্ট দেখা যায়,
যিনি সকলই তাঁহার বশীভূত করিলেন, তিনি
২৮ বশীকৃত হন নাই। এবং সকলই তাঁহার বশী-
কৃত হইলে পর পুত্র আপনিও তাঁহারই বশীভূত
হইবেন,—যিনি সকলই তাঁহার বশে রাখিয়া-
ছিলেন, যেন ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা হন।
২৯ নতুবা, মৃতদের নিমিত্ত যাহারা বাপ্তাইজিত
হয়, তাহারা কি করিবে? মৃতেরা যদি কোন
মতে উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে উহাদের
নিমিত্ত তাহারা আবার কেন বাপ্তাইজিত হয়?
৩০ আর আমরাই বা কেন দণ্ডে দণ্ডে সঙ্কটাপন্ন
৩১ হই? ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে
তোমাদের বিষয়ে আমার যে শ্লাঘা, তাহার
দোহাই দিয়া বলিতেছি, আমি দিন দিন মৃত্যু-
৩২ মুখে আছি। ইফিষে পশুদের সহিত যে যুদ্ধ
করিয়াছি, তাহা যদি মানুষের মত করিয়া থাকি,
তবে তাহাতে আমার কি ফল দর্শে? মৃতেরা
যদি উত্থাপিত না হয়, তবে "আইস, আমরা
৩৩ ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব।" ভ্রান্ত
৩৪ হইও না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে। ধার্ম্মিক
ভাবে জাগিয়া উঠ, পাপ করিও না, কেননা
কাহারও কাহারও ঈশ্বর-জ্ঞান নাই; লজ্জা
জন্মাইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে ইহা বলিলাম।
৩৫ কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, মৃতেরা কি প্রকারে
উত্থাপিত হয়? কি প্রকার দেহেই বা আইসে?
৩৬ হে নির্ব্বোধ, তুমিই আপনি যাহা বপন কর,
৩৭ তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না। আর যে
দেহ উৎপন্ন হইবে, তুমি তাহা বপন কর না;
শুধু বীজমাত্র বপন করিতেছ, গোমেরই হউক,
৩৮ কি অন্য কোন প্রকার বীজ হউক। কিন্তু ঈশ্বর
তাহাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাই
দেন; আর তিনি প্রত্যেক বীজকে তাহার নিজের
৩৯ দেহ দেন। সকল মাংস এক প্রকার মাংস নয়;
কিন্তু মনুষ্যের মাংস এক প্রকার, ও পশুর মাংস
অন্য প্রকার; আবার পক্ষীর মাংস এক প্রকার,
৪০ ও মৎস্যের অন্য প্রকার। আর স্বর্গীয় দেহ আছে
ও পার্থিব দেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহের এক
প্রকার তেজ, ও পার্থিব দেহের অন্য প্রকার তেজ
৪১ আছে। সূর্য্যের এক প্রকার তেজ, চন্দ্রের আর
এক প্রকার তেজ, ও নক্ষত্রগণের অন্য প্রকার
তেজ; কারণ তেজ সম্বন্ধে একটী নক্ষত্র হইতে
৪২ অন্য নক্ষত্র ভিন্ন। মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ।
যাহা বপন করা যায়, তাহা ক্ষয়ের পাত্র; যাহা
৪৩ উত্থাপিত হয়, তাহা অক্ষয়তার পাত্র; যাহা
বপন করা যায়, তাহা অনাদরের পাত্র; যাহা
উত্থাপিত হয়, তাহা গৌরবের পাত্র; যাহা বপন
করা যায়, তাহা দুর্ব্বলতার পাত্র; যাহা উত্থা-
৪৪ পিত হয়, তাহা শক্তির পাত্র; যাহা বপন করা
যায়, তাহা প্রাণিক দেহ; যাহা উত্থাপিত হয়,
তাহা আত্মিক দেহ। যখন প্রাণিক দেহ আছে,
৪৫ তখন আত্মিক দেহও আছে। এইরূপ লেখাও
আছে, "প্রথম মনুষ্য আদম সজীব প্রাণী হইল;"
৪৬ শেষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হইয়াছেন। কিন্তু
যাহা আত্মিক তাহা প্রথম নয়; যাহা প্রাণিক
তাহাই প্রথম; যাহা আত্মিক তাহা পশ্চাৎ।
৪৭ প্রথম মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে, মৃন্ময়, দ্বিতীয় মনুষ্য
৪৮ স্বর্গ হইতে। মৃন্ময় ব্যক্তিরা ঐ মৃন্ময়ের সদৃশ,
৪৯ এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা ঐ স্বর্গীয়ের সদৃশ। আর
আমরা যেমন ঐ মৃন্ময়ের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ
করিয়াছি, তেমনি এই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিও
ধারণ করিব।
৫০ হে ভ্রাতৃগণ, আমি বলিতেছি, রক্ত মাংস
ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না;
৫১ এবং ক্ষয় অক্ষয়তার অধিকার পায় না। দেখ,
আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা
সকলে নিদ্রাগত হইব তাহা নয়, কিন্তু সকলে
৫২ রূপান্তরীকৃত হইব; এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, এক
নিমিষের মধ্যে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইব; কেননা
তূরী বাজিবে; তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া
উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত
৫৩ হইব। যেহেতুক এই ক্ষয়ের পাত্রকে অক্ষয়তা
পরিধান করিতে, এবং এই মৃত্যুর পাত্রকে অম-
৫৪ রতা পরিধান করিতে হইবে। আর এই ক্ষয়ের
পাত্র যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই
মৃত্যুর পাত্র যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন
এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে,
৫৫ "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।" "হে মৃত্যু, তোমার
জয় কোথায়? হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?"
৫৬,৫৭ মৃত্যুর হুল পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা। কিন্তু
ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
৫৮ আমাদিগকে জয় প্রদান করেন। অতএব, হে
আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির হও, নিশ্চল হও,
প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়, কেননা
তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম
ব্যর্থ নহে।

চাঁদা সংগ্রহের বিধি। পত্রের উপসংহার।

১৬ আর পবিত্রগণের নিমিত্ত চাঁদার সম্বন্ধে
আমি গালাতিয়া দেশস্থ মণ্ডলী সকলকে যে
আজ্ঞা দিয়াছি, তদনুসারে তোমরাও কর।
২ সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপনা-

Digitized by Google

দের নিকটে কিছু কিছু রাখিয়া আপন আপন
কুশলপ্রাপ্তি অনুসারে অর্থ সঞ্চয় কর; আমি
যখন উপস্থিত হইব, তখন যেন চাঁদা না হয়।
৩ পরে আমি উপস্থিত হইলে, তোমরা যাহাদিগকে
যোগ্য জ্ঞান করিবে, আমি তাহাদিগকে পত্র দিয়া
তাহাদের দ্বারা তোমাদের সেই দান যিরূশালেমে
৪ পাঠাইয়া দিব। আর আমারও যদি যাওয়া উপ-
যুক্ত হয়, তবে তাহারা আমার সঙ্গে যাইবে।
৫ মাকিদনিয়া দেশ দিয়া আমার যাত্রা সমাপ্ত
হইলেই আমি তোমাদের নিকটে যাইব, কেননা
আমি মাকিদনিয়া দেশ দিয়া যাইতে উদ্যত
৬ আছি। আর হয় ত, তোমাদের নিকটে কিছু
দিন অবস্থিতি করিব, কি জানি, শীতকালও
যাপন করিব; যেন আমি যে কোন স্থানে যাই,
তোমরা আমাকে আমার যাত্রায় প্রস্থাপন করিতে
৭ পার। কেননা তোমাদের সহিত এবার পথঘটিত
সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি না; বস্তুতঃ আমার
প্রত্যাশা এই যে, প্রভু অনুমতি দিলে আমি
তোমাদের মধ্যে কিছু কাল অবস্থিতি করিব।
৮ কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্য্যন্ত আমি ইফিষে থাকিব;
৯ যেহেতুক আমার সম্মুখে দ্বার খোলা রহিয়াছে,
তাহা বৃহৎ ও কার্য্যসাধক; আর, অনেক প্রতি-
রোধী আছে।
১০ তীমথিয় যদি উপস্থিত হন, তবে দেখিও যেন
তিনি তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকেন, কেননা
যেমন আমি, তেমনি তিনিও প্রভুর কার্য্যে শ্রম
১১ করিতেছেন। অতএব কেহ তাঁহাকে হেয়জ্ঞান না
করুক; পরে তিনি যেন আমার নিকটে আসিতে
পারেন, তদর্থে শান্তিতে তাঁহাকে প্রস্থাপন
করিবে, কারণ আমি অপেক্ষা করিতেছি যে,
তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত আসিবেন।
১২ আর আপল্লো ভ্রাতার বিষয়ে বলিতেছি;
তিনি যেন ঐ ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাদের কাছে
গমন করেন, তদর্থে আমি তাঁহাকে অনেক বিনতি
করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন যাইতে কোন প্রকারে
তাঁহার বাসনা হইল না; সুযোগ পাইলে গমন
করিবেন।
১৩ তোমরা জাগ্রত থাক, বিশ্বাসে দণ্ডায়মান থাক,
১৪ বীরত্ব দেখাও, বলবান হও। তোমাদের সকল
কার্য্য প্রেমে হউক।
১৫ আর হে ভ্রাতৃগণ, আমার নিবেদন এই,
তোমরা জান, স্তিফানের পরিজন আখায়া দেশের
অগ্রিমাংশস্বরূপ, এবং তাঁহারা পবিত্রগণের পরি-
চর্য্যায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন;
১৬ অতএব তোমরাও এই প্রকার লোকদের এবং যত
জন কার্য্যে সাহায্য করে, ও পরিশ্রম করে,
১৭ সেই সকলের বশবর্ত্তী হও। স্তিফানের, ফর্তুনাতের
ও আখায়িকের আগমনে আমি আনন্দিত
হইলাম, কেননা তোমাদের ত্রুটি তাঁহারা পূর্ণ
১৮ করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারা আমার আত্মাকে
ও তোমাদের [আত্মাকে] আপ্যায়িত করিয়া-
ছেন। অতএব তোমরা এই প্রকার লোকদিগকে
জানিয়া মান্য করিও।
১৯ আশিয়া দেশস্থ মণ্ডলী সকল তোমাদিগকে
মঙ্গলবাদ করিতেছে। আক্বিলা ও প্রিষ্কিল্লা এবং
তাহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলী তোমাদিগকে প্রভুতে
২০ অনেক মঙ্গলবাদ করিতেছেন। ভ্রাতৃগণ সকলে
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। তোমরা
পবিত্র চুম্বনপূর্ব্বক পরস্পর মঙ্গলবাদ কর।
২১ আমার মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখি-
২২ লাম। কোন ব্যক্তি যদি প্রভুকে ভাল না বাসে,
তবে সে শাপগ্রস্ত হউক; মারাণ আথা [প্রভু
২৩ আসিতেছেন]। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
২৪ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। খ্রীষ্ট যীশুতে আমার
প্রেম তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।
আমেন।

করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্র।

মঙ্গলাচরণ। প্রাপ্ত উপকার হেতু
ঈশ্বরের ধন্যবাদ।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত,
এবং তীমথিয় ভ্রাতা,—করিন্থে ঈশ্বরের যে
মণ্ডলী আছে, এবং সমস্ত আখায়া দেশে যে সকল
পবিত্র লোক আছেন, তৎসর্ব্বজন সমীপেষু।
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য;
তিনিই করুণাময় পিতা এবং যাবতীয় সান্ত্বনার
৪ ঈশ্বর। আমরা আপনারা ঈশ্বরদত্ত যে সান্ত্বনাতে
সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হই, সেই সান্ত্বনা দ্বারা যেন সমস্ত
ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি, এই

Digitized by Google

জন্য তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমা-
৫ দিগকে সান্ত্বনা করেন। কেননা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ
যেমন আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে, তেমনি
খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচিয়া পড়ে।
৬ আর আমরা যদি ক্লেশ পাই, তবে তাহা তোমা-
দের সান্ত্বনার ও পরিত্রাণের নিমিত্ত; যদি সান্ত্বনা
পাই, তবে তাহা তোমাদের সান্ত্বনার নিমিত্ত,
তাহা ধৈর্য্যপূর্ব্বক সেই সকল দুঃখ ভোগে নিজ
কার্য্য সাধন করিতেছে, যে সকল দুঃখ আমরাও
৭ ভোগ করিতেছি। আর তোমাদের বিষয়ে আমা-
দের দৃঢ় প্রত্যাশা আছে; কেননা আমরা জানি,
তোমরা যেমন দুঃখভোগের, তেমনি সান্ত্বনারও
সহভাগী।

৮ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, আশিয়া দেশে আমাদের
যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তোমরা যে সে বিষয়
অজ্ঞাত থাক, ইহা আমাদের ইচ্ছা নয়; ফলতঃ
তাহার আত্যন্তিক দুঃখভারে আমরা শক্তির
অতিরিক্তরূপে ভারগ্রস্ত, এমন কি, প্রাণরক্ষার
৯ বিষয়েও আশাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম; এবং
মনে মনে আপনাদিগের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নিশ্চয়
করিয়াছিলাম, যেন আপনাদের উপরে নির্ভর
না দিয়া মৃতগণের উত্থাপনকারী ঈশ্বরের উপরে
১০ নির্ভর দিই। তিনিই তাদৃশ ভয়ানক মৃত্যু
হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও করি-
বেন; আমরা তাঁহাতেই প্রত্যাশা করি যে,
১১ ইহার পরেও তিনি উদ্ধার করিবেন। ইহাতে
তোমরাও বিনতি দ্বারা আমাদের পক্ষে সাহায্য
করিতেছ, যেন অনেকের দ্বারা যে অনুগ্রহ-দান
আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত অনেকের
দ্বারা আমাদের পক্ষে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

পৌলের করিন্থে যাইবার মনস্থ।

১২ কারণ আমাদের শ্লাঘা এই, আমাদের সংবেদ
সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঈশ্বরদত্ত পবিত্রতায় ও সরল-
তায়, মাংসিক বিজ্ঞতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনু-
গ্রহে, আমরা জগতের মধ্যে, এবং বিশেষ যত্ন-
পূর্ব্বক তোমাদের প্রতি, আচরণ করিয়াছি।
১৩ কারণ তোমরা যাহা পাঠ করিয়া থাক, কিম্বা
স্বীকারও করিয়া থাক, তাহা হইতে ভিন্ন কিছুই
তোমাদিগকে লিখিতেছি না; আর আমি
প্রত্যাশা করি, তোমরা শেষ পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার
১৪ করিবে। বাস্তবিক তোমরা কতক পরিমাণে আমা-
দিগকে [এই বলিয়া] স্বীকার করিয়াছ যে,
আমাদের প্রভু যীশুর দিনে আমরা তোমাদের
এবং তদ্রূপ তোমরাও আমাদের শ্লাঘার হেতু।
১৫ আর এই দৃঢ় প্রত্যয়-প্রযুক্ত আমার এই মানস
ছিল যে, আমি অগ্রে তোমাদের কাছে যাইব,
যেন তোমরা দ্বিতীয় বার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও;
১৬ আর তোমাদের নিকট দিয়া মাকিদনিয়া দেশে
গমন করিব, পরে মাকিদনিয়া হইতে আবার
তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়া তোমাদের দ্বারা
১৭ যিহূদিয়াতে প্রস্থাপিত হইব। এরূপ মানস
করায় কি আমি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলাম?
অথবা আমি যে সকল মনস্থ করি, সে সকল কি
মাংসের মতে করিয়া থাকি যে, আমার কাছে
১৮ হাঁ হাঁ, ও না না হইবে? বরঞ্চ ঈশ্বর বিশ্বাস্য;
তাই তোমাদের প্রতি আমাদের বাক্য হাঁ আবার
১৯ না হয় না। ফলতঃ আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ
আমার, সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা তোমাদের
নিকটে যিনি প্রচারিত হইয়াছেন, এমন যে
ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, তিনি হাঁ আবার না
২০ হন নাই, কিন্তু তাঁহাতেই হাঁ হইয়াছে। যেহে-
তুক ঈশ্বরের যাবতীয় প্রতিজ্ঞা তাঁহাতেই হাঁ হয়,
সে জন্য তাঁহার দ্বারা আমেনও হয়, যেন আমা-
২১ দের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়। যিনি তোমাদের
সহিত আমাদিগকে খ্রীষ্টে স্থির করিতেছেন,
এবং আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি
২২ ঈশ্বর; আর তিনি আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও
করিয়াছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে
বায়না দিয়াছেন।

২৩ কিন্তু আমি আপন প্রাণের উপরে ঈশ্বরকে
সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, তোমাদের প্রতি মমতা
করাতেই এখন পর্য্যন্ত করিন্থে উপস্থিত হই
২৪ নাই। আমরা যে তোমাদের বিশ্বাসের উপরে
প্রভুত্ব করি, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের আনন্দের
সাহায্য করি; যেহেতুক বিশ্বাসে তোমরা দণ্ডায়-
মান রহিয়াছ।

২ আর আমি মনস্থ করিয়াছিলাম যে, পুন-
র্ব্বার মনোদুঃখ লইয়া তোমাদের নিকটে
২ যাইব না। কেননা আমি যদি তোমাদিগকে
দুঃখিত করি, তবে আমার হর্ষজনক কে? কেবল
৩ সেই, যে আমা দ্বারা দুঃখিত হয়। আর যাহা-
দের হইতে আমার আনন্দিত হওয়া উপযুক্ত,
তাহাদের হইতে আগমনকালে যেন আমার
মনোদুঃখ না জন্মে, এই নিমিত্ত সেই কথা
লিখিয়াছিলাম; কেননা তোমাদের সকলের
বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, আমার
৪ আনন্দে তোমাদের সকলের আনন্দ হয়। ফলতঃ
অনেক ক্লেশ ও হৃদয়ের যাতনার মধ্যে বহু অশ্রু-
পাতপূর্ব্বক তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম,
তোমরা যেন দুঃখিত হও, সে জন্য নয়, কিন্তু
তোমাদের প্রতি আমার যে অধিক প্রেম আছে,
তাহা যেন জ্ঞাত হও।
৫ কিন্তু কেহ যদি দুঃখের কারণ হইয়া থাকে,
তবে সে আমার নয়, কিন্তু কতক পরিমাণে—

Digitized by Google

আমি যেন বেশী পীড়ন না করি,—তোমাদের
৬ সকলেরই দুঃখের কারণ হইয়াছে। [তোমাদের]
অধিকাংশ লোকের দ্বারা তাদৃশ ব্যক্তি যে দণ্ড
৭ পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। অত-
এব বরং তাহাকে ক্ষমা করিলে ও সান্ত্বনা করিলে
ভাল হয়, পাছে অতিরিক্ত মনোদুঃখে তাদৃশ
৮ ব্যক্তি কবলিত হয়। এ কারণ বিনতি করি,
৯ তোমরা তাহার প্রতি প্রেম স্থির কর। কারণ
তোমরা সর্ব্ববিষয়ে আজ্ঞাবহ কি না, ইহার
প্রমাণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই তোমাদিগকে
১০ লিখিয়াছিলাম। যাহার কোন দোষ তোমরা
ক্ষমা কর, তাহা আমিও ক্ষমা করি; কেননা
আমিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে
তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা
১১ করিয়াছি, যেন আমরা শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিত
না হই; কেননা তাহার কল্পনা সকল আমাদের
অবিদিত নয়।

ঈশ্বরীয় নূতন নিয়মের উৎকৃষ্টতা।

১২ আমি যখন খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য ত্রোয়াতে
গিয়াছিলাম, আর প্রভুতে আমার সম্মুখে একটী
১৩ দ্বার খোলা হইয়াছিল, তখন আমার ভ্রাতা
তীতকে না পাওয়াতে আমার আত্মা কিছু শান্তি
পাইল না; কিন্তু আমি তাহাদের নিকট হইতে
১৪ বিদায় লইয়া মাকিদনিয়ায় আসিলাম। আর
ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে [পরাজিত
শত্রুবৎ] লইয়া খ্রীষ্টে বিজয়যাত্রা করেন, এবং
আমাদের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানরূপ গন্ধ সর্ব্বত্র ব্যক্ত
১৫ করেন। যেহেতুক যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে ও
যাহারা বিনাশ পাইতেছে, উভয়ের কাছে আমরা
১৬ ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ। এক পক্ষের
প্রতি আমরা মৃত্যু হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত গন্ধ, অন্য
পক্ষের প্রতি জীবন হইতে জীবন পর্য্যন্ত গন্ধ।
১৭ আর এই সকলের জন্য যোগ্য কে? ফলতঃ অধি-
কাংশের ন্যায় আমরাও যে ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ
দিই, তাহা নয়; কিন্তু সরল ভাবে, ঈশ্বরদত্ত
মতিতে, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টে কথা
কহিতেছি।

৩ আমরা কি পুনর্ব্বার আপনাদের প্রশংসা
করিতে আরম্ভ করিতেছি? অথবা তোমা-
দের প্রতি কিম্বা তোমাদের হইতে সুখ্যাতিপত্রে
কি অন্য কাহারও কাহারও ন্যায় আমাদেরও
২ প্রয়োজন আছে? তোমরাই আমাদের পত্র,
আমাদের হৃদয়ে লিখিত পত্র, সকল মনুষ্য তাহা
৩ জ্ঞাত হইতেছে ও পাঠ করিতেছে; ফলতঃ
তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের দ্বারা সম্পাদিত
পত্র বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে; তাহা কালী দিয়া
নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, এবং
প্রস্তরফলকে নয়, কিন্তু মাংসময় হৃৎপত্রে লিখিত
৪ হইয়াছে। আর ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ দৃঢ়
৫ প্রত্যয় আমরা খ্রীষ্ট দ্বারা পাইয়াছি। আমরা
কিছুর মীমাংসা করিতে যে আপনারা নিজ গুণে
যোগ্য, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা
৬ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন; তিনিই আমাদিগকে
নূতন নিয়মের পরিচারক হইবার যোগ্যও করি-
য়াছেন, অক্ষরের নয়, কিন্তু আত্মার [পরিচারক
করিয়াছেন]; যেহেতুক অক্ষর বধ করে, কিন্তু
৭ আত্মা জীবন দেন। পরন্তু মৃত্যুর যে পরিচর্য্যা-
পদ অক্ষরশ্রেণীতে প্রস্তরে খোদিত, তাহা যদি
এমন তেজোযুক্ত হইল যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ
মোশির মুখের নশ্বরকল্প তেজ প্রযুক্ত তাঁহার
৮ মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিতে পারিল না, তবে
কেন বরং আত্মার পরিচর্য্যাপদ তেজোযুক্ত
৯ হইবে না? কেননা দণ্ডাজ্ঞার পরিচর্য্যাপদ যদি
তেজোময় [হইল], তবে ধার্ম্মিকতার পরিচর্য্যা-
১০ পদ তেজে আরও অধিক উপচিয়া পড়ে। বস্তুতঃ
যাহা তেজোযুক্ত হইয়াছিল, তাহা এ বিষয়ে
সেই অতিরিক্ত তেজ প্রযুক্ত, নিস্তেজ হইয়াছে।
১১ কেননা যাহা নশ্বরকল্প, তাহা যদি তেজোযুক্ত
[হইল], তবে যাহা স্থায়ী, তাহা কত অধিক
তেজোময়!

১২ অতএব, আমাদের এই প্রকার প্রত্যাশা
থাকাতে আমরা অতি স্পষ্ট কথা ব্যবহার করি।
১৩ ইহাতে আমরা মোশির সদৃশ নহি; ফলতঃ
ইস্রায়েল-সন্তানগণ যেন একদৃষ্টে সেই নশ্বরকল্প
[তেজের] দিকে চাহিয়া তাহার পরিণাম না
দেখে, তজ্জন্য তিনি আপন মুখে আবরণ দিতেন।
১৪ কিন্তু তাহাদের মন কঠিনীভূত হইয়াছিল।
কেননা, পুরাতন নিয়মের পাঠে সেই আবরণ
অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে, খোলা যায় না, কেননা
১৫ তাহা খ্রীষ্টেই নষ্ট হয়; কিন্তু অদ্যাপি যখন
মোশির [ব্যবস্থা] পাঠ হয়, তখন তাহাদের
১৬ হৃদয়ের উপরে আবরণ থাকে। কিন্তু [হৃদয়]
যখন প্রভুর প্রতি ফিরে, তখন আবরণ অপ-
১৭ সারিত হয়। আর প্রভুই সেই আত্মা; এবং
যে স্থানে প্রভুর আত্মা, সেই স্থানে স্বাধীনতা।
১৮ আর আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ
দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আত্মা প্রভু
হইতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তিতে
রূপান্তরীকৃত হইতেছি।

৪ অতএব আমরা এই পরিচর্য্যাপদ প্রাপ্ত
হওয়ায় যেরূপে দয়া পাইয়াছি, তদনুসারে
২ নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জার গুপ্ত কার্য্য
জলাঞ্জলি দিয়াছি, ধূর্ত্ততায় চলি না, ঈশ্বরের
বাক্যে ভাঁজ দিই না, কিন্তু সত্য প্রত্যক্ষ করণ

Digitized by Google

দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে মনুষ্যমাত্রের সংবেদের
কাছে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি।
৩ কিন্তু যদি আমাদের সুসমাচার আচ্ছাদিত
থাকে, তবে বিনাশপাত্রদেরই কাছে আচ্ছাদিত
৪ থাকে। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেব
অবিশ্বাসীদিগের মন অন্ধ করিয়াছে, পাছে ঈশ্ব-
রের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার তেজের সুসমাচার-
৫ দীপ্তি তাহাদের প্রতি প্রকাশমান হয়। বস্তুতঃ
আমরা আপনাদিগকে নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুকেই
প্রভু বলিয়া প্রচার করিতেছি, এবং যীশুর
নিমিত্ত আপনাদিগকে তোমাদের দাস বলিয়া
৬ [দেখাইতেছি]। কারণ ঈশ্বরই বলিয়াছিলেন,
‘অন্ধকারের মধ্য হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে,’
তিনিই যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের তেজের
জ্ঞান-দীপ্তি দিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে দীপ্তি
প্রকাশ করিলেন।

৭ কিন্তু পরাক্রমের উৎকর্ষ যেন আমাদের
নিজের না হইয়া ঈশ্বরের হয়, তজ্জন্য সেই
নিধি মৃন্ময় পাত্রে করিয়া আমাদিগকে দত্ত হই-
৮ য়াছে। আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হইতেছি,
কিন্তু সঙ্কটাপন্ন হই না; নিরুপায় হইতেছি,
৯ কিন্তু নিরাশ হই না; তাড়িত হইতেছি, কিন্তু
পরিত্যক্ত হই না; নিপাতিত হইতেছি, কিন্তু
১০ নষ্ট হই না। আমাদের দেহে যেন যীশুর
জীবনও প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা এই দেহে
১১ যীশুর মৃত্যু বহন করিয়া বেড়াইতেছি। কেননা
আমাদের মর্ত্ত্য মাংসে যেন যীশুর জীবনও প্রত্যক্ষ
হয়, তন্নিমিত্ত আমরা জীবিত হইয়াও যীশুর
১২ জন্য সতত মৃত্যুর হস্তে সমর্পিত হইতেছি। এই-
রূপে আমাদিগেতে মৃত্যু, কিন্তু তোমাদিগেতে
জীবন নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে।

১৩ পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের আছে;
যেমন লেখা আছে, “আমার বিশ্বাস ছিল, এই
জন্য কথা কহিয়াছিলাম;” তেমনি আমাদেরও
বিশ্বাস আছে; এই জন্য কথাও কহিতেছি।
১৪ কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উত্থা-
পন করিয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমা-
দিগকেও উত্থাপন করিবেন, এবং তোমাদের
সহিত [আপনার সাক্ষাতে] উপস্থিত করিবেন।
১৫ বস্তুতঃ এই সকল তোমাদেরই নিমিত্ত হইতেছে,
অর্থাৎ অনুগ্রহ যেন অধিক লোকের দ্বারা বহুলী-
কৃত হইয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে ধন্যবাদকে উপ-
চিয়া পড়িতে দেয়।

১৬ এই জন্য আমরা নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু
আমাদের বাহ্য মনুষ্য যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে,
তথাপি আন্তরিক মনুষ্য দিন দিন নবীনীকৃত
১৭ হইতেছে। বস্তুতঃ আপাততঃ আমাদের যে
লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা উত্তর উত্তর
অনুপমরূপে আমাদের জন্য অনন্তকালস্থায়ী গুরু-
১৮ তর প্রতাপ সাধন করিতেছে। আমরা ত দৃশ্য
বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি,
কারণ যাহা দৃশ্য তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা
অদৃশ্য, তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

৫ কারণ আমরা জানি, যদি আমাদের এই
তাম্বুরূপ পার্থিব বাটী ভগ্ন হয়, তবে ঈশ্বরদত্ত
এক গাঁথনি, অহস্তনির্ম্মিত অনন্তকালস্থায়ী এক
২ বাটী, স্বর্গে আমাদের আছে। কারণ বাস্তবিক
আমরা এই তাম্বুমধ্যে আর্ত্তস্বর করিতেছি,
৩ স্বর্গ হইতে প্রাপ্য আমাদের আবাস-পরিহিত
হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। পরিহিত হইলে
৪ পর আমরা ত নগ্ন হইয়া পড়িব না। আর বাস্ত-
বিক এই তাম্বুতে থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত
হওয়াতে আর্ত্তস্বর করিতেছি; কেননা আমরা
অপরিহিত হইতে বাঞ্ছা করি না, কিন্তু পরি-
হিত হইতে বাঞ্ছা করি, যেন যাহা মর্ত্ত্য তাহা
৫ জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। আর যিনি আমা-
দিগকে ইহারই নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি
ঈশ্বর, এবং তিনি আমাদিগকে আত্মাকে বায়না
৬ দিয়াছেন। অতএব আমরা সর্ব্বদা সাহসিক
আছি, আর যাবৎ এই দেহে নিবাস করিতেছি,
তাবৎ প্রভু হইতে দূরে প্রবাস করিতেছি, ইহা
৭ জানি।—কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলিতেছি,
৮ বাহ্য দৃশ্য দ্বারা চলি না।—আমরা সাহসিক
আছি, এবং দেহ হইতে দূরে প্রবাস ও প্রভুর
সহিত সহবাস করা অধিক বাঞ্ছনীয় জ্ঞান
৯ করিতেছি। আর এই কারণ, আমরা নিবাসে
থাকি, কিম্বা প্রবাসী হই, তাঁহারই প্রীতির পাত্র
১০ হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিতেছি। কারণ আমা-
দের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে
প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য্য হউক, কি
অসৎকার্য্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত
কার্য্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জ্জিত ফল পায়।

সুসমাচার প্রচারকের কার্য্য, পরীক্ষা ও লক্ষ্য।

১১ অতএব প্রভুর ভয়ার্হতা জানাতে আমরা মনুষ্য-
দিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের
প্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছি; আর আশা প্রত্যাশা
করি যে, আমরা তোমাদের সংবেদেরও প্রত্যক্ষ
১২ রহিয়াছি। আমরা পুনরায় তোমাদের কাছে
আপনাদের প্রশংসা করিতেছি, এমন নয়, কিন্তু
আমাদের পক্ষে শ্লাঘা করিবার সুযোগ তোমা-
দিগকে দিতেছি, উদ্দেশ্য এই, যাহারা হৃদয়ে
নয়, কেবল সাক্ষাতে শ্লাঘা করে, তোমরা যেন
১৩ তাহাদিগকে উত্তর দিতে পার। কেননা যদি

Digitized by Google

আমরা হতবুদ্ধি হইয়া থাকি, তবে তাহা ঈশ্বরের
জন্য; এবং যদি সুবুদ্ধি হই, তবে তাহা তোমা-
১৪ দের জন্য। কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে
সীমাবদ্ধ রাখিতেছে; কেননা আমরা এরূপ
বিচার করিয়াছি যে, এক জন সকলের জন্য
১৫ মরিয়াছেন, সুতরাং সকলেই মরিয়াছে। আর
তিনি সকলের জন্য মরিয়াছেন, যেন, যাহারা
জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে
নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে,
যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন, ও উত্থা-
১৬ পিত হইলেন। অতএব অদ্যাবধি আমরা আর
কাহাকেও মাংস অনুসারে জানি না: যদিও
খ্রীষ্টকে মাংস অনুসারে জানিয়াছি, তথাপি
১৭ এখন আর জানি না। ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে
থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়-
গুলি লুপ্ত হইল; দেখ, সকলই নূতন হইয়া
১৮ উঠিল। আর, সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে;
তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের
সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যা-
১৯ পদ আমাদিগকে দিয়াছেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টে
থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগতের সম্মি-
লনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল
তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না; এবং সেই
সম্মিলনের বার্ত্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া-
২০ ছেন। অতএব খ্রীষ্টের পক্ষে আমরা রাজদূতের
কর্ম্ম করিতেছি; আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বর
নিবেদন করিতেছেন; আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই
বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত
২১ সম্মিলিত হও। যিনি পাপ জানেন নাই,
তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করি-
লেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-
স্বরূপ হই।

৬ আর তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিতে করিতে
আমরা নিবেদনও করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের
২ অনুগ্রহ বৃথা গ্রহণ করিও না। কেননা তিনি
কহেন, "আমি গ্রাহ্য সময়ে তোমার প্রার্থনা
শুনিলাম, ও পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য
করিলাম।" দেখ, এখন পরম গ্রাহ্য সময়; দেখ,
৩ এখন পরিত্রাণের দিবস। সেই পরিচর্য্যাপদ
যেন কলঙ্কিত না হয়, এই নিমিত্ত আমরা কোন
৪ বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মাই না; কিন্তু ঈশ্বরের
পরিচারক বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগকে
যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি,—বিপুল ধৈর্য্যে, ক্লেশে,
৫ দুর্গতিতে, সঙ্কটে, প্রহারে, কারাবাসে, উপদ্রবে,
৬ পরিশ্রমে, জাগরণে, উপবাসে, শুদ্ধতায়, জ্ঞানে,
চিরসহিষ্ণুতায়, মধুর ভাবে, পবিত্র আত্মায়,
৭ অকপট প্রেমে, সত্যের বাক্যে, ঈশ্বরের পরাক্রমে,
৮ দক্ষিণ ও বাম হস্তের ধর্ম্মযুদ্ধাস্ত্র দ্বারা, সমাদর
ও অনাদর ক্রমে, অখ্যাতি ও সুখ্যাতি ক্রমে;
৯ আমরা ভ্রামকের ন্যায়, কিন্তু সত্যবাদী; অপরি-
চিতের ন্যায়, কিন্তু সুপরিচিত; ম্রিয়মাণের
ন্যায়, কিন্তু দেখ, জীবিত আছি; শাসিতের
১০ ন্যায়, কিন্তু হত নহি; দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু
সর্ব্বদা আনন্দিত; দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু
অনেকের ধনদাতা; নিঃস্বের ন্যায়, কিন্তু
সর্ব্বাধিকারী।
১১ হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের প্রতি আমাদের
মুখ খোলা রহিয়াছে, আমাদের হৃদয় বিকসিত
১২ রহিয়াছে। তোমরা আমাদিগেতে সঙ্কুচিত নহ;
কিন্তু আপন আপন অন্তরে সঙ্কুচিত রহিয়াছ।
১৩ আমি তোমাদিগকে বৎস জানিয়া কহিতেছি,
অনুরূপ প্রতিদান করিতে তোমরাও বিক-
সিত হও।
১৪ তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসমভাবে
যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না, কেননা ধর্ম্মে অধর্ম্মে
পরস্পর কি সম্পর্ক? অন্ধকারের সহিত দীপ্তি-
১৫ রই বা কি সহভাগিতা? আর বলীয়ালের সহিত
খ্রীষ্টের কি সমবোধ? বা অবিশ্বাসীর সহিত
১৬ বিশ্বাসীর কি অংশ? আর প্রতিমাদের সহিত
ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সামঞ্জস্য আছে?
কেননা আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির; যেমন
ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি
করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহা-
দের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা
১৭ হইবে।" অতএব, "প্রভু কহিতেছেন, তোমরা
তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও
পৃথক্ হও, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না;
১৮ তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং
তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার পুত্র
কন্যা হইবে," ইহা সর্ব্বশক্তিমান প্রভু কহেন।

৭ অতএব, হে প্রিয়বর্গ, এই সকল প্রতিজ্ঞার
অধিকারী হওয়াতে আইস আমরা মাংসের ও
আত্মার যাবতীয় মালিন্য হইতে আপনাদিগকে
শুচি করিয়া ঈশ্বরের ভয়ে পবিত্রতা সাধন করি।

করিন্থীয়দের সদ্ভাবে পৌলের আনন্দ।

২ তোমরা আমাদিগকে স্থান দান কর; আমরা
কাহারও অন্যায় করি নাই, কাহাকেও নষ্ট করি
৩ নাই, কাহাকেও ঠকাই নাই। আমি দোষী
করিবার জন্য এ কথা কহিতেছি তাহা নয়;
কেননা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমরা আমাদের এমন
হৃদয়স্থ যে মরণে ও জীবনে আমাদের সঙ্গী
৪ থাকিবে। তোমাদের কাছে আমার বড়ই সাহস;
তোমাদের পক্ষে আমি অনেক শ্লাঘা করিয়া
থাকি; আমাদের যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে আমি

Digitized by Google

সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ, আমি আনন্দে উথলিয়া
পড়িতেছি ।
৫ কারণ যখন আমরা মাকিদনিয়াতে উপস্থিত
হইয়াছিলাম, তখনও আমাদের মাংসের কিছু-
মাত্র শান্তি ছিল না ; সর্ব্বদিকে ক্লেশ, বাহিরে
৬ সংগ্রাম, অন্তরে ভয় ছিল । কিন্তু ঈশ্বর, যিনি
অবনতদিগকে সান্ত্বনা করেন, তিনি তীতের উপ-
স্থিতি দ্বারা আমাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন ।
৭ কেবল তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা নয়, কিন্তু তোমা-
দের মধ্যে তিনি যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,
সেই সান্ত্বনার দ্বারাও [তাহা করিলেন], বিশে-
ষতঃ তিনি তোমাদের অনুরাগ, তোমাদের
বিলাপ, আমার পক্ষে তোমাদের উদ্যোগ-
বিষয়ক সংবাদ দিলেন, তাহাতে আমার আরও
৮ আনন্দ জন্মিল । কেননা যদিও আমি আপন
পত্র দ্বারা তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়াছি, ও
তৎপ্রযুক্ত অনুশোচনা করিয়াছিলাম, তথাপি
অনুশোচনা করি না । কেননা আমি দেখিতে
পাইতেছি যে, ঐ পত্র তোমাদের মনোদুঃখ
জন্মাইয়াছে, তথাপি কেবল কিয়ৎকালের জন্য ।
৯ এখন আমি আনন্দ করিতেছি ; তোমাদের
মনোদুঃখ হইয়াছে, সে জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের
মনোদুঃখ যে মনঃপরিবর্ত্তনজনক হইয়াছে, সেই
জন্য ; ফলতঃ আমাদের দ্বারা কোন বিষয়ে যেন
তোমাদের ক্ষতি না হয়, তাই ঈশ্বরের মতানু-
১০ যায়ী মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে । যেহেতুক
ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ, তাহা পরি-
ত্রাণজনক মনঃপরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে, তাহা অনু-
শোচনা-রহিত ; কিন্তু জগতের মনোদুঃখ মৃত্যু
১১ সম্পন্ন করে । কারণ দেখ, ঈশ্বরের মতানুযায়ী
যে মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে, তাহা তোমা-
দের পক্ষে কি না সম্পন্ন করিয়াছে ? কত যত্ন,
কেমন দোষপ্রক্ষালন, কেমন বিরক্তি, কেমন ভয়,
কেমন অনুরাগ, কেমন উদ্যোগ, কেমন প্রতীকার !
সর্ব্ববিষয়ে তোমরা আপনাদিগকে ঐ ব্যাপারে
১২ শুদ্ধ দেখাইয়াছ । অতএব আমি তোমাদের
কাছে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অপকারকের
জন্য কিম্বা অপকৃতের জন্য লিখিয়াছিলাম,
এমন নয় ; কিন্তু আমাদের পক্ষে তোমাদের যে
যত্ন আছে, তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমা-
১৩ দের প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য । সেই কারণ আমরা
সান্ত্বনা পাইলাম ; আর আমাদের সেই সান্ত্বনার
সমত্রে তীতের আনন্দে আরও প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত
হইলাম, কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তাঁহার
১৪ আত্মা আপ্যায়িত হইয়াছে । কেননা তাঁহার কাছে
আমি কখন কখন তোমাদের জন্য যে শ্লাঘা
করিয়াছিলাম, তাহাতে লজ্জিত হই নাই ; কিন্তু
আমরা যেমন তোমাদের কাছে সকলই সত্যভাবে
বলিয়াছি, তেমনি তীতের কাছে আমাদের কৃত
১৫ সেই শ্লাঘাও সত্য হইল । আর তোমরা সকলে
কেমন আজ্ঞাবহ ছিলে, কেমন সভয় ও সকম্প
ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ
করিতে করিতে তোমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ
১৬ অধিক প্রবল হইতেছে । সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের
সম্বন্ধে আমার আশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহাতে
আনন্দ করিতেছি ।

দানশীলতার উৎকৃষ্ট ফল ।

৮ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশস্থ
মণ্ডলীসমূহে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ বিতরণ
হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাদিগকে জ্ঞাত
২ করিতেছি । ফলতঃ ক্লেশরূপ মহাপরীক্ষার মধ্যেও
তাহাদের আনন্দের উপচয় এবং অগাধ দীনতা
উদারতা-ধন উৎপাদনে উপচিয়া পড়িয়াছে ।
৩ কেননা আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহারা সাধ্য
পর্য্যন্ত, বরং সাধ্যের অতিরিক্ত পরিমাণে স্বতঃ
৪ প্রবৃত্ত হইয়া [দান করিয়াছিল], সেই অনু-
গ্রহের সম্বন্ধে, এবং পবিত্রগণের পরিচর্য্যা করি-
বার বিষয়ে সহভাগিতার সম্বন্ধে, আমাদের
৫ কাছে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিল । ইহাতে
তাহারা যে আমাদের আশামত কর্ম্ম করিল,
তাহাও নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আপনা-
দিগকেই প্রথমে প্রভুর এবং আমাদের উদ্দেশে
৬ প্রদান করিল । তজ্জন্য আমরা তীতকে অনুরোধ
করিলাম, যেন তিনি পূর্ব্বে যেমন আরম্ভ করিয়া-
ছিলেন, তেমনি তোমাদের মধ্যে সেই অনু-
৭ গ্রহের কর্ম্মও সমাপ্ত করেন । ভাল, তোমরা যেমন
সর্ব্ববিষয়ে উপচিয়া পড়িতেছ—বিশ্বাসে, বক্তৃ-
তায়, জ্ঞানে, যাবতীয় যত্নে এবং আমাদের প্রতি
তোমাদের প্রেমে—তেমনি যেন এই অনুগ্রহের
৮ কর্ম্মেও উপচিয়া পড় । আমি আজ্ঞাস্বরূপে ইহা
বলিতেছি তাহা নয়, কিন্তু পরের যত্ন দ্বারা
তোমাদেরও প্রেমের যথার্থতা পরীক্ষা করি-
৯ তেছি । কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ ; ফলতঃ তিনি ধন-
বান হইলেও তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হই-
লেন, যেন তোমরা তাঁহার দরিদ্রতায় ধনবান
১০ হও । আর এ বিষয়ে আমি আপনার বিচার
জানাইতেছি ; ফলতঃ তোমাদের পক্ষে ইহা
শ্রেয়ঃ, যেহেতুক গত বৎসর আরম্ভ করাতে
তোমরা কেবল কাজে নয়, ইচ্ছা করাতেও প্রথম
১১ ছিলে । আর এখন সেই কার্য্যও সমাপ্ত কর ;
ইচ্ছা করায় যেমন ঔৎসুক্য, তদ্রূপ সঙ্গতি অনু-
১২ সারে যেন সমাপ্তিও হয় । কেননা ঔৎসুক্য
থাকিলে যাহার যাহা আছে, তদনুসারে তাহা

Digitized by Google

গ্রাহ্য হয়; যাহার যাহা নাই তদনুসারে নহে।
১৩ কেননা অন্যদের শান্তি ও তোমাদের ক্লেশ যেন
১৪ হয়, তজ্জন্য নয়; বরঞ্চ সাম্যভাবের নিয়মানু-
সারে হউক; এই বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের উপ-
চয়ে উহাদের অভাব পূর্ণ হউক; যেন আবার
উহাদের উপচয়ে তোমাদের অভাব পূর্ণ হয়; এই-
১৫ রূপে যেন সাম্যভাব জন্মে; যেমন লেখা আছে,
"যে অধিক [সংগ্রহ করিয়াছিল], তাহার অতি-
রিক্ত হইল না; এবং যে অল্প [সংগ্রহ করিয়া-
ছিল], তাহার অভাব হইল না।"
১৬ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি তীতের
হৃদয়ে তোমাদের নিমিত্ত এই যত্ন প্রদান করিয়া-
১৭ ছেন। তীত আমাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন
বটে, কিন্তু আপনি অতিশয় যত্নবান হইলেন,
তজ্জন্য স্ব ইচ্ছায় তোমাদের নিকটে যাত্রা করি-
১৮ লেন। আর তাঁহার সঙ্গে আমরা সেই ভ্রাতাকে
পাঠাইলাম, সুসমাচার সম্বন্ধীয় যাঁহার প্রশংসা
১৯ সমুদয় মণ্ডলীতে ব্যাপিয়াছে; কেবল তাহা
নয়, কিন্তু তিনি এই অনুগ্রহ-কার্য্য সম্বন্ধে
আমাদের সহচর হইবার জন্য মণ্ডলীগণ
কর্ত্তৃক নিযুক্তও হইয়াছেন, যে কার্য্য প্রভুর
গৌরব ও আমাদের ঔৎসুক্য প্রকাশার্থে আমা-
২০ দের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। কেননা আমা-
দের দ্বারা সম্পাদনীয় এই মহাদানের বিষয়ে
কেহ যাহাতে আমাদের প্রতি দোষ না দেয়,
২১ তাহার চেষ্টা করিতেছি। কারণ কেবল প্রভুর
সাক্ষাতে নয়, মনুষ্যদের সাক্ষাতে যাহা উত্তম,
২২ তাহাও আমরা চিন্তা করি। আর উহাদের
সহিত আমাদের সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম,
যাঁহাকে আমরা অনেক বার অনেক বিষয়ে যত্ন-
বান দেখিয়াছি, এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার
দৃঢ় প্রত্যয় হেতু এবার আরও যত্নবান দেখি-
২৩ তেছি। তীতের কথা যদি বলিতে হয়, তবে
তিনি আমার সহভাগী এবং তোমাদের উপলক্ষে
আমার সহকারী; এবং আমাদের ভ্রাতৃগণের
বিষয়ে কথা এই, তাঁহারা মণ্ডলীগণের প্রেরিত
২৪ এবং খ্রীষ্টের প্রতাপস্বরূপ। অতএব তোমাদের
প্রেমের এবং তোমাদের জন্য আমাদের শ্লাঘার
প্রমাণ মণ্ডলীগণের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে
দেখাও।

৯ বাস্তবিক পবিত্রগণের পরিচর্য্যা করিবার
বিষয়ে তোমাদের নিকটে আমার লেখা
২ অনাবশ্যক; কারণ আমি তোমাদের ঔৎসুক্য
জানি, এবং তোমাদের পক্ষে সে বিষয়ে শ্লাঘা
করিয়া মাকিদনীয়দিগকে বলিয়া থাকি যে, গত
বৎসরাবধি আখায়া প্রস্তুত আছে; আর তোমা-
দের উদ্যোগ তাহাদের অধিকাংশ লোককে
৩ যত্নবান করিয়াছে। কিন্তু আমি সেই ভ্রাতৃগণকে
পাঠাইয়াছি, যেন তোমাদের পক্ষে আমাদের
শ্লাঘা এই বিষয়ে ব্যর্থ না হয়, যেন আমি যেমন
বলিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমরা প্রস্তুত হও;
৪ মতুবা কি জানি, মাকিদনীয় কোন কোন লোক
আমার সহিত আসিয়া যদি তোমাদিগকে
প্রস্তুত না দেখে, তবে সেই দৃঢ় প্রত্যাশার বিষয়ে
আমাদের লজ্জা জন্মিবে; তোমাদের লজ্জা যে
৫ জন্মিবে, তাহা বলিতে চাহি না। অতএব আমি
ভ্রাতৃগণকে এই অনুরোধ করা আবশ্যক বুঝিলাম,
যেন তাঁহারা অগ্রে তোমাদের নিকটে গিয়া পূর্ব্বে
অঙ্গীকৃত তোমাদের সেই আশীর্ব্বাদস্বরূপ দানের
আয়োজন করেন, এইরূপে তাহা যেন লোভের
বিষয় নয়, কিন্তু আশীর্ব্বাদের বিষয়রূপে প্রস্তুত
থাকে।
৬ পরন্তু ইহা [বলিতেছি], যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র
ভাবে বীজ বপন করে, সে ক্ষুদ্র পরিমাণে শস্য
কাটিবে; এবং যে ব্যক্তি আশীর্ব্বাদের মত বীজ
বপন করে, সে আশীর্ব্বাদের মত শস্যও কাটিবে।
৭ প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প
করিয়াছে, তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখ-
পূর্ব্বক কিম্বা আবশ্যকতা প্রযুক্ত না দিউক;
কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভাল বাসেন।
৮ আর তোমাদিগকে যাবতীয় অনুগ্রহের উপচয়
দিতে ঈশ্বর সমর্থ আছেন; তোমাদের যেন
সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সকলই কুলায় বলিয়া যেন
তোমরা যাবতীয় সৎকর্ম্মের নিমিত্ত উপচিয়া
৯ পড়। যেমন লেখা আছে,
"সে বিতরণ করিয়াছে, দরিদ্রদিগকে দান
করিয়াছে,
তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী।"
১০ পরন্তু যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারার্থে
অন্ন যোগাইয়া দেন, তিনি তোমাদের বীজ
যোগাইবেন এবং প্রচুরও করিবেন, আর তোমা-
১১ দের ধার্ম্মিকতার ফল বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন; এইরূপে
তোমরা যাবতীয় উদারতার নিমিত্তে সর্ব্ববিষয়ে
ধনবান হইবে, আর তাহা আমাদের দ্বারা
১২ ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সম্পন্ন করে। কেননা এই
সেবারূপ পরিচর্য্যাকর্ম্ম পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ
করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্য-
বাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়ি-
১৩ তেছে। কেননা তোমাদের এই পরিচর্য্যারূপ
পরীক্ষাসিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব
প্রকাশ করিতেছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি
তোমাদের স্বীকৃত আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং
উহাদের ও অন্য সকলের প্রতি সহভাগিতারূপ
উদারতা প্রযুক্ত [তাঁহার গৌরব প্রকাশ করি-
১৪ তেছে]; আর তাহারা তোমাদের নিমিত্তে
প্রার্থনা করিতে করিতে তোমাদের প্রতি [প্রকা-

Digitized by Google

শিত] ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু তোমা-
১৫ দের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের বর্ণনা-
তীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

আপন বিপক্ষদের উদ্দেশে পৌলের উত্তর।

১০ পরন্তু আমি পৌল নিজে খ্রীষ্টের মৃদুতা
ও কান্তিগুণ দ্বারা তোমাদিগকে অনুনয়
করিতেছি। আমি [না কি] সাক্ষাতে তোমাদের
মধ্যে নত, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমাদের প্রতি
২ সাহসিক হইয়াছি। আমি বিনতি করিতেছি,
কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে যে
সাহস দেখান [আবশ্যক] জ্ঞান করি, সাক্ষাৎ
হইলে যেন আমাকে সেই সাহস দেখাইতে না
হয়। তাহারা আমাদের বিষয়ে মনে করে যে,
৩ আমরা মাংসের বশে চলিয়া থাকি। আমরা
মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধ-
৪ যাত্রা করিতেছি না। ফলতঃ আমাদের যুদ্ধাস্ত্র
সকল মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলি-
৫ বার জন্য ঈশ্বরের পক্ষে বলবত্ত। আমরা বিতর্ক-
শ্রেণীকে, এবং ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিকূলে
উত্থাপিত যাবতীয় উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি,
এবং যাবতীয় মতিকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের
৬ আজ্ঞাবহ করিতেছি। আর তোমাদের আজ্ঞা-
বহতা সম্পূর্ণ হইলে পর যাবতীয় অবাধ্যতার
সমুচিত দণ্ড দিতে প্রস্তুত আছি।
৭ যাহা সম্মুখে আছে, তাহা তোমরা নিরীক্ষণ
করিতেছ। কেহ যদি আপনাকে খ্রীষ্টের লোক
বলিয়া নিজ প্রমাণে বিশ্বাস করে, তবে সে পুন-
র্ব্বার আপনা আপনি বিচার করিয়া বুঝুক,
যেমন সে, তেমনি আমরাও খ্রীষ্টের লোক।
৮ বাস্তবিক আমাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক
শ্লাঘা করিলেও আমি লজ্জা পাইব না; প্রভু
তোমাদের উৎপাটনের নিমিত্ত নয়, কিন্তু তোমা-
দিগকে গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত সেই কর্তৃত্ব
৯ দিয়াছেন। আমি পত্র সকল দ্বারা যেন তোমা-
দিগকে ভয় দেখাইতেছি, এমন মনে করিও না।
১০ কেহ কেহ বলে, তাঁহার পত্র সকল ভারী ও
সতেজ বটে, কিন্তু দৈহিক প্রত্যক্ষতা দুর্ব্বল এবং
১১ বাক্য হেয়। এরূপ লোক বুঝুক যে, আমরা অনুপ-
স্থিতি কালে পত্র দ্বারা কথনে যাদৃশ, উপস্থিতি
১২ কালে কার্য্যেও তাদৃশ। কেননা যাহারা আপ-
নারা আপনাদের প্রশংসা করে; তাহাদের মধ্যে
কোন কোন লোকের সহিত আপনাদিগকে গণনা
করিতে, কি তুলনা দিতে, আমরা সাহস করি না;
কিন্তু উহারা আপনাদের পরিমাণ-দণ্ডে আপনা-
দিগকে পরিমাণ করে, এবং আপনাদের সহিত
আপনাদের তুলনা করে, তাই উহারা বুঝে না।
১৩ কিন্তু আমরা পরিমাণের অতিরিক্ত শ্লাঘা করিব
না, বরং ঈশ্বর আমাদের পক্ষে যে মানরজ্জু
নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ অনুসারে
[শ্লাঘা করিব]; তাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও
১৪ বিস্তৃত। ফলতঃ তাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত
বিস্তৃত নহে বলিয়া আমরা যে সীমা উল্লঙ্ঘন
করিতেছি, এমন নয়; কেননা খ্রীষ্টের সুসমাচার
লইয়া আমরা তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও উপস্থিত
১৫ হইয়াছি। আমরা পরিমাণ না মানিয়া যে
পরের পরিশ্রমের শ্লাঘা করি তাহা নয়; কিন্তু
প্রত্যাশা করি যে তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হইলে আমাদের মানরজ্জু অনুসারে তোমাদের
মধ্যে আরও অপর্য্যাপ্তরূপে বিস্তারিত হইব;
১৬ তাহাতে তোমাদের ওদিকে স্থিত অঞ্চলেও
সুসমাচার প্রচার করিতে পাইব; কিন্তু পরের
মানরজ্জুর মধ্যে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার
১৭ উপলক্ষে শ্লাঘা করিব না। পরন্তু যে শ্লাঘা করে,
১৮ সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক। কেননা আপনার
প্রশংসা যে করে, সে পরীক্ষাসিদ্ধ নয়; কিন্তু প্রভু
যাহার প্রশংসা করেন, সেই [পরীক্ষাসিদ্ধ]।

১১ আমার যৎকিঞ্চিৎ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি
তোমরা যেন সহিষ্ণুতা কর, এই আমার
বাসনা; অবশ্যই আমার প্রতি সহিষ্ণুতা করিতে
২ হইবে। বস্তুতঃ ঈশ্বরীয় অন্তর্জ্বালায় তোমাদের
জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে, যেহেতুক আমি
তোমাদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই বর
খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বাগ্দান
৩ করিয়াছি। কিন্তু সর্প আপন ধূর্ত্ততায় যেমন
হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, পাছে তেমনি
তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুচিতা
হইতে ভ্রষ্ট হয়, এমন আশঙ্কা করিতেছি।
৪ বাস্তবিক আমরা যাঁহার কথা ঘোষণা করি নাই,
আগন্তুক লোক যদি এমন অন্য কোন যীশুর কথা
ঘোষণা করে, কিম্বা তোমরা যাহাকে পাও নাই,
এমন অন্যবিধ আত্মাকে, কিম্বা যাহা গ্রাহ্য কর
নাই, এমন অন্যবিধ সুসমাচার যদি পাও, তবে
৫ তোমাদের সহিষ্ণুতা করা ভাল! বস্তুতঃ আমার
বিচার এই যে, সেই অতিমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রেরিতগণ
৬ হইতে আমি একটুও পিছনে নহি। পরন্তু যদি-
স্যাৎ আমি বক্তৃতায় সামান্য, তথাপি জ্ঞানে
সামান্য নহি; তোমাদের কাছে আমরা সর্ব্ব-
বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছি।
৭ অথবা তোমাদের উন্নতির নিমিত্তে আপনাকে
নত করাতে আমি কি পাপ করিয়াছি যে, বিনা
বেতনে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার
৮ প্রচার করিয়াছি? তোমাদের পরিচর্য্যা করণার্থে
আমি অন্য অন্য মণ্ডলীকে হৃতধন করিয়া বেতন

Digitized by Google

৯ গ্রহণ করিয়াছি ; এবং যখন তোমাদের নিকটে
ছিলাম, তখন আমার অভাব হইলেও [তোমা-
দের] কাহারও ভারস্বরূপ হই নাই, কেননা
মাকিদনিয়া হইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া আমার
অভাব দূর করিলেন। হাঁ, আমি যাহাতে কোন
বিষয়ে তোমাদের ভারস্বরূপ না হই, আপনাকে
১০ এরূপে রক্ষা করিয়াছি, এবং করিব। খ্রীষ্টের
সত্য যখন আমাতে আছে, তখন আখায়ার
সকল অঞ্চলে আমার এই শ্লাঘা রুদ্ধগতি হইবে
১১ না। কেন ? আমি তোমাদিগকে প্রেম করি না
১২ বলিয়া কি ? ঈশ্বর তাহা জানেন। পরন্তু যাহা
করিতেছি তাহা আরও করিব ; যাহারা অবসর
পাইতে বাসনা করে, তাহাদের অবসর যেন খণ্ডন
করিতে পারি ; তাহারা যে বিষয়ের শ্লাঘা করে,
সেই বিষয়ে যেন আমাদের সমান হইয়া পড়ে ;
১৩ কেননা তাদৃশ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, সকপট
কর্ম্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ
১৪ ধারণ করে। আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা
শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ
১৫ করে। সুতরাং তাহার পরিচারকেরাও যে ধর্ম্ম-
পরিচারকদের বেশধারী হয়, ইহা মহৎ বিষয়
নয় ; তাহাদের পরিণাম তাহাদের ক্রিয়ানুযায়ী
হইবে।

১৬ আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমরা কেহ
আমাকে নির্ব্বোধ জ্ঞান করিও না ; অথবা যদি
কর, তবে আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই গ্রাহ্য কর,
১৭ যেন আমিও যৎকিঞ্চিৎ শ্লাঘা করি। এই যে
কথা বলিতেছি, ইহা প্রভুর মতানুসারে বলি-
তেছি না, কিন্তু এক প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতায় এই
১৮ শ্লাঘার নিশ্চয়জ্ঞানে বলিতেছি। অনেকে মাংস
অনুযায়ী শ্লাঘা করিতেছে, অতএব আমিও
১৯ শ্লাঘা করিব। তোমরা ত [নিজে] বুদ্ধিমান,
তজ্জন্য নির্ব্বোধ লোকদের প্রতি প্রণয়ভাবে
২০ সহিষ্ণুতা করিয়া থাক। ফলতঃ কেহ যদি তোমা-
দিগকে দাস করে, যদি তোমাদিগকে খাইয়া
ফেলে, যদি তোমাদিগকে জালবদ্ধ করে, যদি দর্প
করে, যদি তোমাদের গালে চপেটাঘাত করে,
২১ তবে তোমরা সহিষ্ণুতা করিয়া থাক। আমি
অনাদর স্বীকারপূর্ব্বক বলিতেছি, আমরা যেন
এক প্রকার দুর্ব্বল ছিলাম ; কিন্তু যে বিষয়ে অন্য
কেহ সাহস করে,—আমি নির্ব্বুদ্ধিতায় বলি-
তেছি—সেই বিষয়ে আমিও সাহস করি।
২২ উহারা কি ইব্রীয় ? আমিও তাহাই। উহারা কি
ইস্রায়েলীয় ? আমিও তাহাই। উহারা কি
২৩ অব্রাহামের বংশ ? আমিও তাহাই। উহারা কি
খ্রীষ্টের পরিচারক ?—হতবুদ্ধির ন্যায় বলিতেছি
—আমি অধিক ; আমি পরিশ্রমে বহুতররূপে,
কারাবন্ধনে বহুতররূপে, প্রহারে অতিমাত্র, প্রাণ-
২৪ সংশয়ে অনেক বার পড়িয়াছি। পাঁচ বার যিহু-
দীদের হইতে ঊনচল্লিশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।
২৫ তিন বার বেত্রাঘাত, এক বার প্রস্তরাঘাত, তিন
বার নৌকাভঙ্গ সহ্য করিয়াছি ; অগাধ জলে এক
২৬ দিবারাত্র যাপন করিয়াছি। অনেকবার যাত্রায়,
নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতীয়দের হইতে
ঘটিত সঙ্কটে, পরজাতীয়দের হইতে ঘটিত
সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভাক্ত
২৭ ভ্রাতৃগণের মধ্যে ঘটিত সঙ্কটে, পরিশ্রমে ও
আয়াসে, অনেক বার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও
তৃষ্ণায়, অনেক বার উপবাসে, শীতে ও উলঙ্গ-
২৮ তাতে [পড়িয়াছি]। আর সকল বিষয়ের কথা
থাকুক, একটী বিষয় প্রত্যহ আমার উপরে চাপিয়া
২৯ রহিয়াছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্ব্বল
হইলে আমি দুর্ব্বল না হই ? কে বিঘ্ন পাইলে
৩০ আমি সন্তপ্ত না হই ? যদি শ্লাঘা করিতে হয়,
তবে আমার নানা দুর্ব্বলতার বিষয়ে শ্লাঘা
৩১ করিব। প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যিনি যুগে
যুগে ধন্য, তিনি জানেন যে, আমি মিথ্যা কথা
৩২ কহিতেছি না। দম্মেশকে আরিতা রাজার নিযুক্ত
অধ্যক্ষ আমাকে ধরিবার চেষ্টায় সৈন্য দ্বারা
দম্মেশকীয়দের নগর রক্ষা করাইতেছিলেন ;
৩৩ তৎকালে আমি একটী ঝুড়ির মধ্যে প্রাচীরের
বাতায়ন দিয়া অবরোহিত হইয়া তাঁহার হাত
এড়াইয়াছিলাম।

১২ শ্লাঘা করা যদিও হিতজনক নয়, তথাপি
শ্লাঘা করা আমার পক্ষে আবশ্যক ; কিন্তু
প্রভুর নানা দর্শন ও প্রকাশিত বাক্যের কথা
২ কহিব। আমি খ্রীষ্টের আশ্রিত এমন এক
ব্যক্তিকে জানি, যে ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর
পূর্ব্বে—সশরীরে কি অশরীরে, তাহা জানি
না, ঈশ্বর জানেন—তৃতীয় স্বর্গ পর্য্যন্ত নীত
৩ হইয়াছিল। আর তাদৃশ ব্যক্তির বিষয়ে আমি
জানি,—সশরীরে কি অশরীরে, তাহা আমি
৪ জানি না, ঈশ্বর জানেন—সে পরমদেশে নীত
হইয়া অনির্ব্বচনীয় ও মনুষ্যের অকথ্য বচন
৫ শুনিতে পাইয়াছিল। তাদৃশ ব্যক্তির জন্য শ্লাঘা
করিব ; কিন্তু আপনার জন্য শ্লাঘা করিব না,
৬ কেবল নানা দুর্ব্বলতার [শ্লাঘা করিব]। বাস্ত-
বিক শ্লাঘা করিতে বাসনা করিলেও নির্ব্বোধ হইব
না, কারণ সত্যই কহিব। তথাপি ক্ষান্ত রহিলাম,
পাছে কেহ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
কিম্বা আমার বাক্য শুনিয়া আমাকে যাদৃশ জ্ঞান
করে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে।
৭ আর ঐ প্রকাশিত বাক্যের অতি মহত্ত্বে আমি
যেন অতিমাত্র দর্প না করি, তজ্জন্য আমার
মাংসে একটা কন্টক আমাকে দত্ত হইল ; আমি
যেন অতিমাত্র দর্প না করি, তাই উহা আমাকে

Digitized by Google

মুষ্ট্যাঘাত করিবার জন্য শয়তানের এক দূত।
৮ এই বিষয় লইয়া আমি প্রভুর কাছে তিন বার
নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন উহা আমাকে
৯ ছাড়িয়া যায়। আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন,
আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট; কেননা
দুর্ব্বলতায় আমার শক্তি সিদ্ধি পায়। অতএব
খ্রীষ্টের শক্তি যেন আমার উপরে অবস্থিতি করে,
তন্নিমিত্ত বরং অতি হৃষ্টমনে নিজ দুর্ব্বলতায়
১০ শ্লাঘা করিব। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত দুর্ব্বলতা,
অপমান, দুর্গতি, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি
প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্ব্বল, তখনই
বলবান।
১১ আমি নির্ব্বোধ হইলাম; তোমরাই আমার
পক্ষে তাহা আবশ্যক করিয়াছ; কারণ আমার
প্রশংসা করা তোমাদের উচিত ছিল; কেননা
নগণ্য হইলেও আমি সেই অতিমাত্র শ্রেষ্ঠ
প্রেরিতগণ হইতে কিছুতেই পিছনে পড়ি নাই।
১২ তোমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ধৈর্য্য সহকারে নানা
অভিজ্ঞান, অদ্ভুত লক্ষণ ও পরাক্রম-কার্য্য দ্বারা
প্রেরিতের অভিজ্ঞান সকল সম্পন্ন হইয়াছে।
১৩ বল দেখি, অন্য সকল মণ্ডলী অপেক্ষা তোমরা
কিসে অপকৃষ্ট হইলে? আমি আপনি তোমা-
দের ভারস্বরূপ হই নাই, এই মাত্র; আমার এই
অপরাধ ক্ষমা কর।

করিন্থীয়দের প্রতি শেষ নিবেদন।

১৪ দেখ, এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে
যাইতে প্রস্তুত আছি, এবারও ভারস্বরূপ হইব
না; কেননা আমি তোমাদের দ্রব্যের চেষ্টা নয়,
তোমাদেরই চেষ্টা করিতেছি; কারণ মাতা-
পিতার জন্য ধন্য সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্ত্তব্য
নয়, বরং সন্তানদের জন্য মাতাপিতার কর্ত্তব্য।
১৫ আর আমি অতি হৃষ্ট মনে তোমাদের প্রাণের
নিমিত্ত ব্যয় করিব, এবং ব্যয়িতও হইব। আমি
যদি তোমাদিগকে অধিক প্রেম করি, তাহা
হইলে কি অল্পতর প্রেম প্রাপ্ত হইব?
১৬ যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে ভারগ্রস্ত করি
নাই, কিন্তু না কি ধূর্ত্ত হওয়াতে ছলে ধরিয়াছি!
১৭ আমি তোমাদের কাছে যাঁহাদিগকে পাঠাইয়া-
ছিলাম, তাঁহাদের কাহারও দ্বারা কি তোমা-
১৮ দিগকে ঠকাইয়াছি? আমি তীতকে অনুরোধ
করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে
পাঠাইয়াছিলাম। তীত কি তোমাদিগকে
ঠকাইয়াছেন? আমরা উভয়ে কি এক আত্মায়
এক পদচিহ্ন দিয়া গমন করি নাই?
১৯ এ যাবৎকাল তোমরা মনে করিতেছ যে,
আমরা তোমাদের নিকটে দোষ প্রক্ষালনের কথা
কহিতেছি। আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টে
কহিতেছি; আর, হে প্রিয়বর্গ, তোমাদিগকে
গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত সকলই কহিতেছি।
২০ কেননা আমার ভয় হয়, পাছে উপস্থিত হইলে
আমি তোমাদিগকে যাদৃশ দেখিতে চাহি, তাদৃশ
না দেখি, এবং তোমরা আমাকে যাদৃশ দেখিতে
না চাও, তাদৃশ দেখ, পাছে কোনমতে বিবাদ,
ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগীতা, পরীবাদ, কাণভাঙ্গানি,
২১ দর্প, কলহ [উপস্থিত হয়]; পাছে আমি পুন-
র্ব্বার উপস্থিত হইলে আমার ঈশ্বর তোমাদের
কাছে আমাকে নত করেন; এবং যাহারা পূর্ব্বে
পাপ করিয়াছিল, তথাপি আপনাদের কৃত
অশুচি ক্রিয়া, ব্যভিচার ও স্বৈরিতার বিষয়ে
অনুতাপ করে নাই, এমন অনেক লোকের জন্য
আমাকে শোক করিতে হয়।
১৩ এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে
যাইতেছি। "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর
প্রমাণ দ্বারা যাবতীয় কথা নিষ্পন্ন হইবে।"
২ দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইলে পর এখন অনুপ-
স্থিত আছি বলিয়া আমি পূর্ব্বকৃত পাপে লিপ্ত
লোকদিগকে ও অন্য সকলকে পূর্ব্বে বলিয়াছি
ও পূর্ব্বে বলিতেছি, পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে
৩ আমি মমতা করিব না। খ্রীষ্ট, যিনি আমাতে
কথা কহেন, তোমরা ত তাঁহারই বিষয়ে প্রমাণ
খুঁজিতেছ; তোমাদের পক্ষে তিনি দুর্ব্বল নহেন,
৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে শক্তিমান। কেননা তিনি
দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন
বটে, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি প্রযুক্ত জীবিত আছেন।
আর তাঁহাতে আমরাও দুর্ব্বল, কিন্তু ঈশ্বরের
শক্তি প্রযুক্ত তাঁহার সহিত তোমাদের কাছে
৫ জীবিত হইব। আপনাদেরই পরীক্ষা করিয়া
দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না; প্রমাণার্থে
আপনাদেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা কি
আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট
তোমাদের মধ্যে আছেন? না থাকিলে তোমরা
৬ অপ্রামাণিক লোক। কিন্তু আশা করি, তোমরা
জানিবে যে, আমরা অপ্রামাণিক লোক নহি।
৭ পরন্তু আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি
যেন তোমরা দুষ্ক্রিয়া না কর। আমরা যেন
প্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান হই, তজ্জন্য নয়,
কিন্তু তোমরা যেমন সৎকর্ম্ম কর; তাহা হইলে,
আমরা যদি অপ্রামাণিকের ন্যায় হই, [সেও
৮ ভাল]। যেহেতুক সত্যের বিপক্ষে আমরা কিছু
করিতে পারি না, কেবল সত্যের সপক্ষে করিতে
৯ পারি। বস্তুতঃ আমরা যখন দুর্ব্বল, ও তোমরা
বলবান, তখন আমরা আনন্দ করি; আর
তাহাই অর্থাৎ তোমাদের পরিপক্কতার জন্য
১০ প্রার্থনা করিতেছি। এই কারণ আমি অনুপস্থিত

Digitized by Google

আমি যেন বেশী পীড়ন না করি,—তোমাদের
৬ সকলেরই দুঃখের কারণ হইয়াছে। [তোমাদের]
অধিকাংশ লোকের দ্বারা তাদৃশ ব্যক্তি যে দণ্ড
৭ পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। অত-
এব বরং তাহাকে ক্ষমা করিলে ও সান্ত্বনা করিলে
ভাল হয়, পাছে অতিরিক্ত মনোদুঃখে তাদৃশ
৮ ব্যক্তি কবলিত হয়। এ কারণ বিনতি করি,
৯ তোমরা তাহার প্রতি প্রেম স্থির কর। কারণ
তোমরা সর্ব্ববিষয়ে আজ্ঞাবহ কি না, ইহার
প্রমাণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই তোমাদিগকে
১০ লিখিয়াছিলাম। যাহার কোন দোষ তোমরা
ক্ষমা কর, তাহা আমিও ক্ষমা করি; কেননা
আমিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে
তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা
১১ করিয়াছি, যেন আমরা শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিত
না হই; কেননা তাহার কল্পনা সকল আমাদের
অবিদিত নয়।

ঈশ্বরীয় নূতন নিয়মের উৎকৃষ্টতা।

১২ আমি যখন খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য ত্রোয়াতে
গিয়াছিলাম, আর প্রভুতে আমার সম্মুখে একটী
১৩ দ্বার খোলা হইয়াছিল, তখন আমার ভ্রাতা
তীতকে না পাওয়াতে আমার আত্মা কিছু শান্তি
পাইল না; কিন্তু আমি তাহাদের নিকট হইতে
১৪ বিদায় লইয়া মাকিদনিয়ায় আসিলাম। আর
ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে [পরাজিত
শত্রুবৎ] লইয়া খ্রীষ্টে বিজয়যাত্রা করেন, এবং
আমাদের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানরূপ গন্ধ সর্ব্বত্র ব্যক্ত
১৫ করেন। যেহেতুক যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে ও
যাহারা বিনাশ পাইতেছে, উভয়ের কাছে আমরা
১৬ ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ। এক পক্ষের
প্রতি আমরা মৃত্যু হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত গন্ধ, অন্য
পক্ষের প্রতি জীবন হইতে জীবন পর্য্যন্ত গন্ধ।
১৭ আর এই সকলের জন্য যোগ্য কে? ফলতঃ অধি-
কাংশের ন্যায় আমরাও যে ঈশ্বরের বাক্যে ভাজ
দিই, তাহা নয়; কিন্তু সরল ভাবে, ঈশ্বরদত্ত
মতিতে, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টে কথা
কহিতেছি।

৩ আমরা কি পুনর্ব্বার আপনাদের প্রশংসা
করিতে আরম্ভ করিতেছি? অথবা তোমা-
দের প্রতি কিম্বা তোমাদের হইতে সুখ্যাতিপত্রে
কি অন্য কাহারও কাহারও ন্যায় আমাদেরও
২ প্রয়োজন আছে? তোমরাই আমাদের পত্র,
আমাদের হৃদয়ে লিখিত পত্র, সকল মনুষ্য তাহা
৩ জ্ঞাত হইতেছে ও পাঠ করিতেছে; ফলতঃ
তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের দ্বারা সম্পাদিত
পত্র বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে; তাহা কালী দিয়া
নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, এবং
প্রস্তরফলকে নয়, কিন্তু মাংসময় হৃৎপত্রে লিখিত
৪ হইয়াছে। আর ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ দৃঢ়
৫ প্রত্যয় আমরা খ্রীষ্ট দ্বারা পাইয়াছি। আমরা
কিছুর মীমাংসা করিতে যে আপনারা নিজ গুণে
যোগ্য, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা
৬ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন; তিনিই আমাদিগকে
নূতন নিয়মের পরিচারক হইবার যোগ্যও করি-
য়াছেন, অক্ষরের নয়, কিন্তু আত্মার [পরিচারক
করিয়াছেন]; যেহেতুক অক্ষর বধ করে, কিন্তু
৭ আত্মা জীবন দেন। পরন্তু মৃত্যুর যে পরিচর্য্যা-
পদ অক্ষরশ্রেণীতে প্রস্তরে খোদিত, তাহা যদি
এমন তেজোযুক্ত হইল যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ
মোশির মুখের নশ্বর তেজ প্রযুক্ত তাঁহার
৮ মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিতে পারিল না, তবে
কেন বরং আত্মার পরিচর্য্যাপদ তেজোযুক্ত
৯ হইবে না? কেননা দণ্ডাজ্ঞার পরিচর্য্যাপদ যদি
তেজোময় [হইল], তবে ধার্ম্মিকতার পরিচর্য্যা-
১০ পদ তেজে আরও অধিক উপচিয়া পড়ে। বস্তুতঃ
যাহা তেজোযুক্ত হইয়াছিল, তাহা এ বিষয়ে
সেই অতিরিক্ত তেজ প্রযুক্ত, নিস্তেজ হইয়াছে।
১১ কেননা যাহা নশ্বর, তাহা যদি তেজোযুক্ত
[হইল], তবে যাহা স্থায়ী, তাহা কত অধিক
তেজোময়!
১২ অতএব, আমাদের এই প্রকার প্রত্যাশা
থাকাতে আমরা অতি স্পষ্ট কথা ব্যবহার করি।
১৩ ইহাতে আমরা মোশির সদৃশ নহি; ফলতঃ
ইস্রায়েল-সন্তানগণ যেন একদৃষ্টে সেই নশ্বর
[তেজের] দিকে চাহিয়া তাহার পরিণাম না
দেখে, তজ্জন্য তিনি আপন মুখে আবরণ দিতেন।
১৪ কিন্তু তাহাদের মন কঠিনীভূত হইয়াছিল।
কেননা, পুরাতন নিয়মের পাঠে সেই আবরণ
অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে, খোলা যায় না, কেননা
১৫ তাহা খ্রীষ্টেই নষ্ট হয়; কিন্তু অদ্যাপি যখন
মোশির [ব্যবস্থা] পাঠ হয়, তখন তাহাদের
১৬ হৃদয়ের উপরে আবরণ থাকে। কিন্তু [হৃদয়]
যখন প্রভুর প্রতি ফিরে, তখন আবরণ অপ-
১৭ সারিত হয়। আর প্রভুই সেই আত্মা; এবং
যে স্থানে প্রভুর আত্মা, সেই স্থানে স্বাধীনতা।
১৮ আর আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ
দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আত্মা প্রভু
হইতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তিতে
রূপান্তরীকৃত হইতেছি।

৪ অতএব আমরা এই পরিচর্য্যাপদ প্রাপ্ত
হওয়ায় যেরূপে দয়া পাইয়াছি, তদনুসারে
২ নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জার গুপ্ত কার্য্য
জলাঞ্জলি দিয়াছি, ধূর্ত্ততায় চলি না, ঈশ্বরের
বাক্যে ভাজ দিই না, কিন্তু সত্য প্রত্যক্ষ করণ

Digitized by Google

দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে মনুষ্যমাত্রের সংবেদের
কাছে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি।
৩ কিন্তু যদি আমাদের সুসমাচার আচ্ছাদিত
থাকে, তবে বিনাশপাত্রদেরই কাছে আচ্ছাদিত
৪ থাকে। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেব
অবিশ্বাসীদিগের মন অন্ধ করিয়াছে, পাছে ঈশ্ব-
রের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার তেজের সুসমাচার-
৫ দীপ্তি তাহাদের প্রতি প্রকাশমান হয়। বস্তুতঃ
আমরা আপনাদিগকে নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুকেই
প্রভু বলিয়া প্রচার করিতেছি, এবং যীশুর
নিমিত্ত আপনাদিগকে তোমাদের দাস বলিয়া
৬ [দেখাইতেছি]। কারণ ঈশ্বরই বলিয়াছিলেন,
'অন্ধকারের মধ্য হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে,'
তিনিই যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের তেজের
জ্ঞান-দীপ্তি দিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে দীপ্তি
প্রকাশ করিলেন।

৭ কিন্তু পরাক্রমের উৎকর্ষ যেন আমাদের
নিজের না হইয়া ঈশ্বরের হয়, তজ্জন্য সেই
নিধি মৃন্ময় পাত্রে করিয়া আমাদিগকে দত্ত হই-
৮ য়াছে। আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হইতেছি,
কিন্তু সঙ্কটাপন্ন হই না; নিরুপায় হইতেছি,
৯ কিন্তু নিরাশ হই না; তাড়িত হইতেছি, কিন্তু
পরিত্যক্ত হই না; নিপাতিত হইতেছি, কিন্তু
১০ নষ্ট হই না। আমাদের দেহে যেন যীশুর
জীবনও প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা এই দেহে
১১ যীশুর মৃত্যু বহন করিয়া বেড়াইতেছি। কেননা
আমাদের মর্ত্ত্য মাংসে যেন যীশুর জীবনও প্রত্যক্ষ
হয়, তন্নিমিত্ত আমরা জীবিত হইয়াও যীশুর
১২ জন্য সতত মৃত্যুর হস্তে সমর্পিত হইতেছি। এই-
রূপে আমাদিগেতে মৃত্যু, কিন্তু তোমাদিগেতে
জীবন নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে।

১৩ পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের আছে;
যেমন লেখা আছে, "আমার বিশ্বাস ছিল, এই
জন্য কথা কহিয়াছিলাম;" তেমনি আমাদেরও
বিশ্বাস আছে, এই জন্য কথাও কহিতেছি।
১৪ কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উত্থা-
পন করিয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমা-
দিগকেও উত্থাপন করিবেন, এবং তোমাদের
সহিত [আপনার সাক্ষাতে] উপস্থিত করিবেন।
১৫ বস্তুতঃ এই সকল তোমাদেরই নিমিত্ত হইতেছে,
অর্থাৎ অনুগ্রহ যেন অধিক লোকের দ্বারা বহুলী-
কৃত হইয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে ধন্যবাদকে উপ-
চিয়া পড়িতে দেয়।

১৬ এই জন্য আমরা নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু
আমাদের বাহ্য মনুষ্য যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে,
তথাপি আন্তরিক মনুষ্য দিন দিন নবীনীকৃত
১৭ হইতেছে। বস্তুতঃ আপাততঃ আমাদের যে
লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা উত্তর উত্তর
অনুপমরূপে আমাদের জন্য অনন্তকালস্থায়ী গুরু-
১৮ তর প্রতাপ সাধন করিতেছে। আমরা ত দৃশ্য
বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি,
কারণ যাহা দৃশ্য তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা
অদৃশ্য, তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

৫ কারণ আমরা জানি, যদি আমাদের এই
তাম্বুরূপ পার্থিব বাটী ভগ্ন হয়, তবে ঈশ্বরদত্ত
এক গাঁথনি, অহস্তনির্ম্মিত অনন্তকালস্থায়ী এক
২ বাটী, স্বর্গে আমাদের আছে। কারণ বাস্তবিক
আমরা এই তাম্বুমধ্যে আর্ত্তস্বর করিতেছি,
স্বর্গ হইতে প্রাপ্য আমাদের আবাস-পরিহিত
৩ হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। পরিহিত হইলে
৪ পর আমরা ত নগ্ন হইয়া পড়িব না। আর বাস্ত-
বিক এই তাম্বুতে থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত
হওয়াতে আর্ত্তস্বর করিতেছি; কেননা আমরা
অপরিহিত হইতে বাঞ্ছা করি না, কিন্তু পরি-
হিত হইতে বাঞ্ছা করি, যেন যাহা মর্ত্ত্য তাহা
৫ জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। আর যিনি আমা-
দিগকে ইহারই নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি
ঈশ্বর, এবং তিনি আমাদিগকে আত্মাকে বায়না
৬ দিয়াছেন। অতএব আমরা সর্ব্বদা সাহসিক
আছি, আর যাবৎ এই দেহে নিবাস করিতেছি,
তাবৎ প্রভু হইতে দূরে প্রবাস করিতেছি, ইহা
৭ জানি।—কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলিতেছি,
৮ বাহ্য দৃশ্য দ্বারা চলি না।—আমরা সাহসিক
আছি, এবং দেহ হইতে দূরে প্রবাস ও প্রভুর
সহিত সহবাস করা অধিক বাঞ্ছনীয় জ্ঞান
৯ করিতেছি। আর এই কারণ, আমরা নিবাসে
থাকি, কিম্বা প্রবাসী হই, তাঁহারই প্রীতির পাত্র
১০ হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিতেছি। কারণ আমা-
দের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে
প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য্য হউক, কি
অসৎকার্য্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত
কার্য্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জ্জিত ফল পায়।

সুসমাচার প্রচারকের কার্য্য, পরীক্ষা ও লক্ষ্য।

১১ অতএব প্রভুর ভয়ার্হতা জানাতে আমরা মনুষ্য-
দিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের
প্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছি; আর আমি প্রত্যাশা
করি যে, আমরা তোমাদের সংবেদেরও প্রত্যক্ষ
১২ রহিয়াছি। আমরা পুনরায় তোমাদের কাছে
আপনাদের প্রশংসা করিতেছি, এমন নয়, কিন্তু
আমাদের পক্ষে শ্লাঘা করিবার সুযোগ তোমা-
দিগকে দিতেছি, উদ্দেশ্য এই, যাহারা হৃদয়ে
নয়, কেবল সাক্ষাতে শ্লাঘা করে, তোমরা যেন
১৩ তাহাদিগকে উত্তর দিতে পার। কেননা যদি

Digitized by Google

আমরা হতবুদ্ধি হইয়া থাকি, তবে তাহা ঈশ্বরের
জন্য ; এবং যদি সুবুদ্ধি হই, তবে তাহা তোমা-
১৪ দের জন্য। কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে
সীমাবদ্ধ রাখিতেছে ; কেননা আমরা এরূপ
বিচার করিয়াছি যে, এক জন সকলের জন্য
১৫ মরিয়াছেন, সুতরাং সকলেই মরিয়াছে। আর
তিনি সকলের জন্য মরিয়াছেন, যেন, যাহারা
জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে
নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে,
যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন, ও উত্থা-
১৬ পিত হইলেন। অতএব অদ্যাবধি আমরা আর
কাহাকেও মাংস অনুসারে জানি না : যদিও
খ্রীষ্টকে মাংস অনুসারে জানিয়াছি, তথাপি
১৭ এখন আর জানি না। ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে
থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল ; পুরাতন বিষয়-
গুলি লুপ্ত হইল ; দেখ, সকলই নূতন হইয়া
১৮ উঠিল। আর, সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে ;
তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের
সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যা-
১৯ পদ আমাদিগকে দিয়াছেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টে
থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগতের সম্মি-
লনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল
তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না ; এবং সেই
সম্মিলনের বার্ত্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া-
২০ ছেন। অতএব খ্রীষ্টের পক্ষে আমরা রাজদূতের
কর্ম্ম করিতেছি ; আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বর
নিবেদন করিতেছেন ; আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই
বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত
২১ সম্মিলিত হও। যিনি পাপ জানেন নাই,
তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করি-
লেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-
স্বরূপ হই।

৬ আর তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিতে করিতে
আমরা নিবেদনও করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের
২ অনুগ্রহ বৃথা গ্রহণ করিও না। কেননা তিনি
কহেন, "আমি গ্রাহ্য সময়ে তোমার প্রার্থনা
শুনিলাম, ও পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য
করিলাম।" দেখ, এখন পরম গ্রাহ্য সময় ; দেখ,
৩ এখন পরিত্রাণের দিবস। সেই পরিচর্য্যাপদ
যেন কলঙ্কিত না হয়, এই নিমিত্তে আমরা কোন
৪ বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মাই না ; কিন্তু ঈশ্বরের
পরিচারক বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগকে
যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি,—বিপুল ধৈর্য্যে, ক্লেশে,
৫ দুর্গতিতে, সঙ্কটে, প্রহারে, কারাবাসে, উপপ্লবে,
৬ পরিশ্রমে, জাগরণে, উপবাসে, শুদ্ধতায়, জ্ঞানে,
চিরসহিষ্ণুতায়, মধুর ভাবে, পবিত্র আত্মায়,
৭ অকপট প্রেমে, সত্যের বাক্যে, ঈশ্বরের পরাক্রমে,
৮ দক্ষিণ ও বাম হস্তের ধর্ম্মযুদ্ধাস্ত্র দ্বারা, সমাদর
ও অনাদর ক্রমে, অখ্যাতি ও সুখ্যাতি ক্রমে ;
৯ আমরা ভ্রামকের ন্যায়, কিন্তু সত্যবাদী ; অপরি-
চিতের ন্যায়, কিন্তু সুপরিচিত ; ম্রিয়মাণের
ন্যায়, কিন্তু দেখ, জীবিত আছি ; শাসিতের
১০ ন্যায়, কিন্তু হত নহি ; দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু
সর্ব্বদা আনন্দিত ; দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু
অনেকের ধনদাতা ; নিঃস্বের ন্যায়, কিন্তু
সর্ব্বাধিকারী।
১১ হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের প্রতি আমাদের
মুখ খোলা রহিয়াছে, আমাদের হৃদয় বিকসিত
১২ রহিয়াছে। তোমরা আমাদিগেতে সঙ্কুচিত নহ ;
কিন্তু আপন আপন অন্তরে সঙ্কুচিত রহিয়াছ।
১৩ আমি তোমাদিগকে বৎস জানিয়া কহিতেছি,
অনুরূপ প্রতিদান করিতে তোমরাও বিক-
সিত হও।
১৪ তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসমভাবে
যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না, কেননা ধর্ম্মে অধর্ম্মে
পরস্পর কি সম্পর্ক ? অন্ধকারের সহিত দীপ্তি-
১৫ রই বা কি সহভাগিতা ? আর বলীয়ালের সহিত
খ্রীষ্টের কি সমবোধ ? বা অবিশ্বাসীর সহিত
১৬ বিশ্বাসীর কি অংশ ? আর প্রতিমাদের সহিত
ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সামঞ্জস্য আছে ?
কেননা আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির ; যেমন
ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি
করিব ও গমনাগমন করিব ; এবং আমি তাহা-
দের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা
১৭ হইবে।" অতএব, "প্রভু কহিতেছেন, তোমরা
তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও
পৃথক্ হও, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না ;
১৮ তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং
তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার পুত্র
কন্যা হইবে," ইহা সর্ব্বশক্তিমান প্রভু কহেন।

৭ অতএব, হে প্রিয়বর্গ, এই সকল প্রতিজ্ঞার
অধিকারী হওয়াতে আইস আমরা মাংসের ও
আত্মার যাবতীয় মালিন্য হইতে আপনাদিগকে
শুচি করিয়া ঈশ্বরের ভয়ে পবিত্রতা সাধন করি।

করিন্থীয়দের সদ্ভাবে পৌলের আনন্দ।

২ তোমরা আমাদিগকে স্থান দান কর ; আমরা
কাহারও অন্যায় করি নাই, কাহাকেও নষ্ট করি
৩ নাই, কাহাকেও ঠকাই নাই। আমি দোষী
করিবার জন্য এ কথা কহিতেছি তাহা নয় ;
কেননা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমরা আমাদের এমন
হৃদয়স্থ যে মরণে ও জীবনে আমাদের সঙ্গী
৪ থাকিবে। তোমাদের কাছে আমার বড়ই সাহস ;
তোমাদের পক্ষে আমি অনেক শ্লাঘা করিয়া
থাকি ; আমাদের যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে আমি

Digitized by Google

সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ, আমি আনন্দে উথলিয়া
পড়িতেছি ।
৫ কারণ যখন আমরা মাকিদনিয়াতে উপস্থিত
হইয়াছিলাম, তখনও আমাদের মাংসের কিছু-
মাত্র শান্তি ছিল না ; সর্ব্বদিকে ক্লেশ, বাহিরে
৬ সংগ্রাম, অন্তরে ভয় ছিল । কিন্তু ঈশ্বর, যিনি
অবনতদিগকে সান্ত্বনা করেন, তিনি তীতের উপ-
স্থিতি দ্বারা আমাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন ।
৭ শুদ্ধ তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা নয়, কিন্তু তোমা-
দের মধ্যে তিনি যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,
সেই সান্ত্বনার দ্বারাও [তাহা করিলেন], বিশে-
ষতঃ তিনি তোমাদের অনুরাগ, তোমাদের
বিলাপ, আমার পক্ষে তোমাদের উদ্যোগ-
বিষয়ক সংবাদ দিলেন, তাহাতে আমার আরও
৮ আনন্দ জন্মিল । কেননা যদিও আমি আপন
পত্র দ্বারা তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়াছি, ও
তৎপ্রযুক্ত অনুশোচনা করিয়াছিলাম, তথাপি
অনুশোচনা করি না । কেননা আমি দেখিতে
পাইতেছি যে, ঐ পত্র তোমাদের মনোদুঃখ
জন্মাইয়াছে, তথাপি কেবল কিয়ৎকালের জন্য ।
৯ এখন আমি আনন্দ করিতেছি ; তোমাদের
মনোদুঃখ হইয়াছে, সে জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের
মনোদুঃখ যে মনঃপরিবর্ত্তনজনক হইয়াছে, সেই
জন্য ; ফলতঃ আমাদের দ্বারা কোন বিষয়ে যেন
তোমাদের ক্ষতি না হয়, তাই ঈশ্বরের মতানু-
১০ যায়ী মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে । যেহেতুক
ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ, তাহা পরি-
ত্রাণজনক মনঃপরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে, তাহা অনু-
শোচনা-রহিত ; কিন্তু জগতের মনোদুঃখ মৃত্যু
১১ সম্পন্ন করে । কারণ দেখ, ঈশ্বরের মতানুযায়ী
যে মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে, তাহা তোমা-
দের পক্ষে কি না সম্পন্ন করিয়াছে ? কত যত্ন,
কেমন দোষপ্রক্ষালন, কেমন বিরক্তি, কেমন ভয়,
কেমন অনুরাগ, কেমন উদ্যোগ, কেমন প্রতীকার !
সর্ব্ববিষয়ে তোমরা আপনাদিগকে ঐ ব্যাপারে
১২ শুদ্ধ দেখাইয়াছ । অতএব আমি তোমাদের
কাছে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অপকারকের
জন্য কিম্বা অপকৃতের জন্য লিখিয়াছিলাম,
এমন নয় ; কিন্তু আমাদের পক্ষে তোমাদের যে
যত্ন আছে, তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমা-
১৩ দের প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য । সেই কারণ আমরা
সান্ত্বনা পাইলাম ; আর আমাদের সেই সান্ত্বনার
সমস্তে তীতের আনন্দে আরও প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত
হইলাম, কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তাঁহার
১৪ আত্মা আপ্যায়িত হইয়াছে । কেননা তাঁহার কাছে
আমি যখন কখন তোমাদের জন্য যে শ্লাঘা
করিয়াছিলাম, তাহাতে লজ্জিত হই নাই ; কিন্তু
আমরা যেমন তোমাদের কাছে সকলই সত্যভাবে
বলিয়াছি, তেমনি তীতের কাছে আমাদের কৃত
১৫ সেই শ্লাঘাও সত্য হইল । আর তোমরা সকলে
কেমন আজ্ঞাবহ ছিলে, কেমন সভয় ও সকম্প
ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ
করিতে করিতে তোমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ
১৬ অধিক প্রবল হইতেছে । সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের
সম্বন্ধে আমার আশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহাতে
আনন্দ করিতেছি ।

দানশীলতার উৎকৃষ্ট ফল ।

৮ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশস্থ
মণ্ডলীসমূহে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ বিতরণ
হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাদিগকে জ্ঞাত
২ করিতেছি । ফলতঃ ক্লেশরূপ মহাপরীক্ষার মধ্যেও
তাহাদের আনন্দের উপচয় এবং অগাধ দীনতা
উদারতা-ধনে উৎপাদনে উপচিয়া পড়িয়াছে ।
৩ কেননা আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহারা সাধ্য
পর্য্যন্ত, বরং সাধ্যের অতিরিক্ত পরিমাণে স্বতঃ
৪ প্রবৃত্ত হইয়া [দান করিয়াছিল], সেই অনু-
গ্রহের সম্বন্ধে, এবং পবিত্রগণের পরিচর্য্যা করি-
বার বিষয়ে সহভাগিতার সম্বন্ধে, আমাদের
৫ কাছে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিল । ইহাতে
তাহারা যে আমাদের আশামত কর্ম্ম করিল,
তাহাও নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আপনা-
দিগকেই প্রথমে প্রভুর এবং আমাদের উদ্দেশে
৬ প্রদান করিল । তজ্জন্য আমরা তীতকে অনুরোধ
করিলাম, যেন তিনি পূর্ব্বে যেমন আরম্ভ করিয়া-
ছিলেন, তেমনি তোমাদের মধ্যে সেই অনু-
৭ গ্রহের কর্ম্মও সমাপ্ত করেন । ভাল, তোমরা যেমন
সর্ব্ববিষয়ে উপচিয়া পড়িতেছ—বিশ্বাসে, বক্তৃ-
তায়, জ্ঞানে, যাবতীয় যত্নে এবং আমাদের প্রতি
তোমাদের প্রেমে—তেমনি যেন এই অনুগ্রহের
৮ কর্ম্মেও উপচিয়া পড় । আমি আজ্ঞাস্বরূপে ইহা
বলিতেছি তাহা নয়, কিন্তু পরের যত্ন দ্বারা
তোমাদেরও প্রেমের যথার্থতা পরীক্ষা করি-
৯ তেছি । কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ ; ফলতঃ তিনি ধন-
বান হইলেও তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হই-
লেন, যেন তোমরা তাঁহার দরিদ্রতায় ধনবান
১০ হও । আর এ বিষয়ে আমি আপনার বিচার
জানাইতেছি ; ফলতঃ তোমাদের পক্ষে ইহা
শ্রেয়ঃ, যেহেতুক গত বৎসর আরম্ভ করাতে
তোমরা কেবল কাজে নয়, ইচ্ছা করাতেও প্রথম
১১ ছিলে । আর এখন সেই কার্য্যও সমাপ্ত কর ;
ইচ্ছা করায় যেমন ঔৎসুক্য, তদ্রূপ সঙ্গতি অনু-
১২ সারে যেন সমাপ্তিও হয় । কেননা ঔৎসুক্য
থাকিলে যাহার যাহা আছে, তদনুসারে তাহা

Digitized by Google

গ্রাহ্য হয়; যাহার যাহা নাই তদনুসারে নহে।
১৩ কেননা অন্যদের শান্তি ও তোমাদের ক্লেশ যেন
১৪ হয়, তজ্জন্য নয়; বরঞ্চ সাম্যভাবের নিয়মানু-
সারে হউক; এই বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের উপ-
চয়ে উহাদের অভাব পূর্ণ হউক; যেন আবার
উহাদের উপচয়ে তোমাদের অভাব পূর্ণ হয়, এই-
১৫ রূপে যেন সাম্যভাব জন্মে; যেমন লেখা আছে,
“যে অধিক [সংগ্রহ করিয়াছিল], তাহার অতি-
রিক্ত হইল না; এবং যে অল্প [সংগ্রহ করিয়া-
ছিল], তাহার অভাব হইল না।”
১৬ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি তীতের
হৃদয়ে তোমাদের নিমিত্ত এই যত্ন প্রদান করিয়া-
১৭ ছেন। তীত আমাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন
বটে, কিন্তু আপনি অতিশয় যত্নবান হইলেন,
তজ্জন্য স্ব ইচ্ছায় তোমাদের নিকটে যাত্রা করি-
১৮ লেন। আর তাঁহার সঙ্গে আমরা সেই ভ্রাতাকে
পাঠাইলাম, সুসমাচার সম্বন্ধীয় যাঁহার প্রশংসা
১৯ সমুদয় মণ্ডলীতে ব্যাপিয়াছে; কেবল তাহা
নয়, কিন্তু তিনি এই অনুগ্রহ-কার্য্য সম্বন্ধে
আমাদের সহচর হইবার জন্য মণ্ডলীগণ
কর্ত্তৃক নিযুক্তও হইয়াছেন, যে কার্য্য প্রভুর
গৌরব ও আমাদের ঔৎসুক্য প্রকাশার্থে আমা-
২০ দের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। কেননা আমা-
দের দ্বারা সম্পাদনীয় এই মহাদানের বিষয়ে
কেহ যাহাতে আমাদের প্রতি দোষ না দেয়,
২১ তাহার চেষ্টা করিতেছি। কারণ কেবল প্রভুর
সাক্ষাতে নয়, মনুষ্যদের সাক্ষাতে যাহা উত্তম,
২২ তাহাও আমরা চিন্তা করি। আর উহাঁদের
সহিত আমাদের সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম,
যাঁহাকে আমরা অনেক বার অনেক বিষয়ে যত্ন-
বান দেখিয়াছি, এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার
দৃঢ় প্রত্যয় হেতু এবার আরও যত্নবান দেখি-
২৩ তেছি। তীতের কথা যদি বলিতে হয়, তবে
তিনি আমার সহভাগী এবং তোমাদের উপলক্ষে
আমার সহকারী; এবং আমাদের ভ্রাতৃগণের
বিষয়ে কথা এই, তাঁহারা মণ্ডলীগণের প্রেরিত
২৪ এবং খ্রীষ্টের প্রতাপস্বরূপ। অতএব তোমাদের
প্রেমের এবং তোমাদের জন্য আমাদের শ্লাঘার
প্রমাণ মণ্ডলীগণের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে
দেখাও।

৯ বাস্তবিক পবিত্রগণের পরিচর্য্যা করিবার
বিষয়ে তোমাদের নিকটে আমার লেখা
২ অনাবশ্যক; কারণ আমি তোমাদের ঔৎসুক্য
জানি, এবং তোমাদের পক্ষে সে বিষয়ে শ্লাঘা
করিয়া মাকিদনীয়দিগকে বলিয়া থাকি যে, গত
বৎসরাবধি আখায়া প্রস্তুত আছে; আর তোমা-
দের উদ্যোগ তাহাদের অধিকাংশ লোককে
৩ যত্নবান করিয়াছে। কিন্তু আমি সেই ভ্রাতৃগণকে
পাঠাইয়াছি, যেন তোমাদের পক্ষে আমাদের
শ্লাঘা এই বিষয়ে ব্যর্থ না হয়, যেন আমি যেমন
বলিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমরা প্রস্তুত হও;
৪ নতুবা কি জানি, মাকিদনীয় কোন কোন লোক
আমার সহিত আসিয়া যদি তোমাদিগকে
প্রস্তুত না দেখে, তবে সেই দৃঢ় প্রত্যাশার বিষয়ে
আমাদের লজ্জা জন্মিবে; তোমাদের লজ্জা যে
৫ জন্মিবে, তাহা বলিতে চাহি না। অতএব আমি
ভ্রাতৃগণকে এই অনুরোধ করা আবশ্যক বুঝিলাম,
যেন তাঁহারা অগ্রে তোমাদের নিকটে গিয়া পূর্ব্বে
অঙ্গীকৃত তোমাদের সেই আশীর্ব্বাদস্বরূপ দানের
আয়োজন করেন, এইরূপে তাহা যেন পীড়নের
বিষয় নয়, কিন্তু আশীর্ব্বাদের বিষয়রূপে প্রস্তুত
থাকে।
৬ পরন্তু ইহা [বলিতেছি], যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র
ভাবে বীজ বপন করে, সে ক্ষুদ্র পরিমাণে শস্য
কাটিবে; এবং যে ব্যক্তি আশীর্ব্বাদীয় মত বীজ
বপন করে, সে আশীর্ব্বাদীয় মত শস্যও কাটিবে।
৭ প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প
করিয়াছে, তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখ-
পূর্ব্বক কিম্বা আবশ্যকতা প্রযুক্ত না দিউক;
কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভাল বাসেন।
৮ আর তোমাদিগকে যাবতীয় অনুগ্রহের উপচয়
দিতে ঈশ্বর সমর্থ আছেন; তোমাদের জন্য
সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সকলই কুলায় বলিয়া যেন
তোমরা যাবতীয় সৎকর্ম্মের নিমিত্ত উপচিয়া
৯ পড়। যেমন লেখা আছে,
“সে বিতরণ করিয়াছে, দরিদ্রদিগকে দান
করিয়াছে,
তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী।”
১০ পরন্তু যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারার্থে
অন্ন যোগাইয়া দেন, তিনি তোমাদের বীজ
যোগাইবেন এবং প্রচুরও করিবেন, আর তোমা-
১১ দের ধার্ম্মিকতার ফল বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন; এইরূপে
তোমরা যাবতীয় উদারতার নিমিত্তে সর্ব্ববিষয়ে
ধনবান হইবে, আর তাহা আমাদের দ্বারা
১২ ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সম্পন্ন করে। কেননা এই
সেবারূপ পরিচর্য্যাকর্ম্ম পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ
করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্য-
বাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়ি-
১৩ তেছে। কেননা তোমাদের এই পরিচর্য্যারূপ
পরীক্ষাসিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব
প্রকাশ করিতেছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি
তোমাদের স্বীকৃত আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং
উহাদের ও অন্য সকলের প্রতি সহভাগিতারূপ
উদারতা প্রযুক্ত [তাঁহার গৌরব প্রকাশ করি-
১৪ তেছে]; আর তাহারা তোমাদের নিমিত্ত
প্রার্থনা করিতে করিতে তোমাদের প্রতি [প্রকা-

Digitized by Google

শিত] ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু তোমা-
১৫ দের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের বর্ণনা-
তীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

আপন বিপক্ষদের উদ্দেশে পৌলের উত্তর।

১০ পরন্তু আমি পৌল নিজে খ্রীষ্টের মৃদুতা
ও কান্তিগুণ দ্বারা তোমাদিগকে অনুনয়
করিতেছি। আমি [না কি] সাক্ষাতে তোমাদের
মধ্যে নম্র, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমাদের প্রতি
২ সাহসিক হইয়াছি। আমি বিনতি করিতেছি,
কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে যে
সাহস দেখান [আবশ্যক] জ্ঞান করি, সাক্ষাৎ
হইলে যেন আমাকে সেই সাহস দেখাইতে না
হয়। তাহারা আমাদের বিষয়ে মনে করে যে,
৩ আমরা মাংসের বশে চলিয়া থাকি। আমরা
মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধ-
৪ যাত্রা করিতেছি না। ফলতঃ আমাদের যুদ্ধাস্ত্র
সকল মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলি-
৫ বার জন্য ঈশ্বরের পক্ষে বলবত্ত। আমরা বিতর্ক-
শ্রেণীকে, এবং ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিকূলে
উত্থাপিত যাবতীয় উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি,
এবং যাবতীয় মতিকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের
৬ আজ্ঞাবহ করিতেছি। আর তোমাদের আজ্ঞা-
বহতা সম্পূর্ণ হইলে পর যাবতীয় অবাধ্যতার
সমুচিত দণ্ড দিতে প্রস্তুত আছি।
৭ যাহা সম্মুখে আছে, তাহা তোমরা নিরীক্ষণ
করিতেছ। কেহ যদি আপনাকে খ্রীষ্টের লোক
বলিয়া নিজ প্রমাণে বিশ্বাস করে, তবে সে পুন-
র্ব্বার আপনা আপনি বিচার করিয়া বুঝুক,
যেমন সে, তেমনি আমরাও খ্রীষ্টের লোক।
৮ বাস্তবিক আমাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক
শ্লাঘা করিলেও আমি লজ্জা পাইব না; প্রভু
তোমাদের উৎপাটনের নিমিত্ত নয়, কিন্তু তোমা-
দিগকে গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত সেই কর্ত্তৃত্ব
৯ দিয়াছেন। আমি পত্র সকল দ্বারা যেন তোমা-
দিগকে ভয় দেখাইতেছি, এমন মনে করিও না।
১০ কেহ কেহ বলে, তাঁহার পত্র সকল ভারী ও
সতেজ বটে, কিন্তু দৈহিক প্রত্যক্ষতা দুর্ব্বল এবং
১১ বাক্য হেয়। এরূপ লোক বুঝুক যে, আমরা অনুপ-
স্থিতি কালে পত্র দ্বারা কথনে যাদৃশ, উপস্থিতি
১২ কালে কার্য্যেও তাদৃশ। কেননা যাহারা আপ-
নারা আপনাদের প্রশংসা করে; তাহাদের মধ্যে
কোন কোন লোকের সহিত আপনাদিগকে গণনা
করিতে, কি তুলনা দিতে, আমরা সাহস করি না;
কিন্তু উহারা আপনাদের পরিমাণ-দণ্ডে আপনা-
দিগকে পরিমাণ করে, এবং আপনাদের সহিত
আপনাদের তুলনা করে, তাই উহারা বুঝে না।
১৩ কিন্তু আমরা পরিমাণের অতিরিক্ত শ্লাঘা করিব
না, বরং ঈশ্বর আমাদের পক্ষে যে মানরজ্জু
নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ অনুসারে
[শ্লাঘা করিব]; তাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও
১৪ বিস্তৃত। ফলতঃ তাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত
বিস্তৃত নহে বলিয়া আমরা যে সীমা উল্লঙ্ঘন
করিতেছি, এমন নয়; কেননা খ্রীষ্টের সুসমাচার
লইয়া আমরা তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও উপস্থিত
১৫ হইয়াছি। আমরা পরিমাণ না মানিয়া যে
পরের পরিশ্রমের শ্লাঘা করি তাহা নয়; কিন্তু
প্রত্যাশা করি যে তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হইলে আমাদের মানরজ্জু অনুসারে তোমাদের
মধ্যে আরও অপর্য্যাপ্তরূপে বিস্তারিত হইব;
১৬ তাহাতে তোমাদের ওদিকে স্থিত অঞ্চলেও
সুসমাচার প্রচার করিতে পাইব; কিন্তু পরের
মানরজ্জুর মধ্যে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার
১৭ উপলক্ষে শ্লাঘা করিব না। পরন্তু যে শ্লাঘা করে,
১৮ সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক। কেননা আপনার
প্রশংসা যে করে, সে পরীক্ষাসিদ্ধ নয়; কিন্তু প্রভু
যাহার প্রশংসা করেন, সেই [পরীক্ষাসিদ্ধ]।

১১ আমার যৎকিঞ্চিৎ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি
তোমরা যেন সহিষ্ণুতা কর, এই আমার
বাসনা; অবশ্যই আমার প্রতি সহিষ্ণুতা করিতে
২ হইবে। বস্তুতঃ ঈশ্বরীয় অন্তর্জ্বালায় তোমাদের
জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে, যেহেতুক আমি
তোমাদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই বর
খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বাগ্দান
৩ করিয়াছি। কিন্তু সর্প আপন ধূর্ত্ততায় যেমন
হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, পাছে তেমনি
তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুচিতা
হইতে ভ্রষ্ট হয়, এমন আশঙ্কা করিতেছি।
৪ বাস্তবিক আমরা যাহার কথা ঘোষণা করি নাই,
আগন্তুক লোক যদি এমন অন্য কোন যীশুর কথা
ঘোষণা করে, কিম্বা তোমরা যাহাকে পাও নাই,
এমন অন্যবিধ আত্মাকে, কিম্বা যাহা গ্রাহ্য কর
নাই, এমন অন্যবিধ সুসমাচার যদি পাও, তবে
৫ তোমাদের সহিষ্ণুতা করা ভাল! বস্তুতঃ আমার
বিচার এই যে, সেই অতিমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রেরিতগণ
৬ হইতে আমি একটুও পিছনে নহি। পরন্তু যদি-
স্যাৎ আমি বক্তৃতায় সামান্য, তথাপি জ্ঞানে
সামান্য নহি; তোমাদের কাছে আমরা সর্ব্ব-
বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছি।
৭ অথবা তোমাদের উন্নতির নিমিত্তে আপনাকে
নত করাতে আমি কি পাপ করিয়াছি যে, বিনা
বেতনে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার
৮ প্রচার করিয়াছি? তোমাদের পরিচর্য্যা করণার্থে
আমি অন্য অন্য মণ্ডলীকে হৃতধন করিয়া বেতন

Digitized by Google

৯ গ্রহণ করিয়াছি ; এবং যখন তোমাদের নিকটে
ছিলাম, তখন আমার অভাব হইলেও [তোমা-
দের] কাহারও ভারস্বরূপ হই নাই, কেননা
মাকিদনিয়া হইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া আমার
অভাব দূর করিলেন। হাঁ, আমি যাহাতে কোন
বিষয়ে তোমাদের ভারস্বরূপ না হই, আপনাকে
১০ এরূপে রক্ষা করিয়াছি, এবং করিব। খ্রীষ্টের
সত্য যখন আমাতে আছে, তখন আখায়ার
সকল অঞ্চলে আমার এই শ্লাঘা রুদ্ধগতি হইবে
১১ না। কেন ? আমি তোমাদিগকে প্রেম করি না
১২ বলিয়া কি ? ঈশ্বর তাহা জানেন। পরন্তু যাহা
করিতেছি তাহা আরও করিব ; যাহারা অবসর
পাইতে বাসনা করে, তাহাদের অবসর যেন খণ্ডন
করিতে পারি ; তাহারা যে বিষয়ের শ্লাঘা করে,
সেই বিষয়ে যেন আমাদের সমান হইয়া পড়ে ;
১৩ কেননা তাদৃশ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, সকপট
কর্ম্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ
১৪ ধারণ করে। আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা
শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ
১৫ করে। সুতরাং তাহার পরিচারকেরাও যে ধর্ম্ম-
পরিচারকদের বেশধারী হয়, ইহা মহৎ বিষয়
নয় ; তাহাদের পরিণাম তাহাদের ক্রিয়ানুযায়ী
হইবে।
১৬ আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমরা কেহ
আমাকে নির্ব্বোধ জ্ঞান করিও না ; অথবা যদি
কর, তবে আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই গ্রাহ্য কর,
১৭ যেন আমিও যৎকিঞ্চিৎ শ্লাঘা করি। এই যে
কথা বলিতেছি, ইহা প্রভুর মতানুসারে বলি-
তেছি না, কিন্তু এক প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতায় এই
১৮ শ্লাঘার নিশ্চয়জ্ঞানে বলিতেছি। অনেকে মাংস
অনুযায়ী শ্লাঘা করিতেছে, অতএব আমিও
১৯ শ্লাঘা করিব। তোমরা ত [নিজে] বুদ্ধিমান,
তজ্জন্য নির্ব্বোধ লোকদের প্রতি প্রণয়ভাবে
২০ সহিষ্ণুতা করিয়া থাক। ফলতঃ কেহ যদি তোমা-
দিগকে দাস করে, যদি তোমাদিগকে খাইয়া
ফেলে, যদি তোমাদিগকে জালবদ্ধ করে, যদি দর্প
করে, যদি তোমাদের গালে চপেটাঘাত করে,
২১ তবে তোমরা সহিষ্ণুতা করিয়া থাক। আমি
অনাদর স্বীকারপূর্ব্বক বলিতেছি, আমরা যেন
এক প্রকার দুর্ব্বল ছিলাম ; কিন্তু যে বিষয়ে অন্য
কেহ সাহস করে,—আমি নির্ব্বুদ্ধিতায় বলি-
তেছি—সেই বিষয়ে আমিও সাহস করি।
২২ উহারা কি ইব্রীয় ? আমিও তাহাই। উহারা কি
ইস্রায়েলীয় ? আমিও তাহাই। উহারা কি
২৩ অব্রাহামের বংশ ? আমিও তাহাই। উহারা কি
খ্রীষ্টের পরিচারক ?—হতবুদ্ধির ন্যায় বলিতেছি
—আমি অধিক ; আমি পরিশ্রমে বহুতররূপে,
কারাবন্ধনে বহুতররূপে, প্রহারে অতিমাত্র, প্রাণ-
২৪ সংশয়ে অনেক বার পড়িয়াছি। পাঁচ বার যিহু-
দীদের হইতে ঊনচল্লিশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।
২৫ তিন বার বেত্রাঘাত, এক বার প্রস্তরাঘাত, তিন
বার নৌকাভঙ্গ সহ্য করিয়াছি ; অগাধ জলে এক
২৬ দিবারাত্র যাপন করিয়াছি। অনেক বার যাত্রায়,
নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতীয়দের হইতে
ঘটিত সঙ্কটে, পরজাতীয়দের হইতে ঘটিত
সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভাক্ত
২৭ ভ্রাতৃগণের মধ্যে ঘটিত সঙ্কটে, পরিশ্রমে ও
আয়াসে, অনেক বার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও
তৃষ্ণায়, অনেক বার উপবাসে, শীতে ও উলঙ্গ-
২৮ তাতে [পড়িয়াছি]। আর সকল বিষয়ের কথা
থাকুক, একটী বিষয় প্রত্যহ আমার উপরে চাপিয়া
২৯ রহিয়াছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্ব্বল
হইলে আমি দুর্ব্বল না হই ? কে বিঘ্ন পাইলে
৩০ আমি সন্তপ্ত না হই ? যদি শ্লাঘা করিতে হয়,
তবে আমার নানা দুর্ব্বলতার বিষয়ে শ্লাঘা
৩১ করিব। প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যিনি যুগে
যুগে ধন্য, তিনি জানেন যে, আমি মিথ্যা কথা
৩২ কহিতেছি না। দম্মেশকে আরিতা রাজার নিযুক্ত
অধ্যক্ষ আমাকে ধরিবার চেষ্টায় সৈন্য দ্বারা
দম্মেশকীয়দের নগর রক্ষা করাইতেছিলেন ;
৩৩ তৎকালে আমি একটী ঝুড়ির মধ্যে প্রাচীরস্থ
বাতায়ন দিয়া অবরোহিত হইয়া তাঁহার হাত
এড়াইয়াছিলাম।

১২ শ্লাঘা করা যদিও হিতজনক নয়, তথাপি
শ্লাঘা করা আমার পক্ষে আবশ্যক ; কিন্তু
প্রভুর নানা দর্শন ও প্রকাশিত বাক্যের কথা
২ কহিব। আমি খ্রীষ্টের আশ্রিত এমন এক
ব্যক্তিকে জানি, যে ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর
পূর্ব্বে—সশরীরে কি অশরীরে, তাহা জানি
না, ঈশ্বর জানেন—তৃতীয় স্বর্গ পর্য্যন্ত নীত
৩ হইয়াছিল। আর তাদৃশ ব্যক্তির বিষয়ে আমি
জানি,—সশরীরে কি অশরীরে, তাহা আমি
৪ জানি না, ঈশ্বর জানেন—সে পরমদেশে নীত
হইয়া অনির্ব্বচনীয় ও মনুষ্যের অকথ্য বাক্য
৫ শুনিতে পাইয়াছিল। তাদৃশ ব্যক্তির জন্য শ্লাঘা
করিব ; কিন্তু আপনার জন্য শ্লাঘা করিব না,
৬ কেবল নানা দুর্ব্বলতায় [শ্লাঘা করিব]। বাস্ত-
বিক শ্লাঘা করিতে বাসনা করিলেও নির্ব্বোধ হইব
না, কারণ সত্যই কহিব। তথাপি ক্ষান্ত রহিলাম,
পাছে কেহ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
কিম্বা আমার বাক্য শুনিয়া আমাকে যাদৃশ জ্ঞান
করে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে।
৭ আর ঐ প্রকাশিত বাক্যের অতি মহত্ত্বে আমি
যেন অতিমাত্র দর্প না করি, তজ্জন্য আমার
মাংসে একটা কন্টক আমাকে দত্ত হইল ; আমি
যেন অতিমাত্র দর্প না করি, তাই উহা আমাকে

Digitized by Google

মুষ্ট্যাঘাত করিবার জন্য শয়তানের এক দূত।
৮ এই বিষয় লইয়া আমি প্রভুর কাছে তিন বার
নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন উহা আমাকে
৯ ছাড়িয়া যায়। আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন,
আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট; কেননা
দুর্ব্বলতায় আমার শক্তি সিদ্ধি পায়। অতএব
খ্রীষ্টের শক্তি যেন আমার উপরে অবস্থিতি করে,
তন্নিমিত্ত বরং অতি হৃষ্টমনে নিজ দুর্ব্বলতায়
১০ শ্লাঘা করিব। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত দুর্ব্বলতা,
অপমান, দুর্গতি, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি
প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্ব্বল, তখনই
বলবান।
১১ আমি নির্ব্বোধ হইলাম; তোমরাই আমার
পক্ষে তাহা আবশ্যক করিয়াছ; কারণ আমার
প্রশংসা করা তোমাদের উচিত ছিল; কেননা
নগণ্য হইলেও আমি সেই অতিমাত্র শ্রেষ্ঠ
প্রেরিতগণ হইতে কিছুতেই পিছনে পড়ি নাই।
১২ তোমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ধৈর্য্য সহকারে নানা
অভিজ্ঞান, অদ্ভুত লক্ষণ ও পরাক্রম-কার্য্য দ্বারা
প্রেরিতের অভিজ্ঞান সকল সম্পন্ন হইয়াছে।
১৩ বল দেখি, অন্য সকল মণ্ডলী অপেক্ষা তোমরা
কিসে অপকৃষ্ট হইলে? আমি আপনি তোমা-
দের ভারস্বরূপ হই নাই, এই মাত্র; আমার এই
অপরাধ ক্ষমা কর।

করিন্থীয়দের প্রতি শেষ নিবেদন।

১৪ দেখ, এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে
যাইতে প্রস্তুত আছি, এবারও ভারস্বরূপ হইব
না; কেননা আমি তোমাদের দ্রব্যের চেষ্টা নয়,
তোমাদেরই চেষ্টা করিতেছি; কারণ মাতা-
পিতার জন্য ধন্য সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্ত্তব্য
নয়, বরং সন্তানদের জন্য মাতাপিতার কর্ত্তব্য।
১৫ আর আমি অতি হৃষ্ট মনে তোমাদের প্রাণের
নিমিত্ত ব্যয় করিব, এবং ব্যয়িতও হইব। আমি
যদি তোমাদিগকে অধিক প্রেম করি, তাহা
হইলে কি অল্পতর প্রেম প্রাপ্ত হইব?
১৬ যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে ভারগ্রস্ত করি
নাই, কিন্তু না কি ধূর্ত্ত হওয়াতে ছলে ধরিয়াছি!
১৭ আমি তোমাদের কাছে যাঁহাদিগকে পাঠাইয়া-
ছিলাম, তাঁহাদের কাহারও দ্বারা কি তোমা-
১৮ দিগকে ঠকাইয়াছি? আমি তীতকে অনুরোধ
করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে
পাঠাইয়াছিলাম। তীত কি তোমাদিগকে
ঠকাইয়াছেন? আমরা উভয়ে কি এক আত্মায়
এক পদচিহ্ন দিয়া গমন করি নাই?
১৯ এ যাবৎকাল তোমরা মনে করিতেছ যে,
আমরা তোমাদের নিকটে দোষ প্রক্ষালনের কথা
কহিতেছি। আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টে
কহিতেছি; আর, হে প্রিয়বর্গ, তোমাদিগকে
গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত সকলই কহিতেছি।
২০ কেননা আমার ভয় হয়, পাছে উপস্থিত হইলে
আমি তোমাদিগকে যাদৃশ দেখিতে চাহি, তাদৃশ
না দেখি, এবং তোমরা আমাকে যাদৃশ দেখিতে
না চাও, তাদৃশ দেখ, পাছে কোনমতে বিবাদ,
ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগীতা, পরীবাদ, কাণভাঙ্গানি,
২১ দর্প, কলহ [উপস্থিত হয়]; পাছে আমি পুন-
র্ব্বার উপস্থিত হইলে আমার ঈশ্বর তোমাদের
কাছে আমাকে নত করেন; এবং যাহারা পূর্ব্বে
পাপ করিয়াছিল, তথাপি আপনাদের কৃত
অশুচি ক্রিয়া, ব্যভিচার ও স্বৈরিতার বিষয়ে
অনুতাপ করে নাই, এমন অনেক লোকের জন্য
আমাকে শোক করিতে হয়।

১৩ এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে
যাইতেছি। "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর
প্রমাণ দ্বারা যাবতীয় কথা নিষ্পন্ন হইবে।"
২ দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইলে পর এখন অনুপ-
স্থিত আছি বলিয়া আমি পূর্ব্বকৃত পাপে লিপ্ত
লোকদিগকে ও অন্য সকলকে পূর্ব্বে বলিয়াছি
ও পূর্ব্বে বলিতেছি, পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে
৩ আমি মমতা করিব না। খ্রীষ্ট, যিনি আমাতে
কথা কহেন, তোমরা ত তাঁহারই বিষয়ে প্রমাণ
খুঁজিতেছ; তোমাদের পক্ষে তিনি দুর্ব্বল নহেন,
৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে শক্তিমান। কেননা তিনি
দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন
বটে, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি প্রযুক্ত জীবিত আছেন।
আর তাঁহাতে আমরাও দুর্ব্বল, কিন্তু ঈশ্বরের
শক্তি প্রযুক্ত তাঁহার সহিত তোমাদের কাছে
৫ জীবিত হইব। আপনাদেরই পরীক্ষা করিয়া
দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না; প্রমাণার্থে
আপনাদেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা কি
আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট
তোমাদের মধ্যে আছেন? না থাকিলে তোমরা
৬ অপ্রামাণিক লোক। কিন্তু আশা করি, তোমরা
জানিবে যে, আমরা অপ্রামাণিক লোক নহি।
৭ পরন্তু আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি
যেন তোমরা দুষ্ক্রিয়া না কর। আমরা যেন
প্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান হই, তজ্জন্য নয়,
কিন্তু তোমরা যেমন সৎকর্ম্ম কর; তাহা হইলে,
আমরা যদি অপ্রামাণিকের ন্যায় হই, [সেও
৮ ভাল]। যেহেতুক সত্যের বিপক্ষে আমরা কিছু
করিতে পারি না, কেবল সত্যের সপক্ষে করিতে
৯ পারি। বস্তুতঃ আমরা যখন দুর্ব্বল, ও তোমরা
বলবান, তখন আমরা আনন্দ করি; আর
তাহাই অর্থাৎ তোমাদের পরিপক্কতার জন্য
১০ প্রার্থনা করিতেছি। এই কারণ আমি অনুপস্থিত

Digitized by Google

হইয়াও এই সকল কথা লিখিলাম, উপস্থিত
হইয়া যেন প্রভুর দত্ত কর্ত্তৃত্বক্রমে তীক্ষ্ণ ভাব
প্রয়োগ করিতে না হয়; তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলি-
বার নিমিত্ত নয়, কিন্তু গাঁথিয়া তুলিবার নিমি-
ত্তই আমাকে সেই কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন।
১১ অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর, পরি-
পক্ক হও, সান্ত্বনা গ্রহণ কর, একমনা হও, শান্তিতে
থাক; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমা-
১২ দের সঙ্গে থাকিবেন। পবিত্র চুম্বনে পরস্পর
১৩ মঙ্গলবাদ কর। পবিত্র লোকসকল তোমাদিগকে
মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
১৪ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, এবং ঈশ্বরের প্রেম,
এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের
সকলের সহবর্ত্তী হউক।

গালাতীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

পৌলের প্রেরিতত্বপদ।

১ পৌল প্রেরিত—মনুষ্যদের হইতে নয়,
মনুষ্য দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, এবং
যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উত্থাপন
করিয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বর দ্বারা [নিযুক্ত]
২ এবং আমার সহবর্ত্তী সকল ভ্রাতা,—গালাতিয়া
৩ মণ্ডলীগণ সমীপেষু। পিতা ঈশ্বর এবং আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
৪ তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। ইনি আমাদের পাপের
জন্য আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন আমাদের
ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে এই উপস্থিত মন্দ
৫ যুগ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন। যুগ-
পর্য্যায়ের যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হউক।
আমেন।
৬ খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদিগকে আহ্বান
করিয়াছেন, তোমরা যে এত শীঘ্র তাঁহা হইতে
অন্যবিধ সুসমাচারের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ,
৭ ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তাহা
অন্য সুসমাচার নয়; কেবল এমন কতকগুলি
লোক আছে, যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে,
এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিপরীত করিতে চায়।
৮ কিন্তু, তোমাদের নিকটে আমরা যে সুসমাচার
প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য সুসমাচার যদি
কেহ প্রচার করে,—আমরাই করি, কিম্বা কোন
স্বর্গীয় দূত করুক,—তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।
৯ আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি
এখন আবার বলিতেছি; তোমরা যাহা গ্রহণ
করিয়াছ, তদ্ভিন্ন অন্য সুসমাচার যদি কেহ
তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত
১০ হউক। আমি কি এখন মানুষকে না ঈশ্বরকে
লওয়াইতেছি? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট
করিতে চেষ্টা করিতেছি? যদি এখনও মানুষকে
সন্তুষ্ট করিতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না।
১১ বস্তুতঃ হে ভ্রাতৃগণ, আমি যে সুসমাচার
প্রচার করিয়াছি, তাহার বিষয়ে তোমাদিগকে
জানাইতেছি যে, তাহা মনুষ্যের অনুযায়ী নয়।
১২ কেননা আমি কোন মনুষ্যের কাছে তাহা গ্রহণ
করি নাই, এবং তাহা শিক্ষাও পাই নাই; কিন্তু
যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য দ্বারা [তাহা
১৩ পাইয়াছি]। তোমরা ত যিহূদী-ধর্ম্মে আমার
পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারের কথা শুনিয়াছ;
ফলতঃ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না
১৪ করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম; আর
পরম্পরাগত পৈতৃক রীতিনীতি পালনে অতি-
শয় উদ্যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সম-
বয়স্ক অনেক লোক অপেক্ষা যিহূদী-ধর্ম্মে উন্নত
১৫ উত্তর হইতে ছিলাম। কিন্তু যিনি
আমাকে মাতৃগর্ভাবধি পৃথক্ করিয়াছেন, এবং
১৬ আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, তিনি
যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিবার
বাসনা করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের
মধ্যে তাঁহাকে প্রচার করি, তখন আমি রক্ত
১৭ মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না, এবং
যিরূশালেমে আমার পূর্ব্বে নিযুক্ত প্রেরিতগণের
কাছে যাত্রা করিলাম না, কিন্তু আরব দেশে
যাত্রা করিলাম, পরে দম্মেশকে ফিরিয়া আসি-
১৮ লাম। অনন্তর তিন বৎসর গত হইলে কৈফার
সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্তে যিরূশালেমে
গিয়া পঞ্চদশ দিন তাঁহার কাছে রহিলাম।
১৯ কিন্তু প্রেরিতগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও দেখি-
লাম না, কেবল প্রভুর ভ্রাতা যাকোবকে দেখি-
২০ লাম। এই যে সকল কথা তোমাদিগকে লিখি-
তেছি, দেখ, ঈশ্বরের সাক্ষাতে [কহিতেছি], এ
২১ সকল মিথ্যা নয়। তৎপরে আমি সুরিয়ার ও
২২ কিলিকিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হইলাম। আর
তখনও আমি যিহূদিয়াস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত মণ্ডলী-
২৩ গণের চাক্ষুষ পরিচিত ছিলাম না। তাহারা

Digitized by Google

কেবল শুনিতে পাইয়াছিল, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে
আমাদিগকে তাড়না করিত, সে ব্যক্তি যে
বিশ্বাস উৎপাটন করিত, সম্প্রতি তাহাই প্রচার
২৪ করিতেছে; এবং আমার উপলক্ষে তাহারা ঈশ্ব-
রের প্রশংসা করিতে লাগিল।

২ তৎপরে চৌদ্দ বৎসর গত হইলে আমি
বার্ণব্বার সহিত পুনরায় যিরূশালেমে গেলাম;
২ তীতকেও সঙ্গে লইলাম। সেই বারে প্রকাশিত
বাক্যক্রমে গমন করিলাম, এবং যে সুসমাচার
পরজাতিগণের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকি, তাহা
তথাকার লোকদের কাছে, বিশেষতঃ যাঁহারা
মান্য, বিজনে তাঁহাদের কাছে ব্যাখ্যা করিলাম,
পাছে [দেখা যায়], আমি বৃথা দৌড়িতেছি বা
৩ দৌড়িয়াছি। কিন্তু তীত, যিনি আমার সঙ্গে
ছিলেন, তিনি গ্রীক বলিয়া তাঁহাকেও ত্বক্‌ছেদ
৪ স্বীকার করিতে বাধ্য করা গেল না। গুপ্তরূপে
প্রবিষ্ট কয়েক জন ভাক্ত ভ্রাতার জন্য এইরূপ
হইল; খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের যে স্বাধীনতা
আছে, তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে তাহারা গুপ্ত-
রূপে প্রবেশ করিল, যেন আমাদিগকে দাস
৫ করিয়া রাখিতে পারে। সুসমাচারের সত্য যেন
তোমাদের নিকটে থাকে, তজ্জন্য আমরা এক
দণ্ডমাত্রও অধীনতা স্বীকার দ্বারা তাহাদের বশ-
৬ বর্ত্তী হইলাম না। আর যাঁহারা বিশিষ্ট বলিয়া
মান্য,— তাঁহারা কি প্রকার লোকে ছিলেন, ইহাতে
আমার কিছু আইসে যায় না, ঈশ্বর মনুষ্যের
মুখাপেক্ষা করেন না; —বস্তুতঃ সেই মান্য
৭ ব্যক্তিরা আমাকে কিছুই দেন নাই; বরং
ছিন্নত্বক্‌দের মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি
অচ্ছিন্নত্বক্‌দের মধ্যে আমাকে সুসমাচারের ভার
৮ দত্ত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা বুঝিলেন, যেহেতুক
ছিন্নত্বক্‌দের কাছে প্রেরিতত্ব-কর্ম্মের নিমিত্তে
যিনি পিতরে কার্য্যসাধন করিলেন, তিনি পর-
জাতিগণের নিমিত্তে আমাতেও কার্য্যসাধন করি-
৯ লেন। আর আমাকে প্রদত্ত সেই অনুগ্রহ জ্ঞাত
হওয়াতে স্তম্ভরূপে মান্য যাকোব, কৈফা ও
যোহন আমাকে ও বার্ণব্বাকে সহভাগিতার
দক্ষিণ হস্ত দিলেন, যেন আমরা পরজাতিগণের
কাছে [যাই], আর উঁহারা ছিন্নত্বক্‌দের কাছে
১০ [যান]; কেবল [বলিলেন], দরিদ্রদিগকে
স্মরণ করা আমাদের উচিত; আর তাহাই করিতে
আমিও যত্নবান ছিলাম।

বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ লাভ।

১১ কিন্তু কৈফা যখন আন্তিয়খিয়ায় আসিলেন,
তখন আমি তাঁহারই সাক্ষাতে তাঁহার প্রতিরোধ
করিলাম, কারণ তিনি দোষী হইয়াছিলেন।
১২ ফলতঃ যাকোবের নিকট হইতে কয়েক জনের
আগমনের পূর্ব্বে তিনি পরজাতীয়দের সহিত
আহার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু উহারা আসিলে
পর তিনি ছিন্নত্বক্‌দের ভয়ে আপনি পিছাইয়া
পড়িতে ও আপনাকে পৃথক্ রাখিতে লাগিলেন।
১৩ আর তাঁহার সহিত অন্য সকল যিহূদীও কাপট্য
করিল; এমন কি, বার্ণব্বাও তাঁহাদের কাপট্যের
১৪ টানে আকর্ষিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সুসমা-
চারের সত্য অনুযায়ী সরল মার্গে চলেন না, ইহা
দেখিয়া আমি সকলের সাক্ষাতে কৈফাকে কহি-
লাম, তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীদের
মত নয়, কিন্তু পরজাতিগণের মত আচরণ কর,
তবে কেন পরজাতিগণকে যিহূদীদের মত আচ-
১৫ রণ করিতে বাধ্য করিতেছ? আমরা জন্ম দ্বারা
১৬ যিহূদী, আমরা পরজাতীয় পাপী নহি; তথাপি
ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে
বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্ম্মিকীকৃত হয়, ইহা
জানাতে আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হই-
য়াছি, যেন ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া হেতু নয়, কিন্তু
খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হই; কারণ
ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া হেতু কোন মর্ত্ত্য ধার্ম্মিকীকৃত
১৭ হইবে না। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টে ধার্ম্মিকীকৃত
হইবার চেষ্টা করাতে আপনারাও যদি পাপী
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকি, তবে তৎপ্রযুক্ত
খ্রীষ্ট কি পাপের পরিচারক? এমন না হউক।
১৮ কারণ আমি যাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, তাহাই
যদি পুনর্ব্বার গাথি, তবে ত আপনাকে আজ্ঞা-
১৯ লঙ্ঘনকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করি। কারণ ব্যব-
স্থারই দ্বারা আমি ব্যবস্থার পক্ষে মরিয়াছি,
২০ যেন ঈশ্বরের পক্ষে জীবিত হই। আমি খ্রীষ্টের
সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছি, তথাপি জীবিত
আছি; সে আর আমি নয়, খ্রীষ্টই আমাতে
জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে
আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের
পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি; তিনিই
আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে
২১ প্রদান করিলেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল
করি না; যেহেতুক ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্ম্মিকতা
হয়, তাহা হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট নিষ্প্রয়োজনে
মরিলেন।

৩ হে অবোধ গালাতীয়েরা, কে তোমাদিগকে
মুগ্ধ করিল? তোমাদের চক্ষের সম্মুখে যীশু
খ্রীষ্ট ত ক্রুশারোপিত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিত
২ হইয়াছিলেন। কেবল এই কথা তোমাদের কাছে
জানিতে চাহি, তোমরা কি ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া
হেতু আত্মাকে পাইয়াছ? না বিশ্বাসের বার্ত্তা
৩ শ্রবণ হেতু? তোমরা কি এমন নির্ব্বোধ? আত্মাতে
আরম্ভ করিয়া এখন কি মাংসে সমাপ্ত হইতেছ?

Digitized by Google

৪ বৃথাই কি এত দুঃখ পাইয়াছ? তাহা কি বাস্ত-
বিক বৃথা হইল?
৫ বল দেখি, যিনি তোমাদিগকে আত্মা যোগা-
ইয়া দেন ও তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কার্য্য সাধন
করেন, তিনি কি ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া হেতু তাহা
৬ করেন? না বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণ হেতু? যেমন
অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, আর তাহাই
তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল।
৭ অতএব জানিও, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই
৮ অব্রাহামের সন্তান। আর ঈশ্বর পরজাতিদিগকে
বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিক করেন, ইহা শাস্ত্র অগ্রে
দেখিয়া অব্রাহামের কাছে তখন সুসমাচার
প্রচার করিয়াছিল, যথা, "তোমাতেই যাবতীয়
৯ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" অতএব যাহারা
বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা বিশ্বাসী অব্রাহামের
১০ সহিত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতেছে। বাস্তবিক
যাহারা ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা
সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে
কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন
করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপ-
১১ গ্রস্ত।" পরন্তু ব্যবস্থাতে কেহই ঈশ্বরের সাক্ষাতে
ধার্ম্মিকীকৃত হয় না, ইহা সুস্পষ্ট, কারণ
১২ "বিশ্বাস হেতুই ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে"। কিন্তু
ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক নয়, বরং "যে [ব্যবস্থার]
সকল কথা পালন করে, সেই তাহাতে বাঁচিবে।"
১৩ খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া ব্যবস্থার শাপ হইতে আমা-
দিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ফলতঃ আমাদের
নিমিত্তে শাপাস্পদ হইয়াছেন; কেননা লেখা
আছে, "যে কেহ বৃক্ষে টাঙ্গান যায়, সে শাপ-
১৪ গ্রস্ত"; যেন অব্রাহামের আশীর্ব্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে
পরজাতিগণের প্রতি বর্ত্তে, আমরা যেন বিশ্বাস
দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।
১৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমি মনুষ্যের রীতিক্রমে কহি-
তেছি। মনুষ্যের নিয়মপত্র হইলেও তাহা যখন
স্থিরীকৃত হয়, তখন কেহ তাহা বিফল করে না,
১৬ কিম্বা তাহাতে নূতন কথা যোগ করে না। ভাল,
অব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল
উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে "বংশ সকলের
প্রতি" না বলিয়া, একবচনে বলেন যে, "তোমার
১৭ বংশের প্রতি"। সেই বংশ খ্রীষ্ট। এখন আমি
এই বলি, ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব্বে স্থিরীকৃত নিয়মকে
চারি শত ত্রিশ বৎসর গতে উৎপন্ন ব্যবস্থা
এমন ভাবে উঠাইয়া দেয় না যে, তাহা প্রতিজ্ঞা
১৮ বিফল করিবে। বস্তুতঃ দায়াধিকার যদি ব্যবস্থা-
মূলক হয়, তবে তাহা আর প্রতিজ্ঞামূলক হইতে
পারে না; কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা দ্বারাই অব্রা-
হামকে তাহা দান করিয়াছেন।
১৯ তবে ব্যবস্থা কি? ঐ যে বংশের পক্ষে প্রতিজ্ঞা
করা গিয়াছে, তাঁহার আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত
আজ্ঞালঙ্ঘনের কারণ ব্যবস্থা সংযোজিত হইয়া-
ছিল; আর তাহা দূতগণ কর্ত্তৃক এক জন মধ্যস্থের
২০ হস্ত দ্বারা বিধিবদ্ধ হইল। একের মধ্যস্থ ত হয়
২১ না, পরন্তু ঈশ্বর এক। তবে ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের
প্রতিজ্ঞাকলাপের প্রতিকূল? এমন না হউক।
ফলতঃ যদি এমন ব্যবস্থা দত্ত হইত, যাহা জীবন-
দানে সমর্থ, তবে ধার্ম্মিকতা অবশ্য ব্যবস্থামূলক
২২ হইত। কিন্তু শাস্ত্র সকলই পাপের অধীনতায়
রুদ্ধ করিয়াছে, যেন প্রতিজ্ঞার ফল যীশু খ্রীষ্টে
বিশ্বাস হেতু বিশ্বাসীদিগকে দেওয়া যাইতে
পারে।
২৩ কিন্তু বিশ্বাস আসিবার পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ-
নীয় বিশ্বাসের অপেক্ষাতে ব্যবস্থার অধীনে রুদ্ধ
২৪ থাকিয়া রক্ষিত হইতেছিলাম। এই প্রকারে
ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে [আনিবার জন্য] আমা-
দের পক্ষে শিক্ষারক্ষক দাস হইয়া উঠিল, যেন
২৫ আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হই। কিন্তু
যদবধি বিশ্বাস আসিল, তদবধি আমরা আর
২৬ শিক্ষারক্ষকের অধীন নহি। কেননা তোমরা সকলে
খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ।
২৭ কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তা-
ইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করি-
২৮ য়াছ। যিহূদী বা গ্রীক আর হইতে পারে না,
দাস বা স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও
নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে
২৯ তোমরা সকলেই এক [মনুষ্য]। আর তোমরা
যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ
ও প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকিতে বিনতি।

৪ পরন্তু আমি বলি, দায়াধিকারী যত কাল
বালক থাকে, তত কাল সর্ব্বস্বের স্বামী
হইলেও তাহাতে ও দাসে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই;
২ কিন্তু পিতার নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত সে পালক
৩ দের ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি
আমরাও যখন বালক ছিলাম, তখন জগতের
৪ অক্ষরমালার অধীন দাস ছিলাম। কিন্তু কাল
সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে
আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত,
৫ ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন, যেন তিনি মূল্য
দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন,
৬ আমরা যেন দত্তকপুত্রতা প্রাপ্ত হই। আর
তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের
আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের
হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; তিনি "আব্বা, পিতা"
৭ বলিয়া ডাকেন। অতএব তুমি আর দাস নহ,

Digitized by Google

পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বর কর্ত্তৃক দায়া-
ধিকারী হইয়াছ।
৮ পরন্তু, সেই সময়ে তোমরা ঈশ্বরকে না
জানিয়া, যাহারা স্বভাবতঃ ঈশ্বর নহে, তাহাদের
৯ দাস ছিলে; কিন্তু এখন ঈশ্বরের পরিচয় পাই-
য়াছ, বরং ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচিত হইয়াছ; তবে
কেমন করিয়া পুনর্ব্বার ঐ দুর্ব্বল অকিঞ্চন অক্ষর-
মালার প্রতি ফিরিতেছ, যে গুলির দাস আবার
১০ হইতে বাসনা করিতেছ? তোমরা বিশেষ বিশেষ
দিন, মাস, ঋতু ও বৎসর পালন করিতেছ।
১১ তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হয়; কি জানি,
তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করিয়াছি।
১২ তোমরা আমার সদৃশ হও, কেননা আমিও
তোমাদের সদৃশ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে
এই বিনয় করিতেছি; তোমরা আমার কোন
১৩ অপকার কর নাই; আর তোমরা জান, প্রথম
বার আমি মাংসের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তোমাদের
নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম।
১৪ আমার মাংসে তোমাদের যে পরীক্ষা হইয়াছিল,
তাহা তোমরা হেয়জ্ঞান কর নাই, ঘৃণাবোধও
কর নাই, বরঞ্চ ঈশ্বরের এক দূতের ন্যায়, খ্রীষ্ট
যীশুর ন্যায়, আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলে।
১৫ তোমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিলে,
সেই ভাব কোথায়? কেননা আমি তোমাদের
পক্ষে এমন সাক্ষ্য দিতেছি যে, তোমাদের সাধ্য
থাকিলে তোমরা আপন আপন চক্ষু উৎপাটন
১৬ করিয়া আমাকে দিতে। তবে তোমাদের কাছে
সত্য বলাতে কি তোমাদের শত্রু হইয়াছি?
১৭ উহারা যে সযত্নে তোমাদের তত্ত্ব করিতেছে,
তাহা ভাল ভাবে করে না; কিন্তু তোমরা যেন
সযত্নে তাহাদেরই তত্ত্ব কর, তজ্জন্য তাহারা
১৮ তোমাদিগকে বাহিরে রাখিতে চাহে। পরন্তু
সর্ব্বদাই উত্তম বিষয়ে সযত্নে তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া
ভাল, কেবল তোমাদের নিকটে আমার অবস্থিতি
১৯ কালে নহে। হে আমার বৎসেরা, যাবৎ তোমা-
দিগেতে খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান না হন, তাবৎ আমি
পুনরায় তোমাদিগকে লইয়া প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ
২০ করিতেছি। আমার বাসনা এই যে, এক্ষণে
তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্য স্বরে
কথা কহি; কেননা তোমাদের বিষয়ে ব্যাকুল
হইতেছি।
২১ বল দেখি, ব্যবস্থার অধীন থাকিতে বাসনা
করিতেছ যে তোমরা, তোমরা কি ব্যবস্থায় অব-
২২ ধান কর না? কারণ লেখা আছে, অব্রাহামের
দুই পুত্র ছিল, একটী দাসীর গর্ভজাত, একটী
২৩ স্বাধীনার গর্ভজাত। কিন্তু ঐ দাসীপুত্র মাংস
অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মি-
২৪ য়াছিল। এ রূপকার্থক কথা, কারণ ঐ দুই স্ত্রী
দুই নিয়ম। তাহার মধ্যে এক নিয়ম সীনয়
পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ও দাসত্বার্থে প্রসবকারিণী;
২৫ সে হাগার। আর এ হাগার আরব দেশস্থ সীনয়
পর্ব্বত; এবং সে এখনকার যিরূশালেমের
সমানার্থক, কেননা সে নিজ সন্তানগণের সহিত
২৬ দাসত্বে রহিয়াছে। কিন্তু ঊর্দ্ধস্থ যিরূশালেম
২৭ স্বাধীনা, আর সে আমাদের জননী। কেননা
লেখা আছে, "হে নিঃসন্তান বন্ধ্যে, আনন্দ কর;
হে অপ্রসূতে, উচ্চৈঃস্বরে আলাপ ও হর্ষনাদ কর;
কেননা সধবার সন্তান অপেক্ষা বরং অনাথার
২৮ সন্তান অধিক।" পরন্তু হে ভ্রাতৃগণ, ইস্‌হাকের
২৯ ন্যায় আমরা প্রতিজ্ঞার সন্তান। কিন্তু মাংস
অনুসারে জাত ব্যক্তি যেমন তৎকালে আত্মা-
নুসারে জাতকে তাড়না করিত, তদ্রূপ এখনও
৩০ হইতেছে। যাহা হউক, শাস্ত্রে কি বলে? "ঐ
দাসীকে ও উহার পুত্রকে বাহির করিয়া দেও;
কেননা ঐ দাসীপুত্র কোন ক্রমে স্বাধীনার পুত্রের
৩১ সহিত দায়াধিকারী হইবে না।" অতএব হে
ভ্রাতৃগণ, আমরা দাসীর সন্তান নহি, আমরা
স্বাধীনার সন্তান।

৫ খ্রীষ্ট স্বাধীনতার নিমিত্তই আমাদিগকে
স্বাধীন করিয়াছেন; অতএব তোমরা স্থির
থাক, এবং দাসত্ব-যোঁয়ালিতে আর বদ্ধ হইও
২ না। দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি,
যদি তোমরা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীষ্ট
৩ হইতে তোমাদের কিছুই লাভ দর্শিবে না। যে
কোন মনুষ্য ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আমি
পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি, তাহাকে ঋণশোধের
৪ ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে হয়। তোমরা
যে সকল লোক ব্যবস্থা দ্বারা ধার্ম্মিকীকৃত হইতে
যত্ন করিতেছ, তোমরা খ্রীষ্ট হইতে ভ্রষ্ট;
৫ তোমরা অনুগ্রহ হইতে পতিত হইয়াছ। আমরা
আত্মার দ্বারা বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয়
৬ প্রত্যাশার অপেক্ষা করিতেছি। কারণ খ্রীষ্ট
যীশুতে ত্বক্‌ছেদ কি অত্বক্‌ছেদ, দুইয়েরই কোন
শক্তি নাই, কিন্তু প্রেম দ্বারা কার্য্যসাধক বিশ্বাসই
[শক্তিসম্পন্ন]।
৭ তোমরা সুন্দররূপে দৌড়িতেছিলে; কে
তোমাদিগকে বাধা দিল যে, তোমরা সত্যের
৮ বশবর্ত্তী হও না? এই প্রবর্ত্তনা তোমাদের
৯ আহ্বানকারী হইতে হয় নাই। অল্প তাড়ী
১০ সুজীর সমস্ত তাল মাতায়। তোমাদের বিষয়ে
প্রভুতে আমার এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে,
তোমাদের অন্য কোন ভাব হইবে না। কিন্তু যে
তোমাদিগকে উদ্বিগ্ন করে, সে যেই হউক, বিচার-
১১ সিদ্ধ দণ্ড ভোগ করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, আমি যদি
এখনও ত্বক্‌ছেদ প্রচার করি, তবে আর তাড়না
ভোগ করি কেন? তাহা হইলে সুতরাং ক্রুশের

Digitized by Google

১২ বিঘ্ন লুপ্ত হইয়াছে। যাহারা তোমাদিগকে
অস্থির করে, তাহারা আপনাদিগকে কেন
ছিন্নাঙ্গও করে না ?
১৩ বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার জন্য
আহূত হইয়াছ ; কিন্তু সাবধান, সেই স্বাধীনতাকে
মাংসের পক্ষে সুযোগ করিও না, বরং প্রেম দ্বারা
১৪ এক জন অন্যের দাস হও। যেহেতুক সমস্ত
ব্যবস্থা এই একটী বচনে পূর্ণ হইয়াছে, যথা,
"আপন প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিবে।"
১৫ কিন্তু তোমরা যদি পরস্পর দংশাদংশি ও গেলা-
গেলি কর, তবে দেখিও, যেন পরস্পরের গ্রাসে
গ্রাসিত না হও।

আত্মার বশে স্থির থাকিতে নিবেদন।

১৬ কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল,
তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।
১৭ কেননা মাংসের অভিলাষ আত্মার প্রতিকূল, এবং
আত্মার অভিলাষ মাংসের প্রতিকূল ; কারণ এই
দুইয়ের একটী অন্যটীর বিপরীত, তাই তোমরা
যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন করিতে পার না।
১৮ কিন্তু যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও, তবে তোমরা
১৯ ব্যবস্থার অধীন নহ। পরন্তু মাংসের ক্রিয়া সকল
ব্যক্ত আছে ; সেগুলি এই,—বেশ্যাগমন, অশু-
২০ চিতা, বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, বিবিধ
শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা,
২১ বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও
তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে
যেমন আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি,
তেমনি [পুনরায়] পূর্ব্বে বলিতেছি, যাহারা
এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে
২২ অধিকার পাইবে না। কিন্তু আত্মার ফল প্রেম,
আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব,
২৩ বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন ; এই প্রকার গুণের
২৪ প্রতিকূল ব্যবস্থা নাই। আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর,
তাহারা কুমতি ও কু-অভিলাষ শুদ্ধ মাংসকে ক্রুশে
২৫ দিয়াছে। যদি আত্মার দ্বারা আমরা জীবন
ধারণ করি, তবে আইস, আমরা আত্মার দ্বারা
২৬ চলি ; অনর্থক দর্প না করি, পরস্পরকে জ্বালা-
তন না করি, হিংসাহিংসি না করি।

৬ হে ভ্রাতৃগণ, যদিও কেহ কোন অপরাধে
ধরা পড়ে, তবু আত্মিক যে তোমরা, তোমরা
মৃদুতার আত্মায় সেই তাদৃশ ব্যক্তিকে স্বস্থ কর ;
এবং তুমিও পাছে পরীক্ষাতে পড়, তজ্জন্য আপ-
২ নাকে দেখ। তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের
ভার বহন কর ; এই মতে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ-
৩ রূপে পালন কর। কেননা যে ব্যক্তি নগণ্য,
অথচ আপনাকে বড় জ্ঞান করে, সে আপনি
৪ আপন বুদ্ধির ভ্রান্তি জন্মায়। কিন্তু প্রত্যেক জন
নিজ নিজ কর্ম্মেরই পরীক্ষা করুক, তাহা হইলে
সে অপরের কাছে নয়, কেবল আপনার কাছে
৫ শ্লাঘা করিবার হেতু পাইবে। কারণ প্রত্যেক জন
নিজ নিজ বোঝা বহন করিবে।
৬ পরন্তু যে ব্যক্তি [ঈশ্বরের] বাক্যে শিক্ষা পায়,
সে শিক্ষককে যাবতীয় উত্তম দ্রব্যের সহভাগী
৭ করুক। তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস
করা যায় না ; কেননা মনুষ্য যাহা বুনে তাহাই
৮ কাটিবে। ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশে যে
বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে ; কিন্তু
আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত
৯ জীবনরূপ শস্য পাইবে। আর আইস, আমরা
সৎকর্ম্ম করিতে করিতে নিরুৎসাহ না হই ;
কেননা ক্লান্ত না হইলে যথাসময়ে শস্য পাইব।
১০ এ জন্য আইস, আমরা উপযুক্ত সময় থাকিতে
সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাসবাটীর
অন্তরঙ্গ, তাহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম করি।
১১ দেখ, আমি কত বড় অক্ষরে স্বহস্তে তোমা-
১২ দিগকে লিখিলাম। যে সকল লোক মাংসে
সুরূপ হইতে ইচ্ছা করে, তাহারাই তোমাদিগকে
ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হইতে বাধ্য করিতেছে ; ইহার
অভিপ্রায় এই মাত্র, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ প্রযুক্ত
১৩ তাহাদের প্রতি তাড়না না ঘটে। কেননা যাহারা
ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহারা আপনারাও ব্যবস্থা
পালন করে না ; কিন্তু তোমাদের মাংসের শ্লাঘা
করিবার আশয়ে তাহাদের বাসনা এই যে,
১৪ তোমরা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হও। কিন্তু আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন
বিষয়ে শ্লাঘা করি, এমন না হউক ; তাহারই
দ্বারা আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের জন্য
১৫ আমি ক্রুশারোপিত। বস্তুতঃ ত্বক্‌ছেদ কি অত্বক্‌-
১৬ ছেদ কিছুই নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার। আর
যে সকল লোক এই সূত্রানুসারে চলে, তাহা-
দিগের উপরে এবং ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরে
শান্তি ও দয়া বর্ত্তুক।
১৭ অদ্যাবধি কেহ আমাকে ক্লেশ না দিউক.
যেহেতুক আমি যীশুর চিহ্ন সকল আপন দেহে
বহন করিয়া বেড়াই।
১৮ হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক।
আমেন।

Digitized by Google

ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

ঈশ্বর-সাধিত পরিত্রাণের কথা।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রীষ্টের
প্রেরিত,—ইফিষে স্থিত পবিত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে
২ বিশ্বাসী জনগণ সমীপেষু। আমাদের পিতা
ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও
শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা
ধন্য; তিনিই আমাদিগকে যাবতীয় আত্মিক
আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্ব্বাদ করিয়া-
৪ ছেন। ফলতঃ আমরা যেন তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে
পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই, এই জন্য তিনি জগৎ-
পত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত
৫ করিয়াছিলেন; এবং তিনি আমাদিগকে যীশু
খ্রীষ্ট দ্বারা দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত আপনার জন্য
পূর্ব্বাবধি নিরূপণও করিয়াছিলেন; ইহা তিনি
নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনু-
গ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে, করিয়াছিলেন।
৬ ঐ অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে
৭ অনুগ্রহপ্রাপ্ত করিয়াছেন, যাঁহাতে আমরা তাঁহার
রক্ত দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন
পাইয়াছি। ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহধনের অনু-
৮ যায়ী, যাহা তিনি যাবতীয় বিজ্ঞতায় ও বুদ্ধিতে
আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়িতে দিয়াছেন।
৯ ফলতঃ তিনি আমাদিগকে আপন ইচ্ছার নিগূঢ়-
তত্ত্ব জ্ঞাত করিয়াছেন; ইহা তাঁহার সেই হিত-
১০ সঙ্কল্প অনুযায়ী, যাহা তিনি কালের পূর্ণতার
বিধান লক্ষ্য করিয়া তাঁহাতেই পূর্ব্বে সঙ্কল্প
করিয়াছিলেন, সেটী এই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ
১১ সমস্তই খ্রীষ্টে সংগ্রহ করা যাইবে। তাঁহাতেই
আমরা [ঈশ্বরের] অধিকারস্বরূপও হইয়াছি,
বাস্তবিক যিনি আপন ইচ্ছার মন্ত্রণানুসারে সক-
লই সাধন করেন, তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আমরা
১২ পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছিলাম; উদ্দেশ্য এই,
পূর্ব্বাবধি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করিয়াছি যে আমরা,
আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বরের প্রতাপের প্রশংসা
১৩ হয়। তাঁহাতে তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের
পরিত্রাণের সুসমাচার, শুনিতে পাইয়া, তাঁহাতে
বিশ্বাসও করিয়া অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা
১৪ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সেই আত্মা আমাদের
দায়াধিকারের বায়না; [ঈশ্বরের] নিজস্বের
মুক্তির অপেক্ষায় তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার্থে
[তোমরা মুদ্রাঙ্কিত]।
১৫ এই কারণ প্রভু যীশুতে যে বিশ্বাস এবং যাব-
তীয় পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম তোমাদের
১৬ মধ্যে আছে, তাহার কথা শুনিয়া আমিও তোমা-
দের নিমিত্ত [ঈশ্বরের] ধন্যবাদ করিতে ক্লান্ত
হই না; এবং প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম
উল্লেখ করিয়া [এই নিবেদন করিয়া থাকি,]
১৭ যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতা-
পের পিতা, তিনি আপনার তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞতার
ও প্রকাশিত বাক্যের আত্মা তোমাদিগকে দিউন;
১৮ তোমাদের চিত্তচক্ষু আলোকময় হউক, যেন
তোমরা জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা
কি, ও পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের
১৯ প্রতাপরূপ ধন কি, এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা,
আমাদিগের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম
মহত্ত্ব কি। ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই
কার্য্যসাধক গুণানুরূপ, যাহা তিনি খ্রীষ্টে কার্য্য-
২০ সাধক করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃত-
গণের মধ্য হইতে উত্থাপিত এবং স্বর্গীয় স্থানে
২১ নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট করিয়া যাবতীয়
আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম, প্রভুত্ব, এবং যত
নাম বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় যুগে উল্লেখ করা
যায়, তৎসমুদয়ের উপরে [উচ্চপদান্বিত] করি-
২২ লেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে
বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা
উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন;
২৩ মণ্ডলী তাঁহার দেহ—যিনি সর্ব্ববিষয়ে সকলই
পূরণ করেন, তাঁহার পূর্ণতাস্বরূপ।

২ আর তোমরা আপন আপন অপরাধে ও
পাপে মৃত ছিলে; সেই সকলেতে তোমরা
পূর্ব্বে এই জগৎ-যুগ অনুসারে, আকাশের কর্তৃত্বা-
ধিপতির অনুসারে, যে আত্মা সম্প্রতি অবাধ্যতার
সন্তানগণের মধ্যে কার্য্য করিতেছে, সেই আত্মার
৩ [অধিপতির] অনুসারে চলিতে। সেই লোক-
দের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্ব্বে মাংসের ও
মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতঃ আপন আপন মাংসের
অভিলাষানুসারে আচরণ করিতাম, এবং অন্য
সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম।
৪ কিন্তু দয়াধনে ধনবান ঈশ্বর যে মহাপ্রেমে আমা-
৫ দিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে,

Digitized by Google

অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত
জীবিত করিলেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ
৬ পাইয়াছ ;—এবং খ্রীষ্ট যীশুতে, আমাদিগকে
তাঁহার সহিত উত্থাপন করিলেন, ও তাঁহার
৭ সহিত স্বর্গীয় স্থানে উপবিষ্ট করিলেন। উদ্দেশ্য
এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁহার
যে মধুর ভাব বর্ত্তে, তাহা দ্বারা যেন তিনি
আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনু-
৮ গ্রহধন প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহেই বিশ্বাস
দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ ; এবং তাহা
তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান ;
৯ তাহা কর্ম্মের ফল নয় ; কেহ যেন শ্লাঘা না
১০ করে। কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, সৎক্রিয়ার
নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, ঈশ্বর
তাহা আমাদের গন্তব্য পথ করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত
করিয়াছিলেন।

১১ অতএব স্মরণ কর, পূর্ব্বে মাংসের সম্বন্ধে পর-
জাতীয় তোমরা—যাহারা ত্বক্‌ছেদ, মাংসে হস্ত-
কৃত ত্বক্‌ছেদ নামে আখ্যাত, তাহাদের নিকটে
১২ অত্বক্‌ছেদ নামে আখ্যাত তোমরা—তৎকালে
তোমরা খ্রীষ্ট হইতে ভিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধি-
কারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির
অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না,
১৩ তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে। কিন্তু
সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ছিলে যে
তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্ত্তী
১৪ হইয়াছ। কেননা তিনিই আমাদের সন্ধি ; তিনি
উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্ত্তী যে ভিত্তি
[আমাদিগকে] পৃথক্ করিয়া রাখিত, তাহা
১৫ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ফলতঃ নিজ মাংসে শত্রু-
তাকে, বিধিসম্বলিত আজ্ঞাকলাপরূপ ব্যবস্থাকে,
লুপ্ত করিয়াছেন ; যেন উভয়কে আপনাতে একই
নূতন মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করেন, এইরূপে সন্ধি
১৬ করেন ; এবং ক্রুশে শত্রুতাকে নিহননপূর্ব্বক সেই
ক্রুশ দ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের সহিত উভয় পক্ষের
১৭ মিলন করেন। আর তিনি আসিয়া দূরবর্ত্তী যে
তোমরা, তোমাদের কাছে সন্ধির, ও নিকটবর্ত্তী-
দের কাছেও সন্ধির সুসমাচার জানাইয়াছেন।
১৮ কেননা তাঁহারই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের
লোক এক আত্মায় পিতার নিকটে প্রবেশ করি-
বার ক্ষমতা পাইয়াছি।

১৯ অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী
নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের
২০ বাটীর অন্তরঙ্গ। তোমরা প্রেরিত ও ভাববাদি-
গণের ভিত্তিমূলের উপরে সংগ্রথিত হইয়াছ ;
...র প্রধান কোণস্থ প্রস্তর যীশু খ্রীষ্ট। তাঁহা-
...গাঁথনির সাকল্য সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে
...মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে ;
২১ তাঁহাতে তোমরাও এক সঙ্গে সংগ্রথিত হইয়া
আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইয়া উঠিতেছ।

৩ এই জন্য তোমাদের অর্থাৎ পরজাতীয়দের
নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি আমি পৌল,
২ [কহিতেছি]। ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-বিধান
তোমাদের উদ্দেশে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার
৩ কথা তোমরা ত শুনিয়াছ। ফলতঃ প্রকাশিত
বাক্য দ্বারা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব আমাকে জ্ঞাত করা
৪ হইয়াছে। তদনুসারে আমি পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ
লিখিয়াছিলাম, তোমরা তাহা পাঠ করিলে খ্রীষ্ট
সম্বন্ধীয় নিগূঢ়তত্ত্বে আমার বুৎপত্তি বুঝিতে
৫ পারিবে। বিগত পুরুষপরম্পরায় সেই নিগূঢ়-
তত্ত্ব মনুষ্যসন্তানদিগকে এইরূপে জ্ঞাত করা যায়
নাই, যেরূপে সম্প্রতি আত্মাতে তাঁহার পবিত্র
প্রেরিত ও ভাববাদিগণের নিকটে প্রকাশিত
৬ হইয়াছে। ফলতঃ সুসমাচার দ্বারা পরজাতীয়েরা
খ্রীষ্ট যীশুতে সহদায়াদ, দেহের সহাঙ্গ ও প্রতি-
৭ জ্ঞার সহভাগী হয়। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে
দান তাঁহার শক্তির কার্য্যসাধন অনুসারে আমাকে
দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি সেই সুসমাচারের
৮ পরিচারক হইয়াছি। সমস্ত পবিত্রগণের মধ্যে
সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যে আমি, আমাকে এই অনু-
গ্রহ দত্ত হইয়াছে, যেন পরজাতিদের মধ্যে আমি
খ্রীষ্টের অননুসন্ধেয় ধনের সুসমাচার প্রচার করি ;
৯ এবং যে নিগূঢ়তত্ত্ব যুগসমূহের আদি অবধি
সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত থাকিয়া
আসিয়াছে, সেই নিগূঢ়তত্ত্বের বিধান কি, তাহা
১০ যেন সকলের কাছে প্রকাশ করি ; এইরূপে যেন
সম্প্রতি মণ্ডলী দ্বারা স্বর্গীয় স্থানস্থ আধিপত্য ও
কর্ত্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা
১১ যায়। ইহা যুগপর্য্যায়ের সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী,
যাহা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে সঙ্কল্প
১২ করিয়াছিলেন। তাঁহাতেই আমরা তাঁহার উপরে
বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ব্বক
১৩ প্রবেশ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছি। অতএব
আমার যাচ্ঞা এই, তোমাদের নিমিত্ত আমার যে
সকল ক্লেশ হইতেছে, তাহাতে যেন নিরুৎসাহ
না হও, বাস্তবিক সে সকল তোমাদের গৌরব।
১৪ এই জন্য স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পিতৃকুল
১৫ যাঁহা হইতে নাম পাইয়াছে, সেই পিতার কাছে
আমি জানু পাতিতেছি, যেন তিনি আপনার
প্রতাপধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন,
১৬ যাহাতে তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের
১৭ সম্বন্ধে তোমরা শক্তিতে সবলীকৃত হও ; যেন
খ্রীষ্ট বিশ্বাস দ্বারা তোমাদের হৃদয়ে বাস
করেন ; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সং-
১৮ স্থাপিত থাকিয়া এমন বলপ্রাপ্ত হও যে, সমস্ত
পবিত্রগণের সহিত প্রশস্ততার, দীর্ঘতার, গভীর-

Digitized by Google

১৯ তার ও উচ্চতার তত্ত্ব বুঝিতে পার, এবং
জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা জ্ঞাত হও,
এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতালাভার্থে
পূর্ণ হও।
২০ পরন্তু আমাদিগেতে কার্য্যসাধক শক্তি অনু-
সারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞার ও চিন্তার
অতীত নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন,
২১ মণ্ডলীর মধ্যে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগে যুগে সমস্ত
পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন।

ঈশ্বরভক্তের উপযোগী আচরণ করিতে বিনতি।

৪ অতএব প্রভুতে বন্দি আমি অনুনয়-
পূর্ব্বক তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যে
আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে
২ চল। সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, সহি-
ষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল
৩ হও, শান্তিবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে
৪ যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক; আর
সেইরূপে তোমরা একই প্রত্যাশাযুক্ত আহ্বা-
৫ নেও আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক,
৬ বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি
সকলের উপরে, সকলেতে ব্যাপ্ত, ও সকলের
৭ অন্তরে আছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ
অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দত্ত
৮ হইয়াছে। এই জন্য [ঈশ্বর] কহেন,
"তিনি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া বন্দিগণকে
বন্দি করিলেন,
আর মনুষ্যদিগকে নানা বর প্রদান করিলেন।"
৯ ভাল, তিনি আরোহণ করিলেন, ইহার তাৎ-
পর্য্য কি? না, এই যে তিনি (অগ্রে) পৃথিবীর
১০ নীচতর স্থানে অবতীর্ণও হইয়াছিলেন। যিনি
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই সকলের পূর্ণকারী
হইবার জন্য সমুদয় স্বর্গের ঊর্দ্ধে আরোহণও
১১ করিলেন। আর তিনিই দান করিয়া কয়েক
জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক
জনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েক জনকে
১২ পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়াছেন, পরিচর্য্যাকার্য্য
সাধনার্থে, খ্রীষ্টের দেহ সংগ্রথিত করণার্থে
পবিত্র লোকদিগকে পরিপক্ব করিবার নিমিত্ত
১৩ করিয়াছেন; যে পর্য্যন্ত আমরা সকলে ঈশ্বরের
পুত্রবিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্যে
মিলিয়া সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা অর্থাৎ খ্রীষ্টের
পূর্ণতার [যোগ্য] বয়সের পরিমাণ না পাই,
১৪ সেই পর্য্যন্ত; যেন আমরা আর বালক না
থাকি, এবং মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধূর্ত্ততায়,
ভ্রান্তির কুসঙ্কল্পক্রমে, তরঙ্গাহত এবং যাবতীয়
১৫ শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃ চালিত না হই; কিন্তু
প্রেমে সত্যের অবলম্বী হইয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার
উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তকস্বরূপ; ইনি
১৬ খ্রীষ্ট, যাঁহা হইতে সমস্ত দেহ যথাযথ সংলগ্ন ও
সংযুক্ত হইয়া, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার
যোগায়, তদ্দ্বারা প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরি-
মাণানুযায়ী কার্য্য অনুসারে, প্রেমে দেহ
গাঁথিয়া তুলিবার জন্য, আপনার বৃদ্ধি সাধন
করিতেছে।
১৭ অতএব আমি ইহা কহিতেছি, ও প্রভুতে
এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা আর পরজাতীয়দের
ন্যায় চলিও না; তাহারা আপন আপন মনের
১৮ অসার ভাবে চলে; অন্ধচিত্ত হইয়া, আন্তরিক
অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ও হৃদয়ের কঠিনতা প্রযুক্ত
১৯ ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভূত হইয়াছে। তাহারা
অসাড় হইয়া সলোভে যাবতীয় অশুচি ক্রিয়া
করিবার জন্য আপনাদিগকে বৈরিতায় সমর্পণ
২০ করিয়াছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে এরূপ
২১ শিক্ষা পাও নাই; তাঁহার বাক্য ত শুনিয়াছ,
এবং যীশুতে যে সত্য আছে, তদনুসারে তাঁহাতে
২২ শিক্ষিত হইয়াছ; যেন তোমরা পূর্ব্বকালীন
আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ
কর, যাহা প্রতারণার অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া
২৩ পড়িতেছে; আর আপন আপন মনের ভাবে
২৪ যেন ক্রমশঃ নবীনীকৃত হও, এবং সেই নূতন
মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্ম্মিকতায়
ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে।
২৫ অতএব তোমরা মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া
প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য
আলাপ কর; কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ
২৬ প্রত্যঙ্গ। ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য্য
অস্ত না হইতে হইতে তোমাদের কোপাবেশ
২৭ শান্ত হউক। আর দিয়াবলকে স্থান দিও না।
২৮ চোর আর চুরী না করুক, বরং দীনহীনকে কিছু
দান করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্ত স্বহস্তে
২৯ সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক। তোমাদের মুখ
হইতে কোন প্রকার কদালাপ নির্গত না হউক,
কিন্তু শ্রোতৃগণকে অনুগ্রহ প্রদানার্থে প্রয়োজন-
মতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ নির্গত
৩০ হউক। আর ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মায় তোমরা
মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ,
৩১ তাঁহাকে দুঃখিত করিও না। যাবতীয় কটু-
কাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা ও যাবতীয়
হিংসেচ্ছা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক।
৩২ তোমরা বরং পরস্পর মধুরস্বভাব ও করুণচিত্ত
হও, এবং ঈশ্বর খ্রীষ্টে যেমন তোমাদিগকে
ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি পরস্পর
ক্ষমা কর।

Digitized by Google

৫ অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা
ঈশ্বরের অনুকারী হও। আর প্রেমে চল,
যেরূপ খ্রীষ্টও তোমাদিগকে প্রেম করিলেন,
এবং আমাদের নিমিত্তে আপনাকে সৌরভার্থক
উপহার ও বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ
করিলেন।

৩ কিন্তু বেশ্যাগমনের ও যাবতীয় অশুদ্ধতার বা
লোভের নামও তোমাদের মধ্যে শুনা না যাউক,
৪ এ সকল না থাকাই পবিত্রগণের উপযুক্ত। আর
কুৎসিত ব্যবহার এবং প্রলাপ কিম্বা বক্রোক্তি,
এই সকল অনুচিত ব্যবহার যেন না হয়, বরং
৫ যেন ধন্যবাদ দেওয়া হয়। কেননা তোমরা
নিশ্চয় জানিতেছ, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধাচারী
কি লোভী—এ ত প্রতিমাপূজক—কেহই
খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে
৬ না। অনর্থক বাক্য দ্বারা যেন কেহ তোমাদিগকে
না ভুলায়; কেননা এই সকল দোষ প্রযুক্ত
অবাধ্যতার সন্তানগণের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ
৭ বর্ত্তে। অতএব তাহাদের সহভাগী হইও না;
৮ পূর্ব্বে ত তোমরা অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন
প্রভুতে দীপ্তি হইয়াছ; দীপ্তির সন্তানদের ন্যায়
৯ চল। কেননা যাবতীয় মঙ্গলভাবে, ধার্ম্মিকতায়
১০ ও সত্যে দীপ্তির ফল হয়। প্রভুর তুষ্টিজনক কি,
১১ তাহার পরীক্ষা কর। আর অন্ধকারের ফলহীন
কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ
১২ দেখাইয়া দেও। কেননা উহারা গোপনে যে
সকল কর্ম্ম করে, তাহা মুখে আনাও লজ্জার
১৩ বিষয়। কিন্তু দোষ দৃষ্ট হইলে সকলই দীপ্তি
দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়; বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ
১৪ করা যায়, তাহা সকলই দীপ্তিময়। এই জন্য
উক্ত আছে, “হে নিদ্রাগত ব্যক্তি, জাগ্রত হও,
এবং মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠ, তাহাতে খ্রীষ্ট
তোমার উপরে আলোক উদয় করিবেন।”
১৫ অতএব তোমরা ভাল করিয়া দেখ, কিরূপে
চলিতেছ; অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া বিজ্ঞের
১৬ ন্যায় চল। সুসময় ক্রয় কর, কেননা এই কাল
১৭ মন্দ। অতএব নির্ব্বোধ হইও না, কিন্তু প্রভুর
১৮ ইচ্ছা কি, তাহা বুঝ। আর মদ্যপানে মত্ত
হইও না, কেননা তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু
১৯ আত্মাতে পরিপূর্ণ হও, গীত, স্তোত্র ও আত্মিক
সঙ্কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন
২০ হৃদয়ে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর; সর্ব্বদা
সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
২১ নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর; খ্রীষ্টের
ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।
২২ ভার্য্যা সকল, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি
২৩ নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা হও। কেননা খ্রীষ্ট
যেমন মণ্ডলীর মস্তক, তেমনি স্বামীও ভার্য্যার
মস্তকস্বরূপ; উনি আবার দেহের ত্রাণকর্ত্তা।
২৪ কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূতা, তেমনি
ভার্য্যা সকল সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর
২৫ বশীভূতা হউক। হে স্বামীরা, তোমরা আপন
আপন ভার্য্যাকে সেইরূপ প্রেম কর, যেরূপ
খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার নিমিত্ত
২৬ আপনাকে প্রদান করিলেন; যেন তিনি জলস্নান
দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন,
২৭ যেন আপনি আপনার কাছে মণ্ডলীকে প্রতাপা-
ন্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক
বা সঙ্কোচ বা এই প্রকার আর কোন কিছু না
থাকে, কিন্তু সে পবিত্রা ও অনিন্দনীয়া হয়।
২৮ তেমনি স্বামী সকলের আপন আপন ভার্য্যাকে
আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম করা উচিত।
আপন ভার্য্যাকে যে প্রেম করে, সে আপনা-
২৯ কেই প্রেম করে। কেহ ত কখন নিজ মাংসের
প্রতি দ্বেষ করে নাই, বরং [সকলে] তাহার
ভরণ পোষণ ও লালন পালন করে; খ্রীষ্টও
৩০ মণ্ডলীর প্রতি তাহাই করিতেছেন; কেননা
৩১ আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ। এই জন্য মনুষ্য
“আপন মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়া আপন
স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন
৩২ একাঙ্গ হইবে।” এই নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু
আমি খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহি-
৩৩ লাম। তথাপি তোমরাও প্রত্যেকে আপন
আপন ভার্য্যাকে তদ্রূপ আত্মবৎ প্রেম কর;
পরন্তু ভার্য্যার উচিত যেন সে স্বামীকে ভয়
করে।

৬ হে সন্তানগণ, তোমরা প্রভুতে মাতা-
পিতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য।
২ “তুমি আপন পিতা ও আপন মাতাকে সমাদর
করিও,”—এ ত প্রতিজ্ঞা সহযুক্ত প্রথম
৩ আজ্ঞা—যেন “তোমার কল্যাণ এবং পৃথিবীতে
৪ দীর্ঘ পরমায়ু হয়।” আর হে পিতারা, তোমরা
আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না,
কিন্তু প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহা-
দিগকে মানুষ করিয়া তুল।
৫ হে দাসগণ, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের, তেমনি
ভয় ও কম্প সহকারে, হৃদয়ের সরলতায়, মাংস
অনুযায়ী আপন আপন প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ
৬ হও; মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা
না করিয়া, বরং আপনাদিগকে খ্রীষ্টের দাস
জানিয়া মনের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন
৭ কর। আর মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, বরং প্রভুরই কর্ম্ম
৮ বলিয়া প্রণয় ভাবে দাস্যকর্ম্ম কর; জানিও,
দাস কি স্বাধীন, যেই হউক, কোন সৎকর্ম্ম
করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রভু হইতে তাহার ফল
৯ পাইবে। আর, হে প্রভুগণ, তোমারা তর্জ্জনা

Digitized by Google

ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর ;
জানিও, তাহাদের এবং তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে
আছেন, আর তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা
করেন না।
১০ শেষ কথা এই ; তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার
১১ শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। দিয়াবলের
নানাবিধ কুসকল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে
সক্ষম হইবার জন্য ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা
১২ পরিধান কর। কেননা রক্তমাংসের সহিত
আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু নানা
আধিপত্যের সহিত, নানা কর্ত্তৃত্বের সহিত,
এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয়
স্থানে পাপাত্মাগণের সহিত, [মল্লযুদ্ধ হই-
১৩ তেছে]। অতএব তোমরা যেন সেই কুদিনে
প্রতিরোধ করিতে ও সকলই সম্পন্ন করিয়া
দণ্ডায়মান থাকিতে পার, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের সমগ্র
১৪ যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কর। ফলতঃ সত্যের কটিবন্ধনীতে
১৫ বদ্ধকটি হইয়া, ধার্ম্মিকতার বুকপাটা পরিয়া, এবং
শান্তির সুসমাচারের সুসজ্জতার পাদুকা চরণে
১৬ দিয়া দণ্ডায়মান থাক ; আবার বিশ্বাসের ঢালও
গ্রহণ কর, যদ্দ্বারা তোমরা পাপাত্মার যাবতীয়
১৭ অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করিতে পারিবে ; এবং পরি-
ত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের
১৮ বাক্য গ্রহণ কর। যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি
সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং
ইহারই নিমিত্ত জাগ্রত থাকিয়া যাবতীয় পবিত্র
লোকের জন্য সম্পূর্ণ নিবিষ্টতায় ও বিনতিতে
১৯ [প্রবৃত্ত থাক]। আমার জন্যও বিনতি কর,
সাহসপূর্ব্বক সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত কর-
ণার্থে মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা যেন আমাকে
২০ দেওয়া যায়—সুসমাচারের নিমিত্ত আমি
শৃঙ্খলবদ্ধ রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি,—যেমন
কথা বলা আমার উচিত, তেমনি যেন তদ্বিষয়ে
সাহস দেখাইতে পারি।
২১ আর আমার কুশলাদির কথা যেন তোমরাও
জানিতে পার, তন্নিমিত্ত প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা ও
ও বিশ্বস্ত পরিচারক যে তুখিক, তিনি তোমা-
২২ দিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন। তোমরা যেন
আমাদের সমস্ত সংবাদ অবগত হও, এবং তিনি
যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস দেন, তজ্জন্যই
আমি তাঁহাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিলাম।
২৩ পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে
শান্তি, এবং বিশ্বাসের সহিত প্রেম, ভ্রাতৃগণের
২৪ প্রতি বর্ত্তুক। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
যাহারা অক্ষয়ভাবে প্রেম করে, অনুগ্রহ সেই
সকলের সহবর্ত্তী হউক।

ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

ফিলিপীয়দের নিকটে নানাবিধ আশ্বাস বাক্য।

১ পৌল ও তীমথিয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস—
খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক
ফিলিপীতে আছেন, তাঁহাদের সকলের সমীপে,
এবং অধ্যক্ষগণ ও পরিচারকগণের সমীপে।
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে
অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ যখনই তোমাদিগকে স্মরণ হয়, সর্ব্বদাই আমি
৪ আমার যাবতীয় বিনতিতে তোমাদের সকলের
জন্য আনন্দ সহকারে বিনতি করতঃ আমার
৫ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি। কারণ প্রথম
দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত সুসমাচারের পক্ষে
৬ তোমাদের সহভাগিতা আছে। ইহাতেই আমার
এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমাদের অন্তরে
যিনি উত্তম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু
৭ খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন। আর
তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই ভাব
রাখা ন্যায্য ; কেননা আমি তোমাদিগকে হৃদয়
মধ্যে রাখি, যেহেতুক আমার বদ্ধ হওয়া এবং
সুসমাচারের পক্ষসমর্থন ও প্রতিপাদন সম্বন্ধে
তোমরা সকলে আমার সহিত অনুগ্রহের সহভাগী
৮ হইয়াছ। বস্তুতঃ খ্রীষ্ট যীশুর স্নেহে আমি
তোমাদের সকলের জন্য কেমন আকাঙ্ক্ষী,
৯ তদ্বিষয়ে ঈশ্বর আমার সাক্ষী। আর আমি এই
প্রার্থনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রেম যেন
জ্ঞানে ও যাবতীয় সূক্ষ্মচৈতন্যে উত্তর উত্তর
১০ উপচিয়া পড়ে ; এইরূপে তোমরা যেন, যাহা
যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা মানিতে পার, খ্রীষ্টের দিন
পর্য্যন্ত যেন তোমরা সরল ও বিঘ্নরহিত থাক,
১১ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা প্রাপ্য ধার্ম্মিকতার ফলে যেন

Digitized by Google

পূর্ণ হও, এইরূপে ঈশ্বরের মহিমা ও স্তুতি
যেন হয়।
১২ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমার বাসনা এই যে
তোমরা জান, আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটি-
য়াছে, তদ্দ্বারা সুসমাচারের বরং বৃদ্ধি হই-
১৩ য়াছে : বিশেষতঃ সমস্ত রক্ষাবারে এবং অন্যান্য
সকলের নিকটে আমার বন্ধন খ্রীষ্টে ব্যক্ত হই-
১৪ য়াছে ; এবং প্রভুতে স্থিত অধিকাংশ ভ্রাতা
আমার বন্ধনকমে দৃঢ়প্রত্যয়ী হইয়া নির্ভয়ে
ঈশ্বরের বাক্য কহিতে অধিক সাহসী হইয়াছে।
১৫ সত্য, কেহ কেহ মাৎসর্য্য ও বিবাদেচ্ছা প্রযুক্ত,
আর কেহ কেহ সুমতি প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে প্রচার
১৬ করিতেছে। ইহারা প্রেমে, অর্থাৎ আমাকে
সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত জানিয়া
১৭ [তাহা করিতেছে]। কিন্তু উহারা বিশুদ্ধ ভাবে
না করিয়া, আমার বন্ধন দশা ক্লেশযুক্ত করিবার
আশয়ে প্রতিযোগিতা বশতঃ খ্রীষ্টকে প্রচার
১৮ করিতেছে। তবে কি? একটী কথা নিশ্চয়,
কাপট্য কি সত্যভাবে, যে কোন প্রকারে হউক,
খ্রীষ্ট প্রচারিত হইতেছেন ; ইহাতেই আমি
আনন্দ করিতেছি, হাঁ, আর আনন্দ করিব।
১৯ কেননা আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং
যীশু খ্রীষ্টের আত্মার পোষণ দ্বারা ইহা আমার
২০ পরিত্রাণের সপক্ষ হইবে। তাহাতে আমার এই
আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা সিদ্ধ হইবে যে, আমি
কোন প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না, কিন্তু সম্পূর্ণ
সাহস সহকারে, যেমন সর্ব্বদা তেমনি এখনও,
জীবন দ্বারা হউক কি মৃত্যু দ্বারা হউক, আমার
২১ দেহে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হইবেন। কেননা আমার
২২ পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ। কিন্তু মাংসে
যে জীবন, তাহাই যদি আমার কর্ম্মের ফল হয়,
তবে কোন্‌টী মনোনীত করিব, তাহা বলিতে
২৩ পারি না। কিন্তু দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি ;
বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে
থাকি ; কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ।
২৪ কিন্তু মাংসে থাকা তোমাদের জন্য অধিক আব-
২৫ শ্যক। আর এই দৃঢ় প্রত্যয় আছে বলিয়া আমি
জানি যে থাকিব, হাঁ, বিশ্বাসে তোমাদের বৃদ্ধি ও
আনন্দের নিমিত্ত তোমাদের সকলের সঙ্গে
২৬ থাকিব, যেন তোমাদের কাছে আমার পুনরাগমন
দ্বারা আমাতে তোমাদের শ্লাঘা খ্রীষ্ট যীশুতে
উপচিয়া পড়ে।
২৭ কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে তাঁহার
প্রজাদের মত আচরণ কর ; আমি আসিয়া
তোমাদিগকে দেখি, কিম্বা অনুপস্থিত থাকি,
আমি তোমাদের বিষয়ে যেন ইহা শুনিতে পাই
যে, তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ, এক প্রাণে
সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতেছ ;
২৮ এবং কোন বিষয়ে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ত্রাসিত
হইতেছ না ; তাহা উহাদের জন্য বিনাশের,
কিন্তু তোমাদের জন্য পরিত্রাণের প্রমাণ, আর
২৯ এটী ঈশ্বরদত্ত। যেহেতুক তোমাদিগকে খ্রীষ্টের
নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে, যেন কেবল
তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার
৩০ নিমিত্ত দুঃখভোগও কর ; ফলতঃ আমার যাদৃশ
প্রাণপণ দেখিয়াছ, এবং এখনও আমার হই-
তেছে শুনিতেছ, তাদৃশ প্রাণপণ তোমাদেরও
হইতেছে।

২ অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, যদি
প্রেমের কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন
সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে,
২ তবে তোমরা আমার আনন্দ সম্পূর্ণ কর, একই
বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক
৩ ভাববিশিষ্ট হও। প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক
দর্পের বশে কিছুই [করিও] না, কিন্তু নম্রভাবে
প্রত্যেকে আপনা হইতে অন্যকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান
৪ কর ; এবং প্রত্যেকে আপনার বিষয় নয়, কিন্তু
৫ পরের বিষয়ও লক্ষ্য কর। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব
৬ ছিল, তাহা তোমাদের মধ্যে হউক। ঈশ্বররূপী
থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা
৭ ধরিয়া রাখিবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু
আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ
৮ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন ; এবং
আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপ-
নাকে অবনত করিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত, ক্রুশীয় মৃত্যু
৯ পর্য্যন্তই আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বরও
তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং
যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান
১০ করিলেন ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-
১১ নিবাসীদের যাবতীয় জানু পাতিত হয়, এবং
যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, যাবতীয় জিহ্বা যেন ইহা
স্বীকার করে, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমা-
ন্বিত হন।
১২ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, তোমরা সর্ব্বদা
যে আজ্ঞাবহতা দেখাইয়া আসিতেছ, তদনুসারে
আমার সাক্ষাতে যেমন, কেবল তেমনি নয়, বরং
এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে
সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন
১৩ কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত
তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধন-
১৪ কারী। তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত
১৫ কার্য্য কর, যেন অনিন্দনীয় ও অমায়িক হইয়া
এই কালের কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে
ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও,—তোমরা ত তাহা-
দের মধ্যে জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ
১৬ পাইতেছ, জীবনের বাক্য ধারণ করিতেছ ;

Digitized by Google

ইহাতে খ্রীষ্টের দিনে আমি এই শ্লাঘা করিবার
হেতু পাইব যে, আমি বৃথা দৌড়ি নাই, এবং
১৭ বৃথা পরিশ্রম করি নাই। কিন্তু তোমাদের বিশ্বা-
সের যজ্ঞে ও সেবায় যদিস্যাৎ আমি পেয়
নৈবেদ্যরূপে সেচিত হই, তথাপি আনন্দিত
আছি, ও তোমাদের সকলের সহিত আনন্দ
১৮ করিতেছি। সেই প্রকারে তোমরাও আনন্দিত
হও, ও আমার সহিত আনন্দ কর।
১৯ পরন্তু আমিও যেন তোমাদের অবস্থা অবগত
হইয়া আশ্বস্ত হই, তজ্জন্য তীমথিয়কে তোমাদের
নিকট ত্বরায় পাঠাইব, প্রভু যীশুতে এমন
২০ প্রত্যাশা করিতেছি। বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে যে
তোমাদের বিষয় চিন্তা করিবে, ইহাঁর সমান
২১ এমন কেহই আমার কাছে নাই। কেননা সকলে
আপন আপন বিষয় চেষ্টা করে, যীশু খ্রীষ্টের
২২ বিষয় চেষ্টা করে না। কিন্তু তোমরা ইহাঁর পক্ষে
এই প্রমাণ জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত পুত্র
যেমন, আমার সহিত ইনি তেমনি সুসমাচারের
২৩ নিমিত্ত দাস্যকর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব, আমার
কি ঘটে, তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাকে তোমাদের
নিকটে পাঠাইয়া দিব, এমন প্রত্যাশা করি-
২৪ তেছি। আর প্রভুতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে,
আমি আপনিও ত্বরায় উপস্থিত হইব।
২৫ পরন্তু আমার ভ্রাতা, সহকর্ম্মী ও সহসেনা, এবং
তোমাদের প্রেরিত ও আমার প্রয়োজনীয় উপ-
কারার্থক সেবক যে ইপাফ্রদীত, তাঁহাকে তোমা-
দের নিকটে প্রেরণ করা আমার আবশ্যক বোধ
২৬ হইল। কেননা তিনি তোমাদের সকলের দর্শনা-
কাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং তোমরা তাঁহার পীড়ার
সংবাদ পাইয়াছ শুনিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া-
২৭ ছিলেন। আর বাস্তবিক তিনি পীড়াতে মৃতকল্প
হইয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া
করিয়াছেন, আর কেবল তাঁহার প্রতি নয়, আমার
প্রতিও দয়া করিয়াছেন, দুঃখের উপর দুঃখ যেন
২৮ আমার না হয়। অতএব তাঁহাকে দেখিয়া
তোমরা যেন পুনর্ব্বার আনন্দ কর, এবং আমার
দুঃখেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তজ্জন্য অধিক
২৯ সযত্নে তাঁহাকে পাঠাইলাম। অতএব তোমরা
প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দ সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ
করিও, এবং তাদৃশ লোকদিগকে সমাদর করিও।
৩০ কেননা খ্রীষ্টের কার্য্যের নিমিত্তে তিনি মৃতকল্প
হইয়াছিলেন, ফলতঃ আমার সেবায় তোমাদের
ত্রুটি পূরণার্থে প্রাণপণ করিয়াছিলেন।

৩ শেষ কথা এই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে
আনন্দ কর। একই কথা তোমাদিগকে পুনঃ
পুনঃ লিখিতে আমার আয়াস বোধ হয় না, আর
২ তাহা তোমাদের রক্ষার্থক। সেই কুকুরদের হইতে
সাবধান, সেই দুষ্কার্য্যকারীদের হইতে সাবধান,
৩ সেই ছিন্নমূল লোকদের হইতে সাবধান। আম-
রাই ত ছিন্নত্বক্ লোক, কেননা আমরা ঈশ্বরের
আত্মাতে আরাধনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে
৪ শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না। তথাপি
আমি মাংসেও দৃঢ় প্রত্যয়ী হইবার যোগ্য পাত্র।
যদি অন্য কেহ বোধ করে যে, সে মাংসে প্রত্যয়
করিতে পারে, আমি অধিক করিতে পারি।
৫ আমি অষ্টম দিনে ত্বক্ছেদপ্রাপ্ত, ইস্রায়েল-
জাতীয়, বিন্যামীন-বংশীয়, ইব্রিকুলজাত ইব্রীয়,
৬ ব্যবস্থার সম্বন্ধে ফরীশী, উদ্যোগে মণ্ডলীর
তাড়নাকারী, ব্যবস্থাগত ধার্ম্মিকতায় অনিন্দনীয়
৭ ছিলাম। কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল,
সে সমস্তই খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি জ্ঞান করিলাম।
৮ অধিকন্তু আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের উৎ-
কৃষ্টতা প্রযুক্ত আমি সকলই নিতান্ত ক্ষতি জ্ঞান
করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য
করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ জ্ঞান করিতেছি,
৯ যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, এবং তাঁহারই মধ্যে
আমাকে যেন দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যবস্থা
হইতে প্রাপ্য আমার কোন ধার্ম্মিকতায় ধার্ম্মিক
না হইয়া, যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা
হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর হইতে
১০ পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন ধার্ম্মিক হই; যেন
আমি তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হইয়া তাঁহাকে,
তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখ-
১১ ভোগের সহভাগিতা জানিতে পারি; কোন মতে
যেন মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের ভাগী
১২ হই। আমি যে এখন পাইয়াছি, কিম্বা এখন
সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্ত
খ্রীষ্ট যীশু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা
১৩ ধরিবার চেষ্টায় ধাবমান হইতেছি। হে ভ্রাতৃগণ,
আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমন
বিচার করি না। কিন্তু একটী [কর্ম্ম করিতেছি],
পশ্চাৎ স্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া অগ্রস্থিত
১৪ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে
দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের
[কৃত] ঊর্দ্ধস্থ আহ্বানের পণ পাইতে যত্ন করি-
১৫ তেছি। অতএব আইস, আমরা যত লোক সিদ্ধ
আছি, সকলে এ বিষয় ভাবি; আর যদি কোন
বিষয়ে তোমাদের অন্যবিধ ভাব থাকে, তবে
ঈশ্বর তোমাদের কাছে তাহাও প্রকাশ করিবেন।
১৬ পরন্তু আইস, আমরা যে পথে এ পর্য্যন্ত পঁহু-
ছিয়াছি, সেই একই পথে চলি।
১৭ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে আমার অনুকারী
হও, এবং তোমাদের আদর্শস্বরূপ যে আমরা,
আমাদের ন্যায় যাহারা চলে, তাহাদিগকে
১৮ নিরীক্ষণ কর। কেননা অনেকে [অন্য প্রকারে]
চলিতেছে; তাহাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বার

Digitized by Google

বার বলিয়াছি, এবং এখন রোদন করিয়াই বলি-
১৯ তেছি, তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু। তাহাদের
পরিণাম বিনাশ; উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং
নিজ লজ্জাতেই তাহাদের গৌরব; তাহারা
২০ পার্থিব বিষয় ভাবে। কারণ আমরা যেখানকার
প্রজা, সেই পুরী স্বর্গে; আর তথা হইতে আমরা
ত্রাণকর্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা
২১ করিতেছি। তিনি আমাদের দীনতার দেহকে
রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ
করিবেন; তিনি যে কার্য্যসাধক শক্তিতে সকলই
আপনার বশীভূত করিতে সমর্থ, তাহার গুণে
করিবেন।

৪ অতএব, হে আমার প্রেমাস্পদ ও আকা-
ঙ্ক্ষার পাত্র ভ্রাতৃগণ, আমার আনন্দ ও মুকুট-
স্বরূপেরা, প্রিয়েরা, তোমরা এই প্রকারে প্রভুতে
স্থির থাক।
২ আমি ইবদিয়াকে অনুনয় করতঃ, ও সুন্তুখীকে
অনুনয় করতঃ প্রভুতে একচিত্তা হইতে বলিতেছি।
৩ অধিকন্তু, হে প্রকৃত সহযুগ্য, তোমাকেও বিনয়
করিতেছি, তুমি ইঁহাদের সাহায্য কর, কেননা
তাঁহারা সুসমাচারে আমার সহিত পরিশ্রম
করিয়াছিলেন; ক্লীমেন্ত-প্রভৃতি যাঁহাদের নাম
জীবনপুস্তকে লেখা আছে, আমার সেই সহ-
কারিগণের সহিত [তাহা করিয়াছিলেন]।
৪ তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর; পুনরায়
৫ বলিব, আনন্দ কর। তোমাদের শান্ত স্বভাব
মনুষ্যমাত্রের বিদিত হউক। প্রভু নিকটবর্ত্তী।
৬ কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে
ধন্যবাদপূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা তোমা-
৭ দের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা হউক। তাহাতে
যাবতীয় বুদ্ধির অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা
তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা
করিবে।
৮ অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য,
যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য,
যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রিয়, যাহা
যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ ও যে
কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।
৯ তোমরা আমার কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ,
গ্রহণ করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, সেই
সকল কর; তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের
সঙ্গে থাকিবেন।
১০ কিন্তু আমি প্রভুতে বড়ই আনন্দ করিতেছি
যে, এত কালের পর এক্ষণে তোমরা আমার জন্য
চিন্তা করিতে নূতন উদ্দীপনা পাইয়াছ; এই
বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিতেছিলে, কিন্তু সুযোগ
১১ প্রাপ্ত হও নাই। এই কথা আমি দীনতা সম্বন্ধে
বলিতেছি না, কেননা আমি যে অবস্থায় থাকি,
১২ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি। আমি
অবনত হইতে জানি, উপচয় ভোগ করিতেও
জানি; প্রত্যেক বিষয়ে ও সর্ব্ববিষয়ে আমি তৃপ্ত
কি ক্ষুধিত হইতে, এবং উপচয় কি দীনতা ভোগ
১৩ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি। যিনি আমাকে শক্তি
দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।
১৪ তথাপি তোমরা ক্লেশে আমার সহভাগী হইয়া
১৫ ভাল করিয়াছ। আর, হে ফিলিপীয়েরা, তোমরাও
জান, সুসমাচারের আদিতে, যখন আমি মাকি-
দনিয়া হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, তখন কোন
মণ্ডলী দান আদান বিষয়ে আমার সহভাগী হয়
১৬ নাই, কেবল তোমরা হইয়াছিলে। বস্তুতঃ
থিষলনীকীতেও তোমরা এক বার, বরং দুই বার
আমার প্রয়োজনীয় উপকার পাঠাইয়াছিলে।
১৭ আমি দান প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে,
কিন্তু তোমাদের হিসাবে বহু লাভজনক ফল
১৮ [দেখিতে] চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমার
সকলই আছে, বরঞ্চ উপচিয়া পড়িতেছে; আমি
তোমাদের হইতে ইপাফ্রদীতের কাছে যাহা
পাইয়াছি, তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়াছি; [কি
পাইয়াছি?] সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রাহ্য, প্রীতি-
১৯ জনক যজ্ঞ। আর আমার ঈশ্বর আপন ধন
অনুসারে প্রতাপে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের সক-
২০ লীয় অভাব পূর্ণ করিবেন। যুগে যুগে আমাদের
ঈশ্বর ও পিতার মহিমা হউক। আমেন।
২১ তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যেক পবিত্র লোককে
মঙ্গলবাদ দেও। আমার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ তোমা-
২২ দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। সকল পবিত্র
লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা কৈসরের বাটীর লোক,
তাঁহারা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২৩ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার
সহবর্ত্তী হউক।

Digitized by Google

কলসীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

খ্রীষ্টের মহিমা। তাঁহার ভক্তদের কল্যাণ
ও কর্ত্তব্য ব্যবহার।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে খ্রীষ্ট যীশুর
প্রেরিত, এবং তীমথিয় ভ্রাতা,—কলসীতে
যে সকল পবিত্র লোক ও বিশ্বস্ত ভ্রাতা খ্রীষ্টে
২ আছেন, তাঁহাদের সমীপে। আমাদের পিতা
ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক।

৩ আমরা সর্ব্বদা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা
করতঃ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ-
৪ রের ধন্যবাদ করিতেছি; কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে
যে বিশ্বাস এবং যাবতীয় পবিত্র লোকের প্রতি
যে প্রেম তোমাদের আছে, তাহার সংবাদ
৫ শুনিয়াছি; ইহার কারণ তোমাদের সেই
আশাধন, যাহা তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গে নিহিত
রহিয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত তোমরা সুসমাচারের
৬ সত্যের বাক্যে পূর্ব্বে শুনিয়াছ; সেই সুসমা-
চার তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে, যেমন
সমস্ত জগতেও ফলবান ও বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে;
যে দিনে তোমরা তাহা শুনিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ
সত্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলে, সেই দিনাবধি
৭ তোমাদের মধ্যেও হইতেছে। তোমরা আমা-
দের প্রিয় সহদাস ইপাফ্রার কাছে সেইরূপ
শিক্ষা পাইয়াছ; আমাদের নিমিত্তে তিনি
৮ খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক; আত্মার গুণে তোমা-
দের যে প্রেম আছে, তাহাও তিনি আমাদিগকে
জ্ঞাত করিয়াছেন।

৯ এই কারণ আমরাও, যে দিন সেই সংবাদ
শুনিয়াছি, সেই অবধি তোমাদের নিমিত্তে অবি-
রত প্রার্থনা করতঃ যাচ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা
যাবতীয় আত্মিক বিজ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তাঁহার
১০ ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও, আর তদ্দ্বারা প্রভুর
যোগ্যরূপে সর্ব্বতোভাবে তুষ্টিজনক আচরণ কর;
যেন যাবতীয় সৎকর্ম্মে ফলবান ও ঈশ্বরের
১১ তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও, আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ
ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার উদ্দেশে তাঁহার প্রতাপের
পরাক্রম অনুসারে যাবতীয় শক্তিতে শক্তিমান
১২ হও; আর পিতার ধন্যবাদ কর, যিনি আমা-
দিগকে আলোকে পবিত্রগণের অধিকারের অংশী
১৩ হইবার যোগ্য করিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে
অন্ধকারের কর্ত্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন
প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন।
১৪ সেই পুত্রে আমরা মুক্তি, পাপের মোচন, প্রাপ্ত
১৫ হইয়াছি। ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি,
১৬ সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত। কেননা তাঁহাতেই
সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য
কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক,
কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব
হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত
১৭ সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনি সকলের অগ্রে
আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।
১৮ আর তিনিই মণ্ডলীরূপ দেহের মস্তক; তিনি
আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন
১৯ সর্ব্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন। কারণ [ঈশ-
রের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা
২০ তাঁহাতেই বাস করে, এবং তাঁহার দ্বারা, তাঁহার
ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া, যেন আপনার
পক্ষে স্বর্গমর্ত্ত্যস্থিত সকলই তাঁহার দ্বারা সম্মি-
২১ লিত করেন। আর পূর্ব্বে চিত্তে দুষ্ক্রিয়াতে
২২ বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলে যে তোমরা, তোমাদিগকে
পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার
সাক্ষাতে উপস্থিত করিবার জন্য তিনি এখন
খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত
২৩ করিলেন। কিন্তু ইহাতে আবশ্যক যে, তোমরা
বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল থাক, এবং আকাশ-
মণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচারিত
যে সুসমাচার শুনিয়াছ, ও আমি পৌল যাহার
পরিচারক হইয়াছি, সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা
হইতে বিচলিত না হও।

২৪ এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল
দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করি-
তেছি, এবং আমার মাংসে খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের
যে অংশ অপূর্ণ হইয়াছে, তাহা তাঁহার দেহের
নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী।
২৫ তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য
আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি মণ্ডলীর
পরিচারক হইয়াছি, যেন আমি ঈশ্বরের বাক্য
২৬ সম্পূর্ণরূপে প্রচার করি; তাহা সেই নিগূঢ়-
তত্ত্ব, যাহা যুগযুগানুক্রমে ও পুরুষপুরুষানুক্রমে
গুপ্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পবিত্রগণের
২৭ প্রত্যক্ষীকৃত হইল; কারণ পরজাতিগণের মধ্যে

Digitized by Google

সেই নিগূঢ়তত্ত্বের প্রতাপের ধন কি, তাহা ইহা-
দিগকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল।
উক্ত ধন তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট; তিনিই
২৮ প্রতাপের আশা; তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা
করিতেছি, এবং যাবতীয় বিজ্ঞতায় প্রত্যেক
মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে
শিক্ষা দিতেছি; যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে
২৯ সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করি। আর তাঁহার যে
কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে সপরাক্রমে নিজ
কার্য্য সাধন করিতেছে, তদনুসারে প্রাণপণ
করিয়া আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও
করিতেছি।

২ ইহাতে আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা
জান, তোমরা ও লায়দিকেয়াস্থ লোক ও
যে সকল [ভ্রাতা] আমার মাংসময় মুখ দেখে
নাই, তাহাদের নিমিত্ত আমি কত দূর প্রাণ-
২ পণ করিতেছি; যেন তাহারা হৃদয়ে আশ্বাস
পায়, এবং প্রেমে সংসক্ত হইয়া জ্ঞানের-
নিশ্চয়তারূপ যাবতীয় ধনে ধনী হয়, যেন
ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বের অর্থাৎ খ্রীষ্টের জ্ঞান প্রাপ্ত
৩ হয়। ইঁহার মধ্যে প্রজ্ঞার ও বিদ্যার যাবতীয়
৪ নিধি গুপ্ত রহিয়াছে। এ কথা বলিতেছি, যেন
কেহ প্ররোচক বাক্যে তোমাদিগকে মুগ্ধ না করে।
৫ কেননা মাংসে অনুপস্থিত হইলেও আমি
আত্মাতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এবং
আনন্দপূর্ব্বক তোমাদের সুরীতি ও খ্রীষ্টে
বিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় গাঁথনি নিরীক্ষণ করিতেছি।
৬ অতএব খ্রীষ্ট যীশুকে, প্রভুকে, যেমন গ্রহণ করি-
৭ য়াছ, তেমনি তাঁহাতেই চল; তাঁহাতেই বদ্ধমূল
ও সংগ্রথিত হইয়া প্রাপ্ত শিক্ষানুসারে বিশ্বাসে
দৃঢ়ীভূত হও, এবং ধন্যবাদ সহকারে (তাহাতে)
উপচিয়া পড়।

বিশ্বাস ও সদাচরণে স্থির থাকিতে নিবেদন।

৮ দেখিও, দর্শনবিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণা দ্বারা
কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া
না যায়; তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার
অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের
৯ অনুরূপ নয়; কেননা ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা
১০ দৈহিকরূপে তাঁহাতে বাস করে, এবং তোমরা
তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ; তিনি যাবতীয়
১১ আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের মস্তক। আর তাঁহাতেই
তোমরা ছিন্নত্বক্‌ও হইয়াছ, অর্থাৎ মাংসের
দেহ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করণে, খ্রীষ্টের ত্বক্‌ছেদেই
১২ অহস্তকৃত ত্বক্‌ছেদ পাইয়াছ; ফলতঃ বাপ্তিস্মে
তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহাতে
তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ, যিনি
তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়া-
ছেন, সেই ঈশ্বরের কার্য্য সাধনে বিশ্বাস দ্বারাই
১৩ [উত্থাপিত হইয়াছ]। আর [ঈশ্বর] তোমা-
দিগকে, অপরাধে ও তোমাদের মাংসের অত্বক্‌-
ছেদে মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত
করিয়াছেন, ফলতঃ তিনি আমাদের সমস্ত
১৪ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন; আমাদের প্রতিকূল
যে বিধিকলাপ-সম্বলিত হস্ত-লেখ্য আমাদের
বিপক্ষ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং
প্রেক দিয়া ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়াছেন।
১৫ আর আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকল ফেলিয়া দিয়া
স্পষ্টরূপে নিন্দাস্পদ করিয়া ক্রুশেতেই সেই
সকলকে পরাজিত শত্রুবৎ দেখাইয়া বিজয়ী
হইয়াছেন।
১৬ অতএব ভোজন, কি পান, কি উৎসব, কি
নূতন চন্দ্র, কি বিশ্রামবার সম্বন্ধে কেহ তোমাদের
১৭ বিচার না করুক। এ সকল ত ভাবী বিষয়ের
১৮ ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। নম্রতায় ও স্বর্গ-
দূতগণের পূজায় স্বেচ্ছাচারী কোন ব্যক্তি
তোমাদিগকে বিজয়মুকুটে বঞ্চিত না করুক: সে
যাহা যাহা দেখিয়াছে, সেই গুলিতেই বিচরণ
করে, আপন মাংসময় মনের গর্ব্বে বৃথা গর্ব্বিত
১৯ হয়, কিন্তু গ্রন্থি ও বন্ধন সকল দ্বারা পোষিত ও
সংসক্ত সমস্ত দেহ যাঁহা হইতে ঈশ্বরের বৃদ্ধি
সহকারে বাড়িতেছে, সে মস্তক অবলম্বন করে না।
২০ তোমরা যদি জগতের অক্ষরমালা ছাড়িয়া
খ্রীষ্টের সহিত মৃত হইয়া থাক, তবে কেন
জগজ্জীবীদের ন্যায় আপনাদিগকে এই সকল
২১ বিধানে সম্মত দেখাইতেছ, যথা, ধরিও না,
২২ আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না? সেই সকল
বস্তু ত ভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইবার নিমিত্তই
হইয়াছে। উক্ত বিধান মনুষ্যদের আজ্ঞার ও
২৩ শিক্ষার অনুরূপ। স্বেচ্ছাভজনশীলতা, নম্রতা
ও দেহের প্রতি নির্দ্দয়তাক্রমে তাহা বিজ্ঞতা
নামে কীর্ত্তিত বটে, তথাপি মাংসের পোষকতার
বিরুদ্ধে তাহা কিছুর মধ্যে গণ্য নহে।

৩ অতএব তোমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত
উত্থাপিত হইয়া থাক, তবে ঈশ্বরের দক্ষিণে
যে স্থানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই ঊর্দ্ধ
২ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর। ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব,
৩ পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না। কেননা তোমরা
মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত
৪ ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে। আমাদের জীবনস্বরূপ
খ্রীষ্ট যখন প্রত্যক্ষ হইবেন, তখন তাঁহার সহিত
তোমরাও সপ্রতাপে প্রত্যক্ষ হইবে।
৫ অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন
অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ কর, যথা, বেশ্যাগমন,

Digitized by Google

অশুচিতা, মোহ, কু-অভিলাষ, এবং লোভ, এ
৬ ত প্রতিমাপূজা। কেমনা এ সকলের কারণ
অবাধ্যতার সন্তানগণের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ
৭ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে যখন তোমরা এ সকলে
জীবন ধারণ করিতে, তখন তোমরাও এ সকলে
৮ চলিতে। কিন্তু সম্প্রতি তোমরাও এ সকল
ত্যাগ কর, যথা, ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা ও
৯ মুখনিঃসৃত কুৎসিত আলাপ। এক জন অন্য
জনের কাছে মিথ্যাকথা কহিও না। কেমনা
তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ
১০ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করিয়াছ, এবং যে নূতন মনুষ্য
আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে তত্ত্ব-
জ্ঞানের নিমিত্ত নূতনীকৃত হইতেছে, তাহাকে
১১ পরিধান করিয়াছ। ইহাতে গ্রীক কি যিহূদী,
ছিন্নত্বক্ কি অচ্ছিন্নত্বক্, বর্ব্বর, স্কুথীয়, দাস,
স্বাধীন, ইহার কিছু হইতে পারে না, কিন্তু
খ্রীষ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা।

১২ অতএব তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত পবিত্র ও
প্রিয় লোকদের উপযুক্ত মতে করুণাপূর্ণ চিত্ত,
মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা সহিষ্ণুতা পরিধান
১৩ কর। পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকেও
দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা
কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন,
১৪ তোমরাও তেমনি কর। আর এ সকলের উপরে
প্রেম [পরিধান কর]; তাহাই সিদ্ধির বন্ধনী।
১৫ আর খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে কর্ত্তৃত্ব
করুক; আবার তোমরা ত তাহার নিমিত্ত এক
দেহে আহূত হইয়াছ; আর কৃতজ্ঞ হও।

১৬ খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে যাবতীয় বিজ্ঞতায়
তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা গীত,
স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা
ও চেতনা দান করতঃ অনুগ্রহে আপন আপন
১৭ হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর। আর বাক্যে
কি ক্রিয়াতে যে কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর
নামে কর, [এবং] তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের
ধন্যবাদ কর।

১৮ নারীগণ, প্রভুতে যেমন উপযুক্ত, তদ্রূপ
তোমরা আপন আপন স্বামীর বশতাপন্ন হও।
১৯ স্বামিগণ, তোমরা আপন আপন ভার্য্যাকে
প্রেম কর, তাহাদের প্রতি কটু ব্যবহার করিও
২০ না। সন্তানগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে মাতা-
পিতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা প্রভুতে তাহাই
২১ তুষ্টিজনক। পিতারা, তোমরা আপন আপন
সন্তানদিগকে অসন্তুষ্ট করিও না, পাছে তাহাদের
২২ মনোভঙ্গ হয়। দাসগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে
মাংসানুযায়ী প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও; চাক্ষুষ
সেবা দ্বারা মনুষ্যের তুষ্টিকরের মত নয়, কিন্তু
হৃদয়ের সরলতায় প্রভুকে ভয় করতঃ [কার্য্য
২৩ কর]। যে কিছু কর না কেন, মনুষ্যের উদ্দেশে
নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত পরিশ্রম
২৪ কর; কেননা তোমরা জান, প্রভু হইতে
তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবে;
২৫ তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই দাসত্ব করিতেছ। বস্তুতঃ
যে অন্যায় করে, সে আপনার কৃত অন্যায়ের
প্রতিফল পাইবে; ইহাতে মুখাপেক্ষা নাই।

৪ প্রভুগণ, স্বর্গে তোমাদেরও এক প্রভু
আছেন, ইহা জানিয়া দাসগণের প্রতি
ন্যায় ব্যবহার ও সাম্য ব্যবহার কর।

২ তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, এবং ধন্য
৩ বাদ সহকারে তাহাতে জাগ্রত থাক। আর
তৎসঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, যেন
ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে বাক্যের জন্য দ্বার
খুলিয়া দেন, যাহাতে আমি খ্রীষ্টের সেই নিগূঢ়-
তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারি, যাহার জন্য আমি
৪ বন্ধনযুক্তও আছি, যেন আমার যেমন বলা
উচিত, তেমনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারি।
৫ তোমরা বহিঃস্থ লোকদের প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক
৬ আচরণ কর, সুসময় ক্রয় কর। তোমাদের
আলাপ সর্ব্বদা অনুগ্রহ সহযুক্ত হউক, লবণে
আস্বাদযুক্ত হউক, কাহাকে কেমন উত্তর দিতে
হয়, তাহা যেন তোমরা জানিতে পার।

শেষ কথা।

৭ প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা, বিশ্বস্ত পরিচারক ও
সহদাস যে তুখিক, তিনি তোমাদিগকে আমার
৮ সমস্ত বিষয় জানাইবেন। আমরা কেমন আছি,
তোমরা যেন তাহা জানিতে পার, এবং তিনি
যেন তোমাদের হৃদয়কে আশ্বাস দেন, তজ্জন্য
আমি তোমাদের কাছে তাঁহাকে পাঠাই-
৯ লাম। আর বিশ্বস্ত ও প্রিয় ওনীষিম ভ্রাতাকেও
পাঠাইলাম, তিনি তোমাদেরই এক জন। ইঁহারা
এখানকার সমস্ত সমাচার তোমাদিগকে জ্ঞাত
করিবেন।

১০ আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং বার্ণব্বার
কুটুম্ব মার্ক, ও যুষ্ট নামে আখ্যাত যীশু, ইঁহারা
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। মার্কের
বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; তিনি যদি
তোমাদের কাছে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে
১১ গ্রহণ করিও। ইঁহারা ছিন্নত্বক্ লোক; কেবল এই
কয়েক জন ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে আমার সহ-
কারী; ইঁহারা আমার শান্তিজনক হইয়াছেন।
১২ ইপাফ্রাও তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন,
তিনি তোমাদেরই এক জন, খ্রীষ্ট যীশুর দাস;
তোমরা যেন ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছাতে সিদ্ধ ও কৃত-
নিশ্চয় হইয়া স্থির থাক, তন্নিমিত্ত তিনি সতত

Digitized by Google

অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত
জীবিত করিলেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ
৬ পাইয়াছ ;—এবং খ্রীষ্ট যীশুতে, আমাদিগকে
তাঁহার সহিত উত্থাপন করিলেন, ও তাঁহার
৭ সহিত স্বর্গীয় স্থানে উপবিষ্ট করিলেন। উদ্দেশ্য
এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁহার
যে মধুর ভাব বর্ত্তে, তাহা দ্বারা যেন তিনি
আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনু-
৮ গ্রহধন প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহেই বিশ্বাস
দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ ; এবং তাহা
তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান ;
৯ তাহা কর্ম্মের ফল নয় ; কেহ যেন শ্লাঘা না
১০ করে। কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, সৎক্রিয়ার
নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, ঈশ্বর
তাহা আমাদের গন্তব্য পথ করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত
করিয়াছিলেন।

১১ অতএব স্মরণ কর, পূর্ব্বে মাংসের সম্বন্ধে পর-
জাতীয় তোমরা—যাহারা ত্বক্‌ছেদ, মাংসে হস্ত-
কৃত ত্বক্‌ছেদ নামে আখ্যাত, তাহাদের নিকটে
১২ অত্বক্‌ছেদ নামে আখ্যাত তোমরা—তৎকালে
তোমরা খ্রীষ্ট হইতে ভিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধি-
কারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির
অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না,
১৩ তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে। কিন্তু
সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ছিলে যে
তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্ত্তী
১৪ হইয়াছ। কেননা তিনিই আমাদের সন্ধি ; তিনি
উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্ত্তী যে ভিত্তি
[আমাদিগকে] পৃথক্ করিয়া রাখিত, তাহা
১৫ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ফলতঃ নিজ মাংসে শত্রু-
তাকে, বিধিসম্বলিত আজ্ঞাকলাপরূপ ব্যবস্থাকে,
লুপ্ত করিয়াছেন ; যেন উভয়কে আপনাতে একই
নূতন মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করেন, এইরূপে সন্ধি
১৬ করেন ; এবং ক্রুশে শত্রুতাকে নিহননপূর্ব্বক সেই
ক্রুশ দ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের সহিত উভয় পক্ষের
১৭ মিলন করেন। আর তিনি আসিয়া দূরবর্ত্তী যে
তোমরা, তোমাদের কাছে সন্ধির, ও নিকটবর্ত্তী-
দের কাছেও সন্ধির সুসমাচার জানাইয়াছেন।
১৮ কেননা তাঁহারই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের
লোক এক আত্মায় পিতার নিকটে প্রবেশ করি-
বার ক্ষমতা পাইয়াছি।

১৯ অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী
নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের
২০ বাটীর অন্তরঙ্গ। তোমরা প্রেরিত ও ভাববাদি-
গণের ভিত্তিমূলের উপরে সংগ্রথিত হইয়াছ ;
২১ তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর যীশু খ্রীষ্ট। তাঁহা-
তেই গাঁথনির সাকল্য সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে
পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে ;
২২ তাঁহাতে তোমরাও এক সঙ্গে সংগ্রথিত হইয়া
আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইয়া উঠিতেছ।

৩ এই জন্য তোমাদের অর্থাৎ পরজাতীয়দের
নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি আমি পৌল,
২ [কহিতেছি]। ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-বিধান
তোমাদের উদ্দেশে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার
৩ কথা তোমরা ত শুনিয়াছ। ফলতঃ প্রকাশিত
বাক্য দ্বারা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব আমাকে জ্ঞাত করা
৪ হইয়াছে। তদনুসারে আমি পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ
লিখিয়াছিলাম, তোমরা তাহা পাঠ করিলে খ্রীষ্ট
সম্বন্ধীয় নিগূঢ়তত্ত্বে আমার ব্যুৎপত্তি বুঝিতে
৫ পারিবে। বিগত পুরুষপরম্পরায় সেই নিগূঢ়-
তত্ত্ব মনুষ্যসন্তানদিগকে এইরূপে জ্ঞাত করা যায়
নাই, যেরূপে সম্প্রতি আত্মাতে তাঁহার পবিত্র
প্রেরিত ও ভাববাদিগণের নিকটে প্রকাশিত
৬ হইয়াছে। ফলতঃ সুসমাচার দ্বারা পরজাতীয়েরা
খ্রীষ্ট যীশুতে সহদায়াদ, দেহের সহাঙ্গ ও প্রতি-
৭ জ্ঞার সহভাগী হয়। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে
দান তাঁহার শক্তির কার্য্যসাধন অনুসারে আমাকে
দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি সেই সুসমাচারের
৮ পরিচারক হইয়াছি। সমস্ত পবিত্রগণের মধ্যে
সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যে আমি, আমাকে এই অনু-
গ্রহ দত্ত হইয়াছে, যেন পরজাতিদের মধ্যে আমি
খ্রীষ্টের অননুসন্ধেয় ধনের সুসমাচার প্রচার করি ;
৯ এবং যে নিগূঢ়তত্ত্ব যুগসমূহের আদি অবধি
সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত থাকিয়া
আসিয়াছে, সেই নিগূঢ়তত্ত্বের বিধান কি, তাহা
১০ যেন সকলের কাছে প্রকাশ করি ; এইরূপে যেন
সম্প্রতি মণ্ডলী দ্বারা স্বর্গীয় স্থানস্থ আধিপত্য ও
কর্ত্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা
১১ যায়। ইহা যুগপর্য্যায়ের সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী,
যাহা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে সঙ্কল্প
১২ করিয়াছিলেন। তাঁহাতেই আমরা তাঁহার উপরে
বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ব্বক
১৩ প্রবেশ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছি। অতএব
আমার যাচ্ঞা এই, তোমাদের নিমিত্ত আমার যে
সকল ক্লেশ হইতেছে, তাহাতে যেন নিরুৎসাহ
না হও, বাস্তবিক সে সকল তোমাদের গৌরব।

১৪ এই জন্য স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পিতৃকুল
১৫ যাঁহা হইতে নাম পাইয়াছে, সেই পিতার কাছে
আমি জানু পাতিতেছি, যেন তিনি আপনার
প্রতাপধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন,
১৬ যাহাতে তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের
১৭ সম্বন্ধে তোমরা শক্তিতে সবলীকৃত হও ; যেন
খ্রীষ্ট বিশ্বাস দ্বারা তোমাদের হৃদয়ে বাস
করেন ; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সং-
১৮ স্থাপিত থাকিয়া এমন বলপ্রাপ্ত হও যে, সমস্ত
পবিত্রগণের সহিত প্রশস্ততার, দীর্ঘতার, গভীর-

Digitized by Google

১৯ ভার ও উচ্চতার তত্ত্ব বুঝিতে পার, এবং
জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা জ্ঞাত হও,
এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতালাভার্থে
পূর্ণ হও।
২০ পরন্তু আমাদিগেতে কার্য্যসাধক শক্তি অনু-
সারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞার ও চিন্তার
অতীত নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন,
২১ মণ্ডলীর মধ্যে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগে যুগে সমস্ত
পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন।

ঈশ্বরভক্তের উপযোগী আচরণ করিতে বিনতি।

৪ অতএব প্রভুতে বন্দি আমি অনুনয়-
পূর্ব্বক তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যে
আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে
২ চল। সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, সহি-
ষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল
৩ হও, শান্তিবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে
৪ যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক; আর
সেইরূপে তোমরা একই প্রত্যাশাযুক্ত আহ্বা-
৫ নেও আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক,
৬ বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি
সকলের উপরে, সকলেতে ব্যাপ্ত, ও সকলের
৭ অন্তরে আছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ
অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দত্ত
৮ হইয়াছে। এই জন্য [ঈশ্বর] কহেন,

"তিনি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া বন্দিগণকে
বন্দি করিলেন,
আর মনুষ্যদিগকে নানা বর প্রদান করিলেন।"

৯ ভাল, তিনি আরোহণ করিলেন, ইহার তাৎ-
পর্য্য কি? না, এই যে তিনি (অগ্রে) পৃথিবীর
১০ নীচতর স্থানে অবতীর্ণও হইয়াছিলেন। যিনি
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই সকলের পূর্ণকারী
হইবার জন্য সমুদয় স্বর্গের ঊর্দ্ধে আরোহণও
১১ করিলেন। আর তিনিই দান করিয়া কয়েক
জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক
জনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েক জনকে
১২ পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়াছেন, পরিচর্য্যাকার্য্য
সাধনার্থে, খ্রীষ্টের দেহ সংগ্রথিত করণার্থে
পবিত্র লোকদিগকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত
১৩ করিয়াছেন; যে পর্য্যন্ত আমরা সকলে ঈশ্বরের
পুত্রবিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্যে
মিলিয়া সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা অর্থাৎ খ্রীষ্টের
পূর্ণতার [যোগ্য] বয়সের পরিমাণ না পাই,
১৪ সেই পর্য্যন্ত; যেন আমরা আর বালক না
থাকি, এবং মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধূর্ত্ততায়,
ভ্রান্তির কুসঙ্কল্পক্রমে, তরঙ্গাহত এবং যাবতীয়
১৫ শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃ চালিত না হই; কিন্তু
প্রেমে সত্যের অবলম্বী হইয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার
উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তকস্বরূপ; ইনি
১৬ খ্রীষ্ট, যাঁহা হইতে সমস্ত দেহ যথাযথ সংলগ্ন ও
সংযুক্ত হইয়া, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার
যোগায়, তদ্দ্বারা প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরি-
মাণানুযায়ী কার্য্য অনুসারে, প্রেমে দেহ
গাঁথিয়া তুলিবার জন্য, আপনার বৃদ্ধি সাধন
করিতেছে।
১৭ অতএব আমি ইহা কহিতেছি, ও প্রভুতে
এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা আর পরজাতীয়দের
ন্যায় চলিও না; তাহারা আপন আপন মনের
১৮ অসার ভাবে চলে; অন্ধচিত্ত হইয়া, আন্তরিক
অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ও হৃদয়ের কঠিনতা প্রযুক্ত
১৯ ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভূত হইয়াছে। তাহারা
অসাড় হইয়া সলোভে যাবতীয় অশুচি ক্রিয়া
করিবার জন্য আপনাদিগকে স্বৈরিতায় সমর্পণ
২০ করিয়াছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে এরূপ
২১ শিক্ষা পাও নাই; তাঁহার বাক্য ত শুনিয়াছ,
এবং যীশুতে যে সত্য আছে, তদনুসারে তাঁহাতে
২২ শিক্ষিত হইয়াছ; যেন তোমরা পূর্ব্বকালীন
আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ
কর, যাহা প্রতারণার অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া
২৩ পড়িতেছে; আর আপন আপন মনের ভাবে
২৪ যেন ক্রমশঃ নবীনীকৃত হও, এবং সেই নূতন
মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্ম্মিকতায়
ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে।
২৫ অতএব তোমরা মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া
প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য
আলাপ কর; কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ
২৬ প্রত্যঙ্গ। ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য্য
অস্ত না হইতে হইতে তোমাদের কোপাবেশ
২৭ শান্ত হউক। আর দিয়াবলকে স্থান দিও না।
২৮ চোর আর চুরী না করুক, বরং দীনহীনকে কিছু
দান করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্ত স্বহস্তে
২৯ সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক। তোমাদের মুখ
হইতে কোন প্রকার কদালাপ নির্গত না হউক,
কিন্তু শ্রোতৃগণকে অনুগ্রহ প্রদানার্থে প্রয়োজন-
মতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ নির্গত
৩০ হউক। আর ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মায় তোমরা
মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ,
৩১ তাঁহাকে দুঃখিত করিও না। যাবতীয় কটু-
কাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা ও যাবতীয়
হিংসেচ্ছা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক।
৩২ তোমরা বরং পরস্পর মধুরস্বভাব ও করুণচিত্ত
হও, এবং ঈশ্বর খ্রীষ্টে যেমন তোমাদিগকে
ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি পরস্পর
ক্ষমা কর।

Digitized by Google

৫ অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা
ঈশ্বরের অনুকারী হও। আর প্রেমে চল,
যেরূপ খ্রীষ্টও তোমাদিগকে প্রেম করিলেন,
এবং আমাদের নিমিত্তে আপনাকে সৌরভার্থক
উপহার ও বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ
করিলেন।

৩ কিন্তু বেশ্যাগমনের ও যাবতীয় অশুদ্ধতার বা
লোভের নামও তোমাদের মধ্যে শুনা না যাউক,
৪ এ সকল না থাকাই পবিত্রগণের উপযুক্ত। আর
কুৎসিত ব্যবহার এবং প্রলাপ কিম্বা বক্রোক্তি,
এই সকল অনুচিত ব্যবহার যেন না হয়, বরং
৫ যেন ধন্যবাদ দেওয়া হয়। কেননা তোমরা
নিশ্চয় জানিতেছ, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধাচারী
কি লোভী—এ ত প্রতিমাপূজক—কেহই
খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে
৬ না। অনর্থক বাক্য দ্বারা যেন কেহ তোমাদিগকে
না ভুলায়; কেননা এই সকল দোষ প্রযুক্ত
অবাধ্যতার সন্তানগণের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ
৭ বর্ত্তে। অতএব তাহাদের সহভাগী হইও না;
৮ পূর্ব্বে ত তোমরা অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন
প্রভুতে দীপ্তি হইয়াছ; দীপ্তির সন্তানদের ন্যায়
৯ চল। কেননা যাবতীয় মঙ্গলভাবে, ধার্ম্মিকতায়
১০ ও সত্যে দীপ্তির ফল হয়। প্রভুর তুষ্টিজনক কি,
১১ তাহার পরীক্ষা কর। আর অন্ধকারের ফলহীন
কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ
১২ দেখাইয়া দেও। কেননা উহারা গোপনে যে
সকল কর্ম্ম করে, তাহা মুখে আনাও লজ্জার
১৩ বিষয়। কিন্তু দোষ দৃষ্ট হইলে সকলই দীপ্তি
দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়; বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ
১৪ করা যায়, তাহা সকলই দীপ্তিময়। এই জন্য
উক্ত আছে, "হে নিদ্রাগত ব্যক্তি, জাগ্রত হও,
এবং মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠ, তাহাতে খ্রীষ্ট
তোমার উপরে আলোক উদয় করিবেন।"

১৫ অতএব তোমরা ভাল করিয়া দেখ, কিরূপে
চলিতেছ; অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া বিজ্ঞের
১৬ ন্যায় চল। সুসময় ক্রয় কর, কেননা এই কাল
১৭ মন্দ। অতএব নির্ব্বোধ হইও না, কিন্তু প্রভুর
১৮ ইচ্ছা কি, তাহা বুঝ। আর মদ্যপানে মত্ত
হইও না, কেননা তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু
১৯ আত্মাতে পরিপূর্ণ হও, গীত, স্তোত্র ও আত্মিক
সঙ্কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন
২০ হৃদয়ে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর; সর্ব্বদা
সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
২১ নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর; খ্রীষ্টের
ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।

২২ ভার্য্যা সকল, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি
২৩ নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা হও। কেননা খ্রীষ্ট
যেমন মণ্ডলীর মস্তক, তেমনি স্বামীও ভার্য্যার
মস্তকস্বরূপ; উনি আবার দেহের ত্রাণকর্ত্তা।
২৪ কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূতা, তেমনি
ভার্য্যা সকল সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর
২৫ বশীভূতা হউক। হে স্বামীরা, তোমরা আপন
আপন ভার্য্যাকে সেইরূপ প্রেম কর, যেরূপ
খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার নিমিত্ত
২৬ আপনাকে প্রদান করিলেন; যেন তিনি জলস্নান
দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন,
২৭ যেন আপনি আপনার কাছে মণ্ডলীকে প্রতাপা-
ন্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক
বা সঙ্কোচ বা এই প্রকার আর কোন কিছু না
থাকে, কিন্তু সে পবিত্রা ও অনিন্দনীয়া হয়।
২৮ তেমনি স্বামী সকলের আপন আপন ভার্য্যাকে
আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম করা উচিত।
আপন ভার্য্যাকে যে প্রেম করে, সে আপনা-
২৯ কেই প্রেম করে। কেহ ত কখন নিজ মাংসের
প্রতি দ্বেষ করে নাই, বরং [সকলে] তাহার
ভরণ পোষণ ও লালন পালন করে; খ্রীষ্টও
৩০ মণ্ডলীর প্রতি তাহাই করিতেছেন; কেননা
৩১ আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ। এই জন্য মনুষ্য
"আপন মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়া আপন
স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন
৩২ একাঙ্গ হইবে।" এই নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু
আমি খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহি-
৩৩ লাম। তথাপি তোমরাও প্রত্যেকে আপন
আপন ভার্য্যাকে তদ্রূপ আত্মবৎ প্রেম কর;
পরন্তু ভার্য্যার উচিত যেন সে স্বামীকে ভয়
করে।

৬ হে সন্তানগণ, তোমরা প্রভুতে মাতা-
পিতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য।
২ "তুমি আপন পিতা ও আপন মাতাকে সমাদর
করিও,"—এ ত প্রতিজ্ঞা সহযুক্ত প্রথম
৩ আজ্ঞা—যেন "তোমার কল্যাণ এবং পৃথিবীতে
৪ দীর্ঘ পরমায়ু হয়।" আর হে পিতারা, তোমরা
আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না,
কিন্তু প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহা-
দিগকে মানুষ করিয়া তুল।

৫ হে দাসগণ, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের, তেমনি
ভয় ও কম্প সহকারে, হৃদয়ের সরলতায়, মাংস
অনুযায়ী আপন আপন প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ
৬ হও; মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা
না করিয়া, বরং আপনাদিগকে খ্রীষ্টের দাস
জানিয়া মনের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন
৭ কর। আর মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, বরং প্রভুরই কর্ম্ম
৮ বলিয়া প্রণয় ভাবে দাস্যকর্ম্ম কর; জানিও,
দাস কি স্বাধীন, যেই হউক, কোন সৎকর্ম্ম
করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রভু হইতে তাহার ফল
৯ পাইবে। আর, হে প্রভুগণ, তোমারা তদ্রূপ

Digitized by Google

ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর ;
জানিও, তাহাদের এবং তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে
আছেন, আর তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা
করেন না।
১০ শেষ কথা এই ; তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার
১১ শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। দিয়াবলের
নানাবিধ কুসঙ্কল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে
সক্ষম হইবার জন্য ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা
১২ পরিধান কর। কেননা রক্তমাংসের সহিত
আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু নানা
আধিপত্যের সহিত, নানা কর্ত্তৃত্বের সহিত,
এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয়
স্থানে পাপাত্মাগণের সহিত, [মল্লযুদ্ধ হই-
১৩ তেছে]। অতএব তোমরা যেন সেই কুদিনে
প্রতিরোধ করিতে ও সকলই সম্পন্ন করিয়া
দণ্ডায়মান থাকিতে পার, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের সমগ্র
১৪ যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কর। ফলতঃ সত্যের কটিবন্ধনীতে
১৫ বদ্ধকটি হইয়া, ধার্ম্মিকতার বুকপাটা পরিয়া, এবং
শান্তির সুসমাচারের সুসজ্জতার পাদুকা চরণে
১৬ দিয়া দণ্ডায়মান থাক ; আবার বিশ্বাসের ঢালও
গ্রহণ কর, যদ্দ্বারা তোমরা পাপাত্মার যাবতীয়
১৭ অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করিতে পারিবে ; এবং পরি-
ত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের
১৮ বাক্য গ্রহণ কর। যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি
সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং
ইহারই নিমিত্ত জাগ্রত থাকিয়া যাবতীয় পবিত্র
লোকের জন্য সম্পূর্ণ নিবিষ্টতায় ও বিনতিতে
১৯ [প্রবৃত্ত থাক]। আমার জন্যও বিনতি কর,
সাহসপূর্ব্বক সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত কর-
ণার্থে মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা যেন আমাকে
২০ দেওয়া যায়—সুসমাচারের নিমিত্ত আমি
শৃঙ্খলবদ্ধ রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি,—যেমন
কথা বলা আমার উচিত, তেমনি যেন তদ্বিষয়ে
সাহস দেখাইতে পারি।
২১ আর আমার কুশলাদির কথা যেন তোমরাও
জানিতে পার, তন্নিমিত্ত প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা ও
ও বিশ্বস্ত পরিচারক যে তুখিক, তিনি তোমা-
২২ দিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন। তোমরা যেন
আমাদের সমস্ত সংবাদ অবগত হও, এবং তিনি
যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস দেন, তজ্জন্যই
আমি তাঁহাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিলাম।
২৩ পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে
শান্তি, এবং বিশ্বাসের সহিত প্রেম, ভ্রাতৃগণের
২৪ প্রতি বর্ত্তুক। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
যাহারা অক্ষয়ভাবে প্রেম করে, অনুগ্রহ সেই
সকলের সহবর্ত্তী হউক।

ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

ফিলিপীয়দের নিকটে নানাবিধ আশ্বাস বাক্য।

১ পৌল ও তীমথিয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস—
খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক
ফিলিপীতে আছেন, তাঁহাদের সকলের সমীপে,
এবং অধ্যক্ষগণ ও পরিচারকগণের সমীপে।
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে
অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ যখনই তোমাদিগকে স্মরণ হয়, সর্ব্বদাই আমি
৪ আমার যাবতীয় বিনতিতে তোমাদের সকলের
জন্য আনন্দ সহকারে বিনতি করতঃ আমার
৫ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি। কারণ প্রথম
দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত সুসমাচারের পক্ষে
৬ তোমাদের সহভাগিতা আছে। ইহাতেই আমার
এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমাদের অন্তরে
যিনি উত্তম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু
৭ খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন। আর
তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই ভাব
রাখা ন্যায্য ; কেননা আমি তোমাদিগকে হৃদয়
মধ্যে রাখি, যেহেতুক আমার বদ্ধ হওয়া এবং
সুসমাচারের পক্ষসমর্থন ও প্রতিপাদন সম্বন্ধে
তোমরা সকলে আমার সহিত অনুগ্রহের সহভাগী
৮ হইয়াছ। বস্তুতঃ খ্রীষ্ট যীশুর স্নেহে আমি
তোমাদের সকলের জন্য কেমন আকাঙ্ক্ষী,
৯ তদ্বিষয়ে ঈশ্বর আমার সাক্ষী। আর আমি এই
প্রার্থনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রেম যেন
জ্ঞানে ও যাবতীয় সূক্ষ্মচৈতন্যে উত্তর উত্তর
১০ উপচিয়া পড়ে ; এইরূপে তোমরা যেন, যাহা
যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা মানিতে পার, খ্রীষ্টের দিন
পর্য্যন্ত যেন তোমরা সরল ও বিঘ্নরহিত থাক,
১১ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা প্রাপ্য ধার্ম্মিকতার ফলে যেন

Digitized by Google

পূর্ণ হও, এইরূপে ঈশ্বরের মহিমা ও স্তুতি
যেন হয়।
১২ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমার মানস এই যে
তোমরা জান, আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটি-
য়াছে, তদ্দ্বারা সুসমাচারের বরং বৃদ্ধি হই-
১৩ য়াছে ; বিশেষতঃ সমস্ত স্কন্ধাবারে এবং অন্যান্য
সকলের নিকটে আমার বন্ধন খ্রীষ্টে ব্যক্ত হই-
১৪ য়াছে ; এবং প্রভুতে স্থিত অধিকাংশ ভ্রাতা
আমার বন্ধনক্রমে দৃঢ়প্রত্যয়ী হইয়া নির্ভয়ে
ঈশ্বরের বাক্য কহিতে অধিক সাহসী হইয়াছে।
১৫ সত্য, কেহ কেহ মাৎসর্য্য ও বিবাদেচ্ছা প্রযুক্ত,
আর কেহ কেহ সুমতি প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে প্রচার
১৬ করিতেছে। ইহারা প্রেমে, অর্থাৎ আমাকে
সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত জানিয়া
১৭ [তাহা করিতেছে]। কিন্তু উহারা বিশুদ্ধ ভাবে
না করিয়া, আমার বন্ধন দশা ক্লেশযুক্ত করিবার
আশয়ে প্রতিযোগিতা বশতঃ খ্রীষ্টকে প্রচার
১৮ করিতেছে। তবে কি? একটী কথা নিশ্চয়,
কাপট্যে কি সত্যভাবে, যে কোন প্রকারে হউক,
খ্রীষ্ট প্রচারিত হইতেছেন ; ইহাতেই আমি
আনন্দ করিতেছি, হাঁ, আর আনন্দ করিব।
১৯ কেননা আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং
যীশু খ্রীষ্টের আত্মার পোষণ দ্বারা ইহা আমার
২০ পরিত্রাণের সপক্ষ হইবে। তাহাতে আমার এই
আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা সিদ্ধ হইবে যে, আমি
কোন প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না, কিন্তু সম্পূর্ণ
সাহস সহকারে, যেমন সর্ব্বদা তেমনি এখনও,
জীবন দ্বারা হউক কি মৃত্যু দ্বারা হউক, আমার
২১ দেহে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হইবেন। কেননা আমার
২২ পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ। কিন্তু মাংসে
যে জীবন, তাহাই যদি আমার কর্ম্মের ফল হয়,
তবে কোন্‌টী মনোনীত করিব, তাহা বলিতে
২৩ পারি না। কিন্তু দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি ;
বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে
থাকি ; কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ।
২৪ কিন্তু মাংসে থাকা তোমাদের জন্য অধিক আব-
২৫ শ্যক। আর এই দৃঢ় প্রত্যয় আছে বলিয়া আমি
জানি যে থাকিব, হাঁ, বিশ্বাসে তোমাদের বৃদ্ধি ও
আনন্দের নিমিত্ত তোমাদের সকলের সঙ্গে
২৬ থাকিব, যেন তোমাদের কাছে আমার পুনরাগমন
দ্বারা আমাতে তোমাদের শ্লাঘা খ্রীষ্ট যীশুতে
উপচিয়া পড়ে।
২৭ কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে তাঁহার
প্রজাদের মত আচরণ কর ; আমি আসিয়া
তোমাদিগকে দেখি, কিম্বা অনুপস্থিত থাকি,
আমি তোমাদের বিষয়ে যেন ইহা শুনিতে পাই
যে, তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ, এক প্রাণে
সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতেছ ;
২৮ এবং কোন বিষয়ে বিপক্ষগণ কর্তৃক ত্রাসিত
হইতেছ না ; তাহা উহাদের জন্য বিনাশের,
কিন্তু তোমাদের জন্য পরিত্রাণের প্রমাণ, আর
২৯ এটী ঈশ্বরদত্ত। যেহেতুক তোমাদিগকে খ্রীষ্টের
নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে, যেন কেবল
তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার
৩০ নিমিত্ত দুঃখভোগও কর ; ফলতঃ আমার যাদৃশ
প্রাণপণ দেখিয়াছ, এবং এখনও আমার হই-
তেছে শুনিতেছ, তাদৃশ প্রাণপণ তোমাদেরও
হইতেছে।

২ অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, যদি
প্রেমের কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন
সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে,
২ তবে তোমরা আমার আনন্দ সম্পূর্ণ কর, একই
বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক-
৩ ভাববিশিষ্ট হও। প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক
দর্পের বশে কিছুই [করিও] না, কিন্তু নম্রভাবে
প্রত্যেকে আপনা হইতে অন্যকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান
৪ কর ; এবং প্রত্যেকে আপনার বিষয় নয়, কিন্তু
৫ পরের বিষয়ও লক্ষ্য কর। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব
৬ ছিল, তাহা তোমাদের মধ্যে হউক। ঈশ্বররূপী
থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা
৭ ধরিয়া রাখিবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু
আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ
৮ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং
আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপ-
নাকে অবনত করিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত, ক্রুশীয় মৃত্যু
৯ পর্য্যন্তই আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বরও
তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং
যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান
১০ করিলেন ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-
১১ নিবাসীদের যাবতীয় জানু পাতিত হয়, এবং
যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, যাবতীয় জিহ্বা যেন ইহা
স্বীকার করে, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমা-
ন্বিত হন।
১২ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, তোমরা সর্ব্বদা
যে আজ্ঞাবহতা দেখাইয়া আসিতেছ, তদনুসারে
আমার সাক্ষাতে যেমন, কেবল তেমনি নয়, বরং
এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে
সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন
১৩ কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত
তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধন-
১৪ কারী। তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত
১৫ কার্য্য কর, যেন অনিন্দনীয় ও অমায়িক হইয়া
এই কালের কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে
ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও,—তোমরা ত তাহা-
দের মধ্যে জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ
১৬ পাইতেছ, জীবনের বাক্য ধারণ করিতেছ ;

Digitized by Google

ইহাতে খ্রীষ্টের দিনে আমি এই শ্লাঘা করিবার
হেতু পাইব যে, আমি বৃথা দৌড়ি নাই, এবং
১৭ বৃথা পরিশ্রম করি নাই। কিন্তু তোমাদের বিশ্বা-
সের যজ্ঞে ও সেবায় যদিস্যাৎ আমি পেয়
নৈবেদ্যরূপে সেচিত হই, তথাপি আনন্দিত
আছি, ও তোমাদের সকলের সহিত আনন্দ
১৮ করিতেছি। সেই প্রকারে তোমরাও আনন্দিত
হও, ও আমার সহিত আনন্দ কর।
১৯ পরন্তু আমিও যেন তোমাদের অবস্থা অবগত
হইয়া আশ্বস্ত হই, তজ্জন্য তীমথিয়কে তোমাদের
নিকট ত্বরায় পাঠাইব, প্রভু যীশুতে এমন
২০ প্রত্যাশা করিতেছি। বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে যে
তোমাদের বিষয় চিন্তা করিবে, ইহাঁর সমান
২১ এমন কেহই আমার কাছে নাই। কেননা সকলে
আপন আপন বিষয় চেষ্টা করে, যীশু খ্রীষ্টের
২২ বিষয় চেষ্টা করে না। কিন্তু তোমরা ইহাঁর পক্ষে
এই প্রমাণ জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত পুত্র
যেমন, আমার সহিত ইনি তেমনি সুসমাচারের
২৩ নিমিত্ত দাস্যকর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব, আমার
কি ঘটে, তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাকে তোমাদের
নিকটে পাঠাইয়া দিব, এমন প্রত্যাশা করি-
২৪ তেছি। আর প্রভুতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে,
আমি আপনিও ত্বরায় উপস্থিত হইব।
২৫ পরন্তু আমার ভ্রাতা, সহকর্ম্মী ও সহসেনা, এবং
তোমাদের প্রেরিত ও আমার প্রয়োজনীয় উপ-
কারার্থক সেবক যে ইপাফ্রদীত, তাঁহাকে তোমা-
দের নিকটে প্রেরণ করা আমার আবশ্যক বোধ
২৬ হইল। কেননা তিনি তোমাদের সকলের দর্শনা-
কাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং তোমরা তাঁহার পীড়ার
সংবাদ পাইয়াছ শুনিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া-
২৭ ছিলেন। আর বাস্তবিক তিনি পীড়াতে মৃতকল্প
হইয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া
করিয়াছেন, আর কেবল তাঁহার প্রতি নয়, আমার
প্রতিও দয়া করিয়াছেন, দুঃখের উপর দুঃখ যেন
২৮ আমার না হয়। অতএব তাঁহাকে দেখিয়া
তোমরা যেন পুনর্ব্বার আনন্দ কর, এবং আমার
দুঃখেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তজ্জন্য অধিক
২৯ সযত্নে তাঁহাকে পাঠাইলাম। অতএব তোমরা
প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দ সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ
করিও, এবং তাদৃশ লোকদিগকে সমাদর করিও।
৩০ কেননা খ্রীষ্টের কার্য্যের নিমিত্তে তিনি মৃতকল্প
হইয়াছিলেন, ফলতঃ আমার সেবায় তোমাদের
ত্রুটি পূরণার্থে প্রাণপণ করিয়াছিলেন।

৩ শেষ কথা এই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে
আনন্দ কর। একই কথা তোমাদিগকে পুনঃ
পুনঃ লিখিতে আমার আয়াস বোধ হয় না, আর
২ তাহা তোমাদের রক্ষার্থক। সেই কুকুরদের হইতে
সাবধান, সেই দুষ্কার্য্যকারীদের হইতে সাবধান,
৩ সেই ছিন্নমূল লোকদের হইতে সাবধান। আম-
রাই ত ছিন্নত্বক্ লোক, কেননা আমরা ঈশ্বরের
আত্মাতে আরাধনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে
৪ শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না। তথাপি
আমি মাংসেও দৃঢ় প্রত্যয়ী হইবার যোগ্য পাত্র।
যদি অন্য কেহ বোধ করে যে, সে মাংসে প্রত্যয়
করিতে পারে, আমি অধিক করিতে পারি।
৫ আমি অষ্টম দিনে ত্বক্ছেদপ্রাপ্ত, ইস্রায়েল-
জাতীয়, বিন্যামীন-বংশীয়, ইব্রিকুলজাত ইব্রীয়,
৬ ব্যবস্থার সম্বন্ধে ফরীশী, উদ্যোগে মণ্ডলীর
তাড়নাকারী, ব্যবস্থাগত ধার্ম্মিকতায় অনিন্দনীয়
৭ ছিলাম। কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল,
সে সমস্তই খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি জ্ঞান করিলাম।
৮ অধিকন্তু আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের উৎ-
কৃষ্টতা প্রযুক্ত আমি সকলই নিতান্ত ক্ষতি জ্ঞান
করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য
করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ জ্ঞান করিতেছি,
৯ যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, এবং তাঁহারই মধ্যে
আমাকে যেন দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যবস্থা
হইতে প্রাপ্য আমার কোন ধার্ম্মিকতায় ধার্ম্মিক
না হইয়া, যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা
হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর হইতে
১০ পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন ধার্ম্মিক হই; যেন
আমি তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হইয়া তাঁহাকে,
তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখ-
১১ ভোগের সহভাগিতা জানিতে পারি; কোন মতে
যেন মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের ভাগী
১২ হই। আমি যে এখন পাইয়াছি, কিম্বা এখন
সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্ত
খ্রীষ্ট যীশু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা
১৩ ধরিবার চেষ্টায় ধাবমান হইতেছি। হে ভ্রাতৃগণ,
আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমন
বিচার করি না। কিন্তু একটী [কর্ম্ম করিতেছি],
পশ্চাৎ স্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া অগ্রস্থিত
১৪ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে
দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের
[কৃত] ঊর্দ্ধস্থ আহ্বানের পণ পাইতে যত্ন করি-
১৫ তেছি। অতএব আইস, আমরা যত লোক সিদ্ধ
আছি, সকলে এ বিষয় ভাবি; আর যদি কোন
বিষয়ে তোমাদের অন্যবিধ ভাব থাকে, তবে
ঈশ্বর তোমাদের কাছে তাহাও প্রকাশ করিবেন।
১৬ পরন্তু আইস, আমরা যে পথে এ পর্য্যন্ত পঁহু-
ছিয়াছি, সেই একই পথে চলি।
১৭ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে আমার অনুকারী
হও, এবং তোমাদের আদর্শস্বরূপ যে আমরা,
আমাদের ন্যায় যাহারা চলে, তাহাদিগকে
১৮ নিরীক্ষণ কর। কেননা অনেকে [অন্য প্রকারে]
চলিতেছে; তাহাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বার

Digitized by Google

বার বলিয়াছি, এবং এখন রোদন করিয়াই বলি-
১৯ তেছি, তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু। তাহাদের
পরিণাম বিনাশ ; উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং
নিজ লজ্জাতেই তাহাদের গৌরব ; তাহারা
২০ পার্থিব বিষয় ভাবে। কারণ আমরা যেখানকার
প্রজা, সেই পুরী স্বর্গে ; আর তথা হইতে আমরা
ত্রাণকর্ত্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা
২১ করিতেছি। তিনি আমাদের দীনতার দেহকে
রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ
করিবেন ; তিনি যে কার্য্যসাধক শক্তিতে সকলই
আপনার বশীভূত করিতে সমর্থ, তাহার গুণে
করিবেন।

৪ অতএব, হে আমার প্রেমাস্পদ ও আকা-
ঙ্ক্ষার পাত্র ভ্রাতৃগণ, আমার আনন্দ ও মুকুট-
স্বরূপেরা, প্রিয়েরা, তোমরা এই প্রকারে প্রভুতে
স্থির থাক।

২ আমি ইবদিয়াকে অনুনয় করতঃ, ও সুন্তুখীকে
অনুনয় করতঃ প্রভুতে একচিত্তা হইতে বলিতেছি।
৩ অধিকন্তু, হে প্রকৃত সহযুগ্য, তোমাকেও বিনয়
করিতেছি, তুমি ইঁহাদের সাহায্য কর, কেননা
তাঁহারা সুসমাচারে আমার সহিত পরিশ্রম
করিয়াছিলেন ; ক্লীমেন্ত-প্রভৃতি যাঁহাদের নাম
জীবনপুস্তকে লেখা আছে, আমার সেই সহ-
কারিগণের সহিত [তাহা করিয়াছিলেন]।
৪ তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর ; পুনরায়
৫ বলিব, আনন্দ কর। তোমাদের শান্ত স্বভাব
মনুষ্যমাত্রের বিদিত হউক। প্রভু নিকটবর্ত্তী।
৬ কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে
ধন্যবাদপূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা তোমা-
৭ দের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা হউক। তাহাতে
যাবতীয় বুদ্ধির অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা
তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা
করিবে।
৮ অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য,
যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য,
যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রিয়, যাহা
যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ ও যে
কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।
৯ তোমরা আমার কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ,
গ্রহণ করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, সেই
সকল কর ; তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের
সঙ্গে থাকিবেন।
১০ কিন্তু আমি প্রভুতে বড়ই আনন্দ করিতেছি
যে, এত কালের পর এক্ষণে তোমরা আমার জন্য
চিন্তা করিতে নূতন উদ্দীপনা পাইয়াছ ; এই
বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিতেছিলে, কিন্তু সুযোগ
১১ প্রাপ্ত হও নাই। এই কথা আমি দীনতা সম্বন্ধে
বলিতেছি না, কেননা আমি যে অবস্থায় থাকি,
১২ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি। আমি
অবনত হইতে জানি, উপচয় ভোগ করিতেও
জানি ; প্রত্যেক বিষয়ে ও সর্ব্ববিষয়ে আমি তৃপ্ত
কি ক্ষুধিত হইতে, এবং উপচয় কি দীনতা ভোগ
১৩ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি। যিনি আমাকে শক্তি
দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।
১৪ তথাপি তোমরা ক্লেশে আমার সহভাগী হইয়া
১৫ ভাল করিয়াছ। আর, হে ফিলিপীয়েরা, তোমরাও
জান, সুসমাচারের আদিতে, যখন আমি মাকি-
দনিয়া হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, তখন কোন
মণ্ডলী দান আদান বিষয়ে আমার সহভাগী হয়
১৬ নাই, কেবল তোমরা হইয়াছিলে। বস্তুতঃ
থিষলনীকীতেও তোমরা এক বার, বরং দুই বার
আমার প্রয়োজনীয় উপকার পাঠাইয়াছিলে।
১৭ আমি দান প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে,
কিন্তু তোমাদের হিসাবে বহু লাভজনক ফল
১৮ [দেখিতে] চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমার
সকলই আছে, বরঞ্চ উপচিয়া পড়িতেছে ; আমি
তোমাদের হইতে ইপাফ্রদীতের কাছে যাহা
পাইয়াছি, তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়াছি ; [কি
পাইয়াছি ?] সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রাহ্য, প্রীতি
১৯ জনক যজ্ঞ। আর আমার ঈশ্বর আপন ধন
অনুসারে প্রতাপে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের সক-
২০ লীয় অভাব পূর্ণ করিবেন। যুগে যুগে আমাদের
ঈশ্বর ও পিতার মহিমা হউক। আমেন।
২১ তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যেক পবিত্র লোককে
মঙ্গলবাদ দেও। আমার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ তোমা-
২২ দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। সকল পবিত্র
লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা কৈসরের বাটীর লোক,
তাঁহারা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২৩ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার
সহবর্ত্তী হউক।

Digitized by Google

কলসীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

খ্রীষ্টের মহিমা। তাঁহার ভক্তদের কল্যাণ ও কর্ত্তব্য ব্যবহার।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে খ্রীষ্ট যীশুর
প্রেরিত, এবং তীমথিয় ভ্রাতা,—কলসীতে
যে সকল পবিত্র লোক ও বিশ্বস্ত ভ্রাতা খ্রীষ্টে
২ আছেন, তাঁহাদের সমীপে। আমাদের পিতা
ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক।
৩ আমরা সর্ব্বদা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা
করতঃ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্ব-
৪ রের ধন্যবাদ করিতেছি; কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে
যে বিশ্বাস এবং যাবতীয় পবিত্র লোকের প্রতি
যে প্রেম তোমাদের আছে, তাহার সংবাদ
৫ শুনিয়াছি; ইহার কারণ তোমাদের সেই
আশাধন, যাহা তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গে নিহিত
রহিয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত তোমরা সুসমাচারের
৬ সত্যের বাক্যে পূর্ব্বে শুনিয়াছ; সেই সুসমা-
চার তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে, যেমন
সমস্ত জগতেও ফলবান ও বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে;
যে দিনে তোমরা তাহা শুনিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ
সত্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলে, সেই দিনাবধি
৭ তোমাদের মধ্যেও হইতেছে। তোমরা আমা-
দের প্রিয় সহদাস ইপাফ্রার কাছে সেইরূপ
শিক্ষা পাইয়াছ; আমাদের নিমিত্তে তিনি
৮ খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক; আত্মার গুণে তোমা-
দের যে প্রেম আছে, তাহাও তিনি আমাদিগকে
জ্ঞাত করিয়াছেন।
৯ এই কারণ আমরাও, যে দিন সেই সংবাদ
শুনিয়াছি, সেই অবধি তোমাদের নিমিত্তে অবি-
রত প্রার্থনা করতঃ যাচ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা
যাবতীয় আত্মিক বিজ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তাঁহার
১০ ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও, আর তদ্দারা প্রভুর
যোগ্যরূপে সর্ব্বতোভাবে তুষ্টিজনক আচরণ কর;
যেন যাবতীয় সৎকর্ম্মে ফলবান ও ঈশ্বরের
১১ তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও, আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ
ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার উদ্দেশে তাঁহার প্রতাপের
পরাক্রম অনুসারে যাবতীয় শক্তিতে শক্তিমান
১২ হও; আর পিতার ধন্যবাদ কর, যিনি আমা-
দিগকে আলোকে পবিত্রগণের অধিকারের অংশী
১৩ হইবার যোগ্য করিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে
অন্ধকারের কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন
প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন।
১৪ সেই পুত্রে আমরা মুক্তি, পাপের মোচন, প্রাপ্ত
১৫ হইয়াছি। ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি,
১৬ সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত। কেননা তাঁহাতেই
সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য
কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক,
কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব
হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত
১৭ সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনি সকলের অগ্রে
আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।
১৮ আর তিনিই মণ্ডলীরূপ দেহের মস্তক; তিনি
আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন
১৯ সর্ব্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন। কারণ [ঈশ্ব-
রের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা
২০ তাঁহাতেই বাস করে, এবং তাঁহার দ্বারা, তাঁহার
ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া, যেন আপনার
পক্ষে স্বর্গমর্ত্ত্যস্থিত সকলই তাঁহার দ্বারা সম্মি-
২১ লিত করেন। আর পূর্ব্বে চিত্তে দুষ্ক্রিয়াতে
২২ বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলে যে তোমরা, তোমাদিগকে
পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার
সাক্ষাতে উপস্থিত করিবার জন্য তিনি এখন
খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত
২০ করিলেন। কিন্তু ইহাতে আবশ্যক যে, তোমরা
বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল থাক, এবং আকাশ-
মণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচারিত
যে সুসমাচার শুনিয়াছ, ও আমি পৌল যাহার
পরিচারক হইয়াছি, সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা
হইতে বিচলিত না হও।
২৪ এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল
দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করি-
তেছি, এবং আমার মাংসে খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের
যে অংশ অপূর্ণ হইয়াছে, তাহা তাঁহার দেহের
নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী।
২৫ তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য
আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি মণ্ডলীর
পরিচারক হইয়াছি, যেন আমি ঈশ্বরের বাক্য
২৬ সম্পূর্ণরূপে প্রচার করি; তাহা সেই নিগূঢ়-
তত্ত্ব, যাহা যুগযুগানুক্রমে ও পুরুষপুরুষানুক্রমে
গুপ্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পবিত্রগণের
২৭ প্রত্যক্ষীকৃত হইল; কারণ পরজাতিগণের মধ্যে

Digitized by Google

সেই নিগূঢ়তত্ত্বের প্রতাপের ধন কি, তাহা ইহা-
দিগকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল।
উক্ত ধন তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট; তিনিই
২৮ প্রতাপের আশা; তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা
করিতেছি, এবং যাবতীয় বিজ্ঞতায় প্রত্যেক
মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে
শিক্ষা দিতেছি; যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে
২৯ সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করি। আর তাঁহার যে
কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে সপরাক্রমে নিজ
কার্য্য সাধন করিতেছে, তদনুসারে প্রাণপণ
করিয়া আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও
করিতেছি।

২ ইহাতে আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা
জান, তোমরা ও লায়দিকেয়াস্থ লোক ও
যে সকল [ভ্রাতা] আমার মাংসময় মুখ দেখে
নাই, তাহাদের নিমিত্ত আমি কত দূর প্রাণ-
২ পণ করিতেছি; যেন তাহারা হৃদয়ে আশ্বাস
পায়, এবং প্রেমে সংসক্ত হইয়া জ্ঞানের
নিশ্চয়তারূপ যাবতীয় ধনে ধনী হয়, যেন
ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বের অর্থাৎ খ্রীষ্টের জ্ঞান প্রাপ্ত
৩ হয়। ইঁহার মধ্যে প্রজ্ঞার ও বিদ্যার যাবতীয়
৪ নিধি গুপ্ত রহিয়াছে। এ কথা বলিতেছি, যেন
কেহ প্ররোচক বাক্যে তোমাদিগকে মুগ্ধ না করে।
৫ কেননা মাংসে অনুপস্থিত হইলেও আমি
আত্মাতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এবং
আনন্দপূর্ব্বক তোমাদের সুরীতি ও খ্রীষ্টে
বিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় গাঁথনি নিরীক্ষণ করিতেছি।
৬ অতএব খ্রীষ্ট যীশুকে, প্রভুকে, যেমন গ্রহণ করি-
৭ য়াছ, তেমনি তাঁহাতেই চল; তাঁহাতেই বদ্ধমূল
ও সংগ্রথিত হইয়া প্রাপ্ত শিক্ষানুসারে বিশ্বাসে
দৃঢ়ীভূত হও, এবং ধন্যবাদ সহকারে (তাহাতে)
উপচিয়া পড়।

বিশ্বাস ও সদাচরণে স্থির
থাকিতে নিবেদন।

৮ দেখিও, দর্শনবিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণা দ্বারা
কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া
না যায়; তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার
অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের
৯ অনুরূপ নয়; কেননা ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা
১০ দৈহিকরূপে তাঁহাতে বাস করে, এবং তোমরা
তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ; তিনি যাবতীয়
১১ আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের মস্তক। আর তাঁহাতেই
তোমরা ছিন্নত্বক্‌ও হইয়াছ, অর্থাৎ মাংসের
দেহ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করণে, খ্রীষ্টের ত্বক্‌ছেদেই
১২ অহস্তকৃত ত্বক্‌ছেদ পাইয়াছ; ফলতঃ বাপ্তিস্মে
তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহাতে
তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ, যিনি
তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়া-
ছেন, সেই ঈশ্বরের কার্য্য সাধনে বিশ্বাস দ্বারাই
১৩ [উত্থাপিত হইয়াছ]। আর [ঈশ্বর] তোমা-
দিগকে, অপরাধে ও তোমাদের মাংসের অত্বক্‌-
ছেদে মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত
করিয়াছেন, ফলতঃ তিনি আমাদের সমস্ত
১৪ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন; আমাদের প্রতিকূল
যে বিধিকলাপ-সম্বলিত হস্ত-লেখ্য আমাদের
বিপক্ষ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং
প্রেক দিয়া ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়াছেন।
১৫ আর আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকল ফেলিয়া দিয়া
স্পষ্টরূপে নিস্তাস্পদ করিয়া ক্রুশেতেই সেই
সকলকে পরাজিত শত্রুবৎ দেখাইয়া বিজয়ী
হইয়াছেন।
১৬ অতএব ভোজন, কি পান, কি উৎসব, কি
নূতন চন্দ্র, কি বিশ্রামবার সম্বন্ধে কেহ তোমাদের
১৭ বিচার না করুক। এ সকল ত ভাবী বিষয়ের
১৮ ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। নম্রতায় ও স্বর্গ-
দূতগণের পূজায় স্বেচ্ছাচারী কোন ব্যক্তি
তোমাদিগকে বিজয়মুকুটে বঞ্চিত না করুক; সে
যাহা যাহা দেখিয়াছে, সেই গুলিতেই বিচরণ
করে, আপন মাংসময় মনের গর্ব্বে বৃথা গর্ব্বিত
১৯ হয়, কিন্তু গ্রন্থি ও বন্ধন সকল দ্বারা পোষিত ও
সংসক্ত সমস্ত দেহ যাঁহা হইতে ঈশ্বরের বৃদ্ধি
সহকারে বাড়িতেছে, সে মস্তক অবলম্বন করে না।
২০ তোমরা যদি জগতের অক্ষরমালা ছাড়িয়া
খ্রীষ্টের সহিত মৃত হইয়া থাক, তবে কেন
জগজ্জীবীদের ন্যায় আপনাদিগকে এই সকল
২১ বিধানে সম্মত দেখাইতেছ, যথা, ধরিও না,
২২ আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না? সেই সকল
বস্তু ত ভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইবার নিমিত্তই
হইয়াছে। উক্ত বিধান মনুষ্যদের আজ্ঞার ও
২৩ শিক্ষার অনুরূপ। স্বেচ্ছাভজনশীলতা, নম্রতা
ও দেহের প্রতি নির্দ্দয়তাক্রমে তাহা বিজ্ঞতা
নামে কীর্ত্তিত বটে, তথাপি মাংসের পোষকতার
বিরুদ্ধে তাহা কিছুর মধ্যে গণ্য নহে।

৩ অতএব তোমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত
উত্থাপিত হইয়া থাক, তবে ঈশ্বরের দক্ষিণে
যে স্থানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই ঊর্দ্ধ
২ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর। ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব,
৩ পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না। কেননা তোমরা
মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত
৪ ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে। আমাদের জীবনস্বরূপ
খ্রীষ্ট যখন প্রত্যক্ষ হইবেন, তখন তাঁহার সহিত
তোমরাও সপ্রতাপে প্রত্যক্ষ হইবে।
৫ অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন
অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ কর, যথা, বেশ্যাগমন,

Digitized by Google

অশুচিতা, মোহ, কু-অভিলাষ, এবং লোভ, এ
৬ ত প্রতিমাপূজা। কেননা এ সকলের কারণ
অবাধ্যতার সন্তানগণের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ
৭ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে যখন তোমরা এ সকলে
জীবন ধারণ করিতে, তখন তোমরাও এ সকলে
৮ চলিতে। কিন্তু সম্প্রতি তোমরাও এ সকল
ত্যাগ কর, যথা, ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা ও
৯ মুখনিঃসৃত কুৎসিত আলাপ। এক জন অন্য
জনের কাছে মিথ্যাকথা কহিও না। কেননা
তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ
১০ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করিয়াছ, এবং যে নূতন মনুষ্য
আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে তত্ত্ব-
জ্ঞানের নিমিত্ত নূতনীকৃত হইতেছে, তাহাকে
১১ পরিধান করিয়াছ। ইহাতে গ্রীক কি যিহূদী,
ছিন্নত্বক্ কি অচ্ছিন্নত্বক্, বর্ব্বর, স্কুথীয়, দাস,
স্বাধীন, ইহার কিছু হইতে পারে না, কিন্তু
খ্রীষ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা।

১২ অতএব তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত পবিত্র ও
প্রিয় লোকদের উপযুক্ত মতে করুণাপূর্ণ চিত্ত,
মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা সহিষ্ণুতা পরিধান
১৩ কর। পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকেও
দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা
কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন,
১৪ তোমরাও তেমনি কর। আর এ সকলের উপরে
প্রেম [পরিধান কর]; তাহাই সিদ্ধির বন্ধনী।
১৫ আর খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে কর্তৃত্ব
করুক; আবার তোমরা ত তাহার নিমিত্ত এক
দেহে আহূত হইয়াছ; আর কৃতজ্ঞ হও।

১৬ খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে যাবতীয় বিজ্ঞতায়
তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা গীত,
স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা
ও চেতনা দান করতঃ অনুগ্রহে আপন আপন
১৭ হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর। আর বাক্যে
কি ক্রিয়াতে যে কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর
নামে কর, [এবং] তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের
ধন্যবাদ কর।

১৮ নারীগণ, প্রভুতে যেমন উপযুক্ত, তদ্রূপ
তোমরা আপন আপন স্বামীর বশতাপন্না হও।
১৯ স্বামিগণ, তোমরা আপন আপন ভার্য্যাকে
প্রেম কর, তাহাদের প্রতি কটু ব্যবহার করিও
২০ না। সন্তানগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে মাতা-
পিতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা প্রভুতে তাহাই
২১ তুষ্টিজনক। পিতারা, তোমরা আপন আপন
সন্তানদিগকে অসন্তুষ্ট করিও না, পাছে তাহাদের
২২ মনোভঙ্গ হয়। দাসগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে
মাংসানুযায়ী প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও; চাক্ষুষ
সেবা দ্বারা মনুষ্যের তুষ্টিকরের মত নয়, কিন্তু
হৃদয়ের সরলতায় প্রভুকে ভয় করতঃ [কার্য্য
২৩ কর]। যে কিছু কর না কেন, মনুষ্যের উদ্দেশে
নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত পরিশ্রম
২৪ কর; কেননা তোমরা জান, প্রভু হইতে
তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবে;
২৫ তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই দাসত্ব করিতেছ। বস্তুতঃ
যে অন্যায় করে, সে আপনার কৃত অন্যায়ের
প্রতিফল পাইবে; ইহাতে মুখাপেক্ষা নাই।

৪ প্রভুগণ, স্বর্গে তোমাদেরও এক প্রভু
আছেন, ইহা জানিয়া দাসগণের প্রতি
ন্যায় ব্যবহার ও সাম্য ব্যবহার কর।

২ তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, এবং ধন্য
৩ বাদ সহকারে তাহাতে জাগ্রত থাক। আর
তৎসঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, যেন
ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে বাক্যের জন্য দ্বার
খুলিয়া দেন, যাহাতে আমি খ্রীষ্টের সেই নিগূঢ়-
তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে পারি, যাহার জন্য আমি
৪ বন্ধনযুক্তও আছি, যেন আমার যেমন বলা
উচিত, তেমনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারি।
৫ তোমরা বহিঃস্থ লোকদের প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক
৬ আচরণ কর, সুসময় ক্রয় কর। তোমাদের
আলাপ সর্ব্বদা অনুগ্রহ সহযুক্ত হউক, লবণে
আস্বাদযুক্ত হউক, কাহাকে কেমন উত্তর দিতে
হয়, তাহা যেন তোমরা জানিতে পার।

শেষ কথা।

৭ প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা, বিশ্বস্ত পরিচারক ও
সহদাস যে তুখিক, তিনি তোমাদিগকে আমার
৮ সমস্ত বিষয় জানাইবেন। আমরা কেমন আছি,
তোমরা যেন তাহা জানিতে পার, এবং তিনি
যেন তোমাদের হৃদয়কে আশ্বাস দেন, তজ্জন্য
আমি তোমাদের কাছে তাঁহাকে পাঠাই-
৯ লাম। আর বিশ্বস্ত ও প্রিয় ওনীষিম ভ্রাতাকেও
পাঠাইলাম, তিনি তোমাদেরই এক জন। ইঁহারা
এখানকার সমস্ত সমাচার তোমাদিগকে জ্ঞাত
করিবেন।

১০ আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং বার্ণব্বার
কুটুম্ব মার্ক, ও যুষ্ট নামে আখ্যাত যীশু, ইঁহারা
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। মার্কের
বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; তিনি যদি
তোমাদের কাছে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে
১১ গ্রহণ করিও। ইঁহারা ছিন্নত্বক্ লোক; কেবল এই
কয়েক জন ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে আমার সহ-
কারী; ইঁহারা আমার শান্তিজনক হইয়াছেন।
১২ ইপাফ্রাও তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন,
তিনি তোমাদেরই এক জন, খ্রীষ্ট যীশুর দাস;
তোমরা যেন ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছাতে সিদ্ধ ও কৃত-
নিশ্চয় হইয়া স্থির থাক, তন্নিমিত্ত তিনি সতত

Digitized by Google

প্রার্থনায় তোমাদের পক্ষে প্রাণপণ করিতেছেন।
১৩ কারণ আমি তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি,
তোমাদের জন্য এবং লায়দিকেয়াস্থ ও হিয়রা-
পলিস্থ [ভ্রাতৃগণের] জন্য তাঁহার বড় পরিশ্রম
১৪ হইতেছে। প্রিয় চিকিৎসক লূক এবং দীমা,
ইঁহারাও তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
১৫ তোমরা লায়দিকেয়া-নিবাসী ভ্রাতৃগণকে ও
নুম্ফাকে ও তাঁহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীকে মঙ্গল-
১৬ বাদ দেও। আর তোমাদের মধ্যে এই পত্র পাঠ
হইলে পর দেখিও, যেন লায়দিকেয়াস্থ মণ্ড-
লীতেও ইহা পাঠ করা হয়; এবং লায়দিকেয়া
হইতে যে পত্র [পাইবে], তাহা তোমরাও পাঠ
১৭ করিবে। আর আর্খিপ্পকে বলিও, তুমি প্রভুতে
যে পরিচারকত্বপদ পাইয়াছ, তাহাতে সাবধান
থাক, যেন তাহা সম্পন্ন কর।
১৮ এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখি-
লাম। তোমরা আমার বন্ধন স্মরণ কর। অনুগ্রহ
তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্র।

থিষলনীকীতে পৌলের সুসমাচার প্রচার।

১ পৌল, সীল ও তীমথিয়—পিতা ঈশ্বরের ও
প্রভু যীশু খ্রীষ্টে স্থিত থিষলনীকীয়দের মণ্ডলী
সমীপেষু। অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক।
২ আমরা তোমাদের সকলের নিমিত্ত সতত ঈশ-
রের ধন্যবাদ করিতেছি, বিশেষতঃ প্রার্থনাকালে
৩ তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি; আমাদের
ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে নিরন্তর তোমাদের
বিশ্বাসের কার্য্য, প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টবিষয়ক প্রত্যাশার ধৈর্য্য স্মরণ
৪ করিয়া থাকি। হে ঈশ্বরের প্রেমপাত্র ভ্রাতৃগণ,
৫ আমরা জানি, তোমরা মনোনীত লোক, কেননা
আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে কেবল
বাক্যে নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও
অতিশয় নিশ্চয়তায় উপস্থিত হইয়াছে; আমরা
তোমাদের কাছে তোমাদের নিমিত্ত কি প্রকার
লোক ছিলাম, তাহা তোমরা ত জ্ঞাত আছ।
৬ আর তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার
আনন্দে বাক্যটী গ্রহণ করিয়া আমাদের এবং
৭ প্রভুরও অনুকারী হইয়াছ, এইরূপে মাকিদনিয়া
ও আখায়াস্থ যাবতীয় বিশ্বাসী লোকের আদর্শ
৮ হইয়াছ। বস্তুতঃ তোমাদের হইতে প্রভুর বাক্য
ধ্বনিত হইয়াছে; ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের
বিশ্বাসের বার্ত্তা কেবল মাকিদনিয়াতে ও আখা-
য়াতে নয়, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে; তজ্জন্য
৯ আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ
তাহারা আপনারা আমাদের বিষয়ে এই বার্ত্তা
প্রচার করিয়া থাকে যে, তোমাদের নিকটে
আমাদের কিরূপ প্রবেশ হইয়াছিল, আর
তোমরা কিরূপে প্রতিমাগণ হইতে ঈশ্বরের দিকে
ফিরিয়া আসিয়াছ, যেন জীবন্ত সত্য ঈশ্বরের
১০ সেবা করিতে পার, এবং স্বর্গ হইতে তাঁহার
পুত্রের অপেক্ষা কর, যাঁহাকে তিনি মৃতগণের
মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, [অর্থাৎ]
যীশুকে, যিনি আগামী ক্রোধ হইতে আমাদের
উদ্ধারকর্ত্তা।

২ বস্তুতঃ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনারা জান,
তোমাদের নিকটে আমাদের যে প্রবেশ, তাহা
২ ব্যর্থ হয় নাই। বরং তোমরা জান, ফিলিপীতে
পূর্ব্বে দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করিয়া আমরা
আপন ঈশ্বরে সাহসিক হইয়া অতিশয় প্রাণপণে
তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা
৩ কহিয়াছিলাম। কেননা আমাদের উপদেশ ভ্রান্তি
৪ কিম্বা অশুচিতামূলক কিম্বা ছলযুক্ত নহে। কিন্তু
ঈশ্বর যেমন আমাদের পরীক্ষা করণ পূর্ব্বক
আমাদের নিকটে সুসমাচার গচ্ছিত করিয়াছেন,
তেমনি কহিতেছি; আমরা মনুষ্যদের তুষ্টিকর
না হইয়া আমাদের হৃদয়ের পরীক্ষাকারী ঈশ-
৫ রের তুষ্টিকর হইয়া [কহিতেছি]। তোমরা ত
জান, আমরা কখনও চাটুবাদে কিম্বা লোভজনক
৬ ছলে লিপ্ত হই নাই, ঈশ্বর ইহার সাক্ষী; আর
মনুষ্যদের হইতে সম্মান পাইতে চেষ্টা করি
নাই, তোমাদের হইতেও নয়, অন্যদের হইতেও
নয়। খ্রীষ্টের প্রেরিত হওয়াতে আমরা ত গৌর-
৭ বান্বিত হইলেও হইতে পারিতাম; কিন্তু তোমা-
দের মধ্যে বৎসল হইয়া, যে স্তন্যদাত্রী নিজ
৮ বৎসদিগের লালনপালন করে, তাহার ন্যায়
আমরা তোমাদিগকে স্নেহ করাতে কেবল ঈশ্ব-
রের সুসমাচার নয়, আপন আপন প্রাণও

Digitized by Google

তোমাদিগকে দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেহেতুক
৯ তোমরা আমাদের প্রিয় হইয়াছিলে। বস্তুতঃ, হে
ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিশ্রম ও আয়াস তোমা-
দের স্মরণে আছে; তোমাদের কাহারও ভার-
স্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য আমরা দিবারাত্র
পরিশ্রম করিয়া তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমা-
১০ চার প্রচার করিয়াছিলাম। আর বিশ্বাসী যে
তোমরা, তোমাদের কাছে আমরা কেমন সাধু,
যাথার্থিক ও নির্দ্দোষাচারী ছিলাম, তাহার
১১ সাক্ষী তোমরা আছ, ঈশ্বরও আছেন। তোমরা
ত জান, পিতা যেমন আপন সন্তানদিগকে,
তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেক জনকে
আশ্বাস দিতাম, সান্ত্বনা করিতাম, ও সাক্ষ্য
১২ দিতাম, যেন তোমরা ঈশ্বরের উপযুক্ত মতে চল,
যিনি আপন রাজ্যে ও প্রতাপে তোমাদিগকে
আহ্বান করিতেছেন।

১৩ এই কারণ আমরাও নিরন্তর ঈশ্বরের ধন্য-
বাদ করিতেছি যে, আমাদের কাছে ঈশ্বরের
বার্ত্তারূপ বাক্য শুনিতে পাইয়া তোমরা মনুষ্য-
দের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য জানিয়া
তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে। তাহা ঈশ্বরের বাক্য
বটে, এবং বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে
১৪ নিজ কার্য্য সাধনও করিতেছে। কেননা, হে ভ্রাতৃ-
গণ, যিহূদিয়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে সকল
মণ্ডলী আছে, তোমরা তাহাদের অনুকারী
হইয়াছ; ফলতঃ উহারা যিহূদীদের হইতে যে
প্রকার দুঃখ পাইয়াছে, তোমরাও আপনাদের
স্বজাতীয় লোকদের হইতে সেই প্রকার দুঃখ
১৫ পাইয়াছ। যিনি প্রভু, ঐ যিহূদীরা সেই
যীশুকে এবং ভাববাদিগণকে বধ করিয়াছিল,
আবার আমাদিগকেও তাড়াইয়া দিয়াছিল;
তাহারা ঈশ্বরের তুষ্টিকর নহে, এবং সকল
১৬ মনুষ্যের বিপরীত; তাহারা পরিত্রাণার্থে
পরজাতীয়দের সহিত আলাপ করিতে আমা-
দিগকে বারণ করিতেছে; এইরূপে সতত
আপনাদের পাপের পরিমাণ পূর্ণ করিতেছে;
কিন্তু তাহাদের নিকটে অন্তক ক্রোধ উপস্থিত
হইল।

১৭ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, ক্ষণকালমাত্র হৃদয়ে নয়,
কেবল প্রত্যক্ষে তোমাদের হইতে বিরহিত হইলে
পর আমরা দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা সহকারে তোমাদের
মুখ দেখিবার নিমিত্ত আরও অধিক যত্ন করিয়া-
১৮ ছিলাম। কারণ আমরা, [বিশেষতঃ] আমি
পৌল, দুই এক বার তোমাদের কাছে যাইতে
বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের
১৯ বাধা দিল। কেননা আমাদের প্রত্যাশা, বা
আনন্দ, বা শ্লাঘার মুকুট কি? আমাদের প্রভু
যীশুর আগমনকালে কি তাঁহার সাক্ষাতে তোম-
২০ রাই নহ? বাস্তবিক তোমরা আমাদের গৌরব ও
আনন্দভূমি।

৩ অতএব আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারাতে
আথীনীতে একাকী পড়িয়া থাকা বিহিত
২ বুঝিয়াছিলাম, এবং আমাদের ভ্রাতা ও খ্রীষ্টের
সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে তীমথিয়,
তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, যেন তিনি তোমা-
দিগকে সুস্থির করেন, এবং তোমাদের বিশ্বাসের
৩ সম্বন্ধে আশ্বাস দেন, যেন এই সকল ক্লেশে কেহ
চঞ্চল না হয়; তোমরা ত আপনারা জান, আমরা
৪ ক্লেশের জন্য নিযুক্ত। কারণ বাস্তবিক আমাদের
ক্লেশ যে ঘটিবে, ইহা আমরা অগ্রে, যখন তোমা-
দের নিকটে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে বলিয়া-
ছিলাম; আর তাহাই ঘটিয়াছে, এবং তোমরা
৫ তাহা জ্ঞাত আছ। তজ্জন্যই আমি আর ধৈর্য্য
ধরিতে না পারাতে তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব
জানিবার নিমিত্ত [উহাঁকে] পাঠাইয়াছিলাম,
[ভাবিয়াছিলাম,] পাছে পরীক্ষক তোমাদের
পরীক্ষা করাতে আমাদের পরিশ্রম বৃথা হইয়া
৬ পড়ে। কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের নিকট
হইতে আমাদের কাছে আসিয়া তোমাদের
বিশ্বাস ও প্রেমের শুভসংবাদ আমাদিগকে
দিয়াছেন, এবং [বলিয়াছেন,] আমরা যেমন
তোমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করি, তোমরাও তেমনি
সতত আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে
৭ প্রণয়পূর্ব্বক আমাদিগকে স্মরণ করিতেছ; হে
ভ্রাতৃগণ, এ জন্য তোমাদের বিষয়ে আমরা যাব-
তীয় দুর্গতির ও ক্লেশের মধ্যে তোমাদের বিশ্বাস
৮ দ্বারা আশ্বাস পাইলাম। কেননা এখন যদি
তোমরা প্রভুতে স্থির থাক, তবে আমরা বাঁচি-
৯ লাম। বাস্তবিক তোমাদের কারণ আমরা আপন
ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে সকল আনন্দে আনন্দ করি,
সেই সমস্ত আনন্দের প্রতিদান বলিয়া তোমাদের
জন্য ঈশ্বরকে কীদৃশ ধন্যবাদ দিতে পারি?
১০ আমরা যেন তোমাদের মুখ দেখিতে পাই, এবং
তোমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি সকল পূর্ণ করিতে
পারি, এই জন্য রাত দিন অতিশয় প্রার্থনা
করিতেছি।

১১ আমাদের ঈশ্বর ও পিতা আপনি এবং আমা-
দের প্রভু যীশু তোমাদের কাছে আমাদের পথ
১২ সুগম করুন। আর প্রভু তোমাদিগকে পরস্পরের
ও সকলের প্রতি প্রেমে বর্দ্ধিষ্ণু করুন ও উপচিয়া
পড়িতে দিউন, যেরূপ আমরাও তোমাদের প্রতি
১৩ করি; এইরূপে আপনার সমস্ত পবিত্রগণসহ
আমাদের প্রভু যীশুর আগমনকালে তিনি যেন
আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে তোমাদের
হৃদয় পবিত্রতায় অনিন্দনীয়রূপে সুস্থির
করেন।

Digitized by Google

ধর্ম্মাচরণ করিতে বিনতি।

৪ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে আমরা প্রভু
যীশুতে বিনয়পূর্ব্বক তোমাদিগকে চেতনা
দিয়া বলিতেছি, কিরূপে চলিয়া ঈশ্বরের তুষ্টিকর
হইতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের যে শিক্ষা গ্রহণ
করিয়াছ, ও যেরূপ চলিতেছ, তদনুরূপে অধিক
২ উপচিয়া পড়। কেননা প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা
তোমাদিগকে কি কি আদেশ দিয়াছি, তাহা
৩ তোমরা জ্ঞাত আছ। ফলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই,
তোমাদের পবিত্রতা, যেন তোমরা ব্যভিচার
৪ হইতে দূরে থাক, তোমাদের প্রত্যেক জন যেন
পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ নিজ পাত্র লাভ
৫ করিতে জানে; যাহারা ঈশ্বরকে জানে না, সেই
পরজাতীয়দের ন্যায় কামাভিলাষের বশবর্ত্তী না
৬ হয়; কেহ যেন অত্যাচার করিয়া এই ব্যাপারে
আপন ভ্রাতাকে না ঠকায়। কেননা আমরা পূর্ব্বে
তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছি ও সাক্ষ্য দিয়াছি,
তদনুসারে প্রভু এই সকলের প্রতিফলদাতা।
৭ কারণ ঈশ্বর আমাদিগকে অশুচিতার নিমিত্ত
৮ আহ্বান করেন নাই, কিন্তু পবিত্রতায়। অতএব
যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করে, সে মনুষ্যকে অগ্রাহ্য করে
তাহা নয়, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে, যিনি
নিজ পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে প্রদান
করেন।

৯ আর ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু
লেখা অনাবশ্যক, কারণ তোমরা আপনারা
পরস্পর প্রেম করিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা
১০ পাইয়াছ; আর বাস্তবিক সমস্ত মাকিদনিয়া-
নিবাসী যাবতীয় ভ্রাতৃগণের প্রতি তাহা করি-
তেছ। তথাপি তোমাদিগকে অনুনয়পূর্ব্বক বলি-
তেছি, ভ্রাতৃগণ, আরও অধিক উপচিয়া পড়।
১১ আর আমাদের প্রদত্ত আদেশানুসারে শান্ত ও
আপন আপন বিষয়ে ব্যস্ত থাকিতে এবং হস্তে
১২ পরিশ্রম করিতে অভ্যাস কর, যেন বহিঃস্থ লোক-
দের প্রতি তোমরা শিষ্টাচারী হও, এবং কিছুতেই
তোমাদের প্রয়োজন না হয়।

১৩ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, যাহারা নিদ্রাগত হয়,
তাহাদের বিষয় তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, ইহা
আমাদের ইচ্ছা নয়, যেন প্রত্যাশাবিহীন অপর-
১৪ দিগের ন্যায় দুঃখার্ত্ত না হও। বস্তুতঃ যীশু
মরিয়া পুনরায় উঠিলেন, ইহা যদি আমরা
বিশ্বাস করি, তবে [জানি], ঈশ্বর যীশু দ্বারা
নিদ্রাগত লোকদিগকেও তদ্রূপ তাঁহার সহিত
১৫ আনয়ন করিবেন। কেননা আমরা প্রভুর বাক্য
দ্বারা তোমাদিগকে ইহা কহিতেছি যে, আমরা,
যাহারা জীবিত, যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত
অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রা-
১৬ গত লোকদের অগ্রগামী হইব না। কারণ জয়-
ধ্বনি, প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চরব ও ঈশ্বরের তূরীর
সহিত প্রভু আপনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি-
বেন, আর অগ্রে খ্রীষ্টে স্থিত মৃতেরা উঠিবে।
১৭ পরে আমরা, যাহারা জীবিত, যাহারা অব-
শিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত
সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের
সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে
১৮ সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব তোমরা
এই সকল কথা লইয়া এক জন অন্য জনকে
সান্ত্বনা দেও।

৫ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ কালের
কি সময়ের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লেখা
২ অনাবশ্যক। কারণ তোমরা আপনারা বিলক্ষণ
জান, রাত্রিকালে যেমন চোর, তেমনি প্রভুর
৩ দিন আইসে। লোকে যখন বলিতেছে, শান্তি ও
নির্ব্বিঘ্নতা, তখনই তাহাদের কাছে গর্ভবতীর
প্রসববেদনার ন্যায় আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত
হয়, তাহারা কোন ক্রমে এড়াইতে পারিবে না।
৪ কিন্তু ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নহ যে, সে দিন
চোরের ন্যায় তোমাদের নিকটে আসিয়া পড়িবে।
৫ তোমরা ত সকলে দীপ্তির সন্তান ও দিবসের
সন্তান; আমরা রাত্রির কিম্বা অন্ধকারের লোক
৬ নহি। অতএব আইস, আমরা অপরদিগের ন্যায়
না ঘুমাই, বরং জাগিয়া থাকি ও মিতাচারী
৭ হই। কারণ যাহারা ঘুমায়, তাহারা রাত্রিতেই
ঘুমায়; এবং যাহারা মদ্যপায়ী, তাহারা রাত্রি-
৮ তেই মত্ত হয়। কিন্তু আমরা দিবসের বলিয়া,
আইস, আমরা বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা
পরিয়া এবং পরিত্রাণের আশারূপ শিরস্ত্র মস্তকে
৯ দিয়া মিতাচারী হই। কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে
ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ-লাভার্থে
১০ নিযুক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ জাগ্রত থাকি কিম্বা
নিদ্রা যাই, আমরা যেন খ্রীষ্টের সঙ্গেই জীবিত
থাকি, এই জন্য তিনি আমাদের নিমিত্ত মরি-
১১ লেন। অতএব তোমরা যেমন করিয়া থাক,
তেমনি পরস্পর আপনাদিগকে প্রবোধ দেও,
এবং এক জন অন্যকে গাঁথিয়া তুল।

১২ ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদিগকে নিবেদন করি-
তেছি; যাঁহারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন
ও প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছেন, এবং
তোমাদিগকে চেতনা দেন, তাঁহাদিগকে চিনিয়া
১৩ লও, আর তাঁহাদের কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে
প্রেমে সাতিশয় সমাদর কর। আপনাদের মধ্যে
১৪ ঐক্য রাখ। পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা অনুনয়-
পূর্ব্বক তোমাদিগকে কহিতেছি, অনিয়মিতাচারী-
দিগকে চেতনা দেও, ক্ষীণসাহসদিগকে সান্ত্বনা

Digitized by Google

কর, দুর্ব্বলদিগের সাহায্য কর, সকলের প্রতি
১৫ দীর্ঘসহিষ্ণু হও। দেখিও, অপকারের পরি-
শোধে কেহ কাহারও অপকার না করুক, কিন্তু
পরস্পরের এবং সকলের প্রতি সর্ব্বদা সদাচর-
১৬ ণের অনুধাবন কর। সতত আনন্দ কর;
১৭,১৮ নিরন্তর প্রার্থনা কর; সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর;
কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশে
১৯ ঈশ্বরের ইচ্ছা। আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না।
২০,২১ ভাববাণী হেয়জ্ঞান করিও না। সর্ব্ব বিষয়ের
পরীক্ষা কর; যাহা ভাল, তাহা ধরিয়া রাখ।
২২ সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।
২৩ আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে
সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের
অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে অনিন্দনীয়রূপে
২৪ রক্ষিত হউক। তোমাদের আহ্বানকারী বিশ্বস্ত,
তিনিই তাহা করিবেন।
২৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর।
২৬ পবিত্র চুম্বনে সকল ভ্রাতাকে মঙ্গলবাদ দেও।
২৭ আমি তোমাদিগকে প্রভুর দিব্য দিয়া এই
আজ্ঞা করিতেছি, যাবতীয় (পবিত্র) ভ্রাতার
কাছে যেন এই পত্র পাঠ করা হয়।
২৮ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
সহবর্ত্তী হউক।

থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্র।

প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়।

১ পৌল, সীল ও তীমথিয়—আমাদের পিতা
ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টে স্থিত থিষলনী-
২ কীয়দের মণ্ডলী সমীপেষু। পিতা ঈশ্বর ও প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের
প্রতি বর্ত্তুক।
৩ হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের নিমিত্ত সতত
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য; আর তাহা উপ-
যুক্ত, কেননা তোমাদের বিশ্বাস অতিশয় বাড়ি-
তেছে, এবং তোমাদের সকলের প্রেম পরস্পরের
৪ প্রতি উপচিয়া পড়িতেছে। এই জন্য, তোমরা
যে সকল তাড়না ও ক্লেশ ভোগ কর, তৎসংক্রান্ত
তোমাদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস প্রযুক্ত আমরা
আপনারা ঈশ্বরের মণ্ডলী সকলের মধ্যে তোমা-
৫ দের শ্লাঘা করিতেছি। আর উহা ঈশ্বরের ন্যায্য
বিচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তোমরা যেন ঈশ্বরের
সেই রাজ্যের যোগ্যপাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হও,
৬ যাহার নিমিত্ত দুঃখভোগও করিতেছ। ঈশ্বরের
কাছে ইহা ত ন্যায্য যে, যাহারা তোমাদিগকে
ক্লেশ দেয়, তিনি তাহাদিগকে প্রতিফলরূপে ক্লেশ
৭ দেন, এবং ক্লেশ পাইতেছ যে তোমরা, তোমা-
৮ দিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দেন। [ইহা
তখনই হইবে,] যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে
আপনার শক্তির দূতগণের সহিত জ্বলন্ত অগ্নি-
বেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন; এবং যাহারা ঈশ্বরকে
জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর
সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে
৯ সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে
ও তাঁহার পরাক্রমের প্রতাপ হইতে সেই দিন
অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে,
১০ যে দিন তিনি আপন পবিত্র লোকসমূহে গৌর-
বান্বিত হইতে, এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে,
তাহাদের সকলেতে চমৎকারের পাত্র হইতে,
আগমন করিবেন; আমরা তোমাদের কাছে
যে সাক্ষ্য দিয়াছি, তাহাতে তোমরা ত বিশ্বাস
১১ করিয়াছ। এই জন্য আমরা তোমাদের নিমিত্ত
সর্ব্বদা এই প্রার্থনাও করিতেছি, যেন আমাদের
ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই আহ্বানের যোগ্য
বলিয়া গণ্য করেন, আর মঙ্গলভাবের যাবতীয়
সুমতি ও বিশ্বাসের কর্ম্ম সপরাক্রমে সম্পূর্ণ
১২ করিয়া দেন; আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে যেন তোমা
দিগেতে আমাদের প্রভু যীশুর নাম গৌরবা-
ন্বিত হয়, এবং তাঁহাতে তোমরাও গৌরবা-
ন্বিত হও।

২ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁহার সমীপে আমাদের
সংগৃহীত হইবার বিষয়ে তোমাদিগকে এই
২ বিনতি করিতেছি; প্রভুর দিন উপস্থিত হইল

Digitized by Google

বলিয়া তোমরা যেন কোন আত্মা দ্বারা কিম্বা
আমাদের নামে কল্পিত বাক্য দ্বারা কি পত্র
৩ দ্বারা হঠাৎ চঞ্চলমতি বা উদ্বিগ্ন না হও। কোন
প্রকারে তোমাদিগকে ভুলাইতে কাহাকেও দিও
না ; কেননা অগ্রে ধর্ম্ম হইতে সেই অপসরণ
হইবে, এবং সেই পাপপুরুষ, সেই বিনাশের
৪ পাত্র, প্রকাশ পাইবে। সে প্রতিরোধী হইয়া
ঈশ্বরের নামে আখ্যাত এবং পূজ্য সকলের হইতে
আপনাকে বড় করিবে, এমন কি, ঈশ্বরের মন্দিরে
বসিয়া ঈশ্বর বলিয়া আপনাকে দেখাইবে।
৫ আমি পূর্ব্বে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম,
তখন এই সকল বলিয়াছিলাম, ইহা কি তোমা-
৬ দের স্মরণ হয় না ? আর সে যেন স্বসময়ে প্রকাশ
পায়, এই জন্য যাহাতে নিবারিত হইতেছে,
৭ তাহা তোমরা জান। বস্তুতঃ অধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব
এই কালেও নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে :
কেবল এখন এক জন নিবারক আছে, যে পর্য্যন্ত
৮ সে দূরীভূত না হয়। পরে সেই অধর্ম্মী প্রকাশ
পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু আপন মুখের
নিশ্বাস দ্বারা সংহার করিবেন, ও আপন আগ-
৯ মনের আবির্ভাব দ্বারা লোপ করিবেন। সেই
ব্যক্তির আগমন শয়তানের কার্য্যসাধন অনু-
সারে মিথ্যার যাবতীয় পরাক্রম, নানা অভি-
জ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণযুক্ত, এবং যাহারা বিনাশ
পাইতেছে, তাহাদের পক্ষে অধার্ম্মিকতার যাবতীয়
১০ প্রতারণাযুক্ত ; কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার
১১ নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই। আর সেই
জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্য্যসাধন
প্রেরণ করেন, যেন তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস
১২ করে ; যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিল না, কিন্তু
অধার্ম্মিকতায় প্রীত হইল, সে সকলেই যেন
বিচারিত হয়।

প্রভুতে স্থির থাকিতে নিবেদন।

১৩ কিন্তু, হে প্রভুর প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ, আমরা
তোমাদের নিমিত্ত সতত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে
বাধ্য ; কেননা ঈশ্বর আদি হইতে তোমাদিগকে
আত্মার পবিত্রতাপ্রদানে ও সত্যের বিশ্বাসে
১৪ পরিত্রাণের জন্য মনোনীত করিয়াছেন ; এবং
সেই অভিপ্রায়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
প্রতাপলাভার্থে আমাদের সুসমাচার দ্বারা
১৫ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব, হে
ভ্রাতৃগণ, স্থির থাক, এবং আমাদের বাক্য অথবা
পত্র দ্বারা যে সকল শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধারণ
১৬ কর। আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি,
এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে
প্রেম করিয়া অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা, এবং অনু-
১৭ গ্রহ দ্বারা উত্তম প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি তোমা-
দের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিউন, এবং যাবতীয়
সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে সুস্থির করুন।

৩ শেষ কথা এই ; হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের
নিমিত্ত প্রার্থনা কর ; যেন প্রভুর বাক্য সেই-
রূপ দ্রুতগতি ও গৌরবান্বিত হয়, যেরূপ তোমা-
২ দের মধ্যে হইতেছে। আর আমরা যেন অশিষ্ট
ও মন্দ লোকদের হইতে উদ্ধার পাই ; কেননা
৩ সকলের বিশ্বাস নাই। কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত ;
তিনিই তোমাদিগকে সুস্থির করিবেন ও
৪ মন্দ হইতে রক্ষা করিবেন। পরন্তু তোমাদের
সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয়
আছে যে, আমাদের সমস্ত আদেশ তোমরা
৫ পালন করিতেছ ও করিবে। প্রভু তোমাদের
হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেম ও খ্রীষ্টের ধৈর্য্যের পথে
চালাউন।
৬ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে এই আদেশ
দিতেছি, যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে চলে,
আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে
৭ চলে না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর। বস্তুতঃ কি
প্রকারে আমাদের অনুকারী হইতে হয়, তাহা
তোমরা জান ; কেননা তোমাদের মধ্যে আমরা
৮ অনিয়মিতাচারী ছিলাম না ; এবং বিনামূল্যে
কাহারও কাছে অন্ন ভোজন করিতাম না, বরং
তোমাদের কাহারও ভারস্বরূপ যেন না হই,
তজ্জন্য পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত দিন
৯ কার্য্য করিতাম। আমাদের যে সেই অধিকার
নাই, এমন নহে ; কিন্তু তোমরা যেন আমাদের
অনুকারী হও, এই জন্য তোমাদের নিকটে
আপনাদিগকে আদর্শ করিয়া দেখাইতে সচেষ্ট
১০ ছিলাম। কারণ আমরা তোমাদের কাছে যখন
ছিলাম, তখনও এই আদেশ দিতাম যে, যদি
কেহ কার্য্য করিতে অসম্মত হয়, তবে সে আহারও
১১ না করুক। বাস্তবিক, আমরা শুনিতে পাইতেছি,
তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনিয়মিতরূপে চলি-
তেছে, কোন কার্য্য না করিয়া অনধিকারচর্চ্চা
১২ করিতেছে। এই প্রকার লোকদিগকে আমরা
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ
দিতেছি, তাহারা শান্তভাবে কার্য্য করিয়া
১৩ আপনাদেরই অন্ন ভোজন করুক। কিন্তু, হে
ভ্রাতৃগণ, তোমরা সৎকর্ম্ম করিতে নিরুৎসাহ
১৪ হইও না। আর যদি কেহ এই পত্র দ্বারা কথিত
আমাদের বাক্য না মানে, তবে সে যেন লজ্জিত
হয়, তজ্জন্য তাহাকে চিনিয়া রাখ, তাহার
১৫ সংসর্গে থাকিও না। তথাপি তাহাকে শত্রু জ্ঞান
১৬ করিও না, কিন্তু ভ্রাতা বলিয়া চেতনা দেও। আর
শান্তির প্রভু আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তোমা-

Digitized by Google

দিগকে শান্তি প্রদান করুন। প্রভু তোমাদের
সকলের সঙ্গী হউন।
১৭ এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম।
প্রত্যেক পত্রে ইহাই অভিজ্ঞান; আমি এইরূপ
১৮ লিখিয়া থাকি। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

তীমথিয়ের প্রতি পৌলের প্রথম পত্র।

তীমথিয়ের প্রতি নিবেদন।

১ পৌল, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের এবং
আমাদের প্রত্যাশাভূমি খ্রীষ্ট যীশুর আজ্ঞানু-
২ যায়ী প্রেরিত,—বিশ্বাসে স্থিত আমার যথার্থ
বৎস তীমথিয়ের সমীপে। পিতা ঈশ্বর ও আমা-
দের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি
বর্ত্তুক।
৩ মাকিদনিয়াতে যাত্রাকালে আমি তোমাকে
যেমন ইফিষে থাকিয়া কতক লোককে এই আজ্ঞা
৪ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, তাহারা যেন
ইতর শিক্ষা না দেয়, এবং গল্প ও অসীম বংশা-
বলিতে মনোযোগ না করে, [তেমনি এখন
করিতেছি], কেননা সে সকল বরং বিতণ্ডা উপ-
স্থিত করে, কিন্তু ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য
বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, তাহার পক্ষে [উপকারী হয়
৫ না]। কিন্তু আজ্ঞার পরিণাম সেই প্রেম, যাহা
শুচি হৃদয়, সৎসংবেদ ও অকল্পিত বিশ্বাস
৬ হইতে উৎপন্ন; কতক লোক এই সকলের পথ
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অলীক বাচালতারূপ বিপথে
৭ গিয়াছে। আর যাহা বলে ও যাহার বিষয়ে
দৃঢ়নিশ্চয়ভাবে কথা কহে, তাহা না বুঝিয়াও
ব্যবস্থার অধ্যাপক হইতে বাসনা করিতেছে।
৮ কিন্তু আমরা জানি, ব্যবস্থা উত্তম, যদি কেহ
৯ ব্যবস্থানুসারে উহা ব্যবহার করে, জানে যে,
ধার্ম্মিকের নিমিত্ত ব্যবস্থা স্থাপিত নয়, কিন্তু
অধর্ম্মী ও অবাধ্য, হীনভক্তি ও পাপী, অসাধু ও
ধর্ম্মাবমানক, পিতৃঘাতক, মাতৃঘাতক, নরঘাতক,
১০ ব্যভিচারী, পুংগামী, মনুষ্যবিক্রেতা, মিথ্যাবাদী,
মিথ্যাশপথকারী, কিম্বা অন্য কোন মতে নিরাময়
শিক্ষার বিপরীতাচারী সকলের নিমিত্ত [ব্যবস্থা
১১ স্থাপিত হইয়াছে]। সেই শিক্ষা পরম ধন্য
ঈশ্বরের প্রতাপের সেই সুসমাচার অনুযায়ী,
যাহা আমার নিকটে গচ্ছিত হইয়াছে।
১২ যিনি আমাকে সামর্থ্য দিয়াছেন, আমাদের
সেই প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা
তিনি আমাকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া পরিচারকত্ব-
১৩ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমি ধর্ম্ম-
নিন্দক, তাড়নাকারী ও অপমানকারী ছিলাম,
কিন্তু দয়া পাইয়াছি, কেননা না বুঝিয়া অবিশ্বা-
১৪ সের বশে সেই সকল কর্ম্ম করিতাম। আর
আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয়
বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে অতি প্রচুররূপে ফল-
১৫ বান হইয়াছে। এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্ব-
তোভাবে গ্রহণীয় যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরি-
ত্রাণ করিতে জগতে আসিয়াছেন; তাহাদের
১৬ মধ্যে আমি অগ্রগণ্য; কিন্তু এই জন্য দয়া পাই-
য়াছি, যেন যীশু খ্রীষ্ট এই অগ্রগণ্য আমাতে
সমস্ত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, যে সকল লোক
অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাঁহার উপরে বিশ্বাস
করিবে, যাহাতে আমি তাহাদের আদর্শ হই।
১৭ যুগপর্য্যায়ের অক্ষয় অদৃশ্য রাজা যে একমাত্র
ঈশ্বর, যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা
হউক। আমেন।
১৮ বৎস তীমথিয়, তোমাবিষয়ক পূর্ব্বকার সকল
ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই
আজ্ঞা সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের
১৯ দ্বারা সেই উত্তম যুদ্ধ করিতে পার, যেন বিশ্বাস
ও সৎসংবেদ রক্ষা কর; কেননা সৎসংবেদ দূরে
ফেলাতে কাহারও কাহারও বিশ্বাস-নৌকা ভগ্ন
২০ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হুমিনায় ও আলেক্-
সান্দর রহিয়াছে; তাহারা যেন ধর্ম্মনিন্দা ত্যাগ
করিতে শাস্তি দ্বারা শিক্ষা পায়, তজ্জন্য আমি
তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

প্রার্থনার বিষয়।

২ ভাল, আমার সর্ব্বপ্রথম নিবেদন এই, যেন
সকল মনুষ্যের জন্য পুনঃ পুনঃ বিনতি, প্রার্থনা,
২ অনুরোধ, ধন্যবাদ করা হয়; রাজাদের এবং
উচ্চপদান্বিত সকলের নিমিত্ত; আমরা যেন
সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও ধীরতায় নিরুদ্বেগ ও প্রশান্ত
৩ জীবন যাপন করিতে পারি। তাহাই আমাদের
৪ ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সমক্ষে উত্তম ও গ্রাহ্য; তাঁহার

Digitized by Google

ইচ্ছা এই, যেন যাবতীয় মনুষ্য পরিত্রাণ ও
৫ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কারণ একমাত্র ঈশ্বর
আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র
৬ মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু। তিনি
সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে
প্রদান করিয়াছেন; এই সাক্ষ্য যথাসময়ে
৭ [দাতব্য]। আমি তৎসম্বন্ধে এক জন ঘোষণা-
কারী ও প্রেরিত বলিয়া নিযুক্ত; আমার এই
কথা মিথ্যা নয়, সত্য বলিতেছি; বিশ্বাসে ও
সত্যে আমি পরজাতীয়দের গুরু।
৮ অতএব আমার মানস এই, যাবতীয় স্থানে
পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনা বিতর্কে সাধু হস্ত
৯ তুলিয়া প্রার্থনা করুক; সেই প্রকারে নারীগণও
সলজ্জ ও সুবুদ্ধিভাবে পরিপাটী বেশে আপনা-
দিগকে ভূষিতা করুক। তাহারা বেণীবদ্ধ কেশ ও
স্বর্ণ মুক্তা কিম্বা বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা নয়,
১০ কিন্তু সৎক্রিয়ায় ভূষিতা হউক, ইহা ঈশ্বর-ভক্তি-
১১ স্বীকৃতা নারীগণের যোগ্য। নারী সম্পূর্ণ
১২ বশ্যতাপূর্ব্বক মৌনভাবে শিক্ষা করুক। আমি
উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্ত্তৃত্ব
করিবার অনুমতি নারীকে দিই না, কিন্তু মৌন-
১৩ ভাবে থাকিতে বলি। যেহেতুক প্রথমে আদমকে,
১৪ পরে হবাকে নির্ম্মাণ করা গিয়াছিল। আর
আদম প্রবঞ্চিত হইল না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা
১৫ হইয়া অপরাধে [পতিতা] হইল। তথাপি
সন্তান প্রসব দিয়া পরিত্রাণ পাইবে, যদি সুবো-
ধের সহিত বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্রতায় তাহারা
স্থির থাকে।

অধ্যক্ষ ও পরিচারকের পদ।

৩ এই কথা বিশ্বসনীয়, যদি কেহ অধ্যক্ষ-
পদের আকাঙ্ক্ষী হয়, তবে সে উত্তম কার্য্য
২ বাঞ্ছা করে। অতএব ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ
অনিন্দনীয়, কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, মিতাচারী,
সুবুদ্ধি, পরিপাটী, অতিথিসেবক, এবং শিক্ষা-
৩ দানে নিপুণ হয়; মদ্যপানে আসক্ত কিম্বা প্রহা-
রক না হয়, কিন্তু ক্ষান্ত, নির্ব্বিরোধ ও নির্লোভ
৪ হয়, আপন পরিবারের শাসন উত্তমরূপে করে,
এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে নিজ সন্তানগণকে
৫ বশে রাখে। নিজ পরিবারের শাসন করিতে যে
না জানে, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীর
৬ তত্ত্বাবধান করিবে? সে নূতন শিষ্য না হউক,
পাছে গর্ব্বান্ধ হইয়া দিয়াবলের বিচারে পতিত
৭ হয়। আর বহিঃস্থ লোকদের কাছেও উত্তম সাক্ষ্য
প্রাপ্ত হওয়া তাহার আবশ্যক, পাছে তিরস্কারে
ও দিয়াবলের জালে পতিত হয়।
৮ সেইরূপ পরিচারকদেরও আবশ্যক, যেন
তাহারা ধীর হয়, যেন দ্বিবাক্যবাদী, বহু মদ্য-
পানে আসক্ত, কুৎসিত লাভে লোভী না হয়,
৯ এবং শুচি সংবেদে বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব ধারণ
১০ করে। আর অগ্রে তাহাদেরও পরীক্ষা করা হউক,
পরে অনিন্দনীয় হইলে তাহারা পরিচারকের
১১ কর্ম্ম করুক। তদ্রূপ স্ত্রীলোকেরাও ধীরা, অনপ-
বাদিকা, মিতাচারিণী এবং সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বস্তা
১২ হউক। পরিচারকেরা কেবল এক এক স্ত্রীর স্বামী
হইয়া আপন আপন সন্তানসন্ততি ও স্ব স্ব পরি-
১৩ জনদিগকে উত্তমরূপে শাসন করুক। কেননা
যাহারা উত্তমরূপে পরিচারকের কার্য্য করে,
তাহারা আপনাদের জন্য উত্তম পদ এবং খ্রীষ্ট
যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে অতিশয় সাহস লাভ
করে।
১৪ আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে উপস্থিত হইব,
এমন আশা করিতেছি, তথাপি তোমাকে ইহা
১৫ লিখিলাম; যেন আমার বিলম্ব হইলে তুমি
জানিতে পার যে, ঈশ্বরের গৃহ মধ্যে কেমন
আচারব্যবহার করিতে হয়, সেই গৃহ ত
জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি।
১৬ আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্বের মহত্ত্ব সর্ব্বসম্মত, [তাহা
এই], যিনি মাংসে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন,
আত্মাতে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন, দূতগণ কর্ত্তৃক
দৃষ্ট, পরজাতিগণের মধ্যে প্রচারিত, জগতে
বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত
হইলেন।

তীমথিয়ের প্রতি নানাবিধ আদেশ।

৪ কিন্তু আত্মা স্পষ্টই বলিতেছেন, উত্তর-
কালে কতক লোক বিশ্বাস হইতে সরিয়া
পড়িবে, ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও ভূতগণের
২ শিক্ষাতে মন দিবে। যাহাদের নিজ সংবেদ তপ্ত
লৌহের দাগের মত দাগযুক্ত হইয়াছে, এমন
৩ মিথ্যাবাদীদের কাপট্যে [ইহা ঘটিবে]। তাহারা
বিবাহ নিষেধ করে, এবং যাহা যাহা ধন্যবাদ-
পূর্ব্বক ভক্ষিত হইবার জন্য বিশ্বাসী ও সত্যজ্ঞাতা
লোকদের নিমিত্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে,
এমন বিবিধ খাদ্যের ব্যবহার নিষেধ করে।
৪ বাস্তবিক ঈশ্বরের সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু ভাল; ধন্য-
বাদ সহকারে গ্রহণ করিলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়,
৫ যেহেতুক ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা দ্বারা তাহা
পবিত্রীকৃত হয়।
৬ এই সকল কথা ভ্রাতৃগণকে মনে করিয়া দিলে
তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম পরিচারক হইবে; যে
বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুশীলন করিয়া
আসিতেছ, তাহার বাক্যে পোষিত থাকিবে;
৭ কিন্তু ধর্ম্মবিরূপক যে সকল গল্প জরাতুর স্ত্রী-

Digitized by Google

লোকের যোগ্য, তাহা অগ্রাহ্য কর। ভক্তিতে দক্ষ
৮ হইতে অভ্যাস কর ; কেননা শারীরিক দক্ষতার
অভ্যাস অল্প বিষয়ে ফলদায়ক হয় ; কিন্তু
ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে ফলদায়িকা, কারণ তাহা
৯ ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত। এই
কথা বিশ্বসনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়।
১০. বস্তুতঃ ইহারই নিমিত্ত আমরা পরিশ্রম
ও প্রাণপণ করিতেছি ; কেননা যিনি সমস্ত
মনুষ্যের, বিশেষতঃ বিশ্বাসিবর্গের ত্রাণকর্ত্তা,
আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরে প্রত্যাশা করিয়া
আসিতেছি।
১১ তুমি এ সকল বিষয় আজ্ঞা কর ও শিক্ষা দেও।
১২ তোমার অল্প বয়স কাহাকেও তুচ্ছবোধ করিতে
দিও না ; কিন্তু বাক্যে, আচার ব্যবহারে,
প্রেমে, বিশ্বাসে ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসিগণের
আদর্শ হও।
১৩ আমি যত দিন উপস্থিত না হই, তত দিন
তুমি পাঠ করিতে এবং প্রবোধ ও শিক্ষা দিতে
১৪ মনোনিবেশ কর। প্রাচীনবর্গের হস্তার্পণ সহ-
কারে যে অনুগ্রহ-দান ভাববাণী দ্বারা তোমাকে
দত্ত হইয়াছে, তোমার অন্তরস্থ সেই দান অবহেলা
১৫ করিও না। এ সকল বিষয়ে যত্নবান হও, এ
সকলে স্থিতি কর, যেন তোমার উন্নতি সকলের
১৬ প্রত্যক্ষ হয়। আপনার বিষয়ে ও তোমার
শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এ সকলে স্থির
থাক ; কেননা তাহা করিলে আপনার ও শ্রোতৃ-
গণের পরিত্রাণের কারণ হইবে।

৫ তুমি প্রাচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু
তাহাকে পিতার ন্যায়, যুবকদিগকে ভ্রাতার
২ ন্যায়, প্রাচীনাদিগকে মাতার ন্যায়, যুবতীদিগকে
সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভাবে ভগিনীর ন্যায় জানিয়া
অনুনয় কর।
৩ যাহারা প্রকৃত বিধবা, সেই বিধবাদিগকে
৪ সমাদর কর। কিন্তু যদি কোন বিধবার পুত্র কি
পৌত্র থাকে, তবে ইহারা প্রথমতঃ নিজ কুলের
প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে ও মাতাপিতার
প্রত্যুপকার করিতে শিক্ষা করুক ; যেহেতুক
৫ তাহাই ঈশ্বরের সম্মুখে গ্রাহ্য। পরন্তু যে স্ত্রী
প্রকৃত বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরে প্রত্যাশা
রাখিয়া রাত দিন বিনতি ও প্রার্থনায় নিবিষ্টা
৬ থাকে। কিন্তু যে বিলাসিনী, সে জীবদ্দশাতেই
৭ মৃতা। আর তাহারা যেন অনিন্দনীয় হয়,
৮ তন্নিমিত্ত এই সমস্ত আদেশ দেও। কিন্তু কেহ
যদি আপনার সম্পর্কীয়, বিশেষতঃ নিজ পরি-
জনগণের জন্য চিন্তা না করে, তাহা হইলে সে
বিশ্বাস অস্বীকার করিয়াছে, এবং অবিশ্বাসী
অপেক্ষা অধম হইয়াছে।
৯ বিধবা বলিয়া কেবল তাহাকেই গণনা করা
হউক, যাহার ন্যূনকল্পে ষষ্টি বৎসর বয়স হই-
১০ য়াছে, ও যাহার একমাত্র স্বামী ছিল, এবং
যাহার পক্ষে নানা সৎকর্ম্মের প্রমাণ পাওয়া
যায় ; অর্থাৎ যদি সে বালকদের লালনপালন,
অতিথিসেবন, পবিত্রদিগের পাদপ্রক্ষালন, ক্লিষ্ট-
দিগের উপকার, যাবতীয় সৎকর্ম্মের অনুশীলন
১১ করিয়া থাকে। কিন্তু যুবতী বিধবাদিগকে অস্বী-
কার কর, কেননা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিলাসিনী
হইলে তাহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে চাহে ;
১২ তাহাতে প্রথম প্রতিজ্ঞা অগ্রাহ্য করাতে দণ্ডাজ্ঞা
১৩ প্রাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন তাহারা বাটীতে বাটীতে গিয়া
আলস্য শিখে ; কেবল আলস্যও নয়, বরং বাচা-
লতা ও অনধিকারচর্চা-পূর্ব্বক অনুচিত কথা
১৪ কহিতেও শিখে। অতএব আমার মানস এই,
যুবতী [বিধবারা] বিবাহ করুক, সন্তান উৎপন্ন
করুক, গৃহে কর্ত্তৃত্ব করুক, বিপক্ষকে ব্যঙ্গ করিবার
১৫ কোন সূত্র না দিউক। কেননা ইতিপূর্ব্বেও কতক
বিধবা শয়তানের পশ্চাৎ বিপথগামিনী হই-
১৬ য়াছে। আর যে কোন বিশ্বাসিনী স্ত্রীলোকের
[ঘরে] বিধবাগণ থাকে, সে তাহাদের উপকার
করুক ; মণ্ডলী সেই ভারে ভারগ্রস্ত না হউক,
যেন প্রকৃত বিধবাগণের প্রয়োজনীয় উপকার
করিতে পারে।
১৭ যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন-কার্য্য করেন,
বিশেষতঃ যাঁহারা বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম
করেন, তাঁহারা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য গণিত
১৮ হউন। যেহেতুক শাস্ত্রে বলে, "শস্যমর্দ্দনকারী
বলদের মুখে জালতি বাঁধিও না ;" আর, "কার্য্য-
১৯ কারী আপন বেতনের যোগ্য।" দুই তিন জন
সাক্ষী ব্যতিরেকে কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভি-
২০ যোগ গ্রাহ্য করিও না। যাহারা পাপ করে,
তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ কর ;
২১ যেন অন্য সকলেও ভয় পায়। আমি ঈশ্বরের,
খ্রীষ্ট যীশুর ও মনোনীত দূতগণের সাক্ষাতে
তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি, তুমি পূর্ব্ব-
ধারণা ব্যতিরেকে এই সকল বিধি পালন কর ;
২২ পক্ষপাতের বশে কিছুই করিও না। কাহারও
উপরে হস্তার্পণ করিতে সত্বর হইও না, এবং
পরপাপের ভাগী হইও না। আপনাকে শুদ্ধ
২৩ করিয়া রক্ষা কর। তোমার উদরের জন্য ও বার
বার অসুখ প্রযুক্ত আর কেবল জল না খাইয়া
২৪ কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস ব্যবহার করিও। কোন কোন
লোকের পাপ সুস্পষ্ট, এবং বিচারের পথে তাহা-
দের অগ্রগামী ; আর কোন কোন লোকের পাপ
২৫ তাহাদের পশ্চাদ্গামী। সৎকর্ম্মও তদ্রূপ সুস্পষ্ট ;
আর যাহা যাহা অন্যবিধ, তাহা গুপ্ত রাখিতে
পারা যায় না।

Digitized by Google

৬ যে সকল লোক যোঁয়ালির অধীন দাস, তাহারা আপন আপন কর্ত্তাদিগকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুক, যেন ঈশ্বরের নাম
২ এবং শিক্ষা নিন্দিত না হয়। আর যাহাদের বিশ্বাসী কর্ত্তা আছে, তাহারা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান না করুক; কিন্তু তাহারা আরও যত্নে দাস্যকর্ম্ম করুক, কেননা যাহারা সেই সদ্ব্যবহারের ফল ভোগ করে, তাহারা বিশ্বাসী ও প্রেমের পাত্র। এই সকল শিক্ষা দেও ও অনুনয় কর।
৩ যে ব্যক্তি ইতর শিক্ষা দেয়, এবং নিরাময় বাক্য অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য
৪ ও ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা স্বীকার না করে, সে গর্ব্বান্ধ, কিছুই জানে না, কিন্তু বিতণ্ডা ও বাগ্‌যুদ্ধের বিষয়ে রোগগ্রস্ত হইয়াছে। সেই বিতণ্ডা-
৫ দির ফল মাৎসর্য্য, বিরোধ, নিন্দা, কুশঙ্কা, এবং নষ্টবিবেক ও হীনসত্য লোকদের চিরবিসংবাদ। এ প্রকার লোকেরা ভক্তিকে লাভের উপায় জ্ঞান
৬ করে। কিন্তু সন্তোষের সহিত ভক্তি মহালাভের
৭ উপায় বটে। কেননা এ জগতে আমরা কিছুই সঙ্গে আনি নাই; কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া
৮ যাইতেও পারি না। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন পাইলে
৯ আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয়, যাহা মনুষ্যদিগকে সংহারে ও
১০ বিনাশে মগ্ন করে। কেননা ধনাসক্তি যাবতীয় মন্দের মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপথগামী হইয়াছে, এবং অনেক যাতনারূপ কণ্টকে আপনারা আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে।
১১ কিন্তু, হে ঈশ্বরের লোক, তুমি এই সকল হইতে পলায়ন কর; এবং ধার্ম্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য্য, মৃদু ভাব, এই সকলের
১২ অনুধাবন কর। বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর; অনন্ত জীবন অবলম্বন কর; তাহারই নিমিত্ত তুমি আহূত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ।
১৩ সকলের জীবনদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি পন্তীয় পীলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞারূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি,
১৪ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব পর্য্যন্ত
১৫ ধর্ম্মবিধি নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ; তিনিই যথাসময়ে সেই আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবেন, যিনি পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট্‌, রাজত্বকারীদের
১৬ রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু, অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তিনিবাসী; মনুষ্যদের মধ্যে যাঁহাকে কেহ কখন দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না; তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হউক। আমেন।
১৭ যাহারা ইহযুগে ধনবান, তাহাদিগকে এই আদেশ কর, যেন তাহারা উচ্চমনা না হয়, এবং ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু যিনি আমাদের ভোগার্থে ধনবানের ন্যায় সকলই যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখে;
১৮ যেন পরের উপকার করে, সৎক্রিয়ারূপ ধনে
১৯ ধনবান হয়, মুক্তহস্ত ও দানশীল হয়, এইরূপে যেন প্রকৃত জীবনের অবলম্বী হইবার আশয়ে আপনাদের নিমিত্ত ভাবীকালের জন্য উত্তম ভিত্তিমূলস্বরূপ নিধি প্রস্তুত করে।
২০ হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সাবধানে রাখ; যাহা অযথারূপে বিদ্যা নামে আখ্যাত, তাহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ নিসার শব্দাড়ম্বর এবং বিরোধোক্তি হইতে
২১ পরাঙ্মুখ হও; সেই বিদ্যা অঙ্গীকার করিয়া কেহ কেহ বিশ্বাসের পথ হইতে বিপথে গিয়াছে। অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

তীমথিয়ের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্র।

স্থির ও বিশ্বস্ত থাকিতে নিবেদন।

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত জীবনের প্রতিজ্ঞানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত,—আমার প্রিয় বৎস তীমথিয়ের
২ সমীপে। পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্ত্তুক।
৩ আমি শুচি সংবেদে পিতৃপুরুষাবধি যে ঈশ্বরের আরাধনা করি, তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি, নিজ প্রার্থনায় অনবরত তোমাকে স্মরণ করি-
৪ তেছি; তোমার অশ্রুপাত স্মরণ করিয়া রাত দিন তোমাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি,
৫ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হই; আর পুনরায় তোমার অন্তরস্থ সেই অকল্পিত বিশ্বাসের কথা

Digitized by Google

স্মরণ করিতেছি, যাহা অগ্রে তোমার মাতামহী
লোয়ীর ও তোমার মাতা উনীকীর অন্তরে বাস
করিত, এবং আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার
৬ অন্তরেও বাস করিতেছে। এই জন্য তোমাকে
স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ
দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রদত্ত যে বর তোমাতে
৭ আছে, তাহা প্রজ্বলিত কর। কেননা ঈশ্বর আমা-
দিগকে ভীরুতার আত্মা নয়, কিন্তু শক্তির,
৮ প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন। অতএব
আমাদের প্রভুর সাক্ষ্যের বিষয়ে, এবং তাঁহার
বন্দি যে আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত
হইও না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি অনুসারে সুসমা-
৯ চারের সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার কর। তিনিই
আমাদিগকে পরিত্রাণ এবং পবিত্র আহ্বানে
আহ্বান করিয়াছেন, আমাদের ক্রিয়া অনুসারে,
এমন নয়, কিন্তু নিজ সঙ্কল্প ও অনুগ্রহ অনুসারে
তাহা করিয়াছেন। সেই অনুগ্রহ অনাদিকালের
পূর্ব্বে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছিল,
১০ এবং এখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর
আবির্ভাব দ্বারা প্রত্যক্ষ হইল, যিনি মৃত্যুকে
শক্তিহীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার দ্বারা
জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন।
১১ আমি সেই সুসমাচারের প্রচারক, প্রেরিত ও
১২ গুরু বলিয়া নিযুক্ত হইয়াছি। এই কারণ এত
দুঃখভোগও করিতেছি, তথাপি লজ্জিত হই না,
কেননা যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে
জানি, এবং আমি তাঁহার কাছে যাহা গচ্ছিত
রাখিয়াছি, তিনি সেই দিনের জন্য তাহা
রক্ষা করিতে সমর্থ, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয়
করিতেছি।
১৩ তুমি আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ,
সেই নিরাময় বাক্যের আদর্শ খ্রীষ্ট যীশু সম্ব-
১৪ ন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর। তোমার
কাছে যে উত্তম নিধি গচ্ছিত আছে, তাহা
আমাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মা দ্বারা
রক্ষা কর।
১৫ তুমি জান, আশিয়াতে যাহারা আছে, তাহারা
সকলে আমা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; তাহা-
১৬ দের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনি আছে। প্রভু
অনীষিফরের পরিবারকে দয়া প্রদান করুন,
কেননা তিনি বার বার আমার প্রাণ জুড়াইয়া-
ছেন, এবং আমার শৃঙ্খলে লজ্জিত হন নাই;
১৭ বরং তিনি রোমে উপস্থিত হইলে যত্নপূর্ব্বক
অনুসন্ধান করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া-
১৮ ছিলেন। তিনি যাহাতে সেই দিন প্রভুর নিকটে
দয়া পান, প্রভু এমন বর দিউন। আর ইফিষে
তিনি কত পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি
বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ।

২ অতএব, হে আমার বৎস, তুমি খ্রীষ্ট
যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান হও। আর
অনেক সাক্ষীর মধ্যে যে সকল বাক্য আমার
কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোক-
দিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্যদিগকেও শিক্ষা
দিতে নিপুণ হইবে।
৩ তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত [আমার]
৪ সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার কর। যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত
কোন ব্যক্তি আপনাকে সাংসারিক ব্যাপাররূপ
পাশে বদ্ধ হইতে দেয় না, যেন তাহাকে যে
যোদ্ধা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারই তুষ্টি-
৫ কর হইতে পারে। আর, কোন ব্যক্তি যদ্যপি
মল্লযুদ্ধ করে, তথাপি বিধিমত যুদ্ধ না করিলে
৬ মুকুটে বিভূষিত হয় না। যে কৃষক পরিশ্রম করে,
সেই প্রথমে ফলের ভাগী হয়, ইহা উপযুক্ত।
৭ আমি যাহা বলি, তাহা বিবেচনা কর; কারণ
প্রভু সর্ব্ববিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি দিবেন।
৮ আমার সুসমাচার অনুসারে দায়ূদের বংশ-
জাত যীশু খ্রীষ্টকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থা-
৯ পিত জানিয়া স্মরণ কর। তৎসম্বন্ধে আমি
দুষ্কার্য্যকারীর ন্যায় বন্ধনদশা পর্য্যন্ত ক্লেশ-
ভোগ করিতেছি; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধ হয়
১০ নাই। এই কারণ আমি মনোনীতদের নিমিত্ত,
অর্থাৎ তাহারাও যেন খ্রীষ্ট যীশুতে নিহিত পরি-
ত্রাণ ও তৎসহিত অনন্তকালস্থায়ী প্রতাপ পায়,
১১ তজ্জন্য সকলই সহ্য করি। এই কথা বিশ্বসনীয়;
কারণ যদি আমরা তাঁহার সহিত মরিয়া থাকি,
১২ তবে তাঁহার সহিত জীবিতও হইব; যদি স্থির
থাকি, তবে তাঁহার সহিত রাজত্বও করিব;
যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি, তবে তিনিও
১৩ আমাদিগকে অস্বীকার করিবেন; আমরা যদি
অবিশ্বস্ত হই, তিনি বিশ্বস্ত থাকেন; কেননা তিনি
আপনাকে অস্বীকার করিতে পারেন না।
১৪ এ সকল কথা [লোকদিগকে] স্মরণ করাইয়া
দেও, এবং প্রভুর সাক্ষাতে তাহাদিগকে দৃঢ়
প্রমাণ দেও, যেন তাহারা বাগ্‌যুদ্ধ না করে,
কেননা তাহাতে কোন ফল দর্শে না, শ্রোতৃগণের
১৫ নিপাত হয়। তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে
পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন
কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন
নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থমতে ব্যবহার
১৬ করিতে জানে। কিন্তু ধর্ম্মবিরুপক নিঃসার
শব্দাড়ম্বর হইতে পৃথক্ থাক; কেননা [তৎপ্রিয়
লোকেরা] ভক্তিলঙ্ঘনে অধিক অগ্রসর হইবে,
১৭ এবং তাহাদের বাক্য গলিত ক্ষতের ন্যায় উত্তর
উত্তর ক্ষয় করিবে। হুমিনায় ও ফিলীত সেই
১৮ প্রকার লোক; ইহারা সত্যের পথ হইতে
বিপথে গিয়া, পুনরুত্থান হইয়া গিয়াছে

Digitized by Google

বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস উন্মূলন
করিতেছে।
১৯ তথাপি ঈশ্বরস্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির
রহিয়াছে, তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত
হইয়াছে, 'প্রভু জানেন, কে কে তাঁহার ;' এবং
'যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা
২০ হইতে দূরে থাকুক।' পরন্তু কোন বৃহৎ বাটীতে
কেবল স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র থাকে, তাহা নয় ;
কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে ; তাহার
কতকগুলি সমাদরের, কতকগুলি অসমাদরের
২১ পাত্র। ভাল, যদি কেহ আপনাকে শুচি করিয়া
এই সকল হইতে পৃথক্ থাকে, তবে সে সমা-
দরের পাত্র, পবিত্রীকৃত, কর্ত্তার কার্য্যের
উপযোগী ও যাবতীয় সৎক্রিয়ার নিমিত্ত প্রস্তুত
হইবে।
২২ পরন্তু তুমি যৌবনাবস্থার কু-অভিলাষ হইতে
পলায়ন কর ; এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে
ডাকে, তাহাদের সহিত ধার্ম্মিকতা, বিশ্বাস,
২৩ প্রেম ও শান্তির অনুধাবন কর। কিন্তু মূঢ় ও
অজ্ঞান বিতণ্ডা সকল অস্বীকার কর ; তাহা যুদ্ধ
২৪ উৎপন্ন করে, ইহা জানিবে। আর যুদ্ধ করা
প্রভুর দাসের উপযুক্ত নহে ; কিন্তু সকলের প্রতি
২৫ কোমল, শিক্ষাদানে নিপুণ, সহনশীল হওয়া এবং
মৃদু ভাবে বিরোধিগণকে শাসন করা তাহার
উচিত ; কি জানি, ঈশ্বর সত্যের তত্ত্বজ্ঞানার্থে
২৬ তাহাদিগকে মনঃপরিবর্ত্তন দান করিবেন, আর
তাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধনার্থে প্রভুর দাসের
দ্বারা জালে ধৃত হইয়া দিয়াবলের ফাঁদ হইতে
উদ্ধার পাইয়া প্রবুদ্ধ হইবে।

৩ কিন্তু ইহা জানিও, শেষ কালে বিষম
সময় উপস্থিত হইবে। কেননা মনুষ্যেরা
আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী,
ধর্ম্মনিন্দক, মাতাপিতার কাছে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ,
৩ অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতে-
৪ ন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সৎবিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক,
দুঃসাহসী, গর্ব্বান্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাস-
৫ প্রিয়, ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি
অস্বীকারকারী হইবে ; তুমি এরূপ লোক হইতেও
৬ পরাঙ্মুখ হও। কেননা এমন কোন কোন লোক
ছলপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া পাপে ভারাক্রান্তা
ও নানাবিধ অভিলাষে চালিতা যে অবলারা
৭ সতত শিক্ষা করে, তথাপি সত্যের তত্ত্বজ্ঞান
পাইতে কখনও সমর্থা হয় না, তাহাদিগকে
৮ বন্দি করিয়া ফেলে। আর যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন
মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ নষ্ট-
বিবেক ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে অপ্রামাণিক এই
৯ লোকেরাও সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে। কিন্তু
অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে না ; কারণ
ইহাদের মূঢ়তা সকলের কাছে ব্যক্ত হইবে, যেরূপ
উহাদেরও হইয়াছিল।
১০ পরন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচারব্যবহার,
সঙ্কল্প, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য্য,
১১ তাড়না, ও দুঃখভোগের অনুশীলন করিয়াছ ;
[তুমি জান,] আন্তিয়খিয়াতে, ইকনিয়ে, লুস্ত্রায়
আমার প্রতি কি কি ঘটিয়াছিল, কি কি তাড়না
সহ্য করিয়াছি ; আর সেই সমস্ত হইতে প্রভু
১২ আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। বাস্তবিক যত
লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ
করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না
১৩ ঘটিবে। কিন্তু দুষ্ট ও বঞ্চকেরা পরের ভ্রান্তি
জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া উত্তর উত্তর
মন্দ হইয়া পড়িবে।
১৪ কিন্তু তুমি যাহা শিখিয়াছ ও যাহার প্রমাণ
জ্ঞাত হইয়াছ, তাহাতেই স্থির থাক ; কেননা
১৫ কাহাদের কাছে শিখিয়াছ তাহা জান। আরও
জান, শিশুকালাবধি সেই পবিত্র শাস্ত্রকলাপ
তুমি জ্ঞাত আছ, যাহা খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস
দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত বিজ্ঞ করিতে
১৬ পারে। যাবতীয় ঈশ্বরনিশ্বসিত শাস্ত্র আবার
শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মি-
১৭ কতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন
ঈশ্বরের লোক পরিপক্ব ও যাবতীয় সৎকর্ম্মের
জন্য সুসজ্জীভূত হয়।

বৃদ্ধ বন্দি পৌলের শেষ কথা।

৪ আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি জীবিত
ও মৃতগণের বিচার করিবেন, সেই খ্রীষ্ট
যীশুর সাক্ষাতে, এবং তাঁহার আবির্ভাব ও
রাজ্যের দিব্য করিয়া তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা
২ দিতেছি ; তুমি বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে
উৎসাহী হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদান-
পূর্ব্বক অনুযোগ কর, ভর্ৎসনা কর, চেতনা দেও।
৩ কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময়ে লোকেরা
নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কাণ-
চুল্‌কানিবিশিষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য আপন
আপন অভিলাষ অনুসারে রাশি রাশি গুরু
৪ ধরিবে, এবং সত্য হইতে কাণ ফিরাইয়া গল্পের
৫ চেষ্টায় বিপথগামী হইবে। কিন্তু তুমি সর্ব্ব-
বিষয়ে প্রবুদ্ধ থাক, দুঃখভোগ স্বীকার কর,
সুসমাচার-প্রচারকের কার্য্য কর, তোমার পরি-
চর্য্যা সম্পন্ন কর।
৬ কেননা সম্প্রতি আমি পেয় নৈবেদ্যের ন্যায়
ঢালা যাইতেছি, এবং আমার প্রস্থানের সময়
৭ আসন্ন হইয়াছে। আমি সেই উত্তম যুদ্ধে
প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ
পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি।

Digitized by Google

৮ অদ্যাবধি আমার নিমিত্ত ধার্ম্মিকতার মুকুট
নিহিত আছে, ধার্ম্মিক বিচারকর্ত্তা প্রভু সেই
দিন আমাকে তাহা দিবেন ; কেবল আমাকে
নয়, বরং যত লোক তাঁহার আবির্ভাব ভাল
বাসিয়াছে, সেই সকলকে দিবেন।
৯ তুমি ত্বরায় আমার কাছে আসিতে যত্ন
১০ কর ; কেননা দীমা এই বর্ত্তমান যুগ ভাল
বাসাতে আমাকে ত্যাগ করিয়া থিষলনীকীতে
গিয়াছে। ক্রীস্কেন্ত গালাতিয়াতে, তীত দাল্মা-
১১ তিয়াতে গমন করিয়াছেন। একা লূক মাত্র
আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করিয়া
আইস, কেননা তিনি পরিচর্য্যাতে আমার বড়
১২ উপকারী। তুখিককে আমি ইফিষে পাঠাই-
১৩ য়াছি। ত্রোয়াতে কার্পের কাছে যে শালখানি
রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা এবং পুস্তক সকল,
বিশেষতঃ চর্ম্মের পুস্তক সকল সঙ্গে করিয়া
১৪ আইস। আলেক্সান্দর কাংস্যকার আমার বিস্তর
অপকার করিয়াছে ; প্রভু তাহার কর্ম্মের সমুচিত
১৫ প্রতিফল তাহাকে দিবেন। তুমিও সেই ব্যক্তি
হইতে সাবধান থাকিও, কেননা সে আমাদের
বাক্যের অত্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছিল।
১৬ আমার প্রথম বার পক্ষসমর্থন কালে কেহ
আমার পক্ষে উপস্থিত হইল না ; সকলে
আমাকে পরিত্যাগ করিল : ইহা তাহাদের
১৭ প্রতি গণিত না হউক। কিন্তু প্রভু আমার নিকটে
দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আমাকে বলবান
করিলেন, যেন আমা দ্বারা প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন
হয়, এবং পরজাতীয় সকল লোক তাহা শুনিতে
পায়, তাহাতে আমি সিংহের মুখ হইতে উদ্ধার
১৮ পাইলাম। প্রভু আমাকে যাবতীয় অপকার
হইতে উদ্ধার করিবেন, এবং আপনার স্বর্গীয়
রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন। যুগে যুগে তাঁহার
মহিমা হউক। আমেন।
১৯ তুমি প্রিস্কাকে ও আক্বিলাকে এবং অনী-
২০ ষিফরের পরিবারকে মঙ্গলবাদ দেও। ইরাস্ত
করিন্থে রহিয়াছেন, এবং ত্রফিম পীড়িত
হওয়াতে আমি তাঁহাকে মিলীতে রাখিয়া
২১ আসিয়াছি। তুমি শীতকালের পূর্ব্বে আসিতে
যত্ন করিও। উবুল, পূদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া এবং
সকল ভ্রাতা তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২২ প্রভু তোমার আত্মার সহবর্ত্তী হউন। অনুগ্রহ
তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

তীতের প্রতি পৌলের পত্র।

মণ্ডলীশাসন সম্বন্ধীয় কথা।

১ পৌল, ঈশ্বরের মনোনীতগণের বিশ্বাস
অনুসারে এবং ভক্তি অনুযায়ী সত্যের তত্ত্ব-
জ্ঞান অনুসারে ঈশ্বরের দাস ও যীশু খ্রীষ্টের
প্রেরিত,—সাধারণ বিশ্বাসের সম্বন্ধে আমার
২ যথার্থ বৎস তীতের সমীপে। উক্ত সত্য সেই
অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত, যাহা মিথ্যাকথনে
অসমর্থ ঈশ্বর অনাদিকালের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা
৩ করিয়াছিলেন, এবং স্বসময়ে আপন বাক্য
ঘোষণাতে ব্যক্ত করিলেন : আমাদের ত্রাণকর্ত্তা
ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই ঘোষণার ভার
৪ আমার নিকটে সমর্পিত হইয়াছে। পিতা ঈশ্বর
এবং আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনু-
গ্রহ ও শান্তি বর্ত্তুক।
৫ আমি তোমাকে এই আশয়ে ক্রীতীতে রাখিয়া
আসিয়াছি, যেন আমার আদেশানুসারে তুমি
অসম্পূর্ণ কার্য্য সকল সম্পূর্ণ কর, এবং প্রত্যেক
৬ নগরে প্রাচীনবর্গকে নিযুক্ত কর। যে ব্যক্তি
অনিন্দনীয় ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, যাহার
সন্তানগণ বিশ্বাসী, নষ্টামি দোষে অপবাদিত বা
৭ অবাধ্য নয়, [সে ঐ পদের যোগ্য]। কেননা ইহা
আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ বলিয়া
অনিন্দনীয় হয় ; স্বেচ্ছাচারী কি আশুক্রোধী কি
মদ্যপানে আসক্ত কি প্রহারক কি কুৎসিত লাভে
৮ লোভী না হইয়া, অতিথিসেবক, সৎপ্রেমিক,
সুবুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও জিতেন্দ্রিয় হয়,
৯ এবং শিক্ষানুরূপ বিশ্বসনীয় বাক্য অবলম্বন করে,
এই প্রকারে যেন সে নিরাময় শিক্ষাতে উপদেশ
দিতে এবং প্রতিকূলবাদীদের দোষ ব্যক্ত করিতে
ক্ষমতাপন্ন হয়।
১০ কারণ অলীক বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক অনেক
অবাধ্য লোক আছে, বিশেষতঃ ত্বক্‌ছেদীদের
১১ মধ্যে আছে ; তাহাদের মুখ বন্ধ করা আবশ্যক।
তাহারা কুৎসিত লাভের আশয়ে অনুপযুক্ত শিক্ষা
দিয়া কখন কখন সমস্ত গৃহ উম্মূলন করে।
১২ তাহাদের এক জন স্বদেশীয় ভাববাদী বলিয়াছে,
“ক্রীতীয়েরা নিয়ত মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু,

Digitized by Google

১৩ অলস পেটুক।" এই সাক্ষ্য সত্য; তজ্জন্য তুমি
তাহাদিগকে উগ্রভাবে অনুযোগ কর; তাহারা
১৪ যেন বিশ্বাসে নিরাময় হয়, যিহুদীয় গল্পে ও
সত্য হইতে পরাঙ্মুখ মনুষ্যদের আজ্ঞায় মনো-
১৫ যোগ না করে। শুচিগণের জন্য সকলই শুচি;
কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসীদের জন্য কিছুই শুচি
নয়, বরং তাহাদের মন ও সংবেদ উভয়ই কলুষিত
১৬ হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরকে জানি, ইহা তাহারা
বাক্যে স্বীকার করে, কিন্তু কার্য্যে অস্বীকার করে;
তাহারা ঘৃণাস্পদ ও অবাধ্য এবং যাবতীয় সৎ-
ক্রিয়ার জন্য অকর্ম্মণ্য।

২ কিন্তু তুমি নিরাময় শিক্ষার উপযুক্ত কথা
কহ। বৃদ্ধদিগকে [বল,] যেন তাহারা মিতা-
চারী, ধীর, সুবুদ্ধি, এবং বিশ্বাসে, প্রেমে, ধৈর্য্যে
৩ নিরাময় হয়। সেইরূপ প্রাচীনাদিগকে [বল],
যেন তাহারা আচারব্যবহারে ভক্তশীলা, অপ-
বাদিকা কি বহুমদ্যের দাসী না হইয়া সুশিক্ষা-
৪ দায়িনী হয়; যেন যুবতীদিগকে পতিপ্রিয়া,
৫ সন্তানপ্রিয়া, সুবুদ্ধি, সতী, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা,
সুশীলা, ও আপন আপন স্বামীর বশীভূতা কর-
ণার্থে সুবোধ করিয়া তুলে, যেন ঈশ্বরের বাক্য
নিন্দিত না হয়।

৬ সেইরূপ তুমি যুবকদিগকে সুবোধ হইতে
৭ আদেশ কর। আর আপনি সর্ব্ববিষয়ে সৎক্রিয়ার
৮ আদর্শ হও, শিক্ষাতে অবিকার্য্যতা, ধীরতা, এবং
অদূষ্য নিরাময় বাক্য প্রদর্শন কর; যেন বিপক্ষ
আমাদের অখ্যাতি করিবার সূত্র না পাওয়াতে
লজ্জিত হয়।

৯ দাসগণকে [বল], যেন তাহারা আপন আপন
স্বামীর বশীভূত ও সর্ব্ববিষয়ে প্রীতির যোগ্য
১০ হয়, প্রতীবাদ না করে, কিছুই আত্মসাৎ না করে,
কিন্তু যাবতীয় উত্তম বিশ্বস্ততা দেখায়; [এই
প্রকারে] যেন সর্ব্ববিষয়ে তাহারা আমাদের
ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের শিক্ষা ভূষিত করে।

১১ কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছে,
তাহা যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি পরিত্রাণাবহ, এবং
১২ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে, যেন আমরা
ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বী-
কার করিয়া সুবোধ, ধার্ম্মিক ও ভক্ত ভাবে এই
১৩ বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি, এবং পরমধন্য
আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা
যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাবের অপেক্ষা
১৪ করি। তিনি আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্ম
হইতে মুক্ত করণার্থে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্‌যোগী
আপনার নিজস্ব প্রজাকে শুচি করণার্থে আমা-
দের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

১৫ তুমি এই সকল কথা বলিয়া সম্পূর্ণ ক্ষমতার
সহিত উপদেশ দেও ও অনুযোগ কর; তোমাকে
তুচ্ছ করিতে কাহাকেও দিও না।

৩ তুমি তাহাদিগকে ইহা স্মরণ করাও, যেন
তাহারা আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের বশীভূত, বাধ্য
২ ও যাবতীয় সৎক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কাহারও
নিন্দা না করে, নির্ব্বিরোধ ও ক্ষান্তশীল হইয়া
সকল মনুষ্যের কাছে সর্ব্ববিধ মৃদুতা দেখায়।

৩ কেননা পূর্ব্বে আমরাও নির্ব্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত,
নানাবিধ কু-অভিলাষের ও সুখভোগের দাস,
হিংসাতে ও মাৎসর্য্যে কালক্ষেপক, ঘৃণার্হ ও
৪ পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম। কিন্তু যখন আমাদের
ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতি
৫ প্রতি প্রেম আবির্ভূত হইল, তখন তিনি আমা-
দের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানু-
সারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনী-
করণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন,
৬ বস্তুতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমা-
দের উপরে বাহুল্যরূপে সেই আত্মাকে ঢালিয়া
৭ দিলেন; যেন তাঁহারই অনুগ্রহে ধার্ম্মিকীকৃত
হইয়া আমরা অনন্ত জীবনের প্রত্যাশানুসারে
৮ দায়াধিকারী হই। এই কথা বিশ্বসনীয়: এবং
এই সকল বিষয়ে তুমি দৃঢ়নিশ্চয়তায় কথা বল,
ইহা আমার মানস; যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী
হইয়াছে, তাহারা যেন সৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার
চিন্তা করে; এই সকল বিষয় মনুষ্যদের পক্ষে
৯ উত্তম ও ফলদায়ক। কিন্তু তুমি মূঢ়তার সকল
বিতণ্ডা, বংশাবলি, বিবাদ এবং ব্যবস্থাবিষয়ক
বাগ্‌যুদ্ধ হইতে দূরে থাক; কেননা তাহা নিষ্ফল
১০ ও অলীক। দলভেদী মনুষ্যকে দুই এক বার
১১ চেতনা দিবার পর অগ্রাহ্য কর; জানিও, এমন
ব্যক্তি বিকারপ্রাপ্ত; এবং সে পাপ করে, আপনি
আপনাকেই দোষী করে।

১২ আমি তোমার নিকটে আর্ত্তিমাকে কিম্বা
তুখিককে প্রেরণ করিলে তুমি নীকপলিতে আমার
কাছে আসিতে যত্নবান হইও; কেননা সেই
স্থানে আমি শীতকাল যাপন করিতে স্থির করি-
১৩ য়াছি। ব্যবস্থাবেত্তা সীনার এবং আপল্লোর
যাহাতে কোন বিষয়ের অভাব না হয়, এরূপে
১৪ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রস্থাপন করিও। আর
আমাদের লোকেরাও যেন ফলহীন হইয়া না
পড়ে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় উপকারার্থে সৎকার্য্যে
ব্যাপৃত হইতে অভ্যাস করুক।

১৫ আমার সঙ্গীরা সকলে তোমাকে মঙ্গলবাদ
করিতেছেন। যাঁহারা বিশ্বাসের অধীনে আমা-
দিগকে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ
দেও। অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী
হউক।

Digitized by Google

ফিলীমনের প্রতি পৌলের পত্র।

ওনীষিমঃ নামক দাসের জন্য
নিবেদন।

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি, এবং ভ্রাতা তীম-
থিয়,—আমাদের প্রেমের পাত্র ও সহকারী
২ ফিলীমন, আপ্পিয়া ভগিনী ও আমাদের সহ-
সেনা আর্খিপ্প এবং তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলী
৩ সমীপেষু। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক।
৪ আমি আমার প্রার্থনাকালে তোমার নাম
উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ
৫ করিতেছি, কেননা প্রভু যীশুর প্রতি ও সকল
পবিত্র লোকের প্রতি তোমার যে প্রেম ও বিশ্বাস
আছে, তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি।
৬ তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান যাবতীয় উত্তম বিষ-
য়ের জ্ঞানে যেন তোমার বিশ্বাসের সহভাগিতা
খ্রীষ্টের উদ্দেশে কার্য্যসাধক হয় [এই প্রার্থনা
৭ করিতেছি]। কারণ, তোমার প্রেমে আমি
অনেক আনন্দ ও আশ্বাস পাইয়াছি, কারণ, হে
ভ্রাতঃ, তোমা দ্বারা পবিত্রগণের হৃদয় আপ্যা-
য়িত হইয়াছে।
৮ অতএব যাহা উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে তোমাকে
আজ্ঞা দিতে যদ্যপি খ্রীষ্টে আমার সম্পূর্ণ সাহস
৯ আছে, তথাপি আমি ঈদৃশ ব্যক্তি, সেই পৌল,
বৃদ্ধ এবং সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি বলিয়া প্রেম
১০ প্রযুক্ত বরং বিনতি করিতেছি; আমি নিজ
বৎসের পক্ষে, এই বন্ধনদশাতে যাহাকে জন্ম
দিয়াছি, সেই ওনীষিমের পক্ষে তোমাকে বিনতি
১১ করিতেছি। সে পূর্ব্বে তোমার অনুপযোগী ছিল,
কিন্তু সম্প্রতি তোমার ও আমার, উভয়ের উপ-
১২ যোগী। তাহাকেই আমি তোমার কাছে ফিরিয়া
১৩ পাঠাইলাম; সে আমার প্রাণতুল্য। সুসমাচার-
ঘটিত আমার বন্ধনদশাতে তোমার পরিবর্ত্তে
সে যেন আমার পরিচর্য্যা করে, এই জন্য আমি
আপনার নিকটে তাহাকে রাখিবার মানস করি-
১৪ তাম। কিন্তু তোমার সম্মতি বিনা কিছু করিতে
ইচ্ছা করিলাম না, তোমার সৌজন্য যেন
আবশ্যকতার ফল না হইয়া স্ব ইচ্ছার ফল হয়।
১৫ কারণ হয় ত সে এই হেতুই কিয়ৎকালের নিমিত্ত
পৃথক্‌কৃত হইয়াছিল, যেন তুমি অনন্তকালের
১৬ জন্য তাহাকে পাও; পুনরায় দাসের ন্যায়
পাও, তাহা নয়, কিন্তু দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ব্যক্তির, প্রিয় ভ্রাতার ন্যায়; বিশেষরূপে আমার
প্রিয়, এবং মাংসের ও প্রভুর, উভয়ের সম্বন্ধে
১৭ তোমার কত অধিক প্রিয়! অতএব যদি আমাকে
সহভাগী জ্ঞান, তবে আমার তুল্য বলিয়া
১৮ তাহাকে গ্রহণ করিও। আর যদি সে তোমার
কোন অন্যায় করিয়া থাকে, কিম্বা তোমার কিছু
ধারে, তবে তাহা আমার বলিয়া গণ্য কর;
১৯ আমি পৌল স্বহস্তে ইহা লিখিলাম; আমি
পরিশোধ করিব—তুমি যে আমার কাছে
ঋণবৎ আপনাকেও ধার, তোমাকে এ কথা যেন
২০ আমার বলিতে না হয়। হাঁ, ভ্রাতঃ, প্রভুতে
তোমা হইতে আমার লাভ হউক; তুমি খ্রীষ্টে
২১ আমার প্রাণ জুড়াও। তোমার আজ্ঞাবহতায়
দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত তোমাকে লিখিলাম;
এবং যাহা বলিলাম, তুমি তদপেক্ষাও অধিক
২২ করিবে, ইহা জানি। কিন্তু একেবারে আমার
জন্য বাসাও প্রস্তুত করিয়া রাখিও, কেননা
প্রত্যাশা করিতেছি যে, তোমাদের প্রার্থনার
ফলস্বরূপে তোমাদিগকে দত্ত হইব।
২৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দি যে ইপাফ্রা,
২৪ এবং আমার সহকারিগণ যে মার্ক, আরিষ্টার্খ,
দীমা ও লূক, ইঁহারা তোমাকে মঙ্গলবাদ
২৫ করিতেছেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

Digitized by Google

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র।

স্বর্গদূতগণ ও মোশি অপেক্ষা যীশুর মহত্ত্ব।

১ ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে
ভাববাদিগণেতে পিতৃলোকদিগকে কথা
২ বলিয়া, এই শেষ কালে পুত্র দ্বারা আমাদিগকে
বলিয়াছেন। তিনি ইঁহাকেই সর্ব্বাধিকারী দায়াদ
করিয়াছেন, এবং ইঁহারই দ্বারা যুগকলাপের
৩ রচনাও করিয়াছেন। ইনি তাঁহার প্রতাপের
প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরা-
ক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্ত্তা হইয়া পাপ
ক্ষালন করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে
৪ উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা তিনি যে
পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের অধিকার পাইয়াছেন,
৫ সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। ফলতঃ ঈশ্বর ঐ
দূতগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ সময়ে বলিয়াছেন,

"তুমি আমার পুত্র,
আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়াছি,"

আবার, "আমি তাঁহার পিতা হইব, ও তিনি
৬ আমার পুত্র হইবেন"? আর প্রথমজাতকে
জগতে পুনরানয়ন কালে তিনি কহেন, "ঈশ্বরের
৭ সকল দূত ইঁহার ভজনা করুক।" অধিকন্তু
দূতগণের বিষয়ে তিনি কহেন,

"তিনি আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ করেন,
আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন।"

৮ কিন্তু পুত্রের বিষয়ে [তিনি কহেন],
"হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী;
ও সারল্যের দণ্ডই তোমার রাজদণ্ড।
৯ তুমি ধর্ম্মকে প্রেম, ও দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়াছ;
এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভি-
ষিক্ত করিয়াছেন,
তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে
আনন্দ-তৈলে।"
১০ আরও
"হে প্রভো, তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন
করিয়াছ,
গগনমণ্ডলও তোমার হস্তের রচনা।
১১ তাহারা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য
থাকিবে;
সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে,
১২ তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় সে সকল জড়াইবে,
আর বস্ত্রের ন্যায় সে সমস্তের পরিবর্ত্তন হইবে;
কিন্তু তুমি যে সেই আছ,
এবং তোমার বৎসরচয় কখনও শেষ হইবে না।"
১৩ আর তিনি দূতগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ সময়ে
বলিয়াছেন,
"তুমি আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার
পাদপীঠ না করি"?
১৪ যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, ঐ দূতেরা
সকলে তাহাদের কারণ পরিচর্য্যার্থে প্রেরিত
সেবাকারী আত্মা কি নহেন?

২ অতএব অধিক আগ্রহের সহিত শ্রুত বাক্যে
মনোযোগ করা আমাদের উচিত, পাছে কোন
ক্রমে [ঘাটছাড়া হইয়া] ভাসিয়া যাই।
২ কেননা দূতগণ দ্বারা কথিত বাক্য যদি দৃঢ় হইল,
এবং কোন প্রকারে তাহা লঙ্ঘন করিলে কিম্বা
তাহার অবাধ্য হইলে যদি ন্যায়সিদ্ধ প্রতিফল
৩ দত্ত হইল, তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অব-
হেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব?
ইহা ত প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা
শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে
৪ দৃঢ়ীকৃত হইল। ঈশ্বরও আপন ইচ্ছানুসারে
সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিজ্ঞান, অদ্ভুত লক্ষণ ও বহু-
রূপ পরাক্রমকার্য্য এবং পবিত্র আত্মার [বর]
বিতরণ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করিতেন।
৫ বাস্তবিক যে ভাবী জগতের কথা আমরা কহি-
তেছি, তাহা তিনি দূতগণের অধীন করেন নাই।
৬ বরং কোন স্থানে কেহ প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন,
"মর্ত্ত্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর?
বা মনুষ্যসন্তান কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর?
৭ তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্প [মাত্র]
ন্যূন করিয়াছ,
প্রতাপ ও গৌরব-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ;
এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে
স্থাপন করিয়াছ;
৮ সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।"
বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার
অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু
এখনও আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখি-
৯ তেছি না। পরন্তু দূতগণ অপেক্ষা যিনি অল্প
[মাত্র] ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ
যীশুকে দেখিতেছি; তিনি মৃত্যুভোগ হেতু
প্রতাপ ও] গৌরব-মুকুটে বিভূষিত হইয়াছেন,

Digitized by Google

যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্ত মৃত্যুর
আস্বাদ গ্রহণ করেন।
১০ কেননা যাঁহার কারণ সকলই ও যাঁহার দ্বারা
সকলই হইয়াছে, তিনি অনেক পুত্রকে প্রতাপে
আনয়নকালে যে তাহাদের পরিত্রাণের আদি-
কর্ত্তাকে দুঃখভোগ দ্বারা সিদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার
১১ উপযুক্ত ছিল। কারণ যিনি পবিত্র করেন ও
যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, সকলে এক হইতে [উৎ-
পন্ন]; এই হেতু তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা
১২ বলিতে লজ্জিত নহেন। তিনি বলেন,
"আমি আপন ভ্রাতৃগণের কাছে তোমার নাম
প্রচার করিব,
মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।"
১৩ পুনশ্চ, "আমি তাঁহারই শরণাপন্ন থাকিব।"
পুনশ্চ, "দেখ, আমি এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাকে
১৪ দত্ত সন্তানগণ।" ভাল, সেই সন্তানগণ রক্ত-
মাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ
তাহার ভাগী হইলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর
কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তি-
১৫ হীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন
দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।
১৬ কারণ তিনি ত দূতগণের সাহায্য করেন না, কিন্তু
১৭ অব্রাহামের বংশের সাহায্য করিতেছেন। অত-
এব সর্ব্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের সদৃশ হওয়া
তাঁহার উচিত ছিল, যেন প্রজাদের পাপের
প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তিনি ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে
১৮ দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন। কেননা আপনি
পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করাতে তিনি পরী-
ক্ষিতগণের সাহায্য করিতে সমর্থ আছেন।

৩ অতএব, হে স্বর্গীয় আহ্বানের অংশী পবিত্র
ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞার
প্রেরিত ও মহাযাজকের প্রতি অর্থাৎ যীশুর প্রতি
২ দৃষ্টি রাখ; তিনি আপন নিয়োগকর্ত্তার কাছে
বিশ্বস্ত ছিলেন, যেমন মোশিও তাঁহার সমস্ত
৩ গৃহের মধ্যে ছিলেন। বস্তুতঃ গৃহের সংস্থাপক
যে পরিমাণে গৃহ অপেক্ষা অধিক সমাদর পান,
সেই পরিমাণে ইনি মোশি অপেক্ষা অধিক
৪ গৌরবের যোগ্যপাত্র হইয়াছেন। কেননা প্রত্যেক
গৃহ কাহারও দ্বারা সংস্থাপিত হয়; কিন্তু যিনি
সকলই সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর।
৫ আর মোশি তাঁহার সমস্ত গৃহের মধ্যে সেবক-
বৎ বিশ্বস্ত ছিলেন, যাহা যাহা পরে বক্তব্য
ছিল, সেই সকলের বিষয় সাক্ষ্য দানার্থেই
৬ ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁহার গৃহের উপরে
পুত্রবৎ [বিশ্বস্ত]; আর তাঁহার গৃহ আম-
রাই, যদি আমরা আপনাদের সাহস ও আপনা-
দের প্রত্যাশার শ্লাঘা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে
ধারণ করি।

বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের আবশ্যকতা।

৭ অতএব, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন,
"অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর,
৮ তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না, যেমন
সেই বিদ্রোহের স্থানে,
যেমন প্রান্তরের মধ্যে সেই পরীক্ষার দিবসে
করিয়াছিলে;
৯ তথায় তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার বিষয়ে
বিচার করিয়া আমার পরীক্ষা লইল,
এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার কার্য্য দেখিল;
১০ তজ্জন্য আমি এই জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট
হইলাম,
কহিলাম, ইহারা সর্ব্বদা চিত্তে ভ্রান্ত হয়;
পরন্তু তাহারা আমার পথ জ্ঞাত হইল না;
১১ আমি ক্রোধে এই শপথ করিলাম,
ইহারা মম বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না।"
১২ হে ভ্রাতৃগণ, সাবধান, জীবন্ত ঈশ্বর হইতে অপ-
সরণে [প্রবৃত্ত] অবিশ্বাসের দুষ্ট হৃদয় যেন
তোমাদের কাহারও মধ্যে পাওয়া না যায়।
১৩ বরং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পাপের প্রতার-
ণায় কঠিনীভূত না হয়, এই নিমিত্ত অদ্য নামে
আখ্যাত সময় যাবৎ থাকে, তাবৎ দিন দিন
১৪ পরস্পর চেতনা দেও। কেননা আমরা খ্রীষ্টের
ভাগী হইয়াছি, যদি আদি হইতে আমাদের
নিশ্চয়জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ করি।
১৫ ইহা ত উক্ত আছে,
"অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর,
তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না,
যেমন সেই বিদ্রোহের স্থানে।"
১৬ বল দেখি, কাহারা শুনিয়া বিদ্রোহ করিয়া-
ছিল? মোশি দ্বারা মিসর হইতে আনীত সমস্ত
১৭ লোক কি নয়? কাহাদের প্রতিই বা তিনি
চল্লিশ বৎসর অসন্তুষ্ট ছিলেন? কি সেই পাপ-
কারীদের প্রতি নয়, যাহাদের শব প্রান্তরে পতিত
১৮ হইল? আর "ইহারা আমার বিশ্রামস্থানে
প্রবেশ করিবে না," এই যে শপথ তিনি করিয়া-
ছিলেন, ইহাই বা কাহাদের বিরুদ্ধে? অবাধ্য-
১৯ দের বিরুদ্ধে কি নয়? ইহাতে আমরা দেখিতে
পাইতেছি, অবিশ্বাস প্রযুক্তই তাহারা প্রবেশ
করিতে পারিল না।

৪ অতএব আমাদের সভয় থাকা উচিত,
পাছে তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হইবার
প্রতিজ্ঞা থাকিয়া গেলেও এমন বোধ হয় যে,
তোমাদের কেহ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।
২ কেননা আমাদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত
হইয়াছে বটে, যেরূপ উহাদের নিকটেও হইয়া-
ছিল, তথাপি সেই শ্রুত বাক্যে উহাদের কোন

Digitized by Google

ফল দর্শিল না, কারণ শ্রোতাদের কাছে তাহা
৩ বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল না। এই জন্য,
বিশ্বাস করিয়াছি যে আমরা, আমরা সেই
বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে পাই; যেমন তিনি
বলিয়াছেন,

"আমি ক্রোধে এই শপথ করিলাম,
ইহারা মম বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না।"

তাঁহার কর্ম্ম ত জগতের পত্তনাবধি সমাপ্ত
৪ ছিল। কেননা এক স্থানে তিনি সপ্তম দিনের
বিষয়ে বলিয়াছিলেন, "এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর
আপনার সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"
৫ পুনশ্চ এই স্থানে তিনি কহেন,
"ইহারা মম বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না।"
৬ ভাল, তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রবেশ
করা বাকী রহিয়াছে, পরন্তু যাহাদের নিকটে
সুসমাচার অগ্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারা
অবাধ্যতা প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পায় নাই।
৭ এই জন্য তিনি পুনরায় এক দিন নিরূপণ
করিয়া বলেন, "অদ্য,"—অর্থাৎ এত কালের
পর, দায়ূদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতে কহেন,

"অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর,
তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না।"

৮ বস্তুতঃ যিহোশূয় যদি তাহাদিগকে বিশ্রাম
দিতেন, তবে [ঈশ্বর] তৎপরে অন্য দিনের কথা
৯ কহিতেন না। সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত
১০ বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে। ফলতঃ
যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হইল, সে
আপনার সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে
পাইল, যেরূপ ঈশ্বর আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম
১১ করিয়াছিলেন। অতএব আইস, আমরা সেই
বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে যত্ন করি; কেহ
যেন অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত
১২ না হয়। কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্য-
সাধক, এবং যাবতীয় দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ,
এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের
বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও
১৩ বিবেচনার বিচারক; আর তাঁহার দৃষ্টি হইতে
কোন সৃষ্ট বস্তু লুক্কায়িত নয়; কিন্তু যাঁহার
কাছে আমাদিগকে নিকাশ দিতে হইবে, তাঁহার
চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে।
১৪ অতএব, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া অগ্রসর হইয়া-
ছেন, এমন মহান ব্যক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র
যীশু আমাদের মহাযাজক আছেন বলিয়া
আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ
১৫ করি। কেননা আমরা যে মহাযাজককে পাই-
য়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে
দুঃখিত হইতে অসমর্থ নহেন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে
আমাদের ন্যায়, [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত
১৬ হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা সাহস-
পূর্ব্বক অনুগ্রহ-সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত
হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী
উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।

প্রভু যীশুর মহাযাজকত্ব পদ।

৫ বস্তুতঃ প্রত্যেক মহাযাজক মনুষ্যদের মধ্য
হইতে গৃহীত হইয়া মনুষ্যদের পক্ষে
ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে নিযুক্ত হন, যেন পাপ-
২ নিমিত্তক উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করেন। তিনি
অজ্ঞান ও ভ্রান্ত সকলের প্রতি কোমল ব্যবহার
করিতে সমর্থ, কারণ তিনি আপনি দুর্ব্বলতায়
৩ বেষ্টিত; এবং সেই দুর্ব্বলতা হেতু যেমন প্রজা-
গণের জন্য, তেমনি আপনার জন্য ও পাপ-
নিমিত্তক নৈবেদ্য উৎসর্গ করা তাঁহার অবশ্য
কর্ত্তব্য।
৪ আর, কেহ আপনার জন্য সেই সমাদর
লয় না, কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত হইয়াই তাহা
পায়; হারোণও সেই প্রকারে [তাহা পাইয়া-
৫ ছিলেন]। তদ্রূপ খ্রীষ্টও মহাযাজক হইবার
নিমিত্ত আপনি আপনাকে গৌরবান্বিত করি-
লেন না, কিন্তু [ঈশ্বর,] যিনি তাঁহাকে কহিলেন,

"তুমি আমার পুত্র,
আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়াছি।"

৬ তদ্রূপ অন্য গীতেও তিনি কহেন,

"মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে তুমি অনন্ত-
কালীয় যাজক।"

৭ মাংসে প্রবাসকালে [খ্রীষ্ট] প্রবল আর্ত্তনাদ
ও অশ্রুপাতপূর্ব্বক তাঁহারই নিকটে বিনতি ও
সাধ্যসাধনা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু
হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ, এবং আপন
৮ ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর পাইলেন; যদ্যপি তিনি
পুত্র ছিলেন, তথাপি দুঃখভোগ দ্বারা আজ্ঞা-
৯ বহতা শিক্ষা করিলেন; এবং সিদ্ধ হইয়া
আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের
১০ কারণ হইলেন; ঈশ্বর কর্ত্তৃক মল্কীষেদকের রীতি
অনুযায়ী মহাযাজক বলিয়া অভিভাষিত
হইলেন।
১১ তাঁহার বিষয়ে আমাদের অনেক কথা আছে,
তাহার অর্থ ব্যক্ত করা দুষ্কর, কারণ তোমরা
১২ শ্রবণে শিথিল হইয়াছ। বস্তুতঃ এত কালে
মধ্যে শিক্ষাগুরু হওয়া তোমাদের উচিত ছিল,
কিন্তু আবার কেহ যে তোমাদিগকে ঈশ্বরীয়
বচনকলাপের আদিম কথার অক্ষরমালা শিক্ষা
দেয়, ইহা তোমাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে;
এবং তোমরা এমন লোক হইয়া পড়িয়াছ,
যাহাদের দুগ্ধে প্রয়োজন, কঠিন দ্রব্যে নয়।

Digitized by Google

১৩ কেননা যে কেহ দুগ্ধপোষ্য, সে ত ধার্ম্মিকতার
১৪ বাক্যে অভ্যস্ত নয় ; কারণ সে শিশু । কিন্তু
কঠিন দ্রব্য সেই সিদ্ধবয়স্কদেরই খাদ্য, অভ্যাস
প্রযুক্ত যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সদসদ্বিষয়ের
বিচারণে পটু হইয়াছে ।

৬ অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্টবিষয়ক
আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায়
অগ্রসর হই ; মৃত ক্রিয়া হইতে মনঃপরিবর্ত্তন,
২ ও ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস, নানা বাপ্তিস্ম,
হস্তার্পণ, মৃতগণের পুনরুত্থান ও অনন্তকালার্থক
বিচার সম্বন্ধীয় শিক্ষা, পুনর্ব্বার এই সকলের
৩ [কথারূপ] ভিত্তিমূল স্থাপন না করি । ঈশ্বরের
৪ অনুমতি হইলে তাহাই করিব । বস্তুতঃ যাহারা
একবার দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ও স্বর্গীয় দানের
রসাস্বাদন করিয়াছে, ও পবিত্র আত্মার ভাগী
৫ হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের মঙ্গলবাক্যের ও ভাবী
যুগের নানা পরাক্রমের রসাস্বাদন করিয়াছে,
৬ পরে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, মনঃপরিবর্ত্তনার্থে
আবার তাহাদিগকে নূতন করিতে পারা যায়
না ; এমন ব্যক্তিরা আপনাদের জন্য ঈশ্বরের
পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয় ও প্রকাশ্য নিন্দাস্পদ
৭ করে । কারণ যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃ
পুনঃ পতিত বৃষ্টি পান করিয়াছে, আর যাহাদের
নিমিত্ত উহা চাস করা গিয়াছে, তাহাদের জন্য
উপযুক্ত ওষধি উৎপন্ন করে, তাহা ঈশ্বরদত্ত
৮ আশীর্ব্বাদের ভাগী হয় ; কিন্তু যদি শ্যাকুলাদি
কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন করে, তবে তাহা অকর্ম্মণ্য ও
শাপের সমীপবর্ত্তী ; জ্বলনই তাহার পরিণাম ।

৯ পরন্তু, হে প্রিয়েরা, যদ্যপি আমরা এইরূপ
বলিতেছি, তথাপি তোমাদের বিষয়ে এমন দৃঢ়
প্রত্যয় করিতেছি যে, তোমাদের অবস্থা ইহা
১০ অপেক্ষা ভাল এবং পরিত্রাণ সহযুক্ত । কেননা
ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন ; তোমাদের পরিশ্রম,
এবং তোমরা পবিত্রগণের যে পরিচর্য্যা করিয়াছ
ও এখনও করিতেছ, তদ্দ্বারা তাঁহার নামের প্রতি
প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম তিনি বিস্মৃত হইবেন
১১ না । কিন্তু আমাদের মনোবাঞ্ছা এই, যেন
তোমাদের প্রত্যেক জন শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাশার
১২ পূর্ণতার নিমিত্ত সেই যত্ন দেখাও ; তোমরা
যেন শিথিল না হও, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস
ও চিরসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞাকলাপরূপ দায়াং-
শের অধিকারী, তাহাদের অনুকারী যেন হও ।

১৩ কেননা ঈশ্বর যখন অব্রাহামের নিকটে
প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির
নামে শপথ করিতে না পারাতে আপনারই
১৪ নামে শপথ করিলেন, কহিলেন, "আমি অবশ্য
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তোমার অতি-
১৫ শয় বংশবৃদ্ধি করিব ।" আর এইরূপে তিনি
ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহিষ্ণুতা করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হই-
১৬ লেন । ফলতঃ মনুষ্যেরা ত মহত্তর ব্যক্তির নাম
লইয়া শপথ করে ; এবং দৃঢ়ীকরণার্থে শপথই
১৭ তাহাদের যাবতীয় প্রতিকূলবাদের অন্তক । এই
জন্য প্রতিজ্ঞারূপ দায়াংশের অধিকারীদিগকে
আপন মন্ত্রণার অপরিবর্ত্তনীয়তা আরও অতি-
রিক্তরূপে দেখাইবার মানসে ঈশ্বর শপথের
১৮ প্রয়োগ দ্বারা মধ্যস্থানী করিলেন ; যে ব্যাপারে
মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন অপরি-
বর্ত্তনীয় দুই ব্যাপার দ্বারা আমরা—যাহারা
সম্মুখস্থ প্রত্যাশা ধরিবার জন্য শরণার্থে
পলায়ন করিয়াছি—আমরা যেন দৃঢ় আশ্বাস
১৯ প্রাপ্ত হই । আমাদের লব্ধ সেই প্রত্যাশা আত্মার
লঙ্গরস্বরূপ, তাহা অটল ও দৃঢ়, ও তিরস্করিণীর
২০ ভিতরে যায় । আর সেই স্থানে অগ্রগামী হইয়া
যীশু আমাদের নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছেন,
মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী অনন্তকালীয় মহা-
যাজক হইয়াছেন ।

৭ সেই যে মল্কীষেদক শালেমের রাজা ও
পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, যিনি,
অব্রাহাম যখন রাজাদিগের সংহার হইতে
ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া-
২ ছিলেন, এবং যাঁহাকে অব্রাহাম সমস্তের দশ-
মাংশ দিয়াছিলেন, প্রথমে তাঁহার নামের তাৎ-
পর্য্য ব্যক্ত করিলে তিনি ধার্ম্মিকতার রাজা, পরে
৩ শালেমের রাজা অর্থাৎ শান্তিরাজও হন ; তাঁহার
পিতা কি মাতা কি পূর্ব্বপুরুষাবলি, কি আয়ুর
আদি কি জীবনের অন্ত নাই ; কিন্তু তিনি
ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত ; তিনি নিত্যই যাজক
থাকেন ।

৪ বিবেচনা করিয়া দেখ, পিতৃকুলপতি অব্রাহাম
উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য লইয়া যাঁহাকে দশমাংশ
৫ দান করিয়াছিলেন, তিনি কেমন মহান্ । আর
লেবির সন্তানদের মধ্যে যাহারা যাজকত্ব প্রাপ্ত
হয়, তাহারা ব্যবস্থানুসারে প্রজাবৃন্দের অর্থাৎ
নিজ ভ্রাতৃগণের কাছে, হাঁ, অব্রাহামের কটি
হইতে উৎপন্ন লোকদের কাছে দশমাংশ গ্রহণ
৬ করিবার বিধি পাইয়াছে । কিন্তু ঐ যে ব্যক্তি
তাহাদের বংশজাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহেন, তিনি
অব্রাহাম হইতে দশমাংশ লইয়াছিলেন, এবং
প্রতিজ্ঞাকলাপের সেই অধিকারীকেই আশীর্ব্বাদ
৭ করিয়াছিলেন । ক্ষুদ্রতর পাত্র গুরুতর পাত্র
কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, এই কথা ত যাব-
৮ তীয় প্রতীবাদের বহির্ভূত । আর এই স্থলে
মরণশীল মনুষ্যেরাই দশমাংশ গ্রহণ করে, কিন্তু
ঐ স্থলে যিনি [তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন],
তাঁহার বিষয়ে এমন সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে,

Digitized by Google

৯ তিনি জীবনবিশিষ্ট। অপিচ ইহাও বলিলে
বলা যাইতে পারে যে, দশমাংশগ্রাহী লেবি
১০ আপনি অব্রাহামের দ্বারা দশমাংশ দিয়াছেন,
কারণ যৎকালে মল্কীষেদক তাঁহার পিতার
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তৎকালে লেবি পিতার
কটিতে ছিলেন।
১১ ভাল, যে যাজকত্বের অধীনে প্রজাবৃন্দ ব্যবস্থা
পাইয়াছিল, সেই লেবীয় যাজকত্ব দ্বারা যদি
সিদ্ধি সম্ভব হইত, তবে আবার মল্কীষেদকের
রীতি অনুসারে অন্যবিধ এক যাজকের উৎপন্ন
হইবার, এবং তিনি হারোণের রীতি অনুযায়ী
১২ নহেন, ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? কেননা
যাজকত্ব পরিবর্ত্তিত হইলে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন
১৩ হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল কথা যাঁহার উদ্দেশে
বলা যায়, তিনি ত অন্যবিধ বংশভুক্ত; সেই
বংশের মধ্যে যজ্ঞবেদির সেবাধিকারী কেহই
১৪ ছিল না। ফলতঃ আমাদের প্রভু যিহূদা হইতে
উদিত হইয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট; কিন্তু সেই
বংশের উদ্দেশে মোশি যাজকদিগের বিষয়ে
১৫ কিছুই বলেন নাই। [আমাদের কথা] আরও
অধিক স্পষ্ট প্রমাণসিদ্ধ, যদি মল্কীষেদকের
সাদৃশ্য অনুযায়ী অন্যবিধ এক যাজক উৎপন্ন
১৬ হন, যিনি মাংসিক বিধির নিয়মানুসারে না
হইয়া অলোপ্য জীবনের শক্তি অনুসারে
১৭ [যাজক] হইয়াছেন। কেননা তিনি এই সাক্ষ্য
প্রাপ্ত হইতেছেন,
"মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে তুমি অনন্ত-
কালীয় যাজক।"
১৮ কারণ এক পক্ষে পূর্ব্বকার বিধির দুর্ব্বলতা ও
১৯ নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ হইতেছে—কেননা
ব্যবস্থা কিছুই সিদ্ধ করে নাই—পক্ষান্তরে এমন
এক শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা আনা হইতেছে, যদ্দ্বারা
আমরা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হই।
২০ অধিকন্তু [যীশুর যাজকত্বপ্রাপ্তি] বিনা শপথে
হয় নাই। উহারা ত বিনা শপথে যাজক হইয়া
২১ আসিতেছে; কিন্তু ইনি শপথ সহকারে তাঁহা-
রই দ্বারা [নিযুক্ত], যিনি তাঁহাকে কহিলেন,
"প্রভু এই শপথ করিলেন, ও তাহা অন্যথা
করিবেন না,
তুমি অনন্তকালীয় যাজক।"
২২ অতএব যীশু এরূপ মহৎ বিষয়ে উৎকৃষ্টতর
নিয়মের প্রতিভূ হইয়াছেন।
২৩ আর উহারা অনেক যাজক হইয়া উঠিয়াছে,
কারণ মৃত্যু উহাদিগকে চিরকাল থাকিতে দেয়
২৪ না। কিন্তু ইনি অনন্তকালস্থায়ী, তাই অপরি-
২৫ বর্ত্তনীয় যাজকত্বের অধিকারী। সুতরাং যাহারা
তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহা-
দিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে
পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত সাধ্যসাধনা
করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।
২৬ বস্তুতঃ আমাদের জন্য এতাদৃশ মহাযাজক
উপযুক্ত ছিলেন, যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল,
পাপিগণ হইতে পৃথক্‌কৃত, এবং স্বর্গ অপেক্ষাও
২৭ উচ্চীকৃত। ঐ মহাযাজকগণের ন্যায় প্রতিদিন
অগ্রে নিজ পাপের, পরে প্রজাবৃন্দের পাপের
নিমিত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করা ইহাঁর পক্ষে আব-
শ্যক নহে, কারণ আপনাকে উৎসর্গ করাতে ইনি
২৮ সেই কার্য্য একবারে সাধন করিয়াছেন। কেননা
ব্যবস্থা যে মহাযাজকদিগকে নিযুক্ত করে,
তাহারা দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট মনুষ্য; কিন্তু ব্যবস্থার
পশ্চাৎকালীয় ঐ শপথের বাক্য যাঁহাকে [নিযুক্ত
করে], তিনি অনন্তকালার্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুত্র।

নূতন নিয়ম ও সেই নিয়মের মধ্যস্থ যীশুর উৎকৃষ্টতা।

৮ এই সমস্ত কথার মধ্যে সারকথা এই,
আমাদের এমন এক মহাযাজক আছেন,
যিনি স্বর্গে মহিমা-সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট
২ হইয়াছেন। তিনি পবিত্র স্থানের, এবং যে তাম্বু
মনুষ্য কর্ত্তৃক নয়, কিন্তু প্রভু কর্ত্তৃক স্থাপিত হই-
৩ য়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর সেবক। ফলতঃ প্রত্যেক
মহাযাজক উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত
হন, অতএব ইহাঁরও অবশ্য কিছু উৎসর্জ্জনীয়
৪ আছে। বস্তুতঃ ইনি যদি পৃথিবীতে থাকিতেন,
তবে যাজকই হইতেন না; কারণ যাহারা
ব্যবস্থানুসারে উপহারাদি উৎসর্গ করে, এমন
৫ লোক আছে। তাহারা স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও
ছায়ার আরাধনা করে, যেমন মোশি যখন
তাম্বুর নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিতে উদ্যত ছিলেন,
তখন এই প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, "[ঈশ্বর]
কহেন, দেখিও, পর্ব্বতে তোমাকে যে আদর্শ
৬ দেখান গেল, সেইরূপ সকলই করিও।" কিন্তু
সম্প্রতি ইনি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্টতর সেবকত্ব
পাইয়াছেন, যে পরিমাণে তিনি শ্রেষ্ঠ নিয়মের,
শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাকলাপে স্থাপিত নিয়মের মধ্যস্থ
৭ হইয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দ্দোষ
হইত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য স্থানের
৮ চেষ্টা করা যাইত না। কারণ তিনি লোকদিগকে
দোষ দিয়া বলেন, "প্রভু কহেন, দেখ, এমন
সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল-
কুলের পক্ষে ও যিহূদা-কুলের পক্ষে এক নূতন
৯ নিয়ম সম্পন্ন করিব; মিসরদেশ হইতে তাহা-
দের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবার
জন্য যে দিনে আমি তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিয়া
তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, সেই

Digitized by Google

দিনের নিয়মানুসারে নয় ; কেননা তাহারা
আমার নিয়মে স্থির রহিল না, তাই আমিও
তাহাদের প্রতি অবহেলা করিলাম, ইহা প্রভু
১০ বলেন। কিন্তু সেই কালের পর আমি ইস্রায়েল-
কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, ইহা প্রভু
বলেন ; আমি তাহাদের চিত্তে আমার ব্যবস্থা
দিব, ও তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব, এবং
আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার
১১ প্রজা হইবে। আর 'তুমি প্রভুকে জ্ঞাত হও,'
এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন
সহপ্রজাকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে আর
শিক্ষা দিবে না ; কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান
১২ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে। কেননা আমি
তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব, এবং তাহা-
দের পাপ সকল আর কখনও স্মরণে আনিব
১৩ না।" [এই নিয়মটী] নূতন বলাতে তিনি
প্রথমটী পুরাতন করিয়াছেন ; পরন্তু যাহা
পুরাতন ও জীর্ণপ্রায় হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত
হইতে উদ্যত।

৯ ভাল, ঐ প্রথম [নিয়ম] অনুসারেও
আরাধনার নানা ধর্ম্মবিধি এবং পার্থিব
২ একটা পুণ্যধাম ছিল। ফলতঃ একটী তাম্বু
নির্ম্মিত হইয়াছিল, যেটী প্রথম, তাহার মধ্যে
দীপবৃক্ষ, মেজ ও দর্শনীয় রুটীর শ্রেণী ছিল ;
৩ ইহার নাম পবিত্র স্থান। আর দ্বিতীয় তিরস্করি-
ণীর পরে অতি পবিত্র স্থান নামে আখ্যাত তাম্বু
৪ ছিল ; তাহা সুবর্ণময় ধূপদানী ও সর্ব্বদিকে
স্বর্ণমণ্ডিত নিয়মসিন্দুকবিশিষ্ট ; ঐ সিন্দুকে
মান্নাধারী স্বর্ণময় ঘট ও হারোণের মঞ্জরিত
৫ যষ্টি ও নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, এবং তাহার
উপরে প্রতাপের সেই দুই করূব ছিল, যাহারা
পাপাবরণ ছায়া করিত ; এই সকলের সবিশেষ
কথা বলা এখন নিষ্প্রয়োজন।
৬ উক্ত সকল বস্তু এইরূপে প্রস্তুত হইলে যাজক-
গণ আরাধনার কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে ঐ
৭ প্রথম তাম্বুতে নিত্য প্রবেশ করে ; কিন্তু দ্বিতীয়
তাম্বুতে বৎসরের মধ্যে একবার মহাযাজক
একাকী প্রবেশ করেন ; তিনি আবার রক্ত বিনা
প্রবেশ করেন না, সেই রক্ত তিনি আপনার
নিমিত্ত ও প্রজা লোকদের অজ্ঞানকৃত পাপের
৮ নিমিত্ত উৎসর্গ করেন। ইহাতে পবিত্র আত্মা
যাহা জ্ঞাপন করেন, তাহা এই, সেই প্রথম তাম্বু
যাবৎ স্থাপিত থাকে, তাবৎ পবিত্র স্থানে
৯ প্রবেশের পথ প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই। সেই তাম্বু
এই উপস্থিত সময় নিমিত্তক দৃষ্টান্ত, কেননা
তৎসম্বন্ধীয় এমন উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করা
হয়, যাহা আরাধনাকারীকে সংবেদগত সিদ্ধি
১০ দিতে পারে না ; সে সমস্তই খাদ্য, পেয় ও
বিবিধ বাপ্তিস্ম সহযুক্ত, কেবল মাংসিক ধর্ম্ম-
বিধিমাত্র, সংশোধনের সময় পর্য্যন্ত পালনীয়।
১১ পরন্তু খ্রীষ্ট ভাবী মঙ্গলের মহাযাজকরূপে
উপস্থিত হইয়া, যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্বু
অহস্তকৃত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসম্পর্কীয়, সেই
১২ তাম্বু দিয়া [গমন করিয়া] ছাগের ও গোবৎ-
সের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজ রক্তের গুণে
একবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া অনন্তকাল-
১৩ স্থায়ী মুক্তি উপার্জ্জন করিলেন। বস্তুতঃ ছাগ-
দিগের ও বৃষদিগের রক্ত এবং অশুচিদের উপরে
প্রোক্ষিত গাভীভস্ম [যুক্ত জল] যদি মাংসিক
১৪ শুচিতার জন্য পবিত্র করে, তবে যিনি অনন্ত-
জীবী আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ [বলিরূপে] আপনা-
কেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন,
সেই খ্রীষ্টের রক্ত জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনার্থে
তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়া হইতে কত
অধিক গুণে শুচি করিবে!
১৫ আর এই কারণ তিনি এক নূতন নিয়মের
মধ্যস্থ ; প্রথম নিয়ম সম্বন্ধীয় অপরাধ সকলের
মোচনার্থ মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া আহূত
লোকেরা যেন অনন্তকালস্থায়ী দায়াধিকার-
১৬ বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়। কেননা যে
স্থলে নিয়মপত্র হয়, সেই স্থলে নিয়মকারীর
১৭ মৃত্যুর প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ মৃত্যু
হইলেই নিয়মপত্র স্থির হয়, যেহেতুক নিয়ম-
কারী জীবিত থাকিতে তাহা কখন বলবৎ
হয় না।
১৮ সেই কারণ ঐ প্রথম নিয়মের সংস্কারও
১৯ রক্ত ব্যতিরেকে হয় নাই। ফলতঃ ব্যবস্থানুসারে
প্রজাসমূহের কাছে সকল আজ্ঞার প্রস্তাব সাঙ্গ
হইলে পর মোশি জল ও সিন্দূরবর্ণ মেষলোম
ও এসোবের সহিত গোবৎসদের ও ছাগদের
রক্ত লইয়া পুস্তকখানিতে ও সমস্ত প্রজাবৃন্দের
২০ গাত্রে প্রোক্ষণ করিলেন, কহিলেন, "ঈশ্বর
তোমাদের উদ্দেশে যে নিয়মের আদেশ করি-
২১ লেন, এ সেই নিয়মের রক্ত।" অধিকন্তু তিনি
তাম্বুতে ও সেবাকার্য্যের সমস্ত সামগ্রীতেও সেই-
২২ রূপে রক্ত প্রোক্ষণ করিলেন। আর ব্যবস্থানুসারে
প্রায় সকলই রক্তে শুচীকৃত হয়, এবং রক্তসেচন
ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না।
২৩ ভাল, যাহা যাহা স্বর্গস্থ বিষয়ের দৃষ্টান্ত,
সেগুলির ঐ সকল উপায় দ্বারা শুচীকৃত হওয়া
আবশ্যক ছিল ; কিন্তু যাহা যাহা স্বয়ং স্বর্গীয়,
সেগুলির ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা শুচীকৃত
২৪ হওয়া আবশ্যক। কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করেন নাই, তাহা প্রকৃতের প্রতি-
রূপমাত্র, কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন, যেন
তিনি সম্প্রতি আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে

Digitized by Google

২৫ বিরাজমান হন। আর মহাযাজক যেমন বৎসর
বৎসর পরের রক্ত লইয়া পবিত্র স্থানে প্রবেশ
করেন, তদ্রূপ খ্রীষ্ট যে পুনঃ পুনঃ আপনাকে
২৬ উৎসর্গ করিবেন, তাহাও নয় ; কেননা তাহা
হইলে জগতের পত্তনাবধি অনেক বার তাঁহাকে
[মৃত্যু] ভোগ করিতে হইত। কিন্তু আত্মযজ্ঞ
দ্বারা পাপনাশার্থে তিনি এখন যুগপর্য্যায়ের
২৭ পরিণামে এক বার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। আর
যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত এক বার মৃত্যু, তৎপরে
২৮ বিচার নিরূপিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও এক বার
অনেকের পাপভার বহনার্থে উৎসৃষ্ট হইয়াছেন,
এবং দ্বিতীয় বার, যাহারা তাঁহার অপেক্ষা করে,
পরিত্রাণের নিমিত্ত তাহাদিগকে বিনা পাপে
দর্শন দিবেন।

১০ বস্তুতঃ ব্যবস্থা ভাবী মঙ্গলসমূহের ছায়া-
বিশিষ্ট, তাহা সেই সকল বিষয়ের অবিকল
মূর্ত্তি নহে ; সুতরাং একরূপ যে বার্ষিক যজ্ঞ
সকল নিত্য নিত্য উৎসর্গ করা যায়, তদ্দ্বারা,
যাহারা নিকটে আইসে, তাহাদিগকে সে সকল
২ কখনও সিদ্ধ করিতে পারে না। যদি পারিত,
তবে ঐ যজ্ঞ কি শেষ হইত না? কেননা আরা-
ধনাকারীরা এক বার শুচীকৃত হইলে তাহাদের
৩ কোন পাপসংবেদ আর থাকিত না। কিন্তু ঐ
সকল যজ্ঞে বৎসর বৎসর পুনর্ব্বার পাপ স্মরণ
৪ করা হয়। বস্তুতঃ বৃষের কি ছাগের রক্ত যে পাপ
৫ হরণ করিবে, ইহা হইতেই পারে না। এই
কারণ [খ্রীষ্ট] জগতে প্রবেশ করিবার সময়ে
বলেন,
"তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য ইচ্ছা কর নাই,
কিন্তু আমার জন্য দেহ রচনা করিয়াছ ;
৬ হোমে ও পাপনিমিত্তক বলিদানে তুমি প্রীত
হও নাই।
৭ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি,
গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে ;
হে ঈশ্বর, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে
আসিয়াছি।"
৮ ইহাতে তিনি কহেন, "যজ্ঞ, নৈবেদ্য, হোম
ও পাপনিমিত্তক বলিদান তুমি ইচ্ছা কর নাই,
এবং তাহাতে প্রীতও হও নাই"—এই সকল
৯ ব্যবস্থানুসারে উৎসৃষ্ট হয়—তৎপরে তিনি
বলিয়াছেন, "দেখ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে
আমি আসিয়াছি।" তিনি প্রথম বিষয় লোপ
করিতেছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন।
১০ সেই ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রীষ্টের দেহ উৎসর্গ দ্বারা
আমরা একবারে পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি।
১১ আর প্রত্যেক যাজক দিন দিন উপাসনা
করিতে এবং একরূপ যজ্ঞ পুনঃ পুনঃ উৎসর্গ
করিতে দণ্ডায়মান হয় ; সেই যজ্ঞ কখনও পাপ
১২ হরণ করিতে পারে না। কিন্তু ইনি পাপ-
নিমিত্তক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ
করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন,
১৩ এবং তদবধি যে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার
পাদপীঠ না হয়, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে-
১৪ ছেন। কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহা-
দিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের
১৫ জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন। আর পবিত্র আত্মাও
আমাদিগকে সাক্ষ্য দিতেছেন, কেননা, "সেই
কালের পর আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম
১৬ স্থির করিব, প্রভু কহেন, আমি তাহাদের হৃদয়ে
আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের চিত্তে তাহা
১৭ লিখিব," অগ্রে ইহা বলিয়া [তৎপরে তিনি
বলেন,] "এবং তাহাদের পাপ ও অধর্ম্ম সকল
১৮ আর কখনও স্মরণে আনিব না।" ভাল, যে
স্থলে এই সকলের মোচন হয়, সেই স্থলে
পাপনিমিত্তক নৈবেদ্য আর হয় না।
১৯ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য
তিরস্করিণী, অর্থাৎ আপন মাংস দিয়া যে নূতন
২০ ও জীবন্ত পথ সংস্কার করিয়াছেন, আমরা
সেই পথে যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ
২১ করিতে সাহসিক হইয়াছি ; এবং ঈশ্বরের গৃহের
উপরে নিযুক্ত মহান এক যাজকও আমাদের
২২ আছেন ; [ইহা জানিয়া] আইস, আমরা সত্য
হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বর-
সমীপে] উপস্থিত হই ; আমরা ত হৃদয়-
প্রোক্ষণপূর্ব্বক দুষ্ট সংবেদ হইতে [মুক্ত], এবং
২৩ শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হইয়াছি ; আইস,
আমরা প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল করিয়া ধরি,
কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত ;
২৪ এবং প্রেমে ও সৎক্রিয়াতে [সকলের] যত্ন
উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত আইস, আমরা পর-
২৫ স্পর মনোযোগ করি ; এবং কাহারও কাহারও
যেমন অভ্যাস, তেমনি নিজ সমাজে সভাস্থ
হওয়া পরিত্যাগ না করি, বরঞ্চ পরস্পরকে চেতনা
দিই, আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট
হইতে দেখিতেছ, ততই অধিক যত্নবান হই।
২৬ কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে পর যদি
আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করি, তবে পাপ-
নিমিত্তক আর কোন যজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে না,
২৭ কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং
বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির
২৮ চণ্ডতা। যে ব্যক্তি মোশির ব্যবস্থা অমান্য
করিয়াছে, তাহাকে দুই বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে
২৯ বিনা করুণাতে হত হইতে হয় ; ভাবিয়া দেখ,
যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত
করিয়াছে, এবং নিয়মের যে রক্ত দ্বারা সে
পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহা সামান্য জ্ঞান

Digitized by Google

করিয়াছে, এবং অনুগ্রহের আত্মার অপমান
করিয়াছে, সে কত গুণে অধিক ঘোরতর দণ্ডের
৩০ যোগ্য না হইবে! কেননা এই কথা যিনি
বলিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা জানি, "প্রতিশোধ
দেওয়া আমারই কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব;"
পুনশ্চ, "প্রভু আপন প্রজাবৃন্দের বিচার করি-
৩১ বেন"। জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া
ভয়ানক বিষয়।

৩২ তোমরা বরং পূর্ব্বকার সেই সময় স্মরণ কর,
যখন তোমরা দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখভোগ-
৩৩ রূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য করিয়াছিলে, অর্থাৎ
একে তিরস্কারে ও ক্লেশে কৌতুকাস্পদ হইয়া-
ছিলে, তাহাতে আবার তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন
৩৪ লোকদের সহভাগী হইয়াছিলে। কেননা তোমরা
বন্দিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলে,
এবং আনন্দপূর্ব্বক আপন আপন সম্পত্তির লুট
স্বীকার করিয়াছিলে, কেননা তোমরা জানিতে,
তোমাদের আরও উত্তম নিত্য সম্পত্তি আছে, এবং
৩৫ তাহা নিত্যস্থায়ী। অতএব তোমাদের সেই
সাহস ত্যাগ করিও না, যাহা মহাপুরস্কারযুক্ত।
৩৬ কেননা ধৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে, যেন
ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া প্রতিজ্ঞার ফলপ্রাপ্ত
৩৭ হও। কারণ "আর অত্যল্প কাল গত হইলে, যিনি
আসিতেছেন, তিনি আসিবেন, বিলম্ব করিবেন
৩৮ না। কিন্তু আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতুই
বাঁচিবে, আর যদি অপসরণ করে, তবে আমার
৩৯ প্রাণ তাহাতে প্রীত হইবে না।" পরন্তু আমরা
বিনাশজনক অপসরণের লোক নহি, বরং প্রাণের
রক্ষাজনক বিশ্বাসের লোক।

বিশ্বাসের উৎকৃষ্টতা।

১১ বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান,
অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি। বস্তুতঃ তাহা-
তেই প্রাচীনগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়া-
৩ ছিল। বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে,
যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে,
সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য
৪ বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই। বিশ্বাসে হেবল
ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ
উৎসর্গ করিলেন, এবং তাহা দ্বারা তিনি যে
ধার্ম্মিক, এমন সাক্ষ্য দেওয়া হইল; ফলতঃ
ঈশ্বর তাঁহার উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া-
ছিলেন; এবং তদ্দ্বারা তিনি মৃত হইলেও
৫ অদ্যাপি কথা কহিতেছেন। বিশ্বাসে হনোক
লোকান্তরে নীত হইলেন, যেন মৃত্যু না দেখিতে
হয়; তাঁহার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না,
কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেলেন।
বস্তুতঃ তিনি লোকান্তরে নীত হইবার পূর্ব্বে
ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন, এমন সাক্ষ্য
৬ পাইলেন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র
হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি
ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস
করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা
তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কার-
৭ দাতা। বিশ্বাসে নোহ, যাহা দেখা যাইতেছিল
না, সেই বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত
ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন পরিবারের ত্রাণার্থে
এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা
জগৎকে দোষী করিলেন ও আপনি বিশ্বাসানুরূপ
৮ ধার্ম্মিকতার অধিকারী হইলেন। বিশ্বাসে
অব্রাহাম যখন আহূত হইলেন, তখন যে স্থান
অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই স্থানে গমনের
আজ্ঞা মান্য করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন
৯ তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন। বিশ্বাসে তিনি
বিদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইয়া
সেই প্রতিজ্ঞার সহাধিকারী ইস্‌হাক ও যাকো-
১০ বের সহিত তাম্বুতে বাস করিতেন; যেহেতুক
ঈশ্বর যাহার স্থাপনকর্ত্তা ও নির্ম্মাতা, তিনি
ভিত্তিমূলবিশিষ্ট সেই নগরের অপেক্ষা করিতে-
১১ ছিলেন। বিশ্বাসে স্বয়ং সারাও অতিরিক্ত
বয়ঃক্রমে বংশ উৎপাদনের শক্তি পাইলেন,
কেননা তিনি প্রতিজ্ঞাকারীকে বিশ্বাস্য জ্ঞান
১২ করিয়াছিলেন। এই জন্য এক ব্যক্তি হইতে,
হাঁ, মৃতকল্প ব্যক্তি হইতে, গগনস্থ তারাগণের
ন্যায় বহুসংখ্যক এবং সমুদ্রতীরস্থ গণনাতীত
বালুকার সদৃশ লোক উৎপন্ন হইল।

১৩ বিশ্বাসানুরূপে ইহাঁরা সকলে মরিলেন;
ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই;
কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার
বন্দনা করিয়াছিলেন, এবং আপনারা পৃথিবীতে
বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন।
১৪ কারণ যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে
নিজ দেশের অন্বেষণ করিতেছেন, ইহাই ব্যক্ত
১৫ করেন। আর তাঁহারা যথা হইতে নির্গত, সেই
দেশ যদি মনে রাখিতেন, তবে ফিরিয়া যাইবার
১৬ সুযোগ অবশ্য পাইতেন। কিন্তু এখন তাঁহারা
তদপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা
করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের বিষয়ে,
তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইতে লজ্জিত
নহেন; বস্তুতঃ তিনি তাঁহাদের নিমিত্ত এক
নগর প্রস্তুত করিয়াছেন।

১৭ বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষিত হইয়া ইস্‌হাককে
উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ফলতঃ যিনি প্রতিজ্ঞা
১৮ সকল সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ
"ইস্‌হাকে তোমার বংশ আখ্যাত হইবে,"

Digitized by Google

এই কথা যাঁহার প্রতি উক্ত হইয়াছিল, তিনি
আপনার একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করিতেছিলেন।
১৯ তিনি মনে স্থির করিয়াছিলেন, ঈশ্বর মৃতগণের
মধ্য হইতেও উত্থাপন করিতে সমর্থ, এবং তথা
হইতে দৃষ্টান্তরূপে তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্তও হইলেন।
২০ বিশ্বাসে ইস্‌হাক ভাবী বিষয়ের উদ্দেশেই
যাকোবকে ও এষৌকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।
২১ বিশ্বাসে যাকোব মৃত্যুকালে যোষেফের পুত্রদ্বয়ের
উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আপন
যষ্টির অগ্রভাগে [নির্ভর করিয়া] ভজনা করি-
২২ লেন। বিশ্বাসে যোষেফ চরমকালে [মিসর
হইতে] ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রস্থানের কথা
উল্লেখ করিলেন, এবং আপন অস্থিসমূহের
বিষয়ে আদেশ দিলেন।
২৩ বিশ্বাসে নবজাত মোশি তিন মাস পর্য্যন্ত
মাতাপিতা কর্ত্তৃক গোপনে রক্ষিত হইলেন,
কেননা তাঁহারা দেখিলেন, শিশুটী সুন্দর ; আর
২৪ রাজার আজ্ঞাতে ভীত হইলেন না। বিশ্বাসে
মোশি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর ফরৌণের দৌহিত্র
বলিয়া আখ্যাত হইতে অস্বীকার করিলেন ;
২৫ তিনি পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা
বরং ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ মনো-
২৬ নীত করিলেন ; তিনি মিসরের সমস্ত নিধি
অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান করিলেন,
কেননা তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখি-
২৭ তেন। বিশ্বাসে তিনি রাজার কোপ হইতে ভীত
না হইয়া মিসর ত্যাগ করিলেন, কারণ যিনি
অদৃশ্য, তাঁহাকে যেন দেখিয়াই স্থির থাকিলেন।
২৮ বিশ্বাসে তিনি নিস্তারপর্ব্ব পালন ও রক্তলেপন
করিলেন, যেন প্রথমজাতদের সংহারকর্ত্তা লোক-
২৯ দিগকে স্পর্শ না করেন। বিশ্বাসে তাহারা
শুষ্ক ভূমির ন্যায় লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়া
গমন করিল, কিন্তু মিস্রীয়গণ সেই চেষ্টা করিতে
৩০ গিয়া কবলিত হইল। বিশ্বাসে যিরীহোর
প্রাচীর সাত দিন প্রদক্ষিণ করিবার পরে তাহা
৩১ পড়িয়া গেল। বিশ্বাসে রাহব বেশ্যা প্রণয়-
ভাবে চরদিগের আতিথ্য করাতে অবাধ্যদের
সহিত বিনষ্টা হইল না।
৩২ আর অধিক কি বলিব ? গিদিয়োন, বারক,
শিম্‌শোন, যিপ্তহ, দায়ূদ এবং শমূয়েল ও ভাব-
বাদিগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে
৩৩ সময়ের অকুলান হইবে। বিশ্বাস দ্বারা ইহাঁরা
নানা রাজ্য পরাজয় করিলেন, ধার্ম্মিকতার অনু-
ষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন,
৩৪ সিংহদের মুখ বন্ধ করিলেন, অগ্নির তেজ
নির্ব্বাণ করিলেন, খড়্গের ধার এড়াইলেন,
দুর্ব্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত
হইলেন, অন্যজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী তাড়াইয়া
৩৫ দিলেন। নারীগণ আপন আপন মৃত লোককে
পুনরুত্থান দ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন ; অন্যেরা
শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী হইবার নিমিত্ত মুক্তি
অগ্রাহ্য করিয়া প্রহার দ্বারা নিহত হইলেন।
৩৬ আর অন্যেরা বিদ্রূপের ও কশাঘাতের এবং বন্ধ-
নের ও কারাগারেরও পরীক্ষা সহ্য করিলেন ;
৩৭ তাঁহারা প্রস্তরাঘাতে হত, করাত দ্বারা বিদীর্ণ,
পরীক্ষিত, খড়্গাঘাতে নিহত হইলেন ; দীনহীন,
ক্লিষ্ট, উপদ্রুত হইয়া মেষের ও ছাগের চর্ম্ম
৩৮ পরিয়া বেড়াইতেন ; এই জগৎ তাঁহাদের যোগ্য
ছিল না ; তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে, পর্ব্বতে, গুহাতে
৩৯ ও পৃথিবীর গহ্বরে ভ্রমণ করিতেন। আর ইহাঁরা
সকলে বিশ্বাস প্রযুক্ত সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ছিলেন, কিন্তু
৪০ প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হন নাই। কেননা ঈশ্বর
আমাদের নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা আমাদের
বিরহে সিদ্ধি না পান।

প্রভুদত্ত শাস্তির শুভ ফল।

১২ অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত
হওয়াতে আইস, আমরাও যাবতীয় বোঝা
ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্য্য-
পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান
২ হই ; বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি
দৃষ্টি রাখি ; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ
আনন্দের নিমিত্ত অপমান তুচ্ছ করিয়া ক্রুশ
সহ্য করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের
৩ দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব যিনি
আপনার প্রতিকূল পাপিগণের এমন প্রতিবাদ
সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আলোচনা কর,
৪ যেন প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন না হও। তোমরা
পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অদ্যাবধি
৫ রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই ; আর
তোমরা সেই আশ্বাসবাক্য ভুলিয়া গিয়াছ,
যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা
কহিতেছে,
“হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না,
তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে ক্লান্ত হইও না।
৬ কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই
শাস্তি প্রদান করেন,
যে কোন পুত্রকে গ্রহণ করেন, তাহাকেই প্রহার
করেন।”
৭ শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করিতেছ, ঈশ্বর
যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি তোমাদের প্রতি
ব্যবহার করিতেছেন ; কেননা পিতা যাহাকে
৮ শাস্তি না দেন, এমন পুত্র কোথায় ? কিন্তু সকলে
যে শাস্তির ভাগী হইয়াছে, তোমরা যদি সেই

Digitized by Google

শাস্তিবিরহিত থাক, তবে সুতরাং তোমরা জারজ,
পুত্র নহ।
৯ অধিকন্তু আমাদের মাংসিক জনকেরা আমা-
দের শাস্তিদাতা ছিলেন, এবং আমরা তাঁহা-
দিগকে সমাদর করিতাম; তবে যিনি আত্মা
সকলের পিতা, আমরা কি অনেক গুণে অধিক
পরিমাণে তাঁহার বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ
১০ করিব না? উঁহারা ত অল্পদিনের নিমিত্ত,
উঁহাদের যেমন বিহিত বোধ হইত, তেমনই
শাস্তি দিতেন, কিন্তু ইনি হিতের নিমিত্ত, আমরা
যেন তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই, [তন্নিমিত্ত
১১ শাস্তি দিতেছেন]। যাবতীয় শাস্তি আপাততঃ
আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু মনোদুঃখের
বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা যাহাদের
অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে তাহা পশ্চাৎ
১২ শান্তিযুক্ত ধর্ম্মফল প্রদান করে। অতএব তোমরা
১৩ শিথিল হস্ত ও অবশ হাঁটু সবল কর; এবং খঞ্জ
যেন বিপথগামী না হইয়া বরং সুস্থ হয়, তন্নি-
মিত্ত আপন আপন চরণের জন্য সরল পথ
প্রস্তুত কর।

স্থির থাকিতে নিবেদন।

১৪ সকলের সহিত শান্তির, এবং যে পবিত্রতা-
বিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, তাহার
১৫ অনুধাবন কর। আর সাবধান হইয়া দেখ,
পাছে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহবিহীন
হইয়া পড়ে; পাছে তিক্ততাজনক কোন মূল
অঙ্কুরিত হইয়া উৎপীড়িত করে, ও তাহাতে
১৬ অধিকাংশ লোক দূষিত হয়; পাছে কেহ
ব্যভিচারী হয়, কিম্বা ধর্ম্মাবমানক হইয়া সেই
এষৌর সদৃশ হয়, যে এক গ্রাসের নিমিত্ত
আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল।
১৭ তোমরা ত জান, তৎপরেও যখন সে আশীর্ব্বাদের
অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করিল, তখন সজল
নয়নে সযত্নে তাহা চেষ্টা করিলেও অগ্রাহ্য হইল,
কারণ সে মনঃপরিবর্ত্তনের স্থান পাইল না।
১৮ তোমরা ত সেই স্পৃশ্য ও অগ্নিতে প্রজ্বলিত
১৯ [পর্ব্বত], কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, অন্ধকার, ঝড়, তূরীর
ধ্বনি ও বাক্যের শব্দ, এই সকলের নিকট উপ-
স্থিত হও নাই। সেই শব্দ যাহারা শুনিয়াছিল,
তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল, যেন তাহাদের
২০ কাছে আর কথা বলা না হয়; কারণ "যদি
কোন পশু পর্ব্বত স্পর্শ করে, তবে সেও
প্রস্তরাঘাতে হত হইবে," এই আজ্ঞা তাহারা
২১ সহ্য করিতে পারিল না; এবং সেই দর্শন এমন
ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন, "আমি
২২ নিতান্তই ভীত ও কম্পিত হইতেছি।" কিন্তু
তোমরা সিয়োন পর্ব্বত, জীবন্ত ঈশ্বরের পুরী
২৩ স্বর্গীয় যিরূশালেম, অযুত অযুত দূত, সাধারণ
সভা, স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সক-
লের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের
২৪ আত্মাগণ, নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু, এবং
হেবল হইতে উত্তম বাক্যবাদী প্রোক্ষণের রক্ত,
২৫ এই সকলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। দেখিও,
বাক্যবাদীর কথা শুনিতে অসম্মত হইও না;
কারণ যিনি পৃথিবীতে চেতনা বাক্য বলিয়া-
ছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হওয়াতে
যখন ঐ লোকেরা বাঁচিল না, তখন যিনি স্বর্গ
হইতে [কহিতেছেন,] তাঁহা হইতে পরাঙ্মুখ
হইলে আমরা যে বাঁচিব না, ইহা কত অধিক
২৬ গুণে নিশ্চয়! তৎকালে তাঁহার রব পৃথিবীকে
কম্পান্বিত করিয়াছিল; কিন্তু এখন তিনি এই
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি আর একবার
কেবল পৃথিবীকে নয়, গগনমণ্ডলকেও কম্পান্বিত
২৭ করিব।" ইহাতে "আর এক বার," এই শব্দে
সেই কম্পমান সকল বিষয় নির্ম্মিত হইয়াছে
বলিয়া সেগুলির দূরীকরণ নির্দ্দিষ্ট হয়;
২৮ অকম্পমান বিষয় সকল যেন স্থায়ী হয়। অতএব
অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে,
আইস আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি,
যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতি-
২৯ জনক আরাধনা করিতে পারি। কেননা আমাদের
ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ।

শেষ কথা।

১৩ ভ্রাতৃপ্রেম চলুক। তোমরা অতিথিসেবা
বিস্মৃত হইও না, কেননা তদ্দ্বারা কেহ কেহ
না জানিয়া দূতদেরও আতিথ্য করিয়াছে।
৩ বন্দিগণকে স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে তাহা-
দের সহবন্দি জান; দুর্দ্দশাপন্ন সকলকে স্মরণ
করিয়া আপনাদিগকেও দেহবাসী জান কর।
৪ বিবাহ সকলের মধ্যে আদরণীয় ও তাহার শয্যা
বিমল [হউক]; কেননা বেশ্যাগামীদের ও
৫ ব্যভিচারীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন। তোমা-
দের আচার ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক;
তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক;
যেহেতুক তিনিই বলিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে
তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে
৬ ত্যাগ করিব না।" অতএব আমরা সাহসপূর্ব্বক
বলিতে পারি,
"প্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করিব না;'
মনুষ্য আমার কি করিবে?"
৭ যাঁহারা তোমাদিগকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া
গিয়াছেন, তোমাদের সেই নায়কদিগকে স্মরণ

Digitized by Google

কর, এবং তাঁহাদের আচরণের শেষগতি আলো-
চনা করিতে করিতে তাঁহাদের বিশ্বাসের অনু-
৮ কারী হও। যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্ত-
৯ কাল যে সেই আছেন। তোমরা বহুবিধ এবং
বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা বিপথে চালিত হইও না ;
কেননা হৃদয় যে অনুগ্রহ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়,
সেটী ভাল ; খাদ্য দ্বারা নয় ; তদাচারীদের কোন
১০ ফল দর্শে নাই। আমাদের এক যজ্ঞবেদি আছে,
তাহার সামগ্রী ভোজন করিবার ক্ষমতা তাম্বুর
১১ আরাধনাকারীদের নাই। ফলতঃ যে যে প্রাণীর
রক্ত পাপনিমিত্তক নৈবেদ্যরূপে মহাযাজকের
দ্বারা পবিত্র স্থানের ভিতরে বহন করা যায়,
সেই সকলের দেহ শিবিরের বাহিরে দগ্ধ করা
১২ যায়। এই কারণ যীশুও নিজ রক্ত দ্বারা প্রজা-
বৃন্দকে পবিত্র করণার্থে পুরদ্বারের বাহিরে
১৩ [মৃত্যু] ভোগ করিলেন। অতএব আইস, আমরা
তাঁহার দুর্নাম বহন করিতে করিতে শিবিরের
১৪ বাহিরে তাঁহার নিকটে গমন করি। কারণ
এখানে আমাদের চিরস্থায়ী নগর নাই ; কিন্তু
আমরা সেই ভাবী নগরের অন্বেষণ করিতেছি।
১৫ অতএব আইস, আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের
উদ্দেশে নিয়ত স্তব-বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম
১৬ স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি। আর
উপকার ও সহভাগিতার কার্য্য বিস্মৃত হইও না,
কেননা সেই প্রকার বলিদানে ঈশ্বর প্রীত হন।
১৭ তোমরা আপন নায়কদিগের আজ্ঞাগ্রাহী
ও বশীভূত হও, কেননা হিসাব দিতে হইবে
বলিয়া তাঁহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত
প্রহরি-কার্য্য করিতেছেন,—যেন তাঁহারা আনন্দ-
পূর্ব্বক সেই কার্য্য করেন, আর্ত্তস্বরপূর্ব্বক না
করেন ; কেননা ইহা তোমাদের মঙ্গলজনক
হইবে না।
১৮ আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, কেননা
আমরা নিশ্চয় জানি, আমরা সৎসংবেদ-বিশিষ্ট,
সর্ব্ববিষয়ে সদাচরণ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি।
১৯ পরন্ত আমি যেন আরও শীঘ্র তোমাদিগকে
পুনর্দত্ত হই, তজ্জন্য অধিক বিনতিপূর্ব্বক
তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিলাম।
২০ আর শান্তির ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালস্থায়ী
নিয়মের রক্তধারী সেই মহান পালরক্ষককে,
আমাদের প্রভু যীশুকে, মৃতগণের মধ্য হইতে
২১ পুনরানয়ন করিয়াছেন, তিনি আপনার ইচ্ছা
সাধনার্থে তোমাদিগকে যাবতীয় সদ্বিষয়ে পরি-
পক্ক করুন ; আমাদের অন্তরে, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা,
আপনার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক, তাহা সম্পন্ন
করুন। যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক।
আমেন।
২২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে অনুরোধ করি-
তেছি, তোমরা এই উপদেশ সহ্য কর ; আমি ত
২৩ সংক্ষেপে তোমাদিগকে লিখিলাম। আমাদের
তীমথিয় ভ্রাতা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, ইহা জ্ঞাত
হইবে। তিনি যদি শীঘ্র আইসেন, তবে আমি
তাঁহার সহিত তোমাদিগকে দেখিব।
২৪ তোমরা আপনাদের সকল নায়ককে ও
সকল পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ দেও। ইতা-
লিয়ার লোকেরা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করি-
২৫ তেছে। অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী
হউক। আমেন।

যাকোবের পত্র।

প্রকৃত ভক্তির বর্ণনা।

১ ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস যাকোব
বিদেশে ছিন্নভিন্ন দ্বাদশ বংশকে মঙ্গলবাদ
করিতেছে।
২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রতি যখন
নানাবিধ পরীক্ষা ঘটে, তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে
৩ আনন্দের বিষয় জ্ঞান করিও ; জানিও, তোমা-
দের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য্য সম্পন্ন
৪ করে। সেই ধৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্যবিশিষ্ট হউক,
যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কিছুরই অভাব
তোমাদের না হয়।
৫ আর যদি তোমাদের কাহারও বিজ্ঞতার অভাব
হয়, তবে যিনি অকাতরে ও বিনা তিরস্কারে
সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের কাছে
৬ যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে। কিন্তু
সে বিশ্বাসপূর্ব্বক নিঃসন্দেহে যাচ্ঞা করুক ;
কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুচালিত বিলো-
৭ ড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের সদৃশ। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তি
যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না
৮ করুক ; সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল পথে
অস্থির।
৯ আর অবনত ভ্রাতা আপন উন্নতির শ্লাঘা
১০ করুক ; কিন্তু ধনবান আপন অবনতির [শ্লাঘা

Digitized by Google

করুক], কেননা সে তৃণপুষ্পের ন্যায় বিগত
১১ হইবে। ফলতঃ সূর্য্য সন্তাপে উঠে, ও তৃণ শুষ্ক
করে, তাহাতে তাহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে, এবং
তাহার রূপের লাবণ্য নষ্ট হয়; তেমনি ধনবানও
আপনার সকল গতিতে ম্লান হইবে।
১২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ করে; কারণ
পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত
হইবে, তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকার
১৩ করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে। পরী-
ক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার
পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা
ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, এবং
১৪ কাহারও পরীক্ষা তিনিও করেন না; কিন্তু
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও
১৫ প্রলোভিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা
সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরি-
পুষ্ট হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়।
১৬ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না।
১৭ যাবতীয় উত্তম দান এবং যাবতীয় সিদ্ধ বর ঊর্দ্ধ
হইতে আইসে, জ্যোতির্গণের সেই পিতা হইতে
নামিয়া আইসে, যাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরি-
১৮ বর্ত্তনজনিত ছায়া হইতে পারে না। তিনি নিজ
মানসক্রমেই সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে
জন্ম দিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু
সকলের অগ্রিমাংশস্বরূপ হই।
১৯ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইহা জ্ঞাত
আছ। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেক জন শ্রবণে
২০ সত্বর, কথনে ধীর, ক্রোধে ধীর হউক, যেহেতুক
মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে
২১ না। অতএব তোমরা যাবতীয় অশুচিতা এবং
দুষ্টতার উচ্ছ্বাস ফেলিয়া দিয়া, যে রোপিত
বাক্য তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করিতে
২২ পারে, তাহাই মৃদুভাবে গ্রহণ কর। আর সেই
বাক্যের কার্য্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া
২৩ শ্রোতামাত্র হইও না। কেননা যে কেহ বাক্যের
শ্রোতামাত্র, কার্য্যকারী নয়, সে এমন ব্যক্তির
সদৃশ, যে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ নিরী-
২৪ ক্ষণ করে; কারণ সে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া
চলিয়া যায়, আর সে কিরূপ লোক ছিল, তাহা
২৫ তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যায়। কিন্তু যে কেহ হেঁট
হইয়া স্বাধীনতার সেই সিদ্ধ ব্যবস্থায় দৃষ্টিপাত
করে, ও তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, বিস্মৃতিযুক্ত
শ্রোতা না হইয়া কার্য্যকারী হয়, সে আপন
২৬ কার্য্যে ধন্য হইবে। যে ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মশীল
বলিয়া মনে করে, আর আপন জিহ্বাকে বল্গা
দ্বারা বশে না রাখে, কিন্তু নিজ হৃদয়কে ভুলায়,
২৭ তাহার ধর্ম্ম অলীক। ক্লেশাপন্ন মাতৃপিতৃহীনদের
ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করা, এবং সংসার হইতে
আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করা, ইহাই পিতা
ঈশ্বরের কাছে শুচি ও বিমল ধর্ম্ম।

অকপট প্রেম ও বিশ্বাসের আবশ্যকতা।

২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের—প্রতাপের [প্রভুর]—বিশ্বাস
২ মুখাপেক্ষার অধীনে ধারণ করিও না। কেননা
তোমাদের সমাজগৃহে স্বর্ণময় অঙ্গুরীয়ে ও শুভ্র
বস্ত্রে ভূষিত কোন ব্যক্তি আসিলে, এবং মলিন
৩ বস্ত্র পরিহিত কোন দরিদ্রও আসিলে, যদি
তোমরা সেই শুভ্রবস্ত্রান্বিত ব্যক্তির মুখ চাহিয়া
বল, আপনি এখানে উত্তম স্থানে বসুন, কিন্তু
সেই দরিদ্রকে যদি বল, তুমি ঐ স্থানে দাঁড়াও,
৪ কিম্বা আমার পাদপীঠের তলে বস, তাহা হইলে
তোমরা কি সন্দিগ্ধমনা লোক এবং মন্দ বিতর্কে
৫ লিপ্ত বিচারকর্ত্তা হও নাই? হে আমার প্রিয়
ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি
তাহাদিগকে মনোনীত করেন নাই, যেন তাহারা
বিশ্বাসে ধনবান, এবং যাহারা তাঁহাকে প্রেম
করে, তাহাদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধি-
৬ কারী হয়? কিন্তু তোমরা ঐ দরিদ্রকে অনাদর
করিয়াছ। ধনবানেরাই কি তোমাদের প্রতি
উপদ্রব করে না? তাহারাই কি তোমাদিগকে
৭ টানিয়া বিচারস্থানে লইয়া যায় না? যে উত্তম
নামে তোমরা আখ্যাত হইয়াছ, তাহারাই কি
সেই নামের নিন্দা করে না?
৮ যাহা হউক, "তুমি আপন প্রতিবাসীকে
আত্মতুল্য প্রেম কর," এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে
যদি তোমরা রাজকীয় ব্যবস্থা পালন কর, তবে
৯ ভাল করিতেছ। কিন্তু যদি মুখাপেক্ষা কর, তবে
পাপাচরণ করিতেছ, এবং ব্যবস্থা দ্বারা আজ্ঞা-
১০ লঙ্ঘী বলিয়া দোষীকৃত হইতেছ। কারণ কেহ
যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিয়া একটী বিষয়ে
স্খলিত হইয়া থাকে, তবে সে সকলেরই দায়ী
১১ হইয়াছে। যেহেতুক যিনি বলিয়াছেন, "ব্যভি-
চার করিও না," তিনিই আবার বলিয়াছেন,
"নরহত্যা করিও না;" অতএব তুমি যদি ব্যভি-
চার না করিয়া নরহত্যা কর, তাহা হইলে ব্যব-
১২ স্থার লঙ্ঘনকারী হইয়াছ। তোমরা স্বাধীনতার
ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত হইবে বলিয়া তদনুরূপ
১৩ কথা বল ও কার্য্য কর। কেননা যে ব্যক্তি দয়া
করে নাই, বিচার তাহার প্রতি নির্দ্দয়; দয়াই
বিচারজয়ী হইয়া শ্লাঘা করে।
১৪ হে আমার ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ বলে, আমার
বিশ্বাস আছে, আর তাহার কর্ম্ম না থাকে, তবে
তাহার কি ফল দর্শিবে? সেই বিশ্বাস কি

Digitized by Google

১৫ তাহার পরিত্রাণ করিতে পারে ? কোন ভ্রাতা
কিম্বা ভগিনী বস্ত্রহীন ও দৈবসিক খাদ্যবিহীন
১৬ হইলে যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহা-
দিগকে বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও, কিন্তু
যদি তোমরা তাহাদিগকে শরীরের প্রয়োজনীয়
বস্তু না দেও, তবে তাহাতে কি ফল দর্শিবে ?
১৭ তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্মবিহীন হইলে আপনি একা
১৮ বলিয়া তাহা মৃত। কিন্তু কেহ বলিবে, তোমার
বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম আছে ; তোমার
কর্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি
তোমাকে আমার কর্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব।
১৯ তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে, ঈশ্বর এক ; ভাল
করিতেছ। ভূতেরাও তাহা বিশ্বাস করে, এবং
২০ ত্রাসে রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু, হে নিঃসারচিত্ত
মনুষ্য, কর্মবিহীন বিশ্বাস যে অকর্মণ্য, ইহা কি
২১ জানিতে ইচ্ছা কর ? আমাদের পিতা অব্রাহাম
কর্মহেতু, [অর্থাৎ] যজ্ঞবেদির উপরে আপন
পুত্র ইস্‌হাককে উৎসর্গ করণ হেতু কি ধার্ম্মিকী-
২২ কৃত হইলেন না ? তুমি দেখিতেছ, বিশ্বাস
তাঁহার ক্রিয়ার সহকারী ছিল, এবং কর্মহেতু
২৩ বিশ্বাস সিদ্ধ হইল ; তাহাতে এই শাস্ত্রীয় বচন
সফল হইল, "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করি-
লেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া
গণিত হইল," আর তিনি ঈশ্বরের মিত্র, এই
২৪ নাম পাইলেন। তোমরা দেখিতেছ, কর্মহেতু
মনুষ্য ধার্ম্মিকীকৃত হয়, সুধু বিশ্বাসহেতু নয়।
২৫ আবার রাহব বেশ্যাও কি সেই প্রকারে কর্ম-
হেতু, [অর্থাৎ] দূতগণকে অতিথি করণ ও অন্য
পথ দিয়া বাহিরে প্রেরণহেতু ধার্ম্মিকীকৃতা
২৬ হইল না ? বাস্তবিক যেমন আত্মাবিহীন দেহ
মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

জিহ্বা দমন করিবার আবশ্যকতা।

৩ হে আমার ভ্রাতৃগণ, অনেকে গুরু হইও
না ; তোমরা জান, অন্য অপেক্ষা আমাদের
২ ভারী বিচার হইবে। কারণ আমরা সকলে
অনেক প্রকারে উছোট খাই। যে কেহ বাক্যে
উছোট না খায়, সে সিদ্ধ পুরুষ, সমস্ত শরীর-
৩ কেই বল্‌গা দ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ। অশ্বগণ
যেন আমাদের আজ্ঞা মানে, তজ্জন্য আমরা যদি
তাহাদের মুখে বল্‌গা দিই, তবে তাহাদের সমস্ত
৪ শরীর ফিরাই। আর দেখ, জাহাজ সকল অতি
প্রকাণ্ড, এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি
সে সকল অতি ক্ষুদ্র হাইল দ্বারা কর্ণধারের মনের
ইচ্ছা যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরান যায়।
৫ তদ্রূপ জিহ্বাও ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের
কথা কহে। দেখ, কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ
৬ বন প্রজ্বলিত করে। জিহ্বাও অগ্নি ; আমাদের
অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্মের জগৎ ; তাহা
সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও প্রকৃতির চক্রকে
প্রজ্বলিত করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া
৭ উঠে। বস্তুতঃ পশুর ও পক্ষীর, সরীসৃপের ও
সমুদ্রচর জন্তুর যাবতীয় স্বভাবকে মানবস্বভাব
দ্বারা দমন করিতে পারা যায় ও দমন করা
৮ গিয়াছে ;-কিন্তু জিহ্বাকে দমন করিতে কোন
মনুষ্যের সাধ্য নাই ; উহা অশান্ত দুষ্ট, মৃত্যু-
৯ জনক গরলে পরিপূর্ণ। উহার দ্বারাই আমরা
প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই
ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ দিই।
১০ একই মুখ হইতে ধন্যবাদ ও শাপ নির্গত হয়।
হে আমার ভ্রাতৃগণ, এ সকল এমন হওয়া অনু-
১১ চিত। কোন উনুই কি একই ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও
১২ তিক্ত দুই প্রকার জল নিঃসৃত করে ? হে আমার
ভ্রাতৃগণ, ডুমুরগাছে জিতফল, কিম্বা দ্রাক্ষালতায়
ডুমুরফল কি ধরিতে পারে ? তদ্রূপ লবণাম্বুও
মিষ্ট জল যোগাইতে পারে না।
১৩ তোমাদের মধ্যে বিজ্ঞ ও ধীমান কে ? সে
সদাচরণ দ্বারা বিজ্ঞতাসিদ্ধ মৃদুতায় নিজ ক্রিয়া
১৪ দেখাইয়া দিউক। কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি
তিক্ত ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা রাখ, তবে সত্যের
বিপরীতে শ্লাঘা করিও না ও মিথ্যা কহিও না।
১৫ সেই বিজ্ঞতা ঊর্দ্ধ হইতে নামিয়া আইসে না ;
১৬ বরং তাহা পার্থিব, প্রাণিক, ভৌতিক। কেননা
যে স্থানে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা, সেই স্থানে
১৭ অশান্তি ও যাবতীয় দুষ্কর্ম থাকে। কিন্তু যে
বিজ্ঞতা ঊর্দ্ধ হইতে [আইসে], তাহা প্রথমে
শুচি, পরে শান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, অনায়াসে অনু-
নীত, দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, অস-
১৮ ন্দিগ্ধ ও নিষ্কপট। আর যাহারা শান্তি আচরণ
করে, তাহাদের জন্য শান্তিতে ধার্ম্মিকতা-ফলের
বীজ বপন করা যায়।

নানাবিধ চেতনাবাক্য।

৪ তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কোথা
হইতে উৎপন্ন হয় ? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে
যে সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সে সকল হইতে
২ কি নয় ? তোমরা অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু
প্রাপ্তি হয় না ; তোমরা নরহত্যা ও ঈর্ষা করি-
তেছ, কিন্তু পাইতে পার না, তোমরা যুদ্ধ ও
সংগ্রাম করিয়া থাক ; তোমাদের কিছু প্রাপ্তি
৩ হয় না, কারণ যাচ্ঞা কর না। যাচ্ঞা করিতেছ,
তথাপি ফল পাইতেছ না ; কারণ মন্দ ভাবে,
আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিবার
নিমিত্ত, যাচ্ঞা করিতেছ।

Digitized by Google

৪ হে ব্যভিচারিণীগণ, তোমরা কি জান না যে,
জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা ? সুতরাং
যে কেহ জগতের মিত্র হইতে মানস করে, সে
৫ আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে। কিম্বা
তোমরা কি মনে কর যে, শাস্ত্রের বচন ফলহীন ?
যে আত্মা আমাদের অন্তরে বসতি করিয়াছেন,
৬ তিনি কি মাৎসর্য্যের নিমিত্ত স্নেহ করেন ? বরং
তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদান করেন ; এই কারণ
বলেন,

"ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন,
কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।"

৭ অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও ; কিন্তু
দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমা-
৮ দের হইতে পলায়ন করিবে। ঈশ্বরের নিকট-
বর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী
হইবেন। হে পাপিগণ, হস্ত শুচি কর ; হে
৯ দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর। মনস্তা-
পিত ও শোকার্ত্ত হও, এবং রোদন কর ; তোমা-
দের হাস্য শোকে, এবং আনন্দ বিষাদে পরিণত
১০ হউক। প্রভুর সাক্ষাতে আপনাদিগকে নত কর,
তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।

১১ হে ভ্রাতৃগণ, পরস্পর পরীবাদ করিও না ;
যে ব্যক্তি ভ্রাতার পরীবাদ করে, কিম্বা ভ্রাতার
বিচার করে, সে ব্যবস্থার পরীবাদ করে ও
ব্যবস্থার বিচার করে। কিন্তু তুমি যদি ব্যবস্থার
বিচার কর, তবে ব্যবস্থাপালনকারী না হইয়া
১২ বিচারকর্ত্তা হইয়াছ। একমাত্র ব্যবস্থাপক ও
বিচারকর্ত্তা আছেন, তিনি পরিত্রাণ করিতে ও
বিনষ্ট করিতে সমর্থ। কিন্তু তুমি কে যে, প্রতি-
বাসীর বিচার কর ?

১৩ এখন দেখ, তোমাদের কেহ কেহ বলে, অদ্য
কিম্বা কল্য আমরা অমুক নগরে যাইব, এবং এক
বৎসর যাপন করতঃ বাণিজ্য করিব ও লাভ
১৪ করিব। তোমরা ত কল্যকার তত্ত্ব জান না, তোমা-
দের জীবন কি প্রকার ? বস্তুতঃ তোমরা বাষ্প-
স্বরূপ, যাহা ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে অন্তর্হিত
১৫ হয়। উহার পরিবর্ত্তে বরং ইহা বল, 'প্রভুর
ইচ্ছা হইলে আমরা বাঁচিয়া থাকিব, এবং এ
১৬ কাজটী কিম্বা ও কাজটী করিব।' কিন্তু এখন
তোমরা আপন আপন দর্পকথায় শ্লাঘা করি-
তেছ ; এই প্রকারের যাবতীয় শ্লাঘা মন্দ।
১৭ বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানে, তথাপি
না করে, তাহার পাপ হয়।

৫ এখন দেখ, হে ধনবানেরা, তোমাদের
উপরে যে সকল দুর্দ্দশা আসিতেছে, তৎ-
২ প্রযুক্ত রোদন ও হাহাকার কর। তোমাদের ধন
বিগলিত ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীটকুক্ষিত
৩ হইয়াছে। তোমাদের সুবর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত
হইয়াছে ; আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে
সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস
খাইবে। তোমরা অন্তিমকালে ধনসঞ্চয় করি-
৪ য়াছ। দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেত্রস্থ শস্য
কাটিয়াছে, তাহারা তোমাদের দ্বারা যে বেতনে
বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই চীৎকার করিতেছে,
এবং সেই শস্যচ্ছেদকদের আর্ত্তনাদ বাহিনী-
৫ গণের প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তোমরা
পৃথিবীতে সুখভোগ ও বিলাস করিয়াছ, তোমরা
হত্যার দিনে আপন আপন হৃদয় তৃপ্ত করিয়াছ।
৬ তোমরা ধার্ম্মিককে দোষী করিয়াছ, বধ করিয়াছ ;
তিনি তোমাদের প্রতিরোধ করেন না।

৭ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন
পর্য্যন্ত সহিষ্ণু থাক। দেখ, কৃষক ভূমির বহু-
মূল্য ফলের অপেক্ষা করে, এবং যত দিন তাহা
অগ্রিম ও অন্তিম বৃষ্টি না পায়, তত দিন তাহার
৮ বিষয়ে সহিষ্ণু থাকে। তোমরাও সহিষ্ণু থাক,
আপন আপন হৃদয় সুস্থির কর, কেননা প্রভুর
৯ আগমন সন্নিকট। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এক
জন অন্য জনের বিপরীতে আর্ত্তস্বর করিও না,
যেন বিচারিত না হও ; দেখ, বিচারকর্ত্তা দ্বার-
১০ সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। হে ভ্রাতৃগণ, যে
ভাববাদীরা প্রভুর নামে কথা কহিয়াছেন, তাঁহা-
দিগকে দুঃখভোগের ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বলিয়া
১১ মান। দেখ, যাহারা স্থির রহিয়াছে, তাহাদিগকে
আমরা ধন্য বলি। তোমরা ইয়োবের ধৈর্য্যের
কথা শুনিয়াছ ; প্রভুর পরিণামও দেখিয়াছ,
ফলতঃ প্রভু প্রচুর স্নেহবিশিষ্ট ও করুণাময়।

১২ পরন্তু, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার সর্ব্বপ্রধান
কথা এই, তোমরা দিব্য করিও না ; স্বর্গের কি
পৃথিবীর কি অন্য কিছুরই দিব্য করিও না।
তোমাদের হাঁ হাঁ হউক, এবং তোমাদের না না
হউক, পাছে বিচারে পতিত হও।

১৩ তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখ ভোগ করি-
তেছ ? সে প্রার্থনা করুক। কেহ কি প্রফুল্লমনা
১৪ আছে ? সে গান করুক। তোমাদের মধ্যে কেহ
কি রোগগ্রস্ত ? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান
করুক ; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে
তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা
১৫ করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত
ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উত্থা-
পন করিবেন ; আর সে যদি কোন পাপ করিয়া
১৬ থাকে, তবে তাহার মোচন পাইবে। অতএব
তোমরা যেন সুস্থ হও, তজ্জন্য এক জন অন্য
জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও
এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর।
ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তি-
১৭ বিশিষ্ট। এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী

Digitized by Google

মনুষ্য ছিলেন ; আর, তিনি অনাবৃষ্টির নিমিত্ত
দৃঢ় প্রার্থনা করিলে তিন বৎসর ছয় মাস
১৮ ভূমিতে বৃষ্টি হইল না। পরে তিনি আবার
প্রার্থনা করিলেন ; আর আকাশ জল বিতরণ
করিল, এবং ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিল।
১৯ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে যদি
কেহ সত্য হইতে ভ্রান্ত হয়, এবং আর কেহ
২০ তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তবে সে ইহা জ্ঞাত
হউক, যে ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার পথের
ভ্রান্তি হইতে ফিরাইয়া আনে, সে একটী প্রাণকে
মৃত্যু হইতে নিস্তার করিবে, এবং পাপরাশি
আচ্ছাদন করিবে।

পিতরের প্রথম পত্র।

মঙ্গলবাদ।

১ পিতর, যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত,—পিতা
ঈশ্বরের পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রতা-
প্রদানে আজ্ঞাগ্রহণার্থে ও যীশু খ্রীষ্টের রক্ত-
প্রোক্ষণার্থে মনোনীত যে ছিন্নভিন্ন প্রবাসিগণ
পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, আসিয়া ও বিথু-
২ নিয়া দেশে আছেন, তাঁহাদের সমীপে। অনু-
গ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক।
৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা
ধন্য ; তিনি নিজ প্রচুর দয়ানুসারে, মৃতগণের
মধ্য হইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত
৪ প্রত্যাশার নিমিত্ত, অক্ষয়, বিমল ও অজর
দায়াংশলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে পুনর্জ্জন্ম
দিয়াছেন। [সেই দায়াংশ] স্বর্গে তোমাদের
৫ নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে ; এবং ঈশ্বরের শক্তিতে
তোমরাও অন্তিমকালে প্রকাশনীয় পরিত্রাণের
৬ নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছ। ইহাতে
তোমরা উল্লাস করিতেছ, তথাপি আবশ্যক মতে
এখন ক্ষণেক কাল নানাবিধ পরীক্ষাতে দুঃখার্ত্ত
৭ হইতেছ, যেন নশ্বর হইলেও যাহা অগ্নি দ্বারা
পরীক্ষিত হয়, এমন সুবর্ণ অপেক্ষাও মহামূল্য
বলিয়া তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা
যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশপ্রাপ্তিকালে প্রশংসা, প্রতাপ
৮ ও সমাদরজনক হইয়া প্রতিপন্ন হয়। তোমরা
তাঁহাকে দর্শন কর নাই, তথাপি প্রেম করিতেছ ;
এখনও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে
বিশ্বাস করিয়া অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত
৯ আনন্দে উল্লাস করিতেছ, এবং তোমাদের বিশ্বা-
সের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত
১০ হইতেছ। ভাববাদিগণ সেই পরিত্রাণের বিষয়
সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ;
তাঁহারা তোমাদের জন্য [নিরূপিত] অনুগ্রহের
১১ বিষয়ে ভাববাণী প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ
তাঁহাদের অন্তর্ব্বাসী খ্রীষ্টের আত্মা কোন্ ও
কীদৃক্ সময়ের উদ্দেশে অগ্রে সাক্ষ্য দিয়া খ্রীষ্টের
জন্য [নিরূপিত] বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তী
প্রতাপ ব্যক্ত করিতেছিলেন, তাঁহারা ইহার
১২ অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহাদের কাছে ইহা
প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা আপনাদের
জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষ-
য়ের পরিচারক ছিলেন ; স্বর্গ হইতে প্রেরিত
পবিত্র আত্মার দ্বারা যাঁহারা তোমাদের কাছে
সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা
সেই সকল বিষয় সম্প্রতি তোমাদিগকে জ্ঞাত
করা গিয়াছে ; আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা
নিরীক্ষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

খ্রীষ্টিয়ানোচিত ব্যবহার করিতে নিবেদন।

১৩ অতএব তোমরা আপন আপন চিত্ত বদ্ধকটি
করিয়া প্রবুদ্ধ হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ-
প্রাপ্তিকালে [প্রদর্শনীয়] যে অনুগ্রহ তোমাদের
নিকটে আনীত হইবে, তাহার অপেক্ষাতে
১৪ সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। আজ্ঞাবহতার সন্তান-
দের ন্যায় তোমরা পূর্ব্বকার অজ্ঞানবস্থার
১৫ অভিলাষের অনুরূপ হইও না, কিন্তু তোমাদের
আহ্বানকারী পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও
১৬ সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও ; কেননা
লেখা আছে, “তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ
১৭ আমি পবিত্র।” আর যিনি বিনা মুখাপেক্ষায়
প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়ানুযায়ী বিচার করেন,
তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাক, তবে সভয়ে
১৮ আপন আপন প্রবাসকাল যাপন কর। তোমরা
ত জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত
অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা স্বর্ণ

Digitized by Google

রৌপ্যাদি ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা মুক্ত হও নাই,
১৯ কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ
খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা [মুক্ত হইয়াছ]।
২০ তিনি জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্ব্বলক্ষিত ছিলেন,
কিন্তু কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্ত
২১ প্রত্যক্ষ হইলেন। তোমরা তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরে
বিশ্বাসী হইয়াছ, যিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যে
হইতে উত্থাপন করিয়াছেন ও তাঁহাকে গৌরব
দিয়াছেন; এইরূপে যেন তোমাদের বিশ্বাস ও
প্রত্যাশা ঈশ্বরের প্রতি থাকে।
২২ তোমরা সত্যের আজ্ঞাগ্রহণে অকল্পিত ভ্রাতৃ-
প্রেমের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণকে বিশুদ্ধ
করিয়াছ বলিয়া (শুচি) অন্তঃকরণে পরস্পর
২৩ একাগ্রভাবে প্রেম কর। যেহেতুক তোমরা ক্ষয়-
ণীয় বীর্য্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য্য হইতে
ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জ্জাত
২৪ হইয়াছ। কেননা "মাংসমাত্র তৃণের সদৃশ,
ও তাহার সমস্ত কান্তি তৃণপুষ্পের সদৃশ; তৃণ
শুষ্ক হইয়া যায়, এবং পুষ্প ঝরিয়া পড়ে;
২৫ কিন্তু প্রভুর বাক্য অনন্তকাল থাকে।" আর এ
সেই সুসমাচারের বাক্য, যাহা তোমাদের নিকটে
প্রচারিত হইয়াছে।

২ অতএব তোমরা যাবতীয় দুষ্টতা ও যাব-
তীয় ছল এবং কাপট্য ও মাৎসর্য্য ও যাবতীয়
২ পরীবাদ ত্যাগ করিয়া নবজাত শিশুদের ন্যায়
সেই চিত্তপোষক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর,
যেন তাহার গুণে পরিত্রাণার্থে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।
৩ প্রভু যে মঙ্গলময়, এমন আস্বাদন তোমরা ত
৪ পাইয়াছ। তোমরা তাঁহারই নিকটে, [হাঁ,]
মনুষ্য কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনো-
নীত ও মহামূল্য জীবন্ত প্রস্তরের নিকটে আসিয়া
৫ আপনারাও জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায় আত্মিক গৃহ-
স্বরূপে গাঁথিয়া তোলা হইতেছ, যেন পবিত্র
যাজকবর্গ হইয়া যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য
৬ আত্মিক বলি উৎসর্গ কর। কেননা শাস্ত্রে ইহা
পাওয়া যায়, "দেখ, আমি সিয়োনে প্রধান
কোণের এক মনোনীত মহামূল্য প্রস্তর স্থাপন
করি; তাঁহার উপরে যে বিশ্বাস করে, সে
লজ্জিত হইবে না।"
৭ অতএব বিশ্বাসী যে তোমরা, ঐ মহামূল্যতা
তোমাদেরই জন্য; কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য,
"গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,
তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল;"
৮ আবার তাহা "ব্যাঘাতজনক প্রস্তর ও বিঘ্নজনক
পাষাণ" হইয়া উঠিল। বাক্যের অবাধ্য হওয়াতে
তাহারা ব্যাঘাত পায়, এবং তজ্জন্যই নিযুক্ত
৯ হইয়াছিল। কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ,
রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, [ঈশ্বরের]
নিজস্ব প্রজাবৃন্দ; যেন তাঁহারই গুণকীর্ত্তন কর,
যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার
আশ্চর্য্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন।
১০ পূর্ব্বে তোমরা প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন
ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ; দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না,
কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ।
১১ প্রিয়েরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা
প্রবাসী ও বিদেশী বলিয়া মাংসিক অভিলাষ
সকল হইতে নিবৃত্ত হও, সেগুলি প্রাণের প্রতি-
১২ কূলে যুদ্ধ করে। আর পরজাতীয়দের মধ্যে
আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া
রাখ; তাহা হইলে তাহারা যৎপ্রযুক্ত দুষ্কর্ম্ম-
কারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে
তোমাদের সৎক্রিয়া নিরীক্ষণ করিলে তৎপ্রযুক্ত
তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার
করিবে।
১৩ তোমরা প্রভুর নিমিত্ত মানবসৃষ্ট যাবতীয়
১৪ নিয়মের বশীভূত হও; রাজাকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত,
এবং দেশাধ্যক্ষ সকলকে দুরাচারদের দুষ্কৃতা-
শোধনার্থে ও সদাচারীদের প্রশংসার্থে উঁহার
১৫ প্রেরিত জ্ঞান করিয়া [বশীভূত হও]। কেননা
এইরূপে তোমরা যেন সদাচরণ করিতে করিতে
নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে নিরুত্তর কর,
১৬ ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপনাদিগকে স্বাধীন
জ্ঞান; আর স্বাধীনতাকে দুষ্টতার আবরণ করিও
না, কিন্তু আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস জ্ঞান।
১৭ সকলকে সমাদর কর, ভ্রাতৃবর্গকে প্রেম কর,
ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সমাদর কর।
১৮ হে দাসগণ, তোমরা সম্পূর্ণ ভয়ের সহিত
আপন আপন স্বামিগণের বশীভূত হও;
কেবল সজ্জন ও শান্ত স্বামীদের নয়, কিন্তু
১৯ কুটিল স্বামীদেরও বশীভূত হও। কেননা কেহ
যদি ঈশ্বরের [উদ্দেশ্য] সংবেদ প্রযুক্ত অন্যায়
ভোগ করিয়া দুঃখ সহ্য করে, তবে তাহাই
২০ সাধুবাদের বিষয়। বস্তুতঃ পাপ করিয়া চপেটা-
ঘাত প্রাপ্ত হইলে যদি তোমরা স্থির থাক,
তবে তাহাতে সুখ্যাতি কি? কিন্তু সদাচরণ
করিয়া দুঃখ ভোগ করিলে যদি স্থির থাক, তবে
তাহাই ত ঈশ্বরের কাছে সাধুবাদের বিষয়।
২১ বস্তুতঃ তোমরা ইহারই নিমিত্ত আহূত হইয়াছ;
কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্ত দুঃখ ভোগ
করিয়া তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া
গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের
২২ অনুগমন কর। ফলতঃ তিনি পাপ করেন নাই,
এবং তাঁহার মুখে ছল পাওয়া যায় নাই।
২৩ তিনি তিরস্কৃত হইলে তিরস্কার করিতেন না;
দুঃখভোগ কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু
যথার্থ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন।

Digitized by Google

২৪ তিনি নিজ দেহে আমাদের পাপ সকল আপনি
গাছের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা
পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত
হই ; তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য
২৫ প্রাপ্ত হইয়াছ। কেননা তোমরা মেষের ন্যায়
ভ্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের
পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছ।

৩ তদ্রূপ, হে ভার্য্যা সকল, তোমরা আপন
আপন স্বামীর বশীভূতা হও ; যেন কেহ কেহ
২ যদ্যপি [ঈশ্বরের] বাক্য অমান্য করে, তথাপি
তাহারা তোমাদের সভয় বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার
স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে বাক্য বিহীনে ভার্য্যাদের
আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা
৩ হয়। আর কেশবিন্যাস ও স্বর্ণাভরণ কিম্বা বস্ত্র
৪ পরিধানরূপ বাহ্য ভূষণ, তাহা নয়, কিন্তু মৃদু ও
প্রশান্ত আত্মার অক্ষয় শোভায় হৃদয়ের গুপ্ত
মনুষ্য, তোমাদের ভূষণ হউক, কেননা ঈশ্বরের
৫ দৃষ্টিতে তাহাই বহুমূল্য। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালের যে
পবিত্র নারীগণ ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখিতেন,
তাঁহারাও সেই প্রকারে আপনাদিগকে ভূষিত
করিয়া আপন আপন স্বামীর বশতা স্বীকার
৬ করিতেন ; যেমন সারা অব্রাহামকে প্রভু বলিয়া
তাঁহার আজ্ঞা মানিতেন ; তোমরা যদি সদা-
চরণ কর ও কোন ত্রাসে ভীত না হও, তবে
তাঁহারই সন্তান হইয়া উঠিয়াছ।

৭ তদ্রূপ, হে স্বামিগণ, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক
দুর্ব্বল পাত্র বলিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের
সহিত বাস কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত
এক জীবনরূপ বরের অধিকারিণী জানিয়া সমাদর
কর ; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।

৮ অবশেষে বলি, তোমরা সকলে একমনা,
পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃপ্রেমিক, স্নেহবান ও
৯ নম্রমনা হও। অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার,
কিম্বা তিরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কার করিও না ;
বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ কর, কেননা আশীর্ব্বাদের
অধিকারী হইবার নিমিত্তই তোমরা আহূত
১০ হইয়াছ। বস্তুতঃ

"যে ব্যক্তি জীবন ভাল বাসিতে চায়,
ও মঙ্গলের দিন দেখিতে চায়,
সে হিংসা হইতে আপন জিহ্বাকে,
ছলনাবাক্য হইতে আপন ওষ্ঠকে নিবৃত্ত করুক।
১১ সে মন্দ হইতে ফিরুক ও সদাচরণ করুক,
শান্তি চেষ্টা করুক, ও তাহার অনুধাবন করুক।
১২ কেননা ধার্ম্মিকগণের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আছে,
তাহাদের বিনতির প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে ;
কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল।"

১৩ আর যদি তোমরা উত্তমের পক্ষে উদ্‌যোগী
১৪ হও, তবে কে তোমাদের হিংসা করিবে? কিন্তু
ধর্ম্মের নিমিত্ত দুঃখভোগ করিতে হইলে তোমরা
ধন্য। আর "তোমরা উহাদের ভয়ে ভীত হইও
১৫ না, এবং উদ্বিগ্ন হইও না, বরং হৃদয়মধ্যে
খ্রীষ্টকে প্রভু বলিয়া পবিত্র করিয়া মান।" যে
কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা
করে, তাহাকে উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক ;
১৬ কিন্তু মৃদুতা ও ভয়পূর্ব্বক [উত্তর দেও] ; এবং
সৎসংবেদ রক্ষা কর ; যেন যাহারা তোমাদের
খ্রীষ্টগত সদাচরণের দুর্নাম করে, তাহারা
তোমাদের পরীবাদ করণ বিষয়ে লজ্জাপন্ন
১৭ হয়। বস্তুতঃ দুরাচরণ জন্য দুঃখভোগ করণা-
পেক্ষা বরং ঈশ্বরের যদি এমন ইচ্ছা হয়,
তবে সদাচার জন্য দুঃখভোগ করা শ্রেয়ঃ।
১৮ যেহেতুক খ্রীষ্টও এক বার পাপ প্রযুক্ত দুঃখ-
ভোগ করিয়াছিলেন—সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি
অধার্ম্মিকদের নিমিত্ত—যেন আমাদিগকে ঈশ্ব-
রের নিকট আনয়ন করে। তিনি মাংসে হত,
১৯ কিন্তু আত্মায় পুনর্জীবিত হইলেন। আর আত্মাতে
গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মাদিগের কাছে
২০ ঘোষণা করিলেন, যাহারা পূর্ব্বকালে অর্থাৎ
নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে
যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্ব করিতেছিল,
তখন অবাধ্য ছিল। উক্ত জাহাজে স্বল্প অর্থাৎ
আটটী প্রাণ জল দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছিল।
২১ আর সম্প্রতি তাহাই [কি না উহার] প্রতিরূপ
বাপ্তিস্ম—অর্থাৎ মাংসের মালিন্যত্যাগ নয়,
কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সৎসংবেদের নিবেদন—
যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদিগকে
২২ পরিত্রাণ করে। তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ঈশ্বরের
দক্ষিণে আছেন ; এবং দূতগণ, কর্ত্তৃত্ব সকল ও
পরাক্রমসমূহ তাঁহার বশীকৃত হইয়াছেন।

৪ খ্রীষ্ট মাংসে দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া
তোমরাও সেই ভাব লইয়া আপনাদিগকে
সজ্জীভূত কর—কেননা মাংসে যাহার দুঃখভোগ
হইয়াছে, সে পাপ হইতে বিরত হইয়াছে—
২ যেন আর মনুষ্যদের অভিলাষে নয়, কিন্তু
ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাংসবাসের অবশিষ্ট কাল
৩ যাপন কর। কেননা পরজাতীয়দের বাসনা
সাধন করিয়া, স্বৈরিতা, সুখাভিলাষ, মদ্যপান,
রঙ্গরস, পানার্থক সভা ও ঘৃণার্হ প্রতিমাপূজারূপ
পথে চলিয়া যে কাল অতীত হইয়াছে, তাহাই
৪ যথেষ্ট। ইহাতে তোমরা উহাদের সঙ্গে একই
নষ্টামির বন্যায় ধাবমান হইতেছ না, [দেখিয়া]
তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া নিন্দা করে।
৫ কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার
করিতে উদ্যত, তাঁহার কাছে উহাদিগকে হিসাব
৬ দিতে হইবে। বস্তুতঃ এই অভিপ্রায়ে মৃতগণের
কাছেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল, যেন

Digitized by Google

তাহারা মনুষ্যদের অনুসারে মাংসে বিচারিত হয়,
কিন্তু ঈশ্বরের অনুসারে আত্মায় জীবিত থাকে।
৭ পরন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট;
অতএব সুবোধ হও, এবং প্রার্থনার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ
৮ থাক। সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম
কর; কেননা প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।
৯ বিনা বচসাতে পরস্পর আতিথেয় হও।
১০ তোমরা যে যেমন অনুগ্রহ-দান পাইয়াছ,
তদনুসারে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহধনের উত্তম
১১ অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর। যে বলে,
সে এমন করিয়া বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী বলি-
তেছে: যে পরিচর্য্যা করে, সে ঈশ্বরদত্ত শক্তি
অনুসারে পরিচর্য্যা করুক: এই প্রকারে যেন
সর্ব্ববিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বর মহিমান্বিত
হন। যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা ও পরাক্রম
হউক। আমেন।
১২ প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার্থে যে তোমাদের
মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা
১৩ বলিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না; বরং যে পরি-
মাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হইতেছ,
সেই পরিমাণে আনন্দ কর, যেন তাঁহার প্রতা-
পের প্রকাশপ্রাপ্তিকালে উল্লাস সহকারে আনন্দ
১৪ করিতে পার। তোমরা যদি খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত
তিরস্কৃত হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রতা-
পের আত্মা, অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের
১৫ উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তোমাদের মধ্যে
কেহ যেন নরঘাতক কি চোর কি দুষ্কর্ম্মকারী কি
পরাধিকারচর্চ্চক বলিয়া দুঃখভোগ না করে।
১৬ কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া [দুঃখভোগ
করে], তবে সে লজ্জিত না হউক; কিন্তু এই
১৭ নামে ঈশ্বরের গৌরব করুক। কেননা ঈশ্বরের
গৃহে বিচার আরম্ভ হইবার সময় হইল; পরন্তু
যদি তাহা প্রথমে আমাদিগেতে আরম্ভ হয়,
তবে যাহারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য,
১৮ তাহাদের পরিণাম কি হইবে? আর ধার্ম্মিকের
পরিত্রাণ যদি কষ্টে হয়, তবে ভক্তিহীন ও পাপী
১৯ কোথায় মুখ দেখাইবে? অতএব যাহারা ঈশ্বরের
ইচ্ছাক্রমে দুঃখভোগ করে, তাহারাও সদাচরণ
করিতে করিতে আপন আপন প্রাণকে সেই বিশ্বস্ত
সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে গচ্ছিত করিয়া রাখুক।

৫ তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গ আছেন,
সহপ্রাচীন, খ্রীষ্টের বিবিধ দুঃখভোগের
সাক্ষী, এবং প্রকাশিতব্য ভাবী প্রতাপের সহ-
ভাগী আমি অনুনয়পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলি-
২ তেছি; তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে,
তাহা পালন কর; আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়,
কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক, ঈশ্বরের মতে, কুৎসিত
লাভার্থে নয়, কিন্তু উৎসুক ভাবে অধ্যক্ষের
৩ কার্য্য কর; এবং নিরূপিত অধিকারের উপরে
৪ কর্তৃত্ব না করিয়া পালের আদর্শ হও। তাহাতে
প্রধান পালক প্রত্যক্ষ হইলে তোমরা অম্লান
৫ প্রতাপমুকুট পাইবে। তদ্রূপ, হে যুবকেরা,
তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও। বরং সকলে
পরস্পরের প্রতি নম্রতায় বদ্ধপরিকর হও,
কেননা
"ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন,
কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।"
৬ অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে
নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে
৭ উন্নত করেন; আপনাদের যাবতীয় ভাবনার
ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও; কেননা
৮ তোমাদের জন্য তিনি চিন্তা করেন। তোমরা
প্রবুদ্ধ হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের বিপক্ষ
দিয়াবল গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে
গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াই-
৯ তেছে। তোমরা অটলবিশ্বাসী হইয়া তাহার
প্রতিরোধ কর; জগতে অবস্থিত তোমাদের
ভ্রাতৃবর্গেও সেই প্রকারের নানা দুঃখভোগ সম্পন্ন
১০ হইতেছে, ইহা জ্ঞাত হও। আর যাবতীয় অনু-
গ্রহের ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্টে আপনার
অনন্ত প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়াছেন,
তিনি আপনি তোমাদের ক্ষণিক দুঃখভোগের
পর তোমাদিগকে পরিপক্ব, সুস্থির, সবল করি-
১১ বেন। যুগে যুগে তাঁহারই পরাক্রম হউক।
আমেন।
১২ আমি সীলকে বিশ্বস্ত ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া
তাঁহার দ্বারা সংক্ষেপে তোমাদিগকে লিখিয়া
প্রবোধ দিলাম, এবং ইহা যে ঈশ্বরের সত্য
অনুগ্রহ, এমন সাক্ষ্যও দিলাম; তোমরা
ইহাতে স্থির থাক।
১৩ [তোমাদের] সহিত মনোনীতা বাবিলস্থা
[মণ্ডলী] এবং আমার পুত্র মার্ক তোমাদিগকে
১৪ মঙ্গলবাদ করিতেছেন। তোমরা প্রেমচুম্বনে
পরস্পর মঙ্গলবাদ কর।
তোমরা যত লোক খ্রীষ্টে আছ, তোমাদের
সকলের শান্তি হউক।

Digitized by Google

পিতরের দ্বিতীয় পত্র।

স্থির থাকিতে নিবেদন।

১ শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও
প্রেরিত,—যাঁহারা আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণ-
কর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতায় আমাদের সহিত
সমরূপ বহুমূল্য বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন,
২ তাঁহাদের সমীপে। ঈশ্বরের এবং আমাদের
প্রভু যীশুর তত্ত্বজ্ঞানে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর-
৩ রূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। যিনি নিজ
গৌরবে ও বীরত্বে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া-
ছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয়
শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত
৪ বিষয় প্রদান করিয়াছে। আর ঐ গৌরবে ও
বীরত্বে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি
মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন
তদ্দ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী
ক্ষয় এড়াইয়া ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও।
৫ অতএব ইহারই জন্য তোমরা সম্পূর্ণ যত্ন প্রয়োগ
করতঃ আপনাদের বিশ্বাসে বীরত্ব, ও বীরত্বে জ্ঞান,
৬ ও জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তায় ধৈর্য্য,
৭ ও ধৈর্য্যে ভক্তি, ও ভক্তিতে ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃ-
৮ স্নেহে প্রেম যোগাও। কেননা এই সমস্ত যদি
তোমাদিগেতে বিদ্যমান থাকে ও উপচিয়া পড়ে,
তবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে
তোমাদিগকে অলস কি ফলহীন থাকিতে দিবে
৯ না। বস্তুতঃ এই সমস্ত যাহার নাই, সে অন্ধ,
অদূরদর্শী, আপন পূর্ব্বপাপসমূহের মার্জ্জনা
১০ বিস্মৃত। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনা-
দের আহূততা ও মনোনীততা নিশ্চয় করিতে
অধিক যত্ন কর, কেননা এ সকল করিলে তোমরা
১১ কখন উছোট খাইবে না; কারণ এইরূপে
আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত
রাজ্যে প্রবেশ প্রচুররূপে তোমাদিগকে যোগান
যাইবে।
১২ এই কারণ আমি তোমাদিগকে এই সকল
সর্ব্বদা স্মরণ করাইতে প্রস্তুত থাকিব; যদিও
তোমরা সে সকল জান, এবং বর্ত্তমান সত্যে সুস্থি-
১৩ র ও আছ। আর আমি যত দিন এই তাম্বুতে
থাকি, তত দিন তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া
১৪ জাগ্রত করা বিহিত জ্ঞান করি। কারণ আমি
জানি, আমার এই তাম্বু পরিত্যাগ আকস্মিক
হইবে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাকে
১৫ তাহা জ্ঞাত করিয়াছেন। অধিকন্তু তোমরা
যাহাতে আমার প্রয়াণের পরে সর্ব্বদা এই সকল
স্মরণ করিতে পার, এমন যত্নও করিব।
১৬ কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম
ও আগমনের বিষয় যখন তোমাদিগকে জ্ঞাত
করিয়াছিলাম, তখন আমরা কৌশল-কল্পিত
গল্পের অনুগামী হই নাই, কিন্তু তাঁহার মহিমার
১৭ দর্শনপ্রাপ্ত সাক্ষী ছিলাম। ফলতঃ, "ইনি আমার
প্রিয় পুত্র, ইঁহাতেই আমি প্রীত," মহিমাযুক্ত
প্রতাপ কর্ত্তৃক তাঁহার কাছে উপনীত এই বাণী
দ্বারা তিনি পিতা ঈশ্বর হইতে সমাদর ও গৌরব
১৮ পাইয়াছিলেন। আর স্বর্গ হইতে উপনীত সেই
বাণী আমরাই শুনিয়াছি, যখন তাঁহার সঙ্গে
১৯ পবিত্র পর্ব্বতে ছিলাম। পরন্তু ভাববাণীর বাক্য
দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে;
তোমরা দিনের আরম্ভ পর্য্যন্ত, এবং তোমাদের
হৃদয়ে প্রভাতীয় তারার উদয় পর্য্যন্ত অন্ধকারময়
স্থানে প্রজ্বলিত প্রদীপের প্রতি যেমন, তেমনি
সেই বাণীর প্রতি যে মনোযোগ করিতেছ, সে
২০ ভালই করিতেছ। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে,
শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী [বক্তার] নিজ ব্যাখ্যার
২১ বিষয় নয়; কারণ কোন ভাববাণী কখনও মনুষ্যের
ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা
পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে
বলিয়াছেন।

দুষ্টদের পথ হইতে দূরে থাকিতে নিবেদন।

২ তথাপি প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভাক্ত ভাববাদি-
গণ উৎপন্ন হইল; সেই প্রকারে তোমা-
দের মধ্যেও ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত হইয়া গোপনে
বিনাশের বিধর্ম্ম প্রচলিত করিবে, যিনি তাঁহা-
দিগকে ক্রয় করিয়াছেন, সেই অধিপতিকেও অস্বী-
কার করিবে, এইরূপে আপনাদের আকস্মিক
২ বিনাশ ঘটাইবে। আর অনেকে তাহাদের স্বৈরা-
চারের অনুগামী হইবে; তাহাদের কারণ সত্যের
৩ পথ নিন্দিত হইবে। লোভের বশে তাহারা
কল্পিত বাক্য দ্বারা তোমাদের হইতে অর্থলাভ
করিবে; তাহাদের বিচারাজ্ঞা দীর্ঘকালাবধি
বিলম্ব করে না, এবং তাহাদের বিনাশ ঢুলিয়া
পড়ে না।

Digitized by Google

৪　বস্তুতঃ ঈশ্বর যখন পাপে পতিত স্বর্গদূতগণকে
ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নরকে ফেলিয়া বিচারার্থে
রক্ষিত হইবার জন্য অন্ধকারের কারাকূপে সমর্পণ
৫ করিলেন ; আর পুরাতন জগৎকে ক্ষমা করেন
নাই, কিন্তু ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আন-
য়নকালে আর সাত জনের সহিত ধার্ম্মিকতার
৬ প্রচারক নোহকে রক্ষা করিলেন ; আর সদোম
ও ঘমোরা নগর ভস্মীভূত করিয়া উৎপাটনরূপ
দণ্ড দিয়া ভক্তিবিরুদ্ধাচারী ভাবী লোকদের
৭ দৃষ্টান্ত করিলেন ; আর ঐ ধর্ম্মহীনদের স্বৈরা-
চারে ক্লিষ্ট যে ধার্ম্মিক লোট, তাঁহাকে উদ্ধার
৮ করিলেন। কেননা সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের
মধ্যে বাস করিতে করিতে, দেখিয়া শুনিয়া তাহা-
দের অধর্ম্মক্রিয়া প্রযুক্ত দিন দিন নিজ ধর্ম্মশীল
৯ প্রাণকে যাতনা দিতেন ;—প্রভু ভক্তদিগকে
পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে জানেন : এবং
অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ড দিতে দিতে বিচারদিনের
১০ জন্য রাখিতে জানেন। বিশেষতঃ যাহারা মাংসের
অনুবর্ত্তী হইয়া অশুচি ভোগের অভিলাষে চলে, ও
প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে, তাহাদিগকে [দণ্ড দিবেন]।
তাহারা দুঃসাহসী, স্বেচ্ছাচারী : প্রতাপাধি-
১১ কারীদের নিন্দা করিতে ভয় করে না। কিন্তু স্বর্গ-
দূতগণ যদিও বলে ও পরাক্রমে মহত্তর, তথাপি
প্রভুর কাছে তাঁহারাও উহাঁদের প্রতিকূলে নিন্দা-
১২ পূর্ণ বিচার উপস্থিত করেন না। কিন্তু ধৃত হই-
বার ও ক্ষয় পাইবার নিমিত্ত জাত যে বিবেক-
রহিত প্রাণীমাত্র পশু সকল, তাহাদের ন্যায় ঐ
লোকেরা যাহা না বুঝে, তাহার নিন্দা করতঃ
১৩ আপনাদের ক্ষয়কারিতায় ক্ষয় পাইবে, অন্যায়ের
বেতনস্বরূপে অন্যায় ভোগ করিবে। তাহারা
দিনমানে উদরতৃপ্তিকে সুখ জ্ঞান করে : তাহারা
কলঙ্ক ও মলস্বরূপ, তাহারা তোমাদের সহিত
ভোজন পান করিয়া আপন আপন প্রেমভোজে
১৪ সুখভোগ করে। তাহাদের চক্ষু ব্যভিচারে পরি-
পূর্ণ এবং পাপে অবিরত ; তাহারা চঞ্চলমতি-
দিগকে লোভ দেখায় ; তাহাদের হৃদয় লোভে
১৫ অভ্যস্ত ; তাহারা শাপের সন্তান। তাহারা সোজা
পথ ত্যাগ করিয়া বিপথগামী হইয়াছে, বিয়োর-
রের পুত্র বিলিয়মের পথানুগামী হইয়াছে, যে
১৬ অধার্ম্মিকতার বেতন ভাল বাসিত ; কিন্তু সে
নিজ অপরাধের জন্য অনুযুক্ত হইল ; এক অবাক্
বাহন মানবভাষায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সেই
১৭ ভাববাদীর ক্ষিপ্ততা নিবারণ করিল। এই
লোকেরা নির্জ্জল উনুই, ঝটিকায় চালিত কুজ্ঝ-
টিকা, তাহাদের জন্য ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত
১৮ রহিয়াছে। কারণ তাহারা অলীক গর্ব্বের কথা
কহিয়া মাংসিক সুখাভিলাষে, স্বৈরিতায় সেই
লোকদিগকে লোভ দেখায়, যাহারা ভ্রমাচারী-
দের হইতে কষ্টেসৃষ্টে পলায়ন করিতেছে।
১৯ তাহারা তাহাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা
করে, কিন্তু আপনারা ক্ষয়ের দাস ; কেননা যে
যদ্দ্বারা পরাভূত, সে তাহার দাসত্বে আনীত।
২০ বস্তুতঃ প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানে
সংসারের অশুচি ব্যাপার এড়াইবার পর যদি
তাহারা পুনরায় তাহাতে পাশবদ্ধ হইয়া পরাভূত
হয়, তবে তাহাদের প্রথম দশা অপেক্ষা শেষ দশা
২১ আরও মন্দ হইয়া পড়ে। কেননা [ধার্ম্মিকতার
পথ] জানিয়া তাহাদের কাছে সমর্পিত পবিত্র
আজ্ঞা হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা বরং
ধার্ম্মিকতার পথ অজ্ঞাত থাকা তাহাদের পক্ষে
২২ শ্রেয়ঃ ছিল। তাহাদিগেতে এই সত্য প্রবাদ
ফলিয়াছে, "কুকুর আপন বমির প্রতি, ও
ধৌত শূকর কাদায় গড়াগড়ি দিতে আবার
ফিরে।"

প্রভুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা।

৩　হে প্রিয়েরা, আমি এই দ্বিতীয় পত্র
তোমাদিগকে লিখিতেছি। উভয় পত্রে
তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া তোমাদের সরল
২ চিত্তকে জাগ্রত করিতেছি, যেন তোমরা পবিত্র
ভাববাদিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকথিত বাক্য সকল এবং
তোমাদের প্রেরিতগণের দ্বারা ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর
৩ আজ্ঞা স্মরণ কর। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে,
শেষকালে উপহাসের সহিত উপহাসকেরা
উপস্থিত হইবে ; তাহারা আপন আপন অভি-
৪ লাষ অনুসারে চলিবে, এবং বলিবে, তাহার
আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায় ? কেননা যদবধি
পিতৃলোকেরা নিদ্রাগত হইয়াছেন, তদবধি,
সৃষ্টির আরম্ভাবধি, সমস্তই যেমন তেমনই রহি-
৫ য়াছে। বস্তুতঃ সেই লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা
ভুলিয়া যায় যে, গগনমণ্ডল এবং জল হইতে
ও জল দ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত ভূমণ্ডল ঈশ্বরের বাক্যের
৬ গুণে প্রাক্কালে ছিল ; তাহাতে তাৎকালিক জগৎ
৭ জলে আপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল। আবার
সেই বাক্যের গুণে এই বর্ত্তমান কালের গগনমণ্ডল
ও ভূমণ্ডল অগ্নির নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে,
ভক্তিহীন মনুষ্যদের বিচার ও বিনাশের দিন
পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছে।
৮　পরন্তু, হে প্রিয়েরা, তোমরা এই এক কথা
ভুলিও না যে, প্রভুর কাছে এক দিন সহস্র
বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর এক দিনের
৯ সমান। কেহ কেহ যাহা দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে,
প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তদনুরূপ দীর্ঘসূত্রী
নহেন, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু ;
কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা

Digitized by Google

তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনঃপরিবর্ত্তনে
১০ অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায়
আসিবে; তখন গগনমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া
উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল দগ্ধ হইয়া
বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ কার্য্য
সকল পুড়িয়া যাইবে।
১১ এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে,
তখন পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিপূর্ব্বক
ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও
আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে কি প্রকার লোক হওয়া
১২ তোমাদের উচিত! সেই দিনের হেতু গগনমণ্ডল
জ্বলিয়া বিলীন হইবে, এবং মূলবস্তু সকল দগ্ধ
১৩ হইয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞানু-
সারে আমরা এমন নূতন গগনমণ্ডলের ও নূতন
পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্ম্মি-
কতা বসতি করে।
১৪ অতএব, প্রিয়েরা, তোমরা যখন এই সকলের
অপেক্ষা করিতেছ, তখন যত্ন কর, যেন তাঁহার
কাছে তোমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক ও দোষরহিত
১৫ অবস্থায় শান্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর
আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণ জ্ঞান
কর। আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌলও তাঁহাকে
দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে এমন কথা
১৬ লিখিয়াছেন। আর তাঁহার সকল পত্রেও এই
বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া এই প্রকার [কথা কহেন];
তাহার মধ্যে কোন কোন কথা দুরূহ, অজ্ঞান ও
চঞ্চল লোকেরা আপনাদেরই বিনাশার্থে যেমন
অন্য সমস্ত শাস্ত্রের, তেমনি সেই কথাগুলিরও
বিরূপ অর্থ করে।
১৭ অতএব, প্রিয়েরা, তোমরা এ সকল অগ্রে
জানিয়া সাবধান থাক, পাছে ধর্ম্মহীনদের
ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে
১৮ ভ্রষ্ট হও। বরঞ্চ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও। এখন ও
অনন্তকালের দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মহিমা হউক।
আমেন।

যোহনের প্রথম পত্র।

ঈশ্বরের সহিত সহভাগিতার শুভফল।

১ আদি অবধি যাহা ছিল, আমরা যাহা
শুনিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছি,
যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ
২ করিয়াছি,—জীবনের বাক্যের বিষয়ে। আর
সেই জীবন প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং আমরা
[তাঁহাকে] দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিতেছি; এবং
যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের প্রত্যক্ষ
হইলেন, সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ
৩ তোমাদিগকে দিতেছি—আমরা যাহা দেখি-
য়াছি ও শুনিয়াছি, তাহারই সংবাদ তোমা-
দিগকে দিতেছি, আমাদের সহিত যেন তোমা-
দেরও সহভাগিতা হয়। আর আমাদের যে
সহভাগিতা আছে, তাহা ত পিতার এবং তাঁহার
৪ পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত সহভাগিতা। আর
আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এ কারণ এই
সকল লিখিতেছি।
৫ আমরা যে বার্ত্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া
তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর
জ্যোতিঃ, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র
৬ নাই। আমরা যদি বলি যে, তাঁহার সহিত
আমাদের সহভাগিতা আছে, আর অন্ধকারে
চলি, তবে মিথ্যাকথা কহি, সত্যের অনুষ্ঠান করি
৭ না। কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন,
আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পর-
স্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার
পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ হইতে আমাদিগকে
৮ শুচি করে। আমরা যদি বলি যে, আমাদের
পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে
৯ ভুলাই, এবং আমাদের অন্তরে সত্য নাই। যদি
আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে
তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ
সকল মোচন করিবেন, এবং সমস্ত অধার্ম্মিকতা
১০ হইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন। যদি আমরা
বলি যে, পাপ করি নাই, তবে তাঁহাকে মিথ্যা-
বাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের
অন্তরে নাই।

২ হে আমার বৎসেরা, তোমরা যেন পাপ
না কর, তজ্জন্য তোমাদিগকে এই সকল
লিখিতেছি। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে
পিতার কাছে আমাদের এক সহায়, ধার্ম্মিক
২ যীশু খ্রীষ্ট, আছেন। আর তিনিই আমাদের
পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের পাপ-

Digitized by Google

নিমিত্তক নয়, সমস্ত জগতেরও পাপনিমিত্তক।
৩ আর আমরা যে তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা
তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন দ্বারাই জানিতে
৪ পারি। যে ব্যক্তি বলে, আমি তাঁহাকে জানি,
তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না করে,
সে মিথ্যাবাদী এবং তাঁহার অন্তরে সত্য নাই।
৫ কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে,
তাহারই অন্তরে, ঈশ্বরের প্রেম সত্যরূপে সিদ্ধ
হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা আমরা জানিতে
৬ পারি যে, তাঁহাতে আছি। যে বলে, আমি
তাঁহাতে থাকি, তাহার উচিত যে, তিনি যেরূপ
চলিতেন, সেও তদ্রূপ চলে।
৭ প্রিয়েরা, আমি তোমাদিগকে নূতন আজ্ঞা
লিখিতেছি, এমন নহে; বরং আদি অবধি যাহা
পাইয়াছ, এমন এক পুরাতন আজ্ঞা লিখিতেছি;
তোমরা যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহা এই পুরাতন
৮ আজ্ঞা। আবার আমি তোমাদিগকে এক নূতন
আজ্ঞা লিখিতেছি, এই কথা তাঁহাতে ও তোমা-
দিগেতে সত্য; যেহেতুক অন্ধকার ঘুচিয়া যাই-
তেছে, এবং সম্প্রতি প্রকৃত জ্যোতিঃ জ্বলিতেছে।
৯ যে ব্যক্তি বলে, আমি জ্যোতিতে আছি, আর
আপন ভ্রাতাকে দ্বেষ করে, সে এখনও অন্ধকারে
১০ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম
করে, সে জ্যোতিতে থাকে, এবং তাহার অন্তরে
১১ বিঘ্নের কারণ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন
ভ্রাতাকে দ্বেষ করে, সে অন্ধকারে আছে এবং
অন্ধকারে চলে, এবং কোথায় যায় তাহা জানে
না, কারণ অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়াছে।

ঈশ্বরীয় সত্যে ও প্রেমে স্থির থাকিতে নিবেদন।

১২ বৎসগণ, আমি তোমাদিগকে লিখিতেছি,
কারণ তাঁহার নামের গুণে তোমাদের পাপের
১৩ ক্ষমা হইয়াছে। পিতৃগণ, তোমাদিগকে লিখি-
তেছি, কারণ যিনি আদি অবধি আছেন,
তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকগণ, তোমাদিগকে
লিখিতেছি, কারণ তোমরা এই পাপাত্মাকে জয়
করিয়াছ, শিশুগণ, তোমাদিগকে লিখিলাম,
১৪ কারণ তোমরা পিতাকে জান। পিতৃগণ,
তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ যিনি আদি
অবধি আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকগণ,
তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান
এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে,
আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ।
১৫ তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ
বিষয় সকলও প্রেম করিও না; কেহ যদি
জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার
১৬ অন্তরে নাই। কেননা জগতে যে কিছু আছে,
মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার
দর্প, এ সকল পিতা হইতে হয় নাই, কিন্তু জগৎ
১৭ হইতে হইয়াছে। আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ
বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা
পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।
১৮ শিশুগণ, শেষকাল উপস্থিত, তোমরা যেমন
শুনিয়াছ যে খ্রীষ্টারি আসিতেছে, তেমনি এখনই
অনেক খ্রীষ্টারি হইয়াছে; ইহাতে আমরা
১৯ জানি যে, শেষকাল উপস্থিত। তাহারা আমা-
দের হইতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমাদের
ছিল না; কেননা যদি আমাদের হইত, তবে
আমাদের সঙ্গে থাকিত; কিন্তু তাহারা সকলে
আমাদের নয় বলিয়া যেন প্রত্যক্ষ হয়, [তজ্জন্য
বাহির হইয়াছে]।
২০ পরন্তু সেই পবিত্রতম হইতে তোমরা অভিষেক
২১ পাইয়াছ, আর সকলই জান। তোমরা সত্য
জান না বলিয়া আমি তোমাদিগকে লিখিলাম,
তাহা নয়; বরং সত্য জান, এবং কোন মিথ্যা-
কথা সত্য হইতে হয় না, বলিয়া [লিখিলাম]।
২২ যীশুই খ্রীষ্ট, ইহা যে অস্বীকার করে, সে বই
আর কে ঐ মিথ্যাবাদী? সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টারি,
২৩ যে পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে। যে কেহ
পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতাকেও পায় নাই;
যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে পিতাকেও
২৪ পাইয়াছে। তোমরা আদি অবধি যাহা শুনি-
য়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে থাকুক; আদি
অবধি যাহা শুনিয়াছ, তাহা যদি তোমাদের
অন্তরে থাকে, তবে তোমরাও পুত্রে ও পিতাতে
২৫ থাকিবে। আর ইহা তাঁহারই সেই অঙ্গীকার,
যাহা তিনি আমাদের কাছে অঙ্গীকার করিয়া-
ছেন, তাহা অনন্ত জীবন।
২৬ যাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করে, তাহাদের
বিষয়ে এই সকল তোমাদিগকে লিখিলাম।
২৭ আর তোমরা তাঁহা হইতে যে অভিষেক পাই-
য়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে রহিয়াছে, এবং
কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে
তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই
অভিষেক যেমন সর্ব্ববিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা
দিতেছে, এবং তাহা যেমন সত্য, মিথ্যা নহে,
এবং তাহা যেমন তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে,
তেমনি তোমরা তাঁহাতে রহিয়াছ।
২৮ আর এখন, হে বৎসেরা, তাঁহাতেই থাক,
যেন তিনি যখন প্রত্যক্ষ হন, তখন আমরা
সাহসযুক্ত হই, তাঁহার আগমনে, তাঁহা হইতে
২৯ লজ্জিত না হই। তিনি ধার্ম্মিক, ইহা যদি জান,
তবে যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহা হইতে
জাত, ইহাও জান।

Digitized by Google

ঈশ্বরের প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম।

৩ দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম
প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের
সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা
তাহাই বটে। এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে
২ না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই। প্রিয়েরা,
এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর, কি হইব,
তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। আমরা জানি,
তিনি যখন প্রত্যক্ষ হইবেন, তখন আমরা
তাঁহার সদৃশ হইব; কারণ তিনি যাদৃশ আছেন,
৩ তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব। আর তাঁহার
উপরে এই আশা যে কাহারও আছে, সে আপ-
নাকে শুদ্ধ করে, যেমন তিনি শুদ্ধ।
৪ যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘন
৫ করে, আর পাপই ব্যবস্থালঙ্ঘন। আর তোমরা
জান, পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি
প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই।
৬ যে কেহ তাঁহাতে থাকে, সে পাপ করে না;
যে কেহ পাপ করে, সে তাঁহাকে দেখে নাই
৭ এবং জানেও নাই। বৎসেরা, কেহ যেন তোমা-
দিগকে ভ্রান্ত না করে; যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে,
৮ সে ধার্ম্মিক, যেমন তিনি ধার্ম্মিক। যে ব্যক্তি
পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল
আদি অবধি পাপ করিতেছে। দিয়াবলের কার্য্য
সকল লোপ করিবার নিমিত্তই ঈশ্বরের পুত্র
প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।
৯ যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে
না, কারণ তাঁহার বীর্য্য তাহার অন্তরে থাকে;
এবং সে পাপ করিতে পারে না, কারণ ঈশ্বর
১০ হইতে তাহার জন্ম হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের
সন্তানগণ এবং দিয়াবলের সন্তানগণ প্রত্যক্ষ হয়;
যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, সে ঈশ্বরের নয়;
এবং যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে,
১১ [সেও নয়]। কেননা তোমরা আদি অবধি যে
বার্ত্তা শুনিয়াছ, তাহা এই যে, আমাদের পরস্পর
১২ প্রেম করা কর্ত্তব্য; কয়িন যেমন সেই পাপাত্মা
হইতে হইয়াছিল, এবং আপন ভ্রাতাকে বধ
করিয়াছিল, তদ্রূপ যেন না হই। আর সে কেন
উহাকে বধ করিয়াছিল? কারণ এই যে, তাহার
ক্রিয়া সকল মন্দ, কিন্তু ভ্রাতার ক্রিয়া সকল
ধর্ম্মময় ছিল।
১৩ হে ভ্রাতৃগণ, জগৎ যদি তোমাদিকে দ্বেষ করে,
১৪ তবে তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। আমরা
মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, ইহা জানি,
কারণ ভ্রাতৃগণকে প্রেম করি। যে কেহ প্রেম না
১৫ করে, সে মৃত্যুমধ্যে থাকে। যে কেহ আপন
ভ্রাতাকে দ্বেষ করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা
জান, অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে
১৬ অবস্থিতি করে না। আমাদের নিমিত্তে তিনি
আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ইহাতে আমরা
প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি; এবং আমরাও ভ্রাতাদের
নিমিত্ত আপন আপন প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য।
১৭ কিন্তু যাহার সাংসারিক জীবনোপায় আছে,
সে আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিলে যদি
তাহার প্রতি আপন করুণা রোধ করে, তবে
ঈশ্বরের প্রেম কেমন করিয়া তাহার অন্তরে
১৮ থাকে; হে বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিম্বা
জিহ্বাতে নয়, কার্য্যে ও সত্যেই প্রেম করি।
১৯ ইহাতে জানিব যে, আমরা সত্যের, এবং তাঁহার
সাক্ষাতে আপনাদের হৃদয় আশ্বাসযুক্ত করিব;
২০ কেননা আমাদের হৃদয় যে কোন বিষয়ে আমা-
দিগকে দোষী করুক, আমাদের হৃদয়াপেক্ষা
২১ ঈশ্বর মহান, এবং সকলই জানেন। প্রিয়েরা,
আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী না
করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস
২২ লাভ হয়; এবং যে কিছু যাচ্ঞা করি, তাহাই
তাঁহার নিকটে পাই; কেননা আমরা তাঁহার
আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে
২৩ যাহা যাহা প্রীতিজনক, তাহা করি। আর
তাঁহার আজ্ঞা এই, যেন আমরা তাঁহার পুত্র
যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি, এবং তিনি
আমাদিগকে যেমন আজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে
২৪ পরস্পর প্রেম করি। আর যে ব্যক্তি তাঁহার
আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে,
এবং সেই ব্যক্তিতে তিনিও থাকেন; আর তিনি
যে আমাদিগেতে থাকেন, ইহা আমাদিগকে দত্ত
তাঁহার আত্মা দ্বারা আমরা জানিতে পারি।

৪ প্রিয়েরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস
করিও না, কিন্তু আত্মাদিগকে পরীক্ষা করিয়া
দেখ, তাহারা ঈশ্বরের কি না; কারণ অনেক
ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়া গিয়াছে।
২ তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে ইহাতে জানিতে
পার; যে প্রত্যেক আত্মা স্বীকার করে যে, যীশু
খ্রীষ্ট মাংসে আগমন করিয়াছেন, সে ঈশ্বরের।
৩ আর যে প্রত্যেক আত্মা যীশুকে স্বীকার না করে,
সে ঈশ্বরের নয়; আর তাহাই খ্রীষ্টারির
আত্মা; তাহা যে আসিতেছে, ইহা তোমরা
শুনিয়াছ, এবং বাস্তবিক তাহা এখন জগতে
৪ উপস্থিত আছে। বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বরের,
এবং উহাদিগকে জয় করিয়াছ; কারণ যিনি
তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তী
৫ ব্যক্তি অপেক্ষা মহান। উহারা জগতের, এই
কারণ জগতের কথা কহে, এবং জগৎ উহাদের
৬ কথা শুনে। আমরা ঈশ্বরের; ঈশ্বরকে যে
জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বরের

Digitized by Google

নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই
আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে
জানিতে পারি।
৭ প্রিয়েরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি;
কারণ প্রেম ঈশ্বরের; এবং যে কেহ প্রেম করে,
সে ঈশ্বর হইতে জাত হইয়াছে এবং ঈশ্বরকে
৮ জানে। যে ব্যক্তি প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে
৯ জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। আমাদিগেতে
ঈশ্বরের প্রেম ইহাতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, ঈশ্বর
আপনার একজাত পুত্রকে জগতে পাঠাইয়া
দিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহা দ্বারা জীবন লাভ
১০ করিতে পারি। ইহাতেই প্রেম আছে; আমরা
যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু
তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন
পুত্রকে আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত
১১ হইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। হে প্রিয়েরা,
ঈশ্বর যদি আমাদিগকে এমন প্রেম করিয়াছেন,
তবে আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বাধ্য।
১২ ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখে নাই। যদি আমরা
পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদিগেতে
থাকেন, এবং আমাদিগেতে তাঁহার প্রেম সিদ্ধ
১৩ হয়। আমরা যে তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি যে
আমাদিগেতে থাকেন, তাহা ইহার দ্বারা
জানিতে পারি যে, তিনি আপন আত্মা হইতে
১৪ আমাদিগকে দান করিয়াছেন। আর পিতা
পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্ত্তা [করিয়া] পাঠাইয়া
দিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি, ও ইহার
১৫ সাক্ষ্য দিতেছি। যে কেহ স্বীকার করিবে যে, যীশু
ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তাহাতে থাকেন, এবং সে
১৬ ঈশ্বরে থাকে। আর আমাদিগেতে ঈশ্বরের যে
প্রেম আছে, তাহা আমরা জানি, ও বিশ্বাস
করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে
থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে
থাকেন।
১৭ আমাদের সঙ্গে প্রেম ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে,
যেন বিচারদিনে আমাদের সাহস লাভ হয়;
কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, আমরাও এই জগতে
১৮ তাদৃশ আছি। প্রেমে ভয় নাই, বরঞ্চ সিদ্ধ
প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া ফেলে, কেননা ভয়
দণ্ডযুক্ত; আর যে ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ নয়।
১৯ আমরা প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমা-
দিগকে প্রেম করিয়াছেন।
২০ যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি,
আর আপন ভ্রাতাকে দ্বেষ করে, সে মিথ্যাবাদী;
কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই
ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে
নাই, সেই ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে না।
২১ আর আমরা তাঁহা হইতে এই আজ্ঞা পাইয়াছি
যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও
প্রেম করুক।

বিশ্বাসের বিজয়।

৫ যীশুই খ্রীষ্ট, ইহা যে কেহ বিশ্বাস করে,
সে ঈশ্বর হইতে জাত; এবং যে কেহ জন্ম-
দাতাকে প্রেম করে, সে তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তি-
২ কেও প্রেম করে। ইহাতে আমরা জানিতে পারি
যে, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি, ও তাঁহার আজ্ঞা
সকল পালন করি, তখন ঈশ্বরের সন্তানগণকে
৩ প্রেম করি। কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই যে,
আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর
৪ তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়। কারণ যাহা
কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে;
এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা আমা-
৫ দের বিশ্বাস। কে জগজ্জয়ী? কেবল সেই, যে
বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র।
৬ তিনি সেই, যিনি জল ও রক্ত দিয়া আসি-
য়াছেন, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট—কেবল জলে নয়,
৭ কিন্তু জলে ও রক্তে। আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতে-
৮ ছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য। বস্তুতঃ তিনে
সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং
৯ তিনের সাক্ষ্য একই। আমরা যদি মনুষ্যদের
সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মহত্তর;
ফলতঃ ইহা ঈশ্বরেরই সাক্ষ্য যে, তিনি আপন
১০ পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। যে ব্যক্তি ঈশ্ব-
রের পুত্রে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে
থাকে; ঈশ্বরে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে
মিথ্যাবাদী করিয়াছে; যেহেতুক ঈশ্বর আপন
পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে সে
১১ বিশ্বাস করে নাই। আর সাক্ষ্যটী এই যে, ঈশ্বর
আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই
১২ জীবন তাঁহার পুত্রে আছে। যে ব্যক্তি পুত্রকে
পাইয়াছে, সে সেই জীবন পাইয়াছে; যে ঈশ্ব-
রের পুত্রকে পায় নাই, সে সেই জীবন পায়
নাই।
১৩ আমি তোমাদিগকে এই সকল লিখিলাম,
যেন তোমরা জান যে, ঈশ্বরের পুত্রের নামে
বিশ্বাস করিতেছ যে তোমরা, তোমরা অনন্ত
১৪ জীবন পাইয়াছ। আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা
এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার
ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি
১৫ আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে,
তিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞা শুনেন, তবে ইহাও
জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা
করিয়াছি, সে সকল পাইয়াছি।
১৬ যদি কেহ আপন ভ্রাতাকে এমন পাপ করিতে

Digitized by Google

দেখে, যাহা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচ্ঞা
করিবে, এবং ঈশ্বর তাহাকে, যাহারা মৃত্যুজনক
পাপ করে না, তাহাদিগকে, জীবন দিবেন।
মৃত্যুজনক পাপও আছে, সে বিষয়ে তাহাকে
১৭ বিনতি করিতে হয়, ইহা বলি না। যাবতীয়
অধার্ম্মিকতাই পাপ ; পরন্তু যাহা মৃত্যুজনক নয়,
এমন পাপ আছে।
১৮ আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত,
সে পাপ করে না, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত ব্যক্তি
আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে
১৯ স্পর্শ করে না। আমরা জানি, আমরা ঈশ্বরের ;
আর সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার [কোড়ে]
২০ শুইয়া রহিয়াছে। আর আমরা জানি, ঈশ্বরের
পুত্র আসিয়াছেন, এবং আমাদিগকে এমন চিত্ত
দিয়াছেন, যাহাতে আমরা সেই সত্যময়কে
জানি ; এবং আমরা সেই সত্যময়ে, তাঁহার পুত্র
যীশু খ্রীষ্টে, আছি ; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং
অনন্ত জীবন।
২১ বৎসেরা, তোমরা প্রতিমাগণ হইতে আপনা-
দিগকে রক্ষা কর।

যোহনের দ্বিতীয় পত্র।

অনৈক খ্রীষ্টীয় মহিলার প্রতি পত্র।

১ এই প্রাচীন ব্যক্তি—মনোনীতা মহিলা ও
তাঁহার সন্তানগণ সমীপেষু। আমি সত্যে তোমা-
দিগকে প্রেম করি ; কেবল আমি নয়, বরং যত
২ লোক সত্য জানে, সকলেই সেই সত্য প্রযুক্ত
প্রেম করে, যাহা আমাদিগেতে বাস করিতেছে,
এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকিবে।
৩ পিতা ঈশ্বর হইতে, এবং সেই পিতার পুত্র যীশু
খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি সত্যে ও প্রেমে
আমাদের সঙ্গে থাকিবে।
৪ আমি অতিশয় আনন্দ করিতেছি, কেননা
দেখিতে পাইলাম, তোমার সন্তানদের মধ্যে কেহ
কেহ সত্যে চলিতেছে, যেমন আমরা পিতা হইতে
৫ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এখন, অয়ি
মহিলে, আমি তোমাকে নূতন আজ্ঞা লিখিবার
মত নয়, কিন্তু আদি অবধি আমরা যে আজ্ঞা
পাইয়াছি, তদনুসারে তোমার কাছে এই বিনতি
করিতেছি, যেন আমরা পরস্পর প্রেম করি।
৬ আর প্রেম এই যে, আমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে
চলি। আজ্ঞাটী এই, যেমন তোমরা আদি হইতে
৭ শুনিয়াছ, যেন তোমরা উহাতে চল। কারণ
অনেক প্রবঞ্চক জগতে বাহির হইয়া গিয়াছে ;
যীশু খ্রীষ্ট মাংসে আগমন করেন, ইহা তাহারা
স্বীকার করে না ; এই ত সেই প্রবঞ্চক ও
৮ খ্রীষ্টারি। আপনাদের বিষয়ে সাবধান হও ;
আমরা যাহা সাধন করিয়াছি, তাহা যেন
তোমরা না হারাও, কিন্তু যেন সম্পূর্ণ বেতন
৯ পাও। যে কেহ অগ্রে চলে, এবং খ্রীষ্টের
শিক্ষাতে থাকে না, সে ঈশ্বরকে পায় নাই ;
সেই শিক্ষাতে যে থাকে, সে পিতা ও পুত্র
১০ উভয়কে পাইয়াছে। যদি কেহ সেই শিক্ষা না
লইয়া তোমাদের কাছে আইসে, তবে তাহাকে
বাটীতে গ্রহণ করিও না, এবং তাহাকে মঙ্গলবাদ
১১ করিও না। কেননা যে তাহাকে মঙ্গলবাদ
করে, সে তাহার দুষ্কর্ম্ম সকলের সহভাগী
হয়।
১২ তোমাদিগকে লিখিবার অনেক কথা ছিল ;
কাগজ ও কালী ব্যবহার করা আমার মানস
হইল না। কিন্তু প্রত্যাশা করি যে, তোমাদের
আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি তোমাদের
কাছে গিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথাবার্ত্তা
১৩ কহিব। তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানগণ
তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।

Digitized by Google

যোহনের তৃতীয় পত্র।

গায়ের প্রতি পত্র।

১ এই প্রাচীন ব্যক্তি—প্রিয় গায়ের সমীপে,
যাহাকে আমি সত্যে প্রেম করি।
২ হে প্রিয়, তোমার আত্মা যেমন কুশলপ্রাপ্ত,
তেমনি সর্ব্ববিষয়ে তোমার কুশল ও স্বাস্থ্য হউক,
৩ এই আমার প্রার্থনা। বস্তুতঃ ভ্রাতৃগণ আসিয়া
তোমার সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়াতে আমি
অতিশয় আনন্দিত হইলাম; বাস্তবিক তুমি
৪ সত্যে চলিতেছ। আমার সন্তানগণ সত্যে চলে,
এই সংবাদ শ্রবণে যে আনন্দ জন্মে, তদপেক্ষা
মহত্তর আনন্দ আমার নাই।
৫ হে প্রিয়, সেই ভ্রাতৃগণের, হাঁ, বিদেশীদের
প্রতি তুমি যাহা যাহা করিয়া থাক, তাহা বিশ্বা-
৬ সীর উপযুক্ত কার্য্য। তাহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে
তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে; যদি
তুমি ঈশ্বরের উপযুক্তরূপে তাহাদিগকে প্রস্থা-
৭ পন কর, তবে ভালই করিবে। কারণ [প্রভুর]
নামের পক্ষে তাহারা বাহির হইয়াছে, পর-
৮ জাতীয়দের কাছে কিছু গ্রহণ করে না। অতএব
সত্যের সহকারী হইবার জন্য আমরা এই
প্রকার লোকদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে
বাধ্য।
৯ আমি মণ্ডলীকে কিছু লিখিয়াছিলাম, কিন্তু
তাহাদের প্রাধান্যপ্রিয় দিয়ত্রিফি আমাদিগকে
১০ গ্রহণ করে না। এই জন্য যদি আসি, তবে
তাহার ক্রিয়া সকল [তাহাকে] স্মরণ করাইব,
কেননা সে দুর্ব্বাক্য দ্বারা আমাদের গ্লানি করে;
এবং তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনিও ভ্রাতৃ-
গণকে গ্রহণ করে না, আর যাহারা গ্রহণ করিতে
ইচ্ছা করে, তাহাদিগকেও বারণ করে এবং মণ্ডলী
হইতে বাহির করিয়া দেয়।
১১ হে প্রিয়, তুমি দুষ্কর্ম্মের অনুকারী না হইয়া
সৎকর্ম্মের অনুকারী হও। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম
করে, সে ঈশ্বরের; যে দুষ্কর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরকে
১২ দর্শন করে নাই। দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলে,
এমন কি, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়াছে; এবং
আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি; আর তুমি জান,
আমাদের সাক্ষ্য সত্য।
১৩ তোমাকে লিখিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু
কালী ও লেখনী দ্বারা লিখিতে ইচ্ছা হয় না।
১৪ কিন্তু আমি প্রত্যাশা করি যে, অবিলম্বে তোমাকে
দেখিব, তখন আমরা সম্মুখাসম্মুখি হইয়া
কথাবার্ত্তা করিব। তোমার শান্তি হউক। বন্ধুগণ
তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। তুমি প্রত্যেকের
নাম করিয়া বন্ধুদিগকে মঙ্গলবাদ দেও।

যিহূদার পত্র।

বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে নিবেদন।

১ যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস, এবং যাকোবের
ভ্রাতা,—পিতা ঈশ্বরে যাঁহারা প্রেমপাত্র ও
যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত রক্ষিত, সেই আহূতগণ
২ সমীপেষু। দয়া, শান্তি ও প্রেম প্রচুররূপে
তোমাদের প্রতি বর্দ্ধুক।
৩ প্রিয়েরা, আমাদের সাধারণ পরিত্রাণের
বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লিখিতে নিতান্ত
যত্নবান হওয়াতে আমি বুঝিলাম, লিখিতে গেলে
পবিত্রগণের কাছে একেবারে সমর্পিত বিশ্বাসের
পক্ষে প্রাণপণ করিবার আদেশ তোমাদিগকে
৪ দেওয়া আবশ্যক। যেহেতুক এমন কয়েক জন
গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যাহারা এই দণ্ডাজ্ঞার
পাত্ররূপে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল; তাহারা
ভক্তিহীন, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বৈরিতায়
পরিণত করে, এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি
ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে।
৫ পরন্তু যদিও তোমরা সকলই একেবারে জানিয়া
লইয়াছ, তথাপি আমার বাসনা এই যেন
তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে, প্রভু
মিসরদেশ হইতে প্রজাদিগকে নিস্তার করিয়া
পশ্চাৎ অবিশ্বাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।
৬ আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা

Digitized by Google

না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল,
তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর
অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া
৭ রাখিয়াছেন। সেই প্রকারে সদোম ও ঘমোরা
এবং তন্নিকটস্থ নগর সকল উহাদের ন্যায় নিতান্ত
বেশ্যাগামী এবং বিজাতীয় মাংসের চেষ্টায়
বিপথগামী হইয়া, অনন্ত অগ্নির দণ্ড ভোগ করতঃ
৮ দৃষ্টান্তরূপে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। তথাপি এই
লোকেরাও সেইরূপে স্বপ্নাচারী হইয়া মাংসকে
অশুচি করে, প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে, এবং প্রতাপাধি-
৯ কারীদের নিন্দা করে। কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখা-
য়েল যখন মোশির দেহের বিষয়ে দিয়াবলের
সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন নিন্দাযুক্ত
নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কহি-
১০ লেন, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন। কিন্তু ইহারা
যাহা যাহা না বুঝে, তাহারই নিন্দা করে ; এবং
বুদ্ধিবিহীন পশুদের ন্যায় যাহা যাহা ইন্দ্রিয়
১১ দ্বারা জ্ঞাত হয়, তাহাতে নষ্ট হয়। ধিক্ তাহা-
দিগকে! কারণ তাহারা কয়িনের পথে চলিয়া
গিয়াছে, এবং বেতনের লোভে বিলিয়মের ভ্রান্তি-
পথে ধাবমান হইয়াছে, এবং কোরহের প্রতি-
১২ বাদে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহারা যে তোমাদের
সঙ্গে ভোজন করে, তাহারাই তোমাদের প্রেম-
ভোজে জলাচ্ছন্ন শৈল, তাহারা এমন পালক যে
নির্ভয়ে আপনাদিগকেই পোষে। তাহারা বায়ু-
চালিত জলহীন মেঘ, হেমন্তকালের ফলহীন, দুই
১৩ বার মৃত ও উন্মূলিত বৃক্ষ, নিজ লজ্জারূপ ফেনা
উৎক্ষেপকারী প্রচণ্ড সামুদ্রিক তরঙ্গ, ভ্রমণকারী
তারা, যাহাদের নিমিত্ত অনন্তকালের জন্য ঘোর-
তর অন্ধকার সঞ্চিত রহিয়াছে।

১৪ পরন্তু আদম অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক,
তিনিও এই লোকদের উদ্দেশে এই ভাবোক্তি
প্রচার করিয়াছিলেন, "দেখ, প্রভু আপন অযুত
১৫ অযুত পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন, যেন
সকলের বিচার সিদ্ধ করেন ; আর ভক্তিহীন
সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ ক্রিয়া
দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে, এবং ভক্তিহীন
পাপিগণ তাঁহার বিপরীতে যে সকল কঠোর
বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা
১৬ করেন।" তাহারা বচসাকারী, স্বভাগ্যনিন্দক,
আপন আপন অভিলাষের অনুগামী ; তাহাদের
মুখ মহাদর্পের কথা বলে, এবং তাহারা লাভার্থে
মনুষ্যদের মুখ চাহিয়া থাকে।

১৭ কিন্তু, হে প্রিয়েরা, ইতিপূর্ব্বে আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ যে সকল কথা বলিয়া-
১৮ ছেন, সে সকল স্মরণ কর ; ফলতঃ তাঁহারা
তোমাদিগকে বলিতেন, শেষকালে উপহাসকেরা
উপস্থিত হইবে, তাহারা আপন আপন ভক্তি-
১৯ বিরুদ্ধ অভিলাষ অনুসারে গমন করিবে। উহা-
রাই দলভেদকারী, প্রাণিক, আত্মাবিহীন।

২০ কিন্তু, হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনাদের পরম
পবিত্র বিশ্বাসে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে
তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে,
২১ ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর, এবং
অনন্ত জীবনার্থে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
২২ দয়ার অপেক্ষাতে থাক। আর কতক লোকের,
[অর্থাৎ] যাহারা সন্দিহান, তাহাদের প্রতি
২৩ দয়া কর ; আর কতক লোককে অগ্নি হইতে
টানিয়া লইয়া নিস্তার কর ; আর কতক লোকের
প্রতি সভয়ে দয়া কর ; মাংসের সংশ্লেষে কল-
ঙ্কিত বস্ত্রও ঘৃণা কর।

২৪ পরন্তু যিনি তোমাদিগকে উছোট হইতে রক্ষা
করিতে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ-
রূপে সানন্দে উপস্থিত করিতে সমর্থ, আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা যিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা,
২৫ সেই একমাত্র ঈশ্বরের প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম
ও কর্তৃত্ব সকল যুগের পূর্ব্বাবধি, আর এখন এবং
সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন।

প্রকাশিত বাক্য।

মঙ্গলবাদ। স্বর্গনিবাসী যীশুর দর্শন।

১ যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, যাহা ঈশ্বর
তাঁহাকে দিলেন, যেন তিনি তাহা, অর্থাৎ
যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে, সেই সকল আপন দাস-
গণকে দেখাইয়া দেন ; আর তিনি নিজ দূতের
দ্বারা তাহা প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনকে
২ জ্ঞাত করিলেন। সেই যোহন ঈশ্বরের বাক্য এবং
যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের বিষয়ে, [অর্থাৎ] যে যে
৩ দর্শন পাইয়াছে, তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। এই
ভাববাণীর উক্তিসমূহের যে পাঠক ও যে শ্রোতারা
ইহাতে লিখিত কথা পালন করে, তাহারা ধন্য,
কেননা সময় সন্নিকট।

৪ যোহন—আসিয়া দেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে।

Digitized by Google

যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ, তাঁহা হইতে,
এবং তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী সপ্ত আত্মা
৫ হইতে, এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতগণের মধ্যে
প্রথমজাত ও ভূমণ্ডলস্থ রাজাদের কর্ত্তা যীশু
খ্রীষ্ট হইতে, অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক। যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ
রক্তে আমাদের পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন,
৬ এবং আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও
পিতার উদ্দেশে যাজক করিয়াছেন, তাঁহার
মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে হউক। আমেন।
৭ দেখ, তিনি মেঘসহ আসিতেছেন, আর যাব-
তীয় চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে
বিদ্ধ করিয়াছিল, [তাহারাও দেখিবে] ; আর
পৃথিবীস্থ যাবতীয় বংশ তাঁহার জন্য বিলাপ
৮ করিবে। হাঁ; আমেন। আমি আল্‌ফা এবং
ওমিগা (আদি এবং অন্ত), ইহা প্রভু ঈশ্বর
কহিতেছেন, যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ,
যিনি সর্ব্বশক্তিমান।
৯ তোমাদের ভ্রাতা এবং যীশুতে ক্লেশভোগে,
রাজ্যে ও ধৈর্য্যে তোমাদের সহভাগী আমি
যোহন ঈশ্বরের বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্য প্রযুক্ত
১০ পাট্ম নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। আমি
প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হইলাম, এবং আমার
পশ্চাৎ তূরীধ্বনিবৎ এক মহারব শুনিলাম।
১১ কেহ কহিলেন, তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা
পত্রিকায় লিখিয়া ইফিষ, স্মূর্ণা, পর্গাম, থুয়া-
তীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিল্‌ফিয়া ও লায়দিকেয়া,
১২ এই সপ্ত মণ্ডলীর নিকটে প্রেরণ কর। তাহাতে
আমার প্রতি যাঁহার বাণী হইতেছিল, তাঁহার
দর্শনার্থে আমি মুখ ফিরাইলাম ; মুখ ফিরাইয়া
১৩ সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ দেখিলাম ; সেই সপ্ত দীপ-
বৃক্ষের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের সদৃশ এক ব্যক্তিকে
দেখিলাম ; তাঁহার পাদপর্য্যন্ত পরিচ্ছদে
আচ্ছন্ন, এবং বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকা বদ্ধ ;
১৪ তাঁহার মস্তক ও কেশ শুক্লবর্ণ, মেষলোমের ন্যায়,
হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ, এবং তাঁহার চক্ষু অগ্নি-
১৫ শিখার তুল্য ; এবং তাঁহার চরণ অগ্নিকুণ্ডে
পরিষ্কৃত সুপিত্তলের সদৃশ, এবং তাঁহার রব বহু-
১৬ জলের রবস্বরূপ ; আর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত
তারা আছে, এবং তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার
খড়্গ নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল
১৭ নিজ তেজে বিরাজমান সূর্য্যের তুল্য। তাঁহাকে
দেখিবামাত্র আমি মৃতবৎ হইয়া তাঁহার চরণে
পড়িলাম। কিন্তু তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ হস্ত
দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি প্রথম ও
১৮ শেষ ও জীবন্ত ; আর আমি মরিয়াছিলাম, কিন্তু
দেখ, যুগে যুগে জীবিত আছি ; আর মৃত্যুর ও
১৯ পাতালের চাবি আমার হস্তে। অতএব তুমি
যাহা যাহা দেখিলে, এবং যাহা যাহা আছে, ও
ইহার পরে যাহা যাহা হইবে, সে সমস্ত লিখ ;
২০ আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা দেখিলে,
তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব, এবং সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের
কথা [লিখ] ; সেই সপ্ত তারা সপ্ত মণ্ডলীর দূত,
এবং সেই সপ্ত দীপবৃক্ষ সপ্ত মণ্ডলী।

আশিয়াস্থ সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি স্বর্গনিবাসী যীশুর আদেশ।

২ তুমি ইফিষস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সেই সপ্ত তারা ধারণ
করেন, যিনি সেই সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের মধ্যে
২ গমনাগমন করেন, তিনি এই কথা কহেন ; আমি
তোমার ক্রিয়া সকল এবং তোমার পরিশ্রম ও
ধৈর্য্য জানি ; আর [আমি জানি,] তুমি দুষ্ট-
দিগকে সহ্য করিতে পার না, এবং আপনাদিগকে
প্রেরিত বলিলেও যাহারা প্রেরিত নয়, তাহা-
দিগকে পরীক্ষা করিয়াছ, ও মিথ্যাবাদী নিশ্চয়
৩ করিয়াছ ; এবং তোমার ধৈর্য্য আছে, আর তুমি
আমার নামের জন্য সহিষ্ণুতা করিয়াছ, ক্লান্ত
৪ হও নাই। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা
আছে, তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করি-
৫ য়াছ। অতএব কোথা হইতে পতিত হইয়াছ,
তাহা স্মরণ কর, এবং মনঃপরিবর্ত্তন কর ও প্রথম
কর্ম্ম সকল কর ; নতুবা যদি মনঃপরিবর্ত্তন না
কর, তবে আমি তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া
৬ তোমার দীপবৃক্ষ স্বস্থান হইতে দূর করিব। কিন্তু
এইটী তোমার আছে ; আমি যে নীকলায়তীয়-
দের কার্য্য ঘৃণা করি, তুমিও তাহা ঘৃণা করি-
৭ তেছ। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে
আত্মা কি কহিতেছেন। যে জয় করে, তাহাকে
আমি ঈশ্বরের পরমদেশস্থ জীবনবৃক্ষের ফল
ভোজন করিতে দিব।
৮ আর স্মূর্ণাস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত হইয়া পুনর্জী-
৯ বিত হইলেন, তিনি এই কথা কহেন ; তোমার
ক্লেশভোগ ও দীনতা আমি জানি, তথাপি তুমি
ধনবান ; এবং আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও
যাহারা যিহূদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ,
১০ তাহাদের ধর্ম্মনিন্দাও আমি জানি। তোমাকে
যে সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে ভয়
করিও না। দেখ, তোমাদের পরীক্ষার্থে দিয়াবল
তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও কারাগারে
নিক্ষেপ করিতে উদ্যত আছে ; তাহাতে দশ দিন
পর্য্যন্ত তোমাদের ক্লেশ হইবে। তুমি মরণ পর্য্যন্ত
বিশ্বস্ত থাক, তাহাতে আমি তোমাকে জীবন-
১১ মুকুট দিব। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক, মণ্ডলী-

Digitized by Google

গণকে আত্মা কি কহিতেছেন। যে জয় করে, সে
দ্বিতীয় মৃত্যু দ্বারা হিংসিত হইবে না।
১২ আর পর্গামস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ ধারণ করেন, তিনি
১৩ এই কথা কহেন ; যেখানে শয়তানের সিংহাসন,
সেইখানে তোমার বসতি, তাহা আমি জানি।
আর তুমি আমার নাম ধারণ করিতেছ, আমার
বিশ্বাস অস্বীকার কর নাই ; আমার সাক্ষী,
আমার বিশ্বস্ত লোক, সেই আন্তিপার সময়েও
কর নাই, যে তোমাদের মধ্যে, শয়তানের সেই
১৪ বাসস্থানে, নিহত হইয়াছিল। তথাচ তোমার
বিরুদ্ধে আমার কয়েকটী কথা আছে, কেননা
তুমি সেই স্থানে বিলিয়মের শিক্ষাবলম্বী কয়েক
জনকে রাখিতেছ। সেই ব্যক্তি ইস্রায়েল-সন্তান-
দের সম্মুখে বিঘ্ন ফেলিয়া রাখিতে, অর্থাৎ]
প্রতিমার প্রসাদ ভক্ষণ ও বেশ্যাগমন করাইতে
১৫ বালাককে শিক্ষা দিয়াছিল। তদ্রূপ তুমিও
নীকলায়তীয়দের শিক্ষাবলম্বী কয়েক জনকে
১৬ রাখিতেছ। অতএব মন ফিরাও, নতুবা আমি
শীঘ্র তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার
মুখের খড়্গ দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।
১৭ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে আত্মা
কি কহিতেছেন। যে জয় করে, তাহাকে আমি
গুপ্ত মান্না দিব ; এবং একখানি শ্বেত প্রস্তর
তাহাকে দিব, সেই প্রস্তরের উপরে নূতন এক
নাম লেখা আছে, গ্রহণকর্ত্তা ব্যতিরেকে আর
কেহ সেই নাম জানে না।
১৮ আর থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার
তুল্য, ও চরণ সুপিত্তলের সদৃশ, তিনি এই কথা
১৯ কহেন ; তোমার ক্রিয়া ও প্রেম ও বিশ্বাস ও
পরিচর্য্যা ও ধৈর্য্য, এবং তোমার প্রথম কর্ম্ম
অপেক্ষা বহুল শেষকর্ম্ম সকল আমি জানি।
২০ তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে ;
ঈষেবল নাম্নী যে নারী আপনাকে ভাববাদিনী
বলে, তুমি তাহাকে থাকিতে দিতেছ, এবং সে
আমার দাসগণকে ভুলাইয়া বেশ্যাগমন ও প্রতি-
মার প্রসাদ ভক্ষণ করিতে শিক্ষা দিতেছে।
২১ আমি তাহাকে মন ফিরাইবার জন্য সময় দিয়া-
ছিলাম, কিন্তু সে নিজ ব্যভিচার হইতে মন
২২ ফিরাইতে চায় না। দেখ, আমি তাহাকে শয্যা-
গত করিব, এবং যাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার
করে, তাহারা যদি তাহার ক্রিয়া হইতে মন না
ফিরায়, তবে তাহাদিগকেও মহাক্লেশে মগ্ন
২০ করিব, এবং আমি মৃত্যু দ্বারা তাহার সন্তানগণকে
বধ করিব। তাহাতে যাবতীয় মণ্ডলী জানিতে
পারিবে, আমি মর্ম্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধান-
কারী, এবং তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপন
২৪ আপন কর্ম্মানুযায়ী ফল দিব। কিন্তু থুয়াতীরাতে
অবশিষ্ট তোমাদের যে সকল লোক সেই শিক্ষা
গ্রহণ করে নাই, ফলতঃ কেহ কেহ যাহাকে গভীর-
তত্ত্ব বলে, শয়তানের সেই গভীরতত্ত্ব সকল
যাহারা জ্ঞাত হয় নাই, তাহাদিগকে বলিতেছি,
তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার অর্পণ
২৫ করি না। কেবল যাহা তোমাদের আছে, তাহা
২৬ আমার আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ কর। আর
যে ব্যক্তি জয় করে, শেষ পর্য্যন্ত আমার ক্রিয়া
সকল যে পালন করে, তাহাকে আমি পরজাতি-
২৭ গণের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিব ; তাহাতে সে লৌহদণ্ড
দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবে, তাহারা কুম্ভ-
কারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চূর্ণ হইবে ; যেরূপ
আমিও আমার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত
২৮ হইয়াছি। আর আমি প্রভাতীয় তারা তাহাকে
২৯ দিব। যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে
আত্মা কি কহিতেছেন।

৩ আর সার্দ্দিস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং সপ্ত তারা
ধারণ করেন, তিনি এই কথা কহেন ; আমি
তোমার ক্রিয়া সকল জানি ; ফলতঃ তোমার
২ জীবন নামমাত্র, তুমি মৃত। জাগ্রত হও, এবং
অবশিষ্ট যে সকল বিষয় মৃতকল্প হইল, তাহা
সুস্থির কর ; কেননা আমি তোমার কোন ক্রিয়া
আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ দেখি নাই।
৩ অতএব তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ ও শ্রবণ
করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং
মন ফিরাও। অতএব যদি জাগ্রত না হও, তবে
আমি চোরের ন্যায় আসিব ; এবং কোন্ দণ্ডে
তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, তাহা তুমি
৪ জানিতে পারিবে না। তথাপি সার্দ্দিতে তোমার
এমন কয়েকটী লোক আছে, যাহারা আপন
আপন বস্ত্র মলিন করে নাই ; তাহারা শুক্ল
পরিচ্ছদে আমার সহিত গমনাগমন করিবে ;
৫ কেননা তাহারা যোগ্য পাত্র। যে জয় করে, সে
তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে ; এবং আমি
জীবনপুস্তক হইতে তাহার নাম কোন ক্রমে
মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে
ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম
৬ স্বীকার করিব। যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক,
মণ্ডলীগণকে আত্মা কি কহিতেছেন।
৭ আর ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, যিনি দায়ূদের
চাবি ধারণ করেন, যিনি খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে
না, ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলে না, তিনি এই
৮ কথা কহেন ; আমি তোমার ক্রিয়া সকল জানি ;
দেখ, আমি তোমার সম্মুখে খোলা এক দ্বার
দিলাম, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই ;

Digitized by Google

কেননা তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, আর তুমি
আমার বাক্য পালন করিয়াছ, আমার নাম
৯ অস্বীকার কর নাই। দেখ, শয়তানের সমাজের
যে লোকেরা আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও
যিহূদী নহে, কিন্তু মিথ্যাবাদী, দেখ, এমন কোন
কোন লোককে আমি তোমার চরণে উপস্থিত
করিয়া প্রণিপাত করাইব ; তাহাতে আমি যে
তোমাকে প্রেম করিয়াছি, তাহা তাহারা জানিতে
১০ পারিবে। তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করি-
য়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষা-
কাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবীনিবাসী-
দের পরীক্ষার্থে সমস্ত ভূমণ্ডলে অবিলম্বে উপ-
১১ স্থিত হইবে। আমি শীঘ্র আসিতেছি ; তোমার
যাহা আছে, তাহা দৃঢ় করিয়া রাখ ; যেন কেহ
১২ তোমার মুকুট অপহরণ না করে। যে জয় করে,
তাহাকে আমি আপন ঈশ্বরের মন্দিরস্থ স্তম্ভস্বরূপ
করিব, এবং সে আর কখনও তথা হইতে বহির্গত
হইবে না ; এবং তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের
নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে
নূতন যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার ঈশ্বরের
নিকট হইতে নামিবে, তাহার নাম এবং আমার
১৩ নূতন নাম লিখিব। যাহার কর্ণ আছে, সে
শুনুক, মণ্ডলীগণকে আত্মা কি কহিতেছেন।
১৪ আর লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময়
সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই
১৫ কথা কহেন ; আমি তোমার ক্রিয়া সকল জানি ;
তুমি না শীতল না তপ্ত ; তুমি হয় শীতল হইলে,
১৬ নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত। তুমি কদুষ্ণ, না
তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ হইতে
১৭ তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি। কারণ
তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান, ধন সঞ্চয় করি-
য়াছি, আমার কিছুরই অভাব নাই ; কিন্তু তুমিই
যে দুর্ভাগ্য, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ ইহা
১৮ জান না। আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই ;
তুমি ধনবান হইবার জন্য অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত
স্বর্ণ, এবং বস্ত্রান্বিত হইবার জন্য, তোমার
উলঙ্গতার লজ্জা যেন প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্য
শুক্ল বস্ত্র, এবং দৃষ্টি পাইবার জন্য চক্ষুতে লেপ-
নীয় অঞ্জন, এই সকল আমার কাছে ক্রয় কর।
১৯ আমি যত লোককে ভাল বাসি, সেই সকলকে
অনুযোগ করি, ও শাস্তি দিই ; অতএব উদ্‌যোগী
২০ হও, ও মন ফিরাও। দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া
আছি, ও আঘাত করিতেছি ; কেহ যদি আমার
রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার
কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত ভোজন
করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।
২১ আমি আপনি যেমন বিজয়ী হইয়া আমার
পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হই-
য়াছি, তদ্রূপ যে জয় করে, তাহাকে আমার
২২ সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব। যাহার
কর্ণ আছে, সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে আত্মা কি
কহিতেছেন।

স্বর্গীয় আরাধনার দর্শন।

৪ তৎপশ্চাৎ আমি নিরীক্ষণ করিলাম, আর
দেখ, স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে, এবং
প্রথম যে রব আমি শুনিয়াছিলাম, যেন [সেই]
তূরীর রব আমার সহিত কথা কহিতেছে, কে
যেন বলিতেছে, এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার
পরে যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে, সেই সকল আমি
২ তোমাকে দেখাই। আমি তৎক্ষণাৎ আত্মাবিষ্ট
হইলাম, আর দেখ, স্বর্গমধ্যে এক সিংহাসন
স্থাপিত, সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি
৩ উপবিষ্ট। যিনি উপবিষ্ট, তিনি দেখিতে সূর্য্য-
কান্তের ও সার্দ্দীয় মণির সদৃশ ; আর সেই
সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে মেঘধনুক, তাহা দেখিতে
৪ মরকত মণির সদৃশ। আর সেই সিংহাসনের
চতুর্দ্দিকে চব্বিশটী সিংহাসন আছে, সেই সকল
সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন উপবিষ্ট, তাঁহারা
শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে
৫ সুবর্ণ মুকুট। সেই সিংহাসন হইতে বিদ্যুৎ, রব
ও মেঘগর্জ্জন নির্গত হইতেছে ; এবং সেই
সিংহাসনের সম্মুখে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ জ্বলি-
৬ তেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই
সিংহাসনের সম্মুখে যেন স্ফটিকবৎ কাচময়
এক সমুদ্র আছে, এবং সিংহাসনের মধ্যে ও
সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে চারি প্রাণী আছেন ;
৭ তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ চক্ষুতে পরিপূর্ণ। প্রথম
প্রাণী সিংহসদৃশ, দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎস-সদৃশ,
তৃতীয় প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট,
এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষীর
৮ সদৃশ। সেই চারি প্রাণীর প্রত্যেকের ছয় ছয়টী
পক্ষ, এবং তাঁহারা চতুর্দ্দিকে ও অভ্যন্তরে চক্ষুতে
পরিপূর্ণ ; আর তাঁহারা দিবারাত্র অবিশ্রামে
এই কথা কহিতেছেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র
প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও
৯ ভবিষ্যৎ। আর যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট,
যিনি অনন্তকালজীবী, সেই প্রাণিবর্গ যখন
তাঁহার প্রতাপ ও সমাদর ও ধন্যবাদ কীর্ত্তন
১০ করিবেন, তখন ঐ চব্বিশ জন প্রাচীন সিংহা-
সনোপবিষ্টের সম্মুখে প্রণিপাত করিবেন, এবং
যিনি অনন্তকালজীবী, তাঁহার ভজনা করিবেন,
আর আপন আপন মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে
১১ নিক্ষেপ করিয়া বলিবেন, হে আমাদের প্রভো

Digitized by Google

ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছা হেতু সকলই স্থিতিপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।

একখানি পত্রিকা ও তাহার ছয় মুদ্রা খুলিবার দর্শন।

৫ অনন্তর আমি ঐ সিংহাসনোপবিষ্টের
দক্ষিণ হস্তে এক পত্রিকা দেখিলাম; তাহা
ভিতরে ও পৃষ্ঠে লিখিত ও সপ্ত মুদ্রায় অঙ্কিত।
২ পরে আমি এক শক্তিমান দূতকে দেখিলাম,
তিনি মহারবে এই কথা ঘোষণা করিলেন, ঐ
পত্রিকা খুলিতে ও তাহার মুদ্রা সকল উন্মোচন
৩ করিতে কে যোগ্য? কিন্তু স্বর্গে কি ভূতলে কি
ভূতলের নীচে সেই পত্রিকা খুলিতে অথবা
তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে কাহারও সাধ্য হইল
৪ না। অতএব সেই পত্রিকা খুলিবার ও তাহার
প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য কাহাকেও পাওয়া যায়
নাই বলিয়া আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগি-
৫ লাম। তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন
আমাকে কহিলেন, রোদন করিও না; দেখ,
যিনি যিহূদা-বংশীয় সিংহ, যিনি দায়ূদের মূল-
স্বরূপ, তিনি ঐ পত্রিকা ও উহার সপ্ত মুদ্রা খুলি-
৬ বার নিমিত্ত বিজয়ী হইয়াছেন। পরে আমি
দেখিলাম, ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর মধ্যে ও
প্রাচীনবর্গের মধ্যে নিহতবৎ এক মেষশাবক
দণ্ডায়মান; তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু; সেই
চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা।
৭ পরে তিনি আসিয়া সিংহাসনোপবিষ্টের দক্ষিণ
৮ হস্ত হইতে সেই পত্রিকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার
পত্রিকাখানি গ্রহণ সময়ে ঐ চারি প্রাণী ও
চব্বিশ জন প্রাচীন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণি-
পাত করিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের একটী বীণা
ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি ছিল; সেই
৯ ধূপ পবিত্রগণের প্রার্থনাস্বরূপ। আর তাঁহারা
এক নূতন গীত গান করেন, বলেন, "তুমি ঐ
পত্রিকা গ্রহণ করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার
যোগ্য; কেননা তুমি নিহত হইয়াছ, এবং আপ-
নার রক্ত দ্বারা যাবতীয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও
লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে
১০ ক্রয় করিয়াছ; এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে
তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর
১১ তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করে।" পরে
আমি দৃষ্টি করিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও
প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চতুর্দ্দিকে অনেক
স্বর্গদূতের রব শুনিলাম; তাঁহাদের সংখ্যা অযুত
১২ গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র। তাঁহারা উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিলেন, নিহত যে মেষশাবক, তিনিই
পরাক্রম ও ধন ও প্রজ্ঞা ও শক্তি ও সমাদর ও
প্রতাপ ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার
১৩ যোগ্য। অনন্তর স্বর্গে ও ভূতলে ও ভূতলের নীচে
ও সমুদ্রের পৃষ্ঠে যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই
সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই এই
বাণী শুনিলাম, সিংহাসনোপবিষ্টের প্রতি ও
মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সমাদর ও প্রতাপ
১৪ ও কর্ত্তৃত্ব যুগে যুগে বর্ত্তুক। আর সেই চারি প্রাণী
কহিলেন, আমেন। আর সেই প্রাচীনেরা প্রণি-
পাত করিয়া ভজনা করিলেন।

৬ অনন্তর আমি দেখিলাম, সেই মেষশাবক
যখন সেই সপ্তের মধ্যে প্রথম মুদ্রা খুলিলেন,
তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর
মেঘগর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম, আইস
২ (ও দেখ)। আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ,
এক শুক্লবর্ণ অশ্ব, এবং তদারূঢ় ব্যক্তি ধনুর্দ্ধারী,
ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল; এবং তিনি
জয় করিতে করিতে ও জয় করিবার জন্য
আসিলেন।
৩ আর তিনি দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি দ্বিতীয়
প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, আইস (ও দেখ)।
৪ পরে আর একটী অশ্ব নির্গত হইল, সেটী লোহিত-
বর্ণ অশ্ব, এবং তদারূঢ় ব্যক্তিকে ক্ষমতা দত্ত হইল,
যেন সে পৃথিবী হইতে শান্তি অপহরণ করে,
আর যেন মনুষ্যেরা পরস্পরকে বধ করে; এবং
একখান বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত হইল।
৫ পরে তিনি তৃতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি তৃতীয়
প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, আইস (ও দেখ)।
পরে দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব,
৬ এবং তদারূঢ় ব্যক্তির হস্তে এক তুলাদণ্ড। পরে
আমি চারি প্রাণীর মধ্য হইতে নির্গত এইরূপ
বাণী শুনিলাম, এক সের গোমের মূল্য এক
দীনার, আর তিন সের যবের মূল্য এক দীনার,
এবং তুমি তৈলের ও দ্রাক্ষারসের হিংসা
করিও না।
৭ পরে তিনি চতুর্থ মুদ্রা খুলিলে আমি চতুর্থ
প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, আইস (ও দেখ)।
৮ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক পাণ্ডু-
বর্ণ অশ্ব, এবং তদারূঢ় ব্যক্তির নাম মৃত্যু, এবং
পাতাল তাহার অনুগমন করিতেছে; আর খড়্গ,
দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বনপশু দ্বারা বধ করণার্থে
তাহাকে পৃথিবীর চতুর্থাংশের উপরে কর্ত্তৃত্ব দত্ত
হইল।
৯ পরে তিনি পঞ্চম মুদ্রা খুলিলে আমি দেখি-
লাম, ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত এবং তাহাদের কাছে
যে সাক্ষ্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা নিহত হইয়া-
ছিল, সেই সকলের প্রাণ বেদির নীচে আছে।

Digitized by Google

১০ তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে পবিত্র
সত্যময় অধিপতি, বিচার করিতে এবং পৃথিবী-
নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল
১১ দিতে কত কাল বিলম্ব করিবে? তখন তাহাদের
প্রত্যেককে শুক্ল পরিচ্ছদ দত্ত হইল, এবং তাহা-
দিগকে বলা হইল যে, আর কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম
কর; তোমাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে
তোমাদের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, তাহাদের
সংখ্যা পূর্ণ হউক।
১২ পরে তিনি ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলে, আমি দেখি-
লাম, মহাভূমিকম্প হইল; এবং সূর্য্য লোমজাত
কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণ চন্দ্র রক্তবর্ণ হইল;
১৩ আর ডুমুরগাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হইয়া
যেমন আপনার অপক্ক ফল ফেলিয়া দেয়, তেমনি
গগনমণ্ডলস্থ তারা সকল পৃথিবীতে পতিত হইল।
১৪ আর গগনমণ্ডল সঙ্কুচ্যমান গ্রন্থের ন্যায় অপ-
সারিত হইল, এবং সমস্ত পর্ব্বত ও দ্বীপ স্থানা-
১৫ ন্তরে চালিত হইল। আর পৃথিবীস্থ রাজারা ও
মহল্লোকেরা ও সহস্রপতিগণ ও ধনিগণ ও
বিক্রমিবর্গ এবং সমস্ত দাস ও স্বাধীন লোক
গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুক্কা-
য়িত করিল, আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে
১৬ লাগিল, আমাদের উপরে পতিত হও, সিংহা-
সনোপবিষ্টের সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের
ক্রোধ হইতে আমাদিগকে সংগোপন কর;
১৭ কেননা তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন উপস্থিত
হইল; কে দাঁড়াইতে পারে?

ঈশ্বরের দাসগণ মুদ্রাঙ্কিত হন। স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা।

৭ তৎপরে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি
কোণে চারি স্বর্গদূত দাঁড়াইয়া আছেন;
পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা কোন বৃক্ষের
উপরে যেন বায়ু না বহে, এই নিমিত্ত তাঁহারা
২ পৃথিবীর চারি বায়ু রুদ্ধ করিতেছেন। পরে আর
এক দূতকে সূর্য্যোদয়স্থান হইতে উঠিয়া আসিতে
দেখিলাম, তাঁহার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা
আছে; তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া, যে চারি
দূতকে পৃথিবীর ও সমুদ্রের হিংসা করিবার
ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কহিলেন,
৩ আমরা যে পর্য্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে
ললাটে মুদ্রাঙ্কিত না করি, সে পর্য্যন্ত তোমরা
পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষদিগের হিংসা
৪ করিও না। পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের
সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিলাম। ইস্রায়েল-সন্তানদের
বংশসমূহের মধ্যে এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র
৫ মুদ্রাঙ্কিত লোক ছিল। যিহুদা-বংশের দ্বাদশ
সহস্র মুদ্রাঙ্কিত ছিল; রূবেণ-বংশের দ্বাদশ
৬ সহস্র; গাদ-বংশের দ্বাদশ সহস্র; আশের-বংশের
দ্বাদশ সহস্র; নপ্তালি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৭ মনঃশি-বংশের দ্বাদশ সহস্র; শিমিয়োন-বংশের
দ্বাদশ সহস্র; লেবি-বংশের দ্বাদশ সহস্র; ইষা-
৮ খর-বংশের দ্বাদশ সহস্র; সবূলূন-বংশের দ্বাদশ
সহস্র; যোষেফ-বংশের দ্বাদশ সহস্র; বিন্যামীন-
বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত ছিল।
৯ তৎপরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, যাব-
তীয় জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার
মহালোকারণ্য, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ
ছিল না; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষ-
শাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহারা শুক্ল
পরিচ্ছদান্বিত ও তাহাদের হস্তে খর্জ্জুরপত্র;
১০ এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে, পরিত্রাণ
আমাদের সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরের ও মেষ-
১১ শাবকেরই। আর সমুদয় দূত ঐ সিংহাসনের ও
প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণীর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান
ছিলেন; তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে অধো-
বদনে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া
১২ কহিলেন, আমেন; ধন্যবাদ ও প্রতাপ ও প্রজ্ঞা ও
প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগে যুগে
১৩ আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক। আমেন। পরে
প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে উত্তর
করিয়া কহিলেন, শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত এই
১৪ লোকেরা কে, ও কোথা হইতে আগত? আমি
তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভো, তাহা
আপনি জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন,
ইহারা সেই লোক, যাহারা মহাক্লেশ হইতে
আগমন করে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন
আপন পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে।
১৫ এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে
আছে; এবং তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে
তাঁহার আরাধনা করে, আর যিনি সিংহা-
সনোপবিষ্ট, তিনি ইহাদের উপরে আপন তাম্বু
১৬ বিস্তার করিবেন; ইহারা আর কখনও ক্ষুধিত
হইবে না, তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না, এবং ইহাদিগেতে
১৭ রৌদ্র কিম্বা কোন উত্তাপ লাগিবে না; কারণ
সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে
পালন করিবেন, এবং জীবন-জলের উনুইর
নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের
সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

তূরীবাদক সপ্ত স্বর্গদূতের দর্শন।

৮ আর তিনি সপ্তম মুদ্রা খুলিলে স্বর্গে অর্দ্ধ
ঘটিকা পর্য্যন্ত নিঃশব্দতা হইল। পরে আমি
সেই সপ্ত দূতকে দেখিলাম, যাঁহারা ঈশ্বরের

Digitized by Google

সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তাঁহাদিগকে সপ্ত
তূরী প্রদত্ত হইল।
৩ পরে আর এক দূত আসিয়া বেদির নিকটে
দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণধূনাচী
ছিল; এবং তাঁহাকে প্রচুর ধূনা দত্ত হইল, যেন
তিনি তাহা সিংহাসনের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির
উপরে সকল পবিত্র লোকের প্রার্থনায় যোগ
৪ করেন। তাহাতে পবিত্রগণের প্রার্থনার সহিত
দূতের হস্ত হইতে ধূনার ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে
৫ উঠিল। পরে ঐ দূত ধূনাচী লইয়া বেদির অগ্নিতে
পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে
মেঘগর্জ্জন, রব, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল।
৬ পরে সপ্ত তূরীধারী সপ্ত দূত তূরী বাজাইতে
৭ প্রস্তুত হইলেন। প্রথম দূত তূরী বাজাইলে
রক্তমিশ্রিত শিলা ও অগ্নি উপস্থিত হইয়া স্থলের
উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে স্থলের তৃতীয়াংশ
দগ্ধ হইল, ও বৃক্ষ সমুদয়ের তৃতীয়াংশ দগ্ধ
হইল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণ দগ্ধ হইল।
৮ পরে দ্বিতীয় দূত তূরী বাজাইলে যেন অগ্নিতে
প্রজ্বলিত এক মহাপর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত
৯ হইল। তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয়াংশ রক্ত হইয়া
গেল, ও সমুদ্রমধ্যস্থ তৃতীয়াংশ জলচর প্রাণী
মরিয়া গেল, এবং জাহাজ সমুদয়ের তৃতীয়াংশ
নষ্ট হইল।
১০ পরে তৃতীয় দূত তূরী বাজাইলে প্রদীপের
ন্যায় প্রজ্বলিত এক বৃহৎ তারা আকাশ হইতে
খসিয়া নদ নদীর তৃতীয়াংশের ও জলপ্রবাহ
১১ সকলের উপরে পড়িল। সেই তারার নাম
নাগদানা, তাহাতে তৃতীয়াংশ জল নাগদানা
হইয়া উঠিল, এবং জলের তিক্ততা প্রযুক্ত অনেক
লোক মরিল।
১২ পরে চতুর্থ দূত তূরী বাজাইলে সূর্য্যের তৃতী-
য়াংশ ও চন্দ্রের তৃতীয়াংশ ও নক্ষত্রগণের তৃতী-
য়াংশ আহত হইল, যেন প্রত্যেকের তৃতীয়াংশ
অন্ধকারময় হয়, এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ
আলোকরহিত হয়, আর রাত্রিরও তদ্রূপ হয়।
১৩ তখন আমি দৃষ্টি করিলাম, আর আকাশের
মধ্যপথে উড্ডীয়মান এক উৎক্রোশপক্ষীর বাণী
শুনিলাম, সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, অবশিষ্ট যে
তিন দূত তূরী বাজাইবেন, তাঁহাদের তূরীধ্বনিতে
পৃথিবী-নিবাসীদের সন্তাপ, সন্তাপ, সন্তাপ
হইবে।

৯ অনন্তর পঞ্চম দূত তূরী বাজাইলে আমি
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত একটা তারা
দেখিলাম; তাহাকে অগাধলোকের কূপের চাবি
২ প্রদত্ত হইল। তাহাতে সে অগাধলোকের কূপ
খুলিল, আর ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের
ন্যায় ধূম উঠিল; কূপ হইতে উত্থিত সেই ধূমে
৩ সূর্য্য ও আকাশ তিমিরাবৃত হইল। পরে ঐ ধূম
হইতে পঙ্গপাল নির্গত হইয়া পৃথিবীতে আসিল,
আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার
৪ ন্যায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। আর তাহাদিগকে
বলা হইল, পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ শাকের
কি কোন বৃক্ষের হিংসা করিও না, যাহাদের
ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই, কেবল সেই মনুষ্য-
৫ দেরই হিংসা কর। উহাদিগকে বধ করিবার
অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা
দিবার অনুমতি তাহাদিগকে প্রদত্ত হইল;
তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনা-
৬ তুল্য যাতনা হয়। তৎকালে মনুষ্যেরা মৃত্যুর
অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোন মতে তাহার উদ্দেশ
পাইবে না: তাহারা মরিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে,
৭ কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে। ঐ
পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বগণের
ন্যায়, ও তাহাদের মস্তকে যেন সুবর্ণসদৃশ মুকুট
ছিল, এবং তাহাদের মুখ মনুষ্যমুখের ন্যায়।
৮ আর তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়;
৯ ও তাহাদের দন্ত সিংহদন্তের ন্যায়। আর তাহা-
দের বুকপাটা লৌহবুকপাটার ন্যায়, ও তাহাদের
পক্ষের শব্দ রণে ধাবমান অশ্বযুক্ত বহুরথের
১০ শব্দতুল্য। আর বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাদের
লাঙ্গূল ও হুল আছে; এবং পাঁচ মাস মনুষ্য-
দিগকে হিংসা করিতে তাহাদের ক্ষমতা ঐ
১১ লাঙ্গূলে রহিয়াছে। ঐ পঙ্গপালের রাজা অগাধ-
লোকের কূপের দূত, তাহার নাম ইব্রীয় ভাষায়
আবদ্দোন, ও গ্রীক ভাষায় আপল্লুয়োন
[বিনাশক]।
১২ প্রথম সন্তাপ গত হইল; দেখ, ইহার পশ্চাৎ
আর দুই সন্তাপ আসিতেছে।
১৩ পরে ষষ্ঠ দূত তূরী বাজাইলে আমি ঈশ্বরের
সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির চারি চূড়া হইতে এক বাণী
১৪ শুনিতে পাইলাম; এক জন ঐ ষষ্ঠ তূরীধারী
দূতকে কহিল, ফরাৎ মহানদীর সমীপে যে চারি
১৫ দূত বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর। তখন
মনুষ্যজাতির তৃতীয়াংশকে বধ করণার্থে যে চারি
দূতকে সেই দণ্ড ও দিন ও মাস ও বৎসরের জন্য
প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহারা মুক্ত হইল।
১৬ ঐ অশ্বারূঢ় সৈন্যের সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ;
আমি সেই সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম।
১৭ আর দর্শনে আমি সেই অশ্বগণের ও তদারূঢ়
ব্যক্তিদের এইরূপ দর্শন পাইলাম, তাহাদের
বুকপাটা অগ্নিময় ও নীলবর্ণ ও গন্ধকময়, এবং
অশ্বগণের মস্তক সিংহমস্তকের ন্যায়, ও তাহাদের
১৮ মুখ হইতে অগ্নি, ধূম ও গন্ধক নির্গত হয়। ঐ
তিন আঘাত দ্বারা, তাহাদের মুখ হইতে নির্গত
অগ্নি, ধূম ও গন্ধক দ্বারা, তৃতীয়াংশ মনুষ্য হত

Digitized by Google

১৯ হইল। কেননা সেই অশ্বদের শক্তি মুখে ও
লাঙ্গূলে ; কারণ তাহাদের লাঙ্গূল সর্পের তুল্য
এবং মস্তকবিশিষ্ট ; তদ্দ্বারাই তাহারা হিংসা
২০ করে। এই সকল আঘাতে যাহারা হত হইল না,
সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন আপন হস্তকৃত
কর্ম্ম হইতে মন ফিরাইল না, [অর্থাৎ] ভূত-
গণের ভজনা হইতে, এবং যে প্রতিমাগণ দেখিতে
বা শুনিতে বা চলিতে পারে না, সে সকল স্বর্ণ,
রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর ও কাষ্ঠময় প্রতিমাগণের
২১ ভজনা হইতে নিবৃত্ত হইল না। আর তাহারা
নরহত্যা, কুহক, ব্যভিচার ও চৌর্য্য হইতেও মন
ফিরাইল না।

এক জন স্বর্গ-দূতের ও ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর দর্শন।

১০ পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে
স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম।
তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ, তাঁহার মস্তকের উপরে
মেঘধনুক, তাঁহার মুখ সূর্য্যতুল্য ও তাঁহার চরণ
২ অগ্নিস্তম্ভতুল্য, এবং তাঁহার হস্তে খোলা একখানি
ক্ষুদ্র পত্রিকা ছিল। তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও
৩ স্থলে বাম চরণ দিলেন ; এবং সিংহগর্জ্জনের
ন্যায় হুঙ্কার শব্দ করিলেন ; আর তিনি শব্দ
করিলে সপ্ত মেঘধ্বনি আপন আপন রব শুনা-
৪ ইল। সেই সপ্ত মেঘধ্বনি কথা কহিলে আমি
লিখিতে উদ্যত হইলাম ; কিন্তু স্বর্গ হইতে এই
বাণী শুনিলাম, ঐ সপ্ত মেঘধ্বনি যাহা কহিল,
৫ তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর, লিখিও না। পরে সমুদ্রের
ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান যে দূতকে আমি
দেখিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গের প্রতি আপন
৬ দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া, যিনি অনন্তকাল জীবিত,
যিনি স্বর্গ ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের এবং পৃথিবী
ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ
বস্তু সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে
এই শপথ করিলেন, আর বিলম্ব হইবে না ;
৭ কিন্তু সপ্তম দূতের ধ্বনির সময়ে, যে সময়ে তিনি
তূরী বাজাইতে উদ্যত হইবেন, সেই সময়ে
ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব, তাঁহার দাস ভাববাদি-
গণকে দত্ত মঙ্গলবার্ত্তা অনুসারে, সমাপ্ত হইবে।
৮ পরে স্বর্গ হইতে যে বাণী শুনিয়াছিলাম, তাহা
আমার সহিত আবার আলাপ করিয়া কহিল,
যাও, সমুদ্রের ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান ঐ
দূতের হস্ত হইতে সেই খোলা পত্রিকাখানি লও।
৯ তখন আমি সেই দূতের নিকটে গিয়া কহিলাম,
ঐ ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি আমাকে দিউন। তিনি
কহিলেন, লও, খাইয়া ফেল ; ইহা তোমার
উদরকে তিক্ত করিয়া তুলিবে, কিন্তু মুখে মধুর
১০ ন্যায় মিষ্ট লাগিবে। তখন আমি দূতের হস্ত
হইতে সেই ক্ষুদ্র পত্রিকা গ্রহণপূর্ব্বক খাইয়া
ফেলিলাম ; তাহা মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল,
কিন্তু খাইয়া ফেলিলে পর উদর তিক্ত বোধ
১১ হইল। পরে তাঁহারা আমাকে কহিলেন, অনেক
প্রজাবৃন্দের ও জাতির ও ভাষার ও রাজার বিষয়ে
তোমাকে আবার ভাবোক্তি প্রচার করিতে
হইবে।

১১ পরে যষ্টির ন্যায় এক নল আমাকে দত্ত
হইল, এবং এক জন কহিলেন, উঠ, ঈশ্বরের
মন্দির ও যজ্ঞবেদি ও তন্মধ্যস্থ ভজনাকারীদিগকে
২ পরিমাণ কর। কিন্তু মন্দিরের বহিঃস্থিত প্রাঙ্গণ
বাদ দেও, পরিমাণ করিও না, কারণ তাহা
পরজাতিদিগকে দত্ত হইয়াছে ; বিয়াল্লিশ মাস
পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র নগরকে পদতলে দলন
৩ করিবে। আর আমি আপনার দুই সাক্ষীকে
[ক্ষমতা] দিব, তাহাতে এক সহস্র দুই শত
ষাটি দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা চটপরিহিত হইয়া
৪ ভাবোক্তি প্রচার করিবেন। তাঁহারা পৃথিবীর
প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই দুই জিতবৃক্ষ ও
৫ দুই দীপবৃক্ষস্বরূপ। আর যদি কেহ তাঁহাদিগকে
হিংসা করিতে চাহে, তবে তাঁহাদের মুখ হইতে
অগ্নি নির্গত হইয়া তাঁহাদের শত্রুগণকে গ্রাস
করে ; যদি কেহ তাঁহাদের হিংসা করিতে চাহে,
তবে সেইরূপে তাহাকে হত হইতে হইবে।
৬ তাঁহাদের ভাববাণী কথনের যাবতীয় দিনে যেন
বৃষ্টি না হয়, এই জন্য আকাশ রুদ্ধ করিতে
তাঁহাদের ক্ষমতা আছে ; এবং জল রক্ত করিবার
জন্য জলের উপরে কর্ত্তৃত্ব, এবং যত বার ইচ্ছা
করেন, পৃথিবীকে যাবতীয় আঘাতে আঘাত
৭ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। তাঁহারা
আপনাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করিলে পর, অগাধ-
লোক হইতে যে পশু উঠিবে, সে তাঁহাদের
সহিত সংগ্রাম করিবে, আর তাঁহাদিগকে জয়
৮ করিয়া বধ করিবে। আর তাঁহাদের শব সেই
মহানগরের চকে পড়িয়া থাকিবে, যাহা আত্মিক
ভাবে সদোম ও মিসর নামবিশিষ্ট, আবার
যেখানে তাঁহাদের প্রভু ক্রুশারোপিত হইয়া-
৯ ছিলেন। আর নানা লোকবৃন্দের ও বংশের ও
ভাষার ও জাতির লোক সাড়ে তিন দিন পর্য্যন্ত
তাঁহাদের শব নিরীক্ষণ করিবে, আর তাঁহাদের
১০ শব কবরে রাখিবার অনুমতি দিবে না। আর
পৃথিবী-নিবাসীরা তাঁহাদের বিষয়ে আনন্দিত
হইবে, আমোদ প্রমোদ করিবে, ও পরস্পর
উপঢৌকন প্রেরণ করিবে, কেননা এই দুই ভাব-
১১ বাদী পৃথিবী-নিবাসীদিগকে যন্ত্রণা দিতেন। পরে
সেই সাড়ে তিন দিন গত হইলে তাঁহাদের
শরীরে ঈশ্বর হইতে জীবনের আত্মা প্রবিষ্ট

Digitized by Google

দেখে, যাহা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচ্ঞা
করিবে, এবং ঈশ্বর তাহাকে, যাহারা মৃত্যুজনক
পাপ করে না, তাহাদিগকে, জীবন দিবেন।
মৃত্যুজনক পাপও আছে, সে বিষয়ে তাহাকে
১৭ বিনতি করিতে হয়, ইহা বলি না। যাবতীয়
অধার্ম্মিকতাই পাপ; পরন্তু যাহা মৃত্যুজনক নয়,
এমন পাপ আছে।
১৮ আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত,
সে পাপ করে না, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত ব্যক্তি
আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে
১৯ স্পর্শ করে না। আমরা জানি, আমরা ঈশ্বরের;
আর সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার [ক্রোড়ে]
২০ শুইয়া রহিয়াছে। আর আমরা জানি, ঈশ্বরের
পুত্র আসিয়াছেন, এবং আমাদিগকে এমন চিত্ত
দিয়াছেন, যাহাতে আমরা সেই সত্যময়কে
জানি; এবং আমরা সেই সত্যময়ে, তাঁহার পুত্র
যীশু খ্রীষ্টে, আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং
অনন্ত জীবন।
২১ বৎসেরা, তোমরা প্রতিমাগণ হইতে আপনা-
দিগকে রক্ষা কর।

যোহনের দ্বিতীয় পত্র।

জনৈক খ্রীষ্টীয় মহিলার প্রতি পত্র।

১ এই প্রাচীন ব্যক্তি—মনোনীতা মহিলা ও
তাঁহার সন্তানগণ সমীপেষু। আমি সত্যে তোমা-
দিগকে প্রেম করি; কেবল আমি নয়, বরং যত
২ লোক সত্য জানে, সকলেই সেই সত্য প্রযুক্ত
প্রেম করে, যাহা আমাদিগেতে বাস করিতেছে,
এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকিবে।
৩ পিতা ঈশ্বর হইতে, এবং সেই পিতার পুত্র যীশু
খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি সত্যে ও প্রেমে
আমাদের সঙ্গে থাকিবে।
৪ আমি অতিশয় আনন্দ করিতেছি, কেননা
দেখিতে পাইলাম, তোমার সন্তানদের মধ্যে কেহ
কেহ সত্যে চলিতেছে, যেমন আমরা পিতা হইতে
৫ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এখন, অয়ি
মহিলে, আমি তোমাকে নূতন আজ্ঞা লিখিবার
মত নয়, কিন্তু আদি অবধি আমরা যে আজ্ঞা
পাইয়াছি, তদনুসারে তোমার কাছে এই বিনতি
করিতেছি, যেন আমরা পরস্পর প্রেম করি।
৬ আর প্রেম এই যে, আমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে
চলি। আজ্ঞাটী এই, যেমন তোমরা আদি হইতে
৭ শুনিয়াছ, যেন তোমরা উহাতে চল। কারণ
অনেক প্রবঞ্চক জগতে বাহির হইয়া গিয়াছে;
যীশু খ্রীষ্ট মাংসে আগমন করেন, ইহা তাহারা
স্বীকার করে না; এই ত সেই প্রবঞ্চক ও
৮ খ্রীষ্টারি। আপনাদের বিষয়ে সাবধান হও;
আমরা যাহা সাধন করিয়াছি, তাহা যেন
তোমরা না হারাও, কিন্তু যেন সম্পূর্ণ বেতন
৯ পাও। যে কেহ অগ্রে চলে, এবং খ্রীষ্টের
শিক্ষাতে থাকে না, সে ঈশ্বরকে পায় নাই;
সেই শিক্ষাতে যে থাকে, সে পিতা ও পুত্র
১০ উভয়কে পাইয়াছে। যদি কেহ সেই শিক্ষা না
লইয়া তোমাদের কাছে আইসে, তবে তাহাকে
বাটীতে গ্রহণ করিও না, এবং তাহাকে মঙ্গলবাদ
১১ করিও না। কেননা যে তাহাকে মঙ্গলবাদ
করে, সে তাহার দুষ্কর্ম্ম সকলের সহভাগী
হয়।
১২ তোমাদিগকে লিখিবার অনেক কথা ছিল;
কাগজ ও কালী ব্যবহার করা আমার মানস
হইল না। কিন্তু প্রত্যাশা করি যে, তোমাদের
আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি তোমাদের
কাছে গিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথাবার্ত্তা
১৩ কহিব। তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানগণ
তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।

Digitized by Google

যোহনের তৃতীয় পত্র।

গায়ের প্রতি পত্র।

১ এই প্রাচীন ব্যক্তি—প্রিয় গায়ের সমীপে,
যাহাকে আমি সত্যে প্রেম করি।
২ হে প্রিয়, তোমার আত্মা যেমন কুশলপ্রাপ্ত,
তেমনি সর্ব্ববিষয়ে তোমার কুশল ও স্বাস্থ্য হউক,
৩ এই আমার প্রার্থনা। বস্তুতঃ ভ্রাতৃগণ আসিয়া
তোমার সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়াতে আমি
অতিশয় আনন্দিত হইলাম; বাস্তবিক তুমি
৪ সত্যে চলিতেছ। আমার সন্তানগণ সত্যে চলে,
এই সংবাদ শ্রবণে যে আনন্দ জন্মে, তদপেক্ষা
মহত্তর আনন্দ আমার নাই।
৫ হে প্রিয়, সেই ভ্রাতৃগণের, হাঁ, বিদেশীদের
প্রতি তুমি যাহা যাহা করিয়া থাক, তাহা বিশ্বা-
৬ সীর উপযুক্ত কার্য্য। তাহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে
তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে; যদি
তুমি ঈশ্বরের উপযুক্তরূপে তাহাদিগকে প্রস্থা-
৭ পন কর, তবে ভালই করিবে। কারণ [প্রভুর]
নামের পক্ষে তাহারা বাহির হইয়াছে, পর-
৮ জাতীয়দের কাছে কিছু গ্রহণ করে না। অতএব
সত্যের সহকারী হইবার জন্য আমরা এই
প্রকার লোকদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে
বাধ্য।
৯ আমি মণ্ডলীকে কিছু লিখিয়াছিলাম, কিন্তু
তাহাদের প্রাধান্যপ্রিয় দিয়ত্রিফি আমাদিগকে
১০ গ্রহণ করে না। এই জন্য যদি আসি, তবে
তাহার ক্রিয়া সকল [তাহাকে] স্মরণ করাইব,
কেননা সে দুর্ব্বাক্য দ্বারা আমাদের গ্লানি করে;
এবং তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনিও ভ্রাতৃ-
গণকে গ্রহণ করে না, আর যাহারা গ্রহণ করিতে
ইচ্ছা করে, তাহাদিগকেও বারণ করে এবং মণ্ডলী
হইতে বাহির করিয়া দেয়।
১১ হে প্রিয়, তুমি দুষ্কর্ম্মের অনুকারী না হইয়া
সৎকর্ম্মের অনুকারী হও। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম
করে, সে ঈশ্বরের; যে দুষ্কর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরকে
১২ দর্শন করে নাই। দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলে,
এমন কি, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়াছে; এবং
আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি; আর তুমি জান,
আমাদের সাক্ষ্য সত্য।
১৩ তোমাকে লিখিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু
কালী ও লেখনী দ্বারা লিখিতে ইচ্ছা হয় না।
১৪ কিন্তু আমি প্রত্যাশা করি যে, অবিলম্বে তোমাকে
দেখিব, তখন আমরা সম্মুখাসম্মুখি হইয়া
কথাবার্ত্তা করিব। তোমার শান্তি হউক। বন্ধুগণ
তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। তুমি প্রত্যেকের
নাম করিয়া বন্ধুদিগকে মঙ্গলবাদ দেও।

যিহূদার পত্র।

বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে নিবেদন।

১ যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস, এবং যাকোবের
ভ্রাতা,—পিতা ঈশ্বরে যাঁহারা প্রেমপাত্র ও
যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত রক্ষিত, সেই আহূতগণ
২ সমীপেষু। দয়া, শান্তি ও প্রেম প্রচুররূপে
তোমাদের প্রতি বর্দ্ধুক।
৩ প্রিয়েরা, আমাদের সাধারণ পরিত্রাণের
বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লিখিতে নিতান্ত
যত্নবান হওয়াতে আমি বুঝিলাম, লিখিতে গেলে
পবিত্রগণের কাছে একেবারে সমর্পিত বিশ্বাসের
পক্ষে প্রাণপণ করিবার আদেশ তোমাদিগকে
৪ দেওয়া আবশ্যক। যেহেতুক এমন কয়েক জন
গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যাহারা এই দণ্ডাজ্ঞার
পাত্ররূপে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল; তাহারা
ভক্তিহীন, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বৈরিতায়
পরিণত করে, এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি
ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে।
৫ পরন্তু যদিও তোমরা সকলই একেবারে জানিয়া
লইয়াছ, তথাপি আমার বাসনা এই যেন
তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে, প্রভু
মিসরদেশ হইতে প্রজাদিগকে নিস্তার করিয়া
পশ্চাৎ অবিশ্বাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।
৬ আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা

Digitized by Google

না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল,
তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর
অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া
৭ রাখিয়াছেন। সেই প্রকারে সদোম ও ঘমোরা
এবং তন্নিকটস্থ নগর সকল উহাদের ন্যায় নিতান্ত
বেশ্যাগামী এবং বিজাতীয় মাংসের চেষ্টায়
বিপথগামী হইয়া, অনন্ত অগ্নির দণ্ড ভোগ করতঃ
৮ দৃষ্টান্তরূপে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। তথাপি এই
লোকেরাও সেইরূপে স্বপ্নাচারী হইয়া মাংসকে
অশুচি করে, প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে, এবং প্রতাপাধি-
৯ কারীদের নিন্দা করে। কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখা-
য়েল যখন মোশির দেহের বিষয়ে দিয়াবলের
সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন নিন্দাযুক্ত
নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কহি-
১০ লেন, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন। কিন্তু ইহারা
যাহা যাহা না বুঝে, তাহারই নিন্দা করে; এবং
বুদ্ধিবিহীন পশুদের ন্যায় যাহা যাহা ইন্দ্রিয়
১১ দ্বারা জ্ঞাত হয়, তাহাতে নষ্ট হয়। ধিক্ তাহা-
দিগকে! কারণ তাহারা কয়িনের পথে চলিয়া
গিয়াছে, এবং বেতনের লোভে বিলিয়মের ভ্রান্তি-
পথে ধাবমান হইয়াছে, এবং কোরহের প্রতি-
১২ বাদে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহারা যে তোমাদের
সঙ্গে ভোজন করে, তাহারাই তোমাদের প্রেম-
ভোজে জলাচ্ছন্ন শৈল, তাহারা এমন পালক যে
নির্ভয়ে আপনাদিগকেই পোষে। তাহারা বায়ু-
চালিত জলহীন মেঘ, হেমন্তকালের ফলহীন, দুই
১৩ বার মৃত ও উন্মূলিত বৃক্ষ, নিজ লজ্জারূপ ফেনা
উৎক্ষেপকারী প্রচণ্ড সামুদ্রিক তরঙ্গ, ভ্রমণকারী
তারা, যাহাদের নিমিত্ত অনন্তকালের জন্য ঘোর-
তর অন্ধকার সঞ্চিত রহিয়াছে।
১৪ পরন্তু আদম অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক,
তিনিও এই লোকদের উদ্দেশে এই ভাবোক্তি
প্রচার করিয়াছিলেন, "দেখ, প্রভু আপন অযুত
১৫ অযুত পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন, যেন
সকলের বিচার সিদ্ধ করেন; আর ভক্তিহীন
সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ ক্রিয়া
দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে, এবং ভক্তিহীন
পাপিগণ তাঁহার বিপরীতে যে সকল কঠোর
বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা
১৬ করেন।" তাহারা বচসাকারী, স্বভাগ্যনিন্দক,
আপন আপন অভিলাষের অনুগামী; তাহাদের
মুখ মহাদর্পের কথা বলে, এবং তাহারা লাভার্থে
মনুষ্যদের মুখ চাহিয়া থাকে।
১৭ কিন্তু, হে প্রিয়েরা, ইতিপূর্ব্বে আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ যে সকল কথা বলিয়া-
১৮ ছেন, সে সকল স্মরণ কর; ফলতঃ তাঁহারা
তোমাদিগকে বলিতেন, শেষকালে উপহাসকেরা
উপস্থিত হইবে, তাহারা আপন আপন ভক্তি-
১৯ বিরুদ্ধ অভিলাষ অনুসারে গমন করিবে। উহা-
রাই দলভেদকারী, প্রাণিক, আত্মাবিহীন।
২০ কিন্তু, হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনাদের পরম
পবিত্র বিশ্বাসে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে
তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে,
২১ ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর, এবং
অনন্ত জীবনার্থে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
২২ দয়ার অপেক্ষাতে থাক। আর কতক লোকের,
[অর্থাৎ] যাহারা সন্দিহান, তাহাদের প্রতি
২৩ দয়া কর; আর কতক লোককে অগ্নি হইতে
টানিয়া লইয়া নিস্তার কর; আর কতক লোকের
প্রতি সভয়ে দয়া কর; মাংসের সংস্রবে কল-
ঙ্কিত বস্ত্রও ঘৃণা কর।
২৪ পরন্তু যিনি তোমাদিগকে উছোট হইতে রক্ষা
করিতে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ-
রূপে সানন্দে উপস্থিত করিতে সমর্থ, আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা যিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা,
২৫ সেই একমাত্র ঈশ্বরের প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম
ও কর্তৃত্ব সকল যুগের পূর্ব্বাবধি, আর এখন এবং
সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন।

প্রকাশিত বাক্য।

মঙ্গলবাদ। স্বর্গনিবাসী যীশুর দর্শন।

১ যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, যাহা ঈশ্বর
তাঁহাকে দিলেন, যেন তিনি তাহা, অর্থাৎ
যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে, সেই সকল আপন দাস-
গণকে দেখাইয়া দেন; আর তিনি নিজ দূতের
দ্বারা তাহা প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনকে
২ জ্ঞাত করিলেন। সেই যোহন ঈশ্বরের বাক্য এবং
যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের বিষয়ে, [অর্থাৎ] যে যে
৩ দর্শন পাইয়াছে, তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। এই
ভাববাণীর উক্তিসমূহের যে পাঠক ও যে শ্রোতারা
ইহাতে লিখিত কথা পালন করে, তাহারা ধন্য,
কেননা সময় সন্নিকট।
৪ যোহন—আসিয়া দেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে।

Digitized by Google

যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ, তাঁহা হইতে,
এবং তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী সপ্ত আত্মা
৫ হইতে, এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতগণের মধ্যে
প্রথমজাত ও ভূমণ্ডলস্থ রাজাদের কর্ত্তা যীশু
খ্রীষ্ট হইতে, অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক। যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ
রক্তে আমাদের পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন,
৬ এবং আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও
পিতার উদ্দেশে যাজক করিয়াছেন, তাঁহার
মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে হউক। আমেন।
৭ দেখ, তিনি মেঘসহ আসিতেছেন, আর যাব-
তীয় চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে
বিদ্ধ করিয়াছিল, [তাহারাও দেখিবে] ; আর
পৃথিবীস্থ যাবতীয় বংশ তাঁহার জন্য বিলাপ
৮ করিবে। হাঁ; আমেন। আমি আল্ফা এবং
ওমিগা (আদি এবং অন্ত), ইহা প্রভু ঈশ্বর
কহিতেছেন, যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ,
যিনি সর্ব্বশক্তিমান।

৯ তোমাদের ভ্রাতা এবং যীশুতে ক্লেশভোগে,
রাজ্যে ও ধৈর্য্যে তোমাদের সহভাগী আমি
যোহন ঈশ্বরের বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্য প্রযুক্ত
১০ পাট্‌ম নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। আমি
প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হইলাম, এবং আমার
পশ্চাৎ তূরীধ্বনিবৎ এক মহারব শুনিলাম।
১১ কেহ কহিলেন, তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা
পত্রিকায় লিখিয়া ইফিষ, স্মূর্ণা, পর্গাম, থুয়া-
তীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিল্‌ফিয়া ও লায়দিকেয়া,
১২ এই সপ্ত মণ্ডলীর নিকটে প্রেরণ কর। তাহাতে
আমার প্রতি যাঁহার বাণী হইতেছিল, তাঁহার
দর্শনার্থে আমি মুখ ফিরাইলাম ; মুখ ফিরাইয়া
১৩ সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ দেখিলাম ; সেই সপ্ত দীপ-
বৃক্ষের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের সদৃশ এক ব্যক্তিকে
দেখিলাম ; তাঁহার পাদপর্য্যন্ত পরিচ্ছদে
আচ্ছন্ন, এবং বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকা বদ্ধ ;
১৪ তাঁহার মস্তক ও কেশ শুক্লবর্ণ, মেষলোমের ন্যায়,
হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ, এবং তাঁহার চক্ষু অগ্নি-
১৫ শিখার তুল্য ; এবং তাঁহার চরণ অগ্নিকুণ্ডে
পরিষ্কৃত সুপিত্তলের সদৃশ, এবং তাঁহার রব বহু-
১৬ জলের রবস্বরূপ ; আর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত
তারা আছে, এবং তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার
খড়্গ নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল
১৭ নিজ তেজে বিরাজমান সূর্য্যের তুল্য। তাঁহাকে
দেখিবামাত্র আমি মৃতবৎ হইয়া তাঁহার চরণে
পড়িলাম। কিন্তু তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ হস্ত
দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি প্রথম ও
১৮ শেষ ও জীবন্ত ; আর আমি মরিয়াছিলাম, কিন্তু
দেখ, যুগে যুগে জীবিত আছি ; আর মৃত্যুর ও
১৯ পাতালের চাবি আমার হস্তে। অতএব তুমি
যাহা যাহা দেখিলে, এবং যাহা যাহা আছে, ও
ইহার পরে যাহা যাহা হইবে, সে সমস্ত লিখ ;
২০ আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা দেখিলে,
তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব, এবং সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের
কথা [লিখ] ; সেই সপ্ত তারা সপ্ত মণ্ডলীর দূত,
এবং সেই সপ্ত দীপবৃক্ষ সপ্ত মণ্ডলী।

আশিয়াস্থ সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি স্বর্গনিবাসী যীশুর আদেশ।

২ তুমি ইফিষস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সেই সপ্ত তারা ধারণ
করেন, যিনি সেই সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের মধ্যে
২ গমনাগমন করেন, তিনি এই কথা কহেন ; আমি
তোমার ক্রিয়া সকল এবং তোমার পরিশ্রম ও
ধৈর্য্য জানি ; আর [আমি জানি,] তুমি দুষ্ট-
দিগকে সহ্য করিতে পার না, এবং আপনাদিগকে
প্রেরিত বলিলেও যাহারা প্রেরিত নয়, তাহা-
দিগকে পরীক্ষা করিয়াছ, ও মিথ্যাবাদী নিশ্চয়
৩ করিয়াছ ; এবং তোমার ধৈর্য্য আছে, আর তুমি
আমার নামের জন্য সহিষ্ণুতা করিয়াছ, ক্লান্ত
৪ হও নাই। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা
আছে, তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করি-
৫ য়াছ। অতএব কোথা হইতে পতিত হইয়াছ,
তাহা স্মরণ কর, এবং মনঃপরিবর্ত্তন কর ও প্রথম
কর্ম্ম সকল কর ; নতুবা যদি মনঃপরিবর্ত্তন না
কর, তবে আমি তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া
৬ তোমার দীপবৃক্ষ স্বস্থান হইতে দূর করিব। কিন্তু
এইটী তোমার আছে ; আমি যে নীকলায়তীয়-
দের কার্য্য ঘৃণা করি, তুমিও তাহা ঘৃণা করি-
৭ তেছ। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে
আত্মা কি কহিতেছেন। যে জয় করে, তাহাকে
আমি ঈশ্বরের পরমদেশস্থ জীবনবৃক্ষের ফল
ভোজন করিতে দিব।

৮ আর স্মূর্ণাস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত হইয়া পুনর্জী-
৯ বিত হইলেন, তিনি এই কথা কহেন ; তোমার
ক্লেশভোগ ও দীনতা আমি জানি, তথাপি তুমি
ধনবান ; এবং আপনাদিগকে যিহুদী বলিলেও
যাহারা যিহুদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ,
১০ তাহাদের ধর্ম্মনিন্দাও আমি জানি। তোমাকে
যে সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে ভয়
করিও না। দেখ, তোমাদের পরীক্ষার্থে দিয়াবল
তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও কারাগারে
নিক্ষেপ করিতে উদ্যত আছে ; তাহাতে দশ দিন
পর্য্যন্ত তোমাদের ক্লেশ হইবে। তুমি মরণ পর্য্যন্ত
বিশ্বস্ত থাক, তাহাতে আমি তোমাকে জীবন-
১১ মুকুট দিব। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক, মণ্ডলী-

Digitized by Google

গণকে আত্মা কি কহিতেছেন। যে জয় করে, সে
দ্বিতীয় মৃত্যু দ্বারা হিংসিত হইবে না।
১২ আর পর্গামস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ ধারণ করেন, তিনি
১৩ এই কথা কহেন ; যেখানে শয়তানের সিংহাসন,
সেইখানে তোমার বসতি, তাহা আমি জানি।
আর তুমি আমার নাম ধারণ করিতেছ, আমার
বিশ্বাস অস্বীকার কর নাই ; আমার সাক্ষী,
আমার বিশ্বস্ত লোক, সেই আন্তিপার সময়েও
কর নাই, যে তোমাদের মধ্যে, শয়তানের সেই
১৪ বাসস্থানে, নিহত হইয়াছিল। তথাচ তোমার
বিরুদ্ধে আমার কয়েকটী কথা আছে, কেননা
তুমি সেই স্থানে বিলিয়মের শিক্ষাবলম্বী কয়েক
জনকে রাখিতেছ। সেই ব্যক্তি ইস্রায়েল-সন্তান-
দের সম্মুখে বিঘ্ন ফেলিয়া রাখিতে, অর্থাৎ]
প্রতিমার প্রসাদ ভক্ষণ ও বেশ্যাগমন করাইতে
১৫ বালাককে শিক্ষা দিয়াছিল। তদ্রূপ তুমিও
নীকলায়তীয়দের শিক্ষাবলম্বী কয়েক জনকে
১৬ রাখিতেছ। অতএব মন ফিরাও, নতুবা আমি
শীঘ্র তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার
মুখের খড়্গ দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।
১৭ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে আত্মা
কি কহিতেছেন। যে জয় করে, তাহাকে আমি
গুপ্ত মান্না দিব ; এবং একখানি শ্বেত প্রস্তর
তাহাকে দিব, সেই প্রস্তরের উপরে নূতন এক
নাম লেখা আছে, গ্রহণকর্ত্তা ব্যতিরেকে আর
কেহ সেই নাম জানে না।
১৮ আর থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার
তুল্য, ও চরণ সুপিত্তলের সদৃশ, তিনি এই কথা
১৯ কহেন ; তোমার ক্রিয়া ও প্রেম ও বিশ্বাস ও
পরিচর্য্যা ও ধৈর্য্য, এবং তোমার প্রথম কর্ম্ম
অপেক্ষা বহুল শেষকর্ম্ম সকল আমি জানি।
২০ তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে ;
ঈষেবল নাম্নী যে নারী আপনাকে ভাববাদিনী
বলে, তুমি তাহাকে থাকিতে দিতেছ, এবং সে
আমার দাসগণকে ভুলাইয়া বেশ্যাগমন ও প্রতি-
মার প্রসাদ ভক্ষণ করিতে শিক্ষা দিতেছে।
২১ আমি তাহাকে মন ফিরাইবার জন্য সময় দিয়া-
ছিলাম, কিন্তু সে নিজ ব্যভিচার হইতে মন
২২ ফিরাইতে চায় না। দেখ, আমি তাহাকে শয্যা-
গত করিব, এবং যাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার
করে, তাহারা যদি তাহার ক্রিয়া হইতে মন না
ফিরায়, তবে তাহাদিগকেও মহাক্লেশে মগ্ন
২৩ করিব, এবং আমি মৃত্যু দ্বারা তাহার সন্তানগণকে
বধ করিব। তাহাতে যাবতীয় মণ্ডলী জানিতে
পারিবে, আমি মর্ম্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধান-
কারী, এবং তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপন
২৪ আপন কর্ম্মানুযায়ী ফল দিব। কিন্তু থুয়াতীরাতে
অবশিষ্ট তোমাদের যে সকল লোক সেই শিক্ষা
গ্রহণ করে নাই, ফলতঃ কেহ কেহ যাহাকে গভীর-
তত্ত্ব বলে, শয়তানের সেই গভীরতত্ত্ব সকল
যাহারা জ্ঞাত হয় নাই, তাহাদিগকে বলিতেছি,
তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার অর্পণ
২৫ করি না। কেবল যাহা তোমাদের আছে, তাহা
২৬ আমার আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ কর। আর
যে ব্যক্তি জয় করে, শেষ পর্য্যন্ত আমার ক্রিয়া
সকল যে পালন করে, তাহাকে আমি পরজাতি-
২৭ গণের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিব ; তাহাতে সে লৌহদণ্ড
দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবে, তাহারা কুম্ভ-
কারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চূর্ণ হইবে ; যেরূপ
আমিও আমার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত
২৮ হইয়াছি। আর আমি প্রভাতীয় তারা তাহাকে
২৯ দিব। যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে
আত্মা কি কহিতেছেন।

৩ আর সার্দ্দিস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং সপ্ত তারা
ধারণ করেন, তিনি এই কথা কহেন ; আমি
তোমার ক্রিয়া সকল জানি ; ফলতঃ তোমার
২ জীবন নামমাত্র, তুমি মৃত। জাগ্রত হও, এবং
অবশিষ্ট যে সকল বিষয় মৃতকল্প হইল, তাহা
সুস্থির কর ; কেননা আমি তোমার কোন ক্রিয়া
আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ দেখি নাই।
৩ অতএব তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ ও শ্রবণ
করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং
মন ফিরাও। অতএব যদি জাগ্রত না হও, তবে
আমি চোরের ন্যায় আসিব ; এবং কোন্ দণ্ডে
তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, তাহা তুমি
৪ জানিতে পারিবে না। তথাপি সার্দ্দিতে তোমার
এমন কয়েকটী লোক আছে, যাহারা আপন
আপন বস্ত্র মলিন করে নাই ; তাহারা শুক্ল
পরিচ্ছদে আমার সহিত গমনাগমন করিবে ;
৫ কেননা তাহারা যোগ্য পাত্র। যে জয় করে, সে
তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে ; এবং আমি
জীবনপুস্তক হইতে তাহার নাম কোন ক্রমে
মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে
ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম
৬ স্বীকার করিব। যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক,
মণ্ডলীগণকে আত্মা কি কহিতেছেন।
৭ আর ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, যিনি দায়ূদের
চাবি ধারণ করেন, যিনি খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে
না, ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলে না, তিনি এই
৮ কথা কহেন ; আমি তোমার ক্রিয়া সকল জানি ;
দেখ, আমি তোমার সম্মুখে খোলা এক দ্বার
দিলাম, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই ;

Digitized by Google

কেননা তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, আর তুমি
আমার বাক্য পালন করিয়াছ, আমার নাম
৯ অস্বীকার কর নাই। দেখ, শয়তানের সমাজের
যে লোকেরা আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও
যিহূদী নহে, কিন্তু মিথ্যাবাদী, দেখ, এমন কোন
কোন লোককে আমি তোমার চরণে উপস্থিত
করিয়া প্রণিপাত করাইব ; তাহাতে আমি যে
তোমাকে প্রেম করিয়াছি, তাহা তাহারা জানিতে
১০ পারিবে। তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করি-
য়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষা-
কাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবীনিবাসী-
দের পরীক্ষার্থে সমস্ত ভূমণ্ডলে অবিলম্বে উপ-
১১ স্থিত হইবে। আমি শীঘ্র আসিতেছি ; তোমার
যাহা আছে, তাহা দৃঢ় করিয়া রাখ ; যেন কেহ
১২ তোমার মুকুট অপহরণ না করে। যে জয় করে,
তাহাকে আমি আপন ঈশ্বরের মন্দিরস্থ স্তম্ভস্বরূপ
করিব, এবং সে আর কখনও তথা হইতে বহির্গত
হইবে না ; এবং তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের
নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে
নূতন যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার ঈশ্বরের
নিকট হইতে নামিবে, তাহার নাম এবং আমার
১৩ নূতন নাম লিখিব। যাহার কর্ণ আছে, সে
শুনুক, মণ্ডলীগণকে আত্মা কি কহিতেছেন।
১৪ আর লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ ;
যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময়
সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই
১৫ কথা কহেন ; আমি তোমার ক্রিয়া সকল জানি ;
তুমি না শীতল না তপ্ত ; তুমি হয় শীতল হইলে,
১৬ নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত। তুমি কদুষ্ণ, না
তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ হইতে
১৭ তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি। কারণ
তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান, ধন সঞ্চয় করি-
য়াছি, আমার কিছুরই অভাব নাই ; কিন্তু তুমিই
যে দুর্ভাগ্য, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ ইহা
১৮ জান না। আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই ;
তুমি ধনবান হইবার জন্য অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত
স্বর্ণ, এবং বস্ত্রান্বিত হইবার জন্য, তোমার
উলঙ্গতার লজ্জা যেন প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্য
শুক্ল বস্ত্র, এবং দৃষ্টি পাইবার জন্য চক্ষুতে লেপ-
নীয় অঞ্জন, এই সকল আমার কাছে ক্রয় কর।
১৯ আমি যত লোককে ভাল বাসি, সেই সকলকে
অনুযোগ করি, ও শাস্তি দিই ; অতএব উদ্‌যোগী
২০ হও, ও মন ফিরাও। দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া
আছি, ও আঘাত করিতেছি ; কেহ যদি আমার
রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার
কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত ভোজন
করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।
২১ আমি আপনি যেমন বিজয়ী হইয়া আমার
পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হই-
য়াছি, তদ্রূপ যে জয় করে, তাহাকে আমার
২২ সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব। যাহার
কর্ণ আছে, সে শুনুক, মণ্ডলীগণকে আত্মা কি
কহিতেছেন।

স্বর্গীয় আরাধনার দর্শন।

৪ তৎপশ্চাৎ আমি নিরীক্ষণ করিলাম, আর
দেখ, স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে, এবং
প্রথম যে রব আমি শুনিয়াছিলাম, যেন [সেই]
তূরীর রব আমার সহিত কথা কহিতেছে, কে
যেন বলিতেছে, এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার
পরে যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে, সেই সকল আমি
২ তোমাকে দেখাই। আমি তৎক্ষণাৎ আত্মাবিষ্ট
হইলাম, আর দেখ, স্বর্গমধ্যে এক সিংহাসন
স্থাপিত, সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি
৩ উপবিষ্ট। যিনি উপবিষ্ট, তিনি দেখিতে সূর্য্য-
কান্তের ও সার্দ্দীয় মণির সদৃশ ; আর সেই
সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে মেঘধনুক, তাহা দেখিতে
৪ মরকত মণির সদৃশ। আর সেই সিংহাসনের
চতুর্দ্দিকে চব্বিশটী সিংহাসন আছে, সেই সকল
সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন উপবিষ্ট, তাঁহারা
শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে
৫ সুবর্ণ মুকুট। সেই সিংহাসন হইতে বিদ্যুৎ, রব
ও মেঘগর্জ্জন নির্গত হইতেছে ; এবং সেই
সিংহাসনের সম্মুখে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ জ্বলি-
৬ তেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই
সিংহাসনের সম্মুখে যেন স্ফটিকবৎ কাচময়
এক সমুদ্র আছে, এবং সিংহাসনের মধ্যে ও
সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে চারি প্রাণী আছেন ;
৭ তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ চক্ষুতে পরিপূর্ণ। প্রথম
প্রাণী সিংহসদৃশ, দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎস-সদৃশ,
তৃতীয় প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট,
এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষীর
৮ সদৃশ। সেই চারি প্রাণীর প্রত্যেকের ছয় ছয়টী
পক্ষ, এবং তাঁহারা চতুর্দ্দিকে ও অভ্যন্তরে চক্ষুতে
পরিপূর্ণ ; আর তাঁহারা দিবারাত্র অবিশ্রামে
এই কথা কহিতেছেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র
প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও
৯ ভবিষ্যৎ। আর যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট,
যিনি অনন্তকালজীবী, সেই প্রাণিবর্গ যখন
তাঁহার প্রতাপ ও সমাদর ও ধন্যবাদ কীর্ত্তন
১০ করিবেন, তখন ঐ চব্বিশ জন প্রাচীন সিংহা-
সনোপবিষ্টের সম্মুখে প্রণিপাত করিবেন, এবং
যিনি অনন্তকালজীবী, তাঁহার ভজনা করিবেন,
আর আপন আপন মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে
১১ নিক্ষেপ করিয়া বলিবেন, হে আমাদের প্রভো

Digitized by Google

ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও
পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ; কেননা তুমিই সকলের
সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছা হেতু সকলই
স্থিতিপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।

একখানি পত্রিকা ও তাহার ছয় মুদ্রা খুলিবার দর্শন।

৫ অনন্তর আমি ঐ সিংহাসনোপবিষ্টের
দক্ষিণ হস্তে এক পত্রিকা দেখিলাম ; তাহা
ভিতরে ও পৃষ্ঠে লিখিত ও সপ্ত মুদ্রায় অঙ্কিত।
২ পরে আমি এক শক্তিমান দূতকে দেখিলাম,
তিনি মহারবে এই কথা ঘোষণা করিলেন, ঐ
পত্রিকা খুলিতে ও তাহার মুদ্রা সকল উন্মোচন
৩ করিতে কে যোগ্য ? কিন্তু স্বর্গে কি ভূতলে কি
ভূতলের নীচে সেই পত্রিকা খুলিতে অথবা
তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে কাহারও সাধ্য হইল
৪ না। অতএব সেই পত্রিকা খুলিবার ও তাহার
প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য কাহাকেও পাওয়া যায়
নাই বলিয়া আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগি-
৫ লাম। তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন
আমাকে কহিলেন, রোদন করিও না ; দেখ,
যিনি যিহূদা-বংশীয় সিংহ, যিনি দায়ূদের মূল-
স্বরূপ, তিনি ঐ পত্রিকা ও উহার সপ্ত মুদ্রা খুলি-
৬ বার নিমিত্ত বিজয়ী হইয়াছেন। পরে আমি
দেখিলাম, ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর মধ্যে ও
প্রাচীনবর্গের মধ্যে নিহতবৎ এক মেষশাবক
দণ্ডায়মান ; তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু ; সেই
চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরে সপ্ত আত্মা।
৭ পরে তিনি আসিয়া সিংহাসনোপবিষ্টের দক্ষিণ
৮ হস্ত হইতে সেই পত্রিকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার
পত্রিকাখানি গ্রহণ সময়ে ঐ চারি প্রাণী ও
চব্বিশ জন প্রাচীন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণি-
পাত করিলেন ; তাঁহাদের প্রত্যেকের একটী বীণা
ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি ছিল ; সেই
৯ ধূপ পবিত্রগণের প্রার্থনাস্বরূপ। আর তাঁহারা
এক নূতন গীত গান করেন, বলেন, "তুমি ঐ
পত্রিকা গ্রহণ করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার
যোগ্য ; কেননা তুমি নিহত হইয়াছ, এবং আপ-
নার রক্ত দ্বারা যাবতীয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও
লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে
১০ ক্রয় করিয়াছ ; এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে
তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ ; আর
১১ তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করে।" পরে
আমি দৃষ্টি করিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও
প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চতুর্দ্দিকে অনেক
স্বর্গদূতের রব শুনিলাম ; তাঁহাদের সংখ্যা অযুত
১২ গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র। তাঁহারা উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিলেন, নিহত যে মেষশাবক, তিনিই
পরাক্রম ও ধন ও প্রজ্ঞা ও শক্তি ও সমাদর ও
প্রতাপ ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার
১৩ যোগ্য। অনন্তর স্বর্গে ও ভূতলে ও ভূতলের নীচে
ও সমুদ্রের পৃষ্ঠে যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই
সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই এই
বাণী শুনিলাম, সিংহাসনোপবিষ্টের প্রতি ও
মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সমাদর ও প্রতাপ
১৪ ও কর্ত্তৃত্ব যুগে যুগে বর্ত্তুক। আর সেই চারি প্রাণী
কহিলেন, আমেন। আর সেই প্রাচীনেরা প্রণি-
পাত করিয়া ভজনা করিলেন।

৬ অনন্তর আমি দেখিলাম, সেই মেষশাবক
যখন সেই সপ্তের মধ্যে প্রথম মুদ্রা খুলিলেন,
তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর
মেঘগর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম, আইস
২ (ও দেখ)। আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ,
এক শুক্লবর্ণ অশ্ব, এবং তদারূঢ় ব্যক্তি ধনুর্ধারী,
ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল ; এবং তিনি
জয় করিতে করিতে ও জয় করিবার জন্য
আসিলেন।
৩ আর তিনি দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি দ্বিতীয়
প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, আইস (ও দেখ)।
৪ পরে আর একটী অশ্ব নির্গত হইল, সেটী লোহিত-
বর্ণ অশ্ব, এবং তদারূঢ় ব্যক্তিকে ক্ষমতা দত্ত হইল,
যেন সে পৃথিবী হইতে শান্তি অপহরণ করে,
আর যেন মনুষ্যেরা পরস্পরকে বধ করে ; এবং
একখান বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত হইল।
৫ পরে তিনি তৃতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি তৃতীয়
প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, আইস (ও দেখ)।
পরে দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব,
৬ এবং তদারূঢ় ব্যক্তির হস্তে এক তুলাদণ্ড। পরে
আমি চারি প্রাণীর মধ্য হইতে নির্গত এইরূপ
বাণী শুনিলাম, এক সের গোমের মূল্য এক
দীনার, আর তিন সের যবের মূল্য এক দীনার,
এবং তুমি তৈলের ও দ্রাক্ষারসের হিংসা
করিও না।
৭ পরে তিনি চতুর্থ মুদ্রা খুলিলে আমি চতুর্থ
প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, আইস (ও দেখ)।
৮ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক পাণ্ডু-
বর্ণ অশ্ব, এবং তদারূঢ় ব্যক্তির নাম মৃত্যু, এবং
পাতাল তাহার অনুগমন করিতেছে ; আর খড়্গ,
দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বনপশু দ্বারা বধ করণার্থে
তাহাকে পৃথিবীর চতুর্থাংশের উপরে কর্ত্তৃত্ব দত্ত
হইল।
৯ পরে তিনি পঞ্চম মুদ্রা খুলিলে আমি দেখি-
লাম, ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত এবং তাহাদের কাছে
যে সাক্ষ্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা নিহত হইয়া-
ছিল, সেই সকলের প্রাণ বেদির নীচে আছে।

Digitized by Google

১০ তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে পবিত্র
সত্যময় অধিপতি, বিচার করিতে এবং পৃথিবী-
নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল
১১ দিতে কত কাল বিলম্ব করিবে? তখন তাহাদের
প্রত্যেককে শুক্ল পরিচ্ছদ দত্ত হইল, এবং তাহা-
দিগকে বলা হইল যে, আর কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম
কর; তোমাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে
তোমাদের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, তাহাদের
সংখ্যা পূর্ণ হউক।
১২ পরে তিনি ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলে, আমি দেখি-
লাম, মহাভূমিকম্প হইল; এবং সূর্য্য লোমজাত
কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণ চন্দ্র রক্তবর্ণ হইল;
১৩ আর ডুমুরগাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হইয়া
যেমন আপনার অপক্ব ফল ফেলিয়া দেয়, তেমনি
গগনমণ্ডলস্থ তারা সকল পৃথিবীতে পতিত হইল।
১৪ আর গগনমণ্ডল সঙ্কুচ্যমান গ্রন্থের ন্যায় অপ-
সারিত হইল, এবং সমস্ত পর্ব্বত ও দ্বীপ স্থানা-
১৫ ন্তরে চালিত হইল। আর পৃথিবীস্থ রাজারা ও
মহল্লোকেরা ও সহস্রপতিগণ ও ধনিগণ ও
বিক্রমিবর্গ এবং সমস্ত দাস ও স্বাধীন লোক
গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুক্কা-
য়িত করিল, আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে
১৬ লাগিল, আমাদের উপরে পতিত হও, সিংহা-
সনোপবিষ্টের সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের
ক্রোধ হইতে আমাদিগকে সংগোপন কর;
১৭ কেননা তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন উপস্থিত
হইল; কে দাঁড়াইতে পারে?

ঈশ্বরের দাসগণ মুদ্রাঙ্কিত হন।
স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা।

৭ তৎপরে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি
কোণে চারি স্বর্গদূত দাঁড়াইয়া আছেন;
পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা কোন বৃক্ষের
উপরে যেন বায়ু না বহে, এই নিমিত্ত তাঁহারা
২ পৃথিবীর চারি বায়ু রুদ্ধ করিতেছেন। পরে আর
এক দূতকে সূর্য্যোদয়স্থান হইতে উঠিয়া আসিতে
দেখিলাম, তাঁহার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা
আছে; তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া, যে চারি
দূতকে পৃথিবীর ও সমুদ্রের হিংসা করিবার
ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কহিলেন,
৩ আমরা যে পর্য্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে
ললাটে মুদ্রাঙ্কিত না করি, সে পর্য্যন্ত তোমরা
পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষদিগের হিংসা
৪ করিও না। পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের
সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিলাম। ইস্রায়েল-সন্তানদের
বংশসমূহের মধ্যে এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র
৫ মুদ্রাঙ্কিত লোক ছিল। যিহুদা-বংশের দ্বাদশ
সহস্র মুদ্রাঙ্কিত ছিল; রূবেণ-বংশের দ্বাদশ
৬ সহস্র; গাদ-বংশের দ্বাদশ সহস্র; আশের-বংশের
দ্বাদশ সহস্র; নপ্তালি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৭ মনঃশি-বংশের দ্বাদশ সহস্র; শিমিয়োন-বংশের
দ্বাদশ সহস্র; লেবি-বংশের দ্বাদশ সহস্র; ইষা-
৮ খর-বংশের দ্বাদশ সহস্র; সবূলূন-বংশের দ্বাদশ
সহস্র; যোষেফ-বংশের দ্বাদশ সহস্র; বিন্যামীন-
বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত ছিল।
৯ তৎপরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, যাব-
তীয় জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার
মহালোকারণ্য, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ
ছিল না; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষ-
শাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহারা শুক্ল
পরিচ্ছদান্বিত ও তাহাদের হস্তে খর্জ্জূরপত্র;
১০ এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে, পরিত্রাণ
আমাদের সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরের ও মেষ-
১১ শাবকেরই। আর সমুদয় দূত ঐ সিংহাসনের ও
প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণীর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান
ছিলেন; তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে অধো-
বদনে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া
১২ কহিলেন, আমেন; ধন্যবাদ ও প্রতাপ ও প্রজ্ঞা ও
প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগে যুগে
১৩ আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক। আমেন। পরে
প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে উত্তর
করিয়া কহিলেন, শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত এই
১৪ লোকেরা কে, ও কোথা হইতে আগত? আমি
তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভো, তাহা
আপনি জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন,
ইহারা সেই লোক, যাহারা মহাক্লেশ হইতে
আগমন করে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন
আপন পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে।
১৫ এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে
আছে; এবং তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে
তাঁহার আরাধনা করে, আর যিনি সিংহা-
সনোপবিষ্ট, তিনি ইহাদের উপরে আপন তাম্বু
১৬ বিস্তার করিবেন; ইহারা আর কখনও ক্ষুধিত
হইবে না, তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না, এবং ইহাদিগেতে
১৭ রৌদ্র কিম্বা কোন উত্তাপ লাগিবে না; কারণ
সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে
পালন করিবেন, এবং জীবন-জলের উনুইর
নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের
সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

তূরীবাদক সপ্ত স্বর্গদূতের দর্শন।

৮ আর তিনি সপ্তম মুদ্রা খুলিলে স্বর্গে অর্দ্ধ
ঘটিকা পর্য্যন্ত নিঃশব্দতা হইল। পরে আমি
সেই সপ্ত দূতকে দেখিলাম, যাঁহারা ঈশ্বরের

Digitized by Google

সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তাঁহাদিগকে সপ্ত
তূরী প্রদত্ত হইল।
৩ পরে আর এক দূত আসিয়া বেদির নিকটে
দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণধূনাচী
ছিল; এবং তাঁহাকে প্রচুর ধূনা দত্ত হইল, যেন
তিনি তাহা সিংহাসনের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির
উপরে সকল পবিত্র লোকের প্রার্থনায় যোগ
৪ করেন। তাহাতে পবিত্রগণের প্রার্থনার সহিত
দূতের হস্ত হইতে ধূনার ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে
৫ উঠিল। পরে ঐ দূত ধূনাচী লইয়া বেদির অগ্নিতে
পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে
মেঘগর্জ্জন, রব, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল।
৬ পরে সপ্ত তূরীধারী সপ্ত দূত তূরী বাজাইতে
৭ প্রস্তুত হইলেন। প্রথম দূত তূরী বাজাইলে
রক্তমিশ্রিত শিলা ও অগ্নি উপস্থিত হইয়া স্থলের
উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে স্থলের তৃতীয়াংশ
দগ্ধ হইল, ও বৃক্ষ সমুদয়ের তৃতীয়াংশ দগ্ধ
হইল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণ দগ্ধ হইল।
৮ পরে দ্বিতীয় দূত তূরী বাজাইলে যেন অগ্নিতে
প্রজ্বলিত এক মহাপর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত
৯ হইল। তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয়াংশ রক্ত হইয়া
গেল, ও সমুদ্রমধ্যস্থ তৃতীয়াংশ জলচর প্রাণী
মরিয়া গেল, এবং জাহাজ সমুদয়ের তৃতীয়াংশ
নষ্ট হইল।
১০ পরে তৃতীয় দূত তূরী বাজাইলে প্রদীপের
ন্যায় প্রজ্বলিত এক বৃহৎ তারা আকাশ হইতে
খসিয়া নদ নদীর তৃতীয়াংশের ও জলপ্রবাহ
১১ সকলের উপরে পড়িল। সেই তারার নাম
নাগদানা, তাহাতে তৃতীয়াংশ জল নাগদানা
হইয়া উঠিল, এবং জলের তিক্ততা প্রযুক্ত অনেক
লোক মরিল।
১২ পরে চতুর্থ দূত তূরী বাজাইলে সূর্য্যের তৃতী-
য়াংশ ও চন্দ্রের তৃতীয়াংশ ও নক্ষত্রগণের তৃতী-
য়াংশ আহত হইল, যেন প্রত্যেকের তৃতীয়াংশ
অন্ধকারময় হয়, এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ
আলোকরহিত হয়, আর রাত্রিরও তদ্রূপ হয়।
১৩ তখন আমি দৃষ্টি করিলাম, আর আকাশের
মধ্যপথে উড্ডীয়মান এক উৎক্রোশপক্ষীর বাণী
শুনিলাম, সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, অবশিষ্ট যে
তিন দূত তূরী বাজাইবেন, তাঁহাদের তূরীধ্বনিতে
পৃথিবী-নিবাসীদের সন্তাপ, সন্তাপ, সন্তাপ
হইবে।

৯ অনন্তর পঞ্চম দূত তূরী বাজাইলে আমি
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত একটা তারা
দেখিলাম; তাহাকে অগাধলোকের কূপের চাবি
২ প্রদত্ত হইল। তাহাতে সে অগাধলোকের কূপ
খুলিল, আর ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের
ন্যায় ধূম উঠিল; কূপ হইতে উদ্গত সেই ধূমে
৩ সূর্য্য ও আকাশ তিমিরাবৃত হইল। পরে ঐ ধূম
হইতে পঙ্গপাল নির্গত হইয়া পৃথিবীতে আসিল,
আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার
৪ ন্যায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। আর তাহাদিগকে
বলা হইল, পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ শাকের
কি কোন বৃক্ষের হিংসা করিও না, যাহাদের
ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই, কেবল সেই মনুষ্য-
৫ দেরই হিংসা কর। উহাদিগকে বধ করিবার
অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা
দিবার অনুমতি তাহাদিগকে প্রদত্ত হইল;
তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনা-
৬ তুল্য যাতনা হয়। তৎকালে মনুষ্যেরা মৃত্যুর
অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোন মতে তাহার উদ্দেশ
পাইবে না: তাহারা মরিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে,
৭ কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে। ঐ
পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বগণের
ন্যায়, ও তাহাদের মস্তকে যেন সুবর্ণসদৃশ মুকুট
ছিল, এবং তাহাদের মুখ মনুষ্যমুখের ন্যায়।
৮ আর তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়;
৯ ও তাহাদের দন্ত সিংহদন্তের ন্যায়। আর তাহা-
দের বুকপাটা লৌহবুকপাটার ন্যায়, ও তাহাদের
পক্ষের শব্দ রণে ধাবমান অশ্বযুক্ত বহুরথের
১০ শব্দতুল্য। আর বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাদের
লাঙ্গূল ও হুল আছে; এবং পাঁচ মাস মনুষ্য-
দিগকে হিংসা করিতে তাহাদের ক্ষমতা ঐ
১১ লাঙ্গূলে রহিয়াছে। ঐ পঙ্গপালের রাজা অগাধ-
লোকের কূপের দূত, তাহার নাম ইব্রীয় ভাষায়
আবদ্দোন, ও গ্রীক ভাষায় আপল্লুয়োন
[বিনাশক]।
১২ প্রথম সন্তাপ গত হইল; দেখ, ইহার পশ্চাৎ
আর দুই সন্তাপ আসিতেছে।
১৩ পরে ষষ্ঠ দূত তূরী বাজাইলে আমি ঈশ্বরের
সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির চারি চূড়া হইতে এক বাণী
১৪ শুনিতে পাইলাম; এক জন ঐ ষষ্ঠ তূরীধারী
দূতকে কহিল, ফরাৎ মহানদীর সমীপে যে চারি
১৫ দূত বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর। তখন
মনুষ্যজাতির তৃতীয়াংশকে বধ করণার্থে যে চারি
দূতকে সেই দণ্ড ও দিন ও মাস ও বৎসরের জন্য
প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহারা মুক্ত হইল।
১৬ ঐ অশ্বারূঢ় সৈন্যের সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ;
আমি সেই সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম।
১৭ আর দর্শনে আমি সেই অশ্বগণের ও তদারূঢ়
ব্যক্তিদের এইরূপ দর্শন পাইলাম, তাহাদের
বুকপাটা অগ্নিময় ও নীলবর্ণ ও গন্ধকময়, এবং
অশ্বগণের মস্তক সিংহমস্তকের ন্যায়, ও তাহাদের
১৮ মুখ হইতে অগ্নি, ধূম ও গন্ধক নির্গত হয়। ঐ
তিন আঘাত দ্বারা, তাহাদের মুখ হইতে নির্গত
অগ্নি, ধূম ও গন্ধক দ্বারা, তৃতীয়াংশ মনুষ্য হত

Digitized by Google

১৯ হইল। কেননা সেই অশ্বদের শক্তি মুখে ও
লাঙ্গলে ; কারণ তাহাদের লাঙ্গল সর্পের তুল্য
এবং মস্তকবিশিষ্ট ; তদ্দ্বারাই তাহারা হিংসা
২০ করে। এই সকল আঘাতে যাহারা হত হইল না,
সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন আপন হস্তকৃত
কর্ম্ম হইতে মন ফিরাইল না, [অর্থাৎ] ভূত-
গণের ভজনা হইতে, এবং যে প্রতিমাগণ দেখিতে
বা শুনিতে বা চলিতে পারে না, সে সকল স্বর্ণ,
রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর ও কাষ্ঠময় প্রতিমাগণের
২১ ভজনা হইতে নিবৃত্ত হইল না। আর তাহারা
নরহত্যা, কুহক, ব্যভিচার ও চৌর্য্য হইতেও মন
ফিরাইল না।

এক জন স্বর্গ-দূতের ও ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর দর্শন।

১০ পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে
স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম।
তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ, তাঁহার মস্তকের উপরে
মেঘধনুক, তাঁহার মুখ সূর্য্যতুল্য ও তাঁহার চরণ
২ অগ্নিস্তম্ভতুল্য, এবং তাঁহার হস্তে খোলা একখানি
ক্ষুদ্র পত্রিকা ছিল। তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও
৩ স্থলে বাম চরণ দিলেন ; এবং সিংহগর্জ্জনের
ন্যায় হুঙ্কার শব্দ করিলেন ; আর তিনি শব্দ
করিলে সপ্ত মেঘধ্বনি আপন আপন রব শুনা-
৪ইল। সেই সপ্ত মেঘধ্বনি কথা কহিলে আমি
লিখিতে উদ্যত হইলাম ; কিন্তু স্বর্গ হইতে এই
বাণী শুনিলাম, ঐ সপ্ত মেঘধ্বনি যাহা কহিল,
৫ তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর, লিখিও না। পরে সমুদ্রের
ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান যে দূতকে আমি
দেখিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গের প্রতি আপন
৬ দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া, যিনি অনন্তকাল জীবিত,
যিনি স্বর্গ ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের এবং পৃথিবী
ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ
বস্তু সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে
এই শপথ করিলেন, আর বিলম্ব হইবে না ;
৭ কিন্তু সপ্তম দূতের ধ্বনির সময়ে, যে সময়ে তিনি
তূরী বাজাইতে উদ্যত হইবেন, সেই সময়ে
ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব, তাঁহার দাস ভাববাদি-
গণকে দত্ত মঙ্গলবার্ত্তা অনুসারে, সমাপ্ত হইবে।
৮ পরে স্বর্গ হইতে যে বাণী শুনিয়াছিলাম, তাহা
আমার সহিত আবার আলাপ করিয়া কহিল,
যাও, সমুদ্রের ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান ঐ
দূতের হস্ত হইতে সেই খোলা পত্রিকাখানি লও।
৯ তখন আমি সেই দূতের নিকটে গিয়া কহিলাম,
ঐ ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি আমাকে দিউন। তিনি
কহিলেন, লও, খাইয়া ফেল ; ইহা তোমার
উদরকে তিক্ত করিয়া তুলিবে, কিন্তু মুখে মধুর
১০ ন্যায় মিষ্ট লাগিবে। তখন আমি দূতের হস্ত
হইতে সেই ক্ষুদ্র পত্রিকা গ্রহণপূর্ব্বক খাইয়া
ফেলিলাম ; তাহা মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল,
কিন্তু খাইয়া ফেলিলে পর উদর তিক্ত বোধ
১১ হইল। পরে তাঁহারা আমাকে কহিলেন, অনেক
প্রজাবৃন্দের ও জাতির ও ভাষার ও রাজার বিষয়ে
তোমাকে আবার ভাবোক্তি প্রচার করিতে
হইবে।

১১ পরে যষ্টির ন্যায় এক নল আমাকে দত্ত
হইল, এবং এক জন কহিলেন, উঠ, ঈশ্বরের
মন্দির ও যজ্ঞবেদি ও তন্মধ্যস্থ ভজনাকারীদিগকে
২ পরিমাণ কর। কিন্তু মন্দিরের বহিঃস্থিত প্রাঙ্গণ
বাদ দেও, পরিমাণ করিও না, কারণ তাহা
পরজাতিদিগকে দত্ত হইয়াছে ; বিয়াল্লিশ মাস
পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র নগরকে পদতলে দলন
৩ করিবে। আর আমি আপনার দুই সাক্ষীকে
[ক্ষমতা] দিব, তাহাতে এক সহস্র দুই শত
ষাটি দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা চটপরিহিত হইয়া
৪ ভাবোক্তি প্রচার করিবেন। তাঁহারা পৃথিবীর
প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই দুই জিতবৃক্ষ ও
৫ দুই দীপবৃক্ষস্বরূপ। আর যদি কেহ তাঁহাদিগকে
হিংসা করিতে চাহে, তবে তাঁহাদের মুখ হইতে
অগ্নি নির্গত হইয়া তাঁহাদের শত্রুগণকে গ্রাস
করে ; যদি কেহ তাঁহাদের হিংসা করিতে চাহে,
তবে সেইরূপে তাহাকে হত হইতে হইবে।
৬ তাঁহাদের ভাববাণী কথনের যাবতীয় দিনে যেন
বৃষ্টি না হয়, এই জন্য আকাশ রুদ্ধ করিতে
তাঁহাদের ক্ষমতা আছে ; এবং জল রক্ত করিবার
জন্য জলের উপরে কর্ত্তৃত্ব, এবং যত বার ইচ্ছা
করেন, পৃথিবীকে যাবতীয় আঘাতে আঘাত
৭ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। তাঁহারা
আপনাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করিলে পর, অগাধ-
লোক হইতে যে পশু উঠিবে, সে তাঁহাদের
সহিত সংগ্রাম করিবে, আর তাঁহাদিগকে জয়
৮ করিয়া বধ করিবে। আর তাঁহাদের শব সেই
মহানগরের চকে পড়িয়া থাকিবে, যাহা আত্মিক
ভাবে সদোম ও মিসর নামবিশিষ্ট, আবার
যেখানে তাঁহাদের প্রভু ক্রুশারোপিত হইয়া-
৯ ছিলেন। আর নানা লোকবৃন্দের ও বংশের ও
ভাষার ও জাতির লোক সাড়ে তিন দিন পর্য্যন্ত
তাঁহাদের শব নিরীক্ষণ করিবে, আর তাঁহাদের
১০ শব কবরে রাখিবার অনুমতি দিবে না। আর
পৃথিবী-নিবাসীরা তাঁহাদের বিষয়ে আনন্দিত
হইবে, আমোদ প্রমোদ করিবে, ও পরস্পর
উপঢৌকন প্রেরণ করিবে, কেননা এই দুই ভাব-
১১ বাদী পৃথিবী-নিবাসীদিগকে যন্ত্রণা দিতেন। পরে
সেই সাড়ে তিন দিন গত হইলে তাঁহাদের
শরীরে ঈশ্বর হইতে জীবনের আত্মা প্রবিষ্ট

Digitized by Google

হইল, তাহাতে তাঁহারা চরণে দণ্ডায়মান হই-
লেন ; এবং যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিল,
১২ তাহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। পরে তাঁহারা
স্বর্গ হইতে আপনাদের প্রতি উক্ত এই উচ্চরব
শুনিলেন, এই স্থানে উঠিয়া আইস ; তখন
তাঁহারা মেঘযোগে স্বর্গারোহণ করিলেন, এবং
তাঁহাদের শত্রুগণ তাঁহাদের প্রতি অবলোকন
১৩ করিল। সেই দণ্ডে মহাভূমিকম্প হইল, তাহাতে
নগরের দশমাংশ পতিত হইল ; সেই ভূমিকম্পে
সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত হইল, এবং অবশিষ্ট
সকলে ভীত হইয়া স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার
করিল।
১৪ দ্বিতীয় সন্তাপ গত হইল ; দেখ, তৃতীয় সন্তাপ
শীঘ্র আসিতেছে।

সপ্তম দূতের তূরীধ্বনি। সূর্য্যপরিহিতা স্ত্রী ও তাহার বিপক্ষ নাগ।

১৫ পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন, তখন স্বর্গে
উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাণী হইল, জগতের রাজ্য
আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের [রাজ্য] হইল,
১৬ এবং তিনি যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন। পরে
ঈশ্বরের সম্মুখে আপন আপন সিংহাসনে
উপবিষ্ট সেই চব্বিশ জন প্রাচীন অধোমুখে
প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিতে
১৭ লাগিলেন, হে প্রভো, ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমন,
তুমি বর্ত্তমান ও ভূত, তোমার ধন্যবাদ করিতেছি,
কেননা তুমি আপন মহাপরাক্রম গ্রহণ করিয়া
১৮ রাজত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ। আর পরজাতি সকল
ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধ উপস্থিত
হইল, আর মৃত লোকদের বিচার করিবার সময়,
এবং তোমার দাস ভাববাদিগণকে ও পবিত্র-
গণকে ও যাহারা তোমার নাম ভয় করে,
তাহাদের ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে পুরস্কার দিবার
এবং পৃথিবী-নাশকদিগকে নাশ করিবার সময়
উপস্থিত হইল।
১৯ পরে স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দিরের দ্বার মুক্ত হইল,
তাহাতে তাঁহার মন্দিরের মধ্যে তাঁহার নিয়ম-
সিন্দুক দৃশ্য হইল, এবং বিদ্যুৎ ও রব ও
মেঘধ্বনি ও ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি হইল।
১২ আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ অভিজ্ঞান
দেখা গেল। এক স্ত্রী ছিল; সূর্য্য তাহার
পরিচ্ছদ ও চন্দ্র তাহার পাদপীঠ, এবং দ্বাদশ
২ তারার মুকুট তাহার শিরোভূষণ। সে গর্ব্ভবতী
ছিল, আর প্রসববেদনায় ব্যথিতা হওয়াতে
৩ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। আর স্বর্গমধ্যে আর
এক অভিজ্ঞান দেখা গেল ; ফলতঃ দেখ, এক
প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ নাগ ; তাহার সপ্ত মস্তক ও
দশ শৃঙ্গ, এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত কিরীট ছিল।
৪ আর তাহার লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র
আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল ; আর
যে স্ত্রী প্রসব হইতে উদ্যত ছিল, সেই নাগ
তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, যেন সে প্রসব হইবা-
৫ মাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে। পরে
সেই স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করিল ; তিনি লৌহ-
দণ্ড দ্বারা যাবতীয় জাতিকে শাসন করিবেন।
তাহার সন্তানটী ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের
৬ নিকটে নীত হইলেন। আর সেই স্ত্রী প্রান্তরে
পলায়ন করিল ; তথায় এক সহস্র দুই শত ষাটি
দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিতা হইবার জন্য ঈশ্বর
কর্ত্তৃক প্রস্তুত তাহার একটী স্থান আছে।
৭ আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল ; মীখায়েল ও তাঁহার
দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ;
তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ
৮ করিল, কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহা-
৯ দের স্থান আর পাওয়া গেল না। আর সেই
মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল, সেই পুরাতন সর্প,
যাহাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান
[বিপক্ষ] বলা যায়, যে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি
জন্মায় ; সেই পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং
তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।
১০ তখন আমি স্বর্গে উচ্চৈঃস্বরে এই বাণী শুনিলাম,
এক্ষণে পরিত্রাণ ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের
ঈশ্বরের, এবং কর্ত্তৃত্ব তাঁহার খ্রীষ্টের অধিকার
হইল ; কেননা আমাদের ভ্রাতৃগণের সেই অভি-
যোগকারী নিপাতিত হইল, যে দিবারাত্র আমা-
দের ঈশ্বরের সম্মুখে তাহাদের নামে অভিযোগ
১১ করিত। আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত এবং
আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত তাহারা
তাহাকে জয় করিয়াছে ; আর মৃত্যু পর্য্যন্ত
আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই।
১২ অতএব, হে স্বর্গ ও তন্নিবাসিগণ, আনন্দ কর।
পৃথিবী ও সমুদ্রের সন্তাপ হইবে ; কেননা
দিয়াবল তোমাদের নিকটে নামিল ; সে অতিশয়
রাগাপন্ন, সে জানে যে, তাহার কাল সংক্ষিপ্ত।
১৩ পরে ঐ নাগ আপনাকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত
দেখিয়া সেই পুত্রপ্রসূতা স্ত্রীর প্রতি উপদ্রব
১৪ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রান্তরে নিজ স্থানে
উড়িয়া যাইবার জন্য সেই স্ত্রীলোকটীকে বৃহৎ
উৎক্রোশ পক্ষীর দুই পক্ষ দত্ত হইল, সেই স্থানে
ঐ নাগের দৃষ্টি হইতে [দূরে] এক কাল ও [দুই]
কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত সে প্রতিপালিতা হয়।
১৫ পরে সেই সর্প ঐ স্ত্রীলোকটীকে জলস্রোতে
ভাসাইবার নিমিত্ত আপন মুখ হইতে নদীবৎ
১৬ জলধারা তাহার পশ্চাৎ নিক্ষেপ করিল। আর
পৃথিবী সেই স্ত্রীর সহকারিণী হইল, পৃথিবী মুখ

Digitized by Google

খুলিয়া নাগের মুখ হইতে উদ্‌গীর্ণ নদী কবলিত
১৭ করিল। আর সেই স্ত্রীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত
হইয়া তাহার বংশের অবশিষ্ট লোকদের,
[অর্থাৎ] যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর
সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে
গেল; আর সে সমুদ্রস্থ বালুকার উপরে দণ্ডায়-
মান হইল।

দুই অদ্ভুত পশুর দর্শন।

১৩ আর আমি দেখিলাম, সমুদ্রের মধ্য হইতে
এক পশু উঠিতেছে; তাহার দশ শৃঙ্গ ও
সপ্ত মস্তক; এবং তাহার শৃঙ্গগুলিতে দশ কিরীট,
এবং তাহার মস্তকগুলিতে ঈশ্বরনিন্দাসূচক কতি-
২ পয় নাম। সেই যে পশুকে আমি দেখিলাম,
সে চিতাবাঘের সদৃশ, কিন্তু তাহার চরণ ভল্লুকের
ন্যায়, এবং মুখ সিংহমুখের ন্যায়; আর সেই
নাগ আপনার পরাক্রম ও সিংহাসন ও মহৎ
৩ কর্তৃত্ব তাহাকে দান করিল। পরে [দেখিলাম],
তাহার ঐ সকল মস্তকের মধ্যে একটী মস্তক যেন
প্রাণান্তক আঘাতে আহত হইয়াছিল, আর
তাহার সেই প্রাণান্তক ক্ষতের প্রতীকার করা
হইল; আর সমুদয় পৃথিবী সেই পশুর পশ্চাৎ
৪ [চাহিয়া] চমৎকার জ্ঞান করিল। এবং সকলে
নাগের ভজনা করিল, কেননা সে পশুকে আপন
কর্তৃত্ব দিয়াছিল; আর তাহারা পশুর ভজনা
করিল, কহিল, এই পশুর তুল্য কে? এবং ইহার
৫ সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে? আর দর্প ও
ঈশ্বরনিন্দাবাদী মুখ তাহাকে দত্ত হইল, এবং
বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাও
৬ দেওয়া গেল। তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা
করিতে মুখ খুলিয়া তাঁহার নাম ও তাঁহার তাম্বু
[ও] স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করিতে লাগিল।
৭ আর পবিত্রদের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহা-
দিগকে জয় করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল;
এবং তাহাকে যাবতীয় বংশের ও লোকবৃন্দের ও
ভাষার ও জাতির উপরে কর্তৃত্ব দত্ত হইল।
৮ তাহাতে জগৎপত্তনের সময়াবধি নিহত মেষ-
শাবকের জীবনপুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত
নাই, পৃথিবী-নিবাসী সেই সকল লোক তাহার
৯ ভজনা করিবে। যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক।
১০ যে ব্যক্তি বন্দিত্বের পাত্র, সে বন্দিত্বে যাইবে: যে
খড়্গাঘাতে হত্যা করে, তাহাকে খড়্গাঘাতে হত
হইতে হইবে। এস্থলে পবিত্রগণের ধৈর্য্য ও
বিশ্বাস দেখা যায়।
১১ পরে আমি আর এক পশুকে দেখিলাম,
সে স্থল হইতে উঠিল, এবং মেষশাবকের ন্যায়
তাহার দুই শৃঙ্গ ছিল, আর সে নাগের ন্যায়
১২ কথা কহিত। সে ঐ প্রথম পশুর সমস্ত কর্তৃত্ব
তাহার সাক্ষাতে পরিচালন করে; এবং যে প্রথম
পশুর প্রাণান্তক আঘাতের প্রতীকার করা হইয়া-
ছিল, পৃথিবীকে ও তন্নিবাসীদিগকে তাহার
১৩ ভজনা করায়। আর সে মহৎ অভিজ্ঞান-কার্য্য
করে; এমন কি, মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ হইতে
১৪ পৃথিবীতে অগ্নি নামায়। এইরূপে সেই পশুর
সাক্ষাতে যে সকল অভিজ্ঞান-কার্য্য করিবার
ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে পৃথিবী-
নিবাসীদের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবী-নিবাসী-
দিগকে বলে, 'খড়্গাঘাতে আহত যে পশু
বাঁচিয়াছিল, তাহার এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর'।
১৫ আর ঐ পশুর সেই প্রতিমূর্ত্তি যেন কথা কহিতে
পারে, ও যত লোক সেই পশুর প্রতিমূর্ত্তির ভজনা
না করিবে, তাহাদিগকে বধ করিতে পারে, এই
নিমিত্ত পশুর প্রতিমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার
১৬ ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল। আর সে ক্ষুদ্র ও
মহান, এবং ধনী ও দরিদ্র, এবং স্বাধীন ও দাস,
সকলকেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা ললাটে ছাব ধারণ
১৭ করায়; আর ঐ পশুর ছাব অর্থাৎ নাম
কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে,
তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বন্ধ করে।
১৮ এস্থলে বিজ্ঞতা দেখা যায়। যে বুদ্ধিমান,
সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তাহা
মনুষ্যের সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যা ছয় শত
ছেষট্টি।

মেষশাবক ও তাঁহার সঙ্গিগণ। পৃথিবীর শস্য ও দ্রাক্ষা ছেদন।

১৪ পরে আমি নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ,
সেই মেষশাবক সিয়োন পর্ব্বতের উপরে
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত এক-
লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক আছে, তাহাদের
ললাটে তাঁহার নাম ও তাঁহার পিতার নাম
২ লিখিত আছে। অনন্তর স্বর্গ হইতে বহু জলের
কল্লোল ও মহামেঘধ্বনির ন্যায় রব শুনিলাম;
আমার শ্রুত সেই রবে বোধ হইল, যেন বীণা-
বাদকসমূহ আপন আপন বীণা বাজাইতেছে;
৩ আর তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও সেই চারি
প্রাণীর ও প্রাচীনবর্গের সম্মুখে যেন নূতন একটী
গীত গান করে, আর পৃথিবী হইতে ক্রীত সেই
এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতিরেকে আর
৪ কেহ সেই গীত শিখিতে পারিল না। তাহারাই
রমণীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নাই, কারণ
তাহারা অমৈথুন। যে কোন স্থানে মেষশাবক
গমন করেন, সে স্থানে তাহারা তাঁহার অনুগামী
হয়। ঈশ্বরের ও মেষশাবকের নিমিত্ত অগ্রিমাংশ

Digitized by Google

বলিয়া তাহারা মনুষ্যদের মধ্য হইতে ক্রীত
৫ হইয়াছে। আর তাহাদের মুখে কোন মিথ্যা
কথা পাওয়া যায় নাই ; তাহারা নির্দ্দোষ।
৬ পরে আমি আকাশের মধ্যপথে উড্ডীয়মান
অন্য এক দূতকে দেখিলাম, তাঁহার কাছে পৃথিবী-
নিবাসীদিগকে অর্থাৎ যাবতীয় জাতি ও বংশ ও
ভাষা ও লোকবৃন্দকে সুসমাচার জানাইবার জন্য
৭ অনন্তকালীন সুসমাচার ছিল ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে
এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার
মহিমা স্বীকার কর, কেননা তাঁহার বিচারসময়
উপস্থিত ; যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জল-
প্রবাহ সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার ভজনা
কর।
৮ তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক দূত আসিয়া কহি-
লেন, পতিতা, পতিতা সেই মহতী বাবিল, যাহা
যাবতীয় জাতিকে আপনার বেশ্যাক্রিয়ার রোষ-
মদিরা পান করাইত।
৯ তৎপশ্চাৎ তৃতীয় এক দূত আসিয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিলেন, যদি কেহ সেই পশু ও তাহার
প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে
১০ ছাব ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই
রোষ-মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার কোপের
পানপাত্রে অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হইয়াছে ; এবং
পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে
১১ অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে। তাহাদের
যাতনার ধূম যুগে যুগে উঠে ; যাহারা সেই পশু
ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, এবং যাহারা
তাহার নামের ছাব ধারণ করে, তাহারা দিবাতে
১২ কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না। এস্থলে
পবিত্রগণের ধৈর্য্য, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও
যীশুর বিশ্বাস পালন করে, তাহাদের ধৈর্য্য
দেখা যায়।
১৩ পরে আমি স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম,
তুমি লিখ, যাহারা প্রভুতে মরে, তাহারা এখন
অবধি ধন্য ; হাঁ, আত্মা কহিতেছেন, তাহারা
আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইবে ; কারণ
তাহাদের ক্রিয়া সকল তাহাদের অনুগামী।
১৪ আর আমি নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ,
শ্বেতবর্ণ একখানি মেঘ, সেই মেঘের উপরে
মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি উপবিষ্ট, তাঁহার
মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও হস্তে এক তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা।
১৫ পরে মন্দির হইতে আর এক দূত বহির্গত হইয়া
ঐ মেঘারূঢ় ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
তোমার কাস্ত্যা লাগাও, শস্য ছেদন কর ; কারণ
শস্যচ্ছেদনের সময় হইল ; কেননা পৃথিবীর শস্য
১৬ [পাকিয়া] শুকাইয়া গেল। তাহাতে মেঘে
উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি আপন কাস্ত্যা পৃথিবীতে
লাগাইলেন, ও পৃথিবীর শস্যচ্ছেদন হইল।

১৭ পরে স্বর্গস্থ মন্দির হইতে আর এক দূত বহি-
র্গত হইলেন ; তাঁহারও হস্তে এক তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা
১৮ ছিল। আর যজ্ঞবেদি হইতে অন্য এক দূত
বহির্গত হইলেন, তিনি অগ্নির কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট,
তিনি ঐ তীক্ষ্ণ কাস্ত্যাধারী ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে
এই কথা কহিলেন, তোমার তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা লাগাও,
পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ সকল ছেদন কর,
১৯ কেননা তাহার ফল পাকিয়াছে। তাহাতে ঐ দূত
পৃথিবীতে কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার
গুচ্ছ ছেদন করিলেন, আর ঈশ্বরের রোষের
২০ মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। পরে নগরের
বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলন করা গেল, তাহাতে
কুণ্ড হইতে রক্ত নির্গত হইল, এবং অশ্বগণের
বল্গা পর্য্যন্ত উঠিয়া এক শত ক্রোশ ব্যাপ্ত
হইল।

সপ্ত অন্তিম আঘাতকারী দূতের দর্শন।

১৫ পরে আমি স্বর্গে আর এক অভিজ্ঞান
দেখিলাম, তাহা মহৎ ও অদ্ভুত ; ফলতঃ সপ্ত
আঘাতের কর্ত্তা সপ্ত দূতকে দেখিলাম ; সেই
সকল শেষ আঘাত, কেননা সে সকলেতে ঈশ্ব-
রের রোষ সিদ্ধ হয়।
২ আর আমি দেখিলাম, যেন অগ্নিমিশ্রিত কাচ-
ময় সমুদ্র ; এবং যাহারা পশু ও তাহার প্রতি-
মূর্ত্তি ও তাহার নামের সংখ্যার উপরে বিজয়ী
হইয়াছে, তাহারা ঐ কাচময় সমুদ্রের তীরে
দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের হস্তে ঈশ্বরের বীণা ;
৩ আর তাহারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষ-
শাবকের গীত গায়, বলে,
মহৎ ও আশ্চর্য্য তোমার ক্রিয়া সকল,
হে প্রভো ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমন,
ন্যায্য ও যথার্থ তোমার মার্গ সকল,
হে যুগ-সমূহের রাজন্!
৪ হে প্রভো, কে না ভীত হইবে ?
এবং তোমার নামের গৌরব কে না করিবে ?
কেননা একমাত্র তুমিই সাধু,
কেননা যাবতীয় জাতি আসিয়া তোমার সম্মুখে
ভজনা করিবে,
কারণ তোমার ধর্ম্মক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ হইয়াছে।
৫ আর তৎপরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর
স্বর্গে সাক্ষ্য-তাম্বুর মন্দির খুলিয়া দেওয়া হইল ;
৬ তাহাতে মন্দির হইতে ঐ সপ্ত আঘাতের কর্ত্তা
সপ্ত দূত বহির্গমন করিলেন, তাঁহারা বিমল ও
উজ্জ্বল মণিতে বিভূষিত, এবং তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে
৭ সুবর্ণ পট্টুকা বদ্ধ। পরে চারি প্রাণীর মধ্যে এক
প্রাণী ঐ সপ্ত দূতকে অনন্তজীবী ঈশ্বরের রোষে
৮ পরিপূর্ণ সপ্ত সুবর্ণ বাটি দিলেন। তাহাতে

Digitized by Google

ঈশ্বরের প্রতাপ ও পরাক্রমজাত ধূমে মন্দির
পরিপূর্ণ হইল ; এবং ঐ সপ্ত দূতের সপ্ত আঘাত
সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ মন্দিরে প্রবেশ
করিতে পারিল না।

১৬ পরে আমি মন্দির হইতে এক উচ্চ বাণী
শুনিলাম, তাহা ঐ সপ্ত দূতকে কহিল,
তোমরা যাও, ঈশ্বরের রোষের ঐ সপ্ত বাটি পৃথি-
বীতে ঢালিয়া দেও।

২ পরে প্রথম দূত গিয়া স্থলের উপরে আপন
বাটি ঢালিলেন, তাহাতে পশুর ছাববিশিষ্ট ও
তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনাকারী মনুষ্যদের গাত্রে
ব্যথাজনক দুষ্ট ব্রণ জন্মিল।

৩ পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রে আপন বাটি ঢালি-
লেন, তাহাতে তাহা মৃত লোকের রক্তসদৃশ
হইল, এবং যাবতীয় জীবিত প্রাণী, সমুদ্রচর
জীবগণ মরিল।

৪ পরে তৃতীয় দূত নদনদী ও জলের উনুই সকলে
আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সে সকল রক্ত
৫ হইয়া গেল। তখন আমি জলসমূহের দূতের
এই বাণী শুনিলাম, হে সাধু, তুমি ভূত ও বর্ত্ত-
মান, তুমি ন্যায়পরায়ণ, কারণ এরূপ বিচারাজ্ঞা
৬ করিয়াছ ; কেননা উহারা পবিত্রগণের ও ভাব-
বাদীদের রক্তপাত করিয়াছিল, আর উহাদিগকে
তুমি পানার্থে রক্ত দিয়াছ, তাহারা [ইহার]
৭ যোগ্য। অনন্তর আমি যজ্ঞবেদির এই বাণী
শুনিলাম, হাঁ, হে প্রভো ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমন,
তোমার বিচারাজ্ঞা সকল যথার্থ ও ন্যায্য।

৮ পরে চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে আপন বাটি
ঢালিলেন ; তাহাতে অগ্নি দ্বারা মনুষ্যদিগকে
তাপিত করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল।
৯ তখন মনুষ্যেরা আত্যন্তিক উত্তাপে তাপিত হইল,
এবং ঈশ্বর, যিনি এই সকল আঘাতের উপরে
কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার নামের নিন্দা করিল ; তাঁহার
গৌরব স্বীকার করিবার জন্য মন ফিরাইল না।

১০ পরে পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে
আপন বাটি ঢালিলেন ; তাহাতে তাহার রাজ্য
অন্ধকারময় হইল, এবং লোকেরা বেদনা প্রযুক্ত
আপন আপন জিহ্বা চর্ব্বণ করিতে লাগিল।
১১ এবং আপনাদের বেদনা ও ব্রণ প্রযুক্ত স্বর্গের
ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আপন আপন ক্রিয়া
হইতে মন ফিরাইল না।

১২ পরে ষষ্ঠ দূত ফরাৎ মহানদে আপন বাটি
ঢালিলেন ; তাহাতে নদের জল শুষ্ক হইয়া গেল,
যেন সূর্য্যোদয় স্থান হইতে আগমনকারী রাজা-
১৩ দের জন্য পথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পরে
আমি দেখিলাম, সেই নাগের মুখ ও পশুর মুখ
ও ভাক্ত ভাববাদীর মুখ হইতে ভেকের ন্যায়
১৪ তিন অশুচি আত্মা [নির্গত] হইল। তাহারা
ভূতদের আত্মা এবং অভিজ্ঞান-কার্য্য করে ;
তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া
সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে
১৫ তাহাদিগকে একত্র করে।—দেখ, আমি চোরের
ন্যায় আসিতেছি ; ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি
জাগ্রত থাকে, এবং আপন বস্ত্র রক্ষা করে, পাছে
উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়, ও তাহার অপমান দৃশ্য
১৬ হয়।—পরে তাহারা, ইব্রীয় ভাষায় যাহাকে
হর-মাগিদোন বলে, সেই স্থানে তাহাদিগকে
একত্র করিল।

১৭ পরে সপ্তম দূত আকাশের উপরে আপন বাটি
ঢালিলেন, তাহাতে মন্দিরের মধ্য হইতে, সিংহা-
সন হইতে, এই মহাবাণী নির্গত হইল, 'হই-
১৮ য়াছে'। আর বিদ্যুৎ ও শব্দ ও মেঘধ্বনি হইল,
এবং মহাভূমিকম্প হইল, পৃথিবীতে মনুষ্যের
উৎপত্তিকাল অবধি যাদৃশ কখনও হয় নাই,
১৯ এমন মহাভূমিকম্প, এমন প্রচণ্ড। তাহাতে
মহানগরী তিন ভাগে বিভক্ত হইল, এবং পর-
জাতিদের নগর সকল পতিত হইল ; এবং ঈশ্বরের
সাক্ষাতে মহতী বাবিলকে স্মরণ করা গেল, যেন
ঈশ্বরের ক্রোধের রোষ-মদিরাতে পূর্ণ পানপাত্র
২০ তাহাকে দেওয়া যায়। আর প্রত্যেক দ্বীপ পলা-
য়ন করিল, ও পর্ব্বতগণকে আর পাওয়া গেল
২১ না। আর আকাশ হইতে মনুষ্যদের উপরে বৃহৎ
বৃহৎ শিলাবর্ষণ হইল, তাহার এক একটী এক
এক মণ পরিমিত ; এই শিলাবৃষ্টিরূপ আঘাত
প্রযুক্ত মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিন্দা করিল ; কারণ
সেই আঘাত অতিশয় ভারী।

মহাবেশ্যার বর্ণনা।

১৭ পরে ঐ সপ্ত বাটি যাঁহাদের হস্তে ছিল,
সেই সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন আসিয়া
আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন, আইস,
আমি তোমাকে বহু জলের উপরে উপবিষ্টা ঐ
২ মহাবেশ্যার বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেখাই, যাহার
সহিত পৃথিবীর রাজগণ ব্যভিচারকর্ম্ম করিয়াছে,
এবং পৃথিবী-নিবাসীরা যাহার বেশ্যাক্রিয়ার
৩ মদিরাতে মত্ত হইয়াছে। পরে তিনি আত্মাতে
আবিষ্ট আমাকে প্রান্তরমধ্যে লইয়া গেলেন ;
তাহাতে আমি সিন্দূরবর্ণ পশুতে উপবিষ্টা এক
নারীকে দেখিলাম। সেই পশু ধর্ম্মনিন্দাসূচক
নামে পরিপূর্ণ, এবং তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ
৪ শৃঙ্গ ছিল। আর সেই নারী বেগুনিয়া ও সিন্দূর-
বর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, এবং সুবর্ণে ও মণিতে ও
মুক্তায় মণ্ডিতা, এবং তাহার হস্তে সুবর্ণময় এক
পানপাত্র আছে, তাহা ঘৃণার্হ দ্রব্যে ও তাহার
৫ বেশ্যাক্রিয়ার মালিন্যে পরিপূর্ণ। আর তাহার

Digitized by Google

ললাটে এই নাম লিখিত আছে, ‘নিগূঢ়তত্ত্ব ;
মহতী বাবিল, পৃথিবীস্থ বেশ্যাগণের ও ঘৃণা-
৬ স্পদ সকলের জননী’। আর আমি দেখিলাম,
পবিত্রগণের রক্তে ও যীশুর সাক্ষিগণের রক্তে
সেই নারী মত্তা ; তাহাকে দেখিয়া আমার অতি-
৭ শয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। আর সেই দূত
আমাকে কহিলেন, তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে
কেন ? আমি ঐ নারীর ও উহার বাহনের,
অর্থাৎ সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুর
৮ নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাকে জানাই। তুমি যে পশুকে
দেখিলে, সে ছিল, কিন্তু নাই ; তাহাকে অগাধ-
লোক হইতে উঠিতে ও বিনাশে যাইতে হইবে।
আর জগৎপত্তনের সময়াবধি জীবনপুস্তকে যাহা-
দের নাম লিখিত নাই, সেই পৃথিবী-নিবাসী
সকলে যখন সেই পশুকে দেখিবে, যে ছিল,
এখন নাই, কিন্তু হইবে, তখন আশ্চর্য্য জ্ঞান
৯ করিবে। এস্থলে বিজ্ঞতাযুক্ত বুদ্ধি দেখা যায়।
ঐ সপ্ত মস্তক সপ্ত পর্ব্বত, তাহাদের উপরে ঐ
১০ নারী বসিয়া আছে ; এবং তাহারা সপ্ত রাজা ;
তাহাদের পাঁচ জন পতিত হইয়াছে, এক জন
বর্ত্তমান আছে, আর এক জন অদ্যাপি উপস্থিত
হয় নাই ; উপস্থিত হইলে তাহাকে অল্প কাল
১১ থাকিতে হইবে। আর যে পশু ছিল, কিন্তু এখন
নাই, সে অষ্টম ; সে সেই সাতটীর একটী, এবং
১২ সে বিনাশে যাইবে। আর তোমার দৃষ্ট সেই দশ
শৃঙ্গ দশ রাজা ; তাহারা অদ্যাপি রাজ্য প্রাপ্ত
হয় নাই, কিন্তু এক ঘন্টার নিমিত্তে সেই পশুর
১৩ সহিত রাজকর্ত্তৃত্ব পাইবে। তাহারা একমনা এবং
আপনাদের পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব সেই পশুকে দেয়।
১৪ তাহারা মেষশাবকের সহিত যুদ্ধ করিবে, আর
মেষশাবক তাহাদিগকে জয় করিবেন ; যেহেতুক
তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা, এবং
যাঁহারা তাঁহার সহবর্ত্তী আহূত ও মনোনীত ও
১৫ বিশ্বস্ত তাঁহারাও [জয় করিবেন]। আর তিনি
আমাকে কহিলেন, তুমি যে বহু জল দেখিলে,
ঐ বেশ্যা যাহাতে উপবিষ্টা আছে, সেই জলে
নানা প্রজালোক ও লোকারণ্য ও জাতি ও ভাষা
১৬ [বুঝায়]। আর তোমার দৃষ্ট ঐ দশ শৃঙ্গ এবং
পশুটা সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করিবে, এবং তাহাকে
অনাথা ও নগ্না করিবে, তাহার মাংস ভক্ষণ
করিবে, এবং তাহাকে অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিবে।
১৭ কেননা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য সকল সিদ্ধ না
হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারই মানস পূর্ণ করিতে, এবং
একমনা হইতে, ও আপন আপন রাজ্য সেই
পশুকে দিতে ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি
১৮ দিয়াছিলেন। আর তুমি যে নারীকে দেখিলে,
সে ঐ মহানগরী, যাহা পৃথিবীর রাজগণের
উপরে রাজত্ব করিতেছে।

বাবিল-মহাবেশ্যার বিনাশ।

১৮ তৎপরে আমি স্বর্গ হইতে আর এক
দূতকে নামিতে দেখিলাম ; তিনি মহা-
ক্ষমতাপন্ন, এবং তাঁহার প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তি-
২ ময় হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন,
পতিতা, পতিতা মহতী বাবিল ; সে ভূতগণের
আবাস, এবং যাবতীয় অশুচি আত্মার কারা, ও
যাবতীয় অশুচি ও ঘৃণার্হ পক্ষীর কারা হইয়াছে।
৩ কেননা তাহার বেশ্যাক্রিয়ার রোষ-মদিরা দ্বারা
যাবতীয় জাতি পতিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর
রাজগণ তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং
পৃথিবীর বণিকেরা তাহার ধনাড়ম্বরের প্রভাবে
ধনবান হইয়াছে।
৪ অনন্তর আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ আর এক
বাণী শুনিলাম, হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে
বাহিরে আইস, যেন উহার সকল পাপের অংশী
৫ এবং উহার সকল দণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত না হও। কেননা
উহার পাপ গগনে সংলগ্ন হইয়াছে, এবং
ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়া-
৬ ছেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত, তোমরাও
তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর ; আর
তাহার ক্রিয়ানুসারে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিফল
তাহাকে দেও ; সে যে পাত্রে পেয় প্রস্তুত
করিত, সেই পাত্রে তাহার জন্য দ্বিগুণ পরি-
৭ মাণে পেয় প্রস্তুত কর। সে যত আত্মশ্লাঘা
ও ধনাড়ম্বর করিত, তাহাকে তত যন্ত্রণা ও
শোক দেও ; কেননা সে মনে মনে কহিতেছে,
আমি রাণীর মত সিংহাসনোপরিস্থা, বিধবা
৮ নহি, কোন মতে শোক দেখিব না। অতএব
একই দিনে তাহার আঘাত সকল উপস্থিত
হইবে, মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ ; এবং সে অগ্নিতে
দগ্ধা হইবে ; কারণ তাহার বিচারকর্ত্তা প্রভু
৯ ঈশ্বর শক্তিমান। আর পৃথিবীর যে সকল
রাজা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার ও ধনাড়ম্বর করিত,
তাহারা তাহার দাহের ধূম দেখিয়া তাহার জন্য
১০ রোদন ও বিলাপ করিবে ; তাহার যন্ত্রণার ভয়ে
দূরে দাঁড়াইয়া তাহারা বলিবে, হায় ! হায় !
মহানগরি বাবিল ! হে পরাক্রান্তে নগরি, এক
১১ ঘন্টার মধ্যেই তোমার বিচার উপস্থিত ! আর
পৃথিবীর বণিকেরা তাহার নিমিত্ত রোদন ও
বিলাপ করিতেছে ; যেহেতুক তাহাদের এই
১২ সকল বাণিজ্যদ্রব্য কেহ আর ক্রয় করে না ; স্বর্ণ,
রৌপ্য, মণি, মুক্তা, ক্ষৌম বস্ত্র, বেগুনিয়া বস্ত্র,
পট্টবস্ত্র, সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র ; চন্দন কাষ্ঠ, হস্তি
দন্তের যাবতীয় পাত্র, বহুমূল্য কাষ্ঠের ও পিত্ত-
১৩ লের, লৌহের ও মর্ম্মরের যাবতীয় পাত্র, এবং
দারুচিনি, এলাচি, ধূপ, সুগন্ধি লেপ্যদ্রব্য,

Digitized by Google

কুঙ্কুম, মদিরা, তৈল, উত্তম সূজী ও গোম, পশু-
ধন ও মেষ ; এবং অশ্ব, রথ ও দাস এই সকল
১৪ বাণিজ্যদ্রব্য ও মনুষ্যদের প্রাণ। আর তোমার
মনোভিলষিত ফলসমূহ তোমা হইতে গিয়াছে,
এবং তোমার যাবতীয় শোভা ও ভূষা তোমা
হইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে ; লোকে তাহা আর
১৫ কখনও পাইবে না। ঐ সকলের ব্যাপারী যে
লোকেরা তাহার ধনে ধনবান হইয়াছিল,
তাহারা তাহার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া
১৬ রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে বলিবে, সেই
মহানগরী, যাহা ক্ষৌম, বেগুনিয়া-বর্ণ ও সিন্দূর-
বর্ণ বস্ত্র পরিহিতা ও সুবর্ণ মণি মুক্তাদিতে
১৭ মণ্ডিতা ছিল, তাহার সন্তাপ ! সন্তাপ ! কারণ
এক ঘন্টার মধ্যে সেই মহাসম্পত্তি ধ্বংস হইল।
আর জাহাজস্থ কর্ণধার ও জলপথে কোন স্থানে
গমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, এবং মাল্লারা ও সমুদ্র-
১৮ ব্যবসায়ীরা সকলে দূরে দাঁড়াইল। এবং তাহার
দাহের ধূম দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, সেই
১৯ মহানগরীর তুল্য কোন্ নগর ? আর তাহারা
মস্তকে ধূলা দিয়া রোদন ও বিলাপ করতঃ উচ্চৈঃ-
স্বরে বলিতে লাগিল, যে মহানগরীর ঐশ্বর্য্য
দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের কর্ত্তারা সকলে ধন-
বান হইত, তাহার সন্তাপ ! সন্তাপ ! কারণ
এক ঘন্টার মধ্যে সে ধ্বংস হইয়া গেল।
২০ হে স্বর্গ, হে পবিত্রগণ, হে প্রেরিতগণ, হে
ভাববাদিগণ, তোমরা তাহার বিষয়ে আনন্দ
কর ; কেননা ঈশ্বর বিচার করিয়া তোমাদের
প্রতি তাহার কৃত অন্যায়ের প্রতীকার করি-
য়াছেন।

২১ অনন্তর এক শক্তিমান দূত বৃহৎ এক পাট
যাঁতার তুল্য একখান প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে
নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ইহার ন্যায় মহানগরী
বাবিল মহাবলে নিপাতিতা হইবে, আর কখনও
২২ তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। তোমার
মধ্যে বীণাবাদকদের, গায়কদের, বংশীবাদকদের
ও তূরীবাদকদের ধ্বনি আর কখনও শুনা
যাইবে না ; এবং তোমার মধ্যে কোন প্রকার
শিল্পকর আর কখনও পাওয়া যাইবে না ; এবং
তোমার মধ্যে যাঁতার শব্দ আর কখনও শুনা
২৩ যাইবে না ; এবং তোমার মধ্যে প্রদীপের
শিখা আর কখনও জ্বলিবে না ; এবং তোমার
মধ্যে বর কন্যার রব আর কখনও শুনা যাইবে
না ; যেহেতুক তোমার বণিকেরা পৃথিবীর মহ
লোক ছিল, কারণ তোমার মায়াতে যাবতীয়
২৪ জাতি ভ্রান্ত হইত। আর পৃথিবীতে ভাববাদি-
গণ ও পবিত্রগণ প্রভৃতি যত লোকের বধ হই-
য়াছে, সকলের রক্ত এই নগরের মধ্যে পাওয়া
গেল।

রাজাধিরাজ যীশুর বিজয়যাত্রা।

১৯ তৎপরে আমি যেন স্বর্গস্থিত বৃহৎ লোকা-
রণ্যের এই মহারব শুনিলাম, হাল্লিলূয়া,
পরিত্রাণ ও প্রতাপ ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্ব-
২ রেরই : কেননা তাঁহার সকল বিচারাজ্ঞা যথার্থ
ও ন্যায্য ; কারণ যে মহাবেশ্যা আপন বেশ্যা-
ক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিত, তিনি তাহার
বিচার করিয়া তাহার হস্ত হইতে আপন দাস-
৩ গণের রক্তপাতের পরিশোধ লইয়াছেন। পরে
তাহারা আবার কহিল, হাল্লিলূয়া। আর যুগে
৪ যুগে তাহার ধূম উঠিতেছে। পরে সেই চতু-
র্ব্বিংশতি জন প্রাচীন ও চারি প্রাণী প্রণিপাত
করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরের ভজনা করিয়া
৫ কহিলেন, আমেন ; হাল্লিলূয়া। পরে সেই
সিংহাসন হইতে এই বাণী নির্গত হইল, হে
ঈশ্বরের দাসগণ, তোমরা যাহারা তাঁহাকে ভয়
কর, তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান সকলে আমাদের
৬ ঈশ্বরের স্তবগান কর। পরে আমি বৃহৎ লোকা-
রণ্যের রব ও বহুজলের কল্লোলধ্বনি ও ঘোর
মেঘগর্জ্জনের শব্দের ন্যায় এই বাণী শুনিলাম,
হাল্লিলূয়া, কেননা আমাদের সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর
৭ প্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। আইস, আমরা
আনন্দ ও উল্লাস করি, এবং তাঁহার গৌরব
স্বীকার করি ; কারণ মেষশাবকের বিবাহ উপ-
স্থিত হইল, এবং তাঁহার ভার্য্যা আপনাকে সুস-
৮ জ্জিতা করিল। আর তাহাকে এই বর দত্ত হইল
যে, সে উজ্জ্বল ও শুচি ক্ষৌম বস্ত্রে আপনাকে
সজ্জিত করে ; কারণ সেই ক্ষৌম বস্ত্র পবিত্রগণের
৯ ধর্ম্মাচরণ। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি
লিখ, ধন্য তাহারা, যাহারা মেষশাবকের
বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত। আবার তিনি আমাকে
কহিলেন, এ সকল ঈশ্বরের সত্য বাক্য।
১০ তখন আমি তাঁহাকে ভজনা করিতে তাঁহার চরণে
পড়িলাম। তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন,
সাবধান, এমন কর্ম্ম করিও না ; আমি তোমার
সহদাস, এবং যীশুর সাক্ষ্যবিশিষ্ট তোমার
ভ্রাতৃগণেরও সহদাস ; ঈশ্বরেরই ভজনা কর ;
কেননা যীশুর যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণীর
আত্মা।

১১ অনন্তর আমি স্বর্গ উন্মুক্ত দেখিলাম, আর
দেখ, শ্বেতবর্ণ একটী অশ্ব, তদারূঢ় ব্যক্তির নাম
বিশ্বাস্য ও সত্যময়, এবং তিনি ধার্ম্মিকতায়
১২ বিচার ও যুদ্ধ করেন। তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখাবৎ,
এবং তাঁহার মস্তকে অনেক কিরীট ; এবং
তাঁহার এক লিখিত নাম আছে, যাহা তিনি
১৩ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। আর রক্ত-প্রোক্ষিত
বস্ত্র তাঁহার পরিচ্ছদ ; এবং তিনি ঈশ্বরের বাক্য,

Digitized by Google

১৪ এই নামে আখ্যাত। আর স্বর্গস্থ সৈন্যগণ শ্বেত
শুচি ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিত ও শুক্লবর্ণ অশ্বে আরূঢ়
১৫ হইয়া তাঁহার অনুগমন করে। আর এক তীক্ষ্ণ
খড়্গ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয়, যেন তদ্দ্বারা
তিনি জাতিগণকে আঘাত করেন; আর তিনি
লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবেন;
এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ-
১৬ রূপ মদিরা-কুণ্ড দলন করেন। আর তাঁহার পরি-
চ্ছদে ও ঊরুদেশে এই নাম লেখা আছে,
'রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু'।
১৭ অনন্তর আমি সূর্য্যমধ্যে দণ্ডায়মান এক দূতকে
দেখিলাম; তিনি উচ্চৈঃশব্দ করিয়া আকাশের
মধ্যপথে উড্ডীয়মান যাবতীয় পক্ষীকে কহিলেন,
১৮ আইস, ঈশ্বরের মহাভোজে একত্র হও, যেন
রাজগণের মাংস, সহস্রপতিবর্গের মাংস, শক্তি-
মান লোকদের মাংস, অশ্বগণের ও তদারূঢ়গণের
মাংস, এবং স্বাধীন ও দাস, ক্ষুদ্র ও মহান সকল
মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ কর।
১৯ পরে আমি দেখিলাম, ঐ অশ্বারূঢ় ব্যক্তির
ও তাঁহার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থে সেই
পশু ও পৃথিবীর রাজগণ ও তাহাদের সৈন্যগণ
২০ একত্র হইল। তাহাতে সেই পশু ধরা পড়িল, এবং
যে ভাক্ত ভাববাদী তাহার সাক্ষাতে অভিজ্ঞান-
কার্য্য করিয়া পশুর ছাবধারী ও তাহার প্রতি-
মূর্ত্তির ভজনাকারীদিগকে ভুলাইত, সেও তাহার
সঙ্গে ধরা পড়িল; তাহারা উভয়ে জীবিত
থাকিয়াই প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত
২১ হইল। আর অবশিষ্ট সকলে সেই অশ্বারূঢ়
ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত খড়্গ দ্বারা হত
হইল; এবং পক্ষী সকল তাহাদের মাংসে
তৃপ্ত হইল।

বর্ষসহস্র ও মহাবিচারের বর্ণনা।

২০ পরে আমি স্বর্গ হইতে এক দূতকে নামিয়া
আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে অগাধ-
লোকের চাবি এবং বড় এক শৃঙ্খল ছিল।
২ তিনি সেই নাগকে, সেই পুরাতন সর্প যে দিয়া-
বল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ],
৩ তাহাকে ধরিয়া সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন,
আর তাহাকে অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া
সেই স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন;
যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতি-
দিগকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে; তৎপরে
অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্ত হইতে
হইবে।
৪ পরে আমি কয়েকটী সিংহাসন দেখিলাম;
তদুপরি যাঁহারা বসিলেন, তাঁহাদিগকে বিচার
করিবার ভার দত্ত হইল। আর যীশুর সাক্ষ্য ও
ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্ত যাহারা কুঠারাঘাতে
হত হইয়াছিল, এবং যাহারা সেই পশুকে ও
তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে ভজনা করে নাই, আর
আপন আপন ললাটে ও হস্তে তাহার ছাব
ধারণ করে নাই, তাহাদের প্রাণও দেখিলাম;
তাহারা জীবিত হইয়া সহস্র বৎসর খ্রীষ্টের
৫ সহিত রাজত্ব করিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেই
সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট
মৃতেরা জীবিত হইল না। এই প্রথম পুন-
৬ রুত্থান। যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী
হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয়
মৃত্যুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের
ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সহস্র বৎসর তাঁহার
সঙ্গে রাজত্ব করিবে।
৭ সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে
৮ তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে
সে পৃথিবীর চারি প্রান্তে স্থিত জাতিগণকে,
অর্থাৎ গোগ ও মাগোগকে ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে
একত্র করণার্থে বহির্গত হইবে। তাহাদের সংখ্যা
৯ সমুদ্রের বালুকার তুল্য। তাহারা পৃথিবীর
বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের *শিবির* এবং
প্রিয় নগর ঘেরিল; তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি
১০ পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল। আর তাহা-
দের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে
নিক্ষিপ্ত হইল, যেখানে ঐ পশু ও ভাক্ত ভাব-
বাদীও আছে; আর তাহারা যুগে যুগে দিবা-
রাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে।
১১ পরে আমি এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও
তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার
সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন
করিল; তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া
১২ গেল না। আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও
মহান যাবতীয় মৃত লোক সেই সিংহাসনের
সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পরে কয়েকখান
পুস্তক খোলা গেল, এবং জীবনপুস্তক নামে
অন্য একখানি পুস্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা
পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে আপন আপন
১৩ ক্রিয়ানুসারে বিচারিত হইল। আর সমুদ্র
আপনার মধ্যবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল,
এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্ত্তী মৃত-
গণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে
আপন আপন ক্রিয়ানুসারে বিচারিত হইল।
১৪ পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল;
তাহাই অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ দ্বিতীয় মৃত্যু।
১৫ আর জীবনপুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত
পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত
হইল।

Digitized by Google

নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীর বর্ণনা।

২১ পরে আমি এক নূতন আকাশমণ্ডল ও
এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম; কেননা
প্রথম আকাশমণ্ডল ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হই-
য়াছে; এবং সমুদ্র আর নাই।
২ আর আমি পবিত্র নগরী নূতন যিরূশালেমকে
স্বর্গমধ্য হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া
আসিতে দেখিলাম; সে বরের নিমিত্ত বিভূষিতা
৩ কন্যার ন্যায় সজ্জীভূতা ছিল। পরে আমি
সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ,
মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহা-
দের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার
প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের
সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।
৪ আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া
দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা
আর্ত্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; প্রথম বিষয়
৫ সকল লুপ্ত হইল। পরে যিনি সিংহাসনে
উপবিষ্ট, তিনি কহিলেন, এই দেখ, আমি সক-
লই নূতন করিলাম। পরে তিনি কহিলেন,
লিখ, কেননা এ সকল কথা বিশ্বসনীয় ও
৬ সত্য। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হইয়াছে;
আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত;
আমি পিপাসিতকে বিনামূল্যে জীবন-প্রবাহের
৭ জল দিব। যে জয় করে, সে এই সকলের অধি-
কারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, ও
৮ সে আমার পুত্র হইবে। কিন্তু যাহারা ভীরু,
অবিশ্বাসী, ঘৃণার্হ, নরঘাতক, বেশ্যাগামী,
মায়াবী বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং যাব-
তীয় মিথ্যাবাদীর প্রাপ্য অংশ অগ্নি ও গন্ধকে
প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।
৯ আর সপ্ত শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সপ্ত বাটি-
ধারী সপ্ত দূতের মধ্যে এক দূত আসিয়া আমার
সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন, আইস, আমি
তোমাকে সেই কন্যাকে, মেষশাবকের ভার্য্যাকে,
১০ দেখাই। পরে তিনি আত্মাতে আমাকে এক উচ্চ
মহাপর্ব্বতে লইয়া গিয়া পবিত্র নগরী যিরূ-
শালেমকে দেখাইলেন, তাহা স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের
১১ নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছিল, তাহা
ঈশ্বরের প্রতাপবিশিষ্ট; তাহার জ্যোতিঃ বহু-
মূল্য মণির, স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সূর্য্যকান্তমণির
১২ তুল্য। তাহার বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর ও দ্বাদশ
পুরদ্বার আছে; সেই দ্বাদশ দ্বারে দ্বাদশ দূত
থাকেন, এবং কয়েকটী নাম সেগুলিতে লিখিত
আছে, সে সকল ইস্রায়েল-সন্তানদের দ্বাদশ
১৩ বংশের নাম; তিন দ্বার পূর্ব্বদিকে, তিন দ্বার
উত্তরদিকে, তিন দ্বার দক্ষিণদিকে, ও তিন দ্বার
১৪ পশ্চিমদিকে। আর নগরের প্রাচীর দ্বাদশ ভিত্তি-
মূলবিশিষ্ট, সেগুলিতে মেষশাবকের দ্বাদশ
১৫ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম আছে। আর যিনি আমার
সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে ঐ
নগর ও তাহার দ্বার ও প্রাচীর পরিমাণ করণার্থে
১৬ একটা সুবর্ণ নল ছিল। ঐ নগর চতুষ্কোণ,
তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান। আর তিনি সেই
নল দ্বারা নগরের পরিমাণ করিলে দ্বাদশ সহস্র
তীর পরিমাণ হইল, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও
১৭ উচ্চতা এক সমান। পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে
মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরিমাণ অনুসারে এক
১৮ শত চোয়াল্লিশ হস্ত হইল। প্রাচীরের গাঁথনি
সূর্য্যকান্তমণির, এবং নগর নির্ম্মল কাচের সদৃশ
১৯ পরিষ্কৃত সুবর্ণময়। নগরের প্রাচীরের ভিত্তিমূল
সর্ব্ববিধ মূল্যবান মণিতে ভূষিত; প্রথম ভিত্তি-
মূল সূর্য্যকান্তের, দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয়
২০ তাম্রমণির, চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম বৈদূর্য্যের,
ষষ্ঠ সান্দীয় মণির, সপ্তম স্বর্ণমণির, অষ্টম
গোমেদকের, নবম পদ্মরাগের, দশম লশুনীয়ের,
২১ একাদশ পেরোজের, দ্বাদশ কটাহেলার। দ্বাদশ
দ্বার দ্বাদশ মুক্তাতে, এক এক দ্বার এক এক
মুক্তাতে নির্ম্মিত; এবং নগরের চক স্বচ্ছ কাচবৎ
২২ বিমল সুবর্ণময়। নগরের মধ্যে আমি কোন
মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর
প্রভু এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ।
২৩ আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের
কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ
তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার
২৪ দীপস্বরূপ। আর জাতিগণ তাহার দীপ্তিতে
গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা
তাহার মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন।
২৫ ঐ নগরের দ্বার সকল দিবাতে কখনও বদ্ধ হইবে
২৬ না, কারণ সেখানে রাত্রি হইবে না। আর জাতি-
গণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে আনীত
২৭ হইবে। পরন্তু অশুচি কিছু অথবা ঘৃণ্যকারী ও
মিথ্যাকারী কেহ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে
পাইবে না; মেষশাবকের জীবনপুস্তকে যাহাদের
নাম লিখিত আছে, কেবল তাহারাই প্রবেশ
করিবে।

২২ তদনন্তর তিনি আমাকে জীবন-জলের
নদী দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায়
উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন
হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে
২ বহিতেছে; নদীর এপারে ওপারে জীবনবৃক্ষ
আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক
এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই
বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য-নিমিত্তক।
৩ এবং কোন শাপ আর হইবে না, আর ঈশ্বরের ও

Digitized by Google

মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে ;
৪ এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, ও
তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাহাদের ললাটে
৫ তাঁহার নাম থাকিবে। সে স্থানে রাত্রি আর
হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্য্যের
আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না,
কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করি-
বেন : এবং তাহারা যুগে যুগে রাজত্ব করিবে।

শেষ কথা।

৬ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, এই সকল বচন
বিশ্বসনীয় ও সত্য ; এবং যাহা যাহা শীঘ্র
ঘটিবে, তাহা আপন দাসদিগকে জ্ঞাত করণার্থে
ভাববাদিগণের আত্মা সকলের ঈশ্বর প্রভু আপন
৭ দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন। আর দেখ, আমি
ত্বরায় আসিতেছি ; ধন্য সে, যে এই গ্রন্থের
ভাববাণীর বচন সকল পালন করে।
৮ আমি যোহন এই সমস্ত দেখিলাম ও শুনি-
লাম ; ইহা দেখিলে শুনিলে পর, যে দূত
আমাকে এই সমস্ত দেখাইতেছিলেন, আমি
ভজনা করিবার জন্য তাঁহার পদতলে পড়িলাম।
৯ আর তিনি আমাকে কহিলেন, সাবধান; এমন
কর্ম্ম করিও না ; আমি তোমার সহদাস, এবং
তোমার ভ্রাতা ভাববাদিগণের এবং এই গ্রন্থে
লিখিত বচন পালনকারিগণের সহদাস ; ঈশ্ব-
রেরই ভজনা কর।
১০ তিনি আমাকে আরও কহিলেন, তুমি এই
গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও
১১ না ; কেননা সময় সন্নিকট। যে অধর্ম্মাচারী, সে
ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক ; এবং যে কলু-
ষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক ; এবং যে
ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ করুক ; এবং
যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক।
১২ দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি ; এবং যাহার যেমন
ক্রিয়া, তাহাকে তেমন ফল দিতে আমার দাতব্য
১৩ পুরস্কার আমার সহবর্ত্তী। আমি আল্ফা এবং
১৪ ওমিগা, প্রথম ও শেষ, আদি এবং অন্ত। ধন্য
তাহারা, যাহারা জীবনবৃক্ষের অধিকারী হইবার
জন্য এবং দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার জন্য
১৫ আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করে। কুক্কুরগণ,
মায়াবিগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও
প্রতিমাপূজকেরা, এবং যে কেহ মিথ্যাকথা ভাল
বাসে ও রচনা করে, সে বাহিরে রহিয়াছে।
১৬ মণ্ডলীগণের নিমিত্ত তোমাদের কাছে এই
সকল সাক্ষ্য দিবার জন্য আমি যীশু আপন
দূতকে প্রেরণ করিলাম। আমি দায়ূদের মূল ও
বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র।
১৭ আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস।
এবং যে শ্রবণ করে, সেও বলুক, আইস। আর
যে পিপাসিত সে আইসুক ; যে ইচ্ছা করে, সে
বিনামূল্যে জীবন-জল গ্রহণ করুক।
১৮ যাহারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল
শ্রবণ করে, তাহাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি
সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত
আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিতে
এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করিবেন।
১৯ আর যদি কেহ এই ভাববাণী-পুস্তকের বচন
হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে
লিখিত জীবনবৃক্ষ হইতে ও পবিত্র নগর হইতে
তাহার অংশ হরণ করিবেন।
২০ যিনি এই কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতে-
ছেন, সত্য, আমি ত্বরায় আসিতেছি। আমেন ;
প্রভো যীশু, আইসুন।
২১ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ পবিত্রগণের সঙ্গে থাকুক।
আমেন।

Digitized by Google